* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাহিত্যের শপথ—		৮৭৫
মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে (কবিতা)	শ্রীদিনেশ দাস	৮৭৬
কাঁকুলিয়া রোডের বেহালাদার-কে (কবিতা)	শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী	৮৭৬
বৈদেশিকী—		৮৭৭
ভ্রূণাক্ষরে—	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	৮৭৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৮১

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই মার্চের বই

[illegible]

লীলা মজুমদারের

[illegible]

টং লিং ২.৭৫

[illegible]

৭ই ফেব্রুয়ারীর বই

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের

[illegible]

আবার ঘনাদা

[illegible]

তিমির চৌধুরীর

সালাজারের জেলে উনিশ মাস ১০.০০

[illegible]

কয়েকখানি বিশিষ্ট প্রকাশনা

গোপালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত ৩.৫০

[illegible]

বিমলচন্দ্র সিংহের

বিশ্বপথিক বাঙালী ৫.০০

[illegible]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

আমরা ও তাঁহারা ৩.২৫

গ্রন্থকার একাধারে মনীষী এবং বিদগ্ধ সাহিত্যিক। এই বইয়ে তিনি সঙ্গীত, সুর, সাহিত্য, দেশ, বিপ্লব, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা অত্যন্ত রমণীয় সাহিত্যরসে সিক্ত করে পরিবেশন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত রম্যরচনা।

সাগরময় ঘোষের

পরম রমণীয় ৫.০০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের খ্যাতিমান অর্ধশতাধিক লেখকের রম্যরচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ধরনের রসসাহিত্য-সংকলন ইতিপূর্বে আর হয়নি।

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪-২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

সংকল্পে দৃঢ় থাকুন
জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ
করুন

॥ বাংলা গ্রন্থ জগতে এই প্রথম ॥

ত্রয়ী বাংলা পকেট বই

আদ্য প্রকাশন ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অনধিকারিণী

ত্রয়ী প্রকাশনী — [illegible] ॥ প্রাপ্তিস্থান : ডি. এম. লাইব্রেরী

॥ আমাদের প্রকাশিত বই ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	:	যদি জানতেম	৪.০০
সুবোধ ঘোষের	:	মর্ত্যপ্রিয়া (২য় মুঃ)	২.৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের	:	চোখের বাহিরে	২.৫০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	:	কন্যামৃগয়া (২য় মুঃ)	৩.০০
প্রভাত দেবসরকারের	:	মধুর এমন	৩.০০
রবীন্দ্রনাথ দাশের	:	অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা	৪.০০
চিত্তরঞ্জন মাইতির	:	ডাঃ জনসনের ডায়েরী	৩.০০
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের	:	সাত দিন (গল্প)	২.৫০
অংশুমান মিত্রের	:	ইতিহাসের নায়িকা	[illegible]

প্রকাশক ও পরিবেশক — গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড [illegible]
প্রাপ্তিস্থান — ডি. এম. লাইব্রেরী [illegible]

নতুন সংখ্যা প্রকাশিত হল

কৃত্তিবাস

ভয়ংকর নয় উন্মত্ত নয় সব [illegible] ক্ষুধার্ত বিশ্বাসী [illegible] প্রভৃতি নানাবিধ লেখকদের রচনা কবিতা ও বাস্তবিক বিস্ফোরণ

[illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] সেনগুপ্ত, [illegible] রায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] চৌধুরী, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। দাম [illegible] টাকা

সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৩২/২, যোগীপাড়া রোড কলিকাতা-২৮

[illegible]

বাংলা সাহিত্যে দুইটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস

অদ্বৈত মল্লবর্মণের

তিতাস একটি নদীর নাম

দাম ৬.৫০

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের

কৌতুকপুরের রূপকথা

দাম ৭.০০

অন্যান্য উপন্যাস

১। **দশটা পাঁচটায় ড্যালহাউসি :** তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস। ১লা বৈশাখ বাহির হইবে।
২। **কান্নামাটি :** [illegible] জীবন সম্পর্কে বাংলায় একমাত্র উপন্যাস। অতুল চক্রবর্তী। দাম তিন টাকা।
৩। **রবীন মাস্টার :** ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের বিখ্যাত উপন্যাসের সুখপাঠ্য বিশেষ সংস্করণ। দাম দুই টাকা।

ফটোগ্রাফীর বই

[illegible] ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য শ্রী[illegible] লিখিত
১। **ছবি তোলা** ৫, ২। **ডার্ক রুম** ৩,

পাঠঘর : [illegible]

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা	—ফাদার দ্যতিয়েন	৮৮২
ট্রামে-বাসে—		৮৮৪
আলোয় ফেরা	—শ্রীসমরেশ বসু	৮৮৫
পঞ্চতন্ত্র	—সৈয়দ মুজতবা আলী	৮৯৫
ভারতবর্ষ ও চীন	—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯৭
লাল কেল্লা	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৯০৫
হুগলির চণ্ডীমণ্ডপ	—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১১
নিশিকুটুম্ব	—শ্রীমনোজ বসু	৯১৭
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	৯২৩
টোকিওর চিঠি	—শ্রীসুধীরা দাশগুপ্ত	৯২৭

নবকল্লোল নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭০
মূল্য ২·৫০ নঃপঃ

৩টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
• গল্প •
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
• গল্প •
সরোজকুমার রায়চৌধুরী
• সম্পূর্ণ উপন্যাস •
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
• সম্পূর্ণ উপন্যাস •
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
• লেখা •
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
• কবিতা •
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
• গল্প •

অবধূত
• সম্পূর্ণ উপন্যাস •
বনফুল
• গল্প •
মায়া বসু
• কবিতা •
শিশুপাল
• এক্সরে চশমা •
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়
• শারীরিক বিষয় •
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে
• মানসিক বিষয় •
চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • স্মৃতিকথা

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা - ৯

তাছাড়া থাকবে চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী, লম্বা হবার সহজ উপায়, পুর্বী দেবীর ফিচার, সাজেগোজে রূপ বাড়ে, সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, অসংখ্য ছবি, আরো অনেক কিছু বইতে দেখুন

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার **রম্যাণি বীক্ষ্যের** লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী এবং **স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালীর** লেখক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে এবার (১৯৬২-৬৩ সালের জন্য) রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত
উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণকাহিনী

রম্যাণি-বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব	... ৭·৫০
মহারাষ্ট্র পর্ব	... ৭·৫০
দ্রাবিড় পর্ব	.. ৭·০০
সৌরাষ্ট্র পর্ব	... ৭·০০
কালিন্দী পর্ব	... ৫·০০
রাজস্থান পর্ব	.. ৭·০০

* *

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ৭·৫০

[illegible] সমাজ জ্ঞান [illegible] অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার
(State Award—1962)

রোদ • বৃষ্টি • ভালবাসা ৬·০০
[illegible] কাব্যগ্রন্থ)
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি প্রণীত

দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাব্যসংকলন
আরও সূর্যের কাছে ৩·০০

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ পড়বার মত বই ॥

। উপন্যাস ।

রূপান্তর	ইন্দ্র সেন	২.৫০
তিস্তার চরে	বেদুইন	২.৫০
মরুপথের নদী	সুধাকর	২.৫০
প্রিয়া ও জায়া	সুশীল বন্দ্যো	৩.০০
পুতুল নিয়ে খেলা	সুশীল বন্দ্যো	৩.০০
হে নিরুপমা	শৈলজানন্দ মুখো	২.৫০
পতিতা ধরিত্রী	পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য	২.৫০

। গল্প ও রম্যরচনা ।

চরৈবেতি	মৈনাক চট্টো	২.৫০
মনোভিসার	সুজিতকুমার নাগ	২.০০

। ডিটেকটিভ উপন্যাস ।

চক্রান্ত জালে নারী	দীনেন্দ্রকুমার রায়	২.০০
শত্রুসমরে নারী	"	২.০০
বিমানবোটে বোম্বেটে	"	৫.০০
গিরিচূড়া বন্দী		২.০০

রায় চৌধুরী :
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

শ্রীসমথনাথ ঘোষের অভিনব গ্রন্থ

যখন পলাশ ফোটে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান:—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

প্রকাশিত হলো

কবি-কিশোর সুকান্ত

সুকান্তের প্রিয়বন্ধু অরুণাচল বসু ও তার মাতা সরলা বসুর এই অবিস্মরণীয় অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র যে কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছেই এক মূল্যবান সম্ভার।

তার নানা অপ্রকাশিত চিঠিপত্র রচনাদির মধ্যে
কিশোরপ্রতিভার বহুমুখী দিক উন্মোচিত।
দাম : আড়াই টাকা।

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দুখানি সদ্যপ্রকাশিত উপভোগ্য উপন্যাস

সমুদ্র শঙ্খ

শক্তিপদ রাজগুরু

সমুদ্র ক্ষুব্ধ উঠেছে। আকাশে বাতাসে প্রলয়ের শঙ্খধ্বনি। তারই মধ্যে চলেছে জীবনের সংগ্রাম। এই বিরাট পটভূমিকায় [illegible] জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর [illegible] শক্তিপদ রাজগুরু [illegible] বহুবর্ণের মনোজ্ঞ প্রচ্ছদ।

॥ ৪.৫০ ॥

পতাকা যারে দাও

প্রেমেন্দ্র মিত্র

"একটি ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। ঘটনার দ্রুতগতি আর বিন্যাসের কৌশল সমগ্র কাহিনীটিকে যেমন আকর্ষণীয় করে তুলেছে তেমনি বিস্ময়কর আবেদন, সংলাপের মাধুর্য এবং চরিত্রগুলির বাস্তব রূপায়নে উপন্যাসটি যারপরনাই উপভোগ্য ও সুখপাঠ্য হয়েছে। কাহিনীর অন্তে যে উদাত্ত উদ্দীপনাময় সুর শোনা যায় তা তো [illegible] চিত্তহারী। উপন্যাসটির নামকরণেও [illegible] চমৎকার বিধৃত হয়েছে এবং ভাবোদ্দীপক প্রচ্ছদে। ছাপা, বাঁধাই ও সুন্দর।" (যুগান্তর)

॥ ৪.৫০ ॥

দেশাত্মবোধক কবিতা সংকলন

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

"প্রবীণ এবং নবীন মিলিয়ে বহু বিশিষ্ট কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান লাভ করেছে। ইহার প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের চুয়াল্লিশ কোটি মানুষের এবং সংগ্রামের ছাপ কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

সংকলনটিতে অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সজনী ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, উমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, চিত্রিতা দেবী প্রভৃতি। স্বাধীন ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত পৃষ্ঠাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এই সংকলনটি কাজে লাগবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা ॥ ২.০০ ॥

অন্যান্য প্রকাশন :

ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের **রবীন্দ্রনাথ** (৪র্থ সং) ৬.০০ । **বঙ্কিমচন্দ্র** (৩য় সং) ৪.৫০ ॥ ভবানীশঙ্করের চৌধুরীর **জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ** ৫.০০ । দুর্গাদাস বসুর **ভারতের সংবিধান** ৪.০০ ॥ অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের **আহারে আরোগ্য** ২.০০ ॥ ইংরাজী বর্ষপঞ্জী **দি নিউ ইয়ার বুক** (২০তম বর্ষ) ৩.৭৫ ॥

এস্. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ । ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী		৯৩১
চিত্র প্রদর্শনী—		৯৩৩
বিশ্ববিচিত্রা—		৯৩৫
আলোচনা—		৯৩৭
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর		৯৪১
পুস্তক পরিচয়—		৯৪৪
রঙ্গজগৎ—		৯৪৭
খেলার মাঠে—একলব্য		৯৫৫
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৯৬০

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

তারাশঙ্করের
গল্প-পঞ্চাশৎ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে
সংযোজিত হয়েছে। তারাশঙ্করের রচনার উপর
এমন সুন্দর আলোচনা এপর্যন্ত কোথায়ও হয় নাই।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
বিখ্যাত উপন্যাস

দ্বীপপুঞ্জ

পরিদৃশ্যমান জগতের চাইতে আরও বড় মানুষের মনোরাজ্য। সেই রাজ্যের গভীরতম প্রদেশে যাঁরা প্রবেশ করতে পারেন, তারাই জীবন-রসের শ্রেষ্ঠ, সার্থক শিল্পী। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথের রচনায় সেই গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এ গ্রন্থ তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

The Swami Vivekananda —A Study

Manomohan Ganguly
Rs. 3.00

উড়িষ্যার দেবদেউল

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
উড়িষ্যার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর আলোচনা। দাম ৫.৫০

একটি ফুলকে ঘিরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
দাম ২.৫০

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত
হিমালয় ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বহু অজ্ঞাত মানুষের জীবন পাঁচালি।
দাম ৬.০০

মন দেউলে দীপালোক

দক্ষিণারঞ্জন বসু
দাম ৩.৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

এপার ওপার (উপন্যাস)

ইন্দ্রনীল
বাউন্ডুলে সুখদুঃখ ও প্রেম বিচ্ছেদের জীবন্ত চিত্র। দাম ২.৫০

অপরূপা চাম্বা

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
প্রধান কার্যালয় :
১২ নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৬২৭০

॥ নতুন বেরুলো ॥

বীরেন্দ্র মল্লিকের

ত্রয়ী

তিনটি নাম কর একাঙ্কিকা। ২.০০।

শীঘ্রই বেরুচ্ছে

শেষকথা

অনন্যসাধারণ উপন্যাস

প্রকাশক :

[illegible]

কলিকাতা ৯

প্রকাশ — অমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের — অপেক্ষায়

--অপূর্ব উপন্যাস--

কত রঙের মেলা

অপূর্ব প্রকাশনী। ৬০এ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। ৩৫-৩৯০৪

(সি ১৪৪৪)

নীলকণ্ঠের **বার্দ্ধক্যে বারাণসী**	৫.৫০
হরেশ শর্মাচার্যের **মায়াকঙ্কণ**	৩.৫০
সৌরীন সেনের **অন্য কোনখানে**	৫.৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের **অজ্ঞাতবাস**	৫.৫০
ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি	৪.৫০
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত C. F. Andrews এর What I owe to Christ **ঋণাঞ্জলি**	৪.৫০
আশাপূর্ণা দেবীর **কনকদীপ**	৩.০০
ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের **ত্রিশঙ্কু**	৩.০০
শঙ্করনাথ রায়ের **ভারতের সাধক**	

১ম—৬.৫০ ২য় ৬.৫০, ৩য় ৮.০০, ৪র্থ ৬.৫০ ৫ম—৬.৫০

রাইটার্স সিণ্ডিকেট ॥ ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা—১৩

● সদ্‌গ্রন্থ ●

গুরুদাস ভট্টাচার্য **সাহিত্যের কথা**	৫.০০
বিমলকৃষ্ণ সরকার **কবিতার কথা**	৫.০০
অজিতকুমার ঘোষ **নাটকের কথা**	৫.০০
দেবীপদ ভট্টাচার্য **উপন্যাসের কথা**	৬.০০
রথীন্দ্রনাথ রায় **ছোটগল্পের কথা**	৫.০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় **সমালোচনার কথা**	৬.০০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য **শিল্পতত্ত্বের কথা**	৬.০০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু **অলংকার-জিজ্ঞাসা**	৫.০০
রথীন্দ্রনাথ রায় **দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার**	১৩.৫০
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় **গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ**	৭.৫০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

কিন্নর লোক আকাশে নয়

এই মাটিতেই।

হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে

তিব্বত সীমান্তে

এক পরম রমণীয় ভূমির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন

লেখক

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণ

যাঁরা তাঁর ভোলগা থেকে গঙ্গা পড়েছেন তাঁরা

কিন্নর দেশে

পড়ুন

অনুবাদ করেছেন **প্রসূন মিত্র**

॥ ৬৷৷ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

মিত্রালয় :: ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট :: **কলিকাতা-১২**

বৈশাখে প্রকাশিত হইবে

প্রতিধ্বনি।

সুসাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
নতুন উপন্যাস।

বর্তমানে যে ক'জন খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক নতুন ভাবনা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে বহু প্রসারিত করেছেন, শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁহাদেরই একজন। "পূর্বাশা" "নিরুক্ত" প্রভৃতি সাময়িক পত্র সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর আজও উজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সংপাঠক হিসাবে তাঁর উপলব্ধিকে তিনি ভাষায় বিবৃত করেছেন কয়েকখানি প্রকাশিত গ্রন্থে। আমাদের সমাজ-জীবনে আজ নানা অনাচার ও দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের সত্যভাষণে তার অধিকাংশই অনুক্ত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সাহিত্যের সত্যে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশে অপারগ নন, তাই তাঁর সাহিত্য কালজয়ী।

দাম—৩·০০

অন্যান্য প্রকাশিত উপন্যাস: **এপিডেমিক**—সুনীলকুমার ঘোষ ৩·৫০। **অতসী**—প্রবোধবন্ধু অধিকারী ৪·০০। **বৃহন্নলা**—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৪·৫০। **সেদিন চৈত্র মাস**—দিব্যেন্দু পালিত ৩·৫০। **মেঘ**—সুবোধকুমার চক্রবর্তী ২·৫০।

বসুচৌধুরী। ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯।

[illegible]-৯২৮১

গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপীঠের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
স্বর্ণরেণু ৪·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু
গহিন গাঙ গহন বন ৪·৫০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিয়ের ফুল ৩·০০

বরবুচি
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ২·৫০

প্রভাত দেবসরকার
কত রঙ ৪·০০

মায়া দাস
কী হেরিলাম নয়ন মেলে ২·৫০

জ্যোতির্ময় রায়
ভেঙেছে দুয়ার ২·৫০

পশুপতি ভট্টাচার্য
স্বপ্ন-যমুনা ৩·০০

একত্রে দু'খানি জমাটি রহস্য-উপন্যাস
অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **তারকার মৃত্যু কালরাত্রি** ১·৮০

॥ নবযুগধর্মী নতুনতর নাটক ॥
সুশীল মুখোপাধ্যায়ের **বাঁধ** ২·৫০
শক্তিপদ রাজগুরুর **মেঘে ঢাকা তারা** ২·৫০
গঙ্গাপদ বসুর **অংশীদার** ২·৫০
শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের **কাঞ্চনরঙ্গ** ২·৫০

গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা ৬

গন্ধর্ব

চৈত্র সংখ্যা [illegible]

বিমল কর লিখেছেন
দেশাত্মবোধের পূর্ণাঙ্গ নাটক: শংখ
অশোক বসুর নাটক জালিয়াৎ
মঞ্চে আলোক সম্পাত
[illegible] সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর [illegible]
অধ্যাপক তমর ঘোষ
১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ১২

নতুন ধরনের সিনেমা সাপ্তাহিক

ঘরোয়া

প্রতি শুক্রবার নিয়মিত বেরুচ্ছে

বোম্বের নিজস্ব প্রতিনিধি

শচীন ভৌমিক

বোম্বাই চিত্রসংবাদ ও চিঠিপত্রের
উত্তর দেন

অশোক ঘোষাল

কলকাতার সিনেমা জগতের খবর
লেখেন

সুপ্রিয়া চৌধুরী

আত্মজীবনী 'আমার কথা' লিখছেন

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক

বিমল মিত্রর

ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে
[illegible]
গল্প নানা ধরনের নতুন নতুন ফিচার, প্রচুর সিনেমার ছবি, কলকাতা [illegible] মনস্ক [illegible] পত্র [illegible] গান ও স্বরলিপি [illegible] ফ্যাশন প্রভৃতি।

খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা এপ্রিল মাস থেকে লিখবেন।

দাম মাত্র ৪০ নয়া পয়সা

কার্যালয়: ৭৯।৫বি, আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৬

পেঃ গাঁচিয়া, কামড়হাট, ২৪ পঃ
গণপতি পাঠক সংকলিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-গীতি আলেখ্য-সম্বলিত
পূজা গীতি আলেখ্য ও তত্ত্বমালা—
ভিক্ষা ২, ; **কালীকীর্তন**—ভিক্ষা ৸০

—প্রাপ্তিস্থান—

রায়চৌধুরী—১১৯, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা **গ্রন্থভারতী**, ৪১/বি, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা, **মহেশ লাইব্রেরী**, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি ৯২০১)

কথাশিল্পী শুকদেব সিংহের

অনন্যসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

নিশীথ রাগ

স্মৃতিভ্রষ্টা নায়িকা আশা বহুদিন পরে **সম্মুখীন** হলো পুরাতন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে **একজনের** . উত্তর চলতে চলতে সেদিন **এক জমিদারের** পাড়া **কাছারীবাড়ীতে স্মৃতিশক্তি** ফিরে এলো বটে, কিন্তু বুঝতে পারে না সুব্রত বেঁচে আছে কি না। হিমাংশুর পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে সুব্রত। তবে অপূর্ব চিত্রায়ন উপন্যাসেই তার **জবাব** মিলবে। মূল্য ২.৫০

নেতাজী বুক স্টল

পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া।

প্রাপ্তিস্থানঃ—**বাণী-বীথি**, ২৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-১২। **শ্রীগুরু লাইব্রেরী**, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলি-৬ এ ছাড়া বিভিন্ন পুস্তকালয়ে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্বপ্নসন্ধ্যা ৩,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮,

মদনভস্ম ৩,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সোনা নয় রুপো নয় ২.৫০

শক্তিপদ রাজগুরুর

শাল পিয়ালের বন ৪,

ছোটদের জন্য

সেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডি ২.৫০

প্রাপ্তিস্থান

ভ্যারাইটি পাবলিশার্স

১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হল

বসন্ত তিলক

সুবোধ ঘোষ

এক নকল জীবনের অহংকার অকস্মাৎ-আগত ঘূর্ণি হাওয়া হয়ে হঠাৎ একদিন ঝড় তুলেছিল ছোট্ট শহর হাওয়ানগর সরিয়াডিতে। সরিয়াডির শান্ত অটল জীবনকে টলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল তার আত্মম্ভরিতা। কিন্তু এই অহংকারের আত্মম্ভরী ঘূর্ণি সরিয়াডির অটল জীবনকে ক্ষণিক এলোমেলো করে দিলেও টলাতে যখন পারল না, আক্রোশের শিলাবৃষ্টি হয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইল তাকে। আর তখনই ঔদার্য আর প্রেমের ছত্র বিস্তৃত হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণকে, ব্যর্থতায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এবং আশ্রয় দিয়েছিল এক মহান অটলতাকে, রক্ষা করেছিল এক পবিত্র স্থৈর্যকে। সুবোধ ঘোষের এই নবতম গ্রন্থটি উপন্যাস-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

দাম ঃ ৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ২৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

শনিবার, ২৩ চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Saturday, 6th April, 1963

সাহিত্যের শপথ

জাতীয় সংকটের সূত্র কেবল হিমালয় সীমান্তে নয়, জাতির অন্তস্তলেও। দেশের সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা অনুভব করেছেন, চৈনিক কম্যুনিস্ট অভিযান একটি বিপদ সংকেতমাত্র, এই আক্রমণ যে সর্বগ্রাসী মতবাদের ধ্বজাবাহী সেই ছলনাময় মতবাদের মোহাচ্ছন্নতা থেকে জাতীয় চিন্তাভাবনাকে সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখা দেশপ্রেমী শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর প্রাথমিক ও আবশ্যিক কর্তব্য। শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে এই কর্তব্যবোধ স্বতই জাগ্রত হয়েছে, কোন ব্যক্তি, দল কিম্বা গোষ্ঠীর নির্দেশ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন মণ্ডপে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন সে হিসেবে সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা রুচি ও প্রকৃতিতে সাধারণত নিঃসঙ্গ সাধক, আত্মমগ্ন, প্রচারকুণ্ঠ এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন। তবুও তাঁরা সংকটের পীড়নে পরস্পর ভাবনার বিনিময়ে সমবেত হয়েছেন, সংকটের মূল কারণ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন, সংকল্প গ্রহণ করেছেন কম্যুনিজমের সর্বগ্রাসী আধিপত্য কখনই তাঁরা স্বীকার করবেন না—ভয়ে না, প্রলোভনেও না। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন সাহিত্যের এই বলিষ্ঠ ঘোষণা বাংলার শীর্ষস্থানীয় এবং মননশীলদের উদ্যোগেই রচিত ও প্রচারিত হয়েছে; রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের ঐতিহ্যবাহী বাঙালী মনীষার সঙ্গত সার্থক স্বাক্ষর তাই সুস্পষ্ট স্বাধীন সাহিত্য সমাজের এই অবিস্মরণীয় উদ্যমে। জাতীয় ইতিহাসের আর এক সংকটকালে গোখেল বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে তাই-ই আগামীকালে সারা ভারতের ভাবনা। সন্দেহ নাই, স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি, সংকল্প ও প্রয়াস সেই সর্বভারতীয় চিন্তার উৎস এবং কেন্দ্রবিন্দু।

যে সংকটের পীড়ন থেকে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্ভব তার সঙ্গে আজই আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে নি। কম্যুনিজমের জবরদস্তি অন্তহীন দুর্ভোগ ও দুর্গতি সৃষ্টি করে, ভয়াবহ নৈতিক বিপর্যয় ও বুদ্ধিবিকার ঘটায়, ঘরে ও বাইরে তার অসংখ্য নিদর্শন আমরা পেয়েছি। স্বৈরাচারী শাসক অথবা পরমত-অসহিষ্ণু ধর্মতন্ত্র এককালে শাসনবারণ ও নিগ্রহ নিপীড়নের যথেচ্ছ ব্যবহারে মানুষের অপরিসীম দুর্গতি ঘটিয়েছিল। তবুও অতীতের কোন স্বৈরাচারী শাসন-দমন ব্যবস্থাই কম্যুনিজমের মত নিশ্ছিদ্র নিয়ন্ত্রণের জাঁতাকলে মানুষকে পিষ্ট করে নি। কম্যুনিজমের প্রকৃতিই এমন যে সে বহুকে, জীবনসৃজনধারার বৈচিত্র্যকে কিছুতেই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। এক ছাঁচে ঢালা জীবন, এক-রঙা চিন্তা, এক এবং অদ্বিতীয় দল ও দলপতির নির্দেশে ওঠা বসা—মনুষ্যত্বের অবমাননা ও পীড়নের এই সর্বাধুনিক যন্ত্রের তুলনা ইতিহাসের আর কোন যুগেই পাওয়া যায় না। অথচ ইতিহাসের এমনই নির্মম পরিহাস যে এই মানবধর্ম-বিরোধী বিকৃত, বিভীৎস মতবাদই মানব-মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে দেশে দেশে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর চিন্তা মোহাচ্ছন্ন, বিচারক্ষমতা পঙ্গু করতে সক্ষম হয়েছে।

আশার কথা, ইতিহাস থামে নি; কম্যুনিজমের স্বরূপ, তার শঠতা ও ক্রূরতা কম্যুনিস্ট মহানায়কদের আদি পীঠস্থানেই প্রকট হয়েছে, বুদ্ধিজীবীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে আমাদের কালে সবচেয়ে বড় বাধা, সবচেয়ে নিষ্ঠুর নীতিজ্ঞানহীন শত্রু এই সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ এবং তার ধারক-বাহক-অনুচরেরা। কম্যুনিস্ট প্রচারে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিকরা অনেকেই কিছুকাল আগে পর্যন্তও ভেবেছেন আমাদের কালে সভ্যতার সংকট, সংস্কৃতির সংকটের জন্য দায়ী আর যাই হোক কম্যুনিজম কখনই নয়। কম্যুনিজমের বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনাচার, অত্যাচার ও বিকারের অসংখ্য প্রমাণ সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট আদর্শের মনগড়া ছকের দোহাই দিয়ে অনেক মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদের কল্পিত প্রগতির সদ্‌গতি সন্ধান করেছেন। এখনও এই ছলনা এবং আত্ম-প্রতারণার বিরাম নেই। কম্যুনিজমের প্রভাবাধীন বুদ্ধির এই বিকার এবং অপচয়ের বিরুদ্ধেই স্বাধীন সাহিত্যের, মোহশূন্য মুক্তবুদ্ধির অভিযান।

আজ দ্বিধামুক্তচিত্তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা, একালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকটের জন্য দায়ী সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদের দুনিয়াজোড়া আধিপত্য-বিস্তারপ্রয়াস। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণ যে সংকট সৃষ্টি করেছে তা কেবল সীমানা এবং এলাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধজাত নয়। তা যদি হত তাহলে ভারতের মাটিতেই কম্যুনিস্টপন্থীরা দলে দলে আক্রমণকারীর স্বেচ্ছাদাসত্ব বরণে তৎপর হত না। কম্যুনিস্ট মতবাদের অন্ধ আনুগত্য স্বদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বৈদেশিক শক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, দেয় কেন না সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য সুকৌশলে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেশে দেশে কম্যুনিস্টপন্থীদের স্বাধীন বিচারশক্তি নষ্ট করে, সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ অসাড় করে ফেলে। এই ভয়াবহ বিষের প্রভাব বন্ধ করার জন্যই স্বাধীন সাহিত্য সমাজের সর্বশক্তি নিয়োগে উদ্যোগী হওয়ার সংকল্প। সীমান্ত সংকট সমাধানের জন্য যেমন সামরিক প্রস্তুতি তেমনি নৈতিক সংকট ও বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন প্রয়াস।

এই সংকটে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমী সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ কেবল জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করে না, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ সৃজন প্রয়াস কম্যুনিস্ট জুলুমতন্ত্রের প্রথম শিকার। পার্টিসত্যই একমাত্র সত্য। তার উপরে, নিচে, পাশে আর কোন সত্যের ঠাঁই নেই, সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা ও চিন্তা পর্যন্ত মারাত্মক অপরাধ ফলিত কম্যুনিজমের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের এই বিকট বিকারগ্রস্ত তাড়নায় কত শিল্পী-সাহিত্যিকের কণ্ঠ যে রুদ্ধ হয়েছে, কত বুদ্ধিজীবীর জীবন যে নষ্ট হয়েছে তার লেখা-জোখা নেই। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য কানাকড়িও নয় তার সঙ্গে প্রকৃত মানবধর্মী সৃজনী প্রতিভার যোগসাধন কল্পনা করাও অসম্ভব। সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ গতি প্রকৃতি, মুক্তবুদ্ধির নির্ভীক অনুশীলন যে-মতবাদ কখনও স্বীকার করে না, মানবাত্মার বিচিত্র বহুমুখী ব্যাকুল প্রকাশকামনাকে শাসনযন্ত্রে অহরহ পিষ্ট করে সে-মতবাদের একাধিপত্য প্রসারচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথবদ্ধ হওয়া শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রেরই পবিত্রতম কর্তব্য।

মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে

দিনেশ দাস

না, না! আমি বন্ধু আনন্দিত নই।
যদিও পৃথিবী তার সবুজ সোনার বৃন্তে বসন্ত ফোটালো–
লক্ষ পাতার কুঁড়ি পান করে সকালের আলো:
ফুলের আলোয় আর
তোমরা সৈনিকবন্ধু জাগবে না—শুনবে না বসন্তবাহার।

স্থির হিমালয়:
দেহে তারা প্রতিবেশী, মনে নয়:
ড্র্যাগন-নখরে তারা হেনেছে আঘাত
কণ্ঠ শুধু করে প্রতিবাদ:
কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে যখন—
হৃদয় করেছে প্রতিরোধ।

হে বন্ধু! ঘুমিয়ে আছ পাথরের প্রশান্ত কবরে।
আমি জাগি ঘুরি ফিরি তোমাদের পাশে—
যেন কোন্ দূরের মানুষ, আগন্তুক
আত্মার মতই একা শূন্যের আকাশে।

বসন্ত এসেছে তবু মনের গহ্বরে সে যে কোথায় লুকালো,
বিস্মৃত বৎসরগুলো শুধু ছায়া ফেলে কালো কালো।
আশার মসৃণ কণ্ঠে পড়েছে দড়ির ফাঁস:
কিসের, কাদের জন্যে গান—আজ শুধু দীর্ঘশ্বাস:
সমরের কালোঝড়ে কী হবে কবিতা?
নশ্বর প্রান্তরে শুধু কুঁড়িগুলি ভেঙে যাবে—
ফোটাফুল ছায়াতে মেলাবে॥

কাঁকুলিয়া রোডের বেহালাদার—কে

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

ও বেহালাদার, তুমি এ সব কঠিন তান
ছড়ে ছড়ে টেনো না এখনই।
হিমাদ্রি-পর্বত যার ত্রিকোণ গাঁথুনি,—সেই নিরাকৃতি ধ্বনি
ব্যক্ত করবে আজই? কিছু উহ্য রাখো,
কিছু রাখো অসম্পূর্ণ, দূর।
ও বেহালাদার,—হাল্কা জীবনের উৎসবেই
ঢালবে তুমি এই সব সুর!

ও বেহালাদার, আছে মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, আছে অন্ধকার।
কার হাত ধরে আমি সমস্ত বাধা এড়িয়ে
সে প্রশস্ত তীর্থ হবো পার?
কার হাত ধরে আমি সহস্রেক সিঁড়ি ভেঙে
সহসা দেখবো সূর্যপীঠ
ঝিলিমিলি মিনারের জানালায়?
উঁহু রাখো, তুলে রাখো তোমার সংগীত।

ও বেহালাদার, আমি দেখেছি সমস্ত গেলে
ঘাসের সবুজ রং থাকে,—
শ্লেট-মোলায়েম হাওয়া, ছপছপে অন্ধকার
ছোঁয় এসে নিভৃত আত্মাকে।
মীনাক্ষী-মন্দির যার চৌকোণ গাঁথুনি,—
সেই নিরাকৃতি ধ্বনি
চিরকাল থাকে। তুমি ছড়ে ছড়ে সব তান
টেনো না এখনই॥

তাদের বাজাতে দাও,- ভিনটে শব্দের মিলে
তারাফুল ঝরায় না যারা,—
শব্দের পায়ের নিচে কান পেতে
কোনোদিন শোনে নি নিঃস্তব্ধতার ধারা।
কৃত্রিম ফুলঝুরি দিয়ে তাদের সাজাতে দাও
জীবনের অলীক রাত্রি-কে।
বেহালাদার,—তুমি ছড়ে টান দিয়ো,
যদি ফুল দেবে মৃত্যুর যাত্রীকে॥

বৈদেশিকী

সম্প্রতি তিব্বতে চীনাদের সৈন্যসমাবেশের বহর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ২৩শে মার্চ তারিখে পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, তিব্বতে চীনারা নতুন সৈন্য আমদানী করেছে, নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ চলছে। চীনা সৈন্যবাহিনীর সেবায় বহুসংখ্যক তিব্বতী গ্রামবাসী ও ভারবাহী পশু নিযুক্ত করা হচ্ছে। সীমান্তে চীনা সৈন্যের ঘন সমাবেশ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখে যে-ধরনের কথা শুনা যাচ্ছে তাতে চীনারা নিজেদের মনোমতো সময়ে নতুন করে ভারতের উপর আক্রমণ চালাতে পারে এরূপ আশংকা করার কারণ আছে। গত সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আক্রমণের পূর্বে চীনা কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা ও চিঠিপত্রের যে সুর ছিল আবার সেই রকম শুনা যাচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যদের দিক থেকে অন্যায় আচরণ হবে এবং আত্মরক্ষার জন্য তার প্রতিরোধ করার অধিকার চীনাদের আছে এই ধরনের কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। পণ্ডিতজী বলেন যে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে চীনারা এইরকম প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা নিজেদের পরিকল্পিত আক্রমণের জন্য পথ পরিষ্কার করে রাখছে।

চীনারা তো কোনোদিনই বলেনি যে তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। এমন-কি যে চীনারা যুদ্ধ করেছে, চীনা সরকারী মহল তাদের সৈন্য বলে পর্যন্ত কখনো উল্লেখ করেনি। সব সময় তাদের সীমান্ত-রক্ষী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তারা যা কিছু করছে সবই আত্মরক্ষার জন্য। আবার সেই রকম আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে এ কথা যখন চীনাদের মুখে শুনা যাচ্ছে তখন আবার একটা বড়ো রকমের আক্রমণের আশংকা অসংগত নয়।

কিন্তু চীনারা একতরফা যুদ্ধবিরতির সঙ্গে যে-সব শর্ত লাগিয়েছে সেগুলি যদি ভারত সরকার মেনে নিয়েই চলতে থাকেন তাহলে চীনাদের দিক থেকে আক্রমণ করার কোনো অজুহাতই থাকে না। চীনারা যখন বলছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা অন্যায় 'প্রোভোকেটিব্' আচরণ করবেন, তখন মনে হয় যে চীনারা আশংকা করছে যে ভারত চীনাদের আদিষ্ট একতরফা যুদ্ধ-বিরতির সব শর্ত অনির্দিষ্ট কাল মেনে চলবে না, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত কিছু কিছু লংঘন করতে শুরু করবে। তখন চীনাদের বাধ্য হয়ে 'আত্মরক্ষা' করতে হবে। ঐতকগুলি অঞ্চল—যেখানে পূর্বে ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি ডিমিলিটারাইজড থাকবে বলে চীনারা হুকুম দিয়েছে। গত কয়েক মাস ভারত সরকার মোটামুটি সেই হুকুম মেনে চলেছেন। কারণ সামরিক দিক থেকে তার অন্যথা করা হয়ত যুক্তিযুক্ত হতো না কিন্তু চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির সঙ্গে অনিষ্ট শর্তাবলী ভারত সরকার কখনো বৈধ বলে মেনে নিতে পারেন না। চীনারা ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্ব যে-সব জায়গা থেকে হটিয়ে দিয়েছে সেখানে ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অধিকার ভারত কখনো ছাড়তে পারে না।

সুতরাং হয় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে অথবা যুদ্ধের দ্বারা সেই অধিকারের স্বীকৃতি লাভ ভারতকে করতেই হবে। চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী মেনে নেওয়ার অপমান তা না হলে দূর হবে না। 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' ভারত সরকার যে মেনে নিয়েছেন তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ঐ প্রস্তাবগুলি যদি চীন মেনে নেয় তাহলে চীনের আদিষ্ট একতরফা যুদ্ধবিরতির ভিত্তি অন্তত নড়ে যায় এবং চীনাদের সামরিক জয়লাভের গৌরবটাও কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। আবার ঠিক এই জন্যই চীনারা 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' মানতে রাজী হচ্ছে না। চীনারা 'ইন্ প্রিন্সিপল্' 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' মানতে রাজী আছে। কার্যক্ষেত্রে যাঁরা সামরিক কর্মচারী, যেহেতু তাঁদের

'রূপা'র বই

ভারতীয় ভাষায় এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ

দ্বিতীয় মুদ্রণ সংস্করণ

যাদু-কাহিনী

দশ টাকা

অজিতকৃষ্ণ বসু

মঞ্চে মহলে বা ময়দানে বিচিত্র বিস্ময় আর রহস্য সৃষ্টি করাই যাদের পেশা বা নেশা, তাদের জীবনও তেমনি অসাধারণ বিস্ময়, রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা। এরা নানা নামে অভিহিত—ম্যাজিশিয়ান, যাদুকর, বাজীকর, ভেলকিওয়ালা, মাদারী। এদের তাক-লাগানো খেলারও নানা রকম নাম—ম্যাজিক, যাদু, ভেলকি, ভানুমতীর খেল, ভোজবাজি। এদের জগতে দীর্ঘদিন অন্তরঙ্গ বিচরণের ফলে এদের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে লেখক এই গ্রন্থে শুনিয়েছেন এদেরই বহু বিচিত্র কাহিনী, যা কাল্পনিক কাহিনীর চাইতেও রোমাঞ্চকর।

এ বইতে যাদের কথা আছে

এদেশের : 'গণপতি' * 'রাজা বোস' * 'কমল গুপ্ত' * ডাঃ কালীকিংকর পি সি সরকার * রয় দি মিস্টিক * আশু দে * দেবকুমার মণিলাল রায় * ডি সি দত্ত * বিমলকান্তি * এ সি সরকার ওস্তাদ মাওয়ালা সাই প্রভৃতি

বিদেশের : হুডিনি * চুং লিং সু * লুফায়েং * থার্স্টন * ডেভান্ট মাসকেলিন * কার্লহেস্ত্রো * ফরাসী যাদুসম্রাট উদা * চ্যানিং পোলক * নিকোলা * কেলার * হার্মান প্রভৃতি

অজিতকৃষ্ণ বসু অ কৃ ব-র অন্যান্য বই :

বাতাসী বিবি	। উপন্যাস ।	৯.০০
শহরতলীর শয়তান	। অনুবাদ ।	৯.৫০
শেষ বসন্ত	। উপন্যাস ।	যন্ত্রস্থ

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

উদ্দেশ্য ছিল চীন ও ভারত সরকারকে আপস-মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত করানো এবং চীন যখন নিজেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে অনেক দূর পেছিয়ে গেছে ও ভারতের সংগে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত, তাহলে চীনারা 'ইনপ্রিন্‌সিপল্‌' কলম্বো প্রস্তাব-গুলি' মেনে নিল এটা পৃথিবীকে মানতে হবে—এই হলো চীনাদের 'অভীপ্সিত ইন প্রিন্‌সিপলস্‌' মানার অর্থ। সেই জন্যই চীনা সরকার বলছেন ভারত সরকারের এখন আর চীনাদের সংগে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে আপত্তি করার কোনো কারণই নেই। 'কলম্বো প্রস্তাবগুলির' ব্যাখ্যা নিয়ে যে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, আলোচনা বৈঠকে তার মীমাংসা হতে পারে। আর তাতেও যদি ভারত সরকার রাজী না হন তাহলেও চীনা সরকার অপেক্ষা করতে পারেন কারণ যুদ্ধ-বিরতির পরে চীনারা যতদূর পেছিয়ে গেছে তাতে ভারত যদি যুদ্ধবিরতির অন্য শর্ত-গুলি মেনে নিয়ে চলে তাহলে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা নেই, অতএব আলোচনা বৈঠক দেরিতে হলেও কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ ভারত সরকার যদি যুদ্ধে বিজয়ী চীনা সরকারের হুকুম মতো চলেন তাহলে মিটমাটের পথে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু ভারত সরকার চীনা সরকারের হুকুমমতো চলতে রাজী কেমন করে হবেন? চীনাদের একতরফা আদিষ্ট শর্ত এবং 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি'র মধ্যে যে-পার্থক্য সেইটুকু অন্তত আদায় না করতে পারলে ভারত সরকারের আদৌ দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। চীনারা এখন বুঝেছে যে ভারত সরকার তাদের শর্ত মেনে নিয়ে চুপচাপ থাকতে পারবে না। সেজন্য চীনারাও তাদের হাতে যে-সব সুবিধা আছে বা যার দ্বারা ভারতের উপর চাপ দেওয়া যায়, সেগুলি একেবারে ছাড়ছে না। এখনো তিন হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী চীনাদের হাতে রয়েছে। ভারত সরকারকে এদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। এদের চীনারা কী অবস্থায় রেখেছে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে ভারত সরকার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দেখতে দিচ্ছেন না। এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। তাহলেও তার জন্য চীনাদের অবৈধ দাবি মানা যেতে পারে না। যুদ্ধ হলে যুদ্ধবন্দীও হবে এবং তার জন্য শত্রুর সংগে বাদ-বিসংবাদও এড়ানো যাবে না।

যাই হোক চীনারা বুঝেছে আগে যা-ই হয়ে থাক ভারতের স্বার্থের বিরোধী এবং ভারতের পক্ষে অপমানজনক কোনো শর্ত ভারত সরকার মেনে নিতে পারবেন না। পূর্বে যেখানে ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ অঞ্চল সম্পর্কে যদি চীনাদের একতরফা ডিমিলিটারাইজেশনের শর্ত চালু করা হয়ে থাকে তবে সেটা অনির্দিষ্টকাল অলঙ্ঘিত থাকবে না ভারত সরকার সেখানে তার ন্যায্য অধিকার শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হবেন—একথা চীনারা বুঝেছে। সেই জন্যেই চীনাদের নতুন করে এই সমরোদ্যোগ। চীনারা বুঝেছে যে, ভারত সরকার অনির্দিষ্টকাল 'কলম্বো প্রস্তাব-গুলি'র দিকে চেয়ে বসে থাকতেও পারবেন না। সেই জন্যে আগে থাকতেই চীনারা প্রস্তুত হচ্ছে: যাতে ভারতের দিক থেকে কিছু করার সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ামাত্রই চীনারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এখন ভারতবর্ষ আগের চেয়ে অনেক সতর্ক হয়েছে এবং চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তার প্রস্তুতিও ক্রমশ এগুচ্ছে। সুতরাং চীনাদের যদি আক্রমণ করার পরি-কল্পনা থাকে তবে তার আগে তারা যথেষ্ট তোড়জোড় করবে। সেইরকম তোড়জোড়ই চলছে এবং চীনারা আক্রমণ করতে পারে—এরূপ সম্ভাবনার কথা সরকার দেশবাসীকে জানিয়েছেন। কীভাবে কোথা দিয়ে সেই আক্রমণ আসতে পারে সে বিষয়ে সরকার যা জানেন তা সব প্রকাশ করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। চীনা আক্রমণ হলে তার প্রতিরোধ করার কী ব্যবস্থা হচ্ছে তারও সব কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু দেশবাসীকে একেবারে অন্ধকারেও রাখা ঠিক নয়। অতীতে অনেক সরকারী আশ্বাসবাক্য প্রচারিত হয়েছে কিন্তু কার্যকালে সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্য মানুষের মনে সত্যকারের এই বিশ্বাস জন্মানো দরকার যে, চীনারা আক্রমণ করলে এবার তারা সহজে নিষ্কৃতি পাবে না।

যুদ্ধের সব কলাকৌশল সাধারণের বোধ-গম্য হবে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মন আশ্বস্ত হতে চায়। সেটা হচ্ছে বিমান শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে। তিব্বতে ঘাঁটি করে যুদ্ধ করতে চীনারা যে-সুবিধা পাচ্ছে সেটা নষ্ট করতে হলে বিমানশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। ভারত বিমানশক্তির প্রয়োগ করলে চীনারাও করবে এবং সম্ভবত চীনারা তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি এখনো সাধারণের নিকট খুব স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ভারতের নিজস্ব যে বিমান বহর আছে তার দ্বারা বিমান যুদ্ধে চীনাদের কাবু করা যাবে কিনা সন্দেহ। তাহলে ভারতের বিমানশক্তি কিভাবে বাড়ানো হচ্ছে এবং পরিপূরক হিসাবে অন্য কোথা থেকে বিমানশক্তির সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এবং পাওয়া গেলেও তা কীভাবে নেওয়া হবে এ সব প্রশ্নের উত্তর সাধারণের নিকট স্পষ্ট নয়। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে হলে, এসব বিষয় পরিষ্কার করে তাদের জানাতে হবে। এগুলো দূরপাল্লার প্রশ্ন নয়। পণ্ডিতজী পার্লামেণ্টে যে-বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে সাধারণ লোকে বুঝবে যে, চীনারা এক মাস দু মাসের মধ্যে অথবা তাদের সুবিধা মতো যে কোনোদিন আবার আক্রমণ শুরু করতে পারে। দূর-ভবিষ্যতের জন্য কী প্রস্তুতি হচ্ছে সেটাও অবশ্য চিন্তার ও জানবার কথা, কিন্তু এখনকার সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে সেটা আরো বেশী জরুরী প্রশ্ন, যার উত্তর আর একদিনও অস্পষ্ট থাকা উচিত নয়।

২১-৩-৬৩

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ৮৩৪ পৃষ্ঠায় ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কম্পানির **'লেক্স'** সিগারেটের বিজ্ঞাপনে **প্রতি ২০টির মূল্য ৭০ নঃ পঃ** পড়িতে হইবে।

ট্র্যানজিসটার বেতার বিদ্যা

সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বই

লোকাল পোর্টেবল অলওয়েভ এবং এম্‌প্লিফায়ার নির্মাণ প্রণালী লিখিত এবং ১৬খানা সার্কিট ডায়াগ্রামের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বইখানার সাহায্যে আগ্রহান্বিত শিক্ষার্থী মাত্রেই অল্প সময়ে "ট্র্যানজিসটার রেডিও" তৈয়ার করিতে পারিবেন। শিক্ষার সঙ্গে আয়ের ব্যবস্থাও হইতে পারে। মূল্য ৫ টাকা ভিঃ পিঃ ৭৬ নঃ পঃ। অর্ডারের সহিত অর্ধাংশ দেয়। ম্যানেজার, **হোম সার্ভিস (সি), ৭নং কালী-কিঙ্কর রোড, বড়িশা, কলিকাতা-৮** (৩এ, ১২সি বাসের শীলপাড়া স্টপেজ)।

ভ্রূণাক্ষরে

ভ্রূণাক্ষরে। রসজ্ঞ বন্ধুজন হিতোপদেশ দিয়েছিলেন এই কেমন-কেমন নামটা শিরসি মা লিখ। বরং বল, ঘুণাক্ষরে। তাতে অর্থের হেরফের যা হত, তা অবিশেষ, অথচ জোড়া জোড়া ভুরু অবাক-ধনুক হত না। তবু সহৃদয় সুপারিশসমূহ খারিজ করে 'ভ্রূণাক্ষরে'ই শিরোধার্য রাখলুম। শ্লীল নাকগুলি সেক্সের গন্ধ পায় যদি পাক।

ভ্রূণাক্ষরে, অর্থাৎ অবয়বে যা পূর্ণ হয়নি; যা প্রাণের অপূর্ণ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি মাত্র—দিনের পর দিন ছিল ঠান্ডা হিমঘরে। কড়ার করেছিলুম তাদের সাকার করব। কথার খেলাপ হয়েই চলেছিল। এই পর্যায়ে বস্তুত কমসম বুঝে পড়ে দিয়ে খেলাপ-কথার বকেয়া মেটানো। সেই বৈরাগীর কথা মনে পড়ছে যে ঘরটর ছেড়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ার আগে খাঁচা খুলে একের পর এক পোষা পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল।

"আর লিখছেন না, না?"

"লেখা তেমন দেখিনে কেন আর?"

অনুরাগী কৌতূহল কুশসম বেঁধে। জবাবদিহি দিতে দিতে জান যায়। লিখিনে, কথাটা একেবারে কাঠগড়ায় হলপ করা সত্য কি? লিখি তো, মনে মনে, অজস্র অক্ষরে। লিখেছি তো আগে। থাকেনি। পউষের ঝর্ঝর পীত-পাতা বনস্থলীতে কত কথা লেখে, তা কি থাকে? কিংবা শার্সিতে বৃষ্টির বিগলিত লেখা?

শুধু লিখতে নয়, বিঁধতেও জানা চাই।

লেখাকে আমি ছেড়েছি না লেখা ছেড়েছে আমাকে, এই তালাকি মামলায় হাকিম চূড়ান্ত রায় আজও দেননি। অপেক্ষায় আছি।

তার আগে রথের মেলায় দেখা সেই মেয়েটির কথা টুকে রাখি। হাতে একটা টিনের বাঁশি মেয়েটি বোগা-বোগা শেষ-মেলায় একলা হয়ে এক পাশে ছিল। তার বাবা তাকে বলে গেছে, এখানে বসে থাক, বলে গেছে, আমি ফিরব। কখন ফিরবে, মেয়েটি সেই ম্রিয়মান অপেক্ষায় ছিল। ওই মেলার শবরী মেয়েটির সঙ্গে আমার লেখার মুখের আদলে কোন মিল আছে কিনা জানি না। কোন দিন কোথাও তাকে 'ফিরব' এই অরক্ষিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি কি?

রাইটার্স নোটবুক? প্রথমবারে—প্রথম বলেই—গৌরচন্দ্রিকাটাই ঝুলে-বহরে কিঞ্চিৎ বড় হয়ে পড়ল, সুতরাং রোমন্থন দন্ডটিকে এবার রেহাই দেওয়া যাক। হলদে পাতায় জড়ো করে রাখা বাসী হরফগুলো খুঁটে খুঁটে কাজ নেই, বরং টাটকা টাটকা দু-একটি অনুভূতি পরিবেষণ করি।

*

পক্ষকালের বেশি নয়, তবু দক্ষিণে-টানো চুরি-করা দুটি ছুটির দিন স্বপ্নস্মৃতির মত মনে হয়। মহাবাহু মহানগর আমাকে সবলে তুলে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল।

মোল্লার দৌড় বহুকাল ছিল ডায়মন্ড-হারবারের মসজিদ, বড়ো জোর আরও দু-পা বাড়িয়ে বড়জোর কাকদ্বীপ। এধারে বার্নিং ওধারে নামখানা। বরাবর নাল পরানো গাড়ির শৌখীন জুতো তার চেয়ে দূরের নাগাল পায় না।

সাহসের লাগাম ঠেলে কৌতূহলের পাল তুলে আর একটু দক্ষিণে নৌকো ভাসিয়েছিলুম।

না, সিংহল সমুদ্র কিংবা মালয় সাগর—কিংবদন্তীর সেই অস্পষ্ট ধূসর জগৎ নয়। তার চেয়ে কাছাকাছি ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো মায়ার ফ্রিজের মত তটভূমি। অধুনা ভগ্ন বঙ্গদেশের মানচিত্রটি স্মরণ করুন। প্রকৃতি সেখানে খোলা ছিল, উদ্দাম বেদেনীর মত ঝুড়ির বুটিল শত শত স্রোতের কালনাগিনী নিয়ে নিয়ত তার খেলা। আবার কখনও নারিকেলবাড়িতে নীলপল্লবে সে স্থির এবং আয়ত্ত। দিগ্বিদিক থেকে উড়ে-আসা হাজার-হাজার মুসাফির পাখি। অলস রোদে চড়ায়-চড়ায় কুমীরের কাপুরুষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

না, অতদূরে যাইনি। অসুর-অরণ্যের দেওয়ান বাঘের হুংকারে রোমাঞ্চিত হবার সাধ এবারের মত শিকেয় তোলা রইল।

তবু যে রাত্রে হঠাৎ-হাওয়ায় চওড়া নদীর বাঁকের ঘূর্ণিস্রোতে আমাদের নৌকো বিষম দুলেছিল সেদিন নির্ভর লণ্ঠনটাকে আমরা কিছুতে নিবতে দিইনি। দেবতার গ্রাসের করাল দাঁত আর করাত জিভ দুই-ই দেখতে পেয়েছিলুম, সেই সন্তাপ রাত্রিও ভোর হল। দেখলুম সংকীর্ণ কিন্তু সস্নেহ খাঁড়িতে আমাদের নৌকো বাঁধা। অশেষ ধর্ষণে অবসন্ন পাল কাঠের পাটাতনে লুণ্ঠিত। দিগন্তে বড় গাঙের আভাস। মহোল্লাসে শিশুসূর্যের কাটমুন্ড চিবিয়ে ছিন্নমস্তা নদী রক্তের ফিনকি তুলছে।

পা টিপে টিপে তখন ডাঙায় নেমেছি। নরম মাটি, মানুষের পায়ের দাগ বিরল।

কতদিনের চর এটা? কবে জেগেছে?

মাঝিরা পিছু-পিছু উঠে এসেছিল। সঠিক জবাব কেউ দিতে পারল না। কত দিনের, কে জানে। কেউ বলল, কত আর—বিশ-পঁচিশ বছরের হবে। প্রতিবাদ করে কেউ বলল, না-না, অন্তত পঞ্চাশ বছর আগেকার।

এখনও পত্তন হয়নি?

হয়েছে, হচ্ছে, হবে। প্রকৃতির খাসমহল এখনও সরকারের খাস, কৌমারহর কৃষিও এল বলে। উর্বর ভূগোল আজ একে তৈরি করেছে, কালে-কালে বন্ধ্যা ইতিহাসের হাতে তুলে দেবে।

সেই ইতিহাস যতক্ষণ এগিয়ে না আসে, ততক্ষণ এই মাটিকে একটু দেখি। যেটুকু জানা আমার জরুরী তা তখনই জানা হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানাবধি শুনেছি এই বুড়ী-দাই দুনিয়ায় আমরা বড় দেরিতে এসেছি, যখন ওর তিনকাল গেছে মুহ্যমান এককাল মোটে বাকী। নতুন জাতের প্রাণ কোলে তুলে ও আর নাচাবে না, পুরনো কটিকেই বড়জোর আরও দিনকতক নাড়াচাড়া করবে।

আমরা যখন এসেছি তখন সব রেডিমেড, সব শীতল অমোঘ ধাতুপিন্ডের মত গুরুত্বের অনড়, ধ্রুব অতএব অক্ষম—আটসাঁট ইঁটকাঠের সভ্যতার ইন্দ্রিয়বোধে অসাড়।

কিন্তু কলকাতার ঈষৎ দক্ষিণে পরমাশ্চর্য প্রান্তরে এ কী নির্নিমেষ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম!

যে-প্রকৃতি অ-যুবতী-জরতী, যাকে সংহৃত-ঋতু বলে জানি, অসংবৃত জনান্তিকে সে তবে এখনও অবিরত, লোকলোচনের আড়ালে তার আদিমতা স্বগত? তার রগে-রগে গর্হিত ইচ্ছা সোৎসাহ স্রোত হয়ে ফুঁসে ওঠে, রোজ সকালে সবুজ-তরমুজ সূর্য জবাই করে সে তার উৎসারিত হৃদ্‌রক্ত পান করে।

প্রকৃতি আজও প্রসূতি।

এই সত্যের আকস্মিক সাক্ষী নগরপোষা এই জীব অতঃপর ফিরে এসেছে নগরে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা বহন করে। ফিরে যাবে। যখন ধোঁয়ায় ধুলোয় আক্রান্ত তার কণ্ঠ হবে, তখনই সে আবার সেখানে যাবে। কয়েক মাইল ভাঁটি নয়, যেন কয়েক আলোক-বর্ষের উজানে। সেখানে এখনও তিল তিল মাটি দিয়ে তৈরী হয় বদ্বীপ জমি চিরে চিরে নিপুণ অঙ্কুর ফুটে ওঠে।

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল
গরমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যাণ্ডালে। স্যাণ্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি, পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পথিকের প্রিয় তাই বাটার স্যাণ্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যাণ্ডাল।
Bata

শিল্পীর স্বাধীনতা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন : শিল্পী কারা?

উত্তর : যাঁরা রসসৃষ্টি করেন তাঁরা শিল্পী।

প্রশ্ন : যাঁরা রসগোল্লা সৃষ্টি করেন তাঁরাও কি শিল্পী?

উত্তর : না। তাঁরা কারিগর।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা কী বস্তু?

উত্তর : যে অবস্থায় বাইরের নিষেধ থাকে না সেই অবস্থার নাম স্বাধীনতা।

প্রশ্ন : অন্তরের নিষেধ যদি থাকে?

উত্তর : অন্তরের নিষেধ আমরা মানতে পারি, না মানতেও পারি, সেখানে আমাদের স্বাধীনতা আছে।

প্রশ্ন : শিল্পীর স্বাধীনতা কাকে বলে?

উত্তর : যিনি নিজের রুচি সংস্কৃতি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি স্বাধীন শিল্পী বলি।

প্রশ্ন : মনে করুন, কেউ যদি লোভের বশবর্তী হয়ে বড়লোকের স্তুতি রচনা করে, তাকে কি স্বাধীন শিল্পী বলব?

উত্তর : স্বাধীন বলতে পারো, শিল্পী না বললেও চলে।

প্রশ্ন : শিল্পীকে আইন মেনে চলতে হয়। তাতে তার স্বাধীনতার হানি হয় না?

উত্তর : ভাল আইন স্বাধীনতা হরণ করে না, উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে। কিন্তু এমন কয়েকটি রাষ্ট্র আছে যেখানে শিল্পীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকার নেই, রসসৃষ্টি করবার অধিকার নেই, সত্য কথা বলবার অধিকার নেই। আমাদের দেশেই ইংরেজের আমলে এ অধিকার ছিল না, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এমন আরো উদাহরণ আছে।

উত্তর : অবশ্য। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মানুষ বিশেষ আইন তৈরি ক'রে নিজের স্বাধীনতা নিজে খর্ব করে। সেটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অস্বাভাবিক অবস্থা। রোগ হলে গায়ে ইনজেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে রোগ সারাতে হয়।

প্রশ্ন : তাহলে দাঁড়ালো কি? শিল্পীর স্বাধীনতা বস্তুটা কী?

উত্তর : শিল্পীর স্বাধীনতা অতি সাধারণ বস্তু। স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষ যে-সব স্বাধীনতা ভোগ করে তারই একটা।

যদি কোনো শিল্পী স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে উচ্ছৃঙ্খলতা করেন, অশ্লীলতা করেন, তাঁকে শাসন করার জন্যে আইন আছে। যদি কেউ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রচার করেন তাঁকে শিল্পী বলব না প্রচারক বলব, অপপ্রচারককে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী চিরদিনই স্বাধীন। যে দেশে রাষ্ট্রীয় মতবাদ শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে সে-দেশে প্রকৃত শিল্প তৈরি হয় না। খাঁচায় বন্ধ পাখি ডিম পাড়ে না।

প্রশ্ন : কিন্তু রাষ্ট্রকে বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচানো কি রাষ্ট্রপালদের [illegible]

সদা সতর্ক থাকুন—ভারতের প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

কিশোর সাহিত্যের সেরা সম্পদ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অশরীরী আতঙ্ক
[৩·০০]
(আধুনিককালের সেরা রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মা-কালীর খাঁড়া
[২·০০]
(এক-কালের উচ্চ-প্রশংসিত এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী)

ছোটদের
ভালো ভালো গল্প
[প্রতিটি ২·০০]
শরদিন্দু, তারাশংকর, বনফুল শৈলজানন্দ, আশাপূর্ণা, লীলা, হেমেন্দ্রকুমার।
(লেখকদের সেরা গল্পগুলি বাছাই করে নিয়ে এই সিরিজের আয়োজন করা হয়েছে।)

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী
চলো যাই
ডঃ চক্রবর্তীর সম্বন্ধে পরিচয় দেবার কিছুই নেই। তাঁরই একখানি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ-কাহিনী।
[১·৮০]

বিশু মুখোপাধ্যায়
কফিন জাহাজ
[২·০০]

শিবরাম চক্রবর্তী
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন
[১·৮০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ভানুমতীর মাঠ
[২·০০]

প্রবোধকুমার সান্যাল
বিচিত্র এ দেশ
[২·৫০]

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ পাঠানো হয়।

ফাদার দ্যতিয়েন
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

বিহার-ফেরৎ

খেয়েছি ছাতু, দেখেছি রাঁচি, থেকেছি বিহারে নিঃসন্দেহ মৎস্যহীন সুদীর্ঘ তিন বছর। পড়োশী ছিল পিঁজরাপোলের হাড়-জিরজিরে ষাঁড়।

জায়গাটা ছিল স্বাস্থ্যকর, দৃশ্যও ছিল মনোজ্ঞ, ভাষা ছিল রাষ্ট্রভাষা। পালিয়েছি. .

ফিরেছি কলকাতায়, পাঠানকোট-এক্স-প্রেসে; নেমেছি হাওড়ায়, ঠেলতে ঠেলতে

জুতো পরি না আমি পরি চটি।

ঠেলেছি পথ, দুর্গা-পুজোর ভিড়ের [illegible] মধ্যে—কুলিদের অবাঞ্ছিত [illegible]। বেঁচেছি। অবিশ্বাস্য ঠেকলেও [illegible]। বাঁ হাতে সুটকেস, ডান হাতে [illegible]

কেনা 'আশ্চর্য মলমের' এক কৌটো, বিদ্যা-সাগরের এক বর্ণপরিচয়, এক ঠোঙা চানাচুর আর ইঁদুর-মারার ওষুধের এক শিশি। কাজে লাগবে না। না লাগুক...ওরা তো আমার নয়া পয়সা কাজে লাগাতে পারবে বেশ। মুটপালিশদের অবশ্য নিরাশ ক'রে বিদায় দিতে হল: জুতো পরি না আমি, পরি চটি।

বাবুল সরকার

"আপনি না আমাদের নতুন ফাদার?"

মাথা নাড়লাম সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে, আর ভদ্রতার খাতিরে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, "এবার তোমার নামটি জানতে পারি কি?"

ওর নিজের নাম কেন, বাবার নাম, মায়ের নাম, দাদু দাদা দিদিদের নাম, আর ছোট্ট বোনের ভাল নাম, স্কুলের নাম আর ডাক-নামের রহস্যোদ্ঘাটন করার গুরুতর কোনো বাধা না দেখে, সেণ্ট পিটার্স হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বাবুলকুমার সরকার নিঃসঙ্কোচে জানাল ওর চোদ্দ বাঙাল পুরুষের বংশক্রম, বাড়ির ঠিকানা আর কুকুরের কুলজি...

আমি শুধু "চমৎকার...চমৎকার..." বলে উৎসাহ দিতে থাকলাম, যদিও ওসবের চমৎকারিত্ব ঠিক যে কোথায়, ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

নতুন ফাদার

"আপনিই না কি আমাদের [illegible]

জাতে ম্লেচ্ছ, কিন্তু পরমেশ্বরের আশীর্বাদে, পরমেশ্বরের অকম্পনীয় আহ্বানে, নূতন-অভিষিক্ত খ্রীষ্টযাজক—ফাদার।

ঘুরেছি খুব, হাকিমতো আর উত্তরপথে, জ্ঞানের অন্বেষণে। ধর্ম দর্শন নীতির গ্রন্থাগারে—আর, হায়, ক্লাসরুমেও—পড়েছি আর লিখেছি খুব। পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছি, লিখতে লিখতে পায়ে ঠেলেছি মাথার ঘাম। চাকরির আশায় নয়, ভগবানের ডাকে। অনেকে জানে না, বাবুল কিন্তু জানে। বাবুল তো ছোটবেলা থেকেই ফাদারদের আলখাল্লার সঙ্গে পরিচিত: গির্জার উপা-সনায় কিম্বা বিদ্যায়তনের নীতিশিক্ষণে—ফাদার; ছোট বোনের দীক্ষাস্নানে কিম্বা দিদির বিবাহসংস্কারে—ফাদার; ঠাকুরদার

পকেট উজাড় করে দিলাম...

রোগশয্যায় কিম্বা ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিতে—ফাদার।

পকেট উজাড় ক'রে দিলাম বাবুলের প্রসারিত হাতে। কে বলেছিল লাগবে না কোনো কাজে?...বর্ণপরিচয়টা ছোট বোনকে দেব হাতে-খড়ির উপহার," বাবুল বলল, চানাচুর রোমন্থনের আলস্যমিশ্রিত ভঙ্গিতে, "আর আপনার

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় [illegible] হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্র [illegible] [illegible]

সেই আশ্চর্য মশলাটা না, ইঁদুরের ওষুধের সংগে মিশিয়ে বানাব ঘুড়ির মাঞ্জা।"

ক্রিকেট-ক্যাপ্টেন

বাবুলের সংগে প্রথম থেকেই জমল বেশ।

"ভাল কথা...ক্রিকেট জানেন?...ফাদার স্টিফান তো পয়লা নম্বর খেলোয়াড়...... আমাদের ফার্স্ট ইলেভেনের ক্যাপ্টেন ছিলেন। আর জানেন, সেঞ্চুরি করেছিলেন সে দিন সেন্ট লরেন্সের মাঠে।" জানালাম, ক্রিকেট খেলতে জানি বটে, তবে সত্যের খাতিরে এটাও আমাকে স্বীকার করতে হল বাংলা দেশে আমার চেয়ে বেশ দুয়েকজন ভালো ব্যাটস্‌ম্যান আছে। কিণ্ডারগার্টেনে অবশ্য লাট্টু ঘোরাবার প্রতিযোগিতায় পেয়েছিলাম একটা কাপ্‌, আমার খেলোয়াড়-জীবনে প্রাপ্ত ওই একটিমাত্র কাপ্‌—এখনও আছে সুদূর সেই বেলাজিরামের এক গ্রামে, পৈত্রিক গৃহের এক তাকে, বৃদ্ধ মায়ের স্নেহাচ্ছন্ন সংরক্ষণে। আর গুলিও খেলতে পারতাম মন্দ নয়।

কাজেই বাবুলকে বললাম, আমি ফাদার স্টিফানের স্থলাভিষিক্ত বলেই ওরা যদি আমাকে খেলার দলের ক্যাপ্টেন করতে চায়, আমি বরং হব লাটিম-টীমের ক্যাপ্টেন। আর যদি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন হওয়া আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন...বাবুলকে স্মরণ করাতে বাধ্য হলাম ক্রীড়া-জগতে নিষ্ক্রীড় ক্যাপ্টেনের জন্যও বিকল্প ব্যবস্থার অনুমোদন আছে।

নেট্‌ প্র্যাক্‌টিস

"তাহলে খেলোয়াড়দের যোগাড় করে আনি, কেমন?... আড়াইটের সময় খেলা, মাক্কেনবাবুর মাঠে। আসবেন তো ঠিক?"

"আসব ঠিকই", উত্তর দিলাম যন্ত্রচালিত নিরুৎসাহ কণ্ঠে, পাঠানকোট-এক্সপ্রেসে পাঁচ-ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তির পর ন্যায়োপার্জিত দিবানিদ্রার আশা ছেড়ে।

"কোন্‌ টীমে যোগ দেবেন...তোতন মিশিরের না সুধাংশুর?..." জানালাম ও দুজনের মধ্যে আমার সত্যি সত্যি কারও প্রতি পক্ষপাত নেই—ওরা যতক্ষণ আমাকে নিয়ে স্থৈর্যশীল আর দীর্ঘসহিষ্ণু।

বাবুলের মুখমণ্ডলে অংকিত অবজ্ঞা-মিশ্রিত এক বিতৃষ্ণার রেখালেখা দেখে বুঝলাম, সেন্ট তেরেজার গির্জায় আর সেন্ট পিটার্স স্কুলে আমি যদি একান্তই আমার পূর্বসূরী ফাদার স্টিফানের সাফল্য আর জনপ্রিয়তার উত্তরাধিকারে উৎসুক, আমাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে ক্রিকেটের প্রতি আমার এই জন্মগত নির্বেদ।

এইভাবে কর্মক্ষেত্রে নামামাত্রই উপলব্ধি করলাম আমার যাজকীয় ট্রেনিং-এর মহতী পরিপূর্তির পথে অন্তরায়—নেট প্র্যাক্‌টিস।

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার ●

প্রবোধকুমার সান্যালের
নিত্য পথের পথী
৪·৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাম নেই ঠিকানা নেই
৩·৫০

শ্রীপান্থের
সাত রানী আট বেগম
৫·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
জল পড়ে পাতা নড়ে
৮·০০

জ্যোতির্ময় রায়ের
এলেম নতুন দেশে
২·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের
মুখের রেখা
৫·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
শুক্লসন্ধ্যা
৫·০০

দুরন্ত চড়াই	॥	সমরেশ বসু	- ৫·০০
ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	- ৬·৫০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	- ২·৭৫
সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	- ৫·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	- ৪·৫০
লেখালিখি	॥	রমাপদ চৌধুরী	- ২·৫০
পলাশের নেশা	॥	সুবোধ ঘোষ	- ৩·০০
মিতেমিতিন	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	- ৩·০০
মন মানে না	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	- ৩·৭৫
তৃষ্ণা	॥	সমরেশ বসু	- ৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	- ২·৭৫
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	- ৩·০০
ক্লীম	॥	অবধূত	- ৪·৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

* ট্রামে-বাসে *

সংবাদে বলা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন অ্যাগ্রিকালচারের উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নিরাপদ নয় এবং তাহা স্বাস্থ্যেরও অনুকূল নয়। খুড়ো

বলিলেন—"সেই জন্যেই কালচারাল অনুষ্ঠান, অভিযানাদির ওপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ!!"

গবাদি পশু যেগুলি কোন কাজে আসে না, সেইগুলির সংখ্যা খুব বেশী এবং শুনিলাম সরকার এই পশু-বৃদ্ধি সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিতেছেন না।—"সমস্যা সত্যিই কঠিন। কাজে লাগে না এমন পশু খুঁজে বের করা শক্ত বই কি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

সরকার আশ্বাস দিয়াছেন—কলিকাতা শহরে মাছের অভাব অবশ্যই মিটিবে।—"সরকার বাহাদুর নিঃসন্দেহে

সদাশয়, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—এই নিয়ে ক'বার হল?"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রখ্যাত ইংরেজ চলচ্চিত্র অভিনেতা ট্রেভর হাওয়ার্ড নাকি সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছেন—'আমি ক্লান্ত। এখন শুধু একটি বাসনা নিয়ে আছি। নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমোবার বাসনা।'—"বাসনা তাঁর চরিতার্থ হয়ত হবে, কেননা তাঁর নিজের দেশে সরস্বতী পুজো নেই এবং কাছে কাছেই সেই সারারাত মাইক চালাবার রেওয়াজ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ঔষধে ভেজাল মিশাইলে দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা [illegible] হইয়াছে।—"ব্যবস্থাটা অবশ্য খুব [illegible] হল, কিন্তু [illegible]

রোখার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে হচ্ছে কি?"—বলে শ্যামলাল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে কিশোরদের মনে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ ও সুনাগরিকত্বের আদর্শ সঞ্চারের জন্য যে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার অধীনে আসিবে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ স্কুল ছাত্র। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই। ছাত্রদের একটা হিল্লে যা হোক হবে কিন্তু এই সঙ্গে অভিভাবকদের জন্য অনুরূপ কোন প্রকল্পের ব্যবস্থা না হলে যে সবই বানচাল!!"

উড়িষ্যা রাজ্যে নাকি এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষের উপর নিরক্ষর আছে—জানাইয়াছেন সেখানকার শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসরস্বতী প্রধান।—"তা হলে ঢং ঢং আর কোথায় করব"—সখেদে বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে নাকি জনগণকে কম কেরোসিন ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে ট্রেড সিক্রেট কিছু নেই, সমস্যা সমাধানের মেড ইজি নোট মাত্র!!"

রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 'ক্ষুধা হইতে জনগণের মুক্তি' সপ্তাহ সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অথচ অনেকেই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এই সংবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। এতে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রচার ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটিই সূচিত হচ্ছে!"

নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজে নাকি বলা হইয়াছে যে চীন বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা করিতে পারে।—"সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কটার কি তালাক দেওয়া হবে"—প্রশ্ন করে শ্যামলাল।

১৯৬৩/৬৪ সালে বোম্বাইর মহালক্ষ্মীতে নাকি বিদ্যুৎ আলোকিত মাঠে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।—"বিদ্যুৎশক্তির অভাব এখানে বাধা হবে না, কেননা ঘোড়া একটি বোবা অ্যানিম্যাল, তাছাড়া যাঁরা ব্যবস্থা করছেন তাঁদের নামের সঙ্গে শিবরাত্রির সলতের মতো "স্বদেশ" শব্দটা এখনো টিম্‌টিম্‌ করছে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

'কথায় ও কাজে দেশের সেবা করুন'—জরুরী অবস্থার একটি স্লোগান। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ব্যবস্থাটা 'হাফাহাফি' হোক অর্থাৎ কাজের বদলে কথাটা থাক; সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি-র ব্যবস্থা তো শাস্ত্রসম্মত!!"

বিধান সভার বাজেট অধিবেশনের শেষের দিকে বিষম বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করিয়া সংবাদদাতা বলিতেছেন—বৃহস্পতিবার সভাকক্ষে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে।—"আবহ বার্তায় এর কোন পূর্বাভাস না থাকলেও, বঙ্গোপসাগরে একটা 'ডিপ্রেশনের' কথা অনেকেই জানেন, সুতরাং ঝড় যে অনিবার্য তা আর বিচিত্র কী"—বলে শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন আশ্বাস দিয়াছেন — বাংলায় দুর্ভিক্ষ হইতে দিব না। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা শুনে সত্যিই আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু এই সঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করব, দুর্ভিক্ষের 'পদধ্বনির' টেপরেকর্ডটি ইরেজ করার ব্যবস্থার কথাও যেন চিন্তা করা হয়!"

এক সংবাদে শুনিলাম রাশিয়াতে নাকি এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা রোগ বীজাণু বিনষ্ট করে।—"এ ব্যাপারে প্রশংসার দাবি রাশিয়া অবশ্যই করতে পারেন, অন্য অনেক ধরনের চমকদার বস্ত্রের পোশাকে শিবের অসাধ্য নানা রোগের প্রাদুর্ভাবই বরং আমরা বরাবর দেখে আসছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চণ্ডীগড় হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, মদ্যপান বন্ধের উপায় হিসাবে তিনি ক্রমাগত করভার বাড়াইয়াই চলিবেন

এবং তাহাতেই মদ্যপায়ীরা বাধ্য হইয়া মদ ছাড়িবে।—"ভুল স্যার, ভুল। করভার সামলানো আর কিছু মাথার ভার, মানে মাথা ধরা সামলাবে কী দিয়ে"—[illegible] কে বলিতে শুনিলাম।

আলোয় ফেরা

সমরেশ বসু

ঢং ঢং ঢং...।

তিনি অস্ফুটে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে গুণতে লাগলেন, চার, পাঁচ...দশ-এগারো-বারো।

ঘরের দেওয়ালে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল যেন চুপি চুপি। একটা ফেনিলোচ্ছল উচ্ছাস যেন সেই শব্দে চাপা পড়ে রয়েছে। একটি উন্মত্ত হাসি যেন এই অন্ধকারে থমকে রয়েছে। প্রাণের চির আবদ্ধ, চির অচেনা সেই হাসি থমকে রয়েছে ঘরের এই অন্ধকারে, নির্বাক দেওয়ালে, বাইরের সীমাহীন স্তব্ধতায়। একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। একটি মুহূর্তের, স্রোতমুক্ত তরঙ্গে রাশি রাশি আনন্দধারায় ফেটে পড়বার জন্যে। একটি বিস্মিত আনন্দস্ফুট ধ্বনি রুদ্ধ হয়ে আছে যেন সর্বত্র, বেজে উঠবে বলে।

আর এ সবই আবর্তিত হচ্ছে ও'র বুকে। গোকুলচন্দ্রের বুকে, নিঃশব্দে আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তকে শান্ত করবার জন্যেই যেন বুকের ওপর দু'হাত চেপে রেখেছেন। কিন্তু পারছেন না। বরং একটা উত্তেজনা বোধ করছেন। তাই নিঃশ্বাস দ্রুত, অসহজ হয়ে উঠছে। ঘুম তো দূরের কথা, এই শীতার্ত পৌষ রাত্রিতে ও'র সর্বাঙ্গে যেন উষ্ণ তরঙ্গ বইছে। ঘেমে উঠছেন না। উন্মত্ত হাসি এবং আনন্দস্ফুট ধ্বনি ও'র গলাতেই এসে থমকে রয়েছে। একলা ঘরে, চুপি চুপি উচ্চারণ করলেন, 'বারোটা! বারোটা বাজল! শুভেন আসবে ভোর ছটার সময় আমাকে নিতে। আমাকে নিয়ে যেতে সেইখানে...সেইখানে...যেখানে সেই একবার গেছলাম। তারপর তারপর...।'

বুকের ওপর থেকে দু' হাত তুলে নিয়ে মুখের ওপর চাপা দিলেন গোকুলচন্দ্র। যদিও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তবু চোখ ঢাকা দিলেন হাত দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে রইল। আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও'র প্রাণের মধ্যে সেই বাতাসে ভাসা ওষুধের গন্ধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে গন্ধ [illegible] ... আনন্দোত্তি

ফুটে ওঠে, সেই ওষুধ গন্ধবিধুর হাসপাতালের প্রাঙ্গণ ও'র চোখের ওপর ভেসে উঠল। কত বছর যেন! আট, আট আর পঞ্চাশ, আটান্ন। পঞ্চাশ বছর আগে হাসপাতালের ইঁট বাঁধানো প্রাঙ্গণে সেদিন সকালে শুকনো পাতা ছড়িয়েছিল। আট বছরের গোকুল বিধবা মায়ের হাত ধরে ঢুকল সেখানে। চোখে অনবরত জল কাটছে। দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা। তাই বারে বারে ভ্রূ কুঁচকে, চোখের ভিতরের প্রতিটি শিরা উপশিরা অতিরিক্ত টান টান করে, বড় বড় চোখে গোকুল দেখছিল সব কিছু। ওষুধের গন্ধ নাকে ঢোকা মাত্র মায়ের হাত আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। অস্পষ্ট ছায়া হলেও, মানুষগুলোকে অসুস্থ আর রুগ্ন বলে চিনতে পারছিল। যন্ত্রণা কাতর অস্পষ্ট একটা দূরাগত গোঙানি বুকের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। মাথার ওপরে প্রকাণ্ড গাছটা থেকে টুপ টাপ পাতা পড়ছিল খসে। মনে আছে, ও'র কপাল ছুঁয়ে, গা বেয়ে একটা পাতা পড়েছিল। গোকুল সেটা ধরতে যাচ্ছিল। আর তখনি আকাশের ওপর হাত তালির মতো শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখেছিল, এক ঝাঁক পায়রা

গাছ থেকে হাসপাতালের ইমারতে গিয়ে বসল। যতোই ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততোই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পায়রার বক্‌বকুম। আর অবাক হয়ে ভাবছিল, হাসপাতালে পায়রা থাকে। ওদের ভয় করে না?

পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড ইমারতের উঁচু খাঁজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলেছিল মা, ওখানে পায়রা দেখা যাচ্ছে, না?

মা তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছিস?

—পাচ্ছি। ওরা নড়ছে, তাই। হাসপাতাল থেকে ওদের তাড়িয়ে দেয় না?

কিন্তু মায়ের তখন কী যেন মনে হচ্ছিল। তিনি আর এক হাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ ধরে গায়ের কাছে চেপে ধরেছিলেন।

হয়তো, গোকুল যে পায়রাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে আশা এবং ভয়ের আবেগে মায়ের গলাটা ধরে এসেছিল।

শুধু বলেছিলেন, না।

গোকুল আবার বলেছিল মা, হাসপাতালের বাড়িটা লাল।

—হ্যাঁ।

—ওই যে ফুলটা ফুটে আছে, ওটা হলদে কলাফুল না?

—হ্যাঁ।

—আকাশটা ঠিক দিদির পুজোর কাপড়ের মতো নীল, ঠিক না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা।

গোকুলের মনে হচ্ছিল, মায়ের গলাটা ক্রমেই সরু হচ্ছে, খাদে নেমে যাচ্ছে। গান গাইলে এক এক সময় যেমন হয়। গোকুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। 'মা তখন বলেছিলেন, চল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওই বাঁ দিকের ঘরটায় যাব।

হাসপাতালের 'চক্ষু বিভাগের' ঘরের দরজাটার সামনে গোকুল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিছন ফিরে, মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা, বড্ড ভয় করছে।

মা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় কী! আমি আছি না।

মায়ের হাতের তলা দিয়ে, হাসপাতালের পাতা ঝরা বর্ডার ইঁটের প্রাঙ্গণ গোকুল দেখতে পাচ্ছিল। ঝাপসা চোখে, গাছের ন্যাড়া ডালে পায়রাদের খুঁজছিল। আর কেন যেন ওর শিশু প্রাণটা এক বিচিত্র আত্মরতায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল।

মা বলেছিলেন, চল, দেরী করিস না। ভয় কী! তোর চোখে কেবল তো ওষুধ দিয়ে দেবে।

গোকুল আস্তে আস্তে ঢুকেছিল সেই ঘরটায়। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ বসেছিল সেখানে। কিন্তু সকলেই প্রায় বয়স্ক। গোকুলের বয়সী কেউ না। আর গোকুল বেশ বুঝতে পারছিল, সকলেই চোখ দেখাতে এসেছে সেখানে। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন চেয়ারে। আর আশ্চর্য! গোকুল অবাক হয়ে ভাবছিল, চোখের ডাক্তার, তাঁর চোখেও আবার চশমা কেন? কিন্তু ডাক্তারের মুখটা কেমন লাল মতো। কী ভীষণ বড় গোঁফ। গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে অন্যমনস্ক হয়ে কখন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বাইরের রোদে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসছে যেন। দিদির কাপড়ের মতো আকাশটা, জল ন্যাকড়া দিয়ে মোছা সেলেটের মতো হয়ে উঠছিল। পাতা ঝরা ন্যাড়া গাছটা হিজিবিজি দেখাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল, ওষুধ দিলে আবার সব ঠিক দেখতে পাব। লাহাদের বাগানের সেই ফুলগুলো, ময়ূরটা, লাল থাম আর পাড়ার শেষে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর সেই ছোট ছোট ফুলগুলো, দিদি নাকে নাকছাবি করে পরে, আমি যেগুলো এখন একদম দেখতে পাই না, সেই—

—গোকুলচন্দ্র দত্ত—।

চমকে উঠেছিল গোকুল। মাকে আবার চেপে ধরেছিল। মা গলা তুলে বলে উঠেছিলেন, এই যে!

—নিয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবুর গলা। মা হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু গোকুলের চোখের পাতা টেনে টেনে দেখে শব্দ করেছিলেন, হুম্‌! তারপর শুইয়ে দিয়ে টর্চ লাইট জেলে দেখেছিলেন। এবং আলোর চকিত ঝলক সরে যেতেই, গোকুল আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু শুনতে পাচ্ছিলেন ডাক্তারের গলা, হুম্‌! আপনার ছেলেকে আজ চোখে একটু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। তাতে কয়েক ঘণ্টা চোখ মেলতে কষ্ট হবে। আলাদা ওষুধ দিয়ে দেব, আবার কাল সকালে চোখে দিয়ে দেবেন।

কথা শেষ হবার আগেই গোকুল চোখের ওপর স্পর্শ অনুভব করেছিল। চোখের পাতা ফাঁক হয়েছিল, আর যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো বিন্দু বিন্দু ওষুধ পড়েছিল। তীব্র একটা যন্ত্রণায় গোকুল চীৎকার করে উঠেছিল, উঃ, জ্বলে যাচ্ছে, মা, জ্বলে যাচ্ছে।

মা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন। বুকের কাছে মুখটা তুলে নিয়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, একটু কষ্ট হবে বাবা, তারপরে সব ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু কষ্ট অসহনীয় বোধ হচ্ছিল। এত অসহনীয় যে, মাথার শিরগুলো ছিঁড়ে পড়বে যেন। অজ্ঞান হয়ে যাবে বুঝি। তীব্র যন্ত্রণায় চোখ বুজে, অর্ধচৈতন্য অবস্থায়, প্রায় মায়ের কোলে চেপেই বাড়ি ফিরেছিল। গলির কাঁচা নর্দমা, আর তিতু ময়রার দোকানের গন্ধে টের পেয়েছিল, বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। বাড়িতে এসে, ঘরের মাটির মেঝের ওপর পড়ে চীৎকার করে আবার কেঁদেছিল গোকুল, মা, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।

মা আর দিদি, দুজনেই বলেছিলেন, একটু, একটু সয়ে থাক গোকুল, সেরে যাবে।

তারপরে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল

ঋষি দাসের
সোভিয়েত দেশের ইতিহাস—১২·৫০

অধ্যাপক প্রমথনাথ পালের
দেশপ্রাণ শাসমল—৬·০০

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
আমাদের রবীন্দ্রনাথ—৮·০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
রবীন্দ্র চর্চার ভূমিকা—৪·০০

ডক্টর হরিসাধন গোস্বামীর
মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন—৩·০০

ফণিভূষণ বিশ্বাসের
শিশু শিক্ষার গোড়াপত্তন—৩·০০

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
হাসির গল্প—৫·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
কালির ভীমের কাণ্ড—৩·০০
পেত্নী দহের হীরা—৪·৫০
চীনের চক্র—৪·০০
দুরন্ত দস্যু—৬·০০

ভিক্ষু তথাগতের
রাজধানী কলকাতায়—৪·০০

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের
বড় সাহেব—২·০০
রতি বিলাপ—২·০০
মহাকালের পূজারী—২·০০
মনের মত বই—২·২৫
রঙীন আকাশ—২·০০
ছুটির ঘণ্টা—২·৫০
কিশোর গ্রন্থাবলী ৩ খণ্ড—২·০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স : ১৪নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

(সি-৯১৪৫)

গোকুল। ব্যথা একটু একটু করে কমে গিয়েছিল। আর মনে আছে, স্বপন দেখছিল। পাশে স্যাকরাদের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মাঝারি বাতাস। ঘুড়িটার কোনদিকে একটু কান্নিক নেই। সেই একেবারে নীল, রৌদ্র মাখা আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি আসন্ন। লাটাই ধরে, ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে গোকুল লাফিয়ে লাফিয়ে গাইছে, ঝিঙেফুল, কাঁকুড় কাঁকুড়, ও গেঁড়ি বউ মোনসা ঠাকুর!... গাইতে গাইতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেছিল, রাত হয়ে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার। চোখ দুটি তখনও টন টন করছে। আর মনে পড়ে গিয়েছিল, সকালবেলার কথা। মা আর দিদির গলা বাইরে শোনা যাচ্ছিল। আরও নানান শব্দ, এমন কি স্যাকরাদের বাড়ির ঠুক ঠুক। গোকুল ডেকেছিল, মা।

মা তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যথা কমেছে?

গোকুল বলেছিল, একটু একটু আছে। বাতি জ্বালনি কেন?

—বাতি?

মা চমকে উঠে বলেছিলেন, বাতি? বাতি কেন? এখন যে বেলা দুটো, গোকুল।

গোকুল চকিতে উঠে বসেছিল। দু চোখ মেলে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, বেলা দুটো? তবে এত অন্ধকার কেন? মা, এত অন্ধকার কেন?

মা চীৎকার করে গোকুলকে প্রায় ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, গোকুল! গোকুল, অন্ধকার কেন? এই দ্যাখ আমি আমি—।

—দেখতে পাচ্ছি না, মা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মা গোকুলের চোখের অন্ধকারে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন। আর দিদির কান্নার শব্দও গোকুল শুনতে পাচ্ছিল তখন।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ বাজল। রাত্রি সাড়ে বারোটা না একটা, বুঝতে পারলেন না গোকুলচন্দ্র। চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে এনে আবার বুকের ওপর রাখলেন। নিঃশ্বাস আবার দ্রুত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরে সেই আবর্তই পাক দিয়ে উঠছে। সেই সহর্ষ উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অশান্ত করে তুলছে। পঞ্চাশ বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি তাঁকে ব্যথায় ডুবিয়ে দিতে পারছে না। হতাশায় অবশ করে ফেলতে পারছে না। বরং পঞ্চাশ বছর আগের সেই শেষ আলোর ঝলক, মহান সঙ্গীত শিল্পী গোকুলচন্দ্রের [illegible] যেন দুঃখ হাসির বেগে [illegible] [illegible]

ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

সমরেশ বসুর

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অয়নান্ত

এ যুগের মহান্ধকার যে-যৌবনকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু মৃত্যুহীন আত্মার ও বিবেকের সংগ্রামে যারা জয়ী হয়েছে, তাদের ঘনিষ্ঠ জীবনরহস্য লেখক উদ্ঘাটিত করেছেন। দাম—৬॥০

কথাকলি : ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা – ৯

চিন্ময় বঙ্গ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

জাতীয় সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা চিন্তাধারা বিস্মৃত হওয়ার ফলে যে সংকীর্ণ কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি হয়, তা-ই পরে হীন প্রাদেশিকতার বিষে পরিণত হয়। এই সংকীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় : জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া এবং আপন ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করে না রেখে তাকে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত করে দেওয়া। এবংমানসে মহামনীষী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থভুক্ত অমূল্য প্রবন্ধগুলিতে অতীত বাংলা দেশের চিন্ময় রূপটি বা বহুব্যাপ্ত গৌরবময় রূপটি বিভিন্ন প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রমে উদ্ধার করে বর্তমানের বাংলা ও বাঙালীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থটি আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে আত্মবিস্মরণের গ্লানি ও লজ্জা থেকে মুক্ত করে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

তৃতীয় মুদ্রণ । দাম ৪·০০

চণক-সংহিতা

কালিদাস রায়

'চণক-সংহিতা' গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের সংকলন নয়; অম্ল-মধুর কয়েকটি রসরচনা এর অন্তর্ভুক্ত। রম্যরচনা বললেও বোধ হয় এর সঠিক চরিত্রটি প্রকাশ পায় না। প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি মৌল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব রচনায় যুক্ত হয়েছে প্রবীণ লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। সমাজ-জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা যেমন তাঁর লেখনীতে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, তেমনি ফুটেছে তাদের জীবন্ত ও সরস করে তোলার পরিবেশনদক্ষতা। এই গ্রন্থটি প্রবীণ কবি ও রসজ্ঞ প্রাবন্ধিক কালিদাস রায়ের এক ভিন্নতর পরিচয়।

দাম ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] দাস লেন, কলিকাতা ৯

বুকের ওপর দু' হাত চেপে, ফিসফিস করে বললেন, আবার! আবার!

নিজেকেই সম্বোধন করে বললেন; গোকুল আবার, আবার সেই পাতা ঝরা সকাল ফিরে আসছে। আঃ! কী আশ্চর্য! সেই পায়রা ওড়া সকাল, কলাফুল ফোটা সকাল তোমার চোখের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। কাল সে বেরিয়ে আসবে। এই গাঢ় অন্ধকার থেকে ভেসে উঠবে। তাই শুভেন আসছে।

হ্যাঁ, তাই শুভেন আসছে। প্রতিধ্বনিত হল ওঁর ভিতরে। আর স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা শুভেনের চেহারা ওঁর সামনে ভেসে উঠল। স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা সেই শক্ত চওড়া বুক, পুষ্ট কাঁধ, নিটুট চিবুক, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটের কোণে শ্রদ্ধালু হাসি, সুইডেন থেকে ফেরা চক্ষু বিশারদ ডাক্তার শুভেন। গোকুল অনুভব করেছেন, ওর ঋজু শরীরের একটি অনায়াস দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। গলায় পরম আত্মবিশ্বাস, যখন বললে, আমার স্থির বিশ্বাস আপনার দৃষ্টি এখনও আছে, বরাবরই ছিল। আপনার চোখ দেখে, এই-ই আমার সিদ্ধান্ত। আমি ঈশ্বর নই, তা হলে বলতাম নিশ্চিত ফিরিয়ে দিতে পারি আপনার দৃষ্টি। নিতান্ত মানুষের হাত, তাই দিয়ে আমার কাজ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও আপনার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, এখনও তা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

শুনতে শুনতে স্তব্ধবাক দিশেহারা গোকুল মূঢ় বিস্ময়ে থতিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর নয়, যেন সেই মাত্র চকিত অন্ধকার ওঁকে চিরতমসা আবৃত করে দিল। যেন হতচকিত সংশয়ে, দুঃসহ অন্ধকারে, অন্ধ চোখে হাতড়াতে লাগলেন, আর সভয়ে চুপি চুপি উচ্চারণ করলেন, দেখতে পাব? আবার দেখতে পাব?

শুভেনের গলায় তেমনি দৃঢ় প্রত্যয়, দৈববাণীর মতো বেজে উঠেছিল, পাবেন। আমার সকল বিদ্যাবুদ্ধি তাই বলছে, আপনি দেখতে পাবেন।

পঞ্চাশ বছরের গাঢ় অন্ধকারের যন্ত্রণা সেই মাত্র যেন ওঁকে প্রথম অস্থির করে তুলেছিল। বলেছিলেন, সব দেখতে পাব?

—সবই, আর দশজনের—।

শুভেনের কথার ওপরেই, যেন আপন মনে কবিতার মতো আবৃত্তি করে বলে উঠেছিলেন, সেই, সেই যে রোদ চিকচিকে আকাশ, আর গাছ, আর পায়রা শালিক চড়ুই, আর সব মানুষ, আর...?

—সবই।

শুভেনের দৃঢ় স্বরের মধ্যেও আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল, সবই। যখন আপনার চোখের বন্ধ দরজা আমি খুলে দিতে পারব—।

—তখন, আমার তানপুরা সেতার হারমোনিয়াম তবলা—?

—নিশ্চয়ই!

—আর তখন, শুভেন, তখন গঙ্গারধারের সেই ছোট ছোট রং বেরংএর ঘাসফুল-গুলো—?

কথা শেষ হবার আগেই একটি অশ্রুরুদ্ধ গলার ডাক শুনতে পেয়েছিল? গোকুল।

চমকে উঠেছিলেন গোকুল। দিদির উপস্থিতি টের পাননি। টের পেয়ে সহসা স্বপ্নভাঙা স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করে-ছিলেন, দিদি!

দিদির হাসি ছোঁয়ানো কান্নারুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, গোকুল আমাদের সেই গঙ্গারধার আর নেই, শোভাবাজার, নিমতলা, বাগবাজার সব পীচের রাস্তা, বাঁধানো রক হয়ে গেছে। ঘাস গজাবার মাটি আর নেই।

—ও!

একটা চকিত ব্যথায় শান্ত হয়ে উঠেছিলেন গোকুল। তাঁর চোখের রুদ্ধ দুয়ার সর্বগত অন্ধকারের মধ্যে একটি ঘাস ফুলের দীপ ফুটে উঠেছিল। সবুজ ঘাসে রোদ লাগা লাল সাদা নীল নীল ঘাস ফুল। যেন লুকোচুরিতে ধরা পড়া মিটি মিটি হাসি তাদের মুখে। এই বন্ধ্যা বিধবা দিদি তখন নাকছাবি করে পরতেন। সবুজ ডগা-সুদ্ধ তুলে দিত গোকুল। কিন্তু এখন আর দিদি ফুলের নাকছাবি পরবেন না। এখন আর কলকাতার গঙ্গার ধারে ঘাস গজাবার মাটি নেই।

শুভেনের গাঢ় স্বরে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, সেখানে অনেক ঘাস ফুল ফোটে। আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আপনি দেখতে পাবেন মামাবাবু।

মামাবাবু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ে গিয়েছিল, দিদির ছোট মেয়ে, তাঁর নিজের ছোট ভাগ্নী তাঁর সব থেকে বেশী স্নেহের সুগতারই বন্ধু হিসেবে চক্ষুবিশারদ শুভেন তাঁদের পরিবারে এসেছে। মনে পড়েছিল ওদের ক্লাসে লেকচার দিতে এসেছিল শুভেন। সুগতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগেরই ছাত্রী। পরিচয় পেতেই শুভেন ছুটে এসেছিল গোকুলচন্দ্রকে দেখতে, পরিচিত হতে। সঙ্গীতশিল্পী গোকুলচন্দ্রের [illegible] আবাল্য ভক্ত। গোকুলচন্দ্র [illegible] শিল্পী। [illegible] মজেছিল, শুভেনের প্রথমে [illegible]

॥ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করার মত কয়েকখানা বই ॥

অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত

স্বদেশী আন্দোলন
ও
বাংলার নবযুগ

মূল্য—৬.০০ টাকা

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা সম্বলিত এই পুস্তকখানা সকল দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকার অধিকাংশ সমালোচক-দের মতে; এই ধরনের তথ্যবহুল এবং সুখপাঠ্য গ্রন্থ নাই বলিলেই চলে। রুচিপূর্ণ ছাপা এবং বাঁধাই। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক তালিকায় তালিকাভুক্ত।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত দেশপরিচয় (২য় সং)

ইংরাজ শাসন আমলে বইখানার প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের হাতে লেখক বইখানা আবার তুলে দিলেন। মনোরম প্রচ্ছদপট এবং অফুরন্ত ছবি। মূল্য—২.২৫ নঃ পঃ।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ লিখিত অন্যান্য বই : শান্তি ও সভ্যতা ২.৫০ নঃ পঃ, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত—১৲ টাকা। অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ : অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা—৩৲ টাকা। হরিদাস মজুমদার : পলাশীর প্রান্তরে—১.৫৫ নঃ পঃ। নরেন্দ্রনাথ রায় : সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—১.৭৫ নঃ পঃ। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত : বিপ্লবের পদচিহ্ন—৫৲ টাকা। সৌম্যেন্দ্র প্রণীত : [illegible] —৩৲ টাকা, [illegible] ছোটবেলা—২.২৫ নঃ পঃ [illegible] বাণী—১.২৫ নঃ পঃ। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস : অমর কাহিনী—১.১৫ নঃ পঃ। শ্রীরঞ্জিত-কুমার সেন : নানাফুলের সাজি—৩.৫০ নঃ পঃ।

সরস্বতী লাইব্রেরী
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

অন্ধকার, তোমার অন্ধকারের শিখায় আমি দেখেছি পূর্ণ জ্যোতি" আমি বারে বারে শুনি।

'কিন্তু সেই সব নয়। আরও কিছু। তাঁর অনুভূতির আলোয় আরও দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর পরম স্নেহের সুগতায় হৃদয়গতির মুখোমুখি এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে শুভেন। তাই ওর গলাতেই যেন নতুন সুরে বেজে উঠল, 'পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, এখনও অনেক ফুল ফোটে।' আছে, আছে! ফুটবেই তো! দিদির দিন গিয়েছে, কলকাতায় ঘাটে আর মাটি নেই। কিন্তু রূপনারায়ণের ধারে এখনও মাটি আছে। সুগতায় মাকছাবি পরায় কাল এসেছে। ঘাসফুলেরা তাই এখনও ফোটে। কিন্তু—।

আবার সকল অন্ধকার কাঁপিয়ে বাতাস লেগেছিল গোকুলের প্রাণে। তেমনি ভয়ে ও আশায় চুপিচুপি গলাতেই বলেছিলেন, দেখবে পাব? পাব?

শুভেন বলেছিল, আপনি আমাকে অপারেশনের অনুমতি দিন।

দিদি বলে উঠেছিলেন, কিন্তু শুভেন, আবার কাটাকুটি করতে গিয়ে—।

কথার মাঝ পথেই শুভেনের যুক্তিসিদ্ধ কথা শোনা গিয়েছিল, নতুন করে আর কী হারাবার আছে মা। আমি বলছি নিজের ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ওঁর চোখের ওপরেই আমার সকল শিক্ষা সার্থক হবে। তবু যদি আমি হেরে যাই, যদি যাই, পরিবর্তন কিছু হবে না।

শেষের কথাগুলো বলতে যেন শুভেনের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু গোকুল সেসব আর ঠিক মতো ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর সর্বব্যাপী অন্ধকারের পটে একটি রোদে ছাসা সকাল ঝিরঝিরি রেখায় ফুটেছিল। বহু যুগযুগান্তের ফেলে আসা বন্ধুর মতো সে যেন বিস্ময়ে নিঃশব্দে হাসছিল। তিনি শুধু বলছিলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!..

আবার ঘড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠল। কিন্তু স্মৃতি সায়রের ডুব সাঁতারে উজানবাহী দীন গোকুল। সময়ের ঘণ্টা ওঁর কানে গেল না। সেদিনের মতোই এখনও উচ্চারণ করলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এই চির অন্ধকারের কপাট শুধু মৃত পর্দায় ঢাকা। এক লহমায় সেই পর্দা খুলে যাবে। আলোক-স্নাত বিচিত্র পৃথিবী আবার ভেসে উঠবে। উঠবে, তাই তো শুভেন আসছে। আর কতক্ষণ! তাঁর বুকের দুরন্ত আবর্ত থেকেই [illegible] উঠে আসছে শুভেন। এই অন্ধকারের [illegible] দেওয়ালে দেওয়ালে, [illegible] এ [illegible] সকল প্রাণে, সর্বত্র [illegible] হাসিকে প্রবল বেগে ছুটিয়ে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৭ম মুঃ ৫·০০॥
বিচারক - বিস্ফোরণ - শিলাসন
১০ম মুঃ ২·৫০॥ ৩য় মুঃ ২·০০॥ ৩য় মুঃ ২·৫০॥

বনফুলের
জঙ্গম ১ম (৭ম মুঃ) ৫·০০॥ ২য় (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪·৫০॥ ৩য় (৫ম মুঃ) ৭·৫০॥
গল্পসংগ্রহ - ব্যঙ্গকবিতা - দ্বৈরথ
২য় খণ্ড ৪·০০॥ ৬·৫০॥ ৬ষ্ঠ মুঃ ৩·০০॥

বুদ্ধদেব বসুর
হঠাৎ আলোর ঝলকানি ৩য় মুঃ ২·৫০॥
নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
একতলা ৩য় মুঃ ২·৫০॥
অসিধারা ৩য় মুঃ ৩·৫০॥

দেবেশ দাশের
রাজসী ৩য় মুঃ ৩·০০॥
ইয়োরোপা ৮ম মুঃ ৩·০০॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপ হোল অভিশাপ ২য় মুঃ ৭·০০॥
তোমরাই ভরসা ২য় মুঃ ৪·৫০॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪·৫০॥
অবিশ্বাস্য ১ম মুঃ ৩·০০॥

নারায়ণ সান্যালের
বল্মীক চার টাকা॥
বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ২য় মুঃ ৩·৫০॥

সাগরময় ঘোষ-সম্পাদিত
বাংলা ছোটগল্পের অভিজাত সংকলন **শতবর্ষের শতগল্প** ১ম খণ্ড : ১৬·০০॥ ২য় খণ্ড : ১২·৫০॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
উপনগর সাত টাকা॥
অনুরাগিণী ২য় মুঃ ২·০০॥

কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৯ম মুঃ ৫·০০॥

বিনায়ক সান্যালের
রবিতীর্থে ৪·০০॥

বিক্রমাদিত্যের
ফতে নগরের লড়াই ২·৫০॥

প্রমথেশ ঘোষের
সাগর-নগর ৩·৫০॥

দিলীপ মালাকারের
নেপোলিয়নের দেশে ২·০০॥

নীলকণ্ঠের
হরেকরকমবা ২য় মুঃ ২·৫০॥
অদ্য ও প্রত্যহ ২য় মুঃ ৩·০০॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কয়লাকুঠির দেশে ২য় মুঃ ৩·৫০॥

প্রাণতোষ ঘটকের
মুক্তাভস্ম ২য় মুঃ ৬·০০॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বান ও বন্যা ৩·০০॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বিদেশবিভূঁই ৬·০০॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ ২য় মুঃ ১০·০০॥

প্রকাশিত হয়েছে
সাহিত্যের খবর
১০ম বর্ষ : ফাল্গুন ৬৯ : ·৫০ নপ.
সম্পাদক : মনোজ বসু
এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ : শান্তির প্রস্তাব : রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশের কবিতা : রঞ্জিত সিংহ, রাধাপ্রেমের অলৌকিকত্ব : চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, জর্জ উপন্যাস ও নবাবপন্থের রাজনীতি-চর্চার দ্বিতীয় পর্যায় : শিবেন্দ্রলাল নাথ, দেশে-বিদেশে : চারু দত্ত, পথ চলে গেছে : সমর সোম।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

[illegible]-যৌবনের নানা ইচ্ছা ও সংঘর্ষ; নানা রূপে নানা বিষয়ে আন্দোলন; কখনো [illegible] বিদ্রোহের নিরুত্তাপ; প্রেম, স্মৃতি, হিংস্রতা, ক্রোধ, অভিযোগ কিংবা অধীরতা—
সব বিরোধের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
কবি
কল্যাণাশিস দে
তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা

নানা অনুভবের দুঃসহ তরুণতায় বর্ণময়।
পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ । দাম দু' টাকা

গ্রন্থজগৎ ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি-৯৩৪০)

মিত্র ঘোষের সবিনয় নিবেদন—

চলচ্চিত্রে অখিল ভারতীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত ছবির মূল— দুটি গ্রন্থই আমাদের

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযান ৬৲

★ ★

আরও দুটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের কাহিনী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ৪॥

তারাশঙ্করের

উত্তরায়ণ ৫॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

তাঁর মনে পড়ল, 'কভু বীণ দেখা নাহি দিলে, শুধু সহিতো। ধরা দিয়ে, ধরা নাহি দিলে, শুধু যাতনা॥'

যখন এই গান রেকর্ড করেছিলেন, তখন তাঁর অপার অন্ধকারের বুকে সেই শেষ সকালের আলোর ছবি ভেসে উঠেছিল। আট বছর বয়সের সেই শেষ আলোকে উদ্দেশ করেই যেন গেয়েছিলেন। কিন্তু সে শেষ আলো নয়। আজ আর তা পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা নয়। আট বছরের সেই সকাল যেন তাঁর সঙ্গে দুয়ারবন্ধ খেলা খেলেছে। আজ তাঁর দুয়ার খোলা খেলা আসন্ন। আজ তবু সেই সকালই থিরবিজুরি রেখায় ফুটে আছে। যেখান থেকে এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের পরিক্রমা।

সর্বব্যাপী অন্ধকার, দুঃসহ। মনে আছে, সেই ভয়ংকর নিরত অন্ধকারের মধ্যে কী একটা আতংক যেন দেখতে পেত আট বছরের গোকুল। শিশু প্রাণে যে-অন্ধকারকে বড় ভয় ছিল, সেই অন্ধকার ওর চার পাশে একটা অশরীরী বিভীষিকার রাজত্ব রচনা করেছিল। সামান্য শব্দে উৎকর্ণ হত। বাতাসের শব্দে চমকে উঠত। ভয় পেয়ে বারে বারে সমানে পিছনে হাত বাড়িয়ে অন্যে হাতড়াতো। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করত, কে? কে?

তারপরেই মনে হত গাঢ় অন্ধকারের মতো সহসা স্তব্ধতাও সীমাহীন। তখন মাটিতে কোমর ঘসটে ঘসটে পেছিয়ে যেত যতদূর পারা যায়। তারপরে দেয়ালে ঠেকে যেতে হত। আর চীৎকার করে ডাকতো, মা! মা।

কাজ ফেলে মা আসতেন ছুটে।—কী হয়েছে গোকুল?

—কাছে এস। আমার একলা ভাল লাগে না।

মা কাছে এলে, তাঁকে দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতো গোকুল। মুখটি গুঁজে দিত বুকের মাঝে। দিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকতো। কথা বলতো না। মাও কথা বলতেন না। কেবল ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু মায়ের অনেক কাজ, গোকুল জানতো। মাকে শোলার ওপরে রাংতা কেটে বসিয়ে চাঁদমালা আর টোপর সাজাতে হয়। জরি আর পুঁতি সেলাই করতে হয় কাপড়ে। দোকানীরা এসে নিয়ে যায়। সময় মত এসে মাল না পেলে টাকা দিতে চায় না। দোকানীরা টাকা না দিলে খাওয়া জুটবে না। মাটির দেওয়াল দেওয়া টালির ঘর আর একটু উঠোন, মাথা গোঁজবার সেই ঠাঁইটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মা, দিদি, দুজনকেই কাজ করতে হত।

কিছুক্ষণ পর আবার মন শান্ত হত। গোকুল বলতো, আচ্ছা, এবার তুমি যাও মা। মা বলতেন, যাব। তোর যদি এখন ঘুম আসে, ডাকিস না।

—ঘুম যে আসে না। আচ্ছা মা, এখন বেলা কত?

—তিনটে বুঝি হবে।

—তা হলে স্যাকরাদের বাড়ির দেয়ালে আমড়া গাছের ছায়া পড়েছে এখন, না?

—হ্যাঁ।

ছায়াটা তেমনি ছাতা মাথায় দেওয়া লোকের মতন দেখায়?

—হ্যাঁ।

গোকুল ছায়াটা মনে মনে দেখতো। তারপরে হঠাৎ বলতো, মা, চোখ বুজলে তুমি কিছু দেখতে পাও?

মা হাসতেন কি না কে জানে। গলায় একটা শব্দ হত। বলতেন, পাই। তোকে দেখতে পাই।

—আমিও তোমাকে দেখতে পাই মা। দিদিকে দেখতে পাই। আমি সব দেখতে পাই। কিন্তু—।

একটা কথা মনে হলেই চুপ করে যেতো। মা বলতেন, কী রে?

গোকুল বলত, মা আমি একলা থাকলে মনে হয়, কারা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি টের পাই, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায়, একটু একটু শব্দ হয়। আঙুলের হাড় মটকালে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। আর জান, হাই দিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। ওরা কারা মা?

মা বলতেন, ও'রা দেবতা।

—দেবতা কী মা? ভগবান তো?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার ভয় করে কেন?

—ভয়ের কিছু নেই গোকুল। ও'রা তোকে ছোঁবে না, কিছু করবে না। তোর জন্য যে ও'দের কষ্ট হয়, তাই তোকে দেখতে আসে।

—কষ্ট হয়?

—হ্যাঁ।

সেই অশরীরী ভগবানের উপর হঠাৎ অভিমান হত গোকুলের। বলত, তবে ওরা আমাকে অন্ধ করে দিলে কেন?

মায়ের কোনো জবাব পাওয়া যেত না।

—মা, ভগবান তো সব পারে, তবে আমাকে অন্ধ করে দিলে কেন?

মায়ের কথা শোনা যেত না। স্পর্শের মধ্যে থেকেও মনে হত, মা যেন কাছে নেই। গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে বলত, গোকুল, বল না মা।

মায়ের নিচু ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যেত, ও'দের জিজ্ঞেস করিস। আমি তো জানি না বাবা।

গোকুল বুঝতে পারতো, মা কাঁদছে। তাই আর সে-কথা জিজ্ঞেস করতো না। এবং একলা একলা অনেকদিন, অন্ধকারের সেই শব্দের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছে, আমাকে কেন অন্ধ করেছ? কেন?

কোনো জবাব পেত না। কিন্তু একদিন ফিসফিস করে ওইরকম জিজ্ঞেস

করছিল, তখন সহসা মিষ্টি গলার গান ভেসে এসেছিল,

আমি অন্ধকারেই থাকি,
তুমি আঁধার রাতেই এস।

বাইরে থেকে দিদি গাইছিলেন। তবু, উৎকর্ণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোকুল। মনে হয়েছিল, যেন, তারই কথার জবাব দিয়ে দিদি গেয়ে উঠেছিলেন। আর নিজেও গুনগুন করে গেয়েছিল,

অন্ধকারেই বসন্ত কবি,
তুমি গোপনে এস বর্ষা।

এ কথার মানে কী তা তখন জানতো না। কিন্তু একটি অস্পষ্ট অর্থবহ, সুরের দোলায় যেন তাকে ঘুমপাড়ানির মতো দোলা দিয়েছিল। কেন যেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গানটি গাইতে ভাল লাগছিল। আর গাইতে গাইতে মেঝের ওপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরে যখনই সেই শব্দের

বাক-সাহিত্যের বই

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার
সুন্দরবনের পটভূমিকায় অপূর্ব উপন্যাস।
দাম : ৩.৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
অঙ্গজ ৩.০০

সুশীল ঘোষের নতুন উপন্যাস
চাঁদে পাড়ি ৩.০০

শচীনাথ ভাদুড়ীর
জলভ্রমি ৩.০০

জরাসন্ধ-এর

জনপ্রিয় উপন্যাস
পাড়ি ৩.৫০
ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হল

বৃহত্তম উপন্যাস
মসিরেখা
২য় সংস্করণ প্রকাশিত হল
দাম ৯.০০

সার্থক নতুন কাহিনী
আশ্রয়
৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল
দাম ৩.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গরীয়সী গৌরী ৪.৫০

বিমল মিত্র রচিত
স্ত্রী (২য় সং) ৪.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬.৫০

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আজ রাজা কাল ফকির (২য় সং) ৩.০০

নীলকণ্ঠের
ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে (২য় সং) ৩.০০

হিমানীশ গোস্বামীর
বিলিতি বিচিত্রা ৩.৫০

শৈলেশ দে-র
গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ৩.৫০

শংকর-এর
চৌরঙ্গী ১০.০০
৯ মাসে ৬ষ্ঠ সংস্করণ

এক দুই তিন
৬ষ্ঠ সংস্করণ। দাম ৪.০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪.০০

বিকর্ণ রচিত
নৈমিষারণ্য ৯.৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অগ্নিমিতা (২য় সং) ৫.০০
রোশনাই ৪.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কচিৎ কখনো ৩.৫০
কুয়াশা ৩.০০

সুবোধ ঘোষের **চিত্তচকোর** (২য় সং) ৩.০০

সম্পাদ [illegible] **চন্দনকুঙ্কুম** (২য় সং) ৭.০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

উদ্দেশে আক্রোশ করতে মুখ তুলেছে, তখন আর জিজ্ঞেস করতো না। গুনগুনিয়ে উঠতো 'আমি অন্ধকারেই থাকি...।'

বন্ধুরা কেউ আর আসত না। গোকুল তাদের সঙ্গে বাইরে যেতে পারত না। ছুটোছুটি করতে পারত না। প্রথম প্রথম মনে থাকত না, তার পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। বন্ধুরা এসে ডাকলে, সহসা ঘুম ভাঙা চমকে ছুটে যেত। আর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ত মাটিতে, চৌকাটে। কপাল ঠুকে যেত দেওয়ালে। কেটে ছড়ে আঘাত পেয়ে চমক ভেঙেছে। মা কিংবা দিদি এসে জড়িয়ে ধরতেন। বন্ধুরা বিব্রত। আঘাতের ব্যথায় কান্না পেত না গোকুলের। দুঃসহ অন্ধকারের যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠতো।

মা বলতেন বন্ধুদের, তোরা আর ওকে অমন করে ডাকিস না। ও কি আর বাইরে যেতে পারে? কাছে এসে বসে গল্প করিস।

কিন্তু বসে গল্প করার ধৈর্য সেটা ছিল না। বন্ধুরা তাই আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিল। সব থেকে নিকটতম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন দিদি আর মা। আর দিদি শুধু গান গাইতেন বলতেন। যখন চোখ ছিল, তখনও বলতেন। যখন ছিল না, তখনও। কিন্তু দিদির গানই চুপ করে শুনতে ভালবাসত গোকুল। বাসত নয়, আজও বাসে। আজকের সুবিখ্যাত এই অন্ধ-গায়ক গোকুল দত্ত ছাড়া আর কে জানে, তাঁর দিদির গলায় কী আশ্চর্য সুরের জাদু লুকিয়ে আছে। আর দিদি বলতেন, 'আমার এ ছাই গলায় গান ভাল হচ্ছে না। গোকুল, তুই গা। তোর গলাটাই মিষ্টি।'

'—যাঃ।'

'—হ্যাঁ রে। দেখিস নি, তুই গান গাইলে সাহাদের বড়কর্তা কেমন হাঁ করে শোনে।'

হ্যাঁ, দেখতো গোকুল। তখন দেখতে পেত। সেই পাথর বাঁধানো রকের ওপর ছড়ি হাতে বসে থাকতেন লাটু সাহা। ডেকে বলতেন, 'এই, এই ব্যাটা, সে গানটা কর দিকিন, "মন তুমি কৃষি কাজ জান না।" গা, তোমার মুড়কি খাওয়াব।'

গাইবার আগেই অবিশ্যি জিভে জল এসে পড়ত। কিন্তু জিভের ঝোল টেনে টেনে গান শেষ করতো। তার পরেই নগদ রানী-মার্কা এক পয়সা। এবং একছুটে তিতু ময়রার দোকানে।

শুধু লাটু সাহা নয়। তিতু ময়রা স্বয়ং ছিল একজন শ্রোতা। আর নিতাই স্যাকরা সন্ধেবেলা ঠাকুরকে বাতি দেখাবার সময় দেখতে পেলেই বলত, 'সেই দু কলি একবার গেয়ে দে তো গোকুল।'

গোকুল গাইতো, 'হরি নামের লুট পড়েছে, লুটে নে রে তোরা। লুট পড়েছে হরি প্রেমের, লুটে নে রে তোরা।'

কিন্তু দিদির সঙ্গে ও-সব গান ছিল না। দিদি হঠাৎ পিছন ফিরে, চিবুকে আঙুল রেখে গেয়ে উঠতেন,

না না না, ও বাঁশী শুনব না
ও বাঁশীর বিষ প্রাণে সহে না।

দিদির কাছেই শেখা কলি গাইতো গোকুল,

শুন শুন সখী, রাখ এ মিনতি
এ বাঁশীরে দুষো না।
এ বাঁশীর প্রাণ সদা আনচান
রাধা বিনা নাম জানে না॥

দিদি— না না না, সহিতে পারি না
বাঁশী শুনে কুল রহে না রহে না।
গোকুল— কী হবে সখি কুল রেখে শুনি
শ্যামেরে, ভজ মনে।
শ্যাম যদি রহে আঁখেরে রাখিবে
পীরিতি ধরম সনে॥

[illegible]

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে

(রবীন্দ্রস্মৃতি ও নরসিংহদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)

এই খণ্ডে আছে প্রাগৈতিহাসিক কাল, মিশর, ব্যাবিলন, বৈদিক ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম ইত্যাদি প্রাচীন দুনিয়ার বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

এর আলোচনার বিষয়,—ভারতীয় বিজ্ঞান (বেদোত্তর যুগ), আরবী বিজ্ঞান, ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম, রেনেশাঁস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব।

"The production of this book is an important landmark in Indian literature." — Nature, London.

প্রথম খণ্ড—১০·৫০। দ্বিতীয় খণ্ড—১২·০০। দুই খণ্ড একত্রে—২১·০০

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

পরিবেশক : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(১২২৯এ)

পথে পথে, রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে। যেন একটা গান গান খেলা। চোখের দৃষ্টি হারাবার পর, একটা ব্যথার চমকে কিছুকাল সে-সব বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয়েছিল। গোকুল নিজেই কবে একদিন অন্যমনস্ক হয়ে শুরু করেছিল। দিদির স্তব্ধতা তাতে ভেঙেছিল। কিন্তু গানের কথোপকথনের চপলতা আর তেমন জমতো না। গোকুল দেখতে পেত না দিদির কোমরে হাত দিয়ে চিবুকে আঙুল রেখে সেই বিচিত্র ভঙ্গি। দিদিও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন ভাইকে না দেখাতে পেরে।

গোকুল গানের মধ্যে জিজ্ঞেস করে উঠতো, দিদি, নাচছিস তো?

দিদির গলায় থিতিয়ে যাওয়া সুরে শোনা যেত, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে সহসা জবাব পেত না। তখন বুঝতে পারতো দিদি কাঁদছে। গোকুলের নিজের গলায়ও উচ্ছ্বসিত কান্না থমকে থাকত। সেই স্নেহের এবং বেদনার অনুভবের ভিতর দিয়ে, তার নিকষ অন্ধকারে পৃথিবী যেন আর এক বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হত। সেই পৃথিবীর হাসি-কান্নার চেহারা যেন আলাদা। কিন্তু গোকুল কাঁদত না। নীরব হয়ে যেত, আর সেই পৃথিবী তার বিস্মিত মনের চারপাশে আবর্তিত হয়ে ফিরত। তখন বলতো, দিদি, আয় সে গানটা গাই।

—কোন্‌টা?

গোকুল ধরতো,

আমি শয়ানে থাকি বা স্বপনে থাকি
দিবানিশি তোমা হেরে মোর আঁখি
তবু চিনিতে কেন পারি না।

দিদি গুনগুন করে সুর দিতে দিতে বলতেন, থামিস না, গেয়ে যা।

গোকুল গেয়ে যেত,

আঁখি জলে ভাসি কি গৃহকাজে থাকি
প্রাণে মনে মম তুমি মাখামাখি
তোমা বুঝিতে কেন পারি না!

গেয়ে যেত। যেতে যেতে নিজেরই আর থামতে ইচ্ছে করত না। সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবার সেই যেন এক পরম সান্ত্বনা হয়ে উঠেছিল। পরম আশ্রয়। আর তারই ভিতর দিয়ে একটি সচেতনতা আসছিল, তার কোন কথা শুনলে মা আর দিদির কষ্ট হয়। কান্না পায়। তাই মুখে নীরব হয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুখর হয়ে উঠেছিল ভিতরটা। তাই দুঃসহ অন্ধকারের কান্নাটা লুকোতে শিখেছিল।

মনে পড়ছে, লাহা বাড়ির গানের আসরের কথা আবার তার মনে পড়েছিল তখন। পাথর বাঁধানো মেঝে সেই বিরাট হলঘর। দেয়ালে বড় বড় ছবি। মেঝেতে গদীর ওপর [illegible] একধারে চাদর আর তাকিয়া। [illegible] বড় [illegible]

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অশান্ত চটকল

কলকাতাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার দু-ধারে একশখানা চটকল—যেন মালার মতো একসূত্রে গাঁথা ধৃতরাষ্ট্রের এক-শ ছেলে। এই ঘূর্ণির মধ্যে সর্ব অঞ্চলের মানুষ। প্রায় এক-শ বছর ধরে সোনালি সুতোর বদলে সোনার চাদর বুনে নিয়ে যাচ্ছে অগুণতি চট-পতি, অথচ প্রাচীরের অন্তরালে লক্ষ লক্ষ মানুষের অসহ জীবনযাত্রা। সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী সর্বপ্রথম এই উপন্যাসে উন্মাটিত হল ॥ ৫·০০ ॥

নতুন বই

দেহলি দিগন্ত

রমাপদ চৌধুরী ॥ ৩·৭৫ ॥

পরম্পরা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৪·৫০ ॥

নিষিদ্ধ এলাকা

কালপুরুষ ॥ ৩·০০ ॥

এশিয়ার বন্ধন-মুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

= উপন্যাস ও গল্প =

কান্না (২য় মুঃ) তারাশঙ্কর ॥ ৬·৫০ ॥
তিন কাহিনী বনফুল ॥ ৫·০০ ॥
রূপং দেহি ধনং দেহি
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥
রাজকন্যার স্বয়ম্বর
মনোজ বসু ॥ ৩·৭৫ ॥
কলিতীর্থম্ (১ম) অবধূত ॥ ২·৭৫ ॥
(২য় ও ৩য়) অবধূত ॥ ৩·৭৫ ॥
মিলন-মধুর রাতি
প্রাণতোষ ঘটক ॥ ৩·২৫ ॥
আদি নেই অন্ত নেই
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·৫০ ॥
তিন প্রহর (২য় সং)
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥
কন্যা সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী এবং (২য় সং)
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০ ॥
একুশ বছর (২য় সং)
জরাসন্ধ ॥ ৩·৭৫ ॥
মায়াকন্যা মনোজ বসু ॥ ৩·৫০ ॥
শর্বরী (২য় সং)
নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫·৫০ ॥
ঝিকিমিকি জোনাকি (রহস্য উপন্যাস)
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২·৭৫ ॥

[illegible]

সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেন, "প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দেশের এই সংকটকালে সুভাষের বাল্য ও যৌবনের কথা আমাদের ছেলেমেয়ে সামনে নিখুঁতভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী। ইহা সুচিন্তিত ও সুলিখিত এবং ইহাতে সুভাষের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী বিশেষ খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হইয়াছে।......আমি আশা করি কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত এই বইখানি সমাদৃত হইবে।" মূল্য ২·২৫

অন্যান্য প্রকাশন

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ময়ূখ ৩·৫০ ধ্রুবা ৩·০০

শাশ্বতী পাঠাগার, ৬এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা - ১২

(সি ১৪০৭/১)

বসান গানের। গোকুল বলেছিল, মা আমি লাহাদের বাড়িতে গান শুনতে যাব।

মা যেন একটু সংকুচিত হয়ে বলেছিলেন, যাবি? কিন্তু কার সঙ্গে যাবি?

—কেন, দিদির সঙ্গে?

—দিদি বড় হয়েছে, ওর সেখানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না।

দিদি বড় হয়েছে! সেও এক আশ্চর্য অনুভূতি। অদেখার মধ্যেও গোকুল অনুভব করেছিল, দিদি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছেন। সেটা বড় হওয়া কি না জানতো না। মনে হত দিদি যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু দিদির সঙ্গে না গেলেও মা ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই প্রথম হাতে লাঠি উঠেছিল গোকুলের। দিশা-দর্শন যষ্টি। মা কাউকে না কাউকে ধরে, অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিতেন লাহাদের বাবুবাড়ির মহলে। আবার কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন। চোখ হারাবার পর প্রথম যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন লাটু লাহার ছেলে হারু লাহা বেশ গোলাপী আমেজে ছিলেন। বলেছিলেন এই যে গোকুলচাঁদ চোখ খেয়েও গানের আসরে এসেছিস! ব্যাটা সুরদাস না হয়ে যায় না।

আসরের কেউ কেউ হেসেছিলেন। কিন্তু গোকুলের বিশ্বাস হারু লাহাকে সবাই চিনতেন না। তিনি নিশ্চয়ই স্নেহ করেই বলেছিলেন। কারণ তিনি তিনি যে গায়ক ছিলেন।

সেখানে যেন স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সময় কেটে যেত গোকুলের। ভৈরবী-পূরবী-মল্লার, খেয়াল-ঠুংরি-গজল টপ্পা-শ্যামা-কীর্তন, সব দিয়ে গোড়া আর এক পৃথিবীর ভূগোল নানান সীমায় বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল তার অন্ধকারে। আর এক পৃথিবী। চোখের দেখা সমারোহে আগে তেমন করে ধরা পড়ে নি। অদেখার ভিতর দিয়ে তার নানান সীমান্ত চোখের চেনা হয়ে উঠেছিল। যেন এক অচেনা জগতের নানা প্রান্তে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল। আর যত যাচ্ছিল, ততই ভালবাসাবাসি ততই চেনাচিনি, ততই আবিষ্কার। বাড়ি ফিরে গিয়ে, দিদির কাছে শুয়ে সেই আবিষ্কারের আনন্দ উপচে পড়ত।

—খাম্বাজ?

দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, খাম্বাজ কী রে?

—খাম্বাজ জানিস নে? সুর! একটা সুর। শুনবি? এই এমনি—।

বলে, গুনগুনিয়ে খাম্বাজ রাগিনী শোনাতো।

কিন্তু সেই সময়েই হঠাৎ একদিন, মায়ের কথা শুনে, একটা ভয়ংকর ভয়ে, তীব্রবিদ্ধ যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার আবার বীভৎস হয়ে উঠেছিল। মা ভেবেছিলেন, গোকুল ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি দিদিকে ডাক দিয়েছিলেন, শুভি।

—বল।

—কালোচৌধুরি রাজী হয়েছে, এই মাঘেই সে কাজ সারতে চায়, জানিস তো?

দিদির নিশ্চয় লজ্জা করছিল কথা বলতে। তাই শুধু শব্দ করেছিলেন, হুঁ।

কালোচৌধুরির শ্যামবাজারে মুদী দোকান। তার সেজ ছেলে অম্বিবার সঙ্গে দিদির বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এই বাড়িতে এসে অম্বিকা থাকতে রাজী হয়েছিল। ঘরজামাই না, গ্রাণকর্তা হিসাবেই। মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল কিন্তু শুভি, আমি আর বেশী দিন নেই। বেশ বুঝতে পারছি, আমার হয়ে এসেছে।

দিদির ভাঙা স্বর শোনা গিয়েছিল মা।

মায়ের গলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে এসেছিল, শুভি, গোকুলের তুই ছাড়া আর কেউ—।

—মা, তুমি বললে, তবে বুঝব?

অন্ধকার ঘরে আর দুজন জানতে পারেন নি, তাঁদের চোখের জলের শরিকানায় আর একজন ভাসছে। সেই মুহূর্তে গোকুলের বড় ইচ্ছে হয়েছিল, মাকে স্পর্শ করে। পারে নি। কিন্তু সেইদিন থেকে জমাট অন্ধকারের গায়ে একটি তীক্ষ্ণ ধার ছুরি যেন তার বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। মাকে ছিনিয়ে নেবে বলে। সেইদিন থেকে তাই মায়ের কাছে কাছে বেশী থাকতে চেয়েছিল।

তবুও পারে নি। মাঘ মাসে দিদির বিয়ে হয়েছিল। চৈত্রমাসে মা মারা গিয়েছিলেন। গোকুলের মনে আছে, তাদের উঠোনে স্যাকরাবাড়ির সেগুন গাছের শুকনো পাতা খড় খড় করে উঠছিল। লাহাদের বাড়ির পায়রাগুলো ভর দুপুরে ডাকছিল। গোকুল মায়ের পাশে বসেছিল ঘরে।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিল।

মা সহসা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন আঃ। আঃ।

দিদি বলেছিলেন, কী হচ্ছে মা?

—গোকুলকে ডাক।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিলেন।—

—কী বলছ মা?

মা যেন ফিসফিস করে বলেছিলেন, গোকুল যাচ্ছি, আমি গেলুম।

দিদি হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিলেন। গোকুলকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

হার্ণিয়া কোষবৃদ্ধি ফাইলেরিয়া

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, পোস্ট বক্স নং ১৬ হাওড়া। ফোন: ৬৭-১৯৬৬।

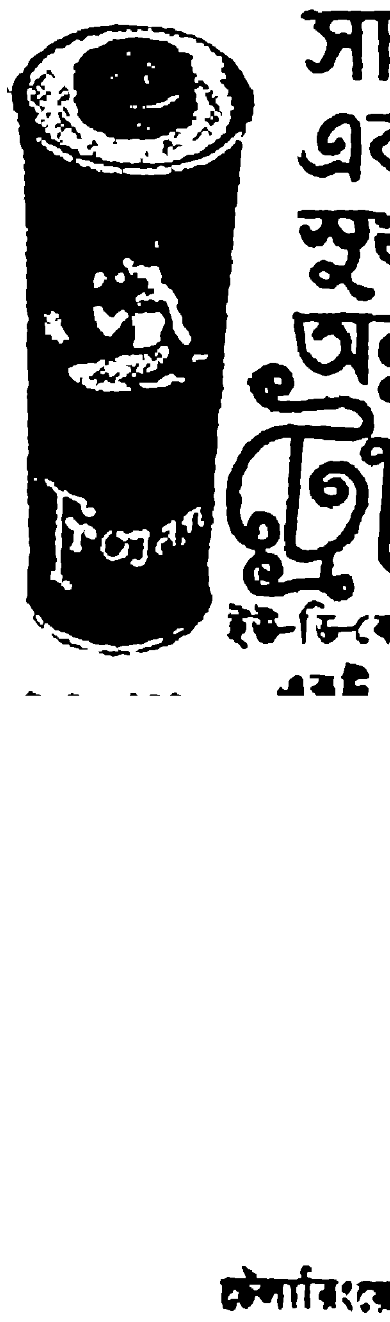

আপনার ত্বকে সারাক্ষণ এক স্নিগ্ধ সুখকর অনুভূতি টোজেন

ইউ-ডি-কোলোনযুক্ত পাউডার

মহিলাদের জন্য
অপূর্ব সুযোগ
টেলারিংয়ে বিশেষ কোর্স

টেলারিংয়ে মোটামুটি জ্ঞানসম্পন্ন মহিলাগণ ডিজাইনিং ও কাটিংয়ে এবং বিজ্ঞানসম্মতোপায়ে ও অন্য নিরপেক্ষভাবে যে কোন পোষাক তৈরী করার উন্নত ধরনের ট্রেনিং লাভ করিতে পারেন।

বিশদ বিবরণের জন্য সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার বেলা ১টা হইতে ৩টার মধ্যে ট্রেনিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের সহিত যোগাযোগ করুন

উষা

টেলারিং অ্যান্ড এমব্রয়ডারী স্কুল
১১৪বি, ল্যান্সডাউন রোড,
আর কে মিশন, সেবা সদনের বিপরীত দিকে
কলিকাতা – ২৬

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয় সব দেশেই ধর্ম তার তালুক মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষাদীক্ষায় ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি, এবং এই সেকুলার শব্দের অন্য এক অর্থ 'প্রোফেন'—'হিয়েরেটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষা-পদ্ধতি ধর্মবৈরী এমনকি ধর্মঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি, অত্যল্প হলেও। কার্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে-এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই:—ধর্ম বাদ দিয়ে যদি শিক্ষা দীক্ষা সব-কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাশের পর যদি কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাতে পারে তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এ'কে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালে, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'— উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলে-ছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকুও স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা, ইন্দ্র বরুণ, এ'রা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ-নয় যে, কোনো বিশেষ যুগে এ'দের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি বর্ষণ, ফসল-উৎপাদন, গোধূলিদীপ্ত ইত্যাদি যাবতীয়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫॥ অপরাজিত ৯॥

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

বিমল করের
নূতন উপন্যাস
পান্থশালা ৩॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী
১ম খণ্ড—৫,
২য় খণ্ড—৪॥০
৩য় খণ্ড—৫,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
উপন্যাস
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥
একটি অনন্যসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি

প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক
শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সংকলন
৮১ জন লেখক : ২০২টি রচনা
— সাড়ে বারো টাকা —

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
চন্দনবাঁশ ৫,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
আলোর ভুবন ৫,

আশাপূর্ণা দেবীর
সোনার হরিণ ৫,

সৈয়দ মুজতবা আলির

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬,

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

...এখনো এইভাবে না ডেকেও সমাধান হয়। যে বিশ্বাসীদের কথা বললুম। দীর্ঘদিন ঢালী আলখাল্লা হয়ে তাঁরা এখনো হামেশাই পড়ে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনো আরোগ্যের জোরের জন্য মৌলাআলীর দরগায় গিয়ে ধর্না দেয়। (১) ভলটেয়ারকে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক (হক্+না+হক, অ+হক্) ইন্সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনো লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবদেবীর সহায়তায় তখনো বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্ষম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পুজোপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণী চড়ান না। তাই ঘেটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরো শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে, এস্থলে, আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবিমনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দি। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে,

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প তখন 'মার্সেইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল!

...

(১) দক্ষিণ মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকুরীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুল্পিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

...যাইবেন 'আল্লার ছলনায়' কথা জানবেন, তখন যদি কুরান শরীফের উপরেই সূরা পড়তেন তবে কি আশাতীত সান্ত্বনা পেতেন না?

৯৩ অধ্যায়
উষস্
(অদ্—দুহা)
মক্কায় অবতীর্ণা
(একাদশ পংক্তি)

আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।

উষালগনের আলোর দোহাই,
নিশির দোহাই ওরে,
প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
ঘৃণা না করেন তোরে।
অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
রয়েছে ভবিষ্যৎ
একদিন তুই হবি খুশী লভি
তার কৃপা সুমহৎ।
অসহায় যবে আসিলি জগতে
তিনি দিয়েছেন ঠাই
তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
মুছায়ে দেছেন তাই।
পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
দেখায়ে দেছেন তোরে।
সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
অসহায় জন, ওরে—
—দলিসনে কভু। ভিখারী-আতুর
বিমুখ যেন না হয়।
তাঁর করুণার বারতা যেন রে
ঘোষিস জগৎময়॥

সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আবম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'উষা।' ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি' আওয়ার অব দি মর্নিং।' হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন, আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনো নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় উষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈ রা শ্য জ ন ক হ'ক না কেন, উষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি', (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে, ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী যুগের ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎ-প্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশিকা 'কালী পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন, এখানে 'প্রভাতসূর্য' (উষস্, অদ্-দুহা) হজরত মুহম্মদের (দ) প্রেরিত-পুরুষরূপে আবির্ভাবের সূচনা ...

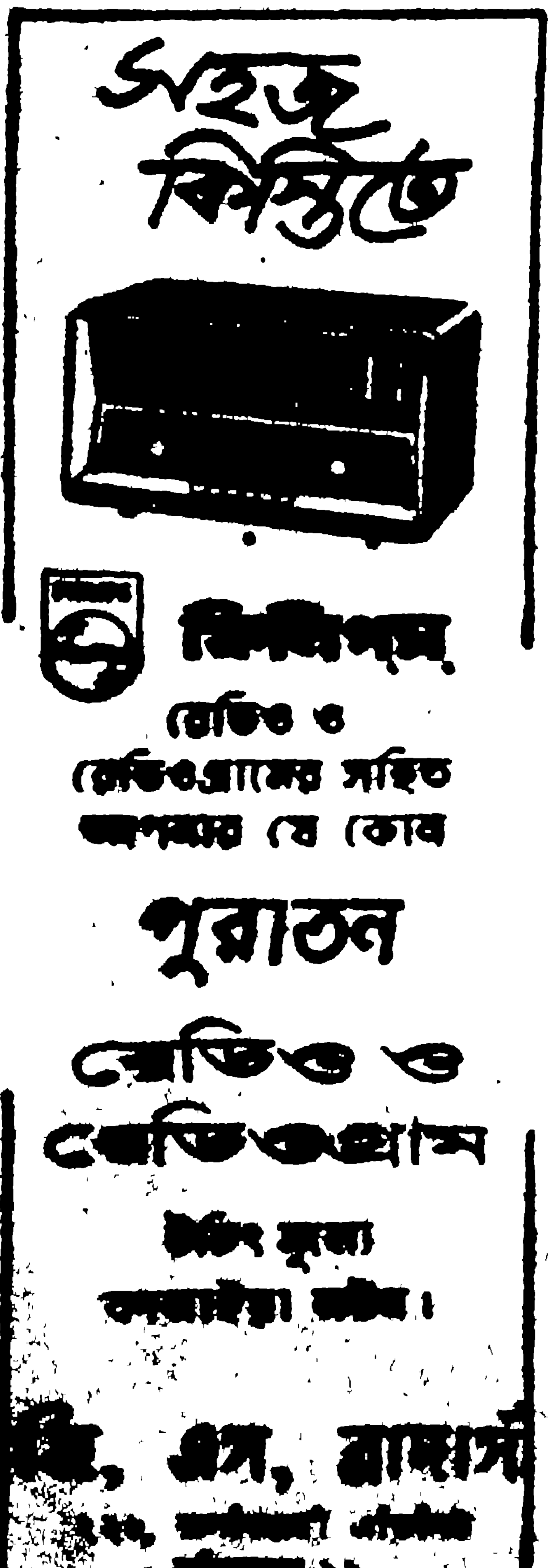

ভারতবর্ষ ও চীন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

গতবারের নিবন্ধের শেষে আমি লিখেছি যে, চীনের এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত এবং অনেক আগে থেকেই এর জন্য শুধু সে নিজের দেশের মধ্যেই আয়োজন করেনি, আমাদের দেশের মধ্যেও সে তার আয়োজন করেছে। পৃথিবীতে কম্যুনিজম এমন একটি ইজম বা বাদ বা ধর্ম যার নির্দেশ হল ছলে কৌশলে-বলে মিথ্যায়-ছলনায় যে কোন উপায়ে হোক নিজেকে কোন রকমে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। তাই চীন করেছিল। শুধু ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যে নয়, আমাদের দেশের একদল বিদগ্ধ আখ্যাধারী আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী এবং অর্থ সম্মানলোলুপ বুদ্ধিজীবী লোকেরাও তাতে সাহায্য করেছে। এ সব লোক ভারতবর্ষে চিহ্নিত হয়েই আছেন। রাজনীতিক সাহিত্যিক শিল্পী অভিনেতা গায়ক—কাদের মধ্যে এরা নেই। কিছু সংখ্যক লোক এর মধ্যে আছেন, যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বা করেছিলেন যে, চীনের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতবর্ষের মানুষের সত্যকার বন্ধু এবং কম্যুনিজমেই মানুষের সংসারের কল্যাণ। বর্তমান সরকারকে প্রথম প্রথম অনেকে কংস ও দুর্যোধন, কংস ও দুঃশাসন বলে উপমা দিতেন। এ দেশের অবস্থার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা সংযম, কিছুটা সঙ্কোচ কিছুটা শুভবুদ্ধির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও কথাগুলোর বদল করেন নি। পার্লামেন্টে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে পদত্যাগ করতে হয়েছে এই অপরাধে; অনেকে স্তব্ধ হয়েছেন, অনেকে পুরোপুরি উল্টো কথাও বলেছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও ভেদ ঢুকেছে। ১০।৩।৬৩ তারিখে একজন বলে গেলেন, একজন তরুণ, তিনি সাহিত্যানুরাগী, সেবকও বটেন—মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছেন। তবে এই আক্রমণের পরিণতি ঠিক বর্তমানে যা ঘটেছে তা না ঘটলে তাঁরা যে কি করতেন, তা বলা কঠিন। দেশে জনসাধারণ সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র হাতিয়ার কাস্তে কোদাল খন্তা নিয়ে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে এক সঙ্গে চীন ও কম্যুনিজম জিন্দাবাদ বলে স্বাগত সম্ভাষণ করতেন। তারাও যে আনন্দে নৃত্য করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তাদের মত পরিবর্তনের অনুতাপ প্রকাশের বা পাগল হবার কোন কারণই থাকত না এবং তারা তা করতেনও না। তবে ভ্রান্তিও হতে পারে। নিশ্চয়ই হতে পারে।

সে যাই হোক; হয় তো ভ্রান্তিই বটে। কিছু লোকের তো বটেই। কিন্তু বাকী সব? এরা পণ্ডিত মানুষ, অবশ্য নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিত—যারা কম্যুনিস্টদের মতই মত ও পথের কোন সামঞ্জস্য বা সমতার প্রশ্ন আছে মনে করেন না। অসৎ অসাধু উপায়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছুবার—সেটা সৎ হলেই হল বলে দোহাই পাড়েন। কিন্তু এর মধ্যে যে গান্ধীবাদী মানুষও রয়েছেন। প্রশ্নটা উদ্যত হলের মত সামনে ফণা তুলে সমস্ত সময়ে। সে ফণাসাপের আলোর মত ভারতবর্ষের ইতিহাসের খণ্ড পর্বের কাল থেকে গত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিদ্যুত রেখার মত ক্রুর বঙ্কিম এক আঁকা বাঁকা রেখা চকিতভাবে জেগে উঠে যেন একটা বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়ে যায়। বিচিত্র এই উপমহাদেশে দেশাভ্যন্তরে বহু রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, বহু বংশের অভ্যুত্থান বিলয় ঘটেছে, তাতে এই বিরাট মহাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়নি, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ যতবার হয়েছে, যে আক্রমণে রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজ বিধান সংস্কৃতির ধারা খণ্ডিত বিপর্যস্ত হয়েছে, ততবারের সেই শোচনীয় ঐতিহাসিক সংঘটন ঘটেছে—এমনই লজ্জাকর আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। গ্রীক বীর আলেকজেন্দারের সময় পুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক তক্ষশীলাধিপতি থেকে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে বৈদেশিক ইসলাম অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় পৃথ্বীরাজ বিদ্বেষী জয়চাঁদ এবং পশ্চাতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় সিরাজ উচ্ছেদকামী এবং পলাশীর মীর জাফর রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ইতিহাসে বিশেষরূপে চিহ্নিত ঘটনা।

বর্তমান চীনের গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এবং কম্যুনিজমের পরমামৃতের কথা

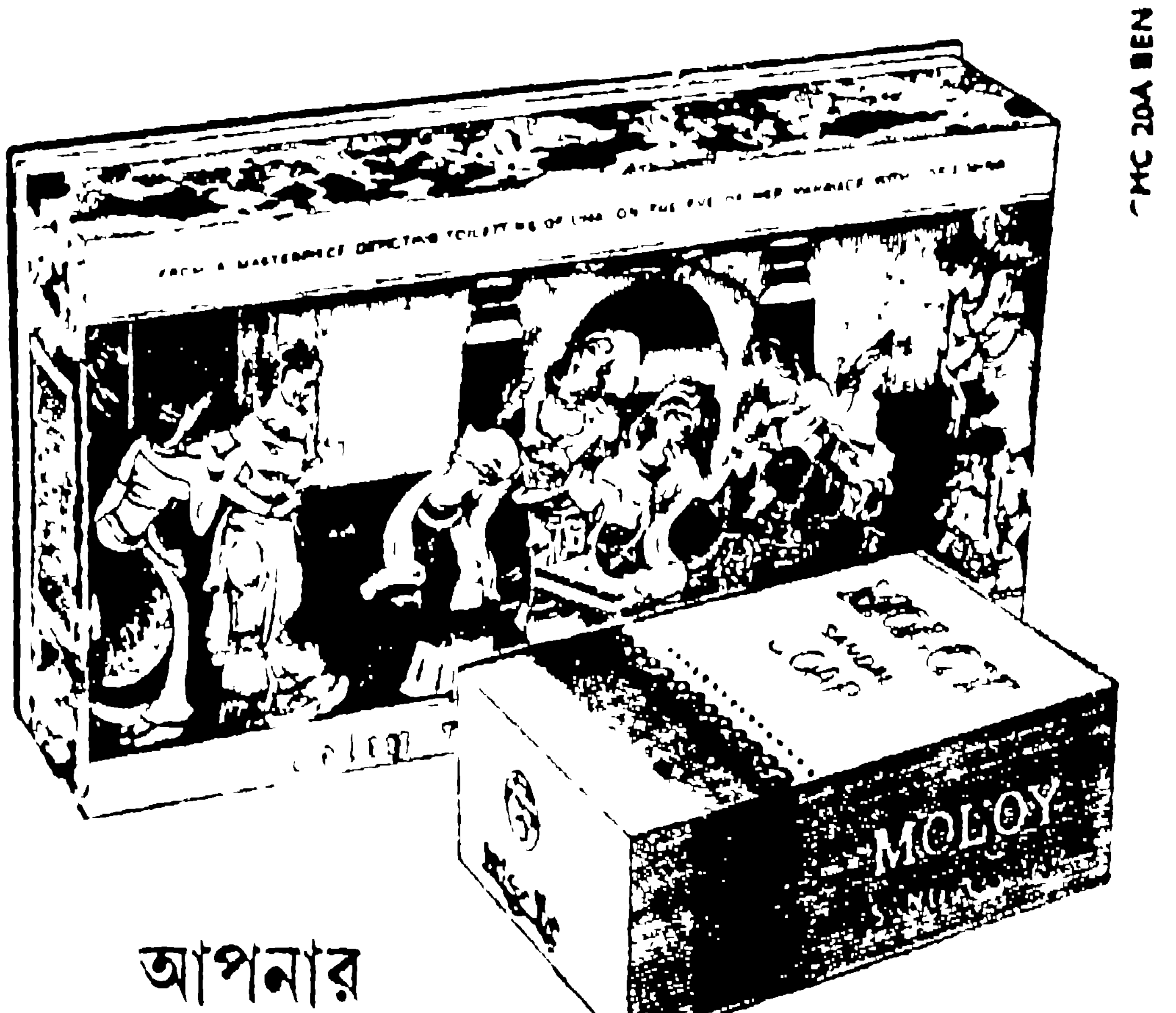

আপনার

সান্নিধ্য মধুর করে তুলবে

মলয় চন্দন সাবান

(পূর্বে ইংরেজী বানান ছিল 'MALAYA')

মলয় চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করুন। দেহমন তো স্নিগ্ধ হবেই, চন্দনের সুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ আপনাকে ঘিরে থাকবে।

একটির বাক্স অথবা সুদৃশ্য উপহারোপযোগী তিনটির বাক্স পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক : দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা ২৯

প্রচারের মধ্য দিয়ে যারা এ দেশের সকল সংস্কৃতি, সকল সাধনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবার উন্মত্ততাকে তারস্বরে প্রচার ক'রে এলেন, তা কি বিভীষণের ধর্মানুরাগের মত পবিত্র? রামায়ণে রাবণ—রামপ্রিয়া সীতাকে হরণ করেছিল: পরনারী হরণ এবং ধর্ষণের মহাপাপ থেকে রাবণকে বিরত করতে চেয়েছিলেন বিভীষণ। বিনিময়ে রাবণ করেছিলেন পদাঘাত। তখন বিভীষণ অধর্ম পক্ষ ত্যাগ করে ধর্মপক্ষকে আশ্রয় করেছিলেন তিনি। রাজ্যলোভ তাঁর ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি লঙ্কার সিংহাসনে বসলেন রাবণ বধের পর, সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এ'রা?

এ'রা যাই হোন, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গুলী নির্দেশে বলে—বাইরের শত্রু এবং বহিরাগত বিপদের অপেক্ষা ভিতরের এবই শত্রু হিসাবে ভয়ংকর এবং অভ্যন্তরীণ বিপদই কঠিনতর বিপদ। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা কলংকময় ও ঘৃণ্যতম গ্লানিকর অপরাধ বিশ্বাসঘাতকতা। এ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে, জন্তু জগতে চুরি আছে, লুণ্ঠন আছে, অবাধ হত্যাকাণ্ড আছে, হিংসা আছে, গুপ্ত আক্রমণ আছে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নেই। বুদ্ধিবিকাশের চরম গৌরব এবং ন্যায়নীতি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের পরমতৃষ্ণার এটি বিপরীত দিক। বিদ্বেষ, স্বার্থবোধ ও হিংসা লোভের তাড়নায় ও প্রশ্রয়ে বুদ্ধি পরিণত হয় বিশ্বাসঘাতকতায়। জন্তুর বিদ্বেষ আছে—স্বার্থবোধ সর্বস্ব সে, হিংসাই তার বাষ্টি সম্পত্তি, লোভ তার মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট নয় এবং প্রখরও নয়। আবার বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রান্তির পরিণামও বটে। পূর্বেই বলেছি সে কথা।

ভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত দেব—ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে। সম্ভবত এতেই পরিষ্কার হবে, ভ্রান্তি কোনটা, বিশ্বাসঘাতকতা কোনটা। পূর্বেই বলেছি—বিভীষণ সীতা হরণের প্রতিবাদে পদাহত হয়ে রাবণের সঙ্গে রাক্ষস পক্ষ ত্যাগ করে এমন কি রামকে সাহায্য করেও বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী বলে চিহ্নিত হতেন না যদি তিনি রাবণের মৃত্যুর পর সাহায্যের প্রতিদানে লঙ্কার সিংহাসনে উপবেশন না করতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভ্রান্তির ছাপ অজস্র। একটি সর্বজনজ্ঞাত দৃষ্টান্ত চিতোরের মহারানা সঙ্গের শেষ জীবন ও কানোয়ার যুদ্ধ। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ। উত্তর পশ্চিম দিল্লী পাঞ্জাব রাজপুতানা অঞ্চলে তখন পাঠান শক্তি দুর্বল—বিলাসে ব্যভিচারে বিকৃত। ইতিহাসে রয়েছে—দিল্লীর সুলতান তখন নামে মাত্র সুলতান। এই সময় "Doulat Khan, the most powerful noble of the Punjab, who was discontented with Ibrahim Lodi because of the cruel treatment he had meted with his son, Dilwar Khan and Alam Khan an uncle of Ibrahim Lodi and pretender to the throne of Delhi, went to the length of invitting Babar to invade India."

বাবর এলেন সসৈন্য। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল—পানিপথের যুদ্ধে বাবর তাঁর স্বল্প সৈন্যের শৃঙ্খলার গুণে, নিজের বীর্য ও পরিচালনার গুণে ইব্রাহিম লোদীর প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাভূত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

মহারাণা সঙ্গ তখন সমগ্র রাজপুতানার এবং কিছু আফগান শক্তির নেতা। দেশে এই বিদেশী বাবরের অভিযানে তিনি ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মত সরে থাকলেন। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি ভ্রান্তিকে আশ্রয় করলেন। ভাবলেন—ইব্রাহিম বা বাবর যেই জয়ী হোক—সে এই যুদ্ধে দুর্বল হবে। তখন তিনি তাঁর বান্ধবদের নিয়ে তাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবেন। কিন্তু কানোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বাবরের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন—তখন বাবরের সৈন্যদল দ্বিগুণ হল। কিন্তু ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদীর লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাজিত করার স্মৃতি ও সাহস তাদের সাহায্য করল। এবং সে যুদ্ধে রানা সঙ্গ পরাজিত হলেন। কিছুদিন পরই জীবন দিয়ে এই ভ্রান্তির মূল্য তিনি পরিশোধ করলেন।

একেই বলি ভ্রান্তি। এখানে কুটিল স্বার্থের চক্রান্ত ছিল না। তাঁর ধর্ম পথ সৎ ও অসংকোচ ... কোন কারণ ছিল না।

• • •

ভারতবর্ষ একটি ... একটি উপমহাদেশ। ভারতবর্ষের জাতি ও জীবনধারা একটি ... শুধু ইতিহাসের দ্বারাই ধৃত নয়, পুরাণ ও ইতিহাস দুটির দ্বারা ধৃত এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় রজ্জুতে সে ঘেরা নয়, পুরাণের ধ্যানের স্বর্ণসূত্রের দ্বারা সে গ্রথিত হয়ে একত্রিত। ভৌগোলিক সংস্থানে ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয় হিন্দুকুশ ও উত্তর-পশ্চিমের সুলেমান প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে দক্ষিণমুখী পর্বতমালা বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত এই বিশাল ভূখণ্ড আশ্চর্যভাবে অবিচ্ছিন্ন একটি দেশ বা উপমহাদেশ। মধ্যস্থলে বিন্ধ্যপর্বতমালা সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্ন অবিভাজ্য মানব জীবনও সভ্যতার পক্ষে। এক্ষেত্রে হিমালয় তার এই অবিভাজ্যতা ও অবিচ্ছিন্নতার একটি অঙ্গ। প্রকৃতির এই নির্দেশেই হিমালয়ের জলধারাগুলির প্রায় সবগুলিই ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রবাহিত গঙ্গা যমুনা এবং ...

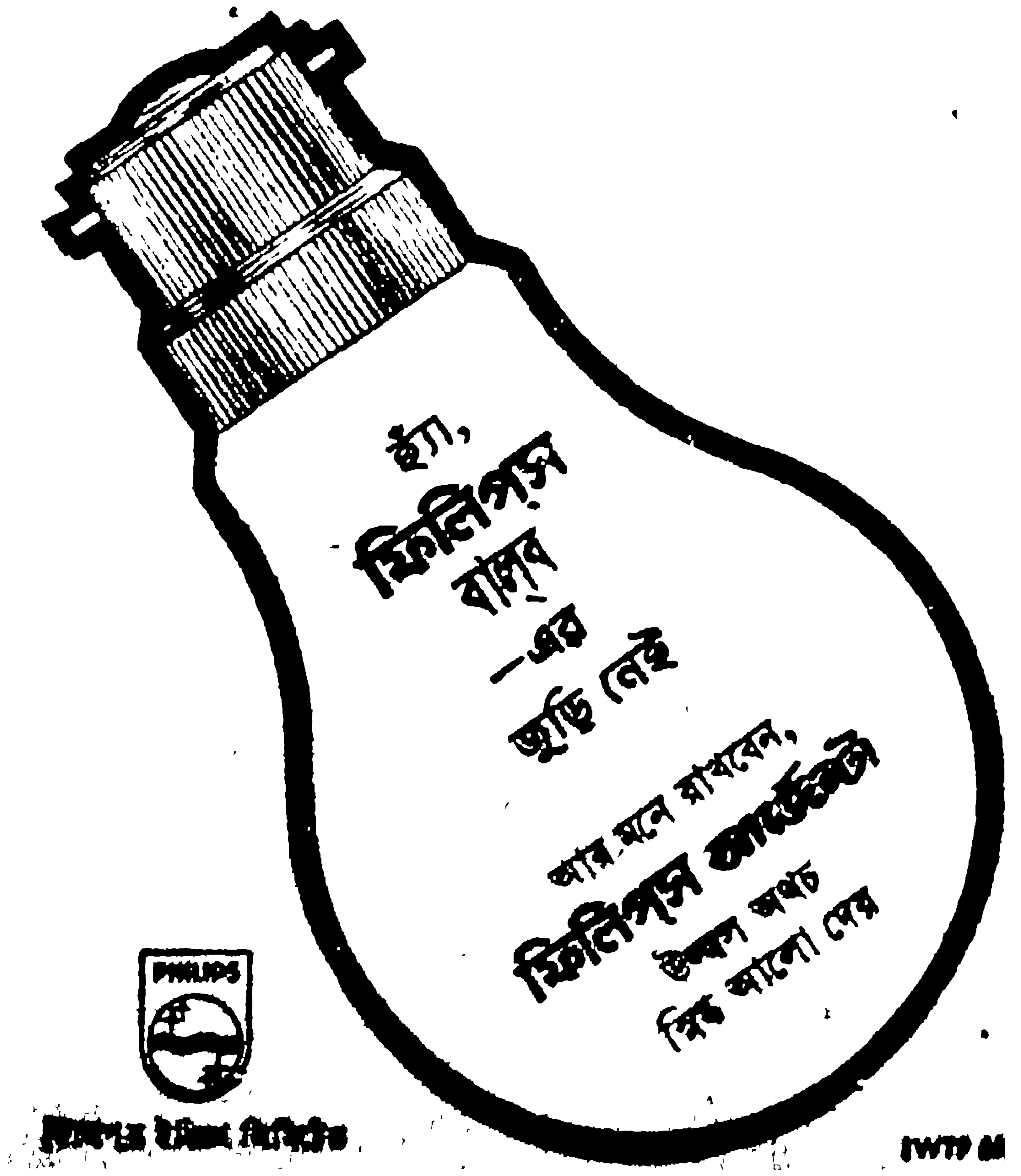

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত কিন্তু দুটি বিশাল নদ সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র যথাক্রমে পশ্চিম এবং পূর্বমুখী হয়ে উত্তর সীমান্ত রেখায় প্রবাহিত হয়েও অবশেষে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রবাহের মুখ ফিরিয়েছে। উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর শীর্ষে এই হিমালয়ের অবস্থিতিই ভারতবর্ষের মরু অঞ্চলের প্রভাব ও গতিকে রুদ্ধ করে রক্ষা করেছে। হিমালয়ের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, এক মহাবিরাট তুঙ্গশীর্ষ পুরুষ যেন বাহুবেষ্টন করে শ্যামল কোমল মৃত্তিকাময়ী এক ভূমিপ্রকৃতিকে চির আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছে। এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি স্থান পেয়েছে তার স্বভাব ধর্ম এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি তা একটি নয়। বহু বিচিত্র এবং ভিন্নের সমাবেশে গঠিত, কিন্তু পৃথক হয়েও এক এবং অভিন্ন। ভারতবর্ষের মানুষের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে। উত্তর শীর্ষে কাশ্মীরে শৈব গৌরবান্বিত অমরনাথের নিচে দক্ষিণ প্রান্তের কৃষ্ণা কন্যাকুমারী মালা হাতে নিয়ে বরণোদ্যত। অমরনাথ এই মহাতাপসিনী কুমারীর দিকে সতৃষ্ণ সানুরাগ দৃষ্টিতে তার আরতি করছেন। পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকায় শ্যামল কিশোর-কৃষ্ণ উত্তর পূর্ব প্রান্তে বর্তমান লোহিত বিভাগের পৌরাণিক মহাভারতের কালের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর বরমাল্য গ্রহণ করতে রথচক্রের চিহ্ন এঁকে পথরেখার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের গ্রন্থি নিয়ে বন্ধন করেছেন। বর্তমান দরং জেলায় প্রাচীন শোণিতপুরের অধিপতি দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দ্বিতীয় গ্রন্থি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক তৃতীয় পাণ্ডব মণিপুরে এসে চিত্রাঙ্গদার এবং নাগরাজের কন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণ করে পশ্চিম পুরুষের বা [illegible] কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্বকে বন্ধন করেছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে অবরুদ্ধ ব্রহ্মপুত্রকে প্রভুকুঠার নামক স্থানে মুক্ত করেছেন ভার্গব পরশুরাম। হিমাচল প্রদেশে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগের পর রুদ্র বসলেন তপস্যায়। তার ধ্যান ভঙ্গ করতে মদন হিমাচল কন্যা উমাকে সম্মুখে রেখে রুদ্রকে বিদ্ধ করলেন পুষ্পবাণে; ধ্যানভঙ্গে কুপিত রুদ্রের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হলেন। উমার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে রুদ্র উমার বরমাল্য গ্রহণ করে ভস্মীভূত মদনকে অতনুরূপে সঞ্জীবিত করলেন—কামরূপে। সতী অঙ্গ পড়ল পূর্ব প্রান্তে; দেবী কামাখ্যা নীল পর্বতে বিরাজিতা। প্রাগ জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে সংহার করে ভগদত্তকে সিংহাসন দিলেন মহাভারতের মহানায়ক। রামায়ণের রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাস পর্বে কোশল থেকে দণ্ডকারণ্যে এলেন। লঙ্কার দুর্ধর্ষ রাক্ষস রাবণ করলে সীতা হরণ; আকাশ পথে নিয়ে যাবার সময় সীতার অশ্রুজল পড়ল কোন হ্রদের জলে কোন নদীর জলে, অলংকারগুলি পড়ল অরণ্যে পর্বত শিখর প্রান্তরে, চিহ্নিত হল স্থানগুলি, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে দক্ষিণে পদযাত্রায় সমস্ত দক্ষিণাপথ অতিক্রম করে রামেশ্বরমে গিয়ে শিবপূজো করে সেতুবন্ধনে সমুদ্র ব্যবধান অতিক্রম ক'রে লংকাদ্বীপে উঠে সীতাকে উদ্ধার করলেন। তার আগে মাল্যবান পর্বতে ঋক্ষরাজ এবং বানররাজের সঙ্গে মিতালী স্থাপন করেছেন। উত্তরাপথ থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত প্রসারিত এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগের সঙ্গে গৃহীত হল—সীতার নারীত্বের আদর্শ রামচন্দ্রের পুরুষের আদর্শ, তার পিতৃভক্তি তার প্রতিজ্ঞা পালন, তার পত্নীপ্রেম ভ্রাতৃপ্রেম—তার মানবপ্রেম—সামগ্রিকভাবে মানবিকতার আদর্শ। ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি তাঁর বীর ধর্ম পালনের আদর্শ। কোশল হতে রামেশ্বরম পর্যন্ত যে কত সহস্র মন্দিরে রামসীতা লক্ষ্মণ আজও বিরাজিত পূজিত, তার সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে সসম্ভ্রমে নিরস্ত হচ্ছি। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় মন্দিরে সীতারাম—ভরত লক্ষ্মণ বিরাজিত এবং সেখানে অহরহই রামায়ণ গীত হচ্ছে। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের সময় ঘুরেছেন সমগ্র ভারত। তার আগেও ঘুরেছেন বারনাবতের দাহ্যগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে। অর্জুন ঘুরেছেন একক। এরই

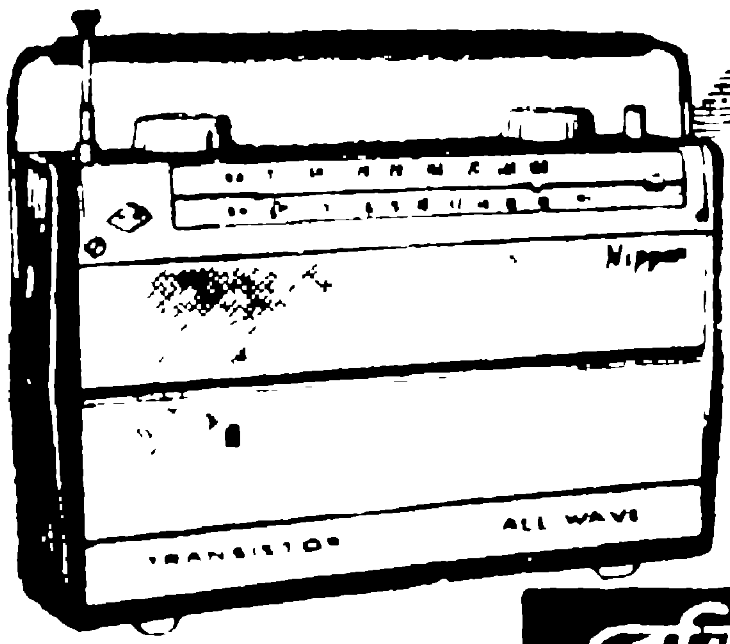

নগদ বা সহজ কিস্তিতে
ক্রয় করুন

রেডিও, রেডিওগ্রাম,
রেকর্ড প্লেয়ার
লং প্লেয়িং রেকর্ড
ট্রানজিস্টর রেডিও ইত্যাদি

গ্রাম: TRANSISTOR
ফোন: ২৪-৪৭১০

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশচন্দ্র এভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

জগদীশবাবুর গীতা

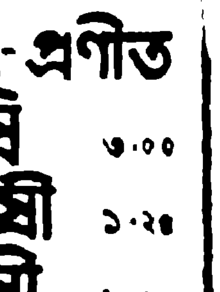

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ৫.০০ **ভারত-আত্মার বাণী** ৫.৫০
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১.০০ **কর্মবাণী** ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	২.০০	বাংলার ঋষি	৩.০০
বীরত্বে বাঙালী	১.৫০	বাংলার মনীষী	১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪.০০	বাংলার বিদুষী	২.০০
আচার্য জগদীশ	২.০০	রাজর্ষি রামমোহন	১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১.৫০
জীবন গড়া	.৭৫	রবীন্দ্রনাথ	১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট সম্বলিত ১.৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রয়োগমূলক নতুনধরণের ইংরেজী-বাংলা অভিধান। এই দুই যুগান্তকারী সুসম্পাদিত সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিধান প্রত্যেকের অপরিহার্য। ৭.৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মধ্যে মহাভারতের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা ন্যায় ও নীতি পরায়ণতা, তাঁর প্রজ্ঞা ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বর্গলোকের সেতু রচনা করে বাস্তব জীবনকে এক স্বপ্ন স্বর্গ রচনায় সমাহিত করে এক বিরাট তপস্যা রাজ্যে পরিণত করেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। তার বাস্তববুদ্ধি ও বোধ কল্পনার আবেগের দ্বারা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়েছে। তবুও সে এই কল্পনার অনুভূতি ও উপলব্ধিকে কখনই মিথ্যা বলে মনে করতে পারেনি। এইখানেই সে একজাতি একপ্রাণ এইখানেই তার ঐক্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারের ভূমিকায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন

"We have consequently to approach the history of India in a different spirit, and adopt a different scale of values in order to appraise her culture and civilization. The war and conquests the rise and fall of empires and nations, and the development of Political ideas and institutions should not be regarded as the principal object of our study, and must be relegated to a position of secondary importance. On the other hand more stress should be laid upon philosophy, religion, art and letters the development of social and moral ideas, and the general progress of those humanitarian ideals and institutions which form the distinctive feature of the spiritual life of India and her greatest contribution to the civilization of the world." (The History of Culture of Indian people Vol. 1 Page 43)

ভারতের চারটি প্রান্ত এবং এই উপমহাদেশ তুল্য মহাদেশের মানুষের মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলেই মনে প্রশ্ন জাগবে। অন্ধ যদি সে হয় কানপাতলে প্রশ্ন জাগবে। আকৃতি অবয়ব বর্ণ ভাষা, বেশভূষা, আহার রুচি এর মধ্যে কোথায় ঐক্য—কিসের ঐক্য? এমন কি উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভারত দিগন্তের আবহমণ্ডল এবং ভূমি প্রকৃতির এত পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যভেদ যে, সাধারণ অর্থে যে সব কারণে একদেশ ও একজাতি নির্ণয় করা যায় তা ভারতবর্ষে নেই। আছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য। শুধু ঐক্যই নয় অখণ্ডতাও বিদ্যমান। এ কথা পূর্বেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান ও অবয়ব আকারের কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছি। পৃথিবী প্রকৃতির যে সংগঠন-তার বা পৃথিবী প্রকৃতির যিনি সংগঠক তাঁরই নির্দেশ গঠিত হয়েছে এ অখণ্ডতা। যার জন্য হিমাচলোদ্ভূত দুটি বিশাল জলধারা হিমাচলের বুক চিরে ভাসিয়ে একটি পশ্চিম ও একটি পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়েও ভারতের সীমান্ত নির্দেশ করে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতভূমির বুকের উপর দিয়ে সাগরে আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে সাগরসংগমে পৌঁছেছে। সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র। এবং আবহমণ্ডলের এই বৈচিত্র্য এই দেশ বা বিভিন্ন অংশ ভাগ করে দিয়ে ঋতুচক্র পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ বিরাট। মরু পর্বতের উত্তাপ এবং সাগরের উদ্দামতা অবশ্যই আছে কিন্তু সমগ্রের অস্তিত্ব সারা ভারতবর্ষেই স্বীকৃত। এ সম্বন্ধে মানস রূপকের স্বীকৃতি আছে এবং বাস্তবেও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে পণ্ডিতেরা বলেন—No kind of man originated on the soil of India, all her human inhabitants having arrived originally from other lands but developing within India some of their salient characteristics and then passing on outside India.

এ কথার অর্থ ভারতবর্ষ মানব সাধনার তপস্যা ক্ষেত্রই দাঁড়ায়। থাক এ কথা এখানে। নৃতত্ত্ববিদগণের অভিমত অনুযায়ী আটটি বিভিন্ন মানব জাতির শাখা বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছে। Dr B S Guha বলেছেন- ছয়টি শাখা। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটি ভাগ করেছেন। (Dr. Guha has signalized "six main races with nine sub types.)

আজও এরা বাস্তব ও ভৌগোলিক ভারতে

প্রস্তুতকারক — জি. ডি. ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ ১৮১, চিত্তরঞ্জন লেন, কলিকাতা—৩।

বর্ণ অবয়ব পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্য ভাষা এবং রুচি নিয়ে বসবাস করছে, স্বাধীন ভারতে ভাষার পার্থক্য হেতু এবং আচার ইত্যাদির পার্থক্য হেতু স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিরোধ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যা নাকি আজ ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিঘ্নিত করছে। রাষ্ট্রনেতারা আজ ঐক্যের সূত্র যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

অতীত কালে, পুরাণের কালে, একবার প্রচণ্ড বিরোধ বেধেছিল উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের মধ্যে। মহাভারতে আছে বিন্ধ্যপর্বত উত্তর দক্ষিণের মধ্যে এমনই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যে সূর্যের রথ-পরিক্রমা স্তব্ধ হয়েছিল। আকাশের সূর্য দেবতার গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে নয়। তার গতি রুদ্ধ হয়নি। গতি রুদ্ধ হয়েছিল মহাভারতের সংস্কৃতি দীপ্তিময় পৌরাণিক সূর্যের। দক্ষিণ সেদিন দ্বার রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের ঋষি অগস্ত্য সেদিন স্বকীয় মহিমায় সেই বাধার বিন্ধ্যাচলকে অবনত করে এই সংস্কৃতির সূর্যের গতিকে অবারিত করেছিলেন সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। ভৌগোলিক ভারতের শত-পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবাসীর মন সেদিন পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের সংস্কৃতি সূর্যের দ্বারা আলোকিত এক অখণ্ড মহাভারতবর্ষে উত্তরণ করেছিল। সেইদিন থেকে বহুতর ভারতবর্ষের মানুষেরা বহির্লোকে ভিন্ন হয়েও অন্তর্লোকে তারা অখণ্ডনীয় এবং পরম ঐক্যে গ্রথিত এক মহাভারতবর্ষের অধিবাসী। বর্ণের অবয়ব আকারের ভাষার রুচির বহু পার্থক্য সত্ত্বেও তারা পরস্পরের অভিন্ন, পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের নানা পরিবর্তনের মধ্যেও এই মহাভারতবর্ষ আশ্চর্যভাবে অক্ষয় বা কালজয়ী গৌরবে আজও বিরাজিত। বহু সহস্র বৎসরে কৌশাম্বী মথুরা বৈশালী ধ্বংস হয়েছে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়ে আজ সেই পুরাতন স্থান ও নিদর্শনগুলি প্রত্নতত্ত্বের গণ্ডিভুক্ত কিন্তু স্তরের পর স্তর মৃত্তিকা পড়েছে তার উপর এবং প্রতি স্তরেই মানুষেরা তাকে নতুন করে গড়ে তাকে নূতন নূতন রূপের মধ্যে চিরপুরাতন বা সনাতন মহাভারতকে জীবন্ত করে রেখেছে। নানান উত্থান পতনের মধ্যে ইতিহাসের কালে প্রাচীন রাজবংশগুলি এবং তাদের ঐশ্বর্যময়ী প্রাসাদ ও নগরীগুলি ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু তীর্থ ও মন্দিরময় ভারতবর্ষ কালজয় করে বিরাজিত রয়েছে। দূর অতীতকালে এক প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় এই মহাভারতীয় পথে ও মহাভারতীয় আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে। পাটলীপুত্র বর্তমান পাটনা এবং বারাণসী ও প্রয়াগের তুলনামূলক বিচার করলেই এর অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধ হবে। পাটলীপুত্রের মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদ ও রাজসভা—অনেক খননকার্যের পর আবিষ্কৃত হয়েছে—এমন বিপুল বিরাট প্রাসাদ নগরী মাটির তলায় প্রোথিত হয়ে গেল, খননসাপেক্ষ হয়ে রইল। কিন্তু বারাণসী প্রয়াগ মহাভারতের মহাতীর্থ ও মহানগর কখনও হারায় নি। ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্য-সমৃদ্ধি এই বিচিত্র স্থানগুলিকেই অধিক পরিমাণে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মহাভারতীয় এই কেন্দ্রগুলিতেই প্রাচীনকালের শিল্প আজও পর্যন্ত জীবিত আছে। এবং আরও একটা কথা প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরের সংযোগ ও পরিচয় এই মহাভারতীয় পথেই বলতে গেলে অন্তত দশ আনা—হয়তো তার চেয়েও বেশী বলব না। বাকী চার আনা বহুতর জীবনের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব ভারতবর্ষের পথে। সেই প্রাচীনকাল থেকে ইতিহাসের সমস্ত যুগে মহাভারতের যে কোটি কোটি মানুষ এসেছে পরিচয় করে গেছে—ও রীতিনীতি আবিষ্কার করে গেছে—তার বহু সম্প্রসারণ মত উড়িষ্যায় এসেছে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও তাগিদে। উড়িষ্যা প্রদেশে রাজবংশের উত্থান পতনে বা উড়িষ্যায় অন্তর্বিপ্লবে কাশ্মীর বা কামরূপ বা কন্যাকুমারীকার অঞ্চলে উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেনি, তারা এ সংবাদে জানতে চেয়েছে নীলমাধব জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ এতে উপদ্রুত হয়েছে কি না। সমগ্র ভারতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ বা ইতিহাসের কালের গণনা মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল থেকেই করা হয়। উত্তর ভারতে ইতিহাসের রাজবংশ—রাজধানীগুলি আজও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু অমরনাথ বদরীনাথ—হরিদ্বার অযোধ্যা বৃন্দাবন মথুরা পুষ্কর কুরুক্ষেত্র বারাণসী প্রয়াগ গয়া এগুলি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় নয়। এগুলি আছে। বারবার ভেঙেছে। যতবার ভেঙেছে ততবার গড়েছে। কোনদিন বা দিনেকের জন্যও এই স্থানগুলিতে সুদূর দূরান্তরের যাত্রী সমাগমে ছেদ পড়েনি। হয়তো বা তীর্থগুলির মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে এক এক যুগের এক একটি মন্দির বা নিদর্শন চাপা পড়েছে—এবং তার উপরের স্তরে আবার গড়েছে। অর্থাৎ লৌকিক

নিখিল ভারত যাদু সম্মিলনীর সভাপতি
যাদুসম্রাট
পি, সি, সরকার প্রণীত
ইন্দ্রজাল (বাংলা) ৫৲
মেসমেরিজম্ (বাংলা) ৭৲
হিপ্নোটিজম্ (বাংলা) ৩৲
SORCAR ON MAGIC .
(ইংরাজী বড় বই) ৩০৲
প্রাপ্তিস্থান :—
ALL INDIA MAGIC CIRCLE
276/1, Rash Behary Avenue, Calcutta-19
বৎসরে মাত্র ছয় টাকা দিলে আপনিও ALL INDIA MAGIC CIRCLE-এর মেম্বার হতে পারেন। ভর্তির ফর্ম ও নমুনা সংখ্যা সভাদের মাসিক পত্রিকার জন্য পত্র লিখুন।

tik-20
টিক্‌-20
ছারপোকা ধ্বংস করে

গাইগি ডায়াজিনন
টাটা - ফাইসনের তৈরী

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

একজিমা ও দুরারোগ্য চর্মরোগে
উজ্জ্বরা
নানাবিধ চর্ম বা ত্বকেন্দ্রিয়ের উপসর্গাদিতে রিঠা ও সোমরাজ হইতে প্রস্তুত এই বনৌষধি অতি দ্রুত কার্যকরী. ইহা চুল পড়া বন্ধ করে।
প্রতি শিশি ৩,, প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ ১·৫০
নিওহারবল প্রডাক্টস
২০/৩২ গড়িয়াহাটা রোড (গোল পার্ক) কলিকাতা-১৯
স্টকিস্ট—দেক্ত মেডিক্যাল স্টোর্স
৬/২ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলি-১৬

বাস্তব ভারতবর্ষে কালে কালে অনেক কিছু ঘটেছে—অনেক ধারা উঠেছে মিলিয়েছে কিন্তু অলৌকিক মহাভারতবর্ষে সেই একটি ধারা নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত। এ কখনও শুষ্ক হয় নি। এতে কখনও ছেদ পড়ে নি। বরং নব নব ধারার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীনধারা থেকে তার প্রবাহও হয়তো বিপুল এবং বিশাল হয়েছে, কিন্তু আবার সে ধারা সেই প্রাচীনধারার সঙ্গে মিশেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় রামায়ণ ও মহাভারতের যে ধারা ভারতের ইতিহাসের উষাকালে, তা থেকে বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কৃতির ধারা নির্গত হল। এবং কিছু-কালের জন্য এই ধারা এমনই দুরন্তগতি দুস্তর পরিধিতে প্রবহমানা হল যে—পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারতবর্ষের ধারায় ছেদ পড়বে বলে মনে হল। কিন্তু পরবর্তীকালে অবশ্য বেশ কয়েক শত বৎসর পরে মহাভারতের বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে অহিংসা বিনয় প্রভৃতির অনুশাসনগুলি অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে তার পালা শেষ করলে। এখানে আরও একটি বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ-ধর্মের এবং জৈনধর্মের অভ্যুত্থানের মধ্যে মহাভারতীয় ধারাই বিবর্তন পন্থায় নূতন একটি উত্তরণে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল। তার কারণ বুদ্ধের বাণীগুলির অধিকাংশই মহাভারতের বাণীরই পালিভাষায় নবরূপ! সেগুলি পরমবুদ্ধের জীবনসাধনায় ও তপস্যায় মহিমান্বিতরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সেদিন এই মহাভারতের প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি গৌতম-বুদ্ধের বিশ্ববিশ্রুত বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী শ্লোকটি।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং
সাধুনাং জিনে।
জিনে কদরিযং দানেন
সচ্চেন অলীকবাদিনং।

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে রয়েছে—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং
অসাধু সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন
জয়েৎ সত্যেন চানৃতম।

এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র সেন মহাশয় অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি মনস্বী উইটার নিৎসের একটি উক্তি তুলে ধরেছেন—

"The collection (Dhammapada) has come to conclude some sayings which were originally not Buddhist at all, but were drawn from that inexahustible source of Indian gnomic wisdom, from which they also found their way into Manus Law book, into the Mahavarata the text of the Jains and into the narrative works such as the Panchatantra." (Hist. of Ind. Literature Vol. 11. P. 84).

আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে—ভারতবর্ষে মহাভারতীয় অর্থাৎ সাধারণ অর্থে হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণধর্ম বা ভারতীয় জনগণের জীবনধাতুর স্বরূপ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সেই দিক থেকে সর্বপ্রকার গ্লানিমুক্ত এবং জৈব-জীবনের ক্রোধ হিংসা থেকে সমুত্তীর্ণ।

মহাভারতীয় সংস্কৃতি কোন এক বিশেষ ধর্ম নয়। ব্যাপক অর্থে হিন্দুধর্ম বলতে আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে এবং ধর্ম বললে বহু জনে নাসিকা কুঞ্চন করতে পারেন বলে ধর্মও বলব না। বলব মহা-ভারতীয় সংস্কৃতি বা দর্শন। এর মধ্যে বহু ধর্ম বহু দেবতা নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, শূন্যবাদ, বহু আচার বহু খাদ্য বিচিত্র বিচার আশ্চর্য উদারতায় স্থান পেয়েছে। কোন বিরোধ সেখানে নেই। এক বিবাহ, বহু বিবাহ, কঠোর বৈধব্যপালন, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহ, ক্ষেত্রজ-পুত্র সবই স্থান পেয়েছে। মহাভারতে তারা বিধর্মী বিদেশী বলে পরিগণিত হয় নি। কেবলমাত্র তারা সসম্ভ্রমে পরম আন্ত-রিকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-ভরত-হনুমান-জটায়ুর মহৎ আদর্শ-গুলিকে শ্রেষ্ঠ এবং কল্পলোকের পরম সত্য বলে, সেখানে পৌঁছুনোর জন্যই তাদের ভারতের তপস্যাভূমিকে আপনাদের জীবনা-সন ও মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে। মহা-ভারতের কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আদর্শ মেনেছে আর এই চরিত্র-গুলিকে ইষ্ট না-হলেও পরমপূজ্য বলে গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে এই মহা-ভারতীয় ধর্মে অহিংসা, প্রেম ও করুণার উপলব্ধির মধ্যে যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করলেন তাঁকেও মহাভারতীয় সংস্কৃতি দশঅবতারের নবমতম বলে মেনে নিয়েছে। মহাবীরকেও সে অবজ্ঞা করে নি।

আর এক দেবতা দম্পতি। শিব এবং শক্তি। শক্তির দেহ একান্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে গ্রন্থন করে রেখেছে।

যারা এঁদের মেনেছে তাদের যে কোন আচার যে কোন ধর্ম বৈশিষ্ট্য হোক না কেন, মহাভারতীয় সংস্কৃতির এবং মহাভারতের মধ্যে তারা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যেই একজাতি একপ্রাণ একতা। একস্বপ্ন। মহা-ভারতের উপসংহারের মত। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন। মানুষ একদা স্বর্গরাজ্যের বা রামরাজ্যের সৃষ্টি করবে।

বাহির থেকে বারবার অভিযান এসেছে। তাদের মধ্যে এ দেশে যারা থেকে গেছে এই মহাভারতের আশ্চর্যস্বপ্নে এবং তার পৌরাণিক পরমোজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মেনে নিয়ে গ্রহণ করে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট কটাহ, [illegible] কটাহ চাপানো রয়েছে মহাভারতের বিরাট অনির্বাণ জীবনযজ্ঞ হোমানলের উপর; সেই কটাহে আদিযুগ থেকে বহিরাগত মানুষের দল এসে আপন আপন জীবনধাতু ঢেলে দিয়েছে। সংমিশ্রণ হচ্ছে।

প্রথম এই সংমিশ্রণে বাধার-সৃষ্টি হল ইসলামের অভিযানে বা আগমনে। তারা এতে মিশল না।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে গেল। মহাভারত তাও খণ্ডিত হল বই কি। ঐতিহাসিক মহেঞ্জদড়ো—পেশোয়ারই শুধু ভারতবর্ষের গণ্ডি থেকে খণ্ডিত হয় নি—সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের অনেক তীর্থও গেছে।

কিন্তু এই সংমিশ্রণ হল না কেন?

এবং আরও একটা প্রশ্ন জাগে এই যে, ভৌগোলিক এবং ইতিহাসের ভারতবর্ষের মধ্যে যে মহাভারতের কথা উল্লেখ করেছি সে মহাভারত তো ইসলাম অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল, সেখানে তো অভিযান হয় নি—তবু এমন কোন ঐক্যবন্ধ সংগঠন সেদিন গড়ে উঠল না কেন যা এই ইসলাম অভিযানকে বাধা দিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে!

ইসলামের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য ছিল রাজ্য নয়—লুণ্ঠন এবং এই লুণ্ঠনের সর্বোত্তম ক্ষেত্র সে আবিষ্কার করেছিল ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে অর্থাৎ রাজার প্রাসাদে বা কোষাগারে নয়—সে-ক্ষেত্র তারা আবিষ্কার করেছিল পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারত অর্থাৎ দেবমন্দিরে। দেবমন্দির-গুলি যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করেছিল অপরিমেয় ঐশ্বর্য মানুষের দেওয়া পুজো থেকে।

তবু যে মহাভারতের গৌরব আমরা করি যেখানে আমাদের আত্মার ঐক্য নিহিত আছে বলে ভাবছি সেখান হতেই বা আমরা এমন সংগঠন সম্ভবপর করে তুলতে পারিনি কেন?

* * *

কেন পারিনি, কেন সম্ভবপর হয় নি—সে বহু বিশ্লেষণ ও বহু গবেষণা সাপেক্ষ। তবে মোটা কথা এই যে, জীবনে যে বাস্তবতা এবং বস্তুসম্পর্ক অতি প্রত্যক্ষ এবং মহাসত্য, যা ইতিহাসের আমলে এসে বাস্তব-পরীক্ষায় বাস্তবতাবোধের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে এই পৌরাণিক আদর্শ এবং পৌরাণিক সম্পর্কবন্ধন পুরাতন ও ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী রূপে। আদর্শ এবং এই কাল্পনিক সম্পর্কের আবেগ ও [illegible] ক্রমশ মরে গিয়ে ধর্মপালন ও অন্ধ [illegible] আচারনিয়মে এসে পরিণতি লাভ করেছিল। [illegible] ঘটেছে সম্রাট [illegible] [illegible]। কিন্তু তা যে কেবল- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহ [illegible]

[illegible] দিগ্বিজয়ের পশ্চাতে সামরিক বল না-হোক [illegible] সাম্রাজ্য ও সমারোহ গৌরব ছিল তাও বিবেচ্য। দ্বিতীয়বার আর একবার কিছু হয়েছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে। তারপর গুপ্তবংশের সময় একবার দিগ্বি-জয়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবতা ও রাজনীতির সূত্রে নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা হয়েছিল।

ইসলামের আমলে এ গ্রন্থি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু নানা ব্যর্থতার জন্য বিশেষ করে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে এ গ্রন্থি বারবার খুলে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

তারপর এসেছিল ইংরেজ। সে দুটি জিনিসই নিয়ে এসেছিল। এক তার বিপুল সামরিক শক্তি ও সংগঠন, দ্বিতীয় তার অতিবাস্তব বিজ্ঞানবাদী ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে দুটিরই অভাব ঘটেছে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তার সামরিক শক্তির সংগঠনকে উপেক্ষা করে এসেছে। অস্ত্রের যুগে নিরস্ত্র থাকবার এই প্রচেষ্টা আদর্শমূলক হলেও অবাস্তব। আদর্শ জীবন বিকাশের মহত্তম কল্পনা তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে রক্ষা করবার মত শক্তি যদি না থাকে তবে সে আদর্শ নিরর্থক এবং ব্যর্থ।

অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদী শিক্ষাও পূর্ণরূপে জাতিগত হয়ে উঠতে পারে নি। ভাব-ভাবনা-ভাষা—জীবনপ্রকাশভঙ্গী আজও পরস্পর বিরোধী। আজও একদল অতি পুরাতনকে আঁকড়ে রয়েছেন, একদল অতি উগ্র আধুনিক অতিক্ষুধার্তের মত বিদেশের যে-কোন উচ্ছিষ্ট নির্বিচারে গ্রহণ করতে উদ্যত আগ্রহে প্রমত্ত। একদল মধ্যপন্থী অতিবিবেচকের মত অতীতের তেলের [illegible] নূতন কালের জলের সঙ্গে মেশাতে চাচ্ছেন।

দেশ আজও দরিদ্র। দারিদ্র্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলে তার পীড়নে আত্মকলহের বিরাম নেই। উদরের অন্ন এবং জীবন-প্রাধান্যের জন্য আমরা ব্যক্তি ব্যক্তির

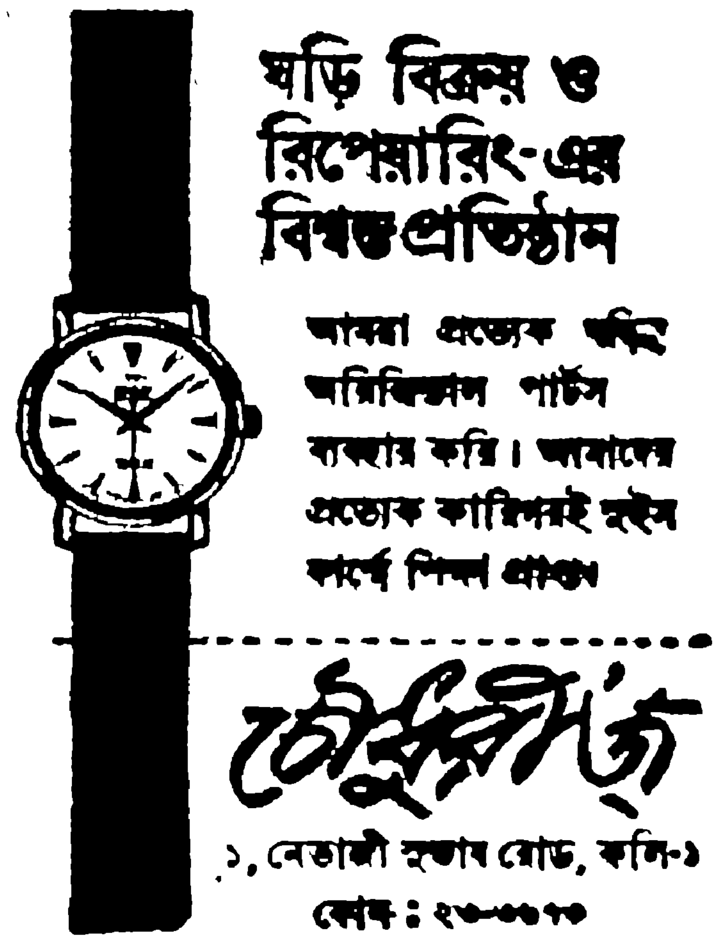

তাঁতের শাড়ি

"কাশ্মীর বিউটি" তাঁতের শাড়ি ৬ গজ মাত্র ৮, টাকা। ২টি শাড়ি ১৫, টাকা, ৩টি শাড়ি ২১, টাকা, ৪টি শাড়ি ২৭, টাকা। [illegible] কোয়ালিটি শাড়ি • ১২, টাকা। [illegible]টি শাড়ি ২২, টাকা। ডাকব্যয় লাগে না। প্রত্যেক অর্ডারের জন্য নতুন বছরের একটি পকেট ডায়েরী এবং ৩টি বা ৪টি শাড়ির অর্ডার দিলে সিল্কের ব্লাউজ পিস বিনা-মূল্যে দেওয়া হইবে।

MAHALAKSHMI (saree)
(2) Post Box No. 1595, Delhi-6.
(১২২৮-এ)

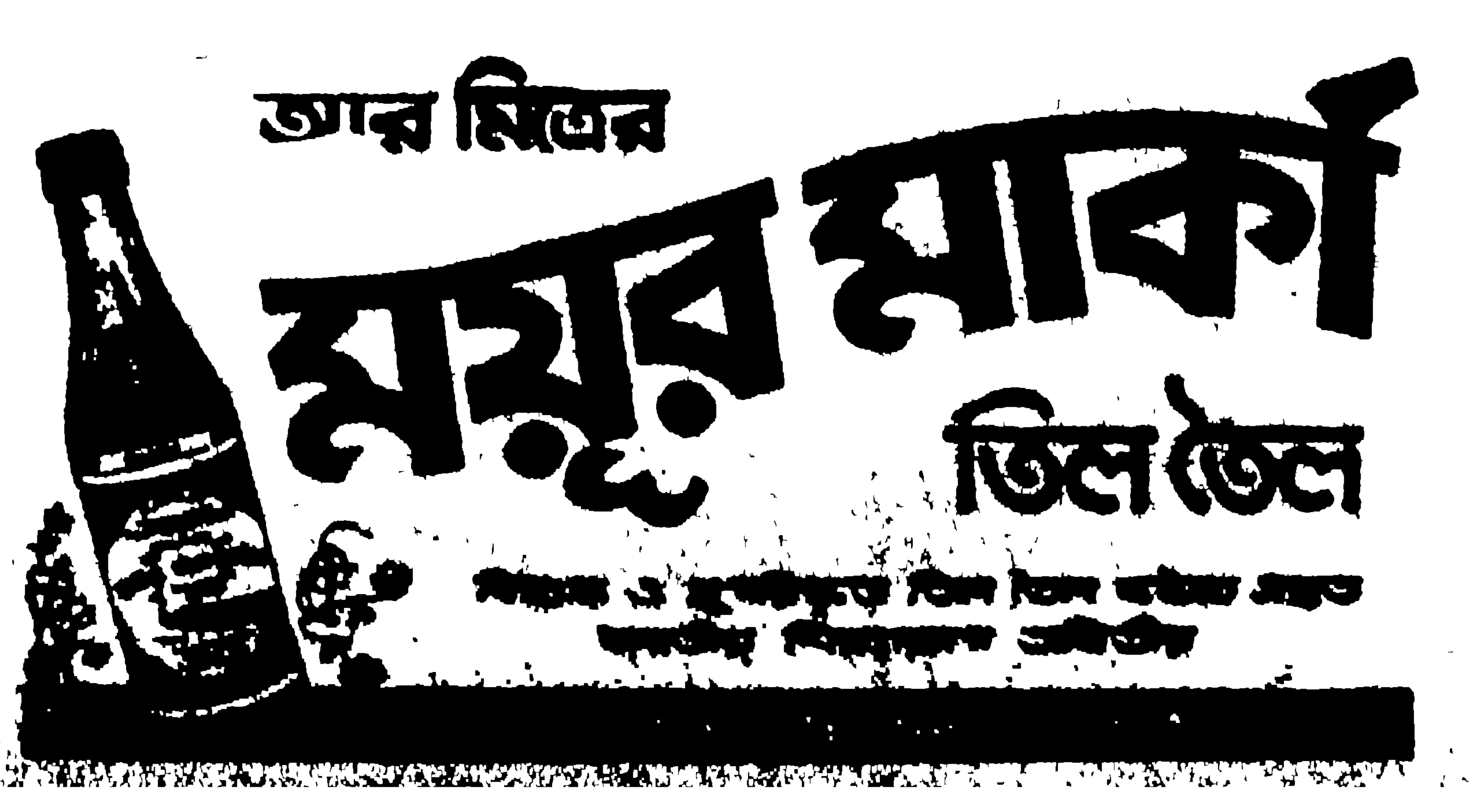

প্রতি এবং স্বদেশ স্বদেশের প্রতি বিশ্বস্ত। যে বিপুল সমৃদ্ধি ভারতবর্ষের হলে আমরা সুখী একটি যৌথ-পরিবারের মত একস্বার্থে প্রবুদ্ধ হতে পারি তাও আজও সৃষ্টি হতে পারে নি।

ভারতবর্ষের কটাহের তলায় নতুন করে আগুন জ্বালাবার আয়োজন হয়েছে; আজ বহু জাতির বহু জীবনধাতু ফুটতে শুরু করে নি, গলাতে আরম্ভ হয় নি। হলে মিশবে। না-হলে কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই বিশ্বাসঘাতকতার সর্বনাশা উপাদান আছে সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক না-হলে হয়তো তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা কটাহটাকেই চৌচির করে দিয়ে ১৯৪৭ সালের সদ্যোজাত ধারার একটি ছেদ টেনে দেবে। তার ফলে যে চীন আজ শিষ্টতার ও ন্যায়বিচারের নকল ধ্বজা উড়িয়ে পিছিয়ে গেছে সেই চীনই সেদিন লালঝাণ্ডা উড়িয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে মুক্তিদাতা ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিয়ে হিমালয় বেয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

সমাপ্ত

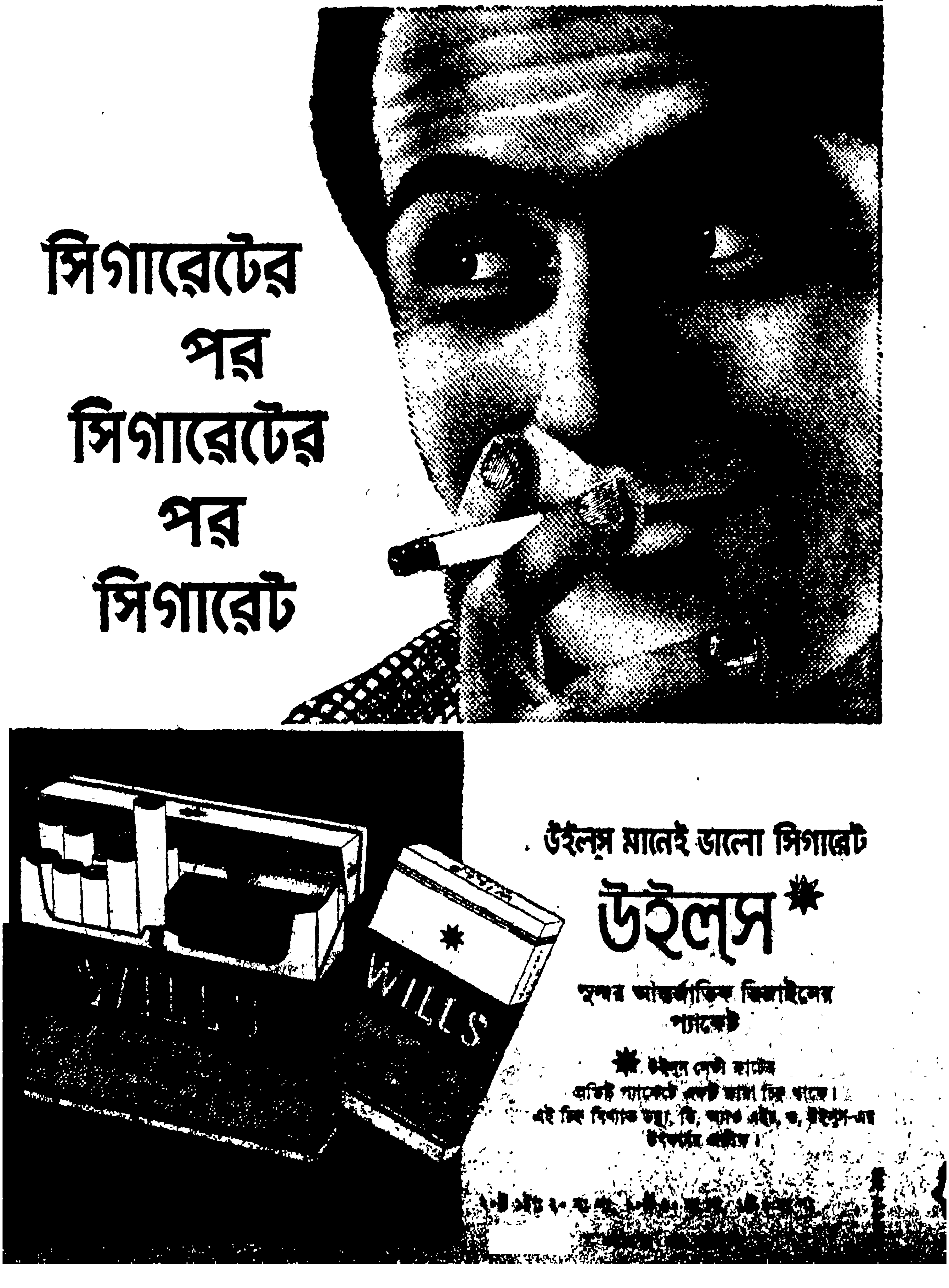

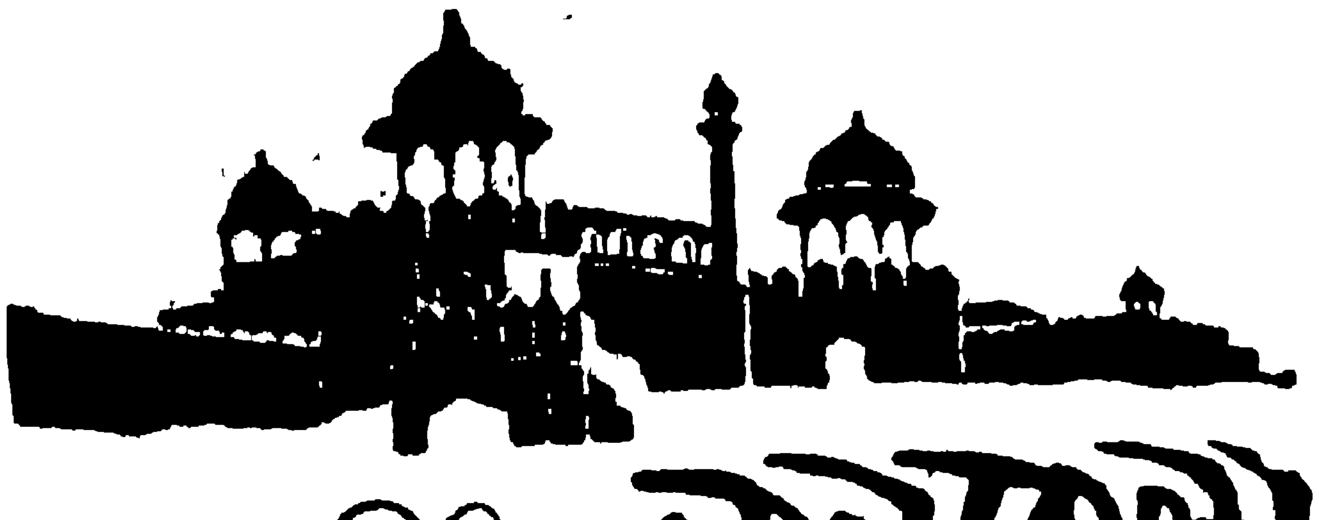

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৮ ॥

মিস্টার রিকোর্ড অব্ গুরুগাঁও

ওরা তিনজনে সোজা পাহাড়ের উপর দিয়ে ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার পর্যন্ত এসে পাহাড়ের গা বেয়ে পশ্চিমদিকে সদর-বাজারে নেমে এলো। দেখলো যে, তারা পৌঁছবার আগেই পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের অগ্রণী দল পৌঁছে গিয়েছে। লাইনডুরি গার্ড ও রসদ গার্ডের দল ইতিমধ্যেই নিজেদের নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হয়েছে। আর জমাদার দফাদার, উর্দিমেজর, কোত দফাদার, বাবুর্চি, খানসামা, ভিস্তি, মেথর ও ডুলি বাহকেরা কলের মতো যে-যার কাজ করে যাচ্ছে, গোল-মাল নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। ওরা অবাক হয়ে দেখে যে, লাইনডুরি গার্ডের দল ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের তাঁবু খাটিয়ে ফেলল, চেয়ার টেবিল আলমারি দিয়ে তাঁবুটি সাজালো, পাশে স্নানাগারের জন্য স্বতন্ত্র আর একটি তাঁবু খাটালো। তারপর পাশাপাশি কর্নেল, লেঃ কর্নেল, মেজর প্রভৃতির তাঁবু খাটিয়ে গেল আর প্রত্যেক তাঁবুর কাছে একটি করে নিশান পুঁতে দিল, যাতে সেনাপতিরা এসেই নিজ নিজ তাঁবু বুঝতে পারে। বাসস্থানের তাঁবু খাটানো শেষ হওয়া মাত্র রান্নার তাঁবু পড়লো। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটিয়ে ডাইনিং হল তৈরি হল, তার মধ্যে মস্ত এক টেবিলের চারধারে পড়লো খান কুড়ি চেয়ার। এ কাজ শেষ হওয়া মাত্র লাইন-ডুরি গার্ড ঘোড়া থাকবার স্থান তৈরি করতে লেগে গেল। সারি সারি ঘোড়া থাকবার নিয়ম, কাজেই সারি সারি খোঁটা পুঁতে প্রত্যেক খোঁটায় একগাছা মোটা লম্বা দড়ি বাঁধলো। ঘোড়াসোয়ার এসে পৌঁছলেই ঘোড়াগুলো নিয়ে বাঁধবে। ওদিক রসদ গার্ডের দল রেজিমেণ্টের বেনিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডাল আটা, ঘি নুন সংগ্রহ করলো। ডিম ও গোস্ত হিন্দুস্তানী বেনিয়ারা ছোঁয় না, সেসব জোগাড় করবার ভার মুসলমান বাবুর্চিদের উপরে।

জীবনলালেরা সদর বাজারের রতনলাল হিন্দুস্তানীর পানের দোকানে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে সব দেখতে থাকে। জীবন ও গুরুবচন সিং অগ্রণী দলের এসব কাজ দেখতে অভ্যস্ত, বিস্ময়বোধ করে স্বরূপরাম। দিল্লী শহরে দেখেছে সিপাহী পক্ষের আচরণ অব্যবস্থার চরম, দেখেছে সবাই সকলের চেয়ে বড়, তাই কেউ কারো কথা শোনে না। সেখানে গদর শুরু হওয়ার পরে কদিনই বা ছিল সে, তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অরাজকতার কৃষ্ণপক্ষ। আর আজ দেখলো, অবশ্য এ কয়দিনও দেখেছে, তবে আজকের মতো এমন স্পষ্টভাবে দেখেনি, কেমন নিঃশব্দে কলের মতো কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভাবে কি চমৎকার বন্দোবস্ত। তার মনের কথার প্রতিধ্বনি করে গুরুবচন বলে ওঠে, দেখো ভাই জীওনলাল কোম্পানী কেন জিতবে জানো?

কেন তুমিই বলো।

বন্দবস্ত! এই যে বন্দবস্ত দেখছ, শুধু এই জন্যেই জিতবে। নইলে সিপাহী পক্ষেও বাহাদুর আদমি বড় কম নাই, কিন্তু বন্দবস্ত বলে তাদের কিছু নাই।

স্বরূপ তার কথায় সমর্থন জানিয়ে দিল্লীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

দেখো না কেন, গুরুবচন বলে, সাহেবদের ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খানা চাই, ছোট হাজরি, লাঞ্চ, টিফিন, ডিনার। তাতেও আবার কেমন বন্দবস্ত। পরিষ্কার কাপড়-পরা খানসামা ধোয়া কাপড়ে ঢাকা ট্রে সাজিয়ে খানা নিয়ে আসবে তা গোলা বৃষ্টিই হোক আর ঝড়বৃষ্টি হোক। আর আমাদের লোটা মাজতে আজতে লড়াই ফতে হয়ে যায়।

জীবন বলে, সাহস বটে ঐ খানসামা বাবুর্চির।

নিশ্চয়! আমরা তো হাতিয়ার নিয়ে অগ্রসর হই, মরতেও পারি মারতেও পারি। আর ওরা মৃত্যুর পথে নিরস্ত্র এগিয়ে যায় মনিবের খানা নিয়ে, পালাবার উপায় নাই, খানা নষ্ট হওয়া প্রাণ নষ্ট হওয়ার চেয়েও মারাত্মক।

আর সাহস, ঐ যারা কামানের গোলা কুড়িয়ে আনে দু আনা বকশিশের লোভে, বলে জীবনলাল। দুমদাম চারদিকে গোলা পড়ছে, ওরা নির্বিকার। তপ্ত গোলা ঠাণ্ডা

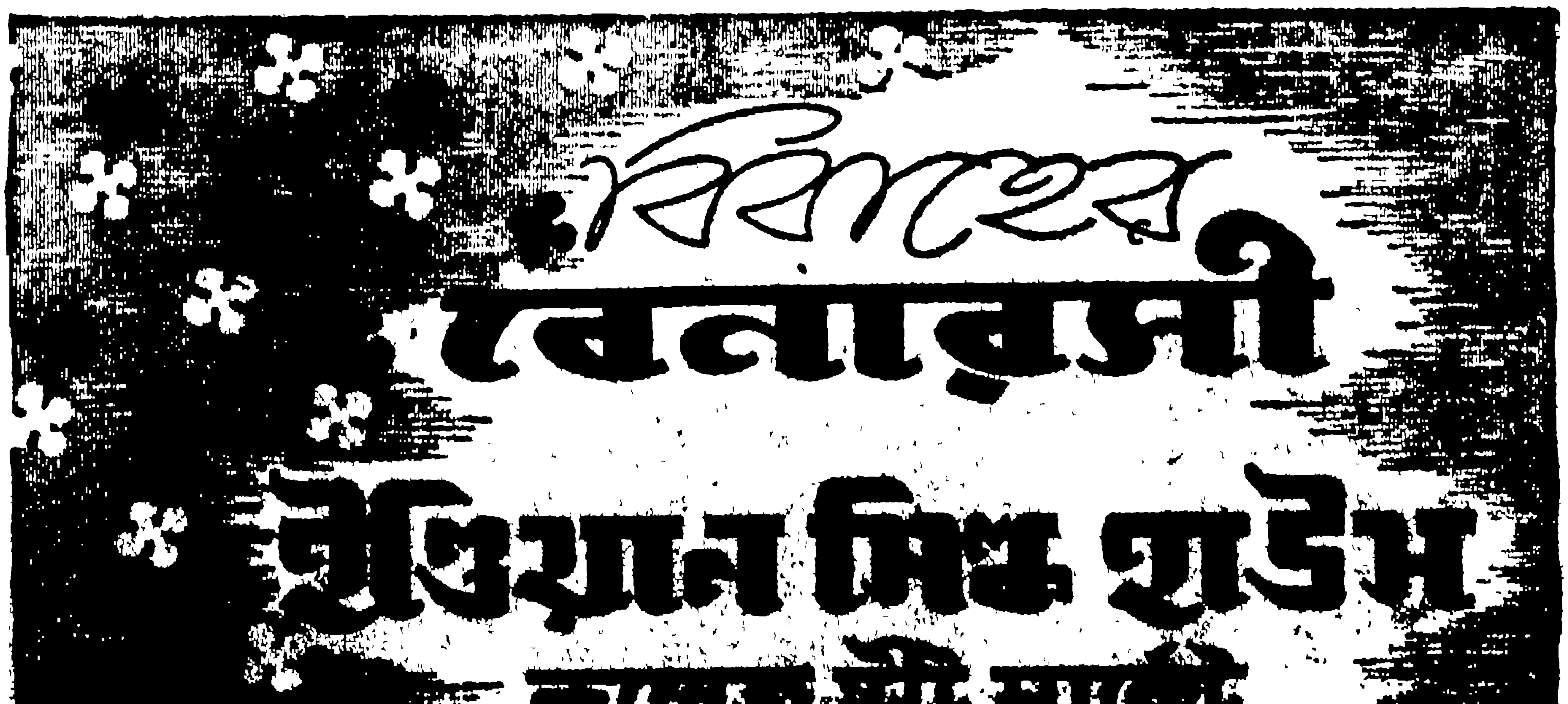

হওয়ার আগেই বস্তায় ভরে টেনে নিয়ে আসে।

গোলাগুলোকে ওরা কি নাম দিয়েছে জানো? দিল্লিকা লাড্ডু, বলে ওঠে জীবনলাল।

এমন সময়ে ওরা দেখতে পায় দুইজন ইংরেজ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, একজন সৈনিক, অপরজন অসামরিক ব্যক্তি। ওরা দাঁড়িয়ে উঠে স্যালুট করে।

সৈনিকটি শুধায়, তোমরা কর্নেল ব্রিজম্যানের তাঁবু কোথায় জানো কি?

জীবন বলে, আমরা তাঁরই রেজিমেন্টের রেসালাদার। কর্নেল থাকেন হিন্দুরাও কুঠিতে।

Very good! ইনি মিঃ ক্লিফোর্ড, গুরগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল ব্রিজম্যানের বন্ধু। এঁকে তাঁর কাছে এখনি পৌঁছে দাও।

গুড বাই স্টফর্ড।

গুডবাই ক্লিফোর্ড। হঠকারিতায় কিছু করে ফেলো না।

উত্তর দেয় না ক্লিফোর্ড। ইঙ্গিতে ওদের অনুসরণ করতে বলে ছুটতে থাকে হিন্দুরাও কুঠির দিকে।

জীবনলালেরা ভাবে এত তাড়া কিসের।

ব্রিজম্যানের কামরায় তখন ঘোড়সোয়ার বাহিনীর মেজর রীড আর গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর জোন্স উপস্থিত ছিল, ব্রিজম্যানকে নিয়ে তিনজন। ওদের পিছনে ফেলে রেখে ক্লিফোর্ড ঘরে প্রবেশ করলো, ততক্ষণে ওরা দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা শুনতে পেলো।

হ্যালো ক্লিফোর্ড, গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং ব্রিজম্যান।

হঠাৎ কোথা থেকে?

গুরগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। সেখানে তুমুল বিদ্রোহ আর থাকা নিরর্থক, তাই স্টফোর্ডের সঙ্গে চলে এলাম।

বেশ করেছ। এখন দিল্লিতে আমাদের লোকের দরকার। তারপরে শুধালো, আশা করি তোমার পারিবারিক সব কুশল।

আদৌ কুশল নয়, অত্যন্ত দুঃসংবাদ। পরিবারের মধ্যে আমি আর আমার বোন। দিল্লিতে বিদ্রোহ ঘটবার কয়েক দিন আগে মিস ক্লিফোর্ড এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে, ছিল পাদ্রী জেনিংস দম্পতির বাড়িতে। তারপরে—

তারপরে আর বলতে হবে না ক্লিফোর্ড, সব বুঝেছি।

কিছুই বোঝনি ব্রিজম্যান। মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় কিছু কি নেই?

কি বলতে চাও তুমি।

ক্লিফোর্ড গর্জন করে ওঠে, মারবার আগে তাকে বেইজ্জত করা হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে ব্রিজম্যান বলে, খবর হয়তো ভুল।

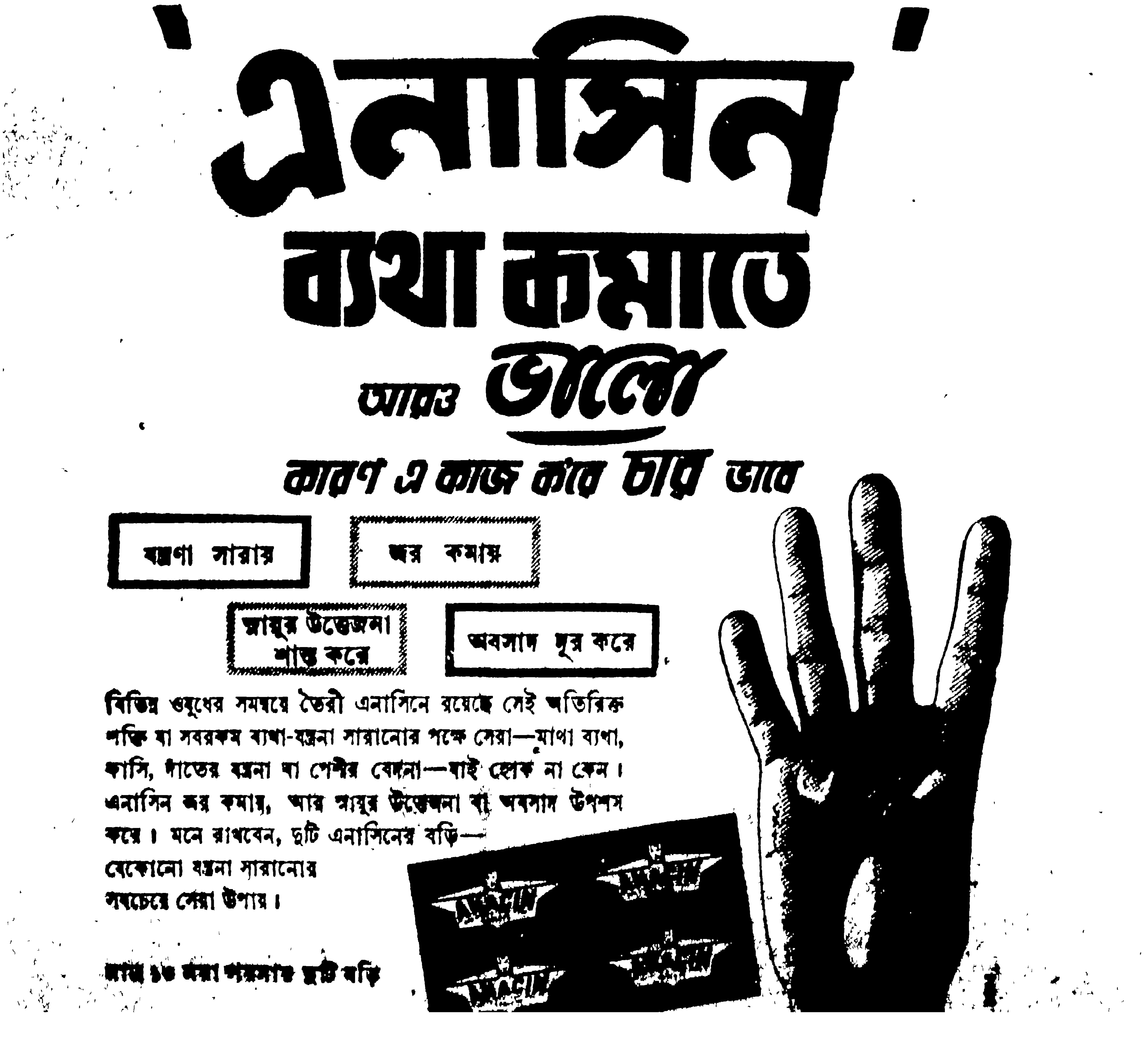

না, না, আমাকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করো না, আমার খবর পাকা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পরে ব্রিজম্যান বলল, এসো আমাদের সঙ্গে দিল্লী অধিকারে হাত লাগাও, শান্তি লাভ করবে মিস ক্রিফোর্ডের আত্মা।

দিল্লি অধিকারে শান্তি পাবে মিস ক্রিফোর্ডের আত্মা। ধিক।

তবে তুমি কি করতে চাও ক্রিফোর্ড?

প্রতিশোধ চাই।

অপরাধী কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

অপরাধীকে খুঁজতে হবে কেন? মিস ক্রিফোর্ডের সমবয়সী যে-কোন মেয়েকে দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে বেইজ্জত করতে হবে। তবেই শান্তি পাবে এলিনার আত্মা তবে শান্তি পাবো আমি। এই হচ্ছে আমার ন্যূনতম প্রতিহিংসা।

কি বলছ তুমি ক্রিফোর্ড। এ কি খ্রীষ্টানের মতো কাজ।

খ্রীষ্টানের মতো কাজ পড়ে পড়ে মার খাওয়া, মেয়েদের বেইজ্জত হতে দেখা। কি বলো। আর খ্রীষ্টানীতে কাজ নাই।

আচ্ছা সে-সব পরে চিন্তা করা যাবে, আপাততঃ শান্ত হও, বসো।

শান্ত হব, বসবো। অবশ্যই শান্ত হব, বসবো। ব্রিজম্যান এক এক সময়ে মনে হয়েছে বুঝি পাগল হয়ে যাবো, ইচ্ছা হয়েছে আত্ম হত্যা করে সব জ্বালার অবসান ঘটাই। তখনি মনে হয়েছে, না মরা চলবে না, মৃত্যুর পরে এলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কী বলবো তাকে। যখন সে শুধোবে অপরাধীর দণ্ড হয়েছে কি—তখন কী বলবো তাকে। না, ব্রিজম্যান, ভয় পেয়ো না, আমি মরবোও না, উন্মাদও হব না, দিল্লীর রাজপথে দিনের প্রখর আলোয় সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সেই প্রতিহিংসা অনুষ্ঠিত হবে, সেই ভরসায় সেই বিশ্বাসে সেই আশ্বাসে আজো বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবো।

এবার ব্রিজম্যান স্নেহের সঙ্গে বলল, আচ্ছা, পরে পরামর্শ করা যাবে, এখন এসো বিশ্রাম করবে। এই বলে তাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

॥ ৯ ॥

নিশীথ রাতের বাদল ধারা

রাতে ঘুম আসে না, ক্যাণ্টনমেণ্টের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বেজে যায়, থেকে থেকে পদচারণরত প্রহরীর চ্যালেঞ্জ চমকে চমকে ওঠে, দমকা বাতাসে ভেসে আসে মৃতদেহের পূতিগন্ধ, সেই সঙ্গে আসে শৃগাল আর শকুনের উৎকট কাড়াকাড়ির কর্কশ রব, ঘুম আর আসে না। রাত্রি দশটার পরে আলো না জ্বালাতে কড়া নিষেধ, আলো নিভিয়ে দিতেই মশার কামড় তীব্রতর হয়ে [illegible] ঘুম হয় না আবার

পাশাপাশি দুখানা চারপায়ার উপরে শুয়ে স্বরূপরাম ও জীবনলাল চুপ করে পড়ে থাকে। কখনো অসহ্য হলে এপাশ ওপাশ করে, তাতেই বুঝতে পারা যায় দুজনেই জাগ্রত।

স্বরূপজী, জেগে নাকি?

এর মধ্যে কি ঘুম সম্ভব? তুমি?

আমারও সেই অবস্থা।

এইরকম মাঝে মাঝে দুজনে প্রশ্নোত্তর চলে তারপরে আবার সব নীরব।

ঘুম না আসবার আরও কারণ আছে। ক্রিফোর্ডের বিবরণ শুনবার পরে দুজনের মনেই আলোড়ন শুরু হয়েছে। দিনের বেলায় হাজার কাজের মধ্যে চিন্তাটা চাপা পড়েছিল, রাতের বেলায় ভীষণ ফণা তুলে নাগিনী নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন অলংকার

ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বসুর **বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য** ৫·০০

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
লায়লী আশমানের আয়না
দাম — আট টাকা

সুকন্যার
বৈশাখী বসন্ত
দাম — পাঁচ টাকা

● আমাদের অন্যান্য বই ●

রাহুল সাংকৃত্যায়ন	/	অগ্নিস্বাক্ষর—৭·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	/	শান্তির স্বাক্ষর—৩·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	/	উত্তর বসন্তে—৩·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	/	রাজদ্রোহী—৩·০০ / ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন—৪·০০
নীলকণ্ঠ	/	একটি অশ্রু দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোলাপ—৩·০০
ঐ	/	দ্বিতীয় প্রেম—৫·০০
শ্রীবাসব	/	ছায়াদোলে—৪·৫০ / নাজমা বেগম—৫·০০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	/	তিমির লগন—৪·৫০ / রূপরাখা—৫·০০ / এতটুকু আশা—৩·০০
চাণক্য সেন	/	রাগ নেই—৩·০০
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	/	পৌষলক্ষ্মী—৪·০০
প্রফুল্ল রায়	/	দূরের বন্দর—৩·০০
আশাপূর্ণা দেবী	/	নদী দিকহারা—৩·০০
দ্বৈপায়ন	/	মেঘনামতি—২·০০
সমরেশ বসু	/	সুবর্ণা—৩·০০
অমরেন্দ্র দাস	/	সিরাজের ফৌজী—৪·০০
বিমল মিত্র	/	শনি রাজা রাহু মন্ত্রী—৩·৫০
অসিত গুপ্ত	/	উর্মিমালা—৩·০০
নিগমানন্দ	/	নীল পান্না লাল বাদশা—৫·০০
অজিত সরকার	/	রক্তকমল—৩·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তী	/	কী মায়া—৩·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	/	চন্দন কুংকুম—২·০০
অমরেন্দ্র দাস	/	কালীঘাটের ঘরসংসার—৪·০০

বিবিধ :—

ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা ৬·০০

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের মানসী ৩·০০

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গান ৩·০০

শংকরীপ্রসাদ বসুর খেলার বই
রমণীয় ক্রিকেট
দাম—পাঁচ টাকা

বল পড়ে ব্যাট নড়ে
দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

করুণা প্রকাশনী ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলকাতা—১২

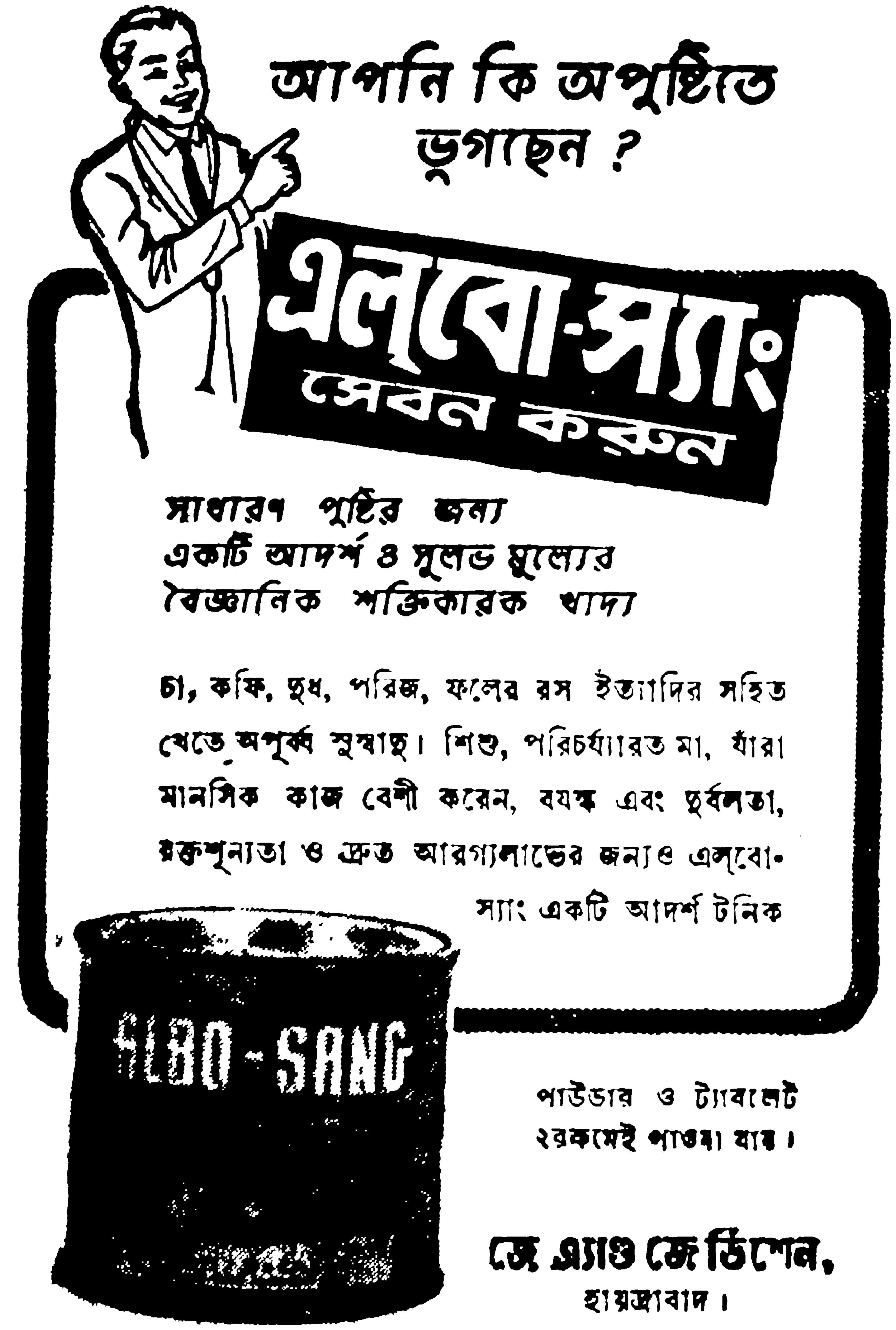

দু জনেরই মন বিহ্বল, দু জনেই তীব্র চিন্তাস্রোতে ভাসমান, তবে এক রেখায় নয় সমান্তরাল ধারায়।

অনেক দিন পরে আজ পান্নার কথা মনে পড়েছে জীবনের, সেই চিন্তার কাছে আজ সে আত্মসমর্পণ করেছে। এতদিন পান্নার কথা মনে পড়েনি বললে অন্যায় হবে, পড়েছে এবং শত কাজের মধ্যে তার স্মৃতি জোনাকির টুকরোর মতো খণ্ড খণ্ডভাবে দেখা দিয়েছে, চমকে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে, আজ হঠাৎ কেন জানি না মিস ক্রিফোর্ডের দুঃখের শিখায় পান্নার মুখমণ্ডল দীপ্যমান হয়ে চোখে পড়লো। পান্নারও তো এমনটি হতে পারতো এই ভাবনাতেই কি? কিম্বা সব দুঃখই তলে তলে এক সুতোয় গাঁথা এইরকম কোন সম্ভাবনায়? পান্না ক্রিফোর্ড মিলিত সত্তা অচপল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে। ঘুম আসবে কি করে? পান্নার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে অনেকবার সে মনের মধ্যে হাতড়িয়ে দেখেছে পান্নার সঙ্গে অগোচরে কি ভালোবাসার সুতো গাঁথা হয়ে গিয়েছে? নতুবা এতবার তাকে মনে পড়ে কেন? সুখে-দুঃখে মনে পড়ে কেন? কামানের মুখে আবদ্ধ হয়ে মনে পড়ে কেন? শত্রুসৈনাকে চার্জ করবার সময়ে মনে পড়ে কেন? স্বপ্ন-ভেদ করে পান্নার স্মৃতি সূচী চালনা করতে থাকে কেন? তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পান্নাকে সে ভালোবাসে। সে যদি নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হত, তবে বুঝতে পারতো পান্নার প্রতি তার মনোভাব ভালোবাসার কাছাকাছি হলেও ভালবাসা নয়। জীবন ভালবাসার নদীতীরে এসেছে, কিন্তু এখনো নিজের ঘাটটি খুঁজে পায়নি। নদী পেলেই জলে নামা যায় না, তার জন্যে একটি ঘাটের প্রয়োজন। প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতায় অনেকেরই এমন ভুল হয়ে থাকে। ভুল ঘাটে নেমেও ফিরে আসতে হয়, ঘাটের জল খেয়ে তবে ফিরে আসে নিজের ঘাটে। পান্না প্রেমের নদী, প্রেম নয়।

স্বর্ণুপেরাম প্রথম পদক্ষেপেই প্রেমের দেখা পেয়ে গিয়েছে—সে ঐ তুলসীবাঈ। ভাবছে এক হল ঘাটে পদক্ষেপ করবামাত্র ঘাট গেল ধসে, সে ভাসলো অতলে। তুলসীর স্মৃতি এক মুহূর্তে তার মন ছাড়ে না কিন্তু আজ তা নূতন তেজে ভাস্বর হয়ে উঠল মিস ক্রিফোর্ডের শোচনীয় মৃত্যুর সমিধ নিক্ষেপে। তার মনে পড়ল সেদিন যমুনার চরে হাকিম আসানুল্লা বলেছিল, মৃত্যুই তো সবচেয়ে শোচনীয় পরিসমাপ্তি নয়, বলেছিল লালকেল্লায় যারা তাঞ্জাম চেপে যায় তাদের মতো হতভাগিনী আর কেউ নেই। বলেছিল, তুমি যার জন্যে শোক করছ সে যদি কোতল হয়ে থাকে তবে সে তো বেঁচে গেল। তার মনে হল বাঁচেনি ঐ মিস ক্রিফোর্ড। কখনো হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড়

দিয়ে উঠল, তুলসী যে মরেছে এ প্রমাণ হয়নি তো। তা যে চেপে লালকেল্লায় প্রবেশ করেছে কি সংশয় নূতন হয়েছে এ তো অনুমানমাত্র।

সংশয়ের স্বভাব এই যে, বিন্দুমাত্র রূপে প্রবেশ করে চক্ষের নিমেষপাতে সব আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সংশয় পরিণত হল প্রতীতিতে। তার ধারণা হয়ে গেল তুলসী জীবিত আছে আর আছে লালকেল্লার কোন বিলাস কক্ষে। এ ছাড়া আর যে কি সম্ভাবনা আছে তা মনে পড়লো না। সে ভাবলো হায় আমি কিনা এমনি মূঢ় যে সেই পরশয্যা-বিলাসিনী বিনোদিনীর জন্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, জীবনটা হাতে নিয়ে সংকট থেকে সংকটের মুখে ভেসে বেড়াচ্ছি। নিজের প্রতি ধিক্কারে তুলসীর প্রতি বিদ্বেষে সে অস্থির হয়ে উঠল, শুয়ে থাকা আর সম্ভব হল না।

স্বরূপজী উঠলে যে।

স্বরূপ কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের বাইরে এসে একখানা পাথরের উপরে বসে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল, কিসের শব্দ! কোন নিশাচর জন্তুর, না বাদুড়ের পাখার। ঘন অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না, কোম্পানী পক্ষের শিবির সাহাজানাবাদের প্রাচীর উভয় পক্ষের প্রহরাবৃত শাস্ত্রী সমস্তই নিবেট অন্ধকারে বিলীন। স্বরূপ ভাবল শব্দটা কানের মরীচিকা। কিন্তু তখনি আর একবার শব্দ শ্রুত হল, স্পষ্ট, দীর্ঘনিঃশ্বাস সন্দেহ নাই। ভাবল তবে আরো কেউ হতভাগ্য আছে নাকি এত রাত্রে যে জাগ্রত। তখনি মনে পড়ল ক্রিফোর্ডের কথা। ক্রিফোর্ড নয় তো? পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ ঠাহর করে দেখবার পরে বুঝল সামান্য কয়েক হাত দূরে আর একখানা শিলাখণ্ডে বসে একজন উপবিষ্ট। তার প্রতীতি হল ক্রিফোর্ড ছাড়া আর কেউ নয়। দিনের সহস্র কর্তব্য চাপা দিয়ে রাখে চোখের জল আর দীর্ঘনিঃশ্বাস। রাত্রির যে অন্ধকার প্রচণ্ড দিনমণিকে আচ্ছন্ন করে সেই অন্ধকারই উদ্‌ঘাটিত করে দেয় আবাল্যশিভরা চোখের জলের ফোঁটা। অন্ধকারই দুঃখের যথার্থ পটভূমি।

স্বরূপ ভাবল সে নগণ্য একজন লোক, আর ঐ মিঃ ক্রিফোর্ড মহামান্য রাজপুরুষ, দুস্তর তাদের মধ্যে ব্যবধান, কি আশ্চর্য, তবু এই রাতের অন্ধকারে চোখের জলের একই ঘাটে দুজনের অভাবিত সাক্ষাৎ। সুখে মানুষে মানুষে ব্যবধান, দুঃখে মানুষে মানুষে মিল।

স্বরূপ ভাবল তার কর্তব্য কি? এমনি চুপ করে বসে থেকে উঠে চলে যাবে, না একবার খোঁজ নেবে। খোঁজ নেওয়াই স্থির করল। সে উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, মিঃ ক্রিফোর্ড, শুতে কি অসুবিধা হচ্ছিল, আমি কিছু করতে পারি কি?

স্বরূপের সঙ্গে দিনের বেলায় তার পরিচয় ও আলাপ হয়েছিল বটে। ক্রিফোর্ডের লেখাপড়ার একবার ভার তার উপরেই দিয়েছিল কর্নেল। ক্রিফোর্ড বলল, কে মিঃ রাম নাকি? ভেবে যেমন গরম তেমনি মশা এর কী প্রতিকার আর তোমার হাতে আছে।

স্বরূপ বলল, বাস্তবিক এ দুটির কোন প্রতিকার এখনও করা সম্ভব হয়নি। মশারি-ইন চাঁদ ছাড়া আর কারো তাঁবুতে এখনও টানা-পাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

ক্রিফোর্ড শুধোলো, তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে কেন? তোমার তো এতদিনে মশা ও গরমে অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

মিঃ ক্রিফোর্ড ও দুটো ছাড়াও তো আরও অনেক কিছু মানুষকে জাগিয়ে রাখতে পারে।

পারে বইকি মিঃ রাম, দুঃখের মতো রাত জাগানিয়া আর কি আছে!

চুপ করে থাকে স্বরূপ।

কেমন ঠিক বলেছি কি না?

ঠিক বইকি। তবে দুঃখ শুধু জাগিয়ে রাখে না, জাগিয়ে তোলে চাপা-পড়া দুঃখের স্মৃতি।

মিঃ রাম, এতক্ষণে বুঝলাম, মশাও নয়, গরমও নয়, চাপা-পড়া কোন দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠেছে তোমার মনে, নয়?

মিঃ ক্রিফোর্ড যদি কিছু মনে না কর তবে বলি মিস ক্রিফোর্ডের শোচনীয় পরিণাম জাগিয়ে তুলেছে সেই স্মৃতি।

ক্রিফোর্ড জেনেছিল হিন্দুরাও কুঠির সকলেই জানতে পেরেছে তার বোনের অন্তিম কাহিনী।

মিঃ রাম আশা করি তোমার কোন আত্মীয়ার এমন শোচনীয় পরিণাম ঘটেনি।

মিঃ ক্রিফোর্ড আশা রাখবার তো আর কারণ দেখি না।

যদি কৌতূহল অমার্জনীয় মনে না কর তবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, সেই হতভাগিনী তোমার কে হত।

স্বরূপ উত্তর দেয় না।

বোন নাকি?

না বোন নয়।

তবে কি পত্নী?

পত্নী নয়, তবে হতে পারত।

Poor, poor lady!

মিঃ রাম এখানে বস, খুলে বল কি হয়েছে, দেখি তোমার দুঃখে আমার সান্ত্বনা খুঁজে পাই কি না!

শিলাখণ্ডের একপাশে বসে পড়ল স্বরূপ আর আরম্ভ করল তুলসীর জীবনের শেষ অধ্যায়।

দিনের আলোয় এমনটি কখনই ঘটতে পারত না। একজন বিদেশী রাজপুরুষ আর একজন বিজিত জাতির অপরিচিত সামান্য

QUALITY BRUSH

Dr Sandow tooth brush has everything you are looking for Designed scientifically to reach every corner of your mouth and clean it thoroughly It is fitted with select Nylon Bristles to last longer.

Dr.
SANDOW
TOOTH BRUSH

Agents: P. H. HIRA & CO.
P-42, Mission Row Extn.,
Calcutta-13. Ph 23-3410

চাঁদনী সাবানে

ধুলে জামাকাপড় হয় চক্‌চকে ধোয়াও যায় সহজে!

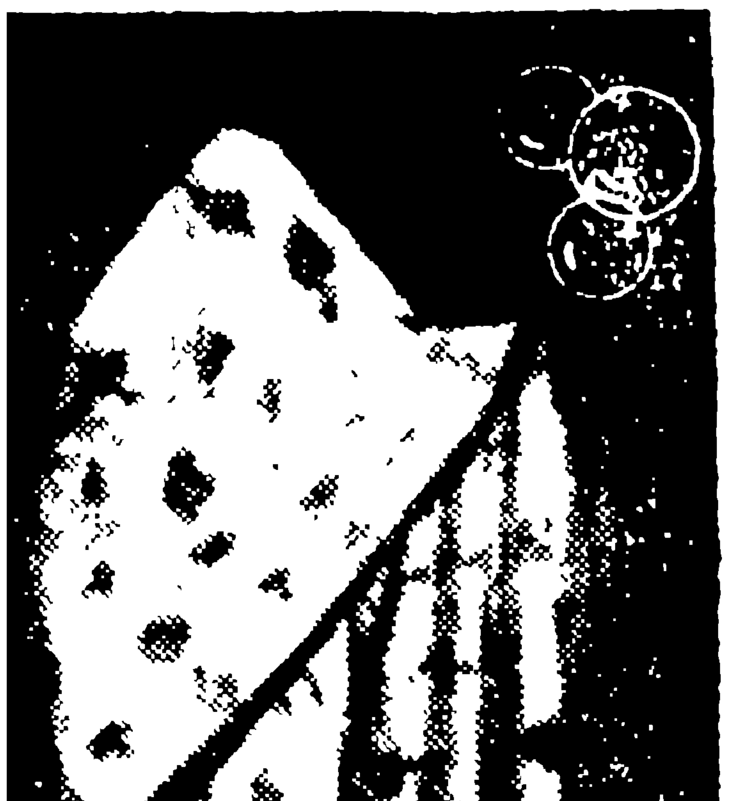

প্রচুর ফেনসঞ্চারী চাঁদনী সাবান ময়লা জামা-কাপড় চট্‌পট্ পরিষ্কার করে, জামা-কাপড় হয় চক্‌চকে। চাঁদনী সাবান দিয়ে সহজে চট্‌পট্ ও অনেক কম খরচে ধোয়া যায়।

বেরার অয়েল ইণ্ডাস্ট্রিজ, আকোলা

ব্যক্তি। তবু যে সম্ভব হল তার কারণ, যে বর্ণভেদ এক্ষেত্রে দুস্তর বাধা, রাত্রির অন্ধকার আমূলে লোপ করে দেয় সেই ব্যবধান।

এতদিন পরে একজন সমবেদনাসম্পন্ন শ্রোতা পেয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসে মনের কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ক্লিফোর্ড, কখনও বলে ওঠে এলিনাও ঠিক এই কথা বলত, ঠিক এই রকম তার স্বভাব ছিল, তোমার তুলসীর মতোই ছিল সে সুন্দরী আর স্নেহশীলা। এলিনার কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না স্বরূপকে, উপযাচক হয়ে বলে যায় ক্লিফোর্ড নিজে। দুজনের চোখে জল গড়ায়, কেউ সাহস করে না হাত তুলে মুছতে, সহৃদয় অন্ধকার ঢেকে রাখে সেই করুণ লজ্জার ধারা।

ওদিকে অনর্গলভাবে বয়ে যায় রাতের প্রহরের স্রোত, খেয়াল থাকে না তাদের। পূব দিকে যমুনার আকাশে আলোর ঘুম ভাঙে, একবার তাকায় আবার চোখ বোজে, বনের রেখার উপরে স্পষ্ট তার তুলি ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে, লালকেল্লার প্রাচীর গম্বুজ ধূসর আলখাল্লা পরে দেখা দিতে থাকে; পাহাড়ের উপরে ইংরেজ শিবিরে প্রহরীর চ্যালেঞ্জের ভাঁজে ভাঁজে শোনা যায় হাজার রকম পাখীর ডাক। মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না সেই প্রদোষের প্রথম আলোয়।

এতক্ষণ দুজনে একমনে নতমুখে কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে এই প্রথম দুজন দুজনকে দেখতে পেল। অমনি লজ্জায় ধিক্কারে অনুশোচনায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। এ কী করছিল সে! একজন অপরিচিত নেটিভের কাছে বলছিল ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কথা। ভূমিকা বা উপসংহার কিছুই না করে চলে যায় সে কুঠির দিকে। কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যায় স্বরূপ। কী হল! যে আলোয় বর্ণভেদ, সেই আলো যে দেখা দিয়েছে।

(ক্রমশ)

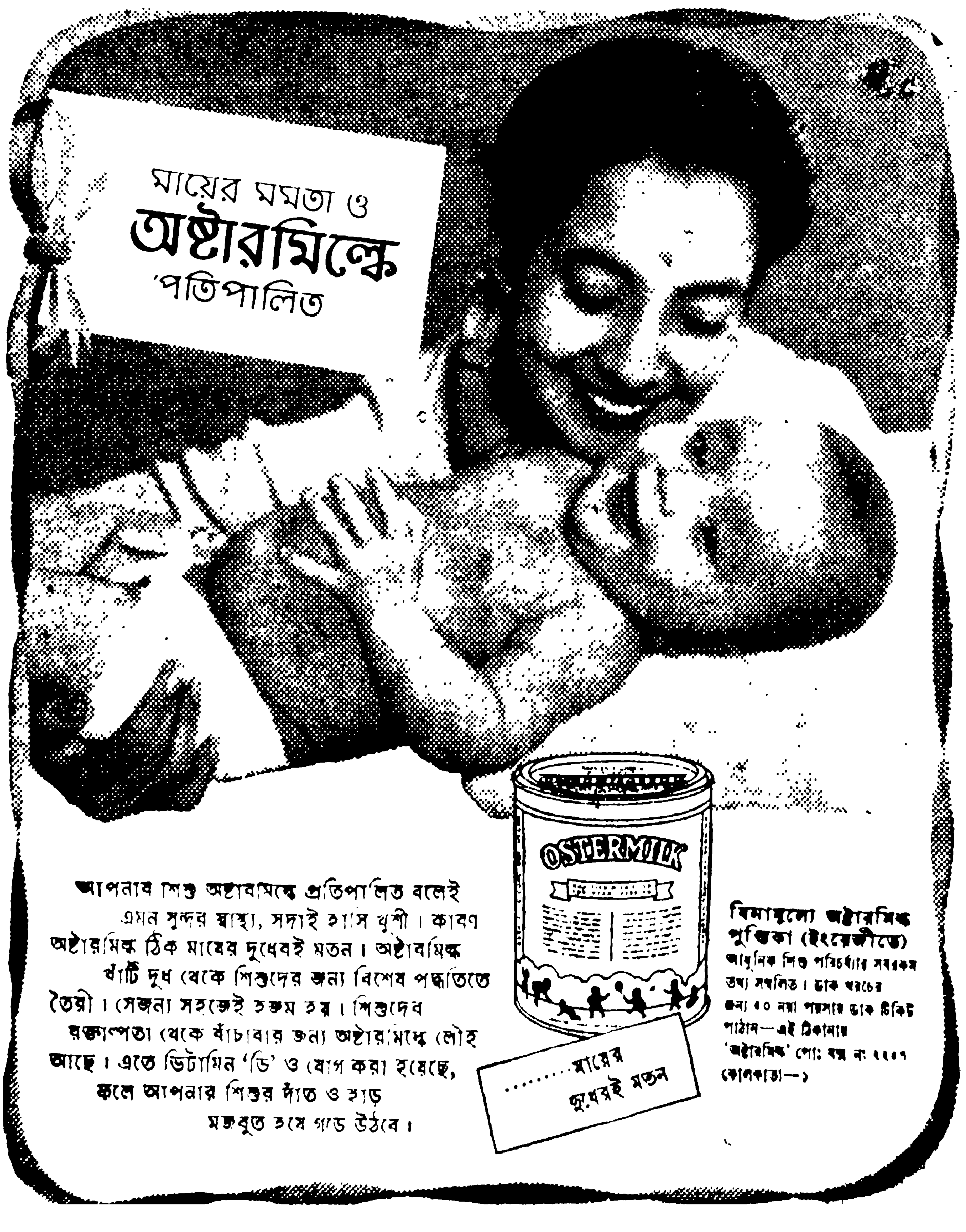

হুগলির চণ্ডীমণ্ডপ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উগ্র রঙের সালু কাপড়ে সজ্জিত টিউব-লাইটে উদ্ভাসিত ও "লারে লাপ্পা"-নিনাদিত আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের ধারে-কাছে এলেই এ কথা বুঝতে আর বেগ পেতে হয় না যে, মাত্র কয়েকটা দশকের মধ্যে "প্রগতির" সিধা সড়কে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি। দেব-উপাসনার জন্য এখন আর পরিচ্ছন্ন পূত ভূমির প্রয়োজন নেই; রাস্তার মোড়ে বা পার্কের কোণায় সংবৎসররক্ষিত ডাস্টবিন-গুলি সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলে দেবীর আরাধনার আসন অনায়াসেই পাতা যেতে পারে। দুর্গাপূজার দিনক্ষণটা এখনও, অশেষ কৃপায়, পাঁজি দেখে মিলিয়ে নেওয়া চলছে সত্য কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর যে ধ্যানমূর্তি শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, অধুনা তা এতই নিষ্প্রভ এতই সেকেলে যে তার আকর্ষণ যুবজনচিত্তে সিনেমা-পসারিনীদের দেহহিল্লোলের উন্মাদনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বর্তমান লেখক কুমারটুলির কুম্ভকারদের ঘরে ঘরে গিয়ে একথা শুনে এসেছেন যে, সাবেক ছাঁচের দুর্গা প্রতিমার এখন আর কিছুমাত্র চাহিদা নেই। এখন "ফিল্ম-ইস্টার"দের জান্তব আবেদন না ফোটাতে পারলে দুর্গা-প্রতিমা বাজারে অচল। প্রশ্নের রাজশেখর বসু মহাশয় একদা পাড়ার বারোয়ারী দুর্গা-পূজায় তাঁর সেবার শর্ত হিসাবে দেবী [illegible] দাবি করবার সাহস (অথবা ধৃষ্টতা) [illegible] দেখিয়েছিলেন। সেই মান্ধাতাগন্ধী প্রগতিবিরোধী প্রস্তাবকে আর একটা উৎকৃষ্ট হাসির গল্প বলে মনে করেছিলেন আধুনিক শান্তি-সাধকেরা। আর, "লারে লাপ্পা"র সর্বগ্রাসী কবল থেকে নিস্তার পাবার ভীরু বাসনাকে ঈষৎ সোচ্চার করবার গুরু অপরাধে অনেককে যে পাড়া ছাড়তে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত, বঙ্গ-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরেও কিছুমাত্র বিরল নয়। অভাগা বঙ্গভূমে এ প্রথা এখন প্রায় প্রতিষ্ঠিতই বলা চলে যে দুর্গাপূজা নামক বাৎসরিক মহামারীর দুই আবশ্যিক অঙ্গ—কর্ণবিদারী কোলাহল আর চপল চাকচিক্য। এই ঘোর "প্রগতির" যুগে, যথাক্রমে শান্তি ও ভক্তির স্থান এরাই সবলে অধিকার করেছে।

আমাদের মতো অনগ্রসর মধ্যযুগীয়দের তবে উপায় কি? দেবোপাসনায় ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, দেবীমূর্তিতে শুচিতার দুরাশা যাঁরা এখনও মনে মনে পোষণ করেন? অধুনা সংখ্যালঘু হলেও গুনতিতে তাঁরা হয়তো একেবারে নগণ্য নন।

আশার কথা, এই অনাচার দূরব্যাপী হলেও এখনও সর্বব্যাপী হয়নি! কলকাতা শহরে শাস্ত্রোক্ত দুর্গাপ্রতিমা আজও কিছু কিছু দেখা যায়। আর দেখা যায়—অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে বাংলার গ্রামে যেখানে সর্বত্র দেবীরা এখনও স্বর্গের দেবীতে পরিণত হননি। গ্রামীণ বাংলার দুর্গোৎসবের কথা সাধারণভাবে না বলে এই প্রবন্ধে আমি হুগলি জেলার মাত্র দুটি গ্রামের উল্লেখ করব এই কারণে যে, এ বিষয়ে এ-দুটি গ্রামের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। একথা আগেই বলেছি যে, দেব-আরাধনার জন্য শুচিতার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে পরিচ্ছন্ন পূত ভূমির। এই সনাতন ঐতিহ্যটি অতি দীর্ঘকাল এই দুটি গ্রামে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়ে এসেছে।

মফস্বলের ধনীগৃহে দুর্গাপূজা সাধারণত ঠাকুর-দালানেই অনুষ্ঠিত হয় এবং একাদি-ক্রমে শতাধিক বৎসর একই ঠাকুরদালানে এ অনুষ্ঠান চলে এসেছে এ রকম দৃষ্টান্ত বাংলার পল্লীতে বিশেষ বিরল নয়। কিন্তু ইঁটের তৈরী এইসব ঠাকুরদালানের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার স্থান নির্দিষ্ট ছিল খড়ে-ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপে, সংবৎসর যেগুলিকে এই শুভ উৎসবের জন্য শুচিতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার আঁটপুর গ্রামে ও বলাগড় থানার শ্রীপুর গ্রামে এ-রকম দুটি সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ এখনও কোনো গতিকে টিকে আছে। দুর্গাপূজার জন্য ব্যবহৃত খড়ে-ছাওয়া এ-রকম স্বতন্ত্র চণ্ডী-মণ্ডপ বাংলাদেশে আজও কটি অবশিষ্ট আছে জানি না। শুনেছি, নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামে আর একটি আছে কিন্তু সেটি নিশ্চিহ্ন হতে নাকি বেশী দেরি

খোদাই-কাঠের কৃষ্ণ-গোপিনী : শ্রীপুর

নে: হুগলি জেলার চণ্ডীমণ্ডপ দুটিও কালের প্রহারে জীর্ণ। একদা যেসব ভূস্বামীর বদান্যতায় এগুলি নির্মিত হয়েছিল তাঁদের বংশধরেরা অধুনা হৃতবৈভব। এই পুরাকীর্তির যথাযথ সংস্কার তাঁদের সাধ্যের বাইরেই বলা চলে। ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদ দুটি যে আর কতদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে বলা শক্ত।

আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি আনুমানিক ২৭০ বছরের পুরাতন। আধুনিক "প্রগতিশীল" পাঠকের কাছে আশ্চর্য শোনালেও একথা সত্য যে, এই চণ্ডী-মণ্ডপটিতে এত দীর্ঘকাল ধরে একাদিক্রমে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হ'য়ে আসছে। প্রতিমা-মণ্ডপটির সামনে খড়ে-ছাওয়া অর একটি সুপরিসর আটচালা ছিল যেটিকে নাট-মন্দির হিসাবে ব্যবহার করা হত। ১২৭১ বঙ্গাব্দের প্রবল ঝড়ে এটি ভূমিসাৎ হয়। সাবেক [illegible] অনুযায়ী এটির সংস্কার [illegible]। এখন সেই [illegible]

নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। লুপ্ত আট-চালাটিতে ব্যবহৃত খোদাই কাঠের কারুকৃতি-গুলির কিছু কিছু নমুনা আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে শুনেছি।

আটপুরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আট-চালাটির প্রতিষ্ঠাতার নাম কন্দর্প মিত্র। কন্দর্প মিত্রের পরিবারের একাংশ এখনও আটপুরে বসবাস করেন। তাঁদের নিকট রক্ষিত একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা যায় যে বঙ্গাধিপ আদিশূরের নিমন্ত্রণে যখন পাঁচজন কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আসেন তখন যজ্ঞরক্ষার জন্য যে পাঁচজন ক্ষত্রিয় তাঁদের অনুগমন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কালিদাস মিত্রই এই মিত্র বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। কালিদাস মিত্রের নবম পুরুষ ধুইরাম মিত্র ২৪ পরগণার বাঁড়িশার বসতি করেন ও তাঁর বংশধরেরা "বাঁড়িশার মিত্র" নামে পরিচিত। এই পরিবারের এক অংশ হুগলি জেলার কোন্নগরে বাসস্থাপন করেন ও সেখানকার মিত্র পরিবার হিসাবে খ্যাত হন। কোন্নগরের পরিবারের কন্দর্প মিত্র [illegible] বঙ্গাব্দে আটপুরে

আসেন ও এ অঞ্চলের তৎকালীন প্রতাপ-শালী নৃপতি ভুরিশ্রেষ্ঠরাজের অধীনে উচ্চ-পদে বহাল হন। তাঁরই উপার্জিত অর্থে ও প্রচেষ্টায় আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

একথা মনে করবার কারণ আছে যে, কন্দর্প মিত্রের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপটি গঠন-সৌষ্ঠবে অপেক্ষাকৃত হীন ছিল; এটির সংস্কার ও পরিবর্ধনের জন্য দায়ী তাঁর পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র, দানশীলতা ও ভগবদ্-ভক্তির জন্য যিনি আটপুরের মিত্র বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। কৃষ্ণরাম ১১২৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও অতি শৈশবেই তাঁর পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। এই অসহায় অবস্থা থেকে একাধিক জ্ঞাতিশত্রুর বৈরিতা অতিক্রম ক'রে, বর্ধমান রাজের দেওয়ান হিসাবে বাৎসরিক বহু লক্ষ টাকার উপার্জন ক্ষমতায় কৃষ্ণরামের উত্তীর্ণ হ'বার কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের যাবতীয় জমিদারী নিজের নামে ইজারা নিয়ে কৃষ্ণরামের বৎসরে নাকি কয়েক লক্ষ টাকার সংস্থান হ'ত। এই টাকা যে সদুপায়ে অর্জিত এবং দেওয়ান হিসাবে কৃষ্ণরাম যে বিশ্বাসভঙ্গ করেননি তার প্রমাণ স্বরূপ এ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মৃত্যুকালে মহারাজা কীর্তিচন্দ্র তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবে কৃষ্ণরামকেই নিযুক্ত করে যান।

কৃষ্ণরামের প্রভূত উপার্জনের অধিকাংশই দান ও দেবসেবায় ব্যয়িত হয়েছে। আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালাটির নির্মাণে, সেকালের দ্রব্যমূল্যের অল্পতা সত্ত্বেও যে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর আর এক কীর্তি আটপুরের বিখ্যাত গোবিন্দ জীউর মন্দির। কি স্থাপত্যে, কি পোড়ামাটির বিপুল অলংকরণে এ মন্দিরটি হুগলি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় তো বটেই, তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রখ্যাত বিষ্ণুপুরের অনুরূপ মন্দিরগুলির থেকেও বিশেষ হীন নয়। এটি তৈরি করতে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। এ হিসাব যে কাল্পনিক নয় তা এখনও মন্দিরটি দেখলেই বোঝা যায়।

সাধারণ পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সেকালের সস্তার বাজারেও সামান্য দুটি চালাঘরের পিছনে বহু সহস্র টাকা খরচ হয় কি করে। আটপুরের নাটমণ্ডপ-আটচালাটি এখন আর বর্তমান নেই; কিন্তু অবশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপটি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। যাঁরা দেখেননি, তাঁদের একটু বুঝিয়ে বলবার অবকাশ আছে।

আটপুর ও শ্রীপুর—[illegible]

গঠন-প্রকরণে এ দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি পূর্বমুখী ও এটির আচ্ছাদিত এলাকা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট ও প্রস্থে কুড়ি ফুটের মতো হবে। সামনে প্রশস্ত শান-বাঁধানো চাতাল; উপরে উঠে আসবার পাকা সিঁড়ি আছে। এই ইঁট-সিমেন্টের ব্যবহার যে পরবর্তী কালের তাতে সন্দেহ নেই, কেন না সাবেক চালাটির মেঝে, দেওয়াল ও সামনের বারান্দা, চিরাচরিত গ্রাম্য প্রথায়, নিশ্চয়ই মাটির তৈরি ছিল। মাটির তৈরি সুগঠিত দেওয়াল—যা পল্লী বাংলার সর্বত্রই গৃহ-নির্মাণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—তা যে ইঁট-চুন-সুরকির দেওয়ালের থেকে দু' তিন গুণ বেশী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে একথা শহর অঞ্চলে খুব সুবিদিত নয়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে এই দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সেকালে মূল্যবান গৃহের বেলাতেও মাটির দেওয়ালের ব্যবহারকে কখনও অবিবেচনার কাজ বলে মনে করা হয়নি।

চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে, চালের বক্র রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়াল উঠেছে কিন্তু সামনের দিক সম্পূর্ণ অবারিত। সেদিকে, চালের ভার বহন করবার জন্য ছ'টি কি আটটি কাঠের স্তম্ভ আছে, যেগুলির আপাদমস্তক সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিত। এই ক'টি স্তম্ভেই অবশ্য এই বিরাট আটচালার সমস্ত ভার রক্ষিত হয় না। সেজন্য স্তম্ভ-শীর্ষ থেকে আড়াআড়ি অনেকগুলি কাঠের বরগাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। সর্বনিম্ন সারির বরগাগুলির উপর খাড়া কাঠের খুঁটির সঙ্গে নিবদ্ধ আর এক সারি সমান্তরাল বরগা আছে ও তারও ঊর্ধ্বে, ঠিক ছাতের নীচে, আর এক সারি। এই লম্ব ও সমান্তরাল কাঠের কড়ি-বরগার সমারোহকে আধুনিক নির্মীয়মান রি-ইন-ফোর্সড্ কংক্রিটের বাড়ির ইস্পাতের ফ্রেমের মতো মনে হয়। এই সমস্ত-ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রধান প্রধান জোড়-গুলির মুখে সহায়ক আলাদা কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেগুলিকেও অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত করে, স্থূলে ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করা হয়েছে এক অপূর্ব শিল্পলোকে। বস্তুত, আটপুর অথবা শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটির প্রধান আকর্ষণই হল এই কাঠ-খোদাইয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি যার অফুরন্ত নিদর্শন কি থামগুলিতে, কি কড়ি-বরগায়, কি সহায়ক টুকরোগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো রয়েছে। সহজেই বোঝা যায় বহু সুদক্ষ দারুশিল্পীর বহু বর্ষ ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফল [illegible] এই [illegible] যে [illegible]

কাষ্ঠনির্মিত কালীমূর্তি : আটপুর

নির্মাণের মোট খরচের একটা বৃহৎ অংশ তাতে সন্দেহ নেই।

এই দোচালাগুলির খড়ের চালের ভিতরের দিকের সংরক্ষণ ব্যবস্থাটিও উল্লেখযোগ্য। সাধারণ কুঁড়ে ঘরে দুটি বাঁশের মাচার উপরে চালাগুলি বিন্যস্ত থাকে; নীচে থেকে খড়ের আচ্ছাদনের কর্কশতা চোখে পড়ে। দেব-উপাসনার পূত কক্ষে এই দৃষ্টিকটুত্ব দূর করবার জন্য অসামান্য ধৈর্যে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে ছাতের ভিতরের দিকটি ঘনসন্নিবিষ্ট রঙিন কাঠি দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূর-পুচ্ছেরও ব্যবহার হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রতি দশ বারো বছর অন্তর খড়ের চাল পরিবর্তনের সময় এই অঙ্গসজ্জাটির ক্ষতি হয়েছে বারংবার। আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটিতে এই সজ্জা সেজন্য এখন অনেক হীনপ্রভ আর শ্রীপুরেরটির চালা, [illegible]

ছাওয়া হয়েছে বলে এই বিশেষত্বটি সেখানে আর উল্লেখযোগ্য নয়। এবিষয়ে নদীয়া জেলার উলা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটি একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বলে মনে হয়। "উলার মুস্তোফী বংশ" পুস্তকে গ্রন্থকার শ্রীসুজননাথ মুস্তোফী মহাশয় লিখেছেন

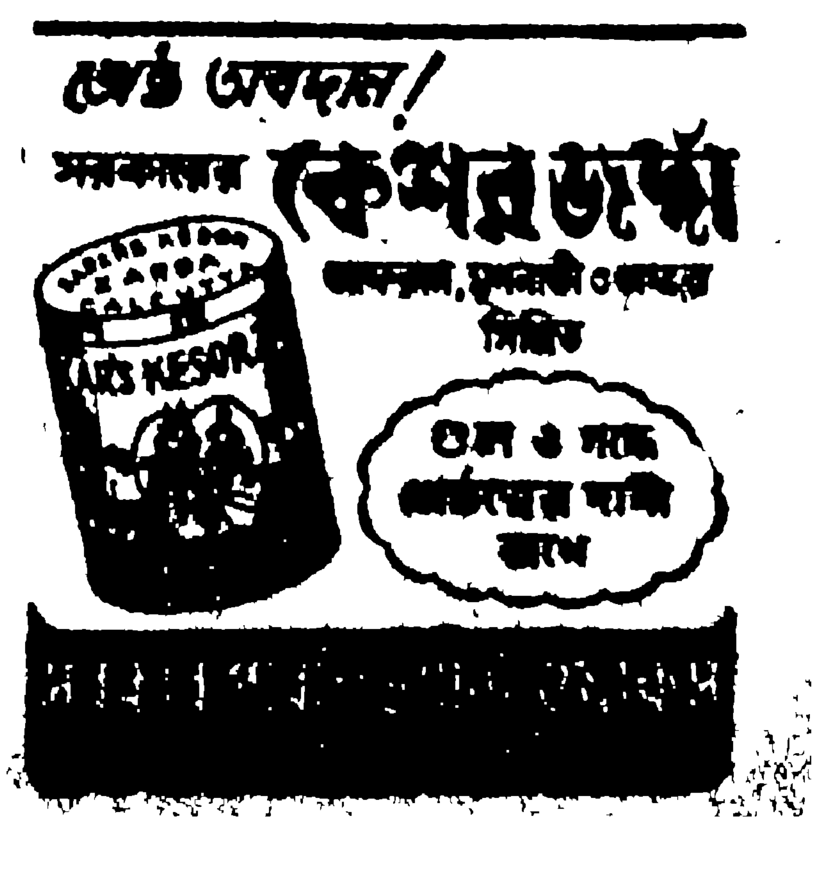

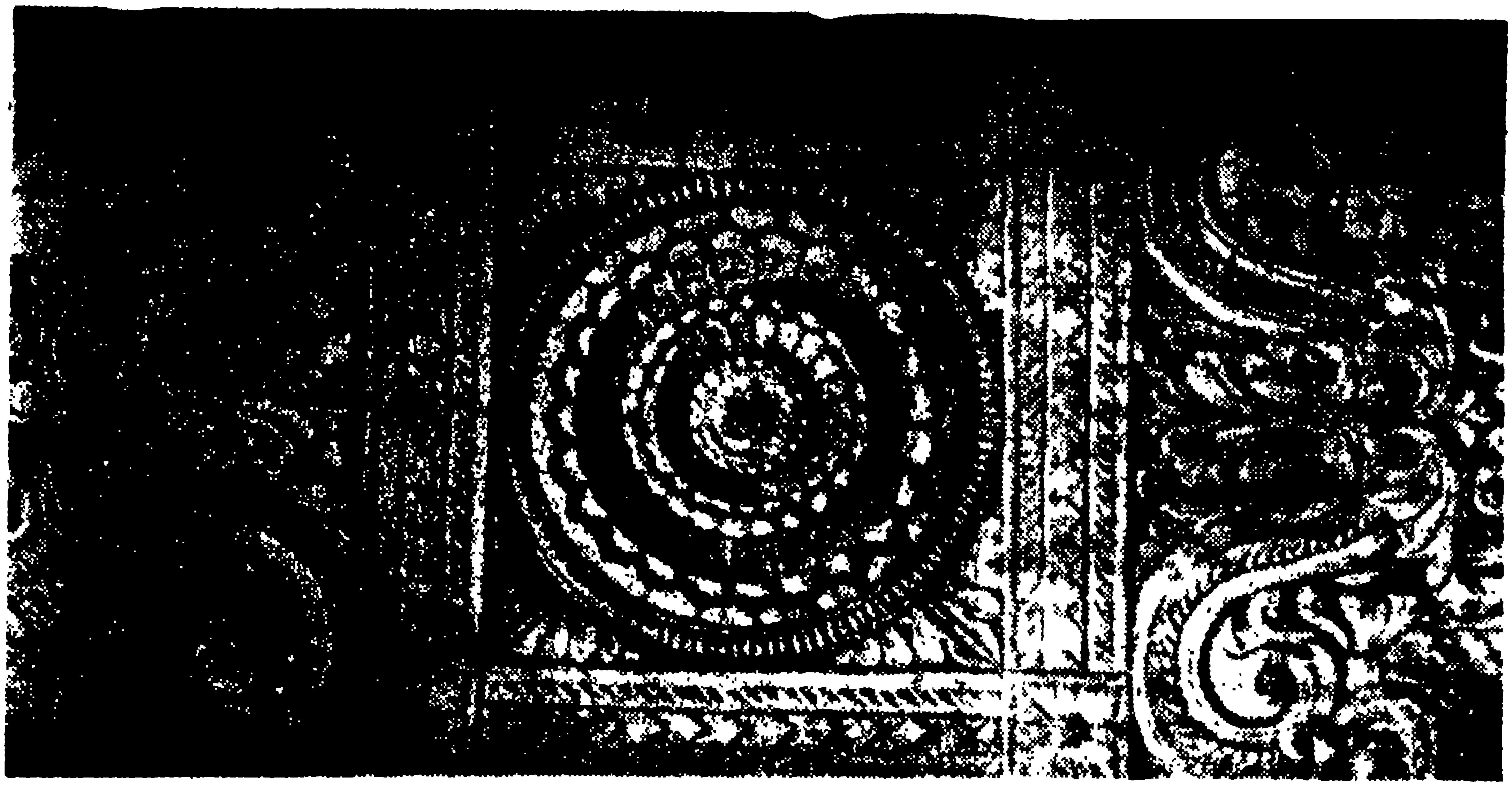

বরগায় অলংকরণ : আটপুর

—"এই গৃহের চালের ভিতর দিকে সরু সূতোর ন্যায় সূক্ষ্ম বেতের কারুকার্য ছিল। তদ্ব্যতীত অভ্র ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের এবং রঙিন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নির্মিত চিকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঐ সকল কারুকার্য নষ্ট হইয়াছে" —(পৃঃ ৯০—৯১)। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ-রকম একটি প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের ছাতের কারিগরির প্রশংসায় বলেছেন—"চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক, সৌন্দর্যপ্রিয়, আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্বক লইয়া চলিল" —(সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩২০)। এই কারুকার্য-গুলির চমৎকারিত্বের নিরিখ হিসাবে উলা বা বীরনগর গ্রামে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা-দর্শনার্থী জনতা নাকি অধিকাংশ সময় ছাতের অপরূপ শোভার দিকেই তাকিয়ে থাকত। অতএব, দেবী স্বপ্নাদেশ দেন যে

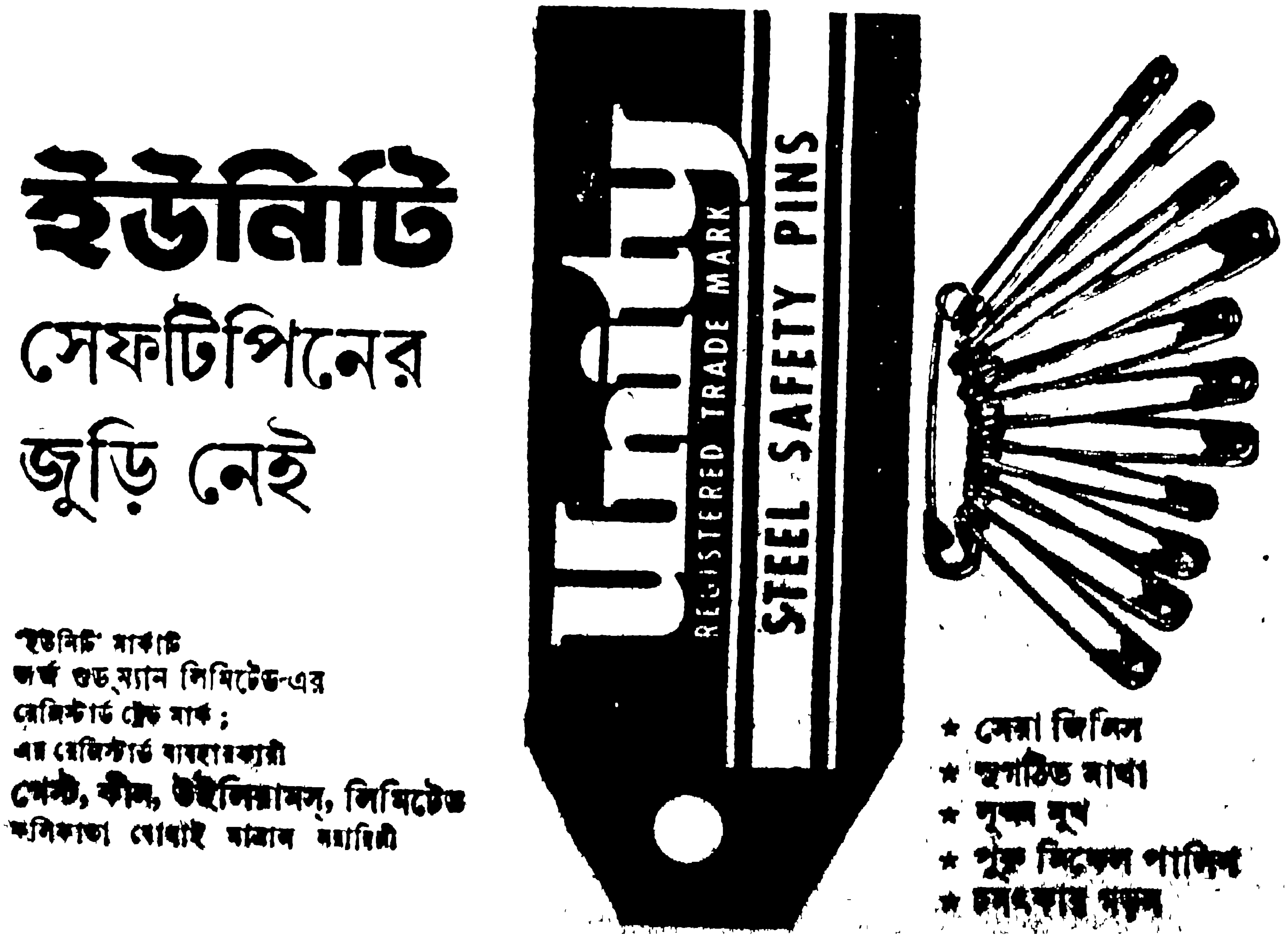

পূজোর ক'দিন যেন চণ্ডীমণ্ডপের চালা ঢেকে দেওয়া হয়।

আটপুর ও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটির ছাতের অলংকরণের আজ সামান্যই অবশিষ্ট আছে। থাম, কড়ি বরগা প্রভৃতিতে সাবেক খোদাইয়ের কাজও কিছুটা মলিন ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়েছে। তবু একথা অক্লেশেই বলা চলে যে এত উৎকৃষ্ট দারুশিল্প শুধু বাংলা দেশে কেন ভারতবর্ষেও বিরল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ-কারুকর্মটির অনুশীলন এখন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। বর্তমান লেখক হুগলি জেলার প্রায় সর্বত্র খোঁজ করেও এই শিল্পীগোষ্ঠীর কোনো উত্তর-সাধকের সন্ধান পাননি। ঢাকার মসলিনের মতো, মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ির মতো অথবা বিষ্ণুপুর বা বীরভূম হুগলির পোড়ামাটির নকশী টালির মতো প্রথম শ্রেণীর এই কাঠখোদাই শিল্পটিও হয়তো চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। আবার কোনো দিন উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতায় এটিকে পুনরুদ্ধার করা যাবে কিনা কে জানে।

শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি ঠিক কবে নির্মিত হয়েছিল বলা শক্ত তবে এটি যে আনুমানিক ২৫০ বছরের পুরাতন একথা বলা যায়। "উলার মুস্তৌফী বংশ" পুস্তকের রচয়িতা শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফীর মতে "উলার মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন হইতেই মুস্তৌফী বংশের শ্রীপুর শাখার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ১১১৮ বঙ্গাব্দে রঘুনন্দন উলা ত্যাগ করিয়া পূর্বতন জেলা বর্ধমানের (বর্তমানে হুগলি) ভাগীরথী তীরস্থ তৎপূর্ব বেণীপুর থানার (বর্তমান বলাগড় থানার) শ্রীপুর গ্রামে বসবাস করেন। উলা হইতে নূতন স্থানে গিয়া যাহাতে পরিবার-বর্গের মনোকষ্ট না হয় সেজন্য তিনি উলা হইতে কারিগর লইয়া গিয়া মুস্তৌফী-বাটির অনুকরণে গড়বেষ্টিত বাটি, দীঘি ও চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। আজিও সেসব শ্রীপুরে বিদ্যমান আছে"—(পৃঃ ১১৫-১৬)। শ্রীপুরে বসতি পত্তনের পাঁচ বছর পরে রঘুনন্দন সেখানকার চণ্ডী-মণ্ডপটি নির্মাণ করান, এ-রকম অনুমান যদি করা যায় তাহলে সেটির প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় ১১১৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক আড়াই শো বছর আগে। এই দীর্ঘকাল এ মণ্ডপটিতে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজো হয়ে আসছে কোনো ছেদ পড়েনি।

কি আটপুরে কি শ্রীপুরে চণ্ডীমণ্ডপ-গুলির অলংকরণে একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। ছাতের অলংকরণের কথা আগেই বলেছি। কড়ি বরগা ও থামগুলিতে খোদাই নকশার কথা এবার বলি। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য পরিস্ফুট করবার সুবিধার জন্য কাঠাল-কাঠ চিরকালই সমাদৃত। এই চণ্ডী-মণ্ডপ দুটিতে সেজন্য কাঠ বলতে কাঠাল-

স্তম্ভশীর্ষের সজ্জা : শ্রীপুর

কাঠই ব্যবহার করা হয়েছে। থামগুলির মধ্য অংশ গোল কিন্তু মূল ও শীর্ষদেশ চতুষ্কোণ এবং লতাপাতা ও নানাবিধ জ্যামিতিক নকশায় এগুলির আপাদমস্তক আবৃত। এই কারুকৃতিগুলি বিশেষ করে থামের নীচের দিকে যেগুলি আছে সেই-গুলি, গত আড়াই শো বছরের রোদ-বৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কেন না থামগুলি চণ্ডীমণ্ডপের খোলা দিকটিতে অবস্থিত বলে অনেকটা অনাবৃত। তবুও স্তম্ভশীর্ষের কারিগরি শ্রীপুরের চণ্ডী-মণ্ডপটিতে এতোই অপূর্ব যে তার তুলনা মেলা ভার। এই প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত একটি ছবি হয়তো একথা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে। কড়ি-বরগা ও সহায়ক কাঠের টুকরোগুলি মণ্ডপের চালার নীচে ঢাকা জায়গায় নিবদ্ধ বলে এদের অলংকরণ এখনও সজীব আছে। কড়ি-বরগাগুলি সাধারণত পদ্মফুলের অনুকৃতি ও লতা পল্লবের জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত। একদা রঙের প্রয়োগে এই শিল্পকর্মগুলিকে আরও চিত্রাকর্ষক করা হয়েছিল মনে হয়; রঙের পলস্তারা এখনও এখানে সেখানে

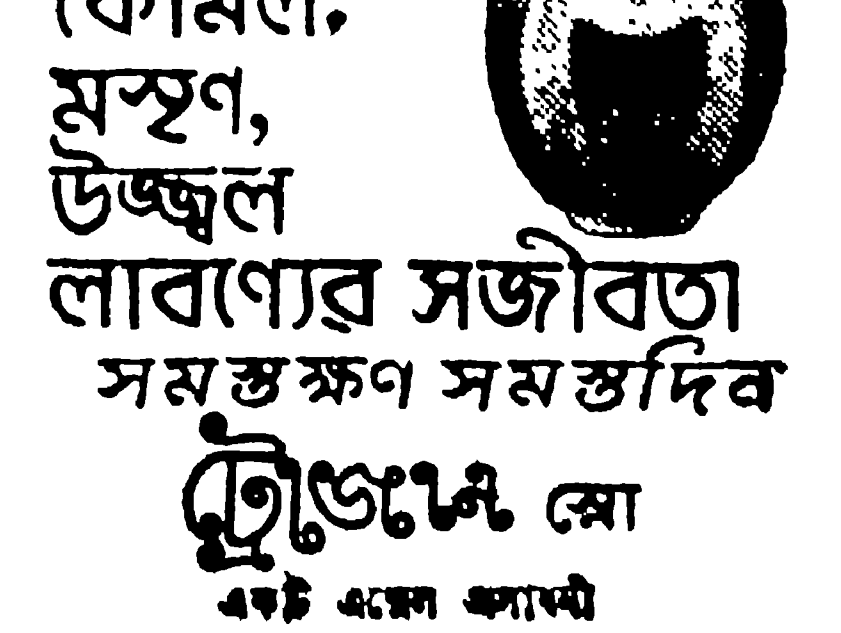

নজরে পড়ে। তবে সামগ্রিক ভাবে, চণ্ডী-মণ্ডপ-শোভার শেষ কথা হল স্তম্ভশীর্ষের সহায়ক কাঠের টুকরোগুলি; যেগুলিকে সুনিপুণ দক্ষতায় খোদাই করে দেবদেবী-মূর্তি বা নানাবিধ সামাজিক কর্মে রত নরনারীর মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এক এক খণ্ড নিরবয়ব কাঠকে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমেত মূর্তিতে পরিণত করা যে কী অসীম নৈপুণ্য ও ধৈর্যসাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। এই মূর্তিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনেও যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ-গোপিনীর মূর্তির পাশেই করালবদনা কালীর অথবা রাধাশ্যামের যুগলমূর্তির পাশেই মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটিতে উৎকীর্ণ আছে, যদিও এ দেবালয়ের রচয়িতা কৃষ্ণরাম মিত্র ছিলেন বৈষ্ণব। সামাজিক নরনারী মূর্তি-গুলিও যে অপূর্ব সৌকর্যে বিধৃত তার যথাযথ বর্ণনা করতে হলে এক পৃথক প্রবন্ধ লেখাই সমীচীন। আঁটপুরের মণ্ডপটিতে ময়ূর কোলে নিয়ে একটি মেয়ের মূর্তি আছে। বর্তমান লেখকের মতে, কেবলমাত্র এইটি দেখবার উদ্দেশ্যেই বহু দূরে ভ্রমণও নিরর্থক নয়।

সৌভাগ্যক্রমে আঁটপুর ও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটি দেখতে বহু দূরে ভ্রমণের প্রয়োজন নেই, যথাক্রমে এ-দুটি জায়গা কলকাতা থেকে আনুমানিক মাত্র কুড়ি মাইল ও চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আর, এ-প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকার অধি-কাংশই যে কলকাতা শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এরকমই আমার ধারণা। হাওড়া ময়দান রেল স্টেশন থেকে মার্টিন কোম্পানীর ট্রেন চেপে আন্দাজ আড়াই ঘণ্টায় আঁটপুর স্টেশনে পৌঁছানো যায়। চণ্ডীমণ্ডপ ও রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির (সেটিও বিশেষ দ্রষ্টব্য) সেখান থেকে দু-তিন মিনিটের পথ পায়ে হেঁটেই যাওয়া চলে। শ্রীপুরে যেতে হলে হাওড়া-কাটোয়া লাইনের বলাগড় স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় আরও দেড় মাইল কি দু'মাইল যেতে হবে। উৎসাহী পাঠক যদি রেলের টাইম-টেবিলে কিয়ৎকাল মনোনিবেশ করেন তবে দেখতে পাবেন যে এ দুটি দর্শনীয় স্থানের যে কোনো একটিতে কলকাতা থেকে একদিনের মধ্যেই গিয়ে ফিরে আসা সম্ভব।

আজকে যখন চারিদিকে দেশপ্রেম জাগ্রত, তখন এ-প্রবন্ধ যদি মুষ্টিমেয় পাঠককেও বঙ্গ-সংস্কৃতির এই দুটি অমূল্য সম্পদ পরিদর্শন করবার জন্য প্রলুব্ধ করে তবে এ-লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবার কারণ ঘটে। দেশপ্রেম মাটি, পাথর বা গাছ-পালার প্রতি প্রেম নয়। জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী তার সংস্কৃতির জন্য ঐতিহ্যে। সেই মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃতির এই ছোট বড় বিক্ষিপ্ত নিদর্শনগুলি। এগুলি মর্ম দিয়ে [illegible] তবেই বহু বিঘোষিত দেশপ্রেম হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থায়ীভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে। আজ তাই সব থেকে বেশী প্রয়োজন ভারতীয় কৃষ্টির যাবতীয় বিকাশের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটানো, যাতে দেশ-হিতৈষণা দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থেকে উৎসারিত হয়।

এ-কাজ একের নয় বহুর। যে যেভাবে পারেন যদি সততার সঙ্গে এ-কাজে হাত দেন তা হলে দেশপ্রেমের বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত, হুগলি জেলার কথাই বলি। রামমোহন, রামকৃষ্ণ অরবিন্দের জন্মভূমি এই জেলায় বঙ্গ সংস্কৃতির বহু অমূল্য সম্পদ এখনও অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, জেলাবাসী সেগুলির খবরও জানেন না। অথচ এই জেলার প্রায় বিশটি কলেজে অনেক শত অধ্যাপক অধ্যাপিকা কাজ করেন। বছরে দুবার দীর্ঘ ছুটি সমেত তাঁদের অবকাশ একেবারে নগণ্য নয়। লেখাপড়ার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু এই শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এবিষয়ে একটু মনযোগী হন তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি ভাল ভাবেই নিষ্পন্ন হতে পারে বলে বর্তমান লেখকের বিশ্বাস।

এই খেদোক্তি মৌচাকে ঢিল মারার কাজ করবে কিনা জানি না। "দেশ" পত্রিকার দপ্তরও রাশি রাশি প্রতিবাদপত্রে আকীর্ণ হবে কিনা সেকথা সম্পাদক মহাশয়ই বলতে পারবেন। আমার সবিনয় নিবেদন—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।"

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)।

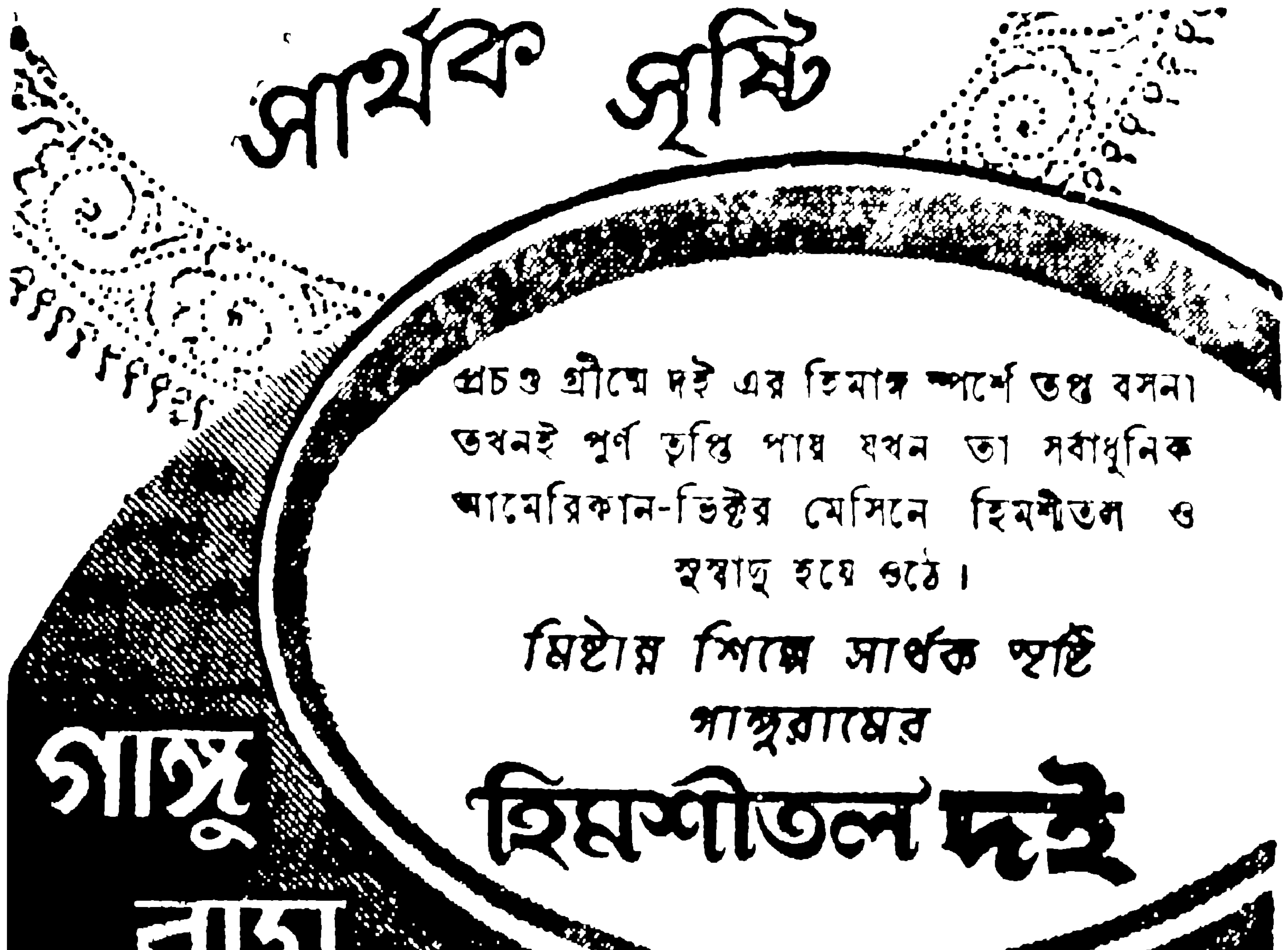

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ আটত্রিশ ॥

যা আন্দাজ করেছে তাই—চারদিন গর-হাজির থাকার দরুন সাহেব বরখাস্ত। দীনু পাটোয়ার নতুন রাখাল রেখেছে। তবে ভাটি অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের অকুলান বলে গোমস্তার কাজ এখনো খালি। শুধুমাত্র সেইটুকু হতে পারে। মাইনে গোমস্তাগিরি বাবদে ছিল তিন। দু-রকমের কাজ একসঙ্গে—ধরে নিলাম তাই পাইকারি দর। এখন এই চাকরির জন্য কত হওয়া উচিত, তুমিই বল সাহেব। সাড়ে-তিন-কি বলো? কাগজ-কলমের কাজ হল বাবুভেয়ের কাজ—দর কিছু বেশিই হবে। মাইনে ঐ সাড়ে-তিন সাব্যস্ত রইল।

সাহেব বলে, পুরানো পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেন পাটোয়ারমশায়। এখানে থাকব না, চাকরী সকালবেলা এসে করে যাব।

দিব্যি হল। টাকাপয়সা যা ছিল সুধামুখীকে মণিঅর্ডার করে একেবারে খালি হাত। আবার কিছু নগদ এসে পড়ল হাতে। সকল দিকে চমৎকার। নিজ রোজগারের ভাত—ঠেক্কে ঠুক্কে থাকতে হবে না, মুরারি বর্ধন কখন এসে ধরে ফেলে!

পচাক এসে বলে, ঢুকিয়ে বুকিয়ে চলে এলাম। শোব আপনার ঘরে, যেমন যেমন বলবেন করে যাব। চাটি করে চাল ফুটিয়ে নেবো—এদের বাড়িতেও নয়। সীমানার বাইরে পথের ধারে জামরুলতলায়।

বাড়ি আজ ওদেরই বটে! ফোঁস করে পচা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে : জীয়ন্তে মড়া হয়ে ওদের বাড়ি পড়ে আছি। গতর থাকলে আমিও আলাদা চাল ফুটিয়ে নিতাম। ওদের ভাত না গিলে আমার যে উপায় নেই!

সেই ব্যবস্থা। জামরুলতলায় পরদিন সাহেব ভাত চাপিয়েছে। তিনটে মাটির ঢেলা উনুনের তিনটে ঝিক, তার উপরে মেটে হাঁড়ি। পুকুরঘাটে স্নান করে সুভদ্রা কলসি নিয়ে হেলতে দুলতে ফিরছে। কাঁখের কলসির মতো দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন—চলনের সঙ্গে সে যৌবনও ছলকে ছলকে পড়ে যেন। সাহেবকে দেখে থমকে [illegible] দেখে।

কি হচ্ছে ঠাকুরপো? রান্না করছ ওখানে?

হুড়কো পার হয়ে ঘাসবন মাড়িয়ে জামরুলতলায় চলে আসে : ব্যাপার কিছুই জানা তোমার? ঠাকুরপোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে বড় ভাগ্যধরী। ঠাকুরপো বেঁধে বেড়ে খাওয়াবে, সে মেয়ে বিনুনি বেঁধে আলতা পরে খাটে বসে পা দোলাবে। মাটিতে পা ছোঁয়াতে হবে না। তোমার সংসারে আজ আমার নেমন্তন্ন ভাই। রান্না হলে পাতা পেতে বসে যাব।

সাহেব জবাব দিল না, শুকনো ডাল-পাতা খুঁটে খুঁটে উনুনে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বলে কি রাঁধছ গো?

ভাত, কাঁচকলা-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

উঃ, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া একেবারে! সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল : হবে আর কোন ছাই পাবে কি কোথায়? আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না, এমনি খেয়েই চলবে বুঝি বরাবর?

সাহেব বলে, মন্দ হল কিসে? দু-দুখানা তরকারি। তার উপরে কাগজিলেবু আর কাঁচালংকা তুলে এনেছি একজনের বাগান থেকে। ও কি জল আমি ইচ্ছে করে কম দিয়েছি, ফ্যান গালবার হ্যাঙ্গামে যাব না তো! ও কি, ও কি, ও কি—

হুড়হুড় করে কাঁখের কলসি উপুড় করে দিয়েছে সুভদ্রা। ভাতের হাঁড়ি জলে ভরতি। ঢেলার উনুন ভেসে গেল জলস্রোতে। সুভদ্রাও সেই সঙ্গে খিল খিল করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যায় : বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠাকুরপো। বর্ধন-বাড়িতে থেকে জঙ্গলে বসে রান্না করে খাবে, লোকের চোখে কি রকম ঠেকবে বলো তো! হবে না। ঘরে যেমন এই ক'দিন খেয়ে যাচ্ছ।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহেব বলে, বড়বাবুর ঐসব কথার পরে, এ বাড়ির ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

সুভদ্রা বলে সদু-ঠাকুরঝি ভাত আনবে না আমি নিজের হাতে এনে দেবো। তবু যদি আটকে যায় হাত বুলাব গলার উপর। ঠিক নেমে যাবে তখন।

বলতে বলতে লঘু কণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে : বড়বাবু যখন বাড়ি থাকে, ঠিক সেই সময়টা ওর চোখের উপর দিয়ে ভাত বেড়ে আনব। আমি এ বাড়ির কেউ নই, ওদের দয়ার ভাত

নীলকন্ঠী গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নতুন উপন্যাস ॥ ৭.৫০ ॥

সেই নারীর ভাগ্য-সমুদ্র মন্থনে উঠল শুধুই তীব্র হলাহল। কিন্তু মেনে নিল না সে—যে বিষে নিজে জ্বলছে বিদ্রোহিণী সেই বিষে জ্বালাতে চাইল ভাগ্যকেও। আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের দুঃসাহসিক মহত্তম সৃষ্টি।

রঙ্গবল্লরী শক্তিপদ রাজগুরুর

নতুন উপন্যাস ॥ ৪.৫০ ॥

প্রেম আর সত্য, বঞ্চনা আর সার্থকতার দ্বিধা-জড়ানো একটি নারীর জীবনালেখ্য। জীবনের পরমতম কামনার সকরুণ কাহিনী।

সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস

শেষ দরবার

দেড় মাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুল

॥ ৪.০০ ॥

নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)-এর

দণ্ডক-শবরী

দুই মাসে দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরুল

১ম পর্ব—৪.০০ ॥ ২য় পর্ব—৫.০০ ॥

॥ একত্রে—৯.০০ ॥

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা—৯

খাচ্ছি—তার একটা ভাল রকম বোঝাবুঝি হওয়া দরকার।

কিন্তু বোঝাবুঝিটা আমায় দিয়ে কেন বউঠান?

তা ছাড়া মানুষ কোথা আমার? মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই পর্যন্ত নেই। বরের ঘাড়ে ভূত চেপে বাড়ি-ছাড়া করেছে—

দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, ভুল বললাম। ভূত নয়, ভগবান চেপেছে। মরুকগে ছাই। কিন্তু তোমায় সামনে করে বড়বাবু বলেছে, তোমাকেই নিত্যি দু-বেলা খাইয়ে তবে সে কথার খণ্ডন হবে। দিক তুলে পিঁড়ি থেকে, দেখি কত বড় ক্ষমতা! এ জিনিস তো অন্য কাউকে খাইয়ে হবে না ভাই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অধীর কণ্ঠে সুভদ্রা বলে, উঠলে না এখনো?

দু-হাতে হাঁড়িটা তুলে আছাড় মেরে ভেঙে দিল, আধ-সিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বলে, রাগের পুরুষ, ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। চলে এসো বলছি—

এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরল। সাহেব স্তম্ভিত। দাঁড়াতে হল হাতকড়ি-পরানো এক চোরের মতোই। ফিক করে সুভদ্রা হেসে পড়ে: দেখ, তুমি আমার হাত ধরেছ বলে চেঁচাব বলেছিলাম। উল্টোটা হয়ে গেল। তোমার বদলে আমাকেই ধরতে হল শেষটা। ধরিয়ে তবে ছাড়লে—তুমি কম লোক! চেঁচাও তুমি এবারে—

সৌদামিনী বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কি করছ ছোটব[illegible] জল নেই বাড়িতে। কলসি নিয়ে ওখানে কি তোমার?

সুভদ্রা হাত ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব বলে, সদু-দিদি কি ভাবল বলুন দিকি?

সুভদ্রা সহজভাবে বলে, কি করে বলি। তোমার রূপে মজে গেছি, তা-ও ভাবতে পারে। শ্বশুর চোর, ভাসুর ফেরেব্বাজ, বর পলাতক। সে বাড়ির বউ নষ্টদুষ্ট হবে, অবাক হবার কি।

কালীঘাট থাকতে কথকতা শুনত খুব সাহেব। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হত, তা-ও শুনত। পুরাণের ঘটনা মনে আসে। কোন জাঁদরেল ঋষি বা রাজা তপস্যায় যখন বড় বেশি এগিয়ে যান, রম্ভা-মেনকা-উর্বশীরা আদা-জল খেয়ে লাগে তপোভঙ্গের জন্য। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই সিদ্ধি। সাহেবের, সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউ সুভদ্রা। চেহারা সকলে ভাল ভাল করে সেই চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। কালীঘাটে একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে দিয়েছিল—প্রণয়ের রেশারেশি ব্যাপারে। বেঁচে উঠল মেয়েটা কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। প্রণয়ীরা তখন সব ভেগে পড়ল। সাহেব ভাবছে তার মুখেও কেউ অ্যাসিড ঢেলে চেহারা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।

সেই দুপুরে ভাতের থালা সুভদ্রা নিজে নিয়ে এলো। জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে গেলাস দিয়ে পরিপাটি করে আগে ঠাই করে গেছে। ঘরের ভিতরে নয়—বাইরের দাওয়ায়। কাছারি থেকে মুরারির আসার সময় হল—ভাগ্যবশে যদি এসে পড়ে, নয়ন ভরে দেখবে। প্রকাণ্ড বগিথালা, ভাতও প্রচুর, মোচার আকারে ঠেসে ঠেসে বাড়া। বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি সাজিয়ে এনেছে। ভাতের থালা নামিয়ে চতুর্দিকে বাটিগুলো সাজিয়ে সুভদ্রা ডাক দেয়: চলে এসো ঠাকুরপো—

সেইমাত্র স্নান সেরে সাহেব উঠানে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। সুভদ্রা বলে, দুটো তরকারি আমি রেঁধেছি। আর সব সদু-ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির রান্না আগে খেয়েছ। আমার কোন দুটো চেখে বলে দেবে।

সাহেব আঁতকে ওঠে: সর্বনাশ, এত ভাত কে খাবে?

বসে পড না তুমি। ভাত বেশি নয়, আগে থাকতে চেঁচিও না।

সামনের উপর সুভদ্রা চেপে বসল। কালীঘাটের সুধামুখী এমনি বসতে যেত, রাগ ক'রে উঠত সাহেব। ভাত ফেলে উঠে পড়বার ভয় দেখাত। আজকে অনেক দিন পরে এত দূরের মুলুকে এসে আবার সেই ব্যাপার।

বিড়বিড় করে সুভদ্রা বলছে, এ পোড়া বাড়িতে কোন জিনিস কাউকে প্রাণভরে খাওয়াবার জো আছে! বড়জা যেখানেই থাকুক ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে। মুখ মিষ্টি মানুষটা হাড়কঞ্জুষ। নিজের হাতে ভাত বেড়ে মাছ তরকারি ভাগ করতে বসবে—অন্যের উপর ভরসা হয় না পাছে সে বেশি দিয়ে ফেলে। যত আঁটিসাঁটি পরের বেলা—নিজের পেটের একগাদা পুষ্যিপাল তাদেরই কেবল গাণ্ডে-গাণ্ডে গেলাবে। বদহজমে সবগুলো সলতে

হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়বে না। তোমার ভাত বাড়ার সময় বড়দিকে ঘেঁসতে দিইনি। খাওয়ার সময় এই যেমন আছি, তখনও এমনি আগলে বসে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়েছি। ট্যাঁস ট্যাঁস করে মুখের উপর বলি, সেজন্য ভয় করে আমার। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে পারল না, ছটফট করে বেড়িয়েছে।

সাহেব সকাতরে বলে, কিছু ভাত তুলে নেন বউঠান। মা-লক্ষ্মীকে ফেলা-ছড়া করতে নেই। লাগলে আবার চেয়ে নেব।

চাইতেই হবে তোমার। সে আমি জানি। আরম্ভ করে দাও, তখন বুঝবে।

কথা কানেই নেয় না। কেমন এক রহস্য-ভরা হাসি হাসছে সুভদ্রা। ভাত ভেঙে নিবে সাহেব হাসির কারণ বুঝতে পারে। ভাত অল্পই, বাড়া-ভাতের ভিতরে সাত-আট খানা মাছের দাগা। মাছ ভাতের তলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বলে, এত মাছ খেতে হবে?

সুভদ্রা বলে, দুই ভাই ওরা, সমান দুই শরিক। ছোট শরিকের প্রাপ্য নিতে পারিনে বলে বটঠাকুর আস্পর্ধা পেয়ে যাচ্ছেন। ওঁদের দশ দশটা ছেলেমেয়ে কতগুলো করে খায় হিসাব করো দিকি।

সাহেব বলে, সেই দশখানা মুখের খাওয়া আমায় দিয়ে খাইয়ে শরিকানা রক্ষা রাখবেন?

দশই বা কেন! তার উপরে ও-তরফের বটঠাকুর নিজে রয়েছেন। আমাদের হা-ঘরে মানুষটা একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে ভিনগাঁয়ে পড়ে রয়েছে। তার হিসাবটাও ধরবে এই সঙ্গে।

সাহেব বলে, এতজনের খাওয়া একলা পেটে সামাল দিতে পারব না। মরে যাব বউঠান, রক্ষে করুন।

আমার যে একজনই তুমি ভাই। একলার বেশি কোথা পাই?

গলাটা কেঁপে উঠল বুঝি সুভদ্রার। সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে তাড়া দিয়ে ওঠে: মাছ কখানা মেলে রেখেছ কোন আক্কেলে শুনি? বড়গিন্নি দেখতে পেলে পুটপুট করে বটঠাকুরের কাছে লাগাবে। ছুতো পেয়ে সে মানুষ চেঁচিয়ে জানান দেবে। যে কলঙ্ক এড়াতে চাইছ সেইটেই ঘটে যাবে। কিনা, ভালবাসার মানুষকে চুরি করে মাছ খাওয়াচ্ছি। ভাত চাপা দিয়ে দাও, যেমন করে নিয়ে এসেছি। আস্ত এক-একখানা মুখের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করো। পুরুষমানুষ হয়ে এটুকুও না পারবে তো বাসি বাইটার কাছে ঘোরাঘুরি কি জন্যে? বাড়ি ফিরে মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের মতন বউ হয়ে বোসোগে।

ফিসফিসানি কথা—পচা বাইটার কিন্তু কান এড়ায়নি। ঘরের মধ্য থেকে সে বলে, খেতে বসেছি বুঝি সায়েব? রোগা মানুষ আমারও যে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। আমার ভাত কে এনে দেয়!

সুভদ্রা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: রোজ যে-মানুষ এনে দেয়, তাকে ডাকলেই তো হয়। আমি করে দিয়ে থাকি, আমায় কেন ঠেশ দিয়ে বলা?

সদয় হয়ে নিজেই ডেকে দেয়: ঠাকুরঝি, অ সদু-ঠাকুরঝি, ভাতের জন্য মূর্ছা যায় এদিকে মানুষ। কখন ভাত দেবে?

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। কোথায় কোন কাজে আছে, বাড়ির ভিতরেই নেই হয়তো। পচা বাইটা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে: যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলাম, তা বলেও কারো দয়ামায়া নেই। রোগা মানুষটা না খেয়ে পড়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কানে শুনেও সাড়া দেবে না।

সুভদ্রা টিপ্পনী কাটে: দুয়োর থেকে ফিরে আসতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? ঢুকে পড়লেই তো হত।

ক্ষেপে গিয়ে পচা বলে, হারামজাদীর কথা শোন একবার। জন্মের পরে বাচ্চাকে মধু খাওয়ায় তোকে বোধহয় নিমপাতা বেটে খাইয়েছিল।

নিঃশব্দে হেসে হেসে সুভদ্রা যেন পরমানন্দে উপভোগ করছে। সাহেবকে বলে, দোষ কিন্তু তোমারই ঠাকুরপো। এ যাত্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা তুমি ছাড়া কারো সাধ্য হত না। মানুষটার কষ্টের জন্য দায়ী তুমি। নিজে কষ্ট পায়, বাড়িসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে মারে।

পচা গজরাচ্ছে: এত কথা কিসের—সদুকেই বা ডাকাডাকি কেন? মুঠোখানেক ভাত নিজে এনে দিলে হাতে কুড়িকুষ্ঠ হবে নাকি?

হতেও পারে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভাললোকের সেবায় পুণ্য। পাপীর সেবা মানেই তো পাপকে জিইয়ে রাখা বেশিদিন ধরে।

আর যাবে কোথায়! অসুখ থেকে উঠলে কি হয় মুখের জোরটা দিব্যি আছে। রেরে করে উঠল: ওরে আমার পুণ্যির বস্তা! চোখে দেখতে হয় না আমার এমনিই সব টের পাই। শোন তবে লো রাই, কুলের কথা কই—

আর হাসিতে ফেটে পড়ে এদিকে সুভদ্রা। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, চালাও না, চালিয়ে যাও শ্বশুর-ঠাকুর—

সাহেবকে বলে, শুনে নাও ঠাকুরপো, কী সমস্ত বিশেষণ আমার!

সাহেব ধমকের সুরে বলে, শ্বশুর গুরুজন—তাকেই বা আপনি কেন অমন করে বলেন?

সুভদ্রা পাড়াগাঁয়ের চলতি মোটা রসিকতা করে একটা: আর লোকের শ্বশুর গুরুজন, আমাদের ইনি গরুজন।

হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায় সুভদ্রার কণ্ঠে। বলে, দশের মধ্যে মুখ তুলতে পারিনে। বাইটাদের বউ বলে চোখ টেপাটেপি করে। ঐ মানুষের ছেলে হওয়ার

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
দেড় টাকা
সাতটা থেকে দশটা
ন'টা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
প্রতিখানি এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১।১।১এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

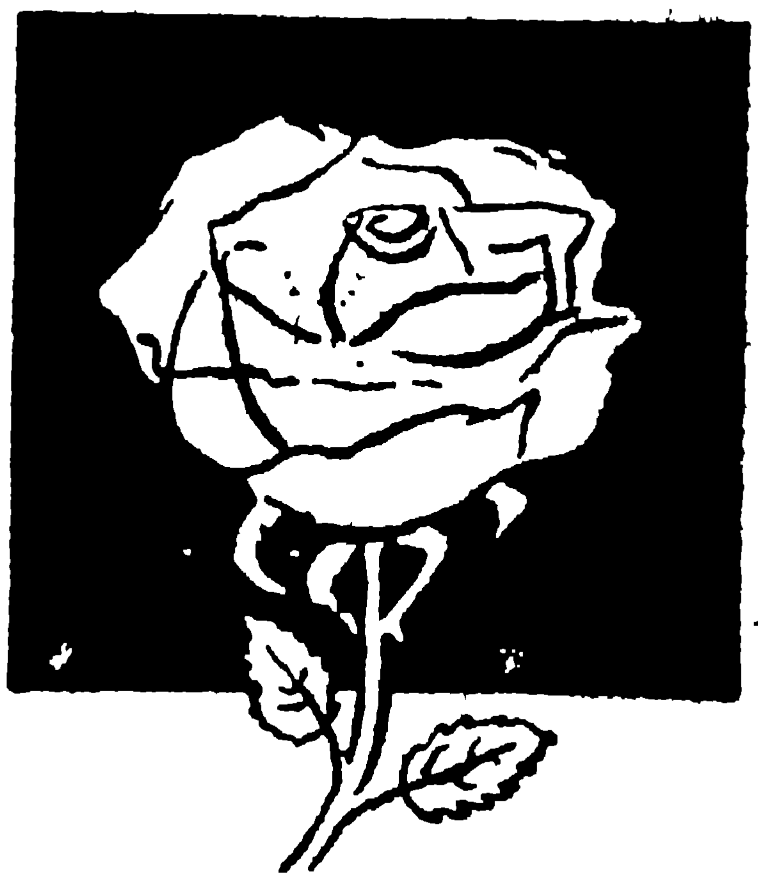

বৃহৎ আকারের
গোদরেজ নং১
প্রথম উদ্ভিজ তৈলজাত স্নানের সাবান — এবং এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ সাবানের অন্যতম।

অপূর্ব গোলাপের সুগন্ধযুক্ত
গোদরেজ
গোদ্রেজ সোপ্‌স প্রাইভেট লিমিটেড নির্মিত

তোমার ছোড়দা দেশান্তরী হয়ে ... চোখেই তো দেখে এসেছি ভাই। অত ... কাছারির নায়েব বটঠাকুর খরচা করে ... কোঠা-ব্যানিয়েও বাড়ির নাম বর্ধন-... করে তুলতে পারলেন না, সেই চিরকেলে ...টা-বাড়ি রয়ে গেল। মানুষটা মরে পুড়ে ... না হলে কলঙ্কের মোচন নেই।

...লে যাচ্ছিল সুভদ্রা এক সুরে। হঠাৎ সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বলতাম না এত সব ঠাকুরপো। মুশকিল হয়েছে, গাঁদালিপাতার ঝোল রান্না হয় নি। ঐ ছাড়া কবিরাজ আর কোন তরকারি দেবে না। সদু-ঠাকুরঝির খেয়াল ছিল না—বাগানে বাগানে এখন সে গাঁদালি-পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝগড়াঝাটি গালি-গালাজে ভুলে আছে, নইলে ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পাগল করে তুলত। যতক্ষণ ঠাকুরঝি না আসে, আমায় এমনি চালিয়ে যেতে হবে।

গালির স্রোত অবিশ্রান্ত চলেছে। নির্বিকার সুভদ্রা। এক-একবার বড় অসহ্য হয়ে ওঠে, দু-হাতে সেইসময় কান চাপা দেয়। হাসি-ভরা মুখে মৃদুকণ্ঠে গল্প করছে সাহেবের সঙ্গে, খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে উঠে না পড়ে সতর্ক চোখে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। একবার মনে হল, গালির তেমন যেন আর বাঁধন নেই। সৌদামিনী এখনো ফিরল না—বুড়োমানুষের দম ফুরাল নাকি?

ভাণ্ডার সুভদ্রার জোগানোই থাকে। মুখ টিপে একটুখানি হেসে ঘরের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শোন ঠাকুরপো, কচি মেয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলাম। শাশুড়ি বেঁচে নেই, ভালবেসে শ্বশুর নিজে এই সোনার চুড় পরিয়ে দিল। বলে, শাশুড়ির হাতের জিনিসটা, তোমার নাম করে রেখে গেছে ছোটবউমা। ভাবি, সত্যিই বা! বড়দির কাছে পরে টের পেলাম, সমস্ত মিথ্যে, বউ-পরিচয় হবে বলে টাটকা সিঁধ কেটে এনেছে। কোন আটকুড়ো বাড়ির অপয়া জিনিস—বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতে তাই হাতে পরিয়ে দিল। বাঁজা নাম আমার সেইজন্যে ঘুচল না।

এত কুৎসা-গালিগালাজে যা হয় নি—নিজের এই কথায় সুভদ্রা-বউয়ের চোখ দুটো ছলছল করে আসে। বলে, বাঁস বাইটার কি! দুই বেটার বউ—একটার যেমন হল না, আর একজনে তেমনি গণ্ডায় গণ্ডায় উশুল করে দিচ্ছে। বছর বছর দিয়ে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগির মতো। বলব কি ভাই—অন্ধকারে দরদালানে পা ফেলতে ভয় করে। কোনটা কোন্ দিকে পড়ে আছে—পা চাপিয়ে না বসি। আর আমার নিজের ঘর—সে ঘরে জগঝম্প পেটাও, ট্যাঁ করে উঠবার কেউ নেই।

পচার গর্জন উঠল: ফেরত দিয়ে দে হারামজাদি আমার গয়না। নিরেট সোনার জিনিস, একগাদা পাথর বসানো। আমার বুড়ো বয়সের তবু একটা সম্বল। অপয়া যদি তো হাতে নিয়ে ঘুরিস কেন রে? ভোগ-ব্যাভার করবি, মুখে এদিকে শতেক নিন্দে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতদিন রাখতে পারিস হাতে। না দেখে ছাড়ব না।

আর সুভদ্রা এ-সব কথায় নেই, সৌদামিনীকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেছে। রান্না-ঘরে সে গাঁদালির ঝোল রাঁধুক, ক্রোধের জের অন্তত ততক্ষণ অবধি চলবে। সাহেবকে নিয়ে পড়ল আবার। বলে, কী তুমি ভাই, গলা দিয়ে যে ঢুকতে চায় না, গলার নলি নিরেট বুঝি তোমার? মাছ তো তিন-চারটে বাকি। বড়গিন্নি আসছে—যা থাকে মুখে পুরে ফেল। শিগগির, শিগগির—। জিভ দিয়ে টাকরায় ফিরিয়ে এনে খুশি মতন এর পর জাবর কেটো।

সুভদ্রাকে বাঁচানোর জন্য করতে হল তাই সাহেবকে। মিছে কথা—কোথায় বড়বউ! ফাঁকিজুকি দিয়ে খাইয়ে সুভদ্রা হি হি করে হাসে। থালা শেষ হল তো সুভদ্রা তাড়া-তাড়ি জামবাটি ভরে দুধ গরম করে নিয়ে আসে। দুধের মধ্যে মর্তমান কলা আর নলেন-পাটালি।

বলে তাকিয়ে কি দেখ চকচক করে চুমুক দিয়ে যেল। হিসেব করে দেখ, বড়গিন্নির দশ বাচ্চায় মিলে কত সের দুধ টানে। তার উপরে বটঠাকুরের গোঁফ ভিজিয়ে ক্ষীর খাওয়া আছে। আমি সেখানে কী পেলাম?

আর, ঘরের বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত বাইরে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। গাঁদালি-ঝোল ভাত এসে পড়লে তবে সেটা বন্ধ।

সিঁধের কথা উঠল।

পচা বলে, সাত রকম সিঁধের কথা বললি তুই—মোটে সাত?

সাহেব বলে, আমি কি জানি আর কি বলব। বলাধিকারী বলেছেন। কথা তাঁরও নয়। পুরানো সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা।

ছিল তাই হয়তো সেকালে। এখন সিঁধ আর সাতের মধ্যে নেই। সাত কেন, সত্তরেও কুলাবে না। এক এক দলের কাজ এক এক কায়দায়। আজেবাজে লোকে তফাত ধরতে পারে না। অনেক দলের আবার হাতে-লেখা নিজস্ব বই থাকে। গোড়ায় কোন মস্ত মনুষ্যের মুখ থেকে [illegible] [illegible], তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
কাটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্মরোগে
সালফা-অয়েন্টমেন্ট
ও, আর সি, এল, লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

দেন। এ-দল ও-দলের মধ্যে কাজের ফারাক হবেই, যার চোখ আছে সে বলে দিতে পারে। আমার একদিন ছিল তাই, কাজ দেখে কারিগর বুঝতে পারতাম। এখন নজরের জোর নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনে আর তেমন।

নিশ্বাস ছেড়ে পচা বাইটা আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল। মুখ তুলে আবার বলে, বটুক-দারোগা সবে নতুন এসেছে। আমার কাজকর্মের কথা শুনেছে—পিছনে লাগেনি তখন অবধি, ভাব রেখে চলে। এই সোনাখালিরই এক বাড়ি সিঁধ—দারোগা নিজে হন্দমুন্দ দেখে শেষে আমায় ডাকাল। জাতিয়ে দিচ্ছে : তোমার গাঁয়ের উপর অন্য কারিগর ঢুকল আস্পর্ধাটা বোঝ বাইটা।

সাহেবও অবাক এতবড় আস্পর্ধার কথা শুনে। নিয়ম হল, এক চোরের গাঁয়ে অন্য চোর ঢুকবে না। এই সুখে চোরের গাঁয়ের লোক রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দুয়োর খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই।

অবাক হয়ে সাহেব বলে, আপনার গাঁয়ে এসে সিঁধ কাটে এমনটা হয় কি করে বাইটামশায়?

পচা বলে, বলছি তো সেই কথা শোন। অন্যায় করেছে ঠিক কিন্তু আমিই তার বিহিত করব। দারোগা ঢুকে পড়ে উপর-ওয়ালার পশার বাড়াবে কেন সেই নিমিত্তের ভাগী হতে যাই?

বটুক দাস প্রস্তাব করলেন, কারিগরের নামটা বলো বাইটা দুয়ে মিলে সায়েস্তা করে দিই।

পচা আকাশ থেকে পড়ে : আমি কি করে জানব বলুন। টের পেলে কি হতে দিতাম?

দারোগার কাছে ঘাড় নেড়ে এলাম। কিন্তু কাজের ধারা দেখে পচা বুঝেছে কারিগর মুন্সি আবুদ্দি ছাড়া কেউ নয়। দো-চালা বাংলাঘর তার ভারি পছন্দ বাড়ির সাত আটখানা ঘর সমস্ত ঐ চৌরিঘর সে বাঁধে না। সিঁধেরও হুবহু সেই ঢং—বাংলাঘর আড়াআড়ি যেমন দেখতে হয়।

আবুদ্দির কাছে গিয়ে পড়ল : আমার পড়শির উঠোনে কোন্ সাহসে তুমি চলে গেলে?

আবুদ্দি বলে, সে জায়গায় তুমি ঢুকবে না, অন্য কেউ ঢুকতে পাবে না—মজা হল বেশ গৃহস্থের। রাজরাজড়ারা গড় বানিয়ে থাকত, সেইরকমটা হয়ে দাঁড়াল। দল তো আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাব সেখানকার কারিগর এসে ঠিক এই কথা বলবে। সিঁধকাঠি তবে তো গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

অর্থাৎ পচা বলেছিল, বাইটা আর আবুদ্দি কারিগর এক হল নাকি?

আবুদ্দি খাতির করত পচাকে মনে মনে [illegible] তখন চুপ করে রইল। [illegible] আমার

মক্কেলের দাওয়ায় রাতারাতি ফেরত রেখে গেছে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ পচা এক প্রশ্ন করে বসে : জবাব দে সাহেব, দেখি জ্ঞান-বুদ্ধি তোর কেমন। সিঁধকাটা সারা, অপর যা-কিছু করণীয়, সমস্ত হয়ে গেছে। এবারে কারিগর নিজে তুই সিঁধে ঢুকবি। কিভাবে সেটা—মাথা আগে দিবি না পা?

গুণীরা এই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। মতভেদ আছে, সুবিধা-অসুবিধা উভয় দিকেই। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে আছে, সিঁধের গর্তে চোর মাথা দিতে যাচ্ছে, সর্দার হাঁ-হাঁ করে ওঠে : পরের ঘরে পা দুটোই ঢুকবে আগে। পচা বাইটারও সেই মত—সকল অঙ্গের আগে পা চালান করে দেওয়া। ঢোকার আগে নানান রকমে তুমি পরখ করে নিয়েছ তা হলেও এক-একটা ঘাগি গৃহস্থ থাকে ধাপ্পায় তাদের ভোলানো যায় না। চোর ধরবে বলে বাপ-বেটায় ধরো সিঁধের পাশে ঘুণ হয়ে বসে আছে। উঠছে পা উঁচু হয়ে—উঠুক, উঠতে দাও। বেশ খানিকটা উঠে গেছে—দুটি পা দু জনে চেপে ধরল অমনি 'কালী' 'কালী' বলে।

সেই উৎকট অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করে পচা বাইটা খিকখিক করে হাসে। বলে, গৃহস্থ চোরের পদধারণ করে আছে, যেন ঠাকুর ঘরে এলে যেমন হয়। কত বড় ইজ্জত দেখ ভেবে সাহেব।

একচোট হেসে নিয়ে পচা বলে, গৃহস্থ পা এঁটে ধরেছে, বাইরে থেকে ডেপুটি ওদিকে কারিগরের মাথা ধরে টান। ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলতে না পারে। পাহারাদার খোঁজদার—যারা সব এদিক-ওদিক ছিল, তারাও ধরেছে ডেপুটির সঙ্গে। কারিগরকে নিয়ে যেন দড়ি-টানাটানি—একবার বাইরের দিকে খানিকটা আসে, ঢুকে যায় আবার খানিকটা ভিতর দিকে। পা আগে দিয়েছিল তাই রক্ষে—এতক্ষণ ধরে এই কাণ্ড চলছে, কারিগরের তবু নিশানাদিহি হয় নি। মুণ্ডু বাইরের দিকে মুণ্ডু না দেখতে পেলে মানুষ চেনে কি করে? ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল এরা—গৃহস্থের টানের চোটে কারিগর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠেকানোর কোনরকম উপায় নেই। তখন কি করতে হবে বল্।

কোন জবাব দিতে গিয়ে বেকুব হবে, ওস্তাদের খিঁচুনি খাবে—সাহেব একেবারে চুপচাপ রইল। পচা নিজেই তখন বলে দেয় আর সর্বনাশ—কানে শুনেই সাহেবের আপাদমস্তক হিম হয়ে গেল।

কথার কথা নয়, কাপ্তেন কেনা মল্লিক

প্রকাশিত হ'ল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক গ্রন্থ

কেউ তত লাজুক নয় ৪·০০

● আর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ●

সাগরময় ঘোষ ●	দণ্ডকারণ্যের বাঘ ●	৩·০০
রূপদর্শী ●	ব্রজবুলি ●	৩·৫০
বিমল কর ●	এই দেহ অন্য সুখ ●	৩·০০
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ●	যখন যেখানে ●	২·৭৫
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ●	স্বপ্নসম্ভার ●	৩·৫০
প্রমথ চৌধুরী ●	রবীন্দ্রনাথ ●	২·৫০
আনন্দকিশোর মুন্সী ●	পরম লগনে ●	৪·৫০
বিমলাপ্রসাদ সম্পাদিত অলৌকিক গল্পসংকলন	অন্যভুবন	১০·০০

যন্ত্রস্থ :

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের	কুমারসম্ভবের কবি	৩·৫০
রূপদর্শীর শ্রেষ্ঠ রচনা	চেনামুখ	৩·৫০

: প্রাপ্তিস্থান :

৪১বি রাসবিহারী এভেন্যু কলি-২৬ ফোন: ৪৬-৭৫২৯
গ্রন্থভারত

কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

১/৩২এফ, প্রিন্স গোলাম মহ রোড কলি ২৬ ফোন: ৪৬-৪৮৭৭

সত্যি' সত্যি তাই করেছিল। না করে উপায় ছিল না। ঈশ্বর মান্না পুরানো লোক, মল্লিকের দলের পাকা সি'ধেল। এ হেন কারিগরকেও একবার সি'ধের মুখে ধরে ফেলল, পা ধরে হিড়হিড় করে ভিতরে নিয়ে তুলছে।

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ, বাঞ্ছিতলাভ, প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২৲ টাকা পাঠাইলে জানান হইবে। ভট্টপল্লীর পুরশ্চরণসিদ্ধ নবগ্রহকবচ সর্বগ্রহদোষ নাশক সুখ ও শান্তিকারক। দক্ষিণা ৭·০০

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০৲ টাকা। অর্ডারের সঙ্গে নাম গোত্র জানাইবেন। জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। **অধ্যক্ষ ভট্টপল্লী জ্যোতিঃসংঘ**, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

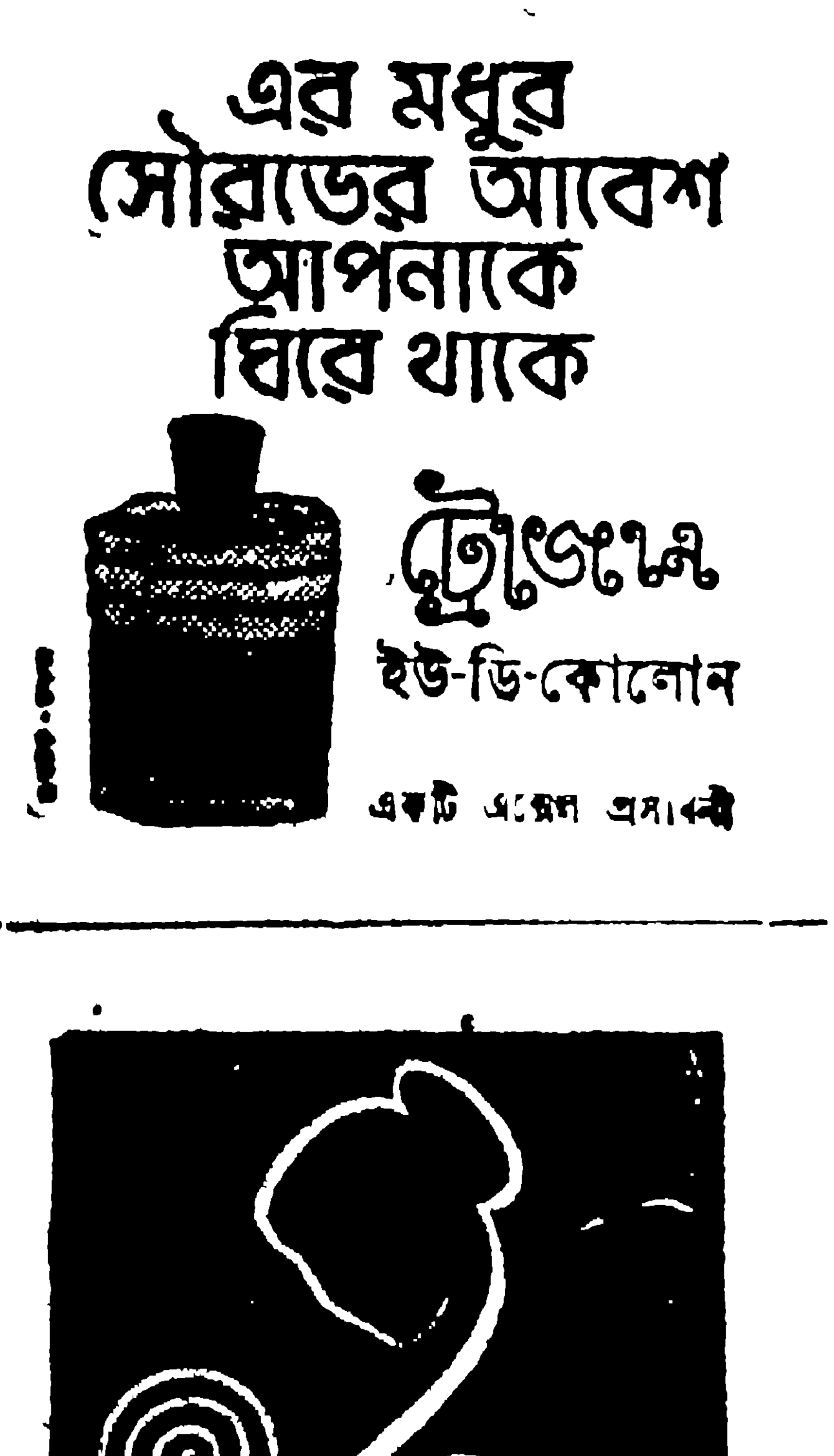

হেসোদা'র এক কোপে মুণ্ডু কেটে নিয়ে দৌড়। খাও কলা গৃহস্থ। উল্টে রক্তাক্ত কাটা-ধড় নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা। নলের একজন গেল, দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই—কিন্তু মানুষটা চিনলে গোটা নল ধরেই টান পড়ত, অন্ন যেত বহুজনের। ঐরকম অবস্থায় পড়ে বিবেচক কারিগর নিজেই কত সময় বলে, গায়ের বলে পেরে উঠবি নে তোরা, মুণ্ডু নিয়ে সরে পড়্—

সাহেবের মুখ ছাইয়ের মতন সাদা। ভাব দেখে পচা খুশিই বরঞ্চ। বলে, আমারও এ-সব গরপছন্দ। মল্লিকটা চোর নয়, ডাকাতও নয়—দোঁআশলা একরকম। আমাদের কাজ হল—মাল বেমালুম সরে আসবে, মানুষের গায়ে কাঁটাখানাও বি'ধবে না। সে মানুষ দলের হোক আর মক্কেলেরই হোক।

সাহেবের দু-গালে মৃদু মৃদু চাপড় মারে: গুম হয়ে রইলি কেন? ধরে নে কিছুই হয় নি, মক্কেলের ঘরের মধ্যে বেহু'শ হয়ে ঘুমুচ্ছে। নির্গোলে তুই তো সি'ধে ঢুকে গেছিস—তারপর?

সাহেব সসংকোচে বলে, সেকালের কায়দা একটু-আধটু বলতে পারি—পু'থিপুরাণে যা আছে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শুনতাম। সি'ধে ঢুকে পড়ে শর্বিলক সকলের আগে ঘরের দরজা খুলে দেয়—নির্গমের পথ।

পচা ঘাড় দুলিয়ে বলে, এখনো তাই। তার আগেও কিন্তু কাজকর্ম আছে।

সাহেব বলে, আগ্নেয়কীট ছাড়ল, দীপশিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পাখার ঝাপটায় পোকা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেজেয়। চোরের ভয়ে আর রাজার ভয়ে ধনরত্ন লোকে মেজেয় পু'তত। সেইখানকার বীজ ফটফট করে ফুটে যাবে।

হেসে উঠে সাহেব কথাটা ফলাও করে দেয়: রাজা আর চোর দুটোরই ভয় তখন। রাজা মানে যদি জমিদার-চকদার দারোগা-চৌকিদার বলেন, বেশি ভয় এখনো তাদের নিয়েই।

পচা সায় দিয়ে বলে, আমরা যদি হই ট্যাংরা-পু'টি তারা রাঘব-বোয়াল। সাবেকি বীজ ছড়ানোর নিয়মটা আজও ঠিক চালু রয়েছে—আমরা ছড়াই মটরকলাই।

ঘরে ঢুকবার প্রণালীটা পচা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে। পা থেকে উঠতে উঠতে আস্তে আস্তে গোটা দেহটা উঠে গেল। সোজা উঠে দাঁড়াতে নেই, উঠতে গিয়ে ঠকাস করে হয়তো মাথায় ঘা লাগল, কিম্বা মাথার ঘায়ে একটা কিছু পড়ে গেল আওয়াজ করে। গুটিসুটি হয়ে বসবি একটুখানি। মুঠোখানেক মটরকলাই ছড়িয়ে দিয়ে কান পাতবি। আওয়াজ [illegible]

তোরঙ্গ খাটবিছানা—প্রতিটি জিনিষের আলাদা আওয়াজ। ঘরের কোন দিকে কি রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজে এসে গেল। কলাই আর এক রকমের আছে, সাদা রং করা। ছড়িয়ে দে তাই এবারে। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চোখে সয়ে এসেছে, সাদা জিনিস দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কতটা উ'চুতে কোন মাল তা-ও এবার বোঝা গেল। ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভয়ে লেগে যা এইবারে।

সাহেব অঘোর ঘুমে ঘুমোচ্ছে। গভীর রাত্রে পচা বাইটা নিঃশব্দে তক্তাপোশ থেকে নেমে তার গায়ে হাত দিল: চল্—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সাহেব বলল, কোথা?

পচা খি'চিয়ে ওঠে: গুরু ধরেছিস তো তর্ক করবি নে। বলছি যেতে, তাই চল্।

দূর বেশি নয়, বেশি হাঁটবার তাগত হয়নি এখনো পচার। কোন দিন হবে কিনা কে জানে! গোটা দুই বাঁশবন পার হয়ে পরামাণিকদের বাড়ি। সেই বাড়ি ঢুকে পড়ল।

ফিসফিসিয়ে পচা বলে, টিপে টিপে হাঁটনা এবারে—বেড়ালের চলাচল। বেড়ালের পায়ে তুলোর গদি। কেমন করে ই'দুর ধরে দেখেছিস ঠাহর করে? গর্তের পাশে চুপটি করে আছে। গদির গুণে ই'দুর টের পায় না। যেই বেরুল ঝাঁপিয়ে অমনি টু'টি কামড়ে ধরে। চোরের পা-ও সেইমতো চতুর। হাঁটছিস, তার শব্দ নেই। পাঁই-পাঁই করে দৌড়চ্ছিস উ'চুনিচু মাঠ-জংগল ভেঙে—তিল পরিমাণ শব্দ হবে না, হোঁচট খাবিনে। পায়ের তলায় তোরও যেন এক বিঘত পুরু গদি। দেহের সর্ব অংগ সামনে এনে ফেলতে হবে, হুকুমের গোলাম—যাকে যেমন বলবি সেই মতো তামিল করে যাবে। এই যেদিন হবে—জানলি বিদ্যা রপ্ত হয়েছে কিছু। বড় কঠিন বিদ্যা—সেই জন্যে বড় বিদ্যা বলে।

শর্বিলকের কথা সাহেবের মনে পড়ে যায়। হাজার দুই বছর আগেকার মহাগুণী সেই চোর! চলনে বিড়াল, ধাবনে মৃগ, ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাজপাখি। মানুষ সজাগ কি সুপ্ত শু'কে শু'কে ধরে ফেলে কুকুরের মতো। সরে পড়বার সময় সাপ। ম্যাজিকের মতন পলকের মধ্যে চেহারা ও পোশাক বদলে ফেলে। নানান ভাষায় কথা বলে—স্বয়ং বাগ্‌দেবী যেন চোরের সত্তায়। রাত্রিবেলা দীপের মতো উজ্জ্বল, সঙ্কটে ঢোঁড়ার মতো অবিচল। ডাঙায় ঘোড়া, জলে নৌকো, স্থিরতায় পর্বত। যখন ঘিরে ফেলেছে তখন সে গরুড় তুল্য। খরগোসের মতন চটুল চোখে চারিদিক সে দেখে নেয়। [illegible]

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ সতের ॥

মুস্তাংগ যে তলে তলে কম্যুনিস্ট চীনের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, এ খবরটা প্রথমে দেন একটা জাপানী পর্বত অভিযাত্রীদল। কিন্তু সে সংবাদে নেপালী শাসকেরা তখন বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

এই জাপানী অভিযাত্রীরা ১৯৫৪ সালে মানাসালু পর্বত শিখরে উঠবার জন্য মুস্তাংগে (পশ্চিম নেপালে) গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের কাছে নেপাল সরকারের অনুমতিপত্র ছিল। অকস্মাৎ একদিন তারা বিস্মিত হয়ে দেখলেন কয়েকজন চীনা ভাষাভাষী অফিসার 'এই অভিযাত্রীদল কার হুকুমে এই অঞ্চলে ঢুকেছে' এ সম্পর্কে তাঁদের কাছে কৈফিয়ত তলব করছে। অভিযাত্রীরা জানতে চাইলেন যে এই প্রশ্নকর্তাদের পরিচয় কি? চৈনিক ভাষী অফিসাররা জানাল তারা মুস্তাংগের রাজার কর্মচারী। তখন এই জাপানী অভিযাত্রীরা জানালেন তাদের কাছে এই অঞ্চলে প্রবেশের জন্য নেপাল সরকারের হুকুমনামা আছে। "এ কথার উত্তরে, অভিযাত্রীদলের নেতা সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন "মুস্তাংগের তথাকথিত ঐসব রাজকর্মচারী রূঢ়ভাবে আমাদের জানান যে এই এলাকা মুস্তাংগ রাজার এলাকা। কাঠমাণ্ডুর হুকুম এখানে খাটবে না। মুস্তাংগ কাঠমাণ্ডুর শাসন মানে না।" তারপর অভিযাত্রীদলকে মুস্তাংগ রাজের হুকুমনামা নিতে বাধ্য করা হয়।

১৯৫৬ সালে মুস্তাংগ অঞ্চল থেকে চীনারা দুজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিককে ধরে নিয়ে যায়। চীনারা বলে যে, তিব্বতে অনধিকার প্রবেশের জন্যই এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা দৃঢ়ভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে, নেপালের এলাকা থেকেই তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর এক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃটিশ এবং নেপালের কূটনৈতিক চাপে চীন শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকেই কাঠমাণ্ডুর টনক নড়ে ওঠে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, মুস্তাংগে তিব্বতী এবং চীনা অনুপ্রবেশ শুধু যে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই নয়, ঐ পথে কম্যুনিস্ট চীন পোখারার নিকটবর্তী অঞ্চলের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের হাতে বিস্তর মারণাস্ত্রও তুলে দিয়েছে। এই সব সংবাদে কাঠমাণ্ডু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তিব্বতী ও চীনা হানাদারদের ক্রমাগত আক্রমণ থেকে নেপালী নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার জন্য কাঠমাণ্ডু অবশেষে তিব্বত সীমান্তের খুব কাছে, মুস্তাংগে একটা শুল্ক ঘাটি স্থাপন করলেন। সীমান্তের সুরক্ষার দায়িত্বও এই ঘাটির উপর ন্যস্ত করা হল। এই ঘাটির প্রশাসনের ভার বাগলুং জেলার শাসকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এই "হস্তক্ষেপে" কম্যুনিস্টরা এবং মুস্তাংগের চীনবন্ধু রাজা ভয়ানক আপত্তি তুলল। তারা কাঠমাণ্ডুকে এই বলে শাসিয়ে দিল যে কাঠমাণ্ডুর এই প্রতিক্রিয়াপন্থী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য মুস্তাংগ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করবে। এই সময় নেপালের এক কম্যুনিস্ট নেতা আস্ফালন করে বলেছিলেন মুস্তাংগকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় কম্যুনিস্টরা দু হাজার মুক্তিযোদ্ধা পাঠাবে বলে তাকে আশ্বাস দিয়েছেন।

এই অবস্থায় কাঠমাণ্ডু মুস্তাংগের শুল্ক ঘাটি উঠিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। কলকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

What happened as a result is described in a Kathmandu news message dated May 19 1957 which states

The Nepali customs post at Mustang had to be withdrawn because of alleged threats by the vassal Chief of Mustang who is under the sovereignty of the Nepalese King Thakur Prasad Thakali the officer-in-charge of the post reported to the Nepali Government that despite orders from the District Governor of Baglung the Raja or the vassal chief of Mustang not only refused to allow the customs post to function within his jurisdiction but also refused to acknowledge the authority of the Baglung District Governor who is exercising Nepali authority over the Mustang vassal —(Hindusthan Standard, Calcutta, July 2, 1960)

নেপালের কর্তৃত্ব অস্বীকারের এই দুঃসাহস মুস্তাংগের রাজার কি করে হল? সেটা বোঝা দরকার। মুস্তাংগ নেপালের অধিকারে থাকলেও এর ভৌগোলিক অবস্থান এমনই দুর্গম যে কাঠমাণ্ডুর পক্ষে ওখানে কখনোই প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। নেপালের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তাই মুস্তাংগকে কার্যত একটি করদ রাজ্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। নেপালের মানচিত্রের উপর চোখ না বুলোলে এর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে না। কাঠমাণ্ডুর উত্তর-পশ্চিমে পোখারার ছোট্ট উপত্যকা। দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। কাঠমাণ্ডু এবং পোখারার মধ্যে দুর্ধর্ষ কয়েকটি পর্বত থাকায় চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা বানানো সম্ভব হয় নি। বিমানপথে এই দুই উপত্যকার সংযোগ সম্প্রতি বছর কয়েক স্থাপিত হয়েছে। বিমানে এখান থেকে ওখানে যেতে সময় লাগে আধঘণ্টা। পোখারা

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"

সডাক ৪ ২৫ – বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষার অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক —মূল্য সডাক ৫·৫০ টাকা।

"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE" 3/- V.P.

হারভার্ড কলেজ

৬৪ বোবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-৪৯৯২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫ নঃ পঃ

২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „

৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „

৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫ „

৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২ ৭৫ „

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন ১ ২৫

৭। মায়াবতীর পথে ১ ০০

৮। **Federated Asia 4.50**

Approved for college and school libraries and for prize. Order No ITB 2nd April 62 by the Govt of West Bengal (Calcutta Gazette notification 26 July '62).

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জ্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি-৩৪২)

থেকে ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতে যেতে মোনাংভোট নামে একটা গ্রাম পড়ে। মুস্তাংগ এই মোনাংভোটেরও উত্তরে, নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। মুস্তাংগের সংযোগ লাসার সঙ্গে অনেক অনায়াস সাধ্য। চীনা কম্যুনিস্টরা এই সুবিধাটুকু কাজে লাগিয়েছে। ১৯৫০ সালে তিব্বতকে কুক্ষিগত করার পর থেকে চীনা কম্যুনিস্টরা নেপালে "পা রাখার জায়গা" করার জন্য মুস্তাংগের রাজার সঙ্গে দহরম মহরম করতে সুরু করে। চীনা কম্যুনিস্টদের উস্কানি এবং আস্কারাই মুস্তাংগকে নেপালের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মুস্তাংগ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণ কি এই যে, প্রয়োজন হলে ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করে চীনের হাত শক্তিশালী করে তোলা যাবে? এদের ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা যখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন (১৯৫৪ সালে) নেপালে কম্যুনিস্ট তৎপরতা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট নেপাল সরকারের কাছে পৌঁছেছিল। সেই রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, নেপালকে 'রক্তিম' করে তোলার জন্য চীনের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও হাত মিলিয়েছেন। কাঠমাণ্ডুর একজন বিশেষ সংবাদদাতা তখন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি ফাঁস করেছিলেন :

"There is reason to believe that as many as 15 000 Chinese Communists fully armed and trained in mountain and guerilla warfare are concentrated at Lhasa. These have been supplemented by about 1,500 Indian Communists of whom a vast majority are BENGALEES, and about 1,00 drawn from the Andhra, Madras and Kerala Provinces."

বলাই বাহুল্য, মুস্তাংগকেই এ'রা মূল

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে কালজানা–ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়...শিশুর হাড়, ক্ষুদে ক্ষুদে নখ গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়... ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম কালজানা–ডি খেতেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত কালজানা–ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। কালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

কালজানা-ডি

ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম

সন্তানসম্ভবা মা, সন্তানবতী মা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্যে

ঘাঁটি করতে চেয়েছে। শ্রীকৈরালা মোনাং-ভোটে দু হাজার সৈন্য পাঠিয়ে ঐ অঞ্চলে কম্যুনিস্ট তৎপরতা কিছুটা খর্ব করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

কে আই সিং যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন চীনা কম্যুনিস্টরা মুস্তাংগে আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। তিব্বত থেকে হানাদারদের হামলায় সীমান্তবাসী নেপালীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কম্যুনিস্টরা লাসা থেকে মুস্তাংগ ও সন্নিহিত অঞ্চলে পথ সংযোগ স্থাপন করল। কে আই সিং এ সব ঘটনা ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। অভিযোগ আছে, তিনি এই সময় এদের যোগসাজসে রাষ্ট্রক্ষমতা চিরস্থায়ী করার মতলব এঁটে-ছিলেন। উপরন্তু নেপাল সরকার যখন একটা বিমান ঘাঁটি বানাবার জন্য এবং ঐ অঞ্চলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্মাণের জন্য আমেরিকা ও ভারতের সাহায্য লাভের আশায় এই দুই দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে এগিয়ে এলেন তখনই ডাঃ সিং নেপাল সম্পর্কে ঔপনিবেশিক [illegible] মতো বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তারপর তিনি পদচ্যুত হবার পর প্রকাশ্য অভিযোগ আনলেন "আমেরিকা নেপালের বৈদেশিক নীতি এমন কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নাক গলাচ্ছেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়েছেন।" রাজা মহেন্দ্র এবং আমেরিকার সরকার সঙ্গে সঙ্গে এই উক্তির প্রতিবাদ করেন। তারপর ডাঃ সিং এর বড় রাগ পড়ল ভারতের উপর। তিনি নেপালের [illegible] এ ব্যাপারে অবসরপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালা অবশ্য তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। -

মুস্তাংগ নিয়ে নেপাল সরকার ১৯৫৪ সাল থেকে বিব্রত হয়ে পড়লেও হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত এই স্থানটি ১৯৫৯ সালের আগে পৃথিবীর দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। ঐ বছর নভেম্বর মাসে সকলে শংকিত হয়ে শুনল, সশস্ত্র চীনা সৈন্য মুস্তাংগে ঢুকে নেপালীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। একজনকে তারা হত্যা করেছে, কয়েকজনকে জখম করেছে, এবং অন্ততপক্ষে ১৬ জন নেপালী নাগরিককে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

আমেরিকার 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার' কাগজের কলকাতার সংবাদদাতা শ্রীঅজিত দাস খবরটি দিয়ে লিখেছেন :

When an armed Nepali patrol party went to investigate reports of the attack, the party was met with a volley of firing from about 2,000 Chinese troops in strong-dug-in position. The Nepali Government expressed "great alarm" at what it called 'the first major incident" along the border.

এই ঘটনায় নেপালে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম পি কৈরালা চীনের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেন যে চীন নেপালের ভূমিতে পরিষ্কার আক্রমণ চালিয়েছে। মুস্তাংগে নিরস্ত্র নেপালীদের উপর চীনা সৈন্য যে আক্রমণ চালিয়েছে, তার নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

এর সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীকৈরালা বলেন, (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, কলিকাতা সংস্করণ, ১৪ই জুলাই, ১৯৬০ দ্রষ্টব্য) কম্যুনিস্টরা গায়ের জোরে নেপালের ভূখণ্ডের ভিতর ৩০০ গজ প্রবেশ করে 'ডিমিলিটারাইজড' অঞ্চল লঙ্ঘন করে, সুবেদার যম বাহাদুরকে হত্যা করে এবং ১০ জন নেপালী নাগরিককে ধরে নিয়ে গিয়ে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অপরাধী হয়েছে।

নেপালের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালাকে পিকিং-এ সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে চৈনিক প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই সুকৌশলে শ্রীকৈরালাকে "হিমালয়ের দক্ষিণ পাহাড়তলি থেকে আগত প্রধানমন্ত্রী" বলে সম্বোধন করেছিলেন। মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা এই সাংবাদিক বৈঠকে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, এ কথার অর্থ কি? এর মানে কি এই নয় যে, নেপালের নেপালীরা অমলেকগঞ্জের দক্ষিণে বাস করে? চৈনিক প্রধানমন্ত্রীর এ কথার

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান

অভিধান-সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন

SAMSAD ANGLO-BENGALI DICTIONARY

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম এ সংকলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ ডি সংশোধিত। অভিধানটির বৈশিষ্ট্য : যথাযোগ্য বিচারসহ শব্দচয়ন, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ, প্রাধান্য ও প্রচলন অনুযায়ী শব্দার্থবিন্যাস ও শব্দসংকেত শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সংযোজন। ১৬৭২ পৃষ্ঠা। [১২·৫০ নঃ পঃ]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম এ. সংকলিত ও ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম.এ, পি আর এস., পি-এইচ. ডি. সংশোধিত। ৬০ হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা ও [illegible] শতের উপর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশক শব্দসমষ্টির [illegible] শব্দের পর্যায়বাচক সমাস, ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সম্বলিত। ৯২২ পৃষ্ঠা। [৮·৫০ নঃ পঃ]

অভিধান দুইটিরই কাগজ ছাপা ও বাঁধাই অতুলনীয়

অতি উচ্চ প্রশংসিত

সম্পূর্ণ পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

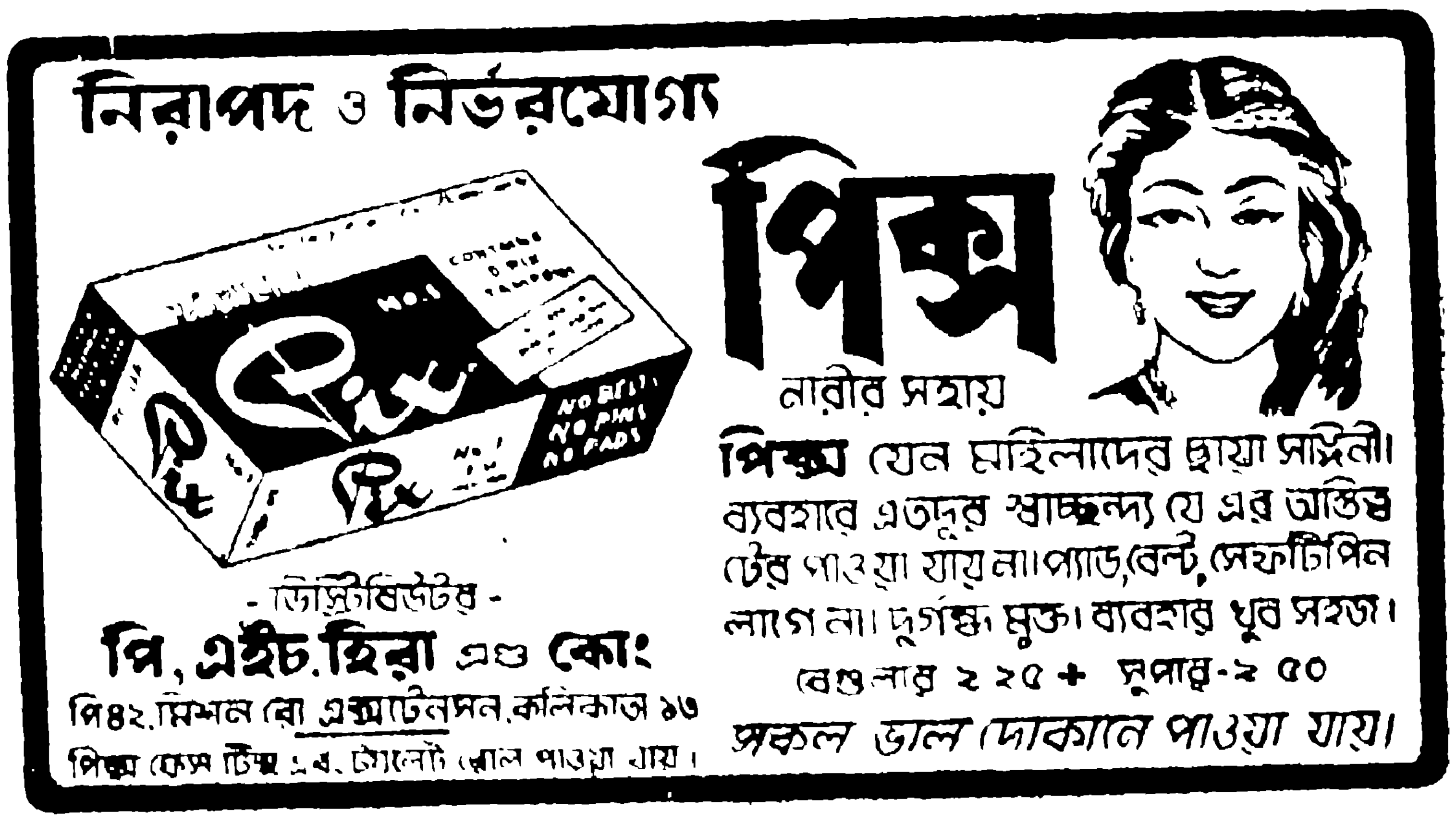

পিক্স-এর অন্যান্য প্রসাধনী ফেস টিস্যু, হেয়ার রিমুভিং ক্রিম, টয়লেট পেপার রোল, হেয়ার কলার স্টিক নির্ভয়ে ব্যবহার করুন

তাৎপর্য কি নেপালের হাজার হাজার বর্গ-মাইলের উপর দাবী জানিয়ে রাখা নয়? শ্রীকৈরালা জানান, হিমালয়ের এই পুণ্যক্ষেত্রে নেপালীরা কম্যুনিস্ট শাসন কখনই বরদাস্ত করবে না। নেপালের উচিত ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও নিবিড় করে গড়ে তোলা, কারণ নেপাল ও ভারত একই পথের পথিক। গণতান্ত্রিক আদর্শে উভয়েই বিশ্বাসী।

দুঃখের বিষয় নেপালের শাসকবর্গ মাতৃকাপ্রসাদের এই সময়োচিত পরামর্শে কান দেননি।

১৯৫৯ সালের মুস্তাংয়ের ঐ ঘটনার পর চীনারা আরও কয়েকবার ঐ অঞ্চলে হামলা চালায়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে নেপালী দৈনিক "স্বতন্ত্র সমাচার জানায় চীনারা মুস্তাংয়ের দোয়াবালাই ধুরোতে চীনা পতাকা গেড়েছিল নেপালী রাজকর্মচারীরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে সেই পতাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ঐ সংবাদপত্র আরও জানায়, ৪০।৫০ জন চীনা কম্যুনিস্ট ফৌজ ঐ অঞ্চলের খাবতা সিবা নামে এক জায়গায় সশস্ত্র অভিযান চালায়। অনবরত এইভাবে ছোটখাট আক্রমণ চালিয়ে 'বিশ্ব বিবেকের তল্পীবাহক' চীন নেপালী সরকারকে উত্যক্ত করে অবশেষে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় বসতে তাকে বাধ্য করে।

২১শে মার্চ ১৯৬০, পিকিং-এ নেপাল এবং চীনের সঙ্গে এক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভদ্রলোকের যেমন এক কথা সুকুমার রায়ের হযবরল-র নেড়ার গানের (লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ) যেমন একটিই মাত্র কলি অথবা উদোর দর্জির ফিতের যেমন একটিই মাত্র মাপ (৩৬ ইঞ্চি ছাতিও ৩৬, গর্দানও ৩৬) —তেমনি চীনের কূটনৈতিক বেহালাতেও সেই একোমেবাদ্বিতীয়ম সুর কুড়ি কিলোমীটার। নেপাল চীন সীমান্ত চুক্তিতেও চীন ভারতের সঙ্গে খেলা চালাকিটা নতুন করে খেলল। 'উভয় পক্ষকেই গোলমালের জায়গা থেকে ২০ কিলোমীটার দূরে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে।'

এই চুক্তির চতুর্থ অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। এটা পড়লেই পাঠক পাঠিকা অনায়াসে বক্তব্য বুঝতে পারবেন।

'The contracting parties have decided that in order to ensure tranquality and friendliness on the border each side will no longer dispatch armed personnel to patrol the area on its side within 20 kilometers of the border but only maintain its administrative personnel and civil police there.'

এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর যথারীতি ভাই ভাই ধ্বনি উচ্চারিত হল।

তারপর? তারপর চীন কর্তৃক যথাস্থানে পুনরায় আক্রমণ। কাঠমাণ্ডুর এক সংবাদদাতার ভাষায়:

Within about six month (since the Khatta Sika incident), on June 27, behind the baffle wall of the Nepal-China Border Agreement signed in Peking on March 21, the Chinese Reds have repeated their performance in the most daring way"—(Hindusthan Standard, Calcutta, July 2, 1960)

২৮শে জুন পিকিং সরকারীভাবেই কাঠমাণ্ডুকে জানিয়ে দিল তিব্বতী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্যই চীনা ফৌজকে নেপাল সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। কাজ মিটে গেলেই তাদের সরিয়ে আনা হবে। পিকিং এর এই নোটে কোথাও দুঃখ প্রকাশ নেই মার্চ মাসের চুক্তি ভঙ্গের জন্য ভাষায় দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

২৯শে জুন মুস্তাংয়ে কর্তব্যরত নেপালী রাজকর্মচারীরা নেপাল সরকারকে জানালেন চীন যে শুধু মার্চ চুক্তিই ভঙ্গ করেছে তাই নয় নেপালের এলাকাতেও হানা দিয়ে নেপালী সামরিক ও বেসামরিক অধিবাসীদের হত্যা করেছে এবং গ্রাম থেকে অনেক লোককে ধরে নিয়েও গিয়েছে।

বাধ্য হয়েই নেপালকে তখন মুস্তাং এলাকায় সৈন্য পাঠাতে হল এবং অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠছে দেখে কম্যুনিস্ট চীন খানিকটা সংযত হল। পিকিং কৈফিয়ৎ দিল একজন নেপালী অফিসারকে তিব্বতী ভেবে গুলী করে মেরেছে এবং এর [illegible] খেসারৎ দিতে পিকিং কাঠমাণ্ডুর [illegible] করতে উদ্যত হল।

ক্রমে চীন ভারতকে কোণঠাসা করবার প্রয়াসে নেপালের [illegible] প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যোগী হয়ে উঠল। নেপালের ওপর চীনা প্রভাবের আগ্রাসী ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে। [illegible] নেপালের প্রতি কম্যুনিস্ট চীনের ভক্তি উথলে পড়ছে। নেপালের বৈষয়িক উন্নয়নে সাহায্যের নামে সেখানে চীনা কারিগরদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। চেংটু থেকে লাসা পর্যন্ত ভারী ভারী সামরিক যানবাহন চলাচলের জন্য যে পাকা সড়ক চীনারা বানিয়েছে সেটাকে তারা নেপাল সীমান্তে কুটি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন তারা কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে তার সংযোগ সাধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে একটা চুক্তিও নেপাল এবং চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্য চীন নেপালের উপর কূটনৈতিক চাপ দিচ্ছে। ভারত মহাসাগরে পৌঁছবার বাসনা চীন তীব্রভাবেই পোষণ করে। লাসা কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণে চীনের এত আগ্রহের কারণ বুঝতে তাই দেরি হয় না।

(ক্রমশ)

ধন উপার্জনের উপায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

এই বাংলা ভাষার বইটিতে আধুনিক যুগে প্রচলিত সেই সকল লাভজনক উদ্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে যার থেকে লোকেরা হাজার হাজার টাকা [illegible] করছে। সহজ কিস্তিতে সরকারের কাছ থেকে মেশিনারী পাওয়া যায়, উদ্যোগের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য কাঁচামাল ও মেশিনারি পাওয়া যায় এমন সংস্থাগুলোর ঠিকানা বিদেশে মাল প্রেরণ করা [illegible] ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে আছে। [illegible] ১৩, টাকা, ডাকব্যয় [illegible] ২২১৮৩৫

COTTAGE INDUSTRY

(DB-18) P B 1262, Near Red Fort,
Behind Recruiting Office, Jamuna Road, Delhi-6

(1232—A)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
১৬৪ গ্রাম প্রতি কৌটা ৩, টাকা, একত্রে ৩ কৌটা ৮.৫০ নঃপঃ ডাঃ মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ ৭
(হেড অফিস বরিশাল, পূর্ব পাকিস্তান)

ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর

কিছুকাল আগে কথা-প্রসঙ্গে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসের কথা উল্লেখ করেছিলাম, আজ সে-সম্বন্ধে কিছু বলব। এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসগুলি জাপানের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইওরোপে এরকম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস কতগুলি আছে জানি না, আমেরিকায় এখানকার কয়েকটি স্টোরস-এর শাখা অন্তত আছে জানি। এশিয়ার মধ্যে সম্ভবত শুধু হংকং-এ এদেরই দু-একটি ব্রাঞ্চ আছে শুনেছি। আমাদের দেশে অন্তত নেই, সেটা জানি; কলকাতার নিউ মার্কেটকে এর শিশু-সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলিতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় ও আরামবিলাসের সব রকম জিনিসই পাওয়া যায় দামও বিভিন্ন রকমের—সর্বশ্রেণীর লোকেরই সুবিধা-জনক। এক একটি বিরাট বড় সাত-আট তলা বাড়ি নিয়ে এই এক-একটি স্টোর। উপরে সাত-আটতলা ছাড়াও মাটির নিচে বেসমেণ্ট-এ একটি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি তলা থাকে, সেখানেও নানা-রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এক-একটি তলায় একটি বা একাধিক বিভাগ। যেমন শিশুদের বিভাগ, পুরুষদের বা মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিভাগ, কিমোনো বিভাগ, ফার্নিচার, বিছানা, কাচের ও চীনামাটির জিনিস, প্লাস্টিকের জিনিস, জুয়েলারী, কামেরা, টেলিভিশন, ইত্যাদি। এক-এক জায়গায় এক-একটি জিনিস যে কত অসংখ্য পরিমাণে পাওয়া যায় তা বলে শেষ করা যাবে না। জিনিসপত্রের স্টক কিছু বেশী হয়ে গেলেই, বা ডিজাইন পুরোন হয়ে গেলে অথবা ঋতু পরিবর্তনের সময় এইসব স্টোরগুলো প্রায়ই bargain sale দিয়ে দেয়, [illegible] জিনিসপত্র [illegible] সুবিধা দামে

আমাদের মনে হয়, পচা পুরোন ব্যবহারের অনুপযোগী জিনিস অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে বিক্রি করা, বা অনেক সময় বেশী দাম লিখে তাকে কমিয়ে কম দামে পুরোন স্টক বিক্রি করা। কিন্তু এখানে ঠিক সেরকম নয়, অনেক ভাল ভাল সুন্দর ও নতুন জিনিসও sale-এ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, সেসব জিনিস পুরোন হলেও ক্ষতি নেই, অর্থাৎ পুতুল, খেলনা বা চীনা-মাটির জিনিস—ভাঙাচোরা বা খুঁতযুক্ত নয়—এরকম জিনিসও প্রচুর পরিমাণে sale-এ পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের এতে খুব উপকার হয়। অবশ্য সহজে কেউ স্বীকার করতে চায় না যে, সে কোন জিনিস সেল্ থেকে কিনেছে, সেদিকে এদের ভ্যানিটি খুব আছে। শুধু টোকিও শহরেই এরকম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস বোধহয় চোদ্দ-পনেরটি আছে, জাপানের অন্যান্য শহরে আরও কয়েকটি আছে। এদের জিনিসপত্র সাজান দেখতেই এত সুন্দর লাগে যে, যে-কোন একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়, তা সত্ত্বেও এর সব কিছু সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয় না। এর যে-কোন একটি সেকশনে গেলেই চোখ ও মন দুই-ই আটকে যায়। ঋতু ও বিশেষ বিশেষ পর্ব অনুযায়ী এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলি বিভিন্নভাবে সাজান হয়। Show windowগুলি সে সময় বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। শীত আসার সূত্রপাতে গরম কাপড়-চোপড়ের বাহার যেমন শুরু হয়, বসন্তের প্রাক্কালে তেমনি প্রস্ফুটিত চেরী-ফুল ও অপেক্ষাকৃত হাল্কা জামা-কাপড়ের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। এই কিছুদিন আগে, প্রচণ্ড শীতের সময় এখানে Ski-ing season হয়ে গেল। [illegible]

বহু বিচিত্র পুতুল, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত

ভিতরেও কয়েকটি জায়গা—তুষার-ঢাকা Ski-ground-এর মডেলে ভর্তি ছিল। একটা অংশে Ski-এর সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে, সেখানেই আবার এক জায়গায় ডেমন-স্ট্রেশনও দেওয়া হচ্ছে। আশেপাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। এই কয়েকদিন আগে এখানে ওহিনা-মাৎসুরী নামে ছোট ছোট মেয়েদের এক পুতুল উৎসব হয়ে গেল, তার জন্যও সব ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস-এ পুতুলের সমারোহ দেখার বস্তু। এই ওহিনা-মাৎসুরী সম্বন্ধে পরে বলব।

জাপানের খেলনা পৃথিবী বিখ্যাত। এদেশের খেলনা শুনেছি সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দামে সস্তা। কোন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের খেলনা বিভাগে গেলে শিশুর ত কথাই নেই, বয়স্ক লোকেদেরও লোভ সামলান কঠিন হয়। দম-দেওয়া বা ব্যাটারীচালিত কলের পুতুল সব। কোথাও ছোট্ট খোকা হামাগুড়ি দিচ্ছে, কোথাও ভালুক ড্রাম বাজাচ্ছে, বুড়ো Butler বোতল থেকে সরবৎ ঢালছে বা cooking range-এর সামনে রান্না করছে, কোথাও লেডী টাইপিস্ট "Miss Friday" টাইপ করছে—তার আওয়াজও ঠিক টাইপ করার মতই, আবার টাইপিস্ট-এর মাথাও নড়ছে। কোথাও মোটরগাড়ি, পুলিস ভ্যান, জেট এরোপ্লেন, লোকোমোটিভ এঞ্জিন, তাদের বিভিন্ন রকম আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। একদিকে আবার প্লাস্টিক বা Vinyl-এর বহু বিচিত্র পুতুল, বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন পোশাক-পরা। এইসব আধুনিক খেলনা ছাড়াও আর একদিকে দেখা যায় জাপানের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী পুতুল। যথা গেইসা, কাবুকী বা নো-অভিনয়ের পোশাক-পরা পুতুল, যা জাপানের ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়। এইসব পুতুল, [illegible]

নানা পোশাকে সজ্জিত [illegible]

... এই [illegible] তৈল।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী তৈল

যোগাসন চার্ট

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম

বিশেষ সময়ে এইসব প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়। কোনো কোনো স্টোরে মোটর গাড়ি পর্যন্ত বিক্রী হয়।

এখানের কর্মীরা অধিকাংশই মেয়ে ছেলে অপেক্ষাকৃত কম। এদের সকলেরই [illegible] ও নম্র। [illegible] সাহায্য [illegible] [illegible] প্রশংসা [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] ইংরাজীতে কথা বলতে পারে না। কিন্তু প্রায়ই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিদেশীদের সাহায্য করবার জন্য একটি ইংরাজী জানা অ্যাসিস্টেন্ট থাকে [illegible] [illegible]

[illegible]

কত রকমের খাবার থরে থরে সাজানো

[illegible]

ইলেকট্রিক চলিত সিঁড়ি

[illegible] [illegible] [illegible] কিনতে [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] ডিপার্টমেন্টাল স্টোরেই থাকে।

এসব ছাড়া ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলির আর একটি আকর্ষণ [illegible] roof garden [illegible] [illegible] হয়। এখানে [illegible] জন্য [illegible] নানারকম সবরকম, পশুপক্ষী, [illegible] [illegible] জন্য [illegible] ও নানারকম [illegible] [illegible] খাবার আছে। এই

[illegible] নতুন নতুন ডিজাইনের [illegible] [illegible] থাকে। এ ছাড়া একটি তলায় প্রায় [illegible] কোন না কোন প্রদর্শনী লেগেই থাকে আর [illegible] [illegible] [illegible] পরিবর্তন হয়। [illegible] বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি বা [illegible] [illegible] [illegible] বিখ্যাত [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শনী [illegible] [illegible] ডিপার্টমেন্টাল স্টোর [illegible] [illegible] নতুন [illegible] প্রদর্শনী হয়ে থাকে। [illegible] [illegible] প্রদর্শনী [illegible] হয়। [illegible] প্রদর্শনী [illegible] [illegible] জাপানের প্রাচীন ও বর্তমান শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয় একটা সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারা যায়। যে কোন নতুন জিনিস এদেশে তৈরী হয়, নতুন মডেলের ক্যামেরা বা মোটর গাড়ি থেকে নতুন ডিজাইনের পোশাক পর্যন্ত সবই প্রদর্শনীর আকারে এখানে স্থান পায় সর্বপ্রথম। এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি যদি নিয়মিত দেখে বেড়ানো যায়, তাহলেই সমস্ত জাপানের প্রায় অর্ধেক দেখা হয়ে যায়। আর সেইজন্যই শুধু জাপানী নয়, সব বিদেশীদের কাছে এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি প্রায় তীর্থক্ষেত্রের সামিল।

সুধীরা দাশগুপ্ত

কাটা-ছেঁড়া,
ঘা কিংবা চোট
খাওয়া জায়গা
ঢেকে রাখার
জন্যে।

জনসনস
ব্যাণ্ড-এড
ফার্স্ট-এড ব্যাণ্ডেজ!

ব্যাণ্ড-এড ফার্স্ট-এড ব্যাণ্ডেজ
* নানারকম জীবাণু ও সংক্রমণের হাত থেকে [illegible]
* ক্ষতস্থান শুকনো এবং পরিষ্কার রাখে
* তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে
* ত্বকে হাওয়া লাগতে দেয়
* আলাদা আলাদা জড়ানো ··· সঙ্গে [illegible]— ব্যবহার করা সহজ

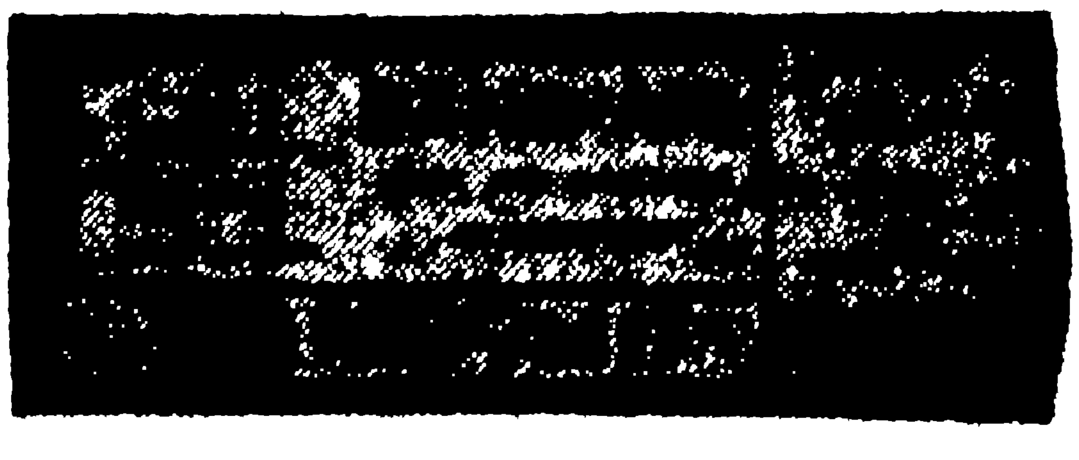

সব সময় তৈরী থাকুন—
ব্যাণ্ড-এড ফার্স্ট-এড ব্যাণ্ডেজ কাছে রাখুন!

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

জাতির সেবায় এগিয়ে আসুন—স্বেচ্ছাসেবকে যোগ দিন

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বাজার ঘুরে দেখলাম, শীতের শাকসবজি যাই যাই করছে, গরমের দিনের পটল, কাঁচা আম, ঝিঙে গৃহস্থের নাগালে আসেনি। নটেশাক পর্যন্ত ৪০ নয়া পয়সা কিলোগ্রাম। উচ্ছে এখন অভিজাত সবজি— ১ টাকা কিলো; বেগুন নামে বেগুন হলেও কৌলীন্য বজায় রাখতে কসুর করে না। ইঁচড়, সজনে ডাঁটা, ঢ্যাঁড়স—তারও দাম শুনলে মাথায় হাত দিতে হয়। এখনও তাই বাঁধাকপি আর টোম্যাটোই বাজারের থলির বেশীটা পূর্ণ করতে পারে। হয়তো বা আর কয়েকটা দিন গেলে এরাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে।

টোম্যাটোর রান্নাঘরে প্রবেশ অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ঘটনা। আলুর মত টোম্যাটোও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। তবে আলু ইউরোপের খাদ্যতালিকায় ঢুকেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে, টোম্যাটো তার অনেকদিন পরে। এদের সম্বন্ধে শোনা যায়, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ওয়াল্টার র‍্যালে বা ফ্রান্সিস ড্রেক প্রথম আমদানি করেন। ইটালিতে টোম্যাটোর পাত্তা পাওয়া যায় ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু তরকারি হিসাবে নয়, শখের উদ্যানশোভা হিসাবে। ইটালীয় ভাষায় এসে এর নাম হলো Pomi d'oro অর্থাৎ সোনার আপেল। তারপর শখের বাগান থেকে ঘরের অলংকার হিসাবে অষ্টাদশ এই আটপৌরে টোম্যাটো স্থান পেল ইউরোপের বহু জায়গায় স্পেন, ফ্রান্স ইংলণ্ডে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, ইকোয়েডর বোলিভিয়া থেকে আমদানি করা টোম্যাটোর বীজ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তবে খাদ্য হিসাবে তাকে বিশ্বাস করা হতো না। উদ্ভিদবিদ্যার হিসাবে টোম্যাটো Solanaceae পরিবারভুক্ত। এই গোষ্ঠীতে কয়েকটি বিষাক্ত ফল আছে বলে টোম্যাটোকেও বহুদিন পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা হতো। তারপর আস্তে আস্তে আস্থা এল টোম্যাটোর উপর। ইউরোপ ঘুরে টোম্যাটো ফিরে গেল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। আজ সেখানে সে পরম প্রিয় খাদ্য। উপকারের দিক থেকে হিসাব করলে টোম্যাটোর অনেক গুণ। খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনে টোম্যাটোর সমকক্ষ সবজি বা ফল কমই আছে। আমাদের দেশেও অল্প-দিনের মধ্যে টোম্যাটো এত সমাদর লাভ করেছে তাও বোধ হয় ঐ ভিটামিনের জোরেই। পুষ্টির প্রয়োজন হিসাবে ভিটামিনের আবিষ্কার ও স্বীকৃতি প্রায় টোম্যাটোর খাদ্যতালিকায় স্বীকৃতির সমসাময়িক। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Eijkman লক্ষ করলেন, মুরগিকে কলে-ছাঁটা পালিশ করা চাল খাইয়ে রাখলে তার মানুষের বেরি-[illegible] দেখা গেল, ঠিক ধানের খোসার তলায় যে চালের আবরণ তা খাওয়ালে উপসর্গের উপশম হয়। ঐ আবরণে এমন কি আছে যার অভাবে রোগ হয় আর যা শরীরের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়? তিনি পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন Thiamine (থিয়ামিন) বা ভিটামিন বি। বোধ হয় ভিটামিনের চমকপ্রদ ইতিহাসের প্রথম পথপ্রদর্শকই থিয়ামিন। এইভাবে প্রবও আবিষ্কার হলো। ভিটামিন এ সি, ডি ই পর্যন্ত বি ভিটামিনের এক বৃহৎ পরিবার। মানুষের সুস্থ শরীরধারণের জন্য ভিটামিন অপরিহার্য কিন্তু পরিমাণ প্রয়োজন অতি সামান্য।

টোম্যাটোতে অনেক ভিটামিন আছে। তবে মধ্যে 'এ' ভিটামিন ও 'সি' ভিটামিনের পরিমাণই বেশী। 'এ' ভিটামিন সাবধানে রান্না করলে নষ্ট হয় না, 'সি' ভিটামিন খুব সহজে নষ্ট হয়। এজন্য কাঁচা টোম্যাটো বা কাঁচা টোম্যাটোর রস নিয়মিত খেলে শরীরের ভিটামিনের প্রয়োজনের অনেকটা পাওয়া যায়। দৈনিক আধ পেয়ালা টোম্যাটোর রস একজন প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ স্বল্প আয়ের সংসারেও মৌসুমী টোম্যাটো ঠিক সাধ্যের বাইরে নয়। কাঁচা টোম্যাটোর চাটনি বানিয়ে বা স্যালাড করে পরিবেশন করা যায়। টোম্যাটো ছোট কুচি করে কেটে লেবুর রস (লেবুতে সি ভিটামিন [illegible]) [illegible] ধনে পাতা, নুন চিনি সহযোগে টোম্যাটোর চাটনি অতি উপাদেয়। কখনও বা শসা কুচিয়ে মিলিয়ে দেওয়া যায়, কখনও বা পুদিনা পাতা দিয়ে রকমফের হয়।

রান্না করা টোম্যাটোর ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয় তবু স্বাদ আর উপকারিতা সংযোগ করে প্রায় সব ব্যঞ্জনেই টোম্যাটো ব্যবহার করা যায়। টোম্যাটো সস, বা রান্না করা চাটনি সংরক্ষিত করে ভবিষ্যতেও কাজে আসে। টোম্যাটো সস অনেকে অনেক নিয়মে প্রস্তুত করেন। আমি একটি সহজ প্রণালী দিচ্ছি।

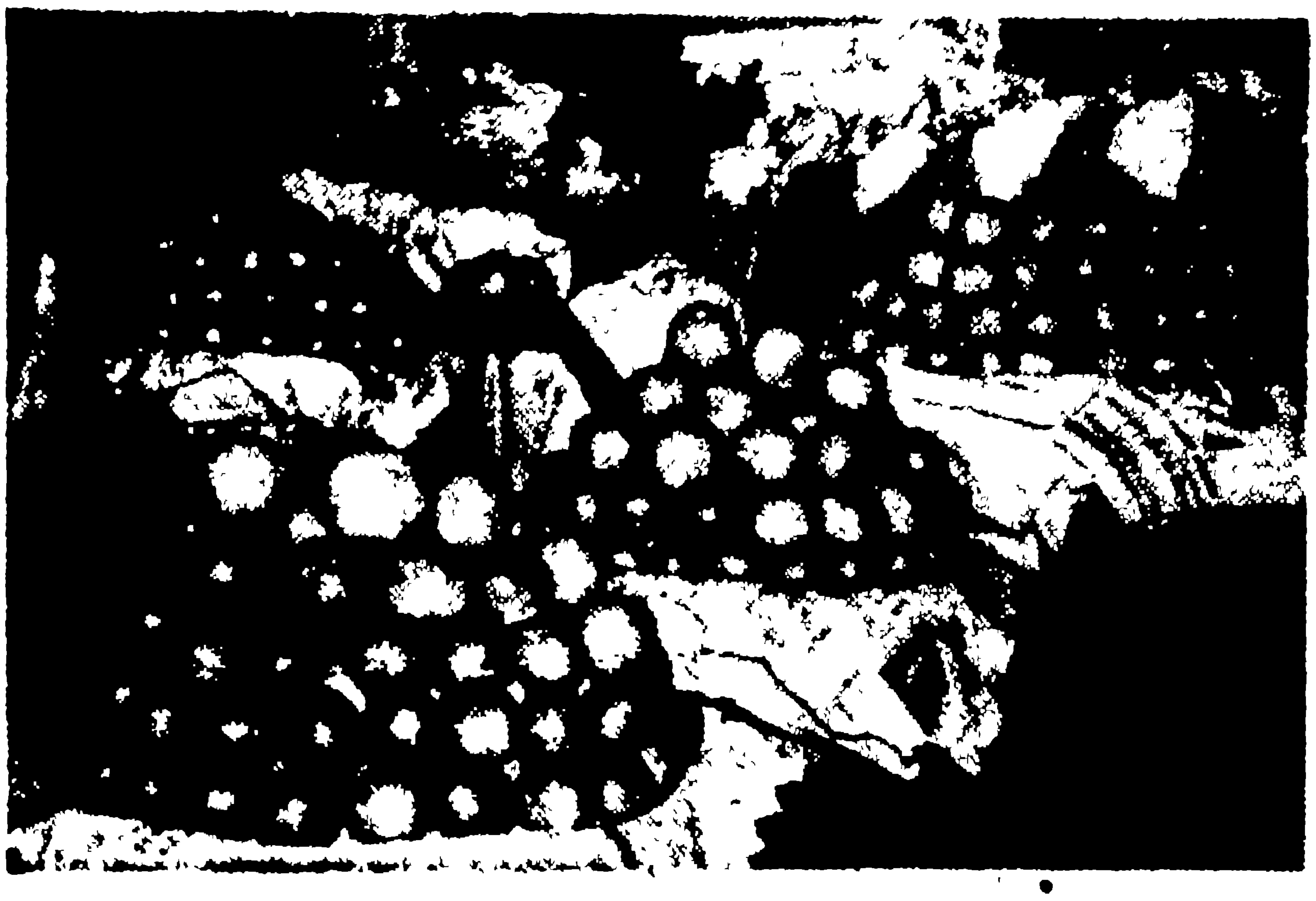

আপেল নয়, কমলালেবুও নয়। কাঁচা-পাকা টোম্যাটো

উপকরণ

এক কিলোগ্রাম টোম্যাটো, সম্ভব হলে কিছু কিসমিস, ৫০০ গ্রাম চিনি, এক বোতল সিরকা (ভিনিগার)। রসুন আদা কুচানো আধা ৫০ গ্রাম, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম লবণ।

প্রণালী

১। ভিনিগারে আদা ও রসুন বেটে নিন।

২। কিসমিস দিন তা থেকে বীজ সরিয়ে ভিনিগারে বাটুন।

৩। টোম্যাটো টুকরো করে নিন। তাতে বাটা মসলা, কিসমিস, লবণ, লঙ্কা, চিনি ও বাকি ভিনিগার দিন।

৪। কড়াই বসিয়ে পাক করুন, গাঢ় হলে নামিয়ে মোটা কাপড়ে ছেঁকে বোতলে ভরে রাখুন। যদি সস পাতলা থাকে তবে আরও

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামিনে, ২৫০ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদির জন্য,—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরাজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.
(K—57) AMRITSAR—3.

We offer the Varieties of

FANS & RADIOS

IN CASH OR EASY INSTALMENTS

NO EXTRA COST UPTO 7 INSTALMENTS

KANCHAN COMMERCIAL CORPORATION

P-50, Radhabazar Street,
Calcutta-1, Phone : 22-8218

একটু ঘন করে তবে ভরে রাখবেন।

বোতল যেন শুকনো থাকে আর যে পাত্রে রান্না হবে সেটি খুব পাতলা না হয়।

এখন বাজারে পমফ্রেট মাছ আসছে অনেক, দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা। পমফ্রেট মাছ টোম্যাটো দিয়ে রান্না করে দেখুন, ভালই হবে।

উপকরণ

চার কোয়া রসুন, তিনটে বড় শুকনো লঙ্কা, চায়ের চামচের এক চামচ জিরে, ½ পেয়ালা ভিনিগার, একটু হলুদ, লবণ।

সামান্য চিনি (স্বাদের তারতম্য হিসাবে চিনি দেবেন।। ৫০০ গ্রাম টোম্যাটো, এক কিলোগ্রাম পমফ্রেট মাছ। রান্নার জন্য তেল।

প্রণালী

১। মাছ কেটে টুকরো করে ভেজে রাখুন।

২। ভিনিগার দিয়ে হলুদ, জিরে এবং লঙ্কা পিষুন।

৩। পরপাত্রে তেল দিন, তেল গরম হলে রসুনের কোয়াগুলি দিন।

৪। টুকরো কাটা টোম্যাটো, মসলা, বাকি ভিনিগার, চিনি ও লবণ দিন।

৫। আস্তে আস্তে মসলা আঁচে বসাতে থাকুন।

৬। জল প্রায় মরে গেলে মাছ দিয়ে মিনিট পাঁচেক রাখুন।

৭। আস্ত কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

এভাবে পমফ্রেট ছাড়া অন্য মাছও রাঁধা যায়। রুই, ভেটকি ইত্যাদি মাছেও খুব ভাল স্বাদ হয়।

মাংস রান্নায় টোম্যাটোর ব্যবহার প্রশস্ত। যে সময়ে টোম্যাটো বাজারে দুষ্প্রাপ্য তখন আগে তৈরি করে রাখা টোম্যাটো সসে খুব চমৎকার কোফতা রান্না করা যায়।

উপকরণ

৭৫০ গ্রাম মাংসের কিমা, তিন কাপ ফুটন্ত জল, টোম্যাটো সস, একটি ডিম, ½ কাপ দুধ, একটি পেঁয়াজ কুচিয়ে ভাজা, নুন আর গোলমরিচ, কিছু পাউরুটির গুঁড়ো এবং ঘি।

প্রণালী

১। একটি পাত্রে রুটির গুঁড়ো আর দুধ মেশান, ৩০।৪৫ মিনিট ভিজুক।

২। পেঁয়াজ মেশান।

৩। একটি ডিম ফেটিয়ে ঢেলে দিন। মাংসের কিমা, লবণ ও গোলমরিচ দিন।

৪। ভাল করে মেখে গোল করে গড়ে নিন।

৫। বাদামী বাদামী করে ঐ গোলক ভেজে রাখুন।

৬। তিন পেয়ালা ফুটন্ত জলে ভাজা মাংস-গোলক ছেড়ে দিন।

৭। ৪৫ মিনিট পাক করুন।

৮। জল কমে গেলে এক পেয়ালা টোম্যাটো সস দিন। আবার অল্পক্ষণ আঁচে রেখে পরিবেশন করুন।

পুর ভরা টোম্যাটো আমিষ নিরামিষ দুই হতে পারে। আমিষ হলে মাছ বা মাংসের পুর দেবেন। নিরামিষে আলু সিদ্ধ ও মটর কিংবা সব রকম সবজি সিদ্ধ করে চটকে দিতে পারেন। বড় বড় ও বেশ শক্ত টোম্যাটো দরকার। নরম তুলতুলে বেশী পাকা হলে অসুবিধা হবে। পুর ইচ্ছামত প্রস্তুত করবেন। তারপর—

১। টোম্যাটোর মাথা কেটে রাখুন।

২। ভিতরের শাঁস বের করে ফেলুন।

৩। পুর দিন।

৪। উপরে একটু রুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে, কেটে রাখা টোম্যাটোর মাথা ঢাকনার মত রেখে দিন।

৫। সাবধানে ভেজে পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর ব্যবহারে সবচেয়ে অসুবিধা—টোম্যাটো সহজে পেকে তুলতুলে হয়ে যায় ও পচে যায়। মোম গলিয়ে বোঁটার কাছে সামান্য ঢেলে দিলে ২।৩ দিন ভাল রাখা যায়। টোম্যাটো অনায়াসে জন্মায়। যেখানে সামান্য জমি আছে সেখানেই সহজে টোম্যাটো উৎপাদন করা যায়। জমির অভাবে মাটি ঢেলে বা বক্স টবেও হয়। তবে প্রচুর সূর্যালোক প্রয়োজন, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের সময় হলেও ঠান্ডা দেশে অনেক সময় শীতের হাত বাঁচিয়ে টোম্যাটোর চাষ করতে হয়। টোম্যাটোর জন্য বেশী [illegible]

শ্রীতারাপদরঞ্জন রায়ের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ

যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৪-০০

জাগোরে ধীরে (নাটক) ১ ০০

শ্রীমা সারদামণি (৩য় সংস্করণ) ৩·২৫

গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ৮ ০০

নারায়ণচন্দ্র চন্দের বন্য প্রাণীদের সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব

বনের বাসিন্দা (অজস্র হাফটোন ছবি সহ) ৫ ০০

লিও টলস্টয়ের প্রসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ

হাজি মুরাদ ৪·০০

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বিখ্যাত পুস্তক

শিক্ষা প্রসঙ্গ ৪·০০

কলিকাতা পুস্তকালয় : ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বর্ণ ও রৌপ্য যুক্ত অদ্বিতীয় — আলেয়া

কেশরী সার্সাপ্যারিলা

চিত্র প্রদর্শনী

সমাজে শিল্পীর সংগে পৃষ্ঠপোষক শিল্পরসিকের সংযোগ ঘটার সময় থেকে ক্রেতার চাহিদা ও রুচি, চিত্রণ ও ভাস্কর্যের রূপ প্রকাশের ঢং-কে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। যুগে যুগে এর ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল দাভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রেমব্রান্ট, সেজান প্রভৃতি মহারথী শিল্পীদের ক্ষেত্রে। এ ধরনের যুগাবতার অসাধারণ শিল্পীর উদ্ভব কালে কালে মাত্র কয়েকটিই হয়ে থাকে এবং প্রায়শ তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত সাধারণভাবে

টাউন শিল্পী : ওমপ্রকাশ শর্মা

কম্পোজিশন শিল্পী : ওমপ্রকাশ শর্মা

কুশলী ভাল-মন্দ শিল্পীর ভিড়ে ভরে যায় শিল্পরাজ্য। বর্তমান কালে তার ব্যতিক্রম হওয়া দূরে থাক, সেই অতি সাধারণ ও প্রতিভাহীন শিল্পীর জনতা বেড়ে চলেছে ভয়াবহভাবে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের ঢং ভারতীয় শিল্পীদের বেশ প্রভাবান্বিত করে চলেছে। বোম্বের শিল্পিকুলকে এই ঢং-এর শিল্পান্দোলনে অগ্রণী হতে দেখা যায় এবং সেখানকার ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা সেই ধরনের শিল্পের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে প্রচুর। ঐ ধরনের যোগাযোগ পরে দিল্লিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। তথাকথিত মডার্ন [illegible] বর্তমান ইউরোপীয় শিল্পান্দোলনের [illegible]। এ দলের মাত্র কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পী ছাড়া আর [illegible]

শ্রীওমপ্রকাশ শর্মার ১৮টি তেলরঙা ছবির কলিকাতার অশোকা গ্যালারীতে একক প্রদর্শনী, সেই ব্যক্তিগত শিল্পরুচি ও শিল্প-ধারণা নিরপেক্ষ রচনাকে মুখ্যত ঘোষণা করছে। ইউরোপের আধুনিক শিল্পের মুখ্য শিল্পীদের রচনাশৈলী ও ঢং-এর নানা অংশকে মিলিয়ে মিশিয়ে যা এ পর্যন্ত এ দেশীয় মডার্ন আখ্যাধারী শিল্পীদের শিল্পে বিকাশলাভ করেছে, তা এখনও সম্পূর্ণ পরিপাক অবস্থায় আসেনি বলা চলে। সাধারণ ফর্মুলাজাত বিকৃত-বাস্তবধর্মী ও অ্যাবস্ট্রাক্ট এই ছবির সংগ্রহ দেখে মনে হল যে, শিল্পীর রং ও নকশার সংগতির ধারণা ও অভিব্যক্তি ক্ষেত্রের উপর ভাল, যদিও বেশ খানকয়েক ছবি অপরিণত সৃষ্টির ছাপ বহন করছে যেমন ২নং 'টেম্পাস্', ৬নং ল্যান্ডস্কেপ ৭নং পেন্টিং ইন ব্লু, ১১নং অ্যালোন ১৭নং কল অব দি নাইট ইত্যাদি। ৩নং ছবি 'টু ফিগারস্' মোটামুটি চাপা হলুদ রঙের জমিতে দুটি কাঠের পুতুলের মত মানুষের মূর্তির অবতারণা মোটেই রসোত্তীর্ণ হয়নি এবং ১০নং 'ক্যাপচারড্'এ মেটে রঙের জমিতে গাঢ় বাদামী রঙের জালবোনা নকশা চিত্রণের দিক থেকে নিরর্থক মনে হল। মন্দ্রিয়ান-এর ঢং-এ সাজান বহু চৌকোনায় নকশাদার ৫নং ছবি 'টাউন' কিছুটা উপভোগ্য।

বাক্-সাহিত্যের বই

নেপথ্যদর্শন

শ্রীনিরপেক্ষ

'নেপথ্যদর্শন'-এর মধ্যে আমি প্রশাসনিক অবিচার, অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগকে ভাষা দিতে চেয়েছি। এই লেখাগুলির পশ্চাতে বিশেষ অভিযোগ, চিহ্নিত ব্যক্তি ও তাদের অপরাধের বিবরণ ও প্রমাণাবলী যদি বাদ দেওয়া যায়, তার পরেও আর কিছু হয়ত অবশিষ্ট থাকে; সে হচ্ছে এই বিক্ষুব্ধ একটি মনের প্রতিচ্ছবি—সে যদি একান্তভাবে শ্রীনিরপেক্ষরই নিজস্ব মন বা চিন্তাধারা হত, তাহলে হয়ত আজ আর এর বিশেষ কোনো মূল্য থাকত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত ১৪ বৎসরের শাসনকালে এই মানসিকতা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে সাধারণভাবেই ব্যাপ্ত হয়েছিল। শ্রীনিরপেক্ষ তার একটি অংশ মাত্র, অথবা একটি সবল সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ। মূল্য ৭·৫০

—লেখকের ভূমিকা

আপনার ঠিকানা পেলে আনন্দের সঙ্গে [illegible]

"তাড়াতাড়ি শেষ কর, রাজু। আবার তোমার স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে"
"রাজুকে নিয়ে যে কি করব ভেবে পাই না। আজকাল ও এমন ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সীতা। এমন কি দুধ পর্য্যন্ত খেতে চায় না।"
"বোধহয় ওর কর্মশক্তির অভাব হয়ে পড়ছে, কমলা। তুমি ওকে রোজ দু পেয়ালা করে বোর্ণ-ভিটা খেতে দাও দেখি! আমাকে ত' ডাক্তারবাবু সবসময়ই তাই বলেন।"
"ভাগ্যিস — সীতার পরামর্শ নিয়েছিলাম। আমার রাজু দিনে দিনে স্ফূর্তিতে বেড়ে উঠ্ছে—বোর্ণ-ভিটাকে ধন্যবাদ"
"এখনও স্কুল বাস আসতে দেরী আছে, রাজু। তুমি বেশ আজকাল তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাও।"
এত উৎসাহ ওর আগে দেখি নি!
BOURN-VITA
শক্তি ও উৎসাহের জন্য
Cadbury's
BOURN-VITA
THE IDEAL FOOD DRINK
MADE BY CADBURY'S SPECIALISTS IN FOOD DRINKS FOR 100 YEARS
প্রস্তুতকারক
Cadbury's

বিস্ময়চিত্রা

জন্মাবধি নকল দাঁত

বৃটেনে এমন কতক লোক আছে যারা দাঁতের যন্ত্রণা যে কি তা জানে না। দাঁতের কোন রোগে তাদের ভুগতে হয় না, হবেও না কোনদিন।

এরা anodontia—অর্থাৎ যার কোনদিন দাঁত জন্মায়নি—নামক এক দুর্লভ ব্যাধিগ্রস্ত। শিশুকাল থেকেই তারা নকল দাঁত ব্যবহার করে আসছে। দন্ত চিকিৎসকদের কাছে প্রকৃতির এই খেয়াল একটা রহস্য। এর কোন কারণ তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে এইটুকু শুধু তাঁরা জানেন যে এ ব্যাধি বংশ পরম্পরায় দেখা দেয়।

শৈশবে দুধের দাঁত যথাসময়ে না ওঠায় মাড়ি এক্স-রে করে এই রোগ নির্ণয় করা হয়।

এই রোগে আক্রান্ত [illegible] পাঁচ বছর বয়সের বালক কিছুদিন [illegible] তৃতীয়বার দাঁত বাঁধায়। [illegible] যতদিন না বন্ধ হয় ততদিন প্রতি দু বছর অন্তর তাকে নতুন দাঁতের সেট লাগিয়ে যেতে হবে

তার প্রথম সেটটি হারিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় সেটটি মাস কয়েক মত লাগাবার পর একদিন [illegible] সেটি [illegible] পড়ে যায়।

এই ছেলেটির এক বোন এবং ভাই আছে যাদের স্বাভাবিকভাবেই দন্তোদ্গম হয়েছে কিন্তু তার এক জেঠার দাঁত ওঠেনি এবং ঠাকুরদার দাঁত উঠেছিল দশ বছর [illegible]।

আংশিক anodontiaও দেখা যায়—যে ক্ষেত্রে কয়েকটি ছাড়া প্রায় সব দাঁতই ওঠে। খেতে অসুবিধে না হলে বা মুখের চেহারায় বিকৃতি না ঘটলে এদের সাধারণত নকল দাঁতের দরকার হয় না।

জঞ্জাল বিক্রী করে লক্ষপতি

জঞ্জালের সঙ্গে ভাঙা লোহা, টিন এবং অন্যান্য বহু প্রকারের সামগ্রী থাকে যা বিক্রী করে লক্ষপতি হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমেরিকার জঞ্জাল ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে [illegible] সাফল্য অর্জন করেছেন।

[illegible] কারখানায় জঞ্জালের মধ্যে থেকে [illegible] জিনিস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলাদা [illegible] করে নেবার ব্যবস্থা আছে। নিউ-[illegible] ও [illegible] ভাঙা [illegible]

গর্দভের আদিস্থান মরুভূমি ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকেও যে তারা বেশ বরদাস্ত করতে পারে, ছবিতে বরফের ওপর গড়াগড়ি দেওয়া থেকেই সেটা উপলব্ধি করা যায়। এবার ইওরোপের প্রচণ্ড শীতে অন্যান্য জন্তুদের অধিকাংশ কষ্ট পেলেও গর্দভরা ঠাণ্ডাটা স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে নেয়

করা হয়। বিরাট প্রেসিং যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে পুরানো ভাঙা মোটর গাড়িকে [illegible] যে [illegible] একটা স্যুটকেশে ভরে নেওয়া যায়।

কানাডায় ভাঙা লোহা লক্কড়ের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী [illegible] জাহাজঘাটের পরিত্যক্ত মাল নিয়েই বেশী কারবার করেন। তার সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিল পুরানো [illegible] উত্তর [illegible] কারখানার [illegible]। কারখানার যাবতীয় [illegible] পর্যন্ত [illegible] নিয়ে [illegible] প্রচুর অর্থ তিনি লাভ করেন।

[illegible] কাঠের গুঁড়ো থেকে [illegible] এক কোটি টন লিগনিন [illegible]। এই লিগনিন দীর্ঘকাল ধরে [illegible] জমা [illegible]।

[illegible] এই স্তূপকে [illegible] পদার্থ, টার্পিন তেল, সাবান, কৃত্রিম রবার, সার এবং এক ধরণের দানাজাত চিনি প্রস্তুতের কাজে লাগাচ্ছেন যা নাইলন তৈরির মৌল রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করা হয়।

কিছুকালের মধ্যেই লিগনিন বছরে [illegible] প্রায় ছ'শ কোটি টাকার ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এমন কি ধুলোর স্তূপও অর্থ লাভ ঘটিয়ে দিতে পারে।

বৃটেনে লিংকনশায়ারের অন্তর্গত স্পলডিং-এ অবস্থিত বীট থেকে চিনি তৈরির কারখানাটি, গত পঁচিশ বছরে বিশোধনের জন্য প্রেরিত বীট থেকে দশ লক্ষ টন ধুলো বের করে। এই বিপুল পরিমাণ ধুলো পৃথিবীর সেরা কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে

[illegible] বলে অতি উত্তম মাটি।

এতদিন এই সম্পদশালী মাটির কো[illegible] চাহিদা ছিল না। ক্রমে একর জমি জুড়ে বছরে কয়েক হাজার টন করে জমেই যাচ্ছিল সম্প্রতি স্থানীয় কৃষকরা এর মূল্য বুঝতে পেরেছে। একটি প্রতিষ্ঠান বাগান তৈরিতে কাজে লাগাবার জন্য দশ হাজার টন এই ধুলো কিনে নিয়েছে।

GUARANTEED

WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION

রায় কাজিন এণ্ড কোং

জুয়েলার্স ও ওয়াচমেকার্স

৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা—১

ওমেগা, টিসট ও কর্টেবার্ট ঘড়ি বিক্রেতা।

ব ঙ্গ সা হি ত্যে র অ মূ ল্য স ম্প দ

রমেশচন্দ্র দত্ত

অনূদিত

সমগ্র

ঋগ্বেদ-সংহিতা

অর্ধশতাব্দী পরে একখণ্ডে পুনর্মুদ্রিত

মুদ্রণকার্য সমাপ্তপ্রায়

জ্ঞান-ভারতী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড

কলিকাতা—১৪

হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার

হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে দেশে-বিদেশে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রোপচারের অধ্যাপক ডাঃ রুডল্‌ফৎসেন-কাব যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান শীঘ্রই এমন একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরী করতে সক্ষম হবে যেটি রোগ, বয়স ও আঘাতের দরুণ যাদের হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করতে অসমর্থ, তাদের শরীরে লাগিয়ে দিলে দীর্ঘ সময় ধরে হৃৎপিণ্ডের জরুরী কাজ চালিয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান এই দশকে আশ্চর্য এগিয়ে গেছে। তাই আজকাল এমন সব অস্ত্রোপচার সম্ভব যা কয়েক বছর আগেও একেবারেই অসম্ভব ছিল। এখন তাই জন্ম থেকে যাদের হৃৎপিণ্ডের কোন ধমনীর গোলযোগের দরুণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ঠিকভাবে হয় না, তাদের হৃৎপিণ্ডে সাফল্যজনক অস্ত্রোপচার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকম একশত রুগীকে অধ্যাপক রুডল্‌ক অস্ত্রোপচার করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ পূর্বে জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যে যাদের হৃৎপিণ্ডের এই বিকৃতি ধরা পড়ত, তারা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যেত। তাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের "শর্ট-সার্কিটের" ফলে রক্তে খুব অল্প পরিমাণে অক্সিজেন জমা হত অথবা একেবারেই হত না এবং তার ফলে তারা দমবন্ধ হয়ে মারা যেত। এদের শরীর নীল হয়ে যায়। পূর্বে এই রকম বিকৃত হৃৎপিণ্ড নিয়ে যারা জন্মাত তারা কয়েকমাস টিকে গেলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো না কিম্বা নড়াচড়া করতে পারত না। বর্তমানে সাফল্যজনক অস্ত্রো-পচারের পর স্বাভাবিকরূপে এরা বেঁচে থাকে, নিয়মিত কাজকর্মও করতে পারে।

আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃত্রিম "খুচরো দেহাংশ" দিয়ে, হৃৎপিণ্ডের তিরিশটি প্রয়োজনীয় অংশ পাল্টানো যায়। প্লাস্টিকের তৈরী কৃত্রিম বস্তু দিয়ে অথবা রোগীর দেহের অন্য অংশ থেকে জৈব তন্তু নিয়ে আজকাল হৃৎপিণ্ডের ধমনী, এমন কি মহাধমনী পর্যন্ত পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। যাদের দেহে কম রক্ত সরবরাহ হয় অথবা যারা ধমনীর কম্পনরোগাক্রান্ত, তাদের দেহে আজকাল ছোট্ট একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যাকে বলা হয় "হৃৎপিণ্ডের গতি-নিয়ন্ত্রক", লাগিয়ে দেওয়া হয় যেটি হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত কম্পিত করে-এ তার ফলে হৃৎপিণ্ডের ম্যাসেলগুলি [illegible] সংকুচিত হয়। [illegible]

* আলোচনা *

মাননীয়েষু,

কিছুদিন আগে "দেশ"-এর আলোচনা-স্তম্ভে শ্রীআশীষকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন : "আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কমিউনিজমের প্রতি দুর্মর আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ তথ্য ও যুক্তি দ্বারা অসমর্থিত একটা অন্ধ কুসংস্কার—রাশিয়ার সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যা নেই, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত, সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য নেই।...এ ব্যাপারে "দেশ"-এর আগামী কোনো সংখ্যায় শিবনারায়ণবাবু ও অধ্যাপক অম্লান দত্তের প্রবন্ধ দেখতে পেলে খুবই সুখী হব।"

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবসর আমার এখন নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা শুধু বলব।

রুশ দেশে গত কয়েক বছরে অনেকখানি আর্থিক উন্নতি ঘটেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। এ কথাটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

কিন্তু রুশভক্তের দল সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে উপস্থিত করে থাকেন সেটা ভুল। বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লবের আগে রুশ দেশ এদেশেরই মত দরিদ্র ছিল; বিপ্লবের পর আর্থিক উন্নতির পথ খুলে গেল এবং আজ ওদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর ভিতর উচ্চতম। অতএব বিপ্লবোত্তর কম্যুনিস্ট রুশের পথই আমাদেরও গ্রহণ করা কর্তব্য। এই যুক্তিতে তথ্য ও সিদ্ধান্ত দুই-ই ভুল।

একথা সত্য নয় যে, বিপ্লবের আগে রুশ দেশ আমাদের দেশেরই মত দরিদ্র ছিল। এ বিষয়ে একটি তথ্য পাঠকের সামনে উপস্থিত করাই যথেষ্ট। আজ ভারতবর্ষে মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ আট কোটি টনের কাছাকাছি। ১৯১৩ সালে রুশ দেশে খাদ্যশস্যের পরিমাণও আট কোটি টনেরই মত। অথচ ১৯১৩ সালে রুশ দেশের মোট জনসংখ্যা আজকের ভারতের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অর্থাৎ প্রাকবিপ্লব রুশ দেশে মাথা পিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন আজকের ভারতের তুলনায় মোটামুটি তিন গুণ।

এ কথাও সত্য নয় যে, রুশ দেশে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর। ওদেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের শুরু ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে। প্রায় একই সময়ে (রুশ দেশের খানিকটা আগে) জার্মানীতে দ্রুত শিল্পোন্নতির আরম্ভ। এ বিষয়ে ইদানীং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণের লেখায় নতুন আলোকপাত হয়েছে। উদাহরণত একটি প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট। 'Economic Development and Cultural Change' কাগজের ১৯৬১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় গোল্ডস্মিথের একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে রুশ দেশে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার তদানীন্তন জার্মানীর তুলনায় সম্ভবত উঁচু ছিল। জার্মানীতে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সফল হয়নি; তৎসত্ত্বেও সে দেশে পরবর্তী কালে দ্রুত আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। এ সিদ্ধান্ত বোধহয় অবাস্তব নয় যে, রুশ দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব না ঘটলেও শিল্পোন্নতির পথ বন্ধ থাকত না। (প্রসঙ্গত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, জারীয় সরকারের পতন কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ফলে নয়। জারের পতন ঘটে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে। তারপর নতুন সরকার গঠিত হয়। কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটে ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে।)

এ কথাও সত্য নয় যে, আজকে সোবিয়েত দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান, অথবা শিল্পোৎপাদন, অথবা আর্থিক উন্নতির হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। সোবিয়েত দেশের তুলনায় সাধারণ জীবনযাত্রার মান আমেরিকা, সুইডেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বহু দেশেই অপেক্ষাকৃত উন্নত। ১৯৬০ সালে সোবিয়েত দেশে মোট শিল্পোৎপাদন আমেরিকার তুলনায় শতকরা ষাট ভাগ অথবা আরও কম ছিল। সোবিয়েতের তুলনায় কম্যুনিস্ট (যুগোস্লাভিয়া) ও অ-কম্যুনিস্ট (জাপান, জার্মানী) একাধিক দেশেই আর্থিক উন্নতির হার ইদানীংকালে বেশী বই কম নয়।

আবারও বলি, সোবিয়েত দেশে উন্নতি ঘটছে—এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি আশা করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর আরও বহু দেশে উন্নতি ঘটছে। বহু দেশের কাছ থেকে আমরা শিখব, কিন্তু আমাদের পথ আমরাই সৃষ্টি করে নেব—এ মনোভাবেই স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয়। সোবিয়েত দেশের গত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা এবং সাবধানবাণী দুই-ই গ্রহণ করার আছে। এই সময়ে সে দেশে শিল্পের অনেকখানি প্রসার ঘটেছে। উদাহরণত বলা চলে যে, ১৯১৩ বা ১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৬০-এ ইস্পাত উৎপাদন সেখানে পনের-গুণের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য ভারী শিল্পেরও প্রচুর প্রসার ঘটেছে। এটা সম্ভব হয়েছে নানা কারণে। তারিফ করতে হয় অংশত ওদেশের প্ল্যানিং ব্যবস্থাকে, অংশত ওদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে; অন্যান্য কারণও আছে। অপরপক্ষে স্ট্যালিনী আমলে সোবিয়েত কৃষি-ব্যবস্থার দুর্দশা থেকে আমাদের সাবধানবাণী গ্রহণ করবার আছে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু; তার আগে চল্লিশ বৎসরে খাদ্যশস্যের ওদেশে উৎপাদন বেড়েছে আট কোটি থেকে মাত্র সওয়া আট

দেখছেন, সার্ফে কাচা খুকুর জামা কি ধবধবে ফরসা! সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য শক্তি আছে, তাই সহজেই এত ফরসা কাচা হয়। শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—তফাৎটা দেখবেন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

কোটি টনে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের ভারতবর্ষে গত দশ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ও হার স্ট্যালিনী আমলের তুলনায় অনেক বেশী।

রুশ দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা এখানে সম্ভব হল না বলে মার্জনা চাইছি। আগ্রহী পাঠককে শুধু বিনীতভাবে এইটুকু জানিয়ে রাখতে পারি যে, এবিষয়ে আমার একটি পুস্তক এখন যন্ত্রস্থ: প্রকাশক ওয়ার্ল্ড প্রেস লিমিটেড। পাঠক এখানে যা পেলেন না, তা হয়তো কিছু পরিমাণে এই পুস্তকে পাবেন।

একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। ইয়োরোপে এক নরওয়েজিয়ান মহিলার সংগে আমার বন্ধুত্ব ঘটে। তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উৎসাহী সমর্থক। আফ্রিকায় মিশনারীদের কার্যকলাপ নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বললেন যে খৃষ্টান ধর্মের ফলেই ওদের দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে; কাজেই অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এ-ধর্ম গ্রহণ করা ভালো হবে। আমি বলেছিলাম যে, ইয়োরোপের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি তবে ধর্ম গ্রহণ না করেও। কম্যুনিজম সম্বন্ধেও একই কথা। মনে রাখতে হবে যে, খাঁটি কম্যুনিস্ট মাত্রেই মিশনারীবিশেষ। কম্যুনিজম এবং 'প্ল্যানিং' সমার্থক নয়, কম্যুনিজম একটা গোটা দর্শনের নাম, আমাদের যুগের অত্যন্ত অসহিষ্ণু একটা ধর্মের নাম। কম্যুনিস্ট দেশগুলির কাছ থেকে আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু আছে কিনা অথবা আমরা "প্ল্যানিং" গ্রহণ করব কিনা এটা একজাতের প্রশ্ন, আর ঐ প্রসঙ্গে-কম্যুনিস্টদের 'ধর্মটি' আমরা গ্রহণ করব কিনা, এটা ভিন্নজাতের প্রশ্ন। এই দ্বিতীয়টিতেই গণতান্ত্রিকদের প্রধান আপত্তি।

অম্লান দত্ত

কলকাতা,
২২।৩।৬৩

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন

কর্ণপ্রিয় দেশ পত্রিকায় "শিল্পীর স্বাধীনতা" প্রবন্ধমালা পাঠকমহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে' কিন্তু গত ৩০ বর্ষ ২ চৈত্র, সংখ্যাটির রচনাটি অপূর্ব। পাঠ করলে চীনের নগ্ন, কুৎসিত, সমাজজীবন, তার স্বরূপ, শিক্ষা দীক্ষা, মেয়েদের চুল ছাটাইয়ের পরাধীনতা, এমন কি বড়ো বয়সে সরকারী "সুখ শিবিরে" থাকার মাত্র শিক্ষাব্যবস্থায় নির্বাসনের সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। "শিল্পীর স্বাধীনতা" সিরিজের জন্য দেশ-পত্রিকার সম্পাদককে ও এক বিশেষ প্রবন্ধটির জন্য শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। চীনের বীভৎস নগ্নরূপ প্রকাশের জন্য এই ধরনের আরও লেখা ছাপা দরকার।

নমস্কার ইতি
ধীরেন কর গুপ্ত
কলিকাতা-৪

ভ্রম সংশোধন

গত ৩০ বর্ষ ২১ সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশিত 'হাসনোহানা' সম্পর্কিত পত্রের লেখক আমীনুর রসিদ চৌধুরী "পুষ্পোদ্যান" (পেস্তার নার্শারী)-এর লেখক শ্রীঅমরনাথ রায়কে 'পরলোকগত' বলে যে উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়। শ্রীরায় সুস্থদেহে যথাপূর্ব নিজের প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা নিয়ে আছেন। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

॥ বিজ্ঞাপনের ছটায় নয়; সত্যই পড়বার ও পড়তে দেবার মত বই ॥

কি বিচিত্র এই প্রেম ॥ আর্যভট্ট ॥

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : এই বিচিত্র প্রেমের গল্পের বোধ হয় তুলনা নেই। গভীরতা, আবেগ, পটভূমিকা, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং তীব্র অনুভূতি ও passion একত্র হয়ে যেন এক একটি হীরের মত জ্বলজ্বল করছে।
—মূল্য তিন টাকা মাত্র—

প্রতিমা বুক স্টল—২৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা-৬

১৯৬৩ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত
ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান

ভারতের প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি, কাব্য, নাট্য সাহিত্য, অলংকার, ছন্দ নাট্যশাস্ত্র বৈদিক কর্মশাস্ত্র ... দর্শন পুরাণ ব্যাকরণ অভিধান বেদান্ত শাস্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র, ... প্রভৃতি বিষয়ে বাঙালীর বহুমুখী মনীষার পরিচয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।
দাম: ২০.০০

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ৩৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

সাহিত্য সংবাদ

বিনয়

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

মার্কাস স্কোয়ার-এর মাঠে যাস কম, ধুলো বেশী; কোনো কোনোদিন সন্ধ্যের দিকে ঝড় হানা দিচ্ছিল; যাত্রা নাটকের দিন লোকারণ্যও দেখেছি এবং ভীত হয়েছি। মনে সন্দেহ জেগেছিল সাহিত্য সম্মেলনের তিনটি দিন নির্বিঘ্নে কাটবে কি না। প্রকৃতি বাদ সাধতে পারে, অপ্রকৃতিস্থরাও বাধা হতে পারে। বলতে কি, ২৮শে মার্চ সম্মেলনের প্রথম দিনটি থেকেই মনের সব সন্দেহ ঘুচে গেল। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সুসজ্জিত সুন্দর মণ্ডপে শ্রোতারা নীরবে এসে বসেছেন, সংখ্যায় কয়েক হাজার (বোধ করি পাঁচ ছ' হাজার), ওপরে সভামঞ্চে বাংলাদেশের খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক এবং তারই মধ্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কয়েকজন অ-বাঙালী অতিথি। আমেদাবাদ থেকে এসেছিলেন শ্রীউমাশংকর যোশী সম্ভবতঃ যিনি সর্বভারতীয় সাহিত্যাঙ্গনে সর্বাধিক পরিচিত এবং সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন কা না সুব্রহ্মণীয়ম মাদ্রাজ থেকে এসেছেন এই বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিতে আনন্দে। আরও ছিলেন শ্রী[illegible] বাও হিন্দী সাহিত্যের একজন গুণী কবি ও পণ্ডিত [illegible] ছিলেন শ্রীহীরালাল চোপরা উর্দু সাহিত্যে যার গবেষণা [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রথম দিনের সম্মেলনের প্রারম্ভপর্বের ছবিটি দেখেই মনে হয়েছিল গত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা যেন নিতান্তই দুর্ভাবনা। আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করলাম কোনো রকম কালিমা কোথাও নেই।

সম্মেলনের সূচনা করলেন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি এই সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-কর্তা। তাঁর স্বাগত-ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। ফরমায়েস মতন যে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় সে-কথা অসঙ্কোচে জ্ঞাপন করে শ্রীসরকার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সাহিত্য ও শিল্পের ভয়াবহ পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্র হওয়া সাহিত্যের ধর্ম নয় এবং যে-ব্যবস্থা সাহিত্য ও শিল্পকে—মানুষের চিন্তা ও সৃষ্টিকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়—সেই ব্যবস্থার দীনতাকে তিনি ধিক্কার দেন।

অতঃপর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন,

সম্মেলনের উদ্বোধন দিবস। শ্রী কা না সুব্রহ্মণীয়ম বক্তৃতা করছেন। মঞ্চে শ্রীঅশোককুমার সরকার, শিবরাম চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর যোশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

অমৃত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ চিন্তার স্বাধীনতাই সাহিত্য সৃষ্টির মূল উৎস এই স্বাধীনতাকে কোনোক্রমেই [illegible] দেওয়া যায় না বলে তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভিক পর্বে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর একটি ভাষণ সভায় পাঠ করা হল। পরে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এই সমাজের বক্তব্য নিবেদন করেন (প্রসঙ্গত বলা উচিত, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে স্বাধীন সাহিত্য সমাজ আলোচ্য সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছিলেন)। কেন এইরূপ একটি সম্মেলন

নূতন বই। নূতন বই।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্মরণীয় দিন ৬॥

রক্তকমল দ্বিতীয় মুদ্রণ **৩॥ বাহির বিশ্ব ৩৲**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অভিনব রহস্য উপন্যাস **রতিবিলাপ ৪॥**

আশাপূর্ণা দেবীর

নবনীড় ৩॥ নেপথ্য নায়িকা ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **কবি ও অ-কবি ৩৲**

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি - ১২

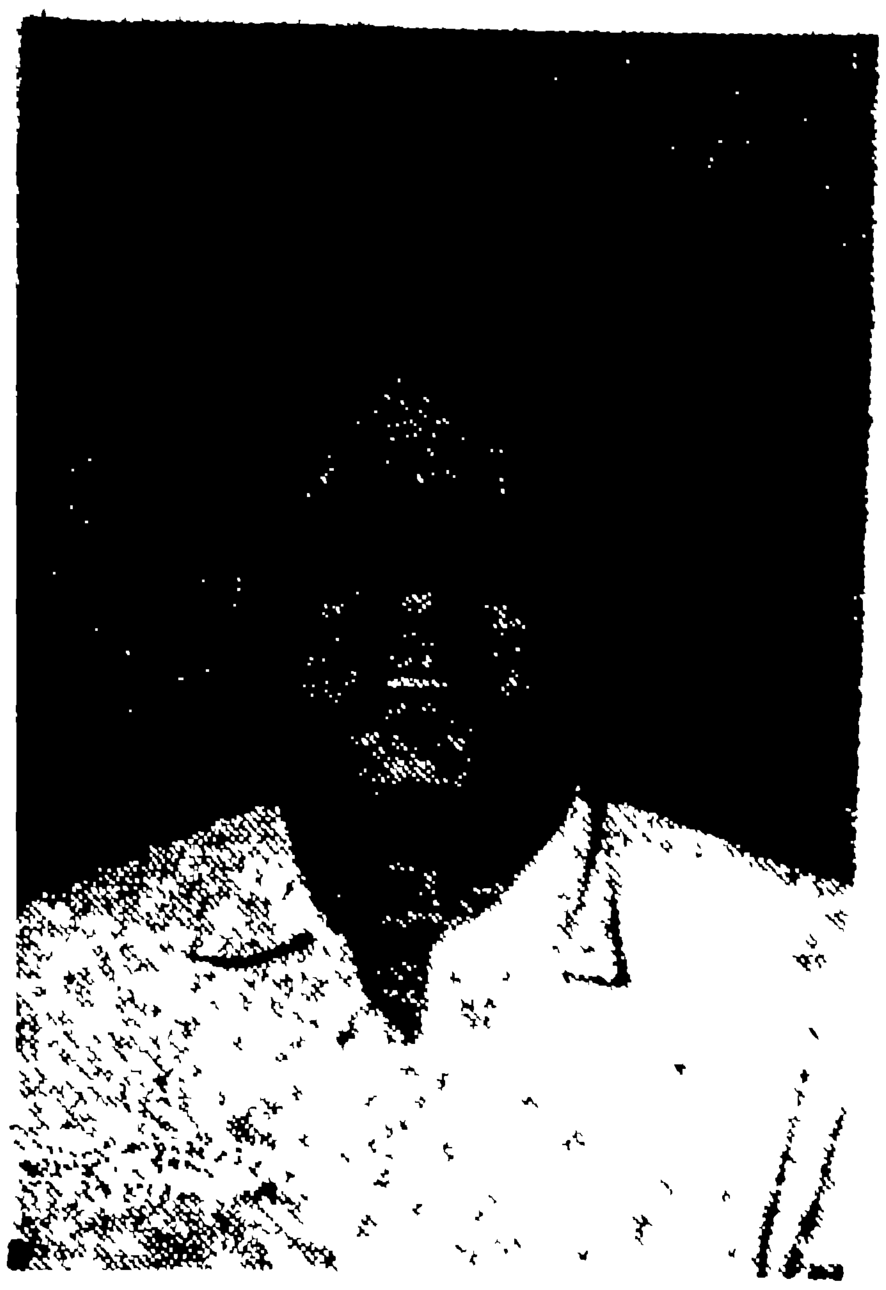

শ্রী কা, না, সুব্রহ্মনীয়ম্

আহ্বান প্রয়োজন হয়েছিল স্বাধীন সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য কি উদ্দেশ্য কি আর কেনই বা বাঙালী সাহিত্যিকদের কয়েকজন এখন অনুভব করছেন যে আমাদের মাথার মতন আমাদের মনও অক্রান্ত—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এ-সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল অকপট ও স্থির। যারা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ১৫·০০

আত্ম-চরিত ১০·০০

অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ৭·৫০

আর জে মিনির

চার্লস চ্যাপলিন ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ২·৫০

অ না গ ত ২·০০

ভ্র ষ্ট ল গ্ন ২·৫০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ৩·০০

ত্রৈলোক্য মহারাজের

গীতায় স্বরাজ ৩·০০

মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

মনে করেন, সাহিত্যসমাজ গা বাঁচিয়ে রেখে এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে—তাদের তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের নামহল খোলা জানলা দিয়ে পরধর্মী হাওয়ার হামলা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে, আমাদের ভাবনা চিন্তাকে এই বাতাস বিষাক্ত করে তুলল, এখন এ-দায় আমাদেরই যে, নিজেদের ভেতর-দরজাকে আমরা আঁটসাঁট করব। সাহিত্য সমাজের আদর্শ অবশ্যই কমিউনিস্টদের চিন্তা-সংহারের বিরুদ্ধে।

প্রথম দিনের সম্মেলনের প্রাথমিক ভূমিকা শেষ হতে সময় নিয়েছিল। তারপর মূল সম্মেলন শুরু হল। প্রথম দিনের আলোচনার বিষয় ছিল : ভারতীয় সাহিত্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

তামিল সাহিত্যিক শ্রী কা না সুব্রহ্মনীয়ম প্রথম দিনের আলোচনার প্রধান বক্তা ছিলেন। আলোচনা শুরু করে তিনি বলেন যে : ভারতীয় সাহিত্যে বৈচিত্র্য প্রচুর। কিন্তু তার ঐক্য রক্ষা করে এসেছে একটি মূল জিনিস আর তা হল ভাষা। অতীতে সংস্কৃত ভাষা ছিল এই ঐক্যের বাহক এখন হয়েছে—ইংরেজী ভাষা। [illegible] বৈচিত্র্যের [illegible] চাই না [illegible] [illegible] চাই এবং একটি ঐক্য [illegible] ও [illegible] কাছে সহজভাবে ধরা [illegible]। ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান লেখকদের গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হোক শ্রীসুব্রহ্মনীয়ম এ কথাও স্পষ্ট করে বলেন সর্বভারতীয় লেখকদের মধ্যে স্বাধীন সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রয়াস চলেছে কমিউনিজম এলে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আলোচনার দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন ডঃ হরিবংশ চোপরা। তিনি ওজস্বী ভাষায় যে আলোচনা করেন তার মর্মার্থ হল ভারতীয় জীবন ও সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে একটি ঐক্য বহন করছে। আমাদের জীবনধারার দিকে তাকালে এই ঐক্য ধরা পড়ে। আমাদের বিভিন্ন সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে গেলে বোঝা যাবে ভারতীয় চিন্তার ঐক্য কেমন সুন্দর করে ছড়ানো। আজকের দিনে—যাঁরা জাতীয় ঐতিহ্য ও ঐক্যে বিশ্বাসী তাঁদের একতাবদ্ধ হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে শত্রুর হাত থেকে।

প্রথম দিনের তৃতীয় বক্তা ছিলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর বক্তব্য ছিল, রাজনীতির বেড়াজালে আটকে গেলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য, রাজনীতির বেড়াজাল থেকে সাহিত্যিকদের মুক্তি দেওয়া। এই সমাজে সাহিত্যিকদের স্বাধীনতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে এবং লেখক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি রূপে শ্রীসুবোধ ঘোষ সেদিনের আলোচনার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

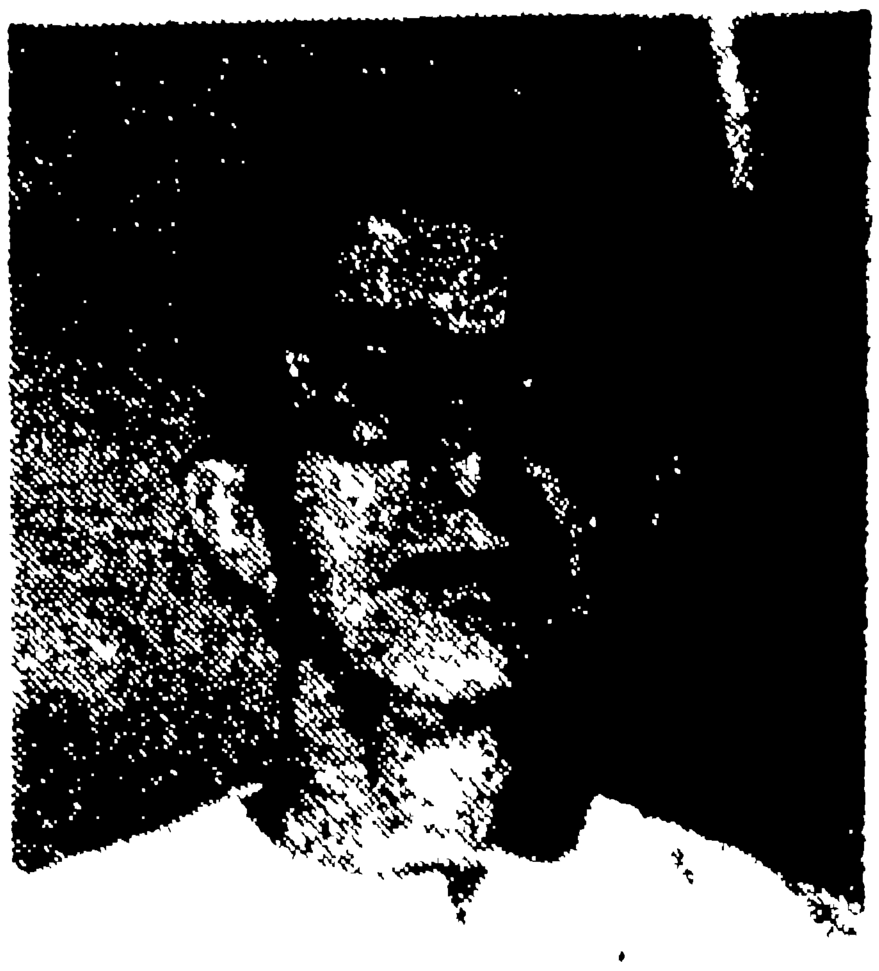

শ্রীউমাশঙ্কর যোশী

করেন। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হল : সাহিত্যের স্বাধীনতা এবং [illegible] [illegible] ঐক্যের [illegible] [illegible] প্রশ্ন ও [illegible] [illegible] পারেই সংকুচিত হয়েছে [illegible] [illegible] একক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। স্বাধীন সাহিত্য [illegible] [illegible] বলেছে তা কেবলমাত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] সবলেরই।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৯ মার্চ আলোচনার বিষয় ছিল : চিন্তার স্বাধীনতা। গুজরাট প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউমাশঙ্কর যোশী—এই দিনের আলোচনার উদ্বোধন করেন। শ্রীযোশীর আলোচনা ছিল [illegible] [illegible] বহুল দীর্ঘ সুচিন্তিত। তিনি বলেন :

'চিন্তার স্বাধীনতা এই ধারণা আমরা পাশ্চাত্য থেকে পেয়েছি। গ্রীসীয় সভ্যতা এর জনক। তখন থেকে এ-যাবৎ চিন্তার স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করে চলেছি। এই স্বাধীনতা কখনও প্রসারিত কখনও সংকুচিত। যে-সমাজ চিন্তাকে খর্ব করতে চেয়েছে সে-সমাজ মৃত হতে বসেছে। এ-কথা মনে রাখতে হবে, চিন্তার স্বাধীনতা অর্জন করাও যেমন কঠিন, সেই স্বাধীনতা রক্ষা করাও তেমনি কঠিন।

শ্রীযোশী প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে দুটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে চলছিল তার কথা উল্লেখ করেন—এবং বলেন ফ্যাসিজম আর কম্যুনিজম এই দুই মতবাদের মধ্যে একটি মরেছে, কিন্তু কম্যুনিজম আরও প্রসারলাভ করেছে। কম্যুনিজম স্বাধীনতার কতটা শত্রু

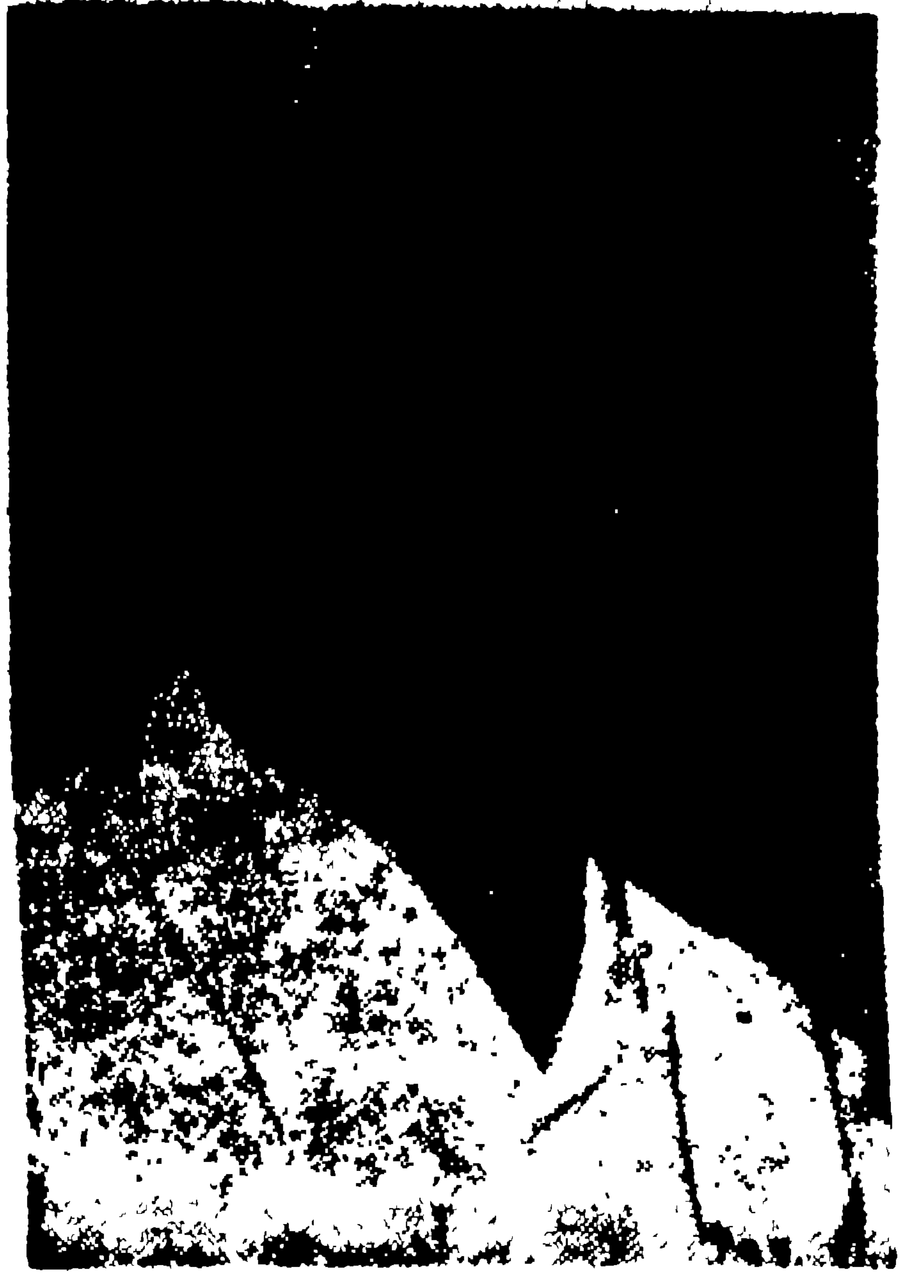

শ্রীবালকৃষ্ণ রাও

স্টালিনের আচরণ ও ক্রুশ্চফ-এর অভিযোগ তার প্রমাণ। যদি ভারতকে তার স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মনকে অক্ষুন্ন রাখতে হয় তবে তাকে আজ অতিরিক্ত রকমে যত্নশীল হতে হবে।

উমাশঙ্করের পরবর্তী বক্তা হিসাবে শ্রীঅম্লান দত্ত তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, চিন্তার প্রতি প্রবণতা মানুষের সহজাত এ কথা মনে করা ভুল। স্বাধীন চিন্তা করার জন্য মানুষকে যুগে যুগে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কখনও সে জয়ী হয়েছে, কখনও পরাজিত হয়েছে। তবু চিন্তার স্বাধীনতাকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি। মানুষের সর্বপ্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং সত্যানুসন্ধানের ভিত্তিই হল চিন্তার স্বাধীনতা।

শিল্পী সাহিত্যিকের সৃজনকর্মের জন্যে চিন্তার স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার—এমন মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। যাঁরা এ দুটিকে জড়িয়ে নিতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। সভ্য সমাজে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, যদি না দেশময় গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া যায়। হিটলারের জার্মানীতে এ-রকম হয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়াও এইভাবে হাঙ্গেরীতে গুপ্তচর ছড়িয়ে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শেষ বক্তা ছিলেন তরুণ ও পরিচিত কবি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পোশাকি বক্তৃতার কোনো আড়ালই তাঁর আলোচনায় ছিল না। [illegible] আন্তরিক আবেগ [illegible] আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে [illegible]। [illegible]

এইটিই তার মূল বক্তব্য ছিল যে, চিন্তার স্বাধীন বিকাশের পথে যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে সবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান, তারুণ্য চির-কালই চঞ্চল ও বিদ্রোহী। তারুণ্যের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের দলে টানে।

৩০শে মার্চ, তৃতীয় দিন, আলোচনার বিষয় ছিল : সংস্কৃতির সংকট ও লেখকদের কর্তব্য। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীবালকৃষ্ণ রাও।

হিন্দী সাহিত্যের প্রতিনিধি শ্রীবালকৃষ্ণ রাও ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্প্রতিক বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করে বলেন, নিজের চোখে নিজের দেশকে দেখবার মানুষের যে সহজাত প্রবণতা তা আমরা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক সংকটের এটা অন্যতম কারণ। একনায়কত্বের অধীন বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা ব্যক্ত করে শ্রীরাও বলেন, সে সব দেশের সংকট আরও অনেকগুণ বেশী মর্মান্তিক।

স্টালিনের অধীনে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক

অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন

ব্যয়বাহুল্য বর্জন করুন

জাতীয় প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করুন

[illegible] কথা তুলে ধরে শ্রীরাও বলেন, [illegible] কিছু [illegible]

[illegible] লেখক-দিগকে যে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে শ্রীরাও সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। শ্রীরাও বলেন, সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক-দেরও কিছু করবার আছে। চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে এই কর্তব্য পালন করা অসম্ভব হয়।

এই অধিবেশনের অন্যতম বক্তা শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, চীন আমাদের বড় বন্ধু, তাঁরা খুব সজ্জন, খুব উদার। চীনের নগ্ন আক্রমণে ভারতে অনেকেই তাই বিস্মিত ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু চীনের এই আক্রমণ সকলের নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল না।

শ্রীবসু বলেন, রাজনীতি নিয়ে দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ চিন্তা করবেন, সামরিক সমস্যা নিয়ে সামরিক বিভাগের লোকদেরই ভাববার কথা। কিন্তু সাহিত্য সভায়ও এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার যুক্তি আছে। কেননা, সাহিত্যচর্চা করতে হলেও

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র

বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কম্যুনিস্ট শাসনে দেখা যায় লেখকদের পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয় অথবা করুণভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীবসু জনৈক তরুণ কবির সমালোচনায় রাষ্ট্র-নায়ক ক্রুশ্চফের তীব্র মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করেন।

পরিশেষে শ্রীবসু সমবেত শ্রোতাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, পরাধীনতার আমলে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা এই সব প্রশ্নের বিচার করতাম আজ তা পরিহার করতে হবে। [illegible] স্বৈরতন্ত্র অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক গুণ বেশী [illegible]।

উড়িষ্যার কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র বলেন একথা ঠিক নয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি আজ এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎই আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটের সেটাই অকাট্য প্রমাণ। সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে শ্রীমহাপাত্র বলেন, যে কোন সময় যে কোন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার মানসিক প্রস্তুতিই প্রকৃত সংস্কৃতি। তিনি বলেন, নিরন্তর প্রহরা ব্যতীত স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। আমাদের উত্তর সীমান্তে যে বিপর্যয় ঘটেছে আমাদের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের তাহাই অকাট্য প্রমাণ। লেখকের কর্তব্যের কথা বিশ্লেষণ করে শ্রীমহাপাত্র বলেন, লেখকের বিবেক যদি স্বাধীন এবং পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, একনায়কত্বের অধীনে মানুষের বিবেক পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না।

তরুণ সাহিত্যিক শ্রীআলোক সরকার-এর মূল বক্তব্য ছিলঃ শিল্পী হিসাবে চৈতন্যের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব শিল্পীরই।

পুস্তক পরিচয়

বিবেকানন্দ ঃ জীবনী, চিন্তা ও কর্মের পরিচয়

বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন। প্রকাশক—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ (২৪ পরগনা।) মূল্য—দশ টাকা।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ—তামসরঞ্জন রায়। প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

PATRIOT-SAINT VIVEKANANDA Edited By—Tarini Shankar Chakravorty. Published by Swami Vivekananda Birth Centenary Celebrations Committee, Muthiganj, Allahabad-3. Price—Rupee one only.

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন। ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য—এক টাকা।

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন। ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা-১৪। মূল্য—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছেলেবেলার বিবেকানন্দ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

"বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন" একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্বামীজীর এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের উপর লিখিত কয়েকটি শিক্ষামূলক ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত। ভারতীয় এবং প্রবাসী ভারতীয় কয়েকজন চিন্তাশীল লেখক এই স্মারক গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাতে লিখিত গ্রন্থের মোট তিপ্পান্নটি প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকরা স্বামীজীর জীবনদর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। স্বামী মেধাচৈতন্য রচিত সংস্কৃত শ্লোকমালায় (বঙ্গানুবাদ সহ) স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের দেবগূঢ় রহস্যটি উদ্ঘাটিত। ভক্ত পাঠকদের কাছে এই শ্লোক গাথার মূল্য গভীর। শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত 'বিবেকানন্দচরিতম্' সংস্কৃত রূপক নাট্য আলোচ্য পুস্তকের একটি বিশিষ্ট রচনা। এস এন কুলকার্নী শ্রীধর ভাস্কর বর্ণেকার অধ্যাপক কে অর যোশী প্রমুখ পণ্ডিতদের সংস্কৃত প্রবন্ধে স্মারক গ্রন্থটি সম্পন্ন।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ একটি সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ। কিন্তু তথাকথিত জীবনচরিতের চেয়ে এর মূল্য বেশী। লেখক তাঁর গ্রন্থে শুধু স্বামীজীর জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্য পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এই লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা প্রকাশ করার জন্যই বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছেন। এবং এই এই লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি প্রধান ও অপ্রধান ঘটনা গ্রন্থটিতে পরে পরে সাজিয়েছেন। রচনাটি প্রেরণাদীপ্ত, ভাষা সুললিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, রোমাঁ রোলাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, বিনয়কুমার সরকার, ডঃ পি এস নাইডু স্বামী নিখিলানন্দ প্রমুখ কয়েকজন মনীষীর রচনা "Patriot-Saint Vivekananda" পুস্তকটিতে সংকলিত। তা ছাড়া স্বামীজীর নিজের কয়েকটি রচনা—গদ্য ও পদ্য—এই স্মারক-গ্রন্থে সন্নিবেশিত। আমেরিকার [illegible] [illegible] একাধিক ছবি ও [illegible]

মুকুন্দ পাবলিশার্সের বই।

চিরঞ্জীব সেনের রহস্য-কাহিনী

রহস্যের অন্ধকারে

৪·৫০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন বই

প্রতিহারিণী ৪·০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের আশ্চর্য সৃষ্টি

ময়না তদন্ত ৩·০০

গোলাম কুদ্দুসের অবিস্মরণীয় কীর্তি

সুরের আগুন ৪·৭৫

প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর বিস্ময়কর উপন্যাস

প্রাণতরঙ্গ ৬·৫০

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের নূতন সৃষ্টি

দেওয়ালের দাগ ৭·০০

প্রকাশক ইচ্ছা করলে প্রতিটি বই-ই ভালো করতে পারেন, একথা আমরা প্রমাণ করেছি।

মুকুন্দ পাবলিশার্স ঃ ৪৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ঃ কলিকাতা ৪

(রূপবাণী সিনেমার বিপরীতে ... মুকুন্দ প্রকাশন)

প্রতিলিপিও পুস্তকটিতে সংগৃহীত। বলা বাহুল্য, পুস্তকটি সকলেরই অবশ্যপাঠ্য।

মহাপুরুষদের জীবনী অধ্যয়ন সৎসংগেরই সামান্তর। "স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থটি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখক ভক্তির সংগে স্বামীজীর দিব্যজীবন-কাহিনী তাঁর পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। বইটি পড়বার সময় লেখকের ভক্তিভাব পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়। এইখানেই সুরচিত জীবনী-গ্রন্থটির সার্থকতা।

"ছোটদের বিবেকানন্দ' পড়ে শিশুরা স্বামীজী সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে। শিশুবয়সেই যাতে তাদের মনে স্বামীজীর মহৎ আদর্শের প্রভাবটি পড়ে, সে বিষয়ে লেখক তাঁর প্রশংসনীয় সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং অল্পপরিসর [illegible] স্বামীজীর জীবনের এমন সব ঘটনা উল্লেখ করেছেন [illegible] পারে।

"ছোটদের [illegible] একটি [illegible] শিশুগ্রন্থ। [illegible] এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে তাঁর [illegible] উল্লেখের [illegible] সুন্দর [illegible] তাঁর এই [illegible] বর্ণনা করেছেন। স্বামীজীর [illegible] এমন অনেক ঘটনা পুস্তকে বর্ণিত, যা শিশুমনের কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে তুলবে এবং তাদের মনে উঁচু আদর্শের ছাপ রেখে যাবে। বইটি পড়ে [illegible] স্বামীজী শিশুদের কাছে [illegible] উঠবেন। [illegible] বেশী। বইটিতে স্বামীজীর [illegible] এবং শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] বইটি [illegible]

৩৮।৬৩, ৭২।৬৩, ৭২।৬৩, ৩১।৬৩; ৩৯।৬৩

Swami Vivekananda's Rousing Call To Hindu Nation—Compiled By Eknath Ranade. Swastik Prakashan—27-1-B, Cornwallis Street, Cal-6. Price Rs. 2.

এই ইংরেজী গ্রন্থটি স্বামীজীর বাণীর সংকলন। সকল ভয়ভীতি ও দুর্বলতা ত্যাগ করে 'মানুষ' হওয়ার জন্য স্বামীজী হিন্দু সমাজকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর সেইসব বজ্রবাণীর একটি মূল্যবান সংকলন হিসাবে বইটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে। স্বামীজীর জন্মশতবর্ষপূর্তিতে এই ধরনের একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিল। ৫৮।৬৩

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—মোহিতলাল মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—পাঁচ টাকা।

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ" স্বামীজীর তথাকথিত জীবনীগ্রন্থ নয়। এই পুস্তকের মূল্য আরও অনেক বেশী। মোহিতলাল মজুমদার স্বামীজীর মহিমা, পৌরুষ ও বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা তাঁর নানা রচনায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই গ্রন্থে মোহিতলালের সেইসব বিক্ষিপ্ত রচনা সংকলিত হয়েছে। মোহিতলালের লেখনীতে বিবেকানন্দ-চরিত্রের একটি আশ্চর্য সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। একটি দিব্যজীবন সমীক্ষায় যে ভক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন মোহিতলালের তা ছিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের, এবং স্বামীজীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার গভীর তাৎপর্যময় আধ্যাত্মিক সম্পর্কটি তাঁর রচনায় [illegible] বিশ্লেষণ করেছেন। [illegible] এই [illegible] পুরুষসিংহের [illegible] স্বামীজীর [illegible] এই [illegible] পুস্তকটি [illegible] পাঠক-[illegible] স্বামীজী সম্পর্কে ভক্তিবর্জিত এমন মননশীল আলোচনা [illegible] যায়। স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষে এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক [illegible] ধন্যবাদার্হ হবেন।

৫৬।৬৩

বিবেকানন্দের রাজনীতি — বিজয়চন্দ্র [illegible] প্রকাশক বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। [illegible] ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট [illegible]

এই পুস্তকটির [illegible] [illegible] স্বামীজীর [illegible] এবং [illegible] উপর [illegible] স্বামীজীর [illegible] চিন্তাধারা ও সমাজদর্শনের [illegible] নিয়েছেন। এবং তিনি অনেকটা [illegible] ভাবেই [illegible] ও [illegible] সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন স্বামীজীর বিভিন্ন বাণীতে। তাই তিনি বলেছেন, 'বলা বাহুল্য, তিনি (অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা ও কর্ম মহৎ শূদ্রজাতির প্রতিষ্ঠার জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন।" এই পুস্তকে গ্রন্থকারের নিজস্ব যে-সব কথা রয়েছে তা প্রতিক্রিয়াশীল বামপন্থী দলের নেতার মুখেই শোভা পায়। তবে অনেক সময় নাস্তিকরাও নাকি স্বামীজীর বাণীতে নিজেদের সমর্থন খুঁজে পায়। তাই গ্রন্থকারকে দোষ দিয়ে লাভ কি। ৯২।৬৩

শিশুসাহিত্য

টুনু — শিউলি গুপ্ত — আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। দাম ২·৫০।

'টুনু' নামের একটি বালিকার জীবনের কয়েকটি ঘটনা ক্রমবিকাশের কাহিনী নিয়ে বইখানি লেখা। লেখার প্রথম বৈশিষ্ট্য ভাষা। ঝরঝরে ভাষা উজ্জ্বল কথা-[illegible] টুনু জীবনের [illegible] পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। [illegible]

[illegible] সাহিত্যের [illegible] চরিত্রের [illegible] না [illegible] চেয়ে শ্রীমতী শিউলি অনেক কিছুই [illegible]

১১৬।৬২

তাই নাকি। [illegible] মজুমদার। প্রকাশক [illegible]

[illegible] শিশুসাহিত্য এমন [illegible] সেইসব [illegible] মিত্র [illegible] অচিন্ত্যকুমার [illegible] লীলা মজুমদার আশাপূর্ণা দেবীরা নিয়মিত লিখতেন। আজও যদিও লেখেন কিন্তু সংখ্যায় তা অত্যন্ত অল্প এবং অনিয়মিত। ছাড়াও আশ্চর্য লাগে যে, পূর্বোক্ত লেখকদের পরবর্তী অধ্যায়ের শক্তিমান কথাকারেরা

সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু এবং বিমল কর প্রভৃতিরা কেন নিয়মিতভাবে শিশু-সাহিত্য রচনা করেন না?

এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য যে, আলোচিত গ্রন্থটি শিশুসাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রকাশনার তালিকায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, জন্তু-জানোয়ারদের কেন্দ্র করে তিনি এক আকর্ষণীয় জগৎ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ছাপা, বাঁধাই এবং চিত্রগুলি নিন্দনীয় হওয়ায় গ্রন্থটি তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে।

৫৭।৬২

কবিতা

জনমত (কবিতা সংকলন) সম্পাদক: শ্যামল বসু। অধিনায়ক। ১০।৫৭-এ; দেশপ্রাণ শাসমল রোড। কলকাতা-৩৩। ৩০ নঃ পঃ।

চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত দেশাত্মবোধক কবিতার ক্ষুদ্র সংকলন। সংকলনে কবিতার সংখ্যা চৌদ্দ। পুরোভাগে আছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ। কবিতার আঙ্গিক ইত্যাদিতে অপ্রধান হয়েও দেশপ্রেম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাই দেশাত্মবোধক কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বর্তমান সংকলনে সফল হয়েছে। কবিতাগুলি স্বদেশের প্রতি প্রেমের স্বাদে ভরপুর। চীনের প্রতি ঘৃণায় ধিক্কারে পূর্ণ।

প্রাপ্তি স্বীকার

সাত রং সাত আকাশ—শান্তিভূষণ রায়।

সেই বন্ধ্যা রূপসী—বানু ভৌমিক।

সাহিত্য-সমীক্ষা—গোপাল ভৌমিক।

যন্ত্রণার অনুভব—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়।

Rain in Indian Life and Lore—Edited by Sankar Sen Gupta.

Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe—David Kopf.

A History of Political Philosophy—Narayan Das Kumar.

মূর্ছনা—বিনয়রঞ্জন।

বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল—শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগবৎ প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ।

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী—মণি বাগচী।

মানবী ও পৃথিবী—দেবকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড) শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

ঝটিকা—গৌর দাস।

নববর্ষ সংখ্যা

উল্টোরথ

দাম আড়াই টাকা ● সডাক তিন টাকা
এই সংখ্যায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন
প্রতিভা বসু
প্রতি সংখ্যায় মত এই সংখ্যাতেও রম্য-রচনা লিখেছেন

সৈয়দ মুজতবা আলী

সাতটি বড় গল্প লিখেছেন
বুদ্ধদেব বসু
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সমরেশ বসু
শংকর
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুবোধ ঘোষ ও বিমল কর

এই সংখ্যা থেকে 'লোহ-কপাট'এর চতুর্থ পর্ব শুরু করেছেন
জরাসন্ধ

এ ছাড়া মনোজ বসুর 'পলাতক' গল্পের ও কালকূটের 'নির্জন-সৈকতে'র সচিত্র কাহিনী। 'কথা কও' নাটকের সবিস্তারত দৃশ্য এবং 'মহানগর' ছবির মাধবী মুখার্জীর সঙ্গে উল্টোরথ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার। মঞ্জু বিশ্বাসের 'কলকাতার স্টুডিও পরিক্রমা', কালীশ পালের 'বোম্বাই স্টুডিওর খবর', 'চিঠি-পত্রের উত্তর' ও বোম্বাইপ্রবাসী বাঙালী চিত্রপরিচালকদের সম্পর্কে একটি নিবন্ধ। এবং 'মেল ব্যাগের' উত্তর দিয়েছেন প্রসাদ সিংহ।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উল্টোরথ
২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে
দাম এক টাকা চার আনা

এশিয়া-বিখ্যাত সাহিত্যিকের

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসের এবং লেখকের নাম
নববর্ষ সংখ্যা উল্টোরথ-এ জানানো হবে।
এ ছাড়া
সৈয়দ মুজতবা আলীর
রম্য রচনা ও
জরাসন্ধের
'লোহকপাট'-এর চতুর্থ পর্বের দ্বিতীয় কিস্তি

দি ম্যাগাজিনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬

রঙ্গজগৎ

রূপনিকেতনের 'শেষ প্রহর' (পরিচালনা : প্রান্তিক) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

চিত্রকাহিনীকারের সম্মান

চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ ও দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারকে এ বছর থেকে সর্বভারতীয় প্রশংসাপত্র (অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট অব মেরিট) দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু প্রথম বছরে বাংলাতেই এই প্রশংসাপত্র দেওয়া হল না। অর্থাৎ সরকার এ বছরে যেসব কাহিনীকারদের সম্মান পেলেন না যাঁরা এই সম্মানের অধিকারী।

এই ঘটনাটি শিক্ষিত জনসাধারণের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা বাদই দিলাম, পরবর্তী যুগের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] ইত্যাদি সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের কাহিনী নিয়ে তোলা ছবি [illegible] প্রতিযোগিতা চিত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসাবে এঁদের কেউ সর্বভারতীয় প্রশংসাপত্রের উপযুক্ত [illegible] [illegible]

[illegible]

স্বর্ণপদকবিজয়ী ছবির সর্ব-ভারতীয় প্রদর্শন

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবি কি ভারতের সকল রাজ্যের রাজধানীতে প্রদর্শিত হবে [illegible] সম্প্রতি মাদ্রাজ ফিল্ম সোসাইটির এক সভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন যেসব ছবি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে সেগুলি ভারতের সকল স্থানে প্রদর্শিত হওয়া উচিত এবং তাতে ভারতের সকল শ্রেণীর দর্শকরা এ দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

•

শ্রীরেড্ডীর এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। তবে এই প্রস্তাবটি কার্যকর করতে হলে যে উদ্যোগ [illegible] প্রয়োজন তা এদেশে [illegible] স্বর্ণপদকবিজয়ী ছবির প্রযোজক অথবা পরিবেশকই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়ের ভিত্তিতে তাঁদের ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বছরের শ্রেষ্ঠ ছবিটি জনসাধারণকে দেখাবার জন্য ভিন্ন অঞ্চলের চলচ্চিত্রসেবীর সমন্বয়ের অপেক্ষা [illegible] বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে যাতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবিগুলি সারা ভারতে প্রদর্শিত হতে পারে সেই প্রস্তাবই শ্রীরেড্ডী চলচ্চিত্রসেবীদের কাছে উপস্থিত করেছেন। ছবির ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরা এ ব্যাপারে নিজেদের স্বার্থ বুঝেই নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। কিন্তু যাঁরা চলচ্চিত্রানুরাগী এবং চলচ্চিত্রসেবী, যাঁরা ফিল্ম সোসাইটি জাতীয় সংস্থা পরিচালনা করেন, তাঁরা জনস্বার্থে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পারস্পরিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবিগুলির প্রদর্শনের আয়োজন করতে পারেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ছায়াছবির দর্শকদের রুচির পরি-

রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"র নামভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা—বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর সহ-শিল্পীবৃন্দ রবীন্দ্র [illegible] এই পাঁচদিন "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন

তারু মুখার্জি প্রোডাকশন্স-এর 'সং ভাই' (পরিচালনা : তারু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে রেণুকা দেবী, সুখেন ও সন্ধ্যারানী

বর্তনসাধনের জন্যও [illegible] প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বর্ণপদকবিজয়ী ছবির প্রযোজকদের সহযোগিতা থাকলে ফিল্ম সোসাইটি শ্রেণীর সংস্থাগুলি এই সুপ্রস্তাবটি অবিলম্বেই বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারেন।

মুক্ত-অঙ্গন
রাসবিহারী মোড়
লোকরঞ্জক প্রযোজিত ২ সামুখর
যা—নয়—তাই
প্রতি বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥
সঙ্গে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান
মঙ্গলবার, ৯ই এপ্রিল
॥ গোরা ॥
(সি ১৩৪০)

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনসমৃদ্ধ
সেতু

* শুভমুক্তি *

[illegible] ছবির নাম : তেরে ঘরকে সামনে [illegible] সঙ্গীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

হৃদয়ের ক্ষত

তথাকথিত হিন্দী ছবির নায়িকাদের মধ্যে হঠাৎ করে যুক্তিহীনা হয়ে পড়ার একটি অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করি। বিশেষ করে প্রণয়ীকে ভুল বোঝার ব্যাপারে ওরা যুক্তির পরিচয় দিতে সদা প্রস্তুত। [illegible] প্রোডাকশন্স এর 'গহেরা দাগ' ছবির নায়িকা কিন্তু ওদের দলের নয়। যুক্তি ও হৃদয়ের প্রসারতার জন্য সে নিজেই যে শুধু দুঃখের হাত থেকে বেঁচেছে তা নয়, তার সমাজ-লাঞ্ছিত প্রণয়ীকেও আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে এবং তাকে নব-জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীতে সহজ সরল আবেগের সুর আছে, মানবিকতা আছে, মধ্যবিত্ত ঘরের ভ্রাতা-ভগিনীর মধুর সম্পর্কের স্পর্শ রয়েছে। কাহিনীর নায়িকার চরিত্রে যে মহত্ত্ব রয়েছে তাও অস্বাভাবিক নয়। মহৎ হতে গিয়ে সে বহু ছবির নায়িকার মত "অবাস্তব" বাঁচাতে গিয়ে নায়ক আকস্মিকভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বে নায়িকার একমাত্র ভ্রাতাকেই হত্যা করে ফেলেছিল। তাকে কারাবাসও করতে হয়েছে। এর ফলে তার জীবনের উপর অঙ্কিত হয়ে রইল একটি কলংকচিহ্ন। সমাজ তাকে ঘৃণা করল। কিন্তু সব কিছু জেনেও নায়িকা তাকে অবজ্ঞা করতে পারল না। সে দেখেছে নায়কের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব। দেবীত্বের বলে নয়, যুক্তি ও হৃদয়ের শক্তিতেই সে ক্ষমা করে নেয় তার ভ্রাতৃহন্তা প্রণয়ীকে। চিত্র-কাহিনীর এই প্রসাদগুণের জন্যই ছবিটি মনকে আকর্ষণ করে। কাহিনীর দুর্বলতা যে মোটেই নেই তা নয়। কোন কোন অংশে ঘটনার আকস্মিক ও অযৌক্তিক যোগাযোগ লক্ষণীয়। জনমনোরঞ্জনের অর্থহীন উপকরণও আছে। কিন্তু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূল কাহিনীসম্পদের জন্য ছবিটি চিত্তগ্রাহী। বাঙালী দর্শকদের কাছে কাহিনীগত গুণের জন্য ছবিটি আদরণীয় হবে।

প্রযোজক ও পি. [illegible] রসবোধ ও কল্পনাশক্তির সঙ্গে পরিচ্ছন্নভাবে ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

ছবির প্রধান আকর্ষণ [illegible]ন্দ্রকুমারের [illegible]। এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় হিন্দী ছবিতে খুব কমই দেখা যায়। নায়িকা [illegible] অভিনয়ও সংবেদনশীল। চরিত্রটিকে তিনি মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন উষা কিরণ, মদন পুরী, মনমোহন কৃষ্ণ ও [illegible] পওয়ার।

ছবির সঙ্গীত পরিচালনা মনোগ্রাহী। ছবির একাধিক গান জনপ্রিয় হবে। অন্যান্য কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক। [illegible] এ ইরানীর আলোকচিত্রগ্রহণ খুবই উঁচুদরের।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রযোজক-পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম চিত্রপ্রয়াস সংলাপহীন ছবি "ইঙ্গিত" যারা দেখেছেন, তাঁরা চিত্রনির্মাতার দ্বিতীয় উপহার "সং ভাই" (তারু মুখার্জি প্রোডাকশন্স) দেখে কিছুটা হয়ত নিরাশ হবেন।

ছবির মূল কাহিনী (প্রযোজক-পরিচালক রচিত) মামুলী। গ্রামের পটভূমিতে কাহিনী বিস্তৃত। কী-ভাবে দুই সং ভাই জন্মাল, কী-ভাবে তারা বড় হল এবং বড় হয়ে তাদের মধ্যে সাময়িক মনান্তর ও পুনর্মিলন কেমন করে ঘটল তাই মূল উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ছবির এই কাহিনীতে কয়েকটি অপরিণত চরিত্র ও কয়েকটি বহু ব্যবহৃত উপাদান ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। তবে সহোদর না হয়েও দুই ভাইয়ের মধুর সম্পর্ক, দুই জনের মধ্যে প্রীতির বন্ধন

আবেগের এইসব উপকরণ কাহিনীতে আছে বলে ছবিটি বাঙালী দর্শকদের ভাল লাগতেও পারে।

রুচিবান দর্শকদের কাছে এই ছবি বিশেষ কয়েকটি দৃশ্যের জন্য পীড়াদায়ক মনে হবে। চিত্রকাহিনীতে এক তরুণী আছে যার বাবা বিলেতে থাকাকালে মেম বিয়ে করেছিলেন। বিলেত থেকে তিনি সকন্যা গ্রামে ফিরে এলেন। এই কন্যার বেশবাস গ্রামের লোকের কৌতূহলের বস্তু। পরিচালক এই তরুণীকে আবার সুইমিং পোশাক পরিয়ে গ্রামের পুকুরে সাঁতার কাটিয়েছেন। তার সাঁতার ও সাঁতারের পোশাক দেখার জন্য গ্রামের লোক পুকুরপাড়ে এসে ভিড় করেছে। পরিবেশ-সাপেক্ষে এই তরুণীর বেশভূষা যে অশালীন দেখাতে পারে এই বোধ পরিচালকের ছিল না তা নয়। তরুণী যে অবশ্যম্ভাবীরূপে কাহিনীতে এসে গেছে তাও নয়, এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই যে তাকে বিলিতী পোশাকে ছবিতে উপস্থিত করা হয়েছে বুদ্ধিমান দর্শকের তাও বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু এর প্রয়োজন [illegible] ছিল? টিকিটঘরের আনুকূল্য।

ছবির প্রয়োগকর্ম পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অনেকটা বিবরণধর্মী। চিত্রকাহিনীর [illegible] উপকরণ [illegible]।

[illegible] প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন [illegible] মঞ্জুলা সরকার, তরুণকুমার, অনুপকুমার [illegible] যথাযথ অভিনয় করেছেন। [illegible] তিলক [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি [illegible] অভিনয় [illegible]।

সংগীত পরিচালক আলী আকবর খাঁ রচিত [illegible] বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

আলোকচিত্র [illegible] দাস। ও সম্পাদনা [illegible] মুখোপাধ্যায়। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কন্যা রানু—"বাদশা" ছবির কয়েকটি গানে পিতার সংগীত পরিচালনায় রানু কণ্ঠদান করেছে
ফটো দেশ

প্রভৃতি। [illegible] চট্টোপাধ্যায় সুরবচনার [illegible] করেছেন।

বিপতি

চলচ্চিত্র প্রয়াস [illegible] 'বিপতি' ছবিটি [illegible] ছবিটি [illegible] বিভিন্ন [illegible] করেছেন অমর [illegible]

[illegible] বসু, কুমার রায় শান্তি [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা।

বন্দিনী

[illegible] প্রোডাকসন্স-এর "বন্দিনী" [illegible] মুক্তি পাচ্ছে। [illegible] অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন [illegible] বিমল রায়। [illegible] ছবির দুই প্রধান [illegible] সরকার।

দ ক্ষি ণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট কলিকাতা ২৬

ফোন [illegible]

নূতন শিক্ষাবর্ষ

[illegible] নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা [illegible] শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের [illegible] শিক্ষাক্রম। শিশুদের উভয় [illegible] উপপত্তিক, স্বরসাধনা ও স্বর-[illegible] পর্যায়কে কেন্দ্র করে [illegible] শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের [illegible] কথাকলি ও মণিপুরী [illegible] শিক্ষা-পরিষদ : শুভ গুহ-ঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, অমল নাগ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বসু, রেনা সেন, মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদার, লীলা দত্তগুপ্ত, আদিত্যসেনা রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্মিতি গুহ-ঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪—৮॥ এবং রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬।

* ছবির পর ছবি *

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী চিত্রযুগের দ্বিতীয় চিত্রোপহার "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। গুরু বাগচী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। ছবির শিল্পীদের পুরোভাগে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সেন, দিলীপ রায়

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছবি "বিপাত্ত"র নায়ক-নায়িকা অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

পলাতক

রাজকমল কলামন্দিরের "পলাতক" ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত। যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠীর এই নতুন চিত্র-প্রয়াস অবিলম্বেই মুক্তি পাবে বলে জানা গেল। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির আবহ-সুর রচনা করেন। ছবির শব্দপুনর্যোজনার জন্য যাত্রিক-গোষ্ঠী আগামী সপ্তাহে বোম্বাই রওয়ানা হচ্ছেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার সন্ধ্যা রায় অনুভা গুপ্তা, রুমা গুহঠাকুরতা, অসিতবরন ভারতী দেবী, জহর রায় জহর গাঙ্গুলী রবি ঘোষ অনুরাধা গুপ্ত ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। 'পলাতক' ভি শান্তারামের প্রথম বাংলা ছবি।

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫–১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।।টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬।।টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

।। রূপায়ণে ।।

কমল মিত্র ।। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ।। অজয় দে ।। অজিত বন্দ্যো ।। অপর্ণা দেবী ।। বাসবী নন্দী ।। গীতা দে ।। শ্যাম লাহা ।। চন্দ্রশেখর জ্যোৎস্না বিশ্বাস ।। পঞ্চানন ।। প্রেমাংশু বোস ।। নৃপেন পাল ।। আশা দেবী ।।

পাদপ্রদীপের আলোয়

মিনার্ভায় "তিতাস একটি নদীর নাম"

আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে লিটল থিয়েটার গ্রুপের ভূমিকাটি যে স্বতন্ত্র, তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ "তিতাস একটি নদীর নাম"। মিনার্ভায় মঞ্চস্থ লিটল থিয়েটার দলের এই নতুন নাট্যোপহার এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক প্রত্যয়ে চিহ্নিত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের অসাধারণ কাহিনী "তিতাস একটি নদীর নাম" যে নাট্যরূপ পেতে পারে, মঞ্চস্থ হতে পারে তা হয়ত অনেকেই ভাবতে পারেন নি। লিটল থিয়েটার দল এই অসাধ্য কাজটি সাধন করেছেন।

"তিতাস একটি নদীর নাম" বাংলা মঞ্চ-শিল্পের দিগন্তবিস্তার ঘটিয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মঞ্চে এর আগে আর যা কোনদিন দেখা যায়নি তা-ই রূপ নিয়েছে

নদী বয়ে চলেছে। তারই পারে ধীবরদের বাস। তাদের গোষ্ঠীজীবনই রূপ নিয়েছে মিনার্ভার স্থাণু মঞ্চে। কিন্তু ওই মঞ্চই নাটকের অভিনয়-স্থল নয়। অভিনয়ের আসর সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। মঞ্চের একটি শাখা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মঞ্চ-শাখার পথ ধরে শিল্পীরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান, আবার বেরিয়ে আসেন। এই পথের উপরেই তাঁরা অভিনয় করেন। কিন্তু ওই পথেই শুধু তাঁদের গতিবিধি নয়। হঠাৎ করে তাঁরা হয়ত বেরিয়ে আসেন প্রেক্ষাগৃহের কোন একটি কোণ থেকে, এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে। সারা প্রেক্ষাগৃহে পরিব্যাপ্ত এই অভিনয়—আসর এক অদ্ভুত শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। কোথাও তার ছন্দপতন নেই। নাটকের বিচিত্র মানুষদের এই বিচিত্র আনাগোনার ছন্দে দর্শকরাও কেমন যেন বাঁধা পড়ে যান। দর্শকরা ওদের ভিড়ের মধ্যে কখন অজান্তে যেন মিশে যান। এবং ওদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার অংশীদারও বুঝি হয়ে পড়েন।

অভিনয়—আসরের এমন সার্থক পরিকল্পনা এর আগে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। "তিতাস একটি নদীর নাম"-এর মত নাটকে এই অভিনয় মঞ্চের পরিকল্পনা যেন আরও সার্থক ও যুক্তিসংগত হয়ে উঠেছে। কারণ এই নাটকে একটি সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে। মঞ্চের অভিনয় আসরে ওদের সকলকে ধরে রাখা সম্ভব হত না। বহুজনকে নিয়ে এই নাটক। একটি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই এতে উপস্থিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এটাও এক অভিনব ঘটনা।

নাট্যরূপকার-পরিচালক উৎপল দত্ত এই নাটকে একটি অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের সহজ সরল গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রাটিই দেখাতে চেয়েছেন। নৈর্ব্যক্তিক নাট্যোপকরণই এই নাটকের মূল উপজীব্য। তিতাসের পারের ধীবরদের জীবনে দুঃখ আছে, বঞ্চনা আছে; ওরা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, নিজেদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ওরা শান্তি পায়, বিশ্বাসে কেউ আঘাত করলে ওরা নির্মম হয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে অসত্যকে অস্বীকার করে কেউ লাঞ্ছনা ভোগ করে, কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে পাগল হয়ে যায়, কেউ হয়ত তার ঘরণীর মন পায় না। অন্যদিকে এক স্বার্থান্ধ কুচক্রী দিনে দিনে তিলে তিলে ওদের শোষণ করে চলে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়। এক বৃদ্ধ আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে কবে তার পাগল ছেলে তাকে বাবা বলে ডাকবে। পাগলের নিরুদ্দেশ দয়িতা আত্মপরিচয় গোপন করে দয়িতের কাছেই আবার ফিরে আসে। পাগল তার বাবাকে বাবা বলে তাকে পৃথিবী থেকে বিদায়

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত চিত্রযুগের "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবির একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য

মুহূর্তেই সে চিনতে পারে তার দয়িতকে।

এই ছোট ছোট মানুষদের ছোট ছোট সুখ ও দুঃখ নিয়েই নাটকটি রচিত। 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি বর্ণাঢ্য বিচ্ছিন্ন জীবনের নাটক নয়, একটি অবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীজীবনপ্রবাহের এক চিত্রময় নাট্য চিত্রকল্প। একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তিত সাপেক্ষে নানা ঘটনার আবর্তনের মধ্য দিয়ে নাটকে যেভাবে নাট্যরস দানা বেঁধে ওঠে এ নাটকে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। অনেকটা নাটকে নাট্যবেগ বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে চলে। বিচ্ছিন্নভাবে নানা ভাবের বহিঃপ্রকাশ ... এর মধ্যে নাট্যাবেগ আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া নাটকটি মূলত পরিবেশপ্রধান। নাট্যরস বর্জিত অনেক ঘটনাও নাটকে প্রামাণিকতার প্রয়োজনে সংযুক্ত। তাই চিরাভ্যস্ত পথে এই নাটক আবেগ পিপাসু দর্শকদের তৃপ্তি দিতে হয়ত অক্ষম। কিন্তু কতকগুলি ক্ষণমুহূর্তে এই নাটকের আবেগ আবেদন গভীর। একটি যুবকের পাগল হয়ে যাওয়া ও তার মৃত্যুকে উপলক্ষ করে তিনটি জীবনে তার পিতা-মাতা ও স্ত্রী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি অনেক দর্শক হয়ত প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারবেন না। এই ট্র্যাজেডি কি শিল্পের শর্তে অনিবার্য ছিল? নাটকের খলচরিত্র তার বহু পাপাচারের শাস্তি পেল না এবং সুবলের মৃত্যু নিয়েও তার সম্প্রদায়ে বিশেষ কোন আলোড়ন দেখা গেল না এটাও অনেকের কাছে বিসদৃশ লাগতে পারে। কিন্তু তবু নাটকটির এমন এক আকর্ষণ আছে যা ছোটখাটো ত্রুটি সহজেই উপেক্ষণীয় করে তোলে।

তিতাসের তীরের ধীবর সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র অঙ্কনে কোন খুঁত রাখেননি নাট্যকার-পরিচালক। এই সম্প্রদায়ের উৎসব-পার্বণ ব্রতপালন আনন্দময় পরিবেশ জীবনসংগ্রাম সংস্কার ও বিশ্বাস নাটকটিতে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত এবং সেই সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের সুখ-দুঃখ এবং তাদের ভুল ও ত্রুটি ... সুকৃতি ... সমস্ত নাটকটিতে বিধৃত।

লোকসংগীত এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। ধীবর সম্প্রদায়ের পালা-উৎসব ও ব্রতপালনে যেসব গান প্রচলিত সেসব গান এই নাটকে পুনঃসংযোজিত করেছে। লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন নির্মল চৌধুরী। গানের সুরে ও কথায় আঞ্চলিক প্রভাব থেকে সুন্দরভাবে রক্ষিত। গানগুলি দরদ-ভরা কণ্ঠে গেয়েছেন নির্মল চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূরবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীত পরিচালক শ্রীচৌধুরী মঞ্চেই গান গেয়েছেন। তাঁর গানগুলি দর্শকদের অভিভূত করে রাখে। সংগীত-পরিচালনায় সর্বাঙ্গীণভাবে শ্রীচৌধুরী কল্পনাশক্তি ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সরোদে বাহাদুর হোসেন খাঁর সুর-মূর্ছনা মন মাতিয়ে রাখে।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় সৌকর্য ইতিপূর্বেও রসিকজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পেয়েছে। এই নাটকে তাঁদের অভিনয় যেন আরও পরিণত। অভিনয়ে সর্বাগ্রে দর্শকদের প্রশংসা পাবেন বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা দাস। সংগীতশিল্পী নির্মল চৌধুরীও যে একজন সুঅভিনেতা এই প্রমাণও রয়েছে নাটকটিতে। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন অরুণ রায়, অরবিন্দ চক্রবর্তী, দীপিকা ভট্টাচার্য, সমর নাগ, সুলেখা ভট্টাচার্য ও সলিল ভট্টাচার্য।

এ-বাদেও যাঁরা নাটকে আছেন তাঁদের প্রত্যেকের অভিনয়ই স্বচ্ছন্দ।

আলোকসম্পাতে তাপস সেন এই নাটকে আবার যাদুখেলা দেখিয়েছেন। মঞ্চে তিনি একটি নদী দেখিয়েছেন, অন্ধকারে নদীর বুকে নৌকোচলার দৃশ্যটিও বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। পাগলের মনে হঠাৎ করে অস্পষ্ট স্মৃতির আলোড়নের মুহূর্তটি তিনি আলোকসম্পাতের ব্যঞ্জনায় অপূর্বভাবে প্রকাশ করেছেন।

নির্মল গুহরায়ের দৃশ্যসজ্জা ভূয়সী

নব নাট্য আন্দোলনের জয়যাত্রা
মিনার্ভা থিয়েটারে
অদ্বৈত মল্লবর্মনের
তিতাস একটি নদীর নাম
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥
রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

রঙমহল
ফোন: ৫৫-১৬১৯
প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ — ৬॥
সঙ্গীতবহুল প্রেমের কাহিনী
কথাকও
নাটক: সুনীল চন্দ্র সরকার
রূপায়ণে—
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অসিতবরণ
সবিতাব্রত দত্ত (রূপকার)
রবীন মজুমদার
হরিধন | জহর রায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় | অজিত চট্টোপাধ্যায়
ঠাকুরদাস | শিপ্রা মিত্র
মমতা বন্দ্যোঃ | দীপিকা দাস
সরযূবালা

ছায়ার্থীর প্রতিষ্ঠানের 'সূর্যশিখা' (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

প্রশংসার যোগ্য। তাঁর শিল্পসুন্দর দৃশ্যসজ্জার জন্য নাটকের পরিবেশ বসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

* সাংস্কৃতিকী *

গত রবিবার ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় উত্তর কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত সংগীত শিক্ষায়তন 'স্বরলিপি'র এক বিচিত্রানুষ্ঠান রামপুরের রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত, নৃত্য, গীটার প্রভৃতি পরিবেশন করে। রবীন্দ্রসংগীত পরিচালনায় ছিলেন সলিল বসু ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনায় হিমাংশু পাল। গীটার পরিচালনায় অংশ নেন সমীর খাসনবীশ। একক সংগীত পরিবেশন করেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সলিল বসু প্রভৃতি। গীটারে জনপ্রিয় গানের সুরের ঐকতান বাজান বটুক নন্দী ও সহশিল্পীরা। হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করেন জহর রায়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক কার্তিক বসু স্কুলের কার্যবিবরণীর উল্লেখ করেন ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ দেন। অপর্ণা বসু, কার্তিক বসু, অশোকা দেব, গীতা দেব, পার্থ ঘোষ, অমর মিত্র, মায়া দেব, পূর্ণিমা ঘোষ ও দিলীপ বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

নবমিলনের পরিচালনায় পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১৭ই থেকে ১৯শে এপ্রিল মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর সর্বপ্রকার ব্যয় সংকোচ করে উদ্বৃত্ত অর্থ জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হবে। ইতিমধ্যেই তহবিলে ১০০১ টাকা দান করা হয়েছে। এ বছরের অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তপন চক্রবর্তী, আমীর খাঁ, ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি বসু, পণ্ডিত রবিশংকর, ভি জি যোগ, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়, হীরু গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায় নাট্যে অংশগ্রহণ করবেন মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়, লিপিকা গুপ্ত, মায়া চ্যাটার্জি। এ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

শিশু রংমহলের কথা

গত ২৫শে ... কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে শিশু রংমহলকে জমি দান দিয়েছেন। এই জমির উপর কিছুদিনের মধ্যেই রবনমহল তৈরী হবে। সেই সঙ্গে তৈরী হবে শিশুদের উপযোগী ... অবনমহলে শিশুরা পড়াশুনো করবে, নাচবে, গাইবে, খেলা করবে, পুতুল নাচবে।

কয়েকদিন আগে চেকোশ্লোভাকিয়া ... সিটির শিশু নাট্য বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীবেদপতি ... শিশু রংমহলের শিক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করে গেছেন। তিনি শিশুদের বিভিন্ন ড্রিল নৃত্যানুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টর শ্রীমতী ইভা ভেডিকোভা শিশু রংমহলের পুতুল নাচের পদ্ধতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। সম্প্রতি শিশু রংমহল রবীন্দ্র পরিষদের আমন্ত্রণে দুর্গাপুরে 'অবন পটুয়া' "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" ও "পুতুল নাচ" পরিবেশন করে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে শিশু রংমহল পরিবেশন করেছে "অবন পটুয়া" ও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"। এদের সকল সাম্প্রতিক অনুষ্ঠান সুধীজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে।

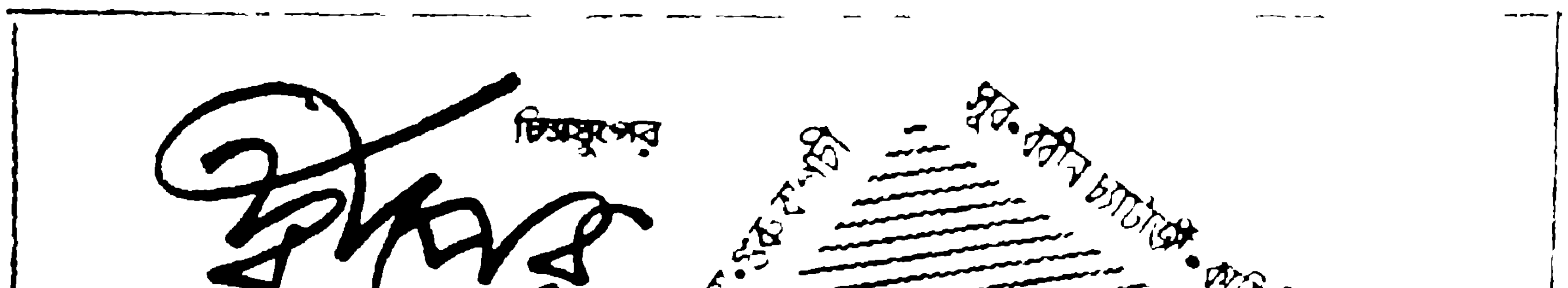

(উপরে বাঁয়ে) "স্বাপের নাম টিয়ারঙ" ছবিতে সন্ধ্যা রায়, (ডাইনে) ভ্রান্তি বিলাসে'র একটি দৃশ্যে রবি রায়চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়, (মাঝখানে, বাঁয়ে) ছায়াসূর্য" ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর, (ডাইনে) 'মহাতীর্থ কালীঘাটে'র বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে পরিচালক তপন রায়, কৃষ্ণা ও অমরেশ দাস (নীচে) "স্বাপের নাম টিয়ারঙ" ও 'ভ্রান্তিবিলাসে'র আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত

এবারকার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র (বাঁয়ে) এবং হিমাংশু দত্তর সুরে অজয় ভট্টাচার্যের গান গেয়ে শোনান জয়শ্রী চক্রবর্তী

ফটো—দেশ

গুণী সংবর্ধনা

ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি-জি) সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁকে এক জনসভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে সংবর্ধনা কমিটি গঠিত হয়েছে। সংবর্ধনা-সভায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও মঞ্চের নেতৃস্থানীয় শিল্পীরা এতে যোগদান করবেন।

মস্কোর মঞ্চে রামায়ণ

গত দুই বছরেরও বেশী কাল ধরে মস্কোর সেন্ট্রাল চিলড্রেন্স থিয়েটারে 'রামায়ণ' অভিনীত হচ্ছে। ভারতীয় মহাকাব্যের এই নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখিকা ও প্রাচ্যবিদ শ্রীমতী নাতালিয়া গুসেভা ও পরিচালনা-প্রযোজনা করেছেন ভালেন্তিন কোলেসফ।

অভিনেতৃ মঞ্চে রামায়ণকে সার্থকভাবে উপস্থিত করার জন্য কোলেসফ ও তাঁর সহকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় চিত্রকলা বেশভূষা লোকশিল্প লোকনাট্য ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলন করেন। মস্কো স্থিত ভূতপূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পত্নী শ্রীমতী মেনন এবং প্রবাসী ভারতীয় বন্ধুরা তাঁর প্রযোজনার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন।

সোভিয়েত দর্শকদের মধ্যে এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। গত দুই বছরে দেশের বিশিষ্ট ভারতীয়রা মস্কো গেছেন। তাঁরা এই অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জওহরলাল নেহরু এঁদের অন্যতম। দর্শকদের মন্তব্যের খাতায় লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এই নাটক দেখার পর মন্তব্য করেছেন: "এই অপূর্ব অভিনয় দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত। এই নাটকটি আমাদের দেশের প্রতি আপনাদের সুগভীর ভালবাসার প্রমাণ।" ভারতীয় লোকনাট্য সমিতির সম্পাদক লিখেছেন: "মস্কোর রঙ্গমঞ্চে রামায়ণের অভিনয় দেখে আমি একজন ভারতীয় হিসাবে আনন্দিত।"

বোম্বাই সমাচার

গত সপ্তাহে রাজ কাপুর নেফা অঞ্চলে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সেখানে তিনি তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি 'সংগম'-এর দু-একটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবেন। ছবির প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক রাজ কাপুরের সঙ্গে রয়েছেন আলোকচিত্রশিল্পী রাধু কর্মকার, শব্দযন্ত্রী আলাউদ্দিন খাঁ এবং কণ্ঠশিল্পী মুকেশ। রাজ কাপুরের ইচ্ছা, ছবির স্যুটিং-এর কাজের অবসরে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের গান শুনিয়ে আনন্দ দেবেন। তাই তিনি মুকেশকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। মুকেশের গানের সঙ্গে রাজ কাপুর তাঁর একাধিক জনপ্রিয় ছবির কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয় জওয়ানদের সামনে পরিবেশন করবেন।

প্রযোজক-পরিচালক মেহবুব খান গত সপ্তাহে তাঁর আগামী ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবির নাম হাব্বা খাতুন। কাশ্মীরের বিখ্যাত মহিলা কবি হাব্বা খাতুনের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে ছবির কাহিনী রচিত। সায়রা বানু এই মহিলা কবির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজেন্দ্রকুমার। ছবিটি ইস্টম্যান কালারে তৈরী হবে। নৌশাদ আলী সংগীত পরিচালক। কাশ্মীরে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে।

সম্প্রতি বোম্বাই-এর শিবাজী পার্কে প্রযোজক শশধর মুখার্জির "লীডার" ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। পার্কের বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে স্যুটিং-এর জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়। ছবির এই স্যুটিং দেখার জন্য প্রযোজক জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দিনের বেলায় বিপুল জনতার সামনে স্যুটিং গ্রহণ করা হয়। স্যুটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, জয়ন্ত ও জানকী দাস। রাম মুখার্জি ছবিটি পরিচালনা করছেন। নৌশাদ হলেন সংগীত পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক অমরজিতের "তিন দেবিয়াঁ" ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস ডি বর্মণ। ছবির নায়িকা থাকবেন তিনজন। দেব আনন্দ হলেন নায়ক।

বাহার ফিল্মস-এর পরবর্তী ছবির নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র ও নন্দা। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। কুন্দন-পামজু ছবিটি পরিচালনা করছেন।

দশচক্র

নিউ এম্পায়ারে ৭ই এপ্রিল রবিবার সকাল ১০টায় শম্ভু মিত্র নির্দেশিত
সৎ নাট্যসাহিত্য ও জনসাধারণ অভিনয়শিল্পের কাচং কিরণ-দীপ্ত বহুরূপী প্রযোজনা
শ্রেষ্ঠাংশে :: শম্ভু মিত্র, • গঙ্গাপদ বসু • অমর গাঙ্গুলী
কুমার রায় • অরুণ মুখার্জি • লতিকা বসু • প্রমদা রায়
হিমাংশু চট্টো ও সুনীল সরকার। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে॥

খেলার মাঠে

একলব্য

খেলাধুলোর ব্যাপারে একাধিক ক্রীড়াবিদের মৃত্যু গত সপ্তাহের খেলাধুলোর ক্ষেত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং দুঃখজনক সংবাদ।

মার্চের ২৪ তারিখে দিল্লীতে জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের ১৮০ কিলোমিটার রেসের সময় মিলিটারী লরীতে চাপা পড়ে রেল দলের সাইকেল চালক প্রকাশ সিং সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান; আর চারজন সাইকেল চালক হন আহত। পরের দিন মিলিটারী হাসপাতালে আহতদের মধ্য থেকে আর একজন মারা যান। ইনিও রেল দলের সাইকেল চালক, নাম এম কানিয়াপ্পান।

এইদিন লস এঞ্জেলস থেকে খবর আসে ফেদার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুর হোয়াইট মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মার্চের ২১ তারিখে সুগার র‍্যামোজের সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের সময় মুর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। দশম রাউন্ডের সময় র‍্যামোজকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কিছু সময় পরে পরাজিত মুষ্টিক ডেভী মুর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না। চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধের পর মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

এক দিন যেতে না যেতে আসে আর একটি মৃত্যু সংবাদ। এটিও মুষ্টিযুদ্ধের বলি। ব্যাংককে ব্যান্টম ওয়েটের পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের পঞ্চম রাউন্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধার পদাঘাতে পাকস্থলীতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থাইল্যান্ডের ২২ বছর বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা একাচিং সিং গাং০ হাসপাতালে মারা যান। এখানে বলা প্রয়োজন থাইল্যান্ডের পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে লাথি মারা এবং হাঁটু ও কনুই দিয়ে আঘাত করা আইনসিদ্ধ ঘটনা। গত বছরও এইভাবে থাইল্যান্ডের আর একজন মুষ্টি-যোদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

✻

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে রেল-ওয়ের দুই সাইকেল চালক প্রকাশ সিং ও এম কানিয়াপ্পান-এর মৃত্যু নিয়ে পরে আলোচনা করছি। আগে মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুর-এর মৃত্যু নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

২৯ বছর বয়স্ক নিগ্রো মুষ্টিক ডেভী মুর আমেরিকার নিগ্রো মন্ত্রীর সপ্তম এবং কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিকে মুর আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। অলিম্পিকের পর হন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। নাইজেরিয়ার হোগান কিডকে হারিয়ে ১৯৫৯ সালে মুর ফেদার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। এরপর উত্তরীয়ার বাহিরে কিউবার শরণার্থী মুষ্টিযোদ্ধা সুগার র‍্যামোজের কাছে হার স্বীকার করবার পূর্ব পর্যন্ত মুরই ছিলেন ফেদার ওয়েটে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। মুরের দুই হাত ছিল খুবই ক্ষিপ্র এবং চালাক ও বুদ্ধিমান। মুষ্টিযুদ্ধ রসিকদের কাছে মুর খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ডাকনাম ছিল 'স্প্রিংফিল্ড রাইফেল'। ওহায়োর স্প্রিংফিল্ডে বাসের জন্যই এই নামকরণ। তাঁর ৬৬বার মুষ্টিযুদ্ধে তিনি ৫৮বার বিজয়ী হয়েছেন। মাত্র একবার হয়েছেন নক আউট। আর এবার রিংয়ের থেকে চিরদিনের জন্য নক আউট হয়ে গেলেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত কিউবার উদ্বাস্তু মুষ্টিযোদ্ধা সুগার র‍্যামোজের ঘুষি ডেভী মুরের যতটা ক্ষতি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে রিং এর দড়ি। পড়ে যাবার সময় মাথার পেছন দিকে দড়ির প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং সেই আঘাতই নাকি শেষ পর্যন্ত হয় মুরের মৃত্যুর কারণ। লড়াইয়ের চলচ্চিত্র দেখেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পেশাদার বক্সিং-এর প্রাক্তন ফেদার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ডেভী মুরের মৃত্যুর পর পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। অনেকে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেছেন অনেকে আইনের নাগপাশে পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধকে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মের আওতায় আনবার কথা বলেছেন। অনেকে প্রচার করছেন মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ অর্থহীন। তাঁদের বক্তব্য মুষ্টিযুদ্ধে যত মানুষ মরে তার চেয়ে অনেক বেশী মরে অন্যান্য খেলাধুলোয়। তবে মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ হবে কেন? কড়া আইনের নাগপাশে একে বেঁধে রাখারই বা প্রয়োজন কি।

গত বছর ঠিক এই সময়ে মুষ্টিযুদ্ধের পৃথিবীতে আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ওয়েলটার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের পেশাদার চ্যাম্পিয়নশিপে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা এমিল গ্রিফিথের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বেনী কিড প্যারেট ইহলোক ত্যাগ করেন। ডেভী মুরের মত বেনী কিড প্যারেটও প্রতিদ্বন্দ্বীর মুষ্ট্যাঘাতে মাথায় আঘাত পান এবং কয়েক-দিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটাবার পর

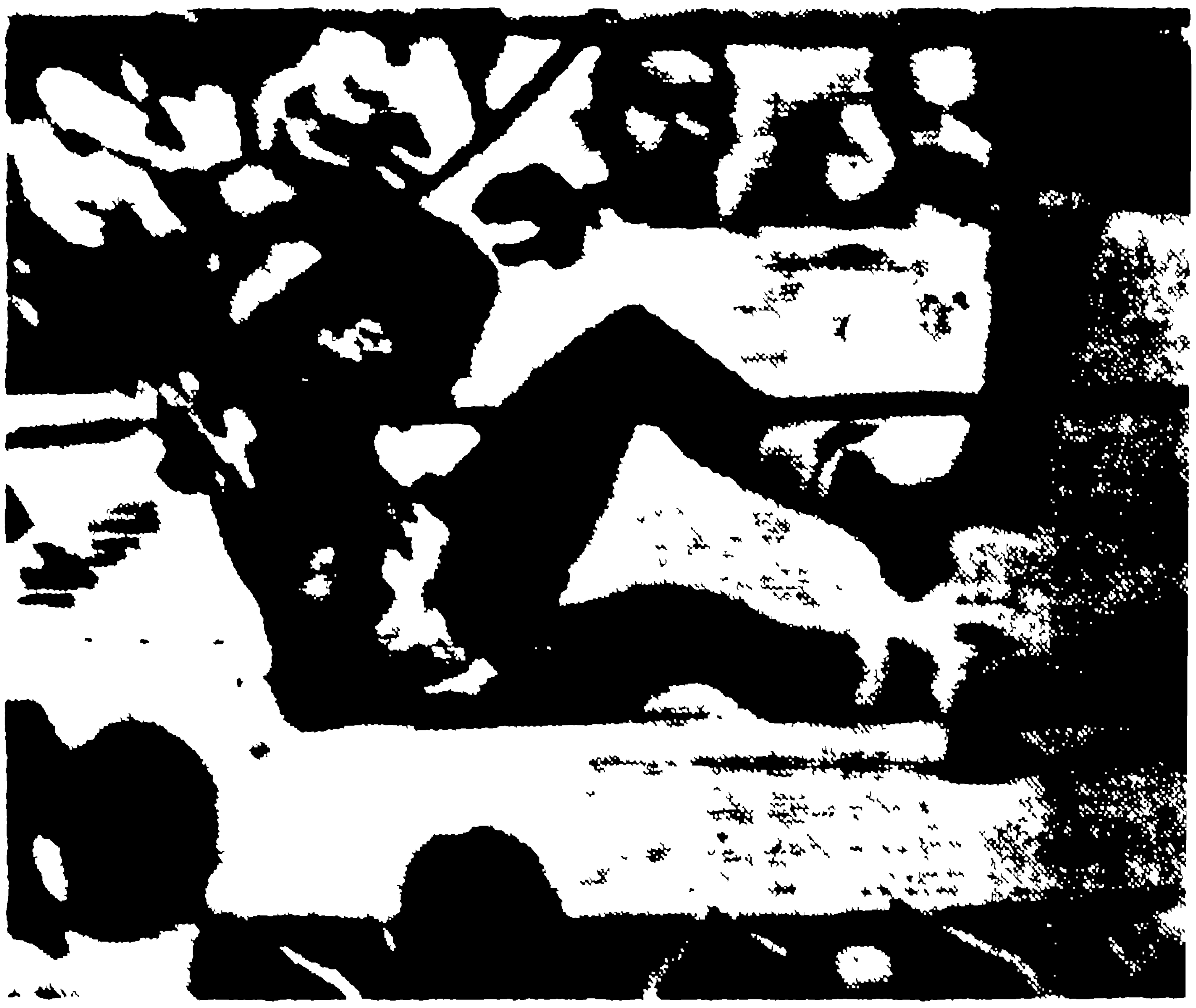

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে ফেদার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ের সময় সুগার র‍্যামোজের মুষ্ট্যাঘাতে ডেভী মুর রিংয়ের রোপের উপর পড়ে গেছেন। ডাক্তারের অভিমত মাথার পেছন দিকের দড়ির আঘাত মুরের মৃত্যুর প্রধান কারণ। ছবিতে মুরের পেছন দিকে দড়ি দেখা যাচ্ছে

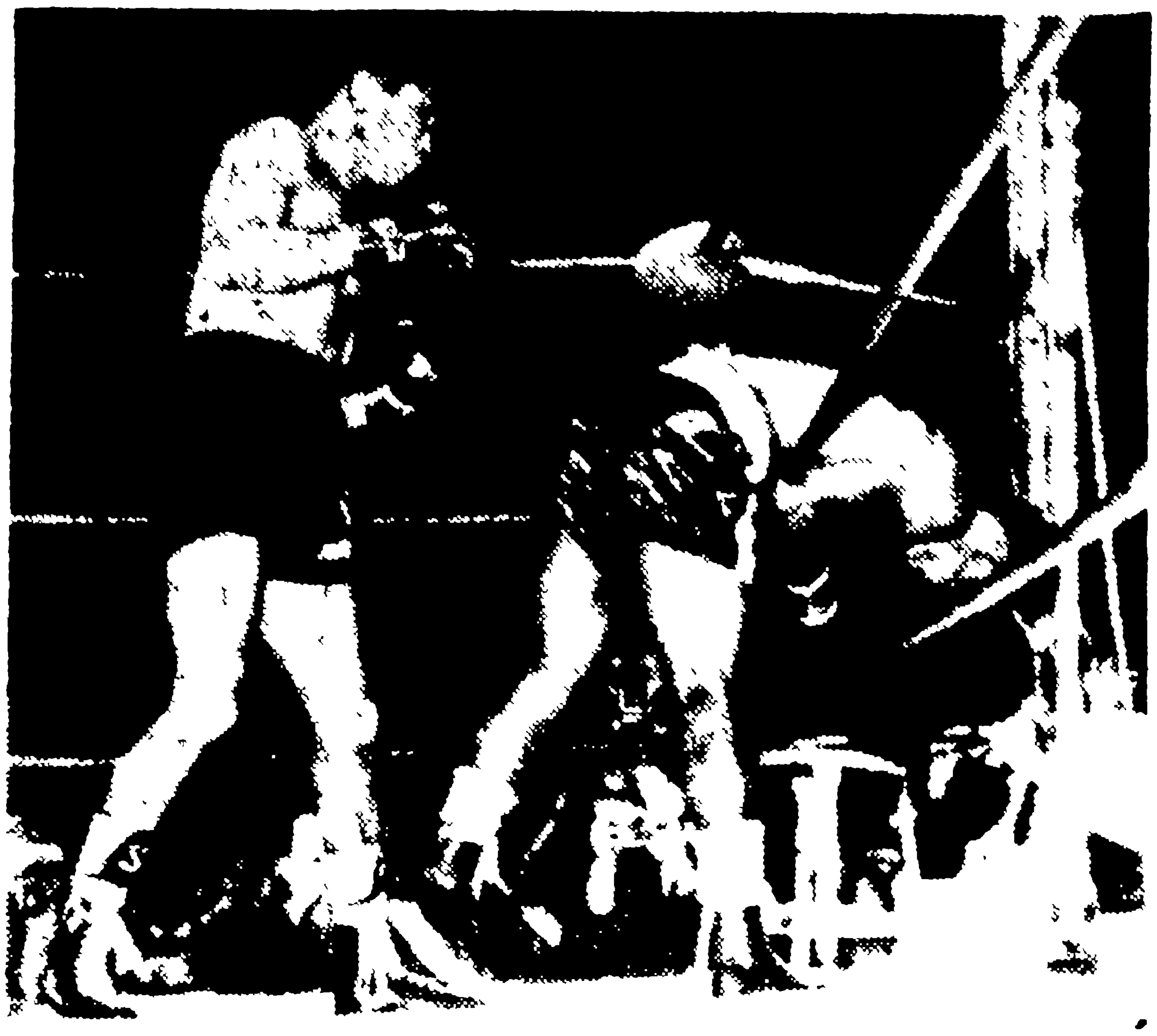

সুগার র‍্যামোজ (দাঁড়িয়ে) ও ডেভী মূরের মুষ্টিযুদ্ধের আর এক দৃশ্য। এখানে মূর ঘুঁসির আঘাতে রোপের উপর ঝুঁকে পড়েছেন

জভেন্ট হাসপাতালে মারা যান। তবে কিড প্যারেটের মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল কিন্তু অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে ... ওয়ায় ডেভী মূরের মাথায় অস্ত্রোপচা[illegible] সম্ভব হয়নি। কিড প্যারেটের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর দেখা যায়, অত্যধিক মুষ্ট্যাঘাতে মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে [illegible] মারা গেছেন।

*

মুষ্টিযুদ্ধের সময় আঘাতজনিত কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু মুষ্টিযুদ্ধের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আমেরিকান মুষ্টিযুদ্ধের হিসাববিদ্ মিঃ নাট ফ্লেচারের হিসাবমত ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে গত বছর পর্যন্ত ৪৫০ জন মুষ্টিযোদ্ধা লড়াইয়ের সময়ে [illegible] পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রোফেশনাল ও অ্যামেচার মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ে এই হিসাব। [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে কিড প্যারেটই মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম বলি।

ডেভী মূরের মৃত্যু দ্বিতীয় ঘটনা। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ের সময় মৃত্যুবরণের একাধিক ঘটনা আছে। ১৯৪৭ সালে ক্লিভল্যান্ডে ওয়েল্টার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সুগার রে রবিনসনের ঘুঁষির চোটে জিমি ডয়েলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আরও বহু আগে ১৮৯৭ সালে লন্ডনে ব্যান্টম ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইংলন্ডের ওয়াল্টার ক্রুট মারা গিয়েছিলেন আমেরিকার জিমি ব্যারীর ঘুঁষির চোটে। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই ছাড়া অন্যান্য মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যুর ভূরি ভূরি ঘটনা আছে। এর মধ্যে ১৯৩৩ সালে হেভী ওয়েট মুষ্টিক প্রাইমো কারনেরার প্রতিদ্বন্দ্বী আর্নি স্কাফের মৃত্যু এবং ১৯৩০ সালে ম্যাক্স বেয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্র্যাঙ্ক ক্যাম্পবেলের প্রাণহানির ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অন্যের পরে কা কথা—কিউবার মুষ্টিযোদ্ধা এই সুগার র‍্যামোজের হাতে ডেভী মূরের জীবনলীলা সাঙ্গ হবার আগে আরও একজন মুষ্টিযোদ্ধা র‍্যামোজের হাতে মারা গিয়েছেন। তাঁর নাম জোস ব্লাঙ্কো। ১৯৫৮ সালে হাভানায় ব্লাঙ্কো মারা যান। একা র‍্যামোজই দু-দুজন তরুণ মুষ্টিযোদ্ধার মৃত্যুর কারণ হলেন।

নাট ফ্লেচারের হিসাবমত মুষ্টিযুদ্ধে এ পর্যন্ত চার শ পঞ্চাশ জন মারা গেছেন। কিন্তু কতজন পাগল হয়েছেন, কতজনের স্মৃতিলোপ ঘটেছে, কতজনের মুখের হাড়-গোড় চিরকাল [illegible] গেছে, [illegible] কর্ণমূল ফুলে উঠেছে [illegible] মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের [illegible] উঠবে।

শারীরিক ক্ষতি, অন্যান্য খেলাধূলাতেও বিপদের ঝুঁকি আছে। ফুটবল এবং রাগবী খেলাতেও কম লোক মারা যায় না। ঘোড়-দৌড় এবং মোটর রেসিং এ মৃত্যুর সংখ্যাও বিপুল। এবং এই দুটিই ভীতিজনক স্পোর্টসের আওতায় পড়ে। কিন্তু এ-সব স্পোর্টসে মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয় এবং এ-সব স্পোর্টসে একজনের প্রতি আর একজনের নৃশংস অত্যাচার নেই।

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের মূল কথাই হল শারীরিক ক্ষমতায় ঘুঁষির উপর ঘুঁষি চালিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। ঘুঁষির আঘাতে জর্জরিত হলেও পরিত্রাণ নেই, নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লেও মুক্তি নেই। অবশ্য শারীরিক ক্ষমতাই মুষ্টিযুদ্ধের শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে কলা-কৌশলও আছে আছে অনুশীলন ও সাধনা। তবু সভ্য দুনিয়ার খেলার ব্যাপারে একজন আর একজনকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করছে, তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর

উচ্চ প্রশংসিত
শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের মহাভৃঙ্গরাজতৈল
বহু পরীক্ষিত
মস্তিষ্ক ও কেশেরপক্ষে অতুলনীয়
শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্‌ · ২৭৭/এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬। ফোন-৫৫-৩২৭৪

ডাঃ পি. মজুমদারের
এন্টিথ্রাস্ট্রেচ্যুন
কার্বঙ্কল বিষের (বেদি:) বা ভগন্দর চুরি
কেবল লাগাইলেই
কার্বঙ্কল, দুষ্টব্রণ, ঘা, পোড়া ও
সকল প্রকার ফোড়া সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সোলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩
(সি ৮৬১৬)

অগণিত দর্শক সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছে—এ যেন একেবারেই বে-মানান।

যে কালে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে মানুষকে ফেলে দিয়ে রাজকীয় খেয়ালের ক্ষুধা মেটানো হত, কিংবা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিকের হাতের 'গ্লাভসে' লোহার ছুঁচোলো কাঁটা পরিয়ে দিয়ে রাজার মেজাজের মাসুল জোগানো হত, সে কাল বহু যুগ আগে পার হয়ে গেছে। কিন্তু সভ্য জগতের খেলাধুলোর মধ্যেও যদিও সেই পৈশাচিক খেলার ছিটেফোটা ছাপ থাকে তবে মানুষের সভ্যতার বড়াই করা শোভা পায় না। মুষ্টিযুদ্ধ বিশেষ করে, পেশাদারী মুষ্টি-যুদ্ধের মধ্যে এখনো সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এখনো ষাঁড়ে মানুষের সেই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের আয়োজন, সেই আদিম প্রবৃত্তি এবং বিকৃত রুচিরই পরিচয়।

আশার কথা, মুষ্টিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং নৃশংসতা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষ ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছেন। গত বছর থেকেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে আন্দোলন সফল হয়নি। এবারও যে পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে আন্দোলনকারীরা সফল হবেন তারও লক্ষণ নেই। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের পীঠস্থান আমেরিকা। সেই আমেরিকারই এক ক্রীড় সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছেন গত বছর আমেরিকায় ফুটবল খেলায় ২৬ জন এবং [illegible] এবং বেসবল খেলায় [illegible] খেলোয় ৬ মারা গেছেন। [illegible] মারা গেছেন [illegible]।

[illegible] মুষ্টি-যুদ্ধের [illegible] অন্যান্য খেলাধুলোয় [illegible] লোক মারা যায় মুষ্টিযুদ্ধের [illegible]

[illegible] মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে এই তথ্য যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করলে নিশ্চয় [illegible] ক্রীড়া পরিষদের সাম্প্রতিক [illegible] [illegible] করা যায় [illegible] ক্রীড়া সংস্থা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে অনুষ্ঠানে [illegible] ক্লেশ সহ্য করা, মারধোর এবং [illegible] খুনির ইন্ধন যোগায় সে অনুষ্ঠানকে [illegible] খেলাধুলোর মর্যাদা দেওয়া চলে না।

পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় যুক্তি: এ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় এবং বহু মুষ্টিযোদ্ধার এইটাই জীবিকা। কথাটা ঠিক অস্বীকার করতে পারছি না কিন্তু এটাও তো সবার জানা কথা যে, বিশ্বের অদ্বিতীয় মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই জীবনে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেও আজ নিঃস্ব। আর শুধু মুষ্টিযুদ্ধই কি অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন? খেলাধুলোর অন্যান্য বিষয়েও তো প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে এবং কোন কোন খেলায় মুষ্টিযুদ্ধের

টেমস নদীর উপর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেসের দৃশ্য। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ডান দিকে) পাঁচ লেংথে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। এবার নিয়ে ১০৯ বারের মধ্যে অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছে ৪৮ বার

[illegible]

*

[illegible]

প্রকাশ [illegible] সাইকেল চালক ১০ [illegible] জাতীয় সাইকেল চালনায় রেলের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। প্রকাশ সিং-এর স্ত্রী ও দুটি ছেলে বর্তমান। বড়টির বয়স আট, ছোটটির ছয়। মৃত্যুকালে প্রকাশ সিং-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

৩০ বছর বয়স্ক মাদ্রাজের অধিবাসী এম কানিয়াপ্পন ছিলেন মাদ্রাজ রেলের কর্মী। তিনি স্ত্রী এবং মাত্র ৭ মাসের একটি সন্তান রেখে গেছেন।

অত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে প্রকাশ সিং এবং কানিয়াপ্পনের স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে। ভারতীয় রেল সংস্থার নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। ভারতীয় সাইক্লিস্ট ফেডারেশনের দায়িত্বের কথাও অস্বীকার করা যায় না।

সরকারি এ বিষয়ে জাতীয় সরকারেরও একটা দায়িত্ব আছে। ১৪০ কিলোমিটার সাইকেল রেসের সময় যেভাবে মিলিটারী লরীর সঙ্গে এদের দুর্ঘটনা ঘটেছে তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্তে

ডাঃ ভিগোর
হেয়ার কিওর
(মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল)
ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার কেশব্যাধি এবং কেশপক্কতা নিবারণ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়:
হেয়ার কিওর লেবরেটরী
৫বি, জনক রোড, কলিকাতা-২৯
ফোন: ৪৬-৪৪৬৪

তারুণ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে উঠুক আপনার চেহারায়

ট্রাইজেন
একটি এজেন্ট এসাবরী ত্রিলিয়াণ্টাইন

আর পি রাম

এ মুস্তাফী

এস বসু

এন বিশ্বাস

সি এ বি নক আউট ফাইন্যালে বি এন আর ক্রিকেট টীম

ফটো: দেশ

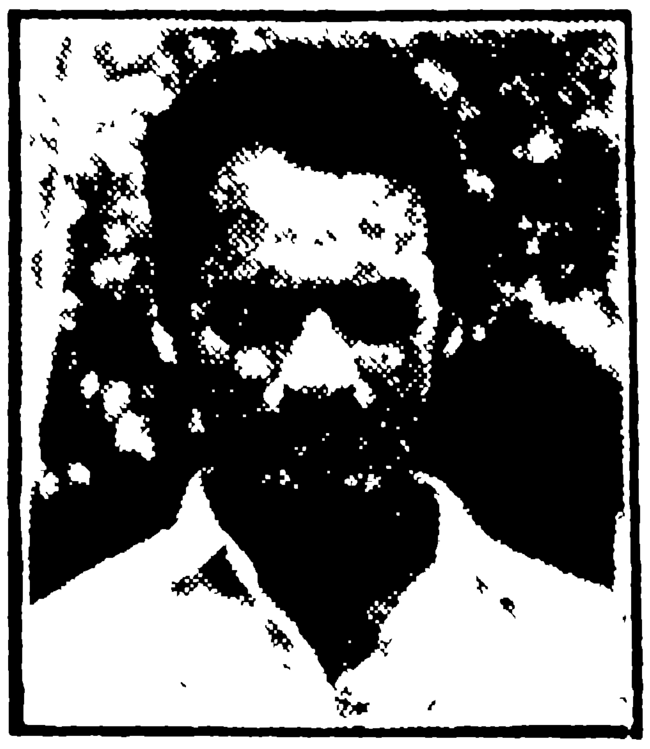
এস কুণ্ডু

এস ঘোষাল

জি চক্রবর্তী

এ দাস

কে ভট্টাচার্য

এম পি পারমার

এস সোম

আন্তঃ কলেজ হকি লীগে গতবারের যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন আশুতোষ কলেজ এবারও কলেজ লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে

এদের জীবন ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

১৮০ কিলোমিটার সাইকেল রেসের বিজয়ী রয় ফন্ডাসের মাতার বিবৃতি তদন্তের কাজে বিশেষ সাহায্য করতে পারে। সাইকেল রেসের পরিচালনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিসেস এইচ ফন্ডাস [illegible] যে অভিযোগ করেছেন তা খুবই গুরুতর। তাঁর অভিযোগ যদি আংশিকও সত্য হয় তবে উদ্যোক্তাদের শৈথিল্য সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকে না। শুধু শৈথিল্যই নয় সাবধানতার বিরুদ্ধে একটা অবহেলার লক্ষণও সুস্পষ্ট।

মিসেস ফন্ডাসের অভিযোগ:

গত বছর ব্যাঙ্গালোরে যখন জাতীয় সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা [illegible] তখন নাকি মিসেস ফন্ডাসের অনুরোধে উদ্যোক্তারা প্রতিযোগীদের নিরাপত্তার কিছু কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই বছর ২১শে মার্চ দিল্লীতে ২৫ কিলোমিটার রোড রেসের সময় আশানুরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা [illegible] উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন [illegible] তাঁর পুত্র রয় ফন্ডাস [illegible] ২৫ কিলোমিটার [illegible] প্রতিযোগী [illegible] জন্য [illegible] ছিল। [illegible] জন্য [illegible] ২৫ [illegible] রেসের সময় [illegible] মিসেস ফন্ডাসের [illegible] ১৮০ কিলোমিটার [illegible] রেসের সময় সুব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু ২৪শে মার্চ ১৮০ কিলোমিটার সাইকেল রেসের সময় দেখা যায়, পুলিসের কোন ব্যবস্থা নেই। লরী, বাস এবং অন্যান্য যানবাহন ইচ্ছেমত রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে। কোন কোন মোটর যান অত্যন্ত তীব্র গতিতে। প্রায় ৭৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ২৫ জন যখন শেষ সীমারেখার অল্প দূরে তখন তাদের সম্মুখে কোন পাইলট কারের দেখা পাওয়া যায়নি। রেসের আগে উদ্যোক্তারা গন্তব্য পথ ভাল করে পরীক্ষা করেছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। '[illegible] শংকর রোডের উপর নাকি টুকরো টুকরো ভাঙ্গা কাচ পড়ে ছিল।' একজন প্রতিযোগীর সহায়তায় যা মিসেস ফন্ডসেই অপসারণ করেছিলেন। অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক, এমন কি ফার্স্ট এড বক্সও রাস্তায় বা স্টেডিয়ামের কোথাও নাকি দেখা যায়নি।

এর পর মিসেস ফন্ডসে বলেছেন, দুর্ঘটনার পর উইলিংডন হাসপাতাল কাছে-পিঠে থাকতেও কেন মৃত প্রকাশ সিংকে এবং আহত ৪ জন সাইকেল চালককে প্রায় ৬ মাইল দূরে মিলিটারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল?

আগেই বলেছি মিসেস ফন্ডসের অভিযোগ [illegible] শংকর রোডের উপর যে টুকরো টুকরো কাচ পড়ে ছিল তা প্রমাণের জন্য [illegible] ফটোও গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজন হলে তিনি এই ফটো দাখিল করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আশা করি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সমস্ত ঘটনার তদন্ত করবার সময় এই ফটোর সাহায্য গ্রহণ করবেন, এবং পরিচালকদের কর্তব্যে অবহেলা এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতার ফটো সকলের চোখের উপর মেলে ধরবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ*

দেশী সংবাদ

২৫শে মার্চ—উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আজ লোকসভায় বিরোধী দলের (অ-কম্যুনিস্ট) সদস্যগণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার আজ লোকসভায় বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতের জন্য সাজার মেয়াদ বাড়াইয়া দশ বৎসর করার সংকল্প করিয়াছেন।

২৬শে মার্চ—কলিকাতা পৌরসভার দুইজন ডেপুটি কমিশনারের কার্যক্ষমতা সীমিত করার উদ্দেশ্যে স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কর্পোরেশনের সভায় গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে [illegible] সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের প্রশাসন ব্যবস্থার উচ্চতম মহলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ ডি ভি সির বর্তমান বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী এস লালকে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে বিদায় দেওয়া হইতেছে। তাঁহার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের বর্তমান সচিব শ্রী এম আর সচদেবকে কেন্দ্রীয় সরকার ডি ভি সি বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও বিধান পরিষদে—উভয় স্থানেই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি কম্যুনিস্টদের দেশদ্রোহী কার্যকলাপের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকারের হাতে এমন একটা প্রমাণ আছে যে, ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে ধৃত কমিউনিস্টদের কাহারও কাহারও চীনা চরদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারা [illegible] গোপন তথ্য পাচার করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] কাতা কর্পোরেশনের [illegible] কাউন্সিলার [illegible] দিয়াছেন। কর্পোরেশনের [illegible] কর্তৃক প্রেরিত দুইজন ডেপুটি [illegible] কার্য পরিধি এবং [illegible] এবং তাঁহাদের কর্মক্ষমতা [illegible] প্রস্তাব গ্রহণ [illegible] বলে সরকার [illegible] নির্দেশ জারি করিয়াছে।

২৮শে মার্চ—অদ্য [illegible] বঙ্গ সংস্কৃতি মণ্ডপে [illegible] উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী [illegible] সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। [illegible] সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ [illegible] সঙ্কটের দিনে মতবাদ বিশেষের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত রাখিয়া স্বাধীন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

২৯শে মার্চ—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের চলতি বৎসরের শেষ সভাটিতে পুরাতন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই দিন তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট পূর্বেই সভার কাজ মুলতুবী রাখিতে হয়।

ইনফা [illegible] সংবাদে প্রকাশ, শব্দের চেয়েও দ্রুত-গামী বিমান 'মিগ—২১' নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত কারখানায় বিমান হইতে বিমানে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—আজ সকালে শুল্ক বিভাগ [illegible] একটি বিশিষ্ট মাড়োয়ারি [illegible] প্রতিষ্ঠানের অফিস এবং বিভিন্ন অংশীদারের বাড়িতে যুগপৎ ব্যাপক তল্লাসী [illegible] শুল্ক ফাঁকি সংক্রান্ত [illegible] এই তল্লাসী।

[illegible] এবং [illegible] ছাত্রদের জন্য এন সি সি [illegible] করিবার সিদ্ধান্ত [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের সভায় গৃহীত হয়। আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভ জুলাই হইতে [illegible] হইবে।

৩১শে মার্চ—৫০ লক্ষাধিক টাকার বৈদেশিক মুদ্রা এবং লক্ষাধিক টাকার বহির্শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে অদ্য [illegible] শুল্ক বিভাগ কলিকাতার বিশিষ্ট মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী মহম্মদ সিরাজুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। এই সঙ্গে তাঁহার [illegible] এবং জামাতাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী [illegible] আজ সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে যে সমস্ত [illegible] করা হইয়াছে [illegible] অবলম্বন করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

[illegible]

২৬শে মার্চ—মার্কিন [illegible] ডিন এচিসন [illegible] চীন আজ পৃথিবীর চতুর্থ শক্তি। সোভিয়েট ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রটেনের পরেই চীনের স্থান।

গত বৃহস্পতিবার বালিদ্বীপের আগুং আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের ফলে প্রায় ১১ হাজার লোক মারা যায়। পশ্চিম বালিদ্বীপ রেডক্রসের চেয়ারম্যান আজ উহা জানান।

২৭শে মার্চ—সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ দক্ষিণ জোহোর একটি গ্রামে ১৫ ফুট দীর্ঘ একটি অতিকায় লোমশ দৈত্য দেখা গিয়াছে। দৈত্যের চোখ দুইটি যেন দুইটি আগুনের গোলা।" সংবাদ পাওয়ামাত্র অধিকাংশ গ্রামবাসী পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু গ্রামের মোড়ল ঘটনাস্থলের দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং অকস্মাৎ দৈত্যটি পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। দৈত্যটি লাঙ্গুলহীন, বানরাকৃতি।

অদ্য পূর্ব পাকিস্তান হইতে নানাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এখনও পূর্ব পাকিস্তানে ধরপাকড় চলিতেছে বলিয়া জানা যায়।

২৮শে মার্চ—নেপাল সরকার আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রের উপর নেপালে [illegible] প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া গত বৎসর যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন এক বৎসর পর আজ সেই আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

[illegible] বয়স মাত্র ১২ বৎসর। [illegible] প্রচার করিয়াছে।

২৯শে মার্চ—মার্কিন মহাকাশ সংস্থা গতকাল [illegible] মহাকাশ রকেট "স্যাটার্ন" (৭৭৮ টন) উৎক্ষেপণ করিয়াছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে চন্দ্রলোকে মানুষ প্রেরণের প্রস্তুতিরই অঙ্গ হিসাবে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

[illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible]

৩০শে [illegible] ২০০ [illegible]

[illegible] ১৯৫ [illegible]

৩১শে [illegible] সম্মানসূচক [illegible] স্বীকৃত হইয়াছেন। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের জাতীয় সম্মেলন ঘোষণা করিয়াছে যে স্যার উইনস্টন চার্চিল ইরোকোই [illegible] এবং সেই হিসাবেই তিনি ইণ্ডিয়ান সমিতিতে যোগদানের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন।

গুয়াতেমালা সৈন্যবাহিনী আজ জানাইয়াছে যে তাহারা প্রজাতন্ত্র সরকার দখল করিয়াছে এবং শান্তি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সংবিধান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্নেল এনরিক পেরালটা আজুর্দিয়াকে সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত করা হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ,
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০—২২৮০ ও ২০—৮৫৫১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ॥

বিমল করের
নবতম উপন্যাস

শান্তশালা

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

যাই ৩৲

শান্তা দেবীর

পঞ্চদশী ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস

যাত্রাপথ ৪॥ অনমিতা ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

চন্দনবাঈ ৫৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযান ৬৲ কালিন্দী ৭৲

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫৲

শরৎ [illegible] সম্মানে সম্মানিত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মহান উপন্যাস

কাল, তুমি আলেয়া

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।
॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

সাত পাকে বাঁধা

চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।
॥ সাড়ে চার টাকা ॥

চলাচল ৬॥ পঞ্চতপা ৬॥

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

প্রমথনাথ বিশী ও ডাঃ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক (শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার অপূর্ব সংকলন) **১২॥**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ৯৲

পথের পাঁচালী ৫॥০ আরণ্যক ৫৲
দেবযান ৫৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী

১ম—[illegible] ২য়—৮॥০ ৩য়—৫৲

গল্পপঞ্চ[illegible] কথাচিত্র ৩৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে
ভারতের সেবা করুন

একে নষ্ট সাত ?

বাংলা ভাষায় একমাত্র ডাইজেস্ট পত্রিকা

অনন্যা

মার্চ সংখ্যার বিষয়সূচী

গল্প

আজান বাগান—ধীরেন্দ্র মিত্র
মোহমুদ্গর—কিরণকুমার রায়
তাহাদের প্রেম—
রাঘব আর মেনন

প্রবন্ধ

ভারতে ইজরাজ—রজনীকান্ত সেন
আত্মচরিত ও জীবনচরিত—[illegible]
একখানি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের অখ্যাত লেখিকা
[illegible] ঘোষ
চিত্রপ্রদর্শনী প্রসঙ্গে—[illegible]
শিল্পের চোর—[illegible] চাচান

উপন্যাস

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত
তসবীরের মূল্য

বিভাগীয় রচনা

জেরোন্টলজী—জীবনময় দত্ত
ভয়—রজত সেন
জাহানারা একটি কবির নাম
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
পাখি দেখা শেখা—অনুপম ত্রিবেদী
মৌচাক সম্বন্ধে জানবার কথা
সুরেশ সর্বজ্ঞ
মনস্তত্ত্ববিদ ও ইয়ুং
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
উল্কা—অসীমকুমার বসু

মূল্য : প্রতি সংখ্যা ৮০ নয়া পয়সা

৭১/৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিঃ-১৪
ফোন : ২৪-৫৭৮২, ২৪-১১৪০

শুভ নববর্ষে প্রকাশিত হল
সুন্দর প্রকাশনের সুন্দরতম নিবেদন
নেতাজির একান্ত সহকর্মী

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত

নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

বহু তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত
এবং
দেশবন্ধু সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর আশীর্বাণী সম্বলিত
প্রথম খণ্ড। বারো টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ প্রস্তুতির পথে

সুন্দর প্রকাশন, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মধ্য কলিকাতা এজেন্ট
পেপারম্যান (ইণ্ডিয়া) ৪ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩

প্রকাশিত হলো—

শৈলেশ দে'র

রাঙা-মাটির পাহাড়ে

শৈলেশ দে'র অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে এই উপন্যাসটি একটি [illegible] ... [illegible] নাগরিক ও [illegible] জীবনের আশা নিরাশা ও [illegible] লেখক তুলে ধরেছেন পাঠক-পাঠিকাদের কাছে। [illegible] প্রচ্ছদ ও উপহারের [illegible] উপযোগী। [illegible]

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ	॥ ৮·৫০ ॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
স্মৃতি চিত্রণ	॥ ৭·০০ ॥	পরিমল গোস্বামী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ	॥ ৭·৫০ ॥	মৈত্রেয়ী দেবী
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ	॥ ৭·৫০ ॥	মৈত্রেয়ী দেবী
মধুমৌবনীর নূতন ব্যাখ্যা	॥ ৭·০০ ॥	বাণী রায়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	॥ ২·৭৫ ॥	মণি গঙ্গোপাধ্যায়
মন্ত্রকন্যা	॥ ৭·০০ ॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী
একমুঠো আকাশ (৬ষ্ঠ সং)	॥ ৫·০০ ॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী
সমুদ্র নয় মন	॥ ৩·০০ ॥	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সূর্যশিখা	॥ ৩·৫০ ॥	মায়া বসু
বনে যদি ফুটলো কুসুম	॥ ৪·৫০ ॥	প্রতিভা বসু
লাল সন্ধ্যা	॥ ৬·০০ ॥	বিভূতি গুপ্ত
চার্লস স্টেইনমেজ	॥ ২·০০ ॥	অনুঃ জগদানন্দ বাজপেয়ী

— ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে —

শ্রীপান্থের

বিচিত্র মানবী ॥ ৬·৫০ ॥

গ্রন্থম : ২২/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্মরণে—		৯৭১
নববর্ষ—		৯৭১
ব্যঙ্গচিত্র—কুট্টি		৯৭২
বৈদেশিকী—		৯৭৩
দ্রুণাক্ষরে—	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	৯৭৫
শিল্পীর স্বাধীনতা—	শ্রীরমাপদ চৌধুরী	৯৭৭
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—	ফাদার দ্যতিয়েন	৯৮১
ড্রাগনের দাঁতে বিষ—	শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	৯৮৩
একটি সনেট (কবিতা)—	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী	
অনিঃশেষ দুপুর (কবিতা)—	শ্রীপ্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই মার্চের বই

শিশুসাহিত্যে ভারতরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা লীলা মজুমদারের কিশোর উপন্যাস

টং লিং ২-৭৫

[বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক ও চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের অঙ্কিত চিত্রাঙ্কন ও প্রচ্ছদপট-সমৃদ্ধ]

৭ই ফেব্রুয়ারীর বই

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের [illegible] পর্বারের ৩য় গ্রন্থ

আবার ঘনাদা

দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের

অবনীন্দ্র চরিতম ৫.০০

[[illegible] অবনীন্দ্রনাথের [illegible] ও শিল্প সাধনার [illegible] । অবনীন্দ্রনাথের [illegible] কয়েকখানি চিত্র [illegible] অতিরিক্ত আকর্ষণ]

[illegible] নারায়ণ রায়ের

ঘরে বাইরে

রামেন্দ্রসুন্দর ৫.৫০

[[illegible] অন্যতম স্রষ্টা [illegible] রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের [illegible] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবনচরিত]

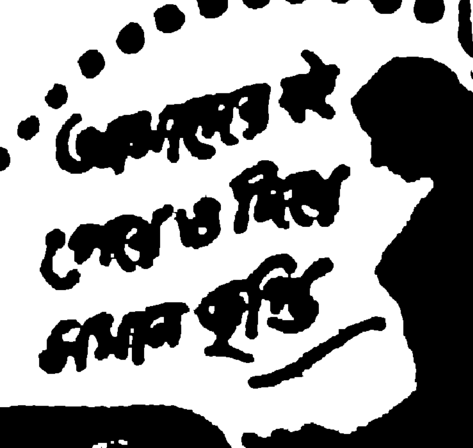

আমাদের কয়েকখানি জীবনীগ্রন্থ

দিলীপকুমার রায়ের

স্মৃতিচারণ (১ম খণ্ড) ১২.০০

স্মৃতিচারণ (২য় খণ্ড) ৬.৫০

[[illegible] কাহিনী [illegible] এই গ্রন্থ]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ২.৫০

[[illegible] জীবনের বহু কাহিনী বিধৃত গ্রন্থ]

সুবোধ ঘোষের

অমৃতপথযাত্রী ৩.৭৫

[মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত]

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ১২.০০

[বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকায় বিপ্লবী নেতার আত্মচরিত]

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর

নিজেরে হারায়ে খুঁজি ২০,

[[illegible] চিত্র ও [illegible]]

[illegible] দেবী চৌধুরাণীর

পুরাতনী ৫.০০

[[illegible] এই গ্রন্থে]

রাসসুন্দরী দাসীর

আমার জীবন ২.৫০

[[illegible] লিখিত [illegible] এক [illegible] ধর্মপ্রাণ মহিলার আত্মজীবনী]

দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের

আত্মজীবনচরিত ৩.০০

[[illegible] জীবনের অপূর্ব চিত্র]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪ ২৬৪১ [illegible]

(সি ১৫৮১)

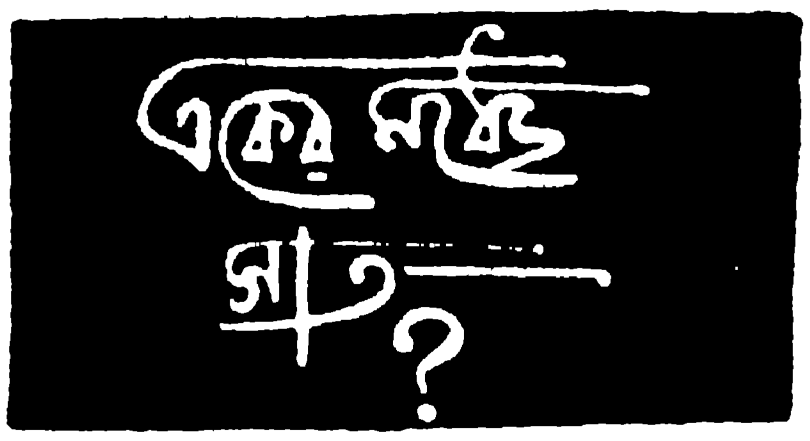

হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু

প্রবোধ দে ॥ পাঁচ টাকা

— ভ্রমণকাহিনীর প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য সাহিত্যের দিগন্তকে নিঃসন্দেহে বিস্তৃত করেছে লেখক শুধুমাত্র ভ্রমণরসিকই নন তিনি কুশলী ভাষাশিল্পী।' —যুগান্তর

. ভ্রমণকাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন লেখার ভঙ্গিকে এক কথায় বলা যায় সুন্দর এবং সংযত। —অমৃত

অর্চনা পাবলিশার্স

৮বি, রমানাথ সাধু লেন কলি ৭

(সি ৯৬৫০)

সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা

*

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে

॥ ছ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

সব গ্রন্থাগারে রাখবার মত বই

ভারত ও তাহার ভবিষ্যৎ

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের দেশাত্মবোধক রচনা সংগ্রহ ও কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণী

দাম ৬ আনা

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

জীবনী ও ভাবধারা

চরিত্রালোচনা ও রচনার মধ্যমে প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ ও ভাবধারার পরিচিতি। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত।

সম্পাদনা—**সুকুমার দত্ত**

দাম—দু টাকা

পত্রালী

অতুল্য ঘোষ

কয়েকখানি চিঠি কিন্তু ভাবের গভীরতায় ও ভাষার সম্পদে রসোত্তীর্ণ। বাংলা সাহিত্যের অভিনব সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি নন্দলাল বসুর স্কেচ ও আরও দুইটি ছবি।

দাম আড়াই টাকা

প্রাপ্তিস্থান : **নবজীবন**

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ১

ফোন : ২২-২১৪৮

ও অন্যান্য সকল বিশিষ্ট পুস্তকালয়

(সি ৯৭৭৯)

সদ্য প্রকাশিত

নতুন বৎসরের নতুন নতুন বই

সুবোধ ঘোষ **নিকষিত হেম**	২·৫০	বিমল কর **জননী**	২·০০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **অমৃতস্য-পুত্রা**	২·৫০	শৈলেশ দে **স্বপ্নবাসর**	২·০০

বিশ্বাস পাব্লিশিং হাউস

৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
করুণার অভিশাপ (কবিতা)—	আবদুল মজিদ	৯৮৮
আলোচনা—		৯৮৯
পঞ্চতন্ত্র—	সৈয়দ মুজতবা আলী	৯৯১
আলোয় ফেরা—	শ্রীসমরেশ বসু	৯৯৩
বার্লিনের চিঠি—	শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্ম	১০০৩
লালকেল্লা—	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১০০৭
গানের আসর—	শার্ঙ্গদেব	১০১৩
নিশিকুটুম্ব—	শ্রীমনোজ বসু	১০১৫
এ বাঘ সে বাঘ নয়—	শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়	১০২৩
চিত্র প্রদর্শনী—		১০২৭

প্রকাশ হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি - ৩

মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জানি তুমি আসবে - ৩

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সোনার প্রতিমা - ৩

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে
অথ বিবাহ ঘটিত - ৩

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের ফাঁদ - ৩

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাতে ও প্রভাতে - ৩

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সুর ও বীনা - ৩

দৃষ্টিহীন
সে ডাকে আমায় - ৩

রবিদাস সাহারায়
নব বসন্ত - ৩

ডাঃ গুরুদাস পাল
দেওয়ালী রাত - ৩

হেমেন্দ্রকুমার রায়
পথের মেয়ে - ২

দেব সাহিত্য কুটীর ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ন্যাশনালের বই

সদ্য প্রকাশিত

সনৎ রায়
ভারতের অর্থনীতি কোন্ পথে?
দাম : ৪০ নঃ পঃ

বিশ্বসাহিত্য

রুশ গল্প সঞ্চয়ন
রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সুনির্বাচিত গল্প
অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়
দাম : ৬·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ
নবম তরঙ্গ
১ম খণ্ড — দাম : ৪·৫০
২য় খণ্ড — দাম : ৬·০০
৩য় খণ্ড — দাম : ৭·৫০

মিখাইল শলোখফ
ধীর প্রবাহিনী ডন
দাম : ৯·০০
সাগরে মিলায় ডন
দাম : ৬·০০

ইতিহাস ও দর্শন

নরহরি কবিরাজ
স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা
২য় সংস্করণ দাম ?·০০

প্রমোদ সেনগুপ্ত
নীলবিদ্রোহ ও বাঙ্গালী সমাজ
দাম : ৪·০০

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ভারতীয় দর্শন
দাম : ৯·০০

লোক-বিজ্ঞান

ইলিন ও সেগাল
মানুষ কি করে বড় হল
দাম : ৩·৫০

রুশ বিজ্ঞানকাহিনীকার
চাঁদে অভিযান
দাম : ৩·০০

লিয়াপুনভ
মহাবিশ্বের রহস্য
দাম : ৩·০০

শীঘ্র বের হবে
আধুনিক রুশ গল্প
(সংকলন)
ল্যান্ডাও ও রুমার
আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

● সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ●

নীলকণ্ঠের তিনখানি শ্রেষ্ঠ

নব-বৃন্দাবন (২য় সং)	৫·০০
আসামী কারা	৩·৫০
সুভাষচন্দ্র	২·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বাহাদুর শা'র সমাধি	৫·০০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

ব্রাত্য	৩·০০

সুভো ঠাকুরের ভ্রমণোপন্যাস

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা	৪·৫০

শুদ্ধসত্ত্ব বসুর উপন্যাস

আড়াল	২·৫০
পুষ্পলাবী	৩·৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথাগুচ্ছ

ব্যান্ডমাস্টারের মা	৩·৫০

প্রবোধ সরকারের ভ্রমণোপন্যাস

শ্রীকৈলাসের

কলিকাতা-দর্শন	২·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯ রায়বাগান স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুঃসাহসী উপন্যাস

ঋতু রঙ বদলায়

মূল্য—তিন টাকা।

ভিক্টর হুগো'র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

নাইনটি থ্রি

হাঞ্চ ব্যাক অব নোতরডাম লা মিজারেবলস প্রণেতা ভিক্টর হুগো'র শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "নাইনটি থ্রি"

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ

পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সংকটময় বৎসর। ফরাসী বিপ্লবের জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণ। "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা" পৃথিবীতে আসবে, না পৃথিবী আবার সামন্ত-তান্ত্রিক নিষ্পেষণে ফিরে যাবে—ঐ বৎসরেই তা নির্ণীত হয়েছিল। ঐ বৎসর থেকেই জন-মানবের মুক্তির পথে প্রথম পরিক্রমা। সেই অবিশ্রান্ত পরিক্রমা আজও চলছে। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কৃত বঙ্গানুবাদ অধুনালুপ্ত অভিজাত মাসিক পত্রিকা "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত হয়েছিল।

নাইনটি থ্রি

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

সবিতা প্রকাশ ভবন : ৩৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষে ও রবীন্দ্র জন্মতিথিতে জেনারেলের নৈবেদ্য

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

মনীষী মোহিতলাল মজুমদারের

বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের বীর্য ও পৌরুষ জ্ঞান ও প্রেমের স্বরূপ বিষয়ে মোহিতলালের অপূর্ব ভাষ্য

পাঁচ টাকা

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ জ্ঞানরঞ্জন রায়ের

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মর্মকথা ও সুস্পষ্ট আলোচনা

চার টাকা

স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী নাটিকা

৫০ নয়া প

সেরী লুই বার্কের অবিস্মরণীয় গ্রন্থ

Swami Vivekananda in America : New Discoveries' অবলম্বনে খ্যাতনামা সাহিত্যিক

মণি বাগচি রচিত

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকালের বহু অপ্রকাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ

॥ দুই টাকা ॥

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

স্বর্গত অমলেন্দু দাশগুপ্তের

ঋষি রবীন্দ্রনাথ

উপনিষদের মনোদৃষ্টি কবি ও ঋষি রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিশ্লেষণ

তিন টাকা ।

বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক

প্রবোধচন্দ্র সেনের

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আলোকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিত

॥ পাঁচ টাকা ।

অধ্যাপক সরোজকুমার বসুর

রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ক্রমবিকাশের আলোচনা ও বিশ্বকবির হাস্যরসের প্রকাশভঙ্গির বিশ্লেষণ

॥ দুই টাকা ॥

Indian Nation পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক

ডঃ শচীন সেনের

Political Though Of Tagore

কবি রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনার আশ্চর্য বিশ্লেষণ

॥ দশ টাকা ॥

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্ববিচিত্রা—	... ...	১০২৯
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী	... ...	১০৩১
প্রবাসে—	.. ..	১০৩৫
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর	. . ... .	১০৩৭
পুস্তক পরিচয়—	. ... . .	১০৩৯
রংগজগৎ—	. ...	১০৪৩
খেলার মাঠে—একলব্য	... . . .	১০৫১
খেলাধূলায় মহিলা—মুকুল	... .	১০৫৪
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	১০৫৬

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাস (নিউদিল্লী)

মুকুন্দ পাবলিশার্সের নতুন বই।

দীর্ঘকাল পরে
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সেই
বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হইল।

সুলেখক সন্তোষকুমার ঘোষ
এ গ্রন্থের লেখক নরেন্দ্রনাথকে
অভিনন্দিত করেছেন এই বলে—
'এমন লেখা অনেকদিন পড়ি নি।'

আর লেখক নিজে মন্তব্য করেছেন এই বলে
'কোন কোন বন্ধুর মতে উপন্যাসের মধ্যে
দ্বীপপুঞ্জ আমার শুধু প্রথম নয়, অন্যতম
শ্রেষ্ঠ রচনা। কেউবা বলেন, একতম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দ্বীপপুঞ্জ

দাম চার টাকা

আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখবার মতো ভালো বই

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৪৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪

নববর্ষের নিবেদন

সৎসাহিত্য সৃষ্টিতে যেমন জাতির গৌরব সৎ-সাহিত্যের প্রচার ও পরিবেশনায় তেমনি জাতির কল্যাণ এবং সুরুচির পরিচয়। সৎসাহিত্যের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ লক্ষ্য করেই বোঝা যায় দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও জাতীয় জীবনে উন্নতি ঘটেছে।

আমরা আমাদের সামান্য শক্তি নিয়ে সৎসাহিত্য প্রচারের শুভব্রতে আত্ম-নিয়োগ করেছি। সুহৃদয় পাঠক ও গ্রন্থাগারিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

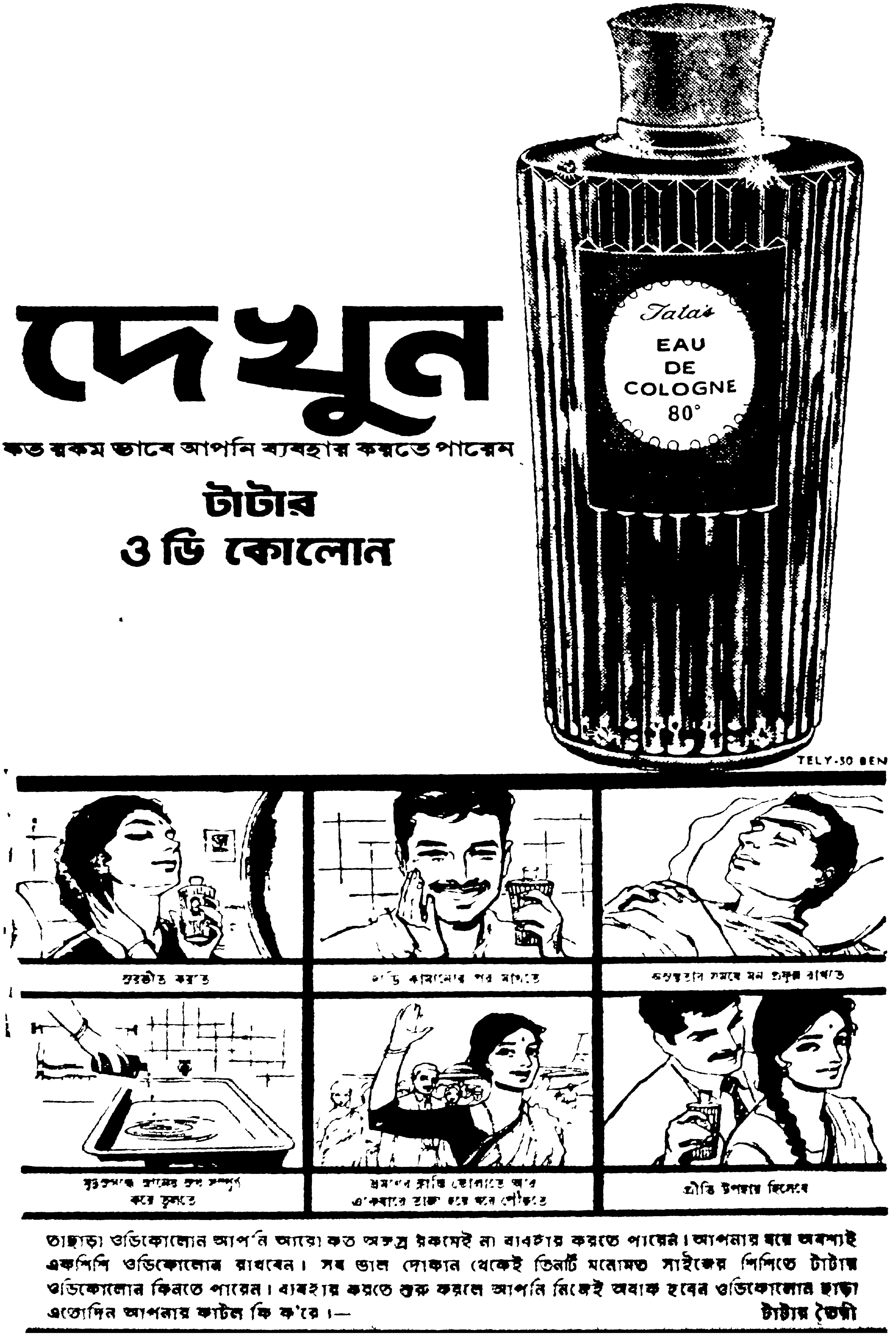
দেখুন
কত রকম ভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন
টাটার
ও ডি কোলোন
Tata's
EAU
DE
COLOGNE
80°
TELY-30 BEN
সুরভীত করতে
দাড়ি কামানোর পর মাখতে
অসুস্থতার সময়ে মন প্রফুল্ল রাখতে
ভ্রমণের ক্লান্তি ভোলাতে আর একেবারে তাজা হয়ে ঘরে পৌঁছতে
প্রীতি উপহার হিসেবে
তাছাড়া ওডিকোলোন আপনি আরো কত অজস্র রকমেই না ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ঘরে অবশ্যই একশিশি ওডিকোলোন রাখবেন। সব ভাল দোকান থেকেই তিনটি মনোমত সাইজের শিশিতে টাটার ওডিকোলোন কিনতে পারেন। ব্যবহার করতে শুরু করলে আপনি নিজেই অবাক হবেন ওডিকোলোন ছাড়া এতোদিন আপনার কাটল কি ক'রে।—
টাটার তৈরী

অমরেন্দ্র দাসের ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেগম রিজিয়া

দাম : চার টাকা

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

মধুচক্র ২·৫০

শ্রীপারাবতের

যে জীবন দীন ৩·০০

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মাটি ও মানুষ ৪·০০

পরিতোষ মজুমদারের

জোনাকি মন ২·০০

বিনয় চৌধুরীর ঐতিহাসিক উপন্যাস

অনুক্ত অধ্যায় ৩·০০

বোম্মানা বিশ্বনাথমের

একটি প্রেমের কাহিনী ২·০০

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

সুকন্যা ২·০০

শ্রীমন্ত সওদাগরের

এর পূরবী ওর বিভাস ৩·০০

তিলোত্তমা ৩·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর

নোনা গাঙ

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

জার্মান প্রবাসী লেখক

পরিতোষ মজুমদারের

কাঁচের আয়না

দাম : দু' টাকা

আকাশের আয়নায় পৃথিবী মুখ দেখে; সাহিত্যের আয়নায় পড়ে জীবনের প্রতিফলন। 'কাঁচের আয়নার মাধ্যমে যাঁরা মুখ দেখেছে, তাঁরা এই সাধারণ পৃথিবীর অতি সাধারণ মানুষ। "দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে" তাদের যুগে যুগে অশেষ [illegible]। সেই যাত্রীমিছিলের কয়েকটি মুখই ধরা দিয়েছে লেখকের "কাঁচের আয়নার" মাধ্যমে। মননশীল সৃজনীধর্মী বলিষ্ঠ [illegible] উপন্যাসের সারিতে কাঁচের আয়না" তাই বসোত্তীর্ণ।

শ্রীমন্ত সওদাগরের

রূপমতী

দাম : দু' টাকা

'রূপমতী' [illegible] ঐতিহাসিক শ্রীমন্ত সওদাগরের [illegible] বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক [illegible] [illegible] বহু যুগের [illegible] প্রান্তর ইতিহাসের মধ্যযুগের [illegible] সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থের দৃষ্টিতে যখন [illegible] রূপমতী [illegible] পৃথিবীর সংকীর্ণতাকে [illegible] সংঘাতে [illegible] করেছে [illegible]।

অমরেন্দ্র দাসের

কালীঘাটের ঘর-সংসার

দাম : চার টাকা

কালীকুণ্ড হ্রদের [illegible] [illegible] বাংলার [illegible] ক্লাসিক [illegible] কলকাতার পটভূমিকায় [illegible] ও [illegible]কে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। নিঃসন্দেহে ক্লাসিকস্মৃতি।

সমরেন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত

আধুনিকশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন

শতাব্দীর শতকবিতা

দাম : পাঁচ টাকা

গ্রন্থজগৎ বুক হাউস/ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

একে সঙ্গে গ্রাত?

নতুন ধরনের সিনেমা সাপ্তাহিক

ঘরোয়া

১২ই এপ্রিল সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

'ফলমফাবের সিনে আডভান্স'-এর লেখক

সরোজকুমার সেনগুপ্তর

রম্য রচনা : দ্বিতীয় প্রহর

বৈজয়ন্তীমালার চণ্ডালিকা—বিশেষ রচনা

চিরঞ্জীব সেনের

নতুন ফিচার : সেদিনের নায়িকা

শচীন ভৌমিক

নকসী কথার মাঠ : বোম্বাই চিত্রের খবর

অশোক ঘোষাল

সিনেমা জগতের খবর

সুপ্রিয়া চৌধুরী

ধারাবাহিক আত্মজীবনী আমার কথাটি

পঙ্কজ দত্তর

নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

বিমল মিত্রর

ধারাবাহিক উপন্যাস :

একক দশক শতক

এ ছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগীয় রচনা : খেলার ছবি, মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রের সমালোচনা, গল্প প্রভৃতি

মূল্য : ৪০ নয়া পয়সা

৭৯ ৫বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা : ১৪

ফোন : ২৪-৫৭৮২, ২৪-১৯৫৩

একের মধ্যে সাত ?

ভয়েস অব আমেরিকার

বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন

প্রত্যহ

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ

১৯·৪৬, ২৫·৫৮ ও ৪২·১৯ মিটারে

চিরঞ্জীব সেনের

রহস্যকাহিনী

রহস্যের অন্ধকারে

৪·৫০

এক পাঠক লিখেছেন :

...বিজ্ঞাপন দেখে বইটি কিনেছিলাম। কেনবার সময় মনে সংশয় নিয়েই কিনেছিলাম। এখন দেখছি আমার ভুল হয়েছিল। বইটি রহস্য-কাহিনীর জগতে অপূর্ব। অনবদ্য।

—বিমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

এই লেখকেরই

বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ

(যন্ত্রস্থ)

মুকুন্দ পাবলিশার্স

কলিকাতা ৪

([illegible])

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিমল মিত্রের

নবতম উপন্যাস

নিবেদন ইতি

কয়েকটি সাম্প্রতিক প্রকাশন

গৌরকিশোর ঘোষের

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি — ৫·০০

প্রতিভা বসুর

রাঙা ভাঙা চাঁদ — ৪·০০

বিমল মিত্রের

রং বদলায় — দ্বিতীয় মুদ্রণ — ৩·৫০

রমাপদ চৌধুরীর

বনপলাশির পদাবলী — দ্বিতীয় মুদ্রণ — ৮·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শঙ্খ-কঙ্কণ — ২·৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন — ২·৫০

সুবোধ ঘোষের

বসন্ত-তিলক — ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ২৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

শনিবার, ৩০ চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

SATURDAY, 13th APRIL 1963

স্মরণে

উনিশ বৎসর পূর্বে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক প্রফুল্লকুমার সরকার লোকান্তরিত হন। বর্ষবিদায়ের এই দিনটি তাই আমাদের কাছে পরম বেদনার স্মৃতি বিজড়িত। প্রফুল্লকুমার কেবল আমাদের একান্ত আপনজন নন, জাতীয় জাগরণের সন্ধিক্ষণে বাঙালীর মুক্তি সাধনার একজন বিশিষ্ট হোতারূপে বাংলার মনস্বী সন্তানদের পুরোভাগে তিনি আপন প্রতিভা ও নিষ্ঠাবলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। প্রফুল্লকুমারের মহৎ জীবনসাধনার ধারা বাংলার নবজাগৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম এবং আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যও প্রফুল্লকুমারের এই স্বদেশ হিতব্রতী কর্মসাধনার সার্থক সৃষ্টি। প্রফুল্লকুমারের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যদিও আজ আমরা বঞ্চিত তবুও এই আমাদের সান্ত্বনা ও গৌরব যে তাঁর আদর্শ, তাঁর অবন্ধ কর্মের প্রেরণা আজও আমাদের দুরূহ কর্তব্য পথের অমূল্য পাথেয়।

সার্থকজন্মা আদর্শনিষ্ঠ এই মানুষটি জীবনের প্রারম্ভেই দেশ জাতি ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র আবিষ্কার ও উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রথমে আত্মানুশীলন ...ডন সোসাইটির মাধ্যমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। প্রফুল্লকুমার দুঢ়ব্রত কর্মী পুরুষ, নিভৃত ধ্যানধারণায় কালাতিপাত স্বভাবতই তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন নি। একদিকে গভীর জ্ঞান পিপাসা, আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণে তদগতচিত্ত, অন্যদিকে প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও উদার সমাজ হিতৈষণা, প্রফুল্লকুমারের চিন্তা ও চরিত্রের এই অপূর্ব সমন্বয় তাঁর জীবনসাধনাকে বিশিষ্ট শ্রী এবং সর্বতোমুখী সার্থকতা মণ্ডিত করেছে।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক প্রফুল্লকুমার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেশহিতে উৎসর্গিতপ্রাণ স্বাধীনতার যোদ্ধা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারক ও রূপকার। প্রফুল্লকুমার কেবল প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্রসেবী নয়; কী সাহিত্য সেবায়, কী জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক ঐতিহ্য রচনায় প্রফুল্লকুমার সকল ক্ষেত্রেই স্বাদেশিকতার ভাবসাধনার পথিকৃৎ।

আজ যখন চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণে বিপন্ন দেশের বুদ্ধিজীবিগণ বিজাতীয় ভাবধারার বিষময় প্রভাব প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন তখন স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মনস্বী প্রফুল্লকুমার বহু-কাল পূর্বেই এই ভাবনৈতিক বিকারের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন পরাধীন জাতির ভাবদাসত্ব

একটা ব্যাধিবিশেষ। এক সময় পাশ্চাত্য সংশয়বাদ ও প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি আমাদের শিক্ষিত সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল। এখন আবার মার্ক্সবাদ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের নিকট উহাই জ্ঞান রাজ্যের শেষ কথা সমাজ সাহিত্য ধর্ম রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই এই একমাত্র কষ্টিপাথরে ঘষিয়াই তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যত কিছু সুন্দর বা মহৎ জিনিসই হউক না কেন, এই বিচারে না টিকিলে তাহার কোন মূল্যই স্বীকার করেন না। এই রূপ ভাবদাসত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই জাতীয় ভাব বা স্বাদেশিকতাকে ক্ষুদ্র জিনিস বলিয়া মনে করেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি প্রেমও ইঁহাদের নিকট বড় কথা নহে। বিশ্বের 'সর্বহারাদের' মুক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত জিনিসকেই ইঁহারা তুচ্ছ মনে করেন।. ...বিশ্বপ্রেম, সর্বমানবপ্রীতি এ সমস্তই খুব বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি প্রীতি যাহাদের নাই, তাহারা বিশ্বপ্রেম সর্বমানবপ্রীতির মূল্য বুঝিবে কী রূপে?" প্রফুল্লকুমারের এই তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট তিরস্কারবাণী যেমন তাঁর প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচায়ক তেমনি সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত এই বাণীর যথার্থ তাৎপর্য বর্তমান জাতীয় সংকটকালে।

প্রফুল্লকুমারের চিন্তা ও চরিত্রের পবিত্র, গভীর ভাবোদ্দীপক প্রভাব আজও আমরা তাই কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করি, তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের স্বতঃ উৎসারিত, দ্বিধাহীন আনুগত্যের অঞ্জলি দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

নববর্ষ

বাঙালীর নববর্ষ শুরু পয়লা বৈশাখ। রাষ্ট্রিক নববিধানে বর্ষারম্ভ পয়লা চৈত্র, বিলাতি নববর্ষের আবির্ভাব পয়লা জানুয়ারি। বাঙালীর কল্পনা, আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রিক নববিধান কিংবা বিলাতি বিধানের নববর্ষ উদ্বো-ধন কোনটাও জোড় মেলে না। বৈশাখ, "হে রুদ্র বৈশাখের" প্রথম দিনটির সঙ্গে বাঙালীর লৌকিক সামাজিক ও সং-স্কৃতিক সম্পর্ক অনেক কালের।

কালের ধারায় অবশ্য অনেক কিছু হারিয়ে যায় অনেক কিছুই আমরা হারিয়েছি হারাতে বসেছি, কিন্তু তবুও পয়লা বৈশাখের বর্ষবোধন উৎসবকে একেবারে হারাতে চাই না। কারণ বৈশাখে নববর্ষ বোধনের বাঁশীতে যে সুর বাজে সে ত আজকের নয়। স্মরণ বিস্মরণের অনেক সিঁড়ি বেয়ে, পয়লা বৈশাখের এ বসে উজ্জ্বল অগ্নিস্নাত দিনটির বাঁশীতে যে সুর তার সঙ্গে আমাদের অনেক কালের পরিচয়। সে-পরিচয়ের স্বাক্ষর বৈশাখী প্রকৃতির তাপদগ্ধ তপোমগ্না রূপে সে পরিচয়ের অজস্র নিদর্শন আমাদের কাব্যে সঙ্গীতে, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সমারোহে।

এবারের বৈশাখী নববর্ষ ঘরে ও বাইরে সংকটের গভীর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। তবু আশার কথা, সংকটের পীড়নে দেশ ও জাতি বিহ্বল হয়নি, সংকটমোচনের জন্য সংকল্পসাধনে উদ্যোগ এবং উদ্যম অব্যাহত আছে। দেশ ও জাতির শক্তি ও সর্ববিধ সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য সব রকম ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারের উপর নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ। "নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা," মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসীর কণ্ঠে আবারও উচ্চারিত হোক নববর্ষ দিবসে এই সুপবিত্র সংকল্প।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন ভরসা দিয়েছেন যে
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বাগে আনবেন।
দ্রব্যমূল্য
বাঘ এখন বশংবদ হলে হয়।

কংগ্রেসী দলের কর্মকর্তারা কে ডি মালব্যকে
বিচার করে দেখেছেন।
এবং রায় দিয়েছেন
'প্রায় নির্দোষ'।

শ্রীধেবর খাদি বোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন
খাদি বোর্ড
সমুদ্র হইতে উদ্ধার
KUTTY

বৈদেশিকী

চীনারা তিব্বতে আরো বেশী বেশী করে সৈন্য জড়ো করছে ও অন্যবিধ সামরিক তোড়জোড় চালাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সীমানা লংঘনের অপবাদ দিয়ে ভারত সরকারকে সম্প্রতি যেরকম কড়া কড়া "নোট" পাঠাচ্ছে তাতে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভারত সরকারের আশঙ্কা হচ্ছে, চীনারা সম্ভবত একটা নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করছে। পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং পার্লামেন্টে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। পণ্ডিতজী বলেন, চীনারা যে কোন দিন আবার একটা বড় গোছের আক্রমণ শুরু করতে পারে, তার জন্য ভারতবর্ষকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইত্যাদি। এর পরেই পিকিং সরকার ঘোষণা করেন যে, চীনাদের হাতে অবশিষ্ট ভারতীয় বন্দীদের (চীনাদের হিসাব অনুসারে ৩২১৩) অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে—দলে দলে ছাড়া হবে ১০ই এপ্রিল থেকে—অর্থাৎ এই লেখা প্রকাশিত হবার আগেই ছাড়া শুরু হবে। এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে চীনা সরকার তাঁদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করছেন।

যারা নূতন আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগ করছে বলে আশংকা করা যাচ্ছে তারা সেই সময়ে তাদের হাতে বন্দী কয়েক হাজার শত্রু-পক্ষীয় সৈন্যকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে—এটা সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে নিশ্চয়ই বেখাপ্পা লাগবে। তবে এ ক্ষেত্রে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং বন্দীমুক্তিদানের মধ্যে একেবারেই কোনো সামঞ্জস্য কল্পনা করা যায় না, তা নয়। চীনারা ভাবতে পারে যে যাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ভারত সরকার তাদের এখনই সামরিক কাজে লাগাতে পারবেন না, সুতরাং তাদের ছেড়ে দেওয়াতে চীনাদের আপাতত কোনো সামরিক ক্ষতি নেই। অন্য পক্ষে এমনও হতে পারে যে, চীনারা বিশ্বাস করে যে এই বন্দীদের মধ্যে কিছু লোকের মাথায় তারা এমন কিছু কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তারা চীনের প্রতি শত্রুভাব নিয়ে দেশে ফিরে আসছে না। যদি কেবল এই রকম লোককেই তারা বেছে বেছে ছাড়ত তবে এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী হত না এবং সেজন্য তাদের পরীক্ষা করে দেখাও ভারত সরকারের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হত। একসঙ্গে সকলকে ছেড়ে দিলে তাদের মধ্যে চীনা-প্রভাবান্বিতদের (যদি কেউ থাকে) আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে। আর এই কয়েক হাজার লোককে পরীক্ষা করে দেখা যে, তাদের কারো মগজে চীনা বীজাণু ঢুকেছে কিনা—এ কাজ করতে গেলেও এদের আপাতত কোনো কাজে লাগানো যাবে না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আবার একটা নূতন আক্রমণের মতলব থাকলেও বাস্তব সামরিক লাভক্ষতির দিক থেকে দেখলে চীনাদের পক্ষে ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এতোগুলি মানুষকে পোষণের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া কিছু বেখাপ্পা কাজ নয়। এক দিকে সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ কোনো ক্ষতির ভয় নেই—অন্য দিকে বিপুল প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ। ভারতবাসীদের চিন্তায় একটা গোলমাল লাগিয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীর লোকের কাছে নিজেদের উদারতা জাহির করা—এই দুই লক্ষ্যের উপর চীনাদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আছে। সকল গভর্নমেন্টই এরূপ চেষ্টা করে। করে চেষ্টা সফল হয় কারো হয়ত হয় না।

> **'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা**
>
> অন্যান্য বৎসরের মত এইবারেও রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকার একটি বিশেষ সাহিত্য-সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। সংখ্যাটির মূল্য ৮০ নঃ পঃ ধার্য করা হইয়াছে।
>
> দেশের নিয়মিত গ্রাহক ছাড়া যাঁরা এই বিশেষ সংখ্যাটি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের নিকট অনুরোধ তাঁরা যেন ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ডাক মাশুল (৫৮ নঃ পঃ) সহ সাহিত্য সংখ্যাটির মূল্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন।
>
> সার্কুলেশন ম্যানেজার,
> 'দেশ' সাপ্তাহিক
> ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

আসল দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে যাকে বলে ইনিশিয়েটিভ, সেটা গোড়া থেকেই চীনাদের হাতে আক্রমণ করা থেকে শুরু করে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, নিজেদের ঘোষিত যুদ্ধবিরতির শর্ত বলবৎ রাখা, বন্দীদের মুক্তিদান সমস্ত ব্যাপারেই "ইনিশিয়েটিভ" চীনাদের হাতে। চীনারা যা করে ভারতের দিক থেকে তার প্রতিক্রিয়া মাত্র হয়। এখন পর্যন্ত ভারত সরকার চীনাদের হাত থেকে কোনো সময়েই "ইনিশিয়েটিভ" কেড়ে নিতে পারেন নি।

"কলম্বো প্রস্তাবাবলী" পুরোপুরি মেনে নিতে ভারত সরকার রাজী হলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, কলম্বো প্রস্তাবগুলি ভারত মেনে নিতে রাজী হল, এখন যদি চীন রাজী না হয় তবে চীনারা বেকায়দায় পড়বে—এইভাবে "ইনিশিয়েটিভ"টা ভারতের হাতে আসবে। ভারত যেভাবে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিয়ে বন্দী হস্তান্তরে চীন দেরি করল না, কিন্তু তাতে ভারতের কিছু সুবিধা হল না। "ইনিশিয়েটিভ" চীনাদের হাতেই রয়ে গেল। যাঁরা কলম্বোতে মিলিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যে দু-একজন আগে থেকেই ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই এখনো আছেন। চীনারা "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিতে রাজী হয়নি বলে অন্য কেউরা যে চীনাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হয়েছে বা ভারতের প্রতি তাদের মনোভাব আগের চেয়ে বিশেষ অনুকূল হয়েছে—এরূপ কোনো প্রমাণ নেই।

চীনারা একটা কথা রটিয়েছিল যে, কয়েকটা বিষয়ে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র মর্মার্থ চীনা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আলাদা আলাদারূপে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকদিন পরে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এ কথা ঠিক নয় কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র আর যেসব কথা বলেছেন তাতে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে চীনা সরকারের বিন্দুমাত্র অপ্রশংসা নেই—ভারত ও চীনা সরকারের মধ্যে মতভেদ আছে এই পর্যন্ত। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর উপর দাঁড়িয়ে যাই হোক একটু "ইনিশিয়েটিভ" ভারত সরকারের লাভ হত, যদি কলম্বোতে যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা পিকিং-এর প্রত্যাখ্যানে বিরক্ত হয়ে তাঁদের বিবৃতি ব্যক্ত করতেন। বিবৃতি ব্যক্ত করা দূরের কথা চীনা যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটুকু পর্যন্ত কনফারেন্স-ওয়ালারা খোলাখুলি বলতে পারছেন না। সুতরাং কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ফাঁস লাগিয়ে "ইনিশিয়েটিভ" টেনে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বরং তাতে একটু ক্ষতিই হয়েছে। এতে করে এটা প্রমাণ হল, চীনারা যাই করুক তাতে "নিরপেক্ষ" রাষ্ট্র-গুলি চীনকে কিছু বলতে পারে না। এর দ্বারা চীনের আরো পায়াভারী হবে, তার অহংকার আরো বেড়ে যাবে।

ভারত চীন বিবাদটি দি হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাঠাবার প্রস্তাব ভারত চীনা সরকারের নিকট করেছেন। সালিসের দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রস্তাবও ভারত সরকার করেছেন। এগুলি ভারত সরকারের শান্তিপ্রিয় মনোভাব এবং সদিচ্ছার নজির বলে আমরা প্রচার করতে পারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাবের কোনো মূল্য নেই। চীনারা এসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। ভারত সরকার যদি চীনাদের মতো সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতেন তা হলে ভারত সরকারও সালিস বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মামলা দায়ের করার প্রস্তাবে রাজী হতেন না। হাজার হাজার বর্গমাইল ভূমির সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন যেখানে বিবাদের বিষয়, সেখানে সালিস বা আন্ত-

জাতিক বিচারালয়ের বিচার মেনে নিতে ভারত সরকার স্বভাবতঃই আগ্রহশীল—এ কথা বলা যায় না।

আসল কথা হচ্ছে—চীনা সরকার রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব বাহাদুরি দেখাতে পারছেন তার ভিত্তি হচ্ছে সামরিক সাফল্য। সামরিক ক্ষেত্রে "ইনিশিয়েটিব" চীনাদের হাতে রয়েছে বলে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের "ইনিশিয়েটিব" কাজ করছে। ভারত সরকার সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" নষ্ট বা খর্ব করতে পারছেন না, সেজন্য চেষ্টা করছেন যদি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে "ইনিশিয়েটিব" অর্জন করা যায়, যাতে সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" অকেজো হয়ে যায়। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর মাধ্যমেই হোক বা সালিস বা আন্তর্জাতিক কোর্টে মামলা করার প্রস্তাব চীনাদের স্বীকার করিয়েই হোক, কোনোরকমে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব"টা খর্ব করা যায় কিনা, ভারত সরকার সেই চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এসবের দ্বারা কোনো কাজ হবার আশা নেই। আমাদের কোনো রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক তির্যক চালে ভুলে চীনারা সামরিক ক্ষেত্রে তাদের "ইনিশিয়েটিব" খর্ব হতে দেবে—এরূপ কোনো আশা নেই। "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"তে যা আছে তার চেয়ে কিছু বেশী ছেড়ে দিতেও বোধ হয় চীনারা পারে, কিন্তু সেটা চীনাদের একতরফা মতে হওয়া চাই অর্থাৎ তাদের সামরিক ইনিশিয়েটিব" অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। কারণ তারা দেখছে, সামরিক "ইনিশিয়েটিব" যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তা হ'লে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও ইনিশিয়েটিব" বজায় রাখা যায়।

কলম্বো প্রস্তাবাবলী" বা সালিসের কথা বা অন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মামলা নেওয়ার প্রস্তাব এ সবই কালহরণের জন্য। এগুলির দ্বারা কোনো কাজ হবে না যতদিন না পর্যন্ত সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের ইনিশিয়েটিব' খর্ব করা যায়। ততদিন পর্যন্ত চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত ভারত সরকারকে মেনে নিয়ে চলতে হবে তাই হচ্ছে। 'কলম্বো প্রস্তাবাবলী", সালিস, আন্তর্জাতিক বিচারালয়—এইসব কথার দ্বারা কেবল মূল সমস্যা থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। সে মূল সমস্যা হল—সামরিক ক্ষেত্রে কী উপায়ে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব' খর্ব করা যেতে পারে। চীনারা আবার যে কোনো সময়ে আক্রমণ করতে পারে তার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—লক্ষ্য হিসাবে এটা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, বিভ্রান্তিকর। চীনারা আপাতত আবার আক্রমণ নাও করতে পারে তাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত যদি ভারত সরকার মেনে চলেন অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য যদি চীনাদের কবলিত বা চীনাদের আদেশে "ডিমিলিটারাইজড্" ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে তবে ভারত সরকার যেদিন ইচ্ছা আলোচনা বৈঠকে আসুন, চীনারা অপেক্ষা করতে রাজী আছে—এ কথা চীনা সরকার বলে দিয়েছেন। সুতরাং চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে—এ ধ্বনির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আসল প্রশ্ন হচ্ছে—চীনাদের আরোপিত একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত আর কতদিন মেনে চলা হবে? চীনাদের কবলিত ভারত-ভূমি থেকে চীনাদের বিতাড়িত করার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা করছি? অর্থাৎ সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" খর্ব করার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে কিনা?

৭-৪-৬৩

ভদ্রাক্ষরে

"ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান।"

কথা ও সুর তো অবিকল্প রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কণ্ঠস্বর কার? সচকিত সেই সন্ধ্যায় সংস্কৃতি-আসরের বিস্ফারিত কানাতের তলায়, তার আনাচে-কানাচে শ্রোতৃকুল এই সহসা-জিজ্ঞাসায় মথিত হয়েছিলেন। শত শতের কৃতার্থ অনুভূতির কথাটা রেকর্ড করে না-রাখলে আমাকে অকৃতজ্ঞতার পাতকে অর্শাবে।

গাইছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। যেন অমর্ত্য কোন প্রাণ এতকাল প্রার্থনীয় শরীরের জন্য পিপাসিত ছিল। একটি প্রবল কণ্ঠ তাকে দিব্যদেহ ধরে এনে দিল—উদাত্ত এবং উত্তাল লহমার অবলীলায় দিক থেকে বিদিক সে কম্প্রোলিত করে দিতে জানে।

তার আগে খর সুধী বয়ড়ার চন্দ্রালোক কাঁপছিল। সম্মেলনের প্রাঙ্গণ ছিল জ্যোৎস্নায় জর্জরিত। কিন্তু 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' এই চাঁদমারি এবার ছাড়িয়ে উধাও হল সব লাউডস্পীকারের আগুন সবখানে যে ছড়িয়ে যায় কেমন তা নিমেষে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনে জানলুম।

একদা বাউল-সংগীতে এই লেখকের অসম্ভব লোভ ছিল। "ভেঙে মোর ঘরের চাবি ... ...ের খাঁচার দিনগুলির প্রিয় ... প্রিয়তম গান। কিন্তু চড়াই অন্দ উঠলেই ... ... কলাকৌশল দাপাদাপি করিতে কেবলই খুলে খুলে উপুড় করে ঢেলে হাল্কা হতে হয়। আবার হাহাকারি ঘটে, ঢের কিছু খোয়াও যায়। যায় আসক্তি যায় মোহ যায় বিশ্বাস যায় প্রীতি। বাউল গানের টানও অগোচরে যবে ঢিলে হয়ে এসেছে তখন তা টের পাইনি।

বিদগ্ধ সমাজের অরুচিও সক্রিয়। মন এখন বাউল গানের ভাবের দহে ডুবতে যদি বা রাজী আছে তার সুরে আর মরে না বা মজে না। বড় সাদামাটা সুর বড় একাকার কুলীন কারিকুরির কিছু নেই।

তবু সেদিনের সেই সুরের প্রলয় সব সংশয়ের লয় ঘটিয়ে দিল। আকাশে ছিল পূর্ণিমার সঙ্গে ক্ষীণ আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ কোনও তিথি, বাতাস নিজেই বুঝি বাউল হয়ে গিয়েছিল। 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়—' এই কথা কয়টি অকস্মাৎ বুঝি অতিশয় হয়ে উঠল, মর্মরিত মণ্ডপটি আর আপনাতে আপনি স্থির থাকতে পারছিল না, যেন সুরে বুক ভরে নিতে নিতে এখনই মহা-শূন্যে লীন হবে।

জানি, কণ্ঠহারার পক্ষে অনধিকারচর্চা, তবু তদ্গত সেই সন্ধ্যায় সুরের মোহানা থেকে উৎসের দিকে মানস অভিসারে যাত্রা না করে পারিনি। মানুষ তৈরি হয়েছে বিধাতার আপন ছাঁদে কিন্তু সুরের আদিম ছাঁচটি কোথায় পাব? অপরিমাণ শব্দের অনাহত ধ্বনিকে কে কবে শ্রুতিরূপের ফ্রেমে বাঁধল?

'কোথা হইতে আসিয়াছ?' এই প্রশ্ন-প্রমাণ আমাকে যে প্রত্যয়ের তীরভূমিতে উত্তীর্ণ করেছে সেখানে নিসর্গই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞী। পল্লবমর্মর নির্ঝরের মত্ততা তরঙ্গের নিরিবিলার একাকিত্ব মেঘের ... ... নদীর কলপ্রবাহে তুমুল সাগর ... ... কিছু, পর পর নিঃস্বন। আর উচ্ছল স্রোতধারায় যে সঙ্গীত বাজে তা থেকেও কিছু কি দেবে না?

দেবে, প্রকৃতি দেয় দিয়েছে। তারই ঋতুবৈচিত্র্যের কয়েকটি কণা কণ্ঠে ধারণ করেছে মানুষ নাম দিয়েছে সুর।

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় এই গানেরও ... ... সেখানে আনমনে মিলেছে ... ... প্রান্তরে ... ... বাউল গান সেই ... ভাবে ... হয়ে আছে।

বাউল গান কতখানি গান এই কুলীন-সমাজসম্মত বিচারে অন্তত আমি তো কোন দিন আর বসব না। এ-প্রসঙ্গে সব সংশয় আমার মনে ... মত অস্ত গেছে।

*

... শব্দ এই প্রসিদ্ধ দুপুরে।

জানি না পাঠকদের অর্থবোধ হল কিনা। না হিবাহ নামক সমস্যা ইনস্টিটিউশনকে ব্যঙ্গ করব, এমন 'কা তব-কান্তা' কৈবল্যে এখনও উপনীত হইনি। বিবাহিত শব্দ বস্তুত যে-কোন শব্দ বিশেষভাবে বাহিত হলেই হল এবং প্রসিদ্ধ দুপুর অবশ্যই প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ দুপুর।

শব্দান্বেষী বৈয়াকরণদের প্রতি যুক্তপাণি নিবেদন, পড়তে গিয়ে এখনই যেন আপত্তি করতে বসবেন না। দেখুন, শব্দ যদি রক্ষা করতে ... ... সেই শব্দকেও,

এই ঘোর কলিকালে ব্যবহারে ব্যবহারে বেচারী শব্দেরই পুরনো জুতোর হাল: মশমশ তো করেই না বরং জলে ভিজে সদাই থপথপে।

বিবেকী, শৈলীসচেতন লেখকমাত্র স্বভাবতই কথার কথা নিয়ে যৎপরোনাস্তি শিরঃপীড়িত। কস্মৈ দেবায় এই সনাতন জিজ্ঞাসার বোঝার ওপর শাকের আঁটি—'কোন কথা দিয়ে?' যে-শব্দ অমৃত, তাকে ... ...।

একটি পথ অচলিত যাদুঘর-শব্দের পুনর্বাসন। তবু সব আকৃতির যথাযথ প্রকাশ তাদের দ্বারা অসম্ভব। দ্বিতীয় পথ—নব নব শব্দসৃজন। তৃতীয়, চলিত-গুলিকেই নতুন করে গড়া, অভিনব প্রয়োগ উদ্ভাবন।

এ কাজে প্র-পরা-অপ সম ইত্যাদি উপসর্গকুল 'চলবে না' চলবে না' বলে ... কান্ডা তুলে ... ... পারে কেন না ব্যাকরণের ... ... এবং সবলে যাথার্থ অন্যত্র অপসারণের অধিকার ছিল উপসর্গগোষ্ঠীরই ... উপহারে প্রহারে বিবেচনা করুন কী আসমানজমিন ফারাক।' সুতরাং শব্দার্থকে ... ... আমি ধাতুর আকরে ... ... প্রয়োজন সাবধানী দ্বিধা ... ...।

... সংস্কারেও। আমার আশঙ্কা, উপরে বিবাহিত আর প্রসিদ্ধ শব্দ দুটির বিচিত্র প্রয়োগের যে-দুটি নমুনা দাখিল করেছি পনেরো-আনা পাঠক তা একতরফা উদ্দেশ্য খারিজ করে দিতে চাইবেন। তবু আকৃতিকে বলীয়ান করতে জীবনানন্দ দাশের 'অবাধ আরতি' এই নজির পেশ করব। আমার বিশ্বাস, কবি এখানে 'আরতি' কথাটি আ—রম্+তি এই ধাতুরূপে ভেবেই প্রয়োগ করেছিলেন, লোক-প্রচলিত অর্থে নয়। আ উপসর্গযোগে রতি কথাটিকেই ব্যাপকতার দ্যোতনা দিতে চেয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে নিছক খোরাক অর্থে সুধীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'উপজীব্য' শব্দের ব্যবহারও স্মর্তব্য।

বাঁচিনে গদ্য-পদ্যের এই সঞ্জীবনী সুধা। বাঁচিনে, নামের শব্দাং। তবু অর্থের একনিষ্ঠ স্থৈর্যতায় লিপ্ত শব্দগুলি আর একটু সাহসী আর সাওয়াজ হোক না, শক্তি আর ব্যক্তি ফিরে পাক। গৃহপালিত জীবগুলি কিঞ্চিৎ অরীতিমত হোক, বেহিসাবী হাওয়া আর এলোমেলো আলোর পাকে—অলৌকিক দিগন্তের দিকে ছুটে যাক গণ্ডি ছাড়িয়ে।

মুখেই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ

সুন্দর মুখের অধিকারিণী হলেই হাজার জনতার মধ্যে থাকলেও আপনার রূপলাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বিউলাক্স বিউটি ক্রীম শুধু যে মুখটিকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, ত্বকের যে কোন দাগ নিশ্চিহ্ন করে তাতে উজ্জ্বল মাধুরিমা এনে দেয়।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক (ডি. এস.সি. এবং ডি. ফিল) এর আবিষ্কৃত বিউলাক্স বিউটি ক্রীম মৃদুগন্ধযুক্ত এবং লানোলিন ও ক্যালামিন সহযোগে তৈরী একটি অনুপম প্রসাধন সামগ্রী।

শংকর ইণ্ডাষ্ট্রিজ,
৭।বি, বাহ্বারাম মকুব লেন,
কলিকাতা-১২

পরিবেশক : ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ট্রেডার্স, ১১৫ ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল) কলিকাতা-১

বিশিষ্ট লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

শ্রেষ্ঠ কেশ প্রসাধন

সুন্দর পরিপাটি চুলের জন্য ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন; ব্রিলক্রীম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হেয়ারক্রীম। ব্রিলক্রীম, প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ, চুল সারাদিন উজ্জ্বল আর পরিপাটি রাখে। দেখুন, ব্রিলক্রীম কি বৈশিষ্ট দেয়! সর্বত্রই জনপ্রিয় সকল লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

চুলে প্রাণ এনে দেয়

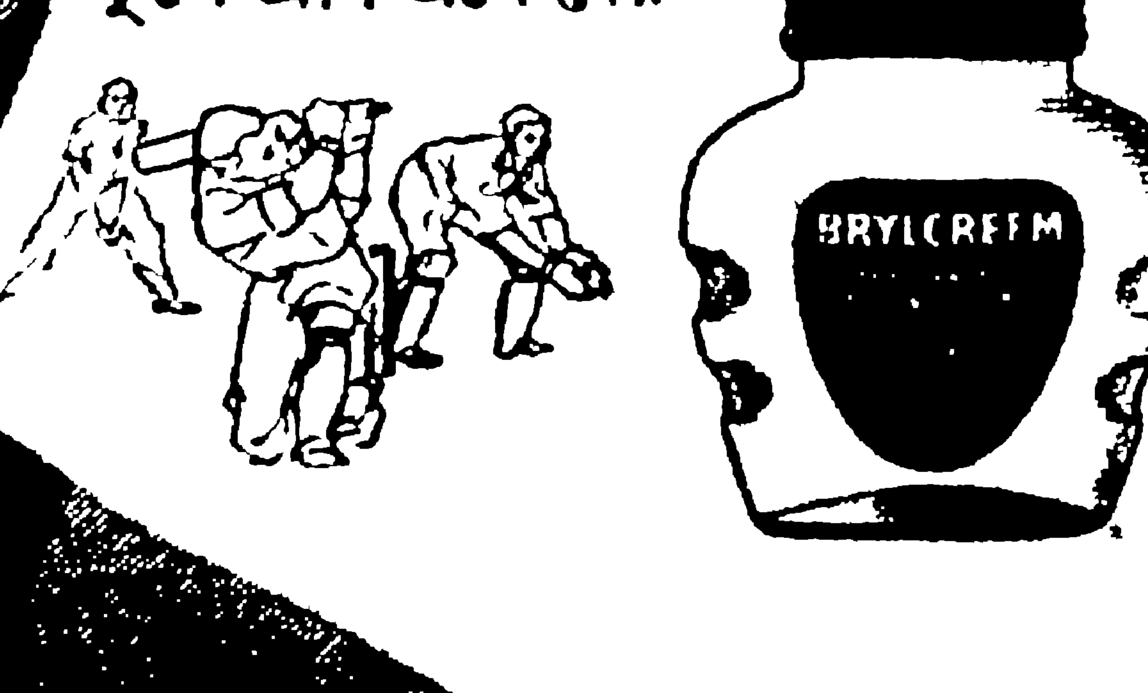

শিল্পীর স্বাধীনতা

রমাপদ চৌধুরী

গোড়া থেকে শুরু করাই ভাল। শিল্পী কে? কাকে শিল্পী বলা চলবে সে বিষয়ে আমরা কি একমত? কারও লেখা চোখে জল আনাতে সক্ষম হলো কি না একদল তাকেই সাহিত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদল ঠাট্টা করে বলবেন টীয়ার গ্যাস তো। তা হলে মহৎ সাহিত্য' কারও কাছে গল্পে গল্প থাকাটাই, [illegible] কারও কাছে তা না থাকা। অভিজ্ঞতার পাঞ্জাবী কল্পনার দাসকে অট্টহাস দিয়ে উড়িয়ে দেন আর ওদের সম্পর্কে এদের ফুৎকারের টিপ্পনি 'রিপোর্টার' এই বিভেদ এই মতানৈক্য তো মোটা লাইনের সীমান্ত রক্ষা। মূল তর্ক আরো সূক্ষ্ম রেখায়। সামান্য একটি শব্দের ব্যবহার, একটি বাক্যের গঠনরীতি কিংবা একটি চরিত্রের ঈষৎ টালবাহানায় একজন লেখককে আমরা বরবাদ করে দিই। অর্থাৎ শিল্পী কোনজন শিল্প কি বস্তু সে সম্পর্কে আমরা কেউ একমত নই। সুতরাং শিল্পীর স্বাধীনতা [illegible] কি উপায়ে? শিল্পের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ রুখবো কোন পথে?

এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি বলেই হতাশ হবার প্রয়োজন নেই কারণ শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে [illegible] একমত না হবার স্বাধীনতা। অবশ্য এও সত্য আমরা কেউ একসুর কথা বলি না, ধারণা ভিন্ন বলেই কোন ধারণার মূল্য নেই [illegible] মূল্য অনেক। তাৎপর্য আরো গভীর। একজন বিদেশী অধ্যাপক সেদিন বলছিলেন যে তিনি যে লেখকের কাছেই গেছেন তিনিই বলেছেন কানু বিনে গীত নেই তিনি ছাড়া সাহিত্যিক নেই বাংলাদেশে। শুধু ব্যতিক্রম একজন যিনি নিজের ছাড়াও আরেকজনের প্রশংসা করেছেন—সেই আরেকজন তাঁরই আত্মীয়। রসিকতাটা উপভোগ্য কিন্তু শ্রুতিমধুর নয়। এমন কি সত্যও নয়। কারণ সাহিত্যিক মাত্রেই জানেন, আপাতদৃষ্টিতে যাকে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব দ্বৈরথ বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা আপন আপন শিল্প-বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য। তাই মতবিভেদ শুধু একজন লেখকের সঙ্গে আরেকজন লেখকেরই নয় একই লেখকের আপন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের আপন বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের। বাইরের মতদ্বৈধতা আসলে অন্তরের উল্লাস আনন্দ উৎসাহের পার্থক্য। এই মতভেদ শুধু লেখকদের মধ্যেই নয় পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেও। কারণ যিনি রচনা করেন তিনিই নন, যিনি [illegible] করেন তিনিও শিল্পী। [illegible] যে বর্ণবৈচিত্র্যের সমারোহ [illegible] [illegible] কেউ মুগ্ধ হন [illegible] কেউ [illegible] পছন্দ করেন [illegible] গাছের [illegible] চয়ন। কিন্তু গাছের [illegible] দিকে চোখ পড়ে না সচরাচর। মানুষের মনও এমনি এক বৃক্ষের কাণ্ড। [illegible] প্রকাশকে যা নও রূপ দেয় শিল্পে সেটাই। তার একমাত্র নির্ভর যে মানব মুক্তি তা অনেক সময়েই আমাদের স্মরণ থাকে না। কিন্তু কেউ যদি বলে বসেন ফলগুলোই শুধু উপকারী পাতা আর ফুলকে খারিজ করে দিতে চান তা হলে গাছের গোড়া শুকিয়ে যেতে বাধ্য।

সুতরাং মনের মুক্তিই শিল্পের প্রথম [illegible]। মানুষ হিসেবে স্বাধীনতা না থাকলে শিল্পের স্বাধীনতা অসম্ভব। শিল্পীর স্বাধীনতার অর্থ তা এমন নয় যে [illegible] প্রাণ বুদ্ধি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করে রাখ। সর্বহারা মানুষ তা যদি পড়তে না পায় মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করতে না পায় শিল্পের ছোঁয়া পেয়ে তার [illegible] বিচারবুদ্ধি জাগলো তার প্রকাশকে যদি সমাজকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে না পায় তা হলে তো শিল্পের [illegible] ব্যর্থ [illegible]।

চিন্তার মুক্তি অথবা গ্রহণ বর্জনের অধিকার থাকলেই যে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার থাকবে না এমন নয়। অর্থনৈতিক [illegible] আছে বই কি শুধু উদাহরণ

দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল:

আবদুল [illegible] অসামান্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ পুস্তক

সাহিত্য-সঙ্গ

[illegible]

[illegible] কুণ্ঠিত হইবেন না। [illegible] সাহিত্য [illegible] ঐশ্বর্য বিস্ময়কর। বঙ্কিমচন্দ্র যাহার [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] প্রাণবান করিয়া তুলিয়াছেন একালের যেসব সমালোচক [illegible] সেই ধারাকে অনুসরণ করিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক নিঃসন্দেহে তাঁহাদেরই সমগোত্রীয়। —যুগান্তর

বিষয় সূচী: চতুর্দশপদী কবিতাবলী। কমলাকান্তের দপ্তর ও বিবিধ প্রবন্ধ ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিমানস ॥ সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য বৈশিষ্ট্য ॥ বিহারীলাল ॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥ কাব্যালোক। বাংলা নাটক, উপন্যাস, রম্যরচনা [illegible] গীতি-কবিতা ইত্যাদির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ নীলদর্পণ। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ॥ লিপিকা জীবনস্মৃতি ॥ কালান্তর ॥ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥ বীরাঙ্গনা কাব্য ॥ কবি নজরুল ইসলাম ॥ শিশু সাহিত্যে নজরুল। ইত্যাদি ॥

দামী এন্টিকে ছাপা ॥ পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠা ॥

ইউনিভার্সাল বুক ডিপো

৫৭ বি কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

(সি ১৭২২)

জন্য ক্ষুধার অন্ন, যোগ্যতা অনুপাতে কাজ এবং অযোগ্য মানুষকে যোগ্য করে তোলার জন্যেও উপেক্ষা করা চলে না। উপেক্ষিত হয়ও নি। গত কয়েক শো' বছরে মানব-সভ্যতা পাশাপাশি দুটো যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। এক—অভাব থেকে মুক্তির জন্য, আরেক—অপরের অধিকার থেকে মুক্তির জন্য। প্রথমটার সাময়িক পরিণতি যদি হয় ওয়েলফেয়ার স্টেট, দ্বিতীয়টির—গণতন্ত্র। মানবিক অধিকার তথা চিন্তার মুক্তির জন্যে দেশে দেশে এবং যুগে যুগে কিভাবে মানুষকে আন্দোলন, বিপ্লব এবং সামাজিক যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে গণতন্ত্রে পৌঁছতে হয়েছে তার কথা পরে। তার আগে প্রশ্ন, অভাব থেকে মুক্তির জন্যেও কি সব-দেশই সচেষ্ট নয়? জাতীয় চরিত্র আর দক্ষ নেতৃত্ব যেখানে সহায় সেখানে উন্নতি আসছে দ্রুত। সম্পদে ঐশ্বর্যশালী যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়ার কথা থাক্। স্বল্প পুঁজিতেও সংসার সাজিয়েছে এমন দেশ আজকের পৃথিবীতে কম নেই।

কিন্তু যেখানে সমস্যা বিস্তর, জাতীয় চরিত্র সন্দেহাকুল, নেতৃত্ব অদক্ষ, সেখানেই কমিউনিজম এসে বলছে, আমার পথে চলো, আমার পথই মুক্তির পথ; 'যাহারা আমার মধ্য দিয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হয় ঈশ্বর কেবলমাত্র তাহাদিগকেই মুক্তি দান করেন।' অনেকে হয়তো সে-অভয়বাণী শুনে মুগ্ধ হয়। চিকিৎসক দক্ষ হলেও তিনি যখন বলেন, রোগ সারাতে ছ'মাস একবছর লাগবে, তখন যেভাবে মানুষ মোহান্তের কাছে মাদুলি নিতে ছুটে যায় তেমনি-ভাবে অনেকে ছুটে গেছেন। অনেকের অতটা আস্থা নেই, তাই ভেবেছেন, যদি সত্যিই তার দু'একটা দাওয়াই কাজে লাগে নেবো না কেন? নিয়েছেনও কিছু কিছু। কিন্তু আজ দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পরেও সভয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে কমিউনিজম রোগ-হরণ করতে গিয়ে সুস্থতাও হরণ করতে চায়।

স্বীকার করি, কৃতিত্ব সে কিছু কিছু দেখিয়েছে। কিন্তু কম বয়সের কৃতিত্বটাই সব নয়।

চার বছরের ছেলে তবলায় চাঁটি দিয়ে সুন্দর গৎ ফোটায় এমন দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু বড় হয়ে সে ছেলে বিখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছে। অন্যদিকে, আইনস্টাইন স্কুলশেষের অঙ্ক পরীক্ষায় একটা বড়োসড়ো শূন্য পেয়েছিলেন দেখেই যদি কেউ বলে বসতো ও বয়সে অংকে [illegible] তা হলে ওর গণিত হাস্যকর হয়ে দাঁড়াতো না কি? সুতরাং গণতন্ত্র আর কমিউনিজমের সেই প্রতিযোগিতার শেষ ফলাফল জানতে এখনও অনেক বাকী।

উপরন্তু গণতন্ত্রকে যাঁরা বৃদ্ধের ভূমিকায় উপস্থিত করতে চান তাঁরা ভুলে যান যে, গণতন্ত্র একদিক থেকে কমিউনিজমের চেয়েও বছর কয়েকের ছোট। মাত্র ১৮৯৩ সালে নিউজীল্যাণ্ডে মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার পায়, ব্রিটেনে ১৯১৮ সালে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে। অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ ও ব্যালট বাক্স সর্বত্রগামী হতে শুরু করেছে এই তো সেদিন। আর ভারতীয় গণতন্ত্র বয়সের বিচারেই সাবালক হয় নি। তবু অনেকে যে বিশ্বাস করেন কমিউ-নিজমের তাবিজ হাতে বাঁধলেই দারিদ্র্য ঘুচে যাবে রাতারাতি, তাতে আপত্তি করি না। শুধু আশা করবো, কমিউনিজমের পতাকা যে দেশে সগর্বে উড়ছে সেখানে পাস্তেরনাকের মত কোন সাহিত্যিক যদি হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেন, এত রক্তস্রোত বইয়ে, এত স্বাধিকার খুইয়ে কি পেলাম, কি হলাম, তা হলে অন্তত সেটুকু মাতৃ-ভাষায় উচ্চারণ করার স্বাধীনতাও দেওয়া হবে।

গ্রাম্য বাউল একতারা বাজিয়ে গান গায় আর ঝুলি এগিয়ে দিয়ে ভিক্ষে চায়। তাকে দু' মুঠো চাল যদি কেউ দেয় যা দেবার

—সদ্যপ্রকাশিত দু'খানি বই—
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
সুধা হালদার ও সম্প্রদায়
লেখকের দৃষ্টি গভীর—চরিত্র-নির্বাচন বৈচিত্র্যধর্মী। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও পরিবেশ থেকে বেছে নেওয়া কতকগুলি সাধারণ নর-নারীর হৃদয় মনের অপূর্ব প্রকাশ। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট। দাম—৩.৭৫
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
—সুবৃহৎ উপন্যাস—
এক জীবন অনেক জন্ম
একই জীবনে জন্ম জন্মান্তরের [illegible] প্রেম, মৃত্যুর অন্ধকারকে যা জীবনের [illegible] করে, তারই মর্মস্পর্শী বিন্যাস। [illegible] জীবন [illegible] কঠিন [illegible] — [illegible] অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করে [illegible] করে তুলল, সেই অসামান্য [illegible] 'চিরন্তন প্রেমের অপরূপ কাহিনী'।
দাম—৬.৫০
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দুর করতে পারে একমাত্র
বাকলা
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
হাজার হাজার রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
[illegible] ৮.৫০ ন: প: [illegible]
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭

প্রতিশ্রুতি দেয় খুশী হবো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার হাতের একতারাটা সে কেড়ে নিতে চাইবে কেন? কোন্ অধিকারে? কোন্ যুক্তিতে? যে-কবিতা শূন্যের যৌথ-খামারে গমের ফলন বাড়ানো যায় না সে-কবিতা বরবাদ হবে কেন রাষ্ট্রনায়কের অঙ্গুলিসংকেতে? ক্রুশ্চফ নাকি একটা বিষয়েই ইডেনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন, পিকাসোর ছবি অর্থহীন। কিন্তু সেই যুক্তিতেই পিকাসোর কোন শিষ্যকে ক্রুশ্চফ কেন কুড়ুল হাতে গাছ কাটার জন্যে পাঠাতে চাইবেন? গণতন্ত্র তার আপন দেশের যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। অথচ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে প্রতিবাদ দূরে থাক মনের স্বাধীনতাও থাকবে না কেন?

সমাজের যেখানে যত ক্লেদ গ্লানি অন্যায় অবিচার সে সবই শিল্পের স্বাক্ষর পাবে শুধু কমিউনিজমের পথকে প্রসারিত করার জন্যে? আর যে মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি গদিতে আসীন হবে সেই মুহূর্ত থেকে শিল্পীর দু'চোখে ঠুলি বেঁধে কণ্ঠলগ্ন ঘুঙুর [illegible] আজকের রাশিয়া বলছে স্তালিনের রাশিয়ায় গলদ ছিল অনেক। বাইরের জগতের স্তালিনবাদীদের মতে গলদ [illegible] রাশিয়ায়। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা শুনতে চেয়েছিলাম সোভিয়েত দেশেরই লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের রচনায়। কিন্তু হায় তাঁদের সুরও নেতাবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় কেন? সুর পাল্টাতে না চাইলে সব বুদ্ধ [illegible] এ কোন্‌দিশী বিচার? একজন যদি সত্যই মিথ্যা দিয়ে সমাজকে বিকৃত করে থাকেন কিংবা প্রলাপ লিখে থাকেন [illegible] ভয় পাবার তো কথা নয়। অসত্য হলে দেশের মানুষ তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। তাই সন্দেহ হয় স্বচ্ছ কাচের গায়ে [illegible] কল্পনার রঙ চড়ান [illegible] কাচের পিঠে পারা [illegible]।

কমিউনিজম যে আত্মরক্ষার বুলি আওড়ায় সেটা আসলে অজুহাত। সদলবলে নেতৃত্বের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই দেশসুদ্ধ লোকের স্বাধীনতা হরণ করার প্রয়োজন হয় সেখানে। অথচ এই চিন্তার স্বাধীনতা বা মানবিক অধিকার আদায় করতে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে লড়তে হয়েছে। ক্রীতদাসকেও দু'টুকরো রুটি দেওয়া হতো কিন্তু রুটি খেয়েই সে বাঁচতে চায় নি। ম্যাগনা কার্টার ফলে [illegible] বেতন বৃদ্ধি

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্বপ্নসন্ধ্যা ৩,

— নতুন মুদ্রণ —

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৭ম মুঃ ৫.০০॥
সপ্তপদী ● বিচারক
২১শ মুঃ ২.৫০॥ ১০ম মুঃ ২.৫০॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর
জলে ডাঙ্গায় ১০ম মুঃ ৩.৫০॥
চতুরঙ্গ ● অবিশ্বাস্য
৩য় মুঃ ৪.৫০॥ ৯ম মুঃ ৩.০০॥

দেবেশ দাশের
পশ্চিমের জানলা পশ্চিমের জানলা দিয়ে দেখা ছবি, ও জগতের এক বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। ২য় মুঃ ৫.৫০॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
জর্জ বার্নার্ড শ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চিন্তানায়কের ২য় সং ১০.০০ জীবন পরিক্রমার বিচিত্র কাহিনী

মনোজ বসুর
পথ চলি ৩য় মুঃ ৩.০০॥
সোভিয়েটের দেশে দেশে ৩য় মুঃ ৬.০০॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রাগৈতিহাসিক ৪র্থ মুঃ ৩.০০॥
জীয়ন্ত ৪.০০॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী ৩য় মুঃ ৩.৫০
গণনায়ক ২য় মুঃ ২.৫০

সমরেশ বসুর
সওদাগর ২য় মুঃ ৬.০০॥
বাঘিনী ২য় মুঃ ৭.০০॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
হাসুবানু ৪র্থ মুঃ ৪.০০
বনহংসী ৪র্থ মুঃ ৪.৫০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকী সচিত্র সংস্করণ ৫.০০
AFRICANISM Rs 16-

নবগোপাল দাসের
অনুচ্চারিত ৩য় মুঃ ৭.০০
এক অধ্যায় ২য় মুঃ ৩.০০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আয় চাঁদ ৩. টাকা
মণিপদ্ম ২য় মুঃ ৪.০০

— নানান ধরনের উপন্যাস —

আশাপূর্ণা দেবীর
অলখ ঝোরা ৩.৫০ টাকা

সতী দেবীর
মহামায়া ৩ টাকা

বরুণ ভট্টাচার্যের
রানী পালঙ্ক ২.৫০

নিত্যকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিকষিত হেম ৩.০০

পূর্ণিমা রায়ের
পথ চলিতে ৩.২৫

সতীরেখার
অনিকেত ২.৫০

নবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মাথুর ২য় মুঃ ৪.০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিষের ধোঁয়া ৭ম মুঃ ৪.০০

—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের

জাহাজ পাঁচ টাকা॥
মন এক বিচিত্র শহর। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাতে এর নিত্য নবীন রূপ। বহু লোক বহু চরিত্র। আবার সাগর থেকে ইংলণ্ড চালান। এক্‌জন যাত্রীর প্রেম পলায়ন ত্যাগ ও ভোগের বিচিত্র কাহিনীতে ভরা। উপন্যাসের চিত্ত আকর্ষণীয় সমারোহ।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

পাবে ভাবেনি ইংল্যান্ডের লোক শুধু মানবিক মর্যাদার জন্যে বিক্ষোভ দেখাতে হবে। পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে রিফর্মিস্টরা। সতীদাহ আর গৌরীদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। অনেক রক্তাক্ত বিপ্লব পার হয়ে উইমেন্স্ সাফ্রেজ। এত যুদ্ধ, এত দুঃখ সহ্য করে যে স্বাধীনতা মানুষ আদায় করতে পেরেছে তা হারাতে আমাদের সম্মতি থাকার কথা নয়। কিন্তু সকালসন্ধ্যা অমানুষিক পরিশ্রমে উপার্জন করা দশ টাকার নোটখানাকে কত সহজেই না মানুষ হাতছাড়া করতে রাজি হয়, কেউ নোট-ডবল করার বিদ্যা জানে বললেই।

অথচ চিন্তার এবং জ্ঞানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে যুদ্ধ চলে আসছে তা এখনো শেষ হয় নি। যতখানি স্বাধীনতা শিল্পের জন্যে প্রয়োজন তা এখনো সর্বত্র আদায় করা যায় নি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এখনো সাহিত্যের বিচার হয়, সরকারী কর্তাব্যক্তিদের অভিমত এখনো গ্রাহ্য হয়, পুরস্কার এখনো লোভ দেখায়, রাজনীতি এখনো শিল্পীকে শাসন করতে চেষ্টা করে। শিল্পপথের এই সব জঞ্জালপ্রায় প্রাচীরকে যখন নির্মূল করে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে, তখন যে-মুক্তির আনন্দ আমরা উপলব্ধি করেছি তা ভুলতে রাজি হবো কেন?

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং অধুনাতম কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি [illegible] মানবিক অধিকারের শপথকে সোভিয়েতে রাশিয়া যতখানি শ্রদ্ধা করে সোভিয়েতের কর্মযজ্ঞকেও আমরা ততখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখবো। সেই বিরাট দেশের অসংখ্য মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাওয়া যে কোন তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতাকে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার করে দেখবো। কিন্তু মনের মুক্তিকে কোন মূল্যেই বিকিয়ে দিতে চাইবো না। সবদিক থেকে এত অভাব আর অতৃপ্তি আছে বলেই চিন্তার স্বাধীনতাকে অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে। ক্ষুধার্তের কাছে অন্নের পরিমাণটাই যে ভাবনীয় বটে, কিন্তু প্রচুর আহারের পরেই যদি দেখা যায় এক-বিন্দু নুন দেওয়া হয় নি, [illegible], তা হলে উদরপূর্তি ও শান্তি হয় না [illegible]। শিল্পের স্বাধীনতা এই লবণের মত। জীবনধারণের জন্যে যা [illegible] অপরিহার্য।

যুদ্ধের পর ইউরোপে [illegible] একটা টফির জন্যে [illegible] নিজেদের বিক্রয় করেছিল তার কারণ এ নয় যে টফির প্রতি তাদের লোভ দুর্দম। তার কারণ এই যে বছরের পর বছর তারা এক চামচ চিনিও পায় নি মিষ্টত্বের স্বাদ কেমন তা তারা ভুলে যেতে বসেছিল। তাই যে কোন মূল্যকেই ভেবেছে সুলভ মূল্য। একটা টফির অভাব থেকে যা হয়েছে, প্রাণস্পর্শী সৃষ্টির হৃদয়গ্রাহী উপভোগের—বিবেক ও বুদ্ধির স্বাধিকার লুপ্ত হলে যা হতে পারে, তুলনায় তা আরো ভয়াবহ। আমি আশ্রয়হীন হলেও আমার চারপাশে কেউ মজবুত চার-দেয়ালের ঘর বানিয়ে দিলেই খুশী হবো না, যদি দেখি তার কোথাও একটা জানালা নেই। আমি জানালাটাও চাইবো, ঘরখানাও। দান হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে।

জানি, গণতন্ত্র অন্তত জানালাটা কেড়ে নিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে আমাকে ঠেলে দেবে না। যদি বা ভুল করে কোনদিন সত্যিই ঠেলে দেয়, জানি, আমার কালিকলমের আত্মা বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার [illegible]

বাক্-সাহিত্যের বই

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
নতুন উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার ৩.৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
অগ্রজ ৩.০০

শ্রীনিরপেক্ষর
নেপথ্যদর্শন ৭.৫০

যুগান্তরের শ্রীনিরপেক্ষ [illegible]

জরাসন্ধের বৃহত্তম উপন্যাস
মসিরেখা ৯.০০
আশ্রয় (৩য় সং) দাম—৩.৫০ পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) দাম—৩.৫০

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের
[illegible] উপন্যাস
নিশিপদ্ম ৪.০০
[illegible] সংস্করণ

বনফুলের
দূরবীন ৪.০০
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আরও আলো ৫.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হসন্তী ৪.০০ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়
ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৈনিক (নাটক) ২.৫০ বিদেহী (উপন্যাস) ৩য় সং ২.৫০

১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে
শংকর-এর নতুন বই
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

চৌরঙ্গী ১০.০০
নয় মাসে ৬ষ্ঠ সংস্করণ
এক দুই তিন ৪.০০
৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে।

দিলীপকুমার রায়ের
দোটানা ৩.০০
সুবোধ ঘোষের
চিত্তচকোর ৩.০০

রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ
দুই খণ্ড। প্রতি খণ্ড দশ টাকা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
সাংস্কৃতিকী
কোন জাতির সংস্কৃতি, [illegible] কুরআন, [illegible] প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা। দাম—৫.৫০

আপনাদের ঠিকানা দেশে জানান। সামনে সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা পাঠাব

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

ফাদার দ্যতিয়েন

ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

॥ ২ ॥

সহৃদয় দারোয়ান

সিঁড়ি [illegible] ভাবছিলুম [illegible] [illegible] ভাববেন সেই কথ ভেবে। [illegible] তো

স্যুটকেস কাঁধে করে আগে আগে যাচ্ছে

আমাকে চেনেনই না, না কি 'জীবন' পত্রিকায় উনিও গ্রাহক?.. পড়েছেন কি কিস্তিতে প্রকাশিত আমার সেই 'সাম-সঙ্গীতের' অনুবাদ?... আর যদি না পড়ে থাকেন?... ধরুন, আমাকে ওঁর যদি ভালো না লাগে...উনি যদি তখনই বিশপ-কে ফোন

বলে জানিয়ে দেন ঐ অপরূপ বাক্য [illegible]

[illegible] আমার স্যুটকেস [illegible] যাচ্ছে [illegible] [illegible] প্রাপ্তি।

প্রথম ওর হাত স্যুটকেসটাকে ছাড়াতে [illegible] সেবা [illegible] [illegible] কাঁটিপ্রতিম ফাদারকে সাহায্য করার আনন্দ।

বাঁশ-প্রণাম

সেন্ট অ্যাব্রাব গার্লস-স্কুলের কম্পাউণ্ডে প্রাইমারি সেকশনের মেয়েরা খেলছিল—খেলছিল রুমাল-চোর, অভিনিবিষ্ট চিত্তে। হঠাৎ আমাকে সিঁড়িতে উঠতে দেখে, একটু ইতস্তত করে পরস্পরের মধ্যে কি যেন চুপি চুপি বলাবলি করতে লাগল তারপর কচি গলার ঐকতানে 'বাঁশ-প্রণাম, ফাদার' বলে চিৎকার করে ফাটাল আকাশ আর কাঁপাল গীর্জার জানালার কাচ।

বাঙালী খ্রীষ্টীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য অতি অল্প। আমাদের খ্রীষ্টান মেয়েরা রাঁধে, নাচে শাড়ি-সিঁদুর-শাঁখা পরে, গান করে, গাল পাড়ে, বানায় খিচুড়ি আর ছড়ায় পরচর্চা—ঠিক ওদের অখ্রীষ্টান পড়োশিনীর মতো। তবে হ্যাঁ...ওই 'বাঁশ-প্রণাম, ফাদার' বলে অভ্যর্থনা। কথাটার উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট, উৎপত্তিস্থান অনিশ্চিত, কোনো এক ফাদার—কোর-বাইবেল-সংস্কৃত-বঙ্গভাষায় দীক্ষিত অনামা এক বিদেশী পাদ্রি—ওর আনুমানিক প্রবর্তক। থাক্...'বাঁশ-প্রণাম' সমাসের ভাষাতাত্ত্বিক ঔচিত্যের—আর তাৎপর্যের—প্রতিপাদন করতে তো বসি নি... বড় মধুর লাগে কানে।

রুমাল চোর

[illegible] বোধ করলুম ক্রিকেট [illegible] আমি যদি কোনো দিন

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪.২৫ — বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষায় [illegible]। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক —মূল্য সডাক ৫.৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE:" 3|- V P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৫-৪১৯২

তারা ★ মার্কা
পাটবীজ
বিক্রয়ের জন্য বাজারে দেওয়া হইয়াছে

- JRO 632 [illegible] [illegible] হইতে [illegible] বিশেষজ্ঞগণের [illegible] জন্য।
- [illegible] পরীক্ষা [illegible] রোগপ্রতিরোধক [illegible] এবং [illegible] মধ্যে [illegible]
- 'তারা মার্কা' পাটবীজের [illegible] সম্বর সংগ্রহ করিতে [illegible] অনুরোধ জানাইতেছি।

বি, কে, রায়
প্রাইভেট লিঃ
৪, ব্যাংকশাল স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বাব্‌লেদের অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠি, বাচ্চা মেয়েরা তো আছেই। ওদের সংগে ভাব করব...র‌ুমাল-চোর নিশ্চয়ই পারব। র‌ুমাল-চোর...অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত ঢ‌ুকিয়ে *দেখি আমার র‌ুমালটি নির‌ুদ্দেশ.. কোথায় পড়ে হারিয়েছে পাঠানকোট-এক্সপ্রেসের লাইনে। কি জ্বালা ! মাফ কর‌ুন.. আমার জবানীতে 'কি জ্বালা' আবেগধ্বনিটা 'ভগবানের ইচ্ছা প‌ূর্ণ হোক, তথাস্ত‌ু'র-ই নামান্তর ! এবার তাহলে বড় ফাদারের সংগে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎকারে কপালের স্বেদ-বিন্দ‌ুট‌ুক‌ুও মোছার উপায় নেই।

সিনেমা পত্রিকা

দারোয়ান চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ম‌ৃদ‌ু জানান্ দিল দরজায় ..আর আমি ঢ‌ুকলাম—কম্পিত পদক্ষেপে—বড় ফাদারের বাসমন্দিরের গর্ভ-গ‌ৃহে। দেখলাম তাঁকে দেখেই ভালো লাগল খ‌ুব তাঁকে ভালবেসে ফেললাম এক নিমেষে। দীর্ঘোন্নত দেহ, সহান‌ুভূতিপ‌ূর্ণ সস্মিত চোখ, টাক-পড়া করোটিকা, আর আর হস্ত-থেকে-কোলে-সদ্যপতিত একটি সিনেমা পত্রিকা। বললেন স্বাগতম্ তাহলে আপনিও ক্রিকেট-খেলোয়াড় ?" হতভম্ব হয়ে হ্যাঁ না কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, বলার স‌ুযোগ দিলেন না: সব

বাই দি বাই, ফাদার উত্তমকুমার-স‌ুচিত্রার শেষ ফিল্মের নাম জানেন?

শ‌ুনেছি আডাইটের সময় বাজেনবাব‌ুর মাঠে অর্পন তোতন মিস্ত্রির দলের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান আর আমি নিজে একাধারে সভাপতি প্রধান অতিথি গ‌ুড্‌লাক্। বাই দি বাই ফাদার উত্তমকুমার আর স‌ুচিত্রার শেষ ফিল্মের নাম জানেন ? যে বাঁশি ভেঙে গেছে পান্তা শ্যামলের না হেমন্তের, জানেন ? যা ভেবেছিলাম তা-ই সিনেমা পত্রিকা আপনাকে পড়তেই হবে। না অমাকে ভুল ব‌ুঝবেন না এই পঁচিশ বছর ধরে আমি বেন-হ‌ুর ছাড়া একটা বইও দেখিনি তবে নত‌ুন নত‌ুন সব বইয়ের ঠিকানা রাখি আপনিও রাখবেন এই বিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়েদের ব‌ুঝতে বড়ই কাজে লাগবে।"

বড় ফাদার

বড় ফাদার তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁট‌ু গেড়ে বসলেন—শ‌ুনতে পেলাম বেতো হাঁট‌ুর মরচে-ধরা মালাইচাকির মট্‌-করে শব্দ—আর বললেন 'আমি এবার ভগবানের নত‌ুন অভিষিক্ত যাজকের আশীর্বাদের প্রার্থী।" এই অনপেক্ষিত নম্রতা-প্রদর্শনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, আশিসের মন্ত্র উচ্চারণ করলাম উদ্বেলিত কণ্ঠে, "পিতা, প‌ুত্র ও আত্মা—সেই ত্রিনীতি-পরমেশ্বরের আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক; কর‌ুণাময়ের ক‌ৃপা আপনার সহায় থাক‌ুক আজ ও কাল আর চিরকাল।" তিনি উত্তর দিলেন "আমেন"; তারপর টেবিলের কোণের উপর ভর দিয়ে তাঁর গ‌ুর‌ুভার শরীরটাকে ত‌ুলে নিলেন। এবার আমিই আনতজান‌ু হয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম।

ব‌ুঝলাম এই অমায়িক স্নেহপ‌ূর্ণ বড় ফাদারের তত্ত্বাবধানে সেণ্ট তেরেজার গীর্জায় আর সেণ্ট পিটার্স স্ক‌ুলে আমার ভালো লাগবে খ‌ুব। স্থির করলাম, আজ থেকে খেলার স্থায়ী সদস্য হব তোতন মিস্ত্রির হাট্রিমাটিম্-টিম-টীমে।

বৈশাখ, ১৩৭০ নববর্ষের দিনে বের‌ুবে মণির হারের মতো

বনফ‌ুলের বিচিত্র অখ্যানমালা **মনিহারী** (৪·০০)

অ্যামাণ্ড চটাঙ্গ নীলকণ্ঠী

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০
উপন্যাসে এক নবীন দিগন্ত। চটকলের বস্তির বাসিন্দা মন‌ুষ্য-দেহধারী জীবদের জীবন্ত কাহিনী।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·৫০ ॥
দ‌ুঃসাহসিক মহত্তম নত‌ুন উপন্যাস। ভাগ্যের সর্বগ্রাসী দাহনে নিঃশঙ্ক এক বিদ্রোহিণীর কথা।

রঙ্গ-বল্লরী
শক্তিপদ রাজগ‌ুর‌ুর ন‌ূতনতম উপন্যাস।
প্রেম আর সত্য বঞ্চনা আর সার্থকতার দ্বিধা-জড়ানো একটি নারীর জীবনালেখ্য ॥ ৪·৫০ ॥

নত‌ুন নত‌ুন বই

এশিয়ার বন্ধনম‌ুক্তি
বিবেকানন্দ ম‌ুখো ॥ ৬·০০ ॥
ভারত এবং সমগ্র এশিয়ার নব জাগরণের বিচিত্র কাহিনী। নত‌ুন মানচিত্র সহ।

পরম্পরা
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
নবীনতম উপন্যাস ৪·৫০ ॥

দ্বিতীয় স্ম‌ৃতি
পরিমল গোস্বামীর
সর্বাধ‌ুনিক রম্যরচনা ॥ ৫·৫০ ॥

দেহলি দিগন্ত
রমাপদ চৌধ‌ুরীর
নবীনতম কাহিনীগ্রন্থ ॥ ৩·৭৫ ॥

নত‌ুন নত‌ুন বই

নিষিদ্ধ এলাকা
জেলে-দেখা আশ্চর্য কয়েকটি নারী-চরিত্র নিয়ে লিখেছেন
ছদ্মনামী কালপ‌ুর‌ুষ ॥ ৩·০০ ॥

শেষ দরবার (২য় ম‌ুঃ)
সমরেশ বস‌ু ॥ ৪·০০ ॥
পরমাশ্চর্য জগতের পটভূমিকায় শক্তিধর কথাশিল্পীর শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। দেড় মাসে সংস্করণ শেষ।

দণ্ডক শবরী (২য় ম‌ুঃ)
নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)
দণ্ডকারণ্যের চাক‌ুষ অভিজ্ঞতার লেখা সর্বকালজয়ী রম্য-উপন্যাস ॥ ১ম পর্ব—৪·০০ ॥ ২য়—৫·০০ ॥ একত্রে—৯·০০ ॥

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ আটার ॥

নেপালের মত সিকিম ও ভূটানের শিয়রেও চীনা ড্রাগন ধারাল থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে সিকিমের চুম্বি উপত্যকায় ও সন্নিহিত অঞ্চলে চীন যে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেছে তার সংখ্যা হবে আশি হাজারেরও উপর। আর ভূটান ও লাসার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চীন অন্তত দু লক্ষ সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছে।

এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রাম, প্রতিটি মঠ সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়েছে। চীনারা অতি দ্রুত সমরোপকরণবাহী রাস্তা বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছে। একজন পর্যবেক্ষক জানাচ্ছেন:

Finally, just across the border there are an estimated 200,000 Chinese troops, with a key headquarters between Lhasa and Bhutan. Every village and monastery has been requisitioned to garrison them and they are rapidly building a network of roads, airfields, underground installations and anti-aircraft emplacements. (The Chinese Quarterly, No. 12, Oct.-Dec. 1962, p. 200)

চীনারা অনেক [illegible] একটা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। [illegible] ভারত ভূটান বা সিকিমের উপর আক্রমণ চালাতে সুবিধা [illegible] এমন [illegible] স্ট্র্যাটেজিক জায়গাতে সরে গিয়ে চীনারা সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে। [illegible] থেকে সরে গিয়ে, ওরই উত্তরে [illegible] চীনারা শক্ত এক সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে। ওয়ালঙ থেকে সরে রিমাতে গিয়ে চীনারা ভবিষ্যৎ আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। এই দুটো ঘাঁটি এমনই যে, এ দুটো থেকে নেফা বা ভূটানে যুগপৎ আক্রমণ চালানো যায়। বিনোবাজীর 'বিশ্ববিবেকের' প্রলাপ জপে চীনা কম্যুনিস্টদের ভারতীয় স্যাঙাৎরা তরে যাবার চেষ্টা করতে পারে, নেহরুজীর উক্তি বিশেষকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তিও ছড়াতে পারে, কিন্তু তাতে চীনা আক্রমণের আশংকা বিন্দুমাত্রও দূর হবে না। কারণ চীনা কম্যুনিস্টরা সন্ত বিনোবার অযাচিত উপদেশ অপেক্ষা কমরেড মাও-এর অমোঘ নির্দেশেই চালিত হয়ে থাকে।

মাও সে-তুঙ ১৯৩৮ সালের ৬ই নভেম্বর, ইয়েনানে প্যার্টির সেন্ট্রাল কমিটিতে বলেছিলেন, "বন্দুকের নলের ভিতর দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে ওঠে: প্রত্যেকটি কম্যুনিস্টকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। যুদ্ধই সব কিছুর নিষ্পত্তি করে দেয়।' মাও বলেছেন:

"Every Communist must grasp the truth political power grows out of the barrel of a gun... .. Whoever has an army has power, for war settles everything... .. The theory of war and strategy is the core of everything"

মাও এর এই উক্তির যুক্তিসম্মত পরিণতি হচ্ছে এই: যতক্ষণ কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ যুদ্ধ। প্রথম আক্রমণে সাফল্য লাভ করেও চীনারা জেতা জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে বিনোবাজী তাদের মহৎ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যে সব ভারতীয় জওয়ান মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নেফায় এবং লাদকে আত্মাহুতি দিয়েছেন বিনোবাজী তাঁদের আত্মদানের মধ্যে হিংসার প্রকাশই দেখেছেন, মহত্ত্ব [illegible] চীনের সাময়িক পশ্চাদপসরণের কূট চালকে তিনি বিশ্ব বিবেকের চাপের জয় বলে ঘোষণা করেছেন।

এ সম্পর্কে মাও সে-তুঙ কী মত পোষণ করেন দেখা যাক। তিনি বলেছেন, বড় শত্রুর সংগে লড়তে গেলে যার শেষ লক্ষ্য শত্রুর বিনাশ সময় বুঝে যেমন এগুতে হবে, তেমনি আবার পিছিয়েও আসতে হবে।

দেশসেবক - সংবাদিক - সাহিত্যিক

প্রফুল্লকুমার সরকারের

[illegible]

অন্যান্যের প্রকাশনা:

তাঁর চিরন্তন উপন্যাস

ভ্রষ্টলগ্ন

তৃতীয় মুদ্রণ । দাম ২.৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

বৃহৎ লটারী ! বৃহৎ পুরস্কার !

বারবাটি র‍্যাফল

প্রথম পুরস্কার ১,১০,০০০৲ টাকা
২টি দ্বিতীয় পুরস্কার==প্রত্যেকটি ২৭৫০০৲ টাকা
২টি তৃতীয় পুরস্কার==প্রত্যেকটি ১৩৭৫০৲ টাকা
এবং আরও ৮৪০টি নগদ পুরস্কার!

টিকিট বিক্রয়ের শেষ দিন—১৫.৫.৬৩ :: খেলা—১৬.৬.৬৩

প্রতি টিকিট ১৲ টাকা মাত্র
১৮টি টিকিটের ১টি বুক [illegible] ১২৲ এবং একত্রে [illegible] ক্রয়ের [illegible] ১০৲ টাকা হারে [illegible] হয়।

বিক্রেতা ও ডিস্ট্রিবিউটর দিগের জন্য বিশেষ পুরস্কার!

[illegible]

এস পাল (চীফ-ডিস্ট্রিবিউটর)

১২ মহাত্মা গান্ধী রোড (শিয়ালদহ) কলিকাতা ৯

উড়িষ্য সরকার কর্তৃক [illegible] উড়িষ্যা [illegible] সাহায্যার্থে, ৮৫৩১/পাল [illegible] অর্ডার দ্বারা অনুমতিপ্ৰাপ্ত।

● কিশোরদের জন্যে কিছু ভালো বই ●

চলো যাই (ভ্রমণ কাহিনী)	১·৮০	ডঃ অমিয় চক্রবর্তী
বিচিত্র এ দেশ (")	২·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল
রূপ-কথা (রূপ-কথা চিত্র)	২·৫০	শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
ভানুমতীর বাঘ (গল্প)	২·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
হ্যামেলিনের বাঁশিওলা (গল্প)	২·০০	বুদ্ধদেব বসু
ল্যাম্পোস্টের বেলুন (উপন্যাস)	২·০০	নরেন্দ্র দেব [illegible]
মেঠাইপুরের রাজা (")	১·৬০	বিশ্বনাথ দে
দুরান্তের ডাক (")	২·০০	সমর মিত্র
মা-কালীর খাঁড়া (")	২·০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
অশরীরী আতঙ্ক (")	৩·০০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
পায়ে পায়ে মরণ (")	২·০০	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
লাল শংখ (")	২·০০	মণিলাল অধিকারী
এলোমেলো (")	২·০০	বুদ্ধদেব বসু
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন (")	১·৮০	শিবরাম চক্রবর্তী
কাফন জাহাজ (গল্প)	২·০০	বিশু মুখোপাধ্যায়
প্রণাম নাও (সংকলন)	৪·০০	(বিশ্বকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

[illegible] লীলা মজুমদার । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ [illegible] ॥ হেমেন্দ্রকুমার ॥ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ● দাম : প্রতিটি দুই টাকা

শ্রী প্রকাশ ভবন এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

যারা গোঁয়ারের মত শুধু এগিয়ে যাওয়ারই পক্ষপাতী, মাও তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

"But the other view, so-called 'desperadoism' which advocates "advance without retreat" is also incorrect.... We should have the courage to retreat in order to preserve our forces and strike the enemy again when new opportunities arise —(On the protracted war, 1938).

নিনোবাকুী এবং মাও সে-তুঙের উক্তি বিশ্লেষণ করে দেখলে নেফা এবং লাদক থেকে চীনাদের সাময়িক পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে আমরা দুটো বিপরীত ছবি পাই। নিনোবাকুীর কথা অনুসারে চীনারা অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করে হঠকারিতা করেছে। এবং যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পেরেছে কাজটা অন্যায় হয়েছে, অমনি বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে তারা পিছিয়ে গিয়েছে।

মাও সে তুঙের মত অন্য। সাময়িকভাবে পিছিয়ে [illegible] হচ্ছে প্রকৃত রণকৌশলেরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। মাও বলেছেন শত্রু যদি সতর্ক হয়ে পড়ে তবে অপেক্ষা করতে হবে। এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শত্রুর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এ কথা মনে রাখতে হবে শত্রু যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সে অসাবধানতা সম্পূর্ণ [illegible] হয় এই সময় অতি সহজে তাকে আক্রমণ করে [illegible] করা যায়। [illegible] পশ্চাদপসরণ [illegible] একটি চৈনিক [illegible] মাও এ সম্পর্কে [illegible] বলেছেন:

"We should allow the enemy to advance and should not grudge the temporary loss of a part of our territory. For temporary and partial loss of territory is the price for the recovery and permanent preservation of our entire domain.
(Mao Tse-tung: an anthology of his writings. A Mentor Book, p 137).

"আমাদের শক্তি [illegible] রক্ষা" মাও অনেক জায়গায় বলেছেন: "এবং শত্রুকে নিধন করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।"

মাও এর আরেকটি উক্তি: সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রথম লড়াই ফতে কর। তারপর চুপচাপ শত্রুর গতিবিধি, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য কর। তার দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত থাক। গোঁয়ারের মত সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক নয়। অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। সুযোগ আসবেই। মাও অকপটে বলেছেন:

. win victory in the first battle by all means. We should strike only when we are positively sure that the enemy's situation, the terrain, the people and other conditions are all favourable to us and

unfavourable to the enemy. Otherwise we should rather fall back and cautiously bide our time. There will always be opportunities, and we should not rashly accept battle —(Ibid p 107).

বিনোবাজীর 'প্রেসক্রিপশন' যে চীনা কম্যুনিস্টরা গ্রহণ করেনি, জগতে একটি 'মহৎ দৃষ্টান্ত' স্থাপনের জন্যই পশ্চাদপসরণ করেনি একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই, ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যই পিছিয়ে গেছে একথা আশা করি মাও এর বক্তব্যের ভিতরে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। বিনোবাজীর এই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত উক্তি দেশে কি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে না? আমাদের বিভ্রান্ত করে রাখায় [illegible] সুবিধা চীনেরই নয় কি?

আমরা [illegible] যখন [illegible] এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হব যে [illegible] অবস্থান [illegible] সংগ্রহণ এবং [illegible] প্রয়োজন হয়ে উঠেছে [illegible] এই উক্তির [illegible] সেই [illegible] তুলছে না।

চীনারা এতটা এগিয়ে এসে [illegible] পিছিয়ে গেল কেন, এ নিয়ে [illegible] কিন্তুর [illegible] কেউই দিতে পারেনি। [illegible] দেখছি এই প্রশ্নের সব চেয়ে সুন্দর উত্তর মাও নিজেই দিয়েছেন। মাও বলেছেন 'আমাদের সৈন্যদলকে [illegible] জন্য এবং [illegible] সুযোগ উপস্থিত হলে শত্রুকে আবার আক্রমণ করবার জন্য [illegible] থাকা উচিত।'

[illegible] ২৮০০ মাইল দীর্ঘ [illegible] সীমান্তের উত্তরে কম্যুনিস্ট চীনের [illegible] সৈন্যবাহিনী মজবুত ও রণসজ্জা সম্পূর্ণ করে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে একথা [illegible] বিস্মৃত হবার ফল [illegible] মারাত্মক হবে না কি?

সুযোগ খুঁজছে চীন। কিসের সুযোগ? সীমান্তে ভারত যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলছে, স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী দেশের ভিতরে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন কম্যুনিস্ট চীন অপেক্ষা করছে কবে কখন তা দুর্বল হয়ে পড়বে। সুযোগ খুঁজছে চীন। সুযোগ আসা মাত্র সে আক্রমণ করবে।

ভারত তিব্বত সীমান্ত নেপাল ভুটান এবং সিকিম সীমান্তের সুবিস্তৃত এলাকার লাগোয়া যুক্ত হয়ে আছে। চীন নেপালে যা করেছে ভুটান এবং সিকিমের ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি অর্থাৎ শিয়রে সৈন্য মোতায়েন রেখে প্রলোভন দেখিয়ে ওদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করছে। ভারত, নেপাল, সিকিম ও

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

॥ রমাপদ চৌধুরী ॥

কথাকলি ৩·০০ ॥ দুটি চোখ দুটি মন ৪·৫০ ॥ লেখালিখি ২·৫০

সুবোধ ঘোষ

নাগলতা : ৩·৫০ পলাশের নেশা : ৩·০০ : রূপসাগর : ৪·৫০

॥ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

জনপদ বধূ : ৪·৫০ ॥ তীরভূমি : ৪·৫০ নীলাঞ্জন ছায়া : ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম নেই ঠিকানা নেই : ৩·৫০
একান্ত আপন : ৪·০০

বুদ্ধদেব বসু

হৃদয়ের জাগরণ : ৩·৫০
সাহিত্যচর্চা : ৩·৭৫

সৈয়দ মুজতবা আলী

শবনম : ৫·০০
ধূপছায়া : ৪·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাধা : ৭·০০
যতিভঙ্গ : ৩·৫০

লীলা মজুমদার

চীনে লণ্ঠন : ৩·২৫
নাটঘর : ২·৫০

গৌরকিশোর ঘোষ

জল পড়ে পাতা নড়ে : ৮·০০
মন মানে না : ৩·৭৫

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বধূবরণ : ৩·০০
মিতে মিতিন : ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

রমণীর মন : ৩·৫০
শঙ্খ সন্ধ্যা : ৫·০০

নিত্য পথের পথী	॥	[illegible]	৬·৫০
দুরন্ত চড়াই	॥	[illegible]	৩·০০
ছন্দ মাটি মিল	॥	[illegible]	৩·৫০
মাটি আর নেই	॥	[illegible]	৬·৫০
গ্রীষ্মবাসর	॥	[illegible]	২·৭৫
আকাশ লিপি	॥	[illegible]	৬·০০
শ্রীপান্থের কলকাতা	॥	[illegible]	৭·০০
ক্লীম	॥	[illegible]	৪·৫০
জলপায়রা	॥	[illegible]	৪·০০
আলোক সম্পাত	॥	[illegible]	৪·০০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২·৭৫
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময় রায়	২·০০
সুচরিতাসু	॥	প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
রঙীন লণ্ঠন	॥	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩·০০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	২·৭৫
সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫·৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

ভূটানের সংহতিতে ফাটল ধরাবার জন্য চীন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নেপালের ক্ষেত্রে চীনের এই নীতি কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও সিকিম ও ভুটান থেকে চীন ভারতের প্রভাব এখনও দুর্বল করে তুলতে পারেনি। নেপাল বা ভুটান অপেক্ষা সিকিমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অনেক নিবিড়। প্রকৃতপক্ষে ১,৮০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই পার্বত্য রাজ্যটি ভারতের উপরই সমস্ত বিষয়ে নির্ভরশীল। এর জন-সংখ্যা এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। তার মধ্যে নেপালীর সংখ্যাই হবে প্রায় এক লক্ষ। বাকিটা হচ্ছে লেপচা, ভোটিয়া আর তিব্বতী। নেপালী অধিবাসীরা নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত। সিকিমে ভুটানের মত পুরোপুরি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্যাটারসনের মতে সিকিমের রাজা তিব্বতী বংশোদ্ভূত এবং এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে সিকিমের রাজা গদিতে বসেন। কম্যুনিস্ট চীন সিকিম এবং ভূটানের ব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব মেনে নেয়নি। চীনা সম্প্র-সারণবাদীরা এই দুটো দেশকেও নিজের বলে দাবি করেছে। তাদের ভাষায় এ দুটো দেশ 'তিব্বতের পাঁচ আঙুলেরই দুটো আঙুল।

ভারত অবশ্য সিকিমের ব্যাপারে চীনের আপত্তিতে কর্ণপাত করেনি। তাকে নিজের আশ্রিত রাজ্য বলেই মেনে নিয়েছে। সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিব্বত বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস বেল সিকিম সম্পর্কে বলেছেন:

"A dagger thrust at the heart of India.--(Tibet Past and Present).

ভারতের শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তিব্বতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে সিকিম। সিকিমের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সিকিমী কংগ্রেস পার্টি প্রথমে সিকিমকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে সিকিমের রাজনীতি এমন এক ঘূর্ণা-বর্তে পড়ল যে ভারত সরকার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে সায় দিতে পারলেন না। মহারাজার অনুরোধে সৈন্য পাঠিয়ে 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখলেন। সিকিমী জনসাধারণের একটা অংশ তখন থেকেই ভারতের উপর বিমুখ হয়ে উঠেছে। মহারাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য সাময়িকভাবে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল ভারতেরই পরামর্শে। এর পর মহারাজার উপর বিক্ষুব্ধ রাজ-নীতিকেরা লিখিত এক সংবিধান এবং দায়িত্ব-শীল সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন। তার ফলে মহারাজা শাসনভার ত্যাগ করে কার্যত অবসর নিলেন এবং রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মহারাজ-কুমার।

বর্তমানে চীন গোপনে গোপনে সিকিমের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং 'হিমালয়ের সংযুক্ত রাষ্ট্র' গঠনের টোপ ফেলে কিছু লোককে দলে টানতে সমর্থ হয়েছে। জনৈক পর্যবেক্ষক লিখছেন:

Now the situation has been made more dangerous with China's new proposal for a Confederation of Himalayan States. The President of Sikkim's most powerful political party, Kazi Lhendup Dorji of the Sikkim National Congress Party never in the slightest inclined towards China, told me that China had advanced these proposals in several ways, e.g. through Nepalis visiting or residents in Sikkim through Communist sympathisers indirectly, he himself (The China Quarterly, Oct.-Dec., 1962, p 198)

এই পর্যবেক্ষকটির মতে সব থেকে বিপদের কথা এই যে কাজী লেনডুপ দোর্জির মত লোকও যিনি কখনোই চীনকে সমর্থন করেননি আজ ভাবছেন সম্ভবত বিশ্বাসও করেন চীনের এই প্রস্তাবই সিকিমের জনসাধারণের কাছে একমাত্র আশার বস্তু এবং সেই কারণেই তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীন সামরিক ক্ষেত্রে আক্রমণ বর্তমানে স্থগিত রেখেছে বটে কিন্তু ভারতের সুরক্ষা বানচাল করে দেবার জন্য স্ট্র্যাটেজিক দেশগুলোতে— বিশেষ করে সিকিম এবং ভুটানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আক্রমণ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর প্রতিরোধ সময়মত করতে না পারলে, এক-দিন আমাদের পক্ষে মহা বিপদের কারণ হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি কিছুদিন হল জানা গিয়েছে চীন কনফেডারেশন অব হিমালয়ান স্টেটস্-এর টোপ ভুটানেও ফেলেছে। জর্জ প্যাটারসন চায়না কোয়ার্টারলি পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'কনফেডারেশন অব হিমালয়ান স্টেটস সম্পর্কিত চীনের প্রস্তাবটির বিষয়ে আমি ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীজিগমে দোরজির) সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, যদিও চীন তাঁর কাছে প্রস্তাবিত কনফেডারেশনের কথা পাড়েনি, তাঁর সরকারের কাছে পেড়েছে, এবং তাঁর সরকার একথার উল্লেখ তাঁর কাছে করেছেন। তিনি কয়েকটি কারণে তাঁর সরকারকে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ না করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণগুলো এই। ভারতের কাছ থেকে ভুটান প্রভূত সাহায্য পাচ্ছে, চীন বা ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার

—— বসু চৌধুরীর বই ——

সম্প্রতি প্রকাশিত রহস্যঘন উপন্যাস

মেঘ

রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক
সুবোধকুমার চক্রবর্তী
দাম - ২.৫০

—— অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ ——

এপিডেমিক—সুনীলকুমার ঘোষ—৩·৫০। অতসী - প্রবোধবন্ধু অধিকারী—৪·০০। বৃহন্নলা—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৪·৫০। সেদিন চৈত্র মাস - দিব্যেন্দু পালিত—৩·৫০। বিদূষক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ২·৫০। তুমি মাতা তুমি কন্যা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - ২·৫০। দুস্তরমরু—নরেশ ৩·০০। সাহিত্যের সত্য (প্রবন্ধ) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০। থানা থেকে আদালত (হত্যারহস্য কাহিনী) চিরঞ্জীব সেন - ৩·০০।

বসুচৌধুরী। ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯।

(সি ১৬৭০)

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ায়
কাটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্মরোগে সালফা-ডারমিন
আর সি এল লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

মত সৈন্য ভুটানের নেই এবং এই কনফেডারেশনে নেপালের অবশ্যম্ভাবী প্রাধান্য।'

নেপাল সম্পর্কে ভুটানের ভয় পাবার সংগত কারণ আছে। নেপালী জনসংখ্যার চাপে ভুটানের অধিবাসীদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়েছে। ভুটানের আয়তন ১৮,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। ভুটানের নেপালী বাসিন্দারা দাবি করছে এই জনসংখ্যার শতকরা ৬৪জনই নেপালী। ভুটানীরা একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। তাদের হিসাবে নেপালীদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশের বেশি হবে না। নিরপেক্ষ লোকেদের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা এই দুটো সংখ্যার (২৫ আর ৬৪) মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সেই কারণেই ভুটানীদের নেপালী প্রাধান্য সম্পর্কে এত ত্রাস। নেপালের সংস্রব এড়িয়ে চলতে চায় বলেই ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারকে চীনের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করতেই পরামর্শ দিয়েছেন।

'কিন্তু', প্যাটারসন লিখেছেন, 'ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাব ভুটানীরা সমর্থন নাও করতে পারে। ভারতের চাপে তিব্বতের সঙ্গে বহুদিনকার ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে বলে ভুটানীদের মধ্যে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চীন এই বিক্ষোভকে উস্কে দেবার জন্য ভুটান থেকে চোরাপথে চালানী মাল চড়া দামে কিনে নিচ্ছে।'

শুধু তাই নয় ভুটান সরকারে নেপালীদের প্রতিনিধি নেই এই কথা বলে চীনারা নেপালীদের উস্কে দিয়ে ভুটানে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে। যে ১৩০ জন গ্রামের মাতব্বর নিয়ে ভুটানের রাজতন্ত্রী সরকার গঠিত তাদের মধ্যে কিছু লোককে চীনারা হাত করেছে, এমন খবরও পাওয়া গিয়েছে। একজন পর্যবেক্ষক জানাচ্ছেন:

Several Bhutanese headmen are reported to have gone to Tibet, and are being used by the Chinese in their future plans for Bhutan. There are three thousand Tibetan refugees moving about the country infiltrated by Chinese sympathisers. Finally, just across the border there are an estimated 200,000 Chinese troops ...... (The China Quarterly, Oct.-Dec., 1962, p 200).

এই হল ভুটানের বর্তমান চিত্র। ভুটানের সংরক্ষার উপর আসাম ও ডুয়ার্সের সমৃদ্ধতম চা-অঞ্চলের সংরক্ষা নির্ভর করছে। ১৯৬১ সালে চীন ভুটানের সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার ছল করে ভুটানে এসে বসতে চেয়েছিল। ভারতের তৎপরতায় তাদের সে চাল ব্যর্থ হয়েছে। এখন আবার নতুন একটা চাল চেলে বাজিমাৎ করার সুযোগ খুঁজছে। আমাদের দেখতে হবে, সে সুযোগ চীন যেন কখনোই না পায়। (ক্রমশ)

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম খণ্ড—১৬, ২য় খণ্ড—১৪,

অবধূতের

ছায়াতীর দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫,

অবধূতের

হিংলাজের পরে দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫,

সীমান্তনী সীমা দ্বিতীয় মুদ্রণ ৪,

মায়ামাধুরী ৫॥ পিয়ারী ৪, দুর্গম পন্থা ৪,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
স্মরণীয় উপন্যাস

সন্ধ্যার কুয়াশা

॥ পাঁচ টাকা আট আনা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥ বেলাভূমি ৮,

তাপসী (নাটক। নাট্যরূপ: দেবনারায়ণ গুপ্ত) ৩,

প্রশান্ত চৌধুরীর

ঘণ্টাকর্টক ৪, ডাকো নতুন নামে (২য় মুদ্রণ) ৪,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

আলোর ভুবন ৫, নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫৸৹

আশাপূর্ণা দেবীর

সোনার হরিণ ৫, সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫,

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

একটি সনেট

গোবিন্দ চক্রবর্তী

যা, সূর্য হলুদ হ'ল—ঘরে যা এবার।
এখনো ভ্রু কুঁচকে দেখি বেশ যে তাকাস!
ভাল না ত' দুঃসাহসী অত বিশ্বাস –
ওরে চিল, মূঢ় চিল, তেরছা পাখার!
আমি বলি, যা বলি শোন—পুরো জেরবার
হওয়াটা করুণই খুব। বেপরোয়া তাস
ভেঙ্গে যা লাভ ত' এই ছোঁ মেরে পালাস
আর চোঁচা ধাওয়া করে ছোঁড়ারা পাড়ার।

কোথায় সম্পট কোন্ ভাবি কীর্তিমান
ডেল্‌ফিতে অভিষিক্ত অ্যাপোলোর পাশে!
ঢের-ঢের বাহাদুর আপেল-বাগান
চুর-চুর হয়েছে না, চূড়ান্ত বাতাসে?
ঘরোয়ানাটুকু ছাড়া কীট, ইঁডিগান
আর কী সুন্দর আলো জ্বলে সার্কাসে॥

অনিঃশেষ দুপুর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বলেছিলে যেখানে শেষ হবে
সেখানে আজ গাছ দুলছে বিশাল
পাতা উড়ছে দক্ষিণে পশ্চিমে
•
আম কুড়োতে গ্রামের ছেলে এলো;

বৃষ্টি উঠছে অঢেল, ঢেউ তোলা
চুনকামের গন্ধে সারা দুপুর
কেমন যেন ছুটির নীল হয়ে,
লাল সুরকি বৃষ্টিভেজা হাওয়া

বলেছিলে যেখানে শেষ হবে
সেখানে আজ মেঘবরণ আলো
দুটো পাখির [illegible] পালা
কর্নাময় পাহাড়ে একবার
আরেকবার বুকের মাঝখানে –

বলেছিলে এখানে শেষ হবে।

করুণার অভিশাপ

আবদুল মজিদ

তুমি ওর হত্যাকারী, তুমি ওর সদ্য দুরন্ত
করেছ উলঙ্গ, দীর্ঘ, শ্রমক্ষুব্ধ করুণের দানে
তুমি প্রতিহিংসাবশে তুমি ওর অশ্রুর আঘাত
ফিরিয়ে দিয়েছ শক্ত প্রতিঘাতে কড়া জীবনে।

বিবর্ণ নয়নে ওর বস্তু নেই। অধুনা তপস্বী
তোমার দস্তুর দয়া কুরে কুরে খেয়েছে কখন
সত্তার গভীরে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি পুরোগামী
অন্ধকারে আজো তবু ঘৃণিত সুখের অন্বেষণ।

স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নেই শুধু তার প্রসারিত হাতে
হীনতম অন্ধকারে বিরচিত জঘন্য নরক,
তোমার দয়ার কড়ি নিরবচ্ছিন্ন তমসার স্রোতে,
দিও না দিও না আর ক্ষুদকণা কড়ি, কপর্দক।

সম্পূর্ণ অন্ধের মতো তুমি ওর আর্ত কণ্ঠস্বরে
প্রতারিত। দেখলে না দস্যুহাতে ছলাকলা, পাপ—
তোমার অন্তরে ছিল রক্তিমা ওষ্ঠাধরে
ছিল না ঘৃণার ধুধু, ছিল করুণার অভিশাপ॥

* আলোচনা *

সমর-সংগীতের রাগ

মহাশয়,

১৭ই ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'নট' রাগের পুনঃ প্রচলন সম্বন্ধে লিখেছেন। নট ছাড়া আরও দুটি যুদ্ধ-রাগ অধুনা অল্পাধিক প্রচলিত—কল্যাণ এবং আড়ানা। এই দুটি রাগের শাস্ত্রীয় রূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

কৃপাণপাণির্স্তিলকং ললাটে।
সুবর্ণবেশঃ সমরে প্রবিষ্টঃ॥
প্রচণ্ড মূর্তিঃ কিল রক্তবর্ণঃ।
কল্যাণরাগঃ কথিতোমুনীন্দ্রৈঃ॥

কল্যাণরাগের হাতে কৃপাণ তার ললাটে তিলক, তিনি রক্তবর্ণ, প্রচণ্ড মূর্তি - সোনার বেশ পরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

রণে প্রবিষ্টঃ স্মরচারুমূর্তিঃ।
বীরে রসে বাঞ্ছিত রোমহর্ষঃ।
পাণৌ কৃপাণঃ কিল রক্তবর্ণঃ।
আড়ানা রাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ

আড়ানা রাগ রক্তবর্ণ মদনের মত সুন্দর তার মূর্তি তার হাতে কৃপাণ তিনি রণে প্রবেশ করেছেন এবং বীররসের বাঞ্ছনায় তার রোমহর্ষ হচ্ছে।

আধুনিক কলাকারেরা সংগীতের মাধ্যমে এই রসরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন কি না সে কথা ছেড়ে দিলেও আধুনিক শ্রোতাদের সে রাগের রসরূপের সঙ্গে আরও বেশী পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই রাগ-রাগিণীর রসরূপ নিয়ে আরও বেশী আলোচনা প্রয়োজন। ইতি

যশোদাকান্ত রায়
পোঃ কোণ্ডাগাঁও,
মধ্যপ্রদেশ

পরীক্ষায় পাস-ফেল

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা যথার্থই বলেছেন, ' পরীক্ষার পাস-ফেলের হার দেখে শিক্ষকের যোগ্যতা অযোগ্যতা, কৃতিত্ব এবং অকৃতিত্ব বিচার করার ব্যবস্থা নীতি হিসাবে প্রশংসনীয় মনে করা যেতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির বাস্তব ত্রুটিগুলোও বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন' (দেশ, ১৬ চৈত্র, ১৩৬৯)। যে প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গ, অর্থাৎ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর নিঃসংশয় সিদ্ধান্তপ্রসূত পাস ফেল সম্পর্কিত পরিকল্পনা, অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ হলেও শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যত পাঞ্জাব সরকারের উক্ত পরিকল্পনার কঠোর ব্যবস্থায় গুণপনায় তথাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যার আলয়ের পরিবর্তে শিক্ষার কারখানায় পরিণত হবার আশঙ্কা আছে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষার পাস-ফেলের দায়ভাগ সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে শিক্ষকদের উপর এবং সেই দায়ভাগের হিসাব অনুযায়ী শিক্ষকদের ভাগ্যে কোথাও জুটবে পুরস্কার কোথাও তিরস্কার এবং কোথাও দণ্ডবিধান। শিক্ষা বিষয়ে বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে শিক্ষা-দোকানদারির মাধ্যমে এমন স্থূলভাবে প্রকট করে তুলবার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বিরল। অদূর ভবিষ্যতে পাস করা (কৃতী?) ছাত্রছাত্রীর 'উৎপাদন' বৃদ্ধির জন্য বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা সেকথা জানবার জন্য অনেকে হয়ত এখনই কৌতূহলী হচ্ছেন। অপরদিকে বৃত্তির পবিত্রতা শিক্ষাব্রতে নিয়োজিত হবার উৎসুক্য এখনও যে কজনের মধ্যে আছে, তাঁদের বোধ হয় ব্রতী হতে নিবৃত্ত করবে শিক্ষকতার পদ 'নিরাপদ' করবার জন্য পূর্বোক্ত পরীক্ষা-ফল-লোলুপতার শর্তাবলী।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাস-ফেলের কৃতিত্ব অকৃতিত্বের সম্পূর্ণ দায়ভাগ শিক্ষকদের উপর বর্তানো অসংগত। বর্তমানে শিক্ষালাভে অমনোযোগিতা কিংবা শিক্ষাদানে অনবধানতার মূল কারণ সমগ্র দেশের অব্যবস্থিত চিত্ত। ঐ অব্যবস্থার কথা অনবহিত হয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অবলম্বিত যে কোনও ব্যবস্থাই নিরর্থক। সামগ্রিকভাবে দেশের জীবনপ্রবাহ থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোনও শিক্ষা-নীতিকেই যথার্থভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অব্যবস্থাগুলো দূর করতে হলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বিক্ষোভগুলো জমে উঠেছে, সেগুলোও প্রশমিত হওয়া দরকার।

শিক্ষা কেবল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরি

শুভ ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হবে

বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব গ্রন্থ

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তর

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

কবি মধুসূদনের এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট ১৪৩ খানা চিঠি এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যে-মন সমাজবন্ধন ছিন্ন করে একদিন পাড়ি জমিয়েছিল, যে-প্রতিভা একের পর এক নূতন সাহিত্য-সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে-মনন নব্য সাহিত্য-পাঠের নির্দেশ দিয়েছে, যে-অর্থাকাঙ্ক্ষা ইউরোপের দিকে টেনে নিয়েছে, যে-পাণ্ডিত্যমন প্রচণ্ড অভাবেও ইউরোপের নানা ভাষা শিখতে প্রবৃত্ত হয়েছে, যে-দেশপ্রীতি সুদূর ফ্রান্সেও কপোতাক্ষের কুলুকুলু ধ্বনি ভুলতে পারে নি, নানা ভাষা শিখেও বলেছে : আমাদের বাংলা খুব সুন্দর ভাষা। মহৎ ভাষার সব লক্ষণই এতে আছে, - সে মন, প্রতিভা, মনন, অর্থাকাঙ্ক্ষা, পাণ্ডিত্যমন ও দেশপ্রীতির এক দুর্লভ মধুর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছড়িয়ে এই চিঠিগুলির প্রতি ছত্রে। এদের সাহায্য ছাড়া মধু-পরিচয় অসম্পূর্ণ।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তাঁর মধু-পরিক্রমা শেষ করলেন। এই গ্রন্থ তাঁর মধু-পরিক্রমার শেষ পর্যায়। গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় মধুসূদনের জীবন, চিন্তা ও সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে এক অসাধারণ আলোচনা করেছেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ ধরনের প্রচেষ্টা আর হয়নি। মনোরম প্রচ্ছদ। রেক্সিনে বাঁধাই।

দাম ॥ দশ টাকা ॥

গ্রন্থ-নিলয় : ৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

হার্নিয়া কোষবৃদ্ধি - ফাইলেরিয়া
বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, পোস্ট বক্স নং ২৫, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭৫৫।

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

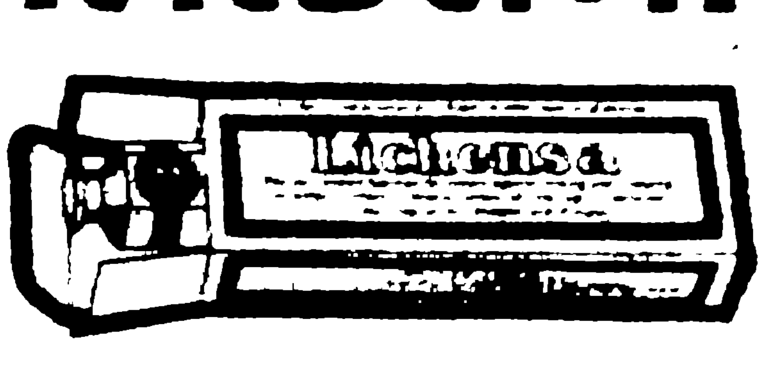

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

পদ্ধতিতেও শিক্ষার একটি অবিসম্বাদিত ভূমিকা আছে। যদি সত্যই শিক্ষার মান উন্নয়নের সাধু উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি যথার্থই শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হতে হয়, তাহলে শিক্ষার উক্ত মহান ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার সাঙ্গীকরণে সমর্থ একটি শিক্ষাপ্রকল্প প্রণয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কি জন্য এবং কোন পথে আমরা শিক্ষা দেব, সেটা নিরূপণ না করে পরীক্ষায় পাস-ফেলের দায়ভাগ নিখুঁতভাবে হিসাব করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্দশাকেই শুধু জইয়ে রাখা হবে। ইতি—

দিলীপকুমার দাস
কসবা, কলিকাতা-৪২

বাংলা ভাষায় জাপানী শব্দ

মহাশয়,

'যুযুৎসু' শব্দটি অনেকের মতেই দেখছি জাপানী। কিন্তু শব্দটি যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতে দেখতে পাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এক বৈশ্যার গর্ভে জাত। সুতরাং শব্দটি যে সংস্কৃত তাতে কোনো ভুল নেই। আবার যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এই অর্থে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দাঁড়ায় যুধ্ + সন্ + উ। তবুও গুরুদেবের নামের সঙ্গে জড়িয়ে শব্দটিকে অকারণে বিদেশী প্রমাণ করার কোনো অর্থ হয় না। ইতি—

অঞ্জলি দত্ত (মল্লিক)
হেতমপুর : বীরভূম

হাস্নুহানা

সবিনয় নিবেদন,

পঞ্চাশ বছরেরও আগে একটি ফুল যখন প্রথম দেখি তার নাম শুনি সেটি ছিল হাস্নুহানা (অর Lady of the Night)। জাপানী ফুল তার নাম : বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এর জাপানীত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ হয় নি। উক্ত অলীক এ সম্বন্ধে গবেষণা দেখে মনে হল কেমন যেন লাগছে" কিন্তু স্বাভাবিক কুঁড়েমি বশত এর মধ্যে যাচাই আর করা হয় নি। পরে আরও আলোচনা দেখে তা করলাম।

রবীন্দ্রনাথের "ভোর হল যে শ্রাবণ শর্বরী তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী" এই হেনা বা মেহেদীর বেড়া অনেকেই দেখেছেন তবে ছাঁটা কাটা বেড়ায় মঞ্জরিত হতে হয়ত অনেকে দেখেন নি: ফুলগুলি সাদা (সাধারণত) এর botanical নাম LYTHRACEAE LAWSONIA INERMIS (সাদা হলে ALBA)।

হাস্নুহানা রাতে ফোটে আর গন্ধ দেয়। —ফুল ধবধবে সাদা নয়, কিছুটা সবুজ মত, গড়ন অন্যরকম; পাতা, বেলপাতা আর জামপাতা মতটা 'একরকম' অনেকটা সেই রকম। এর botanical নাম SOLANACEAE CESTRUM NOCTURNUM। ফুলগাছটি আমাদের দেশে সম্ভবত জাপান থেকে জাপানী নাম সুদ্ধ এসেছে : জাপানীতে* HASU=Lotus; NO-of, HANA-flower—ফুলের পদ্ম—জাপানী ধরনের সেটা শ্রেষ্ঠ ফুল বা স্থলপদ্ম গোছের ভাব হলে হতে পারে (আমাদের 'স্থলপদ্মে'র ঐ নাম কেন জানি না।)

শান্তিনিকেতনে 'কিমোনো' আছে—জাপানী ভদ্রলোক, অভিধান, উদ্ভিদবিদ্যার বই এবং ঐ দু' রকম ফুলও আছে—তবু অভিধানে শুধু অশ্বডিম্ব পাওয়া গেল দেখে আমিও যেমন আশ্চর্য হচ্ছি পরিচিত এক জাপানী অধ্যাপকও সেইরকম আশ্চর্য হলেন।

ফুলটি আমাদের কাছে ঐ নামে পরিচিত হলেও জনৈক উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্-এর মতে এর আদিভূমি West Indies। জাপানের সব জায়গায় [illegible] হয় হয় না—[illegible] বিশেষ লোকের [illegible] কিছু [illegible] যায় না।

যে কটি উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বই দেখেছি প্রত্যেকটিতে HASU NO HANA [illegible] অন্য কোন বানান নয়। [illegible] মহাশয় ঐরকম লিখেছেন [illegible] দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব—ফার্সী ভুল করে লিখবার জন্য নয়।

বাংলাদেশের ৫/৬টি বিশ্ববিদ্যালয় [illegible], ফার্সীর গবেষণা ছাড়া জাপানী উদ্ভিদবিদ্যা এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে [illegible] বিশ্ববিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কিছুই জানা যেতে পারে। ইতি

হেমেন্দ্রনাথ রাহা
কলিকাতা ৯

* Kenkyusha's New Japanese English Dictionary Published : Tokyo

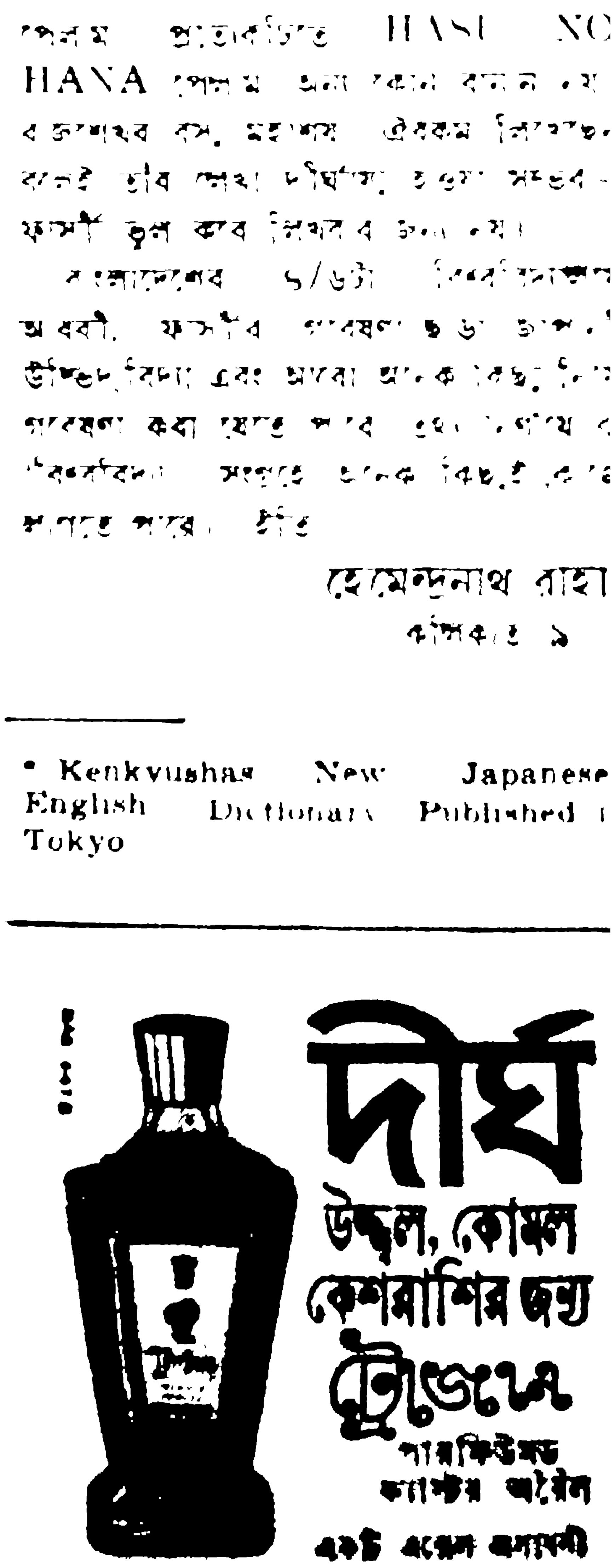

॥ পঞ্চতন্ত্র ॥

সৈয়দ মুজতবা আলী

ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেন্ডাও বলতে পারেন ছিল—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কাতর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন- ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট। ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পার্সোনালিটি ডিপার্টমেন্টে অতিশয় কমতি, তাঁর প্রভাব সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছে, টপ মোস্ট ইলেকশনের সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না, তাঁর টাউটরা উভয় পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডায় আণ্ডা তাঁর দুশমন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দু চারখানা বেশী ভোট পেতেন যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমবাক্ষ ভদ্‌কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনো তদ্বীরং না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেস্টোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্য দেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিসটিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে: গডের দুশমনরাই যে শুধু এই জিগির তুলেছিল, তা নয়, এর কম সে কম কুড়ি বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন 'অন্ন! অন্ন!' যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক, ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' গোঁড়া আস্তিকরা অবশ্য বলবেন। 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ

স্বামী বিবেকানন্দ

'স্মারকগ্রন্থ'

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত এই 'স্মারকগ্রন্থে' যে সকল চিন্তাশীল মনীষীর বিচিত্র প্রবন্ধের সম্ভার অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো : স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সদাত্মানন্দ, স্বামী সদ্রূপানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুধীরকুমার নন্দী, ডঃ অরুণকুমার গাঙ্গুলী, ডঃ রমা চৌধুরী, বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, অধ্যাপক গোপেশচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, অধ্যাপক ত্রিবেণীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিধুভূষণ তর্ক-তীর্থ, অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাসগুপ্তা, আশাপূর্ণা দেবী, উষা দেবী সরস্বতী, মণি বাগচী, রমারেশ ঘোষ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, রাসমোহন চক্রবর্তী, অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি।

এই স্মারকগ্রন্থ ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে আশা করি। রয়েল সাইজ হাফ রেক্সিন বাঁধাই, তিনশত পৃষ্ঠার অধিক হইবে।

'এই স্মারকগ্রন্থ' অল্পমূল্যে সর্বসাধারণের দরবারে উপস্থাপন করিবার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা (৫·০০) এবং বিশ্ববাণীর গ্রাহকদের জন্য চার টাকা (৪·০০) ধার্য করা হইল। তবে যাঁহারা এই স্মারকগ্রন্থ ডাকযোগে লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ডাকমাশুল অতিরিক্ত লাগিবে।

যাঁহারা এই স্মারকগ্রন্থ লইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া নাম তালিকাভুক্ত করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পরিচালিত সাংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা

॥ বিশ্ববাণী ॥

বিশ্ববাণীর বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে। ১৩৬৯ সনে ফাল্গুন মাস হইতে 'বিশ্ববাণী'র ২৫শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। বার্ষিক সডাক মূল্য পাঁচ টাকা। ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক তিন টাকা। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। বৎসরের যে-কোন মাসে বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার,—'বিশ্ববাণী'

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা–৬

করার চেষ্টা বাতুলতা। এ সেই পুরনো লোক-সংগীত স্মরণ করিয়ে দেয়,

ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল
আ মরি আ মরি॥

আত্মার উপলব্ধির চরম কাম্য ঈশ্বর। তিন কোটি গাধা-গরু-খচ্চর একজোট হয়ে মাঁ মাঁ, না, না করলেই কি তিনি লোপ পেয়ে যাবেন?'

আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এই সশস্ত্র সংগ্রাম পছন্দ করি। সংগ্রামে পরাজিত, এমন কি নিহত হলে আপাতদৃষ্টিতে ধার্মিকজনের পরাজয় হয় বটে কিন্তু তাতে করে ধর্ম লোপ পায় না। তাই যখনই হিন্দুরা তারস্বরে চিৎকার করেন ধর্ম গেল ধর্ম গেল' কিংবা মুসলমানরা জিগির তোলেন 'ইসলাম ইন ডেঞ্জার' তখন অধমের নিবেদন পৃথিবীর ১৩ কোটি হিন্দু লোপ পেলেও হিন্দুধর্মের এতটুকু সত্য বিনষ্ট হবে না এবং মুসলমান মরে গেলেও ইসলাম শব্দার্থ লুপ্ত হবে না।

তাঁতের শাড়ি

কাশ্মীর 'বেডাম' তাঁতের শাড়ি ৬ গজ ৪৮ ৮, টাকা। ২টি শাড়ি ১৫, টাকা, ৩টি শাড়ি ২১, টাকা ৪টি শাড়ি ২৭, টাকা। উলের কোষা-ডিটি শাড়ি ১২, টাকা। ২টি শাড়ি ২২, টাকা। [illegible] প্রত্যেক অর্ডারের সঙ্গে [illegible] একটি শাড়ি এবং ২টি বা ৪টি শাড়ির অর্ডারের দিকে [illegible] মাসুল দেওয়া হইবে।

MAHALAKSHMI (saree)
(2) Post Box No 1595 Delhi-6
(১২২৮)

'ইসলামের শব্দার্থ, 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা।' শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে সর্বধর্ম ত্যাগ করে তাঁরই শরণ নিতে আদেশ করছেন, তখন ঐ অর্থেই করছেন। 'সর্বধর্ম' বলতে আজকের দিনে আমরা বুঝি, different ideals different values। আমাদের ভুল বিশ্বাস, ভিন্ন ভিন্ন 'আদর্শ' বুঝি-বা একে অনকে contradict করে ও সবাই সত্য তা নয়। সত্য এক। সত্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। তাই বিদ্যাপতির ভাষায় কৃষ্ণ লাভ করে শ্রীরাধা বলছেন 'দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।'

দুই সত্য নিরূপণার্থে দ্বন্দ্বের প্রয়োজন হয়তো হয়। কিন্তু [illegible] [illegible] জিনিস।

[illegible] মাঝে মাঝে [illegible] প্রশ্ন [illegible] [illegible] যদি প্রথম খ্রীস্টানের অত্যাচার [illegible] [illegible] করতে একনিষ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।

উনবিংশ শতাব্দীর সকল কালোচ হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের অবহেলা করা হল [illegible] দিকে যখন খ্রীস্টানরা হিন্দুধর্মকে চ্যালেঞ্জ করে তখন বস্তুত হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন লাভ হয়। ঐ চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দুদের ভিতর আরম্ভ হল আত্মজিজ্ঞাসা -যে সতীদাহ বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ অবরোধ প্রথা নিয়ে হিন্দু শত শত বৎসর ধরে অপমান কেনো চিন্তাই করেনি তাই নিয়ে আরম্ভ হল তীব্র আলোড়ন আন্দোলন। আজকের দিনের ছেলে ছোকরারা যে রকম রাজনীতি সাহিত্য ও [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] ঠিক সেই রকম প্রায় একশ বছর ধরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্দোলন।

[illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ডেগচির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে তারা তখন পোলাও খায়। ধর্মের নামে তখন সমাজে জমে ওঠে কুসংস্কারের স্তূপ। বিবেকহীন রাজনৈতিকরা নেয় তার চরম সুযোগ। বারোয়ারি পুজোর নাম করে চৌরঙ্গি জহরলাল, মা-দুর্গা চেহারা যেন ফিল্ম স্টারের কিংবা পুজো-কমিটি-সেক্রেটারির লেটেস্ট গার্ল ফ্রেন্ডের। আমার চোখের সামনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নামলেন এক মহিলা। পেটকাটা ব্লাউজ, শাড়িখানি যেন রবারের তৈরি, সর্বাঙ্গে সেঁটে আছে—তাকাতে লজ্জা করে, লিপস্টিক-রুজের কথা বাদ দিন—কী আপদ, আপনারা জানেন, আমি কোন টাইপ মীন করছি—ইনি বাড়ির মহিলাদের নিয়ে মিলাদ শরীফ পরব করতে এসেছেন। পরে বন্ধুর স্ত্রীর কাছে শুনলাম, দোয়াদরুদ পড়ার সময় মাথায় ঘোমটা টানার যে প্রয়োজন, সেটা নাকি ঐ মহিলা করে উঠতে পারছিলেন না, শাড়ি ছোট বার বার খসে পড়ছিল বার বার হাত উঠছিলেন বেয়াড়া ঘোমটা দুরস্ত করতে। [illegible] [illegible] সকলের দৃষ্টি পড়ে রইল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিকে।

[illegible] [illegible] সংবিধানে [illegible]:

প্রথম ছত্র: ঈশ্বর নেই।

দ্বিতীয় ছত্র: ওটা একটা [illegible] কুসংস্কার-ভূতেরই মত।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

[illegible] [illegible] নামক একটি পরিবার বাপ মা ছেলে তিনজনই আমার কাছে ইংরেজী পড়ত। যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ঐ জায়গাটি এল তখন [illegible] একটু লজ্জা পেয়ে বললেন 'ওটা থাক।' [illegible] ১৯২৭ সালের। [illegible] কম্যুনিস্ট [illegible] ঈশ্বরকে [illegible] [illegible]

[illegible] ১৯৪১।৪২ সালে রুশ যখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] [illegible]। আর [illegible] গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা উঠলো [illegible] ঈশ্বর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

সেই সরণের মত জনসমাগম ধর্মাঙ্গনে [illegible] [illegible] খুশী হয়েছিলেন মা—পাদ্রী কম্যুনিস্টের বা হওয়া উচিত-বাকার হয়েছিলেন জানিনে। হয়তো বা নিরাদে হরিষ, কিংবা হরিষে বিষাদ। কে জানে।

আমার মনে হয়, ১৭ থেকে ৪১ পর্যন্ত যদি ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে, তাকে অবহেলা করা হত, তবে বোধ হয় ঠিক এতটা হত না।

আলোয় ফেরা

সমরেশ বসু

গোকুলচন্দ্র মুখে হাত চাপা দিলেন আবার। তাঁর স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে ঘড়িতে আবার ঘণ্টা বেজে গেল। কিন্তু প্রহর শোনা তাঁর হল না। গলায় থমকানো রুদ্ধ হাসির দমকে কান্না করাঘাত করে উঠল। মনে মনে বললেন কাল আমি আবার সেইখানে যাব, যেখানে তোমাকে শেষ দেখেছিলাম। সেই হাসপাতালেই কাল আবার আবার—। কিন্তু মা তোমাকে আর দেখব না।

মনে আছে উঠোনে মাকে বার করা হয়েছিল। দিদি গোকুলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নিতাই স্যাকরা বলে উঠেছিল দ্যাখ, শুভি কাঁদিস কেন? দ্যাখ্, আমার মা নেই তোর দিদিমা নেই। মা বাপ কি কারুর চিরকাল থাকে?

সেই মুহূর্তে গোকুলের ভিতরে কে যেন আপনি আপনি বলে উঠেছিল, মনে হয়, চিরদিন কেউ থাকে না।

থাকে না। অথচ কাল অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে আট বছর বয়সের সেই আলো ঝলকানো সকাল ফুটে উঠবে। তখন মাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। ওই আগামীকাল শুধু রুদ্ধ হাসি নয় আগামীকালের এক আলোর অন্ধকারের কল্লোলে ভেসে উঠবে। আগামীকাল আগামীকাল! আর কতক্ষণ! শেষ রাতের আবেশ টের পাচ্ছেন গোকুলচন্দ্র। শেষরাতের একটি বিশেষ গন্ধ আছে যেন। রাত পোহালেই শুভেন এসে উপস্থিত হবে। নিয়ে যাবে তাঁকে—তারপর—।

তাই সেই দুঃসহ অন্ধকার, যুগ যুগের অন্ধকারে লেগেছে উজান বাতাসের তাড়া। পাতার পর পাতা চলেছে খুলে অন্ধকারের ইতিবৃত্ত।

মনে আছে, মা মারা যাবার পর মনে হয়েছিল, আর একবার চোখ হারিয়েছে। আর একবার অন্ধকারের ভয়ংকর আতংক তার চারপাশে ভিড় করে এসেছিল। নড়তে চড়তে ভয় করত। মনে হয়েছিল, গলায় শব্দ নেই জিহবায় কথা নেই। চিরতরে বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে একজনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত। জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তার জন্যে দিদিকে ডাকতে দিধা হত। মা থাকতে দিদিকে মনে হত এক রকম। জামাইবাবুর সংগে দিদিকে লাগত আর একরকম। দিদির কথা দিদির ব্যবহার সবকিছুর মধ্যেই কী একটা পরিবর্তন এসেছিল। ডাকতে গিয়ে থমকে যেত সে [illegible]।

কিন্তু [illegible]। দিদি বলতে বলতে উঠে আসতেন। জামাইবাবুর সংগে কথা বলতে বলতে উঠে আসতেন। বারে বারে জিজ্ঞেস করতেন, কী হয়েছে গোকুল অমন চুপ করে কী ভাবিস?

গোকুল চমকে উঠতো। যেন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তো। বলতেন, কিছু না এমনি।

দিদি কাছে বসতেন। গায়ে হাত দিতেন। গোকুলের মনে হত তার বুকের ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসতে চাইছে। তাই বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠতো। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শক্ত হয়ে থাকতো।

মাঝে মাঝে শুনতে পেতেন দিদি জামাইবাবুকে বলছেন আঃ! আস্তে বল, গোকুল শুনতে পাবে।

জামাইবাবুর বলতেন, তোমার ভাইয়ের জন্যে দেখছি বোবা হয়ে থাকতে হবে।

দিদি ধমক দিতেন চুপ কর না।

কৌতূহল এবং সংকোচে কাঁটা হয়ে যেত গোকুল। ভাবতো কী বলছে জামাইবাবু? কখনো কখনো শুনতো দিদি জামাইবাবু ফিসফিস করে কথা বলছেন। চুপি চুপি হাসছেন। কিন্তু দিদির ধমকটা ঠিকই ছিল আস্তে। গোকুল শুনতে পাবে।

গোকুল বুঝতে পারতো ওদের একটা জগত তৈরী হচ্ছে। সেখানকার খবর গোকুল আর কখনও পাবে না। সেখানে ওর

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২৲]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানা) একত্রে। [৯৲]
[illegible] কর্তৃক
[illegible] আলোচিত।
[illegible]

রবীন্দ্র-দর্শন

[illegible] কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনদর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত মূলগায়েনসম্মত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত। [৯৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন:
সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

চির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠত।

তারপর সেই কথাটাও ওর অন্ধকারের গায়ে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। শরীরের দাগের মতো। সে আছে, কিন্তু বাজে না। আবার একদিন গান করতে ইচ্ছে করেছিল। দিদিও যোগ দিতেন। তবে সময় পেতেন না। জামাইবাবু বাড়ি থাকলে কখনও গান গাইতেন না। গানের মাঝখানে জামাইবাবু এসে পড়লে দিদি থেমে যেতেন। ধড়ফড়িয়ে

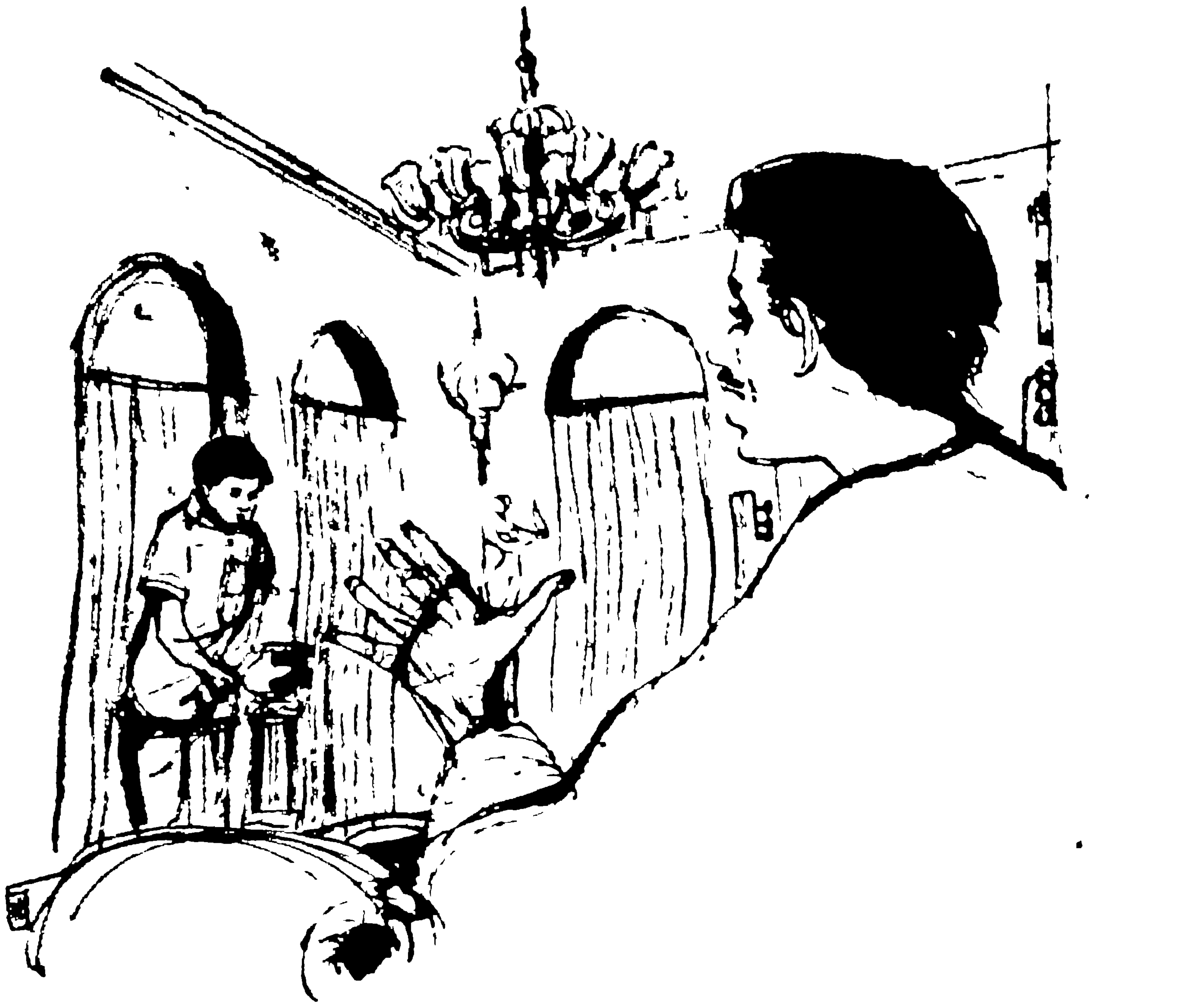

সব শালা আজ পেটো বড়ালের বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে

উঠে পড়তেন। সংসারের কাজও যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আবার একদিন সাহাবাড়ির মজলিশ মহলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন পরে গিয়েছিল। কিন্তু সে-দিনটি কখনও ভুলবে না। সামনে একটা বাগান পার হয়ে যেতে হত। স্যাকরাবাড়ির একটি ছেলে গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা ছিল। ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল গোকুল। হালকা মিষ্টিও গন্ধ, বেল জুঁই আর গন্ধরাজের। লাঠির দিশায় গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ ছিল না। ভেবেছিল, কেউ নেই, আসর বসেনি।

তখনই হঠাৎ তানপুরার তারেই বোধহয় স্খলিত ঝংকার শোনা গিয়েছিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার ঝংকার উঠেছিল। যেন কেউ আনমনে তারে টোকা দিচ্ছিল। পরমুহূর্তেই বেশ একটু চমকে ওঠা খাঁকারো গলা শোনা গিয়েছিল, কে এখানে? কে?

গোকুল ভয়ে ভয়েই বলেছিল, আমি গোকুল।

শুনতে পেয়েছিল গলার স্বর হারু সাহার। তাঁর গলায় নেশার আমেজ ছিল। বলেছিলেন, আঁ! কানা গোকুলে? আবার এসেছিস

কানা গোকুলে! ওই নামটাই আস্তে আস্তে লোকেরা চালু করেছিল। গোকুল বলেছিল, হাঁ।

—হুম্‌! ওস্তাদরা কেউ আসে নি।

আসর আজকাল ভেঙে দিয়েছি।

—ও।

—হাঁ, সব শালা আজকাল পেটো বড়ালের বাড়িতে গিয়ে জুটেছে।

হারু সাহার গলার বেশ মত্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। আবার বলেছিলেন, ওস্তাদ না ছাই, মেয়েমানুষের মুখ দেখলে ব্যাটারা সব ভুলে যায়, বুঝলি?

—হুঁ।

—হাঁ, মেয়েমানুষ নিয়ে দলাদলি, ওসব আমার ভাল লাগে না। আর মেয়েমানুষের জাতটা—কী বলব—।

বলতে পারেননি হারু সাহা। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিল গোকুল। তারপর তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ার মৃদু শব্দ। গোকুল অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু হারু সাহার শেষদিকের গলার স্বরে মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, তা হলে আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন হারু সাহা।—বাড়ি যাবি? তোর চোখ নেই, অন্ধ। দ্যাখ আমার চোখ থাকতেও আমি অন্ধ। বোস না, বোস, কী করবি বাড়ি গিয়ে? তোর সঙ্গেই কথা বলি। আচ্ছা, তুই গান গাইতে পারিস রে?

দরদর করে ঘামছিল গোকুল। অস্ফুটে বলেছিল সে কিছু নয়।

যা হোক ধর না একটা। আয়, এগিয়ে এসে বোস।

আমন্ত্রণ অমান্য করার সাহস ছিল না গোকুলের। আস্তে আস্তে এগিয়ে গদির সামনে গিয়ে, গদির নিচে গালিচায় বসেছিল। ভয় পাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল, হে ভগবান, আমি কী গাইব।

হারু সাহা ততক্ষণে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ধর, ধরে ফ্যাল্‌।

গোকুল তবু সংকুচিত দ্বিধায় বলেছিল, কী গাইব?

—যা তোর ইচ্ছে।

—ওই, সেই, 'অবু ম্যায় ক্যায় জানু, পিল কাহে চাহে'টা গাইব?

হারু সাহা যেন চমকে উঠে বলেছিলেন, এ তো নজরুল মিঞার গান, ঠুংরি! তুই জানিস কোত্থেকে?

—এখানেই শুনেছিলাম।

—আচ্ছা? সেই 'সব মেরে দিল তেরী হাথ্‌ পর'?—শিখে নিয়েছিস?

—একটু একটু।

—গা গা, গা দিকিনি।

গোকুল ভয়ে ভয়ে ধরেছিল। এবং এক সময়ে, ভয় পার হয়ে, গানের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। খেয়াল করে নি, কখন থেকে হারমোনিয়ামে রীডে একটা টানা সুর বেজে চলছিল আবার তবলায় ঠেকাও পড়ছিল। হারু সাহা একলাই সেই দ্বিবিধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গান শেষ হতে হারু সাহা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করেছিলেন। গোকুল ভয়ে লজ্জায় বসে বসে ঘামছিল। তারপরে হঠাৎ স্পর্শ অনুভব করেছিল। হারু সাহা তার হাত ধরে টেনে গদিতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আয়, বসবি আয়।

গোকুলের আপত্তির কোনো অধিকারই ছিল না। পরমুহূর্তেই হারু সাহা প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলেন, অ্যাঁ? অ্যা রে ব্যাটা কানা গোকুলে, তুই যে সত্যি সত্যি সুরদাস হবি রে। প্রায় পাগল করে দিয়েছিস, অ্যাঁ? এখানে শুনে শুনে শিখেছিস?

—হাঁ।

—তাজ্জব। আর জন্মে যেন আমি কানা হই। নজরুলের ঠুংরি তুই এমনি করে গাইতে পারিস? বাঃ। ঠিক আছে, তুই রোজ আসবি, বুঝলি? আমাদের মালী গিয়ে তোকে রোজ নিয়ে আসবে।

সেই শুরু হয়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন হারু লাহা। তার পিছনে কারণ কোনো মেয়ে। যে মেয়ে, হারু লাহার ভাষায় বিশ্বাসঘাতিনী। কিন্তু গোকুলকে নিয়ে, দুজনের মজলিশও জমে উঠেছিল বেশ। মন আছে, তবলা বাজানো শিখিয়েছিলেন ওকে হারু লাহা। তাল চিনতে, বুঝতে শিখিয়েছিলেন। শব্দ করে করে, স্বরলিপি বুঝিয়েছিলেন।

তবু সহজে হয় না। সেই একদিন হারু লাহা গান ধরেছিলেন। গোকুল তবলা ধরেছিল। হঠাৎ এক সময়ে গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠাস করে একটা চড় পড়েছিল গালে। গোকুল চমকাবার আগেই আর এক গালে আর একটা। তারপরেই হারু লাহার চাপা ক্রুদ্ধ স্বর, শুধু কানা নয়, ব্যাটা তাল কানা তুমি! ছন্দ আর মাত্রা কি গিলিয়ে খাওয়াতে হবে? গোটা গানটাই মাটি!

বলেই মালী হরিকে ডেকে বলেছিলেন, ব্যাটাকে দিয়ে আয় বাড়িতে। আর নিয়ে আসিস না।

গোকুল চোখের জল বাড়ি ঢোকবার আগেই মুছেছিল। দিদিকে বলে নি। রাত্রে আবার লুকিয়ে কেঁদেছিল। যদিও বাইরের বারান্দায় বেড়া দিয়ে তখন তার থাকবার আলাদা জায়গা হয়েছিল। তবু শব্দ করার উপায় ছিল না। ঘর থেকে দিদির টের পাবার ভয় ছিল। কিন্তু মার খাবার জন্যে কাঁদে নি গোকুল। আর যেতে পাবে না সেই দুঃখে কেঁদেছিল। কেন ভুল হল সেই ভেবে কেঁদেছিল।

কিন্তু পরদিনই আবার মালী হরি এসেছিল। চল ডেকেছেন।

আদেশ মত গিয়েছিল। এবং তার পরেও মারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে দুজনে বাঁধা পড়েছিলেন। সে-বন্ধন তাদের বয়সের ফারাক দূর করেছিল। অন্ধত্বের বাধা সরিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পাড়ায় এবং পাড়ার বাইরে, কলকাতার কোনো কোনো মহলে গোকুলের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। সব থেকে আশ্চর্য নাম ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেটা সব থেকে বেড়ে উঠেছিল সেটা টিটকারি অপমান। কানা গোকুলেও নাকি গানের ওস্তাদ হয়ে উঠল!

তখনই, আর একটা দিন, সে দিনটির কথাও ভোলা যায় না। গোকুল দাওয়ায় বসেছিল। জামাইবাবু হঠাৎ বাড়ি ঢুকে ঠক করে কী একটা বসিয়ে বলেছিলেন, তোমার জন্যেই নিয়ে এলাম হে গোকুল। মাল পুরনো, কিন্তু ওস্তাদ লোক দিয়ে দেখিয়ে এনেছি। একবার হাত দিয়ে দেখ।

গোকুল হাত দিয়ে দেখেছিল। হারমোনিয়াম! তার জন্যে হারমোনিয়াম! খুশির প্রাবল্যে কথা বলতে পারে নি গোকুল। যদিও বুঝতে পারছিল, নড়বড়ে ক্ষয় পাওয়া রীড, এখানে ওখানে কাঠের চলটা উঠে গিয়েছে। তবু, তার নিজের! জামাইবাবু এনে দিয়েছেন!

বেশ খানিকক্ষণ পর হারমোনিয়ামের গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, অমন করে নিয়ে এলে?

অম্বিকা বলেছিলেন হাসতে হাসতে, এনে আর কী করি বল। লাহারা তো আর চাইলে একটা দেবে না। ওদিকে দেখছ তো, তোমার দিদি দুটো বিয়োলো আর দুটোই মেয়ে। এবার আমিও কানা হয়ে যাব। তাই দশজনে বললে, কিনে দিতে, যা হোক ঘুরে ঘুরে দশজনকে গান শুনিয়েও যদি কিছু রোজগারের ধান্দা হয়। বুঝলে না, নিজের পেটটা তো তোমার চলা চাই।

শুনতে শুনতে গোকুলের বুকে হঠাৎ নিশ্বাস আটকে গিয়েছিল। এই ইঙ্গিতটা পাড়ার দু-একজন আগেও দিয়েছিল। ভিক্ষে! হারমোনিয়াম গলায় নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবার কথা বলছিলেন জামাইবাবু।

কী বলবে, সহসা ভেবে পাচ্ছিল না গোকুল। কিন্তু তার আগেই দিদির তীব্র স্বর বেজে উঠেছিল, বটে! সেই জন্যেই বুঝি সাত সকালে বেরিয়ে গেছলে শালার হারমোনিয়ামের দরদে! কিন্তু মনে রেখ, আমার হাত এখনও পচে নি, জরি পুঁতির কাজ এখনও করতে পারব। তবু গোকুল কোনদিন ভিক্ষে করতে যাবে না।

জামাইবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। চীৎকার করে উঠেছিলেন, বেশ তবে আমি চললুম কানা ভাইয়ের সঙ্গেই সংসার কর। দেখ কত ধানে কত চাল।

বলে দুমদাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গোকুল ডাক দিয়েছিল দিদি।

দিদি তখনও ঝেঁঝে বলেছিলেন তাই দেখব। তবু অমন পাপ হতে দেব না।

—কিন্তু দিদি—

গোকুল আবার ডেকেছিল। তখন দিদির রুদ্ধস্বর শোনা গিয়েছিল, তুই কিছু ভাবিস না গোকুল, তুই কিছু বলিস না।

—কিন্তু দিদি, এভাবে তো আর চলেও না। জামাইবাবু তো কিছু অন্যায় বলে নি। আমার তো একটা কিছু করতে হবে।

—করিস। আগে আমি মরি তারপরে।

গোকুলচন্দ্র প্রায় অস্ফুটে ডেকে উঠলেন, দিদি! দিদি!

ডেকেই আবার মুখে হাত চাপা দিলেন। পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন দিদি। আজ রাতে কি তাঁর চোখেই ঘুম আছে! তাঁরও প্রতিটি মুহূর্ত এমনি জেগেই কাটছে নিশ্চয়। এমনিতেই এ ঘরে সামান্য শব্দ হলে শুনতে পান। তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন। গোকুল যে বুড়ো হয়েছেন সে কথাটাও ভুলে যান দিদি। ভাবেন উনি বুঝি খাট থেকে পড়ে গেলেন। তাই তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিলেন। আর আস্তে

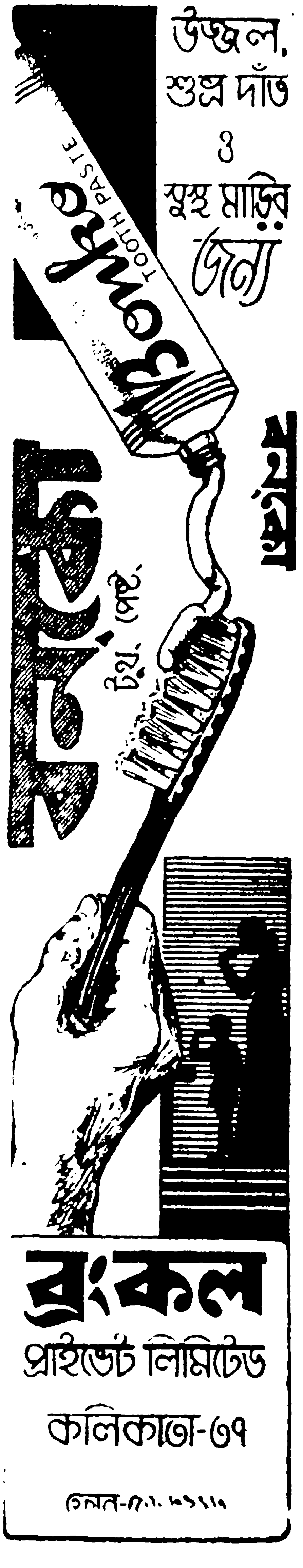

আস্তে বাঁ দিকে কাত হলেন। মনে মনে বললেন, ওই তো, ঘরের ওই কোণেই তো সেই হারমোনিয়মটা আজও আছে। ওই-খানেই, রেলিং দেওয়া বড় তক্তপোশের ওপর গোকুলের সব সঙ্গীতের যন্ত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। কালো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে সব। তার মধ্যেই সেই হারমোনিয়মটাও আছে। পাশেই গোকুলের পিয়ানো রয়েছে। কিনেছিলেন তিনি। শিখেওছিলেন। এখন ওটা ছোট ভাগ্নী সুগতারই পুরো দখলে প্রায়। তিনি জানেন পিয়ানোর ওপরে তাঁর একটি আবক্ষ প্লাস্টিক মূর্তি আছে। একজন সঙ্গীতভক্ত ভাস্কর তৈরী করে দিয়েছেন। এই বাড়ির প্ল্যান যে এঞ্জিনীয়ার করেছিলেন, তিনি গোকুলচন্দ্রের থাকবার জন্যে এই ঘরটিও বিশেষভাবে তৈরী করিয়েছিলেন। পাথরের টালি পাতা মস্ত বড় ঘর। প্রত্যেকটি টালিতে দিক নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে খাঁজ কাটা আছে। বিভিন্ন দিকের টালিতে বিভিন্ন খাঁজ। গোকুল হাঁটতে গেলেই টের পান।

এই বাড়ি গাড়ি যশ, সবই চোখের আড়াল দিয়ে এসেছে। ভোগ করেন গোকুলচন্দ্র, অনুভব করেন সবই। তবু, জামাইবাবুর দেওয়া হারমোনিয়মটা যেন তাঁর অন্ধকারে চিরদিন একটি তর্জনী তুলে আছে। জীবনের একটা বিচিত্র রহস্যময় সংকেতের মতো' ওকে গলায় নিয়ে ঘোরেন নি কোনো দিন। ওকে বাজিয়েছেন হয় তো কম। কিন্তু ওর গায়ে হাত দিয়ে এখনও অন্যমনস্ক হয়ে যান। নমস্কার করেন। বলেন, না, তোমাকে ভুলতে পারি না। তোমার তাড়া খেয়েই তো একদিন হারু লাহার সঙ্গে সকল দুয়ারে দুয়ারে ছুটেছিলাম।

হাঁ, হারু লাহা অনেক জায়গায় নিয়ে যেতেন। যেখানে গান গাইলে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত। হারু লাহার সঙ্গে গিয়েই তো একদিন শ্রীজীব লাহিড়ীর চোখে পড়েছিলেন। ইন্দ্রাণী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা [illegible] পরিচালক অভিনেতা, তখনকার [illegible] আন্দোলনের নেতা। শ্রীজীব লাহিড়ী [illegible] নিয়ে গিয়েছিলেন ওঁকে। চাকরি দিয়েছিলেন থিয়েটারে। সেই তো শুরু। [illegible] পরে, [illegible] কোম্পানী, সবাই [illegible] [illegible] সঙ্গীতের সকল স্বরের [illegible] সবাই [illegible] [illegible] নিয়েছিলেন। ওঁকে নিয়ে [illegible] দেশবাসী।

না [illegible] তো সব হল না। সেই শুরু [illegible] তারপরেও যে সেই অন্ধকারের [illegible] আর একটা শুরু ছিল। ইন্দ্রাণী থিয়েটারের লীলা। লীলা [illegible] ইন্দ্রাণীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকল বিভাগের লোকেরাই [illegible] নিয়ে [illegible] করত। হাজার হাজার দর্শক [illegible] উৎফুল্ল হত, সেই লীলাবতীর [illegible] কী [illegible]

কোনো দিন চোখে দেখেন নি গোকুল। কিন্তু [illegible] হত প্রায় রোজ। চোখে না দেখেও বুঝতে পারতেন আগুন [illegible] তার সামনে। শিখার আঁচ লাগত অহরহ।

মনে আছে, প্রথম দিন গান শিখাতে এসেই লীলা বলে উঠেছিল, লাহিড়ী মশায় শেষটায় আপনাকে ধরে নিয়ে এলেন আপনাকে টাকা দিতে হবে না বুঝি?

গোকুল আস্তে আস্তে বলেছিলেন, সে কথা তো জিজ্ঞেস করি নি।

দুপুরে তখন কেউ ছিল না রিহার্সাল ঘরে। লীলা সোফার উপর শুয়ে পড়ে বলেছিল, আপনি তবলা বাজাতে পারেন?

— পারি।

— আপনাকে প্রথম দেখে ভেবেছিলাম, শুধু বৈতালিকের গান গাইবার চাকরি হয়েছে আপনার।

গোকুল চুপ করেছিলেন। লীলা হাই তুলে বলে উঠেছিল, ধ্যাৎ, আমার কিছু ভাল লাগছে না। আপনি হাবুল নন্দীকে চেনেন?

হাবুল নন্দীই আগে গান শেখাতেন ইন্দ্রাণীতে। গোকুল জানতেন, হাবুলের ওপর নানান কারণে খুশী ছিলেন না শ্রীজীব লাহিড়ী। বলেছিলেন, নাম শুনেছি তাঁর।

লীলা বলেছিল, উনি খুব মজার গল্প বলতেন। বেশ রসের গল্প।

গোকুলের চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। অসহায়ভাবে বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে লীলার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু লীলার উপায়ও ছিল না। শ্রীজীব লাহিড়ীর ভয় তা ছাড়া ইন্দ্রাণীতে তার প্রতিষ্ঠা।

পরমুহূর্তেই লীলা আবার বলে উঠেছিল, আচ্ছা, আমি কোথায় বসে আছি বলুন তো?

অনেক দুঃখেও গোকুলের হাসি পেয়েছিল। লীলার বয়স বেশী নয় জানতেন। কিন্তু এত ছেলেমানুষ বুঝতে পারেন নি। বলেছিলেন বোধ হয় আমার বাঁ দিকে।

[illegible] আর বেশী বিরক্ত [illegible] [illegible] নিতে বসেছিল [illegible] [illegible] পেয়েছিলেন [illegible] সঙ্গীতের [illegible] একটা সহজ [illegible] [illegible] ক্ষমতা আছে লীলার। তার [illegible] সময়ও [illegible] বুঝতে [illegible] কিন্তু অন্য দিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজেরই অগোচরে [illegible] এগিয়ে গিয়েছিলেন। [illegible] টের পান নি।

লীলার [illegible] সহজ সাবলীলতা ছিল। [illegible] [illegible] [illegible] মেয়েমানুষ যে [illegible] নিজেই জানতেন না।

[illegible] বলে-ছিলেন [illegible]

[illegible] পুরুষেরা [illegible] [illegible] [illegible] জানা।

পুরুষেরা [illegible] মেয়েদের [illegible] [illegible] বুঝতে পারেন নি গোকুল। [illegible] তার চোখের প্রাণের [illegible] [illegible] মধ্যে যেন একটা বিষাক্ত সরীসৃপ চিরদিন থেকে সেই প্রথম সহসা পাক দিয়ে [illegible] হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম তবু নারী-পুরুষের সেই সম্পর্কটা যেন ঠিক বুঝতে পারেন নি। অথচ লীলার কথায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন। জবাব দিতে পারছিলেন না।

লীলা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। গোকুলের মনে হয়েছিল জানালা দরজা দেওয়াল সব ভেঙে-চুরে পড়ছে। পরমুহূর্তেই দুরন্ত আগুনের লেলিহান শিখা তাঁর বুকে স্পর্শ করেছিল। লীলা তাঁর বুকে হাত দিয়ে জামা টেনে বলেছিল কী হল বলতে পারলেন না?

গোকুলের মনে হয়েছিল, লীলার স্পর্শিত বুকের অংশটা পুড়ে যাচ্ছে। আগুন তাঁর সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আর সেই আগুনে বাতাস দিচ্ছিল যেন লীলারই প্রসাধনের, চুলের তীব্র সুগন্ধ। যে-উগ্র গন্ধ ওর চরিত্রের মতোই তীব্র। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। কী বলতে হবে জানতেন না। কেবল তাঁর ঠোঁট নড়ছিল।

— কী? জানেন না, তাই বলতে পারছেন না?

বলে আবার খিলখিল করে হেসে, গোকুলেরই হাঁটুর ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।

কেম্প এর

দাদের মলম

দাদ এবং অন্যান্য বীজাণু-ঘটিত চর্মরোগের জন্য কেম্প এর দাদের মলম অব্যর্থ। প্রতিদিন নিয়মিত মালিশ করে দেখুন ইহা চুলকানো বন্ধ করে রোগাক্রান্ত স্থানে আরাম দেয়।

কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
বম্বে—২৮

নিঃশ্বাসের প্র[illegible]

ছেড়ে [illegible]

গোকুল [illegible]

জানি মেয়ে[illegible]

—কিন্তু [illegible]

লীলার [illegible] হাটুর ওপরে [illegible] তিনি মিথ্যে [illegible] ভাষায় মেয়েমানুষ [illegible] ছিলেন। লীলার সংস্পর্শে [illegible] থেকেই বোধ হয় জানতে [illegible] বলেছিলেন কী জানতে হবে জান[illegible]।

—জানবেন কী করে ছাই, আপনি যে অন্ধ।

বলেই সহসা গোকুলের একটা হাত টেনে নিজের মুখে, সারা গায়ে বুলিয়ে দিয়েছিল হাসতে হাসতে। বলেছিল, বুঝেছেন? বলুন তো এবার আমি কী রকম দেখতে?

[illegible] সুন্দর [illegible]

[illegible] জানি না।

আপনি যখন গান করেন তখন তো আমার কান্নাই পেয়ে যায়।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। আর আপনি যখন অন্ধমুনি সেজে ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে পাট বলেন, আমার তখন ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। আমি [illegible] পাট [illegible] পারি।

[illegible] লাহিড়ী [illegible]

[illegible] দেখেছিল, [illegible] সুন্দর [illegible]

[illegible] সত্যি। কী বড় বড় [illegible] চোখের মেয়েদের দিকে একবার তাকালেই তাদের হয়ে যেত।

—কী হত?

—মরণ!

তা হলে না থেকে ভালই হয়েছে বল[illegible] হেসে হেসে ধীরে ধীরে বলেছিলেন গোকুল।

[illegible] গোকুলকে [illegible] একলা [illegible] সব থেকে বেশী পাওয়া [illegible] জিজ্ঞাসা করত [illegible] একটা [illegible] অপরিচিত [illegible] বলতেন [illegible]

[illegible]

[illegible] নাকি

[illegible]

—[illegible]

গোকুল [illegible] বলেছিলেন [illegible] কী [illegible]

[illegible] তা জানবেন কী করে

[illegible] গোকুলের [illegible] বেশ বুঝবেন চলুন আমার [illegible]।

[illegible] আসর [illegible]। গোকুল বলেছিলেন [illegible] লাহিড়ী মশায় [illegible] কী ভাববেন।

—ও বাবা, সে জ্ঞান তো টনটনে দেখছি।

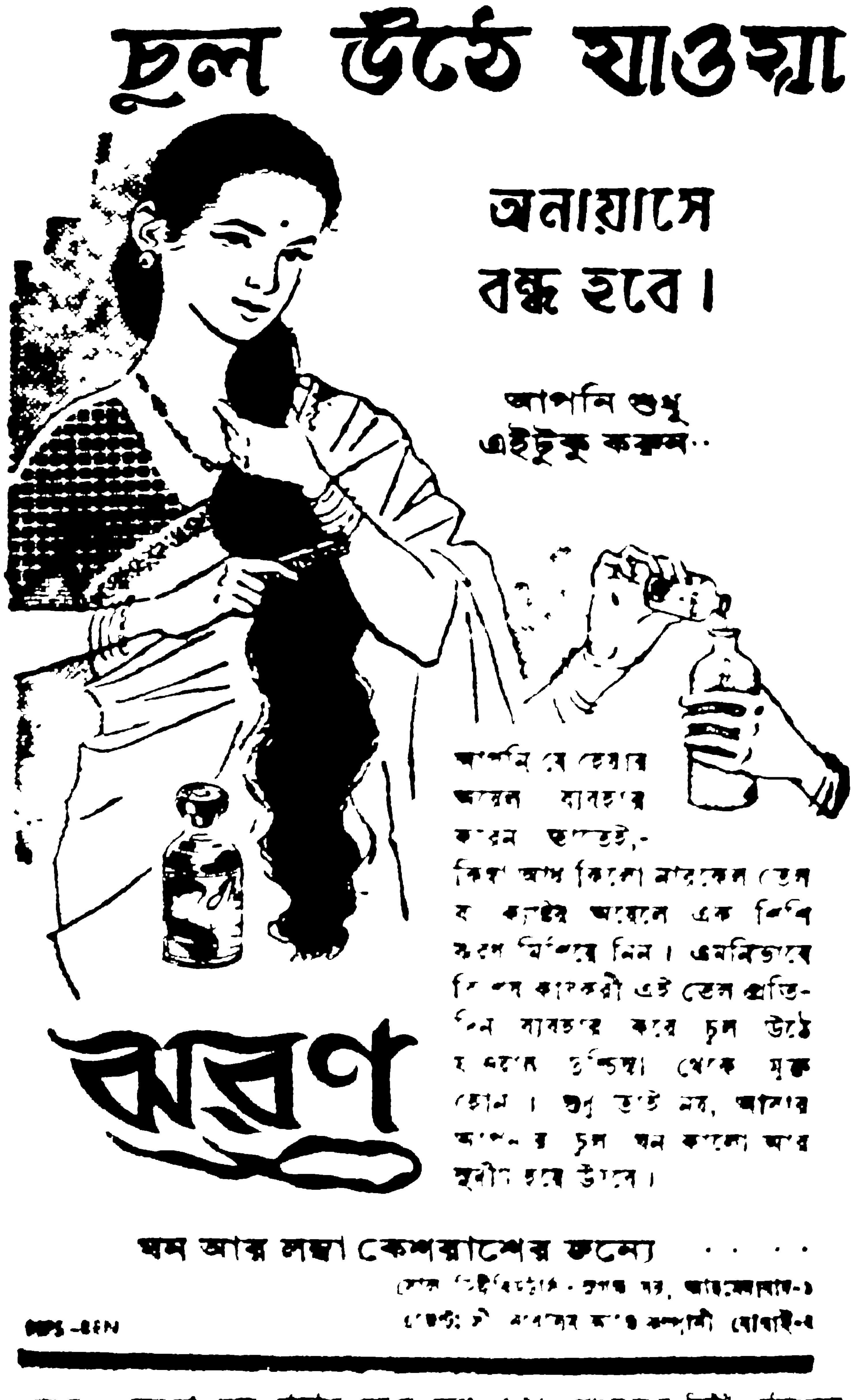

এজেন্ট : জেনারেল শাহ্ বাজাজ অ্যান্ড কোং, ১২১ রাধাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা

তাতে কি? আপনাদের লাহিড়ীমশায় যে মাল খেয়ে বৃন্দিপিঠাকরুণকে নিয়ে পড়ে থাকেন?

গোকুল প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন, ছি! বাঙলা দেশের অতবড় লোক সম্পর্কে অমন করে বলতে নেই।

—হু-উ-রে বাবা! এদিক নেই ওদিক আছে। পদ্মলোচনের মত কথা দেখছি। ডেকেছি, তাই না! কত!

লীলার চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনেছিলেন গোকুল। তাঁর বুকের ভিতরটা ব্যথায় ও অপমানে দপ্‌দপ্‌ করছিল। তবু তাঁর সকল অন্ধকার লুটোপুটি করছিল বাইরের ঝড়ের মতোই।

কিন্তু পরদিনই লীলা আবার সেই হাসি এবং সাবলীলতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। আর আস্তে আস্তে ইন্দ্রাণীতে একটা আলোচনার গুঞ্জন উঠছিল। গুঞ্জনের মধ্যে হাসি আর বিদ্রুপই ছিল আসলে। লীলা আর কানা গোকুল! শুনেছ, কানা গোকুলেও ঘোল খাচ্ছে।

একদিন অন্ধকার উইংস-এর পাশ থেকে গোকুল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন দুজনের কথা। লীলা আর হেরম্ব। হেরম্ব ইন্দ্রাণীর যুবক অভিনেতা। ওরা বোধ হয় গোকুলকে দেখতে পায় নি।

হেরম্ব বলেছিল কানা গোকুলকে নিয়ে নাকি খুব মেতেছ?

লীলা বলেছিল তোমরা তো সবই মাতামাতি দেখ। তবে হ্যাঁ ও তোমাদের মত হেজে যাওয়া পুরুষ নয়।

হেরম্ব—বটে? জানা গেল কী করে?

লীলা—গাছ হাজা না কাঁচা দেখলেই বোঝা যায়।

তারপরেই তো একদিন সেই গোকুলের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে লীলা অনুরোধ জানিয়েছিল, আমার বাড়িতে আপনাকে একদিন যেতে হবে। আমার বন্ধুরা আপনার গান শুনতে চেয়েছে।

—তোমার বন্ধু?

—কেন আমার বন্ধু থাকতে নেই? কলকাতার অনেক বড় বড় লোক আমার বন্ধু, জানেন?

—তাই বুঝি? কিন্তু সে বড় বড় লোকেদের কি আমার গান শুনতে ভাল লাগবে?

লীলা মিঠে রসানের ঠাট্টা করে বলেছিল, ও বাবা, আপনার খুব গুমোর দেখছি। বলে, আপনার গান শোনবার জন্যে সব পাগল! বিশ্বাসই করতে চায় না যে, আপনাকে ডাকলে আমার বাড়িতে যাবেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সবাই তো বোঝে, আপনার জন্যেই আজকাল আমার গানে এত নাম। আমার বন্ধুরা চায়, আপনি আমার বাড়িতে বসে গাইবেন, আমিও গাইব, নাচব আপনার গানের সঙ্গে। যাবেন তো?

গোকুল যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারছিলেন না।

লীলা শরীরের কাছে আরও ঘন হয়ে এসেছিল। গোকুলের নিশ্বাস আবার ঘন হয়ে আসছিল। লীলা গায়ে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমাকে আপনি ভালবাসেন না?

বলতে বলতেই লীলার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল তাঁর চিবুকে। ফিসফিস করে বলেছিল, যাবেন না?

গোকুলের মনে হয়েছিল তাঁর অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি যেন দেখছিলেন, দুটো কালো পাখা ঝাপটা খেয়ে কাঁপছে। কোনো রকমে অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন, যাব, যাব।

আর পরমুহূর্তেই, আবার, আবার লীলার ঠোঁট তাঁর নীচের ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। শুনেছিলেন, তবে কাল, কাল তো থিয়েটার বন্ধ, কাল আমার গাড়ি যাবে বিকেলে তোমাকে আনতে, কেমন? যাচ্ছি।

লীলা চলে গিয়েছিল। গোকুল যেন থরথর করে কাঁপছিলেন। একটা তীব্র সুখ, একটি ভয়ংকর উচ্চকিত যন্ত্রণার আঘাতে নুয়ে পড়ছিল। চোখে জল আসছিল তাঁর। মনে মনে বলছিলেন অন্ধকার, হে অন্ধকার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

লীলার বাড়িতে, ওর বিলাসকক্ষেই সেদিন অন্ধকারের যাত্রা নির্দেশ করেছিল। গোকুল যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে থাকত স্যাকরাবাড়িরই একটি বেকার যুবক। জামাইবাবু নিজেই যেতে চাইতেন, গোকুলকে সব জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। বলতেন, 'এখন তো তোমার কল্যাণেই আমার কল্যাণ হে। আমার উচিত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা।' কিন্তু গোকুল তা চাইতেন না। স্যাকরাবাড়ির ছেলেটিই সকল সময়ের সঙ্গী ছিল।

দেখতে দেখতে লীলার বাড়ি যাতায়াত বেশ বাড়িয়েছিল। পূর্ণিমার কোটালের মতো [illegible] সম্পূর্ণ মধুচক্র জমে উঠেছিল। [illegible] বড় চাকুরে [illegible] সব [illegible] আসর ছিল। [illegible] সম্মান [illegible] উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত [illegible] তাকেই তোষামোদ করত। তাকেই খুশী করার চেষ্টা করত। ও তার বুকের কাছ ঘেঁষে বসে থাকত লীলা। তিনি সুর ধরলেই সুর। তিনি সুর ধরলেই নাচের ঝংকার বেজে উঠত লীলার পায়ে।

সেই রাত্রি-বাসরের শত শত রজতমুদ্রা পারিশ্রমিক হিসেবে লীলা তাঁকেও দিতে চাইত। গোকুল শিউরে উঠে হাত ফিরিয়ে নিতেন। বলতেন, অমন কথা বলো না। আমি আসি তোমার কাছে। তুমি যে-দক্ষিণা দেবে, তাই আমার পাওনা। সে তো টাকা নয় লীলা।

লীলার স্পর্শ ঘন হয়ে উঠত। উৎসব শেষে কতদিন নিজের হাতে গোকুলকে খাইয়েও দিত।

তারপর, তারপরেই তো এসেছিল সেই [illegible] দিনগুলো। লীলার বাড়িতে যাতায়াত করছিলেন বটে। দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে উন্মত্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই পরিবেশ তাঁর ভিতর থেকে মেনে নিতে পারছিল না। যে-অন্ধকার লীলার বাড়ি যাত্রা নির্দেশ করেছিল, সেই অন্ধকার থেকেই একটি প্রতিবাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর গান উচ্ছ্বসিত গলায় ভর করেছিল। মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন। গান গাইতে পারতেন না। হাসতে পারতেন না।

ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

সমরেশ বসুর

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অয়নান্ত

এ যুগের মহান্ধকার যে-যৌবনকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু মৃত্যুহীন আত্মার ও বিবেকের সংগ্রামে যারা জয়ী হয়েছে, তাদের বলিষ্ঠ জীবনরহস্য লেখক উদ্ঘাটিত করেছেন। দাম—৬৷৷০

কথাকলি : ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯

লীলা জিজ্ঞেস করত, কী হল?

গোকুল সঙ্কুচিত হয়ে বলতেন, তুমি বড় ভাল গাও লীলা। গান বেসুরো হয়ে যাচ্ছে তোমার।

বুঝতে পারতেন, ঘরের সবাই চুপ হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারতেন, পরমুহূর্তেই একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। লীলা বলত, আচ্ছা আচ্ছা, আর খাব না, তুমি ধর।

কিন্তু টের পেতেন, লীলা সঙ্গে সঙ্গেই আবার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। আর ওর ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠছে। কেউ কেউ চাপা গলায় বলেই উঠত, দূর! এত শাসন ভাল লাগে না।

বুঝতে পারতেন, লীলা উঠে যেত তাদের কাছে। তাদের হয়তো মুখের সামনে গেলাস ধরে সান্ত্বনা দিত সে। তারপর একদিন চীৎকার করে গোকুলকে বলেছিল ও সব গেরস্ত পীরিত আমার ভাল লাগে না বাপু। দশ জনের সঙ্গে বসে তোমার মুখ চেয়ে থাকলে আমার চলবে না।

কিন্তু গোকুল সহ্য করতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন, সর্বনাশটা কোথায় হয়েছে। লীলাকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। অথচ লীলার সঙ্গে কোনো দিক দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ওই পরিবেশে মিশতে পারছিলেন না লীলার সঙ্গে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তা তো বাতুলতা ছিল। সুতরাং, যে সূত্র ধরে গিয়েছিলেন, সেই গানের উৎসাহ নিবে গিয়েছিল। একদিন আবিষ্কার করেছিলেন, ঘরে তিনি একলা। অন্য ঘর থেকে হাসি গান হল্লা ভেসে আসছিল।

কে যেন চীৎকার করে বলেছিল, কানাটাকে ভাগিয়ে দিলেই তো হয়! আমরা কেন আলাদা ঘরে বসব?

তবু সন্ধ্যা হলে তাঁর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা স্পর্শহীন শক্তি তাঁকে ঠেলে নিয়ে যেত সেখানে। থমকে গেলে, তাঁর পায়ে সে আঘাত করে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। আর তাঁর সামনেই লীলা অপরের আলিঙ্গনে বন্দিনী হয়ে উঠত। টের পেতেন তিনি। শুনতেন, লীলার আপত্তি শুনে পুরুষের মত্ত স্বর গুঁড়িয়ে উঠছে, আরে বাপু, আর যাই হোক, কানা তো। দেখতে তো পাচ্ছে না।

হয় তো সম্মিলিত চুম্বনের মধ্যে লীলার গলা শোনা যেত কিন্তু টের তো পান।

বলতে বলতে দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ত।

গোকুল শিলীভূত লজ্জায়, দুঃখে অপমানে হয়ে বসে থাকতেন।

একেবারে শেষের দিনটি ভয়ঙ্কর। হঠাৎ লীলার আর ওর মাতাল বন্ধুরা তাঁকে জোর করে মদ খাওয়াতে চেয়েছিল। লীলা বলেছিল, একটু অভ্যেস কর। নইলে তোমার দ্বারা কিছু হবে না।

কয়েকজন জোর করে গোকুলের মুখে বোতল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চিত করে শুইয়ে বুকের ওপর চেপে বসেছিল। গোকুল চীৎকার করতে পারেন নি। একটা তীব্র গর্জন আর কান্না তাঁর প্রাণের মধ্যে ফুলে উঠেছিল। জোর করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ওরা হাসতে হাসতে তাঁর সারা গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছিল। কে একজন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল উঠোনে। আর উল্লসিত হাত-তালি পড়েছিল।

চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র। মনে হল, সিঁড়ির নিচে কিসের শব্দ হল। তাঁর ঘরের মধ্যে যেন অস্পষ্ট পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি চোখ বুজে আছেন। সর্বাঙ্গ শক্ত আড়ষ্ট। নিশ্বাস আটকে রয়েছে গলার কাছে। বাড় পোহালো নাকি? নিম গাছটায় শালিক চড়ুইয়ের কুটমা শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু কিন্তু তাঁর অন্ধকারের সেই অন্ধ স্থানে এখনও পাক দিয়ে ফিরছে। সে যে আজ হিসাব নিকাশ করতে এসেছে।

মনে আছে, লীলার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলেন সর্বাঙ্গে মদাসিক্ত আলুথালু বেশে। কিন্তু সেই শেষদিন নয়। তারপরেই বৃন্দাবন চিত্রগুপ্তের আমন্ত্রণে এসেছিল। চলে গিয়েছিলেন।

কেবল শ্রীজীব ভাদুড়ী বলেছিলেন, চললেই যাবে?

— হ্যাঁ।

লাহিড়ীমশায় বলেছিলেন, লোকে চার চোখ থাকলেও যা করতে পারে না, তোমার একটা চোখও না থাকে, তুমি তাই করছ। তোমাকে আমার কিছু বোঝাবার নেই। একদিন তুমি বুঝবে, এইটুকু ভরসা। যাও।

চলে গিয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু স্থির হতে পারছিলেন না। যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন লীলার বন্ধু-সহচরদের মতো হতে চেষ্টা করেছিলেন। মদ আর নির্বিচার ভোগ। তবু, শান্তি ফিরে আসছিল না। বরং তাঁর সেই দুঃসহ অন্ধকার জগত কণ্টকাকীর্ণ দেওয়ালে ঘিরে আরও ছোট হয়ে, চেপে ধরেছিল। দুরন্ত আগুন ছিল সেই ঘেরাওয়ে।

থাকতে পারেন নি, আবার ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এসে শুনেছিলেন, ইন্দ্রাণীর দল নিয়ে লাহিড়ীমশায় দেশে

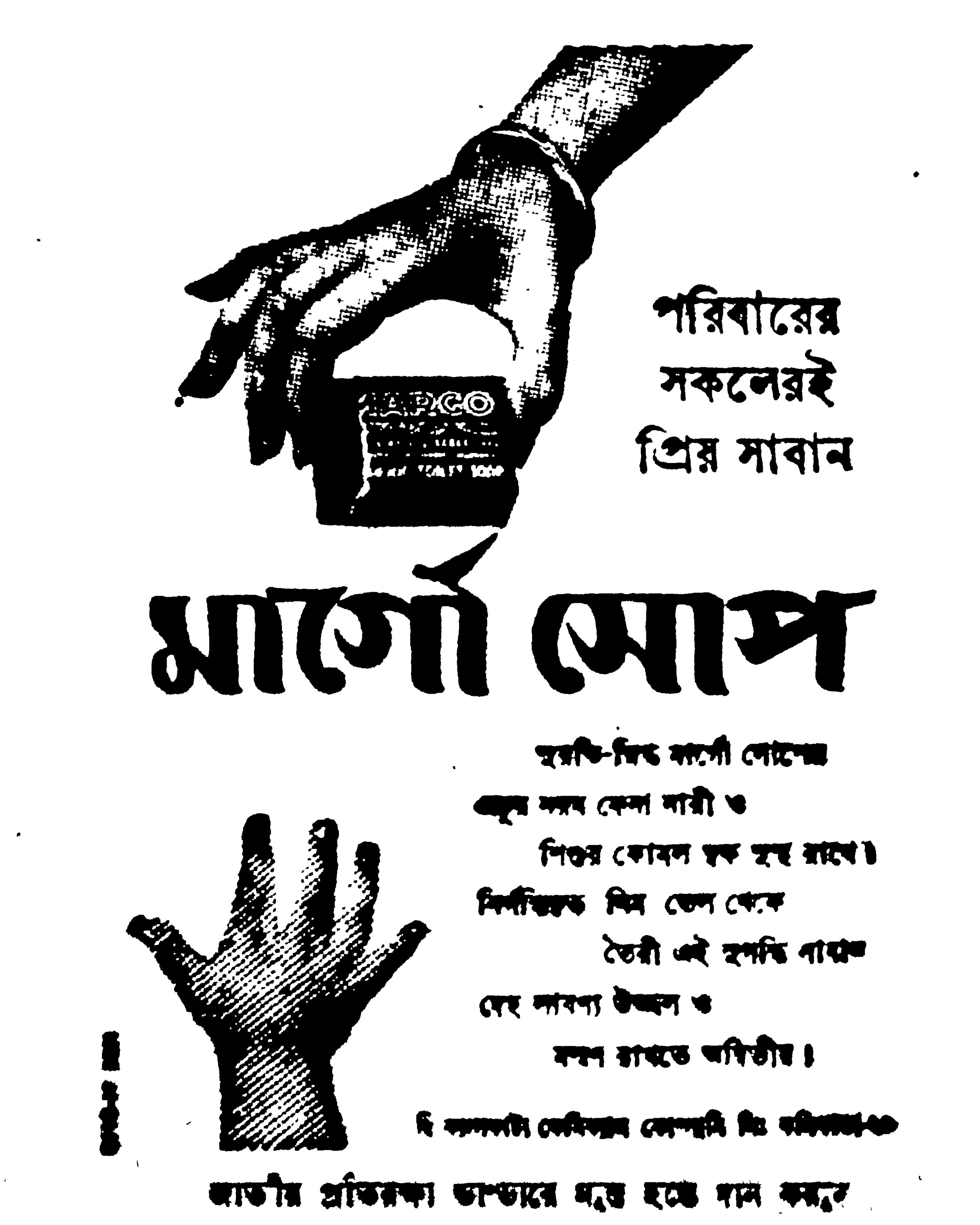

দেশে নাটক করতে বেরিয়ে পড়েছেন। লীলাও সংগে গিয়েছিল। শুনে একটা স্তব্ধতা বোধ করেছিলেন গোকুল। আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। মনে হত, তাঁর অন্ধকারের মধ্যে কী এক সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে। সেই অস্পষ্ট সুর আর কথা শোনবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকতেন।

কিছুকাল পরে খবর পেয়েছিলেন, ইন্দ্রানীর দল ফিরে এসেছে। লীলাও ফিরে এসেছে। কিন্তু আসাম থেকে ভয়াবহ কালা-জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে। শুনেছিলেন, কিন্তু গোকুল তাঁর উৎকর্ণ স্তব্ধ মগ্নতা থেকে চকিত হলেন না। হতে পারলেন না।

গোকুল ফিরে এসেছেন শুনে, শ্রীজীব লাহিড়ী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। এসে তিনিই বিশদ খবর দিয়েছিলেন, লীলার জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। কালাজ্বর যে কী ভীষণ! বেচারীকে একেবারে কালো করে ছেড়ে দিয়েছে। গায়ের চামড়া গেছে কুঁচকে। পেত্নীকেও অত খারাপ দেখায় না। হা মুখটা পর্যন্ত বেঁকে গেছে।

গোকুল আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। উৎকণ্ঠিত ব্যথায় বলে উঠেছিলেন, এখন কী উপায় লাহিড়ী মশায়?

– উপায় আর কী। শুনেছি ডাক্তাররা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু সহজে আর আগের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীজীব বলেছিলেন, চিরকাল কিছুই থাকে না। তোমার কথা প্রায়ই বলত মেয়েটা। আর তাই, লীলা তোমাকে বলতে বলেছিল, পার তো তুমি তাকে একবারটি দেখতে যেও।

– আমি যাব?

– কেন যাবে না? অসুবিধে থাকলে আমার সংগেই যেতে পার এখন। যাবে?

চলুন।

গিয়েছিলেন গোকুল। কিন্তু সে বাড়ি নয়। অন্য বাড়ি, কম ভাড়ার ছোট ঘুপসি ঘর।

শ্রীজীব লাহিড়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন আছিস রে লীলা?

বহুদূর থেকে যেন সানুনাসিক স্তিমিত গলা ভেসে এসেছিল, ভাল নয়।

—গোকুল এসেছে।

বলতে বলতেই শ্রীজীবের গলায় বিস্মিত উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল, ও কি লীলা, অমন ছটফটিয়ে উঠতে যাচ্ছিস কেন?

লীলার রুগ্ন উত্তেজিত রুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, ওঁকে একটু ডেকে দিন লাহিড়ী মশায়, একটু কাছে ডেকে দিন।

গোকুল বিস্মিত হতে গিয়ে, সহসা ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে, অন্ধদৃষ্টিতে তিনি লীলার কাছে [illegible]। [illegible] তিনি [illegible]

মানুষ। তৎক্ষণাৎ লীলার কঙ্কালের মতো হাত তাঁর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। অস্ফুট রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠেছিল, গোকুলবাবু এসেছ?

গোকুল কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলেন, গলায় তাঁর স্বর নেই। লীলার হাত ধরে, আস্তে আস্তে তিনি ওর পাশে বসেছিলেন। কিন্তু লীলা শান্ত হতে পারছিল না। সে গোকুলের হাত নিয়ে, তার নিজের মুখে গায়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বলে উঠেছিল, দেখ গোকুলবাবু, আমাকে দেখ, আমাকে দেখ।

গোকুল তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে লীলার মুখ চেপে দিয়ে ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছিলেন, দেখেছি, তোমাকে দেখেছি। গোকুলের সর্বব্যাপী অন্ধকার লবণাক্ত জলে টলমল করে উঠেছিল।

লীলার অশ্রুরুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, দেখেছ, আমাকে দেখেছ?

গোকুল তেমনি গলায় বলেছিলেন, সব দেখেছি লীলা সব।

—মামা! মামা!

অস্ফুট আকস্মিক ডাক শুনে চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র। কে কে?

আমি সুগতা। ওঠ, সময় হয়ে গেছে। ওর গলায় খুশি চাপা থাকছে না।

চমকে উঠে গোকুল দুই চোখে হাত দিলেন। তাঁর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। এদিকে বাইরে প্রভাত। সুগতা তাঁকে ডাকছে। সময় হয়ে গিয়েছে।

উঠে বসতে গিয়েও চোখের জল গোপন করতে পারলেন না। সুগতার অবাক গলা শোনা গেল, একি মামা, তোমার চোখে জল কেন?

জল কেন? গোকুল হেসে উঠলেন। সহসা যেন তাঁর সব আবার মনে পড়ল, আর আনন্দে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলেন। বললেন, জল কেন? জল আবার কেন রে? খুশীতে প্রাণের খুশীতে।

সুগতা হেসে উঠে বলল সত্যি মামা, আমার কিন্তু আজ কাঁদতেও ইচ্ছে করছে জান?

বলতে বলতেই ওর হাতের গরম জলে ভেজানো তোয়ালে গোকুলের মুখের ওপর এসে পড়ল। ধরে ধরে মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল।

গোকুল বললেন, করবেই তো। আনন্দেই তো চোখে জল আসে মা।

সুগতা তাড়াতাড়ি গরম জলের গেলাস গোকুলের মুখে ধরে বলল, কিন্তু আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি মুখ ধোও। মা এসে পড়ল বলে চা নিয়ে। ওদিকে শুভেনবাবু এসে পড়েছেন। নিচে বসে আছেন।

গোকুল [illegible] কুলকুচো করে, সুগতার সামনে ধরা পাত্রে ফেললেন। বলে উঠলেন, শুভেন এসেছে? ডাক, শুভেনকে ডাক।

শুভেনের গলার স্বর বেজে উঠল দরজার কাছে, আমি এসেছি।

গোকুল হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, এস, এস বাবা, আমার কাছে এস।

শুভেন খাটে এসে বসল। গোকুল তার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিলেন।

দিদির গলা শোনা গেল, চা এনেছি গোকুল।

গোকুল যেন ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, রাখ গো দিদি, চা রাখ এখন। একটু বস আমার কাছে। সুগতা তুই কোথায়।

—এই যে।

আয়, কাছে আয় বোস।

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু হাসি লেগেছিল মুখে।

শুভেন বলে উঠল, সময় নেই আর মামাবাবু।

গোকুল উচ্চারণ করলেন, সময় নেই, জানি বাবা, সত্যি সময় নেই।

বলে শুভেনকে আরও কাছে আকর্ষণ করে প্রায় চুপিচুপি গলায় বলে উঠলেন,

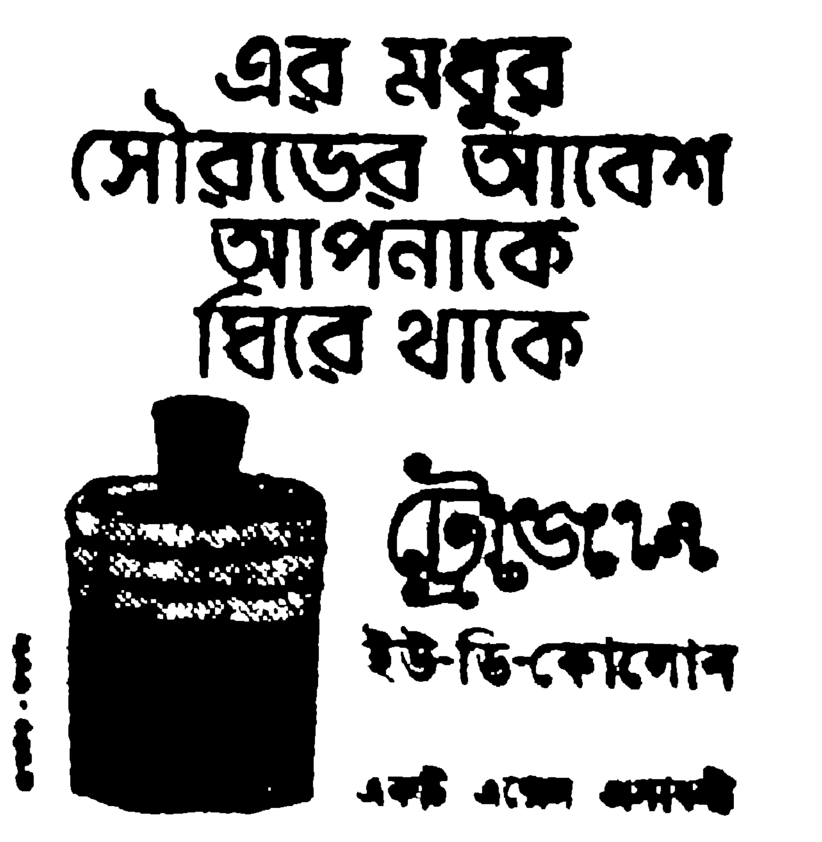

শুভেন, আর সময় নেই। রাগ করো না যেন, কিছু মনে করো না, এই সামান্য চোখের পর্দা সরিয়ে কিছু দেখবার আর দিন নেই।

বলতে বলতে অনুভব করলেন, ঘরের সবাই বিস্মিত থেকে যেন পাথর হয়ে গেল।

সুজতা অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, মামা

—হ্যাঁ মা।

দিদি ডেকে উঠলেন, গোকুল।

—দিদি!

শুভেন ডেকে উঠল, মামাবাবু।

—বাবা!

শুভেনের গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন গোকুল, এই চোখের দরজা খুলে আমি আর কী দেখব বল। আমার যেটুকু, তা যে আমার সব দেখা হয়েছে। আমার অন্ধকারে যে সব দেখেছি!

গোকুলের চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু সংকুচিত হলেন না। মুছলেন না। ডাক দিয়ে বললেন, দিদি, তোমাকে আজ ছাড়ব না। কাছে এস। আজ, দিদি আজ তুমি সেই গানটা গাও।—আমি অন্ধকারেই থাকি, তুমি আঁধার রাতেই এস।

দিদির রুদ্ধ গলা শোনা গেল, গোকুল।

—গাও দিদি, লক্ষ্মীটি গাও।

বৃদ্ধা দিদি তাঁর ভাঙা ভাঙা সরু-গলায় গান ধরলে,

আমি অন্ধকারেই থাকি
তুমি আঁধার রাতেই এস।—

গোকুল অনুভব করলেন, শুভেন তাঁকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরেছে। সে কানের কাছে মুখ এনে বলল, মামাবাবু, আপনি যে ঘাস ফুল দেখতে চেয়েছিলেন?

গোকুল আবার চুপিচুপি গলায় বললেন, দেখছি, দেখতে পাচ্ছি শুভেন। সাদা-লাল-নীল ঘাস ফুল, তাতে শিশির পড়েছে, রোদে চিকচিক করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে কত ঘাস ফুল। আমি তাদের গন্ধ পাচ্ছি।

দিদির গলা আরও মৃদু শোনাচ্ছিল,

অন্ধকারেই বসত করি,
তুমি গোপনে এসে কথা॥

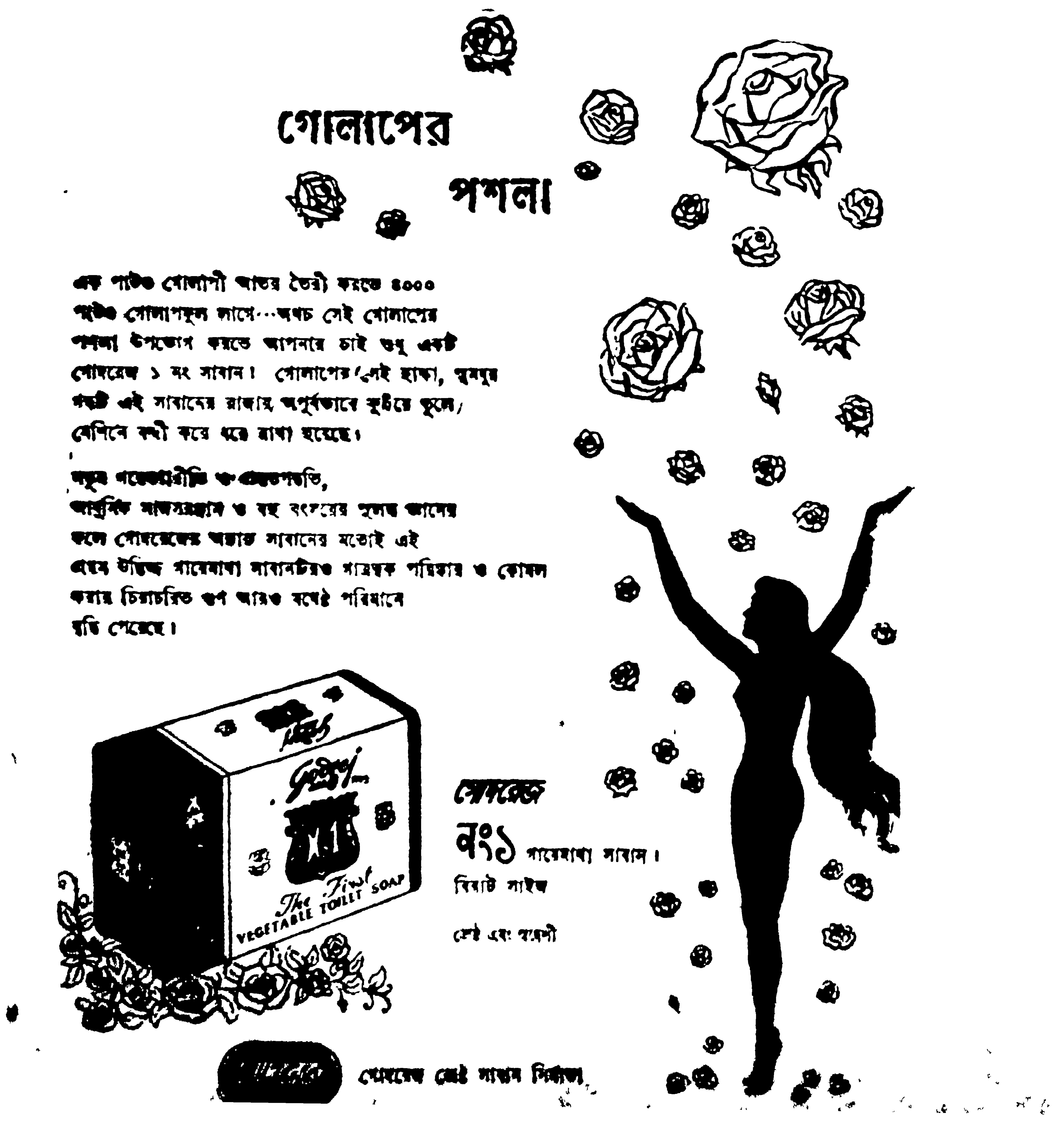

রেডিয়োতে ঘোষণা শুনছি—এবারের [illegible] ২০৮ বৎসরের [illegible] জার্মানীতে দেখা যায়নি। [illegible] যাই যখন এমন শীতের প্রচণ্ড [illegible] মধ্যেও এদের এই উৎসবের বিপুল আয়োজন আর উন্মত্ততা। [illegible] উৎসব আর [illegible] সারা শীতকাল [illegible] বহির্মুখী [illegible] ইংল্যান্ড [illegible] সেই উৎসব [illegible] চলে [illegible] পর্যন্ত। [illegible] ৩১ ডিসেম্বরের [illegible] Silvester [illegible] মধ্য দিয়ে যে নতুন বৎসর [illegible] বৎসরের উৎসব [illegible] ধরা দেয় যেন Fasching এর উৎসব। এদেশের মানুষের জীবনে Fasching বা কার্নিভেলের স্থান আর অবদান যে কী ব্যাপক তা না জানলে জার্মানদের জীবনের এক বিরাট অংশ অচেনা থেকে যায়।

অনেকেই হয়ত জানেন যে জার্মানীর রাইনল্যান্ড অর্থাৎ Koeln থেকে আরম্ভ করে Mainz (মাইনংস) পর্যন্ত রাইন নদী তীরের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল শুধু জার্মানী কেন সমগ্র পৃথিবীর এই কার্নিভেল উৎসবের মক্কাভূমি। যদিও দক্ষিণ জার্মানীর বাভেরিয়া অঞ্চল অস্ট্রিয়া ইটালী স্পেন ফ্রান্স আর দক্ষিণ আমেরিকার মত বিপুল ক্যাথলিক সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভূখণ্ড জুড়েই কার্নিভেলের উদ্দাম উৎসব। তাই কার্নিভেলে নর-নারীর পারাবারবিহীন গান শুনতে পাওয়া যায় সেখানে—

"De biggest bacchanal is
in Trinidad Carnival,
All you got to do when
de music play
is take your man
and break away,
Regardless of colour,
creed or race
Jump up and shake
your wais'
So jump up there man,
dis is Trinidad
We don't care who
say we bad

উপরের শেষ লাইনটির মধ্যে রয়েছে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর কার্নিভেল উৎসবের প্রকৃত চিত্র। সত্যি এমন ব্যাপক উদ্দাম আর উন্মত্ত ফেস্টিভেল আর দ্বিতীয়টি নেই। আর সুরার এমন বন্যা বর্ষার প্লাবনকেও হার মানায়। সেখানে পুরুষ আর নারীর কোন ভেদাভেদ নেই মাতাল হয়ে ওরা গভীর উল্লাসে ডুবে যাবে ভুলে যাবে সারা বৎসরের সারা জীবনের দুঃখকে। মুখোশ পরচুল আর বিচিত্র পোশাকের আড়ালে আত্মগোপন করে মানুষ সেখানে দেহ মাংস বা রক্তের কোন ভূমিকা নেই আছে শুধু [illegible] আর আত্মার মুক্তির জন্যে দেহের ভূতের বিদায় দেওয়া kiss the flesh good bye তার প্রমাণ লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টে পাওয়া যায়

And nowhere do professed Christians kiss the devil good bye with more gusto than in Brazil and Trinidad বিশ্ব ডি-জেনেরা শহরের এ বছরের কার্নিভ্যালের ফলাফল মোট ২৮০০ জন হতাহত। ৫৭ জনের আত্মহত্যা ৫ জন খুন ২১৯ জন অগ্নিদগ্ধ ২১৯ জন আক্রান্ত ৩০৯ জন কেবল ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আহত এবং ৫৫১৭ জন নানাভাবে সামান্য আহত। জার্মানীর হিসাবটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে এখানকার ফাসিং-এর উৎসবে মদ্যপানের ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এখানকার বিভিন্ন ক্লাব সংঘ বা সমিতির মত বিশ্ববিদ্যালয় আর ছাত্রাবাসগুলিও ফাসিং-এর উৎসব উদ্যাপন করে। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বাসিন্দা ছাত্রছাত্রী মাত্র ২৫০। সেই সাথে আরো কয়েকশ আগন্তুক। চারদিনের উৎসবে ৭৫০০ বোতল বীয়ার আর সেই অনুপাতে হুইস্কি থেকে আরম্ভ করে আর সব প্রকার উপকরণই খরচ করা হয়। রাইনল্যান্ড অঞ্চলের তুলনায় এ অবশ্য কিছুই নয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ফাসিং এর ফেস্টিভেল যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। এ উৎসব ঐতিহ্যবিহীন নয়। কবে কোথায় তার প্রথম উৎপত্তি কেউ তা বলতে পারে না। কেবল যুগে যুগে দেশ কাল সমাজভেদে উৎসব বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। যদিও এখানে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও বয়স্ক নর-নারীকে জিজ্ঞাসা করে কোন সঠিক উত্তর পাইনি। সবাই বলে কার্নিভ্যালের আসল মহিমা আর বৈচিত্রতত্ত্ব জানতে হলে রাইনল্যান্ড আর বাভেরিয়ান অঞ্চলে গ্রামের বুড়ো বুড়ীদের কাছে যেতে হবে। বুড়ী ঠাকুমাদের মুখে অনেক গল্প শুনতে পাবে। তার কারণ, প্রাচীনকাল থেকে এটা গ্রামের সংস্কৃতির সাথে জড়িত। খ্রীস্টের জন্মের বহু পূর্বেই এর ব্যাপকতা দেখা যায় নতুন বৎসরের উৎসবে আর প্রকৃতির নবজন্মে, হয়ত ফসল উৎপাদনের সাথেও এর বীজ নিহিত আছে। যদিও আরো ঘনিষ্ঠভাবে কার্নিভ্যালের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় ইতালীতে, প্রাচীন রোমের 'Saturnalian' উৎসবের সাথে। এখনো ইতালীর ভেনিস শহরের কার্নিভ্যালের খ্যাতি জগৎ জোড়া। তারই ক্রমনিস্ক্রমণ ঘটে পরবর্তীকালে উত্তরাঞ্চলের দিকে। ভিয়েনা, [illegible],

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন্ শহরের কার্নিভ্যাল উৎসবে ডাঃ আদেনাওয়ারকে। মুখোশ পরা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং চেন্সেলার অভিনন্দন জানাচ্ছেন কার্নিভ্যালের প্রধান নায়ক নায়িকা জুটিকে (Karnevalsprinzenpaar) যাদের মত এই প্রধান নায়ক-নায়িকা জোড়াকে প্রত্যেক শহরের কার্নিভ্যাল কমিটিই বৎসরের কার্নিভ্যাল উৎসবের উদ্বোধনে নির্বাচন করে নেয়। ফটো : I F A

শনার অঞ্চলের কোন গ্রামের কার্নিভ্যাল হিসবে স্থানীয় হান্সেলে (Hansele) পথ পরিক্রমাকালে প্রতীক্ষমান ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিস্কুট আর লজেন্স বিতরণ করে যাচ্ছে। এদের বলা হয় শ্নুপ্‌ফেন Sehnupfen)। ফটো : Ilse Schell

ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল, জার্মানীর রাইনভূমি আর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে। পূর্ব আর উত্তর জার্মানীতে সংস্কৃতিগতভাবে মানুষের জীবনে আর উৎসবে কার্নিভ্যালের কোন স্থান নেই। শুধু ফুর্তির সাথে যতটুকু সম্বন্ধ। এখন অবশ্য সারা জার্মানীর মত চেকোশ্লোভাকিয়া আর পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও ছেলেমেয়েরা তথাকথিত ফাসিং বা কার্নিভাল উৎযাপন করে কেবল মদ, মেয়ে আর নাচের তাগিদায়। এর সাথে ধর্ম বা সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ নেই। তাইত এদেশের ধর্মযাজকেরাও দুঃখ করে বলেন—ধর্মের সমস্ত মহিমা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে কার্নিভাল বর্তমানে কেবল একটা যৌন উৎসবে পরিণত হয়েছে। যাঁর আত্মসমালোচনায় বিমুখ নয় এমন কয়েকজন ছাত্র সম্প্রতি স্বীকার করেছে ছাত্র-ছাত্রীদের এই কার্নিভালের ... পরিণত যৌন উৎসবে।

অথচ কার্নিভাল কথাটির মধ্যে রয়েছে একটা গভীর তত্ত্ব। কথাটা ঠিক কোথা থেকে এসেছে তা সঠিক মানুষের জানা নেই। তবে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষাতে

শোয়াব অঞ্চলের oberndorf শহরে Fasnet বা কার্নিভ্যালের উৎসবের দিনে Schantleরা দল বেঁধে শহরের পথে বেরিয়েছে। পরনে এদের বিচিত্র পোষাক, মুখে কাঠের মুখোশ। কারো কারো এই মুখোশ ৫০০ বছরের পুরনো। পথ দিয়ে যাবার সময় শান্টলেরা কমলা লেবু ও লজেন্স বিলিয়েও যায়।

ফটো : Ilse Schell

carnem levare অথবা carneleva-rium শব্দ পাওয়া যায় যার অর্থ to take away meat অথবা to remove meat, যার উদ্দেশ্য ৪০ দিন ব্যাপী (ঈস্টার পর্যন্ত) অনশন সময় শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের সর্বশেষ পার্থিব ভোগের লৌকিক উৎসব ... 'farewell to the flesh.' কথাটির অনেকগুলি ব্যাখ্যা হতে পারে। ৪০ দিনের অনশন কালে মাংস একেবারে বর্জনীয় অর্থাৎ ... এই সময় ... ধর্মাবলম্বী মানুষের ... এই বেদনাকে অনুভব করার জন্য। দেহকে একেবারে ভুলে যেতে চায়। আর একটা অর্থ হতে পারে এই উৎসবে দেহ শোষণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আভিজাত্যবিহীন - সমাজের সমস্ত বন্ধন আর সংস্কারের বাইরে আত্মার আনন্দ। অবশ্য এ উৎসব একান্তভাবেই ক্যাথলিকদের।

এই উৎসবের উদ্বোধনী দিন তারিখ নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা আছে। অবশ্যই দেশ ও স্থানাঞ্চলের জাতীয় সংস্কৃতিগতভাবে কার্নিভ্যালের উদ্বোধনী সময় বিভিন্ন। তাই স্যক্সোনিয়াতে কার্নিভাল শুরু হয় ৬ই জানুয়ারী, অথচ রাইনভূমিতে একাদশ মাস অর্থাৎ নভেম্বরের একাদশ দিবসে, এগারোটা এগারো মিনিটে। তারপর এই উৎসব একটানা ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের রবি, সোম, মঙ্গলবারে চরমে পৌঁছায়। সাধারণ

২টি প্রয়োজনীয় বেদনানাশক মলম

আয়োডিমা

আইওডিনমিশ্রিত মলম। অথচ ব্যবহারে জ্বালা করে না আর কোন দাগও হয় না। গেঁটেবাত, গাঁট ও পেশীর বেদনা দ্রুত উপশম করে।

নোপিন

নানা ধরণের বাতের ব্যথা, মাথাধরা, বুকে সর্দি বসা, মচকানো, পেশীর ব্যথা ইত্যাদিতে নোপিনের চমৎকার কার্যকারিতা সর্বত্রই প্রমাণিত।

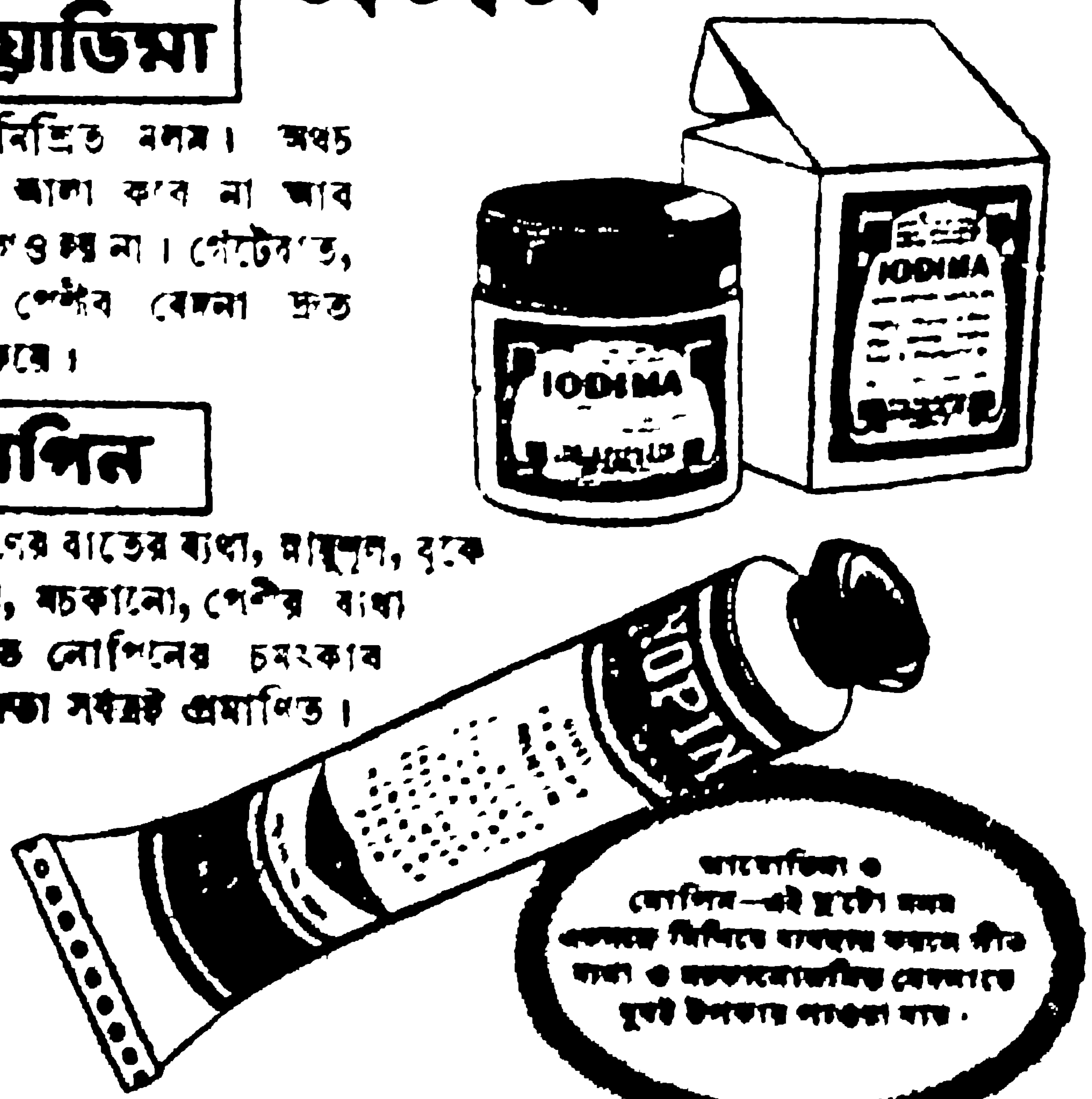

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা ২৯

ভাবে, কার্নিভ্যাল কথাটা একান্তভাবেই কোলনের এই তিনদিনের বিপুল-বিশাল-উদ্দাম উৎসবকে কেন্দ্র করে নির্বাচিত। যদিও জার্মানীর মিউনিক ও মাইনংস্-এর ফার্সিংও বিখ্যাত, তবু Koeln-এর কার্নিভ্যালের তুলনা নেই। রবিবার যে উৎসব ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা বিরাম-বিহীনভাবে সোমবার (Rosenmontag) হয়ে Fastnacht মঙ্গলবার রাত্রি ১২টা পর্যন্ত উদ্দামগতিতে চলতে থাকে। যেই রাত্রি ১২টা বাজল অমনি মুহূর্তে সমস্ত আমোদ, সমস্ত কোলাহলের শেষ। বুধবার হল Aschermittwoch (অর্থাৎ Ash Wednesday) কোলনের এই তিনদিনের কার্নিভ্যালে অংশ গ্রহণ করার জন্য সমগ্র জার্মানী আর ইউরোপ থেকে বহু মানুষ এসে ভিড় করে। রাইনের কোলন শহর ও শহরতলির বিভিন্ন অংশ যে মিছিল তৈরি করে, তাদের ভিতর থেকে বাছাই করে সোমবার যে বিশাল মিছিল বের করা হয় যা কোলনের সমস্ত প্রধান প্রধান পথগুলি অতিক্রম করে। অপূর্ব সজ্জিত বৈচিত্র্য তা দেখবার জন্য খুব ভোর থেকেই আবালবৃদ্ধবনিতা পথের ধারে এসে জায়গা দখল করে বসতে শুরু করে দেয়। সমস্ত কোলনের মানুষ ভেঙে পড়ে এই পথের দুধারে। সবাই সঙ্গে খাবার আর মদ নিয়ে আসে। এই উৎসবে ভেসে পড়ার জন্যে এমন কি বিবাহিত স্ত্রীরা আঙুলের বিবাহের আংটি পর্যন্ত খুলে ফেলতে দ্বিধাবোধ করে না। এই দিনটি এই রাত্রি ত আর আসবে না। মাতাল হলে ক্ষতি নেই। চেনা অচেনার গণ্ডি পার হয়ে সবাই সবার হাত ধরে

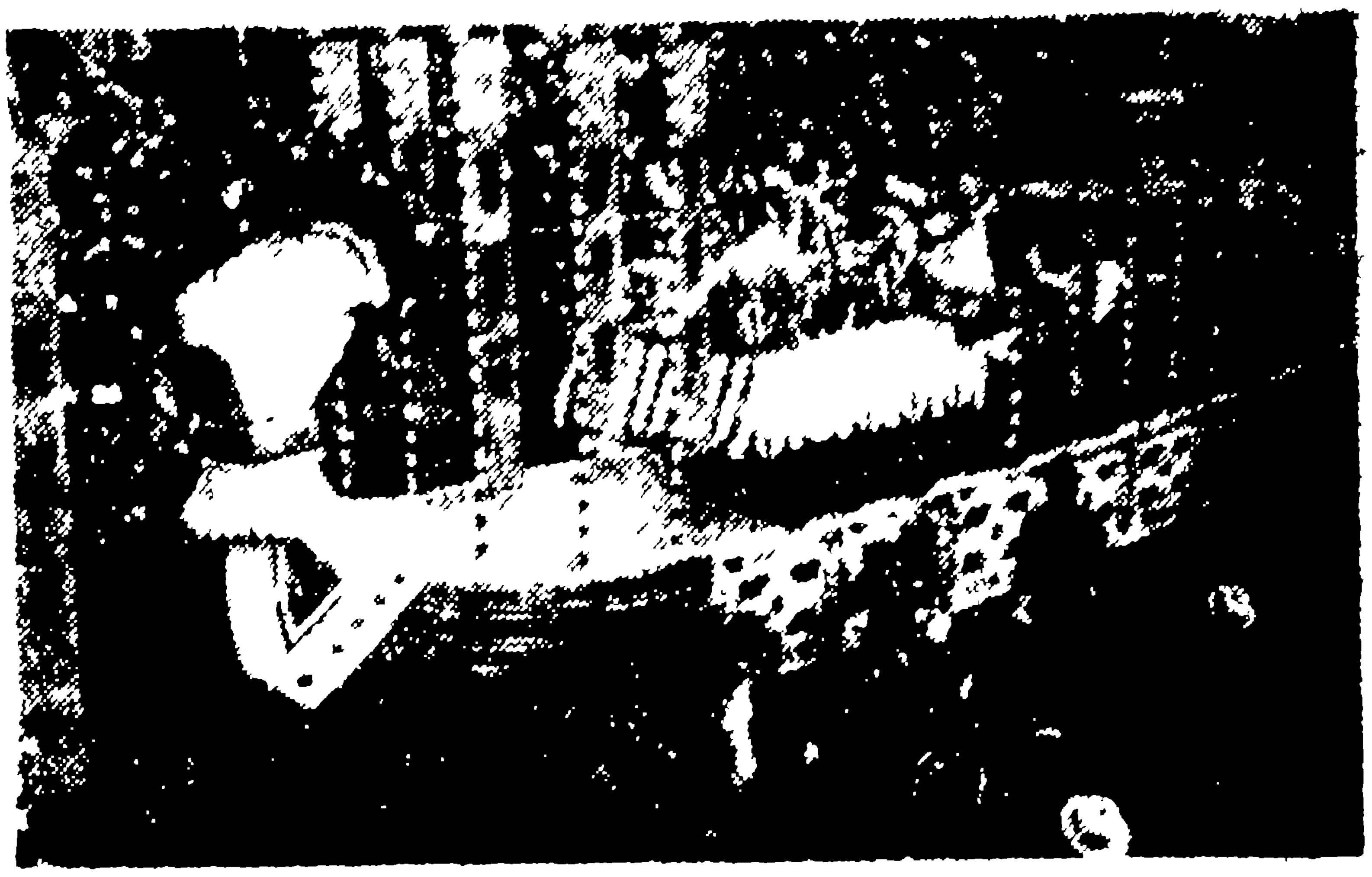

রাইন অঞ্চলের কোলন শহরে Rosenmontg-এর কার্নিভ্যালের বিশাল মিছিলের একাংশ। মিছিলের রথ থেকে নানা প্রকার লজেন্স আর খাবারের জিনিস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফটো : I F A

[illegible] শহরের [illegible] দল বেঁধে। [illegible] মিছিলে বিচিত্র রচনা। যেমন [illegible] বেশীর ভাগ ছিল পাশ্চাত্য প্রতিবেশী [illegible] সংবাদ সাপ্তাহিক Der Spiegel পত্রিকার উপাখ্যান। মুখোশপরা মানুষ এবং [illegible] ছড়িয়ে দিতে থাকে লজেন্স [illegible] কিছু, যা কুড়িয়ে সাধারণ নরনারী আর ছেলেমেয়েদের খুব আনন্দ। [illegible] শহরের এক প্রখ্যাত ডাক্তারের ছেলে [illegible] বলছিল [illegible] আমার মা বাবা এখনো গল্প করেন সারা বছর তাঁরা কিভাবে টাকা জমাতেন আর প্রতীক্ষায় থাকতেন কার্নিভালের এই তিনটি দিন কোলনে গিয়ে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে। আর সেই কার্নিভালে কত মজার মজার

[illegible] কার্নিভ্যালের সন্ধ্যায় [illegible] মুখোশ-পরা অবস্থায় নিজেকে চিনতে না দেওয়ার মধ্যেই আসল আনন্দ [illegible]। সারা বছর ত একজনের কাছে ধরা দিতে হয়ই বছরের এই একটা দিন কোন বিশেষব্যক্তির বন্ধন নয়—সব অচেনার মধ্যে নিজেকে অচেনা রেখে মিশে যাওয়া। অতীতে ইতালীর রোম ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং তুরিন প্রভৃতি নগরে কার্নিভাল চরম সম্ভোগ আর ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে যেভাবে উৎযাপিত হয়ে এসেছে, তাতে একদিকে যেমন এক বিরাট সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বহন করে এনেছে তেমনি অন্যদিকে মানুষের ব্যভিচারের নগ্নরূপটা আত্মপ্রকাশ করে ফেলত যে কারণ [illegible] V (১৫৮৫—

বার্লিনের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ফাশিং-এর উৎসবে সারারাতব্যাপী টুইস্ট নাচে অংশগ্রহণকারী কয়েক শ ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে জনৈক দম্পতি। ফটো : আমেদ

১০) বাধ্য হয়ে কার্নিভ্যালের এই সীমাহীন উন্মাদনার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

তাইত দেশে দেশে কালে কালে ইউরোপের প্রচুর সাহিত্যে কার্নিভ্যালের প্রত্যক্ষ ছাপ দেখা যায়. কার্নিভ্যালের গভীর ভূমিকা রয়েছে এদেশের প্রাচীন নাটকে গানে আর লোকনৃত্যে। জার্মানীতে যত আমুদে লোকসঙ্গীত রয়েছে, তার বেশীরভাগ কার্নিভ্যাল থেকে উৎপত্তি। এমন কি ইহুদীদের Purim উৎসবের মধ্যেও রয়েছে কার্নিভ্যালের প্রচ্ছন্ন ছায়া। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাসিং সমাজ সংস্কারের ভূমিকাও গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে শোয়াবল্যান্ড বা শোয়েবিশ অঞ্চলের (স্টুটগার্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চল) কার্নিভ্যালের Fastnacht (অনশন রাত্রি) বা Fasnet-এর (আঞ্চলিক কথ্যভাষায়) উৎসব উল্লেখযোগ্য। শোয়াব অঞ্চলের মানুষেরা চরিত্রগতভাবে জার্মানীর অন্য অঞ্চলের চাইতে বেশ আলাদা। এ'রা একদিকে যেমন ধার্মিক সত্যপরায়ণ, বিনয়ী এবং হিসেবী তেমনি অন্যদিকে খুব রক্ষণশীল। তাই আমাদের দেশের ছোট শহর বা গ্রামের মত এখনও বেশ পরনিন্দা, পরচর্চা চলে। তবে এরা এই নিন্দাচর্চাটা সারা বছর না করে বছরের এই ফাসেনাট্ বা কার্নিভ্যালের সময় বেছে নিয়েছে। এই সময় যে রকম ইচ্ছে, নানা রঙের পোশাকে সঙ্ সেজে (এদের বলা হয় Schantle বা শানটলে, আমাদের সঙ্ কথার সাথে উচ্চারণগত মিল পাওয়া যায়) হোটেলে রেস্তোরাঁয় বা কোন জনসমাগমে নিজের জানামত কোন্ বাড়ির কর্তা কি কান্ড করেছেন কার বউ কি কুকীর্তি করল—সেসব হাঁড়ির খবর নানানভাবে রসিয়ে প্রচার করে বেড়াবে। এই সময় কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। যদি কেউ সেই শানটলেকে চিনেও ফেলে তবু তার নাম বলতে সে পারবে না। নাম বলে দেওয়াটা মারাত্মক অপমানজনক। সমাজের নোংরামি দূর করার এই প্রথাটা এ'রা কার্নিভ্যালের সময় বেছে নিয়েছে। এক সময় কলকাতার জেলেপাড়া সং-এর সঙ্গে এদেশের এই প্রথার কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বহুস্থানে কেবল নাচ-গান নয়, অতীতের রোমের কার্নিভ্যাল স্পোর্টস এর মত খেলাধূলা ও ঘোড়দৌড়ও কার্নিভ্যালের অঙ্গীভূত। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইংলন্ডের বহুস্থানে ঘোড়ায় চড়া, মেরী-গো-রাউন্ডস এবং ফেরিস হুইলস খেলায়, সেই সাথে মেলার সমাবেশে কার্নিভ্যাল উদ্‌যাপিত করা হয়।

এখানে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমাদের দেশে ফাসিং হয় কি না। আমার চোখের সামনে তখন এ-দেশের ছেলে-মেয়েদের ফাসিং-এর দৃশ্য ভেসে ওঠে। ফেব্রুয়ারী মাস আরম্ভ হলেই বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রাবাস ফ্যাক্টরী নাচের দোকান আর ক্লাবগুলিতে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় ফাসিং এর কাল্পনিক হল তৈরী করবার জন্য। এক-একটা বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নাচের হল রচনা করা হয়। ছাত্রাবাসে ব্রেখ্ট-এর তিন পেনিগের অপেরা বল, আর্ট কলেজের সিনোরের বল, আর্ট স্কুলের ল্যাটর্না ম্যাগিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিভিন্ন আলো আর আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা ছোটখাটো ঘর আর অলিগলি তৈরি করা হয়—যেখানে ছেলেমেয়েদের বন্দীর অভিসারের চরম সুযোগ থাকে। আর হলের দেয়ালে দেয়ালে যার যে রকম ইচ্ছে ছবি আঁকার অধিকার থাকে। সেখানে নর নারীর দেহ সম্পর্কিত যত প্রকারের অদম্য ছবি মনের ভেতর লুক্কায়িত থাকে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে ছেলে-মেয়েদের রেখা তুলির আঁচড়ে। একটি ব্যাপারে সেখানে বড় বড় হরফে লেখা দেখেছিলাম ফাসিং এ ব্যক্তিগত কোন স্থান নেই। সত্যি নেই। সন্ধ্যার নাচের হল ভর্তি দুই ছেলেমেয়ে একত্রিত হবে টুইস্টের রক এন রোলের সুরের বন্যায় ভেসে যাওয়া অর্ধনগ্ন দেহের মাংসপিণ্ডগুলি অস্বাভাবিক দুলে উঠবে আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হবে বিরাট হলটা অন্ধকার হয়ে আসবে প্রচণ্ড উন্মাদনার বাজনার যন্ত্রগুলি আর ছেলেমেয়েদের চীৎকার করতে থাকবে বিকৃত উল্লাস—তার পরের বর্ণনাটুকু থাক। গত বৎসর এক ভদ্রমহিলা বলছিলেন—আমার বাবা পূর্ব জার্মানীতে ধর্মযাজক। তিনি যদি এখানে আসতেন তবে আপনার মত তিনিও অবাক হয়ে যেতেন। তবে একটা কথা, ওদের ফাসিং-এ সর্ব রকমের অশ্লীলতার পরেও যে "ফ্যান্-টাসী"র পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রশংসনীয়।

ডেলী টেলীগ্রাফের সর্বশেষ মন্তব্য—"The full effects begin to make themselves felt in Trinidad a few months after carnival and are reflected in a perceptible increase in the birth-rate towards the end of the year."

খবর নিলে, জার্মানীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবটা হয়ত এভাবেই পাওয়া যাবে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐতিহাসিক উপন্যাস **লুৎফউল্লা** ৩·৫০ **ধ্রুবা** ৩·০০

ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকায় বলেন : ধ্রুবা বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। রাখালদাস আজ নেই কিন্তু তাঁর জ্ঞানের অমর-ভাণ্ডার থেকে তাঁর সাহিত্যে অনুভূতি ও উৎস থেকে যে তথ্য আর রস তিনি তাঁর অপূর্ব উপন্যাসগুলিতে দিয়ে গেছেন তা চিরকাল—বহুদিন বিশেষ জনসমাজে করুণাময়ী আর ভাবময়ী প্রতিভার অমর থাকবে হইদিন তা লুপ্ত হবার নয়। ধ্রুবা ও লুৎফউল্লা বাঙালীদের কাছে হিসাবে পাঠকসমাজে যে সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

শাশ্বতী পাঠাগার, ৬এ রাধানাথ মল্লিক লেন কলি: ১২ ফোন—৩৪-৩০১৭

সি ১৫০৭/২)

সর্বাধুনিক ১৯৬৩ মডেল

তাসা ৫০ গুলীর মজবুত পিস্তল, রেজিঃ

নাট্যাভিনয়, সিনেমা এবং যাঁহারা আরণ্য অঞ্চলে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে এই পিস্তল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০টি গুলী বাহির হয়। ৫০টি গুলী বিনামূল্যে। দাম ২০ টাকা। অতিরিক্ত গুলী প্রতি এক শত ৪ টাকা। চামড়ার কেস ১৫ টাকা। প্যাকিং ও ডাক খরচ ফ্রি। চিঠিপত্রাদি ইংরাজিতে।

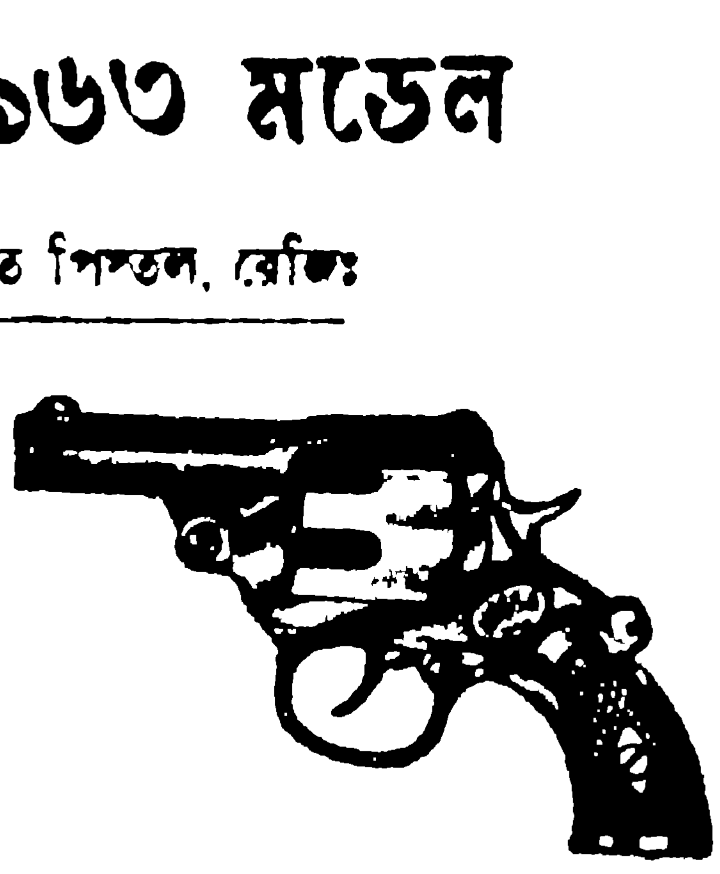

VASSA WATCH CO.
163 (DB) Bhuleshwar, Bombay-2

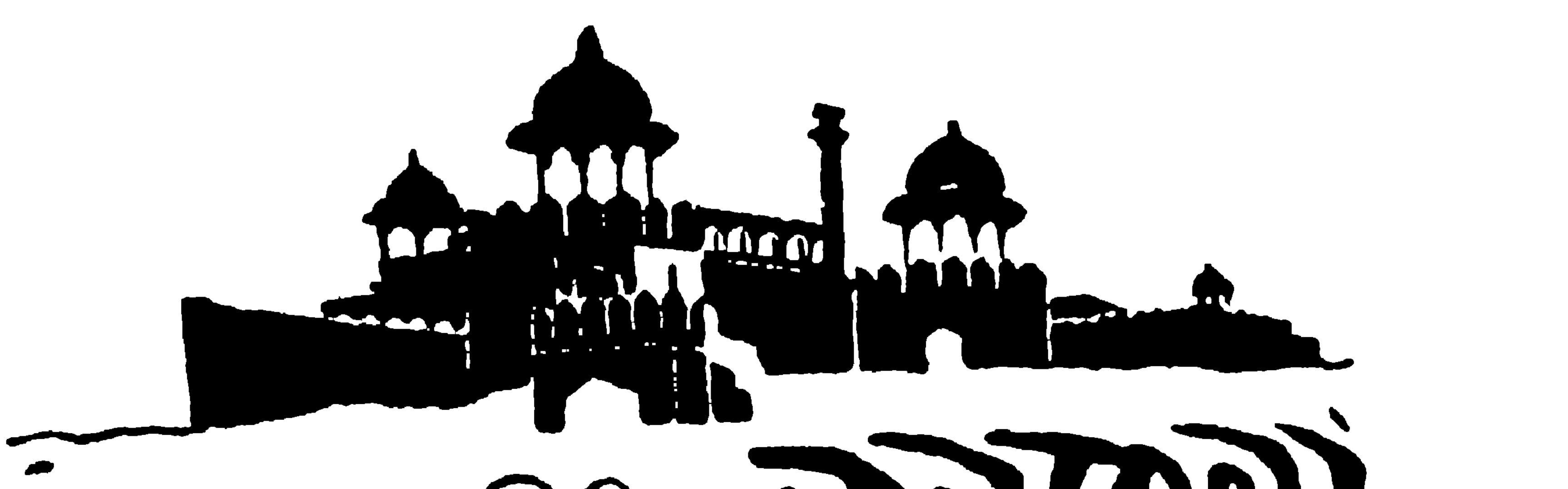

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১০ ॥

ক্যালিবান (১)

একদিন সকালবেলা কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে জীবনলালের ডাক পড়লো। ব্রিজম্যান বলল, জীবন, গতকল্য সিপাহীদের কামানের গোলা হিন্দুরাও কুঠি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল।

জীবন বলল, আমি রেসালা (cavalry) নিয়ে সব্জিমণ্ডির দিকে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম।

ব্রিজম্যান বলল, অনেকগুলো আস্ত গোলা আজ সকালে আমাদের ভিস্তিঅলা আর খানসামারা সংগ্রহ করেছে। কয়েকটা আস্তগোলা গড়িয়ে গিয়ে কুঠীর তয়খানায় (underground cellar) নাকি ঢুকেছে।

জীবন বলল, ওদের বলছি ভিতরে ঢুকে কুড়িয়ে নিয়ে আসুক।

পয়সা পাবে বলে ওরা ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু তখনি ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে এসেছে।

ভয়! কিসের ভয়? শুধায় জীবন।

তা ভালো করে বলতে পারে না। আচ্ছা ওদের ডাকো তো।

ঘরের বাইরে দীদার বক্স আর হাজি মিঞা অপেক্ষা করছিল। তারা ভিতরে এলে ব্রিজম্যান জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছিল ভালো করে বুঝিয়ে বলো তো রেসালদার সাহেবকে।

দীদার বক্স আর হাজি মিঞা দুজনেই দীর্ঘকাল কোম্পানীর ফৌজে আছে, ব্রিজ-ম্যানের রেজিমেন্টের সঙ্গেই আছে, দীদার বক্স ভিস্তিঅলা, হাজি মিঞা খানসামা। তারা বলে অনেক লড়াই, অনেক গদর অনেক হাঙ্গামা দেখেছে, ডরডর তাদের নাকি আর নাই। ব্রিজম্যান বলল তোমরা ডর পেলে কেন?

দীদার বক্স বলে, ইয়া আল্লা! ডর? ডর কেন পাবো? আমি কত মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার দেখেছি, ডরডর আমার নাই।

হাজি মিঞাও কম যায় না।

রেসালদার সাহেব, কামানের গোলা [illegible], আমি [illegible] মাথার উপরে [illegible] হাউস [illegible] নম্বর দৌড়, তিন নম্বর দৌড়ও যাচ্ছি। ডরডর পাবে আমার দুশমন।

দীদার বক্স বলে হাজি ভাই মনে আছে তো, সেদিন ভিস্তির মুখ খুলে দিয়ে এমন তোড়ে জল ছুটিয়ে দিলাম যে এক শালা সিপাহী পা পিছলে পড়ে গেল।

আরে সে বুদ্ধি তো আমি দিলাম তোমাকে।

সে তো দিলে লেকিন কাজটা কোন্ কিয়েছে।

হাজি মিঞা বলে, কাজ তো সবাই করতে পারে বুদ্ধি দিতে পারে কয়জনে?

উভয়ের এই আপোসে বাগ্‌বিতণ্ডায় সঙ্গে ব্রিজম্যান পরিচিত। সে বলল তোমরা দু'জনেই সমান বাহাদুর, এখন বলো কি হয়েছিল।

উভয়ে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আপাতত তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল, কাজেই আসল ঘটনা বর্ণনায় আর বাধা রইলো না।

ব্রিজম্যানকে লক্ষ্য করে দীদার বক্স শুরু করলো তহ্‌খানায় আমি পহেলা ঢুকেছি।

হাজি মিঞা বলে আরে আমি তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিলাম তবে তো পহেলা ঢুকলে

হাজি ভাই ঝুটা বলো না তুমি তো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

দীদার ভাই, রাস্তা সরু, একজনকে তো আগে যেতে হবে আগে পানি পরে খানা। আমার কি দোষ?

ব্রিজম্যান বলে, তোমাদের কারো দোষ নেই, এখন বলো ভিতরে কি দেখলে?

কুছু না হুজুর।

তবে পালিয়ে এলে কেন?

উভয়ে এক সঙ্গে বিস্ময়ে বলে ওঠে, ইয়া আল্লা? ভাগকে আয়া? কখ্‌খনো না। ভাগ যাতা মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার। হাম লোগ কভি ভাগা নেহি।

ছুটে বাইরে তো চলে এলে? তবেই হল।

হুজুর আগে তো বাহার এলো হাজি ভাই।

আরে দীদার ভাই, আমি তো পিছাড়ি [illegible] ভাই আগাড়ি বাহার এলাম।

জীবন শুধায়, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

ভয়? দুজনে এক সঙ্গে তারস্বরে অস্বীকার করে। ভয় পাবে মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার, দুশমন সিপাহী। ডরডর তারা অনেকদিন বিসর্জন দিয়েছে।

ভিতরে কোন শব্দ শুনলে কি?

এবারে ঠিক বলেছেন হুজুর। এক আবাজ।

দীদার বক্স প্রতিধ্বনি করে বলে, এক আবাজ।

কিছু দেখতে পেলে কি?

বাপরে বাপ। ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা। হুবু।

তিন চার সিপাহী ছিপকে আছে।

হাজি মিঞা পিছিয়ে থাকবে কেন? বলে,

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০
আলান ক্যাম্বেল জনসনের	
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭·৫০
আর জে মিনির	
চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০
প্রফুল্লকুমার সরকারের	
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অ না গ ত	২·০০
ভ্র ষ্ট ল গ্ন	২·৫০
সরলাবালা সরকারের	
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	৩·০০
ত্রৈলোক্য মহারাজের	
গীতায় স্বরাজ	৩·০০
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর	
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা— পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

হুজুর পাঁচটা ছুটা সিপাহী হ্যায়। ইয়া দাড়ি।

ইয়া মচ!

জীবন বলে, তোমাদের চোখের তো খুব তেজ, বিলকুল অন্ধেবার মধ্যে দাড়ি মচ দেখতে গেলে।

বিলকুল সফেদ তাই তো নজর হ'ল।

জীবন বলল, বেশ আমি ভিতরে গিয়ে দেখে এসেছি, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

জীবন বলে হাজি মিঞা, এবারে ভেতরে যাওয়ার পালা।

হাজি বলে, আমি আগে বাইরে এসেছি, তাই তুমি আগে ভিতরে যাবে।

জীবন বলে, তোমাদের কাউকে আগে যেতে হবে না, আমি যাবো আগে, তোমরা পিছনে পিছনে আসবে। কেমন?

দুজনে এক সঙ্গে বলে ওঠে, বহুৎ খুব। তারপরে বলে একটা চেরাগ নিয়ে আসি, ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা।

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দুজনে ছুটে চলে যায় বোধ করি চিরাগ আনতেই বা।

জীবনলাল হেসে ওঠে।

বিজম্যান বলে, ওরা আর ফিরবে না।

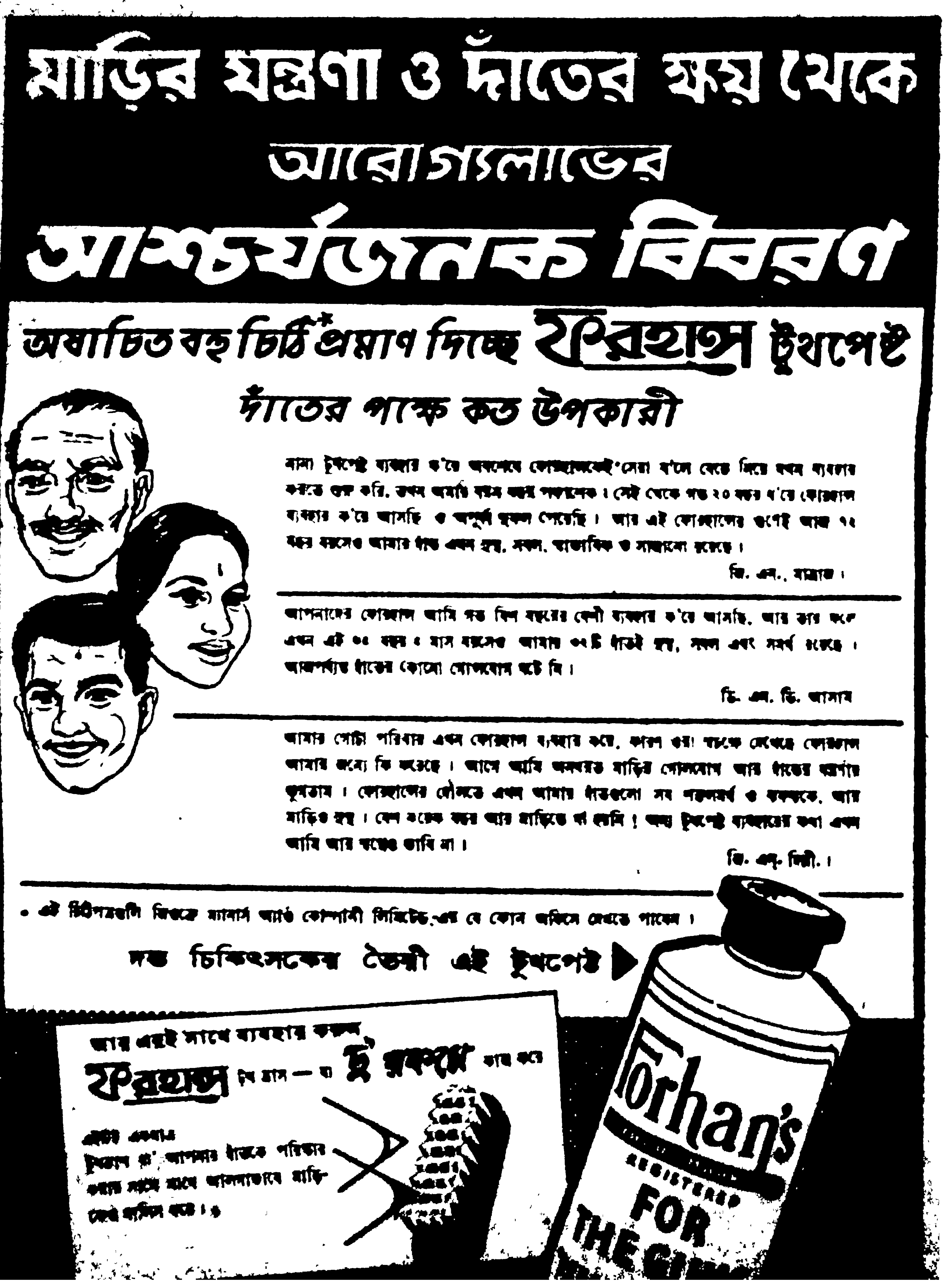

জীবন বলে, আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কি হয়েছে।

একটা কিছু অস্ত্র নিয়ো।

অস্ত্র নিতে হবে বই কি! এক আধজন সিপাহীর লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জীবনলালকে তহখানায় ঢুকতে উদ্যত দেখে স্বরূপ ও গুরুবচন সিং সঙ্গে যেতে রাজি হল। চলো আমরাও যাই।

জীবন বলল, ভিতরে অল্প জায়গা তার উপরে অন্ধকার, তিনজনে ঢুকে শেষে কি নিজেরা মারামারি ক'রে মরবো। তাছাড়া ভিতরে সিপাহী আছে মনে হয় না।

স্বরূপ বলে, আমারও তাই মনে হয়। ইংরেজের নামে সিপাই কাঁপে। সেই সিপাই যে সাধ করে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে, বিশ্বাস হয় না।

গুরুবচন বলল, সিপাহী না হোক জানোয়ার তো হ'তে পারে।

জীবন হেসে বলে, জানোয়ার না হোক পাখী নিশ্চয় হবে, খুব সম্ভব বাদুড়।

বলো কি বাদুড় নিয়ে এত কান্ড।

হ'তেই হবে স্বরূপজী। ভিতরে ঢুকেছিল কারা ভুললে চলবে না, বলে হেসে ওঠে জীবনলাল।

দীদার বক্স ও সুলজি মিঞার কথা মনে পড়ে স্বরূপের বলল এ দুটি জীবকে আগে তো কখনো দেখিনি।

এর পরেও এদের জুড়ি দেখতে পাবে না।

তা বটে চেহারা দেখেই অবশ্য এদের চমৎকারিত্ব। দীদার বক্স যেমন লম্বা তেমনি রোগা তেমনি মিশকালো আর সুলজি মিঞা যেমন মোটা তেমনি বেঁটে রংটা তেমনি টকটকে লাল।

স্বরূপের কথা শুনে গুরুবচন বলল ওই ওরা যৌজে না এসে পাখী ধরতে গেলে অনেক বেশি রোজগার করতে পারতো।

ইতিমধ্যে জীবন তৈরি হয়ে নিয়েছে। অতটুকু ঘরের মধ্যে বন্দুক ও তলোয়ার চলবে না বলে হাতে নিয়েছে পিস্তল আর কোমরে গুঁজেছে নেপালী কুকরি ছোরা।

স্বরূপ বলল, আমরা দুজন দরজার কাছেই আছি, দরকার হলেই ডাক দিয়ো।

তহখানার ভিতরে নামবার সিঁড়িতে আগাছা জন্মে গিয়েছে। দুহাত দিয়ে আগাছা ঠেলে সরিয়ে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে নেমে গেল জীবনলাল। প্রথম কিছুক্ষণ ক্ষীয়মান আলোতে বিলীয়মান তার মূর্তি দেখা গেল তারপরে একবার মোড় ঘুরতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সশস্ত্র স্বরূপ ও গুরুবচন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে [illegible] পাহারা করে। [illegible] মিনিট পরেই [illegible] বাঁকোপে বের

বান্দুরও নয় সিপাহীও নয় খুব সম্ভব একটা নেকড়ে।

নেকড়ে! বলো কি এলো কোথা থেকে? চমকে ওঠে গুরুবচন।

স্বরূপ বলে, আমার মনে হচ্ছে খুব কাছেই ছিল। মেটকাফ সাহেবের বাড়ির প্রকান্ড হাতার মধ্যে একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সাহেব পালালে সিপাহীরা সেগুলোকে ছেড়ে দেয়। আমার মনে হচ্ছে তারই একটা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

আর গুলো সব গেল কোথায়?

ঠিকানা দিয়ে যায়নি গুরুবচন সিং। তাদের খোঁজ না হয় পরে করবো, এখন তোমার হাতের বন্দুকটা দাও।

বন্দুকটা এগিয়ে দিতে দিতে গুরুবচন শুধায় একাই যাবে?

সঙ্গী নেওয়া চলবে না, জায়গা খুব অল্প, হাতে বন্দুক থাকলে আর ভয় কিসের?

আবার সে ভিতরে চলে যায় বন্দুক নিয়ে।

কয়েক মিনিট পরেই বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় ওরা মাটির নীচে বলে সে আওয়াজ যেন ভীমের হুঙ্কারের মতো গম্ভীর। ওরা যখন আশা করছে জীবনের প্রত্যাবর্তন তখন ভিতর থেকে আর একটা আওয়াজ উঠল যার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছু, তারা কখনো শোনেনি। হিংস্র [illegible] ক্রোধের সঙ্গে মানুষের বুকফাটা [illegible] কালবৈশাখীর মেঘের গর্জনের সঙ্গে [illegible] একটা অতিকায় সত্তা [illegible] তার তুলনা হলেও হতে পারে। [illegible] অন্দাজ একাধিক ও [illegible] সত্ত্বেও তাদের গায়ে [illegible] উঠল। এ ওর দিকে চায়। কি [illegible] তখনি আবার সেই গর্জনটা নৈসর্গিক না অতি প্রাকৃত ভিতরে [illegible] উচিত কিনা প্রভৃতি চিন্তায় যখন [illegible] দেখতে পেলো লম্বা লম্বা পা ফেলে এক সঙ্গে তিন চারটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জীবনলাল। তার কাপড়ে রক্ত, কপালে ঘাম, মুখমন্ডল অনিশ্চিত আতঙ্কে মসি ঢালা।

কিসের শব্দ জীবন ভাই?

জানি না বলে ব'সে পড়লো একখানা পাথরের উপরে।

ওরা দেখল বন্দুক নেই তার হাতে। জীবনের মতো দুর্দান্ত সাহসী পুরুষের হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ে যে ভয়ে, তা অনৈসর্গিক না হয়ে যায় না।

জানোয়ার না আর কিছু?

উত্তর দিল না জীবন। সাময়িকভাবে তার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়েছে। অর্থহীন বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ অন্ধকার [illegible] গুহা মুখে।

ঐ অন্ধ্যে জীবনকে জয় না করা অবধি ফিরবার অধিকার আমার কোথায়?

জীবন ও স্বরূপের মধ্যে যখন কথা চলছিল সেই সময়ে গুরুবচন ঘরে গিয়ে এক বোতল Rum নিয়ে এলো। বেশ খানিকটা Rum খেয়ে নিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠল জীবন। তখন ওরা প্রশ্ন শুরু করলো।

কি হয়েছিল বলো তো।

জীবন শুরু করে। তহ্খানায় ঢুকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত ক'রে নিতে চেষ্টা করছি এমন সময়ে বাঁ দিকে শুনতে পেলাম নিশ্বাসের শব্দ। ততক্ষণে চোখ সতেজ হ'য়ে উঠেছে, ঠাহর ক'রে দেখে মনে হল কি একটা জানোয়ার গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে। হয়তো বা নেকড়েই হবে। গুলি ছুঁড়লাম।

সে শব্দ আমরা শুনেছি, বলে স্বরূপ।

তখন ভাবলাম কি করি, আর একটা গুলি করবো না টেনে নিয়ে উপরে যাবো, মরেছে বলেই মনে হল। এমন সময়ে ঘরের দূরের অন্ধকার কোণ থেকে উঠল গর্জন যার মতো আগে কখনো শুনিনি।

আমরাও শুনেছি সেই শব্দ

জীবন বলে, প্রথম মুহূর্তে মনে হ'ল আরো একটা নেকড়ে লুকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যে ঘনতর অন্ধকারের মস্ত একটা পুঁটুলি। তারপরের মুহূর্তেই মনে হ'ল—না, এতো নেকড়ের আওয়াজ নয়, এমন কি কোন পরিচিত জন্তু জানোয়ারের গর্জনও নয়। এ কিরকম আওয়াজ! এ যেন শব্দের জল-স্তম্ভ, কোন্ পাতাল ভেদ ক'রে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

থামে জীবন। আবার একটু পরে আরম্ভ করে, তোমাদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয় পেলাম, জীবনে এই প্রথম ভয়। মা আমাকে চিনেছিল। বলতো ভয় যে একেবারে [illegible] জানতাম না ভয় কাকে বলে। সেদিন যখন কামানের মুখে বেঁধে রেখেছিল তখনো ভয় পাইনি। আজ আমার এই প্রথম ভয়।

গুরুবচন বলে, চলো না তিনজনে মিলে দেখি, ভূতপ্রেত নিশ্চয়ই নয়।

স্বরূপ বলে, পাহাড়ে জায়গা, নিশ্চয় কোন জানোয়ার হবে। গুলির আওয়াজে, সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে গর্জে উঠেছে। সেই ভালো, চলো তিনজন এক সঙ্গে যাই।

জীবন বলে, না তা হয় না, আমাকে একলাই যেতে হবে।

কেন বলো তো?

কেন বুঝলে না? ঐ ভীষণ আওয়াজ চ্যালেঞ্জ করেছে আমার পৌরুষকে। প্রথম দফায় ঘটেছে আমার পরাজয়, ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি। এই তো যথেষ্ট অপমান। এর পরে তোমাদের নিয়ে যদি অগ্রসর হই তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

এই স্বল্পকালের পরিচয়েই ওরা দুজন চিনেছে জীবনকে, জেনেছে যে বাগাড়ম্বরের বীরত্ব করা ওর স্বভাব নয়। তবু এ কথা তো বলতে পারে না নিশ্চিত বিপদের মুখে এগিয়ে যাও। তাই চুপ ক'রে থাকে। বিপদের মুখে বন্ধুকে এগিয়ে দেওয়ার ভাষা তারা জানে না। হয়তো সে রকম শব্দও নেই মানুষের অভিধানে। হয়তো সস্নেহ করমর্দন বা আলিঙ্গনই তার একমাত্র ভাষণ।

অবশেষে স্বরূপ বলে, যদি যাওয়াই স্থির ক'রে থাকো তবে ভালো দেখে একটা বন্দুক নিয়ে যাও।

না বন্দুকে কাজ হবে না, অন্ধকারে লক্ষ্য ফসকে যাবে। তার চেয়ে একখানা তলোয়ারে অনেক বেশি কাজ হবে।

গুরুবচন কোন কথা না বলে নিজের নূতন তলোয়ারখানা এনে তার হাতে দিল। বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ সম্ভাষণ উপযুক্ত অস্ত্র।

জীবন উঠে দাঁড়ালো।

ওরা বললো, তুমি বাইরে না আসা অবধি আমরা এখানেই থাকবো। আর তেমন যদি প্রয়োজন বোধ করো ডেকো।

সেই অন্ধকার গুহামুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জীবন বললো, ঘণ্টা-খানেক পরেও যদি বাইরে না আসি তবে তোমরা লোকজন নিয়ে গিয়ে আমার মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এসো। তারপরে ওদের সঙ্গে নিবিড় করমর্দন ক'রে খোলা তলোয়ার হাতে অটল পদক্ষেপে তলিয়ে গেলো অন্ধকারের মধ্যে।

॥ ১১ ॥

[illegible] (২)

[illegible]

কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে। সেবারে অন্ধকারকে যেমন একটু ঘনতর মনে হয়েছিল, এবারে আর তেমন তো মনে হচ্ছে না। আর একটা কোণের দিকে তাকায়। ঘরটা বেশ প্রশস্ত, সে কোণটা আরও দূরে। সেখানেও কিছু চোখে পড়ে না। তবু কেমন যেন তার মনে হয় ঘরটা শূন্য নয়, তাকে ছাড়া আরও কোন একটা সজীব সত্তার উপস্থিতিকে যেন সে অনুভব করতে পারে। কার যেন নিশ্বাস, কার যেন বুকের স্পন্দন, কার যেন চোখের দৃষ্টি মনের ইচ্ছা দিয়ে ঘরের অনেকটা যেন পূর্ণ। কিন্তু চোখে তো কিছু পড়ে না। অথচ সেই আওয়াজ, সেই ঘনতর অন্ধকারের বোধ এতো মিথ্যা নয়।

হঠাৎ কানে এসে নিশ্বাসের শব্দ। বেশ স্পষ্ট। না ভুল হতেই পারে না। নিয়মিত ছন্দোযুক্ত স্পন্দন। নিশ্বাসজীবী প্রাণীর ঐ তাল সুপরিচ্ছিন্ন। চোখ দিয়ে আগে গোড়া ঘরটা জরিপ করতে করতে বাধা পায় সেই জায়গায় যেখানে পড়ে ছিল মৃত জানোয়ারটার দেহ। জীবনের মনে হয় সেখানকার অন্ধকারটা যেন আগের চেয়ে স্ফীততর এবং নিশ্বাসটাও আসছে সেখান থেকেই। জানোয়ারটা বেঁচে উঠল নাকি [illegible] পারে [illegible] যেতো। তবে স্পষ্টতর মনে হচ্ছে বেশ [illegible] মৃতদেহের কাছে আর একটা জানোয়ার এসে দাঁড়িয়েছে নাকি? এত নিঃশব্দে যে টের পায়নি। ঐ জানোয়ারটাও কি টের পায়নি জীবনের অস্তিত্ব! এই রকম নানা চিন্তার স্রোত দ্রুত ছায়া সঞ্চার ক'রে যেতে লাগলো তার মনের মধ্যে। আবার কি গুলি করবে? না তার আগে বন্দুকের কুঁদো মেঝেতে ঠুকে দেখা যাক।

ঠক্ ঠক্ ঠক।

নাঃ, কোন সাড়া নেই

আবার সে ঠুকলো, ঠক্ ঠক ঠক্।

এবারে উঠলো আবার সেই পূর্বশ্রুত উৎকট আওয়াজ। জীবনের মনে হল আগের বারের মতো [illegible] যেন ভীষণ নয় তবু বেশ ভয়াবহ। এখনি আক্রান্ত হবে আশংকা করে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ এসে পড়লো না তার গায়ের উপর। তার বদলে উঠল আবার সেই করুণে ভৈরবে মিশ্রিত আওয়াজ। তার বিশ্বাস হল আওয়াজ যারই হোক তা অতিপ্রাকৃত কিছু নয় তারই মতো রক্তমাংসের জীবের। রক্তমাংসের জীব যখন তখন বন্দুক তলোয়ারের ক্ষমতার মধ্যে। নিজেকে বেশ স্বাভাবিক বোধ করলো জীবন।

এ [illegible] জানোয়ার আওয়াজ করে এবং আক্রমণ করে না। ঐ মৃত পশুটার বাচ্চা নয় তো! না এখন আর গুলী চালাবো না, তার আগে একবার আলো জেলে দেখে নেওয়া আবশ্যক।

তিন লাফে সে বাইরে এসে উৎকণ্ঠিত বন্ধুদের কাছে পৌঁছল—মশাল, মশাল, শিগগির একটা মশাল জেলে হাতে দাও।

কি দেখলে?

মুশকিল, দেখলে আর মশাল চাই কেন? শিগগির দাও।

গুরুবচন জ্বলন্ত মশাল এনে দিলো জীবনের হাতে। যেমন তিন লাফে বাইরে এসেছিল তেমনি তিন লাফে সে ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। ঘনতর রহস্যতারে পীড়িত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বরূপরাম ও গুরুবচন সিং।

এবারে মশালের আলোতে গুহার সব অন্ধকার দূর হল, তবু সব রহস্য দূর হল না। সে দেখতে পেলো, হাঁ, যা মনে করেছিল তাই, একটা নেকড়ে মরে পড়ে আছে, অন্ধকারেও গুলি ব্যর্থ হয় নি, একটা গুলিতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার গায়ের উপরে পড়ে ওটা কি! আর একটা নেকড়ে নাকি? ওটা মরেছে বলে তো মনে হয় না, নড়ছে যে। এমন সময়ে জীবনের পায়ের শব্দ ও আলোর আভা পেয়ে সেই জানোয়ারটা মুখ তুলে চাইলো তার দিকে। কী মুখ! ভয়ে কেঁপে উঠে দশ পা পিছিয়ে যায় জীবন! এ কি মুখ! কার মুখ! সে ভাবে এ তো নেকড়ে নয়, অথচ নেকড়ে ছাড়া

আর কী বা বলা যায়। সে আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে জীবটার মুখের দিকে, তার মনের মধ্যে একসঙ্গে বিস্ময় জুগুপ্সা ভয় মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। সে দেখে আর ভাবে, এ কি বনের জন্তু, না বনমানুষ। মুখখানা গোলপানা যেন মানুষের মুখের একমেটে খসড়া কপালের একটু অংশ আর নাক ও চোখ বাদে সমস্ত ঘন লোমে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে যখন হাঁ করছে দেখা যাচ্ছে সূঁচলো তীক্ষ্ন দাঁতের সার। জানোয়ার ছাড়া আর কি হবে! অথচ জীবটা যখন তাকায় তার দিকে তখন চোখের চাহনিতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা জন্তু-জানোয়ারে সম্ভব নয়। মনুষ্য সুলভ চৈতন্যের অতি ক্ষুদ্র একটি কণিকা [illegible] কবুণাতে সিঞ্চিত হয়ে মাঝে মাঝে চকচক করে ওঠে তার দুই চোখে। জীবটা মৃত নেকড়ের বুকের উপরে দুই [illegible] থাবা ছাড়া আর কি দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ন, [illegible] দুটো পা ছাড়া আর কি [illegible] ঘন লোমে আচ্ছন্ন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আলোর দিকে, জীবনের দিকে।

একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জীবন ভাবে এখন কি কর্তব্য, উপরে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে আসবে, তারপরে সবাই মিলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ওটাকে বাইরে। এ ছাড়া আর করবার আছেই বা কী। গুলি করে মারবার কথা ভাবাই যায় না। ওর চোখে যে মানুষের চাহনি। পশু যদি মানুষের মতো তাকাতে পারতো তবে পশু হত্যা করতো কোন্ পাষন্ড! কিন্তু মানুষ কি মানুষ মারে না! মারে বই কি। তখন মানুষ যে তাকায় পশুর চাহনি নিয়ে।

জীবন ভাবে, আচ্ছা দেখাই যাক না একবার বন্দুকটা তুলে কি করে ও। বন্দুক তুলতেই জীবটা প্রাণপণ বলে আঁকড়ে ধরে মৃতদেহ। জীবন বোঝে ওর ধারণা হয়েছে একবার যখন নেকড়েটা মারা হয়েছে তখন আবার তাকেই মারা হবে তাকে ছাড়া আর কাউকে যে মারা যেতে পারে ভাবতে পারে না ঐ অদ্ভুত জীবটি। এখন জীবন আর এক রকমের পরীক্ষা করে। পায়ের কাছে [illegible] [illegible] পা দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এটা, [illegible] তীক্ষ্ন [illegible] [illegible] ও কর্কশ [illegible] প্রকট করে বিকট [illegible] ডেকে ওঠে ওটা। এ তো মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত স্বর নয়। কিন্তু তখনি জীবনের [illegible] ওর চোখের দিকে ঐ [illegible] [illegible] আদিম চাহনি [illegible] মানুষ মা বিস্মৃত।

জীবন ভাবে মানুষে পশুতে মিলিয়ে সৃষ্টি-কর্তার এ কি অনাসৃষ্টি ব্যাপার। জীবন দেখে যে, মশালটা নিবতে শুরু করেছে, সম্পূর্ণ নিববার আগে যা হয় কিছু করা আবশ্যক, কেন না ঐ অদ্ভুতের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও সে থাকতে পারবে না অন্ধকারে। তখন সে বাঁ হাতে মশালটা ধরে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মৃত নেকড়েটাকে মারে এক ঠেলা। অমনি এক কান্ড ঘটে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট রব তুলে চার হাতপায়ে তেড়ে আসে জীবটা। ভয়ে কৌতূহলে জুগুপ্সায় মশাল ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাইরে ছোটে জীবন, পায়ের শব্দ বোঝে জীবটা আসছে তাকে তাড়া করে।

জীবনকে দেখে সবাই এগিয়ে যায় [illegible] ও [illegible] ছাড়াও [illegible] গিয়েছে। শুধায় কি হল?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই ওরা [illegible] উত্তর পায় [illegible] এ দুটো [illegible]

জীবন পিছন ফিরে দেখে [illegible] দুটো। [illegible] এলো কোথা থেকে যে [illegible] এ দুটোর মধ্যেই মিশে ছিল [illegible] চোখে পড়ে নি [illegible] জীবন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবাই ভয়ে পিছিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] কেউ [illegible] [illegible] কেউ [illegible] সবাই [illegible] পশুর মতো [illegible] [illegible] ঘন লোমে আচ্ছন্ন, পশুর মতো দাঁত নখ [illegible] জিহ্বা, [illegible] নয় কোথায় যেন একটা ক্ষীণ [illegible] মানুষের সঙ্গে। [illegible] ভালো করে [illegible] পারে না ও দুটো [illegible] মানুষ যা [illegible] ছিল, না যা ভবিষ্যতে হবে!

কোলাহল শুনে কর্নেল ব্রিকম্যান আসে, কি হয়েছে

কর্নেলকে দেখে সবাই জায়গা ছেড়ে দেয় জীব দুটোকে একনজরে দেখেই ব্রিকম্যান বলে ওঠে, Wolfboy! কি আশ্চর্য একেবারে দু' দুটো!

তারপর জীবনদের দিকে তাকিয়ে বলে এ এক বিরল জীব। একবার পুনার কাছে এক পাহাড়ে ধরেছিলাম একটা। অল্পদিন পরেই মরে গেল। মানুষের ঘরে এরা টেঁকে না। যাই হোক, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। কিন্তু খুব সাবধানে, ওরা যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। মানুষের বুদ্ধি পশুর হিংস্রতা দুই পেয়েছে ওরা। খুব সতর্ক হয়ে ওদের handle করবে।

শিকলে বাঁধা পড়ে অদ্ভুত জীব দুটো।

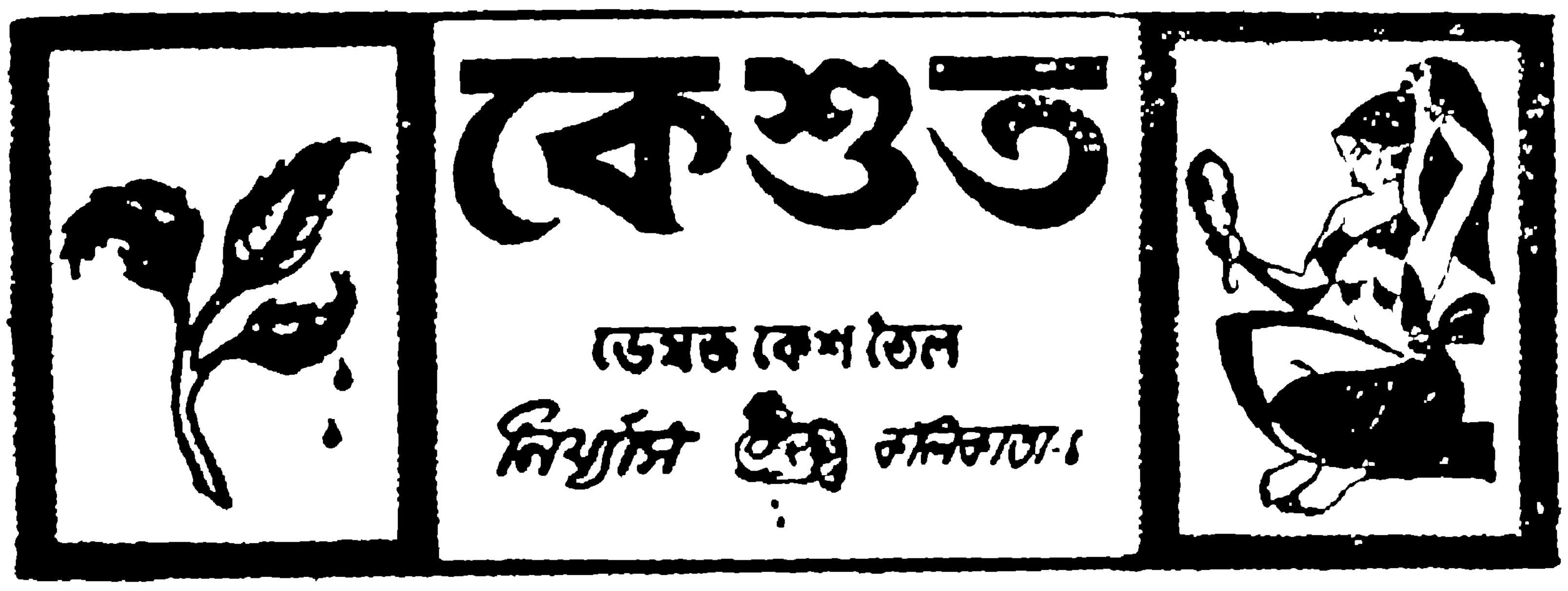

সুপিরিয়র ফ্লোরেসেন্ট হোয়াইটনিং পাউডার
শুভ্রতর আর উজ্জ্বলতর করে
সুতি আর রেয়নের কাপড়।
ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড,

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ভারতীয় সঙ্গীতের উপেক্ষিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এমন কয়েক জন প্রধান ব্যক্তির নাম আমরা বিস্মৃত হয়েছি যাঁরা আমাদের বর্তমান সঙ্গীতকে সংগঠিত করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এযুগেও তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়নি, সরকার ব্যয় করেছেন প্রচুর, স্থানে স্থানে অ্যাকাডেমী প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে কিন্তু যাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই তাঁদের কৃতজ্ঞতার ঋণ আজও পরিশোধ করা হয়নি। এর প্রধান কারণ, যে দেশে যে কাজটুকু করা উচিত ছিল সে দেশে সেই কাজের কথা ভাবা হয়নি। উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গবেষণা অনেক বেশী পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান বিস্তৃতি এই অঞ্চলেই ঘটেছে অথচ এই দুই প্রদেশের সাঙ্গীতিক তথ্য কমই উদ্ঘাটিত হয়েছে। দিল্লী, জৌনপুর, লখনউ, কাশী, গোয়ালিয়র

এইসব অঞ্চলের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। বহু সুরকার সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তি এইসব স্থানে সঙ্গীত সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন — সে সব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোকপাত করবার প্রয়োজনীয়তা এ পর্যন্ত অনুভূত হয়নি। এছাড়া [illegible] সম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা হওয়া [illegible]। মুসলমান [illegible] বহু [illegible] এই অঞ্চলে এসেছেন। [illegible] সঙ্গীত প্রচলিত ছিল যেগুলি ক্রমে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গেছে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

কিছুকাল হল আকাশবাণী একটি চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটি হল বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের প্রচার। যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধে কাজ করেন তাঁদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। উদাহরণ স্বরূপ একদিন গুজরাটের প্রচলিত গানগুলি শুনতে শুনতে এমন কয়েকটি গীতরূপের পরিচয় পেলুম যার উল্লেখ বেশ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা ছিল এই গানগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠান থেকে জানা গেল যে আকৃতির কিছু পরিবর্তন হলেও সেই নামগুলি এখনও রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় আকাশবাণী এই অনুষ্ঠানগুলিকে নেহাৎ "ফীচার" হিসাবে দেখেন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তাঁরা মূল বস্তুগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতেন এবং সঙ্গীতগুলি স্বরলিপি করে রক্ষা করতেন। আমরা আকাশবাণীকে অনুরোধ করি এখন থেকে তাঁরা এ বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করুন এবং বুলেটিনের আকারে চিত্র, স্বরলিপি সহ প্রচারগুলি প্রকাশ করতে থাকুন। মামুলি 'বেতার জগৎ' গোছের পুস্তিকা ছাড়া আকাশবাণীর অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত করবার সুযোগ রয়েছে। অথচ, এদিকে তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।

উত্তর প্রদেশের পক্ষে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বহুতর গবেষণার ভার গ্রহণ করা সুবিধাজনক এই কারণে যে ওই অঞ্চলের বহু পণ্ডিত উর্দু, ফার্সীতে অভিজ্ঞ [illegible] করলে এই দুটি ভাষায় এমন অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাবে যার থেকে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান মেলা সম্ভব। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ এই পাঁচটি শতাব্দীর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে গেলে ফার্সী উর্দু এবং উক্ত প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি ছাড়া তথ্যনিরূপণের কোন উপায় নেই। এই যুগের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি প্রায়ই প্রাচীন সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তিতে ভরা। প্রচলিত সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহেলা এবং অনুল্লেখ মধ্যযুগের সংস্কৃত সঙ্গীত সাহিত্যকে নিতান্ত দরিদ্র করে রেখেছে। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে আমাদের কৌতূহল [illegible] নিবৃত্ত হবার নয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দুতিনজন ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করব গোয়ালিয়রের রাজা মানের নাম। রাজা মানকে বর্তমান ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনিই একটি সম্মেলন আহ্বান করে তৎকালীন সঙ্গীতের রূপগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ধ্রুবপদের বিশিষ্ট রূপটি অনুমোদন করেন। শুধু তাই নয় বহু মিশ্ররাগও তিনি নির্ণয় করেন যেগুলি প্রচুর পরিমাণে গাওয়া হয়ে এসেছে। রাজা মান তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই মানকুতূহল গ্রন্থটি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না। ফার্সী তর্জমা না থাকলে মানকুতূহল সম্বন্ধে জানাই শক্ত হত। যিনি এই গ্রন্থের তর্জমা করেছিলেন তিনি রাজা মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মোগল দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও তিনি তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধেই রাজা মানের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

আর একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন নায়ক বখশু। ইনি রাজা মানের সহযোগী ছিলেন। বস্তুত বখশুর সহায়তায় ধ্রুপদের সংগঠনকার্য বহুল পরিমাণে সহজ হয়েছিল। বখশু বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। কেবলমাত্র গায়ক হিসাবেই এঁর প্রতিষ্ঠা নয় সঙ্গীত জগতের একজন চিন্তানায়ক বলেও এঁর স্বীকৃতি ছিল। তিনি বহু ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। সেইগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। অথচ রাজা মানের মৃত্যুর পর তিনি একাই নবসৃষ্ট ধ্রুপদকে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত

কুমারেশ ঘোষের

উপন্যাস	নীল ঢেউ সাদা ফেনা	৪·০০
	বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস	২·৫০
ভ্রমণ	ইংরেজের দেশে	৪·০০
	নব্য তুর্কী : সভ্য গ্রীস	২·০০
[illegible]	যদি গদি পাই	২·০০
	স্বামী পালন পদ্ধতি	২·০০
নাটক	যম ১·৫০ ম্যানিয়া	১·০০
	ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল	১·৫০
সম্পাদনা	সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা	৪৲
	সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা	৩৲

গ্রন্থ-গৃহ ॥ ৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

করেছিলেন। [illegible] সমসাময়িক ধ্রুপদের সঙ্গে পরবর্তীকালের ধ্রুপদের তুলনা করবার মত কোন উপাদান আর পাওয়া যায় না। ধ্রুপদের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করবার মত সম্বল আমাদের কমই আছে। এইসব নায়কদের কীর্তিগুলি বিলুপ্ত না হলে এই দশা ঘটত না।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শর্কীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের অনেক কিছু জড়িত কিন্তু তাঁর সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সুলতান হোসেন খেয়াল গানের উদ্ভাবন করেন এমন কিম্বদন্তী দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। পুরোপুরি সত্য না হলেও খেয়ালের শ্রীবৃদ্ধি তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন নতুবা এমন একটি কথা প্রচলিত থাকত না। তিনি চুটকলা নামক এক প্রকার কাব্যসঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি সাধরা (সাদ্রা ?) নামক এক শ্রেণীর গীতের প্রবর্তন করেন। এটি বীররসেও প্রযুক্ত হত। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আদর্শ বলে গণ্য হত। তিনি বারোটি মিশ্র শ্যাম এবং চার প্রকার মিশ্র টোড়ী রচনা করেন। জৌনপুরী রাগটিও তাঁরই পরিকল্পনা বলে শোনা যায়। বহলুল লোদীর সঙ্গে বহু যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন। নতুবা হয়ত তাঁর সাঙ্গীতিক কীর্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেত।

এই কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্ ছাড়া আরও অনেক গায়ক বাদক আছেন যাঁদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানা প্রয়োজন। তানসেন পুত্র বিলাস খাঁ শাজাহানের দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক কবিরায় জগন্নাথ, লাল খাঁ গুণ সমুদ্র এবং ঔরংগজীবের প্রিয়গায়ক খুশহাল খাঁ গুণ সমুদ্র—এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান অনেক পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল তাহলে গল্পের বদলে ইতিহাস নির্ণয় করা যেত। হরিদাস স্বামীর সংগীত জীবন সম্বন্ধেও গল্পই বর্তমান, ইতিহাস নেই। একজন শেখের নাম আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত। ইনি হচ্ছেন বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী। তিনি অনেক রাগের শুদ্ধরীতি নির্ণয় করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। বস্তুত অনুসন্ধান যদি বৈজ্ঞানিক রীতিতে আরম্ভ হয় তাহলে এ যুগেও এঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব। উত্তর ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস মন্থন করে বর্তমান সঙ্গীতের আদিরূপ যাঁরা নির্ণয় করে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য উদ্ঘাটন আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা উচিত।

একটি চিঠি

মহাশয়,

প্রকৃতই বাংলা দেশে বি মিউজ ডিগ্রী এখনও সাধারণ লোকের কাছেই শুধু অপরিচিত নয় শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এমন কি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনেকের কাছে অজ্ঞাত। এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য নিঃসন্দেহে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন আছে। [illegible] দেখেছি কি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং কি ঔপপত্তিক ক্ষেত্রে সর্বদিকেই ডিগ্রী কোর্সটি উচ্চতর শিক্ষার একটি সোপান মাত্র, শুধু মাত্র তার গভীরতার পরিমাপটুকুই নির্দেশ করে। সুতরাং যথার্থভাবে এই বিদ্যার ভিতর প্রবেশ করতে হলে যে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের প্রয়োজন অপরিহার্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র বি-মিউজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ না থাকার জন্য তাদের সমস্ত আগ্রহ এবং উচ্চ আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে রয়েছেন, ফলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার কোর্সটিকে একটি স্বতন্ত্র দিক হিসাবে গ্রহণ করতে চাইবে না এবং পরিধিও সাধারণের কাছে আবার সংকুচিত হবে। এমন অবস্থায় এর বিস্তৃতির জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের প্রবর্তন করা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং সঙ্গীতের মানও যথেষ্ট উন্নত হবে। আর বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে বি মিউজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে অন্তত বাংলা সাহিত্যে এম এ পড়ার সুযোগ পায় এবং তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করব।

ননীগোপাল দত্ত

[illegible]

গৃহকর্তামাত্রেই বনস্দা-য় রান্না করা খাবার পছন্দ করেন

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

উনচল্লিশ

আগে আগে পচা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফিসফিসিয়ে বলে, ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে চলবি। ফাঁকায় যমরাজ হাঁ করে আছেন—ফাঁকা না ধোঁকা। সাপে গর্ত খোঁজে, আমরা অতদূর অবশ্য পেরে উঠিনে—যাচ্ছেও ঠিক তাই। গাছতলার অন্ধকার আড়াল-আবডাল খুঁজে নিই।

অপথ কুপথ ভেঙে। ঘরকানাচে এসে থমকে দাঁড়াল: এইখানটা মনে কর্ সিঁধ কাটতে হবে। বেড়ার ওধারে খাট তক্তাপোশ বাক্স-পেটরা নেই পরিষ্কার মেঝে। খোঁজদার দেখেশুনে এই জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। কি করবি এবারে সাহেব?

সাহেব থতমত খেয়ে বলে কাটতে লেগে যাব—আবার কি!

এমনিভাবে বসে? হয় হয় কী বোঝালাম তবে এতক্ষণ ধরে! বাড়ির কেউ যদি বেরোয় সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে একটা লোক ঐখানটায় বসে বসে কি করছে। পথ চলতি লোকেও দেখতে পাবে।

হতভম্ব হয়ে সাহেব বলে তবে কি করব?

ফাঁকাটা মেরে দিবি সকলের আগে। পাতাশুদ্ধ বড় ডাল এনে পুঁতে দিলি, তার আড়ালে বসে বসে কাজ। লোকে কারিগর দেখতে পাবে না দেখবে গাছ একটা।

কিন্তু বাড়ির লোকে জানে, ফাঁকা জায়গা—গাছগাছালি নেই ওখানে।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে, সেটা মনে রাখিস। তখন অত তালিম করে দেখার হুঁশ থাকে না।

কানাচ ঘুরে দুজনে উঠানে এসে পড়ল। রাত ঝিমঝিম করছে নিষুপ্ত বাড়ি। দাওয়ার ধারে গিয়ে পচা বলে উঠে পড়। বেড়ায় গিয়ে কান পাত। বিদ্যার পরীক্ষা হবে।

শীর্ণ হাতের একটা আঙুল ঢোক করে বাপের সুরে পচা বলে, ধড়াস-ধড়াস করছে যে বুকের ভিতরটা। আাঁ, বাড়ি ফিরে চল্ তাহলে। কাজ নেই।

[illegible]

লাইনের নতুন মানুষ নাকি? কলকাতার মতো জায়গায় রাস্তার কাজ করে বেড়িয়েছি ভিড়ের কামরায় শুয়ে বসে রেলের কাজ করেছি। গৃহস্থ-বাড়িতে রাতের কাজও একবার হয়ে গেছে গ্রামময় সোরগোল তুলে। জগবন্ধু বলাধিকারী হেন মানুষ কাজ দেখে তাজ্জব। তিনিই তো আপনার হদিস দিয়ে দিলেন।

মুখে এই বলছে মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে। এত বড় ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা—ধুকপুকোনি আসে বই কি! কিন্তু বুকের ভিতরের খবর এ-মানুষ টের পান কি করে? সে-ও কি কানের গুণে?

পচা বলে ভয় নেই। মন্তোর পড়ে দিচ্ছি, নিদালি মন্তোর। জেগে থাকলে ঘুমে ঢলে পড়বে। কাঁচা ঘুম হলে ঘুম গাঢ় হবে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। গুরু কাড়ালি যখন গুরুর উপর ভরসা রাখিস।

পায়ের না একটু মাটি তুলে নিয়ে পচা বাইটা মন্ত্র পড়ছে। পুজোআচ্চার মতন ওং-বং নয়। হুড়হুড় করে পড়ে যাচ্ছে। বাংলা ঠিকই কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারা যায় না। মন্ত্র পড়ে মাটি ছুঁড়ে দিল ঘরের দিকে। [illegible] ভয় করিস নে [illegible] কি নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে।

লজ্জা পেয়ে সাহেব দাওয়ায় উঠে বেড়ার গায়ে কান পেতে দাঁড়াল। পচা বাইটা সুড়ুৎ করে সরে আবার এক গাছতলায়। গিয়ে কেবল দাঁড়ানো নয় গুঁড়ির গায়ে জোঁকের মতন লেপটে আছে। সেই গাছতলায় দৈবাৎ কেউ এসে পড়লেও মানুষ বলে ঠাহর পাবে না গাছের গুঁড়ি ভাববে। কাজ সেরে সাহেব সেখানে এল। বাড়ির সীমানা ছেড়ে ওস্তাদ-সাকরেদ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ল।

অগাধ বাঁশঝাড় জোনাকি ফুটছে নিভছে, নিবিড় অন্ধকার জায়গাটা। সেইখানে এসে দাঁড়াল। আসল পরীক্ষা এইবারে: ঘরে ক'জন?

[illegible]

ঠিক বলে শুনছ নাকি?

সাহেব দৃঢ় স্বরে বলে হাঁ দুরকমের নিশ্বাস ঘরের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে শুনে এলাম। দুরকম ছাড়া তিনরকমের নয়, একরকমও নয়। তবে মানুষ নয় দুজনাই একটি ওর মধ্যে বিড়াল। বিড়াল ঘুমুলে ঘু উ-উ—একটা শব্দ হয়। পাটোয়ার-বাড়ি অনেকগুলো পোষা বিড়াল—শব্দটা ওখান থেকে চিনে নিয়েছি।

ভারি প্রসন্ন পচা। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, সাবাস বেটা! মানুষ একজনই [illegible]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫ নঃ পঃ

২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „

৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „

৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫ „

৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫ „

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন ১·২৫ „

৭। মায়াবতীর পথে ১·০০

৮। **Federated Asia 4.50**

Approved for college and school libraries and for prize. Order No. ITB 2nd April '62 by the Govt. of West Bengal. (Calcutta Gazette notification 26 July '62).

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি-৩৮৪)

আমার আপনার চুলে
স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণের
উজ্জ্বলতা

হেয়ার ডাই

মানুষ মরে চুকে যখন দুয়োর দিল, বাঁশতলা থেকে আমি ডাক করে ছিলাম তোকে আজ স্মরণ করুন বলে। কী মানুষ, দেখি বলতে পারিস কি না।

মেয়েমানুষ। সধবা।

পচা প্রশ্ন করে, পুরুষ নয় কেন? সধবাই বা কেন বলছিস?

পাশ ফিরলেই চুড়ির আওয়াজ। বিধবা বা পুরুষ হলে হাতে চুড়ি থাকত না।

ভাল, ভাল। ঠিক বলেছিস। উল্লাসে ডগমগ হয়ে পচা বলে, সেই লোকের বয়সটা কী রকম বলতে পারিস? ছোটমেয়ে না ভরভরন্ত যুবতী, না থুথুড়ে বুড়ি? পারবি নে বলতে। দু-দিনে চার-দিনে দু-মাসে চার মাসে কেউ পারে না। যতখানি বলেছিস, তাই তো তাজ্জব হয়ে গেছি। খাটতে হবে বাবা, বড় কঠিন সাধনা। তুই ঠিক পারবি। অনিয়ম বয়সে আজ আমার বড় আহ্লাদ—ছেলের মতো ছেলে একটা পেয়েছি এতদিনে।

এত প্রসন্ন যে পয়লা পাঠ সঙ্গে সঙ্গে

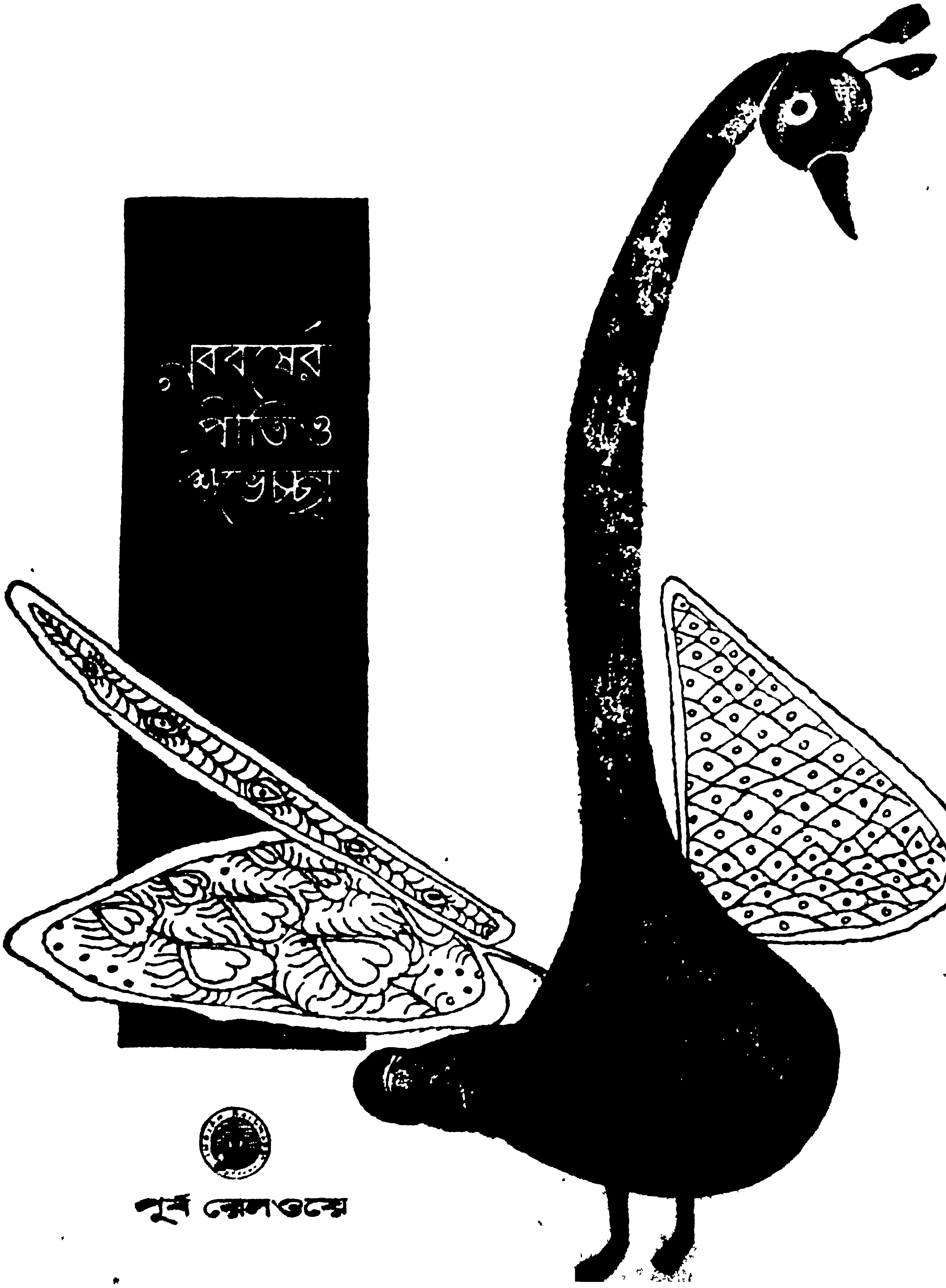

আরম্ভ হয়ে গেল—শুভ এই নিশিরাত্রি থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পচা বাইটা নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর জুত করে বসল। সাহেবকে দেখিয়ে দেয় ঃ দেখুন—

সকলের বড় শিক্ষা হল নিশ্বাস থেকে মানুষ চেনা। বেড়ার ঘর হলে বেড়ার উপর কান রেখে নিশ্বাস শোনে, পাকা দালান-কোঠা হলে দুয়োর-জানলার ফুটোয় কান পাতে। দুয়োর-জানলা নিশ্ছিদ্র করে এঁটেছে তো সিঁধ কাটা ছাড়া উপায় নেই। শুধুমাত্র নিশ্বাস পরখের জন্যে সিঁধ—কারিগর হেন ক্ষেত্রে পা নয়, মাথা কিছু-দূর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝিম হয়ে থাকবে। নিশ্বাস শুনবে ঘরের লোকের। ক'জন মানুষ নিশ্বাসের ফারাক থেকে গুণতি হয়ে যাবে। কার ঘুম কি রকম, গাঢ় না পাতলা—বুড়ো মানুষের ঘুম পাতলা, জোয়ান যুবা ও ছেলেপুলের গাঢ় ঘুম। এত সমস্ত বিচার—সর্বশেষে ঘরে ঢোকে। পায়ের ঘায়ে অমনি উঠে পড়লেই হল না।

আরও আছে। ছেলেপুলে নিতান্ত কাঁচা-কাঁচা থাকলে বিপদ—ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে অমোঘ ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঁচা বয়সের চনমনে মেয়ে-বউর ঘুম অতি পাতলা। বয়সের দোষে ছটফট করে, উঠে বসে এক-একবার বিছানার উপর। নষ্টদুষ্ট হলে তো আরও গোলমাল। এমন মেয়েমানুষ যে ঘরে আছে—মুরুব্বিরা বলেন, হীরামুক্তোর পাহাড় পড়ে থাকলেও সেখানে ঢুকবে না।

বহুদর্শী প্রাচীনদের কথা কারিগরে বর্ণে বর্ণে পালন করে। তবে বাঁধা সড়ক হল সাধারণ দশজনার জন্য। আসল গুণী যারা তাদের কথা আলাদা। কোন নিয়ম সাধতে পারে না তাদের। অবস্থা বিশেষে নিজের পথ দেখে নেয়। নির্বিঘ্ন পাড়ি বরঞ্চ সহজে কাজ হাসিল করে। যেমন এই সাহেব শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদের দেওয়া কাঠি প্রথম হাতে পেয়েছে। কাঁচা বয়সের বউ-মেয়ের গা ছুঁতে মানা—সাহেব কিন্তু অবাধে আশালতার পাশে শুয়ে গায়ের গয়না ধীরেসুস্থে একটা একটা করে করে খুলে নিল। আশালতাই হাত বাড়িয়ে কান বাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে কাজের সুবিধা করে দিয়ে যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এক বাড়ির কথা বলি—

নামধাম বলা যাবে না, মহামানী গৃহস্থ। কাঁচা বাড়ি, তবে মাটির উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা চন্দ্রসূর্য অবশ্য দেখতে পান, কিন্তু নরলোকের কেউ না দেখে সেজন্য কড়াকড়ির অন্ত নেই। গিন্নি-ঠাকুমনের বয়স সত্তর উত্তীর্ণ হবার পর তবে কর্তা অনুমতি দিয়েছেন—এখন তিনি মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দায়ে-বেদায়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে একটা দুটো কথা বলেন। এমনি বাড়ি।

বাড়ির জামাই শ্বশুর বাড়ি এসেছে আজ ক'দিন। মেয়ে অতএব সাজসজ্জা করে গয়নাগাটি যেখানে যা আছে অঙ্গে চাপিয়ে বরের কাছে শোয়। খোঁজ-দার দেখেশুনে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলেছে। ঐ গয়নার বোঝা থেকে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

এক প্রহর রাত না হতেই নিসিকুটুম্বরা ঘরের কানাচে আস্তানা নিয়েছে। খেয়েদেয়ে জামাই ঘরে এসেছে, শুয়ে উসখুস করছে। বউ আসেই না। অনেক পরে বাড়িসুদ্ধ খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বউ মৃদু পায়ে আসছে। কাচনির বেড়া বলে সুবিধা—বেড়ায় চোখ কান দুটো ইন্দ্রিয়ই পেতেছে সাহেব। ভাবি লজ্জাবতী মেয়ে তো—বরের কাছেও মুখ খুলতে পারে না, লজ্জায় ভেঙে পড়ছে। খোঁজদার উল্টোরকম বলে-ছিল কিন্তু। আলো নিভিয়ে দিল। খানিক-ক্ষণ পরে ঘুমুচ্ছে দুজনে বিভোর হয়ে। যেখানটা সিঁধ হবে জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। কাঠি হাতে নিয়ে ডেপুটি তৈরি—ইসারা পেলেই সিঁধ দেয়। সে ইসারা আসে না কিছুতে। ডেপুটি কতক্ষণ ধরে আছে না জানি। ডেপুটি নিজেও একবার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এল—স্বামী-স্ত্রী ... নিশ্বাস ফোঁস ফোঁস করছে ঘরে ... তবু কিন্তু বেড়া ছেড়ে সাহেব নড়ে না। সেই এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। হুকুমহাকাম দেয় না কিছু।

অবশেষে একসময় সাহেব এসে ডেপুটির হাত ধরে টানে: সিঁধ হবে না। কাঠি বরঞ্চ পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে চলে এসো। ... এবাড়ি আয়োজন বিফল—ডেপুটি ভাবছে এইসব। কিন্তু সাহেবের মুখে ... হাসি ... ডেপুটিকে পাশে নিয়ে ... বসে থাকছে—যেন দুটো মূর্তি ... গাছের গুঁড়ি। অনেক-ক্ষণ কাটল। শব্দ করে মৃদু একটু আওয়াজ হয়ে ঘরের দরজা খুলে যায়। দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশিরাত্রের অন্ধকারে বাড়ির ... যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। খোঁজদার ঠিক খবরই দিয়েছে বটে—নষ্ট মেয়ে নাগরের কাছে গেল। এ সময়টা ভয়ডর থাকে না। কিন্তু অন্য কেউ না জানুক, স্বর্গের অন্তর্যামী আর মর্তের চোর এ দুয়ের চোখে পড়বেই। লুকিয়ে ছিল সাহেব এরই জন্যে—টুক করে ঘরের ভিতর গিয়ে বালিশের তলা থেকে মাল নিয়ে যথাপূর্ব দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলো।

এক কণিকা ধুলোমাটি গায়ে লাগল না। কানের গুণে টের পেয়েছে, জামাই আর মেয়ের মধ্যে একটা ঘুম মোক। ঘুমের ভান করে আছে মেয়ে, বরের ঘুম এঁটে এলে বেরিয়ে পড়বে। এত গয়না বাইরে আনতে

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা

সাতটা থেকে দশটা

ন'টা থেকে বারোটা

দ্বাপর থেকে কলি

(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ **চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স**
১/১/১এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামীনে, ২৫০ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদির জন্য,—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.,
(K—57) AMRITSAR—5.

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেতারে বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

বহুচিত্র-শোভিত—ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬·০০

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা,—বাঙলা যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী-মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—৩·৫০

সাধনা

বেদ, উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু স্তোত্র, সাড়ে তিন শত বাংলা, হিন্দী ও জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে॥

প্রবাসী বলেন,—প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী দ্বারা ক্রীত হইবার দাবী রাখে॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪·০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

সাহস হয়নি—কে আর জানবে, বালিশের নিচে পুরো রেখেছে। ঘেড়ার গায়ে সাহেবের [illegible] আলনায়ে গামছা পরে মাথায় [illegible] টিক বলে দিয়েছে।

[illegible] কালিদর হলে যেন কেউ সর্ব- [illegible] বাড়িয়ে বসে। ঘরের মানুষ ঘুমন্ত ভেবে যেই না সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে, পাঁজিরাই চেঁচিয়ে মেয়েটা পাড়া মাথায় করত। মুরুব্বিদের এইজন্যেই বারণ : কচি-শিশু, রোগি, বুড়োমানুষ, লুচ্চাপুরুষ আর নষ্টমেয়ের ঘর সতত এড়িয়ে চলবে।

অনেক পরের বৃত্তান্ত এ সমস্ত। সাহেবকে পচা নিশ্বাস পাঠের কথা বলছে। নির্ভুল যে পড়তে পারে, সেই কারিগরের ভাবনাব কিছু নেই। পা আগে যাবে না মাথা, তাব জন্যে সে বিতর্ক নব। সিঁধের গর্ত থেকে সোজা মাথা তুলে বীরের মতো সে ঘরে উদয় হবে।

সাহেব মাঝখানে বলে উঠল, নিদালি মন্তরটা ভাল করে শুনি একবার।

বনাধিকারীর কাছে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র শুনেছে। চোরচক্রবর্তী পুঁথির পদ্যও জানে। ভাটি অঞ্চলের নিজস্ব নিদালিটা পরামানিক-বাড়ি পচা তড়বড় করে পড়ে এলো; সেটা ভাল করে একবার শুনে দেখে সাহেব। শুনে মুখস্থ করবে, দরকার হলে লিখে নেবে কাগজে। বলে, ধীরে ধীরে বলে যান বাইটামশায় কথাগুলো শুনি।

নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি
নাকের শোয়াসে তুললাম মণ্ডপের ধূলি।
ঘরে ঘুমায় কুকুর-বিড়ালি
জলে ঘুমায় বউ,
নিদালি-মন্তোরের গুণে
ঘুমাইয়া থাক গিরস্তর বেটা-বউ।

অতি-সাধারণ ছড়া একটা। পচা বলে, নাকের নিশ্বাস টেনে মণ্ডপের (মন্ডপের) ধুলো তিনবার তোলবার কথা। আমি যা পারের নখে তুলেছিলাম। সেকালের মুরুব্বিরা নাকেই তুলতেন—অকর্মা অপদার্থ আমরা, সে বুকের জোর কোথা পাব? শ্বাসের টানে ধুলো ওঠে না, মন্তোরও খাটে না আর তেমন।

সাহেব বলে, কষ্ট হল তো কী হয়েছে?

পচা বাইটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলে, মানে নিয়ে কিন্তু কথা নয়। মন্তোরের মধ্যে তেমন কিছু নেই, হাঁকডাক করে রাস্তার মানুষকে শোনাতে পারি। পড়াটাই আসল, পড়ায় একটু হেরফের হলে মন্তোরে কাজ হবে না। বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণী-লোক এখন কম। সেইজন্যে বলি, মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।

মাসখানেক ধরে দিবানিশি ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারই চলল। সাহেব কোথায় থাকে কি করে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার দায়টাই বা কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, এ সব খবর অন্য কেউ জানে না। একলা পচা বাইটাই জানে বোধ-হয়। পচার ঘরে সে শোয়। অনেক রাত্রে আসে, তারপর দরজা বন্ধ করে ফুসফুস-গুজগুজ চলে দু জনে। কৌতূহলী সুভদ্রা লুকিয়ে চুরিয়ে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কানদুটো পাকাপোক্ত নয়, বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।

একদিন রাত্রে বড় জ্যোৎস্না। পাখিগুলো পর্যন্ত দিনমান ভেবে বাসার মধ্যে ডেকে ডেকে উঠছে। কামিনীগাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে—ডালপাতা প্রায় অদৃশ্য। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি আমোদ করেছে। সাহেব আসছে—সুভদ্রা-বউ তক্কে তক্কে ছিল—চিলের মতো ঝাপটা মেরে তার হাত এঁটে ধরে। চোরের হাতে হাতকড়ি পড়লে যেমন হয়—টেনে নিয়ে চলল হিড়-হিড় করে। সর্বনেশে ব্যাপার। পরিষ্কার দিনমানের মতন চারিদিক ফুটফুট করছে—নামেই শুধু রাত। সাহস কেড়ে কেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা! আর সাহেবের এমন অবস্থা—টানাটানি করে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবে সে ভরসা হয় না। শব্দ পেয়ে বাড়ির কেউ হয়তো জেগে উঠবে। দেখতে পেলে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো বিদায়। মুরারি বর্ধন চাচ্ছেও তাই। হৈ-হল্লা করে সাহেবের সঙ্গে ছোটবউ সুভদ্রারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে পূজনীয় ভাসুরঠাকুর।

সাহেবের এত সব চিন্তা, বউটার তিল-পরিমাণ ডরভয় থাকে যদি! হেসে হেসে সর্ব অঙ্গে দোলন দিয়ে বলে, চোর ধরেছি গো। নিত্যি নিত্যি আসা-যাওয়া, আজকে তোমার রক্ষে নেই ঠাকুরপো।

হাত ছাড়ুন বউঠান কেউ দেখে ফেলবে।

বেপরোয়া সুভদ্রা সকৌতুকে মুখ নাচিয়ে বলে, দেখলে আমার কি! অবলা মেয়ে-মানুষের সাত খুন মাপ। বলে দেব, তুমিই হাত ধরে টানছ। পুরুষেরই দোষ করে। আমাদের এই

জাতির শক্তি যোগান

দেশের সুদৃঢ় ও প্রাণবন্ত অর্থনীতিতেই জাতীয় শক্তিব ভিত্তি। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে অধিকতর এবং দ্রুততর উৎপাদন ও বণ্টনের।

শিল্প-বাণিজ্যের এই গতি-বৃদ্ধির কাজে ব্যাঙ্কের ভূমিকা অতি বৃহৎ।

জমাই করুন চাই খরচই করুন—ব্যাঙ্কের মারফত করুন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়তা করুন। জাতির শক্তি বাড়াতে একাজ আজ অত্যাবশ্যক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিঃ অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উল্টো রীত, মেয়ের টানে পুরুষকে—সে, কেউ বিশ্বাস করবে না। ফাঁকা উঠোনের উপর তুমিই তো দেখার সুবিধা করে দিচ্ছ। অন্য কেউ না হোক বাসি বাইটা দেখছে ঠিক চেয়ে চেয়ে।

ফিক করে হেসে বলে, দেখলে কী-ই বা! চোরাই কাণ্ডবাণ্ড—চোরের বাড়ি সেটা বেমানান কিসে? চোরে চোরে লেগে গেছে—চোর বউয়ে আর চোর শ্বশুরে। বাসি বাইটা বরাবর পরের মাল চুরি করে নিজের ঘরে তুলেছে, এবারে তার মালটা চুরি করে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি আমায়?

সেই তো ভাল। ঢুকিয়ে নিয়ে একবার দরজা দিতে পারলে কারও আর নজর যাবে না। ও কি ভয়ে যে মুখ শুখাল তোমার। বাঘের গুহা নয়—আমার ঐ কোঠাঘর যেখানে আমি থাকি।

শিকার কামড়ে ধরে বাঘ ঝাঁপিয়ে যেমন হিড়হিড় করে নিয়ে যায় সুভদ্রা তেমনি চলল। মেয়েমানুষের কোমল হাতে সাঁড়াশির আঁটুনি—কুমিরের কামড়ের মতই [illegible] উপায় নেই। [illegible] দিয়েছে।

[illegible]

সেই কাঁথার ভাঁজ হাতড়ে ছবি বের করে একটা। কাপড়ের উপর চিকন কাজ। বলে, তুমি ভয় পেয়ে গেলে ঠাকুরপো। বড় দুপুরে মেয়েমানুষের কোন্ মতলব না জানি। সাধু স্বামীর সতী নারী আমি তোমারই পাপ [illegible] জিনিস ভাবলে। এই ছবিটা আজকে শেষ করেছি। কাকে দেখাই বলো? এ বাড়ির মেয়েলোক বোঝে রাঁধাবাড়া আর ছেলেপিলের নাওয়ানো-খাওয়ানো, পুরুষে বোঝে টাকাকড়ি বিষয়আশয়। তোমায় সেইজন্য ধরে নিয়ে এলাম।

সাহেব পুরো বিশ্বাস করে নি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমিই যে সমঝদার লোক, জানলেন কিসে?

জানিনে তো—জানব কেমন করে? এসব কাজে না তাই—ভালো জিনিস একটা শেষ হলে কাউকে না দেখিয়ে সোয়াস্তি হয় না। মন আনচান করে—

কাপড়ের সেই ছবি সুভদ্রা মেলে ধরল সাহেবের চোখের উপর। বলে দেখেছি কত দেখ। সুতোর রং মিলিয়ে মিলিয়ে সব, সুতোর ফোঁড়—চোখদুটো আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ বাড়ি যারা আছে এ জিনিসে হাত ছোঁয়াবে ভাবতে গেলেই গা-ঘিনঘিন করে। ভালমন্দ তোমার কিছুই জানি নে, চেহারায় দেখতে পাই সোনার পদ্ম। তাই কেমন ইচ্ছে হল। বোঝ না বোঝ, অমন হাতে ছবি আমার মোংরা হয়ে যাবে না।

শিল্পীমানুষ বটে সুভদ্রা-বউ। কালী-ঘাটের দরিদ্র মাতাল পটুয়ারা পট এঁকে এক পয়সা দু-পয়সার বিক্রী করে। সাহেব দেখেছে সে বস্তু। হাল আমলে ফ্যাসান হয়েছে—বাবুলোকে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে গলিতে ঢোকেন, এক পয়সার পট দরাজ হাতে একআনা মূল্যে কিনে নিয়ে যান। সুভদ্রাও দেখি জাত-পটুয়া একটি। ফুলবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানছে, বাবরি চুলে টেড়ি, কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে ফরাসের উপর, একটা টিয়াপাখি খাঁচায় করে বাবুর কাছে বেচতে নিয়ে এসেছে। কাপড়ের উপর সুতোর বুনানিতে তুলেছে এই সব।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষের অভিনব গ্রন্থ

যখন পলাশ ফোটে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান:—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ ... সর্বোপযোগী গ্রন্থ ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ... ৩.০০ | ভারত-আত্মার বাণী ... ৩.০০

শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা... | কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ | বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ... | বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৩.০০ | বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ .৩০ | রাজর্ষি রামমোহন ১.০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.০০ | যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.০০
জীবন গড়া .৭৫ | রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

প্রয়োজনমূলক অভিনব বাংলা অভিধান বহুল পরিবর্ধিত ও বহু পরিশিষ্ট সংবলিত ৯.৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রয়োগমূলক নতুনধরণের ইংরাজী-বাংলা অভিধান। এই দুই সুসমাদৃত অভিধান সকল-বাবহার্য ... অপরিহার্য ৭.৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

কেমন হয়েছে?

কী সুন্দর, মরি মরি! আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক লাগে বউঠান।

খোশামুদির কথা নয়, শতকণ্ঠে তারিপ করবার মতো। কাছে এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে, অনেকভাবে দেখে সাহেব। দূরে নিলে কে বলবে সুতোয় বুনে তোলা। কাগজের উপরে এ'কেছে মনে হয়।

আনন্দে ডগমগ সুভদ্রা। বলে, তুলি ধরে কাগজেও এ'কেছি ঠাকুরপো। ঘরে কোন ঝামেলা নেই—না ছেলেমেয়ে, না কেউ। আমার মতো ভাগ্যবতী কে! দিন রাতের সময় কাটতে চায় না—কি করব ছবি আঁকি বসে বসে। গাদা গাদা এ'কেছি।

সাহেব বলে, ছোড়দা জানেন?

মাস্টার মানুষ ছেলে ঠেঙিয়ে খায়। যেটুকু ফাঁক, ভগবানের নাম নিয়ে পরকালের কাজ করে। তার কি গরজ এসবে? লজ্জার মাথা খেয়ে তা-ও একবার গিয়েছিলাম দেখাতে। একেবারে কাঁচা বয়স তখন—বড় আনন্দ করে দেখাচ্ছিলাম। তা বলল কি জানো ঠাকুরপো—ছাইভস্ম জিনিস কি জন্যে আঁকতে যাও, আঁকবে তো ঠাকুর-দেবতাদের আঁকো। আঁকবার সময়টাও অন্তত তাঁদের চিন্তা মনে আসবে। বলি সেটা কি ধর্ম-কর্মের বয়স, ঠাকুরদেবতা আসবে কেন তখন?

বলতে বলতে সুভদ্রা থেমে পড়ে। কথায় যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। বলে, তারপরে আর দেখাইনে। পাবোই বা কোথা, ফুল-হাটায় তেড়ে ধরে দেখাতে যাব নাকি? ঠাকুরদেবতা এখনো আসে না। কি করেছেন তাঁরা আমার, কেন আঁকতে যাব?

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল - কান্না সামলাতে না কি করতে? সাহেব অবাক। মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো নিজের আঁকা এক গাদা ছবি নিয়ে। পালকি চড়ে সমারোহ করে বিয়ের বর আসছে। গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাচ্চা ছেলেপুলের কুমির-কুমির খেলা। হরি-সংকীর্তনের আসর। যাত্রার আসর। বাসরঘরের বরকনে—মেয়েরা বাসর জাগছে। যা সমস্ত চোখে দেখেছে, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ের সাধারণ এক বউয়ের মধ্যে এমন গুণ লুকানো আছে, কে ভাবতে পারে?

ছবি দেখাতে দেখাতে মনের মেঘ কেটে গেছে। মুখ টিপে হেসে সুভদ্রা বলে, তোমার ছোড়দা'র হাতে উল্কি আছে—

সাহেব সংগে সংগে বলে বাঁ-হাতে আছে। আপনি এ'কে দিয়েছেন বুঝি? দিব্যি ছবিটা—

বড্ড ধারালো চোখ তোমার ঠাকুরপো। অন্যের চোখে পড়বে খানিকটা ধ্যাবড়া কালির পোঁছ। মানুষটার গায়ের রঙ আর ছবির রঙে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহেব বলে, ঠাকুরদেবতায় মন নেই বলছেন, কিন্তু সেই উল্কির ছবি কেষ্ট-ঠাকুরের। মুখে মুরলী, ত্রিভংগ হয়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মানুষটা সাধ করে আমায় এমন খুশি হবে বলে করে দিলাম। বিয়ের অল্প দিন পরে সে এক দিন গিয়েছে' বিয়ে হয়ে তো করোনি ঠাকুরপো। ও মানুষকেও সেই সময়টা যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। বলল যে ঠাকুর তোমার পছন্দ সেই একে দাও। তোমার ছোড়দা কেষ্টঠাকুরই তখন আমি শ্রীরাধিকা। মুরলীর ডাক লাগে না, ঘুঁটে-ফেলার একটু আওয়াজ পেলেই যেখানে থাক কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে পড়ি। আমার কেষ্টঠাকুরের হাতে কেষ্টমূর্তিই ওঁসে সূচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছবি করে দিলাম। এত যত্নে ফোটাচ্ছি, সেই যেন আমার নিজেরই গায়ে বিঁধছে। নতুন বয়সের বর বউ কিনা তখন—সে এক কাণ্ড!

থেমে একটু দম নিয়ে সুভদ্রা আবার বলে তোমার ছোড়দা-ও পাল্টা শোধ দিয়ে দিল আমার উপর। ছবি নয়, ছবি-টবি আসে না ও-হাতে—বুকের মাঝখানটায়, পরিষ্কার অক্ষরে লিখে দিল, শ্রীরাধাকৃষ্ণ রামসীতা হরগৌরী। ঠাকুর-ঠাকরুন জোড়ায় জোড়ায়। আজও আছে। তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করলে, একবার তখন ঝোঁক হয়েছিল বুক খুলে দেখিয়ে দিই। কিন্তু সাহস হল না ভাই। চোখ তোমার বড্ড ধারালো, বুকের নিচেটাও দেখে ফেল যদি। সেখানটা খালি, ধু-ধু করছে তেপান্তরের মতো—

কথা ঘুরিয়ে প্রলুব্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে, তোমার হাতে দিই না উল্কি করে। এমন ধবধবে হাতের উপর ছবি কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। কাপড়ের ছবিটা তোমার পছন্দ, এটাই পুরোপুরি তুলে দিই। ধরে

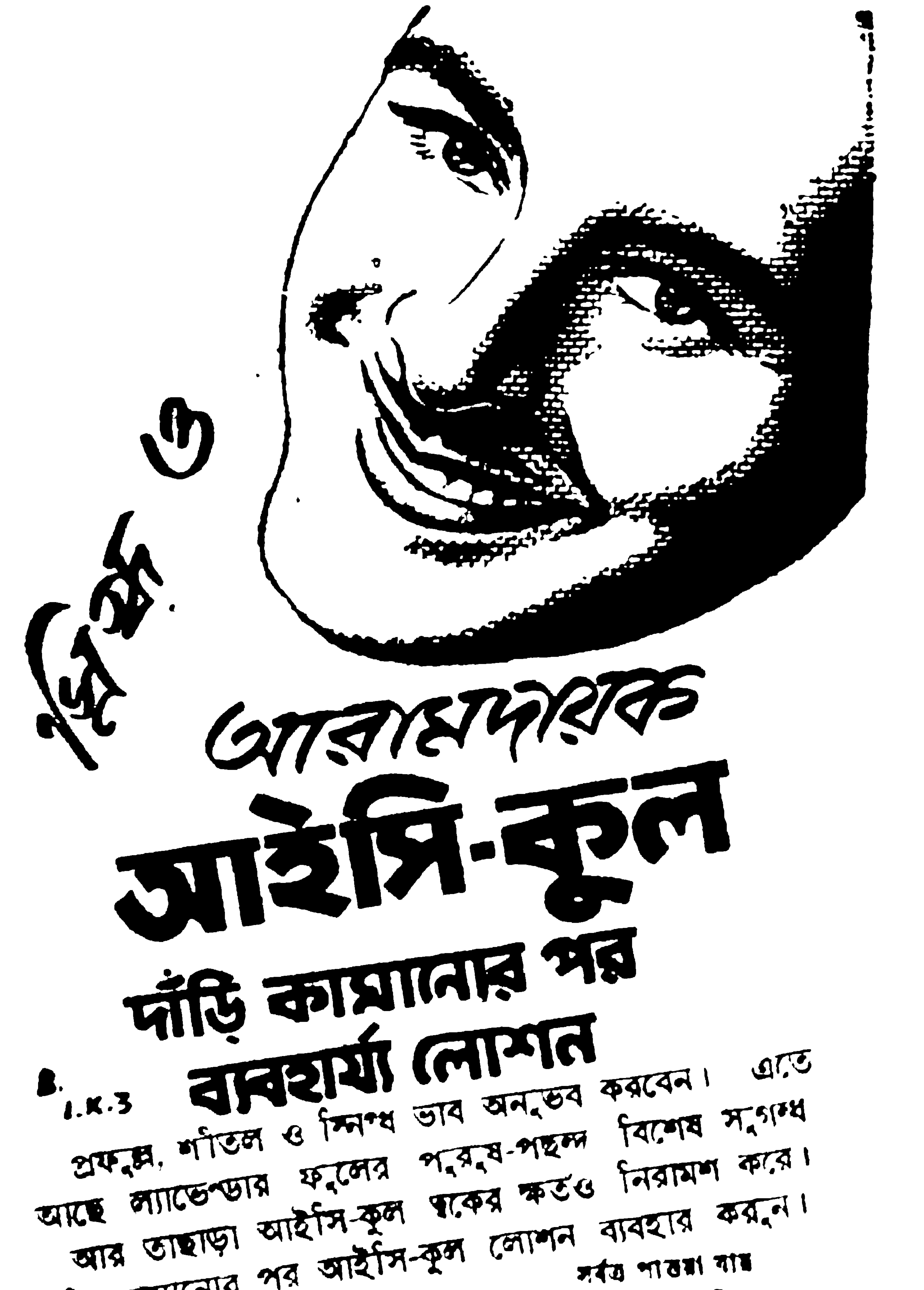

ধরে মনের মতন করে আঁকব—তাই করি ঠাকুরপো, অ্যাঁ?

সবুর মানে না। এক ছুটে রঙ নিয়ে এসে তখনই বসে যায় আর কি? সাহেবের হাত ধরে নিয়ে নিরিখ করে দেখছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে সাহেব বলে, আমায় নয় বউঠান। ছোড়দার বাঁহাতে এ'কেছেন, ডানহাতেও আর একটা এ'কে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি এনে হাজির করে দেবো। কেষ্টঠাকুর করেছেন, এবারে মহেশ্বর। সত্যিই ভোলা-মহেশ্বর মানুষটি।

উ'হু, হনুমানজী। রাম-ভক্তিতে হনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। ধরা পাই তো লেজওয়ালা হনুমান আঁকব এবারে।

হাসতে গিয়ে সুভদ্রা জ্বলে ওঠে। বলে, তিন তিন জোড়া দেবদেবী লিখে বুক আমার নামাবলী করেছে। পেলে তাকে লেখাগুলো নষ্ট করে দিতে বলি। রঙ ঢেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধ্যাবড়া করে দিক। আপনা ধরে আমিও কত চেষ্টা করেছি—নিজে নিজে হয় না। মানুষটাকে যারা পর করে দিয়েছে, তাদের নাম রাত্রিদিন বুকে করে রাখতে বুক আমার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কী যে যন্ত্রণা ঠাকুরপো—

ফস করে বলে বসে, তুমি করে দেবে তো বলো—

সাহেবের মুখ শুকাল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। বদ্ধ উন্মাদ—কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকলজ্জা নেই। পাগলা-গারদের বাইরে কেন রাখে এদের? নাগা হয় মুকুন্দর উপর। ভেতরে ঢুকে মাস্টারমশায় পরিবার শুদ্ধ সাহেবের মাথা ছেড়ে সাব পড়েছ রাগে রাখতে না পারে তো পিটুনি দিয়ে সংশোধন করে রেখে যাক।

তাকিয়ে দেখে সুভদ্রা নিঃশব্দে দু-চোখে হাসছে। বলে ঠাট্টা করলাম একটু। সাধু-সজ্জনের সতীসাধ্বী বউ বুক পেতে দেবেন, পেলাম আর কি! কিন্তু বড় ভয় যে পেয়ে রইলাম, হাত সরালে কিসের ভয়ে? দারোগা-পুলিশ ভয় করো না, বউদের চেয়ে আমি বেশি ভয়ের লোক?

সাহেব আমতা-আমতা করে বলে ভয় কেন হবে? উল্কি পরা আমি ভালবাসিনে।

ভয় নয়, তবে ঘেন্না। তোমার মতন ফর্সা মানুষ নই। কাছে বসে সুচ ধরে কাজ করব, ছোঁয়াছুঁয়িতে ধবধবে রঙ ময়লা হয়ে যাবে, সেই ঘেন্না তোমার। জানি, জানি। চোর কিনা তুমি—গায়ের উপর চিহ্ন রাখতে চাও না। এক চিহ্ন—জেল থেকে লোহা পুড়িয়ে চোর দেগে দেবে। তার পাশে আমার হাতের ছবি মানাবে কেন?

সাহেব এতটুকু হয়ে গিয়ে বলে, মিছামিছি আপনি ঝগড়া করছেন বউঠান—

ঝগড়া কে বলেছে, হাসিমস্করা এতটুকু। জানো ঠাকুরপো, দৃষ্টিতে আমার অভিশাপ আছে। যার কাছে আবদার করে একটা কিছু বলতে যাই, সে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ। পাষাণের মতন অসাড় আর কঠিন। যেমন এই তুমি হয়ে গেলে। এটা কিছু নতুন নয় আমার জীবনে।

এই ক'দিনে সাহেবকে কী চোখে দেখেছে, নিশিরাতে সুভদ্রা-বউ তার সামনে ভেঙে পড়ে। বলে পাষাণের কাছে লজ্জা নেই—খুলে বলি আজকে তোমায়। বিয়ে যখন হল, কিছুই বুঝিনে—পুতুল-খেলার বয়স তখন আমার। খেলার মন নিয়ে হাতে উল্কি এঁকে দিলাম, ও-মানুষ আমার বুকে লিখল। তারপরে একদিন দেখি বিশ্ব-সংসার রঙে রঙে ভরে গেছে। হায় আমার কপাল—মানুষটি তার মধ্যে কবে যে পাষাণ হয়ে গেছে টের পাইনি। লজ্জা-অপমান না মেনে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর—দেখি [illegible] বিড়বিড় করে। [illegible] তো ঠোঁট নড়া দেখে যায় অবশ্য। কি [illegible] পড়ছ গো? বলে মন চঞ্চল হয়ে আসে কিনা, রাম-নাম নেই বলেই। রাতের বেলা ভয়ের জায়গায় রাম রাম বলে আমরা পথ চলি ঠিক তাই। আমি [illegible] পেত্নী-শাঁকচুন্নি। কিন্তু এ [illegible] রাম-নামে ডরায় না। উপদ্রব অসহ্য হল উনি শেষটা একদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে পালান।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, বংশীর কাছে যে শুনলাম—

কথাটা সুভদ্রাই শেষ করে দিল: শুনেছ ধর্মের কলকাঠি আমি নেড়েছি। আমার বুদ্ধিতে বাড়ি ছেড়েছে। দু-জনে একদিন বাসা করে ধর্মভাবে সংসার করব, সেই আমার মতলব।

সাহেব সায় দিয়ে বলে, সকলে তাই জানে। মাস্টারমশায় অবধি সেই কথা বলেন।

আমি হতে দিয়েছি তাই। পাপের নামে লোক দিয়ে সকলকে অকথা-কুকথা বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে কিছুই তো পেলাম না ঐ একটু মিথ্যে ছাড়া। আমার পুণ্যেঃ ডাকসাইটে বউ আমি [illegible] দাঁড় দিয়ে ঘোরাই। দেমাক নিয়ে মাথাখাড়া করে আছি, নইলে তো কোনকালে মরে যেতাম।

হাসি-মস্করার কথা, অতএব হাসতে লাগল সুভদ্রা খিলখিল করে। কিন্তু সাহেব যে আর পারে না ছুটে পালাবে। বুঝি জল এসে যায় চোখে। তার সেই চিরকালের রোগ।

(ক্রমশ)

অপরাজেয় মিষ্টান্ন শিল্পী
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
১৫৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬। ৩৫-৩৩৫৯

আপনার দেহত্বক চায়

নিভিয়া

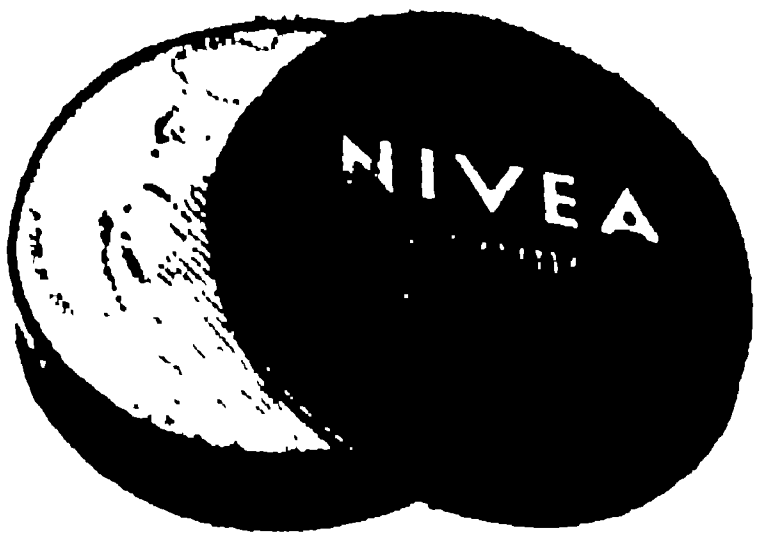

আর সারাদেহে তার চাহিদা

নিভিয়া ক্রিম-এ আছে "ইউসেরাইট" — স্বাভাবিকের মতই অতুলনীয় এই উপাদান পূরণ ক'রে দেবে ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈল সম্ভার, যা নিত্যই স্নানে আর রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে ক্ষয় হচ্ছে। নিভিয়া আপনার দেহত্বক কোমল ও লাবণ্যময় ক'রে রাখবে। আপনার দেহত্বক নিভিয়া চায়। এখনই!

নিভিয়া সবকাজের উপযোগী ক্রিম।

S&N

এ বাঘ সে বাঘ নয়

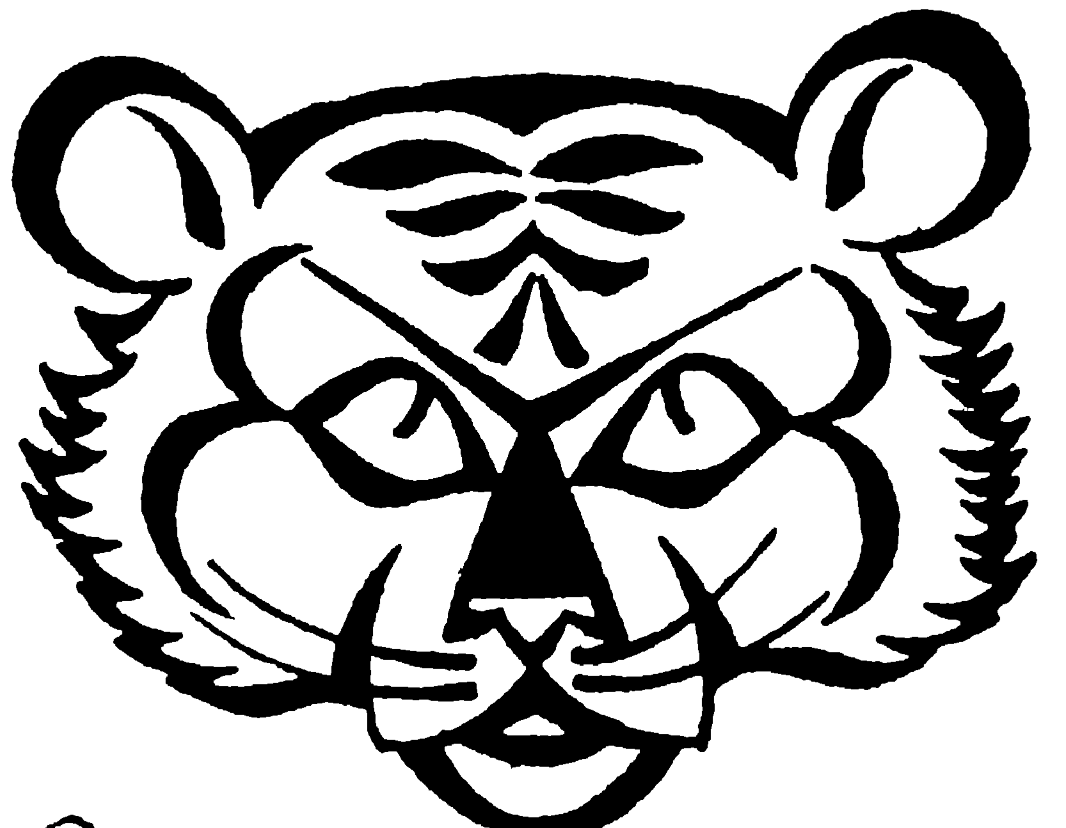

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আর বাপমার ইচ্ছাতে ছেলেমেয়ের নাম। ওপর-ওয়ালার দিকে তাকিয়ে বৈকুণ্ঠ ধর যেদিন ছেলের নাম রাখলেন শ্রীধর সেদিন অন্তর্যামী ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসে ছিলেন। শ্রীধর বড় হয়ে উঠল কিন্তু [illegible] তোতলামিটা জিভের উপর শিরীষ আঠার [illegible] শ্রীধর ধরধরধর নামেই [illegible] কোন কাজেকর্মে কারুর শ্রীধর বাবুকে দরকার হলেই [illegible] বিনয় কিছু, কেউ কিছু, টিটকিরি দিয়ে বলত—ধরধরধর বাবুকে ধর। এখানে কেও ধরই কারুর নাম ধরে না। এ দুর্নিয়মে একই লোকের বা একই জিনিসের এক নাম থেকে গন্ডগোলটা রীতিমত ঘোরতর করে তুলেছে। রোজ চাল খাচ্ছি কিন্তু তাই বলে রেঞ্চ তা মারলে মারা যেতে হবে। শুনতে যতই কাছাকাছি ঠেকুক, মৌলালি পেরিয়ে যে ইটালী আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর পর-পারের ইটালী পাশাপাশি নয়। এ ছাড়াও আর এক ইটালী আছে তাতে 'দ'র গল্প মেশান আছে। "দ" অর্থে এখানে দ্রাবির। এ ইটালীর স্থান দোসের পাশে। আরও আছে পটল। Pluck the Patol—মানে তনু কাট। কিন্তু এক কিলো দু কিলো তোলার যে পটল তার শেষ নেই। বছর বছর তা গরমের সময় ঘুরে আসছে। গঙ্গার পরপারে যে হাবড়া (স্থানীয় উচ্চারণে) আর এ পারে এবং ওপারেও অজস্র যে (বুড়ো) হাবড়া। [illegible] কেউ এক নয়। তাছাড়াও আছে তরুণ-কান্তি ঘোষের হাবড়া। সর্বশেষঃ বড়া কথায় গেল সেই অর্থে কাঁদা-হা-বড়া, হা বড়। ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে একবার [illegible] মিত্রবংশের [illegible] মাস্টারমশায়ের নাম এক। [illegible] সাধারণতীনবাবু ও তৃতীয় নিরঞ্জন [illegible] শুধু J K M নামে চলতে লাগলেন। এখন সায়েন্স কলেজে আমাদের দুই ধীরেন। একজন মাছ-ধীরেন অপর-জন [illegible] (কিম্বা) পোকা ধীরেন নামে চলছে।

নবদ্বীপ হালদার রাধিকার কুলভঞ্জণ গেয়েছিলেন—

খাস কুল টোপা কুল খাস নারকুলে কুল,
এত কুল খেয়ে বঁধুর পেট ডাকে
কুলকুলকুল।

এখানকার এ কুল হৃদয়ের এ কূল ও কূল নয়। কুলকুল অলকানন্দা—মন্দাকিনীর কলকলকল্লোলিনীর কলোচ্ছ্বাস নয়। [illegible] কুলকুল।

তিনরকম পানের জাত বিচার করাও সম্ভব। লিকুইড, সলিড এবং গগনীয় পান। জলীয় পান হল লিকুইড ফায়ার। যা খেয়ে মন মাধ্যাকর্ষণের বাধা স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে প্লেটোনিক হয়ে যায় বিনা ক্লেশে। দ্বিতীয় পান হল ঠোঁট রাঙাবার সামগ্রী। এর মধ্যেও রকমফের আছে—মিঠে, ছাঁচি, বাংলা। আর বিনয়কৃষ্ণ পান এ সব কোন পানই খান না। নিজে খানদানী পান শুধুই ধূমপান করেন। এ গ্যাস—পান।

অন্য সব জিনিসের চেয়েও মারাত্মক গোল বেধেছে এই বাঘ (বাগ) নিয়ে। যে বাঘই বলি না কেন—দেখবেন এ বাঘ সে বাঘ নয়। বাঘের যে এত জাত-গোত্র আছে তা জীববিদ্যায়ও জানা ছিল না। জাত বাঘ হল রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সুন্দরবনের রাজা।

—একজন গাট্টায়, একজন নস্যিতে—আর একজন স্রেফ গুলতানে—

রয়েল বেঙ্গলের ধারে কাছে আসতে পারে না অন্য সব বাঘরা—এই যেমন নেকড়ে, চিতে। রেওয়ার রাজার ছিল অন্য রকমের বাঘ—সাহেব-বাঘ। গায়ের রঙ সাদা ধবধপে। এদের দেখতে দেশের বাইরে থেকে আসত অগণিত ভ্রমণামোদীর দল। কলকাতায় বলে চাইলে বাঘের দুধ পর্যন্ত মেলে। কিন্তু আর নয়। সেদিন গেছে। এখন বলতে হবে 'মেত'। এটা নকলনবিশীয়ানার যুগ। বড়-বাজার থেকে বাঘের দুধ আনতে গেলে ঠকতে হবে—যা পাবেন তা আসলের নামান্তর। তাতে হয়তো ছাগল-গরুর

[illegible] শাহ্‌দের [illegible]। কলকাতার অনেক বাঘ আছে কিন্তু তারা পাঠাগারের তাকে আশ্রয় নিয়েছে বইএর পাতার মধ্যে। আর কলকাতার চিড়িয়াখানার বাঘ ইতিমধ্যেই বেদান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে—দুনিয়ার সর্ববিষয়ে একটা কেমন বৈদান্তিক নির্লিপ্ততা এসে ফেলেছে। এদের মানুষ দেখে দেখে কেমন অরুচি হয়ে গেছে। শুধু দেখেই? মানুষের ব্যবহারেও। বাঘের নালিশ অনেক—কান করলে শুনতে পাবেন। মানুষ নামক জন্তুরা চিড়িয়াখানার ট্রানজিসটার বাঘের কানের কাছে এনে কাননের খেয়াল শুনিয়ে যায়। আর সারকাসের বাঘরা?

—আমরা নিত্য পাই বাঘের মাসীকে

[illegible] বাঘ—[illegible]। [illegible] হলে [illegible] দিয়ে [illegible] করা [illegible]

এ ছাড়া অন্য বাঘ হল [illegible] মিশ্রতবাগ, গোলাপবাগ। বাঘে [illegible] আঠারো ঘা। কিন্তু হাজারিবাগে ধরলো তিলাইয়া, মাইথন, রাঁচী, রাজগীর।

বাঘকে আমরা পাই কতটুকু? আমরা নিত্য পাই বাঘের মাসীকে। এ কিন্তু ভারি অন্যায়। মাসীর পরিচয় বাঘের নামে কেন হবে? হওয়া উচিত তার উল্টোটা। মাসীর পরিচয়ে বলা উচিত বাঘকে "বেড়ালের বোন-পো।"

এই কলকাতাতেই মনুষ্য দেহ ধারণ

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে কালজানা-ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়...শিশুর হাড়, দাঁতে দাঁতে নখ গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়... ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম কালজানা-ডি খেতেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত কালজানা-ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। কালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

কালজানা-ডি
ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম
সন্তানসম্ভবা মা, সন্তানবতী মা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্যে

—সাইমাস্ত্র হোমপটেরাস

একজন [illegible] বাঘ ছিলেন। তিনি নেই কিন্তু তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি "Freedom First freedom second, and freedom always" [illegible] রয়ে গেছে। কিন্তু সে [illegible] পাথর হয়ে এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে বসক তা পাহারা দিচ্ছে। কাক তাঁর মাথায় উড়ে এসে জুড়ে বসছে।

মনুষ্যকুলের আর একজন বাঘ ছিলেন নেহাত গোবেচারা বাঘ। তাঁর সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ছিল না। মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন শ্রীকামদেব বাগ নিজের [illegible]। কিন্তু তাঁর ছিদ্র সন্ধানীরা ভদ্রলোকের উল্টো উল্টো ব্যবহার কটাক্ষ করে বলত [illegible] উনি হলেন সাক্ষাৎ [illegible]।

[illegible] শুধু [illegible] হল। এখন বিদেশী বাঘের কথা [illegible]। বিদেশী বাঘ অবশ্য [illegible] হল। [illegible] পাঠ্য পড়তে [illegible] [illegible] বছর [illegible] [illegible] আদরে [illegible] হয়ে [illegible]। এই সব বাঘ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এর কেবল দৃষ্টি এড়ায়। [illegible] নিয়ে [illegible]। এসব বাঘের সুন্দরবন হল মানুষের রোজকার ব্যবহার্য টেবিল চেয়ার কোচ কেদারা বিছানা খাট তক্তাপোশ তোশক। এইসবের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে বসে থাকে। মানুষের গন্ধ পেলেই পিল পিলিয়ে হাউমাউখাউ করে বেরিয়ে আসে। সায়েন্স-কলেজের জীববিদ্যার সব অধ্যাপকের অধ্যাপক [illegible] হলেন এইরকম বাঘের "বাগ-বাগিশ"। গালভরা তাদের বৈজ্ঞানিক নাম তিনি আওড়ান: সাইমাস্ত্র হোমিপটেরাস।

পাড়েননি এমন কোন ভাগ্যবান এ ইহজগতে নেই। কিন্তু কখনও কখনও সাধ করে এই বাঘেদের উদর-পূর্তির জন্য নিজেকে কাছে নিয়ে আসতে হয়। সেদিন চৌরঙ্গীর সেই ছবিঘরটির অন্য নাম ছিল। শুধু নাম নয়, ভিতরের সাজসরঞ্জামও ছিল ভিন্নরকমের। কুলিন ছবিঘর থেকে আনকোরা ছবি এখানে আসত ফিরতি সপ্তাহে। অতএব প্রথম দৃষ্টি থেকে কিছু খোওয়া গেলে এখানে তার সন্ধান মিলত পরের সপ্তাহে। তখন এই সিনেমায় আসতে হলে নিজের পা বাঁচাবার জন্য সঙ্গে খবরের কাগজ নিয়ে আসা প্রায় প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই সিনেমার সিটগুলি ছারপোকার শ্রীক্ষেত্র বিশেষ ছিল। সেখানে বসলেই "বাঘে" মানুষে শুধু হয়ে যেত। [illegible] সে সিনেমাটির নবজন্মের সঙ্গে সঙ্গে এখন শুনি সেইসব ছারপোকার দল বিবাগী হয়ে দেশত্যাগী হয়ে চলে গিয়েছে।

দেশী ও ইংরেজী বাঘ ছাড়াও মার্কিনী বাঘ [illegible] আরও সাংঘাতিক। [illegible] সম্যক উপলব্ধি হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগে যায়। ঘরের [illegible] যখন গরম [illegible] তখন ঠান্ডা, আবার

—সর্দিকে কলেরা বসন্তের পর্যায়ে এনে ফেলেছে

বাইরে যখন গরম তখন ঘরে ঠান্ডা ঐরকম [illegible] পাড়েনের চোটে সর্দি হওয়া বিচিত্র কি? গিয়ে একবার সর্দি হল। বিলেত আমেরিকায় ওরা সর্দিকে কলেরা বসন্তের পর্যায়ে প্রায় এনে ফেলেছে। ভয়ে ত্রস্ত। সামান্য সর্দি হলে তার ত্রিসীমানায় আসা চলবে না। সর্দির নির্বাসনের পর কাজে ফিরে এসে যার সঙ্গেই দেখা হয় সেই২ শুধায়—তোমার কাছ থেকে বাঘ সম্পূর্ণ পালিয়েছে তো? কোন বাঘরে বাবা? সব বাঘ থেকেই তো আমি দূরে আছি। তাহলে এ কোন বাঘের কথা বলে? আস্তে আস্তে এই বাঘের [illegible] হয়। আমেরিকানরা

—মিঃ হ্যামবাগ

Bug বলতে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুকে [illegible] তাকে বোঝাতেও Bug ব্যবহার করে

বাংলা ইংরেজি আমেরিকান মেশানো রীতি অনুসারে বাঘ বলতে যাই বোঝা আদি অকৃত্রিম নির্ভেজাল যে সাবেকি বা তা হল মিঃ হ্যামবাগ। অল্পবিস্তর [illegible] আমরা সবাই। কারণ সব সময়ে আমর বাগ বাগ করছি। তা না হলে বাগদেবী পুজো করি মাইক দিয়ে। নিত্যনূতন ক রোগের দাওয়াই বার হচ্ছে কিন্তু এ বাগ রোগের ওষুধ আজও অনাবিষ্কৃত! জিভে যদি একটা সাইলেন্সার বার হত তো কাজে কাজ হত। সোজা কথাটাই তো ঘুরিয়ে ক এখনকার রীতি। তা না হলে সবাই যে একটু কথা বলতে চাইছে কিন্তু কেউ কারু কথা বুঝতে পারছে না। সবাইকে "বাগে পেয়েছি—বাগে পাওয়ার চেষ্টাও চলেছে

পড়বার মত বই
নীলকণ্ঠের
মনী গোপালের বিয়ে ৩·০০
মনীগোপালের বিয়ের পর ২·৫০
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
অন্তরঙ্গ ২·০০
প্রকাশ আসন্ন
শ্রীবাসব-এর উপন্যাস
বিরাম কুঞ্জ ২·০০
॥ দে বুক স্টোর ॥
১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কাটা-ছেঁড়া,
ঘা কিংবা চোট
খাওয়া জায়গা
ঢেকে রাখার
জন্যে

জনসনস

ব্যাণ্ড-এড্

ফার্স্ট-এড্ ব্যাণ্ডেজ!

ব্যাণ্ড-এড্ ফার্স্ট-এড্ ব্যাণ্ডেজ

* নানারকম জীবাণু ও সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়
* ক্ষতস্থান শুকনো এবং পরিষ্কার রাখে
* তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলে
* ত্বকে হাওয়া লাগতে দেয়
* আলাদা আলাদা আকারে ··· সহজ রকম মাপের-ও
  ব্যবহার করা সহজ

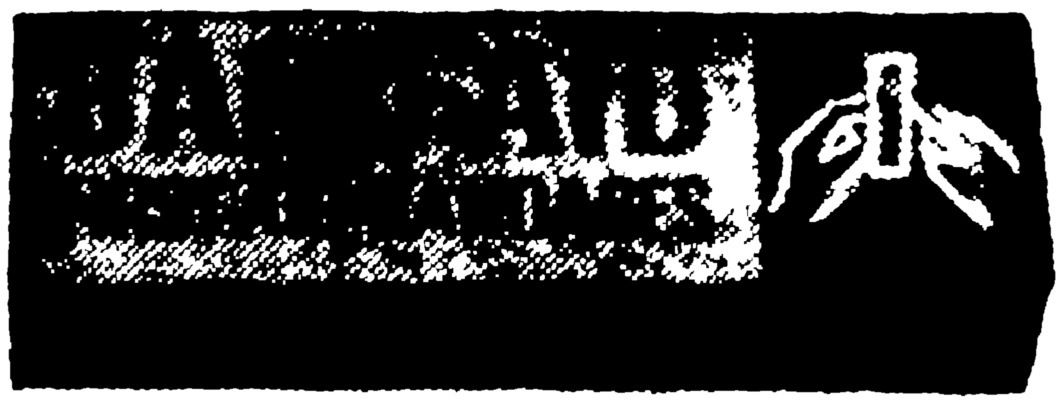

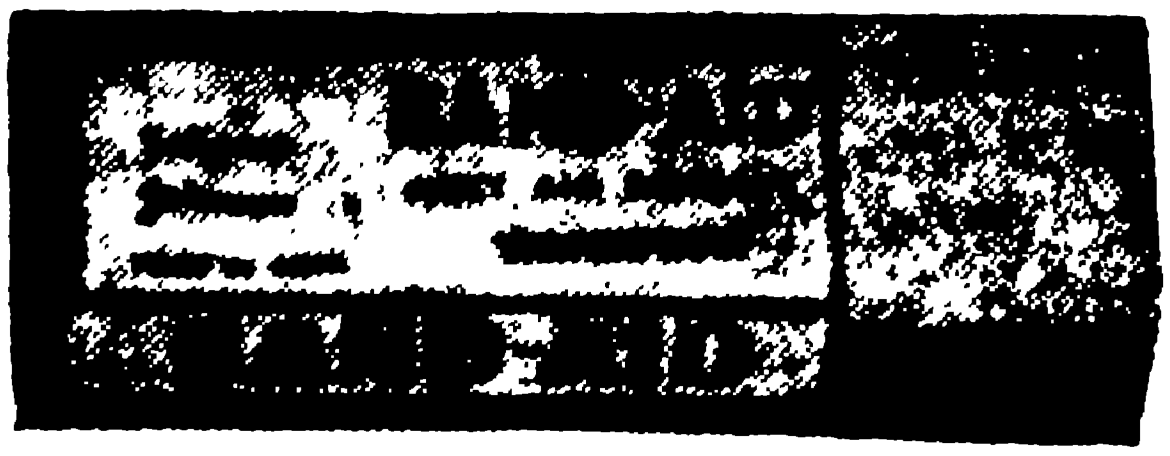

সব সময় তৈরী থাকুন—
ব্যাণ্ড-এড্ ফার্স্ট-এড্ ব্যাণ্ডেজ কাছে রাখুন!

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

জাতির সেবায় এগিয়ে আসুন—রেডক্রসে যোগ দিন

* চিত্র প্রদর্শনী *

পাশ্চাত্যে ও আমেরিকার দেশগুলিতে যেমন বিশিষ্ট শিল্পীদের রচনা শিল্প-সংগ্রাহক ক্রেতাদের সামনে উপস্থিত করবার জন্য শিল্পব্যবসায়ীদের আর্ট গ্যালারী আছে, কলিকাতা শহরে ইদানীং সেইরকম কয়েকটি আর্ট গ্যালারী খোলা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন কেমোল্ড (Chemould) এর গ্যালারীতে শ্রীমতী প্রভার একক প্রদর্শনী সম্প্রতি খোলা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পসংস্থার দ্বারা আয়োজিত হাট-বাজার প্রায় ছবির প্রদর্শনীতে সাধারণ দ্রষ্টা নানা রঙ এর নকশা ও বস্তুর জঞ্জালে পড়ে দিশাহারা হন [illegible] শিল্পরসগ্রাহী প্রবীণ [illegible] ও [illegible] পাকা [illegible] অনেক সময় শিল্প [illegible] প্রাপ্ত হন। [illegible] আর্ট গ্যালারী [illegible] শিল্পরসিকের সুবিধা [illegible] রঙ এর শিল্পের [illegible] ও উপলব্ধির সুযোগ [illegible]।

শ্রীমতী প্রভা [illegible] শিল্পী-দের মধ্যে [illegible] খ্যাতিলাভ করেছে। [illegible] প্রদর্শনী [illegible] শ্রীমতী প্রভা [illegible] প্রবীণ শিল্পী শ্রী[illegible] [illegible] এবং [illegible] রচনাগুলিতে [illegible]। [illegible] অনুসরণ করে আমাদের [illegible] কাল [illegible] ক্যানভাসের উপর [illegible] দ্রবীভূত রঙকে ছড়িয়ে দিয়ে নানাপ্রকার [illegible] তৈরি করে ছবির বিচিত্র রূপ [illegible] তৎপর হয়েছেন। এতে করে বস্তুর [illegible] খেলা দেখান সম্ভব হলেও ক্যানভাসের সঙ্গে রঙের বন্ধন বেশীকাল স্থায়ী থাকবে কিনা বলা শক্ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রঙ [illegible] ছবিকে দীর্ঘায়ু করবার চেয়ে কারিগরির দক্ষতা দেখানই আজকাল বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। দ্রবীভূত তেলরংকে গড়িয়ে দিয়ে ক্যানভাস-এর উপর পাতলা স্তর বানিয়ে শ্রীমতী প্রভা গাছপালা, কুটির কয়েকটির সমাবেশে পটভূমি করে নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়ান নারী মূর্তির প্রাধান্য দিয়ে বেশীর ভাগ ছবি এঁকেছেন। রঙ ও রেখার

বিশ্রামরতা নারী — শিল্পী : প্রভা কালে

ব্যবহারের কৌশলে পটভূমি ও বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে সুসংগত করবার দক্ষতা শিল্পী দেখিয়েছেন। [illegible] জটিল নকশা বানিয়ে [illegible] চিত্রকরণের ভান এর রচনায় [illegible]। [illegible] তাঁর রুচি ও ক্ষমতার [illegible] অভিব্যক্ত করে [illegible] [illegible] মন ধরবে [illegible] সাজাবার উপযুক্ত। ছবিটির মধ্যে দেখা যায় যে, সব নারী মূর্তিগুলি প্রায় এক ছাঁচে ঢালা এবং এক ধরনের মুখাবয়ববিশিষ্ট। ফলে অনেকগুলি ঐ ধরনের ছবির একত্র সমাবেশ একঘেয়েমি এনে দেয়। কিন্তু কয়েকটি ফুলের ছবি ও ল্যান্ডস্কেপ থাকায় প্রদর্শনী আকর্ষণীয় হয়েছে। ভারি রঙ চাপিয়ে করা ১নং এর ল্যান্ডস্কেপ বেশ সাফল্যময় প্রচেষ্টা।

নব প্রকাশ

সমুদ্র শঙ্খ

শান্তিপদ রাজগুরুর নতুন স্বাদের উপন্যাস।

৪·৫০ ॥

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

[illegible] শ্রেষ্ঠ কবির [illegible] কবিতার সমাহার। ২·০০

পতাকা যারে দাও

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘটনাপ্রধান উপন্যাস।

৪·৫০ ॥

এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১ সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

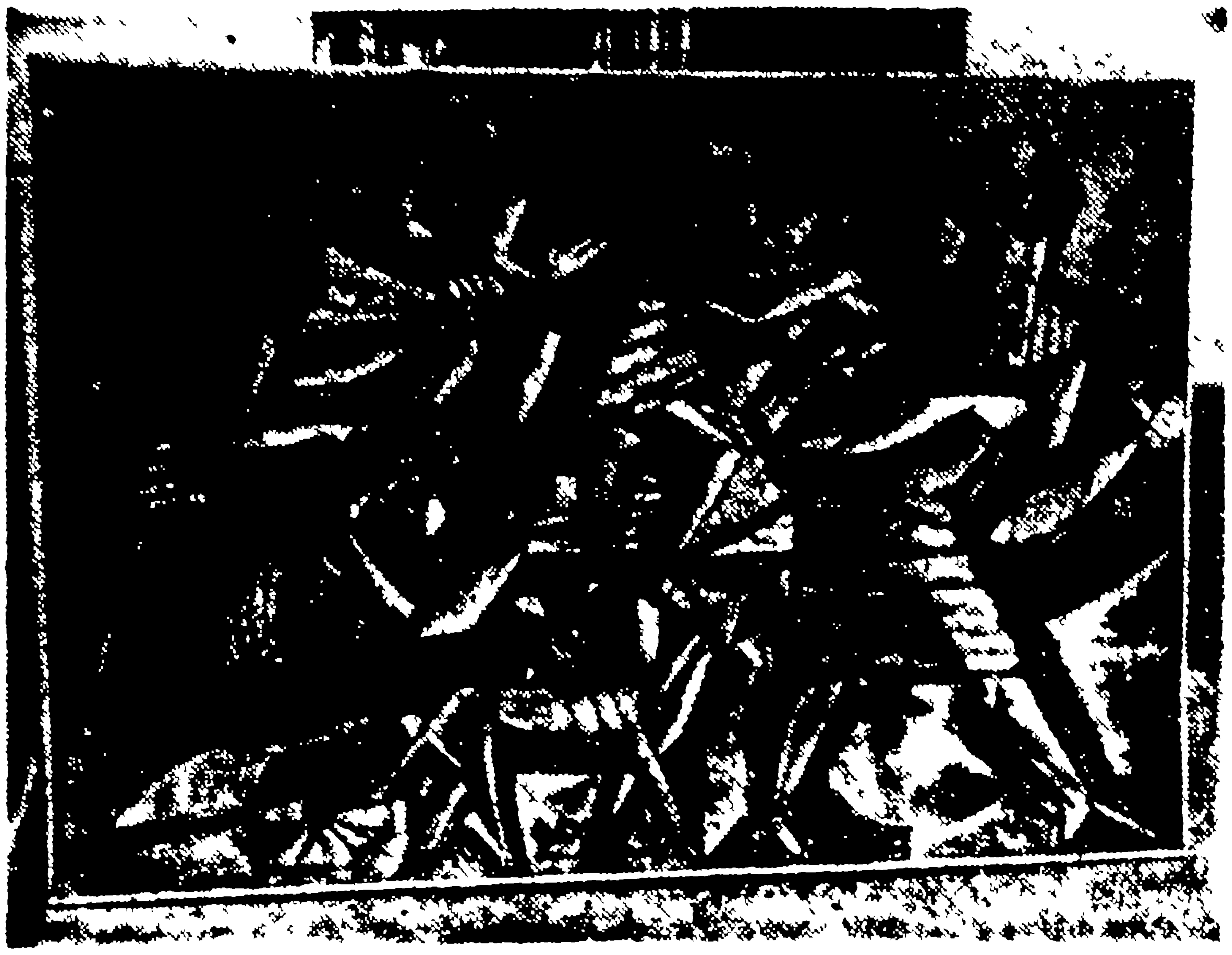

আনডনটেড শিল্পী : রবীন মণ্ডল

পাতলা হলুদ রঙের স্তকের উপর করা মা ও মেয়ের ছবি (১১নং) অনেকের নিশ্চই ভাল লাগবে। পটভূমির রঙ কালোরেখায় বাঁধা সাদা ইম্প্যাস্টোর কুটীরগুলির পাশে দাঁড়া, মা ও মেয়ে সব মিলে বেশ সুসম্পন্ন হয়েছে ১৫নং-এর ছবি বাথ-এ মাত্র দু-তিনটি রঙের বাহার দিয়ে সুঠাম নারী মূর্তির সমাবেশ প্রশংসনীয়। শ্রীমতী প্রভা কালে তাঁর শিক্ষক সোমনাথ অনেকার শিল্পের ঢঙ এর প্রভাবকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে উজ্জ্বল শিল্পরচনা করতে সক্ষম হবেন এ আশা করা যায়।

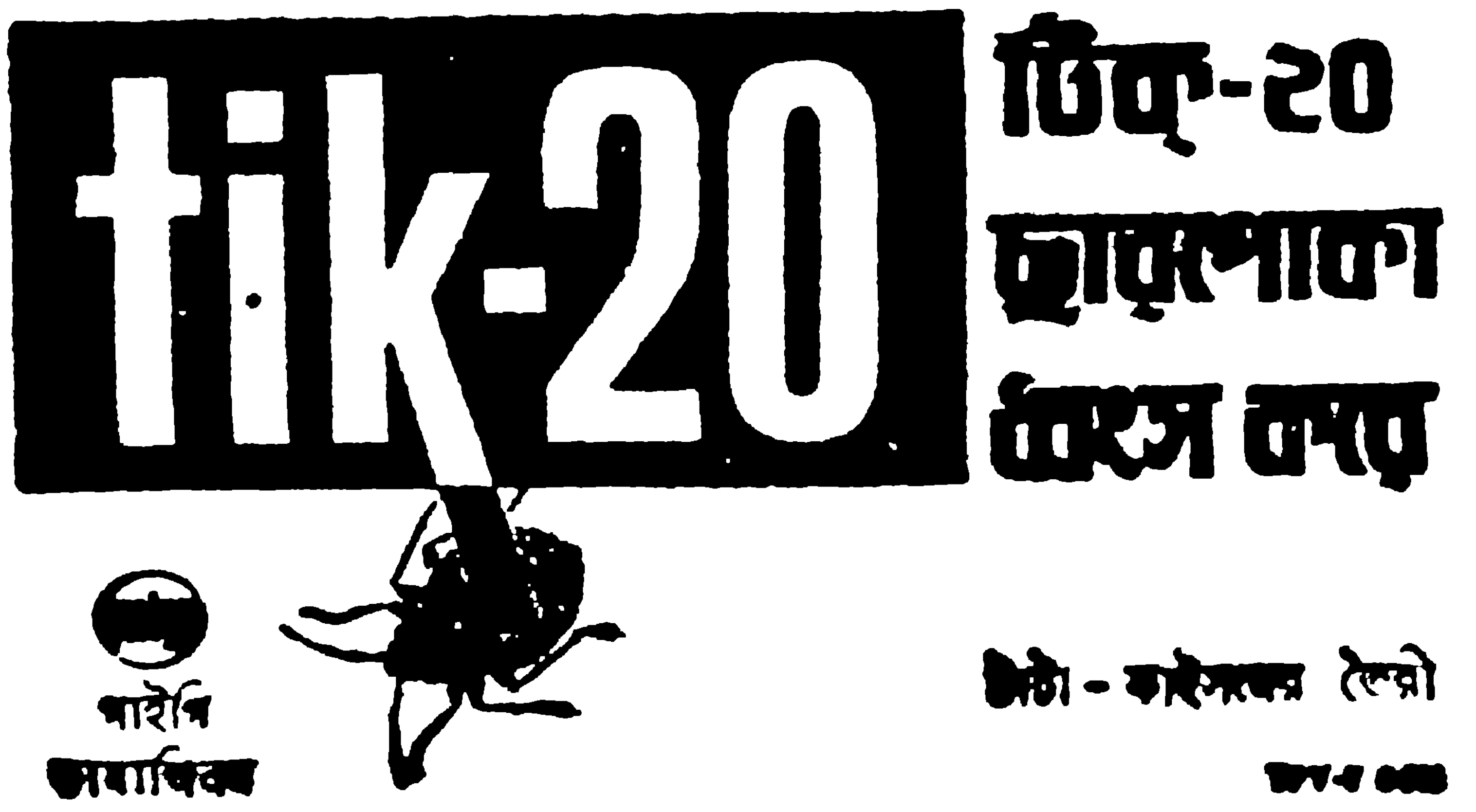

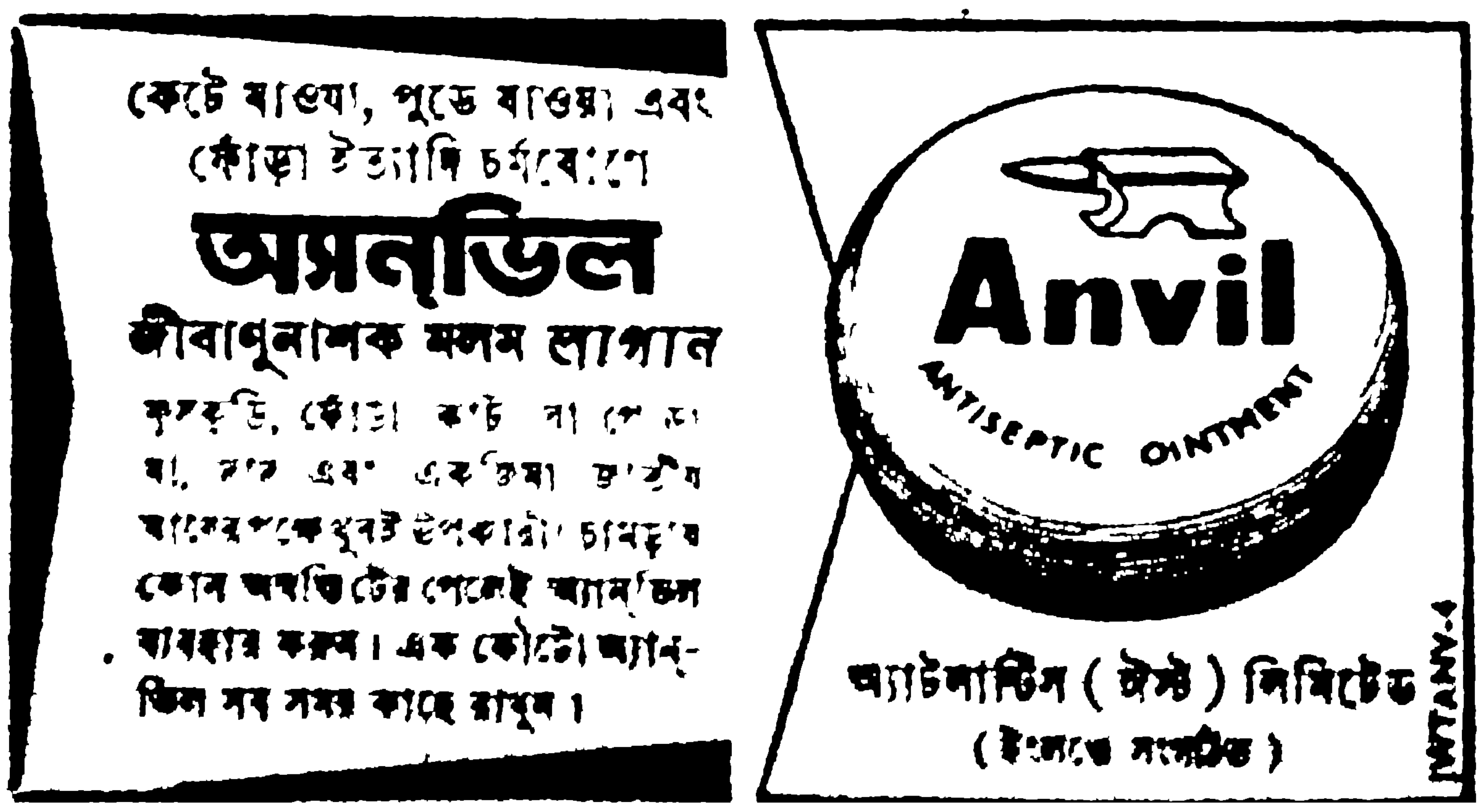

*

গত ৩০শে মার্চ আর্টস অ্যাণ্ড প্রিণ্টস গ্যালারীতে শ্রীরবীন মণ্ডল-এর একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। এই প্রদর্শনী ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত খোলা ছিল। শিল্পীর দেওয়া রচনার নামগুলি বিশেষ বিবরণী-মূলক বিষয়কে নির্দেশ করলেও তাকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল চিত্রণের মুখ্য গুণের বিচারে দেখলে ছবিগুলির উপভোগে দর্শককে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে না। নকশাকে ভালভাবে সাজানো ও রঙের বাছাই ও তার প্রয়োগ-কৌশলে এই শিল্পীর রচনা বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ছবির কম্পোজিশন প্রায় বেশীর ভাগই মানুষের আকৃতির আভাস দেওয়া কাল্পনিক নকশায় তৈরী এবং এই মূর্তিগুলির ভঙ্গি প্রায় লম্বভাবে ঋজু। গাঢ় প্রায় কালো রঙের রেখা দিয়ে ঘের রঙীন নকশায় ঘেঁষাটে নীলের প্রয়োগ যেন বেশী দেখা গেল কিন্তু তার জন্য এক রঙের একঘেয়েমি আসেনি। মাঝে মাঝে রাখা অন্য ছবির ফিকে লেবু রঙের সবুজ কিংবা হলদে অথবা ল্যাকের প্রভায় ছবি সাজানো বেশ বৈচিত্র্যময় হয়েছে। মূলত রঙকে ধরে রাখবার জন্য রেখার অবতারণা করায় সঙ্গতি বেশী পরিস্ফুট হয়ে রঙের আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করেনি। নূতন রূপের সন্ধানী এই শিল্পীর কাজে নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের ব্যঞ্জনা পাওয়া গেল। সব মিলে ছবির সমষ্টি চিত্তাকর্ষক হলেও শিল্পী যদি তাঁর কয়েকটি নিকৃষ্ট রচনাকে এই প্রদর্শনীতে স্থান না দিতেন তা হলে এর মান আরো উচ্চাঙ্গের দেখাত (যেমন ২নং, ১০নং, ১৩নং এবং ১৬নং ছবি)।

৯নং ছবি ফরবিডন ওয়ারল্ড"-এর নাম যে বিষয়েরই ইঙ্গিত করুক, তাকে বাদ দিলেও ছবিটি বেশ সাফল্যময় রচনা এবং লাল রঙের রকমারি আভা দিয়ে সাজানো এটি মিউরাল-এর গুণসম্পন্ন হয়েছে। মিউরাল এর মত দেখতে হয়েছে আরো কতকগুলি রচনা (যেমন ৫নং, ৮নং ও ১৪নং)। একই আমেজে গড়া ৬নং আনডনটেড্" ছবির কম্পোজিশন বেশ বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। ১২নং "টিলার অব দি সয়েল"-এ বিষয় রঙ ও রেখার সঙ্গতি দ্রষ্টার চোখ ও মনকে খুশী করার মত হয়েছে। তেলরঙা হলেও সব ছবিতেই রঙ গুয়াস-এর মত অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে। জানি না, সেটা শিল্পীর ইচ্ছাকৃত রঙ ফলানোর ফল কি না। কিন্তু তেলরঙের যে পরিচিত বিশেষ রূপ, তাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ-কৌশলে ব্যবহার করলে রঙ আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে শ্রীমণ্ডল এই প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র-রচন ক্ষমতার যে পরিচয় দিয়েছেন তার উত্তরোত্তর সাফল্য আমরা আগামী দিনে আরো দেখতে পাব বলে আশা রাখি।

বিশ্ববিচিত্রা

বন্দকী 'সেফাট ভল্ট'

প্যারিসের বন্দকী কারবারিরা ইদানীং নতুন ধরণের খদ্দের পাচ্ছে। এমন খদ্দের যারা বন্দক দেওয়া জিনিসের দরুণ যত কম পারে নগদ টাকা চায়।

আসলে এই খরিদ্দাররা বন্দকী দোকানগুলিকে এক ধরনের সেফ-ডিপজিট ভল্ট-রূপে কাজে লাগাচ্ছে। ছুটি কাটাতে বা ব্যবসা সূত্রে কিছুদিন বিদেশে কাটাবার দরকার হলে মূল্যবান সামগ্রী বাড়িতে রেখে যাওয়া বা ব্যাংকের সেফ-ডিপজিট ভল্টে গচ্ছিত রাখার চাইতে বন্দক দেওয়া ঢের সস্তা। বন্দকী কারবারির কাছ থেকে যে যত কম নগদ টাকা নেবে সুদ গুণতে হবে তত কম।

বহু মহিলাও এই সব বন্দকী কারবারির —যাদের ওরা বলে uncle—তাদের কাছে মূল্যবান ফারকোট ও গাত্রাচ্ছাদন জমা রেখে দেয়। এক্ষেত্রেও কোল্ড-স্টোরেজে রাখা বা চোরের হাত থেকে বাঁচানোর খরচের বায় কম পড়ে।

ফ্রান্সের বন্দকী কারবারিরা গাড়ি বন্দক রেখেও টাকা ধার দেয়। মোটর গাড়ির কোন মালিকের হঠাৎ টাকার দরকার পড়লে সে সোজা গিয়ে তার গাড়িখানা বন্দকী কারবারীর জিম্মা করে দেয়। সাধারণত গাড়ির যা দাম তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ধার দেওয়া হয়। তবে সাড়ে দশ টাকার কম ধার দেওয়া হয় না।

গাড়ি ছাড়া ইদানীং প্যারিসে বন্দক দেওয়ার তালিকায় রয়েছে প্রায় পাঁচশত ট্রানজিস্টর রেডিও এবং পাঁচশতের কিছু বেশী সংখ্যক সেলাই কল। শেয়ারের দলিল এবং আঁকা ছবিও বন্দক চলে।

ফ্রান্সে সরকারি এই সব বন্দকী দপ্তর Credit Municipal নামে অভিহিত।

বেসরকারিভাবে ওগুলি পরিচিত 'MaTante' বা 'Auntie' নামে।

বয়লার ভর্তি চা

পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত বৃহত্তম চা-পার্টি অনুষ্ঠিত হয় ইংলন্ডের উইল্টশায়ারে স্যুইনডনের এক পার্কে ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে।

অন্তত পনের হাজার নিমন্ত্রিতকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হয়। চা তৈরির সমস্যার সমাধান করে দেয় গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে।

ওরা ইঞ্জিনের চারটি বয়লার ধার দেয়। সেগুলি পরিষ্কার করে ঠান্ডা জল ভর্তি করা হয়। তারপর পেটি ভর্তি চা তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

জল গরম করার জন্য একটা ইঞ্জিন থেকে পাইপের সাহায্যে উত্তপ্ত বাষ্প আনার ব্যবস্থা হয়। তারপর সেই চা কলসীতে ভরে অভ্যাগতদের পরিবেশন করা হয়।

১৯৫৪ সালে সমারসেটের এক কাঁচি তৈরির ইঞ্জিনীয়ার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের বস্টন শহরে চাকরি নিয়ে যায়।

প্রত্যেক দিন বিকেলে অফিসে চা তৈরির জন্য ওর ডাক পড়ে। চা তৈরির সময় অফিসের সব লোক ওকে ঘিরে চা সম্পর্কে আলোচনায় মত্ত হয়ে কাজে গাফিলতি করত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্যুইডেনের রাজা ৩য় গুস্তাফ চা এবং কফির মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর কোন পানীয়টি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত করেন।

খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত দুই যমজ ভাইয়ের ফাঁসি রদ করে তিনি তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আর সেই সঙ্গে এই আদেশও দেন যে এক ভাইকে চা পান করতে হবে এবং অপর জনকে কফি - তাদের মধ্যে কার আগে মৃত্যু হয় সেটা তিনি দেখবেন। প্রথমে মৃত্যু ঘটে চা পানকারির ৮৩ বৎসর বয়সে। সেই থেকেই স্যুইডেনে কফি জাতীয় পানীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং জনপ্রতি কফিপানের হিসেবে ওরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে গিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ার অধিবাসী বাটি-কের প্রস্তুতকারক ব্যারি হিমস্কার্ক দুধ ও চিনি না দিয়েই নিয়মিতভাবে দিনে একশ সত্তর কাপ চা পান করত।

১৯৫১ সালে ঐ চা-পানের কৃতিত্বের জন্য মেলবোর্নে তাকে একটি সোনার চা-দানি উপহার দেবার অনুষ্ঠানে একের পর এক নব্বই কাপ চা সে পান করে যায়।

রেকর্ড মূল্যের ষণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার পার্থ-এ এই দেড় মাস বয়স্ক আবারডীন-অ্যাঙ্গাস ষণ্ডটি যুক্তরাষ্ট্রের এক পশু-ব্যবসায়ী প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা দামে কিনে নেয়

আইনের লম্বা হাত

তিন বছর অস্ট্রেলিয়ায় কাটাবার পর এক ব্যক্তি গত বছর ইংলন্ডের কেন্ট অন্তর্গত গিলিংহামে এসে পৌঁছবার সঙ্গেই দারুণ অভিভূত হয়ে পড়ে। ১৯৫৯ সালে সাইকেল চালানো সংক্রান্ত এক অপরাধের জন্য সমন ধরিয়ে আদালতে হাজির করিয়ে তাকে জরিমানা করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণের এক ফ্যাটো-

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

পোড়ামাটি ভাঙাঘর ৮৲

মদন ভস্ম ৩৲

গ্রাকারকে দু'বছর আগে আদালতে হাজির করা হয় গত মহাযুদ্ধের সময় বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের অপরাধে।

সামান্য অপরাধের জন্যও দীর্ঘদিন পর অপরাধীকে ধরে আইন প্রমাণ করে যে তার নাগাল থেকে পার পাওয়া যায় না।

নিউ জীল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ডে ১৯৬১-র অক্টোবরে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯২৪ সালে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধে। কিন্তু লোকটির ভাগ্য ভাল। মাঝের সাঁইত্রিশ বছরে পুলিস-সাক্ষীদের সকলেরই মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ নাকচ হয়ে যায়।

কালিফোর্ণিয়ার (যুক্তরাষ্ট্র) এক বাস-চালক আইরিশ সুইপের একটি বড় পুরস্কার পেতে আয়ারে গিয়ে জেতার টাকা আনার সিদ্ধান্ত করে। মাঝপথে রোড দ্বীপে সে তার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

বন্ধুরা তাকে ভোলেনি। পুলিসও নয়। বারো বছর আগে এক চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যতম আসামী বলে তাকে ওরা চিনতে পারে। ফলে বাজির বিজেতাকে কারাগারে যেতে হয়।

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

কলকাতার বাইরে একটি সমিতির অধিবেশন

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সত্যই কি তাই? স্বর্গ কি তা জানি না। আমাদের মনের সব-সাধনার পূর্ণ রূপকেই তো আমরা স্বর্গ বলে মনে করি। জননী ও জন্মভূমি তার চেয়েও বড়। মাতৃত্বের এই মহীয়সী মহিমা কতটা কবির কল্পনা, কতটা স্বর্গের স্বপ্নের মতই মানুষের মনের আবেগের প্রকাশ বলতে পারি না। চোখের সামনে দেখেছি সমাজ, সংসার, পরিস্থিতি, মাতৃত্বকে নির্দয়, নির্মম, কঠিন হতবুদ্ধি করে তুলেছে।

নিরুপমাকে আমি যখন দেখেছি তখন তার ফেলে-আসা জীবনের বিভ্রান্তি তাকে পাথরে পরিণত করেছে। প্রাণে মানুষের স্পর্শ পৌঁছোনো দুরূহ। সন্ত্রস্ত, সভয় দৃষ্টি, অশান্ত ব্যাকুলতা তার মনে কিসের জন্য? সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্তি চায় আর চায় অপমানবিহীন দুমুঠো অন্ন। এ ছাড়া তার কোন উচ্চাভিলাষ নেই। একদিন কিন্তু এই নিরুপমাই পল্লবঘন পল্লীগ্রামের ছোট্ট মেয়ে ছিল, আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন ছিল। বাপমাকে হারিয়ে যেদিন সে দূর দেশে দিদির কাছে এসেছিল আশ্রয় পেতে সেদিনও তার আশার অবসান হয়নি। অবসান হলো কয়েক বছর পরে। প্রৌঢ় ভগ্নিপতি উদ্ভিন্ন যৌবনা ষোড়শীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। নিরুপায় নিরুপমা কোথায় এ লজ্জা গোপন করবে বুঝে উঠতে পারেনি। প্রত্যাখ্যানের সাহস সঞ্চয় করতে করতেই অঘটন ঘটে গেল। দিদি যেদিন টের পেলেন সে সন্তানসম্ভবা, তাকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে সপত্নীরূপে বরণ করলেন, না হলে সমাজে তার মান থাকে না। সেদিন থেকে শুরু হলো নিরুপমার নিদারুণ নির্যাতন। শুধু দিদি নয় আশ্চর্যের বিষয় ভগ্নিপতিও দিদির আজ্ঞানুসারী হয়ে গেলেন। নীরবে অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন নিরুপায় নিরুপমার কোনও সম্বল রইল না। মাতৃ-হৃদয়ের সকল স্নেহ সুধারসের উৎস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো। সে ঠাকুরের পায়ে মিনতি জানালো যেন আর একটি নূতন লাঞ্ছিত জীবনের শুরু না হয়। প্রার্থনা ঠাকুর রাখলেন। নিরুপমা মৃত সন্তান প্রসব করলো। তারপর? তারপর সে মুক্ত, বন্ধনহীন। একমাত্র লক্ষ্য সে মানুষের মত দাঁড়াবে, যত সামান্যই হোক উপার্জন করবে, অপমান গঞ্জনা থেকে রেহাই পাবে। তাই সে এসেছে ২৩।১ বি বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সর্বোজনন্দিনী নারী-মঙ্গল সমিতিতে। হাতের কাজ শিখছে, সেলাই শিখছে, তাঁত বুনছে। অনভ্যস্ত অপটু হাত ভেঙে যাওয়া মন, ভুল হচ্ছে ত্রুটি হচ্ছে তবু, তবু আবার নূতন করে আরম্ভ করছে কারণ ফিরে যেতে সে আর পারে না। সমিতির কর্মীরা তাদের স্নেহ দিয়ে, দরদ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে ভরে তুলতে চাচ্ছেন নিরুপমার জীবনে নূতন প্রতিষ্ঠাকে। দু দিকেরই কঠিন পরীক্ষা। এরকম কত পরীক্ষা আসছে যাচ্ছে, কত অনাদৃত, অসহায় মেয়ে অঞ্জলি পূর্ণ করে নিয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসাদে।

এ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহু বছর আগে অনুভব করেছিলেন স্বর্গীয় গুরু-সদয় দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিনী সরোজ নলিনী। মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকার অসহায় পরনির্ভরতা তাঁকে আকুল করে তুলেছিল। বিধবাদের জীবন তখন বিষময় ছিল। তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত সত্তাকে সমাজ সগৌরবে উপেক্ষা করে চলে-ছিল। এসব সমস্যার কিছুটা অন্তত সমাধানের আগ্রহে তিনি মহিলা সমিতির পরিকল্পনা করলেন। একা এক-জন অনেক কিছু করতে পারে না। সকলে একত্র হলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ পেলে, নানা বিষয়ে আলোচনা করলে হয়তো একটা উন্নততর ভবিষ্যতের সূচনা হবে এই তাঁর আশা ছিল। ১৯১৩ সালে—ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে তিনি পাবনায়

জয়শ্রী সেলাই কাজ ও ছাপার কাজ

প্রথম মহিলা সমিতির পত্তন করলেন। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশে, বিশেষত কলকাতার বাইরে স্ত্রীশিক্ষার কি অবস্থা ছিল কল্পনা করুন। ছোট মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার কথা উঠলে বর্ষীয়সীরা বিদ্রূপ করে বলতেন 'মেয়েমানুষ কি আবার চাকুরি করবে নাকি?' লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হয় এরূপ একটা ধারণাও বহুলোক পোষণ করতেন। কিন্তু সরোজনলিনী তাতে দমেন নি। একটির পর একটি মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে চললো বাংলা দেশের জেলায় জেলায়। সমিতিতে নূতন নূতন ব্যবস্থা হয়ে চললো। মেয়েরা হাতের কাজ শিখতো, নানা শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা শুনবার সুযোগ পেত রান্না বান্না বা গৃহস্থালীর কথাও বাদ যেত না। এ পরিকল্পনায় সরোজনলিনীর প্রথম বাধা হ'লো শিক্ষয়িত্রীর অভাব। ভাবলেন কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করলে শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা তো হবেই, বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে একটা

মালা সিন্হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

"লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে"

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিন্হা বলেন : লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি.. আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকেরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 145-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সংযোগের সুবিধা হবে, উপরন্তু কলকাতারও নারীকল্যাণের অনেক কাজ করা যাবে। তাঁর এ ইচ্ছা সফল হবার আগেই অকালে ইহলোক ত্যাগ করতে হ'লো। সরোজনলিনীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত হ'লো সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ফেব্রুয়ারীতে অ্যাসোসিয়েশনের সূত্রপাত হয়।

যুক্ত মহিলা সমিতির মধ্যে কর্মকলাপের সংযোগ রক্ষা করা ছাড়া আরও নূতন নূতন নারীকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন সমিতির কর্মীরা। মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই এদের লক্ষ্য। কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা দেখলাম। পরম উৎসাহে হাতের কাজ শিখছে স্বল্পবিত্ত মেয়েরা। কেউবা ঘরে বসে

মেয়েদের তৈরি কার্পেট

সংসারের সাশ্রয় করছে দু'পয়সা। অনেকে আবার উপার্জনশীলা হবে বলে কাজ শিখছে কেউ বা শিক্ষয়িত্রী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য পড়াশুনা করছে আবার কেউ বা কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ দিয়ে উপার্জন আরম্ভ করে দিয়েছে। বয়স্কদের জন্য লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় এমনও হয় শুনলাম যে, কারিগরী শিক্ষার জন্য যতটুকু লেখাপড়া জানা দরকার তাও হয়তো মেয়েদের শিখবার সুযোগ হয় নি। তাদের কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আবার কিছু লেখাপড়াও শেখানো হয়। কারও বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা অথচ সাহায্য করার কেউ নেই, তারাও আসে নানা বিষয়ে পড়ার সাহায্য পেতে।

হাতের কাজ যারা শিখছে তাদের নিপুণতা দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। মনে হয় এমন আরও কতশত নিপুণাশিল্পীর

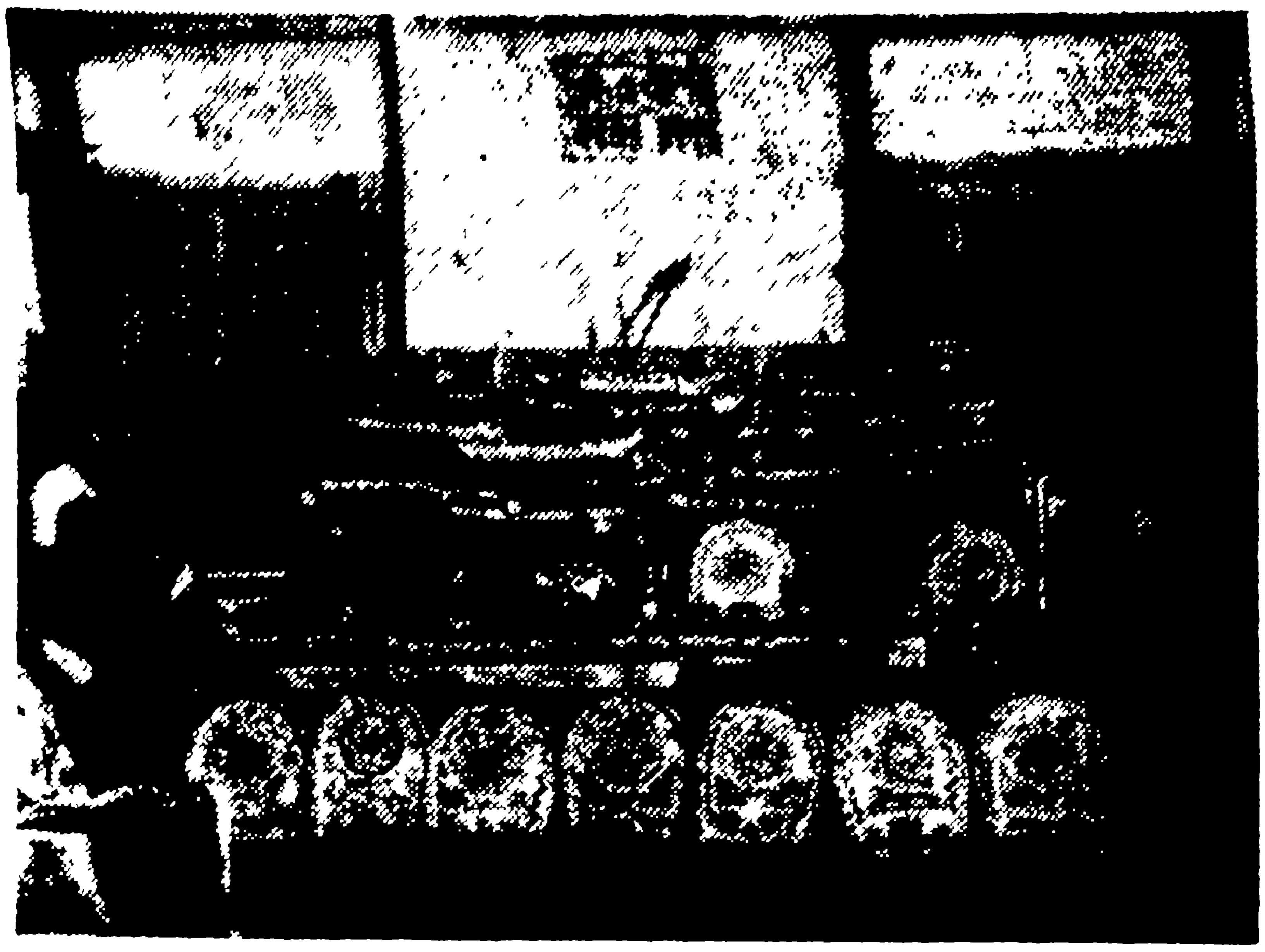

বাঁশের কাজ, কুলোর উপর আলপনা ও মাটির পাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন

সুযোগের অভাবে প্রতিভার প্রকাশ হয় না। কাঁসাপিতলের উপর জয়পুরী খোদাই করা কাজ কুলোর উপর এবং মাটির পাত্রের গায়ে আলপনা দিয়ে ঘরসাজানোর সরঞ্জাম দেখলাম। যে কোন নিপুণ কারিগরের কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে এরকম সুন্দর জিনিসও আছে। মেয়েদের পরিচালিত ক্যান্টিন আছে তাতে অল্প খরচে খাবার বিক্রিও করা হয়। শিশু বিভাগটি ভারী সুন্দর। উজ্জ্বল সুন্দর মুখ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান গাইছে খেলা করছে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে চেঁচামেচি করছে। এখানে যে দুটো কাজ আছে তার কর্মকর্ত্রী শিক্ষক ও হয় এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাড়ায়।

মা ও শিশুদের জন্য পরিচালিত ক্লিনিক একটি আছে। পুরীতে বিধবা আশ্রমও সরোজনলিনী অ্যাসোসিয়েশনের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। মহিলামণ্ডলের প্রায় সকল দিকই কর্মীদের লক্ষ্য। সম্প্রতি আরও একটি নূতন পরিকল্পনা হ'য়েছে। পৃথিবীর বহুদেশে, এমন কি অনেক অনগ্রসর দেশেও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনা এসেছে। সুগৃহিণী সংসারের কত বড় সহায় তা কারও অজানা নেই। দেশবিদেশে সুগৃহিণী গড়বার দায়িত্ব যেমন সমাজসংস্কারকরা সযত্নে হাতে তুলে নিয়েছেন, তেমনি এঁদের পরিকল্পনাও সুগৃহিণী গড়বার প্রয়াস। বিদেশের মহিলা, সমিতি থেকে আর্থিক সহায়তার সাহায্যের সুসংবাদ এসেছে। শীঘ্রই একটি চলমান গ্রামীণ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থা হবে। এরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ঘরণীদের শেখানো হবে কি করে সুগৃহিণী হ'তে হয়। আজকের সঙ্কটে মেয়েদের জীবনে সুগৃহিণী হওয়াই হয়তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

সরোজনলিনীর মেয়েদের ব্রতচারী নৃত্য

আপনি যে কাজই করুন না কেন...

সুসম্পাদিত
আপনার প্রতিটি কাজ
ভারতেরই কাজ

আপনি, আপনার জীবন, আপনি যে কাজ করছেন এগুলি সবই, আজ যে ভারত দক্ষতা ও শক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে—সেই ভারতেরই একটা অংশ। এখন আর অযোগ্যতা এবং আত্মতুষ্টির অবসর নেই। যে কাজই হোক না কেন, তা যাতে যথাসম্ভব কম জমে অথবা একেবারেই না জমে, সেই রকমভাবে দক্ষতার সঙ্গে তা নিষ্পন্ন করুন। আপনার মতো দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, এই রকম লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মীর সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ওপরেই জয়লাভের ভিত্তি গড়ে ওঠে।

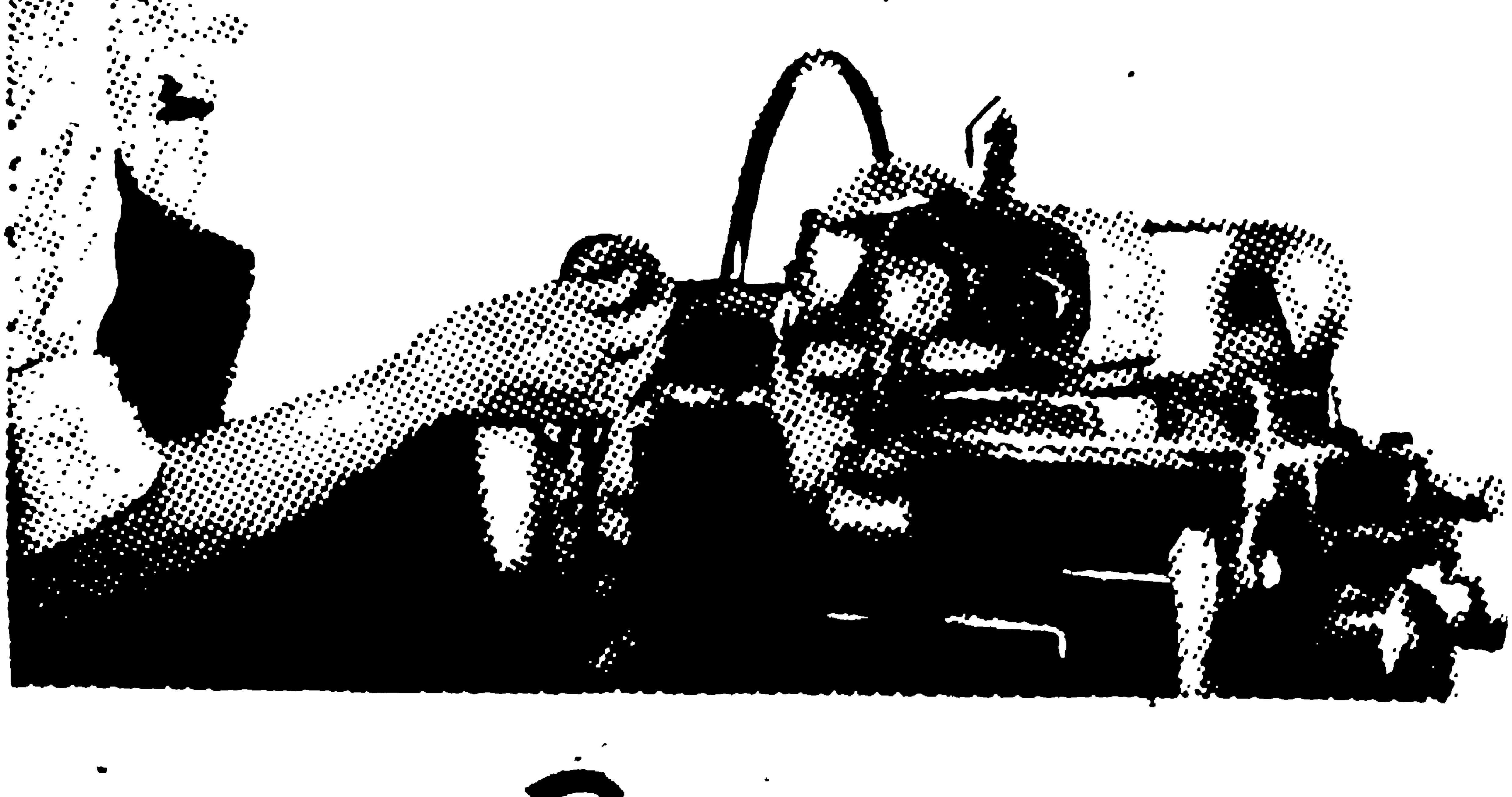

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করুন

অধিকতর উৎপাদন, সবলতর প্রতিরক্ষার জন্য

DA 62/F9 (Bengali)

* ট্রামে-বাসে *

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় তাঁর এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, হালে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধিই মৎস্য-মূল্য বৃদ্ধির কারণ। —"কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে গিন্নীর বদলে মাছের ল্যাজা-মুড়ো নিয়ে ধেই ধেই নৃত্য করার জন্য আদর্শ স্বামীর অভাব অন্তত বাংলা দেশে হবে না" —খুড়ো আজ মাসাধিক কাল মৎস্যমুখী হন নাই, সেখবর আমরা আগেই পাইয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে শ্যামলাল বলিল—"বছরের বারোটা মাসই চৈত্র মাস বলে যদি পাঁজিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলেও মৎস্য মূল্য রোধের একটা ব্যবস্থা হয়ত হতে পারে।"

চীন পাকিস্তানের নিকট হইতে ৭০,০০০ গাঁট তুলা ক্রয় করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"পাকিস্তানের কানে

গোঁজার মজুত উদ্বৃত্ত তুলো এবারে চীনে গেল, সেখানেও যে কানে দিয়েছি তুলোর চাহিদা সম্প্রতি খুব বেড়ে গেছে।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম বিলাতের শিশুদের জন্য নাকি মাছের পাউডার ব্যবহারের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী আয়ুর্বেদীয় ভাষায় মন্তব্য করিলেন—"পাউডারটার উপকারিতা, ভক্ষনাৎ ন তু মর্দনাৎ। তবে এ খবর আমাদের কোন কাজেই আসবে না। কেননা কথায় বলে—মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! আমাদেরও তাই, মাছই নেই, তার আবার পাউডার।"

এই এপ্রিলের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে করভারের কথঞ্চিৎ সুবিধা হয় বিবেচনায়, বৃটেনে বিবাহের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। পরিসংখ্যানে বলা হইয়াছে সেখানে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। —"করভার লাঘবের জন্য কর-পীড়ন"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিদ্যুৎশক্তির ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে পত্র মন্ত্রণালয় হইতে সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে—অযথা আলো জ্বালাইবেন না। শ্যামলাল বলিল—"এই সঙ্গে উপনিষদের প্রার্থনাটা জুড়ে দিলে সার্কুলারটা আরো জোরদার হত,—আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও!!"

পুরুলিয়া হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার কোন এক অঞ্চলে জনৈক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 'ক্ষুধা হইতে মুক্তি সপ্তাহের' অবিসম্বাদিত মুক্তির সংবাদ বুঝি শুনলাম।"

জাপানের এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে 'কৃত্রিম রক্ত' আবিষ্কৃত হইয়াছে। — কিন্তু তার জন্যে জাপান যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের কলকাতার মাছ-বাজারে কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার বহু আগেই হয়েছে"—বলেন সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত আতপ চাউলে সিদ্ধ চাউলের গন্ধ ও স্বাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আনার জন্য নাকি ব্যবস্থা হইতেছে। — এটা অবশ্য নূতন। কাঁকর সংযোগে আমরা ভারিক্কি চাল করেছি গন্ধ আনিতে পারিনি। তবে আশা করি হয়ে যাবে, চর্বিতে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের গন্ধ যাঁরা এনেছেন তাঁদের হাতে আতপ চালে সেদ্ধ চালের গন্ধ তো নস্যি'—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

হায়দ্রাবাদ হইতে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ সেখানে উর্দু পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে নাকি উত্তরপত্রও

পাওয়া গিয়াছে। —'মনে হয় এই ব্যবস্থা 'মেড ইজি নোট' বা 'সাজেসশন'-এর চেয়ে ঢের ভালো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সংবাদে প্রকাশ, সুতা আমদানী করিতে না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বেল্টিং শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এটাকেই কি বলে হিটিং বিলো দি বেল্ট?"

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ আমাদিগকে 'আমলকী' হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু আমাদের আদর্শ মা ফলেষু, বলে আমরা আমের বদলে আম-দরবারটার কথাই ভাবছি!!"

ওয়েলস-এর এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে কোন এক অফিসে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১২০ এবং পুরুষ কর্মী মাত্র একজন। পুরুষ কর্মীটি মেয়েদের হই-হুল্লোড়, হাসি, মস্করায় অতিষ্ঠ হইয়া বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু

তা-ও মঞ্জুর হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"আমাদের দেশে অতটা অবশ্য হয় না, বরং ১২০ জন পুরুষ কর্মীর হাসিহুল্লোড়ে 'একাকিনী শোকাকুলা'কে দেখেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু সে কথা থাক। উপস্থিত পরিবেশে বুড়ী ছুঁয়ে ফেলাই হল বুদ্ধি-মানের কাজ। সুতরাং "

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যা বলে দেশে কিছু নাই, যা আছে তা হইল "বাড়তি জনসংখ্যা।" খুড়ো বলিলেন—'কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, উদ্বাস্তুর চেয়ে বাস্তু ঘুঘুর সমস্যা দেখি বেশি।"

শ্রী পি এল রায় বলিয়াছেন—এমেচার মুষ্টিযুদ্ধে বর্বরতা নাই। —"বাক-যুদ্ধেও তাই। মাঠে-ময়দানে, ট্রামে-বাসে এমেচারদের বাকযুদ্ধে হেনা করেঙ্গে তেনা করেঙ্গে থাকলেও তা বর্বরতা নয়। কিন্তু মুশকিল হল পেশাদার বাকযোদ্ধাদের নিয়ে, এই যেমন ধরুন " কিন্তু শ্যামলাল হঠাৎ জিভ কাটিয়া থামিয়া পড়িল, পেশাদার বাকযোদ্ধাদের নাম বলিল না, বলিল না শিবিরগুলির নাম!

খেলার মাঠের গ্যালারীর মূল্য লইয়া সরকারের সঙ্গে হেডওয়ার্ড কোম্পানীর দর কষাকষি চলিতেছে। —"কিন্তু ময়দানের গাছের ডালের দরটারও রফা নিষ্পত্তি এখন থেকেই হওয়া দরকার" —বলেন খুড়ো।

শক্তিপদ রাজগুরুর
শাল পিয়ালের বন ৪৲

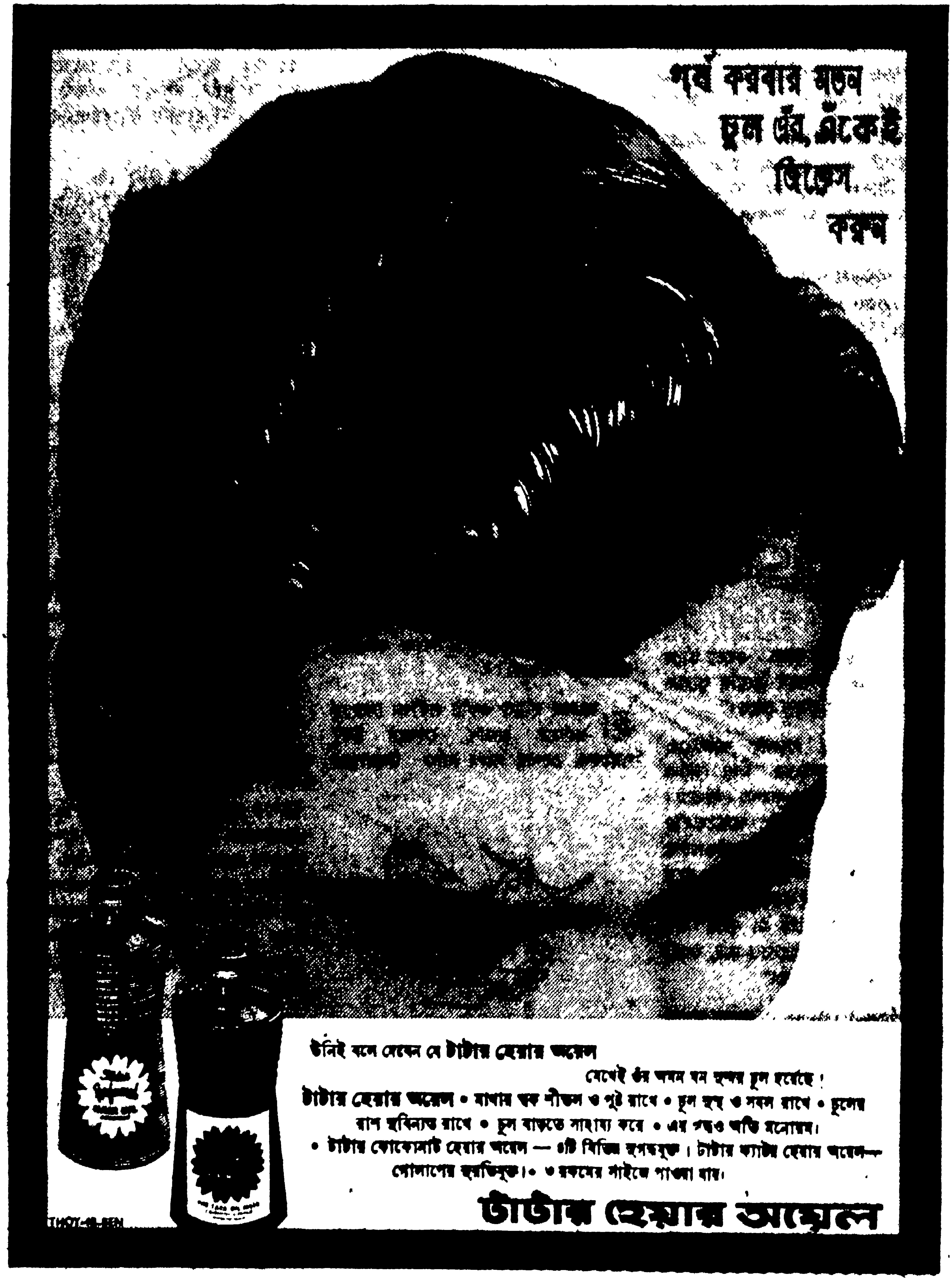
গর্ব করবার মতন চুল ওঁর, এঁকেই জিজ্ঞেস করুন
উনিই বলে দেবেন যে টাটার হেয়ার অয়েল মেখেই ওঁর অমন ঘন সুন্দর চুল হয়েছে!
টাটার হেয়ার অয়েল • মাথায় খুব শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল হৃষ্ট ও সবল রাখে • চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে • এর গন্ধও অতি মনোরম।
• টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল — ৩টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাস্টর হেয়ার অয়েল— গোলাপের সুরভিযুক্ত।• ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
THOY-48-BEN

সাহিত্য সংবাদ

রবীন্দ্র-গবেষণা ও পুরস্কার

রবীন্দ্রভারতী সমিতি (নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি) রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে যে-সব আয়োজন করেন, তার অন্যতম একটি আয়োজন রবীন্দ্রনাথের স্মরণে পুরস্কার প্রদান। রবীন্দ্র-চর্চা ও গবেষণার স্বীকৃতি-রূপে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এক বছর বাদে একবার অর্থাৎ প্রতি দু বৎসরে একবার এই পুরস্কার দেওয়াই বিধি। ১৯৫৯ সালে প্রথমবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী উক্ত পুরস্কার পান।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

১৯৬১ সালে (দ্বিতীয়বার) শ্রীপুলিনবিহারী সেন পুরস্কারটি পেলেন। উক্ত পুরস্কারের সম্মানদক্ষিণা তিন হাজার টাকা।

গত বৎসর সমাবর্তন রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে এই পুরস্কার প্রদানের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ইন্দিরা দেবীর পক্ষে তাঁর আত্মীয় শ্রীমতী [illegible] ঠাকুর রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন নিজে সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন তবু এই প্রসঙ্গে যৎসামান্য উদ্ধৃতি দিঃ

"ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহার মাতা। ইংরাজী ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁহার মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিলাত গমন করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিমলায় অকল্যাণ্ড স্কুলে এবং পরে কলিকাতা লরেটো হাউস কনভেন্টে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৯২ সালে তিনি ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা সহ বি এ পাশ করেন। ইংরাজী ভাষায় প্রথম

বিদায়

স্থান অধিকার করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদ্মাবতী পদক' প্রাপ্ত হন।

১৮৯৯ সালে কলিকাতার বিখ্যাত চৌধুরী-পরিবারের দ্যুতিমান সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্রে ইন্দিরা-দেবী একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

আজীবন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সংগীতের পরিবেশপুষ্ট ইন্দিরাদেবী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় প্রকার সংগীতেই দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের আদিযুগের গানগুলির ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। আনন্দ-সভা সংগীতসম্মিলনী প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি বাংলাদেশে সংগীতের প্রচার এবং শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দিরা-দেবী শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসেন। শান্তিনিকেতনে সংগীত-ভবনের সহিত প্রধানারূপে তিনি বহুদিন যুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতীর স্বরলিপি-সমিতির সভানেত্রী স্বরূপে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভুবনমোহিনী পদক প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহার সংবর্ধনা হয়। ১৯৫৬ সালে বিশ্ব-ভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সালের বার্ষিক সমাবর্তনে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে দেশি-কোত্তমা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গুরুদেবের স্নেহের পাত্রী ইন্দিরাদেবী—রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্র জীবনের বহু তথ্য তিনি 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' ও 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। গুরুদেবের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের সংকলিত প্রায় সমুদয় পত্রই ইন্দিরাদেবীকে লেখা।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ (১২ই আগস্ট, ১৯৬০) শুক্রবার তিনি পরলোকগমন করেন।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষকরূপে সবিশেষ পরিচিত। ইতিপূর্বে শ্রীসেন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তা ছাড়া আনন্দ-পুরস্কার, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক এবং অন্য সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রীসেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগের সঙ্গে বহুকাল যুক্ত ছিলেন, 'বিশ্বভারতী পত্রিকার' সঙ্গেও তাঁর যোগা-যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন শ্রীসেন বলেন, যা ছিল প্রত্যহের নিত্যকর্ম তা যে একদিন বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করে সমাদর লাভ করার হেতু হতে পারে তা কোনোদিন কল্পনাও করি নি। আমাদের মত সামান্য লোক যে বিস্মৃত—রবীন্দ্ররচনা সংকলনে ও তার সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের কাজে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিল তাতেই

পুলিনবিহারী সেন

সে নিজেকে অভিষিক্ত ছিল গবেষণার গৌরব দাবি করবার কথা ভাবিনি। —পুরস্কার অপ্রত্যাশিত বলেই তাঁর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অবশ্য বেশি।

যারা বিস্তারিত সংবাদ রাখেন তাঁরা জানেন যে, অনেক কাজ হয়ে থাকলেও এখনো রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত, বহু চিঠিপত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ,—যা, কোনোরকমে বস্তাবন্দী করে নয় সুগ্রথিত করে প্রকাশের প্রয়োজন, তবে রবীন্দ্রজীবনের যে বহুমুখিতার কথা আমরা সর্বদাই বলি তার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হতে পারবে। আর, রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন, বহু কর্মী অনন্যমনা হয়েও একজীবনে তা শেষ করবার আশা করতে পারেন না।—কুড়ি বৎসর আগে যে অবস্থা ছিল এখন তা নেই এখন এ কাজে অনেক তরুণ-কর্মী অগ্রগামী; আশা করি এ কর্তব্যকে তাঁরা কেবল গবেষণা বলে গ্রহণ না করে, ব্রত বলেই পালন করবেন।'

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা রবীন্দ্র-ভারতী প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

জীবনী গ্রন্থ : অসাধুতা

মাননীয় বিনয়,

গত ৯ই মার্চ, ১৯৬৩-র সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (সংখ্যা-১৯) 'সাহিত্যে অসাধুতা' নামে শ্রীযুক্ত অরিন্দম পালের চিঠি পড়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। প্রসঙ্গটি আধুনিক কালের একজন নামকরা জীবনী রচয়িতা সম্পর্কে।

রামকৃষ্ণমিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। সময় ডিসেম্বর ১৯৫২ সাল। ঐ ম্যাগাজিনে আমার একটি রচনা (প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত) স্থান পায়। নাম 'নিবেদিতার জীবন ও কার্যাবলী।' রচনাটি ঐ সময় যুগান্তরের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫৭ সালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন শ্রীযুক্ত মণি বাগচি রচিত 'নিবেদিতা' নামক জীবনী গ্রন্থটি আমার হাতে আসে।

বইটি পড়ে বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঐ গ্রন্থের ৪৯, ৫১, ৫২, ৯৪, ১০১ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ যথাযথরূপে আমার রচনাটি থেকে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং স্বীকারোক্তি নেই। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৬২, অর্থাৎ ১৯৫৫। আমার প্রবন্ধের রচনাকালের তিন বছর পরে। নেওয়া অংশগুলো আমি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

১॥

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি।"

দীর্ঘ ঊনত্রিশটি বৎসর পার হইয়া মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর জীবনে আসিয়া পৌঁছিল বিবেকের অভ্রান্ত ইঙ্গিত—জাগ্রত সত্তার অভ্রান্ত উত্তর। রাত্রির স্তব্ধতাকে মথিত করিয়া, নিদ্রাতুর পৃথিবীর ঘুমঘোরকে ধিক্কার দিয়া মার্গারেটের সুপ্ত চেতনায় আঘাত হানিতেছে সন্ন্যাসীর সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর—"জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায়?"

(নিবেদিতা: পৃঃ ৪৯)

আমার রচনাটি শুরু হয়েছিল ওইভাবে 'আনন্দমঠ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। (রজত জয়ন্তী সংখ্যার ৫২ পৃঃ)। সংখ্যাটি আমার কাছে এখনো আছে। সম্ভবত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়েও পাওয়া যাবে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে ক্রিয়াপদগুলি আমি চলতি ভাষায় লিখেছি স্বামীজীর বাণী আমার রচনায় ইংরেজীতে উদ্ধৃত।

এর পর আরো আছে—

২॥

জন্মান্তর হইল মার্গারেটের।

একই দেহে দুইবার জন্ম।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়র্ল্যাণ্ডের কোলে মার্গারেটের জন্ম। আর ১৮৯৮ সালের ২৫শে মার্চ ভারতের মাটিতে নিবেদিতার জন্মলাভ। পূর্বজন্মের পিতা স্যামুয়েল নোবল। নিবেদিতার স্রষ্টা বিবেকানন্দ। (পৃঃ ৫১)

৩।

তিনি স্বয়ং অর্ঘ্য।

ফুল হইয়া তিনি ভগবানের চরণে তিলে তিলে শুকাইয়া যাইবেন। ধূপ হইয়া পলে পলে নিজেকে জ্বালাইয়া করিবেন তাঁহার আরতি। দীপ হইয়া দিনে দিনে নিঃশেষ করিয়া দিবেন নিজের অস্তিত্বকে।

তিনি নিবেদিতা।

নিবেদিতা আসিলেন ভারতবর্ষে। পরাধীন, অশিক্ষার তমসাচ্ছন্ন সে ভারতবর্ষ। নিবেদিতার মনে পড়িল তাঁহার জন্মভূমি আয়র্ল্যাণ্ডকে। সে দেশও এমনি পরাধীন এমনি উৎপীড়িত। নির্যাতিতের তো কোনো জাতি নাই। তাহার একটি পরিচয় সে দুঃখী সে হতভাগ্য। আর এই হতভাগ্যের দুঃখ দূর করাই তো তাঁহার আবাল্য স্বপ্ন।" (পৃঃ ৫১—৫২

৪॥

১২ই নভেম্বর। দীপান্বিতার রজনী। নিবেদিতার জীবনেও একটি স্মরণীয় দিন। শহরের এখানে ওখানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শহরের একটি ক্ষুদ্র গলিতে নিবেদিতার আলো জ্বলিয়াছে।

এ আলোর জ্যোতি অনির্বাণ।

নিবেদিতার জীবনব্যাপী সাধনার আজ শুভ উদ্বোধন।

৫॥

অসহ্য গরমে তাঁহার শঙ্খশুভ্র মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে দুই হাত মাথায় চাপিয়া ধরিতেন। শিক্ষয়িত্রীদের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবেদিতা উত্তর দিতেন—

"মাথায় বড় কষ্ট।" কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে ডুবাইয়া দিতেন।

স্কুল তো আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা মেয়ে দিতে চাহেন না। হিন্দুর মেয়ে যাইবে বাইরে পড়িতে? তাও আবার মেমসাহেবের কাছে? দুই-একটি কবিয়া মেয়ে আসে। সেই শঙ্খশুভ্র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আবার বিঘ্ন। অর্থাভাব।

(পৃঃ ১০১)

আমার রচনা থেকে নেওয়া এই অংশগুলি ছাড়া পরলোকগতা সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা' গ্রন্থ থেকে অনেক অংশ এইভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন এবং লেখিকার নামোল্লেখ ব্যতীত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ঐ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বসুরায় নিবেদিতাকে দেওয়া স্বামীজীর আশীর্বাদ-বাণীর সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত মণি বাগচি রচিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থের আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এই অনুবাদটি উদ্ধৃতি চিহ্ন এবং লেখিকার নামোল্লেখ ব্যতীত স্থান পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত মণি বাগচীর লেখা সম্পর্কে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছিলাম যে, তাঁরা নাকি এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অথচ নিবেদিতা গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে হুবহু সেই একই নজির দেখতে পেলাম।

তখন বয়স অল্প থাকায় সংসার, শঠতা, নীচতা এবং সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম ছিল। তাই সেদিন প্রতিবাদ জানাবার মত পথ খুঁজে পাইনি। আপনার পরিচালিত সাহিত্য সংবাদ বিভাগে শ্রীযুক্ত অরিন্দম পালের চিঠি দেখে পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে গেল। শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ জানাবার জন্য নয় বাংলা সাহিত্যে অসাধুতার নিদর্শন হিসেবেও এই চিঠি আপনার বিভাগে প্রকাশের দাবি রাখে। চিঠি দীর্ঘ এবং ঘটনাটি অনেকদিন পূর্বের, তথাপি আপনার বিচারবোধ এবং সাহিত্যনিষ্ঠার উপর ভরসা করে এই চিঠি আপনার কাছে পাঠালাম। এসম্পর্কে আপনি এর আগেও আলোচনা করেছেন।

নমস্কার জানবেন। ইতি—

অধ্যাপিকা অনীতা গুপ্ত

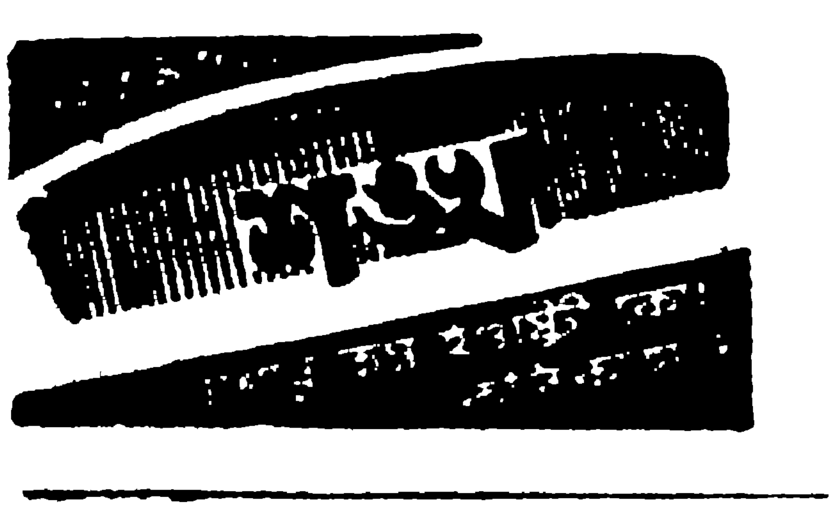
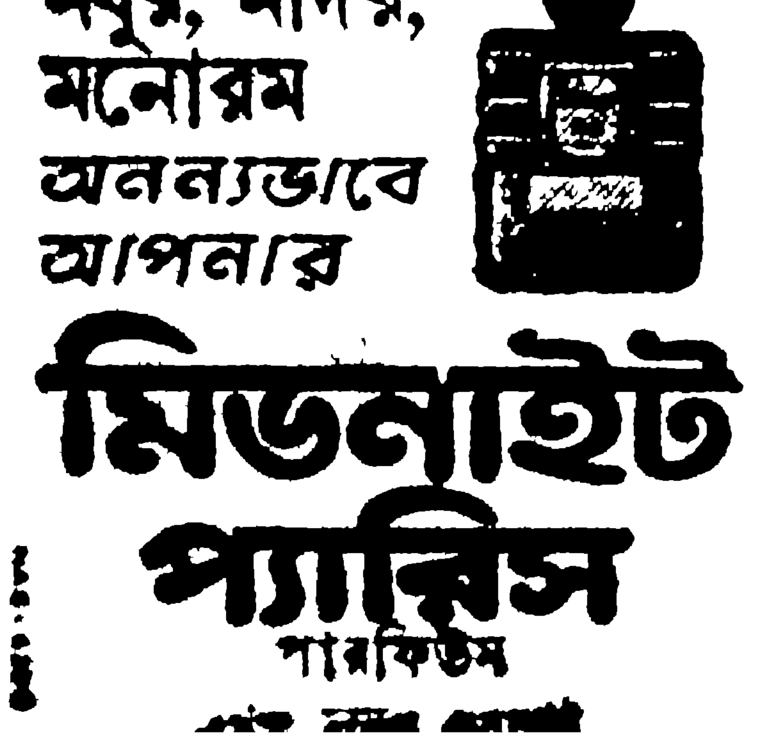

রবীন্দ্র সংগীত : সংগীত-আদর্শের চর্চা

রবীন্দ্র সংগীত সাধনা—সুবিনয় রায়। গীতবীথি প্রকাশনী, ১৯৫বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। চার টাকা।

লেখক রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষক হিসাবে সুপরিচিত। যথানিয়মে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়েছে বলেই রবীন্দ্র শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার সাহায্যে রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে হিতকারী এবং প্রয়োজনীয় আলোচনার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন। পুস্তকটি তত্ত্ববিষয়ক বা ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। লেখক জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ও তার যথাযথ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কতকগুলি মূলগত সাংগীতিক আদর্শ ও পদ্ধতি প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অনুসরণ করে চলতে হয়। রবীন্দ্র সংগীত অনুরাগীদের বিশেষত শিল্পী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে এই সকল চর্চাপদ্ধতি ও আদর্শকে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। তিনি প্রধানত চর্চার দিকটাই অবলম্বন করেছেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের অংশ—গীতি, গায়কী, যন্ত্রসংগীত সংগতি এবং স্বরলিপি এই বিষয়গুলির আলোচনা করেছেন।

পুস্তকটির সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, কয়েকটি আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এসব নীতি যে কেবল রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে প্রযোজ্য এমন নয়, সাধারণ কাব্যসংগীত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সংগীতের মূল সূত্রগুলি আয়ত্তে থাকলে সেই সঙ্গে সুরকারের রচনা সার্থকতার সংগে গাওয়া সম্ভব হয়। লেখকের মধ্যে গোঁড়ামি নেই—খোলা মন নিয়ে তিনি যে সব আলোচনা করেছেন সেগুলি কাব্যসংগীতকে সাধারণভাবে বোঝবার জন্য প্রয়োজন। রবীন্দ্র সংগীতকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও এই পুস্তকটি সাধারণভাবে বাংলা গানকে প্রকাশ করবার কাজে লাগবে। পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত কণ্ঠস্বর অলংকার শ্রুতি, উচ্চারণ, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি যে নৈপুণ্যের সংগে বলা হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, লেখক শিক্ষার্থীদের বা শিল্পীদের মূল ত্রুটিগুলি কোথায়, তা বিচক্ষণতার সংগে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং দোষমুক্তির উপায়গুলি দক্ষতার সংগে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই পুস্তকটি রচনা করেছেন, তা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

এ সম্পর্কে একটি বক্তব্য এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সংগীতের আলোচনা লেখকের মনে যতটা অধিকার করেছে, বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সংগীতের মূল্যায়ন ততটা করেনি। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ, সে যুগের বাংলা গানের প্রভাব তাঁর ওপর বড় কম নয়। সেই রীতিনীতির সংগে পরিচিত হওয়া শিক্ষার্থী শিল্পী এবং শিক্ষক প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। এই পরিচয়ের অভাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক পুরানো গান যথাযথভাবে গাইতে শোনা যায় না। এ সম্পর্কে একটি সারবান আলোচনা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি। ৪৪৪।৬২

পুস্তক পরিচয়

সাহিত্য প্রবন্ধ

ঘরে বাইরে সাহিত্য চিন্তা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য জগৎ। ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রবীণ লেখকের সাম্প্রতিককালে লিখিত আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-তত্ত্ব এবং সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কিত। একই বিষয় নিয়ে আর একখানি বই গ্রন্থকার অনেকদিন আগে লিখেছিলেন 'শিল্পলিপি' নাম দিয়ে। 'শিল্পলিপি' এবং আলোচ্য বইখানি পড়লে পাঠক অধ্যাপক দাশগুপ্তের সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার পূর্ণ পরিচয় পাবেন।

আলোচ্য বই-এর প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত। সাহিত্য সম্পর্কিত যে প্রসঙ্গগুলি বই-এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে সেগুলি যে দীর্ঘকাল ধরে লেখককে ভাবিয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই মনন-চিন্তনের ফলে প্রবন্ধগুলির উপস্থাপনা-ভঙ্গীর মধ্যে একটা প্রত্যয় এবং আন্তরিকতার ভাব দেখা যায়।

তবে প্রবন্ধগুলি লঘু চালে লেখা। 'সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা' প্রবন্ধটিতে লেখক একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণগুলি মূল সমস্যার তুলনায় লঘু। উপস্থাপন-রীতিতে লঘুতা। এটা ইচ্ছাকৃত মনে হয়।

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

মধুসূদন গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) — কাব্যসংগ্রহ

এই খণ্ডে আছে: তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও বিবিধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং প্রত্যেকটি কাব্যের বিস্তৃত টীকা ও টিপ্পনী। পাকা বাঁধাই সুন্দর ছাপা সুদৃশ্য জ্যাকেট। সাধারণ বাঁধাই টাঃ ৮·৫০ এবং রেক্সিন বাঁধাই টাঃ ১০·০০।

প্রত্যেকটি কাব্য পৃথক পৃথক পাওয়া যায়।

কল্লোল প্রকাশনী : এ১২৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

(সি ১৮১৫)

প্রকাশিত হলো

কবি-কিশোর সুকান্ত

সুকান্তের প্রিয়বন্ধু অরুণাচল বসু ও তাঁর মাতা সরলা বসুর এই আকর্ষণীয় অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র যে কোনো জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছেই এক মূল্যবান সম্ভার।

তাঁর নানা অপ্রকাশিত চিঠিপত্র রচনাদির মধ্যে
কিশোরপ্রতিভার বহুমুখী দিক উন্মোচিত।
দাম : আড়াই টাকা

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্যের

সোনা নয় রূপো নয় ২·৫০

সাধারণ পাঠাগারের জন্য নির্বাচিত

আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নবজন্ম

এই উপন্যাস না পড়া মানে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হওয়া

দাম : ৩·৭৫

আমাদের আরো বই :

● বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অশনি সংকেত (উপন্যাস) ॥ ৪·৫০ ॥

অনুসন্ধান (উপন্যাস) ॥ ৩·০০ ॥

ছায়াছবি (গল্প সংগ্রহ) ॥ ৩·০০ ॥

নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (গল্প সংগ্রহ) ॥ ৩·৫০ ॥

উর্মিমুখর (দিনলিপি) ॥ ২·৭৫ ॥

আমার লেখা (ভাষণ ও পত্র সংকলন) ॥ ২·৫০ ॥

● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আদায়ের ইতিহাস (উপন্যাস) ॥ ১·৭৫ ॥

● রেবা চট্টোপাধ্যায়ের

সুতনুকা (উপন্যাস) ॥ ২·৫০ ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

পারিপাট্যে অতুলনীয় । ৩·০০

বিভূতি প্রকাশন

২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা—১২

'পণ্ডিতী' হলেও অন্তত এই আলোচনাগুলিতে লেখক 'পণ্ডিতী' রীতি অনুসরণ করবেন না এমন একটা সংকল্প আলোচনাগুলির মধ্যে প্রকট। ফলে বিষয়গুলির গভীরতা কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজকাল Serious রচনার দিকে সাধারণের বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছে। সমালোচনা যদি লিখতে হয়, বড় জোর arm chair criticism, তার চেয়ে গভীর কিছু নয়। আসলে আমাদের মনের seriousness চলে গিয়েছে, তাই serious রচনাকে 'পণ্ডিতী' এবং 'ছাত্রপাঠ্য' বলে অপাংক্তেয় করছি। এই সময় দেশে যে কয়জন লোকের চিন্তাশক্তি আছে তাঁদের উচিত arm chair Criticism জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

৫৬৮।৬২

উপন্যাস

কত রঙ। প্রভাত দেব সরকার। গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। চার টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রভাত দেব সরকারের সাহিত্য-কীর্তি সুবিদিত। তাঁর রচনার একটি বিশেষ গুণ, বিষয় নির্বাচন সাধারণ হলেও, সেইসব বিষয়কে তিনি সহজেই তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের যথাযথ রূপায়নে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'কত রঙ' তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং এই উপন্যাসেও তাঁর গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

'কত রঙ' একটি বিশেষ জীবন বা একটি বিশেষ পরিবারের কাহিনী নয়, এর মূল কেন্দ্রে আছে একটি অফিস। এই অফিসে বিচিত্র চরিত্রের ও স্বভাবের মানুষের মিলন ঘটেছে। মূল চরিত্র সুধীরবাবুর দৃষ্টিতে লেখক এইসব চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন

চৈত্র ১৩৬৯ সংখ্যা বেরিয়েছে

ধ্রুপদীর তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হল

পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নূতনের প্রতি আগ্রহ নিয়ে ধ্রুপদী অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ধ্রুপদী কবি-আবিষ্কারের কবিতা-পরিবেশনের কবি-কৃতি-স্বীকৃতির ও দেশী-বিদেশী কবির কাব্য-আলোচনার মুখপত্র।

ধ্রুপদী

বৈশাখ ১৩৭০ থেকে চতুর্থ বর্ষ আরম্ভ হচ্ছে।

পুরাতন ও নূতন গ্রাহকবর্গ অনুগ্রহ করে সডাক বার্ষিক চাঁদা ছয় টাকা চৈত্র মাসের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। প্রতি সংখ্যা খুচরা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

১৩বি কাঁকুলিয়া রোড। কলিকাতা ১৯

সততা নামক গুণ মানুষের হৃদয় থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে, স্বার্থের খাতিরে মানুষ আজ যে-কোনো শর্তেই আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত, লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বোধ হয় এই। চতুর্দিকের এই হীন মনোবৃত্তি সংবুদ্ধিসম্পন্ন সুধীরবাবুকে ক্রমশ পর্যুদস্ত ক'রে ফেলে। যুদ্ধের পরবর্তী কালে কলকাতায় দ্রুত যে-সব অফিস গ'ড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন কল্যাণকামী উদ্দেশ্য নিয়ে তারই একটি— শ্রমিক-কল্যাণ অফিসে তিনি যোগদান করেন। কর্মে তার সততা আর পাঁচজনের দৃষ্টিশূল হ'য়ে ওঠে। কি পুরুষ কি মহিলা— সকলেই চায় ছলে, বলে কৌশলে গুছিয়ে নিতে। চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েন সুধীরবাবু ও শেষ পর্যন্ত চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

উপন্যাসটি প্রভাতবাবুর অনুরাগী পাঠকদের ভালো লাগবে।

৪৮৭।৬২

দুয়োরাণী। ধনঞ্জয় বৈরাগী। কথাকলি ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯ ২·৫০ নঃ পঃ।

কিছু কিছু উপন্যাস আছে যা অনায়াসে পড়া হয়ে যায়—খুব তলিয়ে কিছু খুঁজতে হয় না এবং মনের পরে কোন দাগ রেখে যায় না—এ ধরনের উপন্যাস পড়ার একমাত্র উপকারিতা আলস্যমোচন এবং কিছু চরিত্র ও জীবনের মুখোমুখি খানিকক্ষণ নিরুপায় বসে থাকা যার সংগে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে হয় না। প্রচুর পয়সা আছে, প্রচুর বিলাসব্যসন আছে, অথচ হৃদয়ে অন্তঃসারশূন্য- যারা টেনিস খেলার বিকেল পার হলে ফুল ফোটাবার এবং ফ্লার্ট করবার ক্ষমতা পায়, বিশুদ্ধ নাটকের উত্থান-পতনের মত বাস্তব জীবনেও প্রেম বা প্রেমের অভিনয় করে— তাদের সংখ্যা সমাজে নিশ্চিত মুষ্টিমেয়। 'দুয়োরাণী'র লেখক ধনঞ্জয় বৈরাগী এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মধ্যে থেকে প্রধানত দু'টি পুরুষ আর দু'টি নারীকে বেছে নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। যে বাড়ি, পারিপার্শ্বিক, চিন্তা ও চরিত্রের সম্মুখীন এই উপন্যাসে হলাম, সমাজের অধিকাংশ লোকের সংগে তাদের জীবনের কোনো যোগ নেই। আর তা ছাড়া এই ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের উপর ভিত্তি করে আগেও অর্থাৎ অতীতে একসময় বাংলা সাহিত্যে কিছু সাধারণ বইও লেখা হয়েছিল, এখনকার দিনের কোনো লেখক অতীতকালের কোন বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাবেন—তাঁর লিখিত উপন্যাসে পাঠকের মন জয় করতে চাইবেন—পাঠকেরা তাতে সন্তুষ্ট হবে কেন? এখনকার লেখকদের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাম খুব অপরিচিত নয়, উপন্যাস রচনায় স্বাভাবিক হাত যখন তাঁর আয়ত্তে, তখন তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র এবং প্রতিপাদ্যকে এমনভাবে নির্বাচন

করুন যাতে নবদিগন্তের আভাস কিছুটা মেলে, অন্তত মনের খোরাক কিছু জোটে, নইলে উপন্যাস রচনার সার্থকতা কোথায়?

৪৭৫।৬২

এস নীপবনে : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড : ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : চার টাকা।

মানুষ কি পরিবেশ এবং ঘটনার অনিবার্যতা এড়াতে পারে না বলেই অন্যের সঙ্গে কৃত্রিম একটা সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিনিয়ত সেই মিথ্যেটাকে খুঁচিয়ে দেখে আর আত্মহননের যন্ত্রণায় জ্বলে? সাধারণত হয়তো এমন হয় না। কিন্তু এ গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র প্রীতির বেলায় তা-ই হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোন একটি চরিত্র অথবা একটি কাহিনীর ক্রমপরিণতির বর্ণনা এ-উপন্যাসে প্রাধান্য পায় নি। মোটামুটি একটি পরিবেশ এবং কিছু ঘটনার আয়নায় নিজেদের মনকে দেখছে সবাই। অন্তত প্রীতি আর হেমন্ত। অবনী কিছুটা ব্যতিক্রম। কবি এবং পঙ্গু অবনী নিজের কল্পনায় স্বতন্ত্র একটি স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সে জগৎও তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিতে পারেনি। স্বপ্ন তাকে বাঁচায়নি। আত্মহত্যায় সে শান্তি খুঁজেছে।

অস্থির-কেন্দ্রবিন্দু, হতাশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিভূ হেমন্ত। জীবনে কোন অবলম্বন নেই। বিশ্বাস নেই। সব কিছু যাচাই করতে গিয়ে পেয়েছে শুধু ব্যর্থতা। হেমন্তরা আমাদের বড় বেশী চেনা। তবু উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে শ্মশানের পটভূমিকায় সুরের প্রভাবে হেমন্তর আত্মদর্শন কারও কাছে অস্বস্তিকর লাগতে পারে। যে প্রায় নির্মম এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রগুলিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।

১১৫।৬২

অচেনা আকাশ। নগেন দত্ত। শিক্ষা ভারতী ৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৯। চার টাকা।

বর্তমান সমাজজীবনের বিবিধ কলুষতার মধ্যেও বেঁচে থাকার দুর্মর ইচ্ছা কিছু মানুষকে সৎ করে তোলে। এই সততা আবার কিছু মানুষের মনে দুষ্ট প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগায়। মোটামুটিভাবে এইরকম একটি বিষয় নিয়ে শ্রীযুক্ত নগেন দত্ত তাঁর 'অচেনা আকাশ' উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন।

'অচেনা আকাশ'-এর চরিত্রগুলি আমাদের চেনা। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন শুরু করেও কালের স্রোতে কোনো-কোনো মানুষ নীচতায় আত্ম [illegible] করেন, ধরণী-বাবু তার [illegible] [illegible] [illegible]—শান্তবাবু—বিদ্যাধরী আশ্রমের সেক্রেটারী, কল্যাণব্রত আসলে যাঁর অর্থ উপার্জনের উপায়। অন্যদিকে দেখা যায় কঙ্ক ও সুমতি, তপন ও প্রমীলার মতো সাধু চরিত্র, ডলি বা কয়ুপাবাবুর মতো অসহায় মানুষ।

নগেনবাবু মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। তবু রচনায় আরো কিছু সংযম দেখানো যেত। মলয়ের অন্তর্ধান তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

৪৮০।৬২

সভ্যতার ইতিহাস

বঙ্গে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিস্তার— স্বামী শংকরানন্দ। অভেদানন্দ একাডেমি অব কালচার ৭০ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে স্বামী শঙ্করানন্দ দীর্ঘকাল ধরে নিজস্ব একটি অভিমত পোষণ করে আসছেন। সংক্ষেপে তাঁর অভিমতটি এই : প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা ঋক-বৈদিক সভ্যতার একটি স্তর মাত্র। সিন্ধুসভ্যতার যুগেই, অথবা তারও আগে, বেদাচারী আর্যরা এদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বেদাচার-বিরোধী বিভিন্ন জাতি-উপজাতিকে তাঁরা দাস-দস্যু ইত্যাদি বলতেন। সিন্ধুসভ্যতার সামাজিক আচার, রীতিনীতি ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে বঙ্গসংস্কৃতির উপর। বাংলার শৈব, তান্ত্রিক ও অন্যান্য লোকধর্ম লোকাচার লোকশিল্প প্রভৃতির নিদর্শন উল্লেখ করে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বঙ্গসংস্কৃতি সিন্ধু-সংস্কৃতিরই বিচিত্র প্রকাশ বলে মনে হয়।

স্বামী শঙ্করানন্দের ইতিহাস-অনুরাগ ও গবেষণা-নিষ্ঠা আন্তরিক হলেও তাঁর অভিমত ও ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী কোন ঐতিহাসিকের কাছে গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। আধুনিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান অথবা ইতিহাসবিজ্ঞান—কোন বিষয়েরই নির্ধারিত ও সর্বজনগৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ কোন মূল্য লেখকের কাছে আছে বলে মনে হয় না। সেইজন্য ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদন-পদ্ধতি দুইই অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যাত

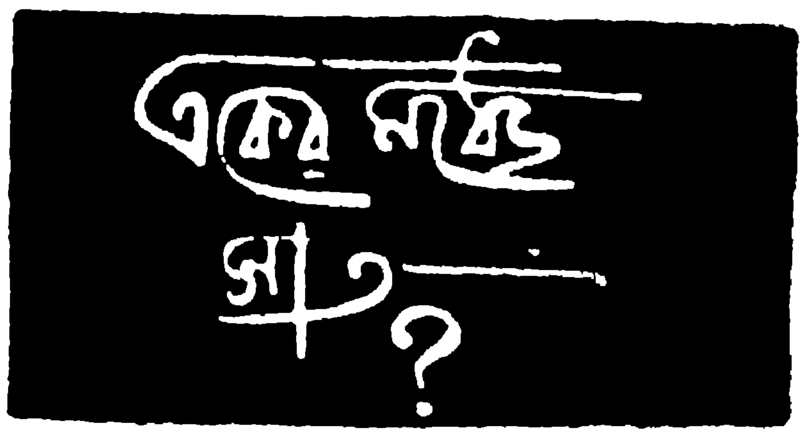

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

প্রতিহারিণী

● দাম চার টাকা ●

গ্রন্থটির একস্থানে লেখক বলছেন :

লবণাক্ত সমুদ্র-ঘেরা এই দ্বীপের রাত্রিতে মাচার ঘরে বসে এক নিরক্ষর আদিবাসী রমণীর মুখে আমি যা শুনেছি তা কোনোদিন ভোলবার নয়। আমার সাগরপারের শিক্ষিত মন আর শিক্ষিত বুদ্ধির নিক্তি দিয়ে একবারও বিশ্লেষণ করা বা সম্ভব-অসম্ভব ওজন করার কথা মনে হয়নি আমার।

গ্রন্থটি প্রতি গ্রন্থাগারে স্থান পাবার মতো।

সুন্দর বাঁধাই ও প্রচ্ছদ।

মুকুন্দ পাবলিশার্স

কলিকাতা ৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

॥ বিজ্ঞাপনের চটক নয়: সত্যই পড়বার ও পড়তে দেবার মত বই ॥

কি বিচিত্র এই প্রেম ॥ আর্যতন্ত্র ॥

[illegible] : আর্যতন্ত্রের 'কি বিচিত্র এই প্রেম' গ্রন্থখানি পড়ে প্রীত হলাম। আলোচ্য বইটি বাংলার পাঠক সাধারণের কাছে সমাদৃত হবে— এই বিশ্বাস আমার আছে।

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

[illegible] বুক স্টল—২৬, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মায়ামৃগ
যাদুবিদ্যার সচিত্র মাসিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যা ·৩৫ নঃ পঃ বার্ষিক ৪·০০
সম্পাদিকা—গীতা মুখোপাধ্যায়

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের মূল্যবান প্রবন্ধ ও যাদু ম্যাজিকের ছবি দিয়ে মার্চ-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

২৬বি, পঞ্চানন মুখার্জী রোড, কলি-২৫
ফোন : ৪৭-৩১৭০

(১২০৬ এ)

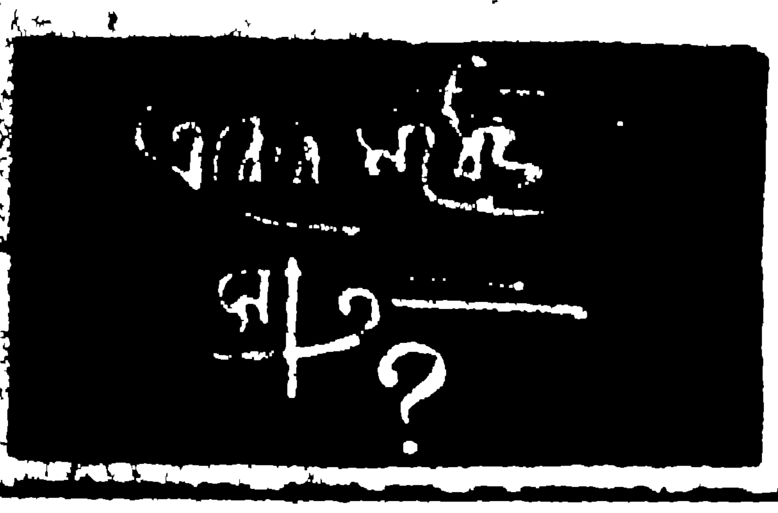

বর্তমান জীবনকে কেন্দ্র করে নূতন রচনা-রীতির কাব্য

সুশীলচন্দ্র মজুমদারের

ঘংগদ্

বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পরিচয় করাবে চলমান যুক্তিবাদ বা Logical Automatism-এর সাথে। উপহারের, পাঠাগারের এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য অবশ্য ক্রেয় গ্রন্থ।

সর্বত্র পাওয়া যায়। দাম : ২·৫০

প্রধান প্রাপ্তিস্থান :
এভারেস্ট পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি:—৯

চলমান প্রকাশন
৭১এ, কাসারীপাড়া রোড, কলি-২৫।

(সি ৯৭৫৩)

হবার সম্ভাবনা। যদি লেখকের বিদ্যানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিচালিত হয়, তাহলে তা সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারে। (৫৩২।৬২)

সংকলন

চিহ্ন ১ [সম্পাদকের নামের স্থান শূন্য] ব্যবস্থাপনায় : নীহার গুহ, সুধীর ঘোষ (দামের জায়গায়) পঞ্চাশ নয়া পয়সার বিনিময়ে (এই রকম ছাপা আছে)।

প্রথম সংখ্যা। মলাটটি অদ্ভুত ভালো লেগেছে। কিছু কবিতা আছে। কিছু গল্প আছে। একটি ছোট প্রবন্ধ। কিছু কাব্যানুবাদ। অ্যালান গীন্সবার্গ নামক একজন মার্কিন 'বিট' কবি যাঁকে তাঁর বন্ধু ছবি-আঁকিয়ের সংগে কলকাতায় ঘুরতে যত্রতত্র দেখা যেত—তাঁর 'ক্যাডিশ' কাব্যগ্রন্থের কাব্যাংশ অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদককে লিখিত উক্ত কবির একটি পত্রও বর্তমান সংখ্যায় সন্নিবদ্ধ। অনুবাদকের নিজস্ব কবিতা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুপুরে রোদ্দুরে' কবিতাটি এই সংখ্যার আকর্ষণ। রত্নন ভট্টাচার্য, দেবী রায়, সমীর রায়-চৌধুরীর গল্প কৌতূহলোদ্দীপক। 'চিহ্ন' তার প্রথম আত্মপ্রকাশেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছে।

সপ্তক (সমকালীন সাহিত্য সংকলন) প্রকাশক : শফিক উদ্দিন খান। ১৭।২ সিদ্দিক বাজার। ঢাকা। এক টাকা।

পূর্ব-পাকিস্তানের সদ্যস্ফুট কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকারের কবিতা ও গল্পের প্রথম সংকলন পুস্তিকা সপ্তক। এই সংকলনে কবিতা লিখেছেন সেবাব্রত চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, শহীদ কাদরী, দেবব্রত চৌধুরী, আল মাহমুদ এবং একটি গল্প লিখেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। প্রতিটি কবিতায় প্রতিশ্রুতির ছাপ আছে। কিন্তু গল্পটিতে যে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন লেখক, তাতে আমাদের পুরোপুরি সায় নেই। এই পরিচ্ছন্ন সংকলনটি সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহল জাগাবে।

ব্রতী (খৃষ্ট জয়ন্তী সংখ্যা)। সম্পাদক—সমীরকুমার ঘোষ। ১৫১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ৭৫ নয়া পয়সা।

বাঙলায় খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মুখপত্র 'ব্রতী'র এটি অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও আলোচনা পত্রিকাখানিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সাধারণ গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি সংযোগে ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে সর্বসাধারণের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা আছে।

বিবিধ

প্রাকচর্যা—ডাঃ অরুণকুমার শীল। ৮৪এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ।

দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় প্রতিরক্ষায় জন্য যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে জনসাধারণের 'ফার্স্ট-এড' সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার। ডাঃ অরুণকুমার শীল নিজে সিটি কলেজ অ্যাম্বুলেন্স কোরের কোর সার্জন। সে হিসেবে আহতদের প্রাক-চর্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীত। প্রাক্-চর্যা ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেসব অসুবিধা অনুভব করেছেন তার দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থগুলি রচিত। যতদূর জানি ফার্স্ট-এড সম্পর্কে বাঙলায় এই প্রথম গ্রন্থ এবং বিশেষ করে দেশের বর্তমান অবস্থায় এটি বিশেষভাবেই কাজে লাগবে। হঠাৎ কোন আঘাত পেলে বা আহত হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের কি করণীয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভে গ্রন্থখানি প্রভূত সহায়ক।

প্রাপ্তি স্বীকার

আ মা দে র হে লে মে য়ে — সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

মায়া মুকুর—জগদানন্দ বাজপেয়ী।

Ideals of Indian Education & Culture (Acharya Swami Pranavananda Memorial Volume, Samvat 2019)

রজনীগন্ধার আয়ু—বিজনকুমার ঘোষ

এক জীবন অনেক জন্ম—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সুধা হালদার এবং সম্প্রদায়—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পথ চলিতে—প্রীতিময়ী কর।

জিজ্ঞাসা তিব্বতের প্রাণপুরুষ—শ্রীবিষ্ণুপদ কীর্তি।

নজর তাপস (৩য় খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—সত্য গুপ্ত।

দুঃস্বপ্ন সকাল—অনুবাদক—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

দুধ ছাই ভস্ম—[illegible]

রঙ্গজগৎ

সিনেমার প্রভাব

'তরুণ-তরুণীদের উপর সিনেমার প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি আমেদাবাদে অল ইণ্ডিয়া সোশ্যাল অ্যাণ্ড মরাল হাইজিন কনফারেন্স একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, শুধুমাত্র সিনেমাই তরুণ মনের উপর অসুস্থ প্রভাব বিস্তার করে এমন মনে করা ভুল। এই প্রসঙ্গে তিনি জন-সংযোগের আরও অন্যান্য মাধ্যমগুলির কথাও উল্লেখ করেন।

যাঁরা সিনেমাকেই সমাজের সকল প্রকার নৈতিক অবনতির উৎস মনে করে থাকেন, শ্রীরেড্ডীর কথায় তাঁরা যে খুব সন্তুষ্ট হবেন এমন মনে হয় না। আজকের সমাজে তরুণ-তরুণীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য সিনেমাই একমাত্র দায়ী—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত নয়।

কিন্তু তাই বলে একটি অপ্রীতিকর সত্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন ছবিও আমরা অনেক সময় দেখি, তরুণ-তরুণীর মনের উপর যার প্রভাব মোটেই শুভ হতে পারে না। বলা বাহুল্য, বাংলা ছবি এই অপরাধে কদাচিৎ অভিযুক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হিন্দী ছবিরই দুর্নাম বেশী। সব হিন্দী ছবি নয়, তথাকথিত আমুদে হিন্দী ছবি—ক্রাইম ও যৌন উপকরণই যার মূল অবলম্বন।

সম্প্রতি কোন একটি হিন্দী ছবি নিয়ে শুধু রাজ্যসভায়ই নয়, লোক-সভাতেও তর্কের ঝড় বয়ে গেছে। এই ছবি কী করে সেন্সরের ছাড়পত্র পেল, সে প্রশ্নই কোন কোন সভ্য উত্থাপন করেছেন। তাঁরা ছবিটিকে "অশোভন ও অভব্য" আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সমাজ-জীবনের উপর সিনেমার প্রভাব সর্ব ক্ষেত্রেই শুভ এমন মনে করার কারণ নেই। এ ব্যাপারে সরকার ও চলচ্চিত্রসেবী ও ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে। কর্তব্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল।

"চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য উপলক্ষে আহূত সাংবাদিক বৈঠকে বৈজয়ন্তীমালা

ফটো—দেশ

নেফা সীমান্তে ভারতের শিল্পী

"আপনারা যুদ্ধ করেন, আমরাও করি; আপনারা করেন বন্দুক দিয়ে, আমরা ক্যামেরা দিয়ে। আপনারা বন্দুক চালান আমাদের দেশকে, সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে। বার বার আপনাদের এই কথা বলে যাচ্ছি, কখনও নিরাশ হবেন না। কখনও মনে করবেন না, আমাদের জন্য আপনারা যে আত্মত্যাগ বরণ করে চলেছেন আমরা তা বিস্মৃত আছি। যখনই প্রয়োজনবোধ করবেন, আমাদের ডাকবেন। আমরা বার বার আসব।" সীমান্তে ভারতীয় জওয়ানদের এই কথাগুলি বলে এসেছেন জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা রাজ কাপুর।

কিছুকাল পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শিল্পীদের কাছে এই আবেদন জানিয়ে-ছিলেন, তাঁরা যেন সীমান্তে গিয়ে জওয়ান-দের আনন্দ-বর্ধনের আয়োজন করেন। শ্রীনেহরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ কাপুর কয়েকজন শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি নেফায় গিয়েছিলেন। রাজ কাপুরের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৌতুকাভিনেতা আগা, কণ্ঠশিল্পী মুকেশ, যন্ত্রশিল্পী ভি বালসারা (কলকাতা), নৃত্য-শিল্পী মধুমতী ও মনোহর দীপক এবং অভিনেতা বিশ্ব মেহরা উল্লেখযোগ্য।

তিন দিন শিল্পীরা জওয়ানদের সামনে বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। জওয়ানরা [illegible]

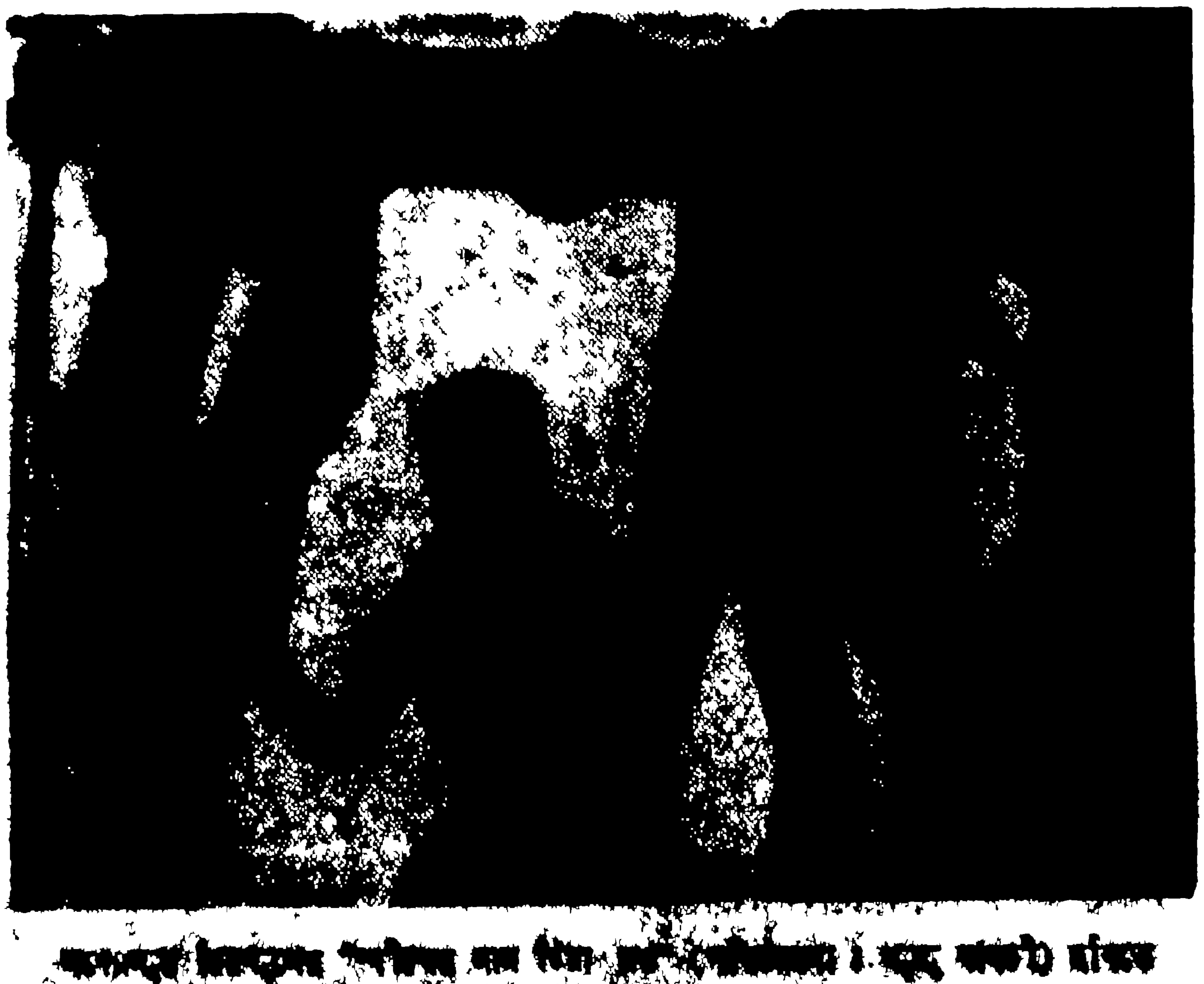

[illegible]

[illegible] "উত্তরায়ণ" (পরিচালনা: অগ্রদূত) ছবির একটি দৃশ্যে উত্তম-কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

মুক্ত-অঙ্গন

লোকরঞ্জক প্রযোজিত হাস্যমধুর

যা—নয়—তাই

প্রতি বুধ, শনি, রবি ও ছুটির দিন সন্ধ্যা ৬৷৷
সঙ্গে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান
(শত রজনী আসন্ন)

মঙ্গলবার ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায়
॥ নূরজাহান ॥

(সি ১৭০৮)

রঙমহল
ফোন: ৫৫-১৬১৯

প্রতি বৃহ ও শনি : ৬৷৷
রবি ও ছুটির দিন : ৩ — ৬৷৷
[illegible] প্রেমের কাহিনী

কথাকণ্ঠ

[illegible] সরকারের

শ্রেষ্ঠাংশে—
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অসিতবরণ
[illegible] দত্ত (রূপকার)
[illegible]
[illegible] | [illegible] রায়
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় | অজিত চট্টোপাধ্যায়
[illegible] | শিপ্রা মিত্র
[illegible] | [illegible]
[illegible]

নৃত্য দেখে খুবই আনন্দলাভ করেন। শিল্পীরা শুধু বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। শিল্পীদের অনেকেই জওয়ানদের সঙ্গে তাঁবুতে একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করেছেন খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং রাত কাটিয়েছেন।

রাজ কাপুর নিজের উদ্যোগেই শিল্পীদের সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সীমান্তে শিল্পীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ কাপুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সংগীতশিল্পী ডি বালসারা এক বিবৃতিতে বলেন আমাদের দেশের আরও অনেক শিল্পী সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের আনন্দ-দানের জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁদের যাওয়ার খরচ বহন করবেন কে?

শিল্পীদের কাছে আমরাও আবেদন জানিয়েছিলাম, তাঁরা যেন সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের মানসিক প্রফুল্লতা বর্ধনের জন্য আমোদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আমরা বিশ্বাস করি, শিল্পীরা আগ্রহের সঙ্গেই এই কাজে অগ্রসর হবেন। দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে সকল শ্রেণীর শিল্পীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিনা পারিশ্রমিকে বহু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আত্ম-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা যথেষ্ট দেখিয়েছেন। এর পর এমন আশা করা উচিত নয় যে, তাঁরা নিজেদের খরচে সীমান্ত-অঞ্চলে যাবেন। এ ব্যাপারে সরকার অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান যদি অগ্রণী হয়ে আসেন তবে শিল্পীরাও নিশ্চয়ই সানন্দে সীমান্ত-অঞ্চলে গিয়ে জওয়ানদের আনন্দদানের কাজে আত্ম-নিয়োগ করবেন। আমরা তা আন্তরিক-ভাবেই বিশ্বাস করি।

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে বহুপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবি "স্বর্ণপের নাম টিয়ারঙ" মুক্তিলাভ করছে। চিত্রযুগের এই ছবিটি রমাপদ চৌধুরীর জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে তৈরী। গুরু বাগচী এর পরিচালক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। নিরঞ্জন রায় সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায় দিলীপ মুখোপাধ্যায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সিপ্রা সেন, দীপা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী অমিত দে প্রভৃতি এ ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুর রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

একটি হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম ভরোসা (বাসু ফিল্মস—মাদ্রাজ)। কে শংকর পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, আশা পারেখ, মেহমুদ, শুভা খোটে, ওমপ্রকাশ, ললিতা পাওয়ার ও কানাইয়ালাল। রবি ছবির সংগীত পরিচালক।

* ছবির পর ছবি *

রৌদ্ররেখা

গত সপ্তাহে রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের নতুন ছবি "রৌদ্ররেখা"র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীতরফদার। প্রথম দিনের শুটিং-এ ছবির তিনজন প্রধান শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়।

হাই হিল

রঞ্জীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" সম্প্রতি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রণয় এবং হাসির উপাদান এ ছবির মূল উপজীব্য। রুপী গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক ভট্টাচার্য যথাক্রমে ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। দিলীপ মিত্র ছবিটি পরিচালনা করেছেন। প্রধান চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় অনুপকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমকা চট্টোপাধ্যায় শান্তিজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা রায়। এ ছাড়া রবি মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ হালদার—এই তিনজন শক্তিশালী শিল্পীকে হাসিতে দেখা যাবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

ছবির পর ছবি

গত সপ্তাহে কলকাতার অদূরে ত্রিবেণীতে রাজকাপুর তাঁর "সংগম" ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেন

ফটো—দেশ

(উপরে ও মাঝখানে) "সংগম"-এর নায়ক-পরিচালক রাজকাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা এবং আলোকচিত্রশিল্পী রাধু কর্মকারকে দেখা যাচ্ছে (নীচের সারি) "[illegible]"-এর দুটি দৃশ্যে [illegible] ও [illegible]

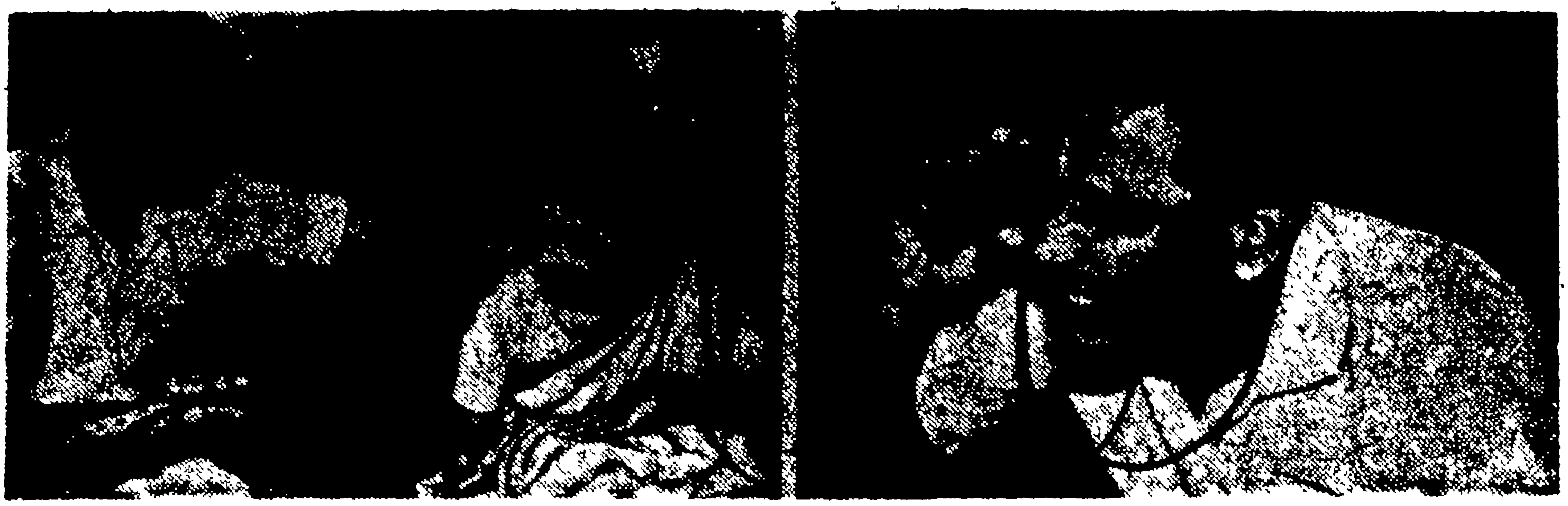

রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে আর্ট ফিল্মস-এর "রৌদ্ররেখা"র প্রথম চিত্রগ্রহণের পূর্বে (বাঁয়ে) ছবির অন্যতম আলোকচিত্রশিল্পী জ্যোতি লাহা ও সত্যেন রায়, (ডাইনে) ছবির প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদার ফটো—দেশ

বাদশা

অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর "বাদশা" ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যারানী, অসিতবরন এবং নবাগত কিশোর শিল্পী শঙ্কর ও শুভাশিস। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

বৈজয়ন্তীমালার "চণ্ডালিকা"

কলকাতায় গত সপ্তাহে রঞ্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর সহ-শিল্পিবৃন্দের পাঁচ দিনব্যাপী "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কলা-কেন্দ্রম সংস্থা।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগের দিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বৈজয়ন্তীমালা বলেন, গুরুদেবের "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্য পরিবেশন করার সাধ আমার অনেকদিন ধরেই ছিল। গত আড়াই বছর এ নিয়ে আমি অনেক খেটেছি। এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হল। গুরুদেবের জন্মস্থান কলকাতায় আমি "চণ্ডালিকা" পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

"চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে বৈজয়ন্তীমালা তাঁর দুই সহকর্মী রবিশঙ্কর ও তাপস সেনের সহযোগিতা ও দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

পরের দিন শুরু হল "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যাভিনয়। নাম-ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা ভরত-নাট্যমের আঙ্গিকে নৃত্য পরিবেশন করেন। দ্রুতলয়ে কমনীয় ছন্দে যখন তিনি নেচেছেন, অথবা বেদনার মুহূর্তে তিনি যখন মন্থর দেহভঙ্গিতে বিলম্বিত লয়ে তাঁর নৃত্যকলা প্রকাশ করেছেন তখন দর্শকরা অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু যখনই তাঁর সহশিল্পীরা লোকনৃত্যের আঙ্গিকে অকারণে দীর্ঘায়িত সমবেত নৃত্যাংশ পরিবেশন করার জন্য বার বার মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন তখনই দর্শকের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে।

নৃত্য-নাট্যের আবেগ-মুহূর্তে রবিশঙ্কর রচিত আবহ-সুর দর্শকের মন আকৃষ্ট করে রেখেছে। এই অংশে সুরকার প্রধানত সেতার ও বাঁশীতে বেহাগ, দরবারী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ ব্যবহার করে সুরের যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমবেত লোকনৃত্যের সঙ্গে তিনি যে "এফেক্ট মিউজিক" ব্যবহার করেছেন তা লঘুধর্মী। এই "এফেক্ট মিউজিক"-এ চমক আছে। কিন্তু তা "চণ্ডালিকা"র অন্তর্লীন ভাবরসের বিরোধী। যেখানে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েরা বলছে "ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না", সেই মুহূর্তটি বেদনার। এই অংশে সুরকারের "এফেক্ট মিউজিক" সেই করুণ মুহূর্তের রসটি গ্রাস করে ফেলেছে। "স্টান্ট"-ধর্মী এই মিউজিক-এ প্রকৃতির [illegible] [illegible]

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নির্মীয়মাণ "রাধাকৃষ্ণ" (পরিচালনা: অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে [illegible]

এ সপ্তাহের

অভিনয় সূচী
বৃহস্পতিবার (১১ই) ৬॥
শুক্রবার (১২ই) ৩ ও ৬॥
শনিবার (১৩ই) ৩ ও ৬॥
রবিবার (১৪ই) ৩ ও ৬॥
সোমবার (নববর্ষ) ৩ ও ৬॥
তিতাস একটি নদীর নাম
মিনার্ভা থিয়েটারে
ফোন ৫৫-৪৪৮৯

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫–১১৩৯
নূতন আকর্ষণ!
= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়
কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার
॥ রূপায়ণে ॥
[illegible]

"স্যাভিজম"-এর সুরটিই তরল ধ্বনিতে ফুটে উঠেছে। যে ধরনের "একেট মিউজিক" এই নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে সিনেমার অথবা তথাকথিত মঞ্চ-মেলোড্রামার তা অবশ্যই ফলপ্রদ। কিন্তু "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যের ক্ষেত্রে এই মিউজিক পরিত্যাজ্য।

বৈজয়ন্তীমালার "চণ্ডালিকা" ব্যালের আঙ্গিকে পরিবেশিত। ব্যালেতে গান সাধারণত পরিহার্য। কিন্তু সুরকার এই নৃত্যনাট্যে একাধিক রবীন্দ্র-সংগীতের সুর ব্যবহার করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"র মর্মরূপ ও পরিবেশটি এতে প্রকাশ পেতে পারত। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যাদের জানা নেই তাঁরাও এই সুর-মাধুর্যে অবাধিত বাণীর রসটি আস্বাদন করতে পারতেন।

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যকুশলতার ফলে তাঁর "চণ্ডালিকা" একটি উপভোগ্য নৃত্যানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর সহ-শিল্পীরাও সংগীতের তালে তালে সুন্দর নেচেছেন। তাপস সেনের আলোকনিয়ন্ত্রণ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। বিশেষ করে প্রকৃতির মার মায়াশক্তি ব্যবহারের সময় শ্রীসেন আলো আঁধারের জাদুখেলা দেখিয়েছেন। এম আর আচরেকারের দৃশ্যসজ্জা ও শিল্পসম্মত হয়েছে।

কিন্তু নৃত্যনাট্যটির এইসব সৌন্দর্য শিল্পসৌষ্ঠবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা"র ভাবসম্পদটি হারিয়ে গেছে। চণ্ডালিকা"র একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে সুর আছে; এর মধ্যে চিরন্তন মানবিক অনুভূতির এমন এক প্রসাদগুণ আছে যা অনিবার্যভাবে ভাবগ্রাহীর মনকে আকর্ষণ করে। "চণ্ডালিকা"র মহৎ ও মরমী রস বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যনাট্যে সামগ্রিক রূপ নিতে পারেনি। রসটি তাঁর নৃত্যনাট্যে অননুভূত।

নৃত্যনাট্যটি দেখার পর রসজ্ঞ দর্শকের মনে হবে, এই "চণ্ডালিকা" বৈজয়ন্তীমালার

মিনার্ভার মঞ্চস্থ "তিতাস একটি নদীর নাম" নাটকের একটি দৃশ্যে শোভা সেন, নীলিমা দাশ ও দীপিকা ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

রবীন্দ্রনাথের নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের নামটি এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সেভাবে ঘোষণা করার প্রয়োজন কি "চণ্ডালিকা"ই বা বৈজয়ন্তীমালা কেন নির্বাচন করলেন? এই প্রশ্নও তাঁদের মনে জাগতে পারে।

তবে একজন যশস্বিনী অবাঙালী নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রচনার নৃত্যনাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি দুই কৃতী বাঙালীর সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালীমাত্রই এতে আনন্দবোধ করবেন এবং আশা করবেন বৈজয়ন্তীমালা রবীন্দ্র রচনার নৃত্যনাট্যরূপ দানের কাজে ভবিষ্যতেও সমান আগ্রহশীল থাকবেন।

পাদপ্রদীপের আলোয়

সুরঙ্গমা নিবেদিত "নবীন"

"যাদের মনঃবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাইনে আমরা চাই নবীনকে"। রবীন্দ্রনাথের "নবীন"-এ এই মনবেদনার উন্মেষ ও উত্তরণের মর্মসুরটি বিধৃত।

"নবীন" কথার সুতোয় গাঁথা অনুভূতির একটি মালা। কথার সঙ্গে এতে রয়েছে কিছু গান। এই কথা ও গানের সঙ্গে নৃত্যের ছন্দ মিশিয়ে দিয়ে একটি [illegible] নৃত্য-গীতাভিনয়ের অনুষ্ঠান [illegible] সুরঙ্গমার [illegible] শিল্পিবৃন্দ। [illegible]

মকুমদা'দের পরিচালনায় গত রবিবার [illegible] প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য-গীতাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার ভাবরূপটি অবিকৃত ছিল। শিল্পীরা মঞ্চে বসেই 'নবীন' এর গানগুলি গেয়েছেন গানের আগে রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যঞ্জক কথাগুলি পাঠ করে শুনিয়েছেন। কথা ও গানের সঙ্গে নেচেছেন নৃত্যশিল্পীরা। নৃত্য-গীতাভিনয়টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের রসচেতনায় আবিষ্ট করে রাখে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুরঙ্গমার শিল্পীরা এই নৃত্য-গীতাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নীলিমা সেন, কমা ঘোষ, মমিতা চৌধুরী শিবানী সর্বাধিকারী, প্রসাদ সেন, ধ্রুব পাণ্ডা, বাসুদেব ভট্টাচার্য

[illegible]

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর "বাদশা" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবির নামভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। নৃত্যাংশে দক্ষতার পরিচয় দেন পূর্ণিমা ঘোষ, শিখা গুহ, মালা গুহ, সোনালচাঁপা দাশগুপ্ত, পূর্ণিমা বর্মন, চৈতালী বসু, অনুরাধা পাল, সোনালি সেন, সোমা মজুমদার, শুভ্রা সেন ও সৌমেন্দ্র ঘোষ। নৃত্য পরিকল্পনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন নন্দীয়া সিং ও সুকৃতি চক্রবর্তী।

আলোকসম্পাত (মঞ্চবিদ্যুৎ) এবং বিশেষ করে নৃত্যশিল্পীদের রূপসজ্জা খুবই প্রশংসনীয় হয়।

•

"অ্যারিনা স্টেজ"এ নাট্যাভিনয়

সুখ্যাত হিন্দীনাট্যসংস্থা অনামিকা সম্প্রতি "অ্যারিনা স্টেজ"-এ নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। "অ্যারিনা স্টেজ"-এর বৈশিষ্ট্য হল : এতে অভিনয়-শিল্পী ও দর্শকদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের কোন অবকাশ নেই। সাধারণত অভিনয়-মঞ্চে আলোকসম্পাত ও দৃশ্যপরিকল্পনার মাধ্যমে যে "ইলিউশন" অর্থাৎ বাস্তবের মায়া-অনুকরণের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, "অ্যারিনা স্টেজ"-এ তা সম্পূর্ণ বর্জিত। "অ্যারিনা স্টেজ"-এ অভিনয়-স্থলের চারিদিক ঘিরে একটু উঁচু জায়গায় দর্শকরা বসেন। তাঁদের সামনে এসে শিল্পীরা অভিনয় করেন। অভিনয় ছাড়া অন্য কিছুর আশ্রয় নেওয়ার উপায় নেই তাঁদের। শুধু অভিনয়—মঞ্চসজ্জা নয়, আবহ-সঙ্গীত নয়, আলো-আঁধারের মায়াজাল নয়। "অ্যারিনা স্টেজ"-এর এটাই বৈশিষ্ট্য। পুরাকালে বিদেশে "অ্যারিনা স্টেজে"ই নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হত। [illegible]

ও রাসলীলা প্রভৃতি অভিনয় "অ্যারিনা স্টেজ"-এ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সম্প্রতি বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় 'অ্যারিনা স্টেজে'র যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে তার আঙ্গিক অনেকটা ভিন্ন ধরনের। অনামিকা সংস্থা আধুনিক অ্যারিনা স্টেজে'রই অনুসরণ করেছেন।

থিয়েটার রোডে তাঁরা 'অ্যারিনা স্টেজ'টি তৈরী করেছিলেন। দর্শক-বেষ্টিত অভিনয়-স্থলে শিল্পীদের প্রবেশের পথ তাঁরা রেখেছিলেন চারটি। এই পথ ধরেই শিল্পীরা অভিনয়-স্থলে যাতায়াত করতে থাকেন। অভিনয় শুরু হওয়ার পর মণ্ডপে কোন দর্শকের প্রবেশের উপায় ছিল না। কারণ দর্শকের আগমন-নিষ্ক্রমণের পথেই শিল্পীদের আনা-গোনা। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় শিল্পীরা নিজের হাতেই সেটের জিনিসপত্র সরিয়ে নেন এবং নতুন সেটের ভিন্ন আসবাবপত্র হাতে করে আবার নিয়ে আসেন। দর্শকের চোখের সামনেই এই সব কিছু ঘটতে থাকে। এক মিনিটের জন্য সব অন্ধকার। আলো জ্বলে উঠতেই দেখা যায় শিল্পীরা অভিনয়-স্থলে উপস্থিত।

"অ্যারিনা স্টেজ"-এ শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে সহজেই একাত্মতা গড়ে ওঠে। দর্শকরা শিল্পীরা এক হয়ে মিশে যান।

মঞ্চবিহীন অভিনব এই নাট্যাভিনয়ের জন্য সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন অনামিকা সংস্থা এবং বিশেষ করে শ্যামানন্দ জালান। শ্রীজালানই এই "অ্যারিনা স্টেজ" গঠনে অগ্রণী হয়েছিলেন। "অ্যারিনা স্টেজে" [illegible] হিন্দী নাটকটির [illegible]

"ছপতে-ছপতে" ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন-নাটক। রুমানিয়ার একটি কমেডি নাটক অবলম্বনে এটি রচিত। এর হিন্দী নাট্যরূপ দিয়েছেন উমা গুপ্তা। "শেষ সংবাদ" নামে বাংলাতেও এই নাটকটি খুব জনপ্রিয় হয়।

শ্যামানন্দ জালান, উত্তমরাম নাগর, বিমল লাঠ, বিশ্বনাথসিংহ যাদব, শান্তিলাল জৈন শশী খান্না, অমৃতভূষণ, সত্যেন্দ্র সিং, রামগোপাল আগরওয়ালা, ভি এস আগরওয়াল দয়াশঙ্কর মিশ্র, বনওয়ারীলাল নিমানি গোবিন্দ ফতেপুরিয়া ও দেওরানচাঁদ রাঠোরিয়া প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন।

সুপরিচালিত এই নাটকের দু'য়েকটি প্রয়োগ-কর্ম, (যেমন রেডিওর বক্তৃতা শোনানোর ব্যবস্থা) খুবই প্রশংসনীয়।

স্টেজ-পরিকল্পনা এবং মণ্ডপ-সজ্জায় যথাক্রমে জি সি জৈন ও অমলেন্দু সেন শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অনিল সাহা'র আলোকসম্পাত পরিচ্ছন্ন। অভিনয় শুরু হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত সঙ্গীতাংশ (রবি কিচলু রচিত) সুশ্রাব্য।

•

নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক নাট্যসাহিত্য সম্মেলনের চার দিনব্যাপী অধিবেশন ১২ই এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। অধিবেশন-স্থল : বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণ। এবার কার সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অধিবেশন চলবে।

নাট্যজগৎ সংবাদ

গত ৩০শে মার্চ বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার চতুর্থ গিরিশ পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারের যোগ্যতা কোন দলই দেখাতে পারেননি বলে জানা গেল। দ্বিতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন 'নাট্যবেদ দল'। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাবেন যথাক্রমে বাদল সরকার ও বিনয় মুখোপাধ্যায়। এ বাদে বারোজন শিল্পী প্রশংসাপত্র পাবেন।

থিয়েটার সেন্টার সম্প্রতি ১৯৬১ ও ৬২ সনের একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হল : ১৯৬১ (একাঙ্ক) : প্রথম— [illegible]

গত সপ্তাহে কলকাতায় রঞ্জি স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় অনুষ্ঠিত "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্যের নাম-ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা ফটো—দেশ

শান্তিপুরে শিল্পীমহল)। (পূর্ণাঙ্গ): প্রথম—"দ্বাদশাটির গন্ধ" (থিয়েটার ফাইবার); দ্বিতীয়—"গৃহপ্রবেশ" (ইউনিটি থিয়েটার কয়ার); তৃতীয়—"রং তুলি" প্রতাপপুরে মিলন মন্দির)। ১৯৬২ একাঙ্ক): প্রথম—"বিদ্যাসাগর" (মৌসুমী); দ্বিতীয়—"ওরা এগিয়ে গেছে" (সংহতি); তৃতীয়—"দ্বান্দিক" (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া টাফ অ্যাসোসিয়েশন)। (পূর্ণাঙ্গ): প্রথম—আগন্তুক" (বার্নপুরে রূপায়ণ)" দ্বিতীয়—নাটক আর নাটক থাকে না" (ঋত্বিক); তৃতীয়—"এক পেয়ালা কফি" (সংহতি)।

* সাংস্কৃতিকী *

শিলিগুড়ি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাকেন্দ্র গীতিচয়ন"-এর চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়।

দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে "গীতিচয়ন"-এর ছাত্র-ছাত্রীরা জনগণের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার জন্য কবিগুরুর দেশাত্মবোধক উদ্দীপক সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রত্যেকটি গান সুগীত ও উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক হয়, বিশেষ করে করবী মিত্রের একক গান "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক সকলকে অভিভূত করে।

রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত-জীবনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এক সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে কবিগুরুর সংগীতসৃষ্টির সুর-সংযোজনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

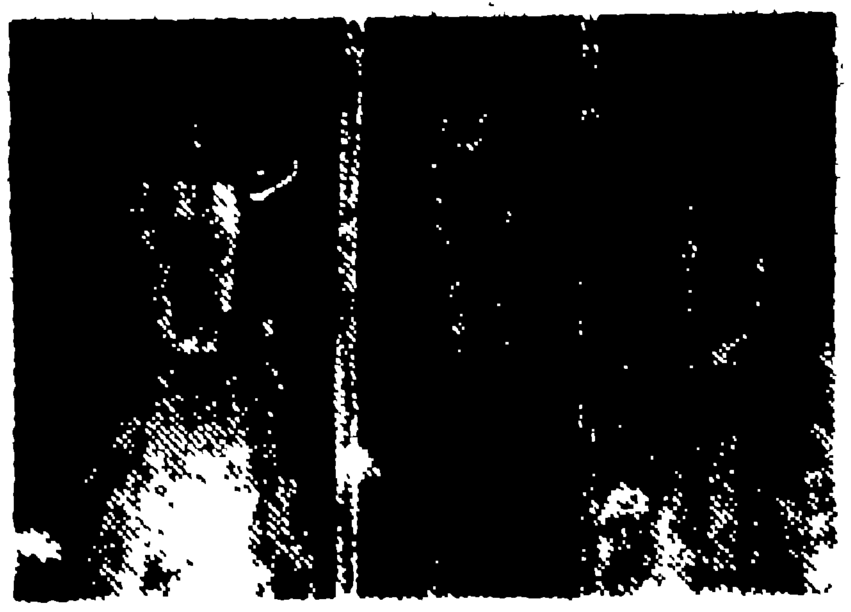

নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবসন কলেজ অব ড্রামাটিকস-এর মঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠানের পর শার্না, রুথ ও করালিন

আলোচনান্তে শ্রীঘোষ পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসংগীত ও সবশেষে "কঙ্কাল আমি তারে......" গানটি গেয়ে শোনান।

অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী প্রসাদ সেন, অমিয়াংশু মুখোপাধ্যায় ও অদিতি সেনগুপ্তা, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

গতবারের মত এবারেও গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবসন কলেজ অফ ড্রামাটিকস-এর মঞ্চে একটি ভারতীয় নৃত্যের মনোরম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। নৃত্যানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী)। বিভিন্ন দেশের সতেরটি ছাত্রী এতে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসজ্জা, বিভিন্ন পোশাক, পুষ্পাভরণ—বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্যের বৈচিত্র্য ও লাবণ্য আন্তর্জাতিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের সংগীতাংশে দেশী ও বিদেশী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

বিচিত্র বিরাট পটভূমিকায় প্রাণচঞ্চল একটি নাটক

বুধবার ১০ই এপ্রিল হইতে অগ্রিম বুকিং আরম্ভ

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার হকি মরসুমের বারো আনা পার হয়ে গেছে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন মীমাংসিত হতেও বেশী দেরি নেই। লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান অধিকারী এবং গতবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দুটি খেলা বাকি রেখে বোম্বাইতে গোল্ড কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েছে। গতবারের লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গলের বাকী আছে দুটি খেলা। বলা বাহুল্য এবারও এই দুটি দলকে কেন্দ্র করে লীগ খেলার আকর্ষণ। তবে মোহনবাগান এখনও পর্যন্ত একটি পয়েন্টও নষ্ট করেনি ১৭টি খেলায় বিজয়-গৌরব নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করেছে, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দুটি খেলায় কাস্টমস ও গ্রীয়ারের কাছে একটি করে পয়েন্ট নষ্ট করে বসে আছে। দুই দলের মধ্যে এখন সম-খেলায় পয়েন্টের পার্থক্য দুই। দুটি দলকেই বি এন রেলের সঙ্গে খেলতে হবে। বাকি খেলাটিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের এই খেলাটির উপরই চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করছে—যদি বি এন রেলের বিরুদ্ধে দুই প্রধানের জয় ধরে নেওয়া যায়।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব থেকে মোহনবাগানকে বিমুখ করা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে একরকম অসাধ্য। কারণ মোহনবাগানকে দুবার পরাজিত করা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আর দুবার পরাজিত না করতে পারলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভেরও কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয় ধরে নিলেও চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার জন্য দু' দলকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য সে খেলায় আবার পরাজিত করতে হবে মোহনবাগানকে। আগেই বলেছি, বি এন রেলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের জয় ধরে নিয়েই এই হিসাব। লীগ কোঠায় তৃতীয় স্থানাধিকারী বি এন আর ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে একটি পয়েন্ট বেশী নষ্ট করেছে শক্তিহীন রাজস্থানের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয়ের ফলে। না হলে প্রথম ডিভিসনে এই বছর নবাগত বি এন রেলের অবস্থাও ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ।

*

হকি লীগের ২০টি দলের মধ্যে লীগ কোঠার নীচের দুটি দলকে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামতে হবে। দ্বিতীয় ডিভিসনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আগামী বছর থেকে খেলার সুযোগ পাবে প্রথম ডিভিসনে। প্রথম ডিভিসনের একটি দলের ভাগ্য ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে। ক্যালকাটাকে আগামীবার থেকে আবার দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে। এ পর্যন্ত ক্যালকাটা একটি পয়েন্টও লাভ করতে পারে নি। পারবে বলেও আশা নেই। এই বছরই ক্যালকাটা প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। একদিনকার সুলতানের মত এক বছর খেলেই তাদের আবার রেলিগেশনের বিধানে পড়তে হয়েছে। প্রথম ডিভিসন থেকে আর কোন দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে তা নিয়ে ভবানীপুর ও আদিবাসীর মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। যত দূর মনে হয়, আদিবাসীকেই হয়ত নেমে যেতে হবে।

দ্বিতীয় ডিভিসন হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ ও রানার্সের প্রশ্নের অনেকদিন নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে অপরাজিত থাকার গৌরব নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে মেসারার্স ক্লাব। জ্যাভেরিয়ান্স ক্লাব পেয়েছে রানার্সের সম্মান। আগামী বৎসর দু দলকেই প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেখা যাবে।

প্রথম ডিভিসন হকি লীগে এবার গোলের বহর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর আগে কোন মরসুমে এত গোল হয়েছে বলে মনে পড়ে না। লীগের খেলা শেষ হতে এখনও বেশ দেরি আছে কিন্তু ইতিমধ্যে ২২ বার লীগের খেলায় হ্যাটট্রিক হয়েছে। এত হ্যাটট্রিকের বহরও কোন মরসুমে দেখা যায়নি। ১৭টি খেলায় মোহনবাগান ৮০টি গোল করেছে। মোহনবাগানের অলিম্পিক-খ্যাত খেলোয়াড় যোগীন্দর সিং ৪ বার করেছেন হ্যাটট্রিক। ইস্টবেঙ্গলের ইনাম-উর-রহমান এবং ইস্টার্ন রেলের এন হক দুবার করে হ্যাটট্রিক করেছেন। ক্যালকাটার বিরুদ্ধে বি এন আর-এর ১৫ গোল, ইস্ট-

টোকিওতে ব্যান্টমওয়েট [illegible] বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ [illegible] জোফ্রে ও জাপানের [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের দৃশ্য। জোফ্রে তৃতীয় রাউন্ডে [illegible] চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন

বেঙ্গলের ১০ গোল এবং আদিবাসীর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ১০ গোলে জয়লাভের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ৬, ৭, ৮, ৯ গোলে জয়ের ঘটনার অভাব নেই।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এত গোল এবং এত হ্যাটট্রিকের কারণ কি? খুবই সহজ উত্তর—হকির মান অত্যন্ত নিম্নমুখী। যাঁদের খেলার মান আছে তাঁদের প্রায় সকলেই জড় হয়েছেন দু' তিনটি ক্লাবে। বাকি ক্লাবগুলি হয়েছে অত্যন্ত শক্তিহীন। কথা উঠতে পারে—মহমেডান স্পোর্টিং বা কাস্টমসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলগুলির বেশী গোল না করবার কারণ কি? সেটা ক্লাবের ঐতিহ্য। ক্লাবের ঐতিহ্য থাকলে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় খেলোয়াড়ের সংগে ক্লাবের জামার রংও প্রতিপক্ষের চোখে বিভ্রম সৃষ্টি করে। কাস্টমস এবং গ্রীয়াবের কাছে ইস্টবেংগলের পয়েন্ট নষ্ট করার এও এক কারণ। কাস্টমস এবং মহমেডান দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের কষ্টার্জিত জয়ের কারণও ভিন্ন নয়।

যাই হোক, হকি লীগের আকর্ষণ অত্যন্ত মন্দীভূত। শুধু তিনটি খেলার জনাই লোকের আগ্রহ। হকি রসিকদের দৃষ্টি এখন বেটন কাপের দিকে। বেটন কাপের খেলারও তোড়জোড় চলছে। আগামী সপ্তাহ থেকে খেলা আরম্ভের কথা।

✻

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট সফরকে কেন্দ্র করে ইংলন্ডে এবার যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল এখনও সমুদ্রের বুকে রয়েছে। ইংলন্ডের মাটিতে পা দেয়নি, কিন্তু টেস্ট খেলা দেখার জন্য পাঁচটি টেস্ট কেন্দ্রের পরিচালকরা ভূরি ভূরি টিকিটের আবেদন পাচ্ছেন। এর প্রধান কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজের চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার ধারা। ইংলন্ডের ক্রিকেট সমালোচকদের ধারণা দু বছর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল যে প্রাণবন্ত ক্রিকেটের নজীর রেখে গেছে, ইংলন্ডেও যদি তেমন খেলতে পারে তবে আধুনিক ক্রিকেট নেতিমূলক খেলার ধারা কাটিয়ে উঠতে পারবে। খেলা হবে দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক। কারণ, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর ইংলন্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট সিরিজও যদি আকর্ষণীয় হয় তবে সারা বিশ্বে নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়বে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ইংলন্ডে কাটাতে হবে প্রায় সাড়ে ৪ মাস। সাড়ে ৪ মাসে মোট ৩৩টি খেলার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট এবং দুটি নক আউটের খেলা। প্রথম শ্রেণীর মোট খেলা ২৪টি।

মে মাসের পয়লা তারিখ থেকে ইংলন্ডে ক্রিকেট মরসুমের সূচনা। এইদিনই উরস্টারশায়ারের সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম খেলা। তবে এর আগে দুটি অ-প্রধান খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

ইংলন্ডে টেস্ট কেন্দ্র ছয়টি। লর্ডস, ওল্ড ট্রাফোর্ড, লীডস, এজবাস্টন, ওভাল ও ট্রেন্ট ব্রিজ। এর মধ্যে ট্রেন্ট ব্রিজে এবার কোন টেস্ট খেলার ব্যবস্থা নেই। ট্রেন্ট ব্রিজ ও এজবাস্টনে টেস্ট খেলা হয় পর্যায়ক্রমে। নিচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পূর্ণ সফর তালিকা দেওয়া হল:—

২৪শে এপ্রিল—ডার্লেস এল সি স্টিভেনসের একাদশ (ইস্টবোর্ন)
২৭শে এপ্রিল—ডিউক অব নরফোকের একাদশ (অরুণ্ডেল)
১লা মে—উরস্টারশায়ার (উরস্টার)
৪ঠা মে—গ্লস্টারশায়ার (ব্রিস্টল)
৮ই মে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (কেম্ব্রিজ)
১১ই মে—ল্যাংকাশায়ার (ওল্ড ট্রাফোর্ড)
১৫ই মে—ইয়র্কশায়ার (মিডলসবরো)
১৮ই মে—এম সি সি (লর্ডস)
২২শে মে—নক আউট প্রতিযোগিতা বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (অক্সফোর্ড)
২৫শে মে—সারে (ওভাল)
১লা জুন—গ্ল্যামোরগান (কার্ডিফ)
৬ই জুন—ইংলন্ড (প্রথম টেস্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড)
১৫ই জুন—সাসেক্স (হোভ)
২০শে জুন—ইংলন্ড (দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস)
২৬শে জুন—হ্যাম্পশায়ার (সাউদাম্পটন)
২৯শে জুন—এসেক্স (সাউথ এন্ড)
৪ঠা জুলাই—ইংলন্ড (তৃতীয় টেস্ট—এজবাস্টন)
১৩ই জুলাই—লিস্টারশায়ার (লিস্টার)
১৭ই জুলাই—ডার্বিশায়ার (চেস্টারফিল্ড)
২০শে জুলাই—মিডলসেক্স (লর্ডস)
২৫শে জুলাই—ইংলন্ড (চতুর্থ টেস্ট - লীডস)
৩১শে জুলাই—সারে (ওভাল)
৩রা আগস্ট—গ্ল্যামোরগান (সোয়ানসী)
৭ই আগস্ট—ওয়ারউইকশায়ার (এজবাস্টন)
১০ই আগস্ট—ইয়র্কশায়ার (শেফিল্ড)
১৪ই আগস্ট—নর্দাম্পটনশায়ার (নর্দাম্পটন)
১৭ই আগস্ট—নটিংহামশায়ার (ট্রেন্ট ব্রিজ)
২২শে আগস্ট—ইংলন্ড (পঞ্চম টেস্ট—ওভাল)
২৮শে আগস্ট—কেন্ট (ক্যান্টারবারি)—
৩১শে আগস্ট—এ ই আর গিলিগানের একাদশ (হেস্টিংস)
৪ঠা সেপ্টেম্বর—ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স একাদশ (গ্রেভসেন্ড)
৭ই সেপ্টেম্বর নক আউট প্রতিযোগিতা (লর্ডস)

✻

পুনায় ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের জোনাল ফাইনালে ভারত ৪—১ খেলায় পাকিস্তানকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠতে সম্মানজনক পথেও পৌঁছে। ভারত ইচ্ছে করলে পাঁচটি খেলাতেই জিততে পারত কিন্তু আগেই জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় পঞ্চম ম্যাচ প্রেমজিৎ লাল আর প্রতিযোগিতা করেননি। আখতার আলীকে একটি খেলায় সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানের ১৮ বছর বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড় জুলফিকার রহিম এই খেলায় আখতার আলীকে পরাজিত করায় পাকিস্তান একটি খেলায় বিজয়ী হয়।

সত্য কথা বলতে ক্রিকেট, হকি বা ফুটবল খেলায় উন্নতি করার মতো টেনিসে পাকিস্তানের উন্নতি উল্লেখযোগ্য নয়। অবিভক্ত ভারতের নাম করা খেলোয়াড় ৪৬ বছরের ইফতিকার আমেদ এখনও পাকিস্তানের অপরিহার্য টেনিস খেলোয়াড়। সুতরাং নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলেনি। তবে জুলফিকার রহিমের কাছে আখতার আলীর পরাজয়ে ধারণা করবার কারণ আছে যে, পাকিস্তানে টেনিসেও নতুন রক্তের সন্ধান চলছে।

পুনার ডেকান জিমখানা ক্লাব লনে ডেভিস কাপের খেলার আয়োজন করা ভারতীয় টেনিসের নতুন কর্মকর্তাদের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। অল্প কিছুদিন আগে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এস এ চিদম্বরম ভারতীয় টেনিসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বিখ্যাত খেলোয়াড়

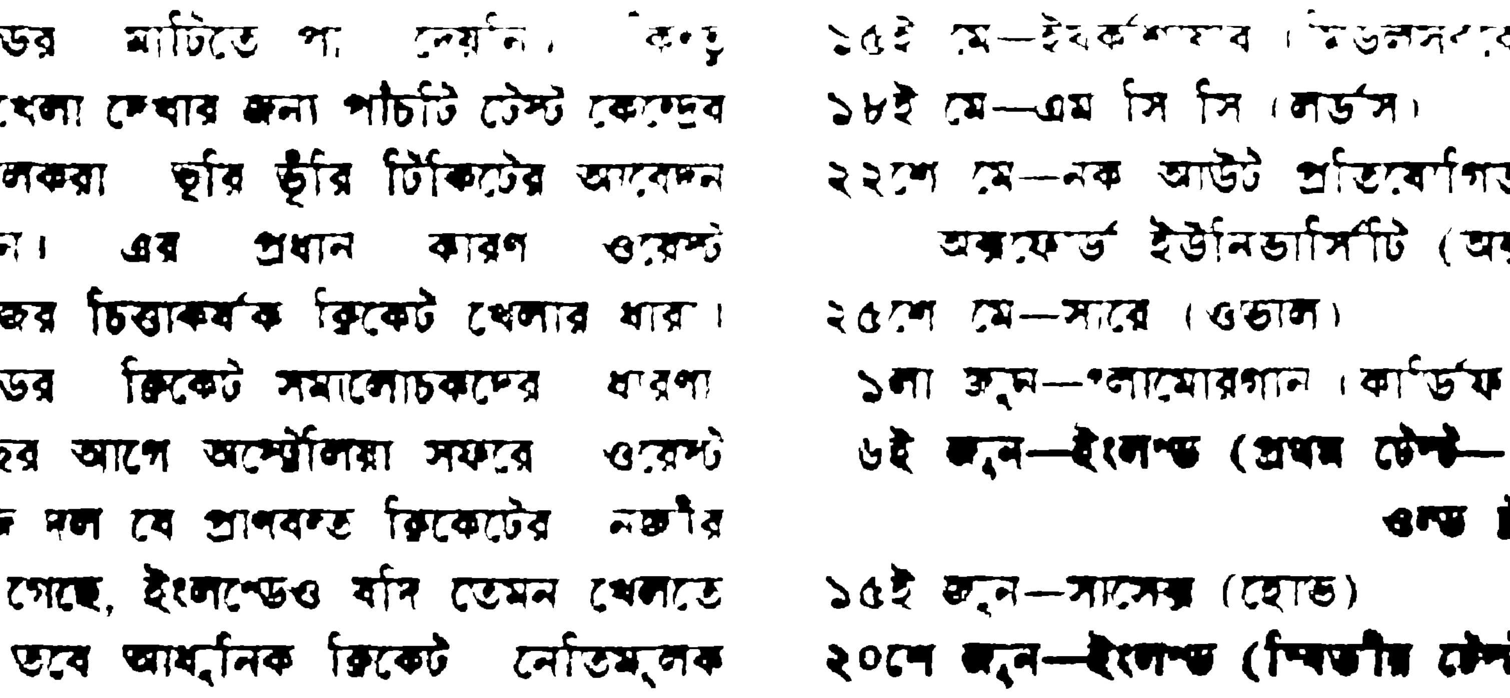

সোল এজেণ্ট—মিত্র এণ্ড কোং, কলিকাতা ১৩

কলকাতা হকি লীগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোলের মুখের দৃশ্য —ফটো দেশ

সমন্ত মিশ্র হয়েছেন সম্পাদক। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে অপেক্ষাকৃত বড় খেলার ব্যবস্থা করে সেই খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলাই এ'দের উদ্দেশ্য। না হলে দিল্লি কলকাতার বদলে পুনায় ডেভিস কাপের আয়োজন করা হবে কেন? বড় বড় শহরে ক্রীড়ারসিকদের দৃষ্টি বড় খেলার দিকে। ছোট খেলায় তাঁদের মন ভরে না, পয়সাও খরচ করতে চান না। পয়সা খরচ করতে হলে যাচাই বাছাই করেই তা খরচ করেন। কিন্তু ছোট শহরের ক্রীড়ামোদীরা অল্পতেই সন্তুষ্ট। পুনায় প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যেও আড়াই হাজার দর্শকসমাগম তার প্রমাণ। টেনিসের এই দৃষ্টান্তে যদি অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন ছোট ছোট শহরে মাঝে মাঝে করা হয়, তবে জনপ্রিয়তা এবং অর্থ উপার্জনের দিক দিয়ে তার সাফল্য অনিবার্য।

যাই হোক, ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে বিজয়ী ভারতকে এখন সেমি-ফাইন্যালে মালয়ের সংগে খেলতে হবে। এপ্রিলের একুশ তারিখ থেকে কুয়ালালামপুরে খেলা আরম্ভের কথা। মালয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর ভারত পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জাপান ও ফিলিপাইনের খেলার বিজয়ী দেশের সংগে।

ভারত ও পাকিস্তানের খেলার ফলাফল:

জয়দীপ মুখার্জি (ভারত) ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে মুনীর পীরজাদাকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

রমেন ঘোষ (ভারত) ৬—০, ৬—৩ ও ৬—০ গেমে পরাজিত করেন এস কুতুবুদ্দিনকে (পাকিস্তান)।

জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎ লাল (ভারত) ৩—৬, ৫—৭, ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে ইফতিকার আমেদ ও মুনীর পীরজাদাকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

জুলফিকার রহিম (পাকিস্তান) ৬—৮, ৬—২, ১—৬, ৭—৫ ও ৬—৩ গেমে আখতার আলীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জি (ভারত) ৬—২, ৬—৩, ও ৬—৪ গেমে সৈয়দ কুতুবুদ্দিনকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

*

মুষ্টিযুদ্ধে আরও তিনটি জীবন বলির খবর এসেছে। পোর্টোরিকার ১৯ বছর বয়স্ক আমেরিকান সৈনিক ফ্রান্সিসকো ভ্যালেন্সকুয়েজ সেণ্ট মাইকেল স্কুলের ছাত্র অর্ল জনসনের সংগে লড়বার সময় মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন আর কিছুতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না। হাসপাতালে স্থানান্তরের পর ৩০ মিনিটের মধ্যে ভ্যালেন্সকুয়েজ মারা যান। ভ্যালেন্সকুয়েজ মিডলওয়েটের মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।

ব্রিসবেনের এক খবরে প্রকাশ, ১২০ মাইল দূরে সম্যামিপাতে এক পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের সময় জ্যাক জ্যানসেনের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে ২৬ বছর বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা শ্যান স্মিথ মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্মিথ অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা যান। ৪ দিনের মধ্যে কুইন্সল্যাণ্ডের মুষ্টিযুদ্ধে এটা দ্বিতীয় বলি। এপ্রিলের ৪ তারিখে এখানে আমেচার মুষ্টিযোদ্ধা এণ্ড্রুজিও বার্বেলিরও জীবনলীলা সাংগ হয়েছে এক মুষ্টিযুদ্ধে মাথায় আঘাতের পর।

আমেরিকান সৈনিক ভ্যালেন্সকুয়েজের মৃত্যু কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ সৈনিকদের মুষ্টিযুদ্ধের প্রথামত নিরাপত্তার জন্য ভ্যালেন্সকুয়েজ শিরস্ত্রাণ পরে রিংয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। দুজন ডাক্তারও রিং-এর পাশে ছিলেন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ভ্যালেন্সকুয়েজ ভূতলশায়ী হবার পরই ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর জীবন ফিরে পাওয়া যায় না।

ডেভী মুরের মৃত্যুর পর পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তা প্রশমিত হতে না হতে আরও তিনজন মুষ্টিযোদ্ধার মৃত্যু এই কথাই প্রমাণ করে যে মুষ্টিযুদ্ধকে আইনের নাগপাশে বেঁধে দেবার প্রয়োজন আছে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

পুষ্প ভট্টাচার্য

বাংলার লাঠিকে আজ অনেকেই ভুলতে বসেছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বাংলার সঙ্ঘ-সমিতিতে লাঠির কদর ছিল সব চেয়ে বেশী। বিশেষ করে যেসব সঙ্ঘ, সমিতি, ক্লাব, আখড়ার পেছনে ছিল জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রেরণা সেখানে ডাম্বেল, বারবেল, মুগুর ও দৈহিক কসরতের সংগে লাঠির মহড়া চলত সমান তালে। ডাম্বেল কষে, মুগুর ভেঁজে দেহকে মজবুত করে গড়ে তোলা হত, মাটি মাখার সাধনায় শরীরকে করা হত শক্ত। লাঠির চর্চায় আয়ত্ত হত আত্মরক্ষার কলাকৌশল।

আজও বাংলার কোন কোন সঙ্ঘ-সমিতির ছেলেমেয়েদের মধ্যে লাঠিখেলার চর্চা আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে লাঠির সে কদর আর নেই। হয়তো উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। অনেকে হয়তো মনে করেন, লাঠির প্রয়োজনই হয়তো ফুরিয়ে গেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ফলে নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কারে লাঠি হয়ে পড়েছে সেকেলে হাস্যকর। কোনরকম যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলা যায়, হঠাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং জাতির পুরনো ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য লাঠি খেলার প্রয়োজন আজও আছে। সব চেয়ে বড় কথা লাঠির অনুশীলনে মনে যে আত্মবিশ্বাস আসে সেই আত্মবিশ্বাসের ফলে বড় বিপদও অনেক সময় ছোট হয়ে যায়। যে দেশের খবরের কাগজ খুললে এখনো নারীহরণ, নারীর উপর অত্যাচারের সংবাদ চোখে পড়ে সে দেশে লাঠির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, স্বীকার করি কিভাবে?

'খেলাধুলায় মহিলা' স্তম্ভে এর আগে যেসব মেয়ের কথা লেখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লাঠি-ছোরা খেলায় প্রতিষ্ঠা অর্জন না করেছেন, এমন নয়। তবে আর পাঁচরকমের খেলাধুলার সংগেই তাঁরা লাঠির চর্চা করেছেন। কিন্তু আজ যে মেয়েটির কথা লিখছি, তিনি আর সব খেলাধুলা করলেও লাঠিকেই শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরেছেন লাঠিখেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অন্যান্য খেলাধুলার উপর।

ওর নিজের কথায়: শুধু প্রাধান্য বললে কম বলা হবে। ছোটবেলায় অনেক ছেলেমেয়েরা নানারকমের ব্রত পছন্দ করে। আমি এই লাঠিখেলাকেই শৈশবজীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।

আর তাই কৈশোর থেকে লাঠিই ওর জীবনে এনে দিয়েছে বহু গুণীজনের আশীর্বাদ আর সুধীজনের খ্যাতি।

মেয়েটির আদি বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলার বুড়িচং গ্রামে। কাজের প্রয়োজনে বাবা জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। সেখানেই মেয়েটির জন্ম। মাত্র ৮ বছর বয়সে বিভূতিরঞ্জন দত্তর কাছে ওর লাঠি-ছোরা খেলার হাতেখড়ি। বিভূতি দত্ত ছিলেন বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরার মন্ত্রশিষ্য। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, বক্সিং, বাক্সিং প্রভৃতি খেলাধুলায় পারদর্শী।

সাম্প্রদায়িক কলহের বিষবাষ্প ঢাকার আকাশবাতাস যত বিষাক্ত করে—নারায়ণগঞ্জের হাজরা ক্লাবের প্রতি যুবক-যুবতীর তত আকর্ষণ বাড়ে। একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে ওখানে পুষ্প ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট ভূমিকা।

ওর হাতে লাঠি ধরবার সময় শনশন আওয়াজ তোলে, ছোরায় বিদ্যুৎ খেলে। এক-গাদা লোহার চাকতি বেঁধে চুলের দ্বারা যখন ভার তোলে তখন দর্শকরা অবাক হয়।

পয়লা বৈশাখ হাজরা ক্লাবের খেলাধুলোর বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ওর কাছ থেকে লাঠি ও ছোরা খেলার প্রথম পুরস্কার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ৯ বছরের মেয়ের চুলে করে ১২৫ পাউন্ড ভার তোলা দেখেও সবাই অবাক হয়ে যায়। এর পর প্রতি ক্লাবের কুচকাওয়াজে ওর প্রদর্শনীর ডাক, লাঠি ও ছোরা খেলার মহড়ার ব্যবস্থা।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে আজন্মের বাসস্থান ছেড়ে ওদের কলকাতায় চলে আসতে হয়। ছন্নছাড়া জীবনে খেলাধুলোয়ও সাময়িক বিরতি পড়ে।

ইণ্টালী নির্ভীক সমিতি পুষ্প ভট্টাচার্যের খেলাধুলোর জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৫০ সালে বিভূতিরঞ্জন দত্ত এই সমিতির লাঠি ও ছোরা খেলার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পুষ্প ভট্টাচার্য আবার পুরোদমে অনুশীলন আরম্ভ করে নির্ভীক [illegible] নিখিল বঙ্গ লাঠি প্রতিযোগিতায় ওর হাতে আসে মেয়েদের বিভাগের প্রথম পুরস্কার। কলকাতার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটা অজানা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যখন বিভূতিদা বললেন ওর উপর সমিতির সম্মান এবং তাঁর নিজের মান নির্ভর করছে তখন ও যেন নতুন প্রেরণা পেল। লাঠি নিয়ে মঞ্চে [illegible]

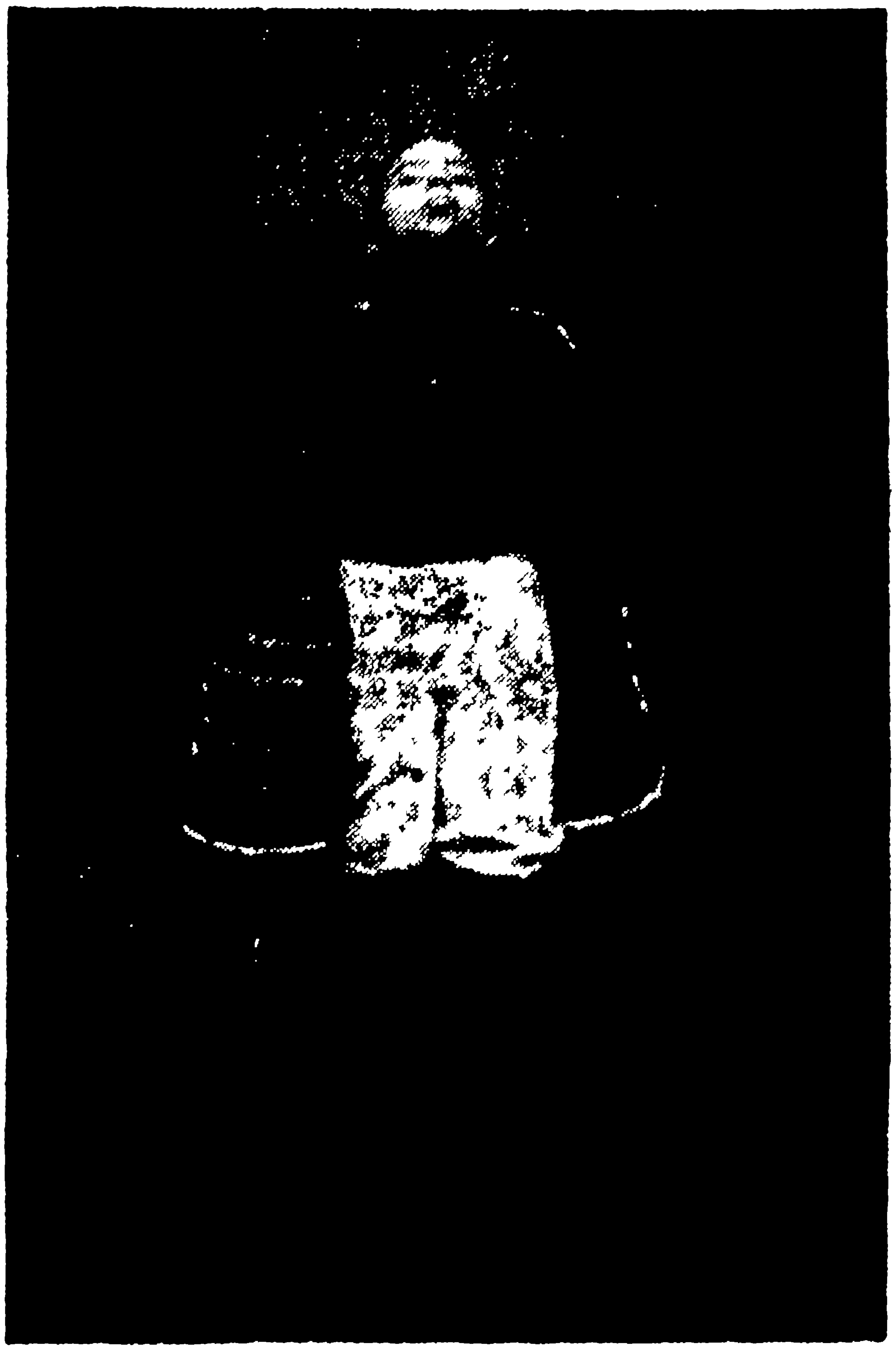

পুষ্প ভট্টাচার্যের চুলে ভার তোলার দৃশ্য

[illegible] নিখিল বঙ্গীয় [illegible] প্রতি বছরই এই সমিতি সমারোহের সঙ্গে নিখিল ভারত লাঠি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। ১৯৫২ সালের প্রতিযোগিতায় বহু নাম-করা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীর মধ্যে পুষ্প ভট্টাচার্য আসরে নেমে পড়ল। বলা বাহুল্য মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা দুটি বিষয়েরই প্রথম পুরস্কার এল পুষ্পর হাতে। তারপরই দেখা দিল এক মহাসমস্যা। সে সমস্যা বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলল।

আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক বড় লাঠির 'হাড়োয়া' প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল না। পুষ্পর দাবি—যখন ইভেণ্ট "ওপেন টু অল" তখন আমিই বা এতে যোগ দিতে পারব না কেন? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আবার লাঠিখেলায় পুরুষ-মেয়ের একসঙ্গে প্রতিযোগিতা অসঙ্গতও বটে! এতদিন কোন মেয়েই সাধারণ বিভাগে প্রতিযোগিতা করবার জন্য এভাবে এগিয়ে আসেনি। চিরাচরিত বিধির বাঁধ ভাঙা কি [illegible] ইভেণ্টে [illegible] অংশ গ্রহণের আইনত অধিকার আছে 'অল'র মধ্যে সেও একজন।

শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। পুষ্প ভুলে গেল সে মেয়ে সে [illegible] প্রতিনিধি। মনে হল সে বাঙলা [illegible] সন্তান। পুরুষের মত এই মাটির উপর তারও সমান অধিকার। তাই 'হাড়োয়া' খেলায় পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পুরুষের মতই অমিত বিক্রমে লাঠি নিয়ে আসরে নেমে পড়ল। চারিদিকে আরম্ভ হল করতালিধ্বনি। শতাধিক পুরুষের মধ্যে একমাত্র নারী। সাবাস মেয়ে!

প্রতিযোগিতা-শেষে ফলাফল জানবার জন্য সবাই উৎকর্ণ। মাইকে ঘোষকের কণ্ঠস্বর: প্রথম—"পুষ্প ভট্টাচার্য"। এবার করতালির আরও জোর আওয়াজ।

এর পর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কলকাতায় এবং কলকাতার আশেপাশে বহু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে পুষ্প। [illegible] ইডেন উদ্যানে [illegible] ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় [illegible] লাঠিখেলায় প্রথম [illegible]। ১৯৫৫ সালে একই ক্রীড়াঙ্গনে [illegible] উৎসব আয়োজিত প্রদর্শনীতে চুলের দ্বারা ৩২০ পাউন্ড ভার তুলে পেয়েছে দর্শকদের অজস্র ধন্যবাদ।

নানা প্রদর্শনীতে যারা ওর চুলে করে ভার তোলা দেখেছেন, দেখেছেন বেনেটি, [illegible] নিয়ে বেনেটি খেলার কলাকৌশল তারা সত্যিই অবাক হয়েছেন।

সাধারণ ভলি বাস্কেটবল বা ব্যাডমিণ্টন খেলা পুষ্পর মন কোনদিন আকর্ষণ করেনি। তবে মাঝেসাজে অ্যাথলেটিকস স্পোর্টসে নাম দিয়েছে, প্রাইজও কিছু কিছু হাতে না এসেছে, এমন নয়। এখন আর ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, খেলাধুলোর উপরও প্রায় ইতি পড়েছে। এখন শান্তিনিকেতনে বি টি-র শিক্ষার্থী। তবে বি টি-র নানা ধরনের শিক্ষাদীক্ষার সময় লাঠি-ছোরার কথা মনে পড়ে। মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। পুরনো স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত অধ্যায়ের প্রাণখোলা খেলাধুলোর কথা।

* সাপ্তাহিক সংবাদ *

দেশী সংবাদ

১লা এপ্রিল—আজ লোকসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবি সম্পর্কে বিতর্কের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন যে, বিরোধী দলগুলির কেহ কেহ দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বিবৃতি দিয়াছেন, তখন সভায় হইচই ও চীৎকার আরম্ভ হয়। শ্রী শাস্ত্রী প্রথমে আঘাত হানেন কম্যুনিস্ট পার্টির উপর। তিনি বলেন, তিনি এমন একটি বাংলা পুস্তিকা পাইয়াছেন যাহার বিষয়বস্তু কেবল সরকার বিরোধীই নহে পরন্তু অন্তর্ঘাতমূলক।

কলিকাতার কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবের বই এ কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম পাওয়া যাওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্যাদি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর হাতে আসিয়াছে তিনি তাহা অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী সি কে দপ্তরী-র নিকট দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

২রা এপ্রিল—মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই আরও চারিখানি জাহাজ আগামী ১০ দিনের মধ্যেই ভারতে আসিয়া পৌঁছাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বন্দর হইতে জাহাজ চারিখানি ইতিমধ্যেই ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, ভারতরক্ষা বিধিতে যাঁহারা ধৃত হইয়া কারাগারে আটক আছেন তাঁহাদের সরকার শত্রু বন্দী বলেন না অথবা রাজনৈতিক বন্দী বলিয়াও আখ্যা দেন নাই। এইসব বন্দীদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন সম্মান প্রদর্শন করিতে সরকার প্রস্তুত নহেন।

৩রা এপ্রিল—দণ্ডকারণ্য প্রকল্পগুলি রূপায়ণের পথে কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রণালয় হইতে ইদানীং পদে পদে বাধা আসিতে থাকায় তিক্তবিরক্ত হইয়া উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন সম্প্রতি পদত্যাগ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] জানা গিয়াছে।

[illegible] কমান হইবে [illegible] প্রয়োজন [illegible] হইলে [illegible] করা হইবে—অদ্য [illegible] বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এই [illegible] নিরুত্তর [illegible] উপসংহার [illegible]

৪ঠা এপ্রিল—[illegible] অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা সমন্বয় সংক্রান্ত মন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ [illegible] একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে [illegible] কোম্পানীর সহিত [illegible] তাঁহার সম্পর্কের কথা দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন।

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না র অধীন পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ দপ্তরের যে [illegible] মনোভাব দেখা দিয়াছে [illegible] কলিকাতায় দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে তাহা প্রকাশ পায়।

৫ই এপ্রিল—অদ্য কলিকাতায় [illegible]

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট আর একখানি পত্রে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন যে, রাজ্য সরকার বহুক্ষেত্রে মন্ত্রণা কমিটির চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং নির্দিষ্ট চুক্তি অনুযায়ী সরকার কাজ না করা পর্যন্ত ঐ কমিটির কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না বলিয়া ঐ পত্রে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

আগামী বাংলা ১৩৭০ সাল হইতে মিউনিসিপাল এলাকার বাহিরে এক তৃতীয়াংশ একর পর্যন্ত বাস্তুভূমির খাজনা রেহাই দেওয়া হইবে বলিয়া ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী অদ্য বিধানসভায় এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা বিধানসভায় সকল দলের সদস্যদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়।

৬ই এপ্রিল—ইনফার সংবাদে প্রকাশ একটি ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে একটি বিদেশী সাবমেরিনের সন্ধান পায় বলিয়া জানা গিয়াছে। উহার চিহ্ন দেখিয়া চীনের সাবমেরিন বলিয়া মনে হয়। চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে ৪০টি সাবমেরিন সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আজ লোকসভায় ভারতীয় তৈলশোধনাগার সম্পর্কে ব্যয়বরাদ্দ কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে কলিকাতার ন্যায় উপকূলবর্তী স্থানে তৈল শোধনাগার স্থাপন না করিয়া সরকারী উদ্যোগে নুনমাটিতে প্রথম তৈল শোধনাগার স্থাপনের ফলে কলিকাতা হইতে নুনমাটিতে মাল প্রেরণের জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে।

৭ই এপ্রিল—সম্প্রতি বিরোধী দলগুলি [illegible] [illegible] মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে [illegible] [illegible]

১৯৬২ [illegible] ১৩৩৩ [illegible] ৭৭৭ [illegible] হয়।

বিদেশী সংবাদ

১লা এপ্রিল—[illegible] করিয়া [illegible] আমেরিকার [illegible] সেইন্ট [illegible] আজ ঘোষণা করেন যে তিনি "কৃত্রিম রক্ত" উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন [illegible] রক্তের লোহিত কণার বদলে [illegible] পদার্থ [illegible] বিকল্প খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

পিকিং হইতে নেপালকে জানানো হইয়াছে যে কাঠমাণ্ডু তিব্বত সড়ক নির্মাণের সরঞ্জাম বহনকারী একটি জাহাজ চীন বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছে এবং জাহাজটি কলিকাতার দিকে রওনা হইয়া গিয়াছে।

২রা এপ্রিল—আজ রাজা মহেন্দ্র তাঁহার পুরাতন সরকারকে ভাঙ্গিয়া দিয়া ডঃ তুলসী গিরির নেতৃত্বে এক নূতন সরকার গঠন করিয়াছেন। পূর্ব সরকারের আটজন মন্ত্রীর ছয়জনকে পুনরায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত রাত্রে লাওসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকুইনিম ফুলসেনাকে তাঁহার বাড়ির বাগানে পাহারারত সৈনিক গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ ঘোষণা করেন যে চীন গত বৎসর সীমান্ত যুদ্ধের সময় ধৃত ৩২১৩জন ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তি দিবে।

৩রা এপ্রিল—বৃটিশ অর্থসচিব শ্রীরেজিনাল্ড মডলিং অদ্য পার্লামেন্টে ভারতকে ৩৫ লক্ষ স্টার্লিং ঋণদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। পাকিস্তানকে ২০ লক্ষ স্টার্লিং ঋণদানের সংকল্পও তিনি ঘোষণা করেন।

মস্কো রেডিওয় জানাইয়াছেন যে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা মাও সে তুংকে মস্কোতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং আগামী ১৫ই মে মস্কোতে সোভিয়েট ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল—ভিয়েনতিয়েন হইতে জানা গিয়াছে যে এখন লাওসে কম্যুনিস্টপন্থী [illegible] ও সৈন্যবাহিনী এবং নিরপেক্ষতাবাদী সৈন্যদের একাংশের সহিত যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে।

নিউ দিল্লী [illegible] এক সংবাদে প্রকাশ চীন ভারতের [illegible] এই মর্মে প্রতিবাদ জানাইয়াছে যে গত ১০ই [illegible] জন ভারতীয় সৈন্য [illegible] চীন [illegible] প্রবেশ করিয়াছে।

৫ই এপ্রিল—[illegible]

[illegible] অধ্যাপক [illegible]

৬ই এপ্রিল—[illegible] চীনী [illegible] ১৭৮ বৎসর। ১৮১২ সালে [illegible] হইতে [illegible] তাঁহার বয়স ৬৭ সাত বৎসর। এই দীর্ঘ জীবনে সে একদিনও অসুস্থ হয় নাই।

৭ই এপ্রিল—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আজ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডীর বিশেষ দূত ডব্লিউ এভারেল হ্যারিম্যান কাশ্মীর সম্পর্কে কোন [illegible] প্রস্তাব লইয়া আসেন নাই। প্রেসিডেন্ট আরও বলেন ভারত সরকার হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি রাজী আছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮৫৪১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বুদ্ধদেব বসুর নতুন বই

সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ

দাম—৫·০০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে

প্রাচীন, দুর্লভ, বিস্মৃত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের বিশখানি কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের সমালোচনা এবং কৌতূহলোদ্দীপক টীকা-টিপ্পনি। সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ। ১০.০০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রাচীন প্যালেস্টাইন

হিব্রু জাতির প্রাচীন জীবন ও তার জীবনের চেয়েও প্রিয় বিগতকালের মহিমা-সমুজ্জ্বল ঐতিহ্যের ইতিবৃত্ত। ৬·০০

অবনীনাথ মিত্র প্রণীত

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

দাম — ১·৫০

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

দিনান্তের রঙ

বিষয়ের বাধাহীন অভিনবত্বে, চরিত্র-চিত্রণের সূক্ষ্ম শিল্পসৌকর্যে 'দিনান্তের রঙ' বাংলা উপন্যাসের অম্লান গৌরব। ৬·৫০

ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ রচিত

হিমালয়ের অন্তরালে

এই বইয়ের লেখক [illegible] ও [illegible] সাম্প্রতিক দুর্যোগের [illegible] প্রত্যক্ষভাবে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা [illegible] করেছেন। হানাদার চীনা বাহিনীর [illegible] চারের বিরুদ্ধে [illegible] ও [illegible] [illegible] মরণজয়ী মুক্তিসংগ্রামের [illegible] কাহিনী এই গ্রন্থে [illegible] হয়েছে। দাম—৪.০০

নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল

বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত

কালিদাসের মেঘদূত

৩য় সংস্করণ ॥ দাম—৬·৫০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য-সঞ্চয়ন

১০ম সংস্করণ ॥ দাম -৬·০০

রাজশেখর বসু অনূদিত

কালিদাসের

মেঘদূত

মহাকবির [illegible] রচনার [illegible] গদ্য-অনুবাদ। ৩য় সং [illegible] দাম—২·৫০

অমূল্যনাথ চক্রবর্তীর

ভারতে শক্তিসাধনা

[illegible]

[illegible]চন্দ্র [illegible]

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য

দাম — ৪·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ :: ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিমল করের

নবতম উপন্যাস

পা ন্থ শা লা

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

বিমল করের

খোয়াই ৩৲

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সম্মানে সম্মানিত

॥ পাঁচ টাকা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া

দ্বিতীয় মুদ্রণ

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

সাত পাকে বাঁধা

চতুর্থ মুদ্রণ

॥ সাড়ে চার টাকা ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

যাত্রাপথ ৪॥

অনামিতা ৪৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

চন্দনবাঈ ৫৲

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

চলাচল ৬॥

([illegible] মুদ্রণ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিযান ৬৲

কালিন্দী ৭৲

শান্তা দেবীর

পঞ্চদশী ৫৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ করেছেন সে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী যে দু'চার জন লেখক আজও আমাদের ভিতর উপস্থিত আছেন—

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল অন্যতম

তাঁর লেখা

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা

মূল্য দুই টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থপ্রকাশ : রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

শিল্পী সংস্থা প্রকাশনী বিভাগ

১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা—৫

ফোন : ৩৩–৯০৬৭

রেকোকাশ্মীর

ফেস পাউডার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের গল্প

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা তাঁকে ছোটগল্পের নিপুণ ও কুশলী কথাকার হিসেবে নাকি আড়াল করে রেখেছে, কিন্তু তিনি যে অসাধারণ গল্পলেখকও ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর অনবদ্য গল্পসংগ্রহগুলি। চকিত বিদ্যুতালোকের মতো পাঠকের মানসলোক উদ্ভাসিত করে তোলে। এমন কান্তমধুর প্রেমের গল্প আর কেউ লিখবেন না। মাধুর্যে পরিপূর্ণ গল্পগুলি না পড়লে বিভূতিভূষণকে চেনা অপূর্ণ থেকে যাবে। বজ্রখণ্ডের মতো মূল্যবান প্রেমের গল্পগুলি এই প্রথম গ্রন্থাকারে গ্রথিত হল।

অজিত গুপ্ত অঙ্কিত মনোরম প্রচ্ছদ। দাম ৩.০০

বিভূতিভূষণের আরও কয়েকখানি অমূল্য বই ...

জার্মান সংকেত ৭.১০ **নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব** ৩.৫০ **ঊর্মিমুখর** ২.৭৫ **ছায়াছবি** ৩.০০ **অনুসন্ধান** ৩.০০ **আমার লেখা** ২.৫০ রেবা চট্টোপাধ্যায়ের সুলিখিত উপন্যাস **সুতনুকা** ২.৫০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস **আদায়ের ইতিহাস** ১.৭৫ গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **নবকল্প** ৩.৭৫

আমাদের প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

বিভূতি প্রকাশন, ২২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

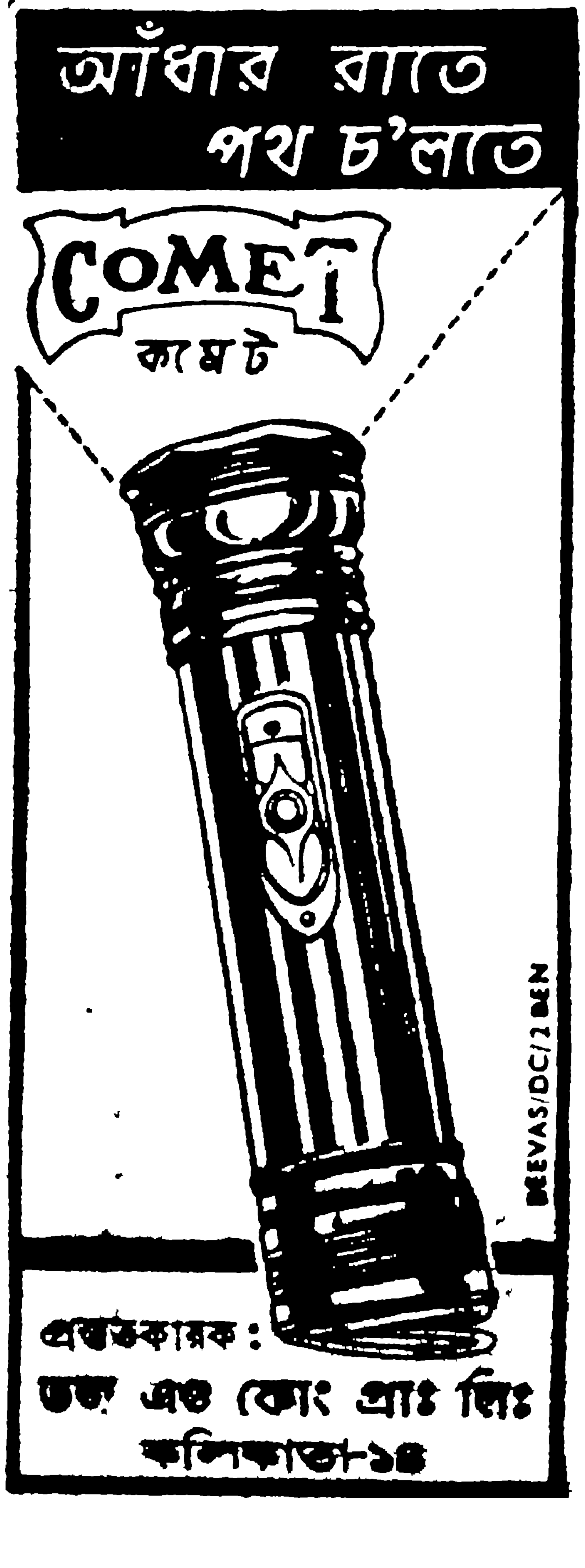

প্রস্তুতকারক :

ভজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১৪

গ্রন্থালয়ের কয়েকখানি অসামান্য বই

গোরাকালার হাট

অশোক গুহ

বইখানা সম্বন্ধে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সুধীবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে। ৮.৫০

কর্ণাটরাগ

শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দরদী লেখকের হাতে প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য—এমনকি জুবেদা হাতীও চিরদিনের জন্য মনে থাকবে। পত্র-পত্রিকায় দরদী লেখনী প্রশংসিত। ৪.০০

অন্যনয়ন

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের এই নূতন উপন্যাসখানিতে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব তাই নয়, সাহিত্যের মূল্যায়নায় প্রোজ্জ্বল ও অনবদ্য। ৪.০০

আরও অনবদ্য উপন্যাস

অ্যাক্সিডেন্ট	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ২.৫০
সীমান্ত	॥	শিশির দাশ	॥ ৩.০০
সংঘমিত্রা	॥	**সঙ্কর্ষণ রায়**	॥ ২.৫০
চৌধুরী বাড়ি	॥	বিশ্বনাথ রায়	॥ ৪.০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ ১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে—	... ...	১০৬৭
বৈদেশিকী—	.. ..	১০৬৯
দ্রুপাক্করে—	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	১০৭১
আগুনের আয়নায় (কবিতা)—	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১০৭২
শিল্পীর স্বাধীনতা—	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ...	১০৭৩
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—	ফাদার দ্যতিয়েন ...	১০৭৭
তোমার অনুমতি নিয়ে—	শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী ...	১০৭৯
পঞ্চতন্ত্র—	সৈয়দ মুজতবা আলী	১০৮৫

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই মার্চের বই

শিশুসাহিত্যে ভারতগভর্ণমেন্টের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকা

লীলা মজুমদারের

কিশোর উপন্যাস

টং লিং ২-৭৫

। বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ও চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়ের অঙ্কিত চিত্রাবলী ও প্রচ্ছদপট সম্বলিত।

৭ই ফেব্রুয়ারীর বই

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদা পর্যায়ের ৩য় গ্রন্থ

আবার ঘনাদা

দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

কয়েকখানি উপহারযোগ্য উপন্যাস

বনফুল'এর ভীমপলশ্রী	৫.০০	নীহাররঞ্জন গুপ্তের নীল আলো	৩.০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের মৌসুমী	৩.০০	সন্তোষ ভট্টাচার্যের সৃষ্টি	৫.৫০
অচিন্ত্য সেনগুপ্তের হিয়ে হিয় রাখনু	৩.০০	বুদ্ধদেব বসুর সানাই	২.৫০
লীলা মজুমদারের ঝাঁপতাল	২.৭৫	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ	৩.২৫
গজেন্দ্র মিত্রের কলকাতার কাছেই	৬.০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বারো ঘর এক উঠোন	৮.০০
প্রতিভা বসুর মালতীদির গল্প	২.৫০	দেবেশ দাশের রক্তরাগ	৪.৫০
বিমল মিত্রের নফর সংকীর্তন	২.৫০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবকন্যা	৩.৫০
প্রবোধকুমার সান্যালের ইস্পাতের কন্যা	৩.৫০	দীপক চৌধুরীর নীলে সোনায় বর্ষাতি	৩.৫০

সম্প্রতি প্রকাশিত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

শরৎচন্দ্রের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৬·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

পদ্মিনী ২·০০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

সর্বাধুনিক উপন্যাস

কেউ জানবে না,
কেউ শুনবে না ৩.২৫

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম 'কালচার'

(স ১১৪১)

সুবর্ণ সুযোগ   সাফল্য নিশ্চিত

সেরা বই

এস. কে. সাহা, এম-এ প্রণীত।

১। English Idioms & Common Errors (for all) ৩·০০
২। Sure success in S. F. English & Bengali ২·২৫
৩। Sure success in S. F. Mathematics ২·২৫
৪। Sure success in S. F. Sanskrit ১·০০
৫। বাংলা ব্যাকরণ-সার ১·৫০
৬। আদর্শ রচনা ১·৫০
৭। আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা ৩·০০

প্রতি বৎসর এই বইগুলি হইতে ৯০% Common পড়ে। বহুল প্রচারের জন্য ৩১শে মে পর্যন্ত ১০% কম মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। একসঙ্গে তিনখানা লইলে ডাক মাশুল লাগিবে না। **হতাশ ছাত্রদের একমাত্র আশা। ভাল ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ সহায়ক।** অর্ডারে পত্রিকার নাম উল্লেখ করিবেন।

Book Supply Agency
10. S. B. Neogy Garden Lane
Baranagar, Calcutta-36.

সংবাদ সাপ্তাহিক

জনবাণী

প্রতি সংখ্যা ·১৫, বার্ষিক ৭·৫০
এজেন্সীর জন্য লিখুন :
॥ জনবাণী ॥
৭, এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯

একের মধ্যে সাত?

সাতরঙ

একটি নতুন ধরনের মাসিক পত্রিকা
একটি পত্রিকায় সাতটি পত্রিকার সমাবেশ

প্রকাশিত হ'ল

বারীন্দ্রনাথ দাশের **উপনায়িকা** ৪·০০

● আমাদের অন্য কয়েকখানি বই ●

সুকন্যা
বৈশাখী বসন্ত ৫·০০

প্রফুল্ল রায়
দূরের বন্দর ৩·০০

নীলকণ্ঠের
দ্বিতীয় প্রেম ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন ৪·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
নদী দিকহারা ৩·০০

বিমল মিত্রের
শনিরাজা রাহুমন্ত্রি ৩·৫০

চাণক্য সেনের
রাগ নেই ৩·০০

সমরেশ বসুর
সুবর্ণা ৩·০০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পৌষলক্ষ্মী ৪·০০

দ্বৈপায়নের
মেঘনামতী ২·০০

অসিত গুপ্তের
ঊর্মিমালা ৩·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
উত্তর বসন্তে ৩·০০

কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস

অমরেন্দ্র দাসের
সিরাজের ফৌজী ৩·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
লায়লী আশমানের আয়না ৮·০০

শ্রীবাসবের
নাজমা বেগম ৫·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের
অগ্নিস্বাক্ষর ৭·০০

নিগূঢ়ানন্দের
নীলপান্না লাল বাদশা ৫·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর
গঙ্গাহৃদি ৭·০০
(যন্ত্রস্থ)

নিবন্ধ

ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা ৬·০০

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষের
বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য ৫·০০

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
রবীন্দ্রনাথের গান ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
রমণীয় ক্রিকেট ৫·০০
বল পড়ে ব্যাট নড়ে ৪·০০

ক্যাটালগের জন্য লিখুন

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		১০৮৭
লালকেল্লা	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১০৮৯
ওয়াশিংটনের চিঠি	শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী	১০৯৭
নিশিকুটুম্ব	শ্রীমনোজ বসু	১১০১
গুপ্তিপাড়ার মন্দির	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০৯
ঘরে-বাইরে	শ্রীমতী	১১১৭
বিশ্ববিচিত্রা—		১১১৯
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	শ্রীগৌরীকিশোর ঘোষ	১১২১
একটি অবাঞ্ছিত আইন	শ্রীতারাপদ লাহিড়ী	১১২৫

নীচে লেখা বইগুলি পড়তে পড়তে
অনিচ্ছুক অনেক ছেলেমেয়ের লেখা-পড়াটা
আনন্দের বিষয় হয়ে উঠেছে।
ছেলেমেয়েদের পড়তে দিয়ে দেখুন।

ভ্রমণ ও এ্যাডভেঞ্চার

- ননীগোপাল চক্রবর্তী - আকাশ গঙ্গা - (অনেক ছবি) - ১·৫০
- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত --- অজানা দেশে ----- ১·২৫
- সুবোধ দাসগুপ্ত --- সাহারার আতঙ্ক -- ১·০০
- রমেশ দাস ---- অজ্ঞাত দেশ ---- ১·৫০

ঐতিহাসিক গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র - তাতারের বন্দী ------ ১·২৫
দেশবিদেশের হীরে জহরৎ -- ১·২৫
বীরেন দাস - মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী - ২·০০

এ্যাডভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায় - সূর্য নগরীর গুপ্তধন -- ১·২৫
অমানুষিক মানুষ --- ১·২৫

দেব সাহিত্য কুটীর

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার **রম্যাণি বীক্ষ্যের** লেখক শ্রীসুবোধকুমার **চক্রবর্তী** এবং **স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালীর** লেখক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে এবার (১৯৬২-৬৩ সালের জন্য) রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীসুবোধকুমার **চক্রবর্তী** প্রণীত
উপন্যাস ধর্মী ভ্রমণকাহিনী

রম্যাণি বীক্ষ্য

উৎকল পর্ব	৭·৫০
মহারাষ্ট্র পর্ব	৭·৫০
দ্রাবিড় পর্ব	৭·০০
সৌরাষ্ট্র পর্ব	৭·০০
কালিন্দী পর্ব	৫·০০
রাজস্থান পর্ব	৭·৫০

* *

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী ... ৭·৫০

হিন্দুসমাজে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, উপনয়ন প্রভৃতি যে সকল সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে উহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই বইটি অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

(State Award—1962)

রোদ • বৃষ্টি ভালবাসা ৬·০০

(বৈষ্ণব পদাবলী ঢঙেতে লিখিত কাব্যগ্রন্থ)
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি প্রণীত

দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাব্যসংকলন

আরও সূর্যের কাছে ৩·০০

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
কোমল গান্ধার
একটি অসামান্য সুন্দর উপন্যাস
৩·৫০

বামপদ মুখোপাধ্যায়ের
গরলামৃত
প্রখ্যাত সাহিত্যিকের বিখ্যাত উপন্যাস
৪·০০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
শিল্পী ৩·৫০
যৌবনের অভিশাপ ৩·৫০

লস্ট হরাইজন
জেমস্ হিলটনের সুবিখ্যাত উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ ৩·৫০

ভক্তেন রায়ের
চাকা
একটি আশ্চর্য সুন্দর নাটক ২·০০

। **পূর্বাচল পাবলিশার্স** ॥ কলিঃ-৭ ॥

তামসরঞ্জন রায় বিরচিত
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৬·০০
জাগোরে ধীরে ১·০০; শ্রী.মা সারদামণি ৩·২৫

গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ৮·০০

লিও তলস্তয়ের
প্রসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ
হাজি মুরাদ ৪·০০

নারায়ণচন্দ্র চন্দের বন্য প্রাণীদের সম্বন্ধে লেখা সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব
বনের বাসিন্দা ৫·০০
(অজস্র হাফটোন ছবি সহ)

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বিখ্যাত পুস্তক
শিক্ষা প্রসঙ্গ ৪·০০

কলিকাতা পুস্তকালয় : ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নিশাচরের
শ্বাসরুদ্ধকারী রহস্য উপন্যাস
সদানন্দের উইল দ্বিতীয় মুদ্রণ ৩॥

রায় বাড়ি ৫,
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

লাল থাবা
(প্রকাশের পথে)

প্রাপ্তিস্থান : **মিত্র ও ঘোষ** : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥
সারদা-রামকৃষ্ণ
—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—
অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেতারে বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।
বহুচিত্র শোভিত—**ষষ্ঠ মুদ্রণ**—৬·০০

গৌরীমা
আনন্দবাজার পত্রিকা,—সংসার যে অতিক্রম করিয়া যান [illegible] শ্রীশ্রীগৌরী মা তাঁহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূত হন
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—৩·৫০

সাধনা
বেদ উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি বহু স্তোত্র, সাড়ে তিন শত বাংলা হিন্দী ও জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে
প্রবাসী বলেন,—প্রত্যেক শিক্ষিত সংসারী ব্যক্তি ক্রীত হইবার দাবী রাখে
পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪·০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট কলিকাতা

(সি-১৪৬১)

শুভ নববর্ষে প্রকাশিত হল
সুন্দর প্রকাশনের সুন্দরতম নিবেদন
নেতাজির একান্ত সহকর্মী
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত
নেতাজি সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
বহু তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত
এবং
দেশবন্ধু সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর আশীর্বাণী সম্বলিত
প্রথম খণ্ড। বারো টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ইংরাজী ও হিন্দী সংস্করণ প্রস্তুতির পথে

সুন্দর প্রকাশন, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
মধ্য কলিকাতা এজেণ্ট
পেপারল্যাণ্ড (ইণ্ডিয়া) ৪ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামেবাসে—		১১৩০
ট্রাক ড্রাইভার—	শ্রীকল্যাণ বসু	১১৩১
সাহিত্য সংবাদ—	বিদুর	১১৩৪
পুস্তক পরিচয়—		১১৩৬
রঙ্গজগৎ—		১১৩৯
খেলার মাঠে—	একলব্য	১১৪৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—		১১৫২

প্রচ্ছদ—নির্মল দত্ত

দেবীর পকেট বই সর্বত্র অভিনন্দিত

সুধীন্দ্র চৌধুরীর **কুহেলির কান্না** দাম—১

হরেন ঘোষের **নায়িকার মন** দাম—১

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের **বন্ধনহীন গ্রন্থি** দাম—১

বিজনকুমার ঘোষের **রজনীগন্ধার আয়ু** দাম—১

যুগান্তর: 'কাহিনী নির্বাচনে, চরিত্র-চিত্রণে এবং সরস বর্ণনার জন্য প্রতিটি উপন্যাসই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।'

দেবী ৩১ ডি: সুন্দরীমোহন এভিনিউ, কলিকাতা-১৪

(সি-২৭)

এপার ওপার

ইন্দ্রনীল

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লেখা এক অভিনব উপন্যাস

আপন জনকে পাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাড়ায় সংস্কার। ভালবাসার আলোকে যখন বহু যুগের সংস্কারের কুহেলী কামনার রঙে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিগন্তে মিলিয়ে যায়, তখনই কি মিলনের পথে সব বাধা সরে যায়? এর উত্তর ইন্দ্রনীল এর **এপার ওপার**।

দামোদরের পলিমাটি দিয়ে গড়া আমাদের একান্ত পরিচিত ঘরের মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না বিরহ মিলনের ছবি এঁকেছেন লেখক তাঁর স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ও দরদী মন দিয়ে।

এপার ওপার বাংলা কথাসাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন।

দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

কনটেমপোরারি পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পরিবেশক : ইস্টার্ণ এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ—১২
ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ—৬
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং : কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ প্রণীত

চীনের ভারত আক্রমণ	১·৫০
বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প	২·৫০
আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র	২·৫০
বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প	১·৭৫
শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী	২·৫০
রঙ্গালয়ের নানা গল্প	২·৫০
হাস্য-কৌতুকে সাহিত্যিক	৩·০০
ভৌতিক কাহিনী	২·৫০
অলৌকিক কাহিনী	২·৫০

(শেষোক্ত বই দুটি বাঙ্গালার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দেখা ও বিশ্বাস করা বাস্তব কাহিনী নিয়ে লেখা।)

গোপালচন্দ্র রায়ের বই সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত :—

গোপালচন্দ্র রায়ের লেখার ভঙ্গীটি এত রমণীয় যে একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না।—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গোপালচন্দ্রের লেখার মুন্সীয়ানা আছে—সজনীকান্ত দাস

গোপালচন্দ্রের £ পর্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যে যা দান তার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে

—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সদন

এ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিকাতা-১২

ভারতের সম্পদগুলি
মূল্যবান
অপচয় করবেন না,
অভাব হবে না

[illegible] সংস্কৃতির বই :

প্রকাশিত [illegible] :
প্রেম যুগে যুগে
[illegible]

চীনের ভারত আক্রমণ উপলক্ষে
প্রকাশিত [illegible] :
অগ্নি স্বাক্ষর
[illegible]

[illegible] রাণী গুহের
[illegible] :
আলোক বর্তিকা
[illegible]

: [illegible] :
ডি এম লাইব্রেরী ॥ [illegible]
[illegible] বুক স্টল ॥ কলিকাতা—১২

ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য
নিকো
আসল জীবাণুনাশক সাবান।
এটি পার্ক-ডেভিসের তৈরী
WAL PO-56/62

— নববর্ষে - নবরূপে সর্বকালজয়ী চিরন্তন গ্রন্থরাজি —

প্রকাশিত হলো
শ্রীপান্থের
বিচিত্র মানবী
[illegible] উপন্যাস। [illegible]

[illegible] উপন্যাস
[illegible]

মন্ত্রকন্যা	॥ ৭·০০ ॥
মধুরাই [illegible]	॥ ২·৫০ ॥
একমুঠো আকাশ	॥ [illegible]·০০ ॥

[illegible] উপন্যাস

সূর্যশিখা	[illegible]·৫০ ॥

সদ্য প্রকাশিত
শৈলেশ দে'র উপন্যাস
রাঙা মাটির পাহাড়ে
[illegible] ভুল সংশোধন করতে [illegible] সমগ্র জীবন। [illegible] সমগ্র জীবনে ও ভুল সংশোধন [illegible] না। [illegible] প্রায় [illegible]।
[illegible]

[illegible]
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ
[illegible] ॥ ৮·৫০ ॥

গ্রন্থম্ : ২২/১ [illegible]

[illegible]
রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ
[illegible] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। [illegible]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন গ্রন্থ
॥ ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী ॥
[illegible]

রবীন্দ্রনাথ
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
[illegible]

পথ যে আমায় ডাকে ❙ বেদুইন
[illegible] এ বইটি অপরিহার্য।
[illegible]

অন্তরালের শিশিরকুমার
তারাকুমার মুখোপাধ্যায়
শিশিরকুমারের [illegible] জীবনের [illegible]। দাম ৭ টাকা
• [illegible] •

ইষ্টলাইট বুক হাউস ২০ স্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা—১
ফোন : ২২-৬০৮৯

আশ্চর্য !

বিজ্ঞানভিত্তিক চমকপ্রদ গল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা

এপ্রিল সংখ্যা বিক্রী হচ্ছে * দাম মাত্র এক টাকা

এই বিচিত্র প্রচ্ছদটি নিয়ে গল্প লিখুন * পুরস্কার পাবেন।

প্রধান আকর্ষণ :

সমরজিৎ করের বিজ্ঞান রহস্য সম্পূর্ণ উপন্যাস

এক ফোঁটা বিষ

'আশ্চর্য'!-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সমরজিৎ করের [illegible] একটি [illegible]

[illegible]

[illegible] 'প্রাণী', [illegible] 'তারা এসেছিলো পৃথিবীতে', [illegible] 'জ্যোতির গহন তিমিরে', [illegible] 'বৃহস্পতির আগমন', [illegible] 'কঙ্কাল দানব বনাম আমি', [illegible] 'ডাইনোসরের পায়ের ছাপ', [illegible] 'চমক লাগে মনে'; এবং আরও অনেক [illegible] চিত্তাকর্ষক গল্প।

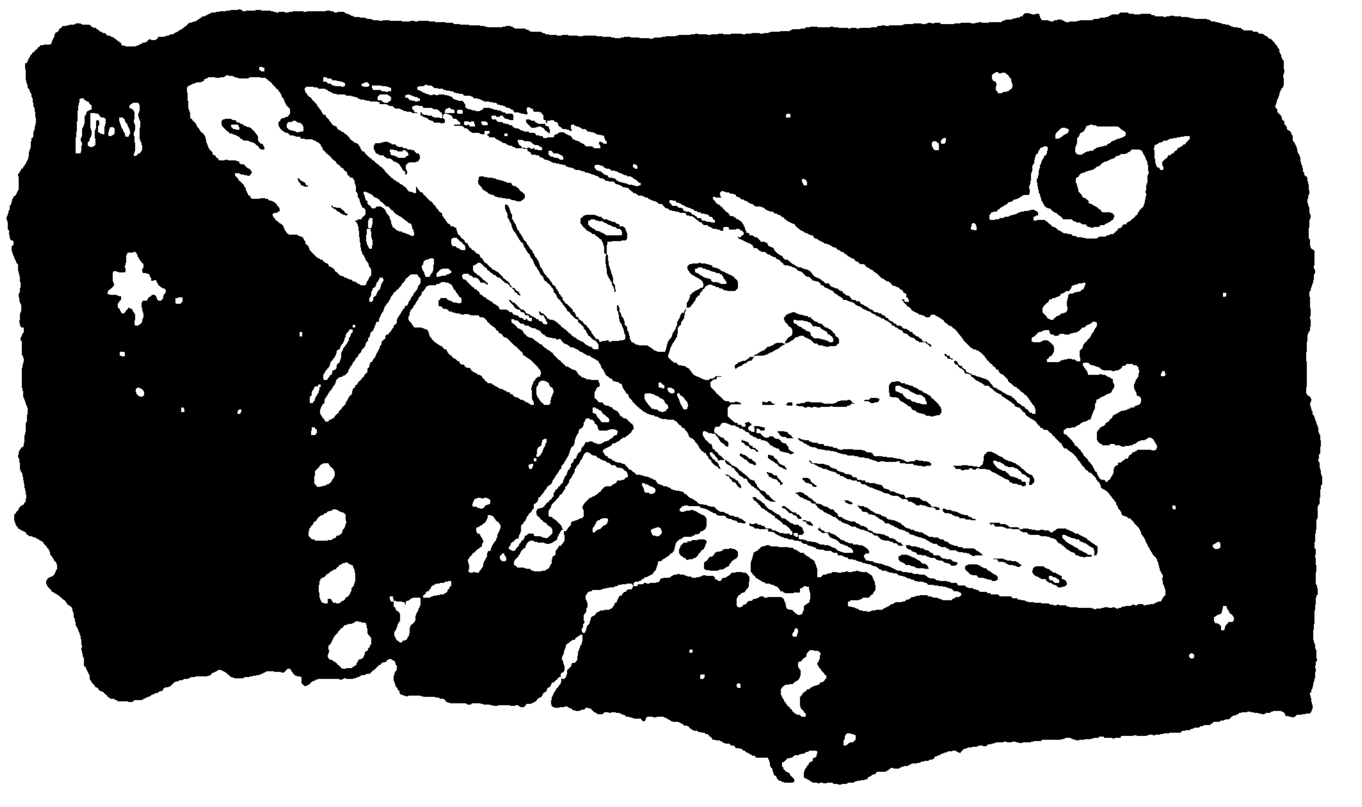

[illegible] 'আশ্চর্য'! [illegible] বাওয়ার জন্যে যাঁরা [illegible] হয়েছেন, তাঁরা দয়া করে আমাদের সর্বভারতীয় পরিবেশক পত্রিকা সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, ১২/১ লিন্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা ১৬ (ফোন: ২৮-৩২২৯)-য় যোগাযোগ করলেই সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। নিয়মিত 'আশ্চর্য'! পেতে হলে ১২, টাকা বার্ষিক চাঁদা পাঠান অথবা এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত কুপন পাঠান।

প্রকাশক : অ্যাল্‌কা-বিটা : পোস্ট বক্স ২৫৩৯ : কলিকাতা ১

আপনার যা কিছু প্রিয়
সেগুলি বাঁচানোর জন্যই
আরও বেশী সঞ্চয় করুন

নতুন ধরনের সিনেমা সাপ্তাহিক

ঘরোয়া

প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয়।

[illegible] : ৪০ নঃ পঃ

১৯শে এপ্রিল সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

রঞ্জিত সেনের

[illegible] একটি লেখা

[illegible]

নিখিল সরকার-এর

রম্য রচনা :

টাম্বি টাইপরাইটার টেলিফোন

[illegible]

বিমল মিত্রর

[illegible] উপন্যাস :

একক দশক শতক

সুপ্রিয়া চৌধুরীর

[illegible] : আমার কথাটি

[illegible] সংবাদিক

শচীন ভৌমিক

অশোক ঘোষাল

বিজন দত্ত

বর্তমানে ঘরোয়ায় নিয়মিত লিখছেন

এ ছাড়া লিখছেন

ফিল্মফেয়ার সংযুক্ত চিত্র সাংবাদিক

সরোজ সেনগুপ্ত

সুখ্যাত সমালোচক পঙ্কজ দত্ত

জনপ্রিয় সিনেমা সঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা করবেন

ভি. বালসারা

আমরা সগর্বে ঘোষণা করছি
সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে
লিখবেন

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

কার্যালয় :

৭৯/৫ বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলকাতা ১৪

ফোন: ২৪-৫৭৮২,
সম্পাদকীয়: ২৪-১৯৪৩

॥ শুভ নববর্ষ প্রকাশ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মনময়ূরী

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লেখা রহস্য উপন্যাস। লেখকের রহস্যভেদী কিরিটী রায়ের মত বিরূপাক্ষ এক নতুন আবিষ্কার। চার-রঙা প্রচ্ছদ। তিন টাকা

শক্তিপদ রাজগুরু

নূতন সীমান্ত

যুদ্ধ আমরা চাই না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ কোন দেশ আমাদের মাতৃভূমির দিকে হাত বাড়ালে তার জবাবও দিতে আমরা জানি। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের অভিনব উপন্যাস। তিন টাকা

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

ময়ূরের মন

এ কাহিনী গঙ্গাপার—সিউড়ী রোড আর বর্ধমানের। গ্রাম শহর হল কিন্তু তার মানুষগুলো? দাম—দেড় টাকা

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঊর্ণনাভ ৩·০০

উত্তমপুরুষ

রূপসী ২·০০

॥ কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ॥

শক্তিপদ রাজগুরু

অগ্নিস্বাক্ষর ২·৫০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভ্রান্তিবিলাস ১·৫০

॥ চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে ॥

উত্তমপুরুষ

নকল রাজা নকল রানী

পাঁচ টাকা

---

* সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন *

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশিত হল

নিবেদন ইতি

বিমল মিত্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে দেয়নি কিছুই—আর যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা: কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই—নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান, প্রাচীন মূল্যবোধ, পুরনো বিশ্বাস। হৃতসর্বস্ব মানুষ বিমূঢ় হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে—অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য: অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা: মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন। বিমল মিত্রের নবতম উপন্যাস "নিবেদন ইতি" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয়, তারই মহান চিত্রায়ণ। লেখকের সাহিত্যজীবনের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি "নিবেদন ইতি"।

দাম : ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ২৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 20th April 1963.

সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে

হিন্দীওয়ালাদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। লোকসভায় সরকারী ভাষা সম্পর্কিত যে বিল আনা হয়েছে তার প্রস্তাবিত বিধান হল ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারীর পর হিন্দীই হবে মুখ্য সরকারী ভাষা। সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর ব্যবহারও চলতে দেওয়া হবে বটে কিন্তু হিন্দীর সম মর্যাদাসম্পন্ন সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে নয়। এককথায়, হিন্দীকে দেওয়া হবে পূর্ণ রাষ্ট্রিক মর্যাদা এবং সরকারী কাজকর্মে হিন্দী ব্যবহারের বিধান হবে অবশ্যপালনীয় অপরপক্ষে হিন্দীর অনুচর হিসেবে (সহযোগী নয়) ইংরেজীতে সরকারী কাজকর্ম চালানোর অনুমতি দয়া করে দেওয়া হলেও ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে সংবিধানগত মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

ইংরেজী হটানেওয়ালারা কিন্তু এতেও খুশী নন। কারণ এঁরা চান ইংরেজীকে পুরোপুরি বরবাদ করা হোক। এঁদের তরফ থেকেই হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার উগ্র সমর্থনে লোকসভায় বীভৎস হট্টগোল সৃষ্টি করেছেন। হিন্দীপ্রেমীদের উন্মত্ততা দেশে যে কী বিষম বিপর্যয় ঘটাতে পারে আবারও তার কিছু শঙ্কাজনক নিদর্শন পাওয়া গেল। সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে সংগত প্রতিবাদ হওয়া উচিত অহিন্দীভাষীদের পক্ষ থেকে। কারণ এই বিল হিন্দীর নয়, অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে। ইংরেজীকে সহযোগী সরকারী ভাষা গণ্য করা হবে এবং অহিন্দীভাষীদের সম্মতি ছাড়া কখনই ইংরেজীকে হটিয়ে হিন্দীর রাষ্ট্রিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হবে না কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের উদ্দেশ্যেই সরকারী ভাষা বিল রচিত এবং গৃহীত হওয়ার কথা যাতে ১৯৬৫ সালের পরেও সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর মর্যাদা স্বীকৃত হয়। অথচ বিলের বিধান এমন সুকৌশলে রচিত যার ফলে হিন্দীর রাষ্ট্রিক মর্যাদা এক ধাপ উঁচুতে উঠছে আর ইংরেজীকে নামানো হয়েছে এক ধাপ নিচুতে।

লোকসভার সদস্য শ্রীফ্রাঙ্ক অ্যান্টনী অযথা বলেন নি, এই সরকারী ভাষা বিল বিশ্বাসভঙ্গ এবং অহিন্দীভাষীদের প্রতি প্রতারণার সামিল। প্রায় চার বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬৫ সালের পরেও যতদিন প্রয়োজন ইংরেজী চালু থাকবে ভারতের সহযোগী অথবা বিকল্প ভাষা হিসেবে। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ইংরেজী কত দিন চালু থাকবে সে-বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়ার অধিকার অহিন্দীভাষীদের, হিন্দীভাষীদের নয়। অর্থাৎ ইংরেজী বরবাদ করা বা হটানোর জন্য হিন্দীওয়ালাদের জিদ জবরদস্তি কখনও গ্রাহ্য করা হবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস উপরওয়ালাদের দয়ার দান নিশ্চয়ই নয় যে তাঁরা ইচ্ছা করলেই এই প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস নাকচ করতে পারেন। অহিন্দীভাষীরাই দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি কোন ভাষা পূর্ণ সরকারী মর্যাদা পাবে কিংবা পাবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি অহিন্দীভাষীদের।

আশ্চর্যের বিষয় যে, সরকারী ভাষা বিল যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা অহিন্দীভাষী জনসাধারণের সুস্পষ্ট ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করেন নি সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নও বিবেচনা করেন নি হিন্দীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে পূর্ব প্রতিশ্রুতি কেন ভঙ্গ করা হচ্ছে সে বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কারণ দেখান নি। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে এমন অশোভন প্রতিশ্রুতি বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। উগ্র হিন্দীপ্রেমী ইংরেজী হটানেওয়ালাদের চাপে এবং ভয়েই গভর্ণমেণ্ট পিছু হটেছেন মনে করা যায়. একাধিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে হিন্দী মাত্র একটি, হিন্দীভাষীরা দেশের জনসমষ্টির সংখ্যালঘিষ্ঠ উপরন্তু ভাষা হিসেবেও হিন্দী অন্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে নিকৃষ্ট। কাজেই ভাষার সমৃদ্ধি এবং ব্যবহারিক গুণাগুণ বিচারে হিন্দীকে মুখ্য সরকারী ভাষা গণ্য করার দাবি একেবারেই অচল। কেন্দ্রীয় কর্তারা তবুও এই অচলকেই সচল করার জন্য আইন প্রণয়নে উৎসাহী। সন্দেহ নাই উৎকট হিন্দীপ্রেম কেন্দ্রীয় কর্তাদের বিচারবিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দীপ্রেমীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, সরকারী ভাষা বিলে হিন্দীকে ইংরেজীর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে, হিন্দীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা স্বীকৃতির জন্য এমন বিধান ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নি। সরকারী ভাষা বিলের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি থেকে অহিন্দীভাষীরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন, ইংরেজী হটানোর বন্দোবস্ত এবার রীতিমত সরকারী আইনের বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি পাচ্ছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতিভঙ্গ অতএব আকস্মিক নয়, সুপরিকল্পিত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রথম পর্ব—সরকারী ভাষা বিলে ইংরেজীকে হিন্দীর সমপদস্থ সহযোগী সরকারী ভাষা গণ্য করা হয় নি। প্রস্তাবিত বিধানে যেন নিতান্তই দয়া করে বলা হয়েছে হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর ব্যবহারও চলতে পারে (may continue to be used in addition to Hindi) কিন্তু কতদিন চলতে পারে সে প্রশ্নের উত্তরেও মস্ত বড় ফাঁকি—১৯৬৫ সাল থেকে দশ বছর পরে ইংরেজীকে একেবারে বরবাদ করার অভিসন্ধিমূলক বিধান। প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় আশ্বাস সুকৌশলে ব্যর্থ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী কতদিন চালু থাকবে সে-বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দেবেন অহিন্দীভাষীরা। সরকারী বিলে এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিধান প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এই বিধানের নির্দেশ ১৯৬৫ সাল থেকে দশ বছর পর একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি বিবেচনা করবেন হিন্দীই তখন ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হবে কি না

প্রথম ধাপ হিন্দীকে মুখ্য সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং ইংরেজীকে সহযোগী ভাষারূপে সংবিধানগত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা। দ্বিতীয় ধাপ দশ বছর পরে সরকারী কাজে ইংরেজী ব্যবহারের সামান্য সুযোগ পর্যন্ত প্রত্যাহারের জন্য আইনগত প্রস্তুতি। সরকারী ভাষা বিলের বাস্তব তাৎপর্য এই। বিলের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দীপ্রেমীদের কপট ক্রোধে অহিন্দীভাষীরা নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হবেন না। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি অহিন্দীভাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই বহুভাষী দেশের ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার জন্য সরকারী ভাষা বিল প্রত্যাহারের কিংবা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত সংশোধনের দাবি করা কর্তব্য।

দেশ

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

আগামী ২৫ বৈশাখ অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও "দেশ" পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হবে।

বাংলা দেশের যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারণ করে গিয়েছেন, তাঁদের সাহিত্য-কর্মের এই বিশেষ দিকটির বিষয়ে দেশবাসীকে নূতন করে অবহিত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

রামমোহন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন যুগে প্রবন্ধে কাব্যে সংগীতে ও উপন্যাসে দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় কিভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে গিয়েছেন সে বিষয়ে একাধিক মনীষী প্রাবন্ধিকের রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংবলিত একাধিক তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

মূঃ ৮০ নঃ পঃ

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ১.৩৮ নঃ পঃ

ইরাকের গদি থেকে কাসেমের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। কাসেমের কর্তৃত্বের অবসান যারা ঘটায় তারা কম্যুনিস্টবিরোধী নাসেরপন্থী। কায়রোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যারা সিরিয়াকে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তারা কোনো সময়েই নিজেদের কর্তৃত্ব কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি. ইরাকে কাসেমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ার নাসের-বিরোধীরা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে নাসের অনুরাগীরা তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এবার মিশর সিরিয়া এবং ইরাক মিলে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠিত হলো। আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এই রাষ্ট্রের আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশি হবে। কিন্তু সেই আকর্ষণী শক্তি কি এমন হবে যে তদ্দ্বারা রক্তপাত এড়িয়ে সিদ্ধিলাভ সম্ভব হবে? আরব জগতের বর্তমান এবং গত কয়েক বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে সেরূপ ভরসা হয় না। সেজন্য আরব ঐক্যের কথা নিয়ে বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। আরো অনেক মারামারি কাটাকাটির সংবাদ শোনা বাকী আছে। অবশ্য দোষটা কেবল আরব জাতিগুলির নয়। বহুদিন থেকে বিদেশী স্বার্থ আরব জগতের আভ্যন্তর দুর্বলতার সুযোগ নেয়। আরব জগতের দুটি প্রধান সম্পদ তেল এবং স্ট্র্যাটেজিক পজিশন। এ দুটি সম্পদের ভাগ কিন্তু সকল আরব রাষ্ট্রগুলির ভাগে সমান পড়ে নি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার তারতম্যের পরিমাণও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট আছে। এরূপ ক্ষেত্রে শান্তির পথে ঐক্যের সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর।

*

কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ইউ এন-এর সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার এখনো হয়ত কঙ্গোতে আছেন। তবে ভারতীয় "কম্‌ব্যাটান্ট" সৈন্য বোধ হয় সবই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা সুসংবাদ সন্দেহ নেই। বোম্বাইতে ফিরে আসার পরে সৈন্যেরা বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। দেশের লোকদের কাছ থেকে এ সম্মান নিশ্চয়ই তাদের প্রাপ্য। কঙ্গোতে তারা শৌর্য ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন সেটা উচ্চ-প্রশংসালাভের যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সৈন্যেরা কী কাজ করে এলেন সে সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষেরা কী বুঝল? বিদেশে আমাদের একদল সৈন্যকে পাঠানো হলো। তাদের ইউ এন-এর কাজে পাঠানো হলো কিন্তু তারা যে কাজটা করে এলেন তার তাৎপর্যটা দেশের সাধারণ লোক কী বুঝল? কোনো একটা অভিযানের কী ফললাভ হলো

বৈদেশিকী

তা যদি দেশের লোকেরা বুঝতে না পারে তবে এমন অভিযানে দেশের সৈন্য পাঠানো কি উচিত? কটাঙ্গা কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করেছিল, সেটা ঠেকানো গেছে কিন্তু যে কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হলো সেই কঙ্গোর আভ্যন্তর অবস্থা এখন কিরূপ? সেখানে কি শান্তি স্থাপিত হয়েছে? কঙ্গো কি সত্যই কঙ্গোলীজদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে? আডোলা সরকারের প্রকৃত শক্তি এবং স্বরূপ্য কী? কঙ্গোতে ভারতীয় সৈন্যরা গৌরবজনক কাজ করে এসেছেন বলে আমরা আনন্দ করছি ইউ এন-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কঙ্গোলীজরা কী ভাবছে? তারা কি ভাবছে যে ভারতীয় সৈন্যেরা কঙ্গোতে একটা মহৎ কার্য সম্পন্ন করে দিয়ে গেলেন? কঙ্গোতে নূতন করে একটা সৈন্যবাহিনী গঠন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার জন্য আডোলা সরকার বেলজিয়াম ইটালী নরওয়ে এবং ইজরায়েলের সাহায্য চেয়েছিল। আশ্চর্য এই যে যে দেশের সৈন্যেরা কঙ্গোতে এত [illegible] কাজ করে এলো — [illegible] কঙ্গোলীজ পার্টি গঠিত এবং সদ্য কঙ্গোলীজ সরকার সে-দেশের সাহায্য চাইলেন না। এই থেকে সন্দেহ হয় যে ভারতীয় সৈন্যেরা ইউনাইটেড নেশনস্‌-এর তরফে কঙ্গোতে যে-কাজ করেছেন সে কাজের দরুন ভারতের প্রতি কঙ্গোলীজদের শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব বাড়ে নি। সুতরাং কঙ্গোতে কয়েক সহস্র ভারতীয় সৈন্য পাঠানো এবং সেখানে তাদের দিয়ে যুদ্ধ করানো ভারতের পক্ষে লাভজনক হয় নি। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে ভারতীয় সৈন্য

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ

প্রথম সংখ্যা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ স্বাক্ষরিত স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইস্তাহার।

অন্যান্য রচনা

শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

মূল্য

৫০ ন. প.

(দ্বিতীয় সংখ্যা যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান: লিপিকা ৬ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা ৯। 'ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী', ১৫/৩ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩

একটি নতুন ধরনের মাসিক পত্রিকা.

সাতরঙ

প্রতি সংখ্যায়

দুখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস

এছাড়া

গল্প ॥ কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥ রহস্য-কাহিনী ॥ রম্যরচনা ॥ সিনেমা থিয়েটার ॥ হাস্যকৌতুক ॥ ভাগ্য-লিপি ॥ শরীরচর্চা ॥ খেলাধুলা ছবি ॥ কার্টুন এবং আরও বহু বিচিত্র বিভাগ

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৮০ দাম : ১·৫০

কার্যালয়: ৫।২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পাঠানোই বোধ হয় উচিত নয়। চীনাদের সঙ্গে গোলমাল বাধতে কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য যদি চাপ না পড়ত তাহলে ভারত সরকার কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের কতদিনে ফিরিয়ে আনাতেন কে জানে! মিশর ও ইজরেল সীমান্তে শান্তিরক্ষার জন্য গাজায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্য বহু বছর যাবৎ রাখা হয়েছে। এঁদেরও এখন দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা উচিত।

*

লাওস-এ আবার যুদ্ধ বেধেছে। গত বছরের জেনেভা চুক্তি অনুসারে লাওস নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য। জেনেভা সম্মেলনে যে চোদ্দটি রাষ্ট্র যোগ দেয় তারা লাওস-এর নিরপেক্ষতা 'গ্যারাণ্টী' করেন অর্থাৎ লাওস-এর "নিরপেক্ষতা" রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা নেন। "নিরপেক্ষপন্থী" প্রিন্স সুভন্না ফুমা প্রধানমন্ত্রী হলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো সংহত নিরপেক্ষ-ভাবাপন্ন সরকার তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি। সামরিক শক্তি ত্রিধা বিভক্ত হয়েই রইল এবং ক্রমশ কম্যুনিস্টপন্থীদের হাতেই সামরিক শক্তি বাড়তে লাগল। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, আগেই "নিরপেক্ষপন্থী" জেনারেল কং লী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ে কম্যুনিস্টদের শক্তি বাড়াবার সুযোগ দিয়েছিলেন। পরে কম্যুনিস্টরা নিরপেক্ষপন্থীদের মারতে লাগল। অবশেষে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে ভিয়েৎমিন এবং চীনা সৈন্য লাওস-এর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিল। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যে-ইণ্টারন্যাশনাল কমিশন আছে (এই কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি এবং অপর দুজন সদস্য কানাডা ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি) তাকে বস্তুত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। এ সব জায়গায় গোলমাল, নানা অজুহাতে সে সব জায়গায় কমিশনকে যেতেই দেওয়া হয় নি। প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না কুমার যখন টনক নড়েছে তখন সামরিক শক্তিতে কম্যুনিস্টরা প্রবলতর হয়ে পড়েছে। ভিয়েৎমিন ও চীনা সৈন্য এসে যোগ দেওয়াতে কম্যুনিস্ট পক্ষ এখন এতো শক্তিশালী হয়েছে যে, অন্যপক্ষে আমেরিকানরা বেশ বেশী রকম সাহায্য করতে অগ্রসর না হলে পুরো লাওস কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সামরিক অবস্থার পরিবর্তন না করে কেবল রাজনৈতিক চাপের দ্বারা সমস্যার সমাধান অর্থাৎ লাওসকে একটি প্রকৃত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না। চতুর্দশ রাষ্ট্রের সম্মেলনের যুগ্ম চেয়ারম্যান হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বৃটেন। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ত লাওস বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যত্র কোথাও খোলাখুলি এমন যুদ্ধ চান না, যাতে নিজেদের জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। ভিয়েৎমীন ও চীনা সৈন্য যদি লাওস-এ এসে থাকে এবং তাদের যদি অন্যভাবে সরানো না যায় তাহলে আমেরিকা লাওস-এর যুদ্ধে কিছুটা সাক্ষাৎভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়নও বেকায়দায় পড়বে। সেজন্য ভিয়েৎমিন ও চীনা সৈন্যদের লাওস ত্যাগের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন চাপ দিতে ইচ্ছুক হতে পারে কিন্তু সেটা মস্কো ও পিকিং-এর সম্পর্ক এখন কিরূপ, অনেকটা তার উপর নির্ভর করে এবং সেই সম্পর্ক যে বর্তমানে ঠিক কী রকম তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। চতুর্দশ রাষ্ট্রের সম্মেলনের বৈঠক ডাকার কথা কেউ কেউ বলেছিল। কিন্তু অবিলম্বে সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু করা আবশ্যক। লাওসকে সত্যকারের 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র করতে হলে আগেকার চালে চললে কোনো কাজ হবে না। প্রিন্স সুভান্না ফুমা ভালো মানুষ। কিন্তু লাওস-এ বোধ হয় তাঁর চেয়ে বলশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

কম্যুনিস্ট চীনের চেয়ারম্যান শ্রী লিউ সাও চি ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে গেছেন। সেখান থেকে তিনি কাম্বোডিয়া এবং বর্মাতেও যাবেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্ট চীনের প্রভাব বিস্তার করার যে প্রচেষ্টা চলেছে শ্রীলিউ-এর সফর তারই অঙ্গ। ইন্দোনেশিয়াকে যেমন আমেরিকা তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নও প্রচুর সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে। চীন নিকটতর হলেও চীনের চেয়ে রাশিয়ার প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার উপর বেশি ছিল। ওদিকে ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী কম্যুনিস্ট পার্টি মস্কো এবং পিকিং-এর মধ্যে কম্যুনিস্টতাত্ত্বিক বিতর্কে পিকিং-এর সমর্থক। আবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি পরস্পরের মধ্যে ভাব রেখে চলেন। শ্রীলিউ-এর আগমনে ইন্দোনেশিয়ান সরকার মস্কোর চেয়ে পিকিং-এর দিকে একটু বেশি ঝুঁকতে পারেন। অবশ্য তার চেয়েও চীনাদের বেশী চেষ্টা হচ্ছে কী করে ভারতের প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীদের মন প্রতিকূল করা যায়।

ভারতবর্ষ ও চীন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাবাহিক প্রকাশিত আলোচনা সম্পূর্ণ শীঘ্রই পুস্তকাকারে পাওয়া যাবে ॥

সদ্যপ্রকাশিত দুখানি স্বাদু উপন্যাস

পতাকা যারে দাও

প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৪·৫০ ॥

সমুদ্র শংখ

শক্তিপদ রাজগুরু। ৪·৫০ ॥

এই মাসেই বেরুচ্ছে

কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ

কবির বহুদিনের অন্তরঙ্গ অন্তরের মধুবিতরণ কারের মননশীল আলেখ্য।

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা

হরিচরণ দাশের নবীন অনবদ্য উপন্যাস।

পূর্বপত্র

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্য, জীবন ও সংস্কৃতির প্রচেষ্টা।

রাত্রিশেষের তারা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের দুর্বিষহ জীবনের কথা মনের উপন্যাস।

অন্যান্য পুস্তক

চিত্র রেখা জল্পনা (শান্তিনিকেতন শিল্পী রবীন্দ্র অর্ঘ্য)। ২·০০। ভবানীশঙ্কর চৌধুরীর **জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ** ৫·০০। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের **রবীন্দ্রনাথ** (৪র্থ সং) ৬·০০, **বঙ্কিমচন্দ্র** (৩য় সং) ৫·৫০ দর্শনার্থ বসুর **ভারতের সর্বধর্ম** ৪·০০

এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

ভ্রূণাক্ষরে

বিশ শতকেও ফুলের বেসাতি সত্যিই যদি পীনাল কোডের ধারা-উপধারার আওতায় পড়ত তবে আমি কবে সোপর্দ হয়ে যেতুম। নইলে চণ্ড চৈত্র ছিল, মহা মহা সব মারী ছিল, উত্তরস্যাং দিশি দিবানিশি অনিশ্চয় কী-হয় কী-হয় ভয় ছিল, সে সব ছেড়ে আমি কিনা শব্দ, শৈলী, মিল ইত্যাদি অবক্ষয়ী নেশায় মেতেছি! নীরোর এই নাছোড় ভূত নামানো দেখছি সহজ কর্ম নয়।

গতবারে আমার বক্তব্য ছিল : শব্দ এখনও কল্পদ্রুম। ঠিকমত তোয়াজ করলে সে আজও প্রার্থিত ফল দেয়। কয়েকটি উদ্ভট এবং ব্যবহার বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তও দাখিল করেছিলুম। চতুর্বর্গের একটি বর্ণ, অর্থেই শব্দ মজে আছে মদীয় প্রস্তাব, মোক্ষ নামক অপর একটি বর্ণও তার চাই।

এ কথার মৌলিক কপিরাইট দাবি করি নে। খতিয়ে দেখছি, কবিরা এ কাজে বহুকাল রপ্ত এবং পারদর্শী প্রয়োগে সাতিশয় অভ্যস্ত। অংশকে পূর্ণের, বা পূর্ণকে অংশের বিকল্প বলে চালানো - এসব নাকের বদলে নরুনি ট্রিক ডালভাতচর্চার মত বোজানা হয়ে গেছে।

তবে কি ট্রান্সফার্ড এপিথেট? উদোর বিশেষণ বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে মুখবদলের মজা? নিদ্রাহীন লোক না লিখে নিদ্রাহীন বাং লিখলে ইনসমনিয়ার রূপটি যে আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে এই রহস্য আবিষ্কার?

আরও আছে। বিশেষণ একাই যে সর্বনাশ ঘটাতে পারে তা নয় পারে ক্রিয়াপদও কর্তৃকারকের হেরফের ঘটিয়ে। কল্পনা করুন অনুভূতির সেই তন্ময় স্তর যেখানে ইন্দ্রিয় নিচয় ডিভিজন অব লেবরের আইন আদৌ মানে না, এ ওর কাজ করে দিয়ে আপন অধিকার ছাড়িয়ে দেয়। চোখ শোনে কান দেখে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে পেতেন কি, তাঁর চোখে বীণাই বা বাজাত কে? আর, বস্তু যেখানে পার্থিব রবে বাজে, আমরা কি সেই অলোক-আলোকে উত্তরণের ছাড়পত্র পেতুম? একমাত্র ওই বাক্যেই চিল ডানা থেকে রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে থাকে। মস্তিষ্কের যে কোষে, মর্মের যে গভীরে সারাৎসার বোধগুলি বিদ্ধ হয়, সেখানে "আসলে সবই সমান"—ধ্বনি আর আলোক একাকার।

*

"আকাশ নিবিড় করে
দাঁড়াসনি ভিড় করে।"

মিলে জরজর-ছন্দ দুটি ছত্র। অমিত্রাক্ষরের যুগ গেছে কবে, গদ্যকবিতার হুজুগও কেটেছে সবে, এবং কিমাশ্চর্য কাণ্ড, দু-দুটো রাহুগ্রাস থেকে খালাস সমিল ছন্দ ফের সহাস।

উদ্ধৃত ছত্র দুটির প্রতি দৃকপাত করুন। "আকাশ নিবিড় করে/দাঁড়াসনি ভিড় করে"—ধ্বনির পিছে পিছে ধ্বনি। পায়ে পায়ে সপ্তপদী কেন, একেবারে অষ্টপদী-গমন। "রজনীগন্ধা বাস বিলালো/সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো" যতীন বাগচির এই পংক্তি দুটি প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গের মিলনাকুল মিল কেবল অন্তিক নয়, এবং অভ্যন্তরিক। কিংবা স্মরণ করুন "গগনে ছড়ায়ে এলোচুল/চরণে জড়ায়ে বনফুল"। কিনারের দুটি রেখা একটি অপরটির সম্পূর্ণ অবয়ব।

এরই পাশাপাশি একটি সাম্প্রতিক কবিতায় যখন 'সূর্যপাঠ' শব্দটিকে 'সংগীত"-এর সঙ্গে মিলিত হতে দেখি তখন ঝুঁকি নেওয়ার সাহসকে বলি সাবাস। সূর্যপাঠ সংগীত—এ-মিল ঔষৎ/নির্ভার, নির্বাচন শুদ্ধ স্বরধ্বনির রেশমি সুতোয় গ্রথিত।

মিলনের ছয়লাপ দেখতে হলে ছুটতে হয় ছড়ার আখড়ায় সেকালের এবং একালের। সেকালে অবশ্য দুটিকে মেলানো নিয়ে খেলায় কুলকুলজি বিচারের রেওয়াজ ছিল না। কণ্ঠী বদলেই কাজ হত। কড়াই 'গেল' আর সঙ্গে নিলে 'দিব্যি মিল' যেহেতু কড়ায়টিক হয়নি বলে কোনও ঘটক খুঁতখুঁত করত না। কিছু কিছু সঙ্গে 'ফাঁক' একটিমাত্র অন্ত্যধ্বনির মিল একটি তেঁতুলপাতে দুজন সুজনের শয়ন। 'আমি/তুমি গেল'/ নিল" জুড়ি গড়িয়ে দুটি আলাদা মাপের ঘোড়া কোনক্রমে জুড়ে দিলেও গাড়ি গড়গড় গড়াত।

"বসুধরীকে গান শোনাতে
ডাকতে হয় সতীশকে
হৃদয়খানা ঘুরে মরে
গ্রামোফোনের ডিস্কে।

মিলের ফুর্তি ছিপি ফুঁড়ে বেপরোয়া ছিটকে উঠছে, শোনা যাচ্ছে তার হাওয়ায় টুপি-ওড়ানো অট্টহাস।

"তাই বসেছি ডেস্কে আমার
ডাক দিয়েছি চাকরকে
কলম লে আও, কাগজ লে আও
কালি লে আও ধাঁ করকে।"

কড়ায় খই ফুটছে। কিংবা জোড়াজোড়া টাট্টু আস্তাবলের শানে অস্থির খুর ঠুকছে। "আয়োজন"/"প্রায় ওজন" "বার্লিনে"/ "পার্লি নে", "ফরমাসে"/"শর্মা সে"; "দর নিয়া"/ক্যালিফর্নিয়া"।—একটি মূল গায়েন, অন্যটি দোহার। একটি মুরুব্বি, পরেরটি মোসাহেব, কথার সায় কথায়, শ্রুতিমাত্র ধ্বনির প্রতিধ্বনি।

মিলের হর্ষ যেমন রবীন্দ্রনাথেই সবচেয়ে বেশি ভাবতে খেদ হয় কয়েকটি বিমর্ষ মিলের কারণও তিনি। 'কী হয়েছে বাম্মী? হারিয়ে গেছি আমি। যতবার পড়েছি ততবার বিপন্ন বোধ করেছি, এ-মিলকে উৎকর্ষের আগমার্কা দিতে বেধেছে। হারিয়ে-য ওয় মেয়েটিকে কবি যে "বাম্মী" বই কেন নাম খুঁজে এনে দিতে পারলেন? সে তো নিছক 'আমি' শব্দটির সঙ্গে মেলাবেন বলে। যেন নমো নমো করে মন্ত্র পড়ে দুটি লাইনের আইবুড়ো নাম খণ্ডালেন। কিংবা প্রেম ছাড়া ওই 'রাঙামাটির' গৌরব গানটিতে বিখ্যাত ধুয়া "মন ভুলায় রে।" মন ভুলুক, তাই বলে সে কি ছাই হবে "চুলায় রে"-তে গিয়ে। "না দিয়ো"-র সঙ্গে "বাঁধিয়ো" অবশ্যই অসামান্য। কিন্তু তার পরেই ধাঁধিয়ে 'এ কি সেই মিল, হায় যা রবীন্দ্ররুচি দিয়েই জেনেছি, হবে ওষ্ঠ আর অধরের মত পরস্পরসম্পৃক্ত?

[পরিশিষ্ট : মিলনান্ত কথা নিয়ে এই লঘুগুরু বাগবিস্তারের হেতু, সেদিন কোন কবিবন্ধু কানের কাছে একটি ইংরাজী ছড় আওড়ালেন। প্রথম লাইনের শেষে ছিল 'সিডনি' দ্বিতীয়টির "কিডনি"। অপেক্ষা করছিলুম তৃতীয়টির অন্তে কী। সেই গোয়েন্দা গল্পের কৌতূহল-কাটা সমস্যা—হু ডান-ইট এবং গোয়েন্দা-গল্পে "কার-কাজ" প্রশ্নের যে মীমাংসা ঘটে, এই অন্ত-সন্ধান ধাঁধাতেও তাই হল, ঘুণাক্ষরে যাকে সন্দেহ করিনি, অপ্রত্যাশিত সেই এল 'সিডনি' আর 'কিডনি'-র পিছে তাক লাগানো didn't he?"—চমক তো নয় মিলের ধমক। শুনে আমি শিবনেত্র।

উৎসাহিত হয়ে উদ্ভট একটি মিল নিজেও উদ্ভাবন করেছি—"লিপস্টিক" আর 'মিষ্টি'। নির্ঘাত বিশ্বাস, এ দুটিও মেলে সেই থেকে মানিকজোড়কে জনে-জনে ফিরি করে ফিরছি। বলা বাহুল্য, এ-যাবৎ কাউকে জপাতে পারিনি। ইতি।

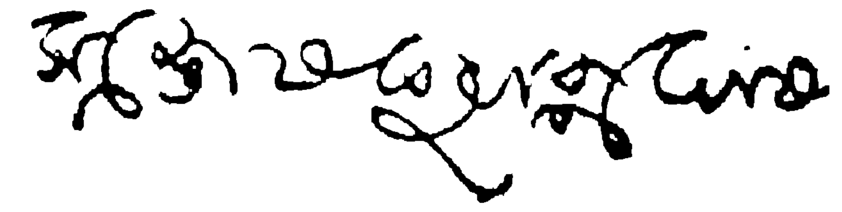

আগুনের আয়নায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমরা তখন মাঠে ছিলাম। তখন
দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
ধান কাটার সময়। আমরা
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি ভেঙেছি।
লাঙল ঠেলেছি। বীজ বুনেছি। জল টেনেছি। তখন
সেই হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল ঘরে তোলার সময়। তখন
ধান কাটার সময়। আমরা
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর ভাবছিলাম যে,
এবারে আমরা ছুটি পাব। এবার
ফসল মোটেই খারাপ হয়নি। এবার
ফসল ঘরে তোলার সময়। এবার
হেমন্তের আকাশের নীচে আমাদের আসর বসবে।
গানের প্রাণের আসর বসবে। গ্রামে
অবসরের আসর বসবে। আমরা
মাঠে দাঁড়িয়ে সেই অবসরের স্বপ্ন দেখছিলাম। মাঠের
পাকা ফসল কাটতে কাটতে সেই স্বপ্ন দেখছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

আমরা তখন কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম। রাম
হাপরে হাওয়া দিয়ে আগুনটাকে তাতিয়ে তুলছিল। শ্যাম
তপ্ত লাল লোহার পিণ্ডটাকে নেহাইয়ের উপরে ঠেসে
ধরেছিল। যদু
হাতুড়ি পিটছিল সেই লোহার উপরে। আর
রামশ্যামযদুর
ফুসফুস ঠিক হাপরের মতই ওঠানামা করছিল। আমরা
কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম তখন। কেউ
স্পিনিং মিলের হাতলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ
করাতকলের ঘূর্ণন্ত চাকার দাঁতে
শালের গুঁড়ি তুলে ধরছিলাম। কেউ
বেলচায় কয়লা তুলে
আগুনের পেটের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। আমরা
কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম। কেউ
ক্রেন চালাচ্ছিলাম। কেউ
ইঞ্জিন। কেউ
কনভেয়র বেল্টের উপরে নজর রাখছিলাম। কেউ
বয়লারের আঁচের উপরে। আমরা
কাজ করছিলাম। আর
স্বপ্ন দেখছিলাম যে, আমাদের জীবন
আরও সহজ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমরা
কাজ করতে-করতে স্বপ্ন দেখছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

আমরা কেউ হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ মাঠে।
কেউ দাঁড়িপাল্লায় মাল ওজন করে দিচ্ছিলাম। কেউ
দাঁড় টানছিলাম। কেউ নজর রাখছিলাম
বেলাভূমির দিকে। আমরা
হাজার কাজে মগ্ন ছিলাম তখন। আমরা
কেউ ফসল কাটছিলাম। কেউ
বয়লারে কয়লা দিচ্ছিলাম। কেউ হাসপাতালে
রোগীর পাশে জেগে ছিলাম। কেউ
ইস্কুলে, কেউ লোকো শেডে,
স্টীল-মিলে, কেউ করাত-কলে,
জাহাজঘাটায়, পথের মধ্যে,
কারও হাতে গাঁইতি, কারও কোদাল, কারও
বেলচা, কারও লাঙল। আমরা
হাজার কাজে মগ্ন ছিলাম তখন। আমরা
হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ, শহর কিংবা গ্রামের মানুষ,
গঞ্জ, জাহাজঘাটার, কলের অথবা কারখানার মানুষ—
মগ্ন ছিলাম। কাজের মধ্যে মগ্ন থেকেই আমরা তখন
খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম একটা।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

মা! আমার মা!
ঠিক তখনই তুমি ডাকলে।
আমরা যখন কোটি মানুষ কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম।
আমরা যখন কোটি মানুষ তোমার কাজের যজ্ঞশালায়
মগ্ন ছিলাম।
তোমার খেতে-খামারে, তোমার কলে-কারখানায়,
তোমার গ্রামে, তোমার শহরে,
তোমার সমুদ্রে আর পাহাড়ে
যখন কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম আমরা।
আর কাজ করতে করতেই যখন খুব সুন্দর আর সহজ
একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।
মাগো! আমার মা!
ঠিক তখনই তুমি ডাকলে।

আমরা চেয়ে দেখলাম, আগুন জ্বলছে! আগুন!

আগুন! আগুন! আগুন জ্বলছে, আগুন!
মাগো! আমার মা!
দ্যাখো, আমরা দেরি করিনি। দ্যাখো,
তোমার ডাক শুনে আমরা ছুটে এসেছি। আমরা
হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ, শহর, গঞ্জ, গ্রামের মানুষ,
গাঁইতি, লাঙল, বেলচা, নেহাই, বাটালি, তুরপুনের মানুষ
তোমার কর্মধর্মযজ্ঞশালার কোটি-কোটি মানুষ।
দ্যাখো, আমরা সেই আগুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।
দ্যাখো, আমরা সেই আগুনের আয়নায় মুখ দেখছি আমাদের
মাগো! আমার মা!
ঊর্ধ্বে তোমার আকাশ, পায়ের নীচে তোমার মাটি।
দ্যাখো, সেই আকাশের নীচে,
সেই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।
দ্যাখো, সেই লেলিহান আগুনের [illegible] থেকে
জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমাদের মশাল
তোমার হাটের, তোমার মাঠের, তোমার [illegible] শালার
কোটি মানুষ:
মাগো, আমার মা!

শিল্পীর স্বাধীনতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আমার দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটি শোনা আর একটি দেখা।

আগে শোনা গল্পটি বলি।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট। '৪৬ সনের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর দেশের নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। ভারতবর্ষ ভারত আর পাকিস্তানে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এই উপলক্ষে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর একটি বিশেষ প্রোগ্রাম দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যায় সেই অনুষ্ঠান লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আলী জিন্না বক্তৃত করবেন।

ওই দিন ওই সময়ে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও নির্ধারিত ছিল। বাজাবেন ওস্তাদ বন্দু খাঁ। সারেঙ্গী বাদক। সঙ্গীতের আসরে সারেঙ্গী বাদক তেমন মর্যাদার আসন পান না। গায়ক বাদকদের অনুচর সহচর হিসাবেই প্রায় তাদের পরিচয়। কিন্তু বৃদ্ধ ওস্তাদ বন্দু খাঁ আপন সাধনায় ও সিদ্ধিতে সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছেন। কুলীন সুরশিল্পীদের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধ্রুপদীয়াদের বড় বড় আসরেও তাঁর ডাক পড়ে। গীতরসিকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর সারেঙ্গী শোনেন।

সেদিন সারাদিন সুরের রাজ্যে বিভোর হয়ে আছেন বন্দু খাঁ। কোন দিকে কোন খেয়াল নেই। সুরই ধ্যান সুরই জ্ঞান। রাজ্য ভাঙা-গড়ার কোন খবর রাখেন না। আপন যন্ত্র নিয়ে রেডিয়ো স্টেশনে যথাসময়ে ঢুকলেন বন্দু খাঁ। দীন দরিদ্রের বেশ। ফকির দরবেশের সগোত্র। তবু তাঁকে অভ্যর্থনা করে বড় একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু গান বাজনার আবহাওয়া কোথায়। সারা অফিস চঞ্চল। অফিসাররা পায়ে দিয়ে ছুটোছুটি করছেন। বন্দু খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? শুনলেন প্রোগ্রাম পিছিয়ে গেছে।

তিনি বললেন 'কেন?'

জানেন না? জিন্না সাহেব আসছেন যে?

সারেঙ্গীর ছড়ে হাত রেখে আত্মমগ্ন বৃদ্ধ খাঁ বললেন, 'জিন্না সাহেব? তিনি কোন ঘরানার?'

এক জাতের শিল্পী আছেন চিত্র, ভাষা সুর—সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের যাই হোক না কেন তাঁরা বন্দু খাঁর ঘরানার। তাঁরা জাত শিল্পী, স্বভাব মুক্ত।

দ্বিতীয়টি দৃশ্য। নিজের দেখা।

কিছুদিন আগে সাহিত্যসভা উপলক্ষে মফঃস্বলের এক শহরে গিয়েছিলাম। দুদিন ধরে অধিবেশন। সাহিত্য শিল্প নিয়ে নানা বক্তৃতা আলোচনা সমালোচনা হল। তারপর এক পুরোন বন্ধু তাঁর বাড়িতে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন ওখানকার সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। অনেকদিন পরে দেখা। কিছুতেই ছাড়লেন না, এক বেলা বাড়িতে কয়েদ করে রাখলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬৲
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে

জরাসন্ধের নবতম উপন্যাস
ছায়াতীর
দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫৲

অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজের পরবর্তী কাহিনী
হিংলাজের পরে
দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫৲

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম
১ম—১৬৲ ২য়—১৪৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রাতের রজনীগন্ধা
দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ৪॥

সুমথনাথ ঘোষের নতুন উপন্যাস
রোশনাই ৩॥

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

মনোজ বসুর
বন কেটে বসত ৯৲
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বহ্নিবন্যা ৮॥
উপকণ্ঠে ৯৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
বেলোয়ারী ৭৲
যুক্ত ৪॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শোখীন মানুষ। ফুলের শখ আছে। নানা রঙের, নানা আকারের গোলাপের চাষ করেছেন। সব দেখালেন। ছবি আঁকার শখ আছে। ড্রয়িং-রুমের দেয়ালে দেয়ালে সেই সব ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন।

তাঁর স্ত্রীও শিল্পী। চারুকলার নিদর্শন দেখলাম অতি শোভন গৃহসজ্জায় আর রন্ধনশালায়। নৈশ ভোজের আসরে তিনি পঞ্চ ব্যঞ্জনের আয়োজন করলেন। স্বাদে গন্ধে বর্ণে তার পঞ্চাম ব্যঞ্জনা। 'বাসনার সেরা বাসা যে রসনায়' তা নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

খাওয়ার পরে ফের খানিকক্ষণ গল্প। যাঁরা আমাদের দুজনেরই পরিচিত তাঁদের খোঁজ খবরের আদান প্রদান চাকরি জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও হল। কথায় কথায় বললেন, কয়েদীদের খবরদারি করতে গিয়ে তিনিও এক ধরনের কয়েদী হয়ে রয়েছেন। সাহিত্য টাহিত্য সব গেছে।

হঠাৎ তিনি হেসে বললেন, 'আপনি যে চলতে আরম্ভ করেছেন দেখছি। চলুন আপনাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আপনার গাড়ি তো সেই বারোটায়। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। একটা মজার জিনিস দেখাব আপনাকে।'

ওঁর স্ত্রী বললেন, 'কেন ভদ্রলোককে নিয়ে টানাটানি করছ। সবাই তো আর তোমার মত নয়। ওঁকে বরং পাশের ঘরে বিছানা পেতে দিই। একটু ঘুমিয়ে নেবেন।

কিন্তু আমিও ঘুমুতে গেলাম না, বন্ধুও আমাকে ঘুমুতে দিলেন না। তিনি তাঁর গাড়িতে আমাকে তুলে নিলেন। যিনি রথী তিনিই সারথি। বন্ধুটি নানা বিদ্যায় সব্যসাচী এদিকে চেহারাটিও মধ্যম-পাণ্ডবের।

অন্ধকার রাত্রি। বাঁধানো রাস্তার দুদিকে গাছগুলি আঁধারের বর্ম পরে দাঁড়ানো। যেন ওরাও কারারক্ষী। বললাম 'কোথায় চলেছেন?' তিনি হেসে বললেন, 'চলুনই না। জেলখানাটা দেখে যাবেন। আমাকে দেখলেন আর আমি যাদের নিয়ে বাস করি তাদের একবার দেখবেন না?'

পথে বন্দুকধারী প্রহরী পথ আটকাল, 'কে?'

বন্ধু ইংরেজীতে বললেন, 'বন্ধু।'

কয়েক মিনিটের মাত্র পথ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ফটকের ভিতরে ঢুকলাম। বন্ধুর অধস্তন অফিসাররা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

দীর্ঘ প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বন্ধু বললেন, 'ভয় নেই আপনার। হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা বিকট বীভৎস কিছু দেখতে পাবেন না। ওঁরা [illegible] [illegible] [illegible]।'

[illegible]

শব্দ শোনা গেল। তা ছাপিয়ে উঠেছে উচ্চ গ্রামের পার্ট।

তারপর আমরা গিয়ে যাত্রার আসরে হাজির হলাম। একপাশে সারি সারি চেয়ারে কয়েকজন অফিসার বসেছিলেন। তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিলেন। আমি বন্ধুর পাশে বসে সেই নতুন যাত্রা দেখতে লাগলাম। যাত্রা যারা দেখছে তাদেরও দেখলাম। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে হাজার দেড়েক কয়েদী সাগ্রহে তাদের সহবন্দীদের অভিনয় দেখছে।

প্রায় পঞ্চম অংকের দর্শক আমরা। তবু দুটি-একটি দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলাম নাটকটি সামাজিক। যারা সমাজবিরোধী গর্হিত কাজের জন্যে দণ্ডিত হয়েছে তারাই অভিনয় করছে সামাজিক নাটকের। জয়ধ্বনি দিচ্ছে ধর্মের নীতির, প্রেম প্রীতির ভালো-বাসার। কেউ সেজেছে স্বামী, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে, কেউ হয়েছে স্ত্রী। কেউ বাপ, কেউ ছেলে, কেউ পড়শী, কেউ বন্ধু, কেউ বা ষড়যন্ত্রী হীনচেতা। বাউল সন্ন্যাসীও দু-একজনকে দেখলাম। তাদের কণ্ঠে বিবেক।

মনে হল চুরি জোচ্চুরি, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ—শত অপরাধে অপরাধীর দল আজ এই মুহূর্তে সব অপরাধ ভুলেছে। ভুলে গিয়েছে দীর্ঘ হ্রস্ব কার কত মেয়াদের কারা-দণ্ড। আজ এই মুহূর্তে ওরা শুধু স্রষ্টা আর ভোক্তা—শিল্পের একই সুবিশাল সিংহাসনের অংশীদার।

মনে হল এই ঐক্যের অনুভূতি শিল্প যেমন করে আনে তেমন আর কেই বা আনতে পারে? শিল্প যেমন করে মিলায় তেমন আর কেই বা মিলাতে পারে?

সব মত সব পথকে সব ভেদ বিভেদকে শিল্প তার আপন রসে দ্রব করে নেয়। তার চেয়ে বড় রাসায়নিক আর কেউ নেই।

শিল্প যেখানে সমুচ্চ, যেখানে সে মহৎ, যেখানে সে ধর্মের সমকক্ষ কি উত্তরাধিকারী সেখানে তার একটি মাত্র মন্ত্র---মিলন মন্ত্র। সেখানে তার একটি মাত্র তন্ত্র—মানবতন্ত্র।

শিল্পী অবশ্যই স্বাধীন। সে স্বাধীনতা কেমন? সমাজবন্ধ পরিবারবন্ধ ব্যক্তি যেমন স্বাধীন তেমনি স্বাধীন। ব্যাকরণবন্ধ ভাষার ছন্দোবন্ধ কবি যেমন স্বাধীন তেমনি স্বাধীন, তাঁর স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আরো অনেকের ইচ্ছা সাধ আহ্লাদ প্রতিফলিত। সাধারণ মানুষ বেদনায় মূক। শিল্পী বেদনায় মুখর। সে তাঁর একার বেদনা নয়। তাঁর কণ্ঠধ্বনি হাজার হাজার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

শিল্পীর স্বাধীনতা লাভ কখনই সহজ নয়। সে পথ ক্ষুরধার আর দুর্গম।

শুধু কি রাজ ভয়ই তাঁর একমাত্র ভয়? তা নয়। লোক ভয় অর্থ যশ প্রতিপত্তি হারাবার ভয় লোভ মোহ মদ—আত্মপ্রসাদ মত্ততা—কোন ভয়ই কম বিভীষণ নয়। মৃত্যুর ফাঁদ ভুবন ভরে পাতা। এই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আজীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম গাথার নামই শিল্প।

শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্ব আর রচনা বিভিন্ন নয়, অভিন্ন। যা নেই ভারতে তা নেই

নাভানার বই

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায়
উৎকৃষ্ট মুদ্রণ ও প্রকাশন-সৌষ্ঠবের জন্য
রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান ও প্রিয়তম প্রসঙ্গ ইন্দ্রিয়-নির্ভর প্রেম। এবং তিনিই হয়তো একমাত্র বিচক্ষণ কবি যিনি প্রেমের অতৃপ্তিকে, জীবনের শূন্যতাকে ও নির্মম নিয়তিচেতনাকে অভিজ্ঞতার অর্থগৌরবে মহিমান্বিত করেছেন নিজের কাব্যে। বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা-সংবলিত বর্তমান কাব্যসংগ্রহে লোকান্তরিত কবির আদি থেকে শেষ সমগ্র কাব্যগ্রন্থের সমুদয় কবিতা, জীবনীপঞ্জি এবং তাঁর প্রতিকৃতি ও একটি পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ও স্বর্ণাঙ্কিত প্রচ্ছদ ॥

দাম : বারো টাকা

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

শঙ্খ মার্কাই

ট্র্যানজিসটার বেতার বিদ্যা

সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বই

লোকাল পোর্টেবল অলওয়েভ এবং এম্প্লিফায়ার নির্মাণ প্রণালী লিখিত এবং ১৬খানা সার্কিট ডায়াগ্রামের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বইখানার সাহায্যে আগ্রহান্বিত শিক্ষার্থী মাত্রেই অল্প সময়ে "ট্র্যানজিসটার রেডিও" তৈয়ার করিতে পারিবেন। শিক্ষার সঙ্গে আয়ের ব্যবস্থাও হইতে পারে। মূল্য ৫৲ টাকা, ভিঃ পিঃ ৭৬ নঃ পঃ। অর্ডারের সহিত অর্ধাংশ দেয়। ম্যানেজার, হোম সার্ভিস (সি), ৭নং কালী-কিঙ্কর রোড, বড়িষা, কলিকাতা-৮ (৩এ, ১২সি বাসের শীলপাড়া স্টপেজ)।

(সি-১১৪১)

জগদীশবাবুর গীতা

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম | ভারত-আত্মার বাণী

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা | কর্মবাণী

সুসাধক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী | বাংলার ঋষি

বীরত্বে বাঙালী | বাংলার মনীষী

বিজ্ঞানে বাঙালী | বাংলার বিদুষী

আচার্য জগদীশ | রাজর্ষি রামমোহন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র | যুগাচার্য বিবেকানন্দ

জীবন গড়া | রবীন্দ্রনাথ

ব্যবহারিক শব্দকোষ

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

কেশুথিন

তারতে। শিল্পীর নিজের মধ্যে যা নেই তা তাঁর রচনার মধ্যে কী করে থাকবে? তাঁর সমস্ত দুর্বলতা সবলতা নিয়ে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে সশরীরে উপস্থিত। তিনি যতই লুকোচুরি করুন, ছদ্মবেশ পরুন তাঁর পালাবার পথ নেই। তাঁর বাণীই তাঁর জীবন। সর্গে সর্গে গাঁথা তাঁর প্রতিদিনের উত্থান-পতনের মহাকাব্য।

কিন্তু মহাকবি কজন? অযুতে নিযুতে একজন। আমরা সব ক্ষুদ্র কবি যশঃ প্রার্থী। আমরা সংগ্রাম করিনে, করলেও কদাচিৎ করি। আপোস করি সন্ধি করি প্রতিমুহূর্তে।

কিন্তু যিনি মহৎ শিল্পী তিনি মহৎ যোদ্ধা। তাঁর সংগ্রাম ভিতরের ও বাইরের। আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁর সংগ্রাম বিরামহীন। সে সংগ্রাম কখনো আপনার মধ্যে, আপন মাধ্যমের সঙ্গে, কখনো সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে, দশের সঙ্গে, আপন দেশ-কালের সঙ্গে কখনো বা।

সেই সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ আত্মাহুতির কথা আমরা সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারিনে। ভাবতে পারিনে কিন্তু অভাবনীয়ের আকাঙ্ক্ষা করি। তার চকিত স্পর্শে সঞ্জীবিত হই, উদ্দীপিত হই। অভাব বোধে পীড়িত হই, লজ্জিত হই, যন্ত্রণায় ছটফট করি। সেই অপূর্ণতার যন্ত্রণা আর আত্ম-গ্লানির মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ গন্ধ স্পর্শ। সেই একটি কি দুটি ক্ষণ। কিন্তু তাই জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ।

মহানদীর জন্যে মহাসমুদ্র। আমরা সব ছোট ছোট উপনদী শাখানদীর দল। এও অহংকারের কথা হল। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই মজা হাজা বিল, ডোবা, খাল, নালা বদ্ধ কূপ।

তবু প্রত্যেকেই জলাশয়। মহাশয় না হতে পারি কিন্তু প্রত্যেকেই মহৎ সম্ভাবনার আধার। বলা যায় না কখন কী হবে। কার মধ্যে কখন প্লাবন আসবে, বন্যা ছুটবে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের স্বর শোনা যাবে কখন কে জানে।

এই জন্যেই সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার খোলা রাখা চাই। এই জন্যেই চাই মুক্ত ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের মুক্তি।

কিন্তু সেই মুক্তি কি শুধু আত্মপ্রকাশের? শুধু কি রেখায় রঙে, ভাষায় সুরে প্রকাশের অধিকার? প্রকাশের আগে চাই বিকাশ। ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সেই বিকাশ সহস্র বাধায় বাধাগ্রস্ত, খণ্ডিত, আচ্ছন্ন।

শিল্পী আরও দশজনের সঙ্গে তাঁর আপন সাধনার ধারাকে মিলিয়ে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সেই প্রকাশের বাধার, বিকাশের বাধার অপসারণে লিপ্ত। মাত্র সংখ্যায় তিনি একক। আসলে অসংখ্যের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মুক্তি তাই সমগ্রের কল্যাণের মধ্যে [illegible] মধ্যে [illegible] মধ্যে মুক্তি।

BIRCHANDRA ... AGARTALA

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

ক্লাস ঘরে

অবিস্মরণীয় এই ১লা ফাল্গুনে আমার হল এক নতুন অভিজ্ঞতা বেত হাতে, ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে ফেরানো পিঠ; সামনে, অষ্টম শ্রেণীর কুড়ি জোড়া পর্যুৎসুক চোখ...। প্রস্তাবনাসূচক সারগর্ভ এক মস্ত বক্তৃতা

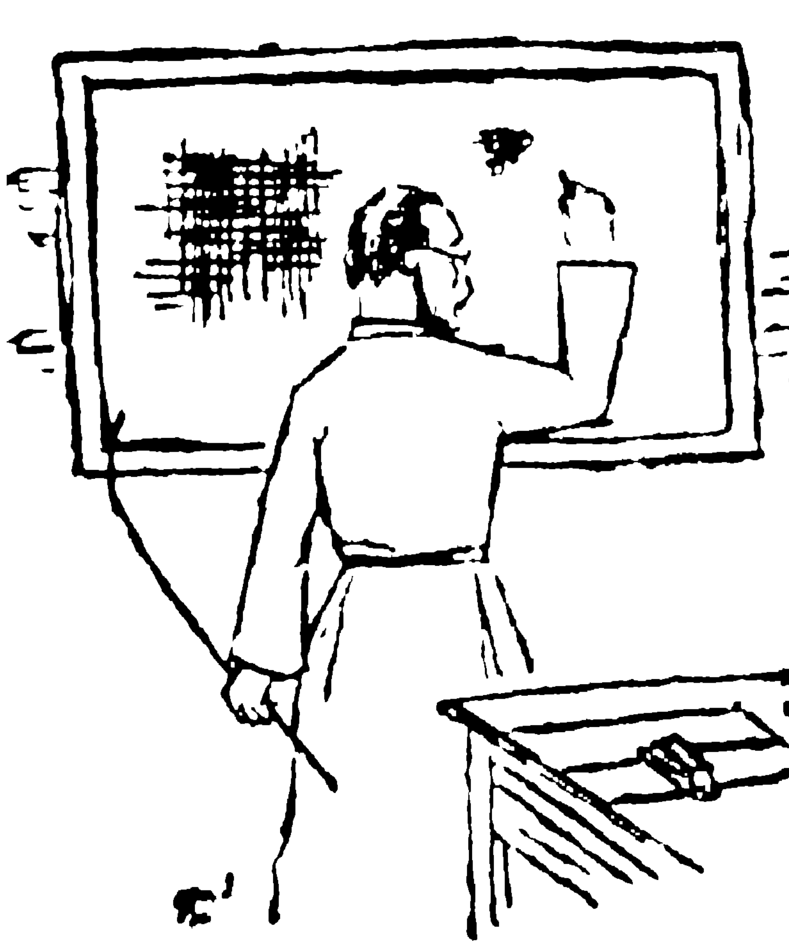

বেত হাতে, ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফেরানো পিঠ

প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলাম "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী সমাজে অধ্যয়ন তপস্যা ও অধ্যাপনা ব্রতের দায়িত্বদুরূহ মাহাত্ম্য"। গুলিয়ে গেল সব...বক্তৃতা রইল বাইরে। তখন আর করি কি? ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আশায় সবার কাছে জানতে চাইলাম ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা। বুঝলাম: বাদলে ঘণ্টা বাজিয়ে চালাবে দমকল, সলিল লাল পাগাড় পরে চড়বে লালবাজারের ঘোড়া—সুরেশ হবে "বাবার মতো বাবুর্চি।" আর নণ্টু?...নণ্টু একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, "ফাদার হব"। প্রশ্ন করলাম, "ফাদার হবে কেন?" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, "আর আপনিই, ফাদার, ফাদার হলেন কেন?..."

সত্যি তো, ফাদার হলামই বা কেন? জানি, ফাদার হওয়ার প্রথম অর্থ: ভগবানের ডাকে সাড়া দেওয়া। কিন্তু আমাদের এই বসুন্ধরায় এত সাধুসন্ত ব্যক্তি থাকতে, উনি আমাকেই বা মনোনয়ন করলেন কেন?...... আর তাছাড়া তো উনি স্বর্গ থেকে নেমে আসেন নি আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে ডাক শোনাতে। ভগবান যাঁদের মারফতে আমাকে ডাক দিয়েছেন তাঁরা হলেন আমারই পূজনীয় পিতামাতা—আর আমাদের গ্রামের গির্জার ফাদার।

ফাদারের ওখানে

ফাদারগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল চতুর্থ জন্মদিনে। মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গির্জায়; আমরা দুজনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে জানিয়েছিলাম প্রার্থনা: চেয়েছিলাম দিদিমার আরোগ্য, পরিবারের শান্তি আর বিশ্বসংসারের সর্ব-কল্যাণ। তারপর ফাদারের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম, দরজার কড়া নাড়লাম জন্মদিনের আশীর্বাদের যাচক হয়ে। ফাদার আমার গাল টিপে আদর ক'রে নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি অনেক সার্থক ও নিরর্থক প্রশ্ন করে-ছিলেন—আর মায়ের মুখ খুশিতে লাল হয়ে উঠেছিল। ওখানে থেমে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে ভালোই হত। মা কিন্তু থামলেন না, বললেন, "খোকা 'প্রভুর প্রার্থনা' মুখস্থ করেছে; আপনার কাছে আবৃত্তি করতে চায়...।" বলা বাহুল্য ঐ ধরনের বিদগ্ধতে ইচ্ছা পোষণ করার প্রলোভন আমাকে স্পর্শই করে নি জীবনে। আবৃত্তি করলাম লক্ষ্মী ছেলের মতো, কিন্তু সর্বনাশ ...ফাদার অনেক বলে দিলেও প্রার্থনাটা পদে পদে বেধে গেল। মায়ের সেই গর্বস্ফীত মুখ তখন লজ্জায় দু হাতে লুকোনো। ফাদার কিন্তু চোখের কোণে হাসি টেনে শুধু বললেন, "ভদ্রলোক, তুমিও বোধ হয় হবে একদিন ভগবানের যাজক...।" এমনি ক'রে আমার পার্থিব অস্তিত্বের চার বছর অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ যাজকের মুখে প্রথম শুনলাম ভগবানের আহ্বান। জানলাম ভগবান আমাকে আর ছাড়বেন না ডাকতে ছাড়বেন না...আর বুঝলাম, এইবার মন ঢেলে আমার সেই 'প্রভুর প্রার্থনা'টা ঘষে মেজে চানকে নেওয়া দরকার।

যাজকের অপেক্ষায়

আমাদের গ্রামের ফাদার একবার করে প্রতি বছর প্রতিটি ঘরে যেতেন লোকগণনা করতে। গির্জার দেওয়ালে টাঙানো ছিল এক বিজ্ঞাপন; আপনারা আগে থেকেই জানতেন

আমরা দুজনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে জানিয়েছিলাম প্রার্থনা:

আপনাদের আলখাল্লা-পরা যাজক কোন্ কোন্ সপ্তাহে কোন্ কোন্ পাড়ায় পায়ের ধুলো ঝাড়তে যাবেন...দিন কিন্তু জানতেন না—আর তাতেই অসুবিধা। ফাদার অবশ্য যদি সোমবারই আসতেন, বেঁচে যেতাম; আর শনিবারে এলে, ততদিনে বাঁচবার সাধ আর কারো থাকত না। বাড়িতে প্রতিদিন আমাদের ধরে রাখবার জন্য মা তাঁর পক্ষপাতশূন্য মধ্যে চড়-চাপড় ভাগ করে বিলিয়ে দিতেন পক্ষপাতহীন ভাবে; বকুনি দিয়ে কাঁদিয়ে শাসিয়ে ডেকে যেত

তাঁর স্বর—আমাদের পায়ে যদি কাদা লাগে ...জামা যদি ছিঁড়ে যায়...কিম্বা ফাদার আসেন যদি আমাদের কারও অনু-পস্থিতিতে...। একদিকে লাভও ছিল বটেঃ সেই প্রাতঃস্মরণীয় সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই মা পাততেন টাটকা দই, গড়তেন টাটকা মিষ্টি, ভাজতেন টাটকা মাখনের ফ্রাই—ফাদার যদি আসেন...।

• ভগবানের ডাকহরকরা

আর বাবা । বাবা ছিলেন ডাক্তার; বাবার সুস্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রচারিত মত এই যে—চিকিৎসক হওয়ার মতো আর কোনো উৎকৃষ্ট গৌরবান্বিত আদর্শ জীবিকা নেই। কথাটা তাঁর মুখে কতবার না শুনেছি আমরা কিন্তু সব সময়ই তিনি যোগ দিতেন "যাজক হওয়া অবশ্য আরও বড়, মহত্তম; কিন্তু সেটা তো জীবিকা-ই নয়—জীবনের আহ্বান।" মায়ের কাছে শুনেছি ভগবানের কাছে বাবা রোজই প্রার্থনা করতেন তিনি যেন আমাদের পরি-বারের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন যাজকবৃত্তির জন্যে।

আমি ফাদার হলাম কেন?. ভগবানের ডাকে আর আমার বাবা-মা—ভগবানের ডাকহরকরা।

তোমার অনুমতি নিয়ে

রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমার অনুমতি নিয়ে আমি তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাইছি। এখনই গল্প শোনার সময়। আকাশে সমুদ্র হাঁসুলির মতো চাঁদ। নারকেলগাছেরা চুপচাপ। এখন রূপকথা শোনার সময়।

একটি রাজকন্যাকে থাকতেই হবে। এই রাজকন্যা যে বাড়িতে থাকত, তার নামটা ছিল বটে স্বর্ণাসন। স্বর্ণাসনের মেয়ে পদ্মা কিন্তু ফুলের মত সহজ আর সুন্দর, স্বর্ণ তার আসন হতে পারত শুধু, আভরণ হবার যোগ্যতাও বোধহয় সেই নিষ্প্রাণ নির্জীব পীত জড়পদার্থকে দেওয়া চলে না। এমনি পদ্মফুলের মতো সজীব আর লীলাময়ী এই পদ্মা।

কী বলছ? স্বর্ণাসন বলে বাড়িটা আমরা একবার গিরিডির পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিলাম? হ্যাঁ ঠিকই মনে পড়েছে তোমার। সেই থেকেই ওই নামটা আমার মনের মধ্যে একটা আসন হয়ে বসে আছে, যার মধ্যে সুন্দর আর সকরুণ একটা গল্পকে আমি বসাতে পারি, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিশিরের মতো কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

পদ্মাকে কলেজে স্কুলে পড়তে হয়নি, কারণ স্বর্ণাসনের সেই বিরাট বাড়ির মালিক, তার বাবা, পছন্দ করতেন না, মেয়েরা রাস্তার ধুলো মাড়িয়ে খোলা রোদে পুড়ে কিংবা বিশ্রী কুৎসিত ঘোড়ার গাড়িতে চেপে একটা ইটকাঠের বাড়িতে গিয়ে চেয়ারে টেবিলে বসে পড়াশোনা করবে। ও-সব তাদের মানায় না। পদ্মার মত মেয়েকে মোটেই মানায় না। পদ্মার মত মেয়েরা তাদের বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর চারপাশে ফুলগাছদের নিয়ে বসবে, ভোরের মিষ্টি রোদে তারা বই খুলে ঘাসের ওপর শোবে। তারা প্রকৃতি আর ফুলের কাছ থেকে এক আশ্চর্য লালিত্য গ্রহণ করবে।

সন্ধ্যায় নীল শেডের বাতি জ্বালিয়ে পদ্মা ইতিহাস এবং কাব্যকাহিনী পড়বে। তার জন্য যে অধ্যাপক আসবেন, তাঁর চলনে বলনে ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য আর কাব্যিক সুষমার সমন্বয়। পদ্মা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাবে। তাকে বীণা শেখাতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সপ্তাহে দুদিন আসবেন। মধ্যরাত্রে ঘুম না এলে পদ্মা বসে বসে বীণায় গম্ভীর আর ললিত সুর মন্থন করবে।

পদ্মার কি কোনো বান্ধবী থাকা দরকার? যদিও স্বর্ণাসন, তার একমাত্র অভিজাত মালিক এবং পদ্মার মত স্বপ্নচারিণী মেয়ের জন্যে আর কিছু থাকা অসম্ভব আর সব কিছুই স্থূল এবং বাস্তব, তাই চরিত্রায়ণের অযোগ্য, তবু গল্পের খাতিরে আমি পদ্মার এক বান্ধবী রমাকে সৃষ্টি করলাম। পদ্মা তার কাছেই মনের কথা বলবে। [illegible] মাধ্যম ছাড়া পদ্মার [illegible]কে আর [illegible] করবে না।

তা পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মত সর্বদাই টলমল করছে।

রুমা স্বর্ণাসনের পাশেই একটা ছোট একতলা বাড়ির মেয়ে। সে বাড়িকে স্বর্ণাসনের মত নিখুঁত প্রাসাদের পাশে একেবারে মানায় না। কত বছর চুনকাম হয় নি, দরজা জানালায় বার্নিশ পড়ে নি। তবু তার মধ্য থেকেই বিস্ময় হয়ে বেরিয়ে আসে রুমা। রুমাদের অনেক বোন, অনেক ভাই। রুমা তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল সবচেয়ে মুখর। রুমা পদ্মাকে একটা অর্ধবিলীন স্বপ্নের মত ভালবাসে।

এখনই কোনো মন্তব্য করবে না। তুমি ভাবছ ওদের দুটিকে নিয়ে আমি একটা ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী তৈরি করতে চাইছি না। কারণ, পদ্মা এবং রুমা পাশাপাশি থাকলেও পদ্মা দৃষ্টির অগোচরে এবং কল্পনায় একমাত্র হয়ে প্রতিভাত হবে। তাই পদ্মা যখন সামনে থাকবে তখন রুমাকে কেউ দেখবে না। আবার রুমা যখন পদ্মাকে দেখবে, তখন সে আর কাউকেই দেখবে না। রুমাকে আমি গল্পের উপেক্ষিত হিসেবে, শুধুমাত্র গল্পকে আকার দেওয়ার খাতিরে তৈরি করেছি। সে আমার পাত্রপাত্রীদের কেউ নয়।

দুটি ছেলে সেই বাড়িতে স্বর্ণাসনের বাড়িতে—মাঝে মাঝেই আসত যেত। ধরা যাক, তাদের স্বর্ণাসনের মালিকই বলেছিলেন আসাযাওয়া করবার জন্যে। মাঝরাতে পদ্মার বীণায় তিনি একটা একাকিত্বের বাধিত সুর টের পেয়েছিলেন। ধরা যাক, রুমার মত উজ্জ্বল আর সাংসারিক মেয়ে জানত যে, তারা কেন আসে যায়। কিন্তু পদ্মা সব কিছু ঠিকমত বুঝত না, বুঝতে চাইত না।

এই দুটি ছেলের নাম আমি রাখতে চাই আদিত্য আর তিমির। কেন জান? আদিত্য দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ। তার পদ্ম-পলাশের মতন চোখে একটা শান্ত আশ্বাস মাখামাখি হয়ে আছে। সে খুব সুন্দর কথা ভেবে ভেবে বলতে পারে। সে কথা শুনতে ভালবাসে। পদ্মা স্বর্ণাসনকে কোনোদিন যে সব কথাই শোনাতে পারে নি, আদিত্যকে দেখলে অনায়াসে সেই সব কথা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আদিত্য পদ্মার হৃদয়কে আস্তে আস্তে তার স্বপ্রকাশ শেখাতে চায়। তিমির কালো, তার কোঁকড়া চুল কালো, তার অদ্ভুত সাদা চোখে চোখের মণি আরও কালো। তার চোখে আছে একটা ঝলমলে ব্যগ্রতা। তিমির লাজুক হাসে, তিমির বেশী কথা বলে না। কিন্তু পদ্মা যখন তিমিরের চোখ দেখে, তখনই সে তিমিরের মনের অস্পষ্ট সব কথা অবিকল বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, তার মনে হয় তিমিরও তার হৃদয়ের অস্পষ্ট সব কথার অন্ধকারে এইমাত্র অবগাহন করে এসেছে। তিমির পদ্মাকে একটা রহস্যের আস্বাদ প্রদান করতে চায়।

আদিত্য ইংরাজী সাহিত্য পড়েছে। তিমির কী পড়েছে, কেউ জানে না কিন্তু সে অদ্ভুত বেহালা বাজায়। পদ্মার মধ্য-রাত্রের বীণা যে সব সুরের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ফিরে আসে, তিমিরের বেহালা সেই সব সুরকে এক দুর্দান্ত বর্বরের মত ধরে নিয়ে আসে, বন্দী করে মুহূর্তের পর মুহূর্তের মুষ্টিতে। আদিত্য কিছু করে না তার বিরাট এক জমিদারি আছে। তিমিরও কিছু করে না তার এক বিরাট কোলিয়ারী আছে। তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, আর স্বর্ণাসনের মেয়ে এই পদ্মাকে নিয়ে।

গল্পটা একটু অবাস্তব হচ্ছে। কিন্তু

আরও তাড়াতাড়ি আরও নিরাপদে

অর্শ

ভগন্দর ও রক্ত-পড়া সারিয়ে দেয়।

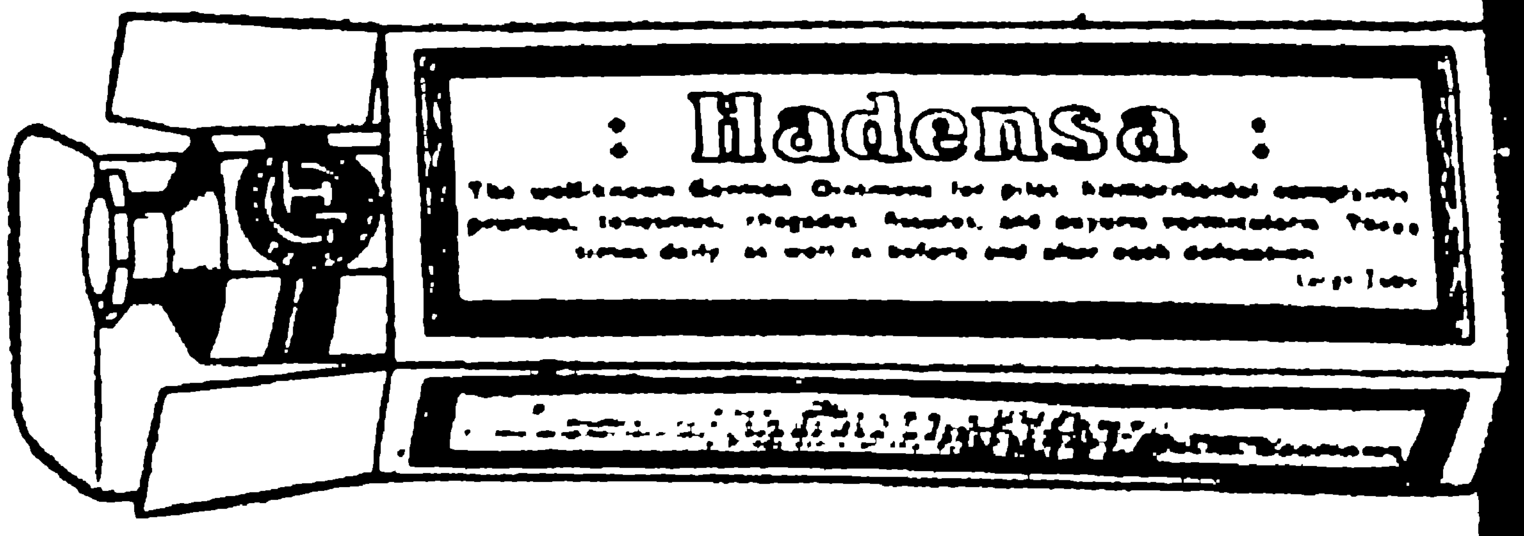

হ্যাডেনসা অতি দ্রুত অর্শবলিকে সংকোচন ঘটায় এবং বিনা শল্যচিকিৎসায় ব্যথা ও চুলকানি সারিয়ে দেয়। এই সুপরিচিত জার্মান ওষুধটি অতি পুরোনো রোগেও তাড়াতাড়ি আরাম এনে দেয়।

হ্যাডেনসা-তে কোন দাগ লাগে না এবং সহজেই ব্যবহার করা চলে। এতে কোন অপকারিতাও নেই। অর্শ আপনার সমস্যা হ'লে হ্যাডেনসাই তার সমাধান করবে। [illegible] মত হ্যাডেনসা কিনে আজই পরীক্ষা করুন। এখন ভারতেই প্রস্তুত হয়।

এইটি একমাত্র আসলের চিহ্ন

হ্যাডেনসা

আগেই বলেছি, এখন রূপকথা শোনার সময়। পদ্মার মত মেয়ের জন্যে এ ছাড়া আর কোনও পরিবেশ ভাবা চলে না। তুমি আর আমি একবার ডিঙি নৌকায় গঙ্গায় ভেসে বেড়িয়েছিলাম, মনে পড়ে। তুমি ঠিক সেইদিনের মত তোমার পা আমার গল্পের স্রোতে নামিয়ে বসো। আমি আজ মাঝি হয়ে ছলাং ছলাং ঢেউ দিয়ে তোমাকে একটা অনুভব বোঝাতে চেষ্টা করি। আদিত্য লাল রং ভালবাসে, রুমা তা জানে। তাই যে বিকেলে আদিত্য আসে, সেই বিকেলে রুমা পদ্মাকে লাল শাড়ি পরতে বলে। যে বিকেলে তিমির আসে, সেই বিকেলে রুমা পদ্মার জন্যে গাঢ় নীল আর কালো শাড়িগুলি বেছে দেয়। আদিত্য এলে পরে চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া ওঠে গল্প আর হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়। তিমির যেদিন আসে, সেদিন শুধু বেহালা বাজে আর নয়তো একটা [illegible] নিস্তব্ধতা সমস্ত ঘরটাকে জুড়ে [illegible] করে থাকে। আদিত্য আর তিমির একদিন আসে না। কারণ ওরা দুই বন্ধু। [illegible] এই ব্যাপারটাকে একটা [illegible] মত গ্রহণ করেছে যদিও দুজনের পক্ষেই জীবন হল এই কঠিন পণ যদি তুমি পদ্মাকে [illegible] আদিত্য বলেছে [illegible] সব সময়ে। জটিলতা [illegible] তুমি পছন্দ করবে না।' তিমির শুধু অস্ফুট হেসেছে [illegible] বলেছে —'এখনই [illegible] পদ্মা [illegible] শুধু [illegible] আদিত্য বলেছে তুমি হয় তো [illegible] [illegible] তুমি [illegible] দেখবে।' [illegible] এসেছে। [illegible] মধ্যবর্তের সেই [illegible] [illegible] অর্থপূর্ণ। আদিত্য এই হচ্ছে প্রেম। তুমি প্রেমের কী জানো'

আদিত্যকে [illegible] দেখিয়েছে। আদিত্য কোনও উত্তর দিতে পারে নি।

এইবার তোমার কাছে একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। গল্পটাকে আমি দুটো পরিণতি দিতে চাই আর এই ধরনের পরিণতির ইশারা তুমিই আমাকে দিয়েছিলে কোন একটা জাপানী ছবি দেখে এসে। সেই ছবির বক্তব্য ছিল যে ভাগ্য একটা দাবার ছক পেতে বসে আছে এবং যে দিকেই তুমি যাও—যে পরিণতিতে ছক সাজানো রয়েছে সেই পরিণতিতেই তুমি ফিরে আসবে। একটু পথের অদলবদল হয়ত বা হতে পারে কিন্তু পথের শেষ অনিবার্যভাবে বিনির্দিষ্ট।

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল

অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিকদের
আঠারোটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পের অর্ঘ্য

প্রেমের
গল্পের
সংকলন

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত
অষ্টাদশী

যাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ:

সুবোধ ঘোষ	সতীনাথ ভাদুড়ী
বিমল মিত্র	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
প্রতিভা বসু	সুশীল রায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	প্রভাত দেব সরকার
নরেন্দু ঘোষ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	সন্তোষকুমার ঘোষ
বনফুল	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিমল কর	রমাপদ চৌধুরী
সমরেশ বসু	গৌরকিশোর ঘোষ

দাম: ৬·০০

ডি এম লাইব্রেরী | ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা ৬

পদ্মার মনে কখনো আদিত্য, কখনো তিমির ছায়া ফেলেছে এবং সেই মন স্বচ্ছ আয়নার মত, কিছুই সে ধরে রাখে না। সে তাই রুমাকে বলেছে—'আমি ঠিক জানি না, ওদের মধ্যে কে আমাকে সত্যি ভালবাসে। আর এটাও জানি না যে, আমি কাকে ভালবাসি।' রুমা আদিত্যকে পছন্দ করলে পদ্মার তিমিরকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু তিমির যখন আদিত্যর নামে অসহিষ্ণু হয়, তখন পদ্মার আদিত্যকে হঠাৎ অনেক বেশী মহৎ মনে হয়।

এই রকম করে অনেকদিন, আরও অনেকদিন কেটে যেতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তিমির তার মত্যুর মত কালো দুই চোখের দৃষ্টিতে পদ্মার দুই চোখকে দীর্ণ করে দিয়ে বলল, পদ্মা—'কাল তোমাকে মন ঠিক করে বলতেই হবে, কাকে তুমি ভালবাসো। কাল থেকে শুধু সে-ই এ বাড়িতে আসা যাওয়া করবে। অন্যজন এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতন চলে যাবে।'

পরের দিন আদিত্যর আসার দিন। পদ্মা আদিত্যকে বললো, 'তিমির আমাকে বলেছে চূড়ান্তভাবে মন ঠিক করতে। কিন্তু আমি পারছি না—কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার যে তোমাদের দুজনকেই সমানভাবে ভাল লাগে।" আদিত্য পদ্মার মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্নেহভরে তাকালো। "বেচারী, বেচারী পদ্মা। কেন তুমি আরও অনেক সময় পাবে না? তোমার যে মন এখনও শতদল হয়ে ফুটে ওঠে নি, তার ওপর আমরা এখনই কেন নিষ্ঠুরের মতো ফুল তুলতে হাত বাড়িয়েছি?"

আদিত্য ভাবল : ওর মনকে দ্বিধা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে তাহলে কি আমি সরে যাব? তিমির যে ধৈর্য হারিয়েছে!

অথবা

আদিত্য ভাবল : না, আমাকে থাকতেই হবে। তিমির যে-ভাবে পদ্মাকে সবলে গ্রহণ করতে চাইছে, তাতে পদ্মার সুখ হবে না।

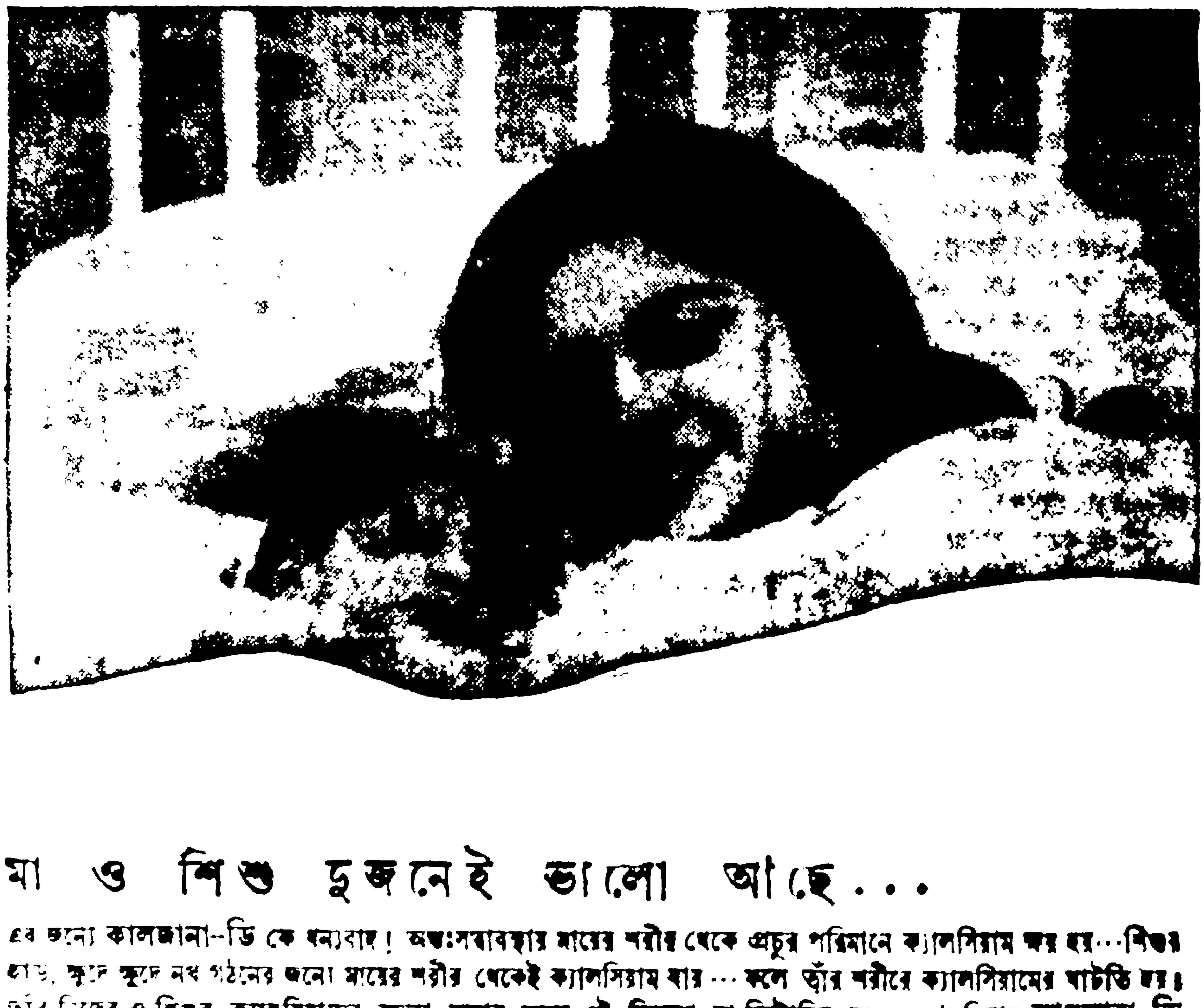

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে কালজানা-ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়...শিশুর হাড়, কচি কচি দাঁত গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়... ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম কালজানা-ডি খেতেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত কালজানা-ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। কালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

কালজানা-ডি
ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম
সন্তানসম্ভবা মা, স্তন্যদাত্রী মা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্য

তাকে নিজের মন ঠিকভাবে বুঝতে দেবার জন্যে সময়ের দরকার ছিল। সময় যদি না পাই, অন্তত অন্য বিন্দুর উল্টো টান হয়ে লেগে থাকি, ওর মনকে দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করি।

তুমি এখন গল্পটা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছ। তোমাকে একটু বিষণ্ন, একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তুমি জানো এরকম গল্পের একটাই পরিণতি হয়। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে পথেই যাও, সেই পরিণতিতেই তোমায় পৌঁছোতে হবে।

— প্রথম গল্প —

পদ্মা রুমাকেই তার দ্বিধামোচনের জন্যে আশ্রয় করল। রুমার মনে কোনো দ্বিমত ছিলো না। আদিত্য সুন্দর, আদিত্য যোগ্য, আদিত্য উদার। রুমা তিমিরের অন্ধকার মন আর ছায়ার মত নড়াচড়াকে ভয় পায়, রুমা এমন কি তার বেহালার মর্মস্পর্শী সুরকেও ভয় পায়, কারণ তা তাকে অবিচ্ছিন্ন বিষাদে ঢেকে দিয়ে যায়।

তারপর আদিত্যর সঙ্গে পদ্মার বিয়ে হল। পদ্মা স্বর্ণাসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখী হবে না তা আদিত্য জানত। তাই আদিত্য স্বর্ণাসনে চলে এল। কিছুদিনের জন্যে পদ্মার মনে হল, এই বেশ। তারপর তার মনে হল আদিত্য শুধু তার জন্যেই অমায়িক নয় রুমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেও সে সমভাবে সজাগ থাকে। মহত্ত্ব তার পক্ষে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র, এক অন্ধকূপ হৃদয় থেকে বিশেষ একটি মানুষের জন্যে উৎসারিত প্রস্রবণের মত বিস্ময়কর নয় তার এই উদারতা এই স্নেহশীলতা। তাতে পদ্মার ঈর্ষা হল না। পদ্মা ঈর্ষার ধরাছোঁয়ার বাইরে। পদ্মা শুধু অলসভাবে চিন্তা করল তিমিরের যে রুমার প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল তার পিছনের মনোভাব কি ছিল না আরও গভীর?

তারপর পদ্মা দেখল স্বর্ণাসনের জীবনে আদিত্য এমন মিশে গেছে যে, পদ্মার কাছে জীবন ঠিক আগের মতই সহজ মনে হয়। আদিত্য পদ্মাকে অবাধ মুক্তি এবং প্রচুর অবকাশ দিতে পারে, কারণ পদ্মার প্রতি ভালবাসা আদিত্য তার বিভিন্নমুখী মৌচাক মনের একটি কোষে সুন্দরভাবে পুরে রেখেছে। পদ্মার জন্যে আদিত্য প্রতি মুহূর্তের আহ্বান নব-নব প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নতুন আবেগ। যেন সে হৃদয়কে রাজার বেশে চুরি করে এখন সাধারণ সভাসদের পোশাকে ঘোরাফেরা করাই পছন্দ করছে। তার অধিকারী গৌরব কোথায়, তার প্রজ্জ্বলিত আকর্ষণ? তার সঙ্গে সব কথাই ফুরিয়ে ফেলার পর সে হয়ে গেল এক সাধারণ মানুষ। কথায় অতীতকে সে জীবনে নামিয়ে আনতে চায় না। তখন পদ্মা—যা করবে না ভেবেছিল—তাই করল। তিমিরের ঠিকানায় সে এক চিঠি লিখল। লিখল—

— নানান ধরনের উপন্যাস —

বনফুলের
জঙ্গম ১ম : (৭ম মুঃ) ৫.০০ ॥ ২য় : (৬ষ্ঠ মুঃ) ৪.৫০ ॥ ৩য় : ৫ম মুঃ ৭.৫০ ॥
স্বপ্নসম্ভব ● **মানদণ্ড**
৩য় মুঃ ৩.০০ ॥ ৪র্থ মুঃ ৪.৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপ হোল অভিশাপ ২য় মুঃ ৭.০০ ॥
রূপান্তর ● **তোমরাই ভরসা**
২য় মুঃ ২.০০ ॥ ২য় মুঃ ৪.৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
শিলালিপি ● **সূর্যসারথি** ● **একতলা**
৫ম মুঃ ৬.৫০ ॥ ৪র্থ মুঃ ৩.৫০ ॥ ৩য় মুঃ ২.৫০ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
উপনগর সাত টাকা ॥
সুখদুঃখের ঢেউ ২য় মুঃ ৪.০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের
বল্মীক চার টাকা ॥
বকুলতলা পি এল ক্যাম্পে ২য় মুঃ ৩.৫০ ॥

প্রাণতোষ ঘটকের
মুক্তাভস্ম ২য় মুঃ ৫.০০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
নীলাঞ্জন ২য় মুঃ ৪.০০ ॥

— ভ্রমণগ্রন্থ ও ভ্রমণকাহিনী —

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী ১ম খণ্ড : ১৪.০০ ॥ ২য় খণ্ড : ১২.০০ ॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫.০০ ॥
দেবতাত্মা হিমালয় ১ম (১০ম মুঃ) ৯.০০ ॥ ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০.০০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক ৩.০০ ॥

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের
চরণিক তিন টাকা ॥

দেবেশ দাশের
রাজসী ৩য় মুঃ ৩.০০ ॥
ইয়োরোপা ৮ম মুঃ ৩.০০ ॥

নীলকণ্ঠের
হরেকরকমবা ২য় মুঃ ২.৫০ ॥
চিত্র ও বিচিত্র ৪র্থ মুঃ ৩.৫০ ॥

কালকূটের
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ১ম মুঃ ৫.০০ ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বিদেশবিভূঁই ৬.০০ ॥

দিলীপ মালাকারের
নেপোলিয়নের দেশে ২.০০ ॥

বিক্রমাদিত্যের
দেশে দেশে ২য় মুঃ ৩.০০ ॥

— রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনী —

বিমল দত্তের
কাশ্মীর প্রিন্সেস ৩য় মুঃ ৪.০০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
চক্রী ৩য় মুঃ ৩.৫০ ॥

— প্রবন্ধ ও সংকলন-গ্রন্থ —

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান ৪.০০ ॥

হুমায়ুন কবিরের
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ৩য় মুঃ ৩.৫০ ॥

শশিভূষণ দাশগুপ্তের
ধ্যান ও বন্যা ৩.০০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মুঃ ৪.০০ ॥

বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ১২.৫০ ॥
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম : ৩.০০ ॥ ২য় : ৭.০০ ॥ ৩য় : ১২.০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২ বারো

আমরা তোমার সঙ্গের প্রত্যাশী। যদি আগের কথা সব ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে এসে গল্প কর—তোমার আশ্চর্য বাজনা শোনাও—তাহলে খুব আনন্দিত হব।'

তিমির তার বেহালা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনো সে পদ্মার কাছে যাবে না। চিঠি পেয়ে তার দুই চোখ ছলছল করল। সে বেহালাকে একবার চুমো খেয়ে আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করল। তারপর স্বর্ণাসনের দিকে পা বাড়াল।

আদিত্য সহাস্যে অভ্যর্থনা করল তাকে। 'আমি জানতাম, তুই আসবি। জীবনকে খেলোয়াড়ের মত নেওয়া উচিত। মনের হৃতস্বাস্থ্যকে উদ্ধার করে আবার তুই জীবনে নতুন সম্পদ খুঁজে পাবি। এই হৃদয়বৃত্তির নিয়ম।'

হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের
ভগবান রমণ মহর্ষি
মহাজ্ঞানের জীবনকথা উপদেশ ও লীলামাহাত্ম্যের অপূর্ব কাহিনী।
মূল্য ৩.২৫ নঃ পঃ
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

'সকলের হৃদয়ের জন্যে এক নিয়ম খাটে না, আদিত্য।' তিমির গম্ভীর হয়ে বলল—'আমি তবুও এসেছি, কারণ এক ভয়াবহ অচিন্তনীয় দাবির কাছে আমাদের সমস্ত প্রতিজ্ঞা পরাভূত হয়ে যায়।'

তারপর থেকে তিমির আসে। বেহালা বাজে না, বীণাও না। আদিত্য কথা বলে না, পদ্মার পাণ্ডুর মুখ দেখে। আর স্বর্ণাসনের দেয়ালে, দেয়ালে কত কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

এখন দ্বিতীয় গল্পটা বলার আগে ধরে নেওয়া যাক, প্রথম গল্পটা এক রাত্রে (সেই রাত্রে) ঘুমিয়ে পদ্মা স্বপ্ন দেখেছিল। পদ্মা যেন খাবি খেতে খেতে ঘুমের সমুদ্র থেকে উঠে এল। 'না, না'—নিজেকে সে বলল—'আমি রুমার কথা শুনবো না। আমি জানি, আদিত্যকে নয়, তিমিরকেই আমার দরকার।'

দ্বিতীয় গল্প

পদ্মা নিজেকে প্রস্তুত করে বসে ছিল। তিমির ঘরে ঢুকে শুধু তার মুখ দেখল। কোনো কথার দরকার হল না। তিমির হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে উঠল। 'তুমি আমাকে বাঁচালে, পদ্মা। পদ্মা, আমার পদ্মা, তোমার দয়ার অন্ত নেই।'

তারপর পদ্মার সঙ্গে তিমিরের বিয়ে হল। তিমির স্বর্ণাসনে নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট পাবে, পদ্মা তা জানত। তাই স্বর্ণাসন ছেড়ে, রুমাকে বিদায় জানিয়ে পদ্মা তিমিরের সঙ্গে চলে গেল শত শত মাইল দূরে কোন এক জনমানবহীন কোলিয়ারীতে। সেখানে অনেক নিঃশব্দ চাকরবাকর (তিমিরের কড়া মেজাজের জন্য সবাই তাকে ভয় পায়) আর বিরাট নির্জন অট্টালিকা। তিমিরের বেহালা সেখানে তার তীব্রতম সুরগুলি অনায়াসে খুঁজে আনে। পদ্মা শুধু শোনে, তার বীণা বাজাবার ইচ্ছে আর কখনোই হয় না। কিছুদিনের জন্যে পদ্মা সেই সুরের মুখর গহ্বরে নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে ভাবল, এই বেশ। তারপর তার মনে হল, যেন সে একটা ছায়ার শরীর হয়ে গেছে। যেন সে নিজের হৃদয়ে হাত ঢুকিয়ে আর কোনোই উত্তপ্ত কুসুমিত স্পর্শ পাবে না। সেখানে শুধু ছাই, শুধু ঝরা পাতা। সে হাঁফ ধরল—সে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ চাইল।

পদ্মা দেখতে পেল, তিমিরের ঈর্ষা সর্বব্যাপী। তিমির, এমন কি, পদ্মার বীণাকে সহ্য করতে পারে না। পদ্মার লাবণ্যশরীরকে তিমির আদিত্যের স্মৃতির মত ঈর্ষা করে। তিমির পদ্মার মনের কোণা থেকে কোণা অবধি নিজের একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে রাখতে চায়। তিমির যেন এক বিশাল প্রস্রবণের মতো প্রেম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বাঁচতে হলে তারই মধ্যে পদ্মাকে নিশ্বাস নিতে হবে, সাঁতার কাটতে হবে। অথচ তার আবেগের ঘায়ে প্রতিমুহূর্তে পদ্মার হাত পা এলিয়ে যাচ্ছে। পদ্মার জন্যে তিমির কোথাও একটা খোলা জানালা রাখে নি—রাখে নি কোথাও একটু নিজের বলতে টুকরো অবসর। অথচ পদ্মা এখন কথা বলতে চায়, এই নির্বাক অনুভব তার হৃদয়ের ওপর এক বিপুল প্রস্তরখণ্ডের মতো চেপে বসে আছে।

তখন পদ্মা, অনেক দিন ভাবার পর, একদিন রাত্রের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফেরত ট্রেন ধরল। স্বর্ণাসন তার লক্ষ্য। সেখানকার প্রত্যেক দেয়ালে, প্রত্যেক ফুল গাছে এবং জানালায় তার আশৈশব মুক্তিকে ফিরে পাওয়া যাবে। সেখানে রুমা আছে, সে তার কথা বলার সঙ্গিনী। সেখানে স্বর্ণাসনের মালিক তাঁর একবুক স্নেহ নিয়ে একা থাকেন, আর সেখানে আদিত্য নিয়মিত এসে তাঁকে সহায়তা আর সাহচর্য দিয়ে যায়। এই সব-কিছুর মধ্যে নিজেকে পদ্মা আবার ফিরে পেতে চাইছিল।

কিন্তু পদ্মা স্বর্ণাসনে পৌঁছবার আগেই স্বর্ণাসনের ঘণ্টা সশব্দে বেজে উঠল। তিমির তার আগেই এসে পৌঁছেছে। পদ্মাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, পদ্মাকে তার চাই। যখন পদ্মা এল, তখন তারা তিনজন পাশাপাশি বসে আছে। বাবা, আদিত্য আর তিমির।

আশ্চর্য, পদ্মা দ্বিধা করল না। পদ্মা আদিত্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'না, আমি ফিরে যাবো না। বাবা যাই বলুন, আদিত্য—তুমি জানো, যে প্রেম মুক্তি দেয় না তা দুঃসহ। আমি স্বর্ণাসনে আশ্রয় চাইছি।'

'তিমির, তুমি কিছুদিন এখানে থাকো।' স্বর্ণাসনের মালিক বললেন 'পদ্মার মনকে একটু এই পরিবেশে স্বাভাবিক হতে দাও।'

'পদ্মা—' তিমিরের আর্তস্বর একটা তার-ছেঁড়া বেহালার মত বেজে উঠল, 'এই তুমি আমাকে দিলে শেষ পর্যন্ত? আমি তো তোমাকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে সব দিয়েছিলাম। দেওয়ারও কি সীমারেখা টানতে হয়?'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। আদিত্য বলল—'জীবনকে খেলোয়াড়ের মত নেওয়া উচিত মনের হৃতস্বাস্থ্যকে উদ্ধার করে আবার তুই জীবনে নতুন সম্পদ খুঁজে পাবি। এই হৃদয়বৃত্তির নিয়ম।' তারপর—'পদ্মা, আমি চললাম, আমি আর আসব না। তোমার জীবনে আমি এখন প্রক্ষিপ্ত।'

তিমির বসে বসে পদ্মার পাণ্ডুর মুখ দেখতে লাগল। স্বর্ণাসনের মালিক আদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। আর স্বর্ণাসনের দেয়ালে, দেয়ালে কতো কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো হো। কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয়েই একমত পোষণ করেন।

কবি গাইলেন,

'কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া॥'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'—'নেচার এবরজ ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাবাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফিরদেব কথা হচ্ছে না। এ যুগেব কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয। এ যুগে ধর্মেব প্রধান শত্রু টোটেলি-টেরিযান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'স্বৈচ্ছদল রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলাব বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই: 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অ-। কার মুরদ যে আমার কথার উপব কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রেব প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল কবরো—তোমাব আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ণ আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনো উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানত ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন নিয়ে চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাদের কারবার তারা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার—জোর করে, ভয় দেখিয়ে যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলাও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা লঙ্ঘন করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হন পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামের' সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এব অংশ জুড়ে বসেছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে-জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যল্প (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্যবাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খৃষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মে

সুবোধ ঘোষের
তিনটি গ্রন্থ

বসন্ত তিলক

এক নকল জীবনের অহংকার অকস্মাৎ-আগত ঘূর্ণি-হাওয়া হয়ে হঠাং একদিন বড় ঢুকেছিল ছোট্ট শহর হাওয়ানগর সরিষাডিতে। সরিষাডির শান্ত অটল জীবনকে টলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল তার আত্মম্ভরিতা। কিন্তু এই অহংকারের আত্মম্ভরী ঘূর্ণি সরিষাডির অটল জীবনকে ক্ষণিক এলোমেলো করে দিলেও টলাতে যখন পারল না, আক্রোশেব শিলাবৃষ্টি হযে ধ্বংস করে দিতে চাইল তাকে। আর তখনই ঔদার্য আর প্রেমেব ছত্র বিস্তৃত হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণকে, ব্যর্থতায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এবং আশ্রয় দিয়েছিল এক মহান অটলতাকে, রক্ষা করেছিল এক পবিত্র স্থৈর্যকে। সুবোধ ঘোষের এই নবতম গ্রন্থটি উপন্যাস-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

সদ্য প্রকাশিত । দাম ৫·০০

শতকিয়া

বাংলা কথাসাহিত্য সুবোধ ঘোষের হাতে এমন একটি অমোঘ তাৎপর্য লাভ করেছে, সত্যিই যার কোনও তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষকে তিনি ভালবাসেন, মনুষ্যত্বেব প্রতি তাঁব শ্রদ্ধা প্রায় অন্তহীন। তাঁর সেই অন্তহীন শ্রদ্ধা আব ভালবাসার মহান ফলশ্রুতি 'শতকিয়া'। এই চিরায়ত উপন্যাসটিতে তাঁর আশ্চর্য লিখনভঙ্গি এবং অপূর্ব মননশীলতায মণ্ডিত চিরন্তন জীবন এবং ভালবাসাব এমন একটি অবিনশ্বর কাহিনী তিনি উপস্থাপিত করেছেন, যাতে জীবন বারেবারে লাঞ্ছিত হয়েও আবার ফিরে পেতে চেয়েছে তার সিংহাসনকে, বারেবারে বিধ্বস্ত হযেও আবার বেঁচে উঠতে চেয়েছে ভালবাসা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ । দাম ৮·০০

ভারত প্রেমকথা

মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলিব বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। উপাখ্যান-গুলি যেন প্রণয়তত্ত্বেরই মনোবিশ্লেষণ। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতিপরিচিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলি লোকসমাজে তেমন প্রচার লাভ করেনি। এইসব অল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য, বৈচিত্র্য ও মহত্ত্বের এক-একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। 'ভারত প্রেমকথা'র বিশটি গল্প এইরকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের অপরূপ নবরূপায়ণ।

দশম মুদ্রণ । দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

প্রচুর বাধ্যবাধকতা।১ ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনো চলছে সেটা প্রধানত খৃষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এদেশের হিন্দু পাঠকেরা খৃষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ঈমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেব দেবীও আছেন অসংখ্য, কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখৃষ্টান (খৃষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন তা নয়, তাদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আ মি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জোয়ানির্মিত, প্রলেতারিয়াশোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্পফ্' কিংবা 'ডাস্ কাপিটাল।' বিশ্বাসী খৃষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনো ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিকা মেটিরিয়ালিজমে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ঈমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ঈমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল, কি না, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়ামে তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ-নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্—মরুকগে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচ-কাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে 'হাইল (জয়তু!)!' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেয় দুই চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ঈস্টারের উপাসনা জব্বর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরেনবের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব! ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন বেদী—থুড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তার সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনো যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) ও বে-এক্তেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেণ্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে। তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারি তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্-গেরিস্ট'। সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের খানা। মাংস, আলু, ফুলকপি, চর্বি সব-সুদ্ধ মিলিয়ে ঘাঁট। 'অর দাভর' দিয়ে আরম্ভ করে 'সেভরি' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও 'ডুবে ডুবে জল খাই' ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেশার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, 'আইন টপ্‌ফ্—' অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য—এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি? হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস', তিনি 'কাটলেস'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘাঁট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুয়রের 'কাটলেস' (কটলেট)!

খৃষ্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেনিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেটে বা গোরস্তানের চেয়ে হৃদয়মনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আল্লাকেও হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী:—

ক্যাথলিক তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষাশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না, না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলাও হালে শুনেছি। রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিত-গোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা একটা 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশ্চফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো?' পণ্ডিতরা নিরুত্তর। খ্রুশ্চফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশ্চফ বললেন 'হুঁ?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে 'চার হাজার দু শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে?' পণ্ডিতেরা ঐকতানে 'মামি স্বীকার করেছে (কনফেশন)।'

* * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায় টায়, দফে দফে প্রো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন:

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড। (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দি। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদ বাক্য স্মরণ করি:—'প্লু সা শাঁজ, প্লু সে লা মেম শোজ্।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তবে কি?

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

❋ আলোচনা ❋

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

ভারতে কম্যুনিস্ট চীনা আক্রমণের পর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত "শিল্পীর স্বাধীনতা" পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে গত ২রা চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর লেখা প্রবন্ধটি অপূর্ব (শ্রীযুক্ত ধীরেন করগুপ্তের মতে) বটেই তার চেয়েও অনেক বেশী। এরূপ নির্ভীক সমালোচনা এবং চীনা সমাজজীবনের নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ ইতি-পূর্বে আর কেহই করেন নাই বা করিতে সাহসী হন নাই। এজন্য আপনাদের উভয়কেই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। চীনা কমিউনে রাত্রির বিশ্রামের জন্য প্রত্যেক পরিবারের পৃথক ব্যবস্থা কিছু আছে কিনা শ্রীযুক্তা বসুকে জানাইতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্তা বসুর প্রবন্ধ পড়িয়া "দেশ" পত্রিকার পাঠকমণ্ডলী প্রভূত উপকৃত হয়েছেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় নয় কি? বেতারের মাধ্যমে শ্রীযুক্তা বসুর এ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারের সাহায্য করিতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

দেশের বর্তমান সংকট ও অগ্নিপরীক্ষার সময়ে দেশদ্রোহী চীনা গুপ্তচরদের অবাধ অপপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করাই দেশবাসীদের একান্ত কর্তব্য। নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি—

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র
বেলপুকুর, নদীয়া।

সেই রহস্য

সবিনয় নিবেদন,

গত ২২শে সংখ্যা দেশ পত্রিকায় শিলিগুড়ির সাপ্তাহিক "সৈনিক" পত্রিকার সম্পাদকীয় হইতে "সেই রহস্য" এই শিরোনামায় যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এই নিবন্ধে চীনাদের ও চীনাপন্থী কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের আর একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে চীনারা যে মারাত্মক জাল বিস্তার করিতেছিল তাহার আভাস পূর্বে কিছু পাইলেও তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা চরম পরিণতি লাভের পূর্বেই রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার

সমরেশ বসুর
দুরন্ত চড়াই
৫·০০

ইন্দ্রমিত্রের
সাজঘর
১০·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
ছন্দ যতি মিল
৬·৫০

শ্রীপান্থের
কলকাতা
৭·০০

আগাথা ক্রিস্টির ॥
দশপুতুল
[illegible]·৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
যতিভঙ্গ
[illegible]·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
মিতে মিতিন
৩·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তীরভূমি
৪·৫০

সুবোধ ঘোষের
রূপ সাগর
৪·৫০

লীলা মজুমদারের
চীনে লণ্ঠন
৩·৭৫

নিত্য পথের পথী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৪·৫০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২·৭৫
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময় রায়	২·০০
সাত রানী আট বেগম	॥	শ্রীপান্থ	৫ ০০
লেখালিখি	॥	রমাপদ চৌধুরী	২·৫০
হিরণ্ময় পাত্র	॥	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
হৃদয়ের জাগরণ	॥	বুদ্ধদেব বসু	৩·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
নাটঘর	॥	লীলা মজুমদার	২·৫০
আলোক সম্পাত	॥	আগাথা ক্রিস্টি	৪·০০
প্রিয়তমেষু	॥	স্টেফান জাইগ	২·০০
সুচরিতাসু	॥	প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
নাগলতা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·৫০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	২·৭৫
বেনারসী	॥	বিমল মিত্র	৪·৫০
রমণীর মন	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩ ৫০
নাম নেই ঠিকানা নেই	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩ ৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা—১৪
শাখা: ১৩, কলেজ রো, কলিঃ—৯

- স্কুল-কলেজের যাবতীয় বই
- উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক
- ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থের সমাবেশ

স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

(সি ১৯৪২)

হার্ণিয়া কোষবৃদ্ধি ফাইলেরিয়া

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, পোস্ট বক্স নং ২৫, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

এই প্রসঙ্গে ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। নেপাল আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী ও ধর্মীয় কারণে নিকট আত্মীয়ও বটে। নেপালীর ভারতে প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুযোগের আশ্রয় লইয়া চীনারা নেপালী কম্যুনিস্টদের দ্বারা তাহাদের কূটপরিকল্পনাকে রূপ দিতেছে। ইতিমধ্যে তরাই অঞ্চলে বহুসংখ্যক নেপালী বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাকাপাকি বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আপাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সৃষ্টি করাই উহাদের উদ্দেশ্য।

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিশ্চয়ই সরকারের অজানা নাই। আশা করি সরকার এই আগাছাগুলি সম্পর্কে সচেতন হইবেন। ইতি—

অরুণকুমার মৈত্র
দমদম।

হাসনোহানা

মহাশয়,

হাসনোহানা নিয়ে কিছু আলোচনা সম্প্রতি দেশ পত্রিকার পাতায় দেখলাম। ২রা মার্চ তারিখে শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র "হিনা" সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী থেকে উদ্ধৃত করে ইঙ্গিত করেছেন যে হিনা হাসনোহানাই বটে। কিন্তু হিনা যে কখনও হাসনোহানাকে বলা হয় নি আমি সে কথাই বলতে চাই।

সুগন্ধ মেহেদীর (Lawsonia mermis) ফুলে থাকে চারটি পাপড়ি, যে কথা শ্রীমিত্র হিনার সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন (তাঁর উদ্ধৃতি "হিনা চাহারবর্গী......" ইত্যাদি)। আমাদের হাসনোহানার (Cestrum nocturnum) ফুলে পাপড়ি পাঁচটি, চারটি নয়।

একটি পুরানো উর্দু কবিতাতে বলা হয়েছে—হোশ আতা হ্যায ইনসানকো ঠোকর খানেকে বাদ, রঙ্গ লাতী হ্যায় হিনা পত্থরমে ঘিস জানেকে বাদ।

অর্থাৎ

মানুষের জ্ঞান হয় ঠোকর খাবার পরে
হিনা রঙীন হয়ে ওঠে পাথরে পিষে যাবার পরে

হিনা তাহলে মেহেদীই দাঁড়াচ্ছে সন্দেহ নেই, কারণ মেহেদীর পাতা পিষে হাত ও পা রং করার কথা সর্বজনবিদিত অথচ হাসনোহানা থেকে কোনো রং পাওয়ার কথা জানা নেই। মুঘল আমল থেকে যে হিনা (মেহেদী) কদর পেয়ে আসছে সমাজে, তার সঙ্গে হুসন শব্দ কি করে যোগ হলো তা নিয়ে বিশেষ সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। উত্তর প্রদেশ লক্ষ্ণৌ দিল্লির উর্দু কলকাতার উর্দুর চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশী খাঁটি, সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় বাংলায় প্রচলিত হাসনোহানাকেই কলকাতার উর্দুভাষীরা নিজের মনের মত করে হুসন-ই-হিনায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে। পশ্চিমী উর্দু-ভাষীদের হাতের কাছে হাসনোহানা শব্দটিই ছিল না। ফার্সী আরবী ও উর্দু অভিধান-গুলির নীরবতা—যা শ্রীমুজতবা আলী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—এই সম্ভাবনার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঠিক এমনি ভাবেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রবাসী বাঙালীরাও কি কিছু কিছু হিন্দী ও উর্দু শব্দ নিজেদের সুবিধে মত কেটে ছেঁটে বাংলা করে নেন নি, যা কোন বাংলা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

অপরপক্ষে ৩০শে মার্চ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকীর চিঠিখানি পড়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে শব্দটি জাপান থেকেই আমদানি হয়েছে। বিশেষ করে সুনীতিবাবুর মতামত প্রণিধান-যোগ্য। সুতরাং শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসুবল মিত্রের অভিধানে লিখিত হাসনোহানা শব্দের মূল উৎস সম্বন্ধে সন্দেহ করা বোধ হয় উচিত নয়।

আলোক চট্টোপাধ্যায়
সাসারাম—বিহার।

ভারতের গ্রামজীবন

বহুর মধ্যে এক সূত্রের সন্ধান ভারতীয় সংস্কৃতিতে বারংবার ঘটিয়াছে। ইহা শিল্পে সংগীতে বা চিন্তার রাজ্যে যেমন সত্য, মানুষের দৈনন্দিন আহারবিহার বা আইন-কানুন সম্পর্কেও প্রায় তেমনি সত্য।

এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবিন্যাস, ঘরবাড়ি রচনার প্রণালী, আহারব্যবস্থা, পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিস্তারিত পর্যালোচনা করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য, অন্তর্নিহিত ঐক্য ও বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিয়া দেখানো হইয়াছে।

১২০-র অধিক রেখাচিত্র ও ১৬খানি পূর্ণ-পৃষ্ঠ মানচিত্র দ্বারা বক্তব্য বিষয় বিশদ করা হইয়াছে।

ভারত-সরকারের নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা বিভাগের পক্ষ হইতে পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের ফলে এই গ্রন্থ রচিত ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বোর্ড বাঁধাই ॥ মূল্য চারি টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৬

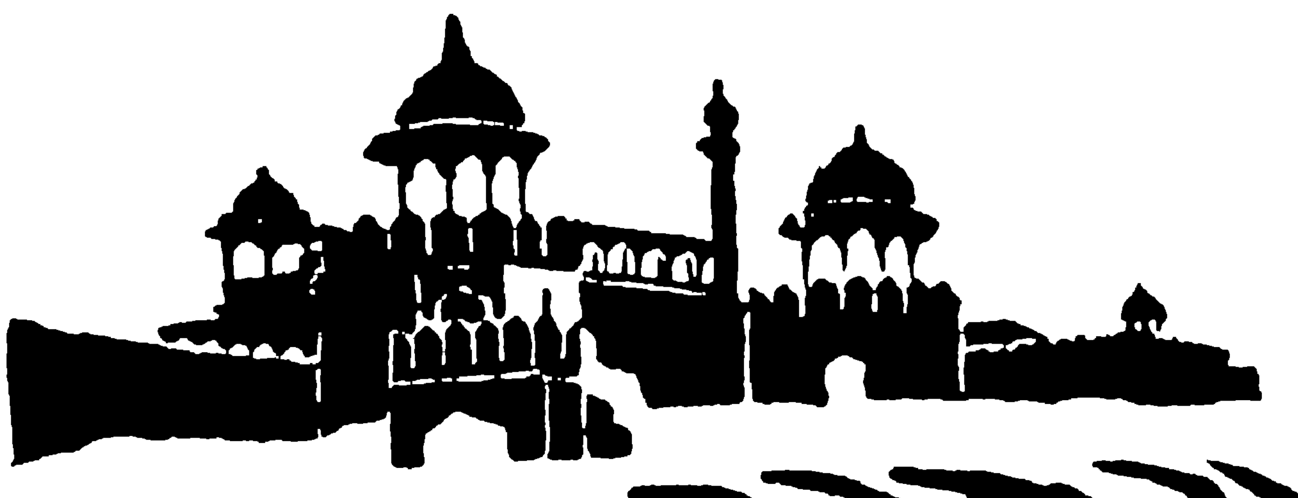

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১২ ॥

"যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়"

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত বর্ষা দেখা দিল, বর্ষণ শুরু হল পাহাড়ে প্রান্তরে যমুনার চরে শাহজাহানাবাদের প্রাকার প্রাসাদ সৌধ মিনার গম্বুজের শিরে শিরে, পাণ্ডুর সংজ্ঞাহীন শুষ্ক নির্জনতার উপরে। আর সে কি বৃষ্টি! আকাশের ছাদ যেন চৌচির ফেটে গিয়ে মুষলধারে জল পড়ছে। বৃষ্টির ঘন চাদর এমন হয়ে ঝুলে পড়েছে যে পাহাড় থেকে শাহজাহানাবাদ অদৃশ্যপ্রায়, কদাচ কখনো একটা ঝাপসা বস্তু মত চোখে পড়ে। এতদিনের দারুণ শুষ্ক তাপ এক দিনে অন্তর্হিত হল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিল নতুন সমস্যা। তখন আবার মনে হতে লাগলো গ্রীষ্মই বোধ করি ভালো ছিল এত সমস্যা তার ছিল না। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল হাজার হাজার ছোট-বড় নানা আকারের ব্যাঙ আর তাদের খাদক শত শত সাপ। মানুষের চোখে সব সাপই বিষধর। পশুর মৃতদেহগুলো শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গিয়েছিল, এবারে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল জলের স্রোতে তার ক্লেদ আর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মশা-মাছি তো কমলই না, বরঞ্চ তাদের সংখ্যা স্ফীত করে তুলল হাজার হাজার জ্ঞাত অজ্ঞাত কীট পতঙ্গ। অবস্থা শেষে এমন হল যে খানার টেবিলের উপরে মশারি খাটিয়ে খেতে বসতে হতো। তাতেও রক্ষা নেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মাছি, এক হাতে মাছি তাড়াতে তাড়াতে মুখে তুলতে হয় খাদ্যের গ্রাস। তৎসত্ত্বেও কখনো কখনো মুখের মধ্যে চলে যায় মাছি, তখন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বমি করে ফেলতে হয়। যারা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল আর যারা তাঁবুর আশ্রয়ে ছিল তাদের অবস্থা প্রায় সমান, ফাটা ছাদ আর ছেঁড়া তাঁবু রুখতে পারে না জলের তোড়। রাত কেটে যায় চারপাই এদিকে ওদিকে টানাটানি করে। ফৌজী লোকের কবিত্বের চোখ থাকলে দেখতে পেতো যে, বর্ষার প্রভাবে কিছু সৌন্দর্যও দেখা দিয়েছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামল তৃণাঙ্কুর মাথা তুলল, বাবলা বনের কাঁটা ঢেকে গেল সবুজ পাতায়—সমস্ত পাহাড়টার উপরে রাতারাতি কোমল সবুজের প্রলেপ টানা হয়ে গেল। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখবার, এত কবিত্ব করবার সময় তাদের ছিল না—অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতোই অবিশ্রান্ত সিপাহীদের আক্রমণ। দিনে রাতে অষ্টপ্রহর যখন তখন বিনা নোটিশে বিউগল বেজে উঠছে, ঘোড়সোয়ার ছুটছে, গুড়গুড় কামান ডাকছে, কড়কড় বন্দুকের মুখ উগরে দিচ্ছে রাতের বেলায় অগ্নির পিচকিরি দিনের বেলায় ধোঁয়ার ফোয়ারা, মধ্যে মধ্যে এসে পড়ছে কামানের গোলা, থেকে থেকে ঘোড়ার হ্রেষা দ্রুত তরঙ্গে ছুটে যায় শব্দের বিদ্যুতের মতো। কখনো খানার টেবিল থেকে ছুটতে হয়, কখনো বা কষ্টার্জিত নিদ্রার সুখশয্যা থেকে। খানার টেবিলে বাঁ পাশে রাখতে হয় ভরা বন্দুক, রাতের বেলায় চারপাইয়ের ডান পাশে রাখতে হয় খোলা তলোয়ার। কী জীবন! যুদ্ধ সুখের নয়। যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

যুদ্ধ এমন প্রাত্যহিক হয়ে উঠলেও দুটি দিন বিশেষ গুরুতর হয়ে উঠেছিল। ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হল। কিছুদিন আগে থেকে মুখে মুখে রটে গিয়েছিল যে, ঐদিনে খতম হবে কোম্পানীর রাজগী। জ্যোতিষীরাও নক্ষত্রের হালচাল দেখে কথাটা সমর্থন করলো। বাদশা ফৌজকে পেট ভরে মিঠাই খাইয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের মন্তরের চেয়ে প্রবল হল এনফিল্ড বন্দুক আর ফৌজী শৃঙ্খলা। আবার বকর-ঈদের দিনেও প্রবল আক্রমণ চালালো সিপাহী পক্ষ। তারা সবজীমণ্ডি পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিল আর একটু হলেই কোম্পানীর ফৌজের পিছনে গিয়ে পড়তো—তাহলেই সঙ্কট দেখা দিত। কিন্তু রীডের

কাচ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সুরঞ্জন আর শর্মিষ্ঠা। সুরঞ্জন ভালোবাসে শর্মিষ্ঠাকে, তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠাও জানে তার চেতনায় বাসা বেঁধে আছে সুরঞ্জন। সুরঞ্জনের মধ্যে সে নিঃশব্দে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কিন্তু, প্রেম কি হারিয়ে যায়, না, দাম্পত্যের চরিতার্থতায় সুখ দিনের দুঃখের অনলে কি প্রেম জন্ম লাভ করে? কাচ নতুন উপন্যাস নয়, নতুন জাতের উপন্যাস। দাম ৩·০০।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥ কিশোরীচাঁদ মিত্র

উনিশ শতকের বাংলার পুরুষসিংহের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবনচরিত। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ কৃত মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত। অজস্র তথ্য ও দুর্লভ চিত্রাবলীতে সুসমৃদ্ধ। দাম ৮·৫০ (সুলভ), ১০·০০ (শোভন)।

মালঞ্চের রঙ ॥ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু, প্রবীণ ও নবীন বাইশ জন প্রখ্যাতকীর্তি লেখকের সার্থক গল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ। সুশোভন প্রচ্ছদ। দাম ৬·৫০।

সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ ই শ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা ১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র:
দে বুক স্টল, ৮/১বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ঘোড়সোয়ার ও স্কিনেসের গোলন্দাজ সংকট উদ্ধার করে দিল। তারপর কিছুদিন উভয় পক্ষের শিবিরেই অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা।

কিন্তু মৃত্যুর তো একটা মাত্র দ্বার নয় হাজার হাজার দরজা। সিংহদ্বার বন্ধ করলে খিড়কি দিয়ে ঢোকে, খিড়কি বন্ধ করলে তাকে জানলা ঘুলঘুলি দিয়ে। কম্পানী শিবিরের হাসপাতাল সর্বদা পূর্ণ সর্দি-গর্মীর রুগী কমতেই কলেরার রুগী বাড়ল। সেই সঙ্গে বাড়ে আহত ও নিহত-প্রাণীর সংখ্যা। ৫ই জুন কলেরায় প্রাণত্যাগ করলো কমান্ডার ইন চীফ স্যার হেনরি বার্নার্ড। এবার কমান্ডার ইন চীফ হল মেজর জেনারেল রীড (পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি নয়)। লোকটা একে বৃদ্ধ তার রুগ্ন দিন করেক নামমাত্র কাজ চালিয়ে সিক্ লিভ্ নিয়ে চলে গেল পাহাড়ে। এবারে কমান্ডার-ইন চীফ ব্রিগেডিয়ার আর্চডেল উইলসন। মীরাটের বিদ্রোহ দমনে তৎপরতা দেখাতে না পারলেও দিল্লী আসবার পথে হিন্দন নদীর যুদ্ধে সিপাহী ফৌজকে পরাজিত করে কিছু মর্যাদা লাভ করেছিল কোম্পানীর ফৌজের চোখে। ওদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ব্রিগেডিয়ার নেভিল

চেম্বারলেন। পাঞ্জাব থেকে জন নিকলসন না এসে পৌঁছা অবধি সাইত্রিশ বৎসর বয়সের এই যুবক সৈনিকটিই ছিল কোম্পানী ফৌজের প্রাণ। এ হেন অবস্থায় জীবনলালের রেসালার উপরে ভার পড়লো কোম্পানী শিবিরের আগাগোড়া পাহারা দেওয়ার।

স্বরূপরামের হাতে কাজ না থাকলে তাকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জীবন আর গুরুবচন। এ অঞ্চল স্বরূপের নখদর্পণে। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেয় প্রত্যেকটি কুঠি আর ইমারতের ইতিহাস, জেনে নেয় পাহাড়টার ভূগোল।

স্বরূপ বলে, ভালো ভাবে ঠাহর করে দেখো, পাহাড় একটা নয় দুটো মাঝখানে অনেকখানি ছেদ আছে বলে দক্ষিণ দিকেরটা সব সময়ে চোখে পড়ে না। এই ফাঁকটার মধ্যেই পাহাড়ীপুর, তেলিওয়াড়া কিষেণগঞ্জ, ঐ পশ্চিমে সব্জিমণ্ডি আর একটু পশ্চিমে রোশেনারা বাগ। আর এবারে দেখো সব্জিমণ্ডি থেকে আরম্ভ হয়ে দ্বিতীয় পাহাড়টা একটু পূর্বে হেলে বরাবর চলে গিয়েছে মাইল তিনেক দূরে যমুনা নদী পর্যন্ত।

ওরা মন দিয়ে শোনে কখনো বা চোখে দূরবীন লাগিয়ে স্বরূপের বর্ণনার সঙ্গে বস্তুরে মিলিয়ে নেয়। জীবনলাল শুধোয় সবই তো বুঝলাম কিন্তু দিল্লীর এই সমতল মাঠের মধ্যে ভারতবর্ষ তোলা ঢিবির মতো পাহাড় দুটো নিতান্ত খাপছাড়া নয় কি?

স্বরূপ বলে খাপছাড়া মনে হলেও আসলে খাপছাড়া নয়—এ দুটো হচ্ছে আরাবল্লী পর্বতের প্রসারিত বাহুর শেষ দুটো আঙুল।

গুরুবচন বলে ওঠে, তাজ্জব কি বাৎ! কোথায় আরাবল্লী পর্বত আর কোথায় দিল্লী।

জীবন শুধোয় তুমি এত কথা জানলে কি করে?

তোমাদের তো গল্পে গল্পে বলেছি দিল্লী কলেজের ছাত্র আমি জিওগ্রাফি পড়তে হতো। প্রোফেসার লেমিংটন জিওগ্রাফি পড়াতেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। ছুটি পেলেই ঘোড়ায় চড়ে দিল্লীর চারদিক দেখবার জন্যে বের হতেন সংগে নিতেন আমাকে। তোমাদের যা বলছি তাঁর কাছে শেখা।

জীবন বলে হঠাৎ হাসলে কেন?

স্বরূপ বলে, একটা কথা মনে পড়লো বলে। প্রোফেসার লেমিংটনের ভূগোল বর্ণনা মেনে নিতাম, তিনিও মেনে নিতেন পাহাড়ের উপরকার কুঠিগুলো সম্বন্ধে আমার বর্ণনা। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনে, কখনো আর মিল হল না।

কি বলো তো?

হিন্দুরাও কুঠীর দক্ষিণে ঐ যে পাথরের স্তম্ভটা দেখেছ ওটাকে তিনি বলতেন প্রাচীনকালের কোন রাজার বিজয়কীর্তি।

তাছাড়া আর কি হবে?

স্বরূপ বলে ভীমের গদা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরে ভীমসেন গদাটা এখানে পুঁতে রেখেছেন, তারই কতকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এ কথা এদিকের সবাই জানে।

তারপর একটু থেমে বলে লেমিংটন কিছুতেই মানবেন না। শুধু গদাটাকে নয় স্বয়ং ভীমসেনকে অবধি তিনি উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। বলেন, ওসব পৌরাণিক কাহিনী কাল্পনিক।

স্বরূপ শুরু করে চেয়ে দেখো পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গিয়েছে অনেকগুলো ইমারত কুঠি মসজিদ। সব দক্ষিণে ভীমের গদা, তারপরে হিন্দুরাও কুঠি, তারপরে পাশাপাশি পীরগায়েব মসজিদ আর অবজারভেটোরি। এবারে প্রায় মাইলখানেক ফাঁকা তারপরেই ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার। ব্যস, তারপরে পাহাড়ের উপর দিয়ে যমুনা পর্যন্ত চলে যাও আর কিছু নাই। তবে ঐ ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে যমুনার দিকে তাকালে আধমাইলটাক দূরে দেখতে পাবে দিল্লীর এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেটকাফ সাহেবের কুঠি।

এইভাবে কথা বলতে বলতে যখন তারা অবজারভেটোরি ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় সব্জিমণ্ডির দিকে বিউগল বেজে ওঠে। সিপাহী আক্রমণ করেছে। আক্রমণের সংকেত বাজলে যে যেখানে থাকুক

বৈশাখ-যৌবনের দাহ ইচ্ছ ও সাধর্ষ, নানা রূপে নানা দ্বিধার আন্দোলন; কখনো হৃদয়ের নিসর্গের স্নিগ্ধশোভা, প্রেম স্মৃতি হিংস্রতা ক্রোধ উদ্বেগ কিংবা অধীরতা—এই সব বিরোধের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী

কবি

করুণাসিন্ধু দে

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা

নানা অনুভবের দুঃসহ তন্ময়তায় বর্ণময়।

পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ । দাম দু' টাকা

গ্রন্থজগৎ ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি-১০৪০)

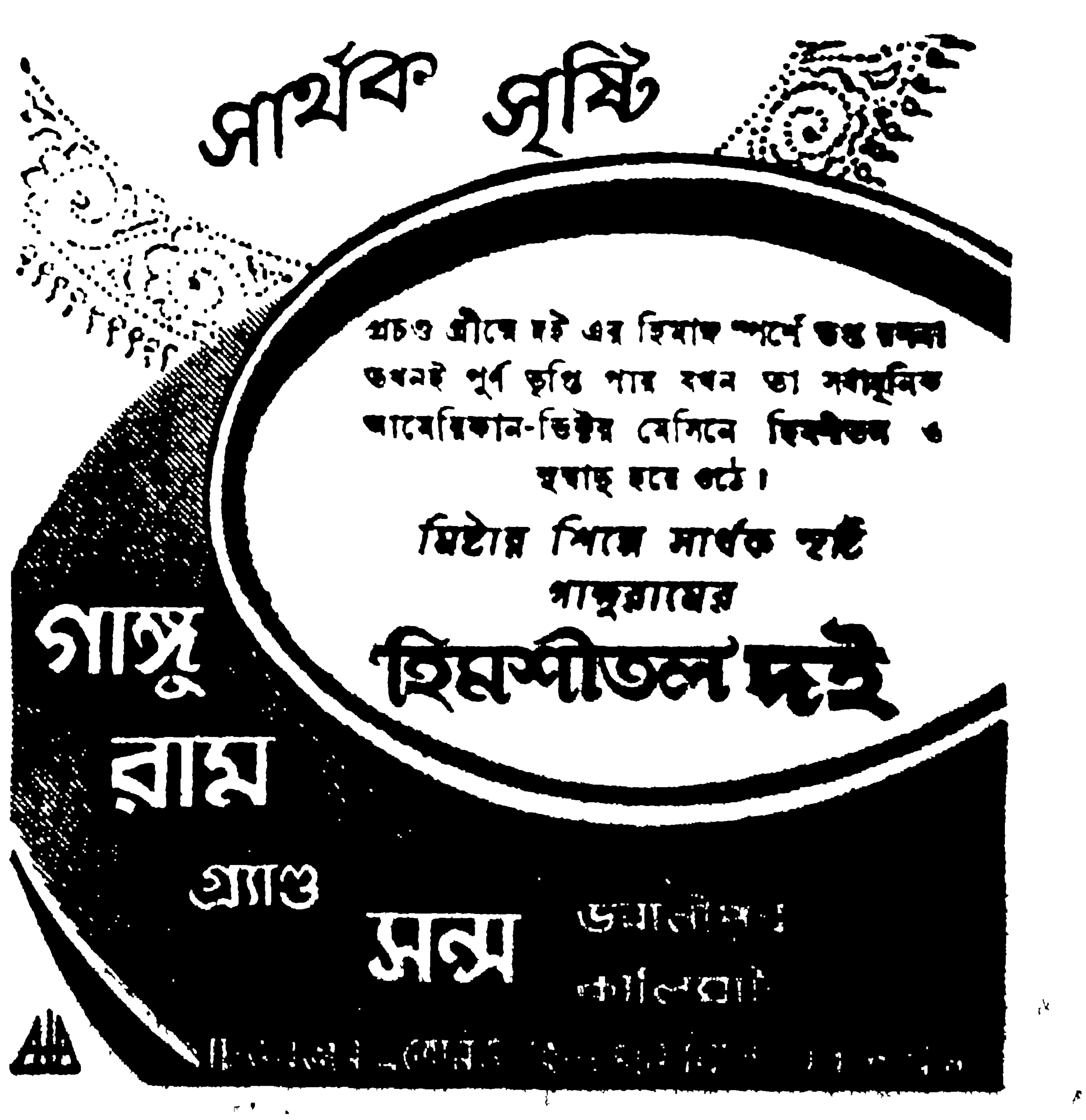

সকলকেই পালিয়ে যেতে হবে। ছুটলো ওরা তিনজন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে।

আবার পরদিন রোদে বেরিয়ে প্রশ্নোত্তর চলে তিনজনের মধ্যে।

পাহাড় আর শহর মুখোমুখি. মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দক্ষিণ দিকে দুয়ের মধ্যে আধ মাইলের ব্যবধান. উত্তর দিকে ব্যবধান তুলনায় অনেক বেশি। কাশ্মীর দরবাজার কাছে Ludlow Castle আর কুদশিয়াবাগ চোখে পড়বার মতো। এ দুটো ছেড়ে দিলে পাহাড় ও শহরের মাঝখানে যে সব ছোটখাটো অফিস বাড়ি আর পুরনো কবর দরগা প্রভৃতি আছে সকলেরই এখন পরিত্যক্ত অবস্থা। সামরিক পরিভাষায় গিরি-পুরীর মধ্যবর্তী এই বেওয়ারিশ জমিটা নোম্যান্সল্যান্ড। শহর শাহাজানাবাদের যমুনার ধার থেকে কাশ্মীর দরবাজা হয়ে শাহ বুরুজতক আবার শাহবুরুজ থেকে কাবুল দরবাজা হ'য়ে লাহোর দরবাজাতক—এই দুটো অংশই পাহাড় আর বৃটিশ শিবিরের মুখোমুখি। ৮ই জুন থেকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষে যত সংঘর্ষ হয়েছে সমস্তই এই জায়গাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোম্পানী পক্ষের এত সৈন্য নেই যে ঘুরে গিয়ে শহরের পিছনে আক্রমণ করে. আর সিপাহী পক্ষের এমন রণ শৃঙ্খলা নেই যে পাহাড়ের পশ্চিমে গিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে বৃটিশ শিবির। তবে দুই পক্ষেই নিত্য নূতন সৈন্যসমাগম হচ্ছে—দুই পক্ষই নিশ্বাসরোধ করে চরম পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে।

এক একদিন ভোরবেলা বৃটিশ ফৌজ চমকে জেগে উঠে শোনে ব্যাগপাইপে বাজছে অতি প্রসিদ্ধ 'cheer boys cheer'—সুর। ঐ আসছে আমাদের ফৌজ। কিন্তু তখনি ভুল ভেঙে যায়, ফৌজ আসছে, সেই সুপরিজ্ঞাত গানের সুরও বাজছে তবে তারা সিপাহী ফৌজ, তাদের লক্ষ্য লালকেল্লা। ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে দূরবীন লাগিয়ে ওরা দেখতে পায় যমুনার উপরে যে নৌ-সেতু আছে তার উপর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য সৈন্য পার হচ্ছে পদাতিক, ঘোড়-সোয়ার গোলন্দাজ, তাদের হাতে কোম্পানীর অস্ত্র গায়ে কোম্পানীর ইউনিফর্ম, ব্যাগ পাইপে কোম্পানীর শেখানো গানের সুর 'cheer boys cheer', আর মুখে তুমুল গর্জন বাদশাহ জিন্দাবাদ, কোম্পানী মুর্দাবাদ। মনে মনে সবাই হতাশ হয়ে পড়ে, মুখে প্রকাশ করে না। ওরা নিয়মিত খবর পায়, শাহজানাবাদে আছে রজব আলী ওদের গুপ্তচর সে পাঠিয়ে দেয় বৃটিশ ছাউনিতে খবর। জলন্ধর, নসিরাবাদ, নিমচ কোটা গোয়ালিয়র ঝাঁসি, রোহিলাখণ্ড থেকে নূতন নূতন রেজিমেণ্টের আগমন সংবাদ পৌঁছায় কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা কর্নেল হডসনের কাছে। তবে কেবলই যে সিপাহী পক্ষের ফৌজ আসে এমন নয়। কখনো কখনো পাঞ্জাব থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে কোম্পানীর ফৌজ আসে মুলতান থেকে, পেশোয়ার থেকে কাশ্মীর থেকে দূর থেকে শোনা যায় ব্যাগ পাইপের সুর 'cheer boys, cheer'। তখন পাহাড়ের উপর থেকে খালি চোখেই ওরা দেখতে পায় শাহজানাবাদের প্রাচীরের উপরে কাতারে কাতারে সিপাহী পশ্চিমদিকে তাকিয়ে ফৌজের সংখ্যা অনুমান করতে চেষ্টা করছে। তবে দুই ফৌজের আগমনে প্রভেদ বিস্তর। সিপাহী ফৌজ আসে বন্যার তোড়ে, কোম্পানীর ফৌজ আসে ঝিরঝিরে স্রোতে। তবে মন্দর ভালো এই যে এই ক্ষীণ স্রোতটিকে বন্ধ করতে পারেনি সিপাহী পক্ষ অবশ্য কোম্পানী পক্ষও পারে নি যমুনার সেতু দখল করতে। বার দুই চেষ্টা হয়েছে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে সেতুটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু স্রোতের খেয়ালে ভেলা সেতু পর্যন্ত পৌঁছয়নি, আগেই চড়ায় আটকে গিয়েছে। জীবনলাল ডিজম্যানের মুখে অনেকদিন শুনেছে সিপাহী পক্ষ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দখল করতে পারলে পাঞ্জাবে যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে কোম্পানী ফৌজকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আরও শুনেছে, সিপাহী পক্ষে সাতিশয় জেনারেল [illegible]

অরক্ষিত রাখতো না। পাহাড়টা না পেলে এত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বৃটিশ ফৌজ কি এখানে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারতো। ব্রিজম্যান বলেছিল, যেদিন পাহাড়টা অধিকার করলাম সেইদিনই বুঝলাম আজ হোক বা দুদিন পরে হোক দিল্লী আমরা অধিকার করতে সক্ষম হবই। ব্রিজম্যান বলেছিল, যতদিন না কানপুর, এলাহাবাদ, কলকাতা থেকে আরও ফৌজ না এসে পৌঁছয় এই পাহাড় আঁকড়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই।

মেজর জোনস ও মেজর রীডকে ব্রিজম্যান বলেছিল যে, শীঘ্রই কানপুর থেকে জেনারেল হুইলার, লখনৌ থেকে জেনারেল হেনরি লরেন্স আর কলকাতা থেকে এলাহাবাদ কানপুর হয়ে জেনারেল হ্যাভলক ও জেনারেল নীল এসে পৌঁছবে।

জোনস আর রীড সাগ্রহে শুধোয়, কতদিন লাগবে?

ব্রিজম্যান বলে, কম্যান্ডার ইন-চীফের ধারণা খুব বেশি দেরী হয় তো দিন দশেক।

রীড বলে, কিন্তু পূর্বদিক থেকে কোন খবরই যে আসছে না, এটা শুভলক্ষণ নয়।

ব্রিজম্যান বলে, cheero man! No news is good news.

সত্য সত্যই দিন দশেক পরে পূর্বদিক থেকে খবর আসে ফকিরবেশী গুপ্তচরের হাতে। লোকটা এক টুকরো ভাঁজকরা ময়লা কাগজ দেয় জেনারেল উইলসনের হাতে। ফরাসী ভাষায় লিখিত সংবাদ। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় উইলসন তারপর ADC-কে হুকুম করে এখনি বৃটিশ পতাকা অর্ধনমিত করো।

সহসা অর্ধনমিত পতাকা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয় কোম্পানী ফৌজ। মেজর কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার সবাই দ্রুত পদক্ষেপে যায় জেনারেলের শিবিরের দিকে, কি হল?

ওদিকে দিল্লী-প্রাকারে শত শত দর্শকের কণ্ঠে ওঠে জয়োল্লাস—কোম্পানী রাজ মুরদাবাদ, বাদশাহ জিন্দাবাদ।

কম্যান্ডার-ইন-চীফের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে জীবন, গুরুবচন সিং আর স্বরূপরাম দেখতে পায় যে, ব্রিজম্যান, রীড, জোনস, এডওয়ার্ডস নরম্যান, ডেলি, সিডনি বটন, হডসন প্রভৃতি দশ বারোজন জঙ্গী সাহেব সমবেত হয়েছে। নেভিল চেম্বারলেন গুরুতর আহত অবস্থাতেও এসেছে। এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আছে এলেক্স টেলর আর বেয়ার্ড স্মিথ আর আছে ফৌজের পাদ্রী মীক সাহেব। সকলকে সমবেত দেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল আরম্ভ করলো বন্ধুগণ, নিদারুণতম সংবাদ বহন করে দূত এসেছে। সে খবর এমনই নিদারুণ যে অনাবশ্যক ভূমিকা করে তার গুরুত্ব লাঘব করবো না। তাছাড়া ছোট এক টুকরো কাগজে যে সংক্ষিপ্ততম বাক্য কটি এসেছে তাতে ভূমিকার স্থান নেই। এত ক্ষুদ্র পত্র এত বড় দুঃসংবাদ বোধকরি আর কখনো বহন করে আনে নি।

মুহূর্তকালের জন্য থামলো উইলসন, আত্মসংবরণ করে নিল, তারপর আবার আরম্ভ করলো। পত্রলেখক মেজর হুবার্ট আমার পূর্বপরিচিত ব্যক্তি জেনারেল নীলের ফৌজের অন্তর্গত। হুবার্ট লিখছে লখনৌ এ বিপন্ন হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও কিছু সিপাহী আশ্রয় নিয়েছে রেসিডেন্সিতে তারা এখন অবরুদ্ধ। কিছুদিন আগে গোলার আঘাতে নিহত হয়েছে স্যার হেনরি লরেন্স। কানপুরের সংবাদ আরো শোচনীয়। জেনারেল হুইলার কিছুদিন যুদ্ধ চালায় নানা সাহেবের ফৌজের সঙ্গে। তারপরে নানার ছলনায় যুদ্ধাবিরতি ঘটিয়ে জলপথে যাত্রার সময়ে সকলে নিহত হয়। শ্বেতাঙ্গ রমণী ও শিশুদের একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। জেনারেল নীলের ফৌজ কাছে এসে পড়েছে জানতে পেরে তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। জেনারেল হ্যাভলক ও জেনারেল উট্রামের সৈন্যবাহিনী দুএক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তখন আমাদের সকলকে মিলে লখনৌ গিয়ে অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের উদ্ধার করতে হবে যাতে কানপুরের শোচনীয় ঘটনার আবার না পুনরাবৃত্তি ঘটে। দিল্লী যাওয়ার সংকল্প পরিত্যক্ত হল। এদিক থেকে ফৌজ পাঠাবার আর উপায় নেই দিল্লীর দিকে। ভগবান তোমাদের সহায় হোন। হুবার্ট।

এতক্ষণ বিরাট তাঁবু নিঃশব্দ ছিল, এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে যেটুকু শব্দ হওয়া আবশ্যক তাও হচ্ছিল না। পত্রখানা পড়া শেষ হলেও ভঙ্গ হল না গৃহের নিস্তব্ধতা।

তখন আবার উইলসন বলল, পরশু রবিবারে অন্যায়ভাবে নিহত নরনারীর আত্মার জন্য প্রার্থনা হবে।

এই বলে তাকালো রেভারেন্ড মীকের দিকে। মীক চোখের দৃষ্টিতে সমর্থন জানালো। তখন সকলে নীরবে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে নিজ নিজ শিবিরের দিকে রওনা হল। তখনো উঠছে দিল্লী প্রাকারে কামান গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে জনতার জয়োল্লাস ইতিমধ্যেই তাদের কাছে পৌঁছেছে লখনৌ ও কানপুরের সংবাদ।

॥ ১৩ ॥

কুস্তী ভজাও

জীবনলাল পিছন ফিরে চমকে ওঠে, বলে আরে এটা আবার কখন এসে দাঁড়ালো?

স্বরূপ বলে, তাইতো ক্যালিবান যে!

দুজনেই দেখতে পায় কাবার তাদে

অগোচরে সেই Wolfboy বা মানুষবাঘাটা এসেছে, তারা কিছুই জানতে পারেনি!

ব্রিজম্যান শেক্সপীয়রের নাটক থেকে ধার করে নিয়ে এই অদ্ভুত জীবটির নামকরণ করেছিল ক্যালিবান। সকলেই এখন ক্যালিবান বলে, যারা ইংরাজি জানে না বলে কালিবান্।

জীবন বলে, এখন একে নিয়ে আমি কি করি বলো তো।

স্বরূপ বলে, কি আর করবে যেমন আছে থাক না, উপদ্রব তো করে না।

তা অবশ্য করে না, কিন্তু এ যে এক দায় হল। আমি খাওয়ালে তবে খাবে, আমাকে ছাড়া আর সকলকে দেখলেই তেড়ে যাবে।

তোমাকেও তো এক সময় তেড়ে যেত।

যেতো বইকি, আঁচড় কামড় দিতো।

এখন তো আর দেয় না, তেমনি আর কিছুদিন পরে অন্যদেরও দেবে না। তবে কি জানো জীবনলাল, এসব জীব মানুষের সংস্পর্শে বেশি দিন বাঁচে না, ছোটটা দু' তিন দিন পরেই মারা গিয়েছে, এ-ও যে দীর্ঘকাল টিঁকবে মনে হয় না।

স্বরূপ আর জীবন কথা বলতে বলতে চলে, পিছনে পিছনে চারপায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে চলে ক্যালিবান। হিন্দুরাও কুঠির তহ্‌খানা থেকে দুটো Wolfboy আবিষ্কার করেছিল জীবন, ছোটটা তিন দিনের দিন মারা যায়। বড়টা এখন Caliban নামে পরিচিত হয়ে গেল। জীবনের ঘরের দরজার সম্মুখে একখানা চটের উপরে সারাদিন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতো। প্রথম কিছুদিন কিছুই খায়নি, খাদ্য দিতে গেলে থাবা তুলে দাঁত খিঁচিয়ে খ্যাক খ্যাক শব্দ করতো, নয়তো ভ্রূক্ষেপই করতো না, যেমন খাদ্য তেমনি পড়ে থাকতো। অবশেষে খিদের তাড়নায় একটু আধটু স্পর্শ করতো তা-ও যখন জীবন স্বহস্তে দিতো, কেবল তখনই। খাদ্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা করে জীবন আবিষ্কার করেছিল যে, কাঁচা মাংস

ছাড়া আর কিছু সে খায় না। ক্রমে ক্রমে জীবনের ডাকে সাড়া দিতে শিখলো, ক্যালিবান বলে ডাকলে কান খাড়া করে আর জীবনের ইশারায় চারপায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে তাকে অনুসরণ করে চলে। তা ছাড়া সারাদিন হাত পা গুটিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে বুঝতে পারা যায় না—অথচ জীবনের সাড়া পেলেই, পায়ের শব্দ কেমন করে বোঝে ওই জানে, কান খাড়া করে জিব বের করে স্বাগত জানায়। জেনারেল উইলসন দেখতে এসে এই অদ্ভুত জীবটিকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। [illegible] রকম প্ররোচনাতেও সাড়া দেয়নি। [illegible] টেবের লাঠি দিয়ে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করতেই এমনভাবে [illegible] করে উঠল যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার [illegible], [illegible], এমন সিপাইদের চেয়েও ferocious! [illegible] জীবনের কাছে যেন [illegible] মানা প্রভুভক্ত কুকুরটা। [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] [illegible] [illegible], ওটা জীবনের adopted brother [illegible] [illegible] adopted brother in law!

[illegible]

[illegible]

চলো।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জীবন।

চলতে চলতে [illegible]

[illegible]

Peaka and Allen Provision and wine merchant Cowasji and Jehangir, general order supplier সুরজমল জৈমল, হীরাচান্দ [illegible] [illegible] হে জীবন, কোম্পানীর জয় অবধারিত।

কি করে বুঝলে, সবর্পজী।

এইসব শেঠ বেনিয়া আর মার্চেন্টদের দেখে। বাজারের তেজীমন্দির মতো রাজনীতির তেজীমন্দিতেও এরা এক্সপার্ট। দেশের আবহাওয়া থেকে এরা বুঝতে পেরেছে যে, শেষ জয় হবে কোম্পানীর, নইলে এতদূরে এখানে এসে দোকান খুলতো না।

হডসন বলছিল যে, শাহজাহানাবাদ থেকে রজব আলি জানিয়েছে যে, সিপাহীরা তনখা না পেয়ে ক্ষেপে উঠেছে, বাদশাকে টাকা ধার দেওয়ার জন্যে শহরের সব বেনিয়ার তলব হয়েছিল দেওয়ানী আমে। কেউ টাকা দেয়নি। সুরজপ্রসাদ নামে এক শেঠ জুলুমের ভয়ে এক'শ আকবরী মোহর দিয়েছিল। তাতে কি হবে। হাতীর মুখে দুগ্গো ঘাস।

ছেন আর বের হন না। সিপাহীরা দোকান-পাট লুট করছে, টাকা কোথায় যে [illegible] কিনবে।

Peake and Allen এর [illegible] স্বরূপ সিগারেট কিনে নিয়েছিল, [illegible] ধূমপান করতে [illegible] [illegible] পেরিয়ে [illegible] [illegible] দীঘির ধারে এসে বাঁধানো ঘাটের উপর বসলো। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শুনেছি তোমার কাছেই শুনেছি। কিন্তু [illegible] একটা কেন বেশি [illegible] তা বুঝতে পারলাম না।

[illegible] সংগে [illegible] হত্যা করা হয়নি।

[illegible] শিউরে উঠে [illegible] কি তার অপরাধ?

[illegible] ছিল [illegible] সন্তান।

[illegible] এই অপরাধ?

[illegible] চামড়া দিয়েই [illegible] চামড়ার গুণে [illegible] চামড়ার দোষে ঐ [illegible] পর।

[illegible]

[illegible] চিনতাম [illegible]।

[illegible] কোপ পায়, [illegible] যায় কণ্ঠ, [illegible] ছলছল করে ওঠে দুই [illegible] মধ্যে লুকিয়ে [illegible]।

[illegible] ঐ [illegible] স্বরূপের [illegible]। অনেক দিন [illegible] এমন আর্তনাদ [illegible]।

[illegible] চলছিল। [illegible] পরোপকারী স্যার

উপচীয়মান উপহার

ভারি খুশী ওর নিজের নামে ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়ে, গর্বিত ও। যত ওর বয়স বাড়বে উপহারটিও বাড়তে থাকবে আর কাজে আসবে সময়মতো।

অপ্রাপ্তবয়স্কের নামেও অ্যাকাউন্ট খোলা হয়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু, পিতৃস্থানীয় ভৈরব চাটুজ্জের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার মনে দুঃখ ও উদ্বেগের ঢেউ তুলে দিয়েছিল। তাই যখন স্বরূপ বেড়িয়ে আসতে আহ্বান করলো খুশী মনে সে রাজি হয়েছিল। এই সংবাদে বুঝেছিল যে, যে একটা মাত্র রশি দিয়ে ঘাটের সঙ্গে সে বাঁধা ছিল তা গেল ছিঁড়ে, এখন সে নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। হাঁ, মাঝখানে একবার পান্নার মোহময় দ্বীপ ভিড়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তো দ্বীপ বই নয়, তার চারদিকেই জল। নিজের সমস্যা নিয়ে যখন বিব্রত এমন সময়ে বুঝলে হাল ভাঙা পালছেঁড়া নোঙর-খসা নৌকো কলে কাকে। ঐ যে ওখানে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে।

বার দুই ডাকলো, সাড়া দিল না স্বরূপ। তখন কি আর সাড় আছে তার মনে। তুলসীর অপমৃত্যুর দুঃখ, আর তাকে স্বৈরিণী ভাববার দুঃখ তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার মনের তন্তুগুলোকে টানছে তপ্ত জল গড়াচ্ছে দুই চোখে সেই যে সে বার কোন্ পিশাচের প্রেরণায় তুলসীকে স্বৈরিণী ভেবেছিল, অজ্ঞাত শাহজাদার বিলাসশয্যা বিহারিণী ভেবেছিল, তুষার-নির্মল তুলসীকে এমন ভাবা পিশাচের প্রেরণা ছাড়া হতেই পারে না, সে দিনের পর থেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি নিজেকে। চোখের জলের গোপন প্রবাহে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে তার। পাপ গিয়েছে, স্মৃতি তো যায় না। সেই স্মৃতির হীরকে আলো পড়তেই কিরণ অঙ্গুলি মনের মধ্যে নির্দেশ করে যেখানে রক্তসমুদ্রের সাদা ফেনার উপরে নিষ্কলঙ্ক নীহারে গঠিত তুলসী মূর্তি। স্বরূপ এতদিনে বুঝেছে প্রেমের লক্ষণ। মৃত্যুতে যেখানে আকর্ষণ নিবিড়তর, স্মৃতি মধুরতর রূপ উজ্জ্বলতর হয় সেখানে প্রেমের যথার্থ আশ্রয়। তুলসীর হাসি, তুলসীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা, অন্ধকারের মধ্যে বজ্রাতবর্ষণ করতে থাকে তার মনে। কত কথা কল্পনা অঙ্কুশ তুলে তাকে শাসায় কেন পিতৃগৃহ থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, আর গেলই যদি বা, কেন রাখলো তাকে মৌলভী গনিরের কুঠীতে, নিজের সঙ্গে রাখলেই বা কী দোষ হতো।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললো স্বরূপ।

কি হয়েছে ভাই শুধায় জীবন।

শুনে কি লাভ হবে?

তোমার বোঝাটা হাল্কা হবে।

চুপ করে থাকে স্বরূপ।

স্বরূপকণ্ঠী দুঃখের কথার ভাগ দাও, মনটা শূন্য হোক।

ভাই জীবন, শূন্য মনের মতো ভারি আর কিছু আছে?

কেন ওরা ভারি যদি মনে করো এসো দুজনে বহন করা যাক।

তা বটে।

জীবনের যুক্তিতে নয় তার আন্তরিকতায় বিচলিত হ'ল স্বরূপ। তখন তুলসীর নাম আর পিতৃ পরিচয় বাদ দিয়ে সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে, অতিশয় সন্তর্পণে, কাঁটার পথের পথিক যেমন সতর্কে পা ফেলে তেমনিভাবে বিবৃত করলো স্বরূপ।

চোখ ছল ছল করে ওঠে জীবনের, মনে মনে ভাবে সৌভাগ্যবতী নারী এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী। বুঝতে পারে এ নারী পান্নার ছাঁচে গড়া নয়। পান্নাকে দেখবার পরে তার ধারণা হয়েছিল নারীর একটিই ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচটিই তার হৃদয় হরণ করেছিল। এখন বুঝলো আরো ছাঁচ আছে। তার মনে হ'ল পান্না দুপুরে বেলকার হীরক খণ্ড আকাশের সমস্ত আলো কুড়িয়ে নিয়ে রশ্মি রাশি নিক্ষেপ করছে আকাশের দিকে। নিরাবরণতাতেই তার রহস্য। আর এ নারী ঘরের প্রদীপ। দেয়ালের আবরণ, পর্দার আবরণ, ধূমের আবরণ, আবরণের অন্ত নাই। আর যত আবরণ তত সুন্দর, তত মধুর, তত রহস্যময়। মনে মনে ছবি আঁকতে চেষ্টা করে এই রমণীর।

দুজনে প্রাণপণে চোখের জল চেপে বসে থাকে, পরস্পরের দিকে তাকাতে সাহস হয় না পাছে একজনের চোখের জল দেখে ফেলে অন্য একজনের চোখের জল। চোখের জল সাথী খোঁজে।

দুজনে তাকিয়ে থাকে ... কুটিরটার দিকে। ... জলভরা চোখ। শকুন্তলার মৃত্যু হলে দুষ্মন্ত এখানে এসে বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ রাজ্যের জল স্পর্শ করবেন না ছিল তাঁর পণ। তখন দেবতা ইন্দ্র পুষ্পের মেঘকে আদেশ করেন স্বর্গের জলে পুষ্করিণী গড়তে। এই সেই কুটির ও। মূর্তি ... এর জলভরা চোখ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আর তাকিয়ে আছে ঐ অর্ধ নর অর্ধ পশু কাপালিকের চোখ। ওর সমস্ত দেহের মধ্যে ঐ চোখ দুটোই যা কিছু মনুষ্য গুণ। বোঝা না ... প্রতি কাঁপে ঐ চোখের দৃষ্টি আর জিজ্ঞাসা। ঐ চোখ যেন নীরবে শুধায়, ব্যাপার কি বলো তো? প্রিয়জনের অভাব ঘটেছে? আমার দিকে চেয়ে দেখো না কেন, আমি রাজার ছেলে বনবাসী সেজে আছি, মানুষ হয়ে জন্মে পশুর অভিনয় করে যাচ্ছি, আমার চেয়েও কি দুঃখ তোমাদের বেশী।

বড় বড় নিমগাছের শাখা প্রশাখায় বাতাস মন্ত্র পড়তে থাকে, ঘুঘুর একটানা ডাক রশি নামিয়ে দিয়ে মাপতে চেষ্টা করে অতল স্পর্শ শূন্যতা, আলোছায়া আপোসে তরুতল ভাগ করে নেয়। সমস্ত মিলে একখানি সজীব ছবি। ফিরবার কথা মনে পড়ে না ওদের।

(ক্রমশ)

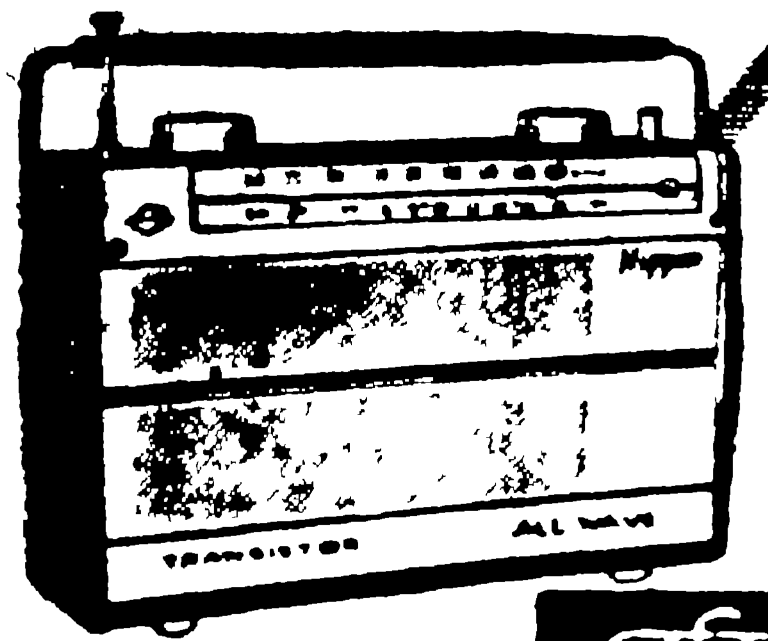
নগদ বা সহজ কিস্তিতে ক্রয় করুন
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, লং প্লেয়িং রেকর্ড ট্রানজিস্টর রেডিও ইত্যাদি
: TRANSISTOR
ফোন: ২৪-৪১৭০
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

রামতীর্থ ব্রাহ্মী আয়েল
(স্পেশাল নং ১) (রেজিস্টার্ড)

যোগাসন চার্ট
মরামাস ও চুল ওঠা নিরোধে একটি অমূল্য হেয়ার টনিক। মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তৈল প্রস্তুত হয়। অঙ্গ সংবাহনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী দ্রব্য। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তৈল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।
শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদর, সেন্ট্রাল রেলওয়ে, বোম্বাই-১৪, ফোন: ৬২৮৭৭
গ্রাম: "যোগাশ্রম", দাদর, বোম্বাই

লিখতে বসে সবচেয়ে আগে যে-কথাটা [illegible] জানাতে মন চাইছে, এখনকার সেই সবচেয়ে বড়ো খবরটি হল —বসন্ত এসেছে।

[illegible]

Top Coat-এর [illegible] না-পাওয়া [illegible] চোখের জলে হওয়া এ সবই নিত্যকার ব্যাপার। তবু তাপমাত্রা ০° ডিগ্রী পর্যন্ত নামেনি,—ওয়াশিংটন-এ সেটা স্বাভাবিকও [illegible]—পাঁচ-ছয় ডিগ্রীতেই রেহাই হয়েছে।

এই সবের পর—বিশেষ করে এ-বছরে পৃথিবীর এদিকটায় একটা অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার পর, যখন মৃদুমন্দ কবোষ্ণ বাতাস দেয়, আকাশ নীল দেখায়, গাছের ডালে পাতারা উঁকি মারে, পথের ধারে সবুজের আভাস দেখা দেয়, সাপের খোলস ছাড়ার মতো মানুষ এক এক প্রস্থ অঙ্গাবরণ খুলে হাল্কা হতে শুরু করে, সকাল-সন্ধ্যে পাখিরা গান গাইতে থাকে দিন বড়ো হয়, আলো বেশী হয়, চারদিক নানান রঙে ঝকঝক করতে থাকে তখন বোঝা যায়, বসন্তকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন। [illegible] নিছক হুজুগ নয়, তা নিয়ে তর্ক উঠবে না।

আর হঠাৎ কোনও কিছুকে হুজুগ আখ্যা দেওয়াটাও সব সময়ে যথার্থ বলে প্রমাণ করাটা মুশকিল হয়ে পড়ে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র 'মোনালিসা' যখন এই সেদিন ওয়াশিংটন-এর ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্ট এর প্রদর্শনী কক্ষে ঠাঁই নিয়েছিল কিছুদিনের জন্যে, তখন প্রচণ্ড শীত এবং [illegible] প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতার দিয়ে অপেক্ষা করেছে, শুধু একবার সেই অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি চাক্ষুষ করবার [illegible] না হলেও

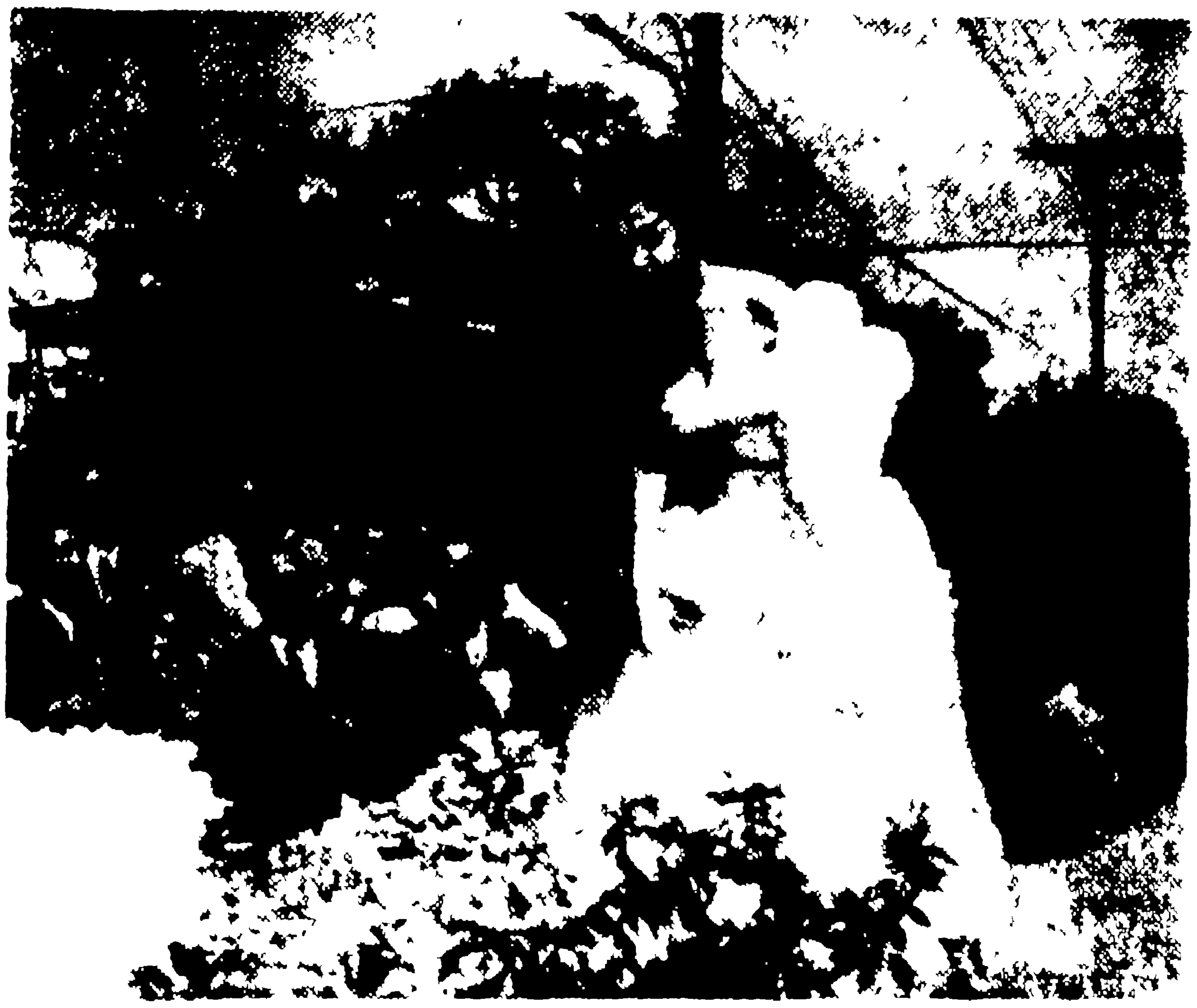
বসন্ত সমাগমে পুষ্পপ্রদর্শনীর ধূম

ইতিমধ্যেই পুষ্পপ্রদর্শনীর ধূম [illegible] Potomac [illegible] বাড়বাড়ন্ত। যদিও এখানে সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বসন্ত সূচনার দিনও কিঞ্চিৎ তুষারপাত ঘটিয়ে প্রকৃতি দেবী জানিয়ে দিলেন যে ঋতুচক্রের স্টিয়ারিং হোয়াইট হাউস এর হাতে নয় তবু, আমাদের দেশের মতো কৃষ্ণচূড়ার সমারোহের চেয়ে বসন্তের দূত হিসেবে পৌর প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার 'ঠিকাদারদেরই বেশি করে চেনবার প্রয়োজন হয় না। বসন্তের মাতামাতিটা যে

উল্লেখযোগ্য। লুভ্‌রে মুজিয়মে, যথাস্থানে ফিরে যাবার আগে ওয়াশিংটন এবং [illegible] ১৫ লক্ষ লোক সাগ্রহে দেখতে [illegible] ৪৬৫ বছর আগেকার এই অনন্য শিল্পসৃষ্টি। আমেরিকার আরও কোথাও

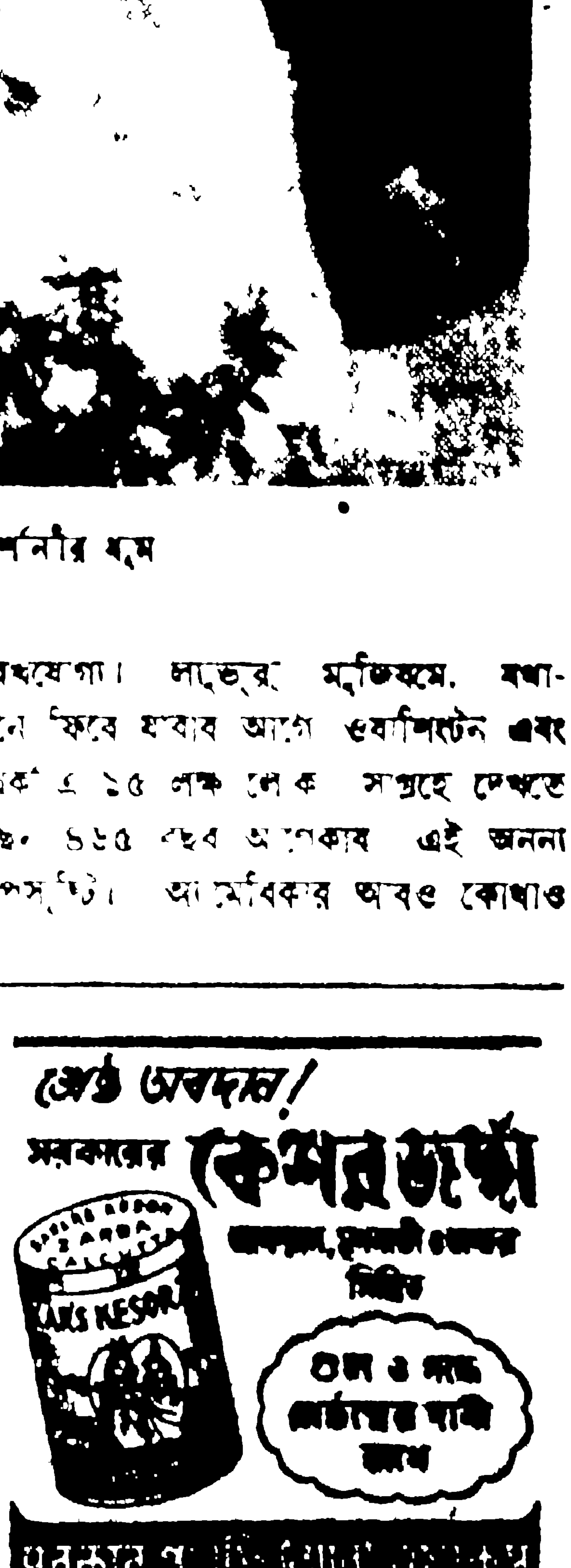

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত 'মোনালিসা' চিত্রটি প্যারিসের লুভর মিউজিয়ম থেকে ওয়াশিংটনে প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে বাঁ দিক থেকে আছেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি মিসেস মালরো, মিঃ আঁদ্রে মালরো এবং মিসেস কেনেডি।

কোথাও এ-ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হলে দর্শকের সংখ্যা কত হতে পারত [illegible] আন্দাজ করা কঠিন—এটা কি হুজুগে [illegible] পত্র-পত্রিকার পাতাতেও একই জিজ্ঞাসা [illegible] সাংস্কৃতিক উদ্দীপনাটা কি হুজুগে না শিল্প-চেতনার লক্ষণ? এ দেশে শিল্প-সংস্কৃতির চেয়ে সহজ সরল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধুলোর দিকেই সাধারণের প্রবণতা বেশি, এমন একটা [illegible] [illegible] সম্ভব বলেই এ-প্রশ্নের অবতারণা। পরিসংখ্যান ব্যাপারটা নির্বিবাদ [illegible] নয় [illegible] নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ থাকতে পারে, তবে তথ্যের যাথার্থ্যকে অস্বীকার করার জো নেই। উন্নাসিক এবং নতনাসিক উভয় ধরনের ব্যক্তিদেরই জনে জনে যথেচ্ছভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে তাঁদের গত বছরকার অবসর-বিনোদনের প্রকৃতি সম্পর্কে। তাতে যা তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে শিল্প বা সংস্কৃতি ব্যাপারে উৎসাহটাকে ঠিক হুজুগ বলা চলছে না। ফুটবল এবং বাস্কেট বল খেলা দেখেছে যেখানে শতকরা ২৪ জন এবং ১৭ জন, সেখানে মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারিতে গেছে শতকরা ১৭ জন, থিয়েটারে গেছে শতকরা ১৭ জন, সংগীত সভায় গেছে শতকরা ১৩ জন। লাইসেন্স-পাওয়া মেছুড়ের চেয়ে শিকারী বাজিয়ের সংখ্যা বেশি, শিকারী যত জন চিত্রকরও তত। অবশ্য সিনেমার দর্শক-সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি শতকরা ৫০ জন।

পাশাপাশি সাধারণ লোকের চাঁদার টাকা, এমন জনকল্যাণমূলক সাহায্য-ভাণ্ডারের সংখ্যা এ দেশে যত, এমন আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মানুষের জীবনে যত রকমের দুর্দশা ঘটতে পারে প্রায় তার প্রতিকারেরই প্রতিবিধানের জন্য একটি না একটি [illegible] প্রতিষ্ঠান এখানে সক্রিয়, এবং সম্পূর্ণ বেসরকারী হলেও সরকারী আনুকূল্যের অভাব নেই। সরকারী টাকা [illegible] বিভিন্ন সাহায্যভাণ্ডারে চাঁদা [illegible] প্রায় একটা নির্দিষ্ট কর্তব্যের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অসম্ভব নয়। [illegible] এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। কিন্তু এ সব ছাড়াও [illegible] এমন অনেক অদ্ভুত ধরনের [illegible] নিয়ে কিছু গোষ্ঠীগত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অবশ্য এ সবের [illegible] খুবই সংকীর্ণ।

[illegible] হাউস এর সামনে দেখা [illegible] [illegible] জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ [illegible] পিকেটিং করছে। সঙ্গে তাঁদের [illegible] বিজ্ঞপ্তি, যার মর্মার্থ - [illegible] বাইরে শ্রীমতী কেনেডি যেন [illegible] ঘোড়াকে নগ্ন রেখে না রেখে পোশাক পরিয়ে রাখেন। যাঁরা পিকেটিং করছেন, তাঁরা সব [illegible] পশুদের প্রতি অশালীনতা প্রতিরোধ সমিতির লোক। ইংরেজীতে - Society for the prevention of indecency to naked animals. সংক্ষেপে SINA. অবশ্য সমিতিটি ঠিক জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট নয়। চার বছর আগে এই

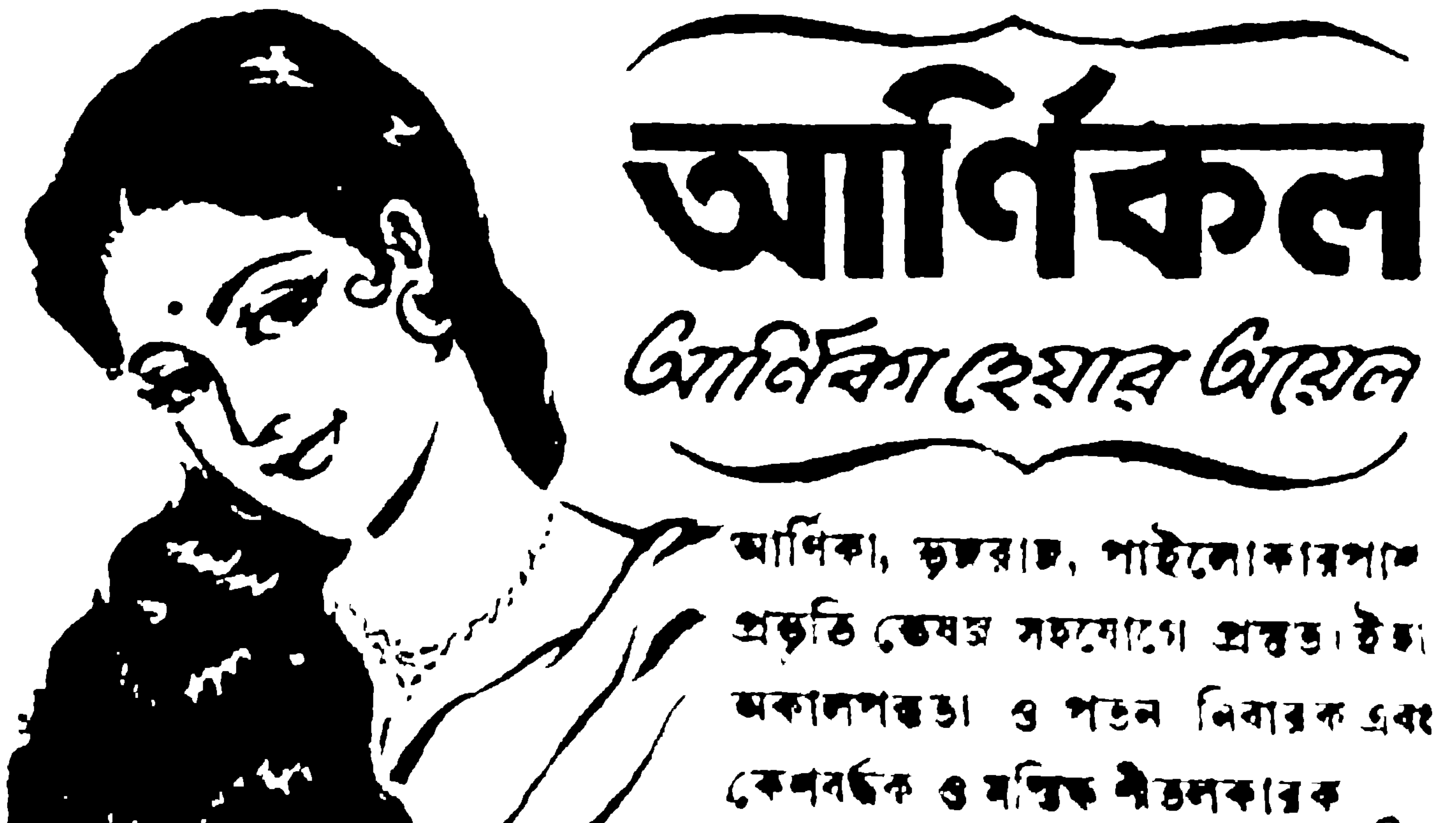

আন্দোলনের সূচনা। এক ভদ্রলোক মারা যাবার আগে প্রায় ৫ লক্ষ ডলার রেখে গেছেন এই উদ্দেশ্যে, তাতেই সম্ভব হয়েছে সমিতির প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য? গরু, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি পশুদের নগ্ন রূপ যাতে ছোট ছেলেমেয়েদের চোখে না পড়ে, তারই ব্যবস্থা করা। অনেকেই, হয়ত অধিকাংশই, এটাকে অর্থহীন হুজুগ ভাবছেন বলে সমিতির উদ্যোক্তারা আন্তরিক ক্ষুণ্ন; তাঁরা বলছেন, এটা মোটেই ছেলেমানুষি নয়, নেহাতই গুরুতর সমস্যার ব্যাপার।

একটা সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই,—আগে বা পরে—হুজুগ উঠেছিল, ছেলেমেয়েদের মারধোর করাটা কোনও কাজের কথা নয়। ছাত্রছাত্রীদের বেত মারা ত নৈব নৈব চ। ফলে প্রায় সকল সভ্য এবং আধুনিক সমাজে ছাত্ররা বেত চোখে দেখেনি। মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ইত্যাদি নানান শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, শারীরিক শাস্তিবিধানে ছেলেমেয়েদের বিগড়েই দেয় বেশি, সংশোধন করা দূরের কথা। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষক মশাইদের কাছ থেকে কোনও রকম দৈহিক পীড়ন ভোগ করা ত নেহাতই ক্ষতিকর ব্যাপার। এখন ইদানীং প্রশ্নটা নতুন করে তোলা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের দৌরাত্ম্য পরিপ্রেক্ষিতে মাস্টার মশাইদের শাসনের সীমা কতদূর বিস্তৃত হতে পারে বা হওয়া উচিত, তাই নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। আলোচনাটা অবশ্য বিশেষ করে ওয়াশিংটন ...স সম্পর্কেই ... ...কের মতে ... মাস্টার ছাত্রছাত্রীদের শাস্তিবিধানের ... ...ও এক অপরিহার্য ... ... বিস্তর প্রভেদ। ... সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ এখন গভীরভাবে চিন্তা করছেন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের গুরুতর রকমের শাস্তি দেবার ... অধিকার শিক্ষকদের ... ... ছুটির পর আটকে রাখা বা অন্য উপায় যথেষ্ট নয়। কমিটি বসেছে, আলোচনা হচ্ছে নানান জনে নানান মতামত দিচ্ছেন। বলা হয়েছে শাস্তি যদি দিতেই হয়, দেবেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল, ক্লাসটিচার নন এবং তাও নিতান্ত অপরিহার্য ক্ষেত্রে।

অনেকেরই মত গুরুতর শাস্তির বিধান চালু করার দরকার নেই। শাসনের প্রয়োজন নেই, তা নয়, তবে শিক্ষকমশাইদের হাতে শাস্তি পাওয়াটা মন্দ ছাড়া ভালো ফল দর্শাবে না। একটা যুক্তি হল, স্কুলের সময়টাতে মাস্টারমশাইরাই হলেন ছেলেমেয়েদের অভিভাবক। কাজেই বাপ-মার পক্ষে শাস্তি দেবার অধিকার যতটা, শিক্ষক-

এজরা পাউন্ড

দেরও তাই। এর বিরুদ্ধে বক্তব্য হল—অনেক মা-বাবা ও নিজেরাই ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলেন না। দ্বিতীয়ত, বাপ-মা যেমন ছেলেমেয়েদের শাস্তি দেন, তেমনি নানান-ভাবে তাঁদের ভালবাসা স্নেহ-মমতারও পরিচয় দিতে পারেন এবং দিয়েও থাকেন। যে ... ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, ... মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন তাঁর হাতে মার খাওয়া আর অন্য হাতে মার খাওয়া কি এক? তা ছাড়া ... শাস্তি বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই আটকে থাকে, প্রকাশ হবার সম্ভাবনা কম, তাই তার গ্লানিটাও কম। স্কুলে, অন্য সমবয়সীদের সামনে প্রকাশ্য লাঞ্ছনা কি ঠিক ...?

... অবশ্য সাধারণ মানুষের। মাস্টারমশাই ... অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ...ও ... নয়। মাস্টারমশাইরা বিশেষ কেউই ... ... শারীরিক ... মনে করেন ... ... ছাত্রছাত্রীরা দ্বিধাগ্রস্ত। দুটি ... ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনও ... ... ৩২ জন ... দেখা গেছে, অনেকেই ... নয়। ৩২ জনের মধ্যে ১৯ জনের মত দৈহিক শাস্তির পক্ষে ১৪ জনের বিপক্ষে। শাস্তির অনুমোদন যারা করেছে, তাদের মধ্যে ছেলেরাই বেশি।

কবি এজরা পাউন্ড-এর কথা অনেকেই হয়ত ভুলতে বসেছেন। তাঁর কবিতার কথা হয়ত অনেকেই ভোলেননি, ভুলতেও চান না। কিন্তু স্বয়ং কবির বক্তব্য যদি শোনেন, তাহলে মনে করা অন্যায় হবে না যে, তাঁর কবিতা স্মরণীয় হয়ে থাকে, এটা তাঁর বাঞ্ছিত নয়। কবির বয়স এখন ৭৭ বছর, আছেন ভেনিস-এ। মনে থাকতে পারে, গত বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ এনেছিলেন, ইতালীর বেতারে তাঁর বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে। ১২ বছর তিনি কাটিয়েছেন ওয়াশিংটন-এর মানসিক হাসপাতালে, তারপর ইতালিতে ফিরে গেছেন ১৯৫৮ সালে।

সম্প্রতি তিনি বলেছেন, "ভেবেছিলুম কিছু জেনেছি। সেই ধারণা নিয়েই জীবন কাটালুম এতকাল। এখন দেখছি, ভুল—কিছু জানি না।" নিজের ঘরে একখানিও নিজের লেখা বই রাখেননি, কারণ—"ওসব ত আমার ভুলের বোঝা।"—কাজেই, এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—'আমি আর এক লাইনও লিখব না।"

জয়ন্ত চৌধুরী

● সুগ্রন্থ ●

গুরুদাস ভট্টাচার্য	
সাহিত্যের কথা	৫·০০
বিমলকৃষ্ণ সরকার	
কবিতার কথা	৫·০০
অজিতকুমার ঘোষ	
নাটকের কথা	৫·০০
দেবীপদ ভট্টাচার্য	
উপন্যাসের কথা	৬·০০
রথীন্দ্রনাথ রায়	
ছোটগল্পের কথা	৫·০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
সমালোচনার কথা	৬·০০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য	
শিল্পতত্ত্বের কথা	৬·০০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু	
অলংকার-জিজ্ঞাসা	৫·০০
রথীন্দ্রনাথ রায়	
দ্বিজেন্দ্রলাল :	
কবি ও নাট্যকার	১৩·৫০
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	
গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	৪·৫০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৯

ডাঃ ...
হেয়ার কিওর
(...)
ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার কেশব্যাধি
এবং কেশপক্কতা নিবারণ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়:
হেয়ার কিওর লেবরেটরী
৩/বি, ... রোড, কলিকাতা-...
ফোন: ৪৬-৮...

আপনার ত্বক আরও সুন্দর দেখায়...আরও সুন্দর হয় ...কেননা ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত পাউডার-বেস্‌ যা ত্বককে সুস্থ রাখে এবং দাগ ঢেকে রাখে! ● ল্যাকটো-ক্যালামাইনে দ্রুত-ক্রিয়াশীল, উচ্চ পর্য্যায়ের ক্যালামাইন থাকায় দাগ দূর করে... আপনার মুখকে রোদ ও হাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে...আপনার ত্বককে কোমল ও স্যাটিনের মত মসৃণ রাখে। ● ডাক্তাররাও আপনার ত্বকের জন্য এই প্রসাধনের নির্দেশ দেন। ● ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইনের অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য : ক্রীম ও ট্যালকাম পাউডার।
ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন সর্বত্র পাওয়া যায়।
Lacto Calamine
ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন
আপনার সৌন্দর্য্যে প্রসাধন

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

=চৌত্রিশ=

আচ্ছা বিপদ হল দেখ। পচা বাইটার কাছে সাহেবের না এসে উপায় নেই, কিন্তু সুভদ্র বউ কোনখানে ওত পেতে আছে কে জানে। ছোঁ মেরে হুহু ধরবে এঁটে হিড়হিড় করে টানবে। সে বারে বারান্ডা অবধি গিয়ে ছাড় হয়েছিল, টানাটানি করে ঘরেই পুরে ফেলবে হয়তো এবার।

বর্ধন-বাড়ির অদূরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে তিনটে মানুষ। কাছাকাছি এলে চিনল মুরারি বর্ধন এবং আগে-পিছে কাছারির দুই পাইক—মহাদেব সিং আর ভীম সর্দার। চেঁচ কিম্বিত চলছে সাল তামামি সামনে। খাজনাকড়ি কষে আদায়ের সময় এই। সোনাখালি তালুকের মালিক চৌধুরি কর্তা চলে আসছেন দিন কয়েকের মধ্যে কাছারিবাড়ি চেপে বসে নিজে তিনি আদায়পত্রের তদারক করবেন। বরাবরই আসেন এই সময়টা। বকেয়া বাকি বেশি দেখলে বকাঝকি করেন : পান খেয়ে খেয়ে নিজেরা পেটা মোটা করে বসে আছ—আদায় হবে কি। পান অর্থে ঘুষ। বুড়ো চৌধুরি আবার গুণগ্রাহীও বটে—আদায় ভাল হলে দরাজ বখশিস। মুরারি নায়েব দু-তিন বার পেয়েছে, এবারও প্রত্যাশা রাখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে কাজকর্ম চলেছে, কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত্রি হয়। নায়েব-গোমস্তাকে লোকে তো ভাল চোখে দেখে না—রাত্রিবেলার চলাচলে তাই বেশি সতর্ক হতে হয়। মহাদেবের হাতে পাঁচ-হাতি লাঠি, ভীমের কাঁধে দোনা-বন্দুক।

ভীম সর্দারের আগে নজরে পড়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে : কে ওখানে?

সাহেব বলে, আমি। নায়েব মশায় আমায় খুব চেনেন।

এই চৌকিদারই পাক দিয়ে ভাদ্রবউ অপমান করেছিল। মুরারি জ্বলে উঠল সাহেবকে দেখে। ধমক দিয়ে বলে, যা যা—চিনিনে তোমাকে। [illegible] আমার পুরুতঠাকুর কিনা, তাই চিনে [illegible] হবে। [illegible] উপর কি [illegible] [illegible] কাছিম। [illegible] বিচার হবে।

সাহেব বলে, গৃহস্থবাড়ি কাজ ধরেছি, মরসুম সারা করে তবে তো যাব। রাগ করেন কেন, বাইরে বাইরে তো থাকি এখন শুই গিয়ে বাইটামশায়ের কাছে।

কেন্নোর মাথায় টোকা। মুহূর্তে মুরারি একেবারে গুটিয়ে যায়। দু-দুজন নিম্ন কর্মচারী, কাছারির পাইক—তাদের সামনে কথা বাড়াবে না। খাচ্ছে একটা মানুষ, তার ভাতের থালার সামনে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করেছিল—ধানচালের এই আবাদ অঞ্চলে সেটা অতিশয় নিন্দার ব্যাপার। অন্তরালে এরাই গিয়ে হাসাহাসি করবে : নায়েব কী কঞ্জুষ রে—অতিথকে দুটো খেতে দিয়েছে বলে ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে ধুন্দুমার।

সাহেবই বলতে বলতে চলেছে, শুয়ে থাকি আপনার বাবার কাছে। তাঁরই কথায় বড়বাবু। বুড়ো মানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাত্তিরবেলা উঠতে গিয়ে হয়তো বা আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমায় তাই বললেন, দিনমানে কাজকর্ম, রাত্রে তো কিছু নয়। পাটোয়ার-বাড়ি থেকে রাত্রে এসে আমার কাছে শুবি। খাওয়াদাওয়া সেরেই বেরোই, শুধুমাত্র শুয়ে থাকা ওখানে।

শুনতেই পায় না আর মুরারি দু-কানে বুঝি ছিপি-আঁটা। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পাইক দুটো ফিরে গেল। হনহন করে মুরারি ভিতরে চলল, ফিরেও তাকায় না। পচার কামরায় সাহেব ঢুকে পড়ে। আর কিসের ভয়, আর কি করতে পারে বউঠান?

কৌশলটা চালু হল এবার থেকে—মুরারির পিছন ধরে আসা। কাছারির আশেপাশে সাহেব অপেক্ষা করে। মুরারি বেরিয়ে পড়লে পিছু নেয়। দূরে দূরে থাকে, বাড়ি ঢুকবার মুখে দ্রুত এসে একত্র হয়।

গুরু-শিষ্যে চুপিসারে কথাবার্তা। পচা নিজের কথা বলছে।

একবার হল কি—[illegible] টের পেয়ে ডাকাত [illegible] [illegible] [illegible]

পড়েছে সামনে, বিষম তুফান। কুমির-কামট গাঙে গিজগিজ করছে, সে জলে পা ঠেকানো রক্ষে নেই। খেয়ানৌকো শিকল করে শক্ত তালা। এঁটে মাঝিমাল্লা ঘুমুচ্ছে নৌকোর উপর—

পচার প্রশ্ন : কী করলাম বল্ দিকি তখন?

সাহেব বলে, তালাটা খুলে ফেললেন কায়দাকৌশল করে। কিম্বা ভেঙেই ফেললেন।

ঘুমুচ্ছে ওরা নৌকোর উপর—জেগে উঠবে যে! জেগে উঠে চেঁচামেচি করবে। ডাকাত নই, চোর আমরা—সেটা খেয়াল রাখিস।

দেমাক করে জোর দিয়ে পচা বলে, আমরা চোর, বুদ্ধির ব্যাপারি। গায়ের জোরে নয় কলাকৌশলে কাজ। কী করলাম বল ভেবেচিন্তে।

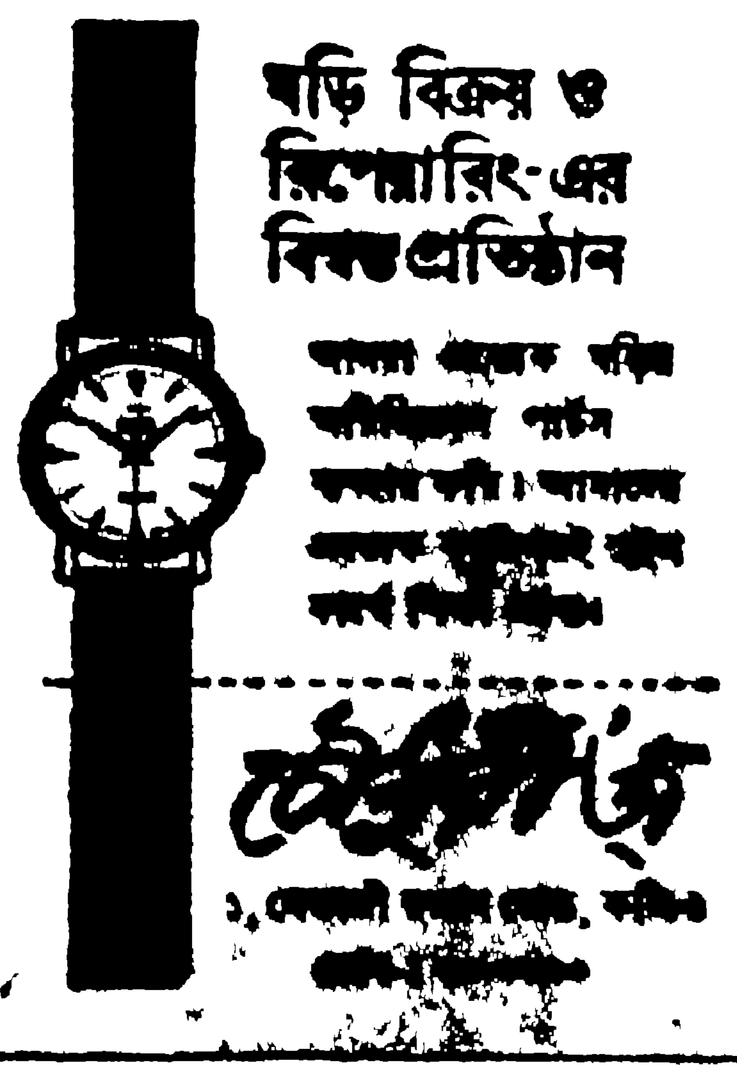

ভেবে সাহেব কূল পায় না, চুপ করে থাকে।

মোরগ-ডাক ডেকে উঠলাম। তাই শুনে পাড়ার যত মোরগ ডাকতে লাগল। এক সাঙাত বাগানে ঢুকে কাক ডাকল। এ-গাছে ও-গাছে কাকে অমনি কা-কা করে উঠল রাত পুইয়েছে ভেবে। মাথায় বোঝা তুলে তখন আমরা খেয়ার মাঝিকে ডাকছি: পাইকার ব্যাপারি—পাঁচ ক্রোশ গিয়ে হাট ধরব। নৌকো শিগগির খুলে দাও। দুপুররাত্রি এমনি কায়দায় সকাল করে নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে চলে গেলাম।

জন্তু জানোয়ার পাখপাখালির ডাক ভাল করে শিখে নিতে হয়। শিয়ালের ডাক সর্বাগ্রে। ভাব করতে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে, কাজের দায়ে সময় বিশেষে জন্তু হতে হয়। ডাক আবার সকলের মুখে আসে না। বংশীটা পারে ভাল। সে গুণী কিন্তু কদর বোঝে না, হেলাফেলার জিনিস মনে করে।

সাহেবকে নিয়ে সেই একরাত্রে কর্মকার বাড়ি গিয়েছিল। শিক্ষা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পচা এখন হামেশাই বেরিয়ে পড়ে। কঠিন বিদ্যা—শুধুমাত্র মুখের উপদেশে হয়

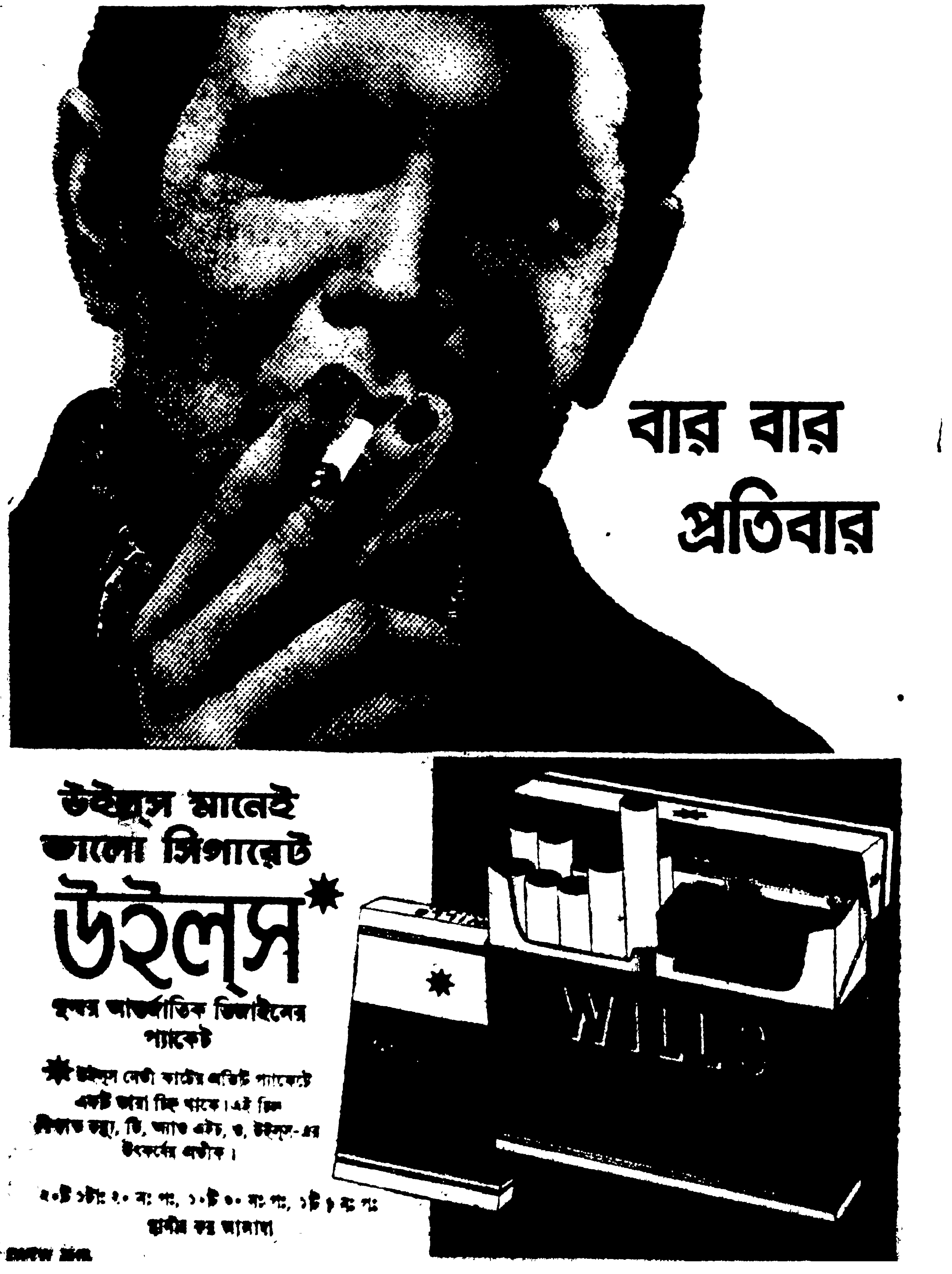

না। নানান জায়গায় ঘোরে দুজনে—সোনা-খালির বাইরেও। অনেক বাড়ি চলাচল। মেটেবাড়ি আর পাকাবাড়ি। যে-বাড়ি একজন দুজন বেওয়াবিধবা থাকে, আবার যে-বাড়ি কিলবিল করে মানুষজন। যে বাড়ির বিশেষ পাহারার জন্য গ্রাম্য চৌকিদারের সঙ্গে পৃথক বন্দোবস্ত, যে বাড়ি বাঘা বাঘা কুকুর। আবার এমন বাড়িও—যেখানে ঢেঁকিশালে শব্দ সাড়া করে ঢেঁকির পাড় পাড়লেও ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরুবে না।

সরকারি চৌকিদার কিম্বা মাইনে-করা দরোয়ান এমন কিছু ভয়ের বস্তু নয়। বন্দোবস্তের উপরে বন্দোবস্ত চলে, টাকার খেলায় ভাব জমানো যায়। মুশকিল কুকুর নিয়ে। জন্তুজানোয়ার মানুষের চেয়ে অনেক সৎ। যে বাড়ি কুকুর থাকে, বাইরের কুটুম হঠাৎ সেখানে ঢুকবে না। আগে থেকে—হয়তো বা ছ-মাস এক বছর ধরে ব্যবস্থা চালাতে হয়। ছলে ছুতোয় দিনমানে যাবে সে-বাড়ি। ধরো, তবলদার হয়ে গেলে গৃহস্থের আমগাছ জামগাছ খেজুরগাছ ছেলা করতে। করাতি হয়ে গেলে গাছ [illegible]। ব্যাপারি হয়ে গেলে [illegible] দরদাম করতে। জীবজন্তু যেন [illegible] বড় প্রিয়, এমনি ভাবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] আধাআধি দিয়ে [illegible] কুকুরের [illegible] কুকুরের জন্যে [illegible] [illegible] চিনির [illegible] বদলে আফিঙের জলে ভেজানো। কুকুর হয়তো ঘেউঘেউ করে উঠল, ও সময়ের [illegible] গৃহস্থ কান দেবে না—শিয়াল টিয়াল দেখে ডাকছে [illegible]। [illegible] একটা একটা [illegible] কুকুরের মুখে [illegible] [illegible]।

গভীর [illegible] [illegible] [illegible] পদ্ধতি শুনে নিচ্ছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কী মন্তোর আছে শুনি

পচা একটু হেসে বলে, মন্তোরে এত সব [illegible] নেই। ধুলো পড়ে ছুঁড়ে দিলে জীবের গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি এঁটে গেল। আওয়াজ বেরুবে না। মাড়ি ফাঁক করে খেতেও পারবে না। কাজ হয়ে গেলে সেই-জন্যে ঝাড়-মন্তোর [illegible] [illegible] মাড়ি খুলে দিয়ে যায়।

সাহেবের ধরক করে [illegible] কথা মনে পড়ে। শুধুমাত্র এই মন্তোরটা শেখা থাকলে তাকে কিছু ভাবতে হত না, ছোট-ভাইয়ের বাসায় পরমানন্দে জীবন কেটে যেত। কারখানা থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বউয়ের মাড়ি এঁটে দিত, ঝগড়াঝাটি বন্ধ। সকালে কারখানা যাবার মুখে মাড়ি খুলে দিয়ে সরে পড়ত। নফর বলে কেন কত ভাল ভাল লোকের উপকার হত মন্তোরটা জানা থাকলে।

পচা বলে চলেছে মন্তোর আছে ঠিক সে মন্তোর খাটাতে পারলে তবে। একালের আনাড়ি মানুষে পেরে ওঠে না। মন্তোরের চেয়ে দ্রব্যগুণে এখন আমাদের বেশি ভরসা। আফিং-রসগোল্লার কথা বললাম ঠিক মতন খাইয়ে দেখিস ফল অব্যর্থ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] বিড়াল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাফ দিয়ে পড়বে। [illegible] ভাবনার কিছু নেই, গৃহস্থ চোখ মেলবে না। বিড়ালের স্বভাবই এই। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে অমনি লাফ দেয়। আরশুলা-টিকটিকি দেখলেও। বিড়াল লাফালে গৃহস্থ জাগে না।

একদিন সমস্তটা দিন ধরে পচা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] দুয়োর দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] নড়াচ্ছে সরাচ্ছে। নিশি-[illegible] [illegible] এসে দাওয়ায় পা দিয়েছে পচা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঘরের ভিতর নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] সাহেব। খুব [illegible]—তুই কেবল শুনবি, অন্য কানে পৌঁছবে না। গৃহস্থ শুনতে পেলে তো ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। চোখে দেখছিস না, কান দুটো খোলা। টোকা দিয়ে শুনে শুনে বল কী আছে এসবের ভিতর।

[illegible] কত রকমের দেখ। মোটা [illegible] [illegible] তীক্ষ্ণ অনুভূতির [illegible] [illegible]। বড়-বিদ্যা বলে জাঁক করে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] উপর ভর করে মা দক্ষিণ-কালী [illegible] [illegible] [illegible] হয় সাহেব। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কি করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

[illegible] বললে [illegible] [illegible] [illegible] মিলিয়ে দেখ এবারে—

যা বলেছি ঠিক ঠিক [illegible]। পচা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বয়স থাকলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেব। জন্ম [illegible] [illegible] এসে এদ্দিনে [illegible] একটা [illegible] [illegible] এর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্ধকারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হাত-পায়ের। [illegible] কখনো সখনো [illegible] উপর টোকা দিয়ে [illegible] [illegible] ভিতরের মাল

চেনা—বাজে লোকের ক্ষমতা নেই, গুণী কারিগরেই পারবে শুধু।

আদর করে সাহেবের পিঠ ঠুকে দেয়। নিতান্ত আপন জনের মতো প্রশ্ন করে : বড্ড কাজের ছেলে তুই বাছা, বাপ কি কাজ করে?

জবাব কি আছে সাহেবের? দুনিয়ার সকল লোক ভাগ্যবান—বাপ মা ভাই বোন জাতি-কুল শতেক রকমের পরিচয় তাদের। সাহেবের পরিচয় শুধু মাত্র সে নিজে। লোকে নাকি মরার পরে বায়ুভূত হয়ে ভাসে, জীবন থাকতেই সাহেব মাটির উপর নিরালম্ব ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পচা বলে, তুই না বলিস, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। মহাগুণী তোর বাপ। গুণীর বেটা নইলে এইটুকু বয়সে এত ক্ষমতা সম্ভবে না। হয় সে হাকিম দারোগা নয়তো পয়লা নম্বরের বাটপাড়। মাঝামাঝি মানুষ কখনো নয়।

শিকড়বাকড় লতাপাতা শিক্ষা এর পরে। বনে বাদাড়ে নিয়ে গিয়ে পচা বাইটা নানা রকমের গাছগুল্ম চেনায়। পচা পেয়েছিল গুরুর কাছ থেকে। তিনিও আবার তাঁর গুরুর কাছ থেকে। এমনি হয়ে আসছে। পুলিস অশেষ চেষ্টা করেও হদিস পায়নি। গুণী জনকয়েকের মাত্র জানা—তাদের পেটে সাঁড়াশি ঢুকিয়েও কথা বের করা যায় না। একরকমের পাতা জঙ্গল থেকে তুলে ছায়া-ছায়া জায়গায় শুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে কিছু পাতা খাটের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দাও—যে খাটে মক্কেলরা শুয়েছে। আগুনটা নিভিয়ে দাও এবারে ধোঁয়া বেরোক, ধোঁয়া তাদের নাকের ভিতরে যাক। মধুর আলস্যে সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝিমঝিম বাজনা বাজে যেন। আরও আছে—সেই পাতার বিড়ি কারিগরের মুখে। দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ কান রয়েছে মক্কেলের নিশ্বাসের ওঠানামায়। পতুলা

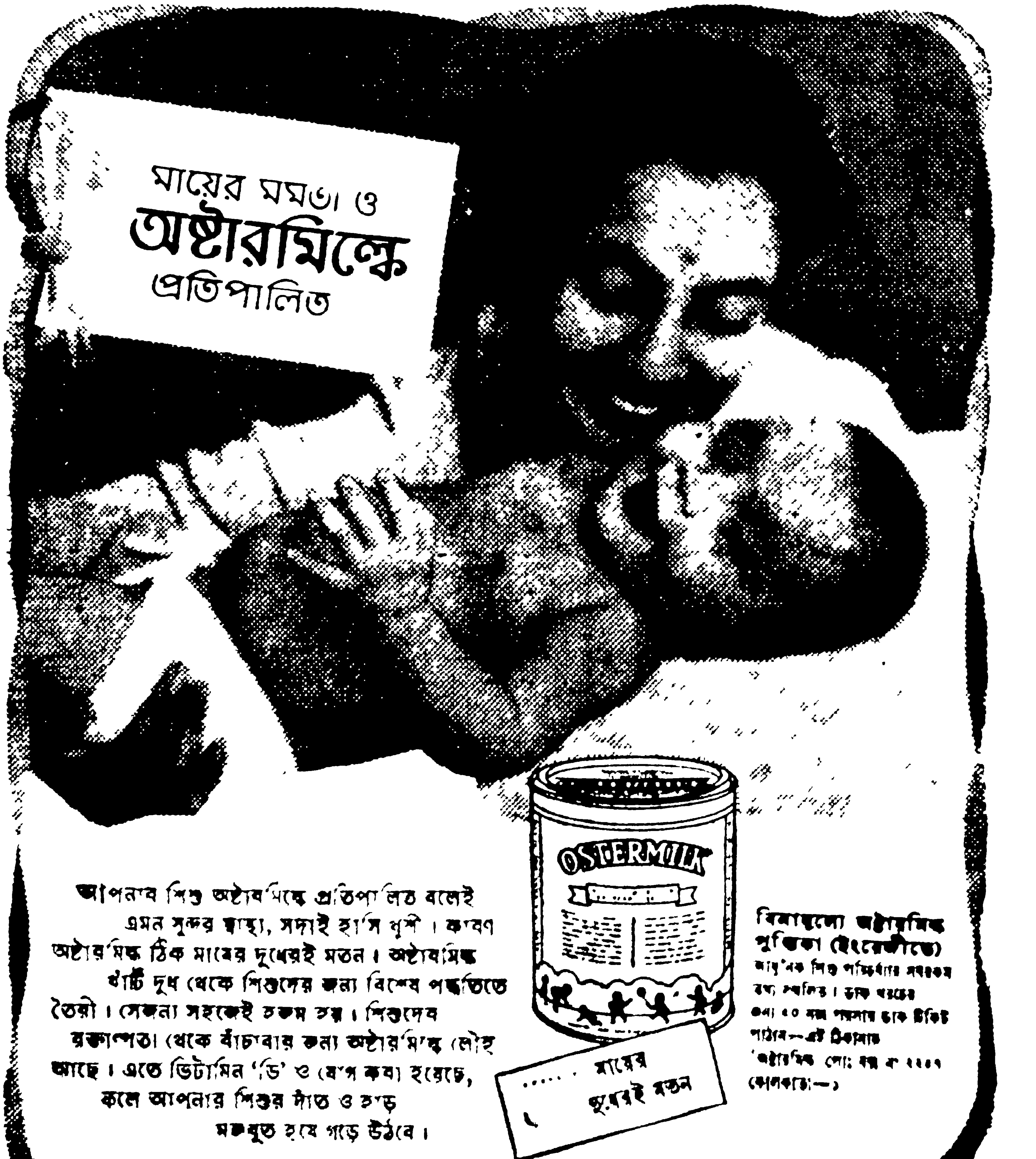

ঘুম বুঝলে বিড়িতে টান দিয়ে পরিমাণ মতো ধোঁয়া ছাড়বে নাকে। সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল, সারাক্ষণ মক্কেল মিষ্টি স্বপন দেখে। সাহেব ঠিক এমনিটাই করেছিল জড়ুনপুরে আশালতার পাশে শুয়ে।

সিঁদকাঠির দাবি এবার সাহেবের। পচা বলে, কাঠি বুঝি ইচ্ছে করলেই ধরা যায়! ধরলে কি আর হাত পড়ে যাচ্ছে—সে কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ সাগরেদের হাতে তুলে দিল, সে কাঠির দাম অনেক। সে কাঠির ঘা যেখানে মারবি, মা-কালীর দয়ায় ঝুরঝুর করে সোনাদানা খসে আসবে। কান দেখেছি তোর সাহেব, হাত দুখানা একবার পরখ করে দেখতে দে। উতরে যাস তো কাঠির কথা তখন বিবেচনা করা যাবে।

কাঠি অভাবে খন্তা। পচা বলে, খেলতে জানলে কানাকড়িতে খেলা যায় রে বেটা। কাঁচাঘরে ছোটখাট একটু কাজ—খন্তাতেই হয়ে যাবে। গুরুপদ ঢালিকে দিয়ে খোঁজ এনেছি।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, কোন গুরুপদ?

হাঁরে হাঁ, সেই লোক। [illegible] দিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। [illegible] ছুটল সে [illegible] পিছনে। [illegible] খবর পেয়ে এসেছিল। [illegible] করে দিল ডেপুটি [illegible] সে [illegible]।

অষ্টমী তিথি, শুক্লপক্ষ। [illegible] চলেছে পচা [illegible] সাহেব [illegible] মধ্যে [illegible] পরিচ্ছন্ন [illegible] সাবধানেই [illegible] সবাই [illegible] — [illegible] গুরুপদই। [illegible] সেইটা বড় সুবিধে। সাপ [illegible] চোখে [illegible] সম্পর্ক চালচলন একই [illegible] বোধ হয়। [illegible] সাপ কিছু [illegible] না। [illegible] সাপের ভয়ে বাইরের [illegible] কেউ [illegible] না।

গুরুপদও এসে গেল। কিছু [illegible] ও [illegible] এনেছে [illegible] [illegible] বলায় [illegible] [illegible] কাজের আগে [illegible] [illegible]। রীতকর্ম এইসব।

গুরুপদর দিকে চেয়ে সাহেব সকৌতুকে বলে, তিলকপুরের কাজে তো এসব হাঙ্গামা ছিল না। সর্দার আমাদের বলেও নি কিছু।

পচা বলে সকলে সব সময় মানে না। কিন্তু মানা ভালো। মুরুব্বিরা দেখেশুনে মাথা খাটিয়ে তবেই এক একটা বিধান দিয়ে গেছেন। এর পরে তুই না-ও যদি মানিস শিক্ষানবিশি আমলে শিখে বুঝে নিবি তো সমস্ত।

কাপড় ছেড়ে ল্যাঙট পরে নিয়েছে ইতি-মধ্যে সাহেব। প্রয়োজনের বেশি এক ইঞ্চি বাড়তি কাপড়চোপড় থাকতে নেই, কোন প্রান্ত কেউ ধরে ফেলে বিপদ ঘটাতে পারে। ডেপুটি গুরুপদরও সেই পোশাক। সাহেবের গায়ে ডলে ডলে সে তেল কলা মাখাচ্ছে। কেউ চোর ধরে ফেললে সড়াৎ করে পিছলে বেরুবে, ধরে রাখতে পারবে না।

প্রক্রিয়াগুলো পচা বাইটা চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে হাত দুটো এগিয়ে ধরে বলে, মালসাটা একবার এদিকে আনো গুরুপদ, আমার হাতে একটু মাখাও।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, আপনি কেন? আপনিও [illegible]।

পচা [illegible] [illegible] [illegible] বয়স গেছে [illegible] চনমন করে। কাজ না-ই পারি [illegible] একটু [illegible] কেমন বেশ [illegible]।

[illegible] [illegible] এখন [illegible] [illegible] [illegible]। চাঁদটুকু ডুবে গেলেই হয়।

[illegible] ক-খানা ঘর [illegible] মধ্যে কোন ঘর [illegible] ঘরের কোণের [illegible]।

[illegible]

[illegible] গুরুপদ যাবতীয় খবর [illegible] রেখেছে। তবু কিন্তু কারিগর কাজের মুখে নিজে পাকচক্কোর দিয়ে বুঝে সমঝে আসবে। সাহেব ঠুক করে একটু মাটির ঢিল ছুঁড়ল উঠানে। তারপরে চেলা-কাঠ একখানা। সাড়া নেই। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় এক ঝাঁক পতপত করে উড়ে গেল কোনদিকে। পা টিপে টিপে এবারে ঘরের কাছে বেড়ায় ঘা দিল মৃদু হাতে। বেড়ায় কান রাখল।

পচার কাছে এসে সবিস্ময়ে বলে, সন্ধ্যা-রাত্রি কিন্তু গাঢ় ঘুম শুনে এলাম। কান ভুল করেছে, এমন তো মনে হয় না।

ঘাড় কাত করে পচা সায় দেয়: এমনিই হবে। [illegible] ঠিক পরেই এসেছি। ভাত-ঘুম এখন—ঠেসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যায়। বৃষ্টি না খরা ঠাণ্ডা না গরম, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল—এতসব বিচারের দরকার পড়ে না ভাত-ঘুমের অবস্থায়। তবে ঘুমের পরমায়ু অল্প একটু পরেই পাতলা হয়ে আসবে। নতুন কারিগর তোদের এই সময়টা কাজ খানিক এগিয়ে রাখা ভাল। শেষ ওঠানো সময় বুঝে হবে।

হুকুম দিল: লেগে যা সাহেব কালী-কালী বলে। কানের কথা অমান্য করিসনে। রাতের বেলা চোখ ভুল করে বলে কান এই সময়টা বেশি রকম সজাগ।

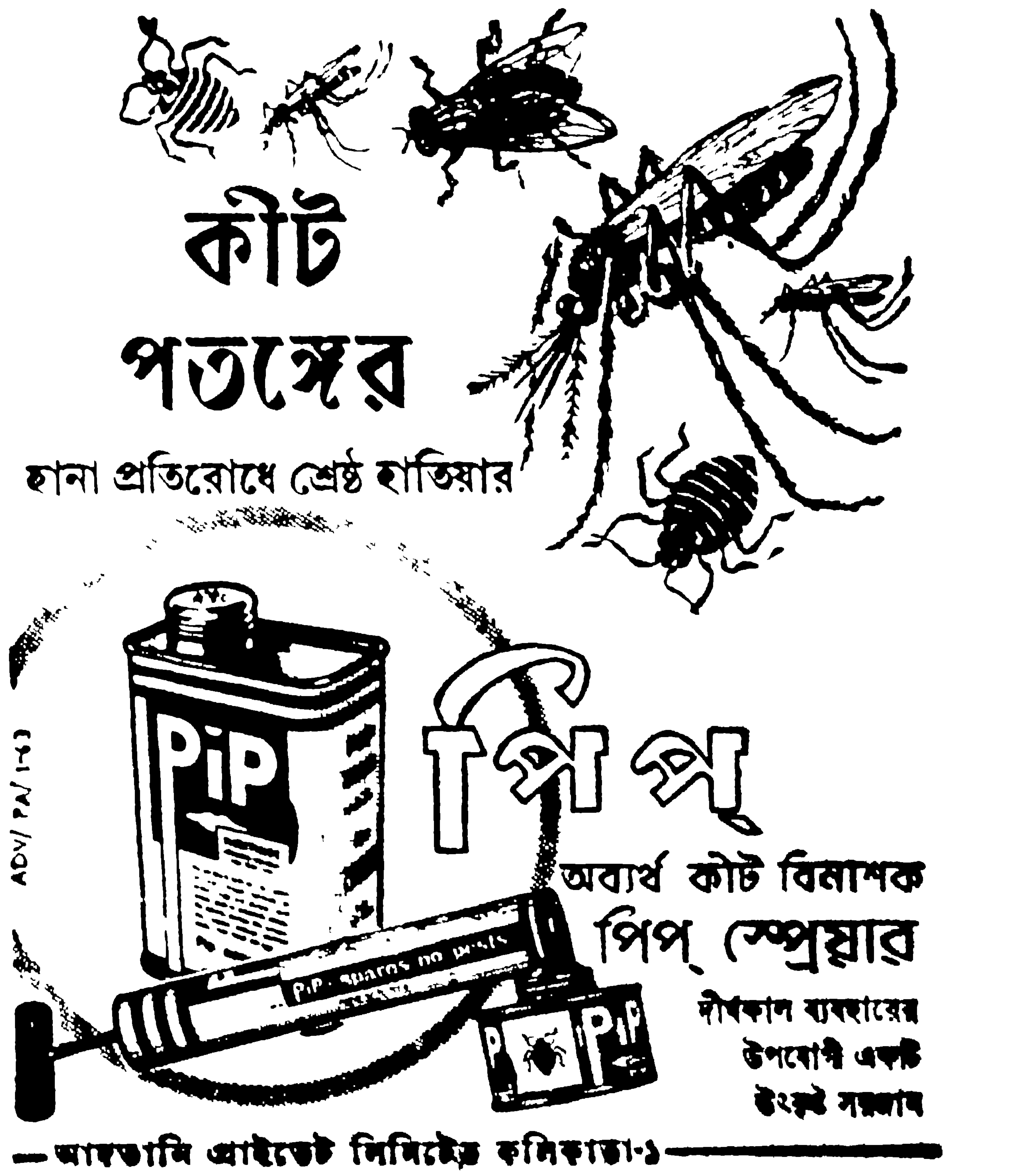

ত্রিলকপুরে সিঁধের ব্যাপার ছিল না। হাতে কলমে সিঁধের কাজ এই প্রথম। পচা বাইটা অনতিদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত দেখে যাচ্ছে। কয়েকটা ডাল ভেঙে এনেছে সাহেব, ডাল মাটিতে পেতে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে এনেছে, কেউ বলে দেয়নি। ঠিক এমনিটাই চাই। কাজের আদ্যন্ত ভেবে নিয়ে তবেই সাহেব খন্তা হাতে নিয়েছে।

কাচনি অর্থাৎ ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। বেড়ার নিচে গবরাট (বাঁশের ফালি আড়-ভাবে পাতা, যার উপরে বেড়া রয়েছে।। মাটির ডোয়াপোতা। খন্তায় ভেমন মাটি খুঁড়ছে ধীরে ধীরে—অত্যন্ত নরম হাতে। ডেপুটি গুরুপদকে নির্দেশ দিয়েছে, দু-হাতে অঞ্জলি পেতে সিঁধের নিচে সে ধরে আছে, মাটি পড়ছে হাতের উপর। অল্পসল্প বাইরে যা পড়ছে সে মাটি আলগোছে ডাল-পাতার পড়ে, তাতে কোন শব্দ নেই। বাতিল হাঁড়ি একটা জোগাড় করেছে, হাতের মাটিতে হাঁড়ি ভরতি করে সন্তর্পণে দূরে নিয়ে চলেছে যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে দেখে পচা চমৎকৃত হয়। সার্থক বটে তার শিখানো, উপদেশের কণিকমাত্র অপচয় হয়নি।

সিঁধ কেটে দেয়াল একেবারেই ফাঁক করতে নেই, কিছু বাকি রেখে দেবে। মেটে দেয়াল হলে চার পাঁচ ইঞ্চির মতো, ইটের গাঁথনি হলে একখানা ইট। এ লাইনের [illegible] মুরুব্বিদের এই অভিমত। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাহেবও তাই করছে [illegible] রেখে বেড়ার এদিক-সেদিক কান পেতে বেড়ায়। ক্ষণকাল তারপরে চুপচাপ বসে আবার ঘর বেড়ার ধারে। অর্থাৎ গতিক সুবিধের নয়। রোগির নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে নল বসিয়ে ডাক্তার যেমন মুখ বাঁকায়, তেমনি অবস্থা। সিঁধটুকু শেষ করা এবং মাল পাচার করা—সবসুদ্ধ বড়জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু এমন শোনা গেছে, এরই অপেক্ষায় বসে রাত কাবার হয়ে গেল, কাজ বরবাদ। দেয়াল কেটে ফিরে যাওয়া মানে সে মক্কেলের বাড়ি অন্তত আর বছর খানেকের ভিতর আসা চলবে না। আজকেও তাই না ঘটে।

পচার কাছে গিয়ে বলে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন আপনি চলে যান, আমি আর গুরুপদ থাকি।

পচা খুশি, পুলকিত কণ্ঠে বলে, আমি যাচ্ছি তোরাও চলে আয়। আজকের মতন হয়ে গেল। ঘরে না-ই ঢুকলি, এমনিতেই বুঝে নিয়েছি।

রাত থমথম করছে। ফিরে চলেছে জঙ্গলে সুঁড়িপথে। উচ্ছ্বসিত হয়ে পচা বলে তোর বাপ বলেছিলাম দারোগা-হাকিম নয়তো রাষ্ট্রপতি। ওসব কিছু নয় [illegible] এইবারে সঠিক হদিস পেয়েছি।

সাহেব চমকে ওঠে : আজ্ঞে?

তোর বাপ কচ্ছপ। কচ্ছপের বেটা তুই —[illegible] করে কেমন হেঁটে চলতে লাগল কচ্ছপের চলনের মতন।

[illegible] চপল-[illegible] পয়সা দিলেই যা নয়, [illegible] কারিগর [illegible] এমন পারে না।

চলে এমনি প্রত্যহ। হাতে-কলমে কাজ করে ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেওয়া। প্রতি কাজেই গুরুপদ ডেপুটি। পচা বলে দিয়েছে, সেই কোন আমলে আমার সঙ্গে নেমেছিল— চুলই পাকল আর কিছু হল না। সাহেব ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরবার আগে শিখে নিয়ে যাও কিছু। ওপারে যমের বাড়ি গিয়ে খেলা দেখিও। পচা যেমন যায় না - লক্ষ্য বেশি সইবার ক্ষমতা নেই। কাছাকাছি হলে হঠাৎ কখনো গিয়ে কিছুক্ষণ দেখে চলে আসে।

একদিন গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, মক্কেলের ঘরে সাহেবকে আটকে ফেলেছে।

কখনো না। ঘরের মানুষ জেগে পড়বে, এমনধারা কাজ সাহেব কেন করতে যাবে? উত্তেজনায় পচা খাড়া হয়ে বসল : তুমি আবার যাও গুরুপদ, ভাল করে খবরাখবর আনো। সাহেবকে আটক করবে এ কখনো হয় না। হতে পারে—চ্যাংড়া বয়স তো—সেই তাদের নিয়ে একটু খেলাচ্ছে।

কিন্তু খবর সত্যি। সাহেব তার নিজের দোষে আটকা পড়েছে। নিঃসংশয় হয়ে তবেই ঘরে ঢুকেছিল। মাটিতে বিছানা—মশারি

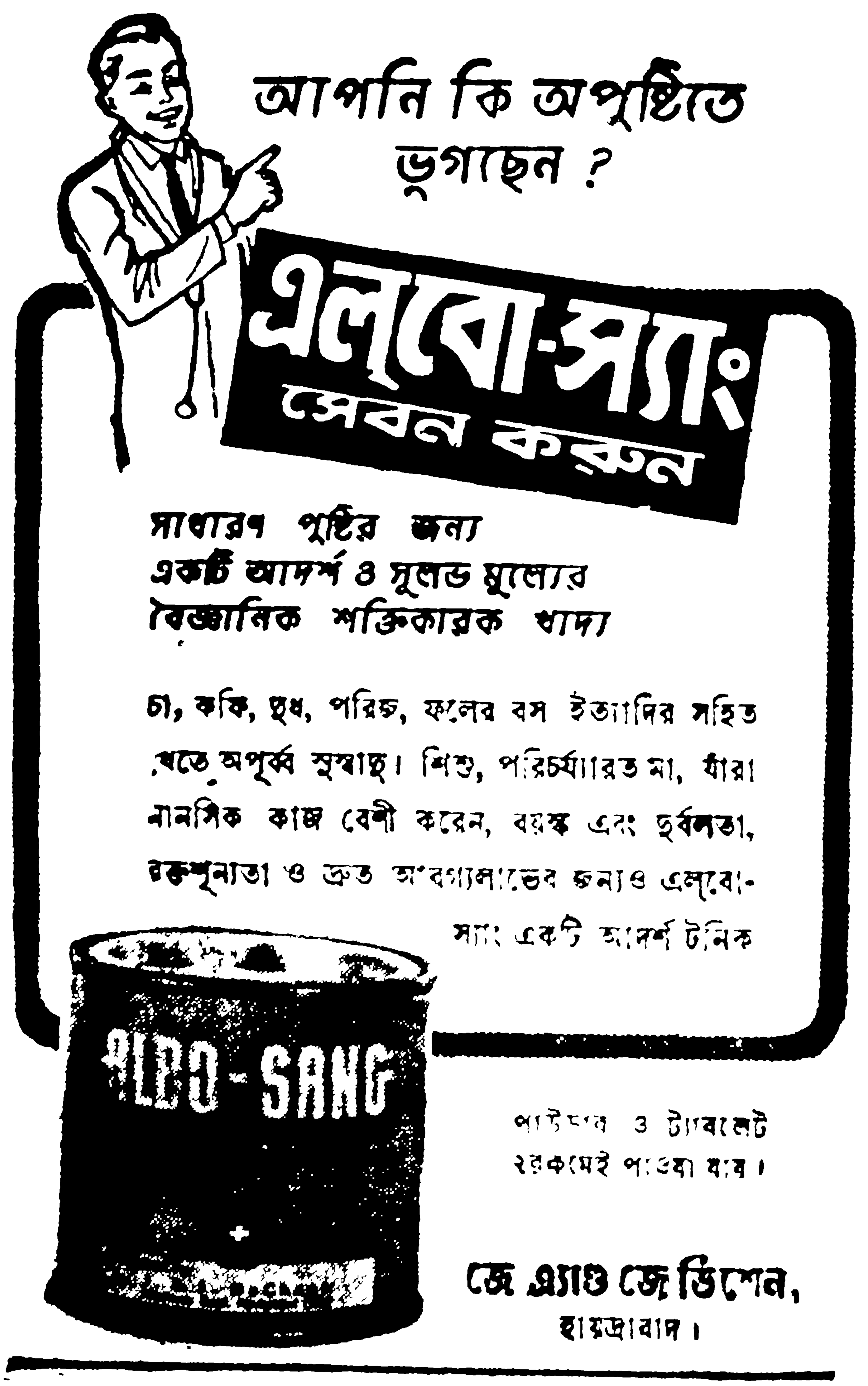

টাঙিয়ে স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। গুনুপদ খোঁজ এনেছে, দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাকে পাশুড়ির ঘরে দিয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে বউ শোয়। আজ দুপুরে পাট-বিক্রির টাকা পেয়েছে, সে টাকা ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরুতে পারেনি এখনো।

সিঁধ থেকে ঘরে উঠে সকলের আগে দরজার খিল খুলতে হয়। মুচ্ছ কটিকের সময়েও এই নিয়ম। খিল খোলা রইল এই মাত্র—দরকার হলে যাতে দরজার প্রশস্ত পথে পালাতে পারো। দরজা ভেজানোই থাকবে, বাইরের আলো এসে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। সাহেব যাচ্ছিল সেই দরজার দিকে। বাচ্চাটা গড়িয়ে কখন মশারির বাইরে এসেছে—পা পড়ল গিয়ে বাচ্চার ঘাড়ে। একবার ক্যাঁক করে উঠেই নিশ্চুপ।

কী সর্বনাশ! মুহূর্তে সাহেবের কেমন সব ওলপাট হয়ে যায়। কাজ ভুলে বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়েছে, বয়স পিছিয়ে গিয়ে সাহেবই যেন এই অজানা বাড়ির শিশু। তাকেও খুন করতে গিয়েছিল—হাত দিয়ে গলা টিপে নয়, হয়তো বা এমনি থাবা গলার উপর পা চাপিয়ে।

ধকল কাটিয়ে বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। মরেনি তবে। হুঁশ পেয়ে সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নামিয়ে রাখে। মা জেগে পড়েছে : আরে মশারির বাইরে যে খুকুমণি! পুরুষের ব্যস্ত কণ্ঠ : কাঁদে কেন, কামড়াল নাকি কিছুতে? মশারির বাইরে এসে মা বাচ্চা কোলে করে বসেছে। বাপ দেশলাই হাতড়াচ্ছে : বালিশের তলায় রেখেছিলাম যে, গেল কোথা?

একটি লহমা—যত কিছু করণীয় ঘর ভিতরে। বিছানার ওদিকটা দরজা—সাহেব যেখানে এসে পড়েছে। দরজা খুলে উঠানে লাফিয়ে পড়া যায়—তার পরেই দৌড়। কিন্তু ক'টা খিল না-জানি দরজায়, হুড়কো-ছিটকিনি আছে কিনা—এইসব করতে করতেই তো পিছন থেকে জাপটে ধরবে। পুরুষলোকটা হাত তিন-চারের মধ্যে। পেয়েও গেছে দেশলাই। বেড়ার কাছে মাটির প্রদীপ, কাঠি জেলে প্রদীপ ধরাল। সাহেব আর নেই।

সিঁধের দিকে নজর পড়ে পুরুষ চেঁচিয়ে ওঠে : চোর এসেছে রে—চোর, চোর! ভয় পেয়ে বউটাও হাউমাউ করে। বাড়ির লোকজন সব উঠে পড়ল, পাড়ার লোক ছুটোছুটি করে আসে। বিষম সোরগোল। সিঁধের মুখে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। সন্ধিসন্ধি খুঁজছে।

একজন বলে, চোর বুঝি ঘরের মধ্যে বসে আছে ধরা দেবার জন্য। সিঁধের পথে বেরিয়ে গেছে কখন। বাচ্চা নিয়ে পড়লে তোমরা—অমন অবস্থায় আর কি করবে? চোর সেই ফাঁকে পিঠটান দিয়েছে। জিনিসপত্র কি গেল দেখ এইবারে।

না, যায়নি কিছুই। ছেলের কান্নায় পালাবার দিশা পায় না, ফুরসত পেল কখন? অবোধ বাচ্চাই আজ চোর ঠেকিয়েছে। ক্ষতি লোকসান যখন হয়নি, চোরের পিছনে ছোটবার তত বেশি গরজ নেই। ছোকরারা এদিক ওদিক দেখে বেড়াচ্ছে। মাতব্বর মশায়রা দাওয়ায় চেপে বসেছেন, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, রকমারি চুরির গল্প হচ্ছে। কোন চোরের নাকি পান্তাভাত ছাড়া অন্য কিছুতে লোভ ছিল না, ভাতের লোভে রান্নাঘরে সিঁধ কেটে ঢুকত। এমনি সব গল্প।

গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ বোধকরি দাওয়ায় জড় হয়েছে, ঘরের ভিতর বউ একলা। ছেলে এক-একবার ফুঁকরে ওঠে—প্রদীপ কাছে এনে বউ ঠাহর করে করে দেখছে, দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের মধ্যে নিয়ে। কেন যে সাহেব খোকার মতন দু-হাতে তুলে নিতে গেল—দরজা খুলে অথবা সিঁধের গর্ত দিয়ে দিব্যি ঐ সময়টা বেরিয়ে যেতে পারত। যত গণ্ডগোলের মূলে কাদার মতন প্যাচপেচে বিশ্রী মনটা। মা-কালী, ভালোর জন্য সকলের দরবার—আমি কোন ছোটবেলা থেকে মন্দ হবার জন্য মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করছি, সে জিনিসেও কৃপণতা তোমার!

মশারির ভিতরে সাহেব। পুরুষ বেরিয়ে এসে প্রদীপ ধরাচ্ছে, সাহেব তখন ওধার দিয়ে টুক করে ঢুকে গেল। আত্মরক্ষার এছাড়া উপায় নেই। সারা ঘর এবং তারপরে সারা বাড়ি চোর খুঁজে বেড়াল, সেই চোর তখন নরম তোষকের বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে জামাইয়ের মতন আরাম করে পড়ে আছে। মশারিটা তুলে দেখবার কারো হুঁশ হল না।

ছেলে কোলে নিয়ে বউ—ছেলে ছাড়া আর কিছুই সে এখন দেখতে পাবে না সরে পড়বার মাহেন্দ্রক্ষণ এই। পুরুষ ফিরে এসে এটা-ওটা দিয়ে সিঁধের মুখ বন্ধ করবে দরজা দিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে শোবে। ছিলেন দেরি নয় সাহেব, দিব্যি তো খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছ এইবার—

সুবিধা আরও হল। দুধ খাইয়ে ছেলে কাঁধের উপর শুইয়ে বউ উঠে পড়ল পায়চারি করে ঘরের এদিক-ওদিক, দুপদুপ করে পিঠের উপর থাবা দিয়ে ঘুম পাড়ায় এদিকে যখন পিছন করেছে—সড়াৎ করে সিঁধের গর্তে নেমে পড়ো। ইঁদুর যেমন ঢুকে যায়, সাপ ঢোকে, শিয়াল ঢোকে মানুষ কেন পারবে না? (ক্রমশ

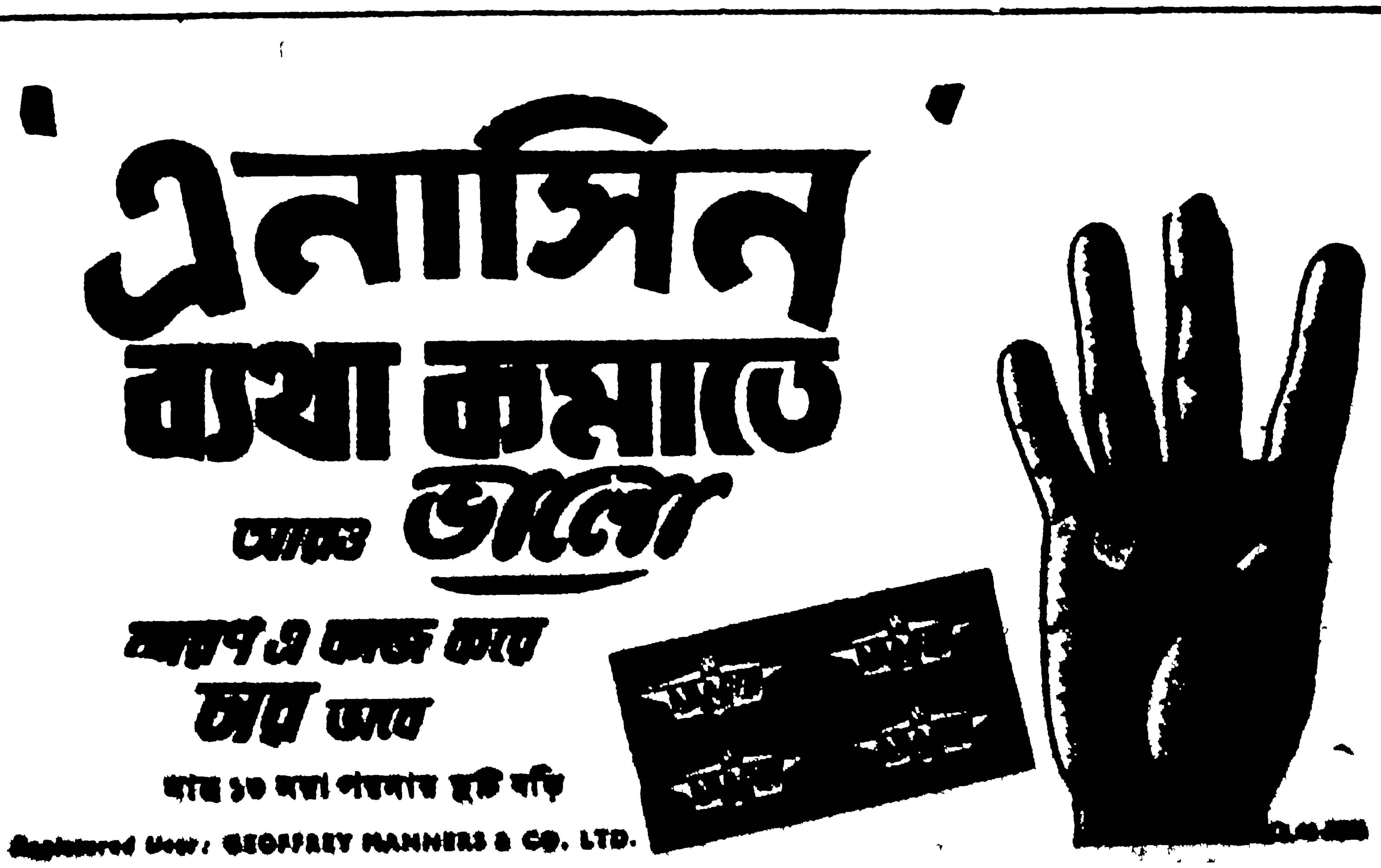

Eight new fashion-fresh colours!

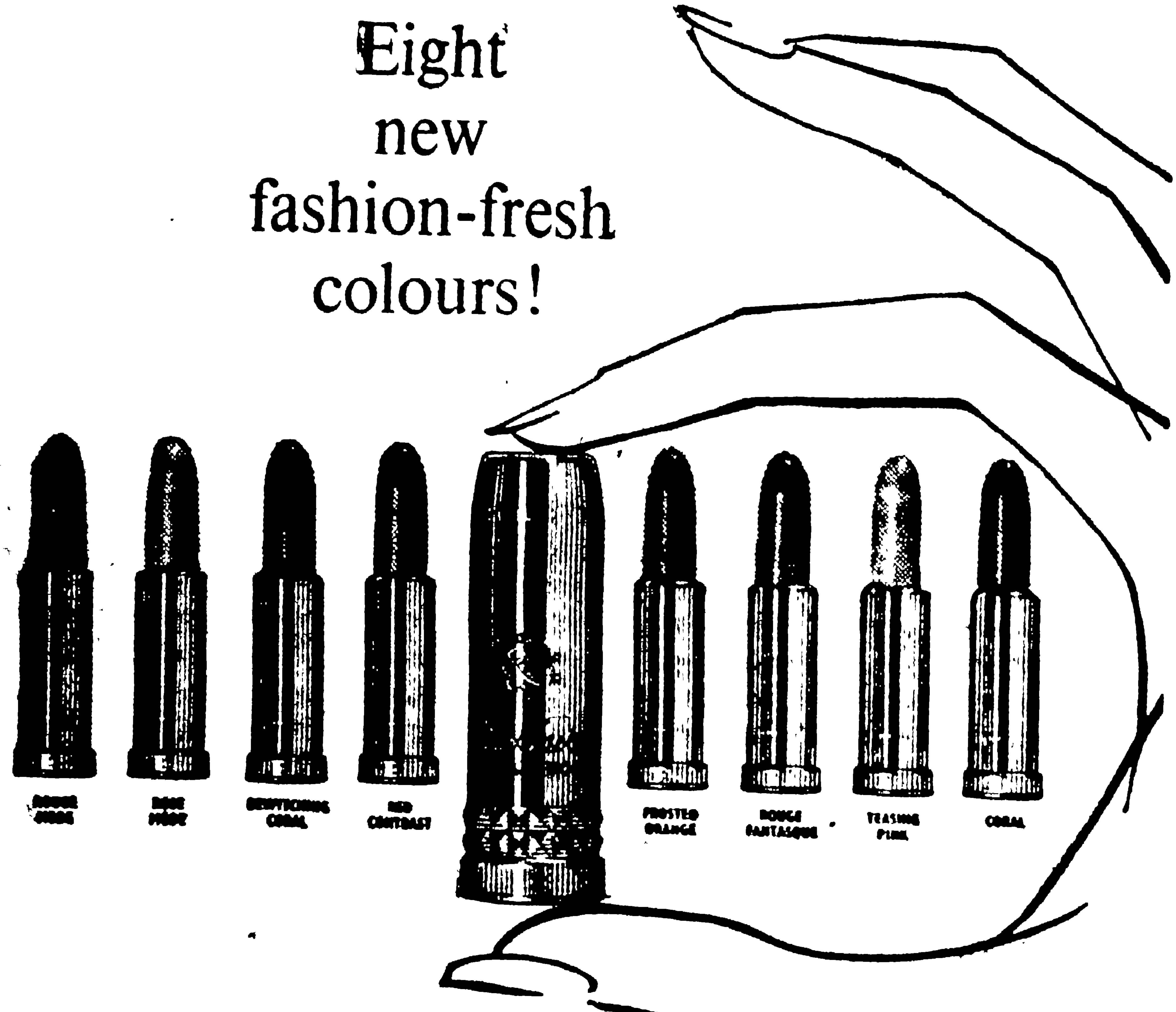

Choose your shade of creamy HI-FI lipstick from this exciting range! Luscious, light, bright colours from party pinks through golden-orange tones to brilliant clear reds.

MAX FACTOR

SOLE SELLING AGENTS: T. T. KRISHNAMACHARI & CO.

BOMBAY - CALCUTTA - DELHI - MADRAS

© 1963 Max Factor & Co. All rights reserved under International Copyright Conventions

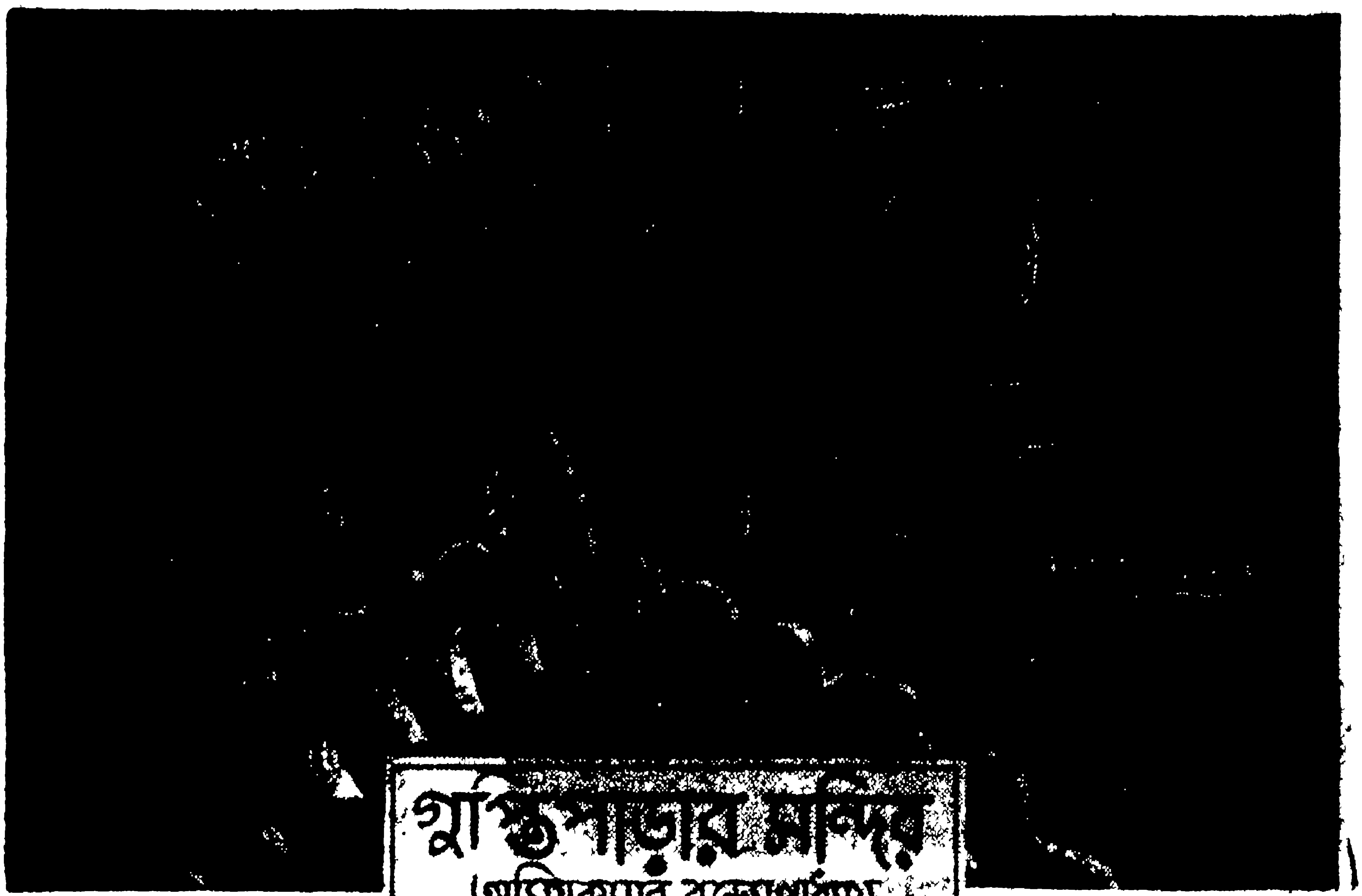

গুপ্তিপাড়ার মন্দির

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পোড়ামাটির অলংকরণ: শ্রীরামচন্দ্র মন্দির

পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির অনেকগুলি অমূল্য নিদর্শন হুগলি জেলায় ইতস্তত অনাদৃত পড়ে রয়েছে যেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালী সমাজ কিছুমাত্র অবহিত নন। অনতিবিলম্বে এই ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলির মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। হুগলি জেলার উত্তর সীমায় গুপ্তিপাড়ার মঠ নামে পরিচিত যে চারটি মন্দির আছে তাদের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রামচন্দ্রের মন্দির দুটি নানা দিক থেকেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, পোড়ামাটির নিপুণ অলংকরণে রামচন্দ্রের মন্দিরটি যে হুগলি জেলার শ্রেষ্ঠ মন্দির সে বিষয়ে বর্তমান লেখকের কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এগুলির দিকে এখন অবধি কোন যত্নশীল গবেষক বা কুশলী আলোকচিত্রশিল্পীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি। উপক্রমণিকা-জাতীয় এই প্রবন্ধ যদি কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে সেই মঙ্গল-কার্যে উৎসাহিত করে তবেই এই রচনা সার্থক হয়েছে মনে করবার কারণ ঘটে।

গুপ্তিপাড়ার চারটি দেবালয়ের মধ্যে তিনটিতেই বৈষ্ণব বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। প্রধান সর্বোচ্চ মন্দিরটিতে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা, দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণচন্দ্র ও তৃতীয়টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মূর্তি স্থাপিত আছে। চতুর্থ মন্দিরটির দেবতা শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান। বিগ্রহের অভিনবত্বে এ-মন্দিরটি পূর্ব-ভারত অঞ্চলে [illegible] ও [illegible] পোড়ামাটির অলংকরণ অপর তিনটির থেকে এতই উচ্চস্তরের যে হুগলি জেলার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তিটি সম্পর্কে প্রবন্ধের শেষের দিকে পৃথকভাবে আলোচনা করাই সমীচীন হবে।

স্থাপত্যের দিক থেকে মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত, যদিও সবক্ষেত্রে ঠিক একই প্ল্যান অনুসরণ করা হয়নি, কিছু ইতরবিশেষ আছে। এই "চালা-স্থাপত্য" বাংলাদেশে কয়েকটি প্রধান রূপ নিয়েছে। সবচেয়ে সরল যেটি—তার আকৃতি সাধারণ দো-চালা কুঁড়ে ঘরের থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। এ ধরনের "দো-চালা" স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বেশী নেই, কেননা স্থপতিদের সম্ভবত এই নিতান্ত সাদামাটা রূপটি কখনই খুব পছন্দ হয়নি। এ রীতির বিকল্প হিসাবে আর একটি শৈলী উদ্ভাবিত হয়েছে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দির। চালাঘরের আকৃতির পাশাপাশি দুটি গৃহকে একত্র সংলগ্ন ক'রে "জোড়-বাংলা" স্টাইলটির সৃষ্টি হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে নির্মিত দেবালয়ের সংখ্যা বাঁকুড়া বা হুগলি জেলায় অপ্রতুল নয়। কোন্ বিশেষ কারণে জানি না, হুগলি জেলার অধিকাংশ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এই শৈলীতে রচিত। গুপ্তিপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মন্দিরটিও এই স্থাপত্যরীতির অন্তর্গত। "চালা-স্থাপত্যের" আর দুটি বিশিষ্ট রূপ "চার-চালা" ও "আট-চালা" নির্মাণশৈলী। প্রথমটিতে চারদিকের [illegible] চাল সাধারণত এসে শেষ হয় কেন্দ্রীয় একটি চূড়ায় যেটি চতুষ্কোণ, ষটকোণ বা অষ্টকোণ ইত্যাদি হতে পারে। গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটিকে আট-কোণা শিখরবিশিষ্ট চৌচালা স্থাপত্যরীতির [illegible] করা যায়। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয়ই এই শ্রেণীর। "আট-চালা" রীতির সর্বজনবিদিত নিদর্শন কালীঘাটের মন্দির। এক্ষেত্রে পর পর দুটি চার-চালার ব্যবধানে, চতুষ্কোণ [illegible] একটি ব্যবধান থাকে

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা

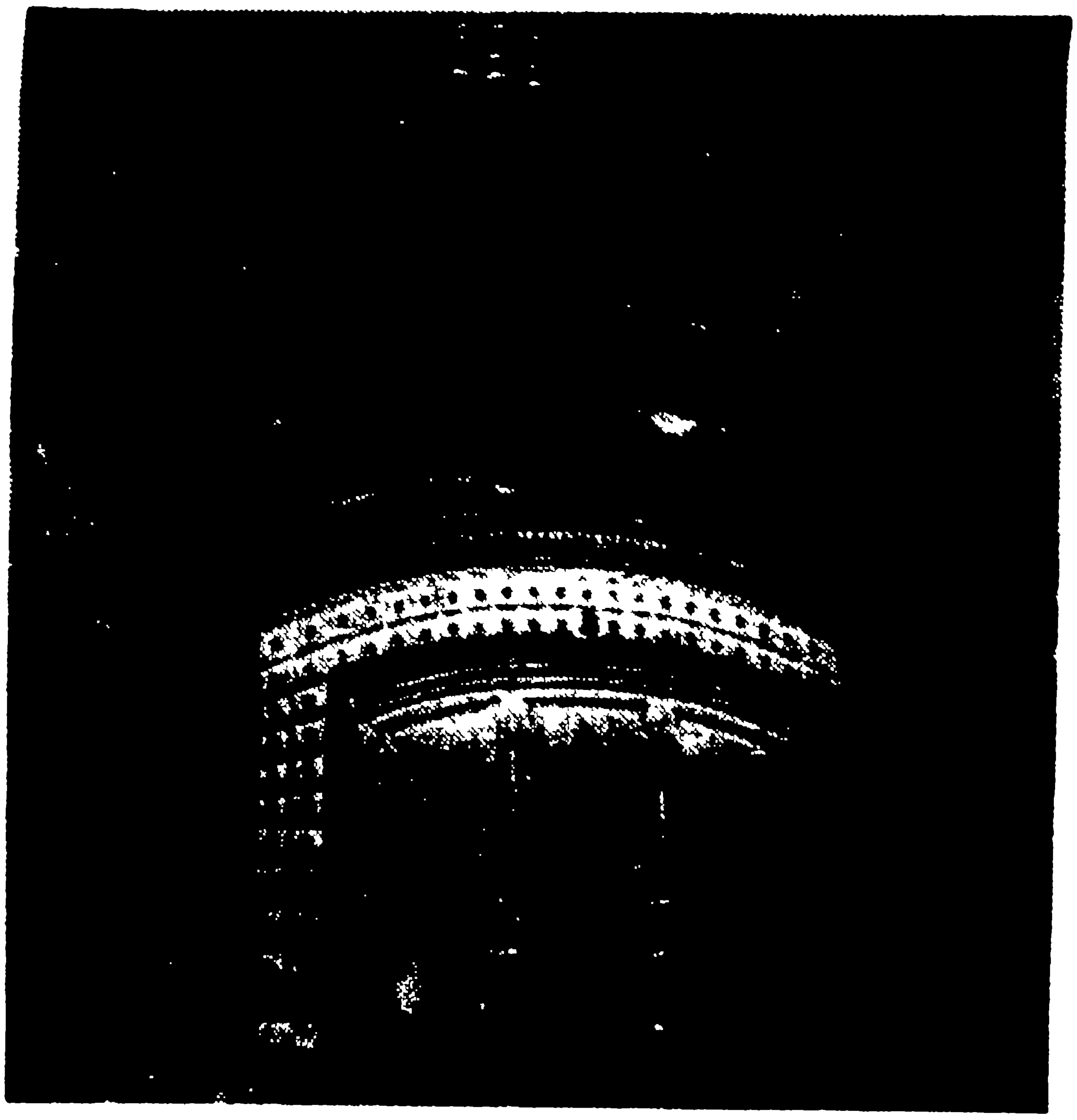

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির : গুপ্তিপাড়া

গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির সমেত পশ্চিম বাংলার অগণিত দেবালয় এই শৈলীতে রচিত।

"চালা-স্থাপত্যের" বিকাশ বিশেষ করে বাংলাদেশেই কি করে সম্ভব হল এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিৎ ফার্গুসন সাহেব বলেছেন—"The Bengalis, taking advantage of the elasticity of the bamboo, universally employ in their dwellings a carvilinear form of roof which has become so familiar to their eyes that they consider it beautiful." মনে হয়, খড়-বাঁশের তৈরি কুঁড়ে ঘরে যা শোভন, ইট-পাথরের স্থাপত্যে তার আরোপ তাঁর মনঃপূত ছিল না। কিন্তু যে কোনো অঞ্চলের স্থাপত্যশৈলী সহজবোধ্য কারণেই যে পূর্বতন নির্মাণ রীতিকে অনুসরণ করে বিকশিত হবে এ কথা তিনি জানতেন বলে পরক্ষণেই ভ্রম-সংশোধন ক'রে লিখেছেন—"Beauty depends to such an extent on association that strangers are hardly fair judges in a case of this sort."

এ বিষয়ে সেজন্য কোনো সংশয়ই নেই যে, বাংলার 'চালা-স্থাপত্য" স্থানীয় বহুল-ব্যবহৃত কুঁড়ে ঘর থেকেই উদ্ভূত এবং ইট পাথরের উপাদানেও কিছুমাত্র দৃষ্টিকটু নয়। ভারতীয় স্থপতিদের কাছে যে এই রীতিটি একদা যথেষ্ট সুদৃশ্য মনে হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুঘল আমলে বাংলাদেশের এই নিজস্ব শিল্পপদ্ধতিটি দিল্লী লাহোর ও ডিগ ভরতপুর প্রভৃতি রাজপুত অঞ্চলেও বিশেষ সমাদর ও সম্মানের স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। এই সব স্থান পরি-দর্শনের সময় অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের পক্ষে সেখানকার স্থাপত্যে দূর বাংলাদেশের প্রভাব আবিষ্কার করা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশে 'চালা স্থাপত্য" প্রচলিত হবার আর একটি কারণ আছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে—বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। একথা বলায় সেজন্য হয়তো ভুল নেই যে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে সংখ্যায় কৃষ্ণের মন্দির বেশী। এই কৃষ্ণকে বাঙালী গীতার উদ্গাতা পার্থ-সারথি-জ্ঞানে পূজা করেন না। বাঙালীর কাছে কৃষ্ণ ননীচোরা, নাড়ুগোপাল, গোপী-বল্লভ, মুরলী মনোহর। কোমল কান্ত এই রূপটিতে শ্রীকৃষ্ণ উপাসকের মমতায় বিধৃত, বাৎসল্যে সিঞ্চিত। পূজ্য ও পূজকের মধ্যে ভীতি বা বিস্ময়ের ব্যবধান নেই; দেবতা যেন একেবারে পরিবারেরই একজনে পরিণত হয়েছেন। তাঁর আহার নিদ্রার ব্যবস্থা, তাঁর সকালের মুখ-ধোওয়া থেকে রাত্রের বেশ-পরিবর্তন অবধি সব কিছুই পরিবারের নির্ভরশীল শিশুর মতো। এত ঘনিষ্ঠ, এত আপন, এত ব্যক্তিগত বিগ্রহের বাসস্থানের কথা যখন বাঙালী চিন্তা করেছে তখন নিজের কুঁড়ে ঘর থেকে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাঁকে নির্বাসিত করবার

শ্রীরামচন্দ্র মন্দির : গুপ্তিপাড়া

কল্পনায় তার মন সায় দিতে পারেনি। পরিবারভুক্ত একজনের আবাস পরিবারের আর পাঁচজনের গৃহের মতো হবে এই তো স্বাভাবিক, এই তো সহজ। অবশ্য সে গৃহ যেন কুঁড়ে ঘরের থেকে স্থায়ী হয় যাতে বংশ পরম্পরায় উপাসনার ব্যাঘাত না ঘটে। তাই, ইঁট-পাথরের উপাদান ব্যবহৃত হলেও কুঁড়ে ঘরের আদলেই এত মন্দির নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে। নমনীয় বাঁশ খড়ের পরিবর্তে কঠিন উপকরণ [illegible] ব্যবহার [illegible] বাস্তবিক প্রয়োজন [illegible] মডেলের অপরিবর্তিত [illegible] সাধন করে "চার চালা" [illegible] শৈলীর প্রবর্তন [illegible] অর্থাৎ [illegible] কুঁড়ে ঘরেরই [illegible]

কৃষ্ণ যেমন [illegible] [illegible]

[illegible]

এই কারণে [illegible] এ শৈলীটির [illegible] দেবতাদের [illegible] এ-শৈলীটি [illegible] অন্যতম প্রধান রীতি বলে স্বীকৃত।

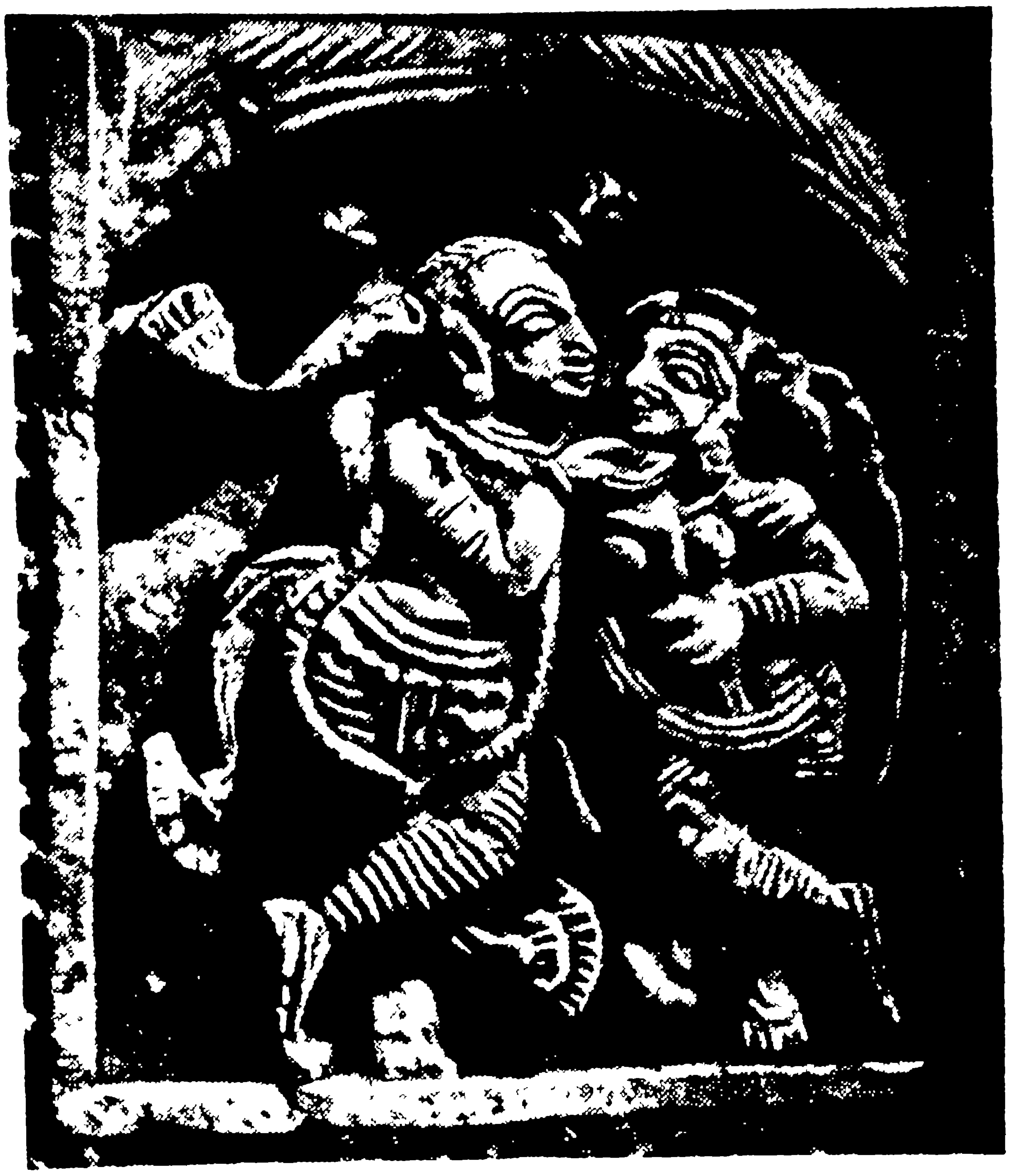

"কানু কহে রাই ...." : শ্রীরামচন্দ্র মন্দির

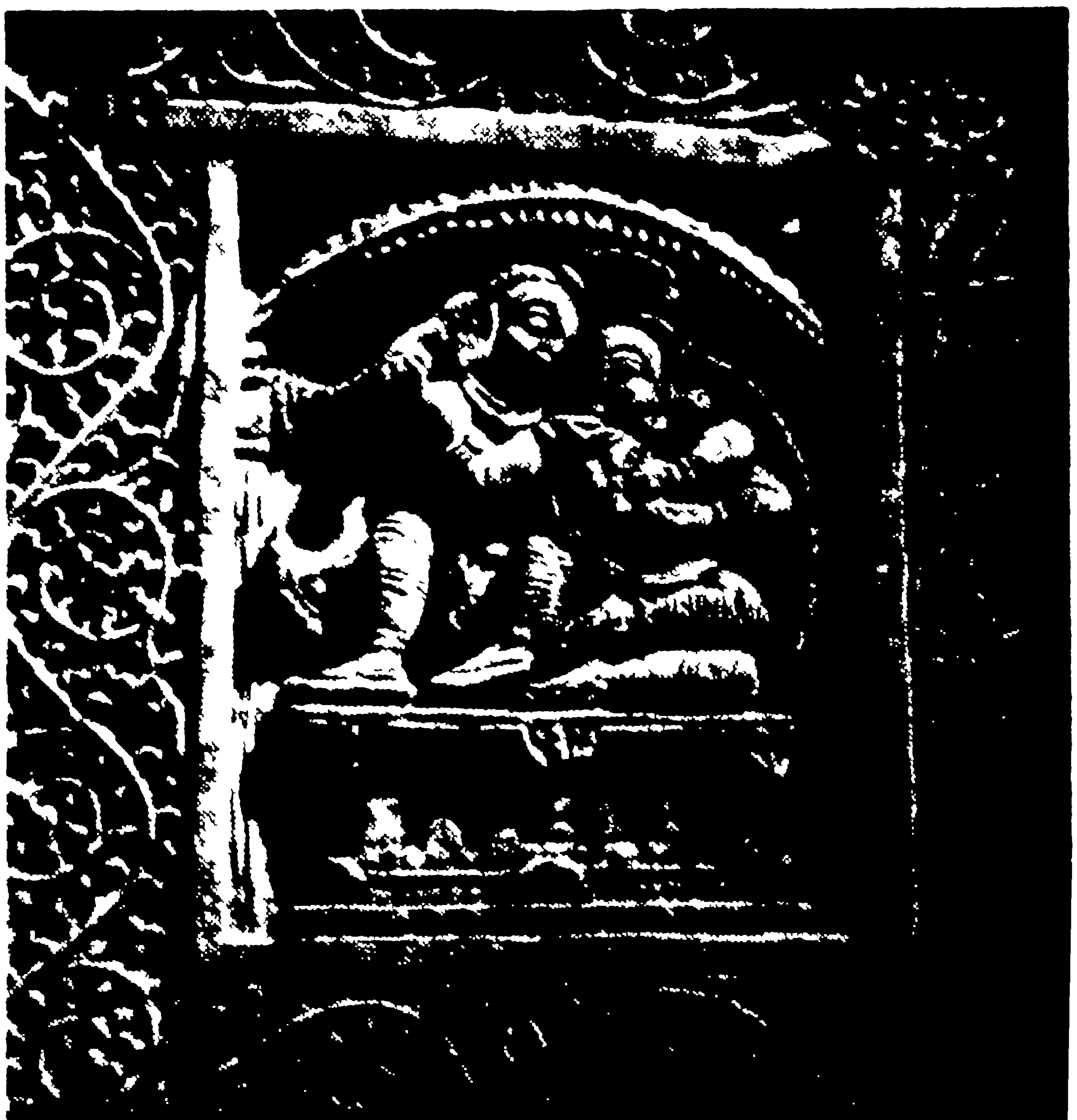

রাধাশ্যামের যুগলমূর্তি : শ্রীরামচন্দ্র মন্দির

গরুড়বাহন বিষ্ণু : [illegible]

গুপ্তিপাড়ার মঠ [illegible] স্থাপন করেছিলেন [illegible] উত্তর সন্দেহ [illegible] কোন বিবরণ এখনও [illegible] হলে, মন্দিরগুলির [illegible] ও স্থানীয় জনশ্রুতি [illegible] কথা বিষয়ে [illegible]

[illegible]

শো বছর পূর্বে সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র শান্তিপুরের এক প্রান্তে বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তিপাড়া এলাকা তখন শান্তিপুরের সংলগ্ন ছিল। ভাগীরথী এখনকার মত এই দুই জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল না। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলেই পরে নাকি এরকম হয়েছে। শান্তিপুরের সংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ট হয়ে সত্যদেব এখানেই তাঁর প্রিয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মুসলমানী আমলের ধর্ম-বিদ্বেষের যুগে হয়তো বৃন্দাবনচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কিছু [illegible] আবশ্যক ছিল। [illegible] সত্যদেবের [illegible] প্রথম [illegible] বৃন্দাবনপল্লী [illegible] ও [illegible] পরিচিত হয়েছে।

সত্যদেবের বিস্তৃত পরিচয় অজ্ঞাত। [illegible]

[illegible]

[illegible] একই সঙ্গে নেই। উঁচু প্রাচীরঘেরা এ চত্বরটির প্রবেশদ্বার এটি উন্নত ও সুপরিসর যে হাতী যাতায়াতের সুবিধার জন্যই এমনটি করতে হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকশ্রুতি। কিন্তু বাংলা দেশের [illegible]

মাটিতে যাবতীয় বিত্তশালী প্রতিষ্ঠানকে পংগু করবার জন্য যে ব্যাধ সর্বদা উদ্যত, তার হাত থেকে এ মঠটিও পরিত্রাণ পায়নি। ১৯০১ সালে রিলিজাস এনডাউমেন্ট অ্যাক্ট অনুসারে যে মামলা হয় তাতে তৎকালীন মোহন্ত আনন্দ অপসারিত হন। তারপর পরিচালনায় গাফলতি [illegible] প্রভৃতি বিষয়ে একাধিকবার [illegible] মঠের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে [illegible] মিঃ [illegible] সম্পত্তি [illegible] সমিতির হাতে মঠের কার্যভার অর্পণ [illegible]। ১৯৫৬ সালে এই সমিতির হাত থেকে মঠের অভিভাবকত্ব [illegible] হাতে [illegible] হয়। [illegible] উচ্চতর আইনে মঠের [illegible] কিন্তু মঠের শিল্প [illegible] [illegible]

[illegible]

রাবণ [illegible] যুদ্ধে [illegible]

[illegible] কীর্তিত হয় [illegible] কীর্তির ম[illegible] মান্দর্বা [illegible] বর্তমান লেখকে [illegible] প্রায় পাঁচ ফুট উ[illegible] নির্মিত পশ্চিমমু[illegible] [illegible] নবরা[illegible] [illegible] পারে [illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible] প্রায় ৫৫ ফুট উঁচু [illegible] অনেক [illegible] নয়।

মধুসূদনানন্দের সময়ের [illegible] একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। [illegible] মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে এই দেবালয়টির নির্মাণ সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সময়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের দেবোত্তর সম্পত্তির খাজনা নবাব সরকারে বাকি পড়ায় আলি-বর্দী খাঁ বৃন্দাবনচন্দ্রকে সাধারণ প্রজা-জ্ঞানে মুর্শিদাবাদে তলব করেন। নিরুপায় মধুসূদনানন্দ বৃন্দাবনচন্দ্রের একটি নকল মূর্তি প্রস্তুত করে নবাব সকাশে হাজির

কিন্তু এটির সামনের ও দাক্ষিণের দেওয়ালে এবং আট কোণা শিখরটির সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলংকরণের যে বিপুল সমাবেশ করা হয়েছে, তার তুলনা হুগলী জেলায় বিরল।

কারও কারও মতে সমস্ত [illegible] হলেও অন্তত এই দেবালয়টির নাকি প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন শেওড়াফুলির তৎকালীন বিশ্রুতকীর্তি রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে প্রতিষ্ঠাতা এবং [illegible] পুরো নাম ও প্রতিষ্ঠার সন প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরের দেওয়ালে শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করবার যে সাধারণ রীতিটি প্রচলিত ছিল হুগলী জেলার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার অনুসরণ করা হয়নি। তবে রাজা হরিশ্চন্দ্র রায়ের ধর্মীয় বদান্যতার অন্যান্য যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এমন মনে করা অসংগত হবে না যে তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও মধুসূদনানন্দের তত্ত্বাবধানে

শ্রীরামচন্দ্রের এই অপরূপ কারুকার্যখচিত মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকবে। মধুসূদনানন্দের আমলে রচিত হয়েছিল বলে এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। আশ্চর্য এই যে, দুই শতাধিক বৎসরেও পোড়ামাটির অলংকরণগুলি সামান্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় পুরা কীর্তি রক্ষণ আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তারও পূর্বে প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে মোহন্তরা যে এ-দেবালয়গুলির বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এ মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান। মূর্তিগুলি কাঠের তৈরি—যেমন বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তিও কাঠের। বাংলা দেশে রাম-সীতার মন্দির আর নেই বললেই চলে। সেদিক থেকেও এ-দেবালয়টি অভিনব। গুপ্তিপাড়া মঠের মোহন্তরা রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ে উত্তর ভারতের সাধকদের যথেষ্ট প্রভাব আছে; আগে হয়তো আরও বেশী ছিল। তাঁদেরই প্রভাবে গুপ্তিপাড়ার মতো বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রেও যে হিন্দীভাষী অঞ্চলের দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য।

মন্দিরের অলংকরণ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কথা হল পোড়ামাটির সূক্ষ্মতা, যা প্রত্যেক দর্শকের সহজেই চোখে পড়ে। দক্ষিণ দিকের [illegible] প্রবেশপথের ঠিক উপরের [illegible] "[illegible]" উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসমস্ত পরিসর জায়গাটুকুতে [illegible] ভাস্কর্যে মুকুরের একটি অনুকৃতির [illegible] গোপিনী মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা, অন্তত শ্যাম রায়, মদনমোহন ও শ্রীধরের মন্দিরে পাশি পাশি দেবদেবী, জীবজন্তু, সামাজিক ও সাময়িক "মোটিফের" ব্যবহার করে উচ্চশ্রেণী শিল্প ও মুন্সীয়ানার যে পরিচয় দিয়েছেন, গুপ্তিপাড়ায় তা অনুপস্থিত। অবশ্য গুপ্তিপাড়ায় গোপিনী মূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তি যে নেই, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু জগদ্ধাত্রী হরপার্বতী ইত্যাদির মূর্তি আছে এবং তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আছে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্যের বাহুল্য। বৈষ্ণবভাবের পোষাক যে মূর্তিটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উপবিষ্ট কৃষ্ণের প্রসারিত বাম উরুর উপরে রাধিকা আসীন ও শ্রীমতীর চিবুক কৃষ্ণকরধৃত। অনুরূপ ভঙ্গীর পাশাপাশি দণ্ডায়মান রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও আছে। কিন্তু চুলবাঁধা, পাশা খেলা, ফরাস সেবন, কন্যা সম্প্রদান, সার্কাসের দৃশ্য প্রভৃতি লোকচিত্র একটিও নেই—যদিও এ-জেলারই আনুমানিক একই সময়ে নির্মিত আটপুরের গোবিন্দ জীউর মন্দিরটিতে এ-জাতীয় সামাজিক চিত্রের প্রতিলিপি যথেষ্ট রয়েছে; বিষ্ণুপুরের তো কথাই নেই।

এ-মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব, প্রবেশ-খিলানের ভিতরেই যে বারান্দা, তার দেওয়ালগুলিও পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত, যেমন আছে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দিরে। এই উৎকৃষ্ট কারুকীর্তিগুলিকে না জানি কোন্ অর্বাচীন গোলাপী রঙের প্রলেপে আবৃত করে প্রায় নষ্ট করেছে। মন্দিরের বাইরের দক্ষিণের দেওয়ালেও এই একই ভ্রান্তি প্রকট।

কারিগরির মুনশীয়ানায় বা চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির মতো সম্পদশালী না হলেও গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি পরিচ্ছন্ন পোড়ামাটির সজ্জার জন্য অনায়াসেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ "টেরাকোটা" মন্দির বলে পরিগণিত হতে পারে।

চৈতন্যদেবের সময়ে বা তাঁর অব্যবহিত পরে অগ্রসর শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপ শান্তিপুরের বা গুপ্তিপাড়ার যে কৌলীন্য, যে গৌরব ছিল, আজ তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা থেকে পিছিয়ে পড়া এই মন্দিরগুলি বাঙালীর ঐতিহ্যের যে-ধারাটি এখনও প্রবহমান রেখেছে, কদাচিৎ-আগত দর্শকের মনে তা স্মৃতিবেদনারই উদ্রেক করে। তবুও অনুমান করি, গুপ্তিপাড়ার এই মঠ বাঙালীমাত্রেরই দ্রষ্টব্য। অন্তত ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান বা ডায়মণ্ডহারবার দর্শনের থেকে যে বেশি দ্রষ্টব্য, তাতে সভয়ে বলি, বর্তমান লেখকের কোনো সন্দেহ নেই।

[হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে হাওড়া থেকে গুপ্তিপাড়া স্টেশনের দূরত্ব আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল। স্টেশনে সাইকেল রিক্শার অভাব নেই। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড ধরে পাণ্ডুয়া অবধি এসে ডানহাতি পাণ্ডুয়া-কালনা সড়কে ন' মাইল দূরে ইণ্ড্রো হয়ে বরাবর পীচঢালা পথেও কলকাতা থেকে গুপ্তিপাড়ায় আসা যায়।]

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯]
উভয় গ্রন্থেই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক
সম্পাদক ও গ্রন্থকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় গ্রন্থাবলীই [illegible] একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত ও পুঁথিসম্মত পাঠ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভূমিকা সংযোজিত। [৯]

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন:
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

স্বর্ণ ও রসায়ন যুক্ত অদ্বিতীয় সালসা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ, কলিকাতা-৬

টাটার শ্যাম্পু আপনার
চুলের গোছা পরিষ্কার
সাফ করে দেয় !
Tata's
Shampoo
FOR LUSTROUS HAIR
MADE FROM
PURE COCONUT OIL
কেন ?
টাটার শ্যাম্পু আপনার চুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরী ··· অতি সহজেই চটপট পরিষ্কার করে দেয় ।
সেইজন্যেই আধুনিকা মহিলারা সবসময়েই টাটার শ্যাম্পু ব্যবহার করেন । এর প্রচুর ফেনায় ময়লা ধুয়ে যায় — আর আবার ধোওয়া অবধি এক অপরূপ গন্ধে আপনার চুলকে সুগন্ধিত রাখে ।
টাটার
শ্যাম্পু
চুলকে আরও পরিষ্কার, আরও নরম, আরও চকচকে ও সুবাসিত রাখবার জন্য
টাটা-উৎপাদন

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেও চীন আমাদের এতটুকুও নিশ্চিত করেনি, কারণ তাদের ছলনাপূর্ণ ব্যবহার। কলম্বো প্রস্তাব সম্বন্ধে তাদের কোন গরজই দেখা যাচ্ছে না অথচ পণ্ডিত নেহেরু চীনা প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, কলম্বো প্রস্তাব ভারত বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে আর সেইভাবে চীন মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ভারত কথাবার্তা বা আলোচনার পর্যায়ে যেতে পারে না। কলম্বো প্রস্তাবের নাকি ব্যাখ্যায় বিভ্রাট ঘটেছে। চীনা কূটনীতির চালই অদ্ভুত। তার উপর আবার চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ চলেছে। তারা আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়বেন কি করে? "ভারত যদি আমাদের প্ররোচিত করে তবে আর আমরা তার উত্তর দেওয়া ছাড়া কি করতেই বা পারি?" একেবারে নিরুপায় ভালোমানুষির সুর! ঠিক এমনি সুরেই ২০শে অক্টোবরের আগে লালচীনের কমিউনিস্ট শাসকরা কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। কাজেই সেইভাবেই একটা আকস্মিক আক্রমণ যদি আসে তবে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

এদিকে চীনা সৈন্যসমাবেশের খবর, তাদের সড়ক তৈরির খবর, ভারবাহী পশুসংগ্রহের খবর সব সময়ে আসছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে এক চুক্তিতে পাকিস্তান কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত ভারতের কাশ্মীর এলাকার ২০০০ বর্গমাইল স্থান চীনকে দান করা হয়েছে (অবশ্য এই এলাকার সম্বন্ধে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মীমাংসা হয়নি)। এই এলাকাতেও বিপুল চীনাবাহিনী সমাবেশ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিব্বতে বিমানঘাঁটি হচ্ছে। দলে দলে তিব্বতীদের চীনারা তাদের সহায়তার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক সমস্ত সংবাদই আমাদের সংশয়কে দৃঢ়তর করে তুলছে। প্রয়োজন ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির। সামরিক প্রস্তুতি তো আছেই, আর অসামরিক দেশরক্ষাও আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে দেশের জনসাধারণ সংকটে অচল, বিপদে ধৈর্যশীল সে দেশকে শত্রুও সম্মানের চোখে দেখে, অগ্রসরের প্রতি পদক্ষেপ তাদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রতি W V S-এর এক কর্মীসমাবেশে পশ্চিম বাংলার অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা পি কে সেন অসামরিক প্রতিরক্ষায় মেয়েদের উৎসাহের বিশেষ প্রশংসা করেন। বিপদে দায়িত্বও মেয়েদের যেমন অনেক, সে দায়িত্ব প্রতিপালনের নিষ্ঠা ও আগ্রহ তেমনি যথেষ্ট। ২৬শে মাঘ রবিবারের দেশে আমরা W V S-এর প্রশংসনীয় কার্যাবলীর কথা আলোচনা করেছি। অসামরিক প্রতিরক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ এদের নবতম প্রচেষ্টা। ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোডে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। সপ্তাহে দুদিন করে শিক্ষা দেওয়া হবে। এক একটি শিক্ষার্থী দলের শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ সপ্তাহ বা দশ দিনের ক্লাস। প্রত্যেক দলে ২০টি মহিলা থাকবেন। শিক্ষাদান ব্যবস্থা সপ্তাহে ৬ দিনই থাকবে। আপন আপন সময় ও সুযোগ অনুসারে শিক্ষার্থী মহিলারা দিন বেছে নিতে পারবেন। শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শুশ্রূষা, অল্পবিস্তর অগ্নিনির্বাপণে সাহায্য করা ইত্যাদি শিক্ষার্থী মাত্রকেই আয়ত্ত করতে হবে। তারপর যার যেমন ক্ষমতা বা সুবিধা সেই অনুসারে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং-এর শেষ পরীক্ষা হচ্ছে কার্যকরী অভ্যাস বা বিমান আক্রমণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির অনুকরণ অনুষ্ঠান করে প্র্যাকটিস করা। শিক্ষান্তে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে দেশের সঙ্কটে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন।

অসামরিক প্রতিরক্ষায় গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে W V S একটি সুন্দর পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকাটি যদিও তাঁদের সভ্য ও কর্মীদের জন্যই, কিন্তু এই পুস্তিকায় এমন অনেক তথ্য আছে যা প্রত্যেক গৃহিণীর জানা প্রয়োজন। সঙ্কটকালে প্রত্যেক ঘরণীর অবশ্য জ্ঞাতব্য কি?

১। এয়ার রেড শেল্টার বা বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় কোথায় নেওয়া যেতে পারে,

২। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নিকটতম 'পোস্ট'টি কোথায়,

৩। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর, সহজ রাস্তা ইত্যাদি,

৪। অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস-এর সাহায্য কি করে পাওয়া যেতে পারে,

৫। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ কি করে করতে হবে,

৬। অগ্নিকাণ্ড হলে সাহায্যের জন্য কি সঙ্কেত ব্যবস্থা আছে,

৭। কাছাকাছি জলের আধার, পুকুর ইত্যাদির খবর,

৮। হাসপাতাল কোথায়,

৯। পুলিস থানা কতদূরে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর শ্রী পি কে সেন W V S-এর কর্মীসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন

হাতের কাছে পাওয়া যায় এভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত রাখবেন

১। বালতি ও টিনভর্তি জল

২। কিছু বালি,

৩। জল দেবার নল ও পাম্প

৪। পানীয় জল,

৫। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স,

৬। কাচের দরজা জানলা সম্ভব হলে সরিয়ে ফেলবেন আর না হলে কাগজের টুকরো বা কাপড়ের টুকরো কাচের গায়ে আটকে রাখবেন যাতে যদি কাচ ভাঙে তবে ছোট টুকরো এদিক ওদিক ছড়িয়ে না পড়ে.

৭। ব্ল্যাক আউট যদি হয় তবে ভালভাবে সেটা পালন করা দরকার,

৮। বাইরে কি ঘটছে তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সঙ্কটকে বিশেষ বিপজ্জনক করে তোলে।

এরপর গৃহিণীরা দেখবেন যাতে যে পাড়ায়, মহল্লায় বা ফ্ল্যাট বাড়িতে বাস করেন তার মধ্যে যতটা সম্ভব সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকা যায়। একত্র হয়ে পরিকল্পনা করে নেবেন নিশ্চিন্ত হতে পারবেন কি কি করতে হবে। যদি কোনো দুর্ঘটনার ভয় থাকে তবে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা আগে থেকে রাখবেন। আশ্রয়ে কম্বল মাদুর, গরম জলের বোতল ও ব্যাগ খাবার জল, টর্চ লেখাপড়ার বই কাগজ ছোট ছেলেদের জন্য খেলনা, তুলো সব জোগাড় করে রাখবেন। ছোট ছেলে-মেয়ের মা তাদের অন্তত একবার করে খাবার বন্দোবস্ত হাতের কাছে রাখবেন। এর উপরেও সম্ভব হলে গরম পানীয় যেমন চা, কফি ইত্যাদি ও শুকনো খাবার রাখলে ভাল হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গেছে আগুনে প্রায় শতকরা আশী ভাগ জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। এজন্যই যেভাবেই আগুন লাগুক না কেন তারজন্য সবরকম প্রতিকারের প্রস্তুতি রাখা দরকার। কাপড়ে আগুন ধরলে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিলে অনেক সময় আগুন নিবে যায়। এ ছাড়া কম্বল, বালি জল দিয়ে আগুন নিবানো যায়। অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা হলে যা সহজে জ্বলে ওঠে এমন জিনিস সরিয়ে ফেলবেন। কোথাও গায়ে আগুন লাগলে প্রথম উপায় খুঁজে দেখা দরকার কেউ আটকে আছে কিনা। আগুনের নির্বাপণে সাহস দরকার সত্য কিন্তু সে সাহসের সঙ্গে নিজের সাবধানতাও ভাবতে হয় ও যতটা সম্ভব সাবধানভাবে চলতে হয়। W. V. S-এর এই পুস্তিকাটির মূল ভিত্তি গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের W. V. S কর্মীদের অভিজ্ঞতা। আমাদের হয়তো আজ প্রয়োজন হয় নি কিন্তু যে কোনও দিন প্রয়োজন হতে পারে, এজন্য এ অভিজ্ঞতার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য W. V. S. ধন্যবাদার্হ।

অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে হোমগার্ড বা গৃহরক্ষী দলেও মেয়েদের অংশ গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহরক্ষী দল পুলিসের বিকল্প নয় পুলিসের সাহায্যকারী। দেশের জরুরী অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার, জনসাধারণের নিরাপত্তা নির্দেশনায় পুলিস হয়তো লোকবলের অভাব বোধ করে। সেই অভাব পূরণকল্পে হোমগার্ডের সংগঠন। হোমগার্ড দলে ১০০টি মেয়েকে নেবার পরিকল্পনা আছে। ২২।২৩ থেকে ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের যে কোন সুস্থ মহিলা যিনি কিছু লেখাপড়া জানেন তিনিই গৃহরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবার উপযুক্ত। আপাতত প্রথম শিক্ষার্থী দলের জন্য ২৫টি মেয়েকে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২০টির শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এল। মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার চেয়ে স্বল্পমেয়াদী কারণ ছেলেদের অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় যা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এক একটি গৃহরক্ষী মেয়ে বহু দায়িত্ব বহন করতে পারেন। অহেতুক আতঙ্ক থেকে শুরু করে মুনাফাবাজি পর্যন্ত সবরকম সামাজিক বিপর্যয় আছে সবক্ষেত্রেই সমান সাহায্য করতে পারেন গৃহরক্ষী মেয়ে। গৃহরক্ষী দলের কর্তৃপক্ষ চাই যাতে এক একটি গৃহরক্ষী সেল এবং একটি পুলিস স্টেশন। যে বিপদই হোক যথাসম্ভব চেষ্টা করবে সাহায্য করতে। কারণ সে শিক্ষা পেয়েছে কি করে সাহায্য করতে হয়। অপরাধীদের আইন কানুন পর্যন্ত গৃহরক্ষীদের জানতে হয় কারণ বহুক্ষেত্রে আইন বাঁচিয়ে কাজ করারও প্রয়োজন হয়। আজকের সঙ্কটে শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংশয় আশঙ্কা দেশের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। হয়তো বা এজন্য পুলিসকে নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে হতে পারে। হোমগার্ড তখন এগিয়ে আসবে—বন্যা হোক, ঝড়বৃষ্টি হোক, বাড়িঘর ধসে পড়ুক—সব কিছুর জন্যই সে নির্ভীক, অবিচলিত নিষ্ঠায় কর্তব্য করে যেতে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ অবৈতনিক হোমগার্ডবাহিনী সমাজসেবা ও স্বদেশ প্রেমের প্রতীক।

বিশ্বচিত্রা

করোটির তৈরি পেয়ালা

লস এঞ্জেলেসে [illegible] মেয়েদের [illegible] স্বামীদের [illegible] পান করে। [illegible] সালেও একটা ফ্যাশন ছিল। [illegible] সেন্ট জুলেস পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দামের নিরেট সোনার তৈরি শিলপাত্রে সুরাপান করতেন।

এর চেয়েও উদ্ভট পানপাত্র ব্যবহার করতেন কবি বায়রন—মানুষের মাথার করোটি। তার গায়ে তিনি একটি কবিতা লিখে রেখেছিলেন: 'চমকে যেও না ভেবো না আমার আত্মা পালিয়ে গেছে [illegible] থেকে পান করার জন্য সমালোচনার উদ্ভব এটাকে তিনি একটা [illegible] প্রথা [illegible] অভিহিত করতেন।

সংবাদ [illegible] মিডলটনের [illegible] বাকে একটি [illegible] দেওয়া হয়। [illegible] একটা [illegible]

[illegible] স্মরণ করতে।

অভিনব উপায়ে সিগারেট ছাড়ানো

[illegible] ছাড়াবার জন্য সে [illegible] সিদ্ধান্ত করে।

তার স্বামী সিগারেট ধরালেই একটা [illegible] আধ ক্রাউন (প্রায় ২ টাকা দশ [illegible]) সে ড্রেনে ফেলে দেয়। সিগারেটের [illegible] চুরুট ধরালে তার দরুণ এক ক্রাউন ফেলে দেয়।

ছ' মাসে সেই মহিলা ঐভাবে [illegible] বত্রিশ টাকা সাঁয়ত্রিশ নয়া পয়সা পরিমাণ অর্থ ড্রেনে নিক্ষেপ করে। ওদের নিজেদেরই কাজে যে টাকাটা লাগতে পারতো তার এই

[illegible] স্বামীর হুকুম এনে দেয় এবং চিরকালের জন্যে সে ধূমপান ত্যাগ করে।

শিকাগোর এক রাজমিস্ত্রীর স্ত্রী তার স্বামীর ধূমপান অভ্যাস ছাড়ানোয় ভিন্নতর উপায় অবলম্বন করে।

প্রাতঃভোজনের সময়ে প্লেটে ডিম ও [illegible] বদলে এগিয়ে দিত সিগারেটের [illegible] নিয়ে [illegible] বাক্স ভরে দিত সিগারেট।

[illegible] হয়ে সন্ধ্যায় অফিস থেকে [illegible] স্ত্রী [illegible] সিগারেট [illegible]

[illegible] স্ত্রীর [illegible] তাতে স্ত্রীর [illegible] না পেয়ে শেষে ধূমপান [illegible] করতে বাধ্য হয়।

ধর্মঘটের বয়স পাঁচ হাজার বছর

[illegible] জন্য শ্রমিক নিযুক্ত হওয়া থেকেই ধর্মঘটের সূত্রপাত। প্রথম ধর্মঘটের যে রেকর্ড এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার অংশগ্রহণকারি ছিল খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে পিরামিড তৈরির সময় মিসরীয় শ্রমিকরা। খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ রসুন না দেওয়ার জন্য ওরা কাজ বন্ধ করে দেয়।

ওল্ড টেস্টামেন্টের এক বিবরণে পাওয়া যায় ইস্রায়েলের অধিবাসীরা ইট তৈরির কাজে [illegible] সরবরাহ করার জন্য [illegible] মিসরীয় প্রভুদের সঙ্গে অসহযোগ করে।

আইনস্টাইন

জীবন-জিজ্ঞাসা

[illegible] শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

[illegible] অভিমত [illegible] সংকলনে। [illegible] সম্বন্ধে যে পুস্তক [illegible] উপাখ্যানের [illegible] এক মহাজ্ঞানীর চিন্তাধারার [illegible]

দাম : আট টাকা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা-১২

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান মিউজিয়মে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর বৃহত্তম দ্রষ্টব্য ছিল ৯২ ফিট লম্বা চার টন ওজনের অতিকায় তিমির এই মডেল। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম অন্যান্য বহু জীবজন্তুর মডেলও এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হয়

খৃষ্টপূর্ব ৩০৯ সনে রোমে জুপিটারের মন্দিরের বংশীবাদক অর্কেস্ট্রা দল মন্দিরের অভ্যন্তরে তাদের খাওয়া বন্ধ করার আইনের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। সপ্তাহ কতক পরে রোমের সেনেট আইনটি প্রত্যাহার করে।

চীনে ক্যান্টনের ঘাতকরা একবার মাথা পিছু সাড়ে তিন টাকা বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে।

আধুনিক রীতিতে প্রথম ধর্মঘট হয় বৃটেনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন সালিসবেরি ক্যাথেড্রাল তৈরির সময় পাথর মিস্ত্রিরা সপ্তাহে আট আনা মজুরির চেয়ে বেশীর দাবিতে কাজ বন্ধ করে দেয়। সপ্তাহ কতক ধর্মঘট চলার পর সপ্তাহে দেড় আনা মজুরি বাড়িয়ে দিতে ওরা কাজে যোগদান করে।

রাজদ্রোহাত্মক হোক বা না হোক ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে বৃটিশ পার্লামেন্ট আইন করে শ্রমিকদের একজোট হওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু ১৮৭১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনসিদ্ধ বলে হয় এবং শ্রমিকদের হাতে ধর্মঘট একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে ওঠে।

১৯৩৬ সালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ধর্মঘট [illegible] কিছু নেই। [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেয় :

"ধর্মঘট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ধর্মঘটই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

নিউ ইয়র্কের ডিস-পরিষ্কারকারিরা আরো সাবানের জন্য একবার ধর্মঘট করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের এক রাজ্যের দমকলের কর্মীরা আগুন নিভানোর কাজে নিযুক্ত থাকাকালে গরম স্যুপের দাবিতে ধর্মঘট করে।

মাদ্রিদের ট্যাক্সীওয়ালারা ভাড়া বৃদ্ধির অধিকারের দাবিতে ধর্মঘট ঘোষণার পর সম-ব্যবসায়ী সকলের সহযোগিতা প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য রাস্তাগুলিতে পেরেক ছড়িয়ে দেয়।

সিসিলির অন্তর্গত পালেরমোর ঝাড়ুদাররা বর্ধিত হারে বেতনের দাবিতে ধর্মঘট ঘোষণার পর প্রথম দিনেই তারা আগের দিন তুলে নিয়ে যাওয়া জঞ্জাল এনে ডাস্টবিন ভর্তি করে দেয়।

সুন্দরেও বিপদ ঘটায়

চমৎকার দেখতে একটি ফুলকে অগ্নি-নিক্ষেপক এবং ডিনামাইটের সাহায্যে ধ্বংস করার ব্যবস্থা হয়েছে। ফুলটি হচ্ছে কচুরিপানা যা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও সুদানে জলপথ প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত করে তুলেছে। উদ্ভিদটি এত দ্রুত এবং এমন ঘন হয়ে জন্মায় যে অল্পদিনেই হ্রদ, নদী খাল ছেয়ে যায়। এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য সামুদ্রিক গাভীকেও কাজে লাগানো হয়েছে যারা প্রত্যেকে দিনে একশ পাউণ্ড কাব খেয়ে ফেলতে পারে। এই উদ্ভিদের নীল-বেগুনী রঙের ফুল জলের উপরে অত্যন্ত ঘন হয়ে ছেয়ে যায়।

১৮৮৮ সালে এর অপরূপ [illegible] [illegible] নদী থেকে কয়েকটি এনে নিউ অর্লিন্সে প্রদর্শিত হলে পর্যটকরা এর সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। কিন্তু বছর তিনেক পরে ফ্লোরিডার সেণ্ট জন নদীতে এই উদ্ভিদের জন্য তিনটি স্টিমারের পথ রুদ্ধ হলে সেখানকার লোকে এর নাম দেয়—"ঘাতক ফুল" "শয়তানের লতা" এবং "সুন্দর ফাঁস"।

[illegible] কোস্টে অবিরাম [illegible] [illegible] ব্যবস্থা হয়েছে। কচুরিপানাকে [illegible] [illegible] করতে নিয়মিত মস্ত [illegible] হয়েছে কিন্তু নতুন ফুল গজিয়ে ওঠার বিরাম নেই। [illegible] [illegible] জলযানগুলি [illegible] যাবার জন্য আমেরিকার অনেক নদীতে জাহাজ টানা শক্তিশালী বাষ্পীয় পোত ব্যবহার করতে হয়। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে এক লুইসিয়ানাতেই কচুরিপানার দরুণ বছরে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

এর দ্বারা বিপুল সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, জলাধার এবং জলপ্রণালী বুজে গিয়েছে। কোটি কোটি মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে এবং পোস্ত ও কাঠের শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কতক কচুরিপানার শিকড় তিন ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিকড় আট ফিট দীর্ঘও হয়।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন !
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮০৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকজল, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আস্থাজনক সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
[illegible] ৮'৫০ [illegible]
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
(হেড অফিস - [illegible])

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ উনিশ ॥

উটের গ্রীবার মত সরু একফালি যোজক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র টিমটিম করে রক্ষা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রখানি টেনে এনে একবার মনোযোগ দিয়ে এই যোজকটির অবস্থান লক্ষ্য করুন। এই অংশটিই সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাতে এসেছে। এই অংশটুকুই পশ্চিম দিনাজপুরের নবগঠিত ইসলামপুর মহকুমা।

অনেকে অবাক হয়ে ভাবতে পারেন নেফা লাদক [illegible] নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল নেপাল ভুটান, সিকিম পরিক্রমা করে তা আবার পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে ফিরে এল কেন?

এই প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্যই, আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের মানচিত্রটি ভাল করে একবার দেখুন। এই যোজকটির দক্ষিণে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তরে দার্জিলিং জেলা, [illegible] পাকিস্তান, [illegible] দিনাজপুর ও রংপুর [illegible] শিলিগুড়ি মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি [illegible] পশ্চিমে [illegible] নেপালের [illegible] পশ্চিমে [illegible] পাকিস্তানের সীমান্ত [illegible] আর নেপাল শিলিগুড়ি [illegible] প্রবাহিত হয়েছে মেচি নদী [illegible] সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের দিনাজপুর [illegible] তেঁতুলিয়া থেকে মেচি নদীর তীরবর্তী নেপালের মেবাং জেলার মহকুমা [illegible] ১৪ মাইল। মাত্র [illegible] মাইল। [illegible] আর শিলিগুড়ির মধ্যে [illegible] স্টেশনটি এই সংকীর্ণতম ভূখণ্ডে অবস্থিত।

আর এই ১৪ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ এবং মোটরপথ অর্থাৎ জাতীয় সড়ক। আসাম ও উত্তরবঙ্গের যাবতীয় সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহ একমাত্র এই পথের উপরই নির্ভরশীল। প্রতিবেশী যদি বৈরী হয়ে ওঠে, শত্রুতা সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে, কিম্বা কমুনিস্ট চীনের ভারতীয় বন্ধুরা অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে যদি লিপ্ত হয়ে ওঠে তবে তারা সর্বাগ্রে উটের এই ক্ষীণ গ্রীবাটি ছিন্ন করে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সঙ্গে বাকি ভারতের সংযোগ নষ্ট করে দিতে পারে বলে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা আশঙ্কা করেন।

শ্রীনেহরুর মত শান্তিবাদী লোকও এখন মনে করছেন, চীন আবার ভারত আক্রমণ করতে পারে। সামরিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার ব্যাপকতর হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইসলামপুর-শিলিগুড়ি এই যোজকটিই যে উত্তরবঙ্গ ও আসাম তথা সমগ্র ভারতেরই "জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি" সে বিষয়ে আমার অন্তত কোন সন্দেহই নেই। এই 'লাইফ লাইন'টির সুরক্ষা সম্পর্কে সরকারী কি বেসরকারী সামরিক কি বেসামরিক সকল স্তরেই তীব্র সচেতনতা এবং কঠোর সতর্কতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহেলার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটি সব সময় মনে রাখা দরকার।

সম্প্রতি এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষকেরা যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। বর্তমানে চীন নেপাল এবং পাকিস্তানে খাতিরের যে ত্রিভুজ রচিত হয়েছে, তা ভারতের ভাগ্যাকাশে অশুভ মেঘের গভীর ছায়া ফেলেছে। নেপালের যোগাগোপায় নির্মিত সর্বাধুনিক বিমান-ক্ষেত্রটির সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ বলেই বিবেচিত হয়েছে। এবং এই বিমান-ক্ষেত্রটি সম্পর্কে চীন যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে। ২৪শে মার্চ ১৯৬৩ থেকে ঢাকা কাঠমাণ্ডু বিমান পথে যাত্রী যাতায়াত শুরু হয়েছে। পাকিস্তান এবং নেপালের মধ্যে টেলি-সংযোগ স্থাপনের জন্য অফিসিয়াল স্তরে প্রথম পর্যায়ের কথাবার্তা ১২ই মার্চ শেষ হয়েছে। এই বৈঠক কাঠমাণ্ডুতে বসেছিল। পাকিস্তান এই প্রকল্পে বিস্তর টাকা, বেশ কয়েক কোটি ঢালবে বলে প্রস্তাব

পলাশী প্রকাশিত অসাধারণ গ্রন্থসম্ভার

রূপদর্শীর মনোরম রসরচনা

মনে পড়ে

[illegible] : ৩.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

চোরা বালি

[illegible] : ২.০০

প্রকাশিত হয়েছে 'মাণিক স্মৃতি' প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

নক্ষত্রের রাত ৪.০০

মতি নন্দী

পরিবেশক : নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

॥ সর্বপুরাতন ও সর্বজন-প্রশংসিত ॥

ছোট ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

মৌচাক

১৩৭০ সালের বৈশাখ থেকে ৪৪ বর্ষ আরম্ভ

প্রতি সংখ্যা ৪৫ নঃ পঃ
বার্ষিক মূল্য ৫.০০
ষাণ্মাসিক মূল্য ২.৫০

॥ শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ॥

বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ হলেও যে কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা মনিঅর্ডার করে পাঠানো যায় অথবা আমাদের লিখলে ভিঃ পিঃ করেও আমরা কাগজ পাঠিয়ে থাকি।

ছবি, ছড়া গল্প উপন্যাস ও জীবনীতে 'মৌচাক' অনবদ্য।

শিশু-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণ নিয়মিত মৌচাকে লিখে থাকেন। (গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখাও মৌচাকে ছাপা হয়)

জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধাঁধা, খেলাধুলা ও মজার খবরে 'মৌচাক' অদ্বিতীয়

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

করেছে এবং এই প্রস্তাব নেপালের সরকারী মহলে "বেশ আকর্ষণীয়" বলেই মনে হয়েছে। প্রথমে ঢাকা এবং কাঠমাণ্ডুর মধ্যেই তার সংযোগ স্থাপিত হবে এবং পরে এই সংযোগ সম্প্রসারিত হবে পশ্চিম পাকিস্তান পর্যন্ত। নেপালের বাণিজ্য চলাচলের জন্য পাকিস্তান চট্টগ্রাম বন্দরও তার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিন বছর আগে নেপালের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই মধ্যে নেপাল ও পাকিস্তানের গলায় গলায় বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। এই আশনাই-এর ঘটক হচ্ছে চীন।

বঙ্গোপসাগরে কিছুদিন আগে চীনা সাবমেরিনের আবির্ভাব-এর উদ্দেশ্য যে কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষক মহল এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁদের কারো কারো মতে সেখানে অদূর ভবিষ্যতেই কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত

হবে এবং রেঙ্গুন বন্দরটি চীনা নৌবহরের একটি শক্ত ঘাটি হয়ে উঠবে। চীনা ড্রাগন ভারতকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরার কোনও আয়োজনই বাদ রাখছে না।

নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রাজা মহেন্দ্র ডাঃ তুলসী গিরিকে প্রধানমন্ত্রিত্বে বসিয়েছেন এবং ডাঃ কে আই সিং নেপালের রাজনীতিতে আবার প্রভাব ফেলতে শুরু করেছেন। ভারত এই দুই ডাক্তারেরই চোখের বালি।

সম্প্রতি আরও একজন "মহাপুরুষ" রাজা মহেন্দ্রের উপদেষ্টামণ্ডলীতে যোগ দিয়েছেন। "যাঁর সম্পর্কে", কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেছেন, "উদ্বিগ্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে।" এই রহস্যময় ব্যক্তিটির সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে আমি যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই:

ইনি জাতে নেপালী। কার্সিয়াং থেকে কিছুটা পশ্চিমে, নেপালে, ইলম্‌-এ এর বাড়ি। কিন্তু এর রুজি রোজগার যা কিছু, সবই দার্জিলিং জেলায়। সিভিল সাপ্লাই-এর ঠিকেদারি করে কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি অঞ্চলে বিষয় সম্পত্তি বিলক্ষণ করেছেন। এই অঞ্চলে ওঁকে সবাই একডাকে "খার্সাং কো মেজো' বলে চেনে। এই নেপালী কথাটির বাংলার্থ হচ্ছে "কার্সিয়াং-এর মেজোবাবু।"

যে করিডরটি আমাদের "জীয়নকাঠি মরণকাঠি" তারই সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কার্সিয়াং-এর এই মেজোবাবুটির প্রভাব নাকি অপরিসীম। এই অঞ্চলের অধিবাসী কারা? ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ মিশ্র উপজাতির লোকেরাই এই অঞ্চলের ভারতীয় প্রজা। বিবাহের সূত্রে পাকিস্তান এবং নেপাল—ইসলামপুরের সরু এই করিডোরের দুই ধারে প্রতিবেশির সঙ্গেই এদের অধিকাংশেরই ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এই অঞ্চলের কাছেই নেপালের ভদ্রপুরের হাট। সেই হাটে কয়েকটি বেশ বড় চালের কল রয়েছে। গত বছর আমাকে এই অঞ্চলের ফাঁসিদাওয়া, খড়িবাড়ি, অধিকারী প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছিল। তখনই দেখেছিলাম, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলের কয়েকটি থানার পুলিসকে কত মুশকিলের মধ্যে কাজ করতে হয়। এবং সেই কারণেই এই অঞ্চলের ধান চোরাপথে অনায়াসে ভদ্রপুরের মিলে চালান হয়ে যায়।

যেখানে আমরা ধানচালের চোরা চালানই বন্ধ করতে পারিনে, সেখানে দেশের স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র অবাধে চলবে, তার আর আশ্চর্য কী? পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট চীনা-পন্থী কম্যুনিস্ট নেতারা এই অঞ্চলে কিছুকাল আগে খুবই ঘোরাফেরা করেছেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে "বিদেশী বন্ধু" ছিলেন, এমন দৃশ্যও অনেকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অকস্মাৎ রাজা মহেন্দ্র "কার্সিয়াং-এর মেজোবাবুকে" সমাদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন কেন, কেনই বা এই মহাপুরুষটি তাঁর কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠলেন, এ রহস্যের কিনারা করা দরকার। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। নেপাল বা পাকিস্তান আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হলে এ প্রশ্ন হয়ত উঠত না। চীন-নেপাল-পাকিস্তানী খাতিরের ত্রিভুজ দেখে ভারত যদি অস্বস্তি বোধ করে, উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তবে তা কি খুব দোষের হবে?

বিশেষ করে শত্রু যখন শিয়রে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে তাদের সৈন্য সমাবেশ আমাদের চাইতে তারা অনেক সুবিধাজনক জায়গায় করতে পেরেছে। এদিক থেকে হিমালয়ও আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ বাম। কারণ অসুবিধাজনক গিরিশ্রেণী আমাদের সামনে পড়েছে। এই কারণেই আমাদের পক্ষে কি নেফায়, কি কেদারক্ষেত্রে, কি লাদকে সৈন্য ও সমরোপকরণ বহনের উপযুক্ত পথ সংযোগ স্থাপন করতে কালঘাম ছুটছে।

তিব্বত বিরাট এক সম-মালভূমির উপর অবস্থিত হওয়ায়, এবং ভারত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত চীনারা অনেক আগে থেকে নেওয়ায়, তাদের পক্ষে হিমালয়ের সমান্তরাল পাকাপোক্তভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের চেয়ে আগে এবং অনেক সহজে সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকেও চীন ভারতের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে-সব খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে পর্যবেক্ষকদের অনেকেই একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, চীনারা রেল এবং মোটর পথ ওদের অগ্রগামী ঘাটির খুবই কাছাকাছি নিয়ে ফেলেছে। আর আমরা, প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাকসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ মেননের অপার কৃতিত্বে, এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছি।

নেফা রণাঙ্গনের কথাই ধরা যাক। ওয়ালঙ থেকে সরে চীনারা রিমাতে গিয়ে শক্ত ঘাটি তৈরি করেছে। যদি ওয়ালঙ আর রিমার সামরিক অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ওয়ালঙে আমরা যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে চীনারা রিমাতে ঢের বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। দিল্লি থেকে আকাশ পথে ওয়ালঙের যা দূরত্ব, কোন কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তির মতে, পিকিং থেকে রিমার সেই দূরত্ব অন্তত ১০০ মাইল কম। ওয়ালঙ থেকে শিলিগুড়ি যতদূর, রিমা থেকে চুংকিং-এর দূরত্ব (প্রায় ৫০০ মাইল) প্রায় তাই। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে ওয়ালঙে রেলসংযোগ নেই, মোটরের পথে সংযোগ গত যুদ্ধের সময়েও ছিল না। রিমা এবং চুংকিং-এর মধ্যে রেল ও মোটর পথের সংযোগ চীনারা দুরস্ত করে তুলেছে। চুংকিং থেকে শিলিগুড়ির আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, শিলিগুড়িও চীনা আক্রমণের প্রত্যক্ষ আওতার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি আর ওয়ালঙের যোগাযোগ ব্যবস্থা সামরিক সীমান্তের সমান্তরাল চলেছে। এ সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষক লিখছেন:

....Siliguri itself is close to a threatened frontier, and the line of communication from Siliguri to Walong runs parallel to the frontier.—(The Statesman, Calcutta, March 26, 1963).

কলকাতা থেকে ওয়ালঙের দূরত্ব যত, ক্যান্টন আর রিমার দূরত্ব তার চাইতে অনেক কম। কলকাতা আর তেজপুরের মধ্যে রেল বা মোটর পরিবহণ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে, তাতে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের ধারণা, কলকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে তেজপুরে প্রয়োজনীয় মাল পাঠাতে যত সময় লাগে, তার চাইতে অনেক কম সময়ে চীনের শিল্পাঞ্চলের মাল ওদের অগ্রবর্তী ঘাটি ৎসোনাজঙে পৌঁছে যায়। একথাও মনে রাখা দরকার তেজপুর নেফার অগ্রবর্তী ঘাটি নয়, সে ঘাটি আরও দূরে।

চীনারা হিমালয়ের ওপিঠে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল পেতে ফেলেছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামে আমরা এখনও পর্যন্ত মীটারগেজ রেলপথ সম্বল করেই বসে আছি। খেজুরিয়াঘাট থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত একটি ব্রডগেজ রেলপথ সম্প্রতি যদিচ স্থাপিত হয়েছে, তবু যতদিন পর্যন্ত না ফরাক্কায় রেল-ব্রীজ বা বাঁধ তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই রেলপথটিকে প্রকৃতপক্ষে দর্শনধারী হয়েই থাকতে হবে।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা (কলিকাতা সংস্করণ, ২৬শে মার্চ, ১৯৬৩) জানাচ্ছেন:

● ছোটদের বই ●

সদ্য প্রকাশিত আশ্চর্য উপন্যাস

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই পাহাড়ের মাঝের দেশ ২·০০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
রঙীন ফুল ২·০০

মণিলাল অধিকারীর
লাল মাকড়সা ২·০০

সুধাংশু দাশগুপ্তের
পরীর গল্প ২·০০

সৌরীন্দ্রপ্রসাদ বসুর
সোয়ানে সোয়ানে কোলাকুলি ১·২৫

সংযোগ : ২৪, গ্রীক রো, কলকাতা ১৪

(বি ৯৭৭৩)

In recent years China has paid more attention to the building of strategic roads than India has. A highway or a broad guage railway parallel to the Himalayas along the entire length of the mountains is not available to the Indian Army, while the Chinese have such a road whose carrying capacity exceeds that of a metre guage railway and which is not burdened with civilian traffic.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সীমান্তের সুরক্ষা, বিশেষ করে সীমান্তের সুরক্ষা দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তর-বঙ্গ ও আসামের সঙ্গে বাকি ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা। ফরাক্কার সেতু নির্মাণ এই দুর্বলতা দূর করার যেমন একটা উপায়, তেমনি আরেকটা উপায় হচ্ছে ইসলামপুর-শিলিগুড়ির এই সংকীর্ণ করিডরটি, উটের গ্রীবাটি শক্তহাতে রক্ষা করা। এই করিডরটি আমাদের "লাইফ লাইন", আমাদের "জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি". এ কথা আমরা যেন মুহূর্তের জন্যও না ভুলি।

(ক্রমশ)

দেখছেন, সার্ফে কাচা খুকুর জামা কি ধবধবে ফরসা! সার্ফে পরিষ্কার করার আশ্চর্য্য শক্তি আছে, তাই সহজেই এত ফরসা কাচা হয়। শাড়ী, ব্লাউজ, ধুতি, পাঞ্জাবী, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় সবই রোজ বাড়ীতে সার্ফে কাচুন—তফাৎটা দেখবেন!

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

একটি অবাঞ্ছিত আইন

তারাপদ লাহিড়ী

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক্স্ট্রা অর্ডিনারী সংখ্যায় একটা প্রস্তাবিত আইনের খসড়া মুদ্রিত হয়েছে। আইনটা পাশ হলে তার নাম হবে "পশ্চিমবঙ্গীয় নাটকানুষ্ঠান আইন" (West Bengal Dramatic Performance Act)। প্রস্তাবিত আইনের যে খসড়া গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন সব বিধান আছে যা শিল্প, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতির অনুরাগী নাগরিকবৃন্দকে চিন্তিত ও শঙ্কিত করে তুলবে।

দুঃখের বিষয়, ১০ই ডিসেম্বর তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হলেও আইনের ধারাগুলি সম্ভবত চিন্তাশীল লোকদের নজর এড়িয়ে গেছে। সংবাদপত্রসমূহও এই প্রস্তাবিত আইনের বিস্তারিত বিবরণের প্রতি এ যাবৎ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির দিক থেকে প্রস্তাবিত আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিধানমণ্ডলীতে পেশ হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হওয়া উচিত মনে করি।

অবাঞ্ছিত বা আপত্তিজনক নাটকাদির অনুষ্ঠান বন্ধ করবার জন্য বহুদিন থেকেই একটি সর্বভারতীয় আইন চালু আছে। সেটি হচ্ছে—১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফর্মেন্স অ্যাক্ট।" এটি কেন্দ্রীয় আইন—সারা ভারতে প্রযোজ্য। প্রস্তাবিত আইনের "উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা" প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে "এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় এই রায় দিয়েছেন যে, ১৮৭৬ সালের আইনটি সংবিধান বিরোধী। অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য ঐ আইন বাতিল করে নূতন আইন প্রণয়ন করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।" বলা বাহুল্য কলিকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন নি। কাজেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ বেসামাল হয়ে উঠলেন কেন তা বোধগম্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সাংবিধানিক আপত্তি বাঁচিয়ে ১৮৭৬ সালের ঐ আইনটির অনুরূপ আর একটি আইন তৈরী করতেন—তাতে বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। তাতে বোঝা যেতো রাজ্য সরকার সাংবিধানিক জটিলতা পরিহারের জনাই নূতন আইন করবেন। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। নূতন যে আইনের খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রয়োগক্ষেত্র এত ব্যাপক এবং ফল এত সুদূর প্রসারী যে ঐ আইন পাশ হলে থিয়েটার যাত্রা, প্রহসন, গান, বাজনা, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি সব কিছু সরকারী অনুমোদনের ঢোলাই যন্ত্রের মাধ্যমে পরিশ্রুত হয়ে না এলে তা দেশের মাটি ছুঁতে পারবে না।

১৮৭৬ সালের যে আইনটি আজও চালু আছে তাতে বলা হয়েছে যে, যদি প্রকাশ্যস্থানে (public place) এমন কোন নাটক বা নাট্যাংশের অভিনয়ের আয়োজন হয়—যা নাশকতাজনক, বা অপরের মানহানিকারক বা বা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে, কিংবা শ্রোতা ও দর্শকদের নৈতিক অবনতি ঘটাতে পারে—তাহলে রাজ্য সরকার ঐ নাটক বা নাট্যাংশের অভিনয়াদি নিষিদ্ধ করতে পারবেন (৩ ধারা)। ঐ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, কোন ঘেরা জায়গায় বা গৃহাভ্যন্তরে যদি পয়সার বিনিময়ে (অর্থাৎ টিকেট করে) জনসাধারণকে অভিনয়াদির দর্শন প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় তবে সেই জায়গা বা গৃহ "প্রকাশ্যস্থান" বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া ঐ আইনে আর একটা বিধান আছে যে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কোন বিশেষ এলাকায় "সাধারণের আমোদপ্রমোদের স্থানে" (in place of public entertainment) নাট্যাভিনয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবেন (১০ ধারা)। ঐ দুই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আদেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে—সর্বোচ্চ শাস্তি তিন মাসের কারাদণ্ড।

অবাঞ্ছিত এবং আপত্তিজনক নাটকাদির অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ১৮৭৬ সালের আইনে রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—সেটুকু ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকা উচিত—একথা স্বীকার করে নিয়েই প্রস্তাবিত আইনের বিধানগুলির আলোচনা করা যাক।

প্রস্তাবিত আইনে "ড্রামা" কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে:

"Drama includes a melodrama, tragedy comedy, farce play, opera,

বাংলার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক বিক্রীত ক্রীড়া সাপ্তাহিক

গড়ের মাঠ

গ্রাহক চাঁদার হার
বার্ষিক—১.৪০ নঃ পঃ
ষাণ্মাসিক—৫.৬০ নঃ পঃ

॥ এজেন্সি দেওয়া হচ্ছে ॥ ৫২।৯ বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি-১২

(সি-১১৪৫)

তিনখানি অসামান্য উপন্যাস : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নওগাঁর প্রাসাদ ৭.৫০

"বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অপূর্ব বালম্ব সংযোজন"—আনন্দবাজার।

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই (৫ম সং) ৪,

এলো আহ্বান (৬ষ্ঠ সং) ৪,

লেখকের কবিতার বই

আমার কবিতা (৩য় সং) ১.৫০

যাওয়া-আসার পথের ধারে (২য় সং) ১.৫০

প্রকাশক: নাথালতলী প্রকাশালয়, শিবপুর, হাওড়া; প্রাপ্তিস্থান: (১) ডি. এম. লাইব্রেরী, (২) নিউ বুক এম্পোরিঃ, (৩) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি-১১৩৩)

"... ইংরেজী ব্যবহারিক অভিধান"
... ৪.২৫—বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত"। "উন্নতর ইংরেজি ব্যবহারিক"—এক্ত সডাক ৫.৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE :" 3/- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৩৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৪১১২

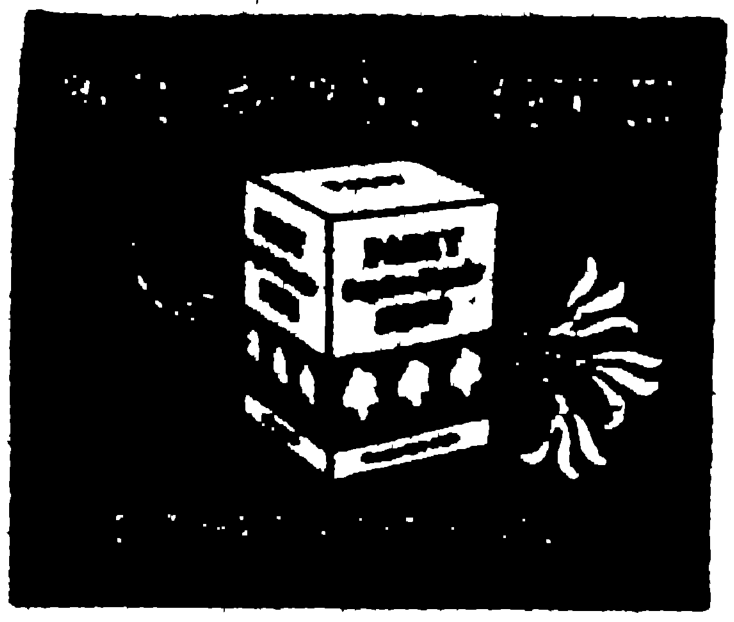

অধিকতর সুখী জীবনের ৩টি আদর্শনীতি

৩। চাঁদনী সাবানে ধোয়া ... পরুন

চাঁদনী
কাপড়কাচা সাবান

interlude and any other scenic, musical or dramatic entertainment."

সুতরাং প্রস্তাবিত নূতন আইন অনুসারে যত রকমের আমোদানুষ্ঠান জানা আছে তার প্রায় বারো আনাই "ড্রামা" বলে গণ্য হবে। "কর্ণকুন্তী সংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন", "বিদায় অভিশাপ" প্রভৃতি সবই "ড্রামা"। যাত্রা (opera), কবিগান, তর্জাগান, কীর্তন, জলসা-সবই 'ড্রামা' কারণ এগুলি সঙ্গীত-বিষয়ক আমোদ (musical entertainment)। ক্যারিকেচার বা হাস্যকৌতুকও "ড্রামা"। এমন কি দেবতা মন্দিরের ভজন বা সংকীর্তনও বোধহয় বাদ পড়ে না। ওগুলি সবই ত musical entertainment-এর মধ্যে এসে যায়। নিছক যন্ত্রসঙ্গীতও বাদ পড়ে কি?

এর পর "পার্ফর্মেন্স" শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে:—
"Performance means the performance of any pantomine or drama"

১৮৭৬ সালের কেন্দ্রীয় আইনে ঐ শব্দ দুইটির কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নি। শুধু কোন "play, pantomime or other drama" উল্লিখিত মত নিষিদ্ধ করবার অধিকার রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে এর পরেই আসল খড়্গের ঘা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই আইন অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণ না করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোথাও (at any place) কোন "পার্ফর্মেন্স" করা যাবে না (৩ ধারা)। লাইসেন্স-দানের কর্তা হবেন—কলকাতায় জন্য পুলিস কমিশনার বাহাদুর ও মফঃস্বলের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর (৪ ধারা)। যে স্থানে অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সেই স্থানের মালিক বা দখলীকার ব্যক্তি ঐরূপ লাইসেন্সের প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত দেবেন। প্রত্যেক দরখাস্তের সাথে দক্ষিণাও দিতে হবে—যেটার পরিমাণ দুই শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিস কমিশনার ঐ স্থানে ঐরূপ "পার্ফর্মেন্স" হওয়া আপত্তিজনক মনে করলে লাইসেন্স দেবেন না। দরখাস্ত অগ্রাহ্য করবেন—(অবশ্য অগ্রাহ্য করার কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে)। আপত্তিজনক মনে না করলে লাইসেন্স দেবেন (৫ ধারা)।

সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্যে যে কোন স্থানে থিয়েটার, যাত্রা প্রহসন, হাস্যকৌতুক, গানবাজনা, জলসা, কীর্তন বা কিছু করতে হলেই লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স চাইতে হলেই দক্ষিণা দিতে হবে—যার পরিমাণ ২০০৲ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। লাইসেন্সের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলেও ঐ দক্ষিণার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। "at any place" কথাগুলির ... ...। বিদ্যালয়ের ...

উৎসবে, সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতিতে, ক্লা... প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উপলক্ষ্যে, এমন কি ছেলেমেয়েদের বিবাহোপলক্ষে নিজে বাড়ীর মধ্যে কিছু আমোদ আহ্লা... গানবাজনা, ক্যারিকেচার প্রভৃতি করতে হলেও লাইসেন্স চাই। (দক্ষিণা দরখাস্ত এবং লাইসেন্স অর্জনে... ব্যয় ও ভোগান্তি কিরকম হবে তা অনুমেয়) শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" বা দ্বিজেন্দ্রলালের "সাহজাহান" যদি একই জেলায় হাজারটা জায়গায় অভিনীত হয় তবে হাজারখানা পৃথক লাইসেন্স নিতে হবে হাজার বার দক্ষিণা দিতে হবে। কারণ লাইসেন্সটা হবে "স্থানভিত্তিক"—"বিষয়-ভিত্তিক" নয়।

যে কেন্দ্রীয় আইন চালু আছে, তাতে শুধু কোন বিশেষ এলাকার জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপরে দেওয়া আছে এবং তাও শুধু "সর্ব-সাধারণের আমোদ-প্রমোদ স্থানে" যেসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে তারই জন্য। নূতন আইনে সেই ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়ে যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারের প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শুধু লাইসেন্স নিয়েই নিস্তার নেই। লাইসেন্স ত শুধু "স্থানের" জন্য। এর পর থাকে বিষয়বস্তু। ওর জন্য আবার পৃথক "মঞ্জুরী" (sanction) নিতে হবে। কোন "পার্ফর্মেন্স" হতে গেলেই তার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা script অথবা সংক্ষিপ্ত মর্ম লাইসেন্সিং অথরিটির কাছে আগেভাগে দাখিল করে নির্দিষ্ট ফরমে "মঞ্জুরীর" জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এর জন্য আবার পৃথক দক্ষিণা দিতে হবে—যার পরিমাণ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দরখাস্তকারী হবেন "পার্ফর্মেন্সের" উদ্যোক্তা। লাইসেন্সিং অথরিটি যদি মনে করেন যে ঐ বিষয়বস্তু "আপত্তিজনক অনুষ্ঠানের" (objectionable performance) পর্যায়ে পড়ে তবে মঞ্জুরী দেবেন না (অবশ্য সেজন্য দক্ষিণার টাকাটা ফেরৎ পাওয়া যাবে না) (৬ ধারা)। এক্ষেত্রেও আইনের ভাষা হচ্ছে—

"A person desiring to hold any performance or cause or permit any performance to be held shall make : . . . an application."

অর্থাৎ কিছুই বাদ পড়ে না। সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের বহুখ্যাত নাটক করতে হলেও মঞ্জুরী নিতে হবে, নূতন (অপ্রকাশিত) কোন নাটক করতে হলে পাণ্ডুলিপি দাখিল করে মঞ্জুরী নিতে হবে। জলসা, সঙ্গীত সম্মিলনী, সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতির ব্যাপারে প্রোগ্রাম এবং প্রত্যেক piece-এর বিবরণ দাখিল করে মঞ্জুরী নিতে হবে। ...

[illegible] ঘরে বিবাহাদি বিশেষ উপলক্ষে গান-বাজনার উৎসব—এসব কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি। শিল্পী যে "স্টেজে" গিয়ে উপস্থিত মত কিছু গাইবেন বা অভিনয় করবেন বা হাস্যকৌতুকের স্কেচ পরিবেশন করবেন তার উপায় নাই। কারণ সর্বক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর অগ্রিম মঞ্জুরী চাই। আর চাই পৃথক পৃথক performance-এর পৃথক পৃথক উদ্যোক্তা হলে তাদের প্রত্যেকের পৃথক স-দক্ষিণা দরখাস্ত! "আপত্তিজনক অনুষ্ঠান" বা objectionable performance অর্থে বলা হয়েছে—যাতে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে তার দ্বারা "বলপ্রয়োগ" (violence) বা "সাবোটেজের" দ্বারা সরকারের কর্তৃত্বের উচ্ছেদ বা হানি ঘটানোর প্ররোচনা সৃষ্টি হতে পারে। কিংবা নরহত্যা, সাবোটেজ বা বলপ্রয়োগাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের প্ররোচনা ঘটতে পারে অথবা নাগরিকবর্গের একাংশের প্রতি বলপ্রয়োগাত্মক কার্য করবার জন্য অপরাংশের মনে প্ররোচনা জাগতে পারে। কিংবা যার দ্বারা কোন লোকের ধর্মবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় কিংবা যা শালীনতা বর্জিত বা অশ্লীল, তা সবই "আপত্তিজনক অনুষ্ঠানের" আওতায় পড়বে। কোন নাটক, সঙ্গীত, প্রহসন বা স্কেচ এই সব দোষের মধ্যে কোন দোষে দুষ্ট কি না তার বিচারক—কলিকাতার ক্ষেত্রে পুলিস কমিশনার, বাহাদুর এবং মফস্বলের ক্ষেত্রে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর। মুদ্রিত এবং প্রকাশিত পুস্তক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ না হলেও পুলিস কমিশনার বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, তার মধ্যে ঐরূপ আপত্তিকর দোষ আছে তবে তিনি তার মঞ্জুরী দেবেন না। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের রুচি, রসবোধ এবং অভিমত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হবে—এটাই স্বাভাবিক। এবং সেইজন্য এমন ঘটতে পারে যে, যে বই, গান বা স্কেচ এক এলাকার হাকিমের হাত থেকে মঞ্জুরীর ছাপ নিয়ে বেরিয়ে এল। অন্য এলাকার হাকিম তাকে মঞ্জুরী দিলেন না। তা ছাড়া একটা জেলায় ২০০টি ক্লাব বা সঙ্ঘ যদি একই বই বা স্কেচ এর ২০০টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় "অনুষ্ঠান" (performance) করতে চায় তবে সেই একই বই বা স্কেচের জন্য একই লাইসেন্স-কর্তার দরবারে ২০০খানা পৃথক দরখাস্ত দিতে হবে—এবং প্রত্যেক দরখাস্তের জন্য পৃথক দক্ষিণা দিতে হবে। প্রস্তাবিত আইনে আপত্তিকর কোন বই বা বিষয়বস্তুর "পারফর্মেন্স" একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতাও রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে (৮ ধারা)। লাইসেন্স বা মঞ্জুরী ছাড়া কোন পারফর্মেন্স অনুষ্ঠিত হলে বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত কোন বিষয়বস্তুর "পারফর্মেন্স" হলে যে জায়গায় ঐ রকম অনুষ্ঠান হবে তার মালিক দখলীকার ঐ অনুষ্ঠানের যাঁরা উদ্যোগ করবেন বা উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁরা এবং যে সব শিল্পী, গায়ক, বা অভিনেত্রী সেই "পারফর্মেন্স" অংশ গ্রহণ করবেন তাঁরা—এই সকলেই আইনত দণ্ডনীয় হবেন। সর্বোচ্চ শাস্তি ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড। (কেন্দ্রীয় আইনে বর্তমানে যে শাস্তি বিহিত আছে, তার দ্বিগুণ)।

প্রস্তাবিত আইনের উল্লিখিত বিধানগুলি ভালোভাবে অনুধাবন করলে এই ধারণাই দৃঢ় হবে যে, দেশে নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত প্রহসন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই আইন পাশ হলে দেশে প্রমোদ-অনুষ্ঠান পনেরো আনা পরিমাণে হ্রাস পাবে—এরূপ আশঙ্কা অমূলক নয়। লাইসেন্স ও

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা

সাতটা থেকে দশটা

ন'টা থেকে বারোটা

দ্বাপর থেকে কলি

(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)

প্রত্যেকখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১১ [illegible] চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০
আলান ক্যাম্বেল জনসনের	
ভারতে মাউন্টব্যাটেন	৭·৫০
আর জে মিনির	
চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০
প্রফুল্লকুমার সরকারের	
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অ না গ ত	২·০০
ভ্র ষ্ট ল গ্ন	২·৫০
সরলাবালা সরকারের	
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	৩·০০
ত্রৈলোক্য মহারাজের	
গীতায় স্বরাজ	৩·০০
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর	
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা—৯

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫ নঃ পঃ
২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫ „
৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫ „
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন ১·২৫
৭। মায়াবতীর পথে ১·০০
৮। **Federated Asia 4.50**

Approved for college and school libraries and for prize. Order No. ITB 2nd April '62 by the Govt. of West Bengal. (Calcutta Gazette notification 26 July '62).

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি-৩৮৯১)

মজুরীর ডবল হাঙ্গামা ঘাড়ে নেওয়ার মত সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অধিকাংশ ছোটখাট সংঘ ক্লাব প্রভৃতিরই থাকবে না। দেশেব অধিকাংশ প্রমোদানুষ্ঠান এই সকল সংঘ, ক্লাব প্রভৃতির উদ্যোগেই হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাভুক্ত স্থান বা গৃহ প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য সহজে পাওয়া যাবে না। "কে জানে লাইসেন্স আছে কি না, মজুরী আছে কি না —সুতরাং 'শৃঙ্গীনাং শতহস্তেন"—এই হবে স্থানের মালিকদের মনোবৃত্তি। দণ্ডের ঝুঁকি শুধু শুধু কে ঘাড়ে নেয়? শিল্পীরাও সহজে প্রমোদানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে বাজী হবেন না। এখানেও ঐ একই ভয়। নূতন নাটক সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে। নাটক লিখবার পর তা অভিনয়ের মজুরী পাবে কি না তা যখন জানা নাই—তখন এই অনিশ্চয়তার আবহাওয়ায় নাটক লেখার উৎসাহই নিভে যাবে। তাছাড়া, কোন বিষয়বস্তু সত্য সত্যই অশ্লীল কি না, অপরাধের প্ররোচনা দেয় কি না—এর নির্ধারণ ত প্রশাসনিক মাপকাঠিতে হয় না।

এর সঠিক বিচার একমাত্র সূক্ষ্ম সাহিত্য বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করতে পারেন। সকল পুলিস কমিশনার বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের যে সেই পরিমাণ সাহিত্যবোধ থাকবেই—তার নিশ্চয়তা কোথায়? সাহিত্য কিংবা শিল্প খড়্গের তলায় মাথা তুলতে পারে না। সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যা প্রাগ্রসরতার প্রধান শর্তই হচ্ছে স্রষ্টার স্বাধীনতা। দরজায় তলোয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে থেকে সাহিত্যিককে দিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করনো যায় না। আমরা "মগজধোলাই সাহিত্যের" নিন্দা করি। সেই আমরাই এ কি করতে যাচ্ছি?

প্রস্তাবিত আইনে দাক্ষিণ্য যে একেবারে নেই, তা নয়। লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সেসন জজের কাছে আপীল করা চলবে। কোন বিষয়বস্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে হাইকোর্টে আপীল করা চলবে। তা ছাড়া রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কোন কোন 'প্রাইভেট পার্ফর্মেন্সকে' বা কোন বিশেষ শ্রেণীর পার্ফর্মেন্সকে শর্তাধীনে এই লাইসেন্স ও মঞ্জুরী গ্রহণের দায় থেকে রেহাই দিতে পারবেন। এই দাক্ষিণ্যটুকু প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে এ দাক্ষিণ্য মূল্যহীন। ৮ ধারামতে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার সম্পর্কে হাইকোর্টে আপীলের অধিকার থাকা অবশ্য উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর ব্যাপারে সেসন জজের কাছে আপীল এমন কিছু কার্যকরী প্রতিষেধ (Safeguard) হবে না। ... একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর দরখাস্ত করতে হবে ... দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে—সেসন জজের কাছে আপীল ... সাধারণত তিন মাস সময় লাগে এ সব আপীলের নিষ্পত্তি হতে। সুতরাং ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের সময় পেরিয়ে যাবে। উদ্যোক্তাদেরও ধৈর্যের বাঁধ ... হয়ে যাবে। কম লোকেই আপীলকার্য পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করতে চাইবে।

প্রাইভেট পার্ফর্মেন্স ... বিশেষ শ্রেণীর পার্ফর্মেন্সকে রেহাই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উপরে ক্ষমতা অর্পণ করে যে বিধান করা হয়েছে তার উপরে বেশী ভরসা রাখা চলে না। আইনের মধ্যে 'ছাড়' (exemption) সম্পর্কে "আইনের নির্দেশ" (Statutory provision) থাকা এক কথা। আর "ছাড়" করার অধিকার রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত করা অন্য কথা। রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ হবে প্রশাসনিক স্তরে। আদৌ কোন ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগ করা হবে কি না, এবং করা হলেও কোন্ কোন্ শর্তাধীনে করা হবে তা নিরূপণের সম্পূর্ণ ভার রইল প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপরে। ফলে ব্যাপার সেই একই দাঁড়াচ্ছে। সরকারী সার্টিফিকেটের স্ট্যাম্প-মারা শিল্পেরই শুধু রঙ্গশালায় পা ছোঁয়াবে পারবে। এটা অগণতান্ত্রিক। আমাদের সুপ্রীম কোর্টও বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে বিপুল পরিমাণ স্ববিবেচনানির্ভর (discretionavy) ক্ষমতা ন্যস্ত করার নিন্দা করেছেন।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ গণতন্ত্রের সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কোন্ দেশে গণতন্ত্র কত দূর সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—সেই দেশের মানুষ কি পরিমাণে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে—তাই দেখে। সাহিত্য ও শিল্পকলার কণ্ঠে শিকলজড়ানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা পরিহার করা উচিত। শান্তি, শৃংখলা ও শালীনতার খাতিরে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ আরোপ অপরিহার্য সাহিত্য ও শিল্পকলার উপরে তার বেশী নিয়ন্ত্রণ চাপানো দেশের কৃষ্টিগত উৎকর্ষের পক্ষে হানিকর। প্রস্তাবিত আইনের ৮ ধারায় পার্ফর্মেন্স নিষিদ্ধ করার যে ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর অর্পিত হয়েছে—তার বেশী আর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়।

আইনজীবি হিসাবে আর একটা কথা বলতে চাই যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির তুলে যে সাংবিধানিক জটিলতা পরিহার করবার অজুহাতে এই নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, নূতন আইনের ফলে সেই সাংবিধানিক জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই আইনে যেভাবে অভিনয়, গান-বাজনা প্রভৃতির উপরে খাঁড়া চালানো হয়েছে, যেভাবে বিপুল পরিমাণ স্ববিবেচনানির্ভর ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তা সংবিধানসম্মত বলে মনে হয় না।

ঋণ লউন

ব্যাঙ্কগত আসানে, ২৫০, টাকা হইতে ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত

... বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ... —সহজ মাসিক কিস্তিতে ...। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য ... ইংরাজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.,
(K—57) AMRITSAR—5.

বাণী রায়ের উপন্যাস
প্রমত্ত প্রহর—৫,

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস
আর এক ঝড়—৫,

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের **জব চার্ণকের বিবি** (২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) — ৫,

অর্চনা পাবলিশার্স, ৮।৫ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

(সি-১৬৫১)

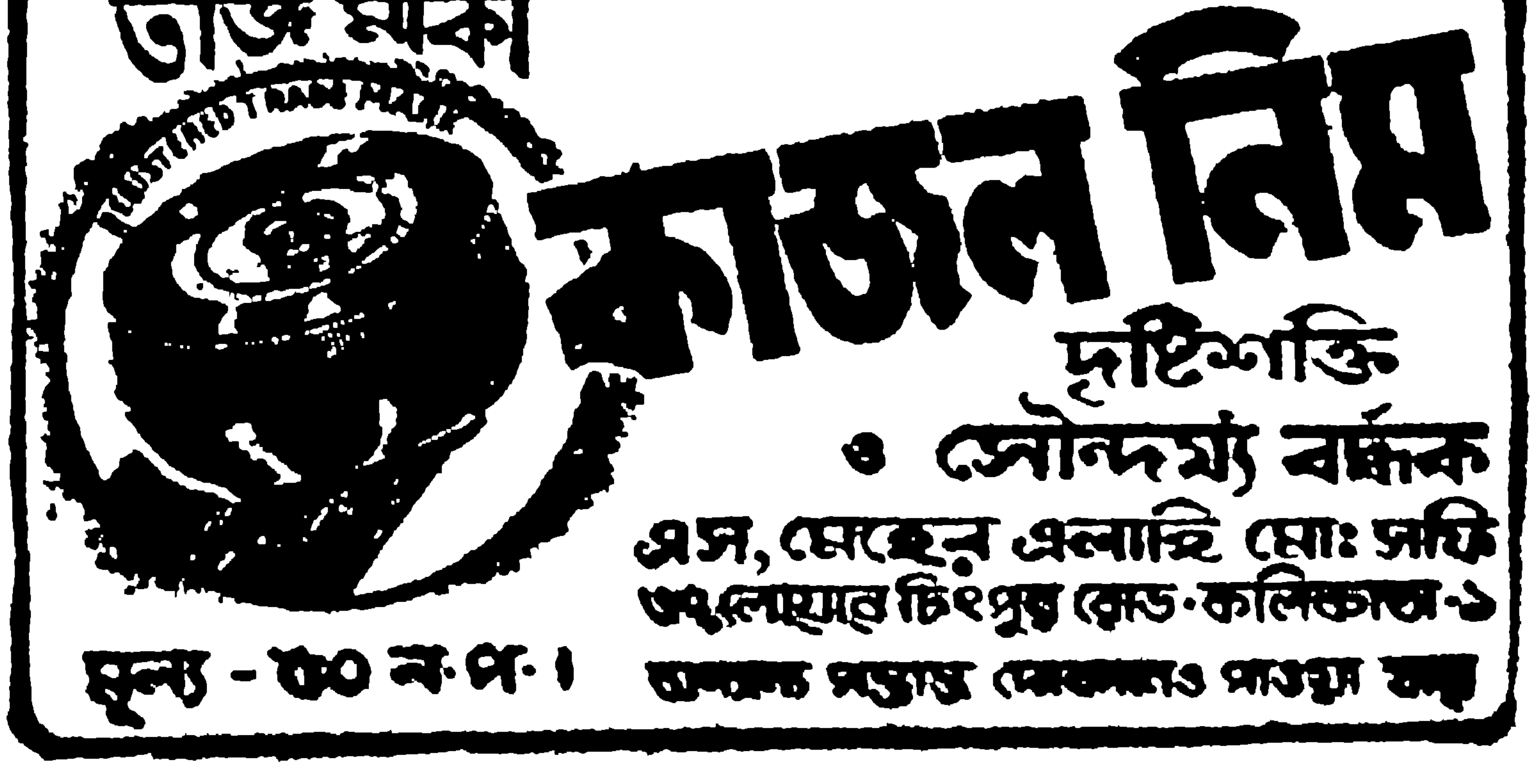

ট্রামে-বাসে

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে কংগ্রেস পার্টিটি আসনই লাভ করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নির্বাচনের দিন বর্তমান বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ১০৪ ডিগ্রি এবং তারপরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মৃদু ভূমিকম্পের কম্পনও অনুভূত হয়েছিল। তাপমাত্রা আর ভূমিকম্পের সঙ্গে কংগ্রেসের জয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তা আমাদের পক্ষে বলা শক্ত।"

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় একটি বিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রী সংখ্যা হ্রাস নহে, বৃদ্ধি করাই উচিত। —"নিশ্চয়, নিশ্চয়। এটা শুধু ইংরেজী আদর্শগত 'মোর দি মেরিয়ার' নয়, উপনিষদেও উক্ত হয়েছে নাল্পে সুখমস্তি।"

করভার হ্রাস নয়, প্রয়োজন হইলে আরো বৃদ্ধি করা হইবে, একথা নাকি বলিয়াছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"উপনিষদে নাল্পে সুখের উদাহরণ সত্ত্বেও আমাদের শুধু বলতে হয় —হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর আমারে দিয়েছ শুধু পথ!!"

রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলাইয়া এ পর্যন্ত নাকি ১৯৬২ সালেই সরকারী আশ্বাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,০০০টি।—"প্রবাদটি আবার সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হল অর্থাৎ চিপিটক সিদ্ধ হল না"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—অংশ গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ও শ্রী এস কে পাতিল। শ্যামলাল বলিল—"অধিবেশনটা বন্ধদ্বার কক্ষে না হলে সরকারী অর্থভাণ্ডার টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থে পুষ্ট হতে পারত, দেশাই মশাই কী যে করলেন!!"

২৫শে বৈশাখ হইতে সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র ও নোটস বাংলায় লেখা হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। —"নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু মুশকিল এই যে, অনেক অফিসারদের আবার হয়ত 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে' থেকে শুরু করতে হবে"—বলেন বিশু খুড়ো।

উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পর কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন যে, পরাজিত হইলেও তাঁহাদের মোর‍্যাল ভিক্টরি হইয়াছে। প্রসঙ্গত আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ব ময়মনসিংহের একটি গল্প শুনাইলেন। —"সেখানে মেদিনী নামক এক গ্রামের কুস্তিগীরেরা কুস্তিতে হেরে মাটিতে চিৎপটাং হলেও একটা ঠ্যাং নীচে থেকেই বিজয়ীর পিঠের ওপর তুলে ধরত, দর্শকদের বুঝতে দিত সে

হারেনি। স্থানীয় লোকেরা তাদের 'মেদনীর খেউড়াল' (খেলোয়াড়) বলে হাসি-তামাশা করত।"—মোর‍্যাল ভিক্টোরির সঙ্গে 'মেদনীর খেউড়ালের' মিল আছে কিনা জানি না।'

এক সংবাদে প্রকাশ, বিগত পনর বছরের মধ্যে আই এ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি মাদ্রাজে, তারপর উত্তর প্রদেশে এবং তারপর পাঞ্জাবে। বাংলার স্থান অনেক নীচে।—ইডলি বা চপাটি ভাতের চেয়ে মস্তিষ্কপ্রদ কিনা তার কোন পরিসংখ্যান এখনো নেওয়া হয়নি"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কোন মন্ত্রী আইন সভার জনৈক বিরোধী দলের সদস্যকে মারপিটের ভয় দেখাইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে পাকিস্তান হইতে। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিল—"একেই বলে কড়াপাক!"

শ্রী টি টি কে শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাইতেছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

কিন্তু কৃষ্ণমাচারীজী খুব দুঃসময় বেছে নিয়েছেন। কাকতাড়ুয়া ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না অস্ট্রেলিয়া। তাই ভাবছি কাকতাড়ুয়া দেখে না......!"

রাশিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, "লুনিক ৪" নাকি চন্দ্রের কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার মাইলের নিকটবর্তী হইয়াছে। —"আমাদের মনে 'নিকট সত্তা রসাতল'-এর কথাই জাগছে, জ্যোতির্বিদ্যায় কী বলে সে বিদ্যে আমাদের নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

কলম্বো প্রস্তাব-এর ভাষ্য দিল্লি এবং পিকিং দুই স্থানেই প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু চীন বলে দুইটি ভাষ্য নাকি দুই রকম। কলম্বো অবশ্য প্রতিবাদে জানাইয়াছে যে, একই ভাষ্য দুই স্থানেই পাঠানো হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কী জানি, ইংরেজীতে লেখা আড়াআড়ি লাইনগুলো অনুবাদের পর খাড়া হয়ে হয়ত অন্য অর্থমূলক হয়ে পড়েছে।"

লোকসভায় সাইপ্রাস হইতে খচ্চর আমদানির প্রসঙ্গে বেশ হাসাহাসি হইয়াছে। সৈন্যদের মালপত্র বহনের জন্য খচ্চরের প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, আপাতত সাইপ্রাস হইতে খচ্চর আমদানি করিলেও ভারতে খচ্চর

উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ভারতীয় খচ্চর নিশ্চয়ই নোবল অ্যানিম্যাল সুতরাং খচ্চর না বলে এগুলিকে অশ্বতর বলাই ভালো। সংসদ সদস্যগণ কথাটা ভেবে দেখবেন!!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ময়দানের তিনটি ঘেরা ফুটবল মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বুধবার হইতে।—"মঙ্গলে উষা, বুধে পা—ভালোই হল। কিন্তু আগে বলেছি, আবারো বলি, ময়দানের গাছগুলির কর্তৃত্বও যেন সরকার গ্রহণ করেন। স্টেডিয়াম তো আর হবে না, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।"

বিলাতের সংবাদ। মহিলা উপরওয়ালাদের হুকুম তামিল করিতে আপত্তি আছে কিনা এই প্রশ্ন কোন কর্মপ্রার্থীকে করা হইলে উত্তরে প্রার্থী জানাইয়াছে—নিশ্চয় আছে। অন্যান্য অনেক প্রার্থীই নাকি এই আপত্তি করিয়াছেন।—"তার মানে প্রার্থীরা বিবাহ করেন নি এবং বলতে কি বিবাহের চেষ্টাও করেন নি। করে থাকলে আর এত বড় সাহসের কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ট্রাক ড্রাইভার

কল্যাণ বসু

ফিরছিলাম দুর্গাপুর থেকে বাইরোডে। রাত হয়েছিল। শ্রীরামপুরের নিকটে একটি ছোট কালভার্টের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে হাজারো গাড়ির ভিড়। ব্রীজের দুধারে মুখোমুখি হেডলাইট নিভিয়ে দাঁড়িয়ে দুটি ট্রাক; কেউ কারো পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

একজন অন্তত পিছু হটে না এলে পথ পরিষ্কার হবে কি করে? আমাদের এপাশের ট্রাকের ড্রাইভারকে বললাম, 'ড্রাইভার সাব, আপনি না হয় থোরা মেহেরবানি করে একটু পিছনে সরে আসুন।'

ট্রাকের চালক আমাদের কথা শুনে বললে, 'নাহি সাব, ইসে ইজ্জত কি বাত।'

মানে বুঝলাম সারারাত এমন কি সারাদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকবে তবু আগে যেতে দিয়ে ইজ্জত হারাবে না। যাই হোক, আমাদের কথার মান রেখে ড্রাইভার সাব তাঁর ট্রাকের হেডলাইট জ্বালিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে লরির কনভয় চলতে শুরু করল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল কিন্তু ট্রাকের শেষ নেই। বিরাট বিরাট ট্রাকগুলি হেডলাইট জ্বালিয়ে, চোখ অন্ধ করে দিয়ে, শব্দ তুলে সাঁতসাঁত বেরিয়ে যায়। আমরা পথ পাই না।

ট্রাক ড্রাইভার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে 'সাব, আপনাকে তখনই বলেছিলাম এরা কি 'ইনসান' আছে? এরা জানোয়ার। এরা সারারাত ধরে চলবে আর আমরা খাড়া থাকবো।'

আমি বললাম, 'ড্রাইভার সাব থোরা মেহেরবানি করে আপনও এগিয়ে পড়ুন; আমরা পিছনে আছি।' যাইহোক, ওপাশের অল্প একটু বিরতির মাঝে আমাদের কনভয় শুরু হল। ওপাশে এসে দেখি যত ট্রাক পার হয়েছে তখনও দ্বিগুণ দাঁড়িয়ে গ্রাণ্ড-ট্যাঙ্ক রোডে।

*

..চায়ে চুমুক দিয়ে ট্রাক ড্রাইভারটিকে বললাম, 'মনে হয় কলকাতা থেকে প্রতিদিন পাঁচ-ছশো ট্রাক চলাফেরা করে, তাই না?"

ট্রাক ড্রাইভার তখন সিঙ্গাড়াটি চামচ দিয়ে আধখানা করছিলেন। চাটনি সহযোগে গালে পুরলেন, চায়ে চুমুক দিয়ে আওয়াজ তুলে বললেন—'কি বললেন, পাঁচ-ছশো! কমসেকম পঁচিশ হাজার ট্রাক হররোজ কলকাত্তাসে যানা আনা হয়।'

আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। এত ট্রাক কলকাতা থেকে যাতায়াত হয় জানতাম না তো। আপনারাই কি জানেন? শুনলাম আজকাল ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে ট্রাকেই সারা ভারতে যে কোন স্থানে মালপত্র প্রেরণ করা হয়। ট্রেনে প্রেরণে যথেষ্ট বিলম্ব হয়, অসুবিধা হয় আদান প্রদানের কাজে। কিন্তু ট্রাক আপনার বাড়ি থেকে মালপত্র তুলে বাড়িতেই পৌঁছে দেবে। অবশ্য মূল্য কিছু অতিরিক্ত পড়ে।

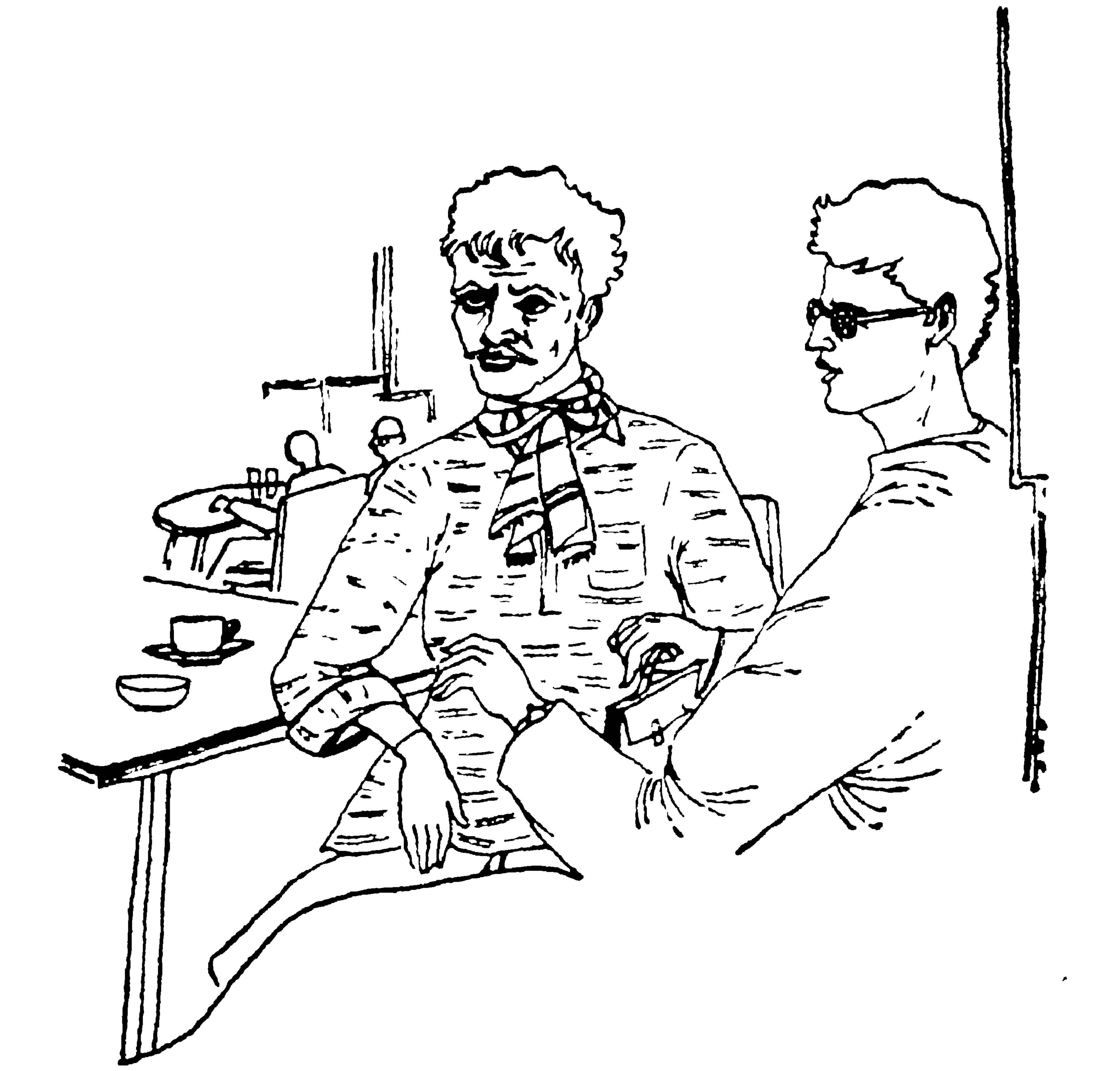

দেখলাম ধুলিধুসর রুক্ষ চুল, গলায় মাফলার জড়ানো

আমি দেখছিলাম ট্রাক ড্রাইভারটিকে। লম্বা, ধুলিধুসর রুক্ষ চুল, গলায় মাফলার জড়ানো। কালো স্ট্রাইপের শার্ট খাকী প্যান্টের ওপর ঝোলানো। চোখে-মুখে ক্লান্তি, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট। অথচ চোখ দুটি স্বচ্ছ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কিছুদিন হতে ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হয়েছিল। গ্রাণ্ডট্যাঙ্ক রোডে ওই দানব ট্রাকগুলি যখন পাশ কাটিয়ে যায় তখন কোন্ না ছোট গাড়ির চালকের স্টিয়ারিং ধরা হাত অল্প একটু কেঁপেছে। ওরা মদ খায়। মাতাল হয়ে চালায় শুনি। ওরা যদি কোন কিছু বাধা পায়, মানে না। সোজা তার উপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়, শুনি আমরা। পথের মাঝে খানাখন্দে ওই ট্রাক-ড্রাইভাররাই ট্রাক উলটে মারা যায়, আমরা শুনি। বন্য মত্তহস্তীর মতো হাঁকায়, এসব আমাদের জানা। আরো যা জানা [illegible] জানার জন্য আমার মন কৌতূহলী [illegible]। আমি ঘোরাফেরা করছিলাম ওদের [illegible] অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। হাওড়া পুলের আশেপাশে, বিবেকানন্দ রোডের ধারে, চিৎপুরের পাশে, বড়বাজারের মাঝামাঝি আসাযাওয়া হল। ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে মারোয়াড়ী ও শিখেদের একচ্ছত্র অধিকার দেখি। কিছু বাঙালী ব্যবসায়ী আছেন। ট্রান্সপোর্টের অফিসগুলিতে রেটের কোন বলাই নেই। সাধারণত এই সব জায়গায় ঘোরাফেরার সময়ে নিজেকে লেখক হিসেবে বিন্দুমাত্র পরিচয় দেওয়া যায় না, কারণ লেখকের কাছে কোন কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে এসে মানুষ মাত্রই কিছু বাড়িয়ে বলবেন। অতএব আমার কিছু আসবাবপত্র ট্রাকে করে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

কয়েকটি রেটকার্ড ও কার্ডের আমার ব্যাগ অধিকারী হল। হাওড়া ব্রীজের মুখোমুখি একটি ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে পথে নেমেছি। একজন ট্রাক ড্রাইভার ডাকলেন—"শুনিয়ে।"

—ফিরে দাঁড়ালাম—

"আপনার সামান কোথায় নিয়ে চলবেন?"

হেসে বলি, লক্ষ্ণৌ।

সে আর একটু কাছে এগিয়ে এল। চুপি চুপি বললো, 'আমি আপনার সামান ঘর থেকে উঠিয়ে দেবো। শস্তাপিয়া দেবেন।'

একজন ট্রাক ড্রাইভার পিছন থেকে ডাকলেন, শুনুন

ট্রান্সপোর্ট আফিসের ক্লার্কটি জানালো পাঁচশো টাকা। ড্রাইভার জানালো একশো টাকা! স্বভাবতই একটু কৌতূহলী হলাম। বললাম—'আপনার সাথে কথা আছে। আসুন একটি দোকানে বসে চা খাই আপত্তি নেই তো!

"চলিয়ে।"

চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। একটি ছোট লরি পিছন থেকে হর্ন দিল। সে অবজ্ঞাসূচক একবার পিছনে চাইলে—একটা শব্দ উচ্চারণ করে বললে—'শালা উসার তাগ্! কেন জ্বালাচ্ছিস।'

আমি বলি, 'সে কি মশাই, পথ ছেড়ে দেওয়া তো আমাদেরই কাজ।'

সে বললে—'বেঙ্গল বডি ট্রাককে রাস্তা ছেড়ে দেবে পাঞ্জাব বডিট্রাকের ড্রাইভার? দেখ লাড়িয়ে! শালা, গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য কথা শুনি। বলি 'সে আবার কি জিঃ। পাঞ্জাব, বেঙ্গল বডি, কি সেটা?'

সে বললে, 'ওই দেখুন পাঞ্জাবমেড বডি, সেগুলি আপনারা বলেন দৈত্য। আরো আছে হাফ পাঞ্জাব বডি। কলকাতার রাস্তায় যে লরি চলছে বাস সেগুলি বেঙ্গল বডি।'

এরপর চিৎপুর রোডের পাঞ্জাবী দোকানে এসে আমরা বসলাম। চা ও সিগারেটের যথোপযুক্ত আপ্যায়ন হল।

সে একটু লজ্জিত হয়ে বললো, 'এসব কেন, এসব কেন?

আমি বলি, 'লিজিয়ে, খাইয়ে। কেয়া বাত?'

সে চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'এখানে চায়ের দাম কত? দুয়ানা, নেহি? কিন্তু গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোডের সরাইখানা এক কাপ চায়ের দাম আট আনাসে দেড় রুপিয়া যাচ্ছে।'

"কি বলছেন? সে কি চা?"

'হাঁ, সে চা পিলে নিদ আসবে না। ট্রাক চালাতে চালাতে আপনার যদি নিদ আসে, কোন সরাইখানার রুকে বোলে দেখন—'দেড় রুপিয়াকে চা বানাও। বাস, নিদ্‌টিদ সব ছুটে যাবে' ওই সরাইখানার চাওয়ালারাই তো হামাদের জিম্মাদারী।'

"দেড় টাকার চা খুব স্ট্রং বুঝি?"

"না, খুব কড়া কিছু নয়। তবে নানা মসলার বানায়। চা পিয়ে আপনি রাত ভোর 'ড্রেরাইভ' করতে পারেন। আঁখ বিলকুল পাথর হয়ে যাবে।"

একটু থেমে বললে—'আফিম-টাফিম থাকে বোধ হয়।'

'আপনাদের খুব ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই না?'

'বহুৎ......সারা হিন্দুস্তান ঘুমেছি। কোত জায়গাসে মাল নিয়ে এলাম। দিয়ে এলাম। এই-তো সেদিন আসাম থেকে এক সার্কাস পার্টির তিনঠো হাঁথি নিয়ে এলাম ট্রাকে চড়িয়ে।'

"তিনঠো হাতি নিয়ে এলেন?"

"কেন! কি আছে। আমার পাঞ্জাব বডি টারাক তিনঠো কেন পাঁচঠো হাঁথি আনতে পারে।...হাঁথির বাপ আছে!"

আমি হেসে ফেলি। বলি,—"তাই বুঝি তোমরা মদমত্ত হস্তীর মতো ট্রাক চালাও। ট্রাক চালাতে হলে আকণ্ঠ মদ বুঝি পান করতেই হয়! এত অ্যাকসিডেন্ট হয় কেন?'

মুহূর্তে সে গম্ভীর হয়ে গেল। বললো—"তোমরা কি মনে কর? সরাব পিয়েই আমরা আকসিডেন করি? এ কথা তুমি জান না, অনেক টারাক ড্রেরাইভার সরাব ছোঁয় না। আর সরাব না পিলে শরীরে তাগৎ আসবে কি করে। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সরাই-খানায় লোভ কম? মেয়েগুলো ড্রেরাইভার-দের ধরার জন্য ওৎ পেতে আছে। কত কষ্টে হামরা নিজেদের জান বাঁচাই জান? আক্‌সিডেন কেন হয় বলতে পার?"

"কেন?"

"ট্যারান্সপোর্ট সাবদের জন্য—আমবা ড্রেরাইভাররা যত জলদি টিরিপ খতম করি না, ওরা আমাদের আরো জলদি চলতে হুকুম দেয়। জলদি টিরিপ হলে ওরা পয়সা যাদা কামাবে। হামাদের নোকরিও ঠিক থাকবে, বাল-বাচ্চা বাঁচবে। হামরা রাতে ঘুমোই না, দিনভি না। এসপেশাল চা পিয়ে পিয়ে রাতভোর ঠিক চালাই, দিনভোর চালাই। তবু সাব, হামরাও মানুষ আছি, হামাদেরও নিদ আসে। নিদ এলেই লড়িয়ে দিই। হামরাইতো খতম হই।...সাহেব সরাব পিই; সরাব না পিলে চালাতে পারি না ঠিক। গায়ে তাগৎ আসে না। তবু হামাদেরও জানের মায়া আছে! হামাদেরও বিয়ে-শাদী, বাল-বাচ্চা আছে! আমরা বেহুঁশ হয়ে হাঁকাই না।...একথা যারা বলে তারা কুছু জানে না।"

একটু থেমে বললো—"হামাদের এক একটা ট্যারাকের দাম কোত জানেন—পঁচিশ-তিশ হাজার রুপিয়া। হামার গাড়ি লোলান্ড আছে—যাদা দাম। ই গাড়িকি কটসে লড়িয়ে দিতে পারি?...সাব, আপনার সামান কোথায় উঠিয়ে লেগো ঠিকানা দিন। জলদি পৌঁছিয়ে দেবো।'

আমি একটু থেমে বলি—'আপনি যে আমার জিনিসপত্রগুলি লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেবেন আমার রসিদ দেবেন? ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কর্তারা জানবেন তো?'

ট্রাক ড্রাইভার চিৎকার করে উঠলেন—'আমি আপনাকে লিখে দেবো। সবই কি কর্তারা জানবে। সব কামের হিসাব দিতে হবে নাকি। রাস্তায় কোত খরচা আছে... পুলিসকে কুছু খানা খাওয়াতে হয়। এ সব পয়সা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী দেয়? হামাদের পথে কোত বিপদ হয়—জানেন সাব—আজ পোনরা বরষ টারাক হাঁকাই, তার আগে পাঁচ বরষ ক্লিনার ছিলাম। টারাক সাফ করেই ড্রাইভার হতে হয়।'

আমি জানতে চাই সকল ট্রাক চালকের এই রকম পরিবর্তন হয় বুঝি?

'হামেশাই'—একটু থেমে বললে,—

"আমাদের জীবনে কি আছে বলো সাব। আজ এখানে, তিনদিন পরে অন্য কোন শহরে। দিল্লী, বোম্বাই, আগ্রা, কলকাত্তা দুবাজা হচ্ছে। সারা হিন্দুস্থান ঘুমছি। যা কিছু দোস্ত বল, আসিস্টেন বল সবই ওই ক্লিনার। যা কিছু দুখ বল, আনন্দ বল ওই ক্লিনারই হামাদের সাথী।

"ড্রাইভার সাব তুমি শাদী করেছ?"

সে হেসে বললে—"শাদী তো হয়েছে, কিন্তু ঘর যানার টাইম কোথায় হয়। এই শালা রুপিয়া কামাতে এসে। টাবাকের আওয়াজ শুনে বহু হামার জানলায় এসে খাড়া হয়—আমি জানি—শুনতে পাই কেলোয়ারীর আওয়াজ, দেখতে পাই আঁখি পানি, শ্বাস নিলে ওর গায়ের গন্ধ পাই। বুঝি তার কষ্ট। তবু আমি টাবাক নিয়ে দৌড় লাগাই।...এ দুনিয়া রুপিয়ার সাব। বহুৎ জরুরৎ রুপিয়ার।'

আমি বললাম,—"তোমাদের ইন্টার-প্রভিন্স যাতায়াতকারী পাঞ্জাব বডি ট্রাকের পিছনের সিটে একটি মানুষের ভালোভাবে শোবার মতো স্থান আছে আমি দেখেছি। বহুকে সাথে রাখ না কেন?'

সে জিভটিভ কেটে বললে—'নেহি সাব, আয়সা কভি নেহি হোতা, হামার বহু গাঁও মে আছে। হামার বুড়া বাপ মা আছেন, ভাই-বহিন আছে, হামার লেড়কা আছে—এই, এইটুকু। হামার বহু সংসার দেখে। আমি তাকে কি করে আনবো। রুপিয়া কামাই। ভেজ দিই—মাস' ওরা সুখেই আছে।" হঠাৎ কথা থামিয়ে ড্রাইভারটি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। (তোমাকে এতসব কথা বলছি কেন! তোমার বাড়ির ঠিক না বল। কাজের কথায় এস। তোমার জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ।) আমি ওর মুখে শেখা কথাগুলি পড়তে পারলাম।

তখনো নানা প্রসঙ্গে চলতে উঠতে লাগলাম। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—'হামার সময় হয়েছে এবার উঠবো। পাটনায় হোটেলে টিফিন দিতে হবে আজই।' তারপর হেসে ফেললো। বললো—"তুমি আসলে হামার কাছে গল্প শুনতেই চাও মনে হচ্ছে। 'সামান' অফিসে পৌঁছে দেওয়া তোমার ঝুটাবাৎ।

আমি স্বীকার করলাম। তাকে আশা দেওয়ার জন্য মাপ চাইলাম। বিল মিটিয়ে দিয়ে পথে নামলাম।

পথে নেমে ও আমার হাতটা চেপে ধরল—তুমি কাহানীকার আছো! হামাদের সাথে কয়েকবার বেরিয়ে পড় সাব, অনেক জিনিস দেখতে পাবে। হামাদের নিয়ে লিখো।'

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বিবেকানন্দ রোড ধরে পশ্চিমমুখো এগিয়ে গেল।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আজও যখন আমরা চলি, ওই ভয়ংকর ট্রাকগুলি দেখে সভয়ে ব্রেক চাপি। ওদের ওপর প্রসন্ন হতে পারি না। ওরা কিন্তু আপন মনে চলে, সারা ভারত চলে। কয়েকটি ঘণ্টার আশ্রয়, বাসা বাঁধে—মরুদ্যান। পথের ধারের সরাইখানাগুলিতে। দানাপানি খেয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম শেষে নব উদ্যমে চলা শুরু হ এক সাথে। গতি ওদের পায়ে বাঁধা। ওরা যেন মরুভূমির বুকে আরব ব্যবসায়ীর দল—আধুনিক যুগের ক্যারাভান।

নূতন বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশের বিনম্র অভিবাদন

মনিহারী

বনফুল ॥ ৪·০০ ॥

অ্যাসমান্ত চটান্দ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০

একশ বছরের চটশিল্প সর্বপ্রথম উপাখ্যান রূপ পেল। পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যে প্রকাশিত হলে পড়ে যেত। বাংলার পাঠকজনও পিছিয়ে নেই।

= নতুন বই =

রক্তবল্লরী ॥ ৪·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ শক্তিপদ রাজগুরু

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি
বিবেকানন্দ মুখো ॥ ৬·০০ ॥

দেহলিদিগন্ত ॥ ৩·৭৫ ॥
কাহিনীপ্রচয় ॥ রমাপদ চৌধুরী

পরম্পরা ॥ ৪·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নিষিদ্ধ এলাকা ॥ ৩·০০ ॥
নারী-কয়েদীর কথা ॥ কালপুরুষ

শেষ দরবার (২য় মুঃ)
উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥

দণ্ডক-শবরী (২য় মুদ্রণ)
উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)
১ম পর্ব ৪·০০ ॥ ২য় পর্ব ৫·০০ ॥
একত্রে ৯·০০

মিলারেপা ॥ ৪·৫০ ॥
মহাজীবনী ॥ বিভূপদ কীর্তি

নীলকণ্ঠী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·৫০ ॥

এই দিকপাল লেখক পঞ্চাশের বেশি বই লিখেছেন। কিন্তু এমন সর্বকাল-জয়ী দুঃসাহসিক সুবৃহৎ উপন্যাস এই প্রথম।

লোমহর্ষক সমাজ-বিপর্যয়ের কথা
আমরা কোথায় চলেছি? ॥ ৪·৫০ ॥

পৃথিবীর নৃশংসতম খুনী
আইখম্যান ॥ ৩·০০ ॥

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার (২য় মুঃ) ॥ ৭·০০ ॥

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য-উপন্যাস
ঝিকিমিকি জোনাকি ॥ ২·৭৫ ॥

চিরঞ্জীব সেনের রোমাঞ্চক কাহিনী
গুপ্তচর ॥ ৩·০০ ॥

অবধূতের অভিনব উপন্যাস
ফক্কড়তন্ত্রম্ (১ম পর্ব) ॥ ২·৭৫ ॥
ফক্কড়তন্ত্রম্ (২য় ও ৩য় পর্ব) ॥ ৩·৭৫ ॥

পরিমল গোস্বামীর রম্যরচনা
দ্বিতীয় স্মৃতি ॥ ৫·৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবিচিত্রা
বহুবিচিত্র (২য় মুঃ) ॥ ৬·০০ ॥

প্রমথনাথ বিশীর রম্যরচনা
কমলাকান্তের জল্পনা ॥ ৩·৫০ ॥

মনোজ বসুর মধুর উপন্যাস
রাজকন্যার স্বয়ম্বর ॥ ৩·৭৫ ॥

শৈলজানন্দের নবীনতম উপন্যাস
রূপং দেহি ধনং দেহি ॥ ৩·২৫ ॥

তারাশঙ্করের অনবদ্য উপন্যাস
কান্না (২য় মুঃ) ॥ ৬·৫০ ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রম্যরচনা
পথ-চলতি ॥ ৪·৭৫ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের বিচিত্র উপন্যাস
শর্বরী (২য় মুদ্রণ) ॥ ৫·৫০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং ॥ ৪·০০ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুলন উপন্যাস
তিন প্রহর (২য় মুঃ) ॥ ৩·২৫ ॥

গ্রন্থপ্রকাশ
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সাহিত্য সংবাদ

বিদূর

সাহিত্য পুরস্কার : ১৩৬৯

কেউ কেউ বলেন, সাহিত্যের স্বীকৃতি স্বদেশে হলে যত বিদেশে হলে তত নয়। কারণ, যিনি যে-দেশে যে-সমাজে বসে তাঁর সাহিত্যরচনা করছেন তার যোগ্য বিচার সেই সমাজের মানুষ যতটা করতে পারে অন্যে ততটা নয়। এই যুক্তি একেবারে বাতিল করা বোধহয় উচিত হবে না। সম্প্রতি দেখলাম, কলকাতার কয়েকটি পত্রিকা প্রতি বৎসরের মতন এবারও তাঁদের সাহিত্য-পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কারকে সরকারী পুরস্কার অপেক্ষা হীন মনে করার কারণ নেই। প্রসঙ্গত বলা উচিত, গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার কয়েকটি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা স্বদেশীয় সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছেন।

এ বছরে—অর্থাৎ ১৩৬৯ সালের পুরস্কার নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে :

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে প্রফুল্লকুমার পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ও সুরেশচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকালিদাস রায়। প্রত্যেকটি পুরস্কারের সম্মান-দক্ষিণা ১০০০্ টাকা।

"অমৃতবাজার" ও "যুগান্তর" পত্রিকার তরফ থেকে মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার পুরস্কার শ্রীবুদ্ধদেব বসু। এই পুরস্কার দুটিরও সম্মান দক্ষিণা ১০০০্ টাকা করে।

"মৌচাক" পত্রিকা শিশু-সাহিত্যের জন্যে এবারে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে পুরস্কৃত করেছেন। পুরস্কার-এর সম্মানমূল্য ৫০০্ টাকা।

"উল্টোরথ" মাসিক পত্রিকা কবিতার জন্য পুরস্কার দেন। বর্তমান বছরে শ্রীউমা দেবী উক্ত পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারের সম্মানমূল্যও ৫০০্ টাকা।

আমরা পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই অভিনন্দন জানাই।

হাসির লেখা

কেউ কেউ আমায় বলেছেন কিংবা বলা যায় উপদেশ দিয়েছেন, অত কথা লেখেন মশাই, একটু-আধটু হাসির বিষয় লেখেন না কেন? সাহিত্য কি হাস্যরস বাদ দিয়ে? বাংলা সাহিত্যের এই গোমড়ামুখ দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। দয়া করে মাঝে মাঝে এমন কিছু লিখবেন যাতে দু দণ্ড মন খুলে হেসে হাসতে পারি।

আমার প্রতি কোনো কোনো পাঠকের [illegible] উপদেশ আমি সবিনয়ে পাঠ করেছি। [illegible] মানা নেই, বাল্যকাল থেকেই [illegible] উপদেশ এবং দৈবঔষধ দুইই সবিনয়ে হাত পেতে নিতে হয়, তারপর আড়ালে ফেলে দিতে হয়।

আমায় যাঁরা হাস্য-রসের যোগান দিতে বলেছেন মাঝে মাঝে, তাঁদের উপদেশ কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে আড়ালে আবর্জনায় ফেলে দিচ্ছি না; পরিবর্তে এক প্রতিষ্ঠ হাস্য-রসিকের লেখা থেকে কথা ধার নিয়ে কিছু উপদেশ বিতরণের চেষ্টা করছি।

প্রথমত বলি এই হাস্যরসিক ব্যক্তিটির নাম জর্জ মাইকস। হাস্যরসাত্মক শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি একটি ইংরেজী (বৃটিশ) সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি হাস্যরসাত্মক লেখা লিখে যাচ্ছেন।

তাঁর যে লেখাটির সারাংশ আমি গ্রহণ করতে মনস্থ করেছি তার শিরোনামা এই রকম : "কি করে কোনও লেখককে চটাতে হয়" বলা বাহুল্য এটি তাঁর এবং আমার উপদেশমূলক লেখা।

মাইকস প্রথমে বলেছেন : আমার এবার-কার বক্তৃতার বিষয় হবে—কি করে লেখকের জীবন অসহ্য করে তোলা যায়। কাজটা একেবারেই কষ্টকর নয়। কোনো পাঠক যেন মনে না করেন, আমি একা আমার আর কতটুকু সাধ্য! একাই একশোর মতন কাজ করা সম্ভব।

আমার উপদেশ হচ্ছে পাঁচটি।

(ক) প্রথম উপদেশ ॥ সরাসরি নিজে গিয়ে লেখকের সঙ্গে দেখা কর। লেখকদের কাছে গিয়ে হামলা করলে তারা তোমায় হঠাতে চাইবে। তুমিও সহজে হটবে না। তবে কি, লেখকদের কাছাকাছি গেলে তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। লেখকমাত্রই দর্শককে হতাশ করে।

(খ) দ্বিতীয় উপদেশ ॥ যদি লেখকের সঙ্গে সশরীরে গিয়ে দেখা করা না যায় তবে চিঠি লেখা শুরু কর। সব রকম চিঠিই লেখা যায়। তবে সেই সব চিঠিই জুতের হবে যদি সেই লেখকের কোনো বই থেকে দু-চারটে ভুল, দু-একটা প্রশ্ন তুলে তোমার চিঠিটা কায়দা করে লিখতে পার। চিঠিতে প্রশংসা থাকতে পারে, নিন্দা থাকতে পারে, থাকতে পারে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এমন কি লম্বা-চওড়া উপদেশ। গালাগাল যদি দিতে চাও তাও দিতে পার তবে সামলে। তেমন তেমন জায়গায় সরাসরি কিছু টাকা চেয়ে পাঠাতে পার। সাহায্য অথবা [illegible] তবে লোক বুঝে—এবং লেখকের বইয়ের কাটতি বুঝে, তোমার অর্থের পরিমাণ স্থির করতে হবে।

(গ) তৃতীয় উপদেশ ॥ তোমার পাণ্ডুলিপি—মোটা মোটা পাণ্ডুলিপি—লেখকটিকে রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে শুরু কর। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে-চিঠিটা লিখবে—তাতে লিখে দিও, "আমি, আপনার মতন করে লেখবার চেষ্টা করেছি। দয়া করে শুধরে দেবেন।". লেখকরা যখন অন্যকে তাঁর মতন করে লিখতে দেখেন তখন তাঁদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

(ঘ) চতুর্থ উপদেশ ॥ যে-লেখককে তুমি চটাতে চাও তাকে বার বার কোনো সভায় বক্তা করে নিমন্ত্রণ জানাও। দমে গেলে চলবে না। কেননা, যে-লেখক সভায় বক্তৃতা করতে আসে সে বেচারী একবার এসেই বুঝতে পারে সভার উদ্যোগকারী থেকে সভাপতি সবাই তাকে অপমান করেছে। আরও উত্তম হয়, যদি লেখকটিকে সভায় ডেকে—এমন এক সভাপতি ছেড়ে দাও, যিনি প্রথমেই তাঁর ভাষণ শুরু করবেন এবং সভা সমাপ্তির সামান্য আগে ভাষণ শেষ করবেন।

(ঙ) পঞ্চম উপদেশ ॥ স্বাক্ষর সংগ্রহ। তোমার বই ছবি চিঠি অটোগ্রাফ খাতা যা আছে— একে একে সবই লেখকের কাছে নিয়ে গিয়ে ধর, এবং বল—এটাতে আপনার একটা সই দিয়ে দিন। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই চাওয়া। টুকরো কাগজের মজা এই যে সেটা থাকে না এবং লেখক তা বিলক্ষণ জানেন।

মাইকস-এর এই উপদেশ কটি, আমার ধারণায় যে কোনো লেখককে রীতিমত বিপর্যস্ত করতে পারবে। এবং আমার উপদেশ বাঙালী পাঠকরা ইচ্ছে করলে একবার হাতে-কলমে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। (তবে সত্যিই যেন কোনো পাঠক এমন কাজ না করেন।)

আর বলা ভাল এর কোনো উপদেশই যেন আমার প্রতি প্রয়োগ করা না হয়। কেননা স্বভাবতই আমার আরার অন্য রকম উপদেশ আছে যা লেখকদের দেওয়া যায় শুধু।

সাহিত্যে অসাধুতা : আরও একটি নিদর্শন

মাননীয় বিদুর সমীপেষু,

গত ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩-র সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় "সাহিত্যে অসাধুতা"র আরেকটি দৃষ্টান্ত পাঠ করে বিস্মিত হলাম। আমরা জীবনী গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মণি বাগচির আরও কয়েকটি অসাধুতার নিদর্শন আপনার বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠালাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]

[illegible]

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ১৩৬৪ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৬৫ সনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মণি বাগচীর লিখিত "বাংলা সাহিত্যের পরিচয়" গ্রন্থের মধুসূদন সম্পর্কিত অধ্যায়ের ১৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাগচী ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের অনেক অংশ উদ্ধৃত চিহ্ন ব্যতীত এবং প্রবন্ধকারের নামোল্লেখ ব্যতীত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলিত ভাষায় লিখিত ক্রিয়াপদগুলি শ্রীযুক্ত বাগচী সাধুভাষায় রূপান্তরিত করেছেন।

ক ॥ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: "মধুসূদনের স্বরূপ পরিচয় নিহিত আছে তাঁর জীবনব্যাপী কবি-প্রস্তুতি ও কাব্য সাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি হবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সমস্ত ভুল ভ্রান্তি, পিতা মাতার অবাধ প্রশ্রয়, উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারিতা, মাত্রাহীন ভোগবিলাস ... খেয়ালী মেজাজ, গর্বিত আত্মপ্রত্যয় ও করুণ আত্মনিবেদন—সবই তাঁর কবি পরিণতির সোপান। তিনি নবযুগের কবিপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যে রূপ দেবার জন্য যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন, এ সবই তার সমিধ ও ইন্ধন।" (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা : পৃঃ ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য। ৩০শে চৈত্র, ১৩৬৪)

মণি বাগচী: "মধুসূদনের স্বরূপ পরিচয় নিহিত আছে তাঁহার জীবনব্যাপী কবি প্রস্তুতি ও কাব্য সাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি হইবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, পিতা-মাতার অবাধ প্রশ্রয় উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারিতা, মাত্রাহীন ভোগবিলাস ... খেয়ালী মেজাজ, সুগভীর পাণ্ডিত্য ... আত্মপ্রত্যয় ও করুণ আত্মনিবেদন—সবই তাঁহার কবি পরিণতির সোপান। তিনি নবযুগের কবিপ্রতিভাকে বাংলা সাহিত্যে রূপ দিবার জন্য যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন এ সবই তাহার সমিধ ও ইন্ধন।" (বাংলা সাহিত্যের পরিচয় পৃঃ ১৪৪ : প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত প্রবন্ধের প্রায় কয়েকটি অংশ শ্রীযুক্ত বাগচী নিজের নামে বলে চালিয়েছেন।

শুধু তাই নয় আরও আছে। শ্রীযুক্ত কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত নবীনচন্দ্র সেনের "প্রভাস" কাব্যের (৪র্থ সংস্করণ : ১৩৬৩) একাধিক অংশ (পৃঃ ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত মণি বাগচী উক্ত গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় বেমালুম নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন।

খ ॥ কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : "উনবিংশ শতকের যুগবৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য প্রবণতার স্বাক্ষর তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ মানবীয় আদর্শ, মানবের রহস্যময় অন্তরের সন্ধান, মানুষের সত্য সৌন্দর্যময় বাস্তব-জীবনের ইতিহাস প্রধান। ইংরেজশাসনের পূর্বে যে মঙ্গলকাব্য, সেখানে অন্ধ বিশ্বাসে মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া দেবত্বকে স্থান দেওয়া একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।"... ("প্রভাস" কাব্যের ভূমিকায় পৃঃ ৯-১০, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৬৩)

মণি বাগচী : "উনবিংশ শতকের যুগবৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য প্রবণতার স্বাক্ষর তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

"উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ মানবীয় আদর্শ, মানবের রহস্যময় অন্তরের সন্ধান, মানুষের সত্য সৌন্দর্যময় বাস্তব জীবনের ইতিহাস প্রধান। ইংরেজশাসনের পূর্বে যে মঙ্গলকাব্য, সেখানে অন্ধ বিশ্বাসে মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া দেবত্বকে স্থান দেওয়া একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।" (বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পৃঃ ১২৫, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৫)

বিভিন্ন উদ্ধৃতির ফলে চিঠিটি কিছুটা দীর্ঘ হল। কিন্তু তথাপি আপনার বিভাগে প্রকাশের জন্য এই চিঠি না পাঠিয়ে পারলাম না।'

রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

॥ বাক-সাহিত্যের নতুন বই প্রকাশিত হল ॥

শংকর-এর

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

'ভাগ্যবানেরা এ সংসারে কেবল যোগ করেন আর ভাগ্যহীনরা বিয়োগ। নিতান্ত সৌভাগ্যবানদের জন্য গুণ আর অভাগাদের জন্যে কেবলি ভাগ'—গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখকের উক্তি।
শাজাহান হোটেল সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক 'চৌরঙ্গী'-এর পরে অনেক চাঞ্চল্যকর খবর পাবেন। দাম ৪.৫০

শংকর-এর অপর দুটি সার্থক রচনা

চৌরঙ্গী ১০·০০ এক দুই তিন ৪·০০

উভয় বইয়েরই ৬ষ্ঠ সংস্করণ চলছে

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** ৩য় সংস্করণ ৪.০০

শ্রীনিরপেক্ষ এর **নেপথ্যদর্শন** ৭·৫০

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আলোড়ন এনেছে

দু'খানি নতুন উপন্যাস

সুন্দরবনের পটভূমিকায় ... কাহিনী | ভালবাসা কি? তার সার্থকতা ভোগে না ত্যাগে?

বনহরিণীর সংসার — দক্ষিণারঞ্জন বসু ৩.৫০

অগ্রজ — সমরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·০০

বিনয় ঘোষ **সুতানুটি সমাচার** ১২.০০ **বিদ্রোহী ডিরোজিও** ৫·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগী **সৈনিক** (নাটক) ২.৫০ **বিদেহী** (৩য় সং) ২·৫০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **জলভ্রমি** ৩·০০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের **চীনের ড্রাগন** ৩·৫০

নীলকণ্ঠের **ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে** (২য় সং) ৩·০০

জরাসন্ধের তিনখানি

মসিরেখা — শিশু-কয়েদীদের জেল ও তার অধিবাসীদের অপূর্ব উপাখ্যান। ২য় সংস্করণ। ৯·০০

পাড়ি — মনের গহন গোপন রহস্যের আশ্চর্য উন্মোচন। ষষ্ঠ সংস্করণ। ৩·৫০

আশ্রয় — কাহিনী অভিনব, বিন্যাস অসাধারণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বিস্ময়কর। ৪র্থ সংস্করণ। ৩·৫০

বাক-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পুস্তক পরিচয়

কলংকিত জীবন ও প্রেম : একটি ছোট উপন্যাস

নিশিপদ্ম—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

রাত্রির হাটে যারা দেহ বিক্রি করে, তাদের ব্যবসার জমিতে ভালবাসা যেন আগাছা। এই নিষ্ফলা আগাছা ওরা নির্মমভাবে উপড়ে ফেলে দেয়। ওদের জীবনের পাঁকে কখনও প্রেমের পদ্ম ফোটে না। পতিতা কাঞ্চনমালার জীবনে কিন্তু প্রেমের "নিশিপদ্ম" ফুটেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন নাতিদীর্ঘ উপন্যাস "নিশিপদ্ম"। কাঞ্চনমালা ও তার পাপ-ব্যবসায়ের বিষফল কন্যা মুক্তামালার কাহিনী লেখক এই গ্রন্থে রচনা করেছেন। কাঞ্চনমালার অন্ধকার জীবনে দিনের আলোর মতই এসেছিল এক অতিথি। দেবদূতের মত। তার কীর্তন শুনে পতিতা হল প্রেমিকা। প্রেমাস্পদরূপে সে তাকে পায়নি। কিন্তু গুরুপদে তাকে বরণ করে বহু যন্ত্রণা সয়ে সে মুক্তি নিল পাপের জীবন থেকে।

মুক্তামালাও যেন একটি নিশিপদ্ম। অন্ধকারের পঙ্ক থেকে তার জন্ম। তার জীবন পবিত্র হলেও জন্মপরিচয়ের কলঙ্ক তাকে পদে পদে বিড়ম্বনার সম্মুখীন করেছে। তা ছাড়া তার শোণিতকণায় রয়েছে ব্যাভিচারের বীজ। তাই সুন্দর সুস্থ জীবন চাইতে গিয়েও সে ভুল করল।

রসসিদ্ধ কাহিনীকার এই দুই রমণী-চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে গল্পটি পাঠকদের শুনিয়েছেন, তার স্বাদ আলাদা। বৈষ্ণব প্রেমসাধনার সহজিয়া মরমী রসের স্পর্শ এই কাহিনীতে যেমন রয়েছে তেমনি এতে আধুনিক নাগরিক জীবনের উন্মার্গগামিতার রূপটিও বিধৃত। দুই পরস্পর-বিরোধী জীবনধারার রূপ, রঙ ও রসে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস তারাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

অল্পপরিসর এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের নিজস্ব রচনাশৈলীর ছাপটি সুস্পষ্ট। মুক্তামালার চরিত্র-কল্পনাটি সুন্দর, অভিনবও বলা চলে। কিন্তু কলঙ্কিত জন্ম-পরিচয়ের জন্য তার যে-সব দুর্ভোগ, তার মধ্যে নতুনত্ব নেই। ছাত্রীজীবনে এ ধরনের পিতৃপরিচয় হীনা মেয়েদের যে লাঞ্ছনা সইতে হয় তা আজকালকার মামুলী চলচ্চিত্রের কাহিনীতেও দেখা যায়। তবে মুক্তামালার জীবনের পরিণতি যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কাহিনীর শেষে যে উদারহৃদয় সংগীতজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে সে এসেছে, তার চরিত্রটিও পাঠকদের অতি-পরিচিত। আর নৃত্যপটিয়সী রূপে মুক্তামালার যশোলাভ শিল্পসম্মত কিনা, তা নিয়ে বিচারের অবকাশ আছে। (১০০।৬২)

সমুদ্র অনেক দূর—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬। দাম—৩, টাকা।

মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে বহুবার সিদ্ধকাম, আজকের পাঠকমাত্রই তা জানেন। তা ছাড়া, আজকের বাংলা সাহিত্যে য সফল কয়েকজন লেখকের মধ্যেও এ-লেখক যে রচনা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কী পরিমাণে সার্থক তাও কারো অবিদিত নেই। তাঁর বর্তমান উপন্যাস 'সমুদ্র অনেক দূর'-এ এই মূদি থেকেই তাঁর সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে কিংবা এক কথায় বলা যায়, যে বিশেষ দুটি গুণের জন্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঠক মহলে সমধিক পরিচিত, এ উপন্যাসে তার যথাথ সমন্বয় ঘটেছে বলে এ গ্রন্থটিকে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত কর চলে।

বর্ণনা দিয়ে এর কাহিনী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব, কেননা এ উপন্যা শুধুই কাহিনী নয়। লেখকের সাহিত্য কর্মের সংগে যার পরিচয় আছে তিনিই এ কথা স্বীকার করবেন। বধূর ভালবাস আর নবনারীর প্রেমে কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তবু যে এ দুয়ের সংঘাতে সুদাস ও নৃপতির মধ্যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে গেলো তার কারণ প্রথমটা সত্য হলেও দ্বিতীয়টা সত্য নয়, মোহমাত্র। জীবন এবং সংসারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা লেখকের মনে যে কী প্রবল এমন নিষ্ঠুর কাহিনীর কঠিন আবরণ ভেদ করেও তা সহজ আলোর মতো পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। এবং এইজন্যই এ উপন্যাস কারো কাছে শুধুমাত্র একটি কাহিনী বলে মনে হবে না তার চেয়েও বেশী, পাঠকমাত্রেই কাহিনীর মর্ম কথাকে একটি চরম সত্য বলে স্বীকার করবেন। ৫৯৩।৬২

গল্প সংকলন

মালঞ্চের রঙ। বিরাম মুখোপাধ্যা সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রা লিমিটেড, ২২ স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-১ ছ' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

আর একটি সংকলন গ্রন্থ। লেখক বাইশ জন—যাঁদের কৃতী লেখক বলতে দ্বিধা নেই আদিতে আছেন তারাশঙ্কর, অন্তে সমরে বসু। গল্পগুলি গুণের বিচারে সম পর্যায়ে না হলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য। আরে দু'তিনজন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন অনায়াস কারণে, কিন্তু হননি এবং "স্থানাভাব"-এর যুক্তি দেখিয়ে সম্পাদ যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ('স্থানাভাব' কথাটি প্রায় খাদ্যাভাবের মতে শোনায়; যোগ্যতা সত্ত্বেও যাঁরা বঞ্চিত হ এ ব্যাপারে তাঁদের জন্য দুঃখ হয়।) পরবর্ত কথা : যেসব কারণে একটি সংকলন গ্র

শ্রীশৈলজাপ্রসাদ দত্ত, এস-এম-ই প্রণীত

মোটর শিক্ষক (৮ম সং) ৪.৭৫
(পুলিস নির্দেশ ও ট্রাফিক সিগন্যালসহ)

সচিত্র ডিজেল ইঞ্জিন শিক্ষক ২.৭৫

সচিত্র বিদ্যুৎ ওয়্যারিং শিক্ষক ৩.৭৫

সচিত্র বিদ্যুৎ তত্ত্ব শিক্ষক ৪.২৫

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসু, এ-জি, ডবলিউ-আই কৃত

তাঁত ও রং ১০.৫০
(প্রচুর চিত্র সহ)

স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

সাধারণ পাঠকের চোখে লোভনীয় হয়ে উঠে। মালঞ্চের বহু যত্নের সবগুলিই উপস্থিত। ছাপা অত্যন্ত সুন্দর, বাঁধাই তদোধিক প্রচ্ছদটিও তৃপ্তিদায়ক। এক কথায় প্রকাশক কোনো ব্যাপারেই ত্রুটি রাখেন নি।

এখন বোধহয় সংকলনের যুগ, বাজারে সংকলন গ্রন্থের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু আমাদের ধরে নেওয়া উচিত শুধু-মাত্র ব্যবসায়িক সাফল্যের উদ্দেশ্যেই নয় অন্তত কোনো-কোনো সংকলন পরিকল্পনার পিছনে এক ধরনের সাধুতা থাকে। বর্তমান গ্রন্থ সম্পর্কেও সে রকম মনে না করার কোনো কারণ নেই।

সেই উদ্দেশ্য কি? বিভিন্ন ও ভিন্নধর্মী সাহিত্যজনের নির্বাচিত গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করে সম্পাদক কি প্রমাণ করতে চাইছেন, যা দিয়ে নির্দিষ্ট হবে এই সংকলনের বৈশিষ্ট্য। [illegible] থেকে জানা যায় [illegible] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা [illegible] গল্পের সংকলন।" বলা বাহুল্য, পাঠককে আকর্ষণ করার পক্ষে [illegible]।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী [illegible] দেশ বাঙলা [illegible] সামাজিক রাজনৈতিক ও [illegible] আমাদের [illegible] এই সময়ের সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষ্য উৎসাহী পাঠকমাত্রেই পরিচিত। সুতরাং [illegible] এই সময়ের প্রতিনিধি [illegible] পূর্ববর্তী [illegible] নেই [illegible] কিন্তু এই সংকলনের [illegible] রচনার সময় [illegible] সময়ের বা সময়োচিত প্রতিনিধিত্ব করে না। [illegible] 'এক পশলা বৃষ্টি' [illegible] ঘোষের [illegible] করা যায় [illegible] সংকলনের প্রতিটি গল্পই উচ্চমানের [illegible] লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

এ সংকলনের যে ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে তার দায় সম্পাদকের [illegible] ভূমিকায় [illegible] সম্পর্কে তিনি [illegible] অনেক কথা বলেছেন কিন্তু এই সংকলনের [illegible] প্রয়োজনীয় ছিল [illegible] সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। আশা করি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে তিনি বিশদ ও সতর্ক আলোচনা করবেন। ৩১।১।৬২

ভারতীয় গল্প সংকলন : বোম্মানা বিশ্বনাথম্। **প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।** ১১৯, **ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।** দাম—চার টাকা।

পূর্ববর্তী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রয়োজন একান্ত জরুরী। প্রয়োজনীয় বলেই অনুবাদকর্মটি যথার্থ রসাসিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়, নচেৎ ভ্রান্তিকর ধারণার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। যদিচ গল্প-উপন্যাসের অনুবাদকর্মটি একান্ত দুরূহ; অনুবাদকের ভাষাজ্ঞান, গল্পানুভূতি এবং স্থান ও পাত্র-পাত্রীদের আচার-ব্যবহার বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থটিতে তামিল, তেলুগু, কান্নাড়া, মালয়ালাম, হিন্দী, উর্দু, গুজরাতী মারাঠী, কাশ্মীরী, মৈথিলী, পাঞ্জাবী সিন্ধী, অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি চৌদ্দটি ভাষার বাছাই-করা গল্পের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। অনুবাদকের শ্রমস্বীকার প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর গল্পানুভূতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অপরিচ্ছন্ন হওয়ায় সমস্ত গল্প-কাহিনীর যথার্থ রসরূপটি ফোটে নি। অনেক গল্পগুলি অত্যন্ত নীরস স্বাদহীন ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই চৌদ্দটি ভাষার প্রসিদ্ধ লেখকদের উচ্চমানের অনূদিত গল্প [illegible] অস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হবে এবং হতাশ হতে হয়।

অনুবাদকের কাছে নিবেদন হল কোন গল্প [illegible] অনুবাদের পূর্বে তিনি [illegible] ভালো করে উপলব্ধি করে নেন যাতে অতঃপর পাঠকদের এমন বিভ্রান্ত ও হতাশ না হতে হয়। ১০।১।৬২

বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] ঘোষ। ইণ্ডিয়ান [illegible] প্রাইভেট [illegible] কলিকাতা ৭। [illegible]

[illegible] লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে [illegible] পত্রিকায় প্রকাশ [illegible] তিনটি নূতন প্রবন্ধ [illegible] বইখানি প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন [illegible] কেউ [illegible] হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর রচনার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সেই কারণে আলোচ্য বইখানি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বই-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

বইখানি [illegible]। বলতে পারি তথ্যের পরিমাণ কিছু কম হলে বই-এর মধ্যে পাঠকের চলা সহজ হত। কিন্তু তথ্যগুলির মূল্য এই কারণে যে, এগুলি যিনি দিচ্ছেন তিনি বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্তী কালের লোক এবং তথ্যগুলি এখন সহজলভ্য নয়। সেই কারণে তথ্য-প্রাচুর্য এই বই-এর অনন্যসাধারণ সম্পদ।

বঙ্কিমসাহিত্য-জিজ্ঞাসুরা বইখানি পড়লে উপকৃত হবেন। ৪২৫।৬২

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ (ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত) সচিত্র নূতন সংস্করণ ছাপা হইতেছে।

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দ) এইমাত্র বাহির হইল। সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস
দ্বিতীয় খণ্ড (ঊনবিংশ শতাব্দ) চতুর্থ সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস
তৃতীয় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৃতীয় সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস.
চতুর্থ খণ্ড (বিংশ শতাব্দ) সচিত্র নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে।

ভাষার ইতিবৃত্ত
ষষ্ঠ সংস্করণ। মূল্য দশ টাকা।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য
সচিত্র। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিদ্যাপতি গোষ্ঠী
সচিত্র। মূল্য আড়াই টাকা।

চর্যাগীতি পদাবলী
(পুরানো বাঙলা চর্যাপদের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, টীকা ও শব্দার্থ সমেত)। মূল্য দশ টাকা।

ডক্টর শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত প্রণীত

রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা
রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ছন্দের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বর্ধমান সাহিত্যসভার অপর গ্রন্থাবলী

কীর্তিবিলাস
(সবচেয়ে পুরানো বাংলা নাটক ১৮৫২ সালে প্রকাশিত)। মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (সপ্তদশ শতাব্দের কাব্য)। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত

'মাতৃ-মন্ত্র' জপমালা
১৮০৮ সন হইতে গান ও কাব্য ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত স্বদেশী যুগের দুষ্প্রাপ্য ১২০টি গানের অপূর্ব সমাবেশ। মূল্য—১.৫০ টাকা।

ইস্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

সদ্য প্রকাশিত ॥ শতবর্ষপূর্তি অর্ঘ্য ॥ সদ্য প্রকাশিত

স্বামী বিবেকানন্দ

লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক : অমর লাইব্রেরী, ৫৪/৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

॥ বিজ্ঞাপনের ছটায় নয়; সত্যই পড়বার ও পড়তে দেবার মত বই ॥

কি বিচিত্র এই প্রেম ॥ আর্বতী ॥

যুগান্তর : আর্বত্রের এই অনুবাদ যাঁরা মূল গল্পের আস্বাদে বঞ্চিত, তাঁদের আনন্দ দেবে। ছাপা কাগজ ও প্রচ্ছদ ভাল। মূল্য—তিন টাকা মাত্র

প্রতিমা বুক স্টল—২৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রাচীন শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একটি অনন্য সংযোজন :

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবিচার ও স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

একই লেখকের :

The Swami Vivekananda—A Study

Price Rs. 3.00

খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে :

বিবেকানন্দ ঃ জীবন ও জিজ্ঞাসা

অতিপরিচিত জীবনের নতুন মূল্য অন্বেষণ। দাম দেড় টাকা

বাংলার নব জাগরণের স্বাক্ষর

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অপূর্ব ফলাসিদ্ধি।

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক : ইস্টার্ণ একেন্সী, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বিবিধ

ইতস্ততঃ—এককলমী। প্রকাশক—মুখো অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—৬.০০।

কৌতুক, বিদ্রূপ, হাস্যরস সাহিত্যের চিরন্তন উপাদান। অবস্থা বিশেষে তারা কখনও কখনও তিক্ততা সৃষ্টি করলেও মোটের ওপর এসব উপাদান ব্যাপকভাবে সাহিত্যকে সরস করেই তোলে। বলা বাহুল্য এর কোনোটাই সহজে বা অনায়াসে তৈরি করা সম্ভব নয়। লেখকের মন ও মেজাজের ওপর সাহিত্যের এ-দিকটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর-শীল।

এককলমী যখন সাময়িকপত্রের পাতায় তাঁর ইতস্ততঃ প্রকাশ করতে শুরু করেন তখনই তা পাঠকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তার কারণ এই নয় যে সাময়িক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু কৌতুক, বিদ্রূপ বা হাস্যরসই তিনি পরিবেশন করেছেন। আজ আর কোনো পাঠকেরই অগোচর নয় যে ইতস্ততঃ সামাজিক বা অন্য নানা রকমের সংবাদকে আশ্রয় করে লঘু হাস্যরসের মাধ্যমে সত্যই সমাজসংস্কারকের মতো তার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং চকিত পাঠেই এর মূল্য ফুরিয়ে যায় না বহুক্ষণের জন্য তা পাঠককে চিন্তান্বিতও করে রাখে। অসংখ্য রচনা থেকে বাছাই করে লেখক এ সংকলন প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য বাঙালীর ঘরে ঘরে এ গ্রন্থ অবশ্যই সমাদর পাবে। আধুনিক সমাজের দর্পণই নয় সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনেও এ-গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন আছে আধুনিককালের প্রতিটি বাঙালীর। ৫৬২।৬২

প্রাপ্তি স্বীকার

দুই বাড়ী—শৈলেশ দে।

নতুন নগর—বিশ্বনাথ রায়।

শঙ্খ-হৃদয়—প্রবোধচন্দ্র পাল।

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা—করুণাসিন্ধু দে।

দীপশিখা দ্যুতিময়—বিনয় মিত্র।

মনোবিদ্যা—ইন্দ্রকুমার রায়।

আনন্দের পাঁচালী—স্বপ্নানন্দ।

দিন যাপন—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

রূপান্তর—শ্রীনীরোদকুমার সরকার।

জীবন জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন অনুবাদক শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপকথার কলি — শ্রীকিরণ ঘোষ (মৌমাছি)।

পত্রালী—অতুলা ঘোষ।

জেলে তিন বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)।

[illegible]

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্রের পুরস্কার

নতুন দিল্লিতে এ-সপ্তাহে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে। দশ বৎসরেরও অধিককাল যাবত কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করে আসছেন। এই পুরস্কার ভারতের চলচ্চিত্র-কলার উৎকর্ষসাধনে কতখানি সহায়ক হয়েছে সে প্রশ্ন প্রতি বছরেই বিদগ্ধ চিত্ররসিকদের মনে নতুন করে জাগে।

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণের অল্প কয়েকদিন আগে বাংলা-দেশের চিত্রসমালোচকরা তাঁদের বিচারে '৬২ সনের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগুলির নাম ঘোষণা করেছেন। ছায়াছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটি এবং বি-এফ-জে-এ'র দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। যে-ছবি চিত্রসমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে তার স্থান দ্বিতীয়। বি-এফ-জে-এ'র বিচারে যে-ছবি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে সে-ছবি আঞ্চলিক প্রশংসাপত্র লাভেরও যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

চিত্রসমালোচকদের বিচারকে কেউই হয়ত উপেক্ষা করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারও উপেক্ষনীয় নয়। তবে দুটি সংস্থার বিচারের এই মেরুপ্রমাণ ব্যবধানটি কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। কোন্ সংস্থার বিচার ন্যায়সঙ্গত, এই আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। তবে বিচারশীল চিত্রানুরাগীদের এই ত্রুটি অন্তত অনুধাবন করতে অসুবিধে হবে না যে, চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এমন এক নীতি গ্রহণ করেছেন যার সঙ্গে চিত্রসমালোচকদের রসজ্ঞান ও শিল্পবিচারের মৌলিক বিরোধ রয়েছে। অবশ্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জনে কী-ধরনের ছবি অগ্রাধিকার পেতে পারে সে-সম্বন্ধে চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকরা অবহিত আছেন। কারণ সরকারী নীতি তাঁদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই সরকারী নীতি চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম কিনা তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। তবে সুধীজন এমন কোন পুরস্কার নীতিকে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠা প্রকাশ করবেন যার বিধানে সত্যিকারের শিল্পসমৃদ্ধ ছবি যথাযোগ্য মর্যাদালাভে বঞ্চিত থেকে যায়।

[illegible] "পলাতক" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবির একটি দৃশ্যে [illegible] ও অনুপকুমার

"লরেন্স অব অ্যারেবিয়া" ছবির নাম-ভূমিকায় পিটার ওটুল

"অস্কার"-বিজয়ী "লরেন্স অব অ্যারেবিয়া"

[ডেভিড লীন পরিচালিত "লরেন্স অব অ্যারেবিয়া" ছবিটি ১৯৬২ সনের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। ছবির পরিচালক ডেভিড লীন শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালনার জন্য "অস্কার" পেয়েছেন।]

আরবরা তাঁকে বায়ুদেবতার অবতার রূপে দেখতেন। চার্চিলের মতে তিনি ছিলেন 'বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।" জীবনীকার রিচার্ড অ্যালডিংটন কিন্তু তাঁকে ইতর অমার্জিত অর্ধ-সমকামাসক্ত, আত্ম-প্রচারবিলাসী ভণ্ড—(আরব-অভ্যুত্থানে যাঁর ভূমিকা ছিল নগণ্য)—হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। নাম তাঁর টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। ১৯৩৫ সালে মারা যাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে বহু উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। তাঁকে নিয়ে তর্কের শেষ নেই শেষ নেই আলোচনার।

বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তাঁকে আরবে পাঠানো হয়েছিল। মাত্র তিন হাজার আরব সৈন্য নিয়ে তিনি কেমন করে তুর্কীদের পরাজিত করেন প্রখর সূর্যতাপ-দগ্ধ মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে কী করে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং ডামাস্কাস অধিকার করেন তা আজ উপাখ্যানের সামগ্রী।

লরেন্সের কাহিনী নিয়ে এই প্রথম ছবি তৈরী হল। স্যাম স্পিগেল ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। পরিচালনা করেছেন "দি ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই"—খ্যাত ডেভিড লীন। পনের মাস ধরে ছবির চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। ছবি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে এক কোটি ডলারেরও বেশী। ছবিতে লেগেছে দেড় হাজার উট ও পাঁচ হাজার ঘোড়া। কিন্তু এই জাঁকজমকপূর্ণ ছবির প্রধান আকর্ষণ একটি জটিল চরিত্র। তিনি হলেন লরেন্স।

তিনি শুধু সমর-কুশলীই ছিলেন না, শক্তিশালী লেখক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত "দি সেভেন পিলার্স অব উইজডম" বইটি বহুপঠিত। লরেন্স ছিলেন মরু-প্রেমিক। মরুভূমি তিনি [illegible]।

আন্দ্ মতিপ্রতীক্ষিত "উত্তরায়ণ" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

একজন ইংরেজ সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মরুভূমি এমনি করে আপনাকে আকর্ষণ করে কেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মরুভূমি "নির্মল।" আরবের মধ্যযুগীয় 'শেখ' সংস্কৃতি ও সমকালীন সভ্যতার মধ্যে লরেন্স ছিলেন একটি সেতু।

টেকনিকালার ও প্যানাভিসন-এ গৃহীত এ-ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আইরিস অভিনেতা পিটার ওটুল। সিংহের মত জ্বলন্ত তাঁর দুটি চোখ। এব ছবিতে তাঁর অভিনয়ও হয়েছে নাকি অদ্ভুত প্রাণোজ্জ্বল।

ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু পিটার ওটুলের স্বভাবটি লরেন্সের ঠিক উল্টো। মরু-প্রেমিক লরেন্সের ভূমিকায় অভিনয় করার পর ওটুল সাংবাদিকদের বলেছেন, মরুভূমিতে কে থাকতে চায়? পরে তিনি বলেন, 'রবার্ট বোল্ট-এর চিত্রনাট্যটি ছিল ভাল। আর সবই ছিল যন্ত্রণাদায়ক। ... সম্পর্কে শিল্পী বলেন, ... তাই অমন মরুভূমিতে ... হয়েছিল ... ছিলাম। তিনি ... অতি নিপুণ ক্যামেরা, সবদিনের ... করেন পর ... সিগারেট ...

ভাবতাম, উনি যদি এতটা করতে পারেন তবে আমিই বা কেন পারব না?"

পিটার ওটুল প্রথমে ছিলেন সাংবাদিক ও লেখক। তারপর তিনি থিয়েটারে অভিনয় করতে শুরু করেন। সাংবাদিক ও লেখকের জীবন তিনি কেন ছাড়লেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ওটুল বলেছেন, "নিজেকে খুব একা একা মনে হত। অভিনেতা হয়ে এখন হাজার হাজার লোকের মধ্যে থাকতে পারছি। শুধু একটি টাইপ-রাইটার নিয়ে আমি থাকতে চাই না"।

পিটার ওটুল ছাড়া "লরেন্স অব আরেবিয়া"তে আর যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আলেক গিনেস, এন্টনি কুইন, জ্যাক হকিন্স, ক্লড রেন্‌স, আর্থার কেনেডি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রসমালোচকদের বিচারে

বছরের শ্রেষ্ঠ

... ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসো-সিয়েশন ... সম্প্রতি ১৯৬২ সালে ... প্রদর্শিত দেশী ও বিদেশী ছবির নাম ঘোষণা করেছেন। ... সভ্যদের ভোটে ... শ্রেষ্ঠত্বের বিচারের ফল নির্ধারিত হয়েছে। ... দেশী ও বিদেশী ছবির শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং কলাকুশলীদের নামও ঘোষণা করেছেন। ... নীচে দেওয়া হল:

দশটি শ্রেষ্ঠ দেশী চিত্র (গুণানুক্রমে) : অভিযান, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ... সাহিব বিবি ... ... **দশটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র** (গুণানুক্রমে) : ১. ট্রায়াল ... 'দি আইল্যান্ড', 'ব্যালাড অব এ সোলজার', 'কাম সেপ্টেম্বর', 'দি গানস অব নাভারোন', 'দি লংগেস্ট ডে', 'স্পার্টাকাস', 'লা দলচে ভিটা', 'স্লীপিং বিউটি' এবং "সাইকো"।

শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক (বাংলা) : সত্যজিৎ রায় (অভিযান), **(হিন্দী ও অন্যান্য):** আবরার আলভি (সাহেব বিবি অওর গুলাম), **(বিদেশী):** কানেতো শিন্দো (দি আইল্যান্ড)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (বাংলা) : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিযান), **(হিন্দী ও অন্যান্য);** গুরু দত্ত (সাহিব বিবি অওর গুলাম); **(বিদেশী);** গ্রেগরি পেক (দি গানস অব নাভারোন)। **শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী (বাংলা) :** অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (ভগিনী নিবেদিতা); **(হিন্দী ও অন্যান্য)** মীনাকুমারী (আরতি); **(বিদেশী);** সোফিয়া লোরেন (টু উইমেন)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা (বাংলা) : ...

দ ক্ষি ণী

দক্ষিণী-ভবন

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-২২২২

নূতন শিক্ষাবর্ষ

মে মাস থেকে দক্ষিণীর নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের রবীন্দ্র সঙ্গীতে পাঁচ বছরের ও নৃত্যকলায় চার বছরের শিক্ষাক্রম। শিশুদের উভয় বিষয়েই তিন বছরের শিক্ষাক্রম। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে ঐচ্ছিক, স্বরসাধনা ও স্বরলিপি পাঠ অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। সংস্কৃতি পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত হয় তা দ্বারা শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় ঘটবে। ভারত নাট্যম কথাকলি ও মণিপুরী পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম পরিকল্পিত। শিক্ষা-পরিষদ : শুভ গুহঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, অমল নাগ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, প্রসূন মুখোপাধ্যায়, ... বস, ... সেন, মঞ্জরী লাল, ... চক্রবর্তী, ... আদিত্যসেনা, ... ও ... গুহ-ঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৫—৮॥ ... রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ২—৬।

অন্যান্য) রেহমান (সাহিব বিবি অওর গুলাম); (বিদেশী) চার্লস লটন (স্পার্টাকাস)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী (বাংলা) : অনুভা গুপ্তা (হাসুলী বাঁকের উপকথা), **(হিন্দী ও অন্যান্য)** শশিকলা (আরতি), **(বিদেশী)** সানড্রা ডী (কাম সেপ্টেম্বর)।

শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক (বাংলা) : রবীন চট্টোপাধ্যায় (মায়ার সংসার) **(হিন্দী ও অন্যান্য)** হেমন্তকুমার (বীস সাল বাদ)।

শ্রেষ্ঠ গীতিকার (বাংলা) : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (হাসুলী বাঁকের উপকথা), **(হিন্দী ও অন্যান্য)** [illegible] (প্রোফেসর)।

শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা (বাংলা) : সত্যজিৎ রায় (কাঞ্চনজঙ্ঘা) **(হিন্দী ও অন্যান্য)** আবরার [illegible] (সাহিব বিবি অওর গুলাম)।

শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী (বাংলা) : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় [illegible] **(হিন্দী ও অন্যান্য)** [illegible] (সাহিব বিবি অওর গুলাম)।

শ্রেষ্ঠ শব্দধারক (বাংলা) : [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] **(হিন্দী ও অন্যান্য)** [illegible]

মে মাসের [illegible] অনুষ্ঠান [illegible] বিতরণ করা হবে।

চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় ও সৎচিদানন্দ সেনমজুমদারের পরিচালনায় নির্মীয়মান হিন্দী শিশুচিত্র "ধ্রুবতারা" ছবিতে দিনকার

[illegible] ছবিটি পরিচালনা করছেন। [illegible] সংগীত পরিচালক।

[illegible] এ ছবির প্রধান [illegible] অভিনয় করেছেন [illegible] ও [illegible]।

✱ শুভমুক্তি ✱

এ সপ্তাহে [illegible] মুক্তি [illegible] ছবি দুটির নাম : **ইয়ে রাস্তে হৈঁ প্যার কে** (একতা আর্টস) ও **চন্দ্রশেখর আজাদ**

'ইয়ে রাস্তে হৈঁ প্যার কে' [illegible] প্রাপ্তবয়স্কদের [illegible] ছবির প্রধান চরিত্রে [illegible] অশোককুমার, সুনীল দত্ত [illegible] রেহমান, রাজেন্দ্রনাথ ও [illegible]

✱ চিত্র-সমালোচনা ✱

দ্বীপবাসীর সুখ-দুঃখ

[illegible]

[illegible] চিত্র-[illegible] এমন [illegible] সুন্দর পটভূমি [illegible] প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেতেন না। [illegible] কী বাংলা ছবিতে এমন [illegible] পটভূমি ও কাহিনীর এমন [illegible] পরিবেশ এর আগে খুব কমই দেখা গেছে। সাগরের বুকে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ও তার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার যে পরিমণ্ডলটি ছবিতে চিত্রিত তা দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

কিন্তু এমন কোন কোন ছবি আছে যা দর্শকের দৃষ্টিকেই শুধু আকৃষ্ট করে রাখে, [illegible] মনের উপর কোন দাগ রেখে যায় না। এ ধরনের ছবির বাইরের রূপ যত বেশী, অন্তরের রস তত কম। দর্শকেরা যেন এ শ্রেণীর ছবি দেখার কালে কিছু চরিত্র ও জীবনের মুখোমুখি [illegible] নিরুপায় হয়ে বসে থাকেন। ওই চরিত্র ও জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তাঁরা একাত্মতা অনুভব করতে পারেন না।

অথচ দ্বীপের নাম [illegible]-এর কাহিনীকে চলচ্চিত্রে এক অনিবার্য নাট্য [illegible] সমৃদ্ধ করে তোলা যেতে পারত। [illegible] দর্শককে কাঁদাতে পারত [illegible] দর্শকের মনকে ছুঁয়ে যেতে

মুক্ত অঙ্গন

[illegible]

যা-নয়-তাই

ও

[illegible] অনুষ্ঠান
মঙ্গলবার ২৩শে এপ্রিল
॥ [illegible] ॥

(সি ১১৭৭/১)

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

[illegible] বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ [illegible] অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস ● সুখেন দাস ॥ আশা দেবী ॥ অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তশ্রী প্রোডাকশনস-এর "নিশাচর" (পরিচালনা : ভূপেন রায়) ছবির একটি দৃশ্যে সুস্মিতা সান্যাল ও গীতালি রায়

পারত, আকাশীর জন্য দর্শকের মন আকুল হতে পারত। কিন্তু না এই রসসব আস্বাদন দর্শকের ভাগ্যে ঘটেনি।

ছবিটির এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এর চিত্রনাট্য। নিরর্থক উপাদান এতে প্রাধান্য পেয়েছে, অবহেলিত থেকে গেছে অপরিহার্য নাট্যোপকরণ। চিত্রনাট্যে একাধিক ছোট উপকাহিনী সংযোজিত। এই সব কটি উপাখ্যানেরই পরিণতি আছে। কিন্তু পরিণতির পূর্বে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছবিতে তা অনুপস্থিত। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার যে নির্মম প্রতিজ্ঞা আকাশী একবার গ্রহণ করেছে, সাময়িকভাবে সে যেন তা বিস্মৃত হয়েছে। তার জীবনে নতুন নেশা এসেছে ঠিকই। কিন্তু পিতৃহন্তার সঙ্গে একই দ্বীপে যখন সে বাস করছে তখন তার মনে মাঝে মাঝে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ দেখা যেতে পারত না কি পরে যখন সে হঠাৎ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে এবং ছবিতে একাধিক বেদনাকর ঘটনা রূপ নেয়, তখন মনে হয় এর সব কিছুই যেন আকস্মিক, এবং প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ। প্রস্তুতিহীন ঘটনা ও উপাখ্যান ছবিতে আরও অনেক আছে— যার মধ্যে আকাশীর নির্দেশে টিয়ারং দ্বীপবাসীদের সমীরণের বিবাহ-উৎসব বর্জন, কেতকীর বন্ধুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও পাছে আগুন লাগানো এবং সমীরণ ও তমসীর প্রণয় ও পরিণয়ের ঘটনারাজিই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। রমনী, ফিরজো ও মদনকে ঘিরে আবেগসমৃদ্ধ যে ত্রিকোণ নাট্যোপাখ্যান রচনার অবকাশ ছিল চিত্রনাট্যে তার সদ্ব্যবহার হয়নি। আলভা ও আকাশীর উপকাহিনীও আশানুরূপ নাট্যদ্বন্দ্বের অভাবে কিছুটা বিবর্ণ।

ছবিতে অপ্রয়োজনীয় নাচ-গানকে প্রাধান্য না দিয়ে চিত্রপরিচালক গুরু বাগচী চিত্রনাটকের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করার ব্যাপারে আরও বেশী যত্নবান হতে পারতেন। অবশ্য চিত্রকাহিনীর পটভূমিকা ও পরিবেশ রচনায় তিনি যে কল্পনাশক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তে দর্শকের মনে আবেগসঞ্চারের সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। দৃশ্যবিন্যাসেও তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। নাট্যকাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়ে পরিচালক সর্বাঙ্গীণ কৃতকার্যতা দেখাতে না পারলেও কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপনে তাঁর রসবোধ লক্ষণীয়। অবশ্য ছবির শেষাংশে ফিরজোর পুত্রশোক ও তার জীবনের ট্র্যাজেডির বিন্যাসটি আরও পরিমিত হতে পারত। টিয়ারং বাসীদের দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর্বের অংশটুকু অকারণে দীর্ঘায়িত।

ছবিতে 'দ্বীপের নাম টিয়ারং'-এর কাহিনীর গতি মন্থর হওয়ার কথা নয়। ছবিটি মন্থরগতি হত'ও না যদি একাধিক অনাবশ্যক ঘটনা ও পরিণতিহীন চরিত্র এতে স্থান না পেত। উদাহরণ স্বরূপ সোমেনের চরিত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবিতে এ চরিত্রের ভূমিকা কী পরিণতি কী রসের দিক থেকে এর সার্থকতাই বা কোথায়? অথচ এদের নিয়ে অনর্থক কতগুলি ঘটনা ছবিটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যেমন যুদ্ধ যে লেগেছে এই তথ্যটি দর্শকদের জানাবার জন্য সমীরণের মুখের কথা এবং টিয়ারং-এর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়ো জাহাজই যথেষ্ট ছিল (এক্ষেত্রে সমীরণের ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য খেলা ফেলে চলে যাওয়ার ঘটনাটি অবান্তর)। এর জন্য যুদ্ধের কতগুলি আঁকা ছবি দেখাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ-সব নানা কারণেই ছবিটি শ্লথগতি হয়ে পড়েছে।

'দ্বীপের নাম টিয়ারং' যে শুধুই পরিবেশ প্রধান কাহিনী নয়, মূলত নাট্যধর্মী, এবং এই কাহিনী বিন্যাসে প্রয়োগ-কর্মের চমক দেখাবার জন্য আবেগহীন বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত রচনার অবকাশ যে সামান্য, পরিচালক যদি এ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকতেন তবে ছবিটির আবেদন আরও বাড়তে পারত। তবে এই ছবিতে প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনার কাজে তিনি যে সাহস ও কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা সাধুবাদার্হ।

ছবির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়, নির্মল রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, রত্না ঘোষ ও দিলীপ

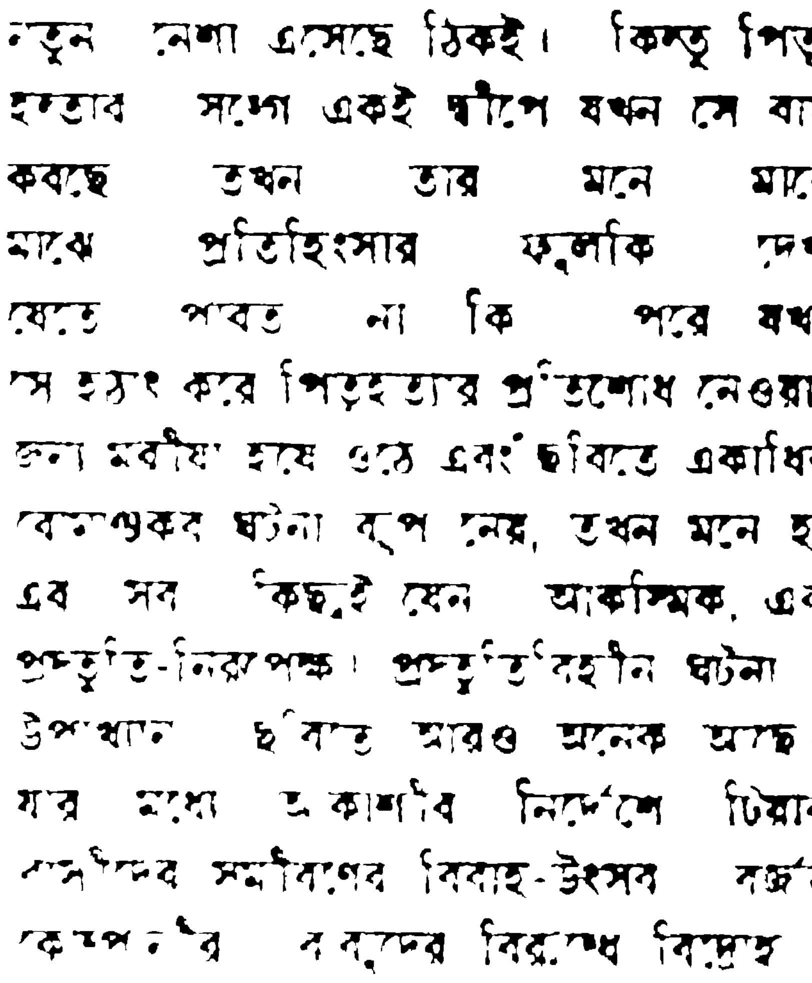

রাজীব পিকচার্স-এর "যাই ছিল" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবিতে অনুপকুমার ও অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

রঙমহল
ফোন: ৫৫-১৬১৯
প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬৷
রবি ও ছুটির দিন : ৩ — ৬৷
[illegible] প্রেমের কাহিনী
কথাকন্ত
নাট্য: সুনীল চন্দ্র সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে—
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অজিতবরণ
শক্তিসাধন দত্ত (সুরকার)
রবীন মজুমদার
হরিধন জহর রায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায়
ঠাকুরদাস শিপ্রা মিত্র
[illegible] দীপিকা দাস
সরযূবালা

রায়। এ'দের সকলের অভিনয়ই সাবলীল। বিশেষ করে সন্ধ্যা রায় ফিরুজার চরিত্রের প্রাণোচ্ছলতা আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফিরুজার ট্র্যাজেডি যদি দর্শকের মনে রেখাপাত না করে তবে তার জন্য শিল্পী দায়ী নন, দায়ী চিত্রনাট্যের দুর্বলতা। সিপ্রা সেন আকাশীর চরিত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। নিরঞ্জন রায় (মদন), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (আলতা) ও দিলীপ রায়ের (যমুনী) অভিনয় মনোগ্রাহী। ছবিতে এ'রা বাদে চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন দিলীপ রায়-চৌধুরী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, অমিত দে, শিশির মিত্র ও গৌর শী। তাপসীর ভূমিকায় নবাগতা দীপা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অনেকটা আড়ষ্ট।

ছবিতে এমন কোন মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়নি যার আবেদন আবহ সংগীতের জন্যই বিশেষ করে চিত্ত দর্শক হয়ে উঠবে। তবে সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় রচিত আবহ-সংগীতের কোন কোন অংশ [illegible] বাসীদের জীবনধারার উদ্দাম স্ফূর্তি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপ ভাবে মুখের গানের সুরারোপ প্রশংসনীয় এই কারণে যে এতে বিদেশী সংগীতের মেজাজটি পাওয়া যায়। গানগুলি দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন শ্যামল মিত্র। যদিও তাঁর কণ্ঠ ও গানের কয়েকটি কথা (প্রণব রায় রচিত) আলতার পক্ষে কিছুটা [illegible]। [illegible] মুখের [illegible]।

ছবির প্রধান [illegible] পরি-চালনায় [illegible] কোন কোন [illegible] বিস্ময়কর। [illegible] আলো আঁধারের [illegible] ছবির [illegible] চিত্রগ্রহণে [illegible] সঙ্গে আউটডোর ও ইনডোরের [illegible] করেছে, এবং ছবির [illegible] গঠনে সহায়ক হয়েছে। [illegible] ক্যামেরার [illegible] ছবিতে [illegible]

কলাকৌশলের [illegible] নৈপুণ্য দেখিয়েছেন প্রধান সম্পাদক [illegible] চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক অমিয় [illegible] পাধ্যায়। [illegible] থেকে [illegible] ছবির গতিপথে সম্পাদকদ্বয়ের কুশলতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সুষ্ঠু সম্পাদনার গুণে ছবিতে কোন কোন মুহূর্তে টেনশন [illegible] যেমনি সৃষ্টি হয়েছে তেমনি এর গতিও কিছুটা বেড়েছে। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগে নৃপেন চট্টোপাধ্যায় (রূপসজ্জা), কার্তিক বসু (শিল্প নির্দেশ), শ্যামসুন্দর ঘোষ (সংগীত ও শব্দ পুনর্যোজনা), নৃপেন পাল ও শচীন চক্রবর্তী (শব্দগ্রহণ) [illegible] দেখিয়েছেন।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম-এর "ন্যায়দণ্ড" ছবিতে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। ফটো-দেশ

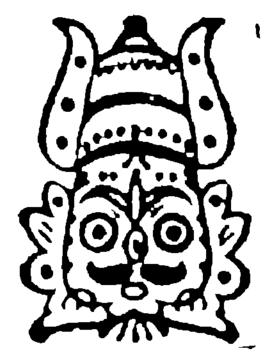

নিউ এম্পায়ারে
আগামী রবিবার সকাল ১০টায়
শম্ভু মিত্র ও অমিত মিত্র বিরচিত
সত্য আর রঙ্গের খেলা

[illegible]

বহুরূপীর অভিনয়। নির্দেশনা: শম্ভু মিত্র। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥

শ্রেষ্ঠাংশে: তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায়, শোভেন মজুমদার, অমিত মিত্র, শান্তি দাস, লতিকা বসু, সমীর চক্রবর্তী, কমলা রায় ও অরুণ মুখার্জি ॥

রূপকার
চলচ্চিত্তচঞ্চরী
ব্যাপিকা বিদায়

রঙমহল ১৬ই এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা
ত্যাগরাজ হল ২৯শে এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা
(রাজা বসন্ত রায় রোড এক্সটেনসন ও লেক ভিউ রোডের সংযোগস্থলে)

দক্ষিণ কলিকাতায় টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র.....................
এস মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, ৩৭ একডালিয়া রোড, লা কাফে, ১৩৬বি, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, ফোন: ৪৬-৮৫৫৬, হারমোনিক্স, ৩০এ, লেক রোড (লেক কমার্সিয়াল কলেজ সংযুক্ত) ফোন: ৪৬-২৬৫৪, ভবানীপুর বুক ব্যুরো, পূর্ণ থিয়েটারের পাশে

(সি-৯৮)

চম্বলের ডাকাত-এলাকায় গৃহীত "মুঝে জিনে দো" হিন্দী ছবির একটি বহির্দৃশ্যে ঘোড়ার উপরে নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান ও চিত্রপ্রযোজক-নায়ক সুনীল দত্ত

সত্য ভরসা

সততা ও সাহসের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই ছবিতত্ত্বের উপর যদি ভরসা করা যায় তাহলে জীবনের সব সংকটই একদিন সুসমাধানে পরিণত হতে পারে। বসু ফিল্মস-এর (মাদ্রাজ) 'ভরসা' হিন্দী ছবিটির [illegible] বক্তব্য।

ছবির এই প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপনার জন্য যে সমাচ্ছিন্ন কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার বহু [illegible] প্রশংসা। [illegible] ও কৌতুকের উপকরণ [illegible] [illegible] বাহাদুর [illegible] ছড়াছড়ি। [illegible] এই ধরনের [illegible] মাধ্যমে নবরস [illegible] লক্ষিত।

[illegible] অসঙ্গতি ও [illegible] কোন কোন ছবি এক [illegible] করে। এই [illegible] ছবিটি অবশ্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] এসেছে।

পরিচালক কে শঙ্কর ছবির [illegible] আবেদন [illegible] জন্য যে খুব সচেষ্ট ছিলেন তা [illegible] বোঝা যায়। ছবির [illegible] প্রযোজনা কর্ম প্রশংসার [illegible]।

[illegible] ও [illegible] ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন। [illegible] ও [illegible] দর্শকদের প্রচুর [illegible]। অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন [illegible] ও [illegible]।

সংগীত পরিচালক [illegible] ছবির [illegible] [illegible]।

* ছবির পর ছবি *

সিঁদুরে মেঘ

"খেলাঘর"-এর পর চিত্রসাংবাদিক সরোজকুমার সেনগুপ্ত যে বাংলা ছবিটি প্রযোজনা করছেন সেটি হল "সিঁদুরে মেঘ'। পরলোকগতা সুলেখা সান্যাল রচিত কাহিনী এই ছবির আখ্যান-ভিত্তি। সুশীল ঘোষ চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায় অসিতবরণ সুমিতা সান্যাল মঞ্জু দে প্রভৃতির ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক। এ-মাসেই ছবির গান রেকর্ড করা হবে।

ধ্রুবতারা

যাত্রী খ্যাত পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেনমজুমদারের পরবর্তী ছবির নাম ধ্রুবতারা। এটি একটি হিন্দী শিশুচিত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির প্রযোজনায় ছবিটি তৈরী হচ্ছে। [illegible] সম্প্রতি ছবির [illegible] গ্রহণ করেছেন। [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন। [illegible] ছবিটি তৈরী হচ্ছে [illegible] [illegible] সুধীন [illegible]।

শচীমার সংসার

[illegible]

[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] [illegible] কাহিনী [illegible] চট্টোপাধ্যায়। [illegible] ছবিটির পরিচালক।

উত্তরায়ণ

[illegible] সপ্তাহে [illegible] [illegible] ছবিটি [illegible]। [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী [illegible] তৈরী এ ছবির প্রধান [illegible] অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, [illegible] চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, [illegible] বসু, নিভাননী, গীতা দে প্রেমাংশু বসু ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। রবীন চট্টোপাধ্যায় [illegible]।

* সাংস্কৃতিকী *

মহাজাতি সদনে ১৭ই এপ্রিল থেকে তিনদিনব্যাপী পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হচ্ছে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত গাইবেন দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। কত্থক নৃত্য পরিবেশন করবেন শিপ্রা ভট্টাচার্য এবং [illegible] নিবেদন [illegible]।

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ
সেতু
৮৩০ রজনী অতিক্রান্ত

আউটডোরে

(উপরে, বাঁয়ে) 'মহানগর' ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ভিকি রেডউড (ডাইনে) 'মহানগর'—এর পরিচালক সত্যজিৎ রায় (মাঝখানে, বাঁয়ে) অনুরাধা গুহ, মণীষ চক্রবর্তী, শীলা পাল ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে স্ক্রিপট পড়াচ্ছেন সত্যজিৎ রায় (ডাইনে) ত্রিবেণীতে গৃহীত 'সংগম'এর একটি দৃশ্যে বৈজয়ন্তীমালা (নীচে) প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক রাজ কাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা।

ফটো—দেশ

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর "মহাতীর্থ কালীঘাট"-এর (পরিচালনা : ভূপেন রায়) একটি দৃশ্যে নবাগত শঙ্কর, উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্পা

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করবেন শান্তি বসু ও বড় গোলাম আলী খান। কথক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবেন মায়া চট্টোপাধ্যায় ও করুণা সরকার। যন্ত্র সংগীতে থাকবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তৃতীয় অধিবেশনের আকর্ষণ চিন্ময়ী মুখোপাধ্যায়, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা পট্টনায়ক, ভীমসেন যোশী ও আমীর খাঁর গান এবং মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিপিকা গুপ্তের নৃত্য। প্রথম ও শেষ দিন সন্ধ্যা সাতটায় অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যা ছটায়।

রবীন্দ্র মেলার উদ্যোগে রবীন্দ্র কাননে (বিডন স্কোয়ার) আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে দশদিনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্য-গীত-নাটক-আবৃত্তি এবং বক্তৃতাদির মাধ্যমে রবীন্দ্র প্রতিভার একটি মনোজ্ঞ ও সর্বাঙ্গীন পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে মেলা সচেষ্ট। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষেও মেলার তরফ থেকে এই দুইজন মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা পরিষদ আগামী ৪ঠা মে নূতন সদস্য গ্রহণ এবং পুরাতন সদস্যদের নূতনীকরণের শেষ তারিখ ধার্য করেছেন। যাবতীয় তথ্য মেলার কার্যালয়ে (৩এ, বিডন স্কোয়ার, কলি-৬) পাওয়া যাবে।

গত সপ্তাহে **ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর** ভবনে বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত খেয়াল গায়ক ওস্তাদ লতাফৎ হোসেন খাঁ খেয়াল গান করে সকলকে মোহিত করেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ তবলা বাদক নিখিল ঘোষ তবলা সঙ্গত করেন এবং তবলা-লহরা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। উভয়ের সঙ্গে পণ্ডিত রামনাথ মিশ্র সারেঙ্গী বাজান।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা শিশির-নাট্য-প্রতিযোগিতায় "মশাল" নাট্যসংস্থা (খড়্গপুর) কর্তৃক চিত্তরঞ্জন পাল রচিত 'ন্যাশনাল পার্ক' নাটকটি মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরে মঞ্চস্থ করা হয়। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সহ অপর নয়টি বিভাগে 'ন্যাশনাল-পার্ক' প্রথম স্থান অধিকার করে। পরিচালনায় অরুণকুমার মাইতি, আলোক-সম্পাত, সঙ্গীত ও মঞ্চ-সজ্জায় যথাক্রমে রতন দাস, বাসুদেব দাশগুপ্ত ও এস এস মাইতি স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি নাটকের জন্য নাট্যকার চিত্তরঞ্জন পাল প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অংশগ্রহণ করেন অরুণকুমার মাইতি (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা), অসিত সিংহ রায়, বিভূতি ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন বসু, জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র, আনন্দময় ঘোষাল, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদলাল চক্রবর্তী, পীযূষ রায়, অনিল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু ঘোষ, বাদল ঘোষ; এন পি দত্ত, চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা সমাজদার (শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী), আলো দাসগুপ্ত, প্রভৃতি।

বিটুইন থিয়েটার গ্রুপের
সার্থক সৃষ্টি
তিতাস
একটি নদীর নাম
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬৷৷
প্রতি রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬৷৷
মিনার্ভা থিয়েটারে
ভিড় এড়াতে দয়া করে আগে থেকে টিকিট কেটে রাখুন।

বার্লিন চলচ্চিত্র-উৎসবে 'সাত পাকে বাঁধা'

আর ডি বনশল প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিটি বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদন করেছেন ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন। আগামী জুন মাসে বার্লিনের উৎসব শুরু হচ্ছে।

'মিত্রা'র শুভ-উদ্বোধন

'মিত্রা' একটি নতুন চিত্রগৃহের নাম। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের যে স্থানটিতে এতদিন ছিল 'চিত্রা' সেখানেই জন্ম নিয়েছে মিত্রা। ১লা বৈশাখের শুভপ্রভাতে 'মিত্রা'র উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাই সমাচার

লাডাকে ভারতীয় জওয়ান এবং সামরিক কর্মচারীদের বীরত্ব ও সমর-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চেতন আনন্দ হিন্দী ও ইংরেজীতে একটি ছবি তৈরী করছেন। হিন্দীতে ছবিটির নামকরণ হয়েছে "হকিকত্", ইংরেজীতে "রিয়ালিটি"।

মণি ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অজন্তা আর্টস-এর মুঝে জিনে দো হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। চম্বলের ডাকু-অঞ্চলের পটভূমিতে তৈরী এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন প্রযোজক সুনীল দত্ত, ওয়াদীহা রেহমান, আনোয়ার হোসেন দুলারী ও রাজেন্দ্রনাথ। জয়দেব ছবির সুরকার।

প্লে-ব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসাবে অভিনেত্রী ইন্দ্রানী মুখার্জি এইচ এস ফিল্মস-এর 'টার্জন অ্যাণ্ড জেলাইলা' ছবির জন্য একটি গান গেয়েছেন। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার। এ শামশেরের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ এ-ছবির দুটি প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন আজাদ ও চিত্রা।

এ-মাসে কাশ্মীরে প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর "কাশ্মীর কী কলি" ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। বহির্দৃশ্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে শাম্মী কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুর বাদে পদ্মা দেবী, নাজির হোসেন, প্রাণ মদনপুরী ও মুকরী রয়েছেন। কাশ্মীরে সাতটি গানের দৃশ্য গৃহীত হবে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন রতন বন্ধু। ও পি নায়ার সঙ্গীত পরিচালক।

✻ খেলার মাঠে ✻

একলব্য

সম্প্রতি প্রাগের নিউ স্পোর্টস হলে অনুষ্ঠিত ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জাপান ও চীন সমস্ত বিজয়ীর পুরস্কার ভাগযোগ করে নিয়েছে। দলগত ও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার মোট ৭টি পুরস্কারের মধ্যে জাপানের ঘরে গেছে চারটি আর চীনের ঘরে গেছে তিনটি পুরস্কার। দলগত বা রাষ্ট্রগত প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিজয়ীর পুরস্কার সোয়েদলিং কাপ লাভ করেছে চীন, আর মহিলাদের বিজয়ীর পুরস্কার কর্বিলন কাপ লাভ করেছে জাপান। ১৯৬১ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতার মত এবারও সোয়েদলিং কাপের ফাইন্যাল খেলায় জাপানকে চীনের কাছে ৫—১ ম্যাচে হার স্বীকার করতে হয়। কর্বিলন কাপের ফাইন্যালে জাপান ৩—০ ম্যাচে রুমানিয়াকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৪ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। বিশেষভাবেই বলবার মত যে, জাপানের পুরুষ টিম ফাইন্যালের আগে পর্যন্ত একটি ম্যাচও হারেনি আর মহিলা টিম সমস্ত প্রতিযোগিতায় একটি ম্যাচও না হেরে বিজয়ী হয়েছে। যেখানে সোয়েদলিং কাপে ৫০টি এবং কর্বিলন কাপে ৩০টি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে এই কৃতিত্ব নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের এক অভিনব নজির।

অবশ্য বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপান ও চীনের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয় এই প্রথম নয়। ১৯৫২ সালের ভারতের মাটিতে যেবার সর্বপ্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসে সেবারেই জাপ খেলোয়াড়দের প্রতিভার পরিচয় মেলে।

কয়েক বছর জাপানের নিরংকুশ প্রাধান্যের পর ১৯৫৯ সালে ডর্টমণ্ডের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চীনের খেলোয়াড় জাং কুয়ো তাং বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেন। পিকিংয়ে ১৯৬১ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন চীনেরই আর এক খেলোয়াড় চুয়াং-সে-তুঙ্গ, যিনি এবারও বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ব প্রতিযোগিতার মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে [illegible] কর্বিলন কাপের ফাইনালে রুমানিয়া, মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে রুমানিয়ার মেরিয়া আলেকজান্ড্রা এবং মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে ইংল্যান্ডের দুই প্রতিযোগিনী ছাড়া বাকী ৪টি বিষয়ের ফাইনালে জাপান ও চীনের খেলোয়াড়দেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে। ইউরোপ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের উপরে এশিয়ার খেলোয়াড়দের এই নিরংকুশ প্রাধান্যের পরিচয়।

[illegible] টেবল টেনিসে জাপ খেলোয়াড়দের প্রথম সাফল্যে ইউরোপের বহু খেলোয়াড় [illegible] কটাক্ষ করেছিলেন। [illegible] অবাধ [illegible] সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে খেলার আগে উত্তেজক ওষুধ খাবার-অভিযোগ ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের কটাক্ষ ভিত্তিহীন, মাৎসর্যের তাড়না ছাড়া কিছু নয়।

প্রাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। সোয়েদলিং কাপের খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও হল্যান্ডকে ভারত পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু ইংলন্ডের কাছে তাদের ৫—০ ম্যাচে হার স্বীকার রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয়। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও ভারতের গৌতম দেওয়ান, পি হলদেনকার, জয়ন্ত ভোরা এবং রতীশ চাচাদ প্রথম বা দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা থেকেই বিদায় নিয়েছেন।

টেবল টেনিসের জগৎ বিখ্যাত খেলোয়াড় ভিক্টর বার্ণা রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার অধীনে যখন ভারতের কোচ হিসাবে এসেছিলেন তখন শিক্ষা সমাপ্তির পর বলেছিলেন, টেবল টেনিসে ভারতে যত সম্ভাবনাময় শিশু খেলোয়াড় আছে এত আর কোথাও নেই, সুতরাং কয়েক বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে ভারতের সাফল্য অনিবার্য। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? ভারতের শিশু খেলোয়াড়দের সম্ভাবনা কি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল? না উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনে [illegible]?

প্রাগের বিশ্ব প্রতিযোগিতার সকল খবর হাতে এসে পৌঁছয়নি। কে কোন পদ্ধতিতে খেলল কার খেলা দর্শক চোখে রঙ ধরলো তার কোন বিবরণ পাইনি। পরে

[illegible] ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে যোগদানকারী ৫২টি দেশের প্রায় ৬০০ খেলোয়াড়ের মধ্যে [illegible] দেশের খেলোয়াড় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন

পোর্টোরিকার ১৯ বছর বয়স্ক মিডলওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ফ্রানসেসকো ভ্যালাস্কোয়েজ গত ৬ই এপ্রিল আর্ল জনসনের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের তৃতীয় রাউণ্ডে মুষ্ট্যাঘাতে আহত হয়ে ভূতলশায়ী হবার পর সাহায্যকারীদের দ্বারা বাহিত হয়ে অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে যাচ্ছেন। ভ্যালাস্কোয়েজ হাসপাতালেই মারা যান

এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আজ ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল দিচ্ছি।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—চুয়াং সে-তুঙ্গ (চীন) ২১-১৬, ২১-১৫, ১০-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে লি-ফু জাংকে (চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—ওয়াং চি-লিয়াং ও চাং সি-লিং (চীন) ২১-১৮, ২১-১৪ ও ২১-১১ পয়েন্টে চুয়াং সে তুঙ্গ ও সু-ইন সেংকে (চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল—মিস কিমিও মাৎসুজাকি (জাপান) ২১-১৪, ২১-১৩, ২০-২২, ১৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে মেরিয়া আলেকজান্ড্রুকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল—মিস মাৎসুজাকি ও মাসাকো সেকি (জাপান) ২১—১৬, ১৫—২১, ২১—১৫ ও ২১—১৬ পয়েন্টে ডায়না রো ও মেরি স্যাননকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—কোজি কিমুরা ও কাজুকো ইটো (জাপান) ২১—১৮, ২১—১৪ ও ২১—১১ পয়েন্টে কেই-চি-ও মাসাকো সিকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

*

হকি মরসুম শেষ না হতেই কলকাতার ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। অবশ্য কলকাতার ফুটবল খেলা বলতে যা বুঝায়—এ লেখা সে খেলা নয়। এটা অফিস ও পাওয়ার লীগের খেলা।

কাশীর পাশে ব্যাসকাশীর মত কলকাতা ফুটবল লীগের পাশে পাওয়ার লীগের খেলা। এ খেলার উৎসাহ উদ্দীপনা নেই, দর্শকদের মধ্যে ফলাফল নিয়ে উত্তাপ নেই। জেতার গৌরব নেই হারারও নেই অগৌরব। অবশ্য অন্ততঃ অফিস লীগের খেলায় কিছুটা উৎসাহ উদ্দীপনা আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে লীগ এবং আই এফ এ শীল্ডের খেলাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের যত কিছু উত্তাপ ও উন্মাদনা। লীগের খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ময়দানে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া মেলে না।

লীগের খেলা আরম্ভ হতে এখনো কিছু দেরী আছে। বেটন কাপের খেলা শেষ হতেই প্রতি বছর ফুটবলের শুরু। তবে তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে এখন শুধু ফুটবলেরই আলোচনা। ময়দানের কান খাড়া করে চললেই ফুটবলের খবর কানে আসে। কার কতটা শক্তি বাড়ল কার শক্তি কতটুকু কমল এই নিয়েই গবেষণা। পাড়ার মোড়ে এসে সমর্থকগণের পক্ষে [illegible] এক দলের [illegible] সুদিনের প্রশংসা—[illegible] ছেড়ে গেছে বলে আর এক দলের [illegible] ও বলরামের 'দুর্দিনের' নিন্দা। ফুটবল পাগলদের মোহ কাটানো শক্ত। সুদিন ও দুর্দিনের বিচার [illegible] বিচারও শক্তি বিভ্রম। [illegible] সমর্থকদের স্বার্থেই কলকাতায় ফুটবলের বড় ভূমিকা। এখানে ভাল খেলা দেখার চেয়ে প্রিয় ক্লাবের জয়ই বেশী কাম্য।

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য এক একটি বড় ক্লাবের পেছনে বিপুল দর্শকের সমর্থন আছে বলেই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ফুটবলের এত জনপ্রিয়তা। তাই বলে সমর্থকদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হবে কেন? এই মোহই ফুটবলের মধ্যে প্রতি বছর নানা অশান্তি টেনে আনে এবং নাগরিক জীবনেও তার ছোঁয়া লাগে। ফুটবল মরসুমের আগে তাই সব পক্ষের কাছে আবেদন, সবাই যেন একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফুটবল মাঠে যান, পরের ভাল ও নিজের মন্দ স্বীকার করার মত উদারতা থাকে, যেন থাকে রেফারীর সামান্য ভুলচুককে ক্ষমার চোখে দেখার মানসিক ঔদার্য।

*

একটি: [illegible] পরিবেশেই এবার ফুটবল

ডাঃ পি. মজুমদারের
এন্টিব্যাক্টেরিন
কার্বাঙ্কল বিষফোড়া (বেডি) বা অন্য যে কোন
কেবল লাগাইলেই
কার্বাঙ্কল, দুষ্টব্রণ, ঘা, পোড়া ও
সকল প্রকার ফোড়া সারিয়া যায়।
বিনা কাটে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সেলিং এজেন্ট—ভিটাল এণ্ড কোং, কলিকাতা-১০
(সি-১০০০০)

পশ্চিমবঙ্গের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাঁদিকে) ও রানার্স—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা, যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আয়োজিত লীগ প্রথার এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা ২টি খেলায়, যাদবপুর ১টি খেলায় বিজয়ী হয়। বিশ্বভারতী সব খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করে

খেলা আরম্ভ হবে। প্রথমত সাধারণ দর্শকদের গ্যালারীর ব্যবস্থাপনায় [illegible] দারী প্রথার বিলোপ ঘটেছে। রাজ্য সরকার স্বহস্তে মাঠের গ্যালারীর [illegible] গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নতুন করে ঘেরা মাঠের ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থায় মোহনবাগান ক্যালকাটা মাঠের [illegible] অংশীদার হয়েছে [illegible] মোহনবাগানের স্থান দখল করেছে [illegible] ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। এরিয়ান মহমেডান মাঠে এরিয়ানের [illegible] এসেছে হাওড়া ইউনিয়ন ও রাজস্থান ক্লাব।

তাহলে [illegible] ক্যালকাটা মাঠে, ক্যালকাটা ক্লাবই সব একচ্ছত্র অধিপতি ছিল সেখানে মোহনবাগান পাচ্ছে আসনের [illegible] ভাগ। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে নিজেদের আসন [illegible] [illegible] হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল [illegible] হওয়ায় [illegible] [illegible] বাড়ছে। [illegible] ইউনিয়ন [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়ন [illegible] মাঠে সভ্য আসন [illegible] এই তিনটি ক্লাবের মধ্যে [illegible] ইউনিয়ন ক্লাবই [illegible] মহমেডান [illegible] পুরনো ঠাঁই দখল করছে। [illegible] দুটি ক্লাব রাজস্থান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঘেরা মাঠের বাইরের তাঁবুতে থেকেই কিছু কিছু আসন দখল করছে ঘেরা মাঠে।

ব্যবস্থাটা বেশ খাপছাড়া বলেই মনে হয়। তিনটি ঘেরা মাঠে প্রথম ডিভিসনের পনেরোটি ক্লাবের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। কিন্তু পনেরোটি ক্লাবের মধ্যে দু-তিনটি ক্লাবই বা এই বিশেষ সুযোগ পাবে কেন? জর্জ টেলিগ্রাফ, বি এন আর, বাটা, বালী প্রতিভা, ইস্টার্ন রেল, পুলিস, নবাগত পোর্ট কমিশনার্স, উয়াড়ীর সভ্যরা ঘেরা মাঠের কোনই সুখ-সুবিধা পাচ্ছে না। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত ক্লাব প্রতিনিধিদের গোপন [illegible] হয়ে গেছে বলেও শুনেছি। অবশ্য [illegible] ও সভ্য অর্থের অভাবে সব ক্লাবের পক্ষে সভ্য আসনের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু যাদের পক্ষে সম্ভব এবং যারা [illegible] ঘেরা মাঠের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ [illegible] আগ্রহী তাদের সুযোগ দেওয়া হল [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং রাজস্থান ক্লাবের মত আরও দু-তিনটি ক্লাবের জন্য ঘেরা মাঠের কিছু কিছু সভ্য আসনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। সেটা সম্ভব না হলে আগ্রহী ক্লাবদের মধ্যে লটারী প্রথায় আসন ভাগ করা যেত। তাহলে ক্লাব [illegible] প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠত না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটি এবং আই এফ এর বিরুদ্ধে [illegible] এই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ [illegible] [illegible] কথায় কান [illegible] বলছে যেহেতু [illegible] এফ এর সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায় [illegible] ইউনিয়নের [illegible] এবং স্পোর্টস [illegible] সদস্য শ্রীজগন্নাথ কোলে [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়নের এই বিশেষ সুযোগ [illegible] রাজস্থানের [illegible] হেতু তাদের প্রধান [illegible] আই এফ এর নানা দুর্নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী মুখর। দুর্মুখের মুখ বন্ধের জন্যই তাদের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা। হাওড়া ইউনিয়ন সম্পর্কেও প্রায় এক কথা। হাওড়া ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক শ্রীহেমন্ত দে আই এফ এর প্রভাবশালী সদস্য।

অবশ্য এ কথা আই এফ এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। যদিও এই অভিযোগ [illegible] উচিত নয়, বিশেষ করে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন আই এফ এর সভাপতির পদে আসীন রয়েছেন। [illegible] রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন কেন? আর একটু বিচার বিবেচনা করে ঘেরা মাঠে বিভিন্ন ক্লাবের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে হয়তো এই অভিযোগ উঠত না। চতুর্থ ঘেরা মাঠ প্রস্তুত করে ঘেরা মাঠে আসন লাভে বঞ্চিত ক্লাবদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার এখনো সময় আছে এবং চতুর্থ ঘেরা মাঠ তৈরীর প্রস্তাবটিও বহু দিনের। আশা করি, রাজ্য সরকার যখন গ্যালারীর দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন তখন চতুর্থ ঘেরা মাঠ সম্পর্কেও একটা ব্যবস্থা করবেন।

*

কলকাতার ফুটবল লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশন অর্থাৎ উঠা-নামার প্রথা রদ করবার জন্য আই এফ এর কিছু সংখ্যক সদস্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। ক্লাব প্রতিনিধিদের ঘরোয়া সভায় ইতিমধ্যেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাও ডাকা হয়েছে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য। বলা বাহুল্য, যাঁরা লীগ থেকে 'উঠা-নামা' প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য আগ্রহী তাঁরা দলে ভারী, আই এফ এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অবশ্য ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলেও কিছু নেই। প্রায় সবাই একজনের বশংবদ, তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে আই এফ এর পরিচালনা। সুতরাং তিনি ইচ্ছে করলেই প্রস্তাবটা পাশ হয়ে যাবে, আর লীগ থেকেও উঠা-নামা প্রথা রদ হবে।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

সি এ বি নক আউট প্রতিযোগিতায় 'রানার্স' এবং লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী [illegible]

লীগ থেকে উঠা-নামা প্রথার বিলোপ ঘটলে খেলা যে 'বেলে খেলায়' পরিণত হবে, আশা করি, যুক্তি দিয়ে একথা বোঝাবার প্রয়োজন নেই। লীগ থেকে প্রমোশন রেলিগেশন উঠিয়ে দেবার স্বপক্ষে দুটি যুক্তি। এক নম্বর—বর্তমানের জরুরী অবস্থা। দুই নম্বর—খেলার ফলাফল গড়াপেটা করা।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দুই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করা শক্ত নয়। দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থা ফুটবলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে স্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা। খেলার ফলাফল গড়াপেটা করার অভিযোগও নতুন নয়। আর উঠা-নামা প্রথার লোপ হলে ফলাফল গড়াপেটা হবে না এ কথাই বা কে বলবে? অতীতেও হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার ভয় না থাকায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাব্য দলকে পয়েন্ট বিক্রীর আরও বেশী সুযোগ আসবে। সে দুর্নীতি আরও মারাত্মক প্রাণের ভয়, অর্থাৎ নামবার আশঙ্কায় দুই দলের যোগসাজসে খেলার ফলাফল গড়াপেটা করার চেয়ে শক্তিশালী দলকে পয়েন্ট ছেড়ে দেওয়া আরও নিন্দনীয়। তার ফলে চ্যাম্পিয়নশিপেরও আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হবে। প্রমোশন-রেলিগেশন বহির্ভূত লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েই যা কিছু উত্তেজনা। সেই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভও যদি সহজলভ্য হয় তবে লীগের আকর্ষণ থাকবে কোথায়?

গত বছরের কথাই ধরা যাক। গতবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ২৭টি করে খেলায় ৩১টি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। দুদলেরই একটি করে খেলা বাকী ছিল শেষ খেলায় মোহনবাগান এরিয়ানের সঙ্গে এবং ইস্টবেঙ্গল বালী প্রতিভার সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য দুইদলকে আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এরিয়ান এবং বালী প্রতিভা, প্রথম দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম চালায় কারণ দুই দলেরই নেমে যাবার ভয় ছিল যদি ভয় না থাকত একদলের পক্ষে পয়েন্ট ছেড়ে দিয়ে একটি দলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভকে সহজতর করার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হত না। প্রোমোশন রেলিগেশন ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত লীগের আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং এরিয়ান গেমের জন্য ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের বহু খেলোয়াড় কলকাতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও লীগের আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। উঠা-নামার বিধান না থাকলে খেলার কি হাল হত সহজেই কল্পনীয়।

আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা আজ যাঁরা নিজ নিজ ক্লাবের অবতরণের ভয়ে লীগ খেলা থেকে উত্থান ও অবনমনের বিধান লোপ করেন তবে ফুটবলের সর্বনাশই ডেকে আনবেন।

✻

লীগ খেলা সম্পর্কে আরও দুটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। একটি, প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিটের পরিবর্তে ৩০ মিনিট করে খেলার ব্যবস্থা। আর সপ্তাহে একদিন অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট করা।

দুটি প্রস্তাবকেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকাল প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে ৯০ মিনিট, পাঁচ মিনিট বিরতি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই আমাদের প্রধান প্রধান নক আউট প্রতিযোগিতা, যেমন আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স ও ডুরান্ড কাপে প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে মোট ৭০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ৭০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা শীত প্রধান দেশের ৯০ মিনিট খেলারই সমতুল। লীগের খেলাও যদি ৫০ মিনিটের পরিবর্তে ৬০ মিনিট করা হয় তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রম-ক্লান্তি দেখা না দেবারই সম্ভাবনা।

তবে লীগে ৬০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা করবার অসুবিধাও আছে। বিরতির ৫ মিনিট সময় ধরে ৬৫ মিনিটের ব্যবস্থা রাখতে হলে অন্তত বিকেল পাঁচটার সময় খেলা আরম্ভ করতে হয়। এবং খেলোয়াড়দের অন্তত খেলা আরম্ভের আধঘণ্টা আগে মাঠে পৌঁছানো দরকার।

অধিকাংশ খেলোয়াড়ই হন অফিসের [illegible] কলেজের ছাত্র। সাড়ে চারটার সময় মাঠে হাজির হতে হলে ওঁদের সাড়ে [illegible] পৌনে চারটার সময় অফিস বা কলেজ ছেড়ে যাত্রা করতে হয়। প্রতি খেলার দিন ঠিক সময় অফিস বা কলেজ থেকে [illegible] খেলোয়াড়ই [illegible] এবং [illegible] হবে। [illegible] একমাত্র [illegible] জিনিস। অফিস থেকে তাঁরা ঠিক সময়ে ছুটি পাবেন তো? দর্শকরা সময়ে মাঠে হাজির হতে না পারলে অনেকটা খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, বঞ্চিত হবেন আসন লাভ থেকে। হয়তো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলা দেখতে হবে।

তবে যে কোন নতুন ব্যবস্থারই কিছু কিছু অসুবিধা আছে। যখন ৫৫ মিনিটের খেলাকে আমরা মানিয়ে নিয়েছি তখন ৬৫ মিনিটের খেলাকেও মানিয়ে নিতে পারব যদি অফিসের মালিকরা খেলোয়াড় ও দর্শকদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হন।

সপ্তাহের একটি দিন শুধু অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট করা খুবই উত্তম প্রস্তাব। এ ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ক্লাবের যে সব খেলোয়াড় অফিসের চাকুরে তাঁরা অফিসের সব খেলায় যোগ দিতে পারেন না বা যোগ দিতে হলে দিন তারিখের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। আই এফ এ এবং অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের পক্ষেও খেলার দিন তারিখের সামঞ্জস্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ একটি অফিস ক্লাবের একাধিক খেলোয়াড় একাধিক সাধারণ ক্লাবে নিয়মিত খেলে থাকেন। ক্লাবের খেলার দিনে যাতে অফিসের খেলা না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সব সময় দৃষ্টি রাখা সম্ভবও হয় না। যদি অফিসের খেলার জন্যই একটি দিন নির্দিষ্ট থাকে তাতে সব পক্ষেরই সুবিধা। অফিস কর্তৃপক্ষ সেই দিনটির জন্য খেলোয়াড়দের হাল্কা কাজের ব্যবস্থা রেখে একটু আগে ছেড়ে দিতে পারেন। নির্দিষ্ট দিন তারিখ আগে থেকে ঠিক থাকলে তাঁরাও খেলা দেখবার জন্য মাঠে হাজির হতে পারেন। ছুটিহাটার ব্যবস্থার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য করা যায়। তবে এই দিনটি শুক্রবার হলে বোধহয় ভাল হয়। খেলার পরদিনও হাল্কা ডিউটি থাকে, পরের দিন পূর্ণ বিশ্রাম।

মোটের উপর সপ্তাহের একটি দিন শুধু অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট থাকলে সব পক্ষেরই সুবিধা।

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব। বাতরক্ত অসাড়তা, একজিমা, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্ম-রোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮)

২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

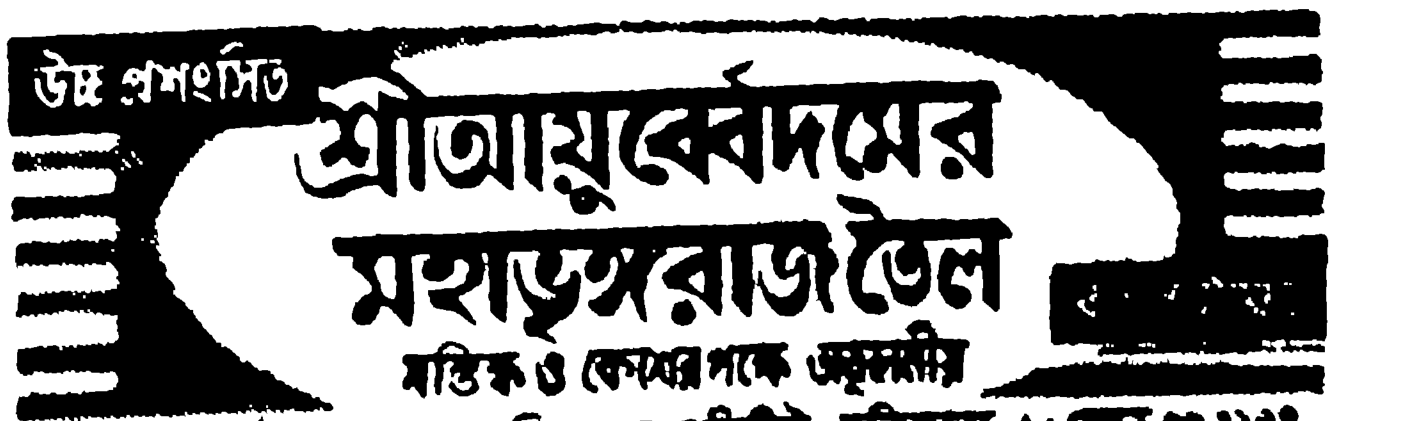

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশী সংবাদ

৮ই এপ্রিল—আজ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবন লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করিবার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা হইল—(১) দুই বৎসরের মধ্যে দেশের সেনাবাহিনী দ্বিগুণ করা, (২) বিমানবাহিনী সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণ, (৩) সমস্ত বাহিনীর চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদনের বনিয়াদ শক্তিশালী করা এবং (৪) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ।

৯ই এপ্রিল—বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডি আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভিভিয়ান বসু তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোম্পানী আইন সংশোধনের জন্য সরকার শীঘ্রই একটি বিল আনিবেন। যৌথ সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অসদুপায় গ্রহণের যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য বিলে বিধান থাকিবে।

১০ই এপ্রিল—বিদ্রোহী নাগারা গত রাত্রিতে রাঙ্গাপাহাড় রেলস্টেশনের নিকটে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উপর গুলি চালাইলে জনৈক [illegible] ও আঞ্চলিক বাহিনীর একজন লোক[illegible] মোট ৬জন নিহত এবং বহু লোক আহত হ[illegible]। বে-সরকারী মহলের মতে হতাহতের সংখ্যা আর[illegible] বেশী।

আগামী [illegible] জুলাই হইতে শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-[illegible]ঘাট লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতা স্টেট-ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই রেলপথের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবেন।

১১ই এপ্রিল—কলিকাতার সিরাজুদ্দিন অ্যান্ড কোম্পানীর নি[illegible] হইতে ১০ হাজার টাকা গ্রহণ এবং রাজ্য স[illegible]রের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠা[illegible]কে লাইসেন্স দান সম্পর্কে আজ লোকসভায় [illegible]সামের নির্বাচিত পি এস পি সদস্য [illegible] বড়ুয়া [illegible] খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের [illegible]রুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

বুধবার সন্ধ্যায় [illegible] এক[illegible] একদল সশস্ত্র ডাকাত একটি [illegible]ের দারোয়ান ও জমাদার সমেত চার [illegible]র উপর বোম [illegible] প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র[illegible] লইয়া চড়াও হয় এবং উহাদিগকে মারা[illegible] আহত করিয়া ৬০,০০০ টাকা[illegible] লইয়া চম্পট দেয়।

১২ই [illegible]এপ্রিল—[illegible] ভারত[illegible]র যুদ্ধবন্দী অন্ত ম্যাকমেহন সীমারেখা পার হইয়া নেফায় প্রবেশ করিলে [illegible] উপজাতির লোকেরা তাঁহাদিগকে সম্বর্ধনা জানায়। বুধবার চীনারা ভারতীয় রেডক্রস প্রতিনিধিদের নিকট এই যুদ্ধবন্দীদের সমর্পণ করে।

১৩ই এপ্রিল—আজ সকাল ১১-১৫ মিনিটে শিলিগুড়ি-কাটিহার শাখার [illegible] স্টেশনে একটি [illegible] স্পেশাল ট্রেনের ১৫টি কামরা লাইন-চ্যুত হয়। এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরেও হিন্দী ছাড়া সহযোগী সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী চালাইয়া যাইবার জন্য সরকারী ভাষা বিল উত্থাপনের সময়ে আজ লোকসভায় এক তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড বিভাগের লোকের সাহায্যে মার্শাল শ্রীমনিরাম বাগড়ী (সমাজতন্ত্রী) ও স্বামী রামেশ্বরানন্দকে (জনসংঘ) বলপূর্বক সভাকক্ষের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

১৪ই এপ্রিল—নির্ভীক সাংবাদিক ও পরম বৈষ্ণব স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের ১৯তম তিরোভাব দিবস উপলক্ষে আজ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বিভিন্ন বক্তা এই মত প্রকাশ করেন, প্রফুল্লকুমারের সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা নির্ভীক সাংবাদিকতার যে উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই মহান ঐতিহ্য উক্ত পত্রিকা আজও বহন করিয়া চলিয়াছে।

বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন আজ বেলা ১১-৭৫ মিনিটে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের জন্য দার্জিলিং এর ইডেন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

৮ই এপ্রিল—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব ভিয়েৎ-খোয়াং শহরটি নিরপেক্ষতাবাদী ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেকটি রেলওয়ে স্টেশনে সেনাদল মোতায়েন করা হইয়াছে এবং নিয়মিত ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের লইয়া আসা হইয়াছে।

মধ্য লাওসের জার্স সমতলভূমি [illegible] পূর্ব ভিয়েৎ-খোয়াং শহর[illegible], নিরপেক্ষতাবাদী সেনাবাহিনীর হস্তচ্যুত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ নিরপেক্ষতাবাদী এবং তাহাদের পূর্বতন মিত্র কম্যুনিস্টপন্থী [illegible] বাহিনীর মধ্যে লড়াই চলিতেছে এবং প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে নিরপেক্ষতা-বাদীরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

৯ই এপ্রিল—দুর্দিন হইবার পূর্বে [illegible] ক্যান্সারের বীজ ঢুকাইয়া দিলে হইবে তবেই পরবর্তী জীবনে তাহার আর ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকিবে না। খ্যাতনামা মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ [illegible] এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি প্রকাশ করিয়া চিকিৎসা জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে ঐক্য পরি-কল্পনা লইয়া আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে ঐ তিনটি রাজ্য লইয়া একটি যুক্তরাজ্য গঠিত হইবে এবং সৈন্যবাহিনীও থাকিবে একটি। যুক্তরাজ্যের রাজধানী হইবে কায়রো।

১০ই এপ্রিল—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের চীফ রিপোর্টার সর্দার জামী কুরেশীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন লাই নাকি বলিয়াছেন যে, ভারত যদি সীমান্তে সৈন্য পাঠায় তাহা হইলে চীন পাল্টা আঘাত হানিবে।

কুখ্যাত আইখম্যানের দক্ষিণহস্ত বলিয়া কথিত শ্রী এরিক রাজকোভিক আজ দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সুইস সরকার তাহাকে তৎক্ষণাৎ সুইজারল্যান্ড ছাড়িয়া যাইবার নির্দেশ দেন।

১১ই এপ্রিল—বুধবার পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলি অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটী রেল-শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলি চালায়। ৪ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বলিয়া কলিকাতায় বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়।

১২ই এপ্রিল—লাওসের দূত শ্রীলোইং [illegible] আজ ব্যাঙ্ককে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, দুই ব্যাটেলিয়ান চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য গত ২৮শে মার্চ হইতে উত্তর লাওসের মং সিং শহরটি দখল করিয়া রহিয়াছে।

পাকিস্তানে নিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার মরিস জেমস ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীম্যাক্‌কর্নাট গতকাল হঠাৎ করাচী হইতে ঢাকায় আসেন এবং সন্ধ্যায় আবার করাচী প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায় তাঁহারা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ও পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর সংগে রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। কাশ্মীর সম্পর্কে আসন্ন পাক-ভারত আলোচনার সম্পর্কে তাঁহারা ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের অনেকে মনে করেন।

১৩ই এপ্রিল—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের শাসন পরিষদের সভাপতি শ্রী আলি সাবরি চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত কলম্বো প্রস্তাব লইয়া চীনা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য ১৯শে এপ্রিল পিকিং অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

[illegible]

১৭ই এপ্রিল—[illegible] নয়া-দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা [illegible] নীতি সম্পর্কে [illegible] সরকারের বর্তমান নীতি-ভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে সাহায্যদানের ব্যাপারে মার্কিন সরকার এবং বিশ্বব্যাঙ্ক উভয়েই এখন নূতন করিয়া কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের ইস্টারের ছুটির শুরুতেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে গোপন ব্যাপারটি ফাঁস হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।

মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮৫৫১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

তারাশঙ্করের

অভিযান ৬৲ কালিন্দী ৭৲
উত্তরায়ণ ৫৷৷৹ স্থলপদ্ম ৩৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

তুচ্ছ ৪৷৷৹ বেলোয়ারী ৭৲ উত্তর-কাল ৪৷৷৹ অরণ্য পথ ৩৷৷৹
বিবাগী ভ্রমর ৭৲

অনুরূপা দেবীর

মা (যন্ত্রস্থ) ৭৲ চক্র ৪৷৷৹ পথ-হারা ৪৷৷৹ জ্যোতিঃহারা ৩৷৷৹
বারিঝরা বাদলে ৩৷৷৹
বিচারপতি ৩৲

নিরুপমা দেবীর

শ্যামলী ৫৲ অনুকর্ষ ৪৲
প্রত্যর্পণ ৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর

অগ্নিপরীক্ষা ৩৷৷৹ ছাড়পত্র ৪৷৷৹
নির্জন পৃথিবী ৪৲ বলয়গ্রাস ৪৲
সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

অনমিতা ৪৲ চেনামহল ৬৲
মিশ্ররাগ ৪৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

বাণী রায়ের

বর্ষা বিজয় ৩৲ প্রেম ৭৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫৷৷৹ দেবযান ৫৲
অপরাজিত ৯৲ আরণ্যক ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রসরণী ১০৲ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ৫৲ কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷৹ মাইকেল মধুসূদন ৫৲ গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲ দুই তারা ২৷৷৹ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪৷৷৹ দুর্গম পন্থা ৯ সীমান্তিনী সীমা ৭৲ পিয়ারী ৭৲ মায়া-মাধুরী ৫৲ বহুব্রীহি ৪৷৷৹

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অরণ্য ৬৲ অপারেশন ৬৷৷৹ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭৷৷৹ চক্র ৩৲ মধুমিতা ৫৷৷৹ মুখোশ ৫৷৷৹ বেলাভূমি ৮৲ উত্তরফাল্গুনী ৬৷৷৹ ঘুম নেই ৫৲ নূপুর ৩৷৷৹

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

তরঙ্গের পর ৫৲ চন্দনবাঈ ৫৲
আরাকান ৫৲ ইরাবতী ৭
উপকূল ৫৲ সপ্তকন্যার কাহিনী ৩৲

কালীপদ ঘটকের

অরণ্য কুহেলী ৭৲ চন্দনবাহু ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী
১ম—৫৲ ২য়—৪৷৷৹ ৩য়—৫৲
কথাচিত্র ৩৲ গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲
নয়নবৌ ৫৷৷৹ মিলনান্তক ৪৷৷৹

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বহিবন্যা ৮৷৷৹ শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲
উপকণ্ঠে ৯৲ গল্প পঞ্চাশৎ ১০৲
জন্মেছি এই দেশে ৪৷৷৹ দুটি ২৷৷৹

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

অলকাতিলকা ৪৷৷৹ রাত্রির ডাক ৪৲ সমুদ্র সফেন ৪৷৷৹ পঞ্চতপা ৬৷৷৹ নবনায়িকা ৩৷৷৹

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ইন্দ্রানী ৩৲ কবি রামকৃষ্ণ ৫৲
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
১ম ৬৲ ২য় ৬৲ ৩য় ৬৲ ৪র্থ ৬৲

মন্মথনাথ ঘোষের

অহল্যার স্বর্গ ৩৲ জটিলতা ২৸৹
জায়া ও জননী ৫৲ নীলাঞ্জনা ৭৲
ছায়াসঙ্গিনী ২৸৹ সর্বংসহা ৫৲

প্রফুল্ল রায়ের

নাগমতী ৫৲ তটিনী তরঙ্গে ৫৲

॥ শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থ ॥

ডাঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য ৬৷৹
বিশ্বপতি চৌধুরীর
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৷৷৹
কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲
সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য জিজ্ঞাসা ৩৷৷৹
হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২৷৷৹
বিভিন্ন ২০ জনেরও বেশী লেখকের
[illegible] ৩৲

[illegible]
কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪৲
ডাঃ [illegible]
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৷৷৹
ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের
রবিদীপিতা ৫৷৹
কাব্যবিচার ৬৲
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
টলস্টয়-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ ৫৲
নিরীক্ষা ৪৲
পরিমল গোস্বামীর
সপ্তপর্ণ ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ
১ম—৫৲ ২য়—৫৲
রাজশেখর বসুর
চলচ্চিন্তা ৩৲
ডাঃ সুশীল দের
নানা নিবন্ধ ৫৷৷৹
ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সমীক্ষা ৫৲
যোগেশচন্দ্র বাগলের
জাগৃতি ও জাতীয়তা ৪৷৷৹
মহাত্মা গান্ধীর
আমার ধ্যানের ভারত ৩৲

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নতুন ধরনের মাসিক পত্রিকা

সাতরঙ

২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হবে।

দাম ঃ দেড় টাকা

— প্রথম সংখ্যায় —

তারাশঙ্করের

একটি সুবৃহৎ গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

কবিতা

আশাপূর্ণা দেবীর

সম্পূর্ণ উপন্যাস

আর, বিশ্বনাথনের

সম্পূর্ণ উপন্যাস

— অন্যান্য রচনা —

প্রফুল্ল রায় ॥ গৌরাংগপ্রসাদ বসু ॥ অসিত গুপ্ত ॥ শ্রীপান্থ ॥ আর্যাব চিরঞ্জীব সেন ॥ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ॥ দ্বারেশ শর্মাচার্য ॥ সেবাব্রত গুপ্ত ॥ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শ্যামল চক্রবর্তী অর্ধেন্দু দে ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত

সম্পাদক : রবি বসু

এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন।

সাতরঙ

৫/২ [illegible] রো, কলিকাতা-১

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে :

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের **অপরূপা চাম্বা**

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

হিমাচলের [illegible] চম্পাবতীর [illegible] কথা। ৬.৫০

সমর বসুর **তিমির বিদার** (উপন্যাস)

[illegible]

[illegible] নানা সমস্যা। [illegible] দাম তিন টাকা

বিবেকানন্দ ঃ জীবন ও জিজ্ঞাসা

মনোমোহন গংগোপাধ্যায়

[illegible] দাম দেড় টাকা

বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর

মনোমোহন গংগোপাধ্যায়

[illegible]

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১২ [illegible] কলিকাতা ১

নিশাচরের

[illegible] উপন্যাস

রায়বাড়ি দ্বিতীয় মুদ্রণ ৫,

সদানন্দের উইল (২য় মুদ্রণ) ৩৷৷

[illegible] মিত্র ও ঘোষ [illegible] ১২

ট্র্যানজিসটার

বেতার বিদ্যা

সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বই

[illegible] এবং [illegible] নির্মাণ প্রণালী লিখিত এবং [illegible] চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বইখানার সাহায্যে আগ্রহান্বিত [illegible] অল্প সময়ে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ার করিতে পারিবেন। [illegible] সংগে [illegible] হইতে পারে। মূল্য ৫, টাকা, [illegible] অর্ডারের সহিত অর্ধমূল্য দেয়। [illegible] কলিকাতা-৮ [illegible]

✱ সূচীপত্র ✱

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সামাজিক অপরাধ— ১১৬৩
বৈদেশিকী— ১১৬৫
দ্রুপাঙ্করে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ১১৬৭
মন ও প্রাণ : এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ
(কবিতা)—শ্রীবুদ্ধদেব বসু .. ১১৬৮
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১৬৯
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন ... ১১৭২
তোপ—শ্রীনিখিল সরকার . . ১১৭৫
লালকেল্লা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ১১৮৫

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই মার্চের বই

লীলা মজুমদারের
কিশোর উপন্যাস

টং লিং ২-৭৫

৭ই ফেব্রুয়ারীর বই

পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনাদা পর্যায়ের নব গ্রন্থ

আবার ঘনাদা

দুই টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ

সম্প্রতি প্রকাশিত

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রনাথের সংগে
পারস্য ও ইরাক
ভ্রমণ ৫ ৭৫

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
কেউ জানবে না
কেউ শুনবে না ৩ ২৫

ডঃ সুশীল রায়ের উপন্যাস
পদ্মিনী ২·৫০

পুস্তকে অভিনেতা
পদ্মশ্রী অহীন্দ্র চৌধুরীর
নিজেরে হারায়ে খুঁজি
দাম : কুড়ি টাকা

৭ই বৈশাখের বই

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত 'বনফুল'-এর

ত্রিবর্ণ (উপন্যাস) ১০·০০

'বনফুল'-এর অন্যান্য গ্রন্থ :

ভীমপলশ্রী (উপন্যাস) ৫·০০
জলতরঙ্গ (উপন্যাস) ৪·৫০
ওরা সব পারে (উপন্যাস) ২·৫০
দুই পথিক (উপন্যাস) ২·৫০
স্থাবর (উপন্যাস) ৮·০০
'বনফুল'-এর গল্প সংগ্রহ (প্রথম শতক) ৮·০০
কষ্টি (নাটক) ১·৫০
মধ্যবিত্ত (নাটক) ২·০০
নূতন বাঁকে (কাব্যগ্রন্থ) ২·৫০
শিক্ষার ভিত্তি (প্রবন্ধ) ২·৭৫

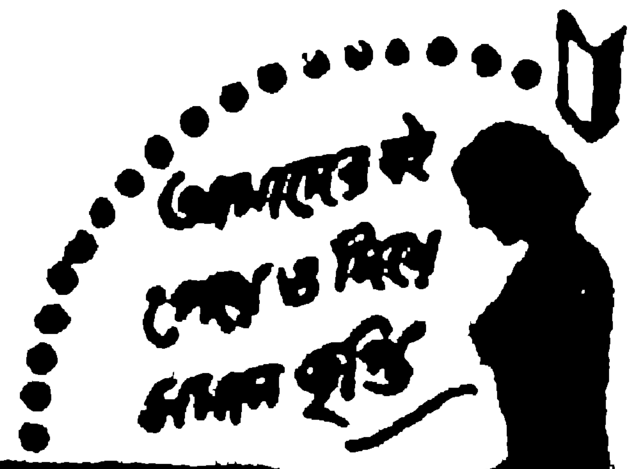

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ

(বি-৫১৩)

সুনীতিকুমার মুখোপাধ্যায়ের
অধুনাতম বাংলা কাব্যগ্রন্থ

[illegible]

দেশী টবে বিদেশী ফুল
২৫শে বৈশাখ বেরোবে
মূল্য ২·০০

পরিবেশক :
বিহার সাহিত্য ভবন
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(সি-৩০০)

রসসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস

ই ন্দ্র নী লে র

এপার ওপার

দামোদরের পটভূমিকায় রচিত
এক অনন্যসাধারণ প্রেম কাহিনী

দাম : ২·৫০

কনটেমপোরারি পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১২, নেতাজী সুভাষ রোড. কলিকাতা-১

পরিবেশক : ইস্টার্ণ এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ—১২
ডি, এম, লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিঃ—৬
দাশগুপ্ত এন্ড কোং : কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শিল্প ও সাহিত্যের ত্রৈমাসিক

মহেঞ্জোদারো

॥ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ॥

প্রবন্ধ ॥ কার্তিক বসু । মলয় রায় চৌধুরী
গল্প ॥ বাসুদেব ভট্টাচার্য
কবিতা ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায় । দেবী-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । সমীর বসু । শক্তিকুমার রায় চৌধুরী । কুমার মিত্র । মুকুল গুহ

নির্দিষ্ট 'মহেঞ্জোদারো' আয়োজিত
চিত্র প্রদর্শনী দেখুন

সমালোচনা ॥ সুবীর রায় চৌধুরী । অনিমেষ পাল । শংকর মিত্র

কলেজ স্ট্রীটে পত্রিকা ব্যানার্জির স্টলে পাওয়া যাবে। সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক। বার্ষিক চাঁদা সডাক তিন টাকা। নমুনা সংখ্যা ভি, পি, করা হয়।

আর্ট প্লেট ॥ সুনীল দাস । প্রদীপ বসু
প্রচ্ছদ ॥ দেবকুমার রায় চৌধুরী
॥ দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥
সম্পাদক : সমীর রায়
৫৫/৪, নটবর পাল রোড, হাওড়া

(সি ৩৭১)

● কিশোরদের জন্যে কিছু ভালো বই ●

চলো যাই	(ভ্রমণ-কাহিনী)	১·৮০	ডঃ অমিয় চক্রবর্তী
বিচিত্র এ দেশ	(")	২·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল
রূপ-কথা	(শিল্প-সম্পর্কিত)	২·৫০	শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
ভানুমতীর বাঘ	(গল্প)	২·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র
ল্যাম্পেপাস্টের বেলুন	(উপন্যাস)	২·০০	মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মেঠাইপুরের রাজা	(")	১·৬০	বিশ্বনাথ দে
দুরান্তের ডাক	(")	২·০০	সূর্য মিত্র
মা-কালীর খাঁড়া	(")	২·০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
অশরীরী আতঙ্ক	(")	৩·০০	নীহাররঞ্জন গুপ্ত
পায়ে পায়ে মরণ	(")	২·০০	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
লাল শঙ্খ	(")	২·০০	মণিলাল অধিকারী
এলোমেলো	(")	২·০০	বুদ্ধদেব বসু
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন	(")	১·৮০	শিবরাম চক্রবর্তী
কফিন জাহাজ	(গল্প)	২·০০	বিশু মুখোপাধ্যায়
প্রণাম নাও	(সঙ্কলন)	৪·০০	[বিশ্বকবির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য]

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

আশাপূর্ণা দেবী ॥ লীলা মজুমদার ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ বনফুল ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোঃ ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ ॥ হেমেন্দ্রকুমার ॥ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ● দাম : প্রতিটি দুই টাকা

শ্রী প্রকাশ ভবন এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মস্কোর চিঠি—শ্রীশুভময় ঘোষ ১১৯৫
নিশিকুটুম্ব—শ্রীমনোজ বসু ১২০১
বিশ্ব বিচিত্রা— ১২০৯
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী ১২১১
ড্রাগনের দাঁতে বিষ—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ .. ১২১৩
[illegible]— ১২১৯
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী ১২২১
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব ১২২৫

প্রকাশিত হইল—

॥*॥ উপনিষদ গ্রন্থাবলী ॥*॥

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইহাতে আছে—মূলশ্রুতি, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ এবং বিশুদ্ধ শঙ্কর-ভাষ্য, ভাষ্যের পদানুযায়ী বিস্তৃত (অনুবাদ ও সুবোধিনী) স্থূলে টিপ্পনী (ফুটনোট)

॥*॥ শঙ্কর-ভাষ্য অনুবাদ সহ ॥*॥

ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে) ৫৲
প্রশ্ন-২৲, মুণ্ডক-২৲, মাণ্ডুক্য-৪৲
তৈত্তিরীয়-১ম খণ্ড-১·১২, ২য় খণ্ড-২৲
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-২·৫০, ঐতরেয়-১৲

শঙ্কর-ভাষ্য, অনুবাদ ও আনন্দগিরি টীকা সহ
ছান্দোগ্য-দুই ভাগে সম্পূর্ণ-১ম ভাগ-৬৲, ২য় ভাগ-৬৲
বৃহদারণ্যক-চারিভাগে সম্পূর্ণ-প্রত্যেকখানি-৩·৫০

দেব সাহিত্য কুটীর

ন্যাশনালের গ্রন্থমাস

২২শে এপ্রিল — ২১শে মে

২২শে এপ্রিল থেকে
৫ই মে পর্যন্ত
মার্কস — লেনিন পক্ষ

৬ই মে থেকে
২১শে মে পর্যন্ত
রবীন্দ্র পক্ষ

সুলভ মূল্যে দুর্লভ গ্রন্থরাজি পরিবেশন

২২শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্যন্ত মার্কস-লেনিন পক্ষ উপলক্ষে এবং ৬ই মে থেকে ২১শে মে পর্যন্ত রবীন্দ্রপক্ষ উপলক্ষে আমরা আমাদের নিজেদের ও পি পি এইচ্ প্রকাশিত এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকা বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছি। এই পক্ষকালে উল্লিখিত সমস্ত পুস্তক পুস্তিকা খুচরো ক্রেতারা সাধারণভাবে শতকরা ১২ ভাগ কম দামে পাবেন। কোন কোন বইয়ের দামে শতকরা ৩০।৫০ ভাগ পর্যন্ত সুবিধা দেওয়া হবে। রবীন্দ্র-পক্ষ উপলক্ষে উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও বিশ্বভারতী প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকায় খুচরো ক্রেতারা ১২% সুবিধা পাবেন। এজেন্টদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা আছে।

আমাদের যে-কোন শাখায় খোঁজ করুন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি

■ ডালডা সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে তৈরী।
■ এতে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের উপযোগী ভিটামিনও রয়েছে।
■ প্রতারণা-প্রতিরোধক সিল করা টিনে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্যাক-করা।
■ মনে রাখবেন ডালডা কখনও আলগা বিক্রী হয় না।

রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

DL 96-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		১২২৭
সাহিত্য সংবাদ—	বিদুর	১২২৯
পুস্তক পরিচয়—		১২৩১
রঙ্গজগৎ—		১২৩৩
খেলার মাঠে—	একলব্য	১২৪১
খেলাধূলোয় মহিলা—	মুকুল	১২৪৪
সাপ্তাহিক সংবাদ—		১২৪৬
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র—		১২৪৭

প্রচ্ছদ—প্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর প্রকাশনের সুন্দরতম নিবেদন

নেতাজির একান্ত সহকর্মী

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত

নেতাজি : সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

বহু তথ্য ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সম্বলিত

এবং

দেশবন্ধু সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর আশীর্বাণী সম্বলিত

প্রথম খণ্ড। বারো টাকা

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। ইংরাজী ও হিন্দী

সংস্করণ প্রস্তুতির পথে

.... 'সুন্দর'-এর আরও কয়েকটি সুন্দর বই ....

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার সাহিত্য-জীবন	৫·০০
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ললিত বিতান	১০·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	নারী ও নগরী	৫·০০
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	হার মানালে গো	৩·০০
বিশ্বনাথ রায়	নতুন দিনের আলো	২·৫০

সুন্দর প্রকাশন, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মধ্য কলিকাতা এজেন্ট

দেবেন্দ্রনাথ (চৌধুরী) ৪ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩

দীপ জ্বালানো বই

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণী:

"........Unless you know what is physical and material, it is not possible to know what is mental and spiritual. Today in this land of India for many long years the knowledge of things external has vanished so that it is the Fundamental Religion itself which is dead in this country. Today here in this land, knowledge of external things (Science) is no longer in vogue and men who can propagate such knowledge are also not there. Nor are we adopt in propagating that knowledge. It must, therefore, come from abroad......"

দেশের সেবায় আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি অনূদিত বিজ্ঞানের বই

চাকা কেন ঘোরে

লেখক এডওয়ার্ড ডি হুয়ে। অনুবাদ অ-কু-দ। ছোটদের জন্য লেখা সাধারণ বিজ্ঞানের বই। জেনারেটর, মোটর, ব্যাটারি, সার্কিট রেলের ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন বিমান ইঞ্জিন ও অন্যান্য ইঞ্জিন, টেলিফোন, বেতার, রাডার, আলো গ্রহ ও তারা ইত্যাদি নানা বিজ্ঞানের বিষয় কত সহজভাবে বোঝান যেতে পারে তা এই বই পড়লে বোঝা যায়। পাতায় পাতায় ছবি। সুন্দর ছাপা ও সুদৃশ্য মলাট। মূল্য ২·৫০

মহাশূন্যের রহস্য

লেখক বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক উইলি লে। অনুবাদ 'জ্ঞান বিজ্ঞানের' সম্পাদক গোপাল ভট্টাচার্য। স্বচ্ছ ভঙ্গিতে গ্রহ-গ্রহান্তর, রকেট ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাশূন্যের বিবিধ উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা লেখক করেছেন। অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। মূল্য ১·৫০

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব অবদান

লেখিকা আর্মেনগার্ড ইভান্স। প্লাজমা, ভাইটামিন, পেনিসিলিন, সালফা ড্রাগস্, ডি. ডি. টি. ইত্যাদি যুগান্তকারী অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী যা পড়লে অনুবাদ মনেই হয় না। মূল্য ১·৫০

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড ঃ কলিকাতা-৯

টাটার শ্যাম্পু আপনার
চুলের গোছা পরিষ্কার
সাফ করে দেয়!
সাবান বা বাজে-তৈরী শ্যাম্পুতে তা হয় না…
Tata's
Shampoo
FOR LUSTROUS HAIR
MADE FROM
PURE COCONUT OIL
কেন?
টাটার শ্যাম্পু আপনার চুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরী… অতি সহজেই চটপট পরিষ্কার করে দেয়!
সেইজন্যেই আধুনিকা মহিলারা সবসময়েই টাটার শ্যাম্পু ব্যবহার করেন।
এর প্রচুর ফেনায় ময়লা ধুয়ে যায় — আর আবার ধোওয়া অবধি এক অপরূপ গন্ধে আপনার চুলকে সুসজ্জিত রাখে।
টাটার
শ্যাম্পু
চুলকে আরও পরিষ্কার, আরও নরম, আরও চকচকে ও সুসজ্জিত রাখবার জন্য
টাটা-উৎপাদন

বিভূপদ কীর্তির

মিলারেপা ঃ তিব্বতের প্রাণপুরুষ

● মহর্ষি রমণের মতে এ-জীবনীর তুলনা নেই ●

॥ দাম ৪.৫০ ॥

শেফালিকা প্রকাশনী
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট কলিকাতা ১২ ●

গ্রন্থপ্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি ১২

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল

৬ মে থেকে ২০ মে

সুলভ মূল্যে শতকরা ১২॥ টাকা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুবিধা পাবেন।

এই উপলক্ষে কবিকে নূতন করে পাওয়ার ও নূতন করে জানার আগ্রহ হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র সান্নিধ্যলাভের সহায়তা করবার জন্য বিশ্বভারতীর এই উদ্যোগ।

স্বল্পমূল্যে প্রচারিত "বিচিত্র ও "নৈবেদ্য"
এই বিশেষ সুবিধার অন্তর্গত নয়।

॥ পুস্তকবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ।

নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তক বিক্রেতাগণ [illegible] পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন। [illegible] এই [illegible] পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ১২

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯

দামোদর পুস্তকালয়
বর্ধমান

বিশ্বভারতী শিল্পসদন
শান্তিনিকেতন বীরভূম

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রা লি
[illegible]

হুইলার ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রা লি
১৫ এলগিন রোড [illegible]

॥ পুস্তক বিক্রেতাদের পৃথক পত্র দেওয়া হল না ॥

বিশ্বভারতী

গান্ধী স্মারক নিধির বই

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

সত্যই ভগবান

মূল্য ৩.৫০

পল্লী-পুনর্গঠন

মূল্য ৩.০০

গী তা বো ধ

মূল্য ০.৫০

নারী ও সামাজিক অবিচার

মূল্য ৮.০০

রিচার্ড বি গ্রেগ-কৃত

কর্মের সন্ধান

মূল্য ০.৭৫

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

মূল্য ২.৫০

●

[illegible]

১। পঞ্চায়েত রাজ ২। সর্বোদয়
৩। উৎপাদক শ্রম ৪। ন্যাসবাদ
৫। আমার সমাজবাদ ৬। মোহনমালা

●

প্রাপ্তিস্থান :

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
[illegible] কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি
(বাংলা)
১২/৬ অক্ষয় দত্ত লেন কলিকাতা-৬

কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ

জিম করবেটের লেখা

মানুষখেকো বাঘের মতো ভয়ঙ্কর জীবশিকারের রোমাঞ্চকর সত্য গল্প

দাম : ৪৲

ঝালাপালা

সুকুমার রায়

ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অবাক জলপান, হিংসুটে, চলচিত্তচঞ্চরি, ভাবুক সভা, শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম — সুকুমার রায়ের নাটকের সম্পূর্ণ সংগ্রহ। দাম : ৪৲

অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত এই বিশ্বপ্রখ্যাত বইটির সচিত্র অষ্টম সংস্করণ। দাম : ২.৭৫

॥ সিগনেট প্রেসের বই ॥

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
১৪২।১ রাসবিহারী অ্যাভেনিউ

(সি-১১০)

প্রকাশিত হল

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সদস্য

ডাঃ সুধাংশুকুমার দাসের

অভিনব অভিযান-কথা

এভারেস্ট ডায়েরী

পর্বত অভিযানের বহু গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে। কিন্তু পর্বত অভিযানে যেসব কুলি-মজুরের দল অপরিহার্য অঙ্গ যাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা পর্বত অভিযাত্রী দলের মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেয় তারা চিরদিনই এইসব গ্রন্থে অবহেলিত থেকেছে। ডঃ দাসের এই গ্রন্থটিতেই সম্ভবতঃ সেই-সব উপেক্ষিতের দল সর্বপ্রথম মর্যাদার আসন পেল।

দাম : ৯.০০

পাঠকপ্রসাদধন্য জনপ্রিয়তম কথাসাহিত্যিক

বিমল মিত্রের

সর্বতম উপন্যাস

নিবেদন ইতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে দেয়নি কিছুই—আর, যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদ্‌ভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা, কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই—নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান, প্রাচীন মূল্য-বোধ, পুরনো বিশ্বাস। হৃতসর্বস্ব মানুষ বিমূঢ় হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে—অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা, অতঃ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয় তারই মহান চিত্রায়ণ "নিবেদন ইতি"।

দাম : ৫ ০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

[illegible]

Saturday, 27th April 1963

৩০ বর্ষ । ২৬ সংখ্যা । ৪০ নয়া পয়সা

শনিবার ১৩ বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

সামাজিক অপরাধ

অনেককাল আগে একটি বিদেশী ব্যঙ্গচিত্র দেখেছিলাম। ভোটের মরশুম ইংলণ্ডে। এক বুড়ো ভোটার কাকে কোন দলকে ভোট দেবেন স্থির করার জন্যে সোজা ডেথ্ রেজিস্ট্রারের সামনে এসে বলছেন, মশাই খাতাখানা খুলে দয়া করে বলবেন কি গত মাসের মৃত্যুসংখ্যা কি রকম? টোরিদের হাতে বেশী লোক মরছে না আগে আরও কম মরেছে?

ছবিটা ব্যঙ্গের, প্রশ্নটা বোধ করি ততোধিক, নির্মম বিদ্রূপের। প্রকৃতপক্ষে সরকারী সুশাসন আর কুশাসনের প্রকৃত উত্তরটি খুঁজতে হলে আমাদেরও করপোরেশনের ঘাটবাবুর কাছে যেতে হবে। দুর্ভিক্ষ মহামারী মড়ক এর জন্য যত নিন্দা বাজার, যত লজ্জা, [illegible] আমাদের মতন প্রজাপুঞ্জের নয়।

খবরের কাগজের পাতা ওলটালে প্রায়শই দেখা যায়, নকল ওষুধ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্যহানিকর পচা চাল আটা মধু — এমন কি ইনজেকসানের দু ফোঁটা জলও বিশুদ্ধ নয় — ইত্যাদি সংবাদ বড় বড় করে ছাপা হয়েছে। এ-দেশে গত বিশ বাইশ বছর ধরে এ ব্যাপার [illegible] লোকে ডাকাতির মতন প্রকাশ্য অপরাধ হয়ে দেখা দিয়েছে। কে না জানেন যে, আজ বাড়িতে অসুখ হলে অত্যন্ত সস্তার ওষুধটাও মানুষ বিশ্বস্ত দোকান থেকে কিনতে চায়, এবং কেনার পরও তার মনের খুঁতখুঁতুনি সহজে যায় না। সংসারী মানুষের এ-কথাও জানা আছে, যে দুধটি তিনি বোতলে করে ঘরে আনেন, যে ঘি তেল আটা তিনি সন্তানদের খাদ্যের জন্য এনে দিচ্ছেন—তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দিহান। তথাপি তাঁকে নিতান্ত অসহায় হয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলি প্রাণরক্ষার জন্য কিনতে হয়।

সভ্য সমাজে 'সামাজিক অপরাধ' বলে একটি কথা আছে। কথাটির অর্থ সবাই জানেন। সমাজ জীবন এবং মানব জীবনের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জনাই মানুষ এই নৈতিক অপরাধটির কথা তুলেছেন, আইন করে দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। সভ্য দেশগুলি প্রায়শ 'সামাজিক অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু এ দেশের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের সরকার অনেক বিষয়ে এত নিশ্চিন্ত, এত শিথিল-হস্ত যে, কোনো কোনো সামাজিক অপরাধকে যেন দমন করার কোনো উৎসাহই পান না।

সরকারীভাবে বহুবার খাদ্য ও ঔষধের নিম্নমান, ভেজাল কারবার সম্পর্কে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে জাল ওষুধের কারবার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের প্রসিদ্ধতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কলকাতায় এমন কথাও ঘোষণা করেছেন যে, কারখানায় ব্যাপকভাবে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেবার উপকরণ তৈরী হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন, দিল্লীতে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে বটে, তবে তাতে হাজার হাজার নরনারীর দেহে বিষক্রিয়া ঘটছে বলে কোনও সংবাদ তিনি পান নি।

উপমন্ত্রী মহাশয়ের বোধ করি ধারণা ভেজাল যদি সত্যও হয়, বিষক্রিয়া অসম্ভব। স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাণ্ডারীর হাতে এ-রকম জবাব অপ্রত্যাশিত এবং যুক্তিহীন। সাধারণবুদ্ধি মানুষও জানে, প্রাণীদেহ তার ক্ষতিকারক উপাদানে সব সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভেজাল তা যা শরীরকে অসুস্থ করে, প্রাণ ধারণের মত পুষ্টি না জুগিয়ে তাকে দুর্বল ও অকেজো করে তোলে। এ-সব নিশ্চয় উক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জানা, তথাপি তিনি স্বীকার করতে নারাজ।

উপমন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—এই অপরাধের জন্যে বিকল্প শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না কেন? জবাবে তিনি বলেছেন, বিকল্প শাস্তি ব্যবস্থার বদলে—১৯৫৪ সালে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ নিবারণ আইন সংশোধন করা হবে—। এই আইনে কারাদণ্ডের বিধান আছে।

আমরা স্বীকার করি কারাদণ্ড যে-কোনো সভ্য সরকারের দণ্ড দানের একটি প্রচলিত বিধি। কিন্তু এই দণ্ডদানের হেরফের আছে, কারাদণ্ডের বিনিময়ে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডও হয়ত আছে, হয়ত অপরাধীকে রাজবিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানোর মধ্যে অনেক পিচ্ছিল পথ আছে, সর্বোপরি সমাজের সেই দুর্নীতি ত রয়েছে যেখানে অর্থবান অপরাধী দণ্ডের ছোঁয়া গায়ে লাগতে দেয় না।

শুধুমাত্র দণ্ড, কেবলমাত্র শাস্তি বোধ করি এ-ধরনের অপরাধ নিবারণের একমাত্র পথ নয়। কঠিনতম দণ্ডও যেমন কোনো কোনো সময়ে মানুষকে পাপাচারে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করে, তেমনি সৎ বোধ ও নৈতিক বোধও অন্যায়কারীকে কখনও কখনও বিবেকী করে তুলতে সমর্থ হয়। গত বিশ বাইশ বছরে আমাদের জাতীয় চরিত্র কত কলুষিত, নৈতিক অধঃপতন কত মর্মান্তিক হয়েছে তা বোধ করি এখনও না দেখলে না বুঝলে সমস্ত দেশটাই কর্মে চিন্তায় জীবনে ও সমাজরক্ষায় একটি ভেজাল জাতি হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য হয়ে থাকবে।

এ-কথা যিনি মনে করেন, আইন মানুষকে বিবেকবান করে, আদালত মানুষকে নীতিশিক্ষা দেয়—তিনি ভুল করেন। পৃথিবীর এমন কোনো আইন নেই এমন কোনো আদালত নেই যা মনুষ্যজাতিকে ধোলাই করে পুণ্যবান করে তুলতে পারে। এ অসম্ভব।

তবে সম্ভব কিসে? কেমন করে সম্ভব তার একটিমাত্র উপায় দেখিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা বরং মনে করি, প্রচলিত দণ্ডবিধানকে আরও সুপ্রযুক্ত করা হোক, আরও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও শর্ত রাখা হোক যাতে আইন অপরাধীকে তার কুক্ষিগত করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে আমরা মনে করি—সমাজের এই ঘৃণিত বিষাক্ত ক্ষতটি আরোগ্য করে তোলার কাজে নৈতিক-চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হবে। এ-কাজটি অতি দুরূহ, রাতারাতি হবার নয়, কিন্তু বিশ বছরের দূষিত রক্তের সংক্রমণ থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে অন্য কোনো পথ নেই। নৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং বিবেকবোধ জাগ্রত করার কাজে নেতা ও জনসাধারণের সমান দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের দায়িত্ব? অবশ্যই আছে। আর সে-দায়িত্ব কেবল সরকারী প্রচার-বিজ্ঞাপনের মধ্যে সীমায়িত নয় যে এ-কথা যেন সরকার মনে রাখেন।

দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

আগামী ২৫ বৈশাখ অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও "দেশ" পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনটি বিশেষ প্রবন্ধ এবং বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি সহ স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িকপত্র সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

এই বিশেষ সংখ্যাটি যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ হবে, তাঁরা হলেন—প্রবোধচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী পুলিনবিহারী সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অজিত দত্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় বিজিতকুমার দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, রাজেশ্বর মিত্র, দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রভৃতি।

দাম : ৮০ নঃ পঃ

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ১ ০৮ নঃ পঃ

বৈদেশিকী

নূতন চীনা আক্রমণের সম্ভাবনার বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু পার্লামেন্টে সম্প্রতি আর একটি উক্তি করেছেন। কিছুদিন আগে চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তাতে আশংকার ভাবটাই বেশী প্রকাশ পেয়েছিল। দু-তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে—এনিথিং মে হ্যাপেন্—এই ধরনের কথা তিনি তখন বলেছিলেন। তাঁর এবারকার উক্তির মর্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরা আরো কঠিন। পণ্ডিতজী বলেছেন যে, কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনা ও কারণ থেকে মনে হয় না যে, চীনারা শীঘ্র নূতন আক্রমণ চালাবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অন্য কতকগুলি কারণ আছে যাতে এরূপ আক্রমণ মোটেই অসম্ভব নয়। এই সম্ভব-অসম্ভবের ওজনে কোনদিকের পাল্লা ভারী বেশী বা সে সম্বন্ধে সরকারী আন্দাজটা কী তার একটা ইঙ্গিত পেলেও হত। তা হলে কেবল সামরিক ক্ষেত্রে নয় কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও চীনাদের সাফল্যের প্রমাণ যোগানো হবে।

আসলে বিপুল বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও ভারত সরকারের পলিসিটা যে ঠিক কী এবং কোন লক্ষ্যের দিকে তার গতি তা-ই দেশবাসীর কাছে অকপটভাবে স্পষ্ট করে বলা এখনো হচ্ছে না। চীনারা আক্রমণ করবে কি করবে না সে প্রশ্নের একটা দিক তো চীনারা নিজেরাই পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত যদি ভারত মেনে চলে তবে আপাতত সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ যে এলাকায় ভারতীয় সৈন্যের পুনঃপ্রবেশে চীনাদের আপত্তি, সে এলাকায় যদি ভারতীয় সৈন্য না যায় তবে সংঘর্ষ হবে না। আর যদি চীনাদের একতরফা আরোপিত শর্ত না মেনে সে এলাকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়, তবে চীনা 'সীমান্তরক্ষীবা আত্মরক্ষা' করবে অর্থাৎ আবার চীনা আক্রমণ শুরু হবে।

ভারতীয় সৈন্যদের কখন কোথায় কত দূর পাঠানো হবে সেটা সামরিক দিক থেকে বিচার করে ঠিক করা হবে সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেরূপ করা হবে—ভারত সরকারের পক্ষে এ কথা বলা অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তবে কেবল সামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারেই হোক বা তার সঙ্গে অন্য কারণই থাক, কার্যত দেখা যাচ্ছে যে ভারত সরকার এখন পর্যন্ত চীনাদের একতরফা আরোপিত শর্ত মেনেই চলেছেন। এই অপমানকর অবস্থায় কিছুটা উপশম হত, অন্ততপক্ষে সরকার ভাবছেন ভারতের কিছুটা "মুখরক্ষা" হত—যদি চীনাদের দিয়ে "কলোম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করিয়ে নেওয়া যেত। সে আশা এখনো ভারত সরকার ছাড়েন নি এবং সে-জন্য যতরকম সম্ভব ধরাধরিও চলছে।

কিন্তু চীনাদের দিয়ে কলোম্বো প্রস্তাবাবলী স্বীকার করাতে পারলে যে মুখরক্ষাটুকু হবে তার মূল্য কতটুকু বরং তাতে ভারতবর্ষের দূরপ্রসারী ক্ষতিরই সম্ভাবনা। কারণ কলোম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে নিষ্পত্তির প্রস্তাব-আলোচনায় রাজী হওয়ার মানেই হচ্ছে কার্যত ঐ সীমানাই মেনে নেওয়া মুখে যাই বলা হোক। তার অর্থ—চীনারা যে ১৪ হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি দখল করে বসে আছে সেখানে তাদের স্থায়ী অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে মেনে নেওয়া হবে। চীনারা যদি এখন 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী' স্বীকার করেও নেয়, তা হলে সেটা চৈনিক "উদারতা" বলেই প্রচারিত হবে। তাতে চীনাদের অর্জিত সামরিক প্রেস্টিজ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধা—যেগুলো সামরিক সাফল্যের দরুণ তারা পেয়েছে সেগুলোর কোনোটারই বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। ক্ষতি ভারতবর্ষের যা হয়েছে তাই থেকে যাবে। সুতরাং 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী' সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়াই উচিত। চীনারা যখন এতোদিনেও কলোম্বো প্রস্তাবাবলী মেনে নিতে রাজী হয় নি তখন ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার কোনো বাধা নেই। বরং বলা যায় যে চীনারা কলোম্বো প্রস্তাবাবলী এতোদিন না মানাতে ভারত সরকার নিজেদের একটা ভুল সংশোধনের সুযোগ পেয়েছেন।

সেই সুযোগ গ্রহণ না করে চীনাদের দিয়ে কলোম্বো প্রস্তাবাবলী মানাবার জন্য ধরাধরি করাটাই ভুল হচ্ছে। কোনোদিন চীনাদের কাছ থেকে 'ইনিশিয়েটিব' কেড়ে নেওয়ার আশা যদি আমরা করি, তা হলে 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী'র বন্ধন থেকে আগে মুক্ত হওয়া দরকার। তার মানে এ নয় যে, এখনি চীনাদের হটাবার জন্য লড়াই শুরু করে দিতে হবে। সামরিক ক্রিয়া বরং বা বলা উচিত এবং সেই সামরিক [illegible] বরং [illegible] সেই [illegible] 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী'র বন্ধন থেকে [illegible] মুক্ত করে রাখলে অন্তত [illegible] সরকারের কর্মের স্বাধীনতা বাড়বে। তখন হয়ত সত্যই একটা পলিসি এবং তার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে। এখন তো চীনাদের তরফ থেকে ক্রিয়া এবং আমাদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া এই অবস্থা চলছে।

*

সত্যই "বিচিত্র এ দেশ"। তা না হলে

বিনামূল্যে ধবল

চিকিৎসা। মহাত্মা প্রদত্ত "স্বপ্নাদ্য" বটিকা ১নং এবং ২নং একত্রে সেবন করিয়া সাদা দাগ নির্মূল করুন। প্রচারার্থ ১নং ঔষধ বিনামূল্যে এবং ২নং ঔষধের বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ মাত্র তিন টাকা দেয়। পণ্ডিত এস এন মাথুর, পোঃ লালবিবা (গয়া)।

(সি|এম ১২৫২)

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ

গ্রন্থমালা : ১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ স্বাক্ষরিত স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইস্তাহার।

অন্যান্য রচনা

শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

মূল্য

৫০ ন. প.

[দ্বিতীয় গ্রন্থমালা যন্ত্রস্থ]

প্রাপ্তিস্থান : 'লিপিকা' ৬ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা ৯। 'ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী', ১৫/৩ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা ১৩

রুষ ভারতী

১ম বর্ষ ৫র্থ সংখ্যা এখনই সংগ্রহ করুন
৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা আগামী মে মাসেই প্রকাশিত হইবে। সোভিয়েত সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে রুষভারতী অপরিহার্য সাথী

দাম প্রতি সংখ্যা ·৭৫ নঃ পঃ
বার্ষিক সডাক ৩·০০

পুরানো প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ

প্রাপ্তিস্থান : কার্যালয়, ৭৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২

পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু "ইন্টারনাল এভিডেন্স" দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, পশ্চিমবঙ্গে যে রাষ্ট্রদ্রোহী পুস্তিকাদির প্রচার চলছে সেটা চীনাপ্রেমী কম্যুনিস্ট-দেরই কুকর্ম? অন্য দেশ হলে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হত যে, তিনি পুস্তিকাগুলির লিখিত বিষয় থেকে শুধু "ইন্টারনাল এভিডেন্স" উপস্থিত করছেন কেন? এইসব পুস্তিকাদির রচনা মুদ্রণ ও প্রচার নিশ্চয়ই মন্ত্রবলে হচ্ছে না। মানুষেই রচনা করছে, মানুষেই ছাপাখানায় ছাপাচ্ছে এবং মানুষের দ্বারাই বিলি হচ্ছে এবং এসব কাজ নিশ্চয়ই দু-একজন মাত্র লোকের সাহায্যে হচ্ছে না। এদের খবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিভাগ কি এতোদিন কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি? এদের কাউকে কি ধরা যায় নি? অনুরূপ পরিস্থিতিতে এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি কেবল "ইন্টারনাল এভিডেন্স" উল্লেখ করে পার পেতেন? এতোদিনে তাঁর বিভাগ "এক্সটারনাল এভিডেন্স"ও কেন যোগাড় করতে পারে নি—এ প্রশ্নের জবাব তাঁকে দিতে হত না? লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ব্যাপার সম্পর্কিত বক্তৃতা পড়লে মনে হয় শ্রীলালবাহাদুর যেন কোনো একটা সাহিত্যিক প্রশ্নের আলোচনা করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর বিভাগের কর্মদক্ষতার যে কী পরিচয় দিলেন সে খেয়াল তাঁর নেই।

এর চেয়েও বিচিত্র হচ্ছে—যে ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী নীতি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী নীতি" (চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে) এবং সেই নীতি যে কম্যুনিস্টরা মেনে নিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী নীতির" প্রশংসা পণ্ডিতজীর মুখেও শুনা গিয়েছিল সুতরাং তার প্রতিধ্বনি লালবাহাদুরজীর মুখ থেকেও শুনা যাবে—এটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এক সময়ে ভুল বুঝবার অবকাশ যদি থেকেও থাকে এতোদিনে তো সে ভুল ভাঙ্গা উচিত ছিল। সেই সময়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী' প্রস্তাবে চীনের প্রতি দোষারোপ এবং তাই নিয়ে পার্টির মধ্যে ভাঙ্গাভাঙ্গি দেখে যাঁরা এটাকে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের উচ্ছ্বাস কি এখনো তেমনি আছে? তাঁরা কি এখনো বিশ্বাস করেন যে কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টির চীনাপন্থীদের কথা বাদ দিচ্ছি—কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশটাও কি সত্যি সত্যি চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতকে শক্তিশালী করতে চায়?

কম্যুনিস্ট পার্টি সম্প্রতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় সেটা নিশ্চয়ই পড়েছেন। সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বা সেই প্রস্তাব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কিছুই বলবার নেই? সেই প্রস্তাব কি ভারত এবং ভারত সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে অথবা ভারতবর্ষ যাতে দুর্বল থাকে, দেশী এবং বিদেশী কম্যুনিস্ট আঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যাতে তার না থাকতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে?

কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" এবং চীন-পন্থী অংশের মধ্যে তফাত কি প্রিন্সিপল্-এর, না ট্যাক্‌টিক্স-এর, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করে দেখতে পারেন। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশে চীনের বিরুদ্ধে যে আসল অভিযোগ, সেটা হচ্ছে এই যে, চীনারা যা করছে সেটা সময়োচিত কাজ হচ্ছে না; কারণ, তার ফলে ভারতে পশ্চিমাদের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি তা না হত, অবস্থা যদি এইরকম হত যে, চীনের সামরিক শক্তির সহায়তায় ভারতে কম্যুনিস্ট গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে, তা হলে কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশও চীনাদের কার্যের নিন্দা করত না। তিব্বতের স্বাধীনতানাশকে যেমন তিব্বতের 'মুক্তি" বলে কম্যুনিস্টরা গ্রহণ করেছেন, তেমনি ভারত আক্রমণকারী চীনা সৈন্য-বাহিনীকেও তারা 'মুক্তিফৌজ" বলে সংবর্ধনা জানাতেন।

এক দিকে 'পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বকে বাঁচাতে হবে" বলে চিৎকার এবং অন্য দিকে পণ্ডিত নেহরুর গবর্নমেন্টের প্রত্যেকটি কার্য যার দ্বারা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে চীনাদের অথবা কম্যুনিস্ট ব্লকের অসুবিধা হতে পারে তার বিরুদ্ধাচরণ এই হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী' নীতির মর্ম। কম্যুনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্টির 'সরকারী' এবং চীনা পন্থী অংশের মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই পার্থক্য হচ্ছে 'ট্যাকটিকস' এবং 'টাইমিং' নিয়ে। এ ছাড়া অবশ্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে পিকিং এবং মস্কোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্ব ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাই বলে মস্কোর দিকে যাঁরা ঝুঁকেছেন তাঁরাই ভারত চীন বিরোধে ভারতের বন্ধু, এমন মনে করার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না। তাত্ত্বিক তর্কে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিকে 'প্রগতিবিরোধী" বলে যিনি নিন্দা করবেন তাঁকেই ভারতের বন্ধু বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। এক কম্যুনিস্ট যখন অন্য কম্যুনিস্টকে "প্রগতিবিরোধী" বলে নিন্দা করেন, তার অর্থ এই ধরতে হবে যে, প্রথমোক্ত কম্যুনিস্টের মতে শেষোক্ত কম্যুনিস্টের কার্যের ফলে কম্যুনিজম্-এর বিস্তার বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। কম্যুনিস্টরা পিকিং সরকারকে কী বলে সমালোচনা করছেন তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, তাঁরা ভারত সরকারের কোন্ নীতি বা কোন্ কার্যের সমর্থন অথবা বিরুদ্ধতা করছেন, সেইটাই লক্ষ করার বিষয়।

২০-৪-৬৩

ব্যানার্কো
টেলার্স
২৩এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি ৭
নির্দিষ্টে মূল্যে সার্টিং, স্যুটিং ও পপলিন পাওয়া যায়।

KCC PRESENTS THE BEST & CHEAPEST TRANSISTOR RADIOS
Allwave

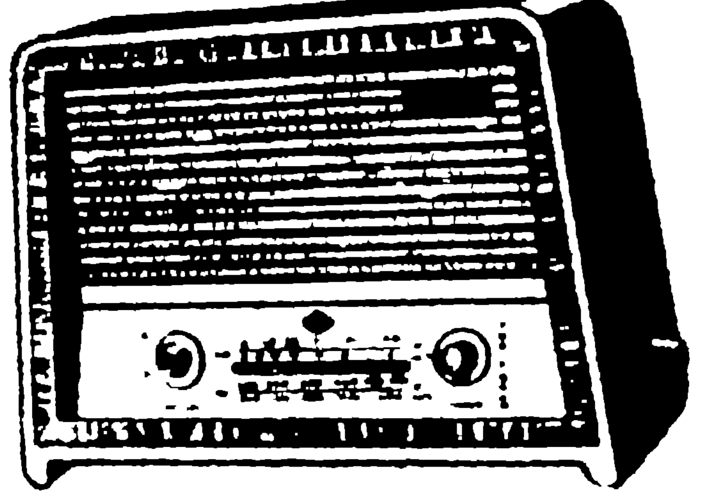

KT 828 Rs. 250/-
5 Transistor
+ Rs. 20/- (Ex. duty)
2 Band
Local

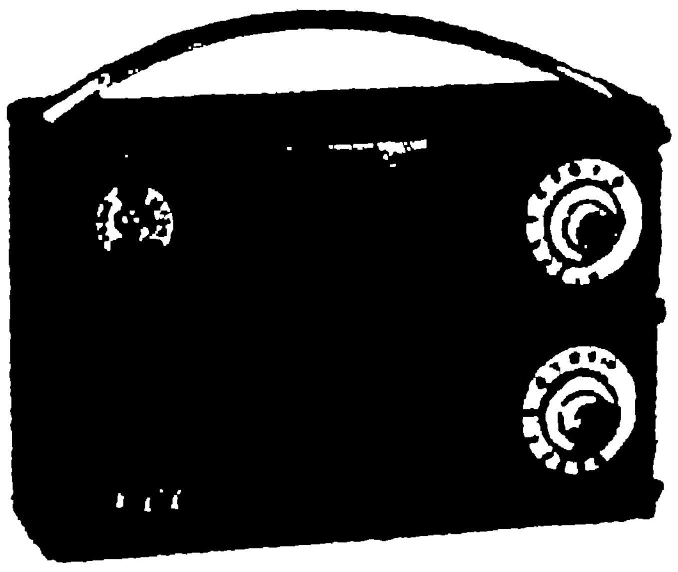

TR 435 Rs. 125/-
5 Transistor + S. Tax.
2 Diods
Other models too available
GUARANTEED FOR ONE YEAR'S FREE SERVICE
Manufactured by
KANCHAN COMMERCIAL CORPORATION
P 36, Radhabazar Street,
Calcutta-1.
Phone — 22-8218

ভ্রূণাক্ষরে

অনন্তপারং কিল মিলশাস্ত্রং।
কোথায় খাপ খুলেছি, সেটা ক্রমে ক্রমে মালুম হচ্ছে। গতবারের লেখাটা যখন অসূর্যম্পশ্যা প্রুফরূপে তখনই পড়াতে দিই বন্ধুকে। পাঠান্তে তিনি মুচকি হাসি দিয়ে মুড়ে প্রুফটা ফেরত দিলেন। [illegible] গূঢ়ার্থ : ক। যার কর্ম [illegible] সাজে। খ। [illegible] হাটে শালিকে শকরীর [illegible]। গ। [illegible] তুমি মিলের ময়ূরই শুধু দেখেছ, [illegible] দেখনি।

তৎক্ষণাৎ আম্‌সি আমি বললুম, আগে কহ আর।

তিনি : আগে [illegible] পরে। তুমি যেমন মিলের নক্স দেখালে সেসব [illegible] [illegible] ভাবী [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] ছিল [illegible] আসাধারণ [illegible] সত্য বটে, অন্ত্যমিলের প্রলোভনে তিনি কোকিলকে কাঁটাগাছের উচ্চ ডালে পুচ্ছ নাচাতে প্ররোচিত করেছেন, কাঁটাগাছ কদাচিৎ উচ্চ হয়ে থাকে, এই সচরাচরতা সত্ত্বেও। সত্য বটে তাঁর চমকিত ক্রাগিলার পরে 'পল্লবে ছলিয়া' মিলটা দেখে ঠিক আর্য রুচিসই হয়নি অনায়াসেই 'ভাঙিয়া' লেখা চলত। তবু, ভুলো না তিনিই 'অরুন্ধতীর' সঙ্গে 'পরুন ধুতি' মিল দিয়েছিলেন, চোখের সাক্ষ্য নাকচ করে নিছক কানের মন্ত্রমতেই তো। রাজাদের মত কবিও কর্ণেন পশ্যন্তি।

—শুদ্ধ স্বরনির্ভর মিলের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ। তার এপিঠটাও তবে দ্যাখ। 'চিত্র' আর 'পাত্রী' এই মিল ভাবতে পার? কিংবা, "পুষ্প" 'কেশ' এবং ধরো, 'বন্ধ্যা' [illegible] এ মিল স্বরবিবর্জিত, কেবল প্রবল উচ্চারণে ধ্বনিত একটিমাত্র ব্যঞ্জনশ্রিত। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যাবে।

মিলের বিকোল ছবাণের পাণো থ আমি তখন কান মলে কসম খেলুম, মিলের বেলতলার পথ কিয়ৎকাল শতহস্ত দূরে থাক।

*

স্বীকারোক্তি নং এক- অতঃপরবর্তী বিষয় বাছাইয়ের অবাবহিতপূর্বহেতু পরপর কয়েকটি সংবাদ সেবন। প্রথম খবর কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীর আসন্ন য়ুরোপ সফর। উদ্দেশ্য, সাংস্কৃতিক লেনদেনের প্রোগ্রাম প্রণয়ন। দ্বিতীয় খবর ভারত-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক চুক্তির শর্তমত চারজন সোভিয়েত লেখক এদেশে সমাগত। সফরের মেয়াদ পক্ষকাল।

তত্র অকপট স্বীকারোক্তি নং দুই—অতিথি চতুষ্টয়ের সঙ্গে এই লেখকের নামমাত্র পরিচয়। [illegible] এই [illegible] [illegible] নাম [illegible] [illegible] কারবাঁকয়েফ, এস এ বারসুদিন এবং ভি এ কোচেতভ। সহযাত্রী জনৈক দোভাষী।

তৃতীয় স্বীকারোক্তিটি একটি রেকর্ড [illegible] প্রায়শ প্রত্যহ সাংস্কৃতিক [illegible]

[illegible]

[illegible] কলকাতা সুনিশ্চিত [illegible] স্থানীয় লেখকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপও অবশ্যম্ভাবী।

মনশ্চক্ষে দেখার পার্টি দেখছি চা-পানি, কুল্পি বা চায়ের চেয়েও কড়াপানি। হা ডু-ডু আবাহন, কড়মড়কড় রব পীড়ন [illegible] হু-হু হা-হু' ক্ষণপরেই বিদায় সম্ভাষণ। [illegible] বিহারে আহরিত যে-জ্ঞান সে তো [illegible]-পরিমাণ সংস্কৃতির মর্মালোকে পৌঁছনোর পথ কি পার্টি পেরিয়ে

[illegible] সর্বনাশ সে [illegible] শিল্পানুরাগ ভয়াবহ পরধর্ম। এই অভ্যাগতদের নাম যদিও জানিনে, সুর জানি। গত চল্লিশ বছর এই মুলুকে একটি সুরই নিঃসৃত হাবভ নিখাদের একটি বীড টিপে রাখলে একটানা যে সুর ক্রমাগত হয়, অবিকল সেই সুর।

বেসুরো কিছু বাজাতে গেলে আসুর যে নিগ্রহ ঘটে, তার একটি দুটি দৃষ্টান্ত দেব। নিরীহ ঘোড়েরা দানার ভূকে সাদা ঘর থেকে পলকে কালো ঘরে কয়েদ হয়। ধরুন, আলেকজান্ডার ফাদায়েভের ইয়ং গার্ড গ্রন্থটির শোচনীয় পলাটলিপি। ১৯৪৫ সালে প্রকাশলগ্নে করতালি পড়েছিল প্রচুর, কিন্তু [illegible] সহস্রাক্ষ 'বিগ ব্রাদার' [illegible] সাহিত্যে সোভিয়েট বাস্তবতার [illegible] দিলেন ফাদায়েভের কসুর হলেন। তিনি পার্টিজানদের কথা সাত কাহন লিখেছেন, কিন্তু নৈবেদ্যের চূড়া যে কম্যুনিস্ট পার্টি, তার প্রশংসার পাওনাগণ্ডার কমিশন এ-বইয়ে কই! ডেভিলকে তার 'ডিউ' দিতেই হবে, সোভিয়েট মুলুকে এই কানুন। সুতরাং ১৯৫১ সালে লেখক ওই গ্রন্থটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন। তাতে 'ডিভিয়েশন' অর্থাৎ বিচ্যুতির পাতক বর্জিত।

সেই সেকালে ডস্টয়েভস্কি নির্বাসিত হয়েছিলেন সাইবেরিয়ায় [illegible] মুহূর্তে প্রতিটি রচনার প্রত্যক্ষরের দাম দিয়েছেন [illegible] কেটে গেছে জার- [illegible] তার ক ব্যবস্থায় [illegible] হাড় [illegible] প্রকোপ হিসেবে [illegible] ধর্মটিকে [illegible] সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলছে [illegible] ওখানে টারসিস্ এবং [illegible] উভয়েই হাসপাতালে। [illegible] ঐকতানে বে-শিল্পীর গলা ঈষৎ আলাদা, সোভিয়েট কর্ণধারদের সিদ্ধান্ত, তিনিই উন্মার্গী, তাঁর সমুচিত চিকিৎসা স্থান উন্মাদাগারে। জনৈক [illegible] এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় - I am afraid that Russian literature has but one future—her past."

সর্বশেষ [illegible] সংবাদ—তরুণ কবি ইভতুশেঙ্কোর ভেরা। 'বাবি ইয়ার' [illegible] ইহুদী-বিদ্বেষের উল্লেখ ছিল [illegible] শোধন করে ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনিও করলেন।

[illegible] এরেনবুর্গের আত্ম- [illegible] -এর আর কত দেরি! How long O Lord how long! [illegible] ভুল করেছিলুম! [illegible] নিরুদ্দিষ্ট নড়ও না। শুধু তার তলায় সড়কে ঘাস ক্রমশ পীত-মৃত হতে থাক।

মন ও প্রাণ : এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ

বুদ্ধদেব বসু

বরং খেয়াল করো যা-কিছু শোণিতে-মাংসে মর্মাহত নয়—
মশাকিনের অপস্মার, আপোয় হ্বাগ্নার-ছন্দ, বদার চুম্বন:
অবশেষে যেখানে চাকার দাঁত থেমে যায়, অন্তিম অন্বয়
খুঁজে পায় গতির তরঙ্গ আর স্তব্ধতার নীলাভ গুঞ্জন—
অন্তরাত্মা সেখানে অর্পণ করো।'

'কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি।'

চলো সেই জানালায়, প্রান্তে যার উত্তরোল হাজার বড়ওয়ে –
ানী, গুন্ডা, পেরাম্বুলেটরে শিশু, শবযাত্রা মাতাল খালাসি,
এবং তুমি যে-বস্তু হাতে পেয়ে ফেলে দাও বাঁচার আগ্রহে –
নপথের যা-কিছু ক্ষণিক—সব দল বেঁধে উজ্জ্বল অপ্সরা
মে এসে বৈভব বিলিয়ে দেয় অবিচল চক্ষুময় কাচে।'

প্সরা পারে না দিতে স্পর্শতাপ, তার বাহু আলিঙ্গনে ভরা।'

ালিঙ্গনে সপ্তস্বর্গ, অথচ হয়নি শ্লথ এমন কে আছে'

নেছি, নির্বাণে শান্তি—কিছু নেই! ভেবে দ্যাখো বৌদ্ধ শ্রমণ,
ব টান কাটাতে বিলুপ্ত ক'রে দেয় ওরা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী!
চ যা কামাতুর মাংসে বেঁধা, তাতে নেই ক্লান্তি বা অন্যথা,
-কাঁটায় ম্রিয়মাণ মানুষের বিত্ত শুধু ঘণ্টা ও মিনিট।—
মি তাই জপি সেই উষ্ণ বুক, যার তলে হৃৎপিণ্ড দোলে।'

'সার কদর্য পুঁটুলি হবে, যা তোমার আগুনের ভাণ্ড
ত্যাগী খাদক জঞ্জালমাত্র—যা আজ ফুৎকারে ওঠে জ্ব'লে:
নকি স্মৃতিও নাড়ে না যাকে—ঠাণ্ডা কড়ি বন্ধ বাঁধা হাড়,
া, মূক, জান্তব অস্তিত্ব শুধু—হৃৎপিণ্ড তখনও সচল।
াতে আস্থা রাখো?'

'তবে কেন তব কণ্ঠে স্পন্দন তোলে প্রতিধ্বনি?
দৃষ্টির্বিকিরণ কেন তবে ট্রাফিকের সংকেতে চঞ্চল
বে এ-সব সে তো বুদ্ধি নয়—সে আমার প্রজ্বলন ধমনী
আমার শোণিতস্পন্দন।'

'কিন্তু আছে দিগন্ত দুরন্ত দূর।
া গুঞ্জব এক সমুদ্রগর্জন হ'য়ে কানে এসে লাগে।
বণ যৌবনে ঝাপ্টা দেয় অর্ধোদিত অগ্নিচক্ষুর—
ক ভুলে গেলে?'

'মনে পড়ে এক রাত্রি—অমল দাঁতের দাগে
লে উজ্জ্বলতর নিশ্বাসে মদের গ্লাস হ'য়ে আছে লাল,
া মোমের তলে অন্ধকারে গহ্বরে গ'লে যায় ধীরে—
-বিন্দু আদরে আরক্ত আলো। সেই রাত্রি ক্রমশ বিশাল
হয়েছে দিগন্ত, দূর;—জানো?'

তবু আজ তুমি অন্য তীরে
আছো আকাঙ্ক্ষায়।'

'অন্তত আড়াল নেই, কাচের জানালা
াছি অভ্যন্তরে।'

'অভ্যন্তরে? সে তো এক ব্যর্থ শব্দকো
আক্ষরিক, পুনরুক্তিময়। যত নাড়ো, কিছুতে খোলে না তালা,
শুধু ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ফের বন্ধ হয়। সেখানে আপোশ
চলে অবিরল, বিসংবাদী প্রশ্নে ও উত্তরে। যদি চাও শিখে
নিতে ভাষা, যা তোমারই হৃদয়ের উচ্চারণ, করো না স্মরণ
তবে চণ্ডীদাস, দীর্ঘস্তন, ছিন্নবাহু কোনারক-সুন্দরীকে,
ঈষৎ নিতম্বে কিংবা নিথর উদরে যার প্রাণের করুণ
ধ'রে আছে যা-কিছু হারানো, নষ্ট—এবং যা স্বারপথে চাবি—
সব ক্ষণস্বপ্ন, সব ইন্দ্রিয়কম্পন যেন বাঁধা প'ড়ে প্রেমে
এক স্থির, স্বচ্ছ স্বর্গ হ'য়ে আছে।'

'কিন্তু আজও যার কথা ভাবি
সে মরবে রূপসী—পাষাণ নয়—আমি মরে আছি তার প্রেমে।'

শিল্পীর স্বাধীনতা

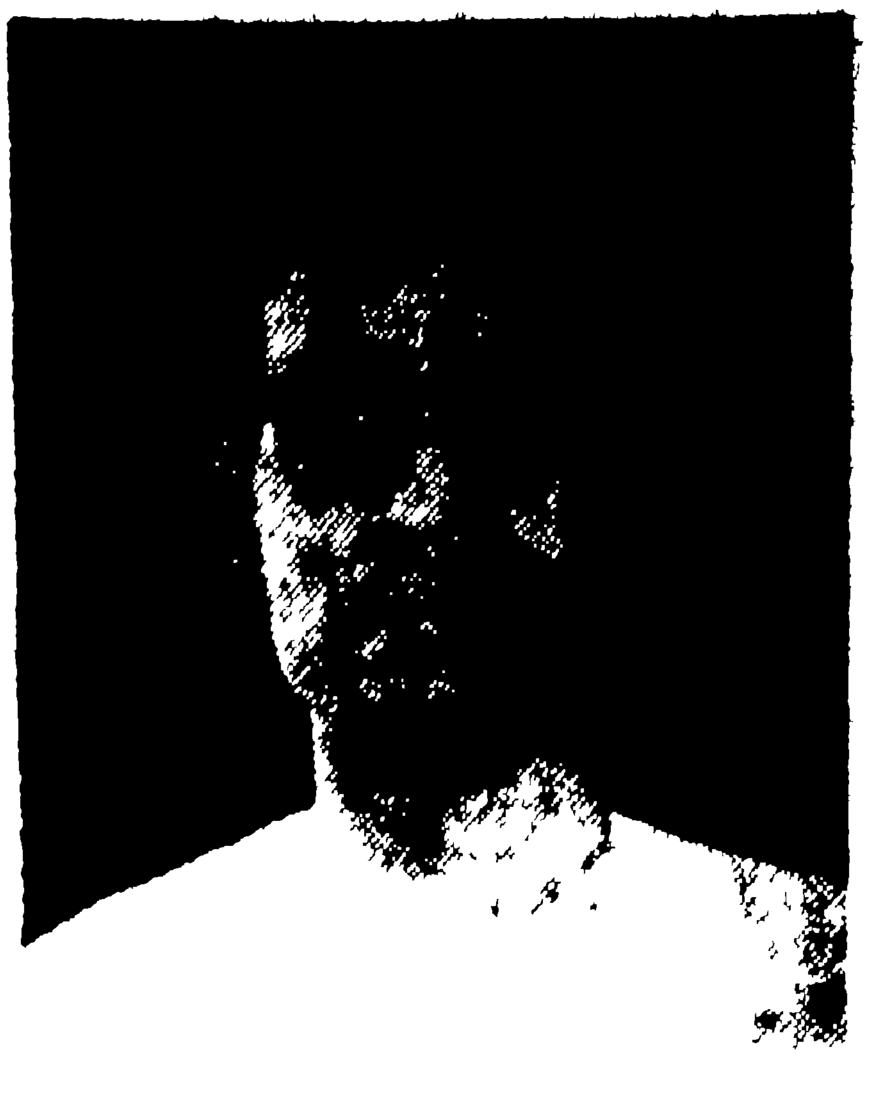

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীর স্বাধীনতা-প্রসংগে আমি কথা-শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নটাই শুধু আমার অনুশীলনের বাইরে। কথা-শিল্পীর স্বাধীনতার সংগে সমগ্র জাতির স্বাধীনতার যোগ যেখানে, সেখানে প্রশ্নটিকে নিয়ে আলোচনা করা কঠিন কাজ নয়। জাতি যদি যথার্থ স্বাধীন হয় সে জাতির শিল্পীও সমভাবে স্বাধীনতা ভোগ করবে এর মধ্যে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? প্রশ্ন শুধু ঐ 'যাথার্থ্য' নিয়ে। স্বাধীনতার স্বরূপের সংগে এই 'যাথার্থ্যে'র প্রশ্ন ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আমি বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত না করে আমার বক্তব্যের সংগে কৌশলের কণ্টকজাল না জড়িয়ে আপাতত আমার মতামত-প্রকাশের স্বাধীন পথই গ্রহণ করলাম।

আমার কোনো কোনো সাহিত্য-সহযোগী বলে থাকেন, সাহিত্যের সংগে রাষ্ট্রনীতির কোনো যোগ নেই। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি কথাশিল্পীকার মানুষ আর মানুষের জীবন আমার উপজীব্য বিষয়, মানুষ মানুষের সমাজ, আর মানুষের সমাজ নিয়ে যে রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত, তার সম্বন্ধে চিন্তা না করে আমার উপায় কী আছে? পরোক্ষে হোক প্রত্যক্ষে হোক রাষ্ট্রনীতি আমার বিচার্য-বিষয় হয়ে দাঁড়াবে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মানুষ আর তার সমাজ আর তার পরিবেশ নিয়ে ভাবলো।

কথাটা আমি সংক্ষেপে শেষ করবো বলে সোজাসুজি আমার বক্তব্যে আসতে চাই। আমার রচনার সংগে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, ফটোগ্রাফারদের সংগে আমার স্বাজাত্য নেই, আমার স্বাজাত্য চিত্র-স্রষ্টাদের সংগে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফটো যাঁরা তোলেন, তাঁদের সংগে আমার নীতিগত বিরোধ আছে। জীবনের যথাযথ প্রতিফলনকে রস-সাহিত্য বলতে আমি নারাজ। কিন্তু, সংগে সংগে এ কথাও ঠিক, রস-সাহিত্যের পরিচিতি জীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। জীবনের রূপ, জীবনের সমস্যা আমরা পরিহার করবো কেমন করে? বরং এটুকু বলা যেতে পারে—জীবনটা রস-সাহিত্যের উপকরণ মাত্র; তার বেশী কিছু নয়! আমি 'জীবন' বলতে এক্ষেত্রে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছি।

এই বাস্তবতার সংগে রাষ্ট্রনীতির যোগাযোগের কথা অস্বীকার করা যায় কীভাবে? বাইরে থেকে যদি এমন আঘাত আসে যাতে করে আমাদের স্বাধীন চিন্তা পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে—তাহলে, সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা সচেতন হবো বই কি।

কিন্তু শিল্পীর এ স্বাধীনতার স্বরূপ? আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি প্রশ্নটাকে দু-ভাগে বিচার করতে পারি। প্রথম যে স্বাধীনতার সংগে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি বিজড়িত। দ্বিতীয় যে স্বাধীনতার সংগে আমার সৃষ্টির পরিবেশ বিজড়িত যে-পরিবেশের ওপর রাষ্ট্রনীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নেই।

প্রথম কথাটাই ধরা যাক। সাহিত্যিক একটি বিশেষ প্রেরণার বশে তাঁর সাহিত্যকে সৃষ্টি করেন, এ-প্রেরণার ব্যাপারে তিনি খাঁটি। খাঁটি না হলে তাঁর সাহিত্য যে জীর্ণপত্রের মতো অচিরেই পথের ধুলায় ঝরে পড়বে। আর যা শুধু 'ভাঁওতা দিয়ে চোখ ভোলায়' অথবা দু'দিনের জন্য কিছু রঙ বিকীর্ণ করে বিবর্ণতায় বিলীন হয়ে যায়—তা নিয়ে এ-সব আলোচনার স্বাধীন পথ রুদ্ধ করে লাভ নেই। মোটকথা এটাই ধরে নেবো সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে একটা বিশেষ প্রেরণা থাকে। এই প্রেরণা নানাভাবে আসতে পারে। কীভাবে আসবে সাহিত্যিক নিজেই হয়ত সে বিষয়ে সম্যক সচেতন নন। এক কথায় তাঁর সাহিত্য-কর্ম তাঁর এমন এক বিশেষ প্রেরণার [illegible] ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ [illegible] আমি সচেতন [illegible]। এখন কথা হচ্ছে, [illegible] সাহিত্যকর্ম প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির সপক্ষে যেতে পারে আবার না-ও যেতে পারে। [illegible] যায় তাহলে রাষ্ট্র [illegible] কতোখানি প্রসারিত করবে, [illegible] করা উচিত—এটাই প্রশ্ন। নয় কী?

রাষ্ট্রতন্ত্র [illegible] প্রসার করবে একভাবে, গণতন্ত্র অন্যভাবে, সাম্যবাদ ভিন্নতররূপে। এ বিষয়ে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিতে পারে, বর্তমানকালের ভিন্ন দেশের ভিন্ন রাষ্ট্রনীতিও আমাদের শিক্ষা দিতে পারে। এদিক থেকে কোন রাষ্ট্রনীতি কতোখানি উদারতা প্রদর্শন করছে সে-কথার থেকেও বড় কথা যে কোনো রাষ্ট্রনীতিই তার মতবিরোধী রচনার ইচ্ছা করলে কণ্ঠরোধ করতে পারে। উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই,

সর্বাধুনিক ১৯৬৩ মডেল

ভাসা ৫০ গুলীর মজবুত পিস্তল, রেজিঃ

নাটকাভিনয়, সিনেমা এবং যাঁহারা আরণ্য অঞ্চলে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে এই পিস্তল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫০টি গুলী বাহির হয়। ৫০টি গুলী বিনামূল্যে। দাম ২০ টাকা। অতিরিক্ত গুলী প্রতি এক শত ৪ টাকা। চামড়ার কেস ১৫ টাকা। প্যাকিং ও ডাক খরচ ফ্রি। চিঠিপত্রাদি ইংরাজিতে।

VASSA WATCH CO.
163 (DB) Bhuleshwar, Bombay-2

(১২২১এ)

ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য
নিকো
আসল জীবাণুনাশক সাবান।
এটি পার্ক-ডেভিসের তৈরী
PD-57/62

স্নিগ্ধ শীতল
স্বস্তি...
আন্তরিক শীতলতায়
সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিভূ
ট্রপিক্যাল ফ্যান
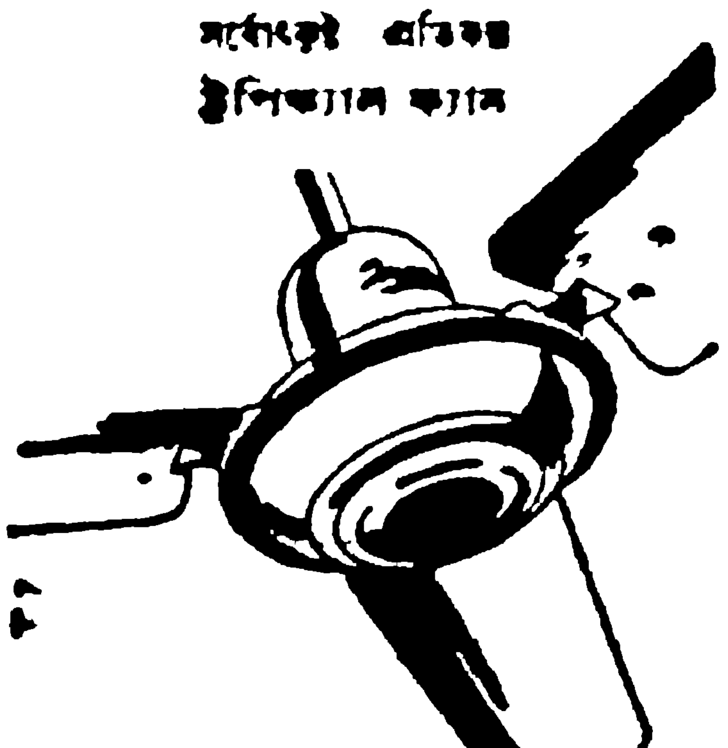
ট্রপিক্যাল
ডি লুক্‌স্‌
ম্যানুফ্যাকচারার্স
ভারত ইলেকট্রিক্যাল
ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

সর্বদেশে অতীতে ও বর্তমানে নিষিদ্ধ বই ছিল এবং আছেও।

তাহলে? স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রশ্নটা কতখানি ব্যাপক? শিল্পী-হিসাবে আমার প্রেরণা যদি খাঁটি হয় তাহলে আমার বইয়ের পর বই 'নিষিদ্ধ' করলেও আমার কণ্ঠরোধ করা সহজ হবে না, সাহিত্যের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

তবে আমার ভয়টা কীসের? রাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন বাকীটা আপাততঃ স্থগিত রেখে সুবিধার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমার রচনার পরিবেশ। বরং বলা যাক, রচনার পরিবেশ ও পরিমণ্ডল। এখানেও প্রেরণার কথা তোলা যেতে পারে। প্রেরণা যদি খাঁটি হয় তাহলে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করা তার পক্ষে কঠিন নয় অনুকূল পরিমণ্ডল সংগঠন করাও তার পক্ষে দুরূহ কোনো ব্যাপার নয়। এটা সহজভাবেই বলা চলে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন, উভয়কেই একসঙ্গে এবারে বিচারের ক্ষেত্রে টেনে এনে বলছি—প্রেরণার তরঙ্গই যদি শিল্পীর জীবনে ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে মরে যেতে থাকে, তাহলে?

এই আঘাতের প্রশ্ন শিল্পীর জীবনে আজ মুখ্যাংশ গ্রহণ করছে বলেই স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আমরা এতো বিব্রত। এবং সেদিক থেকে প্রশ্নটার অনিবার্য রূপ অত্যন্ত জটিল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের একটা প্রাপ্য আছে আবার একটা প্রাপ্য আছে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে। আমি সাহিত্যশিল্পী সত্তার প্রাপ্তব্য স্বাধীনতার কথাটুকুকেই আলোচনার কেন্দ্রীভূত বিষয় করে রাখতে চাই এ নিবন্ধে।

সাহিত্যশিল্পীরূপে সত্য প্রকাশে যে আনন্দ পাই তার থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ ... থেকে। যাঁরা আমার সাহিত্যের পাঠক তাঁরা, যাঁরা আমার সাহিত্যের সহযোগী তাঁরা যখন ব্যবহারিক সফলতার মানদণ্ড দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উচ্চ-নীচতার শ্রেণীভেদ করেন গুণগ্রাহিতার প্রচণ্ড অভাব যখন চারিদিক থেকে বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে তদুপরি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য যখন তার করাল বাহু দিয়ে আমাদের নিষ্পেষিত করতে থাকে, সামাজিক দিক থেকে নটনটীমুখিন সমাজ নটনটীকে মাথার স্থান দিয়ে আমাদের সত্তার দিকে যখন অবহেলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তখন মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে তারস্বরে বলে উঠি ধ্বংস হোক ধুয়ে-মুছে সব নিঃশেষ হয়ে যাক, আবার শুরু হোক এই ধ্বংস স্তূপ থেকে নতুন জীবন।

নতুন জীবনের স্বপ্ন চিরকাল সাহিত্য-বিদ্রোহীরাই ত দেখে থাকে? আমরা এ-জীবনের, সাধনা দিয়ে যা হয় সেই স্বপ্নকেই ত্বরান্বিত করি। আমরা স্বপ্ন দেখবো প্রথমে, আর সেই স্বপ্নকেই ত বাস্তবে রূপ দেবে মানুষ! কিন্তু হায়, আমাদের টিঁকে থাকার দ্বন্দ্বে আমরা যে কোথায় হীনবল হয়ে পড়েছি, সে খবর কী আমরাই জানি? আত্মদ্বন্দ্বে আমরা অস্থির, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের আভাষ আমরা দেবার চেষ্টা করছি কতটুকু যে মানুষ আমাদের সপক্ষে থাকবে?

সত্যি কথা বলতে কী, সত্যিকারের অধীন আমরা নিজেদের কাছে। নিজেদের বদ্ধমূল ধারণার দাসত্ব থেকে নিজেদের যতদিন না আমরা বন্ধনমুক্ত করতে পারছি বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে ততদিন আমাদের স্বাধীনতা স্ব মহিমায় কিছুতেই দেদীপ্যমান হয়ে দেখা দেবে না। এই 'বদ্ধমূল ধারণা একটা কথার কথা মাত্র নয়। 'অবজেক্টিভ রচনার একটা মূল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু সাবজেক্টিভ রচনার কি কোনো মার আছে? আমার ধারণা যথার্থ প্রেরণা সঞ্জাত রচনা 'সাবজেক্টিভ' হতে বাধ্য। আর, যা প্রেরণা-সঞ্জাত নয়, তা সাহিত্যই নয়।

আমি ব্যক্তিগত জীবনে যেভাবে ঘাত-প্রতিঘাত ও বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি, তাতে করে, বলতে বাধা নেই, আমি Have not দের দলে এবং সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই আমার মানসিক প্রবণতা এমন একদিকে যার নাম দিতে পারি—'সাম্য'। সেই সাম্য অবশ্য যা মানুষকে সমান অধিকার দেয় মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সমাজে যা স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সে তথাকথিত সাম্যবাদ পর সম্পদের দিকে লুব্ধলোলুপ দৃষ্টি ... দেয় যে সাম্য অপরের সংস্কৃতির ... দিয়ে আপন সংস্কৃতিকে বোঝার মতো মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়—সে সাম্যের দেব আমি কেউ নেই।

এবং সব থেকে বড়ো কথা আমার রচনা তার সাক্ষ্য দেবে আমি বিশ্বগ্রাসী Totalitarianism-এর বিরুদ্ধে। পৃথিবী-সুদ্ধ যে যেখানে আছে সুদূর দ্বীপ কি পার্শ্ববর্তী জনপদে সবাইকে আমি এক কাপড় এক জামা এক রীতিনীতির খোলস পরাতে চাই না। আমার "সাম্য" বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম মানবিক ঐক্যের সূত্রটি বিরাজমান, তাকে দিয়ে আবিষ্কার করবে,—আমার সাম্য সেই আত্মিক ঐক্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এই আত্মিক ঐক্য আমার ভারতবর্ষের দান। এদিক থেকে ভারতীয় ভাবধারা আমার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় কাজ করে চলেছে। আমি ধর্ম-অনুশাসনের গোঁড়ামি মানি না, শ্রেণীভেদ মানি না, জাতিভেদ মানি না, এবং ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান যদি কোথাও মনুষ্যত্বের অবমাননা করে

পর্যবেসিত হয়, সেখানে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করি। সেদিক থেকে হিন্দুত্ব আমাকে প্রভূত সুবিধা দান করেছে। চার্চে অথবা মসজিদে যাওয়ার মতো মন্দিরে যেতে হয় না, পূজা-অর্চনা করতে হয় না, তবু আমার হিন্দুত্ব সমান বজায় আছে।

এদিক থেকে দেখতে গেলে আমি নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী। অথচ আমি অন্তরে ঐক্য-সন্ধানী বলে আমার জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আমার আন্তর্জাতিকতাবোধের কোন বিরোধ নেই। শিল্পী বলেই আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। একজন রাষ্ট্রনীতিকের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধের বিরোধ থাকতে পারে, শিল্পীর তা থাকে না। অবশ্য সে শিল্পীর মন যদি বহির্মুখিতাতেই আপন জীবন-বোধের সীমারেখা না টেনে অন্তর্মুখিন হবার চেষ্টা করে ক্রমশ। কলকাতার একজন সাধারণ ভারবাহী শ্রমিকের সঙ্গে সিচেলাস বা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শ্রমিকের মূলগত কোনো অনৈক্য আমি দেখতে পাই না। হরিপদ কেরানীর সঙ্গে বিলাতের জনস্টন কেরানীর অবস্থা বা মানসিকতার কি কোনো বিশেষ তারতম্য আছে? হয়ত আছে, কিন্তু এক যায়গায় তাদের মিলও আছে। যেখানে তাদের মিল, সাহিত্যিক হিসাবে আমার দৃষ্টি পড়বে সেখানেই। এই জন্যই বলছিলাম আমাদের জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো প্রভেদ নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুধ্যানও ব্যাহত হতে পারে। ফলে সৃষ্টিতে বাধা পড়বেই। অবশ্য বাধা পড়লেই যে 'গেল গেল' রব তুলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই কারণ মানুষের সমষ্টিগত যে কোনো তরঙ্গ উঠুক না কেন সচেতন শিল্পীর হৃদয়ে তা এসে সাড়া জাগাবেই। এবং কোনো অধীনতার নাগপাশই সেই সাড়াকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত করতে পারবে না। এটা মাত্র আশারই বাণী। যথার্থ সাহিত্য-শিল্পী চিরকাল থাকবে মানুষের সপক্ষে, তাকে থাকতেই হবে, থাকাটাই তার স্বধর্ম। যে 'ইজম্'ই আসুক না কেন, তাতে যদি মানুষ নিপীড়িত হয়, তাহলে শিল্পীর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠবেই, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

তবু শিল্পীর স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বললাম কেন? শিল্পীর ব্যবহারিক জীবনের কথা ভেবে। সর্ব স্বাধীন দেশে সাহিত্য-শিল্পীর বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সে কাজটা [illegible] হচ্ছে কই? [illegible], [illegible] যদি আমার [illegible] হয়, তাহলে [illegible]

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম—১৬৲
২য়—১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া ১২॥ চলাচল ৬॥

সাত পাকে বাঁধা ৪॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

জরাসন্ধের
ছায়াতীর ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

বিমল করের নবতম উপন্যাস

পান্থশালা ৩॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫৲

অবধূতের

হিংলাজের পরে ৫৲

নির্মলকুমারী মহলানবিশের

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের অবিস্মরণীয় কাহিনী

বাইশে শ্রাবণ ৬৲

কবির সঙ্গে

দাক্ষিণাত্যে ৩৲

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

সুলেখিকা মারী নরেল-কে অমর্ষ
গুণমুগ্ধের উৎসর্গ

টুটুদের ওখানে

সকালের ডাকে এসেছে এক চিঠি, বড়ো শোক-স্মারক এক ছোট্ট চিঠি : "শ্রদ্ধেয় ফাদার, আজ আমাদের টুটুর পরলোকগমনের দ্বিতীয় বার্ষিকী; ভগবানের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা জানাতে ভুলবেন না। ইতি—টুটুর মা।"

অনেক দিনের কথা। টুটুরা থাকত তখন কলকাতায়, মোহনবাগান রো-এ। একদিন শুনলাম, কি জানি কোন্ সূত্রে, টুটু না কি আমার কথা শুনেছে, আমার লেখা পড়েছে, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

টুটু শয্যাশায়ী...অনেক দিন থেকে ভুগছে। ওর বাবা-মা হাসপাতালে পাঠান নি ওকে। টুটুর সেই যক্ষ্মা রোগটা যখন—বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতেও—আরোগ্যাতীত, তাঁরা স্থির করলেন, চিকিৎসার অভাবের ক্ষতিপূরণ তাঁরাই করবেন, অকুণ্ঠ শুশ্রূষায়—বাড়িতে।

গেলাম তবে, টুটুর মায়ের অনুরোধে, কাজের ফাঁকে, টুটুদের ওখানে। টুটু বলল, "আমি, জানেন, কনভেণ্টে পড়েছি... আপনার কাছে যীশুর কথা শুনব।"

টুটু বাইবেলের গল্প শুনত, বই পড়ত, নিজের কথা প্রায় বলতই না। একদিন কিন্তু, এমনি, হঠাৎ, কোনো ভূমিকা না ক'রে সে বলল, "আমার একটা গল্প আছে... কাউকে বলি নি, মাকেও না। মৃত্যুর আগে আপনাকে বলতে চাই...শুনবেন?"

"শুনব।"

টুটুর গল্প

ম্যাট্রিক পড়তাম তখন; বয়স ছিল ষোল; সবাই ডাকত টুটু বলে। আমার ছিল এক বন্ধু; পুতুল ছিল তার নাম। না ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই নি আমি; এমনিই প্রথম থেকে ও আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমার আর ওর বাবা ছিলেন ক্লাস-ফ্রেণ্ড, ভর্তি করলেন দুজনকে, ক্লাস ফাইভে, বীডন স্ট্রীটের হোলি চাইল্ড ইস্কুলে।

কত-না ভালবাসতাম, ওকে...বাসতাম? সত্যি বাসতাম? বোধ হয় বাসতাম না... বাসতে শিখি নি তখনও। ভীতু ছিলাম... প্রায় মিশতাম না কারো সঙ্গে; আর মেয়েরাও তো আমাকে কেয়ারই করত না। আসতাম যখন, রিক্শা করে, বইয়ের ঝুলি টিফিন-বাক্স হাতে, দূর থেকে কেউ ডাকত না আমায়, আসতই না দেখতে।

ক্লাসের আগে, ক্লাসের পরে, দল পাকিয়ে গল্প করত তারা। এগিয়ে যেতাম ত্রস্ত পদক্ষেপে, বলতে পারতাম না কিছুই...আর যা বলতাম, গ্রাহ্যই করত না কেউ। পুতুল কিন্তু যে-মুহূর্তেই আমায় দেখত, আসত দৌড়ে, দূর থেকে 'টুটু......টুটু'...... চেঁচিয়ে। ভুলে যেতাম অন্যদের অনাদর—একনিমেষে। বন্ধু আমার...পুতুল আমার... কত ভাল ছিল সে—যে-টুটুকে ভালবাসত না কেউ, তাকে যে বাসতে পেরেছিল ভাল... না, আমার থেকে একটুও সুন্দরী সে ছিল না, বুদ্ধি ছিল তার অনেক বেশি। ক্লাসে ছিল ফার্স্ট, লিখত ভাল, পড়ত ভাল, আঁকত বেশ। দিদিমণি ক্লাসেই আমাদের পড়ে শোনাতেন ওর লেখা। আর আমি?.... আমি তো বাংলায় ছিলাম মন্দ নয়, হিস্ট্রি পারতাম, ভূগোল পারতাম, অঙ্কটা পারতাম না, বুঝে আসতাম ওর কাছেই।

না, আমার থেকে সুন্দরী নয়.... কিন্তু ওর ছিল চোখে মুখে কথা, ঠোঁটে ফুটত মিষ্টি হাসি। পুতুল ছিল যেন সবার সম্পদ......দুঃখ লাগত বুকে......আমারই যখন বন্ধু সে—আর আমার যে আর বন্ধু ছিল না—তাই চাইতাম আমি, কাড়বে না কেউ তাকে। কাড়ত কিন্তু। কাড়ত সবাই। প্রতিমুহূর্তে।

ছুটির দিন, পুতুল যে-দিন আসত আমাদের বাড়ি, আমার ঘর সাজাতাম ওরই রুচি মতো, ফুলদানিতে রাখতাম নিউ মার্কেটে কেনা গোলাপের এক তোড়া। কত যত্নে, কত ছলে-বলে পাড়ার সব মেয়েকে—আর ছোট্ট বোনকেও—দূরে রাখতাম .... পুতুলের কাছ থেকে দূরে, ওরা কেউ চুরি করে যদি তাকে। পরস্পরকে শোনাতাম কবিতা, পরস্পরে-উৎসর্গিত কাব্য.....। আর দিদিমা মানিক জোড়কে দেখে ফোকলা মুখে মৃদু মৃদু হাসত।

তখন—জানেন, ফাদার—ছিলাম সুখী... ভা—রি সুখী।

অভিশপ্ত সন্ধ্যায়

সে বছর, স্কুলের কোনো উৎসবে, আমরা মঞ্চস্থ করলাম 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। আমরা... অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের সব মেয়ে—কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে। না, এতে অবশ্য কোনো চক্রান্ত ছিল না, শুধুই চিকিৎসকের পরামর্শ, আর আমার স্বাস্থ্যের প্রতি বাবার মাত্রাতীত দুর্ভাবনা। পুতুল সাজল শ্যামা.....,আর আমি 'সখীগণ'-এর মধ্যেও স্থান পেলাম না, কোনোরকমে ঠাঁই পেলাম দর্শকদের ভীড়েতে।

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪·২৫ – বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষায় অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"—মূল্য সডাক ৫·৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE!" 3/- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৪১১২

নাটাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেত্রীদের যাচ্ছিলাম অভিনন্দন জানাতে; আমাকে ওরা—এমন কি পুতুলও লক্ষই করল না আদৌ। রমা যেখানে উত্তীয়, চম্পা যেখানে কোটাল, মিনু যেখানে বজ্রসেন, সেখানে টুটু—শুধু টুটু—কে?......

পুতুল যেদিন হল শ্যামা, সেই দিন কাদায়, সেদিনই প্রথম বুঝলাম আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের শালকাঠে ঘুণ ধরে এসেছে বাসা বাঁধতে . ।

নামলাম সবাই উৎসব-ভোজের ঘরে।

যে টেবিলে শ্যামারা সব বসল সেখানেও আমার মিলল না ছাড়চিঠি। মিলল না কোনোখানে। অবশেষে জায়গা পেলাম বাচ্চা মেয়েদের টেবিলের এক কোণে । খেলাম খাওয়ার আনন্দ ছাড়াই—খায় যেমন রাস্তার লোক রাস্তার ধারের দোকানে, অচেনার অস্বস্তিতে।

ভোজের পরে হল নাচ দুজনে দুজনে নাচ বিলেতী কায়দায়। বিলেতী নাচের আমার বড় শখ কত না নেচেছি বাড়িতে কি স্কুলে, গ্রামোফোনের বাজনার তালে তালে প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে। সবাই আমাদের বলত স্কুলের নাচের বেস্ট জোড়'। সে দিন কিন্তু প্রাণের বন্ধুটি আমার সঙ্গে একটিবারও নাচল না টুটুর সঙ্গে নাচল না শ্যামা।

এত আঘাত . এত দারুণ আঘাত......। পুতুল আসলে আমাকে ভালবাসত না ..... ভান করেছিল বাসার শুধু ভান ... ভালবাসার ভান। আর সমবেদনা . হ্যাঁ, তা-ই হবেঃ বন্ধুহীন সহপাঠিনীর প্রতি সমবেদনা। নাচলাম না কারও সঙ্গে, শুধু রইলাম ঘরের এক কোণে লুকিয়ে। খারাপ লাগছিল সব কিছু খারাপ লাগছিল নিজেকে। খারাপ লাগছিল আমার নতুন কেনা ফ্রকটা, শখের ফ্রক, মা যেটা কিনিয়েছিলেন, আজকের উৎসবের উদ্দেশে পার্ক স্ট্রীটের এক শৌখিন দোকানে।

কাটালাম সেদিন আমার জীবনের দীর্ঘতম নিদ্রাহীন রাত হাতড়ে হাতড়ে পুতুলকে খুঁজেছিলাম আমার ভগ্ন হৃদয়ের সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে .... আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকছিলাম বিগত বন্ধুত্বের ধসে যাওয়া স্মৃতিবাহিনীকে।

পরের দিন পুতুল যখন স্কুলে এল মেক আপ-এর অর্ধমোচিত কাজল চোখে, পুতুল যখন চম্পা-কোটালের হস্ত ধরে অভ্যাস মতো 'টুটু, টুটু' ডাকল এগুলাম ওর দিকে ইতস্তত করে অনিশ্চিতির চোরাবালিতে। হায় প্রেমের কথা সে বলতে শিখেছে কোত্থেকে, অপ্রেম যার অন্তরে? পুতুলের সাজানো সব কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, ঠকেছিলাম.. । আমার মিথ্যে আশা মুকোয়ে তখন, উৎসবের ঐ সন্ধ্যায় ঘুচে গেছে [illegible]—মিলিয়ে গেছে বুদ্বুদ, সাবান- [illegible] ফেনা রেখে।

বাক্-সাহিত্যের বই

শংকর-এর নতুন বই

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

"ভাগ্যবানরা এ সংসারে কেবল যোগ করেন আর ভাগ্যহীনরা বিয়োগ। নিতান্ত সৌভাগ্যবানদের জন্য গুণ আর অভাগাদের ভাগ্যে কেবলই ভাগ। গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক এই নিবেদন করেছেন। শংকর এর পরিণত প্রতিভার এই বিশিষ্ট নিদর্শনটির কোনো প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ গল্প নয় রম্যরচনাও নয় উপন্যাস তো নয় বটেই।

সাজাহান হোটেল সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক চৌরঙ্গীর পরবর্তী এই রচনায় অনেক নতুন সংবাদ পাবেন। দাম ৪.৫০

চৌরঙ্গী ১০.০০ — ৬ষ্ঠ সংস্করণ।
এক দুই তিন ৪.০০ — ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বনহরিণীর সংসার** — সুন্দরবনের পটভূমিকায় নূতন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। ৩.৫০

সনৎকুমার বন্দোপাধ্যায়ের **অঙ্গজ** — শক্তিমান কথাশিল্পীর নতুন উপন্যাস। কদমগমের কাহিনী। দাম ৩.০০

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** (৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল) ৪.০০

বনফুলের **দূরবীণ** (২য় সং) ৪.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **হসন্তী** (২য় সং) ৪.৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর **শ্রেষ্ঠ গল্প** (২য় সং) ৬.৫০

ভবঘুরে ও অন্যান্য (৩য় সং) ৬.৫০

জরাসন্ধের

আশ্রয় (৪র্থ সং) ৩.৫০
পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩.৫০

মসিরেখা — মানুষের একটি করুণ বিভুলার জীবনের ছবি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পটভূমির উপর দরদী হৃদয়ের রং দিয়ে আঁকা। তার একদিকে দংশনের জ্বালা আরেক দিকে নিরাময়ের প্রলেপ। (২য় সং) ৯.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **পরমাপ্রকৃতি গোরা** ৪.৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **অমাত্রার জয়যাত্রা** ৪.০০

বিনয় ঘোষের

সুতানুটি সমাচার ১২.০০
বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫.০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর জলভ্রমি ৩.০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিমিতা (২য় সং) ৫.০০, রোশনাই ৪.০০

রমাপদ চৌধুরীর চন্দন কুঙ্কুম ২.৫০

নীলকণ্ঠের ক্যাপা খুঁজে ফেরে (২য় সং) ৩.০০

হিমানীশ গোস্বামীর বিলাতি বিচিত্রা ৪.০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

"এইটে শেষ করতে আমার কতদিন লেগে গেল। তবুও আবার ভুল করে ফেল্লাম।"
"আজকাল কিছুই যেন ঠিকমত করে উঠতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাই।"
"ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই, প্রেমা। রোজ দু' পেয়ালা করে বোর্ণ-ভিটা খেয়ে দেখছ কি? আমাকে ডাক্তারবাবু তা বলেন এবং ওতে আশ্চর্য্য ফল দেয়।"
"সত্যিই কি চমৎকার পরামর্শই দিয়েছিলে! প্রতিদিন ঠিক দু'পেয়ালা করে—এখন তফাৎটা বেশ বুঝতে পারছি।"
"আশ্চর্য্য সত্যি, তোমার মা দিনে এত কাজ করে উঠতে পারে।"
এত উৎসাহ
আগে কখনও
বোধ করি নি!
Cadbury's
BOURN-VITA
THE IDEAL
FOOD DRINK
MADE BY CADBURY'S
SPECIALISTS IN FOOD
DRINKS FOR 100 YEARS
শক্তি ও
উৎসাহের জন্য
BOURN-VITA
প্রস্তুতকারক
Cadbury's

তাপ

নিখিল সরকার

বৈশাখের গোড়াতেই খরাটা পড়েছে। খরা [illegible] নয় যেন কাঁচের মতন কতগুলো ঝিকমিকে সাপ হিসহিস শব্দ তুলে চারদিকে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। ওদের উষ্ণ নিশ্বাসে একই মধ্যে সব [illegible] জঙ্গল পুড়ে যাবে। জীবন সেদিকে [illegible] [illegible] লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলল। এই সাতসকালেই দিনের যা [illegible] কেমন এক ক্লান্ত অশক্ত দৃষ্টিতে এবার সে সামনের দিকে তাকাল।

সুরেন হাতির দোকানের সামনে দুটো কুকুর ছানা ঝিম মেরে শুয়ে আছে। বেলাটা আবার ওদের গায়ে এসে পড়েছে এই মাত্র। [illegible] সইতে না পেরে ওরা ক্রমশ [illegible] শীতল ছায়া খুঁজে নিচ্ছিল। [illegible] চোখে জীবন ম্লানভাবে সামান্য হাসল। হাত পাঁচেক দূরে রোদটা তখন ওদেরও চেয়ে চেয়ে দেখছে। অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল। আর একটুর মধ্যেই ধরে ফেলবে বুঝি।

ওরা কজন তেঁতুল গাছটার তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছিল। তখনও ওদের মধ্যে কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে। গল্প করছে। এই কিছুক্ষণ আগে জীবন মুড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন আরাম করে একটা বিড়ি টানছিল। এখনও ঠান্ডা ঠান্ডা একটা নরম ভাব আছে এখানে। অথচ সামনের চিক চিক করা রোদের দিকে তাকালে, এখনই যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন। কেবলই তেষ্টা পায় এ-দিনে।

জীবন আবার চোখ তুলল। সুরেন হাতির দোকানের বাঁ দিকেই কিছুটা জায়গা, একটু [illegible]। কটা [illegible] গাছ সেখানে। বাঁশবরণ [illegible] দিয়ে জায়গাটা ঘের দেওয়া। [illegible] তাই [illegible] দেখেছে। [illegible] গাছও আছে। [illegible]। আর [illegible] কটা [illegible] ছোট মতন ঝোপ। এই জঙ্গলের পাশেই আরো কটা [illegible]। [illegible] [illegible] জীবন। এই সব [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible] বসে বসেই জীবন [illegible]

বাতাসটা [illegible]। [illegible] তাপটা ক্রমশই বাড়ছে। থেকে থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে তিরতির করে কচু পাতা কাঁপছিল শুধু। এখান থেকে জীবন এখন দেখতে পাচ্ছে কটা শালিক উড়তে উড়তে এসে এই মান্দার বাবলার ডালে পা রাখল। শব্দ করল। খুঁটে খুঁটে কি যেন খেল। পরস্পর পরস্পরকে আদর করল। তারপর লাফাতে লাফাতে ওরা এখন ওই জঙ্গলের অন্তরালে চলে গেছে।

এখান থেকে অনেকক্ষণ ধরে সে অল্প অল্প করে গাছ গাছালির একটা গন্ধ পাচ্ছিল। গন্ধটা যেন এখানে সর্বত্র ছড়ানো। জীবন জোরে জোরে কয়েকবার গন্ধটা আস্বাদন করল। এখন তা শুকিয়ে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কটা কাক বহুক্ষণ থেকে মাথার ওপর ডালে বসে ডাকছে। জীবন ছোট মতন একটা [illegible] তুলে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাক কটা চিৎকার করে এখন আরও একটু দূরে গিয়ে বসল।

জীবন দৃষ্টিটাকে এবার নদীর দিকে প্রসারিত করে ওদের নৌকোটাও দেখল। ঘাটের পাশেই হারাধনদের নৌকো। এখনও [illegible]। আর কতগুলো চুপচাপ [illegible]। আরো কিছু দূরে একটা [illegible] নৌকো। জেলেরা [illegible] মাছ মারে আসে। ওরা [illegible] বিরাট বিরাট জাল [illegible]। দু তিনটে কুচো ছেলে [illegible] করছে। কিছু কুকুরও [illegible]।

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাংক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা

সাতটা থেকে দশটা

ন'টা থেকে বারোটা

দুপুর থেকে কাব

(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে) প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান: চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১।১।১এ-বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫ নঃ পঃ
২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫ „
৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫ „
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন ১·২৫
৭। মায়াবতীর পথে ১·০০
৮। **Federated Asia 4.50**

Approved for college and school libraries and for prize Order No. ITB 2nd April '62 by the Govt. of West Bengal. (Calcutta Gazette notification 26 July '62).

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি-৩৮২)

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা দেবী—

দৈনিক বসুমতী বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।
বর্ধিত সংস্করণ—ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬·০০

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা,—... মহীয়সী মহিলার জীবনী ... উজ্জ্বল ...
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—৩·৫০

সাধনা

বেদ, উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্র এবং সাড়ে তিন শত বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
প্রবাসী বলেন—... ধারা ... হইবার দাবী রাখে।
পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৫·০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট কলিকাতা

(সি-১৫৬১)

মাছের গন্ধ পেয়ে অনেক গাঙচিল নেমে এসেছে ডাঙ্গায়। কিছু মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। আর কতগুলো জলের ওপর পড়ে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেতে খেতে কিনারে চলে আসে, আবার উড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর খুশীতে সাঁতার কাটে। ওরা যেন আজ কোন এক ভোজ বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। আশপাশে কিছু কাকও ছিল।

আবার যেন তেষ্টা পাচ্ছে তার। জীবন হিসেব করল আজ মাসের কত। কিন্তু বারবারই কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, আজ মঙ্গলবার। কিন্তু হিসেবের গিঁটটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। বুকের তলায় আর একবার কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পায় জীবন। ঠিক এমন সময়ই হারাধন মাঝি তার এখানে এসে বসল। জীবন তাকে হারাধনদা বলে ডাকে। এক সময় ওর বাবার নৌকোতে হারাধন কাজ করত। এখন সে অন্য নৌকোর মাঝি হয়েছে। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ

হারাধনের দিকে চোখ তুলল জীবন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ গো দাদা আইজ মাসের কত কও ত?"

"কেন? আইজ ত মাসের ছ।"

"আগের মঙ্গলবার ত চৈত্র সাক্রান্তি মেলা যাইচে তাউ নয়?"

"হ্যাঁ"

"আর আইজ এক মঙ্গলবার, মঙ্গলে আট তার থাকতে এক বার দিলে হয় সাত। কিন্তু গগনদা কইপালা আইজ ছ তুমিও কওয় ছ।" জীবনের গলার স্বরে তখনও একটা সংশয় স্পষ্ট। "ঠিকই ত কইচি তর যে গোড়াতেই ভুল্লর।" হারাধন ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু করে হাসতে থাকল।

জীবন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কোথায় তার ভুলটা। মনে মনে আরো একবার হিসেব করল। চুপ করে থাকল কিছু সময়। কিন্তু না হয়ে না তবুও নিলে। বেলাটা আরো গরম হয়। বিরক্তি বাড়ে। জীবন বিস্ময়ের ছোপ ধরা দৃষ্টি নিয়ে তাই হারাধনের মুখের ওপর চোখ রাখল। বলল, "কি রকম?"

"কি রকম কি আইজ ত সমবার।"

"সমবার?" জীবন আরও অবাক হওয়ার চোখ নিয়ে হারাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ সমবার।" হারাধনও একদৃষ্টে জীবনকে দেখছিল।

"তাউ কউ, মাথাটা একবারে খারাপ হইচে"। জীবনের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমে। এতক্ষণ ভুলটার কারণ বের করতে পেরে ঈষৎ খুশী হয়েছে যেন সে।

একটা কাক জোড় পায়ে লাফিয়ে মুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিল। আরও কটা তার দেখাদেখি মাটিতে নেমে এসেছে। হারাধন দু-মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। পরে জীবনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, "তর আর দোষ কি, যে জ্বরে পরথুদ্দু (পড়েছিলি), একদিনে সেটা ত কাহিল করইয়া দেয়।"

জীবন ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। "আর দুদিন ঘরে রইলে ত পারতু।" হারাধন টেনে টেনে বলে।

"না না, ঘরে থাইকলে খাবু কি! আর তুমি ত জান গো দাদা ঘরে থাইকলে যেন দম আটকি যায়।" দু মুহূর্ত নীরব থাকে জীবন। একটা ঢোক গিলে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলতে আবার বলল, "পিঞ্জরায় পাখি দেখচ ত, অর মতন খালি ছটপট করে।" কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন।

"তা আমানে হইলি ত জলের পোকা ঘরে রইতে কি আর মন লাগে।" জীবনের ঘরে না থাকার কৈফিয়তটা হারাধনের যেন মনের মতন হয়েছে। তাই প্রসন্ন মনে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। তারপর জীবনের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল "দে একটা বিড়ি দে।"

জীবন দুটো বিড়ি বের করে একটা হারাধনের দিকে এগিয়ে দিল। অন্যটা নিজে ধরাল।

ভাটা হয়ে গেছে। আর এক ঘোলা জল কমলেই হারাধন তার নৌকো ছাড়বে। যাবে মরাগাঙ্গিয়া। হারাধন বিড়িটায় একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল "আইজ কতদিন নু থেকে কেমন কাঠাল পাকা গরম পড়ছে দেখচু ত?" ধীরে ধীরে বিড়িটা টানতে থাকে জীবন। "আরও কটা দিন তুই ঘরে রইলে পারতু তর শরীরটা বড় পাঁউসা (পানসে) হইচে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হারাধন আস্তে আস্তে বলল।

জীবন বিড়িটা ফেলে দিল। কেমন এক ঘোলাটে তেতো স্বাদ লাগছে জিভে। হারাধনের মুখের দিকে স্থির শান্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কদণ্ড। তারপর মৃদু হেসে বলল "ওকথা আর কইও নি।" কেমন যেন এখন অন্যমনস্ক, পীড়িত দেখাচ্ছে তাকে।

হারাধনও জীবনের মুখের দিকে চেয়ে কি মুহূর্ত কি ভাবে। কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কি খুঁজল যেন। তারপর সামান্য হেসে বলল, "জীবন একটা কথা কইবু, ক রাগ করবু নি?"

"তোমার কথায় কবে রাগ করচি, কইতে পার?" বলতে বলতে মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে নিল জীবন। হাতে নিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করে।

"এবার ঘরে একজনকে লিয়ায়, তর বুড়া মা ত আর পারে নি। সেদিন না কীর্তিবাসের কাচ গেলি, সেঠি তর মা বসইয়া (বসে) থাইল। আমাকে দেখইয়া কাদতে লাগল বুড়ি", হারাধন চুপ করে। জীবনকে ভাল করে লক্ষ করতে থাকে। এরই মধ্যে জীবন

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। চোখে মুখে তা ক্রমশ ফুটে উঠছে। বিড়িটা টান দিতে গিয়ে হারাধন টের পেল, কখন যেন সেটা নিবে গেছে। পোড়া বিড়িটায় আর একবার আগুন ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে কটা টান দিল। পর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "তাউ কই কি এবার একটা বে থা কর জীবন।" এতক্ষণ যেন ভেবে নিচ্ছিল হারাধন কি ভাবে বলবে কথাটা। গলার স্বরে তাই একটু মন্থর ভাব ছিল।

হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে জীবন হাসল। তেঁতুলের কটা শুকনো পাতা কাঁপতে কাঁপতে এসে মাথায় পড়ল। জীবনের এ হাসির তলায় কোথায় যেন সামান্য একটু বেদনার ছায়া ছিল। এ প্রসঙ্গটা আপাতত আর ভাল লাগছিল না তার। এখানেই সে আলোচনাটা শেষ করে দিতে চাইছিল। দু মুহূর্ত নীরব থেকে কি যেন ভাবল সে। তারপর হারাধনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল "আর তুমার লোকা যে ছাড়বে প্রায় দু সিকি ভাটা ত হইয়াল। পরে যাইতে কষ্ট হবে কিন্তু।"

"ঐ ত চালাকি করচ," বলতে বলতে হারাধন উঠে পড়ে। সত্যিই এ বেলায় নৌকা ছাড়তে না পারলে অনেক কষ্ট হবে। কথায় কথায় সময় একটু নষ্ট করে ফেলেছে।

জীবনের গলাটা আবার যেন অঠা অঠা হয়ে আসছে। আজ খুব তেষ্টা পাচ্ছে তার। রোদটা এখন হাত দুয়েকের মধ্যে এসে গেছে। এখনই আকাশের দিকে তাকালে ভয় লাগে। এতটা পথ যেতে আজ খুব কষ্ট হবে। বাতাস আগুনের ছোঁয়া পেয়ে এরই মধ্যে যেন তেতে উঠেছে। জীবনের নৌকায় এখন দুটি করে লোক উঠছে। ভাটা শেষ হয়ে জোয়ার এলেই ছাড়বে।

"আইজকে বড় কষ্ট হবে যাইতে।" নিরঞ্জন শান্ত জলের দিকে চেয়ে বলল।

"তা ত হবেই, বাতাসটা যে পড়িয়াল (পড়ে গেল)।" কথা বলতে জীবনের অল্প কষ্ট হচ্ছিল। তবু নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল "একটা কাজ করত, এক ঘটি জল লিয়ায় তেষ্টায় গলা শুকি যায়ঠে।" নিরঞ্জন ঘটি নিয়ে চলে গেলে জীবন গাঙের দিকে তাকাল দেখল হারাধনের নৌকোটা ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। হারাধনের কথাগুলো দিয়েই যেন এখন তার মনের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিরঞ্জন জল নিয়ে এসেছে। প্রথমটায় খেয়াল করে নি। পরে ঘটিটা নিজের হাতে নিয়ে মুখের ওপর তুলে ধরল। কোঁত কোঁত করে জল খেল অনেকখানি। ঘটিটা মাটিতে রাখতে রাখতে নিরঞ্জনের দিকে চোখ রেখে বলল, "একবার খোলটোলটা ভাল করইয়া দেখবু, জল উঠেঠে নাকি।"

"যাই।" বলে নিরঞ্জন ঘটিটা হাতে নিয়ে [illegible]।

[illegible] কাকদ্বীপের লোক

কুনটা?" একজন বুড়ো লোক জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে কতগুলো কাচের চুড়ি। ওর মধ্যে কতগুলো কালো ক [illegible] করা চুড়ির দিকে জীবন এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিছুটা যেন সে অভিভূত। বুড়োর কথাটা তার কানে যায় নি। এমনই তন্ময় হয়ে সে চুড়িগুলো দেখছিল। কিছুক্ষণ পর বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জীবন শুধলো, "এ চুড়িগুলো ত খুব সুন্দর গো বুড়ার পো, কত দিয়া কিনল?"

"বেশি লেয় নি মাগথুল্ অনেক। শেষকালে মাত্র ছ আনা দিচি।" বলে এই কৃতিত্বের জন্যে বুড়ো হাসতে লাগল।

"চুড়ি গা ত বেশ কিনেছ বুড়ার পো, চোখ আছে বুড়ার। তা বুড়ি পছন্দ করবে ত [illegible]" বলে নিরঞ্জন হাসতে থাকে বুড়োর [illegible] চেয়ে।

"ঠাট্টা মশকারী বাদ দিয়া কউ না, কুনটা ছাড়ব?"

"কিরে নিরঞ্জন অখনও গেলা নি। ভাটা যে শেষ হইয়া গেল।" গলায় ঈষৎ বিরক্ত ভাব ছিল।

"আইস গো বুড়ার পো।" নিরঞ্জন [illegible]

বুড়ো চলে গেলে জীবন এখন কেমন অন্যমনস্ক হলো। বেশী দিনের কথা নয়। [illegible] জীবন। মাত্তর ও পাঁচটা বছর। দেখতে দেখতে এই কটা বছর কি করে যেন একটা একটানা আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে চুপিচুপি কেটে গেল। জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সামান্য একটু যন্ত্রণাও অনুভব করল এখন।

জীবনের বাপ ছিল এ ঘাটের মাঝি। সেরা মাঝি। একটু বয়স হতেই বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকত জীবন। বাপ বলত, "দেখ জীবন এসব কাজের ভার তোর একা চাই। কান মন সজাগ নেই যখন বিপদ আসইয়া কখন তখন লাফাইয়া পড়তে পারে। দেখতে

২৫শে বৈশাখ বেরুবে : জীবন স্বাদ [illegible] দেবী ॥ ৪·০০ ॥
শিল্পীর আত্মকথা [illegible] বসু ॥ ২·৫০ ॥

নববর্ষের নতুন বই

মনিহারী
বনফুল ॥ ৪·০০ ॥

অসমাপ্ত চটান্দ
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০ ॥
[illegible]

নীলকণ্ঠী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৬·৫০ ॥
[illegible]

শেষ দরবার (২য় মুঃ)
উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥

দণ্ডক-শবরী (২য় মুদ্রণ)
উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)
১ম—৮·০০ ॥ ২য়—৫·০০ একত্রে—৯·০০ ॥

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

= উপন্যাস =
কান্না [illegible] ৬·৫০ ॥
তিনকাহিনী বনফুল ৫·৫০ ॥
রূপং দেহি ধনং দেহি
[illegible] ৩·২৫ ॥
রাজকন্যার স্বয়ম্বর
[illegible] বসু ॥ ৩·৭৫ ॥
কলকুলাম্ ১ম [illegible] ২·৭৫ ॥
২য় ও ৩য় [illegible] ৩·৭৫ ॥
মিলন-মধুর রাত্রি
[illegible] ৩·২৫ ॥
নাগ নেই কষ্ট নেই
[illegible] ৩·৫০ ॥
তিন প্রহর ২য় সং
[illegible] ৩·২৫ ॥
শর্বরী ২য় সং [illegible] ৭·৫০ ॥
ঝিকিমিকি জোনাকি (রহস্য উপন্যাস)
২·৭৫ ॥

পরম্পরা ৪·০০ ॥
উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নিষিদ্ধ এলাকা ৩·০০ ॥
নারী কয়েদীর কথা ॥ কালপুরুষ

রক্তবন্দরী ৯·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ শক্তিপদ রাজগুরু

দেহলি দিগন্ত ৩·৭৫ ॥
কাহিনীপ্রচয় ॥ রমাপদ চৌধুরী

[illegible]
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

হয় শিখতে হয়। আমানে হইলি গিযে চোদ্দপুরুষের নদ মাঝি। তর মত বয়েসে আমি এই নৌকার হাইল ধবি। তব ঠাকুর্দা আমাব হাতে ছাড়ইয়া দিয়া দেখত। অখনই ত বে শিখবাব সময়।"

এ সব কথা কেন যেন জীবনেব ভাল লাগত না। এতে মোটে পয়সা নেই। অথচ কী পরিশ্রম। কি হবে ঘাটেব মাঝি হয়ে' তারওপর প্রায়ই ওর বাপ ওকে বকাবকি করে। একটু ভুল করলে রেগে আগুন। জীবনের ভাল লাগে না এসব। সেদিন এত-গুলো লোকের সামনে কটা চড় মারল' বিচ্ছিরি সব গালি গালাজ দিল' কি না—পালটা ঘুরোতে সামান্য দেরি হয়েছিল। তার পরদিন থেকেই জীবন আর নৌকোয় উঠে নি। আর ঠিক সেই সময়টায়ই চন্দননগরের মেলা সবে শুরু হবো হবো করছিল। নৌকোয় না যাওয়ার জন্যে জীবনকে অবশ্য বাপের হাতে মার খেতে হয়েছিল। তবু সে নৌকোয় গেল না। কিছু পয়সা আয় করবার একটা ফন্দি হঠাৎ ওর মাথায় এল। বুদ্ধিটা হারাধনই তাকে দিয়েছিল। মেলায় [illegible] ঠিক করল।

তারপর সত্যি সত্যিই মেলায় জীবন একদিন কাচের চুড়ি পেতলের রঙ করা আংটি, ছেলেমেয়েদের খেলনা ঝুমঝুমির একটা দোকান নিয়ে বসল। আর সেই মেলাতেই একদিন নগেন বাবুর সঙ্গে তার আলাপ। ওর বাবাকেও চেনে লোকটি। শুধু চেনেই না, এক সময়ে যে ওদের মধ্যে পরিচয়টা নিবিড় ছিল জীবন তা বুঝতে পারল। নগেন জেঠারা লাটে থাকে। হারাধনের বাড়ির কাছাকাছি। হারাধনই সঙ্গে করে জীবনের দোকানে তাদের নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে নগেন জেঠার মেয়েটিও [illegible] ছিল।

'কি গো তুমি আমাদের পরাণের বেটা না?'

হ্যাঁ। জীবন মাথা দুলিয়েছিল। চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। পেছনে হারাধন ছিল। হারাধনই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে নগেন জেঠা বলেছিল, 'অমন নামকরা বাপের বেটা হয়ে শেষকালে এ ব্যবসা কেন?'

জীবন উত্তরে কিছু বলল না। মাথা নীচু করে থাকল।

'আরে সন্ধ্যা, এসা (এদিকে) আয়। অকে একটু তুমার ওদিকে বসতে দাও না। আর হাঁটিতে পারচে না ও।'

জীবন বসবার জায়গা করে দিল।

'বাপু অকে ভাল দেখ্যইয়া খানকতক চুড়ি দাও তো। চুরি পরবার খুব সখ হইচে অর। তা তুমি অকে চুড়ি পরাও আমি আর একটা জিনিস লেইসি। যাব আর আইসবো। আয় হারাধন।'

ওরা চলে গেলে জীবন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম পরিপূর্ণভাবে সে ওকে ভাল করে দেখল। হারাধনদা অনেক আগেই এর কথা কয়েকবার বলেছিল। একেবারে মিথ্যে বলে নি সে।

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গে তখনও লজ্জা জড়ানো। চোখ নীচু করে সে বসেছিল। জীবন তার দিকে চেয়ে সামান্য দুর্বল গলায় শুধোল, কুনটা তুমার পছন্দ হয় দেখ।

সন্ধ্যা শাড়ির আঁচলটা মাথায় দিয়ে টেনে ছিল। আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল, 'যেটা ভাল হবে সেটাই দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন নিষ্পলক স্থির চোখে সন্ধ্যাকে দেখল। তারপর ঠোঁটে [illegible] সূক্ষ্ম একটু হাসির দাগ ফুটিয়ে বলল, 'আমার দোকানের সব ভাল।'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে জীবনের চোখের ওপর স্নিগ্ধ নরম চোখ দুটো স্থির রেখে ধীরে ধীরে বলল, [illegible] বলতে বলতে দুটি পুতিয়ে নিয়ে সামান্য হেসে চুড়িগুলো দেখতে থাকে। একটু পরে কটা চুড়ি বের করে আনল। দু মুহূর্ত কি ভেবে জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'পরিয়ে দাও।'

জীবন ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে চুড়ি কটা হাতে নিয়ে হাত স্পর্শ করল। সন্ধ্যার চোখে তখন কেমন একটা ভীরু ছায়া কাঁপছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ও জীবনের দিকে চেয়ে সামান্য অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। জীবন লজ্জা পেল। তখনও সে ওর হাতটা ধরে রেখেছে। এবার ছেড়ে দিল। বলল, 'এটা ত তুমাকে ভাল মানিবে না।'। জীবন কেমন যেন একটু অনামনস্ক।

'তবে যেটা মানিবে সেটাই দাও।' সন্ধ্যা তখন মুচকি মুচকি হাসছিল।

'বাহ্ সেটা যে বুঝিয়াল মাঝিদা।' হীরা [illegible] বলল।

হীরার কথা কানে যাচ্ছিল না জীবনের। তখনও সে নির্বোধ বিস্ময় দৃষ্টি দিয়ে হীরার দিকে তাকিয়েছিল।

[illegible] হীরার গলার স্বরে যেন কিছুটা ব্যঙ্গ।

একটু একটু করে আচ্ছন্নতার ধোঁয়া ঠেলে সরিয়ে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জীবন তখনও চোখ দুটো তার [illegible] করছিল। হীরার দিকে চেয়ে এখন কেমন যেন সামান্য বুঝতে বিরক্ত হল। হীরা যেন ওকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

জীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি এখন সতর্ক স্বাভাবিক। [illegible] এতক্ষণ [illegible] এবার উঠে পড়ল। [illegible] একটা [illegible] বসাতে বসাতে হীরার চোখের ওপর চোখ [illegible] একটা [illegible] পরে একমুখ [illegible] ছড়াতে ছড়াতে বলল, [illegible] পড়িছ [illegible] এক্ষণ [illegible] দুই [illegible] ঘাটে [illegible]

[illegible] কখন থেকে এক পেসেঞ্জার [illegible] হইচে [illegible] হীরা কথাটা বলল।

'কিছুসময় চুপ করে থেকে জীবন কি যেন ভাবল। পরে স্বাভাবিক শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল, 'ভাল করইয়া সব দেখ্যইয়া টেখ্যইয়া নিছু ত?'

'হুঁ।'

'চল তাইলে।'

নৌকো এর মধ্যে ভরে গেছে লোকে। গরমটা এই ভরদুপুরে তির তির কাঁপছে। অনেকে ঘামছিল ভেতরে। জীবনের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নৌকোর নোঙর তুলে ফেলল হীরা। তারপর লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জলের মাঝে নিয়ে আসছিল নৌকোটা। এমন সময় [illegible]

জ্ঞানসরঞ্জন রায় বিরচিত

যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৪.০০

জাগোরে ধীরে ১.০০; শ্রীমা সারদামণি ৩.২৫

গোরগোপাল বিদ্যাবিনোদ সেব
শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ৮.০০

নিও ভকস্ভেবেন
প্রসিদ্ধ পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ
হাজি মুরাদ ৪.০০

নারায়ণচন্দ্র চন্দর বন্য প্রাণীদের সম্বন্ধে
লেখা সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব
বনের বাসিন্দা ৫.০০
(অজস্র হাফটোন ছবি সহ)

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বিখ্যাত পুস্তক
শিক্ষা প্রসঙ্গ ৪.০০

কলিকাতা পুস্তকালয় : ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মরাগাঙিবার লোকা?'

'না, সেটা তো অনেক আগে ছাড়ইচে।'

'এটা যাবে কাইকে?'

'কাকদ্বীপ। আরে ভাব কিগো তুমি উঠ্ইয়া আইস না। ওঠিনু কচুবাড়িবার খেরা পাব।' কানাই লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল।

দু' মুহূর্ত কি চিন্তা করল লোকটা। পরে বলল 'তবে একবার ধারে লাগাও না, সাথে মাইয়া মানুষ আচে।'

'পা চালি আসতে কও।' লগিটা টেনে নিতে নিতে মধু বলল।

বিড়ি টানছিল জীবন। বাঁ হাতে হালটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে যেই সামনের দিকে চোখ ফেলেছে জীবন মুহূর্তের মধ্য যেন সে কেমন স্তব্ধ জড় হয়ে গেল। হীরা জীবনের চোখের দিকে চেয়ে বলল 'অমন চুপ করইয়া রাইল ক্যান? হাইলটাকে একটু ঘুরাও না।'

জীবন এবার হীরার চোখে চোখে তাকাল। সমস্ত লজ্জা পেয়েছে যেন সে। হীরা তার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল 'তুমার শরীল কি ভাল নাই আইজ?'

'না না ঠিক আছে।' সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল জীবন। তারপর মধুর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল 'অনেকক্ষণ এ পাশটায় ঘুরইয়া বসাতে।'

'কানাকে'

'ওই যেরে পরে বাদে (যাবা) উঠল।'

'তুমি সে ডাঙ্গাতে ভর দিয় বস গো।'

জীবন সামনের দিকে চাইল। এ নৌকাটায় আর আরেক মেয়েলোক বসেছে। মুহূর্তে সে তাকে চিনতে পেরেছিল। এখন সেদিক চেয়ে চেয়ে দেখল জীবন ও জলের দিক একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে কি যেন একটু গভীরভাবে ভাবছে। জীবন দীর্ঘ করে একটু নিশ্বাস ফেলল তারপর একটু একটু করে সেখান থেকে কাতর দৃষ্টিটা সরিয়ে আনল। সত্যি বড় দুর্বল লাগছিল তার নিজেকে। আরো কটা দিন ঘরে থাকলে পারত। মাথাটা এখনও সময় সময় ঝিম ঝিম করে।

'কি গো মাঝি ভাই আইজ যে লোকা মোটে লড়তেই চায় না।' ভেতর থেকে একজন বলল।

'হুঁ, যাইতে খুব কষ্ট হবে আইজ। বাতাসটা যে একবারে পড়িয়াল।' কানাই জবাব দিল।

আস্তে আস্তে নৌকো এগোচ্ছিল। ভেতর থেকে একজন হাসতে হাসতে বলল 'এতবড় [illegible] এই পচুকে মাঝি, আর সময়টাও [illegible] যে জানে আইজ কপালে কি

পুনর্মুদ্রণ

স্বনামধন্য সমরেশ বসুর
অবিস্মরণীয় উপন্যাস

গঙ্গা ৬ষ্ঠ মুঃ ৫·৫০ ॥

বাংলাসাহিত্যে নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে

সওদাগর ২য় মুঃ ৬·০০ ॥

তারাশঙ্করের বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৭ম মুঃ ৫·০০ ॥

আরোগ্য নিকেতন ৭ম মুঃ ৭·৫০ ॥

দেবেশ দাশের

পশ্চিমের জানলা ২য় মুঃ ৫·৫০

অনুপম রম্যগ্রন্থ

প্রখ্যাত কথাশিল্পী জরাসন্ধের
শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

তামসী ৯ম মুঃ ৫·৫০ ॥

বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠতম সংযোজন

ন্যায়দণ্ড ৫ম মুঃ ৬·৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

জলে ডাঙ্গায় ১০ম মুঃ ৩·৫০ ॥

চতুরঙ্গ ৫ম মুঃ ৪·৫০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নার্ড শ ২য় মুঃ ১০·০০ ॥

শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের বিচিত্র জীবনী

নানান ধরনের উপন্যাস

অলখ ঝোরা	:	শান্তা দেবী	পাঁচ টাকা ॥
মহামায়া	:	সীতা দেবী	ছ টাকা ॥
পথ চলিতে	:	প্রীতিময়ী কর	৩·২৫ ॥
অনিকেত	:	সাত্যকি	২·৫০ ॥
রানী পালঙ্ক	:	বিজন ভট্টাচার্য	২·৫০ ॥
গোধূলির রঙ	:	যাবেশচন্দ্র শর্মাচার্য	৩·৫০ ॥
মানুষ গড়ার কারিগর ২য় মুঃ	:	মনোজ বসু	৫·৫০ ॥
একটি নমস্কারে ২য় মুঃ	:	সুবোধ ঘোষ	৪·০০ ॥

নবগোপাল দাসের

এক অধ্যায় ২য় মুঃ ৩·০০ ॥

শুভবত্তের দুর্নীতির বীভৎস কাহিনী

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

মণিপদ্ম ২য় মুঃ ৪·০০ ॥

তিব্বতের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী

১ম খণ্ড ১৪·০০ ॥
২য় খণ্ড ১২·০০ ॥
দুটি খণ্ড একত্রে ২৫·০০ ॥

সোভিয়েটের সমাজ ব্যক্তিজীবন এবং রাষ্ট্রের ওপর ক্রুশ্চেভ সত্যের আলোক পাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এতদিন যা ছিল লোকলোচনের অন্তরালে। তামাম কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সত্যকার আলেখ্য

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বৈদেশিকী

সচিত্র সংস্করণ ৫·৫০ ॥

বিদেশের কথাসাহিত্য থেকে চয়িত নানান কাহিনীর অপূর্ব সংকলন

AFRICANISM Rs. 16/

'ব্ল্যাক আফ্রিকার' সংস্কৃতি সভ্যতার অনুপম কাহিনী আর্টপ্লেট সহ

সাহিত্যের খবর ॥ চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকসূচি : শচীন্দ্রলাল ঘোষ, রঞ্জিত সিংহ, সমর সোম, চারু দত্ত, জয়ন্ত রায়, শান্তিপ্রসাদ পান্ডা, সুশীল বসুমল্লিক ॥ মূল্য ৫০ নঃ পঃ ॥
বৈশাখ সংখ্যা পঁচিশে বৈশাখ—নববর্ষ সংখ্যারূপে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিশেষ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন বহু নাট্যরসিকবৃন্দ ॥

লোকটার এ মন্তব্যকে উপহাস করছিল। পরে ধীরে ধীরে বলল মশায় এ পথে বোধ হয় লোতন?'

পরে বুড়ো জীবনদেন—জীবনের ঠাকুর্দা, বাবা ও জীবনের প্রশংসা করছিল।

লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। জীবন খান থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। আর কবার চোখ ফেরাল ওদিকটায়। দেখল কটি বউ তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে াকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োর থার সঙ্গে যেন ওকে মিলিয়ে মিলিয়ে খছে। তারও চোখমুখ একটু একটু করে জ্জ্বল হয়ে উঠছে। জীবন একসময় চোখ ত করল। তার কেন যেন এখন একটা কথাই ন হচ্ছিল মেয়েটির দৃষ্টিতে গভীর এক ভিযোগ বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবন যেন ক্রমশ আরো ম্লান দুর্বল হয়ে াসছে। তার চোখের সামনে মেলার ছবিটা ন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ক্রম ম।

মেলা থেকে আসার পর কিছুই ভাল াগছিল না তার। মনের মধ্যে শুধু তখন কটা বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি ফরফর করে ড়ছিল। যন্ত্রণা ছড়াচ্ছিল। বাবার মেলায় াসবার জন্যে সন্ধ্যাকে সে বারবার করে বলে দিয়েছে। সন্ধ্যাও আসবে বলে মাথা নেড়েছিল। তবে এবার আর অত দূরে নয়। মেলাটা বসবে ওদের বাড়ির কাছেই।

জীবনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা তার কথা রাখে নি। তারপর একদিন কি মনে করে জীবন ওদের বাড়ি গেল। তখন বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। বাতাস ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। ঠিক সেই সময়ই জীবন ওদের বাড়ির গোড়ায় পা রেখেছিল।

ঘরে কে আছ গো?' গলার স্বরটা অল্প অল্প কাঁপছিল জীবনের।

'কাকে খুঁজছ?'

লাগেন জেঠাকে।'

সে তো ঘরে নাই। দেশ চলিছে।'

'তুমি কে গো?'

'চিনবা নি আমাকে আমি পরাণের বেটা।'

একটু পরেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল সন্ধ্যা। তুমি—' সন্ধ্যার হাসি হাসি মুখেও সেদিন প্রচ্ছন্ন একটা বিস্ময়বোধও ছিল।

'ঠিক হারাধনদার সঙ্গে আসছিলি বস্তুত ঝড় উঠল যেমন দরে উঠইয়া পড়লি। জীবন সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল। তাড়াই করছেন মাঝির পো। তু যা ঝড় আইল।' কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সন্ধ্যা।

তারপর সন্ধ্যা জীবনকে নিয়ে এসে একটা ঘরে বসিয়েছিল। জীবন কোন কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা লজ্জা, সংকোচ এসে আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। জীবন দেখল, ঘরের এক কোণায় এক বয়স্কা রমণী বসে বসে কি যেন করছে। চোখ তুলে বারবার তাকে দেখছিল। কিন্তু ভাল করে চিনতে পারছিল না। সন্ধ্যাকে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল তার পরিচয়। সন্ধ্যা তখন একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখে শাড়ির আঁচলটা নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল।

কথার উত্তর দিতে দিতে জীবন সন্ধ্যার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। মেলায় তুমি যে কি চুড়ি পছন্দ করাইয়া দিলে গো।' সন্ধ্যা ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

কেন

কদিন পরেই যে মট করইয়া ভাঙিয়াল।' সন্ধ্যার গলায় হাস্যমাধুর্য চপলতা ছিল।

জীবন ওকে দেখছিল। বুড়ি সন্ধ্যার ঠাকুমা তখন ঘরের এক কোণায় বসে পান্তা পাড়ো করছে। পাশের ঘরে কারা যেন অনুচ্চস্বরে কথা বলছে। জীবন সন্ধ্যার

বিশিষ্ট লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

শ্রেষ্ঠ কেশ প্রসাধন

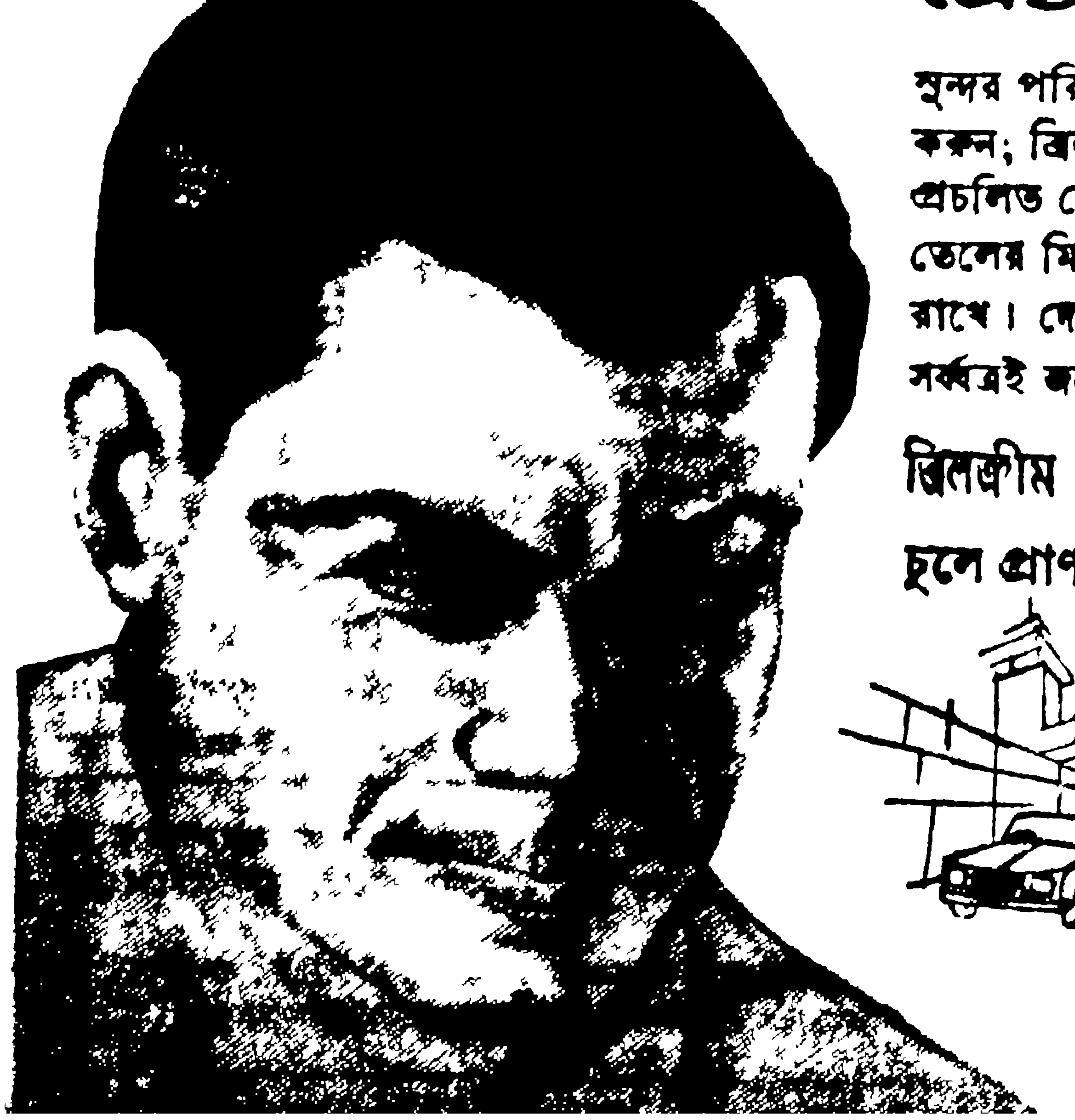

সুন্দর পরিপাটি চুলের জন্য ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন; ব্রিলক্রীম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হেয়ারক্রীম। ব্রিলক্রীম, প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রন, চুল সারাদিন উজ্জ্বল আর পরিপাটি রাখে। দেখুন, ব্রিলক্রীম কি বৈশিষ্ট দেয়! সর্ব্বত্রই জনপ্রিয় সকল লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

চুলে প্রাণ এনে দেয়

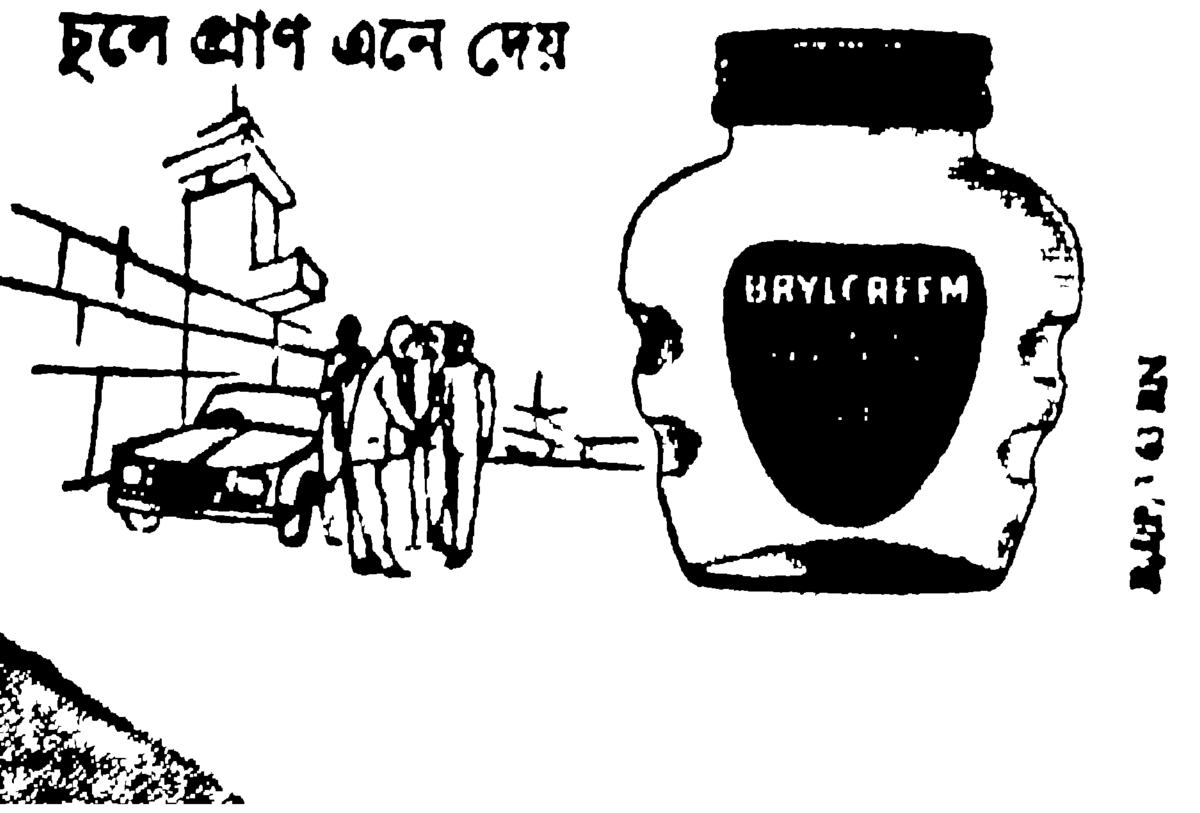

চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে একসময় বলল, তুমি তো মেলায় যাও নি।

সন্ধ্যা এখন শান্ত জড়ানো চোখে দু' মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'যাইতে দিল নি।' সন্ধ্যাকে তখন বড় করুণ ব্যথিত দেখাচ্ছিল। একটু পরে ও সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন সেদিকে কিছুটা আহত কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসছিল।

টেনে টেনে এখন একটা নিশ্বাস নিল জীবন। অবাধ্য ছেলের মতন ওদিকটায় চুপি চুপি আবার তাকাল। তখন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুটো নিবিড় কালো চোখ ওকে নীরবে লক্ষ করছিল।

মন্থর গতিতে নৌকোটা এগোচ্ছে। শরীরটা এখন যেন সামান্য বেজুতে লাগছে জীবনের। নিরঞ্জনরা ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে টেনে এইমাত্র থেমেছে। বিড়ি ধরিয়ে অল্পক্ষণ জীবনের নিচ্ছিল ও আর হীরা। মধু কানাই ওরা তখনও থেকে থেকে নরম-গরম দাঁড় মারছিল। জলের ওপর তার মৃদু শব্দ ফুটছিল।

একটা ছবি এখনও জীবন মনের তলায় সবার অলক্ষে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সংগোপনে নিভৃতে তা দেখে। আজও এই অলস মুহূর্তের একফাঁকে জীবন তা প্রত্যক্ষ করে।

হারাধনকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছিল জীবন। সন্ধ্যার বাবা বলেছিল 'পরাণের ঘরে মাইঝি দুবে সে তো ভাল কথা। কিন্তু বড় অভাব সে ঘরে।

'জোয়ান মরদ অখন তো বেশ দুটা পইসা আয় কারতে লাগছে। অত ভয় কিসের তুমার। আর অভাবের কথা কও? সে তো সব ঘরেই আছে খুড়ো। তাছাড়া জীবনের পইসা জমা করবার একটা নেশা আছে।

'তা বুঝলাম বুঝলাম কিন্তু টাকা দিতে পারবে, হে।

একটু কমসম করে কইলে পারতে পারে।

'দেখ এই তোকে কইলি, তিনশ টাকা দিতে হবে। মাইঝি টার তরে সামান্য গয়না-গাঁটি খরিদ করব।'

'আর কিছু কম কর খুড়ো, তুমার তো খুব একটা অভাব নাই।'

'আরে কয়লাপাড়ার অনন্ত দাসের বেটার তরে কইথুলে, অনে (ওরা) পাঁচশ টাকা দিবে।'

হারাধন ফিরে এসে পুরো ছবিটা জীবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। মনে আছে, জীবন সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ছবিটা তখন ... মনে দুশ্চিন্তাকে তুলে রেখেছিল। ... করতে পারছিল,

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার

নতুন সংস্করণ বেরোল

দশপুতুল আগাথা ক্রিস্টি ৩·৫০

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর **হিরণ্ময় পাত্র** ৪·০০

চিন্তামণি করের **সান্নিধ্য** ৪·০০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের **রঙীন লণ্ডন** ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর **লেখালিখি** ২·৭০

প্রভাত দেবসরকারের **সুচরিতাসু** ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **বধূবরণ** ৩·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **একান্ত আপন** ৪·০০

সমরেশ বসুর **তৃষ্ণা** ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের **অগ্নি সাক্ষী** ৩·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **গ্রীষ্ম বাসর** ২·৭৫

ছন্দ যতি মিল ॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬·৫০
সম্পাদকের বৈঠকে ॥	সাগরময় ঘোষ	৫·৫০
শ্রীপান্থের কলকাতা ॥	শ্রীপান্থ	৭·০০
জল পড়ে পাতা নড়ে ॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
রাধা ॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
সাজঘর ॥	ইন্দ্র মিত্র	১০·০০
দুরন্ত চড়াই ॥	সমরেশ বসু	৫·০০
মাটি আর নেই ॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
নিত্যপথের পথী ॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৪·৫০
সাতটি রাত্রি ॥	বাণী রায়	২·৭৫
এলেম নতুন দেশে ॥	জ্যোতির্ময়ী রায়	২·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
মুখের রেখা ॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫·০০
রমণীর মন ॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩·০০
॥ কবিতা ॥		
যত দূরেই যাই ॥	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
হরিণ চিতা চিল ॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

ঘ.।কথা?

জীবনের চিন্তায় মৃদু ধাক্কা লাগল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কানাই-এর মুখের দিকে তাকাল।

'হায় চায়া দেখ।'

জীবন কপালে বাঁ হাত রেখে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার দিকে দৃষ্টি ফেলল। জীবনরা ওই কোণটাকে ঠাকুর-কোণ বলে। কি যেন সে তন্নতন্ন করে খুঁজল ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আকাশ পরিষ্কার। ওটা কিছু না, হালকা মেঘ।'

অনেকক্ষণ পর জীবন চিলের মতন তীক্ষ্ম দৃষ্টির চোখজোড়া নামিয়ে আনে। তারপর ইতস্ততভাবে বসা যাত্রীদের লক্ষ করে বলল, 'তুমানে সে-পাশে সর্‌ইয়া বস গো।'

ভেতরে বসা একজন বুড়ো মতন লোক, জীবনের দিকে এতক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কি কিছু দেখলু নাকি?'

না—, তবে মনে হয়ঠে—।' বলতে বলতে আবার জীবন ঠাকুর-কোণের দিকে সন্ধানী চোখ দুটো মেলে ধরল। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জলের ওপর দৃষ্টি ফেলল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন এইমাত্র দেখতে পেল সে, জলের তলায় তখন বাতাসের একটু একটু শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে। কারো কথা তখন কানে যাচ্ছিল না জীবনের। এখন যেন সে আর এক মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত জড়তা সে কাটিয়ে উঠেছে। আরো কিছু সময় কান নাক সজাগ রেখে বাতাসের গন্ধ নিল। সবে একটু একটু বাতাস উঠেছে।

'আরে ওসব কিছু হবে নি। খালি খালি ভয় পাউঠু।' একজন যাত্রী হেসে হেসে বলল।

'হবে নি তুমান্‌কে কে কইল, হইতেও তো পারে।'

জীবন যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে, একটু বিরক্ত হওয়ার গলায় বলল, 'তুমানাকে কইলি না একটু সর্‌ইয়া (সরে) আসতে, কথা কি কানে যায় নি?'

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে কালজানা-ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয় ··শিশুর হাড়, ক্রুণে ক্রুণে নখ গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়··· ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম কালজানা-ডি খেয়েছেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত কালজানা-ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। কালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

কালজানা-ডি

ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম

জীবন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আর একবার দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোমটার অন্তরাল থেকে তাকে দেখছে। সেদিকে স্বল্পসময় চোখ স্থির রেখে একসময় দৃষ্টি আনত করে সে। বাতাসের গন্ধটা যেন ক্রমশ আরো উগ্র হয়ে বারুদের মতন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর স্থির থাকতে পারল না জীবন। সময় থাকতে থাকতে সব ঠিকঠাক করে রাখা ভাল। তারপর যা হয়। মনে মনে জীবন কোন এক দেবতার কথা স্মরণ করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করল। তারপর একজনের হাতে হালটা ধরতে দিয়ে পরনের গামছাটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিরঞ্জনদের দিকে সাংকেতিক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন একটা ভেবে নিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল 'দেবানের ওখানটায় তুই বইস, নিরঞ্জন। দাঁড় আর মারতে হবে নি রে। পাউলের কাঁচির কাছে যা তোনে।'

কি হইল গো তুমানদের ' ভেতর থেকে হাসতে হাসতে একজন যাত্রী মুখ বের করে।

'অখনও হয় নি গো হবে।' মধু কাঁচিটা হাতের মধ্যে ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিল।

কয়েকজন যাত্রী এখন অবাক হয়ে দেখল আকাশের ঠাকুর-কোণায় একটুকরো কালো মেঘ জমা হয়েছে। ভেতরে ততক্ষণে কথা-বার্তা কমে এসেছে। জীবন চেয়ে দেখল, মেয়েদের চোখে তাদের একটা ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে। সবাই একটু সরেটরে বসল। সময়টা খারাপ। বলা যায় না।

জীবন বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর কটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। যাত্রীদের দিকে চেয়ে বলল 'আধঘণ্টার ভিতরে একটা ঝড় আইসবে গো। তুমানকের ভয় নাই। জীবনের হাতে যতক্ষণ হাইল আছে ততক্ষণ কুন ভয় নাই গে' এই কইয়া দিলি' জীবন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের গলায় যেন কথাগুলো বলে গেল। দৃষ্টিটা কেমন বলিষ্ঠ শক্ত।

পুরুষদের মধ্যেও যেন এতসময় পর একটু ভয় নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে এসে তার ডানা বিস্তার করছে। যাত্রীদের মধ্যেও আর কথা নেই। কেউ কেউ অবশ্য তখনও ভাবছে ছোকরা মাঝি আর এতবড় গাঙ, কি হবে ঠাকুরই জানেন।

জীবনের এখন অন্য কোন দিকে মন ছিল না। ভাবছিল ঝড়টা এরকম সময় উঠল যে নৌকো তখন মাঝখানে। লোক ভর্তি নৌকো। এর আগেও যে কয়েকবার ঝড়ে না পড়েছে সে, তা নয়। তবু আজকে যেন অন্য-রকম লাগছিল।

জীবনের এখন চোখ কান আরো সজাগ তীক্ষ্ন। শিকারী বাঘের মতন চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলছে।'

[illegible] জলের বাতাস উঠছে।

কালো মেঘখণ্ডটা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। জীবন জলের দিকে তাকাল। জলের রঙটা এখন আরো ঘোলাটে গভীর কালো। কান খাড়া করে বাতাস এগিয়ে আসার উল্লাস শুনল জীবন।

'তুমানে ভয় করনি গো। যে যেঠি বসি আচ, ঠিক সেঠি বসইয়া (বসে) থাউ। কুন ভয় নাই, মাথা নাড়ব নি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জীবন। বাপের শেখানো কথাটি স্মরণ করল। বিপদের জন্যে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। জীবন এখন মুহূর্তের মধ্যে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনটা একটা জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রাখল।

'আর তুমান কাঁদব কেনি? বইসি নি ভয় নাই।' ধমকের সুরে কানাই বলল।

একজনের কথা শেষ আর একজনে [illegible] ভেতরে বাঁধ শক্ত করে দিল।

জলের ঢেউগুলো এখন বাড়ছে। জীবন সেদিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পরমুহূর্তে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'নিরঞ্জন, দেবান শক্ত করইয়া ধরইয়া রাখবু, বাতাসের সাথে সাথে হাত-দেড়েক সলাক (ঢিল) দেবু।' তারপর ফুলন্ত জলের দিকে চেয়ে বিপদের সংকেত জানায়: ই ই. উ.. উঃ। শব্দটা চারদিক প্রতিধ্বনি তোলে। অন্যদিক থেকেও অস্পষ্টভাবে ওইরকম সংকেত শুনতে পাচ্ছে জীবন। আবার মুখে হাত দিয়ে শব্দ করে। হে ই উ উঃ। অনেক দূরে অন্য একটা নৌকো দেখতে পেল ওরা। এতক্ষণ বিন্দুর মতন ছিল। এখন তা কিছুটা বড়ো হয়েছে। জীবন এবার হুড়োহুড়ি করে অন্য-দের দিকে উন্মুখ চোখ রেখে 'সাথে সাথে তোমরা [illegible] উল্টি ঘুরি দিবু।

[illegible]

দ্বিতীয় মুদ্রণ

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত

রমাপদ চৌধুরীর

সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বনপলাশির পদাবলী

গ্রামের মাটি এবং মানুষের হৃদয়ের মতই চিরন্তন এই গীতিকাব্য। সমকালীন জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়েও দৃষ্টির সমগ্রতায় এবং অনুভবের গভীরতায় রূপান্তরিত হয়েছে কালজয়ী উপন্যাসে। 'বনপলাশির পদাবলী' একটি চিরকালীন উপন্যাস একটি মহৎ জীবনসংগীত। দাম : ৮·৫০

আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত

কালিদাস রায়ের

অম্লমধুর রচনাসংগ্রহ

চণক-সংহিতা

চণক-সংহিতা' পুরুগম্ভীর প্রবন্ধের সংকলন নয়। অম্লমধুর কয়েকটি রসরচনা এর অন্তর্ভুক্ত। রম্যরচনা বললেও বোধ হয় এর সঠিক চরিত্রটি প্রকাশ পায় না। প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি মৌল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব রচনায় যুক্ত হয়েছে প্রবীণ লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। সমাজ জীবনের অনুপ্রাতিক ঘটনা যেমন তাঁর লেখনীতে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে তেমনি ফুটেছে তাদের জীবন্ত ও সরস করে তোলার পরিবেশনদক্ষতা। দাম : ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

বলতে বলতে একটা ঢেউ নৌকোটাকে দোল দিল। তারপর আর একটা। নৌকোটা যেন পুরো দমে নাচবার পূর্বমুহূর্তে পা ঠুকে ঠুকে নিচ্ছিল। শরীরের জড়তা অবসাদ ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

জল ফুলছে। বাতাসের শব্দটা এবার যেন বৃদ্ধের বুকভরা শ্লেষ্মার মতন ভারী হয়ে ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কজন ছেলেমেয়ে ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়াটা এখন গাঢ়, গভীর। মুহূর্তে কিছুলোক নির্বাক, স্তব্ধ।

অকস্মাৎ জীবনের দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে। দেখল সবার চোখে ভয় থরথর করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই বউটির চোখে মুখে একটা হাসি স্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবন প্রথমটায় কেমন অবাক হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এ হাসির তলায় যেন মেয়েটির প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগ, অভিমান আছে। এরই জন্যে যেন সে প্রতীক্ষা করছিল। তিল তিল করে সংসারের কোন বেদনাকে সে এতদিন জমিয়ে রেখেছিল। এখন বুঝি তার পারছে না। আর কিছু ভাবতে পারছিল না জীবন। মেয়েটির হাসি যেন ওকে নির্মম-ভাবে উপহাস করছিল। জীবন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। এরই মধ্যে মনের দড়িকে সে সামান্য ঢিল দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে শক্ত করল।

'আরে, কইঠি ত তুমানের ভয় নাই, তবু খালি খালি চকার—।' কথা শেষ না হতেই একটা ঝুঁকা বাতাস এসে নৌকোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হালটাকে ঘুরিয়ে দিল জীবন।

নিরঞ্জনও দেবার হাত দেড়েক সজাক নিয়েছিল। আচমকা প্রথম বাতাসটা কাটিয়ে দিল। জলের ঢেউও তখন তালগাছ প্রমাণ। সমস্ত আকাশটায় এখন মুহূর্তে কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। জীবন শক্ত মুঠিতে হালটাকে ধরে রাখল। নৌকোটা তখন মাতালের মতন টলছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রাখছে নৌকোটাকে। হিসেব চুল পরিমাণ ভুল হলে।

ভাবতে চায় না জীবন আর। তার নজর এখন তীব্র, শাণিত। 'চার কড়া সিচ দে দেবান।' আর একটা বাতাস আসার আগেই জীবন চেঁচিয়ে উঠল। 'আর একটু দে, আর একটু বস।' আবার চটকা হাওয়াটা কাটিয়ে দিল নিরঞ্জন।

নৌকোটা কাত হয়ে গেছে। একটা ধার তখন জল থেকে আর মাত্তর এক কড়া ওপর। আরো একটা চটকা বাতাস এল। প্রায় সবাই চীৎকার করে উঠল। একটা আতঙ্ক শুধু সবু সুতোর সঙ্গে ঝুলছে তখন।

কয়েকজন বমি করতে শুরু করেছে। নৌকোর ওপর দিয়ে একটা ঢেউ ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। জীবন প্রাণপণে হালটাকে ধরে থাকল। পাশাপাশি দুটো ঢেউ-এর মাঝে পড়ে গিয়েছিল নৌকোটা। যথাসাধ্য ঢেউগুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করল। ওই হাসিটা মাঝে মাঝে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিল। জীবন তখন তার বাবার মন্তরটা মনে মনে স্মরণ করল। কে একজন ভয়ে উঠে পড়েছিল। জীবন চীৎকার করে উঠল, 'কে মাথা তুলবে? বারবার ধরইয়া কইঠি, কানে পশে নি?' মুহূর্তে নৌকোটা টাল খেল। হীরা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল লোকটাকে। মোচার খোলার মতন নৌকোটা তখন ঢেউ-এর মাথায় মাথায় উঠানামা করছে।

'কেউ নড় নি গো তুমানে।' আর একবার সাবধান করে দেয় জীবন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামল। আতঙ্কের পরদাটাকে কে যেন এখন টেনে টেনে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কালো মেঘগুলো ক্রমশই পাতলা হচ্ছে। রঙটাও চাল ধোওয়া জলের মতন হয়ে এসেছে।

'আর ভয় নাই গো তুমানে।' জীবনের গলায় আশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে দেখল, তাদের নৌকো লোহাচরের কাছে এসে গেছে। সবাই একটু একটু করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন জীবনের মনে হলো চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। হাতটাও কেমন অবশ অবশ। ঘোড়ামারা পেরিয়ে তারা কাক-দ্বীপের ছোট নদীতে পড়েছে ততক্ষণে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত বৃষ্টিভেজা দৃষ্টিতে জীবন আর একবার শেষবারের মতন ওদিকটায় চোখ ফেরায়। কারো চোখে মুখে আর আতঙ্কের ছায়া নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার রোদ ঝরে পড়ছে। রোদে রোদে পৃথিবী আবার ভেসে যাচ্ছে। জীবন শুধু দেখল এখন, সেই বউটি তখনও ঘোরলাগা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। একটু আগেও পলকে তার চোখে মুখে যে হাসি দেখেছিল জীবন, এখন আর তা নেই। বরং চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা, করুণ। জীবন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু টের পেল, এখন সে সামান্য দুর্বলতা, ব্যথা অনুভব করছে। বুকের হাড়ে একটা যেন ফোড়া হয়েছে। সেটা বেদনায় টনটন করছে।

নৌকো কিনারে লাগল। যাবার সময় ভাড়া মিটিয়ে সবাই তাকে সাধুবাদ জানিয়ে নেমে গেল। অই বউটি তখনও নামতে বাকি। সবার শেষের যাত্রী। ওর সঙ্গের লোকটি ততক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। আর একবার মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে জীবনের দিকে তাকাল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে যেন। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ করে। জীবনের গায়েও এসে সে বাতাস স্পর্শ করল। ফোড়ার বেদনাটা এই মুহূর্তে অবশ্য বেড়ে গেল যেন।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকল ক মুহূর্ত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জীবনের। 'আর খাড়া রইল, যা' নীচে থেকে তাড়া দিল লোকটি। বিষণ্ণ পায়ে বউটি ধীরে ধীরে হেঁটে গেল কিনারে। তারপর নামতে গিয়ে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট গলায় কি যেন একটা বলতে চাইল। হাতটা বাড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলল জীবন।

হাতটা এত গরম। অথচ জীবনের হাতটা যেন ঠাণ্ডায় তখন ভয়ানকভাবে জমে আসছে। হাতের এই উষ্ণতা যেন এখন জীবনকে নতুন করে বাঁচাতে চাইল। জীবন যেন এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ়, অবাক। তার এক-জোড়া বিহ্বল বেদনায় ডুবোনো বিষণ্ণ চোখ স্থির, অপলক। বউটি অনুচ্চস্বরে কি যেন বলতে চাইল। ঠোঁট দুটো শুধু থর থর করে কাঁপল। নীচে থেকে লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল।

ওরা চলে গেলে জীবন সেদিকে [illegible]

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ২৭ ॥

সুন্দর নূরের [illegible]

জীবনলাল হিন্দুরাও কুঠিতে পৌঁছেই এসে উপস্থিত হল বিক্রমানের আরদালি। সেলাম করে বলল যে, কর্নেল সাহেব সেলাম জানিয়েছেন। জীবন নিজের ঘরে না ঢুকেই চলল বিক্রমানের অফিসের দিকে। [illegible] পৌঁছে দেখতে পেলো যে বাইরের ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে। ভিতরে ঢুকে সালাম করে দেখলো যে বিক্রমান বসে আছে চেয়ারে, পিছনে দাঁড়িয়ে মেজর জোন্‌স্‌ আর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি মেয়ে। সেই মেয়েটি আর জীবনে চোখাচোখি হতেই যেন পূর্ব পরিচয়ের চাহনি বিনিময় হল, তবে সে সংবাদ বিক্রমান ও জোন্‌সের চোখে পড়লো না।

জীবন, এই [illegible] আমাদের সব [illegible] এনেছে [illegible] সন্দেহ করছে, আমি [illegible] কাছে ঘুরছিল।

মেয়েটি বলল উইল সাহেব আমি তো [illegible] দুধ বিক্রি আমার পেশা, না ঘুরলে দুধ বেচবো কি করে।

বিক্রমান বলে, কিন্তু যেখানে আমাদের লোক সেখানে ঘুরছিলে কেন?

যেখানে লোকজন বিক্রি [illegible] সেখানেই। বনের গাছপালা কি দুধ কিনবে।

তার সপ্রতিভ উত্তরে জোন্‌সের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, হয়তো বিক্রমানের মুখেও অনুরূপ হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু দুজনেরই মুখে প্রচুর দাড়ি গোঁফ থাকায় বাইরের লোকে দেখতে পায় না।

সিপাহীদের কাছে বেচো না কেন?

সিপাহীদের কাছে! মেয়েটি বিস্ময়ে চমকে ওঠে, মাথার উপরে চমকে ওঠে দুধের কলসটা।

জীবন বলে, বাছিন তোমার দুধের ভাঁড়টা নামিয়ে রাখো পড়ে যাবে।

দুধের ভাঁড় মাথা থেকে নামাতে নামাতে সে বলে [illegible] সিপাহীদের [illegible]। ওরা [illegible] কেড়ে নেয়।

[illegible]

[illegible]

[illegible] অপ্রত্যাশিত কথা [illegible]

হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে।

দুধের ভাঁড় নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার সতেজ উন্নত মহিমা সুপ্রকট হল। পরনে পাটকিলে রঙের ঘাগরা যার প্রান্ত ঘিরে মৌমাছি বসা ফুলের নক্সার ঘের দেওয়া, গায়ে কমলা রঙের [illegible] ছিল [illegible] ভিতরের উদ্বেল সৌন্দর্য [illegible] বুকের উপর দিয়ে [illegible] বেগনী রঙের [illegible] কমলা, বেগনী রঙে [illegible] এমন [illegible] অনেকক্ষণ [illegible] এই ঘরের মা[illegible] সৌন্দর্য [illegible] ঘুমিয়ে আছে ও[illegible]

মুকুল পাবলিশার্সের নতুন বই!

দীর্ঘকাল পরে
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সেই
বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হইল।

সুলেখক সন্তোষকুমার ঘোষ
এ গ্রন্থের লেখক নরেন্দ্রনাথকে
অভিনন্দিত করেছেন এই বলে—
'এমন লেখা অনেকদিন পড়ি নি।'

আর লেখক নিজে মন্তব্য করেছেন এই বলে—
'কোন কোন বন্ধুর মতে উপন্যাসের মধ্যে
দ্বীপপুঞ্জ আমার শুধু প্রথম নয়, অন্যতম
শ্রেষ্ঠ রচনা। কেউবা বলেন, একতম।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দ্বীপপুঞ্জ

দাম চার টাকা

আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখবার মতো ভালো বই

মুকুল পাবলিশার্স : ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

ভালে ডালে, হঠাৎ জেগে উঠে ঘূর্ণি ঘোরানো নাচের ছন্দে বুকের মধ্যে ধড়াস ক'রে ধাক্কা দিয়ে রক্তের স্রোতে অরাজকতার বন্যা বইয়ে দিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। ভয়ংকরের মিশাল না হওয়া অবধি নারীর সৌন্দর্য অপূর্ণ থাকে।

অনেকদিন জীবন দেখেছে এই মেয়েটিকে। যখন সে সকালবেলায় টহল দিয়ে ফিরছে নো ম্যান্স ল্যান্ড (No man's land) [illegible] উঁচু [illegible] গোলার আঘাতে [illegible] অস্ত্রাহত [illegible] সে লক্ষ্মীছাড়া ভূমির [illegible] দেখতে পেয়েছে ঐ মেয়েটির [illegible] দুধের ভাঁড় [illegible] পড়েছে [illegible] সমুদ্রের [illegible] ভূমণ্ডলের [illegible] প্র [illegible] পদক্ষেপ [illegible] তার চালে। [illegible] তার একটি গানের [illegible]—

"কোন্ ভরি পিচকারি মারি
ম্যায় তো শারি ভিজ গয়ী।"

জীবন শুনেছে আর ভেবেছে কে মারলো ভরা পিচকারি ভিজে গেল গো আমার শাড়ি। তার অনভিজ্ঞ মনও বুঝে নিয়েছে যে এ মেয়েকে পিচকারি মেরে শাড়ি ভিজিয়ে দেওয়া পর্যন্ত চলে তার বেশি অচল পিচকারির রঙের ছোঁয়াচ লাগবে না [illegible]। জীবন ভেবেছে কোন্ সাহসে [illegible] এক-[illegible] সিপাহী [illegible] কোম্পানী [illegible] আবদারে। [illegible] জিজ্ঞাসা [illegible] সাহস একদিকে সিপাহী ফৌজ [illegible] [illegible] ভয় [illegible]

[illegible] ঘাড়ের [illegible] শুরু করে [illegible] ভাঁড়ের টাল সামাল

নিয়ে মুচকি হেসে বলেছিল, সাহেব, দুই ফৌজ আছে বলেই তো সাহস করি।

কথায় ইঙ্গিত [illegible] জীবন শুধায়, সে কি রকম?

বুঝলে না সাহেব [illegible] এই যে, কোন এক পক্ষের ফৌজ জুলুম করতে গেলেই আর এক পক্ষের ফৌজ বাধা দেবে। এ সেই গুটি খেলার কাটাকাটি আর কি।

জীবন অবাক [illegible] নিজের ভার [illegible] অপরকে [illegible] হয় না এর [illegible]।

[illegible] সিপাহী [illegible] একদিন [illegible] সিপাহী [illegible]

আমাকে [illegible] আছে [illegible]

[illegible] কি [illegible] উত্তম [illegible]

সিপাহীটা [illegible] কম [illegible] গোলাপী ওষ্ঠাধরে [illegible] উত্তরটা [illegible] হয়েছিল [illegible] একটা কালো কাঁটা। কিছু [illegible] যখন সে আবার গুনগুন করে [illegible]

'কোন্ ভরি মারি পিচকারি
ম্যায় তো শারি ভিজ গয়ী—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

না সাহেব ও [illegible] ওয়ার, মানুষ [illegible]

তারপরেই দুড়মুড় দূর করে শুরু হয়ে গেল গোলাবর্ষণ।

মেয়েটির মুখের একটি রেখাও বদল হ'ল না কেবল ক্ষিপ্র হরিণীর মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠে বাঁ হাতে মাথার ভাঁড়টা আলগোছে ধরে একটা টিলার উপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপরে বেশ করে পুবে পশ্চিমে দেখে নিয়ে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল টিলার নীচে। এমন তিন চার দিন মেয়েটির দেখা পেয়েছে জীবন নো ম্যান্স ল্যান্ডের অরাজকতার মধ্যে।

আজ তাকে [illegible] অফিসে দেখে অবাক হয়ে গেল।

তুমি যদি [illegible] না [illegible] পায়ের [illegible]

মনের মত সঙ্গী

ঐ তো আমাদের টেলির‍্যাড! সত্যিই অপূর্ব! টেলির‍্যাড আমাদের বাড়ির চেহারাই বদলে দিয়েছে। বাবা বলেন, আমরা যখন বাবার মত বড় হব—তখনও আমাদের টেলির‍্যাড এই রকমই নতুন থাকবে। তিনি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানে টেলির‍্যাড একটি যুগান্তকারী অবদান। টেলির‍্যাড শুধু [illegible] নয়, [illegible] ভবিষ্যতের সেরা [illegible]।

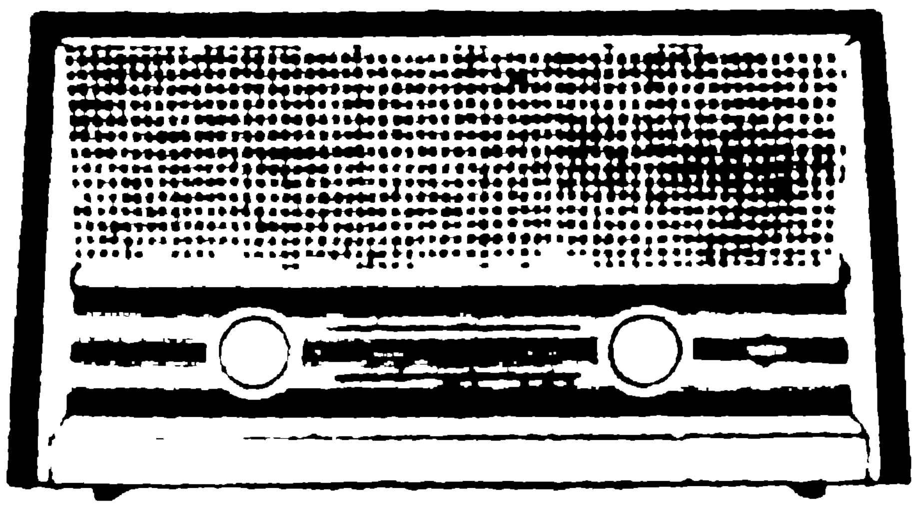

TELERAD টেলির‍্যাড

হাই-ফাই

[illegible]

মূল্য টাঃ [illegible]

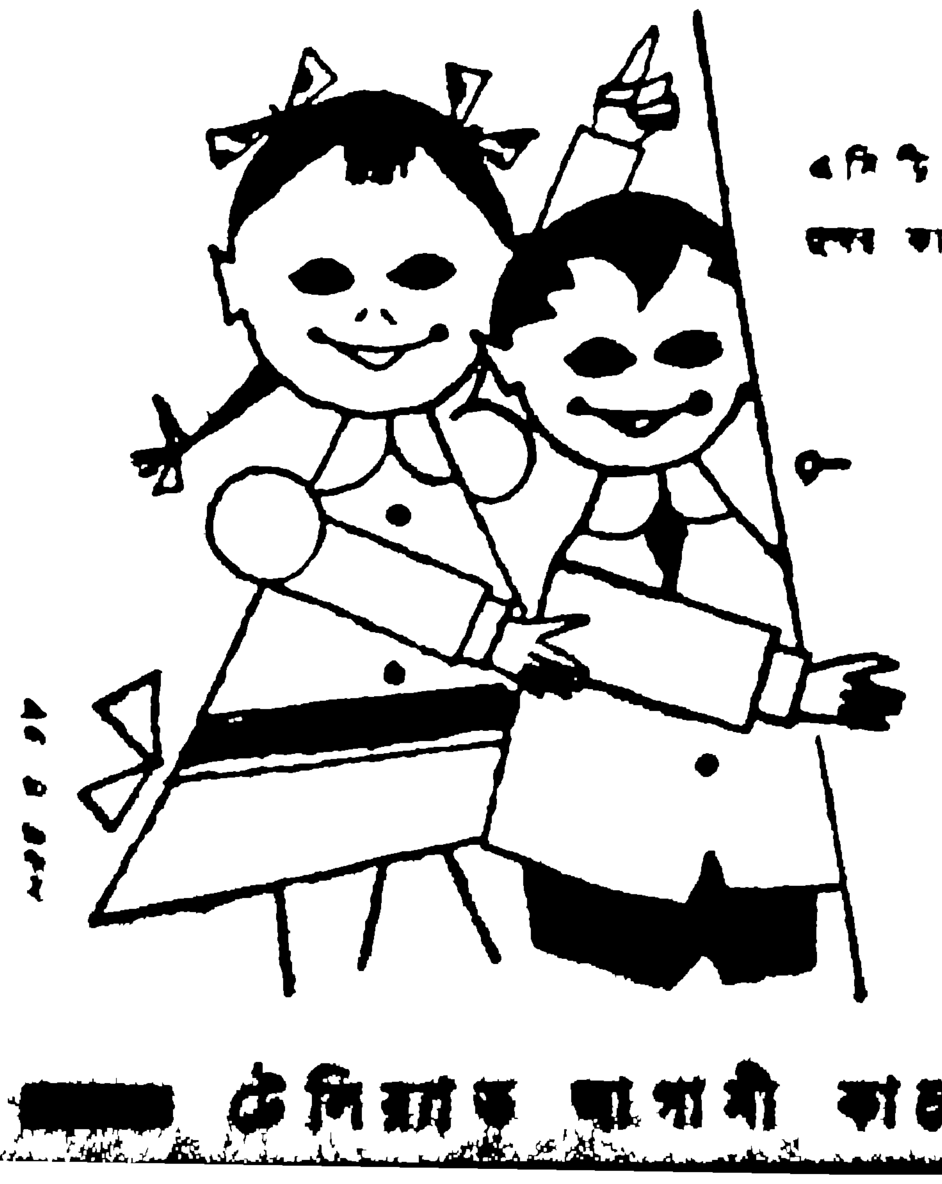

পূর্বভারতের পরিবেশক

এ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রনিক্স

১০, [illegible] স্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

টেলির‍্যাড আগামী কালের অগ্রদূত

জমিতে আসো কেন? বিপদও তো আছে—বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব ঘরে ব'সে থেকেও দেখেছি বিপদ কম নয়।

কেমন?

সিপাহীরা ক্ষেপে উঠে আমার বাপকে খুন ক'রে ফেলে সে তো ঘরের মধ্যেই। আবার গোরা আদমি দিল্লী ছেড়ে পাহাড়ের দিকে আসবার সময়ে আমার বাপের মৃতদেহ দেখে এমন ক্ষেপে উঠল যে পুছতাছ না ক'রেই আমার ভাইকে খুন করে তাকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হল আমার মা। এ সমস্তই তো ঘটেছে সাহেব ঘরের মধ্যে। সাহেব, ভূমিকম্পের সময়ে আকাশের তলার চেয়ে ছাদের তলায় বিপদ বেশী বই কম নয়।

মেয়েটি বলে যায়, জোন্‌স্‌ আর জীবন লাল বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শোনে আর জেরা ক'রে যায় ব্রিজম্যান। সকলেই ভাবে মেয়েটি ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে যথার্থ রহস্যের রস ক্রমে গাঢ়তর হয়।

সিপাহীরা তোমার বাপকে খুন করতে গেল কেন?

খুন করবে না! কি যে বলো, সাহেব, আমার বাপ যে ইংরেজ ছিল।

ইংরেজ ছিল! বিস্মিত হয়ে ওঠে সকলে।

জোন্‌স্‌ ভাবে তাই বলো, ইংরেজের রক্ত না থাকলে কি এমন smart, এমন চটপটে হয়।

আর তোমার ভাই ও মাকে গোরার দল খুন করলে কেন?

করবেই হবে। পাল্টা জবাব দেয় সে। তারা যে দেশী আদমি। আমার মা ছিল কাশ্মীরের মেয়ে।

জানতে পারি কি, কি ছিল তোমার বাপের নাম?

Mr Nights

Very sorry, Miss Nights, I am **realy sorry.**

না সাহেব, আমাকে মিস্‌ নাইটস বলে তাকে আর মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়ো না।

মৃত্যুর পথে এগোবে কেন?

কেন নয়? আমার গায়ে ইংরেজের রক্ত আছে যে! সেটুকু বের না ক'রে দেওয়া পর্যন্ত সিপাহীরাজ কায়েম হয় কি করে?

তোমার উপরেও অত্যাচার হয়েছিল নাকি?

হয়নি? দেখবে?

এই বলে সে কাঁচুলির হাতা গুটিয়ে ফেলে চিক্কণ বাহুর উপরে নীলাভ দাগ দেখায়—চাবুকের দাগ।

আরো দেখবে?

এই বলে বিনা ভূমিকায় ঘাগরা সরায়, [illegible] হয়ে পড়ে নিটোল সুডোল পুষ্ট [illegible] এমন মসৃণ,

জড়িত উরুদেশ। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিনা নোটিসে ঘটল যে, ব্রিজম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে পালাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেলে না। শিক্ষায় সে ঘোরতর puritan, শুচিবাগীশ, তার উপরে সম্মুখে বিনা অনাবৃত রমণীর উরু। উপায়ান্তর না দেখে ব্রিজম্যান চক্ষুমুদ্রিত ক'রে ফেলল আর জোন্‌সের উদ্দেশ্যে বলল, জোন্‌স্‌, Will you see for me!

পাশের ঘর থেকে জোন্‌স্‌ বলল—ব্রিজম্যান I am safe here!

উভয় সংকটে পড়ে ব্রিজম্যান বলে ওঠে **I can not leave my seat of duty, neither can I look at that thing! my God! what a dilemma!** উঠতেও পারি না দেখতেও পারি না, ভগবান এ কি সংকটে ফেললে।

তখন আবার গৃহান্তরিত জোন্‌সের উদ্দেশ্যে বলে Jones, please, **see for** me!

জোন্‌স উত্তর দেয় Sorry **Bridge-**man Mary will be cross!

তবে এখন কি করি পরামর্শ দাও।

জোন্‌স বলে সামরিক প্রয়োজন মনে করে দেখো।

● ন্যাশনাল পাবলিশার্সের নতুন নতুন বই ●

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর (রহস্য উপন্যাস)
মক্কেলের নাম বেন মোক্সেস ৪·০০

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নির্বাসিতের আত্মকথা (৭ম সং) ৩·০০
ভবঘুরের চিঠি ২·২৫

অজিত রায়চৌধুরীর
অকাল প্রেম ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যালের
লগ্নশুভ ৩·৫০
জুয়া ৩·৭৫

নীলকণ্ঠের
জীবনরঙ্গ ৪·৫০
অপাঠ্য ৩·০০

কার্তিক ভট্টাচার্যের
দুই সমতল ৬·০০

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
মক্কেলের নাম লিলি ডার্লিং

অবধূতের
নিরাকারের নিয়তি

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
মেঘমেদুর ৩·৭৫
বাদশা ৪·০০
উল্কা ৪·৫০
নিশিরাতের কান্না ২·৭৫
নিশিবিহঙ্গ ৪·৫০

: ছোটদের বই :

যত রাজ্যের সেরা গল্প ৩·০০
যত রাজ্যের রূপকথা ২·০০
গ্রীষ্মের রূপকথা ১·০০

ছোটদের প্রিয় গল্প সিরিজে জরাসন্ধ, শিবরাম চক্রবর্তী সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিটি ২·০০

শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্তের
শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক ৫·০০

সুনীল ঘোষের
জলতরঙ্গ ৭·০০
স্বর্ণমৃগয়া (৩য় সং) ৬·৫০
নায়ক নায়িকা (২য় সং) ৩·৫০
অন্যদৃষ্টি ৬·০০
ব্যাকুল বসন্ত (২য় সং) ৪·৫০

: নাটক :

অশোক রুদ্রের
অধ্যাপকের স্ত্রী ২·০০

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
মরুকন্যা ২·০০

নীহার গুপ্তের
রাত্রিশেষ ২·০০
চৌধুরী বাড়ি ২·০০

ন্যাশনাল পাবলিশার্স ॥ ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সামরিক প্রয়োজনে জানু পর্যন্ত দেখতে রাজি আছি কিন্তু এ যে উরু, তার আবার অনাবৃত।

হতাশা প্রকাশ পায় ব্রিজম্যানেব কণ্ঠস্বরে।

জোন্‌স্ বলে, দুঃখিত কিন্তু আমি পাববো না, Mary will be cross।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় জীবনলালের কথা নিমজ্জমান ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পায়।

জীবন, জীবন Save me? তোমবা তো হিন্দু তোমাদের দেবীমূর্তিগুলোর তো প্রায় ঐ বকম বেসামাল পোশাক, তাতে তোমাদেব ভক্তিব তো অভাব হয় না দেখেছি। Will you see for me।

Gladly will I do Sir, বলে জীবন।

ব্রিজম্যান বলে ওঠে no, no, not gladly see it only dutifully, only as an order from your superior Olliccr, so do not see it lastfully rather see the thing as a painful duty and report।

Yes Sir,

কি দেখছ?

মসৃণ চামড়ার উপরে—

বাধা দিয়ে ব্রিজম্যান বলে মসৃণ শব্দটা বাদ দাও ওতে lust লালসার আভাস আছে বলো শুধু চামড়ার উপরে—

Yes Sir

ভুলো না যে সামরিক প্রয়োজনে কর্নেলের আদেশে পরনারীর উরু দেখতে তুমি বাধ্য হচ্ছ।

Yes Sir

সামরিক প্রয়োজনে এমন অনেক অপ্রিয় কঠোর কাজ করতে হয় জীবন।

Yes Sir

ব্রিজম্যান চোখ বুজে আদেশ করে যাচ্ছে —অর সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা [illegible] এই [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]

[illegible] কি দেখছ

[illegible] চাকা দেওয়া হয়েছে

[illegible]

[illegible] বলো।

জীবন [illegible] উপমা খুঁজে পায় না [illegible] ব্রিজম্যানের [illegible] quick man quick don't see it for more than necessary

[illegible]

[illegible] something like a banana Sir

How preposterous My God my God [illegible] ব্রিজম্যান [illegible] this is lust this is pure lust and not duty Devil has taken possession of you জীবন।

[illegible] তখন অবশিষ্ট থাকে দুইজন জীবন আর মেয়েটি।

জীবন বলে নাও ঘাগড়া ঠিক করো।

ঘাগরা কাঁচুলি প্রভৃতি সামলাতে সামলাতে জীবনকে উদ্দেশ্য করে অথচ তার দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান ধরে—

"লালী তোর আঁখিয়া, এ বাবু,
কালী তোরি কেশ,
কৌন্ লোগে আয়া এ বাবু,
কৌন তোরি দেশ।"

কিছুক্ষণ পরে ব্রিজম্যান ও জোনস পুনঃ প্রবেশ করে। কিন্তু তার আগে জীবনকে খুঁটিয়ে জেরা করে জেনে নেয় যে মেয়েটি properly dressed হয়েছে।

ব্রিজম্যান মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলে, আমরা কি করতে পারি।

এতক্ষণ পাশের ঘরে ব্রিজম্যান ও জোনস আলোচনা করে স্থির করে যে মেয়েটির বাপ যখন ইংরেজ তার সে মর্যাদা [illegible] সিপাহীর হাতে তখন অবশ্যই এর [illegible] বর্তেছে কোম্পানীর উপরে।

ব্রিজম্যানের [illegible]

[illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible] আমি [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ব্রিজম্যান [illegible]

[illegible] এক [illegible]

[illegible] সম্ভব নয়

কোন সম্ভব নয়।

[illegible] লাভ নেই সাহেব।

[illegible] সুখে থাকত।

[illegible] আমার দরকার নেই।

[illegible] বিস্ময়ে বলে ওঠে, সুখ চাও [illegible]

[illegible] দেখেছি, বড় খাটো [illegible] আছে আমার উপরে [illegible] নির্ভর করে।

[illegible] দুধটাই কিনলো।

[illegible] ডেকে হুকুম করে [illegible] সবটা দুধ কিনে [illegible]

[illegible] অর্ধেক।

[illegible] করার

[illegible] কাছে বেচবে।

[illegible] মাথা যখন কাখোপ [illegible] জোনস্। [illegible] দুধ বিক্রির প্রস্তাব [illegible] উঠল ধর্মনীতিতে [illegible] এক কিম্ভূত [illegible]

[illegible] মেয়েটাকে [illegible] তোমার অর্ধেক [illegible] কেউ অত্যাচার [illegible] উপর

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদগমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

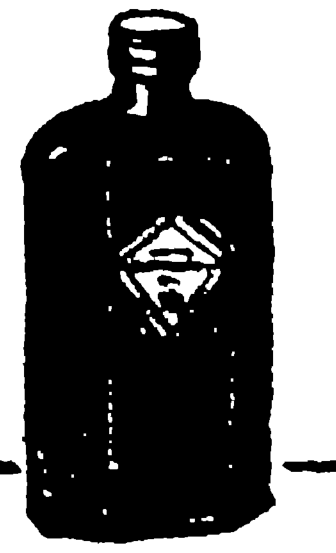

পত্র লিখলে "মহাভৃঙ্গরাজ তৈল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য" পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

মেয়েটি যখন সেলাম করে বাইরে যাচ্ছে, ব্রিজম্যান বলল; তোমার নামটি কি জানতে পারি? মিস নাইটস্ বলে ডাকতে তো ইচ্ছে করছে।

মেয়েটি বলল, আমার নাম রুমোলী।

অদ্ভুত নাম তো। কে দিল এই অদ্ভুত নাম, তোমার বাপ, না মা? শুধায় ব্রিজম্যান।

সবাই লোকে বলে রুমোলী।

আরো অদ্ভুত। হঠাৎ তারা এমন নাম দিতে গেল কেন?

তবে শোনো। না থাক।

থাকবে কেন; বলো।

আমায় হয়তো তোমরা ঘর ছেড়ে পালাবে সাহেব। তার চেয়ে আমি যাই।

না, না, নামের ইতিহাসে এমন আর কী থাকবে। বলে যাও।

তবে শোন। আমার মা ছিল কাশ্মীরী নর্তকী। লালকেল্লার শাহাজাদাদের কাছে ছিল তার যাতায়াত। বয়স হলে আমিও যেতে শুরু করলাম মার সঙ্গে। আমার বয়সের আরো অনেক মেয়ে যেতো। শাহাজাদাদের যাকে পছন্দ হতো তার দিকে ছুঁড়ে দিতো রুমাল। আমার ভাগ্যেই বেশিদিন পড়তো রুমাল। তাই লোকে ডাকে আমাকে রুমোলী বলে।

একে ভাগ্য বলছ! এ যে নিতান্ত লজ্জাজনক ব্যবসা! বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব, ফাঁসির আসামীর গলায় যে লোকটা দড়ি পরায় তার ব্যবসার চেয়েও কি লজ্জাজনক।

সে তো অপরের মঙ্গলের জন্য জল্লাদের কাজ করে।

আমি তো আমার ছাড়া কারো অমঙ্গল করিনে।

নিজের আত্মাকে অপবিত্র করছ কেন?

ভোগ করে তো দেহ, আত্মা অপবিত্র হতে যাবে কেন?

তোমার তো পয়সার অভাব ছিল না; তবে এ কাজ করতে কেন?

কে বলছে পয়সার জন্যে করতাম! ভালো লাগে বলে করতাম।

আর কোন উত্তর খুঁজে পায় না ব্রিজম্যান; তাই শুধু বলে, ছিঃ ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ কেন সাহেব? এ কাজ সুখের জন্য করবার চেয়ে পয়সার জন্যে করা বুঝি ভালো?

তুমি তো এখনি বললে, সুখের আঙুর খাট্টা।

সেই বলে কি আঙুরের চাষ কমেছে সংসারে?

নাগরদোলার ঘূর্ণনে নূতন নূতন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে রুমোলীর ব্যক্তিত্বে। রূপ, সাহস বাক্পটুতা, দুগ্ধ বিক্রম পর্দার আড়ালে সুক্ষ্ম ধর্মনীতি; আর তার সঙ্গে এই নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পরতা। ক্ষণে ক্ষণে চমকে চমকে ওঠে ব্রিজম্যান ও জোনস। কারণ বৃটিশ জাতির দৈনিক দুজনে ইন্দ্রিয়পরতার অনুকূলে এর একনিষ্ঠ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ইংরেজের রক্ত আছে যার ধমনীতে তার কিনা শেখে এমন মতিগতি। কোম্পানীর রাজত্ব থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? শেখে কিনা নিছক সুখের জন্য ইন্দ্রিয়পরতা? পয়সার জন্যে হলেও না হয় বোঝা যেতো। দুরবাং মুলোন শুধাতে। পয়সার চেয়ে সুখ তো বড় নয়।

জীবনের মনে প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন-রকমের হয়। লজ্জা নয়; বিস্ময়। এক মেয়ে দেখেছিল পান্না, ভেবেছিল ঐ বুঝি বে-আব্রুর চরম, তখনো অজ্ঞাত ছিল রুমোলী। নিষ্ঠাবতী পান্না পাপটাকে পাপ বলেই মনে করে—বিশেষ তার কাছে সেটা কুলাচার, তবু তাকে যথাসম্ভব ঢেকেঢুকেই রাখে। আর এ কী? এই রুমোলী। পাপবোধ বলে একটা অনুভূতিই নাই তার মনে। বলে কিনা বাধ্য হয়ে নয়, পয়সার জন্যে নয়, সুখের জন্য যায় শাহাজাদাদের কাছে। এ যে দিনের আকাশের তারা শত সহস্রের দৃষ্টির সম্মুখে কেমন নির্লজ্জ নির্বিকার। জীবনের যদি ভাষাদর্শন থাকতো তবে বুঝতে পারতো পাপবোধ নেই যার মনে, লজ্জা পেতে যাবে সে কেন?

রুমোলীকে বেরিয়ে যেতে দেখে ব্রিজম্যান বলল মিস নাইটস—

অশুচি ইতিহাসবাহী রুমোলী নামটা বের হল না তার মুখ দিয়ে।

মিস নাইটস্ যদি কিছু মনে না করো তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

কর্নেল ব্রিজম্যানের ভাষায় শিষ্টতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ধমনীতে পবিত্র

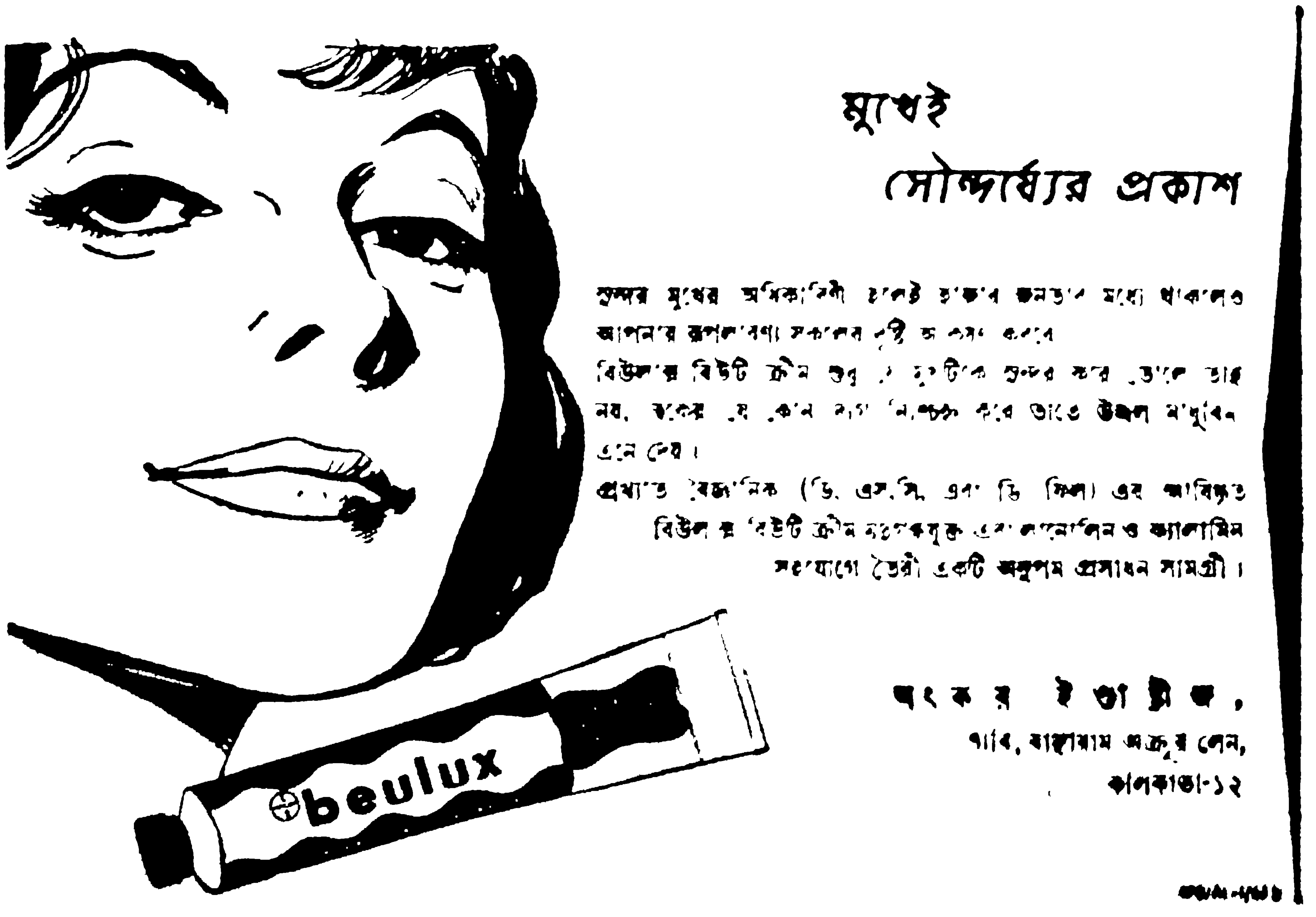

ইংরেজ [illegible] প্রবহমান। তাকে সন্তর্পণে ভদ্র-ভাবে সম্বোধন করতে হয় বই কি।

রমালী ফিরে তাকায়।

ব্রিজম্যান সসংকোচে শুধায়, যদি কিছু মনে না করো; জিজ্ঞাসা করতে পারি কি; শহরে ইংরেজ নর-নারী কেউ আছে কি?

আমি তো গোয়েন্দা নই, কর্নেল।

নিশ্চয়ই নয়। তুমি আমাদের নিজেদের লোক বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

রমালী বলে আবার দেখো। আমার ভাগ্যের কি সব্যসাচী লীলা। ইংলণ্ডের ও হিন্দুস্থানের বন্ধ বহন করছি দেহে আর শাড়িতেও বহন করছি দু'টি হিন্দুস্থানী ও ইংরেজ মহিলার ভার।

আছে নাকি ইংরেজ মহিলা [illegible] চমকে ওঠে একসঙ্গে [illegible] বিজম্যান বলে আমরা [illegible] জীবিত কেউ নেই

[illegible] শিখেছিল [illegible]

[illegible]

তারপর আর কি। [illegible] পথে যেতে চোখে পড়লো এখনো মরেনি [illegible] এসে দেখা করে [illegible] তুললাম।

অনেক ধন্যবাদ [illegible] কি তার [illegible]

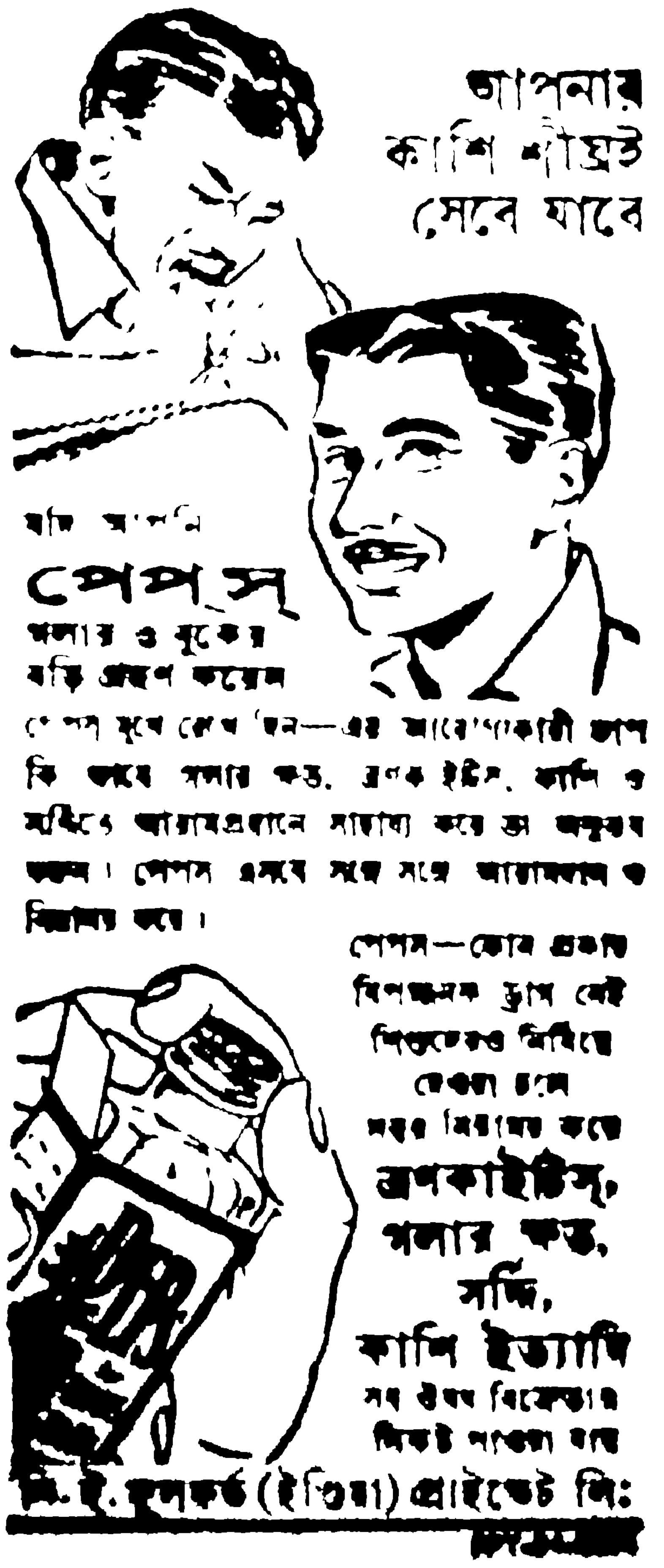

বহু সাধ্য সাধনা [illegible] পারি নি। বলে নাম প্রকাশ করে আমার কলঙ্কের ভার চাপাতে চাই না আমার পরিবারের উপরে।

আমি তাকে বোঝাই, বহিন, হিন্দুস্থান ব্যাপী গদর, কিনা অশান্তি চলছে ইংরেজ পরিবার সব কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে অনেকেই জীবিত নেই কাজেই তোমার নাম বললেই যে তোমার আত্মীয়স্বজন জানতে পারে এমন সম্ভাবনা খুব কম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] এই তো [illegible] ইংরেজ ফৌজ এসেছে [illegible] আমার সঙ্গে [illegible] সেজে মাথায় দুধের ভাঁড় নিয়ে [illegible] ধরতে [illegible]

[illegible] ঐ [illegible]

[illegible]

[illegible] ছিঃ ছিঃ [illegible]

[illegible] 'ক্র্যাফোর্ড' [illegible] 'ক্র্যাফোর্ডের [illegible] এখান হয় [illegible] এক অনর্থ বাধাবে।

তখন মিস্ নাইটিঙ্গেল উদ্দেশে [illegible] দেখো কথাটা যখন আমার কানে এলো তখন একবার তদন্ত আবশ্যক। আচ্ছা আমাদের এখান থেকে কাকে গিয়ে সব জেনে আসা সম্ভব নয় কি?

অসম্ভব কি? তবে ইংরেজ যাওয়া চলবে না, তখনি কোতল হয়ে যাবে।

তা বটে, বলে ব্রিজম্যান।

তখন জীবনের দিকে তাকিয়ে শুধায়, গুরুবচন সিং-কে পাঠালে কেমন হয়?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই রমালী বলে নাম শুনে মনে হচ্ছে শিখ। বাদশাহী ফৌজের শিখের উপরে রাগ ইংরেজের উপরে [illegible] নয়।

শ্রীনিত্যানিরঞ্জন ভট্টাচার্যের
দেশ-প্রবোধক মিলনমধুর উপন্যাস

সমর্পণ

[illegible] মূলকাহিনীর [illegible] উপকাহিনীগুলির মনো-[illegible] চরিত্রগুলির অপরূপ [illegible] চমৎকারিত্বে, ভাষার [illegible] দ্বন্দ্বময় ঘটনা-[illegible] কল্যাণ-[illegible] এর অনাস্বাদিত-[illegible]। গভীর [illegible] না [illegible] হয় না। [illegible] চক্ষা [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] ভক্তর শিব-[illegible] সাহিত্যিক ও [illegible] কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত।

দাম ৬.০০

প্রাপ্তি— [illegible] : নিউ [illegible] এবং অন্যত্র

([illegible]-৪০)

চিরঞ্জীব সেনের
রহস্যকাহিনী

রহস্যের অন্ধকারে

৪.৫০

[illegible] লিখেছেন:

বিজ্ঞাপন [illegible] বইটি কিনে-[illegible] সময় মনে সংশয় [illegible] বইটি কিনেছিলাম। এখন দেখছি আমার ভুল হয়ে-ছিল। বইটি রহস্য-কাহিনীর জগতে অপূর্ব। অনবদ্য।

—বিমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

এই লেখকেরই

বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ

(যন্ত্রস্থ)

[illegible] পাবলিশার্স
কলিকাতা ৪
([illegible])

আমি আশায় বসে আছি

...আবার গ্ল্যাক্সো খাব ব'লে। শিশুরা সবাই গ্ল্যাক্সো ভালবাসে এবং গ্ল্যাক্সো খেয়ে স্বাস্থ্যবান হ'য়ে বেড়ে ওঠে। মায়ের দুধের মতোই সুস্থ, সবল হ'য়ে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সবই গ্ল্যাক্সোতে আছে।

বিনামূল্যে গ্ল্যাক্সো শিশু পুস্তিকার জন্য (ডাক খরচ বাবদ) ৫০ নয়া পয়সার ডাক টিকিট এই ঠিকানায় পাঠান—গ্ল্যাক্সো, ৫০ হাইড রোড, কলিকাতা-২৭।

Glaxo

গ্ল্যাক্সো—শিশুদের আদর্শ দুগ্ধ-খাদ্য

গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

বোম্বাই · কলিকাতা · মাদ্রাজ · নিউ দিল্লী

[illegible] এ কথা ঠিক।

[illegible] তাকে কেমন [illegible] সে [illegible] লোক পথ [illegible]

[illegible] আগে [illegible] কোনও [illegible] হবে।

[illegible]

[illegible] বাড়ি গেছে তার আগেই রূমালী বলে উঠল—এই সংবাদকে পাঠান [illegible] জলপাই [illegible] আমি বললেই ভালো মনে হয়।

এই পর্যন্ত বলে মুখ টিপে হাসে। জীবন বুঝতে পারে না হাসবে না আর কিছু।

বিক্রমান বলে [illegible] জীবন [illegible] জেনে [illegible]

[illegible] সংসারের [illegible] তার উপরে [illegible]

[illegible] জীবনের দিকে [illegible] এবং এখন [illegible] আছি। কি [illegible] জীবন [illegible]

জীবন তাকায় বিক্রমানের দিকে বলে, I am ready Sir!

এ ছাড়া [illegible] জীবন। তুমি [illegible] চেষ্টা করবে [illegible] আনবার চেষ্টা করবে [illegible]

Yes Sir

[illegible]

[illegible] এই [illegible]।

বিক্রমান ও জোনস্ করমর্দন করে জীবনের সঙ্গে।

বিক্রমান জানায় শত্রুশিবিরে সত্ত্ব মনে [illegible] বিপদ আছে।

সেই জন্যই আমার এত উৎসাহ।

That's real martials spirit,

জীবন স্যালুট করে।

বিক্রমান ও জোনস্ এক সঙ্গে বলে, God be with ye!

বিদায়ের বিস্তারিত ঠাট দেখে মনে মনে হাসে রূমালী, মনের হাসির ছটা ঝলমল করে ওঠে দুই চোখে আর ঠোঁটে। সে জানে জলপাই আদমীর বিদায়ের পালা বাপের বাড়ি থেকে মেয়ের শ্বশুর ঘরে বিদায়ের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। রূমালী ঘর থেকে বের হয়েছে আর জীবন কেবল দরজা পর্যন্ত এসেছে এমন সময়ে—

॥ [illegible] ॥

"চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে। ভাতিল অসি অগ্নিশিখা সম,
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত। [illegible] কম্বু, অম্বুরাশি রবে।"

[illegible] থেকে তুমুল [illegible] উঠল। অতর্কিত [illegible] বিক্রমান, [illegible]। [illegible] বাইরে এসে দাঁড়ালো ঘোড়সোয়ার বাহিনীর মেজর বাঁড ঘোড়া ছুটিয়ে সেদিকে যেতে যেতে টুপি দিয়ে ইশারায় জানিয়ে গেল যে, ব্যাটারি দখল করবার উদ্দেশ্যে সিপাহীরা চড়াও হয়েছে। ব্রিক্সমান ও জোন্‌সের সহিস ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত ছিল। জোন্‌স ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল তার ব্যাটারির দিকে। ব্রিক্সমান ঘোড়ায় চেপে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নেবার আশায় পাহাড়ের উঁচু একটু টিলার উপর উঠল। [illegible] ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সামি হাউস ব্যাটারির দিকে [illegible] অনুসরণ করল।

ইতিমধ্যে মেজর বাঁড [illegible] নিয়ে এসে উপস্থিত হল [illegible] এসে উপস্থিত হল জোন্‌স। [illegible] সিপাহী [illegible] এসে চড়াও হয়েছে ব্যাটারির [illegible] উপরে [illegible] দখল করবার [illegible] অনেক কিন্তু [illegible] সাহস [illegible] mobile [illegible] উঠল [illegible] থেকে [illegible] চার্জ করে নেমে এলো। [illegible] হাতে হাতে। হতাহত সঙ্গীদের ফেলে বাকি সিপাহীরা ছুটলো শহরের দিকে।

বিজয়ীরা যখন নিজেদের অভিনন্দিত করছে এমন সময়ে পাহাড়ের টিলার উপর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে এলো ব্রিক্সমান বলল সামি হাউস ব্যাটারি আক্রমণ একটা ধোঁকা মাত্র, সিপাহীদের প্রকাণ্ড একটা রেসালা (cavalry) কিষেণগঞ্জ হয়ে ঘুরে সব্জিমণ্ডি পেরিয়ে মুসলমানী গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে, আর একটু এগোলেই পিছন থেকে আক্রমণ করবে আমাদের শিবির।

কর্নেলের কথা শুনে সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকালো, শুধু সাহস নয় রণকৌশলও বেশ আয়ত্ত করেছে ওরা।

[illegible] mobile [illegible]

[illegible] থেকে [illegible] ফিরে চলল। কিন্তু সে পথ বন্ধ করে বাঁড়ের ঘোড়সোয়ার আর জোন্‌সের কামান। তাদের হাত এড়াবার উদ্দেশ্যে সিপাহী ফৌজ ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে সব্জিমণ্ডির বসতি

[illegible] মধ্যে [illegible] একজন [illegible] করলো [illegible] রাস্তার [illegible] ঘোড়াটাকে [illegible] করলে। রাস্তা [illegible] মাটি পিছল ছিল, [illegible] ঠিক সেই মুহূর্তে [illegible] তার মাথার উপরে উদ্যত [illegible] ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত, বিপদ ঘটতোই যদি না একজন শিখ সোয়ার সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পিস্তল না

জগদীশবাবুর গীতা
মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা [illegible] ৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম [illegible] ভারত-আত্মার বাণী [illegible]
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১.০০ কর্মবাণী ১.২৫
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ২.০০ বাংলার মনীষী ১.৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী ৩.০০ বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০ রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৫০
জীবন গড়া .৫০ রবীন্দ্রনাথ ১.২৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ
[illegible] ১.৫০
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
[illegible] ৭.৫০
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বাকলা
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
[illegible] রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
[illegible] প্রতি কৌটা ৩. টাকা, একত্রে ৩ কৌটা ৮.৫০ নঃ পঃ [illegible]
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, [illegible]
[illegible]

ছুড়তো। আততায়ী [illegible] ঘোড়া পা সামলাতে না পারে [illegible] পড়ে গেল। আততায়ীর সঙ্গী [illegible] করে পিস্তল তুলেছে [illegible] জীবন আগেই পিস্তল ছুড়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ইদগার পূর্বদিকে করেকটা পরিত্যক্ত কোঠা বাড়ির আড়ালে কোম্পানীর ফৌজ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। সঙ্গী দুইজনকে নিহত হতে দেখে তৃতীয় একজন সিপাহী জীবনকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুড়লো, জীবনকে লাগলো না বটে তবে সেই গুলী বিঁধলো [illegible] তার ঘোড়াটার বুকের কাছে। আহত ঘোড়া দারুণ যন্ত্রণায় জীবনকে [illegible] ছুটলো শহরের দিকে [illegible] মানলো না। [illegible] সেই শেষ থামা। [illegible] গিয়ে যমুনার [illegible] দরবাজার নীচে [illegible] উপরে। বোধ [illegible] জন্য সে হতচৈতন্য হয়ে [illegible] জ্ঞান হল, দেখলো প্রাচীরের উপরে [illegible]

[illegible] আনকগুলো বন্দুকের [illegible] ঠিক [illegible] শত্রু না মিত্র। জীবন দেখলো [illegible] প্রকাশ পেলেই অনেকগুলো গুলীতে তাকে দেবে ঝাঁঝরা করে। তাই কোন বাধা বা ভয় প্রকাশ করলো না তার আচরণে। ধীরে সুস্থে উঠে খালের জলে গায়ের রক্ত ধুয়ে বেশ টান হয়ে একবার দাঁড়ালো তারপরে উচ্চস্বরে গান ধরলো—

'নিমক হারামে' মুলুক বিগারা
হজরৎ যাস্তে লণ্ডনকো তালা।"

অমনি প্রাচীরের উপর থেকে সুবিদিত জনপ্রিয় গানটির দ্বিতীয় কলি গেয়ে উঠল সিপাহীরা।

[illegible] আলি শা যুগ যুগ জীয়া
মার [illegible] লণ্ডনকো

[illegible] নিশ্চিন্ত হল সিপাহীরা [illegible] জীবন [illegible] উপায় ছিল না [illegible] সিপাহীদিগেরই বৃটিশ ইউনিফর্ম।

[illegible] প্রবেশ করলো। এই [illegible] শহরে [illegible] জেনেছিল বুলাকী [illegible] কোথায় [illegible] বুলাকী আর কোথায় [illegible] ঠিকানাটাও [illegible] শত্রুপুরীর মধ্যে একক নিরস্ত্র [illegible] সে যে কোথায় কে জানে। জিজ্ঞাসা করাতেও বিপদ আছে [illegible] জীবনলাল কামানের মুখ থেকে [illegible] পিস্তল বন্দুকের [illegible] কাজেই আশা [illegible] তার [illegible] কিছু [illegible] শহর শাহজাহানাবাদ [illegible] হবে।

॥ ১৬ ॥

"[illegible] প্রসারিত [illegible] ভারতের মানচিত্র।"

[illegible] মানচিত্রখানার দিকে [illegible] নিবদ্ধ করো, দেখতে পাওয়া [illegible] এই ভৌগোলিক [illegible] দেখতে পাওয়া যাবে যে মহাকাল এখানে [illegible] নিরত। ঐ [illegible] উত্তুঙ্গ [illegible] গিরিচূড়ায় [illegible] যুগান্তের [illegible] তাঁর জটাজাল [illegible] দিকে দিকে· উত্তরে দুটো, পশ্চিম [illegible] পূর্ব দিকে বিস্তৃত যে বৃহৎ জটাজাল তারই নাম হিমালয় গিরিমালা। ঐ [illegible] তাঁর বাম করে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র [illegible] ঐ [illegible] দক্ষিণ করে পঞ্চসিন্ধুর গর্জনে তাঁর ডমরুর গরগর ধ্বনি। তাঁর [illegible] চরণ দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত, অপর চরণ বঙ্গোপসাগরের পূর্বোপকূলে। আর তাঁর [illegible] নিচয় [illegible] দেখো [illegible] পাহাড়মালার [illegible]। যুগ [illegible] নিরত মহাকালের মূর্তি একবার নিরীক্ষণ করো মৃন্ময়ের চিন্ময়ীকরণ হোক।

মহাকালের পদক্ষেপে [illegible] ভারতের ইতিহাস, ছন্দের পরিবর্তনে ইতিহাসের নবাধ্যায়ের সূচনা। ঐ মহাছন্দের তালে তালে কত জাতির উত্থান এই দেশে, তালভঙ্গের ত্রুটিতে কত জাতির বিলয় এই দেশে· এ দেশের ইতিহাস ঐ তাল রক্ষার ইতিহাস এ দেশের অধঃপতন ঐ তালভঙ্গের অপরাধ।

যুগান্তের প্রান্তে যখন তিনি ধ্যানাসনে [illegible] তখন বিন্ধ্য হিমাদ্রি আরাবলী সহ্যাদ্রি [illegible] অটল গম্ভীর গঙ্গা যমুনা নর্মদা [illegible] ইতিহাসের [illegible]

[illegible] আরম্ভ হয় তাঁর [illegible] অমনি দিকে দিকে [illegible] মধুর [illegible] উত্তাল [illegible] ধৈর্যহারা [illegible] আছে। জটাজালে [illegible] বিমানের [illegible] নিবাসী [illegible] পাষাণে [illegible] প্রত্ন [illegible] ইতিহাসের [illegible]

তৃতীয় খণ্ড ও প্রথম ভাগ সমাপ্ত

[illegible]

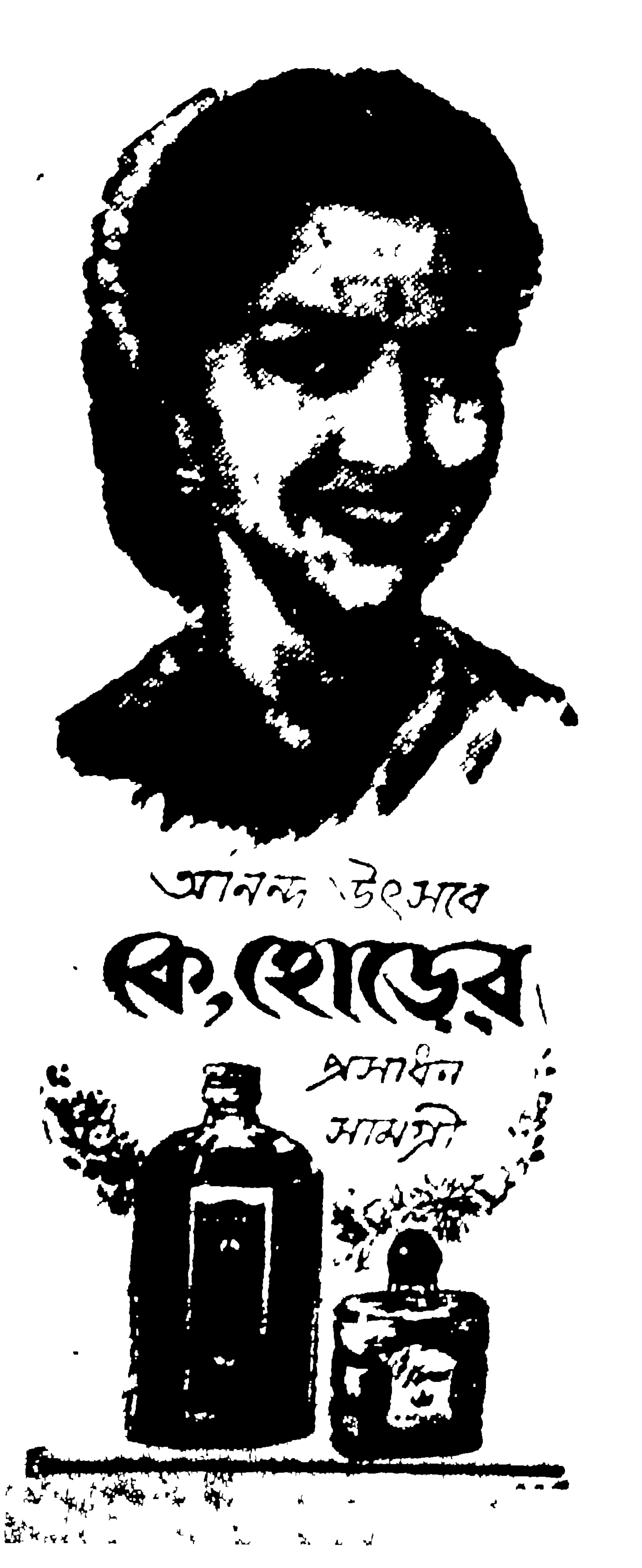

পেটের পীড়ায়

"এণ্টাক্রুণ" একটি বিস্ময়কর শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকাশয়ের [illegible] অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয় [illegible] পেট বেদনা, [illegible] প্রভৃতি [illegible] আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি [illegible] টাকা। [illegible]

হার্ণিয়া (অন্ত্র বৃদ্ধি)

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা [illegible] ও [illegible] আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগের বিবরণ [illegible] লিখিয়া নিয়মাবলী লউন।

হিন্দ রিসার্চ হোম
[illegible] মুখার্জী রোড [illegible]
[illegible]। ফোন [illegible]

"আপনার ভবিষ্যতের কর্মসূচী কী?"
"একটি সহিত্যপত্র 'বেঁচে থাকা।'"
—ইয়েভতুশেংকো

৩৩ বছর আগে এক ১৪ই এপ্রিলের সকাল বেলা মায়াকভস্কি মারা যান। তাঁর বয়স তখন ৩৭। মৃত্যুর দুদিন আগে "সবার উদ্দেশে" তিনি একটি চিঠি লিখে যান। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল "ইয়েরমিলভকে বল দুঃখের কথা, ছড়াটা তুলে নিই, ঝগড়া করে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল।" এর কিছু আগে মায়াকভস্কি "স্নানঘর" (প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত "ধোলাই") নাটকটি লেখেন। নাটকটিতে তিনি ধোলাই দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট সমাজের নতুন শোষক-দল ব্যুরোক্রাটদের। এখনকার মতো তখনও সরকার ও সাহিত্যিকদের কর্তারা মায়াকভস্কিকে ছেড়ে কথা বলেন নি। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে মায়াকভস্কিকে বেশ বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত বহু বাধা পার হয়ে মায়ারহোল্ড যখন তা মঞ্চস্থ করেন মায়াকভস্কি তখন প্রেক্ষাঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেন কয়েকটা ছড়া। তার সবকটিই সরকারী ও সাহিত্যিক ব্যুরোক্রাটদের প্যান্টের ভিতরে ছুঁচোবাজির মতো কাজ করে। তার একটি হল এইরকমের: "ব্যুরোক্রাটদের ঝাড়কে এক মুহূর্তেই ধোলাই দেওয়া যায় না। সে পরিমাণ স্নানঘর বা সাবান কোনটাই নেই। তার ওপর ব্যুরোক্রাটদের সাহায্য করে ইয়েরমিলভের মতো সমালোচকদের কলম..।" এর ফলে শুরু হয়ে যায় মায়াকভস্কি নিধনযজ্ঞ। ঐ ছড়াগুলো শেষ পর্যন্ত সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন মায়াকভস্কি। এবং তার কিছু পরেই নিজেকে গুলী করে শেষ করে দেন।

প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষে অনেকেই ইয়েরমিলোভকে মায়াকভস্কির মৃত্যুর অন্যতম [illegible] মনে করেন। পরে নাকি ইয়েরমিলোভ [illegible] আত্মজীবনীমূলক [illegible]

মস্কোর জন্যই। স্বভাব যায় না মলে। তাই এই সমালোচকপ্রবর এখন আবার তাঁর সদন্তীরূপটি খুলেছেন এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সমালোচনায়, এরেনবুর্গ তাঁর আত্মকথায় স্তালিন বিরোধী কথা বলেছেন বলে। এবং এক্ষেত্রেও তিনি ইয়েরমিলোভ যে আসলে সুবিধাবাদী সেটাই প্রমাণ করেছেন। এরেনবুর্গের আত্মকথা বেরুচ্ছে বহু আগে থেকেই। ইয়েরমিলোভ এতদিন সে বিষয়ে মুখ খোলেন নি। তার কারণ হয়ত খ্রুশ্চভের পরোক্ষ সমর্থন ছিল বইটির প্রতি। হঠাৎ আজ খ্রুশ্চভ আর তাঁর পার্টি ভোল পাল্টে খড়্গহস্ত হয়েছেন সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্পে খোলা হাওয়া বওয়াতে শুরু করেছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রতি। অনেকেই বলছেন সরকার ও পার্টি

সলঝেনিৎসিন স্তালিন আমলের সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাকেও খ্রুশ্চভ উৎসাহ দিয়েছেন। [illegible] হঠাৎ প্রথমে ইয়েরমিলোভ [illegible] আদর্শের জিম্মাদার ইলিচিভ, [illegible] সবশেষে খোদ খ্রুশ্চভ বলে [illegible] এরেনবুর্গ সুবিধাবাদী। স্তালিনের আমলে তিনি কেন চুপ করেছিলেন? যদিও এ প্রশ্নের উত্তর আগে দেওয়া উচিত খ্রুশ্চভ নিজের এবং সেই সঙ্গে সারা সোভিয়েত দেশবাসীর। খ্রুশ্চভ নিজে বলেছেন যে, স্তালিন মারা যাবার সময় তিনি কেঁদেছিলেন, যদিও স্তালিনের বহু ত্রুটির কথা তিনি জানতেন। অথচ তাঁর সাকরেদ ইলিচিভ এরেনবুর্গকে এই বলে দোষ দিচ্ছেন যে এরেনবুর্গ স্তালিনের ত্রুটি জেনেও তাঁর প্রশংসা করেছেন স্তালিন বেঁচে থাকতে। খ্রুশ্চভ বলেছেন, এরেনবুর্গকে সে সময় কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। অথচ ভুলে গেছেন খ্রুশ্চভ নিজেও স্তালিন বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধায় পড়েন নি একমাত্র সেই "এই, খোখোল্‌* গোপাক নাচ নাচো" স্তালিনের এই উক্তিটি শোনা ছাড়া। বরং তিনি পার্টির কর্তাদের মধ্যেই ছিলেন। পুরোনো পত্রিকায় ছবিতে দেখা যাবে—যে লেনিন-স্তালিন মসোলিয়ম থেকে খ্রুশ্চভ আজ স্তালিনের দেহ সরিয়ে নেবার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই মসোলিয়মেই খ্রুশ্চভ স্তালিনের শবানুগমন করছেন। এরেনবুর্গের আত্মকথা বেরতে শুরু করার এতদিন পরে খ্রুশ্চভ বলছেন, এরেনবুর্গ তাঁর লেখায় স্তালিন আমলের যে ছবি এঁকেছেন তা অত্যন্ত একদেশদর্শী এবং বিকৃত। অথচ খ্রুশ্চভ নিজে

মায়াকভস্কি

স্তালিনের যে ছবি তুলে ধরেছেন এরেনবুর্গের লেখার চেয়ে তা সহস্রগুণ ভয়ংকর এবং একদেশদর্শী। যদিও তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন, এত সব সত্ত্বেও স্তালিন ছিলেন প্রকৃত কমিউনিস্ট (হাজার

এই আকস্মিক আঘাত হল সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক দুঃখকর কাহিনী। এবং কিছুকাল পরে কি এর পরিণতি ঘটবে আবার কারো কারো সম্পূর্ণ নীরবতায় এমন কি আত্মহত্যায়? অথচ স্তালিনের মৃতদেহ সরানর কালে "স্তালিনের উত্তরাধিকারীদের" নিন্দে করে ইয়েভতুশেংকো যে কবিতা লিখেছিলেন [illegible]

---

* ইউক্রেনের লোকদের প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক [illegible]

জনের নিরপরাধ লোকের প্রাণ নিয়েও যে কী করে প্রকৃত কমিউনিস্ট থাকা যায় তা তিনি বলেন নি, কিম্বা হয়ত সেটাই প্রকৃত কমিউনিস্টের লক্ষণ) কিন্তু স্তালিনের দুষ্কার্যগুলোর কোনো বিবরণ তিনি কোথাও দেননি। এবং পাছে "স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ" কথাটা তাঁকে উচ্চারণ করতে হয় তাই তিনি বলেন "ভোল্‌গা অঞ্চলের যুদ্ধ"। স্তালিনের দেহাপসরণ আর স্তালিনগ্রাদ নামের অবলুপ্তিকালে এবং তার কিছুকাল পর পর্যন্ত এরেনবুর্গ, ইয়েভতুশেংকো, সলঝেনিৎসিনের স্তালিন বিরোধী লেখাকে খ্রুশ্চভ নিজের কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এখন আর এ জাতের জিনিস তিনি সহ্য করতে চান না। কারণ এই প্রক্রিয়ার পরিণতি কসে তা তিনি জানেন না। এবং এর মধ্যে খ্রুশ্চভকে পার্টি, সরকার, সংস্কৃতি জগৎ ও সেনাবাহিনীর বহু স্তালিনপন্থীর কাছ থেকে কম ধমক খেতে হয়নি। অন্য সময় হলে খ্রুশ্চভ হয়ত এদের ধমকের প্রত্যুত্তরে তাঁর শেকোবের চাবুক তুলতেন। কিন্তু তার আগের কয়েকটি ঘটনা খ্রুশ্চভের নীতিতে টান ধরিয়েছে। তাই যে চাবুকটা তাদের উচিত ছিল স্তালিনের ঐ উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে সেটা পড়ল কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক শিল্পীদের ওপর। বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ এরেনবুর্গও বাদ গেলেন না। স্তালিনপন্থীরা প্রথমে খ্রুশ্চভকে একরকম ধরে বেঁধেই নিয়ে গেলেন একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে। সেখানে বিশেষভাবে কয়েকটি তথাকথিত ফর্মালিস্ট এবং এবস্ট্রাক্ট ছবি ও মূর্তি তাঁকে দেখান হল (তার অন্তত একটি, ফাল্‌কের "নগ্নার", সে প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল না, কারণ সেটি গত ৩০ বছরের আগে আঁকা,—আর মস্কোর শিল্পীদের প্রদর্শনীতে শুধু গত ৩০ বছরের কাজ দেখানর নিয়ম)। স্তালিনের চেলারা খ্রুশ্চভকে বললেন, এই নাও, এই সব দেখে এবার ঘোষণা কর জেহাদ। খ্রুশ্চভ এখন ধরে আনার জায়গায় বেঁধে আনার কাজে লাগলেন। কুবায় তিনি যা করেছেন তার কিছু ক্ষতিপূরণ তো দিতে হবে? তারপর আছে চীনের সঙ্গে ঝগড়া। কিন্তু আগেই চীনের কমিউনিস্ট কর্তারা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে ছেড়ে গাল দিয়েছেন খ্রুশ্চভকে, বলেছেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর তাঁদের পুরো আস্থা আছে যত নষ্টের গোড়া ঐ রিভিশনিস্ট খ্রুশ্চভ। তাছাড়া দেশের ভেতরেও কৃষির অবস্থা খ্রুশ্চভের প্রতিশ্রুতির অনুপাতে ভালো হয়নি। মাংস মাখনের দাম তো আগেই বাড়াতে হয়েছে। এত সব উজ্জ্বল কীর্তির পর খ্রুশ্চভ আর স্তালিনের চেলাদের কাছে কী করে মুখ তোলেন। তাই লোক চোখে অনেকটা নতি স্বীকার করে নিয়েই চীনের প্রতি তাঁকে হাত বাড়াতে হল (যদিও সেই হাত বাড়ানর মুহূর্তেও চীন তাঁকে কড়া ভাষায় গালমন্দ করছিল)। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় চীন-সোভিয়েত আলাপের জন্য যে কয়টি সর্ত চীন দিয়েছে তা যদি খ্রুশ্চভ মেনে নেন, তবে অনেক বড় বড় ব্যাপারে তাঁর এতদিনের নীতি যে ভুল ছিল তা স্বীকার করা হয়ে যায়। চীনের সর্তগুলো এখনো যেমন স্বীকার করা হয়নি তেমনি অস্বীকারও করা হয়নি। তবে অন্তত একটি শর্ত যেন নেওয়া হয়েছে—আলবেনিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নই শোনা যাচ্ছে আগ বাড়াচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্রুশ্চভ কী করবেন তা এখন বলা মুশকিল। হয়ত সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ব অনুসৃত পথেই চলবেন—এবং তাঁর কাছে যা অনেক কম গুরুত্বের ব্যাপার সেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি স্তালিন-পন্থীদের জায়গা ছেড়ে দিলেন চীনের সঙ্গে রেষারেষিতে নিজের মতটাকে জয়ী করবার জন্য।

যাহোক, প্রসঙ্গ ঘটনা হল এই। প্রথমে [illegible] শিল্পীদের সমালোচনা হল। তাতে এরেনবুর্গ শস্তাকোভিচ, কনেংকভ কর্ণেইচুক প্রভৃতি বড় বড় লেখক সুরকার, বৈজ্ঞানিক খ্রুশ্চভকে প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। তখন

নিজের কাজ নিজেই করুন

বাড়ীর ছোট খাটো মেরামতি কাজের জন্য অনেক সময় কারখানা বা মিস্ত্রীর কাছে যেতে হয়। অথচ কাচ,

চিনেমাটির বাসন, খেলনা, কাঠের আসবাবপত্র, রেডিও বা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য ভাঙ্গা জিনিষগুলি অনায়াসেই ডুরাগ্রীপ দিয়ে ঘরে বসেই জোড়া দিয়ে নেওয়া যায়।

ডুরাগ্রীপ জলে, গরমে বা যে কোন আবহাওয়াতেই নষ্ট হয় না।

পিপলস্ এনটারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড

(ভারতবর্ষের এই জাতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান) ৩, নিউ টাংরা রোড, কলিকাতা-৪৬

সোল সেলিং এজেন্টস্: গিলাণ্ডার্স আরবুথনট এণ্ড কোম্পানী লিঃ, কলিকাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লী · কানপুর

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন।

খ্রুশ্চভ সভা ডাকলেন। শোনা যায় তাতে এরেনবুর্গ আর ইয়েভতুশেংকো মিঠে কড়া ভাষায় বেশ কিছু কথা শোনান খ্রুশ্চভকে। পার্টি নেতার প্রতি অকর্মণ্য কলম পিশিয়েদের এই বেয়াদপী সহ্য করা যায় না। খ্রুশ্চভ তাই তাঁর কাগজগুলোকে এবং যত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্মে' বিশ্বাসীদের লাগিয়ে দিলেন এরেনবুর্গের গুষ্টি উদ্ধারের কাজে। তারপর আবার সভা। তার প্রথম দিনে ঝদানভপন্থী ইলিচেভ নাকি এরেনবুর্গকে অন্যায় গালমন্দ করছেন। এরেনবুর্গ তখন উঠে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে এক তরুণ লেখককে নাকি বলে গিয়েছিলেন 'স্বাধীনতার প্রস্ফুরণ আমি আর দেখে যেতে পারব না। তুমি পারবে, কুড়ি বছর পরে।" পরদিন খ্রুশ্চভের বক্তৃতায় এরেনবুর্গ [illegible] পত্রিকায় এই সভার যে বিবরণ বেরুল তাতে কেবল স্তালিনপন্থীদের বক্তৃতাই রইল। ইয়েভতুশেংকো [illegible] আক্সিওনভ। [illegible] সেই কারণে [illegible] হল এই— এখন— দেশে [illegible] মানুষের হৃদয়, শিল্প [illegible] পরিবর্তন। নতুন [illegible] জীবনের [illegible] লেনিনের [illegible] বলা হয়েছে লেনিন যদি বেঁচে থাকতেন" একথা বলে না। তিনি যদি [illegible] তবে কী হত?" কী হত সেটা কবি নিশ্চয় এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন।

উপরোক্ত সভার পর কাগজে কাগজে এরেনবুর্গ এবং নতুন যুগের লেখক ও শিল্পীদের সমালোচনা। সলঝেনিৎসিনও বাদ পেলেন না। [illegible] কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নিয়ে [illegible] ইভান সুখভের জীবনের একটি দিন" উপন্যাসটিকে সমালোচনা করে [illegible] তলস্তয়ের [illegible] উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা [illegible] বসাই কী করে। তার পর [illegible] যখন তার প্রশংসা করেছেন। তাই তারা পড়ল সলঝেনিৎসিনের নতুন গল্প 'মাত্রিওনার উঠোন" নিয়ে। এই গল্পটিতে পঞ্চাশের ঘরের একটি রুশ গ্রামের চরম দারিদ্র্যের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। সমালোচকরা বলছেন, এমন গ্রাম ছিল স্তালিনের যুগে, এ যুগে এমন গ্রাম নেই, সলঝেনিৎসিনের বর্ণনা মিথ্যা। ইজভেস্তিয়ার এক সাংবাদিক কিন্তু লিখছেন সলঝেনিৎসিন বর্ণিত অঞ্চলে অনেক দরিদ্র গ্রাম ও যৌথখামার এখনো আছে কিন্তু সে অঞ্চলে সমৃদ্ধ যৌথখামার আর গ্রামেরও অভাব নেই। তাঁর মতে একদেশদর্শিতাই সলঝেনিৎসিনের দোষ। 'প্রাভদা' বা 'ইজভেস্তিয়া' যখন ভারতে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে সেই গ্রেপ্তারের আসল কারণ যে কমিউনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণ সেটাই বেমালুম চেপে যায় তখন কিন্তু সেটা একদেশদর্শিতা হয় না হয় সত্যনিষ্ঠ কমিউনিস্ট সাংবাদিকতার" [illegible] নিদর্শন।

সাহিত্য সংঘের [illegible] ছিলেন। বোধহয় তাঁরা দেখেছেন এরেনবুর্গের একরোখা ভাবের ফলে তাঁকে আর গাল দিয়ে কিছু ফল হবে না। তাই তাঁরা সাহিত্য সংঘের সভায় পড়েন প্রধানত ইয়েভতুশেংকোকে [illegible]। সেই সঙ্গে তরুণ প্রতিভাবান কবি ভজনেসেনস্কি [illegible] এবং ঔপন্যাসিক আক্সিওনোভও। উল্লেখযোগ্য, এরেনবুর্গ এই সভায় যোগ দেন নি। আরও সমালোচনা হয় কবি তভার্দভস্কির যাঁর সম্পাদনায় "নোভি মীর" পত্রিকায় বহু "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবিরোধী" লেখা বেরিয়েছে এরেনবুর্গের আত্মকথা সমেত। সেই সঙ্গে কবি সুর্কভ আর শিপাচভেরও ইয়েভতুশেংকো প্রভৃতি তরুণদের তাঁরা সমর্থন জানিয়েছেন বলে; এবং "[illegible] কাহিনী' উপন্যাসের লেখক বরিস পলেভয়ের—তাঁর সম্পাদনায় 'ইউনোসৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত আক্সিওনোভ আর ভজনেসেনস্কির "আপত্তিকর" লেখার জন্য। এতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছেন 'লিতেরাতুর্নায়া গাজেতা" পত্রিকার সম্পাদক চাকভস্কির। তাঁর পত্রিকা এতদিন পর্যন্ত এরেনবুর্গের আত্মকথা সমেত ইয়েভতুশেংকো প্রভৃতির লেখার প্রশংসা

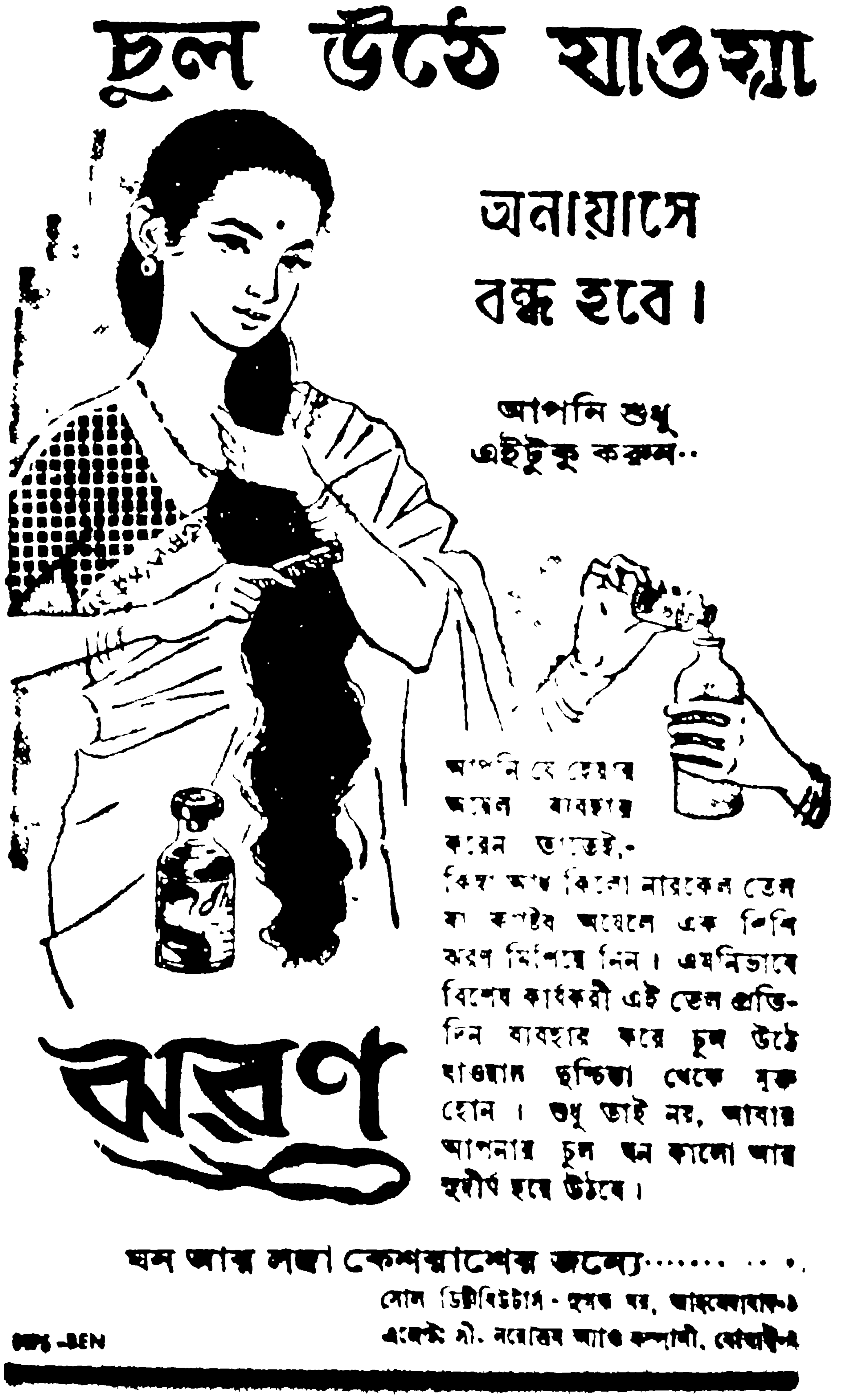

করে এসে হঠাৎ অবস্থা বুঝে এ'দের সবার নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। তার ফলে চাকভ্‌স্কি পুরস্কৃত হয়েছেন সারা ইউনিয়ন সাহিত্য সঙ্ঘের কর্মকর্তার পদ পেয়ে।

ইয়েভ্‌তুশেংকোদের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রধান কথাটা কী? দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অকালপক্কতা ইত্যাদি। সযৌক্তিক সমালোচনার বদলে অভদ্র গালাগালই তাতে বেশি। তাঁরা "অশিক্ষিত"—এসব কথাও শুনতে হয়েছে। বেশ বোঝা যায় এসব পশ্চাতেই তাদের প্রতি ঈর্ষাবান ব্যর্থ লেখকদের কটূক্তি। একজন বলেছেন, ইয়েভতুশেংকোদের বই কেন বহু সংখ্যায় বের হয়, অথচ অন্য কবিদের নতুন সংস্করণ হয় না! বক্তার বোধহয় খেয়াল হয়নি যে এতে আসলে স্বীকার করা হল—ইয়েভ্‌তুশেংকো প্রভৃতিরা তিখনোভ, সুর্কভ, প্রকোফিয়েভ, ইসাকভ্‌স্কি এমন কি সত্যিই ভালো কবি ত্‌ভার্দভ্‌স্কির চেয়েও বেশি জনপ্রিয়। ইয়েভ্‌তুশেংকোর বই এক লক্ষ কপিতে বের হওয়া সত্ত্বেও একদিনে শেষ হয়ে যায়।

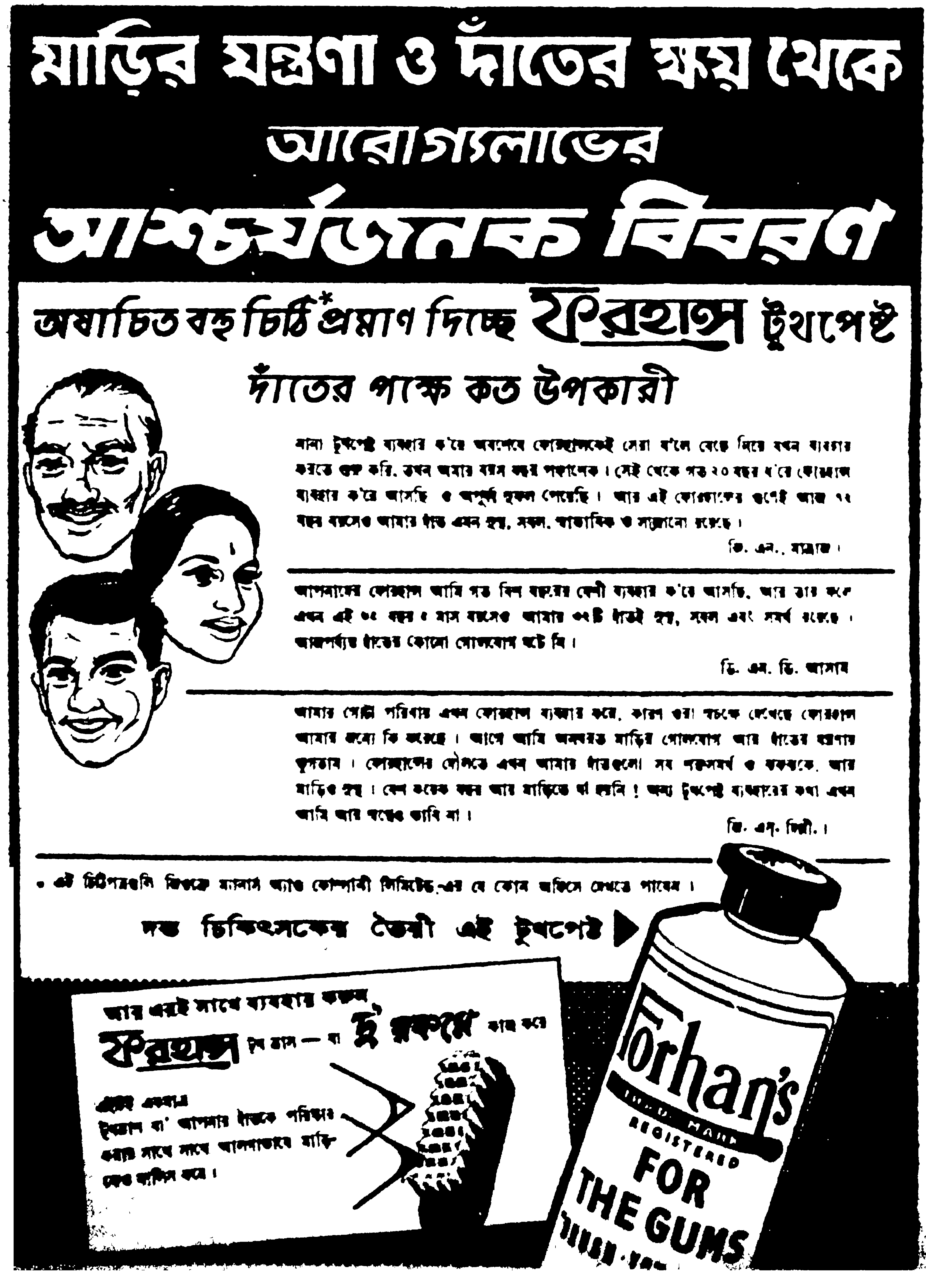

আর তার জন্যে দোকানে এমন ঠেলাঠেলি পড়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত পুলিস আসে তা ঠেকাতে। আর সেখানে যত স্তালিন ও লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত কবিদের অবস্থা দেখুন। পুরনো বইয়ের দোকানে তো বটেই এমন কি নতুন বইয়ের দোকানেও তাদের ধুলোয় ভরা বই পড়ে থাকে। পুরনো বইয়ের দোকানেও যাদের বই [illegible] দেখা যায় না সেসব কবিদের নাম [illegible] আসল [illegible] পাস্তেরনাক, আখমাতোভা, এবং একালের ইয়েভতুশেংকো, ভজনেসেনস্কি, বেল্লা আখমাদুলিনা, রজদেস্তভেনস্কি, মায়া- [illegible]

[illegible]

[illegible] ১৫০০০ [illegible] ভজনেসেনস্কিকে [illegible]

ছিলেন তাতে যে কোনো ফিল্মস্টার ঈর্ষা অনুভব করতে পারতেন। ইয়েভতুশেংকো তখন কিউবায় ছিলেন বলে বিশেষ অনুরোধে তার কবিতা পড়ে শোনান একজন অভিনেত্রী। আখমাদুলিনা রজদেস্তভেনস্কির সই সংগ্রহের জন্য ভিড়ের ঠেলাঠেলি ছিল দেখবার মতো। অথচ সেখানেই তিখনভ প্রায় কোনই হাততালি পান না [illegible] অনেক প্রবীণ কবির দিকে কেউ ফিরেও চান না। ইয়েভতুশেংকো টেলিভিশনে কবিতা পড়েন কয়েক ঘণ্টা। তার জন্য নির্ধারিত প্রোগ্রাম পাল্টে দিতে হয়। শ্রোতারা তাতেও খুশি নন। কনসার্ট হলে ইয়েভতুশেংকোর কবিতা আবৃত্তি শোনার জন্য সবাই টিকিট সংগ্রহে পাগল হয়ে ওঠেন। এই সব ভক্তদের [illegible]

[illegible] 'কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা' পত্রিকা তার অংশ বিশেষ তুলে ইয়েভতুশেংকোর নিন্দে করেছে। অনেকেই ঐ পত্রিকার নিন্দের অংশটুকু বাদ দিয়ে ইয়েভতুশেংকোর লেখার উদ্ধৃতিতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। 'আত্মজীবনী' নিয়ে যে এদেশে কত বইয়ে [illegible]

[illegible] এর উত্তরে সমালোচক বলেছেন যার শিক্ষার অভাব তার উচিত শিক্ষার অপূর্ণতা দূর করা। ইয়েভতুশেংকো বরাবরই লিখেছেন "আমি কমিউনিস্ট" "আমি রুশ। আমি বিপ্লবী" প্রকৃত কমিউনিস্ট এবং বিপ্লবী বলেই তার দৃষ্টি অন্ধ নয়—যেমন মায়াকভস্কিরও হয়নি। তিনি লিখেছেন "কোনো কিছু নিয়ে ভাবা মানুষের পক্ষে একান্ত দরকার।

* বখাটে চ্যাংড়া

আদর্শহীন জীবন হল শূন্য। যারা দুঃখের মধ্যে থাকে তারা আদর্শ ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেবল মহান দুঃখেই ঘটে মহান আদর্শের জন্ম। কেন মার্কস ভুল করে বলেছিলেন যে, "বিপ্লব ঘটবে অধিক বিকাশপ্রাপ্ত ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে?" এর উত্তরে কবি ঠিক কী বলেছিলেন কমসোমোলস্কায়া প্রাভদা তা তুলে দেয়নি। শুধু বলেছে ঐ ইয়েভতুশেংকোর মতে তার কারণ মার্ক্সের আদর্শ ও দুঃখের

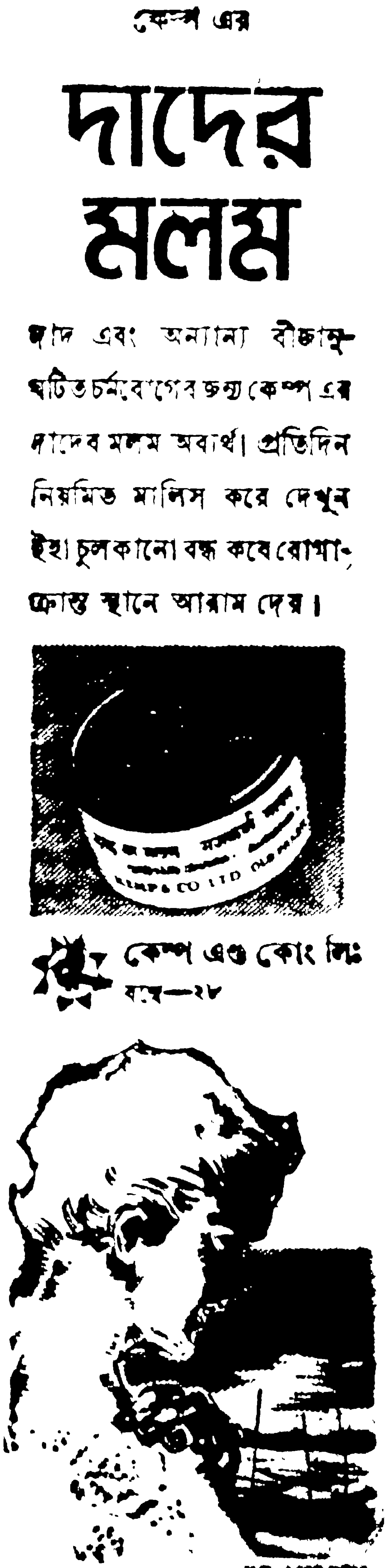

'নিয়ম" জানতেন না। সে উত্তরের বিষয়ে কিছু না বলে পত্রিকাটি মার্কস যে কোনো ভুল করেননি সেটাই বলতে চেয়েছে মার্কসের একথা ভুলে দিয়ে যে—রাশিয়া বিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু ধনতন্ত্রী দেশগুলোতে বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণীর কী ফল হল সে বিষয়ে পত্রিকাটি নীরব।

ইয়েভতুশেংকোর আত্মজীবনীতে অবশ্যই কয়েকটি সাংঘাতিক কথা আছে। যেমন "বিপ্লব রুশ জনগণকে এনে দিয়েছে অনেক নতুন কষ্ট আর অনেক নতুন কান্না। একথা সত্যি।"

তবে একথা তিনি কী প্রসঙ্গে লিখেছেন, তা জানা যায় না। প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতিতে কথাটাকে যতটা ভীষণ মনে হচ্ছে, আসলে হয়ত তা অন্য রকম। বিপ্লব এদেশের অন্তত মন্দের চেয়ে ভালোটাই যে করেছে, সকথা ইয়েভতুশেংকো নিশ্চয় মানেন। এর পর যে কটি কথার জন্য ইয়েভতুশেংকোর নিন্দে করা হয়েছে, তা স্তালিনের কু-কীর্তির বিষয়ে এবং সন্ত্রাসের কথা বলায় ইয়েভতুশেংকো এতদিন [illegible] উৎসাহ [illegible] এসেছেন। "মার্কসিস্ট আদর্শের জন্য [illegible] শুধু জারের আমলেই যে কষ্ট পেয়েছে, তা নয় স্তালিনের সমাজ [illegible] গঠনের সময়েও সে এই দুঃখ ও ভ্রান্তির মূল্য দিয়েছে।" এই বক্তব্যের [illegible] স্তালিন-নিন্দা তুলনায় [illegible] নরম এবং ভদ্র। "যুদ্ধের সময় রুশ জনগণের জীবন ছিল বেশি সহজ কারণ তা ছিল অনেক বেশি স্বাভাবিক। এইটেই হল আমাদের জয়ের একটি প্রধান কারণ।" কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। স্তালিনের যে অত্যাচারের বর্ণনা [illegible] করেছেন তা পড়ে মনে হয় যুদ্ধটা এসে না পড়লে হয়ত [illegible] বিস্ফোরণ ঘটত। [illegible] দেশের [illegible] উন্নতির কারণও অনেকটা [illegible] স্তালিনবাদের [illegible] ইয়েভতুশেংকো লিখেছেন,

"রুশ জনগণ মরিয়া হয়ে কাজ করেছে, যাতে যন্ত্র, ট্রাক্টর আর বুলডোজারের শব্দ ছাপিয়ে ওঠে সাইবেরিয়ার কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটা তারের বেড়া পার হয়ে আসা আর্তনাদ আর কান্নাকে।" এই উদ্ধৃতিতে অবশ্যই কবিসুলভ অত্যুক্তি আছে। এদেশের লোক যদি শুধু সেকারণেই কাজ করতেন, তবে আজও তাঁদের মুখে হাসি দেখা যেত না। স্তালিনের রাশিয়ার এই চেহারাটাও অত্যন্ত বাড়িয়ে তোলা। এবং তার জন্য প্রধানত দায়ী খ্রুশ্চেভ নিজে। ইয়েভতুশেংকো বলেছেন যে তাঁর মা চান নি তিনি কবি হন। কারণ, তিনি জানতেন রুশ কবিদের ভাগ্যে দুঃখ লেখা। পুশকিন লেরমন্তভ মারা গেছেন ডুয়েলে। ব্লক [illegible] dissipation-এ নিজেকে শেষ করেছেন ইত্যাদি। স্তালিন-পর্বের কবিদের প্রসঙ্গে ইয়েভতুশেংকো বলেছেন, তাঁদের লেখা ছিল যেমন শূন্য, তেমনি কঠিন ছিল তাঁদের একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা। "অনেক উপন্যাসেও ছিল [illegible] প্রধান নায়ককে নতুন রূপ দিল একথা [illegible] প্রভৃতি [illegible] সাহিত্য [illegible] অনেক বাধা পড়েছে, কিন্তু সে-বিষয়ে তখনই বলা উচিত ছিল। যেন [illegible] প্রভৃতি তখন সে-বিষয় কিছু বলেছিল [illegible] আর কোনো [illegible] তারা এবং স্তালিনের [illegible] প্রশংসাই করেছিল [illegible] এখন [illegible] একই [illegible] সম-[illegible]

আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ইয়েভতুশেংকো যে-সব কথা বলেছেন, তার জন্য তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষুদ্র বুদ্ধিতার দোষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন খুবই সহজ স্বাভাবিক কথা। "পৃথিবী দুটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভক্ত। তার একটি দিকের মতো অন্য দিকটিরও আছে নিজস্ব অধিকার দিক ক্ষতিকর প্রভাব। পশ্চিমকে আমি নানা বিষয়ে সমালোচনা করতে পারি পশ্চিমও সেই সংগে প্রাচ্যের সমান যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার টানাপোড়েন বড় বেশি দীর্ঘকাল চলছে, পৃথিবী ক্লান্ত।" মানুষ আর পৃথিবীর প্রতি দরদ-বশেই এ কথাগুলো ইয়েভতুশেংকো বলেছেন। এবং বলেছেন, মানুষকে ঘনিষ্ঠ হতে হবে একে অন্যের কাছে [illegible] হবে পরস্পরকে চিনতে ও [illegible] হবে। আরো বলেছেন "রাজনৈতিক [illegible] [illegible] খেলোয়াড়দের কাছ থেকে [illegible] ফুটবল ম্যাচের দুই পক্ষই খেলার শেষে এক অন্যকে অভিনন্দন জানায়।

এই আত্মজীবনীর জন্য [illegible] থেকে শুরু করে সাহিত্য-সংঘের [illegible] এবং [illegible] ইয়েভতুশেংকোর তীব্র নিন্দে করেছেন। [illegible] সাহিত্য [illegible] ইয়েভতুশেংকোকে [illegible] হয়েছে। [illegible]

[illegible]

ইয়েভতুশেংকোকে বলেছেন এক সরকারী কবি ইয়েভতুশেংকো [illegible] —

"তুমিও ইয়েভ আমিও ইয়েভ তুমিও নিগেনি (প্রতিভাবান নও) আমিও নিগেনি (প্রতিভাবান নই)। তুমিও নই (পচা) আমিও নই (পচা)।"

তার উত্তরে ইয়েভতুশেংকো:

"কিন্তু তুমি দাড়নো (অনেক কালের), আমি নি দাড়নো (হালের)।"

শুভময় ঘোষ

- ঘর অফিস আর কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী
- পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যসম্মত
- কোনো জীবাণু বা রোগের বীজাণু থাকে না

যোগাযোগ করুন

ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড

পোঃ বক্স নং ১০০৭ বোম্বাই

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

=একচল্লিশ=

পরের [illegible] এক পা [illegible] সাহেব। [illegible] বসে রইল। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হুকুম [illegible]

[illegible] অভিশাপ আছে। [illegible] হুকুম [illegible]

[illegible]

শীর্ণ হাত [illegible] পচা তার মাথায় রাখে। [illegible] তোরা নিগোদের কাছে মুখ পাসনে সে জানি আমি। গোলমাল কাটিয়ে বেরিয়েও তো এলি।

সাহেব অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, [illegible] কেমন করে ঘাড় [illegible], সেটাও [illegible] শুনেছেন।

ওস্তাদের কাছে চকাচকি নেই। তা হলে গুরুর আশীর্বাদ মেলে না। ওস্তাদের আশীর্বাদ বিহনে গুণজ্ঞান সমস্ত বিফল।

আপাতত শুনে নিয়ে পচা—[illegible] এইবার দূর দূর করে তাড়িয়ে—কী আশ্চর্য মুখভরা হাসি নিয়ে উল্টে সাহেবের তারিফ করে: এই তো চাই রে! অমর [illegible] বড় বিদ্যার ব্যাপার। বুদ্ধির খেলা আমাদের—ডাকাত বেটাদের মতন ভোঁতা কাজকর্ম নয়। বড্ড বেঁচে গেছে—বাচ্চাটা যদি মরত দলের মধ্যে [illegible] নাম হয়ে যেত খুনে-ডাকাত। চিরকালের [illegible] [illegible] [illegible]

নিন্দের হওয়ায় কিছু নেই—এই দাগী হওয়া দলের মধ্যে, নিজের সমাজে। কেউ তখন আর সঙ্গে নিতে চাইত না: অপয়া লোক, কাজ করতে গিয়ে কোন হাঙ্গামা ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই।

সাহেবের মাথার পাষাণ-ভার যেন নেমে গেল। পিঠে এক আদরের থাবা বসিয়ে দিয়ে পচা বলে সর্বরকমে পরখ হয়ে গেল বাপ আমার। পরোয়ানা লেগে যা এইবার। কাঠি কাঠি করিস, গুরুদক্ষিণা শুধে নিয়ে নে এবারে কাঠির হুকুম। বাজার অট্টালিকা কাকিরের ডেরা মাছির মতন যথা ইচ্ছা নির্ভয়ে ঢুকে যাবি বিশ মরদ মিলে চেপে ধরেও পুরুবলে আটকাতে পারবে

পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেব বলে, হুকুম হোক কী রকমের দক্ষিণা—

সাক্ষী থেকে মদন, সাক্ষী কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী জীবনপণে সাহেব গুরুঋণ শোধ করবে।

পচা বাইটা বলে কেন্দ্রের পাত্তোর সবই বলে দিচ্ছি। কুলের মঙ্গল আমার দুই বেটা —মাল এনে যেদিন তুই হাতে দিবি, সকলের বড় বেটা বলে তোকে মেনে নেবো।

বাইটার পা ছুঁয়ে গদগদ কণ্ঠে সাহেব বলে হুকুমটা হয়ে যাক—

তবু বাইটা ভূমিকা করে যাচ্ছে: বড় কঠিন ঠাঁই বাপু। গুরুদক্ষিণা চিরকালই

প্রকাশিত হল -

মনচোরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

...এক দুর্ধর্ষ চোরের কাহিনী।
যে চোর চুরি করতে এসে ধরা পড়ল কিন্তু শাস্তি পেল না।
যে চোর চুরির সুযোগ পেয়েও স্বর্ণমণি চুরি না করে মন চুরি করল।
যে চোর চুরি না করেও চোরের অপযশ নিয়ে জেলে গেল।

মনচোরা মনস্তত্ত্বমূলক রোমাঞ্চকর এক অভিনব রহস্যপূর্ণ উপন্যাস
যে উপন্যাস পড়া শেষ হলেই ফুরিয়ে যায় না—যার রেশ বহুক্ষণ
আপনাকে অভিভূত রাখবে। দাম : ৩·০০

আনন্দধারা প্রকাশন

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-৩১৬)

কঠিন হয়—একবার বেশি তো দিতে যাচ্ছিস নে। আমার যিনি গুরু, তাঁর কি দক্ষিণা দিতে হয়েছিল শুনবি?

পচা বাইটার গুরুর যিনি গুরু, সেই পিতামহ-গুরুটি বিষম খুঁতখুঁতে। বললেন, মাটির উপরে নরম চলাচলের আমি দাম দিইনে। ওতে পরীক্ষা হয় না।

বাইটার গুরু কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন আজ্ঞা করুন।

মাটির উপরে নয়, গাছের মাথায় চড়ে চুরি করে আনবি। মিহি কাজ তাকেই বলে—হাত পায়ের উপর পুরোপুরি দখল না হলে কেউ তা পেরে উঠবে না।

বড় এক জামগাছের তলায় শিষ্যকে নিয়ে উপরমুখো দেখান: মগডালের উপর পাখির বাসা। ঠাহর করে দেখ বাসায় বসে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। গাছে চড়বি, গাছের মাথায় চলে যাবি, হাত বাড়িয়ে পাখির পেটের নিচে থেকে ডিম পেড়ে নিয়ে আসবি। পাখি টের পাবে না, উড়ে যাবে না। যেমন ছিল তেমনি ঠিক থাকবে।

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

'লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিনহা বলেন: লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি — আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 143-140 BQ

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সাহেব পরমোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও করব তাই। সেকালের মুনিঋষিরা পেরেছেন, তো আমরাই বা কেন পারব না। দিনমানে কাল বাসা খুঁজে রাখব, পাখি যেখানে ডিমে বসেছে।

পচা বলে, পাখির ডিমে আমার কী গরজ! ওটা তো কথার কথা। মান-ইজ্জতের ব্যাপার—সাগরেদ হয়ে তুই আমার মান রাখলি। তোর কাছে দাবি আমার।

দাবির কথাটা শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্ষেত্র এই বাইটা-বাড়িই। বউয়ের অন্য কেউ নয়—ছোটবউ সুভদ্রা। বউয়ের হাতের চুড় দুটো খুলে এনে দিতে হবে। গয়না দিয়ে শ্বশুর বউ পরিচয় করল, প্রথম উপহারের সেই জিনিস ফেরত চায় আবার।

বলে ডাকহাঁক করে মুখের উপর বলে দিয়েছি—তুই তো ছিলি একদিন ভাত খাচ্ছিলি ঐ দাওয়ায় বসে। বললাম চুড় কতদিন হাতে রাখতে পারিস দেখে নেবো। রেখেছে তুই, হাত নেড়ে আজও ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। চক্ষু আমার জ্বালা করে সাহেব।

একটুখানি ইতস্তত করে সাহেব বলে আগেভাগে জানান দেওয়া হয়েছে।—ডাকাতে চিঠি ছেড়ে ডাকাতি করতে যায়, এ যেন তেমনি হয়ে গেল খানিকটা।

কাঁচা কাজ করে ফেলেছি এখন সেটা বুঝি। বয়সের দোষ মেজাজ ঠিক থাকে না। ওস গয়না বারো মাস দিনরাত্তির পরে থাকবার কথা নয়, কিন্তু হারামজাদীর সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে গেছে, মানুষ দেখে সোয়াস্তি পায় না।

অনুতপ্ত বাইটা। গুরুর মুখে সাহেব এসব শুনতে পারে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, হাতে পরে থাকুক আর যা-ই করুক, মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়েছে নির্ঘাৎ ও-চুড় চলে আসবে। আমি দায়ী রইলাম।

বাইটার দন্তহীন মাড়ি হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁ হয়ে পড়ে: জোর তো আমার সেই। শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করি—কোন অঞ্চল থেকে গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে হঠাৎ তুই এসে পড়লি। আমি যেন নতুন জন্ম পেয়ে গেছি বাপধন। ছোটবউয়ের গয়না এনে দক্ষিণা শোধ করবি, তোর উপরে আমার হুকুম হইল।

সুভদ্রার নজর সব সময় সাহেবের উপর। যখন সে পচা বাইটার কাছে বেড়ার গায়ে দুটি চোখ তাক করে আছে টের পাওয়া যায়। একারে সাহেবও নজর রাখছে। যেই না কোঠাঘরে ঢুকে সুভদ্রা দরজা দেয়, সাহেব সাঁ করে জানলার পাশে এসে বড় বড় মানকচু-পাতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিব্যি এক লুকোচুরির খেলা—বাইরের অন্ধকারে ঠিকমতো জায়গা নিয়ে নির্বিঘ্নে অনেকক্ষণ ধরে নিরীখ করে দেখা চলে। শ্বশুরের শাসানিতে বউটা সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে। ঘরে ঢুকে সকল দিক তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে তবে খিল আঁটবে।

দেখা যাচ্ছে সাহেব রাতের পর রাত। গোড়ায় গুরুকে দিয়েছিল: কাজ হবে না গুরুদেবকে মিথ্যা আশা দিয়েছি। মজবুত পাঁচিলের নতুন দেয়াল কোঠা কেউ ঢোকা অসম্ভব। একলা একজনের পক্ষে তো বটেই। তার উপরে এই রকম সাবধানী। চুড়জোড়া যেন রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরা। শোবার সময় রূপকথার রাক্ষসীর মতোই কৌটোয় পুরে সন্তর্পণে বালিশের তলায় রাখে।

দেখতে দেখতে শেষটা বুদ্ধি খুলে যায়। এমন সোজা কাজ হয় না। কারিগর যেখানে সাহেব এবং মক্কেল সুভদ্রা, সেখানে ভয়ের কি আছে? দৈবাৎ যদি দেখে ফেলে, কথা জোগানোই আছে: উঁকি তুললেন তো বসুন, সেইজন্য এসেছি। তারপরে এটা ওটা বলে কাটান দেওয়া। মেয়েমানুষ বোঝাতে কি লাগে।

গৃহস্থঘরের মেয়ে-বউদের নিয়ম সকলকে খাইয়েদাইয়ে নিজেরা তারপরে গল্প গুজব করে শিগগির অনেকক্ষণ ধরে বসে। সুভদ্রা বউ আলাদা গোত্রের। ঝড়ের মতন একসময় রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাট্টি বেড়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চলে আসে নিষ্প্রয়োজনে কথাটি বলে না কারো সঙ্গে।

আজও তেমনি খেয়ে ফিরছে, সাহেব নিঃসাড়ে পিছু নিল। সাহেব যেন ছায়া সুভদ্রার—সামনের দিকে আলো থাকলে পিছনে যে ছায়া পড়ে। সতর্ক বউ দরজার তালা এঁটে গিয়েছিল, তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কমজোরি হারিকেন-লণ্ঠন, লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল। এবং রোজ যেমন করে—লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘরের আনাচকানাচ দেখে বেড়াচ্ছে।

ঠিক পিছনে লেপটে আছে সাহেব—ছায়া বই কিছু নয়। ঈশ্বরের ভুলে দুটো চোখই সামনের দিকে—পিঠের উপরে যদি

আই পি পি-র সাহিত্য-সম্ভার

সুনীল চক্রবর্তীর
অপাংক্তেয়
(উপন্যাস)
এই লেখকের অন্যতম উপন্যাস 'অঙ্কুরন্ত' সম্বন্ধে দেশ বলেন : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য সংযোজন এই গ্রন্থটি স্বগুণে অসাধারণ।
সাড়ে তিন টাকা

আশাপূর্ণা দেবীর
সাজ বদল
স্বনামধন্যা লেখিকার সুখ্যাত গল্পসংকলন। দু' টাকা

শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
ঘুমভাঙা রাত
প্রবীণতম সাহিত্যিকের নবীনতম উপন্যাস। দু' টাকা

নন্দিনী বসুর
অন্তঃশীলা
অন্তঃস্পর্শী গল্পগাথা। আড়াই টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
রূপ লাগি
মধুক্ষরা লেখনীর মধুময় সৃষ্টি।
আড়াই টাকা

স্বপনবুড়োর
পাশাপাশি
সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত সফল কৌতুক নাটক। দু' টাকা

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড।
২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬।
উন্নততমানের সাহিত্যসৃষ্টিই আই পি পি-র লক্ষ্য

চোখ নেই, একলা মানুষের কাছে লুকিয়ে থাকা শক্ত হবে কেন? সুভদ্রা ঘুরছে, সাহেবও ঠিক-ঠিক ঘোরে তেমনি। ছায়ার সঙ্গে বেড়ানোর শব্দ হয় না, সাহেবেরই বা হবে কেন? তা-ই যদি হবে, কী ছাই শিখল এত বড় ওস্তাদের কাছে!

নিচু হয়ে সুভদ্রা তক্তাপোশের তলাটা দেখে, ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা কেউ। নেই—পরিচ্ছন্ন ফাঁকা জায়গা। সুভদ্রার সঙ্গে সাহেবেরও দেখা হয়ে গেল—জায়গা পছন্দসই বটে। অতএব সে-ই ঢুকে পড়ল এবার। একেবারে নিশ্চিন্ত। সুভদ্রাও নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার খিল আঁটে, ছিটকিনি আঁটে, হুড়কো দিয়ে দেয়। দরজার আংটা ধরে টেনে দেখে অনেকবার। চোর না ঢুকতে পারে।

দরজা এঁটে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সুভদ্রা লঘু হচ্ছে। এই রেঃ তক্তাপোশের তলে সাহেবের বুক ঢিবঢিব করছে। এতক্ষণ যা ভাবেনি, একটা নতুন বিপদ চোখে পড়ে তার। ঘরের মধ্যে সাহেব, সুভদ্রা বোধহয় টের পেয়ে গেছে। যেরকম চতুর, টুক করে দেখে নিয়েছে কখন। সৈন্যের মতো তলোয়ার খুলে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য? সেই মুলতুবি কাজ—বুকের নামাবলীতে কালি ঢেলে ধ্যাবড়া করতে বলবে? নিজের ইচ্ছের ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, যা খুশি এখন করতে পারে। কপালে সাহেব হাত দিয়ে দেখে, ঘাম ফুটেছে সত্যি সত্যি।

না, শুয়ে পড়ল সুভদ্রা। সর্বাঙ্গে বেদনা! লণ্ঠনের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সন্দিগ্ধ হয়ে সাহেব এইবার মনের ঘাড়ে কড়া চাবুক কষিয়ে দেয়ঃ এটা কিরকম হল ওহে কবিবর? সুভদ্রা নারী কি পুরুষ বুড়ি কি যুবতী এটা তোমার জানবার বিষয় নয়। মক্কেল মাত্র—জীবন্ত প্রাণী, এইটুকু খেয়াল রাখতে হচ্ছে কাজের কায়দা ঠিক করবার জন্যে। চুড় দুটো টিনের ট্রাঙ্ক কিম্বা কাঠের তাকেও থাকতে পারত, না থেকে রয়েছে সুভদ্রা-বউয়ের দুটো হাতে। এই মাত্র তফাত। নজর থাকবে শুধুমাত্র বস্তুর উপরে, তার বাইরে নয়। ক্ষুদিরাম ভটচার্য মহাভারতে একদিন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পড়েছিল, অবিকল সেই ব্যাপার। নজর যখন শুধুমাত্র গয়নার উপর—তার বাইরে আর কিছু দেখছে না, লক্ষ্যভেদ তখনই।

যেমনটি হবার কথা—চুড় খুলে কৌটোয় ভরে সুভদ্রা পরম যত্নে বালিশের নিচে রেখেছে। তক্তাপোশের তলে সাহেব কান পেতে নিশ্বাস শোনে। নিদালি বিড়ির প্রক্রিয়াও আছে অল্পস্বল্প। অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর

অবস্থা। যেমন সতর্ক হয়ে বিবেচনা করে। ঠিক সময়টিতে টিপিটিপি বেরিয়ে লণ্ঠন একেবারে নিভিয়ে দিয়ে দরজার খিল-হুড়কো খুলবে। আজকে আর ভুল নয়—বাইরে পালানোর পথ সকলের আগে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুড় পরতে গিয়ে সুভদ্রা বালিশের নিচে পায় না। কৌটোসুদ্ধ লোপাট। বিছানা হাতড়ে পাতড়ে করে খুঁজছে। নেই নেই। দরজায় তাকিয়ে দেখে খিল-হুড়কো খোলা। আর কি শুধু এখন কপাল চাপড়ানো। সিঁধও কাটেনি কোন দিকে। ইঁদুর ছুঁচোর রূপ ধরে নর্দমার ফুটোয় ঢুকেছে নাকি? তা ছাড়া তো পথ দেখা যায় না।

দরজায় শিকল তোলা বাইরে থেকে। [illegible] প্রতীক্ষা করে বোধ নির্বিবাদ [illegible] রাস্তার। [illegible] করছে অনাশায় [illegible]।

[illegible] কে রক্ষণা করবে?

[illegible] পড়ে: [illegible] দিদি, [illegible] হয়ে গেছে— [illegible] সুদ্ধ।

[illegible] কি হচ্ছে? [illegible] করে নিল?

শিকল খুলে [illegible] বড়বউ। [illegible] এক [illegible] গয়না অনা [illegible]। এই বড়বউও [illegible] এসেছিল, [illegible] উপর ছিল [illegible] চুড়ির বেশি [illegible]। ছোট জায়ের হাতে পাথর

বসানো চুড়। কেননা সে শিক্ষিত ছেলের বউ। তখনকার দিনের বোজগেরে শ্বশুরের শাশুড়ির অবর্তমানে গয়নাখানা নববধূর হাতে নিজে পরিয়ে দিলেন।

উৎপাতের শান্তি এতদিনে। দরদটা সেই কারণেই বেশি করে দেখাতে হয়: সত্যিই গেছে, না তামাসা করছিস ছোট? অনেক দাম যে! সিঁধ নেই চোর কেমন করে নেবে? মনের ভুলে কোথায় রেখেছিস, খুঁজে দেখ ভাল করে।

সুভদ্রা কাঁদতে কাঁদতে বলে দরজায় নিজের হাতে খিল দিয়েছি দিদি। ছিটকিনি দিয়েছি হুড়কো দিয়েছি। সমস্ত খুলে বাইরে থেকে শিকল তুলে পালিয়েছে। আবার তাও বলি শোবার [illegible] লণ্ঠন [illegible] অন্ধকারে [illegible] মনে হচ্ছে কি [illegible]

[illegible] মুখ কাছে [illegible] [illegible] কেমন [illegible]?

[illegible] করে [illegible] পাকি [illegible] ঐ মানুষ ছাড়া কেউ নয়। [illegible] ছিল—তিন মাথা হয়ে [illegible] হয়েছে। [illegible] পারে মাছি হয়েও ঢুকে [illegible]। গয়না নিয়ে [illegible] কদিন থেকে বলে বেড়াচ্ছে। [illegible]।

পাগল হয়ে সুভদ্রা [illegible] কাছে [illegible] পড়ে। [illegible] নেই। [illegible] প্রণাম করে। [illegible] মাথা খুঁড়ছে যেন।

[illegible] কণ্ঠে পচা [illegible] প্রশ্ন করে [illegible]?

[illegible]। [illegible] নেই [illegible]?

[illegible] নেই। [illegible] উপর [illegible] সাধের। [illegible] কথা কি আছে [illegible] বলে গেল।

[illegible] সুভদ্রা [illegible] হাসি। ইচ্ছে [illegible] হাসিমুখ ঐ [illegible] বরাত করে দেয়। কিন্তু [illegible] অক্ষম নয়। [illegible] বলে উঠল আহ্লাদ করে চুড়জোড়া [illegible] সে কোথায় হারিয়ে গেল [illegible]। কি হবে?

পচা বলে [illegible] কি ভাল জিনিসটা গো! কেমন করে হারাল?

খুঁজে [illegible] এনে দাও [illegible]। [illegible] অনেক তুকতাক ইচ্ছে করলেই পায়। নইলে তোমার পা ছাড়ব না। লাথি মেরে ঝেড়ে ফেল আবার এসে ধরব।

হি-হি করে পচা হাসতে লাগল: অপরা জিনিসটা গেছে—ভালই তো আপদ মেমেছে তোমার পা থেকে। কোল-কাঁখ ভরে আসুক

[redacted]

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

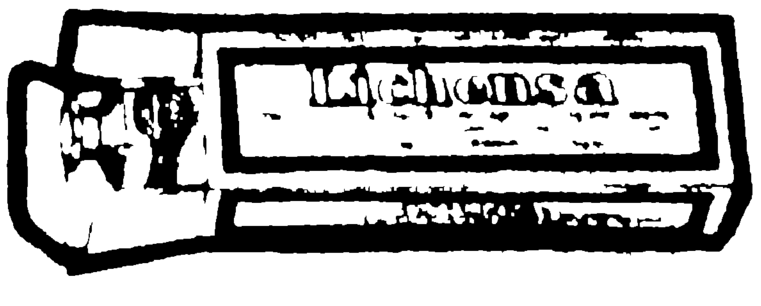

● ১০৮টি দেশে ডাক্তাররা প্রেস্‌ক্রিপশন করেছেন।

● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

[redacted]

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০
[illegible] জনসনের	
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭ ৫০
[illegible]	
চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০
[illegible]	
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২ ৫০
অ না গ ত	২ ০০
চ ণ্ড ল গ্ন	২·৫০
[illegible]	
অর্ঘ্য (কবিতা সঙ্কলন)	৩ ০০
[illegible]	
গীতায় স্বরাজ	৩·০০
[illegible] বসুর	
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
[illegible] কলিকাতা—১

ম্যানুফ্যাকচারার্স
ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ
এজেন্টস:
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা ● বোম্বাই ● দিল্লী ● কানপুর ● মাদ্রাজ

এবার ছা-বাচ্চারা, বড়বউয়েব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাও। যে নিয়েছে, সে তোমার ভালই তো করল গো!

মজা দেখছে বুড়ো। বলবেই এখনি। আসাই ভুল এ-মানুষেব কাছে। ভরসা এখন সুভদ্রার একটি মানুষ—কেউ যদি পাবে তো সেই একজন। নিরিবিলি চাই একবার তাকে। সুভদ্রা ছটফট করছে, নিজেব খুশিমতো সাহেব বাইটার ঘরে আসবে, ততক্ষণ সবুর মানে না। আসেও ইদানীং মুরারির সঙ্গে ব্যূহ রচনা করে, সুভদ্রা যাতে নাগাল না পায়। দিনমানে পাওয়া যাবে না, জানা আছে। রাত্রির অন্ধকারে বউমানুষ একলা বেরিয়ে পড়ল। যেতে হয় তো চলে যাবে, পাটোয়ার-বাড়ি অবধি, সেইখানে আচমকা গ্রেপ্তার করবে।

সাহেবেব সেই বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজ। এ জিনিস বরাবর বজায় রেখে যেতে হবে। মোড় ঘুরে দেখে সুভদ্রা-বউ। যেন পাতাল ফুঁড়ে সুভদ্রার আবির্ভাব। সাহেবেব একখানা হাত মুঠো করে সে জড়িয়ে ধরে: চুড়জোড়া কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। কে নিয়েছে তা-ও জানি।

সাহেব হকচকিয়ে যায়। চোর ধরে হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়েছে। কণ্ঠে জোর নেই, কোনরকমে বলল, কে?

আবার কে। অন্তর্জলীর মুখে এসেও স্বভাব গেল না। নিজে যা আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, তাই আবার চুরি করল। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় —তাই আছে ওর কপালে। গুরুজন মান্য ব্যক্তি—আমি কিছু বলব না। কিন্তু ফিরে জন্মে রাস্তার নেড়ি কুকুর হয়ে আধ-হাত জিভ মেলে রাস্তায় রাস্তায় হা-হা করবে। করতেই হবে—অন্যায়েব এমনি শোধ যাবে না।

মুখের কাছে মুখ এনে কাতর দুই চোখ মেলে সুভদ্রা বলে, তুমি উদ্ধার করে দাও ঠাকুরপো।

সর্বরক্ষে বাবা, দোষ বাইটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সাহেব সুভদ্রার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: উদ্ধার আমি করব?

কেউ যদি করে দেয়, সে তুমি। আর কাকে বলব? সুভদ্রা কেঁদে পড়ল: বাড়ির মধ্যে সকলের সব আছে আমার কি আছে বলো। ভাসুরের কথা সেদিন নিজের কানে শুনলে—বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছে যেদিন ইচ্ছে বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়াবে। স্বামী থেকেও নেই। পুজোর ছুটিতে আসছে তো বাড়ি—দেখো কী অবস্থা। ঘরে যেন জল বিছুটি মারে, ছটফট করবে: কখন পালাই কখন পালাই। কিছু নেই আমার ভাই-থাকবার ...খানা গয়না দু-চারখানা। দুর্দিনের সম্বল। ছেলেপুলে নেই গয়না নেড়েচেড়ে দিন কাটে। তার মধ্যে সেরা জিনিসটাই চলে গেল আমার।

মুকুন্দ আসছে নতুন খবর সাহেবের কাছে। বলে বাড়ি আসছেন ছোড়দা?

আসছে বাগানের আম খেতে। নিজের হাতে পোঁতা কলমের গাছে এবারে আম ফলেছে। এককালে বাগবাগিচার শখ ছিল —গাছের উপর বড় দরদ। আর এই যে এক অবলা মেয়েমানুষ, বাপ-মা নেই ভাই নেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—

কি বলতে চেয়েছিল সুভদ্রা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কথা শেষ করতে পারে না। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। দু-চার ফোঁটা সাহেবের হাতের উপর পড়ল।

একটু সামলে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলে, ছুটিছাটায় আসে কখনোসখনো। কিছু যদি বলতে গিয়েছি—লজ্জার কথা কী বলি ঠাকুরপো, বলতে গেলেই জবাব হল: ভগবানের নাম করো, কদিনের তরে জীবন! বর-বউ একঘাটে পাশাপাশি শুয়েছি, আ... [illegible]

—এসে পড়ে আরও উৎপাত বাড়ায়। আসরে-আসরে যত শুনছি, আমার ভয় ধরে যাচ্ছে। শত্রু হাসবে, সেজন্যে আলাদা থাকতে পারিনে। উল্টে এমন দেখাই, ভালবাসায় গলে গলে পড়ছি যেন। হিংসেয় যাতে লোকে জ্বলেপুড়ে মরে আমার সুখ দেখে।

কী ঝোঁক চেপেছে, সুভদ্রা-বউ অনর্গল বকে যাচ্ছে। সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে শোনে। হঠাৎ এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে সুভদ্রা আগের কথায় চলে যায়ঃ যাকগে ভাই। ও মানুষের কথা কেন আমারই বা হ্যাংলামি কিসের? তোমায় যা বললাম—যাবের বউ যার জন্যে এই রাত্তিরে ছুটে এসেছি, লোক-লজ্জার ভয় করিনি। আমার সাহেব [illegible]।

[illegible] বড্ড কঠিন ঠাঁই।

[illegible] ভূমিকা। সাহেব আবও [illegible]

[illegible]

পড়বে। পরে আসবে পার ভাবণী [illegible] [illegible] আজও এসে উঠল।

পচাও অপেক্ষায় ছিল। [illegible] বলে [illegible] বাখালি। ছোট বউমা [illegible] বসে আছে কাজ আমারই। অপদার্থ [illegible] ইদানীং গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। [illegible] তুই আমার [illegible] দিলি বাবা।

[illegible]

ছোট বউমার গায়ের গয়না আনা আর [illegible] কোলের বাচ্চা চুরি করে আনা একই জিনিস।

[illegible] সাহেব কাল চলে গিয়েছিল। সেই কথা পচা এখন তুলল। [illegible] কেউ [illegible] পেতে নেই—ইনিয়েবিনিয়ে [illegible] পচা বলে, ছায়ার সঙ্গে মিলে [illegible] নড়াচড়া—এক হাত [illegible] মানুষটা টের পাচ্ছে না, [illegible] তুইও ঠিক ঠিক সেই [illegible] ঘুরছিস—বড় শক্ত কাজ রে বাবা। [illegible] না হলে হয় না। [illegible] থেকে ডিম এনেছিলেন [illegible] তুইও তা পারিস।

[illegible] সাহেব [illegible] চলে যাবার আগে তা-ও [illegible] আশীর্বাদ করুন।

(ক্রমশ)

কঠিন ঠাঁই—মিছে বলেনি সাহেব। চুড় কাল রাতেই পচার হাতে চলে গেছে। গুরু-দক্ষিণা চুকিয়ে দিয়েছে দিয়ে আর দাঁড়ায়নি। মোটামুটি নিয়মও তাই -কাজ সমাধা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মস্থল থেকে সরে

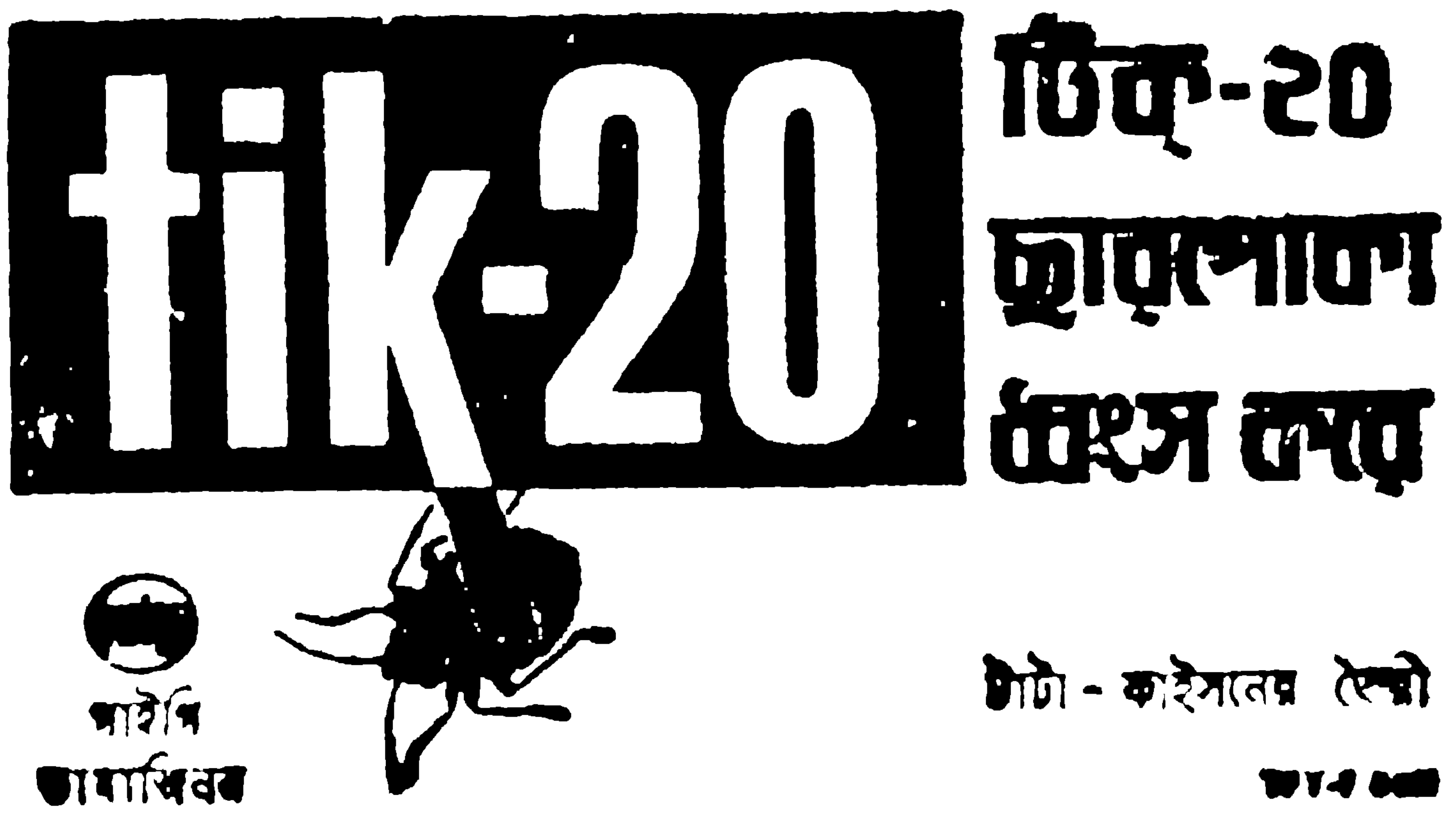

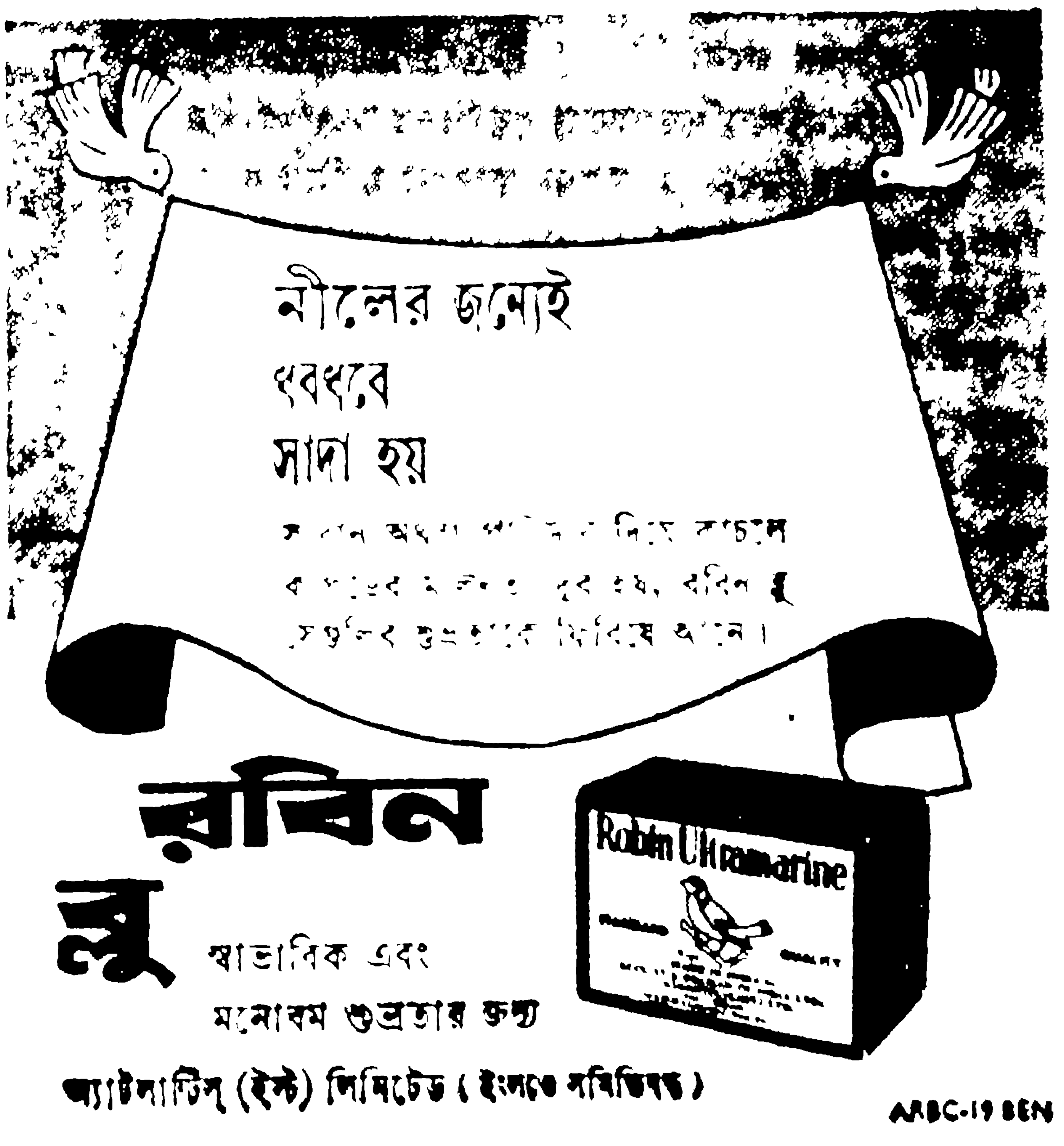

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।

চুল পাতলা হওয়া
চুল ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে তার গোড়ায় প্রাণশক্তি জোগাবার দ্রুতবেগে অভাব।

অকালে টাক পড়া
এমন দুরবস্থার কবলথেকে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাওয়া যায়

যদি চুল উঠ্‌তে বা পাতলা হ'তে শুরু করে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্যে যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার তালুতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবীত হয়।

"অল্‌ অ্যাবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-1, সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস, বীচহাম (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বীচহাম হাউস, মাহিম, বোম্বাই-১৬

পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোন ... চর্মরোগ চিকিৎসায় উপযুক্ত পরিচর্যার নির্যাস।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ক'রে রাখে। চুলওঠা রোধ করার পক্ষে যথেষ্ট পিওর সিলভিক্রিন এতে থাকে।

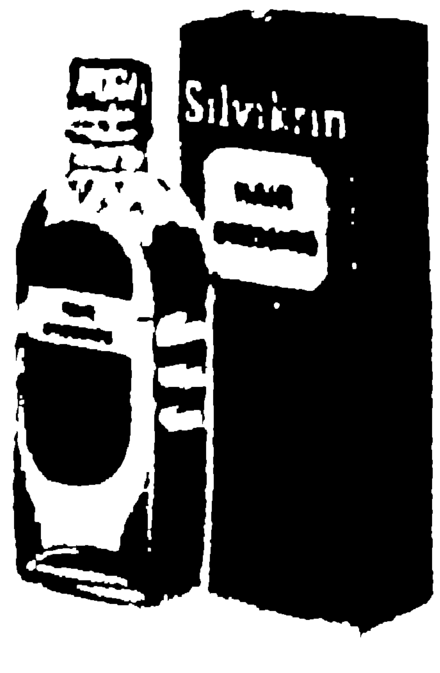

Silvikrin

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

বিশ্ববিচিত্রা

চাঁদের পৃষ্ঠদেশ

৪র্থ লুনিক মহাকাশে নিক্ষেপের সংগে সোভিয়েত জ্যোতির্বিদ নিকোলাই কুপ্রেভিশ ঘোষণা করেন যে, এবারে চন্দ্রের ভূ-ভাগ কেমন সেটা জানা সম্ভব হবে। কিন্তু সর্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাতে এই অনুমানই করতে হয় যে, ৪র্থ লুনিক এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়নি। তবে ৪র্থ লুনিক ক্লোজ-আপ ছবি [illegible]

বালির প্রাসাদ—বহুমনাগারে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে চাঁদের পৃষ্ঠদেশের বালুকা ছেলেদের বালুকা-প্রাসাদের মতো গুঁড়ো হতে পারে

[illegible]

[illegible] অনুসন্ধান চলছে চাঁদের [illegible] গঠন সম্পর্কে [illegible] উপর [illegible] ক্যালসু [illegible] ভাগ [illegible] অনুসরণ করবে। [illegible] উল্কাপাতের ফলে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ [illegible] অনেকটা প্রচুর কামানের গোলায় বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। এই সংঘর্ষের ফলে [illegible] ধূলিকণাগুলির দ্বারা কি ঘটে সেটা এক প্রাণবন্ত [illegible] সৃষ্টি করেছে যার ফলে [illegible] সম্পর্কে বহুবিধ বিবরণ তৈরি হয়েছে এবং নানারকম মতও দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে প্রধান পাঁচটি মডেল হচ্ছে:

বালুর প্রাসাদ—আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ টমাস গোল্ডের বিশ্বাস যে জমির অধিকাংশটাই গুঁড়ো হয়ে সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পরিণত হয়। গোল্ড দেখেছেন যে, একটি বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে চাঁদের মতো আলোকচ্ছটা প্রতিক্ষেপ ক্ষমতা-

[illegible] পদার্থের [illegible] সিমেন্ট [illegible] অসংলগ্ন [illegible] পরিণত করে তুললে সেটা [illegible] পরীর [illegible] এই ধারা [illegible] গভীর [illegible] অনুসরণ [illegible]

[illegible] (Remo Moss) [illegible]

[illegible]

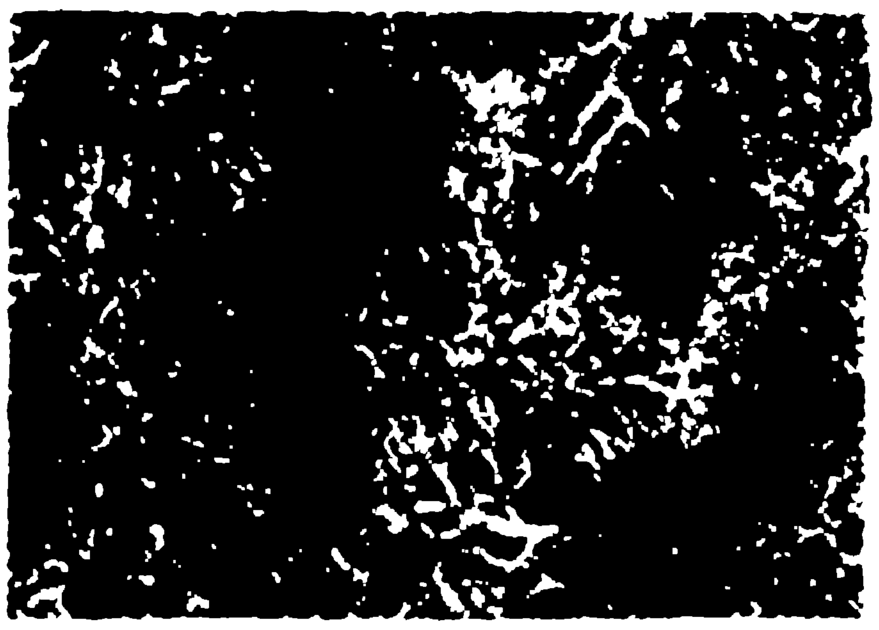

শেওলা—টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদের ছায়া দেখে মনে হয় ভূপৃষ্ঠ শৈবালের অনুরূপ

[illegible] (Cotton Candy) [illegible]

[illegible] একটা সমস্যাই নয়।

[illegible] ইনকর্পোরেটেডের বিজ্ঞানীদের [illegible] জন স্যালিসবারি [illegible] একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করেছেন যার ফলে চাঁদের অসংলগ্ন ধূলিকণাসমূহকে জমাট ভূমিতে পরিণত করা যায়। পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থ বায়ুমণ্ডলের ঘন আবরণে ঢাকা। কিন্তু স্যালিসবারির যুক্তি হচ্ছে, চাঁদের বায়ু-শূন্যতার মধ্যে আণবিক ও পারমাণবিক কণিকাগুলি একত্রে সংযুক্ত হবার প্রবণতা দেখাবে। ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত বেডফোর্ডের এয়ার ফোর্স কেমব্রিজ রিসার্চ লেবরেটরিতে ব্যাসাল্ট (Basalt) জাতীয় বিবিধ সিলিকেটের ক্ষেত্রে সেগুলি একত্রিত হয়ে জমাট তুষারের মতো নিরেট হয়ে দাঁড়ায়। [illegible] বিকীরণের প্রভাবে চাঁদে এটা অনেকটা কংক্রিটের গড়ন নেয়।

[illegible]—নিউ ইয়র্কের বেথপেজে [illegible] এয়ারক্রাফট-এর বিমান-[illegible] ইঞ্জিনীয়ার এডওয়ার্ড মার্কো এবং [illegible] সহকর্মী মিলে সাধারণ ভাবে [illegible] একটি প্রক্রিয়ার [illegible] বিশ্বাস, চাঁদেও [illegible] প্রক্রিয়াই কার্যকর রয়েছে। [illegible] একটি বায়ুশূন্য [illegible] ২,৬০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তপ্ত [illegible] এবং পরে ফেনময় [illegible] পরিণত হয়। মার্কোর [illegible] উল্কা চাঁদে ধাক্কা [illegible] যে কোন প্রকারের ধূলিকণাকে [illegible] পরিণত করে দিতে পারে।

এই সব মডেল থেকে [illegible] যাচ্ছে যে, স্যালিসবারি ও মার্কো চাঁদের ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা সত্যি [illegible] থেকে যারা যাবে তারা বেশ [illegible] চাঁদে অবতরণ করতে পারবে। [illegible] ৫ম লুনিক এবং অনুরূপ প্রচেষ্টার [illegible] পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে চাঁদের [illegible] গঠন সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই [illegible]

মানুষ বনাম রোবট

[illegible] বৃহৎ বিপ্লব [illegible] একদিন

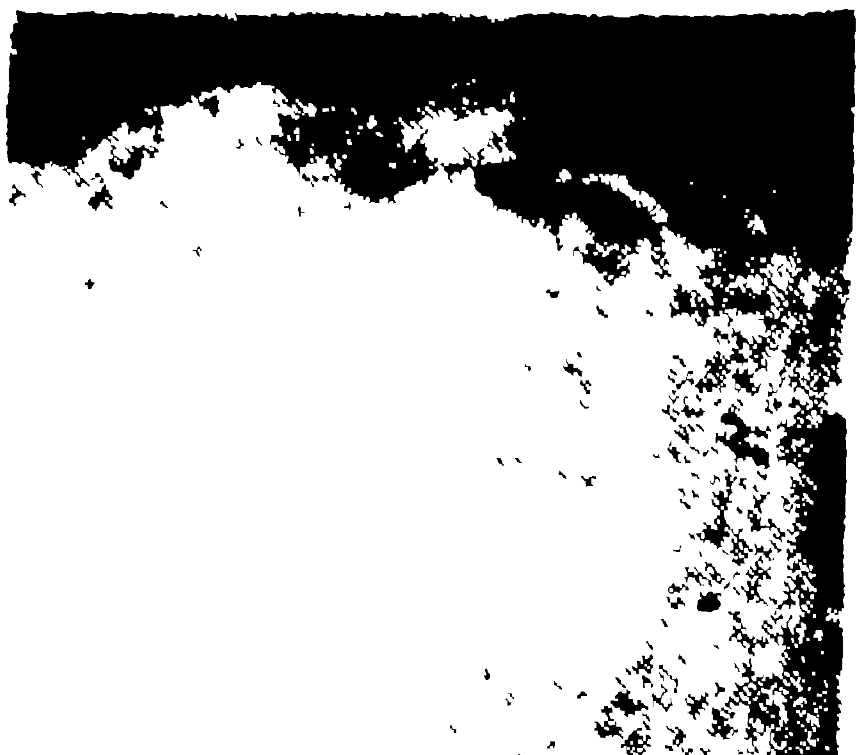

তুলোর মিছরি—শব্দ তরঙ্গ যে চিত্র প্রকাশ করে সেটা দেখতে তুলোর মতো সূক্ষ্ম ভাবে পেঁজা মিছরির মতো

নিরেট কংক্রীট—চাঁদে বায়ুশূন্যতার মধ্যে ধুলোর কণিকাগুলিকে সংযুক্ত করে কংক্রীটে পরিণত করা সম্ভব

মানুষের স্বাধীন [illegible] এই বিপ্লবের প্রথম [illegible] হচ্ছে [illegible] বিজ্ঞানের উন্নতি [illegible] হচ্ছে [illegible] জাগতিক আকর্ষণের [illegible] এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ইলেকট্রনিক [illegible] বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক যা একদিন মানুষের হয়ে সবকিছু চিন্তা করবে। আর এই তৃতীয়টি একদিন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনবে।

আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে এই সব বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক [illegible] বুদ্ধিধর [illegible] উদ্ভাবনীর [illegible]

এমন সব যন্ত্রমানব তৈরী হয়েছে যারা আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে, পুস্তক অনুবাদ করতে পারে কর-ফাঁকি দেওয়ালা শঠদের খুঁজে বার করতে পারে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের [illegible] দিতে পারে। এমন একদিন হয়তো আসবে যখন শত্রুর রাজনৈতিক অথবা সামরিক [illegible] ফলাফল ঘোষণার কাজে কিম্বা আইন [illegible] বিচার করে [illegible] এইসব যন্ত্রমানবকে [illegible] করা হবে। [illegible] ও [illegible] মীমাংসা [illegible] একদিন [illegible] এক দিন এই [illegible] মানুষের [illegible] তৈরী করেছে [illegible] এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মতামত [illegible]

মানুষের [illegible] সমস্ত [illegible] যন্ত্রমানবকে দিয়ে [illegible] সম্ভব। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র তৈরী হয়নি যা উত্তাপ চাপ শব্দ ও আলো পরিমাপের ব্যাপারে মানুষের চোখ কানের সমকক্ষ ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এটা সত্য যে মানব মস্তিষ্কের তুলনায় বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক বিস্ময়কর দ্রুত কাজ করে কিন্তু [illegible] এবং নির্দিষ্ট পথ [illegible] সেই কাজের [illegible]

স্পঞ্জ—বায়ুশূন্য চাঁদে তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়াতে কঠিন স্পঞ্জ অনুরূপ পদার্থ উৎপাদিত হতে পারে

প্রস্তুত করা হয়। সবচেয়ে [illegible] হয়তো [illegible] কিন্তু মানুষের [illegible] [illegible] মানুষের মস্তিষ্কের [illegible] [illegible] মানুষের চিন্তাশক্তির [illegible]

কবিরাজ এন. এন. সেনের

অমৃতবল্লী কষায়

রক্তদুষ্টিনাশক ও রক্তবর্ধক সালসা..

রক্তাল্পতা, রক্তশূন্যতা ও রক্তদুষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য এই সালসা দেশী ও বিদেশী ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত এবং প্রায় ৮০ বছরের খ্যাতিগৌরব-মণ্ডিত। ইহা সেবনে রক্তশক্তির বৃদ্ধি এবং রক্তদুষ্টিজনিত চর্মরোগ, বাত, দৌর্বল্য ইত্যাদির উপশম অবশ্যম্ভাবী।

কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
১৮/১ ও ১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-১

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বাজেটোত্তর বাজারে 'বিলাসিতার' মান কোথায় পৌঁছেছে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, কারণ 'বিলাসিতা' নেহাত আপেক্ষিক ব্যাপার। আপনার আমার কাছে যা বিলাসিতা, ধনীর সংসারে হয়তো সেটা আটপৌরে সাধারণ। আজ যেটা আমাদের

বাঁশের ফ্রেমে নেওয়ার দিয়ে তৈরি আরামকেদারা

নাগালের বাইরে কাল হয়তো সেটা নিত্য-প্রয়োজন। বিজলীবাতির কথাই ধরুন না। কয়েক বছর আগেও বড় শহরে বিজলীবাতি ধনী পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। আর আজ অনেক ছোট ছোট শহরেও দেওয়ালের গায়ে বোতাম টিপে আলো না জ্বাললে চিন্তাই হয় না। আবার এদেশে রান্নাঘরের ধোঁয়া আর কালিতে মধ্যবিত্ত আমাদের যখন নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম তখন হয়তো হাবুডুবু খাচ্ছে তখন হয়তো পশ্চিমের দেশের গৃহিণী বিজলীচুল্লিতে রান্না চাপাচ্ছে—ঘড়ি দেখে সময় মত। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাতেই কোন ভাবনা নেই। এই সময়টুকুতে আরও পাঁচটা কাজ সেরে নিতে পারে তারপর সন্ধ্যা আসর জমাবার অবসর। থাক—এ সব তো আমাদের কাছে সুদূরপরাহত। যা আছে তা নিয়েই যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে।

নিজের মনের মত করে সাজানো একটু আশ্রয় কে না চায়? তাকে কি আমরা বিলাসিতা বলবো? অবশ্য যার অট্টালিকা আছে সে হয়তো কোচ কার্পেট দিয়ে চোখ ঝলসানো আয়োজন করবে। সৌন্দর্য কিন্তু ছোট্ট একটি সামান্য ঘরকেও ঘিরে বিরাজ করতে পারে। রুচিবোধের অধিকার তো কেবল বিত্তবানের নয়। আজকের এই দেশজোড়া আর্থিক বিপর্যয়েও সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন, পরিশ্রান্ত চোখ ঘরে এসে শান্তি পেতে পারে এমনি একটি পরিবেশ গৃহচারিণী অনেক অর্থ ব্যয় না করেও রচনা করতে পারেন। কত ঘরে দেখবেন ধুলো-ময়লা জমে থাকে—দরজায়, জানালার কাঁচে, দেওয়ালের ছবিতে, বাতির শেডে, পাখার ব্লেডে। ঝুলতে থাকে ছেঁড়া পর্দা, ঘরের কোণে ঝুল, চেয়ারের ঢাকনা এলোমেলো, পেতলের ফুলদানি পালিশবিহীন কাঠের আসবাব দাগেভরা নিষ্প্রভ—এর কোনটাই কি অর্থাভাবের পরিচায়ক?

গৃহসজ্জায় প্রধান সহায় রং। মানুষের মনে রং-এর প্রভাব অদ্ভুত। একবার আমেরিকার একটি হাসপাতালে রোগীদের অপেক্ষা করবার ঘরের দেওয়াল ছিল ধূসর রং-এর। রোগীরা রোজই বলতেন বড় ঠাণ্ডা, অপেক্ষা করতে কষ্ট হয়। অথচ ঘরটি ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত—সমানভাবে ৭০° ডিগ্রী ফারেনহাইট। নালিশ শুনে শুনে কর্তৃপক্ষের কি খেয়াল হলো ঘরের রং পাল্টে দিলেন, করলেন ফিকে লালচে রং। আর কোন রোগী নালিশ করে নি। ঘরের উত্তাপ অবশ্য ছিল ঐ ৭০°। আবার এক বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার কথা শুনলাম। তাঁদের কোন একটি বিশেষ প্রশ্নপত্র সামান্যসংখ্যক সাদা, নীল, সবুজ, লালচে সব রং-এ ছেপে ছড়িয়ে দিলেন নানা ধরনের লোকের মধ্যে। উত্তর এলে দেখা গেল সাদা কাগজে ছাপা পত্র ফেরত এসেছে সব-

নেওয়ারের চেয়ার ও কাটা গাছের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিল

চেয়ে কম নীল তার চেয়ে বেশী, সবুজ আরও একটু বেশী আর লালচে রং-এর কাগজ এসেছে অনেক। বর্ণবিবেত্তারা আবার এও বলেন যে বর্ণের প্রভাবের সঙ্গে অবচেতন মনের সংযুক্ত অভিজ্ঞতার একটা নিবিড়

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২৲]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯৲]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই লাইব্রেরীর একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। [২॥০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত [illegible]সম্মত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংযোজিত। [৯৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন:

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

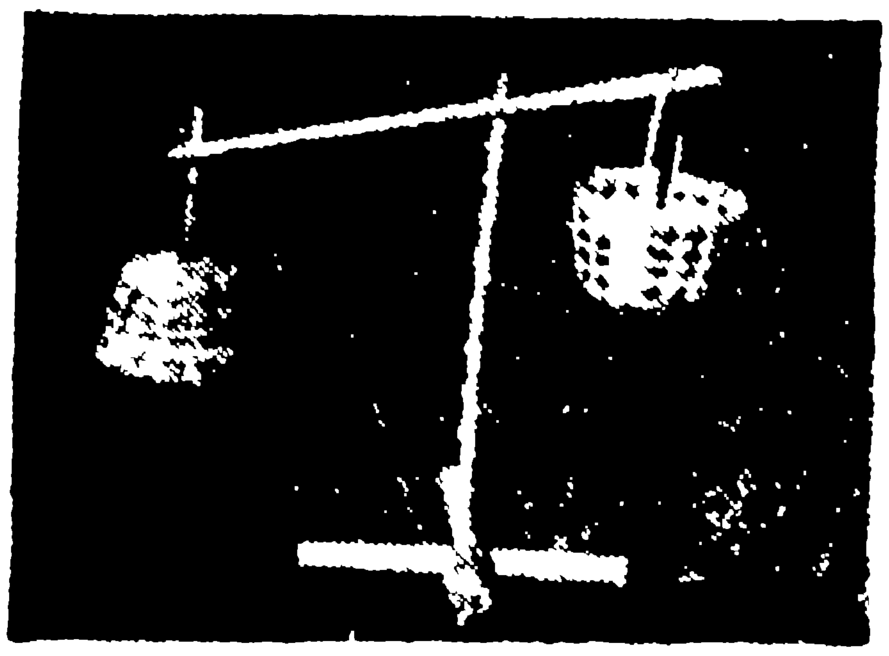

দুটি ঝুড়ি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি বাতিদান

সম্পর্ক আছে। নীল দেখলে মনে পড়ে ঘননীল আকাশ, সাগরের ঢেউ। সবুজ দেখলে মনে পড়ে শ্যামল বনছায়া এমনি কত কি। তাঁদের মতে বিভিন্ন দেশের বর্ণ-প্রিয়তাও কিছুটা এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। জাপানীরা [illegible] চন্দ্রমল্লিকা ভালবাসে [illegible] ভারতবাসীদের পছন্দ [illegible] সুলভ বঙ্কিমভাব [illegible] পারিবর্তককে [illegible] দিতে পারে বিশেষ করে [illegible]। ঝকঝকে সোনালী রোদ্দুর [illegible] রং সৃষ্টি করে [illegible] মাধুর্য [illegible] শুধুমাত্র রং এর সহায়তায় এই গৃহাভ্যন্তরের আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

অথচ রং-এর ব্যবহারের [illegible] আছে। ছোট ঘরে গাঢ় রং [illegible] না। [illegible] ছোট ও সীমাবদ্ধ মনে হয়। [illegible] রং গাঢ় হলে মনে হয় ছাদ বেশী নিচু। [illegible] হাল্কা [illegible] রং [illegible] ঘরের [illegible] করবে না [illegible] আর [illegible] ভাল [illegible] বর্কী [illegible]

দেওয়ালের রং এর সঙ্গে মানিয়ে যাওয়া দরকার। অনেকে রং সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন—নিপুণ চিত্রকরের মত। তারা ইচ্ছামত রং নিয়ে খেলা করতে পারেন কিন্তু সবাই তো অত সচেতন নয়। তাদের বেলায় মনে রাখতে হবে ঘরে একটি রংকে কেন্দ্র করে অপর রং এর সমাবেশ সুরুচির পরিচায়ক। একটি রংকে কেন্দ্র করে ঘর সাজালে ঘরের সব জিনিস যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। ছোট-খাট খুঁটিনাটি ত্রুটি চোখে পড়ে না। অনেক রং এর সমন্বয় করতে যাওয়াও বিপদের কথা—সামঞ্জস্য রাখা দায় হয়ে ওঠে। সম্ভব হলে একটি ঘরে তিনটের বেশী রং ব্যবহার না করাই ভাল। রং এর ব্যবহার দিয়ে [illegible] উদ্দেশ্য। আতিশয্য দিয়ে সৌন্দর্যকে আঘাত দেওয়া নয়।

রং এর পরেই আসবাবের স্থান। পাশ্চাত্য দেশে আসবাবের ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের জনসাধারণ [illegible] নানা ধরনের আসবাব দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতেন না। যা ছিল যুগে যুগে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। মুঘল যুগে [illegible] এসেছিল [illegible] আভরণের [illegible] অঙ্গও তেমনি [illegible] এসেছে। আমাদের গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সমন্বয় ও সংমিশ্রণ [illegible] বলছি না কিন্তু দেখতে হবে সংমিশ্রণে [illegible] কিছু না ঠেকে যায়। [illegible] আমলের একটি [illegible] পাশে রাখলেন একটি আধুনিক [illegible] ঐ যে ঘর সাজানোর ব্যাপারে [illegible] আসবাব [illegible] সাজানোর [illegible]

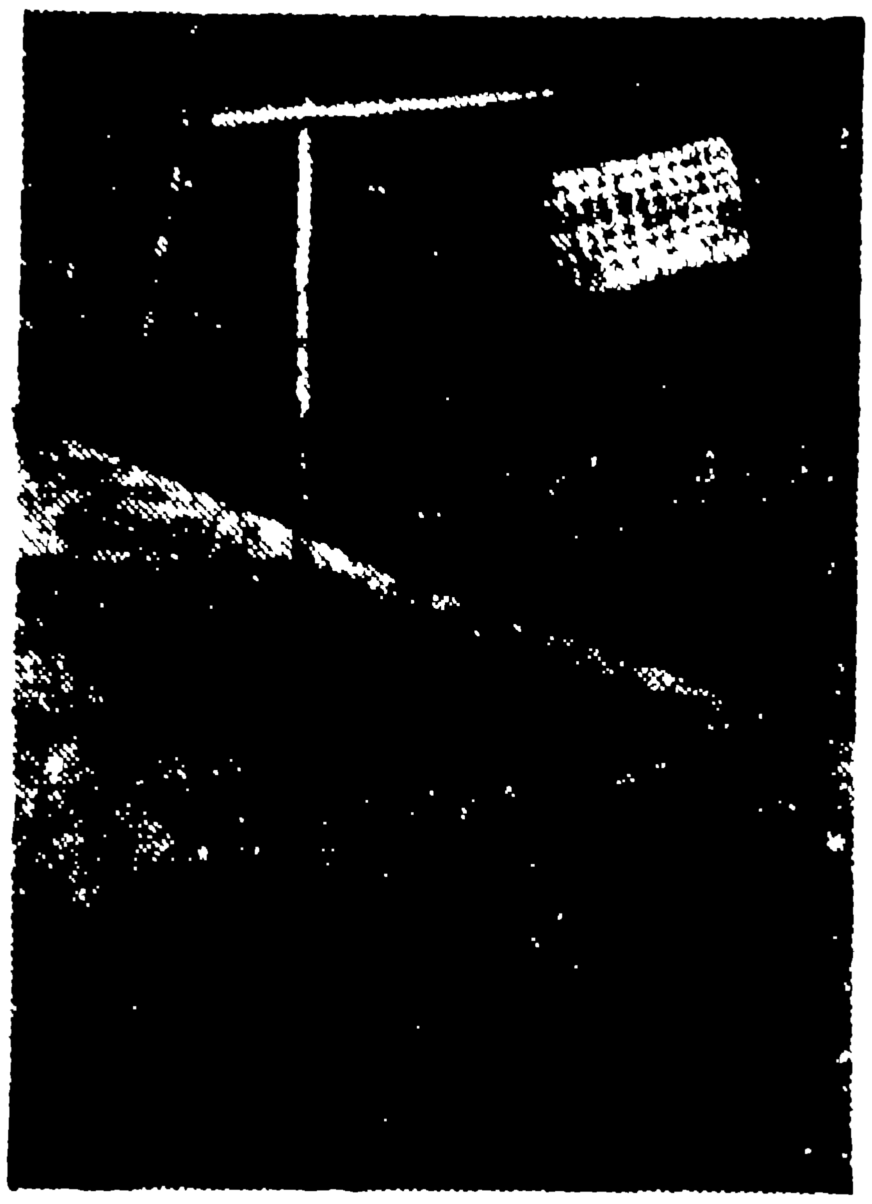

একটি ঝুড়ির বাতিদান

বায় করবার [illegible] নেই [illegible] সেখানেও সুন্দর [illegible] কয়েক বছর [illegible] প্রদর্শনীতে। অল্প খরচে সুন্দর [illegible] যোগ্য অথচ [illegible] নানা ধরনের গৃহ-সজ্জার জিনিসের নমুনা ছিল। [illegible] বাসন রাখার আলমারির একটি [illegible] সময় নামিয়ে নেওয়া [illegible] চমৎকার [illegible] টেবিল। [illegible] কাজ হয়ে গেল। [illegible] প্রদর্শনীর [illegible] সুন্দর [illegible] আর্কিটেক্ট শ্রীমতী [illegible] হাতে [illegible] সহজ সুন্দর ও [illegible]। নেওয়ারের ব্যবহার আসবাবকে মূল্যবান দাঁড়াতে দেয় না অথচ আরামের দিক থেকে কোন ক্ষতিই হয় নি। ছবিতে যে চেয়ার দুটি আছে, দুটিই ঊর্মিলা চৌধুরীর পরিকল্পনা। ইচ্ছে হলে নানা রং-এর নেওয়ার ব্যবহার করা যায়। পিঠে দড়ির বদলে নেওয়ার দেওয়া চলে। বাতিদান দুটিও চমৎকার। প্রয়োজনমাত্র ঝুড়ি ও বাঁশ। বিজলীর ব্যবস্থা যা ব্যয়সাপেক্ষ। রুচিকর-ভাবে পরিকল্পনা করে প্রয়োগ করলে অতি সাধারণ জিনিসেও সুন্দরভাবে ঘর সাজানো যায়। প্রয়োজন কৌশলটি আয়ত্ত করার। চেয়ারের পাশে যে টেবিলটি সেটি কাটা গাছের একটি আড়াআড়িভাবে কাটা টুকরোর তলায় পা লাগানো। শখ থাকলে ঘরে বসে সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ-সব আসবাব তৈরি করাও [illegible]।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ বিশ ॥

তিব্বতকে "মুক্ত" করার নামে চীন যখন (১৯৫০ সালে) তিব্বত [illegible] উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন থেকেই [illegible] নায়কেরা চীনের [illegible] কথা দেশবাসীকে [illegible] করে দিয়েছিলেন। এমন কি [illegible] কণ্ঠেও সেদিন [illegible] ও এই প্রশ্ন [illegible]:

"Whom do they want to liberate?"

চীনের [illegible] চীন সম্পর্কে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে [illegible] তাদের [illegible] মুখ বুজে [illegible] না করে চীনের কমুনিস্ট [illegible] এই সব [illegible] মধ্যে প্রভাব [illegible] অভিযানের" এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা [illegible] বিভিন্ন [illegible] নিয়ে [illegible] চীনের [illegible] কীর্তনে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। চৈনিক প্রচার ব্যবস্থা এঁদের মনে এমনই এক মায়াজাল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল যে, এঁদের কেউই (কমুনিস্টদের কথা ধরছিনে) সেদিন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি যে, চীনের এই সাংস্কৃতিক অভিযান একদিন সামরিক অভিযানেরই ভগীরথের ভূমিকা গ্রহণ করবে। ("আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা")

বিভিন্ন ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে যাঁরা চীন দেখে এসেছেন, তাঁরা সকলেই যে কমুনিস্ট বা চীন প্রেমিক, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে, এও আমি মানতে রাজি নই যে চীন দেখতে গিয়ে এঁরা মহা অপরাধ করেছেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে চৈনিক প্রচার যন্ত্র এঁদের [illegible] যে কাজটি হাসিল করতে চেয়েছিল, [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] তবে [illegible] চীন [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] সুযোগ পেয়েছে। [illegible] হয়েছে [illegible] ভারতের [illegible] জন্য [illegible] এঁদের [illegible] এইখানেই এঁদের [illegible]।

একজন পর্যটকের পক্ষে নিজের উদ্যোগে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভ্রমণ করে, সে দেশের ভাষা যদি মোটামুটি জানা থাকে, সে দেশ সম্পর্কে যতটা জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়, দল বেঁধে নিয়ন্ত্রিত সফরে কোন কমুনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে তার শতাংশের একাংশও সম্ভব হয় না, এই সহজ সত্য কথাটা ভারতীয় ডেলিগেশনের সদস্যরা চীন থেকে ফিরে এসে আদৌ মনে রাখেন নি। চীন বা রাশিয়ায় গিয়ে এঁরা এদের [illegible] ঘুম পাড়িয়ে রাখেন, [illegible] বর্জন করেন, এবং তাদের রচনায় তাঁরা পাঠকদের কাছে [illegible] করেন না, এই অপরাধে তাঁরা পাঠকদের কাছে অপরাধী।

[illegible], অবশ্য এ বিষয়ে সততার পরিচয় দিয়েছেন। চৌ এন লাই-এর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ১৯৫৪ সালের [illegible] তিনি চীনে যান। ফিরে এসে (১৯৫৪ [illegible]) কলকাতায় তিনি [illegible] জানান, মনে মনে তিনি চীনের যে ছবি এঁকেছিলেন, তা মিলে গিয়েছে। একজন সাংবাদিক লিখেছেন:

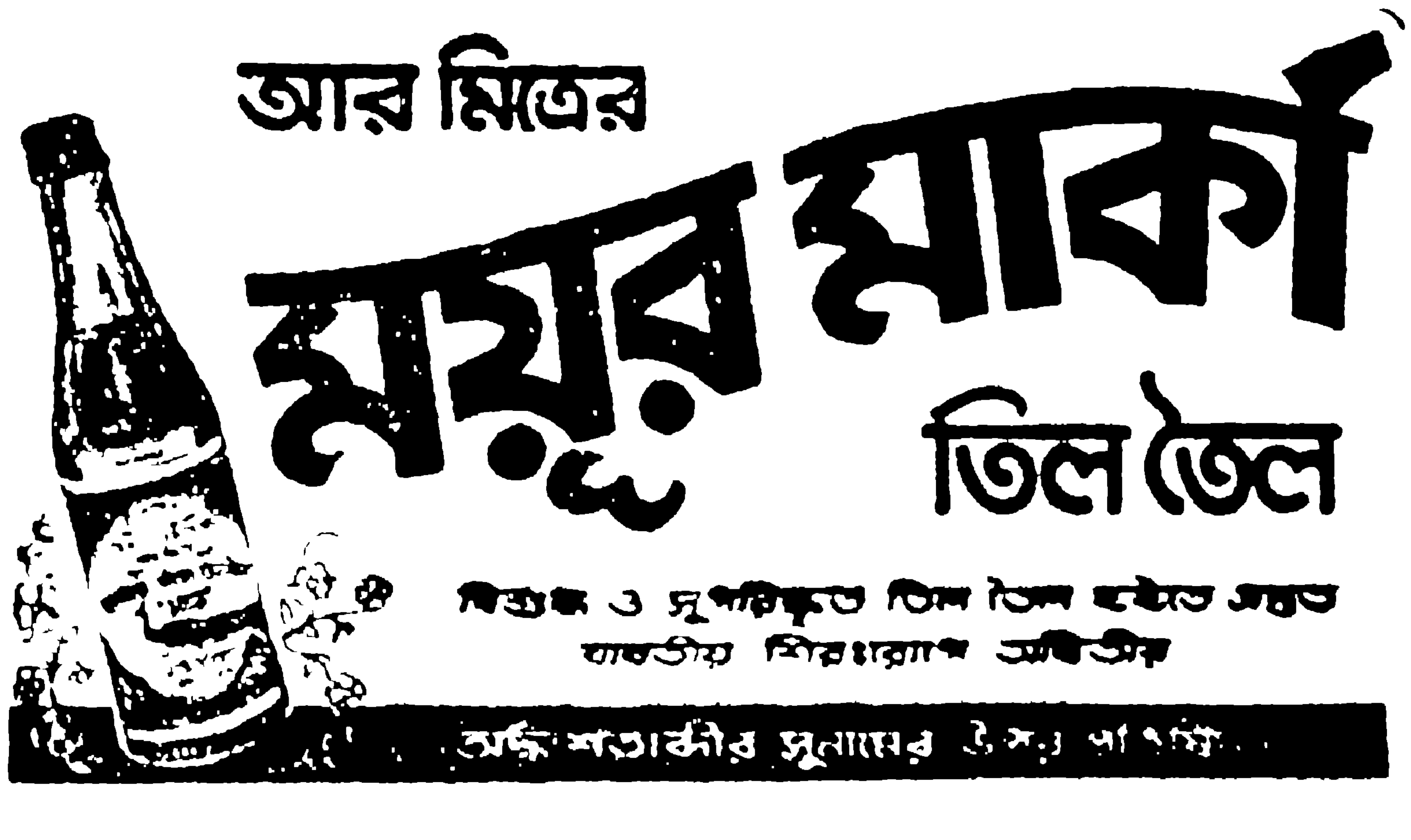

[illegible] had confirmed his [illegible] impressions" and the [illegible] he had drawn in his mind [illegible] "great and gigantic" country—(Indian Press Digest, Feb. 1956, p 107).

তিনি এও বলেছেন :

....he had not gone to China either to preach or to be preached .... but rather .... to be impressed ....

পরিষ্কার বক্তব্য। কারো কিছু বলবার নেই। তিনি মোহিত হবার জন্য চীনে গিয়েছিলেন, মোহিত হয়েই ফিরে এসেছেন। সম্ভবত একটু বেশি রকমেই তিনি 'ইম্‌প্রেসড" হয়েছিলেন। তিনি কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোন সুযোগ নেই (অস্তিত্বই নেই, এ কথা বলেন নি), সংবাদপত্র সরকারের সমালোচনা করে না, (একথা জানান নি যে, সে অধিকারই সংবাদপত্রের নেই)। পিকিং-এর ভারতীয় দূতাবাস তাঁকে জানিয়েছিল, বাইরের দুনিয়ার খবর চীনারা কিছু পায় না।

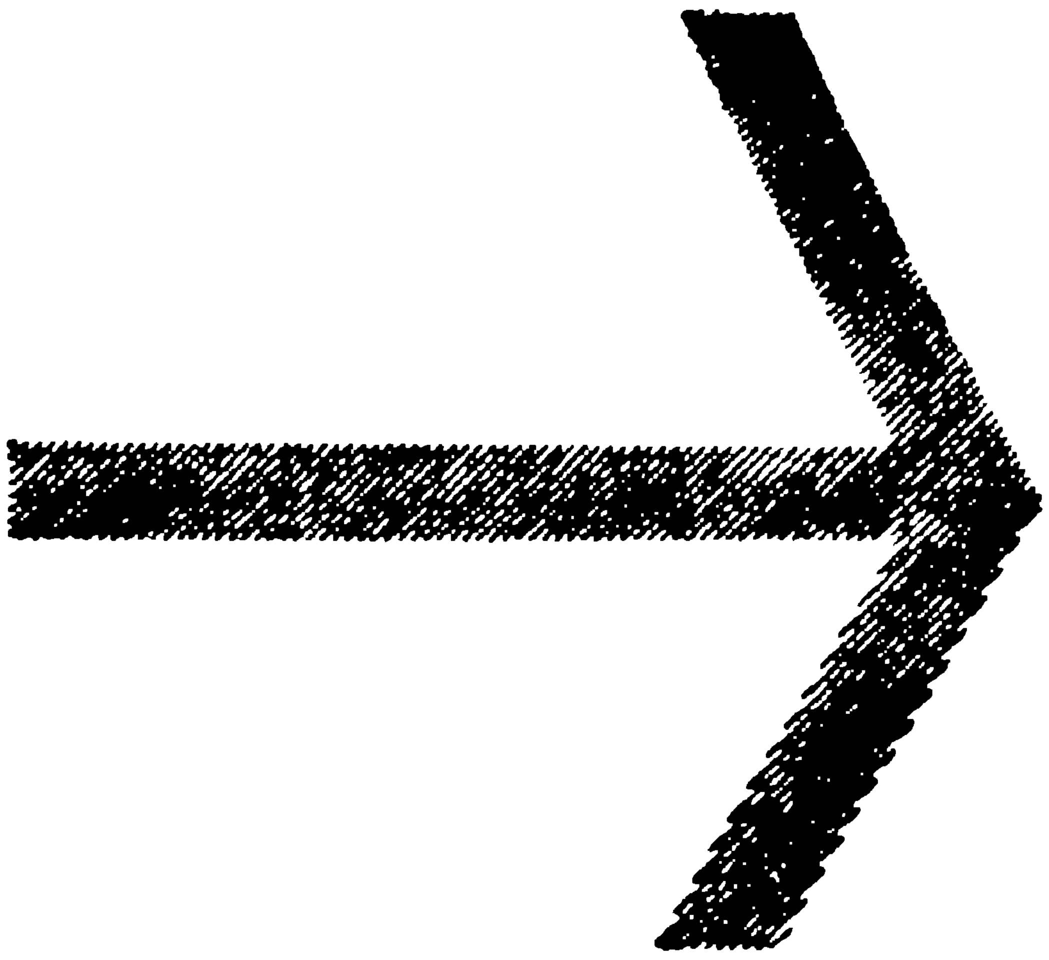

এখন থেকে লীটার

এখন থেকে সমগ্র দেশের ব্যবসা বানিজ্য পরিমাণমূলক মেট্রিক ওজন ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক ● গত বছরে কিলোগ্রাম ও মীটার বাধ্যতামূলক হয়েছে ; কাজেই মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও পরিমাপ এখন ভারতে একমাত্র বৈধ ওজন পদ্ধতিতে পরিণত হ'ল ● মেট্রিক এককগুলির অন্তর্নিহিত গুণ অনুযায়ী সেই রকম ভাবেই (লীটার, মীটার, কিলো) যদি এগুলি ব্যবহার করেন তাহ'লে মেট্রিক পদ্ধতির সরলতা, আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ● পুরাণো সের, ছটাকের অনুপাতে মেট্রিক ওজন ব্যবহার করবেন না।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা এবং ন্যায্য লেনদেনের জন্য পূর্ণ সংখ্যার

মেট্রিক একক ব্যবহার করুন

দিল্লির সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বললেন, চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সরকারকে সমালোচনা করা যায় না বটে, তবে তার [illegible] নিকট [illegible] তিনি [illegible] সে সম্পর্কে [illegible] নেহেরু বললেন :

It was advantageous in the sense that it created an atmosphere in the country of great progress being made (Indian Press Digest, Feb 1956 p 108)

[illegible]

[illegible]

[illegible] (পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের [illegible] ইংরাজিতে [illegible] শুনে আমার এই ধারণা হয়েছে। শীতাংশু[illegible] চক্রবর্তী এই সংঘের প্রথম [illegible] সম্পাদক [illegible] ছিলেন। এই [illegible] মাসে [illegible] লাল অচল। চীনে প্রাবং [illegible] মিশনের অন্যতম সদস্য এবং নিহত ভারতীয় চিকিৎসক ডাঃ কোটনীসের সহকর্মী। বিশ্ব শান্তি সংসদের বৈঠকে যোগ দেবার জন্য চীনে যান। সম্ভবত ডাঃ অটলই লাল চীনে প্রথম ভারতীয় বে-সরকারী ডেলিগেট।

১৯৫১ সালে যার সূত্রপাত, ১৯৫৪ এবং ৫৬ সালে যার পূর্ণ জোয়ার, সেই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের স্রোতে ১৯৫৯ সালে যখন অকস্মাৎ ভাঁটা পড়ল, তখন ভারত সীমান্তে হিমালয়ের কঠিন পাষাণে, চীনা ফৌজের উদ্যত বুটের আওয়াজ ভারতবাসীর কানে একটু একটু করে [illegible] করেছে।

এই [illegible] বছরে ঠিক [illegible] জন প্রতিনিধি [illegible] চীনে গিয়েছে, তার সরকারী [illegible] প্রতিনিধি-[illegible]

[illegible] শ্রমিক সংঘ [illegible] প্রতিনিধি [illegible] একমাত্র [illegible] থেকে চীনে ২৬টি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল এবং ৩৩টি চীনা প্রতিনিধি দল ভারতে এসেছিল। একটা [illegible] মনে [illegible] বৃটেন, [illegible] প্রতি বছর এর চাইতে [illegible] বেশি ভারতীয় যাতায়াত করে [illegible] বসবাসও করে। যেহেতু এদের অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা [illegible] ছাত্র হিসেবে [illegible] নির্দিষ্ট সফরে [illegible] অতএব না [illegible] ঘাটা বা বিমান [illegible] নিকট আত্মীয় ছাড়া কেউ বরণ ডালা নিয়ে হাজির থাকে না। কেন? এই প্রশ্নের সোজা জবাব হচ্ছে একটাই : এর পিছনে কোন রাষ্ট্রের ডিপ্লোমেসির কোন চাল নেই। এরা বিদ্যার্জনের জন্যই বিদেশ যাত্রা করে থাকে। সুপরিকল্পিত কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি হাসিলের জন্য নয়। এদের একমাত্র পরিচয় এরা ছাত্র। এরা নিয়ন্ত্রিত সফরের 'ভি আই পি' নয়। বিদেশ সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই সব ছাত্ররাই কিন্তু ঘরে ফিরে আসে।

আর সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের চোখে-ধুলি "ভি আই পি"রা স্বল্প দিনের সফরে রঙীন পর্দার ভিতর দিয়ে চীন বা রাশিয়ার যে রঙ দর্শন করে আসেন, সে রঙ যে পর্দাটারই, দেশের নয়, সেই [illegible] অবধি তাঁরা ধরতে পারেন না। ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে।

চীনের এই সাংস্কৃতিক কূটচালে সকলেই যে কুপোকাত হয়েছেন, এমন নয়। কোন কোন চীন যাত্রী (তবে এদের সংখ্যা

সংবাদ সাপ্তাহিক

জনবাণী

প্রতি সংখ্যা ১৫, বার্ষিক ৭.৫০

এজেন্সীর জন্য লিখুন :

॥ জনবাণী ॥

[illegible], কলিকাতা-১

(স ১৯৫২)

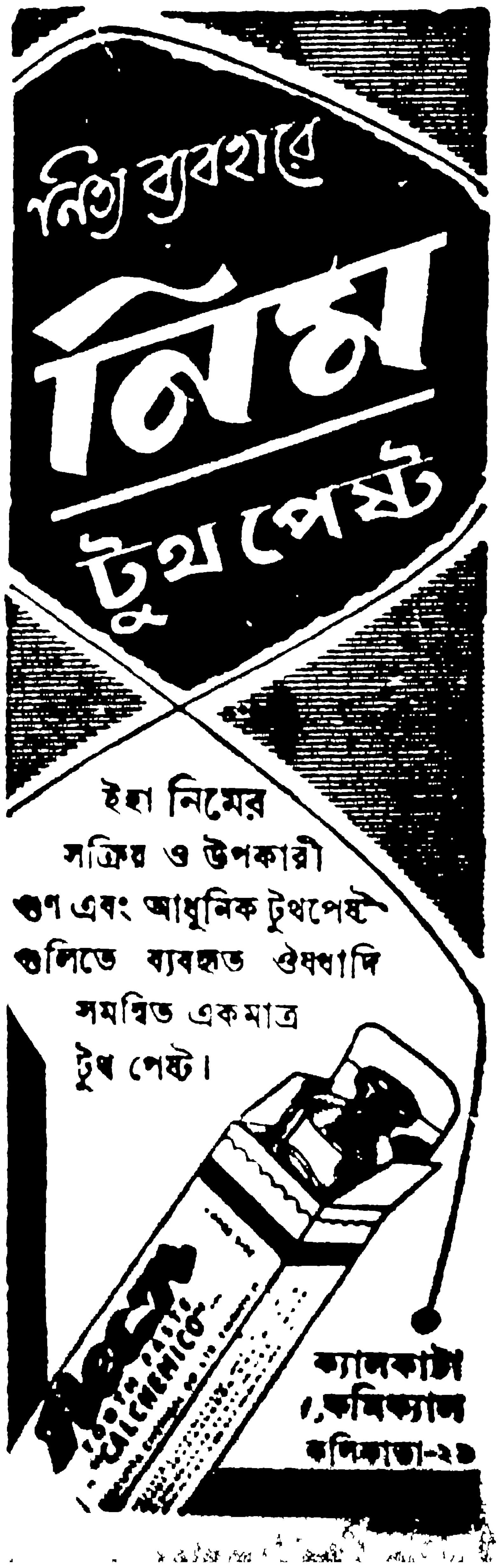

হাজারে একজন কি দ্দুজন) ওরই মধ্যে সব কিছু খোলা মনে এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এবং তাদের চোখে চীনের মতলব ধরাও পড়েছে।

এ'দেরই একজন, ভারতের প্রখ্যাত জন-সংখ্যা বিশারদ ডাঃ শ্রীপতি চন্দ্রশেখর লিখছেন, "অপরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রচারের প্রশ্নেও চীন কখনও সৎ হতে পাবে না। এতে অবাক হওয়াব কিছু নেই। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি জানা নয়, এটাকে লোকচক্ষে হেয় করা।"—(অনুবাদ শ্রীনিরঞ্জন হালদার)

ডাঃ চন্দ্রশেখব বলেছেন, "চীনের জন-সাধারণকে আমাদেব জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সববরাহ করতে ব্যর্থ হওয়া চীনেব পক্ষে আকস্মিক নয়, এটা ইচ্ছাকৃত।"

ডাঃ চন্দ্রশেখরের কথায় :

While Chinese politicians and offi-

cials have in the past talked incessantly of "cultural interflow" between the two countries, there is very little knowledge in China of India, her problems, or her achievements. As the Chinese newspapers, magazines; and other mass media is government-controlled this ignorance can only be understood as deliberately imposed on the people by their totalitarian regime.—(Red China : An Asian View, Praeger Paperbacks, p 206)

ডাঃ চন্দ্রশেখর জানাচ্ছেন, "চীনের সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ থাকে ভারতীয় সংবাদপত্রে চীন সম্পর্কে তার চেয়ে ঢের বেশি খবর থাকে। আমাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হলেও চীনের বক্তব্য এদেশে ভালভাবেই প্রচারিত হয়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে ধন্যবাদ, স্বদেশের বাইরে তাদের আনুগত্য এবং আন্তর্জাতিকতার প্রতি অচলা ভক্তি, (ওদের এই নীতি কেউ মানুক বা না মানুক এটা সকলেরই জানা আছে) ভারতে চীনা কম্যুনিস্টদের মত প্রকাশ করার মুখপত্রের অভাব ঘটতে দেয় নি। কিন্তু চীনা দেশে কম্যুনিস্ট ছাড়া আর কারো বক্তব্য বরদাস্ত করা হয় না।

"সংবাদের অভাব বা মাঝে মাঝে চীনা দৈনিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদ ছাপানো নিশ্চয়ই 'সাংস্কৃতিক বিনিময়ের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়।

চীনা দেশে ভারত সম্পর্কে কোন্ ধরনের খবর ছাপা হয় তার উদাহরণ দিয়ে ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেছেন :

Major national events have been ignored and some obscure utterances of inconsequential Indian Communists highlighted A new factory in formerly Communist Kerala (under India's Five-Year Plans) received more publicity as a Communist' achievement than other and much more important happenings elsewhere in India

এই সব বিকৃত তথ্য প্রচারের ফলে ভারত সম্পর্কে চীনে অদ্ভুত সব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ চন্দ্রশেখর এই সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কয়েকটা নমুনা পেশ করেছেন। যেমন চীনা কম্যুনিস্টদের ধারণা, ভিলাইতে রাশিয়ানরা এসে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছে এবং ভারতে এইটিই একমাত্র ইস্পাত কারখানা।

তিনি লিখছেন, 'আমি পিকিং-এর এক ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভারত ও ভারতের নেতাদের সম্পর্কে সে কি জানে। 'যদি আমার ধারণা ঠিক হয়,' সে বলেছিল, 'দুটো ভারতবর্ষ আছে। উত্তরে ধনতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, পণ্ডিত নেহরু তার প্রধানমন্ত্রী, এবং তিনি আমাদের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন। (এটা অবশ্য তিব্বত বিদ্রোহ ও কথা।) এবং দক্ষিণের অংশ হচ্ছে কেরল, সেখানে মিঃ নাম্বুদ্রিপাদ হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণের সরকার আমাদের মতই জনগণের সরকার।' আমি যখন ছাত্রটিকে জানালাম যে, আমি দক্ষিণ থেকেই এসেছি, তখন সে মহোল্লাসে আমার করমর্দন করল এবং সহ কমরেড হিসাবে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিয়ে গেল। এ ঘটনা একটি নমুনামাত্র। চীন পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করেছি যে, এই ভুল বা মিথ্যা সংবাদ জানা কোন পৃথক ঘটনা নয়। বিভক্ত কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মত করেই জনসাধারণ ভারতবর্ষকে ভাবতে শুরু করেছে। এটা কল্পনা হতে পারে। কিন্তু সে কল্পনা চীনে বর্তমান।"

ডাঃ চন্দ্রশেখর যে রকম মুক্ত মন এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে চীনে বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর মস্তিষ্কটি সর্বদা জাগ্রত রেখে বিশ্লেষণ ক্ষমতার দ্বারা তাৎপর্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস পেয়েছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় সুপাচ্য চৈনিক খাদ্যের উপর অধিকাংশ সময়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকায় বেশির ভাগ ভারতীয় উপোসী ইনটেলেকচুয়লই সে পথ অনুসরণ করার সময় পান নি। তাই তাঁদের গিল্টি করা চকচকে বিবরণগুলো চীন সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র তাঁদের স্বদেশবাসীর সামনে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং স্বদেশবাসীর চোখে তাঁরা আজ উদর সর্বস্ব ভাড়াটিয়া প্রচারকের স্তরে নেমে এসেছেন।

ডাঃ চন্দ্রশেখর লিখেছেন 'অসংখ্য ভারতীয় প্রতিনিধি দল চীন দেখে চীন সম্পর্কে মনোহর ধারণা নিয়ে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু যে-সব চীনা প্রতিনিধিদল এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা দেশে ফিরে আমাদের কোন ক্ষতির সম্পর্কে রিপোর্ট দেন নি। অন্তত চৈনিক সংবাদপত্রে তাদের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নি।

ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালদের চীন ফেরতা ঔদার্যক বিবরণ যে আখেরে দেশের ক্ষতিই করেছে, সে সম্পর্কে আজ কারোরই আর সন্দেহ নেই।

ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেছেন :

What is worse, the average Indian citizen has been misled by the reports of Indian visitors to China for, with very few exceptions these visitors have presented only one side of the Chinese picture We have heard only of China's achievements—such as they are—without any reference to the enormous human price paid for them—(Red China : An Asian View, p 208).

চীনের উন্নতির কথাই শুধু ঢাক পিটিয়ে জানান হয়েছে আর এর জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে অগণিত মানুষের জীবনের মূল্য সেই কথাটিই চেপে যাওয়া হয়েছে। (ক্রমশ)

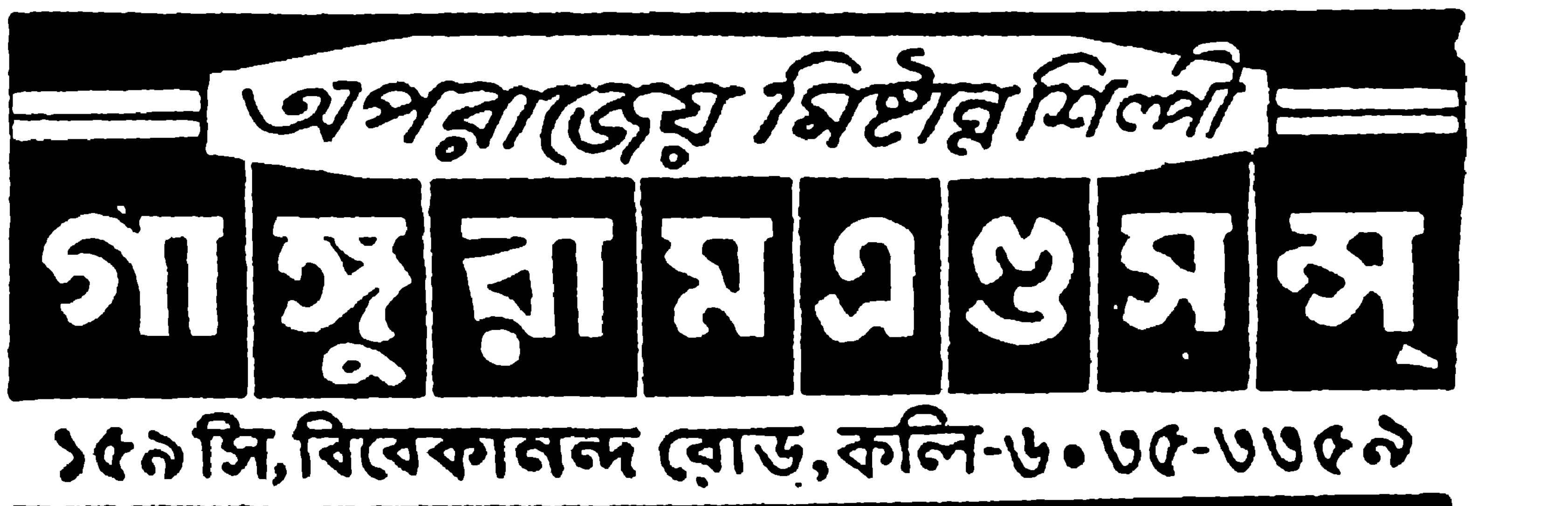

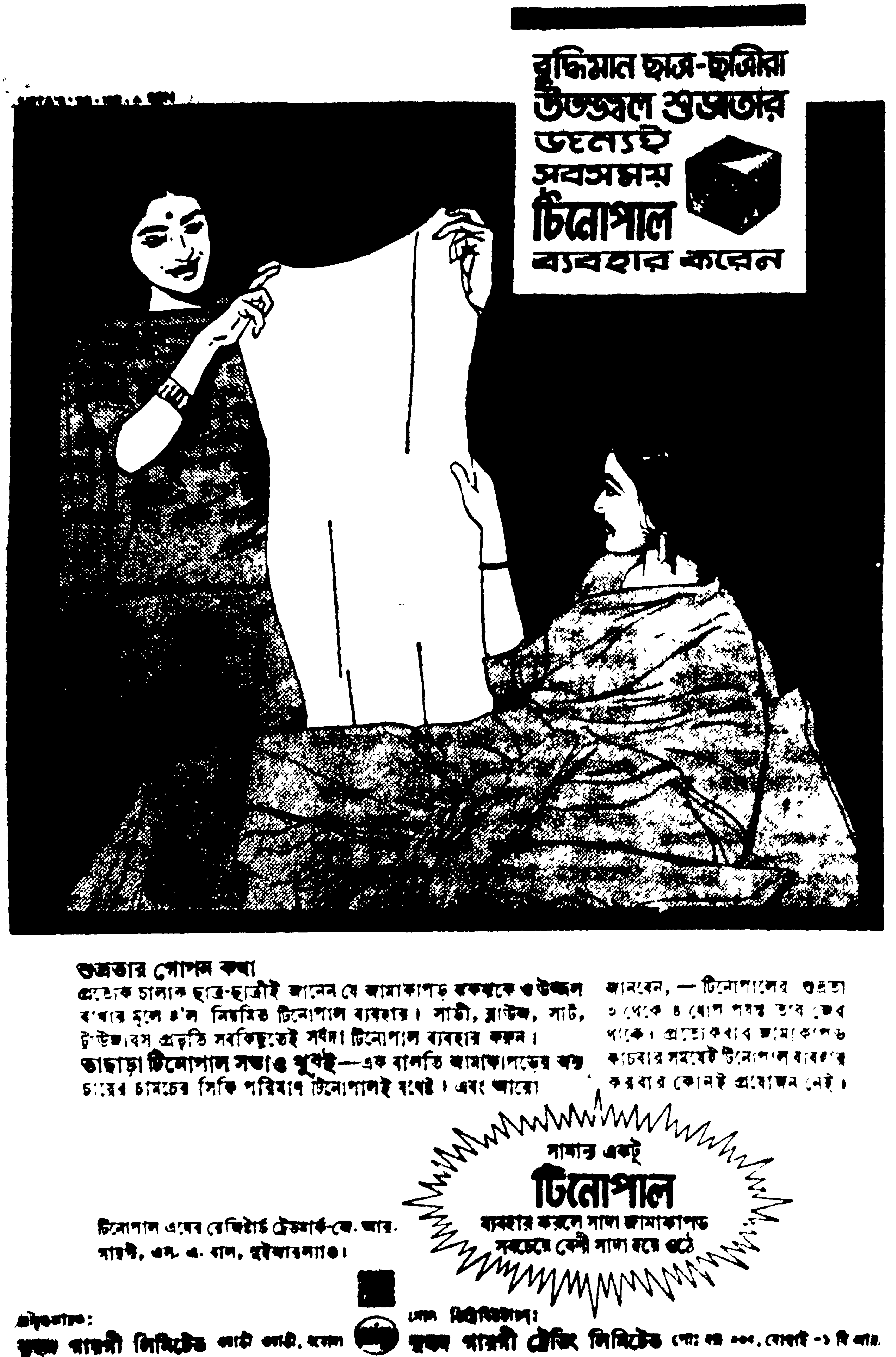
বুদ্ধিমান ছাত্র-ছাত্রীরা
উজ্জ্বল শুভ্রতার
জন্যেই
সবসময়
টিনোপাল
ব্যবহার করেন
শুভ্রতার গোপন কথা
প্রত্যেক চালাক ছাত্র-ছাত্রীই জানেন যে জামাকাপড় ঝকঝকে ও উজ্জ্বল রাখার মূলে হ'ল নিয়মিত টিনোপাল ব্যবহার। সাড়ী, ব্লাউজ, সার্ট, ট্রাউজারস প্রভৃতি সবকিছুতেই সর্বদা টিনোপাল ব্যবহার করুন।
তাছাড়া টিনোপাল সস্তাও খুবই—এক বালতি জামাকাপড়ের জন্য চায়ের চামচের সিকি পরিমাণ টিনোপালই যথেষ্ট। এবং আরো জানবেন,—টিনোপালের শুভ্রতা ৩ থেকে ৪ ধোপ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেকবার জামাকাপড় কাচবার সময়েই টিনোপাল ব্যবহার করবার কোনই প্রয়োজন নেই।
সামান্য একটু
টিনোপাল
ব্যবহার করলে সাদা জামাকাপড়
সবচেয়ে বেশী সাদা হয়ে ওঠে
টিনোপাল এদের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক-জে. আর. গায়গী, এস. এ. বাল, সুইজারল্যান্ড।
প্রস্তুতকারক:
সুহৃদ গায়গী লিমিটেড
সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স:
সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং লিমিটেড পোঃ বক্স ৯৬৫, বোম্বাই-১ বি আর.
পরিবেশক : হিন্দুস্থান প্রাইভেট লিমিটেড, পি-১১ নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১

সংবাদে প্রকাশ, ভাষা বিল বিতর্ক চলিতে থাকার সময়ে হিন্দী-প্রেমী একদল বিক্ষোভকারী বিক্ষোভ দমনে রত পুলিসের বিরুদ্ধে শেম্‌ শেম্‌ ধ্বনি তোলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অজান্তে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করার ভুল ধরা পড়ে এবং তাঁরা তখন শেম্‌-এর বদলে "ধিক্কার" শব্দ ব্যবহার করেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ইংরেজী ভাষা বিরোধী দলের মধ্যে দু-একজন 'ডক্টর' আছেন বলে জানি। কিন্তু 'ডক্টর'-এর বদলে এখন কী শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে সেইটেই জানিনে।"

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার একমাত্র উপায় গম খাওয়া—এ কথা নাকি বলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। কিন্তু গমের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কী খাইব—এ প্রশ্নের জবাব দেয় আমাদের শ্যামলাল—"কেন পাকা হর্তুকী!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাছের দর বাঁধিয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করিতেছেন। —"এবং বাঁধাবাঁধি হবে বিনি সুতোয় আর গেরোটা হবে ফসকে সুতরাং এবার বাড়াধনদের আর রক্ষা নেই।"—বলেন এক সহযাত্রী।

বাজারে ধান ছাড়ার ব্যাপারে চাষীদের অনিচ্ছা—একটি সংবাদশিরোনামা। —"ধান ছড়ালে পাছে না কাকেরা উড়ে এসে জুড়ে বসে এই আশংকাতেই বুঝি চাষীরা ধান ছাড়ছে না।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

সর্বশ্রী চাবন ও কৃষ্ণমাচারীর মধ্যে মতবিরোধের অভিযোগ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন—'আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বিবাহিত এবং আপনারা জানেন, বিবাহিত জীবনে মতবিরোধ অনেক সময়েই হয়, কিন্তু আবার মতের ঐক্য হইতেও দেরি হয় না।'—শ্রীকৃষ্ণমাচারী 'এক ঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি তাই হয় না' গানটা শুনিয়ে দিলে হয়ত আর কোন অভিযোগই কোনদিন হবে না। বাংলা বুঝতে অসুবিধে হলে দম্পতীকলহের পরিণাম যে লঘুক্রিয়া সে কথাও বলতে পারতেন।"—বলে শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর নাকি 'নদীপ্রবাহ' গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন; এই প্রকল্পে খালের সাহায্যে নদীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করার [illegible] হইবে।—"[illegible] [illegible]

[illegible]

* ট্রামে-বাসে *

এক সংবাদে প্রকাশ, ফরমোজাতে ইঁদুরের সংখ্যা মানুষের চার গুণ বেশী। ইঁদুরগুলি বছরে ৪০,০০০ টন চাউল খাইয়া ফেলে।—"আমাদের দেশে

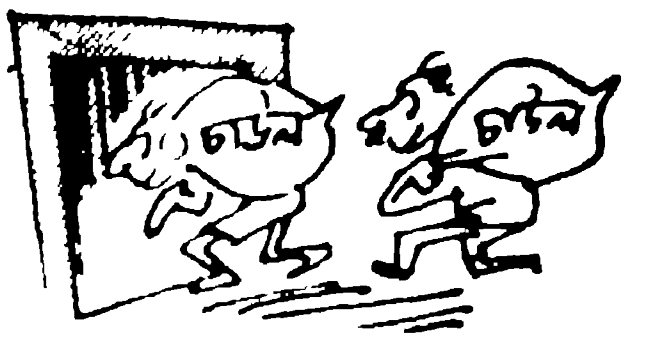

ইঁদুর না থাকলেও গর্তের অভাব নেই। সেইসব গর্তপথে কত হাজার টন চাউল যে উধাও হয় তার পরিসংখ্যান নেওয়া হয়নি।"—বললেন জনৈক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার পরামর্শ দিয়াছেন—ক্ষুধা দূরীকরণে সংযত হইতে হইবে।— ক্ষুধা

দূর করার একমাত্র উপায় তারস্বরে গান ধরা সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরং!"' মন্তব্য করলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী নাকি বলিয়াছেন যে তিনি মধ্য ভরী প্রশাসনই পছন্দ করেন। শুনে জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন এক মনস তার আবার ধুনোর গন্ধ!"

এক সংবাদে বলা হইয়াছে কোন কোন শিল্পপতিদের অসহযোগিতার ফলে বাঙ্গালার সন্তানদের কর্মসংস্থান সংকট দেখা দিয়াছে।— এটা কোন নূতন কথা নয়, গোঁয়ো যোগীরা কোনদিনই ভিখ পায়নি।"—বললেন অন্য এক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৩০৫ জন কর্মী উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"উদ্বৃত্ত হতে যাবে কেন, চ-বৈ-তু-হি-এর কাজে অর্থাৎ অর্থ না হলেও পাদপূরণে তাঁরা ত একদিন সার্থক হয়েই ছিলেন।"

[illegible]

তলায় ডুবে ডুবে জল খেয়ে শান্তির প্রস্তাব করলে সেটা জোরদার হয়!!"

কেন্দ্রীয় সরকার রেওয়া [illegible] শ্বেত শার্দূল [illegible] করিয়াছেন। শ্যামলাল [illegible] সার্কাস জমবে ভালো। শ্বেত [illegible] আছেই, এখন সাদা বাঘ হলেই [illegible]!"

পাকিস্তানী পররাষ্ট্র [illegible] হঠাৎ নাকি উপলব্ধি করিতে [illegible] করিয়াছে যে, নেপাল ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি উপযুক্ত স্থান।— খোপার চাহিদাও নিশ্চয়ই আছে এবং পাকিস্তানের দস্তুরওয়ালা দোস্তেরও অভাব নেই; সুতরাং এটাই বা বাকী থাকে কেন!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কায়েদে আজম জিন্নার একটি স্মৃতি-সৌধ করাচীতে নির্মিত হইবে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। শুনিলাম সৌধটি তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত হইবে। আমাদের এক সহযাত্রী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"শুধু তব অন্তর-বেদনা চিরন্তন হয়ে থাক।"

জনাব ভুট্টো নাকি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার শর্তে ভারতকে অস্ত্রসাহায্য দিবার পরামর্শ দেন এবং বলেন যদি তাহা না হয় তাহা হইলে পাকিস্তান এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইবে যাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হইবে পাশ্চাত্ত্য শক্তির আঞ্চলিক সামরিক চুক্তিগুলির উপর। বিশু খুড়ো বলিলেন—"পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ হয়ত মনে মনে বলছেন—তাই ত, খোকা আমার সে খোকা আর নেই ত!"

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি একটি মাতাল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জন্মের পর ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত নেশা তার কাটে নাই। শিশুটির

জন্মগ্রহণের দুই মাস আগে হইতে প্রসূতি নাকি সমানে মদ্যপান করিয়াছে এবং [illegible]

[illegible]

আপনার দেহত্বক চায়

নিভিয়া

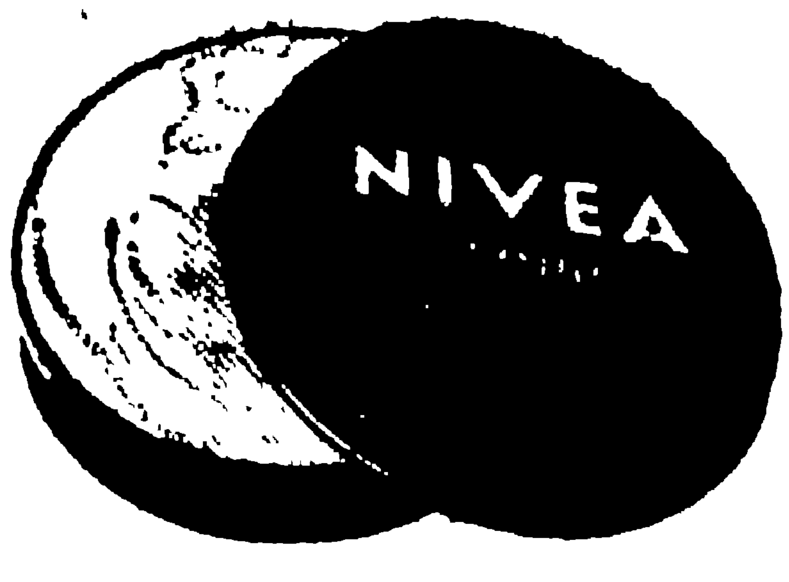

আর সারাদেহে তার চাহিদা

নিভিয়া ক্রিম-এ আছে "ইউসেরাইট" — স্বাভাবিকের মতই অতুলনীয় এই উপাদান পূরণ ক'রে দেবে ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈল সম্ভার, যা নিত্যই স্নানে আর রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে ক্ষয় হচ্ছে। নিভিয়া আপনার দেহত্বক কোমল ও লাবণ্যময় ক'রে রাখবে। আপনার দেহত্বক নিভিয়া চায়। এখনই !

নিভিয়া সবকাজের উপযোগী ক্রিম।

S&N

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

**"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার
সম্মুখে ঘন আঁধার—"**

খাচ্ছে, দাচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখনো হতাশ হন কখনো বা খুশী, বউ বাপের বাড়ি গেল তো মুখে বাজার ভাব, এমন সময়ে চারিটি ম্যাচের একখানা টিকিট ফোকটে পাওয়াতে সে বেদনা না পাত্তা ঘুচে গেল— এই নিয়ে আমরা পাঁচজন আছি। সৃষ্টি-কর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই আমরাই পৃথিবীতে ম্যাজরিটি। আমাদের বেদনা সামান্য সেটা ঘুচতেও বেশীক্ষণ লাগে না।

অথচ মুনিঋষি [illegible] সন্ধান হেমরা আমাদের সন্ধান আমাদের সন্ধান [illegible] একটি একটি [illegible] নাকি [illegible] পাবার পর [illegible] "[illegible] প্রয়োজন।"

[illegible]

[illegible] আমার [illegible] চুপ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বেশী [illegible] আমার প্রাণ আলো করে।

রবীন্দ্রনাথ [illegible] অরবিন্দ এঁরা দেখতে [illegible] বটে। কিন্তু [illegible] এঁরা মানুষ নন। [illegible] তুমি কবি, দু পয়সা তোমার আছে পদ্মায় বোটে ভাসতে তুমি ভালোবাসো। কী দরকার তোমার ইস্কুল করার আর তার খাই মেটাবার জন্য বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই চষার? কিংবা বিবেকানন্দ। অসাধারণ জিনিয়স। পঁচিশ হতে না হতেই প্রাচীন অর্বাচীন দিশী-বিদিশী সর্বশাস্ত্র [illegible]। কী দরকার ছিল সেই সুদূরে [illegible] গিয়ে—[illegible] আমার

ট্রেপাস ?(১) কি দরকার ছিল অরবিন্দের নির্জন ধ্যান ধ্যানান্তরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ব্রহ্মের কাছ থেকে [illegible] অবতরণ করে নিম্নে তবে [illegible] এসে এই ভস্মীভূত ভবভূমিকে [illegible] করার?

এদের বাদ দিলুম। এঁরা আমাদের মত...।

কিন্তু—এখানেই একটা বিরাট কিন্তু।

এই [illegible] আমাদের [illegible] কিন্তু তাই [illegible] আমাদের [illegible] কি ওঁদের চেয়ে [illegible] ওঁদের [illegible] নাই বলে কোনো বোধ কি আমাদের সকলেরই ওঁদের চেয়ে কম?

---

(১) [illegible] রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ [illegible] আলোচনা হচ্ছে। অন্য [illegible] না দিয়ে থাকলে আমি একটি [illegible]। [illegible] প্রথমেই আরবিন্দ [illegible] ভারত সেবার জন্য অর্থ [illegible] নিরাশ হয়েছিলেন।

বরঞ্চ বলবো, বিধিপ্রসাদাৎ, কিংবা [illegible] সাধন বলে তাঁরা চিত্তজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বেদনা-বোধ তাঁদের ভেঙে ফেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন জীবনের অবস্থায়ই হঠাৎ তাদের জীবন-প্রদীপ নিভে যায় আর চোখের সামনে সে যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। যেন বিরাট নবাব-বাড়ি অর্ধ ঘণ্টার ভিতর চোখের সামনে অনলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমরা যে কটি অকর্মণ্য গাছ তার চতুর্দিকে ছিলুম—যাবার সময় আমাদেরও ঝলসে দিয়ে গেল।

হয়তো ঠিক অতখানি না। আমার এক [illegible] সম্পর্কের ভাগ্নে ছিল। ডিগডিগে লম্বা পাতলা কাঁচা সোনার বর্ণ ভারী [illegible]। বিধবা মায়ের এক ছেলে। তাঁর [illegible] পড়াশুনো করতে এসেছে শহরে। [illegible] আর কোনো ছেলে [illegible]। এর বোধ হয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ছেলেটি কিন্তু [illegible] হয়তো সেই কারণেই বেশী [illegible]।

[illegible]। ইনস্পেক্টর এসেছেন ইস্কুল দেখতে। তাকে শুধিয়েছেন কি একটা প্রশ্ন। উত্তরটা [illegible] ভালো করেই [illegible]। কিন্তু এর তো [illegible] তার উপর উত্তর [illegible] হয়ে গেছে বেজায় নার্ভাস। তোৎ তোৎ করে আরম্ভ করতে না করতেই ইনস্পেক্টর তার দিকে [illegible] দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন এগিয়ে।

ব্যাপারটা হয়েছিল বেলা তিনটায়।

॥ চলচ্চিত্রে রূপায়িত সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ॥

শৈলেশ দে-র
দুই বাড়ি . ২·৫০

শৈলেশ দে-র
কৃষ্ণচূড়া ... ২·৫০

অন্যান্য উপন্যাস

[illegible]
ঝড়ের সংকেত - ৩·৫০

[illegible]কুমার চট্টোপাধ্যায়ের
দার্শনিক - ৩·০০

বিশ্বনাথ রায়ের
নতুন নগর - ২·৫০

বৈশাখে বেরোবে
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
দ্বিতীয় পৃথিবী

শৈলেশ দে-র
আকাশ প্রদীপ - ২·৫০

বৈশাখে বেরোবে
বিশ্বনাথ রায়ের
ব্যাকুল বসন্ত

বৈশাখে বেরোবে
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোয় আলোয় পূর্ণিমা

শ্রীভারতী পাবলিশার্স
[illegible] কলিকাতা-১২

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস। গাছ থেকে ঝুলেছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কাল নাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ। —বিনা পণে। ছেলেটি গরীব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড্ডই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দুমুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যান্ড-বিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপাবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরেই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগগিরিই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাকে বলতো, 'মা কে নিয়ে আসছি।' গরীব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বছর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পরেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না এখন বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে। পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ভূতের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগারেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোটবোনের ক্লাস-ফ্রেন্ড। আমি তার মুরুব্বী। সিগারেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে।

বোন, বললে 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনো সে তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যে-রকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধুরী? আমার বোন শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো [illegible]

এ-যুগের ব্যঙ্গ-সাহিত্যে যিনি অতুলনীয়

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুশীলকুমার দে, সজনীকান্ত, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বিচারকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য সেই সুবিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক

শ্রীবিরূপাক্ষের

সদ্য প্রকাশিত অভিনব ব্যঙ্গ-গ্রন্থ

বিশ্বরূপ দর্শন চার টাকা

এ বই শুধু আপনি পড়ে খুশী হবেন না—বাড়ীর, পাড়ার, বাইরের যে-কোন লোককে পড়াবেন তিনি খুশীতে ভরপুর হয়ে পড়বেন। লাইব্রেরী থেকে পড়ে সুখ পাবেন না, নিজের ঘরে একখানা কিনে রাখতেই হবে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জ্বালা নেই এমন ব্যঙ্গ-রচনা এ-যুগে খুব অল্পই লেখা হয়েছে।

কথাকলি	**কথাকলি-র বই**
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-৯	সমস্ত নামকরা বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়

॥ **কথাকলি-র উপন্যাস** ॥

সমরেশ বসুর		জরাসন্ধের		গজেন্দ্রকুমার মিত্রের	
অয়নান্ত	৬৷৷৹	**আবরণ**	৩৷৷৹	**সপ্তসাগর**	৪৷৷৹
সুবোধ ঘোষের		আশাপূর্ণা দেবীর		শক্তিপদ রাজগুরুর	
কান্তিধারা	৩৲	**উত্তরলিপি**	৪৲	**কাঁচকাঞ্চন**	৪৲
নীহার গুপ্তের		বিশ্বনাথ রায়ের		সুধীরঞ্জনের	
জতুগৃহ	৪৲	**মুক্তবিহঙ্গ**	৪৷৷৹	**শ্রীমতী**	৪৲
ধনঞ্জয় বৈরাগীর		শৈলেশ দে-র		বারীন্দ্রনাথ দাশের	
দুয়োরানী	২৷৷৹	**বধূ**	৩৲	**দুলারীবাঈ**	৪৲

স্বর্ণ ও রসায়ন যুক্ত অদ্বিতীয় [illegible]

তারপর হঠাৎ মাসাধিক কাল কোনো ফোন নেই। ভাবলুম, আমি যখন আপিসে তখন বোধ হয় ফোন করে। তারপর একদিন বাথরুমের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা আর আমার চাকরের ভীত কণ্ঠস্বর। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, তেতলার মেয়েটি মেঝেতে পড়ে—ভিরমি গেছে—পাশে টেলিফোনের রিসীভার।

সন্ধ্যাবেলা আমার লোকটা বললে 'ভিরমি কাটতে বেশীক্ষণ লাগেনি, তবে কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাচ্ছে।'

আমার ঘরে এসে টেলিফোন করতো বলে আমি ইচ্ছে করেই কোনো কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খবরটা কানে এসে পৌঁছল। এসব ব্যাপার পাড়াতে জানাজানি হবে। মেয়েটির পরিবারের ডাক্তারও আমার ভাল করে চেনা। ইংরিজিতে বললেন

"He walked out on her to another girl." [illegible] চোখের সামনে দেখতে পেলুম ঐ ছিবড়ি [illegible] মেয়েটির উপর পা দিয়ে যেন সেই ছোকরা [illegible] আরেকটা মেয়ের [illegible] walk on [illegible]

[illegible] বমি করতো।

[illegible]

মর্ডানরা বলবেন ওসব রোমান্টিক প্রেম আজ আর নেই। আজ একমাস যেতে না যেতেই সবাই অন্য লাভার পেয়ে যায়। তাই হোক, আমি তাই কামনা করি। আমার সর্বান্তকরণের আশীর্বাদ তাদের উপর।)

ধর্মের [illegible] উপস্থিত [illegible] এই [illegible] [illegible]

মায়া। তুমিও নেই আমিও নেই এই পৃথিবীও নেই [illegible] হও। কেউ বলেন লীলা। ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করো। সান্ত্বনা পাবে।' কেউ বলেন, 'মনই সর্বদুঃখের উৎপত্তিস্থল। সেই চিত্তের বৃত্তি নিরোধ করো। [illegible]' [illegible] অনেক মত আছে।

আমি নতমস্তকে সব কটাই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মা-ঠাকুমারা এসবে বিশ্বাস করতেন কিংবা আরো ভালো হয় যদি বলি ধর্ম তখন সজীব ছিল সে তখন সে-বিশ্বাস [illegible] —তাই তাঁরা শান্তি পেয়েছেন।

ধর্ম কেন আমার সেই [illegible] চিত্রকে [illegible]

[illegible]

[illegible] অন্য ধর্ম [illegible]?

*

[illegible]

দুপুরে রাত্রে যখন তার ঘুম ভাঙে [illegible] চোখ মেলে এই বিশাল পৃথিবীতে কেউ নেই তার কেউ নেই তখন?

হয়তো বা বিজ্ঞান পারবে। বিজ্ঞান একদিন তাকে সারিয়ে দেবে। না পারলেও হয়তো বা তাকে কোনো প্রলেপ দিবে। আমি এসব জিনিস জানি না তবে Twilight sleep না কি যেন একটা আছে এবং আশা, সেটা আরো উন্নতি করবে। ঘুম পাড়িয়ে দেবে। হাসপাতালে গিয়ে দেখব, সে ঘুমিয়ে আছে, [illegible]

নন্দনকাননের অপ্সরীদের আদর পেয়ে তার মুখে মিঠে হাসি।

জয় বিজ্ঞানের।

কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে তো জীবনের কোনো comprehensive phylosophy নেই যা ভাগ্যকে রুখবে, প্রতিবেশীর মেয়েকে নর্মাল করে তুলবে।

হে ধর্মরাজগণ, বিজ্ঞানের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে তাকে আশীর্বাদ দিয়ে এবং আপন [illegible] দৃঢ়তর করে আমাদের বাঁচাও।

আমি জানি আমার জীবনে সেদিন আমি দেখে যেতে পারবো না।

এই নির্জন প্রান্তরে এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত [illegible] ডাকের মত শুনতে পাবো [illegible] না, বন্ধ [illegible] দেখতে পাব সেই প্রদীপহীন চীনা ফানুস॥

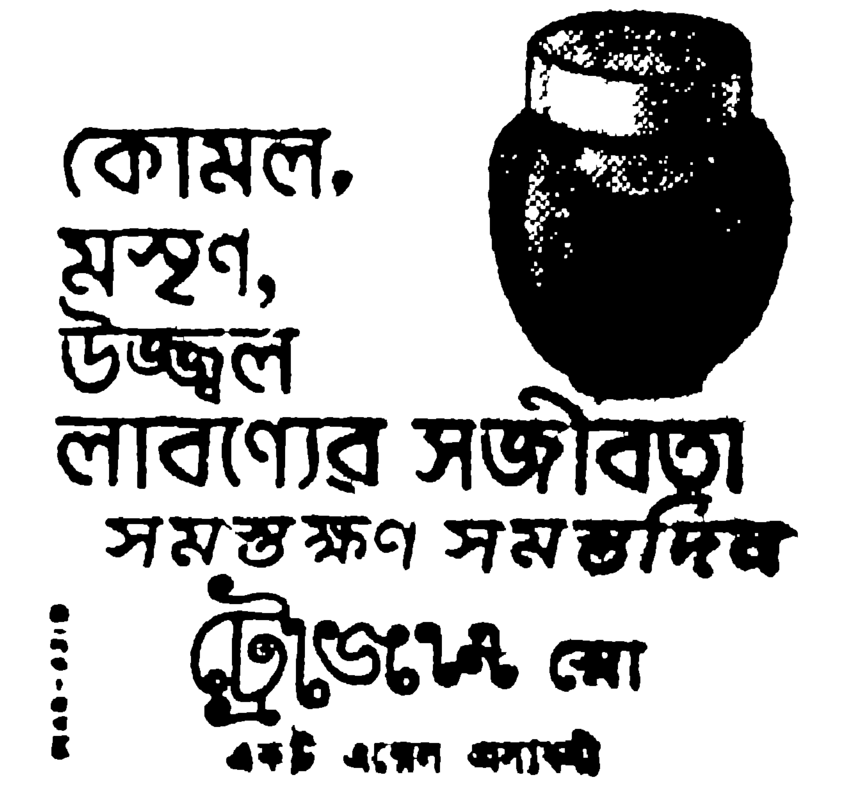

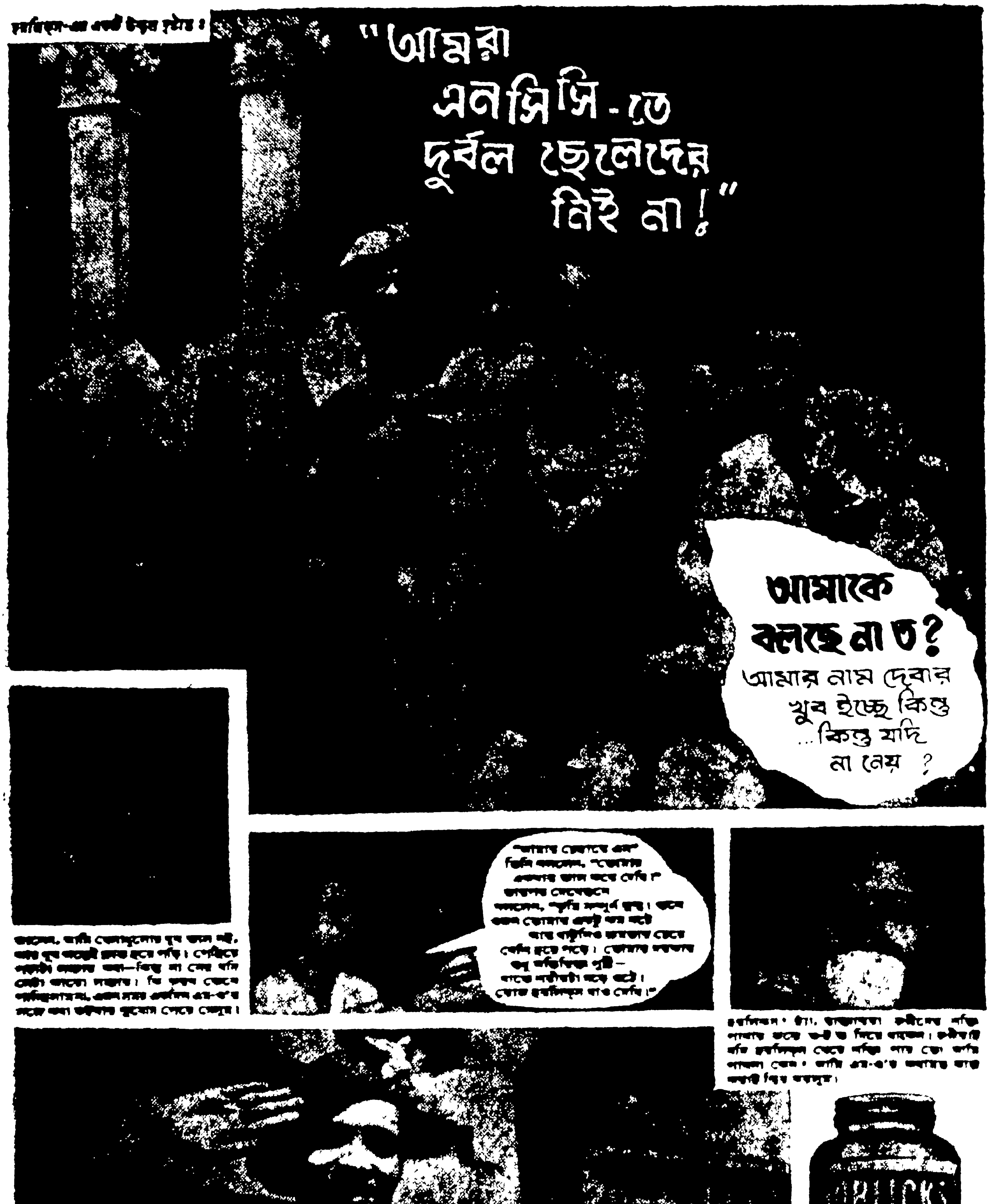
"আমরা
এনসিসি-তে
দুর্বল ছেলেদের
নিই না!"
আমাকে
বলছে না ত?
আমার নাম দেবার
খুব ইচ্ছে কিন্তু
...কিন্তু যদি
না নেয়?
HORLICKS
হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

তিমিরবরণ পরিকল্পিত সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা-শিশুতীর্থ

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ভারতীয় সঙ্গীত চিরকাল রাগমার্গে বিচরণ করেছে এবং যে সঙ্গীতে সার্থকতা অর্জন করেছে তা একক সঙ্গীত। বহু সংগীতের সমন্বয় কি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। রঙ্গালয়ে ছিল রাজসভাতেও ছিল, কিন্তু তার স্বরূপ অর্কেস্ট্রেশনের মত নয়। আমাদের দেশের সমবেত সংগীত হচ্ছে একক সঙ্গীতেরই বহুধা আবৃত্তি আর অর্কেস্ট্রেশন হচ্ছে বিভিন্ন বাদ্যের সাহায্যে একটি রচনার বিভিন্ন অংশের রূপায়ণ। সিম্ফনি শব্দের সাধারণ অর্থ সম্মিলিত [illegible] একত্রিত [illegible]। [illegible] সাহায্যে কাহিনীকে [illegible] বিন্যাস করবার [illegible] কল্পনা আমাদের দেশে [illegible]। [illegible] যে চেষ্টা হচ্ছে [illegible] সমর্থ [illegible] আমাদের [illegible] অর্কেস্ট্রেশনে সমর্থ হব যা ভারতীয় [illegible] সংগীতের [illegible] সম্পাদন করা সম্ভব।

ভারতীয় [illegible] সেই সংগীতের [illegible] বা ভাবরাজ্যের [illegible]। আমাদের সংগীত [illegible] অনুসরণ করে না। এই কারণে কোন [illegible] উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীত সৃষ্টি [illegible] এর [illegible] সম্ভব [illegible] সংগীত হার্মনির [illegible] মেলডি [illegible] সম্পন্ন করতে হবে [illegible] এই কারণেই আমাদের প্রচেষ্টা [illegible] পারবে [illegible] না। [illegible] সংগীত [illegible] সাফল্য [illegible] সংগীত [illegible] সেখানে সংগীতের [illegible] প্রধান সংগীত [illegible] করছে [illegible]। একটি চিত্রের সংগীতভাগটুকু যদি আলাদা করে শোনানো হয় তাহলে মূল আখ্যানবস্তু কি প্রস্ফুটিত হবে বা সিম্ফনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? না—তা নয় সংগীত সেখানে তার নিজস্ব সত্তা দিয়ে একটা অখণ্ড বিষয় বস্তুকে জাগ্রত করছে না। তবে একথা বলা যায় যে একমাত্র সার্থকতা অর্জন করলে ভবিষ্যতে অর্কেস্ট্রার সার্থকতা অর্জন করা সম্ভব কেননা প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের ব্যঞ্জনা জ্ঞাপকতা এই প্রয়োগ থেকেই বিচার করা যেতে পারে এবং অভিজ্ঞ সংগীতপরিচালক তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন।

অর্কেস্ট্রায় দিক থেকে একটি বড় বাধা এই যে এই ধরণের যন্ত্রসংগীত উপভোগ করবার [illegible] এখনও আমাদের তৈরী হয়নি। সম্মিলিত যন্ত্রধ্বনি যাত্রা বা থিয়েটারে [illegible] অভ্যস্ত। সেই [illegible] কেবলমাত্র এক একটি গৎ [illegible] এবং তা অল্পেই প্রকৃত [illegible] পেরেছিল [illegible] শতাব্দী [illegible] দিকে বহু [illegible] উদয় হয়েছিল কিন্তু অর্কেস্ট্রা [illegible] ছিল বললে অনেক [illegible] কোনদিক দিয়েই [illegible] নির্ভীক বলা যায় না। তবে [illegible] তার যে সার্থকতা ছিল না [illegible] কিন্তু সে কেবলমাত্র সম্মিলিত [illegible] যন্ত্রাদিতে তার [illegible] এই পর্যন্ত।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অর্কেস্ট্রা [illegible] আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে এই সময়ে আমাদের আর্টিস্টদের [illegible] হয় এবং তাঁরা সিম্ফনি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। গুণী [illegible] তিমিরবরণকে এই চিন্তা [illegible] অত্যুক্তি হয় না। বাদ্যযন্ত্র [illegible] রূপায়ণ কিভাবে সার্থক [illegible] প্রায় [illegible] চিন্তা করে আসছেন। যন্ত্র-সংগীত [illegible] তার একটি [illegible] একক [illegible] থেকে [illegible] এবং সম্পূর্ণভাবে অর্কেস্ট্রার [illegible]। গত বৎসর তাঁর [illegible] পরিকল্পনার [illegible] আমাদের পরিচয় হয়েছিল এবং তার প্রয়োগ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবারে তিনি অপেক্ষাকৃত পরিণতরূপে রবীন্দ্রনাথের "শিশুতীর্থ" অবলম্বনে যে সংগীত সৃষ্টি করেছেন তাও বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রবণ করেছি। গত তিরিশে মার্চ সংগীত সম্মিলনীর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি একাডেমী অফ ফাইন আর্টস এর অডিটোরিয়ামে সম্পাদিত হয়।

তিমিরবরণকে আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দিত করছি তাঁর অখ্যানবস্তুটি নির্বাচনের জন্য। সংধ্বনি সংগীতের জন্য শিশুতীর্থের মত গম্ভীর ও উদাত্ত কাব্য অতিশয় উপযুক্ত। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে অর্কেস্ট্রা রচিত হয়েছে কিন্তু এই কাব্যটির প্রতি কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে জানিনে। এমন একটি সাবলাইম চিন্তাকে তিমিরবরণ যে রূপ দিয়েছেন তা আমাদের সংগীতে একটি সবলাইম সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গেল।

শিশুতীর্থ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজী "দি চাইল্ড" কবিতা থেকে নিজে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯৩০ সালে জার্মেনীতে অবস্থিতির সময় কবি খৃষ্টের জীবনী অবলম্বনে রচিত একটি প্যাশন প্লে দেখেছিলেন। তার পরের দিন এই কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি [illegible] উপক্রমণিকায় অন্ধকার গুহায় আদিম হিংস্রমানবের রূপ, তারপর জাগল সাধুতা আর পশুশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আদিম মানবের সন্দেহ। এর পরে ভক্তের ডাকে মানব দিল সাড়া ভোরের আলোয়

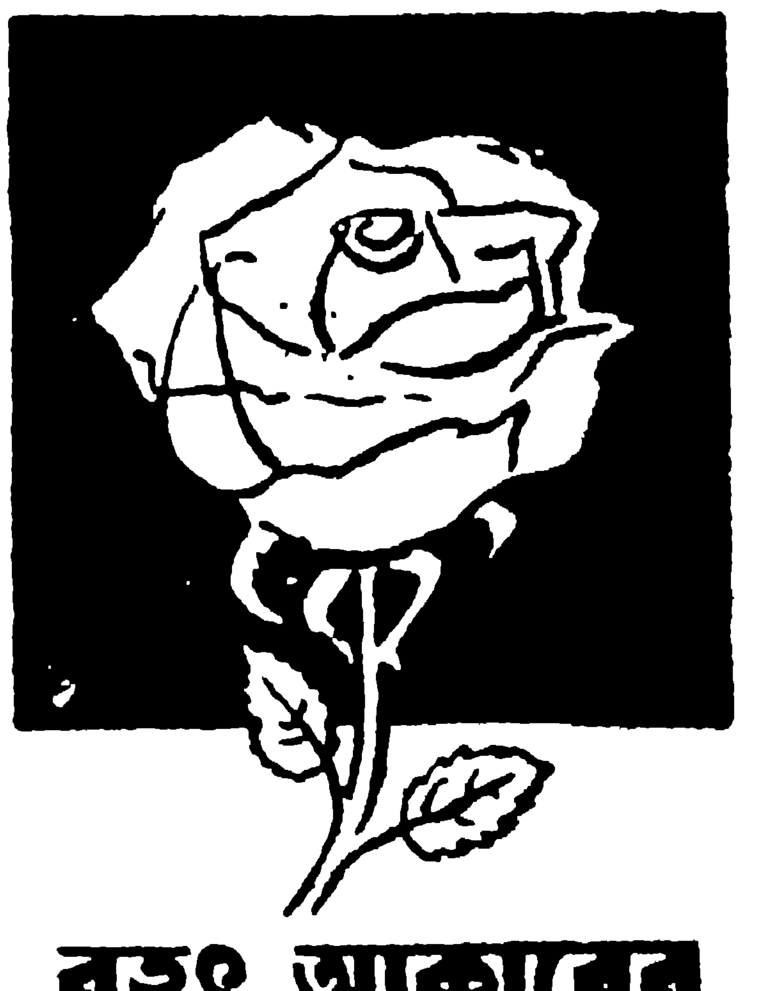

বৃহৎ আকারের

গোদরেজ নং১

প্রথম উদ্ভিজ্জ তৈলজাত স্নানের সাবান — এবং এখনও সর্বশ্রেষ্ঠ সাবানের অন্যতম।

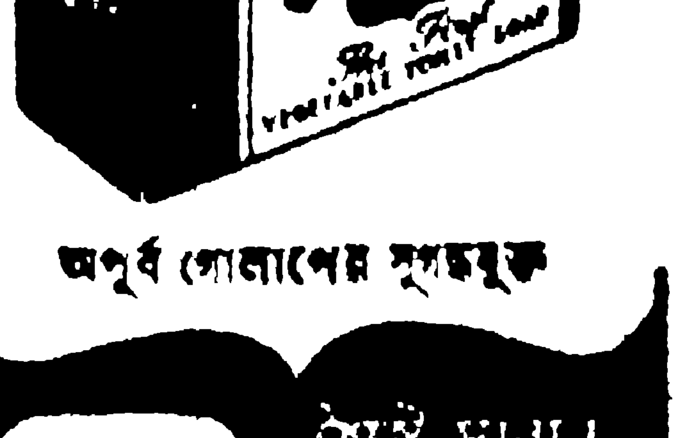

অপূর্ব গোলাপের সুগন্ধযুক্ত

গোদরেজ

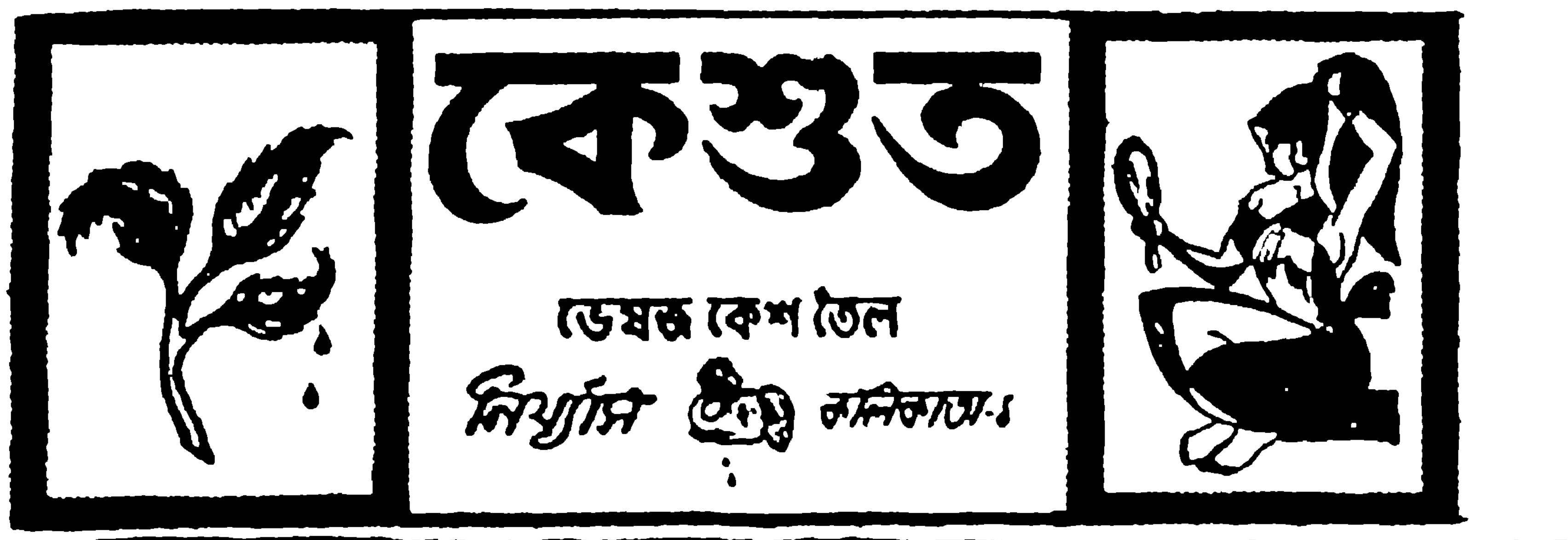

সকল শ্রেণীর মানব যাত্রা করল সার্থকতার তীর্থে। ভক্ত চলেছে, চলেছে যাত্রীরা কিন্তু পথ ফুরোয় না। ভক্তের কাছ থেকে তারা প্রশ্নের সদুত্তর পায় না। রাত্রি নামল,—ক্লান্ত, অবসন্ন, হিংস্র, কুটীল মানব ভক্তের প্রতি বিশ্বাস হারাল, তারা তাদের অধিনায়ককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। কিন্তু তারপরেই এল তাদের অনুশোচনা এবং আত্মসমালোচনা। পথপ্রদর্শককে হারিয়ে যখন তারা বিভ্রান্ত তখন পূর্বদেশের বৃদ্ধ উপদেশ দিলে যাকে তারা মেরেছে তাকেই গ্রহণ করতে হবে প্রেমে। মৃত্যুদ্বারাই সে সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবীত। আবার যাত্রা শুরু হল। আর তারা কোন সন্দেহ মনে স্থান না দিয়ে চলতে লাগল সব অবস্থার মধ্য দিয়ে। পথের অর্থ যেন তারা খুঁজে পেল তাদের অন্তরে। অবশেষে এক প্রত্যূষে তালীকুঞ্জতলে এক পর্ণকুটিরের দ্বারে এসে তারা শুনল কবি গান গেয়ে বলছে— 'মাতা দ্বার খোলো।' দ্বার খুলে গেল। মা বসে আছেন তৃণ শয্যায় কোলে তাঁর শিশু। সকলে জানু পেতে বসল ঘোষণা করলে— জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"

কবিতাটিতে এমন কয়েকটি ভাবব্যঞ্জক অংশ আছে যা যন্ত্রসংগীতে আশ্চর্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তিমিরবরণ এই সব অংশই বহুবিধ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র মেলডিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সংগীতের প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য অনুরূপ গাম্ভীর্যে রূপায়িত হয়েছে। একটি মহান কাল তাঁর অসমাপ্ত। প্রাচীন মহান ধ্যানসংগীত রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর এই পরিকল্পনা যন্ত্রসংগীতে ভারতের নতুন পদক্ষেপের সূচনা করেছে।

এই পরিকল্পনায় একটি বিষয়ে কিছু সংশয় জাগতে পারে যে সেটি খুব বড়ো সমস্যা নয়। সমগ্র বিষয়বস্তুটি পর্দায় স্লাইড দিয়ে দেখানো হয়েছে। এতে হয়ত সংগীত থেকে শ্রোতার চিত্ত কিছুটা সরে গেছে কিন্তু সংগীতটি এমন সুসংবদ্ধ যে চিত্র ব্যতিরেকেও এটি অনায়াসে একটি উৎকৃষ্ট বাদ্যপ্রবন্ধ হয়ে উঠতে পারত। সম্ভবত আমাদের চিত্ত এখনও সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সংগীতানুগ নয় বলেই এইভাবে সামান্য চিত্তাকর্ষক উপাদান আনা হয়েছে।

এই যন্ত্রসংগীতের ব্যবস্থাপনাকেও আমরা প্রশংসা করি। কীভাবে বাদকেরা আসন গ্রহণ করবেন তাঁদের স্বরলিপিগুলি সুবিধাজনকভাবে রক্ষিত হবে—এই সমস্ত আঙ্গিকের প্রতিই তিমিরবরণের নিপুণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল।

ঈদৃশ প্রচেষ্টা ক্রমেই প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে, প্রসারিত হয়ে যন্ত্রসংগীতে ভারতের একটি স্বকীয় মান নির্ধারণ করবে, এইটাই আমরা কামনা করি।

আলোচনা

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

মহাশয়

আন্তরিকতা আর আগ্রহের সঙ্গে 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' পড়তে পড়তে আমার এ-চিঠি লেখার কথা মনে হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকেই আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছিল প্রাসঙ্গিক হবে কিনা সন্দেহ থাকায় এতোদিন সেইসব কথা তুলি নি। 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' আলোচনার ধারা লক্ষ করতে করতে আমার প্রসঙ্গ পেয়ে গেছি মনে হলো। আমার কথাটা ভারতের কম্যুনিস্টদের দার্জিলিঙ, সিকিম ইত্যাদি হিমালয় অঞ্চল নিয়ে চীনের সঙ্গে আঁতাত। বলে রাখি এর আগেই আমার ধারণা হয়েছে যে আমাদের পুলিস বাহিনী প্রকৃত সংবাদ পায় না।

আমি দেখেছি, বিরাট এক গাড়ি রেড রোড ধরে তীব্র বেগে যেতে যেতে হঠাৎ থেমেছে আর গাড়ি থেকে একজন বিদেশী নেমে পলাশী গেট-এর মুখ থেকে ফোর্টের ছবি তুলছে, আর তাই দেখে আমাদের একজন লালপাগড়ি-সেপাই কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বর্তে-যাওয়া হাসি হাসছে।

এবার আসল কথা। গত ১৯৬১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি দার্জিলিঙে ছিলাম। সেই সময় নেপালী ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় নেপালী ছেলেদের টিটকারি হজম করতে হয়েছে। মনে হয়েছে যেন বিদেশে এসেছি, মনে হয়েছে নেপালের জায়গা যেন জোর করে অধিকার করে বসে আছি। ভেবেছি এতো বিষ কে ছড়ালো। নিজের দেশে পরবাসী হলাম কি করে?

একদিন আমার চোখ খুললো।

দার্জিলিঙ থেকে সিকিম যাচ্ছিলাম। রংপোর ব্রিজের কাছে সিকিমে ঢোকার আগে সই করতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে উলটো দিক থেকে আসা একখানা জীপে একটা চেনা চেনা মুখ দেখলাম। তখন অত ভাবিনি। দিন তিনেক পরে একদিন বিকেলে সিঞ্চল লেক দেখে হেঁটে ফিরছিলাম ঘুম পর্যন্ত। ঘুম স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি ফিরতি ট্যাক্সি ধরবো বলে—সঙ্গে একজন অধ্যাপক বন্ধু। হঠাৎ একটু দূরে একটা জীপ এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে নামলেন রংপোয় দেখা সেই মানুষটি। পরনে লম্বা কালো কোট। গাড়ির দিকে চেয়ে দেখি, এঞ্জিনের মাথায় কম্যুনিস্ট পার্টির ফ্লাগ। আমার চোখ খুললো। মানুষটি আর কেউ নন—স্বয়ং জ্যোতি বসু। সঙ্গে সঙ্গে মনে সেই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন। উনি এ অঞ্চলে কি করছেন? সিকিমে কেন গেলেন? আরো আশ্চর্য, আরো রহস্য, ওঁর গাড়ির পেছন দিকের সীটে দুজন দাড়িওয়ালা পূর্ব ইউরোপীয় কি করছেন? তাঁদের সঙ্গে অত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কেন? ওগুলো কী যন্ত্র? জয়ীপের? বেতার প্রেরক যন্ত্র? ছবি তোলার সরঞ্জাম? চিনি না। কিন্তু মানুষগুলোকে চিনতে কষ্ট হলো না। জ্যোতিবাবু ঐ কুয়াশার মধ্যে কুয়াশার মতনই নেমে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমরা অপেক্ষা করতে পারলাম না। দার্জিলিঙে ফিরে অনেককে বলেছি। সবাই বিস্মিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকেও বলেছি আমার কথা। আমার বিশ্বাস ১৯৬২ সালের অক্টোবরের আগে পর্যন্ত এই কম্যুনিস্ট নেতার আসল মতলবের হদিশ কেউ পাননি।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন

৩০ চৈত্রের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীরমাপদ চৌধুরী 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামায় আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেছেন, 'আইনস্টাইন স্কুল শেষের অঙ্ক পরীক্ষায় একটা বড়োসড়ো শূন্য পেয়েছিলেন'। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন সম্পর্কে রমাপদবাবুর এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে আইনস্টাইন স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাষা প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পরীক্ষাপত্রে অকৃতকার্য হয়েছিলেন কিন্তু গণিতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। আইনস্টাইনের যে কোনো প্রামাণ্য জীবনী (উদাহরণস্বরূপ ক্যাথরীন ওয়েন্স পেয়্যার লিখিত ও পত্রলেখক কর্তৃক অনূদিত 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' বইটি উল্লেখ করতে পারি) থেকে এই কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। মনে হয়, আইনস্টাইন সম্পর্কে সাধারণ-প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার বশে রমাপদবাবু এই উক্তি করেছেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা-৯

হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ

মাননীয়েষু

গত ৩০ বর্ষ ২৩শে চৈত্র সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ' প্রবন্ধ পাঠে অত্যন্ত তৃপ্ত হলাম। হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুর ও বলাগড় থানার শ্রীপুর গ্রামে সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের কথা যা উল্লিখিত হয়েছে তা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এত প্রাচীন দেবস্থান বাংলায় দুর্লভ। তবে উলা বা বীরনগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মুস্তোফী বাড়ির উত্তর-পূর্বদিকে যে অপূর্ব শিল্পকলামণ্ডিত একচূড় মন্দিরটি আছে তা আরও প্রাচীন। ২৮৪ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। উলার চণ্ডীমণ্ডপও শ্রীপুর ও আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের মত কারুকর্মের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উপরন্তু এর কাদার গাঁথনি করা দেওয়ালে টালির উপর খোদাই করা যেসব দেবদেবীর মূর্তি সূক্ষ্ম নকশা আছে তাও উল্লেখযোগ্য। ১২৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ে উলার ও আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের চালা দুটি উড়ে যায় ও খড়ের পরিবর্তে পরে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। তা হলে অনুমান হয় বাংলাদেশে এখন একমাত্র শ্রীপুরেই সাবেককালের খড়ের চালাওলা চণ্ডীমণ্ডপ বর্তমান। উলা বা বীরনগর' পুস্তকে শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী মহাশয় লিখেছেন (পৃষ্ঠা—৬৭)—"মন্দিরের খিলানগুলি চূণ ও সুরকীর দ্বারা গাঁথা। কিন্তু ইহার দেওয়ালের গাঁথনি কাদার। আজিও দেওয়ালের কোনস্থানে ফাট ধরে নাই।" এই গাঁথনির কাদা আবার অত্যন্ত পাতলা। পাতলা কাদার গাঁথনি দীর্ঘদিনেও যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে আধুনিক বঙ্গীয় স্থপতিদের স্বল্পতম মূল্যে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা সমস্যার এক অতিমূল্যবান সমাধানের নির্দেশ দেবে আশা করি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ প্রবন্ধে যে স্বাজাত্যবোধ যে সংস্কৃতিমনার পরিচয় রয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। বঙ্গীয় স্থাপত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের আলোচনা পেয়ে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে যে আহ্বান জানিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত সব বিষয়ে আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা লেখালেখি করছি, কিন্তু স্থাপত্য-এর ঐতিহ্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। স্থাপত্যেরও যে ঐতিহ্য আছে, এটাও যে একটা ভাববার কথা, এরও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আমরা অন্ধের মত বিদেশী স্থাপত্য ও তার অলঙ্করণ পদ্ধতি অনুকরণ করে চলেছি। আমাদের স্থাপত্যের শ্রীমণ্ডিতরূপ বাদুড়ের চোদ্দপুরুষের ঘেরাটোপ পরে আর অরণ্যের মধ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের তকমা এঁটে বিদেশীদের বিস্মিত করছে মাত্র। Gordon Sanderson J Beg, Bradfrod Leasly, F O Oertel প্রভৃতি মনীষী আমাদের মহান ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

গোবিন্দ মোদক

কলিকাতা-২৫

মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে অস্থায়ী কমিশন

আপনি যদি মেডিকেল ক্যাটিগরি "এ'র সরকারী রেজিষ্টার্ড নার্স হন এবং সন্তানাদিহীন নির্ভার হন, আপনার বয়স যদি ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হয়, তাহলে আজই কমিশনের জন্য আবেদন করুন।

স্বীকৃত পদমর্য্যাদা • ভালো বেতন ও ভাতা • আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধে

অন্যান্য বিবরণের জন্য - ডাইরেক্টার জেনারেল, আর্মড্ ফোর্সেস্ মেডিক্যাল সার্ভিসেস্, নূতন দিল্লী — এই ঠিকানায় লিখুন।

ভারতের প্রতিরক্ষায় যোগ দিন

DA 62/F10 (Bengali)

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করেছেন। সংবাদ শুনেছি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেতেই! শুনলাম, তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঁচাত্তর। বন্ধু বললেন, পুরোনো দিনের মানুষ বলেই এতদিন টিঁকে ছিলেন, তুমি আমি পারব না।

বয়সের দিক থেকে পঁচাত্তর বোধ হয় কম নয়। পরিণত বয়সে যিনি চলে যান তাঁর জন্যে শোক করা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ত মানায় না, তবু মানুষ স্বভাববশে বিষণ্ণ হয়, দুঃখ অনুভব করে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় কি আজকের মানুষ? আমার মনে পড়ছিল নিজেদের বাল্যকালের কথা। তখন বোধ হয় দেব সাহিত্য কুটির সর্বপ্রথম ছোটদের—মানে কিশোরদের জন্যে স্বতন্ত্র করে ছোট ছোট উপন্যাস বের করতে শুরু করেছেন। ধানবাদের হুইলার স্টল থেকে খান চার-পাঁচ বই এনে দিয়েছিলেন বাবা কি বাহার সেই সব বইয়ের, চোখ জুড়িয়ে যায়। দামও বুঝি আনা আষ্টেক। মনে পড়ছে তার মধ্যে এই দুটি বইও ছিল : 'যখের ধন' 'চাঁদিয়াং চন্দন'। প্রথম গ্রন্থটির লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়; দ্বিতীয় গ্রন্থটির লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ, ছিলেন বোধহয় বিভূতিভূষণও। বলা ভাল, তার আগে পড়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সেই সব লেখা—ঝড়ের কালো মেঘ-এর (!) মধ্যে যা যা ছিল।

সুকুমার রায় সুখলতা রাও—এ-সব পড়ার বয়েস অনেককাল ছাড়িয়ে এসে ছিলাম। তার ফলে আমাদের কিশোর [illegible] 'যখের ধন' এ নতুন অভিজ্ঞতা [illegible] রোমাঞ্চ, 'চাঁদিয়াং চন্দন' এই [illegible] আনন্দ।

তখন থেকেই হেমেন্দ্রকুমার রায় [illegible] পরিচিত। অর্থাৎ লেখক-এর সঙ্গে [illegible] যেমন পরিচয় ঘটে সেই রকম পরিচিত।

তারপর কত কাল কেটে গেল, [illegible] পুলের তলা দিয়ে কত যে জল বয়ে গেল কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখা থেকে সরে গেলেন না।

বয়স বাড়লে মানুষ বোধ হয় কিছুটা হিসেবী হয়। আমরা হিসেবী হয়ে পড়লাম। হেমেন্দ্রকুমারকে ফেলে এলাম পিছনে। কিন্তু তিনি আমাদের ছোট ভাই, তাদেরও ছোটদের জন্যে, শেষে আমাদের ছেলেমেয়ের জন্যে সেই একই বৃক্ষতলে বসে থাকলেন। আজও কিশোরদের কাছে হেমেন্দ্রকুমার যত খ্যাত যত প্রিয় অত আর বোধ করি কেউ নয়। শিবরাম ছাড়া।

১৮৮৮ সালে তিনি জন্মেছিলেন কলকাতাতেই। কলকাতাতেই বসবাস করতেন। সাহিত্যের আসরে যখন প্রবেশ

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

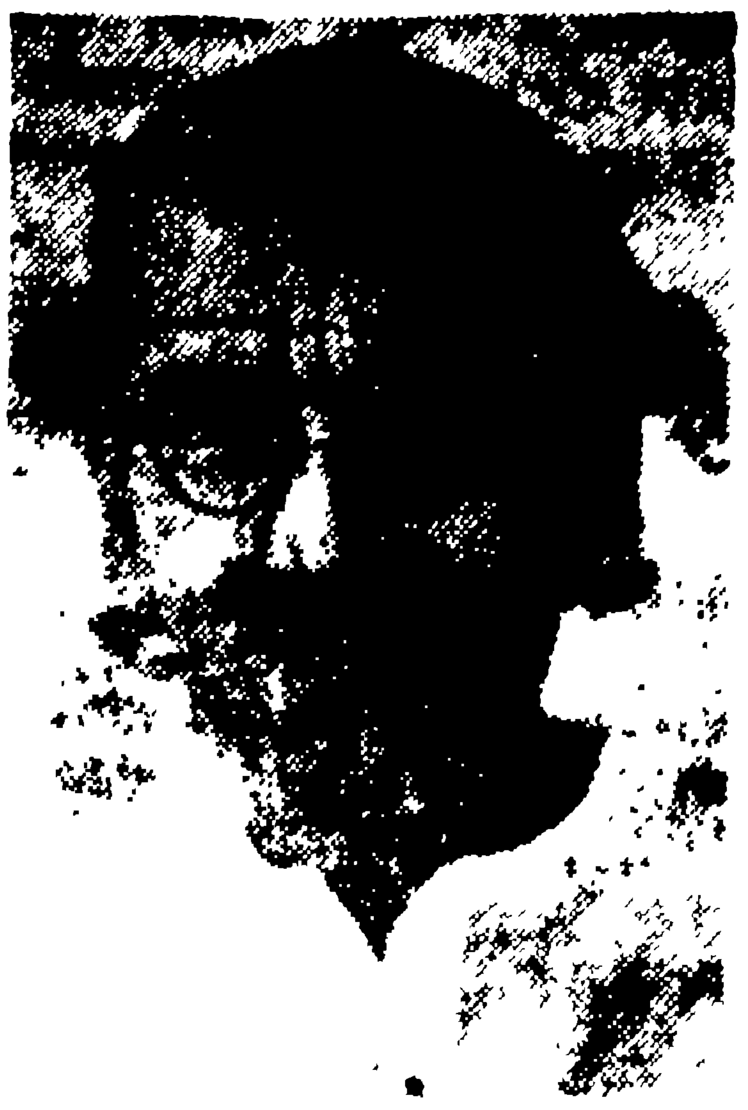

জন্ম : ১৮৮৮ মৃত্যু : ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬০

[illegible] তখন তাঁর পরিচয় ছিল অন্যরকম—শিশুসাহিত্যিক হিসেবে নয়। গান, কবিতা, গল্প উপন্যাস সবই লিখতেন তিনি। 'ঝড়ের যাত্রী' 'বেনো জল'—এ-সব উপন্যাসের কথা আজও আমাদের স্মরণে আছে, [illegible] তাঁরা বোধ হয় আরও অনেক [illegible] এখনই মনে করতে পারবেন হেমেন্দ্রকুমারকে।

[illegible] দেশের সেকালের প্রত্যেকটি [illegible] সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ [illegible] সম্পাদনায় প্রকাশ [illegible] 'নাচঘর' পত্রিকা যার [illegible] ছিল নাট্য ও শিল্পকলা। [illegible] পত্রিকা 'রংমশাল' ও তাঁর সম্পাদনায় [illegible]।

এ-কথা আজ বোধ করি সকলেই ভুলে গেছেন যে, হেমেন্দ্রকুমার একদা ছিলেন ছবি আঁকিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যথেষ্ট।

ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শিশিরকুমারের সঙ্গেও। 'সীতা' নাটকের নৃত্যপরিচালক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। ওই 'সীতা' নাটকের গানও তিনি লিখেছিলেন। 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' এ-গান কে না শুনেছেন?

শুধু কি সাহিত্যিক, সাংবাদিক সমালোচক হিসাবেও হেমেন্দ্রকুমার একদা খ্যাত ছিলেন, খ্যাত ছিলেন গীত রচয়িতা ও নাট্যরসিক হিসাবে।

অনেক পথ ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় নিয়ে শেষে এসেছিলেন শিশুসাহিত্যে। কেন? বোধ হয় নিজের কাছেই তাঁর মনে হয়েছিল, ওই একটিই বা বাদ থাকে কেন? কিন্তু ভাগ্যের এমনই ইচ্ছা যে, হেমেন্দ্রকুমার যা সর্বশেষে গ্রহণ করেছিলেন সেই শিশুসাহিত্যই তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করবে।

পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন

গত ১৪ই এপ্রিল দার্জিলিঙে পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন পরলোকগমন করেছেন।

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা

জিম করবেট

পাঁচশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে আট বছর যাবৎ যে প্রাণীটি গাড়োয়ালের অধিবাসীদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ধূর্ততায় ও হিংস্রতায় যে বাঘেদেরও হার মানায়, সেই চিতা শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ৪.৫০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির : ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

(সি-৩১৩)

...কালে ওঁর বয়স হয়েছিল সত্তর। ...দিন যাবং পণ্ডিত সংকৃত্যায়ন অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিঙেই ছিলেন। গত ১০ই এপ্রিল অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৪ই এপ্রিল তিনি লোকগমন করেন।

রাহুল সংকৃত্যায়ন বিশেষ পরিচিত ...। পণ্ডিত, ভাষাবিদ এবং ইতিহাস-... হিসাবে তাঁর সবিশেষ খ্যাতি ছিল।

১৮৯৩ সালের ৯ই এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা করেন কাশী, লাহোর মাদ্রাজ এবং সিংহলে। ১৯০৯ সাল থেকে তিনি বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন, এবং তিব্বত ও রাশিয়ায় একাধিকবার গিয়েছিলেন। সিংহলে এবং লেনিনগ্রাদে দর্শনশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন।

রাহুল সংকৃত্যায়ন পর্যটক ও ভ্রমণকারী হিসাবে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা একাধিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকেরও কম পরিচিত নয়।

আমরা এই গুণী ও প্রবীণ গ্রন্থকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

জীবনী গ্রন্থ : অসাধুতা

মাননীয় বিদুর

গত ১৩ই এপ্রিল সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার অধ্যাপিকা অনীতা গুপ্তার জীবনীগ্রন্থ : অসাধুতা শীর্ষক চিঠি পড়িয়া মনে হইল যে এই বিষয়ে আমারও কিছু বলা উচিত।

সম্প্রতি কয়েকজন স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী বন্ধুদের দ্বারা Marie Louise Burke বইখানির হিন্দী অনুবাদ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হই। উক্ত লেখিকা মহোদয়াকে বইখানি অনুবাদের অনুমতির জন্য প্রার্থনা-পত্র লিখি। ঐ পত্রে প্রসঙ্গত শ্রীমণি বাগচীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম কেননা 'দেশ' পত্রিকায় তাহার দ্বারা উক্ত পুস্তকখানির সংক্ষিপ্ত অনুবাদের একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম।

ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটির সেক্রেটারী মহাশয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরের যথাযথ প্রতিলিপি (অংশত) নিম্নে দিলাম। ইহা হইতে ভারত অনুরাগী বিদেশীগণের শ্রীমণি বাগচী সম্বন্ধে মনোভাব পরিস্ফুট হইবে। প্রতিষ্ঠ এইরূপ একজন লেখকের সম্বন্ধে এই জাতীয় মন্তব্য পাঠে নিশ্চয়ই আমার মতোই সাহিত্যানুরাগী সকলেই গভীর বেদনা অনুভব করিবেন।

পত্রখানির অনুলিপি :

Vedanta Society of Northern California 2963 Webster Street San Francisco 23 March 12 1963

Dear Mr Chakrabarty,

We have received your letter of March 6 in expressed the desire to translate "Swami Vivekananda in America New Discoveries" into the Hindi language . . .

. . . . I am sorry to say that the Mr. Moni Bagchi, whom you have mentioned in your letter, did not wait to obtain permission from the Ramakrishna Math before publishing his translation. His book, moreover, is regretably full of mistakes.

Yours sincerely Edith B. Soule (Mrs. H. D. B Soule).

চিরন্তনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর জীবন মহাকাব্যের কবি, জীবনের অসামান্য মহিমার ব্যঞ্জনা তাঁর ছোট গল্পে। 'চিরন্তনী' তাঁর রচনা কয়েকটি ছোটগল্পের সংকলন। দাম ২.৫০

ছায়াবৃতা

সুবোধ ঘোষ

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, ব্যঞ্জনাময় ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্পী হিসাবে সুবোধ ঘোষের শক্তিমত্তার নিঃসংশয় প্রমাণ। 'ছায়াবৃতা' তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দাম ২.৫০

মধ্যদিনের গান

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদর্শী লেখক বিচিত্র রস পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে। দাম ৩.০০

সুলোচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ বাংলা গদ্যের অমর শিল্পী। তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে এই সুন্দর গ্রন্থে। দাম ২.০০

উতলা কলাপী

সুশীল ঘোষ

নতুন ছন্দে নতুন দিগন্তের ছবি। মনোরম উপন্যাস। দাম ২.০০

জতুগৃহ

সুবোধ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের শাখাকে ... বিস্ময়কর ... মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুবোধ ঘোষ তাদের অগ্রণী। এই লেখকের এই গল্পের ... বাংলা সাহিত্যে বিরল। দাম ২.০০

গোলাপ কাঁটা

পারিজাত মল্লিক

বিখ্যাত পুলিশ কর্মচারী মজুমদার সাহেব চাকরিজীবনের কয়েকটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। দাম ৩.০০

প্রাইমা পাবলিকেশনস

... শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

পুস্তক পরিচয়

গ্যোটের স্মরণীয় রচনা : একটি প্রণয় কাহিনী

Kindred by Choice—য়োহান হেনাল্‌ফ্‌গাঙ্গ ফন গ্যোটে। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

উপন্যাস মাত্র তিনটিই লিখেছিলেন গ্যোটে 'তরুণ হের্টেরের দুঃখ', 'হিলহেল্ম মাইস্টেরের শিক্ষানবিশী এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত' এবং বর্তমান বইটি পুরানো তর্জমায় যার নাম ছিলো 'ইলেক্টিভ অ্যাফিনিটিস' অর্থাৎ স্বনির্বাচিত আসক্তি—রূপা অ্যান্ড কোম্পানীর সৌজন্যে [illegible] সম্প্রতি এটা সুলভ পেপারব্যাকে কলকাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ হের্টেরের দুঃখ—সর্বপ্রথম [illegible] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইউরোপে ঝড় ও চাঞ্চল্য তুলে দিয়েছিল 'স্টুর্ম্ উন্ড্ ড্রাং' এর সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। সেন্টিমেন্টাল উচ্ছ্বসিত চঞ্চল বিষণ্ণ করুণ বয়ঃসন্ধিচারীদের অশান্ত স্পর্শকাতর হের্টেরের মত প্রেম আর তার আত্মহত্যা সমস্ত ইউরোপে তখন আত্মহত্যার প্লাবন [illegible] হয়েছিলো রাশি রাশি লোক ওই বয়ঃসন্ধিচারীদের নায়কের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়ে [illegible] সেন্টিমেন্টালিজমের স্রোতে আত্মহত্যা যেন [illegible] এই যে [illegible] কোটোর [illegible] চুকলো।

বলা বাহুল্য 'কিনড্রেড বাই চয়েস' কোনোদিনই হের্টেরের মতো পাঠকদের অধিকার ও কুক্ষিগত করেনি। এমন কি হিলহেল্ম মাইস্টেরের মতোও নয়। হিলহেল্ম মাইস্টেরের দু খণ্ডে সম্পূর্ণ মস্ত উপন্যাস—ফাউস্টের মতোই দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে এই 'বিলডুঙ্‌স্‌রোমান'টি তিনি রচনা করেছিলেন, আছে তাতে একটি যুবকের হয়ে ওঠার বিবরণ তার কৈশোর, তার শিক্ষা তার ভ্রমণ—সব কিছু মিলে কেমন করে তাকে পূর্ণ মানুষ করে দিয়ে গেলো, তারই আখ্যান এটা, আছে তর্ক, তত্ত্ব আর অন্বেষণ, 'হ্যামলেট' সম্বন্ধে বিশদ ও তন্ময় একটি ভাবনার ফসল। [illegible] শিক্ষানবিশীমূলক উপন্যাস, আলেমান সাহিত্যে বারে-বারে যার অনুসরণে অনেক স্মরণীয় উপন্যাস লেখা হয়েছে। গ্যোটের যথার্থ উত্তর সাধক টোমাস মানই 'মায়াবী পাহাড়' উপন্যাসে ও 'টোনিয়ো ক্রেগারে' এই 'বিলডুঙ্‌স্‌রোমান'-এর আদর্শটিকেই সামনে রেখেছিলেন। জেমস জয়েসের 'শিল্পী যুবকের প্রতিকৃতি'ও এই পর্যায়ের অনুসারী।

[illegible] আগেই বলেছি 'কিনড্রেড বাই চয়েস' এমন কি হিলহেল্ম মাইস্টেরের [illegible] ও বিখ্যাত নয় তা ছাড়া এই উপন্যাসের তেমন কোনো বিখ্যাত [illegible] আলেমান সাহিত্যে হয় নি। [illegible] রচনাবলির মধ্যেও এটি প্রায় [illegible] আছে—যদিও [illegible] যে এর ভিতর দিয়ে যে [illegible] প্রকাশ পেয়েছে তা অব[illegible]। প্রথমে এর আখ্যান-[illegible] তিনি একটি ছোটোগল্প রচনা [illegible] ভেবেছিলেন পরে লিখতে [illegible] বড়ো হয়ে গেলো ছোটোগল্পের [illegible] ঠিক কুলিয়ে উঠলো না। প্রথমে ভেবেছিলেন এটা হবে অন্য ধরনের একটি [illegible] এক তরুণীর প্রেমে পড়ে [illegible] কী রকম অসহায় ও [illegible] ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন, তারই বিষণ্ণ বিবৃতি থাকবে গল্পটিতে—এটাই মনে মনে ঠিক ছিলো। কিন্তু পুনর্যৌবনলাভের এই ব্যর্থ চেষ্টার গল্পটি হঠাৎ তাকে সবলে দখল করে বসলো—উপন্যাসের আয়তন না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি রইলো না একটুও, আর পরবর্তীকালে ভিক্টোরীয় যুগে ১৮০৯ সালে প্রকাশিত এই বইটি পড়ে তাকে 'প্রথম আধুনিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়ে বসলো। শুধু তাই নয়, আরো পরে টোমাস মান স্মরণীয়ভাবে মন্তব্য করলেন, 'প্রতীচ্যের নৈতিক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখে যে-সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছে এই বইটি তাদের ভিতর সবচেয়ে দুঃসাহসী ও সবচেয়ে গভীর।' আর বায়রন যখনই এই 'বুড়ো থ্যাকেশরালের' কথা বলেছেন, তখনই একবার করে এই বইটি সম্বন্ধে বলে নিয়েছেন যে, এটি নাকি বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো ঠাট্টা, 'পরিণয়ের পরিহাস' এবং স্বয়ং মেফিস্টো নাকি এর চেয়ে ভালো লিখতে পারতো না।

বায়রন কেন এই কথা বলেছিলেন, তা বোঝবার জন্য আরেকবার এই উপন্যাসটির প্রথম ইংরেজী তর্জমার নামটি মনে করে নেওয়া ভালো, 'ইলেক্টিভ অ্যাফিনিটিস'। এটি

প্রকাশিত হল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের সদ্যরচিত সর্বাধুনিক উপন্যাস

রাত্রি শেষের তারা

[illegible] সংলাপের মধ্য দিয়ে যে কাহিনীটি দুর্বার গতিতে অনিবার্য [illegible] তার মধ্যে কুশলী লেখক শুনিয়েছেন একটি নতুন সুর, [illegible] নতুনতর মননশীলতার। ৫·০০ ॥

পতাকা যারে দাও

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু
সংলাপে ও চরিত্রচিত্রণে
অনবদ্য উপন্যাস

৪·৫০

শক্তিপদ রাজগুরুর
সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস

সমুদ্র শঙ্খ

দিগন্তবিস্তার সমুদ্রের পটভূমিকার নতুনতর পরিবেশে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। অনুরাগ-রঞ্জিত কাহিনী। ॥ ৪·৫০ ॥

এস. সি. সরকার [illegible]

feel easy with
CALYX
SANITARY TAMPONS
WITH SAFETY DEVICES
AND
CALYX SANITARY TOWELS
(Soluble)
FAIRWAY TRADING CO.
CALCUTTA-11 PHONE: 35-4145

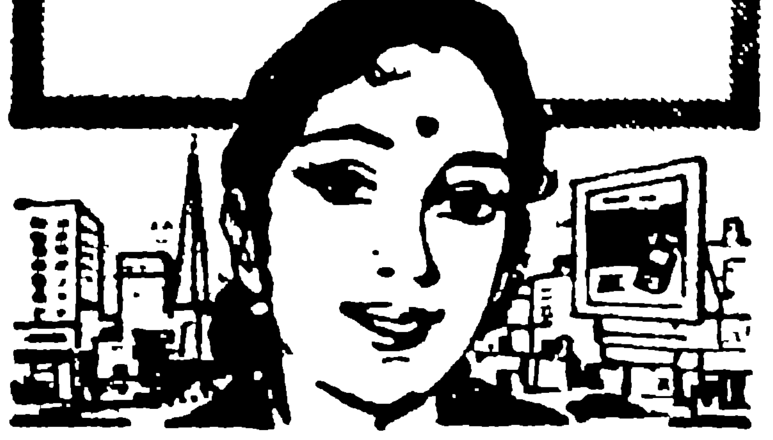

বাইওকেমিক
ডাঃ ইউ.এম.সামন্ত
— এল.এম.এস প্রণীত —
পুস্তকগুলি সম্ভ্রান্ত হোমওপ্যাথিক ঔষধালয়ে ও পুস্তকালয়ে পাইবেন:—
বাইওকেমিক চিকিৎসা বিধান
(৮ম সংস্করণ) ১৫.
বাইওকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা
(৮ম সংস্করণ) ৭
বাইওকেমিক রিপার্টারী
(৩য় সংস্করণ) ৪
বাইওকেমিক গার্হস্থ্য চিকিৎসা
(১০ম সংস্করণ) ৬
বাইওকেমিক ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী
৫৮/৭ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। কলিকাতা ২

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ [illegible] যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা বাত [illegible] সোরাইসিস [illegible] হইতেছে। [illegible] জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা— পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭ ২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৯।

যে বিজ্ঞানের একটি সূত্র, তা বোধ করি বলা বাহুল্য। যদি ক খ কখনো গ ঘ-র সান্নিধ্যে আসে, এবং যদি ক গভীরভাবে ঘ-র প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এবং খ যদি গ-র প্রতি তেমনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়, তা হলে নতুন কোনো সম্মেলনের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে। রসায়নশাস্ত্রে এই-সব নির্বাচিত আত্মীয়তা বা সংযোগ নিয়তি-নির্দিষ্ট ও অপ্রতিরোধ্য। গোটে চেয়েছিলেন রসায়নের এই সূত্রটিকে মানুষের বেলায় প্রয়োগ করতে। এবং প্রেমের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ আর কী আছে? ফলে দুটি পুরুষ ও দুটি নারী অর্থাৎ দুই দম্পতি কাছাকাছি এলো এই বইতে: এডওয়ার্ড, ওটিলি শার্লোটে, ক্যাপ্টেন। কিন্তু কাছাকাছি আসার পর এই দুই যুগল পরস্পরের স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো - কিন্তু যেহেতু তারা সভ্য মানুষ তাই এক দিকে যেমন প্রেমের কাছে নিজেদের একেবারে সমর্পণ করে দিতে পারলো না, তেমনি পাবার তীব্র এই আকাঙ্ক্ষাকেও অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। এবং গোটে—উপন্যাসটির এই সংকটের মুহূর্তে—রসায়নের সূত্রটিকে ব্যবহার করলেন। ফলে এই পরিহাসময় খেয়ালী কাল্পনিক প্রণয়কাহিনীটি গোটের রচনাবলির মধ্যে সেই স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে রইলো যখন যাকে বললেন 'মর্কারি অভ ম্যাজেস্টি'।

লণ্ডনের জন কাল্ডার এর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি সম্প্রতি গোটের উপন্যাসটির নতুন ইংরেজী তর্জমা বের করেছেন, এর আগে তাঁরা বের করেছিলেন তরুণ হের্টেরের দুঃখ। বই দুটিকে সুলভে নিজের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করবার সুযোগ পেয়ে সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রই খুশী হবেন। ৪৯৫।৬২

দুটি উপন্যাস

রং বদলায়—বিমল মিত্র। প্রকাশক—অমর পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দাম—৩·৫০ নঃ পঃ।

নফর সংকীর্তন—বিমল মিত্র। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—২·৫০ নঃ পঃ।

বাংলা সাহিত্যে আজ আর উপন্যাসের সীমাসংখ্যা নেই। একই লেখক ক্রমাগত অনেক উপন্যাস লিখে পাঠকসাধারণের কাছে নাম কিনছেন বটে, কিন্তু সে সব রচনার ঔপন্যাসিকেই সাহিত্যকারের সাহিত্যিক দান হিসেবে স্বীকার করে নিতে অনেকেই কিন্তু কুণ্ঠা বোধ করবেন। তারই মধ্যে মাত্র যে কজন লেখক আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনায় চেষ্টিত আছেন, সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠকরা তাঁদের চিনতেও ভুল করেন নি। বিমল মিত্র তেমন একজন সাহিত্যিক। বিভিন্ন উপন্যাসের মারফত আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঠকরা তাঁর রচনা ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং আজ যদি লেখকরা আর নতুন কোনো রচনায় নবতর কোনো বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করেন, তবে তাঁরা হয়তো তেমন চমৎকৃত হবেন না, কিন্তু তাঁরা যে গতানুগতিক ধারাচ্যুত বৈশিষ্ট্যের আস্বাদ পেয়ে মনে মনে অবশ্যই খুশী হয়ে উঠবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

রং-বদলায় বিমল মিত্রর এমনি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। শুধু অভিজ্ঞতাই বা কেন? অধুনাকালের বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বকে নিয়ে কত না পরীক্ষার পর্ব চলছে। তার অনেকটা যেন চিন্তাসূত্রের নিরবচ্ছিন্ন মালাগাঁথা। কাহিনীর প্রয়োজন কেবল প্রয়োজন মাত্র। কিন্তু রং-বদলায় উপন্যাসে কাহিনীর অব্যাহত গতিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে লেখক পুরুষ মনস্তত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। নারী হৃদয়ের প্রেমকে যথার্থরূপে চিনে নেওয়া একজন পুরুষের পক্ষে সহজ নয়, আর যদি সে নারী চপল চটুল না হয়ে হয় ধীর স্থির বিচক্ষণ তবে তাকে বুঝতে পারা বোধ হয় আরো কঠিন। কাজলকে তাই সুহাস বুঝতে পারেনি। ফলে কাজলকে মরে বুঝিয়ে দিতে হলো স্বামীকে সে সত্যিই ভালবাসতো, আর সুহাস ব্যর্থ হয়ে গেল বাকী জীবনে। নববধূর মৃত্যু অতিনাটকীয়তা যদিও আছে এ-উপন্যাসে তা হলেও এই রহস্য-জড়িত কাহিনীতে বৈচিত্র্যও কম নেই। এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা লেখকের মতো পাঠককেও কম কৌতূহলী করে না।

জীবনবৈচিত্র্যের আর এক রূপ বিমল মিত্রের নফর সংকীর্তন উপন্যাসে। [illegible] মধ্যে [illegible] হিসেবে ছিলেন [illegible] উঠেছিলেন। তার বহুবিচিত্র কাহিনী বিমল মিত্র ইতিপূর্বেও সাহেব রচনায় আমাদের পরিবেশন করেছেন। এখানেও সে দীর্ঘশ্বাস শোনা যাবে কিন্তু এখানে রচনাশৈলীতে অভিনব এক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন লেখক যা পাঠককে চমক দেবেই। অন্তঃস্রোতে যে গভীর আলোড়ন কতগুলো মানুষকে সর্বনাশের অতলে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নফরের আপাত চরিত্র-উদ্ঘাটনের সামান্য রেখাপাতে তা স্পষ্টভাবে পাঠকের মনকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় না। তাই সর্বনাশের শেষ পর্বও যখন সমাপ্ত তখনই যেন ঘটনার অনিবার্য পরিণতিকে লক্ষ করে পাঠক বিস্ময় বোধ করেন। বিমল মিত্র সার্থক কাহিনীকার হয়েও যে কাহিনীকে উহ্য রেখে পাঠকের কৌতূহলী মনকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন, নফর সংকীর্তন তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হয়ে রইল। ২৫৩।৬২, ৩১০।৬২

রঙ্গজগৎ

রাধারানী পিকচার-এর "প্রেয়সী" (পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্তী) ছবিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)

ফিল্ম সেন্সর

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক ও চিত্র-ব্যবসায়ীদের এক সভায় বর্তমান ফিল্ম সেন্সরের আইনকানুন ও তার প্রয়োগ-প্রণালী সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এবং ফিল্ম সেন্সরের যে আইনকানুন ও রীতিনীতি বলবৎ আছে, তা আরও কঠোর অথবা শিথিল করার প্রয়োজন নেই বলেই সভায় প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেন।

ফিল্ম সেন্সরের যে বিধি-প্রণালী বর্তমানে অনুসৃত, তা শিথিল করার যে প্রয়োজন নেই, সে-সম্পর্কে বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই একমত হবেন। কিন্তু জঘন্য পাপাচার এবং উদ্দেশ্যমূলক অশোভন যৌন-উপকরণের যে-সব হিন্দী ক্রাইম ছবি সাধারণত আমরা দেখতে পাই, সেগুলির ক্ষেত্রে সেন্সরের আইন আরও কঠোর করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। যারা এই ধরনের ছবির নির্মাতা, তারা হয়ত এই যুক্তি দেখাবেন যে, সম্প্রতি করভারে জর্জরিত সিনেমা-শিল্পকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে এমন ছবিই তৈরি করা দরকার, যা টিকিট-ঘরের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হবে। উল্লিখিত সভায় হিন্দী ছবির জনৈক বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বর্তমানে ফিল্ম সেন্সরের কাজ সন্তোষজনক ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত কর প্রবর্তনের পর টিকিট-ঘরের চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে কোন চিত্রপ্রযোজকই ছবি তৈরি করতে সাহস করবেন না।

এই ধরনের উক্তি মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। সেন্সরের আইনে যা দোষনীয়, টিকিট-ঘরের বরাভয় লাভের জন্য সে-ধরনের উপকরণ কি সত্যিই অপরিহার্য? যাঁরা মনে করেন, সেন্সরের আইন ছায়াছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষতি করতে পারে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেন্সরের কড়াকড়ির জন্য ছায়াছবির আর্ট যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অন্য কথা। কিন্তু টিকিট-ঘরের আশীর্বাদ লাভের জন্য যাঁরা সেন্সর-আইনের কঠোরতার হ্রাস কামনা করেন, তাঁদের রুচি ও উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানানো মোটেই সম্ভব নয়।

নিউ থিয়েটার্স এক্সিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর "নির্জন সৈকতে" (পরিচালনা: তপন সিংহ) ছবির একটি বহির্দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও ভারতী দেবী

প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল"

প্রস্তাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল" নিয়ে নাট্যামোদী মহলে তর্কের ঝড় উঠেছে। ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় বিলটি প্রকাশিত হয়েছে। বিলটি পাশ হলে তার নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান আইন"। এই বিলটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলকাতার নাট্যামোদীরা সম্প্রতি একটি সভায় একত্রিত হয়েছিলেন।

সভায় ডঃ অজিত ঘোষ, শ্রীরাসবিহারী সরকার, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীহরেন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ দেন। প্রস্তাবিত বিলটি সম্পর্কে 'দেশ'-এ গত সপ্তাহে প্রকাশিত—'একটি অবাঞ্ছিত আইন' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বিলটি অ-সংশোধিত অবস্থায় পাস হলে নাট্যাভিনয় ছাড়াও সংগীতানুষ্ঠান, যাত্রা, কীর্তন, হাস্যকৌতুক এবং এমন কী বিবাহ-বাসরে, বিদ্যালয়ে ও যে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উৎসবাদিতে আমোদ-অনুষ্ঠান, গান বাজনা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, "ড্রামা" শব্দটির যে সংজ্ঞা বিলটিতে নির্দেশিত, তার আওতায় এ সব কিছুই পড়ছে। এবং এ সব কিছুর জন্যই লাইসেন্স ফী দিতে হবে।

বিলটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস হলে অ-পেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলিকে এবং নাট্যাভিনয়-স্থানের মালিক অথবা দখলীকারকে লাইসেন্স ফী বাবদ যে টাকা

শিবানী চিত্র-এর "আকাশ প্রদীপ" (প্রযোজনা-পরিচালনা : কনক মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

দিতে হবে তার পরিমাণ কম নয়। এর ফলে পেশাদারী ও অপেশাদারী উভয় মহলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে [illegible] লাইসেন্স ফীস্বরূপ এই ধরনের [illegible] নাট্য আন্দোলনের প্রগতি ও প্রসারের [illegible] কুঠারাঘাত করবে। লাইসেন্স ফী হাত থেকে শৌখীন নাট্যসংস্থা ও পেশাদারী রঙ্গালয়গুলিকে রেহাই দেওয়ার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই অনুরোধ করি, তাঁরা যেন বিলটি পুনর্বিবেচনা করে দেখেন। বাংলার নাট্য-আন্দোলন বাঙালীর গর্ব ও ভারতবাসীর কাছে বিস্ময়ের বস্তু। বাঙালীর নাট্য ও সংস্কৃতিচর্চার স্বার্থে প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিলের আমূল সংশোধন যে বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে কোন

[illegible] প্রকাশ [illegible] না। [illegible] নাটকের [illegible] প্রি-সেন্সর [illegible] [illegible] এই প্রশ্ন [illegible] রাষ্ট্রে উঠতেই পারে [illegible] আমাদের দেশে যেমন ফিল্ম সেন্সরের ব্যবস্থা আছে ঠিক তেমনি অভিনয়ের জন্য [illegible] পাণ্ডু-লিপি নাটকের ক্ষেত্রে প্রি-সেন্সরশিপ যুক্তিসঙ্গত কি না তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। চলচ্চিত্র অথবা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সেন্সর প্রথা আদৌ

কাম্য কি না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে আমাদের দেশে এবং বিদেশেরও কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ফিল্ম সেন্সরের প্রথা বিদ্যমান। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ সেন্সর-ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কি না, সেটাই বিচার্য। আমাদের দেশে এমন শৌখীন নাট্যসম্প্রদায় রয়েছেন, যাঁরা পাণ্ডুলিপি-নাটক এক দিন অথবা একাধিক দিনের জন্য শহরে ও গ্রামাঞ্চলে মঞ্চস্থ করে থাকেন। এমন অপেশাদারী নাট্যসংস্থাও আমাদের দেশে রয়েছে যার কর্ণধারেরা বিদেশাগত উগ্র রাজনীতিক মতবাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের অভিনীত নাটকের মাধ্যমে জন-সাধারণের মধ্যে [illegible] ও সমাজ-বিধ্বংসী [illegible] বাপারে [illegible]। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে আইনের মারফত এই ধরনের নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যায় হস্তক্ষেপরই শামিল বলে গণ্য হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে অনেক হয়ত এই [illegible] অপংকালীন অবস্থা [illegible] সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে [illegible] প্রি-সেন্সরশিপ এর [illegible] কর্যকলাপ দমন করার জন্য ভারত [illegible] আইন [illegible] অপংকালীন [illegible] সাময়িক ব্যবস্থা [illegible] প্রি-সেন্সরশিপ এর প্রশ্নটি বিবেচনা [illegible] যেতে পারে বলে অনেকেই হয়ত অভিমত প্রকাশ করবেন।

তবে প্রি-সেন্সরশিপ এর ব্যবস্থা [illegible] করতেই হয় [illegible] এই [illegible] [illegible] উপরেই [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষুন্ন না করে এবং পেশাদারী ও অপেশাদারী নাট্যমহলকে আর্থিক দিক দিয়ে কোন সমস্যায় না ফেলে সেদিকে নজর রেখেই বিলটির পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

* শুভমুক্তি *

চিত্রামোদীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান [illegible] এ-সপ্তাহে অগ্রদূত, পরিচালিত 'উত্তরায়ণ' ছবিটি মুক্তিলাভ করছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই ছবি প্রযোজনা করেছেন দীপচাঁদ কাংকোরিয়া। উত্তমকুমার ছবিতে কেন্দ্র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। দুটি প্রধান নারী-ভূমিকায় রয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে

রূপকার

চ ল চি ত্ত চ ঞ্চ রী

ব্যা পি কা বি দা য়

রঙমহল ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

ত্যাগরাজ হল ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

([illegible])

.... দক্ষিণ কলিকাতায় টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র ....

এস মুখার্জি অ্যান্ড কোং, ৩২ [illegible] রোড [illegible] কাফে, ১০৬বি, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, ফোন: ৪৬-৮৩৩৬, হারমনিক, ৩০এ, লেক রোড (লেক কমার্শিয়াল কলেজ সংলগ্ন), ফোন: ৪৬-২৬৫৪, ভবানীপুর বুক ব্যুরো, পূর্ণ থিয়েটারের পাশে

(সি ২৪০)

রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, নিভাননী, প্রেমাংশু বসু ও গীতা দে। সুররচনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

স্বস্তিক ফিল্মস-এর নাগ জ্যোতি হিন্দী ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। অনিতা গুহ, মহীপাল, ইন্দিরা, রত্নমালা ও সুন্দর ছবির প্রধান শিল্পী। শান্তিলাল সোনি ও সর্দার মালিক যথাক্রমে ছবির পরিচালনা ও সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

* ছবির পর ছবি *

মেরে আরমান, মেরে স্বপ্নে

ললিতকলা মন্দিরের "মেরে আরমান, মেরে স্বপ্নে" হিন্দী ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'প্রতিশ্রুতি'র (বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত) কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীচিত্রটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ সেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপকুমার, কুমারী নাজ, অসীমকুমার, প্রাণ, আগা, জয়শ্রী গড়কার, মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি। এন দত্ত সংগীত-পরিচালক।

হাই হিল

রাজীব পিকচার্স-এর 'হাই হিল' ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। দিলীপ মিত্র পরিচালিত হাসি ও প্রেমের এই ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, জহর রায়, কমল মিত্র, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার। তাঁর এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলি ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে বলে জানা গেল।

আকাশপ্রদীপ

কনক মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত শিবানী চিত্রের 'আকাশপ্রদীপ' ছবিটির মুক্তিলগ্ন আসন্ন। প্রযোজক-পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিশ্বজিৎ, অসিতবরণ, বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, নবকুমার, পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী ও সন্ধ্যারানী ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

উত্তরফাল্গুনী

গত পয়লা বৈশাখ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য 'উত্তর-ফাল্গুনী'র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। প্রথম দিনের স্যুটিং-এ সুচিত্রা সেন ও ছায়া দেবী অংশ গ্রহণ করেন। সুচিত্রা সেন এ ছবিতে মা ও মেয়ের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ক্ল্যাপস্টিক দেন তপন সিংহ। অসিত সেন ছবিটি পরিচালনা করছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবির একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধা

বি কে প্রোডাকশনস-এর প্রথম ছবির নাম 'রজনীগন্ধা'। গ্রেটা গার্বো অভিনীত জনপ্রিয় ইংরেজী ছবি 'ক্যামেলিয়া'র কাহিনী অবলম্বনে রজনীগন্ধার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন। কমল ঘোষ ছবিটি প্রযোজনা করছেন। অজয় কর ছবির পরিচালক।

অশান্ত ঘূর্ণি

সিলভার স্ক্রীন প্রোডাকশন্স-এর "অশান্ত ঘূর্ণি"র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হচ্ছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। পিনাকী মুখোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। 'অশান্ত ঘূর্ণি" একটি রহস্য-চিত্র। অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায় এবং নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস ছবির প্রধান চরিত্রগুলির শিল্পী। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী ছবিটির আখ্যান-অবলম্বন। সংগীত পরিচালনা করবেন রাজেন সরকার।

বলিদান

জে জে ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রথম হিন্দী ছবির নাম রাখা হয়েছে "বলিদান"।

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মঞ্জু দে
অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর
জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস
সুখেন দাস ॥ আশা দেবী ॥
অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

অদ্বৈত মল্লবর্মণের
তিতাস
একটি নদীর নাম
পরিচালনা—উৎপল দত্ত
গান ও সুর—নির্মল চৌধুরী
দৃশ্যসজ্জা—নির্মল গুহরায়
আলোক—তাপস সেন
মিনার্ভা থিয়েটারে
ফোন ৫৫-৪৪৮৯
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥
প্রতি রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

রঙমহল
ফোন: ৫৫-১৬১৯
প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ — ৬॥
সঙ্গীতবহুল প্রেমের কাহিনী
কথাকলি
রচনা—সুনীল চন্দ্র সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে—
অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়
অসিতবরণ
অজিতকুমার দত্ত (রূপকার)
রবীন মজুমদার
ছবি বিশ্বাস — জহর রায়
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় — অজিত চট্টোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত — শিপ্রা মিত্র
জহর গাঙ্গুলী — দীপিকা দাস
গীতা দে

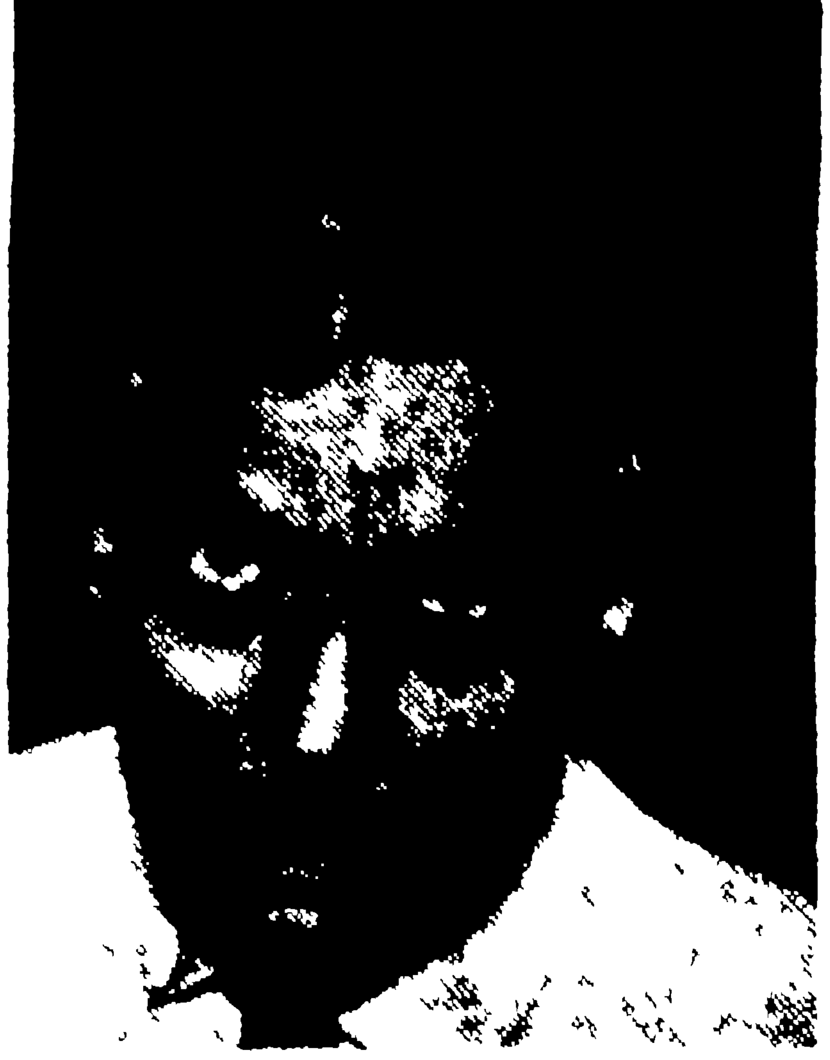

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের নির্মীয়মাণ ছবি "রৌদ্ররেখা"-তে বিকাশ রায়

রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা ছবিটির পরিচালক ও কাহিনীর [illegible] সংলাপ রচনা করেছেন। [illegible] ঘটক ও বিশ্বজিৎ অভিনয় [illegible] ভট্টাচার্য [illegible] এবং বসন্ত [illegible] নতুন শিল্পী ছবির বিশেষ [illegible] করবেন। [illegible] সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে [illegible] ও আরতি মুখোপাধ্যায়। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় ছবির নিয়মিত স্যুটিং শুরু হবে।

মৌন-মুখর

[illegible] অ্যান্ড [illegible] প্রোডাকশনস এর প্রথম চিত্রপ্রয়াস মৌন মুখর এর চিত্রগ্রহণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। শেখর রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন ত্রয়ী গোষ্ঠী। ভারতী রায়, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, তপতী ঘোষ মলিনা দেবী, সীতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির মুখ্য শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবিটির সংগীত পরিচালক।

লণ্ডনে অভিনীত "ক্যাপমোরাজ" নাটকে অরুণেশ্বরের ভূমিকায় নরওয়ের তরুণ অভিনেতা রম কার্লস

বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণে সুদৃশ্য মণ্ডপে গত ১২ই এপ্রিল চার দিনব্যাপী পঞ্চম বার্ষিক বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন শুরু হয়। মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ পি কে গুহ। অন্যান্যবারের ন্যায় এবারেও বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ এই নাট্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীতে তিনি পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারা ও পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী [illegible] সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য ইংরেজী ভাষা স্থায়ীভাবে প্রচলিত থাকার [illegible] করেন। অধ্যক্ষ পি কে গুহ [illegible] ইংরেজী ভাষার স্থায়িত্বের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাট্যশালার [illegible] অভিমত প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মথ বসু সাহিত্যিকদের নাট্যপ্রীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডঃ [illegible] ঘোষ নাট্য [illegible] এক বছরের একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণী দেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন ডঃ শ্রী[illegible]পাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রলালের কন্যা শ্রীমতী মায়া দেবী। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর নাট্যকলা [illegible] ও হাস্যরস সম্বন্ধে তথ্য ও [illegible] দেন ডঃ [illegible]নাথ বসু ডঃ [illegible] ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিত ঘোষ।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনের সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথা[illegible] মুখোপাধ্যায় ও ব্রজেন দে। এই অধিবেশনে নাট্যজীবন সম্বন্ধে বলেন শ্রী[illegible]ধর চট্টোপাধ্যায় শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য। যাত্রা নাটকের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বলেন অধ্যাপক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য অধ্যাপক [illegible] অধ্যাপক [illegible] বসু এবং প্রধান অতিথি ব্রজেন দে। সভাপতি শ্রী[illegible]নন্দ মুখোপাধ্যায় শিল্পী, নাট্যকার ও শিল্পকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণের জন্য দর্শকদের নিকট আবেদন জানান।

চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে

(উপরে এবং মাঝখানে বাঁয়ে) সদ্যোমুক্ত "উত্তরায়ণ" ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী (মাঝখানে ডাইনে) রূপনিকেতনের "শেষ প্রহর" (পরিচালনা : প্রান্তিক) ছবির সেটে শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় (নীচে) জেনিথ পিকচার্স-এর "বিভাস" (পরিচালনা : বিনু বর্ধন) ছবিতে অনুভা গুপ্ত ও উত্তমকুমার।

শ্রীমন্মথ রায় ও শ্রীজহর গাঙ্গুলী। অধিবেশনে অ-পেশাদার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বলেন শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীসুধী প্রধান। অতীত যুগের কয়েকজন কৃতী অভিনেতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অশোক সেন, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নাট্য-সমালোচনা সম্বন্ধে বলেন শ্রীসুনীল দত্ত। সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রীরাসবিহারী সরকার সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করেন এবং সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির সারাংশঃ (ক) কম্যুনিস্ট চীনের ভারত-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাবার জন্য যাঁরা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা এবং অভিনয়ের আয়োজন করেছেন সম্মেলন তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। (খ) রবীন্দ্র-স্মরণী নামক জাতীয় নাট্যশালা তৈরির জন্য সম্মেলন আশা ও আনন্দ প্রকাশ করছেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব করছেন যে, এই নাট্যশালা পরিচালনার ভার বে-সরকারী সভ্য নিয়ে গঠিত একটি স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত কমিটির উপর অর্পিত হোক। (গ) আকাদামি পুরস্কার ও রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদানের সময় শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্যও যাতে পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। (ঘ) বাংলা দেশের বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্মেলন বিশেষভাবে অনুভব করছেন। (ঙ) সম্মেলন ১৯৬২ সালের নাট্যানুষ্ঠান বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

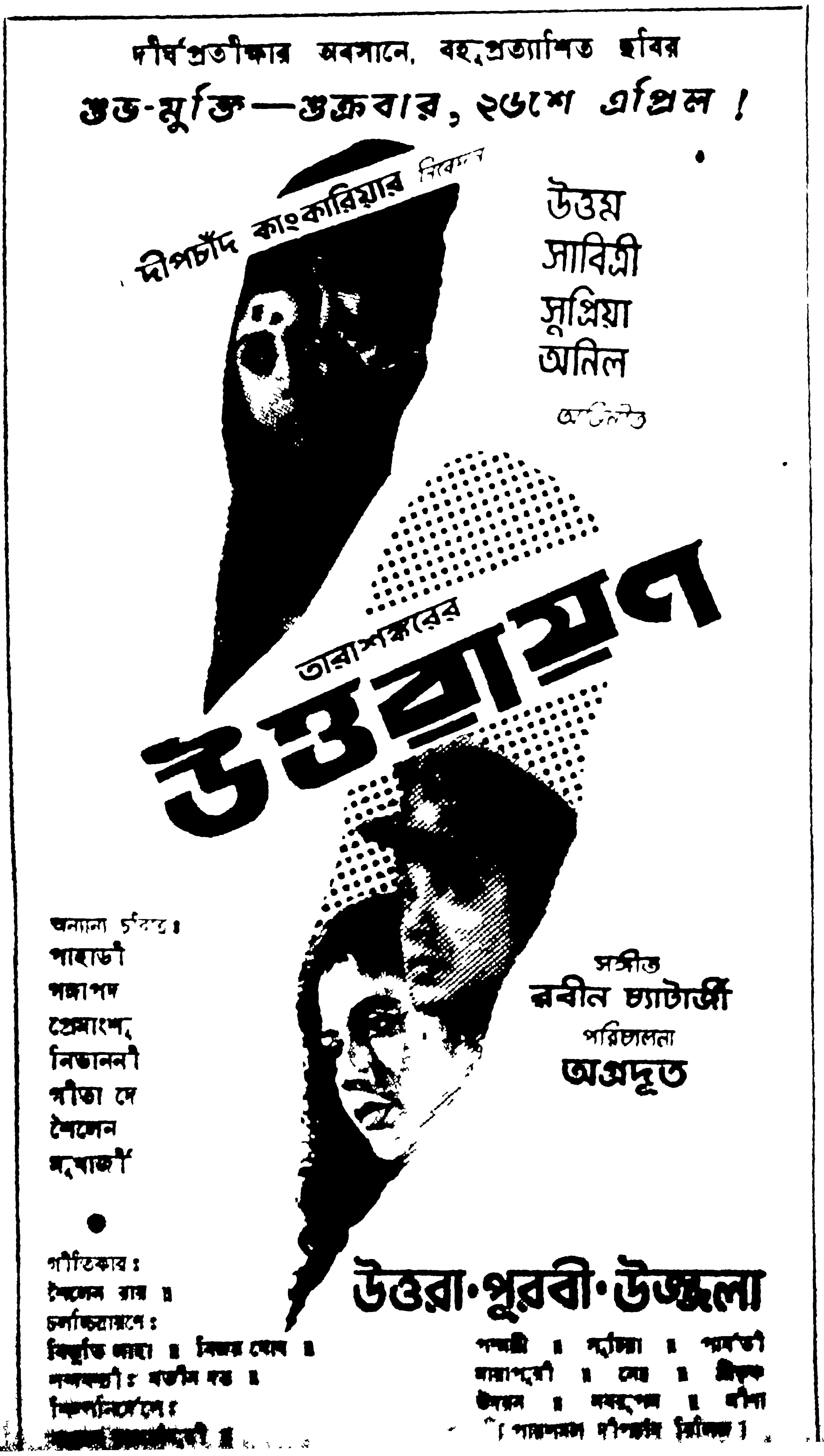

পাদপ্রদীপের আলোয়

রূপকার গোষ্ঠী রাজা বসন্ত রায় রোড এক্সটেনশনস্থিত 'রসিকরঞ্জন সভা'র নবনির্মিত মঞ্চে আগামী ২৯শে এপ্রিল থেকে পর পর কয়েক সোমবার তাঁদের বহুপ্রশংসিত দুটি নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়' অভিনয় করবেন।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে গত রবিবার সপ্তপর্ণা সংস্থা মহেন্দ্র গুপ্তের 'শাপমুক্তি' নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করেন। নাট্যপরিচালনা করেন নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। সুঅভিনীত ও সুপরিচালিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলিতে নীতীশ মুখোপাধ্যায় জীবেন বসু, গায়ত্রী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ছন্দা দেবী, রেণু ঘোষ, শুভ্রধারা ও মহেন্দ্র গুপ্ত অভিনয় করেন। দুর্গা সেন ও সতু সেন যথাক্রমে সুর রচনা ও শিল্পনির্দেশে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

রাজধানীতে "সৈনিক"

থিয়েটার সেণ্টারের মঞ্চসফল নাটক "সৈনিক" নিয়ে মুখোশ দল দিল্লি যাত্রা করেছেন। রাজধানীতে এই দেশাত্মবোধক নাটকের সপ্তাহব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। ২৬শে এপ্রিল সাপ্রু হলে নাট্যাভিনয়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু। প্রথম দুই রজনীর নাটকের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ভারতীয় রেডক্রসের তহবিলে দান করা হবে। ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল দিল্লির জনসাধারণের জন্য ভারতীয় নাট্যসংঘ এই নাটক প্রযোজনার ব্যবস্থা করেছেন। রাজধানী থেকে ফেরার পথে

মহৎ দান

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা বিশ্বজিৎ কলকাতার ছয় মাইল উত্তরে বন-হুগলীতে স্থাপিত বিকলাঙ্গ বালক বালিকাদের জন্য হাসপাতালের স্নায়ু সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসা কক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভারতের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সোসাইটিকে দুই লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শিল্পী তাঁর দানের প্রথম কিস্তি হিসাবে ইতিমধ্যেই ২০,০০০ টাকা দিয়েছেন। প্রস্তাবিত স্নায়ু সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসা কক্ষটি বিশ্বজিতের পরলোকগতা জননী শ্রীমতী স্মৃতিময়ী চট্টোপাধ্যায়ের নামে হবে। [illegible] ৫০টি [illegible]

* সাংস্কৃতিকী *

অসম্ভ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দক্ষিণীর পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই মে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় [illegible] শুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীতের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। [illegible] ২৭শে বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটায় দক্ষিণী [illegible] শিক্ষার্থী সদস্য অভিভাবক ও অতিথিদের একটি প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লন্ডনে সম্প্রতি অমিয়রঞ্জন বিশ্বাস ও রেখা বিশ্বাসের প্রযোজনায় "আসর" রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। অভিনয়ে বাঙালী অবাঙালী ও অভারতীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। কমলিকার গান গাওয়ার জন্য সুইজারল্যান্ড থেকে আসেন বনানী ঘোষ।

নবীন কলামন্দির গত ১৪ই এপ্রিল মহাজাতি সদনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ভারতী বাসের নৃত্য, ভি বালসারার যন্ত্রসংগীত, পান্নালাল বসুর কাওয়ালী গান, ইলা বসুর গান ও সুশীল চক্রবর্তীর কৌতুক-নক্সা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বার দিনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন রবীন্দ্র কাননে (বিডন স্কোয়ার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে [illegible] প্রতিভার সমারোহ

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশনস-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা : নবগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে সন্তোষ গুহ রায়) ছবির একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] প্রদর্শনী [illegible] প্রাচীন [illegible] এই সকল মূল্য [illegible] পরিবেশন করা হচ্ছে। [illegible] ও [illegible] প্রভৃতিও প্রদর্শিত হবে।

পরলোকে শ্রীনন্দলাল দাস

গত ১২ই এপ্রিল রাত্রে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নাট্যকার শ্রীনন্দলাল দাস ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের জীবনী অবলম্বনে তিনি কুশারী পরিবার নাটকটি রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন মঞ্চে নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়। ইনি 'কল্পনা রহস্য ফুলের তোড়া যুগাবর্ত" নামে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। কুমারটুলিতে তিনিই বাণীমন্দির সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠা করেন

জে জে ফিল্ম করপোরেশনের "সুবর্ণরেখা"র বহির্দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে অভি ভট্টাচার্য জহর রায়, প্রবীণ নিয়োগী প্রভৃতির সঙ্গে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করছেন চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

ললিত কলা মন্দিরের "মেঘে আবমান মেঘে স্বপ্নে" (পরিচালনা : অরবিন্দ সেন) ছবিতে কুমারী নাজ ও অসীমকুমার

সম্প্রতি উত্তমচিত্রর বিন বাদল বরসাত ছবির নয়টি গানের দৃশ্যগ্রহণ সমাপ্ত করেছেন পরিচালক জ্যোতি স্বরূপ। বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ ছবির নায়ক-নায়িকা। হেমন্তকুমার সংগীত-পরিচালক।

প্রযোজক পরিচালক সদাশিব জে রাও কবি তাঁর বেগানা ছবির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শেষ করেছেন। ছবিটি সেন্সরের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত এটাই প্রথম হিন্দী ছবি। অন্যান্য প্রধান পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দ্র, শৈলেশ ও আশা। সংগীত-পরিচালনা করেছেন সপন ও জগমোহন।

পরিচালক কিশোর সাহুর পরবর্তী ছবির নাম ঘর বসাকে দেখো। বরুনীপ পিকচার্স এর এই ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন রাজশ্রী [illegible] মনোজকুমার [illegible]

গুরু দত্ত [illegible]

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রায় বিশ বছর পর গ্রেটা গার্বো আবার ছবিতে অভিনয় করবেন [illegible] একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করবেন [illegible] এই বছরেই লন্ডন ও রোমে ছবির [illegible]

সীমান্তের জওয়ানদের [illegible] টেপ রেকর্ড [illegible] মধ্যে রয়েছেন [illegible] বৈজয়ন্তীমালা [illegible] আশা ভোঁসলে [illegible] রাজ কাপুর [illegible] সুনীল দত্ত এবং [illegible] জওয়ানদের [illegible]

[illegible]

বোম্বাই সমাচার

[illegible] নর্তকী [illegible]

একটি প্রতিবাদ

[illegible]

২০।৪।৬৩

মুক্ত অঙ্গন

যা-নয়-তাই

ও

দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান

মঙ্গলবার ৩০শে এপ্রিল

॥ গোল্ডেন ॥

(সি-১১৭৭/২)

চিত্রালয়-এর (মাদ্রাজ) আশ. শ্রীনিবাসী [?] কৃত "দিল এক মন্দির"-এর একটি দৃশ্যে রাজেন্দ্রকুমার, মীনাকুমারী ও রাজকুমার

* খেলার মাঠে *

একলব্য

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি [illegible] এন দলের ক্রিকেট টীমের পক্ষে [illegible] দিন। কারণ এইদিন [illegible] ঐতিহাসিক ক্রিকেট [illegible] মোহন-বাগান ক্লাবকে ১১৯ রানে হারিয়ে [illegible] সর্বপ্রথম সি এ বি [illegible] ফাইনালে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

সি এ বি [illegible] প্রধানের [illegible] সংগ্রাম [illegible] জানাই।

[illegible]

[illegible] খেলার শেষে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির একদল দর্শক অম্পায়ার এবং বিজয়ী বি এন রেলের খেলোয়াড়দের প্রতি ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে কসুর করেনি। মাঠের সাইট-স্ক্রিনকে ক্ষতবিক্ষত করে খেলার স্ট্যাম্প নিয়েও সরে পড়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে এইসব দর্শক পরাজিত মোহনবাগানের সমর্থক এবং আম্পায়ারের কোন কোন সিদ্ধান্ত তাদের অসন্তুষ্টির কারণ। যদি ধরেও নেওয়া যায় খেলা পরিচালনায় আম্পায়ারের ভুলচুক ছিল, তা হলেও এই আচরণ মোহনবাগানের সমর্থকদের যোগ্য আচরণ নয়। তাদের মনে রাখতে হবে মোহনবাগানের সুনাম এক দিনে সৃষ্টি হয়নি, ক্লাবের ঐতিহ্যও এক দিনে গড়ে

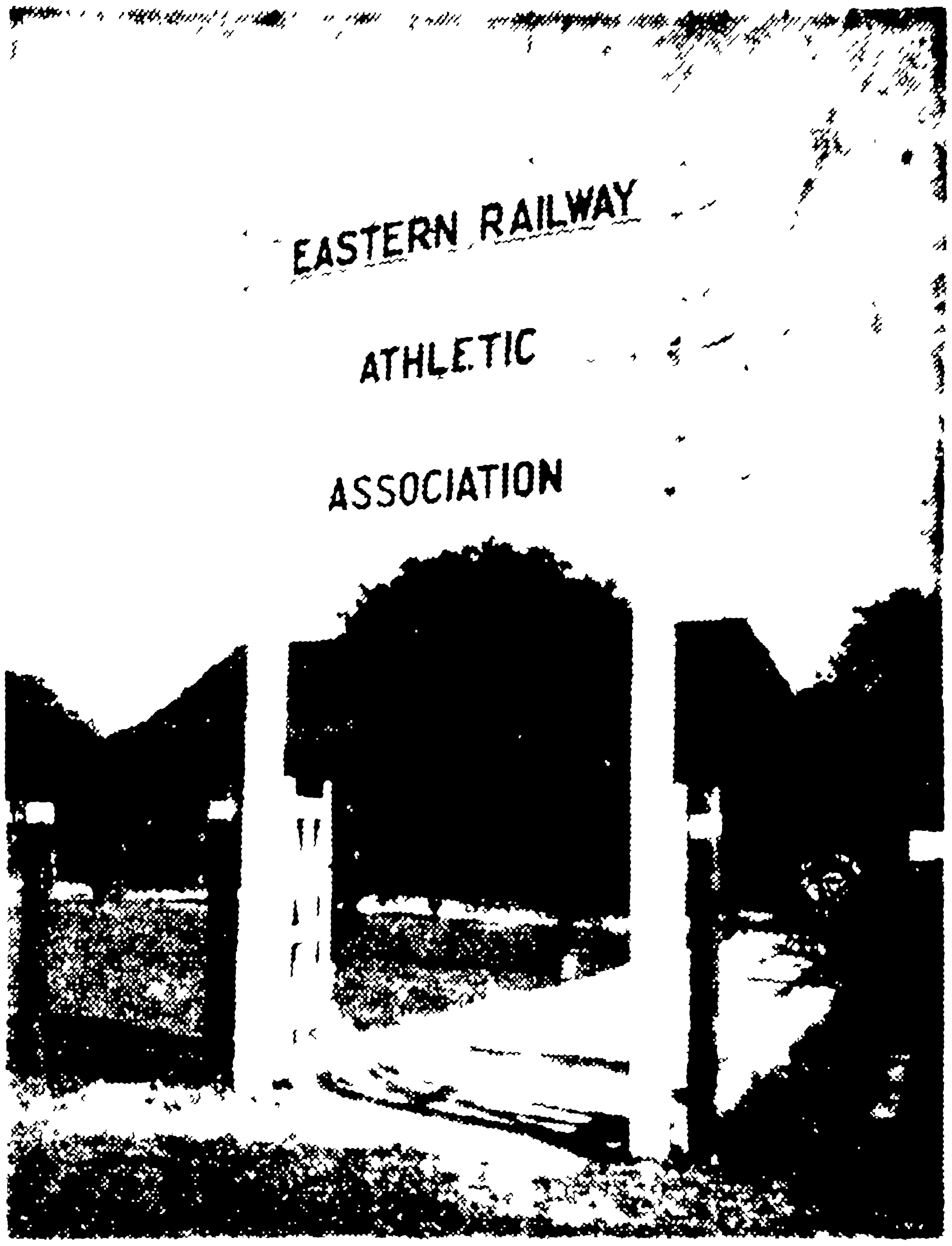

কলকাতা ময়দানে ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্মিত ক্লাব তাঁবু

[illegible]

[illegible] প্রশংসা করি। দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে [illegible] খেলার শেষে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন – বি এন রেল দল যোগ্য দল হিসাবেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে এবং এজন্য তারা অভিনন্দনের পাত্র। কিন্তু খেলার শেষে এক শ্রেণীর দর্শক যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে, তা মোহনবাগানের ঐতিহ্য ও সুনামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ যদি চলতে থাকে, তবে মোহনবাগানের পক্ষে লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

পরে মোহনবাগান ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সভাতেও দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতার [illegible] এবং যাতে লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য সি এ বিকে [illegible] অনুরোধ [illegible] মোহনবাগান ক্লাবের [illegible] কোন রকমের [illegible] উচ্ছৃঙ্খল [illegible] কর্তৃপক্ষ যদি [illegible] তবে অনেক [illegible] মিটে যায়।

*

[illegible] ও মোহনবাগান ক্লাবের মধ্যে সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলার ফলাফল খেলার মাঠে মীমাংসিত হয়নি। নির্ধারিত তিন দিনের খেলায় দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ না হওয়ায় প্রতি-যোগিতার নিয়মানুযায়ী টসের সাহায্যে জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। টসে বিজয়ী হয়ে মোহনবাগান চতুর্থবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। অবশ্য বৃষ্টির জন্য তিন দিন পুরো সময় খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম দিন খেলা আড়াইটার সময় এবং তৃতীয় দিন একটার সময় খেলা আরম্ভ হয়।

*

দিল্লিতে জাতীয় রাইফেল শ্যুটিংয়ের পর প্রথম স্থানাধিকারিণী লেডীজ ক্যাম্পিয়ন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন জুনিয়র গ্রেমের রাইফেল ক্লাবের সভ্যা কুমারী কণা বসুকে স্বর্ণপদক উপহার দিচ্ছেন

সি এ বি নক-আউট ও লীগের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। হকি মরসুমের আয়ুও বেশী দিন নেই। বেটন কাপের খেলা ইতি-মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। মোহনবাগান ক্লাব বোম্বাই থেকে ফিরে এলে লীগ খেলার উপরও যবনিকা পড়বে।

২৮টি দল নিয়ে এবার বেটন কাপের খেলার তালিকা গড়া হয়েছে। ২৮টি দলের মধ্যে বহিরাগত দলের সংখ্যা [illegible] নয়টি [illegible] বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল রেল [illegible] গ্রাম কেচ ফাক্টরী [illegible] ব্যাঙ্গালোরের এম ই জি এবং [illegible] ওয়েস্টার্ন রেল [illegible] অভিহিত। [illegible] প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস [illegible] নেই। কিন্তু [illegible] মধ্যে সার্ভিসেস [illegible] স্পোর্টস, হিন্দুস্থান এরোনটিক্স [illegible] একাদশ এবং উত্তরপ্রদেশের কোন দল অংশ গ্রহণ না করায় বেটনের [illegible] আকর্ষণ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে। পাকিস্তানের একটি টীম যোগ দেবে বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত নাম দেয়নি।

অবশ্য ভারতের সমস্ত শক্তিশালী দল বেটনে অংশ গ্রহণ করবে এটা আশা করা যায় না। তবু হিসাব করলে দেখা যাবে [illegible] ছাড়া বেটনে [illegible] মধ্যে একমাত্র [illegible] এম ই জি দলের [illegible] উল্লেখযোগ্য। [illegible] যোগদানের [illegible] নেই। [illegible] দেবেন।

[illegible] সিডিং এ [illegible] পাঁচটি [illegible] সিডিং থেকে [illegible] অধিকারী [illegible] সিডিং থেকে [illegible] অনুযায়ী সিডিং-এর ব্যবস্থা হয়। সিডিং এ থাকা একটি সম্মানের প্রশ্নও বটে। শক্তিশালী মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে প্রথম বা দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলালেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু বেটন বিজয়ী বলে ইস্টবেঙ্গলকে যখন সিডিং করা হল তখন লীগ চাম্পিয়ন মোহনবাগানকেও সিডিং করা উচিত ছিল।

*

[illegible] এবং ক্রীড়া পরিচালকদের [illegible] ইস্টার্ন রেলের [illegible] শ্রী এস [illegible] নতুন [illegible]

[illegible] একটি [illegible] ক্লাব [illegible] উপকরণ [illegible] বিশ্রাম [illegible] খেলোয়াড়রা [illegible] আক্রমণ এবং আত্ম-রক্ষার পরিকল্পনা রচনা করে পরস্পর পরস্পরের মনোভাবের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়—সংসারের মত একটি ক্রীড়া-সংসার গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, ক্লাব-তাঁবুর পরিবেশ যদি খেলোয়াড়দের মনের খোরাক এবং আরাম ও পরিতৃপ্তির অনুকূল হয় তবে তাদের কাছ থেকে ভাল খেলাও আশা করা যায়। আবার তাঁবুর সংসার উপর অনেকখানি নির্ভর করে খেলোয়াড়দের নৈতিক জীবন। ক্লাব-জীবনের ভালমন্দের দুটি দিক আছে। আশা করব নতুন তাঁবুর পরিবেশে ইস্টার্ন রেলের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াজীবন আরও সুন্দর-ভাবে গড়ে উঠবে।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের সুখ-

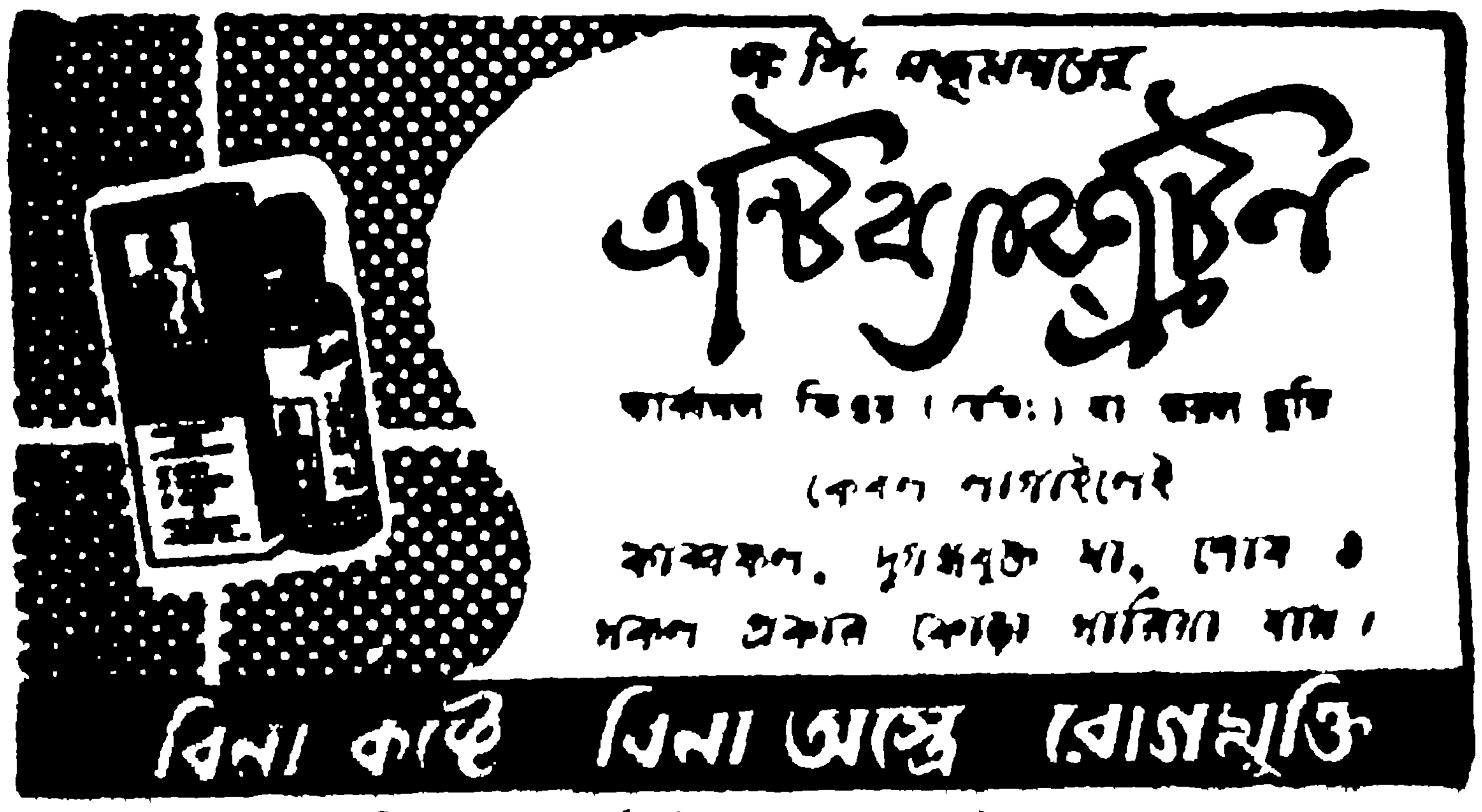

সোলিং এজেন্ট—মিত্র এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩

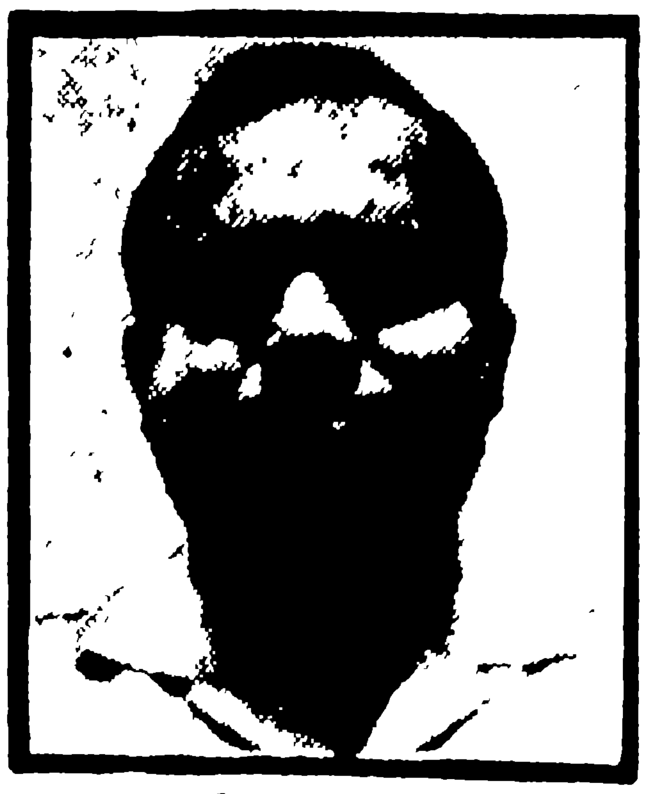
পি সেন

এ ভট্টাচার্য

পি ভট্টাচার্য

বি চৌধুরী

কালীঘাট ক্রিকেট টীম

ডি এস মুখার্জি

এ ঘোষ

এম ব্যানার্জি

বি চন্দ

টি সরকার

টি সেনগুপ্ত

আর মুখার্জি

টি দত্ত

সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারক খেলায় টসে পরাজিত কালীঘাট ক্লাব। ফটো—দেশ

তৈরি করেছেন। আরাম-উপকরণের কোন ব্যবস্থাই বাকি রাখেননি। তাঁবুর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, গ্রিড, টিউব-ওয়েল প্রভৃতির সুন্দর ব্যবস্থা আছে। খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আলোকচিত্র এমন সুন্দর এবং পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে এবং তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকগোষ্ঠীর সুরুচির পরিচয় মেলে। তাঁবু নির্মাণে ইতিমধ্যেই চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তাঁবুটিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করবার পরিকল্পনা ছিল কিন্তু এখনো অনুমতি পাওয়া যায়নি। তবে এয়ারকুলার বসিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত খেলোয়াড়দের অল্প সময়ের মধ্যে চাঙ্গা করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ইস্টার্ন রেলের পরম ক্রীড়ামোদী চীফ কমার্সিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীকল্যাণকুমার দত্ত, জনসংযোগ অফিসার শ্রীশান্তিকুমার বসু এবং রেলের ও ওয়েলফেয়ার অফিসার [illegible] খেলোয়াড় শ্রীদাতু ফকরুর বহুদিন থেকেই তাঁবু নির্মাণের জন্য চেষ্টা করছিলেন অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে।

তাঁবুর দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন রেলের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং ক্লাবের সভাপতি শ্রী পি এস বেঙ্কটরমণ ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে পি এল বস্থ সমাদ, টি সোম, মোনা দত্ত, সুর্য চক্রবর্তী ববলাল, বেবী অ্যারাটুন, কে ডব্লিউ পেরেট, হ্যামণ্ড, কার ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া-কীর্তির অবদানের কথা বলে গর্ব অনুভব করেন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম এম খাঁ অর্জুন পুরস্কার-প্রাপ্ত রেলের ফুটবল খেলোয়াড় প্রদীপ ব্যানার্জী এবং ভারোত্তোলক লক্ষ্মীকান্ত দাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, জাতীয় খেলাধুলায় দেশের ও দশের কাছে এঁরা যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়েছেন তা রেলের অন্যান্য খেলোয়াড়দেরও প্রেরণা যোগাবে।

তিনি আরও বলেন, খেলাধুলা রেলের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এর প্রধান সুফল শারীরিক পটুতা অর্জন শিষ্টাচার শেখা, নিয়মানুবর্তিতা পালন কর্মপ্রীতি এবং দলগত মনোভাব গড়ে তোলা। জাতি গঠনের জন্য এইসমস্ত গুণাবলীর অত্যন্ত প্রয়োজন। আজকের জরুরী অবস্থায় এর প্রয়োজন আরও বেশী।

*

দিল্লীতে জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধিরা তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেই ফিরে এসেছেন। এশিয়ান গেমে রৌপ্য পদকের অধিকারী হরিচরণ শ [illegible] পেয়েছেন রাষ্ট্রপতির ট্রফি। ·২২ বোর ফ্রি রাইফেলের প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী লোভিতা চ্যাটার্জি প্রোন নীলিং ও স্ট্যান্ডিং—তিনটি বিষয়ের প্রতিযোগিতায় মেয়েদের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। এই বিষয়েই কুমারী কণা বসু পেয়েছেন তৃতীয় পুরস্কার। মোট ৪৫০ পয়েন্টের মধ্যে শ্রীমতী চ্যাটার্জী ৩৮৪ পয়েন্ট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্ণৌর ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরের শ্রীমতী বলবীর কাউর ২২১ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। তৃতীয় স্থানাধিকারিণী কুমারী কণা বসুর সঙ্গে শ্রীমতী কাউরের মাত্র এক পয়েন্টের পার্থক্য।

কিন্তু বাংলার এই সাফল্যে গর্ববোধ করবার মত কিছু নেই। কারণ, যেখান থেকে বাংলার প্রতিনিধিরা আরও বহু পুরস্কার নিয়ে ফিরতে পারতেন সেখানে তাঁরা অনুশীলনের অভাবে অংশ গ্রহণই করতে পারেননি। মাত্র ১০ জনকে নিয়ে এবার বাংলার দল গড়া হয়েছিল। অনুশীলন না করবার কারণ গুলীর অভাব। একেই তো আমাদের দেশে প্র্যাক্টিসের গুলীর অগ্নিমূল্য। তারপরও যদি সেই গুলী প্রতিযোগীদের কাছে সরবরাহ না করা হয় তবে রাইফেল চালনায় দেশের ছেলে-মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে উঠবে কিভাবে? স্বীকার করি, জাতীয় জরুরী প্রয়োজনের জন্য অস্ত্র গুলীর অভাব। আবার এ কথাও স্বীকার্য, জাতীয় প্রয়োজনে দেশের যুবক যুবতীর হাতে রাইফেল ও রাইফেলের গুলী সহজ হাতে [illegible] করতে হবে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

মায়া রক্ষিত

বাংলার অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের প্রাধান্যের মধ্যে যে কটি বাঙালী মেয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, মায়া রক্ষিত তাদের অন্যতম। নীলিমা ঘোষের সুনাম অর্জনের একটু পরে এবং নমিতা ঘোষের সুনামের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মায়ার সুনাম। তবে নীলিমা ও নমিতার মত বৃহত্তর স্পোর্টস অঙ্গনে মায়ার পায়ের ছাপ বেশী নেই। এদিক দিয়ে ওর দুর্ভাগ্যকে দায়ী করা যেতে পারে।

দু-দুবার ভারতের জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা করবার জন্য বাংলা দলে নির্বাচিত হয়েও মায়া প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। প্রথমবার ১৯৫৩ সালে [illegible] ফাইনাল পরীক্ষা ওর যোগদানের প্রতি বন্ধকতা সৃষ্টি করে। পরের বছর [illegible] জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার [illegible] দুর্ভাগ্যের ফলাফল দুঃখ [illegible]

তবে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে প্রতিযোগিতা করবার সুযোগ না পেলেও কলকাতার বিভিন্ন স্পোর্টস অঙ্গন থেকে ওর আহরিত পুরস্কারের সংখ্যা কম নয়। অবশ্য [illegible] উইমেন্স স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত মহিলাদের অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের পুরস্কারই বেশী। স্কুল কলেজ এবং ওপেন স্পোর্টসের পুরস্কারের সংখ্যাও প্রায় সমান সমান।

বেশ একটু বেশী বয়সেই মায়া রক্ষিতের স্পোর্টসের প্রথম পাঠ আরম্ভ ১৯৪৮ সালে। মায়া তখন বেথুন স্কুলের ক্লাস এইটের ছাত্রী। হঠাৎ কলেজ ও স্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টেস উষা দাশগুপ্ত আবিষ্কার করলেন ওর মধ্যে স্পোর্টসের প্রতিভা আছে। দৌড়ের স্টেপিং নাকি খুব সুন্দর। সুতরাং মায়ার নাম চলে গেল উইমেনস স্পোর্টসের স্কুল ইভেন্টে। স্পোর্টস শেষে যখন বেথুনের মেয়েরা ফিরে এল, তখন মায়ার হাতে ৭৫ মিটার দৌড়ের প্রথম পুরস্কার। [illegible] সে পুরস্কার মায়ার—কিন্তু প্রতিভা [illegible]

[illegible] থেকেই স্পোর্টসে নেশা ধরে গেল। আরম্ভ হল অনুশীলন। সুধা মুখার্জি তখন বেথুনের নাম করা অ্যাথলেটিক গার্ল। স্কুল ও কলেজের মেয়েদের কাছে [illegible] [illegible] সুধাকে হ বয়ে স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার প্রত্যাশ [illegible] স্পোর্টসের অনুশীলনে মায়া [illegible] সঙ্গে গেল। দৌড়, বর্শা ছোঁড় [illegible] ছোঁড়া, লং জাম্প, থ্রি-লেগেড কিছুরই চর্চা আরম্ভ হল। চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের আশা অপূর্ণই রয়ে গেল। প্রতি বছরই কয়েক পয়েন্টের ব্যবধানে মায়া পেল দ্বিতীয় স্থান।

ইতিমধ্যেই ময়দানের নানা স্পোর্টসেও ওর অভিযান শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনও। এলেনবরো কোর্স ও এম সি সি প্যারেড গ্রাউণ্ডে একাই যায় মায়া অনুশীলন করতে। কিন্তু বাধা আসে অভিভাবকের কাছ থেকে। ঠিক রক্ষণশীল পরিবার না হলেও মেয়েদের খেলাধুলায় বাবা জিতেন্দ্রমোহন রক্ষিতের উৎসাহ কম। অবশ্য ঢাকার ইডেন [illegible]

আয়োজিত প্রতি বছরের অরফ্যানেজ স্পোর্টসে ইলিয়ট রোডের মেয়েরাই চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে মায়া রক্ষিত টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করেছে। হেস্টিংসে রাজ্য সরকার আয়োজিত শর্ট কোর্স ট্রেনিং-এর শিক্ষা শেষ হয়েছে। নানা কাজকর্ম ও চাকরি-জীবন ও বি এ পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে।

স্পোর্টস সম্বন্ধে এখনো ওর অনেক কিছু [illegible]। অবশ্যই থিয়োরিটিক্যাল। নিজের খেলাধুলো জীবনে যে সুযোগ পায়নি, এখন যার অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, সেইটাই পূরণ করতে চায়, পড়াশুনোর মধ্য দিয়ে।

স্পোর্টসের কয়েকটি পুরস্কার সহ মায়া রক্ষিত

[illegible] অনুচিত বলে মনে করেছে।

তাঁর এত পড়াশুনো [illegible] তবে বড় ভাই বিজয় রক্ষিত [illegible] নিয়মিত ফুটবল খেলেও যদি [illegible] থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী নিয়ে আসতে পারে মেজো ভাই সনৎ রক্ষিত যদি [illegible] বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে [illegible] শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কার পেতে পারে সেই বা পারবে না কেন? তবু বাবার সায় মেলে না।

বাবার চোখকে ফাঁকি [illegible] বাড়িটাকে অনেকখানি [illegible] ভোরে উঠে মায়া চলে যেত ময়দানে স্পোর্টসের চর্চা করতে। ফিরে এসে আবার বাড়ি ঠিক করে [illegible] স্পোর্টস মরসুমই [illegible] তার সাধনা। এই নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই অল্প দিনের মধ্যে তাকে বাংলার [illegible] স্পোর্টস-পটীয়সীর সম্মান এনে দিল। সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকেও ডাক এলো

[illegible] সহকারিণী [illegible] অনেক [illegible]।

১৯৫১ সাল [illegible] প্রতিযোগিতা-মূলক [illegible]। ১৯৫৬ থেকে [illegible] খেলাধুলোকেই [illegible] মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা। [illegible] বিদ্যালয়ের প্রাইমারী সেকশনের [illegible] হিসাবে ওর উপরই স্কুলের খেলাধুলোর সমস্ত ভার। এখানে মাঠ-ময়দান [illegible] নির্মিত [illegible]। ছাত্রীদের [illegible] ভূমিকা। শুধু স্কুলেই নয় [illegible] উইমেনস ইউনিয়ন ওয়েল-ফেয়ার [illegible] ইলিয়ট রোড [illegible] খেলাধুলোর [illegible]। [illegible] অরফ্যানেজ [illegible] আমি [illegible] আশ্রমের মত ওটাও পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের সেবা-প্রতিষ্ঠান। বলা বাহুল্য, মায়ার শিক্ষাগুণে রাজভবনে

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের
নূতন বই
মন ও মানসী
চার টাকা
পরিবেশক:
কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
(সি-৫৯)

প্রকাশিত হল—
[illegible] এর নতুন উপন্যাস
বিরাম কুঞ্জ ২·০০
॥ দে বুক স্টোর ॥
১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ নতুন নাটক ॥
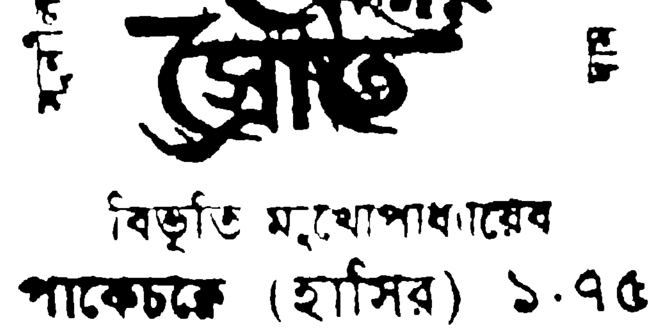

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের
পাকেচক্রে (হাসির) ১·৭৫
কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্যারিস দ্য বিউটি (ক্রাইম) ২·০০
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—আজ লোকসভায় সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ভারত সরকার রেজিমেণ্টগুলির শ্রেণীগত নামকরণ নিরুৎসাহ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই কারণে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ত্রি-ভাষা সূত্র সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীদের লইয়া গঠিত রূপায়ণ কমিটি আজ যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইল : উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা, হিন্দী অথবা যে-কোন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজী ভাষায় যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে।

১৬ই এপ্রিল—অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই শেষ পর্যন্ত বহু সমালোচিত [illegible] বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত মুনাফাকরের ক্ষেত্রে কর প্রস্তাব যৎকিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়াছেন। এই সংশোধনের ফলে অর্থমন্ত্রী মোট প্রায় ৩০ কোটি টাকা কর-ভার লাঘব করিয়াছেন।

কট্টর হিন্দীপ্রেমীদের ফের একবার সাবধান করিয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, হিন্দীপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়। এই ভাবার দেশ ভারতে হিন্দী লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে বিরোধ বাধিয়া যাইবে। আখেরে হিন্দীরও তাহাতে সুবিধা হইবে না। কেননা দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দীর অগ্রগতি অসম্ভব।

১৭ই এপ্রিল—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের কঠোরতা শিথিল করিবার জন্য কয়েকজন সদস্য যে দাবি জানাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে স্বর্ণ-নীতি অপরিবর্তনীয় এবং [illegible] আরও কঠোর হইবে।

প্রকাশ, কলিকাতা [illegible] জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর ও কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় আয়কর দপ্তরের কয়েকজন অফিসার ও কর্মচারীকে ঘিরিয়া এমন একটি দুর্নীতিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে কলিকাতার [illegible] ৮।৭টি ভেষজ প্রস্তুতকারক জাতীয় সঞ্চয় দপ্তরে টাকা জমা দিয়া জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট পান নাই, এমন কি তাহাদের প্রদত্ত টাকার কোন হদিসও মিলিতেছে না।

১৮ই এপ্রিল—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, [illegible] ও নদীয়া জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী [illegible] প্রচার করা হইতেছে এবং ইহা যে চীনপ্রেমী কম্যুনিস্টদের কুকীর্তি তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী ডাঃ [illegible] এস রাজু আজ লোকসভায় বলেন যে, [illegible] মিশাইবার অপরাধের জন্য [illegible] ব্যবস্থা না থাকায় কারাদণ্ড [illegible] সরকার ১৯৫৪ সালের খাদ্য ভেজাল নিবারণ আইন সংশোধনের প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, [illegible] কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় এই মর্মে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন যে, গায়ের জোরে এবং ভোটের জোরে হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা করা হইলে সংঘর্ষ বাধিবে। তিনি একথাও বলেন যে, ১৯৬৫ সালের পর সরকারী কার্যে ইংরাজীর ব্যবহার চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আসন্ন শুভ জন্মদিবস হইতে রাজ্যের সরকারী নথিপত্রে যথাসাধ্য বাংলা ভাষা প্রয়োগ করিতে ব্রতী হইয়াছেন।

২০শে এপ্রিল—কলিকাতার [illegible] [illegible] আণ্ড কোং-এর বিরুদ্ধে শুল্ক আইন অমান্য করার যে অভিযোগ আনা হয়, কংগ্রেসী সদস্য শ্রীঅংসার হারবানী তাহা তুলিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে এক পত্র লিখেন। শ্রীদেশাই অদ্য লোকসভায় শ্রীহারবানীর সেই পত্রের একটি নকল উপস্থাপিত করেন।

অন্য সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে গতকল্য সন্ধ্যায় [illegible] [illegible] হানায় কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়া এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায় এবং [illegible] ২৬ জন নিহত ও ১৫৩ জন আহত হয়। প্রায় দশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। বহু সম্পত্তি ও গবাদি পশু বিনষ্ট হইবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

২১শে এপ্রিল—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাশ্মীর সমস্যা [illegible] উপর নির্ভর করে না।

[illegible] কৃষি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৬ লক্ষ টাকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—আজ [illegible] ফাউণ্ডেশন ভারতের প্রায় [illegible] [illegible] ১৫ লক্ষ ডলার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। এই ফাউণ্ডেশন [illegible] [illegible] ব্যবহারের জন্য মোট ৭২২৬২০০ ডলার [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

১৬ই এপ্রিল—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেড এ ভুট্টো গতকাল রাত্রে পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গকে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে [illegible] অযথা সাহায্য দিবার পরামর্শ দেন। এবং এই সতর্কবাণী করেন যে যদি তাহা না [illegible] [illegible] [illegible] এমন একটি [illegible] [illegible] বাধ্য হইবে, যাহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হইবে পাশ্চাত্য শক্তির আঞ্চলিক চুক্তিগুলির উপর।

১৭ই এপ্রিল—মিশর, সিরিয়া এবং ইরাককে লইয়া একটি নূতন সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে আজ সকালে কায়রোর কুব্বে প্রাসাদে একখানি দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই দলিলে একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, যদি ভারতবর্ষের জন্মহার হ্রাস করা না হয়, তাহা হইলে এই শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের লোক সংখ্যা সম্ভবত দ্বিগুণ হইবে।

১৮ই এপ্রিল—জাতীয় পঞ্চায়েতে ভাষণদান-কালে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ভারতের সহিত নেপালের সম্পর্কের উন্নতির কথা সোচ্ছাসুক্তি-ভাবে উল্লেখ করেন। ১৪ই এপ্রিল এই পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং নেপালে ইহাই সর্বোচ্চ আইনসভা।

ইতালীর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টির মুখপাত্র 'পপোলো'র লণ্ডন সংবাদদাতা অদ্য এই মর্মে এক সংবাদ দিয়াছেন যে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার জন্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

১৯শে এপ্রিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ-নৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীএভারেল হ্যারিম্যান গতকাল ওয়াশিংটনে বলেন যে, ভারতবর্ষকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হইলে নির্বুদ্ধিতার কাজ করা হইবে।

আজ করাচীর নির্ভরযোগ্য মহলে বলা হইয়াছে যে, চীনা সীমান্ত বাহিনী কারাকোরামের পশ্চিম দিকস্থ দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা হইতে সৈন্যাপসারণ আরম্ভ করিয়াছে। পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী ঐ অঞ্চল এখন পাকিস্তানের অধিকারে আসিয়াছে।

২০শে এপ্রিল—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে চীনের দাবী [illegible] প্রচার করা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব নিরোধ করা—এই দুইটি "সংকল্প" লইয়া চীনা রাষ্ট্রপতি লিউ শাও-চি অকস্মাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] প্রকাশ, কাশ্মীর সমস্যার [illegible] প্রতিনিধি [illegible] [illegible] ভুট্টো [illegible] [illegible] [illegible] কথা ভাবিয়াছেন। ভারত-পাক আলোচনার পঞ্চম বৈঠকের [illegible] তিনি সম্ভবত [illegible] ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। অন্য দিকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন নাকি এক নেহরু-আয়ুব বৈঠকের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন।

২১শে এপ্রিল—চীন-ভারত বিরোধের শান্তি-পূর্ণ মীমাংসাকল্পে ভারতকে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য পুনরায় আহ্বান জানাইয়া কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই বলেন যে, হিমালয়ের সীমান্ত বিরোধ যে এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, তজ্জন্য কম্যুনিস্ট চীন দায়ী নহে। একমাত্র ভারতবর্ষই দায়ী।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮৫৫১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩০ বর্ষ

(১৪শ সংখ্যা থেকে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

—অ—

অনর্থক নয় (কবিতা)—শ্রীস[illegible] ... [illegible]

অনিঃশেষ দুপুর (কবিতা)—শ্রীপ্রণবেন্দু [illegible] ... [illegible]

অন্তর্যোগে শ্রীঅরবিন্দ—শ্রী[illegible] ... [illegible]

অসমাপ্ত চটাক—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯, ১৩[illegible], ২৩৫, ৩৪৩, ৪৩৭, ৫৩৯, ৬৩৩, ৭০৫, ৮০১

অ্যাটর্নী ও আমি—শ্রীনীলকান্ত দত্ত .. ৬০৯

—আ—

আগুনের আয়নায় (কবিতা)—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০২১

আমার অধিকার আছে (কবিতা)—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী [illegible]

আলোচনা—৬২, ১২৭, ২৩[illegible], ৪১৩, ৫১১, ৭৬৮, [illegible], ৯০[illegible], ৯৮৯, ১০৮৭, ১২২২

আলোয় ফেরা—শ্রী[illegible] বসু [illegible], [illegible]

—এ—

এ যায় সে যায় নয়—শ্রী[illegible] . ১০২৩

একটি অবাঞ্ছিত আইন—শ্রী[illegible] . ১১২[illegible]

একটি সনেট (কবিতা)—শ্রী[illegible] চক্রবর্তী . [illegible]

—ও—

ওয়াশিংটনের চিঠি—শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় .. [illegible]

ওয়াশিংটনের চিঠি—শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী ... ১০২৭

—ক—

কয়লার অভিশাপ (কবিতা)—আব্দুল মজিদ ... ৯৮৮

কাঁকুলিয়া রোডের বেহালাবাদক-কে (কবিতা)—
শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী ... ৮৭৬

কোন ইতিহাস নেই (কবিতা)—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য ... ৫৯২

ক্যাডেট—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ৭৮৯

কৃষি মজুর সমস্যা— ... ৬৮৩

—খ—

খেলাধূলায় মহিলা—মুকুল ৯৫, ৬৭০, ৭৬৭, ৮৬৩, ১০৫৪, ১২৬৪

খেলার মাঠে—একলব্য ৯১, ১৮৭, ২৮৩, ৩৭৯, ৪৭৫, ৫৭১, ৬৬৭, ৭৬৩, ৮৫৯, ৯৫৫, ১০৫১, ১১৪৭, ১২৪৩

—গ—

গানের আসর—[illegible] ৯[illegible], ২৪৩, ৪৪৯, ৭১০, ১০১০, ১২২৫

গণেশপাড়ার মন্দির—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০৯

গ্রহণের আলোয়—শ্রীশংকর চট্টোপাধ্যায় ... ৫০৯

—ঘ—

ঘরে-বাইরে—শ্রী[illegible] ১৮, ১২৩, ২৫৭, ৩৫৫, ৪৪৫, ৫৫৯, ৬০৭, ৭৩৭, ৮৩৫, [illegible], ১০৩১, ১১১৭, ১২১১

—চ—

চিত্রপ্রদর্শনী— [illegible], ১৭৯, ২৬৭, ৩[illegible] ৪৬৫, ৬৫৩, ৭৪৭, [illegible], [illegible], [illegible]

চীন : ১৯৬২ (কবিতা)—শ্রী[illegible] . ১২৮

চীনা দস্যুর প্রতিরোধে ভারত—[illegible] ১৩, ১১১, ২০৭, [illegible], [illegible]

চীনের আক্রমণ ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বহুঃপ্রাপ্তি—
শ্রী[illegible] ... ২০৯

—জ—

জাতীয় সংকট ও শিক্ষা ব্যবস্থা— ... ৩১৫

জাতীয় শৃংখলা পরিকল্পনা— ... ৫৮৭

জাহাঙ্গীরের ফরমান—শ্রীচিত্রগুপ্ত মিত্র ... ৩২৭

—ট—

টোকিওর চিঠি—শ্রীস[illegible] ৪৭, ৩০৯, ৯২৭

টাক ড্রাইভার—শ্রীকল্যাণ বসু ... ১১০১

টীমেবাসে— ১৭৩, ২৬৮, ৩৬৫, ৪৫২, ৫৫৫, ৬০৬, ৭৪০, ৭৯৮, ৮[illegible], ১০৩৫, ১১৩০, ১২১১

—ড—

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ... ৪৯১

ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—[illegible] ৮৮২, ৯৮১, ১০৭৭, ১১৭২

ড্রাগনের দাঁতে বিষ—শ্রীগোবিন্দকিশোর ঘোষ ২৩ ১১৯, ২২১, ৩৪৯, ৪০৫, ৫[illegible], ৬৬৭, ৭৩৫, ৮১৯, ৯২৩, ৯৮০, ১১২১, ১২১০

—ত—

তা হোক (কবিতা)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৮০০
তাপ—শ্রীনিখিল সরকার ... ১১৭৫
তোমার অনুমতি নিয়ে—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী ... ১০৭৯
তৃতীয় কুঠার (কবিতা)—শ্রীআরতি দাস ... ৭০৪

—ন—

নববর্ষ— ... ৯৭১
নিশিকুটুম্ব—শ্রীমনোজ বসু ৫১, ১৫৭, ২৭৫, ৩৩১, ৪২৭, ৫৩৩, ৬১৭, ৭১৫, ৮২৩, ৯১৭, ১০১৫, ১১০১, ১২০১

—প—

পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী ২৯, ১২৩, ২১৯, ৩১৯, ৪১১, ৫০৭, ৫৯০, ৭০১, ৭৯২, ৮৯৩, ৯৯১, ১০৮৭, ১২২১
পঞ্চম বাহিনীর প্রতি (কবিতা)—শ্রীকবিতা সিংহ . ১২৮
পরশপাথর ও স্বপ্নের রেলগাড়ি—শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য . ৪৫৩
পাল্পপালন—শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু ... ৩৩
পালকেলের দায়— ... ৭৭৯
পুস্তক পরিচয়—৭৯, ১৭৫, ২৭১, ৩৬৮, ৪৬১, ৫৫৯, ৬৬৬, ৭৫২, ৮৪৭, ৯৪৪, ১০৩৯, ১১৩৬, ১২৩১
প্যারিসের চিঠি—শ্রীঅজিতকুমার দাস ১৬৫, ৪২৩, ৬২৫
প্রতিবেশী (কবিতা)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ... ৩১২
প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কবি সম্মেলন—
শ্রীকবিতা সিংহ ... ২৫৯
প্রত্যুত্তর (কবিতা)—শ্রীঅনীতা সেনগুপ্ত ... ৫১০

—ব—

বার্লিনের চিঠি—শ্রীসন্তোষকুমার [illegible] ... ১০০৩
বুলবুলির লড়াই—শ্রী[illegible] .. ২২৩
বিক্ষোভ (কবিতা)—শ্রী[illegible] ... ৮০০
বিপন্ন সময়—শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী ৩১৯
বিশ্ববীক্ষা— ৫৫, ২৬৩, ৩৩৩, ৬৭৭, ৭৬১, ৮৩৭, ৯৩১, ১০২৯, ১১১৯, ১২০৯
বৈদেশিকী—১৩, ১০৯, ২০৫, ৩০১, ৩৯৭, ৪৯৩, ৫৮৯, ৬৮৭, ৭৮১, ৮৭৭, ৯৭৩, ১০৬৯, ১১৬৫
ব্যঙ্গচিত্র—কাফী ১২, ১০৮, ২০৫, ৩০০, ৩৯২, ৪৮৮, ৫৮৫, ৭৮০, ৯৭২

—ভ—

ভাব সংকট কেন? . ১১
ভারতবর্ষ ও চীন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩, ৩১৩, ৫১৩, ৮১৭
ভারতের জাতীয় পক্ষী—শ্রীশঙ্করাজ পণ্ডিত ... ৪১৭
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ স্বরূপ—
শ্রীউমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় ... ৩৩
ভাষা শিক্ষার বাহুল্য— . ২৯৯
ভূপাকরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ৮৭৯, ৯৭৫, ১০৭১, ১১৬৭

—ম—

মধ্যযুগে সংগ্রাম-গীতের রূপরূপ—
শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩১৯
মন ও প্রাণ : এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ (কবিতা)
—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ... ১১৬৮
মনের ছায়া—শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত ... ৬৯৩
মস্কোর চিঠি—শ্রীশঙ্কর ঘোষ ২৩১, ৮২৯, ১১১৫
মুমূর্ষু মহানগরী কলিকাতা—শ্রীদীপংকর রায় ... ১৪১
মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে (কবিতা)—শ্রীদিনেশ দাস ৮৭৬

—য—

যাদুঘর—শ্রীসুভাষ সিংহ ... ৫৯৯

—র—

রঙ্গজগৎ— ৮৩, ১৭৯, ২৭৫, ৩৭১, ৪৬৭, ৫৬৩, ৬৫৯, ৭৫৫, ৮৫১, ৯৪৭, ১০৪৩, ১১৩৯, ১২৩৩
রাজকুমারের বিয়ে—শ্রীঅজিতকুমার দাস . ৮৩৯
রোমন্থন (কবিতা)—শ্রীকেতকী কুশারী ... ৭০৪

—ল—

লণ্ডনের চিঠি—শ্রীমিহিরকুমার গুপ্ত ৭৩, ৫২৯
লালকেল্লা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৫৭, ১৪৭, ২২৫, ৩২১, ৪১৭, ৫২৩, ৬৩৯, ৭২৯, ৮১৩, ৯০৫, ১০০৭, ১০৮৯, ১১৮৫

—শ—

শিক্ষা ও স্বাদেশিকতা— ... ১০৭
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীঅজিত দত্ত ... ৩১
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ... ১৫৫
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ... ২১৭
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীদিনেশ দাস ... ৪০১
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীসুশীল রায় ... ৪৯৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীপ্রতিভা বসু .. ৫৯৩
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ .. ৬৮৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রী[illegible] . ৭৮৭
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রী[illegible] ৮৮৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রী[illegible] ৯৭৭
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রী[illegible] [illegible]
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রী[illegible] ... [illegible]

—স—

সংগ্রাম ক্ষেত্র (কবিতা)—শ্রী[illegible] .. ১৭
সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে— . ১০৬৭
সরমা—শ্রী[illegible] ১২৯
সাথ—শ্রী[illegible] সরকার ... ২৫১
সাপ্তাহিক সংবাদ— ২৬, ১২২, ২৮৮, ৩৮৪, ৪৮০, ৫৭৬, ৬৭২, ৭৬৮, ৮৬৪, ৯৬০, ১০৫৬, ১১৫২, ১২৪৬
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর ৭৮, ১৭৪, ২৬৯, ৩৬৭, ৪৫৯, ৫৫৭, ৬৫৫, ৭৫০, ৮৪৫, ৯৪১, ১০৩৭, ১১৩৭, ১২২৯
সাহিত্যের শপথ— ... ৮৭৫
সীমান্তের চিঠি (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী ... ২১৬
সীমান্তের চিঠির উত্তর (কবিতা)—
শ্রীশোভনা চট্টোপাধ্যায় ... ৫১০
সেই রহস্য— ... ৮১১
স্বর্গ হইতে বিদায়— ... ২০০
স্বাধীনতার মূল্য—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ... ৩০৫
স্মরণে— ... ৯৭১

—হ—

হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৯১

রবীন্দ্র জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্রসরণী ১০৲   রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৲

রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ ১ম খণ্ড—৫৲ ২য় খণ্ড—৫৲

বিশ্বপতি চৌধুরীর

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩॥   কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের

রবিদীপিতা ৫॥

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

টলষ্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৲

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬॥

নিত্যানন্দ [illegible]

বাইশে শ্রাবণ ৬৲   কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ৩৲

ডাঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিক বাংলা কাব্য ৬॥৹

[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের

কাব্য সাহিত্যের ধারা ৪৲

[illegible] দাসের

সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲

ডাঃ [illegible]কুমার দের

নানানিবন্ধ ৫॥৹

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা—১২

রাজশেখর বসুর

রামায়ণ (৫ম সং)	১০·০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [illegible]	৩·৫০
চলন্তিকা (১৪ সং)	৮·৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পথের দাবী	৬·৫০
বিপ্রদাস	৫·০০
দেনার পাওনা	৫·৫০
দত্তা	৩·৫০

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন প্যালেস্টাইন	৬·০০
প্রাচীন ইরাক	৬·০০
মহেঞ্জোদারোর ইতিকথা	৭·০০
প্রাচীন মিশর	৫·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

প্রথম খণ্ড ৫·০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০

[illegible] ভাদুড়ী

[illegible]

প্রথম খণ্ড ৫·০০ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ৬·০০

[illegible]

মঞ্চ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
[illegible] (২য় সং)	৪·০০
জাপানি জর্নাল	৩·৫০
[illegible]	৪·০০
[illegible] পাণ্ডুলিপি	৩·২৫
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু	৩·০০

ডঃ [illegible]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড : ১ম ভাগ ৭·০০ ; ১ম খণ্ড : ২য় ভাগ ৮·০০

[illegible]

জীবন-যৌবন	৩·০০

[illegible] নতুন উপন্যাস

[illegible]	৫·০০

[illegible] দেবীর উপন্যাস

[illegible]	৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

দিগন্তের রঙ	৬·৫০

প্রতিভা বসুর উপন্যাস

[illegible] আহ্বান	৩·৫০
[illegible]	৩·২৫

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

[illegible] থেকে [illegible]	৩·৫০
[illegible] ৫·০০ [illegible]	৫·৫০
[illegible]	৩·৫০
পাতালে এক ঋতু (১ম)	৬·০০

প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস

[illegible]	১·০০

সুলেখা সরকার

[illegible]	১·৫০

শিপ্রা সরকার

পথের টানে (ভ্রমণ)	৩·৫০
[illegible] (কবিতা)	১·২৫

[illegible] : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত শিয়ালদহ হইতে মাত্র ১৯ মাইল দূরে শ্যামনগর স্টেশনের অনতিদূরে কিরণ-নগরে প্লট বিক্রয় আরম্ভ হইল। মাসিক কিস্তি ও এককালীন টাকায় খরিদের সুযোগ আছে। আবেদনপত্র ও বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। **দি ন্যাশানাল এক্সচেঞ্জ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড,** ৩/১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট: কলিকাতা-১। ফোন—২৩-১৯০২।

(সি ৬২৯)

॥ প্রকাশিত হলো ॥

মুলক রাজ আনন্দ-এর

কুলি

(৫ম মুদ্রণ)

দাম : ৪·৫০

বমী বোল্লার

বয়ঃ সন্ধি

দাম : ৯·৫০

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলিকাতা-১২

(সি—৫৬১)

কনটেম্পোরারী'র বই

এপার ওপার

ইন্দ্রনীল

দাম আড়াই টাকা

উড়িষ্যার দেব দেউল

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

দাম দু' টাকা

একটি ফুলকে ঘিরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দাম আড়াই টাকা

মন দেউলে দীপালোক

চিত্তরঞ্জন দাস

দাম সাড়ে তিন টাকা

The Swami Vivekananda— A Study

Manomohan Ganguly

Price Rs. 3.00

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

ত্রুটি মার্জনীয়

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'সাতরঙ' এর বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাতরঙ'-এর প্রথম সংখ্যায় একটি সুবৃহৎ গল্প লিখ-ছেন। কিন্তু আসলে তিনি গল্প লিখছেন না, লিখছেন নতুন ধরনের একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। নাম : 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'। এছাড়া আরও একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থাকছে আশাপূর্ণা দেবীর। সেটির নাম : 'ততোধিক'। আর একটি বিশেষ আকর্ষণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা। তরুণ সাহিত্যিক আর. বিশ্বনাথন লিখছেন একটি গল্প। এছাড়া চিরঞ্জীব সেনের ... এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'একটি হত্যাকে ঘিরে' রুদ্ধশ্বাসে পড়বার মত। এর সঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের 'দর্পণ' গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসুর 'সপ্তসিন্ধু', অসিত গুপ্তের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' শ্রীপান্থর 'কেচ্ছাশপ', ... শর্মাচার্যের 'কলাটীলীপ', সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '...' ... 'খেলাধুলো', ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'শারীরিক' অর্ধেন্দু দে-র 'নিউরোটিক', দেবনারায়ণ গুপ্তের 'তাপসী প্রসঙ্গে' ইত্যাদি রচনাগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিনেমা ও থিয়েটার বিভাগে যা থাকবে তা আর শোনাবার না। সেগুলো দেখে পছন্দ করার জিনিস। প্রথম সংখ্যাটি ২৫শে বৈশাখ বেরুবে। ২৮০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাখানির দাম মাত্র দেড় টাকা।

নতুন ধরনের **সাতরঙ** মাসিক পত্রিকা

৫/২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আচার্য ভাবে ও নেহরু		১১
বৈদেশিকী—		১৩
দ্রুণাক্ষরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ		১৫
কী বিচিত্র (কবিতা)—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত		১৬
প্রতীক্ষা (কবিতা)—শ্রীদীপক মজুমদার		১৬
ভব্যতা (কবিতা)—শ্রীদীপক মজুমদার		১৬
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী		১৭
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—কাদার দ্যাভিয়েন		২০

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই বৈশাখের বই

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

'বনফুল'-এর

নূতন উপন্যাস

ত্রিবর্ণ

দাম চার

বিশিষ্ট গল্পগ্রন্থ :

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কোকিল ডেকেছিল ২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পুতুল ও প্রতিমা ৩·২৫

অনুরূপা দেবীর

ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন সেতু ২·৫০

নিরুপমা দেবীর

আলেয়া ২·০০

কয়েকখানি বিশিষ্ট উপন্যাস

দীপক চৌধুরীর

নীলে সোনায় বসতি ৩·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

বার ঘর এক উঠোন ৮·০০

নীল রাত্রি ৩·৫০

প্রতিভা বসুর

মনোবীণা ২·৫০

সত্যপ্রিয় ঘোষের

গান্ধর্ব ৩·৫০

'বনফুল'-এর

জলতরঙ্গ ৪·৫০

স্থাবর ৮·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

কান্না হাসির দোলা ৩·৭৫

চিত্রিতা দেবীর

দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

অনুষ্টুপ ছন্দ ৪·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

[illegible]

জগদীশবাবুর গীতা

(ছোট সংস্করণ) এবং অমিল ঘোষের বীরত্বে বাঙালী, ব্যায়ামে বাঙালী, বাংলার ঋষি ইত্যাদি, নীরদ সরকারের সরল যোগব্যায়াম, শরীর ও শক্তি ইত্যাদি ও অন্যান্য আউটবুকস ৩৩১/৩% কমিশনে বিক্রয় হইতেছে।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

ধন উপার্জনের উপায় কুটীরশিল্প

এই বাংলা ভাষায় বইটিতে আধুনিক যন্ত্রে প্রচলিত সেই সকল লাভজনক উদ্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে যার থেকে লোকেরা হাজার হাজার টাকা উপায় করছে। সহজ কিস্তিতে সরকারের কাছ থেকে মেশিনারী পাওয়া, লঘু উদ্যোগের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য, কাঁচামাল ও মেশিনারী পাওয়া যায় এমন সংস্থাগুলোর ঠিকানা, বিদেশে মাল প্রেরণ করা বা বিদেশ থেকে মাল আমদানী করা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে আছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮১৬ ও মূল্য ১০ টাকা। ডাক ব্যয় ১·৬২ নঃ পঃ অতিরিক্ত।

ফোন : ২২৯৮৩৫

COTTAGE INDUSTRY

(DB-19) P. B. 1262, Near Red Fort
Behind Recruiting Office, Jamuna Road, Delhi-6.
1257 A

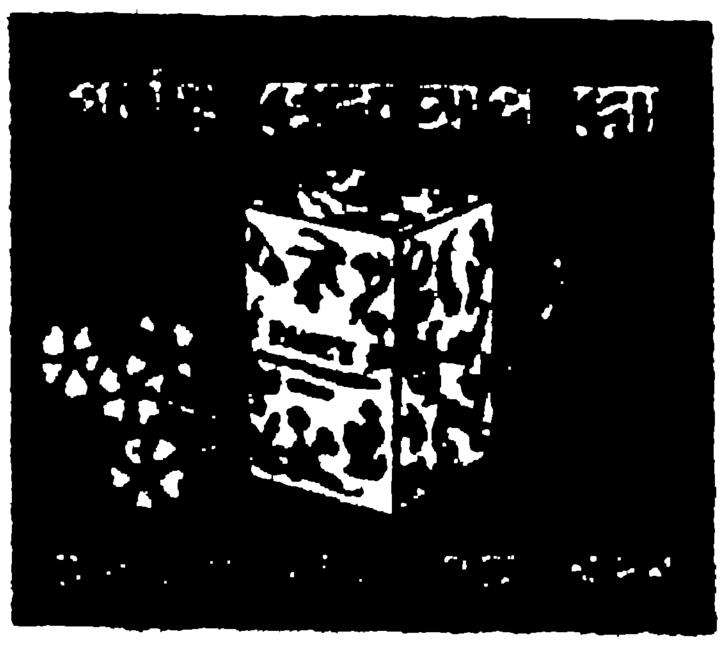

সর্বাধিক বিস্ময়কর সংবাদ

[illegible] প্রোজেক্টর মাত্র ২৫ টাকায়

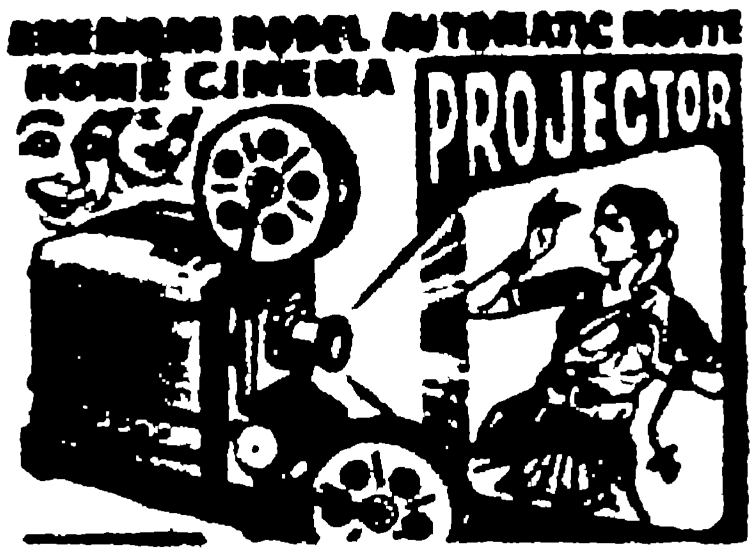

নিজগৃহে প্রমোদের চমৎকার ব্যবস্থা

আমাদের প্রোজেক্টর দিয়ে আপনার আপন গৃহে রূপালী পর্দায় উত্তেজনা, প্রণয়, কৌতুক ও এডভেঞ্চার ফিল্মগুলি দেখুন। ব্যাটারী চর্চ ও এ.সি./ডি.সি বিদ্যুৎ চালিত। ৩৫ মি মি ফিল্মের উপযোগী। বিভিন্ন রঙের সিনেমার মত ছবিগুলি রূপালী পর্দায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করে ও নাচে ঠিক যেন জীবনের বাস্তব প্রতিফলন। যা আপনাকে ও দর্শকদের বিস্মিত করবে। বিনামূল্যে ৬০ ফুট ফিল্ম ও ৪'×৩' আকারের পর্দা ও পরিচালনার নির্দেশাবলী সহ ডিলাক্স স্পেশাল প্রোজেক্টরের মূল্য ২৫ টাকা। মনিঅর্ডারে অগ্রিম ১ টাকা পাঠান বাকি টাকা ভি পি পি যোগে। দারুণ চাহিদা, অবিলম্বে মেলিভারী। ডাকখরচ ৫ টাকা। অতিরিক্ত ফিল্ম প্রতি ফুট ৪ আনা। আজই অর্ডার দিন।

হাউস অব সিনেমা আর্টস (ইন্ডিয়া)

২১১৪ আনারকলী, দিল্লি-৬

সবেমাত্র বেরুলো!

পূর্বপক্ষ

জৈমিনি

'অমৃত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে অগণিত পাঠককে আনন্দ দিয়েছে। আজ মনোরম গ্রন্থাকারে মাত্র চার টাকা মূল্যে আপনার হাতে প্রস্তুত। হাস্যোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা, চাণক্যাকর মনোমুগ্ধ, সুন্দর সরস আলোচনা। [illegible] ল্যাকভার্নিশ জ্যাকেটে মোড়া, পুরু এন্টিক কাগজে ছাপা।

আনন্দ-দীপী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতা (১৯৬২)-তে
প্রথম পুরস্কারবিজয়ী

ঢেউভাঙ্গা মুক্তা

আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য

দ্রুতগামী ঘটনার পর ঘটনা বিচিত্র আকর্ষণের উপভোগ্য ভাবকল্পনী এই সুন্দর উপন্যাসটিকে এক অভিনব সাহিত্যকীর্তির পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

"কাহিনীটি অভিনব"—সমরেশ বসু

সুন্দর ইম্পিরিয়েল এন্টিক কাগজে ছাপা, ঝকঝকে বাঁধাই, [illegible] জ্যাকেটে মোড়া। দাম ৬·৭৫

আনন্দ-দীপী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতায়
বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত

এক সমুদ্র দুটি মন

শান্তিভূষণ রায়

স্বতন্ত্র প্রতিভার উচ্ছ্বাস এই কাব্যগ্রন্থখানি একাধারে তাজা উপহারের ফুলের মতো, ফুলবাগান থেকে ছড়িয়ে-পড়া একরাশ আনন্দচঞ্চল ফুলকির মতো। প্রেসিডেন্সী কলেজের ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র বলেন : "এই নবীন কবির আবির্ভাব সত্যিই ঐতিহাসিক ঘটনা।" বিলাতী নির্দেশনে বাঁধানো সুন্দর জ্যাকেট মোড়া বই — দাম ২·৭৫

আনন্দ-দীপী পাবলিকেশনস্

[illegible]

[illegible] কলিকাতা ১

[illegible]

১২/১ [illegible] কলিকাতা ৯

(১২৭০৪)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীমতীর বিশ্রী মতি—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী		২৩
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী		২৭
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী		৩০
লালকেল্লা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী		৩৩
লণ্ডনের চিঠি—শ্রীমিহিরকুমার গুপ্ত		৪৩
নিশিকুটুম্ব—শ্রীমনোজ বসু		৪৯
বিশ্ববিচিত্রা—		৫৭
সমালোচনা—		৫৯
ড্রাগনের দাঁতে বিষ—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ		৬৫
পরিক্রমা—অজাতমিত্র		৭৩

শুকতারা

৮০ পাতার বই ৫০ নঃ পঃ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় থাকবেঃ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় — রচনা
উমাশঙ্কর — চম্বলের দস্যু সর্দার
সবিতা ঘোষ — বিলাতের চিঠি
পূরবী দেবী — চলা দেখে বুঝে নেওয়া
সব্যসাচী — টার্জনের গল্প
অরুণকুমার — বিজ্ঞান
বিশ্বনাথ রায় — রূপকথা
শিশু পাল — খানখেলা
সুলতা কর — ভক্ত কাহিনী
কুমারী মঞ্জু ঘোষ — ভ্যাবলাদার স্বর্গলাভ
রবিদাস সাহা রায় — হাসির কবিতা

তাছাড়া আরো গল্প, কবিতা, বুদ্ধির খেলা, মজার পাতা,
আরো অনেক কিছু বইতে দেখুন!

দেব সাহিত্য কুটীর

বাহির হইল

ডাঃ গুরুদাস পাল — দৃষ্টিহীন

[illegible] রাত—মূল্য ৩৲ — [illegible]—মূল্য ৩৲

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস ৭·৫০
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ৮·০০
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বলাকা কাব্য পরিক্রমা ৫·০০
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

রবিরশ্মি ১ম—৮·৫০ ২য়—৭·০০
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি পরিক্রমা ২·০০
অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র কাব্যালোক ৫·০০
অধ্যাপিকা অমিতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন ২·৫০
ডঃ প্রভাসজীবন চৌধুরী

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ৬·০০
শ্রীঅশোক সেন

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্র বিতান ৫·০০
রবীন্দ্র সমীক্ষা ৩·০০
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৪·০০
শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ৪·০০
শ্রীরণজিৎকুমার সেন

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

মনীষী রবীন্দ্রনাথ
ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমাদের জওয়ানদের প্রেরণা দিন ...

......কারণ তাঁদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁদের সাহস, তাঁদের ত্যাগ আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতিকে রক্ষা করছে। কাজেই সকলে অবিচল থেকে জাতির স্বার্থ রক্ষা করার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অবদান আরও সজীব ও সক্রিয়ভাবে নিয়োগ করতে হবে। বর্ত্তমানে যে শুধু বৃহত্তর জিনিষগুলির জন্যই সদা সতর্ক শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজন তাই নয় — দৈনন্দিন শৈথিল্য ও অসতর্কতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও এই শৃঙ্খলাবোধের প্রয়োজন খুব বেশী

- দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এবং ব্যয় বাহুল্য বর্জন করুন, নিষ্প্রয়োজনীয় বিলাসিতা পরিত্যাগ করুন।
- অফিসে, বাড়ীতে সব সময়ে যে কোন রকম অপচয়ের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রাম চালান।
- প্রতিরক্ষা তহবিল গঠনের আবেদনে সব সময়ের জন্য পূর্ণমাত্রায় সাড়া দিন।
- দেশের প্রতিরক্ষার জন্য স্বর্ণ দান করুন — কারণ সোনা হ'ল আমাদের জাতীয় শক্তি ও স্থায়িত্বের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

DA 63/F1 (Bengali)

সদা সতর্ক থাকুন

—জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামে-বাসে—		৭৬
চিত্র প্রদর্শনী—		৭৭
সাহিত্য সংবাদ—	বিদুর	৭৮
পুস্তক পরিচয়—		৮০
রঙ্গজগৎ—		৮৩
খেলার মাঠে—	একলব্য	৯১
খেলাধুলায় মহিলা—		৯৪
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৯৬

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপকুমার দাস (নয়াদিল্লী)

মুকুন্দ পাবলিশার্সের নতুন বই!

তা রা শ ঙ্ক র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়ে র

নতুন বই

ত ম সা

দাম : আড়াই টাকা

গ্রন্থটিতে আছে লেখকের সেই অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'পঙ্খী'। যে ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ পোস্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোস্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে—টরে-টক্কা, টরে টক্কা, টক্কা-টক্কা টরে। তারপর বলে—হ্যালো' হ্যালো ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন। আমি পঙ্খী। গান গাইছি আমি।

'ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।'

॥ মনোরম প্রচ্ছদ ও সুন্দর বাঁধাই ॥

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৪৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

॥ সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ॥

নীলকণ্ঠের তিনখানি শ্রেষ্ঠ

নব-বৃন্দাবন (২য় সং) ৫·০০

আসামী কারা ৩·৫০

সুভাষচন্দ্র ২·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বাহাদুর শা'র সমাধি ৫·০০

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

ব্রাত্য ৩·০০

সুভো ঠাকুরের ভ্রমণোপন্যাস

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা ৪·৫০

শুদ্ধসত্ত্ব বসুর দুখানি উপন্যাস

আড়াল ২·৫০

পুষ্পলাবী ৪·০০

জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথাগুচ্ছ

ব্যান্ডমাস্টারের মা ৩·৫০

[illegible] সরকারের ভ্রমণোপন্যাস

শ্রীকৈলাসের কলিকাতা-দর্শন ২·০০

গুরুদাস ভট্টাচার্য

সাহিত্যের কথা ৫·০০

বিমলকৃষ্ণ সরকার

কবিতার কথা ৫·০০

অজিতকুমার ঘোষ

নাটকের কথা ৫·০০

দেবীপদ ভট্টাচার্য

উপন্যাসের কথা ৬·০০

রথীন্দ্রনাথ রায়

ছোটগল্পের কথা ৫·০০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনার কথা ৬·০০

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

শিল্পতত্ত্বের কথা ৬·০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অলংকার-জিজ্ঞাসা ৫·০০

রথীন্দ্রনাথ রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৩·৫০

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

২৫শে বৈশাখ বেরুচ্ছে

চতুর্মুখ রচিত উপন্যাস

আভাস ৫·০০

শহরতলীর [illegible] জীবনের সংবেদনশীল আলেখ্য

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

১ রামবাগান স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬

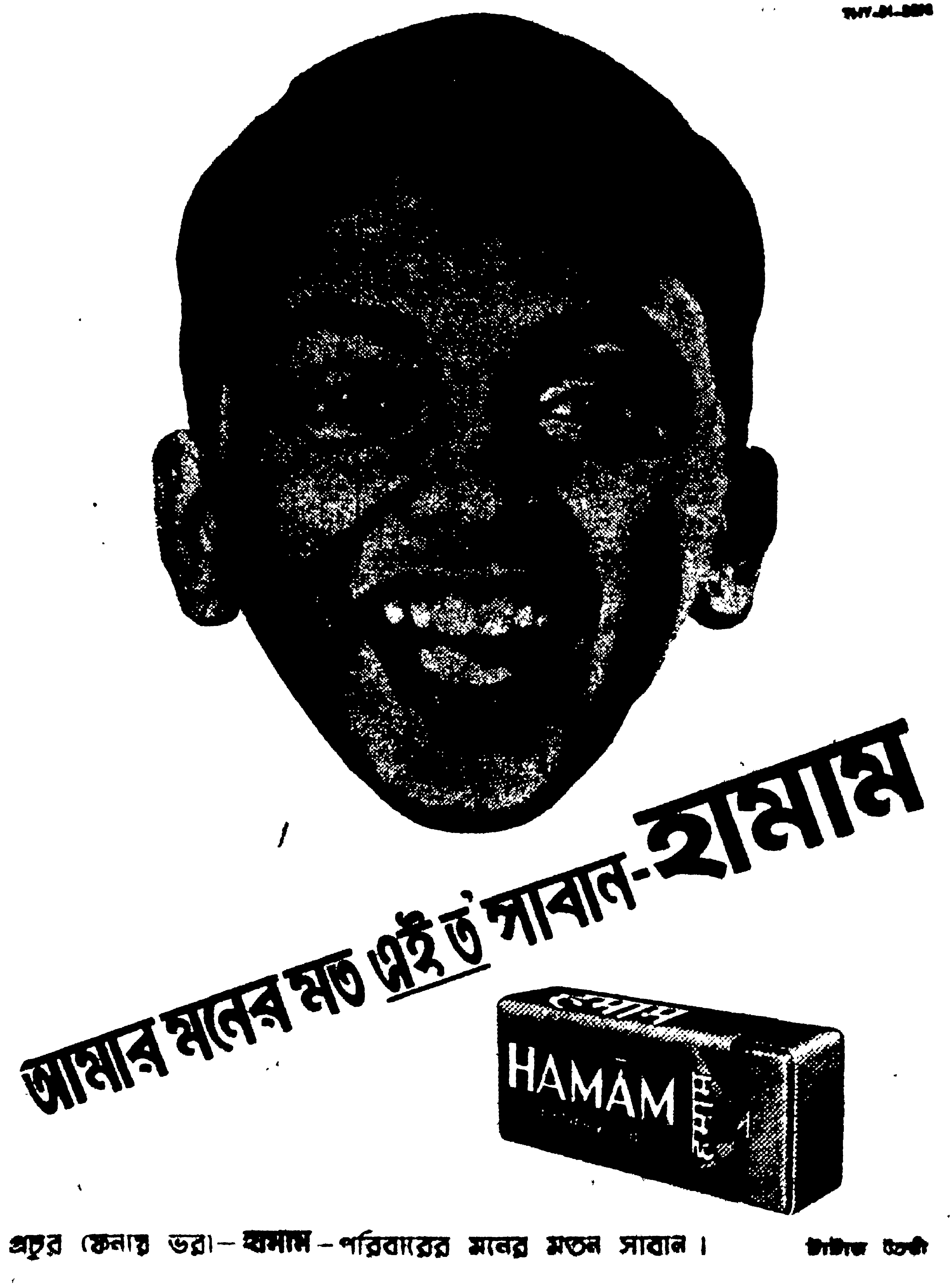
আমার মনের মত এই ত সাবান-হামাম
HAMAM
প্রচুর ফেনায় ভরা—হামাম—পরিবারের মনের মতন সাবান।

'নবজীবনের উদ্যোগে নূতন পরিকল্পনায় পঁচিশে বৈশাখ প্রকাশিত হইতেছে

বসুধারা

সম্পাদক : সুকুমার দত্ত

সংক্ষিপ্ত সূচী

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের মুখনিঃসৃত বাণী সংগ্রহ ও শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বৃহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত নেহরু, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন, ভগিনী নিবেদিতা, রোমা রোলাঁ, ক্রিস্টোফার ঈশারউডের রচনা সংগ্রহ। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।

ধারাবাহিক উপন্যাস : বিখ্যাত ঔপন্যাসিক **বিমল মিত্রের** সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস **'আমি'**।
এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক **সুবোধ চক্রবর্তীর** উপন্যাস 'ধাম'।

রসরচনা : অধ্যাপক অজিতভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের রসরচনা 'বৈঠক' বৈশাখ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

গল্প : আশাপূর্ণা দেবী
মতি নন্দী
সুবোধ ঘোষ
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা : 'স্বদেশ আমার মা' শ্রীঅরবিন্দ হইতে উৎসর্গিত দেশপ্রেমবোধক কবিতা
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রবন্ধ : প্রফুল্লচন্দ্র সেন শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমার বাণী ও বর্তমান পরিস্থিতি
সুকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের 'Fire-Flies' (বাছাই মূল ইংরাজি কবিতা ও তাহার অনুবাদ সহ)
লোকরঞ্জন দাশগুপ্ত -অর্থনীতিতে নবসমন্বয়
রঙ্গজগৎ, ক্রীড়াজগৎ, মহিলা বিভাগ, দেশবিদেশের টুকিটাকি, বিজ্ঞান সংবাদ (মহাকাশ গবেষণা) প্রভৃতি নানা চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গও এই সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে থাকবে।

এবার গ্রন্থ সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দের সহযোগিতায় সুরুচিপূর্ণ অঙ্গসজ্জা ও রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি এই সংখ্যার বৈশিষ্ট্য।

বসুধারা : ৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট — ফোন ৩৪-১১০০

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

॥ মাঘ-চৈত্র সংখ্যার সূচী ॥
শীঘ্রই বেরুচ্ছে

প্রবন্ধ: ওয়ল্টার হলস্টাইন অধ্যাপক নির্মলপ্রভা বিশ্বাস, ডঃ অশোক মিত্র

কবিতা: সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, সুশীল বসু, দেবপ্রসাদ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গল্প: পি. ই. এন আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক সাহিত্য: সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনা: কাজী আবদুল ওদুদ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য চিদানন্দ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, নিখিলকুমার নন্দী

॥ কার্তিক-পৌষ সংখ্যার সূচী ॥

প্রবন্ধ: বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফকিরুদ্দিন (মূল ফারসী থেকে বৃন্দাবন মিত্র কর্তৃক অনূদিত)

কবিতা: অরুণকুমার সরকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, শামসুর রহমান, সুনীল নন্দী

গল্প: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অমিয়ভূষণ মজুমদার। **আধুনিক সাহিত্য:** হরপ্রসাদ মিত্র এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক লিখিত সমালোচনা

প্রতি সংখ্যা ১.২০ নঃ পঃ
বার্ষিক মূল্য (সডাক) ৫.০০ নঃ পঃ

হুমায়ুন কবির

বাঙলার কাব্য ৩৲

মার্কসবাদ ২.৫০ নঃ পঃ

মূল্যবান (মণীশ ঘটক)

পটলডাঙার পাঁচালী

২.২৫ নঃ পঃ

Buchurin
ABC of Communism 4.00

চতুরঙ্গ
৫৪, গণেশচন্দ্র এভেন্যু,
কলিকাতা-১৩

সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয়োপযোগী
প্রশান্তকুমার রায় চৌধুরীর বলিষ্ঠ নাটক
"এক মুঠো মন"
মূল্য—এক টাকা সডাক দেড় টাকা
বর্ণালিপি প্রকাশনী
৬৭এ, রামকান্ত বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা—৩।

(১২৫৯ এ)

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের নূতন বই

মন ও মানসী ৪৲

অন্যান্য বই—মানব দেউল ৫৲, উদয় ভানু ৪।।০, তুহু মম জীবন ৪৲, শ্রেষ্ঠ গল্প ৪৲, রাত্রিজননী ৩৲, বহ্নিকন্যা ৩৲

কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ৫৩৫)

কয়েকখানি সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ

ডাঃ সুধাংশুকুমার দাসের

এভারেস্ট ডায়েরী

পর্বত অভিযানে যেসব কুলি-মজুরের দল অপরিহার্য অঙ্গ, যাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা পর্বত অভিযাত্রী দলের মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেয়, প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের সদস্য ডঃ দাসের এই গ্রন্থটিতে সেইসব উপেক্ষিতের দল সর্বপ্রথম মর্যাদার আসন পেল। দাম ৯·০০

বিমল মিত্রের

নিবেদন ইতি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদ্‌ভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা; কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই—নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান, প্রাচীন মূল্যবোধ, পুরনো বিশ্বাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয় তারই মর্মান্তিক চিত্রায়ণ 'নিবেদন ইতি"। দাম ৫·০০

সুবোধ ঘোষের

বসন্ততিলক

এক নকল জীবনের আড়ম্বরী অহংকার ছোট্ট একটি ঘাওয়ানগরকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল, নিঃস্ব করতে চেয়েছিল তার আভ্যন্তরিতাকে। কিন্তু তখনই ঐশ্বর্য আর প্রেমের ছদ্ম বিস্তৃত হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণকে; এবং রক্ষা করেছিল এক পবিত্র শৈশবকে। দাম ৫·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শঙ্খ-কঙ্কণ

রাজসাক্ষী সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির অন্তহীন নারী-লালসাপুষ্ট প্রাচীন যুগের রাজস্থানের এক নৃপতির ও তার মহিষীর কালোত্তীর্ণ প্রেম এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে মধ্যযুগের এক নির্বাসিত রাজপুত্রের স্বদেশানুরাগ অবলম্বনে রচিত তিনটি অনন্যসাধারণ রোম্যান্টিক বড়গল্পের সংকলন "শঙ্খ-কঙ্কণ"। দাম ২·৫০

প্রতিভা বসুর

রাঙা ভাঙা চাঁদ

যে দেশে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ভাগ্য-বিধাতা বলে পরিগণিত সে দেশেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ের বধূ হয়েও স্বামীর যাবতীয় নিপীড়ন সহ্য করাকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলে মেনে নিতে পারেনি কুসুম—স্বাধিকার যোগ করে জীবনের যথার্থ অর্থ সন্ধানে যাত্রা করেছিল একাকী পথে। লেখিকার এই সর্বাধুনিক গ্রন্থটি উপন্যাস সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। দাম ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 4th May, 1963.

৩০ বর্ষ ॥ ২৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয় পয়সা
শনিবার, ২০ বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

আচার্য ভাবে ও নেহরু

অবশেষে শ্রীনেহরুও আচার্য ভাবের অহিংসাবাদী অতিশয়োক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণের পর নানা স্থানে তাঁর ভাষণে এবং প্রবন্ধে আচার্য ভাবে এমন সব অভিমত প্রকাশ করেছেন যা স্পষ্টই জাতীয় সংকটকালে দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। আচার্য ভাবে গান্ধীজির অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয় হিসেবে দেশে এবং বিদেশেও সুপরিচিত। উপরন্তু আমাদের জাতীয় নেতাদের অনেকেই বিশেষভাবে প্রধান মন্ত্রী নেহরু গান্ধীজির আদর্শানুরাগী। [illegible] করেছেন। আচার্য ভাবের অহিংসার [illegible] সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করি না কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের আচরণ এবং মনোভাব সম্পর্কে [illegible] আদৌ বাস্তব[illegible] নয়।

শ্রীনেহরু যথার্থ বলেছেন, গান্ধীজি অহিংসাবাদী হলেও প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের কাছে নির্বীর্য আত্মসমর্পণ কখনও সমর্থন করেন নি। স্মরণ করা যেতে পারে যে কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানী আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের সপক্ষে গান্ধীজিই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধীজির একনিষ্ঠ মন্ত্রসাধক হিসাবে খ্যাত আচার্য ভাবে কিন্তু চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে এমন অদ্ভুত নীতি ও যুক্তির অবতারণা করেছেন যার সঙ্গে গান্ধীজির কঠোর বাস্তবনিষ্ঠ চিন্তাধারার কিছুমাত্র মিল দেখা যায় না। আচার্য ভাবে অস্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী নন কিন্তু দুই মহাযুদ্ধকালে য়ুরোপের কোন কোন গণতন্ত্রী দেশে এমন কিছু সংখ্যক সম্পূর্ণ নির্বিরোধ শান্তিবাদী দেখা গেছে যাঁরা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাহিনীতে যোগদানের বিরোধী। [illegible] নিরুপদ্রব-পন্থী [illegible] প্রবক্তাদের [illegible] যুদ্ধ বিরোধী [illegible] কম্যুনিস্ট আক্রমণ [illegible] প্রতিরোধের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] সেগুলি স্পষ্টই [illegible] চীনের মনোভাবের প্রশস্তি [illegible] ভাবের [illegible] বিরোধী।

[illegible] শান্তিবাদী [illegible] ক্লার্ক [illegible] মনোভাব এবং [illegible] সঙ্গে আচার্য ভাবের [illegible] এবং [illegible] পার্থক্যটা [illegible] প্রয়োজন। [illegible] দৃষ্টান্তই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, [illegible] কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় শান্তিবাদী [illegible] চটক যতই থাকুক কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করতে বাধ্য। লর্ড রাসেল কিম্বা ক্যানন কলিন্সের মত কট্টর শান্তিবাদী কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করার সুযোগ পায় না। কথা এই যে আচার্য ভাবে পাশ্চাত্যের রাসেল-কলিন্স মার্কা কট্টর শান্তিবাদীদের উপরও টেক্কা দিয়েছেন। পারমাণবিক অস্ত্র বর্জনের জন্য ব্রিটেনে যাঁরা আন্দোলনে নিযুক্ত তাঁরা আর যাই হোক শত্রুপক্ষের গুণগান করছেন না। তাঁরা কোনও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রকে নির্ভেজাল শান্তিবাদী অহিংস মনোভাবাপন্ন বলে প্রচার করেন নি। আচার্য ভাবে ঠিক তাই করেছেন। কম্যুনিস্ট চীনের ছলনা, প্রতারণা অতর্কিত আক্রমণের যাবতীয় [illegible] নিদর্শন উপেক্ষা করে আচার্য ভাবে চৈনিক কম্যুনিস্টদের চরিত্রে ও মনোভাবে [illegible] শান্তি কামনার সুলক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। অহিংসপন্থী শান্তিবাদী [illegible] এমন দৃষ্টান্ত [illegible] জগতের কট্টর শান্তিবাদী মহলেও মেলে না।

[illegible] বিশ্বাস [illegible] বিকৃত [illegible] ক্ষমতা অপরিসীম। কম্যুনিস্ট চীনের অহিংসাপ্রীতি সম্পর্কে আচার্য ভাবের নিজস্ব ধারণা একান্তই অন্ধ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত [illegible] চৈনিক কম্যুনিস্ট চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] বিশ্বাসের [illegible] বাস্তব [illegible] অহিংস ও শান্তির [illegible] আক্রান্ত, [illegible] সম্মুখীন। কম্যুনিস্ট চীন [illegible] অস্ত্রসংবরণ করেছে সে ঘটনা অনুধাবনের [illegible] পরি-[illegible] অভিজ্ঞ। আচার্য ভাবের পক্ষে এ জাতীয় [illegible] অভিমত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অনধিকারচর্চা। কম্যুনিস্ট চীন বিবেকের তাড়নায় অস্ত্র সংবরণ করেছে এবং অহিংস পন্থার সার্থকতা স্বীকার করেছে আচার্য ভাবের এই বিশ্বাস একেবারেই বাস্তব কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত। আশ্চর্য নব কম্যুনিস্ট চীনের বিবেক আবিষ্কারক ভাবেজী ভারতীয় কম্যুনিস্ট মহলে সম্প্রতি পরম সমাদর লাভ করেছেন। আচার্য ভাবেকে অনুরোধ জানাই তিনি গান্ধীজির বাস্তববুদ্ধির নিকষে চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণের স্বরূপ বিচারে চেষ্টিত হোন, নতুবা অন্ততপক্ষে জাতীয় সংকটকালে নীরব চিন্তায় নিমগ্ন থাকুন।

দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

এই সংখ্যায় থাকবে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িকপত্র

প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা

দিলীপকুমার বিশ্বাস : সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ : বাংলা সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তা

ভবতোষ দত্ত : ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম

প্রমথনাথ বিশী : মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ

অজিত দত্ত : রঙ্গলাল ও দেশাত্মবোধ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : কবি হেমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেম

তারাপদ মুখোপাধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা

বিজিতকুমার দত্ত : রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা

দীপ্তি ত্রিপাঠী : কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র

শংকরীপ্রসাদ বসু : স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

রাজেশ্বর মিত্র : দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

বুদ্ধদেব বসু : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

শেষের রচনাত্রয় স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত তিনটি বিশেষ রচনা।

এ ছাড়া

গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আ গা মী স প্তা হে প্র কা শি ত হ বে

দাম ৮০ নঃ পঃ । রেজিস্ট্রী ডাকে ১·৩৮ নঃ পঃ

✱ বৈদেশিকী ✱

পিকিং থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মিশরের মুখ্যসচিব শ্রীআলি সাবরী দিল্লিতে শ্রীনেহরুর সঙ্গে কী কথাবার্তা বলেছেন তার বিবরণ প্রকাশিত হবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। তবে শ্রীআলি সাবরী সাংবাদিকদের কাছে যা বলেছেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ভারত সরকার এবং চীনা সরকারের মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার পুনরারম্ভ বোধহয় বেশি সুদূরবর্তী নয়। কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের মধ্যে মিশরই ভারতের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতির ভাব দেখিয়েছে, সেজন্য শ্রীআলি সাবরীর নিকট ভারত সরকারও বোধ হয় স্বীয় মনোভাব সব চেয়ে খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং শ্রীআলি সাবরী যখন বলছেন যে, আগের চেয়ে তিনি এখন ঢের বেশি আশান্বিত যে আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে, দুই সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পুনঃপ্রবর্তনের আর বেশি বিলম্ব নেই। তার অর্থ এই যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নেওয়ার ব্যাপারে চীনারা আর একটু এগিয়েছে যেখানে ভারত সরকারের পক্ষে মুখ বাঁচিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করা সম্ভব বলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা মনে করেন।

চীনা সরকার তো বরাবরই বলছেন যে তাঁরা 'ইন প্রিন্সিপল' 'কলম্বো প্রস্তাবাবলী' মেনে নিয়েছেন। যে দুটি ব্যাপারে (লাদাকে চীনাদের দাবি লাইনের ওদিকে কোনো বেসামরিক ভারতীয় পোস্ট থাকতে দেওয়া এবং নেফায় চীনাদের দাবি-লাইনের ওদিকে কোনো ভারতীয় সৈন্য থাকতে দেওয়া নিয়ে) চীনাদের আপত্তি আছে সেগুলিও তারা আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত করতে চায়। চীনারা বলছে যে কলম্বো কনফারেন্সের মুখ্য কথা হচ্ছে এই যে, ভারত ও চীন সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনা "ডাইরেক্ট নিগোসিয়েশন"-এর দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত সেরূপ নিগোসিয়েশনের পথ খোলার জন্যই কলম্বো কনফারেন্স দুই পক্ষের সৈন্যসামন্তের অবস্থান সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। চীনারা বলছে সেসব নির্দেশের মধ্যে দুটি বিষয়ে তাদের আপত্তি আছে, এবং সে আপত্তিকে এখানে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে ভারতকে বলা হচ্ছে না, সেগুলি বৈঠকে আলোচ্য বিষয় হবে।

ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উভয়পক্ষের অবস্থান সংক্রান্ত সবকটি নির্দেশ মানলেই তবে ভারত ও চীনা সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পুনরারম্ভ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—চীনাদের যে দুটি আপত্তি আছে সেগুলিকে যদি এখন তারা একটু ছেঁটে কেটে দিতে অথবা পুরোপুরি প্রত্যাহার করতেও রাজী হয় তাহলে কি [illegible] তাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে এবং অখণ্ড "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র ভিত্তিতে চীনাদের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই কি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ

গ্রন্থমালা : ১

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ স্বাক্ষরিত স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইস্তাহার।

অন্যান্য রচনা

শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

মূল্য

৫০ ন. প.

(বুকপোস্টে অতিরিক্ত ১১ ন প)

প্রাপ্তিস্থান : 'লিপিকা' ৬ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। 'ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী', ১৫/৩ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর শুভ লগ্নে

আমাদের নিবেদন :

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

পঞ্চম মুদ্রণ । দাম ২·৫০

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর

রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে

দাম ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা ৯

যে-দুটি বিষয়ে চীনারা আপত্তি করেছে সেদুটি যদি তারা এখন ছেড়ে দেয় তাহলে তারা একতরফা যুদ্ধবিরতির যে শর্ত আরোপ করেছিল তার কিছুটা কাটা যাবে, কিন্তু চিন্তা করে দেখতে হবে যে, যুদ্ধে বিজয়ীপক্ষ যুদ্ধবিরতির সময়ে যেসব শর্ত আরোপ করে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের সময়ে কি সেগুলি সব বজায় রাখতে কখনো জেদ করা হয়? একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত—সবগুলি চিরকাল বজায় রাখার কথা চীনারা নিশ্চয়ই ভাবে নি কিছু ছাড়তে হবে সেজন্য কিছু হাতে রেখেই তারা কাজ করেছে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র ভিত্তিতে যদি কথাবার্তা শুরু হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, আলোচনা যত দিন ধরেই চলুক মীমাংসা মোটামুটি ঐ বরাবরই হবে। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা দ্বারা শান্তিপূর্ণ পথে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এরূপ বলাটাই আসলে একটা বিরাট ফাঁকি। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে মীমাংসার আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার মানেই হচ্ছে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা করায়ত্ত করেছে তাতে চীনাদের অধিকার স্বীকার করে নিতে অগ্রসর হওয়া। যদি এমনও হয় যে, চীনারা গত অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যেসব জায়গা দখল করে সেগুলি তারা সব ছেড়ে দেয় এবং গত ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থানই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই কি বলা যাবে যে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করেছিল তা তারা ছেড়ে দিল? নিশ্চয়ই না। কিন্তু এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে লোকের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে চীনারা ৮ই সেপ্টেম্বরের জায়গায় ফিরে গেলেই যেন তাদের কাছ থেকে তাদের যুদ্ধলব্ধ ভূমি ফেরৎ পাওয়া হয়ে যাবে। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না।

৮ই সেপ্টেম্বরের আগেই তো চীনারা ভারতের ১৪ হাজার বর্গমাইল ভূমি বলপ্রয়োগের দ্বারা "এগ্রেশন"-এর দ্বারা দখল করে নিয়েছে এবং রেখেছে। সেই অন্যায় দখলকে পাকা করা এবং ভারতকে দিয়ে তাই স্বীকার করিয়ে নেওয়াই হয়ত চীনাদের গত শরৎকালের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৪ হাজার বর্গমাইলের দখল পাকা করার জন্যই আরো দু-পাঁচ হাজার বর্গমাইল এগিয়ে আসা, তারপর স্বেচ্ছায় পিছিয়ে যাওয়ার "উদারতা" প্রদর্শন এবং "আলোচনার দ্বারা মীমাংসার" গৌরব ও কৃতিত্ব লাভ—এইটাই কি চীনাদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য বলে প্রকট হচ্ছে না?

ভারত সরকারের বলাবলিতে বেশ চীনারা বুঝতে পারছে যে এখন যদি ভারতকে কোনোরকমে আলোচনার টেবিলে আনানো যায় তাহলে এখনই একেবারে কাগজে কলমে না হোক কার্যত ৮ই সেপ্টেম্বরের লাইনই পাকা হয়ে যাবে। অর্থাৎ আগে চীনারা ভারতের যে ১৪ হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে নিয়েছে তাতে চীনাদের অধিকার ভারত মেনে নেবে। সুতরাং "কলম্বো প্রস্তাবাবলীর" যে দুটি বিষয়ে চীনারা আপত্তি প্রকাশ করছে সেগুলি তারা ছেড়ে দিতেও পারে কারণ তাতে ভারতই ফাঁদে পড়বে। আরো মজা এই যে, চীনারা যদি তাদের সেই আপত্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তারা সেটাকে আর একটা চৈনিক "উদারতার" দৃষ্টান্ত বলে প্রচার করবে।

চীন চেয়ারম্যানের ইন্দোনেশিয়াতে, কাম্বোডিয়াতে বর্মাতে ভ্রমণান্তে যেসব যুগ্ম বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে চীনা সরকারের মনোভাব ঐসব দেশের কর্তাদের নিকট কিছুমাত্র অযৌক্তিক বোধ হচ্ছে না। বিবৃতিগুলিতে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ভারত ও চীন অবিলম্বে বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরাসরি আলোচনা আরম্ভ করবে। চীনারা নিশ্চয়ই ঐসব দেশের কর্তাদের বুঝিয়েছেন যে শীঘ্রই ভারত ও চীনের মধ্যে ঐরূপ আলোচনা আরম্ভ হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পিকিং-এ যে-কথা শুনে এসে শ্রীমতী সিরিমাভোর মনে হয়েছে যে ভারত ও চীনের মধ্যে কথাবার্তার পুনরারম্ভ আসন্ন সে কথার আভাস চীনের চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে ছড়িয়ে এসেছেন।

এখন যদি চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে তার আপত্তি দুটি খাটো করে বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে তাহলে কলম্বো-কনফারেন্সওয়ালাদের চাপ খুব বেশি পড়বে। ভারতবর্ষে সরকারী প্রচারকগণ হয়ত ভারতের কূটনৈতিক "জয়ের" প্রশস্তি গাইতে শুরু করবেন, চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করে নিতে বাধ্য হোল ইত্যাদি বলে বাহাদুরির চেষ্টা। কিন্তু তাতে আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ যে ভুলবে তা মনে হয় না। চীনারা সমরক্ষেত্রে যে প্রেস্টিজ অর্জন করেছে সেটা আমরা কূটনীতির দ্বারা কাটিয়ে নিয়ে এরূপ চলতি আমাদের মধ্যে কারো কারো মনে সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু বাইরের কারো মনে সে চিন্তা আসতে পারে না। "কলম্বো প্রস্তাবাবলীর" ভিত্তিতে মীমাংসার আলোচনায় ভারত সম্মত হলে বেশ-বেওয়ারিশ পারলে চীনের স্বার্থে দূরে থাক, সত্যি কোনো স্বার্থেই আঘাত লাগবে না। তাতে হবে এই যে, "এগ্রেশন" করে চীনারা যা নিয়েছে তাও তাদের থাকবে অথচ এগ্রেশনের বদনামও থাকবে না কারণ ভারত সরকার নিজেরাই চীনাদের সেই বদনাম ঘুচিয়ে দিতে যাচ্ছেন।

চীনারা "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" পুরোপুরি মানতে রাজী না হয়ে অনেকখানি ছিল সেই সময়টুকু মধ্যে ভারত সরকার অনায়াসে নিজেদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসাবে পণ্ডিতজী এক সময়ে বলেছিলেন যে ভারতের স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও চীনারা যদি "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করে না নেয় তবে ভারতের একটা কূটনৈতিক লাভ হবে কারণ তখন পৃথিবী, বিশেষ করে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা বুঝবেন যে চীনই অন্যায় করছে। সেই "কূটনৈতিক লাভের" চেষ্টা ভারত সরকার করলেন না কেন? বোধহয় পণ্ডিতজী দেখলেন যে, কলম্বো প্রস্তাবাবলী না মানাতেও কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের মধ্যে চীনের মান কিছুমাত্র কমেনি। সুতরাং চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মানল না বলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের কাছে চীনকে ধিক্কৃত করার চেষ্টা বৃথা, "কূটনৈতিক লাভের" যে আশার কথা লোকসভাকে শোনানো হয়েছিল তার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তো ছিল। অথচ সে সুযোগ গ্রহণ করার কথা দূরে থাক ভারত সরকারের চেষ্টাই হোল—অবশ্য পরোক্ষভাবে—কেমন করে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিতে চীনকে রাজী করানো যায়। নিজেদের কোনো পজিটিভ পলিসি না থাকলেই এইরকম দশা হওয়া সম্ভব।

শ্রীবিজয় পটনায়ক নাকি দিল্লিতে ছাত্রদের এক সভায় বলেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাপতিরা চীনা সেনাপতিদের চেয়ে নিকৃষ্ট। এই উক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে শ্রীপট্টনায়ক বলেন যে ঠিক ঐরকম কথা তিনি বলেননি তিনি বলেছিলেন যে রণকৌশলে এবং সেনাপতিত্বে চীনারা ভারতীয়দের চাইতে শ্রেষ্ঠ—ভারতীয় জেনারেলরা চীনাদের দ্বারা "আউট-ম্যানুভার্ড" এবং "আউট-জেনারেলড" হয়েছেন। তিনি আমাদের জেনারেলরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখা উচিত তা শিখছেন। সেনাপতিদের সম্বন্ধে এরূপ কথা বললে যদি সৈন্যবাহিনীর "মরেলের" কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে আমাদের সরকারী রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে যদি কেউ বলে যে তাঁরা চীনাদের দ্বারা আউট-ম্যানুভার্ড হয়েছেন তাহলে আশা করি দেশের "মরেল" নষ্ট হবে না। তবে শ্রীপট্টনায়ক বলেছেন যে, আমাদের জেনারেলরা ঠেকে শিখেছেন, কিন্তু হায়—আমাদের সরকারী রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সেটুকুও জোর করে বলা যায় না।

২৭-৪-৬৩

স্বাক্ষরে

'স্বাক্ষরে'—এই পর্যায়ের দিব্য একটা ঐতিহ্য আপনা থেকেই তৈরি হয়ে গেল দেখছি, জের টেনে আনা; সেবারের বক্তব্যের পরিশিষ্ট দিয়ে এবারের প্রস্তাবনা।

ব্যতিক্রম এ কিস্তিও হবে না। সোভিয়েট লেখক চতুষ্টয় ইতিমধ্যে কলকাতার বাড়ি ছুঁয়ে ফিরে গেছেন, খবর হিসেবে এটা অবশ্য খুব টাটকা নয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে এঁদের ঘরোয়া বৈঠকের বৃত্তান্তই বা কার না জানা। সমুদয় রিপোর্ট পাঠান্তে স্বতঃসিদ্ধান্ত—বৈঠক, বৈঠকের প্রশ্ন, প্রশ্নের উত্তর সবই ছিল সংক্ষিপ্ত। এই শেষ বিশেষণটা আক্ষরিক অর্থেও।

ওই আসরে উত্থাপিত 'হিউম্যানিজম' বনাম "হিউম্যানিস্টিক ট্রাডিসন", এই সূক্ষ্ম তর্কের [illegible] না। [illegible] কারণ। [illegible] একটি [illegible] প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রসঙ্গ বাক্যটিকে [illegible] করব।

[illegible] সম্পর্কে [illegible] এখন [illegible] থেকে বলবে, এখন কোনও লেখকের কণ্ঠে একটিও [illegible] কেন? [illegible] জিজ্ঞাসা এবং [illegible] উত্তর সোভিয়েট অতিথি লেখকেরা যা দিলেন [illegible] না [illegible]। [illegible] অংশ [illegible]।'

[illegible] এই [illegible] করেছে। [illegible] এবং বাস্তবিক [illegible] ধারণা কথা সাহিত্যে [illegible] লেখকদের কর্তব্য কেবল কি ভাবে [illegible] আর ছড়ানো? আবহমান শিল্প-ধারণা কিন্তু এ কথা বলে না। এতদিন এই তো জেনেছি যাবর কথা কেন নিজের নিঃসঙ্গতম [illegible] সাহিত্যের বস্তু। যে [illegible] যে যেমন একাগ্র আর একান্তে, [illegible] তো [illegible] প্রেরণা। [illegible] অস্থির [illegible]। কত কত, [illegible] অশ্রুলেখা। সময়ে রক্তপাতের চল [illegible] কালি অবিকল তারই ছায়া-লিপি লেখে।

[illegible] বাইরের কিছু কি নেই? আছে। পাণ্ডুলিপির দল পাঁচটি পাখি, ইতস্তত উড়ে বেড়ে, তারা ঠোঁটে খড়কুটো অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরে, নিবিড় পত্রচ্ছায়ায় নীড় সাজায়।

আপরুচি কেবল খানা নয়, আপরুচি রচনাও। 'আগে আপন-কথা, পরে সকলের। আপনার কথাই বস্তুত, সকলের হয়ে উঠে সার্থকতার শর্ত পূর্ণ করে। আপনার সর্বস্ব নিবেদন, আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণের দান গ্রহীতাকে কৃতজ্ঞ করে, লেখককে পুরস্কৃত। নিরাকার নিরালা শূন্যে সূর্য স্থির জ্বলে, একা জ্বলে জ্বলবে বলেই জ্বলে কিন্তু তার ভাস্বর সন্তাপের সাত সওয়ার দশ দিকে ছোটে [illegible] রঙ ছড়ায় রৌদ্রের চরাচরে আলোর কোটাল ডাকে। [illegible] তার নিজস্ব [illegible] উর্বরতা। [illegible] প্রাণের অভিষেক।

[illegible]" বদল-বাদল [illegible] এই উক্তিটি একেবারেই [illegible] একটি বিষয় [illegible]।

[illegible] এক [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পরস্পর [illegible]

[illegible] কি এই [illegible] কথা যদি [illegible] কেন [illegible] সাহিত্যে [illegible]।

[illegible] সংশয় [illegible] স্বচ্ছ [illegible] এমন ভয়ঙ্কর একটি [illegible] সর্বমঙ্গল [illegible] যতই [illegible] কর্তব্য [illegible] প্রতিশ্রুতি পালন [illegible]।

কেহ-বা [illegible] কোলাহল। বারে বারে কারা কাঁদে [illegible] কোলাহল [illegible] সংগীত বাজে না শোনা। যা [illegible] একক নয়, পরিণতিতে তো কারুরই হয় না। মাঝে মাঝে ঝাঁপ ছিঁড়ে পড়ে, মাঝে মাঝে টান। বাঁধা সড়কে ট্রামগাড়ি যথারীতি চলে, বড়জোর কদাচিৎ তাকে ট্রলিবাসে রূপান্তরিতও হতে দেখি। ট্রলিবাসেরও কিন্তু টিকি তারে বাঁধা। ওমনি-বাসের যথেচ্ছ গতির মুক্তি 'লিটরারি কর্পোরেশন' জমানায় কখনও সম্ভবে না।

*

এখানে একদেশদর্শিতার অবধারিত [illegible] চাই। রসের অরসিকেষু নিবেদনের নির্ধারিত রূপী নিয়মের সর্বস্ব কি [illegible] সংরক্ষিত [illegible] না। কেননা, [illegible] বিমূর্ত শিল্পসাধনাকে [illegible] করেছে। [illegible] রাষ্ট্রপতি [illegible] পথিকেরা সে দেশেও [illegible] হিবম্ভত। সুতরাং সংশয় [illegible] আছে বলে, প্রশাসনের এই সর্বগ্রাসী প্রকরণ।

রাষ্ট্রশক্তি [illegible] খবরদারি [illegible] আদায়ের লেনদেন-কেন্দ্রিক [illegible] লিপ্ত ছিল, [illegible] ভাবনা ছিল না। শিল্পী [illegible] অনায়াসে বলতে [illegible] আমাকে নির্দিষ্ট [illegible] আমায় [illegible]।

[illegible] এখানেই। যেমন-তেমন বস [illegible] সমস্যা যত যোগায়, তবে আরও একটা [illegible] জীবনকে সমাধান আর্ট-শিল্প বোধও তাদের পরাকাষ্ঠা। নতুন [illegible] ভূমির অন্ত নাই—তবে [illegible] চাই। প্রশ্নে [illegible] সমান টানই যদি না হল তো [illegible] সবাই যে [illegible]

[illegible] প্রতিবাদও সেই [illegible] বাঁধা দেব, [illegible] প্রসঙ্গ [illegible] নয়, [illegible] ইচ্ছাকে। [illegible] রাষ্ট্রশক্তির [illegible] ইচ্ছা যে [illegible]। বালকেরা-কাপড়, পার্টি-[illegible] নিয়ন্ত্রণের [illegible] বাইরে, সহজ [illegible]। [illegible] কিছু হয় [illegible] যে মন সে কেন [illegible]'

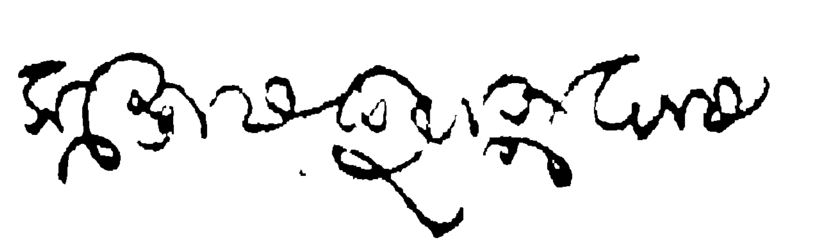

কী বি চি ত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কী বিচিত্র দেশ এই, নাম বুঝি উদাত্ত ভারত,
নয় ক্রীত, শৃঙ্খলিত; চিন্তায় ও প্রকাশে স্বাধীন,
রাষ্ট্রেরে নিশ্চিন্তে নিন্দে, নির্ভয়ে জানায় মতামত
মঞ্চে পত্র-পত্রিকায়। কী আশ্চর্য, বাম ও দক্ষিণ
দু পায়েই পথ চলে; দু দিকেই দৃষ্টি যুগপৎ
মোহমুক্ত। এদের সাহিত্য দেখ নয় বাঁধিগৎ,
নয় যৌথ ইস্তাহার; ব্যক্তিতে প্রেরিত, সর্বাঙ্গীণ
স্বপ্নে কল্পে ও বাস্তবে; দেয় না তো স্থির দস্তখৎ
দলের দলিলে, এরা উচ্চে তুচ্ছে সমস্তজনীন,
লেখনী সখের খনি, দণ্ডেরে না করে দণ্ডবৎ,
সমকালে বাস ক'রে রাখে কিছু উত্তরকালীন॥

এখনো স্ত্রী-পুত্র মানে, কী বিষম রুগ্ন পরিহাস,
ঘর বেঁধে সব নিয়ে ঘন হয়ে একসাথে থাকে,
গরুই লাঙল টানে, মানুষেরা খায় না তো ঘাস,
স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায় ছাঁটকাটে আলাদা পোশাকে।
সীমানার পরপারে প্রেম দিয়ে নম্র ছবি আঁকে,
পুষ্পিত পৃথিবী মানে, মানুষেতে রেখেছে বিশ্বাস।
সত্য এ বিচিত্র দেশ, এ বিচিত্র, সত্য সেলুকাস॥

[সোভিয়েট রাশিয়ার বহু-আলোচিত তরুণ কবি ইয়েভগেনি আলেকজান্দ্রোভিচ ইয়েভতুশেঙ্কোর দুটি কবিতা]

প্র তী ক্ষা

॥ ১ ॥

আমার প্রেম আসবে

ছড়িয়ে দেবে দুই বাহু, আমাকে ঘিরে ধরবে তার মধ্যে,
বুঝবে আমার ভয়গুলি, লক্ষ করবে পরিবর্তন।
অন্ধকারের স্রোতের ভেতর থেকে, রাত্রির গভীর থেকে
ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত না থেমেই
ছুটে আসবে ওপরে, ভাঙা বারান্দা আর সিঁড়ি পেরিয়ে
প্রেমে ও প্রেমের সুখে জ্বলতে জ্বলতে;
জীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে ছুটবে, কড়াও নাড়বে না।
আমার মাথা তুলে নেবে তার দু হাতে
আর যখন সে চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলবে তার ওভারকোট
নীল স্তূপ হয়ে সেটা মেঝেয় খসে পড়বে।

ভ বা ভা

॥ ২ ॥

এরকম চলতে পারে না
শেষ পর্যন্ত এ এক ধরনের অবিচার।
সে বছর কিভাবে এই ব্যাপারটা চালু হলো?
জীবিতের প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য
মৃতের বেপরোয়া চাষ।
তাদের কাঁধগুলি ঝুলে পড়া, মাঝে মাঝেই মাতাল হয়ে পড়ে
আর একে একে চ'লে যায়,
শ্মশানে বক্তারা
ইতিহাসের কাছে ভবাতার বুলি আওড়ায়।
সে বস্তুটা কী যা মায়াকভস্কির কাছ থেকে ছিনিয়ে
নিয়ে গেল তার জীবন?
কী এসে তার আঙুলের ফাঁকে রাখলো বন্দুক?
যদি তার সেই কণ্ঠস্বর নিয়ে, সেই চেহারায়,
যদি কখনো এরা তাকে উপহার দিতো তার জীব
ভবাতার সামান্য দাঁকা কণাটুকুও!

মানুষ বাঁচে। মানুষ উৎপাত করে।
ভবাতা এক মৃত্যুপরবর্তী খেতাব।

অনুবাদ : দীপক মজুমদার

শিল্পীর স্বাধীনতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

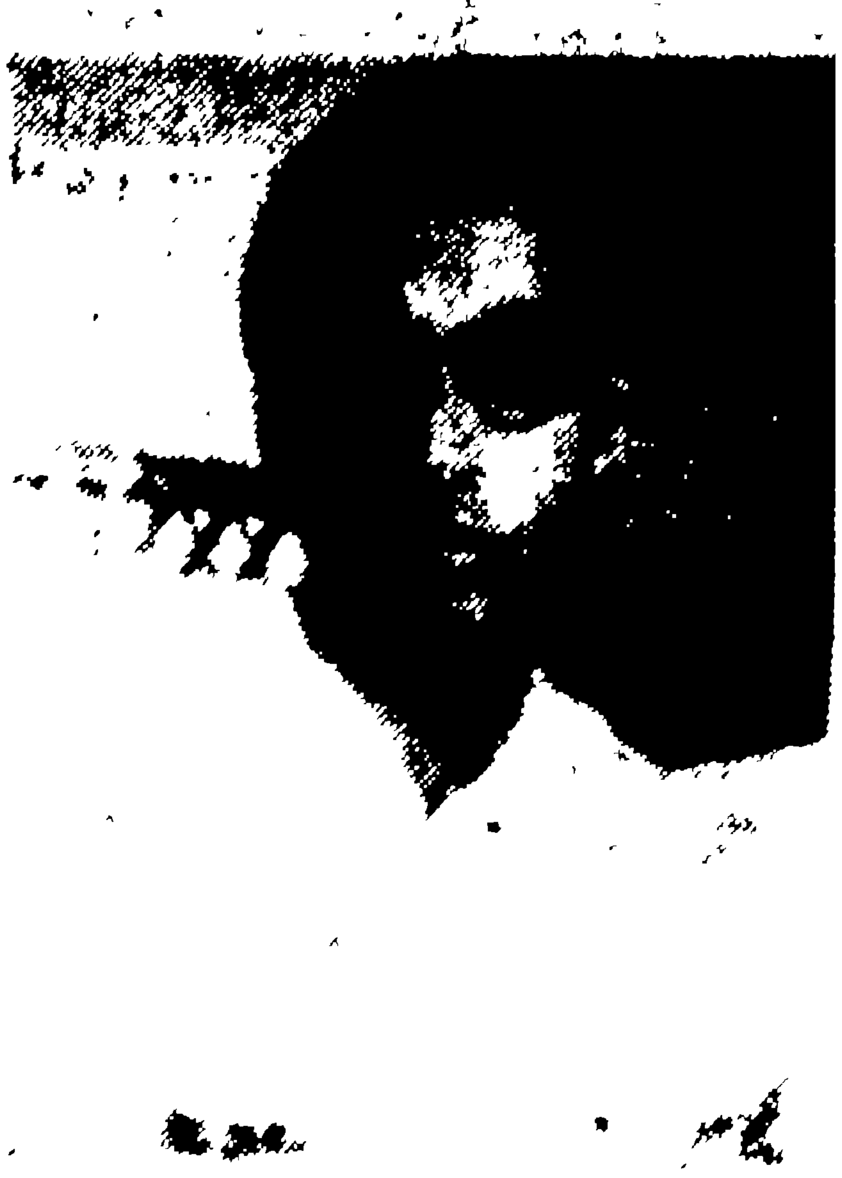

প্রাচীন এথেন্সের সেই জ্ঞানী মানুষকে আমরা চিনি। যিশুখ্রীষ্টের থেকেও প্রায় পাঁচ শো বছর আগে তাঁর জন্ম। জগৎ-সংসার সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল, এবং সেই ধারণার কথা তিনি প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার যাঁরা কর্তাব্যক্তি, কথাগুলি তাঁদের পছন্দ হয়নি। তাঁরা অতএব রায় দিলেন যে, তাঁকে বিষ খেতে হবে। এবং তাঁকে বিষ খেতে হল।

সেই জ্ঞানী মানুষটির নাম সক্রেটিস।

পোল্যান্ডের সেই বিজ্ঞানীকেও আমরা চিনি। তাঁর জন্ম ১৪৭৩ সনে। তিনি বলেছিলেন, "সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এ ভুল কথা। সূর্য আসলে স্থির হয়ে আছে এবং পৃথিবীই তাকে প্রদক্ষিণ করছে।" [illegible]

শুনলে অনেকে চটে যায়। যারা চটে গিয়েছিল তারা ঠিক করল যে, মাতা-বসুন্ধরাকে এইভাবে ঘুরিয়ে মারবার অপরাধে এই বিজ্ঞানীকে খুব কঠিন শাস্তি দিতে হবে। পারলে হয়তো তাঁকেও তারা বিষ খেতে বাধ্য করত। কিন্তু [illegible] তারা অতিষ্ঠ করে রেখেছিল।

সেই বিজ্ঞানীর নাম কোপার্নিকাস।

ইতালির সেই অধ্যাপককেও আমরা চিনি। তাঁর জন্ম ১৫৬৪ সনে। তিনি বলেছিলেন [illegible]

[illegible] বলা হবে। এবং তাঁকে বন্দী করা হল।

সেই অধ্যাপকের নাম গ্যালিলিও।

এবং রাশিয়ার সেই সাহিত্যিককেও আমরা চিনি। [illegible] উপন্যাসে [illegible] এবং সেগুলিও খুব [illegible] এবং অন্য [illegible]

প্রকাশিত হল

অসামান্য পুরুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁরই জীবনের অনুদ্ঘাটিত এক অন্তরঙ্গ কাহিনী নিয়েই এই অসামান্য উপন্যাস। [illegible] এই কাহিনীর [illegible] ডাঃ [illegible]

সাগরময় ঘোষের

একটি পেরেকের কাহিনী

দু'টাকা

স্নেহচ্ছায়ায় ধাপে ধাপে উঠেছেন সচ্ছলতার শিখরে। কিন্তু তিনি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন দিকপাল চিকিৎসক ও কৃতী প্রশাসক এই কর্মযোগীর অন্তরে লুকিয়ে আছে এত মমতা, বাৎসল্যরসের এত প্রবাহ?

এম. সি. সরকার? [illegible]

এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

৫৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

ছাপা হবার পর বইখানি যখন একটি বিশ্ব-বিখ্যাত পুরস্কার পেল, তখন তাঁরা ঠিক করলেন যে, লেখককে সেই পুরস্কার নিতে দেওয়া হবে না। কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, এবং বিদেশে যিনি এত সম্মান পেয়েছিলেন, স্বদেশে খুব বেশী লোক তাঁর শবানুগমন করবার সাহস পায়নি।

সেই সাহিত্যিকের নাম পাস্তেরনাক।

কিন্তু এর মধ্যে আবার পাস্তেরনাকের কথা ওঠে কেন? সক্রেটিসের মতন তো তিনি প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ নন। কিংবা কোপারনিকাসের মতন তো তিনি [illegible]

[illegible]

বলতে বলতে—কেন পাস্তেরনাকের কথা আমার মনে পড়ে যায়?

অকারণে মনে পড়ে না। কারণটা অবশ্যই এই যে, সেই আদিম অসহিষ্ণুতা আজও বিদায় নেয়নি। অন্যের কণ্ঠ রোধ করবার সেই আদিম ইচ্ছা আজও বেঁচে আছে।

পাস্তেরনাকের নিগ্রহ তার প্রমাণ।

আমরা কেউ সক্রেটিস কিংবা কোপারনিকাস কিংবা গ্যালিলিও কিংবা পাস্তেরনাক নই। কিন্তু অন্তত একটা ব্যাপারে তাঁদের [illegible] সঙ্গেই আমাদের মিল আছে। আমরা জানি যে [illegible]

[illegible]

সেই সিদ্ধান্তের কথা জনেরা প্রকাশ করতে চাই।

করা কঠিন হয় না। তার কারণ, সক্রেটিস কিংবা কোপারনিকাস কিংবা গ্যালিলিওর পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি; এবং পাস্তেরনাকের পৃথিবীতেও ভাগ্যত আমরা এমন রাষ্ট্রের নাগরিক, যাঁদের স্বাতন্ত্র্য যেখানে স্বীকৃত এবং বাক্যের স্বাধীনতা যেখানে নিয়ন্ত্রিত নয়। সেখানে ইচ্ছা করলেই আমরা কিছু শ্রোতা সংগ্রহ করতে পারি, অন্তত তার চেষ্টা করতে পারি, এবং বই-ছাপাবার জন্যে কিংবা কাগজ চালাবার জন্যে [illegible]

[illegible]

[illegible] লেখাটা ভাল হয়েছে হবে কিংবা সিদ্ধান্তটা

বিনামূল্যে ধবল

[illegible]

আর্য্য ঔষধালয় (ঢাকা) কলিকাতা-১

নির্ভুল হতেই হবে', এমন অদ্ভুত শর্ত যদি কেউ আরোপ করেন, তাহলে আদৌ কিছু লেখা অথবা আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রসংগত "দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি, সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি"—রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি দুটি স্মর্তব্য। এই পংক্তি দুটিই আভাস দিচ্ছে যে, দরজাটাকে সর্বদাই খোলা রাখা দরকার। না-রাখলে শুধু মিথ্যাই যে ফিরে যাবে, তা নয়, সত্যও যাবে।

ওই দরজা আসলে চিত্তের দরজা। যুক্তির চাইতে বিশ্বাসই যাদের কাছে বড়, তাদের চিত্ত-দুয়ার প্রায়ই বন্ধ থাকে। বেছে-বেছে শুধু সেই কথাগুলিকেই তারা গ্রহণ করে, যেগুলি তাদের প্রিয় কথা, অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে-সব কথা সত্য। কিন্তু সত্য যে সর্বদাই তাদের বিশ্বাসের অনুগামী হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রায়ই হয় না। তখন কী হবে? সত্যকে কি তখন দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে?

[illegible]

[illegible]

[illegible] অনুশাসন অনুসারে বিচার করছি।

[illegible] ফিরিয়ে নিতে পারে।

প্রসংগত [illegible] কথা মনে পড়ছে যার নাম [illegible]। অনায়াসেই [illegible] 'মিডল এজেস [illegible] সেঞ্চুরি'। হলে অন্যায় হত না।

নাভানার বই

ক বি তা

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ	১২·০০
বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু	৮·০০
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
ঘরে-ফেরার দিন ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩·৫০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩·০০
কংকাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০
নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো। অনুবাদঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য	৩·০০

প্র ব ন্ধ

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
সব-পেয়েছির-দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২·৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪·০০

উ প ন্যা স ও গ ল্প

উর্বশীর তালভঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রিয়দর্শিনী	৬·০০
প্রথম প্রেম (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪·৫০
প্রথম কদম ফুল (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫·০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩·০০
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮·০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
মরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪·০০
চিররূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৭৫
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·০০
মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩·০০
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সন্তোষপ্রিয় ঘোষ	৩·০০
বধূপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৫০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৫০

[illegible] প্রকাশিত হচ্ছে

অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধসংগ্রহ

সা ম্প্র তি ক

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আমাকে জড়িয়ে সে বলল, "আমি তোকে কত ভালবাসি, টুটু......"

মিথ্যুক......ল্যাবরেটোরির দুটি কঙ্কাল কাঁপল কথাটার বিস্ফোরণে।

"মিথ্যা কিন্তু বলিনি......"

"বল নি সত্য? .. "

"বলি নি সত্যি?" বড় স্তম্ভিত বড় মর্মাহত দেখাল তাকে।

ফাদার দ্যতিয়েন
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

মিথ্যুক

সেদিন ক্লাস হল না, হল শুধু [illegible] বড় হল-এ [illegible] এক [illegible] বন্ধুকে ডেকেছি আমার কাছে [illegible] বিশ্বাসঘাতক পুতুল হাসিমুখে বসল [illegible] বন্ধুদের পাশে।

"টুটু, কেন? [illegible] পাশে [illegible] হাত [illegible] নির্জন [illegible] করছি? একটু [illegible] না।"

[illegible] কিন্তু সব [illegible] ভাণ্ডারে আছে কত [illegible], সব [illegible] কত [illegible] কিন্তু হায় [illegible] হৃদয়ের [illegible] টুকরো জোড়বার মতো ওষুধ কই? ঘুরলাম সারা স্কুল [illegible] একটা খালি ক্লাসঘরের খোঁজে। পৌঁছলাম ল্যাবরেটরিতে [illegible] নরকঙ্কালের [illegible] বাক্সো। চোখের জল প্রায় বাধা মানল না।

"টুটু।"

"পুতুল।"

নির্জনে [illegible], আমার বন্ধু [illegible] ওকে [illegible] দিয়েছেন আমার কাছে।

"টুটু, হল কি তোমার?" বলে [illegible] হাতখানি ধরতে চাইল সে। আমার [illegible] [illegible] রাগে ফানুস উঠছিল।

যোগ বিয়োগ

দিন কাটতে লাগল, কাটতে থাকল ঠিক আগেকার মতো। প্রায় ঠিক [illegible]। পুতুলের হাসিমুখ, পুতুলের মিষ্টি কথা সবই ছিল: ছিল না শুধু ওকে আমার বিশ্বাস করার [illegible]।

পুতুল আমার উপর ছোট ছোট উপহার চাপাতে লাগল: ছবি কিংবা মিষ্টি কিংবা [illegible]। ও [illegible] আমাকে ওর [illegible] দিতে চাইল ওর বন্ধুত্বের অকৃত্রিমতার প্রমাণ।

প্রমাণ! [illegible] সত্যি সত্যি যদি ভালবাসে, তবে কি প্রমাণ দেয়, তাদের কি প্রমাণ চাই? [illegible] কেউ কি সন্দেহ করে সূর্যকে? [illegible] ভালবাসে না অথবা ভালবাসায় যাদের ঘাটতি, তারাই প্রমাণ খোঁজে, তারাই বাড়ায়, তারাই [illegible]—বন্ধুত্বের [illegible] প্রকাশ চিহ্ন: "[illegible] অবহেলা করব না তো [illegible] ওর জন্য [illegible] এক [illegible] সিনেমা [illegible] ভালবাসি তোকে।"

[illegible] কিন্তু যথার্থ না। এমন একটা [illegible] সব [illegible] —[illegible] অন্য সব [illegible]।

ওর উপহার ওর [illegible] ওর [illegible] অস্বীকার করলুম না [illegible] ওকে [illegible] কিন্তু আমার অজান্তসারেই এই [illegible] মধ্যে দুর্গতিকর এক [illegible]।

মণিনাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ঠিক এই সময় এলেন মণিনাদি, প্রাইমারী সেকশনের [illegible] টীচার—প্রায় আমাদেরই সমবয়সী। মেয়েরা কেউ ওঁকে বিশেষ ভাল-বাসত না। কেউ না—পুতুল ছাড়া। মণিনাদি না কি পুতুলের জেঠীর পিসতুতো ভাইয়ের মেয়ে। দুজনের মধ্যে প্রথম থেকেই বনল চমৎকার।

না, পুতুল আমাকে ছাড়ল না .....আমাকে দেখে তখনও সে 'টুটু..... টুটু' ডাকতে ডাকতে আসত। আসত? কে আসত...... পুতুল, না পুতুলের এক ভগ্নাংশ? আমাকে

মেঘ — সুবোধকুমার চক্রবর্তী
([illegible] বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার [illegible])

অতসী	॥	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	... ৪·০০
এপিডেমিক	॥	সুনীলকুমার ঘোষ	... ৩·৫০
বৃহন্নলা	॥	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	.. ৪·৫০
সেদিন চৈত্রমাস	॥	[illegible] পণ্ডিত	.. ৩·৫০
তুমি মাতা তুমি কন্যা	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	... ২·৫০
বিদূষক	॥	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	... ২·৫০
থানা থেকে আদালত	॥	চিরঞ্জীব সেন	.. ৩·০০

বসু চৌধুরী ৬৭-এ, মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা—৯

ভালবাসত পুতুল? হ্যাঁ, বাসত..... মালিনীদির উপর ওর সর্বস্ব ঢেলে যা কিছু ছিল বাকি—কলসী উজাড় করলে বাকি থাকে যেমন কিনারায় কাঁপতে থাকা এক ফোঁটা—তা-ই নিয়ে আমাকেও, আর সকলকেও, ভালবাসত বটে। পুতুলের চোখে আমি আর বিশেষ কেউ ছিলাম না, আমার প্রতি ওর আর ছিল না পক্ষপাত। না ... যেদিন ওকে মিথ্যুক বলেছিলাম সেদিন থেকে আমার ওষ্ঠাধরে আর ফুটল না আঁত [illegible] যোগের কথা। আমার চোখ আর কাঁদল না, কাঁদল আমার অন্তর। নিরন্তর।

একদিন, পুজোর ছুটির আগের দিন বিদায়-ক্লাসে দেখলাম পুতুলের মুখ যেন রক্তহীন—মড়ার মতো সাদা। ওর চোখ গভীর গম্ভীর ফ্যাকাশে।

"তোর অসুখ করেছে পুতুল [illegible] তুই [illegible]"

[illegible] অন্যরা [illegible] সবাই [illegible] পাশে সঙ্গী [illegible] কথা [illegible]

[illegible]

ঠাকুমার মৃত্যু সংবাদ।

[illegible]

[illegible] নেই।"

[illegible]

সংকল্প

[illegible] অনেক [illegible] দুঃখ [illegible] পুতুলকে [illegible] দুঃখ। দুঃখ আর অনুতাপ। পাপ করে ছিলাম [illegible] বন্ধুটিকে আঁকড়ে রেখে। মালিনীদিকে হিংসে করেছিলাম। হিংসে নয়, ঈর্ষা। মালিনীদি ছিলেন সেই অনাত্মীয় পুতুলের [illegible] আমি আর ছিলাম না অনন্যা। মনপ্রাণে চেয়েছিলাম উনি যেন চলে যান স্কুল ছেড়ে [illegible] কেন এসেছিলেন আমার [illegible] বন্ধুটিকে চুরি করতে?

হঠাৎ আমার চাপা কান্নার মধ্যে শুনতে পেলাম এক স্বর—মৃদু [illegible] সান্ত্বনার স্বর:

"যাকে ভালবাস তাকে আঘাত করেছ না?"

"করেছি।"

বাংলা সাহিত্যে এক [illegible] স্মরণীয় নাম **বনফুল**

শিল্পী স্রষ্টা বনফুল ভাবিকাল-দ্রষ্টাও। তাঁর অনুপম সাহিত্যসৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। 'একের মধ্যে বহু'র বিচিত্র বিকাশ যাঁর মধ্যে ঘটেছে সেই 'বনফুল'-এর কটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ:

জঙ্গম ১ম: (৭ম মু:) ৫·০০। ২য়: (৬ষ্ঠ মু:) ৪·৫০। ৩য়: ৫ম মু: ৭·৫০।

স্বপ্নসম্ভব ৩য় মু: ৩·০০ **মানদণ্ড** ৪র্থ মু: ৪·৫০।

ব্যঙ্গ কবিতা ৬·৫০ ● **গল্পসংগ্রহ** ২য় খণ্ড ৪·০০ ● **শ্রেষ্ঠ গল্প** [illegible] **সে ও আমি** ৬ষ্ঠ মু: ৩·০০।

[illegible]

কয়লাকুঠির দেশে ২য় মু:	[illegible]	৩·৫০ ॥
স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মু:	[illegible]	৪·০০ ॥
অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ২য় মু:	[illegible]	৫·০০ ॥
সাগর-নগর	[illegible]	৩·৫০ ॥
বিদেশবিভুঁই	[illegible]	৬·০০ ॥
হরেকরকমবা [illegible]	[illegible]	২·৫০ ॥
মুক্তাভস্ম [illegible]	[illegible]	৫·০০ ॥
বান ও বন্যা	[illegible]	৩·০০ ॥
যুদ্ধের ইয়োরোপ	বিবেকানন্দ [illegible]	৪·০০ ॥

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের **তোমরাই ভরসা** [illegible] ৪·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উপনগর** [illegible]

সৈয়দ মুজতবা আলীর **চতুরঙ্গ** [illegible]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **একতলা** [illegible]

দেবেশ দাশের **রাজসী** [illegible] **ইয়োরোপা** ৬ষ্ঠ মু: ৩·০০

[illegible] সম্পাদিত **শতবর্ষের শতগল্প** ১ম খণ্ড: ১১·০০ ২য় খণ্ড: ১২·৫০

বিনয়ক সান্যালের **রবিতীর্থে** [illegible] টাকা

[illegible] রবীন্দ্র অনুরাগীর অবশ্য-পাঠ্য বই

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে [illegible] speculation হচ্ছে। অধ্যাপক শ্রেণীর কত [illegible] প্রতিভার ওপর নিজেদের পাণ্ডিত্য [illegible] আপনার পাণ্ডিত্য [illegible]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা বারো

"বন্ধুত্বের মধ্যে চেয়েছ তুমি তোমারই সুখ তোমার বন্ধু কিন্তু যদি সুখ পায় আর-একজনের সাহচর্যে?

"ও তো আনন্দ পায় আরও অনেকের কাছে। আমার কিন্তু আমার আছে আমার ছিল একটি মাত্র বন্ধু। আমার ওকে চাই ওকে চাই।"

"ওর কিন্তু যে চাই আর-একজনকে।

'তাহলে তাহলে ঈশ্বর বদলে দাও ওর মন।'

তুমি বরং তোমারই মন বদলাও।'

'পারব না পারব না ওকেই আমি ভালবেসে পারি না।'

'ওকে আরও বেশি ভালবাসতে শেখো। [illegible] আগে ওর কত ছিল উৎসাহ [illegible] স্ফূর্তি আর আজ তোমার [illegible] তোমার [illegible]

[illegible] দুটি ভিজে [illegible] অনুতাপের তপ্ত অশ্রুতে। পুতুল পুতুল আমার, আমার জন্যই দুঃখ পাচ্ছে'

কাঁদো কাঁদো তোমার চোখে যত [illegible] জল। যে কোনো উপায়ে যে কোনো মূল্যে তোমার বন্ধুটিকে সুখী কর চাই।"

কেমন করে করব প্রভু

ভালবাসার অর্থ হল প্রিয়জনকে [illegible] আপন স্বার্থের কথা না ভেবে। [illegible] করে ভালবেসো পুতুলকে

তাই করব প্রভু: তোমার প্রসাদে তাই করব'

উৎসর্গ

[illegible]

অল্প হলে অল্প হোক: এই অল্পেই আমি তুষ্ট।"

বলার সুযোগ আর পেলাম না। স্কুল [illegible] ঠিক আগের দিন পুতুলের মায়ের একটা চিঠি পেলাম: পুতুল গোপালপুরে শয্যাগত। অনবরত জ্বর। জ্বর আর প্রলাপ। সবাইয়ের কাজ, ডাক্তারের [illegible]।

[illegible] পড়লাম [illegible] হলো: আমিই পুতুলকে [illegible] ফেলেছি।

তবে কি আমার আত্মোৎসর্গ অবাস্তব? অর্থহীন আমার [illegible] আমার [illegible] [illegible]

[illegible]

সমর্পণ

[illegible]

তারপর

[illegible]

[illegible] ঠিকানা [illegible] চিঠিতেও [illegible] ঠিকানা [illegible] কিন্তু লিখেছি চিঠির এই আত্মত্যাগের কাহিনী।

মনে মনে প্রার্থনা করি উনি যেখানেই থাকুন না কেন [illegible] এমন এক দেশে, 'দেশ' পত্রিকা যেখানে যায়।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৩৬৪ গ্রাম প্রতি কৌটা ৩, টাকা, একত্রে ৩ কৌটা ৮.৫০ নঃ পঃ ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং খরচ পৃথক
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
(হেড অফিস - বরিশাল, পূর্ব পাকিস্তান)

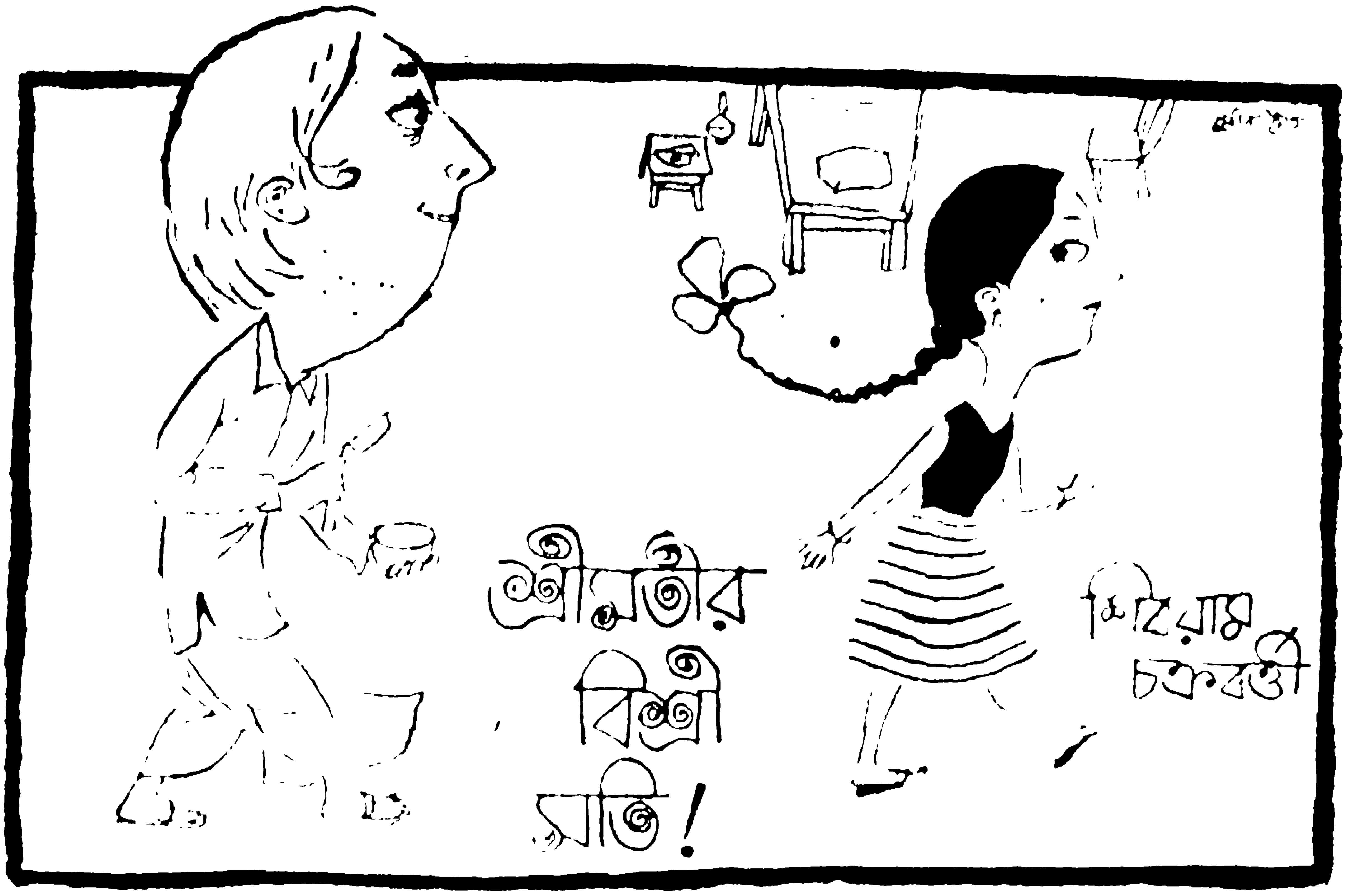

[illegible]

টেলিফোন রেখে দিলেন ... আওয়াজ পেলাম।

ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরলাম।

[illegible]

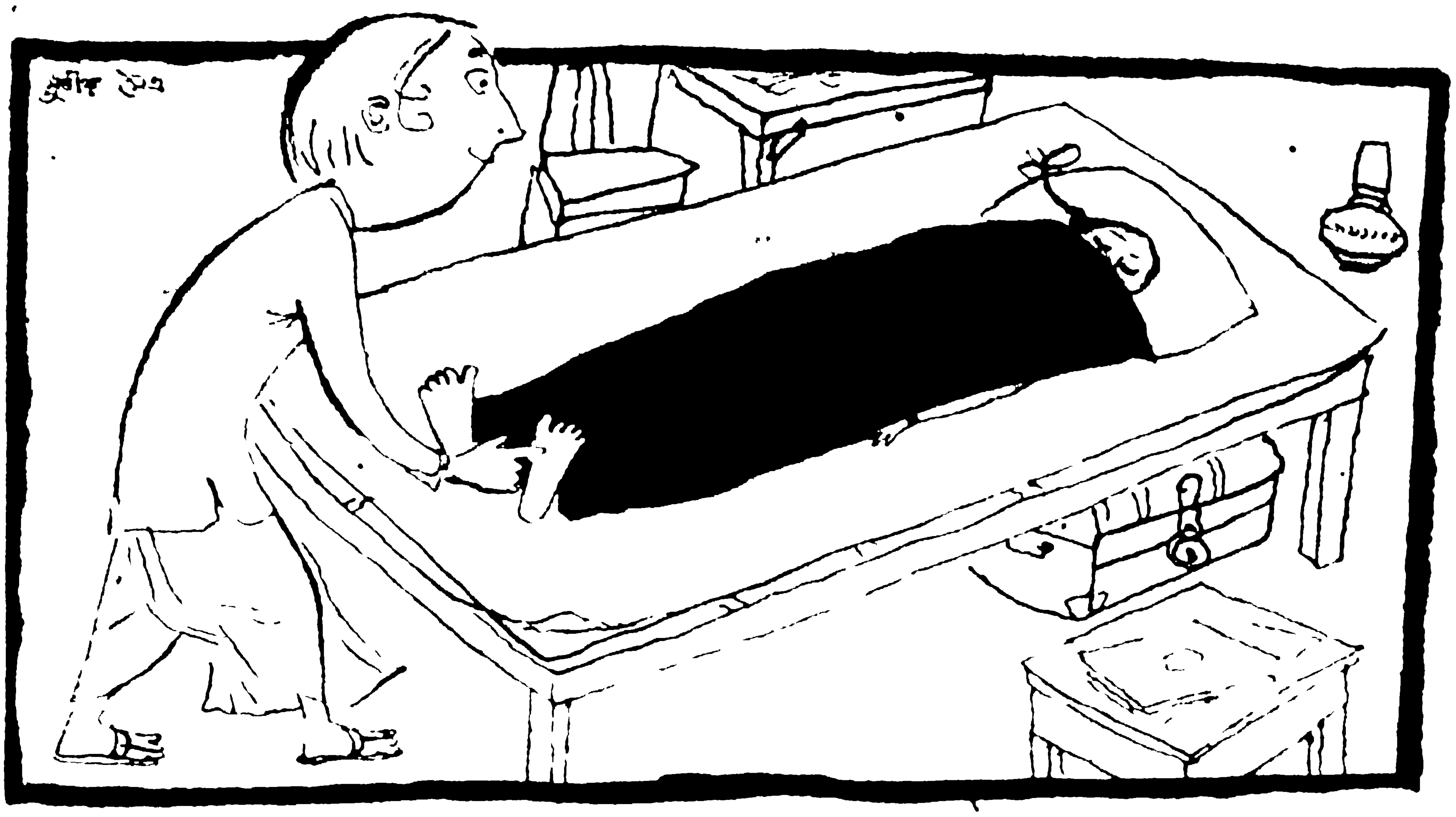

পায়ের তলায় সড়সড়ি দিলাম

অতএব [illegible] পরপারে [illegible]। [illegible] পাদবন্দনা করেই দেবীদের বোধন করতে হয়। [illegible] অর্ঘ্য দিলাম তাই।

পায়ের তলায় সড়সড়ি দিলাম। [illegible] কুঁচকে [illegible] কম্বলের ভেতর। [illegible] সড়সড়ির [illegible] উঠতে করে তোলে।

অপর পায়ের তলায় সড়সড়ি দিলাম আবার।

কম্বলের মধ্যে ভূমিকম্প দেখা দিল এবং [illegible] উঠে বসল [illegible]— [illegible] তুমি!'

[illegible]

'[illegible] তুমি [illegible] চিনতে পারছ না। [illegible]

[illegible] করেছিলে কাটাকাটি [illegible] ছিল চুল, খাবার [illegible] এখন আর মনে করে [illegible]

[illegible] কী হবে?'

[illegible] দেখেছিলাম।'

[illegible] বাঁচিয়ে [illegible] এখানে [illegible] পারলে না।

[illegible]

[illegible] উঠলাম।

[illegible] একাটি।'

'একলা ত বটেই। কিন্তু সঙ্গের [illegible]'

মেয়েরা একলা [illegible] কখনো [illegible] হয় না। ছেলেরা বাড়ির থেকে [illegible] একলাই [illegible] কিন্তু মেয়েরা [illegible] কোথাও এক পা [illegible] না। দেবতারা টাং টাং করে একা একা ঘুরলেও দেবীমাত্রেই বাহন থাকে।

স্বর্ণ ও রসায়ন যুক্ত অদ্বিতীয় সালসা
হেমাটো সার্সাপ্যারিলা
ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ, কলিকাতা-৬

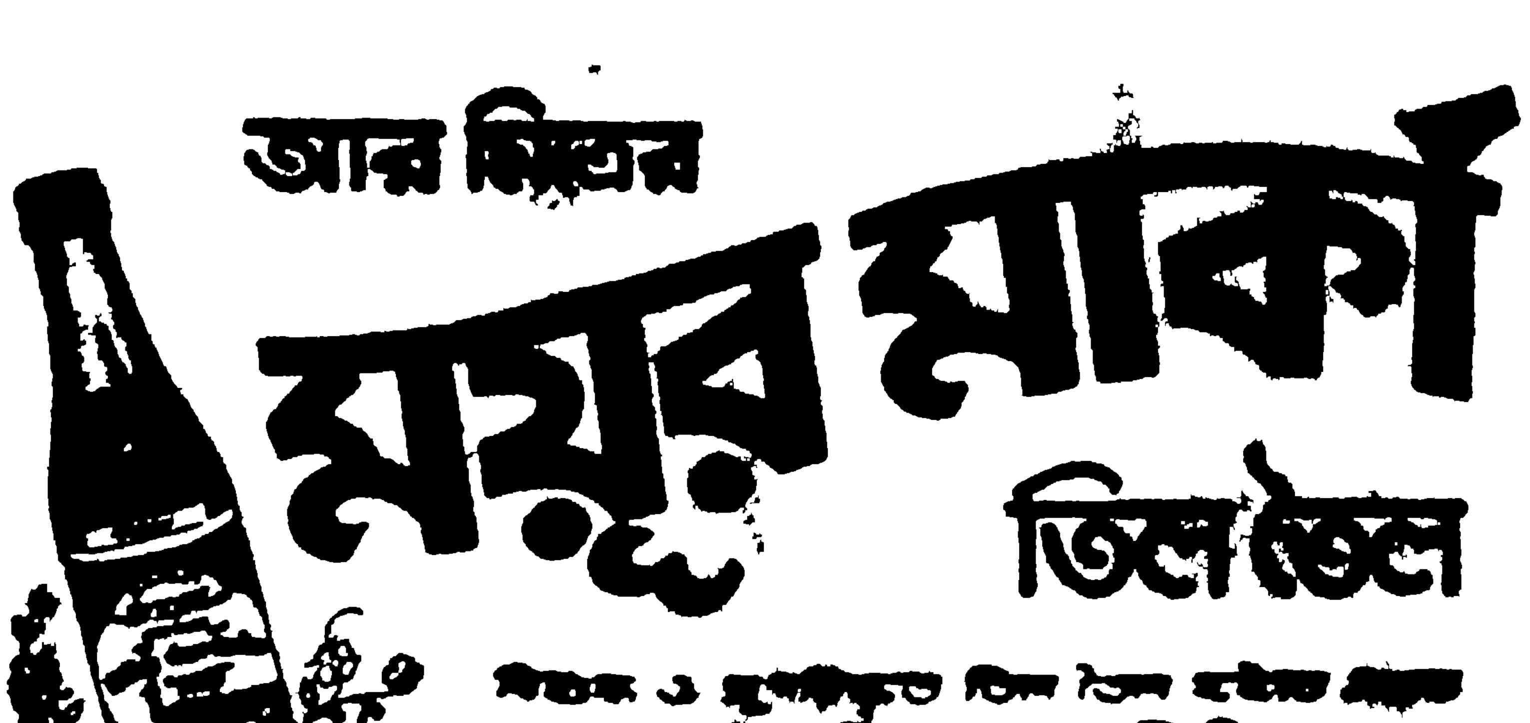

এমনকি, বসন্তের দেবী শেফালী ঠাকুরানীরও একটা গাধাকে চাই।

'গাধাটা কোথায়? তাকে কি বাড়িতে দাঁড় করিয়েছ?' আমি শুধাই; মানে, ছেলেটা কি গলির মোড়ে ওয়েট করছে তোমার জন্যে?'

'ছেলে! ছেলে আবার কে! স্বয়ং তুমি।' প্রমীলা যেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত করে: 'তোমার জন্যেই আমি হোস্টেল ছেড়ে এসেছি। আর সেখানে ফিরব না।'

'সে কি!' আমার বাক্‌স্ফূর্তি হয় না।

'তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই শিবুদা। সেইজন্যেই এসেছি আমি।'

খানিকক্ষণ [illegible] আমার [illegible] ফিরে এলে [illegible]

[illegible]

[illegible] পড়াশুনাই [illegible]

[illegible]

[illegible]

তারপর সোজা [illegible] হোস্টেলে [illegible]

'না হোস্টেলে নয়।

[illegible] রেস্তরাঁয় [illegible] দাঁড়িয়ে টৌরঙ্গির [illegible] তারপরে সন্ধ্যেবেলায় তোমাকে হোস্টেলে দিয়ে আসব...'

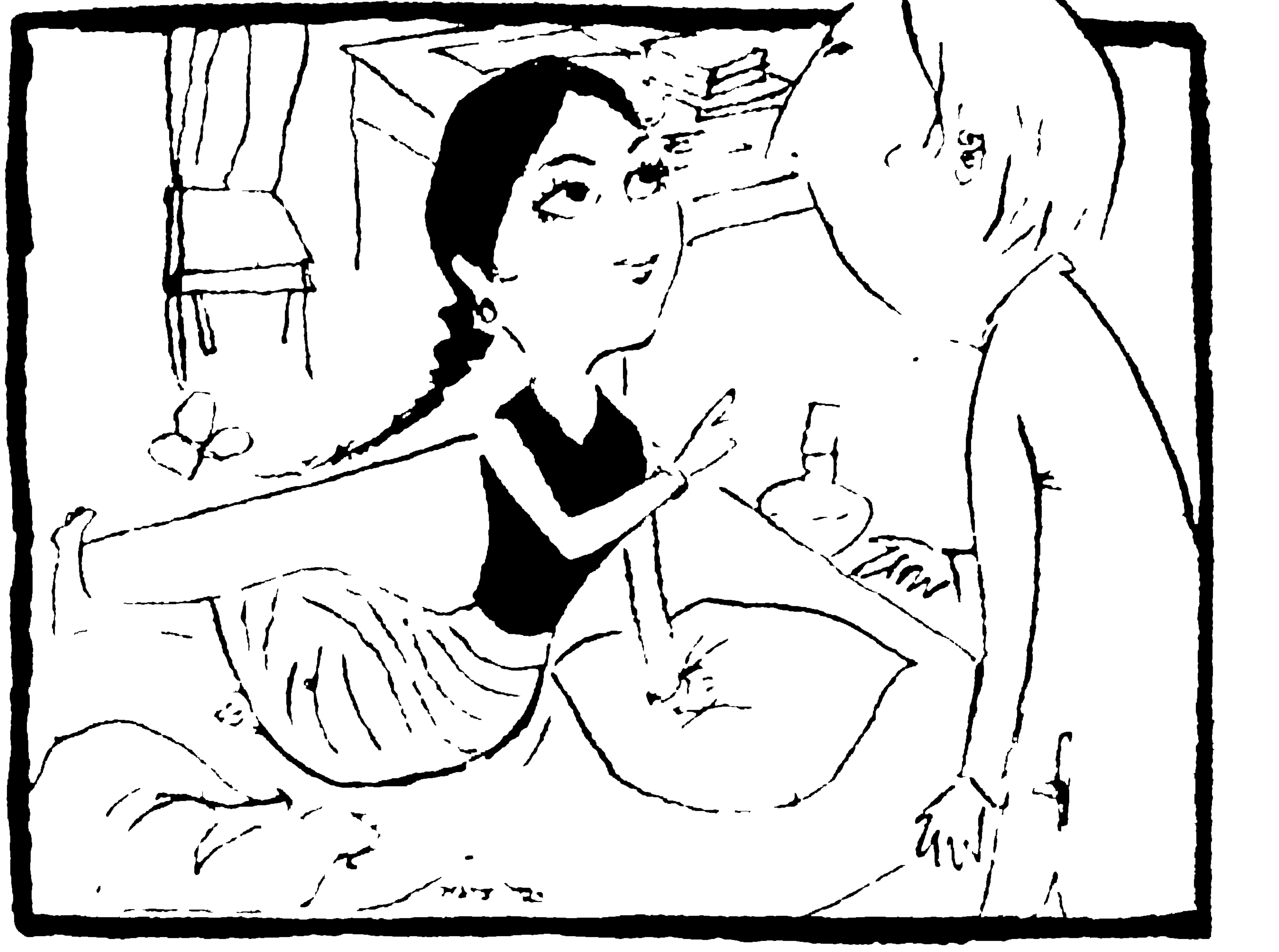

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই

[illegible]

[illegible] পাগল কি কখনই নয়। বরং বলতে গেলে ছেলেদের বেলাই ওটা হয়, ছেলেরাই বিয়ে করার জন্য পাগল হয়। হয় পাগল হয়ে বিয়ে করে নয় বিয়ে করে পাগল হয়ে যায়।

'তুমি কি তাহলে সত্যিই বিয়ে না করে ছাড়বে না [illegible]?'

[illegible]

'তাহলে বেশ। [illegible] আয়োজন করা যাক। কালীঘাটে গিয়ে তার ব্যবস্থা করি।'

'[illegible] কালীঘাটে কেন?'

[illegible] কন্যা সম্প্রদান

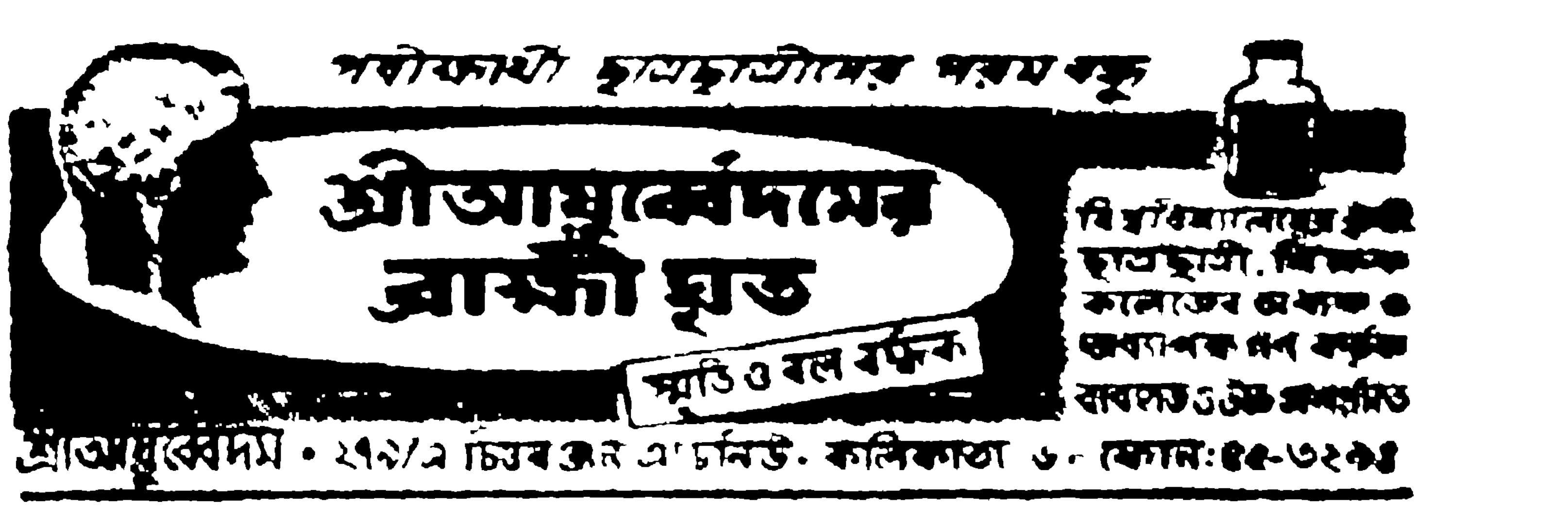

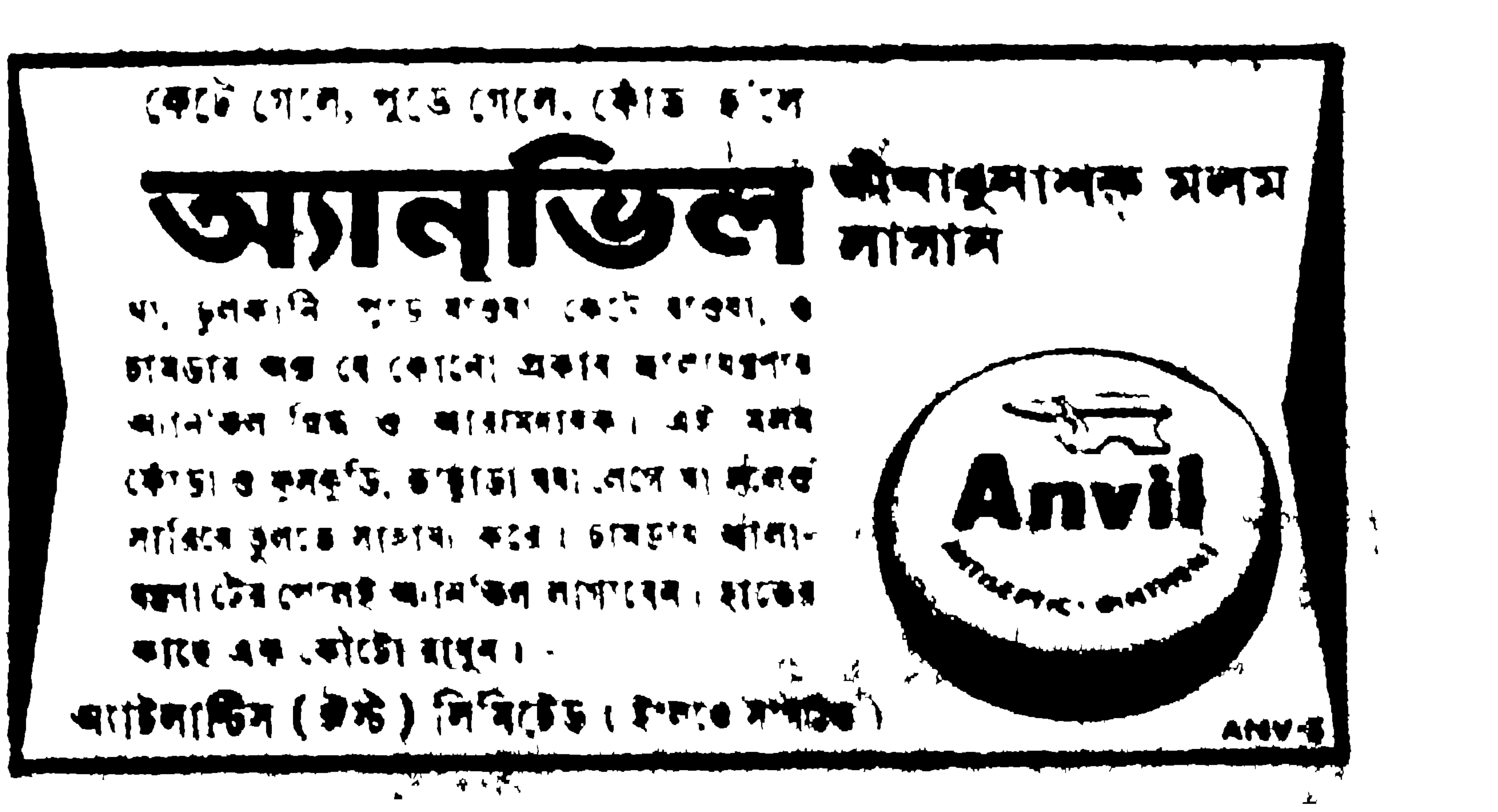

করে হিন্দুমতে হচ্ছে না। হচ্ছে গান্ধর্ব মতে। এসব কিন্তু কালীঘাটেই হয়ে থাকে।'

'সেই ভালো। বিয়ে ত?'

'হ্যাঁ, বিয়ে বইকি। তবে মন্ত্র পড়ে নয়, কপালে এক তাল সিঁদুর লেপে।'

'তা হোক গে বিয়ে হলেই হল।'

'এ ধরনের বিয়ের নিয়ম কানুন ত আমি ঠিক জানি না। কালীঘাটে খবর নেয়া যাক।'

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা, বিবাদ, বাঞ্ছিতলাভ, প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২·২৫ পাঠাইলে জানান হইবে। তপস্বীর পুরশ্চরণসিদ্ধ নবগ্রহকবচ সর্বগ্রহদোষ নাশক সুখ ও শান্তিপ্রদ। দক্ষিণা ৭.০০

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০৲ টাকা। জন্মের সঙ্গে নাম ঠিকানা সহ টাকা পাঠাবেন জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য বিশ্বস্ততার সহিত করা হয়। **অধ্যক্ষ তপস্বী জ্যোতিঃসংঘ,** পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

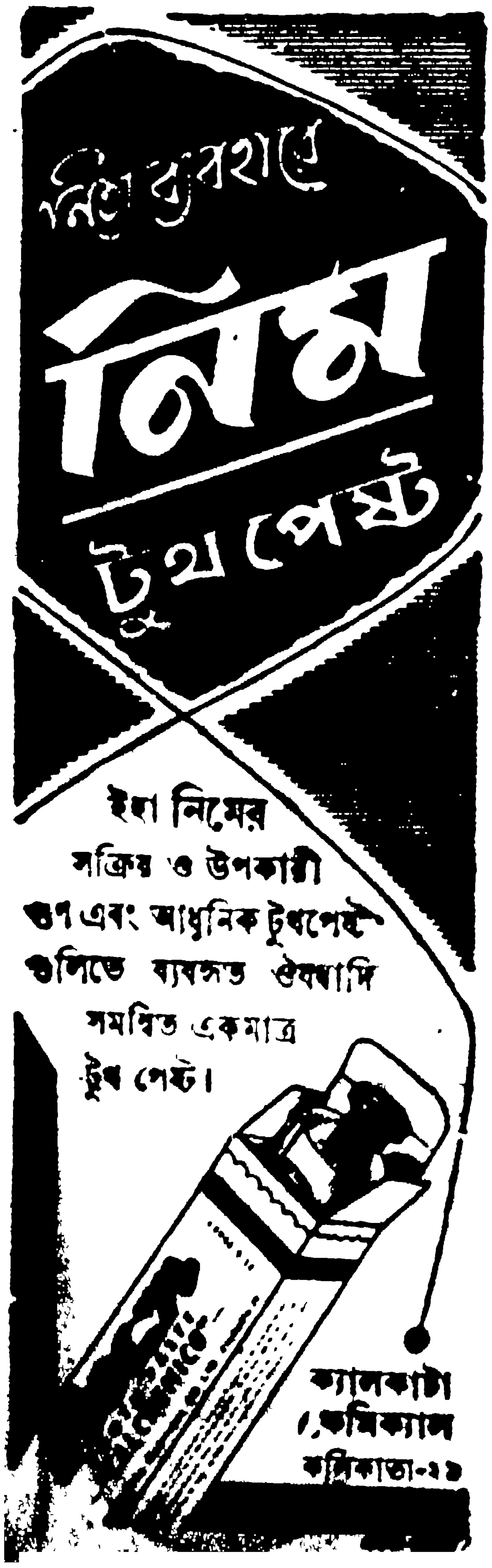

বলে আমি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলি, 'হ্যালো...কালীঘাটের সঙ্গে কনেকসন দিন না! কালীমন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই..হ্যালো.. হ্যালো, পুরুৎমশাই! আজ একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন? গান্ধর্ব মতে।.. হ্যাঁ, আজই।...হবে ত? কি করতে হবে বলুন ত..হ্যাঁ...হ্যাঁ.. হ্যাঁ.'

'কী, বলছে কি লোকটা?' প্রমীলা জানতে চায়।'

'বলছে আগে পঞ্চগব্য খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'কেন, প্রায়শ্চিত্ত কিসের?'

'কাজিন বিয়ে করা পাপ যে? তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?'

'তোমাকেও করতে হবে?'

'আমি ত বিয়ে করতে চাইছি না করতে বাধ্য হচ্ছি। তুমিই চাইছ বিয়ে করতে—পাপটা তোমার। তোমাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'হোক পাপ। করব প্রায়শ্চিত্ত। কী প্রায়শ্চিত্তর শুনি?'

'হ্যালো, পুরুৎমশাই। প্রায়শ্চিত্তটা কী বলুন ত? পঞ্চগব্য খেতে হবে পঞ্চগব্য? ও, বিয়ের আগেই খাওয়া চাই।.'

'পুরুৎ মশাই, হ্যালো! পঞ্চগব্যটা কী জিনিস? দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় গোরোচন ...পরিমাণ? এক এক ছটাক। মানে, পুরুৎ মশাই তেমন এক ছটাক করে দই দুধ ঘি গোবর আর. আরেকটা কী যেন?'

'গোবর খেতে বলছে!'

'বলছে ত! বেশি নয়, এক ছটাক মাত্র। তা দই দুধ বা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে কোনো রকমে কোঁৎ করে গিলে ফেলবে, কী হয়েছে?'

'ওয়াক্!'

'ওমা! এখনি বমি করছ যে! বমি করলে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। হ্যালো, পুরুৎ মশাই, খেয়ে গিয়ে যদি বমি করে ফেলে তাহলে? আবার খেতে হবে বলছেন? দু ছটাক করে এবার? মানে আপনি বলছেন যে, আধ পো পরিমাণ গোবর?'

'কী সর্বনাশ!' আঁৎকে ওঠে প্রমীলা।

'সর্বনাশটা কী? যে বিয়ের যে মন্ত্র হ্যালো, পুরুৎ মশাই! আর কী কী করতে হবে বলুন? বিবাহের পূর্বে কন্যার মস্তক মুণ্ডন বিধেয়? মানে, উনি বলছেন বিয়ের আগে তোমার মাথা একেবারে ন্যাড়া হতে হবে। হ্যালো কী বললেন? নতুন ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে আর . হ্যাঁ.. বলুন... নতুন চেলি পরতে হবে? গলায় রুদ্রাক্ষ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা?'

'আমাকে ভৈরবী সাজতে হবে নাকি?'

'কালীঘাটের বিয়ে যখন ভৈরবী না হলেও, ডাকিনী যোগিনী—কিছু একটা ত হতে হবে নিশ্চয়। যাকে উচ্ছুগ্গু করে বিয়ে যখন!'

'উচ্ছুগ্গু করে আমায় বলিদান দেবে নাকি?' প্রমীলা ভারী মুষড়ে পড়ে।

'হ্যালো. পুরুৎমশাই! বেশ, তাই কথা রইল। আমি সন্ধ্যার আগেই গিয়ে হাজির হচ্ছি—কনেকে সঙ্গে নিয়ে, হ্যাঁ। লাল চেলি পরিয়ে নিয়ে যাব—হ্যাঁ। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবেন। নতুন ক্ষুর কিনে নিয়ে যাব। নাপিত যেন তৈরি থাকে।.... .নমস্কার।'

'সত্যিই মাথা ন্যাড়া করে দেবে নাকি?'

'মস্তক মুণ্ডন বিধেয়, বললো, শুনলে না। তাতে কী হয়েছে? চুল আবার গজাতে কদিন? বয়কাট হয়ে যাক, দেখতে দেখতে চুল গজাবে। তুমি ততক্ষণে চান টান করে খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি বাজারে বেরিয়ে যাই। লাল চেলি, নতুন ক্ষুর, পঞ্চগব্য সব যোগাড় করতে হবে ত। দই দুধ এসব ত পাড়ার দোকানে পাব কিন্তু গোবর এখন কোথায় পাওয়া যায়? গোবরের অভাবে ঘুঁটে খেলে হয় কি না জিজ্ঞেস করা হল না।'

আমার সপ্রতিভ জবাবে প্রমীলা লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

'সব যোগাড়যন্ত্র করে আমি ঠিক সন্ধ্যার আগেই ফিরব। তুমি তৈরি থেকো। বিনির আজ সাড়ে পাঁচটা কি সাড়ে ছটার মধ্যে এসে পড়বে। তার সঙ্গে টেনিটনের বাড়ি যেতে চাও। যদি পারো একটা চেলি কিনতে পারো তো ভালো হয়। লাল চেলি হবে। টকটকে লাল রঙের চেলি ত নিউ মার্কেটে পাওয়া যাবে না। ওখানে সব ফ্যাশনের শাড়ি। চেলি টেলি কোন টেনটেনের বাজারে, যেখানে সেকালের গামছা-টামছা, সেকালের জিনিস পাওয়া যায় এ সব পাবে। ওরা যদি তোমরা দুজনে গিয়ে এর মধ্যে কিনে আনতে পারো, তো কাজ অনেকটা এগিয়ে থাকে। নতুন ক্ষুর আর গোবর যোগাড় করাতেই আমার প্রাণ যাবে। নাপিত বেচারী পেলেই ক্ষুর পায় না। তাদের কাছে সব পুরনো ক্ষুর। ক্ষুর যে কোন বাজারে পাওয়া যায় জানি না। আর গোবরের জন্য হয়ত গোরুর পিছু পিছুই ঘুরতে হবে সারাদিন কলকাতায় গোরুর অভাব নেই অবশ্য, কিন্তু কখন যে কে দয়া করবেন দয়া করে গবা ছাড়বেন কে জানে! তবে করবই আমি যোগাড় যে করেই হোক, কিছু ভেবো না।' যথাসাধ্য আশ্বাস দিয়ে আমি বেরিয়ে যাই।

ফিরে আসি সন্ধ্যার আগেই। সিঁড়িতেই বিনির সঙ্গে দেখা.....

'কী করছে ও?' ফিসফিসিয়ে আমি শুধাই।

'প্রমীলা? সে তার বোনাটোলা দিয়ে গেছে। নিজের বাড়ো!'

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ

গিয়াস উদ্-দীন আবুল্-ফৎহ্ ওমর ইবন্ ইব্রাহীম অল খৈয়াম প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে সুপরিচিত। তাঁকে নিয়ে ইরানের ভিতরে বাইরে সর্বত্র আজও পূর্ণোদ্যমে নানাপ্রকারের গবেষণা চলছে। এবং অত্যধিক গবেষণার মন্থনে যে বিষ ওঠে তাও দেখা দিয়েছে। কোনো কোনো জর্মন গবেষক বলেন, খৈয়াম নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে খৈয়াম কোনো কবিতা রচনা করেননি। জনৈক রুশ গবেষক বলেন, কিন্তু খৈয়ামের ঠিক পরবর্তী যুগের ইতিহাসে যে এই বাক্যটি পাচ্ছি—'তিনি খুরাসানের কবিদের অন্যতম'—এটার অর্থ কি? তাই বোধ হয় জনৈক ভারতীয় পণ্ডিত তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না [illegible] রুবাইয়াৎ১ (চতুষ্পদী)। ওমরের [illegible] নিঃসন্দেহে সর্বদাই রয়েছেন [illegible] শেষের পূর্বেও কলকাতার [illegible] বাংলা সংস্করণ [illegible] থাকতো। প্রায় [illegible] আজকের এক নতুন সংকলনেও [illegible] শত শত রুবাইয়াৎ ইরানের [illegible] কাব্যসংকলনে—বিশেষত [illegible]—নামে চলছে। কোনো [illegible] রুবাই (রুবাইয়াতের একবচন) [illegible] দু' তিন চার কিংবা ততোধিক [illegible]। এক জর্মন পণ্ডিত তাই এক বিরাট নির্ঘণ্ট, (কনকরডেন্স কস্রেফারেন্স-সম্বলিত কার্ড-ইনডেক্স—যা খুশী বলুন।) নির্মাণ করেছেন। খৈয়ামের নামে প্রচলিত প্রত্যেকটি রুবাই কোন্ কোন্ কবির কাব্যেও আছে তারই পরিপূর্ণ ফিরিস্তি। টীকাটিপ্পনীসহ মত কলামের পর কলাম গেঁথে গেঁথে পাতার পর পাতা।

আমাদের মত সাধারণ পাঠক ভীত হয়ে সে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করে।

কিন্তু আমাদের দলটি নিতান্ত ছোট নয়। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, খাস খৈয়ামের দেশ ইরানেও আমাদের মত বিস্তর নিরীহ পাঠক আছেন যাঁরা কোন্ রুবাইটি খাঁটি আর কোন্টা মেকী তাই নিয়ে কালক্ষেপ করতে চান না।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ফিটস্-জেরাল্ড যে কটি রুবাইয়াৎ অনুবাদ করে [illegible] ওমরের নয়। [illegible] ইরানে তারই উপর নির্ভর একটি খৈয়াম সংস্করণ বেরিয়েছে।

কিন্তু এই সংস্করণের আরো বৈশিষ্ট্য আছে।

এদেশে এখন ফরাসী জর্মন শেখার প্রতি অনেকেরই উৎসাহ দেখা দিয়েছে। খৈয়ামের এই ইরানী সংস্করণে আছে ১) ফিটস্-জেরাল্ডের ইংরিজি অনুবাদ, ২) সে অনুবাদের যতটা কাছাকাছি পাওয়া যায় তারই ফার্সী মূল। ফিটসজেরাল্ড অনেক সময় [illegible] করেছেন বলে বলা কঠিন, ঠিক কোন্ ফার্সী রুবাইটি অনুবাদ করেছেন, [illegible] একাধিক রুবাইয়াৎ

১ চতুষ্পদী রুবেয়া নাম এদেশে অজানা নয়। তার অর্থ 'চতুর্থ কলা'। 'রুবাইয়াৎ', 'রুবেয়া' ইত্যাদি শব্দ আরবী 'আরবাৎ' অর্থাৎ 'চার' থেকে এসেছে।

২ ইরানে ১৭০১ পর্যন্ত পাওয়া যায়। ১২০৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ খৈয়ামের মৃত্যুর প্রায় ৮৮ বৎসর পরে লিখিত এক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় ২৫১টি—এটি এখন [illegible]।

ভ্রমসংশোধন : আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস জীবনস্বাদ (৪·০০) এবং নৃত্য ও অভিনয়ে নিবেদিতপ্রাণ সাধনা বসুর বিচিত্র আত্মকথা শিল্পীর আত্মকথা (২·৫০) পবিত্র ২৫শে বৈশাখ প্রকাশে বেরুবে বলে গত সংখ্যার বিজ্ঞাপনে ছিল। ঐদিন ছুটি বলে বই দুখানা পরদিন ২৬শে বৈশাখ বেরুবে।

মানিহারী

বনফুল ॥ ৪·০০ ॥
[illegible]

নীলকণ্ঠী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৬·৫০ ॥
[illegible]

অসমাপ্ত চটাব্দ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০ ॥
[illegible]

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

দেহলি দিগন্ত ॥ ৩·৭৫ ॥

কাহিনীগ্রন্থ ॥ রমাপদ চৌধুরী

দ্বিতীয় স্মৃতি ॥ ৩·৫০ ॥

রম্যরচনা ॥ পরিমল গোস্বামী

দণ্ডকশবরী (২য় মুদ্রণ)

উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)
১ম—৪·০০ ॥ ২য়—৫·০০ একত্র—৯·০০ ॥

= সাহিত্য, রম্যরচনা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি =

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস
ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫·০০ ॥

পথ চলতি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৭৫ ॥

কমলাকান্তের জল্পনা
প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥

সমাজ সমীক্ষা : উৎকর্ষ ও অনাচার
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ২·০০ ॥

যবনিকা কম্পমান
অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪·০০ ॥

মুখের ভাষা [illegible] ॥ ৩·৫০ ॥

অন্য-নগর-দর্শন ॥ ৩·০০ ॥

আমরা কোথায় চলেছি? ॥ ৪·০০ ॥

আইখম্যান (২য়) সঞ্জয় ॥ ৩·০০ ॥

গুপ্তচর চিরঞ্জীব সেন ॥ ৩·০০ ॥

শেষ দরবার ২য় মুদ্রণ

উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥

পরম্পরা ৪·০০ ॥

উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নিষিদ্ধ এলাকা ৩·০০ ॥

নারী কয়েদীর কথা ॥ কালপুরুষ

ক্যাটালগের আদেশ করুন।

বেঙ্গল পাবলিশার্স

৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

থেকে তিনি চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়ারট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন, ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনো মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌সজেরাল্ড যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেন নি, আর কখনো বা ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্‌স্‌জেরাল্ড, আরব পণ্ডিত অলীর অল-তুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়ম-প্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌সজেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনো নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন-টিকিট-প্লাটফর্ম, খানাপিনা, বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়া এবং আমরা সচরাচর একটু বয়স হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা আরম্ভ করি—পায় অল্পেই হাঁপিয়ে ওঠেন। ... গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকেই মন এবং ... বাদ দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা ... পরেই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিদেশে আমি দু'একখানা দেখেছি। এ-স্থলে আমার মূল বক্তব্য এই আট বছরের বাচ্চা ... ... চাইলে হবে পাঠ্যপুস্তক হবে এক রকম, আঠারো বছরের ... ... চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন ... উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সংকলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই ভাষা-শিক্ষার কাজও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ওমরের সব চেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি:—

ফার্সীতে আছে:

ওয় ... ...
ওয়ূ ... ...

ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
এয়েশী বুদ ওয়া আন নুহদ-ই-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread
beneath the Bough
A Flask of Wine,
a Book of Verse—and Thou
Beside me
singing in the Wilderness—
And Wilderness is
Paradise enow.

Pour celui qui possede
un morceau de bon pain,
Un gigot de mouton,
un grand flacon de vin,
Vivre avec une belle
au milieu des ruines,
Vaut mieux que
d'un Empire etre le
souverain

Wein, Brot ein gutes Buch
der Lieder ·
Liess ich damit selbst
unter Truemmern mich
nieder,
Den Menschen fern,
bei Dir allein,
Wuerd' ich gluecklicher
als ein Koenig sein ৩

মূল ফার্সীতে আছে:

হাতে (নান্) যদি থাকে
গমের ময়দার (ময়দা) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাং (রান),
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেই যদি ধ্বংসাবশেষের পরিপূর্ণও হয়
(তবুও) আনন্দ (আরাম) যা হবে
সে সুলতানের রাজত্বের (হাতে) পাওয়া
নেই।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে ভেড়ার ঠ্যাং বাদ

পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বস্তু গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে। সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গপুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দা বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে? (সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে স্বচ্ছন্দমুক্ত হয়েছেন)।

ফরাসীটিতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাংও, তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু' মনী বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে শুধু 'তুমি' আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch) ... বাদ পড়েছে, ... নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষের মধ্যে' (Truemmer)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলংকৃত (ইলাসট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ... ... মাঝখানে ... বিধ্বস্ত প্রাসাদের ... একটি সেতুর কাছে। ... ... পটভূমিতে ... দেখা যাচ্ছে ... ... সিংহাসনে, ... যেন কোন ... ...

চিত্রের ... ফিট্‌সজেরাল্ডের প্রভাবে পড়েছেন—... ... ... যুবক-যুবতীর সম্মুখে ... ... পাত্রও আছে, তবে সেটা বিরাট ... ... নয়ই এবং

বনচ্ছায়া:

৩ বনচ্ছায়ায় কবিতার পাঁথি
পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা
আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার
তৃপ্ত হইবে প্রাণ

সত্যেন দত্ত

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে
গানে তব মত্ত সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

QUALITY BRUSH

Dr. Sandow tooth brush has everything you are looking for. Designed scientifically to reach every corner of your mouth and clean it thoroughly. It is fitted with select Nylon Bristles to last longer.

Dr. SANDOW TOOTH BRUSH

Agents: P. H. HIRA & CO.
P-42, Mission Row Extn.,
Calcutta-13. Ph: 23-3418

সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌সজেরাল্ডের ফিরিস্তি-মাফিক—তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খেঁকশিয়াল-তাড়ানো বনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌সজেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এ যুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা অনেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পাঁচ ভরটি চতুষ্পদীর জন্য পাঁচ ভরখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই তার উপর এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে 'ফুলের কত্ত্বা' আবছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধসুপ্ত চৈতন্যের স্বপ্ন-প্রকাশ—কাব্য পড়ে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়া-রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে তেরঙের কাঁচা। একটা ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন জামাকাপড় বাড়িঘর গাছ-পালা আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য 'বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয় তবে সে সামান্য। 'বিদেশী' বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর-রেকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিমভূত কিমাকার 'হাসজারু' তৈরী করেন ইনি তার থেকে স্বচ্ছন্দেই মুক্ত। এবং এঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখছেন:

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing, and this could be an ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic). I wish they call them to my attention I 'll be most grateful"—Akbar Taividi

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।৪

The Quatrains of Abol'fat 'h Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur Published by Tahir Iran Co., "Kashani Bros", Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

---

৪ খৈয়াম ও নজরুল ইসলামকৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

শংকরের নতুন বই

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

"ভাগ্যবানরা এ সংসারে কেবল যোগ করেন, আর ভাগ্যহীনরা বিয়োগ। নিতান্ত সৌভাগ্যবানদের জন্য গুণ, আর অভাগাদের ভাগ্যে কেবলই ভাগ।" গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক এই নিবেদন করেছেন। শংকর এর পরিণত প্রতিভার এই বিস্ময়কর নিদর্শনটির কোনো প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ গল্প নয়, রম্যরচনাও নয়, উপন্যাস তো নয় বটেই।

শাজাহান হোটেল সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক চৌরঙ্গীর পরেও এই রচনায় অনেক নতুন সংবাদ পাবেন। দাম : ৪.৫০।

শংকর-এর অনন্যসাধারণ গ্রন্থ চৌরঙ্গী (৬ষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়) দাম ১০.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস

বনহরিণীর সংসার

সুন্দরবনের পটভূমিকায় লিখিত বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস। দাম ৩.৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

অগ্রজ

উপন্যাসটির অবলম্বন [illegible]। [illegible] উপন্যাসের এক নতুন স্বাদ সঞ্চার করেছে। দাম ৫.০০

জরাসন্ধের

মসিরেখা

মসিরেখা একটি বৈচিত্র্যময় জীবনের ছবি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পটভূমির উপর দরদী মনের রং দিয়ে আঁকা। তার একদিকে বেদনার করুণা আরেক দিকে নিরানন্দের প্রলেপ। দ্বিতীয় সংস্করণ ৯.০০

শ্রীনিরপেক্ষ-এর নেপথ্যদর্শন ৭.৫০

[illegible]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

কচিৎ কখনো ৩.৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

বিদেহী (৩য় সং) ২.৫০

সৈনিক (নাটক) ২.৫০

বিকর্ণ-র

নৈমিষারণ্য ৯.৫০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের

পকেটমার (২য় সং) ৪.৫০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের

চীনের ড্রাগন ৩.৫০

দিলীপকুমার রায়ের

দোটানা ৩.০০

সুশীল ঘোষের

চাঁদে পাড়ি ৩.০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ৪.৫০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আজ রাজা কাল ফকির (২য় সং) ৩.০০

প্রাণতোষ ঘটকের

রোজালিন্ডের প্রেম ৩.৫০

জন হাওয়ার্ড গ্রিফিনের

আলো থেকে অন্ধকারে ২.৫০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর রহস্য উপন্যাস

কন্যাকলঙ্ক কথা ৩.০০

রক্তের স্বাদ নোনা ৩.০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বাংলা দেশে পরিবার পরিকল্পনা অভিযান অল্পই সাফল্য লাভ করেছে। এখন বছরে শতকরা ৩·৫ হচ্ছে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির মান। সারা ভারত জোড়া হিসাবে বছরে গড়পড়তা শতকরা ২·২ হতে চলেছে গত দশ বছর ধরে। আসামের অবস্থা বাংলা দেশের চেয়েও আশঙ্কাজনক। এই যে বিরাট জনসংখ্যা বিস্ফোরণ— Population explosion নানা বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত দেশে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা পৃথিবীর অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি জগতের বহু চিন্তাশীল অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক দিন থেকে। অনেকে তো এতদূরও বলেন যে, পৃথিবীর সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা ধরিত্রীমাতার সন্তানসংখ্যাবৃদ্ধি আর এ সমস্যার সমাধান না হলে জগৎজোড়া মানবসমাজের কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যাবৃদ্ধির মান আজ প্রায় শতকরা দুই। আবার এই জটিল সমস্যার সবচেয়ে পরিতাপের কথা জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অনগ্রসর দেশেই বেশী —এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা। এ সব দেশে দারুণ খাদ্যাভাব, অনশনে বা অর্ধাশনে বহুলোক দিন কাটায়। বাসগৃহ যথেষ্ট নয়, শিক্ষার প্রসার কম, স্বাস্থ্যের মান আশঙ্কাজনক, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হয় নি, অথচ এই সামান্য সম্বল বা সংগতির উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের মত আরও কোন কোন দেশ হয়তো উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশের অভাব দূর করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যেভাবে লোক বেড়ে চলেছে তার সংগে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিকল্পনার প্রয়াস কি সম্ভব? খাদ্য বলুন, বাসস্থান বলুন, যতকিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যতসংখ্যক লোকের জন্য উৎপাদন করা আরম্ভ হচ্ছে লোক-সংখ্যা হয়ে পড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। হ্যারিসন ব্রাউন তো বলেছেন, সমস্ত ল্যাটিন আমেরিকা একশ বছর পরে একটি বিরাট বস্তিতে (slum) পরিণত হবে— শহরে এবং গ্রামেও। এশিয়ার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। এ শতাব্দীর শেষে হয়তো তার জনসংখ্যা দাঁড়াবে চার শো কোটিতে। সম্বল বা জীবনধারণের উপায় সে অনুপাতে বাড়া অসম্ভব।

ভারতবর্ষে এখনও শতকরা ৭০।৭৫ জন কৃষিজীবী; মাথাপিছু হিসাব করলে গড়পড়তা একজন কৃষক পায় এক একর বা তিন বিঘার মত জমি। জমির উর্বরতার অভাব, অনেক ক্ষেত্রেই অনুন্নত চাষ প্রণালী, সব মিলে জমির থেকে খাদ্য উৎপন্ন হয় অপেক্ষাকৃত কম। আজ আমাদের দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে-সম্যক পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে খাদ্য উৎপন্ন হওয়া দরকার; যা হচ্ছে তার দ্বিগুণ। কিন্তু ভারতের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে খাদ্য উৎপাদন সমান তালে চলতে পারছে না। এমন কি বস্ত্র শিল্পের প্রসার ও জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বাড়াতে পারছে না।

এদিকে ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ুবৃদ্ধি হয়েছে। সুখের কথা সন্দেহ নেই। কয়েক বছর আগেও আমরা জানতাম দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু মাত্র ২৩ বছর। তারপর সেটা ৩৫ হয়েছিল। সর্বশেষে আদমসুমারির হিসাবে এখন প্রায় ৪২ বছর। তাও বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুমৃত্যুর হার বেশী বলে গড়পড়তা হিসাব ৪২ না হয়ে আরও অনেক বেশী হত। কিন্তু আয়ুবৃদ্ধির সংগে জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। না হলে এ ভার সহ্য করার শক্তি আমাদের কোথায়?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের আপত্তি ছিল অনেক। জন্মনিয়ন্ত্রণের সংগে sex-এর একটা যোগ থাকায় আলাপ-আলোচনাও লজ্জাকর মনে করা হতো। স্বাস্থ্যহীন, পুষ্টিহীন

শ্রীমতী আরতি দত্তর উদ্যোগে আয়োজিত বাঁকুড়া জেলার ও-গা গ্রামে পরিবার-পরিকল্পনা শিবির

দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত সংসারে শিশুর জন্ম দিতে পিতামাতা কুণ্ঠিত হতেন না, কিন্তু পরিবারের, দশের বা দেশের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য নারীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় ছিল কঠিন নিষেধ। এ নিষেধের পরিণামে সমাজে যে কতদিকে কত বিষময় ফল ফলেছে তার হিসাব নেই। আমরা এতদিন সংস্কার বশে সে পরিণাম সব উপেক্ষা করে চলে এসেছি। তবে সুখের বিষয় এখন সে অবস্থা অনেকটা কেটে গেছে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি জগতের ভবিষ্যৎ আশংকার কারণ হয়ে উঠতে পারে, একথা স্বীকার করতে পাশ্চাত্য দেশেরও বহু সময় লেগেছিল। আজও কোনও কোনও ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদে আপত্তির কথা শোনা যায়। এমন কি এ প্রান্তে চীন যে লোকসংখ্যার ভারে বিপর্যস্ত, যার হিংসাবৃত্তির একটি প্রধান কারণ লোকসংখ্যার চাপ সেও কমিউনিস্ট মতবাদের ধুয়ো ধরে বলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি তাদের পক্ষে অমঙ্গল নয়। চীনের ভাষায় শান্তির প্রতিশব্দ 'হো পিং' মানে 'সকলের জন্য খাদ্য'। অথচ তাদের অশান্ত হিংস্র মনোভাবের কারণ কি তবে খাদ্যের অভাব

প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মযাজক অর্থনৈতিক ম্যালথাস (Malthus) ইংলণ্ডে বলেছিলেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতিরোধ করতে হবে, না হলে মানুষের ভরণ পোষণের যত উপায় আছে তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে মানুষের সংখ্যা। তখন এ কথা নিয়ে আপত্তির উচ্চ কণ্ঠ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ (?) অবশ্য উইলিয়াম পিট প্রভৃতি মনীষী ম্যালথাসের কথার সত্যতা উপলব্ধি করেন। তবে ঠিক এই সময়েই ইউরোপে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ ও নূতন নূতন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগে জনসংখ্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও হয় নি। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীও তখনকার মত চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত শতাব্দী ধরে বিশ্ব-মানব পরিবার বৃদ্ধি এমনই এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ দিকে আবার নূতন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন কৃষি প্রধান দেশে যেখানে খাদ্য শর্করাপ্রধান সেখানে জন্ম-সংখ্যা বেশী হয়। আয়র্ল্যাণ্ডের কথাই

ধর্ম ও সাহিত্যিক মাসিক পত্র

পার্থ সারথি

নূতনের সন্ধান দেওয়া হয়

বার্ষিক চাঁদা ৩ প্রতি সংখ্যা ২৫

৩এ অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা-৪

ফোন : ৩৩-৬০৫০

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম—১৬, ২য়—১৪,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া ২য় মুদ্রণ ১২॥ **চলাচল** ৬॥

সুমথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস

রোশনাই ৩॥ *নীলাঞ্জনা* ৭, *জায়া ও জননী* ৫,

জরাসন্ধের

ছায়াতীর ২য় মুদ্রণ ৫,

অবধূতের

হিংলাজের পরে ২য় মুদ্রণ ৫,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫,

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

যাত্রাপথ ৪,

বিমল করের

পান্থশালা ৩॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥ **তাপসী** (নাট্যরূপ)

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর ৫,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ৯,

শঙ্কু মহারাজের বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৮ম মুদ্রণ ৬,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ ৬,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

আলোর ভুবন ৫, **নিশ্চিন্তপুরের মানুষ** ৫॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীমতী সুশীলা সিংঘী পরিচালিত জোরজুড়ে শিবিরে উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে উপবিষ্ট শ্রীমতী সিংঘী

ধরেনি না। আয়ার্ল্যান্ডের জমিতে অল্প পরিশ্রমে ও খরচে প্রচুর আলু হয়। এই সহজে পাওয়া শর্করাপ্রধান ফসলটি খাদ্যের তালিকায় প্রধান অংশ গ্রহণ করার ফলে আইরিশরা শ্রমবিমুখ; আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাধারণ লোকে পরিবারবৃদ্ধিকে ভয় করতো না। আর কিছু না থাক আলু তো আছে। ১৮৪৫ সালের পর পর পর কয়েক বছর আলুর ফসল হলো না। ১০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে মারা গেল। বহুলোক দেশ ছেড়ে চলে গেল। বিবাহের বয়স বেশী হতে লাগলো। জন্মসংখ্যা কমে গেল। আজ সেখানে জীবনযাত্রার মান ইটালীর দ্বিগুণ, কারণ ইটালী তার জন্ম-সংখ্যা যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারে নি।

ইউরোপে সর্বত্রই প্রায় নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে নানা সুযোগ সুবিধা মিলে জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছে অনেক। জন্মসংখ্যা সংযত ও হয়েছে এই উন্নতির পথ ধরে। এই উন্নতির মূলে আছে উপযুক্ত খাদ্য, শিল্প প্রসার, শিক্ষা বিজ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু। আমাদের দেশে এই ক্রমবিকাশের পথ ধরা কঠিন কারণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। ধরের কাছে জাপান কিন্তু অল্প দিনেই তাদের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির মান সংযত করে ফেলেছে। বিগত মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি জাপানী সাম্রাজ্য ছিল, পশ্চিম থেকে শেখা যান্ত্রিক সভ্যতা জাপানীদের কঠিন পরিশ্রম করবার সঙ্গে মিলে অর্থনৈতিক উন্নতিও যথেষ্ট হয়েছিল। তাই উত্তরোত্তর বর্ধমান লোকসংখ্যা জাপানকে কাবু করতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ে জীবন-যাত্রার মান পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিল—সমাধানের উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণ। জাতীয় স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টর ডাঃ কোইয়া মাত্র ১৯৪৮ সালে পরিবার পরিকল্পনা অভিযান শুরু করেন। অবশ্য জাপানের এ অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষিতের সংখ্যার ব্যাপকতা।

আমাদের সরকারও আজ পরিবার পরিকল্পনার অভিযানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এত বড় প্রতিরক্ষা ভিত্তিক বাজেটেও পরিবার পরিকল্পনা খাতে খরচ তো কমানো হয়ইনি বরং বহুলাংশে বেশী হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৬১-৬২তে খরচ হয়েছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ১৯৬২-৬৩ সালে খরচ ছিল ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ধরা হয়েছে ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা!

দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শিক্ষাদান চলেছে। পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, মাঝে মাঝে শিবির বা ক্যাম্প করে আলোচনা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের সমস্যা কঠিনতর, কাজেই কর্মীদের মনোযোগও সেখানে বেশী। সহজে ব্যবহারযোগ্য জন্মনিরোধক দ্রব্যাদির মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত আয় যাদের বেশী তারা অর্ধেক মূল্যে পাচ্ছেন আবার যাঁদের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব তাঁরাও কেনা দামে পাচ্ছেন। কেন্দ্র বা ক্যাম্পে দলে দলে মেয়েরা আসেন। শিক্ষাদান করেন সমাজসেবাব্রতশীল অবৈতনিক কর্মী, কখনও বা ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ। সকলের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসা আবার সম্ভব হয় না। কাজেই যাঁরা আসতে পারেন তাদের মধ্যে বেছে কয়েকজনকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে তাঁরা ফিরে গিয়ে আরও অনেককে বোঝাতে পারেন। পরিবার পরিকল্পনাও যে আর পাঁচটা পরিকল্পনারই মত তাও তাঁদের বলা হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ এ পরিকল্পনার সহায়ক, কিন্তু পরিকল্পনার সর্বাংশ নয়। যে পরিবারে শিশুর যত্ন সম্ভব সে পরিবারে তার আসায় বাধা অনেক কম।

সম্প্রতি আমার এক কর্মী বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের আয়োজিত একটি শিবিরে যাবার সুযোগ হয়েছিল। শিবিরটি ডায়মন্ডহারবারে, অথচ দূর দূরান্তর থেকে নদীনালা গ্রাম পার হয়ে মেয়েরা এসেছেন, মায়েরা এসেছেন। উৎসাহের অভাব তো কই দেখলাম না। কর্মীবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম "তবে কেন আমাদের দেশে পরিকল্পনা সার্থক হচ্ছে না?" বন্ধু বললেন "সাঁওতাই এ সাঁওতালের [illegible]

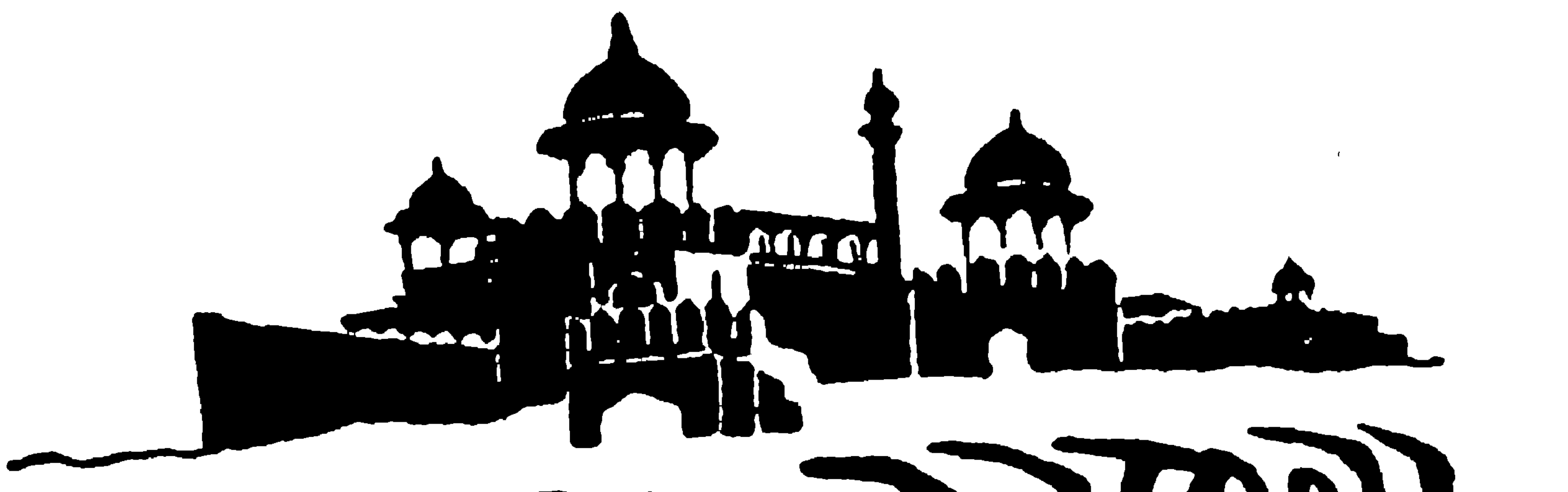

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড

॥ ১ ॥

কাঁর চমচম মালাইকারি

কাবুলে দরবাজা দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লো জীবনলাল। কিন্তু যার জন্যে ঢুকলো সেই রুমালী কোথায়? একবার ভাবলো রুমালী আসতে পেরেছে তো। সে খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল, অনায়াসে চলে যেতে বাধা হলে বা শহরের বাইরে থাকতে বাধা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তখনি মনে পড়লো রুমালীর চতুর গতিবিধি। এমন অনেক যুদ্ধের মধ্যে তাকে [illegible] দেখেছে, ভীত হয়েছে বা পথ হারিয়েছে মনে হয়নি, এবারেই বা হবে কেন? তখনি আবার একটা সন্দেহের [illegible] মনের মধ্যে খোঁচা মারলো। রুমালী [illegible] চর নয়। [illegible] এই কাহিনীর [illegible] করেনি তো? [illegible] একটা প্রশ্ন করতেই আর একটা [illegible] জীবনলাল মনে একটা [illegible] ধরে আনবার জন্যেই এমন কৌশল [illegible]। তখনি আবার [illegible] কানে কানে ফিসফিস করে বলে, না এ ফাঁদ পাতা হয়েছিল কোম্পানীর সেনাপতিদের জন্যেই, ফাঁদে পড়েছে [illegible] জীবনলাল। [illegible] পাখীও বটে, জন্তুও বটে দুই পক্ষেরই।

কিন্তু এমনভাবে মনের মধ্যে কথা কাটা-কাটি করবার আর শক্তি ছিল না তার। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুই-ই চেপে ধরেছে তাকে তার উপরে [illegible]। জলপানে অবশ্য বাধা ছিল না, সামনেই যমুনার খাল, সেটাও ঢুকেছে জীবনলালের মতোই কাবুলে দরবাজা দিয়ে। কিন্তু সে জলপানে তার রুচি হল না, প্রাচীরের বাইরে ঐ খালের মধ্যেই পড়েছিল তার ঘোড়াটা। এমন সময়ে দেখতে পেলো একটা [illegible] একটি মেয়ে জল তুলছে। সে কাছে গিয়ে জানালো রাহিন, বহুৎ তিয়াস।

মেয়েটি একটু হেসে [illegible] করে তার হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে বলল, ঠিক [illegible] [illegible] শরীর [illegible]

জীবন সংক্ষেপে উত্তর দিল [illegible] [illegible] প্রকৃত পরিচয় [illegible] জীবন এগিয়ে চলল। কিন্তু এদিকে ক্ষুধা নিবারণ হয়েই [illegible] এক [illegible] চলছিল [illegible] তারপরে রুমালীর খোঁজ করলেই হবে।

[illegible]

জায়গা উঁচু করে বেদীর মতো বাঁধানো ছিল, সেখানে গিয়ে বসলো জীবন আর অতঃপর কি করবে ভাবতে চেষ্টা করলো। রুমালীর সন্ধান করবে, না ফিরে যাবে। রুমালীর সন্ধান পাওয়া কঠিন, কিন্তু তারো চেয়ে কঠিন শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া। এমন সময়ে সে দেখতে পেলো অদূরে দক্ষিণ দিক থেকে একদল লোক আসছে, অদ্ভুত তাদের পোশাক। কারো পরনে পায়জামা কারো ধুতি, কারো গায়ে পিরান আছে কারো নেই, মাথায় বিচিত্র [illegible] টুপি আর পাগড়ী আর হাতে ঢোল করতাল বাঁশী নানা ভাবের [illegible] সময়ে যেমন সঙ দেখা [illegible] কিন্তু এখন তো [illegible] কেন [illegible] চলছে না। জীবন [illegible] একটু [illegible] বয়স [illegible] মধ্যে সকলেই [illegible] কৌতূহল [illegible] শুধালো কারা, [illegible] হয়েছে। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করবার আগেই দলের অগ্রণী [illegible] বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশি এগিয়ে এসে শুধালো, তুমি এমন একা বসে আছ কেন?

[illegible] আমি বেপর আদমি।

[illegible] বলল বহুৎ আচ্ছা, তবে আর [illegible] আমাদের দলে ভিড়ে পড়ো।

[illegible] কৌতুক বোধ [illegible] ভিড়ে তো পড়বো, [illegible] তোমরা কিসের দল।

[illegible] হেসে বলল তুমি [illegible] লোক নও।

[illegible] বলল জীবন।

[illegible] পল্টনের নাম [illegible]

[illegible]

মনচোরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মনচোরা মনস্তত্ত্বমূলক এক অনন্যসাধারণ রহস্যঘন উপন্যাস।
এ উপন্যাস পড়ার শেষেও বহুক্ষণ আপনাকে অভিভূত করে রাখবে।

দাম : ৩·০০

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি ৬০৩/২)

...এই আমরা।

তুমি বুঝি মহাবীর।

ছেলেটি নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, ইয়ার, তুমি কিছুই জানো না দেখছি। আমি কেন মহাবীর হতে যাবো।

তবে মহাবীর কে?

ছেলেটি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ মহানিম গাছটার উঁচু এক ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—ঐ দেখো মহাবীরজী।

জীবন দেখতে পায় মস্ত একটা হনুমান, বলে, ওটা তো হনুমান।

ছেলেটি বলে, যে হনুমানজী সেই মহাবীরজী, যো আত্মা সো পরমাত্মা।

জীবন বলে, মহাবীর তো বুঝলাম, আর পল্টন।

ছেলেটি সগর্বে বলে, আমি পল্টন।

তুমি একাই পল্টন। তবে এরা কারা?

আরে ইয়ার, আমি একা থাকি কিম্বা দলবল নিয়ে থাকি আমি সর্বদাই পল্টন, কারণ ওটাই আমার নাম।

চমৎকার। তা মহাবীর পল্টন করে কি, লড়াই করে নাকি?

তুমি কিছুই জানো না দেখছি। মহাবীর লড়বে কার সংগে? একবার রামজীর হয়ে রাবণের সংগে লড়াই করেছিল, তেমন বীর আর একালে কোথায়?

ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হয় জীবন। শুধায়, তাহলে মহাবীর পল্টন এখন করে কী?

মহাবীরজী যা করে মহাবীর পল্টনও তাই করে।

মহাবীর তো সেকালে রামচন্দ্রের হয়ে লড়াই করেছিল বলে এখন পেনশন ভোগ করছে, এর ওর জিনিস কেড়ে খায়।

ছেলেটি হঠাৎ জীবনের পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলে, বাহবা, ইয়ার, ইয়ার। ঠিক সমঝা। মহাবীর পল্টনও ঐ কাজ করে।

জীবনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সিপাহীদের মতো।

আর ঐ গাঁওয়ার আদমিরা সঙীনের খোঁচা মেরে কেড়ে খায়।

আর তোমরা?

জানতে চাও? এই বলে সে গোলে চাঁটি মেরে দলবলের উদ্দেশ্যে বল উঠল—ভাইসব, একবার এই রাহী আদমিকে দেখিয়ে দাও তো মহাবীর পল্টন কিভাবে কেড়ে খায়।

তখন একযোগে ঢোল করতাল ভেঁপু বেজে উঠল, আর পল্টনকে অনুসরণ করে সবাই গান ধরলো—

ক্ষীর চমচম মালাইকারি
যার দোকানে যা পাই কাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর বাহিনীর উদ্দাম নৃত্য।

কিছুক্ষণ পরে গান থামলে পল্টন শুধালো, এবার তো দেখলে আমরা কিভাবে কেড়ে খাই।

তারপরে ওর পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলল সেরাদার, সঙীনের গাট্টাস খেয়ে পালায় আর আমাদের গান শুনে ...

চমৎকার, বলে ওঠে জীবন, কে এমন সুন্দর গানটা বাঁধলো কে? মহাবীরজী তো গান বাঁধতে না।

মহাবীরজী বাঁধতে যাবে কেন? এ গান বেঁধে দিয়েছে সরাব মিঞা।

সরাব মিঞা! বেড়ে নাম তো, লোকটা বুঝি খুব সরাব খায়।

আরে ইয়ার, এ শহর শাহজাহানাবাদে সরাব কে না খায়? কিন্তু এমন গান বাঁধতে পারে কয়জনে?

তারপরে হঠাৎ জীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, মুখ শুকনো কেন? খাওয়া হয়নি বুঝি?

জীবন বলে, আমি তো মহাবীর পল্টন নই যে গান শুনলে দোকানী খেতে দেবে।

পয়সা দিয়ে কিনে খেতে বাধা কি?

জীবন স্বীকারোক্তি করে, টাকা পয়সা সব খোয়া গিয়েছে।

এবারে পল্টন আপন মনে বুদ্ধির মালা গাঁথে, বলে, রাহী আদমি, পথে আসতে রাহাজানি করে সব কেড়ে নিয়েছে। কেমন?

ঠিক ধরেছ ভাই।

সিপাহী না গাঁওয়ার আদমি?

কেমন করে বুঝবো ভাই! পোশাক

... দিয়েছে ... তা জেনেকে ...।

আত্মপরিচয় গোপন করবার উদ্দেশ্যে জীবন বলল, খাঁসি থেকে?

এখন শাহাজাহানাবাদে গদর (অশান্তি) চলছে। এখানে আসতে গেলে কেন?

গদর চলছে বলেই তো এলাম। এখানে আমার এক বহিন থাকে, তারই খোঁজ নেবার জন্য এসেছি।

কি তোমার বহিনের নাম, শুনি।

ভাই আমার বহিন তো বড় লোক নয়, তার নাম বললে কি তোমরা চিনতে পারবে?

ভাই, তবে তুমি মহাবীর পল্টনকে চিনতে পারো নি। এ শহরে কার ঘরে কোন দিন কি রসুই হয় তা পর্যন্ত জানে মহাবীর পল্টন।

তারপরে সে নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল, লোকটা বলে কিরে! আমরা কার খোঁজ না জানি? ইমানী বেগম থেকে শুরু করে উমরা বেগম, খুরশিদ জান, তুলসীবাঈ, রুমালী বহিন কাকে না জানি? আর রাস্তা থেকে সেই আধমরা ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে তুলে এনে রুমালী দিদির জিম্মা করে দিয়েছিল কে? আমরা কি না জানি? কাকে না জানি?

জীবন বলে ওঠে, রুমালীকে জানো নাকি?

শোন কথা একবার! রুমালী যে আমাদের দিদি হয়।

তোমাদের দিদি হয়! রুমালী যে আমার বহিন!

উল্লাসের সংগে, বিস্ময়ের সংগে পল্টন বলে ওঠে, তা এতক্ষণ বলোনি কেন ইয়ার।

... দিদি।

ফিরিঙ্গি বিস্ময়ে বলে ওঠে, তোমাদের সকলেরই দিদি! বলো কি!

ক্ষতি কি? রুমালী যে আমাদের কহানা (পাতানো) দিদি!

তাই বলো, আপন দিদি নয়!

পল্টন বলে, আপন দিদির চেয়ে কহানা দিদির ঝাঁজ বেশি। হাতের চেয়ে হাতুড়ির আঘাতে জোর অনেক বেশি।

তারপরে দলবলের দিকে তাকিয়ে বলে, ওরে এই সাহেব রুমালী দিদির ভাই।

এতক্ষণ সবাই উদাসীন ছিল এবারে সকলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নেয় জীবনকে।

তখন পল্টন বলে, ওকে দেখলে কি ওর পেট ভরবে? সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, আর একবার গানটা ধর।

অমনি আবার ঢোল করতাল বেজে উঠে গান শুরু হয়—

ক্ষীর চমচম মালাইকারি
যার দোকানে বা পাই কাড়ি।

পল্টন বলে, ওঠো দাদা।

কোথায় যেতে হবে ভাই?

চলোই না।

মহাবীর পল্টনের পিছু পিছু জীবন চলতে থাকে। কিছুক্ষণ চলবার পরে বেগমবাগের পশ্চিমে এক গলির মধ্যে এক হালুইকরের দোকানে সকলে থামে।

পল্টন ডাকে, এ ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এ ভাই ঘণ্টেওয়ালা—

কি পল্টন সাহেব, খবর কি? বলে বেরিয়ে আসে মস্ত একজোড়া গোঁফওয়ালা আধবুড়ো একটা লোক।

... দাও তো।

—হালুইকর ... আসুন সাহেব, ভিতরে ...

জীবন পল্টনের উদ্দেশ্যে ... দেবে তো? না জুলুম করে ...?

তোমার তাতে দরকার কি ... পেয়েছে খেয়ে নাও। তোমাকে না ... নিয়ে গেলে রুমালী দিদি ... দেবে।

জীবন দেখে তর্ক বৃথা, তা ছাড়া খিদেটাও জোর পেয়েছে। হালুইকরকে অনুসরণ করে সে দোকানে ঢুকে পড়ে। বাইরে চলতে থাকে গান, ক্ষীর চমচম মালাইকারি।

জীবনকে একখানা জলচৌকির উপরে বসিয়ে এক লোটা জল রেখে হালুইকর বলে, সাহেব হাতমুখ ধুয়ে নিন।

তার হাতমুখ ধোয়া হলে শালপাতায় বরফি, পেড়া, কালাকন্দ, সমোসা প্রভৃতি অনেক রকম মিঠাই সাজিয়ে বলে, সাহেব পেট ভরে খেয়ে নিন।

খেতে খেতে জীবন বলে, সাহেব, এ যে জুলুম হচ্ছে।

হালুইকর বলে, কিছু না। ঐ মহাবীর পল্টন না থাকলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে জয়পুরের দিকে ফিরে যেতে হতো।

তারপরে ব্যাখ্যাচ্ছলে ... আমার ঘর।

জয়পুর শহরে, শুধায় জীবন।

হাঁ সাহেব, খাস জয়পুর শহরে।

তা ব্যবসা বন্ধ করতে হতো কেন?

ঐ কালা সিপাহী লোকদের ... তখন এসে হামলা করে, ... বাদশার হুকুম, কখনো বলে, ...

মারাপিটি করে নাকি?

বাপরে বাপ, মারপিট হলে চলবে কেন?

তবে?

তবে আর কি? এমন বাজা বাজায় আর গান ধরে যে, সিপাহী লোক সহ্য করতে না পেরে পালায়, বলে ইয়া আল্লা, এর চেয়ে কামানের আওয়াজ অনেক মিষ্টি।

জীবন হেসে ওঠে, হালুইকরও হাসে। জীবন লক্ষ্য করে যে, হাসলে তার বাঁ গালের বড় আঁচিলটা যেন নাচতে থাকে। তাবে,

…উঠেছে, তাই ওর রঙটা এখনো কালো।

অপ্রস্তুত হয়ে জীবন বলে ওঠে, না, না, তা ভাবিনি।

আপনি ভাববেন কেন? আপনি তো রইস আদমি। প্রত্যেক বেওকুফ আদমি ঐরকম ভাবে কি না। তাদের বলি, তোমার লেড়কার চুল আর তোমার চুল কি এক রঙের হবে? তবে? আরে সোহম সিং, আর কিছু পেড়া আর কালাকন্দ নিয়ে আয়।

না, না, সাহেব, আর দরকার নাই।

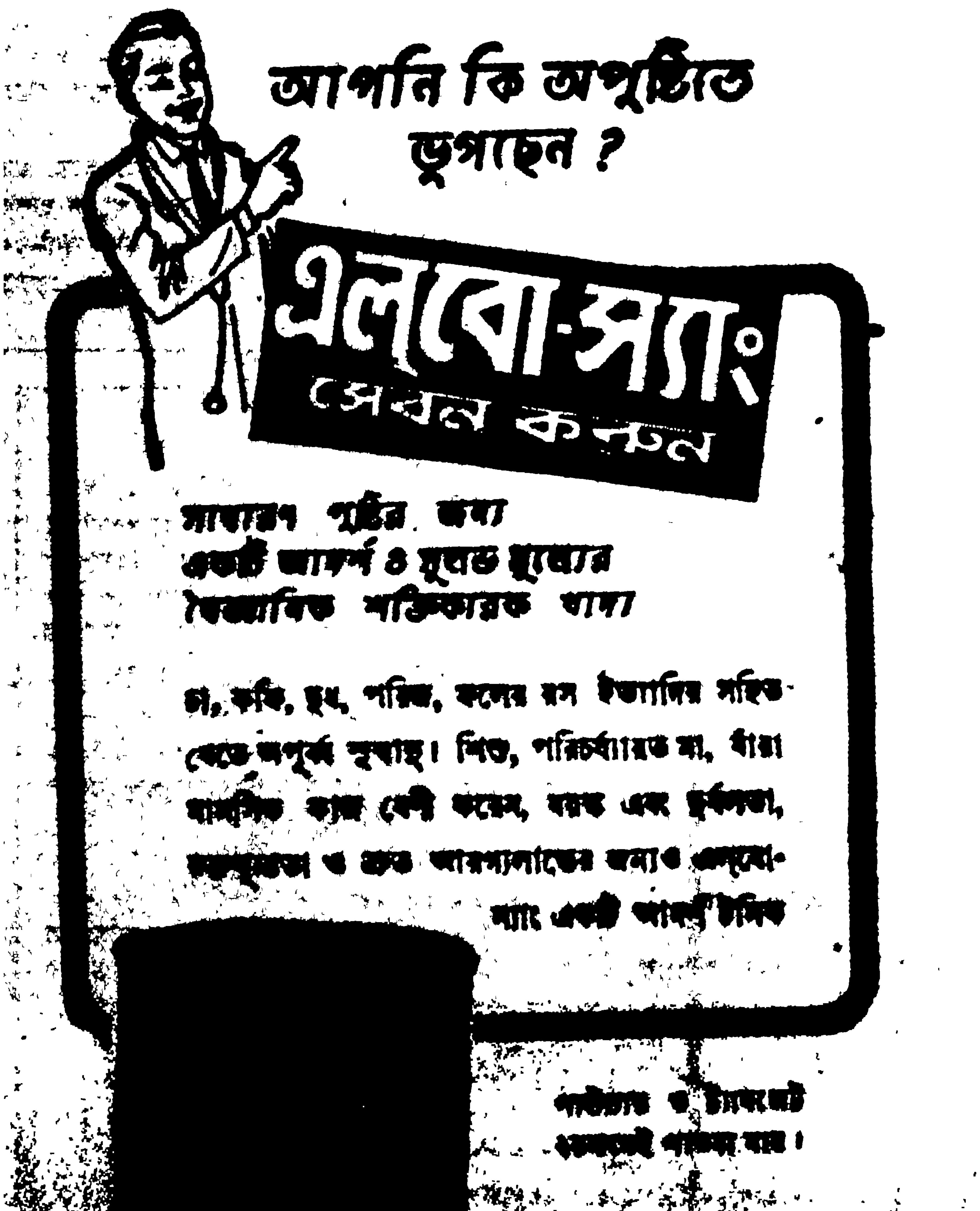

বাঁ গালের আঁচিলটা, … জীবন স্পষ্টই দেখা যায়।

হালুইকর সেটা লক্ষ্য করে বলে ওঠে, হাঁ সাহেব, অবাক হওয়ার কথাই বটে, এত বড় মশা আমার জয়পুরে রাজ্যে ছিল না।

অপ্রস্তুত জীবন বলে, না, না, সাহেব আমি তা ভাবিনি।

এবারে হালুইকর মুখ গম্ভীর করে বলে, তবে তো সাহেব গোস্সা হব। আমার গালের এই মশা শহর শাহাজানাবাদের এক আজব চিজ। না দেখে থাকবার উপায় কি? জয়পুরের মহারাজ সওয়াই মাধো সিং এই মশার জন্যে আমাকে খুব পেয়ার করতেন, বলতেন, বড় হলে মখ্খন লালকে সিপাহী দলে ভর্তি করে দেব। আর দেখুন সাহেব, কি হল, কোথায় সিপাহী হয়ে গোলি ছুঁড়বো, না, হালুইকর হয়ে ক্ষীরের গোলি পাকাচ্ছি! গোবিন্দজীর কি ইচ্ছা।

জীবন বলে, দুঃখ করবেন না, আপনার তো মস্ত ব্যবসায়।

হাঁ মস্ত বইকি। লোকে বলে মখ্খন লাল-এর পেড়া আর মশার মধ্যে কোনটা বড় ঠিক করা সহজ নয়।

প্রসঙ্গ বদলাবার উদ্দেশে জীবন বলে, অনেক দিনের দোকান আপনাদের।

হাঁ, অনেক দিনের বইকি। বাদশা শাহ আলমের আমলের দোকান। এই ঘণ্টেওয়ালার দোকানের মিঠাই কে না খেয়েছে? মহারাজ মাধোজী সিন্ধিয়া থেকে শুরু করে সুবেদার নথর্সিং সবাই খেয়েছে ঘণ্টেওয়ালার পেড়া আউর—

জীবন বুঝলো, এবার এসে পড়বে আবার পেড়ার চেয়ে বড় আঁচিলটা, তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বলল—আপনাদের এখানে লড়াই চলছে তা মনেই হয় না।

লড়াই কোথায় সাহেব, কেবল লুট আর রাহাজানি। শহর শাহাজানাবাদে এখন রূপেয়া আর রূপো দুই-ই বেওয়ারিশ।

বাদশা কিছু বলেন না?

[illegible]

জীবনের মনে পড়ে পাঞ্জার মুখে খবর [illegible] শুনেছিল বটে, শুনেছিল যে, সে সিপাহী রওনা হয়েছে। তবে সত্যসত্যই [illegible] সিপাহী এসে পৌঁছেছে দেখছি।

আর শাহাজাদারা?

তাদের বড় কেউ মানে না। তাদের না আছে ফৌজ, না আছে টাকা। কেন মানবে বলুন?

তা বটে, মন্তব্য করে জীবন।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়ে জীবন। হাজইকর বলে, আপনি যখন মহাবীর পল্টনের দোস্ত, তখন আমারও দোস্ত। যখন খুশ লাগবে চলে আসবেন।

এমনভাবে কতদিন চলবে আপনার ব্যবসা, শুধোয় জীবন।

আর বেশিদিন এভাবে চালাবার দরকার হবে না। এর মধ্যেই রওনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন?

অনেক সিপাহী এর মধ্যেই ভাগতে শুরু করেছে।

কেন?

না ভাগবে কেন? না পায় দরমাহা, না পায় খোরাক, আর একবার কোম্পানীর ফৌজ ঢুকে পড়লে মরতে মরবে তারাই।

তবে এখন আছে কারা?

মাঝের এ-পার ও-পার সমান পানি। লড়াই করলে কোম্পানীর গোলাতে মরবে, আবার পালালেও কোম্পানীর ফাঁসিকাঠে মরবে। তারাই আছে। আমি বুঝো তো অন্ত বুঝো। খারাপ কাজের ফলটাও খারাপ। কি বলেন, সাহেব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে জীবন।

কি ভাই হল? বাইরে থেকে হাঁক দেয় পল্টন।

বাইরে এসে দাঁড়ায় জীবনলাল।

কি পেট ভরেছে তো?

উত্তরের অপেক্ষা না করে পল্টন বলে ওঠে, ভরতেই হবে পেট, পেত্যাতে যদি না ভরে ওর গালের কথায় ফিক্সাতে ভরতেই হবে।

জীবন হেসে ওঠে। সেটাকে মস্ত প্রশংসা মনে করে দেয় মখ্যম লাল—সে-ও হেসে ওঠে। তার গালের উপরে [illegible] থাকে আঁটিজোটা।

[illegible] এবার পৌঁছে দিয়ে আসি [illegible] বাড়িতে। এর পরে [illegible] সিপাহীদের [illegible] কি [illegible]

[illegible] পেরিয়ে মহাবীর [illegible] সেই সঙ্গে জীবন চৌরাহার [illegible] এসে পড়ে। এবারে সকলে ঢুকে পড়ে খুব সরু একটা গলির মধ্যে। এক জায়গায় এসে সকলে দাঁড়ায়। তারপরে খুব সরু আর খুব খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পল্টন ওঠে, সঙ্গে নেয় জীবনকে, বাকি সকলে অপেক্ষা করে নীচে। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে পল্টন ও জীবন পৌঁছয় এক বন্ধ দরজার সম্মুখে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে পল্টন চিৎকার করে বলে, রুমালী দিদি, বাইরে এসো, দেখো কাকে এনেছি সঙ্গে।

॥ ২ ॥

নিশীথ চিন্তা

দরজায় শব্দ শুনে রুমালী বেরিয়ে আসতেই পল্টন বলে উঠল, দেখো দিদিমণি, কাকে নিয়ে এসেছি। তোমার ভাই বেওয়ারিশের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দেখেই বুঝলাম যে, রাহী আদমি, শুধিয়ে জানলাম যে, তোমার ভাই, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

পল্টনের ঐ এক স্বভাব, যা বলবে, তার [illegible]

[illegible] এখন খায় জেল, [illegible] রুমালী ও জীবন [illegible] এখন দাদা আর [illegible] করে নেওয়াটাই কর্তব্য।

রুমালী বলল, দাদা [illegible] এলে যে!

জীবন বলে, আরে সেই জন্যেই [illegible] পড়েছি, তুমি যে এর মধ্যে বাড়ি বদলেছ, তা কেমন করে জানবো?

বাড়ি কি আর ইচ্ছা করে বদলেছি? হাঁ, বাবা আর ভাই গত হওয়ার পরে সে খবর তো আগেই পেয়েছ, সিপাহীরা বাড়িটাও জবরদখল করে নিল তখন উঠে এলাম এই বাড়িটাতে। তারপরে তোমার সব ভালো তো?

জীবন বলে, এই শহরের দিকে কার খবর ভালো?

এবারে রুমালী বলে ওঠে, আগে হাত-পা ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপরে ধীরে-সুস্থে সব খবর নেওয়া যাবে।

সুযোগ পেয়ে পল্টন [illegible] করে ওঠে, এতক্ষণ কথা কইবার সুযোগ [illegible] করছিল। দিদি, কি ভাবো তুমি পল্টনকে, তোমার দাদাকে না খাইয়ে নিয়ে এসেছি,

গ্রন্থজগতের কয়েকখানি অসাধারণ বই

গোরাকালার হাট
অশোক গুহ

বইখানা সম্বন্ধে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সুধিবৃন্দ [illegible] মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে [illegible] বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে। ৮·৫০

কর্ণাটরাগ
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ লেখকের হাতে প্রতিটি [illegible] জন্য মনে থাকবে। [illegible] লেখনী প্রশংসিত। [illegible]·০০

অন্যনয়ন
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের এই নতুন উপন্যাস [illegible]

আরও কয়েকটি উপন্যাস

আক্সিডেন্ট ॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ [illegible]
সীমান্ত ॥ শিশির [illegible]
[illegible] ॥ [illegible]
চৌধুরী বাড়ি ॥ বিশ্বনাথ [illegible]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible]

[illegible]

ভাবতে পারলে। মহাবীর পল্টন আছে কি করতে?

তা কি আর জানিনে! পরের দোকানে গিয়ে হামলা করছে। কি দাদা, ক্ষীর, চমচম, মালাইকারি খেয়েছ তো?

না খেয়ে উপায় কি? ঘণ্টেওয়ালা ছাড়ে না।

ঘণ্টেওয়ালার দোকানে তোমাকে বুঝি নিয়ে গিয়েছিল? তা হলে নিশ্চয় তার বাপের মশায় কাহিনীও শুনেছ?

শুনেছি বইকি। লোকটা গল্পও যেমন বলতে পারে, খাওয়াতেও পারে তেমনি। খুব খাইয়েছে। এখন বহিন তুমি একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি, রাতে আর কিছু খাবো না।

একটু দাঁড়াও, আগে পল্টনকে বিদায় করে আসি।

তখন পল্টন আর রূপমালী সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো, জীবনের কাছ থেকে সামান্য দূরে। তারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলো, জীবন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা একটা করে তারা ফুটে ওঠা লক্ষ্য করছিল, এমন সময়ে তার কানে প্রবেশ করল কয়েকটা পূর্বশ্রুত নাম, কুলিজ খাঁ, ঘউস মহম্মদ। জীবন সচেতন হয়ে ওঠে, ওরা তো বাদশার পক্ষের লোক, কিম্বা ঘণ্টেওয়ালার কথা সত্য হলে ওরাই এখন বাদশা পক্ষ। ওদের নাম এদের মুখে কেন? তবে কি তলে তলে যোগাবোগ আছে—তলে তলে এমন কোন সূত্র আছে যা জীবনের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য নয়। অবশেষে জীবন কি একটা ফাঁদের মধ্যে পা দিল? রূপমালী ও পল্টনের সঙ্গে তার কতক্ষণেরই বা পরিচয়, কতটুকুই বা সে জানে তাদের কিন্তু যখনি আবার মনে পড়ে, রূপমালী ও পল্টনের সরল প্রসন্ন মুখ, দুর্যোগের কুয়াশা দূর হয়ে যায়। তবে, তবু, শত্রুপক্ষের ঐ দুই প্রধান সেনাপতির নাম কেন এদের মুখে?

আজকের মতো চলি জীওনলালজী, সেলাম।

ইতিমধ্যে পল্টন ভাইয়ের নামটা জেনে নিয়েছে বহিনের কাছ থেকে।

পল্টনের কথায় চমকে ওঠে জীবন, সেলাম, পল্টন, কাল কখন আসছ?

এই তো মুশকিলে ফেললে সাহেব। কালকেই যে আসবো আর আজ শেষ রাতে যে আসবো না, তা-ই বা কে বলল।

জীবন আর বেশি খোঁচায় না পল্টনের সব কথাই রহস্যময়, সব কথাই অফুরন্ত, তাই সংক্ষেপে বলল, আচ্ছা, আজকের মতো এসো।

পল্টন চলে গেলে এবারে ভাইবোনের মধ্যে জীবনলাল আর রূপমালীতে কথাবার্তা শুরু হয়। রূপমালী জানায় যে লড়াই শুরু হতেই সে সোজা মাঠ পেরিয়ে কাবুলী দরওয়াজা দিয়ে শহরে চলে আসে, আর তার ধারণা হয়েছিল, জীবনলাল আজ আসতে পারবে না কারণ ঠিকানাটিও ভালো করে বলে আসা হয়নি। রূপমালী জানায় যে সে ভেবেছিল, আবার অপেক্ষা করে গিয়ে ঠিকানা জানিয়ে নিয়ে আসতে হবে জীবনকে।

জীবন বলে লড়াইয়ের গতিক অন্যরকম হলে আজকে হয়তো তার আসা হতো না, কিন্তু তার যাওয়া-আসা দেখাটা ... এসে পড়লেন ... তখন ফিরে যেতে গেলেই কোম্পানীর সৈন্য দলে ... পেরে সেই ফেলতো ... তাই দীনেশদের সে তাকে পড়লো শহরে, যেন সে সতী সিপাহী। তারপরে সে জানায়, বহিনজী আর তো পারছি না, একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি।

রূপমালী বলে, ভিতরে চলো। তুমি সামনের এই ঘরটায় শোও, পিছনের ঐ ঘরটায় আমরা তিনজনে থাকি।

তিনজন আবার এলো কোত্থেকে? কথাটা বলে ফেলেই ভুল বুঝতে পারে জীবন। বলে ও:, তুমি, মিস এলামিয়ন আর তুলসীনাচ।

লোকের নামটা বলল কে?

কেন, তোমার পল্টন ভাই।

তারপরে বলে, ও আরো অনেক গল্প শুনিয়েছে, খয়েরদিন জান, উমরা বেগম, ইমামী বেগম, নবাব মিঞা, এমন কত কি।

অনেক ইতিহাস বলেছে দেখছি।

ইতিহাস এবং ভূগোল। [illegible]

রামতীর্থ ব্রাহ্মী আয়েল

(স্পেশাল নং ১) (রেজিস্টার্ড)

যোগাসন চার্ট

মাথাধরা ও চুল ওঠা নিরোধে একটি অমূল্য হেয়ার টনিক। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী ইহাতে আছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তৈল প্রস্তুত হয়। অঙ্গ সংবাহনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী ভুক্ত। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তৈল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম

দাদর, সেণ্ট্রাল রেলওয়ে, বোম্বাই-১৪, ফোন: ৬২৮১১

টেলি: "প্রাণায়াম", দাদর, বোম্বাই

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করতে

ভ্যাকুলাক্স

রেজিঃ ট্রেড মার্ক

নতুন আরও উন্নত ধরণের ভ্যাকুলাক্স আপনার পেট পরিষ্কার করবে। পরিবারের সকলেই ব্যবহার করতে পারে।

ভ্যাকুলাক্স সুস্বাদু জোলাপ।

গলি-ঘুঁজিরও বর্ণনা করেছে। যাই বলো মুমালী, পল্টন একাই নবরত্নের পল্টন।

দুজনে যখন এইসব কথা চলছিল, এমন সময়ে হঠাৎ ভিতরের ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করলো তুলসী। ঘরে তখনো আলো জ্বালা হয়নি, তাই সে দেখতে পেলো না দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে। তবে তার ধারণা হয়েছিল পল্টন ছাড়া আর কেউ নয় পল্টন ছাড়া আর কেউ আসতো না এখানে।

তুলসী বলল, [illegible] আমি কি লুটের মাল? যার যখন খুশী লেঠেল নিয়ে এসে লুটে যাবে। [illegible] সিপাহীরা এসে [illegible] ছাড়া পেয়ে এলাম [illegible] [illegible]

[illegible]

সঙ্গেই [illegible]।

মুমালী [illegible] ও পল্টন নয়, [illegible] ওই জীওনলালজী।

মুমালীর নাটকীয় উক্তিতে কলকণ্ঠের জন্য তুলসী পাষাণ পুত্তলীর মতো স্থাণু হয়ে গেল। তারপর কণ্ঠস্বরের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে বলল আগে বলো নি কেন?

বলবার আর সময় দিলে কই তুলসী।

অভিযোগটা মোল আনা সত্য। তাই উল্টো অভিযোগ করলো তুলসী ঘরে আলো জ্বালোনি কেন?

বেশ তো এবারে আলো জ্বলছি [illegible] দাও আমার ভাইকে।

তুলসীর পিছু পিছু লাজ্জত তুলসী প্রস্থান করলো।

মুমালী খোজের বাতি হাতে ঘরে নিয়ে এলো।

জীবন শুধালো কে এই মেয়েটি?

ব্রিজম্যান সাহেবের বাড়ি [illegible] নাটি মেমের [illegible] আমার উপরে এক [illegible] এলাবেন বিবি, আর [illegible] এখনি দেখলে।

দেখলাম আর কই, গলার [illegible] বীণা বাজিয়ে গেল।

[illegible]

[illegible] ওই উপরে হয়েছে—তাতে [illegible] আর এই নিরীহ পুরুষটির, তাতে আবার মুমালীর [illegible] উপস্থিতিতে লজ্জা [illegible] নিজেই সে বিস্মিত হয়ে [illegible]। লজ্জা রমণীর ভূষণ [illegible] তুলসী ভূষণ হলো উন্টোনিতে বসে পড়ে

গেতো, অস্তিত্ব বলেই সত্তার সঙ্গে আটকে থাকে।

লজ্জাটাকে সজোরে অস্বীকার করবে বলে [illegible] প্রবেশ করেছিল। তাই তখনই [illegible] আপনি পৌঁছে দিতে [illegible]

[illegible] উত্তর দেওয়ার আগেই মুমালী [illegible] জীওনলালজীর পথঘাট চেনা [illegible]

[illegible] তুলসী।

[illegible] মুমালী বলে ওঠে আর [illegible] সাঁড় [illegible] হবে না।

তার [illegible] উত্তর না দিয়ে [illegible] তুলসী [illegible] কাপড় [illegible]

জীবনের [illegible] বেরিয়ে গেল—মনে [illegible] চিত্রাপাদ।

তুলসীর [illegible] দিয়ে মুমালী বলে উঠল—হাঁ [illegible]

[illegible] এই লাজুক পরিহাসের [illegible] তুলসী বড় বিরক্ত-বোধ করলো। [illegible] প্রাণ [illegible]

এই পর্ব থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুমালী বলে উঠল কে কার সঙ্গে যাবে পরে স্থির করলেই হবে এখন ওকে ঘুমোতে দাও তুলসী। জীবনের বড় ধকল গিয়েছে সারা দিন।

জগদীশবাবুর গীতা

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ... ভারত-আত্মার বাণী ৩.০০

শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১.০০ কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ বাংলার ঋষি ৩.০০

বীরত্বে বাঙালী ১.৫০ বাংলার মনীষী ১.২৫

বিজ্ঞানে বাঙালী ৬.০০ বাংলার বিদুষী ২.০০

আচার্য জগদীশ ২.০০ রাজর্ষি রামমোহন ১.০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.০০ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.০০

জীবন গড়া ৭০ রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

[illegible]

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

[illegible] ৭.৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

এই বলে একরকম জোর করে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে তুলসীকে নিয়ে রূমসী ভিতরে চলে গেল।

সে রাত্রে ঘুম আসে না রূমসীর ঘুম আসে না তুলসীর ঘুম আসে না জীবনলালের।

রূমসীর ভালো লাগে না তুলসী আর জীবনের মধ্যে কথোপকথনের ভাবটা। অর্থাৎ কথোপকথনটা নয়, তার ভাবটা। কথাগুলো নিতান্তই লঘু, আর নির্দোষ কিন্তু তার ভাবটা কেমন যেন। সেগুলো যেন হৃদয়ের তপ্ত বালু, খোলায় ভাজা। সেই জন্যেই লঘু, নির্দোষ খই এর মতো।

সে ভাবে, হোক হাল্কা, হোক নির্দোষ, তবু ওরা পেয়েছে হৃদয়ের তাপের স্পর্শ, নইলে এমনভাবে অনায়াসে উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠতে পারতো কি। এই স্বল্পায়ত জীবনে অনেক রকম কথা সে শুনেছে, বলেওছে অনেক রকম কথা, তাদের অনেকগুলোই শিষ্ট সমাজে উচ্চার্য নয়। দেহ সম্বন্ধেও

তার কোন সংস্কার নাই, হয়তো কোন সংস্কার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি. এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে অনেকগুলো অপরিচিত পুরুষের কাছে জ্ঞান, অনাবৃত [illegible] দেখিয়েছিল স্বীকার করেছিল সুখের জন্যই সে গিয়ে [illegible] দের মহলে। সমস্তই সত্য। কিন্তু এই [illegible] হৃদয়ের [illegible] যুবক যুবতীর [illegible] অনির্বচনীয় বৈদ্যুত বিনিময় - এ [illegible] নতুন। আর নতুন [illegible] সে যেন এই মুহূর্তে প্রথম [illegible] তুলসী ও জীবন [illegible] সে [illegible] পাঁকের [illegible] সেই পাঁকের পঙ্কজ [illegible] পঙ্কজ [illegible] সংগ্রহ করে পাঁক থেকেই [illegible] অনেক উঁচুতে [illegible]

[illegible]

[illegible] ঝুঁকেছে [illegible]

[illegible] চলল, [illegible]
তোরি [illegible] নয়ন'
[illegible] হেতু [illegible]

পরক্ষণেই কোথায় অর্জুন কোথায় চিত্রাঙ্গদা, সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুলসী আর জীবন।

ফুলমালী ভাবে, আজ তার কি হল। কত

নরনারীর লীলাই [illegible] সে দেখেছে [illegible] আজ এমন হচ্ছে কেন [illegible] একলা [illegible] কিশোরী [illegible] অসহায় [illegible]

[illegible]

[illegible] দর্শক [illegible] ঝাপটা [illegible] তাদের প্রাসাদ পরিখা, কবর [illegible] বাগিচার [illegible] সেই কোড় [illegible] সেই [illegible] আকাঙ্ক্ষা প্রাণের বিনাশ অন্ধকারের সুযোগে

হ্যাডেনসা

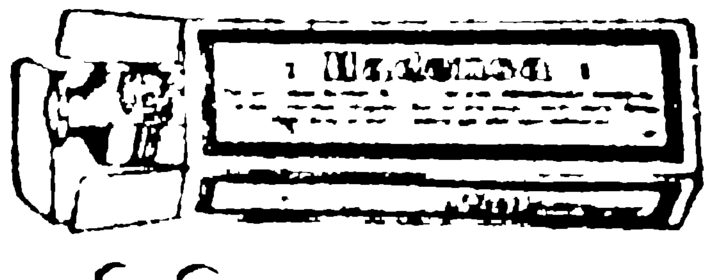

নিশ্চিতভাবে
আরও তাড়াতাড়ি
আরও নিরাপদে
অর্শ
সারিয়ে দেয়।

হ্যাডেনসা-তে কোন মাদকদ্রব্য নেই
এবং এতে কোন ব্যাণ্ডেজ লাগে না।

সহজ কিস্তিতে

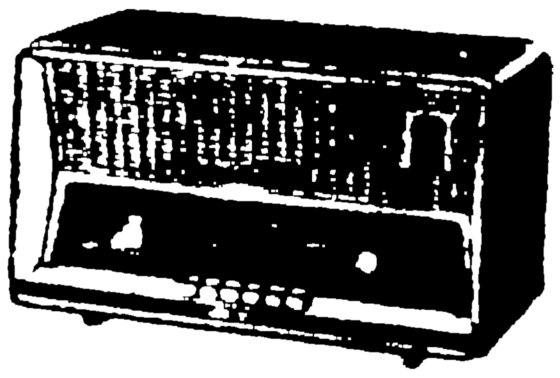

PHILIPS
ফিলিপস্
রেডিও ও
রেডিওগ্রামের সহিত
আপনার যে কোন
পুরাতন
রেডিও ও
রেডিওগ্রাম
উচিৎ মূল্যে
বদলাইয়া লউন।

জি, এস, ব্রাদার্স
২২৩, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-১৯
[illegible]
ফোন ৪৬-১৭৬০

প্রহরে প্রহরে নিঃশব্দিত হয়ে ওঠে। মহা-প্রান্তরব্যাপী একী নিদারুণ বার্তা। হঠাৎ তার মনে হল ইতিহাসের মস্ত একখানা জাহাজ যেন অতর্কিতে খানখান হয়ে গিয়েছে ব্রহ্মদরিয়ায়, আর সিন্ধু শকুনের উল্লাস কলরবের সঙ্গে মিশে গিয়ে উঠছে নিমজ্জমান শত শত যাত্রীর আর্ত অসহায় প্রার্থনা। কিন্তু তখনি আবার মনোযোগ ফিরে এল মনের মধ্যে সেখানে একী অপূর্ব অননুভূতপূর্ব আনন্দের অঙ্কুর। সে ভাবে, এই আনন্দ আর ঐ বার্তা এ কি বিচিত্র যোগাযোগ, এ যেন ভাঙা মন্দিরে চিরনবীন বিগ্রহ। সে ভাবে, কার্য তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কারণটা এমন করে ফাঁকি দিয়ে যায় কেন? তখন সে সিদ্ধান্ত করে, আর কিছুই নয়। ঐ পান্নার স্মৃতিই তুলসীদের ঘাটে এসে ভুবডুবি কাটছে [illegible] মাথা তুলবে। কিন্তু যদি সে মনস্তত্ত্বের প্রকৃত বিন্যাস জানতো, [illegible] কিম্বা অনেকদিন [illegible]। [illegible] তাকে প্রেমের নবীন [illegible] বিদায় নিয়েছে, এবারে [illegible] ঘাটে এসে পৌঁছতে চলল সে। [illegible] পান্নার মুখ স্মরণে চেষ্টা করে কিন্তু কেমন যেন সব ঝাপসা হয়ে যায়, [illegible] উপরে আর কার মুখের ছাপ পড়েছে [illegible] মিলে কেমন একটা মনোরম [illegible]। সে অবাক হয়ে যায়। ঐ তো পান্নার ঠোঁট কিন্তু ও কার চোখ। ঐ তো পান্নার [illegible] কিন্তু ও কার চিবুক। ঐ তো পান্নার হাসি কিন্তু ও কার লজ্জার সাড়া। আর ঐ তো পান্নার কণ্ঠস্বর, কিন্তু ও কার কথা। এই দুর্বহ রহস্যের কিনারা করতে অক্ষম হয়ে সে ভাবে, দূর হোকগে ছাই, প্রেমের পঙ্কান্ধারের চেয়ে লড়াই করা অনেক সহজ। এখানে এসেছে মিস এলবিয়নের খোঁজ নেবার জন্যে, খোঁজ নিয়ে কাল সকালেই ছাউনিতে ফিরে যাব। এই সিদ্ধান্ত করতেই তার ঘুম এসে যায়। সুপ্তি সিদ্ধান্তের সহচরী।

তুলসীও জেগে কাটাচ্ছে। তার মনের মধ্যে কোথা থেকে যেন এক ঝলক আলো এসে পড়েছে, ঝলমল করে উঠেছে সব। কোথা থেকে, কেন, কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। অনেকক্ষণ বিনিদ্র শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ করে অনুভব করেছে তার মনের মধ্যে যেন রঙীন কাঁথায় ফুল তোলা হচ্ছে। কার নিপুণ অদৃশ্য অঙ্গুলি সূক্ষ্ম সোনার সূঁচে আর সূক্ষ্ম সোনালী সুতো পরিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফুলের নকশা কাটছে। প্রথমে মনে হতে থাকে কিছুই নয়, নিরর্থক আঁকাজোক মাত্র, কিন্তু তারপরেই দেখতে দেখতে ফুটে ওঠে পদ্মফুল গোলাপ ফুল আরো কত কি ফুল [illegible] কেবল মনের গাছেই ফোটে [illegible] উপরেই ফুল তোলা হচ্ছে অথচ [illegible] আছে হাত না আছে ইচ্ছা-অনিচ্ছা। অসহায় নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র সে। কিন্তু সূঁচ যতই সূক্ষ্ম হোক সুতো যতই কোমল হোক ব্যথা না দিয়ে তো যায় না। ব্যথাও আছে [illegible] আছে এমন মিশ্র অনুভূতি কোন [illegible] যদি থাকে, [illegible] এ এক নূতন বেদনা, নূতন আনন্দ তার জীবনে। তুলসী ভাবে, ব্যথাটাই চলছিল একটানা তার জীবনে, হঠাৎ আনন্দ এলো কোন্ পথে? তার মনে পড়ে, স্বরূপরামের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকেই দুঃখের পথে সে পা বাড়িয়েছে। লালকেল্লা, ইমানী বেগমের কুঠি, বাদশার তাঞ্জাম প্রেরণ, অতর্কিত আক্রমণ, উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় পলায়ন, রুমালীর বাড়িতে আত্মগোপন, দুঃখের পদক্ষেপের আর অন্ত নাই। এই মাস দুয়েকের মধ্যে হু-হু করে বেড়ে গিয়েছে সে, অপ্রত্যাশিত জল-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন বেড়ে যায় পদ্মের নালটা। তবু তো পদ্ম মুখ জাগিয়ে রাখে জলের উপরে। অভিজ্ঞতাতেই বয়োবৃদ্ধি, পৃথিবীর আবর্তনে নয়। দু মাস আগেকার কিশোরী আজ যুবতী! চমকে ওঠে সে! তবে কি ঐ সুখময় বেদনার অনুভূতির সঙ্গে এই দুই মাসের অভিজ্ঞতার কোন যোগ আছে নাকি [illegible] থেকেই কি [illegible] হয়েছে এই [illegible] চিত্রিতপক্ষ প্রজাপতি [illegible] অভিজ্ঞতার [illegible] [illegible] সে [illegible] পড়ে, [illegible] পড়ে ঐ জীবনকে, [illegible] ঐ [illegible] [illegible] কথা চলছিল, [illegible] অপরিচিত [illegible] লোকটা [illegible] না। আবার [illegible] [illegible] তুলসী [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি করে [illegible] যাই। তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করবো। [illegible] কি করে [illegible]। তুলসী [illegible] জীবনের [illegible] হওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। আরও বলে কিনা [illegible] মতো দেখাবে। হাঁ, পুরুষবেশ পরবার প্রস্তাবটা তারই। কিন্তু ঐ উপমা দেওয়াটা কি অন্যায় নয়। বেয়াদব, বেয়াদব। আর বেকুবটাই বা কি কম। চট করে বলে ফেলল কিনা ছাইকে দেখাবে অর্জুনের মতো। মনে মনে হেসে ওঠে। অর্জুন! মস্ত বীর! তামাম হিন্দুস্থানে জোয়ানবুড়ো সবাই আজ লড়াই করছে, হয় কোম্পানীর পক্ষে, নয় বাদশার পক্ষে। আর অর্জুন কিনা লুকিয়ে এসেছে বাঁদীদের সঙ্গে দেখা করতে। অর্জুনের তো বাঁদী ছিল না।

(ক্রমশ)

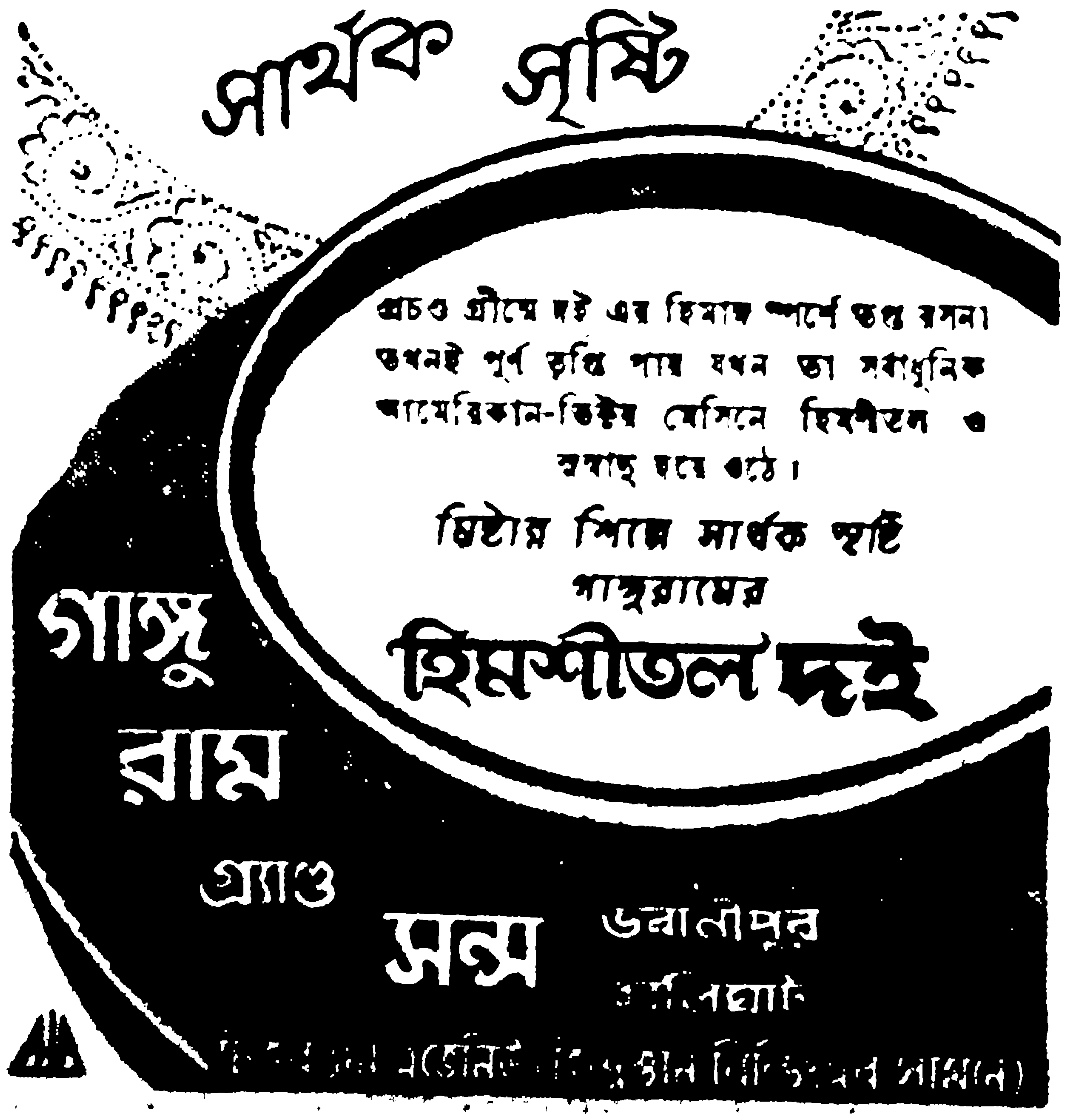

মনে করুন বাঙালী ছাত্রটির নাম বিলাস, কিংবা বিকাশ, কিংবা হয়ত কৈলাস। যে-কোন নামেই তাকে ডাকুন না কেন, তার সম্বন্ধে এই ঘটনাগুলির পরিবর্তন ঘটানো কিছুতেই আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না : বয়স—কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে; চেহারা—অন্যান্য বাঙালীদের মত; পোশাক—অন্যান্য ভারতীয়দের মত, অর্থাৎ দেশী স্যুট (পাজামার মত চওড়া ট্রাউজারস্, ফতুয়ার মত সরু আঁট জ্যাকেট। বাসি সার্ট (ময়লা কলার। মোটা জুতো (অরিজিনাল পালিশগুলো। বাড়ি—কলকাতা না মফস্বল বর্তমানে লণ্ডন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ারিং একাউনটেন্সী বা আইনের ছাত্র।

আরও মনে রাখুন অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মত [illegible] বিদেশিনী সম্পর্কে তার অনভিজ্ঞ [illegible] উপরন্তু [illegible]

[illegible] এক [illegible] বিলাস [illegible] পারে না। [illegible] সকলেই [illegible] পিটারের মরা দেহ। [illegible] পারে না বিলাস।

কয়েকদিন থেকে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে [illegible] মনে হয় যেন [illegible] অবিশ্বাস্য [illegible] যেন [illegible] সংবাদ।

[illegible] বিলাস [illegible] একটা ভুল করেছে সে সম্বন্ধে তার [illegible] সন্দেহই [illegible] এই [illegible] সে [illegible] সবাই জানে যে, [illegible] আসবে না। কিন্তু ফিরতে তাকে হবেই - সারা দেহে আর মনে এই অবসাদ এবং ক্লান্তি।

কোট না খুলেই শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দেয় বিলাস। সারা ঘরে একটা ভারগাক নিস্তব্ধতা। আধ অন্ধকার ঘরে শুধু তার টাইমপিস-এর একঘেয়েমি যান্ত্রিক শব্দ। এ আওয়াজ তার মনের সঙ্গী হতে পারে না।

বিলাস পাশ ফেরে বিশ্রী একটা আওয়াজ করে খাটটা চুপ করে যায়। সে আর নড়ে না। নড়লেই আবার আওয়াজ হবে। বিশ্রী আর তীব্র একটা আওয়াজ। লোহার খাটের পাশ দুটোকে আঁকড়ে ধরে তার মন অজস্র বিপুর্তিতে ভরে যায়। প্রতিটি ফাঁকা [illegible] হাত দিয়ে অসম্ভব করে বাঁচা [illegible] না। [illegible] আছে। তা সত্ত্বেও এই অনু-

কেন পিটারের মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কাপড়জামা ছেড়ে পাজামা গলিয়ে কম্বলের নীচে ওর শুয়ে পড়া উচিত কড়িকাঠের দিক না তাকিয়ে চোখ বুজে পাশ ফেরা উচিত, আর অনেক অনেকক্ষণ ধরে তার ঘুমনো উচিত।

আবার একটা বিশ্রী আওয়াজ। উঠে পড়ে বিলাস। [illegible] অনুরণন। [illegible] হয়ে যায় যসাড়। কোন রকমে ঘরের মাঝখানে ছোট টেবিলটার কাছে পৌঁছে এক হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ সে। তারপর অন্য হাতে নিজের ঘাড় আর গলা অনুভব করে। প্রায় একবছর আগে সোহো-র একটা ছোট্ট গলি দিয়ে মাঝরাতে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার অন্যদিকে একটা বেশ্যা, লম্বা লোককে দেখে বিলাস এমনিভাবে নিজের গলা আর ঘাড় অনুভব করেছিল একদিন।

পিটারকে সন্ধে বেলার সেটা দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যই কি পিটারের দেহ ওটা মাটির ছবটুকু নীচে? ঠাণ্ডা, স্থাবর, অনুভূতিহীন, অবশ একটা মানুষের মরা দেহ ওকি সত্যই পিটার, যে পিটার আর কোনদিনই কাঁদতে পারবে না?

এই ক্লান্তি এত অবসাদ।

ঘড়ির আওয়াজ আর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ। বন্ধহীন ও ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতা। পিটার মরে গেছে। এমন একটা সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনাকে মন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। একটা জীবন্ত আর প্রাণভরা মানুষ কি করে এমনভাবে নিঃশব্দে মিলিয়ে যেতে পারে আর এমন এক অনিশ্চিত বিলুপ্তির ছায়ায় গা ঢেকে মানুষ কি করেই বা বেঁচে থাকতে পারে সুখী হতে পারে? কি এর মানে? এই অর্থহীন অস্তিত্বের। লণ্ডন মহানগরীর রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে গত সাতদিন ধরে সে জীবন্ত ও চলন্ত মানুষগুলোর মুখে বহুবার দেখেছে সাদাটে আর সবুজে মৃত্যুর ছায়া। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সারা শরীর ও মন শিউরে উঠেছে এই কথা ভেবে যে এরা সবাই একদিন মরে যাবে। মৃত্যু একটা বিরাট ঠাণ্ডা, বাসিত দুরা—যে দুরা সে শিরায় শিরায় অনুভব করেছে বহুবার। বরফের থামের মত ঠাণ্ডা আর পেট ব্যথার মত অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক এই অনুভূতি থেকে সে কিছুতেই মুক্ত হতে পারে নি। বারবার এই করুণ অনুভূতি তাকে পাগল করে তুলেছে—নির্জনে, অন্যের উপস্থিতিতে, এবং বাড়ি-

দুইটি প্রামাণ্য অভিধান

অভিধান-সাহিত্যে উল্লেখ্য সংযোজন

SAMSAD
ANGLO-BENGALI DICTIONARY

শ্রী[illegible] বিশ্বাস এম.এ. সঙ্কলিত ও ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ.ডি. সংশোধিত। অভিধানটির বৈশিষ্ট্য : যথাযোগ্য বিচারসহ [illegible] ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ, প্রাধান্য ও প্রচলন অনুযায়ী শব্দার্থবিন্যাস ও শব্দসঙ্কেত, শব্দপ্রয়োগের উদাহরণ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সংযোজন। ১৬৫২ পৃষ্ঠা। [১২.৫০ [illegible]]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

পরিবর্ধিত ও সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম.এ. সঙ্কলিত ও ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম.এ., পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি. সংশোধিত। ৪০ হাজারের অধিক শব্দসংখ্যা ও [illegible] বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টির অর্থবিন্যাস, শব্দের পদপরিচয়, [illegible] ব্যুৎপত্তি ও পরিভাষা সমন্বিত। [illegible] পৃষ্ঠা। [[illegible]]

[illegible]

কলিকাতা-৯

[illegible] কিন্তু এই [illegible] অনুভূতি আরও [illegible] রূপে দেখা দিয়েছে, কখনই যে [illegible] এই ঘরে। তাই সে ঘর [illegible] সম্ভব বাইরে বাইরেই কাটিয়েছে। [illegible] ও [illegible] খাওয়া সে পেয়েছে এক [illegible]। জীবনের সব কর্ম-

[illegible] বা অর্থহীন; এক মুহূর্তে রেলের [illegible] পালানের মতই কাজ। জীবনের এই চরম সমাপ্তিকে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে, দু'হাত দিয়ে দূরে, এই পরম পরিতৃপ্তির জন্যে প্রতীক্ষণ থেকে পরিপূর্ণ আনন্দে ও আবিলতায় মধ্যে দিন কাটানো শুধুমাত্র এক ইডিয়ট্-এর পক্ষেই

[illegible] না করেছে তার [illegible] সমাপ্তি। এরই মোহময় মৃত্যু থেকে [illegible] চেষ্টা শুধু অসম্ভবই নয়, অবাঞ্ছিত। জীবনকে সে কোনদিনও আর [illegible] পারবে না, কোনদিনও আর বাঁচার আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারবে না। শুধু-

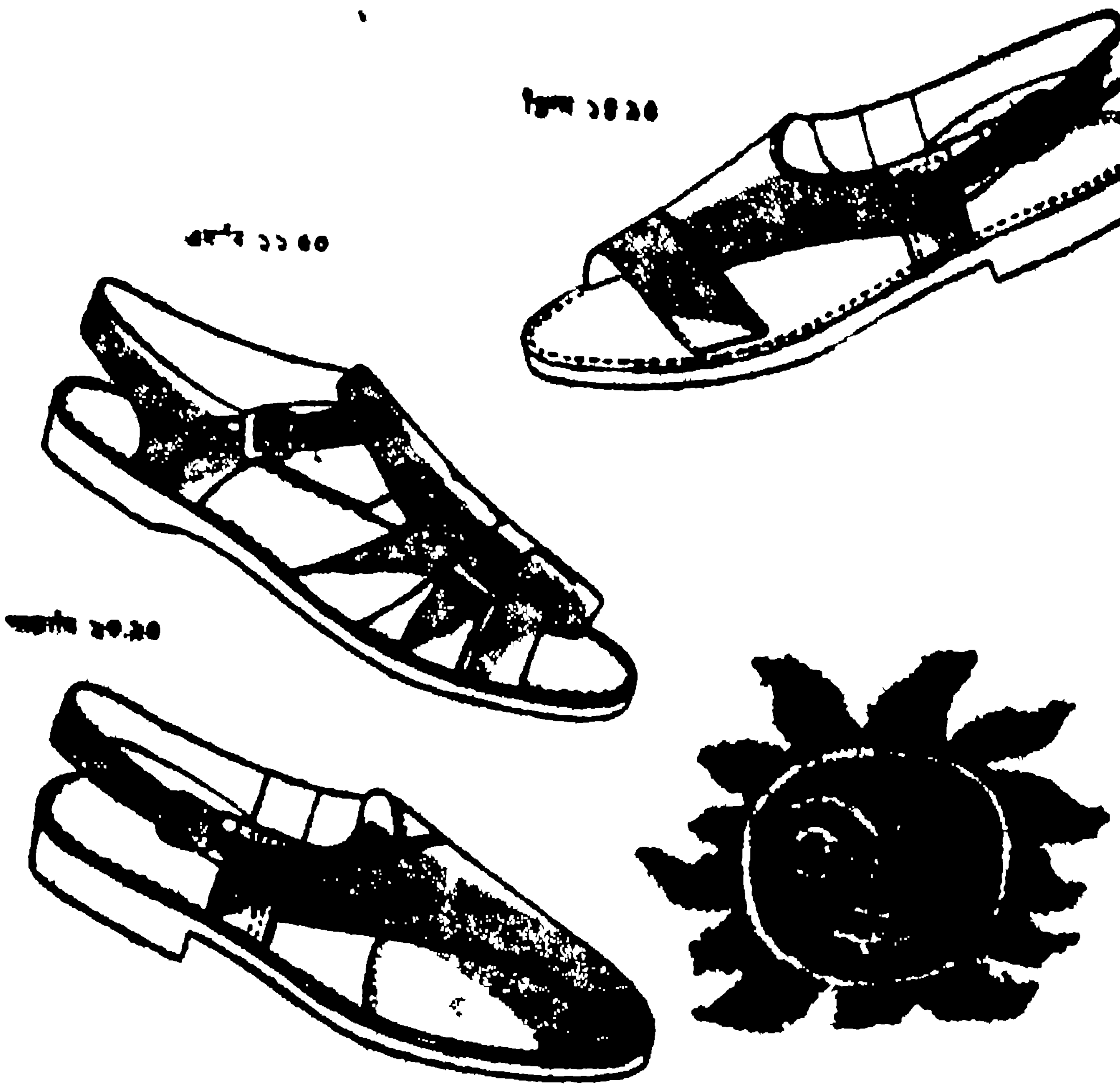

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল

[illegible]

Bata

...দি অয়সে তার জীবনে, তা নিঃশেষে জমে এসে যাবে মৃত্যুর ঠাণ্ডা কনকনে হাতছানিতে। শৈশব ও কৈশোরের উপান্তকালের কয়েকটি মুক্তোর মতো চকচকে দিনগুলোর স্মৃতি ছাড়া তার যেন এখন আর কিছুই সম্বল নেই, কিছুই সম্বল থাকবে না।

কিন্তু ঘুম কোথায়?

গাঢ় স্তব্ধতা যেন ঢেউ-এর মতো ভেসে ভেসে বেড়ায় সারা ঘরটায়। এক দেয়াল থেকে ধাক্কা মেরে ফিরে যায় অন্য দেয়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের সারা শরীরে বুলিয়ে দেয় একটুকরো বরফের কনকনে ছোঁয়া। এই গাঢ় নিস্তব্ধতা জন্ম নিয়েছে শুধুমাত্র এই ঘরটাতেই। বাইরের মৌনতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, নেই কোন সংযোগ।

বিলাসের মনে হয়, সে যেন মাটির ছ'ফুট নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এপাশে, ওপাশে মাথার ওপরে পায়ের নীচে শুধু বরফ আর বরফ।

সারা দেহ কেঁপে ওঠে বিলাসের। এই কাঁপুনি সে বহুবার অনুভব করেছে। দিনের কর্মব্যস্ততায়, রাত্রির স্বপ্নে। বহুবার মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে সে বিছানায় উঠে বসেছে। সারা শরীর শিউরে উঠেছে স্বপ্নের কথা ভেবে। স্বপ্ন দেখেছে একগাদা বরফের মানুষ তার ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। টেবিলের পাশে, বুককেসের ধারে, কর্নার ল্যাম্পশেড আর দেয়ালের ফাকটায়, টেবিলের ওপর, ঘরের চারটে কোণে—শুধু চাপচাপ-বাঁধা তুষারের মানুষ, স্যান্টাক্লসের মত। সকলেই ওর দিকে চেয়ে আছে। শুধু চেয়ে আছে। ঠাণ্ডা আর কনকনে সব চাউনি।। বিলাসের সারা দেহটা হিমে নীল হয়ে গেছে। সে উঠে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ল্যান্ডিং-এ চটি আর ড্রেসিং-গাউন না পরেই। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামতে আরম্ভ করেছে শুধু পাজামায়। টাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়েছে। তার-পর ঘুম ভেঙে গেছে।

কিন্তু এখন ঘুম কোথায়?

সমস্ত আত্মসংযমকে জড়ো করে বিলাস তাকায় ঘড়িটার দিকে। ... জমাট অন্ধকার: ঘড়ি আছে, কিন্তু কাটা নেই। কাটাহীন ঘড়িটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে হাতটা আস্তে আস্তে কানের কাছে এনে ঘড়ির আওয়াজটা শোনবার চেষ্টা করে বিলাস। খপ খপ খপ। বিলাস চমকে ওঠে, কার যেন পায়ের আওয়াজ। কাঠের মেঝের ওপর দ্রুত আর ধারালো পদধ্বনি। ... জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ... সাহসও তার যেন হঠাৎ হারিয়ে ...—নিজের পায়ের আওয়াজ শোনায় ভয়ে। ... মানসিক প্রতিচ্ছবি ... ওঠে। ...

...সে যায় থেকে। দরজাটা খোলাই থাকে পেছনে। হাঁটিতে শুরু করে ল্যান্ডিং-এ, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

সিঁড়ির গোড়ায় কিসের যেন একটা ছায়া। না, ছায়া নয়। মূর্তি। একটা মানুষের মূর্তি। একটা জীবন্ত মানুষ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসছে। মাথায় একগাদা চুল। হ্যাঁ, মানুষ। মেয়েমানুষ।

"হ্যালো, বিল্!"

কে যেন এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে দেয় বিলাসের মুখের ওপর। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সে মেয়েটার দিকে। মুখটা যেন কোথায় দেখেছে আগে। লম্বা চুল খড়ের রং-এর মত। কপালের ওপর ছোট্ট একটু ফ্রিঞ্জ। চোখ দুটো দেখতে দেখতে তার মনে হয় মাথার ভেতর আওয়াজটা যেন হনকা খেয়ে থেমে গেছে মেয়েটার গলার আওয়াজ শুনে। চিনতে পারে মেয়েটাকে সে। সোনিয়া পাশের ঘরে থাকে।

"হ্যালো সোনিয়া!" বিলাসের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে মরা একটা স্বর, যে স্বরকে কাটা যায় একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে।

"আজকে বুঝি সমাধি হল?" সোনিয়া একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। বিলাস ঘাড় নাড়ে।

"আমি সত্যই খুব দুঃখিত।" সোনিয়া আবার বলে।

বিলাস ভেবে পায় না কি বলবে। কয়েক-দিন আগেও হয়ত সে অনেক কিছুই বলতে পারত। কথার উত্তরে উপযুক্ত কথা বলতে তার কোনকালেই অসুবিধে হয়নি। প্রায় দশদিন আগে এমনিভাবে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা অনেক বিষয়ে অনেক কথাই বলেছিল।

বিলাস কিছু বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে মেয়েটার মুখের দিকে।

"কোথাও যাচ্ছো নাকি?" সোনিয়া জিজ্ঞেস করে।

বিলাসের খেয়াল হয়, বলে "বাইরে যাচ্ছি।"

"এত রাতে?"

বিলাস উত্তর দিতে পারে না। সোনিয়া তার একটা হাত ধরে একধাপ সিঁড়ি উঠে বলে—"চলো আমার ঘরে। এক কাপ কফি কিংবা একটু ওয়াইন খেলে নিশ্চয়ই একটু মনস্থির হবে। এত রাতে শুধু শুধু রাস্তায় ঘোরা ভালো না—বিশেষত বিদেশী ছাত্রের পক্ষে। প্লীজ পিছু মেরো।"

বিলাস কোন উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। তারা একসাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে সোনিয়া বলে—"ঘরের অবস্থা দেখে যেন হেসো না। ... পাই না পরিষ্কার করতে। ... খুশি।"

... খুলে ... একটা ... টুল টেনে ...

বিলাস বসে পড়ে ...। সোনিয়া আর একটা টুল টেনে বসে পড়ে বিলাসের মুখোমুখি।

"কোটটা খুলছো না কেন?" সোনিয়া জিজ্ঞেস করে।

বিলাস কোট খুলে সোনিয়ার হাতে দেয়। সোনিয়া ওটা ঝুলিয়ে আলমারি থেকে একটা বোতল আর দুটো গেলাস মেঝের ওপর রেখে আবার টুলে বসে পড়ে। বোতলটা এক হাতে তুলে অন্য হাতে ছিপি খুলতে খুলতে বলে—"লাক্রিমা ক্রিস্টি—দি টিয়ারস্ অফ্ ক্রাইস্ট!"

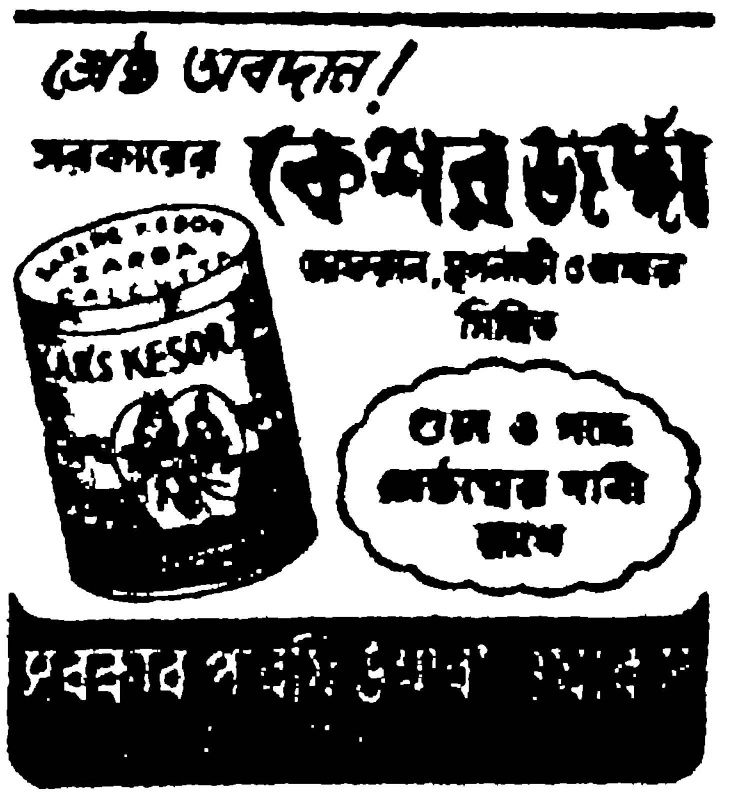

...নাক ঘাড় নাড়ে। সোনিয়া গেলাস দুটো ...ক ভর্তি করে একটা গেলাস নিতাইয়ের হাতে দেয়। তারপর বলে- "চিয়ার্স।"

"চিয়ার্স"। ওরা গেলাসে চুমুক দেয়।

"ছুটিতে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?" সোনিয়া প্রশ্ন করে।

"না।"

"কি করে এতগুলো দিন কাটালে?"

"কিছু না করে।"

সোনিয়া হেসে ওঠে বলে "রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে না?"

"না। রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি কাফে... ...কফি খেয়েছি... ...মাঠে শুয়ে থেকেছি, বন্ধুদের সংগে তর্ক করেছি, বাগানে পড়েছি এই পড়েছি, আর ঘুমিয়েছি।"

"সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট, ব্যালে দেখনি?"

"না। সমালোচনা পড়েছি।"

"কেন?"

"পয়সা ছিল না।"

সারাদিন সুরভিমণ্ডিত ও সতেজ রাখবে...

ওটিন

ট্যালকাম পাউডার

(সাধারণ ও ল্যাভেন্ডার সুবাসিত)

এই রেশম-কোমল পাউডারের স্পর্শ আপনার ভালো লাগবে। স্নানের পরে মাখলে শরীরটি ঝরঝরে মনে হবে—দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টি গন্ধ মন আনন্দে মাতিয়ে রাখবে।

ওটিন ট্যালকাম পাউডার মেখে এই ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে বাঁচুন—এতে সারাদিন আপনাকে সতেজ দেখাবে, আপনার মেজাজ স্বচ্ছন্দ মনে হবে।

ওটিন প্রসাধন সামগ্রী—প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে সুপরিচিত

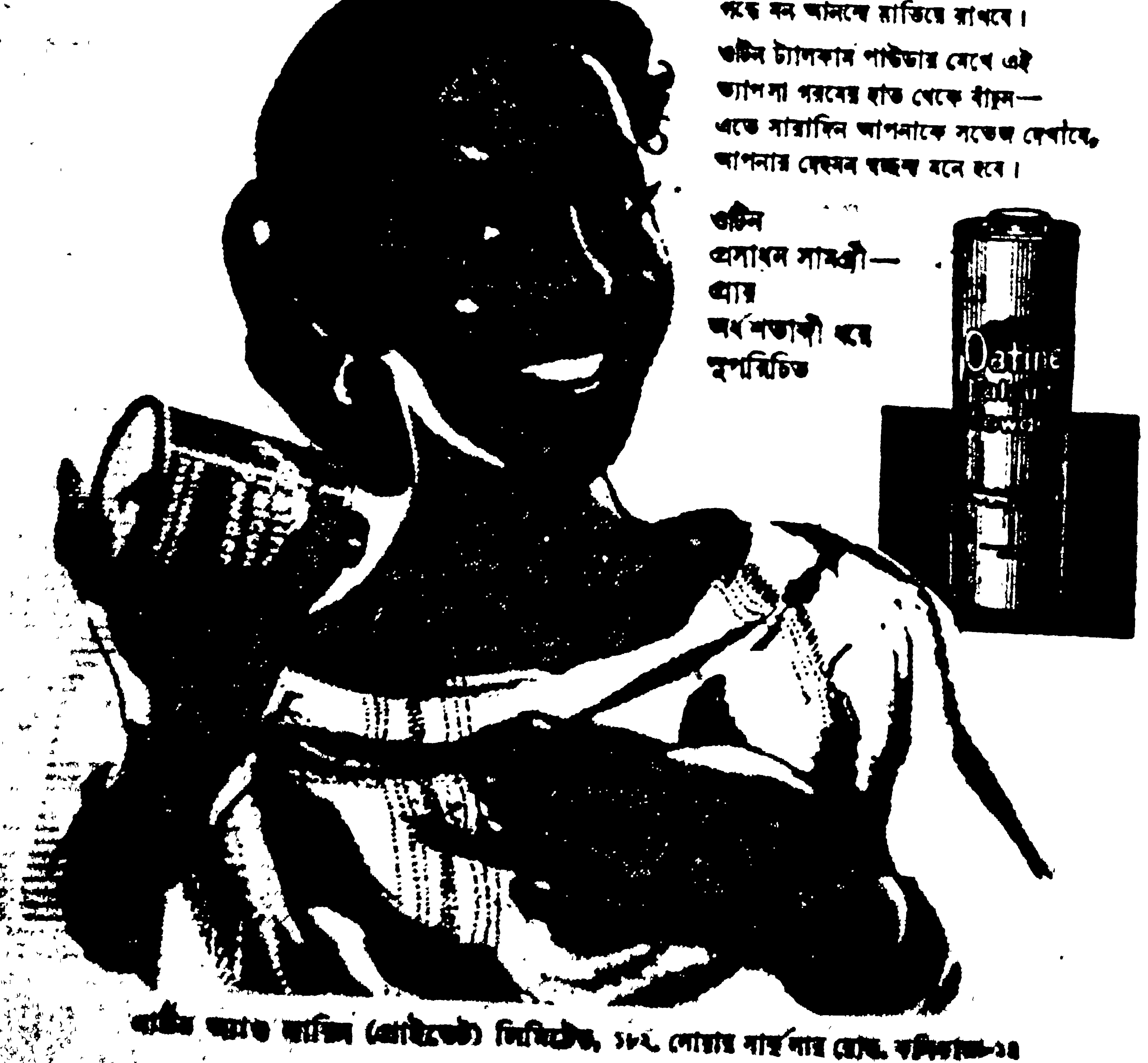

ওটিন অ্যান্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

সোনিয়া বলে—"ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী আর জার্মানী ঘুরে এলাম হিচ্‌হাইক করে।" [illegible] বলতে শুরু করে [illegible] [illegible] ঘুরেছে অনেক। [illegible] মনে হল। সে আর [illegible] ঠিক করে [illegible] পরের বছর দুজনে মিলে কণ্টিনেণ্ট ঘুরে আসবে। ঠিক এই মুহূর্তে তার মনে হয় ইউরোপ যেন কত দূরে। সোনিয়া হঠাৎ উঠে পড়ে রেডিওটা খুলে বিলাসের কাছে এসে বলে—"এসো নাচি।" বিলাস উঠে পড়ে গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে, সোনিয়াকে ধরে আলগোছে। সোনিয়া একেবারে মিশিয়ে দেয় নিজের দেহটা বিলাসের দেহের সঙ্গে। তারা নাচতে থাকে। সোনিয়া গালটা ঠেকায় বিলাসের গালে। বিলাসের ইচ্ছে হয় গালটা সরিয়ে নিতে। পারে না। সোনিয়ার চুলে আর দেহে এক অদ্ভুত সুগন্ধ। বিলাসের মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। একটু জোরে সোনিয়াকে চেপে ধরে সে। [illegible]

হঠাৎ বিলাস [illegible]

[illegible] মারা গেছে। তুমি মরে যাবে, আমিও মরে

যাবো। [illegible] ভোলাতে আমাকে পারবে না প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে মরে যাওয়ার অস্বস্তিকর বেদনাকে।

"আমার ঘরে।" বরফ গলে গেছে। আগুন নিবে গেছে। এখন শুধু ছাই আর ছাই।

সোনিয়া এগিয়ে আসে বিলাসের কাছে।

জাতীয় প্রস্তুতির জন্য চাই
শৃঙ্খলা, আত্মোৎসর্গ
এবং দৃঢ় সংকল্প

[illegible] কি হবে এখন [illegible] খাটের ওপর [illegible] রয়েছে [illegible] আসবে [illegible]

[illegible] সোনিয়া, জানি না।" বিলাস [illegible]

[illegible] ঘরে গেলে এখন [illegible] আসবে না।"

সোনিয়া তাকে টানে। বিলাস এগিয়ে যায়। [illegible] পড়ে খাটের ওপর। সোনিয়া [illegible] সন্ধ্যাবেলা জাপানী ছবিটা দেখতে যাবে [illegible]

[illegible] বিলাস বলে ভদ্রতার মাথা খেয়ে।

কেন

[illegible]

[illegible] পয়সা [illegible]"

[illegible]"

[illegible] বলে—আমার [illegible] আমার [illegible] ইচ্ছে নেই।"

[illegible] অভ্যাস।"

[illegible] খুব জোরে। [illegible] আইডিয়া নিয়ে [illegible] কি না তাই [illegible]

বিলাস উত্তর দেয় না। সোনিয়া ওর কাঁধে হাত [illegible] বলে—"বিলু, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় না?"

বিলাস তার হাতটা ধরে বলে—"হ্যাঁ, সোনিয়া হয় খুবই হয়।"

তারপর সোনিয়া উঠে পড়ে, নিবিয়ে দেয় আলোটা। ঘরটা ভরে যায় গ্যাসের আগুনে। একটা যুবক ও একটি যুবতীর দেহেও জ্বলে ওঠে চিরন্তন আগুন।

ভোরের আলো পর্দার ফাঁকে ফাঁকে।

[illegible] ঝাঁকুনি দিয়ে [illegible] একসঙ্গে।

"চলো একটু ঘুরে আসি রাস্তায় রাস্তায়।" বিলাস বলে।

"আমি তোমাকে এখনই এ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।" সোনিয়া বলে হাসিভরা মুখে। ওর মুখটা কি সুন্দর। সোনালী চুলে আর নীল চোখে কত না হাসি। সারা দেহে কত না সঙ্গীত।

ওরা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। হাঁটতে শুরু করে হাত ধরাধরি করে। ফাঁকা রাস্তা, লালচে আকাশ ফাঁকে [illegible] কুয়াশা পাতলা বাতাস, [illegible] — বিলাসের [illegible] যেন মঙ্গল-গ্রহের [illegible]

তিন বছর কি পাঁচ বছর পরে পাশ বা ফেল করে বাড়ি ফেরবার পর বিলাস বিকাশ বা কৈলাসের মুখে এ গল্পটা আপনি হয়ত আবার শুনতে পারেন। কিন্তু তখন সোনিয়া নামটির বদলে আপনি হয়ত শুনবেন অন্য কয়েকটি নাম [illegible] আনা, মেরী বা [illegible]।

মিহিরকুমার গুপ্ত

হানিয়া কোষবৃদ্ধি **হাইড্রোসিল**

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। [illegible] ১০, হাওড়া। ফোনঃ ৬৭-২৫৫৫।

Distributor for West Bengal
M/S P. H. HIRA & CO.
P 42, Mission Row Extension
Calcutta-13.

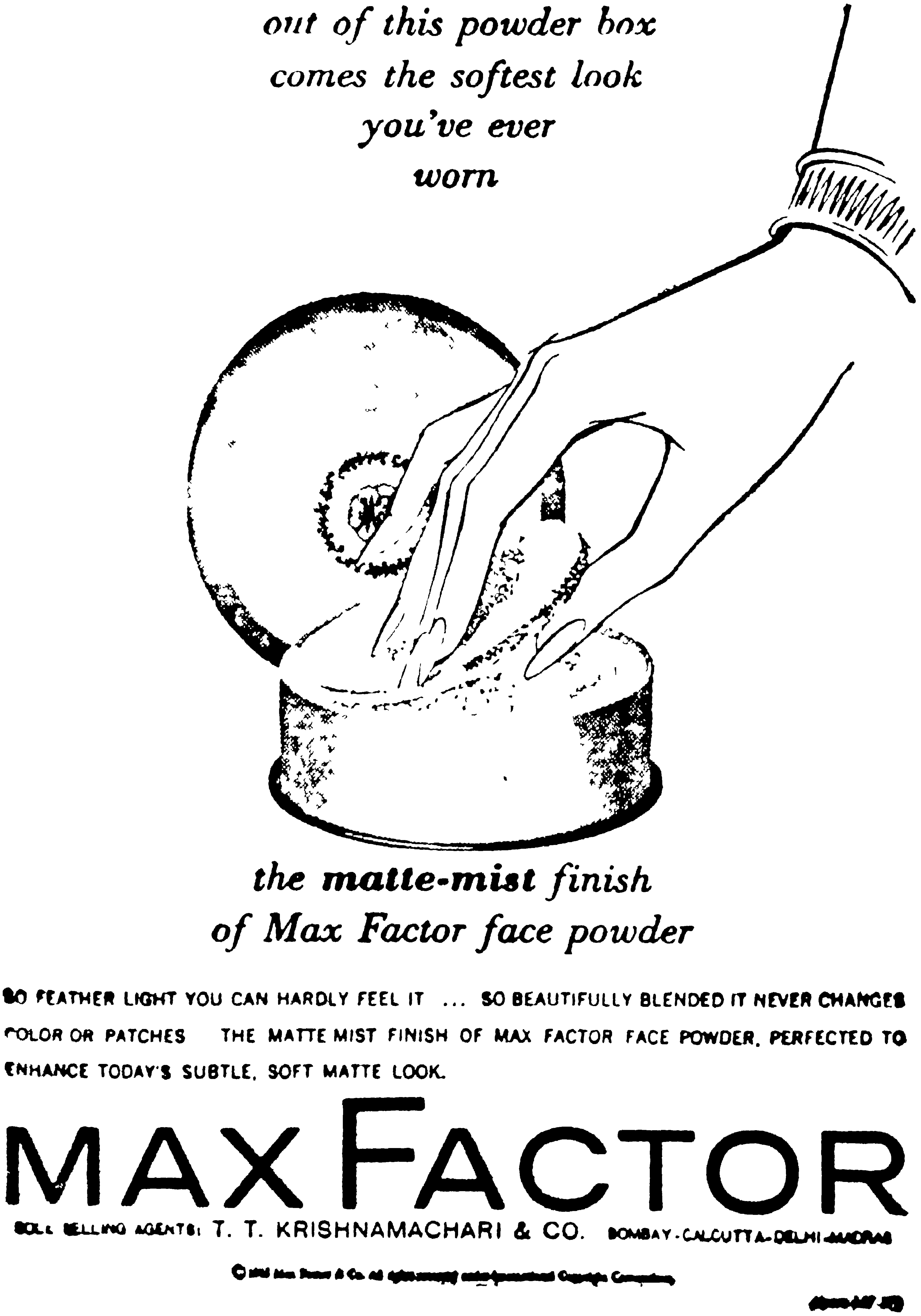
out of this powder box
comes the softest look
you've ever
worn
the matte-mist finish
of Max Factor face powder
SO FEATHER LIGHT YOU CAN HARDLY FEEL IT ... SO BEAUTIFULLY BLENDED IT NEVER CHANGES COLOR OR PATCHES THE MATTE MIST FINISH OF MAX FACTOR FACE POWDER, PERFECTED TO ENHANCE TODAY'S SUBTLE, SOFT MATTE LOOK.
MAX FACTOR
SOLE SELLING AGENTS: T. T. KRISHNAMACHARI & CO. BOMBAY·CALCUTTA·DELHI·MADRAS

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ বিয়াল্লিশ ॥

আছি নরাধম পাপী মানুষ—[illegible] পাঁচটা ধর্মের কথা। থাকতালে কিছু [illegible] হয়ে যাক, পাপের [illegible]।

[illegible]

[illegible]

মুকুন্দ মাস্টার [illegible] ছুটিতে বাড়ি এসেছে। [illegible] মাসে [illegible] সময় এসেছিল, আর এখন এই [illegible] শেষে। কলমের গাছে নতুন আম ফলেছে। তাছাড়াও বুড়ো বাপ কবে আছে কবে নেই —এমনিতরো অবস্থা। পাপী বাপ হলেও

[illegible] হয়। [illegible] কালাচাঁদ হয়ে কান পেতেছে। [illegible] বলেছেন আজকের দিনে— [illegible] ছোড়দা, সুভদ্রা বউটির [illegible] দিয়েছে জানলার পাশে [illegible] মাঝখানটায় [illegible] ভাঙুল ঘটনা, [illegible] বসে যায় [illegible] সত্যি মিথ্যে জানা [illegible] ফিসফিসানির একটি কাঁপন ও [illegible] পড়তে দেবে না।

[illegible] সুভদ্রা কাপড় ছাড়ল [illegible] দিল [illegible]

গিয়ে পাটির জলে মুখ-হাতপা ধুয়ে [illegible] একবার। একটি কথা নেই। অন্যদিন একলা শোয়, আজকেও যেন ঠিক তেমনি— ঘরে দ্বিতীয় মানুষ আছে বোঝবার উপায় নেই। [illegible] বউ মান করেছে, তা ছোড়দা তুমিই বলো না গো। মানভঞ্জনের একটা-দুটো মধুর [illegible] সেই মানুষই বটে! দুই বোবার [illegible] হয়েছে বেশ। ক'দিন ধরে খুব [illegible]—ছিনেজোঁক বেরিয়েছে। [illegible] লেগেছে ঠিক কি! [illegible]

[illegible] ওঠে। কথা ফুটেছে [illegible] না করে সুভদ্রা বলে [illegible] ইস্কুলের ঐ পোড় [illegible] করে তুমি?

[illegible] পর যুবতী নারীর প্রথম [illegible] ইস্কুলের মুখে [illegible] এসো।

[illegible]

[illegible] পাঁচও।

[illegible] লাগে না। যদি [illegible] ইস্কুলের কাজেই।

[illegible] দিয়ে [illegible] এসো।

[illegible] মতন অসঙ্কোচ [illegible] অবিকল এই

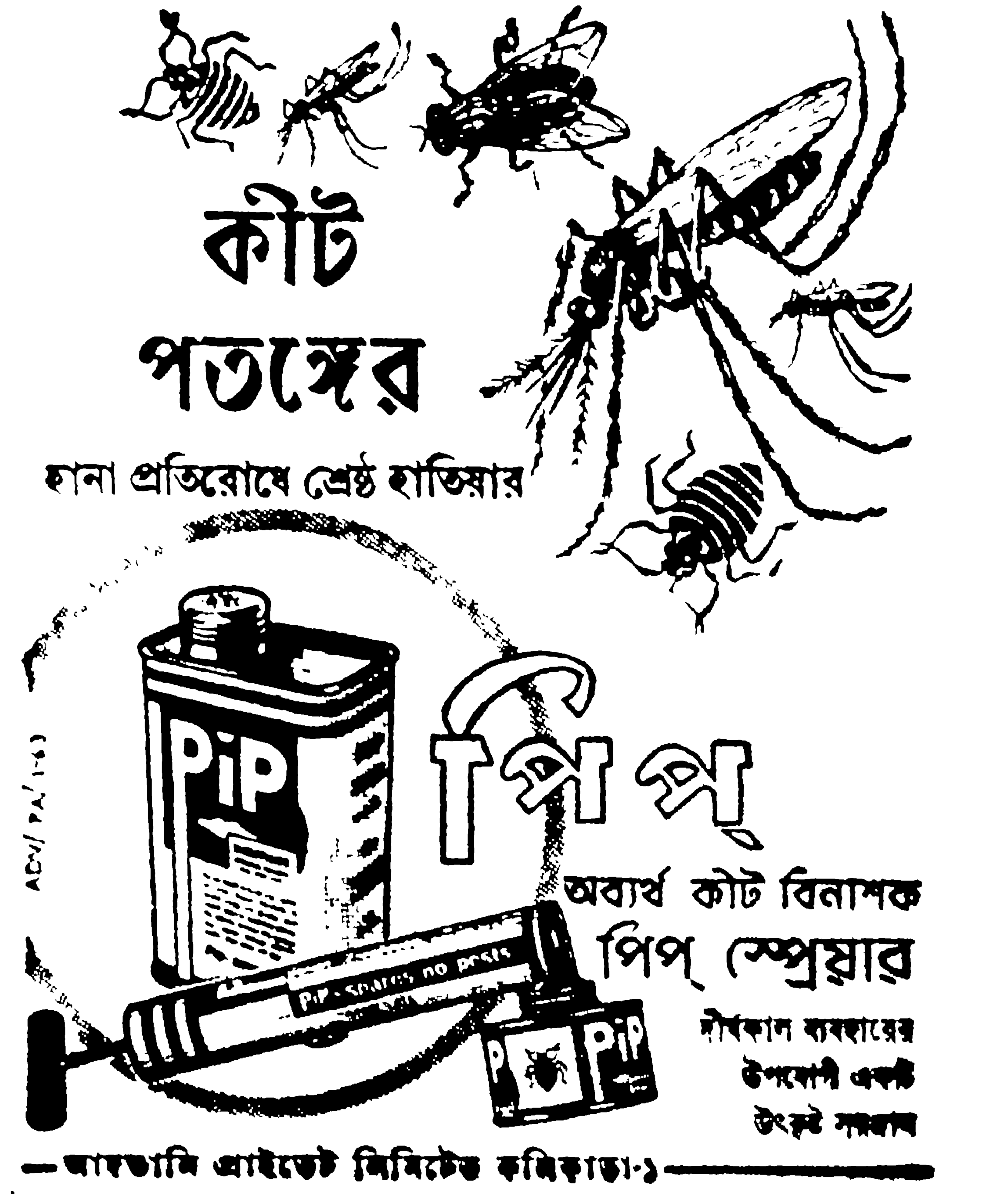

কথা—দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যাপারে অন্তত শ্বশুরে বউয়ে মতদ্বৈধ নেই। ছেলে ইস্কুলে পাঠিয়ে ভুল করেছে, পচা শতকণ্ঠে স্বীকার করে। উপায় থাকলে পেটের বিদ্যা উগরে বের করে দিত। সুভদ্রাও সেই কাজে পরমানন্দে যোগ দিত শ্বশুরের সঙ্গে।

বেচারি মুকুন্দর দশা দেখে সাহেবও এখন চান্দের সঙ্গে একমত। লেখাপড়া অতি পাজি জিনিস—মানুষের ভিতরে পদার্থ রাখে না। মিনমিনে মেনিবিড়াল করে দেয়। মুরারি লেখাপড়ার ধার ধারে না, সে কারণে পুরুষসিংহ হয়ে বিচরণ করে। পান থেকে চুন খসুক তো একটুখানি, হুঙ্কারে বাড়ি সচকিত করবে। স্বামীর আতঙ্কে বড়বউ থরথরি কম্পমান। কম্পনের রীতিমতো হেতু আছে—এতগুলো সন্তানের জননী এবং বাড়ির গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও মুরারি সর্বসমক্ষে পায়ের চটি খুলে পটাপট ঘা বসিয়ে দেয়, দৃকপাত করে না। আর সেই মুরারির সহোদরভাই মুকুন্দ আকৈশোর চোখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেও বউয়ের পাশে যেন ফৌজদারি মামলার আসামি।

সুভদ্রা গর্জন করছে : ঝাড়ু মারি তোমার বিদ্যের মুখে। বটঠাকুরের কী লেখাপড়া, কিন্তু তোমার মতন বিদ্বান ভাইকে শতেক বার বেচতে পারেন কিনতে পারেন। জাঁক করে গলা ফাটিয়ে বলেনও তাই—

গলা ভিজে আসে পরক্ষণে। গর্জনের পর বৃষ্টি নামে বুঝি। বলে, বলাবলির কি, কাজেও তো তাই। আমাদের অংশের জমাজমি নিলামে তুলে কিনে নিয়েছে। কে দেখছে! এর পরে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করা ভাগ্যে আছে আমার।

মুকুন্দ আগের কথাটার জবাব দিল এতক্ষণে : দাদার মাইনে কত জান? আমার অর্ধেকেরও কম। দশ টাকা।

হোক দশ টাকা। দু হাত ভরে রমারম

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে কালজানা-ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়। শিশুর হাড়, দুধে দুধে দাঁত গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়। ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম কালজানা-ডি খেয়েছেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত কালজানা-ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। কালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

কালজানা-ডি

ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম

সন্তানসম্ভবা মা, সন্তানবতী মা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্যে

খরচ করে যাচ্ছেন, দশজনে কত মান্যগণ্য করে।

মুকুন্দ বলে যাচ্ছে, সেই মাইনেও মাসে মাসে নয়—চৈত্র মাসে সালতামামির সময় একেবারে বারো-দশকে এক'শ বিশ টাকা নিয়ে নেন। খুচরো খুচরো নিজেই নিতে চান না।

সুভদ্রা বলে, জমে থাকে। এক সঙ্গে ভারী হলে কাজে লাগানো যায়। কী দরকার, মাইনে ছাড়াও কত রকমের রোজগার। তোমার মতন নয় যে গোণা-গুণতি পঁচিশের উপর একখানা সিকিও নয়। তা-ও তো শুনি পুরোপুরির দেয় না।

মুকুন্দ বলে সে রোজগার হল চুরির। কিন্তু হয়েছে কি বল তো চুরির কাজে তোমার যে বড় ঘৃণা!

সে ঘৃণা এখনো। ওকে চুরি বলে না উপরি। কেউ তার জন্য চোর বলে না।

ঘৃণা চুরির উপর নয় তার চোর নামটার উপর

এই কথায় সুভদ্রা ক্ষেপে গেল : শ্বশুরে গুরুজন পায়ে মাথা রেখে শতেকবার প্রণাম করি। তবু সিঁধেল চোর ছাড়া কিছু নয়। তার বেটা হয়ে তোমার এত শুচিবাই কেন জিজ্ঞাসা করি। বাপঠাকুরের একটা নখের যোগ্যতা তোমার নেই মুখের শুধু বড় বড় বুকনি।

কণ্ঠ কান্নায় ভারি হয়ে আসে : সর্ডাগিনি দশকে মটমট করে, ঈর্ষাসুখে মরছে—হবে না কেন ছেলেপুলের জামা জুতো এক থাকতে আর কিনে দেয়। ঘরের দুধ আছে, তার উপর নগদ পয়সায় আলাদা দুধ যোগান করছে। বার্লিনের গুণগুণ গিলিয়ে এমন করেছে, কোন বাচ্চার পেটের অসুখ ছাড়ে না।

আমাদের যা ই হোক সে ভাবনা নেই। দেখা দেবী দু জনা—খরচটা কিসের!

কথা কটি মুকুন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—আর যাবে কোথা? আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে : ঐ বুকেই তো ছেলেপুলে এলো না। তারা দেবতা আকাশের উপর থেকে দেখতে পায়। আমার কোলে আসবে কি না খেয়ে শুকিয়ে পাকাটি হয়ে মরে যেতে?

রণ-দুন্দুভি। এর পরে আর না জমে যায় কোথায়? দ্বৈরথ সমরের কথা পুঁথি-পুরাণে শোনা যায়, সে বোধহয় এই বস্তু। সে এমন কাঠের পুতুলেরও বুঝি নড়ে-চড়ে উঠতে হয়। বিদ্যা-শিক্ষা সত্ত্বেও মুকুন্দ একেবারে পুতুল নয়। অসহ্য হয়ে এক সময় তড়াক করে উঠে পড়ল। দরজা খুলেছে।

সুভদ্রা হুংকার দিল : যাচ্ছ কোথা শুনি?

চৌকিদারে কি গোয়ালে—কোনখানে ঠাঁই হয় দেখি। বিস্তর পথ হেঁটে এসেছি, কষ্ট হয়েছে, না ঘুমোলে মারা পড়ব।

খিল-ছিটকিনি খুলে মুকুন্দ কবাট টেনে দেখে, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

সুভদ্রা বলে, ধাক্কাধাক্কি করে কেলেঙ্কারি বাড়িও না। যথেষ্ট হয়েছে, শুয়ে পড়ো এসে।

কেলেঙ্কারির ভয়েই বোধহয় সুভদ্রার গলা অনেকখানি খাদে নেমে এসেছে। বলে, রাগের পুরুষ অনেক রাগ দেখিয়েছ, শোও দিকি এবার।

দরজায় শিকল দিয়ে গেছে—আবার কে, সাহেব ছাড়া? লড়াই কতক্ষণ চলে ঠিক-ঠিকানা নেই শিকল দিয়ে ইতিমধ্যে সে নিজের বেরিয়েছে। থাকুক এক খাঁচায় বন্দী হয়ে। লড়াইটা একতরফা, এই বড় ভরসা। সুভদ্রা যতই হোক দুর্বলা নারী খুব বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে না। দুয়ারে এসে দেখবে আবার সাহেব

বাত দুপুরে শিয়াল ডেকে গেল সেই সময় সাহেব পুনশ্চ মানকচুবনে। বরুই ... মুকুন্দর গলা প্রথম ... : ... হয়ো না ... । ধর্ম-... সুনিশ্চিত

সুভদ্রা বলে, আছি তো তাই। পেটে

ধর্ম চোখে দেখে কই? কপালে না থাকলে ডিম! বয়স চলে যায়, সাধআহ্লাদের পেলাম না কিছু জীবনে।

মুকুন্দ প্রবোধ দেয় : পাবে। সৎকর্মের ফল মিলবেই। এ জীবনে না হল তো পরজন্মে—

সুভদ্রা-বউ ক্ষেপে গিয়ে বলে, আমি পরজন্ম মানি নে—

মুকুন্দ বলে, নাস্তিকের কথা বলছ যে ভদ্র।

সাহেব শুনে যাচ্ছে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে। চোর হয়ে শুনছে সে—চোরের আর মতের কথা বলার উপায় নেই। নয়তো চিৎকার করে বলাধিকারীর কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিত : পরজন্ম মানে যারা গাড়োল—নিতান্ত অপদার্থ যারা। এ জীবনে কিছুই পেলো না তো কোন এক আন্দাজি ভবিষ্যতের আশ্বাস খোঁজে। কল্পনায় এক সর্বময় বিধাতা বানিয়ে অক্ষমতার দায় সেই কর্তার উপর চাপিয়ে দেয়।

সুভদ্রা বলছে ধনদৌলত সুখ-শান্তি

তিনখানি অসামান্য উপন্যাস : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নওগাঁর প্রাসাদ ৭·৫০

"... উপন্যাসের জগতে এক অপূর্ব বলিষ্ঠ সংযোজন"—আনন্দবাজার।

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই (৫ম সং) ৪,

এলো আহ্বান (৬ষ্ঠ সং) ৪,

লেখকের কবিতার বই

আমার কবিতা (২য় সং) ১·৫০

যাওয়া-আসার পথের ধারে (২য় সং) ১·৫০

প্রকাশক : সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, শিবপুর, হাওড়া; প্রাপ্তিস্থান : (১) ডি. এম. লাইব্রেরী, (২) নিউ বুক এম্পোঃ (৩) শ্রীগুরু লাইব্রেরী কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি-১১০০)

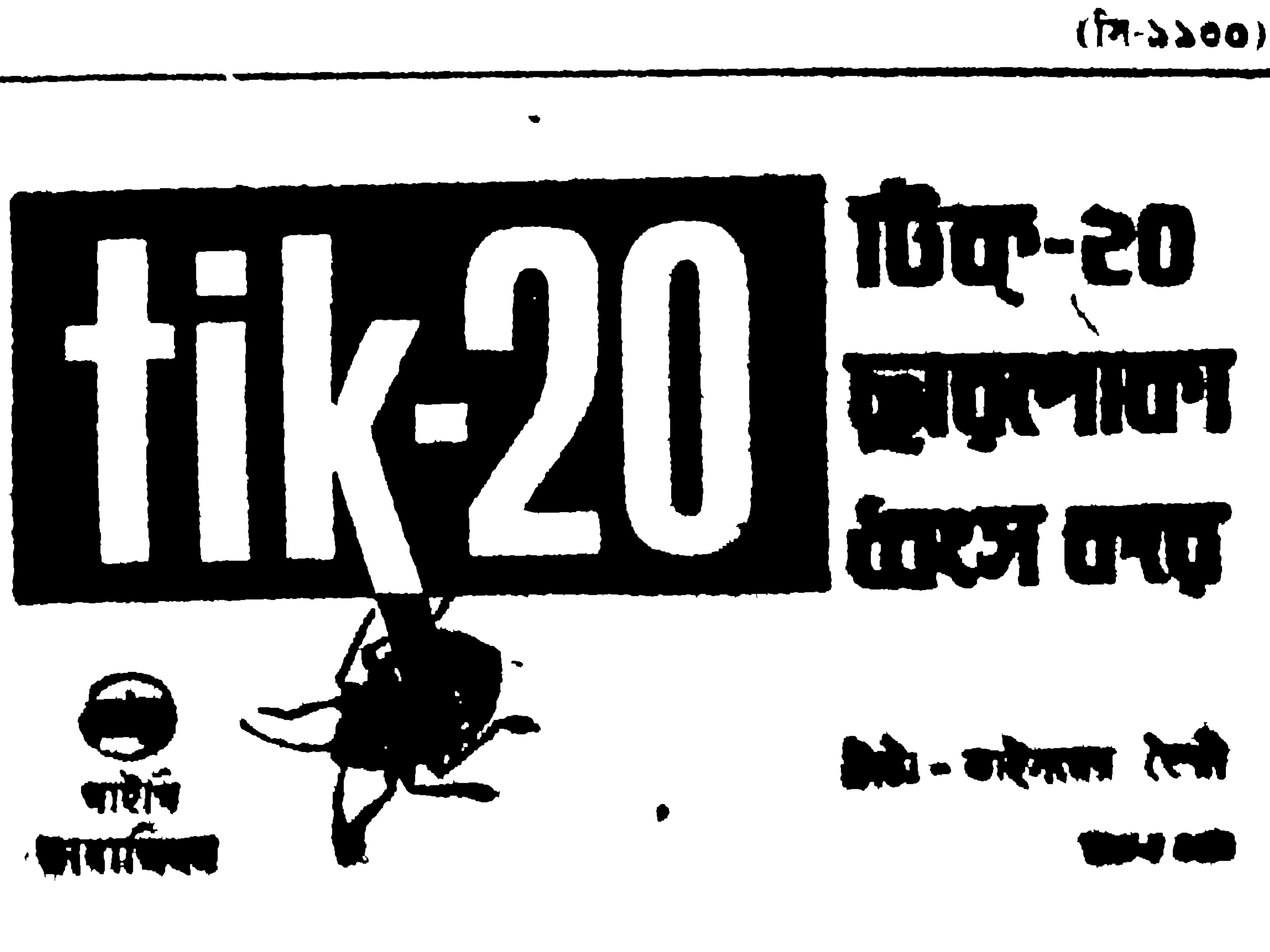

ধর্ম-ধ্যান সাধ্যভাবে হবার জো নেই আজকাল।

হতে পারে খানিকটা সত্যি। মুকুন্দর কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে : কিন্তু নিয়তিকে মেনে নিয়ে হাত-পা ছেড়ে যদি বসি, মানুষের উপায় তবে কি রইল?

উপায়ও বলাধিকারী বলেছেন। কাল বদলালো তো মাপের কাঠিও কেন বদলাবে না? পাপ-পুণ্য উলটেপালটে ফেল। সেকালে [illegible] পাপ ছিল, আজকের সেটা পুণ্য। [illegible] তেমনি করে নাও পাপ। [illegible]

[illegible] ঠিক ঠিক তাই। [illegible] সম্প্রতি বিড়ালের [illegible] দাঁড়িয়েছে। পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের [illegible]। সবুর করো, আরও নামবে। [illegible] দিয়ে শালাইয়ের সঙ্গে বেরুবে [illegible]। সবুর করো আরও খানিক।

পরমানন্দ সাহেব আবার টহল দিতে বেরুলো।

ফিরে এলো [illegible] তখন, আকাশে কেতারা জ্বলজ্বল করছে। মৃদু কণ্ঠ-স্বর—কান খাড়া করে থাকতে হয় সন্তুর-[illegible]। কী কাণ্ড রে বাবা—পলকমাত্র ঘুমোয়নি। এই যে বলছিলে মাস্টারমশায়, পথ হেঁটে কষ্ট হয়েছে, ঘুমোনোর দরকার। ছি-ছি, নতুন বিয়ের বরবউকে হার মানিয়ে দিলে তোমরা!

মুকুন্দ বলছে, আর বেশি দিন নয়, বাসা করে থাকব দু-জনে। সুবিধামতো একটা বাড়ির জোগাড় হলে হয়।

সুভদ্রা চপল কণ্ঠে বলে, যে সে বাড়ি নয়—তেমহলা অট্টালিকা চাই আমার জন্যে। অমন গোটাকুড়িক দাস-দাসী। বাড়ি শুদ্ধ [illegible], দাস-দাসীরও [illegible] দেখে।

মুকুন্দ বলে, ঠাট্টা করছ তুমি। [illegible] নেই বলে মনে কষ্ট লাগে। [illegible] নামবন্দ হয়েছে, টুইশানি পাব। ইস্কুলের পঁচিশ টাকার উপর সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলার টুইশানিতে আরও বিশ-পঁচিশ এসে যাবে।

সুভদ্রা গাঢ় স্বরে বলে, না। সারাদিনের খাটনির পর রাত্রে আবার বাড়ি বাড়ি টুইশানি করে বেড়াবে, আমি তা হতে দেবো না। পাঠের আসর বসবে তখন। এক-গাঁ মানুষে জুটিয়ে নয়—সে আসরে আমি একলা। তোমার মুখে ধর্মকথা একা একা শুনব। পঁচিশ টাকা তো বাঁধা আছে, তার উপর পাঁচ-দশ হলে রাজার হালে চলে যাবে। না হলেই বা কি! দু-জনের একলা সংসার—খরচটা কিসের?

পথে এসো বাছাধনেরা! যা চেয়েছিল, ষোলআনাই তবে মিলে গেল। ভোর হয়ে আসে, পাখপাখালি ডাকছে। শুট করে দরজার শিকল খুলে দিয়ে সাহেব উল্লাসে লাফাতে লাফাতে পাটোয়ার-বাড়ির বাসায় চলল এবার। আর কাজ নেই, নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়বে।

ভাবতে ভাল লাগে, কেমন এক কৌতুকী [illegible] কিনবেন বিনমাস এসে পড়বার আগে।

আজগুবি অলীক ভাবনা আমার। দেবতা তো ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শীতল পদ্মপত্রের শয্যায় আরামের ঘুম ঘুমোচ্ছেন। এক অভাগিনী গ্রামবধূ এবং ততোধিক অভাগা ধার্মিক স্বামীটির জন্য কারো যদি নিশ্বাস পড়ে থাকে—ত্রিলোক-বিধাতা ভগবান নারায়ণ নন তিনি, নিশির কুটুম্ব এক চোর।

শিকারকাহিনী শেষ। দক্ষিণান্ত হয়ে গেছে,

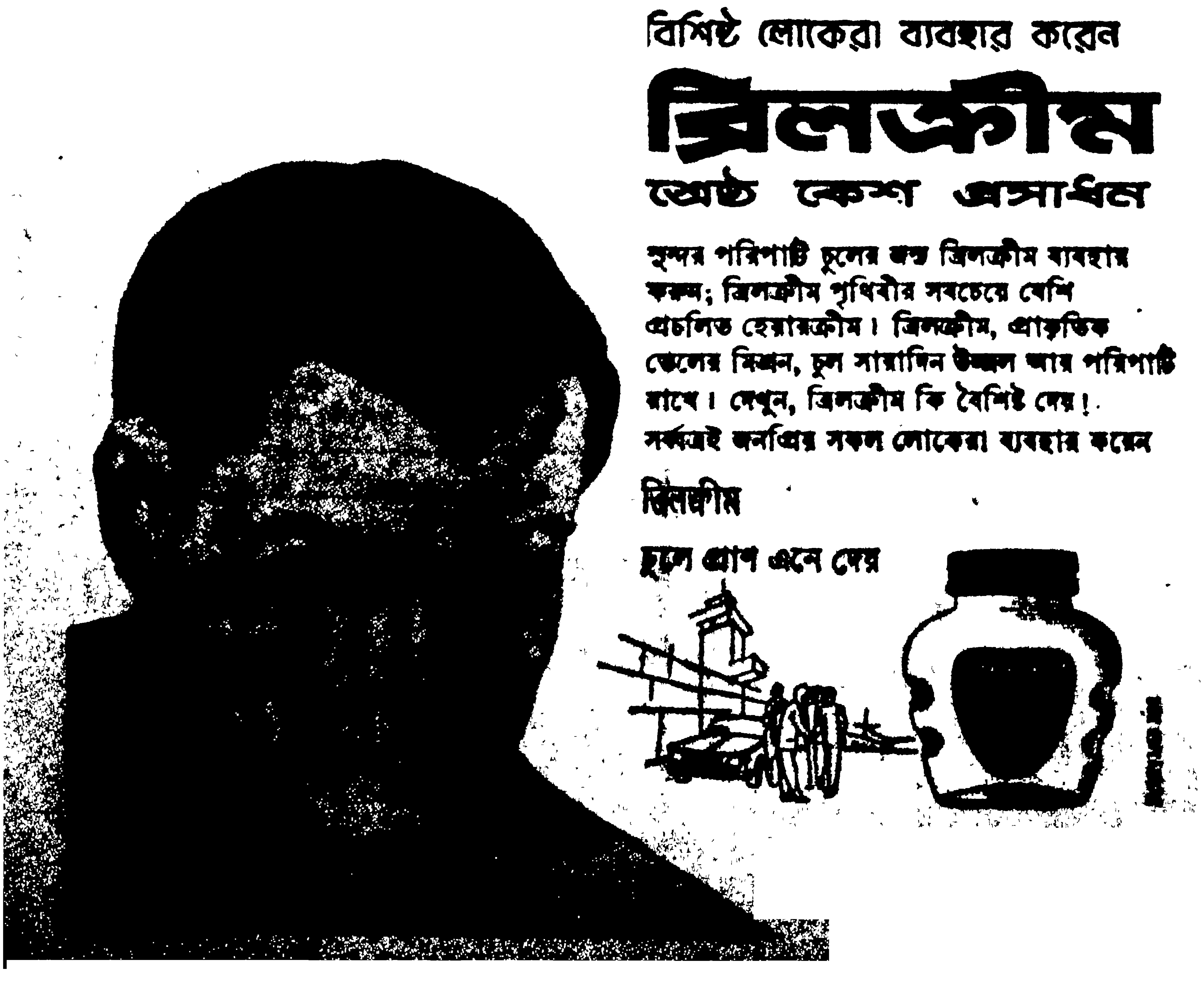

গুরু প্রসন্ন। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম চুরি করে এনে দেখাবে সাহেব—সেটা হল বাহাদুরি, ওস্তাদ বাইটার তাক লাগিয়ে দেওয়া। তার আগে—এখনই সাহেব কাঠির পুরো হকদার।

হুঁকো টানছে পচা বাইটা। জোরে এক সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আজকাল যে-না-সেই কাঠি ধরছে, গুরুর হুকুম নিয়ে ধরে ক-জনা? আমার ওস্তাদ নতুন কাঠি হাতে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বাইটা বলে [illegible]। [illegible] বর্ষার দিয়ে [illegible] হয়েছে। [illegible] বুকে [illegible] দিয়ে [illegible]।

[illegible] আশীর্বাদ নিয়ে কাঠি ধরলে অব্যাহত [illegible] যায়। আজকালকার দিনে কেউ বড় মানে না, সেকালে অক্ষরে অক্ষরে মানত। কাঠির কাজ-কারবার সেইজন্য চতুর্দিকে—চুরি কি ডাকাতি তফাত করা যায় না। সিঁধের গর্তে পা দুটো না ছোঁয়াতেই একগাদা লোক ঘাড়ে চেপে পড়ল। অথবা সারারাত ভূতের খাটনি খেটে নিয়ে এলো একটা ফুটো ঘটি আর খান দুই-তিন ছেঁড়া কাপড়।

বাইটা বলে, কমসে-কম তিরিশ বছর খোরাকেরা করছে ঐ গুরুপদ। ভক্তি আছে খুব—মুখ ফুটে বলতে হয় না, হাঁ করলেই ছুটে এসে পড়ে। কাঠির কথা সে-ও বলে মাঝে মাঝে। আরে বাপু, ও জিনিস খাতিরে হয় না—এলেম দেখিয়ে আদায় করতে হয়। গুরুপদকে দিইনি, আপন নাতি বংশীকেও দিতে পারলাম না। তুই সাহেব ক'দিন এসে নিজের জোরে আদায় করে নিচ্ছিস। হাতে ধরে তোকে দিয়ে দেবো। গুরুপদকে আজ আসতে বলেছি। হটকট করিসনে, বোস একটু। সে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কাঠির বায়না দিয়ে আসবি।

ফুকফুক করে তামাক টানে কিছুক্ষণ। হুঁকো থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে, কোন মুলুকে কাজ ধরবি, ভেবেছিস কিছু? ডাঙ্গায়কো দেশেঘরে ফিরে যাবি, না এখানে?

সাহেব বলে, বলাধিকারী বলে রেখেছেন, কাপ্তেন কেনা মল্লিকের দলে ঢুকিয়ে দেবেন।

মল্লিকের নামে বুড়ো ক্ষেপে যায়। আর একদিনের মতন কলকে ছুঁড়ে মারেই বা! বলে, গাধার গাধা ওটা। চোর না ডাকাতও না—দোআঁসলা। কলাকৌশল জানে না, জানে কেবল মারধোর আর খুনোখুনি। মল্লিক আবার কারিগর নাকি! গামছা বেঁধে, মুখ বেঁধে, মনমনে হাত দিতে ডর পায়। [illegible] দোষ, কোন্ ছিঁচ কাজটা করেছে জীবনে! বড়-কিছু শিখলি, ওর সঙ্গে [illegible] সব বরবাদ হয়ে যাবে।

[illegible]

লোহা খাসাই পার হয়ে হল [illegible]। পোছাতে বাড়ি প্রায় শেষ।

গ্রামে ঢুকবার আগে থেকেই কানে আওয়াজ আসে—ঠনাঠন, ঠনাঠন। নেহাইর উপর লোহা পিটছে। সন্ধ্যারাত্রে খাওয়া সেরে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে রাত দুপুর থেকেই হাপর জ্বালিয়ে বসেছে। কাজের দস্তুর এই।

নবশাখ কর্মকার-শ্রেণীর এরা নয়। ঢোকরা। দা-কুড়াল গড়ে। পেটের দায়ে গড়তে হয় বটে, কিন্তু নিরীহ কাজে উৎসাহ নেই। বন্দুক গড়ত এককালে এদের বাপঠাকুরদারা। সেটি দানা-বন্দুক ঘরে ঘরে [illegible] জন্যের কাঠি। আর এদেরই কামারশালে বানানো হয়। ইদানীং পুলিশ কড়া হয়ে বিনি-পাশের বন্দুক রাখতে দেয় না। ঘরে ঘরে তল্লাসি করে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, মালিককে জেলে নিয়ে পোরে। কত বন্দুক মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে পুলিসের ডরে —সে বন্দুক কোনদিন কাজে লাগানো চলবে না, খদ্দের হলেন তো মাটি থেকে তুলে বেচে দিতে পারে। কিন্তু বন্দুক মানেই তো বিপদ—পয়সা খরচা করে আপনিই বা কেন যাবেন বিপদ কিনতে? নতুন বন্দুক গড়া একেবারে অচল, পুরানো ভাল ভাল জিনিস মাটির নিচে মরচে ধরে লয় পাচ্ছে।

বন্দুক গড়ে না, কিন্তু সে জায়গায় আর এক লাভজনক ব্যবসা জমে উঠেছে। সিঁধ-কাঠি গড়ানো। মোটামুটি টাকা পাঁচেক নেবে উৎকৃষ্ট একখানা কাঠির জন্য। সিঁধ-কাঠির অর্ডার আসে—সে ভারি মজার ব্যাপার। চোরে কামারে সাক্ষাৎ নেই। এই যেমন কামারশালের পাশ কাটিয়ে সাহেব আর গুরুপদ নিবারণ ঢোকরার নাতি যুধিষ্ঠিরের বাড়ি গিয়ে উঠল। অত্যন্ত চুপিসারে—ঢোকরা-বাড়িতেই যেন এরা সিঁধ কাটবে। নিয়ম এই। বাড়ি চুপচাপ, যুধিষ্ঠিরের প্রৌঢ় বয়সের নতুন বউ সাড়া লাগতে না লাগতে বারান্দার পাট চুকিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। দরজার পাশে কুলুঙ্গি আছে দেখুন—ত্রিকুণ্ডাকৃতি ছোট্ট ফোকর। তার ভিতরে টাকা রেখে সরে পড়ুন আপনারা। রুপোর কাঁচা-টাকা, কাগজের নোট হলে হবে না। সকালবেলা দরজা খুলে যুধিষ্ঠিরের বউ সেই ফোকরে হাত দেবে সকলের আগে। পেয়ে গেল হয়তো পাঁচ টাকা। অথবা দশ টাকা এক সঙ্গে—দু-খানা কাঠির জন্য। ঠিক সাতদিনের দিন রাত্রিবেলা আবার এসে দেখবেন, নতুন-তৈরি চকচকে সিঁধকাঠি কুলুঙ্গির নিচে দেয়ালের গায়ে ঠেশান দেওয়া আছে আপনার জন্য। বিনেবো কখনো অন্যথা হবে না। ঢোকরাই [illegible] বাঁধা আছে, সত্যপথে তাদের কাজকারবার। এক [illegible] তাড়া কিছু [illegible] ঢুকে পড়ে, [illegible] দিয়েছে।

[illegible]

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেতারে বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে ॥

বহুচিত্র-শোভিত—[illegible]

গৌরীমা

[illegible]

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—[illegible]

সাধনা

বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, [illegible] প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু স্তোত্র, সাড়ে তিন শত বাংলা, হিন্দী ও [illegible] সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ॥

প্রবাসী বলেন,—প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী দ্বারা ক্রীত হইবার দাবী রাখে ॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪.০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি-১৪৫১)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩.২৫ [illegible]

২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩.০০

৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩.০০

৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২.৭৫

৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২.৭৫

৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন [illegible].২৫

৭। মায়াবতীর পথে ১.০০

৮। Federated Asia 4.50

Approved for college and school libraries and for prize. Order No. ITB 2nd April '62 by the Govt. of West Bengal. (Calcutta Gazette notification [illegible] July '62).

[illegible]

গন্‌গনে কামারশালের অদূরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। চোখ মেলে চেয়ে দেখবারই বস্তু। ফুঁসছে হাপর টানে টানে, আগুন জ্বলে ওঠে। লোহারের কালোকোলো দেহের উপরে লাল আগুন ঝিলিক খেলে যায়। প্রধান কারিগর যুধিষ্ঠির ডগমগে লোহা সাঁড়াশি দিয়ে একহাতে নেহাইয়ের উপর ধরেছে, অন্য হাতে ছোট হাতুড়ির ঘায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়নের রূপ দিচ্ছে। আর এক মরদ দু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলে সর্বশক্তিতে ঘা দিচ্ছে, অগ্নিবর্ণ লোহা তারা কেটে ছিটকে ছিটকে পড়ে। আরও কিছু দিন পরে কাঠির জন্য রৈ-রৈ পড়ে যাবে—দুর্গাপুজো অন্তে কাঠি নিয়ে দলে দলে বেরুবে। এত ফরমাস আসবে, মাল জুগিয়ে পারা যাবে না। কাজ তাই এগিয়ে রাখছে। এখন এই অবধি থাকল, টাকা হাতে পেয়ে বস্তুটা একটু আধটু পিটিয়ে উকো ঘষে ঝকঝকে করে দিলে হয়ে যাবে।

কামারশালা আরও কত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঢোকরার নামডাক সকলের বেশি। এই নাম পিতৃপুরুষ থেকে এসেছে, নিবারণ ঢোকরার আমল থেকে। খদ্দেরের অন্ত নেই। মাঝ-রাত্রি থেকে পহরবেলা অবধি নেহাই-হাপরের

কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার। সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়…আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

পাশে। কাজ ছেড়ে স্নান করে ফ্যানসাভাত খেয়ে ঘুমুবে। উঠবে সন্ধ্যার আগে। আরও একবার স্নান, এবং তারপর গুরুভোজন। এতক্ষণে এইবারে একটু ফুরসত। বয়স কাটিয়ে মুর্শিষ্ঠের নতুন সাজা করে এনেছে — বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ফষ্টিনষ্টি কামারশালে কাজে বসবার আগ পর্যন্ত।

সাত দিনের দিন—ধৈর্য ধরতে পারে না আর সাহেব, সন্ধ্যা হতে না হতে কাঠি আনতে বেরুল। একা—গুরুপদর প্রয়োজন নেই। সঙ্গে থাকলে তার মন খারাপ হবে। সাঁঝ থেকে সকালের মধ্যে কোন এক সময় গেলেই হল। সিঁধকাঠি তৈরি হয়ে আছে।

বাহার হাতে বাজদণ্ড উঠেছে যেন। কী আনন্দ, কী অনন্দ! [illegible] পাট [illegible] পুজোপাঠের। [illegible] হাতে যেখানে খুশি [illegible] টাকা [illegible] নিয়ে [illegible]। [illegible]

[illegible] ঘুমিয়ে পড়বার পর।

[illegible]

[illegible] কালীকীর্তন এবং [illegible] গেছে। [illegible] করে। [illegible] পাঠ করে [illegible]। [illegible] কাছে সেই এনে বসিয়েছে।

অনেকদিন পরে শুনছে সাহেব। আহা— মরি প্রাণ কেড়ে নেয়। [illegible] জমিয়েছে, ফুলহাটার [illegible] চমৎকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাহাতক পারা যায়। [illegible] বাঁধা সিঁধকাঠি কোণের [illegible] রেখে সে কাছারিবাড়ি ঢুকে পড়ল। নিজের

[illegible] বেছে তা বোধহয় নয়—পাঠের সব [illegible] ভিতরে নিয়ে তুলল।

[illegible] বাইরের লোক একজনও [illegible] কর্তার সঙ্গে একত্র পাঠ শুনতে [illegible] মধ্যে এত বড় [illegible]। কাছারির লোকজন সব [illegible]। [illegible] ও [illegible] কাঠকুটো [illegible] সকলে বসেছে। [illegible] চৌধুরি-মশায়ের [illegible] বসেছে।

[illegible] সকলের [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সাহেবকে [illegible] মুগ্ধ [illegible]

[illegible] বলল [illegible] যাবে নাকি? বড্ড [illegible] কী রকম কড়মড় [illegible] এইখানটা এসে বসো।

[illegible] বসেছেন অদূরে মুরারি নায়েব— [illegible] আসর জায়গা দেখিয়ে দিলেন [illegible]। [illegible] ধরে টেনে বসালেন। লক্ষ্মণের [illegible] পালা। শক্তিশেলে

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা
সাতটা থেকে দশটা
ন'টা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১২।১এফ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিনা চশমায় দেখুন
পুনর্জ্যোতি
অত্যাশ্চর্য বনৌষধি [illegible] ও [illegible] ফর্মুলা মতে প্রস্তুত আই-ড্রপ। সকল বয়সে অস্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য ব্যবহার করুন।
মূল্য—৪ টাকা। প্যাকিং ও ডিঃ পিঃ—১.৫০ নঃ পঃ
নিও-হারবল প্রোডাক্টস
২৩।১২ গড়িয়াহাট রোড কলিকাতা-১৯
[illegible] মেডিকেল স্টোরস, [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা

GUARANTEED

WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স ও ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১
[illegible]

লক্ষ্মণ নিহত। তুমুলে কান্নাকাটি শবদেহ ঘিরে।

জমেছে খুব, মগ্ন হয়ে সকলে শুনছে। চৌধুরি-কর্তা এক সময়ে চঞ্চল হয়ে নড়ে-চড়ে উঠলেন : কটা বাজল বল দিকি?

খাজাঞ্জি সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ করে ওঠে : সংক্ষেপে সারো মাস্টার। কর্তাবাবুর বাঁধা টাইমের খাওয়া। সাড়ে-নটায়। নিয়মের মধ্যে আছেন বলেই বলতে নেই দেহখানা অটুট রয়েছে।

মুকুন্দ বিপন্ন মুখে তাকাল। আঃ—বলে চৌধুরি-কর্তা খাজাঞ্জিকে নিরস্ত করেন: এ কি তোমার সেহা-কবচা—পান খাইয়ে খুশি করল তো বকেয়া-সুদ বাদ দিয়ে হিসাব সংক্ষেপ করে দিলে। চারাগাছ বড় হবে ফুলফল ধরবে—তার জন্যে সময় দিতে হবে বই কি। চেপে ধরো করা যায় না এ জিনিস। কিন্তু আমি বলি কি মাস্টার—

চৌধুরি-কর্তার রায় শোনবার জন্য মুকুন্দ পাঠ বন্ধ করে তাকাল।

আমি বলছি, ঠাকুর লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন, হনুমান পাঠিয়ে তড়িঘড়ি বিশল্যকরণী এনে প্রাণ পাইয়ে দাও। উঠে বসুন। তক্ষুনি কিছু আর রণে যেতে পারছেন না। শোকটোক এখনো যাদের বাকি আছে সেই সময়টা হতে পারবে। আমি এই ফাঁকে দুটো মুখে দিয়ে আসি।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে মুকুন্দ বলে যে আজ্ঞে।

কর্তামশায় কারণটাও বুঝিয়ে দিলেন : লক্ষ্মণ মরে রইলেন, সে অবস্থায় কেমন করে খেতে যাই বলো। খাওয়া যায় না পাপ হয়। প্রাণটা সেজন্য আগে পাইয়ে দিতে বলছি। খাওয়াদাওয়া সেরে পরের কথা শুনব। বড্ড ভাল পাঠ হে তোমার।

মুরারির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজে কটা?

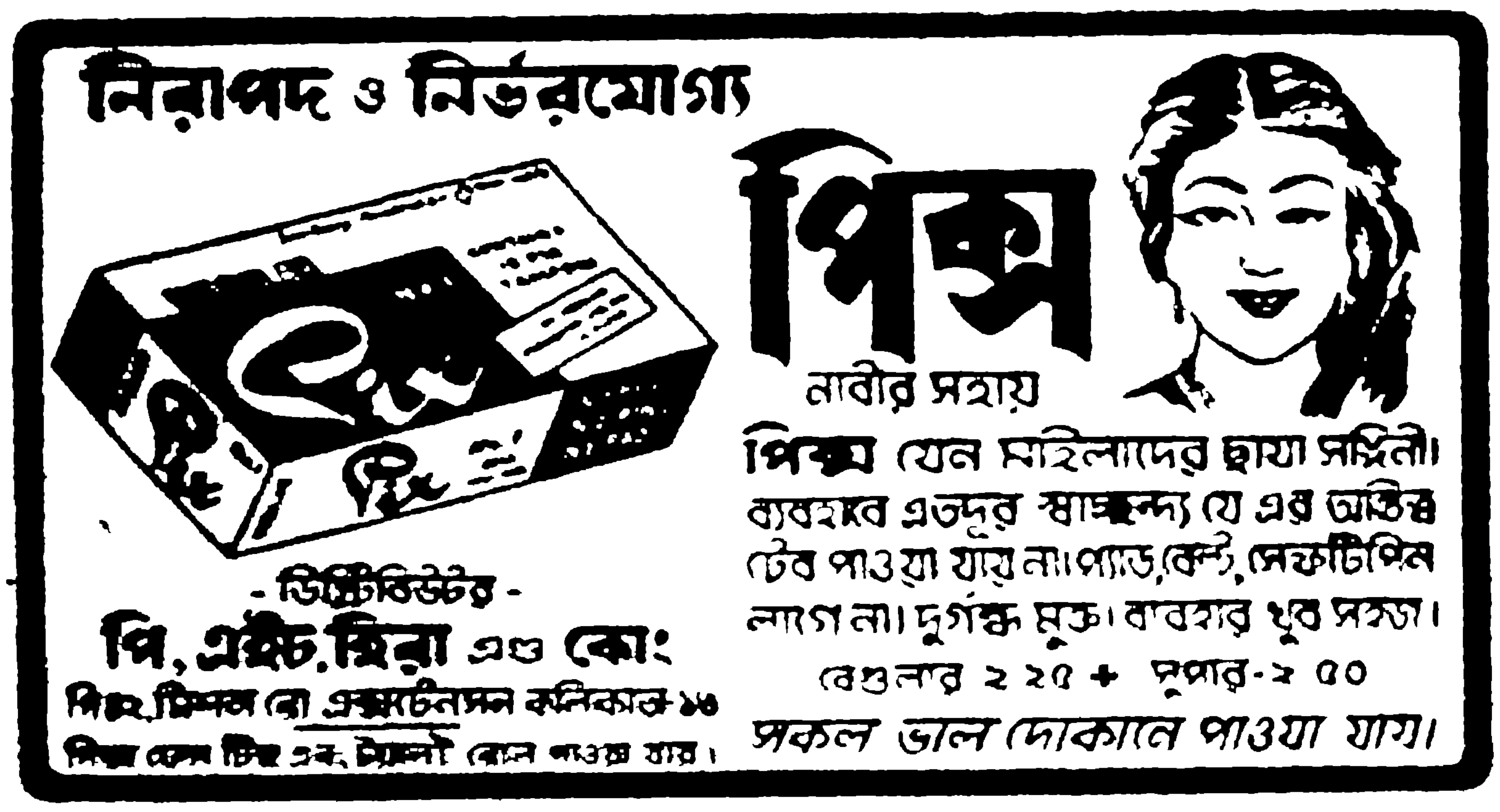

পিক্স-এর অন্যান্য প্রসাধনী ফেস টিস্যু, হেবার বিমুভিং ক্রিম, টয়লেট পেপার রোল, হেয়ার কলার স্টিক নির্ভয়ে ব্যবহার করুন

ঘড়ি তো বেদির উপর—

চৌধুরি-কর্তাও তাই দেখেছেন। ঘড়ি মুকুন্দর পাশে ছিল, প্রয়োজন মতো সে সময় দেখবে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি ব্যাকুল হয়ে বলে যে ঘড়ি আপনি আমায় খেলাত দিলেন। কত দামের জিনিস —টাকার দামে বলছি নে। আপনি হাতে করে দিলেন সে যে হীরে জহরতের দাম—

চৌধুরি-কর্তা বলেন টাকার দামেও ফেলনা নয়। কুকৃডাইজার ঘড়ি বনেদি জিনিস। জলচৌকির আশপাশে পড়ে গেল কিনা দেখ।

ঠাকুর লক্ষ্মণ রইলেন আপাতত মৃত অবস্থায়। ঘড়ির জন্য খোঁজ খোঁজ পড়েছে, তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে। নেই কোথাও।

অপমানে জ্বলছেন চৌধুরি-কর্তা। তাঁর কাছারিবাড়ি তাঁরই চোখের উপর জিনিসটা লোপাট। কিন্তু কণ্ঠস্বর [illegible] নেই। [illegible] সবাই [illegible] চোর কেউ নই [illegible] পারি। [illegible] না কেউ। [illegible] চোপড় ঝেড়ে [illegible] বেরিয়ে পড়বে। [illegible]

হাঁ হাঁ করে ওঠে সবাই : [illegible] আপনি কেন জিনিস [illegible]

ইতিমধ্যে চৌধুরি-কর্তা [illegible] খুলে নগ্নগাত্র হয়েছেন। [illegible] মুরারির হাতখানা ধরে কোমরের [illegible] ঘুরিয়ে দিলেন : [illegible] কোমরের গাঁটেও নেই। [illegible] এক এক করে সকলে [illegible]

খাজাঞ্চি উঠে [illegible] মুরারির [illegible] বলে এর পরে তুই—

[illegible] আপনি [illegible] মশায়ের [illegible] দেখবেন [illegible]

এমনি সময় এক কাণ্ড। [illegible] বেদি থেকে মুকুন্দ নেমে পড়েছে। [illegible] থেকে উঠানে নামল।

ও কি [illegible] চললে মাস্টার?

[illegible] অস্পষ্ট কিছু বলে মুকুন্দ [illegible] দেয়।

চৌধুরি-কর্তা গর্জন করে ওঠেন : [illegible] দিও না, নিয়ে এসো আমার সামনে। শিক্ষিত লোক, ইস্কুলের মাস্টার—ছি ছি!

খাজাঞ্চি বলে কোন বাপের বেটা, সেটা দেখবেন তো—

এইটুকু বলে ফেলেই জিভ কেটে চুপ হয়ে যায়। নায়েব মুরারি বর্ধনের বাপও যে সেইজন। চৌধুরি-কর্তা সদয়ে ফিরে গেলে মুরারি তো সর্বজন। হঠাৎ কি রকমে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল।

[ক্রমশ]

বিশ্বচিত্রা

রূপ বদলাবার আগে জাপানী তরুণী

শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পাশ্চাত্য চিত্রতারকার অনুকরণে তৈরি মুখাবয়ব

চেহারা বদলের ঝোঁক

জাপানের কিশোর-কিশোরীদের সাম্প্রতিক একটি ঝোঁক হচ্ছে তাদের অর্ধ [illegible] চেহারা [illegible] পাশ্চাত্যের [illegible] এই অস্ত্রোপচারের [illegible] এবং [illegible] টোকিওতে [illegible] এবং সোজা [illegible] কিশোরীদের [illegible]

[illegible] সম্পর্কে [illegible] আদর্শ [illegible] পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্র [illegible] ওরা যায় ওদের প্রিয় [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] নিয়ে [illegible] ঠিক [illegible] হয় সেই সব [illegible] ছেলেমেয়েদের কিছু [illegible] যায়।

[illegible] অধিকাংশের [illegible] হয় এবং [illegible] শল্যচিকিৎসকের [illegible] চক্ষু, Single eyed [illegible] চক্ষুতে [illegible] করে [illegible] সহজ।

এক ইংরেজ সাংবাদিক [illegible] এক [illegible] এই ধরনের অস্ত্রোপচারের [illegible] বছরের [illegible] এবং মাসিক [illegible] টাইপিস্ট একটি [illegible] পরিবর্তনের এক বিবরণ [illegible]।

শল্যচিকিৎসক মেয়েটির বাঁ চোখের উপরের পাতাটি তুলে কয়েক স্থানে সেলাই করে দেন। [illegible] মিনিটের মধ্যেই চোখটি [illegible] হয়ে যায়। খুশী হয়ে মেয়েটি বলে: "এর জন্যে তিন মাস ধরে আমি পয়সা জমাচ্ছি। আবার পয়সা জমাতে পারলে অপর চোখটা ঠিক করে নেবো। বাবা বলেছেন [illegible] তিনি আমাকে বড়দিনের উপহার হিসেবে দেবেন।"

পরবর্তী মেয়েটির চোখ ছিল আরো ছোট এবং চোখের পাতা খুবই পুরু, অর্থাৎ তাতে চর্বি বেশী বলে ছেঁটে বাদ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর চক্ষু আবরণীটা বেশ কিছুদিন লাগিয়ে রাখতে হয় এবং চোখের নতুন পাতার ওপর সামান্য [illegible] একটা [illegible] জাপানে ট্রেন ও বাসে [illegible], লোকের চোখের পাতার ওমনিধারা আঁচড়ের দাগ দেখা যায়।

এই কাজে বিশেষজ্ঞ শল্যচিকিৎসক ডা: উমেজাওয়া বলেন: "জাপানীরা বিশেষ করে কিশোর কিশোরীরা এখন পাশ্চাত্য-পাগল। এত মার্কিন ছবি দেখানো হয় যে আমাদের দেশের অল্পবয়সদের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের ধারণা বদলে গেছে।"

মেয়েদের পছন্দ [illegible] ছেলেরা পছন্দ করে এলেনী পার্কারকে। এই পছন্দকে সন্তুষ্ট করতে ওরা নিজেদের [illegible] তাদের প্রিয় তারকাদের মতো [illegible] নিতে চায়। জানি না এ বিষয়ে [illegible]দের কি মত, কিন্তু এ পর্যন্ত [illegible] অভিভাবক একজনও [illegible] কাছে [illegible]।

ডা: উমেজাওয়া আরো জানান যে, সাধারণত জাপানীদের নাক চ্যাপ্টা, কিন্তু ব্রিজিত বার্দোর মতো উঁচু-উঁচু নাকই ওরা পছন্দ করে এবং সেই রকমটিই করিয়ে নিতে চায়। এটি করতে খরচ পড়ে প্রায় দু'শ বাট টাকা। অর্থাৎ মোট পাঁচ শ কুড়ি টাকা খরচ করলে নাক এবং চোখ দুই-ই নিজেদের পছন্দানুযায়ী পাশ্চাত্যের চিত্রতারকাদের অনুরূপ করে নেওয়া যায়।

এ ছাড়া উদর ও নিতম্বের অত্যধিক চর্বি কমানো এবং মেয়েদের চুপসে যাওয়া বক্ষদেশ উন্নত করে তোলার জন্যও "থোক" অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও আছে।

আধুনিক জাপানীদের এইভাবে চেহারা বদলের ঝোঁক কর্তৃপক্ষের অনেককে এমন বিচলিত করে তুলেছে যে, তাঁরা অভিভাবক বা বাপ-মার লিখিত সম্মতি ছাড়া অস্ত্রোপচার [illegible] জন্য ডাক্তারদের প্ররোচিত করছেন।

কিন্তু টোকিওর অভিভাবক-শিক্ষক সংঘের কর্তাব্যক্তিদের একজন উক্ত সাংবাদিককে জানান:

"[illegible] অন্য সব দেশের ছেলেমেয়েদের মতো জাপানী ছেলে বা মেয়েরা কিছু করতে চাইলে তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকরা কি মনে করেন তাতে কিছু যায় আসে না।"

মাছ ধরার নতুন পদ্ধতি

ইতালির নেপলস ও পালেরমোতে এক অনুসন্ধান দল একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন যা মাছেদের অবশ করে দেয়, তাদের স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট করে দেয় যাতে তারা জলের ওপর ভেসে উঠবে।

এই বৈপ্লবিক ক্ষুদ্র যন্ত্রটি সম্পর্কে জলতল অভিযাত্রী মানুষরা (Frogmen) বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে কারণ এর সাহায্যে হাঙরদের বাগে আনার একটা সম্ভাবনা তারা দেখতে পাচ্ছে।

বিয়ারিৎসের হাইড্রোবায়োলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের একদল ফরাসী বৈজ্ঞানিকের টেকনিক অবলম্বনে ওই পদ্ধতিটির উদ্ভাবন হয়েছে। "বৈদ্যুতিক উপায়ে মৎস্য শিকারের স্নায়ু-শারীরবৃত্ত" এখন কার্যকরভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এটা হাতে পেয়েছে আধুনি

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুম্ব ইন্ডাস্ট্রী [illegible]

ট্রানজিসটর্স ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ক্ষুদ্রকরণ হেতু।

আড়াআড়িভাবে আঠারো ইঞ্চি একটি তামার চক্র বিদ্যুৎবাহীর কাজ করে। ট্রানজিসটরাইজড না-ধর্মী বৈদ্যুতিক তার (cathode) জলের কিছুটা গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দুটিতে মিলে ৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ শক্তি কাজে লাগায় যা বিদ্যুৎবাহ তারের দশ ফুট দূর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

এই বিদ্যুতিক-চুম্বক প্রভাবিত ক্ষেত্রের মধ্যে মাছ এসে পড়লে হয় তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে, অথবা তাদের স্নায়ুকেন্দ্র galvano-narcosia অভিহিত অবস্থায় পড়বে।

পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলে এই নতুন উদ্ভাবনটি মাছধরা ট্রলারের সঙ্গে যুক্ত করে সমুদ্রে মাছ ধরা সহজতর ও দ্রুততর করে তোলা সম্ভব হবে এবং ডুবুরীরাও জলের নিচের হিংস্র প্রাণীদের কাবু করার উপযোগী একটা যুৎসই অস্ত্র হাতে রাখতে পারবে।

ধর্ম কি?

সৈয়দ মুস্তফা আলী সাহেব দেশ পত্রিকার পাঠকদের প্রশ্ন করিয়াছেন ধর্ম কি? উত্তরে লিখিতেছি।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥
(মনুস্মৃতিঃ)

ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, চুরি না করা, শৌচ, ইন্দ্রিয়দমন, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং
সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা
স ধর্মং বেদ জাজলে ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব)

যিনি সর্বদা সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সকলের কল্যাণে নিরত থাকেন, হে জাজলি, তিনিই ধর্মকে জানেন।

সর্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ কামানবাপ্নোতি
সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

সকলে বিপন্মুক্ত হউক, সুখ দেখুক, সকলের কামনা পূর্ণ হউক, সকলে সকল স্থানে আনন্দিত থাকুক।

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং
তৃপ্যতু সকলং জগৎ।

পরব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল জগতের তৃপ্তি হউক। (এইগুলি ধার্মিকের কাম্য)

সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আছে:

"সর্বে পাষণ্ডা বসেয়ুঃ। সর্বে হি তে সংযমং ভাবশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি।" (৭ম শিলালিপি)

সকল ধার্মিক সম্প্রদায় থাকুন। কারণ তাঁহারা সকলেই সংযম ও ভাবশুদ্ধি ইচ্ছা করেন। (পাষণ্ড—ধার্মিক সম্প্রদায়)

"সারবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বপাষণ্ডানাম্। যদ্ তস্য মিদং মূলং যদ্ বচোগুপ্তিঃ কিমিতি। তথা আত্মপাষণ্ডে পূজা পরপাষণ্ডগর্হা চ নস্যাৎ। সর্বপাষণ্ডাঃ বহুশ্রুতাঃ কল্যাণাগমাশ্চ ভবেয়ুরিতি।" (১২শ শিলালিপি)

সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সার বৃদ্ধি হউক। এই সারবৃদ্ধির মূল বাক্‌সংযম। ইহা কি? নিজ ধার্মিক সম্প্রদায়ের অতি প্রশংসা এবং অন্য ধার্মিক সম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত নহে। সকল ধার্মিক সম্প্রদায়ই [illegible] এবং কল্যাণকারী [illegible]

[illegible] দশ লক্ষণযুক্ত ধর্ম [illegible] রক্ষা করে।

[illegible]

* আলোচনা *

এবং ধর্ম নষ্ট হইলে মনুষ্য-সমাজও বিনষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাহাদের উপাস্য গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রের ভাবার্থ—মোটামুটি এইরূপ।

"আমরা বিশ্বস্রষ্টার বরণীয় জ্যোতিকে ধ্যান করি। যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে পরিচালিত করেন বা করিতে সমর্থ।"

বৈদিক উপাসক বিশ্বস্রষ্টার নিকট—স্বর্গ, মোক্ষ বা পার্থিব সুখ-সম্পদ কামনা করেন না, তিনি কেবল চাহেন নিজেদের বুদ্ধি যেন ঠিক পথে পরিচালিত হয়। মনুষ্যদের বুদ্ধি ঠিক পথে পরিচালিত হইলেই মনুষ্য-সমাজ সুখময় হয়।

মহামুনি বেদব্যাস বিশ্বস্রষ্টার নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন—

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো
ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা
যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ-
যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-
দোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥"

হে জগদীশ! তুমি অরূপ, আমি ধ্যানের দ্বারা তোমার রূপের কল্পনা করিয়াছি। হে অখিল গুরো। তুমি অনির্বচনীয়, আমি স্তবের দ্বারা তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি। তুমি সর্বব্যাপী আমি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তোমার সর্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। তুমি আমার এই তিনটি দোষ ক্ষমা কর।

পূর্বোক্ত গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা বুদ্ধি ঠিক পথে পরিচালিত হইলে একদিন ঋষি যাহা অনুভব করেন, তাহা তিনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন।

বেদাহমেতং পুরুষমহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতেঽয়নায় ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন:—

"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।"
(নৈবেদ্য)

আমি যাহা সনাতন ধর্মের সার বলিয়া বুঝিয়াছি—তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। নানা মুনির নানামত। আমি অবশ্য মূর্খ [illegible] হইয়াও যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম, আশা করি সুধীবৃন্দ তাহা ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
নিউদিল্লি।

সদ্য প্রকাশিত

নীহাররঞ্জন গুপ্তের সর্বাধুনিক উপন্যাস

রাত্রি শেষের তারা

অসহ্য উৎকণ্ঠা আর দুঃসম্ভাব্য সংযোগের মধ্য দিয়ে যে কাহিনীটি দুর্বার গতিতে [illegible] পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে তার মধ্যে কুশলী লেখক [illegible] একটি নতুন [illegible] পরিচয় দিয়েছেন নতুনতর মননশীলতায়। ৫·০০ ॥

পতাকা যারে দাও

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[illegible]

৪·৫০

[illegible] সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস

[illegible]

[illegible] ৪·[illegible]

...জন্য ধাড়েশ্মানকে বার বার ... হাততালি, কিংবা অনুকম্পীয়ার ... বলছে "পিসিমা সং ... নিয়ে হাল, আর ... আপনি আমাদের ভিটে ... সেকেন্ড বাই সেম কলকা- ... থেকে যাত্রা আরম্ভ করে, ... হাপড়া কালীঘাট প্রসাদ-বিতরণী ... পৌঁছে যাবেন ... প্রতীক্ষা।"

... কালীঘাট ... তিনি বাংলার কালীঘাট এবং তাহার সম্মানের সংস্কৃতির ... অবশ্য ... ও ... করিয়াছেন তাহা ভক্তিভরেই ... ও নিশ্চয়ই শত-সিদ্ধ।

অন্যের নিকট এই উক্তি যে কতই পরিবেশন করিয়া থাকুন, আমাদের নিকট যে ইহা আলী সাহেবের ভাষাতেই 'সম্পূর্ণ ডিমের চেয়ে ভেজো' মনে হইয়াছে এবং নিজ'র কল্প-গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহা তাঁহার আতার্থ জানাইতেছি।

এখানে উল্লেখ—হাপড়া মহলে বাঙালী-দের সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠানটির নাম "হাপড়া কালীঘাট"; তাহার সহিত প্রসাদ-বিতরণী সমিতির অধিকন্তু যোগটা আলী

... প্রভৃতি।

লেখকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত ... বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র সিংহ ইত্যাদি ভদ্রলোকগণ,

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনাদের নিকট করজোড়ে, অনন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমার সৃষ্টিকর্তা—যাঁহার সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হইবার জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেছি—সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আপনাদের মনে আঘাত দিবার কণামাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। কোন non-existent প্রসাদ-বিতরণী সভার উল্লেখ করিয়াছিলাম বলিলে হয়তো বা আপনারা আমায় বেদনা পান সেই জন্যে

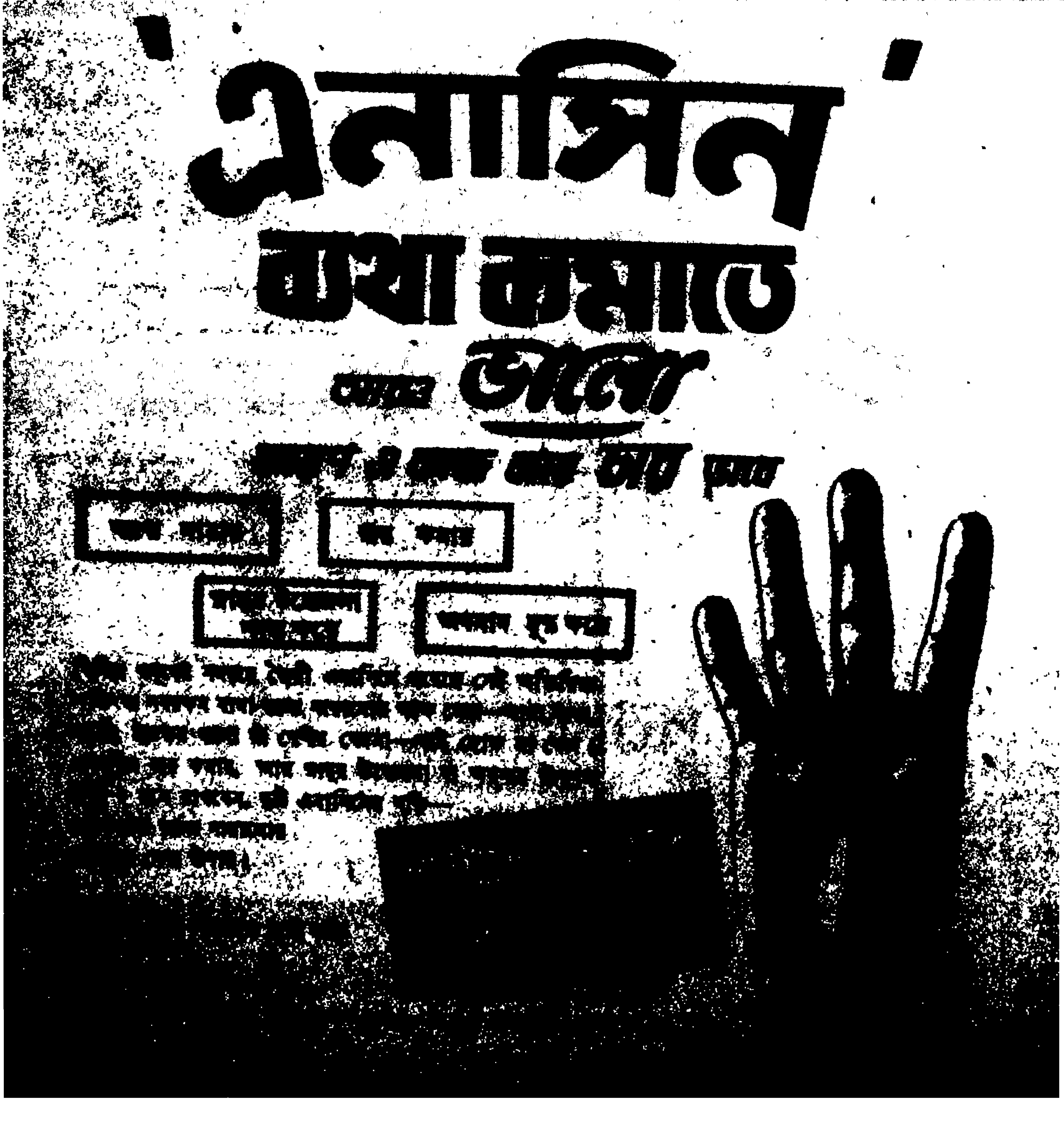

[illegible]

[illegible] ইহা [illegible] করিয়াছে।

পরিশেষে নিবেদন : নানা কারণে আমাকে আরও একটি বৎসর 'সাহিত্যসেবা' করিতে হইবে। তাহার পর আমার নিষ্কৃতি। এই একটি বছর কোনোমতেই আমাকে বরদাস্ত করিয়া লউন, এই প্রার্থনা।

নববর্ষে আপনাদের ও কালীবাড়ির সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

শোকাতুর

সৈয়দ মুজতবা আলী

পুঃ। মনে পড়িল, আমার দ্বিতীয় শ্রীমান, [illegible] (বেহারী নাম—ডোলা-নাম কবীর) কুড়াকিপাড়া (ঘোড়ামারা) কালীবাড়ির সম্মানিত নিত্য visitor, তার বয়েস আট।

মুদ্রাক্ষরে

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকার চতুর্বিংশতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুদ্রাক্ষরে' রচনাটিতে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় ভাষা-চিন্তা ও শৈলী-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তিনি মনে করেন, সব "আকৃতির যথাযথ প্রকাশ অচলিত বাদুড় শব্দের পুনর্বাসন দ্বারা অসম্ভব।" আকৃতি প্রকাশের এই সমস্যার নিরসনকল্পে তিনি প্রয়োজনমত শব্দের প্রচলিত অর্থের সংকোচন এবং প্রসারণে তাদের নতুন অর্থের দিগন্তগামী করে তুলতে চেয়েছেন। শব্দের এ-হেন নতুন অর্থগামিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কবি জীবনানন্দ দাসের 'ভয়াবহ আরতি' এবং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক 'উপজীব্য' শব্দটির বিশিষ্টার্থক ব্যবহারের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রচলিত শব্দ এবং নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রচলিত রীতি নতুন অর্থের দিগন্ত-গামী হয়ে উঠুক—এ সকলেরই কাম্য। কিন্তু নব নব অর্থের দিগন্তগামিতার নামে যথেচ্ছ শব্দ-ব্যবহার ভাষার ক্ষেত্রে একটি [illegible] কি প্রকট করে তুলবে না? কোনো সূত্রের তটবন্ধনে যদি নতুন অর্থন্যাসের [illegible] বাঁধ এবং গতি না দেওয়া যায় তবে কি তা [illegible] রূপ গ্রহণ করবে না? [illegible] বাক্য-শব্দকে [illegible]; [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] শব্দীর না' এই অনুচ্ছেদে [illegible] প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। এই [illegible] অনেকখানিই আধুনিক 'কবিকল্পের' সৃষ্টি। শব্দ যদি আবার নতুন করে আর এক বাবেল সৃষ্টি করে, তা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতে এক নিশ্চিদ্র অন্ধকারের সূচনা করবে।

সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার থেকে নতুন শব্দ আহরণ করে বাংলা প্রত্যয়ের দ্বারা তাদের যুগোপযোগী করে নিতে পারলে আকৃতি প্রকাশের সমস্যার বোধ হয় সমাধান হতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রেও লেখককে ভাষার শৈলী এবং শব্দের অর্থ, প্রত্যয়ের দ্যোতনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; অন্যথায় ভাষা 'শব বিবাহের' প্রেতোৎসবেই মেতে উঠবে। এবং সাহিত্য হবে মৃতকল্প। ইতি

লক্ষ্মী ঘোষ

কলকাতা-৪।

শব্দ ও ছন্দ

মহাশয়,

'দেশে'র পর পর দুটি সংখ্যায় "মুদ্রাক্ষরে" সন্তোষকুমার ঘোষ শব্দ এবং ছন্দ নিয়ে আলোচনা দেখে কিছুটা অবাক হয়েছি। ঔপন্যাসিকদেরও কি এ-সব কথা ভাবার সময় আছে? বড় একটা প্রমাণ তো দেখি না। [illegible] উপন্যাসের [illegible] খবর পাচ্ছি, [illegible] কথা চলেছে। [illegible] ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় [illegible] মহলে শব্দের বিষয়ে [illegible] বন্ধ হয়নি। [illegible] দের মধ্যে মাত্র তিনটি [illegible] যায়।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা [illegible] পারে। অনেক শব্দে [illegible] হয়ে গেছে অচল পয়সা, [illegible] কুমার ঘোষ বলেছেন, [illegible] প্রচলিত শব্দকে নতুনভাবে [illegible] কিন্তু অসুবিধেও আছে। [illegible] নব মানুষকে চমকে দেওয়া, [illegible] মানুষকে কাল্পনিক করা। 'প্রতিমা' [illegible] স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে 'প্রতিমা' [illegible] আমার বহুকালের শখ, [illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি? [illegible] ধরে চলেছিল কিন্তু তারা [illegible] তবু এ রকম চেষ্টা কেউ করতে [illegible] ভাষার কোন না কোন [illegible]

হাজায় অব্যর্থ

আরও অনেক কাজে লাগে

মার্গুয়েন্টাম

হাজায় এবং চর্মের নানা রোগে [illegible] ফোড়া, পোড়া বা [illegible]

[illegible] প্রলেপ।

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমার কাছে হয় না। এ ছাড়া [illegible] একটা আছে ঃ [illegible] এক। হাই হাউ- [illegible] বদলে [illegible] উঁচু, [illegible] পদ্যের [illegible] [illegible] বেশ হয়েছে। এ রকম কায়দায় [illegible] অনুবাদ উপেক্ষার যোগ্য [illegible]? [illegible] উপমাটি সম্বন্ধে [illegible] আমার সন্দেহ। ছবি অনুযায়ী [illegible]। [illegible] মনে মুখে কেন? [illegible] না বললেও চলে কেননা [illegible] পাঁচ-বাঁধানো পথের সম্যাও [illegible]। ঐ ছবিটি শব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে [illegible]। তেমনি 'জ্যোৎস্না'র বদলে 'রাধার [illegible] কেন হবে না? 'আকাশে রাধার লজ্জা' [illegible] এখন লোকে 'আধুনিক কবিতা' বলে [illegible] উড়িয়ে ফেলবে কিন্তু [illegible] লেখকরা যথাযথ ব্যবহার করলে— [illegible] কোন অজগ্রামের হাট থেকে ফেরার [illegible] গাইয়েরাও বলবে, রাধার লজ্জা বড় [illegible] করছে গো আজ! বাংলাদেশে [illegible] নামও হয় 'রান্না-ভাত-খাওয়া' বা [illegible]।

[illegible] লিখেছেন ছন্দ সম্পর্কে। [illegible] অদ্ভুত ব্যবহারের উদাহরণগুলি [illegible] কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য ঠিক নয়। [illegible] কবিতা সজিল ছন্দে আবার ফিরে [illegible], তিনি বলেছেন, কিন্তু তা আসছে [illegible]। [illegible] লেখার ধাক্কা চলে গেছে, এখন [illegible], যাকে বলে গদ্যকবিতা, তা [illegible] [illegible] পায়। কিন্তু ছন্দ এবং মিল-এর [illegible] দ্বিতীয় [illegible] হিসেবে মিল প্রায় [illegible] পড়েছে। আগে বিরহের কাব্যও মিল দিয়ে লেখা হতো। এখন ছন্দের অনাচারও খুব খারাপ, কোন আড় নেই; প্রাথমিক পয়ার গ্রহণ করে তার উপর যাচ্ছেতাই প্লাস্টিক সার্জারি চালাচ্ছেন কবিরা। আসলে কবিতা আসতে চাইছে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি অথবা মানুষের মুখের ভাষা কবিতার কাছাকাছি থাক। ইংরেজ বা আমেরিকান কবিরা যে সম্পূর্ণ ছন্দ বাদ দিতে চাইছেন তার কারণ ওঁদের পয়ারের মতো এমন মুখের ভাষার কাছাকাছি এবং সর্বংসহ ছন্দ নেই।

তবে মিল এবং ছন্দ কবিদের খেলা। এখনো। ছন্দ-শত্রু কোন বীট-কবিকে আমি গঙ্গার পাড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া খাবার পর পুরোনো ছন্দের কবিতা আবেগে আবৃত্তি করতে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের যে উদাহরণগুলি তিনি দিয়েছেন ওগুলো নিশ্চিত তাঁর খেলাচ্ছলে। ওরকম আরো দু-একটা চমৎকারী মিল মনে পড়ছে ঃ

রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ন
তোর আঙিনা হয়নি যে নিকোনো

বা,

শ্রাবণে ডেপুটিপনা
এ তো কভু নহে সনা—
হেন প্রথা এ যে অনা—
সৃষ্টি অনাচার।

মিলের নেশায় রবীন্দ্রনাথের যে গোঁজামিল-গুলি উদাহরণ ছিল সে-রকম আরো অসংখ্য দেওয়া যায়। মিলের অনাসৃষ্টির তুলনা নেই। কোন কবিতার লাইনের শেষে যদি 'রাত্রি' দেখা দেয়— তা হলেই ভয়ে কাঁটা দেয় [illegible] যাত্রী কিংবা [illegible] দেখতে পাওয়ার আশায় [illegible] কবির সঙ্গে রবি, ছবি বা অন্য ছাড়া আর কিছু ভুলেও মনেও পড়ে না। প্রেমের সঙ্গে এলেম কিংবা যোগাযোগ। আর একটা আছে হেম—সেটা আগেও খুব চলতো না—আজকাল তো ১৪ ক্যারেট। এদিকে মিল না বলে কবিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ করা উচিত।

'লিপস্টিক'-এর সঙ্গে "মিস্টি" মেলাবার জন্য তাঁর অত ভাবিত হওয়ার দরকার নেই। ওরা এমনিতেই বেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে-মিশে থাকে সবসময়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা

শিল্পীর স্বাধীনতা

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধগুলির পাঠক হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রতিভা বসুর প্রবন্ধটির ওপর কয়েকজন আগ্রহী পাঠক নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমার বক্তব্য, যেখানে শিল্পী তার আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা হারায়, সেখানে শিল্প ও শিল্পীর অপমৃত্যু। কোনো দেশের শিল্পের ওপর সে দেশের রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা পড়বে, সেটা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশের কোন ক্ষমতা থাকবে না, সেটা চিন্তা করা যায় না। এই দৃষ্টি-ভঙ্গির

ওপর ভিত্তি করে শ্রীযুক্তা বসুর প্রবন্ধটি কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু ২০শে এপ্রিলের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধটিও পড়লাম। তিনি দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে প্রবন্ধের মূলগত অর্থকে অভিজ্ঞ শিল্পীর মত মূর্ত করে তুলেছেন। শিল্পীর সাধনায় অন্য কিছুর প্রভাব অত্যন্ত কেন একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। বান্দু খাঁ জাতের শিল্পীরা জিন্না সাহেবদের হিসেব রাখেন না। শিল্পীর মনুষ্যত্ব যেখানে ব্যাহত হয়, সেখানে শিল্পের অভিব্যক্তি পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের কারবারীরা যদি সামাজিক নাটকের সার্থক শিল্পরূপ দিতে পারে সেখানে সে স্বাধীন বইকি! এই স্বাধীনতা সৃষ্টি ও তার স্রষ্টার স্বাধীনতা। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি এই শিরোনামের অর্থ করেছেন তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই। ইতি—

দিলীপচন্দ্র কুমার
খিদিরপুর

॥ ২ ॥

মহাশয়,

আপনাদের 'শিল্পীর স্বাধীনতা'—এই পর্যায়ের বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের প্রায় অভিন্ন বক্তব্য নিঃসন্দেহে অভিনন্দনের দাবি রাখে। [illegible]

[illegible]

এই সিদ্ধান্তের [illegible] একেবারে চমৎকার ও অভিনব [illegible]। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' [illegible] তার আসল স্বরূপটি প্রকৃত মর্মার্থে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। [illegible] নীরেন্দ্রের আত্মমগ্নতায় কোনো অভিযোগই সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁরই 'লেখার' একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে 'আমার' কথা শেষ করি—

"সব মত সব [illegible] সব [illegible] নিজেকে শিল্প তার আপন রসে পূর্ণ করে নেয়। তার চেয়ে বড় রসায়নিক আর কেউ নেই।'

কিংবা

"মানুষ কি রাজ ভাই তার একমাত্র [illegible]?"

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মানিকতলা

হাস্‌নোহানা

মহাশয়

শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্রে" উল্লিখিত "হাস্‌নোহানা নিয়ে সম্প্রতি যে আলোচনার ঝড় আপনার পত্রিকায় উঠেছে তা' সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, 'হিনা' মোটেই হাসনোহানা নয়। হিনা হল মেহেদী। যা ঘষে হাতে ও পায়ে রং করা হয়। তিনি হিনাকে হাসনোহানার থেকে পৃথক করতে একটি পুরোনো উর্দু কবিতা হাজির করেছেন। কবিতার অর্থ [illegible] ব্যক্ত করেছে এবং [illegible] যুক্তি অকাট্য প্রমাণিত হয়েছে।

[illegible] হল কবিতাটি নিয়ে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভুল করেছেন কবিতাটির উপস্থাপনায়। মূল কবিতাটি হল—রঙ্গ লাতী হ্যায় হেনা পথরপে পিস জানে কে বাদ, সুরখরু হোতা হ্যায় ইনসাঁ ঠোকরে খানেকে বাদ। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনায় দ্যাখা যাচ্ছে—হোশ আতা হ্যায় ইনসানকো ঠোকর খানেকে বাদ, রঙ্গলাতী হ্যায় হিনা পত্থর মে পিস জানেকে বাদ॥ "রঙ্গলাতী হ্যায় হেনা"র সাথে সুরখরু (সুরখ্=লাল; রু=রূপ বা চেহারা) হোতা হ্যায় ইনসাঁ"র যে ভাবগত ব্যঞ্জনা মূল শেরে আছে তা ত নেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত শেরে। তবে কোথায় পেলেন তিনি? ইতি—

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্যামনগর

সাঠে বিস্কিট এণ্ড চকোলেট কোম্পানী লিঃ পুনা-২

বসন্তের সীমানায়

রূপসী নারীতে পরিণত হবার প্রকৃতির পথে কি অপূর্ব সাধনা চলেছে? বয়ঃসন্ধিকালে গাত্রবর্ণের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যক।

সেদিক থেকে লক্ষ লক্ষ জনগণের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য আশ্চর্য জি-১১• সহযোগে প্রস্তুত ভারতের একমাত্র সাবান সিন্থল অপেক্ষা আপনার গায়ের ত্বকের যত্ন নিতে আর কি ভালো হতে পারে? স্বাভাবিক ত্বক থেকে বিশ্রী দাগ ও দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু অপসারণ করে সিন্থল নিখুঁত গাত্রবর্ণ অম্লান রাখে।

অধিক সতেজতা ও নিখুঁত সৌন্দর্যরক্ষার জন্য জি-১১ যুক্ত গোদরেজ সিন্থল ট্যালেট পাউডার ব্যবহার করুন। রমণীয় সুরভিত, দুর্গন্ধনাশক ও বিশোধক

গোদরেজ হেয়ার টনিকেও জি-১১• যুক্ত থাকে।

• "হোয়াট ইজ জি-১১" নামে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক পুস্তিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন,— গোদরেজ, বোম্বে ১২

• এল গীভদান কোং এর ট্রেডমার্ক

CT-2. 4/63 (24 cm x 16.50 cm) BEN.

Godrej গোদরেজ সাবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ একুশ ॥

ভারত চীন 'সাংস্কৃতিক' দল আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে সব থেকে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন পিকিং এর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার কে এম পানিক্কর। অবশ্য পানিক্করের তাঁরই পরামর্শে ভারত থেকে চীনে (১৯৫১ সালে) বেসরকারী স্তরে একটি উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক মিশন পাঠান হয়। এই দলের নেতৃত্ব ছিলেন গান্ধীবাদী ([illegible]) পণ্ডিত সুন্দরলাল। এই দলে [illegible] ও [illegible] (যাঁরা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায় বা অমানুষিক অত্যাচার দেখে মুখ বুজে থাকতে এবং গণতন্ত্রে নিজেরা সমাজবিরোধী লোকের কুকর্মের প্রতি রাষ্ট্রের স্বাভাবিক [illegible] নিক্ষেপ করে দেশ [illegible] সচকিত করে তুলতে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন) [illegible] ছিল। এদের সফরকাল ছিল ছয় সপ্তাহ।

এর পর থেকেই ভারত ও চীনের মধ্যে [illegible] উঠে। চীন থেকেও একটি সাংস্কৃতিক দল [illegible] ভারতে আসে। এদের সফরকাল ছিল পাঁচ সপ্তাহ। চীন সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তরের উপমন্ত্রী মিঃ টিং সি লিন এই দলের নেতৃত্ব করেন এবং দলের জন্য পণ্ডিত বিজ্ঞানী ও কলাবিদকে সদস্যরূপে পাঠানো হয়। আমাদের মত সাধারণ লোককে কমরেডগণ তখন [illegible] এই কথাটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন, চীন এই প্রথম অ-কম্যুনিস্ট দেশে সাংস্কৃতিক মিশন পাঠাল। সুতরাং মাত্র ভারত তখন থেকেই মাতে ওঠবার সুযোগ পেল।

ভারতের কমরেডরা এই সময় থেকেই চীনের অনুকূলে প্রচারের জয়ঢাক প্রকাশ্যেই কাঁধে তুলে নিল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর কলেজ স্ট্রীটের ছোট্ট দোকানখানিতে পিকিং-এর ফরেন পাবলিশিং এর ছোট বড় নানাবিধ পুস্তক পুস্তিকার বন্যা বয়ে গেল। মাও সে-তুঙের রচনা, তাঁর ছবিতে দেশ ছেয়ে গেল। কারবার জমজমাট হয়ে উঠল। দেশের কোণায় কোণায় নানা এজেন্সীর মারফৎ মাও সে-[illegible] বাহক হয়ে পড়ল।

শিক্ষক সমিতি, কৃষক সমিতি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতিও নয়াচীনের বন্দনায় ভারত চীন মৈত্রী সংঘের সাথে সুর মেলাল।

কলকাতা শহরের ফুটপাথে, দোকানে ট্রেনের কামরায় মফস্বলের দোকানবাজারে, পুস্তকের হাটে চীনা বই বিক্রির জন্য [illegible] ঘোরাফেরা করছে [illegible] সেই [illegible] টিকিও দেখা যায় না। এই [illegible] অকস্মাৎ কোথায় উবে [illegible] এদের [illegible] এবং এই সব বই কোত্থেকে [illegible] এই হকারদের [illegible] নিয়োজিত হয়েছে?

এই প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পেতে হলে চীনা সাংস্কৃতিক অভিযান সম্পর্কে [illegible] সব ক্রিয়াকলাপ উদ্ঘাটনের [illegible] দুর্ভাগ্য এই, আমাদের [illegible] ঔদাসীন্য আমরা এসব [illegible]

পুনঃ বছরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের সাফল্য উভয় দেশে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করে। তাই পরের বছর (১৯৫২) প্রতিনিধি দলের ভ্যারাইটি এবং সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্বয়ং এই বছর একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে এই বিনিময় প্রথার গুরুত্ব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। পিকিং-এ মে দিবসের পরব দেখার জন্য একটা ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলও চীনে গিয়েছিল। তার সেপ্টেম্বর মাসে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিল ৬০জন সদস্যবিশিষ্ট বিরাট এক প্রতিনিধি দল। ভারতীয় টেবিল টেনিসের একটি দলকেও এবার চীনে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া চীন সরকার ও চীনের বিভিন্ন জনগণের সংস্থার কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে ভারত থেকে কয়েক শ বিশিষ্ট ব্যক্তি চীন দেখে আসেন।

১৯৫৪ সালে দিল্লিতে শ্রী চু এন লাই এবং পিকিং এ শ্রী নেহরুর উপস্থিতি, পঞ্চশীলের ঘোষণা এবং ভারত-চীন বাণিজ্য চুক্তি চীন ও ভারতকে একেবারে 'ভাই ভাই'-এর বন্ধনে বেঁধে ফেলে। সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের মাত্রাও এ বছর বেড়ে যায়। শ্রী নেহরু পিকিং-এ অবস্থান কালে বহু ভারতীয় ডেলিগেশনের সঙ্গে মোলাকাত করেন। চীনের জাতীয় দিবসের সমারোহ

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রকাশিত হ'ল

অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে

অমরেন্দ্রকুমার সেন

এই বই সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত :

"অলিম্পিকের প্রাচীন ইতিহাস আধুনিক অলিম্পিকের সূত্রপাত এবং ১৯০০ সনের প্যারিস অলিম্পিক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রত্যেক অলিম্পিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও জয়-পরাজয়ের তথ্য এই গ্রন্থে রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক ও অলিম্পিকযাত্রীদের কথা। বহু খেলোয়াড়ের ছবি এর অন্যতম আকর্ষণ।
সুন্দর সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটি অকুণ্ঠ প্রশংসাযোগ্য। খালেদ চৌধুরী অঙ্কিত প্রচ্ছদ অনিন্দ্য।"

পৃথিবীর, ভারতীয়, এশিয়ান ও অলিম্পিক রেকর্ড সম্বলিত এই বইখানি স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ও প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীর পক্ষে অপরিহার্য।
দাম : তিন টাকা

আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[illegible] জন্য অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জ্ঞান চাঁদ, [illegible] পুরস্কারপ্রাপ্ত শান্তিবাদী, এবং [illegible] ভারত শান্তি পরিষদের সহসভাপতি [illegible] শোখে সিং, কলকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি, আসামের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী পিকিং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারত-চীন মৈত্রী সংঘ ৩৫জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। লোকসভার সদস্যও একজন ছিলেন। আর ছিলেন একদল ভারতীয় সাংবাদিক, মহিলা প্রতিনিধিদের একটি দল যুব ডেলিগেশন এবং একটি ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশন।

১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনের পর ভাবাবেগ চরমে উঠল। 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল 'আফ্রো-এশীয় সংহতি'র ধ্বনি। অক্টোবর মাসে চীনে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব ঘটা করে সম্পন্ন হল। শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর এবং শ্রী বি এন সরকারের নেতৃত্বে একটি তারকার দলও প্রেরিত হল। চেয়ারম্যান মাও স্বয়ং দর্শন দিয়ে এঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। মাও চীন-ভারত ভলিবল ম্যাচ দেখেও অনুষ্ঠানটিকে ধন্য করেছিলেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে একদল চীনা মুসলমান হজ্জে যাবার পথে দিল্লিতে এলেন। দিল্লির হিন্দু মুসলমান, সরকার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তাঁদের স্বাগত জানালেন।

আরও কয়েকটা বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলঃ একটি জুরিস্ট মিশন, অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী এম আর দাশগুপ্ত নেতৃত্ব করেছিলেন (এই দলের কয়েকজন সদস্য নয়াচীনের বিচারব্যবস্থার খুবই প্রশংসা করেছিলেন)। ওয়ারশতে পঞ্চম বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদান করে একটি ভারতীয় দল বাড়ি ফেরার পথে চীন ঘুরে আসেন। আরেকটি দলে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য সি পি রামস্বামী আয়ার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২জন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে যান। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক মিশনও যায়। ডঃ এম এন অগ্রহরি একটি মেডিকেল ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেন। দশটি চীনা ছাত্র ভারতে পড়তে আসে এবং দশটি ভারতীয় ছাত্র সরকারী বৃত্তি নিয়ে পড়তে যায় চীনে।

উল্লেখযোগ্য চীন যাত্রীদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী রাজকুমারী অমৃত কাউর সকন্যা ডঃ রঘুবীর, শ্রী কে সি কুমারাপ্পা, আচার্য নরেন্দ্র দেব শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দেববর্মণ সস্ত্রীক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি প্রভৃতির নামও আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আরেকজনের কথাও মনে পড়ছে আমার। তিনি হচ্ছেন ভারত সাধু সমাজের সভাপতি সন্ত তুকোড়জী মহারাজ। (কম্যুনিস্টদের নাম আমি এই তালিকা থেকে ইচ্ছে করেই বাদ রেখেছি)

একটা আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে এই যাঁরা চীন দেখে এসেছেন [illegible] তিনি ১৯৫২ সালেই যান, আর ১৯৫৮ সালেই যান তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দেশে ফিরে এসেই নানাভাবে চীনের প্রশংসা করেছেন। এঁদের কথিত বা লিখিত সুসমাচারগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুটো জিনিস সকলের মধ্যেই আছে। (১) এঁরা সকলেই বিশেষভাবে সবিশেষ এবং (২) তথ্য ও যুক্তির ধার এঁরা কেউ বড় একটা ধারেননি।

নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা চীনকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীবাদীরা বলেছেন, হিংসাটুকু বাদ দিলে গান্ধীজীর আদর্শ চীনে যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তা হয়নি। এমন কি সন্ত তুকোড়জীও ধর্ম সম্পর্কে চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের মনোভাব দেখে মুগ্ধ [illegible] হয়েছেন।

যে কোন উপলক্ষ্যের নিখুঁত সাজ পোষাক! শক্তি স্যাট আপনাকে দেবে [illegible] সব অবস্থায় এক আত্মবিশ্বাস। টেকসই আর ভাঁজ পড়েনা [illegible] স্যাটে সবসময়েই থাকে সেই সকালের সাজের তাজা চেহারা। [illegible] মনে হবে যেন এক্ষুণি ইস্ত্রি করা আর শক্তি সিল্ক [illegible] সাথে নতুন ডিজাইন [illegible]।

কালে চীনা সরকারের বিবৃতি মারফতই দেখা গিয়েছে, চীনের অনেক উন্নতি ও অগ্রগতির কথাই অতিকথন দোষে দুষ্ট।

চীনারা ভারত আক্রমণ করার পর অনেকেই আবার তাঁদের পূর্বোক্তিকে সংশোধন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চীন দেখে এসে কম্যুনিস্ট চীনের শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে যাঁরা এতটা নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, সেই শান্তিপ্রিয় দেশটি দুম্ করে আমাদের উপর হঠাৎ চড়াও হল কেন, এ নিয়ে এঁদের কাউকে ভাবতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।

একটা কথা আজকাল হামেশাই অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে চীন আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। [illegible] এই অজুহাতে চীন দেখে ফিরে এসে যে বই লিখেছি বা বলেছি তার মধ্যে [illegible] কিছু নেই। [illegible] রকম দেখেছি সেই রকমই লিখেছি। তবে এখন [illegible] চীন আমাদের সব কিছু দেখায় [illegible] করেছে।

চীন ফেরত ইনটেলেকচুয়ালেরা পঞ্চমুখে চীনের গুণগান কেন করলেন তার সন্তোষজনক জবাব এই কৈফিয়তে পাওয়া যায় না। আমার মতে এ একটা ছেলে ভুলানো কথা বিশ্বাসযোগ্য [illegible] নয়।

ডাঃ [illegible] আমাদের সরকার চীন সরকারের [illegible] চীন সরকার সম্পর্কে সমালোচনা- [illegible] [illegible]

গুণগান করে ঝামেলা এড়াবার পথই সম্ভবত বেছে নিয়েছিলেন। এই কেরানী-সুলভ মনোভাব আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কিছু বেশি মাত্রায় বর্তমান আছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর চাইতেও একটা মারাত্মক উদাহরণ ডাঃ চন্দ্রশেখর দিয়েছেন।

তিনি লিখছেন, "কিছুকাল আগে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক চীনে গিয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিন আগে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে, চীন সম্পর্কে আমার প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত এবং আমার ধারণার দ্বারা তাঁর ধারণা সমর্থিত হল। কিন্তু তিনি নিজে এসব কথা বলতে চান না কেননা তা ভারতের জনমত [illegible]।"

পরিতাপের কথা, এই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগই এই রকম অসাধু চরিত্রের লোক। এঁরা নিজের কথা কখনোই বলতে চান না। যে কথা বললে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় কিংবা জনপ্রিয় হওয়া যায় মাত্র সেই সব কথা বলেই এঁরা কর্তব্য শেষ করেন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হাওয়া-নিশানের মোরগ, এদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে এটা একটা বড় রকমের বিপদ।

চীনযাত্রী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিবরণ পড়ে এঁদের আমি পাঁচটা শ্রেণীতে ভাগ করতে পেরেছি। যথা: (১) পাকা কম্যুনিস্ট (২) সহযাত্রী (৩) অসাধু বা কেরানী বুদ্ধিজীবী (৪) ছদ্ম বা উদাসবুদ্ধি বুদ্ধিজীবী এবং (৫) মননশীল ব্যক্তি। এই পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত লোক অতি কম সংখ্যায় চীন গেলেও এঁরাই যথেষ্ট পরিশ্রম করে চীনের [illegible] চেষ্টা করেছেন। আমরাও চীন [illegible] সে কথা এঁদের বিবরণ থেকেই জানতে পেরেছি। আর সকলের হাতেই চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের প্রচারযন্ত্র সুকৌশলে কল্কেটি রেখে তামাক খেয়ে নিয়েছে। কেউ স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে নিজের হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কেউ বা অজ্ঞাতে। ফল সমানই হয়েছে।

"লালচীনের এই নির্বিচার প্রশস্তি ভারতের অসম্মানের কারণ হয়েছে। আমাদের সরকারকে সমালোচনা করা এবং বিগত বারো বছরে স্বাধীন ভারতে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে বা একেবারেই কিছু হয়নি, একথা বলা কোন কোন মহলে ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। চীনের অবিমিশ্র প্রশংসা ও ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে তুলনার দ্বারা একথাই বলবার চেষ্টা করা হয় যে, আমাদের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সরকার এবং মিশ্র অর্থনীতি জনসাধারণের কোন মঙ্গলেই আসেনি।... .এই ধরনের প্রচার আমাদের সরকারের কৃতিত্বকে ম্লান করার ব্যাপারে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের [illegible]

নববর্ষের নতুন প্রকাশন
তিনখানি নতুন উপন্যাস
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পায়ে পায়ে প্রহর-২.৫০
বিশ্বনাথ রায়ের
বহ্নিকন্যা-২.৫০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
হৃদয়ের রঙ-৪.
অনন্য কথাশিল্পী
আশাপূর্ণা দেবীর
অপূর্ব গল্প-সংকলন
অতলান্তিক-৫.
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠগল্প-৪.
বিশ্বনাথ রায়ের
নানারঙ-২.৫০
এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
৫১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি[illegible]

করে থাকে। চীন সম্পর্কে এই ধরনের মনোহর চিত্র প্রচারের জন্য ভারত সরকারের দায়িত্বও কম নয়......আমাদের সরকার কোন কিছু না ভেবেই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য কাজ করছে বলে মনে হয়। আমরা ভারতীয়রা বিদেশী কম্যুনিস্ট-দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েই রেখেছি। আর দেশী কম্যুনিস্টরা এই প্রতিফলিত গৌরবের লাভের অংশে ভাগ বসাচ্ছে।"—(শ্রীনিরঞ্জন হালদার অনূদিত ডাঃ চন্দ্রশেখরের 'আজকের চীন' থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫০)

কোন পদ্ধতিতে বা মন্ত্রে চীন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 'বশ' করে ফেলেছিল, অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছিল, এই প্রসঙ্গে সেটা একবার পর্যালোচনা করে দেখা ভাল। আগেই বলেছি, চীন একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার ফিকিরে এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি আদান প্রদানের কূট চালটি দিয়েছিল। চীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন পর্যবেক্ষক লিখেছেন:

For the Chinese, cultural exchanges are a means of achieving political ends, some specific and some general. The long-term aim is presumably to win India over to Communism, either through a gradual conversion of existing power structure or through a take-over by the Communist Party of India. For this purpose, China's relation with the Indian Communists and fellow-travellers are particularly important and much time and attention are paid to them. Indian Communists frequently visit China, whether individually or in formal delegations to State occasions, trade union conferences, Party meetings, etc. Moreover, the Chinese play a direct part in the internal developments within the Indian Communist movement which is now split between the 'pro-Russian" and the 'pro Chinese' group.—(The China Quarterly, July-September, 1961, p 87-88)

চীনের মতলবটি পরিষ্কার। ভারতকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার হাতিয়ার হিসাবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিটিকে সর্বতোভাবে মদত দেওয়া এবং এই-পার্টিটিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের তাঁবে রাখা। ভারতীয় কম্যুনিস্ট এবং সহযাত্রীদের রাষ্ট্রক্ষমতা কি করে করায়ত্ত করতে হয়, সেই সব কৌশল হাতেকলমে শিখিয়ে দেবার জন্য অবাধে চীনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই এই 'সাংস্কৃতিক বিনিময়ের' কূট চালটি চীনা কম্যুনিস্টরা চেলেছিল। আমাদের সরকারের এই চালটি ধরে ফেলতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। তাই শেষের দিকে চীন, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার ছাড়পত্রও ভারত সরকার আর নির্বিচারে মঞ্জুর করেননি।

চীন ফেরতা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সে দেশটা সম্পর্কে এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে

S.G.-1-BEN

সিঙ্গারের সুবিস্তৃত বিক্রি ব্যবস্থায় মেরিট পাবেন

মেরিটের বৈশিষ্ট্য: ✓ দ্রুত কাজ সম্ভব, কারণ এর সুতোর টান নিখুঁতভাবে বাঁধা যায় ... গতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ✓ মিহি বা মোটা যে কোনো কাপড়ে মজবুত, পরিচ্ছন্ন সেলাই পড়ে ✓ দেখতে সুন্দর ... শক্তসমর্থ গড়ন ✓ দেখাশোনার খরচ খুব কম ... কচিৎ কখনো খারাপ হয় ✓ এক বছরের সিঙ্গার গ্যারান্টি দেওয়া আছে।

সেরা সিঙ্গার তেল আর সূচ নিন

* সিঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

উঠলেন কেন? এরা সকলেই তো আর কম্যুনিস্ট নন। যে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য গিয়েছিলেন, তাঁরাও তো চীনকে যথেষ্ট আমড়াগাছি করেছেন। (যদিও এখন কেউ কেউ মন্ত্রীর গদীতে বসে পাল্টা সুর গাইছেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্পীকার এবং বর্তমান মন্ত্রী শৈলকুমার মুখার্জির কম্যুনিস্ট মুখপত্র স্বাধীনতায় প্রকাশিত রচনার কথা। চীন বন্দনার সে কি নির্লজ্জ ঘটা!)

বিষয়টা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার। দুটো বিষয় অনুসন্ধান করে দেখলে আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছতে পারব। (১) চীনা সরকার কী এমন টেকনিক ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে চীনযাত্রী ভারতীয়েরা গলে জল হয়ে ফিরেছিলেন? এবং (২) ভারতীয়দের মানসিকতা এমন কোনও সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল কি না যা চীন সম্পর্কে মোহিত হবার জন্য আগে থেকেই এদের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল।

সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে দেখছি ভারতীয় প্রতিনিধিদের মন পাবার জন্য চীন সরকার

(ক) তাঁদের সম্মান জানাবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে দারুণ সমারোহ করে ছিলেন। এ রকম সমাদর আমরা রাজা মহারাজার [illegible] হয়ে থাকে [illegible] [illegible] এবং কোন [illegible] [illegible] কম্যুনিস্টই [illegible] সম্মান দিতে জানে।

(খ) [illegible] প্রচারের মাধ্যমে [illegible] সুকৌশলে ও সহজে [illegible] ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অতিমাত্র প্রশংসা ছড়িয়েছিলেন [illegible] প্রতিনিধিরা যেখানেই গিয়েছেন [illegible] প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি সহ সংবাদ দিয়েছে [illegible] ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের [illegible] ফলাও করে প্রচার করেছে [illegible] ধারণা হয়ে ছিল চীন [illegible] নয় এবং চীনা কম্যুনিস্টরা সংস্কৃতির বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতর দিকটাই পছন্দ করে।

এবং (গ) ভুরুপের তাস ছেড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ভারতীয় কবির বুদ্ধ প্রমুখ অবতারদের জন্মতিথি ঘটা করে পালন করে। ভারতীয়দের থেকে চীন ভারতীয় মহাকবিদের প্রতি বেশি ভক্তি দেখিয়েছে এবং এইভাবে চীন আমাদের জাতীয় অহংবোধটাকে বেশ করে চুমরে দিয়েছে। এই টেকনিকেই চীন ভারতীয় প্রতিনিধিদের মন গলিয়ে দিয়েছিল। এর পর তাঁদের সাদা-জল ঢালা মনের জমিনে চৈনিক প্রচারযন্ত্র যে বীজই বুনে দিয়েছে তাতেই 'বাম্পার' ফসল ফলেছে।

এবার দেখা যাক চীন গিয়ে এঁরা কোন কোন বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। (১) অতিথেয়তা (২) ভারত সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী (৩) জাতীয় অহং-এ সুড়সুড়ি (৪) পাশ্চাত্য বস্তুবাদের তীব্র সমালোচনা (৫) পান এশীয় মনোভাবের [illegible] (৬) চীনাদের অপরিসীম [illegible] বোধ (৭) চীনে জীবনযাত্রে [illegible] ও ডাইনামিজম্ (৮) শহর [illegible] ও [illegible] রকম পরিচ্ছন্নতা (৯) বেশ্যাবৃত্তি [illegible] উৎকোচ গ্রহণ [illegible] সর্বপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতির উৎপাত বন্ধ করা (১০) নারীজাতির মুক্তি (১১) অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলিতে সমষ্টির অংশগ্রহণ এবং (১২) কাজে [illegible] অপূর্ব ও দক্ষতা। [illegible] চীনা শ্রমিক-[illegible] হয়। [illegible] দাবি [illegible]

[illegible] ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর [illegible] ও [illegible] আমি বিশ্লেষণ করে [illegible] এই বর্ণিত বিষয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং এঁরা কেউই কম্যুনিস্ট নন [illegible] ছাপমারা সহযাত্রীদের বিবরণ আমি ইচ্ছে করেই ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। তবুও একথা বলে রাখা ভাল, এই [illegible] বিবরণের সাথে কম্যুনিস্টদের বিবরণ [illegible] খুব একটা বেশি নয়।

এ সব জিনিস [illegible] দেখে অভিভূত হওয়া কেবল ঐতিক ভারতীয়ের পক্ষে হয়ত অসম্ভব নয়। এঁরা ফিরে এসে যখন সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু গণতন্ত্র বজায় রেখে ভারতের মত অনুন্নত দেশে প্রার্থিত অগ্রগতি সম্ভব নয় বা আশানুরূপ উন্নতি যখন হচ্ছে না সেইহেতু কিছু দিনের মত অন্তত চীনের পথ অনুসরণ করাই আমাদের উচিত—তখন তার ফল ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাঁদের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাঁরা আদৌ সচেতন নন। আমি এই জাতীয় এক

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪·২৫ — বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরেজি স্বয়ংশিক্ষক"—মূল্য সডাক ৫·৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE:" 3/- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বোবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৪-৪১৯২

কেম্প এর
দাদের মলম
দাদ এবং অন্যান্য বীজাণু-ঘটিত চর্মরোগের জন্য কেম্প এর দাদের মলম অব্যর্থ। প্রতিদিন নিয়মিত মালিস করে দেখুন ইহা চুলকানো বন্ধ করে রোগাক্রান্ত স্থানে আরাম দেয়।

কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
বম্বে—২৮

ডাঃ ডিগোর
হেয়ার কিওর
(মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল)
ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার কেশব্যাধি এবং কেশপক্কতা নিবারণ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়।
হেয়ার কিওর লেবরেটরী
৩১৬, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-২১
ফোন: ৫৫-৮৪৬৪

ইনটেলেকচুয়ালকে এমন অদ্ভুত কথাও বলতে শুনেছি, 'ডেমোক্র্যাসিই আমি চাই, আমি গণতন্ত্রেরই ভক্ত, তবে কি জানেন, মাঝখানে একটু ডিক্টেটরশিপ হলে মন্দ হত না।" ডিক্টেটরী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে গণতন্ত্রের কবর, আমাদের অধিকাংশ ইনটেলেকচুয়াল সে তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে মনে হয় না।

চীন থেকে ফিরে এসে এই সব ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি তথ্য সহকারে ভারত ও চীনের বৈষয়িক উন্নতির তুলনামূলক একটি চিত্র এঁকে আমাদের উপহার দিতেন, তাহলে আমরা সত্য সত্যই উপকৃত হতাম। চীন এমন একটা দেশ, যাকে উপেক্ষা করা বা যার সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকা আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই 'চীন কোন উন্নতিই করতে পারেনি' একথা বলা যেমন মূর্খতা, তেমনি 'নয়াচীন ফুসমন্তরে যাবতীয় দুঃখ-ধান্দা মিটিয়ে দেশটাকে অমরাবতীতে পরিণত করেছে' এমন একটা ধারণা প্রচার করাও তেমনি আহাম্মকি।

চীন রাতারাতি তার দারিদ্র্য দূর করার প্রয়াসে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুঁড়িয়ে পরিবারের কাঠামোটাকে ভেঙে সমাজকে তচনচ করে ফেলল। এবং এত মূল্য দিয়ে এ পর্যন্ত তার নীট লাভ কি হয়েছে? সে দেশ থেকে চোর, ডাকাত, বেশ্যা, ভিক্ষুক তাড়িয়েছে, শহর গ্রামে পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আর নারী-জাতিকে মুক্তি দিয়েছে।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিও সে দেশে হয়েছে। তবে কতটা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ চীনা সরকার এক এক সময়, এক এক রকম হিসাব দিয়েছেন। 'সামনে বিরাট লাফ মারার' পর্যায়ে উন্নয়নের যে-সব অলৌকিক সংখ্যা ও তথ্য চীন সরকার সরবরাহ করেছিলেন (বিঘা প্রতি হাজার মন ধান এবং গ্রামের উনুনে ইস্পাত উৎপাদনের 'মনোহর

কালকে পরীক্ষা — অথচ বিনোদ তো মাথার যন্ত্রণায় অস্থির!

সারিডন
'রোশ'
ব্যথা সারায়, আরাম দেয়, স্ফূর্তি আনে

একটি সারিডনই যথেষ্ট
একটি ট্যাবলেট ১০ নঃ পঃ

'রোশ'-এর উৎপাদন একমাত্র পরিবেশক : ভলটাস লিমিটেড

কহানীয়া' নিশ্চয়ই পাঠকদের স্মরণে আছে) এবং যে পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি আউড়ে এখানকার কমরেডরা ভূর্কি লাফ শুরু করেছিলেন ("ওখানে হাসিছে মাও সে তুং এখানে নাচিছে লালিমা পং"—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী), সেগুলো যে ভ্রান্ত তা চীন সরকারই একদিন জানিয়ে দিলেন। জানা গেল, গ্রামের উনুনে ইস্পাতের যে পিণ্ড তৈরি হয়েছে তা দিয়ে এই পরিকল্পনাটির পিণ্ডদান ছাড়া আর কোন কার্য সমাধা হবে না। এটাও জানা গিয়েছে পর পর তিন বছর (১৯৫৯ থেকে ৬২) চীনে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। প্রবাসী চীনারা হংকং-এর পথে প্রচুর খাদ্যের প্যাকেট চীনে পাঠিয়েছে। দুর্ভিক্ষ যে হয়েছে সে কথা এই প্রথম চীনের সরকারী মুখপত্রও স্বীকার করেছে।

[illegible] বিখ্যাত দৈনিক 'লে মঁদ'-এর [illegible] 'ফিগার রোবের গিল' ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে [illegible] কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখছেন:

On one occasion at least in February 1961 a word, never before printed never previously heard from the mouth of a Peking official appeared in an article written by the Minister of Agriculture and published by "Red Flag", the Central Committee organ. That word was FAMINE. Never in the history of modern China has there been such a widespread food shortage or one that covers so uniformly the whole country.

এই [illegible] একটি জিনিসই প্রমাণিত হয় [illegible] এই অনগ্রসর এবং [illegible] সম্পদের পরিমাণ কম [illegible] উন্নয়ন চড়া যায় না। [illegible] পক্ষেও তা সম্ভব হয় না।

এই [illegible] থেকে দেখলে দেখা [illegible] দুটি চুরি জোচ্চুরি, দুর্নীতি [illegible] ও সঙ্কীর্ণ [illegible] মারফৎ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে [illegible] নীতি অগ্রগতি চীনের নীতি অপেক্ষার চেয়ে কোন অংশে কম হয়নি, এবং ইস্পাত উৎপাদন ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং এমন কি প্রায় অবিশ্বাস্য [illegible] কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদনেও ভারত এগিয়ে আছে। অন্ততঃ ভারত সরকারকে এই বিষয়ে প্রশংসা করতেই হবে খাদ্য সংকট থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত ভারতে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি। সমরসজ্জার উৎপাদনে চীন ভারত থেকে অনেক এগিয়ে থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দ্যাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্য ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে ভারত চীনকে অনেক, অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। এবং গণতন্ত্র [illegible] এই [illegible] সম্ভব হয়েছে।

প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে পরিবারকে বলি দিয়ে, ব্যক্তিত্বকে বিলীন করে খোরাকি সম্পন্ন হয়ে আমাদের কমিউনের নরকে বাস করতে হয়নি।

চীনযাত্রী ভারতীয় ইনটেলেকচুয়াল ভদ্র সন্তানদের অধিকাংশেরই চেতনায় এই মৌলিক [illegible] অনুপস্থিত ছিল [illegible] আমার বিশ্বাস। তাই তাঁরা যে বস্তুগুলো দেখে [illegible] সেগুলো [illegible] রাষ্ট্রচালিত [illegible] ছিল [illegible] সেটা বুঝতে পারেননি।

না [illegible] সম্ভাবের কারণ [illegible]

[illegible] 'আমরা [illegible] আশ্রয় [illegible] একটি [illegible] কম্যুনিজমের [illegible]

[illegible] মুক্তিতে অলৌকিক আস্থা।.... আমরা যদি কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ হতাম তাহলে এটা আমাদের নিশ্চয়ই নজর এড়াতো না যে এই দুটি সংস্কারই অভিজ্ঞতার দ্বারা অসমর্থিত।...... অতীতে এশিয়া কোনদিনই ঐক্যবদ্ধ হয়নি এবং আধুনিককালে অন্য সব মহাদেশের মত এশিয়াও দুটি আদর্শগত বিকল্পের মুখোমুখি হয়েছে—তার একটি হল ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর গণতন্ত্র, এবং অপরটি হল সার্বিক স্বৈরতন্ত্র। স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবর্ষ প্রথম বিকল্পটি বেছে নেয়, তার দু বছর পর লাল চীন গ্রহণ করে দ্বিতীয় বিকল্প। এ দুয়ের মধ্যে রাজনৈতিক চুক্তি কিংবা অর্থনৈতিক লেনদেন হয়ত সম্ভব, কিন্তু আদর্শগত ঐক্য অকল্পনীয়।"—স্বাধীন সাহিত্য গ্রন্থমালা ১ পৃঃ ১৩।

অথচ চীনা দোভাষীরা সুললিত কণ্ঠে চীনযাত্রী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কানে [illegible] এশিয়ার কেন আফ্রো-[illegible] সংহতি ও ভারত চীন মহান ঐক্যের

● রবীন্দ্রসঙ্গীত ● নৃত্যকলা ● গীটারবাদন ● চিত্রাঙ্কণ

কর্ণধার শৈলেশ ভড়

উদীচী

১৭১বি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬ :: ফোন: [illegible]

(সি ২৮৮)

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ায়

কাটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্মরোগে সালফা-অয়েন্টমেন্ট

[illegible], আর. সি. এল. লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

নগদ বা সহজ কিস্তিতে ক্রয় করুন

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার লং প্লেয়িং রেকর্ড ট্রানজিস্টর রেডিও ইত্যাদি

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস

৬৮, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

[illegible] TRANSISTOR

ফোন: ২৪ ৪১৩৩

মন্ত্র নিরন্তর জপে তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আরেকটি মন্ত্রও তারা জপেছিল—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মন্ত্র। আমাদের সংস্কার এটাকেও অতি সহজে গ্রহণ করেছিল। আমরা ভেবে দেখিনি যে এটা আরও অবাস্তব। ভেবে দেখিনি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের মালিকানা একেবারে বদলে গিয়েছে। এশিয়া এবং আফ্রিকায় পশ্চিম ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলোর অধিকাংশই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত রাশিয়ার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তিব্বত লাল চীনের গ্রাসে। সমগ্র এশিয়াতে চীন আজ নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। ভারত আক্রমণ তারই বৃহত্তম সূচনা। এশিয়ার সংহতি, আফ্রো-এশিয়া ঐক্যের আওয়াজ যে ফাঁকা, গোটা জিনিসটাই যে ভুয়া, সে কথা, এই আঘাত খাওয়ার পরেও কি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হৃদয়ংগম করেছেন?

(ক্রমশ)

আপনারও ফিলিপ্‌স সাইকেল না হ'লে নয়

আপনার মত আজকের যুগের কর্মচঞ্চল যুবকদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই এই মসৃণ ও ঝকঝকে চেহারার ফিলিপ্‌স সাইকেল তৈরী হয়েছে। উপযুক্তভাবে পাণ-দেওয়া ইস্পাতে তৈরী এই সাইকেলের সব রকম ধকল সইবার শক্তি ও নমনীয়তা আছে। ফিলিপ্‌স সাইকেল টি. আই. সাইকেলস্-এর আধুনিক কারখানায় তৈরী হয় এবং সারা দুনিয়ায় এর ৭০ বছরের ওপর সুখ্যাতি।

PHILLIPS

টি. আই. সাইকেলস্ অব ইণ্ডিয়া
আম্বাত্তুর, মাদ্রাজ

JWT/TIC : PH : 2006A

একদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশ সিঁদুর-চর্চিত। অন্যদিকে শুধু একটি টেলিফোন। ঘরে আর বিশেষ কোনো আসবাবের বালাই নেই। এমনি সারি সারি অসংখ্য ঘর রয়েছে লায়ন্স রেঞ্জ অঞ্চলে। [illegible] ঘর। কিন্তু এরই প্রতি ঘরে [illegible] লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চলে [illegible] বাজার। [illegible] একমাত্র [illegible]

[illegible]

[illegible] ক্রেতার পক্ষেও [illegible] উপভোগ [illegible] অসংখ্য [illegible] এমনকি [illegible]

[illegible] দেখব। একটা পছন্দ করব আরেকটা পছন্দ করব না। কোনোটা নেব কোনোটা নেব না। এরই অনিশ্চয়তার আনন্দ উপভোগ করুন। কাচের দোকানে ঢুকবো। সাধারণত এর যে কোনো একটিই আমার হতে পারে তারই সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হওয়া। [illegible] ক্রেতার হাতেই সর্বাধিক পরিতৃপ্তি। [illegible] ঢুকিয়ে মোক্ষটি হস্তগত করাতে তার সিদ্ধিলাভও আনন্দ নেই। এমনকি কোনো জিনিস কিনবার সংকল্প না করেও অসংখ্য

[illegible] বাজার

বাতায়নের ব্যূহ ভেদ করে দোকানের বক্ষস্থলে উপনীত হয়েও

পার্কে, পুরুষেরা লোকে ময়দানে,, আর মহিলারা যায় দোকানে দোকানে।

কিন্তু লায়ন্স রেঞ্জের বাজার অন্য রকমের। দেখে বেড়ানো দূরের কথা, প্রকৃত ক্রেতার পক্ষেও এখানে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, একাধিকবার যাচিয়ে কোনো কিছু কিনবার সুযোগ নেই। এমনকি কার কাছ থেকে কিনলেন বা কার কাছে করলেন বিক্রয়—তা ক্রেতা বা বিক্রেতার কারোরই জানবার উপায় নেই। কারণ এখানে যাকে বিক্রয়-কেন্দ্র বলা যেতে পারে, অর্থাৎ যেখানে [illegible] কেনা-বেচা চলে সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো প্রবেশাধিকার নেই। আছে তাদের প্রতিনিধিদের। এখানে সওদা করতে হলে [illegible] তালিকাভুক্ত দালালের শরণাপন্ন হতে হবে। বাজারে এরাই [illegible] প্রতিনিধিত্ব করবে—আপনার নির্দেশমতো [illegible] কেনা-বেচা করবে। [illegible] প্রতিবার সওদার জন্য [illegible] হবে এবং দালালি পাবে—আপনার [illegible] এরা অংশীদার হবে না। অতএব এই প্রতিনিধিরা নির্লিপ্তভাবে [illegible] জন্যে সওদা করতে পারে। লাভ-লোকসানের প্রতি এদের নিরাসক্তি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থ ছাড়া আর সব কিছুই [illegible] অর্থহীন এবং অর্থকে [illegible] মূল বলে ভাবেন তাদের [illegible] গীতার "মা ফলেষু" সমান-ভাবে [illegible]—যদিও বিভিন্ন ভাবে।

অন্য [illegible] দাম ফেললেই জিনিস [illegible] কিন্তু এখানে দাম দিতে রাজি [illegible] সংগে সংগে শেয়ার পাওয়া যায় না। [illegible] যিনি সওদা করবেন তিনি [illegible] আপনাকে বিল [illegible] কড়াক্রান্তিতে দাম চুকিয়ে দিলে একটি নির্দিষ্ট দিনে আপনার কেনা [illegible] আপনার হাতে তুলে দেবেন। অবশ্য [illegible] মানে এই নয় যে আপনার প্রতিনিধি যে কোনো দামে শেয়ার কিনে আপনাকে [illegible] দিতে পারে। তাকে কাজ করতে হবে [illegible] নির্দেশ মতো। আপনি আগে থেকেই তাকে জানিয়ে রাখবেন কী দামে আপনি সওদা করতে রাজি আছেন। শেয়ারের দরে প্রতি মুহূর্তের ওঠানামায় আপনার প্রস্তাবিত মূল্যে শেয়ার ক্রয় বা বিক্রয় সম্ভব হলেই আপনার সওদা হয়ে যাবে—এবং সেই মূল্যে আপনি শেয়ার নিতে বা দিতে বাধ্য থাকবেন।

সব সময়ে কিন্তু শেয়ারের আদান-প্রদানও হয় না। প্রত্যেক শেয়ার বাজারেই তালিকাভুক্ত কতকগুলি শেয়ার আছে যা পোষাকি ভাষায় ক্লিয়ারিং শেয়ার এবং আটপৌরে ভাষায় ফাটকা শেয়ার নামে পরিচিত। এদের পুরো দাম মিটিয়ে আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। শুধু দামের তফাতে অন্যান্য শেয়ার নিয়ে ফাটকা চলে না।

এই ধরণের তেজী-মন্দীর খেলা একমাত্র পাটের বাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল। "তেজী-মন্দী পাটকা" এই থেকেই নাকি ফাটকার উৎপত্তি। উৎপত্তি না বলে বোধহয় বিপত্তিও বলা যেতে পারে। এ বাজারে যারা ফকির হয়েছে অন্তত তারা তাই বলে। এই সব শেয়ারের মূল্য স্থিতিশীল নয়। চব্বিশ ঘণ্টায় এদের দাম যে কতোবার ওঠে নামে তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন মূল্যে আপনি একই শেয়ার যতবার খুশি কেনাবেচা করতে পারেন। প্রতি পনেরো দিন অন্তর শেয়ার বাজারে ক্লিয়ারিং দিবস নির্ধারিত আছে। আপনার সকল কেনা-বেচার হিসাব করে সেই দিন লাভ হলে আপনার দালাল আপনাকে কেনা বেচার পূর্ণ বিবৃতি সহ চেক উপহার দেবে। লোকসান হলে পূর্ণবিবৃতি সহ বিল পাঠাবে। দালালের কাছে আপনার দেনা তখন আপনি মিটিয়ে দিতে বাধ্য। লাভ-লোকসান দালালকে স্পর্শ করে না সত্য। কিন্তু দালালের দায়িত্ব বড়ো কম নয়। যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতার এখানে পরিচয় থাকা দূরের কথা, চোখের দেখাও নেই সব কেনা-বেচাই দালালের মাধ্যমে সেইজন্যে প্রকৃত ক্রেতা বিক্রেতা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলে আর্থিক খেসারৎ দালালকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া যেখানে এত লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে সেখানে লিখিত নির্দেশ বা কোনো দলিল নেই। সব কেনা-বেচাই মুখে মুখে। ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকাংশ নির্দেশই আসে টেলিফোনে। লোকসান এড়াবার জন্য কোনো নির্দেশ অস্বীকার করলে দালালের পক্ষে আইনত কিছুই করবার নেই। কিন্তু আইনের বন্ধনের চেয়ে নৈতিক বন্ধনই শেয়ার বাজারের মূল ভিত্তি। এখানে যত লেনদেনই হোক না কেন কথার খেলাপ কেউ করে না। অবশ্য ব্যতিক্রম কোন্ নিয়মের নেই? কেউ কথার খেলাপ করলে লোকসানের বোঝ পুরোপুরি দালালকেই বহন করতে হয়। একমাত্র এই ঝুঁকির কথা বাদ দিলে, ফাটকা বাজারে লাভ সুনিশ্চিত থাকে কেবলমাত্র দালালের। শেয়ার কিনলেও সে দালালি পায় বেচলেও তাই। করাতের মতো সে আসতে যেতে উভয়দিকেই কাটে। ক্রেতাকেও কাটে। বিক্রেতাকেও কাটে। এবং যেহেতু কেনা-বেচা দুই-ই না হলে এখানকার

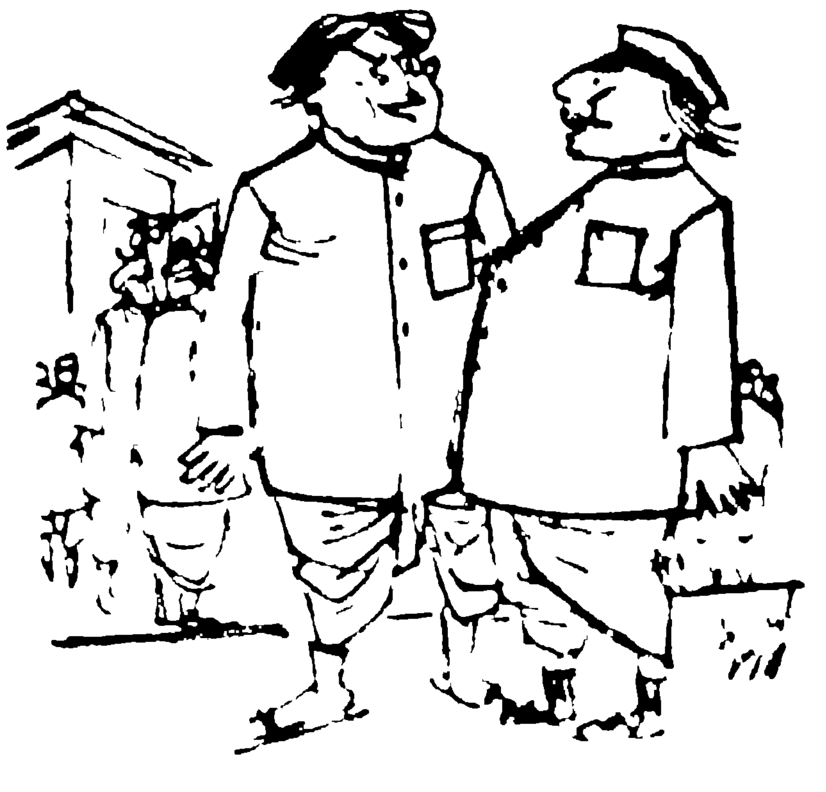

প্রথম কথা, ক্যায়া ভাও?

[illegible] একই লোককে [illegible] কটে।

[illegible] যেমন কোনো কিছু [illegible] কিনবার উপায় নেই, কেনা বেচা [illegible] কিংবা [illegible] তেমনি [illegible] শেয়ার [illegible] কেনা [illegible] শেয়ারের সাধারণত এক [illegible] শেয়ারের [illegible] কোনো সংখ্যা নেই। [illegible] এক [illegible] কেনা যায়। [illegible] ফাটকা বাজারে [illegible] নেই। এখানে যারা [illegible] হাজার [illegible] কেনা-বেচা করে। [illegible] এখানে [illegible] শেয়ারের [illegible] হিসাব [illegible] একশ

শেয়ারে এক টাকা লাভ। হাজার শেয়ারে দশ টাকা, এক লাখ শেয়ারে হাজার টাকা। আনা-পাই উঠে গিয়ে দশমিক হিসেবের প্রবর্তনে শুধু যে ইস্কুলের অঙ্কই সহজ হয়েছে তা নয়, শেয়ারের ব্যাপারীদের মানসিক ব্যালান্স শিট্ তৈরী করতেও সহায়ক হয়েছে।

প্রথম দর্শনে দুজন ইংরেজ বলে গুড মর্নিং, দুজন ফরাসী বঁ জুর। জার্মান হলে গুটেন মর্গেন আর উত্তর ভারতীয় হলে নমস্তে। কিন্তু ফাটকা বাজারে দেখা হলে প্রথম কথা, ক্যায়া ভাও? শেষ কথাও তাই। এ-প্রশ্নের যা জবাব তা একমাত্র ফাটকা বাজারের লোকেরাই বোঝে—সাধারণ লোকের কাছে তা অর্থহীন। প্রশ্নের জবাবে যদি কেউ বলে পঞ্চাশ-বাহাত্তর তার তাৎপর্য আপনি আর আমি বুঝব না—প্রশ্নকর্তা বুঝে নেবে কত টাকা পঞ্চাশ বা বাহাত্তর নয়া পয়সা। টাকার অঙ্কটা উল্লেখ করা ফাটকা বাজারে শুধু আউট অব ফ্যাশনই নয়, নিতান্ত বাহুল্য। কতো টাকা তা এ বাজারে সবারই জানা আছে। নয়া পয়সার [illegible] এই মুহূর্তে কী পরিবর্তন ঘটেছে তাই জানবার জন্যে এই প্রশ্ন ক্যায়া ভাও? [illegible] যদি [illegible] প্রশ্ন করেন, পঞ্চাশ-বাহাত্তর নয়া পয়সা তো বোঝা গেল কিন্তু কত টাকা পঞ্চাশ বাহাত্তর নয়া পয়সা, তাহলে এমন একটি বিস্মিত [illegible] সম্মুখীন হবেন যার [illegible] সরল বাংলা অনুবাদ করলে [illegible]—হে ঈশ্বর এটুকুও যে জানে না [illegible] বাজারে অনর্থক কালক্ষেপ করবার [illegible] কিবা প্রয়োজন।

[illegible] আবার বাজারের [illegible] অপবাদ [illegible]। প্রাচ্য [illegible] যেমন [illegible] নানাপ্রকার [illegible] প্রচলন আছে, তেমনি ফাটকা বাজারে [illegible] তাই [illegible] শেয়ারের দাম [illegible]। [illegible] এই [illegible] তাৎপর্য একমাত্র সংশ্লিষ্ট [illegible] বোধগম্য। [illegible] সংকেত থেকেই ফাটকা-ব্যবসায়ীরা ঠিক বুঝে নেয় যে বর্তমানে কী ভাও চলছে।

ভাও তো বটে, কিন্তু কিসের ভাও? যা জেনে তাই চার আনার মতো ফাটকা বাজারে সব শেয়ারের দাম তো আর এক হারে বাড়েনি। না, তা হয়নি। হাটে মাছের দাম চার টাকা শুনলে যেমন সবাই বোঝেন যে ওটা কই-মাগুর কিংবা পুঁটি-মৌরলার দাম নয়—পোনা মাছের দাম, তেমনি কলকাতার শেয়ার বাজারে ক্যায়া ভাও জবাবে যা শুনবেন সবাই জানে সেটা ইণ্ডিয়ান আয়রন শেয়ারের দাম। বোম্বাইতে টাটা ডিফার্ড-এর। ফাটকা-বাজারে এই দুটি শেয়ার [illegible] [illegible] এদের [illegible] প্রভাবিত হয় [illegible]

তামসরঞ্জন রায় বিরচিত
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৬·০০
জাগোরে ধীরে ১·০০; শ্রীমা সারদামণি ৩·২৫

গোয়গোপালে বিবেকানন্দের শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible]		[illegible] প্রাচীনের সম্বন্ধে [illegible]	
[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ	৮·০০	বলেন বাসিন্দা	৫·০০
[illegible] উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ		[illegible] শিক্ষা ও পুস্তক	
[illegible]	৪·০০	শিক্ষা প্রসঙ্গ	৪·০০

কলিকাতা পুস্তকালয় : ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাজারের আবহাওয়ার দপ্তরে এরাই অন্যান্য শেয়ারের ব্যারোমিটার। এই দুই শেয়ারের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সংগে সংগে অন্যান্য শেয়ারের দামে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

অন্যান্য বাজারেও জিনিসপত্রের দাম চিরস্থায়ী নয়। কখনো দাম বাড়ে কখনো কমে। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে জিনিসপত্রের দাম একমাত্র সরকারী বিবৃতি ও মন্ত্রীদের ভাষণে ছাড়া আর কোথাও কমেছে বলে শুনিনি। সে যাই হোক, অন্যান্য বাজারে পণ্যদ্রব্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হলেও প্রতি মুহূর্তে বাড়ে না। দিনে দিনে বাড়ে। কিন্তু শেয়ার বাজারে, বিশেষ করে ফাটকা শেয়ারের বেলায় দাম পাঁচ মিনিটের জন্যেও অপরিবর্তিত থাকে না। সব সময়েই দাম বাড়ছে বা কমছে। যাঁরা 'তেজী' খেলেন অর্থাৎ যারা কম দামে শেয়ার কিনে বেশি দামে বিক্রয় করেন তাঁরা শেয়ারের দাম বাড়াবার চেষ্টা করেন। আর যাঁরা 'মন্দী'র কারবারী অর্থাৎ যাঁরা শেয়ারের দাম চড়ে গেলে প্রথমে বিক্রয় করেন পরে শেয়ারের দাম কমে গেলে নিজের বিক্রীত শেয়ার [illegible]

চাঞ্চল্যের [illegible] থাকে। [illegible] চীৎকার [illegible] হবে। এই লায়ন্স রেঞ্জেও [illegible] হকারদের মত একদল লোক সব সময়েই ছুটোছুটি করছে আর চীৎকার করে চলেছে। কত হোক বৃষ্টি হোক—এই ছুটোছুটির বিরাম নেই। কলরবের নেই বিরতি। খেলার মাঠে গোল হলে উত্তেজিত সহস্র কণ্ঠ একই সংগে মুখর হয়ে ওঠে। তবে তার স্থিতি বেশি দীর্ঘ নয়। কিন্তু ফাটকা-বাজারের কোলাহল যেন অন্তহীন। প্রতি মুহূর্তেই এখানে উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য। সবাই চীৎকার করে যেন নামতা পড়ছে আর মাঝে মাঝে শুধু "লিয়া" আর "বেচা" বলে যেন নতুন করে দম নেবার জন্যে ক্ষণকালের জন্যে কেউ কেউ চীৎকার বন্ধ করছে। লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা এই রকম মুখে মুখে চলে। সবাই যেখানে চীৎকার করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে- সেখানে কে কার কাছে বিক্রয় করল বা কার কাছ থেকে কিনল তা সাধারণ লোকের বুঝবারই ক্ষমতা নেই। কিন্তু এই কলকোলাহলের [illegible] নির্ভুলরূপে তা মনে রেখেই [illegible] না—দিনের শেষে তার নিখুঁত হিসাব দেয়। দামের এক নয়া পয়সার তারতম্যে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার লাভ লোকসান—সেখানে মৌখিক হিসাবের এই নিপুণতা যান্ত্রিক-যুগের স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটরকেও লজ্জা দেয়। একমাত্র পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তির

সব কেনা বেচাই মুখে মুখে।

উপরেই এই লিখিত-বিহীন লক্ষ লক্ষ টাকার [illegible] চলছে।

[illegible] বেসরকারী ফাটকা বাজার। [illegible] ফাটকা [illegible] চলে। জিনিসপত্র [illegible] বেশি দাম [illegible] কিন্তু [illegible] হয় না। তার কারণ হয়তো এই [illegible] একটি [illegible] পরিচালিত। ফাটকা [illegible] কিন্তু সেরকম [illegible] অন্তর্ভুক্ত যে [illegible] লায়ন্স [illegible] ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসকে যুক্ত করেছে সেটাই নাকি কলকাতার বেসরকারী ও তথাকথিত বে-আইনী ফাটকা বাজার। তবে কালোবাজারের মতো এখানে শেয়ার কিনবার জন্যে বেশি দাম দিতে হয় না। এখানে সব সময়ে কর্মচঞ্চল এক উত্তেজিত জনতা দেখতে পাওয়া যাবে। সবাই এখানে ছুটোছুটি করছে আর চীৎকার করে কিসের যেন নামতা পড়ছে। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঠিক পশ্চাতেই এর অবস্থিতি। এই বেসরকারী বাজার আইন-সিদ্ধ নয়। নিপাতনে সিদ্ধ। তবু আইন-অননুমোদিত এই বাজারের শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্যেই প্রত্যহ এখানে পুলিস পাহারার ব্যবস্থা আছে। আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপারে শিখণ্ডীরূপে এইরূপ পুলিশের উপস্থিতি বোধ হয় অন্যত্র দুর্লভ। শেয়ারের সরকারী এবং বেসরকারী বাজার উভয়েই রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঠিক পশ্চাতে। যেমন রংগমঞ্চের ঠিক অব্যবহিত পশ্চাতেই ব্যাকস্টেজ। ব্যাকস্টেজে [illegible] যেমন পাদপ্রদীপ নিষ্প্রভ [illegible] শেয়ার বাজারের [illegible] নাকি সরকারের আর্থিক নীতির [illegible]। একথাও অন-[illegible] যে রংগমঞ্চে পুতুলনাচ হতো [illegible] ব্যাকস্টেজের লোকের [illegible] পুতুল নাচের সুতো। আর এই [illegible] হলেই হয়তো [illegible] পুলিসের অবস্থিতির রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

[illegible] লায়ন্স রেঞ্জ কলকাতার হলেও [illegible] বাংলাদেশের সীমানার বাইরে। [illegible] এবং কাজ ভাও সম্বল করে যে [illegible] হাজার হাজার টাকার বাণিজ্য করে, [illegible] সেখানে কিন্তু একেবারেই প্রচলন নেই। যদিও এখানকার আগুনে [illegible] পতঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শুনেছি বাংলা ছাড়া অন্য কিছু তাদের মাতৃভাষা নয়।

মানব মন

মনোবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল সংখ্যায় [৪র্থ সংখ্যা] আছে

* কুল সংক্রমণ (Heredity) সম্বন্ধে আধুনিক তথ্য
* ঘুম ও স্বপ্ন সম্বন্ধে পাভলভীয় ধারণা
* 'ভয়'-এর ইতিবৃত্ত ও চিকিৎসা
* যৌন রিফ্লেক্স সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা

এই সংখ্যা—১, সডাক বার্ষিক—৪,

পাভলভ ইনস্টিটিউট

১৩২/১এ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

ট্রামে-বাসে

সংবাদে প্রকাশ, উগ্র হিন্দী-প্রেমী রামেশ্বরানন্দজী লোকসভার প্রাঙ্গণে ভাষা বিলটি অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।—

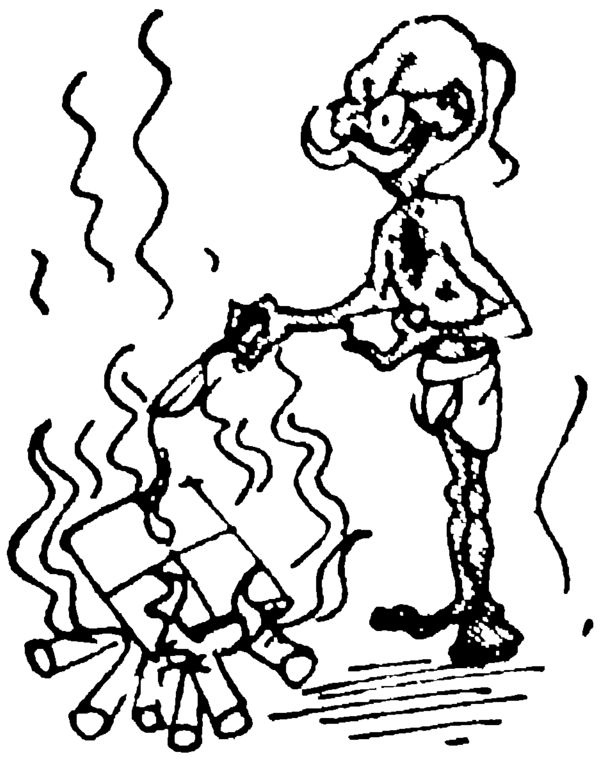

"অহিন্দীভাষীদের এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, এটা হিন্দী ছায়াছবির আউটডোর সুটিং মাত্র।"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

ভাষা বিল বিতর্কে ইংরেজী "শ্যাল" এবং "মে" শব্দের প্রকৃত অর্থ লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল।—"উঠবেই হবে; জনৈক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত নাকি বি ইউ টি=বাট্ হলে পি ইউ টি=পাট্ কেন হবে না ইহার ব্যাকরণগত কোন সদুত্তর না পেয়ে ইংরেজী অধ্যয়ন ত্যাগ করেছিলেন। এখন বড় প্রশ্ন ইংরেজী বর্জনের "শ্যাল" আর 'মে' নিমিত্ত মাত্র।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছেন যে, ১৪ ক্যারেট সেপন মাত্র, আসলে ইহা হইবে ৯ ক্যারেট।—"তারই বা প্রয়োজন কী, বর্ষার্কাপড় কাপ্তনমূল্যের ব্যবস্থা করে দিলেই হয়, আর এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মতও বটে।"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

বিহারের প্রকাশ পারাদুপ বলী দিয়াছেন—পরিবার নিয়ন্ত্রণই হইল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র উপায়।—"এই কি গো শেষ দান?"—শ্যামলাল গান গাহিয়া উঠিল। তাহাকে যে কবে হইতে গানে পাইয়াছে তা জানি না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, চীন যে সমুদ্রের দিক হইতে ভারত আক্রমণ করিবে না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—"পড়েছেন নিশ্চয়ই তবু নেহরুজীকে আর একবার একচক্ষু হরিণের গল্পটি পড়তে অনুরোধ করব।"—বলেন বিশু খুড়ো।

সমুদ্রের তলদেশে যে সঞ্চিত সম্পদ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র হইতে ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে।—"সেইসব সম্পদে নিশ্চয়ই আমাদের অধিকার থাকবে না, কিন্তু যে অমূল্য সম্পদটি গঙ্গাস্রোতে উজান বেয়ে এসে গাঙ্গেয় ইলিশ নামে খ্যাত হয় সেই সম্পদটির সামান্য একটু শরিকানার জন্য দরখাস্ত আমরা এখন থেকেই করে রাখছি।'—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা গম খাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা আলু খাইতে পারেন।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা আলু খাই চাই না খাই, মুখ্যমন্ত্রী মশাই নিঃসন্দেহে দয়ালু।"

প্রসঙ্গত অন্য একটি মৎস্যগন্ধী সংবাদের কথাও মনে পড়িয়া গেল। শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, মৎস্য বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক মৎস্য-ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স লইতে হইবে। তবে এ ব্যবস্থা কবে হইতে কার্যকর হইবে তা তিনি বলিতে পারেন না।—"কিন্তু আমরা পারি—আজ হতে শতবর্ষ পরে!"—কবিতায় মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

আমদানি সম্পর্কিত কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল এবং শুনিলাম, অতঃপর কিছু পরিমাণ স্কচ হুইস্কি আমদানি করিতে দেওয়া হইবে। শ্যামলাল গল্প শুনাইল—"কোন এক গেঁজেল তার ছেলেকে বাজার থেকে গাঁজা আনতে বলে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলে গাঁজার বদলে চাল কিনে এনেছে দেখে বাপ রেগে আগুন, বলে, বা খেয়ে গোষ্ঠী বাঁচবে তা আনিনি, নিয়ে এসেছ কসের চাল! বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার সে-ভুল করেন নি, জনগণের wish কি জেনেছেন এবং গোষ্ঠী বাঁচার বস্তু হুইস্কিটিই আমদানি করছেন'!"

সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়াতে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাঝে মাঝে ব্যাপক ডাক্তারী পরীক্ষার ফলেই জনগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন এবং ফলে পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক আয়ুর ওপর ডাক্তারী পরীক্ষার কোন প্রভাবই নেই, ফলে পেঁচোর দৃষ্টিতে কত শিশুরই অকালমৃত্যু হচ্ছে।"

পশ্চিম পাকিস্তানের এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে জনৈক পীর গ্রামে গ্রামে এই কথা রটনা করিতেছেন যে, অচিরেই সেখানে এক ভূতের বিবাহ হইবে এবং বিবাহ উৎসবে ভোজনের জন্য গ্রামের সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বলি (কুরবাই ?) দেওয়া হইবে। তবে যে মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের লাল রঙ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিবেন তাহাদের বলি দেওয়া হইবে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"নিঃসন্দেহে ভূতটি মস্কো ভূত। তবে লাল রঙের প্রতি এই প্রীতিতে মনে হচ্ছে এটা শুধু বিয়ে নয়, বিবাহের চেয়ে বড়!"

অস্ট্রেলিয়াতে নাকি আবিষ্কার করা হইয়াছে যে মৃদু আলো সারা রাত জ্বালাইয়া রাখিলে এবং গান শুনিতে থাকিলে মুরগী বেশী ডিম দেয়।—"লোড

শেডিং-এর আশঙ্কা আছে বলেই আলোর ব্যবস্থা না করা ভাল। তবে রাগাশ্রয়ী গান না হয়ে অনুরাগাশ্রয়ী গান অর্থাৎ আধুনিক গান চালাতে পারে।"—বলে শ্যামলাল।

ঘোড়া মাঠে টিকিট বাবদ সাত লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদে পড়িলাম। রাজ্য সরকার নাকি পরিকল্পনা করিতেছেন যে, এই সমস্ত টাকাই খেলাধুলার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।—"শুধু যাঁরা খেলাধুলো দেখবেন তাঁদের বসার ব্যবস্থাটা আগে যা ছিল তা-ই থাকবে।"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

চিত্র প্রদর্শনী

এ অবস্থায় কোন কৃতী অভিনেতা সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ-এর অভিমত চাইলে শেকসপিয়ারের এক বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, "উত্তম সুরার ভিনটেজ পরিচয় দিতে শাখার প্রয়োজন হয় না।" সে যুগে সুরা-বিক্রেতারা আপন পণ্যের সুখ্যাতি জানাতে কোন বিশেষ গাছের শাখা বিপণির সামনে প্রতীক হিসাবে রেখে দিতেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের পণ্যের সুনাম প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁদের শাখা দেখিয়ে নাম জাহির করার প্রয়োজন হত না। বর্তমানে আমাদের দেশে শিল্পীরা, বিশেষ করে যাঁরা তরুণ [illegible] কৃতিত্ব লাভের আশা করেন তার জন্য চিত্র রচনা ছাড়া সুশিক্ষিত সার্টিফিকেট সংগ্রহে তাঁদের তৎপর দেখা যায়। তাঁরা সচরাচর আজকাল আপন ক্যানভাস ও প্যালেট-এ একটি চোখ রেখে, উপরন্তু শিল্প সমালোচক [illegible] কলামে [illegible] সম্বন্ধে কি লিখবেন তার আন্দাজ করে শিল্পনজর বানিয়ে ছবি এঁকে থাকেন। এইসব শিল্পীরা বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের জীবনকাহিনী পড়লে সহজে উপলব্ধি করবেন যে, তাঁরা কেবলমাত্র আপন আত্মবিশ্বাস এর ও শিল্প ধারণার সততা ধরে যে মৌলিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাকেই [illegible] ভিত্তি করে হয়েছেন খ্যাতির অধিকারী ও প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত ক্রেতা ও রচয়িতার মাঝে লিখনেওয়ালা শিল্প সমালোচক-এর কোন স্থান ছিল না, কিংবা শিল্পের লেনদেনের ব্যাপারে তাঁদের মতামতের উপর ক্রেতা ও শিল্পীকে [illegible] মত নির্ভর

সিটাডেল শিল্পী : যোগেন চৌধুরী

করতে হত না। এখন তথাকথিত শিল্পের [illegible] সমালোচকের [illegible] শিল্প রচনা করাই বহু [illegible] এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

[illegible] অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এ শ্রীযোগেন চৌধুরীর একক প্রদর্শনী [illegible] হয় এবং এটি বন্ধ হয় [illegible] এপ্রিল। শ্রীচৌধুরীর প্রদর্শনীতে [illegible] সূক্ষ্মশিল্পী থাকলেও মনে হয়েছে যে তিনি একটি প্রদর্শনী করার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি দেওয়াল ভর্তি করার মত ছবি এঁকে একজোট করেছেন। হাতের কাছে পাওয়া যে কোন কাগজ, ক্যানভাস [illegible] বোর্ড বা কাঠকে সংগ্রহ করে [illegible] অথবা তেল রঙ-এর যথেচ্ছা ব্যবহার করে [illegible] এই প্রদর্শনীর বেশীর ভাগ ছবিগুলিকে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে শিল্পীর প্রতিভা যে আছে তার বাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। শ্রীযোগেন চৌধুরী গৌরবসভাবে কাজ করে রচনায় নির্বাচিত সংগ্রহ একক প্রদর্শনীতে না দেখিয়ে আপন প্রতিভা ও ক্ষমতার অবমাননা করেছেন।

আর্ট কলেজ থেকে প্রতি বৎসর ডিপ্লোমা পাস করা যেসব ছাত্রকে শিল্পের বাজারে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের সকলেরই যে বাছাই শিল্পী হবার মত ক্ষমতা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, এ ধারণা করা সঙ্গত নয়। তাদের মধ্যে থেকে বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী কৃতী ছাত্র কয়েক বছরে মাত্র দু একটি হয়ে থাকে। যে সব ছাত্ররা ভবিষ্যতে ভাল শিল্পী হবার মত সূচনা দেখিয়ে থাকেন শ্রীযোগেন চৌধুরীকে তাঁদের দলভুক্ত করা যায়।

এই প্রদর্শনীতে যেসব ছবি দেখান হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে [illegible] (৪৭ নং), কিং (৪১ নং), টু [illegible] (৩নং), [illegible]-বার্ড (৩১নং), [illegible] (৪৩ নং), টু হাউস (৬ নং), ও সিটাডেল (১৮ নং)। আজেবাজে সার্টিফিকেট সংগ্রহের চেষ্টা না করে শ্রীযোগেন চৌধুরী যদি সত্য উদ্যমে আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত শিল্পের সংগ্রহ ভবিষ্যতে প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেন, তা হলে তাঁর উপযুক্ত যশ, সমাদর ও প্রতিষ্ঠা সফলমণ্ডিত হবে বলে মনে করি।

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামীনে, ২৫০, টাকা হইতে ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত

[illegible]

KUBER FINANCE (P) LTD, (K -57) AMRITSAR - 1.

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ অসাড়যুক্ত দাগ, কুষ্ঠ, বাত পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

সংবাদ সাপ্তাহিক

জনবাণী

প্রতি সংখ্যা ·১৫, বার্ষিক ৭·৫০

এজেন্সীর জন্য লিখুন :

॥ জনবাণী ॥

৭, এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯

(সি-১১৫২)

ঘড়ি বিক্রয় ও রিপেয়ারিং-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

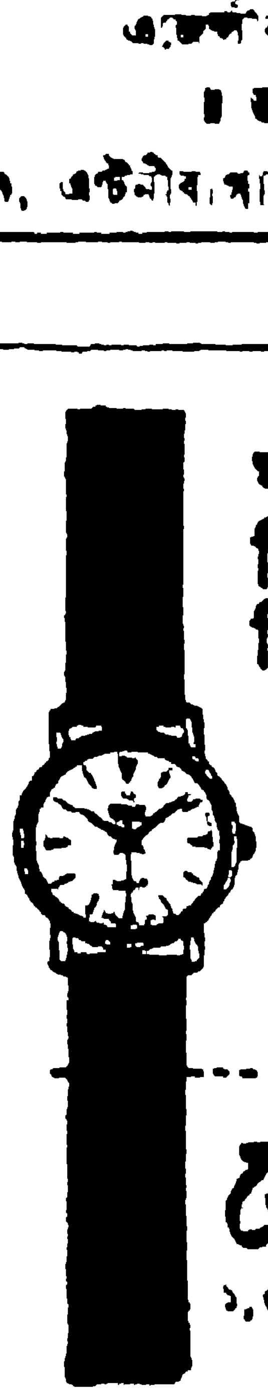

আমরা প্রত্যেক ঘড়ির অরিজিন্যাল পার্টস ব্যবহার করি। আমাদের প্রত্যেক কারিগরই সুইস কার্যে শিক্ষা প্রাপ্ত।

১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

ফোন : [illegible]

সাহিত্য সংবাদ

নাট্যানুষ্ঠান ঃ নতুন আইন

বিদুর

অঙ্ক আর আইন দুইই ভয়ঙ্কর. উভয় বিষয়েই আমার সমান ভীতি। যে শূন্য একেবারেই শূন্য—শূন্যগর্ভ—সেই শূন্য সংখ্যার কোন পাশে বসালে কি হয় তাও আমার কাছে বিভ্রান্তিকর। এক (১) সংখ্যাটির পাশে শূন্যকে বসিয়ে দিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন লাফ মেরে সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, শূন্যগর্ভ শূন্যে তখন মিলনঘটিত পূর্ণতা। কিন্তু এক সংখ্যার কোন পাশে শূন্য বসালে মিলনযোগে দশ হয় ? আমরা বলি ডান পাশ ? কিন্তু তাই কি ? এক সংখ্যাটিকে আমি মুখোমুখি দেখি, আমরা পরস্পরে মুখে মুখে চেয়ে আছি তার ফলে আমরা যা ডান "এক" সংখ্যার তা বাঁ হওয়া উচিত। কিন্তু সবাই জানেন বাঁ পাশে শূন্যকে স্ত্রীর মতন বসানো যায় না, বসালে বিয়োগান্ত পরিণতি।

বলতে কি ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কের এই ধাঁধায় এমন ধোঁকা খেয়েছিলাম যে ও পথে আর এগুনো গেল না। তেমনই আইনের ধোঁকা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে জুয়ো খেলা—সেটা খেলা; ওই মাঠের মধ্যেই একবার তে-তাস খেল পয়সা দিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে ধরবে।

আমার ঠিক নাম মনে পড়ছে না কিন্তু বিরাট এক আইনজ্ঞ বলেছিলেন "যুক্তি দিয়ে আইন তৈরী হয় নি, হয়েছে অভিজ্ঞতা দিয়ে।" হয়ত কথাটা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু তাও যেন কি রকম গোলমেলে। বাড়িতে চোর এল—তুমি চোরাই মাল সমেত চোরটিকে ধরলে। কিন্তু চোর ধরার উত্তেজনার রাগে কিংবা অনুরাগে একবার মাথাটি ফাটাও ত চোরের আদালত তোমাকেই আগে লোহার খাঁচায় ভরবে। অথচ অভিজ্ঞতা বলে মানুষ এই রকমই, তার রাগ তার বশে থাকে না।

সম্প্রতি একটি আইন নিয়ে কিছুর আলোচনা শুনেছি। ২০শে এপ্রিলের 'দর্পণে' এ বিষয়ে সুন্দর একটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে : 'একটি অবাঞ্ছিত আইন'।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান আইন সম্পর্কে উক্ত লেখাটিতে আইন এবং আইনের ব্যাখ্যা যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে আমি ও পথে যাব না। অন্য কয়েকটি কথা তুলব।

ভূমিকা হিসেবে এটুকু এখানে বলা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে একটি আইন তৈরী করতে চলেছেন। বিধানসভায় পেশ হবার পর তা অনুমোদিত হলে আইন হিসেবে প্রবৃত্ত হবে।

এই আইনটির মূল লক্ষ্য : পশ্চিমবঙ্গের নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা। অন্তত আমার সে-রকম ধারণা হয়েছে। কেননা, আমি দেখছি গেজেটে প্রকাশিত আইনের খসড়াটির মাথায় এই ক'টি কথা লেখা আছে ঃ

.... "for the better control of dramatic performances in West Bengal."

সরকারী উদ্দেশ্যকে আমি আপাতত না হয় সাধুবাদ দিয়ে গ্রহণ করে নিলাম। তাঁরা যখন বলছেন, নাট্যানুষ্ঠান অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই আইন তখন এটা ধরে নিতে হবে। কিন্তু তারপর এই প্রশ্নগুলি পর পর দেখা দেবে যে কি অর্থে সুনিয়ন্ত্রণ ? কেন সুনিয়ন্ত্রণ ? যে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে কতটুকু সুনিয়ন্ত্রণ আছে—ইত্যাদি।

সরকারের মনে কি আছে আমি জানি না। তবে এমন কথা প্রসঙ্গত শুনেছি যে সারা পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান আছে, অপেশাদারী সংস্থা যাঁরা সারা বছরই একটি [illegible] থাকেন। এমন কথাও শুনেছি যে আসলে কিছু শিল্পীর [illegible] শিল্পীর [illegible] এই পেশা থেকেই [illegible]। [illegible] অত্যন্ত [illegible] অর্থে [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] এই সব নাট্য প্রতিষ্ঠান [illegible] সরকার হঠাৎ একটি আইন তৈরীর কথা [illegible] এমন লক্ষণ কি [illegible] সরকারী [illegible] এবং অপেশাদারী [illegible] এই আইন [illegible] এই সম্পর্কে [illegible]

[illegible] এই নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

[illegible] সত্য [illegible] কোনো ধরনেরই 'পরস্পরবিরোধী' বাক্‌স্বাধীনতাকে কোনো না [illegible]। কিন্তু সভ্য সমাজ এই নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয় যদি দেখে—

—"If it is effective as a means of preventing harm or injury to others, whether as individuals or as the general public or as the State"

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল আমি উক্ত নতুন আইনটির অন্যতম শর্ত 'সেন্সর'-শিপের কথা আলোচনা করছি না। আমার হাতের কাছে বর্তমানে প্রকাশ-

বাংলা মাসের ১০ তারিখে একখানি বই প্রকাশিত হয়

দয়িতা—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ		২·৫০
নারীর মর্যাদা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী		২·৫০
মিলনমাধুরী—নারায়ণ ভট্টাচার্য		২·০০
বিবাহের পূর্বপাঠ—শিবরাম চক্রবর্তী		১·৫০
মন নিয়ে খেলা—অমিট্ রে		১·৫০

শরৎ সাহিত্য ভবন

(সি ৫০৯/২)

আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণ অনুবাদ করেছেন এই বহু চিত্তভরা 'অনুবাদ-সিরিজে' ৩৫ খানি বই

ওয়ার এণ্ড পীস — ডনকুইক্সোট — আইভ্যানহো — থ্রী মাস্কেটিয়ার্স — কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রস্টো — টয়লার্স অফ দি সী বেন হুর — ট্যালিসম্যান — হাঞ্চ ব্যাক অফ নোৎরডেম — টোয়েণ্টি ইয়ার্স আফটার — ম্যাকবেথ — জুলিয়াস সীজার — রোমিও জুলিয়েট — সিটি অফ দি সান গড — কেনিলওয়ার্থ — মার্ক টোয়েনের গল্প ইত্যাদি

শরৎ সাহিত্য ভবন

২৫ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ
কলিকাতা—৪

(সি ৫০৯/১)

[illegible] সেগুলি রয়েছে তাতে দেখছি [illegible] "[illegible] সেন্সরশিপের" প্রথা প্রবর্তিত [illegible] চালু হয়েছিল প্রয়োজনের কারণে, ছাপাখানা চালু হবার পর। কিন্তু পরে 'সেন্সরশিপ' বহাল রাখা হয়েছিল—
"as an instrument of policy."

উক্ত গ্রন্থেই দেখছি : নাটকের বেলায় "the censorship has been notably different."
নাটকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আয়োজন যা ছিল তা পীড়াদায়ক। পূর্বে প্রচলিত থাকলেও ১৭৩৭ সাল থেকে এই বিষয়টিকে 'Licenser of Plays'-এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৩২ সালের পর বিষয়টি কমিশনের মতামত নিয়ে দশ বছর পর ১৮৪৩ সালে একটি আইনে [illegible] হয়। ১৮৪৩ সালের সেই [illegible] আর্ট ই [illegible] প্রথম আইন ইংলণ্ডে। এই আইনের বিরুদ্ধে [illegible] হয়েছে আক্রমণ [illegible] কিন্তু ১৯০৭ সাল পর্যন্ত [illegible] ১৯০৭ সালে ৭১ জন লেখক [illegible] একটি [illegible] রচনা করে [illegible] সেন্সরশিপ [illegible] কমিটিকে [illegible] ১৯০৯ সালে কমিটি [illegible] মতটির মূল [illegible] ছিল :

"It should be optional to submit a play for license and legal to perform an unlicensed play whether it had been submitted or not."

[illegible]

[illegible] আমাদের ক্ষেত্রে [illegible] আমরা নেব, কিন্তু [illegible] কম হলে আপত্তি জানান এটা স্বাভাবিক। আমেরিকায় সেন্সরশিপ [illegible] সরকারী ব্যাপার নয়।

ভারতও নিশ্চয় তার মনোমত আইন করতে পারে, কিন্তু যখন এই আইন কোনো কারণে অবাঞ্ছনীয় হয় তখন আমরা অমতের আইনটি দেখিয়ে সুবিচার কামনা করি।

যে নতুন আইনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছেন তার নানা ত্রুটি আছে। সে-সব ত্রুটির কথা আইনজ্ঞরা বলবেন, আমার বলার কথা নয়। আমি শিল্পীর দিক থেকে মাত্র এইটুকু বলব [illegible] যে, নাট্যকারকে যেন কারবারীর মতন লাইসেন্স নিয়ে কারবার করতে বলার অসম্মানজনক আদেশ না দেওয়া হয়। নাটক শিল্প, নাট্যকার শিল্পী। সরকার যেন এমন ঝোঁক না ধরেন, শিল্প এবং শিল্পীকে সরকারী ছাঁকাই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে নেবেন। পুলিস পুলিসের কাজ করুক, শিল্পী শিল্পের।

আমরা যারা গণতন্ত্রের মধ্যে মানুষ এবং গণতন্ত্রকে উন্নতশীর্ষই দেখতে চাই তারা কমিউনিস্টশাসিত শিল্পের চেহারাকে ভয় পাই, আর এমন জিনিস কখনোই চাইব না—যাতে গণতন্ত্রের কোনো কোনো স্বীকৃত স্বাধীনতা কমিউনিস্ট স্বৈরাচারের মতন গণতন্ত্রেও হনন করা হবে।

[illegible] কোনো কারণে সরকার একটি নতুন আইন করার মনস্থ করে থাকেন তবে তা সর্বাংশে সমালোচনা-[illegible] ও গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

সাহিত্যে অসাধুতা : একটি প্রস্তাব

[illegible]

[illegible] ৩০ [illegible] ১৩৬৮ [illegible] অনীতা [illegible] অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে আপনার পাঠকেরা সকলেই ক্ষুব্ধ হইবেন। [illegible] প্রতিষ্ঠানের নায়ক ও [illegible] যদি দুর্নীতি-[illegible] হইলে দেশের ভবিষ্যৎ [illegible]

[illegible] পূর্বে এইরূপ একটি [illegible] পত্রিকায় [illegible] সে তাঁহার [illegible] একজন বিখ্যাত [illegible] আত্মসাৎ [illegible] পড় হইলেও [illegible] প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থ-[illegible] আপস নিষ্পত্তি হইয়া [illegible] বিভিউ [illegible] সংখ্যা পড়িয়া দেখিতে [illegible]

[illegible] অনীতা [illegible] অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারিলে হয়ত [illegible] বিচার পাইতে পারে। কিন্তু আদালতের ন্যায়বিচার অর্থ-সাধ্য ব্যাপার। সকলের সামর্থ্যে কুলায় না। আমাদের [illegible] দেশের পক্ষে ইংলণ্ডে প্রচলিত একটি প্রথা অনুসরণ করিলে ভাল হয়।

বিলাতে Authors Syndicate নামে এক সংস্থা আছে—দশ শিলিং চাঁদা দিয়া, সাহিত্যিকেরা এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইতে পারেন। তাহার পর, কোনও সভ্য অন্য সাহিত্যিকের অথবা প্রকাশকের অসাধুতার উৎপীড়িত হইলে Authors Syndicate-এর নিকটে আবেদন করিলে,—তাহারা [illegible]

[illegible]

নিরীহ সাহিত্যিকদের [illegible] সাহিত্য-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়া—[illegible] হইয়া অসাধুতার আক্রমণ হইতে [illegible] সাহিত্যিক সম্পত্তি ও অধিকার [illegible] করিবার চেষ্টা করা।

নিবেদক
শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০

অ[illegible] ক্যাম্বেল জনসনের

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭·৫০

আর জে মানর

চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অনাগত	২·০০
ভ্রষ্টলগ্ন	২·৫০

সরলাবালা সরকারের

অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	৩·০০

[illegible]

গীতায় স্বরাজ	৩·০০

[illegible] সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

কবি, কাব্য ও কবিকর্মের আলোচনা

রবীন্দ্রকথা : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য দু টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম এবং স্বদেশ-চিন্তার কয়েকটি দিক নিয়ে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই বইটি লিখেছেন। প্রবন্ধগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। স্বল্পকথায় লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং জীবন, রবীন্দ্রকাব্যের দৃশ্যপট, জাতীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, সংগঠক রবীন্দ্রনাথ, কেটি উপেক্ষিতা, রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজচিন্তা, রম্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথ—এই কটি বিষয় উপাস্থাপন করেছেন। আলোচনার পরিসর ক্ষুদ্র হওয়াতে লেখক উপরোক্ত বিষয়গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না দিয়ে সাধারণভাবে রবীন্দ্রচিন্তার মৌলিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়-এর আলোচনা-পদ্ধতি সরল এবং সহানুভূতিপূর্ণ। সাধারণের কাছে আলোচনা-গুলি ভালো লাগবে। ২৮৮।৬২

মধুসূদন ও উত্তরকাল : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক জানিয়েছেন যে, মধুসূদন সম্পর্কে উত্তর-কালের অভিমতটি প্রকাশ করবার জন্যই এই গ্রন্থখানির পরিকল্পনা। কিন্তু সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করি, যে দশজন লেখকের রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাঁরাই কি উত্তরকালের প্রতিনিধি? অর্থাৎ এ'দের মধ্যে কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে মধুসূদনকে পাস-মার্ক দেন তবেই কি বুঝব যে উত্তর-কালের বিচারে মধুসূদন পাস করেছেন? মধুসূদনের দুর্ভাগ্য! উত্তরকালের দুর্ভাগ্য!

এই সংকলন গ্রন্থে যে রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে অশ্রুকুমার শিকদার রচিত 'মেঘনাদবধ : কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা' এবং আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রচিত 'মধুসূদন ও আধুনিক মন' লেখা দুটি মোটামুটি ভালো। বিশেষ করে অশ্রুকুমার শিকদারের লেখাটির মধ্যে একটা বক্তব্য আছে এবং সে-বক্তব্যকে তিনি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অন্য প্রবন্ধগুলির বক্তব্য অস্পষ্ট, ভাষা ততোধিক অস্পষ্ট।

বাংলা গদ্য যে তথাকথিত "উত্তরকাল"-এর প্রতিভূদের হাতে কি বিকৃত এবং অপবিচ্ছন্ন রূপ পেয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংকলন গ্রন্থখানিতে। সুতরাং মধুসূদনের আলোচনার জন্যে নয়, বিকৃত-গদ্যের নিদর্শন রূপে সংকলন গ্রন্থখানি ভবিষ্যতে মূল্যবান দলিলরূপে গ্রাহ্য হবে।

এই গদ্যের একটু নমুনা দিই—

রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত "মধুসূদনের পত্র-সাহিত্য" থেকে—

> "আত্মোদ্ঘাটনের সুমসৃণ বাণীরূপ", "স্বল্পতম বিচ্ছেদের কাতরতাও আবেগ-নিবিড় মনের স্পর্শে এক দীর্ঘ-স্থায়ী আবেদনের বাণীবাহক", "দ্বিধা-হীন স্পষ্টভাষণ" (দ্বিধাযুক্ত স্পষ্টভাষণ বস্তুটির সঙ্গে লেখকের অবশ্যই পরিচয় আছে), "অনায়াসলব্ধ দুরাভিসার" (অর্থ কি?)।

আলোক সরকার রচিত "চতুর্দশপদীর ভূমিকা" থেকে—

> "আবেগের স্বতঃস্ফূর্তই......কবিতার অনন্য অভিলাস", "উজ্জ্বল উচ্চারিত" "শক্তির চৌকৃত অপবায়",
> "আবেগ ও হৃদয়তার উজ্জ্বল সংযোগ যেমন এখানে দীপ্ত সঞ্চারিত, সেইরকম আবেগ অথবা হৃদয়ভাব প্লাবিত উন্মত্ততা অনুপস্থিত, বিচ্ছিন্নের একা-গ্রতায় আবেগ এবং হৃদ্য অনুভবের প্রশান্ত পর্যবেক্ষণ।"

এই গদ্য যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের ইংরেজীতে বলে 'spoilt artistic child', এবং বাংলায় একেই বলে, আলোক সরকারের ভাষায়, "প্লাবিত উন্মত্ততা"। কথাটার মানে জানি না। তবে মনে হচ্ছে একটা বড় রকমের উন্মত্ততা। ৪০০।৬২
৪০০।৬২

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

বিজ্ঞানের ইতিহাস

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে

(রবীন্দ্রস্মৃতি ও প্রিয়সিংহদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)

এই খণ্ডে আছে প্রাগৈতিহাসিক কাল, মিশর, ব্যাবিলন, বৈদিক ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম ইত্যাদি প্রাচীন দেশের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনা

দ্বিতীয় খণ্ড

এর আলোচনার বিষয়,—ভারতীয় বিজ্ঞান (বেদোত্তর যুগ), আরবী বিজ্ঞান ইউরোপীয় বিদ্যাসাহিত্যের পুনর্জন্ম, রেনেশাস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব।

"The production of this book is an important landmark in Indian literature."—Nature, London.

প্রথম খণ্ড—১০.৫০। দ্বিতীয় খণ্ড—১২.০০। দুই খণ্ড একত্রে—২১.০০

প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স

যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

পরিবেশক : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(১২২১৫)

বেদ মীমাংসা

বেদ-মীমাংসা—প্রথম খণ্ড সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ সংখ্যা—১৩ ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য দশ টাকা।

"বৈদিক যুগ" দিয়েই একদা ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল শুরু হয়েছে। বেদের মাঝেই যেন ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত এ কথা বলে রাখা ভাল যে এর চাইতেও প্রাচীন কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতি হয়ত এদেশে অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কালক্রমে বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে তা "লীন" হয়ে গেছে। একটা জাতির বহু সহস্রব্যাপী চিন্তা অধ্যাত্মচিন্তার ধারাকে এই বৃহদায়তন সাহিত্যের আধারে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যুগ-প্রাচীন সময় থেকেই বৈদিক ঋষিরা নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বের সম্পর্কে যে ধারায় চিন্তা করেছেন, সমাজের

[illegible] পরিচয়ে ভিত্তরের যোগ জিজ্ঞাসা কুণ্ঠিত হয় নি। অথচ এই বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয়ের অভাব হেতু, সংস্কৃত সাহিত্য বলতে আমরা সাধারণত লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যকেই এতকাল বুঝে এসেছি। অদম্য শ্রদ্ধা এবং প্রতীচ্য মনীষীবৃন্দের অনলস সাধনার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই অমূল্যনীয় বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। এর ফলে এই সমস্ত সাহিত্যের অমূল্য ঐশ্বর্য জনসাধারণের গোচরে আসবার সুযোগ হয়েছে।

"বেদ-মীমাংসা" মূলত ঋক্‌সংহিতার অন্তর্ব্যাখ্যার ভূমিকা। এটি তার প্রথম গ্রন্থ। দুটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে বেদ ব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল এবং সর্বজনহৃদয়সংবেদ্য। প্রতিটি পৃষ্ঠাই সশ্রদ্ধার এবং আনন্দে পাঠ করা যায়।

পরিশেষে আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁর এই অনলস সাধনার জন্যে সাধুবাদ জানাই। এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। ৬৫৭।৬২

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক সাহিত্য

হারামহিষ—আহসান হাবীব—কথাবিতান : ৪৫।১ কাঠেরপুল লেন, ঢাকা—১। মূল্য দু'টাকা পঁচাত্তর নয়াপয়সা।

আরণ্যনীলিমা—আহসান হাবীব কথাবিতান : ১৩, যোগিনগর কার্ট লেন, ঢাকা-৩ মূল্য দু-টাকা পঞ্চাশ।

আহসান হাবীবের এই বই দুটির একটি কবিতার সংকলন, অন্যটি একটি ছোট উপন্যাস। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে তিনি গল্পের আসরে এবং আসাম দিয়ে বিচ্ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন; 'আরণ্যনীলিমা' নামক ছোট উপন্যাসটিতেও প্রকারান্তরে একটি পরীক্ষা করা হয়েছে, যা অবশ্যই ভালো লেখকের [illegible] না। [illegible]

হবে কি? এই দিক থেকে তাঁর কবিতার চেয়ে ছোট উপন্যাসটি অনেক সফল।

যুদ্ধ স্বামীকে সম্বোধন করে একটি অনুপ্রাণী কথা বলে যাচ্ছে (যা চিন্তা করছে) এবং অতীতের মধ্য থেকে কখনো অস্পষ্টভাবে কখনো স্পষ্টভাবে দেখা দিয়ে যাচ্ছে দাম্পত্যজীবন, যুদ্ধ জীবনের ট্র্যাজেডি, (যার বর্ণনায় বিদ্রূপ উচ্চারণ লক্ষ করলেও স্বাভাবিক দৈনন্দিনতাকে প্রশংসা করতেই হয়) এবং যার মধ্য থেকে আস্তে-আস্তে স্বামী-স্ত্রীর মৌল বিরোধ ও চারিত্রিক অসামঞ্জস্য ফুটে বেরোয়; শিল্প-এর দিক থেকে একটি পরিণত, হঠাৎ দেখলে রচনাটিকে তেমন মনে না-ও হতে পারে, বরং মনে হতে পারে সৌন্দর্যহীন ও অসমাপ্ত; কিন্তু যখন লক্ষ করা যায় যে

নূতন বই

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-জয়ন্তী গ্রন্থ

ঘরে চলো

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত

স্বামীজীর বহু আকাঙ্ক্ষিত "ঘরে ফেরাও ঘরে" আদর্শের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়াস। বিদগ্ধজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা :—বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত চৌদ্দটি প্রবন্ধের সংকলন 'ঘরে চলো'। ভাবগাম্ভীর্যে ও ভাষা সৌকর্যের সমন্বয়ে বইটি সাহিত্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মতবাদ যাঁরা সহজে বুঝতে চান এবং আধুনিক হয়েও চিরন্তন সত্যের মধ্যে যাঁরা নিজের চিরশান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক, বইটি পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন।

মূল্য—টাঃ ৪·৫০ নঃ পঃ

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত

অতীতের স্মৃতি

টাঃ ৫·৫০ নঃ পঃ

স্বামী সারদেশানন্দ প্রণীত

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

টাঃ ৮·০০ নঃ পঃ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত

শ্রীশ্রীসারদা দেবী

টাঃ ৪·৫০ নঃ পঃ

বাংলার তীর্থ

টাঃ ৩·৫০ নঃ পঃ

মডেল পাব্লিশিং হাউস
২/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সি-৫৫৭

বাংলা সাহিত্যের নবদিগন্ত
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

বাংলার লোক-সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া
প্রকাশিত হইল
বাংলা ছড়ার বিস্তৃততম আলোচনা ও বৃহত্তম সংগ্রহ
তৎসহ আধুনিক কবিতায় ছড়ার প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তৃত অধ্যায়

প্রথম খণ্ড : আলোচনা
তৃতীয় সংস্করণ
প্রত্যেক খণ্ড মূল্যবান কাপড় বাঁধাই : প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
দাম ১২·৫০ মাত্র

আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই
[illegible]

[illegible] : ১৩, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলি—১২
ফোন নং : [illegible]

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

উল্টোরথ

৩১শে মে দুপুর একটায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পাবেন

এই সংখ্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[প্রেমেন্দ্র মিত্রের '[illegible]' পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হবে তখন খুব কম করে দাম হবে পাঁচ টাকা]

•

প্রতি সংখ্যার মতন এই সংখ্যাতেও রম্যরচনা লিখেছেন

সৈয়দ মুজতবা আলী

•

লৌহ কপাট-এর চতুর্থ পর্ব ধারাবাহিকভাবে শুরু করছেন

জরাসন্ধ

•

এ ছাড়া অমিতাভ চৌধুরীর '[illegible] অরুন্ধতী' : [illegible] 'বোম্বাই সংবাদ' ও চিঠিপত্রের উত্তর : অনিকেতের 'দৃষ্টিও চলে' : [illegible] বিশ্বাসের 'পুঁথিও পরিক্রমা' : গোলাম [illegible] 'অন্দর পত্তন' : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলিতি খবরের কাগজ' : [illegible] 'অন্তরের দর্পণ' : আশাপূর্ণা দেবী রচিত '[illegible]' ছবির পরিচয় কাহিনী এবং আপনাদের চিঠিপত্রের উত্তর [illegible] প্রমাণ দিয়ে।

•

দিল্লি, কলকাতা, বম্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি তুলেছেন [illegible]

[illegible]

দি [illegible] প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible]

[illegible] তখন এই [illegible] পরিণত হয়। তবে [illegible] না-হয়ে পারে না। আহসান হাবীব বলতে চেয়েছেন যে শওকত আর রাব্দুর মধ্যে যে ব্যবধানটি ছিল তা [illegible] শওকতের, এই ধারণার উপর যে, রাব্দু অত্যন্ত ছেলেমানুষ। ফলে আশা করা যায় যে শওকত মোটেই ছেলেমানুষ ছিল না, বরং ছিল ধীর স্থির গম্ভীর ও পরিণত: কিন্তু যে-কয়েকটি জায়গায় শওকতের ডায়েরি বা চিঠির উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে তার ভাষা অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল। তবে শওকত রাব্দু ও শহীদের এই চাপা তিনকোণা প্রেমের কাহিনীটি আহসান হাবীব যেমনভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে 'মুন্শিয়ানা' বা নৈপুণ্য অনস্বীকার্য: আসলে রাব্দু ও শওকতের ভালোবাসাই কৌটোর ভিতরকার গন্ধের মতো পুরো উপন্যাসটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিষণ্ণ আরণ্যনীলিমাটুকু প্রায় কবিতার সহযাত্রী, এবং সেই দিক থেকে উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও আরণ্যনীলিমা বরং ছায়াহরিণের চেয়ে বেশি কাব্যময়।

দুটি বইয়েরই প্রচ্ছদ এঁকেছেন আশিস চৌধুরী: আরণ্যনীলিমায় উপরন্তু আরো কতগুলি একরঙা ছবি আছে— লাইন ও হাফটোনে: এই অলংকরণের উল্লেখ না-করলে অন্যায় হবে, কেননা এটা প্রায়ই লক্ষ করেছি সাধারণত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইগুলির প্রচ্ছদ অত্যন্ত [illegible] অথচ গভীর হয়। আশিস চৌধুরীর এই চিত্রকর্মও তার ব্যতিক্রম নয়।

৬৩৬,৬৩৭।৬২

প্রাপ্তি স্বীকার

নতুন দিগন্ত—[illegible]। অনুবাদক—অজিতকৃষ্ণ বসু।

[illegible]—সুনীল চক্রবর্তী।

[illegible]—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible] (১ম খণ্ড)—অম্বিকাচরণ দাস।

[illegible]—আশিস সান্যাল।

[illegible] কথা (২য় খণ্ড)—[illegible]।

[illegible]—রাজগোপাল দাস।

[illegible]—[illegible] অনুবাদক—অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible]—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible]

রঙ্গজগৎ

"বিনোদ", "বিদ্যা" ও "বিনয়"

নতুন দিল্লিতে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর বক্তৃতায় ছায়াছবির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, "বিনোদ", "বিদ্যা" ও "বিনয়"—এই তিন নিয়েই ছায়াছবি।

দর্শকের চিত্তবিনোদনই যে ছায়াছবির একমাত্র লক্ষ্য নয়, "বিদ্যা" ও "বিনয়" দানও যে তার সঙ্গে সংযুক্ত—এই অভিমতই ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর ভাষণে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্র যদি দর্শককে সুশিক্ষা দেয়, "বিদ্যা" ও "বিনয়" দান করে তবে সুখেরই কথা। কিন্তু জনশিক্ষাদানই চলচ্চিত্রের সার্থকতার একটি অপরিহার্য শর্ত কিনা তা নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

চলচ্চিত্র আর্ট কিনা তা-নিয়ে আজকের দিনে আলোচনার শেষ নেই। আবার এ যুগে চলচ্চিত্রকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এমন চলচ্চিত্রকারেরও অভাব নেই। তাঁরা নন্দনতত্ত্ব দিয়ে দর্শকের চিত্তবিনোদন ঘটিয়েছেন। ছায়াছবিতে আর্ট ও "বিনোদে"র মেলবন্ধন যদি ঘটে তবে সে শিল্পসৃষ্টি নিঃসংশয়ে সার্থক।

কিন্তু "বিদ্যা" ও "বিনয়" দানের ভূমিকা গ্রহণ করে চলচ্চিত্র যখন উদ্দেশ্যধর্মী হয়ে পড়ে তখন তার গোত্রও পৃথক হয়ে যায়। আমাদের দেশে যে ছবি লোকশিক্ষা দান করে, জাতীয় জীবনগঠনে সে-সব ছবির মূল্য অনস্বীকার্য। এই ধরনের ছবি যদি সরকারের আনুকূল্য ও আশীর্বাদ লাভ করে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যে ছবি অন্তরঙ্গ রূপে ও বহিরঙ্গ রূপে শিল্পসমৃদ্ধ, তা-ই সকল দেশের রসগ্রাহীদের কাছে আদরণীয়। যে ছবির রসোপকরণ উদ্দেশ্যনির্ভর, সে ছবি রসিকজনকে তৃপ্তি দিতে অক্ষম। অনাবশ্যকের আনন্দই রসিকব্যক্তির কাম্য।

[illegible]

দীপান্বিতা প্রোডাকসন্স-এর "[illegible]" (প্রযোজনা-পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবির মুখ্য নারীচরিত্রে কাজল গুপ্ত

ফটো—প্রেস

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি

বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ভারতীয় চিত্র নির্বাচকের কাছ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য চিত্র নির্বাচনের দায়িত্ব যে কত গভীর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। যে ছবি তাঁরা বিদেশে পাঠাবেন সে ছবিই যে পুরস্কার পাবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এমন কোন ছবি যদি বিদেশে পাঠানো হয় যা দেখে বিদেশী চিত্ররসিকরা ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেতে পারেন, তবে তা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। ইদানীংকালে বিদেশে ভারতীয় ছবির [illegible] বেড়েছে। বিশ্বচলচ্চিত্রের মানচিত্রে ভারতীয় ছবি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এমন [illegible] ভারতীয় ছবি পাঠানো হয়েছিল যেগুলি পুরস্কার তো দূরের কথা, সেখানকার দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ [illegible] পারেনি। বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় [illegible] ছবির যে সমালোচনা বেরিয়েছে [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব [illegible] পারেনি। [illegible] পুরস্কার না [illegible] বিদেশে সম্মান পেতে পারে এমন [illegible]

... (পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়) ছবির একটি দৃশ্যে ...

ফটো—দেশ

... তৈরি ... আন্তর্জাতিক ... নির্বাচিত ...

... ভারতীয় ... সম্মানের ... ভারতীয় ছবির ব্যবসায়-পরিধি বিস্তৃতির প্রয়োজনেও আন্তর্জাতিক উৎসবের জন্য সত্যিকারের উৎকৃষ্ট ছবি নির্বাচিত হওয়া উচিত। সম্প্রতি একাধিক চলচ্চিত্রসেবী তাঁদের বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেছেন, আমেরিকার এবং য়ুরোপের বিভিন্ন ...

... হারিয়ে ফেলেছেন।

অতএব বিদেশে ভারতীয় ছবির সম্মান এবং ব্যবসায়িক প্রসারের স্বার্থে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য রসোত্তীর্ণ ও শিল্পসমৃদ্ধ ছবিই নির্বাচিত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

দর্শক

বিভূতিভূষণ ... ৭ই মে
সন্ধ্যা ৬টায়

... অভিনয়-আসর

নিউ এম্পায়ারে
১২ই মে রবিবার সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথের

চার অধ্যায়

[১০০তম রজনী ...]

রূপবাণী
চ ল চ্চি ত্র চ ঞ্চ রী
ব্যা পি কা বি দা য়
...

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে একটি বাংলা ছবি ও দুটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা ছবিটির নাম হাই হিল (রাজীব পিকচার্স)। হাসি, গান ও প্রণয় এই ছবির প্রধান উপজীব্য। দিলীপ মিত্র পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, রেণুকা রায়, তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়। অসিত চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় ছবির নায়ক-নায়িকা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন।

হিন্দী ছবি দুটির নাম: মেরে আরমান, মেরে সপনে (অজিত কুমার প্রভৃতি) এবং ...

অরবিন্দ সেন পরিচালিত "মেরে আরমান, মেরে সপনে" ছবিটির কাহিনী জনপ্রিয় বাংলা ছবি "প্রতিশ্রুতি" থেকে নেওয়া হয়েছে। ...

[illegible] ... বাংলা [illegible] ভুলনা [illegible]।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসের এই চিত্ররূপে দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। উত্তমকুমার প্রবীর, উত্তমকুমারই আবার রতন। যুদ্ধক্ষেত্রে রতন-বেশী উত্তমকুমার আহত হবার পর প্রবীর-বেশী উত্তমকুমার তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। এই ঘটনাটি ঘটবার সময় দর্শকের তীক্ষ্ন দৃষ্টি কলাকৌশলের চাতুরীর কাছে হার মানে। মনে হয় একটি "শট"ই যেন সব কিছু ঘটেছে। এ-ব্যাপারে রতন জলন্ত জিপে প্রবীরকে ঠেকে তুলে দেয়। পাশাপাশি বলে কথা হলে। ছবিতে সুচারু প্রয়োগ-কর্মের এই জাদুখেলা দর্শককে যেন বিস্ময়কলের জন্য দাঁড়িয়ে রাখে, তার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

প্রবীর ও রতনের চেহারার অবিকল সাদৃশ্য নিয়েই মূল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুটি গড়ে উঠেছে। রতন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরেনি। রতনের সংবাদ তার অন্ধ বৃদ্ধা জননী ও স্ত্রীর কাছে পৌছে দেবার দায়িত্বটুকুই নিয়েছিল প্রবীর। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই প্রবীরকে স্বামী বলে ভুল করে রতনের স্ত্রী সতী। আর রতনের মা প্রবীরকেই পুত্র বলে কোলে টেনে নেন। নিয়তির এই মায়াজাল ছিঁড়ে বেরোতে পারে না প্রবীর। অপরদিকে প্রবীরের প্রতীক্ষায় রয়েছে আরতি। যুদ্ধে যাবার পর প্রণয়িনী আরতিকে ভুল বুঝেছিল প্রবীর। নাটকের শেষ অঙ্কে প্রবীর আর তার নকল স্ত্রী সতীর মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আরতি। অবশেষে সতীর দেহত্যাগের ভেতর দিয়েই জটিল জীবননাট্যের অবসান ঘটে।

প্রবীরকে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত করার শক্তি সতী আহরণ করেছে তার "মিস্টিক" অর্থাৎ দেবদৃষ্ট প্রত্যয় থেকে। ভাগ্যগণনায় দেখা গিয়েছিল যে সতীর জীবনে বৈধব্যযোগ আছে। তাই তার পিতা শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে কন্যাকে পুরুষোত্তমের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে সতী পুরুষোত্তমকেই তার স্বামী জেনে এসেছে। লৌকিক স্বামীকে সে গ্রহণ করেছে পুরুষোত্তমের প্রতিনিধি হিসাবে। আর প্রবীরকে সে দেখেছে স্বামীর প্রতিবিম্ব রূপে। তাই স্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] রাখতে কোন [illegible] [illegible]।

[illegible] এই [illegible] [illegible] দিতে পারবেন, সতী- [illegible] করবে না। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]।

বাঁশরী লাহিড়ীর সংগীত পরিচালনায় এ এম প্রোডাকশন্সের "ধন্য তুমি [illegible]" ছবির গানে কণ্ঠদান করছেন অপরেশ লাহিড়ী

ফটো—[illegible]

অবশ্য ছবিতে সতী-কাহিনী প্রত্যক্ষ করার কালে বিশ্বাসপ্রবণ এবং যুক্তিবাদী উভয় শ্রেণীর দর্শকের মনেই একটি প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যায়। দেহসম্পর্ক না থাকলেও, মনের প্রেমে কি প্রবীর ও সতী বাঁধা পড়েছে? তাই যদি না হবে তবে আরতিকে নিয়ে বেরোবার সময় সতী কেন অকারণে মধুর স্বরে প্রবীরকে পিছু ডাকবে এবং তার চোখ দিয়ে কেন জল গড়িয়ে পড়বে? আবার প্রবীরই বা কেন সতীর নাম পাল্টে রতি (তার প্রণয়িনীর নাম) রাখতে যাবে? সতী অবশ্য বলেছে, কায়ার সম্পর্ক বাদে আর সব কিছুই থাকবে ওদের মধ্যে। তাই বলে কি প্রেম? হয়ত তা বৈষ্ণবধর্মের মরমী প্রেমসাধনায় কামগন্ধহীন মধুর রসেরই আভাস। লৌকিক সমাজজীবনে কি তা গ্রহণযোগ্য? বাস্তব-সম্মত?

ছবিতে প্রবীর ও আরতির প্রেমোপাখ্যানটি যেভাবে উপস্থাপিত তার মধ্যে চমৎকৃত হবার মত উজ্জ্বল মুহূর্ত কিছু নেই। আরতির প্রণয়প্রার্থী অরুণের উপস্থিতিতে ত্রিকোণ প্রেমের যে উপকাহিনীটি রচিত হয়েছে তাও মামুলী। তবে অকুণ্ঠ পরিচালকগোষ্ঠীকে সাধুবাদ জানাতে হয় এই কারণে, ছবির এই অংশের সব কিছু ঘটনাই তাঁরা উপভোগ্য করে ছবিতে উপস্থিত করেছেন। ছবিতে যুদ্ধদৃশ্যাদির উপস্থাপনেও পরিচালকগোষ্ঠী প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিয়েছেন। চিত্রকাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের রাজ-নৈতিক পটপরিবর্তনের পটভূমিতে বিস্তৃত। পটভূমির এই বিস্তৃতিকে সুরক্ষিত [illegible] একটি [illegible] রূপ দিয়েছেন অকুণ্ঠ। এবং [illegible] উপাখ্যান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মুক্ত অঙ্গন

বুধ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥

মা-বয়-ভাই

ও চারণ গানের অনুষ্ঠান
মঙ্গলবার ৭ই মে

॥ বাঁ শ রী ॥

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সার্ধশত =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়

কাহিনী : [illegible]
নাটক ও পরিচালনা : [illegible]
দৃশ্য ও আলোক : [illegible]
সঙ্গীত পরিচালনায় : [illegible]
॥ রূপায়নে ॥
[illegible]

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখে।

[illegible] উত্তমকুমারের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। দুটি চরিত্রের স্বভাব ও স্বভাব, বিপরীতধর্মী [illegible] ও [illegible] উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়-দক্ষতায় অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন। [illegible] প্রবৃত্তির [illegible] ও [illegible] অভি-ব্যক্তিতে তিনি যে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর শিল্পীজীবনের আর একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে।

উত্তমকুমারের পরেই যিনি অভিনয়ে দর্শকের মন জয় করেন তিনি হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এমন চিত্তাকর্ষক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে, তিনি দর্শকদের অতিনাটকীয় [illegible] সম্বন্ধে দ্বিধাবিভক্তির অবকাশই দেন না। তাঁর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকের মনে রেখাপাত করে। প্রবীরের প্রণয়িনীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় সুন্দর এবং মার্জিত।

কয়েকটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে চরিত্রোচিত এবং কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গীতা দে গঙ্গাপদ বসু, নিভাননী এবং প্রেমাংশু বসু। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় ধীরাজ দাস, আশা দেবী, শৈলেন গাঙ্গুলী, মাস্টার বাবুয়া, শোভেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির আবহ-সুর রচনায় প্রশংসনীয় রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। যে সময়টিতে সতী প্রিয়মিলনের জন্য অধীর, সেই মুহূর্তের আবহ-সুরে তার আত্মনিবেদন ও প্রেম-ব্যাকুলতার ভাবটি সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছে। ছবির দুটি গানের সুরারোপ চমৎকার। কিন্তু প্রয়োগের দোষে গান দুটি মনে দাগ কাটে না।

আলোকচিত্র গ্রহণের কাজে বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ অনিন্দ্যসুন্দর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রসম্পাদনা, যতীন দত্তের শব্দানুলেখন এবং সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্পনির্দেশ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

* ছবির পর ছবি *

সুবর্ণরেখা

জে জে ফিল্মস করপোরেশনের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "সুবর্ণরেখা" অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। শ্রীরাধেশ্যামের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করেছেন ঋত্বিককুমার ঘটক। অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, গীতা দে, বিজন ভট্টাচার্য, সীতা মুখোপাধ্যায়, পপন ও [illegible] বসু ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন বাহাদুর খাঁ।

[illegible]

[illegible]

পাধ্যায়, অজয় রায়, শমীলিমা দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, প্রদ্যুৎকুমার ঘোষ, রবি ঘোষ, শ্রীমানী, অরুণ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভা সেন বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সুর-রচনায় রয়েছেন রবিশঙ্কর।

মালাচন্দন

প্রযোজক-পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি "মালাচন্দন"-এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। সন্ধ্যারানী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, সুখেন, প্রবীরকুমার ও শীতাংশু রায় ছবির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন। আশিস ও ইন্দ্রনীল ছবির সুরকার।

ধন্য তুমি কামারপুকুর

গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এ এল প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "ধন্য তুমি কামারপুকুর" ছবির শুভমহুর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ছবির প্রধান চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ক্ষমী সরকার ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। চিত্র পরিচালনায় রয়েছেন কমক সচ্চে এক কলাকুশলীগোষ্ঠী। বংশরী লাহিড়ী সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিদায়

গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে পোদ্দার প্রোডাকশন্স-এর "বিদায়" ছবির শুভমহুর্ত উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও

'শ্রান্তিবিলাস'-এর (উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ) একটি দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে শশাঙ্ক ঘোষ ও সবিতা বসুকে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্রপরিচালক মানু সেন

ফটো—বেণ

পরিচালক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সান্যাল দুই প্রধান শিল্পী।

মাসুল

একসূত্রীণ ফিল্মস-এর প্রথম ছবি "মাসুল"-এর প্রারম্ভিক উৎসব গত সপ্তাহে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়। অরুণ দাশগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রবীন বসু।

বিশ্বরূপা পুরস্কার

গত ২২শে এপ্রিল বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের একটি বিশেষ সভায় সংস্থার মুখ্য সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিলটি যে-ভাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক সে-ভাবে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার জন্য শ্রীসরকার একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ, বিশ্বরূপা, স্টার, মিনার্ভা ও রঙমহল নাট্যকার সংঘ ও অভিনেতৃ সংঘ, বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ এবং আকাদমি কর্তৃক অনুমোদিত নাট্য সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে যাতে এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয় সে প্রস্তাবও তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তা ছাড়া, বাংলার সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্রমপর্যবেক্ষণ ও সাহায্যের জন্য

কেন্দ্রী প্রযোজিত
যাযাবরের
জনান্তিক
নির্দেশনা: সুনীল হালদার
সঙ্গীত: জ্যোৎস্না দাস
বিশ্বরূপায় ৬ই মে ৬॥টায়
কার্যালয় : ৫/১ রাজা কালীকৃষ্ণ লেন
দক্ষিণা—৪, ৩, ২, ১
(সি-৬৪৫)

রঙমহল
ফোন: ৫৫-১৬১২
প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ — ৬॥
কথাশিল্পের শ্রেষ্ঠ কাহিনী
কথাক্ত
প্রেক্ষাংশে—
সরযূবালা
অজয় রায়
জহর চট্টোপাধ্যায়
চিত্রা মিত্র

লিটল থিয়েটার গ্রুপের
অসাধারণ নাট্য প্রযোজনা
তিতাস একটি নদীর নাম
জয়যাত্রা করেছে
মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

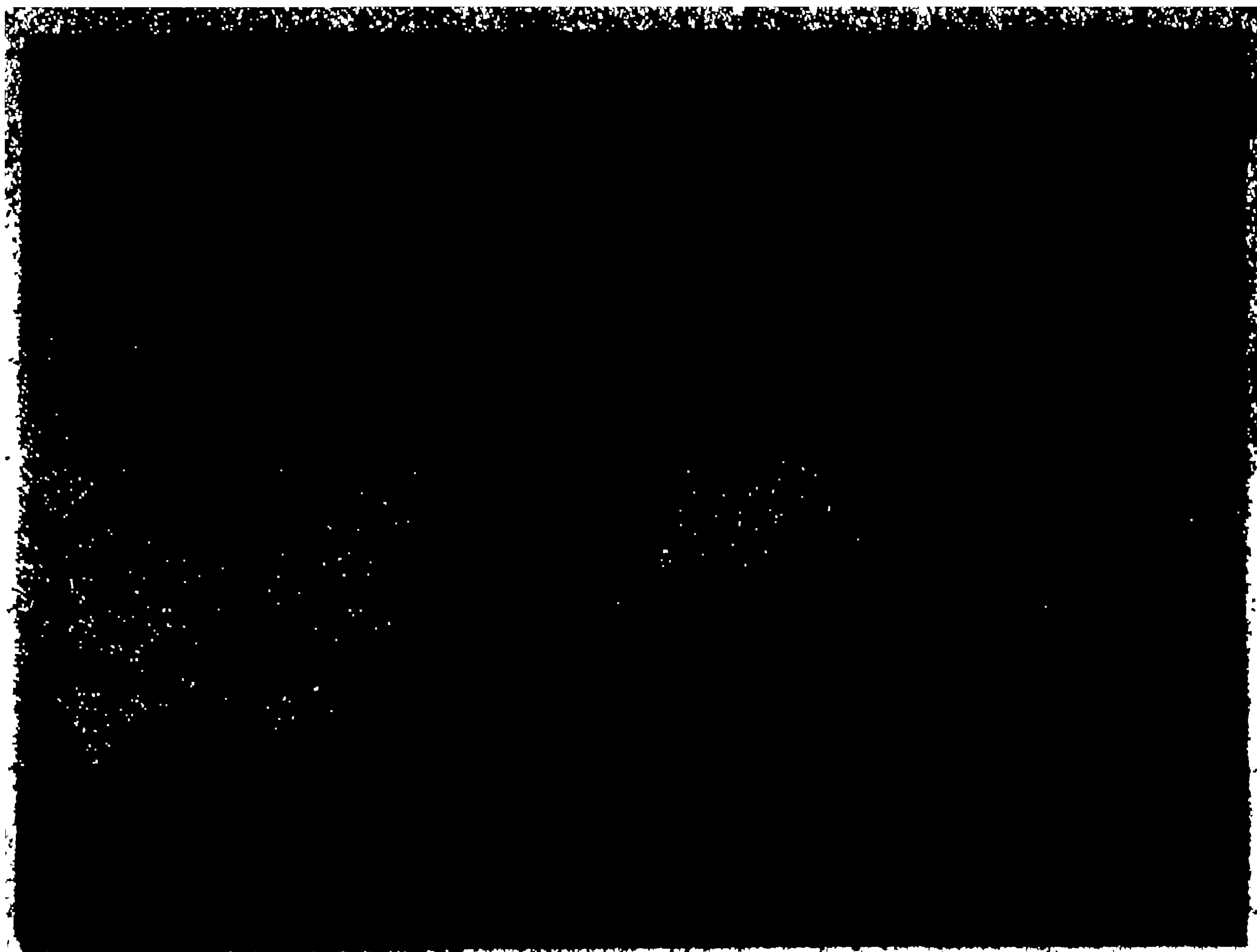

[illegible] (উত্তমকুমার [illegible]) একটি দৃশ্যে [illegible] জনপ্রিয় অভিনেতা [illegible] সোমেন, [illegible] এবং [illegible] [illegible]
ফটো—[illegible]

[illegible] কর্তৃক একটি সাংস্কৃতিক [illegible] এবং [illegible] থেকে [illegible] তিনি [illegible] জানান। [illegible] বাংলার [illegible] "[illegible]" পুরস্কার [illegible] হবে। গত বছর [illegible] পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়। [illegible] "[illegible]" পুরস্কার" পেয়েছিলেন [illegible] চৌধুরী।

"ইন্দ্রমন্"র উদ্বোধন

নৈহাটিতে (বাটানগর) গত বুধবার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সংবলিত একটি নতুন চিত্রগৃহের উদ্বোধন হয়। চিত্রগৃহটির নাম "ইন্দ্রমন্"। "ইন্দ্রমন্" উদ্বোধন করেন শ্রীমতী কানন দেবী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅসিত চৌধুরী। শ্রীমতী কানন দেবী ও শ্রীঅসিত চৌধুরী তাঁদের ভাষণে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকটের কথা

[illegible] চলচ্চিত্র [illegible]

পশ্চিমবঙ্গ [illegible] চিত্রের পরিস্থিতি [illegible] আলোচনা ও [illegible] জন্য আগামী ২৮ মে রবিবার [illegible] এবং ১৩ই সোমবার বৈকাল [illegible] শিল্পী, সাহিত্যিক, [illegible] এবং [illegible] এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পেশ করা হবে। [illegible] মধ্যে, [illegible] শিল্পী সংঘ, চিত্রজগৎ [illegible] শিল্পী সংঘ,

"ইন্দ্রমন্" চিত্রগৃহের উদ্বোধন করছেন কানন দেবী
ফটো—[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] সংস্থা এবং [illegible] [illegible]

রুক্মিণী

[illegible]

[illegible] কলিকাতা—[illegible]

[illegible]

[illegible] নিবেদন

[illegible]

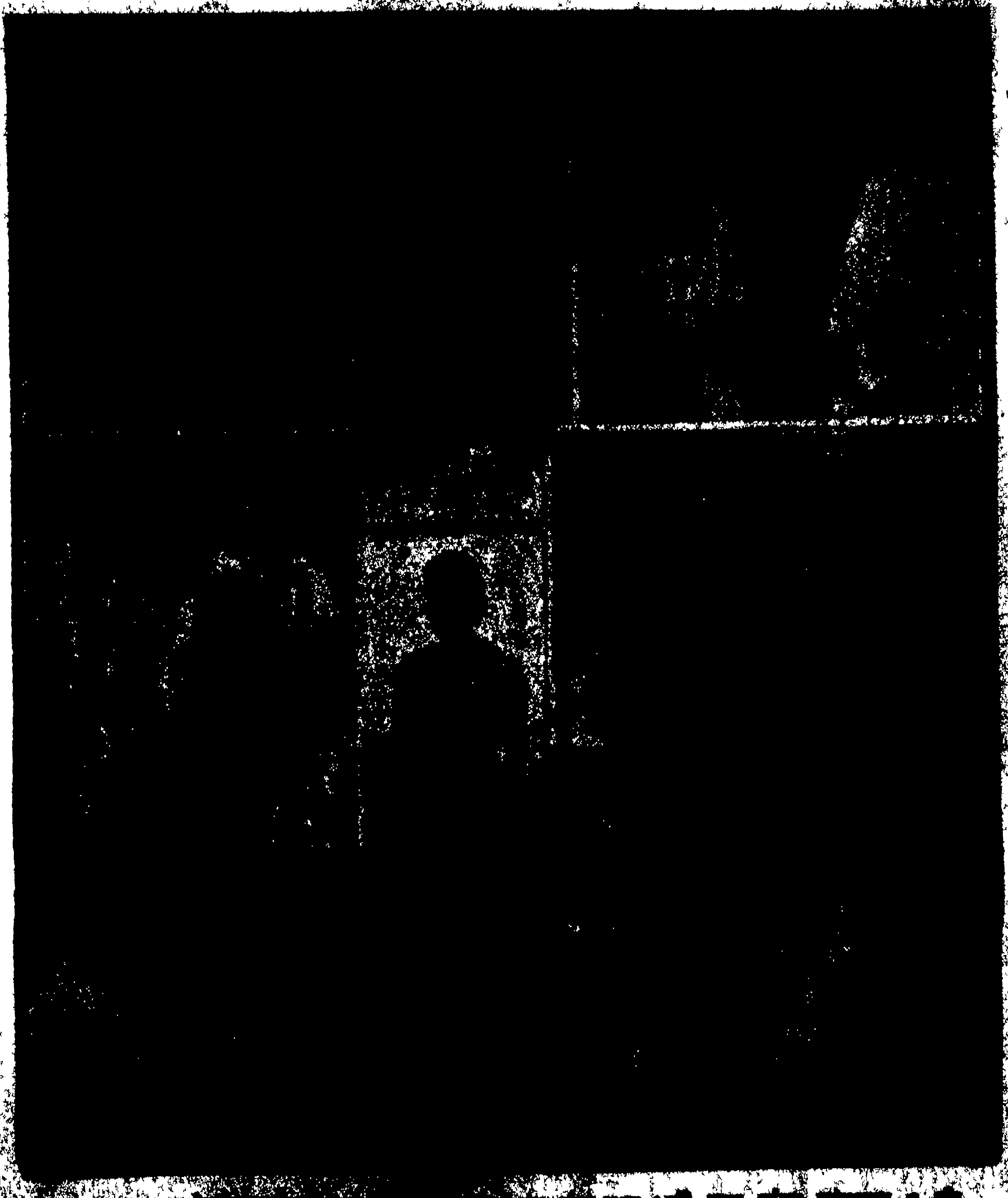

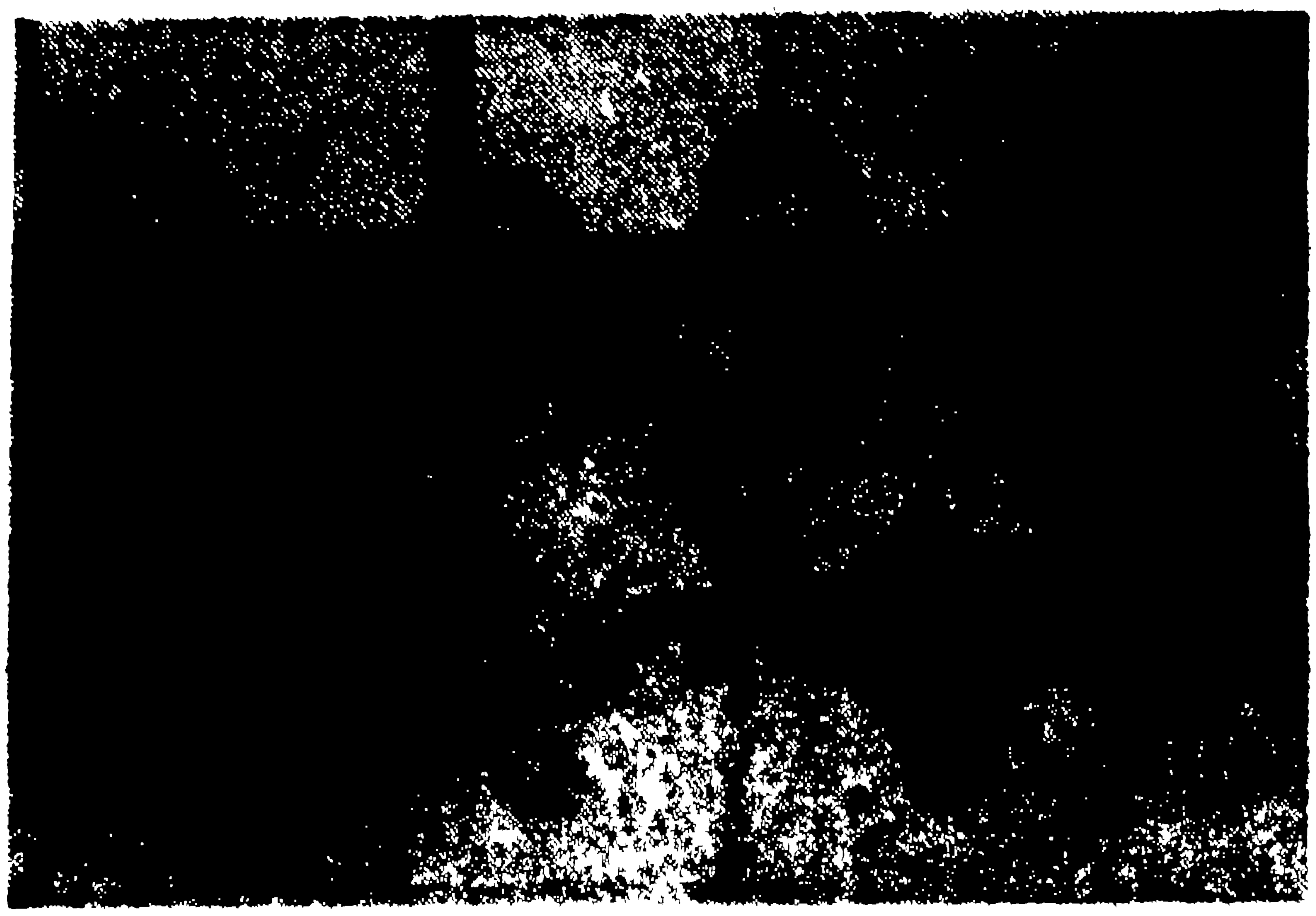

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কলামন্দিরে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য সমবেত হয়েছিলেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিত্র
ফটো—দেশ

নিউ এম্পায়ারে জাদুখেলা

আগামী তেসরা মে থেকে নিউ এম্পায়ারে ভি সি সরকার সপ্তাহব্যাপী জাদু প্রদর্শনী শুরু হবে। মোট চারশটি খেলা তিনি দেখাবেন। এই জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ধীরেন ঘোষ।

* সাংস্কৃতিকী *

সম্প্রতি এ-বি-টি-এ হলে সংগীত শিক্ষা-কেন্দ্র রাগেশ্রীর পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষের ছাত্রীদের গাওয়া সমবেত খেয়াল শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সংগীতাংশ পরিচালনা করেন শ্যামলেশ ঘোষ।

গত ২১শে এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অঙ্গনে সুরকার ও সুগায়ক সুধীরলালের দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন যথাক্রমে সুখেন্দু গোস্বামী ও চিন্ময় লাহিড়ী। ভাষণদানকালে তাঁরা সুধীরলালের সংগীত-প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। স্মৃতিবাসরের সম্পাদক নিখিল সেন তাঁর ভাষণে সুধীরলালের অমূল্য সুর-সম্পদগুলি রক্ষার জন্য শিল্পীদের নিকট আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন চিন্ময় লাহিড়ী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, নীতা সেন, দ্বিজেন চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল গাঙ্গুলী, মৃণাল চক্রবর্তী তন্দ্রা মৈত্র, শ্যামলেশ ঘোষ প্রভৃতি।

বোম্বাই সমাচার

"বিশ সাল বাদ" ছবির পর সংগীত পরিচালক-চিত্রপ্রযোজক হেমন্তকুমার তাঁর পরবর্তী ছবি "কোহারা"র কাজ শুরু করেছেন। বর্তমানে মডার্ন স্টুডিওতে বীরেন নাগের পরিচালনায় "কোহারা"র শুটিং চলছে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও ওয়াহীদা রেহমান। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে ললিতা পাওয়ার, তরুণ বসু, চাঁদ ওসমানী, মনোমোহন কৃষ্ণ, মদন পুরী, দেবকিষণ ও অসিত সেন অভিনয় করছেন।

ভারতীয় চিত্রের মধ্যে নেপালে প্রথম শুটিং হবে এপ্রিল ফুল ছবির। জুন মাসেই প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখার্জি নেপালে ছবির কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করবেন। বিশ্বজিৎ ও সায়রা বানু এ ছবির নায়ক-নায়িকা। শঙ্কর জয়কিষণ সুরকার।

নেফা অঞ্চলের বমডিলা ও তেজপুরে জুন মাসে অশান্ত হিন্দী ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরজ প্রকাশ ছবিটি পরিচালনা করছেন। রাজকুমার মালা সিনহা, আশিসকুমার ও জনি ওয়াকার ছবির প্রধান শিল্পী। কল্যাণজী আনন্দজী ছবির সুরকার।

প্রযোজক পরিচালক এস ডি নারাং কাশ্মীরে তাঁর বর্তমান চিত্রপ্রয়াস শেহনাই-এর একুশ দিনব্যাপী বহির্দৃশ্য গ্রহণের একটি কর্মসূচী তৈরি করেছেন। বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী ছবির নায়ক-নায়িকা। রবি সংগীত পরিচালক।

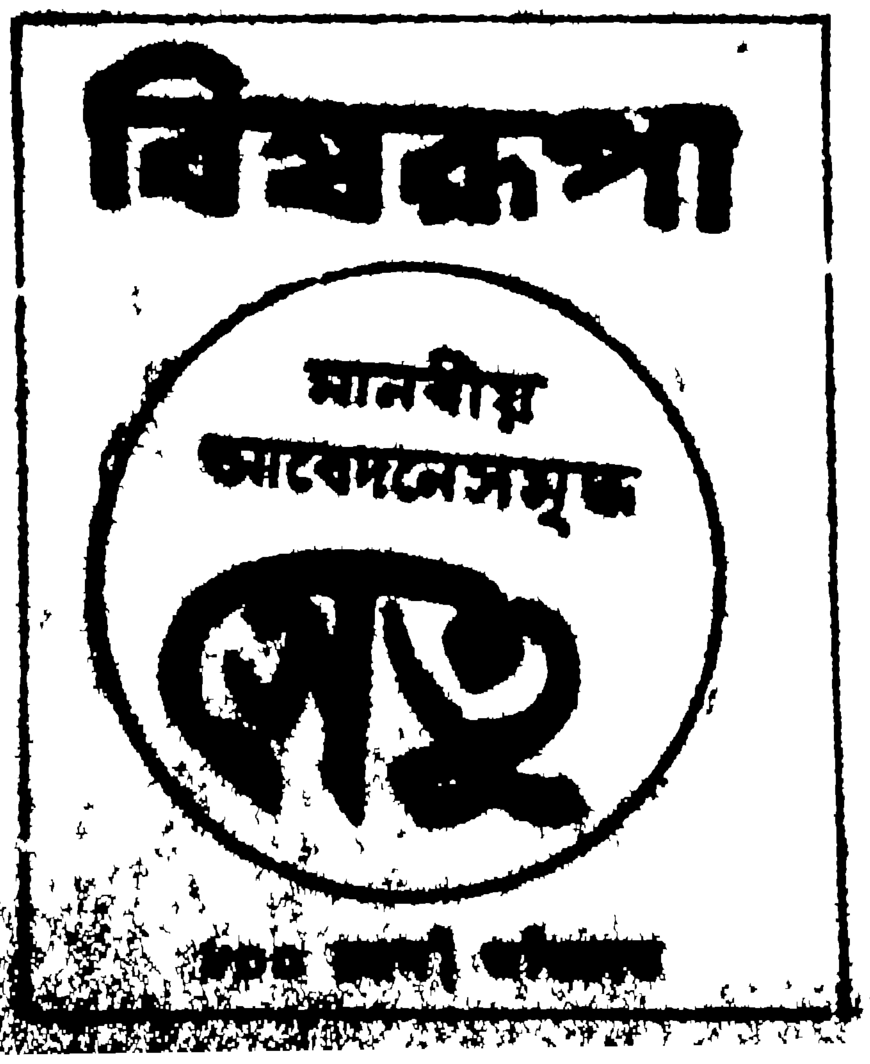

খেলার মাঠে

একলব্য

রাজ্য সরকার কলকাতা ময়দানের ঘেরা মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রধান প্রধান পরিচালকদের মধ্যে গেল গেল রব উঠেছে। তাঁদের বক্তব্য— খেলাধুলো রসাতলে গেল। খেলা থেকে অ্যামেচার স্ট্যাটাস চলে গেল, খেলার মধ্যে রাজনৈতিক ও সরকারী প্রভাব এসে পড়ল —অলিম্পিক চার্টার অনুযায়ী যেটা সংবিধান-বিরোধী।

সবারই জানা আছে, বাংলার খেলাধুলোর দুই প্রধান পরিচালক ছিলেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ও শ্রী এম দত্ত রায়। এ'দের খেলাধুলোর ডিক্টেটরও বলা যেতে পারত। দুজন ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ভিন্ন মতের জন্য দুইয়ের মধ্যে এখন আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ। ফলে, বাংলার ফুটবল ও ক্রিকেট ক্ষেত্রের পরিচালনা থেকে পঙ্কজ গুপ্ত বিতাড়িত। অন্যান্য খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অতি সামান্য। সেই পঙ্কজ গুপ্তও রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘেরা মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়ে খেলা থেকে অ্যামেচার স্ট্যাটাসের ইজ্জত নষ্ট হবার প্রশ্ন তুলেছেন।

স্বীকার করি, ভারত-মধ্যে নিশিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রীগুপ্তের দান এবং অবদানের অভাব নেই। এ কথাও স্বীকার্য, অলিম্পিক চার্টার অনুযায়ী অ্যামেচার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং সরকারী প্রভাব সংবিধান-বিরোধী।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাংলার খেলাধুলো কি কোনদিন রাজনৈতিক এবং সরকারী প্রভাবমুক্ত ছিল ? অলিম্পিকে দল পাঠাবার জন্যও কি সরকারী সাহায্য এবং সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি ?

ক্রীড়াক্ষেত্রে পঙ্কজ গুপ্তের রাজত্বকালেই অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং মুসলীম লীগের অন্যতম স্তম্ভ খাজা নাজিমুদ্দিনকে আই এফ এ-র সভাপতি করা হয়েছিল। তখন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। মন্ত্রী থাকার সময়ে শ্রীভূপতি মজুমদারকে আই এফ এ-র সভাপতি করা হয়েছে। তখনও সরকারী প্রভাবের প্রশ্ন আসেনি। পরম ক্রীড়ামোদী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন বাংলার মন্ত্রিসভায় আসন পেলেন তখন তাঁকে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতির পদে সাদরে বরণ করা হল। আবার শ্রীরায় যখন মন্ত্রিত্ব থেকে সরে গেলেন তখন অ্যামেচার ক্রীড়াসংস্থার পদ থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। খেলাধুলোয় এসব কি সরকারী প্রভাবের প্রমাণ নয় ?

শুধু কি তাই ? ময়দানের ঘেরা মাঠ এবং অন্যান্য মাঠের ভাগবাটোয়ারা ব্যবস্থা এতদিন পুলিশ কমিশনারই করে এসেছেন। পুলিস কমিশনারের অনুমতি ছাড়া চ্যারিটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি, কমিশনারের অনুমোদন ছাড়া চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের এক কানাকড়িও ব্যয় করা যায় নি। এ-ও সকলের জানা আছে, আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্ত-রায় একবার পুলিসের অনুমোদন ব্যতিরেকে চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে লালবাজারের তদানীন্তন ডেপুটি পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেনের নির্দেশে এম দত্ত রায়কে খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। দর্শকদের কাছে বিক্রীত টিকিটের মূল্যও ফেরত দিতে হয়েছিল।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যেভাবেই হোক সরকারী এবং রাজনৈতিক প্রভাব খেলার মধ্যে চিরদিনই ছিল। তবে প্রতিবাদের কণ্ঠ আজ এমন উচ্চ গ্রামে কেন ?

কারণ সুস্পষ্ট। এতদিন দুধে হাত পড়েনি। আজ সরকার নিজের ভাঁড়ে দুধ দোহন করতে এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ দুধের পিপাসা ঘোলে মেটাতে হলে দুঃখ স্বাভাবিক। তাই ক্রীড়াক্ষেত্রের মূল গায়েন এবং দোহারদের ধুয়োর সুর উচ্চ গ্রামে উঠেছে।

অবশ্য চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ ছাড়া সাধারণ খেলার অর্থে ক্রীড়া-পরিচালকদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু চ্যারিটির টিকিট বিলি-বাটোয়ারার ক্ষমতাটাই ছিল তাঁদের প্রভাব-বিস্তারের মারণাস্ত্র। তা ছাড়া পরের টাকায় পোদ্দারি করার প্রলোভনটাই কি কম, চ্যারিটির টাকাতেই— আই এফ এ-র আমীরী চালের চালচলন, মাসে মাসে সম্পাদকের মোটা মাইনা, রাহা খরচ গ্রহণ। অথচ আগে অবৈতনিক সম্পাদকের দ্বারাই অতি সুষ্ঠুভাবে আই এফ এ-র কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে। এখন টিকিট-পত্র যদি সরকার বিলি করেন, টাকাটা তাঁরা খরচ করেন তবে পরিচালকদের হাতে রইল কি ?

• • •

রাজ্য সরকার ঘেরা মাঠের ভার গ্রহণ করার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে, সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের গর্ভে। বহু ক্ষেত্রেই তাদের ব্যর্থতার ছবি প্রকট। এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যেতে পারে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং আন্তরিকতার অভাব থাকে। সূচনাতেই অর্থাৎ মাঠের ভাগ-বাটোয়ারার নূতন ব্যবস্থাতেই কিছু কিছু ভুলচুক হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিসনের একটি টিমের সঙ্গে প্রথম ডিভিসনের একটি টিমকে একটি ঘেরা মাঠে সমস্ত অধিকার দেওয়ায় এবং বাকি

দুটি খেলা মাঠে ছয়টি প্রথম ডিভিসন ক্লাবকে জুড়ে দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও আরম্ভ হয়েছে।

তবে সমস্ত নতুন ব্যবস্থারই প্রথম দিকে কিছু কিছু খুঁতখুঁত থাকে। উদ্দেশ্য সাধু হলে দোষ শুধরে নিতে কষ্ট হয় না। নতুন ব্যবস্থায় সবচেয়ে ভাল বলা দুটি বড় ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের দুই মাঠে অবস্থান। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল শুধু বড় ক্লাবই নয়, পরস্পরের তীব্র ও চির প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অপরের ভাল দেখতে পারে না, কারো কথা কারো সহ্য হয় না। এক মাঠে দুইয়ের অবস্থান বলে কলহ-বিবাদ বেড়েছে, [illegible] প্রশ্রয় পেয়েছে, অনেক সময় দু দলের সমর্থক অহেতুক অশোভন আচ-[illegible] ঘটনার [illegible] অবকাশ। খেলার মাঠ [illegible] উপরও তার [illegible] প্রভাব। দুটি মাঠে দুটি ক্লাবের অবস্থান [illegible] অনেকখানি কম হবে [illegible] আশা। এক বাড়িতে থেকে [illegible] পৃথক বাড়িতে [illegible] যায়। [illegible] ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-[illegible]

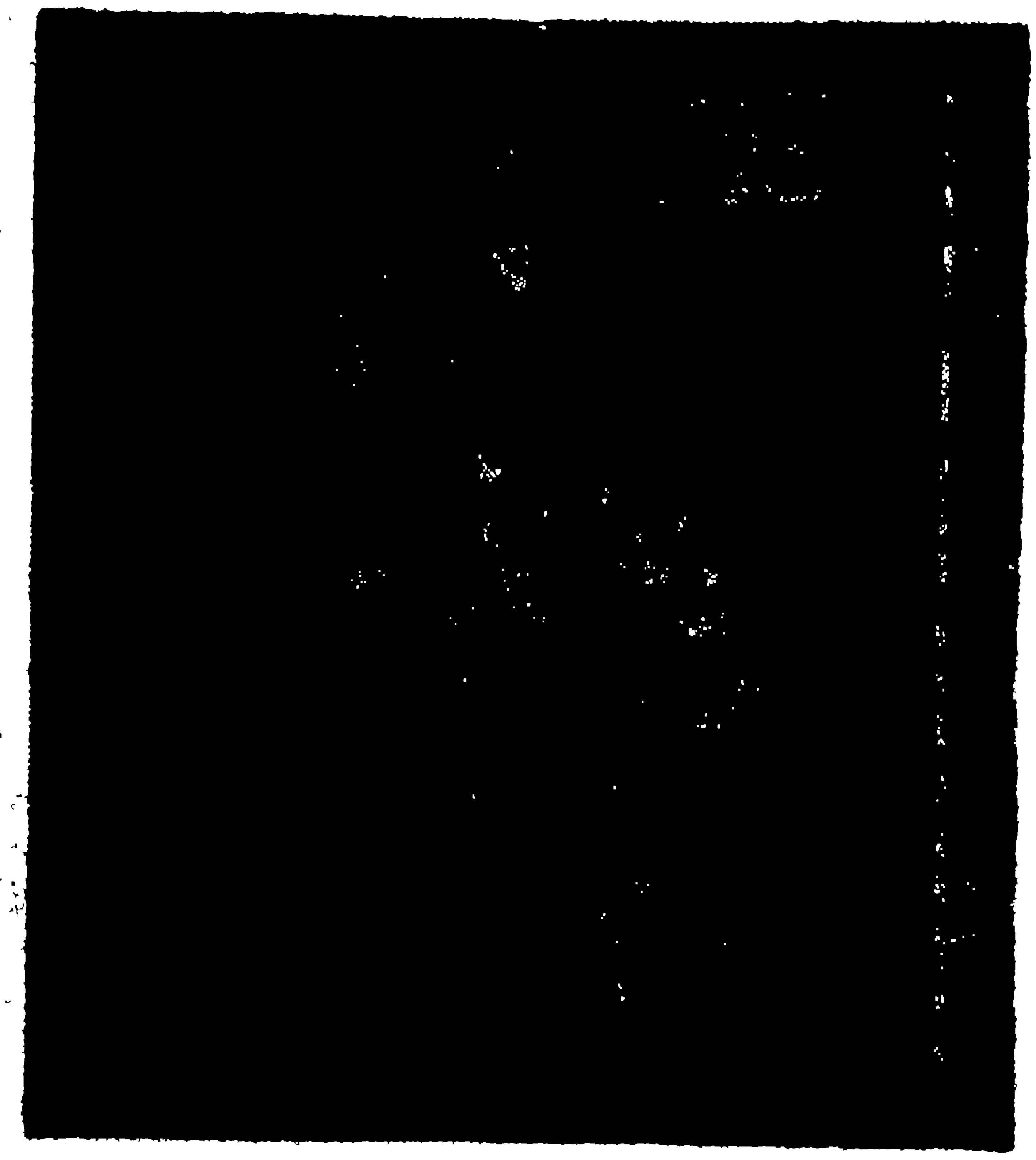

ফুটবলের জন্মভূমি—কারিগরের হাতের গুণে সুন্দর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে খেলার বল। মরসুম এসে গেছে—বল তৈরীর জন্য কারিগরের হাতের বিরাম নেই

সরকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে এই সম্পর্কে যে প্রেস নোট প্রচার করা হয়েছে তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, খেলাধুলো থেকে সংগৃহীত অর্থের এক পয়সাও রাজ্যের শাসন খাতে ব্যয় করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। খেলাধুলোর উন্নতি, শিক্ষাব্যবস্থা, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং অক্ষম ও অশক্ত খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা হবে। আবার ক্রীড়া সংস্থাগুলির কাজ-কর্ম এবং খেলাধুলোয় হস্তক্ষেপ করাও সরকারের উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর খেলা-ধুলোর কাঠামো বজায় রেখে খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করাই সরকারের নীতি।

খেলার মাঠের কর্তৃত্ব [illegible] যে [illegible] কোম্পানী [illegible] থেকে যে অর্থ উপার্জন করেছেন [illegible] খেলাধুলোর উন্নতির [illegible] পরিকল্পনা করা [illegible] হয়নি। [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible]

ক্লাবকে জুড়ে দেওয়া নিয়ে আগে একদিন আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে ভুক্তভোগী ক্লাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলাম, তাদের সমস্যা সত্যিই কঠিন। বিশেষ করে মহমেডান মাঠে সাড়ে আট শ আসন প্রাপ্ত রাজস্থান ক্লাবের, খেলা মাঠের বাইরে থেকে খেলা মাঠে সভ্য আসন পেয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও রাজস্থান ক্লাব। ইস্ট বেঙ্গল মাঠে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সভ্য আসনের কিছু আকর্ষণ আছে। শুধু ভাল খেলা দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু মহমেডান মাঠে রাজস্থানের সভ্য আসনের কি আকর্ষণ? যখন যে মাঠে ক্লাবের খেলা থাকবে, রাজস্থানের সভ্যরা সে মাঠে প্রবেশ অধিকার পাবে। আকর্ষণহীন মহমেডান মাঠে সাড়ে আট শ সভ্য আসন রেখে তাদের লাভ? সে আসনে সব সভ্যের স্থান সঙ্কুলান হবে না, উপরন্তু ঝামেলা বাড়বে। ক্লাব তাঁবু থাকবে পুরনো মাঠে। খেলার মাঠ থাকবে তাঁবুর পাশে, সভ্য আসন বে-পাড়ায়।

সাড়ে আট শ সভ্য আসন বিশিষ্ট নতুন গ্যালারী করায় ঝুঁকি এবং খরচও কম নয়। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মত খরচ হবে। লোহালক্কড়ের অভাব, পাটাতন এবং বেঞ্চ তৈরির সেগুন কাঠের অগ্নিমূল্য। প্রায় সোনার দামের মত। ১৪ ক্যারাটের কাঠের বেঞ্চ তৈরী করলে সে বেঞ্চ ফুটবল দর্শক-দের ভার সইতে পারবে না। তারপর বেঞ্চ ইত্যাদির নিরাপত্তার ভার কে গ্রহণ করবে? ময়দানের মাঠ থেকে গোলপোস্টই চুরি হয়ে যায় আর মালিকবিহীন সেগুন কাঠের বেঞ্চ পড়ে থাকবে?

মাঠের পুনর্বণ্টনের সময় সরকারের তরফ থেকে এ সমস্যাগুলো ভেবে দেখা হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম ডিভিসনের চারটি ক্লাবের পরিবর্তে এখন সাতটি ক্লাবকে খেলা মাঠের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যে তিনটি নতুন ক্লাবকে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাদের দুটিকে যদি তাঁবু তৈরির সুযোগ দিয়ে মোহনবাগানের পুরনো স্থানে এবং একটি কালকাটা মাঠে স্থানান্তরিত করা হত তবে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। অবশ্যই ক্লাবগুলির সভ্যসংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থা রাখতে হত। সে ব্যবস্থা তো এখনো রয়েছে। না হলে রাজস্থান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের আসন-সংখ্যা [illegible] হবে কেন?

[illegible] স্পোর্টস সাব-[illegible] এবং [illegible]

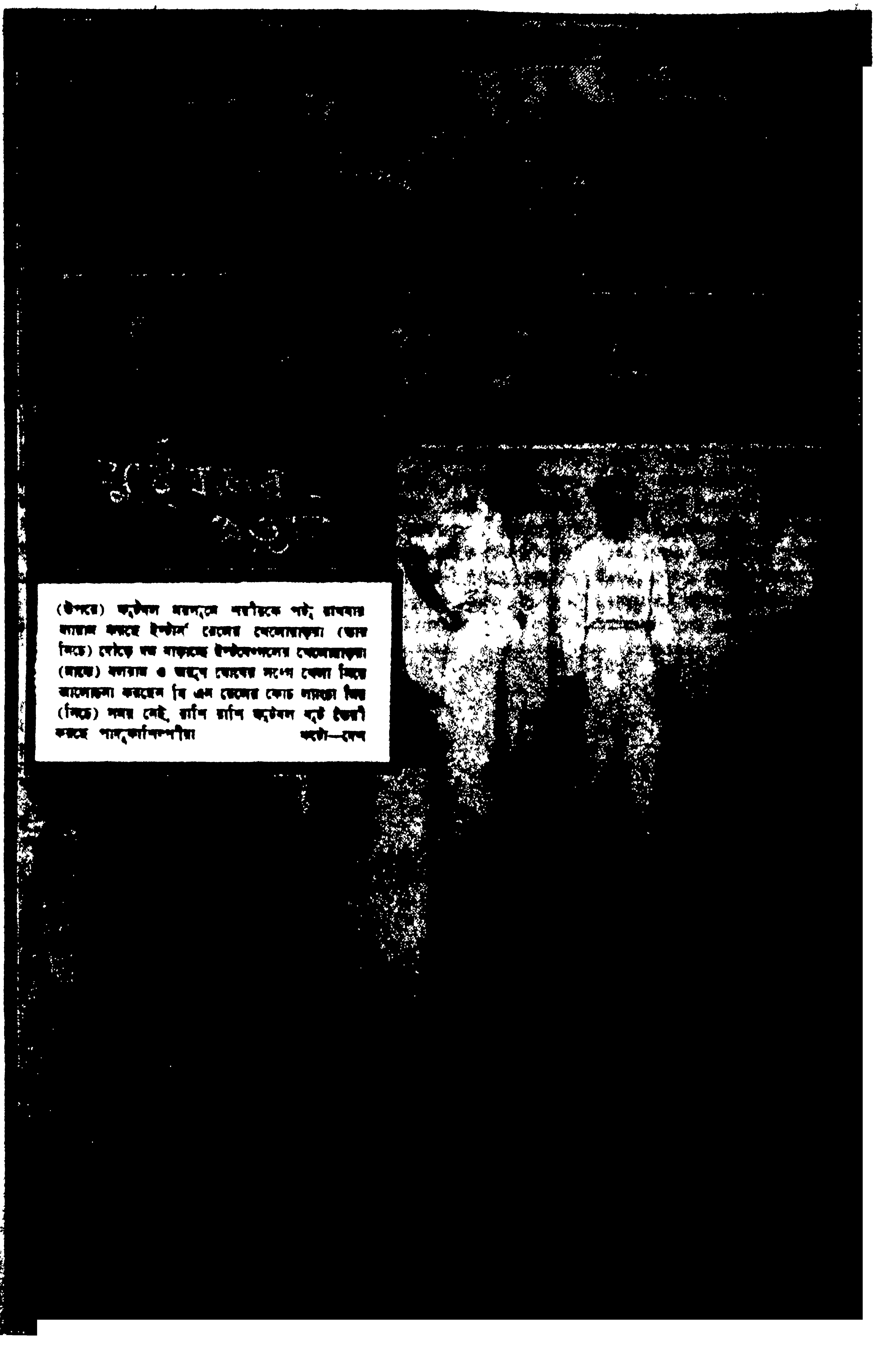

(উপরে) ফুটবল মরশুমে শরীরকে পটু রাখবার ব্যায়াম করছে ইস্টার্ন রেলের খেলোয়াড়রা (ডান দিকে) দৌড়ে দম বাড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা (মাঝে) বলরাম ও অরুণ ঘোষের সঙ্গে খেলা নিয়ে আলোচনা করছেন বি এন রেলের কোচ লায়েক মিয়া (নিচে) সময় নেই, রাশি রাশি ফুটবল নতুন তৈরী করছে পার্কসার্কাসপল্লীয়া ফটো—দেশ

খেলাধুলায় মহিলা

কণা বসু

মুকুল

[illegible] কণা বসু। খেলাধুলো মহলে নামটি মোটেই পরিচিত ছিল না। [illegible] প্রতিষ্ঠা লাভের পর ভারতের [illegible] শ্রীচ্যবনের সঙ্গে কাগজে ছবি [illegible] পর অনেকেই কণা বসুকে চিনে [illegible]।

অবশ্য আরও ভালভাবে পরিচিত হবার [illegible] নিয়েই কণা হাতে তুলে নিয়েছে [illegible] অস্ত্রের হাতিয়ার। বিশেষজ্ঞদের [illegible] তার সম্ভাবনাও প্রচুর। আর কণার [illegible] শ্যুটিং-এর ট্রেনার লক্ষ্মীশঙ্কর [illegible] মত : রাইফেল শ্যুটিং-এ ওর যদি এই [illegible] বজায় থাকে তবে সারা ভারতে [illegible] তোলা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব [illegible]। দৃঢ় মনোবল, অবিচল ধৈর্য, স্থির লক্ষ্য, [illegible] স্থৈর্য, শ্যুটারের অবয়ব—মোটের [illegible] লক্ষ্যভেদে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হতে [illegible] সব গুণাবলী থাকা দরকার তা [illegible] আছে কণার মধ্যে। আর [illegible] পারিবারিক যোগাযোগ। ছোটো [illegible] বয়স থেকেই ওর মনের উপর প্রভাব [illegible] করেছে, রক্তে নেশা ধরিয়েছে।

অবশ্য শিশু বয়স কণার এখনো পার [illegible]। বয়স কেবল ষোলো। জন্ম ১৯৪৭-[illegible] সাম্প্রদায়িক মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। [illegible] অঞ্চলের ৬২ নম্বর পিয়ারী-

মোহন সুর গার্ডেন লেনের বাড়িতে মাতৃ-জঠরে থাকতেই যে কণা বন্দুক ও রাইফেলের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শুনেছে—ভূমিষ্ঠ হবার আগে সাঁপান ও রাইফেলের পাহারায় যে কণার মাকে চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে প্রসবের জন্য নিয়ে যেতে হয়েছে, সেই কণাই এখন খেলাধুলোর প্রধান উপকরণ হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল রিভলবার।

শুধু কি তাই! খুব ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক। কণার মামা ইস্টার্ন রেলের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ফণি মিত্র বাংলার ক্রীড়ামহলে সুপরিচিত। একাধারে মুষ্টিযোদ্ধা, অ্যাথলীট এবং ফুটবল খেলোয়াড়। তা ছাড়া রাইফেল চালনা শিক্ষার ক্ষেত্রে ফণিবাবুর কিছু দান আছে। রাইফেল শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য লক্ষ্যভেদের গোড়ার কথা [illegible]

নামে তিনি একখানি বই প্রকাশ করেছেন। বইখানি 'দি গাইড বুক অফ মার্কসম্যান-শিপ'-এর বাংলা অনুবাদ এবং আমেরিকার ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

মামার ওই বই-ই কণার রাইফেল শ্যুটিং শেখার প্রথম বর্ণপরিচয়। 'পাখীও না, পাখীর মাথাও না—শুধু চোখ।' ওই বই থেকেই লক্ষ্যভেদের এই মূলমন্ত্র গ্রহণ।

এগারো বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে মামা ফণি মিত্র যখন কণার বড় বোন কল্পনাকে এনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভরতি করে দিলেন তখন কণার বয়স পাঁচ কি ছয়। দিদির সাথে এক-আধবার ক্লাবে ঘোরাফেরা করা ছাড়া রাইফেল ছোঁড়ার সুযোগ ঘটেনি। চোখ খারাপ থাকায় কল্পনাকেও অল্পদিনের মধ্যে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বই-কলমকে আঁকড়ে ধরতে হয়। দিদির অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করার সাধ তখন থেকেই কণার মনে বাসা বাঁধে। দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯৬২ সালে ফণিবাবু কণাকে যখন সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভর্তি করেন তার এক মাসের মধ্যেই তার প্রথম পরীক্ষার সুযোগ আসে।

১৯৬২ সনের এপ্রিল মাস। টালিগঞ্জ শ্যুটিং রেঞ্জে রাইফেল শ্যুটিং-এর অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। কণা তখন সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার শ্যুটার অসীম করের 'নবিস' শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বিভাগ হিসাবে আনকোরা আনাড়ী মেয়ে। কিন্তু আনাড়ীপনার মধ্যেও গভীর মনঃ-সংযোগ আর নিষ্ঠা দেখে অসীমবাবু কণার নাম দিয়ে দিলেন অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের জুনিয়র ইভেণ্টে।

বাবা দেবেন্দ্রনাথ বসু কিছুই জানতেন না। ·২২ ওপেন সাইটে মেয়েদের প্রোনে কণা ফার্স্ট হয়ে এসে যখন বাবাকে সে কথা জানালো তখন বাবা মা দুজনেই অবাক। বিকেলে মেয়ের সাথে তাঁরাও গেলেন টালি-গঞ্জের শ্যুটিং রেঞ্জে। পরলোকগত পুলিস-মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জির হাত থেকে প্রোনের প্রথম পুরস্কার পেয়ে কণা তো মহাখুশী। তারপর আরম্ভ হল জোর অনুশীলন। এবার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন লক্ষ্মীশঙ্কর সাহা।

গত পুজোর আগে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের শিবিরে প্রদর্শনী শ্যুটিং-এ ওর ১৫০ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ার স্ট্যামিনা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে গেল। দু' ঘণ্টার মধ্যে ১৫০ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ার কথা। কিন্তু প্রোন, নীলিং ও স্ট্যাণ্ডিং—তিন পজিশনে মাত্র তিন ঘণ্টায় ১৫০ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়া [illegible]

লক্ষণ নেই—যেন পাকাপোক্ত রাইফেল-চালিয়ে।

তারপর থেকে সপ্তাহে তিন দিন করে সকালে নিয়মিত প্র্যাকটিস। স্কুলে যাবার আগে রেঞ্জে আগমন, প্র্যাকটিসের পর স্কুলে গমন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের রেওয়াজ। আর জাতীয় শুটিং-এর জন্য প্রতীক্ষা।

হঠাৎ খবর এল, দেশের জরুরী অবস্থার জন্য জাতীয় শুটিং বন্ধ থাকবে। কণার মনটা দমে গেল। অনুশীলনেও ভাটা পড়ল। দু' মাস পরেই ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে আবার খবর এল, জরুরী অবস্থার মধ্যে দিল্লিতে জাতীয় শুটিং-এর আসর বসবে। তবে ফুল কোর্স নয়, হাফ কোর্স। সময় মাত্র এক মাস। আবার জোর কদমে কণার অনুশীলন আরম্ভ হল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কণার বাবা মা ও শিক্ষাগুরু লক্ষ্মীকান্ত সাহা কণাকে নিয়ে যাত্রা করলেন দিল্লির দিকে।

এপ্রিলের ৬ তারিখ। দিল্লির নিকলসন রেঞ্জে ভারতের জাতীয় রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের বিরাট আসর। কণার জীবনের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা। রথী-মহারথীদের সঙ্গে ওর রাইফেলের পাল্লা।

শুটিং আরম্ভ হল। ২০ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জুনিয়র ইভেন্টে তিন পজিশনের এগ্রিগেটে কণা ফার্স্ট। মহিলাদের সিনিয়র ইভেন্টে তিন পজিশনের এগ্রিগেটে কণা সেকেন্ড। সবিতা চ্যাটার্জীর পরেই ওর স্থান। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সিংহলে অস্ট্রেলিয়া সহ প্রতিযোগী শুটিং কেন করতে পারল না। ফলে সিংহলীদের অভাব হল। ফলে ঐ দিনের প্রতিযোগিতা বাতিল হয়ে গেল।

১ই বিকেলে আসল প্রতিযোগিতা। পাঞ্জাব জম্মু, গুজরাট, মাদ্রাজ। শ্রীনগর উৎকল সম্পাদক, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানার সম্ভ্রান্ত ও বড় অফিসারদের সমাগম। সবার দৃষ্টি সাত ও সতেরো নম্বরের লেনের দিকে। দুজনই ভাল শুটার, অব্যর্থ লক্ষ্য। স্কোর কার্ডের ১০ নম্বর ও ১ নম্বরেই বেশী গুলী লেগেছে, একটা আধটা লেগেছে ৮ নম্বরে। সাত নম্বরে বাংলার প্রখ্যাত রাইফেল-চালিকা সুপরিচিতা শোভিতা চ্যাটার্জি। সতেরো নম্বরে পাঞ্জাবী অলংকারে পাঞ্জাবীর পোশাক পরা দীর্ঘদেহী মেয়ে কণা বসু। হঠাৎ কণার একটা গুলী ৪ নম্বর রিং-এ লাগতে সমবেত দর্শক হাই হাই করে উঠলো। অর্থাৎ এত ভাল হাতের এমন কাঁচা মার।

তবু মহিলাদের সিনিয়র ইভেন্টের থ্রি পজিশনের প্রোনে দ্বিতীয়, স্ট্যান্ডিং-এ তৃতীয়, নীলিং-এ স্থান নেই—এগ্রিগেটে তৃতীয়। প্রথম স্থান পেয়েছেন শোভিতা চ্যাটার্জি, দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌয়ের [illegible] [illegible] [illegible], তৃতীয় [illegible] কণা বসু।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণীর মধ্যে মাত্র এক পয়েন্টের পার্থক্য।

ছেলেমেয়েদের জুনিয়র ইভেন্টের থ্রি পজিশনের প্রোনে কণার প্রথম স্থান এবং দুশ্ম প্রতিযোগিতার মেয়ে হিসাবে সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব। এছাড়া ছেলেমেয়ের জুনিয়র ইভেন্টের শুধু প্রোনে দ্বিতীয় আর মহিলাদের শুধু প্রোনে তৃতীয় স্থান। শায়িত অবস্থায় শুটিং-এও প্রথম স্থান পেয়েছেন শোভিতা চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন মারোয়াড়ের রানী সাহেবা। দুজনই ভারতের নামকরা রাইফেল-চালিকা। তারপরই কণার স্থান।

এইভাবে দিল্লির জাতীয় রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকে একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ—মোট ৬টি পদক নিয়ে কণা কলকাতায় ফিরে এসেছে। তাই বলে পড়াশুনায় কমতি নেই। প্রাট মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস টেনের ভাল মেয়ে হিসাবেই স্কুলে ওর সুনাম।

দিল্লির নিকলসন রেঞ্জে রাইফেল হাতে করে কণা বসু যখন আসরে নেমেছিল তখন অনেকেই ওকে পাঞ্জাবী মেয়ে বলে ভুল করেছিল। বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, পরনে সালোয়ার পাঞ্জাবী, রাইফেলের মত দেহের লম্বা গড়ন, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ১১ পাউন্ড ওজনের রাইফেল ধরা শক্ত হাতে শক্তির দ্যুতি। বলা বাহুল্য, এমন মেয়ের হাতেই রাইফেল ভাল মানায়। রাইফেল রেঞ্জে কণা স্বহস্তে স্বর্ণ পদক নেবার সময় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনও বোধ করি একটু গর্ব অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্র-ভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বি-ভাষিক ত্রৈমাসিক মুখপত্র

কবিতা গল্প নাটক ছাড়াও সাহিত্য সংগীত, নৃত্য ও নাট্য সম্পর্কিত আকর্ষণীয় প্রবন্ধ এ পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সম্পাদক : শচীন্দ্র সেননাথ

প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা ● প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যা বের হবে ৭ই মে ● এ সংখ্যার লেখক—

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, কুলদাপ্রসাদ সেন, আব্দুল হাকিম এবং আরও অনেকে।

এজেন্সি অনুসন্ধান

রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা কার্যালয় ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা—৭

একমাত্র পরিবেশক : পত্রিকা সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ ১২/১ লিন্ডসে স্ট্রীট।

প্রকাশিত হল

আগাথা ক্রিস্টির

বিশ্বখ্যাত রহস্যোপন্যাস

চতুরঙ্গ ৪.৫০

আগাথা ক্রিস্টির

অন্যান্য রহস্যোপন্যাস

মৃদ পুতুল	॥	৩·৫০
ভূতের গাড়ি	॥	৪·০০
আলোক সম্পাত	॥	৪·০০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২ ॥

সাপ্তাহিক সংবাদ

স্বদেশী সংবাদ

২২শে এপ্রিল—গত শুক্রবারের দুর্ঘটনার পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার, আসামের গোয়ালপাড়া এবং পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর—ভারত-পাক উপমহাদেশের এই তিনটি সংলগ্ন জেলাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই তিন জেলার এ যাবৎ মৃতের সংখ্যা ১৬১। এখনও আরও বহুলোক মৃত্যুপথযাত্রী। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গোয়ালপাড়ার ধুবড়ী, কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এবং পূর্ব পাকিস্তানের কুড়িগ্রাম।

অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা বিলটি (১৯৬৩) বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিলে কম্যুনিস্ট বিরোধী বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ও অন্যান্য আপত্তি তোলেন।

২৩শে এপ্রিল—খাদ্য মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, পাইকারী খুচরা সকল স্তরেই মাছের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইবে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের সকলকেই লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। কখন হইতে ইহা কার্যকরী হইবে, তাহা তিনি জানান নাই। তবে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে শীঘ্রই একটি অর্ডিন্যান্স জারি হইতে পারে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী লোকসভায় যে সরকারী ভাষা বিল পেশ করিয়াছেন, তাহার একটি নকল স্বামী রামেশ্বরানন্দ আজ সংসদ ভবনের প্রাঙ্গণে পোড়াইয়া ফেলেন। স্বামীজী নির্দলীয় সদস্য এবং গত ১০ই এপ্রিল [illegible] কর্তৃক বহিষ্কৃত তিনজন সদস্যের অন্যতম।

২৪শে এপ্রিল—লোকসভায় সরকারী ভাষা বিল লইয়া আলোচনার দ্বিতীয় দিনে একাধিক সদস্য উগ্র হিন্দীপ্রেমীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী [illegible] করেন। যাহা ভারতের অহিন্দীভাষীদের [illegible] কংগ্রেসী সদস্য শ্রী[illegible] [illegible] হইয়া উঠে। তিনি বলেন [illegible] অহিন্দীভাষীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক [illegible]।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন, [illegible] অনুমোদন ব্যতীত [illegible] সম্পর্কে বড় রকমের কোন [illegible] করা হইবে না বলিয়া আমি যে [illegible] দিয়াছি, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ [illegible]।

[illegible] এপ্রিল—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ লোকসভায় এই [illegible] দেন যে, পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই খাদ্য-[illegible] কিছু বৃদ্ধি পাইবে, সেখানেই [illegible] পরিমাণে চাউল পাঠান হইবে।

[illegible] সমস্যা সমাধানের জন্য [illegible] [illegible] ঠিক করিয়া [illegible]। এই সম্পর্কে ১৫ই মে [illegible] [illegible] বসিবে। শ্রীমুখী বলেন, [illegible] [illegible] ঠিক।

[illegible] এপ্রিল—ভারত-সরকার [illegible] [illegible] এবং সংসদের কার্য পরি-[illegible] হিন্দী ছাড়াও ইংরেজী [illegible] ১৯৬৫ সালের পর চালু [illegible] [illegible] লোকসভায় সর্বোচ্চ [illegible] সরকারী ভাষা বিলের অন্তর্ভুক্ত

শিক্ষাপ্রস্তাবের ৩নং এই অংশটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

ঔষধের অত্যধিক চড়া দর ঔষধ ব্যবসায়ে জাল-জুয়াচুরির অন্যতম সম্ভাব্য কারণ। আজ কলিকাতায় ভেষজ তদন্ত কমিশনের প্রকাশ্যে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রথম দিনে সাক্ষ্য দিতে গিয়া মহানগরীর স্বনামধন্য প্রবীণতম চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সেনগুপ্ত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

২৭শে এপ্রিল—বোকারোর প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানার জন্য ভারতকে ৫১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়া হইবে কিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

আজ ১৮৮—১৫ ভোটে সরকারী ভাষা-বিল লোকসভায় গৃহীত হয়। এই বিল অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের পরেও অনির্দিষ্টকালের জন্য হিন্দীর সহিত ইংরেজীও সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

২৮শে এপ্রিল—শীঘ্র প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, বিনোবাজী অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচারের দিক হইতে মহাত্মা গান্ধীর সর্বাপেক্ষা প্রধান শিষ্য। চীনা হামলার পর আচার্য ভাবে রাজনীতিবে বিষয়ে "কোন কোন কথা" বলিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন, "তাঁহার সহিত আমি সর্বাংশে একমত নহি।"

বিদেশী সংবাদ

২২শে এপ্রিল—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ একখানা ইতালীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন, "বিভিন্ন আদর্শবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" পাশ্চাত্য জগতের বুর্জোয়াদের প্রচারকার্য ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি বলেন, আমরা কম্যুনিস্টরা বিভিন্ন আদর্শবাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি মানিয়া লই নাই এবং কখনও উহা মানিয়া লইব না।

সমস্ত সৈন্যদল পশ্চিম জর্ডান নগরীকে আজ কঠোরতার সহিত সান্ধ্য আইন পালনে বাধ্য করে। জর্ডানের রাজা হুসেনের রাজত্বকালে ইহা অপেক্ষা অধিক সংকট আর কখনও উপস্থিত হয় নাই।

২৩শে এপ্রিল—আজ কাশ্মীর সম্পর্কে করাচীতে পাক-ভারত আলোচনার দ্বিতীয় দিনে সর্দার শরণ সিং ও শ্রীভুট্টোর মধ্যে আলোচনায় পরও সমস্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই; তবে একটি বিষয়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধি দল আজ একমত হইয়াছেন যে, কাশ্মীর উপত্যকা ভাগ করা উচিত হইবে না।

চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চু এন-লাই আজ বলেন যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একমাত্র সমাধান যে প্রস্তাব করিয়াছে, চীন সরকার সেই প্রস্তাবকে "ন্যায্য" বলিয়া [illegible] লইতে পারে না কিংবা যে ৬টি দেশ এই প্রস্তাব রচনা করিয়াছে, তাহাদিগকেও চীন সরকার সালিশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

২৪শে এপ্রিল—নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, মার্কিন ৭ম নৌবহরের যুদ্ধ-জাহাজগুলি একদল মার্কিন নৌ-সেনা লইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপকূলে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহারা বর্তমানে যে অঞ্চলে আছে—প্রয়োজন হইলে সেখান হইতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থাইল্যাণ্ডে নৌ-সেনা নামাইয়া দিতে পারিবে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পিকিং হইতে রয়টার জানান যে, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীআলী সাবরীর পিকিং সফরের ফলে চীন-ভারত আলোচনার সম্ভাবনা নিকটবর্তী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

২৫শে এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট কেনেডী গতকল্য সহকারী পররাষ্ট্র সচিব শ্রীঅ্যাভেরেল হ্যারিম্যানকে মস্কো যাইতে নির্দেশ দেন এবং সেনাবাহিনীর দুইটি কোম্পানীকে থাইল্যাণ্ডে যাওয়ার আদেশ দেন। লাওসে শান্তি পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যেই প্রেসিডেন্ট এই দুইটি আদেশ দিয়াছেন।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, "সরাসরি আলাপ-আলোচনার" দ্বারা চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিত বলিয়া কম্যুনিস্ট চীন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র একমত হইয়াছেন।

২৬শে এপ্রিল—জাকার্তায় এশিয়া-আফ্রিকা সাংবাদিক সম্মেলন — এশিয়া আফ্রিকার স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে উৎসর্গীকৃত। কিন্তু এখানেও গণতন্ত্রের নামে স্বাধীনতা—সভাপতিমণ্ডলে ভারতের স্থান হইল না নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে সোভিয়েট সাংবাদিক দলকে গ্রহণ করা হইল না—দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্থান পাইল সেখানকার একটি কম্যুনিস্ট দল।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চভ আজ পুনরায় এই কথা ঘোষণা করেন যে, লাওস সম্পর্কে জেনেভায় যে চুক্তি হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে। এই চুক্তি অনুসারে নিরপেক্ষতাবাদীদের নেতৃত্বে লাওসে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৭শে এপ্রিল—নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হয় যে, আজ জর্ডানের ৫০০ ছাত্র জর্ডানের বাদশাহবিরোধী বিক্ষোভে যোগদান করিয়াছে।

এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি জাকার্তায় খবরের কাগজের প্রায় তিন হাজার অনুগামী পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে আটক আছেন। তাহাদের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাক সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল—মস্কো ভারতকে সামরিক সাহায্য দানের যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা পরোক্ষ অর্থে বলিয়া ভারতের পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে মস্কো এবং ভারতের মধ্যে একটা বড় রকমের মত পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়া আজ সকালে [illegible] [illegible] এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible]—শ্রী[illegible]

সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible]

[illegible]

॥ বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুস্তকসমূহ ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উত্তরায়ণ ৫॥০ কৈশোর-স্মৃতি ৪৲ কবি ৪॥০ ঐ নাটক ২৲ ইমারত ৩॥০ স্থলপদ্ম ৩৲ বিংশশতাব্দী ২॥০ প্রতিধ্বনি ৩৲ অভিযান ৬৲ প্রিয় গল্প ৫৲ কালিন্দী ৭৲ না ২॥০ সন্দীপন পাঠশালা ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥০ আবছায়া ২৸০ গল্পপঞ্চাশৎ ৯৲ জন্মেছি এই দেশে ৪॥০ দুটি ২।০ কোলাহল ২৸০ নারী ও নিয়তি ২॥০ প্রেরণা ২৸০ প্রভাত সূর্য ৪৲ বিধিলিপি (নাটক) ২৲ ভাড়াটে বাড়ি ৩ মনে ছিল আশা ৪৲ রক্তকমল ৩ ০ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ ৩৲ সাবালক ৩৲ সীমান্ত রেখা ৩।০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া ১২ ০ অলকাতিলকা ৪॥০ নবনায়িকা ৩ ০ পঞ্চতপা ৬।০ সমুদ্র সফেন ৪॥০ চলাচল ৬।০ সাত পাকে বাঁধা ৪ ০ রাশিয়ার ডাক ৪৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫॥০ দেবযান ৫৲ আরণ্যক ৫৲ আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥০ ঐ নাটক ২৲ কুশল পাহাড়ী ৪॥০ মুখোশ ও মুখশ্রী ৩।০ কিন্নর দল ৩৲ মেঘমল্লার ৩॥০ গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ নবাগতার কাহিনী ৩৲ উৎকর্ণ ৪৲ হে অরণ্য কথা কও ৩।০ অপরাজিত ৯৲ অভিযাত্রিক ৪।০ যাত্রাবদল ২॥০

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲ দুই তারা ২॥০ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥০ বশীকরণ ৪॥০ বহুব্রীহি ৪॥০ মায়ামাধুরী ৫॥০ পিয়ারী ৪৲ সীমন্তিনী সীমা ৪৲ হিংলাজের পরে ৫৲ দুর্গমপন্থা ৪৲

অনুরূপা দেবীর

চক্র ৮ ০ জ্যোতিঃহারা ৬॥০ পথহারা ৪।০ বিচারপতি ৩৲ বারিবহা বাদলে ৩॥০ মা ৭৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

যাত্রাপথ ৪॥০ অনামিকা ৪৲ চেনামহল ৬৲ মিশ্ররাগ ৪৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

আঁকাবাঁকা ৫৲ অরণ্যপথ ৩॥০ তুচ্ছ ৪॥০ মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲ ঐ ছোটদের ৩৲ উত্তরকাল ৪॥০ আগ্নেয়গিরি ২॥০ জলকল্লোল ৫৲ দেশদেশান্তর ৩॥০ বন্যাসঙ্গিনী ৩৲ বেলোয়ারী ৭৲ বিবাগী ভ্রমর ৭৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সোনার হরিণ ৫৲ অগ্নিপরীক্ষা ৩॥০ ছাড়পত্র ৪॥০ গল্পপঞ্চাশৎ ৮৲ নবনীড় ৩॥০ নির্জন পৃথিবী ৪৲ বলয়গ্রাস ৪৲ শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ নেপথ্যনায়িকা ৫৲ সমুদ্র নীল আকাশ নীল ৫৲ উড়োপাখী ৫৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১ম—৬৲ ২য়—৬৲ ৩য়—৬৲ ৪র্থ—৬৲ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৲ ইন্দ্রাণী ৩৲

ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের

সমীক্ষা ৫৲

মন্মথনাথ ঘোষের

রোশনাই ৩॥০

শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲ নীলাঞ্জনা ৭৲ অহল্যার স্বর্গ ৩৲ জটিলতা ২৸০ ছায়াসঙ্গিনী ২৸০ দিগন্তের ডাক ৩৲ পরপুরুষ ৪॥০ মন বিনিময় ৩৲ সর্বংসহা ৫৲ মজনুরের পিয়াসী ৩॥০ জায়া ও জননী ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অপারেশন ৬॥০ তাপসী (নাটক) ৩৲ কিরীটী রায় ৮ ০ রাতের রজনীগন্ধা ৪ ০ অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭ ০ উত্তরফাল্গুনী ৩ ০ মুখোশ ৫ ০ ঘুম নেই ৫৲ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ৭৲ কালো ভ্রমর ১ম ৫ ২য় ৫ ০ কালো হাত ৬৲ নিশিপদ্ম ৪॥০ নীল তারা ৯ ০ নূপুর ৭৲ বেলাভূমি ৮ মধুমিতা ৫॥০ মায়ামৃগ ২॥০ মৃৎশিখা ৫৲ হীরাচুনিপান্না ৭ ০ মরণা ৩৲ উল্কা ২।০ চক্র ৩৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৌসুম ৫৲ আলোকাল ৫৲ ইরাবতী ৪॥০ দীপকূল ৩৲ তরঙ্গের পর ৫৲ সূর্যকন্যার কাহিনী ৩॥০ চন্দনবাটী ৫৲

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের

কাব্যবিচার ৬৲ রবিদীপিতা ৫॥০ ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা ৩৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কথাচিত্র ৩৲ মিলনান্তক ৭৲ গল্পপঞ্চাশৎ ৯ নয়ান বৌ ৭ স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫৲ ২য় ৪॥০ ৩য় ৪॥০

প্যারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের

অপরূপা ৫॥০ তুলজাতক ৫॥০ বক ও হাঁস ২৸০

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮।০ গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲ রবীন্দ্রসরণী ১০৲ নিকৃষ্ট গল্প ৫৲ ভূতপূর্ব স্বামী ২৲ মাইকেল মধুসূদন ৪৲ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫৲ রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ ১ম ৫৲ ২য় ৫৲ হংসমিথুন ২৲ অনেক আগে অনেক দূরে ৪৲

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥০

ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের

টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ৫৲

মনোজ বসুর

বন কেটে বসত ৯৲

গল্পপঞ্চাশৎ ১০৲

বাণী রায়ের

বর্ষাবিজয় ৩৲
প্রেম ৪৲

নিরুপমা দেবীর

শ্যামলী ৫৲
অনুকর্ষ ৪৲
প্রত্যর্পণ ৩৲

নির্মলকুমারী মহলানবীশের

বাইশে শ্রাবণ ৬৲
কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ৩৲

কালীপদ ঘটকের

অরণ্যকুহেলী ৪॥০
চন্দনবাহি ৫৲

প্রফুল্ল রায়ের

ভাটিগাঙের ৫৲
মাধবতী ৫৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনুতপ্তা ৩॥০
পরিশোধ ৪॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা — ১২

মনের মত পড়ার বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অপূর্ব সাহিত্য বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে আন্তরিকতায় তিনি মূর্ত করে রেখেছেন যা তুলনারহিত। অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। দাম ২·৫০

নিকষিত হেম

সুবোধ ঘোষ

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন, নতুন ধারায় ভাবেন, নতুন স্টাইলে লেখেন, তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়। নিকষিত হেম সুবোধ ঘোষের নবতম গ্রন্থ। দাম ২·৫০

বিমল করের

জননী

দাম ২·০০

হাল আমলের অন্যতম বিশিষ্ট লেখকের গত দু' বছরে লেখা ছটি কীর্তিপ্রভ ও সমৃদ্ধ গল্পের সংকলন। ছটি গল্প যেন ছটি ঐশ্বর্যশালী বস্তু।

শৈলেশ দে-এর

স্বপ্নবাসর

দাম ২·০০

শৈলেশ দে বাংলা সাহিত্যে নতুন নাম কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বহু উপন্যাসের মধ্যে এটিও চিত্রায়িত হচ্ছে, 'স্বর্ণ' নামে। উপন্যাসটি উপভোগ্য।

অন্যান্য উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নবনীতা ২·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমাস্বর্গ ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
চেনা চেনা মুখ ২·৫০

সমরেশ বসু
ছোট ছোট ঢেউ ২·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বিদ্যুৎলতা ২·৫০

বিমল দত্ত
নায়ক নায়িকা ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী ৬·০০
নতুনের অভিষেক ২·০০
বসুধারা ৪·০০
প্রিয়তমা ২·০০

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
গোধূলি লগ্ন ৩·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১এ কলেজ রো, কলিকাতা — ৯

২৭শে বৈশাখ- ১৩৭০ বাং সাহিত্য সংখ্যা
১১ই মে - ১৯৬৩ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্র-চেতনা—	...	১১৩
স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১১৬
রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্র	শ্রীপুলিনবিহারী সেন	১২১
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	১৩৩
সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা	উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী	১৩৮

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থতিথি

৭ই বৈশাখের বই

[illegible]

ত্রিবর্ণ

[illegible]

সম্প্রতি প্রকাশিত বই

[illegible]

কেউ জানবে না কেউ শুনবে না ৩·২৫

[illegible]

পান্না ২·৫০

[illegible]

গল্পসংগ্রহ ৮·৫০

কয়েকখানি বিশিষ্ট উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

উপন্যাস		গল্পগ্রন্থ	
মনোলীনা	[illegible]	সপ্তপদী	[illegible]
ফুটলো কুসুম	২·০০	মালাচন্দন	[illegible]
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সৃষ্টি	৫·৫০	শারদীয়া	৩·২৫
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বার ঘর এক উঠোন	৮·০০	জাতিস্মর	২·৫০
গান্ধর্ব	৩·৫০	দক্ষিণারঞ্জন বসুর বাজীমাৎ	১·৭৫

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি স্মরণীয় গ্রন্থ

॥ সাহিত্য-বিষয়ক ॥

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭·৫০ (ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : **ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য** ১৫·০০; **পাঁচশত বৎসরের পদাবলী** ৭·৫০ ॥ অজিত দত্ত : **বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস** ১২·০০ ॥ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : মিলটনের **অ্যারিওপ্যাগিটিকা** ৩·০০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : **মনসামঙ্গল** ৩·০০ ॥ ডঃ মদনমোহন গোস্বামী : **ভারতচন্দ্র** ৩·০০ ॥ ভবতোষ দত্ত : **চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র** ৬·০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : **সাহিত্য-বিচিত্রা** ৮·৫০ ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : **ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য** ৮·০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : **রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা** ৬·০০; **নাটক লেখার মূলসূত্র** ৫·০০; **নাটক ও নাটকীয়ত্ব** ২·৫০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ : **আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য** ৮·০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : **আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন** ৩·৫০ ॥ সত্যব্রত দে : **চর্যাগীতি পরিচয়** ৫·০০ ॥ অরুণ ভট্টাচার্য : **কবিতার ধর্ম ও বাংলা কবিতার ঋতুবদল** ৪·০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : **বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল** ৫·০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : **বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী** ৭·০০ ॥ ডঃ সুকুমার সেন : **বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড** ৬·০০; **২য় খণ্ড** ৬·০০ ॥ বিষ্ণু দে : **এলো-মেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য** ৪·০০ ॥ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : **সাহিত্যের নানা কথা** ৬·০০ ॥

॥ জীবনী সাহিত্য ॥

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : **রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী** ৪·০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : **ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ** ৫·০০; **শ্রীরামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে** ৫·০০ ॥ বসন্ত দেবশর্মা : **ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়** ৫·০০ ॥ মণি বাগচি : **শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার** ১০·০০ ॥ প্রভাত গুপ্ত : **রবি-ছবি** ৬·০০ ॥ খাজা আহমেদ আব্বাস : **ফেরে নাই শুধু একজন** ৭·০০ (ডঃ কোটনীসের অমর কাহিনী) ॥ মণি বাগচি : **রামমোহন** ৪·০০; **মাইকেল** ৪·০০; **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ** ৪·৫০; **কেশবচন্দ্র** ৪·৫০; **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র** ৪·৫০; **রমেশচন্দ্র** ৫·০০; **সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ** ৫·০০ ॥ ডঃ সুশীল রায় : **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ** ১০·০০ ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : **বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী** ১·৫০ ॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : **বঙ্গের প্রাচীন কবি** ১·০০ ॥

॥ বিবিধ গ্রন্থাবলী ॥

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ : **হিন্দু সাধনা** ৩·০০ (শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন কর্তৃক বিখ্যাত গ্রন্থ Hindu View of Life-এর বঙ্গানুবাদ) ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন : **রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি** ৩·০০ ॥ তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা : **রামায়ণতত্ত্ব** ৪·৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : **রামায়ণী কথা** ৪·০০ ॥ শিশিরকুমার নিয়োগী : **সহজ কৃত্তিবাসী রামায়ণ** ৩·৫০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : **রামায়ণের কথা** ১·২৫; **ভারত জিজ্ঞাসা** ৩·০০; **মনোবিদ্যা ও দৈনন্দিন জীবন** ২·৫০; **সীতার বনবাস** (বিদ্যাসাগর) ১·২০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : **সম-সাময়িক মনোবিজ্ঞান** ৪·০০ ॥ বিশ্বেশ্বর মিত্র : **পৃথিবীর ইতিহাস প্রসঙ্গ** ৩·৫০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **ভারতের শিক্ষা** ৫·৩০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : **রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসঙ্গ ১ম খণ্ড** ৩·৫০; **২য় খণ্ড** ৫·০০ ॥ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় : **আফ্রিকার চিত্র** ১·৫০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : **নাইজেরিয়ার উপকথা** ১·৫০ ॥ সুনীলকুমার গুহ : **স্বাধীনতার আবোল তাবোল** ৫·০০ ॥ জন স্ট্র্যাচি : **মহাজাগরণ** ১·৫০ ॥ সর্বানন্দ সাহানা : **মহাভারতের অনুশীলনতত্ত্ব** ২·৫০; **চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ** ২·৫০; **হিন্দুধর্ম** ১·৫০; **শকুন্তলা রহস্য** ২·৫০ **বিবিধ প্রবন্ধ** ২·৫০, **বিচিত্র প্রবন্ধ** ২·৫০ ॥ মণীন্দ্র সমাদ্দার : **প্রবাসী বাঙালীর কথা** ১·৫০ ॥ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র : **দেশ বিদেশের শিক্ষা** ৪·০০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : **মার্কসবাদ** ১·৫০; **দর্শন ও বিপ্লব** ১·৫০; **ভারতীয় নারীদের আদর্শ** ১·৫০ ॥

॥ উপন্যাস ও গল্প ॥

সুবোধ বসু : **পুনর্ভব** ২·৫০; **মানবের শত্রু নারী** ২·০০; **স্বর্গ** ২·০০; **ঊর্ধ্বগামী** ৩·০০; **তিমির** ৩·০০; **ইঙ্গিত** ২·৫০; **পদ্মা প্রমত্তা নদী** ৩·৭৫; **গল্পলতা** ৪·০০ ॥ বুদ্ধদেব বসু : **আমার বন্ধু** ২·০০; **চাঙ্গুরা** ২·৫০ ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : **নন্দরী** ২·০০; **হাসি** ২·০০ ॥ বাণী রায় : **দুজোর জন্ম** ২·৫০ ॥ সুবোধ মজুমদার : **অন্তর ও বাহির** ২·০০; **পলাতক** ৩·০০ ॥ কল্যাণী কার্লেকর : **কমলা ও সুধার** ১·৭৫ ॥ সুকুমার রায় : **কয়েকটি গল্প** ১·০০ ॥ বিদ্যুৎমোহন চৌধুরী : **অনন্যোপায়** ২·৫০ ॥

জিজ্ঞাসা প্রকাশন বিভাগ ॥ ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা—১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়	—সৈয়দ মুজতবা আলী	১৪১
বাংলাসাহিত্যে স্বদেশচেতনা	—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন	১৪৭
সাহিত্যে স্বদেশচেতনা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর	—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	১৬১
বাংলা সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তা	—শ্রীবিনয় ঘোষ	১৭৫

নবকল্লোল

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় থাকবে — মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— চিত্রে উপন্যাস
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	— গল্প
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	— সম্পূর্ণ নূতন উপন্যাস
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত (বিশিষ্ট চর্মরোগের ডাক্তার)	— কেশ বৃদ্ধি ও পরিচর্যা
প্রদোষ সরকার	— গল্প
রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	— ফিচার
ভুকাচ	— বিবাহ ভীতি দূরীকরণ
পূরবী দেবী	— ফিচার
শারীরিক প্রশ্ন ও উত্তর	
পরিমলকুমার মুখার্জি	— গল্প
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে	— মানসিক বিষয়
রবিদাস সাহা রায়	— পথের কাহিনী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়	— স্মৃতিকথা

তাছাড়া আরো গল্প, ফিচার, কার্টুন, কমিক গল্প, ছবি, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা, সিনেমা চিত্র আরো অনেক কিছু বইতে দেখুন।

দেব সাহিত্য কুটীর, কলিঃ-৯

ন্যাশনালের প্রকাশিত

উপন্যাস

অমরেন্দ্র ঘোষ

চারকাশেম ৩·৭৫

ছোট গল্প।

ননী ভৌমিক — চৈত্রদিন ৪·০০

অরুণ চৌধুরী — সীমানা ১·৭৫

কবিতা

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ক'টি কবিতা ও একলব্য ২·০০

প্রবন্ধ।

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) ৫·০০

প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ৪·০০

সুকুমার মিত্র

১৮৫৭ ও বাংলা দেশ ২·৭৫

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শন ৯·০০

গোপাল হালদার সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ ([illegible] প্রবন্ধ সংকলন) ৫·০০

অনুবাদ সাহিত্য

ইলিয়া এরেনবুর্গ

প্যারীর পতন ৮·০০

নবম তরঙ্গ

[illegible] ৭·৫০

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

আলেকজান্দার কুপ্রিন

রত্নবলয় ৫·৫০

সদরুদ্দীন আইনী

সেকালের বুখারায় ৪·০০

লিওনিদ সলোভিয়েভ

বুখারার বীর কাহিনী ৩·৫০

রুশ গল্প সঞ্চয়ন ৬·০০

* রবীন্দ্র পক্ষ উপলক্ষে ২১শে মে পর্যন্ত আমাদের, পি পি এইচ, ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের ও বিশ্বভারতীর বইয়ের খুচরা ক্রেতারা ১২% কমে পাবেন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

নতুন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

New Book *New Book*

SPIRITUAL TEACHINGS OF SWAMI ABHEDANANDA Rs. 3-

New Book : For the Students :

A HISTORY OF INDIAN MUSIC Rs. 10-

by

Swami Prajnanananda

SOME WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Mystery of Death	.. 8 50
Life Beyond Death	.. 7 00
True Psychology	.. 6 00
Science of Psychic Phenomena	.. 4 00
Attitude of Vedanta towards Religion	.. 6 50
Philosophy & Religion	.. 6 50
How to be a Yogi	.. 5 00
Self-Knowledge	.. 4 00
Reincarnation	.. 2 00
Great Saviours of the World	. 8 00
Memoirs of Sri Ramakrishna	.. 7 50
The Sayings of Sri Ramakrishna	.. 3 00
Divine Heritage of Man	.. 4 00
Swami Vivekananda and His Work	.. 1 00
Yoga Psychology	. 10 00
The Vedanta Philosophy	.. 3 00
Songs Divine	.. 2 00
Spiritual Unfoldment	. 2 00
Ideal of Education	.. 1 00
Human Affection and Divine Love	.. 1 50
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	.. 1 00
Religion of the Twentieth Century	.. 0 75
Christian Science and Vedanta	.. 0 75
Woman's Place in Hindu Religion	. 0 75

॥ স্বামী অভেদানন্দ ॥

॥ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত ॥

মরণের পারে : [illegible]

পুনর্জন্মবাদ : [illegible]

যোগশিক্ষা : [illegible]

আত্মজ্ঞান : [illegible]

শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম : [illegible]

আত্মবিকাশ : [illegible]

স্বামী বিবেকানন্দ : [illegible]

ভারতীয় সংস্কৃতি : [illegible]

মনের বিচিত্র রূপ : [illegible]

তত্ত্বপ্রকাশ : [illegible]

হিন্দুনারী : [illegible]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

মন ও মানুষ [illegible]

অভেদানন্দ-দর্শন [illegible]

রাগ ও রূপ [illegible]

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস [illegible]

Philosophy of Progress and Perfection Rs 8-

CHRIST THE SAVIOUR: Rs 2-

Sangitasara-Samgraha (Critically Edited, with an Introduction by Swami Prajnanananda) Rs. 7 50

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

New Book *New Book*

THE EVOLUTION OF MAN

by—Thankur Jaideva Singh : Rs. 1 00

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম	শ্রীভবতোষ দত্ত	... ১৮৯
মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	... ১৯৭
রঙ্গলাল ও দেশাত্মবোধ	শ্রীঅজিত দত্ত	... ২০১
দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা	শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	... ২০৯
কবি হেমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেম	শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	... ২১৭

ছোটদের জন্য সর্বনির্বাচিত বই !

সাগর রাণীর দেশে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

৪.০০

পিকলুর সেই ছোট্কা

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

২.৫০

নীল কুঠির জংলায়

কানাই পাকড়াশী

৩.০০

[illegible] : ৮৮-কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা ৪

([illegible])

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশন

উপনিষদের পটভূমিকায়

রবীন্দ্রমানস ৭.৫০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ ৮.০০

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বলাকা কাব্য পরিক্রমা ৫.০০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

রবিরশ্মি ১ম—৮.৫০ ২য়—৭.০০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি পরিক্রমা ২.০০

অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্র কাব্যালোক ৫.০০

অধ্যাপিকা অমিতা মিত্র

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন ২.৫০

ডাঃ প্রভাসজীবন চৌধুরী

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ৬.০০

শ্রীঅশোক সেন

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ ৩.৫০

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্র বিতান ৫.০০

রবীন্দ্র-সমীক্ষা ৩.০০

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৪.০০

শ্রীঅজয়কুমার রায়

ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ৪.০০

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

মনীষী রবীন্দ্রনাথ

ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য

[illegible]

আন্তর্জাতিক সাহিত্যের
... নারী নিয়ে লেখা ...

বিপ্লবী, সংগ্রামী ও সাংবাদিক
শ্রীবীরু সরকারের

পাহাড়তলির দুই কন্যা

['৪২ সালের পটভূমিকায় ভুটান পাহাড়ের সান্নিধ্যে এক পাহাড়ী রমণীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল ফেরারী বিপ্লবী রজত। বলোর্বিবি কাহ্নীরানী দুই বোনকে কেন্দ্র করে এক প্রশ্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্যে তুলে ধরা হয়েছে।]

কবি সুধাংশু গঙ্গোপাধ্যায়ের
অনবদ্য সৃষ্টি

উত্তর-বিভাস

শ্রীবীরু সরকারের

তিন নারী এক আকাশ

তিন টাকা

[পঞ্চাশ ও বর্গা বন্যাক্রমের পটভূমিকায় নিগৃহীতা নারীর জীবন কাহিনী সবং-সাহিত্যোত্তর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সংবাদপত্র-সমূহের উচ্চ প্রশংসিত। প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষ।]

॥ প্রকাশক ॥

লোক-সাহিত্য সংসদ

সাপ্তাহিক বারাসাত বার্তার
প্রকাশনা বিভাগ
বারাসাত, ২৪ পরগণা
টেলিফোন : বারাসাত ৪

॥ পরিবেশক ॥
ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা—৬
... প্রকাশনী, বর্ধমান
..., জলপাইগুড়ি
..., ..., খোলাপুর
... এণ্ড সন্স, সিউড়ি

নতুন ধরনের **সাতরঙ** মাসিক পত্রিকা

১৫ই মে বেরুবে ॥ দাম : দেড় টাকা

প্রতি সংখ্যায়

দু খা নি স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স

——————— প্র থ ম সং খ্যা য় ———————

তারাশঙ্করের
সম্পূর্ণ উপন্যাস

আর বিশ্বনাথনের
গল্প 'পলাতকা'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কবিতা

চিরঞ্জীব সেনের
গল্প 'শ্বেতাঙ্গ পুত্তলি'

আশাপূর্ণা দেবীর
সম্পূর্ণ উপন্যাস

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
গল্প 'একটি হৃদয়কে ঘিরে'

——————— অ ন্যা ন্য র চ না ———————

কবিগুরুর একখানি অপ্রকাশিত পত্র
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'পলিটিক্স'
প্রফুল্ল রায়ের বিশ্বপরিক্রমা 'দর্পণ'
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর রস-রচনা 'সপ্তসিন্ধু'
অসিত গুপ্তর প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক'
শ্রীপান্থ-র রম্যরচনা 'ভালবাসার ইতিকথা'
স্বারেশ শর্মাচার্যের ভাগ্য গণনা 'ললাটলিপি'
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষেপিত অনুবাদ 'আন্না কারেনিনা'
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের ফিচার 'শরীর ভালো নেই'
অর্ধেন্দু দে-র ফিচার 'নিউরোটিক'
আরবির ফিচার 'ক্রিকেটের সাতরঙা সাজি'
সমীর চট্টোপাধ্যায়ের রচনা 'টেবল টেনিস'
দেবনারায়ণ গুপ্তর মঞ্চকথা 'তাপসী প্রসঙ্গে'
এবং
ছবি আর ছবি ॥ স্যুটিং আর স্যুটিং ॥ স্বিরস্থিতি
বোম্বাই সংবাদ ॥ চিত্র-বিচিত্রা ॥ সিনেমার গান
৫০ খানি সিনেমার ছবি ১০ খানি খেলার ছবি অনেকগুলি কার্টুন

——————— গ্রা হ ক চাঁ দা ———————

বার্ষিক (সডাক) : ১৮৲ — রেজেস্ট্রি ডাকে : ২৪·৬০ ন. প.
ষাণ্মাসিক (সডাক) : ১০৲ — রেজেস্ট্রি ডাকে : ১৩·০০ ন. প.

এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন।
কার্যালয় : ৬/... রোড, কলিকাতা-...

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা	শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়	২২৫
রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা	শ্রীবিজিতকুমার দত্ত	২৩৫
কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র	শ্রীদীপ্তি ত্রিপাঠী	২৪৯
দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম	শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র	২৫৩

গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপীঠের বই

বিমল করের **আবর্তন** নতুন উপন্যাস

এই কাহিনীটি অপরাধমূলক মানবীয় কাহিনী। কোনো কোনো ঘটনার জটিলতা নিরপরাধ মানুষকেও আদালতের কাঠগড়ায় অপরাধী হিসাবে টেনে আনে। এবং একমাত্র আত্ম-বিশ্লেষণ রীতি ভিন্ন মানুষ তার নিরপরাধ বুদ্ধি প্রমাণ করতে পারে না। গোয়েন্দা নয়, অথচ অসাধারণ এই কাহিনীটি লেখক সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করেই লিখেছেন।

দুটি বহুপ্রশংসিত উপন্যাস

কত রঙ — প্রভাত দেবসরকার । ৪·০০ ।

স্বর্ণরেণু (২য় মুদ্রণ) — নীহাররঞ্জন গুপ্ত । ৪·৫০ ।

অন্যান্য প্রকাশন

বিষের ফুল	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	৩·০০ ॥
পাহিম গাঙ গহন বন	শক্তিপদ রাজগুরু।	৪·৫০ ॥
স্বপনবন্দনা	পশুপতি ভট্টাচার্য।	৩·০০ ॥
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি	বররুচি।	২·৫০ ॥
ভেঙেছে দুয়ার	জ্যোতির্ময় রায়।	২·৫০ ॥
কী হেরিলাম নয়ন মেলে	[illegible] দাস।	২·৫০ ॥

রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস

তারকার মৃত্যু । কাল রাত্রি । অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুটি কাহিনী একত্রে । ১·৮০ ॥

বহুপ্রশংসিত ও নতুন আমলের নাটক

বাঘ	সুশীল মুখোপাধ্যায়।	২·৫০ ॥
মেঘে ঢাকা তারা	শক্তিপদ রাজগুরু।	২·৫০ ॥
অংশীদার	[illegible] বসু।	২·৫০ ॥
কাঞ্চনরঙ্গ	শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্র।	২·৫০ ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুনতম বই মানসী প্রিয়া ।

গ্রন্থপীঠ । ২০৯, কর্নোয়ালিস স্ট্রীট/কলিকাতা—৬

[illegible] বিক্রয় কেন্দ্র—[illegible] প্রকাশনী । [illegible] । [illegible]-১

গান্ধী স্মারক নিধির বই

বাহির হইল

মহাত্মা গান্ধী বিরচিত

পঞ্চায়েত রাজ

পঞ্চায়েত রাজের মূল সূত্রগুলি সরল ভাষায় এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমতী সাধনা সোম অনূদিত
মূল্য ০·৭৫ ন. প.

●

আমাদের প্রকাশিত
গান্ধীজী-কৃত অন্যান্য গ্রন্থ

গীতাবোধ ১·৫০

পল্লী-পুনর্গঠন ৩·০০

সত্যই ভগবান ৩·৫০

নারী ও সামাজিক অবিচার
মূল্য ৪·০০

●

রিচার্ড বি গ্রেগ-কৃত

কর্মের সন্ধান

মূল্য ০·৭৫ ন. প.

●

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

মূল্য ২·৫০

●

প্রকাশের অপেক্ষায়

১। সর্বোদয়, ২। উৎপাদক শ্রম, ৩। [illegible], ৪। মহাত্মা গান্ধী (জীবনী) ৫। গান্ধী-রচনা সংকলন

●

প্রাপ্তিস্থান :

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি ১২

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশন বিভাগ, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
১২বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলি ৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

'ভ্রান্তিবিলাস'

ও প্রযোজক

উত্তমকুমার

এই একটি কারণেই বাঙলার কীর্তিমান শিল্পী উত্তমকুমার চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আজ পর্যন্ত কত ছবিই তো বাঙলার রজতপটে রূপ নিল, কিন্তু কারুরই এ-কথা মনে হয় নি। বাঙলা ভাষার অন্যতম জনক পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা স্মরণ করবার জন্যে কারুর স্মৃতি-পথে উদিতই হয় নি। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহামনীষীর অবিস্মরণীয় রূপসী রচনা 'ভ্রান্তিবিলাস' এতদিন লোক-লোচনের অন্তরালেই আত্মগোপন করে ছিল। উত্তমকুমার বিস্মৃতির ধুলো ঝেড়ে তাকে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পতাকাতলে চিত্রায়িত করতে মনস্থ করলেন। সত্বরে তার সাজ-সজ্জা হল, বর্তমানে সে ছবি আজ মুক্তি-প্রতীক্ষায়।

'ভ্রান্তিবিলাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণের খবর নিতে গিয়েছিলাম একদিন নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিওতে। সেইখানেই প্রযোজককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানলাম। [illegible] উত্তমকুমার অন্দর [illegible] প্রদর্শিত হতে অবকাশ মিলল। দীর্ঘসংগ্রহ সিংহাসন, বিদ্যাসাগর [illegible] সামান্যটুকুই যা আয়োজন করেছি; [illegible] মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কাজ কর্তব্য আজকের সমাপ্ত হয়েছে। [illegible] মাল্য-অর্পণের মধ্যেই দায়িত্ব যায় শেষ হয়ে। তারপর বাকী দিনগুলিতে মর্মরমূর্তির যে কী দুরবস্থা! বাঙালী জাতির এই শৈথিল্য শিল্পী-কুলতিলককে মর্মবেদনায় বিদ্ধ করেছে। আজ সুযোগ পেয়েই তিনি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদনের আয়োজন করলেন।

রূপসী সাহিত্যের আদিতম এই 'ভ্রান্তিবিলাস' বাঙলা ভাষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পশ্চিমের আর এক দিক্‌পাল সাহিত্য-সব্যসাচী শেক্সপীয়রের [illegible] একটি অবিস্মরণীয় [illegible] 'কমেডি অব এরারস'। তাঁর অসামান্য [illegible] এই [illegible] স্থান করে নিতে পেরেছে এর শতাব্দীর ইংরাজী। সমালোচকদের সেই মহামনীষী প্রায় চার শতাব্দী আগে তৎকালীন রীতি নীতি পরিবেশে যে রচনাকে রসসমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, আজ এতগুলি শতাব্দী বিভিন্ন মতবাদের [illegible] হাওয়ায় বিস্মৃ- [illegible] রূপসী [illegible] এই রস পরিবেশ, এ সাহিত্য সর্বকালীন সর্বজনীন—দেশকালের গণ্ডীর প্রাচীর ধূলিসাৎ করে—এর কনক আসনটি পাতা হয় মানুষের মর্মমূলে। সেই অদ্ভুত [illegible] নিবাসী [illegible] ইফিসাসের [illegible] পরে আন্টিফোলাস সহোদর এবং ড্রোমিও [illegible] আমাদের প্রকৃত অনুসন্ধান করে, হাসির প্রস্রবণে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুন্দরী অ্যাড্রিয়ানা [illegible] লুসিয়ানাকে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাই তাদের বিস্ময় বিবশ দৃষ্টিতে [illegible] নির্মল কৌতুকের ছোঁয়া লাগে সমসাময়িক আমাদের প্রতিদিনকার মনে, [illegible] হয়ে উঠি সহজেই। সাহিত্য তো মানুষকে এই ঐশ্বর্য অকাতরে দান করে, মহাসমুদ্রের সহস্র বৎসরের কল্লোল পৃথিবীর [illegible] এমনি ভাবে বাঁধা রয়েছে, আমরা তার স্পর্শ লাভ করি হৃদয়ে। [illegible] সমস্যা তুলে ধরা হয় নি, কোন বিরাট বক্তব্যও এতে দেওয়া হয় নি—নাট্যকারের সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না। নিছক একটি হাসির গল্পই এ নাটকে বিধৃত। তবে এটাও অবশ্য উল্লেখনীয়—এ গল্পে যে হাসি প্রতি মুহূর্তে আকুল করে তোলে পাঠক বা দর্শককে, তা স্বতঃ-উৎসারিত। কাতুকুতু দিয়ে কিংবা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে হাসির নামে কান্না উদ্রেক করে না এই রূপসী রচনা।

মাত্র শতবর্ষ আগে আমাদের এই বাংলায় এক মহাত্মা, বাংলা ভাষার অন্যতম জনক আকৃষ্ট হলেন এই কালজয়ী সাহিত্যের প্রতি। তাঁর মনের মত করে 'কমেডি অব এরারস'কে আমাদের নিজস্ব সাহিত্যের অন্যতম সম্পদে পরিণত করলেন। যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরেজীকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু রচনার প্রসাদ গুণে 'ভ্রান্তিবিলাস' মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে অনায়াসে। এখানেও ভুবন চিরঞ্জীব, চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী এবং কিংকরদ্বয় আমাদের অনুরূপ ভাবে কৌতুকরসে আপ্লুত করে। আমরা বিভ্রান্তিকর পরিবেশে পাত্রপাত্রীকে নাস্তানাবুদ হতে দেখে কৌতূহলী হই সহজেই। বিদ্যাসাগর-রচনায় তৎকালীন আবহাওয়া পরিপূর্ণ ভাবে রক্ষিত হয়েছিল, শেক্সপীয়র ও বিদ্যাসাগরের কালের ব্যবধান কয়েক শতক হলেও অন্তরের মত এমন সর্ববিষয়ে পরিবর্তন সূচিত হয় নি সে সময়। অথচ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত; সামাজিক পারিপার্শ্বিক সব-কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অতীতের রীতি নীতি আজ সব [illegible] সামাজিক লক্ষ্য রেখে প্রযোজক উত্তমকুমার তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'ভ্রান্তিবিলাস' এর প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেছেন, এবং বলা ভাল করতে বাধ্য হয়েছেন। এ পরিবর্তনের ভার যোগ্য জনের ওপরেই ন্যস্ত করেছেন—তিনি স্বনামধন্য নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। মূল পাত্রপাত্রী সবই প্রায় বিদ্যমান অথচ চিত্রনাট্যে, অপ্রয়োজনীয় বোধে দু একটি চরিত্র পরিত্যক্ত হয়েছে, স্থানকালেও কয়েকটি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এটুকু রূপান্তর চিত্রনাট্যে প্রয়োজন ছিল রসিকজনের এই হল অভিমত।

পরিশেষে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, এ প্রসঙ্গ শেষ নয়—উত্তমকুমার উপলব্ধি করেছেন তাঁর নতুন পর্যায়ের ছবি তৈরী করবার ব্যাপারে। আজকের জাতিকে ও সাহিত্যকে অন্যতম রূপসী [illegible] এই চলচ্চিত্রায়ণ সর্বসাধারণের মধ্যে [illegible]। 'ভ্রান্তিবিলাস' চলচ্চিত্র সাফল্যলাভ করুক [illegible]।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই—	...	২৫৯
স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা	শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু	২৭৩
জাপানী মনীষী ওকাকুরা ও বাংলা দেশ	শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়	২৮৩

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

জনসাধারণ দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ :

সিন্ধুর স্বাদ — প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ৭.০০

রবীন্দ্র-চর্চা — হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত ৫.০০

অনেক দিনের অনেক কথা

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ৮.০০

সাগরময় ঘোষ

আশাপূর্ণা দেবীর সর্বাধুনিক গ্রন্থ :

তিনছন্দ (উপন্যাস) ৪.০০ ছায়াসূর্য ৩.০০

কেয়াপ্রিয়া ৬.০০

সাহসিকা (,,) প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩.৫০

মায়ামারীচ (,,) সুনীলকুমার ঘোষ ৩.৫০

রাজমঙ্গল (,,) ৩.০০

বাঘের চোখ (,,) ৩.০০

অচেনা (,,) ২.৫০

শতরূপা ৩.০০

পল্লীবিলাস ৩.০০

ছায়া-হরিণ ৩.০০

পাহাড়ী ঢল ৩.০০

জয়লক্ষ্মী ২.৫০

শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি ২.০০

সোনা রূপোর কাঠি (উপন্যাস) কবিতা সিংহ ২.০০

ভাতঘুমের আবহাওয়া মণীন্দ্র রায় ২.০০

যৌবনবাউল — অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩.০০

প্রথম নায়ক — বীরেন্দ্র চক্রবর্তী ১.৫০

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ৩.০০

ন্যাশনাল প্রকাশনী :: ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

গ্রন্থ-নিলয়ের গ্রন্থ-নিবেদন

প্রবন্ধ সাহিত্য

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী ১০.০০

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন ৮.০০

নাট্যকার মধুসূদন ৬.৫০

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য বিচার ৪.০০

কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার (২য় সং) ৩.৫০

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫.০০

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্ত

বাংলা উপন্যাসের আলোচনা (১ম খণ্ড) নূতন সং ৪.৬০

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ ২.৫০

বাংলা নাটকের আলোচনা (১ম খণ্ড, ২য় সং) ৩.৫০

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাংলা নাটকের আলোচনা (২য় খণ্ড) ২.২৫

উপন্যাস

মিহির গুহ

সম্রাটের মুখ ২.৫০

অপরাহ্নের নদী (গল্প) ৩.০০

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

অভিনয়ের নায়ক ৩.৫০

প্রবোধচন্দ্র পাল

শঙ্খ-হৃদয় ৩.৫০

মিহির সেন

কাগজের দেওয়াল (যন্ত্রস্থ)

নাটক

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ডিরোজিয়ো ২.৫০

কবিতা

শিব বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুলেখ ৩.০০

নানা নিবন্ধ

বেণীমাধব

ভারতের যাদুঘরে (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থ নিলয়

হৃদয়-পতন
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বলেন : সমস্ত রচনার মধ্যে দেশকে, সমাজকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসার পরিচয় আছে। পঞ্চাননবাবুর অভিজ্ঞতা অনেক, তিনি দেশকে জানেন, মনুষ্যকে দেখেছেন,—ভালবেসেছেন, তাঁর পুঁজি আছে এবং তাঁর সেই অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা আছে—যা থাকার জন্য আমি জীবনে নিরুদ্যমান ও অনিশ্চিতচিত্তে সকলের পিছনে থেকেও পথ চলবার প্রেরণা পেয়েছি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পড়ে বুঝলাম আপনার মধ্যে শিল্পী বাস করেন।

মনোজ বসু : 'হৃদয়পতন' ভারি ভাল লেগেছে।

দেশ : লেখক নিপুণতার সহিত বিভিন্ন সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

মূল্য : দুই টাকা

সাহিত্য নিকেতন ইলাহিপুর হুগলী

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

অষ্টাদশী ৬·০০

গৌরকিশোর ঘোষের

মনের বাঘ ৪·০০

রজব্যাজ ৩·৭৫

বিমল করের

দেওয়াল ৩য় খণ্ড ৮·৫০
১ম খণ্ড ৫·৫০
২য় খণ্ড ৬·০০

অপরাহ্ণ ৩·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

সমুদ্র অনেক দূর ৩·০০

প্রিয় অপ্রিয় ২·৫০

সুবোধজিৎ দাশগুপ্তের

দিনরাত্রি ৩·৫০

একই সমুদ্র ৩·৫০

গদাধর নিয়োগীর

ঊর্মি ৬·০০

পথ আমায় ডাকে ৪·০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

মায়ামালঞ্চ ৩·৫০

রমাপদ চৌধুরীর

আরো একজন ৩·৫০

ডি এম লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি ৬

নিশাচরের

রহস্য-রোমাঞ্চে ভরপুর অসাধারণ উপন্যাস

সদানন্দের উইল (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩৷৷

রায়বাড়ি ৫, (দ্বিতীয় মুদ্রণ) | **লালখাবা** (প্রকাশের পথে)

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা

সভাপতি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবৈতনিক সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

১ম পুরস্কার : ৫০০ শত টাকা
২য় পুরস্কার : ২৫০ শত টাকা
৩য় পুরস্কার : ১০০ শত টাকা

এতদ্ব্যতীত যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেককে ২৫, টাকা করিয়া ২২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিয়মাবলী :

১। গল্প বাংলা ভাষায় লিখিত হইবে।

২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

৩। রচনা পূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় দেওয়া বা প্রকাশিত না হওয়া চাই এবং রচনা মৌলিক হওয়া চাই।

৪। নকল রাখিয়া লেখা পাঠাইতে হইবে কারণ লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে.

৬। প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্পের প্রথম প্রকাশনের অধিকার সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেডের থাকিবে।

৭। কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ ৯ই জুলাই, ১৯৬০।

৯। সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা কমিটি প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

সুলেখা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

নববর্ষের প্রথম প্রকাশ—

দেবতাত্মা হিমালয় মুকুটশোভী থেকে চাম্বা চম্বর [illegible] নাচে [illegible] উপত্যকার জন, পদ্ম সৌন্দর্যের মাঝে লেখক আবিষ্কার করেছেন বাংলারই হৃদয়ের অমিয়-নির্ঝর

দাম : ছয় টাকা

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

প্রধান কার্যালয় : ১২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক : ইস্টার্ন এজেন্সী, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাশগুপ্ত এন্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। জিজ্ঞাসা, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯।

আলোচনা-সাহিত্যে কয়েকখানি বিশিষ্ট প্রকাশন

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে

বইটিতে সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক নানা কৌতূহল-দীপক বিষয়ের রসগর্ভ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এর থেকে মিলবে। মূল্য : ১২.৫০

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

ইহাতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূচনা থেকে আরম্ভ করে প্রথম যুগের মধ্যযুগের ও অতি আধুনিক যুগের উপন্যাসগুলির প্রাঞ্জল সমালোচনা এই ৩য় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। মূল্য : ২০.০০

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

উনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের সার্থক প্রকাশ বাংলা গীতিকবিতা। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ : এই অর্ধ শতকের সমস্ত যুগের পঁচাত্তর জন গীতিকবির পঁচিশটি গীতিকবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মূল্য : ১২.০০

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার

ইহাতে আছে—ছোটগল্পের জন্ম ও আঙ্গিক বিকাশের বিশদ ইতিহাস, বাংলা ছোটগল্পের জন্মকাল [illegible] থেকে অধুনা সমকালীন যুগ পর্যন্ত শিল্পীদের সাধনার [illegible] রূপ ও বৃহত্তর কর্মবিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস; [illegible] হইতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ [illegible] শিল্পীদের শিল্প ও ব্যক্তিপ্রবণতার বিস্তারিত পরিচয়।

'[illegible] সমালোচনা সাহিত্য ছাত্রদের উপকার করবে [illegible] উপকার করবে [illegible] কম সন্দেহ নেই [illegible] আপনার বইটি [illegible] সম্পূর্ণ নিষ্ঠা [illegible] বিশেষ [illegible] লেখকের [illegible] গ্রন্থ [illegible] বইটির [illegible] পাঠক [illegible] পরিচয় দেবে।' —শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মূল্য : ১৬.০০

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)

(পরিবর্ধিত প্রকাশিতব্য)

প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)—[illegible] যুগ (১২.৫০ ন প)

দ্বিতীয় খণ্ড —[illegible] যুগ (১২.৫০ ন প)

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশিত হল। এতে একটি [illegible] বাঙালী-মানসের পরিচয়বাহী বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের রীতি সুপরিস্ফুট হয়েছে। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া ছাত্র-বিভাগের অধ্যক্ষ এবং [illegible] ও সাহিত্যের [illegible] অনুরাগী [illegible] জানিয়েছেন—

"Your work seems to me an exceptional piece of scholarship complete and well-documented and with a large member of illustrative passages, which I varticularly appreciate."

অধ্যাপক দিলীপকুমার মিত্র

ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রথমিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক, তথ্যসমৃদ্ধ ও রসনিবিড় আলোচনা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। মূল্য : ৬.০০

ডক্টর বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য

বাংলা গাথাকাব্য

এই বইখানি বাংলা [illegible] ঐতিহাসিক ইতিহাস। [illegible] গাথা [illegible] আধুনিক গাথা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে [illegible] গাথাকাব্য [illegible] উদ্ভব ও [illegible] এই গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। মূল্য : ৮.০০

ডক্টর সুবোধরঞ্জন রায়ের

নবীনচন্দ্রের কবি-কৃতি

অধ্যাপক ডক্টর [illegible] নবীনচন্দ্র [illegible] ও মূল্যায়ন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। [illegible] ও মনোজ্ঞ রচনাশৈলীর প্রসাদগুণ [illegible] বৈশিষ্ট্য সম্পাদন। মূল্য : ৬.৫০

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

[illegible] বৈশিষ্ট্য। মূল্য :

ভারতীয় সাহিত্যে বারমাস্যা

[illegible]

মূল্য : [illegible]

মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস

[illegible] মধুসূদনের [illegible] মূল্য : ৬.০০

শ্রী[illegible]কুমার ঘোষ

প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস

[illegible] বিভিন্ন ছাত্রের অসংখ্য [illegible] এই গ্রন্থে [illegible]। মূল্য : ৭.৫০

মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ফোন : ৩৪-৩১০৩

আলোচনা সাহিত্যে আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব

যোগেন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোমের পর মাইকেল-জীবনী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নূতন তথ্য এযাবৎ সংগৃহীত হয়নি। মধুসূদনের পিতা, তাঁর বাল্যশিক্ষা, তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ এবং তাঁর বিবাহ-বিভ্রাট সম্পর্কে যে সকল নূতন ও প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান গ্রন্থকার পেয়েছেন এই গ্রন্থে তা সর্বপ্রথম একত্রিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

মাইকেল-জীবনী সম্পর্কে এই নবলব্ধ তথ্যাবলীর সহায়তায় দিক-দর্শিকা গ্রন্থ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি বললে যে অত্যুক্তি হবে না পাঠকগণ [illegible] বাধ্য হবেন। মূল্য : ৫.০০।

রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য (২য় সংস্করণ)

এই বইয়ে রবীন্দ্র [illegible] প্রচুর [illegible] ... মূল্য : ২.০০।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পাদিত)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[illegible] ... বর্তমান [illegible] ... ২য় [illegible]। মূল্য : ৩.৫০

এ এন ব্যানার্জি (সম্পাদিত)

মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[illegible] ... ৬ টীকা। মূল্য : ৩.৫০।

বীরাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[illegible]

পলাশীর যুদ্ধ—নবীনচন্দ্র সেন

[illegible] ... মূল্য : ৩ [illegible]।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পাদিত)

নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র

[illegible] ভূমিকা—[illegible] নাটকের প্রতিটি চরিত্র [illegible] মূল নাটক। মূল্য : ৩.০০।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

রজনী, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, দেবী চৌধুরাণী, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, মৃণালিনী, কমলাকান্তের দপ্তর (২.০০), রাজসিংহ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী (৩.০০)।

প্রতি খণ্ডে আছে—বিশদ ভূমিকা—বাংলা সম্পূর্ণ উপন্যাসের চরিত্র-বিশ্লেষণ—মূল উপন্যাস—আর তার টীকা।

শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ

মোহিতলালের কাব্য-পরিক্রমা

রবীন্দ্র প্রতিভার বিশাল ছত্রচ্ছায়ে বিকশিত হয়েও যে মুষ্টিমেয় কবি বাংলা কাব্যজগতে স্বকীয় প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁদের অন্যতম। কবি হিসেবে তাঁর সুকঠোর [illegible] কথা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত। নবীন যুগের কবিসমাজ নূতন ভাবধারা ও বিশিষ্ট কাব্যপ্রকরণের স্রষ্টারূপে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির নিরাসক্ত ও নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক [illegible] শ্রীবিজেন্দ্রলাল নাথ। মূল্য : ৪.০০।

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

বাংলার মহাপুরুষ—শ্রীঅরবিন্দের জীবনী

[illegible] স্বাধীনতার অগ্রদূত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় [illegible] মহাদার্শনিক [illegible] সর্বোৎকৃষ্ট [illegible] ধরণের সাহিত্য [illegible] জীবনী [illegible]। মূল্য : ১.৫০

সুস্থজীবন প্রসঙ্গ

[illegible] চিকিৎসকের কাছে [illegible] এবং [illegible] বর্তমান যুগের [illegible] প্রতিকারের [illegible] ২১টি প্রবন্ধ লেখা [illegible]। মূল্য : ৩.০০

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মৃগনাভি

[illegible] ভাবধারামূলক নাটক। [illegible] ও [illegible] পরিমাণে নাটক [illegible] নাটক। সমস্ত রচনাটাই [illegible] অনুসরণ করা হয়েছে [illegible] ক্রিয়া করা হয়নি। [illegible] মহাকবি [illegible] চরিত্র ও তৎকালীন সমাজ-[illegible] কণ্টকিত [illegible] উপর [illegible]। মূল্য : ২.৫০

[illegible] প্রসাদ চৌধুরী

শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি

[illegible] বর্জন করিয়া [illegible] সুকুমারমতি [illegible] শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা-[illegible] এবং [illegible] সহায়তা করিবে। শিক্ষণ-শিক্ষা [illegible] মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং বি এ (এডুকেশন) [illegible] ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকখানি উপকৃত হইবেন। কিউ-[illegible] রেকর্ড কার্ড রক্ষণ এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র রচনা [illegible] এই পুস্তকে বিস্তারিত কার্যকরী আলোচনা করা হইয়াছে। মূল্য : ৬.০০।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা, চরিত্র ও মনোবিদ্যা

[illegible] মানুষ করবার ব্যাপারে অভিভাবকদের দরকার অনেক-খানি আছে। মনোবিদ্যার মূল তত্ত্বগুলি জানা থাকলে এই মানুষ করার কাজটার সুবিধা হয়। এই সব ভেবে সাধারণ ছাত্র ও সাধারণ অভিভাবকদের মনোবিদ্যা-সংক্রান্ত কৌতূহল নিবারণ করবার জন্য এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। মূল্য : ৫.০০।

মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ফোন: ৩৪-০১০৩

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেরা ফসল

উপন্যাস

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রচ্ছদপট ৩·৫০
যে যাই বলুক ৬·০০
রূপসী রাত্রি (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
তিন দিন তিন রাত্রি (তৃতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

প্রতিভা বসুর
রাঙা ভাঙা চাঁদ ৪·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
ভ্রষ্টলগ্ন (তৃতীয় মুদ্রণ) ২·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পঞ্চশর ৩·০০
প্রতিধ্বনি ফেরে (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৪·০০

বিমল মিত্রের
নিবেদন ইতি ৫·০০
রং বদলায় (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩·৫০

মনোজ বসুর
রূপবতী (তৃতীয় মুদ্রণ) ৩·০০

রবি গুহ মজুমদারের
মানুষ দেবতা হবে না ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর
বনপলাশির পদাবলী (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৮·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বহু যুগের ওপার হতে (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ২·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
মনের মানুষ ৩·০০
সারারাত (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

সুবোধ ঘোষের
বসন্ত-তিলক ৫·০০
শতকিয়া (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৮·০০

কিশোর-সাহিত্য

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
ছেলেদের বিবেকানন্দ (সপ্তম মুদ্রণ) ২·০০

সরলাবালা সরকারের
পিন্টুর ডাইরি ২·০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন ২·৫০

গল্পগ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
প্রেমের গল্প ৪·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তিন শূন্য ৩·৫০
প্রেমের গল্প ৪·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
ময়ূরী ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কহেন কবি কালিদাস (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৩·০০
শঙ্খ-কঙ্কণ ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
প্রেমের গল্প ৪·০০

সরলাবালা সরকারের
গল্প-সংগ্রহ ৫·০০

সুবোধ ঘোষের
ভারত প্রেমকথা (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৬·০০

অন্যান্য

কালিদাস রায়ের
চণক-সংহিতা ৩·৫০

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের
চিন্ময় বঙ্গ (তৃতীয় মুদ্রণ) ৪·০০

গৌরকিশোর ঘোষের
নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি ৫·০০

প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (পঞ্চম মুদ্রণ) ২·৫০

নীরেন্দ্রনাথ সরকারের
রহস্যময় রূপকুণ্ড ৩·৫০

শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে ৩·৫০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত (একাদশ মুদ্রণ) ৬·০০

ডাঃ সুধাংশুকুমার দাসের
এভারেস্ট ডায়েরী ৯·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

সাহিত্য সংখ্যা

৩০ বর্ষ ॥ ২৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

শনিবার ২৭ বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

DESH

Saturday, 11th May, 1963

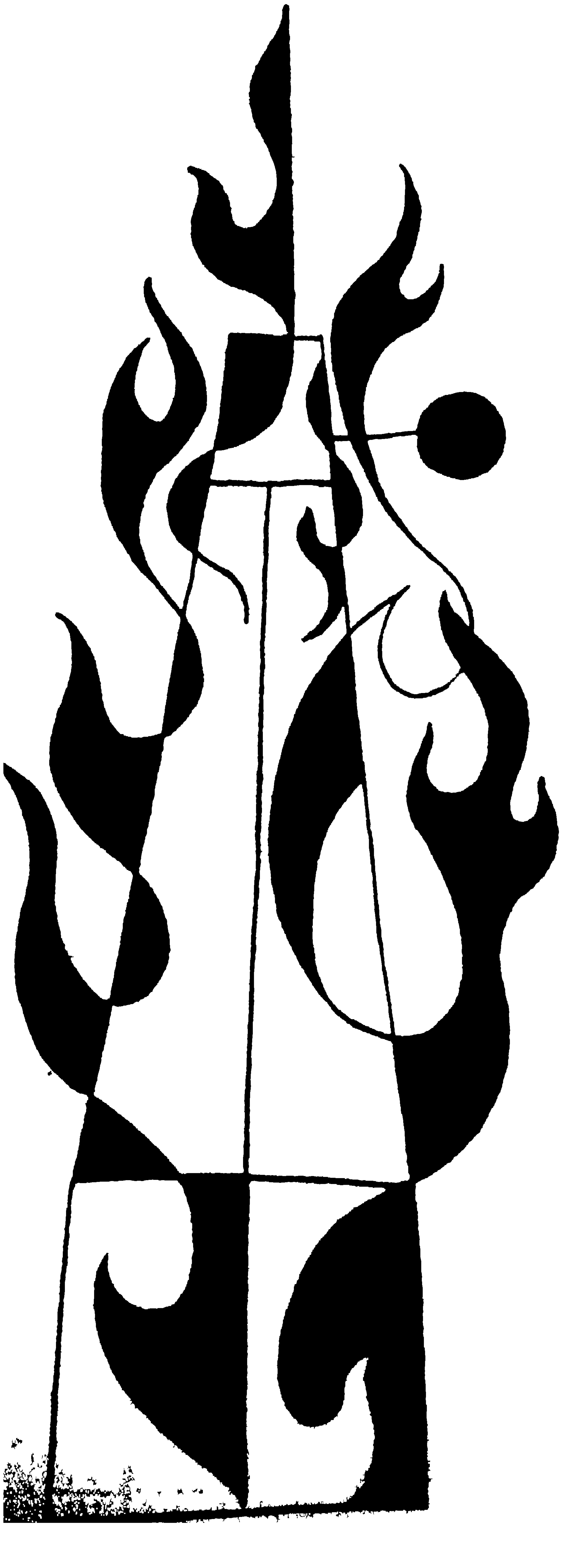

রবীন্দ্র-চেতনা

বৈশাখী কবিপক্ষ সকলেরই স্বপক্ষ, একান্তভাবে আ[illegible] আমাদের আবেগের ভাষা, অন্তর বেদনা, বিশ্বচিন্তা, [illegible] সবই প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ যেমন [illegible] আমরাও তেমন রবীন্দ্রনাথের। সূর্যস্নাত বৈশাখে [illegible] আবির্ভাব, তিথিটি তাই এমন স্মরণীয়, এমন উদ্দীপক।

ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের মতো রবীন্দ্রনাথ কোনো আ[illegible] মহাকাব্য রচনা করেননি। কালিদাস, মাঘ বা গ্যয়টের মতো [illegible] সৃজনী প্রতিভা কোন একখানি মাত্র বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে বি[illegible] বিধৃত নেই। তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মহাকবি, মহাজী[illegible] রূপকার। নানা ভাষা নানা পরিজন মুখরিত এই বহুবিচিত্র [illegible] মহাদেশের তিনি একাধারে মর্মস্রষ্টা ও মর্মদ্রষ্টা। শুধু এক [illegible] গিরিশৃঙ্গ নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন একটি ভারতচিত্তবিস্তৃত বহু-বর্ণ গিরিশ্রেণী।

নবীন ভারতবর্ষের তিনি জাতীয় মহাকবি। বহু পর্বে বহু কাণ্ডে বিভক্ত এই মহা-ভারতের বিচিত্র, বেগবান আদর্শ ভাবৈশ্বর্যবাহী সংকল্পমালা তাঁরই স্বহস্তে রচিত। এ-মহাকাব্যের মহানায়ক হওয়ার যোগ্যতা এককভাবে কারও নয়, সমন্বিত প্রচেষ্টায় একসূত্রে গাঁথা সহস্র প্রাণের মেলায়, সকলেই এই রবীন্দ্র মহাকাব্যের ছোট বড় কুশীলব এই মহাচেতনারই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আমরা রবিস্পৃষ্ট তাই গর্বিত স্পন্দিত।

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, স্বদে[illegible] আয়াস ও সাধনালভ্য সহজাত হয়েও স্বদেশপ্রেম অর্জনের অপেক্ষা রাখে, স্বদেশকেও তিলে তিলে নানা ভ্রান্তি ও ভ্রান্তির [illegible] সরিয়ে আবিষ্কার ও আয়ত্ত করতে হয়, শুধু জ্ঞানে ও কর্মে নয়, আবেগে ও ধ্যানেও মূর্ত করে তুলতে হয়। অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখায় চিহ্নিত এশিয়া খণ্ডে আমাদের এই ভৌগোলিক মৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক প্রাচীন ঐতিহ্য-ঋদ্ধ নবীন হৃদয়ধ্বনি কবি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই উজ্জীবিত অন্তরাত্মারই নাম দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ।

যে-সংহতির উপর তিনি জোর দিয়েছেন তা ভারতবর্ষ [illegible] একটি মহাভারতের উপর প্রতিষ্ঠিত। গায়ের বা আইনের জোরে নয়, রাষ্ট্রস্নেহলালিত ভাষা বিশেষের মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে [illegible] সে-সংহতি আসে ভিতর থেকে, তাকে পেতে হয় ত্যাগে, [illegible] প্রেমে। প্রশাসনিক উপায়ে আদায়ীকৃত সংহতির চেয়ে [illegible] বড়ো, অনেক বেশি দৃঢ়মূল ও স্থায়ী সংহতির কথাই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন। সেই ভাবসংহতির শুধু কথক নন, নিমগ্ন নিবিষ্টমনা শিল্পীও রবীন্দ্রনাথ নিজে। তাঁর মহৎ [illegible] আমাদের স্বপ্ন, ভাবধারা ও কর্মোদ্যমে, কল্পনারঙীন আবেগে, দৈন্যপারংগম বিপর্যয়-সহিষ্ণু, আত্মবিশ্বাসে চিরকালের জন্য স্থির প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের ভবিষ্যতের উপর গভীর আস্থা রেখে রবীন্দ্রনাথ বলে-ছেন, "যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয়—বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তাহলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ তবু তার বড়ো বড়ো কল্পনা মরেনি। কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার দাস নয় সে, এখনো মানুষ [illegible]; এখনো তার মহত্ত্বের উপর [illegible]।" "মহত্ত্বের উৎসকে বাঁচিয়ে রাখায়, রবীন্দ্র [illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীপিকা

—রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় সংকলনগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক কবিতা একত্র সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। নয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বিচিত্রা' গ্রন্থে যেসব রচনা প্রকাশ করা যায় নি, তার থেকে নির্বাচন করে বিবিধ রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এইজন্য 'দীপিকা' গ্রন্থটি 'বিচিত্রা'র পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যায়।

৭·৫০ । বোর্ড বাঁধাই ৮·৫০

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ছোটদের অভিনয়োপযোগী এই নাট্যকবিতাটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। ১·০০

গল্পগুচ্ছ । চার খণ্ডে সম্পূর্ণ

রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমস্ত গল্প চার খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছে একত্র গ্রথিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড ৪·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪·৫০, তৃতীয় খণ্ড ৪·০০ ও চতুর্থ খণ্ড ৫·০০।

ছন্দ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। গ্রন্থশেষে সংজ্ঞাপরিচয় পাঠপরিচয় পাণ্ডুলিপিপরিচয় দৃষ্টান্তপরিচয় সংযোজিত। ৮·০০

স্বদেশী সমাজ ৩·০০ পল্লীপ্রকৃতি ৪·৫০

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁহার কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরাজি কবিতিকাগুলি সংখ্যায় আড়াই শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। জাপানী বাঁধাই, ৪·০০, শোভন সংস্করণ ১০ ০০

স্ফুলিঙ্গ

লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা যাহা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই ১৯৮টি কবিতাসমষ্টির সংকলন স্ফুলিঙ্গ। ৩·৫০, শোভন সংস্করণ ৫·৫০

চিত্রলিপি ১ ২০·০০ চিত্রলিপি ২ ১৮ ০০

•

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

আমাদের গুরুদেব শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সসম্ভ্রম ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। ৩·৫০

গুরুদেব শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের কয়েকগুলি দিকের কথা, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। ৫·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন দেশের প্রতি একটি মমত্ববোধ আমাদের মনে নিত্য জাগরূক ছিল, দেশের কথা চিন্তা করা দেশবাসীর নিত্যকর্মের অঙ্গ ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে দেশ স্বাধীন হল সেদিন থেকে দেশের কথা ভাবা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছি। স্বাধীনতাকে আমরা [illegible] ব্যবহার করেছি। ভেবেছি যে জিনিস মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে তাকে নিয়ে আর [illegible] দেশ এখন আপন বোঝা [illegible] বোঝা যে কতকে [illegible] ফলে [illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের [illegible] আমরা দেশের বিপৎকালে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছি। সঙ্কটমুহূর্তে থেকে শরৎ-কাল গত কয়েক মাস যাঁরা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্মসূচী লক্ষ করেছেন, তাঁরাই এ কথার মর্ম উপলব্ধি করবেন। সকালবিকেল আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত শুনেছি। এর ফলে একটি সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সেটি হল স্বদেশী যুগকে যাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেননি তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে একক রবীন্দ্রনাথ সেদিন কতখানি শক্তি জাতির দেহে মনে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং আজকেও কতখানি শক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। গান্ধীজী যে রবীন্দ্রনাথকে the great sentinel আখ্যা দিয়েছিলেন সেটি মিথ্যা নয়। তিনি আমাদের সদাজাগ্রত প্রহরী। আমাদের মধ্যে না থেকেও তিনি অলক্ষ্যে আমাদেরকে পথের নির্দেশ দিচ্ছেন।

দেশানুরাগ মানুষের সহজাত বৃত্তি। বিশেষ করে পরাধীন দেশে এই অনুরাগ সকল মানুষের সকল বাক্যে, সকল কর্মে, সকল চিন্তায় পরিব্যাপ্ত। নিত্য তোমারে [illegible] – কবির এই বাক্য দেশ সম্বন্ধে [illegible] প্রযোজ্য এমন আর [illegible] উনবিংশ শতাব্দীর [illegible] দেশে এই একটি অপূর্ব ব্যাপার লক্ষ

রবীন্দ্রনাথ (১৯০৫) : স্বদেশী আন্দোলনের যুগে

বলা হয়েছে যে, সেদিন যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁদের কর্মক্ষেত্র যাই থাক, তাঁরা সর্বাগ্রে দেশকর্মী এবং সমাজ সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির চর্চা করেছেন, কিংবা জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, তাঁদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা কোন কালে রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না তাঁরাও আজ সর্বতোভাবে নবভারতের জন্মদাতা হিসাবে গণ্য। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রমেশ দত্ত এঁরা সকলেই সরকারী কর্মচারী এবং সেই সরকার বিদেশী সরকার। বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, তথাপি দেশসেবাকেই তিনি ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—সেই মন্দির কেবলমাত্র দেবমন্দির নয়—মানুষ যেখানে যে কাজে নিযুক্ত সেই কাজের মধ্য দিয়েই সে দেশমাতার সেবা করবে। বঙ্কিম বুঝেছিলেন—দেশের দাবি সর্বব্যাপী, সে কাউকে বাদ দেয় না। চাষী মজুর, দোকানী কেরানী, ডাক্তার কবরেজ, ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট কেউ বাদ যাবে না—সকলকেই আপন আপন কর্মমন্দিরে দেশের মুক্তি-ব্রত উদযাপন করতে হবে। আনন্দমঠে বঙ্কিম উদাত্তকণ্ঠে যে প্রশ্ন করেছেন—দেশের জন্যে কি তুমি দিতে পার, তোমার পণ কি?—সেই চরম আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু সাধ্যসাধন করেই নিরস্ত হননি, অসাধ্যসাধন করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে দেশময় যা ঘটতে লাগল তা অভূতপূর্ব। এক কালের সিভিলিয়ান সুরেন ব্যানার্জি গেলেন জেলে, সর্বজনপূজ্য অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, সুবোধ মল্লিক লক্ষ টাকা দান করলেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেন। সমস্ত দেশ মুগ্ধনেত্রে দেখল—মানী সঁপিয়াছে মান, ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ। তথাপি এসব কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ত্যাগ এবং দুঃখবরণের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নয়। সমস্ত দেশ এবং জাতির শক্তি উদ্বোধ করতে হলে আরো স্থায়ী প্রেরণার প্রয়োজন। চাই মহত্তম কবি-প্রেরণা যা দেশময় এক ভাবাবেগের জোয়ার এনে দেবে। সেই কথাটি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায়—এরই লাগি কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে। সেই কবির প্রয়োজন ছিল এবং রবীন্দ্রনাথই সেই কবি। দেশ এবং জাতির মর্মবাণী কবির লেখনীমুখে যেভাবে প্রকাশিত হয় এমন আর কারো মুখে নয়।

একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, যাঁরা মহাকবি, তাঁরাই জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতা। এলিজাবেথীয় ইংলেণ্ডের ইতিহাস কেউ যদি রচনা করে থাকেন, তো সে সেক্সপীয়র। আর আধুনিক ভারতের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস যদি কিছু থাকে, তো সে রবীন্দ্রকাব্য। এই কারণেই হোমারকে বলা হয়েছে গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আর রামায়ণ মহাভারতের কবিকে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। সাধারণত ঘটনাপঞ্জিকেই আমরা ইতিহাস বলে জানি। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হচ্ছে সেই বস্তু যা দেশের সঙ্গে আমাকে সম্যকভাবে পরিচিত করবে। সেই অর্থে কবি এবং সাহিত্যিকরাই প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতা। তথাকথিত ঐতিহাসিক পঞ্জিকাকার মাত্র।

১৪ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ : হিন্দুমেলার যুগে

দেশকে যিনি অন্তরঙ্গভাবে জেনেছেন, দেশের মর্মমূলে যিনি পৌঁছেছেন সত্যকারের ইতিহাস রচনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। রবীন্দ্রনাথ কি করে এই অধিকার অর্জন করলেন, সেই ইতিহাসটিও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। রামমোহন রায় দেশে যে নবজাগরণ এবং স্বদেশানুরাগের বীজ বপন করেছিলেন তার প্রথম অংকুর দেখা দিয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। একথা অনেকে আজ ভুলে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩৭ সালে দ্বারকানাথের উদ্যোগে 'জমিদার সভা' স্থাপিত হয়। নাম জমিদার সভা হলেও সাধারণ অর্থে জমিদার বলতে আমরা যা বুঝি এটি কেবলমাত্র সেই বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক এর সভ্য হবার অধিকারী ছিলেন। সভার মুখপত্রে বলা ছিল—

The Zemindary Association is intended to embrace people of all descriptions without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based, on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country.

একথাও অনেকের জানা নেই যে, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রয়োজন সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তিনি পত্রযোগে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। পরে ১৮৫১ সালে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ উক্ত সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত 'জমিদার সভা'ও নবগঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এসে সংযুক্ত হল।

এর অনতিকাল পরে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন হয়। এখানেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধানত তাঁর অর্থানুকূল্যেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বদেশীভাবোদ্দীপক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হয়েছিল এই হিন্দুমেলায়। তাঁর সেই প্রথম স্বদেশী কবিতা—'দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর' তাঁর ষোল বছর বয়সের রচনা। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেলার উদ্যোক্তারা প্রথমাবধিই এক অখণ্ড ভারত এবং এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। কখনো কেবলমাত্র বাঙলা দেশ বা বাঙালী জাতির কথা বলেননি। হিন্দুমেলায় যে সব জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছিল, তা থেকেই একথা প্রমাণিত হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত-সন্তান', গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চলরে চল সবে ভারত-সন্তান'—এই সব কটি গানই ভারতকে উদ্দেশ করে রচিত। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হিন্দুমেলার পূর্বে কোন স্বদেশী সঙ্গীত বাঙলা ভাষায় রচিত হয়নি, এবং এর বেশির ভাগ সঙ্গীতই ঠাকুর পরিবারে রচিত।

হিন্দুমেলার পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে [illegible] [illegible]

রবীন্দ্রনাথ এই সভার একটি কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন। সরু এক গলির মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসত। এর কার্যকলাপ ভয়ঙ্কর রকমে গোপন রাখবার চেষ্টা হত। এমন কি এর একটা সাংকেতিক নামও ছিল—হা ম্ চু পা ম্ হা ফ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যেন, আমরা উড়িয়া চলিতাম...এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। তাঁর প্রতিভার বিকাশে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মহর্ষি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে এমন কতক জিনিসকে মূল্য এবং প্রাধান্য দিয়েছিলেন যা পরিবারের আবহাওয়ায় অমিত শক্তির সঞ্চার করেছে নতুবা একটি মাত্র পরিবারের মধ্যে এমন বিচিত্র প্রতিভার সমাবেশ কোন মতেই হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি এবং শিল্পী মনের পুষ্টি যেমন গৃহের এই আবহাওয়া থেকেই লাভ করেছেন, তাঁর স্বদেশানুরাগও তেমনি এই পরিবেশ থেকেই নিঃশ্বাসের মতো—সহজে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উক্তি উল্লেখযোগ্য—"আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

বলা বাহুল্য স্বদেশ ভূতের প্রথম পর্বে উৎসাহ যতখানি ছিল উদ্যোগ ততখানি ছিল না। তখনো পর্যন্ত দেশকে কল্পনার চোখে দেখেছেন—বাস্তবক্ষেত্রে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। চাক্ষুষ পরিচয় হল তখন, যখন জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে গেলেন গ্রামাঞ্চলে। দেশের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হল। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন (এ বিষয়ে বারান্তরে সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে) কিন্তু সব চাইতে দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট হল তাঁর কবিপুত্রের হাতে জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করা। এই একটি কার্যের ফল রবীন্দ্রনাথের জীবনে তো বটেই সমগ্র দেশের জীবনে সুদূর প্রসারী হয়েছে। দেশের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়টির প্রয়োজন ছিল। দেশের মানুষ যে কতখানি অসহায় এদের জানিলে যে কি মর্মান্তিক স্বচক্ষে তা দেখেছেন। যিনি সমগ্র জাতির কবি হবেন, তাঁকে জাতির মর্মস্থলে পৌঁছাতে হয়। জীবনেই যে জাতির ইতিহাস রচয়িতা তাঁকেও পৌঁছতেই হয়েছিল। সুতরাং এই

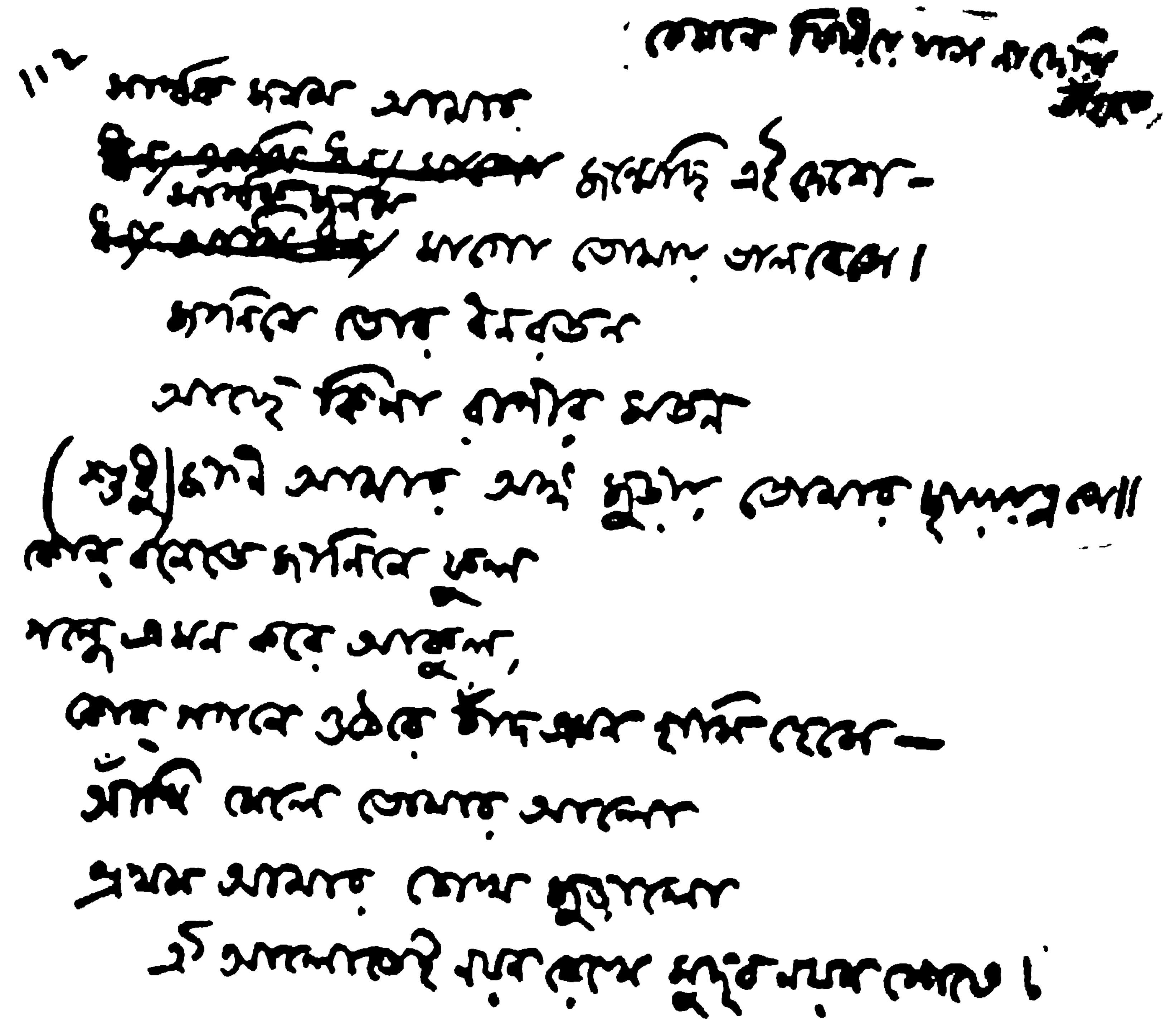
সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে—
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন
আছে কিনা রানীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে—
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গান : রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি

অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যাবলী এর দ্বারা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রজাহিতের জন্যে তিনি তাঁর জমিদারিতে (বিশেষ করে কালিগ্রাম পরগণায়) যে কর্মসূচী অবলম্বন করেছিলেন উত্তরকালে তাই শ্রীনিকেতনে রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাবনা কনফারেন্সের ভাষণ স্বদেশী সমাজে তিনি যে স্বাবলম্বী সমাজের চিত্র এঁকেছেন তাও এই অভিজ্ঞতারই ফল।

রাজনীতির মধ্যে নীতির অংশ যৎসামান্য। একমাত্র ভারতবর্ষেই গান্ধী রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র নৈতিক বলের দ্বারাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূলে যে নীতিটি প্রধানত কাজ করেছে সেটি হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্বোধন। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যেমন বুঝিয়েছিলেন যে, আমাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের নিজেদেরই করতে হবে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও ঐ কথাই নিরন্তর বলেছেন। এই সময় কলকাতার কোন সভায় তিনি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তারও মূল বক্তব্য ঐ—"ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই আপন মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।" রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন। বারংবার বলেছেন, "ভিক্ষা স্বরূপে যতই অধিকার লাভ কর, অন্তরের লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইবে না।"

কংগ্রেসী রাজনীতিতে কোনকালেই বড় একটা আস্থা ছিল না; কিন্তু প্রথম দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের যে কটি অধিবেশন হয়েছে তার সব কটিতেই তিনি যোগদান করেছেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে—আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—এই সুপ্রসিদ্ধ গানটি রচনা করেছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজেই সেটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ঐ অধিবেশনেই সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুর-সংযোগ করে গানটি গেয়েছিলেন।

সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান একমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই করেছিলেন। স্বাধীনতার আন্দোলন পৃথিবীর নানা দেশেই হয়েছে; কিন্তু এমন সুসংযত সুসঙ্গত, সুপরিকল্পিত আন্দোলন আর কোথাও হয়েছে বলে জানি না। রাজনৈতিক আন্দোলনও যে কতখানি সুষমামণ্ডিত হতে পারে, বাংলা দেশ ইতিহাসে তার একটি দৃষ্টান্ত রেখেছে। রাজনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাবার এবং ব্যবহারে রূক্ষ। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তারি একটি স্নিগ্ধ রূপ ছিল, কিন্তু সেটি তার দুর্বলতা নয় কারণ বৃটিশ সরকারকেও এর কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের এই মহিমান্বিত রূপটি গড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। বাঙালীর হৃদয়বীণাটিকে তিনি এমন একটি সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন যে একখানি ঐক্যবোধ এবং একাত্মতার [illegible]

দেশে আর কোন কালে দেখা যায়নি। রাজনীতির অগ্নিতাপে মানুষকে উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু কবি-প্রেরণা ছাড়া মানুষকে এতখানি উন্মুখ করা যায় না।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ চারণ কবির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত দেশকে তিনি মাতিয়ে দিয়েছিলেন গানে গানে। সে গানে কখনো দেশের অতীত গৌরবকে প্রোজ্জ্বল করে দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছেন, কখনো তার অন্তর্বেদনাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অতিশয়োক্তি কবির ধর্ম। দেশের গুণকীর্তনে সকল দেশের সকল কবির মুখেই অতি-

শিলাইদহে প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শয়োক্তি শোনা গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনেছি। ভারতমাতাকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', বলেছেন, চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন। বহু প্রাচীনকালে কি হত জানি না। কিন্তু আজকে যেমন রবীন্দ্রনাথের কালেও তেমনি অন্নের জন্য পরের দোরে ধর্ণা দিতে হত। দেশমাতাকে উদ্দেশ করে যখন বলেছেন, আমার সোনার বাংলা [illegible] ভালবাসি—তখনও সোনার [illegible] [illegible] মুখেও [illegible] [illegible] না। তবে কি তিনি মিথ্যা [illegible] মানুষের মনকে ভোলাতে চেয়েছিলেন। [illegible] অতিশয়োক্তির দ্বারা সত্যকে [illegible] করেননি। অত্যন্ত [illegible] দেশের প্রতি যে [illegible] প্রকাশ করেছেন সেই ভালোবাস [illegible] ভালোবাসাই সত্যকে প্রমাণিত করে [illegible] সকলেই আপন মাকে ছোট করে [illegible]। বঙ্কিমচন্দ্রও দেশমাতাকে বলেছেন, বহুবলধারিণীং—সে কি মিথ্যা? মিথ্যা নয় [illegible] প্রশ্ন করেছেন—অবলা কেন মা এত [illegible]। রবীন্দ্রনাথও তাই বলতে চেয়েছেন।

এমন যে দেশ, সমস্ত ভুবন আলো করেছে, তার এমন দশা হবে কেন? সন্তান অক্ষম বলেই তো।

সংগীতে সাহিত্যে যদি বা অল্পবিস্তর কাব্যিয়ানা করে থাকেন, দেশের কাজে যখন নেমেছেন, তখন বিন্দুমাত্র কাব্যিয়ানা করেননি। দেশের সকল সমস্যাকে অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছেন দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অত্যন্ত অবাস্তব তার উল্লেখ করে বলেছেন—'ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণ বাজাইতেছেন, একথা ধ্যান করা, নেশা করা মাত্র—

কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই [illegible] পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া [illegible] পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।' ভারতমাতা যে আমাদের ঘরেই আছেন সে কথা আমরা ভুলে যাই। প্রকৃতপক্ষে চল্লিশ কোটি ভারতসন্তান যদি নিজ নিজ মায়ের দুঃখ দূর করতে পারে তবে ভারতমাতার দুঃখ ঘুচবে কেন? বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে দেশটা মাটি দিয়ে গড়া নয় মানুষ দিয়ে গড়া। মানুষের সুখ দুঃখের উপরে নির্ভর করবে দেশের সুখ দুঃখ। বলেছেন, দেশটা মৃন্ময় নয় চিন্ময়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যেমন পরিপূর্ণভাবে নিজেকে দিয়েছিলেন [illegible] [illegible] কোন সময় নয়। [illegible] ভূমিকা তিনি কোন কালেই গ্রহণ করেননি। কিন্তু স্বদেশী যুগের বাংলা দেশে যে নাটকীয় সম্ভাবনার উদ্ভব হয়েছিল তিনি সেই জীবন নাটোর অন্যতম প্রধান দ্রষ্টা। পরবর্তী কালে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তার মধ্যে স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'তে রবীন্দ্রনাথের সেই চিত্রটি ফুটে উঠেছে। রাস্তায় গান করতে করতে চলেছেন, কার আস্তাবলে ঢুকে সহিসদের হাতে রাখী পরিয়ে দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন। অবনবাবু বলছেন মনে আছে রবিকা—চারদিকে ঝমাঝম বৃষ্টি মালপাড়ির নিচে বসে কুলিমজুরদের নিয়ে মিটিং করা হচ্ছে—এমন সময় এঞ্জিন এসে গাড়ি টানতে শুরু করলে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, সে এক আশ্চর্য যুগ—প্রতিটি দিন যেন নতুন ছিল। যৌবনের সে কি দীপ্তি। এখন সব কৃত্রিম।

স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথকে দুই কারণে জানা প্রয়োজন। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ঋষি বানিয়ে শিকেয় তুলে রেখেছেন, তাঁদের জানা উচিত যে এককালে রবীন্দ্রনাথেরও একটি যৌবনদীপ্ত প্রখর মূর্তি ছিল। দ্বিতীয়ত বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন যে কি বস্তু আজকালকার ছেলেমেয়েদের সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই এবং সেই কারণে রবীন্দ্রজীবনের একটা মস্ত বড় অধ্যায়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই বললেই হয়।

আগেই বলেছি যে, [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্মপন্থা [illegible] [illegible] করবার চেষ্টা করেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই অভাবের [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] গঠনমূলক কর্মপন্থার [illegible] [illegible] করবার চেষ্টা করেছেন। উত্তেজনার একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মানুষের মন এবং চোখ দুটোই ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। উত্তেজনার নেশায় বাংলা দেশের [illegible] [illegible] উঠেছে। এই অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেছেন। যুবক সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন, নিরন্তর উত্তেজনা দ্বারা নিজেকে দুর্বল কোরো না। [illegible] কিছু না পার [illegible] একটি পল্লীর মধ্যখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কখনও ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাকে জ্ঞান দাও আনন্দ দাও আশা দাও তাহার সেবা কর তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ১৩০৮ সালে পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাতে একটি গঠনমূলক কর্মসূচী পেশ করেছিলেন। উক্ত পর্বে স্বদেশীসমাজ নামক প্রবন্ধেও তিনি এই সংগঠন কার্যের [illegible] দিয়েছিলেন। পাবনা সম্মেলনের পরে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে রাজনীতির আসর থেকে সরে এলেন। এরপরে আর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেননি।

একবার মাত্র [illegible] [illegible] জনসমক্ষে উঠে-

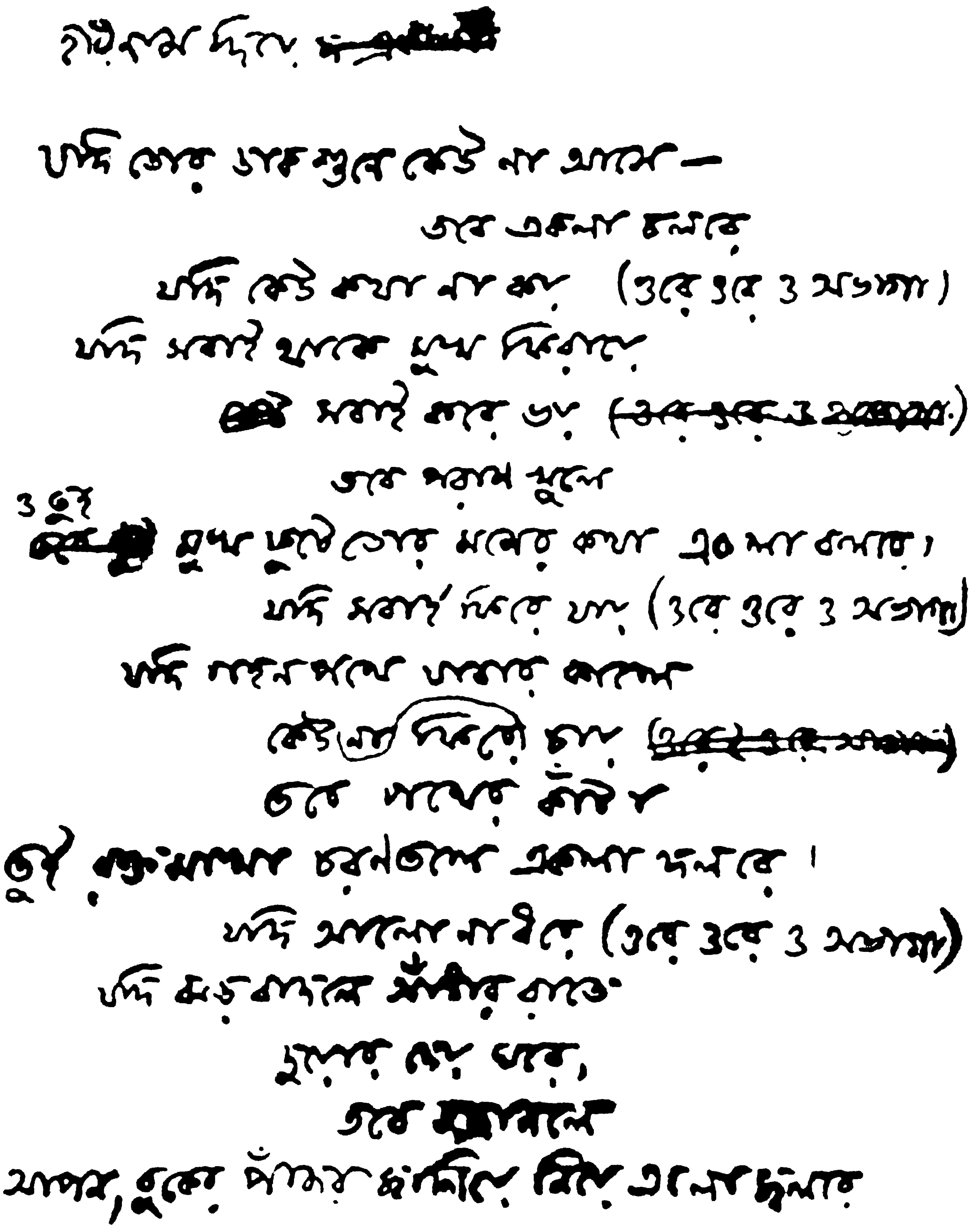

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী সঙ্গীত : রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি

দিলেন সে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরে। রাজশক্তির এমন নগ্ন এবং কুৎসিত প্রকাশ ইতিপূর্বে এদেশে দেখা যায়নি। মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি সম্মান গ্রহণ করেছিলেন; সেই সম্মান ঘৃণাভরে বর্জন করলেন। এই সম্পর্কে রাজপ্রতিনিধির কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি এখন ইতিহাসের সামগ্রী। চিঠির উপসংহারে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তার মর্ম হল—দেশের মানুষকে যারা সম্মান দিতে শেখেনি, তারা এসেছে আমাকে সম্মান দিতে! এদের দেওয়া সম্মানের মূল্য কি? রাজদণ্ডকে উপহাস করে সাম্রাজ্যের মনোভাব যে তীব্র [illegible] এটি তারই সমতুল্য—শ্রীম-শাক্ত [illegible] লাভ নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রকাশে সে আমারে গৃহ কর দান।'

রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু দেশের মুক্তি তাঁর নিত্য কাম্য ছিল। শিক্ষা প্রচার এবং সংগঠনমূলক কাজের মধ্যেই তিনি সেই মুক্তির পন্থা খুঁজেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্যও প্রস্তুতি আবশ্যক। নতুবা স্বাধীনতা লাভ করেও অপ্রস্তুত হতে হয়। গল্পগুচ্ছের বোষ্টমীর যেমন অবস্থা—ছেলে যখন এসে পৌঁছেছে, মা তখনো পিছিয়ে আছে। "আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরী হয় নাই।" আমাদের স্বাধীনতার বেলায় ঠিক এই বিড়ম্বনাই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই এই সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। [illegible] তাতে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু রবী[illegible] তাঁর আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত [illegible] দেশের জন্য অনেকেই অনেক ত্যাগ স্বী[illegible] করেছেন, বলা বাহুল্য, তার [illegible] প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথকেও নানাভাবে [illegible] স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু আর [illegible] জিনিসের ন্যায় তাঁর ত্যাগেরও [illegible] বৈশিষ্ট্য আছে। রাজনীতির সব চাইতে [illegible] প্রলোভন—নিত্য রোমাঞ্চ এবং বাহবার [illegible] রবীন্দ্রনাথ সেই প্রলোভনকে ত্যাগ [illegible] জনপ্রিয়তার লোভ সম্বরণ করেছেন। [illegible] সেবার কঠিনতম পথটি তিনি বেছে [illegible] ছিলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে যে [illegible] ভূমিকা, তাতে কোন বৌদ্ধ নির্ভার [illegible] তাছাড়া আনন্দ করের সম্ভাবনাও [illegible]

[illegible] এবং বহুত্বের প্রলোভন এড়িয়ে [illegible] ক্ষুদ্র আকারে তাঁর সংগঠনের [illegible] শুরু করলেন—শান্তিনিকেতনের [illegible] গ্রামে, যেমন প্রথম যুগে করে-ছিলেন তাঁর জমিদারিতে—শিলাইদহ এবং পতিসর অঞ্চলে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার [illegible]তেই বলে নিয়েছিলেন, আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে। বলেছেন, "সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তির মহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে [illegible] নয়। দেশের যে অংশকে আমরা [illegible] দ্বারা গ্রহণ করি, সেই অংশেই [illegible] করি সমগ্র ভারতবর্ষকে।"

তাঁর দেশপ্রেমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—জাতি বিদ্বেষ কখনও প্রচার করেননি। নিজের দেশকে বড় করতে গিয়ে অপর দেশকে ছোট করবার চেষ্টা কখনো করেননি। দেশের স্বাধীনতা সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছেন, কিন্তু সকল দেশের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। রামমোহনের আদর্শে পরিপুষ্ট তাঁর মন—সব দেশকেই আপন দেশ বলে জেনেছেন, সব মানুষকেই আপনজন মনে করেছেন। শেষ বয়সে তাঁকে আমরা বিশ্ব নাগরিকের ভূমিকায় দেখেছি, কিন্তু মনে রাখতে হবে—এ তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। 'সব দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া'—এ কবিতা তিনি পরিণত বয়সে লেখেননি, যৌবনকালেই লিখেছিলেন। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর এই বিশ্বপ্রেমও স্বদেশ প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে ছেলে মাকে ভালবাসে না, সে মাসিকে ভালবাসবে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার যে মা আপন ছেলেকে ভাল-বাসেন, পরে ছেলের প্রতিও তাঁর একটি বাৎসল্য ভাব থাকে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাই হয়েছে—ভারতবর্ষকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বেসেছেন বলেই সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাই বলে বিশ্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য কোন শর্ট-কাট্ পন্থাকে প্রশ্রয় দেননি। ১৯৩০ সালে জেনিভা শহরে এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ওয়েলসও ছিলেন শান্তিকামী। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে দুজনের আলোচনা হয়েছিল। ওয়েলস বলেছিলেন, পৃথিবীতে জাতিগত ধর্মগত বৈষম্য তো আছেই, তার ওপরে আছে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন প্রথা, রীতি এবং সংস্কার। এই সমস্ত বৈষম্য লোপ করে দিয়ে যদি সমগ্র পৃথিবীতে একটি অভিন্ন কালচারের সৃষ্টি করা যায় তবেই মানব সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ যুক্তি রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত হয়নি। তিনি বলে-ছিলেন, প্রত্যেক জাতি তার আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও অপরের সঙ্গে মিলতে পারে। অমিল থাকা সত্ত্বেও যে মিলতে পারা, রবীন্দ্রনাথের মতে তারই নাম সভ্যতা।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীতে [illegible] পদার্থটি এক [illegible]। প্রত্যেক দেশ আপন অনুকূলে মতসৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের বিরোধ চলছিল, তখনও দেশে বিদেশে আমাদের স্বাধীনতার অনুকূলে মত গঠনের প্রয়োজন ছিল। সে কাজটি কেউ যদি করে থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ বক্তৃতা করে নয়, কেবল-মাত্র আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা। দেশে দেশে জ্ঞানীগুণীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, যে দেশে এমন মানুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশ কেমন করে পরাধীন থাকতে পারে! যারা সে দেশকে পদানত করে রেখেছে তারাই বা সভ্যতার দাবি করে কেমন করে? আমে-রিকান পণ্ডিত উইল ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—You are the reason why India should be free. বিশ্বের দরবারে ভারতের দাবিকে তিনি কিভাবে তুলে ধরেছিলেন, এই উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্বদেশ প্রেমিক হয়েও উগ্র স্বাদেশিকতায় কোন কালে বিশ্বাস করেন নি। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, স্বাদেশিকতার মধ্যে জাতি-বৈরতা প্রচ্ছন্ন থাকে। বিদ্বেষের সমাপ্তি অপঘাতে, একথা বারংবার বলেছেন। পশ্চিম মহাদেশে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম মহা-যুদ্ধের পরে ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করে হতাশ হয়েছিলেন। এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের পরেও এদের শিক্ষা হয়নি। জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ যে কী গভীর দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী একথা তিনি জানতেন।

১৯২১ সালে দেশে ফিরে এসে সর্ব-মানবের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতবর্ষকে বরাবর বলেছেন, মহামানবের সাগর তীর। বিশ্ব-ভারতীতে ক্ষুদ্রাকারে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। মূলত এটিও তাঁর স্বদেশ প্রেমেরই নিদর্শন। ভারতবর্ষকে বড় করবার জন্যই তার ভূমিকাকে বিস্তৃত করেছেন। একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাঁর আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবোধ থেকেই উদ্ভূত অর্থাৎ তাঁর বিশ্বপ্রেম স্বদেশ প্রেমের পূর্ণতর প্রকাশ মাত্র। এই সূত্রে একটি কথার উল্লেখ না করলে এই আলো-চনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ বিশেষ একটি ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই আশা রবীন্দ্রনাথ চিরকাল পোষণ করেছেন। সুখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্র আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। [illegible] নীতিতে [illegible]

॥ হরেন ঘোষের ॥
শিখর স্বপ্ন ৩·০০

॥ শক্তিপদ রাজগুরুর ॥
অবাক পৃথিবী ৩·৫০
মন মানে না ৩·০০
পথ বয়ে যায় ৩·৭৫

॥ চিত্রগুপ্তর ॥
আমি চঞ্চল হে ৩·০০

॥ মনোজ সান্যালের ॥
শ্বেত চন্দন ৩·৭৫

॥ মেঘাচার্যের ॥
ধর্মদণ্ড ৮·০০

॥ ঊষা দেবী সরস্বতীর ॥
ধূলির ধরায় ৩·০০

॥ মনোজিৎ বসুর ॥
বেলাভূমি ২·৫০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ॥
পরপূর্বা ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তীর ॥
মেঘ মেদুর ২·৫০

॥ শান্তি দাশগুপ্তার ॥
অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ প্রভাত দেবসরকারের ॥
আকাশ প্রদীপ ৩·০০

[illegible] প্রকাশক ২১২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্র

পুলিনবিহারী সেন

সাধনা

কিশোরকাল থেকে আরম্ভ করে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল সাময়িকপত্রের সঙ্গে সম্পাদনা বা ব্যবস্থাপনা সূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন তার প্রারম্ভিক বিবরণে (দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯) 'ভারতী' (১২৮৪), 'বালক' (১২৯২) ও 'হিতবাদী'র (১৮৯১) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরপর প্রকাশিত হয় 'সাধনা' মাসিকপত্র (অগ্রহায়ণ ১২৯৮—কার্তিক ১৩০২)। বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনে যাঁরা স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে অভিলাষী তাঁদের ধ্রুবতারা। কাগজটি যে-চার বৎসর চলেছিল তার প্রথম তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যত সম্পাদক-নাম গ্রহণ করেন নি, (১) কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে তিনিই ছিলেন এই পত্রের নিয়ামক ও ধারক; চতুর্থ বা শেষ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সম্পাদনাভার স্বীকার করেন।

অল্পকালস্থায়ী এই পত্রিকাটি বিষয়-বৈচিত্র্যে, রচনার উৎকর্ষে ও সম্পাদনা-কৃতিত্বে(২) বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি ধ্রুব আসন অধিকার করে আছে। কেবল যে বিচিত্র এবং প্রভূত রবীন্দ্ররচনার বাহন বলেই 'সাধনা' পত্র স্মরণীয়(৩) তা নয়; পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে এমন বিষয় ও বিভাগ-বৈচিত্র্য এবং সেই বিভাগগুলি পরিচালনের কৃতিত্বে সাময়িক পত্রিকা রূপে সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনার যোগ্য। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য, এই বিভিন্ন বিভাগের রচনাগুলিও অধিকাংশ আর কোথাও মুদ্রিত হয় নি, এইজন্য তার বিশিষ্টতা আধুনিককালের পাঠকদের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়ে আছে; প্রধান যে-সকল রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তাও [illegible] এখন আর 'সাধনা'র পরি-[illegible] বিবেচনা করি না, কাজেই [illegible] পত্রিকা হিসাবে 'সাধনা'র [illegible] ও [illegible] হিসাবে [illegible] আর [illegible] [illegible]

কেউ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করলে তিনি অবশ্যই তা বিচার করে দেখবেন, বিশেষত সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার পট-ভূমিকায়। 'সাধনা'র যে-সকল বিভাগ প্রচলিত ছিল সেগুলি রবীন্দ্রনাথই যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন এমন নয়, অনেকগুলিই কোনো-না-কোনো

রবীন্দ্রনাথ, 'সাধনা-সম্পাদক' রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

পত্রিকায় পূর্বপ্রচলিত যথা 'গ্রন্থ-সমালোচনা' 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'(৪), 'সাময়িক সার-সংগ্রহ', (৫) স্বরলিপি, 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'। কিন্তু যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা এই বিভাগগুলির সম্বন্ধে; স্বরলিপি ব্যতীত অন্য সব বিভাগগুলি হিতকারী ও মনোহর করে তুলবার জন্য, মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিভাগগুলি প্রধানত তাঁর রচনাতেই পূর্ণ।—'সাহিত্য' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র কথা অনেকেই অবগত আছেন—বোধ করি তার তীব্রতার জন্যই এখনও তা [illegible] [illegible] [illegible] আছে(৬)—[illegible]

সঙ্গে 'সাধনা'র বিস্মৃত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' মিলিয়ে পড়লে উভয়ের পার্থক্য ও গুণাগুণ স্পষ্ট হবে। বর্তমান সংকলনের পরিসরে 'সাধনা'র এই-সকল বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; 'সাধনা'র প্রকাশ বন্ধ হলে 'সাহিত্য'-সম্পাদক যে মন্তব্য করে-ছিলেন ('মাসিক সাহিত্য স মা লো চ না', [illegible] ১৩০২), তাই উদ্ধৃত করে এই সূচনা সমাপ্ত করি—

"সাধনা।—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, "সাধনা" অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্যসংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া "সাধনা"কে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। অথচ [illegible] "সাধনা" ত্রৈমাসিক [illegible] শুনিয়া, আমরা মনে করিয়া-ছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনা" বিলোপ হইল দেখিয়া [illegible] অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল [illegible] তাহার কোন কারণ [illegible] নিকট প্রকাশিত হয় [illegible] তথাপি মনে হয়, [illegible] পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি [illegible] সাধনা বিলুপ্ত হইত না। যে [illegible] "সাধনা"র মত উচ্চশ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ [illegible] অত্যন্ত দুর্ভাগা।"

"দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি"

'সাধনা'-প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শিলাইদহে বাস করতেন—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]

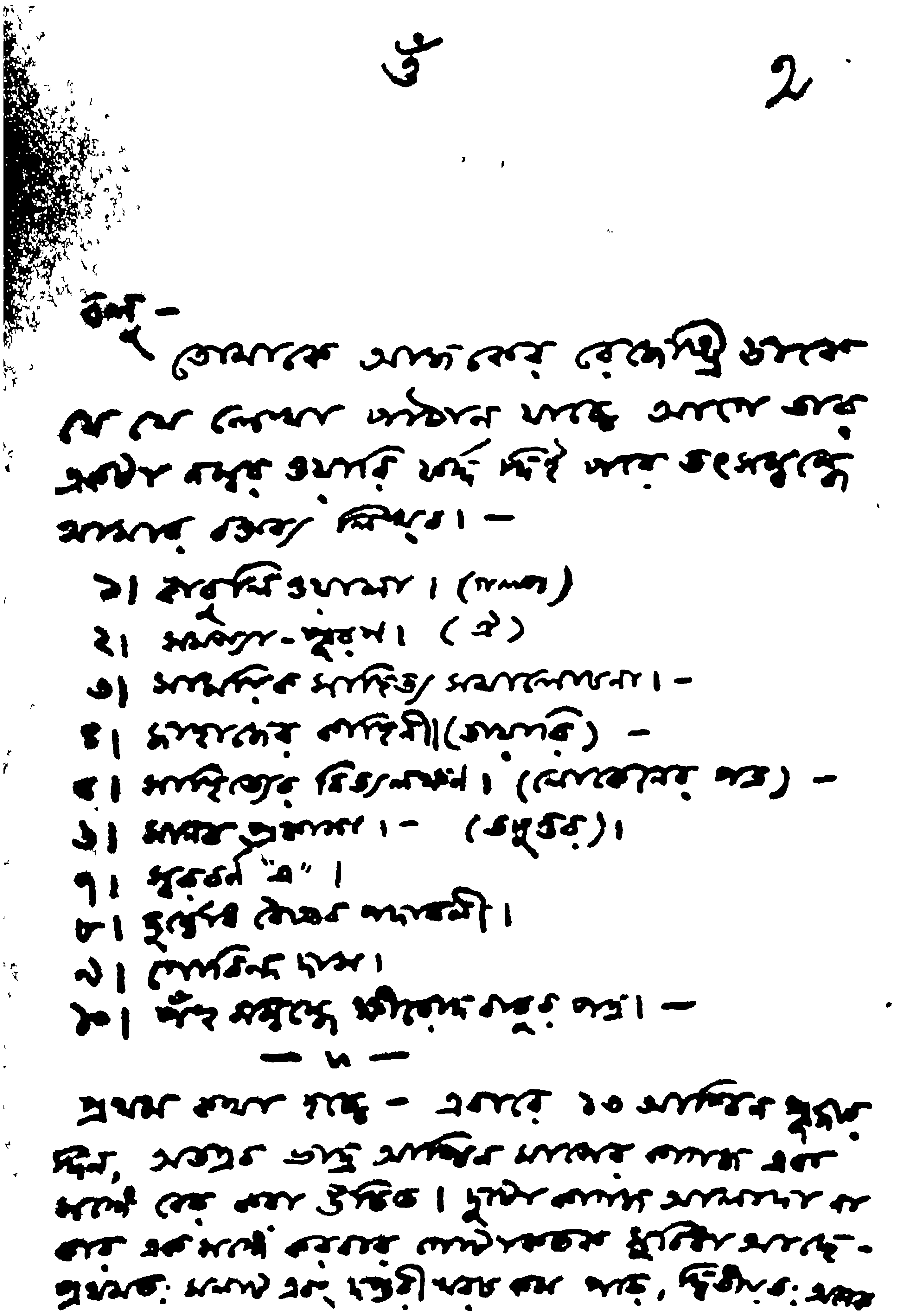
ওঁ ২

ভাই—

তোমাকে সাধনার বেঙ্গলি [illegible] যে যে লেখা পাঠান যাচ্ছে আশা করি প্রত্যেক [illegible] তৎসম্বন্ধে আমায় [illegible] লিখবে।—

১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প)
২। সম্পত্তি-সমর্পণ। (ঐ)
৩। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।—
৪। সমাজের কাহিনী।(সমালোচনা) —
৫। সাহিত্যের বিশেষত্ব। (লোকেনের পত্র) —
৬। সমস্যা পূরণ।— ([illegible])।
৭। [illegible] "ঐ"।
৮। ইংরেজ [illegible]।
৯। গোবিন্দ দাস।
১০। ঐঁর সম্বন্ধে শ্রী[illegible] পত্র।—
— ০ —
প্রথম কথা হচ্ছে — এবারে ১০ ফর্মার পুরো দিন, অতএব [illegible] একসঙ্গে [illegible] উচিত। দুটো [illegible] একসঙ্গে [illegible] প্রথমত: [illegible] দ্বিতীয়ত: [illegible]

'সাধনা'-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১২৯৯ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

সাহিত্যে যে ফসল ফলিয়েছিল, কবির জীবনে যে নতুন একটি দ্বার উন্মুক্ত হল মানুষের জন্য, তাতে যে নতুন সুর [illegible]। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তাঁর "রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন কাল"(৭) প্রবন্ধে উল্লেখ [illegible] আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায় [illegible] পদ্মার প্রবাহ কবিকে মানুষের [illegible] দিল, সুখদুঃখবিরহমিলন-পূর্ণ লোকালয় মানুষের সংসার [illegible] পাইল।.. ইতিপূর্বে [illegible] সাধারণ মানুষ বাংলা সাহিত্যে [illegible] লাভ করে নাই, কোথাও যদি তাহারা প্রবেশ পাইয়াও থাকে তবে [illegible] একদিন তাহাদের কুণ্ঠিত [illegible] যেন ছিল সাহিত্যের [illegible]। [illegible] তাহারা প্রধান পাত্রপাত্রীর পদপ্রান্তে [illegible]।" এই [illegible] সাধারণ মানুষ [illegible]।

দেশের মাটি চেনা ও বোঝার কথা রবীন্দ্রনাথ একান্ত তরুণ বয়স থেকেই আলোচনা করে আসছেন. এখন দেশের মানুষের সংস্পর্শে এসে ক্রমশই এ কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে লাগলেন যে,

"দেশ মানুষের সৃষ্টি।... মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"(৮) সাধারণ মানুষ যেমন নিজরূপে লাভ করেছে, [illegible]

চিহ্নিত হয়েছে তাদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য অশিক্ষা ন্যূনতম দুর্গতির বেদনা—

[illegible]
২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

"এবারে [illegible] জলের মধ্যে [illegible] সমস্ত [illegible] ডুবিয়ে দিয়ে [illegible] শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।.. আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে; তখন মাচা বেঁধে তার উপর বাস করতে হবে. গোরুগুলো দিনরাত্রি এক-হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে; তখন মাচা বেঁধে তার উপর বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার—তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে, পাট পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্ ভন্ করতে থাকে. । যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকরনার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে। পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। সকল রকম অত্যাচার করেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি কইতে সাহস হয় না।" (৯)

শিলাইদহ
১০ মে ১৮৯৩

.. আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়—তিনি এদের মুখে [illegible]

বৃহৎ জগতে হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে!
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
আনন্দে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা!
মৃত্যুরে করি না ভয়! দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! — কে সে? (কে জানি না!) ভাল করে চিনি নাই তারে —
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
মানবেরা চলিয়াছে যুগ হতে যুগান্তর পানে
জ্বালায়ে অন্তর দীপ! শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীতি দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন —
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!

২৩ ফাল্গুন ১৩০০

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার শেষাংশ। কবিতাটি ১৩০০ চৈত্র সংখ্যায় সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

[illegible] ... তার মধ্যে একটুকু একটু, কিন্তু একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই [illegible] জন্যে [illegible] কবিতায় চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা উদ্দীপন করতে পারে। যারা বলে, কোনো-

[illegible] ... দারিদ্র্যের এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের

তার আর সীমা নেই।..." (১০)

এই সময়েরই কাছাকাছি তিনি 'সাধনা' পত্রে (চৈত্র ১৩০০) প্রকাশ করেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' ২৩ ফাল্গুন ১৩০০(১৮৯৪). বৃহৎ মানবসংসারকে প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য—

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী। স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—

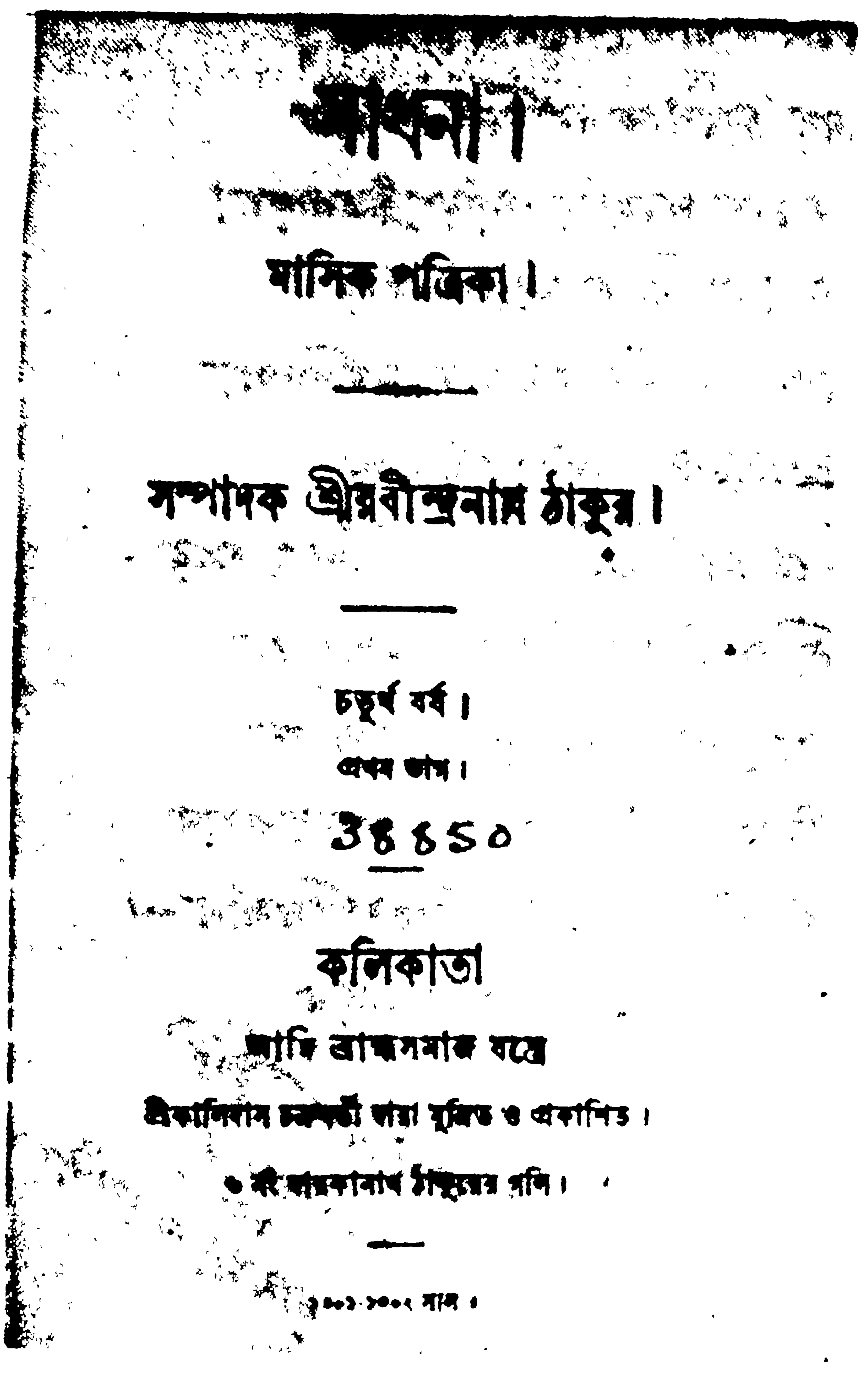
সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

১৩০১-১৩০২ সাল।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনার আখ্যাপত্র

রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

নাহি ভর্সে অদৃষ্টেরে,
নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে-অন্ন যখন কেহ কাড়ে সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে, দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে।

কবিতাটির এই অংশ যেন ছিন্নপত্রের [illegible] চিঠির একত্র সমাহরণ. এই কথাগুলিই সেখানে চিঠির ধরে-ধরে ছড়ানো বলা।

ছিন্নপত্রের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে দেখি সোস্যালিজম-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে [illegible] হলেও স্পর্শ করেছে প্রজার দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারের সূত্রে। যদিও তার [illegible] সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন [illegible]।

কথা রবীন্দ্রনাথের মনকে আন্দোলিত করত সেকালে এদেশে যাঁরা দেশের মঙ্গল-চিন্তা করতেন তাঁরা সেই সব সম্ভাবনার বিষয়ে তেমনভাবে বিবেচনা করেছেন বলে তো বোধ হয় না। উদ্ধৃত পত্রের নাতিদীর্ঘ কাল পরেই তিনি সাধনা পত্রে (মাঘ ১২৯৮) সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনার মত উদ্ধার ও আলোচনা করেছেন 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে—

'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোস্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ বলিয়াছেন বর্তমান কালে এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্যদিকে সভ্যতার সমস্ত সুখসম্পদ

হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

"প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ববিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এইজন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

"এতকাল এই সোস্যালিজম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোস্যালিস্ট দলই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-কাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে।

"ইহাতে সোস্যালিজমের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান্ কাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বর্ধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া দলপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহান্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোস্যালিজমের আসন্ন উন্নতি ও প্রাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।"

এর কিছুকাল পরে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে আছে পুনরায় সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে আলোচনা। "বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোস্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অতএব সোস্যালিজম্ মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।" অতঃপর কেলকার্ট নাপ্-এর বই থেকে সোস্যালিজম তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

"...এককালে রাজা ও [illegible] কর্তা ছিল; তাহারাই [illegible] তাহারাই [illegible]

অর্থার্জনের এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

"কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে: সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

"সোশ্যালিজম্ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

"সোশ্যালিস্টরা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ুক। তাহারা বলে ধন উৎপাদন এবং সঞ্চয় সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ সব সময় অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

"ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

"তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হইবে। দৃষ্টান্ত—মনে কর, সোশ্যালিস্ট বিধানমতে কোনো এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমসলা যোগ করিয়া তাহার কোনো লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোনো লাভ নাই এবং ভালো রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভালো রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই মত অন্যায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিসটা ভালো করিবার দিকে তাহার কোনো দৃষ্টি থাকে না।

"[illegible] থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই [illegible] মাত্র [illegible] অধীনতা

ঃঃ আমাদের বিশিষ্ট প্রকাশন ঃঃ

॥ উপন্যাস ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের দাবী — ৬·৫০
বিপ্রদাস — ৫·০০

বুদ্ধদেব বসু
শেষ পাণ্ডুলিপি — ৩·২৫
শোণপাংশু — ৪·০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
অপসারিকা — ৩·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল
মনে রেখ — ৬·৫০

আশাপূর্ণা দেবী
দিনান্তের রঙ — ৬·৫০

বিমল মিত্র
অন্যরূপ — ৫·৫০

প্রাণতোষ ঘটক
রাজার রাজার — ১ ০০

দীপক চৌধুরী
পাতালে এক ঋতু — ৬·০০
ঝড় এলো — ৫·০০
মালদা থেকে মালাবার — ৩·০০

প্রতিভা বসু
মধ্যরাতের তারা — ৩·২৫
অতল জলের আহ্বান — ৩·৫০

ধীরাজ ভট্টাচার্য
মন নিয়ে খেলা — ৫·০০

সুশীল রায়
ত্রিনয়না — ৫·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
প্রেমতারা — ৪·০০

॥ প্রবন্ধ ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়
দেখা — ৩·০০
অপ্রমাদ — ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা
রবীন্দ্রনাথ — ৫·০০

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে — ১০·০০

অমল হোম
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ — ৩·৫০

ডঃ নীহাররঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত ও সাহিত্য — ৭·০০

অমূল্যনাথ চক্রবর্তী
ভারতে শক্তি-সাধনা — ৭·০০

॥ গল্প ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়
কামিনীকাঞ্চন — ৩·০০
রূপের দায় — ৩·৫০

বুদ্ধদেব বসু
একটি জীবন ও
কয়েকটি মৃত্যু — ৩·০০

'বনফুল'
দূরবীন — ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
দন্তরুচি — ২·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অসবর্ণা — ২·৫০

সমরেশ বসু
পশারিণী — ২·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
জীবন-যৌবন — ৩·০০

॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়
জাপানে — ৬·৫০
পথে প্রবাসে — ৪·০০

বুদ্ধদেব বসু
জাপানি জর্নাল — ৩·৫০

অপূর্বরতন ভাদুড়ী
মন্দিরময় ভারত—(১ম) — ৫·০০
—ঐ— —(২য়) — ৬·০০

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
ডোভার পেরিয়ে — ৪·৫০

॥ জীবনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ—(১ম) — ৫·০০
—ঐ— —(২য়) — ৫·০০

তারকচন্দ্র রায়
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য — ৪·০০

॥ ইতিহাস ॥

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাচীন মিশর — ৫·৫০
প্রাচীন ইরাক — ৬·০০
প্রাচীন প্যালেস্টাইন — ৬·০০

॥ বিবিধ ॥

জওহরলাল নেহরু
পত্রগুচ্ছ — ১০·০০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
হিমালয়ের অন্তরালে — ৪·০০

সুলেখা সরকার
টক ও মিষ্টি রান্না — ১·৫০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রবীন্দ্রনাথ, সাধনা-যুগে

রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকর্তা [illegible] বলেন ধনহীন স্বাধীনতা [illegible] কথাটি সত্য। সেইজন্যই [illegible] মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া [illegible] — কারণ, তাহা [illegible] স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে [illegible] হইতে পারে না।

"অতএব [illegible] স্বাধীনতাই [illegible]। এখন [illegible] যাহাই [illegible] এখন স্বার্থের [illegible] এবং সমাজের [illegible] ধনের প্রলোভন [illegible] তাড়নায় লোককে [illegible] পীড়ন কম নহে। সকলেই [illegible] নয়, থাকিলে কখনো সমাজ [illegible] পারে না অতএব একটা কোনোরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে [illegible] [illegible] সমাজের [illegible] পীড়নের প্রবৃত্তির [illegible] সোশ্যালিজমের [illegible] সমাজ [illegible] ও [illegible] সমাজ [illegible] পীড়ন [illegible] হইবে। এবং [illegible] পীড়ন [illegible] এরূপ আশা করা যায়।

[illegible] বিভাগ ছিল সভ্যতার [illegible] জন্ম [illegible] কাজেই [illegible] এক-[illegible] ঐক্য [illegible] পার্থক্যের [illegible] পূর্বে [illegible] প্রতিযোগিতা ছিল এখন অত্যেক বড় হইতে চেষ্টা করিয়া [illegible] অনিবার্য ঘটিয়া থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ—প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

"সোশ্যালিজম, সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে এক-তন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মনুষ্যসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।"

দেশের সাধারণ চাষীর অবস্থা যেমন প্রত্যক্ষ করছেন তেমনি যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্তনের ফলে য়ুরোপের মজুর-শ্রেণীর মধ্যে যে-সকল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তাও পর্যালোচনা করছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অবস্থার তুলনা করছেন। ('কর্মের উমেদার', মাঘ ১২৯৮)।

য়ুরোপে

"সভ্যতার অসংখ্য আসবাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসম্ভব চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে। [illegible] জিনিস উৎপন্ন করা [illegible] সকলের এই [illegible] চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে [illegible] চেষ্টা [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সভ্যতার প্রবল [illegible] সমাজে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তা বর্ণনা করছেন—

"যন্ত্র সকল মনুষ্যকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। [illegible] স্বাধীন নৈপুণ্য [illegible] স্থান নাই। কলের মত কেবল [illegible] করিয়া যাইতে হয়।

"এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমন কি সে যে কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা শিল্পী ছিল, এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিকরের অধীনে কাজ করিত, এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।

"ইহাতেই নির্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কাজে সুখ নাই। [illegible]"

কিন্তু য়ুরোপের মানুষ পাঁজরের অবকাশে যন্ত্রের ভাঁজে নিঃশ্বাসে নীরবে মরবার শিক্ষা পায় নি, তারা মুহূর্তে ফুলিয়া শির একটা দাঁড়াতে জানে—

"য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোনো প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই; তা সে প্রজাশক্তিই হউক আর রাজশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হউক, যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে, তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।... .....

"য়ুরোপের মজুররা প্রতিদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কাছে যে-কথা নূতন ঠেকিবে, তাহারা সেই কথা উত্থাপিত করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, মজুর হই আর যা-ই হই, আমরা মানুষ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে প্রভুরা আমাদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, তাহা হইতে পারে না, আমরা ইহার প্রতিকার করিব। আমাদের বেতন বৃদ্ধি করো, আমাদের পরিশ্রম হ্রাস করো, আমাদের প্রতি মানুষের ন্যায় আচরণ করো।

"যন্ত্ররাজের বিরুদ্ধে যন্ত্রিগণ এইরূপে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রচার করিতেছে।"

"য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপে জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়া উঠে—শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে।"

আর আমাদের দেশে? আমাদের দেশে সেরূপ যন্ত্রসভ্যতার প্রাদুর্ভাব না ঘটিলেও

"আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কি খাইব, কি করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] এবং স্নানপান জপতপ প্রভৃতি [illegible] তাহা এমনই বাঁধা নিয়মে [illegible] যে, মন হইতে

বাক্-সাহিত্যের বই

জরাসন্ধের
মসীরেখা (২য় সং) ৯·০০
আসামী (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০
পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বসন্তী (২য় সং) ৪·৫০

ফণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নতুন উপন্যাস
কষিত কাঞ্চন ৪·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ৪·০০
ভবঘুরে ও অন্যান্য (২য় সং) ৬·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কচিৎ কখনো ৩·৫০

তারাশঙ্কর [illegible]
নিশিপদ্ম [illegible]

বনফুলের
[illegible] (২য় সং) [illegible]

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার [illegible]

বিমল মিত্র রচিত
স্ত্রী (৩য় সংস্করণ) [illegible]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অগ্নিমিতা (২য় সং) [illegible]
রোশনাই [illegible]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গরীয়সী গৌরী [illegible]

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ
দুই খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১০·০০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সাংস্কৃতিকী ৫·০০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের
চীনের ড্রাগন ৩·৫০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের
সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ ৪·০০

বিনয় ঘোষের
সুতানুটি সমাচার ১২·০০
বিদ্রোহী ডিরোজিও ৫·০০

সুবোধ ঘোষের
চিত্ত চকোর ৩·০০

প্রমথ চৌধুরীর
চন্দন কুঙ্কুম ২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অযাত্রার জয়যাত্রা ৪·০০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
অজস্র ৩·০০

[illegible]
বিদেহী (৩য় সং) ২·৫০

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আরও আলো ৫·০০

নীলকণ্ঠের ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে (২য় সং) ৩·০০
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজ রাজা কাল ফকির (২য় সং) ৩·০০
শৈলেশ দে-র গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ৩·৫০
প্রাণতোষ ঘটকের রোজালিন্ডের প্রেম ৩·০০
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কন্যাকলঙ্ক কথা ৩·০০
রক্তের স্বাদ নোনা ৩·০০

দিলীপকুমার রায়ের
দোটানা ৩·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
জলভ্রমি ৩·০০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের
পকেটমার (২য় সং) ৪·৫০

বিকর্ণ-র
নৈমিষারণ্য ১·৫০

হিমানীশ গোস্বামীর
বিলাতি বিচিত্রা ৪·০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

[illegible] অধিকার [illegible] হিসাবে তাহার পদতল [illegible] উদ্ধারে যখন এইরূপ [illegible] বাহিরে তখন স্বাধীনতা [illegible] পারে না। অতএব [illegible] আবশ্যক হয় তো আমাদের [illegible] অন্তরে আর নাই।...

[illegible] কাজ করিবার জন্য [illegible] তৈয়ার হইয়াছি। মনু [illegible] সকলে মিলিয়া আমাদের [illegible] চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; পশুর [illegible] স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি [illegible] বাঁধিয়া কি করিয়া চলিতে [illegible] হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়া- [illegible] আমাদিগকে যন্ত্রে জুড়িয়া [illegible] শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের [illegible] হইতে পারে, কিন্তু [illegible] হইব না। কখনও এমন [illegible] করিব না যে, স্বাধীন চেষ্টার [illegible] এ অবস্থার কোনো প্রতিকার [illegible]"

"[illegible] আমার হাতের কুঠারের মতো"

[illegible] আমি নিজেই খুব দূর [illegible] ছবি দেখতে পাই—আমি [illegible] আমি বৃদ্ধ পক্বকেশ হয়ে [illegible] বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় [illegible] গিয়ে পৌঁচেছি; অরণ্যের [illegible] দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ [illegible] গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে [illegible] পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে [illegible] প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, [illegible] আলোকে দুই-এক জনকে যাবে [illegible] যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি [illegible] কভু না নিষ্ফল হবে। ক্রমে [illegible] আমি দেশের মন হরণ [illegible]—নিয়েন আমার দু-চারটি কথা [illegible] দিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই [illegible] মনে আসে তখন আমার সাধনার [illegible] আমার বেড়ে ওঠে। তখন [illegible] আমার হাতের কুঠারের [illegible] দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য [illegible] জন্যে একে আমি ফেলে রেখে [illegible] দেব না—একে আমি বরাবর [illegible] দেব। যদি আমি আরও [illegible] সহায়কারী পাই তো ভালোই, না [illegible] তো আমাকে একলা খাটতে [illegible]।"(১১)

[illegible] উমেদার" প্রবন্ধে দেশের [illegible]সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে নৈরাশ্য প্রকাশ [illegible], 'সামাজিক [illegible] করবার [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] কুঠাররূপে [illegible]।

[illegible] বস্তুত সাময়িক পত্রগুলিতেই জাতীয় [illegible] আন্দোলন যে রূপ তাঁরা নিয়ে [illegible], গত শতাব্দীর শেষ দশকে যাঁরা রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ আলোচনা বা আন্দোলন করবেন তা তাঁদের অনেকেরই কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু সমাজ ও শাস্ত্রের নানা অর্থহীন অনুশাসন, আমাদের মনুষ্যত্বকে, আমাদের "অন্তরের স্বাধীনতা"কে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা দূর না হলে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা দৈববলে লাভ করলেও আমরা রক্ষা করতে পারব না, এইজন্য জীর্ণ লোকাচার ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে তিনি প্রবলবেগে অনবরত আঘাত করে চললেন সাধনায় নানা লেখায়। এই সময় চন্দ্রনাথ বসু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ উপকারিতা ও সার্থকতা প্রচার করছেন। ব্যক্তিগতভাবে চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের একান্ত গুণগ্রাহী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি রচনা তিনি যত্ন করে পড়তেন বলা চলে, এবং পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানাতেন(১২) আর প্রবীণ লেখকের সেই উৎসাহ-বাক্যকে রবীন্দ্রনাথ বহুমান বলে গ্রহণ করতেন। এই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মাসের পর মাস চন্দ্রনাথ বসুর সামাজিক মতকে আঘাত করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। বস্তুত চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সামাজিক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিতর্ক এই প্রথম নয়, "হিন্দু পত্নী" (১২৮৯) ও তার পরিপূরক "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" প্রবন্ধ লিখে চন্দ্রনাথ বসু যে সকল মত প্রচার করেন, রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তার প্রতিবাদ করেন হিন্দু বিবাহ (১৩) প্রবন্ধ সভায় পাঠ করে।

রবীন্দ্রনাথের এই-সকল প্রবন্ধ অধিকাংশই সহজলভ্য—আমরা পাদটীকায় তার একটি সূচী দিলাম। বিতর্কগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেও এই কালে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গতি পাঠক কতকটা অনুধাবন করতে পারবেন (১৪)।

এই সকল প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনা করবার স্থান এই সংকলনে নেই; আমরা এখানে এই সময়ে সাধনায় মুদ্রিত একটি প্রবন্ধ থেকে ('আদিম সম্বল', ১২৯৯, আষাঢ়) এক অংশ উদ্ধৃত করি, যাতে এই সকল তর্কবিতর্ক যে আদর্শ দ্বারা প্রণোদিত তার পরিচয় উজ্জ্বল ভাষায় প্রকাশিত—

"আমরা নব্য বাঙ্গালীরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কি হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর একবার পাল্টাইয়া আরম্ভ করিব?

"যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে আমরা কখনও একজাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় [illegible] নূতন আস্বাদ [illegible] পূর্ব [illegible] সমস্তের মধ্যে এক জীবন[illegible] করিয়া দিয়া এক অপূর্ব বলশালী [illegible] পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে, এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসংকোচে অসীম জনতার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদানপ্রদান করিতে থাকিবে; তাহার জ্ঞানের খনি, তাহার কর্মের ক্ষেত্র, তাহার প্রেমের পথ সর্বত্র উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে—তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীর্য বলে, বৃদ্ধ মনুষ্যের মত তর্ক করিয়া অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাহাকে নির্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে বুদ্ধির স্বাভাবিক অধিকার, সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা-রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্মে সমাজে দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম, ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে যে সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিয়েছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।"

"যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে"

ইংরেজ ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও তার বিকার এই মূল বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ অবলম্বনে অনেকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রে প্রকাশ করেন, (১৫) তার মধ্যে 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০) সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। এই সকল বৎসরের ব্যবধানে সে লেখাগুলির প্রসঙ্গ একালে আমাদের কাছে দূরে [illegible], কিন্তু সেকালে যাঁরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের অনেকের [illegible] ও রচনায় সঙ্গে মিলিয়ে [illegible] ১৮৯৩-৯৪ সালে, [illegible]

বাঙালীকে মার ফিরিয়ে দিতে না দেখে দুঃখিত হচ্ছেন, আর ইংরাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষা না করে ইংরেজের কাছ থেকে ভারতবাসীকে দূরেই থাকতে উপদেশ দিয়েছেন—

"কারণ এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে, তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড় বেশি—এত বেশি যে, সে-অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি।"

'ইংরেজ তাহাদের আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার আসঙ্গ-প্রসঙ্গ বন্ধুত্ব প্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে, তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজ-সমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে এত কৃতার্থ হই যে আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। এমন-স্থলে এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অনুগ্রহমদকে অস্পৃশ্য বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।'

এ তো গেল নৈতিক কর্তব্য। আমাদের ইতিবাচক কর্তব্য জানালেন তিনি। এ বিষয়ে তিনি সাধনা পর্বের এক দশক পূর্ব থেকেই সে কথা বলে আসছেন—

'আমাদের দেশে পরের দেশের অনুকরণ করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়।

"ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা অনেক সব পাইতে পারি কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর তাহাই যদি না পাই তবে আসল জিনিসটি পাইলাম না। কারণ ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।

'সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য।"—

সাধনার প্রবন্ধাবলীরও সেই বক্তব্য, আর এর কোনো-কোনো কথা আজও স্মরণীয়—

"আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না, বরং যতদিন না পাইয়াছি, ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল, সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পূরাইলে কিছুতে আমাদের শান্তি নাই।"

'অন্তরের শূন্যতা' পূরণ করবার উদ্দেশ্যে [illegible] করিয়ে দিলেন, আজও

রবীন্দ্রনাথ, যৌবনে

রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

[illegible] স্মরণ করবার প্রয়োজন সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়।

কেবল নিজেদের মধ্যে ঐক্য [illegible] চিরস্থায়ী [illegible] এবং সেই অনুসারে চরিত্রবলে উদ্যম নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না পরস্পরকে বিশ্বাস করি না আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বড়ো বড়ো বুদ্বুদের মতো ফাটিয়া যায়, আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সঙ্গে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুই দিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তৎক্ষণাৎ তাহার নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমন পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।"

ইংরেজ আমাদের অপমান করলে তা নিয়ে আমরা অভিযোগ আক্ষেপ করি, কিন্তু নিজের দেশের লোকের প্রতি আমরা কিরকম ব্যবহার করি?—অপমানের প্রতিকার (সাধনা, ভাদ্র ১৩০১) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আমরা কি আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে-নীচে বিভক্ত, যে-লোক কিছুমাত্র উচ্চে আছে, সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট ঊর্ধ্বতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাস্য এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস এবং দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমাদের অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ

লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট হইতে ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করিয়া সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত বাজিমাত এবং জাতীয় অবসাদের মূলে নিহিত রহিয়াছে।"

গৃহে ও সমাজে আত্মসম্মানের ও আত্মনির্ভরের কথা আরও সবিস্তারে প্রতিফলিত হয়েছে এর পরে ভারতী (১৩০৫) ও বঙ্গদর্শন (১৩০৮-১২) সম্পাদনকালের রচনায়। বস্তুতঃ সমগ্র জীবন ধরে নানা ভাবায় নানা প্রসঙ্গে কথিত এই আত্মশক্তি-উদ্বোধিনী বাণীই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতের প্রধান কথা।

টীকা

(১) প্রথম তিন বৎসর সাধনার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্র পরিচালনায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত "চিঠিপত্র", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমাবধিই কার্যতঃ সাধনার সম্পাদক ছিলেন, এই চিঠিতে তারও নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে।

(২) "সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।"—পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র, ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে মুদ্রিত। রচনা-সম্পাদন প্রসঙ্গে তুলনীয় - ছিন্নপত্রাবলী ১১৭।

(৩) বস্তুতঃ সাধনার যুগকে অনেকেই রবীন্দ্রজীবনের সমৃদ্ধতম যুগ, সোনার ফসলের কাল বলে মনে করবেন। সংক্ষেপে এই সময়কার রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণের আভাস দেওয়া যেতে পারে। ১২৮৪ থেকে ১৩৪৮ সালের মধ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৯০টি গল্পের ৩৬টি সাধনায় বেরিয়েছিল ১২৯৮-১৩০২ এই কয় বৎসরে—"কলকাতা থেকে বন্ধুর ফরমাস আসত, গল্প চাই। গ্রামজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়।" 'আধুনিক সাহিত্যে'র অনেকগুলি আলোচনাই মুদ্রিত হয় সাধনায়, যথা "বিদ্যাপতির রাধিকা" (চৈত্র ১২৯৮), "রাজসিংহ" (চৈত্র ১৩০০), "বঙ্কিমচন্দ্র" (বৈশাখ ১৩০১), "বিহারীলাল" (আষাঢ় ১৩০১), "ফুলজানি" (অগ্রহায়ণ ১৩০১), "আর্যগাথা" (অগ্রহায়ণ ১৩০১), "সঞ্জীবচন্দ্র" (পৌষ ১৩০১), "কৃষ্ণচরিত্র" (মাঘ, ফাল্গুন ১৩০১), "যুগান্তর" (চৈত্র ১৩০১)—কয়েকটি রচনা বাংলার সাহিত্যরথীদের পরলোকগমনে শ্রদ্ধাঞ্জলি—এই তালিকায় বিদ্যাসাগর চরিত ১ প্রবন্ধটিও গ্রহণীয় (সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২।—এ লেখাটি অবশ্য 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্গত নয়, 'চারিত্রপূজা'র অন্তর্গত)। অন্যান্যের সম-সাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা, 'গ্রন্থ-সমালোচনা'র সংক্ষিপ্ত পরিসরে যাদের যথোচিত বিচার সম্ভব নয়। "গুপ্তরত্নোদ্ধার" (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গুপ্তরত্নোদ্ধার যা প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে কবিওয়ালাদের গানের আলোচনা—"কবি সংগীত" নামে লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কতকগুলি প্রধান কবিতা, যেমন সোনার তরীর বিম্ববতী, শৈশবসন্ধ্যা, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, হিং টিং ছট, পরশ পাথর, যেতে নাহি দিব, তোমরা এবং আমরা, বৈষ্ণব কবিতা, গানভঙ্গ, সমুদ্রের প্রতি, আকাশের চাঁদ, সোনার তরী, হৃদয়-যমুনা, ভরা ভাদরে, কণ্টকের কথা, নিরুদ্দেশ যাত্রা; চিত্রার সুখ, প্রেমের অভিষেক, এবার ফিরাও মোরে, নববর্ষে, মৃত্যুর পরে, অন্তর্যামী, সাধনা, সন্ধ্যা, ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, জ্যোৎস্নারাত্রে, দুই বিঘা জমি শীতে ও বসন্তে নগর সংগীত সাধনার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল; একই সঙ্গে চলেছে চন্দ্রনাথ বসুর মতের প্রতিবাদ নবীনচন্দ্র সেনেরও মন্তব্যের প্রত্যুত্তর [illegible]কসভা', চৈত্র ১৩০১। শব্দতত্ত্ব আলোচনা স্বরবর্ণ অ, স্বরবর্ণ এ, টা টো টে [illegible]।

সুবিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধও সাধনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাধনা পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চভূতের ডায়ারি, আবার ব্যঙ্গকৌতুকের অনেকগুলি রচনা, আর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ ও আলোচনা। 'সাধনা'র সোনার তরী ছাড়া এত বিচিত্র ফসল ধরে উঠত কিনা কে জানে? কাব্যরচনা বা পঞ্চভূত প্রভৃতি গদ্য রচনা অবশ্যই পত্রিকা পূরণের জন্য রচিত নয় কিন্তু সাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক 'আলোচনা' মনে হয় অনেকটা পত্রিকার কারণেই রচিত হয়েছিল, আর "মোটরগাড়ির স্টার্টার" ফরমায়েস না থাকলে গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত সব রচিত হত কিনা তা নিয়ে জল্পনা করা চলতে পারে।

(৪) বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির আলোচনা।

(৫) বিদেশী পত্রিকাদি থেকে রচনার চুম্বক ও আলোচনা।

(৬) সম্প্রতি 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পত্রিকায় শ্রীনন্দরাণী চৌধুরী এগুলি পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

(৭) 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ড: 'রবীন্দ্র-সরণী' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

(৮) সপ্ততিতম জন্মোৎসবে প্রতিভাষণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), "অবতরণিকা"।

(৯) ছিন্নপত্রাবলী

(১০) ছিন্নপত্রাবলী

(১১) ১৮৯৩ ২৫শে ফেব্রুয়ারির পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

(১২) রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর কতকগুলি চিঠি ১৩২৫ আশ্বিন সংখ্যা সবুজ পত্রে ও ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(১৩) ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৫; রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চন্দ্রনাথ বসুর লিখিত রবীন্দ্রনাথ ২১ শ্রাবণ, ১২৯৮ তারিখে পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১।

(১৪) "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত", পৌষ ১২৯৮; "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা", ফাল্গুন ১২৯৮, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা চৈত্র ১২৯৮; কড়ায়-কড়া কাহন-কানা, পৌষ ১২৯৯; চন্দ্রনাথ বসুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব আষাঢ় ১২৯৯; সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

সামাজিক প্রসঙ্গে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধের এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে - সমুদ্রযাত্রা (প্রসঙ্গ কথা) ফাল্গুন ১২৯৯; 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' শ্রাবণ ১৩০১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী), দ্বাদশ খণ্ড।

(১৫) "সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম সমালোচনা শুরু করি। [বস্তুতঃ অনেক পূর্ব থেকেই আলোচনা করেছেন।] তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্মেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতাম। আমাদের দেশে পলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনাই করতে পারবেন না।" —রবীন্দ্রনাথ, "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। কালান্তর গ্রন্থে মুদ্রিত।

সাধনায় প্রকাশিত রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গে এই সকল রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) দশম খণ্ডে মুদ্রিত আছে—

"সার লেপেল গ্রিফিন", শ্রাবণ ১২৯৯; "ইংরেজ ও ভারতবাসী", আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০; "রাজনীতির দ্বিধা", চৈত্র ১৩০০; "ইংরেজের আতঙ্ক", পৌষ ১৩০০; "রাজা ও প্রজা", শ্রাবণ ১৩০১; "অপমানের প্রতিকার", ভাদ্র ১৩০১; "সুবিচারের অধিকার", অগ্রহায়ণ ১৩০১।

পরিশিষ্ট

১

সাধনার চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-০২) রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করে "আলোচনা" নামে একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন—সাময়িক ঘটনা ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য। এগুলি এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিতই আছে। ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে একটি 'আলোচনা" নিম্নে উদ্ধৃত হল। দেশের সম্মান দেশের মানুষের আত্মসম্ভ্রম রক্ষাকল্পে এ রকম তীব্র সুরের রচনা সেকালে "সম্পাদকীয় স্তম্ভে" সুলভ ছিল না—বস্তুতঃ রচনাটি সমসাময়িক সম্পাদকদের লক্ষ্য করেই লিখিত। ইংরাজের হাতে "যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে সেই কাপুরুষ চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোন সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না? বল বাহুল্য পদ্ধতির প্রতিষেধক আর কিছু নাই।"

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্নমেণ্ট তাঁহার ইংরাজ কর্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কিরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোন দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

লাকস সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সাবডিভিসনের হর্তাকর্তা। তাঁহার ভৃত্য সেই অঞ্চলের রেলওয়ে পুলিসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলওয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিতেছিল। পুলিস ইন্সপেক্টর তৎসম্বন্ধে [illegible] করিয়া সাহেবের সেবককে [illegible] এবং পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, সে ভয়ে পশ্চাতে দৌড় করায়, বাড়ি পর্যন্ত নিজের গাড়িতে ধাবমান থাকে। আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন—বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ—তাহারা আমাদিগকে মারে, আমাদের বড়ো লাগে।

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষা পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য একথা আমাদের কোনো সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না—কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মানজ্ঞান নাই, তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোনো মর্ত্য গবর্নমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্নমেণ্ট কি কখনও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক, পারেন; মনে করা যাক গবর্নমেণ্ট এমন এক আশ্চর্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কি হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাকশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল? গবর্নমেণ্টের সতর্কতা যখনই শিথিল হইবে, তখনি তো উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নতপৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে নহে চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না—সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মতো আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি।

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন যে, ইংরাজ গবর্নমেণ্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারা শিখাইতেছেন—সম্পাদক মহাশয় একথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্নমেণ্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে প্রশ্রয় দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখ[illegible] ঘরের ছেলে পরের দরজায় [illegible] করিয়া [illegible] কাঁদিতে আসে, [illegible] সেই সকল [illegible] হইতে [illegible] করিতে বসার চেয়ে [illegible] করিয়া [illegible] হইতে [illegible] করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্‌—এবং চাবুক খাইয়া সাজা নেত্রে ও সকল [illegible] গবর্নমেণ্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্‌!

জাতীয় আদর্শ

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি আহা আমরা বড়ো দুর্বল—আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে, আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না—আমাদিগকে যদি কেহ অপমান করে, তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম—অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড; শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতার লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া [illegible] সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র [illegible] আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের [illegible] উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে—সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে, তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে—তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট বেল কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভালো কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল, তাহার মতো অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাডীচ কোনো জমিদার-বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল, সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পরজাতিকে স্পর্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব দেশহিতৈষিতা

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা—সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় এজন্য আমাদের সম্পাদক-সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব দেবতা—আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি—আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব করিব এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব—অহংকার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশহিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর

পাশবতা সকল দেশেই আছে—কেবল তাহা নানা প্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোনোপ্রকার শাসন নাই। সেই জন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপন-কালে য়ুরোপীয়েরা আপন অনির্বাপিত বর্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। .. যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর—তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া, গবর্নমেন্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না, তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

২

'অন্তর্যামী' কবিতার বর্জিত অংশ

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'অন্তর্যামী' ("এ কি কৌতুক নিত্যনূতন") কবিতা ১৩০১ সালে সাধনার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি 'চিত্রা' গ্রন্থে এখন যে আকারে পাই মূলতঃ তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ ছিল সেই বর্জিত অংশ সাধনা থেকে এখানে মুদ্রিত হল। কবিতাটি বর্তমানে যেখানে সমাপ্ত তারপরে এই অংশ ছিল।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
  ওগো কৌতুকময়ী,
যদি এ জীবনে ভুবনে ভবনে
  হইবে নিখিলজয়ী,
এবার তাহলে খুলে দও ডোর
ছুটাও জগতে এ পরাণ মোর,
আঘাত করিয়া নিঠুর কঠোর
  ছিঁড়িয়া বন্ধগা-বাধা।
না চাহি আরাম, নাহি বিশ্রাম
দুর্দমবেগে ছুটি উদ্দাম,
দেখাবে আমারে দক্ষিণ বাম
  তব ইঙ্গিত-আধা।
অয়ি নির্ভীকে, লইয়ো আমার
মর্ত্য প্রাণের প্রান্ত সীমায়—
জীবনমৃত্যু মিলেছে যেথায়
  মত্ত ফেনিল স্রোতে।
লয়ে যেয়ো ছিঁড়ি অলসযুগের
আত্মঘাতক লূতাজাল-ঘের,
লয়ে যেয়ো, দেবি, গৃহজীবীদের
  শাস্ত্র-শাসন হতে।
নির্বাক হয়ে চেয়ে রবে সব
বিপুল বিশ্ব, বিবিধ মানব,
কোথা হতে জয়শঙ্খের রব
  বাজিবে তোমার মুখে।
কোথা হতে শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ
চাহি চারিদিকে কই দেবী কই,
তোমার চরণ বিশ্ববিজয়ী
  নাচিবে আমার বুকে।
সেই তালে তালে নাচিবে বজ্র,
প্রলয় নেশায় নাচিবে ভক্ত,
রুদ্র দিবস তিমির নক্ত
  নাচিবে মুক্তকেশে।
মোহ-বন্ধনে হানিয়া অস্ত্র
ঘুচায়ে জীর্ণ মিথ্যাবস্ত্র,
আয় পাগলিনী প্রসারি হস্ত
  বক্ষে, পাগলবেশে
কর অচেতন কর চুম্বনে,
কঠিন পীড়ন তব কঙ্কণে,
তব নির্দয় বাহুবন্ধনে
  মুক্তি পাইব বুঝি।
তব কেশপাশে হইয়া অন্ধ
  মরিব তোমারে খুঁজি।

একি কৌতুক নিত্য নূতন
  ওগো কৌতুকময়ী!
যুগ যুগান্ত চরণপ্রান্তে
  নূপুর বাজিছে ওই!
যেদিকে ফিরাই মুগ্ধ নয়ন
মনে পড়ে যেন তোমারি স্মরণ,
তোমারি হাতের লিপি পুরাতন
  খুঁজে পাই চারিদিকে।
ঊষার প্রকাশে অরুণের লেখা
তব রাঙা পদ-কমলের রেখা
সন্ধ্যা-তারায় কি যে যেন দেখা,
  চেয়ে থাকি অনিমিখে।
অনন্তকাল বিশ্বমেলায়
তোমাতে আমাতে কিসের খেলায়
খেলায়ে ফিরেছি মনে পড়ে যায়
  বাল্য স্বপন মত।
সে খেলাচিহ্ন কুসুমে পাতায়
বায়ু-হিল্লোলে নদীর গাথায়
আকাশেপাতালে যেথায় সেথায়
  পড়ে আছে শত শত।
এ শ্যামল ধরা সুনীল গগন
ছিল আমাদের বাসর-ভবন,
কবে হয়েছিল প্রথম মিলন
  আজি কি তা মনে পড়ে।
সে ফুল-শয়নে তোমার সুবাস
আজো বিরহীরে করিছে উদাস,
সে সুখ-পরশ বহিয়া বাতাস
  আজিও সোহাগে করে।
শত জনমের তোমার সে হাসি
কার মুখে আজি বেড়াইছে ভাসি,
তাই দেখে' আজি কারে ভালবাসি
  তাই ভাবি আজি মনে।
যে কথা স্বর্গে হয়েছিল বলা
সে কথা ধ্বনিছে আজিকার গলা,
কখন্ কোথায় ওগো চঞ্চলা
  কি যে খেলা ত্রিভুবনে!
এমনি করিয়া মুগ্ধ এ দাসে
বাঁধিয়া গোপন ছলনার পাশে
লোক লোকান্তে প্রেম পরিহাসে
  খেলায়ে বেড়াবে বুঝি?
শত জনমের বিস্মৃতি মাঝে
  তোমারে ফিরিব খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
  ওগো কৌতুকময়ী?
সকল জগৎ তব মায়ারথ
  কোথা যেতে চাহ অয়ি!
আজি নির্জনে বসিয়া একাকী
পদপংকজে মন বাঁধা রাখি
সুগভীর ধ্যানে মুদি দুই আঁখি
  হেরিতেছি এক ছবি,
(পার্থের রথে ভদ্রা যেমন)
হেলায় রশ্মি করিয়া গ্রহণ
সুবর্ণ রথ করিছ চালন
  পাশে আমি তব কবি —
নাহি জানি কোন্ যুগের সে কথা,
কিসে মিশেছিলে কোথা হতে কোথা,
কত রণভূমি কত সে জনতা,
  কর্মপ্রবাহ কত!
কোথা শিবির তটে লোক-আবর্ত
মহাসংঘাতে করে সংঘর্ষ
দারুণ হিংসা সুখে প্রমত্ত
  প্রলয়-উৎসবে!
অর্ধেক সে কাহিনী লেখা ইতিহাসে,
যত কবি গায় তত মনে আসে
দুলে উঠে প্রাণ শোকে উল্লাসে
  উৎসাহে অবসাদে।
আমি ছিনু সেথা, আমি ছিনু তারা,
সেই স্রোতোমাঝে হয়েছিনু হারা,
তাহি সে দিনের নির্ঝর-ধারা
  আসিয়াছি কলনাদে।
সেই রামায়ণ, সে মহাভারত,
তার মাঝে তব গিয়েছিল রথ,
দুঃসহ দুখ, দুর্গম পথ
  এসেছি বাহন করি।
কত না ঊর্মি-আকুল পাথার
তোমা সাথে আমি দিয়েছি সাঁতার!
মৃত্যু-পয়োধি হইয়াছি পার
  চরণ বক্ষে ধরি।
তাই থেকে থেকে প্রাণ মেতে উঠে,
সুখ-বন্ধন দুই হাতে টুটে'
কটিকায় মাঝে যেতে চায় ছুটে,—
  কারে মনে পড়ে বুঝি?
কর্মের স্রোতে জল-কল্লোলে
  তোমারে বেড়াই খুঁজি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বুদ্ধদেব বসু

উপেন্দ্রকিশোর বিষয়ে প্রবন্ধ? তা সম্ভব নয়, অন্তত আমার পক্ষে নয়। আমার পক্ষে যা সম্ভব তা শুধু স্মৃতিমন্থন, শুধু ভক্তি-নিবেদন। তাঁর সঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে আছে আমার সবুজ শৈশব, সবুজ নোয়াখালি, মশা, বাঁশবন পানা-পড়া পুকুর বৃষ্টি-পড়া দিন, হারানো বল খুঁজতে গিয়ে উজ্জ্বল-চোখ গোসাপের সঙ্গে দেখাশোনা, আর প্রথম কবিতার স্বর্গস্বাদ। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাহিত্যিক নয়, ব্যক্তিগত।

যখন দাঁত পড়ছে এবং আবার দাঁত উঠছে আমার জীবনের সেই সময়ে কী অনুভবে না তাঁর বইগুলো পড়েছিলাম। চোখ আর মন ঘোড়ার মতো দৌড়ে চলেছে পাতার পর পাতা দিনের পর দিন পুনরাবৃত্তির পর পুনরাবৃত্তিতেও ম্লান হয়নি কোনো একটি অক্ষর [illegible] মাধুরী। [illegible] প্রবেশ করছি [illegible] করছি [illegible] পিছনে এক কুকুর নিয়ে। কত কান্না, [illegible] কত দুঃখ, কাঁপুনি কত করুণা আর কত আক্রোশ। আর কী [illegible] নিবিড় নিমগ্নতা, অতুলনীয় ভালো লাগা! সেই [illegible] মফস্বল সিনেমাহীন রেডিওরহিত আদিযুগ, সামান্য ও সংকুচিত দৈনন্দিনতা। এরই মধ্যে একটি দাঁত-পড়ো-পড়ো বাঙালি শিশুর জীবন ছিলো উত্তেজনাময়, পতনে-উত্থানে উত্তাল, দেবতা ও দানবের দ্বারা রোমাঞ্চিত।

বলা যাবে না কত সম্পন্ন ছিলো আমার শৈশবজীবন, কত ভরপুর। ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ছিলো টেনিসনের কাব্য ও এমন একটি আশ্চর্য বাক্স যার ভিতরে ব'সে কেউ একজন নানারকম সুরে মোটা গলায় গান গায় ও অভিনয় করে। শাদা পালকের কলমে আকাশের মতো নীল রঙের কালিতে শাদা কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষররচনার সুখ ছিলো। কিন্তু সুখের চরম ছিলো সেই দুটি বই—'ছোট্ট রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত'—বার-বার ফিরে এসেছি তাদের কাছে; যেমন মা, যেমন মাঝে-মাঝে খাওয়া আর ঘুমোনো—এও তেমনি অনতিক্রম্য।

আমার খেলা ছিলো তাসের বাড়ি বানানো, দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি বানানো, মেয়েদের সঙ্গে রাঁধাবাড়াও খেলেছি, কিন্তু খেলাধুলোর নামে শরীরের যে-সব যোদ্ধৃ-জনোচিত ব্যবহার বালকেরা সাধারণত ক'রে থাকে, আমি তাতে পরাঙ্মুখ ছিলুম।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী চিত্র ॥ কুলদারঞ্জন রায়
শ্রীঅমূল্যকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে

আসল কথা, আমার দেহ ছিলো দুর্বল (যেমন এখনও আছে), এবং আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ততদিন পর্যন্ত অস্ফুট ছিলো যতদিন না মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে উপেন্দ্রকিশোর আমাকে তীরন্দাজ ক'রে তুলেছিলেন, আমার কাপ্তির তীরে অনেক তাড়কা বিদ্ধ হয়েছে, যদিও সেই যুদ্ধের ফলে মাচা থেকে কচি কুমড়ো পড়ে যেতে দেখে গুরুজনেরা প্রীত হননি। সত্যি বলতে, আজও আঙুলে লাঠি ঘোরাতে না-পারলেও, ধনুর্বিদ্যায় আমি বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম—কেননা তা না-হ'লে রাম লক্ষ্মণ বা অর্জুন হওয়া যাবে না; অর্থাৎ—শুধু পড়া নয়, ঐ রামায়ণ আর মহাভারত আমার জীবনের মধ্যে মিশে গিয়েছিলো, যা খেলছি আর যা ভাবছি তার অনেক-কিছুই সেখান থেকে আসছে। 'ছোট্ট রামায়ণ'টি পুরো মুখস্থ আমার — আউড়ে যাচ্ছি, অভিনয় করছি, ঘটনাগুলো আমারই জীবনে ঘটাচ্ছি, অতএব তীরধনুক ছাড়া কী ক'রে চলে?

কিছুদিন পরে আর-এক খেলা আমাকে পেয়ে বসলো—তা হলো কবিতা লেখা। আমি স্কুলে পড়িনি ছেলেবেলায়, আমার সারাটা দিন আমারই ছিলো; এই অবকাশের সুযোগে এক ক্রীড়া-বিমুখ পাঠমুগ্ধ বালকের কাঁচা হাতের লেখায় ভরে উঠেছিলো অনেকগুলো মসৃণ কাগজের রুল-টানা খাতা, দপ্তরিকে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। ততদিনে আমি মধুসূদন আর হেমচন্দ্র পড়ছি, কিন্তু আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে বীররস বা অমিত্রাক্ষর প্রবেশ করেনি; একবার একটা 'অভিমন্যুবধ' লেখার উচ্চাশা উদ্গত হ'য়েই মিলিয়ে গিয়ে ছিলো। শুধু একটি দীর্ঘাকার পদ্যরচনা আমি আরম্ভ করে শেষ করতে পেরেছিলাম: তা একটি রামায়ণ। তখন আর 'ছোট্ট রামায়ণ' আমার নিত্যসঙ্গী নয়, কিন্তু আজ সেই খাতাটি খুঁজে পাওয়া গেলে বোঝা যেতো তার কতটা অংশ উপেন্দ্রকিশোর থেকে এসেছিলো—সম্ভবত অনেকটাই;—যা একেবারে মনের মধ্যে মিশে ছিলো হয়তো তা-ই, অদল-বদল উল্টে-পাল্টে, অচেতনভাবে, আমি উগরে তুলেছিলুম। আমার এই অনুবাদের সপক্ষে

একটি তথ্য আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি: 'ছোট্ট রামায়ণে'র ললিতমধুর মুখবন্ধটি আজ পর্যন্ত আমি নির্ভুলভাবে আওড়াতে পারি না। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন—

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বয় ধীরে।
সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল চলে কুলকুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড়ো সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।

কিন্তু আমার স্মরণে যা মুদ্রিত হ'য়ে আছে, তা এই :

তমসার নীল জল চলে কুলকুল
বনে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের ছায়ায়
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
সেথা মুনি বাল্মীকি লেখে রামায়ণ
সে বড়ো সুন্দর কথা শুন দিয়া মন।

হয়তো আমার সেই রামায়ণ এই ধরনের ভুল উদ্ধৃতি দিয়েই ভরিয়েছিলাম।

দশ কি পনেরো বছর আগে একটা কবিতার আরম্ভ আমার মনে আসে—

মনে পড়ে ফবেকার "সন্দেশে"র রঙিন মলাট

কবিতাটা লেখা হয়নি কিন্তু ঐ প্রথম পংক্তিটি ভুলে যেতেও পারিনি আমি, মাঝে-মাঝে যখনই মনে পড়ে আমি যেন ছেলেবেলায় ফিরে যাই। ডাক-পিওন আসতে-আসতে নিশানের মতো হাত নাড়ছে দূর থেকে, দেখতে পেয়ে ছেলেটা ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরলো; একমাস প্রতীক্ষার পরে আজ আবার মোড়ক ছিঁড়ে সুখে ডুবে যাওয়া। সেই 'সন্দেশ'! নানা-রঙিন মলাট থেকে সর্বশেষ ধাঁধাটি পর্যন্ত এমন কিছুই তাতে ছিলো না, যা শিশুর পক্ষে—অধিকাংশ স্থলে সাবালকের পক্ষেও—উপভোগ্য নয়; বিশেষত উন্মীলমান ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ে শিশু যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকে, এবং যা-কিছু তার বেড়ে ওঠার পক্ষে প্রয়োজন—তার বয়সোচিত পুলক ও পুষ্টি—সব যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে উপহার আনতো 'সন্দেশ', মাসে-মাসে সুদূর কলকাতার বহসামর সুকিয়া স্ট্রীট থেকে। মলাটে লাল কালিতে ছাপা থাকতো 'প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদক সুকুমার রায়, বি এসসি'। সহজ বুদ্ধিতে আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে এই দু-জনের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, এবং অধিকাংশ রচনা স্বাক্ষরহীন হওয়া সত্ত্বেও, আমার অনুমান করতে দেরি হয়নি যে আশ্চর্য ছন্দ-মিলের কবিতাগুলোর লেখক যেমন পুত্র, তেমনি 'পুরাতন লেখা' পর্যায়টিও স্বগত পিতার লেখনী থেকে বেরিয়েছিলো। মেরুজ্যোতি পিরামিড, পেঙ্গুইন পাখি, মাঙ্গো পার্ক আর্কিমিডিস— এই ধরনের প্রসঙ্গ থাকতো 'পুরাতন লেখা'য়; এই পুরাণকার বাংলা-দেশের শিশুদের সামনে বাস্তব পৃথিবী-টাকেও খুলে ধরেছিলেন। তাঁর হাত ধ'রে আমি ঘুরে এসেছি জগৎ; জগদানন্দ, জুল ভের্ন, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' এর জন্য প্রস্তুত হয়েছি। অনেক শিখেছি, কিন্তু তা এমন আনন্দময় যে শিক্ষা বলে কখনো মনে হয়নি। তুলনায় স্কুল কী দরিদ্র, জগতের মাস্টারমশাইরা কী নিষ্ফল! কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়ে যারা কলেজে পড়তে আসে তাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাব ভয়াবহ। তারা হয়তো অ্যাপোলোর নাম শোনেনি, বা বিষুবরেখা ভারতবর্ষের উত্তরে না দক্ষিণে না মধ্যভাগে সে-বিষয়ে তাদের ধারণা অস্পষ্ট, এমনকি 'মোনা লিসা' কী ব্যাপার তাও জানে না এমন ছাত্রও আজকের দিনে বিরল নয়। এ নিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা হচ্ছিলো একদিন। 'মনে হয় আমরা যেন শৈশবেই ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় মোটামুটি জেনে ফেলেছিলুম—কোনো চেষ্টা করতে হয়নি তার জন্য—নিশ্চয়ই আজকাল স্কুলগুলোর খুব অবনতি হয়েছে?' আমার কথা শুনে হাসলেন আমার সমবয়সী এক অধ্যাপক 'ও সব কি আর স্কুলে শিখে-ছিলাম আমরা? শিখেছিলাম—মনে ক'রে দেখুন— সন্দেশ 'মৌচাক', 'প্রবাসী' প'ড়ে। আপনি যেমন তা-ই, আমিও তেমনি।' আমাকে মানতে হলো তাঁর কথা সত্য। হয়তো ঐ ধরনের সুখপ্য ও জ্ঞানদা পত্রিকা দেশে আর নেই ব'লেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। কিংবা

পত্রিকা থ কলেও প্রসঙ্গগুলি আর শিশু ও কিশোরদের আকর্ষণ করে না; তাদের অবকাশ নেই, রেডিও সিনেমা ময়দান প্রভৃতি বিবিধ বিনোদে তারা ছিন্নভিন্ন, এবং অনুরূপ উত্তেজনা তাদের দিতে পারে শুধু সেই ধরনের রচনা, যাতে কল্পনার অভাব গাঁজিকা দিয়ে মেটানো হয়, এবং থাকে ফুটকির সারি ও বিস্ময়চিহ্নের আড়ালে ভাষার ও তথ্যের দারিদ্র্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। কিংবা হয়তো যাকে আমরা এতদিন ধরে মানবিক বোধ ও বিদ্যা বলে—এবং সেইজন্যেই শিক্ষিতের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে জেনেছি, অধুনা আর অধিকাংশের কাছে মূল্য নেই তার; অধিকাংশ ছেলেরই উচ্চাশা হলো যন্ত্রবিদ বা বিজ্ঞানী হবার, এবং পিতামাতারাও বলতে শুরু করেছেন যে যন্ত্রবিদ্যা বা বিজ্ঞানেই যদি স্থান না পেলো তাহলে আর ছেলেকে 'পড়িয়ে কী হবে।' এই মানসতা দেশের মধ্যে আরো ব্যাপ্ত হলে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন শিক্ষিতেরা পঞ্চপাণ্ডবের নাম সঠিক-ভাবে স্মরণে আনতে পারবেন না—আর, সত্যি বলতে, তাতে কোনো পঞ্চবার্ষিকী সংকল্প ব্যাহত হবার প্রত্যক্ষ কোনো কারণ নেই। পরোক্ষভাবে কতদূর পর্যন্ত ক্ষতি হ'তে পারে সে-কথা এখন তোলা হবে না, অনেক বেশি সুখদায়ক উপেন্দ্রকিশোরে ফিরে যাই।

আমি 'টুনটুনির বই'কে ভুলে যাচ্ছি না—তা কি সম্ভব? যেমন দক্ষিণারঞ্জন যেমন সুকুমার রাওয়ের 'গল্পের বই' ও 'আরো গল্প'— এবং যেমন 'হাসিখুশি' ও 'খুকুমণির ছড়া', তেমনি 'টুনটুনি'ও অমর। 'অমর' কথাটি লিখেই একটু ভাবতে হলো, কেননা এমন বছর মাঝে-মাঝে আমরা অনেক কাটিয়েছি, যখন উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে কোনো-একটি বা কোনো-কোনোটি ছাপা ছিলো না—'বাজারে'র খামখেয়াল থেকে উপেন্দ্রকিশোরও নিস্তার পাননি। যে-কালে এ সব বই অপ্রাপণীয় সে-কালেও বাংলায় ঘরে-ঘরে শিশুরা জন্মেছে এবং জন্মাবে—বড়ো হবে এবং হয়েছে—কী পড়েছে, কী পড়বে তারা, ঘুমের আগে মায়েরা তাদের কী প'ড়ে শোনাবেন? বিষম এই ভাবনা, কিন্তু মানতেই হবে যে ও-সব বইয়ের অস্তিত্ব না-জেনেও ভবসংসারে কৃতী হওয়া সম্ভব। অতএব নিষ্ঠুরের মতো বলা যাক যে 'টুনটুনির বই' বা 'খুকুমণির ছড়া'ও অপরিহার্য নয়—অপরিহার্য শুধু খবর-কাগজ ও পাঠ্যপুস্তক যেহেতু ও-দুয়ের প্রচার কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হয় না। না, অপরিহার্য নয়—কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলিকে বলা যেতে পারে বিকল্পহীন; অর্থাৎ, এরা যা দিতে পারে অন্য কোনো বই তা পারে না; যদি কোনো মা-বাবা তাঁদের প্রায় অজ্ঞান [illegible]. [illegible] সহজে

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

Languages & Literatures Of Modern India Rs. 18/-

A historical survey of the languages of Modern India and a comprehensive survey of the entire range of Literatures in Modern Indian Languages.

বৈদেশিকী পরিবর্ধিত সচিত্র নতুন সংস্করণ প্রথম খণ্ড
পূর্বতন সংস্করণে পাঁচটি ও নতুন তিনটি উপাখ্যান নিয়ে প্রথম খণ্ড ৫.৫০॥

AFRICANISM Rs. 16/-

Art Culture & tradition of the Black Africa with Art plates

—নানান স্বাদের রকমারী বই—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রচনা-সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১০.০০॥
শিলাসন ৩য় মুঃ ২.৫০॥

মনোজ বসুর
দেবী কিশোরী ৩য় মুঃ ২.৫০॥
পথ চলি ৩য় মুঃ ৩.০০॥

সমরেশ বসুর
সওদাগর ২য় মুঃ ৬.০০॥
বাঘিনী ২য় মুঃ ৭.০০॥

জরাসন্ধের
ন্যায়দণ্ড ৫ম মুঃ ৬.৫০॥
তামসী ৯ম মুঃ ৫.৫০॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সংকট ২য় মুঃ ৩.৫০॥
পত্র লেখার বাবা ৪.০০॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আর চাঁদ ৩.০০॥
তুঙ্গভদ্রা ২য় মুঃ ৪.০০॥

আরবের সংগে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২.০০॥
একটি নমস্কারে ২য় মুঃ সুবোধ ঘোষ ৪.০০॥
চলন বিল (৪র্থ মুঃ) প্রমথনাথ বিশী ৪.৫০॥
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মুঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৫.০০॥
নীলাঞ্জন ২য় মুঃ সরোজকুমার রায়চৌধুরী ৪.০০॥
বেগম বাহার লেন ৩য় মুঃ রবীন্দ্রনাথ দাস ৪.০০॥
মন্ত্রবন্ধ রমাপদ চৌধুরী ৩.০০॥

নবগোপাল দাসের
অনুচ্চারিত ৩য় মুঃ ৫.০০॥
এক অধ্যায় ২য় মুঃ ৩.০০॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মুঃ ৫.০০॥
ধানেশ্বরের উপাখ্যান ২য় মুঃ ২.০০॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী ১ম খণ্ড : ১৪.০০॥ ২য় খণ্ড : ১২.০০॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫.০০॥
দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড (১০ম মুঃ) ৯.০০॥ ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০.০০॥

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ১ম খণ্ড ১২.৫০॥
বাংলা ও বাঙালীর নবজাগরণ ইতিহাসের পবিত্র দলিল

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

আনন্দময় প্রথম স্থান দিতে চান যদি চান জাগিয়ে তুলতে তাদের কল্পনাশক্তি ও মৌলিক নীতিবোধ [illegible] আকাঙ্ক্ষা করেন তাদের হৃদয়বৃত্তির বিকাশ তাহলে এ সব বই-ই হবে তাদের অবলম্বন কেননা অন্য কোনো বই—অন্যান্য দিক থেকে উত্তম হলেও, শিশুর পক্ষে এই সবগুলি শর্ত পূরণ করে না। সহজ পাঠের মতো মূর্তিময় রচনাও 'হাসিখুশি'র বিকল্প হয়ে ওঠেনি—হয়েছে তার সহযোগী ও পরিপূরক;—আমাদের শিশু-সাহিত্যের কয়েকটি আদিগ্রন্থ প্রতিযোগিতার পরপারে।

এই যে বলছি বিকল্পহীন, তা সাহিত্যিক অর্থে নয়, ঐতিহাসিক অর্থে। সৎসাহিত্যের গ্রন্থমাত্রই বিকল্পহীন; অর্থাৎ, নতুন লেখা পুরোনো লেখাকে স্থানচ্যুত করে না; যে-কবিতাকে আমরা ভালো বলি তা বিশ্ব-ইতিহাসে শুধু একটিবারই রচিত হওয়া সম্ভব, এবং সেই অর্থে তা অদ্বিতীয়। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন্দ্রনাথের মতো লেখককে 'সাহিত্যিক' বলে ভাবলে ভুল হবে, ঐ বহুব্যবহৃত ও অপব্যবহৃত পদবি তাঁদের অযোগ্য; তাঁরা ছিলেন [illegible] বাংলাসাহিত্যের [illegible] শিশু[illegible] অনুষ্ঠানের সূত্রপাত [illegible] পাবার শক্তি পাবার সব ইচ্ছা [illegible] যুগপৎ অক্ষত ও প্রবল—তার এমন [illegible] পরিপূরণ আর কোথায় পাবো আমরা।

পাঠককে বলে দিতে হবে না যে আমার উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে সবই সংগ্রহ বা অনুলিখন, অথবা (যেমন 'হাসিখুশি') তারা নিতান্তই বর্ণমালা-পুস্তক; 'শিল্পসৃষ্টি' নয়—ঠিক উল্টো, এগুলোর উদ্দেশ্যই শিক্ষাদান। অন্য এক প্রবন্ধে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় সংগ্রহ, অনুবাদ ও অনুলিখনও মৌলিক রচনার মর্যাদা পেয়ে থাকে, এবং আধুনিক বাংলাদেশ যখন জায়মান তখন আমাদের ভাগ্যে পেয়েছিলাম এমন কয়েকজন লেখক, আসলে যাঁরা শিক্ষাদাতা ও নবযুগের স্থপতি, যাঁরা চেয়েছিলেন যে-কোনো প্রকারে আধুনিক বাঙালির মানসপথ্য তৈরি করতে—পাঁচালির বদলে অন্য কিছু, ভাঁড়ামির বদলে অন্য কিছু—এবং যাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপাদানের সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিলো। এই ভাস্বর [illegible] বিদ্যাসাগর উপেন্দ্র[illegible] তার পরে তা লুপ্ত [illegible] [illegible] গেছে বয়স [illegible] সাহিত্যে শিশুসাহিত্যেও [illegible] সরলতার বদলে বক্রোক্তি, [illegible] প্রসাদগুণের বদলে সচেতন শিল্পপটুতা ও চাতুরী। এই পরিবর্তন অনিবার্য; তার ধরনটা বোঝা যাবে ছোট্ট রামায়ণের সঙ্গে 'আবোলতাবোল', ও 'পাগলা দাশু'র সঙ্গে 'দিনে দুপুরে'র তুলনা করলে। হঠাৎ হয়তো একদিন কোনো প্রতিভাবান শিশুভোলা 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' বাংলা ভাষায় নতুন করে লিখে ফেলবেন—তা উপেন্দ্রকিশোরের রচনার চেয়ে 'আরো ভালো' হতে পারে, সম্ভবত তা-ই হবে, কিন্তু তাতে থাকবে না সেই স্নেহের ক্ষরণ, সেই মায়ের আঁচলের গন্ধ যেন, যা উপেন্দ্রকিশোর তাঁর যুগের শৈশব থেকে পেয়েছিলেন। এই বিশেষ অর্থে এ-সব বই বিকল্পহীন।

আমি মনে-মনে নিজেকে প্রশ্ন করি: 'ছোট্ট রামায়ণ' ও 'ছেলেদের মহাভারত' আমাকে যে এই বয়সেও প্রত্যাখ্যান করে না,

সগৌরবে
চলিতেছে
সর্বসাধারণের জন্যে এক অসাধারণ
সচ্ছন্দ ও সরস সামাজিক চিত্র
৫ বিপন্ন ভাইয়ের জন্যে ৫ পরমাশ্চর্য
মেয়ে - - -
পরস্পরের জন্যে উন্মুখ হৃদয়ের
রঙে রঙীন কাশ্মীর
আগামী শুক্রবার হইতে প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টায়
অপেরা - কৃষ্ণা
(শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত) (শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত)
মেনকা
(শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত)
রূপালী - মিত্রা - ছায়া - পার্কশো
[illegible] - ন্যাশনাল - নিশাত - [illegible]
[illegible] - ক্রিসেন্ট - [illegible] - কল্যাণী
[illegible] - [illegible] - [illegible] - [illegible] ([illegible])
[illegible] (পাটনা) - সিটি সিনেমা ([illegible])
—[illegible] হইতে অগ্রিম বুকিং—

তার কারণ কি মূল কাহিনীর গৌরব নয়? বিশেষত মহাভারত—সেই সনাতন ও সর্বজনীন গ্রন্থ—তার আবেদন কি অমোঘ ব'লে ধ'রে নেয়া যায় না? তখনই উত্তর পেয়েছি—না, তা নয়, কর্ণের মৃত্যু বা জটায়ুবধের মতো ঘটনাও যেমন-তেমন ক'রে লিখলে সাড়া তুলবে না আমাদের হৃদয়ে। আমি ছেলেবেলায় দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি অনেক উপাখ্যান পড়েছিলাম, যেগুলো ছোটোদের জন্য পদ্যে রচিত এবং স্কুলের প্রাইজের উপযোগী ক'রে মুদ্রিত; সেগুলো থেকে আমি কোনোরকমে কাহিনীটা শুধু অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, কিন্তু কাঁদিনি, সুখী হইনি, আওড়াইনি। কিন্তু আজও, অবসর পেলে, উপেন্দ্রকিশোরের স্বাদ নিতে আমি রাজি আছি। অর্থাৎ, ব্যাস যেমন দেবতুল্য, তেমনি উপেন্দ্রকিশোরও একজন কৃতী গণেশ।

শৈশবে, ছন্দের গুণে, আমাকে হয়তো বেশি মুগ্ধ করেছিলো 'ছোটো রামায়ণ'; কিন্তু [illegible] দিক [illegible] একটি [illegible] আমি [illegible]। ঐ পুস্তকে [illegible] ছেলেদের রামায়ণে উপেন্দ্রকিশোর উত্তর-কাণ্ড বর্জন করেছিলেন [illegible] সীতার [illegible] বর্ণনা করে ছোটোদের [illegible] দিতে চাননি।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড হীন রামায়ণ রামায়ণের মহিমা ঠিক ধরা পড়ে না; কেননা [illegible] থেকে যা কিছু ঘটে এলো, তাকে গভীরতর অর্থ দিচ্ছে সর্বশেষ সীতা-বর্জন। এবং শিশুরাও বই প'ড়ে কাঁদতে ভালোবাসে—সেটা তাদেরই পক্ষে বেশি প্রয়োজন; সেই কান্নার অংশ কমাতে গেলে বরং তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু এদিক থেকে 'ছেলেদের মহাভারত' একেবারে সমালোচনার অতীত।

ভেবে দেখা যাক, শিশুদের জন্য মহাভারত লেখার কাজটি কী সুকঠিন। সেই মহারণ্যের মতো গ্রন্থকে শিশুদের পক্ষে সহনীয় একটি পরিচ্ছন্ন ছোটো বাগানে পরিণত করা—তার জন্য কি প্রয়োজন হয় না অনেক চিন্তা, অনেক পরিশ্রম, নির্বাচনের জন্য বিদগ্ধ রুচি ও সহজ রসবোধ? উপেন্দ্রকিশোর নির্ভুলভাবে মূল কাহিনীটি বেছে নিয়েছেন, কিন্তু তার কোনো প্রধান অংশ বর্জন করেননি। বইটি শেষ করেছেন যথোচিতভাবে যদুকুলের ধ্বংস এবং মহাপ্রস্থানে; আর [illegible] মহাভারতের মূল কাহিনীর পারম্পর্য স্মরণে আনতে হ'লে, এটি এখনো বয়স্কদের [illegible] ব'লে মনে হয়। কুরু-পাণ্ডবের [illegible] সবটুকুই বলেছেন তিনি, কিন্তু বলেছেন অতি সংযত ও সুপরিমিত ক'রে। [illegible] যেখানে পঞ্চপাণ্ডব ও কর্ণের জন্মরহস্য বলছেন, অন্যান্য [illegible] কেমন ক'রে আনার যেন একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাঁর। কেমন সরলভাবে হালকাভাবে তিনি বলেন, 'কুন্তী [illegible] হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ [illegible] নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে [illegible]' বা 'অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে [illegible] কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা [illegible]। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসন যত টানে, ততই লাল নীল [illegible] সোনালি নানা রঙের কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।' 'হতভাগা' বিশেষণটিতে কী চমৎকার [illegible]।' বিচিত্রবীর্যের বিবাহের পর লেখকের মন্তব্য: 'ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।' ভাষা যেন শিশুদের মনের সঙ্গে সমান মাপে চলছে; কোথাও তাদের বোধশক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, অথচ আসল ব্যাপারে কোনো ফাঁকিও নেই। চরিত্রচিত্রণে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল [illegible] প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুদ্র পাঠকেরা কর্ণের মৃত্যুতে যেমন কাঁদবে, তেমনি মুগ্ধ হবে অর্জুনের বীরত্বে, অনুভব করবে গান্ধারীর বেদনা, যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা ও মহত্ত্ব; মহাপ্রস্থানের দৃশ্যে অভিভূত না-হ'য়ে পারবে না। পূর্বস্মৃতি থেকে আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি যে শৈশবে 'ছেলেদের মহাভারত' প'ড়ে আমি তার প্রধান চরিত্রগুলিকে যে-ভাবে জেনেছিলাম, পরবর্তী [illegible]

অনুবাদ গ্রন্থ
এমিল জোলার
Human Beast এর অনুবাদ
পাশবিক
এলবার্টো মোরাভিয়ার
Women of Rome এর অনুবাদ
রোমের রূপসী ১ম খণ্ড ৬.০০
রোমের রূপসী ২য় খণ্ড ৭.০০
স্বৈরিণী ৫.০০
অনুবাদক : প্রবীর ঘোষ
চলন্তিকা প্রকাশক
২১২/১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র 'সন্দেশ'-এর বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হয়ে প্রকাশিত হবে। উপেন্দ্রকিশোরের গল্প কবিতা প্রবন্ধ গান চিঠি প্রভৃতি বিচিত্র রচনা এই খণ্ডে সংকলিত হবে।

'সন্দেশ'

উপেন্দ্রকিশোরের একটি অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র লিখছেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুবিমল রায়।
প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার রচিত একটি ধারাবাহিক উপন্যাস 'হট্টমালার দেশে' এই সংখ্যা থেকে শুরু হবে।
পরিমল গোস্বামীর সরস লেখা 'এক যে ছিল কাল' সকলের ভালো লাগবে।
ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর

বৈশাখ

সম্বন্ধে লিখছেন জীবন সর্দার। কবিতা লিখছেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের বিচিত্র এক মিশ্ররসের গল্প 'শিবু আর রাক্ষসের কথা'। গৌরী চৌধুরীর মিষ্টি হাতের গল্প 'পলকা'। নলিনী দাশের ধারাবাহিক রহস্য-গল্প 'পলাশগড়ের রহস্য'। এ সি সরকারের ম্যাজিক-কবিতা। হাত পাকাবার আসর ধাঁধা নতুন প্রতিযোগিতা

সংখ্যা

এই বিশেষ সংখ্যার দাম এক টাকা
বার্ষিক গ্রাহকরা সাধারণ সংখ্যার দামেই এই বিশেষ সংখ্যাটি পাবে।
বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা ৯ টাকা। ষান্মাসিক গ্রাহক হওয়া যায় না।
ম্যানেজার 'সন্দেশ', ১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩—এই ঠিকানায় টাকা পাঠাতে হয়। ব্যক্তিগত নামে টাকা পাঠালে অসুবিধা হয়।
পুরনো গ্রাহকরা টাকা পাঠাবার সময় গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

জয়হিন্দ ! দিল্লী চলো !

ধ্বনিতে আকাশ বাতাস অরণ্য প্রান্তর মুখরিত করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতভূমির দিকে কদম কদম অগ্রসর হচ্ছে। তারা মণিপুর প্রবেশ করল। কোহিমায় কৌমি নিশান উড়ল, ডিমাপুরের পতন আসন্ন।

এমন সময় শ্বেতাঙ্গ এক গুপ্তচরের বিশ্বাসঘাতকতায় . তারই এবং আরও অনেক চাঞ্চল্যকর ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার শেষটুকু এক নিশ্বাসে পড়ুন

চিরঞ্জীব সেনের

সর্বাধুনিক সত্যভিত্তিক রহস্য কাহিনী

মহাযুদ্ধের অন্তরালে

প্রকাশের পথে দাম চার টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

দেবেন্দ্রনাথ সেন : কাব্য-চয়নিকা

মণিমঞ্জুষা গ্রন্থাবলী

শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী : সুলিখিত কবি ও কাব্য-পরিচিতি
কবির সুন্দর আলোকচিত্র : উৎকৃষ্ট কাগজ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ
প্রতি বই পাঁচ টাকা

অক্ষয়কুমার বড়াল : কাব্য-চয়নিকা

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

॥ মন্মথ রায়ের নাটক ॥

একাঙ্কিকা—৫.০০ ॥ ছোটদের একাঙ্কিকা—২.০০ ॥ নব একাঙ্ক—৩.০০ ॥ মরা হাতী লাখ টাকা—১.২৫ ॥ মহাভারতী—২.৫০ ॥ কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া—৩.৫০ ॥ অশোক—২.০০ ॥ মীরকাশিম—অমৃতময়ী হাসপাতাল—রঘু ডাকাত—৩.০০ ॥ সাবিত্রী—২.০০ ॥ খনা—২.০০ ॥ কোটিপতি নিরুদ্দেশ—বিদ্যুৎপর্ণা—রাজনটী—রূপকথা—৩.০০ ॥ চাঁদ সদাগর—২.০০ ॥
॥ সাঁওতাল বিদ্রোহ—বন্দিতা—সেবাসদন—৩.০০ ॥

মহাপ্রেম—২.৫০ স্বর্ণকীট ও জওয়ান—২.০০
বিচিত্র একাঙ্ক—৩.০০ অমৃত অতীত—১.০০

ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
আনন্দ পাবলিশার্স, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা—৬

পাণ্ডু সেই রচনায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি, শুধু অনেক বিস্তারিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের মহাভারতে একটি 'গ্রন্থকারের নিবেদন' আছে, ... ১৩১১ তে লিখিত সেই ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করতে লোভ হচ্ছে। 'মহাভারতের আখ্যানকে বালক-বালিকাদের উপযোগী করিতে গিয়া, উহার স্থানে-স্থানে আবরণের প্রয়োজন হইয়াছে। মূল গল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই কার্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এ বিষয়ে যদি কেহ কোনো ত্রুটি দেখিতে পান, দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।' তারপর : 'প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী। লিখিবার সময় তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, এবং পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করিয়া দেওয়াতে, পুস্তক-খানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।' রবীন্দ্রনাথ কী-কী 'সংশোধন' করেছিলেন, কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ রচনা করে দিয়ে-ছিলেন কিনা তা জানবার জন্য অনেক কিছু মূল্য দেয়া যায়। আর একটি কথা জানতে ইচ্ছে করে কোনো পাঠক কি কোনো ত্রুটি দেখিয়েছিলেন সেই সময়ে? কিংবা কেউ কি লক্ষ করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে এই পুস্তকটি কী অসামান্য অবদান? বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যখন বলছেন 'সময় যেন পাচক সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ'— তখন কি অনেক বয়স্ক পাঠক রোমাঞ্চিত হননি এই চিত্রকল্পে, এবং মুগ্ধ হননি উপেন্দ্রকিশোরের সংক্ষেপীকরণের নৈপুণ্যে? মূলে এই বার্তা অনেক বেশি দীর্ঘ ও সবিস্তার, খোপে-খোপে ভাগ-করা একটি ধ্রুপদী উপমা আছে সেখানে উপেন্দ্র-কিশোর যেন কতই সহজে, তার মর্মকথাটি ছেঁকে তুলে নিয়েছেন। শিশুরা এটা নাও বুঝতে পারে এ কথা ভেবে বর্জন করেননি এই শিখরস্পর্শী কল্পনা এই প্রজ্ঞার উদ্ভাস। সৌপ্তিক পর্বের বীভৎসতার উপর তিনি টেনে দেননি, 'আবরণ' মৌষল-পর্বে যুদ্ধের চেয়েও আরো বড়ো প্রলয়ের আভাস দিয়েছেন মহাপ্রস্থানের পথে প্রিয় পাণ্ডবেরা যখন একে একে পড়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদের করুণা করেননি। সরলতার সঙ্গে সারবত্তার এই সমন্বয়ের জন্যই তাঁর 'মহাভারত' শিশু-সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে; এবং এর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কৃতি মিলিয়ে দেখলে তাঁর কাছে বাঙালির ঋণ অনেক বেশি বেড়ে যায়। বিশেষত আমরা—যাদের শৈশব তিনি মধুময় ক'রে রেখেছিলেন, আমাদের কাছে তিনি নমস্য; আমি অন্তত নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে উপেন্দ্রকিশোর ও রবীন্দ্র-নাথের বইগুলো প্রকাশিত হবার আগে [illegible]

সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভাবিয়া দেখিলে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমার যেরূপ মনে হয়, নিবেদন করিতেছি।

দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকতাই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সাত সুর, সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার সা রি গা ম প স্থানীয়। প্রভেদ এই—সঙ্গীতের সাত সপ্তক, চিত্রবিদ্যার একটি মাত্র সপ্তক কিন্তু তাহা বলিলেই ছাড়ে কে? এ বিষয়ে অনেক বড় লোকের মস্তিষ্ককণ্ডূয়ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তদনুরূপ ফল হয় নাই। স্বরসপ্তক ও বর্ণসপ্তকের কম্পনসংখ্যাগুলিকে অনেক মোচড়াইলে তবে নাকি দেখা যায় যে ইহাদের অনুপাতগুলির কতকটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য যে ঠিক কি রকম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত মোচড়ান তত্ত্ব মোচড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক মোটামুটি কয়েকটা কথা সহজেই বুঝা যায়। সুর, গান্ধার পঞ্চম একসঙ্গে বাজিলে শুনিতে অতিশয় মিষ্ট হয় এই কারণ সপ্তকের ভিতরে এই তিন সুরের প্রাধান্য হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি হার্মনিক এই তিন সুরেই সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে এই তিন সুরই শিক্ষার্থিরা সর্বপ্রথমে আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে সপ্তকের তিনটি মূল সুর বলিলেও নিতান্ত অন্যায় হয় না। এ বিষয়ে আর একটি অকাট্য যুক্তি এই দেওয়া যাইতে পারে যে, এই তিন সুরের অন্তরগুলিকে অবলম্বন করিয়া সপ্তকের আর কয়টি সুরকে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, স্বরসপ্তকের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, ইহারা মূল সুর। সেইরূপ, বর্ণসপ্তকেরও প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, অর্থাৎ লোহিত, পীত ও নীল, ইহারা মূলবর্ণ। আপত্তি হইতে পারে যে, মূলবর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা লাল, সবুজ ও

আমার এক প্রশ্ন এবং এক প্রার্থনা। প্রশ্ন এই,—বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের এরূপ মতভেদ হইবার কারণ কি? যাঁহারা ইতিপূর্বে এ বিষয়টি তলাইয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা কি করিয়া বৈজ্ঞানিক হইল, আর সাধারণ লোকেরা (অন্তত এ বিষয়ে) কি করিয়া সাধারণ লোক থাকিয়া গেল একবার বিচার করুন। বৈজ্ঞানিকেরা

আলোককে ভাঙিয়া চুরিয়া তাহার [illegible] খবর বাহির করিয়াছেন; চক্ষের [illegible] কোন্ অন্ধকার কুঠরীতে এক অদ্ভুত পর্দায় বাহিরের বর্ণসকলের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়: সেই পর্দায় লাল, সবুজ এবং ভায়োলেট বর্ণের কম্পনগুলির সহিত প্রবল সহানুভূতিসম্পন্ন তিন প্রকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "কি যেন" আছে, তাহার তথ্য লইয়াছেন। আর সাধারণ লোকেরা দোকান হইতে রঙ

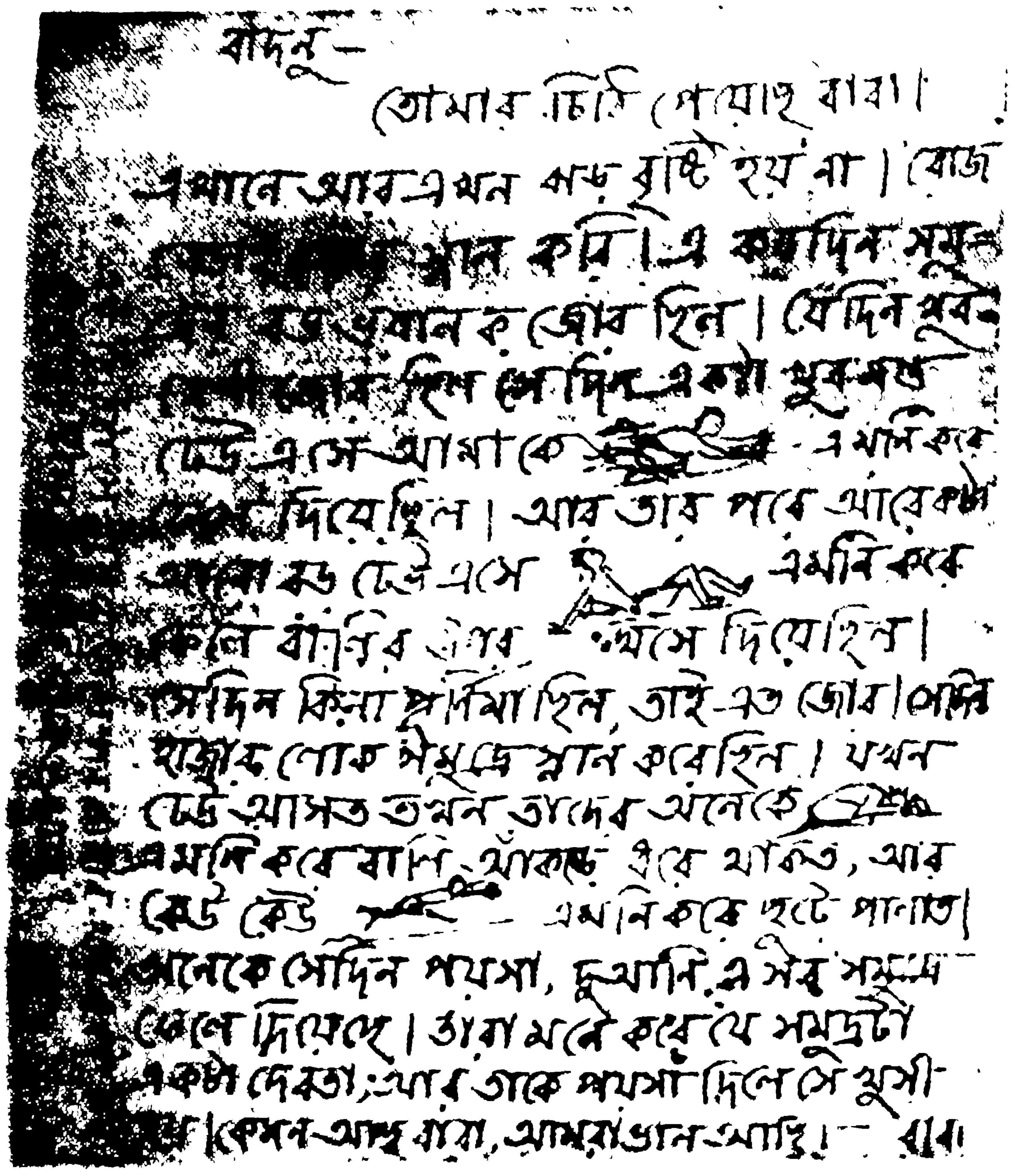
বাঁদরু—
তোমার চিঠি পেয়েছি বাবা।
এখানে আর এখন বড় বৃষ্টি হয় না। রোজ
[illegible] স্নান করি। এ কয়দিন সমুদ্রে
[illegible] খুব জোর ছিল। যেদিন খুব
[illegible] জোর ছিল সেদিন একটা খুব বড়
ঢেউ এসে আমাকে - এমনি করে
[illegible] দিয়েছিল। আর তার পরে আরেকটা
[illegible] বড় ঢেউ এসে এমনি করে
[illegible] বালির উপর ঘষে দিয়েছিল।
সেদিন কিনা পূর্ণিমা ছিল, তাই এত জোর। সেদিন
হাজার লোক সমুদ্রে স্নান করেছিল। যখন
ঢেউ আসত তখন তাদের অনেকে
এমনি করে বালি আঁকড়ে ধরে থাকত, আর
কেউ কেউ - এমনি করে ছুটে পালাত।
অনেকে সেদিন পয়সা, দুআনি এসব সমুদ্রে
ফেলে দিয়েছে। তারা মনে করে যে সমুদ্রটা
একটা দেবতা; আর তাকে পয়সা দিলে সে খুসী
হয়। কেমন আছ বাবা, আমরা ভাল আছি। — বাবা

উপেন্দ্রকিশোরের চিঠি : পুত্র শ্রীসুবিনয় রায়কে লিখিত

কিনিয়া আনিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছে। অত গোলমালের ভিতরে তাহারা যায় নাই; কারণ, ইহাতেই তাহাদের কাজ চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে তাঁহারাও সাধারণ লোকই থাকিয়া যাইতেন। আর সাধারণ লোকের যদি অতটা কারখানা না করিলে না চলিত, তবে তাহাদের সাধারণ লোক থাকাই ভার হইত। আসল কথা আলোক মিলাইয়া যে ফল পাওয়া যায়, রঙ ('পিগমেন্টস') মিলাইয়া সে ফল পাওয়া যায় না। লাল আর সবুজ আলোক মিশিয়া প্রায় সাদা রঙ হয় কিন্তু লাল আর সবুজ রঙ মিলাইয়া ধোঁয়াটে রঙ হয়। উভয়ের কথাই সত্য। বাজারের রঙ কিনিয়া মিলাইয়া দেখিতে চাও ত লাল, হলদে, নীল, ইহারাই মূলবর্ণ। আলোক মিলাইয়া দেখিতে হইলে লাল, সবুজ, ভায়োলেট মূলবর্ণ।

সুর মধ্যম ধৈবত মিলিয়া মাইনর কর্ড হয়। এ হিসাবে এই তিনটি সুরের মৌলিকতা না ঘটুক, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়, এই ঘনিষ্ঠতা এবং লাল, সবুজ, ভায়োলেটের মৌলিকতার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কেবল ঐ ধৈবতটায় মুশকিল বাধাইয়াছে। ধৈবত না হইয়া যদি নিষাদ হইত তবে আর কথা ছিল না। কিন্তু এক কথা। ভায়োলেট নিষাদের স্থানীয় আর ইণ্ডিগো ধৈবত-স্থানীয়। ইণ্ডিগো রঙটার প্রকৃতপক্ষে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহা ভায়োলেটই, কেবল একটু বেশী নীল ঘেঁষা। মৌলিক বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায় যে, নীল ও লাল মিশিয়া ইণ্ডিগো, ভায়োলেট, উভয়েরই উৎপত্তি—ইণ্ডিগোতে নীলের ভাগ বেশী, ভায়োলেটে লালের ভাগ বেশী। বর্ণসপ্তকের এই সপ্তকের মধ্যে বড় বেশী জায়গা লইয়াই বোধ হয় ইণ্ডিগো-ভায়োলেটের ভেদ হইয়াছে। এত জায়গা এখানে থাকিবার কি দরকার ছিল? এই স্থানটা বাস্তবিকই কেমন একটু যেন বেখাপ্পা। আশ্চর্য দেখুন, স্বরসপ্তকের ধৈবতের স্থানটাও কেমন একটু বেখাপ্পা। ওখানে দুটো ধৈবতের স্থান, তাহার একটা সাহেবেরা নিয়াছেন, একটা ভারতবাসীরা রাখিয়াছেন। কে জিতিলেন, কে ঠকিলেন, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি কিছু বলিতেছি না। বোধ হয়, কেহই ঠকেন নাই।

সাধারণ হিসাবে দেখিতেছি, বর্ণসপ্তকের শেষভাগে লাল রঙ আবার দেখা দিয়াছে। বর্ণসপ্তকের পৌনঃপুনিকতা সম্ভব হইলে ভায়োলেটের পরেই আবার লাল রঙ দেখিতে আশা করা যাইত। বাস্তবিকই বর্ণসপ্তকের একটা প্রচ্ছন্ন অংশ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে বোধ হয় বর্ণেরও মন্দ্র এবং তার সপ্তক হইত, তবে তাহার চেহারা কি রকম হইত কল্পনা করা কিছু কঠিন।

স্বরের আর একটা দিক আছে; ইংরাজীতে যাহাকে ইন্টেন্সিটি বলে। বাংলায় ইহাকে প্রবলতা বলা যাইতে পারে। স্বরের [illegible] করিলে, তাহার ভিতরে একটা দোল এবং একটা [illegible] পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্বরের যেমন [illegible] হয় সেইমত তাহার একটা [illegible] উৎসাহ থাকে। এই উৎসাহের [illegible] দোল বলিলাম, ইহাকেই প্রবলতা। দোলের উৎসাহ বেশী হইলে স্বরের দোলটি অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া হওয়া দোলের প্রবলতা বৃদ্ধি পাওয়া। এই প্রবলতার তারতম্যেই আলোক উজ্জ্বল অথবা নিস্তেজ হয়। স্বর প্রবল অথবা মৃদু হয়। ইহার ফল চিত্রে আলোক এবং ছায়া, এবং সংগীতে [illegible]।

ছবি আঁকিবার সময় যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ মিশ্রিত করিয়া স্বাভাবিক পদার্থের বর্ণের অনুকরণ করা হয়, তাহার অনুরূপ সংগীতে কি আছে? হারমনি তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশীয় সংগীতে যেমন হারমনি নাই, আমাদের 'পটো'দিগের চিত্রেও তেমনি রঙ স্বাভাবিক হয় না। একজন মানুষটি লাল কাপড় পরিয়া কালো রঙের গদা দিয়া সবুজ মানুষটিকে ঠেঙ্গায়।

চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনি সময়। চিত্রেতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সংগীতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন সময় অধিকার করিয়া থাকে। সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে।

কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী। বাস্তবিক ইহারা তিন ভাই বোন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ সরস মাসিক পত্রিকা
যষ্টি-মধু
সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ
বার্ষিক ৪·৫০ ● প্রতি সংখ্যা ·৪০
৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা-৯

'কোষ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ'
কোষবৃদ্ধি, একশিরা, [illegible] প্রভৃতি
চিকিৎসার জন্য
চিৎপুর এবং হ্যারিসন রোড সংযোগের
পশ্চিমে (দোতালায়) ডাক্তারখানা
"দি ন্যাশনাল ফার্মেসী"
১৬-১৭, লোয়ার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৩-৬৬৮০

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

সৈয়দ মুজতবা আলী

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার উপর দেশী বিদেশী কোন্ কোন্ মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে বহু বহু বৎসর ধরে আলোচনা গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে-একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি সভাস্থলে সভাপতি-রূপে, আপন প্রবন্ধ ছোট গল্প কবিতা নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখেছি। আমার মনের উপর সব চেয়ে বেশী দাগ কেটেছে গুণীজনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্ক ভাবের আদান-প্রদান আলোচনা। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সৃজনী সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটারেচারের) আঙ্গিকের (টেকনিক্যাল দিকের) আলোচনা করতে শুনিনি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলা' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব—লিরিকে কি গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয় এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টের এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কাছে আসে কি প্রকারে? তিনি কোন্ পন্থাহিতে এখানে এসে পৌঁছলেন। কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত যে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পথে মুহূর্ত মুহূর্ত বাঁকে বাঁকে তিনি কি দেখলেন, [illegible] করলেন?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গদ্য কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ঐ নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক বিতর্ক করেন। তার বোধ-হয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে বলে এই নিয়ে আলোচনা করা সহজ;

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক পাথরের উপর অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এমন কি সঙ্গীতের রাগ রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ গুণ এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কি পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় তাঁকে কোন্ কোন্ দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করতে শুনিনি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু বছরের সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথা-সুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুনিনি। স্বর্গত ধূর্জটি প্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত- কিন্তু আমি এখানে যে বিষয়টির অবতরণা করেছি সেটি হত বলে জানিনে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনো প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য : [illegible] সঙ্গে [illegible] হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র-নাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর ১৯০৫/৬ শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্র-নাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে এক সঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্র-নাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তী শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একথা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনো পা পিছলায়নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু একটি

আচার্য যদুনাথ সরকারের
সর্বশেষ সম্পাদনা
হিজলীর মসনদ-ই-আলা ৬·২৫
মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত
মোগল-ইংরাজ যুগ সন্ধিক্ষণের বাংলাদেশের
এক প্রামাণ্য ইতিহাস।
মেরিট পাবলিশার্স
৫১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
(১২৫৪)

কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরনের কোনো-কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল এ-কথা সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, উইনটারনিৎস, তুচ্চি ফরমীকি, স্টেন-কোনো, মর্গেন-স্টিয়েনে', কলিন্স্, বগদানফ[১] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কখনো বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায়') কখনো স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলংকার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম-রিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী—বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ঐ নিয়ে তাঁর মুখর আলোচনা হত বেশী। অবশ্য এ-কথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশী। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেননি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা—ধর্মদর্শন কাব্য অলংকার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গে: স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্র-নাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সে-কথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ঐ একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সংসারে বাস করলেও দেশের গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয় এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন দেশের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারারই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণাগ্রেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে বিষয়টি আমার পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন কারণ এঁদের আলোচনা করতে আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তী-কালে, এবং আজও আমার সাহিত্যজ্ঞান

---

১ এঁদের ছাড়া আরো বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তি-নিকেতনেই বসবাস করেন। অন্যজন ভগবান্ কৃপায় এখনো আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০।২১ থেকে ১৯[illegible] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের [illegible]

সুন্দর রচনার সুন্দর প্রকাশন

এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য
ও বিশিষ্টতম প্রকাশনা

নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর

নেতাজি: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

"নেতাজি: সঙ্গ ও প্রসঙ্গ"—এ লেখক ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নেতার ছবিটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। নেতার আদর্শের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর লেখাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সুভাষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ লেখকের হয়েছিল। যারা সুভাষকে প্রত্যক্ষভাবে কখনো পায় নি, এই বইয়ের মাধ্যমে তারা যদি সুভাষের সঙ্গ আস্বাদ করতে পারে যদি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করতে পারে, তবে তাই হবে লেখকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।"
বসন্তী দেবী

এ বই সুভাষ সম্বন্ধে নতুন করে
আপনার চোখ খুলে দেবে।

সুন্দর-এর আরও কয়েকটি সুন্দর বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আমার সাহিত্য-জীবন	৫·০০
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	ললিত বিভাস	১০·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	নারী ও নগরী	৫·০০
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	হার মানালে গো	৩·০০
বিশ্বনাথ রায়	নতুন দিনের আলো	২·৫০

সুন্দরম প্রকাশন ৮৩ কলেজ রো
কলিকাতা—৯
মধ্য কলিকাতা এজেন্ট
[illegible] (হাওড়া) ও রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩

এতই বংসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলা-খেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ গবেষণা দ্বারা নয়।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্মের তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিত-জনোচিত জ্ঞান না থাকলেও রবীন্দ্রনাথও এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর আবেস্তা শেখেন।২ ক্ষিতিমোহন গণ-ধর্মের সন্ধানে হিন্দী, গুজরাতী মারাঠী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন।

বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্ব-প্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতি-মোহন যতখানি শ্রদ্ধা সহ, মনোযোগ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ-যুগে অন্য কোনো পণ্ডিতই করেননি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয় ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ ব্রহ্মচর্যব্রত এখানে পালিত হয় এবং গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনীতে পাবেন।

---

২ বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তা চর্চা আরম্ভ করেন।

পঁচিশে রবীন্দ্র-জন্মদিনে সাহিত্যের দরবারে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য :

জীবন-স্বাদ শিল্পীর আত্মকথা

আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০ ॥

জীবন বহুবিচিত্র, তার স্বাদও বিচিত্রতর। জীবনসন্ধানী মানুষ সেই বৈচিত্র্য থেকে খুঁজে নেব অমৃত। উপন্যাসে সেই মহিমময় অমৃত কথা।

সাধনা বসু ॥ ২·৫০ ॥

একটি শিল্পীর জীবনের ইতিহাস সাধনা বসু ... অভিনয়-জগতের সঙ্গেও ... তাঁর আত্মকথা—রূপ-... জীবনের ঘটনা-বহুল ... বিবরণ।

নতুন নতুন বই

মনিহারী

বনফুল ॥ ৪·০০ ॥

সর্বাধুনিক ... ।

অসমাপ্ত চটান্দ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০ ॥

... ।

নীলকণ্ঠী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৩·৫০ ॥

... উপন্যাস। ...।

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

দেহলি দিগন্ত ॥ ৩·৭৫ ॥

কাহিনীপ্রচয় ॥ রমাপদ চৌধুরী

দ্বিতীয় স্মৃতি ॥ ২·৫০ ॥

রম্যরচনা ॥ পরিমল গোস্বামী

দণ্ডক শবরী (২য় মুদ্রণ)

উপন্যাস নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)

১ম ৪·০০ ॥ ২য় ৫·০০ একত্র—৯·০০ ॥

শেষ দরবার (২য় মু:)

উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৭·০০ ॥

পরম্পরা ॥ ৬·০০ ॥

উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নিষিদ্ধ এলাকা ॥ ৩·০০ ॥

... কথা ॥ কালপুরুষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স

= উপন্যাস ও গল্প =

রূপং দেহি ধনং দেহি

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

কান্না (২য় মু:) তারাশঙ্কর ॥ ৬·৫০ ॥

তিন কাহিনী বনফুল ॥ ৫·৫০ ॥

রাজকন্যার স্বয়ম্বর

মনোজ বসু ॥ ৩·৭৫ ॥

মায়াকন্যা ॥ ৩·৫০ ॥

মিলন-মধুর রাত্রি

প্রাণতোষ ঘটক ৩·২৫ ॥

আদি নেই অন্ত নেই

সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·৫০ ॥

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং (২য় মু:)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৪·০০ ॥

একুশ বছর (২য় মু:)

জরাসন্ধ ॥ ৩·৭৫ ॥

তিন প্রহর (২য় মু:)

... বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

শর্বরী (২য় মু:)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫·৫০ ॥

... (১ম) অবধূত ॥ ২·৭৫ ॥

(২য় ও ৩য়) অবধূত ॥ ৩·৭৫ ॥

ঝিকিমিকি জোনাকি (রহস্য উপন্যাস)

... বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২·৭৫ ॥

= সাহিত্য, রম্যরচনা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি =

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস

ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫·০০ ॥

পথ চলতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৭৫ ॥

কমলাকান্তের জল্পনা

প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥

সমাজ সমীক্ষা : অপবাদ ও অনাচার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭·০০ ॥

যবনিকা কম্পমান

অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪·০০ ॥

মুখের ভাষা ... ॥ ৩·৫০ ॥

অন্য-নগর-দর্শন ॥ ৩·০০ ॥

আমরা কোথায় চলেছি? ॥ ৪·০০ ॥

... (২য় মু:) সঞ্জয় ॥ ৩·০০ ॥

... চিরঞ্জীব সেন ॥ ৩·০০

বিধুশেখরের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যা আহ্নিক পালন তথা সশ্রদ্ধ বেদাধ্যয়নের কথা নয়,—বাহ্যিক শুচি অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ শুচি শুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য—অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার-ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মত।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রমবাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্র-সাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখনকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গান্ধী সবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শে আকণ্ঠ অভিলাষানাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন "হাবিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করছে, বিজলীই বা করবে না কেন?"

বিধুশেখর বললেন "রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই বিত্তের তুলনায়। বিজলি অনর্থ বিলাস। তার সর্বশেষ সোপান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

পাঠক অপরাধ ভাববেন না, বিধুশেখর সংকীর্ণচেতা কূপমণ্ডুক ছিলেন। তাঁর প্রতি এর চেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। বাল্যবয়সে জীবনে খৃষ্টান পাদ্রী এণ্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্ম-মন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুখে কণ্ঠে যবন উমর খৈয়ামের 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্ম-লাভের পন্থা বর্ণনা করছেন, যিনি মৌলানা শওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম তোরণদ্বারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যদি সংকীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্ব-ভারতবাসী যেন এ রকম সংকীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফোর্ডে পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তিমান প্রতীক। তাঁর সন্নিধিতে থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হতেন।

সদ্য প্রকাশিত তিনখানি বই:

প্রজাপতির বিস্ময়কর কাব্যগ্রন্থ
প্রেম যুগে যুগে ২·০০

'অভিশপ্তা' খ্যাত বাণী গুহের উপন্যাস
আলোক বর্তিকা ২·৫০

চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যানন্দ সাহার জ্বলন্তময়ী কাব্যগ্রন্থ
অগ্নি স্বাক্ষর ১·০০

খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের গল্প সংগ্রহ
মণিকাঞ্চন ৪·০০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
বিজয়িনী ৩·৫০

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
জীবনদোলা ৩·৫০

শৈলেন্দ্র রায়ের বিশ্বান উপন্যাস
তপুর নিষ্কৃতি ১৷৷০
অভিযাত্রী ১৷৷০

প্রকাশক
সংস্কৃতি প্রকাশ ভবন
কলিকাতা—৯

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোরস
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি: ১২

নূতন বই

বিবেকানন্দ-শতাব্দী-জয়ন্তী গ্রন্থ

ঘরে চলো

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত

স্বামীজীর বহু তর্কালঙ্কৃত 'ঘরের বেদান্ত ঘরে' আনার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রয়াস। বিদ্বজ্জন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা :—বিবেকানন্দীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত চিন্তাশক্তি প্রকাশের প্রমাণ 'ঘরে চলো'। ভাবগাম্ভীর্যে ও ভাষা সৌকর্যের সমন্বয়ে বইটি সাহিত্য-শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। বেদান্তের তত্ত্বকে যাঁরা সহজে বুঝতে চান এবং আধুনিক হয়েও চিরন্তন সত্যের মধ্যে যাঁরা চিত্তের চিরশান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক, বইটি পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন।

মূল্য—টাঃ ৪·৫০ নঃ পঃ

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত
অতীতের স্মৃতি
টাঃ ৫·৫০ নঃ পঃ

স্বামী সারদেশানন্দ প্রণীত
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব
টাঃ ৮·০০ নঃ পঃ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য প্রণীত
শ্রীশ্রীসারদা দেবী
টাঃ ৫·৫০ নঃ পঃ

বাংলার তীর্থ
টাঃ ৩·৫০ নঃ পঃ

মডেল পাবলিশিং হাউস
২/এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সাদা মলম
বি-টেক্স

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৩

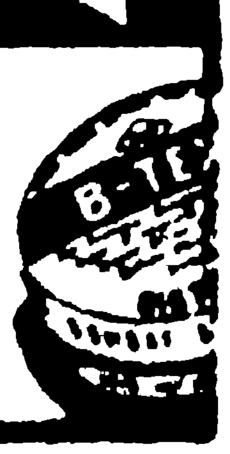

বি-টেক্স অয়েন্টমেন্ট ম্যানুঃ কোং
সেলস্ ডিপো:
৭১ ক্যানিং স্ট্রীট, সিটন রুম নং ডি-১০৯, কলিকাতা-১

এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে—তা সে যত অল্পই হ'ক না কেন—আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যাবদ্ধ প্রাচীন ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে বর্তমান সংসারের বিশ্বনাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন। এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্য-দর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল (ইস্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবাকেও গ্রহণ করতে হল। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের পূর্ণজ্ঞানীরা একত্র হবেন [illegible] সংস্কৃত থেকে উদ্ধার করে দিলে [illegible]

[illegible]

কিন্তু হায় এই সব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই [illegible] ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। [illegible] চার্বাকপন্থীও একাধিক ছিল। খৃষ্টান মুসলমানও ছিল এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় যোগদান

রঞ্জিত সিংহের নতুন কাব্যগ্রন্থ

অদৃষ্টচর

মূল্য : দু টাকা

প্রকাশক : গ্রন্থ জগৎ

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড [illegible]

সূত্রধার সম্পাদিত

অপেশাদার নাট্য সংস্থা

এই নাট্য নির্দেশিকা গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক যে কোন নাট্যসংস্থা, নাট্যকার, [illegible] প্রযোজক, নাট্য পরিচালক অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি মুদ্রিত আবেদনপত্রের জন্য [illegible] পয়সার স্ট্যাম্প সহ যোগাযোগ করুন : শেষ তারিখ ৩১ জুন, ১৯৬০

সমগ্র পত্রপত্রিকা এবং সুধী সমাজ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত
নলিনীকুমার ভদ্রের

নেফার মানুষ

দাম : ৫·০০

কিরোর

আপনি কবে জন্মেছেন ২ ৫০

হাতের গোপন কথা ২ ৫০

হাতের ভাষা ৪·৫০

ডন ব্র্যাডম্যানের

ক্রিকেট খেলার অ, আ, ক, খ দাম ৪·০০

বার্ট্রান্ড রাসেলের

সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ দাম ২·৫০

নাটক

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

চার প্রহর ২ ৫০

[illegible]

অন্তরঙ্গ ২·০০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ততঃকিম ১·৫০

আনন্দমঠ ২·৫০

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

তিন সর্গ দাম ২·০০

[illegible] মিত্রের

ওরা থাকে ওধারে দাম ২·৫০

[illegible]

চেনামুখ ৪ ০০

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের

মন ময়ূরীর নাচ ২ ২৫

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরিক্রমা ৩ ০০

ফাগুনের পরশ ২ ৭৫

[illegible] চক্রবর্তীর

ভালবাসার হাতে খড়ি ২·০০

অনুবাদ উপন্যাস

[illegible]

তৃষ্ণা ৩ ০০

ক্যাসানোভার—

ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা ৫·৭৫

এমিল জোলার

বৈদেহী ৩·৫০

আলবার্তো মোরাভিয়ার

আলেয়া ৩·৫০

বেকার স্বর্ণশিল্পী এবং বেকার যুবকদের সচল করার জন্য অমূল্য অবদান:—

শিল্পীকুশলীর

নিজে ব্যবসা করুন যন্ত্রস্থ

দাম : ৩ ০০

২০০ টাকা থেকে সুরু করে ২০০০ টাকার কতরকম ব্যবসা করা যায় তার চিত্র [illegible] বিবরণ। [illegible] ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বিশদ বিবরণ ও মূল্য সহ। [illegible] যখন প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স

জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলিকাতা—১২

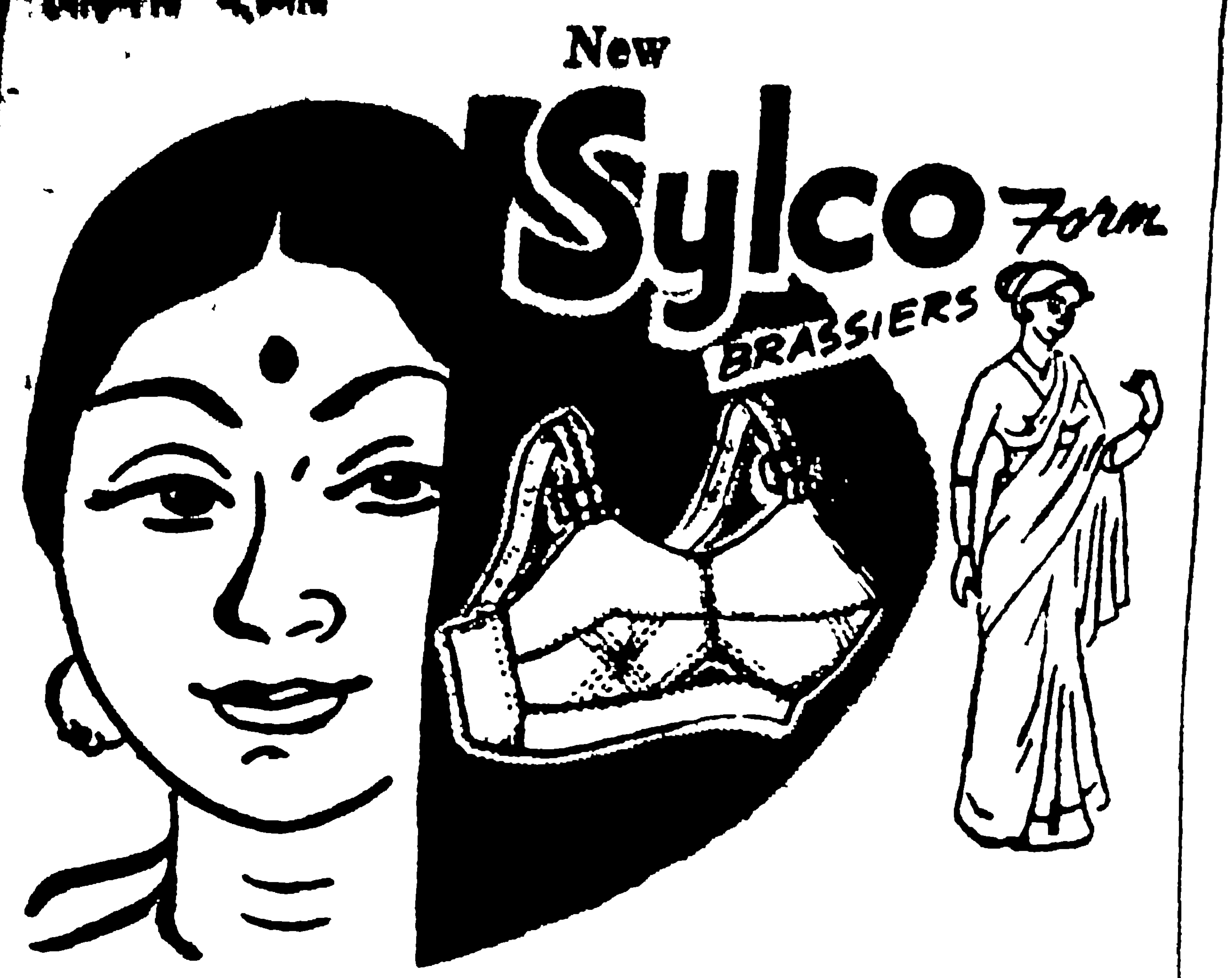

আপনার ডীলারের কাছে চাইবেন—

নিউ সিলকোর 'শুভ লাক'

মূল্য: ৩·২৫ ন. প (স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

প্রস্তুতকারক:

মেসার্স নিউ সিলকো ইন্ডাস্ট্রিজ্

৬১'বি, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭

INSTITUTE OF
ART & HANDICRAFT

CHITRANGSU

FINE ART

FRESCO & ALPANA

SCULPTURE & MODELLING

WEAVING

LEATHER WORK

Teachers
REPUTED ARTISTS FROM
CALCUTTA & SANTINIKETAN

Classes
EVENING & SUNDAY

Session
FROM MAY

Prospectus
FROM THE REGISTRAR

39, RAJA BASANTA ROY ROAD • CALCUTTA-29 • PHONE: 46-2769

উচ্চারণ করতে আসিয়ছেন। খৃষ্টান মেয়েটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই চার্বাকপন্থী তাকে বোঝালে খৃষ্টানের সর্বপ্রার্থনা যীশুর মারফতে পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না, মুসলমানকে আল্লা-রসুলের দোহাই দিলে। খৃষ্টান ধাঁধায় পড়লো, মুসলমান বললে, পাঁচ বেকংকে সাত বেকং করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রী এণ্ড্রুজের হাতে।

এণ্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্ব-মানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সার্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনলো। কিন্তু তাদের মত-পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন—তিনি শুচি অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু, এমন কি ঋগ্বেদ থেকেও তিনি আহরণ করেননি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বৈদকুলোদ্ভব তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে ছিলেন। আহারবিহারে তিনি দুষ্ট আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা তিনি সব কটিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্র-নাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ—এণ্ড্রুজ যে রকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মাঝখানে সেতুস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অসম্ভব আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যান-লোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের আশ্রমের পালপার্বণের জন্য মন্ত্র সন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তারই উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়—ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে—আমাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। অন্য বাহ্যজগতে সে যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরন্তনী।

বাংলাসাহিত্যে স্বদেশচেতনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

স্বদেশচেতনা একটি আপেক্ষিক বস্তু। পরদেশ-চেতনার ভূমিকার উপরেই স্বদেশচেতনার প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক সভ্য-দেশের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য মিলবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। পারসীক এবং যবন অর্থাৎ গ্রীকদের সংস্পর্শেই ভারত-চেতনার প্রথম উদ্ভব। ভারত বা ভারতবর্ষ নামের উদ্ভব কিন্তু তখনও হয়নি। কিন্তু হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র দেশ এক নামে অভিহিত হয়েছে তখন থেকেই। সমগ্র দেশের [illegible] দেওয়া নাম জম্বুদ্বীপ [illegible] নয় ইণ্ডিক অর্থাৎ ইণ্ডিয়া। জম্বুদ্বীপ নাম পাওয়া যায় অশোকের লিপিতে। [illegible] ইণ্ডিকা। [illegible] স্বদেশচেতনার প্রথম লক্ষণ ভারতবর্ষে [illegible] [illegible] কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে যবন কম্বোজ শক পহ্লব প্রভৃতি বৈদেশিকদের আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু তার পরিণাম হিসাবে স্বদেশচেতনা হয় গভীরতর। এই গভীরতর স্বদেশচেতনার প্রমাণ পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে, কালিদাসের কাব্যে এবং মহাভারতে। কবি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিটিতে গংগার থেকে কামরূপ এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ আছে। অশোক-লিপির ন্যায় সমুদ্রগুপ্তের এই লিপিটিও ভারত চেতনার সুস্পষ্ট নিদর্শন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় হরিষেণও ছিলেন একাধারে কবি ও যোদ্ধা। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাদণ্ড-নায়ক। কালিদাস যেন বারবার ভারতভূমির [illegible] তৃপ্ত হতেন না। মেঘদূতে [illegible] হিমালয়ের উত্তরে অলকা পর্যন্ত উত্তর ভারতের একাংশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা কোথাও আছে কিনা জানি না। অতঃপর কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের এক অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাই হিমালয়কে ভারতীয় চিত্তে চিরকালের জন্য অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রঘুবংশ কালিদাসের পরিণত জীবনের শেষ রচনা। এই কাব্যে ভারতবর্ষের বর্ণনা পাই তিনবার। চতুর্থ সর্গে আছে রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনী। এই কাহিনীতে পাই পারসীক ভূমি থেকে প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামরূপ এবং হিমালয় থেকে কেরল পর্যন্ত ভারতভূমির সুনিপুণ বিবরণ। ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস আবার সমগ্র ভারতের বিভিন্ন জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ত্রয়োদশ সর্গে লংকা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতভ্রমণ [illegible] এ ভ্রমণ কিন্তু পুষ্পক রথে আকাশপথে। ভারতবর্ষের বর্ণনায় কালিদাসের যেন ক্লান্তি ছিল না। কালিদাসের ন্যায় গভীর ভারতচেতনা প্রাচীন ভারতের কোনো কবির আর কারও ছিল না। এই বিষয়ে কালিদাস ছিলেন বাল্মীকি ও ব্যাসের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। রামায়ণ-মহাভারতেই ভারতবাসীর কাছে স্বদেশের চিত্র তুলে ধরেছে তার পরিপূর্ণ মহিমায়। সে চিত্র শুধু সমকালিক বা আঞ্চলিক চিত্র নয় [illegible] চিত্র। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন "মহাভারত" নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ।

এইজন্যই তিনি অন্যত্র বলেছেন রামায়ণ ও মহাভারতের "সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।"

রামায়ণ-মহাভারতের মত পুরাণগুলিতেও ভারতচেতনা উজ্জ্বল গাঢ়বর্ণে প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
...
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত যে ভূভাগ, তারই নাম ভারতবর্ষ। এখানেই ভরতসন্তানদের বাস। দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের এই গৌরব-গীতি প্রচলিত আছে যে, "ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্মাদি অপবর্গলাভের মার্গস্বরূপ; সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ধন্য কেননা তাঁরা দেবত্বের অধিকারী"। এই রচনা যাঁদের তাঁদের ভারতচেতনা কত গভীর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাভারত ও পুরাণগুলি বর্তমানে আমরা যে রূপে পাই এগুলি সে রূপ লাভ করেছিল গুপ্তযুগে ও তার কিছু পরবর্তী কালে। অর্থাৎ এগুলি কালিদাস ও তাঁর উত্তরকালের ভারতচিত্তের প্রতিরূপ।

পরবর্তী কালে যাঁদের ধ্যানে ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে বোধ হয় শংকরাচার্যের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কালিদাস ছিলেন কবি, আর শংকরাচার্য ছিলেন মুখ্যত জ্ঞানী ও কর্মী, যদিও তাঁর কবিখ্যাতিও উপেক্ষণীয় নয়। কালিদাস ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন কল্পনায় ও হৃদয়ানুভূতিতে। শংকরাচার্য ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং তাকে রূপ দিয়েছিলেন কর্মে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম প্রকাশ ঘটেছিল তার প্রস্থানত্রয়ে—উপনিষদে গীতায় ও বেদান্ত-দর্শনে। এই তিনটিই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল শংকরাচার্যের হাতে। তাঁর ভারত-উপলব্ধি কর্মের মধ্যে যে রূপ গ্রহণ করেছিল, আধুনিক কালের পক্ষেও তার তাৎপর্য কম নয়। তাঁর জন্ম সুদূর দক্ষিণে কেরল প্রদেশে, মৃত্যু সুদূর উত্তরে হিমালয় পর্বত-মালার অভ্যন্তরে কেদারনাথে, আর কর্মক্ষেত্র সর্বভারতে। তিনি সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করেন এবং চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন— পূর্বে পুরীতে, পশ্চিমে দ্বারকায়, উত্তরে বদরিকায় এবং দক্ষিণে মহীশূরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরিতে। এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তৎকালের পক্ষে এ কাজ যে কত মহৎ [illegible] অনুমান করাও কঠিন।

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
'সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

ভারত-উপলব্ধির আর-একটি প্রধান উপায় তীর্থযাত্রা। প্রিয়দর্শী অশোক যেদিন ধর্ম-যাত্রায় বহির্গত হয়েছিলেন সেদিন থেকে যুগ যুগ ধরে কত অসংখ্য নরনারী যে কামরূপ থেকে হিংলাজ এবং বদরিকা থেকে কুমারিকা পর্যন্ত পর্যটন করে এই পুণ্য-ভূমিকে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই যে বহু শত বৎসরের অবিচ্ছিন্ন ধারা-বাহিক ভারতচেতনা, তা সহসা ছিন্ন হয়ে গেল তুর্কি মুসলমানদের আক্রমণের আঘাতে। তার কারণ সে সময়ে এই ভারত-চেতনা অনেকখানি দুর্বল হয়ে এসেছিল নানা কারণে। তার একটি কারণের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

স্বদেশচেতনা নির্ভর করে দুটি প্রধান উপলব্ধির উ প রে—এ ক স্বদেশের ভৌগোলিক স্বরূপ-উপলব্ধি আর দুই, স্বদেশের ঐতিহাসিক স্বরূপ-উপলব্ধি। ভারতবর্ষে কোনো কালেই স্বদেশের ভৌগোলিক রূপের উপলব্ধি দুর্বল ছিল না। তুর্কি-আক্রমণের সময়ে এই ইতিহাস বোধ যে কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তার পরিচয় আছে অলবেরুনির ভারত বিবরণ গ্রন্থে।

ভূগোলবোধ থেকে যে স্বদেশপ্রীতি জাগে তা শান্ত কর্মপ্রেরণাহীন। আর ইতিহাস বোধ থেকে যে দেশপ্রীতি জাগে তা বেগবান, কর্মপ্রেরণাময় [illegible] ভবিষ্যতের দিকে। দুর্বল ইতিহাসবোধ ভারতচেতনাকে গতিহীন নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। অন্যদিকে তুর্কি মুসলমানদের মধ্যে একদিকে ছিল ধর্মবোধের সংহতি, অন্য দিকে ছিল [illegible] ইতিহাস-চেতনার কর্মপ্রেরণা। তাই তাদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে [illegible] থেকে কালক্রমে প্রায় লোপ পেয়ে গেল। তাই মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে স্বদেশচেতনার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। যা পাওয়া যায় তাও অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। বলতে গেলে একমাত্র তীর্থভ্রমণ ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ভারতবোধের একটু ক্ষীণ আভাস কোনো প্রকারে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই ক্ষীণ বোধের মধ্যে কর্মপ্রেরণার লেশমাত্রও ছিল না।

ঔরঙ্গজেবের ভারতব্যাপী মহাসাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষকে দার উল ইসলামে পরিণত করার প্রচেষ্টা শিবাজি এবং প্রথম বাজিরাও প্রমুখ কয়েকজন মরাঠা নায়কের মনে ভারত-বোধের সক্রিয় প্রেরণা কিছু পরিমাণে জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সে বোধ ছিল ইতিহাস-চেতনাহীন, তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন। ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে অন্ধ-শক্তির তাড়নায় প্রকৃতভাবে আলোড়িত হয়েছে, কোনো সুপরিকল্পিত লক্ষ্যের [illegible] চালিত হয় নি। তার পরে এল

প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করিয়া তার তেজ।

যে তেজ সে এদেশে বিকীর্ণ করেছে সে শুধু বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির তেজ নয়, সে তেজ ইতিহাসবোধজাত সক্রিয় স্বদেশচেতনার তেজ। ইংরেজের এই স্বদেশচেতনা প্রাচীন ভারতীয় স্বদেশচেতনার মতো শান্ত নিষ্ক্রিয় নয়। তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সে তেজ ইউরোপীয় ইতিহাসের সমুদ্রমন্থনজাত উচ্চৈঃশ্রবার তেজ। আমরাও সে তেজের অধিকারী হয়েছি ইংরেজের যুগেই।

স্বদেশচেতনা ও স্বদেশপ্রীতি এক বস্তু নয়। স্বদেশচেতনা জাগে স্বদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও স্বদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবোধ থেকে। এর উদ্ভব পরদেশের ভূগোল ও সংস্কৃতির পার্থক্যচেতনা থেকে। আর স্বদেশপ্রীতির উদ্ভব স্বদেশের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কামনা

জয়শ্রী
সাহিত্য সংখ্যা
বৈশাখ । ১৩৭০
বুদ্ধ, বুদ্ধমুহূর্ত ও আমরা এই প্রসঙ্গে বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সমর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধর, অমরকুমার সিকদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও শঙ্খ ঘোষ • এছাড়া প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প লিখেছেন • কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ভূদেব চৌধুরী, হীরেন বসু, জয়ন্তকুমার রায়, অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রথীন্দ্রনাথ রায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদিকা: লীলা রায়
দাম: সডাক ১·৫৬ : বার্ষিক চাঁদা ১·৫০
জয়শ্রী। ৩১২ [illegible] কলিকাতা-৪৭

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর শুভ লগ্নে

আমাদের নিবেদন :
প্রফুল্লকুমার সরকারের
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
পঞ্চম মুদ্রণ । দাম ২·৫০
শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর
রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে
দাম ৩·৫০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
জীবন ও রচনা
সম্পর্কে
সহজ ও সুন্দর আলোচনার
একটি অসামান্য সংকলন

প্রণাম নাও

ভূমিকা : প্রেমেন্দ্র মিত্র
দাম : চার টাকা

শ্রী প্রকাশ ভবন ● এ৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● কলকাতা-১২

রূপার বই

চিত্তরঞ্জন মাইতি প্রণীত

শৈলপুরী কুমায়ুন

[তৃতীয় সংস্করণ]

'শৈলপুরী কুমায়ুন প্রকৃতি ও মানুষের অনাদি অনন্ত রহস্যের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে।'

এই ভ্রমণকাহিনীটি প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকচিত্তে যে বিশেষ রসের সঞ্চার করেছিল তার আবেদন আজও অম্লান রয়েছে। আকাশবাণী এবং যুগান্তর, আনন্দবাজার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলি যে গ্রন্থখানির প্রকাশকে সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছিল, সেই ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, 'শৈলপুরী কুমায়ুন'-এ লেখক একবারই গেছলেন কিন্তু এ কাহিনীতে তাঁর সঙ্গে বার বার সেখানে গিয়েও পাঠকের আশ মিটবে না, এটুকু অন্ততঃ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

দাম : পাঁচ টাকা

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

জটিল ব্যাধি ও প্রতিকার

হতাশ রোগী সুযোগ লউন

বিবাহিত অবিবাহিত তরুণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন রোগী, যাঁহারা নানা প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত তাঁরা সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হউন। উহা ছাড়া স্মৃতিশক্তিহীনতা, সকল প্রকার মূত্ররোগ, শক্তিহীনতা, অম্ল, অজীর্ণ, অক্ষুধা, অনিদ্রা, যাবতীয় পেটের রোগ, রক্তদোষ, সর্বাঙ্গ বেদনা, হার্ণিয়া, কোষবৃদ্ধি, ম্যালেরিয়া, একশিরা ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গাদি সম্পূর্ণ বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা সমত্নের সহিত চিকিৎসা করা হয়।

থেকে। পর রাষ্ট্রের সংঘাতে এর বিকাশ। রানী এলিজাবেথের আমলে স্পেনের রাজশক্তির সংঘর্ষে ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি যে প্রবল আকার ধারণ করেছিল তার ছাপ আছে শেক্স্পীয়রের রচনায়। ইংরেজের জাতীয় সঙ্গীতও তার অন্যতম নিদর্শন। এই স্বদেশপ্রীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের আঘাতে। ইউরোপের অন্য দেশগুলিতেও স্বদেশপ্রীতির জাগরণ ঘটে নেপোলিয়নের আঘাতেই।

এই স্বদেশপ্রীতি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় ঊনবিংশ শতকেই—প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের যোগে এবং পরে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষের ফলে। আধুনিক স্বদেশপ্রীতির এই পর্যায়েরই নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। শুধু নিদর্শন নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপক রচনাবলী। তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে।

আধুনিক ভারতে স্বদেশচেতনার জন্ম রাজা রামমোহন রায়ের মনোভূমিতে। তাঁর কলকাতাবাস এবং গ্রন্থ প্রকাশ (১৮১৫) শুরু হয় এমন সময়ে যখন ফরাসী বিপ্লব ও তৎপরবর্তী আলোড়নের ফলে ইউরোপে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ প্রবল আকার ধারণ করে। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঢেউ যে রামমোহনের মনকেও ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তাঁর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে সে কথা আজ সকলেরই জানা। স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্সের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। নেপলসের নবলব্ধ স্বাধীনতা যখন অস্ট্রীয় সেনাদলের পদদলিত হল তখন এই দুঃসংবাদে রামমোহন এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে ওই সংবাদপ্রাপ্তির দিনে তিনি একটি উৎসব সভা বর্জন করেন (১৮২১)। এই উপলক্ষেই তাঁর লেখনী থেকে নির্গত হয় এই স্মরণীয় উক্তিটি

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি যখন স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করল তখন সে সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি স্বগৃহে একটি উৎসব ও ভোজসভার আয়োজন করেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সম্বন্ধেও তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে—

The present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them

অভিনব কিশোর ত্রৈমাসিক

পু রো ধা

জুলাইয়ে ২য় বর্ষ শুরু

পু রো ধা.

ছোটদের মন-মাতানো চোখ-জুড়ানো আদর্শবাদী পত্রিকা। সর্বত্র আদৃত, উচ্চ-প্রশংসিত। বার্ষিক : ৩.০০ মাত্র। গ্রাহক হ'ন। উপহারে অনবদ্য। পড়ুন! পড়ান!

পুরোধা শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি পণ্ডিচেরী-২

(সি ৫৪০)

বাংলা মাসের ১০ তারিখে একখানি বই প্রকাশিত হয়

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দয়িতা

আড়াই টাকা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অনুরাগ

দুই টাকা

শিবরাম চক্রবর্তী

বিবাহের পূর্বপাঠ

দেড় টাকা

শরৎ সাহিত্য ভবন

২৫ ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ কলিকাতা-৪

সি-১১৮

purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise .... It is I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage.

(স্থূল লিপি লেখকের)

অর্থাৎ—হিন্দুদের বর্তমান ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়। জাতিভেদপ্রথা এবং হিন্দুসমাজের অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ তাদের মনকে দেশপ্রীতির অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেছে। তা ছাড়া, ধর্মগত সংখ্যাতীত উৎসব-অনুষ্ঠান (মানে, বারো মাসে তেরো পার্বণ) এবং পবিত্রতা বাঁচিয়ে চলার বিধি-বিধান (মানে "ছুঁৎমার্গ") এই সমাজকে যে-কোনো কঠিন কর্মসাধনার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য করে তুলেছে। তাই মনে করি অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য হলেও হিন্দুধর্মের কিছু সংস্কারসাধন অত্যাবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে রামমোহনের ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার পেছনেও ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং দেশপ্রীতির প্রেরণা। কিন্তু রামমোহনকে সে কালে ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই তাঁর দেশপ্রীতির বেগ কতখানি তা বোঝবার উপলক্ষ ঘটে নি। তবে ১৮২৩ সালে সরকার যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন তখন তিনি তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেন এবং সরকারী আইনের প্রতিবাদে "মীরাৎ-উল আখবার" নামক সংবাদপত্রখানি বন্ধ করে দেন। এই উপলক্ষে তিনি যে সব অভিমত প্রকাশ করেন ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এ কথা ঠিক যে রামমোহন রচিত বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির প্রবণাদনের কোনো প্রত্যক্ষ উদ্যম দেখা যায় না। বস্তুত এরকম প্রেরণা দেবার সময় বা উপলক্ষ তখনও আসে নি। তবু স্বীকার করতে হবে যে বেদান্ত-গ্রন্থ থেকে গৌড়ীয় ব্যাকরণ পর্যন্ত রামমোহনের সাহিত্যসাধনা পরিচালিত হয় তাঁর অন্তরের শান্ত ও সুগভীর স্বদেশচেতনার দ্বারাই। সম্বাদ কৌমুদী নামক সাপ্তাহিক পত্রখানিও এই স্বদেশচেতনারই অন্যতম প্রকৃষ্ট ফল। স্বদেশপ্রীতির রণমূর্তি প্রকাশের সময় তখনও আসে নি। তা এসেছিল আরও অনেক পরে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিহাসের খাত বেয়ে।

বিপ্লবমন্ত্রের ও স্বদেশপ্রীতির দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু, সুবিখ্যাত ফিরিঙ্গি শিক্ষক ডিরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় তিনি নিজেও মেতেছিলেন, এদেশের ছাত্রসমাজকেও মাতিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। স্বদেশপ্রীতির সুধারসেও তাঁর কবিহৃদয় আপ্লাবিত হয়েছিল। "ফকীর অব জঙ্গীরা"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী লিখিত

১। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ৩৲

২। গীতা-মাধুরী ১২৲

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী শ্রীল রূপ, সনাতন এবং জীবগোস্বামীর উদ্ধৃতি সহ প্রথম ব্যাখ্যা।)

যন্ত্রস্থ

৩। ভক্তি-ভারতী ২৲

প্রাপ্তিস্থান:—
১। মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা।
২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।
৩। এন কে চক্রবর্তী, ভবানীপুর, কলিকাতা।
৪। আর এম আচার্য, ৫/৫২, সি আই টি বিল্ডিংস, কলিকাতা-১০

সি ৫৭০

নবীন আলোকে জাগো মন জাগো জাগো
—রবীন্দ্রনাথ

নতুন আলো নতুন মনের
নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ
আমাদের কালজয়ী অর্ঘ্য।

শিশু ভারতী

ছোটদের বিশ্বকোষ
॥ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ॥
শিল্পীদের রচনা সম্ভার, অসংখ্য ছবি।
দশ খণ্ড পূর্ণ পুরো সেট ১০০.০০
সমগ্র খণ্ডের বিষয়-সূচী : ২.০০

সচিত্র মহাভারত

মহাভারতের পুণ্য-কাহিনী
॥ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ॥
পূর্ণ ঘোষ, চারু রায় প্রভৃতির আঁকা ছবি।
মূল্য ১৬.০০

বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

॥ জগদানন্দ রায় সংকলিত ॥
বিজ্ঞানের সুষ্ঠু আলোচনা। ১৫ খানা বই।

ছোটদের ক'খানা ভাল বই

বিদ্রোহী বালক ...	২.২৫
রূপকথার দেশে ...	২.৫০
বাদ্‌শাহী ...	৩.২৫
তরুণ রবি ...	৪.০০
বীরসিংহের সিংহ শিশু ...	২.৫০
রূপ দেশের উপকথা ...	২.২৫
রাজের রূপকথা ...	৫.০০
শুধু হাসি তেলোনা ...	১.৫০

॥ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ॥
২২-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কুড়িজন তরুণের কাহিনী

রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতে এই কুড়িজন ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন

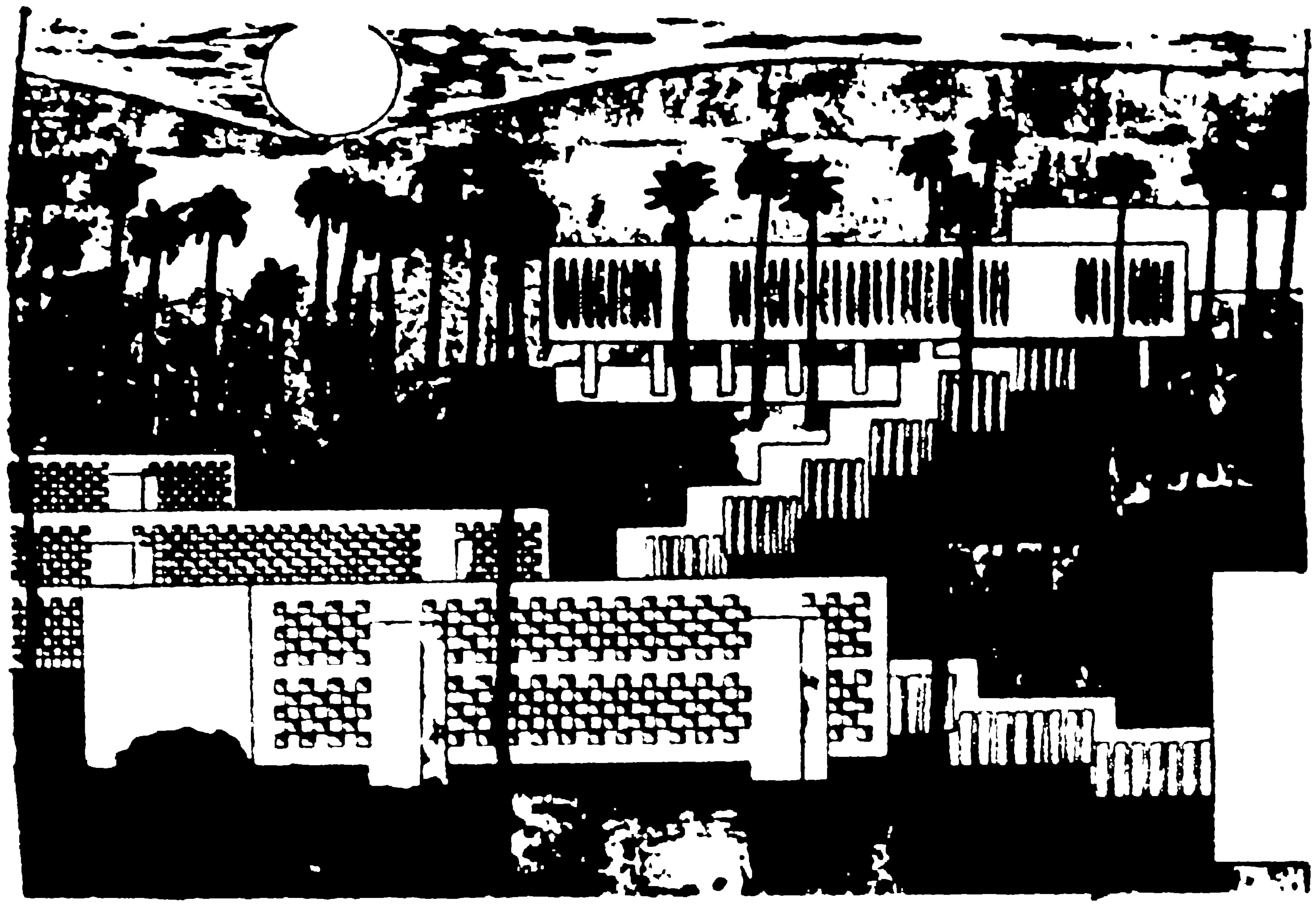

বলুন ত, কেমন করে দলের খেলোয়াড় বাছাই করবেন? ছোট ছেলেরা যখন ক্রিকেট খেলবে বলে নিজেদের দল গড়ে তখন দেখা যায় ওরা নিজেদের অজান্তেই খেলার কতকগুলি মূলনীতি কাজে লাগিয়ে ফেলেছে। দলের ক্যাপ্টেন ছেলেমানুষ হলেও তার লোক বাছাই করে বেশ লম্বা ও শক্ত চেহারা দেখে কিংবা দেখে নেয় চটপটে ও চালাকচতুর কিনা। এভাবে বেছে নিয়ে সে তার টীমটিকে সব দিক দিয়ে জোরদার করে তোলে।

সিবা ঠিক এই মূলনীতি মেনেই তার কর্মীদের বাছাই করেছিল—যখন [illegible] ভারতের সর্বপ্রথম মৌল রসায়ন ও জৈবতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করবার। কুড়িজন বৈজ্ঞানিকের একটি দল নিয়ে সম্প্রতি সেই কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ভারতে ও ভারতের বাইরে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে এঁরা ফিরে এসেছেন। এঁদের প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাকে [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible]।

সিবার মত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের [illegible] ১৯৬১ সালের [illegible] দিকে। সুইজারল্যান্ডের [illegible] ও সিবা লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ডঃ [illegible] কেপেলী সে সময় ভারতে এসেছিলেন। ডঃ কেপেলী দেখলেন, বে-সরকারী শিল্প উদ্যোগের অভাবে অনেক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকই বিদেশে—যা পেলে তাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য নিজেদের নিযুক্ত করতে পারেন।

ডঃ কেপেলী বুঝতে পারলেন যে সিবার মত সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, কেননা গবেষণায় সিবার ঐতিহ্য সুপরিচিত। ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় এসময় বেসরকারী শিল্পের হাতে মৌলিক গবেষণার উন্নতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। তাই এই শিল্পপোষিত গবেষণাকেন্দ্রের কথা তাঁর মনে আসে যেখানে মৌলিক রসায়ন ও জৈবতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা হবে এবং যা হবে ভারতের বিজ্ঞানীদের ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক।

গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ৭০ একর জায়গা নেওয়া হল বোম্বাই থেকে ২০ মাইল দূরে এক শহরতলী গোরেগাঁও-তে—একদিকে আরব সাগরের উপকূল, অন্যদিকে [illegible] পাহাড়শ্রেণীর মত—এরকম সুন্দর [illegible] চমৎকার জায়গা। তালবন আর আমবাগানের সবুজ সমারোহের মাঝে চারতলা সমান উঁচু হয়ে দাঁড়াল সাতাশটি সাদা রঙের বাড়ী। যেকোন আধুনিক গবেষণাগার রয়েছে ৮০টি আর বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক ও সাধারণ কর্মচারীদের নিয়ে মোট কর্মী সংখ্যা ১৭০ জন।

আজ সিবা গবেষণাকেন্দ্র এই মহান দেশের প্রতি, এদেশের আশা আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার প্রতি অবিচল আস্থার এক প্রতীক। কুড়িটি তরুণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে গঠিত এইটিই প্রথম দল যাঁরা এই বিরাট বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিযানে একজোটে এগিয়ে চলেছেন। এ কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে মাত্র দুবছর আগে।

স্থপতি ও বৈজ্ঞানিক

ডঃ টি আর [illegible] ভারতের বিখ্যাত জৈব রসায়নী এবং নতুন সিবা গবেষণাকেন্দ্রের ডিরেক্টর। তিনি বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক ও স্থপতি উভয়ে মিলে এই কেন্দ্রের পরিকল্পনা করেছেন। সিবার বিশ্বব্যাপী গবেষণার ডিরেক্টর, সুপ্রসিদ্ধ সুইস বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট ওয়েটস্টীন প্রথম থেকেই নকশার ছক পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং বিখ্যাত সুইস স্থপতি মিঃ এইচ. আর. সুটার প্রাথমিক নকশা তৈরী করেছিলেন।

মিঃ সুটার বলেন, "যেকোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র হবে আমাদের চারিদিকের মানুষ ও প্রকৃতির অপরিহার্য অংশ। এমনভাবে এর পরিকল্পনা তৈরী হওয়া উচিত যাতে অনুসন্ধানরত বৈজ্ঞানিক শান্তিতে ও নির্বিবাদে কাজ করতে পারেন......মন খোলা রাখার মত পরিবেশ পান, কেন না এই খোলা মনই চাই বিজ্ঞানের সাধনায়, চাই সমগ্র মানবের কল্যাণে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার পক্ষে সুসমঞ্জস পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই সেই সব আবিষ্কারের পথ সুগম হবে যার জন্যে শিল্পের দুনিয়া আজ উন্মুখ। বিজ্ঞানীর চিন্তা থাকবে অনাবিল—একাগ্র"।

মাদক তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি কবিতাটিতেই বোধ করি স্বদেশপ্রীতির সুর প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। এ দেশকেই তিনি তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বদেশপ্রীতির ধারা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁদের ইংরেজি-বাংলা উভয়বিধ রচনার মধ্যেই তার পরিচয় আছে। কিন্তু স্বদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চেয়ে ইউরোপের সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধেই তাঁদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল গভীরতর। তাই তাঁদের দেশপ্রীতি তৎকালীন সমাজচিত্তে যথোচিত পরিমাণে বেগ ও গতিদান করতে সমর্থ হয় নি।

এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, রামমোহনের অনুবর্তীদের স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাই অধিকতর ফলপ্রদ ও স্থায়ী হয়েছে। রামমোহনের অনুবর্তীদের অগ্রণী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষালাভ হয় রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে। সে শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই সর্বপ্রথমে স্মরণীয়।—

"আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

এই যে স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষানুরাগ, তার স্ফুরণ ঘটে দেবেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থাতেই। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য মাতৃভাষার চর্চা। 'বাংলা ভিন্ন এ সভাতে অন্য ভাষায় কথোপকথন হইবেক না'—এই ছিল এ সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই প্রবল ইংরেজি শাসনের যুগে সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই আলোচনা করতে হবে এই সংকল্প ঘোষণা যেমন দুঃসাহসিকতা তেমনি দূরদর্শিতারও পরিচায়ক। তাঁরই পুত্র রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেও মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র বাহন বলে মেনে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

বলতে গেলে এই সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৩২) থেকেই বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির বোধসঞ্চারের সূত্রপাত হয়।

এই সর্বতত্ত্বদীপিকার আদর্শেই পরবর্তীকালে (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা, দৃঢ়তর ও প্রশস্ততর ভিত্তিভূমির উপরে। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম কীর্তি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। এই পাঠশালার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহকর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।

"আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা

কালীশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক, রূপ-মঞ্চ লিখিত

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের একমাত্র প্রামাণ্য পুস্তক। ৪০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থে ৩২ খানা আর্ট প্লেট—৪০০ ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য [illegible] ছবি। ১০০০ দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও [illegible]। আন্তর্জাতিক আবিষ্কার সম্পর্কিত [illegible] অধ্যায়। [illegible] বাঁধাই। প্রতি খণ্ড : ১৫, [illegible]।

[illegible] শ্রীমুক্তিভূষণ [illegible] কংগ্রেস [illegible] ঘোষ, অশোক সরকার [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, [illegible] উত্তমকুমার থেকে [illegible] আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী [illegible] কাছেই একই কথা [illegible] লেখক [illegible] ইতিহাসটির মধ্য দিয়ে জাতির এক [illegible] কর্ম সম্পাদন করলেন।' যে কোন পাঠাগার, [illegible] ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য এই অমূল্য গ্রন্থটি নিঃশেষিত হবার পূর্বে সংগ্রহ করুন। বর্তমান ইতিহাসের বাইরে যা কিছু, জানবেন তা ভুল।

রূপ-মঞ্চ

বৈশাখ সংখ্যা ২০শে প্রকাশিত হয়েছে।
সংগ্রহ করুন।

প্রতি খণ্ড : ১, । বার্ষিক ১২, টাকা

রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা
৮১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৪
(হাতিবাগান বাজারের ভিতর)
টেলিফোন : ৫৫-১৬০০

সি-৮৫৮

শ্রীনিত্যনিরঞ্জন ভট্টাচার্যের
দেশাত্মবোধক মিলনমধুর উপন্যাস

সমর্পণ

উপন্যাসটির রোমাঞ্চকর মূলকাহিনীর গুরুগাম্ভীর্যে, উপকাহিনীগুলির মনোহারিত্বে প্রাণবন্ত চরিত্রগুলির অপরূপ মাধুর্যে, সংলাপের চমৎকারিত্বে, ভাষার সরসতা ও প্রাঞ্জলতায়, দ্বন্দ্বময় ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে নায়ক-নায়িকার কল্যাণময় মিলনে পাঠকের মন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরাজ্যে নীত হয়। গভীর আগ্রহে রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মন ক্ষান্ত ও তৃপ্ত হয় না। একাধিকবার পাঠের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। ডক্টর নারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। দাম ৬·০০

প্রাপ্তব্য—ডি এম লাইব্রেরী : নিউ বুক এম্পোরিয়ম এবং অন্যত্র

সি/এম-১২৭৫

অকাল বার্ধক্য হতে বাঁচতে চান?

চ্যা লো ন

চোখের কোল ফোলা, মাংসপেশী শিথিল পোড়া পোড়া চর্ম, অসুন্দর মোটা কুঁচকেপড়া চর্ম, এমন মনে হয় বয়স না হতেই বুড়িয়ে গেছেন। চ্যালোন ব্যবহারে মনে হবে বয়স দশ বছর কমে গেছে। দত্ত ব্রাদার্স, এস সি মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২।

(সি ৫৮৭)

স্বরলিপি

ফোন : ৩৫-১৫০৪

(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)

১, কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

নির্দেশনা :

রবীন্দ্রসঙ্গীত :	চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
	সলিল বসু
গীটার :	বটুক নন্দী
	সমীর খাসনবীশ
সেতার :	বলরাম পাঠক
নৃত্য :	হিমাংশু পাল

নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।

(সি ৮১৫)

পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহন করিতেছি এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমাদের কর্তব্য স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা। নতুবা আর কিয়ংকাল গোণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না—তাহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাহারদিগের ধর্ম এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।'

এই উক্তির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা তথা তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরবর্তী কালে এই আদর্শের প্রেরণাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার অপর কীর্তি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩)। পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন অক্ষয়-কুমার। তিনি কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পত্রিকাচালনা করেছিলেন তা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতেই সুপ্রকাশ। দীর্ঘ কুড়ি

কিশোর সঞ্চয়ন

অবনীন্দ্রনাথের
কিশোর সঞ্চয়ন

অচিন্ত্যকুমারের
কিশোর সঞ্চয়ন

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কিশোর সঞ্চয়ন

বুদ্ধদেব বসুর
কিশোর সঞ্চয়ন

শিবরাম চক্রবর্তীর
কিশোর সঞ্চয়ন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
কিশোর সঞ্চয়ন

প্রতি গ্রন্থে লেখকের সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয়। উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধের সমারোহ।

প্রতি বই ৪·০০

সুকুমার দে সরকারের

জঙ্গল-সর্দার ২·০০

মধুকেশী বন ২·০০, সাতরাজা ১·৮০, জঙ্গল গল্প ১·৫০, [illegible] গল্প ১·২৫, [illegible] গল্প ১·২৫

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা

জিম করবেট ৪·৫০

বিখ্যাত লেখকের অপূর্ব গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদক: জগন্নাথ বিশ্বাস

নটা বাঘ আর একটা মস্ত হাতি ৫·৫০

কেনেথ অ্যান্ডারসনের অপূর্ব শিকার কাহিনী

॥ রূপকথা সিরিজ ॥

বাংলাদেশের রূপকথা ৩·০০
[illegible]

বারো মাসের বারো রাজা ৩·০০
[illegible]

জাপানী কাল্পনিক ২·০০
[illegible]

অপরূপ রূপকথা ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু অনূদিত হান্স অ্যান্ডারসেনের কয়েকটি গল্প

॥ অনুবাদ সিরিজ ॥

এইচ. জি. ওয়েলসের টাইম মেশিন ২·০০

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬·০০

আইল্যান্ড অব ডক্টর মোরো ২·৫০

ফুড অব দি গড্স ২·০০

জুল ভের্ন-এর মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড ৩·৫০

হ্যাগার্ড শাজন্তে ৩·৫০

এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ ২·৫০

ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন ২·৫০

॥ ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ॥

এই সিরিজে ● বনফুল ● তারাশঙ্কর ● শিবরাম ● মানিক ● নারায়ণ ● অচিন্ত্য ● প্রেমেন্দ্র ● হেমেন্দ্র ● বিভূতি বন্দ্যো ● কামাক্ষী ● সুকুমার দে সরকার ● জরাসন্ধ ● বুদ্ধদেব ● আশাপূর্ণা।

প্রতি বই : ২·০০

অলিম্পিক ৫·০০
অজিত রচিত

শিকার কাহিনী ৫·০০
সমরেশ

হের্নার ফোর্ট ২·৫০
পূর্বেন্দু মাইতি

জীবনানন্দ গল্প ১·৫০
[illegible] সোম

বং বেরং ৩·৫০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃতি শূদ্রদেব আলো গল্প ৩·০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

তারায় তারায় ২·৫০
শিশিরকুমার দাস

কলকাতার রাজভোজ ২·০০
শিবরাম চক্রবর্তী

সঙ্কলন সাহিত্য

প্রতিটি গ্রন্থে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার, শিবরাম, হেমেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ছোটদের উপযোগী একটা করে গল্প।

॥ হালকা হাসির গল্প ॥

হাসির গল্পের সঙ্কলন ৩·৫০

॥ এক যে ছিল রাজা ॥

রূপকথার সঙ্কলন ৩·৫০

॥ খেয়াল খুশি অসম্ভব ॥

অদ্ভুত গল্পের সঙ্কলন ৩·০০

॥ ইতিহাসের গল্পগুচ্ছ ॥

ঐতিহাসিক গল্পের সঙ্কলন ৫·০০

॥ বিদেশী গল্পগুচ্ছ ॥

অনুবাদ-গল্পের সঙ্কলন ৩·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
নতুন কিশোর-উপন্যাস

রাঘবের জয়যাত্রা ২·৫০

ট. বি. হোয়াইটের
নতুন শিশু-উপন্যাস

মাকড়সার জাল ২·৫০

: অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির : ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

বীরেন্দ্র মল্লিকের

ত্রয়ী তিনটি নাম-করা একাঙ্কিকা

(সতীদাহ, শ্রদ্ধা, মুখোশ) ॥ ২.০০॥

বাংলার বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ
নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় বলেন :
"সতীদাহ" একটি সার্থক সৃষ্টি। পুরাতন সতীদাহ অ-মৃত অতীত রূপে বর্তমান কালেও যে বিদ্যমান তাহার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা আপনার এ নাটিকাটি।

॥ শীঘ্রই বেরুচ্ছে ॥

শেষকথা অন্যান্য সংস্করণ উপন্যাস

প্রাপ্তিস্থান :

ত্রিবৃত্ত প্রকাশ

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

(সি ৮২৯)

সেকালের স্মরণীয় আর
একালের বরণীয় গ্রন্থ

বনফুল ... **মনন** ৪.
[সদ্য প্রকাশিত]

পলাতকা ৩, .. বিমল কর

সরোজ রায়চৌধুরী
বসন্ত রজনী ২,

পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা ৩॥০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী ১০, ১২,
[পাচু ঠাকুর]
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকাল-একাল
৭, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

বৎসর ধরে স্বদেশপ্রীতির ব্রত উদ্‌যাপন করে তত্ত্ববোধিনী সভা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু পত্রিকাটি আরও সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের চিত্তে স্বদেশপ্রীতির দীপ্তিকে অনির্বাণ রাখার ব্রত পালন করে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রীতির প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে এই পত্রিকাতেই।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর সহচর ও সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) নামই সর্বাগ্রগণ্য। তাই এখানেই রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রীতির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি শান্ত স্থির-দীপ্তিতে দীপ্যমান, তার কোনো দাহিকাশক্তি ছিল না। কিন্তু রাজনারায়ণের স্বদেশ-প্রীতির শিখা শুধু যে তাঁর জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিল তা নয় তার দহনশক্তি ছিল নিত্য উদ্যত। শুধু তাঁর চরিত্রের মধ্যে নয় তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেও তাঁর দেশাভি-মানের শুভ্রজ্যোতি ও দহনপ্রবণতা সমান তেজে সক্রিয়। তাঁর চরিত্র ও রচনার এই উদ্দীপনা ও উত্তেজনাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনাবলীর বিশদ পরিচয় না দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুজন মনস্বীর দুটি উক্তি উধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে রাজনারায়ণের স্বাদেশিকতা সম্পর্কে বলেন—

দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত।'

নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার (১৮৬৭) মূলেও ছিল রাজনারায়ণেরই একটি পরিকল্পনার প্রেরণা। হিন্দুমেলাই সক্রিয় দেশপ্রীতি প্রচারের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই হিন্দুমেলার এক অধিবেশনেই বালক রবীন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে প্রথম স্বরচিত কবিতা-পাঠ করেন (১৮৭৫)। কবিতাটি ছিল বালক বয়সের তীব্র দেশপ্রেমের প্রেরণায় পরিপূর্ণ, নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। হিন্দুমেলার ওই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ও নায়ক রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং।

রাজনারায়ণের দেশপ্রেম শুধু বাক্‌সর্বস্ব ছিল না। তার প্রকাশ ছিল কর্মেও রূপেও।

স্বাধীন সাহিত্য সমাজ

গ্রন্থমালা : ১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সুবোধ ঘোষ স্বাক্ষরিত স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইস্তাহার।

অন্যান্য রচনা

শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, বুদ্ধদেব বসু

মূল্য
৫০ ন. প.
(ডাকমাশুল অতিরিক্ত ১১ ন প)

প্রাপ্তিস্থান : লিপিকা' ৬ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা ৯। 'ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী' ১৫/৩ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা ১৩

২৫শে বৈশাখের দৃষ্টিকোণ

সার্থক হোক বিশ্বমানবের বিশ্বশান্তির দুর্বার অভিযান

মজুমদার ক্লিনিক

অপটিশিয়ানস ও ডেন্টিস্ট
৪৩/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
(আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়)
কলিকাতা—৯ ফোন ৩৫-০৭০০

(সি ৮৭৯)

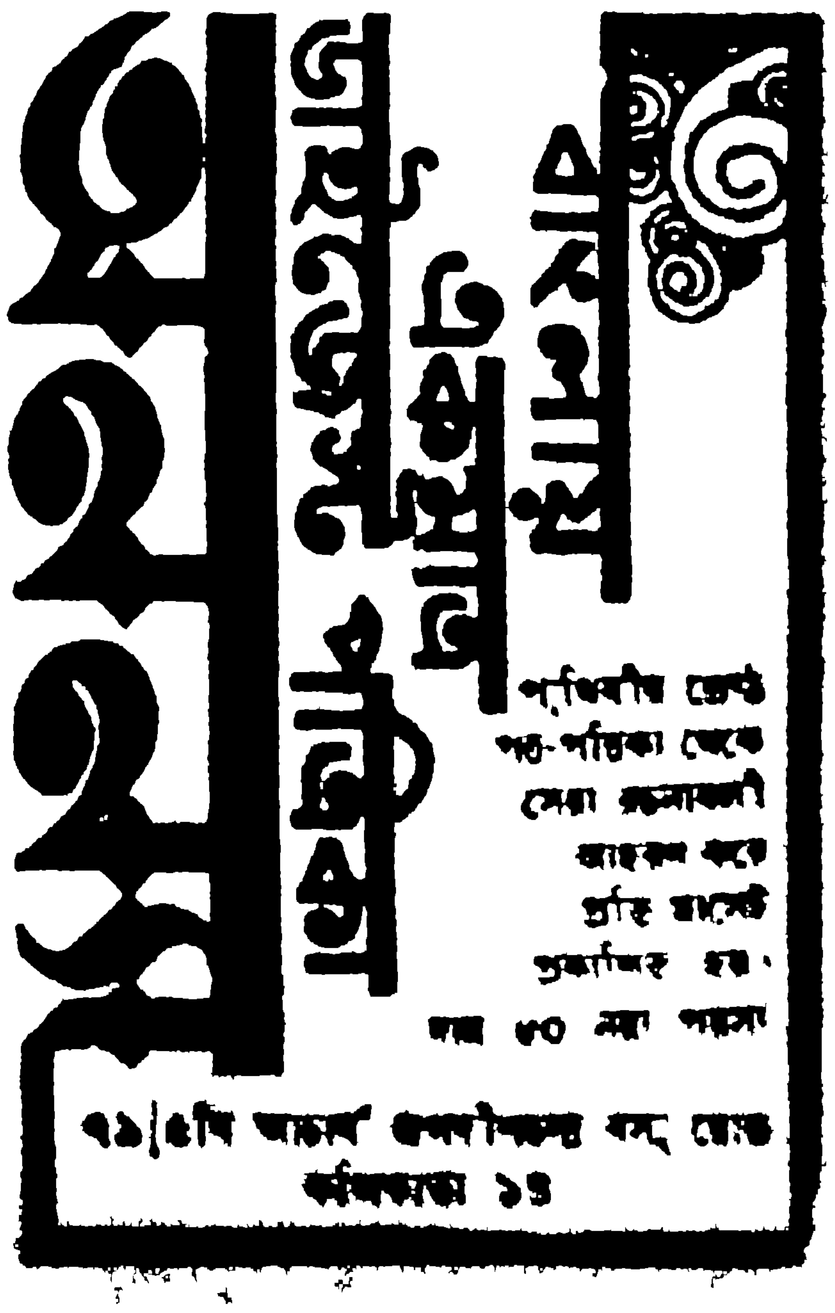

শুদ্ধু হিন্দুমেলার কর্মপ্রণালীতে তৃপ্ত না হয়ে তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্তসভারও নায়কত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই সভাকে 'স্বাদেশিকের সভা' নাম দিয়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

"জ্যোতিদাদা একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

'জ্যোতিস্মৃতি' গ্রন্থে এই সভার ও তার দীক্ষানুষ্ঠানের যে বর্ণনা আছে তা এই।

"যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় [রাজনারায়ণ] লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন।...লালরেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু-কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃতভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।"

খোলা তলোয়ারের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেননি, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য তরবারি ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। মৃতভারতকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করতে হলে ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান ও ক্ষাত্রশক্তি দুয়েরই সাধনা প্রয়োজন।

বোধ করি এই গুপ্তসভায় ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রচিত হয়।

তোমারি তরে মা, সঁপিনু এ দেহ
  তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
  এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু, অক্ষম দুর্বল,
  তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
  তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবী শোণিতে আমার
  কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা, পারি তা ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
  নিভাতে তোমার যাতনা।
যদিও জননী, যদিও আমার
  এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা, একটি সন্তান
  জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান॥

রাজনারায়ণের কাছে এই দীক্ষা গ্রহণের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে কখনও শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। রাজনারায়ণের দেশপ্রেম সম্পর্কে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক মনস্বী বিপিনচন্দ্রের অভিমতটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

'রাজনারায়ণবাবু যে দু-তিনখানা বই লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।...... বাংলাদেশে রাজনারায়ণবাবুর শিক্ষাদীক্ষাই সর্বপ্রথমে স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল।

রাজনারায়ণবাবুর [illegible] জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। যখন রাজনারায়ণবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে, [illegible]

কিশোর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমাহার

ছোটদের
ভালো ভালো গল্প
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বনফুল, শরদিন্দু, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, আশাপূর্ণা, হেমেন্দ্রকুমার, লীলা মজুমদার প্রভৃতি। (প্রতি লেখকের বাছাই-করা গল্পের এক একটি সঙ্কলন।) প্রতিটি ২·০০।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অশরীরী আতঙ্ক
কিশোরদের জন্য লেখা ইদানীং কালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ৩·০০

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী
চলো যাই
১·৮০

শিবরাম চক্রবর্তী
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন
১·৮০

বুদ্ধদেব বসু
এলোমেলো
২·০০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মা-কালীর খাঁড়া
২·০০

প্রবোধকুমার সান্যাল
বিচিত্র এ দেশ
২·৫০

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

শিশু-সাহিত্যের সব্যসাচী স্বপনবুড়োর
সকল রসের সকল রকম বই!

ছেলেবেলার মজাদার গল্প
* স্বপনবুড়োর শৈশব *

নানা রঙের নানা রসের কাহিনী
* গল্প-সঞ্চয়ন *

অপরূপ ভ্রমণ কাহিনী
দেশে দেশে মোর ঘর আছে
সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে

শিশু নাটকের মধুছত্র
স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য
(তিন ভাগ)

ঝাল-টক্-নোন্‌তা-মিষ্টি
স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প

স্বপনবুড়োর লাফিং গ্যাস্
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গভরা

শিশু-মুখে হাসি ফোটাতে—স্বপনবুড়ো!

* ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী *
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা ॥

সেই শরীর লইয়া, আমার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'আমি বেশিদিন বাঁচিব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারিতাম ত বে জন্মটা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।'. ....

রাজনারায়ণবাবু বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমাধির উপরে তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে।—

'স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।'

এই কয়টি কথার ভিতরেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাঁহার গভীর এবং আমরণসাধ্য স্বজাতি-প্রীতির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। অসামান্য আধুনিক কৃতবিদ্য-সমাজে তিনিই প্রথম পুরুষ ছিলেন। তাঁহার 'গ্রান্ড ফাদার অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম' উপাধি সর্বতোভাবে সার্থক ছিল। —প্রবাসী ১৩২৯ কার্তিক (পরবর্তী কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীর কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত)।

রাজনারায়ণের স্বদেশসাধনা ও সাহিত্য-সাধনা ছিল অভিন্ন। এই দীক্ষাগুরুর প্রেরণা স্বদেশী কালের বহু কর্মী ও সাহিত্যসাধকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাঁরা তাঁর কাছে কিছু না কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র, দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকুমারের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার (১৮৮১) নামকরণের মধ্যে পূর্বোক্ত সঞ্জীবনী গুপ্তসভার ('হামচু পামু হাফ') কোনো পরোক্ষ প্রেরণা ছিল কি না জানি না। দেশের শত্রুনিপাতব্রতে ব্রতী হয়ে অরবিন্দ যে গুপ্ত কর্মপ্রণালীর আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে উক্ত গুপ্তসভার বা মাতামহ রাজনারায়ণের কোনো পরোক্ষ প্রেরণা ছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই।

রাজনারায়ণের সহপাঠী মধুসূদন এবং ভূদেবও স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মধুসূদন যে তাঁর সাহিত্য সাধনায় নানাভাবেই রাজনারায়ণের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন সে কথা সর্ববিদিত। মধুসূদনের দেশপ্রীতির নিদর্শন আছে তাঁর রচনার মধ্যেই। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের (১৮৫৮) প্রস্তাবনাতেই পাই এই উক্তি।—

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নতুন উপন্যাস

রাতমোহনা ৪৲

॥ সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥

সমরেশ বসুর
অয়নান্ত ৬॥০

জরাসন্ধের
আবরণ ৩॥০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সুপ্তসাগর ৪॥০

শক্তিপদ রাজগুরুর
কাঁচ কাঞ্চন ৪৲

সুবোধ ঘোষের
কান্তধারা ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
জতুগৃহ ৪৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
শ্রীমতী ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি ৪৲

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
দুয়োরাণী ২৲০

বিশ্বনাথ রায়ের
মুক্তবিহঙ্গ ৪॥০

বারীন্দ্রনাথ দাশের
অতনু ও জীবন দেবতা ৪॥

॥ অন্যান্য উপন্যাস ॥

বিমল করের
মল্লিকা ৩৲

শৈলেশ দে-র
বধূ ৩৲

বারীন্দ্রনাথ দাশের
দুলারীবাঈ ৪৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার
দাম—৩॥০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই নদী ২৳০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তৃষ্ণা ৩॥০

শৈলেশ দে-র
মিঃ-মিসেস চৌধুরী ২॥০

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

জাগ গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়॥"

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাঁর দেশপ্রীতির বহু নিদর্শন আছে। 'পরিচয়' নামক কবিতাটিতে ভারতভূমির যে বর্ণনা আছে তা গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ। অতঃপর শেষ দুই লাইনে বলেন—

সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী
তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে'

এই কাব্যের শেষ কবিতার শেষ দুটি লাইনও স্মরণীয়।—

এই বর, হে বরদে মাগি শেষ বারে—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

এই গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতেও (১৮৬২)। 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' ইত্যাদি লাইনগুলি হৃদয়কে মুগ্ধ করে না, এমন বাঙালী কয়জন আছে?

ভূদেবের (১৮২৭-৯৪) স্বদেশপ্রীতি ছিল গভীর, ব্যাপক ও সত্যোপলব্ধির স্থির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনই এই অবিচল দেশপ্রেমের স্থির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ভূদেব সাহিত্যের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা, এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', এই দুখানি গ্রন্থ। এই তিনটিই তাঁর গভীর স্বদেশোপলব্ধির নিদর্শন। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত-সংগীত' কবিতা প্রকাশিত হয় 'এডুকেশন গেজেটে' (১৮৭০)। এই উত্তেজনামূলক কবিতাটি প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট ভূদেবের কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু তাতেও তাঁর দেশপ্রীতির প্রকাশ নিরস্ত হয়নি। ভূদেবের দেশাত্মবোধের গভীরতা ও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁর স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রের সকলে মিলিত হইয়া ইঁহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন

ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহে। ইনি উঁহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতনিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব?

এই উক্তির মধ্যে কি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। এর দ্বিতীয় বাক্যটি অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানবাণী—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে॥

মধুসূদন, রঙ্গলাল, ভূদেব—এই তিনজনের পরেই নাম করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের। জন্মকালের হিসাবে তিনি তাঁদের পরবর্তী। কিন্তু কর্মকালের হিসাবে তিনি তাঁদের সমকালীন। বিশেষত ভূদেবের সমকালীন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ ভূদেবের [illegible] গভীরতর বা ব্যাপকতর না হতে পারে কিন্তু ক্রিয়াশীলতা ও প্রেরণাদানের শক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা নেই। [illegible]

[illegible] প্রেরণা-দায়ক স্বীকার করে নিয়েছেন।

এ স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশানুরাগের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশানুরাগের প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে এই শতকের অপেক্ষাকৃত গৌণ লেখকদের সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা কর্তব্য।

এঁদের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তকেই অগ্রণী বলে স্বীকার করতে হয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার-প্রমুখ তৎকালীন সাহিত্য নায়কেরা স্বদেশচেতনার নিজের উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, অপরকেও উদ্বুদ্ধ

মন্দা নন্দার দেশ—

ভ্রমণ সাহিত্যে [illegible] দৃষ্টিভঙ্গী — অনুকরণীয় লিপিনৈপুণ্য [illegible] দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংবর্ধিত। সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত। [illegible]

দেশ :— পারস্পরিক সহৃদয় সম্পর্ক এবং আন্তরিক [illegible] একটি মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে যে ভ্রমণের মানবিক দিকটি প্রাকৃতিক দিকের প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে

মাসিক বসুমতী :— ভ্রমণ কাহিনী যে উপন্যাসের চেয়েও [illegible] হতে পারে [illegible] সেই শ্রেণীভুক্ত। [illegible] মনকে অভিভূত করে তোলে।

আনন্দবাজার :— গ্রন্থখানিতে একটি সংস্কারমুক্ত [illegible] মনের পরিচয় মেলে।

যুগান্তর :— রচনার পরিচ্ছন্নতায় লেখকের [illegible] শীল মননে চরিত্রচিত্রণে বইটি আকর্ষক হয়েছে।

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড :— বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে একটি [illegible] সংযোজন।

জনসেবক :— লেখকের [illegible] ও হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত বইখানি মুখর [illegible] ভ্রমণ কাহিনী

বিশ্ববাণী :— অবশ্যপাঠ্যের পর্যায় পড়ে।

মূল্য—চার টাকা।

প্রবর্তক পাবলিশার্স

৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২।

করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস মুখ্যত চিন্তার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সেই স্বদেশ-চেতনাকে চিন্তা থেকে হৃদয়ের ক্ষেত্রে, গদ্য-প্রবন্ধ থেকে কাব্যের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করেন। বস্তুত তিনিই বাংলার প্রথম দেশপ্রেম-উদ্বোধক কবি। তাঁর দেশপ্রেমের কবিতার তৎকালীন সমাজের হৃদয়ে যে নূতন প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে তা অভাবিতপূর্ব। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ তিনি সঞ্চার করেছিলেন, দেশের যে অতীত গৌরবস্মৃতি জাগ্রত করেছিলেন এবং দেশের বর্তমান দুর্দশায় যে বেদনাবোধে সকলের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিলেন, সেই ঝরনাধারাই কালক্রমে গভীর ও বিশাল আয়তন ধারণ করে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অন্তত এই জন্যও ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই হিসাবে তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি। বাংলা সাহিত্যের উষাকালেই যে কবির লেখনী থেকে

> 'দেশের কুকুর ধরি
> বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া
> চিত্তস চঞ্চল হয় যদা'
> কিংবা
> স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে
> ভারতের ভরা দেহে
> নিবিদেশ দেশে ভাব সঞ্চার

ইত্যাদি ধরনের স্বদেশপ্রেম নিঃসৃত হয়েছে তিনি কি উপেক্ষণীয় হতে পারেন। এখনও মনে পড়ে আমাদের বাল্যকালে যখন ঈশ্বর গুপ্তের

> জান না কি জীব তুমি
> জননী জন্মভূমি—
> যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।'

ইত্যাদি রচনাটি পড়েছিলাম তখন আমাদের বালক হৃদয় কি ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

দেশপ্রেমের আদি কবি বলে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে অধিকতর আলোচনা সম্ভবপর নয়।

অতঃপর যে-সব কবির রচনা বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের ধারাকে খরতর ও গভীরতর বেগে প্রবাহিত করেছিল তাঁদের মধ্যে কবি রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, এই তিনখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেই নিবৃত্ত হব।

সে যুগের সংগীত-রচয়িতারাও দেশপ্রেমকে সর্বজনের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে কম সহায়তা করেননি। অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও অগ্রণী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। হিন্দু মেলার আরম্ভকাল (১৮৬৭) থেকেই দীর্ঘকাল ধরে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, সরলাদেবী প্রমুখ অনেকেই যে অজস্র সংগীতধ্বনিতে বাংলার চিত্তাকাশকে মুখরিত করে তুলেছেন তার পরিমাপ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এটিই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়-সংগীত বলে গণ্য হবার অধিকারী। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিকে সেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এটি হিন্দু-মেলার অধিবেশনে উদ্বোধন-সংগীতরূপে গীত হত। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের

> 'কত কাল পরে বল ভারত রে
> দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।'

এবং মনোমোহন বসুর

> 'দিনের দিন সবে দীন,
> ভারত হয়ে পরাধীন।'

এই দুটি গানও এক সময়ে দেশের সর্বত্র গীত হত। বস্তুত বাংলার দেশপ্রেমের সাহিত্যে এই জাতীয়-সংগীতগুলির প্রভাবই বোধ করি সর্বাধিক। এগুলি সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার সার্থকতা আছে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিই সংখ্যায় এবং ভাবের গভীরতা ও বৈচিত্র্যে তথা সুরের দেশপ্রেমোদ্দীপক সকলের উপরে স্থান পাবার অধিকারী।

অতঃপর জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কেও সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৭২) থেকে নাট্যাভিনয় দেশপ্রেম প্রচারের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করল। এর মূলে ছিল হিন্দুমেলার প্রেরণা। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নামক অকিঞ্চিৎকর নাটিকাটিই এ ক্ষেত্রে অগ্রণীর খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল পথপ্রদর্শক হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাট্য-সাহিত্যে যে বীররসাত্মক স্বদেশপ্রেমের ঢেউ তোলে তার প্রভাব চলে দীর্ঘকাল। রঙ্গমঞ্চের যোগে এই যে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা, তার পরিণতি ঘটে উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ-সরোজিনী" এবং "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে। এই দুই নাটকে শুধু যে দেশ-প্রেমের উন্মাদনা-সঞ্চারের প্রয়াসই ছিল তা নয়; অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রবর্তনাও ছিল। এই প্রবর্তনার প্রভাব কতখানি ছিল তার কিছু পরিচয় আছে বিপিনচন্দ্র পালের আত্মকাহিনীতে। দর্শকদের এই উন্মাদনাকে দমন করার জন্য সরকারকেও অবশেষে আইনের আশ্রয় নিতে

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা

॥ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ॥

কবিগুরুর জীবনী নয় ... মহৎ কবির বহুরূপী অথচ ... ও ... ৪.০০।

॥ স্বামীজীর জীবনকথা ॥

... যুগসন্ধিক্ষণে এসে বিশ্বজয়ী অদ্বৈতসাধক বিবেকানন্দের ... কি আমাদের জাতীয় জীবনে শেষ হয়ে গেছে ? বইখানিতে আছে ... দ্বিতীয় সংস্করণ ২.২৫।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ॥

... পরিপূর্ণ নিজের মানসদর্পণে ধরতে ... সেই ... মহাপুরুষের মানসছায়া।

... শরৎচন্দ্র একটি বিখ্যাত গাইয়ের আসরে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন ... থামতে জানে ত ?

... কাননবিহারী বলতেও জানেন, থামতেও জানেন। একটি সুসংবদ্ধ, ... অনাড়ম্বর উদ্যোগে প্রকাশ করা—তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুলভ সংস্করণ ৩.০০।

॥ মহাকবির জীবনকথা ॥

... কিশোর-কিশোরীর জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনচরিত। ১.২৫।

॥ কিশোরকিশোরীদের জন্য ॥

॥ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ ॥ ছোটদের বিবেকানন্দ ॥

প্রত্যেকখানি .৭৫।

॥ সকল সুপরিচিত দোকানেই পাবেন ॥

প্রকাশনা : ৩।২ আনন্দচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

হয়েছিল। ফলে রঙ্গালয়ের যোগে দেশপ্রেম প্রচারের প্রয়াস ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসে। পরবর্তী কালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে আবার রঙ্গমঞ্চে স্বদেশপ্রেমের ঢেউ লাগে। সে কালে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেন।

এ স্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে কাব্যে গানে ও নাটকে এই যে স্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্যা দেখা গেল, তার অনেকখানি ছিল কৃত্রিম, সাময়িক হুজুগের প্রকাশমাত্র। অনেকাংশেই তা সত্যোপলব্ধির আন্তরিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখনকার দিনে ম্যাটসিনি-গ্যারিবলডির আ ম দা নি-করা কাহিনী এই কৃত্রিম উত্তেজনার বাষ্পবেগ জুগিয়েছে। এই উত্তেজনা শুধু সাহিত্যে নয়, সভাসমিতির বক্তৃতা এবং আন্দোলনেও প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা সত্যই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারলেন 'ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন দেশপ্রেম'।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রকেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। প্রতিবাদ করতে হয়েছে হেমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকেও। হেমচন্দ্র লিখলেন—

> পরের অধীন দাসের জাতি,
> নেশন আবার তারা,
> তাদের আবার এজিটেশন,
> নবুন উঁচু করা।

রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

> বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
> রয়েছে বেশ কানে,
> কী যেন করা উচিত ছিল
> কী করি কে তা জানে।
> অন্ধকারে ওই রে শোন্
> ভারত মাতা করেন প্রেন,
> এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
> গেলেন কোন্‌খানে।'

বস্তুতঃ রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত স্বদেশসাধকদের অবিরাম প্রয়াস সত্ত্বেও দেশের জাগরণ অসম্পূর্ণই থেকে গেল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকেও তাই রবীন্দ্রনাথকে ক্ষোভ করে বলতে হয়েছিল—

> যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
> হে মোর স্বদেশ,
> মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে,
> পরি তারি বেশ।

এমন কি, বিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও তাঁকে বলতে হয়েছিল—

> [illegible]

[illegible] স্বামী বিবেকানন্দের [illegible]—

উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত'। তাঁর এই মহাবাণীর মুখপত্র হল 'উদ্‌বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'। উদ্‌বোধনেই প্রকাশিত হল ভারতীয় নবজাগরণের এই অমরমন্ত্র—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

এই মহাবাণীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েই বিংশ শতকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর মরদেহ ত্যাগ করলেন এই সময়েই। কিন্তু তাঁর অমরবাণী তাঁর কণ্ঠের দুর্জয় আহ্বানধ্বনি তখনকার দিনের যুবক-সম্প্রদায়ের চিত্তে যে আলোড়ন, নবজাগরণের যে মহাস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল, [illegible]

[illegible]

> [illegible]

যে কবি একদিন ক্ষোভ করে বলেছিলেন—

> 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
> রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।'

দেশের এই নূতন রূপ দেখে সেই কবিকেই আজ মুগ্ধহৃদয়ে বলতে হল—

> আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
> তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
> ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
> তোমার দুয়ার আজি খুলে গেল
> সোনার মন্দিরে।

এই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-চেতনার নূতন অধ্যায় শুরু হল। তার জন্য প্রয়োজন নূতন প্রকাশ রচনা।

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামীনে, ২৫০ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি, মোটর গাড়ি [illegible] ইত্যাদির জন্য।—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.
(K—57) AMRITSAR—5.

রবীন্দ্র জন্মোৎসব

এই উৎসব উপলক্ষে

২০ মে পর্যন্ত

সুলভ মূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে— রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভি, পি, ডাকেও পুস্তক পাঠানো হয়।

দামোদর পুস্তকালয়

বিজয়চাঁদ রোড । বর্ধমান

ফোন বর্ধমান ৩৪২

সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর

দিলীপকুমার বিশ্বাস

স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশচেতনা [illegible] অর্থ বর্তমানকালে [illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর [illegible]

[illegible]

There [illegible] closer [illegible] the recent Celtic movement [illegible] Ireland the attempt [illegible] national spirit to find a new [illegible] of self-expression [illegible] the spiritual force for a great [illegible] and rebuilding [illegible] The Renaissance in India. Second [illegible]

[illegible]

ইতিহাস [illegible] উৎকট পাশ্চাত্য [illegible] এই হিসাব [illegible] আমাদের [illegible] যুগের [illegible] প্রমাণ আছে।

আমাদের সাহিত্যে [illegible] বিদ্যাসাগর [illegible] স্বদেশচিন্তার প্রথম পর্বটি আলোচনাকালে একটি কথা সর্বাগ্রে [illegible]

[illegible] রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ [illegible]

[illegible] knowledge and power [illegible]

[illegible]

(“I now conclude my Essay by offering up thanks to the Supreme Disposer of the Universe for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former Rulers and placed it under the Government of the English nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty but also interest themselves in promoting liberty and social happiness as well as free inquiry into literary and religious subjects among those nations to which their influence extends.”)

কিন্তু এই [illegible] রামমোহন একক নন। [illegible] পরবর্তীকালের [illegible] উপন্যাসের [illegible]

[illegible] নব অধ্যায় [illegible] মৌলিক [illegible] পারা যাবে। [illegible]

[illegible] ১২৯৭ বঙ্গাব্দ [illegible] ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা ও কর্ম আমাদের জাতীয় জাগরণের যে পর্বটি [illegible] রচনা করতে সক্ষম হয় ভারতবাসীর মনে স্বদেশানুরাগ ও [illegible] সে-পর্বের চরিত্র- [illegible] বৈশিষ্ট্য [illegible] উপায় [illegible] এ বৈশিষ্ট্যের বীজ নিহিত সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। [illegible] মননে সমস্যা [illegible]

ও আধুনিক ভাবধারার পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত। তাঁরা ছিলেন আধুনিকতার স্বপক্ষে। ইংরেজ শাসনকে আশ্রয় করে পাশ্চাত্য সভ্যতা সেদিন আধুনিক যুগের বাণী বহন করে এনেছিল বলেই ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানাতে তাঁরা [illegible] করেননি।

রামমোহনের [illegible] ও ইংরেজ [illegible] বিশ্লেষণ করলে তাঁর [illegible] দুটি সম্ভাব্য উৎস আবিষ্কার করা যায়। ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে এ দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানী হওয়ায় ধীরে ধীরে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনোরাজ্যের পুঞ্জীভূত জড়তা ও অন্ধকার অপসারিত হতে শুরু হয়েছিল এ-কথা এক হিসাবে সত্য। অপর পক্ষে ভারত-প্রবাসী সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজগোষ্ঠীর [illegible] উন্নাসিক [illegible] এবং [illegible] ধর্ম সংস্কৃতি ও [illegible] ও হীনরূপে চিত্রিত [illegible] সর্ববিধ প্রয়াস [illegible] কদাচ প্রীতিকর হয়নি। ক্রমশ দেখা গেল পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে ভারতস্থ ইংরেজ-চরিত্রের গুরুতর অসামঞ্জস্য রয়েছে এবং শাসনক্ষেত্রে উদারতার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এই অসামঞ্জস্য-চেতনা এবং [illegible] প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থেকেই সে যুগের [illegible] জন্ম। রামমোহনের মধ্যে তার স্পষ্ট ও সার্থক প্রকাশ সর্বপ্রথম লক্ষ করা যায়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের কালেক্টর স্যার ফ্রেডরিক [illegible] তাঁর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার [illegible]

[illegible]

[illegible] উপদেশ [illegible] ইংরেজের [illegible] মাধ্যমে হিন্দুধর্ম [illegible] নিকট হয় এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রচার [illegible] করেন। এতে ধর্মার্থে নির্ভর ও আপন আচারের যথার্থ অনুগামিরূপে [illegible]

চিরন্তনী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ২.৫০

ছায়াবৃতা
সুবোধ ঘোষ

[illegible] ২.৫০

মধ্যদিনের গান
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ৩.০০

সুলোচনা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

উতলা কলাপী
[illegible]

[illegible]

জতুগৃহ
সুবোধ ঘোষ

[illegible] ২.০০

গোলাপ কাঁটা
[illegible] মল্লিক

[illegible] ৩.০০

প্রাইমা পাবলিকেশনস
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হইতে পারেন কিন্তু বাংগালা দেশে, যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামমাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না। [illegible]

[illegible]

J. K. Majumdar, Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India, pp. [illegible]

[illegible]

গঠিত হয়েছিল মুক্ত প্রাচ্য-চিন্তার প্রভাবে। [illegible]

পলাশী প্রকাশিত অসাধারণ গ্রন্থসম্ভার

রূপদর্শীর মনোরম রসরচনা

মনে পড়ে

[illegible] : ৩.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

চোরা বালি

[illegible] : ২.০০

প্রকাশিত হয়েছে 'মাসিক বসুমতী' প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

নক্ষত্রের রাত ৪.০০

মতি নন্দী

পরিবেশক : নবগ্রন্থ কুটির, ৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

১৯৬৩ সালে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান

[illegible]

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার [illegible]

॥ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ॥

দুই বাড়ি [illegible] কৃষ্ণচূড়া ২.৫০

অন্যান্য উপন্যাস

স্বপ্নের সংকেত ৩.৫০ দার্শনিক ৩.০০ নতুন নগর ২.৫০

বৈশাখে বেরোবে — আকাশ প্রদীপ ২.৫০ — বৈশাখে বেরোবে

দ্বিতীয় পৃথিবী — বৈশাখে বেরোবে — বাকুল বসন্ত — আলোর আলোয় পূর্ণিমা

শ্রীভারতী পাবলিশার্স

[illegible]

পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হননি, সমকক্ষের সহজ অধিকারে তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনায় এর বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের বিদ্রূপের উত্তরে ডাঃ টাইটলারের সংগে বিতর্ক প্রসংগে তিনি সগর্বে বলেছিলেন:

"If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says, we are indebted to the English he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to Science Literature or Religion I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own which distinguishes us from the other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

(রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭১—৭২)। রোমান বিশপ আন্দ্রে

গ্রেগোরার ও স্বীয় শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের সংগে আলোচনা প্রসংগে তাঁকে বলতে শোনা যায়, হিন্দু তত্ত্বচিন্তার সমকক্ষ কোনও কিছু তিনি পাশ্চাত্য দর্শনে বা খ্রীষ্টধর্মে দেখতে পাননি (দ্রষ্টব্য Collet, The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, ed Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli, Calcutta, 1962, pp 97-98)। স্বজাতির প্রশংসনীয় গুণগুলির প্রতি পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কখনও তিনি দ্বিধা করেননি। ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদার দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে তাঁর মত সুস্পষ্ট:

"It is wellknown to the whole world that no people on earth are more tolerant than the Hindoos who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence which embraces the good of every religious sect or denomination. (The Brahmunical Magazine Preface to the Second Edition

রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী [illegible] ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড পৃ: ১৪০)। [illegible] সম্পর্কে ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতবাসীর যে [illegible] নেই, এই প্রসংগে মিশনারী [illegible] উত্তরে ব্রাহ্মণসেবধি [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্বন্ধে

সাক্ষ্যদান প্রসংগে যখন তাঁকে তাঁর দেশবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় 'What capability of improvement do they possess?' রামমোহন দৃঢ়ভাবে একথার উত্তর দিয়েছিলেন 'They have the same capability of improvement as any other civilised people' (ইংরেজি রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৬৬)। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। একপক্ষে ইংরেজ শাসকশ্রেণীর শ্বেতজাতিসুলভ [illegible], দম্ভ ও এদেশবাসীর প্রতি [illegible] ও কার্যে অপমানজনক ব্যবহারের [illegible] তীব্র প্রতিবাদস্পৃহা এবং অপর-[illegible] প্রাচ্য উত্তরাধিকার সম্পর্কে গর্ববোধ [illegible] চরিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible]—এই দুটি [illegible] ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হয়ে [illegible] রামমোহনের স্বদেশচিন্তা রূপ গ্রহণ করেছিল।

রামমোহনের দৃষ্টিভংগীর উৎস [illegible] [illegible] প্রায় সমগ্র ঊনবিংশ শতকের [illegible] ভিত্তি করেই এতক্ষণ [illegible] দীর্ঘ আলোচনা করতে হয়েছে। [illegible] প্রয়োজন, রামমোহনের স্বদেশ-[illegible] আঞ্চলিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার [illegible] নয়। দেশ বলতে তাঁর ধারণা [illegible] ভারতবর্ষের রূপ, আর দেশবাসী [illegible] তিনি সর্বদা বুঝেছেন ভারতবর্ষের [illegible] জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের [illegible] এক [illegible]। জাতীয় সংস্কৃতির [illegible] তাঁর গভীর পরিচয় ও [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দীপনে সহায়ক [illegible] [illegible] নেই। কিন্তু এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Re... [illegible] settle[illegible] India [illegible]opean[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] স্থাপন করেছেন, যখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কলকাতা-[illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাহিনি [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদল বহুকাল জাতীয়

সিগারেট লাইটার তৈল—

প্রিন্স ও ফাইভ স্টার ব্রাণ্ড
•
কেমিক্যালি শুদ্ধ এবং পরিষ্কার ও ইহাতে ধোঁয়া হয় না
•
সর্বত্র পাওয়া যায়

এম. এম. সিংগল এণ্ড কোং
১, চাউলপট্টি রোড কলিকাতা-১০
ফোন: ২৪-৪২৪৫

* নতুন নতুন বই *

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মনময়ূরী ৩·০০

রুক্মিনী বাঈ ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঊর্ণনাভ ৩·০০

শক্তিপদ রাজগুরু

নূতন সীমান্ত ৩·০০

অগ্নিস্বাক্ষর ২·৫০

আশাপূর্ণা দেবী

মুখর রাত্রি ৩·০০

নবজন্ম ৩·০০

একটি সন্ধ্যা একটি সকাল ২·০০

[illegible]

নকল রাজা নকল রানী ৫·০০

আলোক লগন ৩·০০

আঁধি-বিহঙ্গ ৩·০০

তপতী কন্যা ২·০০

সুধাপারাবার ২·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দূর বসন্ত ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুটি ফুল দুটি প্রাণ ৩·০০

[illegible] ঘোষ

ময়ূরের মন ১·৫০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভ্রান্তিবিলাস ১·৫০

[illegible]

[illegible]

রূপসী ২·০০

[illegible]

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা ৯

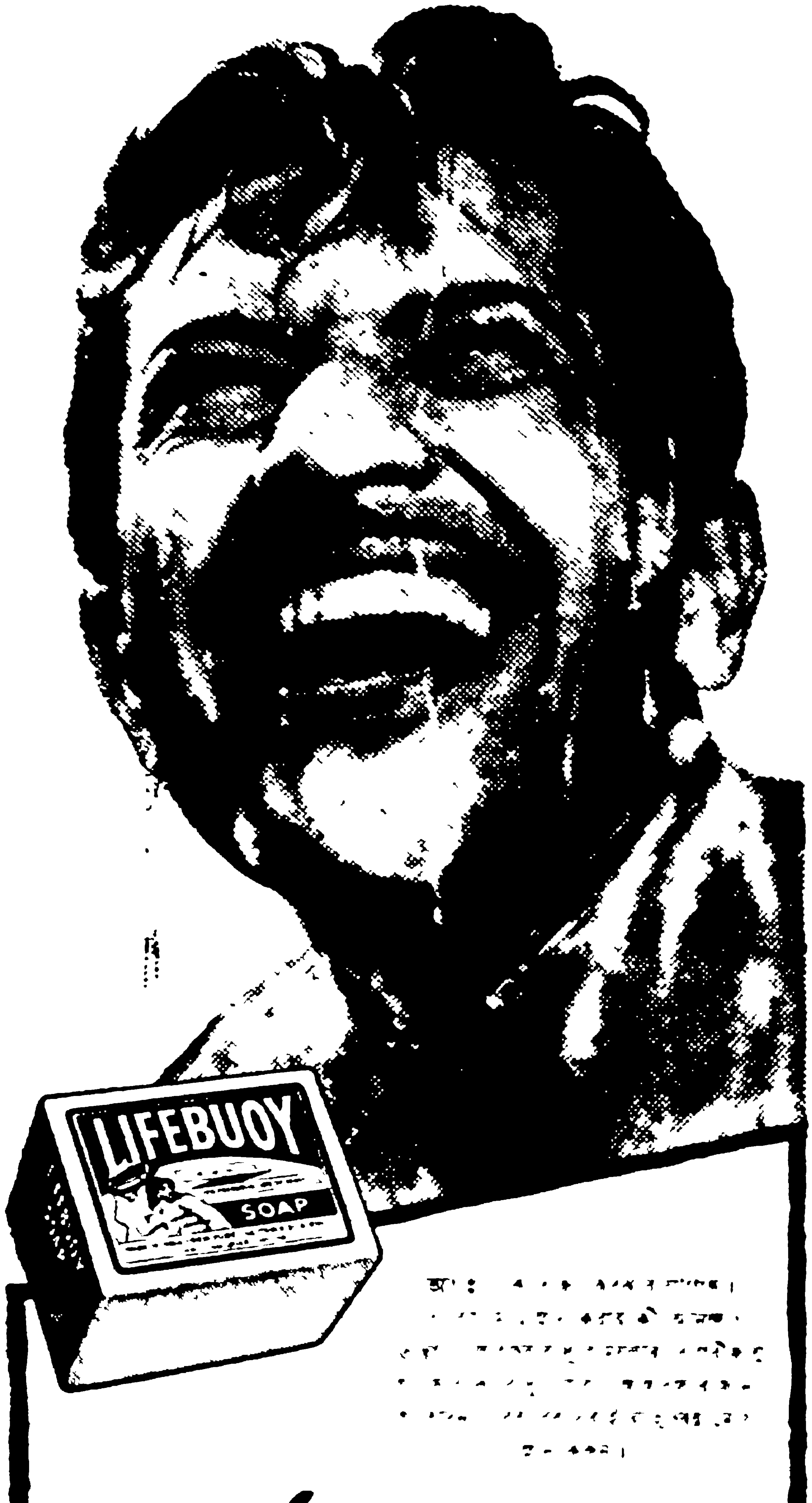

সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, দেশানুরাগ-বর্জিত, প্রতীচ্যমোহান্ধ বলে নিন্দিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। রামমোহন যে নব্য জাতীয়তা-বাদের ভূমিকা রচনা করেছিলেন এই প্রতিভাশালী যুবকদলকে প্রকৃতপক্ষে তারই উত্তরসাধক বলা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে [illegible] দুই একজন রামমোহনের [illegible] অন্তর্ভুক্ত—যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। রসিককৃষ্ণ মল্লিক [illegible] To India My N[illegible] [illegible]:

[illegible]

[illegible] ও [illegible] [illegible]।

[illegible] ও [illegible] প্রতীচ্য[illegible] শিক্ষিত সমাজকে আকৃষ্ট করে [illegible] প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এর একটি প্রাব-

মোহন স্থাপিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক ১৮৩২ সনে গঠিত সর্বতত্ত্ব-দীপিকা সভা, যার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ছিলেন রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়টি ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (society for the Acquisition of General knowledge)[1] এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপর্বে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং [illegible] [illegible]

[illegible]

[1] [illegible] State of Hindoostan under [illegible]

the Hindoos"; "Reform Civil and Social among the Educated Hindoos"; [illegible] "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"; "জ্ঞানোপার্জন", ইত্যাদি। রচনাগুলির মধ্যে একদিকে যেমন [illegible] স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে অপরপক্ষে তাদের [illegible] দেশের সামাজিক ও নৈতিক দুরবস্থার [illegible] সাধনের আকাঙ্ক্ষাও প্রচ্ছন্ন থাকে নি। বস্তুত স্বদেশ-চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসে রামমোহন-যুগ ও পরবর্তী তত্ত্ববোধিনী যুগের মধ্যে [illegible] এই [illegible] এবং [illegible] উক্ত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা কর্তৃক [illegible] তিনটি প্রবন্ধ-সংকলনের মাধ্যমে এর সভ্যবৃন্দের রচনার কিছু নিদর্শন আমরা [illegible] দ্বিতীয়ত তত্ত্ববোধিনী যুগের [illegible] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] জ্ঞানোপার্জিকা সভা [illegible]

[illegible]

[illegible] Remarks on the Settlement of India by Europeans শীর্ষক [illegible] ইংরেজদের [illegible] সাধারণ ভারতবাসীর ও ভারতীয় সমাজের [illegible] ছিল। কিন্তু এ প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল

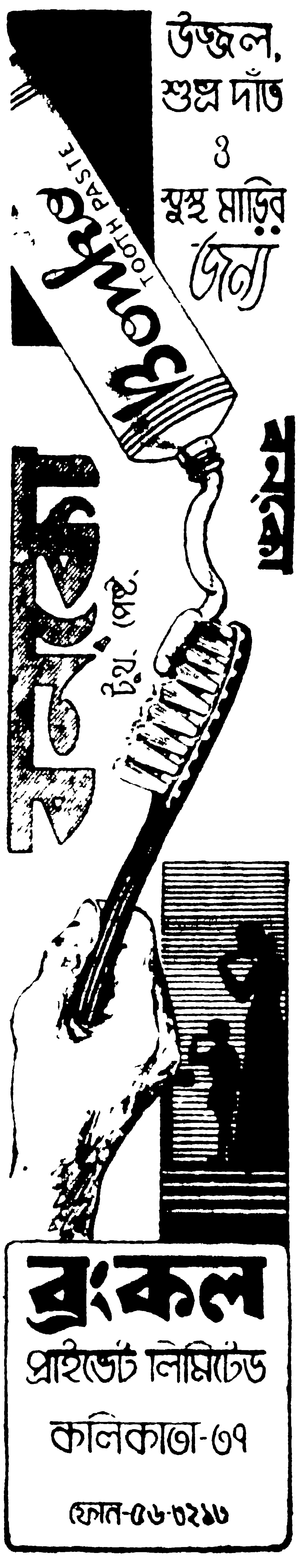

শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে শাসনকার্যের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং ইংরেজ সরকারের ধর্মবিষয়ে পূর্বতন নিরপেক্ষনীতিতেও ফাটল ধরবার উপক্রম হয়। এইভাবে সব দিক থেকেই ক্রমশ দেশীয় শিক্ষিত সমাজের সরকারের সাদিচ্ছা সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। এই সংস্কৃতিসংকটে বাঙালী মনীষা যে পথ অবলম্বন করেছিল তা হল স্বাবলম্বনের পথ। ইংরেজ-সহযোগিতার প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বর্জন ও জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, এই মার্গের বৈশিষ্ট্য। তত্ত্ববোধিনী যুগের সাহিত্য সর্বতোভাবে এই লক্ষণমণ্ডিত।

স্পষ্টত রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন। এই সম্পর্কে সভার ১৭৬৮ শকের আত্মপ্রকাশিতানিরূপণ পুস্তকে বলা হয়েছে—"এদেশে কাল্পনিক ধর্ম নিরাকরণপূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করাই এ সভার সংকল্প, এ নিমিত্তে ইহার প্রথম নিয়ম ধার্য আছে বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মধর্ম প্রচার করিবেন।" কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সকলেই ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে মনে করতেন। [illegible] ১৭৯৮ শকের [illegible] [illegible] হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ [illegible] [illegible] ব্রহ্মধর্ম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিন্দুজাতি [illegible] ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকার" (হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, কলিকাতা ১৭৯৭ শক, পৃঃ ৫৯)। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী যুগের ব্রহ্মধর্ম নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজ কর্তৃক জাতীয়তার পরিপন্থী বিবেচিত হয় নি, তাঁদের আত্মশক্তির বিকাশের সোপানরূপেই সমাদৃত হয়েছিল। অবশ্য রামমোহন সর্বসম্প্রদায়ের মিলনের যে আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন, সে উদারতা এক্ষেত্রে দৃশ্যত অবর্তমান মনে হতে পারে কিন্তু হিন্দুসমাজের সমস্ত প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলিকে একটি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং একটি কেন্দ্রে সংহত করে তত্ত্ববোধিনী সভা যে সে সময়ে সার্থক নেতৃত্বের সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

হবার নয় *

[illegible] প্রেয়সী

॥ উপহারের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, দাম ৭·৫০ ॥

ইষ্টলাইট বুক হাউস

২০, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা ১

অগ্রপথিক

সেক্সপীয়রের

কয়েকখানি নাটকের উপন্যাস-রূপ

অনুবাদক - অশোক গুহ

প্রতিটি খণ্ডের দাম দুই টাকা মাত্র

- রোমিও জুলিয়েট
- জুলিয়াস সীজার
- দি উইন্টার্স টেল
- টেমিং অফ দি শ্রু
- মার্চেণ্ট অব ভেনিস
- টুয়েলফথ নাইট
- মেজার ফর মেজার
- টিমন অফ এথেন্স
- হেনরী দি এইটথ
- কমেডী অফ এরর্স
- অ্যাজ ইউ লাইক ইট
- অ্যাণ্টনী এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা
- মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং
- টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা
- এ মিড সামার নাইটস ড্রীম
- ওথেলো
- ম্যাকবেথ
- হ্যামলেট
- সিম্বেলিন
- কিং জন
- দি টেম্পেস্ট
- কিং লিয়ার
- পেরিক্লিস
- রিচার্ড দি থার্ড

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

কেমিকো

হোমিওপ্যাথিক লিভার টনিক

লিভারের সর্বপ্রকার দোষে ও [illegible] বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে [illegible]।

মহেশ লেবোরেটরিজ

প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১১

এজেন্টস - এন্ ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন-২২-[illegible]

একসময়ে এর সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আট-শতেরও অধিক এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত রাজনারায়ণ বসু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নবগোপাল মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী প্যারীচাঁদ মিত্র কিশোরীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব রমাপ্রসাদ রায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তদানীন্তন বাংলার জ্ঞানিগুণিবৃন্দ প্রায় সকলেই সভ্যতালিকা ভুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং সাহিত্যে দেশাত্ম বোধের নব অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী যুগ যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা [illegible] বিচিত্র নয়।

এই দেশবৎসলতার একটি রূপ জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্ববোধ। এই [illegible] [illegible] প্রকাশ এই যুগে হয়েছিল [illegible] [illegible] ১৭৭০ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সংস্কৃতির গভীরে প্রবেশ করে [illegible] [illegible] এই পথের [illegible] হয়েছিল। ইতিপূর্বে বাংলার শিক্ষিতসমাজে রামমোহনের [illegible] গ্রন্থ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা রাধাকান্ত দেবের শব্দ কল্পদ্রুম প্রণয়ন তারাচাঁদ চক্রবর্তীর [illegible] সংহিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা হিসাবে নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী যুগে সর্বপ্রথম একটি সম্প্রদায় [illegible] এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং [illegible] উদ্যমের পশ্চাতে ছিল [illegible] সংস্কৃতির [illegible] অভিপ্রায় করে [illegible] [illegible] আত্মসচেতন করবার [illegible] [illegible]। বাংলা দেশে বেদচর্চা প্রবর্তন করবার মানসে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক কাশীতে [illegible] প্রেরণ তাঁর স্বয়ং কাশী গমন এবং [illegible] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আংশিক ঋগ্বেদের সমগ্র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। রাজনারায়ণ বসু কৃত ঈশ, কেন, কঠ মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদও এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই যুগের এই পর্যায়ের আর একটি মহৎ কর্ম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক [illegible] মহাভারতের [illegible] অনুবাদ প্রকাশ [illegible] দত্ত ও কালীপ্রসন্ন সিংহ [illegible] [illegible] [illegible] ও মহাভারতের অনুবাদ সম্পন্ন করেন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
ইস্টলাইট বুক হাউস

শ্রীজ্ঞানসরঞ্জন রায়ের শতবার্ষিক [illegible]
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ৪-০০
জাগো রে ধীরে [illegible] [illegible]
শ্রীমা সারদামণি [illegible]
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের [illegible]
প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]
নারায়ণচন্দ্র চন্দের [illegible]
বনের বাসিন্দা [illegible] ছবি সহ [illegible]
লিও টলস্টয়ের [illegible] — বার্ট্রান্ড রাসেলের [illegible]
হাজি মুরাদ [illegible] — শিক্ষা প্রসঙ্গ [illegible]
কলিকাতা পুস্তকালয় : [illegible] ১২

সুপিরিয়র ফ্লোরেসেন্ট হোয়াইটনিং পাউডার
শুভ্রতর আর উজ্জ্বলতর করে
সুতি আর রেয়নের কাপড়।
[illegible]
ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড,
[illegible]

পরে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত। ও 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিবরণ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূবিবরণ, পুরাণের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকতা, ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার প্রভৃতি অগণিত বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান ও অনেক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশের প্রাচীন জ্ঞানসম্পত্তির প্রতি মনোযোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাকে স্বদেশানুরাগের অঙ্গরূপে গণ্য করতেন। ১৭৮২ শকাব্দের ২৫শে মাঘ দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখছেন: "তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারে। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।" ১৭৯৮ শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী 'স্বদেশানুরাগ' নামক এক প্রবন্ধে বলেন: "আমাদের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এমন কি আমরা সামান্য কথোপকথনে বার আনা ইংরাজী ও চারি আনা বাঙলা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। যে ভাব একটি বাঙলা শব্দ দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার পরিবর্তে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার

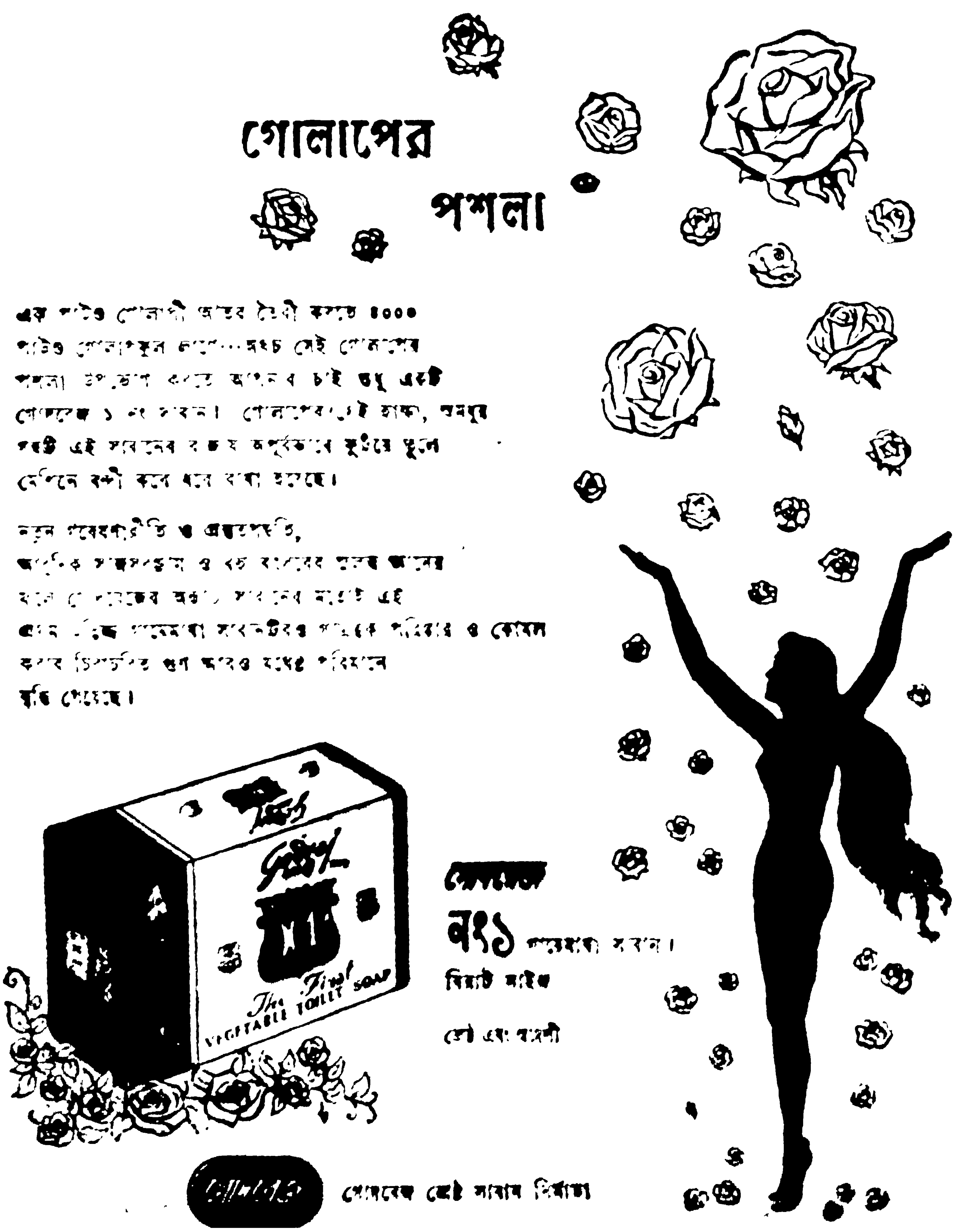

করিয়া আত্মভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা উচিত নহে। প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।" দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে জ্ঞানগর্ভ অথচ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করা যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তা প্রমাণ করে বহুলাংশে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল। বাঙলা ভাষায় শিক্ষাদানে সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও হিন্দু কলেজ পরিচালকবর্গের [illegible] পত্রিকার কঠোর সমালোচনার বিষয় ছিল (দ্রষ্টব্য তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৭৭১ শক 'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস' পৃঃ ১—৬, আশ্বিন, ১৭৭২ শক 'হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী' পৃঃ ৯২—৯৯।

[illegible]

উক্ত কর্তৃক আত্মীয়সভার [illegible] [illegible] কর্মক্ষেত্রে এই সময়ে [illegible] [illegible] প্রধানতঃ দুটি [illegible] [illegible]

[illegible]

এই [illegible] [illegible] সংস্কার প্রচেষ্টার অর্থ বোঝা সহজ হবে। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ প্রভৃতি এ যুগের [illegible] স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করা কর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু এ জন্য তাঁরা সমাজকে

সাংবাদিকের আত্মকথা

নিশিগন্ধা ২ ৫০

জীবন বুদ্‌বুদ ২ ০০
রোদ বৃষ্টি ঝড় ২ ০০

এম গুপ্ত ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ

চাঁদনী

বেঙ্গল অয়েল ইন্ডাস্ট্রীজ আকোলা

অপরাজেয় মিষ্টান্নশিল্পী
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
১৫৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ৩৫-৩৩৫৯

চকচকে সুস্থ কেশের জন্যে
পারলীন ব্রিলিয়ান্টিন

এটি সুমধুর ফরাসী
ল্যাভেণ্ডারের সুগন্ধে
সুবাসিত

পারলীন
ল্যাভেণ্ডার
ব্রিলিয়ান্টিন

PEARLINE-PARIS PRIVATE LTD. P. O. Box 493, BOMBAY 1.

আকস্মিক আঘাত করবার বা সহজে বিদেশী শাসকের মুখাপেক্ষী হবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ-নিরোধ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তার পূর্বে বিস্তারিত শাস্ত্রালোচনার দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। এই বিচার-প্রসঙ্গেও একাধিকবার তাঁর শাস্ত্রকারগণের ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এর নিদর্শন: "হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিতেছ, যাহারা সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণনীয় হইতেছে; আর তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ অনুষ্ঠান মাত্র করিলে তাহারা বড় উৎপাত করিতেছে; একেবারে নাস্তিকের শেষ, অধর্মের শেষ, অবিবেচকের শেষ হইতে হইতেছে। হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। [illegible]

তত্ত্ববোধিনী যুগে যে আত্মনিষ্ঠার মনোভাব [illegible] হিন্দুসমাজ অবলম্বন করেছিল, সেটাই ছিল তাদের দেশানুরাগের ভিত্তি। প্রসঙ্গত ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা [illegible] অস্তিত্ব হারিয়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা আরও কিছুকাল বাঙালীর মানসলোকে সক্রিয় ছিল। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাবকাল (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শনের আরম্ভকাল (১৮৭২) পর্যন্ত সময়কে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী যুগ নাম দেওয়া যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী সভার কোনও সক্রিয় রাজনীতি ছিল না। ঊনবিংশ শতকে আধুনিক অর্থে

স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ হয়নি, যদিচ গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখনী ধারণ করেছিলেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক, বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৫-১২; ৪৯-৫৫; ১১৫-২১)। বিদেশী সভ্যতা ও বিজাতীয় জীবনচর্যার মোহপাশ কাটিয়ে জাতিকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এ যুগের সাধনা এবং এই সাধনা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের স্বদেশচিন্তার ইতিহাসের এক পরম সম্পদ। ১৭৭০ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী বলছেন: "তত্ত্ববোধিনী সভার পর্বততুল্য ভাব এবং সমুদ্রতুল্য [illegible] ১৪০,০০০০০০ [illegible]

সংযুক্ত হওয়া উচিত" (পৃঃ ২২)। এ-যুগের ধর্ম আন্দোলনের মধ্যেও এই জাতীয় ঐক্য-সাধনা এমন কি দূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার স্বপ্ন সুপরিস্ফুট। তাঁর আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল" (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, চতুর্থ সংস্করণ পৃঃ ৬৬)। এই মনোভাব আমাদের স্বদেশচিন্তা [illegible] নূতন পথ [illegible] জাতীয়তাদের [illegible] জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার [illegible] সভা রাজনারায়ণ [illegible] মিত্র প্রভৃতি [illegible] পরোক্ষভাবে তত্ত্ববোধিনী [illegible] ওয়ারই ফল ১৮৬৭ [illegible] দেবেন্দ্রনাথ [illegible] মিত্র [illegible] গোপালের [illegible] মেলার [illegible] জাতীয় [illegible] সমাজকে [illegible] ১৮৫১ [illegible]

বাস্তবে [illegible] বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত [illegible] সাহিত্য [illegible] উন্নত [illegible] মুগে এই ধারণাগুলিই [illegible] লাভ করে বর্তমান শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ সুগম করেছে।

[illegible]

মূর্ছনা [illegible]

বসন্ত বাহার [illegible]

অন্তর্জ্বালা [illegible]

[illegible]

ছায়াকায়ার মায়াপুরে

[illegible]কুমার [illegible]

রত্নগিরির রহস্য ২·৫০

[illegible] বসুর

প্রফেসার হোঁদারামের ডায়েরি ২·০০

[illegible] দেবীর

বাদশা বেগম ১·২৫

[illegible]

দেশ-বিদেশের রূপকথা ১·৭৫

[illegible]

বুদ্ধুভুতুমের গল্প ১·৫০

লেখাপড়া

১৮বি, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সি ৪৫৬

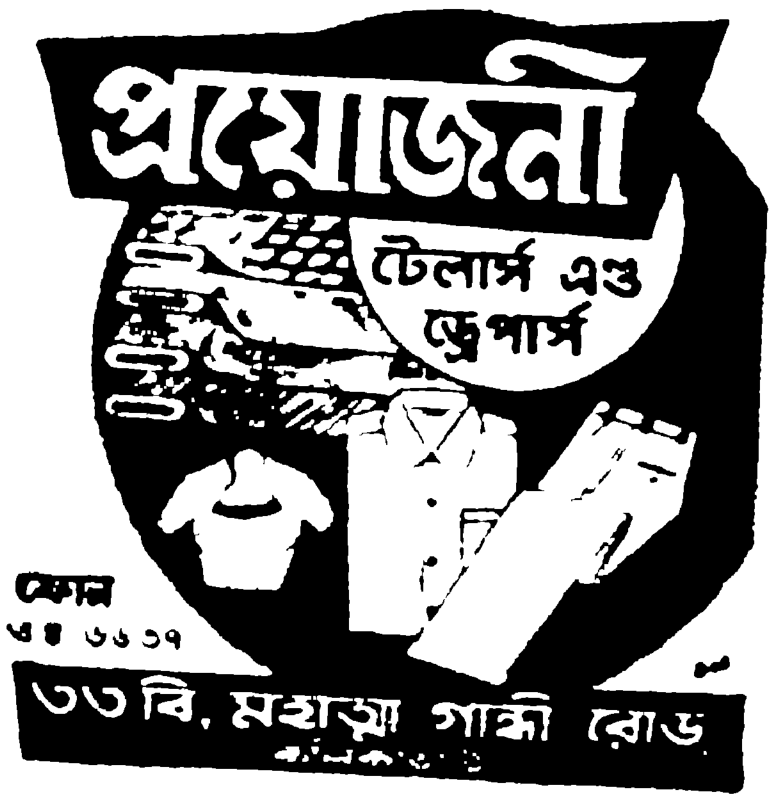

বাঙ্গলার বাউল
ও মোর ভালবাসার ধন।
ও মোর ভালবাসার ধন।
... ও মোর ভালবাসার ধন।
... ও মোর ভালবাসার ধন।
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১

বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশচিন্তা

বিনয় ঘোষ

আব্‌রু কে বা-সদ্‌ খুন-ই জিগর দস্ত্‌ দিহদ্‌,
বা-উম্মেদ-ই করম-এ, খাজা,
বা-দারবান্‌ মা-ফরোশ্‌

এই ফার্সী বয়েতের অর্থ হল—যে সম্মান হৃদয়ের [illegible] রক্তের বিনিময়ে কেনা [illegible] কোন অনুগ্রহ বা কৃপালাভের আশায় [illegible] কাছে যেন বিক্রি করো না। এই বয়েতটি উদ্ধৃত করে রামমোহন রায় ১৮২৩ সালের সরকারী প্রেস-আইনের প্রতিবাদে তাঁর ফার্সী পত্রিকা 'মীরাৎ-উল-আখবার' বন্ধ করে দেন। [illegible] ইংরেজদের [illegible] কণ্ঠরোধ [illegible] হয়, আধুনিক [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] হয় এই সময় থেকে। যদিও বাংলাভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র দিগ্দর্শন ও সমাচার দর্পণ (১৮১৮) [illegible] ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১) ও [illegible] (১৮২২) প্রভৃতি প্রকাশিত হবার পর থেকে [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] [illegible] কোন [illegible] [illegible] স্বাধীনতা [illegible] সংবাদপত্র [illegible] নির্ভীক [illegible] হয়ে [illegible] [illegible] ছিলেন।

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful

স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্র ইংরেজ শাসকরা সেদিনের একজন ভারতীয় বাঙালীর মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত হতে শুনে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়েছিলেন। তা না হলে এদেশীয় ভাষায় মাত্র খান-চারেক পত্রিকা তখন ছিল, তার মধ্যে দু'খানা ফার্সী ভাষায়, আর দু'খানা বাংলা ভাষায়। তাও বাংলা গদ্যভাষা তখন হাঁটি-হাঁটি-পা-পা স্তর উত্তীর্ণ হয়নি কথা [illegible] স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। স্বদেশচিন্তাই হোক আর যে-চিন্তাই হোক, তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করার ক্ষমতা হয়নি তার। কিন্তু তাতেই তদানীন্তন লাটসাহেবের পরামর্শ-দাতারা বললেন যে, দেশীয় ভাষার সাময়িক পত্রগুলিকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া সঙ্গত হবে না কারণ তাতে ব্রিটিশ শাসকদের [illegible] হবার সম্ভাবনা। তার পরেই ১৮২৩ সালের কড়া প্রেস-আইন জারী হয় এবং রামমোহন [illegible] প্রকাশ বন্ধ করেন।

[illegible] দেখা যাচ্ছে যে স্বদেশচিন্তার [illegible] দেশীয় ভাষার সাময়িকপত্রের [illegible] ইংরেজ শাসকরা বেশ [illegible] হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন? [illegible] হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে [illegible] কারণ ১৮২২-২৩ সালে [illegible] কোন [illegible] সম্ভাবনা ছিল না [illegible] কোম্পানির [illegible] [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] [illegible] অসম্ভব [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] [illegible] রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার [illegible] পর্যন্ত [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] থাকলে [illegible] এবং তার ফলে [illegible] একদিন [illegible] [illegible] এই কারণেই [illegible] [illegible] এবং স্বদেশচিন্তার [illegible] ধরেছিল বলেই [illegible] শক্তিশালী [illegible] উঠেছিল দেশে [illegible] যখন [illegible] রাষ্ট্রীয় [illegible] বাইরের শত্রুর আক্রমণ দুর্যোগের [illegible] ঘনিয়ে উঠেছে, তখন সে শত্রু, স্বদেশের [illegible] হলেও তাকে [illegible] করা [illegible] বটেই, কিন্তু তার চেয়েও [illegible] কর্তব্য [illegible]। সেই কঠোর কর্তব্য হল—দেশবাসীর স্বদেশচিন্তার স্বরূপ সম্বন্ধে সজাগ থাকা এবং সেই স্বদেশচিন্তাকে বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর ও পরিপুষ্ট করে তোলা। স্বর্গের দেবতারা যদি মর্ত্যের মানুষের শত্রু হয় এবং সেই মর্ত্য আমার স্বদেশ হয়, তাহলে স্বর্গ ও দেবতার উভয়েই সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং [illegible] হত্যা [illegible] অন্যায় নয়। এই হল স্বদেশচিন্তার তাৎপর্য। এ [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] বাধা [illegible] স্বদেশচিন্তার এই রূপ যদি [illegible] থেকে কুমারিকা পর্যন্ত প্রতিটি [illegible] উদ্ভাসিত হয়ে [illegible] পারমাণবিক [illegible] [illegible] দাঁড়াবে এবং সেই স্বদেশচিন্তার বক্ষজাত স্বাধীনতা-[illegible] [illegible] উৎপাটন না করলে কখনই [illegible] না [illegible] দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর একমাত্র এই [illegible] স্বদেশচিন্তাই গড়ে [illegible] [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] [illegible]

[illegible] শতাব্দের প্রথম পর্বে এই স্বদেশচিন্তার [illegible] ছিল [illegible] বাংলা সাময়িকপত্রে [illegible] ইংরেজ শাসকরা [illegible] হয়েছিলেন এবং তার কণ্ঠরোধ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ, এবং এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসারের সঙ্গে যখন বাংলা সাময়িকপত্রেরও বিস্তার হতে থাকল তখন তার প্রধান বাহন হয়ে দাঁড়াল স্বদেশচিন্তার স্বরূপ [illegible] একেবারে বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত এই স্বদেশচিন্তার রূপায়ণ হয়েছে বলা চলে। রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার বা স্বাধীনতা এই স্বদেশচিন্তার শাখা-চিন্তা মাত্র। সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ আমরা দেখব স্বদেশচিন্তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধিতে বাংলা সাময়িকপত্রের দান কি। একবার যখন স্বদেশচিন্তার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়ে গেল, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনায় তা গভীর রেখাপাত করল তখন সেই চেতনার বৈঠা ধরে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষিত বন্দরে পৌঁছানো সময়সাপেক্ষ হলেও অসাধ্য ব্যাপার নয়। সেই পর্বের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আপাতত আমাদের তা আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য স্বদেশচিন্তার প্রকৃত [illegible]-

সন্ধির পর্ব। এই পর্ব, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহনের যুগ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বদেশচিন্তার উদ্বোধনপর্ব

কাব্য যেমন কেবল বাক্যের যোগফল নয় তার অতিরিক্ত কিছু, ইতিহাসও তেমনি কেবল সনতারিখের ক্রম ও গ্রন্থি নয়, তার চেয়ে আরও কিছু বেশী। তারিখ মিলিয়ে দেখলে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূত' পত্রিকার বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু এই জ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও স্বদেশচিন্তায় তাদের অগ্রদূত বলা যায় না, এমন কি স্বদেশবাসী গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি'-কেও (১৮১৮) নয়। স্বদেশ চিন্তার আগেই বাংলা সাময়িকপত্রের এবং বাঙালী-পরিচালিত সাময়িকপত্রের জন্ম হয়েছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী' যখন প্রথম সংখ্যাতেই (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লিখল যে স্বদেশের জনকল্যাণই পত্রিকার আদর্শ এবং স্বদেশবাসী যে সব অন্যায়-অভিযোগ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করে প্রতিকার করতে অক্ষম হবে, তা স্বচ্ছন্দে 'কৌমুদী'তে প্রকাশ করা চলবে, তখন বোঝা গেল এদেশে স্বদেশ চিন্তার বীজবপণ শুরু হয়েছে। দরিদ্র দেশবাসীর বিনা বেতনে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় চাই, জুরীর দ্বারা বিচার চাই, হিন্দুদের শবদাহের জন্য বিস্তৃত শ্মশান-ঘাট চাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের জন্য, বিশেষ করে স্ত্রীলোক ও শিশুদের সুচিকিৎসার জন্য ভাল হাসপাতাল চাই—'কৌমুদী'র এই সব দাবির উৎস হল স্বদেশচিন্তা। এর পাশাপাশি দেশবাসীর কাছেও আবেদন-নিবেদন চলতে থাকল—চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞান ইত্যাদি পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুশীলন স্বদেশের স্বার্থে প্রয়োজন, বিলাস ব্যসনে অযথা অর্থের অপব্যয় না করে স্বদেশের গঠনমূলক কাজে সদ্ব্যয় করার জন্য দেশীয় ধনিকদের কাছে আবেদন এবং অন্যান্য অনেক দেশকল্যাণের কথা। পত্রিকার লেখা মনে হয় আঠার শতকের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-দালাল গোমস্তাদের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ও প্রগতিবিরোধী চিন্তার অন্ধকূপে ধীরে ধীরে উন্নত স্বদেশচিন্তার সূর্যকিরণ প্রবেশ করছে।

এই সূর্যালোকে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারের দিগন্ত পর্যন্ত দেশবাসীর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত হলেও এই উদ্ভাসের তাৎপর্য আছে। 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রসঙ্গে রামমোহন-পরিচালিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় ১৮২৯ সালে (১৩ জুন ১৮২৯) লেখা হল : 'যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।"

নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি

১৮২১-২২ সালেই রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় বাংলা দেশের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসকদের কাছে অভাব অভিযোগ পেশ করার সময় এক ধরনের মধ্যবিত্ত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য এই শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌমুদীতে সামাজিক বিশ্লেষণ বিশেষ কিছু করা হয় নি। বঙ্গদূত পত্রিকায় বোধ হয় সর্বপ্রথম মধ্যবিত্তশ্রেণীর

বিশিষ্ট লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

শ্রেষ্ঠ কেশ প্রসাধন

সুন্দর পরিপাটি চুলের জন্য ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন; ব্রিলক্রীম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হেয়ারক্রীম। ব্রিলক্রীম, প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রন, চুল সারাদিন উজ্জ্বল আর পরিপাটি রাখে। দেখুন, ব্রিলক্রীম কি বৈশিষ্ট্য দেয়!
সর্বত্রই জনপ্রিয় সকল লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

চুলে প্রাণ এনে দেয়

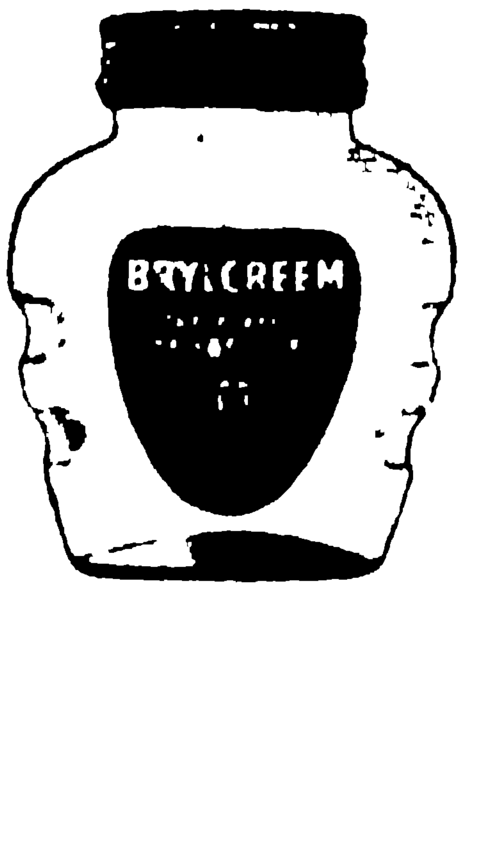

উৎপত্তির সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়। পূর্বোক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে 'সম্পাদক' লেখেন :

> এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমস্ত দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম-শাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল [illegible] প্রজার প্রীতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অত এব [illegible] [illegible] [illegible] এই শ্রেণী [illegible] হইবেক [illegible] ইংলণ্ডের [illegible] প্রত্যক্ষ হইবেক।

'সম্পাদক'-এর বিশ্লেষণের ধারা [illegible] এই দেশে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চলছে [illegible] এবং জনপদের [illegible] বাড়ছে। এই সব [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যবিত্ত। এর পর [illegible] [illegible] [illegible] জীবনযাপন করে। কাজেই 'সম্পাদক'-এর মতে এদেশের সমাজে মধ্যবিত্তের উৎপত্তি ঐতিহাসিক ঘটনা। [illegible] যুগান্তকারী। একবার যখন ঐতিহাসিক কারণের সমাবেশে মধ্যবিত্তরা সমাজে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে, তখন অসংখ্য উপকারও তার ফলে অবশ্যই দেখা দেবে। সামাজিক উপকার ছাড়াও আরও একটি সুফল ফলবে মধ্যবিত্তের আবির্ভাবে। সেই সুফলটি হল—"স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক।"

অর্ধস্ফুট গদ্যভাষায় মধ্যবিত্তের এই ঐতিহাসিক কোষ্ঠীবিচার উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাময়িকপত্রের পক্ষে বাস্তবিকই দুঃসাহসিক। বর্তমানকালের অভিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানীদের কাছেও এই বিচারের গভীর তাৎপর্য আছে। এদেশের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী স্বদেশচিন্তা ও

প্রতিমা পুস্তক

১৩৯-ডি-১, আনন্দ পালিত রোড, কলিঃ—১৪

শাখা : [illegible], কলিঃ—৯

● স্কুল কলেজের যাবতীয় বই ● উপহার ও পাঠাগারের পুস্তক

● ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থের সমাবেশ ●

স্কুল-কলেজ ও লাইব্রেরীর জন্য ভারতের সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

সি-২৮৯।২

An Outstanding Book in English on

RABINDRANATH TAGORE—HIS LIFE & WORK

by Dr. Edward Thompson

Centenary Edition Price Rs [illegible]

Revised by Dr Kalidas Nag

Available at

YMCA PUBLISHING HOUSE,

5 Russell Street, Calcutta-16

সবিনয় নিবেদন

[illegible]

[illegible] ডঃ মনোরঞ্জন জানার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) [illegible] রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক) [illegible] কবি মোহিতলাল মজুমদার [illegible] কাব্য-মঞ্জুষা [illegible] শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের মুক্তির সন্ধানে ভারত [illegible] পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে (দশ টাকা)।

এছাড়া [illegible] তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বই আপনাদের জন্য আমরা [illegible] ঘোষ, মজুমদার ও মজুমদার প্রণীত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান (পাঁচ টাকা), প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা (চার টাকা) ॥ [illegible] প্রণীত [illegible] (দু টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ); যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (ছয় টাকা); [illegible] (আড়াই টাকা)। মুক্তিপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা (ছয় টাকা) ॥ [illegible] প্রণীত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য (সাত টাকা) ॥ শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী প্রণীত অমৃত সাগর (সাত টাকা)। নারায়ণ সান্যাল প্রণীত বাস্তু-বিজ্ঞান (Building Construction in Bengali) (দশ টাকা)। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত গোর্কির মা (চার টাকা)।

[illegible] বাসবদত্তার খুদেশ্ব বধূর তারেবী [illegible] টাকা)।

বিনীত নিবেদক

ভারতী বুক স্টল

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ (ফোন ৩৪-৫১৭৮)

স্বাদেশিকতাবোধের ক্রমোন্মেষে যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় তারই আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া অভিনব ভঙ্গিতে 'বঙ্গদূতে'র মধ্যবিত্ত-বন্দনা থেকে একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলা সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তার পরিপোষণে ও পরিবেশনে এই মধ্যবিত্তের ভূমিকাই হবে প্রধান।

স্বদেশচিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও দেখা যায়, প্রধানত এই নবজাত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই তার উদ্গাতা। 'বঙ্গদূতে'র বন্দনা-কালে এই মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। দ্বাদশ বছর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে (১৮১৭-২৯) বঙ্গদূতের বন্দনা লিখিত হলেও, 'ইণ্টেলিজেন্সিয়া' বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলতে যা বোঝায় তার প্রসার ও পরিপুষ্টি তখনও হয় নি, সবেমাত্র তার মূল কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর এই মূল কেন্দ্রটি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, স্বদেশচিন্তার ধারায় উৎকেন্দ্রতার লক্ষণ ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই উৎকেন্দ্রতার উপদ্রব কাটতে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ

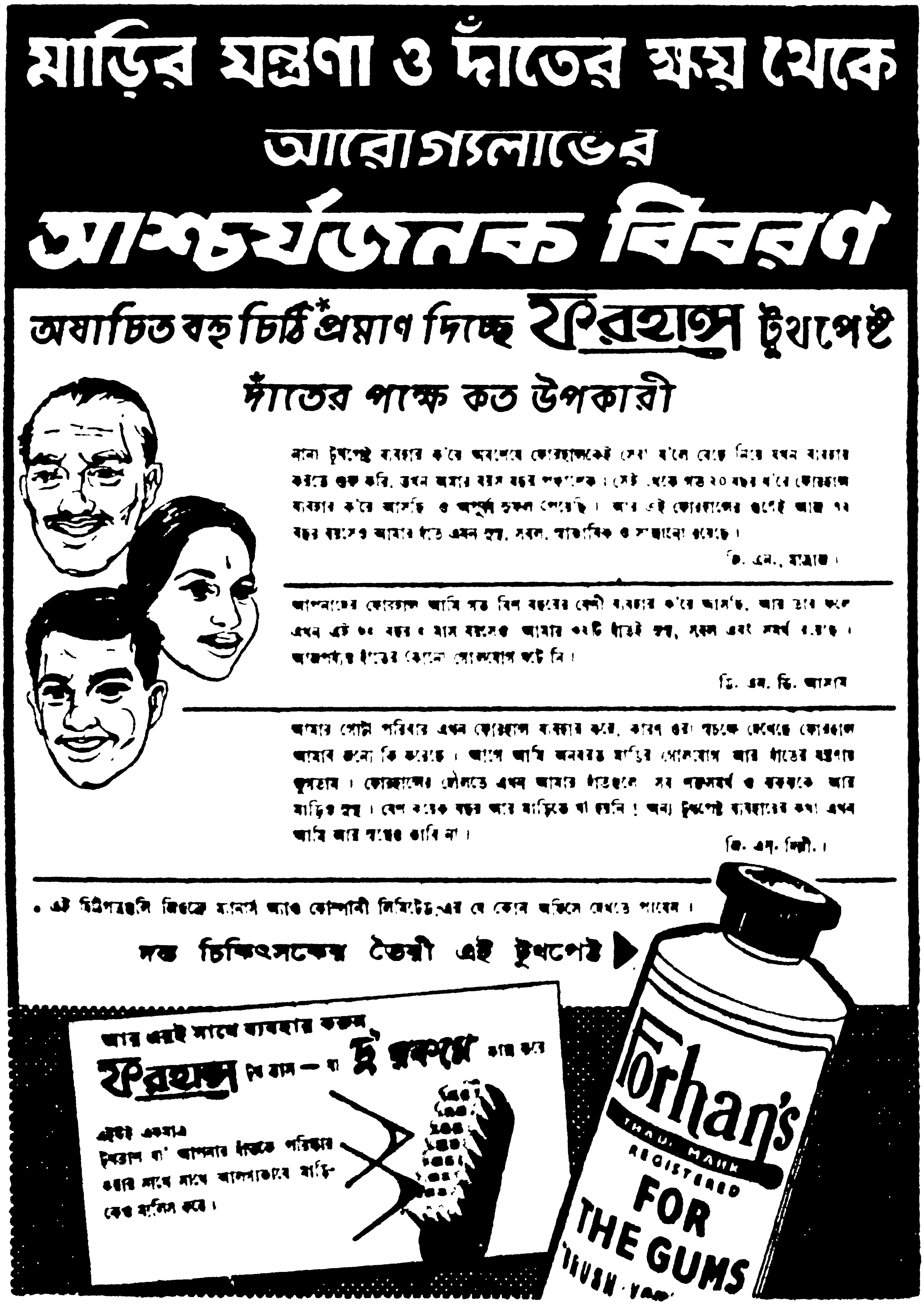

বছর সময় লেগেছে। ইতিহাসের বিচারে খুব একটা দীর্ঘ সময় নয় বটে, কিন্তু এই ঘোলাটে সময়টুকুর গুরুত্ব খুব বেশী।

উন্মার্গ স্বদেশচিন্তা । অন্ধ পাশ্চাত্যভক্তি ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

কলকাতা শহরে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮১৭) পর থেকে যখন পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রচলন হতে থাকে তখন এদেশের যুবকরা সেই শিক্ষালাভ করে হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য সমাজ [illegible] রীতিনীতি চালচলনের পর্যন্ত অন্ধ অনুরাগী হয়ে ওঠে। সেকালের [illegible]

[illegible]

[illegible] মিশনারীরা এদেশের সমাজ [illegible] ধর্ম ধ্যানধারণাকে পর্যন্ত [illegible] আক্রমণ করতে আরম্ভ করলেন। [illegible] মোহনের মতো সোনার টুকরো ছেলেরা

সেই [illegible] যোগ দিতে দ্বিধা করলেন না। এমনকি তার জন্য স্বধর্মত্যাগী হতেও তাঁদের [illegible] বা বুদ্ধিতে বাধল না। অথচ এই [illegible] স্বভাবতই [illegible] সত্ত্বেও পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন [illegible]

আদর্শবিকার ও বিভ্রান্তি ঘটেছিল, তার খেসারত যে দেশবাসীকে সুদে-আসলে দিতে হয়েছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। পুরনো জিনিস নতুন করে গড়তে হলে ভাঙতে হয় একথা ঠিক। কিন্তু বহু পুরনো সমাজের অন্দর, অথবা মানসিক আধ্যাত্মিক গড়ন পুরনো জীর্ণ অট্টালিকা ভাঙার মতো ডিমলিশন স্কোয়াড-এর কাজ

ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিল্প ও ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ আধুনিক বই, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র সকল সময় সুলভে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতি অনুরাগী সুধীজনের মননশীলতার তৃপ্তিসাধনের জন্য [illegible] বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং দর্শন আরও নানা বিষয়ের আধুনিকতম শ্রেষ্ঠ [illegible] সমাবেশ।

স্কুল কলেজ এবং লাইব্রেরীর জন্য সুবিধা দর দেওয়া হয়।

[illegible] সম্পাদিত "এনকাউণ্টার" (মাসিকপত্র)
ও
[illegible] সাপ্তাহিক 'কমার্স'-এর
[illegible] এজেন্ট :

ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী

[illegible] রোড কলিকাতা—১৩

(১২৩১)

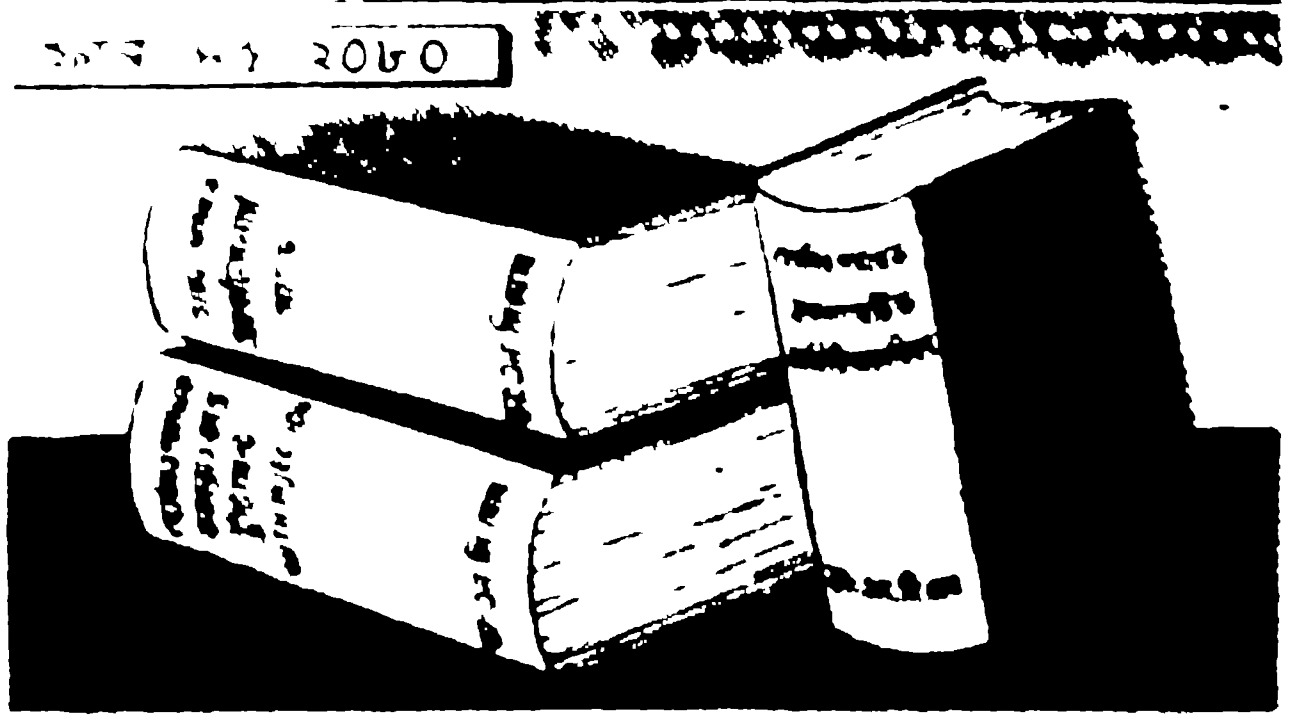

ঘোষ হোমিও ফার্মেসী
প্রতিষ্ঠাতা - ডাঃ এম, সি, ঘোষ এম,ডি (ইউ,এস,এ)
ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা
৪৪বি, মনসাতলা লেন (খিদিরপুর) কলি:২৩

(১২৫৮)

নয়। ভাঙার কাজেও অসাধারণ নৈপুণ্য ও দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কোন্‌টা ভাঙতে হবে, কখন কোন্‌ সময় ভাঙতে হবে, কি উপায়ে বা পদ্ধতিতে ভাঙতে হবে, সব জানা চাই, বোঝা চাই। সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে এই ভাঙার কাজে সামান্য ভুল হয়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ভুলের কোন ক্ষমা নেই। মৃতপ্রায় সামাজিক ধ্যানধারণা ও প্রথাসংস্কারকে অবলুপ্ত করার অত্যুৎসাহে যদি রাতারাতি গঙ্গাজলি করার চেষ্টা হয়, তাহলে সেই মৃত সংস্কার ও প্রথাগুলিই শেষে ব্রহ্মদৈত্যের মতো সমাজের স্কন্ধে চেপে অখণ্ড প্রতাপে দৌরাত্ম্য করতে চায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় বিধান সমাজের ক্ষেত্রে শতগুণ বেগে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'সোসিওলজিকাল ল' হল আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ 'ইকুয়াল' নয় আন-ইকুয়াল ও অপোজিট। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের ইয়ং বেঙ্গলের বিপ্রকর্ষণ হল পঞ্চাশ বছর পরে—কৃষ্ণমোহনদের 'ডাউন উইথ হিন্দুইজম্‌'-এর জবাব হল শশধর তর্কচূড়ামণিদের 'বেদোক্তই ওন্ড হিন্দুইজম্‌'। এমন কি আদিব্রাহ্মসমাজপন্থী রাজনারায়ণ বসুও এই সময় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে (১৮৭২) অগ্রসর হন। স্বদেশচিন্তা উত্তর থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডবেগে দোলা খেয়ে সুস্থির সুসমন্বিত পথের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব-বিবেকানন্দ এই প্রবাহ-পথের সন্ধান দেন। আর যে মধ্যবিত্ত স্বদেশ-চিন্তার উদ্বোধক ও প্রবর্তক তাঁরাও তখন নাবালকত্ব উত্তীর্ণ হয়ে সাবালক হয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি পুষ্ট হয়েছে, বিবেক মোহমুক্ত হয়েছে। 'এজ অফ রিজন' সাত সমুদ্র তের নদী পারের টম্‌ পেইনের কেতাব থেকে স্বদেশের সমাজ-জীবনে প্রতিভাত হচ্ছে। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার মধ্যবিত্ত-বন্দনা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধীনতা লাভের ভবিষ্যদ্বাণীও সার্থক হতে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রাতঃকালেই এই স্বদেশচিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেল স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে। বাংলা সাময়িকপত্রও সেই চিন্তায় মুখর হয়ে উঠল। স্বদেশচিন্তা যখন বিদেশচিন্তার খাদমুক্ত হয়ে খাঁটি সোনা হল, এদেশের মাটির চিন্তা ও মানুষের চিন্তা হল তখন স্বাধীনতাও মাটির মধ্যে এসে গেল মাত্র ৩০-৩৫ বছরের মধ্যেই ভবের প্রবাহ স্বাধীন হল।

সাময়িকপত্রে এই স্বদেশচিন্তা ধারার প্রতিচ্ছবি

এই স্বদেশচিন্তার ধারা বাংলা সাময়িক-পত্রে ১৮৩০-৩১ সাল থেকে ১৯১৯-১৬ সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অনুসন্ধান প্রতিফলিত হয়েছে। তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হলে প্রকাণ্ড একটি বৃহৎ পুস্তকের আকার ধারণ করবে। কাজেই সেরকম বিবরণ থেকে আমরা আপাতত বিরত থাকব, এবং মূল প্রতি-পাদ্যের খাতিরে অতি সংক্ষেপে কেবল অপরিহার্য উপকরণের সাহায্য নেব।

উন্মত্ত পাশ্চাত্যমুখাপেক্ষিতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্বদেশচিন্তা যখন একশ্রেণীর শিক্ষিত পরগাছাদের মধ্যে উন্মার্গ হল, তখন আরও বহু সাময়িক-পত্রের মধ্যে দু'খানি বাংলা পত্রিকা এই বিজাতীয় চিন্তাধারা ও ভাবোন্মত্ততার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করল—কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) এবং তত্ত্ববোধিনী সভার বিখ্যাত মুখপত্র 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। কয়েক বছরের মধ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিকল্পিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকাও এই বিজাতীয়তাবোধের প্রবল প্রতিরোধ অগ্রণী হল।

প্রভাকরে ঈশ্বর গুপ্ত নিজের কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গ, প্যারডি ও ছড়া লিখলেন। সেগুলি লোকের মুখে মুখে জনপ্রবাদের রূপ ধারণ করল। যেমন:

কারি পাউডার

রান্নাকে সুস্বাদু করার সহজ উপায়

অল্প পরিমাণে ব্যবহার করুন —
অনেক বেশী স্বাদ পাবেন!

কর্ন প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

কান্টের মকল-শিষ্যদের লক্ষ্য করে প্রভাকরে লেখা হলঃ

শুনিলে টাকার শব্দ কুকুরের মত
পালে পালে ছুটে আসে যারা।
বাবু যা করেন বলে
তোমাদের পদতলে,
পাপের সহায় হয়ে পড়ে থাকে তারা
বঙ্গদেশে সব লোক নয় দক্ষিণাবাবা,
পশুকে সাহস করে পশু বলে যারা।

অতঃপর ভারতমাতাকে সম্বোধন করে কবি লিখলেন:

কেন মা ভারত বৃথা কর হাহাকার
ঘুচিবে না দুর্দশা তোমার।
তোমাকে ভুলিলে যারা,
মনুষ্য হবা তারা,
পশুর অধম হয় করে কদাচার,
বড়ই দুর্দিক তারা নাই মা নিস্তার!
সে ... ...

প্রথম ও প্রধান বিজাতীয় শাসন প্রত্যক্ষ সমালোচনা করতে 'সংবাদ প্রভাকর' কখনও বিরত হয়নি। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত যতরকমের চারিদিক শোষণরূপী বিদেশী শাসকের সান্নিধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল, প্রভাকর দিনের পর দিন সেগুলিকে নির্মম বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছে। সাময়িকপত্রের এই কশাঘাতে বিভ্রান্ত ইংরেজীশিক্ষিতদের স্বদেশী সত্তা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

স্বাদেশিকতাবোধ ইয়ং বেঙ্গল ও নব্য ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাঁদের সৎসাহস, সততা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু বিজাতীয় ভাব ও পুঁথিগত 'প্যাট্রিয়টিজম' ছিল তাঁদের জাতীয়তার মূল উপাদান। তাই দেশের সাধারণ বঙ্গবাসের মানুষের কাছে তার হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব কৃত্রিমতা অত্যন্ত অনাকর্ষণীয় মনে হত। ১৮৫৭-৫৮ সালের 'জাতীয় বিদ্রোহ'র পর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিজাতীয় ভাবমিশ্রিত কৃত্রিম জাতীয়তার অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ ধরা পড়ল। ১৮৬০ সালের পর থেকে স্বদেশ-চিন্তার ভিত্তি স্বদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দেয়। বিদ্রোহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে, এবং তার ফলে শিক্ষিতদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তাঁদের বুদ্ধিও তেমনি পরিণত হয়েছে। স্বদেশচিন্তার গঠনের কাজে তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন।

এই সময় রাজনারায়ণ বসু বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় ভাব সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপন করেন এবং তার একটি অনুষ্ঠানপত্রও প্রচারিত হয়। এই সভা ও অনুষ্ঠানপত্র থেকে নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার' ও হিন্দুমেলার (জাতীয় মেলা ও চৈত্র মেলা নামেও পরিচিত) জন্ম হয়। প্রত্যেক বছর মাঘ মাস থেকে চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে এই জাতীয় মেলার সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় এবং প্রায় ১৮৮০-৮১ সাল পর্যন্ত মেলাটি নিয়মিত চলে। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই জাতীয় মেলার প্রবর্তক। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে গণেন্দ্রনাথ বলেন যে, ধর্মকর্মের জন্য নয়, বিষয়সুখের জন্য নয়, আমোদপ্রমোদের

পঁচিশে বৈশাখের পুণ্যলগ্নে

আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ
সুধীরচন্দ্র কর

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ
ভবানীশংকর চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার আলোচনা করেছেন নানাদিক থেকে মনীষী ও সুধী। আমাদের প্রকাশিত তিনখানি বই তাদের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথের (৫.০০) লেখক বহুদিন কবির অন্তরঙ্গ অনুচররূপে তাঁর বিশ্বভারতীর কাজে ও লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সেই উপলব্ধি অনেক নতুন তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথের (৫.০০) লেখক কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য ও মননের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। আর ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্তের রবীন্দ্রনাথ (৬.০০) যে একখানি বিশেষ সমাদৃত বই তা তার নিঃশেষিতপ্রায় ৪র্থ সংস্করণেই প্রমাণ।

আমাদের অন্যান্য বই

পতাকা যারে দাও
উপন্যাস । প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৪.৫০ ॥

সমুদ্র শঙ্খ
উপন্যাস । ... । ৪.৫০ ॥

পূর্বপত্র
... । সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫.০০ ॥

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা
উপন্যাস । নীলিমা দাশগুপ্ত । ৫.০০ ॥

রাত্রিশেষের তারা
উপন্যাস । নীহাররঞ্জন গুপ্ত । ৫.০০ ॥

ভারতবর্ষ ও চীন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
এই পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত মূল্যবান আলোচনা সমগ্রটি শীঘ্রই পুস্তকাকারে পাওয়া যাবে। আজকের দিনে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বই।

চিত্ত ঘোষ অরুণা । পঁচিশজন শ্রেষ্ঠ কবির অর্ঘ্য । ২.০০ ॥

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের বঙ্কিমচন্দ্র (৩য় সং) । ৪.৫০ ॥

ইংরাজী বর্ষপঞ্জী
THE NEW YEAR BOOK 1963 । ৩.৭৫ ॥

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ । ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

জন্যও নয়, স্বদেশের জন্য ও ভারতভূমির জন্য সকলকে মিলিত করাই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য। মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল—অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরের উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দেওয়া। মেলার প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই জাতীয় সংগীতটি গাওয়া হত:

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতে্র যশোগান।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে লিখেছেন: 'বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসর বৎসরে তিন চারদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী,

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

'লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিনহা বলেন: লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি, আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুরভিত লাক্স আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 148-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

জাতীয় সংগীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করা হত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সংগীত রচনা করেন আর সেই মেলাই আমার ভারত সংগীতের জন্মদাতা।" এই জাতীয় মেলার অধিবেশনেই (১৮৭৫) ১৪ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ভাবোদ্দীপ্ত একটি কবিতা পাঠ করেন। ১৮৭৭ সালের অধিবেশনেও তিনি আর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন:

> দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর,
> অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
> প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার,
> ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।

জাতীয় মেলা ১৮৮০-৮১ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে গেলেও মেলার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। দেশবাসীর মনে বিশুদ্ধ জাতীয় ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, এমন কি ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বিজাতীয় ভাবান্ধতার কাছে এই মেলা অনেকখানি সহায় হয়েছিল। স্বদেশচিন্তাকে সুস্থ সবল ও [illegible]-প্রীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জাতীয় মেলার দান অস্বীকার করা যায় না। এমন স্বদেশী মেলার সার্থকতা ও উপযোগিতা আজকের জাতীয় সংকটের দিনেও আছে বলে মনে হয়।

এই সময়কার বাংলা সাময়িকপত্রেও এই বিজাতীয় ভাববর্জিত খাঁটি স্বদেশচিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে এবিষয়ে কয়েকটি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রবন্ধগুলি এই:

> [illegible]: [illegible] ও [illegible] ১৭৯৪ শক
> স্বদেশানুরাগ: ফাল্গুন ১৭৯৮ শক
> [illegible] হিন্দুসমাজের [illegible] সমাজের [illegible] পদ্ধতি [illegible]: [illegible] ১৭৯৯ শক
> [illegible] সাহিত্য ও [illegible]: [illegible] ১৮১১ শক
> শিক্ষিত সম্প্রদায়ের [illegible] ও [illegible]: [illegible] ১৮১২ শক

এই সব আলোচনার সাহায্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' স্বদেশচিন্তার ভিতর থেকে বিসদৃশ বিজাতীয় ভাবগুলি দূর করে তাকে নির্মল করার চেষ্টা করেছিল। '[illegible]' এবং '[illegible]' প্রবন্ধে স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> আম্র-বৃক্ষ যেমন জম্বু-বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে; সেইরূপ বাঙ্গালী, ইংরাজ, ফরাসিস, সকল জাতীয় মনুষ্যই মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আম্র-বৃক্ষে যেমন আম্র-ফলই [illegible] পায়

কয়েকখানি ভাল বই **বিনয় ঘোষ** লিখিত ও সম্পাদিত

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

নবযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। উনিশ শতকের সাময়িকপত্রের নির্বাচিত রচনাসংকলন, বহুবিধ উপকরণসম্ভার। বিস্তৃত ভূমিকা ও আনুষঙ্গিক তথ্যসহ পরিবেশিত, দুষ্প্রাপ্য চিত্রসম্বলিত। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা। প্রত্যেক খণ্ড বৃহৎ রয়াল অষ্ট পৃষ্ঠাকারে ৬০০ থেকে ৮০০ পৃষ্ঠা। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে: [illegible] দৈনিক সংবাদ প্রভাকর [illegible] ১২.০০ [illegible]। দ্বিতীয় খণ্ড বিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংকলন, ১৮৫[illegible] [illegible] জুন মাসেই প্রকাশিত হবে। তৃতীয় খণ্ডও [illegible]।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

রবীন্দ্রপুরস্কার সম্মানিত এই [illegible] সংস্কৃতি [illegible] গ্রন্থের [illegible] সংস্করণ প্রকাশের অপেক্ষায়। ১৮,

বিদ্রোহী ডিরোজিও

[illegible] পর, ডিরোজিওর [illegible] তাই [illegible] এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ফুটে উঠেছে।

সুতানুটি সমাচার ॥ কলকাতা কালচার
টাউন কলিকাতার কড়চা ॥ কালপেঁচার নকশা

[illegible] সম্পর্কিত [illegible] প্রকাশ [illegible] চারটি নতুন ও পুরনো কলকাতার [illegible]। ১২, ৬, ৬, ৬,

বাদশাহী আমল ॥ কালপেঁচার বৈঠকে
কালপেঁচার দু'কলম ॥ শ্রীবৎসের নানাপ্রসঙ্গ

[illegible] বিষয়ের নকশা, রচনার সমষ্টি, সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। ৬, ৩.৫০, ৩, ২,

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ

বাংলার অনন্য ব্যক্তিত্বের পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মামুলি জীবনীগ্রন্থ নয়। বিস্তৃত সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় এই অসাধারণ মহাজীবনের বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশের মহাকাব্য। তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৩, ৭, ১২,

॥ কলকাতার যে-কোন গ্রন্থাগারে অর্ডার দিলে বা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে ॥

জম্বু-বৃক্ষে যেমন জম্বু-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসিস জাতির ফরাসী-ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালী জাতির বাঙ্গালী-ভাবই শোভা পায়।... আম্র-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, অম্ল-বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জম্বু-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেইরূপ ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ।

স্বাদেশিকতা ও স্বদেশচিন্তার সমস্যাটি সুন্দরভাবে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশের ইংরেজীশিক্ষিতরা প্রথমে আম্রবৃক্ষে জম্বুফল ফলাতে চেয়েছিলেন, ভারতভূমিতে ইয়োরোপীয় ভাবাদর্শের প্রাসাদ গড়ে তার মিনার থেকে কেতাবী প্যাট্রিয়টিজ্‌ম-এর আহ্বান হেঁকে দেশবাসীর জাতীয়ত্ববোধ জাগাতে চেয়েছিলেন।

আপনার বাড়ীতেও ভিম চাই !
বাথটব বেসিন ঘরের মেঝে আর বেসিন –
স্টেনলেস স্টীল ও চীনেমাটির বাসনকোসন..
সব কিছুই ভিমের পরশে নতুনের মতো ঝলমল করবে।

ভিমের
সাফল্যের প্রমান উজ্জ্বলতায়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সেই বিকৃত স্বদেশচিন্তাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যই 'মুখ্য এবং গৌণ' প্রবন্ধে এই যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। যুক্তি অকাট্য। অন্ন ও জল উভয়েই রক্ষক হলেও আগে অন্নের ও জলের সম্বন্ধ রক্ষা করাই স্বাভাবিক ধর্ম। স্বদেশচিন্তায় [illegible] যাঁরা আমাদের দেশে আত্মরক্ষা [illegible] উৎপাদনে প্রয়াসী, তাঁদের কাছে [illegible] সময়োপযোগিতা আজও নষ্ট হয় নি।

'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে আরও পরিষ্কার করে স্বদেশচিন্তার স্বাভাবিক [illegible] দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে :

> একণে [illegible] লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের ক্রমশঃ উদ্দীপন [illegible] হইয়াছে। কিন্তু [illegible]
> [illegible]

১৮৭৬ [illegible]
[illegible]

[illegible] হয়েছে :

> [illegible]

জাতির আহার অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের নিকটে হীনতা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

> একণে অন্য জাতির পরিচ্ছদ অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক [illegible] পরিবর্তনে আহার ও পরিচ্ছদ পরিবর্তন করা অন্তঃসারহীনতার চিহ্ন।

আমাদিগের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙ্গালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। কোন ইংরাজ [illegible] কোন ইংরাজ স্বদেশস্থ লোকের সভাতে [illegible] ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকে।

এইভাবে সাহিত্য [illegible] ধর্ম প্রভৃতি সকল [illegible] জাতীয় [illegible] করতে এবং সেই [illegible] হয়েছে। [illegible] হয়েছে :

> [illegible] কেবল একটা [illegible] যদি অন্যান্য [illegible] আমাদের দেশানুরাগ [illegible] একটা [illegible] এই [illegible] পারে। [illegible] গরীয়সী [illegible] অতএব স্বদেশের [illegible] কেবল সেই [illegible] থাকিলেই যে দেশানুরাগ হয় তাহা নহে। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগই চাই। [illegible] অনুরাগই দেশানুরাগ [illegible] স্বদেশের প্রতি সমান। অনুরাগ [illegible] না স্বদেশকে অন্যান্য দেশের সহিত সমান ভাবে ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ কি [illegible] না অন্যান্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে অধিক করিয়া ভালবাসা। স্বদেশের প্রতি এই যে বিশেষ অনুরাগ ইহাই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ [illegible]।

স্বদেশানুরাগের এই [illegible] আজও, বিদেশী শাসনমুক্ত হবার পরেও দেশের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে কি না সন্দেহ। স্বদেশের প্রতি বিশেষ অনুরাগই 'স্বদেশানুরাগ' এবং

॥ নতুন নাটক ॥

[illegible] (মনমী নাটক)

স্বর্ণগ্রন্থী ২.৫০

[illegible]

এতটুকু বাসা ২.৫০

[illegible]

খর নদীর স্রোতে ২.৫০

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের (হাসির)

পাকেচক্রে ১.৭৫

[illegible] (প্রহসন)

প্যারি দা বিউটি ২.২৫

[illegible]
বারোভূতে [illegible] ১.৫০
[illegible]
ফিঙ্গারপ্রিন্ট ২.৫০
[illegible]
মালিক : জীবন যৌবন .. ১.৫০
[illegible]
মধুর যন্ত্রণা [illegible] ২.০০
[illegible]
মঞ্চের একাঙ্ক [illegible] ... ৪.০০
[illegible]
ক্যাম্প হি [illegible] ... ২.৫০
[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের
শেষ প্রহর [illegible] ২.৫০

[illegible]
হাবা হনবর ২.৫০
[illegible] ছায়াপথ ২.৫০
নবান্ন [illegible] গোত্রান্তর ২.৫০
[illegible]
বিশে জুন ২.৫০ সাংবাদিক ২.০০
[illegible] ২.৫০ [illegible] ২.৫০
সংক্রান্তি ২.৫০
[illegible]
কালপুরী ২.৫০ বিবেকানন্দ ২.৫০

দুই মহল । কি বিচিত্র এই দেশ । উত্তরণ মরাস্রোত । ঘুম নেই : যে দিকে । তিন চম্পা । এমনও দিন আসতে পারে মার্কিং ক্লক দি বারিং ঘাট । শেষ সংবাদ অভিশপ্ত কথা । হরিপদ মাস্টার । অঙ্কুর । ছোটদের হবু রাজার দেশে । অপুবীক্ষণ (৩টি একাঙ্ক) । অপরাজিত শতবর্ষ রজনীর অভিনয় । পরোয়ানা উত্তাপ (পরিবর্তিত) । বিহার্সাল (৩টি একাঙ্ক) । অচেনা আকাশ ।

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাই হল 'স্বদেশ-চিন্তা'।

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে স্বদেশচিন্তার এই বলিষ্ঠ ধারা বাংলা সাময়িকপত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। পূর্বোক্ত রচনা ও আলোচনাগুলি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" থেকে উদ্ধৃত, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী তখন বয়সের দিক থেকে প্রায় প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছে, তবু তার স্বদেশচিন্তায় কোথাও এতটুকু দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। যেমন বলিষ্ঠ যুক্তি তেমনি সত্য-প্রকাশের সৎসাহস। এই সময়কার উল্লেখ্য সাময়িকপত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হল—সংবাদ সমাচার ১৮৭০, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১৮৭২, ভারতী ১৮৭৭, আনন্দবাজার পত্রিকা সাপ্তাহিক, ১৮৭৮ বঙ্গবাসী ১৮৮১, সঞ্জীবনী ১৮৮৩। বাংলা সাময়িকপত্র সম্বন্ধে সরকারী স্বরাষ্ট্র-বিভাগের গোপন রিপোর্টে (১৮৭৩-১৯০০) দেখা যায়, ঊনবিংশ শতকের অন্তিম দশকের মাঝামাঝি সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সর্কুলেশন হয়েছিল ২০,০০০ কপি এবং অন্যান্য সাপ্তাহিকের মধ্যে "বঙ্গ-নিবাসী" ৮০০০ কপি, "সময়" ৪০০০ কপি, "হিতবাদী" ৩০০০ কপি, দ্বি-সাপ্তাহিক "বঙ্গমিত্র" ৪০০০ কপি এবং মাসিক "ভারত শ্রমজীবী" ৪০০০ কপি বহুলে প্রচারিত ছিল। লক্ষণীয় হল, এই সময় "সংবাদ প্রভাকর" ও অন্যান্য যে দুই-একখানি দৈনিক পত্রিকা ছিল তার কোন-টাই ৫০০।৬০০ কপির বেশী বিক্রি হত না। এইদিক থেকে এই সময়টাকে বাংলা সাপ্তাহিক-পত্রের স্বর্ণযুগ বলা যায়। অধিকাংশ পত্রিকারই স্বদেশচিন্তার সুরে একরকম, পূর্বোক্ত তত্ত্ববোধিনীর সুরের সংগে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের স্তর এই সময় যে শুধু প্রসারিত হয়েছিল তাই নয়, সুস্থ স্বদেশচিন্তারও বিকাশ হয়েছিল তাদের মধ্যে, এবং সেই স্বদেশচিন্তার বিকাশে বাংলা সাময়িকপত্রের সংগ্রামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কেশুত
ভেষজ কেশ তৈল
নির্য্যাস [illegible] কলিকাতা

বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেই প্রথম পর্বেই বাংলা সাময়িকপত্রের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রথম দশ বছরের মধ্যেই "স্বদেশী আন্দোলনের" উত্তাপ তপোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম এদেশের স্বাভাবিক স্বদেশচিন্তার নির্ভীক সংবদ্ধ প্রকাশ হয়। বাংলা সাপ্তাহিকপত্রের স্বর্ণযুগ তখনও অতিক্রান্ত হয় নি। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" ১৯০৪ এবং অরবিন্দ ঘোষের ইংরেজী "বন্দেমাতরম্" ১৯০৬, এই সময় প্রবল প্রতাপশালী দৈনিক পত্রিকা হলেও "যুগান্তর" (১৯০৬ "নবশক্তি" (১৯০৭) প্রভৃতির মতো সাপ্তাহিকের প্রভাব প্রতি-পত্তি ছিল। [illegible] স্বদেশচিন্তার [illegible] এই [illegible] ইংরেজবিদ্বেষী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রতীক এবং [illegible] এই [illegible] জোরালো ছাপ রয়েছে:

[illegible] সাময়িকপত্রের স্বর্ণযুগ [illegible]।

[illegible] স্বদেশচিন্তা তখন আত্মপ্রকাশ করত এই ভাষায়:

ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বুঝে; তাই বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গোটাকত ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর জড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে শঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্নমেন্ট প্রাসাদ, ছত্র ধর পাহারা, আজানুলম্বিত বাহুদণ্ড, বড় বড় গোরা বারিক, এ সমস্তই কেবল একটা জাদু, ভাঁওতার মত রাজু। [illegible] বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে। [illegible]

স্পেশাল
সেভিংস ব্যাঙ্ক
ডিপোজিট
অ্যাকাউন্ট
● বার্ষিক ৩% হিসাবে সুদ দেওয়া হয়
● চেকে টাকা তোলা যায়
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ
হেডঅফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

করিয়া ভাবিতেছে—ইংরাজ সরকার কি দোর্দণ্ড প্রতাপ! ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়। লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর, সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা থেকে (কার্তিক ১৩১৩ সং. ১২১ সংখ্যা) স্বদেশীচিন্তার দৃষ্টান্তরূপে একটি রচনাংশ উদ্ধৃত করছি:

> এক প্রকারের ভালবাসা আছে যাহা নিতান্তই নিরাকার বস্তু। এই জিনিসটা বিলাতী আমদানী। ভালবাসার আবার আকার কি? [illegible]
>
> [illegible]
>
> ... কিছুরই প্রতি তাঁদের আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি নাই।...
>
> এ স্বদেশী খাঁটি স্বদেশী নয়। ইহা দারে পড়িয়া স্বদেশী।

এইবার আমরা আমাদের প্রতিপাদ্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছেছি। প্রতিপাদ্য ছিল অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক স্বদেশীচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটি অনুসন্ধান করা এবং এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটিও আমাদের সীমাবদ্ধ ছিল বাংলা সাময়িকপত্রে (১৮১৮—১৯১০)। [illegible]

[illegible]

... বিশেষ করে সেই সংগ্রামে বাংলা সাময়িকপত্রের দানের কথা যেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

ব্যানার্কো
[illegible]
নিয়মিত মূল্যে স্যাটিং, সুটিং ও শার্টিং পাওয়া যায়।

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের
তথ্যমূলক গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ ঃ কাব্যনাটক	৪·০০
নির্মলেন্দু রায়চৌধুরীর	
রবীন্দ্র নির্দেশিকা	১০·০০
[illegible]	
মনসা মঙ্গল	৬·০০
[illegible]	
যৌন-বিজ্ঞান ১ম	১০·০০
যৌন-বিজ্ঞান ২য়	১০·০০
জন্ম-নিয়ন্ত্রণ [illegible]	২·০০
শিশুমঙ্গল	৪·০০
[illegible]	
কাজললতা	২·৫০
আমরা	২·০০
[illegible]	
মন বিহঙ্গ	৩·৫০
মৃগ তৃষ্ণা	৩·০০
[illegible]	
যুগবাণী (প্রবন্ধ)	২·০০
নতুন চাঁদ (কবিতা)	২·০০
পূবের হাওয়া	১·৫০

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

১৮৬৩ ১৯৬৩

ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে ১০০ বছর

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ

আপনার সেবায়

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজের ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজকর্মের সুচারু ব্যবস্থা একমাত্র ভারতেই ৪০টির ওপর শাখায় পরিব্যাপ্ত। অ্যাকাউণ্ট ছোট বা বড় যা-ই হোক, প্রত্যেক শাখারই তা পুরোপুরি দেখাশোনার ক্ষমতা আছে।

আপনার স্থানীয় শাখায় এসে দেখা করুন। বিনীতভাবে ও যোগ্যতার সঙ্গে আপনার কাজ ক'রে দেবার জন্য আমরা সর্বদা প্রস্তুত। ব্যাঙ্কিং এর ব্যাপারে আপনার যে কোন সমস্যায় ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজকে পরামর্শ দেবার সুযোগ দিন।

ন্যাশনাল অ্যাণ্ড গ্রিণ্ডলেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

যুক্তরাজ্যে সমিতিবদ্ধ (সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

প্রধান কার্যালয় : ২৬, বিশপস্ গেট, লণ্ডন, ই, সি, ২

কলিকাতাস্থিত শাখাসমূহ : ১৯, নেতাজী সুভাষ রোড ; ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, [illegible] ; ৩১, চৌরঙ্গী রোড, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, [illegible] ; [illegible] ; ১৭, ব্রাবোর্ন রোড ; [illegible] • দার্জিলিং ; [illegible] • গৌহাটি ; বারাণসী।

NGB/30 A BEN.

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম

ভবতোষ দত্ত

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে-সব নতুন ভাবসম্পদ নিয়ে গড়ে উঠেছে, স্বদেশচেতনা তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। আধুনিককালের প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই এর আভাস অঙ্কুরিত হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনার প্রকৃতি-বিশ্লেষণ শুধু সাহিত্যের দিক থেকেই নয় ইতিহাসের দিক থেকেও কৌতূহলজনক। [illegible] তাঁর স্বদেশচেতনা এক [illegible] কিন্তু [illegible] সবকেই [illegible] তিনি [illegible] ছিলেন না [illegible] সংস্পর্শে উদ্ভূত, তা তিনি [illegible] সম্পর্কে এসে পেয়েছিলেন [illegible] অনেকেই [illegible] এই [illegible] স্বভাবতই [illegible] আপন সম্প্রদায় [illegible] তাঁর [illegible] ওঠে। এটা [illegible] ঈশ্বর গুপ্তের [illegible] সম্বন্ধে নির্দিষ্ট [illegible] এর মধ্যে [illegible]

[illegible] এবং [illegible] উপলব্ধি [illegible] রক্ষণশীলতার [illegible] বিচিত্র সংকটে অভিনব ভাবের সংঘাত নিরূপণ করে দেবার চেষ্টা নেই। প্রাচীনতাকে অন্ধ অনুসরণ করে যাওয়া সহজই আছে। ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা সাধারণভাবে যতটুকু জানি, তাতে রক্ষণশীলতাই তাঁর স্বভাবধর্ম বলে মনে হয়। লোকে মনে করে, তিনি যে সময় জীবিত ছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন এবং সংবাদপত্র পরিচালনা করেছিলেন সেই সময়ের দেশের অগ্রগতি সম্বন্ধে তিনি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতে পারেন নি। তিনি লিখেছিলেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
—স্বদেশ

তাঁর সম্বন্ধে মনে হতে পারে তাঁর দেশপ্রেম [illegible] এবং সংকীর্ণ। [illegible] আমাদের মনে হয় বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে স্নেহ করা একটা অন্ধতা মাত্র। এভাবে দেশকে ভালোবাসা [illegible] সত্যই কোনো কল্যাণ নেই। যদি দেশপ্রীতির অর্থ হয় দেশের দৈন্য এবং দুর্নীতিকেও সমানভাবেই মেনে নেওয়া তবে সেই দেশপ্রীতি অন্ধ রক্ষণশীলতা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

"দেশবাৎসল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাংলা দেশে ছিল না [illegible] ছিল কি না [illegible] বলিতে পারি না। এখন ইহা [illegible] হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী।"
—ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের দেশচেতনাকে সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে আলাদা করে দেখেছেন এবং আধুনিক দেশবাৎসল্যের পূর্বগামীরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনিও ঈশ্বর গুপ্তের উপরি-উদ্ধৃত পদাপংক্তিকে দেশবাৎসল্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবেই উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেমের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ বিশেষ কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নেই।

বস্তুত আপন সমাজ এবং আপন সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসবার ইতিহাসই আমাদের আধুনিক দেশচেতনার ইতিহাস। নিজের গণ্ডীর বাইরে যে বৃহৎ একটি দেশ রয়েছে সেই দেশের সঙ্গে যে আমার সমগ্র অস্তিত্বটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এই উপলব্ধি আধুনিক উপলব্ধি। মানুষের চিত্তের [illegible] পথে এই চেতনা একটি বৃহৎ [illegible] মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে [illegible] এই হচ্ছে বিশিষ্ট লক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত এমন একটি [illegible] আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন নবযুগের সূত্রপাতে এই চেতনার উন্মেষ ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে [illegible] কোনো কবি ছিলেন না [illegible] একটি করে নবযুগের এই লক্ষণকে [illegible] নিধুবাবুর একটি [illegible] মাতৃভাষার প্রতি [illegible] পেয়েছে তা সত্যই নিতা- [illegible] —

[illegible] নানান ভাষা।
[illegible] পূরে কি আশা।
[illegible] কিবা ফল চাতকীর,
[illegible] বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।

[illegible] ছিলেন, ১৮০১-এ [illegible] ঠিক কোন্ সময় এই [illegible] করেছিলেন বলা যায় না। তিনি [illegible] ইংরেজি ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষা জানতেন। সুতরাং তাঁর এই মাতৃভাষা-সচেতনতার কারণ সম্ভবত বিভিন্ন ভাষার সম্পর্কজাত প্রতিক্রিয়া। একে দেশচেতনার একটি লক্ষণ বললে হয়তো আধুনিক অর্থে দেশচেতনা বলে অভিহিত হবার যোগ্যতা এর নেই কিন্তু এটাও ঠিক [illegible] বাইরে ভিন্নতর ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলেই [illegible] মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্যকে এমন করে [illegible] সক্ষম হয়েছিলেন। স্বদেশচেতনার এইটিই আরম্ভ। দেশচেতনা বা দেশপ্রেম স্পষ্ট আকার গ্রহণ করে বাইরের সংযোগেই। এই যোগ না হওয়া পর্যন্ত এই চেতনা কূপমণ্ডূকতা ছাড়া কিছুই নয়।

সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা (১৮৩১) প্রকাশ করবার আগেই মাতৃভাষাপ্রীতিবশত ঈশ্বর গুপ্ত 'বঙ্গরঞ্জিনী' নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভাষার চর্চা করা। এই সভার সম্পাদকরূপে তিনি ঘোষণা করেছিলেন "পরজাতীয় ভাষার

নৈপুণ্যোম্প্রবৃত্ত স্বকীয় ভবাম্বেষী এইসকল জনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড, পৃ ১২৩) সত্যি কথা বলতে এটিই ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীনতম উক্তি যা আমরা পেয়েছি। পরবর্তীকালে ভবম্বেষী নৈপুণ্যের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি যারা অবজ্ঞা করবে তাদের

[illegible]

[illegible]

করতে সক্ষম হন। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, [illegible] দেশপ্রেমকে [illegible] নির্দিষ্ট রূপ দিতে [illegible] দিয়েছিলেন [illegible]। কিন্তু [illegible] স্মরণযোগ্য যে, [illegible] বিচিত্র উপ[illegible] [illegible] সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। [illegible] দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হওয়ায় লেখাপড়া সেরকম শিখতে পারেন নি। বাল্যকালে তিনি দেশকে পৌষপার্বণ, ব্রত পাঁচালী, আখড়াই কবিগান, সুচিরপ্রচলিত অন্যান্য আচারে অনুষ্ঠানে উৎসবে যেমন দেখেছিলেন স্বভাবতই তার প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ জন্মেছিল। এই মমতা নিয়েই তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় তখন নব্যযুগের যে আন্দোলন চলেছে তাকে প্রথমে তিনি সন্দেহের চোখেই দেখেছেন। উচ্চশিক্ষিত [illegible] [illegible]

[illegible]

> [illegible]
> [illegible]
> আজ্ঞানিরা [illegible]
> কিন্তু [illegible] তার [illegible]
> [illegible] কিন্তু পরে [illegible]!
> এ [illegible] এই মত [illegible]
> [illegible]।
>
> —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ

[illegible] পুরানো সংস্কার [illegible] অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেরণার [illegible] এই দেশপ্রেম [illegible] [illegible] পেরেছে। বাংলা[illegible] আন্দোলন করেছিলেন, [illegible]

সমালোচকের চোখে

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের : অভিনব সাহিত্য-আলোচনা গ্রন্থ

ঘরে বাইরের সাহিত্য-চিন্তা ৫,

'মাসিক বসুমতী' বলেছেন,—সাহিত্যের নানা-বিভাগে এক নতুন আলোকপাত [illegible] লেখক...। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত যে-কোন শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে মর্মোদ্ঘাটনে সহায়ক। তিনি যে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবধারার অনুসরণ করেছেন তা রীতিমতই উপভোগ্য!...

'অমৃত' পত্রিকা বলেন,—...'শুধুই নিছক নীরস গবেষণা নয়,...সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এবং মূল্যবান তথ্য এবং যুক্তিতে উজ্জ্বল!...স্নিগ্ধ ঝরঝরে ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধাবলী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করেছেন।'......

[illegible] কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

পরিশোধ ৬,

● [illegible] উপন্যাস ●

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলেছেন,— [illegible] সাম্প্রতিক উপন্যাস "পরিশোধ"-এর [illegible] সংবেদ্য [illegible] ও [illegible] চরিত্রে আত্মপ্রকাশিত। [illegible] নয়, [illegible] ও [illegible] পড়ে পড়ে [illegible] [illegible] প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছে।...

'অমৃত' [illegible]— [illegible] লেখকের স্বচ্ছ [illegible] বর্ণনাভঙ্গীতে গ্রন্থটি বিশেষ [illegible] হয়েছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় .....

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সদ্যপ্রকাশিত নতুন উপন্যাস

অনেক আলোর অন্ধকারে ৪॥

'আনন্দবাজার পত্রিকা' [illegible] লেখক [illegible] ভট্টাচার্যের প্রাঞ্জ জীবন-[illegible]

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পঞ্চকন্যা [illegible] ৩,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের : [illegible]
অবরোধ ৩, বনকপোতী ৩।০

[illegible] : [illegible]
নকল মানুষ [illegible]
মেঘে ঢাকা তারা [illegible]
দেবাংশী [illegible] ৩,

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের
[illegible] উপন্যাস
সোনার পুতুল ৩॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের [illegible] উপন্যাস
আবার নদী বয় ৩।০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের :
চিরনতুন উপন্যাস
হরফ [illegible] ৫,
মাশুল ৩॥০ শান্তিলতা ২॥০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আধুনিকা (উপন্যাস) ৩॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তামস তপস্যা (উপন্যাস) ৪,

নীহার গুপ্তের : রহস্যোপন্যাস
রক্তের টেকা ৪॥০

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের : অমর গ্রন্থ : উপমা কালিদাসস্য ৩, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের : বিখ্যাত গ্রন্থ : পুরানো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী ৩,, ভাববাদ খণ্ডন ২॥০, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের : ভূতের বেগার ১॥০, এমিল জোলার বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'জার্মিনাল' অবলম্বনে : গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের : অঙ্কুর ১॥০

সাহিত্য জগৎ—২০৩ ৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

আধুনিক সেলাই বোনা

মীরা দেবী সম্পাদিত ॥ শতাধিক চিত্রে শোভিত

বিভিন্ন প্রকার এমব্রয়ডারী, উল বোনার প্যাটার্ণ, জামা ও পরিধেয়
আধুনিক কাটিং এবং সেলাই কলের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমেত
সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত ॥ দাম ৩, টাকা
যে বই-এর প্রশংসা সকলেই করেন আর সর্বত্র পাওয়া যায়

সাধক-জীবনী

বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পর্যন্ত বত্রিশ জন সাধকের অমূল্য জীবনী সম্ভারে পূর্ণ। চতুর্থ মুদ্রণ। দাম ৪,।

তুলসীদাস

মহাত্মা তুলসীদাসের জীবনী ও সমগ্র দোঁহাবলী। একত্রে এই অদ্ভুত সমাবেশ অন্য কোন গ্রন্থে নাই। তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। দাম ৬.০০।

অভিনয়-শিক্ষা

[illegible]

নাট্যামোদীদের অবশ্য পাঠ্য, [illegible] ৩.০০।

শ্রীব্রজেন দে কৃত করুণ রসাত্মক দু'টি নাটক। প্রকাশিত হল। প্রতিটি ২.৭৫।

জাহান্দার শাহ   মহুয়া

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী — ১০৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

সদ্যপ্রকাশিত প্রকাশ

সরলা চক্রবর্তী

ছোটদের শারীর শিক্ষা

[illegible]

শারীর শিক্ষার শিক্ষকদের [illegible]

অসংখ্য [illegible]
এই পুস্তকের অন্যতম [illegible]।

[illegible]

মূল্য মাত্র আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

— — — — ছোটদের বই — — — —

সুন্দরবন	৩.৫০	শিবশংকর মিত্র
হনুমানের	২.৫০	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
জাতকের গল্প	১.৭৫	শুভেন্দু ঘোষ
উজ্জয়িনীর রূপকথা	২.০০	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
লেজের প্রিভিলেজ	১.৮০	শিবরাম চক্রবর্তী
আকাশ যেখানে মাটির কাছে	২.০০	অনিলেন্দু চক্রবর্তী

[illegible]

কথাশিল্প : ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

থেকেই পরবর্তী যুগের আরম্ভ ধরা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থেকে আসবার সময় নিয়ে এসেছিলেন জর্জ টমসনকে। টমসনের আদর্শে নব্যবঙ্গ নতুন করে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। তাদের স্বাধীন চিন্তাপ্রবণতাকে টমসন স্বদেশসেবায় প্রবর্তিত করেছিলেন। তখন থেকেই ভারতীয় রাজনীতির সূত্রপাত হল। এর বিশেষত্ব এই যে, ইংরেজ রাজত্বের প্রতি আস্থা অটুট রেখেই এই দেশপ্রেমের জন্ম হয়েছে। আমাদের নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা সমৃদ্ধ হয়েছে বিচিত্রগামী ভাবসম্পদে, সর্বব্যাপী হিতৈষায়। ইংরেজ-সান্নিধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞান ও অন্যান্য ভাবসম্পদের সমৃদ্ধি ঘটবার সম্ভাবনা। সেইজন্য উন-বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্বই ছিল [illegible] [illegible]

[illegible]

—[illegible]

[illegible]

স্বদেশচেতনার আর-একটি রূপ দেখা [illegible]। [illegible] সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম [illegible] [illegible] এক গৌরবময় রূপ [illegible] উদ্ঘাটিত হতে লাগল। রামমোহনের [illegible] ধর্মসংস্কারের [illegible]। ধর্মের প্রাচীন এবং [illegible] উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের [illegible] জেগে ওঠে। অক্ষয়কুমার দত্তের আলোচনা এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[illegible]

বেরিয়েছে। তত্ত্ববোধিনীর প্রাচীন ভারত-চর্চার সংস্পর্শে এসে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুরাগ দেখা দিয়েছে—

"এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম তখন হিন্দুজাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল আমাদিগের রাজাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজা ছিল এবং আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভারূপে বিখ্যাত ছিলাম প্রথমতঃ এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্যোতিষবিদ্যা ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানবর্ধিনী বিদ্যা প্রথমেই অস্মদ্দেশীয় কতিপয় মহত্ব ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীতে পদার্পণ করত হিন্দুসমাজে অন্দর প্রাপ্তা হয়েন ঐ সমস্ত অবনীর অন্যান্য ভাবদেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল।"

—সংবাদপ্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫

স্বদেশ সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের এই মহিমাবোধ অবশ্যই নানা আন্দোলন এবং বিদ্বৎসংসর্গ প্রসূত। কিন্তু একথা অবশ্যই অস্বীকার মনে রাখতে হবে তাঁর রচনায় আমরা যে প্রগাঢ় স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাই তার অনেকটাই ছিল সহজাত। আপন দেশ ও সমাজের প্রতি [illegible] সম্বন্ধ [illegible] [illegible] তিনি এসেছিলেন [illegible] [illegible] সামাজিক সংঘাত ও প্রতিঘাত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংকীর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৮৫[illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] মাতৃভাষার শিক্ষার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] কার্যারম্ভ [illegible] কারণ ছিল জাতীয় একপ্রাণতা সৃষ্টি। সংবাদপ্রকাশিকার নামেই সুস্পষ্ট পাওয়া যায় মাতৃভাষার সাহায্যে আলোচনাই এর উদ্দেশ্য। এই সভাই ছিল প্রথম রাজনীতি চর্চার সভা। ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয় চেতনাকে সর্বসাধারণে সঞ্চারিত করবার আয়োজন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালী কবি। কথাটার অর্থ অবশ্যই এই যে ইংরেজি ভাববর্জিত বাংলা ভাষা ও ভাবই ছিল তাঁর কবিতার প্রকৃতি। পাঁচালীর মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাব্যে বাঙালিত্বের আস্বাদন লক্ষণ ফুটেছে। ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত সেই আদর্শ চলে এসেছে সত্য, কিন্তু বাংলা-

অ্যালফা-বিটা

চেউভাঙা মুক্তা (পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস) আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য ৬·৭৫
মিলক গ্রহে মানুষ (উপন্যাস) অদ্রীশ বর্ধন ৩ ০০
একটি মুখ তিনটি মন (উপন্যাস) বাসুদেব সাহা ৩ ৫০
গাঁয়ের নাম কেয়াপুর (উপন্যাস) দীপককান্তি দে ৩ ০০
অভিসার (গল্প) অসিত চৌধুরী ৩ ৭৫
গল্পমুকুল (গল্প) শ্রীনিত্যানন্দ ২ ৭৫
মাটি ও পৃথিবী (উপন্যাস) সুখেন্দু সরকার ২ ৭৫
বাঁচতে সবাই চায় (প্রবন্ধ) অসীম বর্ধন ৩ ৭৫
পূর্বপক্ষ (রম্যরচনা) জৈমিনি ৪ ০০
তুষার থেকে সাগরে (কবিতা) [illegible] সরকার ২ ০০
পত্রলেখা (কবিতা) [illegible] ২ ৭৫
নীল শহরের গলি (কবিতা) [illegible] ২ ৫০
এক সমুদ্র দুটি মন [illegible] ২ ৭৫
দীপশিখা দ্যুতিময় (কবিতা) অধ্যাপক বিনয় মিত্র ৩ ০০
প্রথম কবিতা (কবিতা) পুরুষোত্তম ২·০০
অখণ্ড-গান্ধার (কবিতা) সত্যব্রত বসু ২ ৫০
সন্ধ্যার জানালা (কবিতা) মতি মুখোপাধ্যায় ৩ ২৫
অভিজ্ঞান শকুন্তল (কাব্যনাট্য) মহাকবি কালিদাস (প্রথম পদ্য অনুবাদ) কালীপদ দাস, পুরাণরত্ন ৫ ৭৫

কল্পনার মুক্তিমেঘে চড়ে এ জগতের বাইরে উধাও হওয়ার আনন্দ

আশ্চর্য !
ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞাননির্ভরিক চমকপ্রদ গল্পের একমাত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক সডাক ১২, মাসিক ১

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস
পোস্ট বক্স ২৬৩১, কলিকাতা-১

নববর্ষের নতুন প্রকাশন

তিনটি নতুন উপন্যাস
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস
পায়ে পায়ে প্রহর
দাম ২ ৫০

বিশ্বনাথ রায়ের নতুন উপন্যাস
বহ্নিকন্যা
দাম ২ ৫০

জ্যোতির্বিন্দু নন্দীর নতুন উপন্যাস
হৃদয়ের রঙ
দাম ৪ ০০

'যুগপ্রবর্তিত বাংলা মাসিক'
চতুষ্পর্ণী

[illegible] বহু আলোচিত [illegible] 'ফিউচার'-এর বাংলা [illegible] নাট হ্যামলেট [illegible] উপন্যাস, [illegible] ও ত্রিপুরোরাজকন্যা [illegible] প্রবন্ধ এবং কয়েকটি গল্প, [illegible]
[illegible] মাত্র।

[illegible] সম্ভারের ভাণ্ডারে নবতম সংযোজন
প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর
অতলান্তিক ৫,
জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিশ্বনাথ রায়ের
নানারঙ ২·৫০
সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রস্রষ্টা স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠগল্প ৪,

এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

দেশের সংসারজীবন, ব্রতআচার, রঙ্গরস, আলোড়ন-আন্দোলন—সবকিছু নিয়ে একটি সংহত দেশচেতনা আর কেউ ফোটাতে পারেন নি। তাঁর বহু কবিতায় বাংলাদেশের তথ্য ও ঘটনা ভিড় করে এসেছে। কবির হিসাবে যাই হোক দেশের একটি বৃহত্তর রূপ তাঁর মানসনেত্রে ফুটে উঠেছে এগুলি তার প্রমাণ। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে কোনো কোনা কাব্যে কলকাতার কথা থাকলেও এ-রকম করে নিশ্চয়ই কেউ কলকাতা শহরের বন্দনা করেন নি—

ধন্য ধন্য কলিকাতা ধরেছে কলির ছাতা
ধন্য তব নব ব্যবহার।
হইতেছে কত রঙ্গ নাহি মাত্র তালভঙ্গ
বঙ্গদেশ পদে নমস্কার॥
—শারদীয় পর্ব

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'—এই উক্তি ঈশ্বর গুপ্তের। পদ্য-পংক্তিটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর পরিমিত যতিবিন্যাসে এবং অনুপ্রাসে পংক্তিটি এমন একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, যা তাঁর আগের কোনো কবির দ্বারাই সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের শুধু ভৌগোলিক অস্তিত্বই নয়, তার সঙ্গে বাঙালী স্বভাবের চিরন্তন রঙ্গপ্রিয়তার যে

আপনার
চাহিদা অনুযায়ী
ইস্কোর
তৈরী
উৎকৃষ্ট
গীয়ার

স্পার গীয়ার, ওয়ার্ম হুইল, সিঙ্গল হেলিক্যাল গীয়ার প্রভৃতি ক্রেতার প্রয়োজন অনুযায়ী সুদক্ষ কারিগরগণের দ্বারা আধুনিকতম যন্ত্রে নিখুঁত-ভাবে তৈরী করা হয়। এজন্য ক্রেতারা নিজস্ব ব্ল্যাঙ্ক সরবরাহ করতে পারেন, অন্যথায় আমাদের তৈরী ব্ল্যাঙ্ক থেকেই গীয়ার কাটা হয়।

ক্ষমতা

স্পার গীয়ার এবং ওয়ার্ম হুইল

সারকুলার পিচ	...	...	১½"
মোডিউল	...	...	১২
ডায়ামিট্রাল পিচ	...	...	২
সর্বোচ্চ ডায়ামিটার	...	...	৫'
সর্বোচ্চ হবিং ডায়ামিটার		...	৮"

হেলিক্যাল গীয়ার

হেলিক্স অ্যাঙ্গল	১০°	৩০°	৪৫°	৬০°
ওয়ার্কিং ডায়ামিটার	৬০"	৪৪"	৩০"	১৬"

IISCO

দি
ইণ্ডিয়ান
আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল
কোং লিঃ
বিক্রয় বিভাগ
[illegible]
কলিকাতা ১

ম্যানেজিং এজেন্ট
মার্টিন
বার্ন লিঃ
মার্টিন বার্ন হাউস
কলিকাতা ১
শাখা
নয়া দিল্লী বোম্বাই
কানপুর পাটনা
দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট
দি সাউথ ইণ্ডিয়ান
এক্সপোর্ট কোং লিঃ,
মাদ্রাজ ১

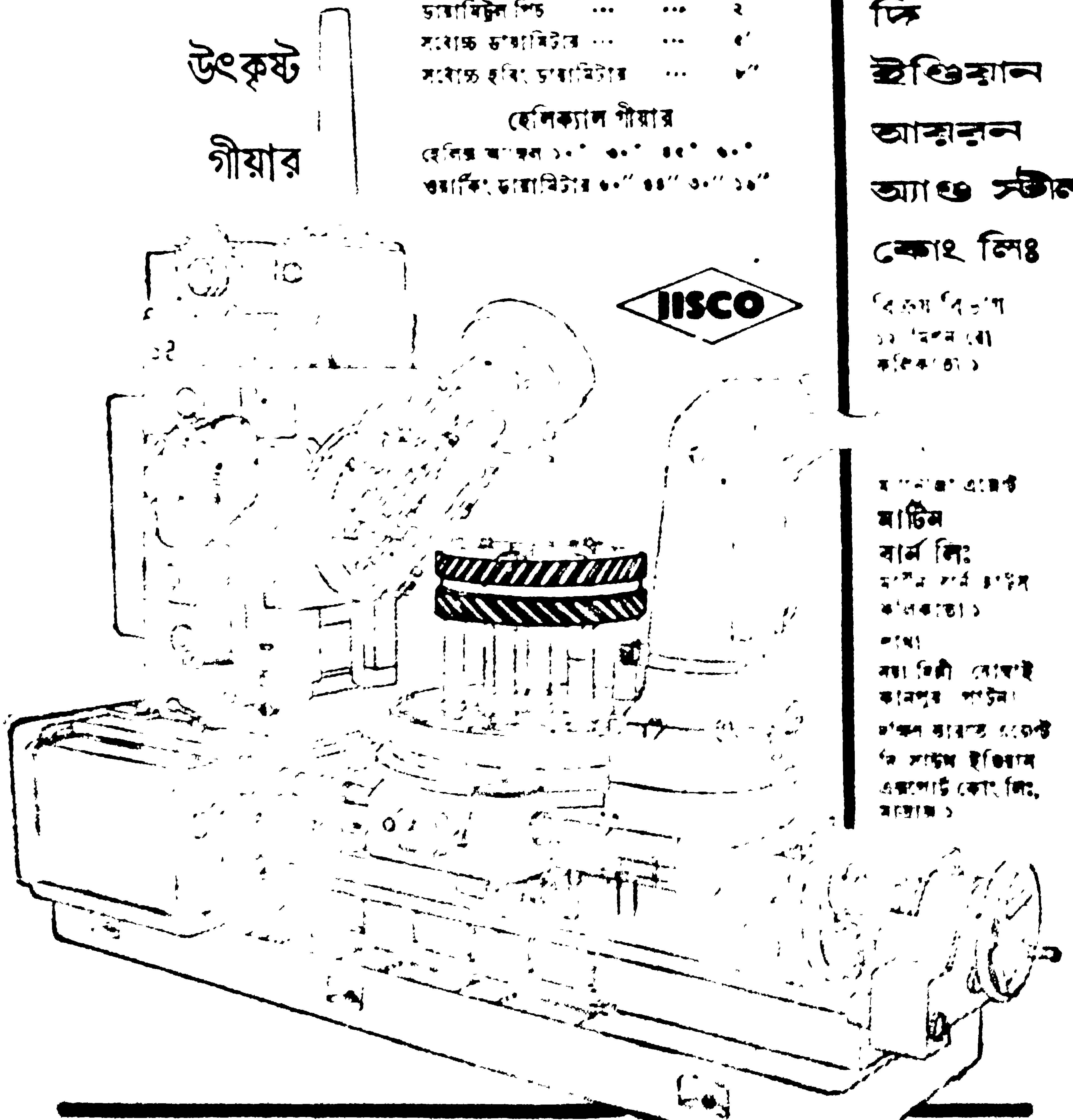

রূপটি ঈশ্বর গুপ্ত ধরে দিতে পেরেছেন তার তুলনা বিরল। এই চেতনাতেই যথার্থ স্বাদেশিকতার স্ফুরণ। রঙ্গলাল ও অন্যান্য কবিদের কাব্যে যে দেশচেতনা স্পষ্টতর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, ঈশ্বর গুপ্তই তার পথিকৃৎ।

আজ আমরা উন্নাসিকতা সহকারে বলি ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনা সংকীর্ণ এবং প্রাদেশিকতাদুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীও আমাদের এই অভিযোগ থেকে একেবারে মুক্তি পান নি। এ কথা আমরা অনেক সময়েই স্মরণে রাখি না যে চিত্তের শতদল অকস্মাৎ একদিনে সম্পূর্ণ ফোটে না, সে একটি একটি করে দল উন্মোচিত করে। পল্লীমুখী দৃষ্টি যে নগরমুখী হয়েছে এবং একটি বৃহৎ জনসংসর্গে আমাদের একালের জীবনযাত্রা নবরূপ ধারণ করছে, এ কথা আমাদের সাহিত্যে জানালেন কে? বাংলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তই তাকে প্রথম প্রতিফলিত করলেন। আবার মাতৃভাষা যে দেশকে একচিত্ত করে তুলছে সে সম্বন্ধেও তিনিই অবহিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই বাংলাদেশই তাঁর লেখনীতে রূপ পেল। দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। এই চেতনাই ক্রমবিস্তার লাভ করে সর্বভারতকে স্পর্শ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গচেতনা দিয়ে তার শুভ আরম্ভ ঘটালেন কিন্তু ভারতচেতনাও তাঁর সময়ে এসে গিয়েছিল, তার প্রমাণ—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে
—ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন বাংলা কাব্যে এই প্রথম। দেশকে দুভাবে অনুভব করতে হয়—স্থানে এবং কালে। তবেই দেশপ্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করে। ঈশ্বর গুপ্ত দেশকে স্থানের দিক দিয়ে অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন। অতীত ইতিহাসের ধ্যানে ভবিষ্যতের স্বপ্নে দেশজননীর আর একটি পবিত্র জ্যোতির্ময় রূপ দেশপ্রেমিকের চোখে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর গুপ্ত যখন কবিতা লিখছেন সে সময় মাতৃভূমির সেই রূপটি তেমন করে রচিত হয় নি।

স্বদেশ সম্পর্কে—স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের মানুষ, স্বদেশের প্রকৃতি—সবকিছু সম্পর্কেই ঈশ্বর গুপ্তের এমন একটি সুকুমার প্রেমবোধ ছিল যা তাঁর মনটিকে অপূর্ব বেদনায় স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে দেশাত্মবোধ ধর্মবোধেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত উদাত্ত কণ্ঠেই বলেছেন—

প্রকৃতির পূজা ধর পুরুষে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পায়
বিবেক নিষ্কাম প্রীতি রাখ সবিনয়ে
মুগ্ধ জীব যায় মোহময়ে।
ইন্দ্রের অমরাবতী তোমাতে না হয় প্রীত
স্বর্গধাম উপসর্গ যায়।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ যাট নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমায়॥
—স্বদেশ

পীড়িত বন্ধুটির প্রয়োজন তখনও হয় নি ... ভিড় হয়েছে প্রেমময়ী পৃথিবীর ... [illegible]

উপন্যাসের অনুকরণে লেখা
সরস ভ্রমণ কাহিনী

বেদুইন-এর

পথ যে আমায় ডাকে

১ম পর্ব (উত্তর খণ্ড) দাম ৫,
সমগ্র বাংলা দেশকে একাসনে বসে
জানতে হলে এ বই পড়া অপরিহার্য

ইণ্ডিয়ান বুক হাউস
২০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ প্রণীত

চীনে ভারত আক্রমণ	১ ৫০
বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক—জীবনের গল্প	২·৫০
আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র	২ ৫০
বিদ্যাসাগরের হাসির গল্প	১·৭৫
শরৎচন্দ্রের প্রণয়-কাহিনী	২·৫০
রজাগরের নানা গল্প	২ ৫০
হাস্য-কৌতুকে সাহিত্যিক	৩·০০
ভৌতিক কাহিনী	২·৫০
অলৌকিক কাহিনী	২·৫০

(লেখকের এই দুটি বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের দেখা ও বিশ্বাস করা বাস্তব কাহিনী নিয়ে লেখা।)

কয়েকটি অভিমত:—

গোপালচন্দ্র রায়ের লেখার ভঙ্গীটি এত রমণীয় যে একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না।—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
গোপালচন্দ্রের লেখায় মুন্সীয়ানা আছে—[illegible] দাস
গোপালচন্দ্রের এ [illegible] বাংলা সাহিত্যে যা দান তার [illegible] একটা বৈশিষ্ট্য আছে—বিভূতি-[illegible]

সদ্য প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত

একদা যাহার বিজয় সেনানী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত ভারতের বীর জওয়ানদের কীর্তিগাথার পরিবর্ধিত গ্রন্থরূপ
মূল্য—তিন টাকা মাত্র

বিদগ্ধজন কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস

(প্রাচীন পর্ব)
অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য
মূল্য—আট টাকা মাত্র

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স
(প্রাইভেট) লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

কয়েকটি গ্রন্থরত্ন

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের

বাংলা দেশের ইতিহাস

বাংলা দেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ॥ ৭·০০ ॥

খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের

প্রাচীন রাজ্য শাসন পদ্ধতি

প্রাচীন কালের শাসন পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র কোথায় তাহা নির্ণয়ে সাহায্য করিবে। ॥ ২·৫০ ॥

সন্ধ্যাকর নন্দীর শ্লেষ কাব্য ডাঃ বসাক কর্তৃক বাংলা অনুবাদ

রামচরিত

পাল যুগের গৌরবমুকুট রামপাল দেবের ইতিকথা। ॥ ৫·০০ ॥

বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের

বাংলার ইতিহাস সাধনা

বাঙালীর ইতিহাসবোধ ও তাহার সাধনা সম্বন্ধে তথ্যমূলক গ্রন্থ। ॥ ৩·০০ ॥

সবুজ-পত্র গোষ্ঠীর বিদগ্ধ সাহিত্যিক অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস. বীরেন্দ্রকুমার বসুর

প্রাচীন ইতিহাস পরিচয়

ঐতিহাসিক অথচ কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যধর্মী রচনা। ॥ ৩·০০ ॥

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নব জ্ঞানভারতী

বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম ভৌগোলিক অভিধান নূতন ছাপ সংস্করণ। ॥ ১০·০০ ॥

কালজয়ী সমালোচক স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদারের

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

সুচিন্তিত মূল্যবান গ্রন্থ। ॥ ৭·০০ ॥

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর

মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

সাহিত্যের ছাত্র এবং সাহিত্যরসিকদের অবশ্যপাঠ্য পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ॥ ৭·০০ ॥

অধ্যাপক ডক্টর অজিতকুমার ঘোষের

বাংলা নাটকের ইতিহাস

প্রাচীন ও দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য নাটকের এবং অতি আধুনিক নাটকসমূহের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। ॥ ১২·০০ ॥

প্রখ্যাত সাহিত্যিক হিমাংশু চৌধুরীর

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা

বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক তথ্য, তত্ত্ব ও রসাপিপাসু, শুধু ছাত্র নয়, শিক্ষকদেরও অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ঃ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ॥ ৬·০০ ॥

চিন্তাশীল লেখক রণজিৎকুমার সেনের

সমাজ-দর্শন

বর্তমান সমাজের উদ্ভ্রান্তি ও বিশৃংখলার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে শিক্ষা ও সাধনা কতখানি প্রয়োজন তাহারই বিশদ আলোচনা। ॥ ৩·০০ ॥

প্রসিদ্ধ প্রবন্ধকার বসুধা চক্রবর্তীর

রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার এবং দায়িত্ব জীবনে ও সাহিত্যে কতখানি তাহারই আলোচনা ॥ ৩·০০ ॥

প্রবীণ সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেনের

গিরিশচন্দ্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশ লেকচার'-রূপে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলন। ॥ ৫·০০ ॥

ডক্টর কানাইলাল গাঙ্গুলী কর্তৃক মূল জার্মান হইতে অনূদিত

গ্যোতের ফাউস্ত

মূল গ্রন্থের ধ্বনি ও ছন্দে রূপায়িত। ॥ ৬·০০ ॥

বিদগ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিদ্যাপতি

অমরকবি বিদ্যাপতির চল্লিশটি বিখ্যাত পদ ও তাহার ব্যাখ্যা। উপহারের পক্ষে চমৎকার। ॥ ৩·০০ ॥

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী-সঙ্কলিত

বিবাহ-মঙ্গল

বেদ-উপনিষদ হইতে সংগৃহীত হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত বিবাহের মন্ত্রমালা—সাধারণ পাঠকের সহজবোধ্য অনুবাদ। ॥ ৩·০০ ॥

সুবিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদারের

রূপসৃষ্টি

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর শিল্প সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা। ॥ ২·০০ ॥

= কিশোর-কিশোরীদের জন্য =

রাণী চন্দ ঃ হাসিকান্নার দিন—২·০০ ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ একশো বছরের বিজয় সেনানী—২·০০ ॥ চণ্ডী লাহিড়ী ঃ মানুষ কি করে মানুষ হল—১·০০ ॥ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ছোটদের দুন্দ—১·৫০ ॥ [illegible] ঃ শিবাজী মহারাজ—১·০০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ছোটদের রামায়ণ—৩·০০ ॥

জেনারেল বুকস এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ

প্রমথনাথ বিশী

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন অনেকদিন পরে মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরে এলেন। তারপরে প্রায় এক বৎসরের মাথায় দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহ। যদিচ বিদ্রোহের আসল রূপ প্রকট হ'ল পশ্চিমোত্তর ভারতে তবু তার প্রথম গোটা দুই স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল হাতের কাছে বহরমপুরে ও ব্যারাকপুরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মধুসূদনের চিঠিপত্রে এই স্ফুলিঙ্গের বা দাবানলের কোন উল্লেখ নাই। মাইকেলের চোখ কান জাগ্রত ছিল তবু না ধরা পড়লো তাতে স্ফুলিঙ্গের চমক বা দাবানলের গর্জন। পরবর্তীকাল সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের সূচনা আবিষ্কার করেছে মধুসূদন কি সে বিষয়ে অচেতন ছিলেন? কিম্বা মধুসূদনের কাল ঐ ঘটনার মধ্যে তেমন কোন অর্থ দেখতে পায়নি বলেই ব্যাপারটা তাঁর মনের উপর দিয়ে ফস্কে চলে গিয়েছে? শেষেরটাই সত্য বলে মনে হয়। শুধু মধুসূদন কেন সেকালের অনেক মনীষী যাঁদের আমরা দেশাত্মবোধের উৎস স্বরূপ মনে করি সিপাহী বিদ্রোহকে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামার বেশি মনে করতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে একদিকে যেমন কালক্রমে দেশাত্মবোধে বিবর্তন ঘটেছে তেমনি আর একদিকে পরবর্তীকাল নিজ মনোভাব প্রক্ষেপ করেছে পূর্ববর্তী-কালের উপর—একেই বলা হয়ে থাকে Reading History backward। মধুসূদনের দেশাত্মবোধের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

মানুষের ইতিহাস কতকগুলি Irony-র সমষ্টি। এই সব Irony-র লীলা অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণই ঐতিহাসিকের প্রকৃত কর্তব্য। ভারতীয় ইতিহাসের ঊনবিংশ শতকের প্রধান Ironyটি বড় শিক্ষাপ্রদ। একদিকে জন-কোম্পানী এই বৃহৎ দেশকে ক্রমেই কঠিনতর শৃঙ্খলা পাশে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে আর একদিকে [illegible] জনবুল এমন সব কার্যের [illegible] যার দূরপ্রসারী ফলে শেষ [illegible] আলাদা হয়ে [illegible] ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও উৎসাহদান। আরও একটি Irony, এই যুগে বিদেশীয় কণ্ঠেই ভারতভূমি সর্বপ্রথম মাতৃ সম্বোধন শুনলো—যদিচ ডিরোজিও জনবুল ছিল না। ডিরোজিওর মৃত্যু ১৮৩১ সালে। কাজেই তার আগেই কোন সময়ে ভারতকে মাতৃ সম্বোধনে 'স্বদেশ আমার' কবিতাটি লিখিত হয়ে ছিল হিন্দু মেলার গীত 'জাতীয় ভাবে উদ্দীপক' সঙ্গীতগুলি রচনার অনেক আগে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রচনার আরও অনেক আগে। জন্মে দেশে ধর্মে ভাষায় যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই এ দেশের, তবু কিনা এদেশ হল তার কাছে স্বদেশ। তখন এদেশের লোক হয় এ বিষয়ে অচেতন ছিল, নয় ইংলণ্ডের গৌরবে এমনি অভিভূত ছিল যে স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ করতে শুরু করেনি। ডিরোজিওর কাব্যে যে দেশাত্মবোধ দেখতে পাই মধুসূদনের কাব্যের দেশাত্মবোধ তা থেকে ভিন্ন নয়—এ দুই আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন ঊনবিংশ শতকের শেষে বিশেষ করে বিংশ শতকের গোড়াতে দেশাত্মবোধের যে রূপ দেখতে পাই তা থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রভেদটা ঘটলো কখন? ঐ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বলেই মনে হয়। ঐ ঘটনটাই দেশাত্মবোধ বিবর্তনের প্রধান কারণ। আগে বলেছি যে সিপাহী বিদ্রোহ দেশাত্মবোধক সংগ্রাম নয় তবে তার ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায়, শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এবং শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধে এমন গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে ডিরোজিওর 'স্বদেশ আমার' দেশাত্মবোধ শেষে রক্তারক্তি বাড়ব শক্তি' দেশাত্মবোধে পরিণত হয়েছে। ডিরোজিও ও মাইকেলের দেশাত্মবোধে জাতিবৈরের স্থান নাই। দেশের প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ আছে বর্তমানহীনতায় বেদনা বোধ আছে, কিন্তু ইংরেজ শাসন বা ইংরেজ শাসক বা ইংরাজ জাত সম্বন্ধে জাতিবৈরের ভাব নাই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ ডিরোজিও, মাইকেল ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় মনে মনে ইংরেজ ছিল।

সাহেব পাড়ায় বাস করতেন, বলতেন বামুনে পাড়ায় থাকি গাঁয়ের মধ্যে বামুন পাড়া শ্রেষ্ঠ, শহরের মধ্যে সাহেব পাড়া। যখন তিনি মারাত্মক অসুখে ভুগছিলেন কোন ভক্ত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল তিনি রাজি হননি। সাহেব হবো যে' প্রথম যৌবন থেকেই ইংলণ্ড যাওয়ার উৎকট আশা পোষণ করতেন। ইংলণ্ড যাওয়ার জন্যেই [illegible] দিলেন, বিষয় [illegible] বলেছিলেন, যাই বলো ইংরেজের মেয়ের কাছে বাঙালীর মেয়ে লাগে না। বিয়ে করলেন প্রথমবারে ইংরেজের মেয়ে দ্বিতীয়বারে ফরাসী মেয়ে। কবিতা লিখতেন ইংরাজিতে; ইংরাজ কবি হতে হবে এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা, [illegible] প্রায় সফল হয়ে ছিল, 'পৃথিবী' বানান লিখেছিলেন 'প্রিথিবী'। [illegible] তাঁর অভিমান করবার উপায় ছিল না। এহেন লোকের দেশাত্মবোধ জাতিবৈরের হওয়া সম্ভব নয়, হয়ওনি। তবে তাই বলে মধুসূদনের মনে দেশাত্মবোধ ছিল না বা তার গভীরতা কম ছিল এমন মনে করা উচিত হবে না। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর *

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মনে রাখবার মতো প্রথম বিষয় এই যে, দেশ বলতে কখনো তিনি ভারত বুঝেছেন কখনো বঙ্গদেশ।

শুনগো ভারত ভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যাজ ঘুমঘোর,
হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

---

* তাই বলে রাম রাবণের লড়াইয়ের মধ্যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর জাতীয় দ্বন্দ্বের আভাস দর্শন কিম্বা সুন্দ উপসুন্দের লড়াইয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বা শ্রেণী [illegible] উচিত হবে না। [illegible]

কোথা বাল্মীকি ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

আবার—

রেখো মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে।
কিন্তু কোন্ গুণে আছে,
[illegible]

হেন অমরতা আমি
কহগো, শ্যামা জন্মদে।

একটি ভারতভূমির প্রতি অপরটি বঙ্গভূমির প্রতি। শুধু তাই নয়। প্রথমটির মধ্যেই দ্বিতীয়টি বর্তমান।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদনের দেশ ভারতভূমি কাজেই তার অংশরূপে বঙ্গভূমি। অবশ্য বঙ্গভূমির প্রতি কবিতাটির শিরোদেশে তিনি 'my native land, good night' বায়রনের এই উক্তি উদ্ধার না করে পারেন নি। বায়রন দেশত্যাগের সময়ে লিখেছিলেন। তিনিই বা কি কম, দেশত্যাগের সময়ে তিনিই বা কেন না লিখবেন। এ [illegible]

স্বদেশাভিমান। ইয়ং বেঙ্গলের স্বদেশাভিমান তখনো মজ্জাগত হয়নি, মধুসূদনের স্বদেশাভিমান শিরোনামাতেই নিবন্ধ কবিতাটির বেদনার মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে তাকে লঘু করে ফেলতে পারেনি।

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মনে রাখবার মতো দ্বিতীয় বিষয় পাঠকের মনের উপরে একটি সুকুমার আবেদন। দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গৌরব এবং সর্বোপরি দেশের মহাকবিগণ সম্বন্ধে একটি সচেতন অভিমান।* পরাধীনতার গ্লানির কথা নাই। হয় তো তখনো ইংরাজ শাসনের উপকারের দিকটাই স্পষ্টতর ছিল চোখের সামনে, অপকারের দিকটা তখনো হয় তো তেমন প্রকট হ'য়ে ওঠেনি, কিম্বা নবাবী শাসনের বিষফলের স্মৃতি তখনো হয়তো স্মৃতিশ্রুতির মধ্যেই ছিল। আর তখনো ইংরাজ ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ জাতিবৈরের রূপ গ্রহণ করে নাই—যদিচ সামান্য কিছুকাল পরেই তার সূচনা হয়েছিল। অক্ষয় সরকার মেঘনাদ বধ কাব্যে জাতিবৈর দেখতে না পেলেও বৃত্রসংহার কাব্যে দেখতে পেয়েছেন। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত জাতিবৈরের তূর্য নিনাদ। এ বস্তু মধুসূদনের কাব্যে নাই। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই মধুসূদনের দেশাত্মবোধের মূল্য বেশি।

জাতিবৈর বা সাময়িক উত্তেজনার উপরে যে দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা তার ভিত্তি বড় শিথিল। বৈরী জাতি বন্ধু হয়, এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীর বন্ধু, সাময়িক উত্তেজনা যথাসময়ে শান্ত হ'য়ে আসে তখন দেশাত্মবোধক রচনার কী মূল্য দাঁড়াবে? বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মূল্য কখনো কমবে না, দেশের ঐতিহ্য ও অন্তঃশক্তির উপরে তার প্রতিষ্ঠা। স্বদেশী যুগের' কত গান সাময়িক কর্তব্য সাধন করে অতঃ বিস্মৃত। মধুসূদনের কাব্যে জাতিবৈর নেই, ইংরেজ তখনো বৈরী হয়ে দেখা দেয় নি মধুসূদনের কাব্যে সাময়িক উত্তেজনা নেই কারণ ইংরেজ শাসকের অত্যাচার সমস্যাটা তখনো উগ্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এ দুয়ের বদলে যা আছে, বিশেষভাবে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তা অকৃত্রিম দেশাত্মাভিমান। এ দেশের প্রাচীন কবিরা, নৈসর্গিক ও মনুষ্যরচিত সৌন্দর্য সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার মাহাত্ম্য এ দেশের পাল পার্বণ, এ দেশের দেবদেবী, (মনে রাখতে হবে ধর্মে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, সামাজিক আচরণে ইংরেজ), সর্বজন মান্য ব্যক্তি প্রভৃতি তাঁর দেশাত্মবোধের ভিত্তি। এ ভিত্তি উদার ও অটল। উদার বলেই এর মধ্যে একাধারে ভারত ও বঙ্গের স্থান আছে—

"জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে।"

আর অটল বলেই একাধারে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের সঙ্গে ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি অর্বাচীনকালের কবিগণের স্থান হয়েছে। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ শূলের মতো সঙ্কীর্ণ বা দন্তের মতো উগ্রমূল নয়—ভূতলের মতো সমতল ও নিরাভরণ। আর রাজপুত্র অশোকের মতো সেখানে উপবিষ্ট বলেই সম্রাটজনোচিত সুনিশ্চিত তাঁর অধিকার।

* [illegible]

ছোটদের জন্যে কয়েকখানা ভালো বই : শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত রচিত

॥ জীবনী কথা ॥

গদাধর — মা বাপ

গোরাচাঁদ — এক যে ছিল রাজা

॥ নাটক ॥

একটা বিল দুটো চিমটি

॥ ছড়া ও কবিতা ॥

[illegible] ও ছড়া

(প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)

[illegible] ছড়া

ঝুম [illegible] ছড়া

একটা গাছে [illegible]

ছড়া দিলাম ছুঁড়ে

(ষষ্ঠ [illegible])

[illegible]

[illegible]

পড়েনি — [illegible]

॥ সব ভালো দোকানেই পাওয়া যায় ॥

[illegible]

বই বই বই

[illegible]

সত্তের নম্বর বাড়ী [illegible].০০

[illegible]

শেষ অভিসারে [illegible].০০

[illegible] [illegible].০০

[illegible]

গান গেয়ে যাই ২.০০

॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কাশ্মীরের মানুষ ২.৫০

॥ [illegible] সেনগুপ্ত ॥

দুই পাখি এক নীড় ৭.০০

[illegible] ॥

[illegible] কথা ১.০০

॥ বিনয় চৌধুরী ॥

নহ মাতা নহ কন্যা ২.০০

॥ [illegible] বসু ॥

[illegible] ২.০০

॥ জ্যোতিবিন্দু নন্দী ॥

[illegible] ২.০০

॥ [illegible] ॥

[illegible] ১.৫০

[illegible]

একটি বিখ্যাত বই

রেডিয়াম আবিষ্কারক

মাদাম কুরী

ভূমিকা : অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনী লিখেছেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ইভ কুরী। ২৭টি ভাষায় প্রকাশিত বইটির বাংলা [illegible] কল্পনা রায়। আটখানা [illegible] প্রকাশিত হলো। দাম ১০.[illegible]

রবীন্দ্রনাথের [illegible]

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

দাম : ৩.০০

উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের

নীল সমুদ্রের পাণ্ডুলিপি

[জলে-বাস-করা মানুষদের নিয়ে উপন্যাস]

দাম : ৪.২৫

অশোক গুহের

বিপ্লবী নায়িকা ইসাডোরা

দাম : ৫.৫০

রমাঁ রোলাঁর

বিমুগ্ধ আত্মা (১-৩) ১৫.০০

জাঁ-ক্রিসতফ :

উষার আলো ৩.০০

বয়ঃসন্ধি ৪.৫০

বিদ্রোহ ৫.০০

জনারণ্য ৫.২৫

ম্যাক্সিম গর্কীর

মনিব ২.৫০

গল্পসংগ্রহ ৩.০০

পাবেল লুকনিৎস্কীর

নিশো ৭.৫০

[উপজাতি-জীবনের উপর উপন্যাস]

ডঃ মুলকরাজ আনন্দের

কুলি ৪.৫০

অচ্ছুৎ ৩.০০

দরাজ দিল ৩.৭৫

একটি রাজার কাহিনী ৭.৫০

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি ৪.৫০

নরসুন্দর সমিতি ১.৭৫

পার্ল এস বাকের

[illegible] ৫.২৫

[illegible] ৫.৫০

[illegible]

৬, [illegible], কলিকাতা-১২

॥ বাংলা সাহিত্যের সম্পদসম্ভার ॥

অনুরূপা দেবীর
চক্র ৪॥০ **জ্যোতিঃহারা** ৬॥০
পথহারা ৪॥০ **বিচারপতি** ৩৲
বারিঝরা বাদলে ৩॥০ **মা** ৭৲

চরণদাস ঘোষের
দান ৩॥০ **নাগরিকা** ২॥০
নিরক্ষর ৪॥০ **সহধর্মিণী** ৪॥০

প্রশান্ত চৌধুরীর
ঘণ্টাফটক ৪৲ **ডাকো নতুন নামে** ৪৲
নদী থেকে সাগরে ৬॥০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲
বেনামীবন্দর ২৲

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম ১ম ১৬৲
২য় ১৪৲ : **একক দশক শতক** ৭৲
শ্রেষ্ঠগল্প ৫৲

বিমল করের
খোয়াই ৩৲ **পান্থশালা** ৩॥০

— কবিতা —
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
অনুপূর্বা ৬৲
কালিদাস রায়ের
আহরণ ৫৲
যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
কাব্যমালঞ্চ ৫৲
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কুহু ও কেকা ৬
বেণু ও বীণা ৪৲
বিহারীলাল গোস্বামী অনূদিত
কুমারসম্ভব ৩॥০
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শতনরী ৫॥০
কুমুদরঞ্জন মল্লিকের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬৲
[illegible] বসুর
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪৲

কাব্যগ্রন্থ
মোহিতলাল মজুমদারের
মোহিতলাল কাব্যসম্ভার ১০৲
কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের
কান্তকবি রচনাসম্ভার ১০৲
গিরিশচন্দ্র ঘোষের
গিরিশ রচনাসম্ভার ১০৲

মাইকেল মধুসূদন দত্তের
মাইকেল রচনাসম্ভার ১০৲
রমেশচন্দ্র দত্তের
রমেশ রচনাসম্ভার ১০৲
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
ভূদেব রচনাসম্ভার ১০৲
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার ১০৲
বিহারীলাল চক্রবর্তীর
বিহারীলাল রচনাসম্ভার ১০৲
বনফুলের
বনফুল রচনাসম্ভার ৭॥০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
শরৎ-নাট্যসম্ভার ৮৲

== প্রবন্ধ সমালোচনা ==
ডাঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য ৬॥০
বিশ্বপতি চৌধুরীর
কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ৩॥০
কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ৩৲
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪॥০
ডাঃ শুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬॥০
ডঃ বিজিতকুমার দত্তের
বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥০
সরলাবালা সরকারের
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ৩॥০
হরপ্রসাদ মিত্রের
সাহিত্য পরিক্রমা ২॥০
কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲
মোহিতলাল শ্রীকুমার প্রভৃতির
কুমুদকাব্যপরিচিতি ৩৲
ডাঃ সুশীলকুমার দের
নানা নিবন্ধ ৫॥০
নরেন্দ্রনাথ দাসের
বিচিত্র প্রসঙ্গ ৪৲

— অনুবাদ —
রোমানফের
অন দি ভলগা ২।০
হেলেন কেলারের
আমার জীবন ২।০

টমাস হার্ডির
এ পেয়ার অফ ব্লু আইজ ৫॥০
আলডুস হাক্সলের
এপ এণ্ড এসেন্স ৪৲
ডস্টয়ভস্কির
ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট ৩৲
অজ্ঞাত সৈনিকের
চেনা-অচেনা ২॥০
এলিজাবেথ ইয়েটস্-এর
দেশে দেশে রামধনু ২॥০
আপটন সিনক্লেয়ারের
প্রত্যাবর্তন ১ম ৩৲ ২য় ৩৲
জঙ্গল ৬৲
টুর্গেনেভের
ভার্জিন সয়েল ২৮৹
প্রেমচাঁদের
প্রেমচাঁদের গল্প ২৲
ইলিনর রুজভেল্টের
যা কিছু পেয়েছি ৪৲
জর্জ অরওয়েলের
অ্যানিম্যাল ফার্ম ৩॥০
ধ্রুব দত্তের
শ্রীমতী আর্তের ৪৲

— ইতিহাস —
অপর্ণামণি দত্তের
সম্রাট বাহাদুর শার বিচার ৩৲
স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রণীত
সিপাই থেকে সুবাদার ৩৲

গোরীশংকর ভট্টাচার্যের
অন্য শিবির ৩॥০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এই তীর্থ ৩॥০
প্রভাত দেবসরকারের
এই দিন এই রাত ৩॥০
বিমল ঘোষের
মায়ের বাঁশী ৪॥০
মানবেন্দ্র পালের
দূর থেকে কাছে ৫॥০
হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের
লীলাভূমি ৫॥০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রঙ্গলাল ও দেশাত্মবোধ

অজিত দত্ত

যদিও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন, তবু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনিই আগে এসেছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'র এক বছর আগে, ১৮৫৮ সালে। কিন্তু বাংলার কাব্যক্ষেত্রে এই দুই কবির আবির্ভাবের ব্যবধান মাত্র এক বছর নয়। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত 'রত্নাবলী' নাটকের মহড়ার সময়েই প্রথম মাইকেলের মনে বাংলা সাহিত্য চর্চা করার ইচ্ছা জাগে। মধুসূদনের বয়স তখন চৌত্রিশ বৎসর। কিন্তু এর অনেক আগে ১৮৪৭ সালেই আমরা রঙ্গলালকে 'সংবাদ-প্রভাকরের' সম্মানিত লেখকরূপে দেখতে পাই। রঙ্গলালের বয়স তখন কুড়ি বৎসর মাত্র। ঐ বছরের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত লিখছেন "রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদাদিগের সংস্রাক্ষিত লেখক বন্ধু। ইঁহার সদগুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যক্ত করিব? এই সময়ে আমাদিগের পত্রে [illegible] প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের লেখা পুনঃ পুনঃ [illegible] করিয়াছে। যেহেতু ইনি [illegible] ইঁহার [illegible] অধিক [illegible] হইতেছে। [illegible] নর্তকীর ন্যায় [illegible] ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় [illegible] করিতেছে।" ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে আরো কয়েক বছর আগে থেকেই রঙ্গলাল 'সংবাদ-প্রভাকরে' কবিতা লিখে আসছেন। রঙ্গলাল নিজেও বলেছেন "বাঙ্গালা সমাচার পত্র-পত্রে আমি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।" কাজেই সময়ের দিক থেকে রঙ্গলালকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যবর্তী কবি বলে গণ্য করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কেবলমাত্র সময়ের দিক থেকেই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা-বিচারেও [illegible] মধুসূদনের পূর্ববর্তী যুগে

ঈশ্বর গুপ্ত প্রচুর রচনাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুটি গুরুতর অসম্পূর্ণতার জন্য তিনি যুগপ্রবর্তক কবি হয়ে উঠতে পারেননি। প্রথমত তিনি ইংরেজি বিদ্যায় সুশিক্ষিত হবার সুযোগ পাননি এবং দ্বিতীয়ত তাঁর স্বভাব কবির ভাবমুখী ছিল না, বস্তুমুখী ছিল। কিন্তু [illegible] তিনি অনেক বিষয়ে [illegible] অগ্রদূতরূপে দেখা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রধান বোধহয় নীতিধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। [illegible] ঈশ্বর গুপ্তের [illegible] ঈশ্বর ও নীতিবিষয়ক। বস্তুত বাংলা কবিতায় নৈতিক চেতনার প্রথম প্রকাশ ঈশ্বর গুপ্তে। [illegible] সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে একটি বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের [illegible] পরিচয় [illegible] কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবি-দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলেও সে দৃষ্টির বিস্তার ছিল না [illegible] সমস্যায় সীমাবদ্ধ। [illegible] এবং তার [illegible] সম্পূর্ণই অনুপস্থিত [illegible] কবিতার [illegible] সূচনা [illegible] গুপ্তই [illegible] দিয়েছিল।

[illegible] দেশের [illegible] হয়।

[illegible] পারে কি [illegible]
[illegible] চতুর্দিক
[illegible] কি দুখ।"

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় এই স্বদেশী ভাব ও সাহিত্যপ্রীতিই অবশ্য তাঁর হয়ে পথ দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতাবোধের দিক থেকে অথবা দেশাত্মবোধের উদ্দীপন সেখানে দেখা দেয়নি। বাংলা কবিতায় সে দিকে ও উদ্দীপনার সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটল রঙ্গলালের কবিতায়।

পাশ্চাত্য প্রভাবের যতটুকু যুগ-পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তিনি নীতিবোধের প্রথম ও প্রধান মুখপাত্র হয়েও খুব বেশি রুচিবোধের পরিচয় দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি ছিলেন বস্তুজগতের কবি। ভাবলোকে প্রবেশের বিন্দুমাত্র প্রয়াস তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দুই যুগের সীমান্তবর্তী কবি হয়েও নবযুগের বাংলা কবিতার আলোচনায় তিনি গণনীয় নন। বস্তুত আধুনিক কবিতার প্রথম প্রবর্তক এবং নবযুগের প্রথম কবির সম্মান রঙ্গলালেরই প্রাপ্য। পদ্মিনী উপাখ্যানই ইংরেজি আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক আখ্যায়িকা কাব্য। এই আদর্শই [illegible] অনুসরণ করেছিলেন।*

সত্য বটে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে সেখান থেকে পূর্ণবিকশিত বাংলা কাব্যে [illegible] কিন্তু মধুসূদনের [illegible] প্রতিভার অসাধারণ [illegible] হয়েছিল। তিনি [illegible] পূর্ব ও পরবর্তী কবিদের সঙ্গে তাঁর কাব্যের ধারাবাহিকতা [illegible] যদিও তাঁর পরবর্তী [illegible] কবি তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করেছিলেন তবু তাঁরা তাঁর [illegible] আত্মস্থ করতে পারেননি, [illegible] মধুসূদন পাশ্চাত্যের [illegible] আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। তাই হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সে-যুগের প্রধান কবির মধুসূদনের কাছে যতখানি ঋণী রঙ্গলালের কাছে তার চেয়ে কম ঋণী নন কেননা, রঙ্গলালই বাংলা কবিতাকে দিয়েছিলেন আখ্যায়িকা কাব্য রচনার প্রেরণা, [illegible] ও পরিচ্ছন্নতার আদর্শ এবং কবিতার বস্তু অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। সমসাময়িক সকল কবিই এই তিনটি বিষয়ে রঙ্গলালের প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে অনুসরণ করেছিলেন। রঙ্গলাল আরো একটি জিনিস দিয়েছিলেন, সেটি দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যে দেশপ্রেম শান্ত আকারে ছিল, তাতে রঙ্গলালই প্রথম বেগ সঞ্চার করলেন।

---

* রঙ্গলালের পরবর্তী রচনা [illegible] পদ্যানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল [illegible] সম্বন্ধে, ভেক মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮) হোমারের নামে প্রচলিত ও পার্নেলকৃত [illegible] অনুবাদের অনুবাদ।

বলা বাহুল্য, রঙ্গলাল এ-সব আদর্শই আহরণ করেছিলেন ইংরেজি কাব্য থেকে। মধুসূদনের মত তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, মাইকেলের প্রতিভাও তাঁর ছিল না, তবু তিনিই প্রথম ইংরেজি কবিতার প্রধান গুণগুলি লক্ষ করে তাদের বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন।

রঙ্গলাল স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে-শিক্ষায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। সম্ভবত ১৮৪৩ সালে, মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে, তাঁকে হুগলী কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। শুধু নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন এবং ইংরেজি কবিতার অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তিনিই প্রথম ইংরেজি কবিতার পরিচ্ছন্ন রুচি ও উন্নত ভাবের আদর্শকে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত করবার সচেতন প্রয়াস করেন। এবিষয়ে কবির নিজের উক্তি স্মরণীয়, "আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।"

এই "বিশুদ্ধ প্রণালী"র অর্থ উন্নত রুচিবোধ। এর আগে কবিওয়ালারা তো বটেই, ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ংও এই 'বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনার কথা চিন্তা করেননি। ভারতচন্দ্রের আদর্শই তখনও বাংলা কবিতায় সক্রিয় ছিল। এ-আদর্শকে পুরোপুরি বর্জন করে কি গঠনে, কি রুচিতে, কি বিষয়-নির্বাচনে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রঙ্গলালই প্রথম করেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন না, কবিওয়ালাদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু ও লাটুবাবু) যখন একটি 'কবি'র দল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁরা সে-দলে গান 'বেঁধে' দেওয়ার জন্য রঙ্গলালকে নিযুক্ত করেন; কাজেই নিজে কবিওয়ালা না হয়েও 'কবির' দলের বাঁধনদার ছিলেন বলে তিনি বাংলা কবিতার প্রাচীন ধারার সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করেছিলেন বলা চলে। রঙ্গলালের এই দ্বিমুখী প্রীতির মধ্যে একটি আপাত-বিরোধ দেখা গেলেও, রঙ্গলালের প্রবল দেশপ্রেমের মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর দেশ এবং দেশের ভাষা ও সাহিত্য এরূপ গভীরভাবে ভাল-বেসেছিলেন যে, এ-সাহিত্যের প্রাচীন ধারাটি তিনি নিজে গ্রহণ না করলেও তাকে নিন্দনীয় বলে মনে করতেন না, বরং তার প্রতিও যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করতেন।

রঙ্গলালের এই স্বদেশী কাব্যপ্রীতির একটি উদাহরণ তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ'। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসে বীটন সোসাইটির এক অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত বাংলা কাব্য বিষয়ে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তুলনায় বাংলা কবিতার নিন্দা করা হয়। নানা দিক থেকে বাংলা কবিতার অপকর্ষ দেখিয়ে বক্তা বলেন,

"While on this subject, we are compelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets. All their writings and more especially their panchalis or songs are inter-larded with thoughts and expressions grossly indecent."

এই বক্তৃতার প্রতিবাদ হয়, কিন্তু তার [illegible]

[illegible]

প্রকাশিত হয়েছে :—

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য ৫·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য — **বায়নী আশমানের আয়না** ৮·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশ — **উপনায়িকা** ৪·০০

● অন্যান্য গল্প-উপন্যাস ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	পৌষলক্ষ্মী (২য় মুঃ)	৪·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন	৪·০০
"	॥	রাজদ্রোহী (২য় সং)	৩·০০
"	॥	তনুমন	৩·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	শান্তির স্বাক্ষর	৩·০০
নিগূঢ়ানন্দ	॥	নীল পান্নালাল বাদশা	৫·০০
রাহুল সাংকৃত্যায়ন	॥	অগ্নিস্বাক্ষর	৭·০০
বিমল মিত্র	॥	শনি রাজা রাহু মন্ত্রী	৩·৫০
সুকন্যা	॥	বৈশাখী বসন্ত	৫·০০
চাণক্য সেন	॥	রাগ নেই (২য় মুঃ)	৩·০০
সমরেশ বসু	॥	সুবর্ণা	৩·০০
নীলকণ্ঠ	॥	দ্বিতীয় প্রেম (২য় মুঃ)	৫·০০
"	॥	একটি অশ্রু, দুটি রাত্রি (২য় মুঃ)	৩·০০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	॥	এতটুকু আশা (২য় সং)	৩·০০
"	॥	তিমির লগন (২য় মুঃ)	৪·৫০
অমরেন্দ্র দাস	॥	সিরাজের বেগম	৪·০০
অজিত সরকার	॥	রক্তকমল	৩·০০
দ্বৈপায়ণ	॥	মেঘেনাম্বতি	২·০০
অসিত গুপ্ত	॥	ঊর্মিমালা	৩·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	॥	উত্তর বসন্তে	৩·০০
শ্রীবাসব	॥	ছায়া দোলে	৪·৫০

বিবিধ —

শঙ্করীপ্রসাদ বসু	॥	বল পড়ে ব্যাট নড়ে	৫·৫০
"	॥	রমণীয় ক্রিকেট (২য় সং)	৫·০০
ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	॥	কথা সাহিত্য-জিজ্ঞাসা	৬·০০
অধ্যাপক অরুণমোহন মুখোপাধ্যায়	॥	রবীন্দ্রনাথের "মানসী"	৩·০০

করুণা প্রকাশনী, ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই মত প্রকাশ করলেন যে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এমন কিছু নেই, যা কোনো শিক্ষিত বা মার্জিতরুচি ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিতে পারে। এইসব উক্তির প্রতিবাদে ১০ই মে তারিখে বীটন সোসাইটির অধিবেশনে রঙ্গলাল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং পরে পুস্তকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল কেবল গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দেননি, মাতৃভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ প্রীতিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। রঙ্গলালের মধ্যে এই প্রীতি যে কতদূর আন্তরিক ও গভীর ছিল, প্রবন্ধটি থেকে উৎকলিত নিচের উদ্ধৃতিতে তা পরিস্ফুট হবে।

"এরূপ কাহার মনে ছিল যে কলিকাতায় স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান লোকেরা একত্র বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ হে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না বাঙ্গালা কবিতা হার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন উর্বরা ভূমি আছে বীজ আছে উপায় আছে কেবল কৃষকের আবশ্যক অতএব গাত্রোত্থান করুন উৎসাহ সলিল সেচন করুন পরিশ্রমরূপ হল-চালন করুন দোষ প্রভৃতি জঙ্গল কণ্টক বৃক্ষ উৎপাটন করুন তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনার-দিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যক্ষেত্র পণ্য করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে যান অথচ বিবেচনা করেন না যেরূপ নারিকেলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরেজি কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয় যদি বলেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরেজি কবিতা রচনা করিয়াছেন সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর হইয়াছে, হইবেক না কেন অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে কি অন্য শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরেজি কবিতা রচনাকল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকাঙ্ক্ষার দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্তী হইতেন, তবে তাঁহারা অন্যান্য বাঙালী কবি হইতে [illegible] এবং তাহা হইলে কতদূর [illegible]"

উপন্যাস

শাহজাদা	বারীন্দ্রনাথ দাশ	... ৯·০০
পতঙ্গমন	দীপক চৌধুরী	... ২·৫০
স্বর্গখেলনা	বিমল কর	... ৪·০০
অনন্যা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	... ২·৫০
চন্দ্রচকোর	বারীন্দ্রনাথ দাশ	... ৪·০০
আলোক লগ্ন	মিহির সেন	... ২·০০
নতুন স্বাদ	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২·০০
একটি নায়িকার উপাখ্যান	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	... ২·০০
কত আলোর সঙ্গ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
সুজাতা	সুবোধ ঘোষ	... ২·৫০
শ্রেয়সী	সুবোধ ঘোষ	... ৫·০০
সীমন্ত সরণি	সুবোধ ঘোষ	... ৩·০০
অচিনপুরের কথকতা	সমরেশ বসু	... ৬·০০
ক্রৌঞ্চ মিথুন	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	. ২·০০
বেগম	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	. ৩·০০
গোলাপের নেশা	জ্যোতির্বিন্দু নন্দী	. ২·৫০
অনিকেতা	মিহির আচার্য	.. ৫·০০
অন্বেষণ	রমাপদ চৌধুরী	... ৩·৫০
মরু গোলাপ	গোবিন্দ বসু	... ৩·০০
সুবর্ণা	সুশীল রায়	২·৭৫
রঙের পুতুল	শ্রীকৃষ্ণ দাশ	২·৫০

গল্পগ্রন্থ

দরবারী	রমাপদ চৌধুরী	... ৩·০০
কখনো আসেনি	রমাপদ চৌধুরী	... ৩·০০
রাণী সাহেবা	বিমল মিত্র	... ২·৫০
ফুলবরিয়া	সমরেশ বসু	... ২·৫০
পটেরবিবি	শচীন ভৌমিক	... ২·৫০
আমার প্রিয়সখী	সন্তোষকুমার ঘোষ	... ২·০০
মনভ্রমরা	সুবোধ ঘোষ	... ৩·০০
হংসবলাকা	নমিতা বসু মজুমদার	... ২·৫০
রূপতরঙ্গিণী	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	... ২·৫০
কলাবতী	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	... ২·০০

বিবিধ

দৃষ্টিপাত	রমাপদ চৌধুরী (পত্রনবীশ)	২·০০
স্মৃতির রেখা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২·৫০
জিজির প্রেম	হারম্যান সুডারম্যান	[illegible]
মোহাজির গান	স্টিফান জাইক	[illegible]

style is affected."

রঙ্গলালের রচনা রীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব থাকলেও পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নত ভাব আছে, ঐতিহাসিক বিচারে এ-প্রশংসা সামান্য নয়, কারণ রঙ্গলালের পূর্ববর্তী আধুনিক যুগের অন্য কোনো কবি সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

যে গভীর স্বদেশী সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তৎকালীন বাঙালী সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই রেখাপাত করেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ সে-যুগের দু'জন ধনী ব্যক্তি এই প্রবন্ধটি পড়ে নির্দোষ এবং উন্নত ভাব-

অন্দরের ... উপাখ্যান। কিন্তু কাব্যখানির রচনা আরম্ভ হবার পর ১৮৫৫ সালে এঁদের মধ্যে একজন, ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল পরলোকগমন করায়, মর্মাহত হয়ে রঙ্গলাল কাব্যটিকে কিছুকাল অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখেন। পরে ১৮৫৮ সালে কাব্যটি

ছেলেমেয়েদের মারবেন না,

ওতে ওরা খারাপ হয়ে যেতে পারে

বিপদ-আপদে রেগে গেলে কোন লাভ নেই, বরঞ্চ **বার্নল** তখন দরকার!
কাটা, পোড়া, ঘা, গরম ফোঁড়া ও পোকামাকড়ের কামড়ে পরীক্ষিত **ঔষধ বার্নল** ব্যথা দূর করে, কাটা বা পোড়া ঘায়ের পুঁজবস্তু শুষে নেয় ও দ্রুত নিরাময় করে।

BURNOL

২০ বছরেরও অধিককাল ধরে বিখ্যাত একটি আদর্শ অ্যান্টিসেপটিক মলম।

সব সময় বার্নলের একটি টিউব রাখবেন!

প্রস্তুতকারক

[illegible] রঙ্গলাল [illegible] "[illegible] হইতে [illegible] হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাবৃত্তিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, তাহার কারণ কি? —এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ থাকিলেই হয় বিশেষত ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধান কালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে ভাবের আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয় এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক রচিত করিলাম।"

রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক কাব্যকার। এই ইতিহাস-চেতনা রঙ্গলালের স্বাভাবিক দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। এবং এর প্রভাবও সমসাময়িক সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য নয়। বাংলার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬০) রাজস্থান ইতিহাসের ভিত্তিতেই রচিত এবং হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা না হলেও সেখানেও নকল ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা আছে। বস্তুত এই দেশাত্মক কাব্যখানিতে রঙ্গলালের প্রভাব এতই স্পষ্ট যে, হেমচন্দ্র ইতিহাসের বদলে কল্পনা আশ্রয় করেও [illegible] প্রভাব [illegible] করতে পারেননি।

'পদ্মিনী উপাখ্যানে' দেশপ্রেমপ্রেরণা অংশ-বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, এ-কাব্যটির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এর আদ্যন্ত দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা পরিপূর্ণ। কাব্যটির সূচনায় দেখা যাচ্ছে যে, এক পথিক দেশ-পর্যটন করতে করতে রাজপুতনায় এসে চিতোরের পূর্বগৌরবের নানা চিহ্ন দেখে

"মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন।
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ বিধি বিধায়িনী॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥"

বাদশাহের সঙ্গে চিতোরের সংগ্রামের সময় 'ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্যগুলির মধ্যে দেশপ্রেমের যে উদ্দীপনা দেখা যায় তা সে যুগের কাব্য সাহিত্যে কেবল প্রথম নয় সম্পূর্ণ তুলনাহীন এবং বস্তুত হেমচন্দ্রের ভারত সংগীতের প্রেরণাস্থল বলে মনে করা যেতে পারে। পংক্তিগুলি সুপরিচিত হলেও উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে:

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায়
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার

বাদশাহের অগণিত সেনার সঙ্গে সংখ্যাল্প চিতোর সৈন্যদের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন,

"একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ
সে ভাব থাকিত যদি তবে হায় হিন্দুগণী
অসিতে কি পারিত যবন।"

আলাউদ্দীনের চিতোর অধিকারের পর কবি বিলাপ করে বলছেন,

বিপদ বারণ হেতু শৈলোপরি যেন কেতু
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত-দেশে স্বাধীনতা-সুখ শেষে
ছিল মাত্র রাজপুতানায়॥
কি হইল হায় হায়, সে নক্ষত্র লুপ্তকায়
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।'

মাইকেলের মতানুসারে রঙ্গলালের রচনা-রীতি 'affected and execrable" হলেও উপরের পংক্তিগুলির আন্তরিকতা কোনোমতে অস্বীকার করা যায় না, এবং এই আন্তরিকতা-গুণেই তা প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে।

'পদ্মিনী উপাখ্যানের' দেশাত্মবোধ [illegible] আরো একটি বিশিষ্ট [illegible]

F. Ahmed & Co.
Silk, Wool Dyers &
Dry Cleaners
21 A, Surya Sen Street,
Cal-12.

● সুপ্রকাশের [illegible]

বারীন্দ্রনাথ দাশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
বাহাদুর শা'র সমাধি ৫.০০
নীলকণ্ঠের তিনখানি শ্রেষ্ঠ
নব-বৃন্দাবন (২য় সং) ৫.০০
আসামী কারা ৩.৫০
সুভাষচন্দ্র (জীবনোপন্যাস) ২.০০
শুদ্ধসত্ত্ব বসুর দুখানি উপন্যাস
আড়াল ২.৫০
পুষ্পলাবী ৪.০০
নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস
রাত্য ৩.০০
সুভো ঠাকুরের ভ্রমণোপন্যাস
সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা ৪.৫০
জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পগুচ্ছ
ব্যান্ডমাস্টারের মা ৩.৫০
প্রবোধ সরকারের ভ্রমণোপন্যাস
শ্রীকৈলাসের
কলিকাতা-দর্শন ২.০০
[illegible]
সাহিত্যের কথা ৫.০০
[illegible]
কবিতার কথা ৫.০০
[illegible] ঘোষ
নাটকের কথা ৫.০০
দেবীপদ ভট্টাচার্য
উপন্যাসের কথা ৬.০০
রথীন্দ্রনাথ রায়
ছোটগল্পের কথা ৫.০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সমালোচনার কথা ৬.০০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শিল্পতত্ত্বের কথা ৬.০০
রথীন্দ্রনাথ রায়
দ্বিজেন্দ্রলাল :
কবি ও নাট্যকার ১৩.৫০
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৪.৫০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু
অলংকার-জিজ্ঞাসা ৫.০০
সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা
একটি নির্জন তারা ২.০০
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা
রাত্রি ও আলো ১.০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
২ [illegible] স্ট্রীট : কলিকাতা-[illegible]

[illegible]

বর্তমান বৎসরের নূতন সাহিত্যসম্ভার :

॥ কত ঘাট কত ঘটনা ॥ বিশ্ববন্ধু সান্যাল ৩·০০

দেওয়ানী আদালতের বিচারকের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে যুগধরা বিরাট গ্রাম্য-সমাজের এক অদ্ভুত প্রতিচ্ছবি।

॥ ভুলে না যাই ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ২·০০

(কল্লোল যুগের শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক সর্বাধুনিক উপন্যাস)

॥ সাহিত্য সমীক্ষা ॥ গোপাল ভৌমিক। ৪·০০

লেখক এই প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছে তাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

॥ অনেক সোনালী দিন ॥ রমাপদ বসু

জলী সেনের প্রেম, রোশনচৌকি, ১৩৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কবিতাখ্যাত লেখকের আবেগমথিত নূতন উপন্যাস।

জ্ঞা ন তী র্থ ১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

[illegible] বিস্তার প্রবাহিত, [illegible] সঙ্গে ওতপ্রোত। [illegible] কাব্য 'কর্মদেবী'র বিষয়ও রাজপুত ইতিহাস, যদিও এখানে রাজপুত নারীদের সতীত্বের মহিমাই দেখানো হয়েছে। এ কাব্যেও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে রঙ্গলালের পরাধীনতা-বোধের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। যেমন এ কাব্যের নায়ক ভাট্টিজাতির রাজা সাধু যখন শুনতে পেলেন যে মুসলমান বণিকের একটি বিরাট দল বিপাশা নদীর তীরে ছাউনি ফেলেছে, তখন তিনি তাদের আক্রমণ করে পরাজিত করলেন। বণিকরা বললেন, আমরা বাণিজ্য করতে এসেছি, দেশ জয় করতে আসিনি, আমাদের উপর সন্দেহ কেন? উত্তরে সাধু বললেন,

"পূর্বে এই পুণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে
ধনবতী হয়েছিল বিখ্যাত ভুবনে॥
দিগ্‌দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
এদেশে আসিত কত বণিক নিকর॥...
কে করিল পুণ্যভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ?...
হাজার রঙ্গালয়েতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি॥...
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে॥"

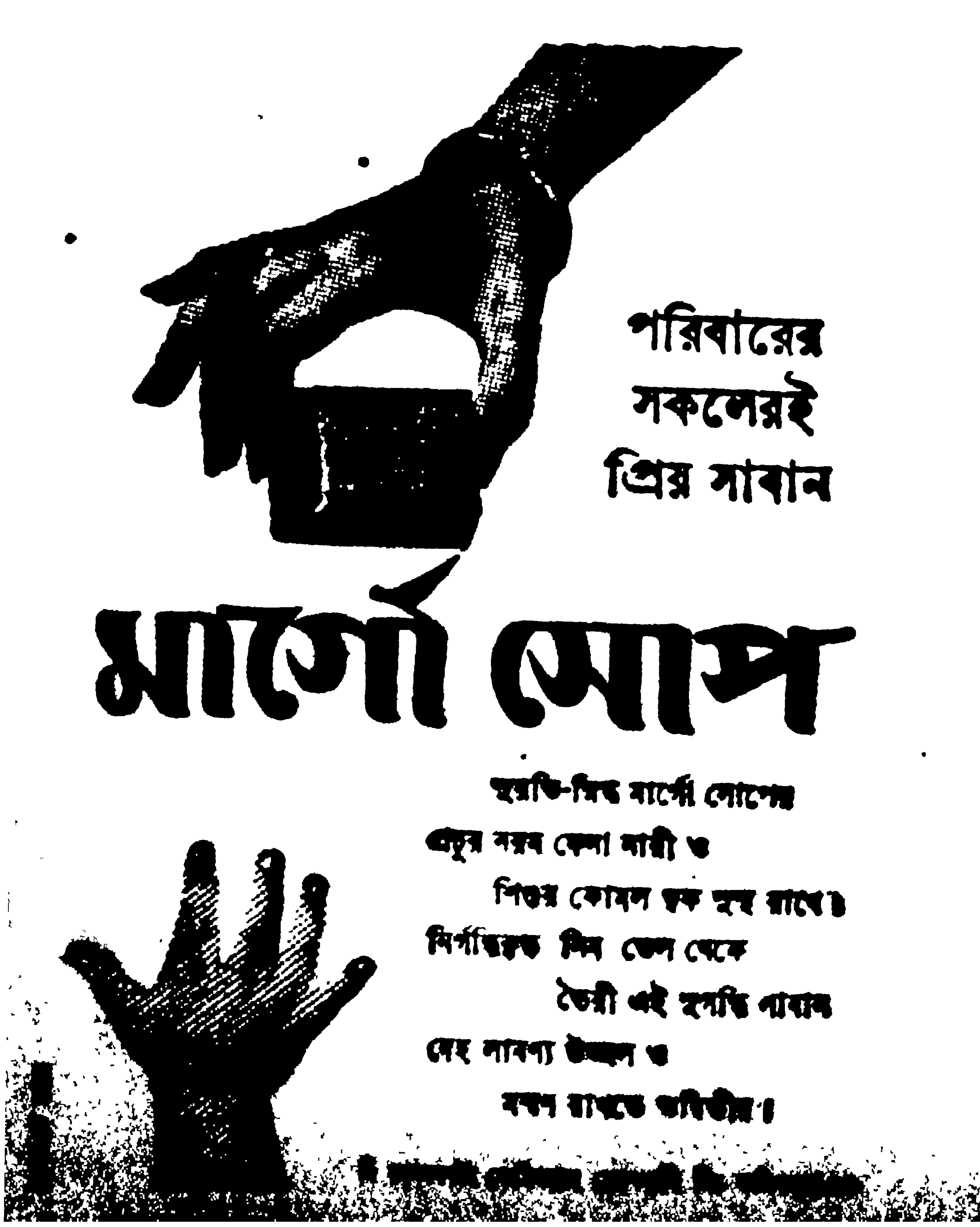

রঙ্গলালের প্রকাশ্য ইংরেজপ্রীতি সত্ত্বেও উপরের পংক্তিগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেই একথা কে বলতে পারে?

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'ও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' 'উৎকল-দেশীয় বীর রসাত্মক আখ্যান বিশেষ' অর্থাৎ সেটিও উড়িষ্যার ইতিহাসের একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা। রঙ্গলালের অন্যান্য যে সব কাব্য অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'ঊষা' নামে 'মারবার দেশীয় উপাখ্যান'টিও অন্যতম।* এই সকল কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা না থাকলেও ভারতের নরনারীর বীরত্ব, সতীত্ব, বুদ্ধি, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতি মহৎ গুণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে বলে পরোক্ষভাবে সকলগুলিই দেশপ্রেমের বাণী বহন করেছে বলা যায়। সেইজন্যই 'শূরসুন্দরী' প্রকাশের অল্পদিন পরে রমেশচন্দ্র দত্ত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত তাঁর বাংলা সাহিত্যের বিবরণে বলেছিলেন "His পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্মদেবী and শূরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and peace; ...and the [illegible] served his [illegible] embalming [illegible]

annals of Rajasthan in admirable verse."

রঙ্গলালের কাব্যবিচারে এ কথা সর্বদা স্মরণীয় যে তিনি সেই প্রাথমিক যুগে তাঁর রচনা দ্বারা "served his country well"।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের অল্পদিন পরে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয় এবং ১৮৬৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পাঠ্য হওয়ার ফলে তৎকালীন স্বদেশপ্রেমের আবেগ প্রচারে বইটি যে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল এ অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা দেখা যাচ্ছে সমকালীন কাব্যপাঠক সমাজে বইটি গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দের বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। আমাদের যৌবনকালে যে সকল শক্তির প্রভাব আমাদিগকে বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

এ হল সাহিত্যিকের কথা। রঙ্গলালের কবিতা যে সে-যুগে দেশসেবাকর্মেরও প্রাথমিক প্রেরণা দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিতে। Freedom Movement in Bengal—নামক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন "আমার বোধহয় পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথমে জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদ্গীরিত করিয়াছিলেন। রাজপুত ও মুসলমানদিগের যুদ্ধের একটি ঘটনা লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। রাজপুত দেশপ্রেমের উহা একটি গৌরব স্তম্ভস্বরূপ। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ এই সকল নূতন শিক্ষা হইতে তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকারের খর্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা এ পর্যন্ত করেন নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে পারিতাম—শিক্ষা বিভাগ ইহাতে কোনও আপত্তি করিতেন না।"*

রঙ্গলাল বড় কবি ছিলেন না। শুধুমাত্র কাব্যগুণ বিচারে আধুনিককালে তাঁর কবিতা উঁচুশ্রেণীর বলে গণ্য হবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু তিনিই প্রথম সচেতনভাবে বাংলা কাব্যকে তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠকের কাছে আদরণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগত খ্যাতিলাভের চেয়ে নবীন শিক্ষিত সমাজে বাংলা কবিতার গৌরব প্রতিষ্ঠার দিকেই বেশী লক্ষ্য রেখেছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "উপস্থিত কাব্যের স্থলে স্থলে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন। আমি ইচ্ছা পূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যে হেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের পুস্তক দ্বারের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।" রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে যে পরিচ্ছন্নতা, সদ্রুচি ও উন্নত ভাবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীকালে সকল কবিই সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাব্যে উন্নত চরিত্র সৃষ্টির গৌরবও রঙ্গলালেরই প্রাপ্য, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে পদ্মিনী চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কোনো কোনো সমালোচকের এ অনুমান ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। বিশেষত, ঐতিহাসিক কাব্যের যে-আদর্শ এবং স্বদেশপ্রেমের যে প্রেরণা রঙ্গলালের রচনায় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল, তারই প্রভাব হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাংলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল ঐতিহাসিক বিচারে এ-সত্য স্বীকার করতে হবে। তাই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রঙ্গলাল কবিত্বে প্রাধান্য না পেলেও তাঁর প্রভাবকে সামান্য বলে মনে করা চলে না।

শিল্প ও সাহিত্যের ত্রৈমাসিক

মহেঞ্জোদারো

সম্পাদক । ... রায়

শ্রীযোগীলাল হালদার

১। যে নদী মরুপথে (উপন্যাস) ৩

২। লোকসাহিত্যের ত্রিধারা (২য় সং)

(মঙ্গল কাব্যের সমালোচনা)

৩·৫০

রামলাল পাবলিশিং হাউস

১০৪/বি দেবেন্দ্রচন্দ্র দে রোড, কলি-১৫

এজেন্ট—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ

৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২

(সি-১৮০০)

উত্তর ভারতের সংস্কৃতিমূলক

সাহিত্য-সাময়িকী

উত্তর মহল

প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ। প্রকাশ-পর্ব আসন্ন। বহির্বঙ্গের উদীয়মান লেখক-লেখিকাদের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ।

ব্যবস্থাপক, উত্তরমহল

সতীশ সিংহ রোড, দৈবাহনতলা, (নর্থ)

পোঃ ছাপরা (বিহার)

(সি ৪১৪)

সদ্য প্রকাশিত

মন্মথ রায়ের

সংবৈদনিক পূর্ণাঙ্গ নাটক

বন্যা ২·৫০

কিরণ মৈত্রের

নতুন আঙ্গিকের নাটক

নাম নেই ২·০০

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের

অভিনব নাটক

এ কী অভিনয়! ২·৫০

কে তুমি? ২·৫০

বিধায়ক ভট্টাচার্যের

হাসির নাটক

গুরুভার ১·৫০

গঙ্গাপদ বসুর

হাসির নাটক

মহাগুরুনিপাত ১·৫০

সিটি বুক এজেন্সী

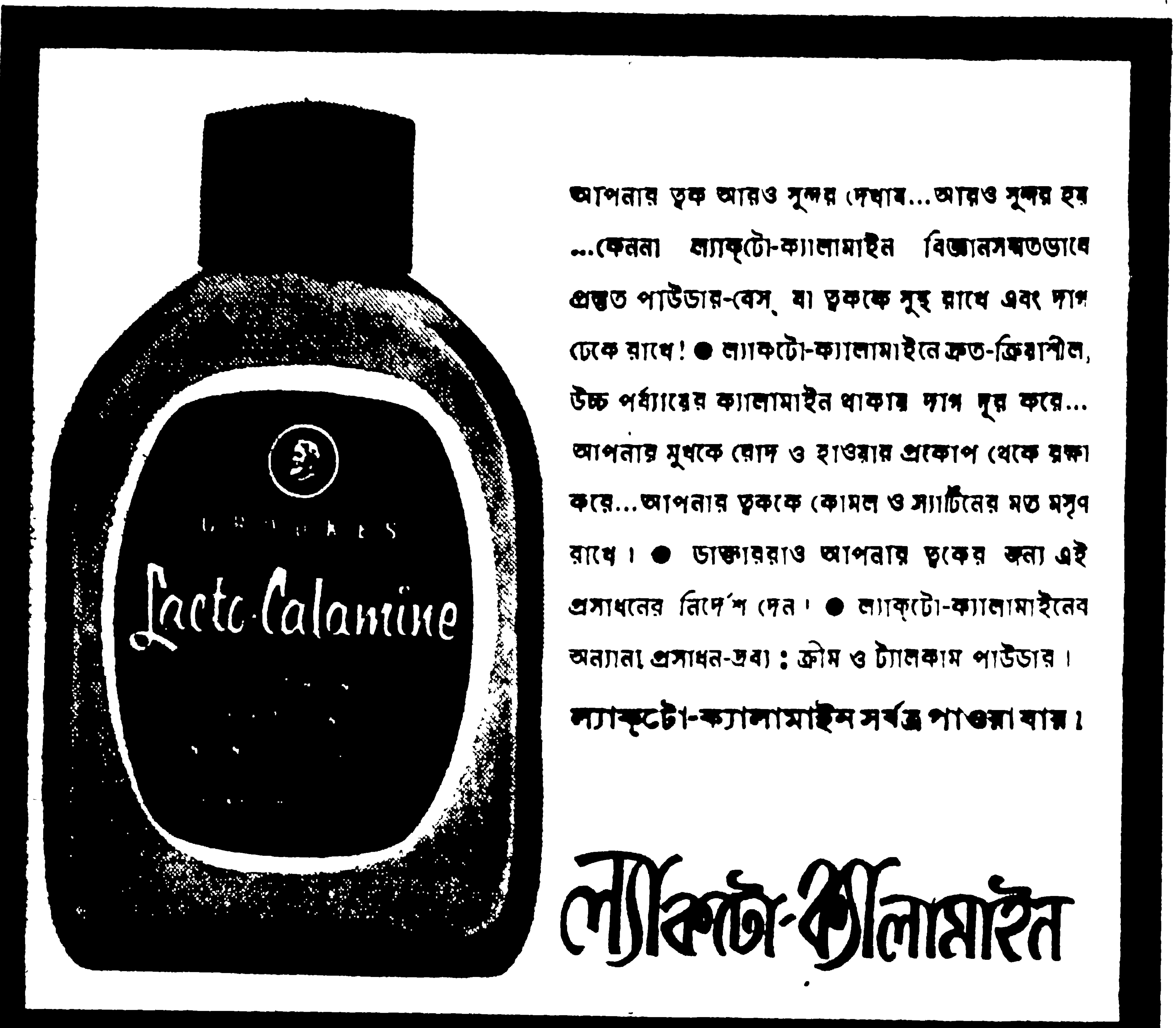
Lacto-Calamine
আপনার ত্বক আরও সুন্দর দেখায়...আরও সুন্দর হয় ...কেননা ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত পাউডার-বেস্‌ যা ত্বককে সুস্থ রাখে এবং দাগ ঢেকে রাখে! ● ল্যাকটো-ক্যালামাইনে দ্রুত-ক্রিয়াশীল, উচ্চ পর্য্যায়ের ক্যালামাইন থাকায় দাগ দূর করে... আপনার মুখকে রোদ ও হাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে...আপনার ত্বককে কোমল ও স্যাটিনের মত মসৃণ রাখে। ● ডাক্তাররাও আপনার ত্বকের জন্য এই প্রসাধনের নির্দেশ দেন। ● ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইনের অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য : ক্রীম ও ট্যালকাম পাউডার।
ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন সর্বত্র পাওয়া যায়।
ল্যাকটো-ক্যালামাইন

আপনার
সৌন্দর্য্যে প্রসাধন

দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "আমার জীবন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বোধহয়, শিশিরবাবু গদ্যে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" এবং আমি পদ্যে "এডুকেশন গেজেটে" প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি।' দেশের কথা ভাবিয়া আমিই প্রথম অশ্রুবর্ষণ করি এ কথাটি দেশপ্রেমিকের মুখে বড় ভাল শুনায় না। আর আত্ম বাদ দিয়া আত্মজীবনী হয় না জানিয়াও নবীন সেনের এই উক্তিটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অবকাশ রঞ্জিনীর (১৮৭১) দুই-একটি কবিতার প্রসঙ্গেই তিনি নিজেকে এই গৌরব দান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের কোন কবিতাই "এডুকেশন গেজেটে" ১৮৬৬-র পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান" মুদ্রিত হয় ১৮৫৮ সালে এবং স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে'—এই কাব্যের অন্তর্গত। এটি বাদ দিলেও মাইকেলের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র 'ভারত-ভূমি' সনেটটি উপেক্ষা করিতে পারি না। নবীন সেন "আমার জীবনে" লিখিয়াছেন—'"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" স্মরণ হয় আমার "এডুকেশনে" লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়।' বস্তুত ঐ গ্রন্থ ১৮৬৬ সালেই প্রকাশিত হয় এবং ইতালীয় কবি Filicaja-র 'Italia O Italia' সনেটের অনুসরণে লিখিত 'ভারত ভূমি' সনেটটি ১৮৬৫ সালের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি।

গদ্যে শিশিরকুমার ঘোষ দেশের কথা প্রথম লিখিলেন এ কথাও সত্য নয়। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশিকতার প্রথম সার্থক নিদর্শন দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ নাটক" (১৮৬০)। ইহার পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য দেশপ্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে কবিতা ঐ যুগের স্বদেশচিন্তাকে তেমন প্রভাবিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলা-দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা' বলিয়া লিখিয়াছেন—'ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত [illegible] না হইলেও তাঁহাদের [illegible]।' সিপাহীবিদ্রোহের [illegible] ১৮৫৮ সালে মেলা [illegible] দেশবাৎসল্যের আদি বাংলা গান' বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ গান হিন্দুমেলার যুগে বা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গীত হয় নাই। তবে ঈশ্বর গুপ্তের কয়েকটি পদ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয়—

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

অথবা

পড়িয়া মায়ের কোলে সন্তান জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে

ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি-নবীশ না হইয়াও এই রকম স্বদেশপ্রীতির কবিতা লিখিয়া বাঙালীর মন বাঁধিয়াছেন। কারণ patriotism আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindoo (১৮৬৯) গ্রন্থে লিখিলেন

'the vocabulary of the Brahmins have no word for patriotism . In the whole corpus of that literature there is not one shirt-stirring war-song like the "Bannockburn" or the Battle of the Baltic'

কথাটি বড় মিথ্যা নয়। ইংরেজি-শিক্ষিত রঙ্গলালকৃত "পদ্মিনী উপাখ্যান" (১৯৫৮) কাব্যের পূর্বে সমস্ত বাংলা সাহিত্যে স্বদেশের কথা বলিতে বোধহয় চার লাইনের বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সে চার লাইন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে" কোথায় আছে তাহাও আমাদের বড় মনে থাকে না। আর 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী' কথাটি এক সংস্কৃত পদের অনুবাদ। আর যদি জিজ্ঞাসা কর, বাংলা দেশে পরাধীনতার দুঃখ প্রথম কে কবিতায় প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে হয় তিনি ইংরেজীভাষী জন্মসূত্রে অ-ভারতীয়—হেনরি ডিরোজিও। তাঁহার

My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast;
Where is that glory, where that reverence now?—

[illegible] করিয়া ('স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী') ডিরোজিওকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রথম স্বদেশপ্রেমিক কবির স্থান দিয়াছেন। তবে ঈশ্বর গুপ্ত ডিরোজিওর এই কবিতাটি পড়িয়া 'জননী ভারতভূমি, কবিতাটি লিখিয়াছেন এমন বলিতে পারি না। অতএব আমাদের স্বদেশিকতা দেশী সম্পদ একথা বলিতে বড় বাধা দেখি না।

ডিরোজিওর মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই ত্রিশ বৎসরে বাঙালী ইংরেজকে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে এবং গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেও শিখিয়াছে। দেশের নানা বাপার লইয়া উৎকৃষ্ট ইংরাজিতে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসও এই সময়ের মধ্যেই হইয়াছে। সংবাদপত্রে ইংরেজের অন্যায় ইংরেজকে দুকথা শুনাইয়া দিবার সাহসও এই কালেই হইল। কিন্তু এই রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের বড় সম্পর্ক ছিল না। ব্ল্যাক অ্যাক্ট লইয়া যে আন্দোলন তাহা শহরের শিক্ষিত জনের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের সময় সিপাহী বিদ্রোহ চলিতেছে। কিন্তু সে জাতিবৈর বাংলা কাব্যে বা গানে প্রতিফলিত হইল না। সিপাহী বিদ্রোহ লইয়া শিক্ষিত বাঙালী এক স্বদেশী সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন না। কিন্তু ঐ বিদ্রোহের পর ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে আর-একটি বিদ্রোহ দেখা দিল, তাহা এক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। নীল বিদ্রোহে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙালী গ্রামের চাষীর পক্ষ লইয়া ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই বাংলা দেশের প্রথম স্বদেশী আন্দোলন। এই স্বদেশীর মূলে দেশের দুঃখে দুঃখবোধ। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক অভিমান নাই, রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নাই। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরেজ বণিকের অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলার যে ভাব, নীল আন্দোলনেও সেই ভাব। দেশের [illegible]

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নবতম গ্রন্থ

স্মরণীয় দিন ৬-৫০

রক্তকমল ৩-৫০ বাহির বিশ্ব ৩-০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রতি-বিলাপ ৪-৫০

আশাপূর্ণা দেবীর

নেপথ্য-নায়িকা ৫-০০ নবনীড় ৩-৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

কবি ও অ-কবি ৩-২৫

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

একটি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থ

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ

স্বাধীন সুলতানদের আমল

(১৩৩৮—১৫৩৮ খৃঃ)

এই বইয়ে লেখক নানা ভাষায় লেখা বিভিন্ন সূত্রের বিশ্লেষণ করে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্য ও প্রমাণগুলি একত্র সংগ্রহ করে বাংলার ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ পর্বের প্রায় অজ্ঞাত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষার এই পর্বের সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম। অন্য ভাষাতেও সমগ্র পর্বটি ইতিপূর্বে এত পূর্ণাঙ্গ আকারে আলোচনা হয় নি।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর ভূমিকায় লিখেছেন, "গ্রন্থকার বাংলা দেশের মধ্যযুগের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই যুগের সম্বন্ধে জ্ঞান ও গবেষণায় তিনি যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থে যে সকল নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং জটিল সমস্যাগুলি যেরূপ নিপুণভাবে ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে অভিনন্দিত করতে কারও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" দাম—১৩·৫০

এই লেখকের

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ... ৫·৫০
কৃত্তিবাস—পরিচয় ... ১·২৫
রবীন্দ্র সাহিত্যের নবরাগ ... ৫·০০

[illegible] বুক [illegible]

[illegible] মনোমোহন বসু গান লিখিলেন [illegible]
[illegible] দীপ [illegible]
[illegible]
[illegible] দিন বেড়ে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষি শেষে,
হায় গো, রাজা কি কঠিন।

"নীলদর্পণ" এই "সাধ পসা গ্রাসের" প্রতিবাদ। এই নাটকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর দুর্দশার কথা বিবৃত হয় নাই। দীনবন্ধুর প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে তিনি এই দুর্দশার কথা লইয়া যথার্থ নাটক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। "নীলদর্পণ" উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইয়াও সার্থক নাটক। কথাটি আচার্য সুশীলকুমার দে সুন্দর বুঝাইয়াছেন: '"নীলদর্পণ" কেবল নীলকরদের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনী নয়, ইহার মধ্যে বাংলার দীন-দুঃখীর প্রাত্যহিক পল্লীজীবনের যে নিখুঁত ও করুণ চিত্র বাস্তব অনুভূতি ও সমবেদনায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা যে সনাতন জীবন সত্য জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে কেবল তাহারই একটি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য আছে।' ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনের কোন কৌশলে নাটকের উৎকর্ষ সে প্রশ্ন যেন "নীল-দর্পণে"র উৎকর্ষ বিচারে গৌণ বলিয়া মনে হয়। নাটকখানি একবার পড়িয়া বা দেখিয়া প্রথম মনে হইবে এইখানে দীনবন্ধুর প্রতিভা গভীর সহানুভূতির প্রতিভা। সহানুভূতির ধর্মই প্রকাশিত হওয়া। এই সহানুভূতিতে চিন্তা ও ভাব একত্র হইয়া এক উজ্জ্বল জীবনদর্শনে পরিণত। একটি জাতি চিন্তায় বড় ভাবে বড় কিন্তু বড় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিল না, এমন হয় না।

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।' বঙ্কিমের মতে "নীলদর্পণ" এই তীব্র সহানুভূতির ফল: 'তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগা দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল।' দীনবন্ধু তাঁহার এই নাটকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে এমন স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন কারণ তিনি তাঁহার এই সহানুভূতির আলোকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্পষ্ট দেখিয়াছেন।

"নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন দীনবন্ধু ঢাকা বিভাগে ইন্সপেক্টিং পোস্টমাস্টার। [illegible]

... হইয়াছে কাহারও ... এমন আলোড়ন হয় নাই। ... হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক নাট্যকার এরিস্টফেনিস্ "নৌবিলো-নিয়ান্‌স্" নামে এক নাটকে এথেন্সের ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ক্লিয়নের নির্মম সমালোচনা করিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এরিস্টফেনিসের শাস্তি হইল না। "নীলদর্পণে"র মামলায় পাদ্রী লং দণ্ডিত হইলেন এবং নাটকটির প্রচারে সহায়তা করিবার অপরাধে সীটন-কার সাহেব অপদস্থ হইলেন।

১৮৫৯-এর ১লা মে যখন বাংলার প্রথম ছোট লাট হ্যালিডে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন নীল বিদ্রোহ শুরু হইয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসে বারাসতের এক নীলকর অভিযোগ করিলেন যে, নীলচাষী নীল চাষ করিতে চায় না। তিনি আরও অভিযোগ করিলেন যে, ইংরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাষীর এই অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিতেছেন। সরকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দোষ বলিলেন।

নভেম্বর মাসে নদীয়ার এক নীলকর সরকারকে জানাইলেন যে, তাঁহার এলাকার প্রজারা ক্রমে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে এবং অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে সরকার নীল চাষের বিরোধী। অন্যদিকে রায়তেরা নীলকরদের উৎপীড়ন সম্বন্ধে সরকারের কাছে নালিশ করিতেছেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ তখন দুইদলে বিভক্ত। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন প্রজাবন্ধু, নীলকরের জুলুম বন্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর নদীয়ার বিভাগীয় কমিশনার গ্রোট নীলকরের বন্ধু, রায়তের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর। ভাল ইংরাজ ও মন্দ ইংরাজের এই দ্বন্দ্বে ভাল ইংরাজ জিতিলেন। নূতন ছোটলাট পিটার গ্রান্ট প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল। দীনবন্ধু যখন "নীলদর্পণ" লিখিতেছেন বা লিখিবার কথা ভাবিতেছেন তখন ছোটলাট ১৮৬০-এর ১১ নম্বর আইন পাশ করিয়া এক ইন্ডিগো কমিশন নিয়োগ করিলেন। অনুমান করিতে পারি গ্রান্টের ন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান হইয়াও দীনবন্ধু এই ১১ নম্বর আইনে বিচলিত হইলে পীড়িত বোধ করিলেন। এই আইনে নীলকর নীল চাষের চুক্তিভঙ্গকারী রায়তের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনিতে পারিত। দীনবন্ধু তাঁহার ... যে নীলকর ইজারা ... টানিয়া লইয়া যাইতে ... বিচারক সাহেব ... আদালত ...

চাণক্য সেনের স্মরণীয় উপন্যাস

সে নহি সে নহি

সমস্ত ভারতবর্ষের অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এ উপন্যাসের দুই নারী চরিত্র : ভাগিরনাথের সাধ্বী আম্মা আর বাংলার দেববাণী। কাহিনীতে সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করেছে পৃথিবীর নানা জাতের নানা চরিত্রের মানুষ। —দশ টাকা।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

দুপুর গড়িয়ে বিকেল

বাংলাসাহিত্যে নতুন জীবন-চিন্তা আর নতুন রীতির সূচনা। —আট টাকা।

বিমল করের (গল্পগ্রন্থ) **কাচঘর ২·০০**	সুবোধ ঘোষের (গল্পগ্রন্থ) **কুসুমেষু ২·৫০**
সুবোধ ঘোষের (গল্পগ্রন্থ) **ভোরের মালতী ২·০০**	বিজন চক্রবর্তীর (উপন্যাস) **পূর্ব মেঘ ২·০০**
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **কেয়া ফুল ২·০০**	অজিত গাঙ্গুলীর (উপন্যাস) **আলোকাভিসার ২·০০**
সুবোধ ঘোষের (উপন্যাস) **শুন বরনারী ৩·০০**	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **নতুন নাম নতুন ঘর ২·০০**
বিজন চক্রবর্তীর (উপন্যাস) **উত্তরস্যাং দিশি ২·০০**	সন্তোষকুমার ঘোষের (গল্পগ্রন্থ) **কুসুমের মাস ২·৫০**
শিবরাম চক্রবর্তীর (গল্পগ্রন্থ) **মেয়েদের মহিমা ২·০০**	সুবোধকুমার চক্রবর্তীর (উপন্যাস) **অগ্নি অবগুণ্ঠনে ৩·০০**
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (উপন্যাস) **আকাশ ও মৃত্তিকা ৩·৫০**	সুবোধ ঘোষের (গল্পগ্রন্থ) **থির বিজুরী ৩·০০**
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **একটি নীড়ের আশা ৩·০০**	শিবরাম চক্রবর্তীর (গল্পগ্রন্থ) **সুখ ও শাড়ী ২·০০**
[illegible] (উপন্যাস) **মীন পিয়াসী ৪·০০**	প্রশান্ত চৌধুরীর (উপন্যাস) **ফুলমোতিয়া ৫·০০**
বীরেন্দ্র মিত্রের (উপন্যাস) **কাচের জানালা ৪·০০**	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **বিদিশার নিশা ৩·০০**
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উপন্যাস) **মৌন বসন্ত ৪·০০**	সুবোধকুমার চক্রবর্তীর (উপন্যাস) **জনম জনম ৩·০০**
প্রমেশচন্দ্র সেনের (উপন্যাস) **পূর্বরাগ ২·৫০**	সমরেশ বসুর (গল্পগ্রন্থ) **অমোদকুর ২·৫০**

— ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন —

চার্লস উড যে ১১ নম্বর আইনের উল্লেখ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন তাহা দীনবন্ধু জানিতেন কিনা বলা শক্ত। অক্টোবর মাসে যখন ঐ আইন রহিত হইল তখন "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়াছে। দীনবন্ধু জানিতেন যে এই আইন রহিত হইলেই নীলকরের দৌরাত্ম্য বন্ধ হইবে না। 'নীলদর্পণে'র কাহিনী নীলকরের উৎপীড়নের কাহিনী। এই নাটক প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে নায়েব এক নীল মামলার পরে বলিলেন : 'নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল।' দীনবন্ধুর নাটক এই নিদারুণ জুলুমের ছবি। গোলক বসু নীলকরের জন্য নীল-চাষ করেন, কিন্তু এবার তাহাকে যতখানি জমিতে নীলচাষ করিতে বলা হইয়াছে তত-খানি জমিতে ঐ চাষ করিলে তাহার আর বৎসরের ধান হয় না। তাহার পুত্র নবীনমাধব নীলকরের অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে তৎপর এবং সেই কারণে নীল-করের বিরাগভাজন। নবীনমাধবকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নীলকর তাহার পিতা গোলোক বসুর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলা আনিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি রায়তের নীলচাষে বাধা দিয়াছেন। দীনবন্ধু এখানে ১১ নম্বর আইনের কুফল স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। গোলোক বসু হাজতবাসের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। নবীনমাধব নীলকরের কাছে অপমানিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন এবং সাহেবের আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন। পুত্রের মৃত্যুতে মা উন্মাদ হইলেন এবং উন্মাদ অবস্থায় কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতার গলায় পা দিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিগুণ শোকে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

গোলোক বসুর প্রতিবেশী সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে নীলকর লাঠিয়াল দিয়া ধরিয়া নিলে নবীনমাধব তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রমণি গৃহে ফিরিয়া অপমানের মধ্যেই প্রাণ হারাইল। সাহেবের আমিন ও দুঃস্বভাবা পদী ময়রানী ক্ষেত্রমণি হরণের সহায়ক।

"নীলদর্পণে"র মূল কথা যেমন সত্য ইহার কাহিনীও তেমন সত্য। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর "ভারত-সংস্কারক" পত্রিকায় (৭ নভেম্বর ১৮৭৩) এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হয় যে 'নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলীর মিত্র পরিবারের দুর্দশা "নীল-দর্পণের" উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি। ক্ষেত্রমণি-হরণের ন্যায় ঘটনাও [illegible] ঘটিত [illegible]

উপন্যাস বিচিত্রা

বিভিন্ন পাঠকের বিভিন্ন রুচি—নিত্য নতুন তাদের চাহিদা। এ চাহিদা পূরণ করতেই 'উপন্যাস বিচিত্রা'র আবির্ভাব। প্রতি খণ্ড তিনটি করে মৌলিক উপন্যাসে সমৃদ্ধ। প্রথম খণ্ডের রচয়িতা জনপ্রিয় ভারতপুত্রম্, এতি বাদশা ও মুসাফির। প্রত্যেকেই তাঁরা বিদগ্ধ পাঠকজনের মন ভরাতে পেরেছেন। এবার প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় খণ্ড। এ খণ্ডের রচয়িতা বরেণ্যস্রষ্টা অশোক গুহ, রণজিৎকুমার সেন ও দক্ষিণারঞ্জন বসু। উৎকৃষ্ট ছাপা, বাঁধাই। ন্যূনাধিক তিন শত পৃষ্ঠার প্রতি খণ্ডের মূল্য ধার্য হয়েছে মাত্র চার টাকা — এ বাজারে যা অসম্ভব বললেই হয়। তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

ফুলমতীর মন

ভারতপুত্রম্

ইতিহাস ভিত্তিক জীবন আলেখ্য—ভাবে ভাষায় অনবদ্য। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় এর কিছু কিছু অংশ পাঠক পেয়েছেন। এবার সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলো। মনোজ্ঞ প্রচ্ছদ—ঝকঝকে ছাপা। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

সান্ত্রী

ভারতপুত্রম্

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত বিরাট উপন্যাস। অগণিত চরিত্রের ভিড় কিন্তু কোন চরিত্রই হারিয়ে যাবার নয়। স্বদেশপ্রেমের এ এক দলিল। প্রকাশের পথে।

প্রকাশক : সুকান্ত প্রকাশন : কলিকাতা

একমাত্র পরিবেশক

ভারতী লাইব্রেরী : ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সি—২২৭

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২.]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫.]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯.]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২॥০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫.]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫.]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত মূলগায়েনসম্মত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংযোজিত। [৯.]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
[illegible]

[illegible] সাহেব অপহরণ করিয়াছিল। দীনবন্ধু এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল সাহেবকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। হার্শেল সাহেব অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে এইরূপ নারী-হরণ সত্যই হইয়াছিল। দীনবন্ধু নীল-করের অত্যাচার বর্ণনা করিতে যাইয়া মিথ্যার আশ্রয় লন নাই।

এই হরমণি-অপহরণের কাহিনী "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় হিলস ঐ পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনিলেন। বিচার শেষ না হইতেই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৪ জুন ১৮৬১)। ঐ জুন মাসেই "নীলদর্পণের" ইংরাজী অনুবাদ ছাপিবার অপরাধে ম্যানুয়েল সাহেব গ্রেপ্তার হন। ১৯শে জুলাই সুপ্রীমকোর্টে ইংরাজী "নীলদর্পণ" প্রকাশ করিবার অপরাধে পাদ্রী লং অভিযুক্ত হন। নাটকের ভূমিকায় দীনবন্ধু নীলকরদের সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমন বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পাবে না যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি। [illegible] মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, [illegible] ধর্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে করাল পাইলেটে করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালোভে পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে [illegible] করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে [illegible] [illegible] ইংলিশম্যানের সম্পাদক [illegible] এই [illegible] ভিত্তিতে মানহানির মামলা রুজু করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি সমস্ত নীলকর সমাজের উদ্যোগেই 'নীলদর্পণের' প্রকাশককে সমুচিত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। [illegible] নীলদর্পণে দীনবন্ধুর নাম ছিল না। ইংরাজী "নীলদর্পণে"ও [illegible] বা অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম ছিল না। পাদ্রী লং লেখক ও অনুবাদকের নাম গোপন রাখিয়া সমস্ত দোষ নিজে লইলেন এবং একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে উপস্থিত থাকিয়া জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়া অতিরিক্ত আর একমাস কারাবাস হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। এই মামলার এক বৎসরের মধ্যে ম্যাকারথার নামে এক নীলকর সার জন পিটার গ্রান্টের নামে এক মানহানির মামলা আনেন। তিনি তখন ছোটলাটের পদ [illegible] বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের [illegible] [illegible] [illegible]

নীলকণ্ঠের এক ঝাঁক পায়রা ৩·০০

২৫শে বৈশাখের পুণ্যতিথিতে—

আমাদের নতুন প্রকাশ ঃ

শ্রীবাসব-এর

ঐতিহাসিক উপন্যাস

গুলবানু ৮·০০

একটি ঐতিহাসিক দলিলের মধ্যে জীবনের গান।
তথ্যে তত্ত্বে ও বৈচিত্র্যে অভিনব।

আভা দেবী-র

রোদ্দুর বন্দর ৪·০০

নতুন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর

॥ বিশ্ববাণী ॥ ১১।এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট। কলিকাতা—৭

(সি ৬৩০)

॥ নিউ স্ক্রিপ্টের বই ॥

উপন্যাস ও গল্প

বিমল কর	আঙুরলতা	২·৭৫
সুবোধ ঘোষ	গল্পলোক	৪·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	অপরা	৩·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	বৃত্ত	২·৫০
সুধীন্দ্র মজুমদার	ত্রিভুজ	৩·৫০
রমেশ সেন	অপরাজেয়	৪·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	প্রেমই ধন্বন্তরী	২·৫০
অমিয়ভূষণ মজুমদার	পঞ্চকন্যা	৪·০০

উপেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থমালা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী **পৌরাণিক গল্প**

[illegible]

লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর (যন্ত্রস্থ)

জীবনানন্দ দাশের অনুপম কাব্যগ্রন্থ

বেলা অবেলা কালবেলা ৩·০০

কিশোর সাহিত্য

শিবরাম চক্রবর্তী	কেরামতের কেরামতি	২·০০
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	পিরামিডের মাথায় মানুষ	২·৫০
পুণ্যলতা চক্রবর্তী	ছেলেবেলার দিনগুলি	৩·০০
নলিনী দাশ	রা-কা-মে-টে-না-পা	১·৭৫
শিবনাথ শাস্ত্রী	ছোটদের গল্প	১·৬০
শিবনাথ শাস্ত্রী	মহনীয় পুরুষ	১·৬০

নিউ স্ক্রিপ্ট ৫-২৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

সম্পর্কিত। দীনবন্ধু একখানি নাটক লিখিয়া সমস্ত ইংরাজ সমাজে এক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুত "নীলদর্পণ" লইয়া সমগ্র বাংলা দেশে যে স্বাদেশিকতার সঞ্চার হইয়াছিল তেমন আনন্দমঠ লইয়াও হয় নাই। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম মন্ত্র ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালীকে উদ্দীপিত করে। ইহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশময় এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই। ইহার বিষয়বস্তু জানিয়া সরকার চঞ্চল হয় নাই, ইংরাজ বণিক সমাজ অস্বস্তি বোধ করে নাই, গ্রামের চাষী ও শহরের শিক্ষিতজন ইহার মধ্যে বিদেশীর কোন অত্যাচারের অবসানের সম্ভাবনা দেখে নাই। "আনন্দমঠ" "নীলদর্পণ" হইতে মহত্তর সৃষ্টি এবং উহার ভাব বাঙালীকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে "নীলদর্পণ" তেমন করে নাই। কিন্তু "নীলদর্পণ" তবু আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই গ্রন্থ প্রথম বিদেশীর অত্যাচারের

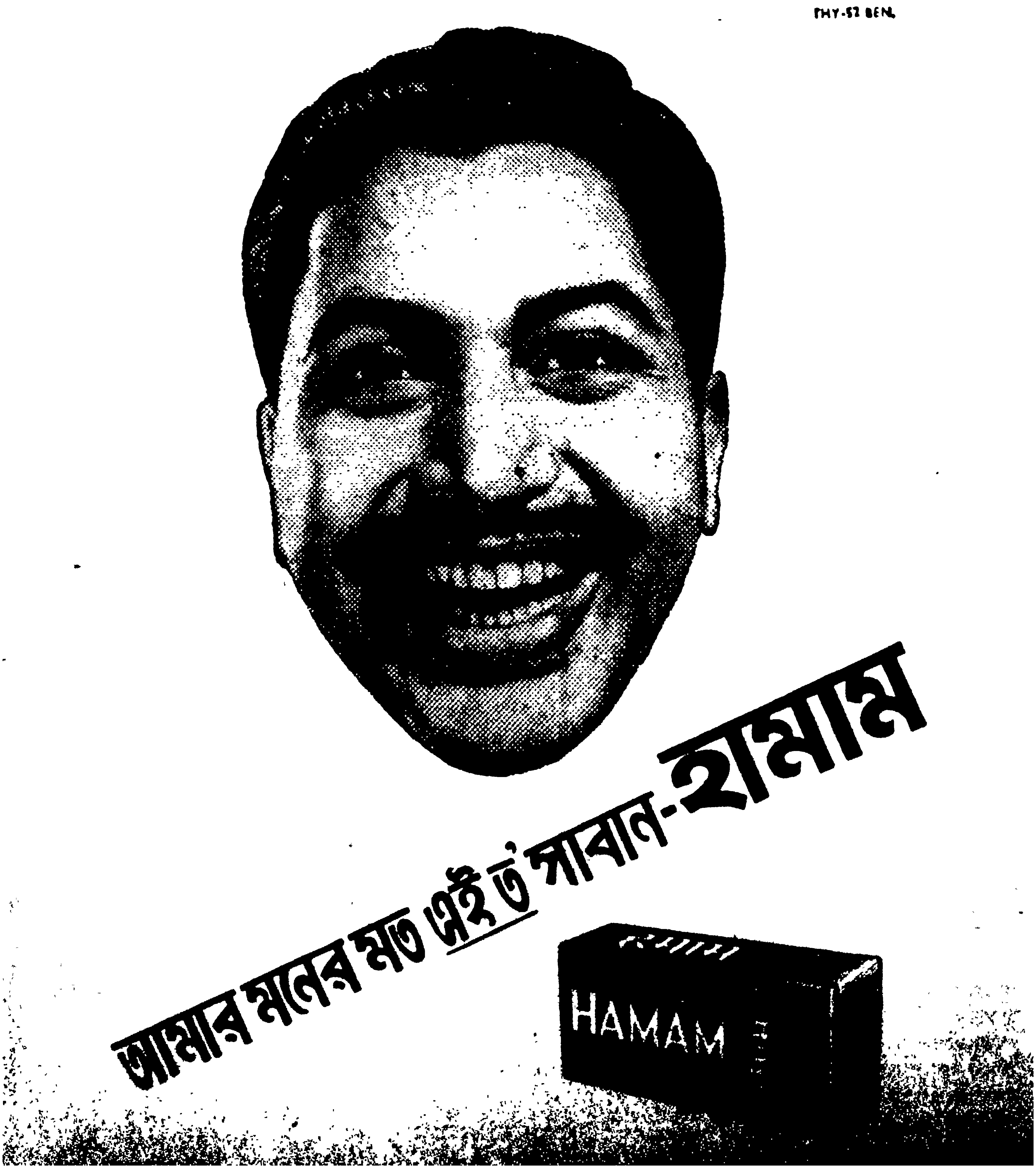

এক মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিয়া তাহার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। বাস্তবিক পক্ষে "নীলদর্পণ" শুধু রাজনৈতিক সাহিত্য নয়, ইহা দীনবন্ধুর এক সার্থক রাজনৈতিক কর্ম। ১৯০৫ সালে যাঁহারা বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া বিলাতি কাপড় পোড়াইতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইত ইঁহারা স্বদেশী করিলেন। দীনবন্ধু এই অর্থে "নীলদর্পণ" লিখিয়া বাংলাদেশে প্রথম স্বদেশী করিয়াছিলেন। লং সাহেব যদি তাঁহাকে আদালতে আসিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিরস্ত না করিতেন তাহা হইলে তিনিই স্বদেশী করিয়া প্রথম জেলে যাইতেন। ইতিহাসের এক বিচিত্র বিধানে বাংলাদেশে ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশী করিয়া যিনি প্রথম জেল খাটিলেন তিনি এক ইংরাজ ধর্মযাজক।

"নীলদর্পণে" দীনবন্ধুর স্বদেশচিন্তার মূল কথা এই যে, দেশসেবার অর্থ দেশের আপামর জনসাধারণের সেবা। যিনি গ্রামের চাষীর দুঃখ বুঝিলেন না তিনি দেশের কথা জানিলেন না। দীনবন্ধুই প্রথম বাঙালীকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইলেন। তিনি প্রথম শহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের চাষীর দুঃখ বুঝাইলেন। তিনি প্রথম বিদেশী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ রাজপুরুষের নিন্দা করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ-চালিত সংবাদপত্রের হীনমন্যতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আবার ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিতে যাইয়া তিনিই প্রথম তাহাদের বাঙালী সহায়কদের লোভ ও কাপুরুষতার এক গ্লানিকর চিত্র বাঙালীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন। এই নাটকেই প্রথম বাঙালী দেশসেবক সাহেবের বুকে পদাঘাত করিল। উপেন্দ্রনাথ দাসের "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে (১৮৭৫) এক বাঙালী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করিতেছে এই দৃশ্য দেখিয়া পুলিস নাট্যকার ও অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং রঙ্গমঞ্চে অনুরূপ রাজদ্রোহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস্ কন্ট্রোল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। "নীলদর্পণ" নাটকে উড সাহেব রাজপুরুষ নয় এবং নবীনমাধবের আক্রমণে তাহার প্রাণান্ত হইল না। কিন্তু ইংরাজের গায়ে হাত তুলিবার সাহস যে এক গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের থাকিতে পারে দীনবন্ধু তাহা এই নাটকে বুঝাইলেন।

অবশ্য মোটের উপর "নীলদর্পণ" অত্যাচারের কাহিনী, বিদ্রোহের কাহিনী নয়। "আনন্দমঠ" বাঙালীর পৌরুষের কথা, "নীলদর্পণ" বাঙালীর অসহায়তার কথা। পৌরুষের [illegible] উদ্বোধন আছে। [illegible] অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাল ইংরাজের নিকট আবেদন। "আনন্দমঠ" বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়াও ইংরাজকে মিত্র রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল।

দীনবন্ধুর এই স্বদেশীর সঙ্গে ১৯০৫-এর স্বদেশীর মিল না বুঝিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের আসল কথাটি বুঝিব না। ১৯১০ সালে লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় স্যার ভ্যালেন্টিন্ চিরল কতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, স্বদেশী কতগুলি ইংরেজি-পড়া যুবকের হুজুগমাত্র—ইহার সঙ্গে দেশের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। চিরল সাহেব যে এ কথা মিথ্যা জানিয়াও ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের মূলে প্রেরণা রাজনৈতিক নয়—অর্থনৈতিক। ঐ আন্দোলনে বাঙালী বলিল বিলাতি কাপড় পরিব না, দেশী কাপড় পরিব। বিলাতি কাপড় পরিলে ইংরাজ পুষ্ট হইবে, আমি অনাহারে মরিব। নীল আন্দোলনে বাঙালী বলিল নীল বুনিব না, ধান বুনিব। নীল বুনিলে ইংরাজ বণিকের টাকা হইবে, আর আমি অনাহারে মরিব। দুই আন্দোলনই ইংরাজ বণিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

॥ কথাকলি-র সাহিত্য সম্ভার ॥

আসন্ন প্রকাশের অপেক্ষায়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আলোড়ন সৃষ্টিকারী বলিষ্ঠ উপন্যাস

বাজীকর ৭॥

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভূমিকা সম্বলিত

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য

বিদেশী কথাসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা ইতিমধ্যেই সুধী পাঠক সমাজে যথেষ্ট প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের বই এই প্রথম। দাম—১৪·০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত

অপরূপ লেখনভঙ্গীতে যিনি অনুপম—জীবনের মর্মান্তিক ট্রাজেডিকে যিনি কমেডির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী, সেই

শ্রীবিরূপাক্ষের

ব্যঙ্গ গ্রন্থ

বিশ্বরূপ দর্শন ৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

চিত্রবিচিত্র

উপন্যাস, গল্প ও ভ্রমণকাহিনীর একটি অসাধারণ সংকলন। দাম—৭৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নক্ষত্রের জাল

গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর উপন্যাস অপেক্ষা মনোজ্ঞ। দাম—৫৲

কথাকলি ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯

১৮৬০-এর "নীলদর্পণে"র স্বদেশী আর ১৯০৫-এর স্বদেশীর মধ্যে সংযোগের সূত্র হইল ১৮৭৩-৭৫এ "মুখার্জিস ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত ভোলানাথ চন্দ্রের ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি। ভোলানাথ চন্দ্র লিখিলেন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন না করিলে স্বদেশের উন্নতি নাই। দীনবন্ধু নীলকুঠির দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে চাহিলেন, ভোলানাথ ম্যানচেস্টারের দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে চাহিলেন। দীনবন্ধু বলিলেন, লোভী নীলকর ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা পায়, ভোলানাথ বলিলেন, ম্যানচেস্টারের লোভী বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরাজ সরকারের শুল্কনীতির সহায়তা পায়। ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথাও এই। যে আন্দোলনের আদিপর্বে "নীলদর্পণে" লেখা হইল সে আন্দোলন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের বিলাসমাত্র ইহা বোধহয় চিরল সাহেব ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। ১৮৬০ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বই পড়া রাজনীতির গন্ধ নাই। বিদেশীর লেখা বই দেখিয়া স্বদেশের উন্নতি বিধান করা এ কালের ফ্যাশান। পেন, মার্ক, মিল পড়িয়া গত যুগের বাঙালী কিছু লেখে নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু সেকালের স্বদেশীর মূলে স্বদেশ। স্বদেশটা যে বিদেশ নয় একথা সে যুগে একটি বাঙালীকেও বুঝাইতে হয় নাই।

"নীলদর্পণে"র অভিনয়ের ইতিহাসে ইহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন দেখিতে পাই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুকে 'বঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। অবশ্য যে নাটক লইয়া বঙ্গনাট্যশালার উদ্বোধন তাহা 'নীলদর্পণ" নয় 'সধবার একাদশী।" কিন্তু বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নেশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করিয়া 'নীলদর্পণ" নাটক অভিনীত হয় (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২)। তখন হিন্দু মেলার যুগ হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ" ও "ভারত সংগীত" এডুকেশন গেজেটে ছাপা হইয়াছে (১৮৭০) এবং বাঙালীর স্বাদেশিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ রৌদ্র-রসের আবির্ভাব হইয়াছে। অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বলেন: 'লোকের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। প্রত্যেক এক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'কে নিজের মনের মত করিয়া স্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী উড সাহেবের ভূমিকায় এবং অমৃতলাল বসু সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন। কিন্তু দীনবন্ধু নাকি এই অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। বোধহয় গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়ের মধ্যে ছিলেন না বলিয়া তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেন নাই। ১৮৭৩-এর ২৯শে মার্চ গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে "নীলদর্পণ" কলিকাতা টাউন হলে অভিনীত হয়। অভিনয় কালে যখন তোরাপ রোগ সাহেবকে আক্রমণ করে দর্শকদিগের মধ্য হইতে দীনদয়াল বসু লাফ দিয়া স্টেজে উঠিয়া সাহেবকে প্রহার করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। বাংলা রঙ্গমঞ্চে জাতিবৈরের এই সূত্রপাত। স্বদেশী যুগে ১৯০৮ সালে স্টার, মিনার্ভা ও কোহিনূর থিয়েটারে একই সময় "নীলদর্পণ" অভিনীত হয়। ইহার কিছু পরেই বাংলা সরকার এই নাটক রাজদ্রোহমূলক বলিয়া ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৬০ সালে যে নাটক কেবল এক ইংরাজ সম্পাদকের পক্ষে মানহানিকর ছিল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা ইংরাজ সরকারের পক্ষে রাজদ্রোহমূলক বলিয়া বিবেচিত হইল। [illegible]

চৈতন্য-পরিকর	ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি	১৬·০০
বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত ও ভ্রমনিরাস	শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন	৬·৫০
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৫·০০
রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার	৬·০০
রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়	ডঃ ক্ষুদিরাম দাস	১০·০০
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য	ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	১০·০০
রবীন্দ্র অভিধান ১ম	সোমেন্দ্রনাথ বসু	৬·০০
ঐ ২য়	"	৬·০০
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ	"	৪·০০
বিদেশী ভারত সাধক	"	৩·৫০
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা	ধীরানন্দ ঠাকুর	১২·০০
রাবীন্দ্রিকী	"	৪·৫০
জগদানন্দের পদাবলী	"	২·৫০
বাংলা উচ্চারণ কোষ	"	৩·০০
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১০·০০
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১২·৫০
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র	মোহিতলাল মজুমদার	১০·০০
লিপিবিবেক	ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬·০০
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র	অহীন্দ্র চৌধুরী	৫·০০
বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	৩·০০
কালিদাসের কাব্যে ফুল	সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪·০০
ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান	ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
মধুসূদনের কবি-মানস	শিশির দাস	২·৫০
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি	প্রিয়তোষ মৈত্রেয়	৫·২৫
প্রবাদ বচন	গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত	৬·০০
উপন্যাস পাঠের ভূমিকা	শিশির চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
ইডেনে শীতের দুপুর	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩·৭৫
আধুনিক শারীর শিক্ষা (মেয়েদের জন্য)	অমিতাভা মৈত্র	২·৫০

গ্রাম : বাণীবিহার — ফোন : ৩৪-৪০৫৮

বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড

১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

শাখা :—এলাহাবাদ, পাটনা

কবি হেমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেম

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

যে-সকল কবির রচনা এদেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেমের প্রচণ্ড উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে, কবি হেমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর 'ভারত-সংগীত' প্রকাশিত হওয়ামাত্র দেশময় প্রবল ভাব-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। মাধবাচার্য নামে একজন দেশপ্রেমিক মারাঠী চারণের কণ্ঠে গান যোজনা করে কবি ভারতের অতীত গৌরববোধে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বীর্যহীন ভারতের অধঃপতনে যে সুগভীর আক্ষেপ ব্যক্ত করেছিলেন পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য যে জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তার আবেদন শুধু অতীতে নয় যে কোন কালসঞ্চারী। 'ভারত সংগীত' দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের অমর সংগীত। যে [illegible] ধ্বনির ঝঙ্কার [illegible] ভারত-বাসীর অন্তরে চিরকাল উৎসাহ সঞ্চার করবে।

শুধু 'ভারত সংগীত' নয় হেমচন্দ্রের যে কোন রচনায় দেশপ্রেমের সুরটিই [illegible]। প্রথমদিকের রচনা 'বীরবাহু' কাব্য থেকে শুরু করে 'কবিতাবলী' গ্রন্থসংকলন, 'বিবিধ কবিতা' 'আশাকানন' এমনকি 'ছায়াময়ী' ও [illegible] মহাকাব্যে দেশপ্রেমের সুরটিই বিভিন্ন রাগিণীতে বেজে উঠেছে। দেশপ্রেম যেন কবির হৃদয় উৎস থেকে উৎসারিত একটি স্বতঃস্ফূর্ত অবিচ্ছিন্ন ধারা অসংকীর্ণ, প্রশস্ত ও অকপট। এ দেশপ্রীতি ক্ষণিক বিক্ষোভমাত্র নয় অন্তর্নিহিত একটি অপরিহার্য ভাবস্থির সংস্কার।

কাব্যজগতে যখন হেমচন্দ্র রাজটীকাকে অভিনন্দিত হয়েছিলেন তখন মধু-প্রতিভা অস্তগত, ভূদেবের স্বাজাত্যবোধ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ, বঙ্কিম-প্রতিভা মধ্যাহ্ন ভাস্করের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। তখন 'জাতিবৈর' ভাবের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে রাজকবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। ভূদেবও হেমচন্দ্রের রচনায় দেশপ্রেমের অপূর্ব সম্ভাবনা লক্ষ্য করে 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁর প্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমের আবেদন [illegible] হেমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ, দেশ-[illegible] তাঁর প্রতিষ্ঠা। [illegible]

প্রধান উপাদান 'জাতিবৈরের ভাব'। অন্য জাতি থেকে স্বজাতির স্বাতন্ত্র্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবোধই জাতিবৈর ভাবের মূল ভিত্তি। এটা ঠিক জাতিতে জাতিতে শত্রুতার ভাব নয় প্রতিযোগিতার ভাব। এ আত্মম্ভরিতাও নয় আত্মাভিমানিতাও নয় দম্ভ বা স্পর্ধার পর্যায়েও একে ফেলা যায় না। জাতিবৈর হচ্ছে বিশুদ্ধ অহং-এর বিচিত্র প্রকাশ। শাস্ত্র দর্শনের পরিভাষায় একে বলা চলে স্বাতন্ত্র্য শক্তির আদি স্ফুরণ। 'আমি আছি' এই ভাবটাই এর মূল ভাব। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন জাতিবৈর ভাব জাতীয় জীবন বিকাশের একটি আদি প্রেরণা। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম এই ভাব থেকেই নানাদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে।

অবশ্য স্বাতন্ত্র্যবোধটি একদিনে জীবনে ভূঁইফোঁড় না। যাঁদের ঐতিহ্য আছে অতীত গৌরব আছে আত্মমর্যাদাবোধ তাঁদের অন্তর্নিহিত। এ ভাব সুপ্ত থাকলেও লুপ্ত হয় না। [illegible] ভাব প্রবল হয়েছে। [illegible] মধ্যে। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার যুগে এই ভাবটি নানা প্রকারে প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন বাণী ও মনীষীর কর্মে ও মর্মবাণীতে। ঈশ্বর গুপ্তের 'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' প্রভৃতি উক্তি, রঙ্গলালের ঘোষণা—'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'—এই আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধেরই রকমফের। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক নিষ্ঠা, রাজেন্দ্র-লালের ঐতিহ্য অবগাহন, নবগোপাল মিত্রের চৈত্র বা হিন্দু মেলা, মনোমোহন বসুর বক্তৃতা ও গান, নীলকর আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতসভার প্রতিষ্ঠা বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হেমচন্দ্রের 'জাতিবৈর' ভাবের পট-ভূমি [illegible] এদের [illegible]।

জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই উদ্ভব ঘটেছে দেশাত্মবোধের। [illegible] শতকের প্রথমদিকে এই শ্রদ্ধাবোধ ছিল বিলুপ্তপ্রায়। বিদেশী সভ্যতার মোহ, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি হয় উপেক্ষিত। অন্ধ অনুকরণ স্পৃহায় [illegible] 'ইয়ং বেঙ্গলে' সম্প্রদায় কিন্তু এ ভাব চিরকাল নেই বিনষ্ট হয়েছে। দেশের অতীত যেখানে গৌরবদীপ্ত, কোন মোহমেঘ তাকে আবৃত করে রাখতে পারে না। মোহের প্রতিক্রিয়াতেই মোহমুক্তির প্রেরণা জাগে। উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রারম্ভেই সচেতনভাবে এই প্রেরণা এদেশে দেখা দিয়েছিল।

অবশ্য [illegible] যুগে আবির্ভূত হলেও হেমচন্দ্রের সময়েও দেশের দারুণ দুর্দিন [illegible] পরপদানত। আত্ম-গৌরববোধ তখনও সুপ্ত। স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ [illegible] মনে অস্ফুটচেতনা কিছুটা জাগলেও [illegible] শিক্ষা তখনও পূর্ণ [illegible] পশ্চিমমুখী। পশ্চিমের [illegible] পশ্চিমী নেশা, হৃদয়ে [illegible]। পূর্বাশার শুভ্রজ্যোতি [illegible] সম্পূর্ণ কাটেনি। [illegible] পরাধীনতার নাগপাশ। [illegible] এই অবস্থায় হেমচন্দ্রের [illegible]। তাঁর রচনায় স্বজাতি প্রীতি ও স্বদেশানুরাগের ভাবটি অতি প্রবল।

স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ কারও কর্মে, কারও মর্মে। কর্মীর প্রকাশ সক্রিয় কর্মে—স্বার্থত্যাগে, পরার্থপরতায়, সংগঠনে ও আত্মবিসর্জনে। আর মর্মীর প্রকাশ মর্মবীণার ঝংকারে। দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে কবির ভূমিকা মর্মীর; তিনি চারণ, তিনি সমালোচক। দেশের অবস্থাভেদে চারণ ও সমালোচকের কর্তব্যও অনেকটা সুনির্দিষ্ট। স্বাধীন দেশে প্রেমিক কবি সংগঠক ও সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন, দুর্নীতি-দলনে, রাজদণ্ডের অমোঘ পতনের নিরূপণে, দেশের প্রাণ-স্বাস্থ্যের রক্ষণে কবি-দৃষ্টি চির জাগ্রত, লেখনীও চির-উদ্যত। সেখানে তিনি দিক্-ভ্রান্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুধীর কাণ্ডারীর মত সৌন্দর্য-সংস্কৃতির [illegible]

সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঃ অনাদিশঙ্কর চক্রবর্তীর একটি মাত্র স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটক

বিলে থেকে বিবেকানন্দ ২·২৫

প্রতিধ্বনি ১
(বেতারে অভিনীত চীনা আক্রমণের পটভূমিতে দেশাত্মবোধক একাঙ্ক)

অন্তরে বিবেকানন্দ ১·২৫
(স্ত্রীভূমিকাবর্জিত বাল্য-কাহিনী অবলম্বনে)

পূজার বোনাস ১·২৫
(বেতারে অভিনীত হাসির একাঙ্ক)

প্রাপ্তিস্থান : বাক্ সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো (৯) গ্রন্থালয় ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট (১২) জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (৯)
প্রকাশক : বিশ্ববার্তা সাহিত্যাগার ৪৪।৪ গবচা রোড, কলিকাতা (১৯)।

সদ্য প্রকাশিত
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর অসাধারণ উপন্যাস
নতুন পটভূমিকায় রচিত

মকর কেতন ॥ ৪·০০

●

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে :

অতি বড় ঘরণী (উপন্যাস) ॥ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়
বাংলার নবজাগরণের কথা ॥ যোগেশচন্দ্র বাগল
কবি স্মরণে (২য় সংস্করণ) ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ঐন্দ্রজালিক (উপন্যাস) ॥ পশুপতি ভট্টাচার্য

●

লাল চীন

চীনের বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকার পশ্চাতে যে ইতিহাস তার বিস্তৃত আলোচনা "লাল চীনকে চিনুন" এই শিরোনামে প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় যুগান্তর পত্রিকায়। অমৃত বসবার প্রভৃতি কাগজেও লেখক শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায় এই পর্যায়ের আলোচনা করেন। বর্তমান এই সকল রচনা একত্রে পুস্তক আকারে লাল চীন নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

●

রবি প্রদক্ষিণ

সম্পাদক : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ সহকারী : অধ্যাপক অনিল সেনগুপ্ত
রবীন্দ্র প্রতিভার সম্যক আলোচনায় একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ
মূল্য ৭·৫০

●

সোনাটা ॥ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ ২·০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাষায়, "সংগীত আছে, স্বপ্ন আছে এবং তা সব জীবনেরই বৃত্ত ঘিরে। ছবির রং আর গানের সুর যদি, তাঁর কবিতায় না থাকত তবে বই-এর নাম 'সোনাটা'ই ব্যর্থ হয়ে যেত।" গ্রন্থের সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।

●

আমাদের প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি গ্রন্থ :
স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য ॥ ডঃ সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ১০·০০ ● Murder of British Magistrates ॥ বিনয় জীবন ঘোষ ॥ ২·৫০ ● অথ নষ্ট-ঘটিত ॥ সূত্রধার ॥ ৩·৫০ ● রাগপঞ্চম ॥ যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ॥ ৪·০০ ● এক নদী বহু তরঙ্গ (কবিতা) ॥ অজিতকৃষ্ণ বসু ॥ ৩·৫০ ● অনুবাদ—আমরা দুজন ॥ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ॥ ২·০০ ● চিত্র দেখা অরণ্য ॥ রাখাল ভট্টাচার্য ॥ ২·০০

আমাদের বই 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড-এ' পাওয়া যায়
[illegible]

[illegible] কিন্তু পরাধীনতার [illegible] সুন্দরের সাধক কবির ভূমিকায় [illegible]। মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে দেশকে তাঁরা অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সৌখিন চারণের শিঙা বজ্রনির্ঘোষে বেজে ওঠে।

হেমচন্দ্র প্রধানত চারণ-কবি। এই চারণ-গীতির মর্মমূলে রয়েছে ঐতিহ্য-চেতনা। এই অতীত-চারণায় স্পষ্টতঃ প্রাচীন ভারতের তিনটি গৌরবের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করা হয়েছে—ভারতের অতুলনীয় অতীত ঐশ্বর্য, জ্ঞান-গরিমা ও শৌর্য। ঐশ্বর্যে অতীত ভারত ছিল 'দেবেন্দ্র ভবন', 'বসুগর্ভা ভূমি'—জ্ঞানের নৈপুণ্যে ভারতের 'জয় কেতু মহাতেজে উড়িত' :

অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতী বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ।
ভবভূতি তব নাম অনাদ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব অন্তরে॥

[বীরবাহু কাব্য]

কবিকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রেরিত করেছে প্রাচীন ভারতের শৌর্য মহিমা। বলবীর্য পরাক্রমে, দোর্দণ্ড প্রতাপে সাহস ঐশ্বর্যে প্রাচীন ভারত ছিল 'জ্বলন্ত অনল সদৃশ'। বীরের জাতি ভারতবাসী ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত প্রতীক। দুর্বলতা ও ভীরুতাকে এদেশ কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, যুদ্ধে কখনও পরাঙ্মুখ হয়নি, শত্রুভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। সুযোগ উপস্থিত হলেই এদেশে এক সঙ্গে সহস্র দামামা বেজে উঠেছে, লহমায় মুক্ত কৃপাণ ঝলক দিয়ে উঠেছে, কোটি সেনার বীরদাপে প্রকাণ্ড মাটি কম্পিত হয়েছে। হিন্দুর হাঁক 'হর হর' শব্দে সে এক মহাভয়াল কাণ্ড :

সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল
নক্ষত্র অর্ণব আকাশ মণ্ডল।

[ভারত ভিক্ষা]

অতীত ভারতের এই শৌর্য-দীপ্ত চিত্র হেমচন্দ্রের হৃদয়ে অশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে এবং রচনায় সুদৃঢ় কঠোরতা, প্রচণ্ড উত্তাপ ও উৎসাহ বিস্তার করেছে। কবির রচনার একটি বৃহৎ অংশে বীরত্বের মহিমা কীর্তন, স্থায়ীভাবে উৎসাহ। হেমচন্দ্র 'বীর ধর্মে' জাতিকে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেছেন, প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়েছেন 'প্রাচীন ভারতের ক্ষাত্রশক্তির গৌরব কাহিনী : 'বীর্য যার ধরা তার বিধির নির্ণয়'।

এই দিক থেকে হেমচন্দ্র শক্তি-মন্ত্রী; তাঁর অন্তরে অগ্নিদীক্ষা, কণ্ঠে বীর্যের গান। শক্তি-সম্পাতে বীরাচারী সাধকের ন্যায় তাঁর হৃদয় শক্তি-স্পন্দনে নিরন্তর স্পন্দিত ও উদ্দীপনায় [illegible]।

[illegible]

[illegible] আইলো [illegible] দেখে [illegible] 'সা মিবাদ' শ্লোক [illegible] হলো—সেখানে শক্তির ভূমিকা কি? [illegible] এই যে, ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এসেছে, ভারতবর্ষের মূলনীতি ও প্রাণধারাই অদ্রোহ। কিন্তু ভারতবর্ষ এও জানে, আসুর শক্তির আঘাতে যে-কোন মুহূর্তে নীতি বিপন্ন হতে পারে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে চিরকাল বাধা সৃষ্টি করে এসেছে অসুর। তাই যজ্ঞরক্ষার জন্য ভারতবর্ষ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রশক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছে। ক্ষাত্রশক্তি দৈত্যশক্তির সংহারক, যজ্ঞের ধারক, নীতির পরিপোষক; ভারতের নীতি ক্ষাত্রশক্তির রক্ষাকবচে রক্ষিত। এই দুয়ের মিলনেই ভারতীয় জীবনের পূর্ণতা। হেমচন্দ্রের শৌর্য-এষণা এই পরিপূর্ণতাকেই প্রার্থনা করেছে। কবি বুঝেছিলেন, মন্ত্রশক্তি দেবত্বকে জাগ্রত করে, ক্ষাত্রশক্তি সেই মন্ত্রশক্তিকে বর্বরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। জপ, তপ, যোগ, আরাধনার শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু হিংস্রতা ও লোভ যেখানে উত্তাল, সেখানে তপঃশক্তির চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি, ক্ষাত্রতেজ ও অস্ত্রদীক্ষা। বজ্রনির্ঘোষে তাই কবি বলেন,

> এখন সেদিন না হক রে আর,
> দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
> হবে না—হবে না—খোল তরবার
> এ সব দৈত্য নহে তেমন।
> অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ
> রণ-রঙ্গরসে হওরে উন্মদ,
> তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
> জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।

[ভারত সংগীত]

প্রাচীন ভারতের গৌরব কীর্তন যেমন চারণ কবির রচনাবলীর একদিক, তেমনই আর একদিক—দেশের অধঃপতন ও দৈন্য-দুর্দশার জন্য সুগভীর মর্মন্তুদ আক্ষেপ। ঐতিহ্য-উজ্জ্বল ভারতের অবীর্য ও অধঃপতনে কবি হৃদয় ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত আর্তনাদ করে উঠেছে। ধিক্কারে ও আত্ম সমালোচনায় অধীর কবি জাতির প্রতি কঠিন অপবাদ প্রয়োগ করেছেন:

> হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি
> কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি।
> গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
> আর কি ভারত সজীব আছে!

[ভারত-সংগীত]

এমনকি বর্তমানের পতন লক্ষ্য করে [illegible] 'কুলাঙ্গার' 'পিশাচ' বলতেও [illegible] [illegible] হয়নি:

> [illegible]
> [illegible]

বাংলা সাহিত্যে অভিনব সংযোজন

কবিবর হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত

নৌকাডুবির পরে

রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"র উপসংহার
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত

রবীন্দ্রনাথের লেখা অংশসমূহের প্রতিচ্ছবি সহ এই অনাবিষ্কৃত সাহিত্যকর্ম অচিরেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত

রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী

রবীন্দ্রজীবনের প্রতিটি বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর সুনিপুণ বিন্যাস, প্রতিটি বৎসরের সাহিত্যকর্মের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং প্রতিটি বৎসরের গ্রন্থ-প্রকাশনার যাবতীয় তথ্যসম্বলিত আকর গ্রন্থ।

প্রবীণ গ্রন্থকার 'পূর্বকথা'য় নবাবী আমলের অবসানকালে (১৭৫৬) হতে আরম্ভ করে রবীন্দ্রজীবনের উন্মেষকাল পর্যন্ত ঠাকুর বংশের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠকের জন্য একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ। মূল্য: চার টাকা।

মনীষী জীবন অনুশীলনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক
সুশীল রায় প্রণীত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে 'দ্বিজেন্দ্রনাথ সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ' হলেও রবীন্দ্র-চিত্ত বিকাশের' পথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্মরণীয়। সুকুমার শিল্পের প্রায় সর্ববিধ ধারায় তিনি ছিলেন অগ্নিহোত্রী:—একদিকে সংগঠক, অপরদিকে সংস্কারক। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বেদব্যাসের মত নিরলস সেবাব্রতী। শিল্পকলা, সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য, বিজ্ঞান, এমন কি শিল্প-বাণিজ্য-উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ছিলেন অকুণ্ঠকুশলী। সকল দিকেই ছিল তাঁর অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত প্রাণাবেগ।

এই মহৎ জীবনের মহান হৃদয়ের বিরাট তথ্যসম্ভারকে আশ্রয় করে তাঁর জীবন-সাধনার প্রাণবন্ত চিত্র অতি সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন সুকবি সুশীল রায়। সচিত্র। মূল্য: দশ টাকা।

জিজ্ঞাসা ॥ ১৩এ, কলেজ রো, কলিকাতা—১

কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত......সদ্য প্রকাশিত

দশ বছরের সেরা সরস সংকলন

প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের সরস গল্প, কবিতা, নাটক, রম্যরচনা ও কার্টুনের সমাবেশ ৩,

গ্রন্থ-গৃহ ॥ ৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলিকাতা ১২

বাক্‌-সমাচার

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

সবিনয় নিবেদন,

বিশ্বকবির পুণ্য জন্মদিনে এবার আমরা কোন বই বার করছি না। তার বদলে 'চৌরঙ্গী'র সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। গত বছরের পঁচিশে জুন শংকর-এর এই দশ টাকা দামের বইয়ের প্রথম কপি বিক্রি হয়েছিল। তারপর এই সামান্য কয়েক মাসে হোটেল জীবনের পটভূমিতে লেখা বইটি কি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা হয়তো আপনাদের জানা থাকতে পারে। ট্রামে বাসে, অফিসে, ক্লাবে, চায়ের দোকানে কফি হাউস অধিবেশনে সর্বত্র এই বই নিয়ে আলোচনা চলেছে। এমন কি বিধানসভাও বাদ পড়েনি। বাজেট বিতর্ককালে জনৈক মাননীয় সদস্য 'চৌরঙ্গী'র বিষয়বস্তুর সঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করে একটি মিল দেখাবার চেষ্টা করেন। ফোকলা চ্যাটার্জি, মিসেস পাকড়াশী, রুশনাথন—এঁরা এখন আর শাজাহান হোটেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এই অপরিচ্ছন্ন সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরা। বিদগ্ধজনের আশীর্বাদেও 'চৌরঙ্গী' ধন্য হয়েছে। ধারাবাহিক প্রকাশকালে রম্য রচনার কুলগুরু, সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন "কী জিনিস ছাড়ছ রাদার সে যেন মাইরি ইটের থান"। বাঙালীর প্রিয় লেখক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন "সাহিত্যের পবিত্র ভূমিতে তুমি রাজপথ তৈরি করছো।" ইংরাজি সাহিত্যের প্রথিতযশা অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সমালোচক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতে "লেখার টান অসাধারণ। এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল ও মধুর ভাষা সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে খুবই কম দেখতে পেয়েছি।

সাংবাদিকতার অঙ্গনে যে লেখা 'চৌরঙ্গী' থেকেও বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তার নাম 'নেপথ্য দর্শন'। সাংবাদিকতার বিশিষ্ট নিদর্শন হিসেবে লেখক শ্রীনিরপেক্ষ দশ হাজার ডলার ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ করেন। মাসিক বসুমতী বলেন "প্রকৃতপক্ষে এই রচনা 'বক্তৃপ' যুগধর্মের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। গত চৌদ্দ বছর ধরে বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাধারণভাবে যে মনোবিকার অনুভব করছেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।" দাম সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এ-যুগের সাধারণ মানুষের আর এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র শংকরের এর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ গত ১লা বৈশাখ আমরা প্রকাশ করেছি। শাজাহান হোটেল সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক চৌরঙ্গীর এই পরের রচনায় অনেক নতুন খবর পাবেন। সাড়ে চার টাকা দামের এই বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। গল্প নয় উপন্যাস নয় রম্য রচনা নয়—যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ নেহাতই জীবন-অঙ্কের বই।

এক-এ চন্দ্র দুই-এ পক্ষ তিন-এ নেত্রর মতই সহজ আর একখানি বই শংকর-এর এক দুই তিন। দাম : চার টাকা। ষষ্ঠ সংস্করণ চলছে।

পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আমরা শীঘ্রই ৬৪ পাতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছি। ঠিক এই ধরনের বই এর আগে বাংলা দেশে কখনও প্রকাশিত হয়নি। আপনার ঠিকানা পেলে আমরা সানন্দে বইটি ডাকযোগে পাঠাব।

নমস্কারান্তে ইতি,
বাক্‌-সাহিত্য

করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের ভারত-নিন্দা স্বদেশ প্রেমেরই আর একদিক। এ তিরস্কার প্রকৃতপক্ষে জাতির নিন্দা নয়, আত্মধিক্কার জাগিয়ে জাতিকে স্বগৌরব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস। মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, তার সামান্য স্খলনও অসহনীয় মনে হয়। প্রেমপাত্রের দৈন্য ও গ্লানি প্রেমিকের নিজেরই দৈন্য ও গ্লানি। তাই ধিক্কার-বাক্য হয় কঠিন। মৌখিক সৌজন্য প্রকাশের প্রশ্নও সেখানে ওঠে না। কবি ভারতবর্ষকে একান্ত করে ভালবেসেছেন বলেই ভারতের পতন তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছে এবং তিরস্কার মৌখিক মধুর বাচনের সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। গভীর প্রেমের এই এক চিহ্ন।

এ শুধু তিরস্কার নয় রক্তাক্ত হৃদয়ের ক্রন্দন বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের আক্ষেপ:

১। আজি এ ভারত হায় কেন হাহাধ্বনি!
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
[পদ্মের মৃণাল]

২। হায় বসুন্ধরে তোমার কপালে
এই কি ছিল মা পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে সঁপিলে সকলে
পুরাতে নারিলে মানব আশা।
[ভারত বিলাপ]

এ সকল স্থলে শোকাপহত হৃদয়ের ক্রন্দন অতি গভীর। নৈরাশ্য বিক্ষোভ, অন্তর্জ্বালা সবকিছু মিলে একটি সকরুণ ঐকতান সৃষ্টি করেছে। এ যেন প্রিয় বিরহে অন্তর্বেদনায় আত্মীয়ের মাথা কোটা, চুল ছেঁড়া, বক্ষে করাঘাত করা। শোকের এই বহিঃপ্রকাশ আধুনিক রুচিবোধে বিগর্হিত মনে হতে পারে। কিন্তু বাঙালী শোক প্রকাশে চিরকাল এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে এসেছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে শোকার্ত বাঙালীর হাহাকার ক্রন্দনের দৃশ্য যে চোখে দেখেনি, তার পক্ষে এর মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়। হেমচন্দ্রের অনুভূতি অতি গভীর, প্রকাশের আবেগও তাই প্রাণোচ্ছল ও মর্মস্পর্শী। লোক-হৃদয়ে ঘা দিয়ে জাগ্রত করাই ছিল তার রচনার লক্ষ্য। একটি কবিতায় তিনি বলছেন:

গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও;
রহস্য রোদন কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
[বৃত্র সংহার]

'রহস্য, রোদন কিম্বা উৎসাহই' হেম-রচনার মূল উপকরণ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে 'শিক্ষিত বাঙালীর কবি' বলেছেন; তাঁর মতে, গুপ্ত কবি খাঁটি বাঙালী, গুপ্ত কবির পরে আর খাঁটি বাঙালী কবির আবির্ভাব হয়নি। উক্তিটি অর্ধ সত্য। শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হলেও অনুভূতির তীব্রতায়, [illegible] [illegible]-লোক-দুঃখ-বিজড়িত [illegible]

মাইকেল-পোপের শিক্ষা। মাইকেলের পৌরুষ-দৃপ্ত শ্লেষ কিংবা পোপের উগ্র শ্লেষ হেমচন্দ্রে ছিল না। গুপ্ত কবির শ্লেষের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা হেমচন্দ্রে না থাকলেও বিদ্রূপ সৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর গুপ্তেরই উত্তর সূরী অর্থাৎ খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর হাস্য-কৌতুকে একটা স্বকীয়তা আছে : সে স্বকীয়তা আবেগের উচ্ছলতায়, ভাবের অকৃত্রিমতায় ও খানিকটা স্থূলতায়। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও 'রসের তুবড়ি' রচনায় বাঙালী জাতিসুলভ সেই স্বকীয়তা রক্ষিত হয়েছে। এই বিদ্রূপাত্মক 'বিবিধ কবিতা'র ভিতর হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ অন্য খাতে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, দেশপ্রেমিক কবির ভূমিকা সমালোচকেরও বটে। যখন ফাঁকি ও মেকির শূন্যগর্ভ আস্ফালন প্রবল হয়ে ওঠে, উপকারের নামে স্বার্থসিদ্ধির ছলনা প্রকট হয়—তখন কবির লেখনীতে সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে। এই সমালোচনা ঋজুপথে অগ্রসর না হয়ে বাঁকা পথে চলে, তির্যক কটাক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রধূমিত হয়।

অসামান্য বই

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা
বিপ্লবী মহানায়ক **রাসবিহারী বসু**
রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতি কর্তৃক গ্রন্থিত ও প্রকাশিত। মহানায়কের রচনা ও অগণিত তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর সম্বন্ধে ভারতের তথা বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তাধারা। ৫০ খানার উপর দুষ্প্রাপ্য ছবি। চিত্র। অবিস্মরণীয় ও অপরিহার্য গ্রন্থ। মাত্র অল্পসংখ্যক মুদ্রিত। বর্তমান মাসেই প্রকাশিত হইবে। আপনার বইখানা শীঘ্র সংগ্রহ করুন।
মূল্য : ১২.০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাবলী : প্রথম ভাগ
ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের বিস্তৃত ভূমিকা ও আলোচনা সহযোগে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা সম্ভার। কাপড়ে বাঁধাই, পারিপাট্যে অনবদ্য। ১০.৫০

প্রত্যেকখানা বই ঘরে রাখবার
উপহার দেবার ও লাইব্রেরীর জন্য
মোরাকালার হাট অশোক গুহ ॥ ৮.৫০
কর্ণাটরাগ
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪.০০
অন্যমন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৪.০০
অ্যাক্সিডেন্ট
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২.৫০
চৌধুরী বাড়ি বিশ্বনাথ রায় ॥ ৪.০০
[illegible] সঙ্কর্ষণ রায় ॥ ২.৫০
[illegible] শিশির দাশ ॥ ৩.০০
[illegible]

এতে হাস্যের অন্তরালে থাকে জ্বালা, ব্যঙ্গের অন্তরালে থাকে আক্রমণ ও আঘাত, রসালো উক্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকে রদ-দংশন। গ্রাম বাংলার ভাষায় একে বলা হয় "রগড়"। "রগড়" কথাটির অর্থ "মজা" ও মাজা (-ঘষা) দুইই; অর্থাৎ এতে একই সঙ্গে থাকে মধু ও হুল। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের প্রকাশে এই রগড়ের ভূমিকা সামান্য নয়। ফাঁকা ও ফাঁকির ধাপ্পা বোঝাতে গিয়ে কবে রসের রাশ হাতে নিয়েছেন। বিদেশীর অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায়, স্বার্থের কূটজাল বিস্তারে ভালমানুষীর মুখোশ ধারণে—কিংবা দেশীয় লোকের স্তাবকতায় স্বার্থান্বেষণায় কবি যে মর্মজ্বালা অনুভব করেছেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে কবির রগড়ে কবিতায়।

এই কবিতাগুলো সমসাময়িক ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে লেখা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আগমন করেন। হেমচন্দ্র এই উপলক্ষে "ভারত ভিক্ষা" রচনা করেন। "ভারত ভিক্ষা" অবশ্য রগড় নয়। এটা রাজ-তোষণ বা স্তাবকতাও নয়, আত্ম-মর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেমিকের গর্ব, হতাশা ও প্রার্থনা। বিশ্বজয়ী ব্রিটিশের "রুল ব্র্যাটানিয়া রুল দি ওয়েভস্" সঙ্গীত শ্রবণে কবিপ্রাণ নিজের অতীত গৌরবকে স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়েছে :

ভারতের কেন ভারতের কথা
ভারতের বিধি ভারতের প্রথা
ধার্মিক সকলে পণ্ডিত সকলে
ফিনিক সিবীর যুনানী মণ্ডলে
ভারত অমূল্য মানিক হায়।
[ভারত ভিক্ষা]

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষাদ—নিবিড় বেদনাটি "দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী", আজ তারা আনত হতে চলেছে বৃটেন দেবতার পদতলে। কবির আহ্বানে ক্ষোভের ব্যঞ্জনা :

ভারত নক্ষত্র পরিয়া গলায়
রাজধানী মুখে ধাবিত হও।

কিন্তু ভারত আজ পরাধীন হলেও কবি বৃটিশকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর", "এ জাতি কখন জঘন্য নহে।" "ভারত ভিক্ষা" দুর্বল ভিখারীর ভিক্ষা নয়, এ ভিক্ষা অশ্রুতে অনুতাপে মিশানো গৌরবদৃপ্ত ভিক্ষুর ভিক্ষা। এ ভিক্ষায় "অরমহং ভো"—এই দৃপ্ত ঘোষণা। "ভারত ভিক্ষায়" জ্বালা আছে, আঘাত নেই। বিদ্রূপও নেই।

কিন্তু যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হেমচন্দ্র রচনা করেছেন "বাজিমাৎ"। মর্যাদাক্ষুণ্ণ কবি সেখানে নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছেন মারাত্মক বিদ্রূপে। ভবানীপুরের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় বাসভবনে হিন্দু পুরমহিলাদের দিয়ে যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানান। জাতের স্বার্থ-সাধনায় এই হীন প্রয়াসে কবি বিদ্রূপে ফেটে [illegible]

বাংলা সাহিত্যে
রঙ্গ ব্যঙ্গ ও আজগুবী রচনা
শীতাংশুকুমার বসু, সন্তোষকুমার দে
কুমারেশ ঘোষের PEN-এ পঠিত প্রবন্ধ ২
গ্রন্থগৃহ
৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলি-১২

নতুন বই নতুন চিন্তা নতুন স্বাদ
কমলকুমার মজুমদার
অন্তর্জলী যাত্রা
(উপন্যাস ৫.৫০)
নিম অন্নপূর্ণা
(গল্প সংগ্রহ ৩.৫০)
অসীম রায়
রক্তের হাওয়া
উপন্যাস ৫.০০
বিজন ভট্টাচার্য
সোনালী মাছ
(উপন্যাস ৫.৫০)
শিবশঙ্কর মিত্র
সুন্দরবন ৩.৫০
॥ এ বছরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছোটদের গল্পের বই ॥
ডাঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শান্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত
বাঙলা সনেট ৫.০০
সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত
রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প
৫.০০
প্রকাশিত হল
কানাই সামন্ত
শ্রীনন্দলাল বসু ৬.৫০
শিল্পীর জীবন ও কর্মের ঘনিষ্ঠ পরিচয়
প্রকাশ আসন্ন
বিনোদিনী দাসী
আমার কথা
প্রভাসচন্দ্র সেন
বাঙলার ইতিহাস
জিজ্ঞাসা প্রকাশ
[illegible], কলিকাতা ১২

[illegible] বা নেতার [illegible] [illegible]
[illegible] কবি বলেন,

যেতে থাকো দুধের্বর দো, খেয়ে [illegible] [illegible]।
তোমার খেলায় রাং হলো হরী
গোবরে শালুকে ফোটে॥......
ধন্য হে দুধের্ষ অরা বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাং করিলে
খেতাব সি, এস আই॥ [বাজিমাৎ]

"সাবাস হুজুক আজব শহরে"— এমনি আর একটি রগড়। স্যার রিচার্ড টেম্পল তখন ছিলেন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রতিনিধি-নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু সরকারী এই নীতি যে নিজেদের শাসন কায়েম করারই একটা চেষ্টা কবির তা অজানা ছিল না। ভোট যে "ভূজং" একথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ

ছেলায় টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে
মিউনিসিপাল বিলে॥

এ সম্পর্কে কবির শেষ কথা, 'মিউনিসিপেল মজা দেখে আক্কেল গুড়ুম।'

"ইলবার্ট বিল"-এর প্রতিক্রিয়ায় কবির

[illegible] [illegible] "নেতার [illegible] [illegible] সিবিলিয়ানগণ [illegible] [illegible] [illegible] হলেও ইউরোপীয়দের [illegible] দণ্ডবিধানে তাঁদের অধিকার ছিল না। লর্ড রিপন তৎকালীন আইন-সচিব স্যার কোর্টনি ইলবার্টকে দিয়ে এ বিষয়ে একটি সংশোধনী খসড়া প্রস্তুত করিয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করান। এতে ইউরোপীয় সমাজ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। সাধারণ শিষ্টাচার ভুলে তাঁরা লর্ড রিপনকে অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এই সকল ব্যাপার নিয়ে হেমচন্দ্র যে ব্যঙ্গ করেছেন, তাতে দেশ প্রেমিক কবির অন্তরের জ্বালার প্রকাশ অতি স্পষ্ট। দেশীয় লোককে যত মর্যাদাই দেওয়া হোক, ইংলিশম্যান যে "নেটিবের" কাছে নত হতে পারেন না, সে কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

গেল রাজ্য গেল মান ডাকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে বানসন কেশ্‌রিক, মিলার—
নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার-নেভার।"
[নেভার নেভার]

'হায় কি হলো ?' কবিতায় বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই ব্যঙ্গে বিক্ষোভ আক্ষেপ বিদ্রূপ সব ভাব এক সঙ্গে প্রকট হয়েছে। লর্ড রিপনের বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ, কারণ,

সফেদ কালো মিশ খাবেনা
সমান হওয়া পারে,
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ
দুক্রে উঁচু করে?

আবার জাতীয় অধঃপতনের জন্য গভীর খেদ :

পরের অধীন দাসের জাতি
'নেসন' আবার তারা।
তাদের আবার 'এজিটেশন'—
নুন উঁচু করা।
[হায় কি হলো?]

এই প্রসঙ্গে কবি এদেশের একটি চিরন্তন ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এদেশের রাজনৈতিক চেতনায় যতটা না দেশ প্রেমের আকৃতি, তার চেয়ে অনেক বেশি 'পার্টি পলিটিক্সের'। কবি বলেন,

হায় কি হলো—দলাদলি বাজলো ঘরে ঘরে
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য পরে।

হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক রচনাবলী সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও কতকগুলি দিক থেকে তাদের চিরকালীন আবেদন অস্বীকার করা যায় না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, [illegible] [illegible] মানুষ, খোসামুদে, [illegible], [illegible] দুর্নীতি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

"কথাসাহিত্য" মাসিক পত্রিকাটি বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা। বর্তমানে এর চতুর্দশ বৎসর চলছে। এতে মৃত লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকের অপ্রকাশিত রচনা যেমন বেরিয়েছে তেমনি সমসাময়িক সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকরাই এতে নিয়মিত লিখে আসছেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু লেখা এতে বেরিয়েছে—'অপরাজিত'র পরবর্তী খণ্ড 'কাজল' এতে লেখবার কথা ছিল, তার ভূমিকাটি লিখে তিনি মারা যান। তারাশঙ্করবাবুর দুটি বড় বই, প্রবোধ সান্যালের 'তুচ্ছ' (ও অন্যান্য বহু রচনা), অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' এবং আরও দুটি বড় বই, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস—এতে ধারাবাহিক বেরিয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর একক উপন্যাস একাধিক বেরিয়েছে, তাঁর বোধকরি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' এতে এখন বেরোচ্ছে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—এঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহৎ উপন্যাস অনেকগুলি বেরিয়েছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' এবং 'উপকণ্ঠে' এতেই বেরিয়েছিল। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' ৩য় খণ্ড ও 'অবধূত ও যোগিসঙ্গ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। রাজশেখর বসু যাবজ্জীবনএর নিয়মিত লেখক ছিলেন। এছাড়া প্রমথনাথ বিশী, ডাঃ সুশীল দে, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, বাণী রায়, নলিনীকান্ত সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি আরও বহু বিখ্যাত লেখক এতে নিয়মিত লিখে থাকেন। বোপদেব শর্মার 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা'-এর এক বিচিত্র আকর্ষণ। কথাসাহিত্যে প্রতি বৎসর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সম্বর্ধনা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এছাড়া দোল-ও পূজা সংখ্যা তো আছেই। এ-সংখ্যাগুলির দাম বেশী—কিন্তু গ্রাহকদের অতিরিক্ত লাগে না।

ক থা সা হি ত্য

সডাক বার্ষিক চাঁদা—৬·৫০

[illegible]
[illegible]

[illegible] দেশাত্মবোধমূলক রচনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, উনিশ শতকের শেষার্ধে দেশব্যাপী জাগরণের যুগে কবির বিশিষ্ট দান কি? দেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য-স্মরণে নতুনত্ব ছিল না। রঙ্গলাল থেকেই কাব্যে তার প্রকাশ দেখা গেছে। হেমচন্দ্রের প্রকৃতির সুর বেজেছে চৈত্র মেলার অপূর্ব সঙ্গীতে। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনাতেও কবিকে মৌলিক বলা চলে না; ঈশ্বর গুপ্তের রগড় অনেক বেশি তীব্র ও বলিষ্ঠ।

দেশ প্রেমের এই খতিয়ান করতে গিয়ে স্বভাবতই কবির 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কথা মনে পড়ে। মহাকাব্যের লক্ষণ বৃত্রসংহারে কতখানি আছে, তার বিচার করবেন কাব্য-বিচারকগণ; কিন্তু বৃত্রসংহার যে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশপ্রেমের স্বাদে পূর্ণ—একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। বৃত্রসংহারের মূল প্রতিপাদ্য বিজেতা, শক্তিমত্ত, অতি স্পর্ধিত ভোগপ্রমত্ত দৈত্যের কবল থেকে হৃত স্বর্গরাজ্যের উদ্ধার। উনবিংশ শতকের পর-পদানত, হৃত গৌরব ভারত সেই স্বর্গরাজ্যের প্রতীক, ক্ষুব্ধ পরাজিত দেবতা—হতমান ভারতবাসী। পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে স্বদেশের উদ্ধার মানসে যে বিক্ষোভ [illegible] ও যন্ত্রণা তারই প্রকাশ দেখা যায় কাব্যের সূচনায়—পাতালগহ্বরে পরাজিত দেবগণের মন্ত্রণায়। স্বদেশের উদ্ধার কল্পনায় যে বিভিন্ন মত ও পথের চিন্তা দেশবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত [illegible] কাব্যের সূচনায় তারও আভাস [illegible]। [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অন্ধকার মগ্ন অমানিশা।' এ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেবল পুরুষের চিত্তকে অধিকার করেনি, নারীসমাজও মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, 'পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই':

স্বাধীন [illegible] চিত্ত স্বাধীন প্রকাশ
স্বাধীন বিরাম চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস
স্পর্শ গৃহেতে বাস পরবশ আর
দুই তুল্য জীবিতের দুই তিরস্কার।
ইন্দ্রলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি [illegible]
যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।

[বৃত্রসংহার—৫ম সর্গ]

এই পারবশ্যের গ্লানি-মোচনের উপায় কি? দেবগণের মন্ত্রণায় বিচিত্র উপায়ের কথা বলা হয়েছে। দেবসেনাপতি স্কন্দ অনলমূর্তি দেব বৈশ্বানর, প্রখরতেজা দেব দেব ভাস্কর—সকলের মুখেই যুদ্ধের অনলগর্ভ বাণী, বীর্য প্রকাশের প্রয়াস। কবি নিজেও শক্তি-মন্ত্রে বিশ্বাসী। বীর্য-প্রকাশ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা কবির মনেও জেগেছে [দ্রষ্টব্য ভারত-সঙ্গীত]। কিন্তু ব্যর্থ বীর্যের প্রকাশ, যদি সে বীর্য তপঃশুদ্ধ না হয়। কবিবর হেমচন্দ্র এই আদর্শ তুলে ধরেছেন [illegible] বৃত্রসংহার কাব্যে। শুধু তাই [illegible] [illegible] দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক [illegible] [illegible] [illegible]-পরিচর্যার চিহ্নার্থ

আহ্বান। বাক্যের আড়ম্বর নয়, বাহুবা-স্ফোটের আস্ফালন নয়, দেশোদ্ধারে প্রয়োজন, —খাঁটি প্রেমিকের রক্ত, ত্যাগীর অস্থি। পুরাণের দধীচি সেই প্রেমিক, সেই হিতব্রতী, সেই ত্যাগীর জ্বলন্ত আদর্শ। সুরকন্যাগণ একবাক্যে এই দধীচির প্রশংসা করে বলেছিলেন:

জীব উপকারে যাঁর অনুরক্ত প্রাণ।
রত পর-উপকার, স্বার্থ-পরিত্যাগ,
কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের [illegible],
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—বীর-চূড়ামণি

[বৃত্রসংহার—১০ সর্গ]

দধীচি সত্যই জীব-চূড়ামণি। সেবকার্যে জীবন উৎসর্গ করতে হবে জেনে বিমর্ষ,

শিশির সেনের
কয়েকটি উপন্যাস

কানে কানে কহি তোরে ২-০০

—'তে যাহা বলিয়াছেন তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে সন্দেহ নাই। আজকের উপন্যাস রাজনীতিকে বাদ দিয়া শুধু 'মন দেওয়া নেওয়া'র রম্য কাহিনী হইলে মনে কোন সাড়া জাগে না। গণতন্ত্রীয় শাসনযন্ত্রে যে-সব গলদ দেখা দিতেছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আপনি 'কানে কানে' কহিলেও সোচ্চার হইয়াছে এবং নায়কের জীবনে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করিয়াছে উহাই আজ আমাদের চিন্তার খোরাক।' —নাট্যকার মন্মথ রায়।

আনন্দনিকেতন ৪·৫০

'শেষের কবিতার পর এমন বই পড়েছি বলে তো মনে হয় না।'
—ডক্টর এন এন চৌধুরী।

বিংশশতাব্দী ২·০০

'সবচেয়ে বড় কথা জীবনের সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় আছে।' —অন্নদাশঙ্কর রায়।

একটি ফুল দুটি নায়ক ৩-০০

'সমাজের প্রতি সাহিত্যিকের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিশির সেন সে দায়িত্বকে অস্বীকার করেন নাই। —যুগান্তর।

জ্বালা খাঁ বিরচিত

নয়নী ও রাজনীতি ৫·০০

'কলমের লোহশলাকা হাতে জ্বালা খাঁ শ্মশানে নেমেছেন। যেখানেই খুঁচিয়ে দেখেছেন, ফুলকির পর ফুলকির আগুন উঠেছে কলমের মুখে।' —দেশ।

আনন্দ পাবলিশার্স ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলি-১২

শোকার্ত শিষ্যদের কাছে তিনি নিজ মুখে বলেছিলেন :

হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী
জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম পালনে
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।
[ঐ—১৩ সর্গ]

দধীচি এই হিতব্রত পালন করেছেন 'দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।' দেশহিতব্রতে এই ত্যাগীর প্রয়োজন ছিল—আর সে প্রয়োজনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কবি হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র এখানে শুধু স্বদেশ প্রেমিক নন, তিনি দ্রষ্টা। তপঃশুদ্ধ স্থিতধী বীরের পূতাস্থি দ্বারা যে অমোঘ অস্ত্র নির্মিত হবে—

অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
সর্বত্র সকল কালে সর্বসংহারক।
[ঐ—১০ সর্গ]

—এই গূঢ় সত্য তিনি মর্মতলে অনুভব করেছিলেন। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 'আনন্দমঠে'র 'সন্তানদল'· এই আদর্শে স্বদেশপ্রেমের হোমানলে আত্মাহুতি দিয়েছেন এই দেশের দামাল ছেলের দল—ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন, গান্ধীবুড়ী। হাজার বীরের আত্মদানে, সহস্র দধীচির পূতাস্থি ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। তাঁরা আত্মদান করেছেন, আমরা জীবন পেয়েছি—তাঁরা কণ্টকে রক্তক্ষত হয়েছেন আমরা ফুল হয়ে ফুটেছি, তাঁরা অস্থি দিয়েছেন আমরা স্বাধীন হয়েছি। দেশহিতব্রতে এই আত্মদানের প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেছিলেন হেমচন্দ্র। বৃত্রসংহার কাব্যের দধীচি পুরাণ সত্যের নবীন আলেখ্য দধীচির প্রয়োজন যুগে যুগে কি স্বাধীনতা লাভে কি স্বাধীনতা রক্ষণে কি হিংস্র দানব শক্তির প্রতিরোধে।

আর একটি দিক থেকে কবির হেমচন্দ্রের দেশ আরাধের প্রসঙ্গ স্মরণীয়। স্বদেশপ্রেম হেমচন্দ্রে একটা ক্ষণিক বিক্ষোভ মাত্র নয় এ তাঁর অন্তর্নিহিত একটা উপলব্ধির প্রকাশ। জন্মভূমি তাঁর কাছে জগতের সার। এই জন্মভূমির একটি সর্বগ্লানিমুক্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্তিও তিনি কল্পনা করেছেন। দেশকে শুধু স্বাধীন করা নয় দেশকে তিনি দেখতে চেয়েছেন 'সর্বসুখসম্ম রূপে। প্রাচীন ভারতের মহিমময় চিত্রাঙ্কনে সেই আশার রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। 'আশা-কানন' সাঙ্গরূপক কাব্যেও এই ভবিষ্যৎ স্বপ্নাশার রূপায়ণ রয়েছে :

ভারত জননী যেন পুনর্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে,
ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
পূর্ব তেজ হাস্যাননে,
যৌবন' তাঁহারে নব আর্যজাতি
কিরীট কুণ্ডল তুলি,
পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
ঝাড়িয়া কলঙ্ক ধূলি।

স্বদেশজননীর সর্বসুখকর ভুবন-মোহিনী মূর্তির সর্বোৎকৃষ্ট রূপ কবি দেখেছেন পরমা প্রকৃতির সর্বশেষ রূপ 'মহালক্ষ্মী' মূর্তির ভিতর। 'দশ মহাবিদ্যা' কাব্যে কবি সেই আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। মহাশক্তির তন্ত্রোক্ত দশটি বিদ্যার রূপ, কবির দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের দশটি স্তর। পরিপূর্ণতার সর্বশেষ স্তর 'মহালক্ষ্মী'; এই স্তরে জননী 'সুমোহিনী', 'জীবিতের জীবন :

পদ্মাসনা করে পদ্ম
সতী সর্ব সুখসম্ম
দয়াতে ভুবনে ভব
জীবনদুঃখ হরিছে।

দেশজননীর এই রূপটিই কবির সাধের স্বপ্নমূর্তি। এই মূর্তিতে কবি দেশকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেবীর দশভুজা রূপের মধ্যে দেশের সার্থকতম প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন [illegible] উক্ত বেলা [illegible] এই ভাবে [illegible] কল্পনা করেছিলেন। হেমচন্দ্রও সেই সাধের কল্পনা করেছেন। [illegible] একটি [illegible] প্রতিষ্ঠিত দেখতে [illegible] ছিল দেশকে সর্বসুখসম্মরূপে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এ [illegible]

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার আবেদন শেষ হয়ে যায়নি। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক [illegible] বলেছিলেন 'নদীগর্ভে' প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিবে। প্রতিভাশালী লোকের ঝঙ্কার রেখার উপর তরঙ্গ তুলিয়া জাতিকে উদ্বোধিত করে।' হেমচন্দ্রের মরকণ্ঠ নীরব হলেও তাঁর 'রহস্য, রোদন কিম্বা উৎসাহের ঝঙ্কার চিরকাল প্রেরণা সঞ্চার করবে। কালের বুকে সুদিন ও দুর্দিন চক্রের মত আবর্তনশীল। সুদিনে হেমচন্দ্রের বাণী প্রেরণা দেবে ভারতকে 'সর্বসুখসম্ম রূপে' গঠন করতে, আর দুর্দিনে কবির আক্ষেপ 'ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?' জাতিকে জাগ্রত করবে প্রাণের গৌরবে।' 'বিশ্বকর্মার শিল্পশালা' আজও ভারতে গঠিত হয়নি, যার দানবশক্তির প্রতিরোধকল্পে অপোষীর দধীচির আত্ম- [illegible]

আই পি পি-র সাহিত্য-সম্ভার

সুনীল চক্রবর্তীর
অপাংক্তেয়
(উপন্যাস)
এই লেখকের অন্যতম উপন্যাস 'অঙ্কুরস্ত' সম্বন্ধে দেশ বলেন ; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য সংযোজন — এই গ্রন্থটি স্বগুণে অসাধারণ।
সাড়ে তিন টাকা

[illegible] দেবীর
সাজ বদল
[illegible]
[illegible] টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
রূপ লাগি
[illegible]
আড়াই টাকা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
ঘুমভাঙা রাত
[illegible]
উপন্যাস। দু টাকা

নলিনী বসুর
অন্তঃশীলা
[illegible] গল্পগাথা। আড়াই টাকা

স্বপনবুড়োর
পাশাপাশি
[illegible] কর্তৃক অভিনীত
সফল কৌতুক নাটক। দু টাকা

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড।
২০৬ [illegible] স্ট্রীট কলকাতা-৬।

উদীয়মানের সাহিত্যসৃষ্টিই আই পি পি-র লক্ষ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ চেতনা

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

১

স্বদেশ-চেতনার মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা অনেক নতুন শিখেছি, ইংরেজের সংস্পর্শে এসেই আমাদের মধ্যে স্বদেশ-চেতনা দেখা দিয়েছে।

"যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা—ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা' এবং 'জাতি প্রতিষ্ঠা' দুটি কথা ব্যবহার করেছেন। আসলে কথা দুটি অন্যনিরপেক্ষ নয়। একটি থেকে আর-একটির জন্ম। আগে 'জাতি প্রতিষ্ঠা' পরে 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা'। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা অর্থে স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় শাসন। কিন্তু স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়ের সংজ্ঞা কি? স্বজাতীয় শাসন কামনার আগে জাতীয়তা সম্পর্কে প্রতীতি হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যদি বলা যায়, ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের আগে ভারতবাসীর 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা'-বোধ ছিল না, তা হলে বুঝতে হবে, তখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ছিল না।

জাতীয়তাবোধের মূলে আছে ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধই মানুষকে এক পরিচয় দেয়। জাতি অর্থাৎ Nationality কথাটির সংজ্ঞা Mill এইভাবে দিয়েছেন—

"A portion of mankind may be said to constitute a nationality if they are united among themselves by common sympathies which do not exist between them and others, which make them [illegible]

[illegible]

বৃহত্তর সমষ্টিরূপে বাঁধতে পারত। এ-সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য উদ্ধারযোগ্য।

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই।"

একথা সাধারণভাবে সত্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতি প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা'ও প্রশ্রয় পায়নি। এর ব্যতিক্রম আছে। তবে ব্যতিক্রম নিয়মকে অপ্রমাণ করে না। প্রাচীনকালে যুদ্ধবিগ্রহ প্রচুর হয়েছে বটে, কিন্তু সে-যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নয়, রাজায় রাজায় যুদ্ধ। দেশরক্ষার দায়িত্ব রাজার। পরজাতির আক্রমণে মাতৃভূমি বিপন্ন, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য—এই সংকল্প নিয়ে প্রাচীনকালে ভারতবাসী কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি। আগেই বলেছি, এর ব্যতিক্রম আছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আমাদের মনোভাবের উদ্ভব। এই আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ-চেতনা। এবং এর মূলে ইংরেজী সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ইংরেজের শাসন। প্রাচীনকালে যে জাতি প্রতিষ্ঠা হয়নি, সেই অবস্থান উনবিংশ শতকে কি করে সম্ভব হল, এ-সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক। প্রাচীনকালে যে কারণগুলি জাতি প্রতিষ্ঠার অন্তরায় ছিল, উনবিংশ শতকে সেই কারণগুলিও বর্তমান ছিল [illegible] সার্বভৌম ছিল। [illegible] আধুনিককালে ইংরেজী [illegible] জাতি [illegible] এবং স্বদেশ-[illegible]

[illegible]

প্রতিষ্ঠা এবং স্বদেশ-চেতনা সম্ভব করেছে

এই অনুকূল পরিবেশটিকে বলতে পারি—ঐতিহ্য-চেতনা এবং ইতিহাস-জিজ্ঞাসা। আসলে এ দুটিও স্বতন্ত্র নয়। এক বোধের দুটি দিক। সাধারণত দেখা যায় ঐতিহ্য-সচেতনতাই জাতি প্রতিষ্ঠার মূলধন। যে বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে আমি একজন, সেই গোষ্ঠী শৌর্যে-বীর্যে, জ্ঞানে-বুদ্ধিতে, শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট—এই বোধটি জাতীয়তাবোধের পোষক। এই বোধ অহমিকাজাত হতে পারে, সঙ্কীর্ণ হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে [illegible] হতে পারে—তথাপি এই বোধ জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতবাসীর মধ্যে ঐতিহ্য-চেতনা এবং ইতিহাস-জিজ্ঞাসা দেখা দিল উনবিংশ শতকে। এই সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য আবিষ্কৃত [illegible]

Sir William Jones, Prinsep, Cunningham, Bothlingk, Max [illegible] Willson, Fergusson [illegible] মিত্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত—এঁদের [illegible] আবিষ্কার-ব্যাখ্যানে প্রাচীন ভারতের [illegible] অভূতপূর্ব গৌরবোজ্জ্বল [illegible] চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। সার্বজনীন [illegible] জানলাম, বর্তমান ভারতবাসী [illegible] প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বর্তমান [illegible] 'Common heritage' [illegible] একটি 'Common' [illegible] পাওয়া গেল, যা দিয়ে [illegible] একসূত্রে বাঁধতে পারা গেল। [illegible] প্রাচীন ভারতের [illegible] বর্তমানের [illegible] পরিমাণে [illegible]

[illegible] Jones [illegible]

[illegible]

শ কু ন্ত লা

সতীন্দ্রনাথ লাহা বিরচিত

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা সলিলিখিত ভাষার গদ্যে পদ্যে ভাবানুবাদ করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহা।

চিত্রশিল্পীর হাতে লেখনীও যে তুলি হয়ে দাঁড়ায় তার পরিচয় এই বইখানি। রূপ ও কথার সার্থক সমাবেশ ঘটেছে এখানে।

তাঁরই আঁকা ষোলোখানি বহুবর্ণ চিত্রের সুন্দর সমাবেশ বইটিতে।

উপহারে অতুলনীয়
প্রতি পৃষ্ঠার অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদ এঁকেছেন
খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুর।

বইখানি কিনুন, দেখে পড়ে পরিতৃপ্ত হোন,
প্রিয়জনকে উপহার দিন।

দাম—ছয় টাকা

প্রকাশক—আর্ট ইউনিয়ন, ৮০।১৫, গ্রে স্ট্রিট, কলিকাতা—৬

প্রিয়জনদের প্রিয় গ্রন্থ উপহার দিয়ে গ্রন্থপার্বণ সার্থক করে তুলুন

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ। শ্রীজওহরলাল নেহরু ॥ 'GLIMPSES OF WORLD HISTORY'
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য; ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৫.০০ ॥

ভারতে মাউন্টব্যাটেন। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ॥ 'MISSION WITH MOUNTBATTEN'
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণের বহু রাজনৈতিক ঘটনার ভিতরের রহস্য ও অজ্ঞাত তথ্যাবলীসমৃদ্ধ গ্রন্থ ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ : ৭.৫০ ॥

আত্ম-চরিত। শ্রীজওহরলাল নেহরু ॥ শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী নয়; আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায় ॥ তৃতীয় সংস্করণ : ৭.৫০ ॥

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। প্রফুল্লকুমার সরকার ॥
ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বিশ্বকবির কর্ম, প্রেরণা ও চিন্তার সুনিপুণ আলোচনা ॥ তৃতীয় সংস্করণ : ২.৫০ ॥

অর্ঘ্য। সরলাবালা সরকার ॥ কবিতা-সংকলন ॥ দাম : ৩.০০ ॥

চার্লস চ্যাপলিন। আর জে মিনি ॥ চার্লির জীবনাটের মৌলিকতার কাহিনী, তাঁর শিল্পকলা আর প্রণয়-অন্তরঙ্গ বর্ণনা ॥ দাম : ৫.০০ ॥

আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ ২.৫০

জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছে। আমরা জানলাম, জাতি হিসাবে আমরা প্রাচীন এবং চিন্তায়-কর্মে আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি-সমূহের অন্যতম। এরই সঙ্গে জানতে পারা গেল, এই প্রাচীন জাতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজপুতদের ইতিবৃত্ত আবিষ্কৃত হল, তাঁদের বীরত্ব-কাহিনী আমাদের রক্তের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করল।

এরই প্রত্যক্ষ ফল জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ-চেতনা। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-গরিমাই দেশকে দেশবাসীর কাছে বরণীয় করে তুলল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর যুগের প্রায় প্রত্যেকেরই জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ-চেতনার মূলে আছে ঐতিহ্য-সচেতনতা। ঐতিহ্য-চেতনা থেকেই দেশের ইতিহাস-জিজ্ঞাসারও সূত্রপাত। এই যুগের শিক্ষিত লোকের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা কি রকম প্রখর ছিল, তা কারও অজানা নয়। এই ইতিহাস-জিজ্ঞাসা স্বদেশ-চেতনা-প্রসূত বলে মনে করি।

২

স্বদেশ-চেতনা আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বের পর থেকে দানা বাঁধতে শুরু করেছে বলে বাংলা ভাষায় স্বদেশ-চেতনা কথাটি আমরা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। স্বদেশ-চেতনা অর্থে আমরা বুঝি দেশ বন্দনা অথবা স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই স্বদেশ-চেতনা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা এমন সব রচনা স্মরণ করি, যা আবেগধর্মী এবং যে-রচনার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মহিমা জ্ঞাপন। এইসব রচনা অবশ্যই স্বদেশ-চেতনাপ্রসূত। তবে স্বদেশ-চেতনা কথাটি ব্যাপকতর। স্বদেশ-চেতনার ব্যাপক অর্থ দেশের মঙ্গল কামনা, দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহল। এক কথায়, দেশ সম্পর্কে উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ও উপেক্ষার পরিবর্তে ঔৎসুক্য এবং প্রীতি। দেশের রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এই ব্যাপক দেশ-চেতনার একটি দিক মাত্র, সব দিক নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই যদি স্বদেশ-চেতনার একমাত্র লক্ষণ হয়, তা হলে যে দেশ পরাধীন নয়, সে দেশবাসীর স্বদেশ-চেতনা প্রকাশের অবকাশ কি? ভারত-বর্ষের পরাধীনতাকে অবলম্বন করে ভারতবাসীর স্বদেশ-চেতনার স্ফুরণ হয়েছিল। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন; তাই বলে কি বর্তমান ভারতবাসী স্বদেশ-চেতনা-রহিত? এ কথা ঠিক, [illegible]

ফেলেছি যে, কথাটি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিশব্দরূপে চালু হয়ে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনাকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। 'আনন্দমঠ' একশ্রেণীর দেশব্রতীকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, 'বন্দে মাতরম' সংগীত আবেগ-প্রধান বটে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আবেগধর্মী ভাষায় বাংলা দেশের শ্রী-সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-চেতনার একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের ব্যাপক মঙ্গল সাধনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এত গভীরভাবে, স্পষ্টভাবে এবং ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছিলেন, যা তাঁর যুগের অথবা পরযুগের খুব কম লোকই করেছেন। সর্বোপরি দেশবাসীর কাছে দেশহিতব্রতের আদর্শ এবং সাধারণভাবে একটা উন্নত সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শ তিনি দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই যুগের বাঙালীর একটা স্পষ্ট জীবনাদর্শের বড় প্রয়োজন ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কথার আতসবাজী নয়, যুক্তিহীন আবেগের প্রলাপ নয়, তাঁর দেশপ্রেম একটা গভীর জীবন-দর্শন থেকে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম দেশপ্রীতিকে মানব-জীবনের বৃহত্তর কর্মপরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশপ্রেম যে মানব-জীবনের আরও বহু-প্রকার বৃত্তির মধ্যে একটি দেশপ্রেম যে সাময়িক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয়—এই কথাটি স্পষ্টভাবে, সুন্দরভাবে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহত্তর এবং গভীরতর জীবনসাধনার কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন ইংরেজ জাতির এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি সাধারণভাবে সুপ্রসন্ন ছিল। অনেক জায়গায় তিনি ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি রচনা করেছেন—

> "আর এক্ষণে রাজকার্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদের রাজরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা একদিকে উন্নতিরোধক। তেমনি আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি তেমনি আর একদিকে উন্নতি হইতেছে।"

এখানে সাধারণের চোখে স্পষ্টই একটা বিরোধ রয়েছে। একদিকে স্বদেশ-চেতনা আর একদিকে ইংরেজ শাসনের স্তুতি—এ দুটি পরস্পর বিরোধী আর একই [illegible]

বিনি সুতোর মালা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩·০০

অতি পরিচিত পরিবেশ। দুটি কি তিনটি চেনা চরিত্র। ঘটনা সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য ঘটনার বিদ্যুৎদীপ্তিতে আমাদের দৈনন্দিন দেখা চেনা মানুষের অদৃশ্য মনোলোকের যে অজ্ঞাত রূপটি ছবিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা অসামান্য এবং বিস্ময়কর। বিস্তারের চেয়ে গভীরতার, বহিরঙ্গের পারিপাট্যের চেয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতার 'নরেন্দ্রনাথ' অধিক আগ্রহী। লেখকের সর্বাধুনিক গ্রন্থ বিনি সুতোর মালায় তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নীলরাখী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩·৫০

বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে যখন এদেশে সবকিছুই ভাঙছে—দেশ সমাজ, পরিবার, ব্যক্তির আশা স্বপ্ন-বাসনা—**নীলরাখী** সেই সময়ের কাহিনী। পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মাঝখানেও কেউ কেউ মালা গাঁথে, কেউ কেউ সুতোর হারানো খেই আর খুঁজে পায় না। রহমন সাহেবরা বাড়ি ফেলে চলে গেছেন পাকিস্তানে, সে বাড়িতে কাঞ্চনপুকুর থেকে পালিয়ে আসা চৌধুরী-বাড়ি আবার বাস্তু বাঁধতে চায়। কিন্তু যারা গেছে তারা কি সবাই চলে গেছে? হবিব বসে—'না'। বিলটু বোরখার মুখ-ঢাকা যে মেয়েটিকে নিশুতি রাতে কাঁদতে দেখেছিল, সে কে?

নীলরাখী বাংলাদেশের বর্তমান দর্পণ।

কুমারীকন্যা কাহিনী

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ৩·০০

পুরাণের রহস্যময় চরিত্র-শিচিত্রা। পুরাণ-অতীতের, তার চরিত্র চিরন্তন। [illegible] এর আবেদন অনন্যসাধন এর আস্বাদন।

রঞ্জনা (উপন্যাস) — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩·০০

নদীর মত (উপন্যাস) — প্রফুল্ল রায়

বিনয় ঘোষ (কালপেঁচা)

কালপেঁচার নকশা	৪·০০	কালপেঁচার দু' কলম	৩·০০
কালপেঁচার বৈঠকে	৩·৫০	কলকাতা কালচার	৬·০০

টাউন কলিকাতার কড়চা ৬·০০

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাঃ) লিঃ । ৩৭এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সি—৫০৬

[illegible] সত্য। সে আদর্শ অন্যকে অস্বীকার করে না, সকলকে স্বীকার করে। সে [illegible] বিদ্বেষের উপর, বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার প্রতিষ্ঠা প্রেমের উপর, মিলনের উপর।

[illegible] যৌগিক [illegible]। রামমোহন রায়কে আমরা আধুনিক ভারতবর্ষের জনক বলে জানি। একদিকে রামমোহন প্রেস অর্ডিন্যান্স-এর বিরুদ্ধে, জুরী অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আবার একথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন [illegible] প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেই কারণে ইংরেজ শাসন দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

রামমোহন ইংরেজ শাসনকে কি চোখে দেখেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই চিঠিখানায়—

"I now conclude my Essay by

কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য শক্তি আছে। আর, কী [illegible] কাচা! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

[illegible]

[illegible] up thanks to the Supreme [illegible] of the events of this universe, for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the Government of the English; — a nation who not only were blessed with the enjoyment of civil and political libety, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence commands."

এখানে ইংরেজ জাতি এবং ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ, এক সময় ইংরেজ বিদ্বেষই স্বদেশ-চেতনার প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত সে মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশপ্রেমিক ত দূরের কথা, দেশদ্রোহী বলতে হয়। আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম মিলন-ভিত্তিক। ইংরেজের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেও যে দেশকে ভালোবাসা সম্ভব, পরদেশ এবং পরজাতিকে ঘৃণা না করেও স্বদেশ এবং স্বজাতিকে ভালোবাসা যায়, তার পরিচয় বঙ্কিম সাহিত্যে আছে এবং আছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের অনুকূল। বিদ্বেষ সংকীর্ণ, প্রেম উদার। পরজাতি এবং পরদেশকে আমরা যতখানি অস্বীকার করব, ঠিক ততখানি আমরা বিশ্বপ্রেমের আদর্শ থেকে [illegible] হব। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম বিশ্বকে অস্বীকার করে স্বদেশকে একান্ত করেনি, স্বদেশ-চেতনাকে তিনি বিশ্ব-চেতনায় রূপান্তরিত করেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে। এবং সেই কারণেই ইংরেজের সঙ্গে দেশের মিলনধর্মী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাম্য ছিল।

অনেকের ধারণা, বঙ্কিম ইংরেজের চাকরি করতেন বলে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবার পক্ষে তাঁর বাধা ছিল। এ-ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোট করা হয়। তদুপরি এ-ব্যাখ্যা ভুল। কোন কোন মহলের ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সমর্থক ছিলেন। কোনপ্রকার বাদ-বিবাদের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, নির্জীব বাঙালী জাতি একমাত্র ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে সজীব হতে পারে। 'জাতিবৈর' প্রবন্ধটিতে তিনি ইংরেজ-বাঙালীর সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইংরেজ-বাঙালীর বৈরভাবকে তিনি নিন্দনীয় মনে করেননি। তিনি বলেছেন, যতদিন বাঙালী ইংরেজের তুল্য না হয়, ততদিন এই বৈরভাব অক্ষুণ্ণ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে—

> "জাতি বৈর স্পৃহনীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নহে। দ্বেষ, মনের অতি কুৎসিত অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙালী ইংরেজের প্রতি বিরত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন।"

ইংরেজের অনিষ্ট কামনা অনুচিত। কারণ, ইংরেজ আমাদের জাতি-চরিত্র গঠনের প্রেরণা। প্রেরণাকে বিনষ্ট হতে দেওয়া অসংগত। আবার, 'ইংরেজের একান্ত বশম্বদ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ,

> "ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে, যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেননা গায়ের জ্বালা থাকিবে না।"

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য জাতীয় উন্নতি। সেই উন্নতির উপায়-স্বরূপ বলেই ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর মধ্যপথের সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করেছেন। এই মধ্যপথের সম্পর্ক তিনিই আবিষ্কার করতে সক্ষম, যিনি মধ্যপন্থী এবং যিনি নিয়ত উদারচিত্তে স্বদেশের এবং স্বজাতির উন্নতি কামনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের প্রতি প্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীকে [illegible]

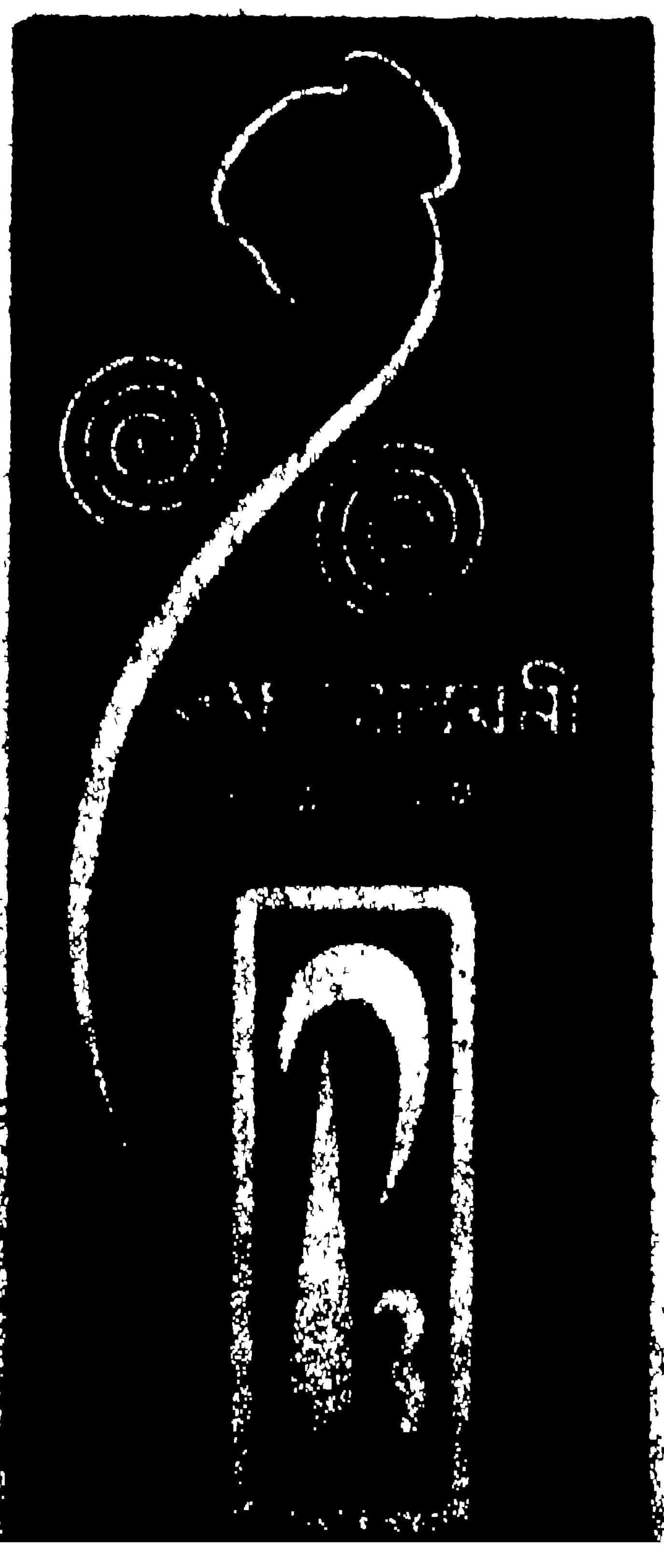

[illegible]

বাংলাসাহিত্যে বিচিত্রার [illegible]

ভ্রমণ সাহিত্য

মহানোভিরেট ॥ মৈত্রেয়ী দেবী
দাম : ৬·৫০

ভারত তীর্থ ॥ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
দাম : ২·০০

অনুবাদ সাহিত্য

আবরণ
সমারসেট মম
দাম : ৫·০০

তরাই-এর তরুণী
সেলমা লাগেরলফ
দাম : ২·০০

রবীন্দ্র সাহিত্য

সংবাদ বিচিত্রা গ্রন্থমালা
১। রবীন্দ্র জীবন-পঞ্জী
২। নোবেল প্রাইজ ও রবীন্দ্রনাথ
৩। শ্রীনিকেতন পরিচয়
প্রত্যেকটি ·৫০ নয়া পয়সা

শান্তিনিকেতন পরিক্রমা
চিত্তরঞ্জন দেব
বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত।
দাম : ১·৮০

সৃজনী
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক সংকলন
দাম : ৮·০০

শিশু সাহিত্য

সীতা দেবীর
আজব দেশ
দাম : ২·০০

নিরেট গুরুর কাহিনী
দাম : ১·৫০

খগরাজের
পিকনিক
দাম : ০·৮০

ঝুমকোলতা
দাম : ২·৫০

শতবার্ষিকী পোস্টকার্ড
প্রতি প্যাকেট ১·০০

ভারত শিল্প চিত্র—[illegible]
দশটি চিত্র প্যাকেট ১·৫০

[illegible]

র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একদা ফরাসী দেশে র‍্যাঁবো এবং ভের্লেনের কণ্ঠে উচ্চারিত, বহুনিন্দিত, ভয়ংকর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। রীতিবিরুদ্ধ দুই কবির নীতিহীন জীবনযাত্রা, জেল স্টেশনে বসে অসমাপ্ত আত্মহত্যা, দুর্বোধ্যমির চেষ্টা, জেদ, অত্যাচার এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর কয়েকটি অমর, অমোঘ কবিতা। শতাধিক বৎসর পর কলকাতার কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির জ্যান্ত অনুবাদ প্রকাশ করলেন। সেই সঙ্গে অনুবাদকের নিজস্ব কয়েকটি দ্বিধাহীন, সত্য, উজ্জ্বল কবিতা। অনুবাদকের নিজস্ব কবিতাগুলির সঙ্গে র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের কবিতাবলীর কোন যোগাযোগ নেই বা যোগাযোগ দেখাবার কোনরকম চেষ্টা করা হয়নি। দাম—আড়াই টাকা।

কৃত্তিবাস প্রকাশনী। ৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা ২৮।

কৃত্তিবাসের নতুন সংখ্যা দু টাকা দামে এখনো পাওয়া যাচ্ছে

(সি ৬৪১)

জগদীশবাবুর গীতা

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ... ভারত-আত্মার বাণী

শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.০০ কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালি ... বাংলার ঋষি ...

বীরত্বে বাঙালি ... বাংলার মনীষী ১.২৫

বিজ্ঞানে বাঙালি ... বাংলার বিদুষী ২.০০

আচার্য জগদীশ ২.০০ রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.৫০ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.৫০

জীবন গড়া .৭৫ রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!

যে কোন প্রকারের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বাকলা

ভারত গভঃ রেজিঃ নং ...

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, ...

ডাঃ ... ৪.৫০ নঃ পঃ

দি বাকলা ঔষধালয় । ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ...

বাঙ্গালীকে ইংরেজের অনুকরণ [illegible] নির্দেশও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন—

"অনুকরণ মাত্র কি মন্দ? তাহা কখন হইতে পারে না।......বাঙ্গালি ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ইংরেজের ছাঁচে ঢালাই হক? কখনই না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ইংরেজের চিত্ত-ধর্ম অনুকরণ করুক। যেখানে ইংরেজ যথার্থই আমাদের চেয়ে বৃহৎ এবং মহৎ সেই বৃহৎ এবং মহৎকেই বাঙ্গালী গ্রহণ করুক। ইংরেজের বাহ্যিক অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্র কি চোখে দেখতেন তা কারও অজানা নয়। লোকরহস্যে বা অন্যত্র তার আভাস পাওয়া যায়। যেমন

"একদা প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত কদলী-কুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান বাবু সেবনার্থ পরি-ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট কোট পেণ্টালুন চেন চশমা চুরুট চাবুকধারী টুপাবৃতমস্তক এক নবাবাবু তথায় উপস্থিত। হনুমান-চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন "কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে আসিতেছে। এরূপ পদাঙ্কুঞ্চে দেশ গমন চর্বন প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বদেশী এবং স্বজাতি অতএব ইহাকে আমি অবশ্যই আদর করিব।'

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সম্পর্ক কেন সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'আনন্দমঠ' এর চিকিৎসক

"এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

এ নির্দেশ সত্যদ্রষ্টার নির্দেশ যিনি দেশ এবং জাতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ত্রিমূর্তিকে আপন চিত্তপটে প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটা মত স্বতঃসিদ্ধের মত চালু হয়ে গিয়েছে। সেটি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনা বঙ্গকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিষয় ছিল ভারতবর্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশ। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি ব্যাপক, বঙ্কিমের চিন্তার পরিধি সংকীর্ণ। এই মতটিকে অন্যভাবে প্রকাশ করলে দাঁড়াবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাদেশিক, রবীন্দ্র-

[illegible]
[illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের সময় [illegible] সঙ্গে অপরিচিত অথবা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট।

একথা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস বাংলা দেশের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা। আবার একথাও ঠিক, তাঁর কতকগুলি উপন্যাসের পটভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাস। সুতরাং এর দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন 'ভারতকলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি'।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাঙালী লেখক। স্বভাবতই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর মমতা কিছু বেশী থাকা উচিত। তথাপি নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর মন আদৌ শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিল না। আজ যে ভাষা-সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা চরম নীচতা ও দীনতার পরিচয় দিচ্ছি, অনুরূপ সমস্যা বঙ্কিমের সময়ও ছিল। এই সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত তিনি এইভাবে দিয়েছিলেন—

> "এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বঙ্গকেন্দ্রিক—একথার তাৎপর্য কি? একমাত্র বঙ্গদেশের উন্নতি কি তাঁর কাম্য ছিল? অথবা তাঁর ধারণা ছিল বাংলা দেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র? এ কথার উত্তর পেতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের স্বরূপ কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন। জাতীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। সে জাতীয়তা কোন্ প্রকৃতির? বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কোথায়ও জাতীয়তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেননি, তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতিগঠন কেন হয়নি তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে 'জাতীয়তা' সম্পর্কে তাঁর ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

> "আর্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। বাহ্লীক হইতে পৌণ্ড্র পর্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা [illegible] পরিপূর্ণ হইল। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রকাশিত হল

অসামান্য পুরুষ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তাঁরই জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত এক আশ্চর্য কাহিনী নিয়েই এই অসামান্য রচনা। পূর্ববঙ্গের অখ্যাত দরিদ্র বৈদ্যনাথ এই কাহিনীর নায়ক,—যিনি এই অসামান্যের স্নেহচ্ছায়ায় ধাপে ধাপে উঠেছেন সফলতার

সাগরময় ঘোষের

একটি পেরেকের কাহিনী

দু'টাকা

শিখরে। কিন্তু তিনি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন দিকপাল চিকিৎসক ও কৃতী প্রশাসক এই কর্মযোগীর অন্তরে লুকিয়ে আছে এত মমতা, বাৎসল্যরসের এত প্রবাহ?

এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

৫৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

বাংলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গকান্ত
ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত

বাংলার লোক-সাহিত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : ছড়া

প্রকাশিত হইল

বাংলা ছড়ার বিস্তৃততম আলোচনা ও বৃহত্তম সংগ্রহ
তৎসহ আধুনিক কবিতার ছড়ার প্রভাব সম্পর্কিত বিস্তৃত অধ্যায়

প্রথম খণ্ড : আলোচনা
তৃতীয় সংস্করণ

প্রত্যেক খণ্ড সুরম্য কাপড় বাঁধাই : প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
দাম ১২·৫০ মাত্র

আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা, উত্তরাপথ, [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible], নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসাহিত্য, [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]।

ক্যালকাটা বুক হাউস

[illegible]

রণজিৎকুমার সেনের স্বদেশী গানের বই

॥ বন্দেমাতরম ॥

শ্যামল মিত্র, সনৎ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক রেকর্ডে গীত। ৪০টি স্বদেশী সঙ্গীতের মনোরম সংকলন। দেড় টাকা।

রণজিৎকুমার সেনের আমার কবিতা তুমি - ২·৫০

দুখানি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ POEMS ... 2/-

॥ রণজিৎকুমার সেনের শ্রেষ্ঠ গল্প......৫৲ ॥

ভারতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সি—৫১১

নতুন প্রকাশিত হ'ল :—

বিমল কর

অশোক কানন

মা ও মেয়ে শহর কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভেসে চলল। মায়ের অসামাজিক জীবনধারণ মেয়ের মনে তিক্ততার সৃষ্টি করল। সে চাইল একটা সুখের সংসার গড়ে তুলতে, কিন্তু পরিবেশ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। একটি অনবদ্য উপন্যাস। দাম : ৩·৫০

যতীন্দ্রনাথ দাশ **ইমন বেহাগ বাহার**

সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-দৈন্য ও তার মহৎ পরিণতি যতীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ লেখায় উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে। আজকের সমাজে বইটির বিশেষ মূল্য আছে। দাম : ৫·৫০

নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত **মানগড়ের মামলা**

এক জমিদারের লালসা ও কামনার ফলে বাল্যবিধবা সুন্দরী মালতীর উপর অকথ্য নির্যাতন এবং পরিশেষে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। উপন্যাসটি একটি সুন্দর বিচার কাহিনী। দাম : ৩·০০

সিন্ধুপারে বিকাশ আর মার্গিন। তাদের প্রেম যেন একটি সুরের মূর্ছনা। বিদেশের পট-ভূমিকায় লেখা বিচিত্র সুন্দর লেখক নীহাররঞ্জনের একটি অপূর্ব উপন্যাস। দাম ৭·০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় **সুপ্রিয়ার বন্ধন**

সুপ্রিয়া তার সুন্দর সঠাম দেহবল্লরীকে উপচার করে অসামাজিক পথে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজ রক্ষা করতে পারল না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা উপন্যাস। দাম : ২·৫০

সমরেশ বসু		শচীন্দ্রভূষণ মজুমদার	
[illegible] (২য় মুদ্রণ)	৪·৫০	নির্বাণ	৩·৫০
[illegible] (৩য় ")	২·০০	[illegible]	৩·০০

[illegible] ৩·০০ [illegible] ২·৫০

[illegible] ২·৫০ [illegible]

[illegible]

[illegible]

জাতীয়, এবং বোম্বায়? [illegible] থাকিবে।"

এতেই প্রমাণ হয় বঙ্কিমচন্দ্র "এক-জাতীয়ত্ব" বলতে সমগ্র ভারতবাসীকে বুঝে-ছিলেন। সেই 'একজাতীয়ত্বে'র মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী সকলেরই স্থান আছে। তবে সে আদর্শ "একজাতীয়ত্ব" গড়ে উঠতে পারেনি। গড়ে উঠুক বা না উঠুক 'একজাতীয়ত্ব' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং জাতীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমের মনে যে আদর্শ ছিল সে কেবল বঙ্গকেন্দ্রিক নয়, হিন্দু-কেন্দ্রিকও নয়। সমগ্র ভারতবর্ষকে নিয়ে, যাবতীয় ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে 'এক-জাতীয়ত্বে' প্রতিষ্ঠা। সকলকে একসূত্রেই গেঁথেই সে জাতিগঠন। একেই অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথ 'মহামানব' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথে যা 'মহামানব', বঙ্কিমে তাই 'একজাতীয়ত্ব'। বস্তু এক ভাষা পৃথক।

এই 'একজাতীয়ত্বে'র কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর এক জায়গায় স্পষ্টতরভাবে বলেছেন—

> "ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাঙ্গালীর কল্যাণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য হলেও তা ভারত কল্যাণেরই নামান্তর। ভারতের উন্নতির সোপানস্বরূপ বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী সকলকে নিয়ে 'সাধারণ মিলনভূমি'র কথা স্বাধীন ভারতে নূতন ভাবে আমরা চিন্তা করতে শুরু করেছি। সে 'মিলনভূমি'র চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এসেছিল বহু আগেই।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাতীয়তার মধ্যেই একটা সংকীর্ণতা আছে। এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতার আভাস স্পষ্ট-ভাবেই দিয়েছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] সংকীর্ণ জাতীয়তার [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত বা বঙ্কিম-চন্দ্র [illegible] ছিল না। সেই কারণে এই [illegible] একটু পরেই তিনি বলেছেন—

> "দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি বিলাস পরিশূন্য তাহা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার দুয়েকে সোপানের বিকাশ আছে।"

এই উক্তিতেই স্পষ্ট বোঝা যায় জাতীয়তার স্বরূপ এবং আদর্শ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা কি ছিল। বাঙালীর কল্যাণ তাঁর চিন্তাকে অধিকার যদি করেও থাকে আসলে তাঁর মনের গতি ছিল বিশ্বমানবিকতার দিকে। সেই কারণেই ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজমকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দূষ্য মনে করতেন।

> "আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটি ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিব।"

যিনি বিশ্বমুখ মিলনধর্মী স্বদেশ-প্রেম এবং বিদ্বেষধর্মী ইউরোপীয় Patriotism-এর পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরতে পেরেছেন তাঁকে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সমর্থক মনে করা অন্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিশ্বপ্রেমের বাণী সাড়ম্বরে এবং সরবে কোথাও ঘোষিত হয়নি সত্য। কিন্তু তিনি নিজে প্রীতির যে স্তর-পরম্পরা বিশ্লেষণ করেছেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর সাধ্য বিশ্বপ্রেম। সাধ্যে পৌঁছবার সোপান অনেকগুলি দেশপ্রেম তার মধ্যে একটি।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাম্য বিশ্বপ্রেম বা বিশ্ববোধ। তবে উভয়ে একই পথে লক্ষ্যে পৌঁছাননি। বঙ্কিমের পথ যুক্তির পথ, বুদ্ধির পথ। তাঁর যাত্রা শুরু বিশেষ থেকে, যাত্রা সমাপ্তি নির্বিশেষে। বিশেষ [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] অনেক [illegible] ছিল না, [illegible] রবীন্দ্রনাথের পথ উপলব্ধির পথ, অনুভবের পথ। যুক্তির পথে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়; উপলব্ধি সরাসরি লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের 'প্রীতি' অধ্যায়টি স্মরণ করা যাক। প্রথমে বলা হল "মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই"। 'মনুষ্যে প্রীতি' কি উপায়ে ঈশ্বরভক্তিতে পরিণত হয়? প্রথমে 'পারিবারিক প্রীতি'। কারণ, মানুষ মাত্রেই পারিবারিক জীব। পুত্র-কন্যা-পিতা-মাতা সম্পর্কে যে প্রীতি তা পারিবারিক প্রীতি। পারিবারিক প্রীতি ব্যাপকতর হয়ে "ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ, মনুষ্য-মাত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়।" প্রীতির এই যে ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা—পরিবার থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে দেশ এবং দেশ থেকে 'মনুষ্যমাত্র'—এটা বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির বৈশিষ্ট্যও যেমন তেমনি তাঁর যুক্তিবাদী মনেরও পরিচায়ক। তিনি যদি 'পরিবার' থেকে 'দেশ' পর্যন্ত এসে থেমে যেতেন তাহলে তাঁকে সংকীর্ণ বলা চলত। তাহলে দেশের ঊর্ধ্বে যে বিশ্ব সেই বিশ্বলোক তাঁর কাছে অগম্য রয়ে গেছে। কিন্তু তিনি ত স্পষ্টই বলেছেন—

> "দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'জাগতিক প্রীতি' রবীন্দ্র-নাথে 'বিশ্বানুভূতি'। এখন কথা এই, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে সত্য। বঙ্কিমের 'জাগতিক প্রীতি' Theory-তে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বড়জোর বলা চলে তাঁর লক্ষ্য ছিল বিশ্বপ্রীতি। সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছে-ছিলেন কিনা তার পরিচয় পাওয়া যায় না। পাওয়ার প্রয়োজনও বড় নেই। দেশের কাছে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন এটাই বড় কথা। তার চেয়েও বড় কথা, দেশপ্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের জীবনের মধ্যে একটা প্রধান জায়গা দিয়েছেন এবং বলেছেন—"জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।" রবীন্দ্রনাথের নির্দেশও ঠিক এই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ বাঙালী গ্রহণ করেনি। ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে।

[illegible]

তাই [illegible] Liberty [illegible]

> "[illegible] স্বাধীনতা, [illegible] লোকে একত্র হয়ে দল বাঁধবার [illegible] নিজ মত প্রকাশ এবং সে মত [illegible] করবার, প্রচার করবার স্বাধীনতা। মানুষ মাত্রেই এ সকল ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতায় স্বভাবতই অধিকারী।"

— নতুন প্রকাশিত হইল —

ভোরের সূর্য
(কিশোর উপন্যাস) ২·০০
— পরিতোষ মুখোপাধ্যায় —

রঙীন রূপকথা
(পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) ১·২৫
— স্বপনকুমার —

রাণী রায়ের নরসিংহ দাস
পুরস্কারপ্রাপ্ত

বিহঙ্গবিহার (২য় সং) ৩·৫০
ডক্টর [illegible] মুখোপাধ্যায়ের

রসসমীক্ষা ৬·০০
[illegible] সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

মুখার্জী বুক হাউস
৫৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬

(সি ৭০৫)

দেবীর
বাংলা পকেট বই
প্রচ্ছদ এবং রচনায় বৈচিত্র্যে শ্রেষ্ঠ
বিদেশী পকেট বইএর সমতুল্য।
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের
মূল্যঃ ১·০০ বন্ধনহীন গ্রন্থি
হরেন ঘোষের
নায়িকার মন মূল্যঃ ১·০০
সুধীন্দ্র চৌধুরীর
মূল্যঃ ১·০০ কুহেলির ছায়া
বিজনকুমার ঘোষের
রজনীগন্ধার গন্ধ মূল্যঃ ১·০০
প্রকাশক ও বিক্রেতা।
দেবী : [illegible]
[illegible]

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible]

SIEMENS
INDIA

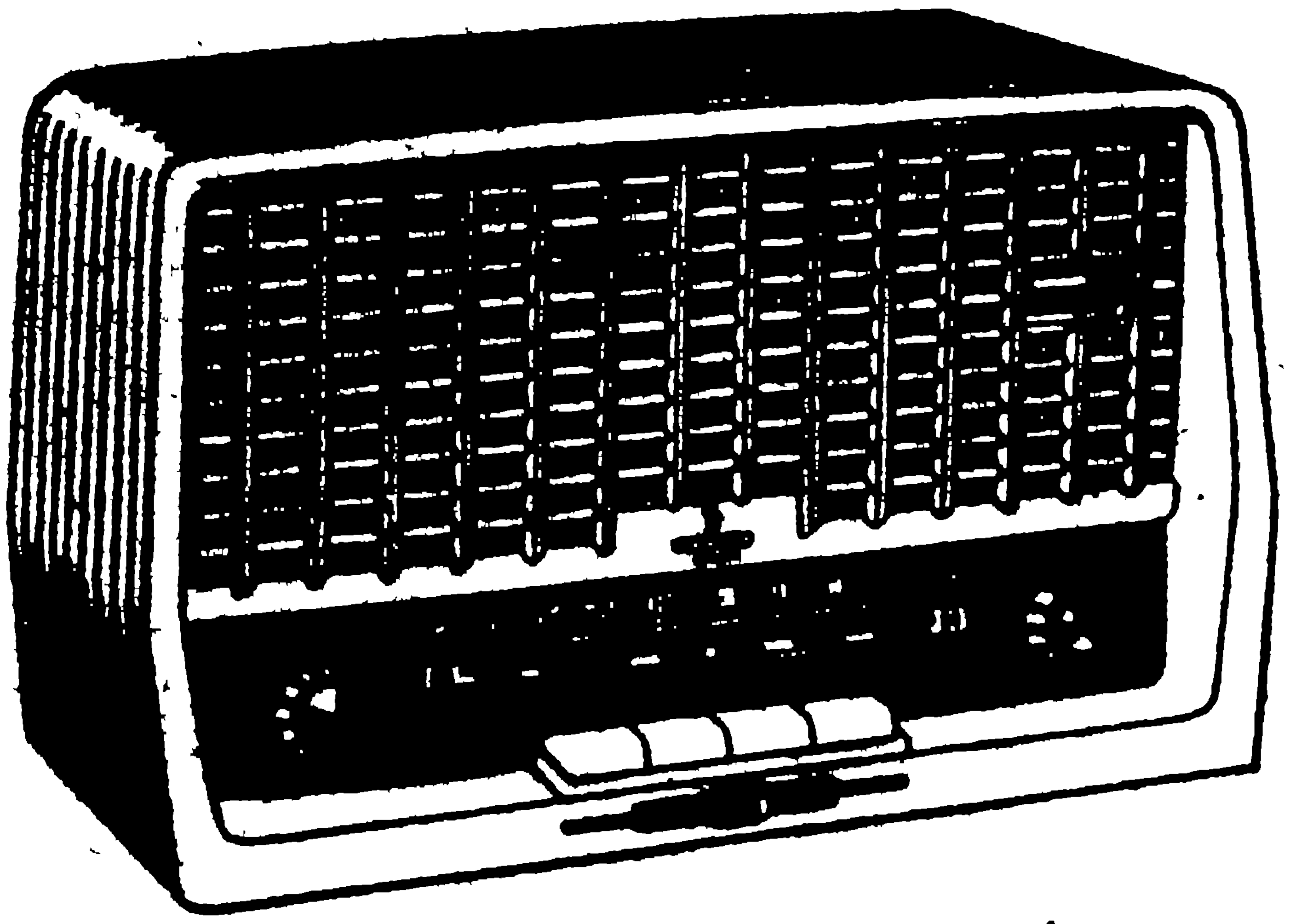

আগেকার দাম ৩৫৫ টাকা

সুসংবাদ!
সীমেন্স
সুপার আর-এ ১০১ রেডিও
এখন কম দামেই পাবেন
এখন মাত্র ২৭০ টাকায়

বেশী দামের মডেলগুলির মতনই গুণবিশিষ্ট সীমেন্স সুপার আর-এ ১০১ এখন অবশ্যই আপনার সাধ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ অবিকৃত [illegible] এবং পৃথিবীর যে কোন স্টেশনই ধরা যায়। ট্যাক্স বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও এখন দাম মাত্র ২৭০ টাকা আগের চাইতে ৮৫ টাকা কম।

সীমেন্স সুপার আর-এ ১০১ এ-সি / আর-এ ১০১ জি-ডব্লিউ এ-সি / ডি-সি মেইনস্ মডেল এবং টেবিল মডেল ট্রানজিস্টরেও বেশী দামের মডেলগুলির মতন অনেক-রকমের বৈশিষ্ট্য পাবেন :

- ৬টি ভাল্ভ ও সেইসঙ্গে ম্যাজিক-আই টিউনিং নির্দেশক
- ৩টি ওয়েভব্যাণ্ড
- ৪টি পুশ-বাটন
- ৬½" × ৪" পি-এম স্পীকার
- টোন কন্ট্রোল
- বেকশিফ্ট এনটেনা
- অটোম্যাটিক ফেডিং কন্ট্রোল
- এনটেনা ও রেকর্ড প্লেয়ারের জন্য টার্মিনাল
- ট্রিমলাইন-করা প্লাস্টিকের ক্যাবিনেট (চমৎকার চমৎকার রঙে)

এছাড়া পাবেন

গ্র্যাণ্ড সুপার ৭১০ ডব্লিউ ৯১৩ টাকা ৩৩ নয়া পয়সা স্পেশাল সুপার ৬৯২ ডব্লিউ-ও এ-সি / ৬৯২ জি-ডব্লিউ এসি/ডি-সি …… ৫৭৫ টাকা স্ট্যাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১ ডব্লিউ-ও এ-সি/৬৯১ জি-ডব্লিউ এ-সি/ডি-সি……… ৪১৫ টাকা

মূল্য উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য কর অতিরিক্ত।

সীমেন্স রেডিওর স্বরে সারা বিশ্ব আপনার ঘরে

প্রস্তুতকারক :

ইষ্টার্ন ইলেকট্রনিকস্ জার্মানীর সীমেন্সের লাইসেন্স প্রাপ্ত।

একমাত্র পরিবেশক :

সীমেন্স ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক :

[illegible] অ্যাণ্ড কোম্পানী, ৯এ ড্যালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১। ফোন : [illegible]

রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা

বিজিতকুমার দত্ত

॥ ১ ॥

রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনা করবার কারণ বলেছেন এইভাবে,

> পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুন্ন হইবে না।

বস্তুত উনিশ শতকের লেখকবৃন্দ দ্বিবিধ দায়িত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা রচনাকর্মকে কেবল আনন্দের সামগ্রী মনে করেন নি। বরং নীতিশিক্ষার যে আদর্শ, সাহিত্যেরও যে তাই লক্ষ্য এই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। সেই কারণে সাহিত্যরচনার মাধ্যমে তাঁরা জাতিকে জ্ঞানে, শিক্ষায়, স্বদেশচর্চায়, ভাষায়, শিল্পে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজের সংস্পর্শে জাতির চিত্ত যখন অনুপ্রাণিত হল তখন নিজেদের দৈন্য নিশ্চয়ই আমাদের পীড়িত করেছিল এই পীড়ন নিয়ে বেশিদূর চলা যায় না। আমাদের অভাববোধ যখন জেগে উঠল তখন তার পূরণের জন্য নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই অভাব মেটানোর জন্য মনীষিবৃন্দ যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন সেখানেই রয়েছে তাঁদের যথার্থ স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উনিশ শতকে যাঁরাই দেশগড়ার কাজে নেমেছিলেন তাঁদের সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল গভীর দেশপ্রীতি। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ঢেউ যখন ভারতবর্ষের তটে আঘাত করল তখন একদিকে আমরা অন্ধ আনুগত্য ত্যাগ করতে উদ্গ্রীব হলাম অন্যদিকে নতুন সংস্কৃতির নিরিখে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছি। রামমোহন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [illegible]

'হিস্টারি অফ দি মারাঠাস' ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস টডের 'অ্যানালস অফ রাজস্থান' বার হবার পর বাঙালি ভারতবর্ষের বীরত্বের ইতিহাস কথঞ্চিৎ জানতে পারলে। এ দুটি গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালি দেশীয় শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পেলে। এটা সেযুগের পক্ষে স্মরণীয় বস্তু। কেনন পলাশির যুদ্ধের গ্লানি বাঙালিকে পীড়িত করেছিল। অথচ নিজেদের, শৌর্যবীর্যের কাহিনীর ইতিহাস তার জানা ছিল না। সেই কারণ এই দুটি গ্রন্থে শিবজীর ইতিহাস ও রাজপুত জাতির গরিমা প্রত্যক্ষ করে বাঙালি ভারতবাসী রূপে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ্মণসেনের পরাজয় কাহিনী অত্যন্ত খেদের সংগে ব্যক্ত হয়েছিল। অন্যান্য লেখকও নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে বেদনা অনুভব করেছিলেন। বীরত্বের প্রতি নবোদিত উৎসাহে নিজেকে বাঙালি অন্যান্য বীরজাতির সমকক্ষ দেখতে চেয়েছিল। স্বদেশ প্রেমের উৎস থেকে এই বীরত্বস্পৃহা উৎসারিত। মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে এই চেতনার রেখাপাত ঘটেছিল। সকলেই জানি রাবণের সেই স্মরণীয় উক্তি 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে।' এ ছাড়াও ইন্দ্রজিৎ-কে যখন সমস্ত লঙ্কাবাসী সেনাপতে বরণ করে নিল তখন যেভাবে 'বন্দী' রাজপুরীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল তা সমস্ত জাতিকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল। বীরধাত্রী লঙ্কাপুরীকে শোকাবেশ পরিহার করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এই আহ্বান আসলে মধুসূদনের সময়ের শিক্ষিত বাঙালির ধ্যান ও ধারণার প্রতিধ্বনি। মধুসূদন মেঘনাদবধে যেভাবে স্বদেশচেতনার কথা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তাকেই আরও জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইলেন বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে সে উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ইতিহাসের অভাবে সে চেষ্টা তেমন সার্থকতা পেল না। তথাপি বীরেন্দ্রসিংহের মহৎ ত্যাগ ও আদর্শ-কামনা বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমশিষ্য রমেশচন্দ্র [illegible] ও মাধবীকঙ্কণে [illegible] বাঙালির বীরত্ব [illegible] করলেন।

বঙ্গবিজেতায় রাজা টোডরমল্লের কাহিনী বর্ণনা করবার ইচ্ছে থাকলেও রমেশচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। বাঙালি বীর সুরেন্দ্রনাথের (ইন্দ্রনাথ) কাহিনীকে। বাঙলাদেশে যে সময়ে মোগল-পাঠান বিরোধ দেখা দিয়েছিল সে বিরোধের অবসানের পর মোগলদের মধ্যেই যে আত্মকলহ ছিল সে প্রসংগ বর্ণনার মধ্যে রমেশচন্দ্র ইন্দ্রনাথ কাহিনী জুড়ে দিলেন। কারণ ইতিহাসের অভাবে উপন্যাস রচনা করে রমেশচন্দ্র আত্মশ্লাঘা বোধ করেছিলেন। স্বদেশচেতনার অন্যতম লক্ষণ আত্মমর্যাদাবোধ। এই আত্মমর্যাদাবোধ আসে তখনই যখন নিজেকে আর পাঁচটা জাতির সমকক্ষ মনে করতে পারি। বাঙালিও যে শৌর্যবীর্যে হীন নয় এইটি প্রমাণ করবার দায়িত্ব আসে তখন। টোডরমল্লের বঙ্গবিজয়ে ইন্দ্রনাথ অন্যতম সাহায্যকারী ছিল। বীরত্ব প্রদর্শন করে সে বাঙালির গৌরব বাড়িয়েছিল। রাজা টোডরমল্লের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্গবিজেতায় যা ছিল অস্ফুট মাধবীকঙ্কণে তাই স্ফুটতর হল। মাধবীকঙ্কণে নরেন্দ্রনাথ মোগল-ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। রাজপুত চারণ কবিদের গীতের মধ্যে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম নরেন্দ্রনাথ শুনেছে পেল তা আসলে রমেশচন্দ্র সমস্ত বাঙালিকে শোনাতে চেয়েছিলেন। জন্মভূমির প্রতি সম্ভ্রমবোধ এবং জন্মভূমির ঐশ্বর্যে গৌরববোধ চারণকবি শুনিয়েছে। রমেশচন্দ্র নরেন্দ্রের জবানিতে শিক্ষিত বাঙালির ক্ষোভের দিকটিকে বেদনা করুণস্বরে বলেছেন,

> স্বদেশেও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে। তাহারা ধন দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিণী গঙ্গানদী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই ঘড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে! জগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরজাতির মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই। [illegible]

ট্রানজিসটার বেতার বিদ্যা

সরল ও সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ বই

লোকাল পোর্টেবল অলওয়েভ এবং এম্প্লিফায়ার নির্মাণ প্রণালী লিখিত এবং ১৬খানা সার্কিট ডায়াগ্রামের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বইখানার সাহায্যে আগ্রহান্বিত শিক্ষার্থী মাত্রেই অল্প সময়ে "ট্রানজিসটার রেডিও" তৈয়ার করিতে পারিবেন। শিক্ষার সঙ্গে কাজের ব্যবস্থাও হইতে পারে। মূল্য ৫, টাকা, ভিঃ পিঃ ৭৬ নঃ পঃ। অর্ডারের সহিত অর্থাংশ দেয়। ম্যানেজার, হোম সার্ভিস (সি), ৭নং কালী-কিঙ্কর রোড, বড়িশা, কলিকাতা-৮ (৩এ, ১২সি বাসের শীলপাড়া স্টপেজ)।

(সি-১১৪১)

প্রবন্ধ ॥ সংক্ষিপ্ত সূচী : নীলদর্পণ ॥ ছিন্নপত্র ॥ লিপিকা ॥ জীবনস্মৃতি ॥ কালান্তর ॥ কমলাকান্তের দপ্তর ॥ বিবিধ প্রবন্ধ ॥ কবি নজরুল ॥ শিশু-সাহিত্যে নজরুল ॥ কবি কুমুদরঞ্জন ॥ সত্যেন্দ্রনাথের কবি-মানস ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ॥ বিহারী-লাল ॥ চতুর্দশপদী কবিতাবলী ॥ বীরাঙ্গনা কাব্য ॥ ইত্যাদি ॥

সাহিত্য-সঙ্গ

[২য় সংস্করণ : সাড়ে দশ]

॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ॥

কথা-সংকলন ॥ পল্লীর ধুলো-মাটি আর ভাই-বাবদের মাঝে যে প্রেম-ভালবাসা হাসি-কান্না লুকিয়ে আছে, তারই অশ্রু-সজল আলেখ্য ॥ গ্রামীণ পাঁচালী ॥

সোলেমানপুরের আয়েশা খাতুন

[দু' টাকা]

॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ॥

প্রবন্ধ ॥ সংক্ষিপ্ত সূচী : চর্যাপদ ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য ॥ চণ্ডীদাস ॥ জ্ঞানদাস ॥ বিদ্যা-পতি ॥ গোবিন্দদাস ॥ ময়মনসিংহ গীতিকা ॥ মঙ্গলকাব্য ॥ চৈতন্যচরিতা-মৃত ভারতচন্দ্র ও অন্নদা মঙ্গল ॥ রোসাঙের মুসলিম কবি ও কাব্য ॥ ইত্যাদি ॥

পদক্ষেপ

[১ম সংস্করণ নিঃশেষিত : সাত টাকা]

॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ॥

উপন্যাস ॥ আবার দেশের ডাক এসেছে ॥ আকাশের দিকে পড়ুন এক সাধারণ সেবিকার প্রতীক্ষা, স্বপ্ন, প্রেম-ভালবাসার ইতিহাস ॥ সাড়া জাগানো উপন্যাস ॥

শাহানা একটি মেয়ের নাম

[দু' টাকা]

॥ আবদুল আজীজ আল্-আমান ॥

উপন্যাস ॥ নদী ভাঙে বিলে মরা মাছ ... জীবনের ... আলেখ্য ॥

ইলিশমারির চর

[পাঁচ টাকা]

॥ আবদুল জব্বার ॥

ইউনিভার্সাল বুক ডিপো
॥ ৬৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

নিবেদন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র স্বদেশের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন। নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকার মধ্যে যে হীনতা ও হীনমন্যতা আছে সেকথা উনিশ শতকে বাঙালী বুঝতে পেরেছিল। দেশের প্রতি এই প্রীতি-পক্ষপাত থেকে জন্মায় প্রকৃত দেশচর্চার সূচনা। এই দুটি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঙালির যে বীর্যের কথা বলেছেন তা রচনার শৈথিল্যের জন্য অনেকটা প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে। তবে এ দুটি উপন্যাস থেকেই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার, ধ্যান-ধারণার একটা পরিচয় লাভ করতে পারি। যে দুটি লক্ষ্য করি সেইটি প্রথম পদক্ষেপের অনভ্যাসজনিত ভুল-ভ্রান্তি।

কিন্তু মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতে রমেশচন্দ্র যথার্থ দেশচর্চার ইপ্সিতটিকে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে ন্যস্ত করলেন। শিবজীর পতনবন্ধুর-অভ্যুদয়ের পথটিকে লেখক সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সাহায্যে বর্ণনা করলেন। শিবজী যেভাবে অশিক্ষিত মাওয়ালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রণনিপুণ করে তুললেন তা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। রমেশচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

At Geneva after visiting the endless works of sculpture, I went to the top of the hill and there stood before me massive and simple tomb of one of Italy's greatest sons, Joseph Mazzini. That immortal patriot, along with the statesman labour and the soldier Garibaldi, planned and effected the independence of Italy only the other day, and we heard of the battles of Solferino and Magenta being fought when we were in school.

তারপর তিনি বলেছেন, কৃতজ্ঞ ইটালি এই তিনজন দেশনেতাকে স্মরণে রাখবার জন্য রাস্তা, শহর, পার্ক ইত্যাদিতে তাঁদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। উনিশ শতকে রমেশচন্দ্র কৃতজ্ঞতা দিয়ে স্মরণ করলেন শিবজীকে। শতধাবিচ্ছিন্ন ইটালি এবং জার্মানী ম্যাটসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডির ও বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দেশগড়ার স্বপ্ন এঁরা সকলেই দেখেছিলেন। মনোবলের চূড়ান্ত রূপ দেখি গ্যারিবল্ডির জীবনে। রমেশচন্দ্রও শিবজীর মনোবলের প্রশংসা করেছেন। উপরোক্ত চিঠি থেকে জানতে পারি ছাত্র অবস্থায় রমেশচন্দ্র এঁদের কথা শুনে-ছিলেন। বস্তুত এই দেশনায়কবৃন্দ শিক্ষিত বাঙালির চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। যোগেন্দ্র-চন্দ্র বিদ্যাভূষণের জীবনীগুলিই তার প্রমাণ। নবীনচন্দ্র তাঁর রৈবতক কাব্যে এঁদের জীবনকথাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রে এদের জীবনাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র শিবজীর মধ্যে দেশ-মাতৃকার স্বপ্ন দেখতে পেয়েছেন। এই ব্যাপারে [illegible]

আক্রমণের বৃত্তান্ত রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মে এতটা উজ্জ্বল এতটা আবেগদীপ্ত। মোগল সেনাপতি হয়েও জয়সিংহ শিবজীর প্রশংসা করেছেন।

> শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয়, ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনস্রোতে বোধ হয়, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে শিবজী। আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।

শিবজীর স্বপ্নকে অবলম্বন করেই যে এককালে মহারাষ্ট্র ও বাঙালির মধ্যে রাখী-বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল সেকথা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ শিবজী-উৎসবে শিবজীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখেছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাস বেরিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তির বিশালতা রমেশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনিও যেভাবে রঘুনাথ হাবিলদারের রণদেব মূর্তি অঙ্কন করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহবাহিনী শ্রী-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন শত্রু কর্তৃক শিবজীর সৈন্যরা পর্যুদস্ত তখন রঘুনাথ হাবিলদারের অসমসাহসিকতা সে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। দেশচর্চায় এই শৌর্য ও সাহসের প্রয়োজন ছিল। উনবিংশ শতকে কয়েকটি নাটকে বাঙালির হীনবীর্যতার কথা ব্যঙ্গের আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারত-উদ্ধার" কাব্যে বাঙালির বীরত্বকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে কশাঘাত করেছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র ঔপন্যাসিকগণ বাঙালি এবং ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যের যথার্থ রূপটি জাতির সামনে তুলে ধরলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধবর্ণনায় যে বাস্তব রূপ অঙ্কন করলেন তাও বইয়ের জগতের নয়। কিম্বা স্কটের অনুকরণ নয়। প্রকৃত দেশপ্রেরণা ছিল বলেই তিনি যুদ্ধের দৃশ্যগুলিকে জন্মভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁর বীরত্বের দৃশ্যগুলি। রমেশচন্দ্র এই চরিত্রটিকেও সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। প্রথমে শিবজীর শত্রুর প্রশংসা একটা সংশয়ের অবকাশ এনে দেয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা পাঠান বীরত্বকে শিরোপা দিয়েছেন বরাবর। বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন ওসমানকে। রমেশচন্দ্র রহমৎ খাঁকে। শিবজীর বন্দী হয়েও রহমৎ খাঁ পরাজয় মেনে নিলেন না। রহমৎ খাঁ মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হল। তার নির্ভীক উক্তি শিবজীকে মুগ্ধ করে। শিবজী রহমৎ খাঁকে মুক্তি দিলেন। এতে দাক্ষিণ্য এবং কর্তব্যতার মহিমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[illegible] ঔপন্যাসিকের প্রতি এই [illegible]

রূপা-র বই

প্রবন্ধ

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২·০০
জীবন-জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন ৮·০০
অনুবাদ : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক
বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ৬·০০
সুখের সন্ধানে—বারট্রাণ্ড রাসেল ৫·০০
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী
আমার ঘরের আশেপাশে—ডঃ তারকমোহন দাস ৫·০০
ভূমিকা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক

স্মৃতিকথা

ছায়াময় অতীত—মহাদেবী বর্মা ৪·০০
অনুবাদ : মলিনা রায়

উপন্যাস

চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায় ৬·০০
অন্তঃপাতী সূর্য—ওসামু দাজাই ৪·৫০
অনুবাদ : কল্পনা রায়
বাঙালী বিবি—অজিতকৃষ্ণ বসু [অ কৃ ব] ৪·০০
শেষ গ্রীষ্ম—বরিস পাস্টেরনাক ৩·০০
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
মোনা লিসা—আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া ২·৫০
অনুবাদ : বাণী রায়
এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী ৫·০০
অপমানিত ও লাঞ্ছিত—ডস্টয়েভস্কি ৮·০০
অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনা : গোপাল হালদার

ছোটগল্প

শহরতলীর শয়তান—বারট্রাণ্ড রাসেল ৪·৫০
অনুবাদ : অজিতকৃষ্ণ বসু [অ কৃ ব]
বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩·০০
স্তেফান জেরাইগের গল্প-সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড] ৫·০০
স্তেফান জেরাইগের গল্প-সংগ্রহ [দ্বিতীয় খণ্ড] ৪·০০
অনুবাদ : দীপক চৌধুরী
অনেক বসন্ত দুটি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩·৫০
চীনা মাটি [চীনা ছোটগল্প সংকলন] ৬·০০
অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্র কাহিনী

যাদু-কাহিনী—অজিতকৃষ্ণ বসু [অ কৃ ব] ৮·০০

ব্যঙ্গ কাহিনী

ইতস্ততঃ—এককলমী [পরিমল গোস্বামী] ৬·০০

নাটক—

জনতার কোলাহল—শ্রীগোপীনাথ নন্দী ২·৫০

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসু চৌধুরীর কয়েকখানি ভাল বই

[illegible]		[illegible]	
মেঘ	২·৫০	**সেদিন চৈত্রমাস**	৩ ৫০
প্রবোধবন্ধু অধিকারী		[illegible] মুখোপাধ্যায়	
অতসী	৪·০০	**তুমি মাতা তুমি কন্যা**	২·৫০
সুনীলকুমার ঘোষ		চিরঞ্জীব সেন	
এপিডেমিক	৩·৫০	**থানা থেকে আদালত**	৩·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়		সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	
[illegible]	৪·৫০	**যে কোন নিঃশ্বাসে**	২·০০

সাহিত্যের সত্য—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—২·৫০ । **বিদূষক**—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—২·৫০ । **দুস্তর মরু**—দরবেশ—৩·০০

বসু চৌধুরী । ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা—৯

(সি ৪৪২)

● **নরেন্দ্রকুমার মিত্রের** : মিলনান্ত : ৩·০০ ॥ ● **গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের** : আকাশ নন্দিনী : ৩·৫০ ॥ রাত্রির বয়স : ৩·৫০ ॥ গ্র্যান্ড হোটেল : ৬·০০ ॥ ● **রমেশচন্দ্র সেনের** : কাজল : ৬·০০ ॥ নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ : ২·৫০ ॥ ● **সুশীল ঘোষের** : গ্রহসাবধি : ৬·০০ ॥ ● **রূপদর্শীর** : জনবক্তরলম্ : ৩ ৫০ ॥ ● **ডঃ সুকুমার সেনের** : বিচিত্র নিবন্ধ : ৬·০০ ॥ ● **শিবনারায়ণ রায়ের** : নায়কের মৃত্যু : ৪·৫০ ॥ ● **শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের** : বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ : ৬·০০ ॥ ● **ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের** : তারাশঙ্কর : ৮·০০ ॥ ● **সজনীকান্ত দাসের** : রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য : ৬·০০ ॥ ● **সুবোধ প্রামাণিকের** : রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা : ৪·৫০ ॥ ● **শ্রীপ্রণবের** : সংকেত : ৩·০০ ॥ ● **গদাধর নিয়োগীর** : দখিন এসে ডাকল : ৪·০০ ॥ ● **রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের** : গ্রন্থাগার প্রচার : ২·০০ ॥ ● **ডঃ নারায়ণী বসুর** Political Philosophy after Hegel and Marx : 5·00 ॥

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন : ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃজন

ধর্মদত্তা ঃ মহাকাব্য ॥ দেবাচার্য ॥

দাম ৮ ০০

১৯৩০ সনে—আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক, কবি ও কথাশিল্পী দেবাচার্যকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন মনীষী রোমাঁ রোলাঁ—অপূর্ব সুষমামণ্ডিত এই মহাকাব্য রচনায় কবি দেবাচার্য এতদিনে রোলাঁর সেই পিতৃসুলভ স্নেহাশিস সার্থক করতে পেরেছেন।

"সাম্প্রতিককালে আর কেউ এ ধরনের রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।" —অন্নদাশঙ্কর রায়
'কবি দেবাচার্যের প্রতিভা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি।" —রমেশচন্দ্র সেন (সাহিত্য সেবক সমিতি) "এই গ্রন্থের সমাদর অবশ্যম্ভাবী।" —অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য।

॥ এই গ্রন্থ অমরতার দাবি রাখে ॥

॥ শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের সুচিন্তিত অভিমত ॥

বহুযুগ পর আর একটি সার্থক মহাকাব্য প্রকাশিত হল।
সকল লাইব্রেরী ও ঘরে ঘরে রাখবার মত বই।

চন্দ্রিকা প্রকাশক : ২১২/১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দৃষ্টির কারণ কি? আমাদের মনে হয় মোগলের বিরুদ্ধে পাঠানদের সংগ্রামকে বাঙালি লেখকবৃন্দ একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মোগলদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ফলে মোগলদেরই আমরা শত্রুপক্ষ মনে করেছি। পাঠানদের সংগ্রামের মধ্যে বিজিতের উত্থান প্রত্যাশিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বদেশচেতনা জাগ্রত হল তা পাঠানবীরদের কর্মপ্রেরণার মধ্য দিয়ে কথঞ্চিৎ স্ফূর্তি পাবার চেষ্টা করলে। আরও একটি কথা। 'বিবিধার্থ' সংগ্রহে পাঠান জাতি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তাতেও পাঠানদের প্রতি প্রশংসা উদ্গীত হয়েছে। বীরত্ব এবং "অতিথি সৎকার" পাঠান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র সেই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে রমেশচন্দ্র আরও একটি দুরূহ ব্রতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাও স্বদেশাত্মবোধেরই ফল। সেইটি এই। রমেশচন্দ্র যখন তাঁর উপন্যাসগুলি রচনায় ব্রতী হলেন তখন বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয় নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষী তখন ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত করেছেন মাত্র। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় এঁদেরও আগে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এঁরাই বাঙালিকে ঐতিহাসিক গবেষণায় দীক্ষিত করেছেন। এঁদের ইতিহাস চর্চার মূলসূত্রটি কি? সম্ভবত মিথ্যাশ্রয়ী ইতিবৃত্তের মুখরতাকে তিরস্কার করে যথার্থ ইতিহাসের স্থাপন। শিবজী সম্বন্ধে ডফ্ যে বইটি লিখলেন তাতে পক্ষপাতদুষ্টতা ছিল। শিবজী সম্বন্ধে প্রশংসা থাকলেও ডফ্ সুযোগ পেলেই শিবজীর অবিমৃষ্যকারিতা এবং নিষ্ঠুরতার দিকগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ভূদেব, রমেশচন্দ্র সেই মিথ্যাভাষণের জীর্ণতা থেকে শিবজীকে উদ্ধার করলেন। ভূদেবের মধ্যে সে প্রচেষ্টা ক্ষীণ ছিল। কেননা তিনি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' রোমান্স রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। রমেশচন্দ্রই শিবজীকে স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কাজ ঐতিহাসিকের। তিনি রচনা করেছেন উপন্যাস। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের সত্যবস্তু উপন্যাসের পাত্রে পরিবেশনে আগ্রহী ছিলেন। কেবল আগ্রহই নয় এঁরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেছিলেন। রমেশচন্দ্র যে নিপুণতায় চন্দ্ররাও জুমলাদার কাহিনীটিকে শিবজী কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন তার মূলে বোধ করি এই প্রেরণা। চন্দ্ররাও-কে শিবজী হত্যা করেছিলেন। ডফ্ এই ব্যাপারটিকে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যকে [illegible]

মধ্য দিয়ে শিবজীর স্থির বুদ্ধির পরিচয়টিকে প্রকাশ করে দিলেন। জীবন-প্রভাতে জয়সিংহ এবং শিবজীর সংলাপগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র একে আরও ব্যাপক এবং সুদূর-প্রসারী করে দিলেন। 'জীবনসন্ধ্যায় রাজপুতের ঐশ্বর্য বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] রাজপুতদের জাতিবিরোধ [illegible] চিত্রিত করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। [illegible] তার [illegible] এই বিরোধকে [illegible] দিয়েছেন। এই বিরোধের বিষময় ফল জাতির সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে কখনও আড়ালে এই বিরোধ জেগে উঠত। ধর্মগত কিংবা শ্রেণীগত বিরোধ ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। অথচ স্বদেশচেতনা তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করতে পারে। রাণাপ্রতাপ সিংহ, তিলক সিংহ, দুর্জয় সিংহের মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না। দেশ-প্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ তাঁদের কর্মে উৎসাহ দিত, কর্তব্যে এঁরা ছিলেন অটল। কিন্তু জাতিবিরোধের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করল। ফলে একটা মহৎ জাতির পতন সূচিত হল। জয়সিংহ তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে শিবজীকে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। শিবজীর মধ্যে ছিল সহিষ্ণুতা, চাতুর্য, বীর্য, সাহস ও স্বজাতির প্রতি অপক্ষপাত আচরণ। স্বদেশপ্রেমের এইটি গোড়ার কথা। রমেশচন্দ্র তাকেই স্পষ্ট, উজ্জ্বল করে দেখালেন।

কিন্তু স্বদেশপ্রেম বলতে কেবলমাত্র বীরত্ব উন্মাদনাকেই বোঝায় না। জাতিগঠনের প্রয়োজনও রয়েছে। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রচেষ্টা কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও ক্ষীণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবিজেতা এবং মাধবীকঙ্কণে রমেশচন্দ্র অপরিমিত লালসার বিকৃত রূপ প্রদর্শন করলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে ছিল জমিদার সতীশচন্দ্রের স্বার্থ-পরতা। "পাপপথে সর্বদাই ভয় সরল ধর্ম-পথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক"—এই ধ্রুব-বাক্যের উদাহরণ সতীশচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্র। দেশসেবায় চাই আত্মত্যাগ এবং স্বার্থবিসর্জন। এই আত্মত্যাগের ও স্বার্থ বিসর্জনের পরিচয় পাই ইন্দ্রনাথের চরিত্রে। আর পাপপথের কলঙ্ক লিপ্ত হয়েছে সতীশচন্দ্রের আচার-আচরণে। শেষ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র তার লোভের পরিণাম বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন ফেরার পথ ছিল না।

দেশভক্তি অনেক সময় উত্তাপ উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যদি না তা সুচিন্তিত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্রের [illegible]

[illegible] দেখতে পাই তাঁর ধর্মও উদার মানব-নীতির উপর স্থাপিত। শিবজী ধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু ধর্মকে তিনি অবহেলা করেন নি। ধর্মবোধের জন্যই শিবজীর চরিত্র গড়ে উঠেছিল। যে ধর্ম বিভেদকে বড় করে না সকলের প্রতি সমদর্শী হতে শেখায় শিবজী সে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল। কেবল ধর্মবোধ নয় রমেশচন্দ্রের কয়েকটি নারী চরিত্র যে ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে তাতে করেও তাঁর চরিত্রশক্তির উপর আস্থা [illegible] কথা জানতে পারি। সরযূবালা, সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে খুব উল্লেখের নয়। কিন্তু রঘুনাথ হাবিলদারের জন্য তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমাদের মুগ্ধ করে। রঘুনাথ যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হল তখনই আসন্ন মিলনের ক্ষণটি উপস্থিত হয়েছিল। যশোবন্তের পত্নীর কাহিনী অবশ্য টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য শশিচন্দ্র এই কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি কবিতা রচনা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

মা-কে জানতে হলে পড়ুন

পশুপতি প্রণীত

—কে এই মা—

মূল্য—৩য় সংস্করণ ১·২৫ নয়া পয়সা

শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন
এজেন্সি প্রাঃ লিঃ

১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আনন্দধারা প্রকাশন

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উ প ন্যা স

বিশাখা ॥ বুদ্ধদেব বসু	॥ ২·০০
অন্য এক নাম ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	॥ ২·০০
প্রত্যাগমন ॥ মিহির আচার্য	॥ ৩·০০
মনচোরা ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৩·০০

গ ল্প গ্র ন্থ

এক রাত্রি ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	॥ ২·৫০
অর্জিত ॥ সুবোধ ঘোষ	॥ ২·৫০
শিমুল ফুলের ছায়া ॥ নৃপেন্দ্র সান্যাল	॥ ২·৫০
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি ॥ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ২·০০

ভ্র ম ণ কা হি নী

রূপমতী নগরী ॥ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৪·৫০

খে লা ধু লা

আমার দেখা ক্রিকেট ॥ বেরী সর্বাধিকারী	॥ ৪·০০
খেলাধুলায় বাঙলার মেয়ে ॥ মুকুল	॥ ৫·০০
অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে ॥ অমরেন্দ্রকুমার সেন	॥ ৩·০০
ফুটবলের কলাকৌশল ॥ সাত্তিন ও সুশকত	॥ ৩·৫০

কি শো র সা হি ত্য

কান্তিকুমারের পত্রকাণ্ড ॥ বুদ্ধদেব বসু	॥ ১·৭৫
শ্বেত-চক্র ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	॥ ২·০০
প্রেত পাহাড়ের সরোবর ॥ রথীন্দ্র সরকার	॥ ২·০০
ঝিল-মিল তারার দেশ ॥ সরলা বসু	॥ ১·৭৫
ইন্দু ॥ শিউলি গুপ্ত	॥ ২·৫০

স্মৃ তি চি ত্র

কবি-কিশোর মুকুলন্ত ॥ বসু ও বসু	॥ ২·৫০

আ গা মী প্র কা শ ন

[illegible] ॥ প্রতিভা বসু ॥ উপন্যাস
[illegible] ॥ [illegible] ॥ উপন্যাস
[illegible] ॥ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ [illegible]-কাহিনী
[illegible] ॥ [illegible] সেন ॥ উপন্যাস

করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা এই মারাঠীতে দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজীর মাতৃভক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। কতকগুলি সনাতন আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে গৌরব নেই। রমেশচন্দ্র শিবজীর মাতৃভক্তির [illegible] [illegible] উপন্যাসে [illegible]

উদ্গীত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতপ্রীতি কেবল রোমান্স-রস পরিবেশন করার জন্যই আসে না। বরং অতীতের সুখ-দুঃখ বিরহমিলনসম্পর্কে জীবনকে বর্তমানের পারে স্থাপন করে তারা জাতিকে আত্মস্থ হতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে টোডরমল্লের, [illegible] [illegible]

নৈতিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র এই বিচারসভাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে করে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিবিড় মমত্ববোধ দিয়ে রমেশচন্দ্র এই দৃশ্যগুলি প্রকাশ করেছেন। [illegible] [illegible] বাঙালিকে অতীতের গৌরবের কিছুটা [illegible] স্মরণ করিয়ে দিয়ে [illegible] সচেতন করেছিলেন। এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়। মাধবীকঙ্কণে আছে এই রকম দৃশ্য শাহজাদা সুজার বর্ণনায়। দেশ যখন পরাধীন থাকে তখন স্বভাবতই "ছোটো ইংরেজে"র দংশন তীক্ষ্ণ হয়। রমেশচন্দ্র নিজেও এই দংশন অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে দেশের মহিমাকে এইভাবে স্পষ্ট করে তুলতে হয়।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ভীলদের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। ভীলেরা রাজপুতদের কাছে পদানত। নিজ বাসভূমে পরবাসী তো বটেই। এমন কি তারা সমতল-ভূমি ছেড়ে পার্বত্যভূমি আশ্রয় করেছে। এই বিজিত জাতির করুণ আলেখ্য রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তেমন প্রাধান্য না পেলেও রমেশ-চন্দ্র ইঙ্গিতে তাদের কথা বলেছেন। তাকেই বিস্তৃত রূপ দিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী বিদ্রোহ উপন্যাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকেও এই প্রসঙ্গ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

সংসার সমাজ গ্রন্থ দুখানি একালের ইতিহাস। এ দুটি উপন্যাসে তিনি বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেছেন। একদিকে প্রাচীন প্রথা নিয়মকে অঙ্গীকার করে রমেশচন্দ্র যেমন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিলেন তেমনই অন্যদিকে শিকার হলে যে সকল প্রাচীন প্রথা অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এ-বিষয়ে অবশ্য বিদ্যা-সাগরের প্রেরণাই মূলে ছিল। রমেশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর স্নেহ করতেন। দেশচর্চায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন অসামান্য ঘটনা। কিন্তু রমেশচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যে তাকে প্রকাশ করলেন। এইখানেই দেখি রমেশচন্দ্রের মূল্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টি।

॥ ২ ॥

[illegible]

বিষ্ণু দে-র নবতম কাব্যগ্রন্থ

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ বিষ্ণু দে-র রচনা আজ আর মুষ্টিমেয় পাঠকের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনা প্রথম থেকেই পাঠক ও সমালোচকসমাজে কাব্য বিষয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলেছিল। বিষ্ণু দে-র কবিতাকে সংবর্ধনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'এ তাজা মনের লেখা, যৌবনের ঢেউ পাথরে উপকূলের উপরে উচ্ছল হয়ে উঠছে—কাঠিন্যের সঙ্গে তরঙ্গের চলেছে লীলা। বাঁধা নিয়মে সুঠাম ভঙ্গীতে স্রোতের ধারা চলছে না—সহজে গা-ভাসিয়ে দেবার মতো প্রবাহ নয়, থেকে থেকে দুরূহতা প্রকাশ পেয়ে ওঠে, বাধা পেতে হয়।'

বর্তমান গ্রন্থে কবির ১৯৫৫—১৯৬১র কবিতা সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫·০০

দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥ কিশোরীচাঁদ মিত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র জীবনচরিত। মূল ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত। দাম ১০·০০ (শোভন) ৮·৫০ (সাধারণ)

মানুষের রঙ ॥ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু—প্রবীণ ও নবীন বাইশ জন কৃতী কথাশিল্পীর সার্থক গল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। সুশোভন প্রচ্ছদ। দাম ৬·৫০

কাচ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দুপ্রেমের অনলে কি প্রেম নবজন্ম লাভ করে? মহৎ প্রেমের উপন্যাস। দাম ৩·০০

চতুর্দশী ॥ শিশিরকুমার দাশ

বিস্তৃত নির্দেশসহ বাংলা সনেটের প্রথম পর্যায় আলোচনাগ্রন্থ। প্রকাশ আসন্ন।

রামকমল সেন ॥ প্যারীচাঁদ মিত্র

উনিশ শতকের একজন স্মরণীয় পুরুষের কর্মকৃতির বিবরণ। মূল ইংরেজী গ্রন্থের সুশীলকুমার গুপ্ত কৃত অনুবাদ। যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। প্রকাশ আসন্ন।

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
৪ ই শ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা ১

[illegible]

হয়? হৃদয় কোন কথায় অধিকতর আলোড়িত তোলপাড় বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্যের অপূর্ব বীরত্ব কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব পাতিব্রত্য কথা, হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, একথা যেন হিন্দু-জাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

[illegible] ইংরেজ [illegible] পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসাস্বাদ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। উনিশ শতকের তরুণ যুবকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য-রস আকণ্ঠ পান করেছিলেন। ভাষায়, সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্বতোভাবে পাশ্চাত্যরীতিকে স্বীকার করাটাই তদানীন্তন কালের শিক্ষিত যুবকদের বিশেষত্ব ছিল। যে গভীর আবেগে তাদের চিত্তভূমি বিলোড়িত হয়েছিল তার ফল যে সব সময় ভাল হয়েছে এমন বলি না। কিন্তু তাঁরা যে ধারা বাংলা-দেশে প্রবাহিত করলেন তা অদৃষ্টপূর্ব এবং অভূতপূর্ব। যেখানে তাঁরা সার্থক হয়েছেন সেখানে [illegible] বাঙালির [illegible] লেখক এবং চিন্তানায়কেরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনা স্বদেশীভাবে বাঙালির আশা মিটতে পারে না। আর তাতে জাতীয় গৌরবও প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাশ্চাত্য-শিক্ষা আমাদের কেবল বহির্মুখী করেনি, সে শিক্ষা অন্তর্মুখী করেছিল। আমাদের সাহিত্যের অভাবমোচনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। ইলিয়দ ইনিয়দ নেই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে এপিকের রস পরিবেশন করবার চেষ্টা করলেন। সেক্সপীয়র নেই সত্য কথা। আমরা চেষ্টা করলাম নাটক সৃষ্টি করতে। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের মূলে নিশ্চয়ই এই অভিমান ছিল। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস নেই। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স-উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাতিগত প্রেরণা এল। স্বদেশপ্রীতির অন্যতম ফলশ্রুতি হল এই। প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করা হল। চিন্তায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর এলেন। রমেশচন্দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন,

> অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু ধন-সম্পত্তি হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণ-কারী। এখন আমরা দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, ভালবাসার সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,— রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল, প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি। দেশীয় আচার ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্মে অবহেলা করি না। * * এটি উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ।

১৩০১ সালে রমেশচন্দ্র যে কথাগুলি প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সে কথা তাঁর সম্বন্ধেও খাটে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন বার হলে বাঙলা দেশ ব্যাপকভাবে জাতীয় উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলে। বঙ্কিমচন্দ্র [illegible] শিক্ষিত বাঙালি [illegible] ইংরেজিতে [illegible] [illegible]

বিশ্বরূপা

মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ

সেতু

৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

বিজ্ঞ চিকিৎসকের অভিমতে

[illegible]

শম্ভু ভয়ের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine অবলম্বনে) দেড় টাকা

মাটি থেকে [illegible]

[illegible]

(শ্রীঅরবিন্দের গীতার ভূমিকা অবলম্বনে)

প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১।১।১এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Read & Learn

DASGUPTA'S SELF-TAUGHT SERIES

1. LEARN BENGALI (Yourself) 3rd Edn. 2.50
2. LEARN HINDI (Yourself) 3.00
3. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 2.25 (বাংলা মাধ্যমে)
4. রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ 2.25 (অসমীয়া মাধ্যমে)
5. বাংলা ভাষা প্রবেশ 1.50 (হিন্দী মাধ্যমে)
6. অসমীয়া পরিচয় 1.75 (হিন্দী মাধ্যমে)
7. হিন্দী-বাংলা কথোপকথন শিক্ষা 1.00
8. হিন্দী-বাংলা-অসমীয়া-ইংরাজি শব্দবোধ 1.00
9. প্রারম্ভিক হিন্দী শিক্ষা 0.50 (বাংলা ও অসমীয়া মাধ্যমে)
10. রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা (১ম—৪র্থ ভাগ)
11. বাংলা সাহিত্য পাঠ (১ম—২য় ভাগ) [illegible]
12. [illegible] হিন্দী ব্যাকরণ [illegible]
13. [illegible] ২.২৫
14. [illegible] ২.৫০

[illegible]

সুকৃতি রায়চৌধুরীর দুইটি অনবদ্য গ্রন্থ

তপোময় মুখার্জী
সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক কাহিনী ॥ ৪·৫০
যুগান্তর: '...ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর।'
দেশ: '...একটি নিজস্ব দর্শন ও গতি আছে।'

অন্তর্ভুক্ত
একাঙ্ক নাটকের সংকলন ॥ ১·৫০
যুগান্তর: 'তিনটি নাটকই মঞ্চসফল।'
দর্পণ: '...নাট্যরসের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত'

দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

(সি ৩২)

—কথাসাহিত্যের দুইখানি সর্বাধুনিক গ্রন্থ—

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সুধা হালদার ও সম্প্রদায় ৩·৭৫

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এক জীবন অনেক জন্ম ৬·৫০

—কয়েকখানি নামকরা উপন্যাস—

॥ বনফুল ॥ **পিতামহ ৬**,
॥ সমরেশ বসু ॥ **ছিন্নবাধা ৭·৫০**
॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ **কুমারী মন ৩·৫০**
॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **তৃতীয় নয়ন ৪·৫০**
॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **স্বাধীনতার স্বাদ ৪**,
॥ অমরেন্দ্র ঘোষ ॥ **পদ্মদীঘির বেদেনী ৩**,
॥ প্রফুল্ল রায় ॥ **নোনা জল মিঠে মাটি ৮·৫০**

—বিবিধ-গ্রন্থ—

॥ ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল ॥
বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী ১ম—৩, ২য়—৩, ৩য়—৩·৫০

॥ ডঃ বিমলকান্তি সমদ্দার ॥
রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব ৫·৫০

নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত উপহারের দুইখানি অনুপম গ্রন্থ
ওমর খৈয়াম (সচিত্র) ৬·৫০ **মেঘদূত** (সচিত্র) ৬·৫০

দুর্গাচরণ রায় প্রণীত বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনী
দেবগণের মর্ত্যে আগমন (সচিত্র) ৮,

যামিনীকান্ত সেন প্রণীত আর্ট সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা
আর্ট ও আহিতাগ্নি (সচিত্র) ১২,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

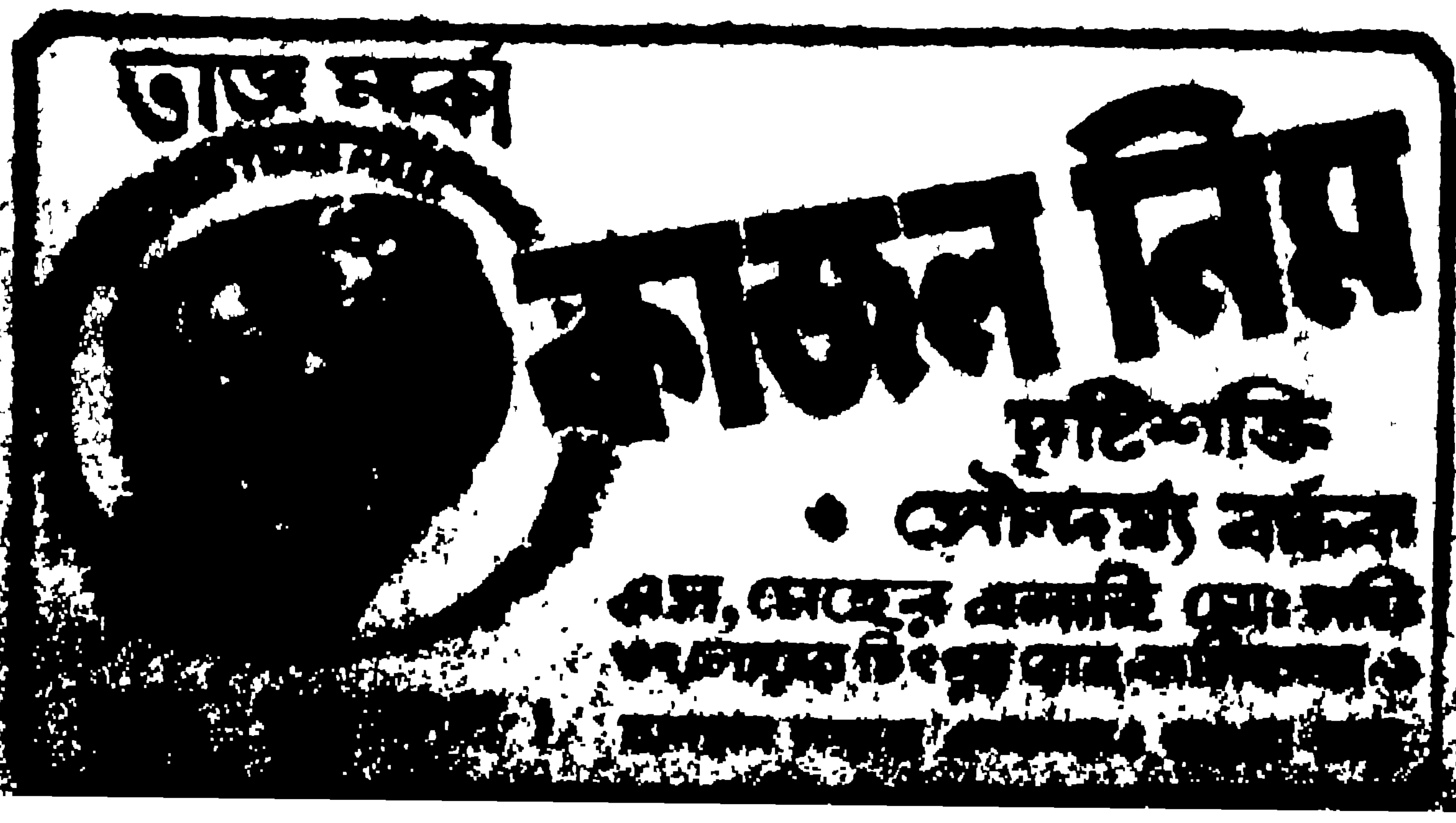

[illegible] পড়িয়া [illegible] প্রয়োজন কি?

অন্য দল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের ভাষার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাঁহাদের নিন্দাবাদের আবশ্যকতা নাই।

সুতরাং যাঁরা বাঙলা ভাষায় সেযুগে চর্চা করছিলেন তাঁদের পথ রাজপথ ছিল না। বাঙলাভাষা যে জাতির সর্বজনগ্রাহ্যরূপ এ বোধ সকলের মধ্যে জন্মায় নি। সকলেই মনে করতেন কয়েকজন লোক শিক্ষিত হলেই আপনা আপনি অন্যান্য লোকেরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ "ফিল্টার ডোনে"র ব্যবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতাচ্ছলে বলেছেন,

> এতকাল শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উদ্ধার দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্রগণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কি দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছিলেন তা একালে বোঝা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাভাষা ও সাহিত্য রচনায় একাই ব্রতী হলেন না। রমেশচন্দ্র যে ধন-সম্পদের কথা ও শক্তির প্রসঙ্গ এনেছিলেন তার মূলে ছিল বঙ্কিম অনুগামী সাহিত্যিকগণ। রমেশচন্দ্র এঁদের অন্যতম। জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস তাঁর ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, জাতীয় চেতনা জাগলেই ভাষার মধ্যে জাতীয় সম্পদ লক্ষিত হয়। স্বদেশচর্চার ফলে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় প্রেরণা জাগল তার প্রকাশ লক্ষ্য করি ভাষায়। কেবল ভাষায় নয় জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে। রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি ঋগ্বেদের অনুবাদে ব্রতী হলেন। এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালির অগ্রসরমান অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি ঘটল। উইলিয়াম জোন্সের উৎসাহ ও প্রেরণায় যার শুরু, বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে যে প্রেরণা জাতিকে উৎসাহিত ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় কৌতূহলী করে তুলল, রমেশচন্দ্রে এসে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হল। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যমের কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র একদিকে [illegible] জটাজাল থেকে জাহ্নবীকে মুক্ত করে বাঙলা-দেশে প্রবাহিত করলেন অন্যদিকে রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ভারতীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য বিদেশে পৌঁছে দিলেন। ভাবতে অবাক লাগে একটি ব্যক্তির মনে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি অনুরাগ এসে মিলেছিল। [illegible]

কথিত পাণ্ডিত্যাভিমানীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এবং অন্তরের প্রেরণায় তিনি একাজে অগ্রসর হলেন। তিনি যে সার্থকতা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদের মূলে ছিল ঐতিহ্যনিষ্ঠা। জাতীয়তাবোধ কেবলমাত্র একটা idea নয়। তা ধ্যানগম্য বটে। তবুও কতকগুলি বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করেই সে ধ্যান রূপায়িত হয়। ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে সাধর্ম্য স্থাপিত হল। যে সমস্ত সভ্যতার চূড়া দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে ঋগ্বেদ তার একটি চূড়া। রমেশচন্দ্র এই ঋগ্বেদ অনুবাদ করে প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করলেন। কেবল তাই নয় এই অনুবাদের ফলে বাঙলাভাষাও শক্তিশালী হল। যে পণ্ডিতবৃন্দ রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা জানতেন না পণ্ডিতের আইন অমান্য করেই বাঙলাভাষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকে সেই আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু। রমেশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিবৃন্দ জাতির উদ্বোধনের দিনে এইভাবে জাতিকে গৌরবান্বিত করে তুললেন। ইংরেজদের যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই অংশের সূত্রপাত করেছিলাম তাও যে আমাদের আছে তা প্রমাণ করলেন রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদ সম্বন্ধে সেকালের Bengalee পত্রিকার এই মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য

Modern India, as it seeks to give effect to the lessons which it has learnt from the West, draws nearer to its own ancient traditions and habits of life.

নবজীবন পত্রিকায় "ঋগ্বেদের দেবগণ" প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্র এই সমস্ত দেবতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মূল্য নির্ধারণ করবার প্রয়াসও পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের এ কাজে উৎসাহী ছিলেন। বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র গুরুর শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

কেবল ঋগ্বেদ অনুবাদই নয় তিনি পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্রও সংকলিত ও অনুবাদ করেছিলেন। এ সকল কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি আনন্দ পেতেন। বস্তুত কর্মে ও সাহিত্যে রমেশচন্দ্র দেশসেবার আদর্শটিকেই বড় করে ধরেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা Literarture of Bengal, এই গ্রন্থটি রচনা করে রমেশচন্দ্র প্রমাণ করলেন বাঙলাসাহিত্যও অবহেলার বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পর রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সেকালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র স্মরণীয় নাম ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। রমেশচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে অন্যান্য কবিদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে বাঙালি তার অতীত ইতিহাস জানতে পারল। উইলিয়ম হান্টার এই বইটির সম্পাদন করেছিলেন। সে সময়ের Englishman কাগজে বইটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। দেশাত্মবোধ থেকেই যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেকথা Englishman কাগজে উল্লিখিত ছিল।

ইংলিশম্যান কাগজের একটি মন্তব্য

It will surprise many to learnt that Bengali has a literature worth writing about.

সেকালে Times পত্রিকাও গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিল

The conspicuous merit of his book is its frank acknowledgement that no literary success which an Indian can make in English or any exotic tongue, is to be compared as regards its value to his countrymen with first class work in his own language. It is this instinct of literary patriotism which animates the best Bengali writers, and which has written a century created a prose literary language for Bengal.

এই বীর্য উদ্ধৃতিতে literary patrio-

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫ নঃ পঃ
২। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৩। ঐ ঐ
৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০ „
৪। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
প্রথম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫ „
৫। ঐ ঐ
২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫ „
৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন ১·২৫
৭। মায়াবতীর পথে ১·০০
৮। Federated Asia 4.50

Approved for college and school libraries and for prize. Order No. ITB 2nd April '62 by the Govt. of West Bengal. (Calcutta Gazette notification 26 July '62).

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

(সি-৮৭৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিতঃ
মধুসূদন গ্রন্থাবলী
(১ম খণ্ড) কাব্য-সংগ্রহ ৮·৫০
মেঘনাদবধ কাব্য (সম্পূর্ণ) ৩·০০
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অধীর দে সম্পাদিতঃ
স্বর্ণলতা (তারকনাথ) ৫·০০
মরুমায়া — অমলা দেবী ৩·২৫
পতঙ্গ — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২·৫০
রূপসী
—হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২·০০
ভানুমতীর খেলা
—সুখেন্দু পাল ১·৫০
শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম
— অ-কৃ-ব ২·৭৫
রিচি রোডের মিনি রায়
— দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় ২·২৫
শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী ৮·০০
বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ১·৭৫
পশ্চিম দিগন্ত
—নির্মলা চট্টোঃ ২·০০

কল্লোল প্রকাশনী
এ১৩৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

সি-৫৮২

সংবাদ সাপ্তাহিক
জনবাণী
প্রতি সংখ্যা ·১৫, বার্ষিক ৭·৫০
এজেন্সীর জন্য লিখুন:
॥ জনবাণী ॥
৭, এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৯

(সি-১৯৩২)

সবরকম গল্প-উপন্যাসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিপিকা
৩০।১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
প্রবাসী বাঙালী সংস্থা,
পাঠাগারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত।
মফস্বলের বিক্রেতাদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা, ভি. পি.-তে বই পাঠানো হয়।

tism কথাগুলি লক্ষণীয়। বস্তুত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করবার মূলে গভীর দেশাত্মবোধ ক্রিয়াশীল হয়। ইতিহাসকে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা Guardian Deity বলেছেন। রমেশচন্দ্র ইতিহাস রচনার দ্বারা আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করলেন।

॥ ৩ ॥

রমেশচন্দ্রের ইকনমিক হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া গ্রন্থ দুখানি সুপরিচিত। ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌রা আজও এই বই দুখানিকে আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে হয় রমেশচন্দ্রের এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টার কথা আমরা স্মরণে বিশেষ রাখি নি। তাঁর Peasantry of Bengal বইখানি এককালে বাঙলা দেশে আলোড়ন এনেছিল। ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই বিশ বছরের আয়োজনে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, লালবিহারী দে এবং রমেশচন্দ্র এই চারজনে বাঙলা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা জানালেন। সকলেই নিজের চিন্তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করলেও এই মনীষীদের চিন্তাধারার মধ্যে একস্থানে ঐক্য ছিল। সে হচ্ছে সকলেরই বাঙলার নিরন্ন ও দরিদ্র প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি। সঞ্জীবচন্দ্রের Bengal Ryot (১৮৬৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ বা গোবিন্দ সামন্ত (১৮৭৪) এবং রমেশচন্দ্রের দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গলে (১৮৭৫) বাঙলা দেশের রায়তদের নিরানন্দ অবস্থা শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। [illegible] ও [illegible] ভূমি ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এই সময়েই সকলের নজরে আসে। রমেশচন্দ্র যখন এই বই লিখলেন তখন স্বভাবতই তাঁর গ্রন্থ সমাদর পেল।

দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গল রমেশচন্দ্রের স্বদেশচর্চার অন্যতম নিদর্শন। মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে সরকারের কাজের সমালোচনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এই বইটির মাধ্যমে রমেশচন্দ্র লক্ষ লক্ষ কৃষকের বেদনাকে মূর্ত করে তুললেন। রমেশচন্দ্র জানতেন এই বই ছাপা হলে তিনি ইংরাজ সরকারের অপ্রীতিভাজন হবেন। তথাপি তিনি বই ছাপালেন। এই বইটিতে তিনি সরকারকে রায়তদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছে তার প্রতি লক্ষ্য করতে বলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র উৎসাহ বোধ করেন নি। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি হয়েছিল তিনিও সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছেন। তবে তার স্বরূপ আলাদা। পূর্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সরকার ও জমিদারদের মধ্যে বোঝাপড়া। রমেশচন্দ্র চেয়েছেন রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। জমিদারদের অত্যাচারের কথা স্মরণে রেখেই রমেশচন্দ্র একথা বলেছিলেন। জমিদারদের অধীনে রায়তদের অনন্তকালের বন্ধন মোচনের প্রয়াসী ছিলেন রমেশচন্দ্র। সেই কারণে তিনি বলেছেন,

Our rulers will not, cannot, once more degrade the raiyat to his pristine position of servitude under the zamindars—the only other measure then to heal the ill-feeling between two classes, and to put a stop to the mass of litigation that is eating into the very vitals of an agricultural population, is to raise the status of the raiyats. Let the rates of rent now payable be carefully ascertained after an extensive survey, and let such rates be declared fixed for ever.

এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

স্বর্গত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদি সুপ্রাচীন গ্রন্থ মন্থন করে ভারতের সভ্যতা এবং তার সঙ্গে বর্তমান ধারার পরিণতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। বইখানির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। ভারত সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসারকল্পে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের এরূপ সুলভ মূল্য সম্ভব হয়েছে। মূল্য : দশ টাকা।

নজরুল চরিত মানস

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত—দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। কবির জীবন ও মানসের এরূপ ব্যাপক বিশ্লেষণ অন্যত্র বিরল। মূল্য : বারো টাকা।

বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ

গবেষণামূলক এই গ্রন্থখানির উপরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকারকে পি-এইচ-ডি উপাধিতে ভূষিত করেছেন। মূল্য : চৌদ্দ টাকা।

অন্যান্য গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য বিস্তৃত ক্যাটালগ চেয়ে পাঠান

ভারতী লাইব্রেরী ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সি—৩১৬

দক্ষিণী

দক্ষিণী-ভবন

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-২২২২

নূতন শিক্ষাবর্ষ

মে মাস থেকে দক্ষিণীর নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাঁচ বছরের ও নৃত্যকলায় চার বছরের শিক্ষাক্রম। শিশুদের উভয় বিভাগেই তিন বছরের শিক্ষাক্রম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে উপপাঠক্রম, স্বরসাধনা ও স্বরলিপি-পাঠ অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। সংস্কৃতি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে [illegible] যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার সঙ্গে দিয়ে শিক্ষার্থীদের [illegible] [illegible] পরিচয় ঘটবে। ভারত নাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী [illegible] নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম পরিকল্পিত। শিক্ষক-পরিষদ : [illegible], [illegible] রায়, [illegible] বসু, [illegible], [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] বসু, [illegible] সেন, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] রায় ও [illegible]। [illegible] সময় : [illegible] ৩—৬[illegible] [illegible] ৩—৬।

জানতেন তাঁর এই মন্তব্য "a nest of hornets"দের উত্তেজিত করবে। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আশঙ্কাই ঠিক হল। কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টে এই বইটির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন। তিনি আখ্যা দিলেন রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা "বিপ্লবধর্মী"। এখনকার দিনে বিপ্লব কথাটি আমরা শিথিলভাবে প্রয়োগ করে থাকি। সেকালে রমেশচন্দ্রের চিন্তা যে বিপ্লবধর্মী আখ্যা পেয়েছিল তা থেকেই বুঝতে পারি এই বইটির গুরুত্ব কতখানি ছিল। কৃষ্ণদাস পাল রমেশচন্দ্রের [illegible] [illegible] [illegible] করেছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] দিনের [illegible] [illegible] যাঁরা [illegible] বিদেশে [illegible] এসেছেন তাঁরা কতগুলি নূতন চিন্তা নিয়ে দেশে ফেরেন। কৃষ্ণদাস পাল এও লক্ষ করেছিলেন যে এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ যুবকদের চেতনাই কার্যকরী হচ্ছে। এঁদের মধ্য দিয়ে যেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বপ্নই প্রকাশ পাচ্ছে। কৃষ্ণদাস পাল যে আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যি। উদার মানবিকতাবোধ দেশচর্চার অন্যতম ফলশ্রুতি। রমেশচন্দ্র নিজেও Literarture of Bengal গ্রন্থে হিন্দু কলেজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মের এই প্রাথমিক পর্যায়ে যে রূপ দেখি তা পরবর্তী কালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও রায়তদের দুর্দশা সম্বন্ধে পরবর্তী কালেও তিনি সচেতন হয়েছিলেন। কৃষকদের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদেশের কৃষক"-এ কল্পিত পরাণ মণ্ডলের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৫৯ সালের দশ আইনের সমালোচনা করেছিলেন, লালবিহারী গোবিন্দ সামন্তের বেদনাময় জীবনকে করুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রমেশচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার

ত্রুটিবিচ্যুতি এবং প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করলেন।

কেবলমাত্র বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিই যে রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল তাই নয়। তিনি গোটা ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। "ভারতী" পত্রিকায় ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল (১৩০৯) প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র স্পষ্টত সরকারকে দরিদ্র চাষীদের প্রতি সুবিচার করতে বলেছেন। রমেশচন্দ্রের বক্তব্য একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিযোগ্য।

> ১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে কেমিন কমিশন যে সকল আলাপ প্রকাশিত করেন, তাহাতেও [illegible] বাহাদুর দক্ষিণ ভারতের দীন অসহায় কৃষক ভূস্বামীদিগের উপর গভর্নমেন্টের দাবি সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্পষ্ট, সরল এবং বোধগম্য সীমা নির্দিষ্ট করিলেন না। [illegible] বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুন্ন হইয়াছি। কারণ কৃষিজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাঁহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা এবং বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এত নহে। রাজার দাবির অনিশ্চয়তা কৃষিকার্যকে একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলে এবং এই সর্বনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষের সকল কৃষিচেষ্টায় সর্বনাশ করিতে থাকিবে। যদি না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্তার অভ্যুদয় হইতেছে, যিনি প্রজাদিগের আরও একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্য আরও একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষকদিগের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, যে জমি উৎপত্তির কতখানি রাজ গভর্নমেন্ট তাহাদের নিকট হইতে দাবি করিতে পারেন, কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না,—ততদিন পর্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি শুভদিন যেদিন এরূপ বাণী ভারতবর্ষের কৃষকদিগের প্রতি উচ্চারিত হইবে। ভূপৃষ্ঠে অন্য কোন প্রজার ইহার ততটা আবশ্যক নাই।

রমেশচন্দ্রের রায়তদের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সহানুভূতি ছিল এই উদ্ধৃতিটিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। শেষের কয়েকটি ছত্রে রমেশচন্দ্রের যে আবেগ স্ফূর্তি পেয়েছে, তা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের। দেশচর্চায় এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে।

বাঙালি লেখকবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত রমেশচন্দ্রই প্রথম ভারতবর্ষের অর্থনীতির ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে কেবল সাহিত্যিকদেরই আহ্বান করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে। রমেশচন্দ্র তাকেই আরও ব্যাপকতর ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। উনবিংশ শতকে যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তাকে অর্থে [illegible] দিয়েছিলেন যে [illegible] [illegible] [illegible]

হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের

ভগবান রমণ মহর্ষি

মহামানবের জীবনকথা উপদেশ ও লীলামাহাত্ম্যের অপূর্ব কাহিনী।

মূল্য ৩.২৫ নঃ পঃ

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে [illegible] [illegible]

একখানি [illegible] বই

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা

দাম : ২.২৫ নঃ পঃ

প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থপ্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

প্রকাশক :

শিল্পীসংস্থা প্রকাশনী বিভাগ

১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিঃ ৫

ফোন : ৩৩-১০৬৭

বিশ্বের অমর সাহিত্যিকদের অসাধারণ গল্পের অনুবাদ সংকলন।

কি বিচিত্র এই প্রেম

॥ আর্যভট্ট ॥

(১) কস এ নাইট অফ আড—প্রীতম তোলা। (২) জেমস্ ইন আড—গিয়োভ্যানি ফিয়োরেন্তিনো। (৩) নাইট শিফ্ট অফ এ রমিন্—গি দ মোপাসাঁ। (৪) ওয়ান অফ ক্লিওপেট্রাস্ নাইট্—থিওফিল গতিয়ে। (৫) দি স্টোরি অফ এ ফার্ম গার্ল—গি দ মোপাসাঁ।

যুগান্তর বলেন... আর্যভট্টের এই অনুবাদ যাঁরা মূল গল্পের আস্বাদে বঞ্চিত তাঁদের আনন্দ দেবে। ছাপা, কাগজ ও প্রচ্ছদ ভাল।

॥ দুই টাকা মাত্র ॥

প্রতিমা বুক স্টল

[illegible]

সুস্নিগ্ধ তৃষ্ণা নিবারক

অরেঞ্জ স্কোয়াশ

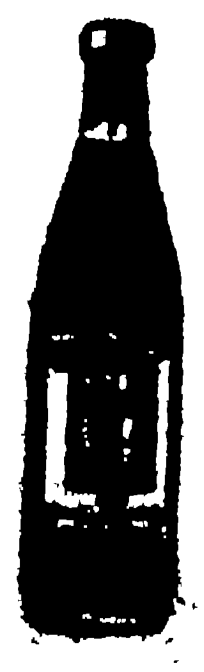

[illegible]

[illegible] কলিকাতা-১৯

মধ্যে রমেশচন্দ্রের স্থান কোন অংশে ন্যূন নয়। যে দুরূহ পরিশ্রম ও অক্লান্ত নিষ্ঠা নিয়ে তিনি Economic History of India গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা একালের গবেষকদেরও ঈর্ষার বস্তু। একথা মনে রাখতে হবে স্বদেশপ্রেম কেবলমাত্র উত্তাপ ও উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয় না। রমেশচন্দ্র গভীর নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছিলেন তাতে বাঙালি গৌরববোধ করতে পাবে। এই বইটি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ ডক্টর ভবতোষ দত্ত বলেছেন,

> মোটের উপর রমেশচন্দ্রের আর্থিক ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের তীব্র এবং নির্ভীক সমালোচনা। যে মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুরাট অধিবেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যে মনোভাব নিয়ে দাদাভাই নওরোজি বা ডিগবির রচনা, রমেশচন্দ্রে তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের ও কংগ্রেসের নূতন চরমপন্থী দলের যে অর্থনৈতিক ধর্মবোধের প্রয়োজন ছিল, রমেশচন্দ্র সেটা উপস্থিত করলেন তাঁর ইতিহাসের মাধ্যমে।

ডক্টর দত্ত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের ত্রুটির দিকগুলি উল্লেখ করেও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই তাঁদের রচনার প্রেরণা স্বরূপ হবে। বস্তুত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থে যে ইংরেজ সমালোচনা তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে সে যুগে তা বিরলদৃষ্টি। গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। সে কাজ যোগ্য ব্যক্তি করবেন। প্রথম খণ্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস টানা হয়েছে। বাঙলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি থেকে সাম্রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন রমেশচন্দ্র। একথা ঠিক রমেশচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করেছেন। একালের দৃষ্টিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়, এও সত্য কথা। কিন্তু একটি প্রসঙ্গ সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। রমেশচন্দ্র জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন সত্য কথা। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি জমিদারের যে আদর্শ কর্মপন্থা মাঝে মাঝে বিবৃত করেছেন তাতে মনে হয় তিনি জমিদারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন রূপটি অক্ষত থাকবে এই আশা করেছিলেন। এ কথা মানি এ দৃষ্টিতে পশ্চাৎগামিতার পরিচয় আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি রমেশচন্দ্র সম্ভবত এ দিকটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির সমন্বয়সাধন রমেশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। তিনি যে জমিদারগোষ্ঠীর প্রত্যাশা করেছিলেন তা বাস্তবে আর কোনও দিন দেখা যাবে না। রমেশচন্দ্র কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। এ কথা আরও সত্য মনে হয় যখন দেখি রমেশচন্দ্র "পেজান্ট্রি অফ বেঙ্গল" এ জমিদারী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে লিখেছেন,

> ধনবান জমিদারপুত্র হইয়াও মনে তাহার দম্ভ ছিল না; উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন কৃষকদের সহিত বাস করিতেন; সদাই কৃষকদের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময় গোশালায় গাভীসকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরগুলির পার্শ্বে ইতস্তত বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্য সন্তোষ, আনন্দ, [illegible] দুঃখ ও ক্লেশে [illegible] ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন; দিনে দিনে, [illegible] [illegible] করিতেন।

চিত্রিতা দেবীর গল্প সঙ্কলন

বিন্দু ও ত্রিভুজ

মাধুর্যের রসে ভরা পরিচ্ছন্ন সুন্দর কয়েকটি বিরহ মিলন কথা; সর্বাঙ্গসুন্দর কয়েকটি প্রেমের গল্প ও কিছু লঘু সুর।

"আকাশে আকাশে রসের ধারা যদি না বইত,
তবে কেই বা নিঃশ্বাস নিত আর কারই বা সাধ যেত বাঁচতে।"

উপনিষদ্ অনুবাদিকা চিত্রিতা দেবী প্রমাণ করেছেন যে, জীবনে আজো মাধুর্যের অবকাশ আছে।

প্রকাশক :
শ্রীসুজিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পরিবেশক :
ডি এম লাইব্রেরি
৪২নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ৩১১)

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের দুইটি অসাধারণ উপন্যাস

দশটা-পাঁচটায় ড্যালহাউসি

আধুনিক পটভূমিতে রচিত কেরানীজীবনের একটি অনবদ্য কাহিনী
সদ্য প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ : ৩·৭৫

কৌতুকপুরের রূপকথা

সদ্য প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ৬·৫০

অদ্বৈত মল্লবর্মণের

তিতাস একটি নদীর নাম

সদ্য প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ : ৬·৫০

অতুল চক্রবর্তীর
কালামাটি : ৩·০০
কয়লা খনের জীবন সম্পর্কে উপন্যাস।

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের
নবীন মাস্টার : ২·০০
বিখ্যাত উপন্যাসের কিশোর সংস্করণ

নীরোদ রায় লিখিত ফটোগ্রাফীর বই
ছবি তোলা ৫·০০   ডার্করুম ৩·০০

পুঁথিঘর : ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

যে ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র এ মন্তব্য করেছেন সে ইন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা জমিদারও আর এখন [illegible] না। সম্ভবত রমেশচন্দ্র একথা [illegible] তাই কারণে [illegible] নিম্নশ্রেণীর [illegible] ইংরেজ [illegible] ব্রিটিশ [illegible] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন [illegible] তাঁর ভাষায় [illegible] করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সম্পদকে যে প্রকাণ্ড একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছিল সে সম্বন্ধে লেখক অবহিত ছিলেন। কোম্পানীতে নিযুক্ত হত তাদেরই নির্বাচিত কর্মী। ভারতবর্ষের আয় থেকে তারা মাল কিনত এবং নিজেদের লাভের জন্য তা ইউরোপে বিক্রি করত। তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য ভারতবাসীদের থেকে নির্মমভাবে কর আদায় করত। তারপর রমেশচন্দ্র বলেছেন,

The East India Company's trade was abolished in 1833, and the Company was abolished in 1858 but their policy remains.

ভারতবর্ষ থেকে দুঃখ ঋণ, ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাবদ যে হারে অর্থ দেওয়া হয় তাও রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন। ব্যঙ্গ করে রমেশচন্দ্র বলেছেন,

Verily the moisture of India blesses and fertilizes other lands

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ রচনা করবার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরবার জন্য। যে কর আদায় হচ্ছে তা যাতে ভারতবাসীর মঙ্গলের জনাই ব্যয় হয় সেকথা রমেশচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় আয় যদি সম্প্রসারিত হয় জনসাধারণের মধ্যে তবেই জাতি হিসাবে সে বেঁচে থাকতে পারে।

The proceeds of taxation are spent among the people, and for the people A nation is impoverished if the sources of its wealth are narrowed, and the proceeds of taxation are largely remitted out of the country.

লেখকের এই উক্তির মধ্যে রয়েছে যথার্থ দেশপ্রীতি। দেশ বলতে জনসাধারণ। জনসাধারণের কল্যাণবিধান দেশচর্চার মূলমন্ত্র। রমেশচন্দ্র সেই কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। একথা ঠিক, ভবতোষ বাবু তাঁর প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস মডারেটপন্থীদের মতই দেশের শাসনে ভারতবাসীর অধিকার তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগে এই ছিল যথেষ্ট চাওয়া। ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করবার প্রেরণা আসে আরও অনেক পরে। ভারতবাসীর সহযোগিতায় ভারতবর্ষ শাসিত হোক। সিভিল সার্ভিসে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ডাক ও তার বিভাগে, পুলিসে, হাসপাতালে উপযুক্তভাবে ভারতবাসী চাকরি পাক। রমেশচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন। ইংরেজের চাকরিতে রমেশচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। কিন্তু

We do not wish them to monopolise all the higher services to the virtual exclusion of the children of the soil.

রমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন বর্তমান অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। যেকথা আগে বলেছি তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ সমাজ আদর্শরূপে গণ্য। কিন্তু তিনি এও বুঝেছিলেন যে তারও যথার্থ রূপ বর্তমান কালে স্থাপন করা যাবে না। বিদেশী সরকারের দ্বারা যে গ্রামীণ সমাজ উৎখাত হয়ে গেল তাকে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হোক এই ছিল রমেশচন্দ্রের অর্থনীতির আলোচনার অন্যতম সূত্র। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার বিষময় ফল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

Isolation does not strengthen the Empire, it leads to ill-judged, unwise, and hasty measures of legislation, and spreads dissatisfaction and discontent among the people It leads to sudden and bewildering changes in the policy of the Indian Government as a result of party Government in Great Britain It impoverishes the nation and weakens the Empire

রমেশচন্দ্রের রচনাবলীতে স্বদেশচর্চার স্থান কতখানি ছিল উপরোক্ত আলোচনা থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। কর্মজীবনেও তিনি নানাভাবে স্বদেশের সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,

> তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই ক্ষমতাশালিতার লক্ষণ।

[illegible]

লেখক মহল
১৩১-বি-১, আনন্দ পালিত রোড,
কলিকাতা-১৪
[illegible] ১০, [illegible]
[illegible] রচনা প্রকাশের জন্য
যোগাযোগ করুন
[illegible]

নবযুগ সাহিত্য-কুটীর প্রকাশিত
সাহিত্যজগতে বিশ্বামিত্রের অনবদ্য সৃষ্টি
পাহাড়ী মেয়ে
[illegible]
[illegible] লাইব্রেরী, [illegible]
[illegible]
(মূল্য ৪৫০)

	বুদ্ধদেব বসুর [illegible]	
[illegible]	নীল [illegible]	৪·০০
	বিলোরিয়া বোর্ডিং হাউস	২·৫০
[illegible]	ইংরেজের দেশে	৪·০০
	নব্য তুর্কী : নব্য গ্রীস	২·০০
[illegible]	[illegible]	২·০০
	[illegible]	২·০০
[illegible]	[illegible] ১·৫০ [illegible]	১·০০
	[illegible]	১·৫০
[illegible]	সমকালীন শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা	[illegible]
	সেকালীন শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা	[illegible]

গ্রন্থ-গৃহ ॥ ৮৫, [illegible]
কলিকাতা-১২

ষ্টার থিয়েটার
ফোন : ৫৫-১১৩১
নূতন আকর্ষণ!
= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬৷৷টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬৷৷টায়
কাহিনী : [illegible]
নাটক ও পরিচালনা : [illegible]
দৃশ্য ও আলোক : [illegible]
সঙ্গীত পরিচালনা : [illegible]
॥ রূপায়ণে ॥
[illegible]

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায়
বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন
চুল পাতলা হওয়া
মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।
অকালে টাক পড়া
যদি চুল উঠ্‌তে বা পাত্‌লা হ'তে শুরু করে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্য যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার তালুতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পূর্ণজীবিত হয়।
"অল্‌ অ্যাবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-2, সিল্‌ভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস, বীচাম (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বীচাম হাউস, মাহিম, বোম্বাই-১৬
Silvikrin
পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোনো দুর্যোগে দুর্ভোগে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিচর্যার বিধান।
সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র

[illegible]

সি[illegible] ও [illegible] প্রেক্ষিতে নবীন সেনের স্বদেশপ্রেম গঠিত। একদিকে [illegible] প্রবল কৌলিন্যতা অন্যদিকে আদর্শ, বিদ্যাসাগর দূর্বনিষ্ঠা। না, বুদ্ধি নয়, হৃদয়ই নবীন সেনের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। এবং কবির প্রাণপ্রাচুর্যের তরঙ্গ আমাদেরও প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে আদর্শ ও ন্যায়ের কঠিন পর্বতমূলে—প্রতিহত হয়ে সরে গিয়েছে,—আবার নতুন শক্তি সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে দ্বিগুণ উৎসাহে।

যুগটাই ছিল উদ্দীপনাময়। একের পর এক ঘটনায় প্রাক-কংগ্রেস যুগের জাতীয়তা-তখন নিজস্ব রূপ নিচ্ছে। যেমন ১৮৪৯ সালে বেথুন প্রস্তাবিত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' প্রত্যাহৃত হল (অর্থাৎ ইয়োরোপীয়দের বিচার মফস্বলের নেটিভ বিচারকেরা করতে পারবেন না, করতে থাকবেন সুপ্রীম কোর্টের শ্বেত বিচারপতি) ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের মধ্যে বাঙালী শিক্ষিতদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হল। ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ঠিক ঐ দিনই ব্যারাকপুরে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা। যদিও শিক্ষিত বাঙালী তখন এ বিদ্রোহে নিস্পৃহ থেকেছে এবং স্বাধীনতাবোধ বা জাতীয়তাবোধ তখনো ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ নেয় নি, তবু একথা বলতেই হবে স্বাধীনতার এক দুর্মর ইচ্ছা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রকম্পিত করে গিয়েছিল। ১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যার ধ্বনি শুনি, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?'

সিপাহীবিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালী চুপ করে থাকলেও নীলবিদ্রোহে (১৮৬০) থাকে নি। হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক [illegible] জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু "জাতীয় [illegible] সভা"র প্রস্তাব করেন। [illegible] অনুপ্রাণিত হয়ে নবগোপাল [illegible] এবং [illegible] (চৈত্রমেলা অথবা [illegible]) আয়োজন করেন। [illegible] নবীন সেন [illegible]

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দমোহন বসু এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তার আগে শিশিরকুমার ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি ও মতিলাল ঘোষ ইণ্ডিয়া লীগ স্থাপন করেন। যাই হোক, মোটের উপর বেশ বোঝা যাচ্ছে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত একটা স্বপ্ন-জগতের ফলে ক্রমে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল।

আবার ঠিক এই সময়েই ভারতের ইতিহাসের বিচিত্র তথ্য আবিষ্কৃত হতে লাগল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী আমরা জানলুম আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কত মহান। ম্যাক্সমূলার বেদকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। কানিংহাম, টড, গ্রান্ট ডাফ যথাক্রমে শিখদের ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস ও মারাঠাদের ইতিহাস লিখলেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও নতুন একটা সাড়া জেগেছিল। একদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী-দুর্গাচরণ দাস-আনন্দমোহন বসুর হাতে ব্রাহ্মধর্মের পুনরুজ্জীবন অপরদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হাতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়। সামাজিক আচার প্রভৃতি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখতে শুরু করেছিলেন 'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি আবার মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্টিভেশান অব্ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করলেন।

সাহিত্যে স্বদেশ প্রেমের জোয়ার এক ধারাবাহিক প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি যা সে যুগের মানুষের কাছে ছিল বিচ্ছিন্ন ও একক চেষ্টা। কারণ নবীন সেন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁদের আত্মজীবনীতে বলেছেন দেশপ্রেম তখন কোথাও ছিল না। কিন্তু এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি ১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যার শুরু, ১৮৬৮-৭০এ হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীতে" নিনাদিত, ১৮৭৪-৭৫এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম" বা "সরোজিনী" নাটকে যে স্বদেশ প্রীতি স্ফুলিঙ্গ মাত্র, ১৮৭৫এ নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধে" তা প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড, ১৮৭৮ সালে [illegible] "[illegible]" যে [illegible] ১৮[illegible] সালে [illegible] "[illegible]" [illegible] ১৮৮৬ সালে [illegible]

প্রেসিডেন্সীর সাহিত্যিকদের দল বড় [illegible] মোটামুটিভাবে প্রাক্-কংগ্রেস [illegible] বোধের দুটি দিক,—১) সাংস্কৃতিক, ২) রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে নরমপন্থা বা আবেদন-নিবেদনের পালা —এই দুই ছিল সে যুগের স্বদেশ প্রেমের রূপ।

নবীনচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"আমি 'এডুকেশন গেজেটে' [illegible] পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশ প্রেমের [illegible] বাংলার কাব্য কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 'ভারত সঙ্গীত' আমার স্বদেশপ্রেম-মূলক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়।"

(আমার জীবন ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৭৭

মনে হয় নবীনচন্দ্রের এই উক্তি সত্য। কারণ হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র তার আগে (১৮৬৮ সালে সম্ভবত) 'অবকাশ রঞ্জিনী'র খণ্ড কবিতাগুলি লিখেছেন এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাও শুরু করেছেন যদিও গ্রন্থাকারে 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭১ সালে এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৫ সালে।

ইতিহাসের দিক থেকে যদি [illegible] তবে দেখব নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রেমের পিছনে ছিল সংস্কৃত প্রভাবজাত প্রেরণা; মহাভারত এবং [illegible] কবির অনুসরণে কবিতা লিখতে [illegible] করেন। 'সাত [illegible]' [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] ভিক্টোরিয়ার কাছে [illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

কিন্তু পরবর্তীকালে [illegible] আমিষাশী [illegible] [illegible]

[illegible]

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম, আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়,
আর্য্যবংশ কীর্তিচয়—
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?
'অবকাশরঞ্জিনী'র ছত্রে ছত্রে এই অন্তর্দাহ—স্বাধীনত্বের জন্য এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। চট্টগ্রামের কোন ছাত্রের পরীক্ষার সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে, কাশীতে বুড়ামঙ্গলের মেলায় আমোদ করতে গিয়ে কবি এক মুহূর্তে বিস্মৃত হতে পারেন নি দেশের অতীত গৌরব তথা বর্তমান দুর্দশার কথা। কখনো খেদ করে বলেছেন,—

এই নহে আর্য্যাবর্ত
আমরাও নহি সেই আর্য্যের সুতান,
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে ধনু, করে ধনু, কক্ষে কৃপাণ,
আমাদের অস্ত্র—জল, ভিক্ষা পাত্র সার!
(আর্য্যদর্শন, অবকাশরঞ্জিনী, ১ম ভাগ)

কখনো ক্ষোভ করে বলেছেন,—

আসিয়াছি শেষে! ইংরেজের দেশ,
কিন্তু ইংরেজের নাই, শৌর্য্য নাই।
(ঐতিহ্য সমুদ্রে, ঐ)

কখনো পরিহাস,—

শান্তি,—শান্তি দিলে, কিন্তু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ বহিতে বিলাপ,
(বাঙ্গালীর বিলাপ, ঐ)

কিন্তু কবিতা হিসেবে এগুলি জনপ্রিয় নয়। আসল কথা স্বদেশপ্রেম নবীনচন্দ্রের কাছে ছিল ধর্মের মত গভীর। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ যুগের কাব্যলক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—

"........but a tremendous urge for the national uplift must have worked deeply in their sub-conscious"......(Studies in the Bengal Renaissance P. 261)

এ কথা নবীন সেন সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

হতে পারে তাঁর কাব্যে বুদ্ধির চেয়ে আবেগ-প্রাবল্য বেশী, হতে পারে তাঁর কাব্যে অসংযমের অমিত প্রাধান্য, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলী জুড়ে একটি অনুভূতিপ্রবণ স্বদেশপ্রেমিক চিত্তই আছড়িয়ে পড়ে যায় তরঙ্গে তরঙ্গে পরাধীনতার জ্বালা—আর দেশপ্রেমের উন্মাদনা। রানী ভবানীর কণ্ঠে তাই তাঁর কণ্ঠ মিশে যায়,—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে তাঁরা নাশ করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে।

মোহনলালের সঙ্গে তিনিও গর্জন করে ওঠেন,—

দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন
যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

কখনো সুগভীর বেদনায়,—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব! করিলে গমন,
আসিবে ভারতে বিষাদ-রজনী!

....

নিভাও কি দিনমণি তুমিও এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু জলে?
যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কাজ এস না আর! ফিরিয়া আবার!
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ওরার প্রকাশনের নব্য প্রকাশিত

দেউল-তীর্থ দ্রাবিড় ৩॥

রা ম প দ মু খো পা ধ্যা য়

"এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে পাঠক কেবলমাত্র দ্রাবিড়ভূমির প্রসিদ্ধ দেউলগুলির চিত্র নয়, তীর্থক্ষেত্রের মহিমা নয়, সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের প্রাণসূত্রের সন্ধান লাভ করবেন।" —দৈনিক বসুমতী

পরিবেশক: দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম,
২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা–৬

(সি–৪৮৬)

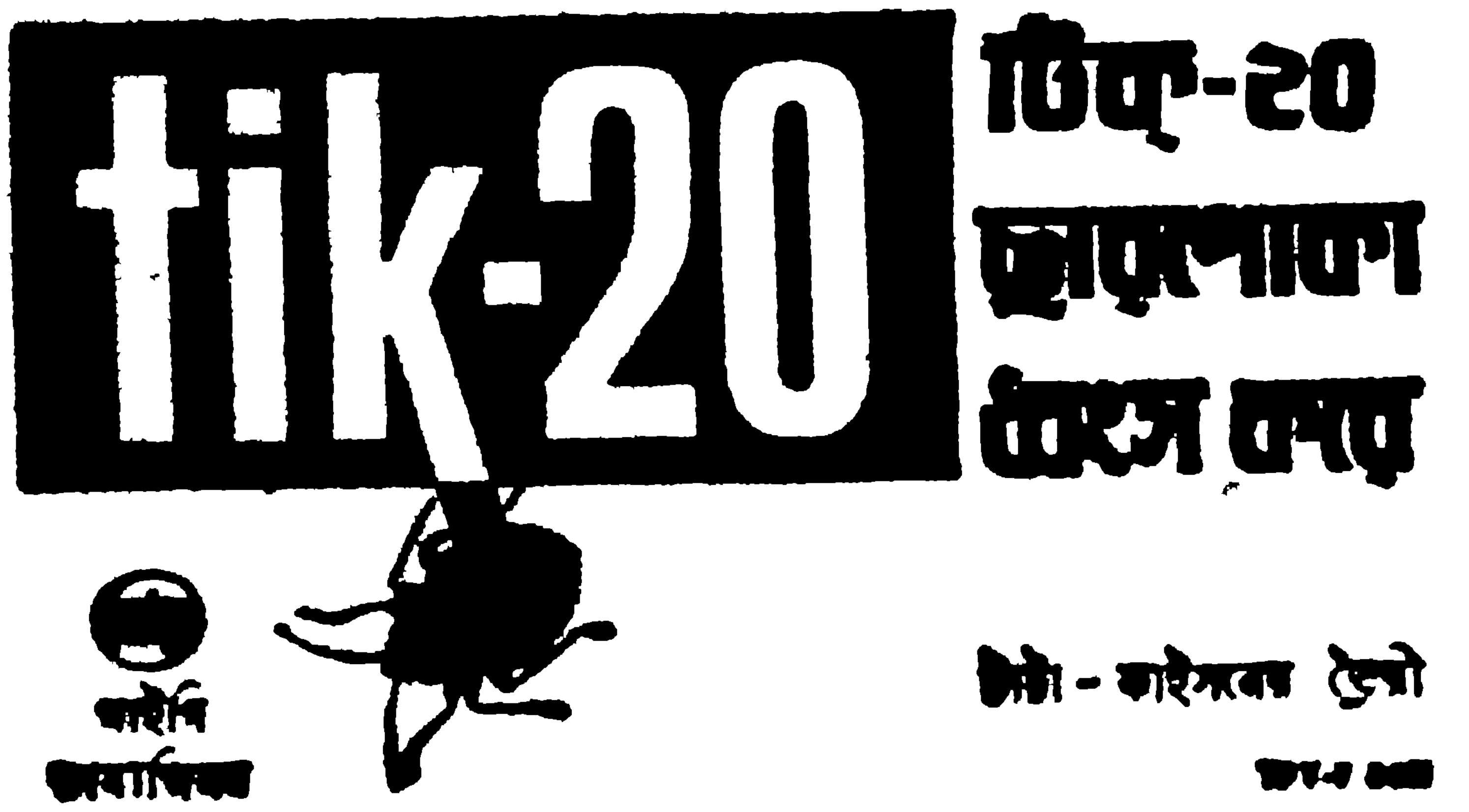

ভবানীর উক্তি কি ভবিষ্যদ্বাণীর মত শোনায় না,—

> কেন দিয়ে খাল গাটি আনিবে কুমীরে?
> প্রদানিবে স্থির গৃহে সংক্রেত অনল?

নবীন সেনের কাব্যে দেবতা নেই, দৈত্য নেই, পদ্মিনী নায়িকার প্রেম-বিরহ-শোকাশ্রু নেই। কিন্তু তাঁর কাব্য পড়তে পড়তে হৃদয়ের শোণিত উচ্ছ্বসিত হয়—সুন্দরী জন্মভূমি চিন্ময়ীরূপে হয়ে প্রত্যক্ষ হন। এইখানেই নবীন সেনের প্রতিভা। আদর্শকে তিনি অন্তরঙ্গ দান করতে পারেন। দেশপ্রেম তাই তাঁর মধ্যে এমন ঘনীভূত—এমন সজীব।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনের দেশপ্রেম সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

"নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসা-প্রার্থিত ক্রোধ দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর......।"

এখানে প্রশ্ন দেশপ্রেম বীর রসের অন্তর্গত এবং বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। উৎসাহ কি করে ঢেকে চেপে প্রকাশ পেতে পারে? তার মধ্যে আবেগ থাকবেই—সে আবেগ যদি অপরের মনে তরঙ্গ তোলে তবে তা সার্থক সৃষ্টি। নবীনচন্দ্র তা পেরেছেন। তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনীর' খণ্ড খণ্ড দেশাত্মক চিন্তাগুলি পলাশীর যুদ্ধে একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। বাঙালী সেনার প্রতি মোহনলালের প্রতিরোধ আহ্বান অংশটি উদ্দীপনা ও আন্তরিকতায় বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় অংশ। 'কালের সাক্ষী' কবি পলাশীর যুদ্ধে যে মহাদৃশ্যের উন্মোচন করেছেন তা হোল ভারতের ভাগ্য-চক্র—যে ভাগ্য বারবার আত্মজনের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাভূত হয়েছে।

নবীন সেনের কবিকল্পনা শুধু ব্যর্থতার ইতিহাস আঁকে নি—শুধু সংকীর্ণ জতীয়তাবাদ প্রচার করে নি। 'কালের শিক্ষক' কবি সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন আজ আমাদের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে যে অবনতি তার মূল আছে সুদূর অতীতে—সেই অনৈক্যের প্রাচীন ইতিহাসে—আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বে—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের সংঘর্ষে। গৃহভেদ, জাতিভেদ, রাজভেদ, ধর্মভেদকে তাই তাঁর আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বর্জন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এক মহা ঐক্য। আজকের দিনে যে National integration এর কথা আমরা বলি তাঁর স্বপ্ন দেখে গেছেন নবীনচন্দ্র। তাঁর আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানলব্ধ মহাভারতের মূলমন্ত্র,—

> শুনিলাম—এক জাতি মানব সকল;
> এক বেদ—মহোবিশ্ব অনন্ত অসীম;
> একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়;
> একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম সাধন;
>
> (রৈবতক—সপ্তম সর্গ)

অন্যত্র,—

> শিখাব একত্ব মর্ম
> এক জাতি, এক ধর্ম
> এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
>
> (ঐ, সপ্তদশ সর্গ)

এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের বক্তব্য স্মরণ করি,—

"বুঝিলাম অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম মহাভারত।...বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না।"

('আমার জীবন,' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২২)

নবীন সেনের তরুণ-বিক্ষুব্ধ স্বদেশপ্রেম প্রশান্তি লাভ করেছে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে।

রবীন্দ্র সপ্তাহের জন্য প্রকাশিত দুইখানি অমূল্য বই

THE BENGAL VAISHNAVISM
&
MODERN LIFE

by

KANAI LAL DUTT & KSHETRA M. PURKAYASTHA

PRICE Rs. 5'00

Analysis and exposition is divided in eight chapters: The G. C. M. of Modern Life Imbalances and Institutional Corrective, Emotional Starvation and Value Disintegration, The Tragedy of Religion Under Eclipse, The Pitfalls of India's Religious History, The Bengal Vaishnavism—a stream from the Maincurrent, The Quintesence of Bengal Vaishnavism—Blissful God and Yearning man, The Transcendental Status and the Romance of Human Relationship, The Charge of Eroticism Answered, The Brindaban—Utopian or Apocalyptic.

ডঃ সুধীরকুমার নন্দীর

রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ

মূল্য ৮, টাকা

রবীন্দ্র দর্শনের মূল্যানুসন্ধান।। নব ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রদর্শনের পর্যালোচনা করেছেন বিদগ্ধ সমালোচক। রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকের পাঠ করা উচিত। ইহাতে আছে : বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক কবির জীবনদর্শনের মৌল প্রত্যয়, কবির শিক্ষাদর্শন কবির শিল্পদর্শন, কবির মানবতাবাদ, কবির কবিধর্ম, রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প, তাকঘর নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

হলদে দাগটি কোথা গেল একি তাজ্জব বাত-
পেপসোডেণ্টে মেজেছেন যে আপনার দাঁত

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক পেপসোডেন্ট লিমিটেড, লণ্ডনের পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

পেপসোডেন্ট-ফেনার একটি বিশেষ গুণ হ'ল এই যে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না; যতক্ষণ পেপসোডেন্টের সক্রিয় উপাদান ইরিয়াম দাঁতের ওপরকার ক্ষয়কারী হলদে ছোপ ধুয়ে না দেয়...দাঁতের স্বাভাবিক ঝকঝকে ভাবটা ফুটিয়ে না তোলে—ততক্ষণ ফেনা হাজির থাকে।

পেপসোডেন্টের স্বাদ চমৎকার ঠাণ্ডা আর ঝরঝরে, পিপারমিণ্টের মত। পেপসোডেন্ট ব্যবহারে মুখের স্বাদ হয় তাজা, গন্ধ হয় সুমধুর, দাঁতের পাটী হয় মজবুত আর ঝকঝকে শাদা।

পেপসোডেন্ট সব জায়গায় পাওয়া যায়। আজই এক টিউব নিন।

ঝকঝকে শাদা দাঁতের জন্যে ইরিয়াম যুক্ত পেপসোডেণ্ট ব্যবহার করুন

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

রাজ্যেশ্বর মিত্র

স্বদেশপ্রেম মানবহৃদয়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী তার স্বরূপ বিভিন্ন। স্বাধীন দেশের অধিবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম যে আকারে থাকে, পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ে ঠিক সেই আকারে থাকে না। দুর্বল সন্তানের প্রতি মার স্নেহ যেমন প্রবল আবেগ এবং অনুকম্পামিশ্রিত পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম অনেকটা সেই প্রকার। স্বাধীন দেশের লোক জাতির ত্রুটিকে ক্ষমা করে না। তার স্বদেশপ্রেম বলিষ্ঠ এবং বিচারনির্দিষ্ট। পরাধীন দেশবাসী জাতির ত্রুটিকে গভীর স্নেহে আবরিত করে এবং গুণের উন্মেষকে প্রবল উদ্দীপনায় প্রচারিত করে। রুক্ষ ভূমিতে যারা বাস করে, তারা যেমন সামান্য তৃণ শষ্পকেও আদরের সঙ্গে রক্ষা করে, তেমনি পরাধীন দেশের লোক তাদের সামান্য আত্মনির্ভরশীলতাকে বিপুল গৌরব প্রদান করে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তৎকালীন অপরাপর মনীষী, যাঁদের রচনার স্বদেশপ্রেম প্রধান বস্তু, তাঁদের রচনার অনুশীলনে এই কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা ছিলেন সেই যুগের লোক, যে যুগে পরাধীনতার অভিশাপ অসহায় জনচিত্তকে জর্জরিত করে তুলেছে, কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করবার মত প্রচুর ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। এই অপারগতার সান্ত্বনাস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ রচয়িতাগণ কাব্যে, সঙ্গীতে স্বদেশের স্বপ্নগত পরিকল্পনাকে হৃদয়াবেগের উজ্জ্বলতায় রূপায়িত করেছেন। এই থেকেই ভারতমাতার বিবিধ পরিকল্পনার অভ্যুদয়। যে মহাবীর্য থেকে আমাদের জাতি বঞ্চিত, তার সমস্ত মহিমা দেশমাতৃকার উপর সমর্পণ করে আমরা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ"—বাঙলার অতীত কীর্তির স্মরণে মুখর। মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে কবি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই যুগের স্বদেশ-সঙ্গীতে যাবতীয় রূপমাধুর্য দেশ-জননীর উপর প্রতিফলিত। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"—এই চিন্তারই প্রতীক। ঐ গানগুলি পরাধীনতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে, তার কারণ আরাধ্য দেবতার মত আমাদের কাম্য গুণগুলি আমরা এইসব গানের মাধ্যমে দেশের উপর আরোপ করেছি। এই সঙ্গীতগুলি যেন অর্চনার স্তুতিমন্ত্র, যার প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তকে পূতভাবে জাগ্রত করা।

যদিচ জনসাধারণ এই সঙ্গীতগুলিতেই স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন তথাপি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমগত যে মূল চিন্তা, তা এইগুলিতে বিধৃত হয়নি। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে তথা দ্বিজেন্দ্র-হৃদয়ে যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ নয়; তার মধ্যে ছিল বিচার, বিশ্লেষণ এবং আত্ম-সমালোচনা। এই বিবেকবান স্বদেশচিন্তা যে কেবলমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই ছিল এমন নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মনোভাবকে যেরকম অকুতোভয়ে প্রকাশ করেছেন, সেরকমভাবে প্রকাশ করবার পৌরুষ অনেকেরই ছিল না। সত্যভাষণের এই দৃঢ়তা দুর্লভ। "কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ। গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ॥" বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীর প্রতি এই উচ্চারণ, এ কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষেই সম্ভব ছিল। নানা কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে মানবতা এবং স্বদেশচিন্তার যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বদেশী যুগে গণ-মানসে তাঁর নাটক যে প্রেরণা প্রদান করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন, নাটকে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বহু গ্লানির উল্লেখ করেছেন। সে-যুগে সেই ত্রুটিগুলি তেমনভাবে দেখিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। [illegible] কারণ, তাঁর [illegible] চিন্তা দিয়ে [illegible] বিচার করে দেখেছেন। [illegible] দ্বিজেন্দ্রলাল [illegible] আদৌ অধিকার করেনি। তাঁর আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থই বাস্তবধর্মী অথচ এই বাস্তব চিত্রগুলি উপযুক্ত কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ়ে—কাব্যগ্রন্থটিকে কবি "গুটিকতক হাসির গল্প" বলেছেন। কিন্তু, এই হাসি করুণ রসে অভিষিক্ত। বাঙালী জীবনের ব্যর্থতাকে তিনি নিপুণ ব্যঙ্গে ধিক্কৃত করেছেন। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে চাষী এবং নেতা দুই-এরই চরিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। এই বর্ণনা যেমন সত্য বিশ্লেষণ তেমনি বাস্তবানুগ। এযুগেও আমরা তথাকথিত নেতা-সম্বন্ধে তাঁর কথাই বলতে পারি—

স্বদেশভক্তি কস্মিনকালেও নষ্ট
কার্পেটমোড়া ত্রিতল কক্ষে বসে থেকে
মা মা বলে নাকিসুরে কান্না
নিয়ে যাও সে-ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে
মা সে শৌখীন মাতৃভক্তি চান না।

যে-কোন ইলেকশনের প্রাক্কালে নেতা কবিতাটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোধগম্য হবে দ্বিজেন্দ্রলাল পেশাদার উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিকদের কেমন নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ঠিক তেমন করেই তিনি দেখেছিলেন কীভাবে দরিদ্র শ্রেণী শোষিত হয়ে আসছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি দৃঢ়স্বরে বলতে পেরেছিলেন:—

ওরে ও ভাই চাষী? ওরে ও ভাই তাঁতি?
পড়িস নাক নুয়ে; জানিস এসব ফাঁকি
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে
করবে তোদের উপর রক্তিম আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজাভাবে,—
দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি?
সমস্বরে বল "এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশী নাই ক দাবী।"

এই [illegible] কঠোর সত্য তিনি বহু কবিতায়, নাটকে, গানে প্রকাশ করেছেন। [illegible] দেশকে তিনি দেখেছিলেন [illegible] দিয়ে নয়, পরিষ্কার বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে। [illegible] বিরুদ্ধে অভিযান [illegible] দ্বিজেন্দ্রলালের মত [illegible] দিয়ে আর কেউ করেনি, কারণ এই দুটি [illegible] আমাদের দেশের

জাতির সম্ভাবনা কত অধিক, তা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবিদিত ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে একথা সর্বাগ্রে মনে রাখা কর্তব্য যে, যা তিনি নিজে দেখেননি বা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেননি, তা একবারও বলবার চেষ্টা করেননি। কৃত্রিমতা তাঁর চরিত্রে আদৌ ছিল না এবং এই স্বভাবটি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। সহজ, সরল এবং তেজস্বী মানুষ ছিলেন তিনি। কৈশোরে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছিলেন। চাকুরীর ব্যাপারে বার বার ইংরেজ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটেছে। লাটসাহেবকে তিনি খাতির করে কথা বলেননি। বাংলা বিহারের নানা স্থানে তিনি ঘুরেছেন। ইতর ভদ্র নানা জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তাদের তিনি যাচাই করে দেখেছেন। তাঁর পূর্বে আরও অনেক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁরাও কিছু কিছু রাজরোষের পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দস্তুরমত নাকাল হয়েছিলেন। রাজরোষ যে কী বস্তু, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবনে প্রভূত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল, যার ফলে তিনি তাঁর দেশের বিবিধ চরিত্রে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন এম-এ পড়েন। এক শনিবারে গিয়েছেন গড়ের মাঠে ক্যালকাটা ইণ্টারন্যাশনাল এক্জিবিশন দেখতে। সেখানে এক ভদ্রমহিলাও এসেছেন কয়েকজন সহচরীকে নিয়ে। সুযোগ পেয়ে কতকগুলি ফিরিঙ্গী ছোকরা লাগল তাঁর পিছনে। ভদ্র-মহিলার অসহায় অবস্থা দেখামাত্র দ্বিজেন্দ্র-লাল তাদের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু প্রতিবাদে বিশেষ কিছু হল না। কোনক্রমে ভদ্রমহিলাকে গাড়িতে তুলে দেবার পর ফিরিঙ্গীদের দলবদ্ধ আক্রমণে তিনি দস্তুরমত আহত হলেন। অবশেষে যেসব বাঙালী ভদ্রমহোদয় দূরে থেকে ব্যাপারটা দেখছিলেন, তাঁদের মঙ্গলবুদ্ধি জাগ্রত হল এবং তাঁরাও যুদ্ধস্থলে এগিয়ে এলেন। বেগতিক দেখে ফিরিঙ্গীর দল রণে ভঙ্গ দিল। তাদের যে দলপতি ছিল, সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহস ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিল। এর পরেও একবার ট্রামে এক সাহেবের সঙ্গে অভদ্র আচরণ নিয়ে তাঁর বিবাদ বেধেছিল; সেবারও তিনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু ততটা অগ্রসর হতে হয়নি। তাঁর নিজের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল বলে জাতিকে ক্ষমতা অর্জন করবার জন্য তিনি বারবার আহ্বান জানিয়েছেন, আর বাঙালীর ভীরুতা কার্যক্ষেত্রে বারবার লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাকে কঠিন ভাবে বিদ্রূপ করেছেন।

বিলাতে প্রবাসকালে তিনি ইংরেজদের জাতীয় জীবন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বিলাতের পত্রগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র—এই তিনটি স্তর সম্পর্কেই তাঁর বর্ণনা সরস এবং চিত্তাকর্ষক। প্রতি পদেই তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেছেন এবং কেবলমাত্র ইচ্ছার দৃঢ়তা থাকলেই আমাদের জাতীয় জীবন কত উৎকৃষ্ট হতে পারত, তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের মনোভাব সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে তিনি যা বলেছিলেন, তা আজও অনেকখানি সত্য। এখনও "আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন! যেদিন যাহা পায়, প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে। সঞ্চিত অর্থ নাই; আরামের বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটীরে শতধাছিন্ন বিছানায়, শতগ্রন্থিময় বসনে বহু সন্তানের পিতা সেই কৃষক দীন-ভাবে কোনপ্রকারে জীবনযাপন করে।" দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন যে "সর্বাগ্রে [illegible]" এই দুরবস্থার মূলে। এদের অবস্থা যে [illegible] হতে পারে, তা এদের ধারণাতেই আসে না।

একমাত্র সিনেমা সাপ্তাহিক
সিনেমা জগতের খবর, গান ও স্বরলিপি, সিনেমার বহু ছবি ও অন্যান্য বিভাগীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে
ঘরোয়া সাপ্তাহিক
যথারীতি প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হয়।
বিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস
ও শচীন ভৌমিকের
বোম্বাই সংবাদ, চিঠির জবাব,
অশোক ঘোষালের নতুন রচনা—
ধান ভানতে শিবের গীত আর সরোজ সেনগুপ্ত গৃহীত প্রশ্নোত্তরে সাক্ষাৎকার
প্রতি সংখ্যা ঘরোয়ার বিশেষ আকর্ষণ।
দাম ৪০ নয়া পয়সা মাত্র।
৭৯/৫ বি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-১৪

স্বর্ণ ও রসায়ন যুক্ত অদ্বিতীয় সালসা
কেয়োটো সার্সাপ্যারিলা

এরা অতিশয় রাজভক্ত এবং সরকারী উপকারিতার অভিলাষী। দৈবক্রমে হলে তারা কেবল বিধিনির্বন্ধের দোষ দেয়, নিজের অদৃষ্টকেই অভিশাপ দেয়। বর্তমান স্বদেশী শাসনে কৃষকদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে বটে এবং দুর্দশার্মে এদের মধ্যেও কিছুটা বিক্ষোভ মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু একতভাবে চেতনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি। দেখা গেলে আপনা থেকেই আমাদের সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিত। বহুকাল পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল উন্নত প্রথার কৃষিকর্মের প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। তিনি নিজেও কৃষিবিদ্যাই শিক্ষা করেছিলেন। অতএব কৃষিকর্ম সম্বন্ধে পরিবর্তনের চিন্তা তাঁর অনধিকার চর্চা ছিল না বা ভাবালুতা নয়। স্বদেশের উন্নতিকল্পে খুব বড় পরিকল্পনা বা ব্যয়সাধ্য প্রয়াস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্য ছিল না, তিনি বারবার এই কথাই বলেছেন যে, আমাদের যা আছে, তাকেই যদি আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তা হলে আমাদের দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর হয়। এর জন্য যে গুণ-গুলি দরকার, সেইগুলি আয়ত্ত করবার উপদেশই তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে-ও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়।

বিলাত থেকে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরে তিনি পেলেন মামুলি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি। এর কারণও তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা। যে যুগে লাট-সাহেবকে দেখলে চাকুরিপ্রার্থী বাঙালী গদগদ হয়ে পড়তেন, সে যুগে চাকরির ইন্টারভিউয়ে লাটসাহেবকে তিনি বিশেষ প্রাধান্যই দিলেন না। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী বেদনা তিনি পেয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁর প্রতি সমাজের ব্যবহারে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আলাদা করে রাখলেন। বিলাতে যাবার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করবার পরামর্শ দেওয়া হল। যে সমাজের হিতার্থে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃত

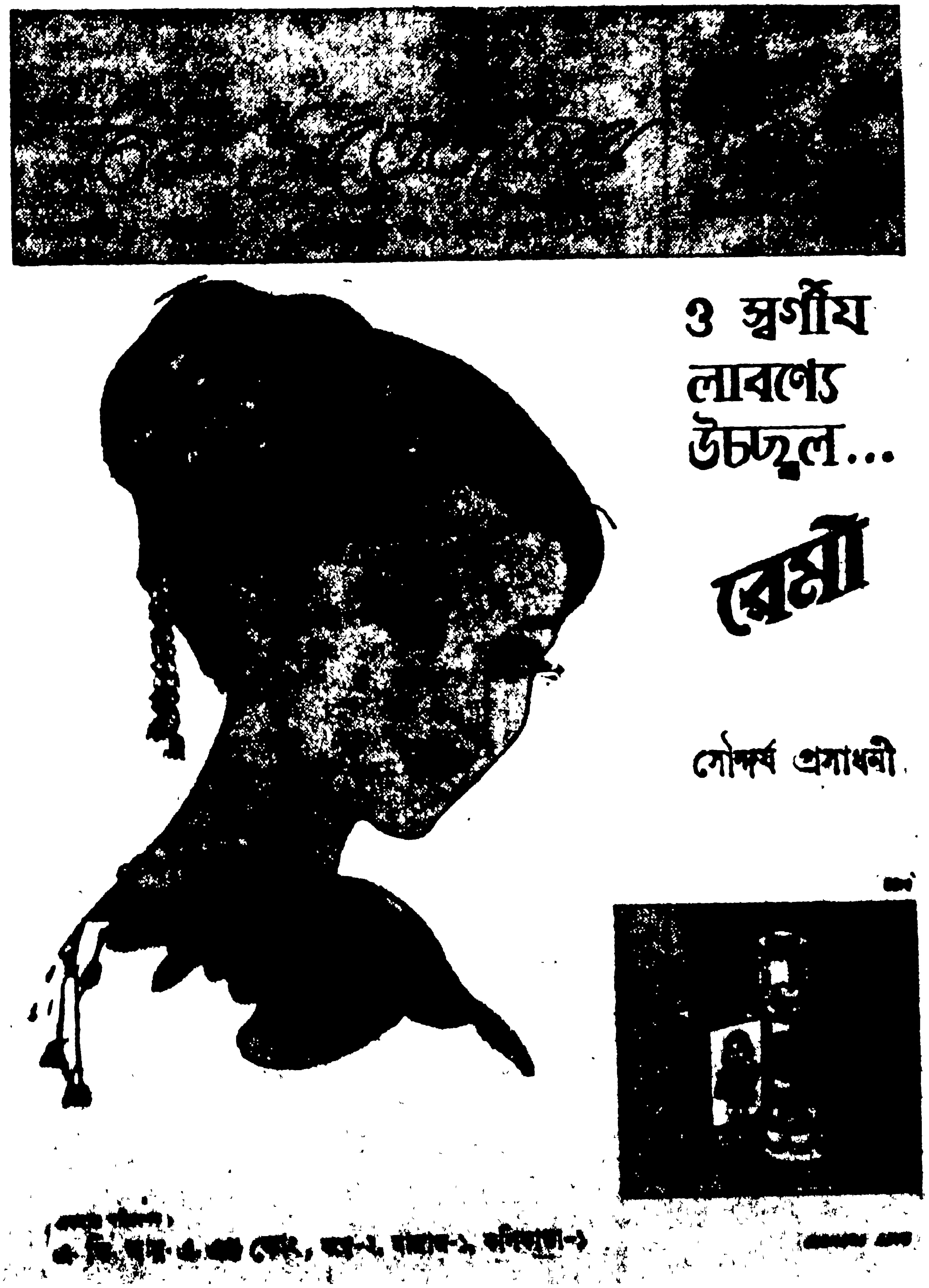

"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE :" V.P.

রঙমহল

অত্যাশ্চর্য সংবাদ

জার্মান মডেল বাইনোকিউলার

মূল্য ৮. টাকা।

[illegible] সেই সমাজেই তাঁরা একঘরে করবার সিদ্ধান্ত করেন। সমাজের এই সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তিনি এর আগেই আলোচনা করেছিলেন। বিলাত থেকে একটি চিঠিতে তিনি এবিষয়ে তাঁর মন্তব্য জানিয়েছেন—"অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ আশংকার কারণ কি। সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই তো সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি ক্ষতি আমারই কেবল? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য ক্ষতি আমার অধিক, কিন্তু পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি। এইভাবে নূতন সমাজ গঠিত হইবে, নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে।" এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি "একঘরে" নকশা রচনা করেন। প্রাচীনপন্থীরা এই বিদ্রূপে আরো জ্বলে উঠলেন। এক ভদ্রলোক কলেজ স্ট্রীটের এক দোকান থেকে বইটি চেয়ে নিয়ে সেখানেই পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়া শেষ করে তিনি এমনি চটে গেলেন যে, স্থান কাল ভুলে সেই দোকানেই বইটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পা দিয়ে থ্যাৎলাতে লাগলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। এইসব কঠিন আঘাতের ফলেই সমাজ ক্রমে তার ছিদ্র বুঝতে পেরেছে এবং ব্যাপকতর হয়ে বর্তমান উদারনীতিতে আস্থা স্থাপন করেছে।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে যখন থেকে তিনি ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড এগ্রিকালচার বিভাগে সেটলমেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তা কতখানি বাস্তবধর্মী ছিল তা এই যুগের দ্বিজেন্দ্রলালকে না জানলে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। জরীপের কাজে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে তিনি বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন; তারপর সেটলমেন্ট অফিসার হয়ে আসেন বর্ধমান এস্টেটের সুজামুটা পরগণায়। এইখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন আগেকার অফিসারেরা জরীপে জমী বেশী পেলেই খাজনাও বেশী ধার্য করে দিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ব্যবস্থা সমর্থন করলেন না। [illegible] প্রথমে জমী [illegible] হত তখন [illegible] হত না। [illegible] জমীর পরিমাণ [illegible] হত। সেই জমীই জরীপে [illegible] বেশী [illegible] হওয়া খুবই সম্ভব। [illegible] বেশী [illegible] [illegible]

[illegible] এবং [illegible] অনুমান [illegible] তিনি [illegible] কমিয়ে দিলেন। এই ব্যাপারে জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। জমিদার কাছে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হল এবং জজ তাঁর ব্যবস্থা পাল্টে প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস ইলিয়ট নিজে একটি তদন্তের অছিলায় করে দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রচুর তিরস্কার করলেন। হুজুরের অন্যায় ধমক মেনে নেবার মত লোক ছিলেন না দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনিও লাট সাহেবের মুখের ওপর বলে এলেন যে তিনি যা করেছেন তা বাংলা দেশের সেটলমেন্ট আইন অনুসারেই করেছেন। লাটসাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেটলমেন্ট ম্যানুয়েলে সেটলমেন্ট অফিসারদের কর্তব্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ মন্তব্য যোজনা করলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রমোশন রহিত করে দিলেন। ইতিমধ্যে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হল। হাইকোর্ট জজের রায় উল্টে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রায়কে সমর্থন করলেন। এ ছাড়া আর এক আপীলে স্যার চার্লসের মন্তব্যটি বিশেষভাবে নিন্দিত হয় এবং অবশেষে এটি সেটলমেন্ট ম্যানুয়েল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সময় থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর রাজরোষ স্থায়ী হয়ে বসে। ঊর্ধ্বতন একজন ইংরেজ অফিসার তাঁর প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন বলে তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়নি নতুবা সেটাও অপ্রত্যাশিত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালও এই ব্যবহারের জবাব দিলেন তাঁর এক প্রকাশ্য বক্তৃতায়—অনেস্টি ইজ নট দি বেস্ট পলিসি। এই সময় থেকেই ডি এল রায়ের সাহেবি পোশাক খসে পড়ে গেল—তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল: আর সুজামুটার লোকে তাঁর নাম দিলে—দয়াল রায়।

এর পর থেকে তাঁর কাব্যে এক গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলিতে বারবার দেশের দরিদ্র সাধারণের মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে; বাংলা, বিহারের অপূর্ব গ্রাম্য সৌন্দর্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জরীপের কাজে প্রতিদিন গ্রামের পর গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, চোখের ওপর দেখেছেন কেমনভাবে তারা থাকে, কেমনভাবে তারা শোষিত হয়। তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর অভিজ্ঞতার উপলব্ধি থেকে [illegible] [illegible]

নরনারীর পদস্খলনের কাহিনী শুনেছেন। তাদের জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা তাঁর অগোচর ছিল না। তাঁর কাছে সামান্য রূপোপজীবিনীও ছিল মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত। নিজের দেশকে বাস্তব চোখে দেখে এই বিশ্বাসই তাঁর হয়েছিল যে বহু সমস্যা, বহু ব্যর্থতা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট, এছাড়া কিছুটা ভাগ্যনির্দিষ্ট। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি প্রকৃত সাহিত্যিকের নিরাসক্ত উদার দৃষ্টিলাভ করেন যা বলিষ্ঠ স্নেহে ক্ষমায় স্নিগ্ধ, মধুর এবং পবিত্র।

তাঁর কর্মজীবন সুখের হয়নি। সরকার তাঁর প্রতি প্রচ্ছন্ন হলেও কঠিন দৃষ্টি রেখেছিলেন। গুপ্ত রিপোর্টের ফলে তাঁকে কোন কোন রচনার জন্য কৈফিয়ৎও দিতে হয়েছে। এইসব কৈফিয়ৎ লিখতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু, চাকরির খাতিরেও তিনি সরকারের মনস্তুষ্টি বিধান করেননি। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুণ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও পরোক্ষভাবে নাকাল করতে ছাড়েননি। অসুস্থতানিবন্ধন তাঁর ছুটির দরখাস্ত বার বার নামঞ্জুর হয়েছে। খুলনা থেকে বহরমপুর, বহরমপুর থেকে কাঁথি সেখান থেকে গয়া, এইভাবে অল্প কদিনে তাঁকে বদলী করে সরকার তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অবস্থাতেই গয়াতে তিনি 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' গানটি রচনা করেন। এই গানটি গাইতে গাইতে তিনি বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করতেন যার ফলে তাঁর রক্তপ্রেসর বৃদ্ধি পেত। শেষ পর্যন্ত রক্তপ্রেসারই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বদেশী যুগে সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যখনই তিনি কলকাতায় এসেছেন তখনই গান লিখেছেন শোভাযাত্রায় এবং সভাস্থলে সেগুলি গেয়েছেন। তাঁর বন্ধুরা এ বিষয়ে তাঁর মত নির্ভীক ছিলেন না। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কিছু রচনা তাঁকে নষ্ট করে ফেলতে হয়। এর জন্য তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। তিনি জানতেন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং যদি চরম ব্যবস্থাই গৃহীত হত তাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষুব্ধ হতেন না। চাকরির মোহ তিনি অনেক পরিমাণেই ত্যাগ করেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যও তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তার জন্য তিনি সরকারকে দোষারোপ করতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পেতে হবে এটা স্বাভাবিক। সুতরাং সে শাস্তি তিনি প্রাপ্য বলেই মনে করতেন; কিন্তু তাঁর কাছে অসহ্য ছিল সেকালকার নেতাদের ভণ্ডামী যাঁরা সরকারের বিক্ষোভাচরণ করে দেশের কাছে হাততালি কুড়াবেন অপরপক্ষে শাস্তি গ্রহণের বেলায় নানা ওজর আপত্তি পেশ করবেন। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব একটি পত্রে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে:—

'আমরা অপরাধী হই—বেশতো জেল দিতে হয় দাও—এই বলে সদর্পে জেলে যাক না দেখি। কিন্তু চোখ রাঙিয়ে তারপরেই চাবুক খেয়ে পড়ে গিয়ে উড়ে [illegible] মত এই কান্না হাইকোর্টে আপীল, এক হুজুরের কাছ থেকে আর এক হুজুরের কাছে [illegible]—এই [illegible] কাজ [illegible] কাজ নেই বাবা। তার চেয়ে চাকুরের [illegible] থেকে আগে থাকতেই সরে দাঁড়ানো ঢের ভালো।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে একথাই সবচেয়ে বড় সত্য। যা তিনি বলতেন, সেইটেই করেছেন। [illegible] ছিল সেদিকে হাত বাড়াননি। বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের এই সব বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা না করলে দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে স্বদেশ চিন্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করা যাবে না। বর্তমান সমালোচকদের অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে উচ্ছ্বাসের আধিক্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউ কবির জীবনের সঙ্গে সমন্বয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে [illegible] করেননি। নাটকগুলিতে উচ্ছ্বাসের কিছু আধিক্য [illegible] তিনি [illegible] কবিতা এবং গান রচনা করেছেন [illegible] এই সব ক্ষেত্রেই অনমনীয় [illegible] দ্বিজেন্দ্রলাল [illegible] উজ্জ্বল।

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়ের

অধুনাতম বাংলা কাব্যগ্রন্থ

[illegible]

দেশী [illegible] বিদেশী ফুল

দাম [illegible]

প্রকাশক

বিহার সাহিত্য ভবন

[illegible] কলিকাতা [illegible]

(সি ৭৭২)

রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান

[illegible]

সংকলক—হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

[illegible] (জন্ম শত-বার্ষিক সংস্করণ সহ) [illegible]

প্রাপ্তিস্থান: [illegible]

(স-১০৯)

শ্রীপান্থের

বিচিত্র মানবী

[illegible] —একা একা তাঁর ভাল লাগল না। নিঃসঙ্গ প্রজাপতি অতঃপর নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ তার পুরুষ, এক ভাগ নারী। একদা সমান অধিকার এবং মর্যাদা নিয়েই মর্ত্যে যাত্রারম্ভ করেছিল মানবী। কিন্তু চিরকাল তবুও তার এক পরিচয় নয়। ইতিহাসের ধাপে ধাপে তার বিস্ময়কর ভাগ্যবিবর্তন, বিচিত্র পরিচয়। ..

ক্রীতদাসী—দেবদাসী থেকে সম্রাজ্ঞী [illegible] কুলবধূ থেকে হারেম কন্যা,—সতী এবং অসতী, মোহিনী এবং ডাকিনী আধুনিকা এবং পৌরাণিকা—'বিচিত্র মানবী' সেই বিচিত্ররূপা নারীরই তথ্য নির্ভর অন্তরঙ্গ কাহিনী। প্রিয় লেখকের কলমের গুণে কাহিনীগুলি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এবং সুখপাঠ্য উপন্যাস।

দাম ৫·০০

গ্রন্থম ২২।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

স্মরণীয় বই ● অ্যাসোসিয়েটেড-এর গ্রন্থাতিথি

প্রতি মাসের ৭ তারিখে আমাদের নূতন বই প্রকাশিত হয়

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস

স্বামী — মেজদিদি
পণ্ডিতমশাই — বামুনের মেয়ে
শেষ প্রশ্ন — নিষ্কৃতি
নববিধান — হরিলক্ষ্মী
বৈকুণ্ঠের উইল — পরিণীতা
চন্দ্রনাথ — ছবি
দেবদাস — বড়দিদি
পল্লীসমাজ — দেনাপাওনা
শুভদা — অরক্ষণীয়া
শ্রীকান্ত (১ম) — চরিত্রহীন
শ্রীকান্ত (২য়) — গৃহদাহ
শ্রীকান্ত (৩য়) — অনুরাধা সতী
শ্রীকান্ত (৪র্থ) — ও পরেশ

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রবন্ধ গ্রন্থ

নারীর মূল্য
শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী

নাটক

বিপ্রদাস — পথের দাবী
গৃহদাহ — নিষ্কৃতি
রমা — বিজয়া
রাজলক্ষ্মী — ষোড়শী
দেবদাস

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমাদের বই

কাজী আবদুল ওদুদের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২.০০
[illegible]
রবীন্দ্র প্রতিভা ১০.০০
[illegible]
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫.৭৫
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
রবি-কথা ৩.৫০
বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-কথা ২.০০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩.৫০
বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কবি-প্রণাম ৫.০০

স্ব-নির্বাচিত গল্প—১৫ খণ্ড

প্রতি খণ্ড [illegible]

[illegible] প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, [illegible] বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, [illegible] দেবী, [illegible] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] প্রভৃতি।

উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
আগামীকাল ২.৫০
[illegible]
ভীমপলশ্রী ৫.০০
স্থাবর ৮.০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ৬.০০
প্রতিভা বসুর
মনোলীনা ২.৫০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রিকশার গান ৫.০০
প্রবোধকুমার সান্যালের
ইস্পাতের কলা ৩.৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
হাসপাতাল ৬.৫০
বিমল মিত্রের
নিশিপালন ৪.৭৫
[illegible] ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি ৫.৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দিবারাত্রির কাব্য ৩.২৫
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
বার ঘর এক উঠোন ৮.০০
[illegible] দাশের
রক্তরাগ ৪.৫০
[illegible]
গান্ধর্ব ৩.৫০
[illegible]
নীচে সোনার বর্শাত ৩.৫০

গল্পগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সংহপদী ২.০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সিন্দুর টিপ ২.৫০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিল ৩.২৫
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
জন্ম ও মৃত্যু ৫.০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এমন দিনে ৩.৭৫
নবেন্দু ঘোষের
পাগড়ই দ্বীপের কাহিনী ৩.৫০

কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
সাগর থেকে ফেরা ৩.০০
মোহিতলাল মজুমদারের
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪.০০
চিত্তরঞ্জন দাশের
কবি-চিত্ত ৫.০০
[illegible] ভট্টাচার্যের
স্ব-নির্বাচিত কবিতা ৭.০০
প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)
সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা ৫.০০
দিলীপকুমার রায় সংকলিত
দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন ৮.০০

বিবিধ সাহিত্য

নিরঞ্জন চক্রবর্তীর
ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ৮.০০
বিমলচন্দ্র সিংহের
বিশ্বপথিক বাঙালী ৫.০০
রাজশেখর বসুর
বিচিন্তা ২.২৫
শান্তিদেব ঘোষের
গ্রামীণ নৃত্য ও নাটক ৩.০০
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের
বঙ্কিমচন্দ্র ৫.০০
[illegible]
হিমাচলম ৩.৫০
ত্রিদিব চৌধুরীর
সালাজারের জেলে উনিশ মাস ১০.০০
[illegible]
ক্রিকেটের রাজকুমার ২.৫০
বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা (১ম) ৩.৫০
ঐ (২য়) ৩.৫০
[illegible]
বিবিধার্থ অভিধান [illegible]
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের
ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা [illegible]
[illegible]
অমৃতপথযাত্রী [illegible]

ছোটদের গল্প, উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
চাঁদনীতীর ঘনাদা ২.৭৫
[illegible]
চুনচেরা খোদবোধ ২.০০
[illegible] মিত্রের
মায়াবাঁশী ১.৫০
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে ২.০০
সুখলতা রাও-এর
খোকা এল বেড়িয়ে ২.৫০
[illegible] দে সংকলিত
শুধু হাসির গল্প ৫.০০
সুধীর সরকারের
বোকা ২.৫০
লীলা মজুমদারের
হলদে পাখির পালক ২.০০
বিমল মিত্রের
মৃত্যুহীন প্রাণ ২.৭৫
ইন্দিরা দেবীর
পাখি আর পাখি ৩.০০ (পক্ষী বিজ্ঞানের সচিত্র বই)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

গ্রাম—কালচার ॥ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭ ॥ ফোন—৩৪-২৬৪১

একবছরের উল্লেখযোগ্য বই

১৫ বৈশাখ, ১৩৬৯—১৪ বৈশাখ, ১৩৭০

রবীন্দ্ররচনা

গল্পগুচ্ছ (৪র্থ খণ্ড)	৫·০০	বিশ্বভারতী
ছন্দ	৮·০০	বিশ্বভারতী
দীপিকা শোভন ৮·৫০ সাধারণ ৭·৫০		বিশ্বভারতী
বীরপুরুষ	১·৩০	বিশ্বভারতী
লক্ষ্মীর পরীক্ষা	১·০০	বিশ্বভারতী
স্বদেশী সমাজ	৩·০০	বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রচর্চা

আমাদের গুরুদেব	৩·৫০	সুধীরচন্দ্র কর	…	বিশ্বভারতী
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ	১২·০০	কাজী আবদুল ওদুদ	..	নই প্রকাশ
কবি মানসী	১২·৫০	জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	…	ডি এম লাইব্রেরী
গুরুদেব	৫·০০	রানী চন্দ	…	বিশ্বভারতী
পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ	৩·০০	সুকুমার সেন	…	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচকড়ি ঐ খোকা
মানুষকে ভাবে বোকা
বই কেন সে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধাঁধা
—রবীন্দ্রনাথ

মন দিয়ে যাঁরা বই চিবিয়ে খান
তাঁরা অবশ্যই বোকা নন
কিন্তু বইয়ের অযত্ন করা
বোকামির চূড়ান্ত লক্ষণ

আপনার রবীন্দ্র-রচনাগুলির
খণ্ডগুলি সযত্নে রক্ষা
করুন

॥ কবিপক্ষে বই উপহার দিন ॥

রবীন্দ্র-রচনাবলী ক্যাবিনেট
সুদৃশ্য, মজবুত ও উপহারোপযোগী
দাম মাত্র ৫৫·০০
কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় ফ্রি ডেলিভারী

ক্যাবিনেট ইণ্ডাস্ট্রীজ : ৭৫বি, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ফোন : ২৪-৩৫১৭

ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ	৮·০০	প্রবোধচন্দ্র সেন	...	এ মুখার্জি
রবীন্দ্র চিন্তন (২য়)	৬·০০	[illegible]	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্র কথা	২·০০	[illegible] মুখোপাধ্যায়	...	[illegible] এ পি
রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষণ	৬·০০	ডঃ সুধীর নন্দী	...	শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথ	৫·০০	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)	১২·৫০	ডঃ [illegible]	..	চক্রবর্তী [illegible] সন্স
রবীন্দ্র নাট্য প্রসঙ্গ : কাব্য নাটক	৪·০০	ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত	...	স্ট্যান্ডার্ড পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা	১২·০০	[illegible] ঠাকুর	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য	১০·০০	ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারশ্য ও ইরাক ভ্রমণ	৫·৭৫	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	আই এ পি
রবীন্দ্র নির্দেশিকা	১০·০০	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী	...	ক্লারিয়ন পাবলিশার্স
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী	৪·০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা	৫·০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	নবারুণ
রবীন্দ্র-সরণি	১০·০০	প্রমথনাথ বিশী	...	মিত্র ও ঘোষ
রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে	১০·০০	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার
রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান (২য়)	৫·০০	হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	...	
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ	৫·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	এম সি সরকার

কবিতা

অতিন্দ্রের আলোলেখা	২·০০	মণীন্দ্র রায়	...	সুরভি প্রকাশনী
অন্ধকার উঠানে যে নদী	২·০০	তরুণ সান্যাল	...	কথা শিল্প
অন্য দ্বীপ দ্বীপান্তর	১·৫০	শেখর নাহা	...	মানস প্রকাশনী
অভিজ্ঞান শকুন্তলা (অনুবাদ)	৩·৭৫	কালিপদ দাস	...	আলফাবিটা পাব্লিকেশনস
অনঙ্গ ভৈরবী	২·০০	প্রমথ মুখোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
ময়না তদন্ত
৩·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
দ্বীপপুঞ্জ
৪·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
প্রতিহারিণী
৪·০০

গোলাম কুদ্দুসের
সুরের আগুন
৪·৭৫

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের
দেওয়ালের দাগ
৭·০০

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

আরও সূর্যের কাছে	৩·০০	[illegible]	...	এ মুখার্জি
[illegible]-গান্ধার	২·৫০	[illegible]	..	আলফাবিটা
এক সমুদ্র দুটি [illegible]	[illegible]	[illegible]	..	
একালের কবিতা ([illegible])	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
[illegible] পারিপার্শ্বিক [illegible]	২·০০	[illegible]	..	গ্রন্থজগৎ
কবিতা ১৯৫৬	৮·০০	[illegible]		কবিপত্র প্রকাশ ভবন
কাছেই জানালা	[illegible]	[illegible] চক্রবর্তী	.	[illegible]
কৃত্তিবাস (সংকলন ১৬)	[illegible]	[illegible] সম্পাদিত	..	কৃত্তিবাস প্রকাশনী
চিত্র রেখা ভয় [illegible] (সংকলন)	২·০০	[illegible] সম্পাদিত	...	এস সি সরকার
চিত্র রচিত কবিতা	২·৫০	উৎপলকুমার বসু	...	কৃত্তিবাস প্রকাশনী
দিনযাপন	২·৫০	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	...	কবিতা পরিষদ
দীপশিখা দর্পণময়	৩·০০	বিনয় মিত্র	...	আলফাবিটা
নম ডালের ফুল	২·০০	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	কবিপত্র প্রকাশ ভবন
নির্বাস	২·০০	পরিমল চক্রবর্তী	...	ইণ্ডিয়ানা
নীল শহরের গলি	২·৫০	জগদীশচন্দ্র দাশ	...	আলফাবিটা
প্রথম কবিতা	২·০০	পুরুষোত্তম	...	„
প্রথম ভালবাসা	২·০০	সুরিংশেখর মজুমদার	...	গ্রন্থজগৎ
বাঁকা জল	২·০০	অনিল বিশ্বাস	...	ইণ্ডিয়ানা
বাতাবরণ	২·৫০	অসিতকুমার ভট্টাচার্য	...	কবিতা পরিষদ
ভোরের নক্ষত্র (সংকলন)	৩·০০	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত	...	কবিতা পরিষদ
মৃত্যুদিন জন্মদিন	২·০০	[illegible]	...	সম্প্রতি প্রকাশনী
[illegible]	৩·০০	[illegible]	...	ত্রিবেণী
[illegible]	২·০০	[illegible] সেনগুপ্ত	...	[illegible]
[illegible]	৪·০০	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	এ মুখার্জি
[illegible]	২·৫০	[illegible]	...	কৃত্তিবাস প্রকাশনী

প্রফুল্ল রায় চৌধুরীর

প্রাণতরঙ্গ

[illegible]

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

উলটো পুরাণ ৪·০০

চিরঞ্জীব সেনের

রহস্যের অন্ধকারে

৪·৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

ভাগ্য বলাকা

৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

লালমাটি

৬·০০

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৪৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট : কলিকাতা ৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

শিউলি ঝরার শব্দে	২·০০	শান্তি লাহিড়ী	...	সাহিত্য প্রকাশ
সন্ধ্যার জানালা	৩·২৫	মতি মুখোপাধ্যায়	...	আলফাবিটা
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত (বিদেশী কবিতার অনুবাদ সঙ্কলন)	১২·০০	শংখ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত	...	নতুন সাহিত্য ভবন
সাত রং সাত আকাশ (অনুবাদ)	৩·০০	শান্তিভূষণ রায়	...	এশিয়া পাবলিশিং
সোনালি ডানার চিল	২·০০	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	গ্রন্থজগৎ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য	১৪·০০	আসত গুপ্ত	...	কথাকলি
ঘরে বাইরে সাহিত্য চিন্তা	৫·০০	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	সাহিত্য জগৎ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	১০·০০	ডঃ সুশীল রায়	...	জিজ্ঞাসা
প্রবন্ধ সংগ্রহ (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৭·৫০	ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত	...	জিজ্ঞাসা
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য	২·০০	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	ভারতী লাইব্রেরী
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)	৮·০০	তারাপদ ভট্টাচার্য	...	এস গুপ্ত ব্রাদার্স
বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস	১৪·০০	সজনীকান্ত দাস	...	মিত্রালয়
বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস	৮·০০	ডঃ বিজিতকুমার দত্ত	...	মিত্র ও ঘোষ
বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার	১৬·০০	ভূদেব চৌধুরী	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা	৪·০০	তামসরঞ্জন রায়	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস	১৫·০০	সুকুমার সেন	...	গ্রন্থ প্রকাশ
ভাষাতত্ত্বের কথা	৬·০০	অতীন্দ্র মজুমদার	...	নয়া প্রকাশ
মধুসূদনের কাব্যালঙ্কার ও কবিমানস	৬·৫০	ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা	৪·০০	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
সাহিত্য সংস্কৃতির সময়	৪·০০	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	...	বাক সাহিত্য
সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে	১২·৫০	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মডার্ন বুক এজেন্সি

সংকলন

অনেক দিনের অনেক কথা	৪·০০	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	...	সুরভি প্রকাশনী
চিত্র বিচিত্র	৭·০০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	কথাকলি

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থ সম্ভার ●

রমাপদ চৌধুরী
আপন প্রিয় ৩·০০
কথাকলি ৩·০০
দুটি চোখ দুটি মন ৪·৫০
লেখালিখি ২·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলী
ধূপছায়া ৪·০০
শবনম ৫·০০

অবধূত
ক্রীম ৪·৫০
কলিতীর্থ কালিঘাট ৪·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তীরভূমি ৪·৫০
নীলাঞ্জনছায়া ৩·০০

শ্রীপান্থ
শ্রীপান্থের কলকাতা ৭·০০
সাত রানী আট বেগম ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
নাগলতা ৩·৫০
রূপসাগর ৪·৫০
পলাশের নেশা ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাধা ৭·০০
যোগভ্রষ্ট ৫·০০
যতিভঙ্গ ৩·৫০

ইন্দ্র মিত্র
সাজঘর ১০·০০

সমরেশ বসু
দুরন্ত চড়াই ৫·০০
তুষা ৩·০০

লীলা মজুমদার
চীনে লণ্ঠন ৩·৭৫
নাটঘর ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
বধূবরণ ৩·০০
মিত্তোমিতিন ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু
হৃদয়ের জাগরণ ৩·৫০
সাহিত্যচর্চা ৪·০০

বিমল কর
নির্বাসন ২·৭৫
বনভূমি ৩·০০

গোবিন্দিকশোর ঘোষ
জল পড়ে পাতা নড়ে ৮·০০
মন মানে না ৩·২৫

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
শুক্লসন্ধ্যা ৫·০০
রমণীর মন ৩·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
একান্ত আপন ৪·০০
নাম নেই ঠিকানা নেই ৩·৫০

॥ প্রতিবেশী সাহিত্য ॥

মাটির মানুষ (উড়িষ্যা) কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ২·৫০ দুকুনকে ধান (মালয়লম) শিবশঙ্কর পিল্লাই ৩·০০ নানার হাতি (মালয়লম) বৈকম মহঃ বশীর ২·০০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২ ॥

দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন	৮·০০	দিলীপকুমার রায়	...	আই এ পি
ভারতীয় গল্প সংকলন	৪·০০	বোম্মানা বিশ্বনাথম	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
মালঞ্চের রঙ	৬·৫০	বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	...	সম্বোধি

জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ

একটি পেরেকের কাহিনী	২·০০	সাগরময় ঘোষ	...	এস গুপ্ত ব্রাদার্স
এলবার্ট আইনস্টাইন	২·০০	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
গরীয়সী গৌরী	৪·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	বাক সাহিত্য
নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ	১২·০০	নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী	...	সুন্দর প্রকাশন
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত	৬·৫০	শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	বুকল্যাণ্ড
মাইকেল-জীবনীর আদিপর্ব	৫·০০	ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	..	মডার্ন বুক এজেন্সি
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৪·০০	তামসরঞ্জন রায়	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
শ্রীনন্দলাল বসু	৬·৫০	কানাই সামন্ত	...	কথাশিল্প প্রকাশ
সাহিত্য সাধক বিবেকানন্দ	৩·০০	ডঃ প্রধীর দে	...	সৃষ্টি প্রকাশনী
স্বামী বিবেকানন্দ	৩·০০	ভূতনাথ ভৌমিক	..	ভারতী বুক স্টল
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	১·২৫	কালীপদ বসু	...	কলিকাতা পুস্তকালয়

রম্যরচনা

আমার ঘরের [illegible]	৫·০০	ডঃ [illegible]	[illegible]
[illegible] (১ম ও ২য় পর্ব)	৫·০০	[illegible]	[illegible] প্রকাশ
দিকবিদিক	৩·৫০	শিবতোষ মুখোপাধ্যায়	মিত্রালয়
নক্ষত্রের [illegible]	৫·০০	[illegible] চট্টোপাধ্যায়	[illegible]
বিচিত্র [illegible]	৫·০০	[illegible]	গ্রন্থম
বিলাতি বিচিত্রা	৪·০০	[illegible] স্বামী	বাক সাহিত্য
বিশ্বরূপ দর্শন	৪·০০	বিরূপাক্ষ	[illegible]
ভবঘুরে ও অন্যান্য	৬·৫০	সৈয়দ মুজতবা আলী	বাক সাহিত্য
যা হলে হতে পারত	৩·৫০	[illegible]	[illegible]
[illegible]	৪·৫০	[illegible]	[illegible]
সম্পাদকের বৈঠকে	৫·৫০	সাগরময় ঘোষ	ত্রিবেণী

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

অনুবর্তন	॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫·০০
আকাশ লিপি	॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৭·০০
মুখের রেখা	॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৫·০০
মধুরে মধুর	॥ মুজতবা আলী ও অন্যান্য	৩·৫০
আমার ফাঁসি হল	॥ মনোজ বসু	৩·৫০
সান্নিধ্য	॥ চিন্তামণি কর	৪·০০
গ্রীষ্মবাসর	॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৭৫
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
দময়ন্তী	॥ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	৩·০০
জলপায়রা	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
বেনারসী	॥ বিমল মিত্র	৪·৫০
হিরন্ময় পাত্র	॥ জ্যোতির্ময়কুমার চক্রবর্তী	৭·০০
প্রিয়তমেষু	॥ স্টেফান জাইগ	২·০০
সুচরিতাসু	॥ প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
বইপড়া	॥ সমাজ আচার্য	৪·০০
রঙীন লণ্ডন	॥ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩·০০
মাটি আর নেই	॥ প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
সাতটি রাত্রি	॥ বাণী রায়	২·৭৫
এলেম নতুন দেশে	॥ জ্যোতির্ময় রায়	২·০০
ছন্দ যতি মিল	॥ ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬·৫০
সম্পাদকের বৈঠকে	॥ সাগরময় ঘোষ	৫·৫০

কবিতার বই

হরিণ চিতা চিল	॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০
যত দূরেই যাই	॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
কাচের মানুষ	॥ দিনেশ দাশ	৩·০০

॥ আগাথা ক্রিস্টির বিশ্বখ্যাত রহস্যোপন্যাস ॥

দশ পুতুল	৩·৫০	রাতের গাড়ি	৪·০০
আলোক সম্পাত	৪·০০	চতুরঙ্গ	৪·৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২ ॥

বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য

গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ	১৫·০০	বিমানবিহারী মজুমদার	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
দাশরথি রায়ের পাঁচালী	১৫·০০	হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত	...	”
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি	৩·৫০	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	ভারতী বুক স্টল
চৈতন্য পরিকর	১৬·০০	রবীন্দ্রনাথ মাইতি	...	বুকল্যাণ্ড
পদ্মপুরাণ (কবি বিজয়গুপ্ত)	১২·০০	জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
বিদ্যাপতি শিবগীত	৪·০০	সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
শাক্ত পদাবলী চয়ন	৩·০০	কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	এম এল দে
শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত)	২০·০০	পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীভক্তি সন্দর্ভঃ (শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত)	২০·০০	শ্রীরাধারমণ গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়

ভ্রমণ ও অভিযান

অনালগার দশন	৩·০০	অমিতাভ চৌধুরী	...	গ্রন্থপ্রকাশ
একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে	৬·০০	দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
এভারেস্ট ডায়েরি	৯·০০	ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দত্ত	...	অনন্য পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
জাপানী জার্নাল	৩·৫০	বুদ্ধদেব বসু	...	এম সি সরকার
জহরু	৫·০০	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	..	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দেবভূমি দক্ষিণ	১·৫০	অমলকান্তি ঘোষ		এ মুখার্জি

মস্কো প্রকাশিত বাংলা বই

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস
প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৮৫৭-১৮৫৯) ১·১২

কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার ০·১৯

কার্ল মার্কস
মজুরি দাম মুনাফা ০·১২
মজুরি শ্রম ও পুঁজি ০·১২

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে
সোভিয়েত ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩·৬৯

সোভিয়েত ইউনিয়ন : আজ ও আগামীকাল ১·৫৬

চুইখিভৃ ও প্রেশ্নভা
সোভিয়েত ইউনিয়নে নিরক্ষরতা বিলোপ ০·২৫

এ নহে কাহিনী (সোভিয়েত তরুণদের কথা) ১·৩১

সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ ০·৪৭

ভি আই লেনিন
প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ১·১২

ফ্রাংসেভ
লেনিনের জীবনচিত্র ০·৮১

গেওর্গি শাখনাজারভ
সমাজতন্ত্র ও সাম্য ০·৩১

লোক-বিজ্ঞান

পেরেলমান
জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর ২·০০

অ ভলকভ
পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৬

সাকারেভ
ইভান মিচুরিন : প্রকৃতির রূপান্তরের মহান সাধক ০·৮৭

দাকিম
শক্ত পরমাণু ০·৫০

সোভিয়েত সাহিত্য

ম্যাক্সিম গর্কি
মরুসুমী লোক ০·৬২
বুড়ো ০·৩৭

ইমান সেইফুল্লিন
টেলিফোনের মেয়ে ০·৬৯

ভেরা পানোভা
ইভদোকিয়া ০·৫০

বসিলভ
বিজয়ী ০·৮১

সের্গেই মিনিভ
ব্রেস্তকেল্লার বীর ০·৯৪

সুরমলভ
চাপায়েভ ১·৮১

কাতায়েভ
জেলের ছেলে (১ম খণ্ড) ২·০০
(২য় খণ্ড) ২·১২

বেক
ভলোকোলামস্ক সড়ক ১·৬২

রবীন্দ্রশত উপলক্ষে ২১শে মে পর্যন্ত মস্কোর পি পি এইচ ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের ও বিশ্বভারতীর বইয়ের খুচরা ক্রেতারা ১২% কম পাবেন।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
নাথের রোড মোড়, দুর্গাপুর—৪

দ্বারকার পথে পথে	৩·০০	মণিমোহন ঘোষ	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
ধ্যানমৌন হিমাচল	৪·০০	সাধনচন্দ্র পাল	...	বিশ্বনাথ পাব্লিশিং
নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি	৫·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
রম্যাণি বীক্ষ্য (উৎকল পর্ব)	৭·৫০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	এ মুখার্জি
রাশিয়ার ডায়েরি (১ম ও ২য়)	১৪·০০			
	১২·০০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
রূপমতী নগরী	৪·৫০	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
হিমাচলম	৩·৫০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	আই এ পি

নানা নিবন্ধ

আকাশ ও পৃথিবী	১০·০০	মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ	...	আই এ পি
উড়িষ্যার দেবদেউল	৫·৫০	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
একদা যাহার বিজয়সেনানী	৩·০০	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	...	এস গুপ্ত ব্রাদার্স
কবি কণ্ঠ	৫·০০	সন্তোষকুমার দে	...	বিচিত্রা প্রকাশনী
ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক	৬·৫০	ডাঃ সুধনকুমার ভট্টাচার্য	...	মিত্র ও ঘোষ
খেলাধুলোয় বাঙলার মেয়ে	৫·০০	মুকুল	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
চীনের ড্রাগন	৩·৫০	ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ	...	বাক্ সাহিত্য
ছন্দসূত্র প্রবেশিকা	১·৫০	অম্বিকাচরণ দাস	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
নয়া বাংলা	১·০০	সুধীরকুমার মৈত্র	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
নেফার মানুষ	৫·০০	নলিনীকুমার ভদ্র	...	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
বাংলার সাধক বাউল	৪·০০	ইন্দিরা দেবী		ভারতী বুক স্টল

॥ সন ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক ॥

উপন্যাস

পান্থশালা—বিমল কর	৩ ৫০
ছায়াতীর—জরাসন্ধ	৫·০০
আলোর ভুবন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৫৲
কাল, তুমি আলেয়া—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১২ ৫০
সীমন্তিনী সীমা—অবধূত	৮৲
মুখোশ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫·৫০
সোনার হরিণ—আশাপূর্ণা দেবী	৫ ০০
পা বাড়ালেই রাস্তা—প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫·০০
কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য়)—বিমল মিত্র	১৪·০০
নদী থেকে সাগরে—প্রশান্ত চৌধুরী	৮·৫০
স্পর্শের প্রভাব—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৪·০০
চন্দনবাঈ—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
যাত্রাপথ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪·৫০
মেঘ ও মৃত্তিকা—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
সন্ধ্যার কুয়াশা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৫·৫০
রাতের রজনীগন্ধা—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪·৫০
দাদাঠাকুর—নলিনীকান্ত সরকার	৫·০০
বহ্নিবলয়—মৈনাক	৮ ৫০
রোশনাই—সুমথনাথ ঘোষ	৪·০০
রাত্রিবিলাপ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪ ৫০

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রসরণী—প্রমথনাথ বিশী	১০·০০
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার—শুভ্রাংশু মুখোঃ	৬·৫০
বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ডঃ বিজিতকুমার দত্ত	৮ ৫০
টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ— ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৫·০০

গল্প

পঞ্চদশী—শান্তা দেবী	৫·০০
গল্পপঞ্চাশৎ—মনোজ বসু	১০·০০
যখন পলাশ ফোটে—সুমথনাথ ঘোষ	৩·০০
স্মরণীয় দিন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৬ ৫০

রম্যরচনা

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা—সৈয়দ মুজতবা আলী	৬·০০

ভ্রমণ

হিমালয়ের পথে পথে—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৬·৫০
হিংলাজের পরে—অবধূত	৫·০০

অনুবাদ

এপ ও এসেন্স—অলডুস হাক্সলে	৪·০০

গ্রন্থাবলী

কান্তকবি রচনাসম্ভার—রজনীকান্ত সেন	১০ ০০

জীবনী

শ্রীনেহরু—যামিনীকান্ত সোম	১·৭৫

আত্মকথা

যা কিছু পেয়েছি—ইলিনর রুজভেল্ট	৪·০০

কিশোর সাহিত্য

রূপকথার ঝুলি—মৌমাছি	৩·৫০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাঙালী	৬.০০	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ	...	রূপা এণ্ড কোং
মুদ্রণ পরিচয়	৪.০০	দীপংকর সেন ও সুপ্রিয়চন্দ্র দাস	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা	৫.০০	ডাঃ হরিসাধন গোস্বামী	...	ভারতী বুক স্টল
স্বাস্থ্য সাহিত্যে জীবন যৌবন	৩.০০	বসুধা চক্রবর্তী	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী	৫.০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	বুকল্যাণ্ড
সংগীত ও সাহিত্য	৭.০০	নীহাররঞ্জন মুখার্জি	...	এম সি সরকার

ইতিহাস

প্রাচীন প্যালেস্টাইন	৬.০০	শচীন্দ্রনাথ চাটার্জি	...	এম সি সরকার
বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর :				
স্বাধীন সুলতানদের আমল	১৩.৫০	সুখময় মুখোপাধ্যায়	...	ভারতী বুক স্টল
মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক	২.৫০	সুপ্রকাশ রায়	...	ভারতী বুক স্টল

গ্রন্থাবলী

কান্তকবি রচনাসম্ভার	১০.০০	প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত	...	মিত্র ও ঘোষ
কান্তবাণী	১০.০০	ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী	...	ডি এম লাইব্রেরী
মধুসূদন গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড কাব্য-সংগ্রহ)	৮.৫০	ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত	...	কল্লোল প্রকাশনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

ভক্তিসন্দর্ভ : (শ্রীজীব গোস্বামী-কৃত)—
[illegible] গোস্বামী ও
কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী-সম্পাদিত ২০.০০
দাশরথি রায়ের পাঁচালী—
ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১৩.০০
বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি—
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৫.০০
বিদ্যাপতির শিবগীত—
সুধীরচন্দ্র মজুমদার ৪.০০
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৭.০০
কৃষিবিজ্ঞান, ১ম খণ্ড ([illegible])
(৪র্থ সং)—রাজেশ্বর দাশগুপ্ত ১০.০০
বুদ্ধ ([illegible])
বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ (৩য় খণ্ড)—
ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী ১৫.০০
প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো (২য় সং)
কুঞ্জবিহারী গোস্বামী ৬.০০
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (৭ম সং)—
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩.৫০
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, ১ম ভাগ (২য় সং)
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
বিশ্বপতি চৌধুরী ১০.৫০
ধর্মমঙ্গল (মাণিকরাম গাঙ্গুলী)—
বিজিতকুমার দত্ত ও
সুনন্দা দত্ত-সম্পাদিত ১২.০০
মনসামঙ্গল (জগজ্জীবন)—
সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও
ডঃ আশুতোষ দাস ১২.০০
বাইশ কবির মনসামঙ্গল (২য় সং)
ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১০.০০
ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—
পীযূষকান্তি মহাপাত্র ২০.০০
ভগবান বুদ্ধ—উ নু ৩.৫০

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (৬ষ্ঠ সং)—
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৭.০০
গিরিশচন্দ্র—[illegible] দত্ত ৩.০০
নিবন্ধ, ১ম খণ্ড (বাংলা প্রবন্ধসংগ্রহ)—
ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর ৮.০০
" ২য় খণ্ড " ৯.০০
সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয় (উনবিংশ
শতাব্দীর সমালোচনা-সাহিত্য)—
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
[illegible] পাল ১৩.০০
উত্তরাধ্যয়নসূত্র—পূরণচাঁদ শ্যামসুখা ও
অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য ১২.০০
সমালোচনা-সংগ্রহ (২য় সং) ৮.০০
শাক্ত পদাবলী (৪র্থ সং)—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ২.৫০
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (রসায়ন,
[illegible] বিদ্যা প্রভৃতি এবং ৮.০০
শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (২য় সং)—
ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৭.০০
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
(২য় সং)—মন্মথমোহন বসু ৭.০০
গোপীচন্দ্রের গান—
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১০.০০
কাব্যকাবেরী—ডঃ সুকুমার সেন ও
সুনন্দা সেন ৫.০০
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়—
মঃ মঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য
বেদান্ততীর্থ ১.৫০
লালন-গীতিকা—ডঃ মতিলাল দাস ও
পীযূষ মহাপাত্র ৭.০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (২য় খণ্ড)
তারকচন্দ্র রায় ১২.০০
পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্রবিকাশ
ডাঃ সুকুমার সেন ৩.০০

এগারোটি বাংলা নাট্যগ্রন্থের মূল্য-নিরূপণ—
অমরেন্দ্রনাথ রায় ৬.০০
বাংলা আখ্যায়িকা-কাব্য—
ডঃ প্রভাময়ী দেবী ৬.৫০
কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী
ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ১০.০০
প্রাচীন কবিওয়ালার গান—
প্রফুল্লচন্দ্র পাল ১৫.০০
অভয়ামঙ্গল (দ্বিজরামদেব-কৃত)
ডঃ আশুতোষ দাস ৭.০০
বিচিত্র-চিত্র-সংগ্রহ—অমরেন্দ্র রায় ৫.০০
পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল—
[illegible] দাশগুপ্ত ১২.০০
শিব-সংকীর্তন (রামেশ্বর-কৃত)
যোগীলাল হালদার ৮.০০
[illegible] ও ভারত-সভ্যতা
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০.০০
জ্ঞান ও কর্ম—
[illegible] গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬.০০
রায়শেখরের পদাবলী—
যতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও [illegible]
শর্মাচার্য ১০.০০
নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস—
ডঃ কল্যাণী মল্লিক ১৫.০০
বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ—
[illegible] বেদান্তভূষণ ৩.০০
উপনিষদের আলো—
ডাঃ মহেন্দ্র সরকার ৩.৫০
ভারতীয় সভ্যতা—ব্রজসুন্দর রায় ১.০০
শারীরবিদ্যা—সুরেন্দ্রকুমার পাল ১২.০০
সাহিত্যে নারী স্রষ্টা ও সৃষ্টি—
অনুরূপা দেবী ৬.০০
পদ্মাপুরাণ (বিজয় গুপ্ত-কৃত)
জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত ১২.০০

কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে ৪৮নং [illegible] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগে খোঁজ করুন। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনস্থিত নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র হইতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকে পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থ

জ্ঞানেশ্বরী	১২·০০	প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী ...	মহেশ লাইব্রেরী
বেদ মীমাংসা	১০·০০		সংস্কৃত কলেজ

অনুবাদ সাহিত্য

অস্তগামী সূর্য (ওসামু দাজাই)	৪·৫০	কল্পনা রায় ..	রূপা অ্যান্ড কোং
আজকের চীন (ডাঃ এস চন্দ্রশেখর)	১·০০	নিরঞ্জন হালদার ...	পরিচয় পাব্লিশার্স
কিন্নর দেশে (রাহুল সাংকৃত্যায়ন)	৬·৫০		মিত্রালয়
গণতন্ত্র প্রসংগ (টমাস জেফারসন)	৩·০০	সুধীর দাশগুপ্ত ...	পরিচয় পাব্লিশার্স
গণতন্ত্রের ইতিহাস (ফার্ডিনান্ড পেরুটকা)	১·০০	ভজন দাশগুপ্ত ...	পরিচয় পাব্লিশার্স
গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি (জন এইচ হ্যালোয়েল)	০·৭৫	সুধীরকুমার বসু ...	পরিচয় পাব্লিশার্স
ছায়াময় অতীত (মহাদেবী বর্মা)	৪·০০	মৈত্রেয়ী দেবী ...	রূপা অ্যান্ড কোং
জীবন জিজ্ঞাসা (আইনস্টাইন)	৮·০০	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	রূপা অ্যান্ড কোং
তরাইয়ের তরুণী (সেলমা লাগেরলফ)	২·০০	কৃষ্ণাধীন সিংহ	বিচিত্রা

উপন্যাস

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুনন্দা ৩·০০
শক্তিপদ রাজগুরু
জীবনরঙ্গ ২·৫০
কৃষাণু বন্দ্যোপাধ্যায়
অভ্ররোদ শুভ্রবতান ২·৫০
শৈলেশ দে
বিজিতা ২·৫০
হংস মিথুন ২·৫০
সুবোধ ঘোষ
বর্ণালী (সিনেমায় রূপায়িত হচ্ছে) ৩·০০
জলকমল ৩·০০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
পাশাপাশি ৪·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
কনে-চন্দন ২·৫০

উপন্যাস

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
পূর্বপাড়ার মেয়ে ৩·৫০
নাগরা ৪·০০
কালোঘোড়া ৪·০০
বিমল কর
রৌদ্রছায়ায় ২·০০
প্রভাতদেব সরকার
সায়াহ্নের সানাই ৩·০০
ফণিভূষণ আচার্য
লাখেরাজ ২·৫০

গল্পগ্রন্থ

শক্তিপদ রাজগুরু
অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর ২·৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
বৌ ২·৫০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তারুণ্যের কাব ২·০০

গল্পসংগ্রহ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অঙ্গীকার ২·৫০
সমরেশ বসু
দেওয়াল লিপি ২·৫০
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
গৃহদীপ্তি ২·০০
ম্যাকসীম গোর্কী
মা ৬·০০

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥
চিরঞ্জীব সেনের
সত্যাভিত্তিক চাঞ্চল্যকর কাহিনী
মহাযুদ্ধের অন্তরালে
দাম চার টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দি টাইম মেশিন (এইচ জি ওয়েলস)	২·০০	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
দ্বারকানাথ ঠাকুর শোভন ১০·০০ সাধারণ	৮·৫০	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	...	সম্বোধি
(কিশোরীচাঁদ মিত্র)				
নবম তরঙ্গ (৩য়) (ইলিয়া এরেনবুর্গ)	৭·৫০	সত্য গুপ্ত	...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
নটা বাঘ আর একটা মস্ত হাতি (কেনেথ অ্যান্ডারসন)	৫·৫০	চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
বাংলার লোককথা (লালবিহারী দে)	২·৫০	গোবিন্দ গুপ্ত	...	চতুরঙ্গ পাব্লিশার্স
বিদ্রোহী তিব্বত (ফ্রাঙ্ক মোরেস)	১·২৫	জয়ন্ত রায়	...	পরিচয় পাব্লিশার্স
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা (জিম করবেট)	৪·৫০	জগন্নাথ বিশ্বাস	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
দুশ গল্প সঞ্চয়ন	৬·০০	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
শহরতলীর শয়তান (বারট্রান্ড রাসেল)	৪·৫০	অজিতকৃষ্ণ বসু	..	রূপা অ্যান্ড কোং
সত্যই ভগবান (ম. ক. গান্ধী)	৩ ৫০	বীরেন্দ্রনাথ গুহ	...	গান্ধী স্মারকনিধি

স্মৃতিকথা ও আত্মচরিত

দ্বিতীয় স্মৃতি	৫·৫০	পরিমল গোস্বামী	...	গ্রন্থ প্রকাশ
নিজেরে হারায়ে খুঁজি	২০·০০	অহীন্দ্র চৌধুরী		[illegible]
স্মৃতিচারণ (২য়)	৬ ৫০	দিলীপকুমার রায়	..	[illegible]

আমাদের বাংলা বই

হেস্‌, হে—সিদ্ধার্থ ॥ ৩·০০ ॥
শীলভদ্র অনূদিত একটি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস।

ওয়েই-পেই—বাস্তু থেকে বাস্তুহারা ॥ ২·০০ ॥

মুখোপাধ্যায়, কা—দুই নারী ॥ ২·০০ ॥

পুরকায়স্থ, মো—ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ॥ ৫·০০ ॥

সেনগুপ্ত, শৈ মা—সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ॥ ৫·০০ ॥

শচীন্দ্রনাথ বসু—শনিবারের সন্ধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

রায় কিরণশঙ্কর—সপ্তপর্ণ ॥ ৩·০০ ॥

মুখোপাধ্যায়, হ উ—জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০ ॥

—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ॥ ৭·০০ ॥

সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলা ছন্দ ॥ ৩ ০০ ॥

নারদ স্মৃতি—বঙ্গানুবাদ ॥ ৩·৫০ ॥

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ—ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ ॥ ৮·০০ ॥

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চোপাসনা ॥ ১২·০০ ॥

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—যুগপরিক্রমা—২ খণ্ড প্রত্যেকটি ॥ ৮·০০ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়—ফা-হিয়েনের দেখা ভারত ॥ ৩·০০ ॥

উপনিষৎরহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মা—৩ খণ্ড প্রত্যেকটি ॥ ৯·০০ ॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ॥ ১৩·০০ ॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—বাল্মীকি রামায়ণ ॥ ৮·০০ ॥

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়

৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

অভিধান

বিবিধার্থ অভিধান	৬·৫০	সুধীরচন্দ্র সরকার	...	আই এ পি

সঙ্গীত

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ (২য়)	৫·০০	প্রফুল্লকুমার দাস		জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র সংগীতের নানাদিক	৪·০০	বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়

নাটক

আগন্তুক	১·৭৫	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
আনন্দমঠ (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র)	২·৫০	নাট্যরূপ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আর্ট এণ্ড লেটার্স
উত্তরণ	২·০০	নিখিল মুখোপাধ্যায়	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
এ কী অভিনয়?	২·৫০	জলধর চট্টোপাধ্যায়	...	সিটি বুক এজেন্সি
খরনদী স্রোতে	২·৫০	সুনীল দত্ত	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
গুরুভাব	১·৫০	বিধায়ক ভট্টাচার্য	...	সিটি বুক এজেন্সি
চার প্রহর	২·৫০	বীরু মুখোপাধ্যায়	...	আর্ট এণ্ড লেটার্স
ছায়াপথ	২·৫০	বিজন ভট্টাচার্য	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
দশ ভাগ ও আরও কয়েকটি	৫·০০	বনফুল	..	আই এ পি
দেশাত্মবোধক নাট্য সংকলন (১ম ও ২য়) ২·০০	২·০০	সুদেব সম্পাদিত		জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
স্বাস্তিক : জীবন যৌবন	১·৫০	অমর গঙ্গোপাধ্যায়		জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

রূপদর্শী রায়ের উপন্যাস
একটী সোনা মন ৫·৫০
চিত্রগুপ্তের
এরা অভিযুক্ত আসামী ৩·৫০
তারাধন বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস
জীবন সৈকতে ২·৫০
তারকদাস চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কুমারী ধরম ৫·৭৫
কৃশানু বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালো চোখের তারা ৩·৫০
অভিযাত্রীর উপন্যাস
অনির্বাণ শিখা ৫·০০
নষ্ট চন্দ্রের আলো ৬·০০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
জানালার ধারে ৪·০০
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সুন্দরী কথাসাগর ৫·৫০
প্রমথনাথ বিশি
যা হলেও হতে পারতো ৩·৫০
নীলবর্ণ শৃগাল ৪·০০
বাংলার কবি ৪·০০
শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের
মায়াকুরঙ্গী ৩॥০ **বুমেরাং** ৩॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যো
রবিবারের আসর ৩·০০
চারু বন্দ্যো **যাত্রাসহচরী** ৩·০০
গজেন্দ্র মিত্র **সোহাগপুরা** ৪·০০
সুবোধ চক্রবর্তী **একটী আশ্বাস** ৩·৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায় **আনন্দনট** ৩·০০
শক্তিপদ রাজগুরু **বন মাধবী** ৩·৫০
আশাপূর্ণা দেবী **অতিক্রান্ত** ৩·৫০
বিমল কর **দিবারাত্রি** ৩·০০
সন্তোষ মিত্র **বনদুহিতা** ২·৫০
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য **আতপ্ত কাঞ্চন** ৩·০০
বেলা দেবী **জীবনতীর্থ** ৩·০০
অখিল নিয়োগী—**বহুরূপী** ৩·০০
নির্মলকান্তি মজুমদার—
স্মৃতির দিগন্ত ৩·৫০
বনফুল—**উজ্জ্বলা** ৩·৫০
জগদীশ ঘোষ—**রাত্রিদিন** ৬·৫০
মানিক ভট্টাচার্য **স্মৃতির মালা** ৩·০০
অমরেন্দ্র ঘোষ **কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু** ৪·৫০
রামপদ ঘোষ—**আমার পৃথিবী তুমি** ৩·০০
ডাঃ মতিলাল দাস **মন্দার পর্বত** ৪·০০
হিরন্ময়ী বসু **পরিচয়** ৪·০০
ইলা দেবী **আর এক জীবন** ৩·৫০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—**অনাদিগন্ত** ৫·০০
লক্ষ্মীনারায়ণ মুখো **চলচ্ছবি** ২·৫০
প্রবোধ সান্যালের
এক বাণ্ডিল কথা ৪৲ **জনতা** ৩৲
গল্পসঞ্চয়ন ৪৲ **বন্দী বিহঙ্গ** ৩·৫০

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্ ১৫৲
শ্রীহরিসাধক কণ্ঠহার ১·৫০
মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
কথার কথা ১।২।৩ ৬৲
নাসদীয় উপনিষদ ৪৲
এতসব প্রলাপ ৪৲
ডাঃ মাখনলাল রায়চৌধুরীর
রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪৲
যোগেশচন্দ্র বাগলের
কলিকাতায় সংস্কৃতি কেন্দ্র ৬৲
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের
বাংলা সাহিত্যে একদিক ৪·৫০
সাহিত্যের স্বরূপ ২·৫০
অশোক গুহ অনূদিত
নগরীতে ঝড় ৫·০০
বনেদীঘর ৩·৫০
ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
দেশবন্ধু স্মৃতি ১০৲
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ৮৲
নেতাজী সুভাষ বসুর
তরুণের স্বপ্ন ২॥০
নূতনের সন্ধান ২৲
শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের
স্বদেশ ও সাহিত্য ৩·০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ফোন : ৩৪-২৯৮৭

নাম নেই	২·০০	কিরণ মৈত্র	...	সিটি বুক এজেন্সি
নীলকণ্ঠের বিষ	২·৫০	মনোজ মিত্র	...	গন্ধর্ব প্রকাশনী
পতঙ্গ	২·০০	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	...	মিত্রালয়
পরীর ডানা	২·০০	সুকোমল বসু	...	শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
পরোয়ানা	২·৫০	রমেন লাহিড়ী	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
পাশাপাশি	২·০০	স্বপনবুড়ো	...	ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং
বাঁধ	২·৫০	সুশীল মুখোপাধ্যায়	...	গ্রন্থপীঠ
বিবেকানন্দ	২·৫০	পরেশ ধর	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
মহাগুরু নিপাত	১·৫০	গঙ্গাপদ বসু	...	সিটি বুক এজেন্সি
মহারাজ প্রতাপাদিত্য	২·৭৫	আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ডায়মণ্ড লাইব্রেরী
মানব থেকে দেবতা	১·৫০	শম্ভুনাথ ভদ্র	...	চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
মেঘে ঢাকা তারা	২·৫০	নাট্যরূপ শক্তিপদ রাজগুরু	...	গ্রন্থপীঠ
লক্ষহীরা	২·৫০	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	শ্রীগুরু
লোহার জাল	২·৭৫	ব্রজেন্দ্রকুমার দে	...	নির্মল সাহিত্য মন্দির
সংঘাত	২·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	সাহিত্যায়ন
সাহেব বিবি গোলাম (বিমল মিত্র)	৩·০০	নাট্যরূপ বৈদ্যনাথ ঘোষ	...	বাক সাহিত্য
সৈনিক	২·৫০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	...	বাক সাহিত্য
স্বর্ণকীট ও জঙ্গম	২·০০	মন্মথ রায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
স্বামী বিবেকানন্দ	২·৫০	অভিযাত্রী	...	শ্রীগুরু

ছোট গল্প

অতলান্তিক	৫·০০	আশাপূর্ণা দেবী	...	এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স
অর্কিড	২·৫০	সুবোধ ঘোষ	...	আনন্দধারা
এংকোর	৩·০০	উৎপল দত্ত	..	সাহিত্যায়ন
কেউ তত সামুক নয়	৪·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	বর্তিক
কচিৎ কখন	৩·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	বাক সাহিত্য
গল্প পঞ্চাশৎ	১০·০০	মনোজ বসু	...	মিত্র ও ঘোষ
চন্দ্রমল্লিকা	২·০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	জ্ঞানতীর্থ
ছায়াকবর ময়পুরে	২·০০	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	লেখাপড়া
জননী	২·০০	বিমল কর	...	বিশ্বাস পাব্লিশিং
জলভ্রান্ত	৩·০০	সতীনাথ ভাদুড়ী	...	বাক সাহিত্য
জোনাকি মন	২·০০	পবিত্রেষ মজুমদার	...	মণ্ডল বুক হাউস
দেহলি দিগন্ত	৪·০০	রমাপদ চৌধুরী	...	গ্রন্থপ্রকাশ
পণ্য কন্যা	৪·০০	অমিয়ভূষণ মজুমদার	...	নিউস্ক্রিপ্ট
পঞ্চদশী	৫·০০	শান্তা দেবী	...	মিত্র ও ঘোষ
প্রতিহারিণী	৪·০০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	...	মুকুন্দ পাব্লিশার্স
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি	২·৫০	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা
বনফুলের গল্পসংগ্রহ (প্রথমশতক)	৮·৫০	বনফুল	...	আই এ পি
বর্ণবর্ণিনী	৩·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	রূপা এণ্ড কোং
মন দেউলে দীপালোক	৩·৫০	দক্ষিণারঞ্জন বসু	...	কণ্টেমপোরারী পাব্লিশার্স
যখন পলাশ ফোটে	৩·৫০	সুমথনাথ ঘোষ	...	মিত্র ও ঘোষ
রহস্যের অন্ধকারে	৪·০০	চিরঞ্জীব সেন	...	মুকুন্দ পাব্লিশার্স
শংখকঙ্কণ	২·৫০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	..	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
শ্রেষ্ঠ গল্প	৬·০০	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	আই এ পি
সাতটি রাত	২·৭৫	বাণী রায়	...	ত্রিবেণী
সুধা হালদার ও সম্প্রদায়	৩·৭৫	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
স্মরণীয় দিন	৬·৫০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন	২·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ

উপন্যাস

অচেনা আকাশ	৪·০০	নগেন দত্ত	...	শিক্ষাভারতী
অনিলের পুতুল	৩·৫০	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	...	মানস প্রকাশনী
অনেক আলোর অন্ধকারে	৪·৫০	পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	সাহিত্যজগৎ

অন্য নয়ন	৪·০০	সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গ্রন্থালয়
অন্তর্জলী যাত্রা	৫·৫০	কমলকুমার মজুমদার	...	কথাশিল্প প্রকাশ
অপাংক্তেয়	৪·০০	সুনীল চক্রবর্তী	...	ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ
অমিতাক্ষর ছন্দ	৩·০০	সৌরীন সেন	...	সাহিত্যায়ন
অয়নান্ত	৬·৫০	সমরেশ বসু	...	কথাকলি
অশথঝোরা	৫·০০	শান্তা দেবী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অসমাপ্ত চটাঙ্ক	৫·০০	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	গ্রন্থপ্রকাশ
উর্বশীর তালভঙ্গ	৬·০০	প্রিয়দর্শিনী	...	নাভানা
এক জীবন অনেক জন্ম	৬·৫০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এপার ওপার	২·৫০	ইন্দ্রনীল	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
এপিডেমিক	৩·৫০	সুনীলকুমার ঘোষ	..	বসু চৌধুরী
কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য় খণ্ড)	১৪·০০	বিমল মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
কত রঙ	৪·০০	প্রভাত দেবসরকার	...	গ্রন্থপীঠ
কন্যাসু	২·৫০	বনফুল	...	আই এ পি
কর্ণাট রাগ	৪·০০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গ্রন্থালয়
কাচ	৩·০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	..	সম্বোধি
কাল তুমি আলেয়া	১২·৫০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	..	মিত্র ও ঘোষ
কালো চোখের তারা	৩·৫০	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
চোখের বাহিরে	২·৫০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	..	গ্রন্থশ্রী
চৌরঙ্গী	১০·০০	শংকর	...	বাকসাহিত্য
ছন্দ যতি মিল	৬·৫০	[illegible]	...	[illegible]
ঝড়ের সংকেত	৩·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	শ্রীভারতী
তুমি তৃষ্ণার জল	৩·০০	[illegible]	..	[illegible]
দশটা পাঁচটার [illegible]	৩·৭৫	[illegible] চট্টোপাধ্যায়	.	[illegible]
দিন দুপুরে বউ	৬·৭০	আশাপূর্ণা দেবী	..	এ সি সরকার
দুপুর গড়িয়ে বিকেল	৮·০০	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	.	[illegible]
দেওয়াল (১ম খণ্ড)	৮·০০	বিমল কর	...	ডি এম লাইব্রেরী
দেওয়ালের [illegible]	৭·০০	ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য		[illegible] পাব্লিশার্স
নীলকণ্ঠী	৭·৫০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	.	গ্রন্থ প্রকাশ
নীলরেখা	৩·৫০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়		[illegible] সাহিত্য ভবন
নীল ঢেউ সাদা ফেনা	৪·০০	কুমারেশ ঘোষ		গ্রন্থগৃহ
পদ্মিনী	২·৫০	সুশীল রায়	.	আই এ পি
পরম্পরা	৪·৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	..	গ্রন্থপ্রকাশ
পরিবেশ	৬·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	সাহিত্য জগৎ
পা বাড়ালেই রাস্তা	৫·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	..	মিত্র ও ঘোষ
পাহাড়ী সন্ধ্যা	২·৫০	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	..	রীডার্স কর্নার
প্রমত্ত প্রহর	৫·০০	বাণী রায়	...	অর্চনা পাব্লিশার্স
বনপলাশির পদাবলী	৮·৫০	রমাপদ চৌধুরী	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
বন্ধনহীন গ্রন্থি	১·০০	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	...	দেবী
বসন্ত তিলক	৫·০০	সুবোধ ঘোষ	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
বিবাহের পূর্বপাট	১·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	শরৎ সাহিত্য ভবন
মনচোরা	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা
মনময়ূরী	৩·০০	শক্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	...	মানস প্রকাশনী
মনের বাঘ	৪·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	...	ডি এম লাইব্রেরী
মসিরেখা	৯·০০	জরাসন্ধ	...	বাক্‌সাহিত্য
ময়ূরের মন	১·৫০	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	..	তুলি কলম
মালদা থেকে মালঞ্চ	৩·০০	দীপক চৌধুরী	...	এম সি সরকার
মিলন মধুর রাতি	৩·২৫	প্রাণতোষ ঘটক	...	গ্রন্থ প্রকাশ
মেঘ	২·৫০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	বসু চৌধুরী
মেঘ ও মৃত্তিকা	৫·০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	মিত্র ও ঘোষ
যন্ত্রণার অনুভব	৩·০০	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	...	ঋত্বিক প্রকাশন
রক্তবল্লরী	৪·৫০	শান্তিপদ রাজগুরু	...	গ্রন্থ প্রকাশ
রজনীগন্ধার আয়ু	১·০০	বিজনকুমার ঘোষ	...	দেবী
রাত [illegible] চাঁদ	৪·০০	প্রতিভা বসু	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
রাজচূড়ার ঈশ্বর	৫·০০	অচ্যুত গোস্বামী	..	মিত্রালয়
রোশনাই	৪·০০	মন্মথনাথ ঘোষ	...	মিত্র ও ঘোষ

শ্রাবণী	৯·০০	গৌরীশংকর ভট্টাচার্য	...	মিত্রালয়
সংঘমিত্রা	২·৫০	সংকর্ষণ রায়	...	গ্রন্থালয়
সন্ধ্যার কুয়াশা	৫·৫০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	মিত্র ও ঘোষ
সমুদ্র অনেক দূর	৩·০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	ডি এম লাইব্রেরী
সূর্যশিখা	৩·৫০	মায়া বসু	...	গ্রন্থম
সে নহি সে নহি	১০·০০	চাণক্য সেন	...	ক্লাসিক
সোনারূপোর কাঠি	২·০০	কবিতা সিংহ	...	সুরভি প্রকাশনী
স্পর্শের প্রভাব	৪·০০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	মিত্র ও ঘোষ

শিশুসাহিত্য

অচেনা প্রতিবেশী	১·০০	সতীকুমার নাগ	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
অপরূপ রূপকথা	৩·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
অশরীরী আত্মা	১·৫০	স্বপন বুড়ো	...	শরৎ সাহিত্য ভবন
অ্যান্ডারসেনের অমর গল্প	১·৫০	দেবদাস দাশগুপ্ত	...	বাক সাহিত্য
আবার ঘনাদা	২·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	আই এ পি
একদা যাহার বিজয় সেনানী	২·০০	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
কবির গল্প শুনি	১·২৫	অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী	...	নয়া প্রকাশ
চলো যাই (ভ্রমণ কাহিনী)	১·৮০	ডঃ অমিয় চক্রবর্তী	...	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন	১·৮০	শিবরাম চক্রবর্তী	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চাঁদে পাড়ি (উপন্যাস)	৩·০০	সুশীল ঘোষ	...	বাক সাহিত্য
ছেলেবেলার বিবেকানন্দ	২·০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের বৌদ্ধ গল্প	২·০০	সুলতা কর	...	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়		শ্রীপ্রকাশ ভবন
ঝিলমিল রঙের দেশ	১·৭৫	সরলা বসু	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
টংলিং (উপন্যাস)	২·৭৫	লীলা মজুমদার	...	আই এ পি
টুইটুই	২·০০	শৈলেন ঘোষ		শিশু সাহিত্য বিতান
ঢেউ কথা কয়	২·০০	সুভদ্র সমাদ্দার	..	ভারতী বুক স্টল
তাই নাকি	২·০০	ননীগোপাল মজুমদার	..	চিনাকা
দণ্ডকারণ্যের বাঘ (উপন্যাস)	৩·০০	সাগরময় ঘোষ	...	বর্তিক
দুই পাহাড়ের মাঝের দেশ	২·০০	স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	..	সংযোগ
নীলকুঠির জংলায়	৩·০০	কানাই পাকড়াশী	..	মুকুন্দ পাবলিশার্স
নূতন পুরান	২·০০	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
পিকনিক	২·০০	নমিতা বসু	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পিকলুর সেই ছোটকা	২·৫০	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	..	মুকুন্দ পাবলিশার্স
প্রেত পাহাড়ের সরোবর	২·০০	রথীন্দ্র সরকার	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
বায়ুমণ্ডল (অনুবাদ)	১·৭৫	বিনয় মজুমদার	..	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
বিদেশী গল্পগুচ্ছ (অনুবাদ	২·৭৫	বিমল দত্ত	...	অশোক পুস্তকালয়
বিদেশী ছড়া	২·০০	সুখলতা রাও	...	এম সি সরকার
বিলিতি ছড়া (২য় খণ্ড)	১·২৫	সুকমল দাশগুপ্ত	...	ইউনাইটেড বুক প্রিন্টার্স
ভোরের সূর্য (উপন্যাস)	২·০০	পবিত্রতোষ মুখোপাধ্যায়	...	মুখার্জি বুক হাউস
বর্মগিরির রহস্য	১·৫০	সুশীলকুমার গুপ্ত	...	লেখাপড়া
রত্নদ্বীপ	২·৮০	অনিল দাস	...	অশোক পুস্তকালয়
রূপকথার ঝুলি	৩·৫০	মৌমাছি	...	মিত্র ও ঘোষ
রোল নম্বর ২০৫	২·৫০	পরিমল গোস্বামী	..	গ্রন্থম
সাগর নদীর দেশে	৪·০০	দক্ষিণারঞ্জন বসু	...	মুকুন্দ পাবলিশার্স
সিন্দবাদ সওদাগরের কাহিনী	১·৫০	স্বর্ণ চক্রবর্তী	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
সোনালি ছড়া	১·২৫	শৈবাল চক্রবর্তী	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

শংকরীপ্রসাদ বসু

(১)

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তার আলোচনার অর্থ স্বামীজীর প্রায় সকল চিন্তার আলোচনা করা, কারণ ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের ধ্যান ও ধারণা উভয়েরই বিষয়। তিনি তাঁর সমস্ত ভাবনা ও অনুভূতির মূল উৎসরূপে এই ভারতকেই ধরেছিলেন। বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ—একথা বহুকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বহু মনুষই অনুভব করেছেন ভারতবর্ষ তার অতীত ও বর্তমানের সাধনা-বেদনা নিয়ে বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশিত।

তবু একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে, যে চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন তা এখনো সম্পূর্ণ উপলব্ধ বা কার্যকর হয়ে ওঠেনি এবং তারও চুয়াত্তর বছর পরে আধুনিক দেশনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন,—আশ্চর্য, সেগুলি এখনো নূতন।

স্বামীজীর স্বদেশচিন্তার আলোচনায় তাঁর মূল বাংলা রচনাগুলির উপরে আমাকে নির্ভর করতে বলা হয়েছে। এই সব মূল বাংলা রচনার দ্বারাই স্বামীজী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। এখানে একটি কথা জানানো উচিত, স্বামীজীর ভাষণ ও রচনার যেসব অনুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ করেছিলেন, সেগুলি গত ৫০।৬০ বৎসর ধরে বহুভাবে পঠিত হয়ে এসে মূলের মর্যাদায় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 'কর্মযোগ' বা 'ভারতে-বিবেকানন্দকে' অনুবাদ বলে কে ভাবে? ইতিহাসবোধ-সম্পন্ন কোন বাঙালী জাতীয় চিত্তে এই সব গ্রন্থের বিপুল প্রভাবকে অস্বীকার করবেন? বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী শুদ্ধানন্দ উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী।

আলোচনার জন্য পরিমাণে অল্প স্বামীজীর নিজস্ব বাংলা রচনার উপর নির্ভর করলে আমার সুবিধা হয় তাতে আলোচ্য বস্তুর পরিমাণ কমে 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' 'বর্তমান ভারত' পত্রাবলীর বাংলা চিঠি এবং বীরবাণীর কয়েকটি বাংলা কবিতা—সন্ন্যাসের পরে স্বামীজীর বাংলা রচনা। এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায় দু খণ্ডে স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, যাতে স্বামীজীর বাংলায় কথোপকথন বাংলা ভাষাতে রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও সঙ্কলক স্বামীজীর বাগ্‌রীতি রক্ষণের ব্যাপারে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন জানি না।

স্বামীজীর বাংলা রচনার পরিমাণ তাঁর 'বাণী ও রচনার' এক অষ্টমাংশেরও কম।

তাহলেও মূল বাংলা রচনায় নিবদ্ধ তাঁর স্বদেশচিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ এক প্রবন্ধে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত। স্বামীজী এমন সংক্ষেপে সংহত আকারে বলতে বা লিখতে পারতেন এবং অল্প পরিসরে এত বেশী বক্তব্য উপস্থিত করতেন যে সে কথাগুলিকে সামান্য ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করলেই ব্যাপারটা বিপুল হয়ে পড়বে। আমি তাই বিশেষ আলোচনার জন্য তাঁর ক্ষুদ্রতম পুস্তক বর্তমান ভারতকে নেব। তার আগে তাঁর দেশচিন্তার পরিধি সম্বন্ধে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

স্বদেশ বলতে বিবেকানন্দের কাছে বলাই শুধু মাটি বোঝাত না, বোঝাত মানুষ। কিন্তু মাটিও বোঝাত। 'ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র'—একথা বলবার সময় তিনি নিশ্চয় আবেগ-আপ্লুত দেশপ্রেমিকের তুল্য ধূলিশায়ী ছিলেন কিন্তু ওপরের কথাটি যে বলেছিলেন তার কারণ বিবেকানন্দ জানতেন মানুষের উপরে প্রকৃতির প্রভাব অল্প নয়। ভারতের মাটি ভারতের প্রতিভাকে উপযুক্ত উন্মোচনের পরিবেশ দিয়েছে। দেহজীবী একজন মিস্ মেয়ো যেখানে নিঃশ্বাস টেনে নর্দমার গন্ধ পেয়েছেন (কথাটা গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন), সেখানে বিবেকানন্দ পেয়েছেন নন্দনগন্ধ।

কিন্তু এক সময়ে মিস্ মেয়োর ঘৃণার দৃষ্টি ও বিবেকানন্দের প্রেমের দৃষ্টি এক হয়ে গিয়েছিল তখন বিবেকানন্দের কাছেও ভারতভূমি থেকে মৃতদেহের শ্মশানগন্ধ ভেসে আসছিল।

বিবেকানন্দের আহত পৌরুষ গর্জন করে উঠল—**ভারতবর্ষ একদা বড় ছিল—সে এখন বড় নয়—কিন্তু সে বড় হবে ভবিষ্যতে, যে কোনো সীমা ছাড়িয়ে।**

কে বড় করবে?—কেন বিবেকানন্দ করবেন।—'আমি যদি না পারি', বিবেকানন্দ বললেন 'ভবিষ্যতে আমার থেকেও বড় কেউ এসে সে ভার নেবে।' কিন্তু ভারতবর্ষ বড় হবেই।

দেহত্যাগের দিন স্বামীজী বলেছিলেন, 'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, সে বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেল।' যিনি বলেছিলেন তিনি জানতেন, আর একজন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নেই। এ পর্যন্ত তাঁর আত্মবোধের সত্য। তারপরেই বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বললেন, কিন্তু কালে কত বিবেকানন্দ হবে। অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দের কাছে 'বিবেকানন্দ' নিশ্চয় মানবাত্মার একটা বড় প্রকাশ, কিন্তু সেই মানব-প্রকাশকেই চরম বলবার মূঢ়তা কখনো তিনি দেখাতে পারেন? অতএব 'কালে কত বিবেকানন্দ হবে।' বুদ্ধকে নমস্কার জানিয়ে এই বুদ্ধশিষ্য একদা বুদ্ধের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন—'বুদ্ধত্ব একটা অবস্থা-মাত্র তোমরা সকলেই বুদ্ধ হতে পার।' এবং এই বুদ্ধই বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন মানবমহিমার মহত্তম বাণী—

'The Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I Am.'

বিবেকানন্দের মানবচিন্তা বা বিশ্বচিন্তার এই চরম রূপ। এরই পটভূমিকায় দেখতে হবে তাঁর ভারতচিন্তাকে। ভারত মহান এই চিন্তার ধাত্রীভূমি বলে।

ভারতের উত্থান বলতে স্বামীজী জাগতিক থেকে পারমার্থিক পর্যন্ত সর্বাত্মক উত্থান বুঝতেন। যুগপ্রয়োজনে তাঁকে জাগতিক উত্থানের কথাই বেশী বলতে হয়েছে: নিজেকে ভাল না বাসলে নিজের ভিতরের ভগবানকে ভালবাসা কঠিন। নিজেকে ভালবাসার অর্থ ভোগ। স্বামীজী বলতেন, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।—ভিখারীর আবার দান? ইন্দ্রিয়হীনের আবার ইন্দ্রিয়-সংযম?

ভারতের সমস্যা কোনগুলি? স্বামীজীর জিজ্ঞাসা—কোনগুলি নয়? কি আছে দেশে—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা না চরিত্র?

বিবেকানন্দ সমস্যাগুলির মূলে নাড়া দিলেন।

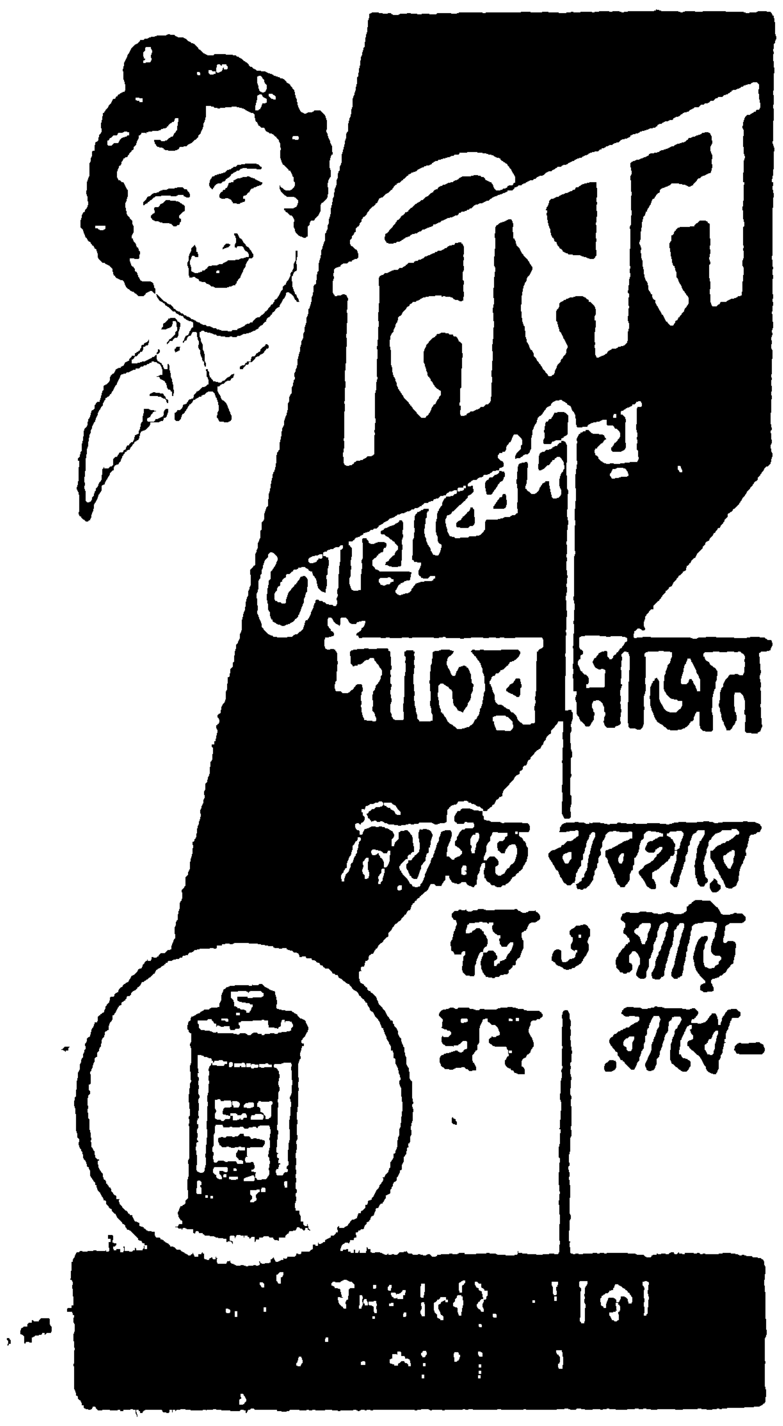

শুক্রবার ৩রা মে থেকে
ভ্রাতৃপ্রেম আর আত্মত্যাগের
এক মহান আলেখ্য।
নিউ থিয়েটার্সের আলোড়ন সৃষ্টিকারী
ছবি 'প্রতিশ্রুতি' অবলম্বনে—

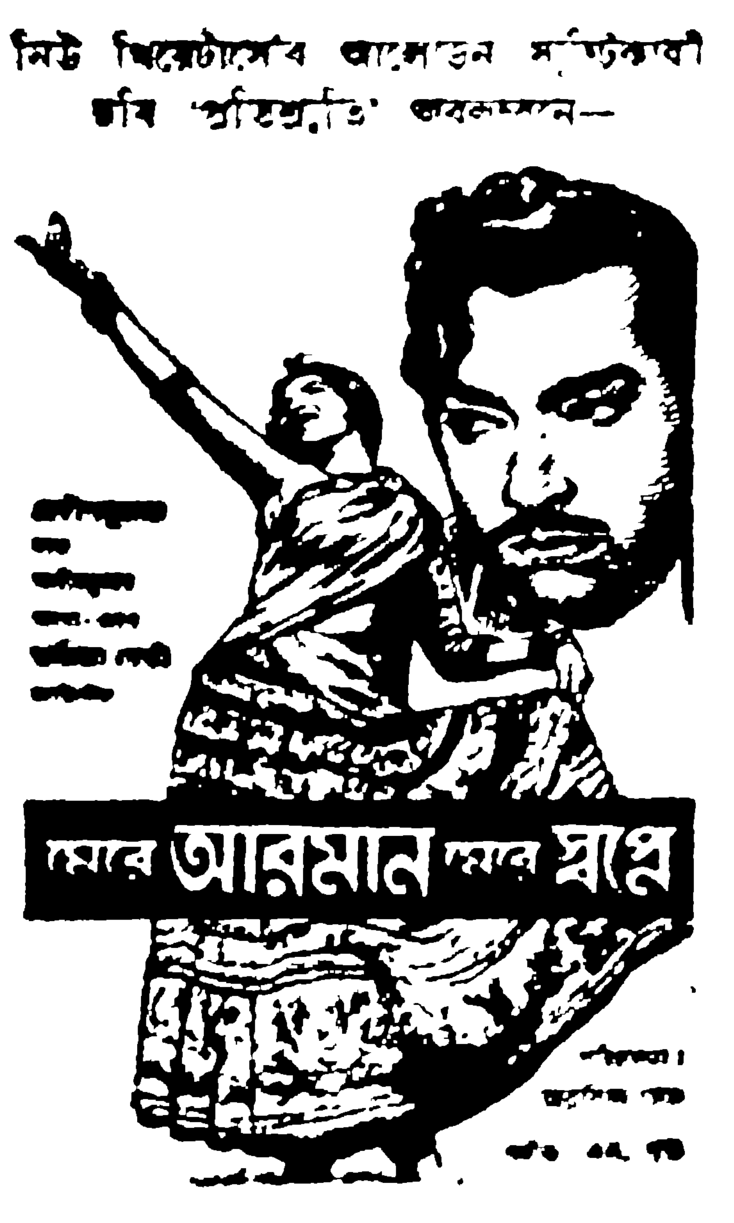

॥ প্রত্যহ : ৩ ৬ ও ৯টায় ॥

জনতা ঃ ক্রাউন ঃ প্রভাত
খান্না ঃ প্যারামাউণ্ট ঃ ভবানী
শ্যামশ্রী ॥ চিত্রপুরী ॥ পরী
কৃষ্ণা ॥ অন্নপূর্ণা ॥ শ্রীদুর্গা
রাজকৃষ্ণ ॥ রূপশ্রী ॥ লক্ষ্মী সিনেমা
॥ জনতা পরিবেশিত ॥

(ক) অন্নবস্ত্রাদি সমস্যা। প্রশ্নটা দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের। সে মানোন্নয়ন হবে শিল্পের প্রসার ও বাণিজ্যের পসারে। এর সঙ্গে কৃষির উন্নতি তো আছেই। স্বামীজীর চোখের সামনে যে ইতিহাস পড়েছিল তাতে আছে, বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করেছে।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ছিল গৃহজাত। এখন সেই কুটীরশিল্পের দিন গত। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ২০।৩০ বছর পরেও কুটীরশিল্পের মহিমা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক জগতে মারামারি হয়েছে। **বিবেকানন্দও সচেতন ছিলেন যান্ত্রিকতার অভিশাপ সম্বন্ধে। কিন্তু ভারতকে বিশ্ব-ছাড়া করবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর।** তিনি দেখলেন, **যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ভিন্ন ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি নেই। পাশ্চাত্ত্য মিশনারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তারা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের কাছে গিয়ে (যে দুর্ভিক্ষ আবার উক্ত মিশনারীদের স্বধর্মা-বলম্বীদের সৃষ্টি) নগদ দেড় টাকায় একটি** টিকটিকা **ক্রীশ্চান কিনছেন, কিন্তু ঐ হীনদেরদের দেশের শিল্পসমৃদ্ধির জন্য কিছু করেননি।** বিবেকানন্দের আমেরিকা যাবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, সে দেশে শিল্পশিক্ষা করা। আমেরিকার পথে জাহাজে জামসেদজী টাটার সঙ্গে আলোচনাকালে স্বামীজী শিল্পশিক্ষা-দানে সমর্থ সন্ন্যাসী-সংঘ গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তদনুযায়ী পরবর্তীকালে জামসেদজী টাটা যখন বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন স্বামীজীর কাছে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব নেবার আবেদন জানিয়েছিলেন। টাটার লেখা সে পত্রটি স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত আছে।

আমেরিকাতে পৌঁছেই ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বে, স্বামীজী ভারতের এই শিল্পপ্রয়োজন সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

"He spoke at some length of the condition of his people and their religion ... He said the missionaries had fine theories but had done nothing for the industrial condition of the people."

"The speaker explained his mission in his country to organize monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and thus elevate them and improve their condition."

"He said, Americans instead of sending out missionaries to train them in religion, would better send someone out to give them industrial education."

[Aug 1893- New Discoveries
M L Burke]

সন্ন্যাসীদের শিল্পশিক্ষার ব্যাপারটা বিবেকানন্দের কাছে কথার কথা ছিল না। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের আহ্বান এবং তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা করেন তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুদ্রিত বিবরণীর একাংশে কার্যপ্রণালী অংশে আছে মানুষের সাংসারিক ও [illegible] মানসিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, **শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন** এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—পূর্বকাণ্ড]

মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে শিল্প বিষয়ে আরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, **এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইবে।"**

[স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ
—সরলাবালা সরকার]

" **মহাবলশালী সমাজচিত্র সৃষ্টি** করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়, যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।

'মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, সজল, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। **ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে।** অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই **উক্ত** উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।"

[মঠের ২৭ ও ২৮-এর নিয়ম। **একই গ্রন্থ**]

দুর্ভিক্ষে বা অন্যত্র অন্নদান বা সেবাকার্য প্রভৃতিকে স্বামীজী সাময়িক ব্যাপার মনে করতেন।

(খ) শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনার বিপুল বিষয় ব্যাপ্তিতে স্বামীজী শেষ পর্যন্ত শিক্ষাকেই সর্বরোগহর বিবেচনা করেছেন এবং সেখানেই সুযোগ হয়েছে শিক্ষা-পরিকল্পনা হাজির করেছেন। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর বেদান্ত-নির্ভর সংজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ - মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ চেষ্টার নাম শিক্ষা"—এখানে আমরা ঐ শিক্ষার প্রয়োগরূপকেই লক্ষ্য করব। ব্যক্তির বিকাশকে তিনি শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য বলেছিলেন, সেই ব্যক্তির মধ্যে অন্ধ শক্তির সঙ্গে জাতিরোগের দাস হতে পারে বলে তিনি সমন্বয়ের বাণী দিয়ে গেছেন। শিক্ষার

ব্যবহারিক দিকে তিনি জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। জনশিক্ষা যাদের জন্য, সেই জনগণ শিক্ষার দ্বারা প্রথমত নিজের অবস্থান সঠিক রূপে জানতে পারবে অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হবে, তারপরে তারা ঐ প্রয়োজন নিবারণের উপযুক্ত উপায় জেনে নেবে। তার মানে তাদের বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে, সেই সঙ্গে বহি পৃথিবীর কিছু জ্ঞান। আত্মচেতনার জন্য সহজ ধর্মশিক্ষা দেওয়ারও দরকার। ধর্মশিক্ষা বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি বাড়াবার জন্য দেওয়া হবে না, মানুষের আশু প্রয়োজনের সঙ্গে চিরপ্রয়োজনের যোগসাধনই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিল্পশিক্ষার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা আগেই বলেছি। স্ত্রীশিক্ষা, কলাশিল্পশিক্ষা বা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার আলোচনা স্থগিত থাক, কিন্তু ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ রীতিমত প্রগতিশীল। জনশিক্ষার পথে প্রধান বাধা দারিদ্র্য। পাঠশালা করে দিলেও চাষী এত গরীব যে, মাঠ থেকে তার ছেলেকে অব্যাহতি দিয়ে পাঠশালায় পাঠাতে পারবে না। স্বামীজী বললেন, সে ক্ষেত্রে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে। ম্যাপ গ্লোব, চার্ট নিয়ে চলে যাও গরীবের কাছে, ইত্যাদি। বৈপ্লবিক সংগঠনের অনুরূপ পরিকল্পনা এখানে স্বামীজী গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার ব্যাপারে আর একটি বিষয়ে তিনি জোর দিতেন, দুর্বলকর কিছু শেখাবে না। অশ্বিনীকুমার দত্তকে স্বামীজী বলেছিলেন, আপনি সবচেয়ে বড় কাজ শিক্ষাদানে নিযুক্ত। চাষী মুচি, মেথরের কাছে আপনাকে যেতে হবে। কখনো ছেলেদের কাঁদুনি শেখাবেন না। যেখানে শুনবেন ছেলেদের বাধ্যতা শেখানো হচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে চাবকাবেন।

শেষ কথা, মানুষ হতে হবে শিক্ষার দ্বারা। শ্রদ্ধা সে পথের প্রথম ও শেষ কথা। শ্রদ্ধাবান নচিকেতা হলেন পরম আদর্শ।

(গ) সাহিত্য কলাশিল্প ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে স্থানাধিকারী। বাংলা চলিত ভাষাকে জীবনের ভাষা করে তুলতে তিনি পেরেছেন। রসিকতায়, গভীরতায়, উন্মাদনা ও ওজস্বিতায় সে গদ্য হল সাহিত্যের সম্পদ।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভূমিকা সৃষ্টি থেকে সৃষ্টির রীতিনির্ণয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রমথ চৌধুরীর বহু আগে, চলিত ভাষার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সকল যুক্তি কোনো এক অপূর্ব প্রতিভার 'আত্মসাৎ' করে তিনি প্রচার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতাহারী সেই সব বক্তব্যে ছিল আশ্চর্য আধুনিকতা। নিতান্ত স্বামীর যুক্তিতে কতকগুলো কৌতুকপূর্ণ

[illegible] সমস্যাটির [illegible] চলিত ভাষার পক্ষে রায় দেননি, তবে [illegible] রয়েছিল যদি মানুষের প্রাণের কাছে ভাষাকে [illegible] [illegible] জনবিজ্ঞান পর্যন্ত [illegible] ঐ [illegible] ভাষাতেই।

[illegible] সত্য করতে [illegible] যে সুরেশ সমাজপতি সবিস্ময়ে লিখেছিলেন --'সংক্রামক প্রতিভা সর্বগ্রাসী'—তিনিই স্বামীজীর চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে লিখলেন--এ যে বাঙালী ভাষা! স্বামীজীর চলিত ভাষার লেখা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হচ্ছিল, সেটা কারো কারো মতে—উদ্বোধনের উদ্দেশ্য সারা বছর, উদ্বোধনের [illegible]।

বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও স্বামীজীর [illegible] ছিল। এই মহাজ্ঞানী [illegible] সন্ন্যাসী যদি বাংলা সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন এ সাহিত্যে 'পচা নবেল নাটক' (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কথা ভুলে গিয়ে) বা পিরীতির হাসান-হোসেন-মার্কা কবিতা ছাড়া (রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ভালো কবিতা তখন রচিত হয়ে গেছে যদিও, এবং মধুসূদনের মহাকাব্য, স্বামীজী যার গুণ-মুগ্ধ ছিলেন) কিছু নেই, তখন ঐ কথা-গুলিকে জ্বালাময় আত্মদংশন বলেই ধরব—কারণ সত্যিই তো বাংলার উচ্চতর জ্ঞান-

হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অফ বেঙ্গল

রচয়িতা : এ. কে. সুর

বাংলার ৫০,০০০০ বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনাসমৃদ্ধ এই ধরণের বই [illegible] প্রকাশিত হয় নাই। বইটি সম্বন্ধে ডঃ কালিদাস নাগ বলেন, "বাংলার [illegible] ইতিহাস বইটি চিন্তার নূতন খোরাক যোগাইবে এবং ভারতীয় ইতিহাসের [illegible] যুগের উপর নূতন আলোকপাত করিবে।" দাম: ৭ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং লিঃ

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

মডার্ন বুক ডিপো, কলিকাতা

লাইট হাউসের বিপরীত দিকে

রবীন্দ্র-পক্ষে দুটি উল্লেখ্য বই

রবীন্দ্রদর্পণ

(তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কবির জীবন দর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই বিষয়ে অদ্বিতীয় বই [২.৫০ নঃ পঃ]

নবীন

রবির আলো

'মধুময় এ-ধরণীর ধূলি' যে কবি সারা জীবন ধরে কথাটা আমাদের বুঝিয়েছেন তাঁর ছেলেবেলার প্রকৃতিটা ধরবার চেষ্টা করেছেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এই বইটিতে। দু রঙের বহু ছবি। [১.৭৫ নঃ পঃ]

রবীন্দ্রপক্ষে এই বই দুইটিতে অতিরিক্ত কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা ৯

বিজ্ঞানের গ্রন্থ নেই। কেন নেই, স্বামীজী তাও বুঝতেন। বই লিখলে ছাপবে কে? কিনবে কে? অভাব দূর করবার জন্য নিজের বিরল অবসরের মধ্যে যতখানি সম্ভব কাজ করে গেছেন—তাঁর 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' জ্ঞানবস্তু পরিবেশনের সার্থক চেষ্টা দেখা যায়।

সাহিত্যের ব্যাপারে বিবেকানন্দের প্রগতির ভূমিকা কলাশিল্পের ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর। সাহিত্যে বাংলা দেশের প্রধান প্রতিভাসমূহের অবতরণ ঘটে গেছে সেই সময়ের মধ্যেই, সাহিত্যের গতিপথও নির্ধারিত হয়ে গেছে, কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে সৃষ্টি তো নেই-ই, শিল্পের অবলম্বনীয় আদর্শ সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ এবং মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল স্বামীজীর মধ্যে। ভারতীয় শিল্পজাগরণে বিবেকানন্দের ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আচার্য নন্দলাল বসু, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির নাম করা যায়।

এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন—শিল্প আন্দোলনকে তিনি কতখানি প্রত্যক্ষে প্রভাবিত করেছেন? উত্তর দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর প্রভাব যে সরাসরি নয়, তা স্বীকার্য। তাঁর প্রভাব পরোক্ষ কিন্তু পরোক্ষ হলেও গভীর। যে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ভারতের নিজস্ব শিল্প সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যেতেই ভারতে এসেছিলেন, এবং বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার। নিবেদিতার শিল্পদীক্ষা ও স্বামীজী কাছেই। সাহায্য ভারতীয় শিল্পের মর্মলোকে তাঁর প্রবেশের সহায়তা করেছিল। ভারতীয় শিল্পের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা আনন্দকুমার স্বামী স্বামীজীর পরিচিত এবং শিল্পব্যাখ্যার ব্যাপারে নিবেদিতার আংশিক সহযোগী। অবনীন্দ্রনাথ যে হ্যাভেলকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর উপর নিবেদিতার প্রভাবের কথা আচার্য নন্দলাল স্বীকার করেছেন।

আবার বলি, নিবেদিতার সম্পূর্ণ শিল্প-দীক্ষা স্বামীজীর কাছেই।

শিল্পসৃষ্টিতে স্বামীজীর প্রভাব নিয়ে যত আলোচনাই চলুক (এবং সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়), শিল্প-ধারণায় বিবেকানন্দ যে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে পুরোগামী তাতে সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দই প্রথম (আমি যতদূর জানি, অবশ্য ভুল হতে পারে) ভারতীয় শিল্পের শ্রেয় আদর্শ নির্দেশ করে গেছেন। বিলেতী শিল্পের অন্ধ অনুকরণ থেকে দেশীয় শিল্পরীতির দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর ঋষি-নির্দেশ পরবর্তীকালে গৃহীত হওয়ার ফলেই ভারতীয় শিল্পের নবযুগ সম্ভব হয়েছে। স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দিই: যে ঠাকুরবাড়ি থেকে নব্য-শিল্পের যাত্রারম্ভ সেই ঠাকুরবাড়ির অন্যতম মনস্বী সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ সালের শেষের দিকে সাধনা পত্রিকায় রবিবর্মার ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন, কালীঘাটের পটদেখা অভ্যস্ত দৃষ্টি রবিবর্মার ছবির রসগ্রহণ করতে পারবে না। কয়েক বৎসর পরে স্বামীজী লিখলেন, ওসব রবি বর্মা বর্মার ছবি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তুলনায় তিনি ছত্রপতির [illegible] কালীঘাটের পটকেও ভাল বলেছেন।

[illegible] ভারতীয় শিল্পের [illegible]

[illegible] শিল্পের ব্যাপারে বিবেকানন্দ কেবল মতামত দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না। [illegible] বাংলার ও ভারতের শিল্প একদিন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল [illegible] সর্বাঙ্গীণ জীবনকে সুন্দর ও শালীন করে তুলত। আমাদের দেশের সেই শিল্পগুলি বিদেশী শাসন ও প্রভাবে নষ্ট হতে বসেছে। যে ইংলণ্ডের অনুকরণ করতে চেয়েছি শিল্পের ক্ষেত্রেও, সেই ইংলণ্ডের শিল্পসৃষ্টির কথা শুনলে স্বামীজী হাসিতে ফেটে পড়তেন। শিল্পের ব্যাপারে জাপান তাঁর কাছে অনেক বড় দেশ। স্বামীজীর মতে পাশ্চাত্ত্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের সাধারণ জীবনে আর্ট আছে, পাশ্চাত্ত্যে আর্ট ইউটিলিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বামীজী সমন্বয় চেয়েছেন।

জাতীয় জীবনের কোনো দিকই স্বামীজীর দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল না। দেহে মনে বলিষ্ঠ জাতি তাঁর কাম্য ছিল। ধর্মকর্ম, জাতিভেদ, আহারবিহার, জীবনচর্চা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি যে বিপুল চিন্তার সম্ভার রেখে গেছেন, সে সকল নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে বলে আমি ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, এখন 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং ভাবী ইতিহাসের সম্ভাব্য রূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক মনস্বিতার কিছু পরিচয় দেব।

(২)

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি ক্ষুদ্রাকার, বিবেকানন্দের জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর জীবনের মতই ধীর ও সম্ভাবনায় স্পন্দিত। এই গ্রন্থে স্বামীজী ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাকে সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন।

'বর্তমান ভারত' স্বামীজীর ঐতিহাসিক বিচার ও সিদ্ধান্তের মহামূল্য দলিল। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে [illegible] আর কোনও রচনায় এইভাবে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়নি।

বাংলায় এই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্ব-ইতিহাসের ছায়া নয়, বিশ্ব ইতিহাসের ভাষ্য। এখানে আছে মৌলিক ও স্বাধীন

'আকাশবাণী' ও 'বসুমতী' কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত বিভূপদ কীর্তি রচিত মহাজীবনালেখ্য

মিলারেপাঃ তিব্বতের প্রাণপুরুষ

॥ দাম ৪·৫০ ॥

শেফালিকা প্রকাশনী : ৬৪ [illegible] স্ট্রীট, কলি-১২ ● গ্রন্থপ্রকাশ ॥ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-১২

ইতিহাসবোধ যা প্রাপ্ত তথ্যকে এবং ঐ তথ্যের উপর নির্ভরশীল রচনাদিকে কেবল বুদ্ধিতে বিচার করে না, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে আলোকিত করে তোলে।

বিবেকানন্দের লৌকিক মনীষা এবং অলৌকিক প্রজ্ঞার এই মহাগ্রন্থ কয়েক পৃষ্ঠায় রচিত হয়ে প্রমাণ করেছে, সৃষ্টির মহিমা তার আকারের পরিমাপের উপর নির্ভর করে না।

'বর্তমান ভারতের' স্টাইল ধ্রুপদী। মধুসূদন তাঁর কাব্যরীতিকে সফলভাবে গদ্যে ব্যবহার করতে পারলে সে রীতি দাঁড়াত, এখানে সেই রীতিকেই পাচ্ছি।

'বর্তমান ভারতের' গদ্যরীতি নিজস্বাতন্ত্র্যে বহুলাংশে সাফল্য লাভ করলেও তা পরীক্ষামূলক স্তরে থেকে গেছে। বাংলা ভাষার বাগ্মিতা আনা যায় না, ক্রিয়াপদের ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য এ ভাষার দম মরে যায় ভাবের ক্রমোচ্চ রূপকে ফোটাবার জন্য তরঙ্গায়িত আবেগ বাংলায় সৃষ্টি করা যায় না—এ আক্ষেপ স্বামীজীর ছিল তাই তিনি বিশেষণবহুল অতি গম্ভীর এক গদ্য-রীতি সৃষ্টি করতে চাইলেন। 'বর্তমান ভারতের' গদ্য তারই দৃষ্টান্ত, বিবেকানন্দের প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু অনুকরণ দুঃসাধ্য, স্বামীজীও এই রীতি অতঃপর পরিহার করে তা স্বীকার করেছেন।

বোধ হয় একটু দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু সত্যই কি তাই? বিবেকানন্দের সাহিত্য-ভাবনা কি তাঁর দেশভাবনার অন্তর্ভুক্ত নয়?

'বর্তমান ভারতে'র আলোচনায় আমরা ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেব কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাস থাকবে পটভূমিকায়।

ভারত-ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী দেখিয়েছেন ইংরেজ-অধিকার পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ভারত শাসন করেছে। বিশ্ব-ইতিহাসের পর্যালোচনাও তাঁকে একই সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে—সেখানেও দেখেছেন ঐ তিন বর্ণের পর্যায় ক্রমিক শাসন।

সাধারণভাবে পৃথিবীতে গুণগত জাতি বা বর্ণ চারটি—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। স্বামীজীর থীসিস—এই চার বর্ণ পর্যায় ক্রমে পৃথিবী শাসন করবে। প্রথম দুই বর্ণের কাল শেষ হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের শাসন সমাপ্তিমুখী, চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের শাসন পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক সত্য।

শূদ্রশাসন বেশী বাধাপ্রাপ্ত হলে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আসবে, কিন্তু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার আগমনকে স্বামীজী অসম্ভব মনে করতেন না। সেক্ষেত্রে শূদ্রশাসন সকল মানুষকে হয়ত শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে উদ্যোগী হবে। ভারতবর্ষ সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন থাকতে শূদ্রশাসন সম্ভব নয় কারণ উপনিবেশসমূহ বৈশ্য-শাসনের রত্নভাণ্ডার। উপনিবেশহারা হলেই কোনো দেশের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক হওয় সম্ভবপর। শূদ্রশাসনকে অবশ্যম্ভাবী ঘোষণ করে স্বামীজী ঔপনিবেশিকতার মৃত্যু দিনের কথাই ঘোষণা করে গেছেন।

ভারত ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে পুরোহিতশাসনের রূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুরোহিতরা রাজা-প্রজার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পুরোহিতেরা সত্যভাবে আদি মস্তিষ্কজীবী। পরে ইহাদের মস্তিষ্কজাত

কনটেম্পোরারীর বই

The Swami Vivekananda—A Study

Manomohan Ganguly Vidyaratna, B.E., M.R.A.S

Rs. 3.00

উড়িষ্যার দেব দেউল

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

উড়িষ্যার মন্দির ... প্রামাণ্য গ্রন্থ।

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

এপার ওপার (উপন্যাস)

ইন্দুনীল

নতুন দৃষ্টিতে দেখা প্রেম ও কল্পনার সংঘাতের এক নতুন চিত্র—

দাম আড়াই টাকা

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও গোমুখী ভ্রমণের অবিস্মরণীয় কাহিনী।

দাম দু' টাকা

একটি ফুলকে ঘিরে

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটগল্পের সংকলন। দাম আড়াই টাকা

মন দেয়া নেয়া দীপালোক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কয়েকটি সুন্দর ছোটগল্পের সংকলন। দাম সাড়ে তিন টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে :

তিমির বিদার (উপন্যাস)

সমর বসু

... নারীজীবনের ... মানবীয় চিত্র।

বিবেকানন্দ : জীবন ও জিজ্ঞাসা

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ... বি. ই. এম. আর. এ. এস.

... চিত্তচমৎকারী ব্যক্তিত্বের ... পর্যালোচনা।

দাম দেড় টাকা

বাংলার নব জাগরণের স্বাক্ষর

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অপূর্ব ফলশ্রুতি।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, বি. ই. এম. আর. এ. এস.

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

প্রধান কার্যালয় :

১২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক : ইস্টার্ন এজেন্সি ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২। ডি এম লাইব্রেরী ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। জিজ্ঞাসা : রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯, ১, কলেজ রো, কলি—১২।

জ্ঞানদ্বারাই উন্নত সভ্যতার সূচনা। তারা অবসরভোগী বলে মানসচর্চায় সমর্থ, এবং তার ফলেই বিদ্যার উন্মেষ, জড়ের উপর চেতনের অধিকার বিস্তারের সূচনা। ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় পুরোহিতরা নমস্য।

পুরোহিতরা কিভাবে রাজশক্তিকে বশীভূত করেছিল? তার উত্তর, যে নৈসর্গিক জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রাচীন মানবের পক্ষে ভীতি-বিস্ময়ের বস্তু, তাকে প্রথম বুদ্ধিবলে অধিগত করে পুরোহিতেরা। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের দেব-নামকরণ ক'রে পুরোহিতরা জানাল, ঐ দেবতারা পুরোহিত-সম্পাদিত যজ্ঞের 'আহুতি গ্রহণেচ্ছু'। রাজারা দেবপ্রসাদের জন্য পুরোহিতদের দ্বারস্থ। তাছাড়া ইতিহাসে বাঁচতে হলে পুরোহিত-সাহায্য চাই,—নিজের নাম ও পিতৃপুরুষের নাম বজায় রাখার একমাত্র উপায় পুরোহিতের সাহিত্যপ্রতিভাকে নিজ বংশখাতে চালিত করা। এ ছাড়া বুদ্ধিমান পুরোহিতরা মন্ত্রণায় ও চক্রান্তে অপরিহার্য।

সুতরাং রাজারা 'বর্ষার বারিদের মত থেকে দেবকৃপা, প্রজাশাসনের তন্ত্র-মন্ত্র এবং অজস্র ধনবর্ষণ করে পুরোহিতদের সূর্যবংশ চন্দ্রবংশাদি আখ্যা সংগ্রহে তৎপর।

একজন অগ্নিবর্ণের কথা লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে, পুরোহিতদের স্নেহদৃষ্টি পূর্বকালে কত অগ্নিবর্ণের দুষ্কীর্তিকে মুছে দিয়েছিল'।

পুরোহিত শাসনের আরও দোষ—পুরোহিতের শক্তি মানসিক এবং সেটা আলো-আঁধারির জগৎ। সেই 'কুজ্ঝটিকা ও প্রহেলিকাময়' জগৎ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনার কত সুযোগ। আর পুরোহিতদের শক্তি বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করেনি বলে তারা তাদের জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট। ফলে, 'সংকীর্ণতা', 'অসরলতা', 'ঈর্ষা' ও 'অসহিষ্ণুতা'· ফলে অধিপত্য নাশের আশঙ্কায় মারণ-উচাটন-মন্ত্র তন্ত্রের উপর নির্ভরতা।

ভারতে পরবর্তী শাসন ক্ষত্রিয়দের। বৌদ্ধযুগ থেকে মুসলমযুগ পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি।

পুরোহিত শক্তির সঙ্গে রাজশক্তির বিবাদ চলছিল বৈদিককাল থেকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিভায় নিজ জীবদ্দশায় শক্তিসাম্য বজায় রেখেছিলেন। তার পরে বৌদ্ধ ও জৈন প্লাবন যখন এল তখন ক্ষত্রশক্তি ব্রাহ্মণশক্তিকে অভিভূত করে ফেলল। 'বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয় ও উদাসীন।' বৌদ্ধযুগে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি একচ্ছত্র সম্রাটগণের আবির্ভাব।

বৌদ্ধযুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধ-বিরোধিতায় ক্ষত্রিয়দের সহায়তা করেছিল ব্রাহ্মণশক্তি, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের উপরে উঠতে পারেনি। সুতরাং এ যুগও ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের।

তারপর মুসলমান রাজত্ব। 'মুসলমান রাজত্বে পৌরোহিত্যশক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।' 'মুসলমান রাজত্বে রাজাই প্রধান পুরোহিত।' মুসলমানদের কাছে মূর্তি-পূজোকারী কাফের 'এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী।'। সেই কাফেরদের মধ্যে কাফেরতম পুরোহিতদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের মুসলমান শাসনকে স্বামীজী ক্ষত্রিয়শাসন বলে ধরেছেন। মুসলমান রাজারা 'বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, অন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি সম্রাটবর্গের গৌরব পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

ক্ষত্র-প্রাধান্যের মহিমা ঐহিক সভ্যতার বিকাশে ও পুষ্টিতে। এইকালে চারু ও কারুকলাসমন্বিত নাগরিক সভ্যতার উদয়।

আবার এই ক্ষত্রিয়াধিকারেই জ্ঞানকাণ্ডের উদয়। ভোগের পরে আসে ভোগবৈরাগ্য। বৈরাগ্যজাত আত্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়শাসনের দান।

সমাজের প্রাথমিক অবস্থায়, যখন সমাজ-গঠন ও শাসনের জন্য কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজন, তখন ক্ষত্রিয়শাসন সুফলপ্রদ। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রশক্তির সঙ্গে জাগ্রত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ বাধে। ক্ষত্রিয়শাসন প্রজার অধিকার স্বীকারে অনিচ্ছুক, স্বেচ্ছাচারী, শোষণকারী ও বিলাসী।

স্বামীজী বলেন, "চণ্ডাশোকের অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোক অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরংগজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।"

ভারতের মুঘল ক্ষত্রশক্তিকে পরাভূত করে যে ইংরাজশক্তি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করল তার অধিকারকে স্বামীজী বলেছেন 'অভিনব'। বলবার কারণ এ শক্তি বাইরে ক্ষত্রশক্তি, আসলে বৈশ্যশক্তি। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে প্রথম যথার্থ বৈশ্যশাসন ইংরাজের। আমেরিকার ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী পুরোপুরিকে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন, জীবনের শেষদিকে আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রূপ অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক রূপই তাঁর কাছে বড় হয়ে ধরা পড়েছিল।

কয়েকটি বাক্যে তিনি ভারতে ইংরাজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন—

'অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শুধু ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাটগণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

ইংরেজের এই বৈশ্যশাসন ভারত থেকে অন্তর্হিত হলেও সমগ্র জগতের এক বৃহৎ অংশে বৈশ্যশাসন এখনও বর্তমান। বৈশ্যশাসনের গুণাগুণ সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বৈশ্যশাসন ধনকেন্দ্রিক। সে অর্থ পাছে রাজা হরণ করে তাই বৈশ্যশাসনে রাজবল সংকুচিত বা অপহৃত, এবং শূদ্রকুলেও অর্থ-সঞ্চারের বাসনা বৈশ্যের নেই।

বৈশ্যশাসনের প্রধান গুণ সে পৃথিবীতে ভাবের ও বিদ্যার বিনিময়ের পথ করে দেয়। বাণিজ্য অনুরোধে বৈশ্যকে সর্বত্র যেতে হয় বলে সে 'সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা' সর্বস্থানে নিয়ে যায়। ঐ জিনিসগুলি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়শাসনে 'সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত' হয়েছিল।

ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজ বৈশ্যশাসন ভারতবর্ষকে বহির্জগতের সম্মুখীন করেছে এবং শাসনঅনুরোধে সমগ্র ভারতকে এক-শাসনাধীন করেছে।

বৈশ্যশাসনের মন্দ রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, 'এর ভিতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ।'

ভারতে অন্যান্য শাসনের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের পার্থক্য স্বামীজী অন্যভাবেও উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন। যখন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে থাকে কোনো জাতি, তখন বিজয়ী ও বিজিতে সর্বাঙ্গীণ ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না। রাজা শোষণ করেন কিন্তু প্রজার কল্যাণও করেন। তাছাড়া ঐ রাজশোষণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে সংঘটিত বলে সর্বাত্মক হয় না। সে শোষণ সর্বাত্মক হয় যখন বিজয়ী রাজা স্বদেশের প্রজানিয়ন্ত্রিত কিংবা কোনো দেশের প্রজাতন্ত্রই যখন অন্য দেশকে পরাধীন করে। এই সব ক্ষেত্রে একটি জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিটির শোষণ। যেমন ইংরাজ জাতির স্বার্থে ভারতবাসীর শোষণ। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি ভারতসাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল বলে 'যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা এই পর্যন্ত তাঁর নিজকালে নিবদ্ধ, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-চিন্তায়।

স্বামীজীর মতে, আগেই বলেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পালা শেষ—এবার শূদ্রের শাসন। পৃথিবীতে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হবেই হবে। সে শূদ্রশাসনের সবটুকু স্বামীজীর মনোমত না হলেও পরম উদারতায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কথা বাহুল্য হলেও বলছি, স্বামীজীর কালে কোনো দেশে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত ভারতে প্রজাদের অবস্থার রূপ স্বামীজী সংক্ষেপে জানিয়েছেন।

সাধারণ প্রজার অবস্থা কোনোকালে আহামরি নয়—রামরাজ্যেও নয়। পুরোহিত প্রাধান্যকালে রাজা "রাজ্যরক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা, পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন।" পরবর্তী ক্ষত্রিয় যুগেও প্রজাশোষণ অব্যাহত।

এই দুইকালে স্বামীজী সব চেয়ে ক্ষতি দেখেছেন প্রজার আত্মবোধহীনতায়। করগ্রহণে, রাজ্যরক্ষায় প্রজার মতামতের অপেক্ষা নেই। যে দু একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত, সেখানেও "প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে।" সমাজ চলিয়াছে ঋষিবাক্য বা শাস্ত্র সেখানে দেশকর্মে প্রজার "সহমতি বা 'সমবেত বুদ্ধিযোগের' কোনো সুযোগ ছিল না। প্রাচীন ভারতে বিক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্বের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন যখন পরিব্রাজকের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখেছিলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল, বৌদ্ধ মঠে ও [illegible] সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি [illegible] সামান্য ও বিক্ষিপ্ত যে এ সবের দ্বারা শাসনকার্যে প্রজার অধিকার প্রমাণিত হয় না।

শাসনকার্যে প্রজার অধিকার না থাকার জন্য প্রজা সব সময় পীড়িত রক্ষিত বা বঞ্চিত হওয়ার কারণে— তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এই আত্মবোধহীন নির্বীর্য প্রজাশক্তি বহিরাগত সর্বনাশকে রোধ করতে সমর্থ হয়নি।

ক্ষত্রিয় যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রজার এই অবস্থা। বৈশ্য ইংরাজ শাসনে দুর্গতি চরমে পৌঁছল।

সাধারণ বুদ্ধিতে শূদ্রশাসন অপ্রতিরোধ্য কারণ জনসমষ্টির অধিকাংশই তারা— তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বাধা দেবার শক্তি কার? শূদ্রদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাধা, স্বামীজীর মতে এইগুলি—(ক) তাদের বিদ্যা নেই (২) স্বজাতিবিদ্বেষের জন্য তাদের মধ্যে একতা নেই, (৩) তাদের বাসনা চিরদিনই নিষ্ফল হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব, এবং (৪) পাশ্চাত্য দেশে শূদ্র-উত্থানের প্রধান বাধা সেখানকার গুণগত জাতি। কোনো শূদ্র সেখানে বিশেষ গুণ বা প্রতিভা দেখালে অন্য বর্ণগুলি ঐ শূদ্রকে নিজ বর্ণে গ্রহণ করে, ফলে তার গুণপনায় নিজ জাতি লাভবান হয় না।

শুধু 'ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল কিঞ্চিৎ বিনিদ্র', সেখানে সোস্যালিজম, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্' প্রভৃতি দল শূদ্রপক্ষে বিপ্লবের ধ্বজা উড়িয়েছে।

স্বামীজী ভবিষ্যৎ দেখলেন,— শূদ্রকর্ম-সহিত' শূদ্ররা পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করবে। 'শূদ্রকর্মসহিত' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই শূদ্রশাসনের গুণদোষ সম্বন্ধে স্বামীজী অবহিত। এই শাসনে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, সামাজিক সাম্য আসবে, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে। দোষ—উচ্চতর সংস্কৃতির নাশ এবং বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় বন্ধ।

স্বয়ং বিরাট প্রতিভাবান এবং উচ্চতর সংস্কৃতির প্রধান প্রতিভূ বিবেকানন্দ তথাপি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করে বলেছেন, মানুষ যেখানে তার ন্যূনতম দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, সেখানে সংস্কৃতি-বিলাসে তার অভিরুচি নেই।

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলেই ধরেছিলেন শূদ্রকর্মসহিত শূদ্রশাসন কথাটির মধ্যে তার প্রমাণ আছে এবং আরও প্রমাণ পাই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর নিম্নের [illegible]—

"সব দেশেই [illegible] শক্তিমান পুরুষ যা করছে তাই হচ্ছে [illegible] কিন্তু [illegible] ভেড়ার দল। [illegible] পার্লামেন্ট দেখলুম সেনেট দেখলুম ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম রামচন্দ্র! ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের একটা শিক্ষা হয় কিন্তু রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে মোটা তাজা হচ্ছে, সে ঘুষের ধুম সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্যদেশে হয় রামচন্দ্র! যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজের মুঠোর ভেতর রেখেছে প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে—জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে।" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

ভারতের সাধারণ মানুষের উপর বিবেকানন্দের অপার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। একদিন তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হয়ে সারা পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি করেছে অথচ তাদের কথা কেউ ভাবেনি। সেই "ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবীদের" প্রণাম জানিয়ে বিবেকানন্দ যে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন সে ভারত বেরুবে "চাষার কুটীর ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" মন্ত্রের মত কথাগুলি, ধর্মের মত সত্য। বিবেকানন্দ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত শক্তির আধিক্য দেখতে চাইছিলেন না, চাইছিলেন সমগ্র সমাজ দেহের শক্তি, ভারতকে যুগে যুগে পরপদদলিত দেখবার কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর, অথচ সেইটেই হবে অনিবার্য সত্য যদি ভারতবর্ষ সকলের ভারতবর্ষ না হয়।

ভারতের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন স্বামীজীর কাছে কোনো মহৎ রূপ উপস্থিত করে নি। জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি সে যুগে উকিলদের আখড়া মনে করেছিলেন, যেখানে বাবু ইংরেজিতে দেশশাসনের পিটিশন লেখা হয়। কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কিছু না করলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই— তিনি জানিয়ে দিলেন। জনসাধারণ মানে এখানে শ্রমজীবী শূদ্রসাধারণ।

জাতীয় আন্দোলনের আর একটি প্রকৃতি বোধ হয় স্বামীজীর কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি অন্যান্য দেশে প্রজাশক্তির সঙ্গে বৈশ্য শক্তির ব্যবহারের রূপ দেখাতে গিয়ে বলেছেন—

"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"

তীক্ষ্ণ মন্তব্য। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা সত্য, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা কি মিথ্যা? ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দেশীয় বণিকদের উৎসাহ কি তিনি লক্ষ্য করেন নি বা অনুমান করেন নি? এই উৎসাহের কারণ বা ভবিষ্যৎ কি তিনি জানতেন না?

কিন্তু তথাপি বিবেকানন্দ তৎকালীন বণিকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করে গেছেন। সাধারণ মানুষের উন্নতি যন্ত্রশিল্পের প্রসার ভিন্ন হয় না। শিল্পায়নকে শূদ্রবিপ্লবের পটভূমিকারূপে বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন।

এইখানে থেমে আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিবেকানন্দ কি ভারতের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক শূদ্রশাসন সমর্থন করেছেন, শূদ্রশাসন বলতে ঠিক যা বোঝায় তাকে? স্বামীজী বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কিন্তু সেটা তো অভাবের আদর্শ, স্বভাবের আদর্শ কি তাই? তিনি বলেছেন, যে ধর্ম বা ভগবান আমাদের খেতে দিতে পারে না সে ধর্মে বা ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। তাই বলে কি তিনি নাস্তিক ছিলেন—চারিদিকের শূন্য উদর-সমারোহের মধ্যেও?

শূদ্রশাসন মানবতাবাদী বিবেকানন্দের কাছে অগত্যা-আদর্শ, পূর্ণাঙ্গিক আদর্শ নয়, কারণ বিবেকানন্দ মূলে অধ্যাত্মবাদী। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র ভুললে চলবে না, বেদান্তভিত্তিক। সেখানে বস্তু-সমন্বয় নয়, চেতনার সমন্বয়। সমন্বয়ও ছোট কথা, একাত্মতা। মানুষ সেখানে এক, ক্ষুধার নয় আত্মার। বিবেকানন্দ আত্মায় মানুষকে এক দেখে ক্ষুধার ক্ষেত্রে, কর্মবৃত্তির ব্যাপারে,

পৃথক দেখে বিদ্রোহ করেছেন।

অধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দের কাছে ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এনেছিল বিজ্ঞান। তার সম্মুখীন হলেন তাঁর অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে। বিবেকানন্দ মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলেন না,—মূর্তি যতক্ষণ মানুষের ধর্ম-চেতনাকে জাগ্রত রাখে, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে বেদমন্ত্র বা হাতুড়ি কিছুই তুললেন না, কিন্তু মনে জানলেন, বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ মূর্তিকে স্বীকার করবে না, তাছাড়া মূর্তিপূজাও শেষ পর্যন্ত মূর্তিকে স্বীকার করে না, সন্ধান করে অমূর্ত চেতনার; পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তাই প্রচার করলেন অদ্বৈত সত্যকে, যে অদ্বৈত বস্তুগতভাবে বিজ্ঞানের সন্ধানের বিষয়; বিবেকানন্দ অধিকন্তু জানতেন, ভারতবর্ষেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-চেতনার বিস্তারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে ধর্মকে বাঁচতে হলে এই অদ্বৈতকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানের আক্রমণ ছাড়াও বিবেকানন্দ ধর্মের বিরুদ্ধে আর একটি সম্ভাব্য আক্রমণ অনুমান করছিলেন,—বহির্মুখী ভো গ বা দে র আক্রমণ। বিবেকানন্দের পরমপ্রিয় শূদ্রশাসন এই ভোগবাদ বা জড়বাদের দ্বারা অধ্যাত্মবাদকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করবে; সফল শূদ্র-বিপ্লব প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তির আনন্দে জীবনের অন্যতর, গভীরতর, মূল্যকে অস্বীকার করবে। সেটা হবে মানুষের স্বরূপের অব-মাননা। বিবেকানন্দের কাছে মানুষের দেহের মূল্য অল্প নয়, তার সাক্ষাৎ প্রয়োজনকে তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস ও আশা রেখেছেন মানুষের নিত্য-স্বরূপের উপর। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ এই—

"যদি এমন একটি রাষ্ট্রগঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব?" [পত্র]

এটি যে সহজে সম্ভব নয়, এমনকি কার্যত অসম্ভব তা স্বামীজীই স্বীকার করেন। সেই অসম্ভব আদর্শকে সফল করবার জন্য তিনি ভারতবর্ষকে আহ্বান করেছেন।

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

বিবেকানন্দের একটি ভবিষ্যৎবাণী ইদানীং বিশেষভাবে উল্লিখিত হচ্ছে—"পরবর্তী অভ্যুত্থান আসছে রাশিয়া বা চীন থেকে, ঠিক কোথা থেকে আসবে তা আমি জানি না।" পরবর্তী অভ্যুত্থান দু জায়গা থেকেই এসেছে।

কথাটি "অভ্যুত্থান"—কিন্তু এই অভ্যুত্থানকে কি স্বামীজী সর্বাংশে শ্রেয় বলে মনে করে-ছিলেন? তা যদি হত, তাহলে তিনি কলিযুগের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন না, কলিযুগ হল সেই যুগ, যে যুগে অর্থই ভগবান।

বৈশ্যশাসনে অর্থ ভগবান, কিন্তু শূদ্র শাসনে অর্থ যে ব্রহ্ম। তারই নাম ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

কতকগুলি ঐতিহাসিক লক্ষণ থেকে স্বামীজী রুশবিপ্লব অনুমান করেছিলেন। বিপ্লবাত্মক রচনাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, রুশ বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ (এ সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ সালে, আমার বিশ্বাস তার পূর্বেই তাঁর ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিল), এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা থেকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা থাকায় তিনি পূর্বোক্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। রুশ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে প্রজানির্যাতনের একটি শোচনীয় ঘটনায় স্বামীজীর মর্মপীড়নের কথা মহেন্দ্র-নাথ দত্ত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে" জানিয়েছেন।

আর চীনের বিপ্লব?

স্বামীজী চীনকে প্রাচীন সভ্যতার আদি গুরু বলতেন। কিন্তু সে সভ্যতা ঐহিক। চীন ভোগবিলাসের গুরু। তদুপরি চীন যেখানে মহান সেখানেও সে আধ্যাত্মিক" নয়, "নৈতিক"। চীন কনফুছের চেলা।" নীতিবাদ অধ্যাত্মবাদে উন্নীত না হলে তা মানুষের লোকজীবনেই আবদ্ধ থাকে। ইহ-জীবনকেন্দ্রিক এই নীতিবাদের পন্থা পরিবর্তন করে একে বস্তুনীতিবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তদুপরি চীনের বিপুল জনসংখ্যা। 'বর্তমান ভারতে'ই স্বামীজী লিখেছেন, "মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।" উল্টোপক্ষে যে জাপান ছিল শ্রমজীবী শূদ্র, সেই জাপান পাশ্চাত্যে বস্তু-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হচ্ছে, চীনের বিপুল জনসংখ্যার জন্য যা হওয়া সম্ভব নয়। এই শূদ্র-চীনের মধ্যে যদি একতা প্রবেশ করে, তাহলে বিপ্লব অনিবার্য, চীন কৃষি-নির্ভর হলেও। চীনের বিপুল জন-সংখ্যা, অনলস কর্মক্ষমতা এবং অনাধ্যাত্মিক, নীতি-নির্ভর সভ্যতার মধ্যে বিপ্লবসম্ভাবনা স্বামীজী দেখেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতের ক্ষেত্রে সেই বিপ্লবকে দূরবর্তী মনে হয়েছিল তাঁর।

কিন্তু যদি সত্যই চীনের অভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে সেই অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কিভাবে পর্যুদস্ত করবে তার আনুমানিক রূপ স্বামীজী আমেরিকায় পদার্পণের পরেই এক বক্তৃতায় খুলে ধরেছিলেন। ভারতের রক্তশোষক ইংরেজকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তোমরা ভূমিকা পরিবর্তন না কর, তাহলে হে ইংরেজ। ঐ চীনেরা ইতিহাসের প্রতিহিংসার মত তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

"Look at those Chinese, millions of them.... There will be another invasion of the Huns. They will sweep over Europe, they will not leave one stone standing upon another. Men, women, children, all will go...." [New Discoveries—M. L. Burke]

চীনকে তিনি ইতিহাসের আশীর্বাদ বলেন নি, বলেছেন ইতিহাসের অভিশাপ—সে একটা মূঢ়, বিপুল, উন্মাদ শক্তি যা ইউরোপীয় বর্বরতার উপর নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের ভারসাম্য রাখবার জন্য।

ইউরোপের উপর চীনের সেই আক্রমণের ফলে "Dark ages will come again।"

স্বামীজীর যথেষ্ট পীতাতঙ্ক ছিল দেখা যাচ্ছে!

ভয়ংকর বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কাছে "Dark age" হয়ত সম্পূর্ণ ভয়াবহ নয় কারণ আলোক ও অন্ধকারকে তিনি সমান সত্য বলে মনে করতেন, কিন্তু চীনের সেই ভয়াবহ আক্রমণের বীভৎস রূপের কথা শুনে শ্রোতারা চমকে শিউরে উঠে প্রশ্ন করেছিল—সে কবে? কবে?

স্বামীজী বলেছিলেন, হাজার বছর পরে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আমেরিকান শ্রোতা সেই শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ১৯৬৩ সালের ভারতীয় পাঠকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবছে হে ঈশ্বর, স্বামীজীর কালের হিসেবটা যেন সত্য হয় সত্যই যেন সেই অন্ধকার যুগ সাড়ে ন'শো বছর বিলম্বিত হয়।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে কিন্তু ইতিমধ্যেই চীনেরও "অভ্যুত্থান" হয়েছে; ইউরোপ আণবিক বাহুতে রক্ষিত, দানবিক বাহু সেখানে সম্প্রসারিত, সুতরাং কোটি কোটি সন্তানের অন্ধ পিতার আলিঙ্গন এগিয়ে এসেছে ভারতের 'ধর্মক্ষেত্রে'র দিকে।

চীনের অভ্যুত্থান স্বামীজী দেখেছিলেন, কিছু বাদ না দিয়েই।

স্বামীজী তাই ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষকে—মনুষ্যের পূর্ণতাকে অব্যাহত ও সমন্বিত রাখবার জন্য।

"বর্তমান ভারতের" শেষাংশে রয়েছে বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব আহ্বান:

সে ভারতবর্ষ আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে সদ্য-স্বাধীন ভারতকে আজ যা করতে হচ্ছে, তার অনুরূপ প্রচেষ্টা স্বামীজী ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। যুদ্ধের কর আজ চেপেছে জনসাধারণের উপরে। জনসাধারণের অনুচ্চ প্রতিযোগ-মূলে করভার আমরাই বহন করছি। স্বামীজী ইউরোপের কথা বলছেন—

"সমস্ত ইউরোপময় ঐ কনস্ক্রিপসন—এক ইংলণ্ড ছাড়া। এখন এই যে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙে ইউরোপীয়া বানাচ্ছে, তাদের জন্ম হতে না হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত, সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই। কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে,— আর শহরে

দেখবে কতকগুলো ঝাম্বাঝুম্বা পরে সেপাই।"

বিস্ময়কর এই, স্বামীজী আমাদের ইদানীন্তন দায়িত্বহীন সমালোচনার মুখেও ভাষা দিয়েছিলেন! কিন্তু ধীরে। স্বামীজী তারপরেই বলছেন—

'তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক।.. স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা, ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।
ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সাঁওতাল, বুনো প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি দুশ করবে—করে শিখবে—শিখে ঠিক করবে।"

[পরিব্রাজক]

বলছি বর্তমান ভারতের শেষে আছে তৎকালীন ভারত ও ভবী ভারতের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর বাণী। পাঠ্য পুস্তকে এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বদেশমন্ত্র' অতি সংগত নাম- সার্থকতর হত 'ভারতমন্ত্র' বললে। এখানে ভারতবর্ষকে তিনি [illegible] ও [illegible] উন্মোচন করেছেন ভারতের উচ্চবর্ণের অধিকার [illegible]

[illegible]

[illegible] সুমহিম ধ্বনি।

[illegible] উচ্চারিত, [illegible] ভারতের [illegible] কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সে [illegible] নানাপন্থায় [illegible]।

ভাবগরিমা ও সুরমহিমার দিক থেকে বিবেকানন্দের এই রচনার একমাত্র তুলনা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা। দুয়েরই বক্তব্য প্রায় এক [illegible] গদ্য ও কবিতার। 'ভারততীর্থ' কবিতা বলে সেখানে একটি অখণ্ড আবেগের প্রাধান্য 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর।

তবু শেষ পর্যন্ত 'ভারতমন্ত্র' আমাদের যেভাবে প্রবুদ্ধ করে তোলে এমন আর কিছুতে নয়, এটা বোধহয় আমার ব্যক্তিগত কথা। সেই ব্যক্তিগত কথাই বলি, এ শক্তি ছিল বলেই [illegible]।

বলেছি, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার তুলনায় স্বামীজীর 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর। কথাটি একটু ব্যাখ্যা করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার শেষে বলেছেন—'এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার'; বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বল, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি তৎকালীন পরিবেশে অধিকতর সুপ্রযুক্ত, বিবেকানন্দের উক্তি সেখানে ঈষৎ বিস্ময় সঞ্চার করবে কারণ ছুৎমার্গের ভারতবর্ষে সকলকে ভাই বলবার দায়িত্ব বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সেই ব্রাহ্মণকে ভাই বলবার দিকে ঝোঁক কেন?

এ ঝোঁকের হেতু আছে। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দের দৃষ্টি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। বর্তমানের ব্রাহ্মণ যেন চণ্ডালকে ভাই বলে কিন্তু ভবিষ্যতে চণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণকে ভাই বলতে পারে। এমন একদিন আসবে যখন ব্রাহ্মণকে শূদ্র ভাই বলে গ্রহণ না করলে ব্রাহ্মণের ত্রাণ নেই। বিবেকানন্দ শূদ্র-উত্থান দেখতে পাচ্ছিলেন। সে উত্থান পুরাতন প্রভু ব্রাহ্মণকে হয়ত ধ্বংস করে ফেলবে। বিবেকানন্দ শূদ্রের জাগরণ ও সম্মিলিত সত্তা চান কিন্তু ব্রাহ্মণের উৎসাদন চাইবেন [illegible] ব্রাহ্মণের [illegible] অনেক কিছু [illegible] আছে। স্বামীজী সমন্বয়ী।

বিবেকানন্দের কথা ইতিহাস [illegible] দক্ষিণ ভারতে [illegible] শূদ্র [illegible] সেখানে 'চতুর্থ [illegible]' আক্রমণে [illegible] বর্ণ-[illegible]।

বিবেকানন্দ আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে ভেদ [illegible] প্রতিপন্ন করেছিলেন। আজ দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতের আর্যশাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতি [illegible]।

'বর্তমান ভারতে' একটি নিরপেক্ষ মূল্য আছে [illegible] ভারতের [illegible] 'বিশেষ তাৎপর্য' আছে।

'বর্তমান ভারতের' শেষে ভারত ও

বিশ্বের ইতিহাসধারা বিশ্লেষণ করে স্বামীজী যেখানে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর সামনে ছিল বর্তমানের ভারত ও ভবিষ্যতের ভারত। ঐ বর্তমানের ভারতের কাছে প্রচণ্ড বাস্তব হল, ইংরাজ বৈশ্যশাসন। বৈশ্যশাসন বহিঃসভ্যতা নিয়ে আসে, এনেও ছিল। তার ফলে নব সভ্যতাক্রান্ত ভারত পরানুবাদ, পরানুকরণে ব্যস্ত, ইংরেজের সুশাসনে পরমুখাপেক্ষী। এই শিক্ষিত বাবুর দল বীরভোগ্যা স্বাধীনতা চায়। যারা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছে ঐ 'কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ মূর্খ, নীচ জাতি' ওরা অনার্য, ওরা 'আমাদের' কেউ নয়? স্বামীজী এরই বিরুদ্ধে নির্ঘোষ তুলে বললেন, ঐ সাধারণ মানুষেরাই ভারতের দেহ—সে দেহ যদি 'কটিতটমাত্র' আচ্ছাদিত থাকে তবে সেই কটিমাত্র বস্ত্রেই সদর্পে ডাক দিতে হবে ভ্রাতৃত্বের।

কাপুরুষ কখনো স্বাধীনতা পায় না, পেলেও রাখতে পারে না। কাপুরুষ কে? যে পরের মার খেয়ে ঘরে এসে নিষ্ঠুর।—অত্যাচারিগণ মনে রেখো, অত্যাচার ও দাসত্ব একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ, স্বামীজী বললেন। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় তার স্বাধীন হবার অধিকার নেই—তাঁরই কথা। তাই 'দাসসুলভ ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা' যাদের, যাদের মধ্যে সমস্ত রকম কাপুরুষতা—তাদের সতর্ক করে স্বামীজী বলেছেন, এর দ্বারা তোমরা স্বাধীনতা পাবে না।

শূদ্র-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তিনি আশঙ্কা করছিলেন, যদি উচ্চবর্ণের সহানুভূতি ব্যতিরেকেই সে উত্থান ঘটে তাহলে উত্থানের বেগে উচ্চবর্ণকে ধ্বংস তো করবেই, অধিকন্তু ধর্ম যা এতদিন উচ্চবর্ণের দ্বারা পুষ্ট এই সম্প্রদায় তারা ধর্মনাশা জড়বাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। অথচ স্বামীজীর কাছে ধর্ম সর্বস্ব, ভারতের প্রাণ আছে ধর্মে, বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান,—সে ধর্মকে রক্ষার উপায় কি? স্বামীজী উচ্চবর্ণকে বলেছেন, যদি বাঁচতে চাও অত্যাচার

বহুরূপীর
দুটি অসাধারণ
অভিনয় আসবে
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র

নিউ এম্পায়ারে
১২ই মে রবিবার সকাল ১০টায়
চার অধ্যায়

পুতুলখেলা
বিশ্বরূপায়
১৪ই মে মঙ্গলবার
সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

● দুটি অভিনয়েরই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ●

থামাও, মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার কর, অন্যদিকে জাগরণোন্মুখ জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের নিত্য আদর্শকে—আত্মতত্ত্বকে।

এইজন্যই বলেছি 'বর্তমান ভারতের' স্বাভাবিক উপসংহার এই 'ভারতমন্ত্র'।

আবার এই 'ভারতমন্ত্রের' মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতীয় মহাজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

প্রথমেই দিয়েছেন নারী জাতির আদর্শ। শাক্ত বিবেকানন্দ শক্তির আদর্শকে আগে রাখবেন, তাই স্বাভাবিক। নারী জাতির উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি নেই—তাঁর চরণপোষিত মত। তদুপরি তিনি জানতেন, জাতির ধর্মীয় আদর্শকে যথার্থভাবে বহন করে নারী—পুরুষ সেখানে বহির্মুখ ও স্বকেন্দ্রিক। নারীদের শিক্ষা দাও তবেই তাদের পথ নির্মাণ করে নেবে, স্বামীজী বলেছেন,—তিনি না বললেও যুগধর্মে নারীরা শিক্ষিত হবেই। কিন্তু সেই নারী যদি নবশিক্ষায় আদর্শভ্রষ্ট হয়, বিবেকানন্দের আশংকা, তাতে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

নারীর সামনে তিনটি আদর্শ চরিত্র উপস্থিত করেছেন—সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার পঞ্চামৃতকথা নিবেদন করেননি।

সর্বাগ্রে সীতাকে এনেছেন কারণ স্বামীজীর নিঃসংশয় ধারণা সীতার তুল্য চরিত্র অতীতে আঁকা হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগরেরও এই ধারণা এবং মধুসূদনের।

সীতার বন্দনায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ব্রাহ্মণবংশী বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারী বিদ্যাসাগর এবং ধর্মান্তরিত মধুসূদন কণ্ঠবদ্ধ।

সীতার মূল মহিমা ত্যাগে ও সহনে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মূর্তিমতী ত্যাগকে প্রণাম করবেন বিচিত্র নয় কিন্তু যিনি নারীর উপর চাপিয়ে-দেওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক ত্যাগাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরও সীতা চরিত্রে এমন অনুরাগী, এবং মধুসূদন অসমাপ্তিক রচনায় 'বীরাঙ্গনাদের' স্রষ্টা তিনি।

সীতার মধ্যে আছে নিঃশেষ আত্মত্যাগের, সাবিত্রীর মধ্যে অনন্ত প্রত্যয়বলে। প্রেম যে অমৃত, প্রেমের স্পর্শে যে মৃত্যুহত জীবন সঞ্চারিত হয়, একথা সাবিত্রী প্রমাণ করলেন মৃত্যু-সংগ্রামে জয়ী হয়ে। সাবিত্রীর এই মৃত্যুঞ্জয়ের মহিমাকে উদ্ভাসিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্যে।

নারীর মধ্যে যে বীর্য, সাবিত্রী তারই দেবী।

আর একটি মৃত্যুঞ্জয় প্রাণকে বিবেকানন্দ বারবার নমস্কার করেছেন সেই কিশোর ব্রাহ্মণপুত্রের নাম নচিকেতা।

বিবেকানন্দ নিজ জীবনে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। আর যেখানেই সেই সিদ্ধি দেখেছেন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'আমি আমাকেই নমস্কার করি'—আত্মবিৎ-এর উপলব্ধি।

দময়ন্তী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নায়িকা। দময়ন্তীর প্রেম-রচনায় ভারতীয় কবি কল্পনার লীলা ও অনুভূতির ঐশ্বর্যকে উজাড় করে দিয়েছেন। দেবতাকে বর্জন করে যে প্রেম মানবাভিমুখী, দময়ন্তীর সেই প্রেম, সে প্রেম অরণ্যে একই বস্ত্রের সিংহাসনে দয়িতের আসন রচনা করে।

সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তী : নারীর তিন আদর্শ।

এবার পুরুষের আদর্শ। তাদের উপাস্য হোক উমানাথ, সর্বত্যাগী শংকর।

কিন্তু উমাকে গ্রহণ করে যিনি উমানাথ, তিনি সর্বত্যাগী হলেন কি করে? স্বামীজীর উত্তর—সেই বিপরীতটা শংকরের জীবনে সত্য বলেই, তিনি আদর্শ। উমানাথ উমা-তপস্যায় ধরা দিয়েছিলেন, কুমার-সম্ভবের দেবতা তিনি, কিন্তু তবু তিনি সর্বত্যাগী। এমনকি তাঁর সম্বন্ধে 'ত্যাগ' বললেও যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত 'সংহার'—সংহারই সর্বোচ্চ ত্যাগ—সংহারের শ্মশানে তিনি বসে থাকেন অথচ সংহারের তরল বেদনাকে তুলে রাখেন কণ্ঠে, তাঁর সর্বত্যাগ একটি গ্রহণে আকীর্ণ—তিনি গরলে নীলকণ্ঠ।

সৃষ্টির মঙ্গলের প্রয়োজনে যে প্রলয়ের দেবতা সংসারী হয়েছেন তাকে উপাস্যরূপে স্বামীজী উপস্থিত করবেনই কারণ অতঃপর তাঁর বক্তব্য তোমার বিবাহ তোমার ধন তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'

'তোমার জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে'—কিন্তু কার সুখের জন্য—সমাজের? সে সমাজ তো আদর্শ সমাজ নাও হতে পারে! সে ক্ষেত্রে স্বামীজী বললেন, 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত', অর্থাৎ একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্ট এই জীবন; এবং সমাজ যখন মহামায়ার ছায়া-মাত্র' তখনই সেই সমাজের জন্য আত্মদান করবে মানুষ।

সমাজকে মহামায়ার ছায়া বলে স্বামীজী জানালেন, সৃষ্টি আকস্মিক কিছু নয়—অখণ্ড সত্যের ছায়ারূপ, মহামায়ার ছায়া-রূপে যা স্বয়ং অখণ্ড সত্যস্বরূপ।

'ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ... অংশটি আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারত-বাসী ভারতবর্ষে জন্মসূত্রে একজাতি নয়—একজাতি রক্তসূত্রে।

এর পরেই আছে বিপুল প্রাণের উচ্ছ্বাস, এক অসাধারণ কাব্যের প্রবাহ, যা প্রতি উচ্চারণে নূতন—'বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।'

কিন্তু তবু প্রশ্ন—তোমার দেবদেবী তো আমার দেবদেবী না হতে পারে। উত্তর, তোমার দেবতাও তো ভারতেরই দেবতা—তাকেই নমস্কার কর। তবু প্রশ্ন—যদি দেবতা না মানি? উত্তর—তাতেও ক্ষতি নেই, তোমার জন্য আছে ভারতের সমাজ, ভারতের মৃত্তিকা—সেখানে সবার আসন।

মোক্ষই ভারতের শেষ আদর্শ। তার ক্রমপরিণত রূপকে স্বামীজী প্রকাশ করলেন শৈশবের শিশুশয্যা থেকে বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলে।

তারপরে—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। এই ভূগোল-পূজা কি বজায় থাকবে যদি ভারতবর্ষ আদর্শ ত্যাগ করে?

তার উত্তর আছে স্বামীজীর পরবর্তী প্রার্থনায়। সে প্রার্থনা তিনি করেছেন গৌরীনাথ ও জগদম্বার কাছে অর্থাৎ শান্ত মঙ্গলের কাছে এবং ঐ শান্ত সত্যের ক্রিয়াত্মিকা রূপের কাছে।

স্বামীজীর সেই শেষ প্রার্থনা—'আমার মনুষ্যত্ব দাও।' দুর্বল ও কাপুরুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, তাই—'দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর।'

তবু যে সম্পূর্ণ বলা হল না মনুষ্যত্ব একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার মনুষ্যত্বের লক্ষণ নিয়ে তর্ক হয়, কিন্তু মানুষ হলে আর সন্দেহ থাকে না,—মানুষই মনুষ্যত্বের প্রমাণ।

স্বামীজীর একেবারে শেষ কথা—মা আমায় মানুষ কর।

বিবেকানন্দের ভারতধর্ম সমস্ত দেশের মানবধর্ম। কিন্তু সে ধর্ম ভূমিহীন নয়—তার ভিত্তি ভারতভূমিতে।

কোনো একটা ধর্মের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু তার মধ্যে মৃত্যু ভয়ংকর—স্বামীজী বলেছেন। ভারতের পুণ্যভূমিতে যে জন্ম নিয়েছে সে যেন নিখিল মানবের তীর্থ-ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়।

দেশাত্মবোধ মহাসত্যের উপলব্ধি স্বরূপ এই ভারতবর্ষই ছিল বিবেকানন্দের কাছে পুণ্যতম তীর্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তা কি দেশপ্রেমবশে?

রবীন্দ্রনাথ কি দেশপ্রেমবশেই 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' লিখেছিলেন? মরণের শান্তি পারাবারের সম্মুখে দাঁড়িয়েও একই কথা বলেছিলেন ভূগোল-পূজার জন্যই?

বিবেকানন্দের [illegible] চিন্তার [illegible] এই [illegible]

জাপানী মনীষী ওকাকুরা ও বাংলাদেশ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জাপানের চিত্রকর, সাহিত্যিক, সমালোচক, দার্শনিক ও মানব-হিতৈষী প্রিন্স ওকাকুরা কাকুজোর নাম বাংলাদেশের নব-জাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশেষ করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মক্ষণে এই বিদেশী ভারত প্রেমিকের বাংলাদেশে আগমন যে ঐতিহাসিক ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। এদেশে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল জাপানের চিত্তদূতরূপে। লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা ও ই বি হ্যাভেল—এই দুজন বিদেশী ভারত-পথিকের সঙ্গে, ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে ওকাকুরার নামও চিরকালের মত যুক্ত হয়ে থাকবে। বর্তমান বৎসরটি (১৯৬৩) হল এই মনীষীর জন্মশতবার্ষিক বৎসর।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের য়োকোহামায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ওকাকুরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের শেষে ব্যবহৃত 'কাকুজো' শব্দটির অর্থই হল 'বৈদগ্ধ্য'। জাপানে ওকাকুরা পরিবারের বৈদগ্ধ্যের যে খ্যাতি ছিল তা ঐ পদবী ব্যবহারের মধ্যেই প্রমাণিত। বালক ওকাকুরার স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল প্রাচীনের প্রতি। আট বৎসর বয়সেই তাঁর ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়—আর চৌদ্দ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। যখন তাঁর বয়স ষোল তখন তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার আগেই আঠার বৎসর বয়সে তিনি পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম মোটোকো ওখো। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ওকাকুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করে বেরিয়ে এলেন। অতীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি আর গভীর মমত্ববোধ তাঁকে এক পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে প্রণোদিত করল। এমন সময় জাপান সরকারের শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ডাক এল জাপানী সংগীত ও চিত্রকলা বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নেবার জন্যে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাপান সরকার এই তরুণ, উৎসাহী ও বিদগ্ধ যুবকটিকে পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস ও আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের [illegible] পাঠান। বৎসরকাল বিদেশ ভ্রমণের পর যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর উপর ভার পড়ল টোকিয়ো সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের পরিচালনার। পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলেন এতদিনে। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৮—এই আট বৎসরকাল তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু এই সময়েই জাপানের শিল্পজগতে পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার দিকে প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলেই ওকাকুরার সঙ্গে পশ্চিম-প্রভাবিত শিল্পীদের মতান্তর ঘটে। কেননা পশ্চিমী আদর্শের অনুকরণ বহুদিন থেকেই ওকাকুরার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পচর্চা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করার পর থেকেই তিনি আরো গভীরভাবে প্রাচ্য ও স্বদেশীয় শিল্পরীতির অনুরাগী হয়ে পড়েন। স্বদেশী শিল্পচর্চার প্রতি ঐ অনুরাগের ফলেই তিনি যে সরকারী পুরাতাত্ত্বিক সমিতির প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন হয়েছিলেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সমিতির উদ্দেশ্যই হল প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা। এই সব কারণে—ওকাকুরা যে পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রভাবের বিরোধিতা করবেন তা সহজেই অনুমেয়। শেষ পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে উঠল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময়। কর্তৃপক্ষ পাঠ্যসূচীতে পাশ্চাত্য শিল্পকলাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। আর পশ্চিম-বিরোধী ওকাকুরার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সেখানেই মতভেদ ঘটল। তার ফলেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদে ইস্তফা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করলেন।

সরকারী শিল্প বিদ্যালয় থেকে ওকাকুরার পদত্যাগ আধুনিক জাপানী চিত্রকলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জাতীয় শিল্পধারার প্রাচীন রীতি স্বাধীনভাবে চর্চা করার উদ্দেশে ওকাকুরা ঐ বৎসরেই এপ্রিল মাসে টোকিয়োর শহরতলী ইয়ান্কা অঞ্চলে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম নিপ্পন বিজুৎসুন (Nippon Bijitsum)। উনচল্লিশজন নবীন শিল্পী ওকাকুরা-প্রতিষ্ঠিত এই আকাদেমীতে যোগ দিলেন। ওদিকে দেশের নানা অঞ্চলের শিল্পীরা মিলিত হয়ে তখন গঠন করেছেন এক শিল্পী সংঘ—প্রিন্স নিজে যার সভাপতি। ওকাকুরার চিন্তাধারা ও তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনকে তৎকালীন জাপান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই উক্ত সংঘের সহসভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্যে আহ্বান এল তাঁর কাছে। এই আহ্বানই হল ওকাকুরার শিল্পসাধনার স্বীকৃতি। কিন্তু এই মানব-হিতৈষী পুরুষের আমন্ত্রণ শুধু মাত্র স্বদেশেই নয়—তাঁর আহ্বান দেশে দেশে। ইউরোপ-আমেরিকা ছাড়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চীন-ও তিনি ঘুরে এসেছিলেন। এবার বিংশশতাব্দীর শুরুতেই তাঁর ডাক এল ভারতবর্ষে যাত্রা করার জন্যে। আর তাঁর এই ভারতবর্ষ ভ্রমণের ফলেই পরবর্তীকালে তিনি 'Asia is one'—এই মন্ত্রের সাধকরূপে পরিচিত হলেন।

(২)

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের পর জাপানের বিশিষ্ট মনীষী ও ধর্মযাজকগণ টোকিয়োতে একটি ধর্ম মহাসভা আয়োজন করতে উৎসুক হয়েছিলেন। এই সম্মেলন সার্থক করবার উদ্দেশে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি কামনা করেন। সমগ্র জাপানবাসীর চিত্তদূতরূপে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন ওকাকুরা ও বৌদ্ধ মঠসমূহের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওডা। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২১ নবেম্বর কলম্বো হয়ে ওকাকুরা মাদ্রাজে পৌঁছলেন—সেখান থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ফেব্রুয়ারি মাসে রেভারেণ্ড ওডা এসে ওকাকুরার সঙ্গে মিলিত হলেন। জাপানে মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্যে স্বামীজীকে অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে বিবেকানন্দই একমাত্র ব্যক্তি য

উপস্থিতির উপর সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করছে। দুই বিদেশী সাধকের আন্তরিকতায় স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়েন আর ভগ্ন-স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি জাপান যেতে সম্মত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি—কেননা ঐ বৎসরটিই হল স্বামীজীর মর্ত্য জীবনের শেষ বৎসর। রেভারেণ্ড ওডা তো সম্মতি পেয়েই উল্লসিত মনে সম্মেলনের আয়োজনের জন্যে স্বদেশে ফিরে গেলেন আর ওকাকুরা রয়ে গেলেন বেলুড় মঠে—বিবেকানন্দের কাছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর দিন কাটে। কিছু-দিন পর ওকাকুরা বুদ্ধগয়া পরিদর্শনে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং স্বামীজীকেও অনুরোধ জানালেন তাঁর সঙ্গী হতে। আগে থেকেই বিবেকানন্দের কাশী যাওয়া স্থির ছিল তাই তিনি সানন্দে ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া যেতে সম্মত হলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ শেষ হলে ওকাকুরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, আশা রইল জাপানে ধর্মসম্মেলনে আবার দুজনের সাক্ষাৎ ঘটবে। এবার ওকাকুরা গেলেন আলমোড়া—সেখান থেকে নেপাল পরিদর্শনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু নানাকারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফিরে এলেন কলকাতায়। এবার তিনি অতিথি হলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। আর সেদিন থেকে জাপান-ভারতবর্ষের মৈত্রীর ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হল।

বুদ্ধগয়া ও আলমোড়া পরিভ্রমণের পর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ওকাকুরা কলকাতায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটল—প্রথমত তিনি ঠাকুর বাড়ির সংস্পর্শে এলেন, দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের শিষ্যা ও রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হল—যার ফলে এদেশে বসেই ওকাকুরা Ideals of the East নামে বইটি লেখেন। এই বইয়েরই প্রথম সেই বিখ্যাত উক্তিতে (Asia is one) যা সেকালে ভারতবর্ষের বহু নবীন ব্যক্তি ও যুবককে আদর্শবাদে উদ্দীপ্ত করেছিল। নিবেদিতাই এই গ্রন্থে বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন। এবই মধ্যে তিনি অজন্তা ইলোরা দেখে এসেছেন আর বাংলাদেশের বিপ্লববাদী নেতাদের প্রেরণা দানের কাজও করেছেন। ওকাকুরা যে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহদাতা ছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৯২৯ সালে ওকাকুরা-প্রসঙ্গে জাপানে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণে আর শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"He (Okakura) had immense inspiration for the young generation of Bengal in those days which immediately preceded a period of a sudden ebullition of national self-assertion in our country."

ঋষি অরবিন্দও বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ব্যারণ ওকাকুরার প্রেরণায় পি মিত্র ও মিসেস ঘোষাল (সরলাদেবী) এই আন্দোলন আরম্ভ করেন।"

ওকাকুরার জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বন্ধুত্ব লাভ। শুধু তাঁর জীবনে নয়—ভারত-জাপান এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক মিলনের শুভ সূচনাও হয়েছিল এই ঘটনা থেকেই। জোড়াসাঁকোতে ওকাকুরার প্রথম বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় নিবেদিতার আগ্রহে—বিবেকানন্দের নরওয়ে-দেশী শিষ্যা মিসেস ওলিবুল কর্তৃক ওকাকুরারই সম্মানার্থে

শুভ উদ্বোধন শুক্রবার ১০ই মে।

মীনা কুমারী
রাজেন্দ্র কুমার
রাজ কুমার

প্যারাডাইস ০ গ্রেস ০ মিত্রা ০ রূপালী ০ মেনকা

প্রদত্ত এক ভোজসভায়। ওকাকুরা-স্মৃতি প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ভোজসভার শেষে নিবেদিতা তাঁকে ওকাকুরার নিভৃত-কক্ষে নিয়ে যান আর সেখানে এই বিদেশী-মনীষী সুরেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে দিয়ে যে প্রশ্নটি করেন তাহল—"আপনারা স্বদেশের কাজের কথা কিছু ভাবছেন কি?" —এই হল দুজনের প্রথম পরিচয়ের সূত্র-পাত—তারপর ওকাকুরা যতদিন বেঁচে-ছিলেন ততদিন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অসীম স্নেহ আর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। বিবেকানন্দের সঙ্গে বুদ্ধগয়া পরিদর্শনের সময় সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন ওকাকুরার সঙ্গী। তারপর সুরেন্দ্রনাথেরই আমন্ত্রণে তিনি ঠাকুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেই প্রথম আগমনের কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে লিখেছেন—"ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়িতেই ছিলেন। সেবার খুব বেশী আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে। মাঝে মাঝে দেখতুম দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে ব্রোঞ্জের একটা পদ্মফুল তার ভিতরে সিগারেট গোঁজা একটা করে তুলছেন আর ধরাচ্ছেন [illegible] কথা তিনি [illegible] বেঁটে খাটো মানুষটি সুন্দর চেহারা [illegible] চোখ [illegible] ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। [illegible] সুরেনের [illegible] সুরেন সম্বন্ধে [illegible]: He is fit to be a king"

জোড়াসাঁকোয় [illegible] এই [illegible] সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'গাইড' করে [illegible] অজন্তা-ইলোরা আর পাহাড় অমৃতসর তাজমহল আর আকবরের সমাধি দেখে এলেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছে এবং এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জাপান ও চীন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। পূর্বোক্ত ভাষণে তিনি বলেছেন—'যখন ওকাকুরার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল তখন পর্যন্ত জাপান বা চীনের সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। এই মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য যখন আমার হল তখনই আমি ঐ দুটি দেশের সঙ্গে পরিচিত হলাম।" রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী চিন্তায় ওকাকুরা যে কতখানি সাহায্য করেছেন তা এখানে লক্ষণীয়। এই পরিচয় সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ আবার জাপান যাত্রার পরি-কল্পনাও করেছিলেন। ঐ সময়েই (১৬ই এপ্রিল—১৯০২) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী অবলা বসুকে বিদেশে এক চিঠিতে লিখছেন—"যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর (ওকাকুরার) সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে—অধ্যাপক মহাশয়কে (জগদীশচন্দ্রকে) তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।" ওকাকুরার সাহচর্যে জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে যোগ স্থাপিত হল—তা তাঁর রচনায় ও কর্মে নানাভাবে চিহ্ন রেখে গেছে। পরবর্তীকালে যখন তিনি জাপান যান (১৯১৬) তখন সেখানে পরলোকগত ওকাকুরার প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে—"সেদিন ওকাকুরার-বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

উপনিষদ-সংকলন

(সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শ্লোক-সংগ্রহ)

বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা

কেবল জয়ন্তী বৎসরের জন্য প্রতি খণ্ডের দাম এক টাকা

প্রথম স্তবক: প্রধান প্রধান উপনিষদ থেকে সংগৃহীত ১১৮টি শ্লোক ও তার বাংলা সরলার্থ। তৎসহ স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি বাণী।

তৃতীয় স্তবক: বিভিন্ন উপনিষদ থেকে ১৮৭টি শ্লোক ও তার বাংলা সরলার্থ। তৎসহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কয়েকটি উপদেশ।

[দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তবক ঐ হিন্দী সংস্করণ]

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস হোম

[illegible] বেলঘরিয়া (২৪ পরগনা) থেকে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান:

উদ্বোধন কার্যালয় — ১ উদ্বোধন লেন [illegible]

অদ্বৈত আশ্রম — ৭ ডিহি এন্টালি রোড কলি: ১৪

[illegible] সমস্ত পুস্তকালয়

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে গীতবিতানের শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবিচ্ছবি

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ॥ ৬.০০ ॥

'রবীন্দ্রনাথ মানুষ কেমন ছিলেন তাঁর সান্নিধ্যের সুগন্ধ কেমন বইত, তার বেশ একটুখানি পরিচয় অপরূপ লেখায় পেলুম' —ডঃ সুকুমার সেন

'বহু [illegible] শ্রদ্ধার সহিত প্রস্তুত হইয়াছে' —সজনীকান্ত দাস

গীতবিতান পত্রিকা

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ॥ ৮.০০ ॥

রবীন্দ্রনাথের [illegible] নাটক নৃত্যনাট্য অভিনয় বক্তৃতা ও তার অনুলিপি সম্বন্ধে [illegible] ও তথ্যসংকলন। রবীন্দ্রজীবনী ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বহু [illegible] অধ্যায়। প্রায় ৪০ জন বিশিষ্ট লেখক ও আশ্রমিকের রচনা ও স্মৃতিকথায় সমৃদ্ধ।

প্রাপ্তিস্থান

জিজ্ঞাসা — ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

গীতবিতান — ২৫বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৫
১৭/১/এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-৬

বিশ্বভারতী — ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি। সেটাতে এদের অগভীরতা প্রকাশ পায়। কেননা অনেক বড়ো বড়ো লোকের সংগে কথাবার্তা করে দেখলুম, ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাইনি।"

ভারত ত্যাগের পূর্বে ওকাকুরাকে আরেকটি স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী হতে হয়। যাঁকে স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এদেশে আগমন সেই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু ঘটলো তাঁর জোড়াসাঁকোর বাস কালে। ওকাকুরার ভারতে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় দেখি স্বামীজীর মৃত্যুর পর শোকান্বিতা নিবেদিতার পাশে সান্ত্বনা দানরত ওকাকুরাকে—নিবেদিতার বিরাম-হীন কান্নার উত্তরে বাক্যহারা স্তব্ধ ওকাকুরা। সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনাটুকু অতুলনীয়—

"Nevertheless some charm in his (Okakura's) sympathetic silences apparently worked on the highly-strung Nivedita with greater potency than the words of wisdom poured on her by her fellow-disciples. — bringing her peace"

এই ঘটনার পর অক্টোবর মাসে ওকাকুরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে গিয়েই তিনি টাইকান ও হিশিদা নামে দুজন শিল্পীকে পাঠালেন জোড়াসাঁকোতে। যাবার সময় তিনি অবনীন্দ্রনাথদের বলেই গিয়েছিলেন—'আমি জাপানে গিয়ে আমাদের দু-একটি আর্টিস্ট পাঠিয়ে দেব। তারা এদেশ দেখবে, নিজেরা ছবি এঁকে যাবে তোমরা দেখতে পাবে, তাদের কাজ—তাদেরও উপকার হবে তেমনি দেরও কাজে লাগবে।' ওদিকে জাপানের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হোরিসানকে তিনি পাঠালেন নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে—সংস্কৃত পাঠের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রথম বিদেশী ছাত্র হোরিসান। পরবর্তীকালের বিশ্বভারতীর অংকুর সেদিনই জন্মলাভ করেছিল। এই সময়ে আবার ওকাকুরার কর্মস্থল হল আরেক মহাদেশে—আমেরিকার বোস্টন সংগ্রহ-শালায়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টাইকান প্রমুখ তিনজন শিল্পীকে নিয়ে উক্ত সংগ্রহশালার চীন জাপান চিত্রকলা বিভাগের পরিচালকের পদে তিনি যোগ দিলেন। আর এই বছরেই তাঁর অন্যতম বই 'Awakening of Japan' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯০৪ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ—এই পর্বে বোস্টন সংগ্রহ-শালার কর্মীরূপে ওকাকুরা কখনও ইউরোপ, কখনও জাপান, আবার কখনও বা চীন দেশে পরিভ্রমণরত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি উক্ত সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। পরবৎসর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "মাস্টার অব্ আর্টস" উপাধি দানে সম্মানিত করল। ১৯১২ সালে আগস্ট মাসে চীন দেশ ঘুরে আবার প্রিয় ভারত-ভূমিতে ফিরে এলেন তিনি।

কিন্তু এবারে আসা খুবই অল্পদিনের জন্যে। মাত্র দুমাসকাল তিনি এদেশে ছিলেন। তখন তাঁর জীর্ণ শরীর, কঠিন রোগে ভুগছেন। জোড়াসাঁকোতেই অতিথি হয়েছেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে বসে শিল্পসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলে। তাঁর চারপাশে সমবেত হয় অবনীন্দ্রনাথের নন্দলাল প্রমুখ তরুণ শিষ্যদল। নন্দলালদের তিনি আর্টের ট্র্যাডিশন অবসার্ভেশন ও ওরিজিনালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে। এবারে ওকাকুরার সংগে ভারতীয় শিল্পধারার আত্মিকযোগ আরো গভীর হল। তিনি জাপানের প্রাচীন শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে সাহস আর যুক্তির সংগে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে

"UMA'S TAPASYA"

by

L. N. BIRLA

" Sri L N Birla's book sumptuously brought out with fine illustrations deals with Uma's penance and the birth of Kumara It presents the need for austerity and exalts purity of love and glory of motherhood **Dr S Radhakrishnan**

Beautiful book with lovely paintings and beautiful English poems " Sri Sri Prakash **(Former Governor of Maharashtra)**

" L N Birla's little book Uma's Tapasya deals with an important aspect of this theme in rhymed English verse " **Illustrated Weekly of India**, Bombay

" The story of Uma's penance and blissful union with Shiva is here narrated in rhymed verse cut up into 64 stanzas each of 6 lines It is a great theme amenable to treatment both poetically and philosophically ' **The Hindu**, Madras

" The verses flow fluently and the passages which deal with the imagery of Love and the Seasons have been rendered with remarkable felicity of expression . .' **Hindustan Times, New Delhi**

" The writer, Mr L N Birla performs a remarkable task in bringing this story to the modern reader in a language which is simple, sincere and elegant " **Hindusthan Standard, Calcutta.**

" Shri Birla's pen inject new life into the immortal tale of love and penance retold a hundred thousand times, from which Indian women have drawn inspiration "

Amrita Bazar Patrika, Calcutta.

Price : Rs 15.50

Publishers :

Thacker Spink & Co. (1933) Pvt. Ltd.

CALCUTTA-1.

PLANNING A LANDSCAPE GARDEN : by L. N. Birla

"... The book gives good tips to the amateur in designing a naturalistic garden ." **(Hindustan Times)**

PRICE—Rs 15/-

Oxford Book & Stationery Co., Calcutta.

প্রত্যেক জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ হচ্ছে শিল্পকলায়—কেননা শিল্পকলার মধ্যে দিয়েই মানুষের অন্তর প্রকাশিত। শিল্পের বাণী সর্বলোকে বরণীয়। শিল্পের নীরব ভাষার মধ্যে দিয়ে সমগ্র এশিয়াকে একসূত্রে গেঁথে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন ওকাকুরা। জাপানের শিল্পধারার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন সমগ্র জাপানের সাধনা ও বাণী। তাই তাঁর বিশ্বাস ছিল ভারতের শিল্পচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে ভারতের সমগ্র অন্তরটি আপনা থেকে জেগে উঠবে। তিনি বুঝেছিলেন শিল্পের মুক্তিতেই চিত্তের মুক্তি। জাপানের শিল্পজগতে এই আদর্শ-ই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলেছিলেন আধুনিক জাপানী শিল্পকলার সার্থকতা পাশ্চাত্যের অনুকরণেও নয়—আবার প্রাচীনের অনুবর্তনেও নয় উভয় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াই হল প্রকৃত শিল্পীর লক্ষ্য। দ্বিতীয়বার ওকাকুরা যখন এদেশে এলেন তখন দেখলেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পের স্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথের নবীন শিষ্যদের মধ্যে [illegible] করেছে—[illegible] মোগল পারসিক চিত্রের [illegible] ওকাকুরা [illegible] করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন [illegible] আগে [illegible]

[illegible]

অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—[illegible] দেখলেম এবারকার আসাই আমার বৃথা হত। ভারতশিল্পের প্রাণের খবর মিলল আমার ওখানে * * * মনে হলো আনন্দের অবধি পেলেম এইবার পরস্পরে সাথে ব্যাখ্যা করি।" পরস্পরের তাঁর [illegible] তিনি [illegible] এখানে ছিলেন [illegible] সর্বদাই [illegible] নিবাসে তিনি আক্রান্ত থাকতেন। সুরেন্দ্রনাথ সেজন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন—"

"His bow was there, his smile was there, but there was also an impalpable difference, as of some shadow fallen over him,—perhaps of the illness with which he was already stricken, fated to be his last, though then we knew it not."

বিদায়ের দিনে ওকাকুরাকে খুবই বিমর্ষ দেখে সুরেন্দ্রনাথ তার কারণ জানতে চাওয়ায় ওকাকুরা ছোট্ট একটি উত্তর দিয়েছিলেন—"তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না?"

১৯১২-এর আগস্ট মাসে এসেছিলেন এদেশে—অক্টোবর মাসের ১২ তারিখে ইউরোপ ঘুরে স্বদেশের দিকে রওনা দিলেন। জাপান থেকে আবার কর্মক্ষেত্র [illegible] ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ ঘটলো। কবিকে চীন দেশে যাবার জন্যে অনুরোধও জানালেন। তারপর [illegible] এল—২৫, সেপ্টেম্বর [illegible] মহাজীবনের অবসান হল।

(৩)

[illegible]

[illegible] উৎস।

দ্বিতীয়বার যখন ওকাকুরা বাংলাদেশে আসেন তখনই ঐ মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। জোড়াসাঁকোতেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। পরে ধীরে ধীরে পরস্পরে [illegible] ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সেই প্রথম পরিচয়ের কথা ওকাকুরা তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—

"প্রিয় বান্ধবী, [illegible] এইরকম [illegible] এক স্বর্গীয় সংবাদ। আমি সম্পূর্ণ অসহায়। জগৎটা যেন হঠাৎ [illegible] তুমি জানতে [illegible] আমি তোমার কথা [illegible] আমার বিশ্বাস সে [illegible] আগে থেকে। প্রথম [illegible] স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে, সেই রাতে ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন চৌধুরীদের বাগানে আমরা খেলাম, তারপর আবার যখন ছাদে খাওয়ালে। জজ সাহেবের বাড়িতে

কাকুৎ খাঁ সরোদে সুরলোকের সংগীত জাল বুনে চলেছিলেন, তাঁর সেই ভৈরবী আমার কাছে আরো সত্যি হয়ে উঠেছিল, তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে বলে,—মহিমান্বিতা-

মুক্ত অঙ্গন

বৃহঃ শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥

যা-নয়-তাই

ও [illegible] গানের অনুষ্ঠান

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায়

ন' ন' না

৩৪-৫২৭৭

(সি ৮৫১)

গণজীবনের রূপরেখা রচনায়

অভিনব সংযোজনে

তি

তা

স

একটি নদীর নাম

মিনার্ভা থিয়েটারে

[illegible] শনিবার ৬॥

[illegible] ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

হার্নিয়া কোষবৃদ্ধি ফাইলেরিয়া

[illegible]

[illegible] চিন্তাশীল সাহিত্যিক

শ্রী[illegible] সিংহের অনন্যসাধারণ

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

নিশীথ রাগ ২·৫০

ঐতিহাসিক যুগ হতে বাঙালীর নিরবচ্ছিন্ন শৌর্য, বীর্য, ঐতিহ্যের পূর্ণ বিবরণ জানতে হলে অধ্যক্ষ শ্রীঅশোকনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ (ট্রিপল) মহাশয়ের

বাঙালী কোন পথে

২·০০

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বইখানি পাঠের জন অনুরোধ করছি

দি নেতাজী বুক স্টল, নবদ্বীপ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-

(সি-৯০০)

চোখে পড়ার চেষ্টা নেই—তবুও কী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। * * * তোমার স্বর্গীয় চোখ দু'টির কী যাদুকরী শক্তি। * * *"

তাঁরা দু'জনে কাছাকাছি এসেছিলেন অল্প কয়েকদিনের জন্যে। এই অল্পদিনের নৈকট্যের ফলে যে পুষ্পবাস ফুটে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ওকাকুরার চিঠিগুলিতে। চিঠিগুলি যে মহিলাটির উদ্দেশে লেখা তাঁর নাম এখনো প্রকাশ করা যাবে না—আর পত্রলেখকও কোথাও উক্ত মহিলার নাম ধরে সম্বোধন করেন নি। তার পরিবর্তে যে সম্বোধনগুলি ব্যবহার করেছেন তাহল—'আমার প্রিয় গোধূলিতে ভেসে আসা মধুগন্ধ' 'পদ্মবনের বধূ', 'চন্দ্রহংসী' প্রভৃতি। ওকাকুরার কাছে এই মহিলা যেন—

"কোনো এক দূরের গহ্বরের পারে
হৈমবতের তুষার বুকে পরম যত্নে লালিত
ফুলে ভরা একটি জেড্ গাছ, শুভ্র ও প্রশান্ত।"

আগেই বলেছি, মহিলাটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা। তাই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ওকাকুরাকে কিরকম মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় চিঠিগুলির পাতায় পাতায় রয়েছে। প্রতি চিঠিতে বারবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মহিলাটির রচনার। বাংলা ভাষা জানেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আর জানতে চেয়েছেন, কি করে সহজে বাংলা শেখা যাবে।

"ভয় হয় তোমার কবিতা বোঝবার আগেই হয়ত আমি মাটির নীচে বিশ্রাম লাভ করব—যেখান থেকে কেবল শুনতে পাবো আমার ওপরে গাছেদের দীর্ঘশ্বাস।"—বাংলা শেখার আশায় ওকাকুরা শেষ পর্যন্ত মহিলাটির কাছে বাংলা ব্যাকরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবং সেই ব্যাকরণ পৌঁছানোর পর অদম্য উৎসাহে বাংলা পড়তে শুরু করেছেন।—"তোমার কবিতা সব সময়েই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। আমার বলবার কথা তারাই যেন বলে দেয়। এবং আরো অনেক কিছু। কল্পনায় দেখতে ভাল লাগে—কেমন বসন্ত দিনের নিভে আসা আলোয় তোমার বাগানে বসে আছ তুমি কবিতার ভাবে বিভোর। আর লক্ষ্মী হরিণীটি তোমার মুখে শিশুর মত চোখ মেলে চেয়ে আছে। তার চোখ দু'টিতেও কী গভীর বিস্ময়। তোমার শুভ্র বসনে ঝরে পড়ছে পুষ্পদল। তোমার ইচ্ছেমত আরও কবিতা আমাকে পাঠিও। জানি তোমার কাছে আমি দাবি করছি বেশী কিন্তু তুমি তো বুঝবে [illegible] আমার কাছে তোমার কবিতাগুলো কী

ভারতীয় রমণীর [illegible] এই মহিলার হৃদয়োচ্ছ্বাস [illegible] প্রকাশিত [illegible] চিঠিগুলির [illegible] আমাদের মুগ্ধ করে। [illegible] লিখছেন—[illegible] আমি [illegible] এবং [illegible] তোমার প্রিয় [illegible] কাছে [illegible]

[illegible] তোমার [illegible] পেয়েছি। [illegible] সেই সব [illegible] ওপর দিয়ে [illegible] ধরে দেখছি

বোস্টন থেকে ওকাকুরার চীন [illegible] কথা হচ্ছে—তাই লিখছেন [illegible] চীন যাবো বোধ হয় আর সেইসঙ্গে [illegible] অনেক হাজার মাইল কাছেই পৌঁছে যাব।"

রবীন্দ্রনাথ [illegible] সব [illegible] তুমি [illegible] নেই।

"সমুদ্রের পাড়ে বসে সমস্ত দিন ধরে সাগরের ঢেউ দেখছি।—আমি ভাবি তুমি হয়ত কোনদিন সমুদ্রের কুয়াশা ভেদ করে উঠে আসবে। তুমি আরও পূর্ব দিকে এগিয়ে আসবে কখনো? ধরো চীনে? মালয়ে? ব্রহ্মদেশে? রেঙ্গুন তো কলকাতার খুব কাছেই। না আমি বৃথাই স্বপ্ন দেখছি। তবু এ স্বপ্ন কী মধুর।"

নববর্ষের চিঠির উত্তরে ওকাকুরা বলছেন—"তোমার নববর্ষের অভিনন্দনপত্র পেয়েছি। তুমি সেদিন আমার জন্যে প্রার্থনা করেছ—একথা আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমি তোমার অন্তরের এমন মধুর দাক্ষিণ্য পাবার মত কী ই বা করেছি—আর কী ই বা করতে পারবো? আমিও তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি। সত্যি কি চমৎকার হয় যদি এই প্রার্থনা যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মাঝ সমুদ্রে সাক্ষাৎ হয়—আর তাদের দুজনের মধ্যে প্রার্থনা বিনিময় হয়।"

তাঁদের দুজনের মধ্যে এই মহাসাগরের ব্যবধানের চেয়ে মৃত্যুর ব্যবধান দিন দিন এগিয়ে আসছিল। ওকাকুরা শেষের এই চরম ব্যবধানের আগমনী আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। তাই মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে ২রা আগস্ট তিনি লিখছেন [illegible] কিছুই [illegible] এক [illegible] এক [illegible]

[illegible]
[illegible] ভাষাগুলো।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] চায়,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
উপরে তার পদধ্বনি।"

প্রাক উদ্বোধন রজনী
বৃহস্পতিবার, ২ই মে
রাত্রি ৯টায়
(কলিকাতা, [illegible])
সর্বগ্রাসী [illegible]
পৃথিবী ও [illegible]
তারই পরিপ্রেক্ষিতে [illegible]
নির্মিত ইংরেজী [illegible] প্রথম
[illegible]

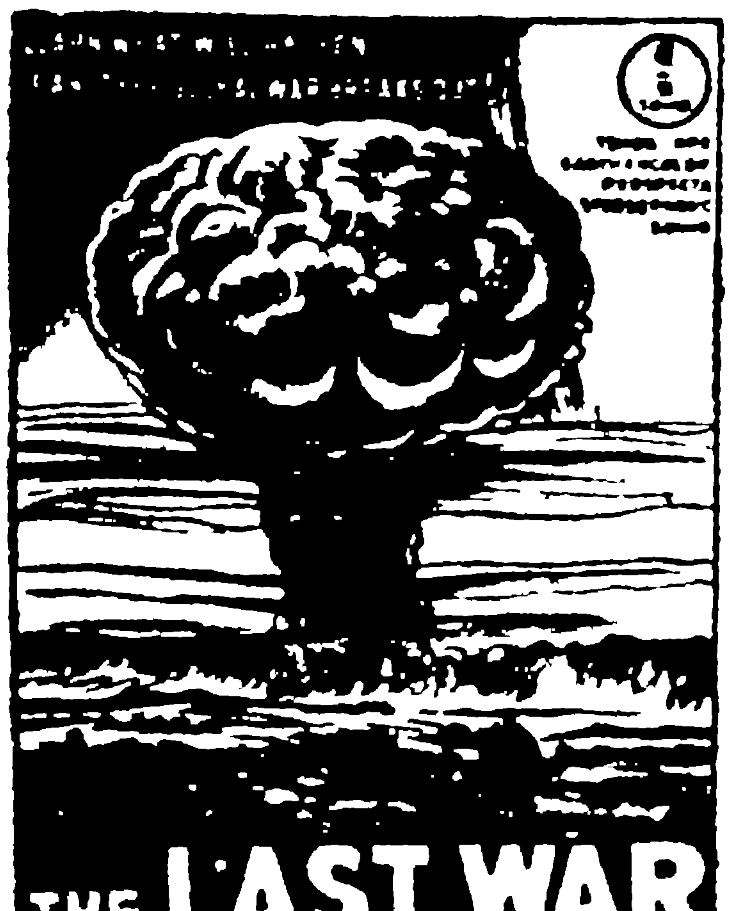

[illegible]
এলিট সিনেমা

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
মূল্য [illegible]
[স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড]
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY AGARTALA

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য-সঞ্চয়ন

১০ম সংস্করণ ... ৬.০০

অন্নদাশংকর রায়ের

পথে প্রবাসে ... ৩.০০

দেখা (প্রবন্ধ) ... ৩.০০

অপ্রমাদ (প্রবন্ধ) ... ৩.০০

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রবীন্দ্র-সাগর সংগমে

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ

মন্দিরময় ভারত

রাজশেখর বসু-কৃত

বাল্মিকী রামায়ণ

... ১০.০০

চলন্তিকা

কালিদাসের মেঘদূত

শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতা

মধুস্রবা

বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত

কালিদাসের মেঘদূত

... ৬.৫০

সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ

৫.০০

জাপানী জর্নাল ... ৩.৫০

শেষ পাণ্ডুলিপি ... ২.২৫

শোন পাখি ... ২.০০

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি...

কাল, তুমি আলেয়া ... ১২॥ চলাচল ৬॥

কড়ি দিয়ে কিনলাম

হিংলাজের পরে ৫, সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ৬, যাত্রাপথ ৪॥

পান্থশালা ৩॥ মেঘ ও মৃত্তিকা ৫,

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

বন কেটে বসত ... ৯, গল্প-পঞ্চাশৎ ১০, উপকণ্ঠে ... ৯,

মিত্র ও ঘোষ ... ১০ ... ১২

চাদর, বালিশের ওয়াড়,
টেবিল ঢাকনা
উজ্জ্বল
ও ঝকঝকে
সাদা
রাখতে হ'লে সবসময়
টিনোপাল ব্যবহার করুন

আপনার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ঢাকনা, তোয়ালে ঝকঝকে সাদা রাখুন সব সময়। টিনোপাল ব্যবহার করলে আপনার বাড়ীর কাপড়-চোপড় কখনোই ময়লাটে বা হলদেটে দেখাবেনা। একমাত্র টিনোপাল ব্যবহারেই সাদা জামাকাপড় উজ্জ্বল ও ঝকঝকে সাদা রাখা সম্ভব। অতএব, জামাকাপড় কাচবার পর [illegible] অবশ্যই টিনোপাল লাগাবেন—সবসময়।

সামান্য একটু
টিনোপাল
ব্যবহার করলে সাদা জামাকাপড়
সবচেয়ে বেশী সাদা হয়ে ওঠে

টিনোপাল এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক জে আর গায়গী, এস এ বাসল, সুইজারল্যান্ড

প্রস্তুতকারক:
সুহৃদ গায়গী লিমিটেড ওয়াড়ী ওয়াড়ী বরোদা

সোল ডিস্ট্রিবিউটরস:
সুহৃদ গায়গী ট্রেডিং লিমিটেড পো: বক্স ৯৬৫ বোম্বাই-১ বি আর

BEN

স্টকিস্টস : হিন্দাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, পি-১১ নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১
শাখা:—মজঃফরপুর, পাটনা সিটি

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাংলার স্বরাজ্য	-	২৯৯
শতাব্দীর অপরাহ্নে (কবিতা)	শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	৩০০
পাশা (কবিতা)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩০০
বাঁহুজানলা আকাশের নিচে (কবিতা)	শ্রীউমা দেবী	৩০০
বৈদেশিকী—	-	৩০১
দ্রুণাক্ষরে	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	৩০৩
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা	ফাদার দাঁতিয়েন	৩০৬
যথাযথ মৃত্যু	শ্রী… বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৭
একটি লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক স্মারক	শ্রী… চট্টোপাধ্যায়	৩১৬

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

প্রকাশ তিথি

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

ত্রিবর্ণ

['দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত]

কয়েকখানি বিশিষ্ট উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

কন্যাসু ২.৫০

ইস্পাতের ফলা ৩.৫০

অনুষ্টুপ ছন্দ ৪.০০

ছায়াছবি ২.০০

পারাবত ৩.০০

অঘটন আজো ঘটে ৫.০০

রিকসার গান ৫.০০

দুই নদীর তীরে ৬.২৫

ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন-সেতু ২.৫০

আমাদের বই পেয়ে ও দিয়ে সমান তৃপ্তি

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম: 'কালচার'

(সি-১১৯৮)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত
পুস্তকাবলী

ঘটনাবলী বা Annals

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (২য় সং)
১ম খণ্ড ৩·২৫ ২য় খণ্ড ৩·০০
৩য় খণ্ড ৩·০০

২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
(২য় সং) ১ম খণ্ড ২·৭৫
২য় খণ্ড ২·৭৫

দর্শন ও বিজ্ঞান

1. ENERGY Rs 1.25
2. THEORY OF VIBRATION Rs. 2/-
3. THEORY OF MOTION Rs. 2/-
4. COSMIC EVOLUTION (Part I) Rs. 4/-
5. MENTATION Rs. 2/-
6. FORMATION OF EARTH Rs. 2/-
7. MIND Re. 1/-
8. NATURAL RELIGION Re. 1/-

অনুধ্যান-দর্শন প্রভৃতি

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ৩·৫০
(২য় সং)
২। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ২·০০
৩। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫·০০
৪। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং) ৫০
৫। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ... ·৫০
৬। দীন মহারাজ ... ·৫০
৭। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ .. ১·০০
৮। জে জে গুডউইন ১·০০

[illegible]

—[illegible]

Allied Publication
Dialectics of Land Economics of India Rs 6.50
By Dr Bhupendranath Dutta AM (Brown) Dr Phill

[illegible]
কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ২

স্বামিজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
১০% কমিশন

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
[illegible]

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

কবি-সমালোচক মোহিতলালের

রবি-প্রদক্ষিণ

॥ রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন ॥
মূল্য ৬·৭৫ নঃ পঃ
*
॥ মোহিতলালের আর কয়েকখানি বই ॥
কবি শ্রীমধুসূদন—৮·০০ ; সাহিত্য-কথা—৮·৭৫
বাংলা কবিতার ছন্দ—৫·৭৫ ; জীবন-জিজ্ঞাসা—৬·৭৫

পরিবেশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের প্রথম বই

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে

[illegible]

[illegible] সম্মান লাভ করেছে
[illegible] পত্রিকাদের [illegible]।
তার দ্বিতীয় গ্রন্থ—

অপরূপা চাম্পা

ছ' টাকা

[illegible]

[illegible]

গিরির উপত্যকার অনুপম সৌন্দর্যের মাঝে তরুণ লেখক আবিষ্কার করেছেন যেন বাংলারই হৃদয়ের আমোঘ নির্ঝর ...

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা-১

পরিবেশক : ইস্টার্ন এজেন্সী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা-৬
দাশগুপ্ত এন্ড কোং, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(বি ৩৭২)

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শিল্পীর স্বাধীনতা	শ্রীমনোজ বসু	৩২১
লালকেল্লা	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৩২৫
ওয়াশিংটনের চিঠি	শ্রীজয়ন্ত [illegible]	৩৩১
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	শ্রীগোবিন্দ[illegible] ঘোষ	৩৩৫
বিশ্ববিচিত্রা		৩৪৩
চিত্র প্রদর্শনী		৩৪৫
নিশিকুটুম্ব	শ্রীমনোজ বসু	৩৪[illegible]
ঘরে বাইরে	[illegible]	৩[illegible]
বেনা [illegible]	[illegible]	৩[illegible]

প্রকাশ হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি - ৩.

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জানি তুমি আসবে - ৩.

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সোনার প্রতিমা - ৩.

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে
অথ বিবাহ ঘটিত - ৩.

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের ফাঁদ - ৩.

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাতে ও প্রভাতে - ৩.

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সুর ও বীণা - ৩.

দৃষ্টিহীন
সে ডাকে আমায় - ৩.

রবিদাস সাহারায়
নব বসন্ত - ৩.

ডাঃ গুরুদাস পাল
দেওয়ালী রাত - ৩.

হেমেন্দ্রকুমার রায়
পথের মেয়ে - ২.

দেব সাহিত্য কুটীর | ২১, ঝামাপুকুর লেন - কলিকাতা - ৯

রবীন্দ্র সাহিত্য প্রকাশন

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস [illegible]

ভারতসাধক রবীন্দ্রনাথ [illegible].০০

বলাকা কাব্য পরিক্রমা [illegible].০০

রবিরশ্মি [illegible].০০

রবি-পরিক্রমা [illegible].০০

রবীন্দ্র কাব্যলোক [illegible]

রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible]

রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা [illegible].০০

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ [illegible]

রবীন্দ্র বিতান [illegible].০০

রবীন্দ্র সমীক্ষা [illegible]

রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ [illegible]

ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ [illegible].০০

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

মনীষী রবীন্দ্রনাথ

এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং
প্রাঃ লিঃ
[illegible] ১২

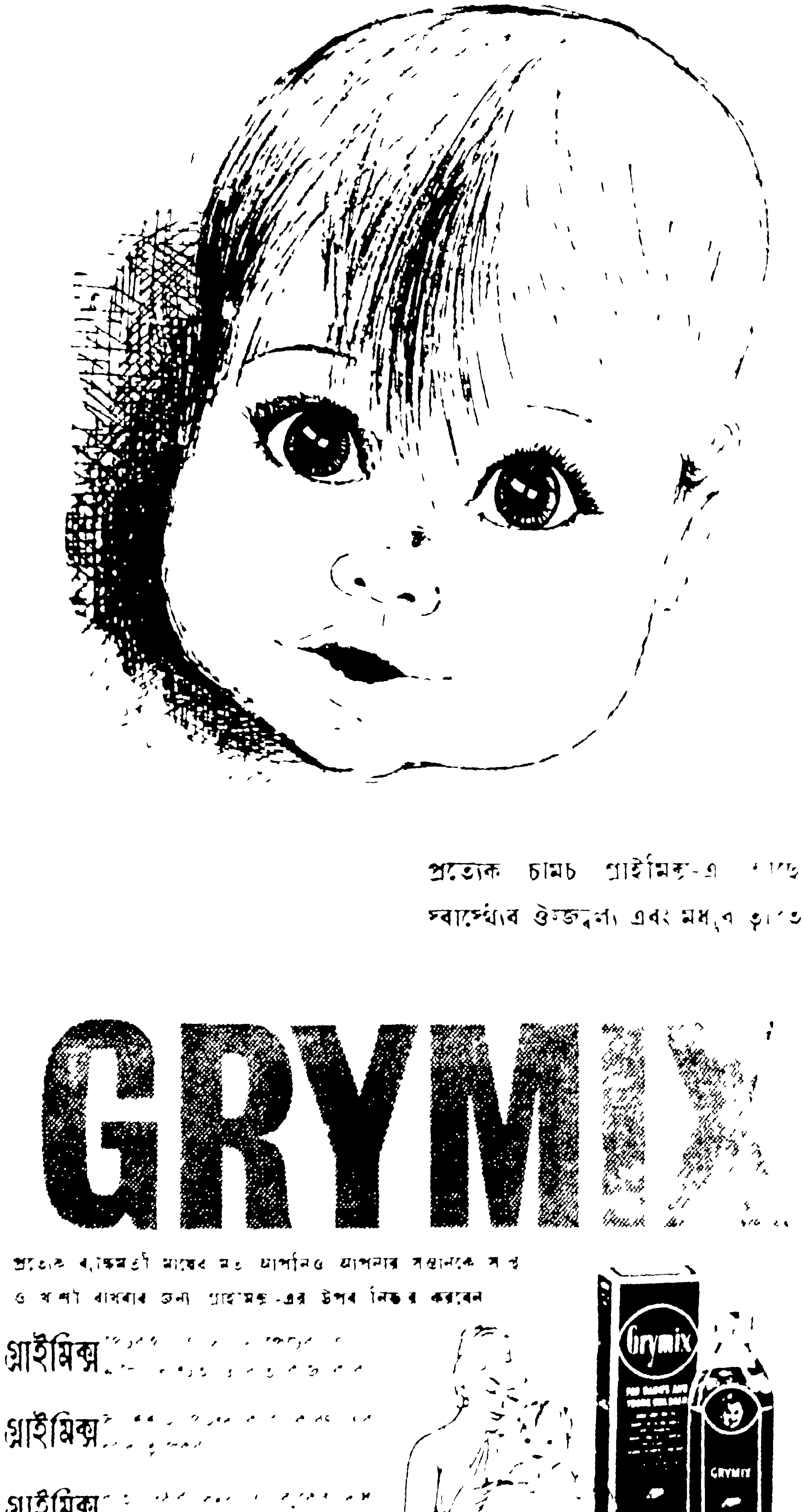
GRYM
গ্রাইমিক্স
গ্রাইমিক্স
গ্রাইমিক্স
Grymix
GRYMIX
Boots

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		৩৬৩
ট্রামে বাসে—		৩৬৬
সাহিত্য সংবাদ—		৩৬৭
পুস্তক পরিচয়—		৩৬৮
[illegible]—		৩৭২
খেলার মাঠে—		৩৭৯
[illegible] আইন—		৩৮৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৩৮৬

সুনন্দা

দাম তিন টাকা

বর্ণালী

জলকমল

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

পর্বপাড়ার মেয়ে

নাগরা

কালোঘোড়া

কনে-চন্দন

শৈলেশ দে

হংস মিথুন ২.০০

বিমল কর

রৌদ্রছায়ায় ২.০০

ম্যাকসীম গোর্কী

মা ৬.০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ... কলিকাতা ১২

Probable Questions on Indian Economics

১২টি প্রশ্ন ... আসিয়াছে

মনোবিদ্যা

ভারতীয় দর্শন

পাশ্চাত্য দর্শন

নীতিবিজ্ঞান

সমাজ দর্শন

সহজ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে

History of Modern English Education

By S. Majumdar 3.50

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

কথার কলগুঞ্জন মিলিয়ে যায় বিমুগ্ধ নীরবতায়। রূপের অপরূপ মাধুরী দেখে বিভল চোখে কারো পলক নেই। লক্ষ তারার সুষমা বুঝি এঁর অঙ্গে জড়ানো —

এঁকে মনোহারিণী ক'রে তুলেছে

বিনীর

খাঁটি সিল্কের শাড়ী

জর্জেট, শিফন ও নরম সিল্ক

দি বাঙ্গালোর উলেন কটন অ্যাণ্ড সিল্ক মিলস কোং লিঃ, ... রোড, বাঙ্গালোর-২৩
বিনী অ্যাণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিঃ-এর ...

IWT/BM-SS 2128

চিরন্তনী

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ কাঁটা

ছায়াবৃতা—সুবোধ ঘোষ ২.৫০ জতুগৃহ—সুবোধ ঘোষ ২.০০
উতলা কলাপী—সুশীল ঘোষ ২.৫০ মধ্যদিনের গান—
বন্দ্যোপাধ্যায় ৩.০০ সুলোচনা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২.০০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
কালবৈশাখী
প্রকাশিত হইয়েছে

প্রাইমা পাবলিকেশন

বৈশাখী বসন্ত

আনন্দবাজার পত্রিকা।

যুগান্তর —

নূরজাহান

যারা আগুন নেভায়

করুণা প্রকাশনী— ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিঃ ১২

রঞ্জিত সিংহের নূতন কাব্যগ্রন্থ

অদৃষ্টচর

গ্রন্থ ভবন

কনটেম্পোরারীর নতুন বই :

এপার ওপার

ইন্দ্রনীল

উড়িষ্যার দেব দেউল

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

The Swami Vivekananda—A Study

Manomohan Ganguly

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ
অফিস : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

ইস্টার্ন ট্রেডার্স, ডি এম লাইব্রেরী

প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মনময়ূরী

সর্বাধুনিক রহস্য-উপন্যাস। অপূর্ব চার-রঙা প্রচ্ছদ। দাম ২·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

নূতন সীমান্ত

সর্বাধুনিক নতুন ধরনের উপন্যাস।
দাম ৩·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

ময়ূরের মন

এ কাহিনী [illegible] ও বর্তমানের [illegible] চরিত্র নরনারীর।
দাম ১·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উর্ণনাভ ৩·০০

[illegible]

রূপসী [illegible] ২·০০

শক্তিপদ রাজগুরু

অগ্নিস্বাক্ষর ২·৫০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভ্রান্তিবিলাস ১·৫০

[illegible]

শকুন্তলা ১·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দূর বসন্ত ৩·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দুটি ফুল দুটি প্রাণ ৩·০০

[illegible] দেবী

মধুর রাত্রি ৩·০০
নবজন্ম ৩·০০

[illegible]

নকল রাজা নকল রানী ৫·০০
আলোক লগন ৩·০০

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সম্প্রতি প্রকাশিত তিনখানি

শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য

নিবেদন ইতি

বিমল মিত্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে দেয়নি কিছুই - আর, যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদ্‌ভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা। কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান প্রাচীন মূল্যবোধ পুরনো বিশ্বাস। হৃতসর্বস্ব মানুষ বিমূঢ় হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয় তারই মহৎ চিত্রায়ণ 'নিবেদন ইতি'।

দাম : ৫·০০

বসন্ত-তিলক

সুবোধ ঘোষ

এক নকল জীবনের প্রহসন [illegible] হঠাৎ একদিন ঝড় তুলেছিল [illegible] [illegible] তার আত্মগৌরব [illegible] অটল [illegible] যখন পারল না আক্রোশের [illegible] দিতে চাইল তাকে আর তখনই [illegible] হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণের [illegible] দিয়েছিল। এবং আশ্রয় দিয়েছিল এক [illegible] করেছিল এক পবিত্র স্থৈর্যকে। সুবোধ ঘোষের [illegible] গ্রন্থটি উপন্যাস-সাহিত্যে এক [illegible] সংযোজন।

দাম : ৫·০০

শঙ্খ-কঙ্কণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ কাহিনীর মত ঐতিহাসিক [illegible] রোমান্টিক কাহিনী [illegible] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একক এবং [illegible] পাঠক মাত্রেই এ কথা জানেন। [illegible] প্রভৃতি কাহিনী অবিস্মরণীয়। "শঙ্খ-কঙ্কণ" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনেরই তিনটি দীর্ঘ গল্পের সংকলন গ্রন্থ।

দাম : ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ ॥ ২৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
SATURDAY, 18TH MAY, 1963

বাংলার স্বরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বৎসর দুই পূর্বে। তখন স্থির হয়েছিল ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকর হবে। কিন্তু নানা কারণে এতদিন সে কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। ইংরেজীতে নথীপত্র, মন্তব্য ইত্যাদি রচনায় এবং প্রয়োগে যাঁরা এতকাল ধরে অভ্যস্ত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই সম্ভবত সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারে উৎসাহিত বোধ করেন নি। বাংলা টাইপরাইটার এবং শ্রুতিলিখন ব্যবস্থা অপ্রতুল [illegible] সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের উদ্যোগ অনেক পরিমাণে [illegible] এখন দেখা গেল [illegible] সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করলে [illegible] কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের [illegible] সব বাধা এবং অসুবিধা অপসারিত [illegible] বাধ্য। এবারের পঁচিশে বৈশাখ সেদিক দিয়ে বাংলা ও বাঙালীর [illegible] স্মরণীয় দিবস। রবীন্দ্র জন্মদিবসে বাংলা ভাষার [illegible] সব সংশয় অনিশ্চয়তা এবং নিশ্চেষ্টতা দূর হয়েছে, [illegible] বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠোদ্যোগ প্রকৃতই একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তাঁরা এ বিষয়ে অনেকদিনের দ্বিধা সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত করা সম্ভব।

নতুন উদ্যোগমাত্রেই কার্যক্ষেত্রে ছোট বড় বাধার সম্মুখীন হয়। সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর বদলে বাংলা চালু করতে প্রথম পর্যায়ে সে রকম কিছু কিছু বাধা ও অসুবিধা ঘটবেই। ইংরেজী বহুকাল ধরে এদেশে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাছাড়া ইংরেজীর মূলধন অনেক বেশী, অনেকদিন ধরে অনুশীলনের ফলে ইংরেজীর ব্যবহারিক দক্ষতা, প্রয়োগবৈচিত্র্য বহুদিক সুবিস্তৃত সুপ্রশস্ত হতে পেরেছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সেই ইংরেজীর ঐশ্বর্যের দিকে নজর রেখেই বলা যায়, ভাষার ঐশ্বর্য বাড়ে ভাষার সম্যক ও ব্যাপক ব্যবহারে। বাংলা ভাষার মূলধন ইংরেজীর সমতুল কিম্বা ইংরেজীর কাছাকাছি পর্যন্ত হতে পারে নি, তার প্রধান কারণ 'রাজ ভাষা' হিসেবে ইংরেজীর দীর্ঘকাল একাধিপত্য। রামমোহন - বিদ্যাসাগর - বঙ্কিম - রবীন্দ্রনাথের ভাষার মূলধন নিতান্ত সামান্য নয়, কিন্তু সে-মূলধন স্বচ্ছন্দে বিনিয়োগ ও বিবর্ধনের সুযোগ এতদিন পাওয়া যায় নি। সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ব্যবহারিক সমৃদ্ধির পথ নিঃসন্দেহে এবার উন্মুক্ত হল।

সবেমাত্র শুরু, এখনও অনেক কিছু [illegible] আছে ভাষাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনমত গড়ে পিটে তৈরী করার কাজ দীর্ঘসময়সাপেক্ষ, বহুজনের সানন্দ সহযোগিতাও দরকার। সরকারী কাজকর্মে বাংলা প্রচলনে ইংরেজী শব্দ নির্বিচারে পরিহার করা [illegible] [illegible] সম্ভব নয়। [illegible] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible] [illegible] শব্দ পাওয়া [illegible] [illegible] ইংরেজী শব্দ [illegible] ইংরেজী [illegible] [illegible] ইংরেজী শব্দসম্ভার থেকে প্রয়োজনমত [illegible] বাংলাভাষার ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত শুচিবাই ক্ষতিকর। ইংরেজী ভাষাও গ্রীকদেবী মিনার্ভার মত একদিন হঠাৎ পূর্ণাঙ্গ আকারে শ্রী ও শক্তিমণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয় নি। ইংরেজীর কাঠামো অ্যাংলোস্যাক্সন কিন্তু সেই নর্মান বিজয়ের সময় থেকে ইংরেজী প্রচুর শব্দ আহরণ করেছে ল্যাটিন বহু য়ুরোপীয় ভাষার শব্দভাণ্ডার হতে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলা যদি ইংরেজী থেকে ঋণ নেয় তাতে হীনতার কিছু নেই। জীবন্ত প্রাগসর ভাষার ধর্মই হল নানা ভাষার সম্পদ স্বচ্ছন্দে আহরণ ও আত্মস্থ করা।

পরিভাষা সংকলন ও গঠন ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাস্তব বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন বেশী, সে-কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হিন্দীর পরিভাষা রচনায় উৎকট গোঁড়ামি নানারকম হাস্যকর জঞ্জাল ও জট সৃষ্টি করেছে। বাংলার পরিভাষা রচনাতেও ইতিপূর্বে এইরকম কিম্ভূত কিমাকার দুর্বোধ শব্দ প্রচলনের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ অবশ্যই সঙ্গত। কিন্তু যে সমস্ত বিদেশী শব্দ বহুকাল ধরে বাংলা ভাষায় চলিত এবং বহুজনবোধ্য সেগুলি বর্জন করে নতুন নতুন দুরূহ শব্দ প্রচলনের কোনই অর্থ হয় না। যথা, ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট, ডেপুটি, র‍্যাশন, কণ্ট্রাক্ট, স্কুল, চপ, কাটলেট, সার্ট, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি বাংলায় বহু প্রচলিত শব্দের জাতকুল গোত্র বিচার করে এখন বাতিল করবার চেষ্টা যেমন হাস্যকর তেমনি পণ্ডশ্রম। ওইগুলির বদলে দুর্বোধ্য শব্দ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও সেগুলি কখনও সচল হতে পারে না।

পরিভাষার অনটন ও অসুবিধা ভাষার ব্যবহারিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সজীব ও সচল ভাষা আপন শক্তিবলেই তার ভাবপ্রকাশক্ষমতা ও শব্দবৈচিত্র্য বিস্তৃত করে থাকে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের আমল থেকে বাংলা ভাষার বিবর্তন ও বিকাশের ধারা তার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসও সাক্ষ্য দেবে দেশবিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-কলা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানারকম [illegible] ও [illegible] ইত্যাদি বিদেশী ভাষা থেকে [illegible] স্বচ্ছন্দে সহজবোধ্য ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সরকারী কাজকর্মে [illegible] ভাষার [illegible] [illegible] চলে, [illegible] ব্যবহারিক প্রয়োজনে [illegible] স্বাভাবিক উৎসাহ এবং উদ্যোগ [illegible] নব নব বাক্য উদ্ভাবিত হবে [illegible] [illegible] পারে।

সমস্যা এবং আছে। সরকারী কর্মকাণ্ডের পরিধি যেমন বিপুল তেমনি এর জটিলতা এবং বৈচিত্র্যও প্রচুর। উপরন্তু আইনকানুন ও বিবিধ কার্যবিধি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ব্যাপারে ভাষার ব্যবহার সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষায় বিবিধ শব্দার্থ এবং প্রয়োগবিধি দীর্ঘকাল ব্যবহারে কতকগুলি কঠিন নিয়মবন্ধ। ইংরেজী বাগর্থ সম্পর্কে সংশয় বা মতভেদ ঘটলে তা নিরসনের জন্য অনায়াসে নজীরের শরণ নেওয়া যায়; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণের জন্য অক্সফোর্ডের বৃহৎ অভিধান কিম্বা মার্কিন বিকল্পে ওয়েবস্টার। ব্যাকরণ এবং প্রচলিত ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও ইংরেজী ভাষার বিধিবিধান আঁটসাঁট। বাংলায় যতদূর সম্ভব এখনও এমন কোন পূর্ণাঙ্গ অভিধান ও ব্যাকরণ নেই যার নির্দেশ সুস্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য। সরকারী কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার পক্ষে এটি একটি দুরূহ সমস্যা। বাংলাভাষার শব্দার্থগত এবং ব্যাকরণসম্মত সুষ্ঠু প্রয়োগের বিধিনিয়ম রচনার কাজে এখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত, নতুবা সরকারী কাজকর্মে নানারকম বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা।

শতাব্দীর অপরাহ্নে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শতাব্দীর অপরাহ্নে মন,
হৃদয়, সময় যেন চুপ করে আছে।
উর্বর পৃথিবী, তবু যেন তার কাছে
কিছু আর পাব না এখন।
ভালোবাসা জমা হয় রক্তের ভেতর,
স্মৃতি বিস্মৃতিতে গিয়ে মেশে,
পরিচিত সব কণ্ঠস্বর
উধাও যেন-বা নিরুদ্দেশে
মৃত্যুর গহনে।
শুধু মৃত্যু ঝরে পড়ে মনে
যে-মন মৃত্যুরই মতো চুপ।
আমি এই শতাব্দীর অপরাহ্ন, অন্তিম, অরূপ॥

পাশা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শতাব্দী সহস্রবাক। ওষ্ঠাধারে ঝরে ধূমকেতু
সায়াহ্ন অচল। তারা দিয়ে গড়া এক সেতু
অদৃশ্যকালের।
বাতাস পেয়েছে স্পর্শ মেঘের পালের।

ভাবনার নেই শেষ কথা:
ধূমকেতু, সায়াহ্ন-মেঘ, বন্য অধীরতা।

এসো ঝড় এসো ঝঞ্ঝা
তাবা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে:
শতাব্দী তোমাকে বন্দী। হৃদয়ে-হৃদয়ে
বারবার হতাশ্বাসে কৃপণের মতো ভালোবাসা
দেউলে হবার খেলা—জীবনের পাশা॥

বহ্নিজ্বালা আকাশের নিচে

উমা দেবী

এখন শীতের দিন ফুলে ফলে রৌদ্ররসে ভরা
ছোট ছোট বেলাগুলি। রঙে রঙে বিচিত্রিত ধরা—
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্নময়।
ভেটকি চিতল মাছ রাঙা রাঙা টমাটো ও আপেল ডালিম
সাদা ফুলকপি আর সবুজ মটরশুঁটি ওলন্দাজ—তাজা তাজা শিম
রসনার স্বাদুস্বাদ, চক্ষে চক্ষে বর্ণ মোহময়,
কমলালেবুর গন্ধে ভরপুর শীতের সময়।
মৌসুমী ফুলেরা ফোটে নানারঙা হাজার হাজার
নুয়ে পড়ে রূপভারে দীর্ঘগ্রীবা চন্দ্রমল্লিকার।

এখন শীতের ঋতু—হিমালয়ে দুর্দান্ত শীতের
আয়োজন। তুষারে শীতলতম বায়ু উত্তরের
নিষ্ঠুর শত্রুর মত—স্পর্শ তার ছুরির ফলায়
গোপন সুড়ঙ্গ খোঁজে হাড়ের তলায়।
এখন নিঃসঙ্গ শীত। পাহাড়ে পাহাড়ে
শিবিরের শ্রেণী। তবু গাঢ় অন্ধকারে
চক্ষুগুলি নিদ্রাহীন। হৃদয় সজাগ
ধরে আছে লক্ষ-কোটি মানুষের দীপ্ত সূর্যরাগ।
তাই সে প্রদীপ্ত এত। বহ্নিজ্বালা আকাশের নিচে
জীবনের প্রগাঢ় যে স্বাদ তারা পায়—তার কাছে মনে হয় মিছে
এই মিঠে আরামের মধুর আমেজ।
প্রাণের যে তেজ
ধমনীতে ধমনীতে রক্ত হয়ে বয়,
সেখানে এ শীতঋতু বসন্তময়।
এ নক্ষত্র সে আকাশে অধিক উজ্জ্বল,
এ তিমির সেই দেশে আরো যে নিবিড়,
এ প্রেম সেখানে সত্যজ্যোতি-ঝলমল—
সেখানে একটি চিত্তে লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়।

* বৈদেশিকী *

দক্ষিণ আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের 'অ্যাপার্টথাইড' নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমতের যেরূপ অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখা গেছে এরূপ খুব কম বিষয়েই হতে দেখা যায়। কিন্তু 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হননি। বছরের পর বছর তাঁরা ইউনাইটেড নেশনসকে অগ্রাহ্য করে চলেছেন। 'অ্যাপার্টথাইড' নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরঞ্চ সেই নৃশংস নীতিকে চালিয়ে যেতে 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারই অজস্র প্রমাণ জমে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বেশীর ভাগ অধিবাসীর, যারা সেই অশ্বেতকায়দের দাসের মতো অবস্থায় চিরকাল রেখে দেওয়ার পাপ-চেষ্টার বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম প্রতিবাদ আন্দোলনের টুঁটি চেপে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। 'আইন' দিয়ে আইনের মর্যাদা নষ্ট করার উদাহরণ মানুষের অতীত ইতিহাসে এবং বর্তমানেও কিন্তু বিরল নয়, কিন্তু এ বিষয়ে আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের কীর্তিকে প্রায়-অতুলনীয় বলা চলে।

তবে এ অবস্থা বোধ হয় আর খুব বেশী দিন চলবে না, ফেটে পড়বেই। সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনস এর একটি স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অবস্থা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের নীতিগত ক্রিয়াকলাপের যদি মৌলিক পরিবর্তন না হয়, তবে অচিরে একটা বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা দেখা দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের 'অ্যাপার্টথাইড নীতির প্রতিবাদে কয়েকটি রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। উপর্যুক্ত কমিটির মতে, পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করা উচিত। কমিটি দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা তার মোট আমদানি ও রপ্তানির চার ভাগের তিন ভাগের জন্য আটটি দেশের উপর নির্ভরশীল। কমিটি বলেছেন যে, ইউ-নাইটেড নেশনস এর জেনারেল অ্যাসেম্বলী এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্তব্য হবে --সেই আটটি দেশকে বলা যে, তারা যেন দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্টকে 'উৎসাহ' না দেয়। এ কথার তাৎপর্য এই যে, এই আটটি দেশ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয় বা খুব বেশী রকম কমিয়ে দেয় তা হলে তার চাপ 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট সহ্য করতে পারবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্শ্ববর্তী বৃটেন এবং পর্তুগালের শাসনাধীন অঞ্চলগুলি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যাতে কোনো রকম সাহায্য বা সহযোগিতা না পান, সে সুপারিশও কমিটি করেছেন।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কারবার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে অস্ত্র-শস্ত্র বেচে যারা লাভবান হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে সহসা দূরদৃষ্টি আশা করা যায় না। তা না হলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের দ্বারাই অনেক কাজ হতে পারত। এ কথা ঠিক যে, 'অ্যাপার্টথাইডের' দরুন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথ্ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে এবং তাতে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সায় দিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিশেষ কিছু দুঃখিত হননি, বরঞ্চ তাই নিয়ে 'ন্যাশনালিস্ট' সরকার গর্ব করেছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বৃটিশরাজের সম্পর্ক ছিন্ন করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'রিপাবলিক' বলে ঘোষণা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ ও ডাচ বংশোদ্ভূতদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃত্ব এখন প্রধানত ডাচ বংশোদ্ভূতদের হাতে। বৃটেনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহানুভূতি স্বভাবতই বৃটিশ বংশোদ্ভূতদের প্রতি, কিন্তু অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের সৌহার্দ্যের কিছুমাত্র কমতি নেই, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার পরে ব্রিটেনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিছুমাত্র শিথিল হয়নি, এমনকি আরো একটু ঘনিষ্ঠতর হয়ে থাকতে পারে। কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার দরুন আইনের দিক দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে আগের তুলনায় যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বিধিব্যবস্থা করা হয় তার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার আগের চেয়ে বোধ হয় সুবিধাই হয়েছে। সুতরাং বৃটেন ইচ্ছা করলে দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারত এবং এখনও পারে। কিন্তু কার্যত উল্টোই হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু না করার পক্ষে একটা সনাতন যুক্তি আওড়ানো হয়। সেটা হচ্ছে এই যে কোনো অন্যায়কারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগ করে কোনো লাভ নেই কারণ যে দেশ যদি অসহ-

সদ্য প্রকাশিত

শ্রীপান্থের

বিচিত্র মানবী

(২য় মুদ্রণ) [illegible]

মৈত্রেয়ী দেবীর

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭.৫০ ॥
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭.৫০ ॥

[illegible] সচিত্র অনুবাদ

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ॥ ৫.৫০ ॥
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ ॥ ৪.৫০ ॥
(৩য় সং প্রকাশিত হলো)

দুখানা কিশোর পাঠ্য

শিবরাম চক্রবর্তীর

বাবু-নাতির দৌড় ॥ ২.২৫ ॥

পরিমল গোস্বামীর

রোল নং ২০৫ ॥ ২.৫০ ॥

সদ্য প্রকাশিত

শৈলেশ দে-র

রাঙা-মাটির পাহাড়ে

(নতুন ধরনের একটি সার্থক উপন্যাস)। ৩.৫০ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

মরুকন্যা (উপঃ) ॥ ৭.০০ ॥
মধুরাই (উপঃ) ২য় সং ॥ ২.৫০ ॥
একমুঠো আকাশ (ঐ) ॥ ৫.০০ ॥
ঐ (নাটক) ॥ ২.০০ ॥
আর হবে না দেরী (নাটক) ॥ ২.৫০ ॥
এক পেয়ালা কফি (নাটক) ॥ ২.৫০ ॥

দেবেশ দাসের রম্য কাহিনী

অর্ধেক মানবী তুমি ৩.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (১ম) ৮.৫০
ঐ (২য় খণ্ড) (যন্ত্রস্থ)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের উপন্যাস সময় মরু মন ॥ ৩.০০ ॥

গ্রন্থম্ ॥ ২২/১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা-৬

যোগিতা করে, তবে অন্যায়কারী রাষ্ট্র অন্য দেশের সহযোগিতা পাবে, শুধু মাঝখান থেকে বর্তমানে যারা কাজ-কারবার করে লাভবান হচ্ছিল তাদের ক্ষতি হবে। এরকম সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই যুক্তি যদি ধ্রুব সত্যের মতো মেনে চলতে হয় তা হলে তো যতদিন পর্যন্ত পৃথক পৃথক রাষ্ট্র থাকবে এবং তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত অন্যায়কারীর সঙ্গে অসহযোগের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টা করাই যাবে না।

কিন্তু আসলে এ যুক্তিটাও অকাট্য নয়। কখনও কখনও অবস্থা এমন হয় অথবা এমন সময় আসে যখন একজন সরে এলেই যে অন্য কেউ অন্যায়কারীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে যাবে তা নয়। কোনো বিষয়ে পৃথিবীর জনমত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছতে পারে যখন একজন যদি অন্যায়কারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করে তখন অন্য কেউ লাভের লোভে তখনই তার জায়গা নেওয়ার জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করবে। আজকের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেকটা সেরকম বলা যায়। তা ছাড়া বিশ্বের জনমত বা আদর্শের কথা বাদ দিয়েও স্বার্থচিন্তার দিক থেকেও দক্ষিণ আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করার পক্ষে একটা বড়ো যুক্তি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের সঙ্গে খাতির রেখে আপাতত অর্থনৈতিক লাভ হতে পারে কিন্তু লাভের হিসাবের দিক দিয়েও এর মূল্য ও স্থায়িত্বের পরিমাণ কতটা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়রা, যারা সংখ্যায় শ্বেতকায় প্রভু-শ্রেণীর অনেক গুণ, তাদের আর বেশী দিন দাবিয়ে রাখা যাবে না। তারা যখন স্বাধিকার পাবে, তখন তাদের পূর্বতন অত্যাচারী শত্রুর সহায়কদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সৌহার্দের সম্পর্ক রাখতে আগ্রহ বিশেষ থাকবে এরূপ আশা করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।

আর এটা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় মানুষদের সম্পর্কে কথা নয়। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারিতদের জন্য সমস্ত আফ্রিকার অশ্বেতকায় মানুষের মন বেদনা এবং ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সংঘর্ষ আসন্ন বলে আশংকা করা হচ্ছে তাতে সমস্ত আফ্রিকা সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে শরিক হবে। আফ্রিকার কোনো কোনো গভর্নমেন্ট নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা হয়ত করতে পারেন কিন্তু আফ্রিকার কোনো রাষ্ট্রেরই অশ্বেতকায় অধিবাসীদের মন এই ব্যাপার থেকে নির্লিপ্ত নেই এবং নির্লিপ্ত থাকবে না। তারা কখনই দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের সহায়কদের প্রীতির চক্ষে দেখবে না এবং সহজে তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারবে না। আজ যাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সহায়ক বলে মনে হবে তাদের প্রতি সারা আফ্রিকার মানুষের মন বিরূপ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আফ্রিকার নূতন স্বাধীন হওয়া দেশগুলির সঙ্গে স্থায়ী লাভজনক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা করার আশা যারা করে, তাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের সহায়করূপে—তা সে সাক্ষাৎভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক—প্রতিভাত হওয়া মোটেই উত্তম বিষয়বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। ইউনাইটেড নেশনস্-এর স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশগুলি কেবল আদর্শবাদীদের বিবেচনার জন্য নয়।

*

ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি শহরে ইন্দোনেশীয় যুবক এবং চীনা অধিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ সংঘর্ষ নূতন নয় এর আগেও দু-একবার হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা করার এখন অধিকার নেই। এইসব বিষয় নিয়ে কম্যুনিস্ট চীন ও ইন্দোনেশীয় সরকারের মধ্যে একসময়ে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়। পরে চীনা সরকার কূটনৈতিক কৌশল এবং অন্যান্য উপায়ে ইন্দোনেশিয়া ও চীনের সম্পর্কটাকে অনেকটা শুধরাতে সমর্থ হন। পিকিং মস্কো ঝগড়ায় ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি পিকিং এর দিকে। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টরা চীন ও ইন্দোনেশিয়ার গভর্নমেন্টের মধ্যে সম্পর্কটা যাতে ভালো থাকে তার চেষ্টা বরাবরই করে আসছে। তবে পিকিং এর সঙ্গে সদ্ভাব রাখবার সময় প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ইন্দোনেশিয়া আমেরিকার কাছ থেকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে পাচ্ছে এবং পাবে তার পরিমাণের কথাটা বিস্মৃত হন না। সুতরাং আমেরিকার সঙ্গে পিকিং এর যেখানে সাক্ষাৎ ঝগড়া সেখানে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে চীনের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সহানুভূতি ভাব রক্ষা করে পিকিং এর মন রাখেন। সুতরাং চীন ইন্দোনেশীয় সরকারকে মার্কিন বিরোধী করে তুলতে না পারলেও অন্য ক্ষেত্রে পিকিং চীনের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থন, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সাহায্য লাভ করেছে এবং করছে এটা দেখা যাচ্ছে। তার প্রমাণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডায় চীনাদের সফলতা। কিন্তু ভারতবিরোধী প্রোপাগান্ডায় চীনারা ইন্দোনেশিয়াতে বেশ খানিকটা সফলতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু যেখানে ইন্দোনেশিয়াদের নিজের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ সেখানে ভিতরে ভিতরে চীন-ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব, একটা টেনসন চলছেই। হয়ত কম্যুনিস্ট চীনের সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় সরকারের পলিসির বাহ্য রূপ এবং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের মনোভাবের মধ্যে পুরো মিল নেই।

১১।৫।৬৩

রবীন্দ্র-পক্ষে দুটি উল্লেখ্য বই

রবিপ্রদক্ষিণ

(তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কবির জীবন-দর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। এই বিষয়ে অদ্বিতীয় বই। [২.৫০ নঃ পঃ]

নবীন রবির আলো

'অরূপের এ-ধরণীর ধূলি'—যে-কবি সারা জীবন ধরে কথাটা আমাদের বুঝিয়েছেন, তাঁর ছেলেবেলার প্রকৃতিটা ধরবার চেষ্টা করেছেন ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এই বইটিতে। দু-রঙের বহু ছবি। [১.৭৫ নঃ পঃ]

রবীন্দ্রপক্ষে এই বই দুটিতে অতিরিক্ত কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা ৯

ভ্রূণাক্ষরে

অন্তত এই একবার সেই পর্বে প্রকাশিতের পর' নেই, মাজা স্লেটে ফের লেখা। এবার গোড়াতেই সাহিত্যের সাবেকী জহুরীদের একটি ফতোয়া ফুৎকৃত করতে চাই কাব্যের একটি সনাতন সংজ্ঞাকে সন্দেহ জিজ্ঞাসার শরশয্যায় শোয়াতে।

কাব্য কী সঠিক জানি না। মদীয় বিশ্বাস কস্মিন দেশে কদাচ কেউ জানেনি। অতএব অদ্যাবধি চাঁদমারির প্রথম লক্ষ্য 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য' নামক আপ্তবাক্যটি। রসের চেয়ে ঠাহর করে যতদূর বুঝি কষের কদর একালে বরং কিছু বেশি।

মরা গাছকে কী নামে ডাকব, শুষ্কং কাষ্ঠং না নীরস তরুবর? কোনটি রসোত্তীর্ণ? পাঠশালার বুলির সেই পণ্ডিতেরা একবাক্যে কেন উঠাবেন কেন নীরস তরুবর। লোকশ্রুতি স্বয়ং কবি কালিদাস কি শুষ্কং কাষ্ঠকে অসার জ্ঞান করে নীরস তরুবরকেই ভোট দিয়েছিলেন।

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল অর্থ কাদের সাথে রুচি। হল প্রশ্ন জাগে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গণ শেষে বাক্যের পাশ্চাত্য প্রতীচী। পাছ যদি যথার্থই ইতি শেষ থেকে সেই বিগত মটিস দরকার কাষ্ঠ বলব। কেন বিলাতী বিজ্ঞ বলে যেমন স্পেডকে বলে স্পেডই।

নীরস তরুবরের কসুর কী? প্রথমত 'নীরস' শব্দটাই যে বড় বেশি সরস। ধ্বনিবিভ্রম চোখে ভুল ছবি দেখে। তরুবর কথাটির ব্যবহারও অসং একটি অপলাপ। ইতি আমরা বৃক্ষকে ও নামে ডাকা নিষ্ঠুর ঠাট্টা লাগে কথার ঠেকনো দিয়ে খাড়া রাখার বিফল প্রয়াস।

রসোত্তীর্ণ? নীরস তরুবর রসোত্তীর্ণ হতে পারলে আর কথা ছিল কী। উত্তীর্ণ হতে পারেনি বলেই তো আপত্তি পা ফসকে রসের চাঁছিত রসগোল্লার মত গর্হিত আধিক্যে জবজবে হয়ে আছে। লেখার গুণ আর গুণটানা পথে লেখা নিয়ে এগোন এক কথা নয়।

*

সাহিত্যে সত্যকে যৎকিঞ্চিৎ ওয়েটেজ দিচ্ছি বটে, তা বলে কেউ যেন সাব্যস্ত না করেন যে, আমার কথাটা সুন্দরকে বনবাসে পাঠানোর ওকালতি। 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' এই হলপ-পাঠের পরও শিল্পসাধনার দুমানীতে অনেক কথাই বাকি থাকে। কী বলব, নিশ্চয়ই জরুরী। কিন্তু কীভাবে বলব—নির্ঘাত জরুরী সেটাও। উপকরণ কুড়োনোর পরের কিংবা সমসাময়িক—করণীয় উপায়ের ভাবনা। বকচড়ে পাখিটাকে না হয় লক্ষ্য করা গেল কিন্তু তূণে যার তীর নেই সেই নিরুপায় লেখক তাকে বিদ্ধ করবেন কী প্রকারে। সুতরাং …

… ভাল করে লেখা তুল্যমূল্য। কিন্তু শিল্পের প্রকরণ ভগ্নাংশ … নয়। আছে স্বপত্য আছে ভাস্কর্য আছে সংগীত আছে চাই ইত্যাদি চতুঃষষ্টি কলা …

… কনটেন্ট … জবাব এখনও … হাকিম … করেন না। এ বিষয়ে এই লেখকেরও অস্পষ্ট একটা মোটামুটি ধারণা আছে শুনেই সমঝদারেরা হাসবেন না এই ভরসা পেলে সে সেটাকে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর পেশ করে। … কী জানি কোন কোন আর্টে … মুখ্য—যথা স্থাপত্য … সর্বং প্রণম্য … আছে … কিন্তু সে তো আগাছার … সেটাই প্রবল এবং প্রত্যক্ষ … পক্ষপাতী … অনুচ্চারণা … আবৃত করে রাখে … সাহিত্য … সেই প্রকরণ যেখানে রূপ আর স্বরূপ … তুলাদণ্ডের দুইটি পাল্লায় সমভাবে …

… কৌশল আয়ত্ত কর তারপর কৌশলটা ভোল একেবারে স্বাভাবিক হয়ে … পাবলো … এই পরামর্শ … সম্প্রতি কোথাও পড়েছি। উত্তম প্রেসক্রিপশন শিল্পের সব … সম্ভবত … মকশোর … কোন উদ্ভব … সমস্থ …।

প্রথমত কৌশল আয়ত্ত করাই সহজ কসরত নাকি? ঘুর্দরদ কর্ম। কৌশলের মৃগয়াতেই কাল কেটে গেছে তবু স্বর্ণমারীচ শিকারে মরীচিকার মত বিলীন শিল্প সৃষ্টির দিশাহারা প্রান্তর এই পণ্ডশ্রমের অজস্র নজীরে আকীর্ণ। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অধ্যায়ের পর অধ্যায় কিন্তু জীর্ণ চীরবাসে সৎ বস্তুকে আর চেনা যায় না। বিশাল গন্ধমাদনের ভারবহতায় কোন্ কোণে অলক্ষ্য বিশল্যকরণী।

আবার অপরা মন্দনাও আছে। সে-ও মর্মান্তিক। কৌশল শেখা হয়, কিন্তু তাকে ভুলতে যে ভুলে যাই। যাকে শিকার করব, সেই করে সওয়ার হয়ে ওঠে, সিন্দবাদের দানোকে নামানোও অনায়াসে ঘটে কি! কম্পিটেন্স, অর্থাৎ সড়গড় তুখোড় লিপি-রীতি শেষ অবধি পরমাসিদ্ধির পথ জুড়ে দাঁড়ায়। হি হু রাইডস্ এ টাইগার'—জানেন তো তার মর্মার্থ কী? না জানলে নিম্ন-স্বাক্ষরটির প্রতি দয়া করে একবার দৃকপাত করলে জানবেন।

*

… অর লিখতে পারা—এই … আশার মধ্যে ফয়সালা আর হয় না।

… হাত রেখে বলবেন, তিনি যা লিখতে চেয়েছেন তাই লিখেছেন এবং … লিখতে চেয়েছেন হুবহু … ভাবের ঘরে চুরি ভাষার … হালকা কেউ করে … নিজের ব্যাপারটাই। নিজের কথাতেই ঠাট্টা করে ওড়াই।

এই স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের। তাঁর অমেয় রচনাসম্ভারের সব কথাই কি তাঁর মনের আর সব লিখেছেনও কি মনের মত করে মনে তো হয় না। যে কোনও ভাষার পোশাকই বাঙ্ময় অনবয়ব ভাবের ঠিক মাপসই নয়। ঢিলেঢালা বলতে গেলে, … হলেই … নিয়ত নয়।

কিন্তু ও কেমনের মধ্যে খেলার আমলের পর … একেবারে … ঘাটে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ আবার সহজ কথা সোজাসুজি বলার সাহস অর্জন করেছিলেন। অনেক চতুরতা অনেক নিপুণতা এড়িয়ে লোকলোচনের জুজুর ভয় কাটিয়ে তবে এই সাহস।

ফিলটারের অনেক বালি কয়লার স্তর পেরিয়ে বিশুদ্ধ অবতল। যা প্রবন্ধে নথি-ভুক্ত করা যায় না তা দেখা দেয় গল্পের ঘেরাটোপে। গল্পে যা বাধে তা বিদারিত হয় গানে। ছবিতে। গুণ্ঠন তবু কি সম্পূর্ণ খোচে? আড়াল-বচনার পালা ক্রমাগতই চলে। অপনা আপনি কথোপকথনের স্বান্ত তবে বই? সবাই মনে হবে—ডায়েরি। কিন্তু আসলে সে ও ঘাটের শেষ পৈঠামাত্র, সেখানে দাঁড়ালেই কি ডুবজলের ভয় লয় হয়! এ জকের স্বগত কথাটি অসতর্ক প্রয়াছে অপরের কর্ণগতির ভয়।

আর ভয় শুধু তো অন্যের নয়নকেই নয় আপনাকেও যে' বলা তো যায় না, কাল নিরবধি, আজি হতে বর্ষ বর্ষ পরে আমার এই দিনলিপি আমারই নজরে যদি পড়ে?

পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায়

আপনার গায়ের রঙ বিকশিত

হয়ে উঠবে!

পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায় আপনার গায়ের রঙ বিকশিত হয়ে উঠবে। অনেকবেশী কোমল ও সতেজ হয়ে উঠবে।

প্রথমদিন থেকেই পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায় আপনার গায়ের রঙ বিকশিত হয়ে উঠবে। ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশ্ববিশ্রুত বিবিধ সৌন্দর্য্য তেলে সমৃদ্ধ পামঅলিভ সাবান এতো মৃদু এতো বিশুদ্ধ...এর ঘন সরের মত ফেনা এতো নিখুঁত পরিষ্কার করে...যে আপনার গায়ের রঙ যেন বিকশিত হয়ে ওঠে। বিবিধ সৌন্দর্য্য তেলে সমৃদ্ধ পামঅলিভ সাবান সর্বদা ব্যবহার করলে আপনিও গায়ের রঙে এইসব উন্নতি লক্ষ্য করবেন। গায়ের দাগ ক্রমে মিলিয়ে আসছে...রঙ আরও পরিষ্কার সতেজ হয়ে উঠেছে...দিন দিন গায়ের লাবণ্য যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশ্ববিশ্রুত সৌন্দর্য্য তৈল সহযোগে প্রস্তুত!

সারাদেহে কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলতে পামঅলিভ মেখে স্নান করুন!

ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

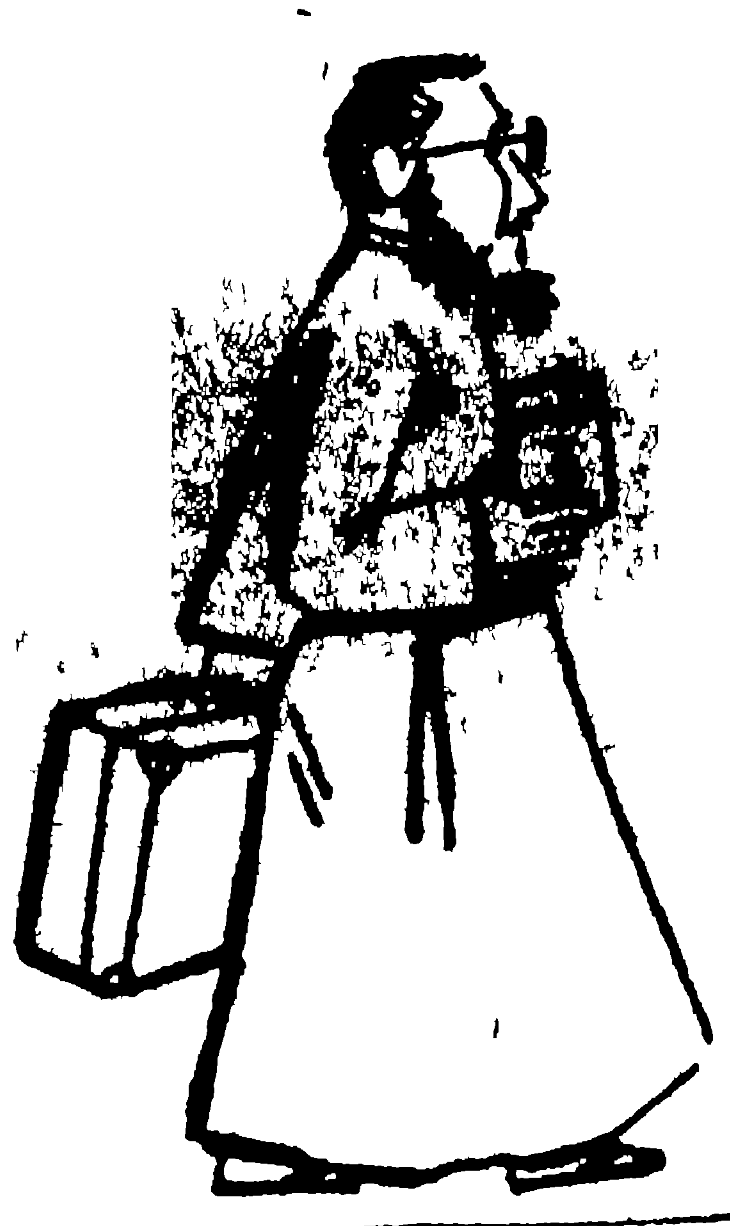

পর্ণশ্রী পল্লীতে

গিয়েছিলাম সেদিন পর্ণশ্রী পল্লীতে, 'সব পেয়েছি'র এক আসরে। লাগল বেশ। অচিনের গান, মমতার নাচ, ব্যায়াম, ম্যাজিক লাগল বেশ। আর ছিল পূর্ণিমার চাঁদ, ছিল স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া, ছিল চম্পুর মায়ের সন্দেশ : লাগল বেশ। তারপর...

তারপর আমার ডাক পড়ল। ডাকের সঙ্গে অনুরোধ। অনুরোধের সুরে আদেশ : "এইবার আপনাকে কিছু বলতে হবে।"

"আমাকে?"

"আপনাকেই।"

"কি বলব, বলুন দেখি?"

"যা কিছু...নিজেরই কিছু...ছেলেবেলার গল্প।"

কথা আছে সন্ন্যাসীরা নাকি সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যান...ভুলে যান দেশের নাম, গাঁয়ের নাম, বাবা-মার কথা। কথাটা কিন্তু যথার্থ নয় : আমরা আসলে ভুলি না কোনো কিছু...ভুলি না মায়ের চোখ, মায়ের রান্না, মায়ের অগাধ ভালবাসা; মনে থাকে সবই—আর মনে রাখতেই আমরা চাই—কৃতজ্ঞচিত্তে। ফুলদানির ফুলকে কোন্ [illegible], বলুন, ফুলবাগানের মালীর আদর-যত্নের কথা ভুলতে?...

[illegible] তবে, পর্ণশ্রী পল্লীর বাচ্চাদের [illegible] আমার ছেলেবেলার এক ঝলক— [illegible]।

[illegible] ব্যতিরেকে এম· এ·, এম· এড·, সেন্ট বার্বারা কলেজের অধ্যক্ষা"। পিসির সম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্য এটুকুতে মিলত না। নিজে তিনি রান্না করতেন, বাগান করতেন, কাপড় কাচতেন, জামা বুনতেন...হ্যাঁ, নিজেরই জন্য বটে, উনি যে ছিলেন—ও'র আপন ভাষাতেই বলি—ওল্ড স্পিনস্টার, অর্থাৎ অবিবাহিতা বৃদ্ধা।

পিসি সুন্দরী ছিলেন খুব : ঘন ঘন চুল, টানা টানা চোখ...তবে হ্যাঁ, একটু 'স্বাস্থ্যবতী'ও বটে। বাবা বলতেন—আড়াই মন। আর বলতেন, স্টেশনে নাকি সেদিন পিসি ওঠামাত্রই ওজনযন্ত্র বিগড়ে গিয়েছিল, আর স্টেশনমাস্টার নাকি এসে পিসিকে ধমকিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের এই পৃথিবীতে যখন এত লোকে অনাহারে মারা যায়, এদের ওজন এত পুরুষ্টু [illegible]"

ধর্মমাতা

পিসি আমার ধর্মমাতা, [illegible] দীক্ষাস্নানের সময়ে [আমার বয়স তখন তিন দিন; না......মনে নেই একটুও, তবে শুনেছি, চেঁচিয়েছিলাম খুব] তিনিই আমাকে কোলে ধরেছিলেন, তিনিই আমার হয়ে যাজকমহাশয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমি কি খ্রীস্টের শিষ্য আর খ্রীস্টমণ্ডলীর সদস্য হতে চাই?...আমি কি যীশুর বাণী অনুসারে পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, আর প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম দেখাতে প্রস্তুত?...ইত্যাদি সব প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা আমার হয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রস্তুত!" আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমার বাবা-মা আমার খ্রীস্টীয় শিক্ষাদানে অবহেলা করলে, তিনিই, [illegible], তাঁর ধর্মমাতৃসুলভ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ক্ষেত্রে নামবেন।

ক্ষেত্রে নামতে হল না তাঁকে; তাঁর রইল শুধু ধর্মমাতার পোশাক আর লৌকিক দায়িত্ব : বড়দিনে, নববর্ষে, নিজের ও আমার জন্মদিনে উপহার দান। বাড়িতে, আমার আলমারি-ভর্তি খেলনা দেখলে বুঝতেন ধর্মমাতা পিসি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন অকৃপণ হাতে।

একটা প্রশ্ন

পিসি ছিলেন অনেক সংস্থার প্রেসিডেন্ট, বিবিধ সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। অনাথদের আশ্রমে, মুমূর্ষুদের হাসপাতালে, এমন কি [illegible] তাদের বড় বন্ধু—এই [illegible] সুন্দর সোনা [illegible] পিসির একটা ছবি—আর [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible]।

[illegible]

চৌরিঙ্গিয়ামে কাটাতে হয়েছিল সুদীর্ঘ পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে ঘটে ঠাকুরদার মৃত্যু; শয্যাশায়ী ঠাকুরমা যতদিন বাঁচলেন, পিসি ততদিন ঘরে থেকেই তাঁকে শুশ্রূষা করলেন —স্বকালের কথাটা কেউই ভাবল না।

লভ ম্যারিজ ?

"কিন্তু, পিসি, লভ্ ম্যারিজ ”

. পিসি হো হো করে বলে উঠলেন, "কোনো ছেলে বিয়ের প্রস্তাব করল না যে,.."

"তুমি তো প্রস্তাব করতে পারতে।'

পিসির মতে পারা যায় না: প্রস্তাব করাটা নাকি ছেলেদেরই একচেটিয়া।

"কিন্তু, পিসি মনে কর একটি ছেলেকে তুমি সত্যি সত্যি ভালবাস তুমি কি তাকে ছেড়ে দেবে শুধু তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে ভুলে গেছে বলে ?"

পিসি আর হাসলেন না। তাঁর কপাল দেখলাম বলিরেখায় কুঞ্চিত, তিনি যেন এক কঠিন আঁক কষতে বসেছেন। বড্ডই ভাল লাগল: বুঝলাম, আমার প্রশ্নের মধ্যে এমন-কিছু ছিল যার জন্য পিসির কাছে আমার মূল্য বেড়েছে খুব। চিন্তা সমাধা হলে পিসি বলতে লাগলেন চুপি চুপি—আমার যেমন অঙ্ক-ক্লাসের সবশেষের বেঞ্চিতে নিবিষ্ট কথাবার্তা চালাতাম সামনের ছেলের পৃষ্ঠপটের আড়ালে। পিসি বললেন, তিনি কোনো দিনই কোনো ছেলের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব করেন নি; আর তাতেই নাকি তাঁর সর্বজনীন জনপ্রিয়তার উৎস। বললেন, তাঁর সারা জীবনে একটিমাত্র ছেলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চেয়েছিল; অবিলম্বে কিন্তু পিসি বুঝলেন ছেলেটা তাঁর প্রেমের যোগ্য নয়। বললেন তাঁর ঠাকুরদা, বাবা ও দাদাদের ছাড়া তিনি আর কোনো পুরুষকে ভালবাসেন নি।

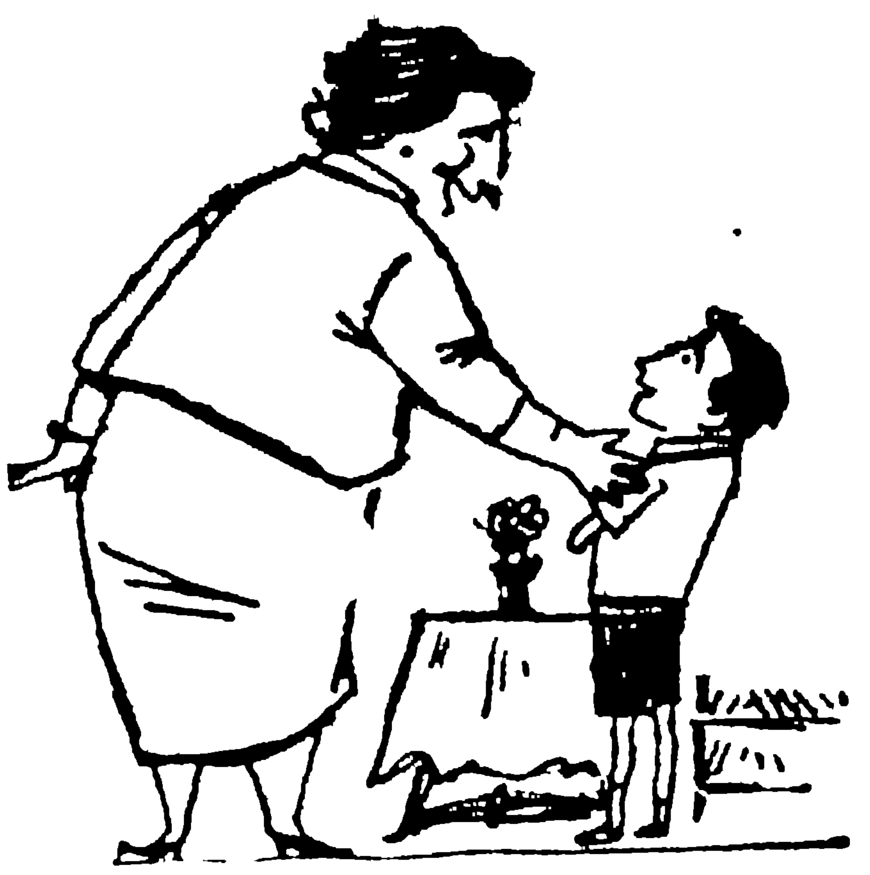

প্রস্তাব করাটা নাকি ছেলেদের একচেটিয়া

"কিন্তু, পিসি, ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে তোমার যদি পরিচয় ঘটত তোমার কাছে উৎসাহ না পাওয়া সত্ত্বেও তারা যদি তোমার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা না ছাড়ত, শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব করত, "

"যা ঘটে নি, সে বিষয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। আসলে, অনাদি কাল থেকে ভগবান যেন জানতেন আমার সেই বন্ধ্যার ভোগের কথা, জানতেন—আর প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন—আমার সেই ওল্ড স্পিনস্টারের নির্যাত। মেয়েদের কাছে ভগবানের আহ্বান বহুবিধ। তাঁর ইচ্ছা নয় যে, আমি জননী কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়ে তাঁকে সেবা করি; তাঁর ইচ্ছা সংসারের মধ্যেই নিঃস্বার্থভাবে ছড়িয়ে দিই তাঁর অপার আনন্দ।"

একটা ভুল

আমি তবু ছাড়লাম না—অত সহজে ছাড়তে শিখিনি তখনও বয়স তখন ছিল আট কি দশ..। বললাম 'কিন্তু পিসি আমার মতো একটি ছেলের মা হলে তোমার কি ভাল লাগত না ."

বলা মাত্রই বুঝলাম প্রশ্নটা ছিল ভুল; পিসির স্নেহময় দৃষ্টিতে পড়ল অনির্বচনীয় দুঃখের ছায়া। আমাকে তাঁর কোলে ডেকে বসিয়ে বাহুবন্ধনে তিনি আমায় চেপে ধরলেন—কথা না বলে। আরামে বসছিলাম, পাখির বাচ্চা যেমন পাখি মায়ের নরম নীড়ে। পাচ্ছিলাম পিসির আদর মাখা দুত শ্বাসের স্পর্শ। ক্রমে ক্রমে আমার দুটি গণ্ড ভিজতে লাগল পিসির চোখের উষ্ণ জলের ফোটায়। পিসি ভাবলেন আমিও দুঃখে কাঁদছি—তাতে অবশ্য না কাঁদার লজ্জার চেয়ে গর্বিত বোধ করলাম বেশ।

"ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন খোকা, ও কিছু নয় কিছু নয় । আমার শরীর তো ভাল নেই অনেক দিন পরে চোখের জল ফেলার এই সুবিধা পেয়ে ছাড়তে চাই নি। এখন বেশ শান্তি বোধ করছি।' বলে পিসি আমার মুখ মুছতে লাগলেন তাঁর হাতের রুমালে।

উপদেশ

সেদিন আমি দুটি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। এক, অবান্তর ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই। দুই, মানুষ যতই নিন্দুক আর আমুদে হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, সকলের অজান্তে, লুকিয়ে রয়েছে এক দুঃখ।

তাই এই উপদেশ দিলাম পাঠক-পাঠিকা বন্ধুদের: [illegible]

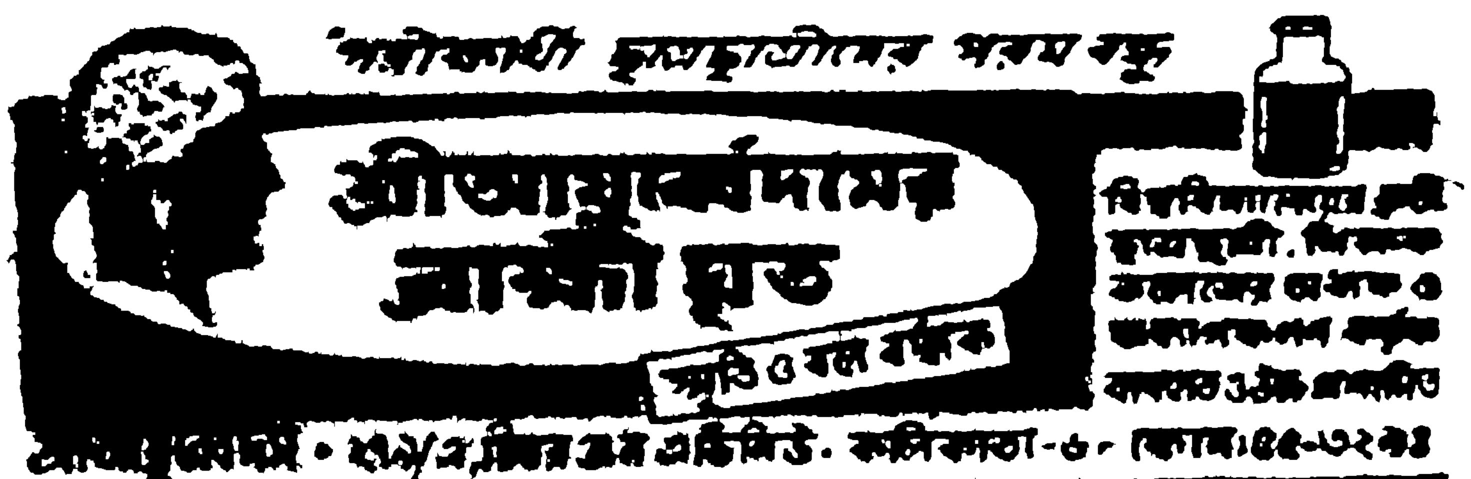

যথাযথ মৃত্যু

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কালটা শীতকাল ছিল এবং সম্ভবত বখের আলী শিরীষ গাছের ঘন অন্ধকারে পুরোনো জীর্ণ রিক্সার হাতলে ভর করে স্টেশনের সিঁড়িতে যাত্রী দেখার ইচ্ছায় চোখ কচলাল। স্টেশন অতিক্রম করে রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। বখের আলী দেখল বাবুরা এখন যথাযথভাবে সিঁড়ি ধরে নামছেন। শীতের দুঃসহ ঠাণ্ডা এইসব বাবুদের চোখমুখ বিবর্ণ করছে। আলী এসব দেখেও গাড়ি ছেড়ে অন্য অনেক প্যাডলারের মত সিঁড়ির মুখে ভিড় করল না। সে অত্যন্ত সুচতুর কায়দায় রুগ্ন শরীরকে টান টান করে রাখল এবং রুগ্ন চোখ দুটোকে ভয়ানক সতেজ করতে গিয়ে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখল। সে দেখল, অন্য অনেক প্যাডলার রিক্সা ভর্তি লোক নিয়ে ওর মুখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে তবু সিঁড়ির মুখে আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াল না। অথবা রিক্সা টেনে যাত্রীদের সামনে গিয়ে হাজির হল না। বস্তুত বখের আলীর দীর্ঘ জীবন, হাঁপির টান এবং মৃত সাদা চোখ দুটো যাত্রীদের সন্দিগ্ধ করে তুলবে—সে এমন জানত। সে তাড়াতাড়ি শীর্ণ হাত দুটোকে যথাসম্ভব ছেঁড়া আস্তিনে ঢেকে অন্ধকার থেকেই বড় রুক্ষ অথচ বিনীত [illegible] ডাকল, আসেন হুজুর, আসেন। এ বান্দা হাজির।

বখের আলী যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কাশির আবেগটুকু সামলাতে পারল না। সে একরকম [illegible] মুখের উপরই [illegible] ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখল, [illegible] যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। [illegible] দাঁড়ানো লাভ নেই। ওকে দেখলে যাত্রীরা বরং পীড়িত বোধ করবে। এইসব ভেবে সে অন্ধকারে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল। সকল যাত্রীদের দামদস্তুর করতে দেখে অথবা চলে যেতে দেখেও অন্য কোন কথা বলতে পারল না। সে ফের বলল না, এ বান্দা হাজির। নীচে থাকলে জুটবে— এমত ভাব নিয়ে সে অন্ধকারে মৃত চোখ দুটোকে উজ্জ্বল করে অপেক্ষা করতে থাকল।

রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। পিছনের লাল আলোটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে গেল। অনেকক্ষণ লাল আলোটা এক-চক্ষু ভূত সেজে আলীর চোখের উপর নৃত্য করছিল। ভূতের নৃত্য দেখে সে শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাটুকু ভুলে থাকতে চাইল। তবু সে প্রচণ্ড শীতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ছেঁড়া গামছা দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিয়েও শীতের তীক্ষ্ণতা ভুলতে পারল না। ওর শীর্ণ হাতে তখন শিরশির করল। সে শীতে জমে যাচ্ছে। সোয়ারী পেলে, রিক্সা টানলে শরীরের এ-ভাব থাকবে না। শরীর গরম হলে রক্ত গরম হবে এবং সে এ শীতেও তখন ঘামবে। অথচ সোয়ারীর দেখা নেই—দূরে গীর্জার ঘণ্টা বাজছে। কবরখানার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে। শিরীষ গাছে কাঠ-বেড়াল দুটো পর্যন্ত শীতে কট্ কট্ করল। ঠিক এই সময়েই একজন সোয়ারীকে [illegible] স্টেশনে রিক্সা খুঁজতে দেখে সে প্রাণপণে ডেকে উঠল, আসেন হুজুর, আসেন। এ বান্দা হাজির। [illegible] বলার পরও আলী [illegible] না। ওর শরীর এবং চোখের [illegible] দেখে [illegible] সোয়ারী [illegible] যথাসম্ভব ভয়ানক হাঁপের টানকে দমন করল। শেষে বলিষ্ঠ যুবার মত ডাকল, আসেন হুজুর, নিয়ে যাই। অন্য কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভয়ানক কাশির যন্ত্রণা বুক ঠেলে উঠে আসছে। সে অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য বার দুই বেল বাজাল। রিক্সা টেনে উপরে তোলার উদ্দেশ্যে বার দুই হাত পা শক্ত করল।

এই প্রচণ্ড শীতে আলীর হাত-পা ঠকঠক্ করছে। সে কোন রকমে রিক্সা টেনে উপরে তুলে বলল, চলেন হুজুর নিয়ে যাই।

মহাজন ব্যক্তিটি বৃদ্ধ। চোখ দুটো ছোট ছোট এবং কোটরাগত। যেন দীর্ঘদিনের চুরির অভ্যাস বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ অবয়বে। দামী শাল জড়ানো শরীরে। পা খোঁড়া, হাতে লাঠি। মহাজন মানুষটিকে আলী চেনে যেন। এ শীতেও মহাজন মানুষটি বার দুই লাঠি হাতের উপর ঘোরালেন। এবং আয়েস সহকারে গাড়িতে বসে বললেন, কত দেব বল?

যদিও আলী দেখেছে, মানুষটি সেই প্রথম থেকে দর কষাকষি করে [illegible], যদিও বাবুটির দয়া পয়সার হিসাব প্রখর, তবু বখের আলী [illegible] পরিচয় দিল। [illegible] আপনার [illegible] না। কিন্তু মহাজন [illegible] বলে সে [illegible]। আলী [illegible]

[illegible]

॥ সদ্য প্রকাশিত হইল ॥

মন্মথনাথ ঘোষের
নূতন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস
রোশনাই ৩৷৷

* *

প্রশান্ত চৌধুরীর
নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস
নদী থেকে সাগরে
আট টাকা

* *

মৈনাকের
রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকের উপন্যাস
বহ্নিবলয় ৯৲

* *

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী রায় ১০৲

* *

॥ আসন্ন প্রকাশ প্রতীক্ষায় ॥

আশাপূর্ণা দেবীর
অনন্যসাধারণ উপন্যাস
উড়োপাখী

বিমল মিত্রের
শ্রেষ্ঠগল্প

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত
গিরিশ-নাট্যসম্ভার

[illegible]

শীত এবং রাতের এই কষ্টটুকুর কথা স্মরণ করে আলীর কথা বলার ইচ্ছা হল না। যেন বলার ইচ্ছা হুজুর, যথার্থ দাম থেকে চার আনা কম চেয়েছি, আপনি চার আনা আরও কমিয়ে দিলেন, হুজুর, নসিব মন্দ। তাও সে বলল না। শুধু কাশতে থাকল।

তিনি মুখ র‍্যাপার দিয়ে ঢেকে বললেন, তোমার ভয়ানক কাশি বাপু।

আলী এবারেও কোন জবাব দিল না। আলী চলছে। সে তার ভাঙা রিক্স নিয়ে, বৃদ্ধ সোয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানীর ঝাঁপ বন্ধ হল। স্টেশনের শেষ যাত্রীটি চলে যাচ্ছে। রিক্সর ক্যাচক্যাচ শব্দ, আলীর কাসি এবং ভাঙা হুডের ছেঁড়া কাপড়ের পতপত শব্দে দোকানী ঝাঁপ ফেলে দিল। বৃদ্ধ মহাজন ব্যক্তিটি গলাবন্ধ কোটের উপর কান, গলা, মাথা ঢেকে বসলেন র‍্যাপার দিয়ে। রাত, অন্ধকার এবং এই নির্জনতা ভাল লাগছে না বলেই যেন একটু কথাবার্তা চালু করলেন। কি নাম তোমার?

শীত বলেই সম্ভবত পথ এত নির্জন। এত নিঃসঙ্গ। ব্যাঙ ডাকছে না। অথবা রাতের বিচিত্র প্রাণীরা। আলীর কাসির শব্দ, রিক্সর ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ এবং বৃদ্ধের কোটরাগত চোখ আলীর শরীরের রঙ, মুখের রক্ত ভয়ানক সব দৃশ্যের অবতারণা করছে। বৃদ্ধ হুডটা তুলে দিলেন এবং এ সময়েই দেখলেন রিক্সটা প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি খেল। আলী রিক্স থেকে নামছে। আলী কথা বলছে না। সে রিক্সর পিছনে গিয়ে নুয়ে পড়ল। সে চেনটা তুলে দিয়ে বলল, হুজুর, আমার নাম বখের আলী।

—চালাতে না চালাতেই হুড পড়ে গেল' চেন পড়ে গেল!

বখের আলী বলল কিছু ডর পাবেন না হুজুর। ঠিক পৌঁছে দেব।

বৃদ্ধ বাবুটি গাড়ির ল্যাম্প আলোতে বখের আলীর চোখ দেখেন। চোখ দুটো ভয়ানক দুঃসহ বেড়ালের চোখের মত উজ্জ্বল অথচ সহসা চোখ দুটো দেখলে মনে হবে মৃত এবং সাদা এবং নিজের চোখ দুটোর চেয়েও ভয়ানক বীভৎস। তিনি আতঙ্কে উঠলেন, তিনি বললেন, আলী, তুমি ত গাড়োয়ানের মত রিক্স চালাচ্ছ। একটু জলদি না করলে যে চলবে না।

দুধারে কিছু শিরীষ গাছ এবং দেবদারু গাছ। দূরে কলোনীর ইতস্তত আলো। এখনও শহর দূরে। সদর জেলের আলো মাঠ অতিক্রম করে, দুবেলী জেলের হোস্টেল অতিক্রম করে আসছে। কাপড়ের [illegible]

[illegible]

বস্তির একপাশে, ছোট্ট চালাঘরটায়—মর্দমার পাশে আলী ছেঁড়া কাঁথার নীচে কাতরায়। ক্ষুত্পিপাসায় ডুবে আলী দিনের বাত্রী পেল না। ওর কোটরাগত চোখ, ভয়ানক বুকের ব্যামো দেখে, ভাঙা পুরোনো রিক্স দেখে সোয়ারীরা হাঁটতে থাকল শুধু।

বৃদ্ধ বাবুটি বললেন, গাড়ি চালাচ্ছ, না মোট বইছ?

আলী তার শেষ সামর্থটুকু দিয়ে গাড়ি টানতে থাকল। তার মনে হয়—সে দুর্গম ঘোড়ার মত ছুটছে, ছুটছে। সে কথা বলল না। অথবা বন্ত্রণায় চিঁহি-চিঁহি করার বাসনাতে সে হাঁ করল না। কয়েকটা দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার বাসনাতে মুখটা বড় করতে গিয়ে দেখল, বাবুটির গোয়ার্তুমি কমছে না। সে অন্যদিনের মত রিক্সর গতি কমিয়ে দিল এবং সোয়ারীকে অন্যমনস্ক করার জন্য সে তার কিস্‌সা আরম্ভ করল।—দুনিয়া বহুত পালটে গেল হুজুর।

—এখন ত তোমাদেরই রাজত্ব গো। দুনিয়া পালটে গিয়ে তোমাদেরই সুখ। তোমরা যখন-তখন লোকের গলা কাটছ। বৃদ্ধ বাবুটির মনে অন্য দুর্মুখ রিক্সা-ওয়ালার মুখের ছবি। বিশেষত দুর্মুখ কথাবার্তা স্পষ্ট উঁকি দিতেই দুঃসহ অপমান বোধে জ্বলতে থাকলেন তিনি।—জনগণের রাজত্ব। তোমাদের কি এখন কিছু বলবার জো আছে!

আলী ঘটনাটা দেখেছিল বলেই এখন আর কিস্‌সার কথাগুলো আবৃত্তি করল না। সে বলল, হুজুর, টগবগ করে রক্ত ফুটছে ত ফুটছেই। কাকে কি বলতে হয় ও শালা কি করে জানবে। ত্য ছোট-লোকের কথা মনে রাখবেন না, হুজুর। এখন প্রায় গাড়ি চলছে না বললেই হয়। আলী এইসব বলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আয়োজন করল যেন।

—তুমিও যেমন! ছোটলোকের কথা মনে রাখার আমার দায় পড়েছে।

—হুজুরকে টাকার গরম দেখাস!

—ওসব কথা থাক বাছা।

—আপনার মত নসিব...

—ওসব কথাও থাক বাছা। টাকার গরম দেখালে টাকা থাকে না। মা লক্ষ্মী রাগ করেন। যেন বলার ইচ্ছা বাবুটির, আমি ত বড় হয়েছি ছোট থেকেই। কাঁধে কাপড় নিয়ে ঘরে বিক্রি করেছি, হকারি করেছি, তা বলে ত লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি।

আলী রিক্স থেকে ফের নামল। চেনটা আবার পড়ে গেছে। বৃদ্ধ বাবুটি বিরক্ত হতে হতে হিসাব করলেন—এখানে তিন দিন। গাড়ি ভাড়া, মদের টাকা এবং সেলাম [illegible] ... । [illegible] ...

পর্বত অভিযানের
দুটি রোমাঞ্চকর কাহিনী

এভারেস্ট ডায়েরী

ক্যাপ্টেন সুধাংশু কুমার দাস

পর্বত অভিযানের বহু গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে। কিন্তু পর্বত অভিযানে যেসব কুলি-মজুরের দল অপরিহার্য অঙ্গ, যাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা পর্বত অভিযাত্রী দলের মাথায় সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেয়, তারা চিরদিনই এইসব গ্রন্থে অবহেলিত থেকেছে। প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য ক্যাপ্টেন দাসের এই উপন্যাসোপম রম্যপাঠ্য অভিযান কাহিনীটিতে সেইসব উপেক্ষিতের দল সর্বপ্রথম মর্যাদার আসন পেল।

দাম : ৯·০০

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি

গৌরকিশোর ঘোষ

খ্যাতনামা সাহিত্যিক "রূপদর্শী" গৌরকিশোর ঘোষ স্বয়ং নন্দাঘুণ্টিবিজয়ী দুঃসাহসী বাঙালী তরুণ অভিযাত্রী দলের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর স্বচক্ষে দেখা অভিযানকালীন ঘটনাগুলি তাঁর দরদী কলমের ছোঁয়ায় এমন একটি রূপ পেয়েছে, যা ডিটেকটিভ কাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী রোমাঞ্চকর, রম্যরচনার চেয়েও অনেক বেশী সুখপাঠ্য, এবং উপন্যাসের চেয়েও অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

দাম : ৫·০০

আ নন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

সারদা প্রকাশনী'র বই!

সুধীর সরকার-এর নতুন উপন্যাস

বন্ধনহীন গ্রন্থি

॥ ৩·৫০ নঃ পঃ

সুধীর সরকার-এর ২টি উচ্চপ্রশংসিত কৌতুক একাঙ্ক নাটক

আই অ্যাম সরি ॥ ১·০০ নঃ পঃ

ফুল-অন্তর ॥ ১·২৫ নঃ পঃ

'ফুল-অন্তর' নাটিকাটিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ শত্রুদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে—যুগান্তর।

শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের চিঠি :

প্রিয় সুধীরবাবু,......আমার এই ৭৭ বছরের দেহখানাকে নিয়ে আপনার সামনে গিয়ে এই ধন্যবাদ দিয়ে আসতে পারলুম না।......সান্ত্বনায় এইটুকু যে, এই ধু-ধু সাহিত্য মরুভূমির মধ্যেও সুধীর সরকার-এর মতো লেখকের দেখা ঘটে। দুর্ভাগ্যের মধ্যে এইটুকুই সৌভাগ্য। মহা-সাহারার মধ্যে এইটুকুই 'ওয়েসিস্'।.........একজন অ-দেখা, অ-পরিচিতের কাছে এতো বড়ো চিঠি লেখার দুঃসাহস বোধ হয় আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কারো নেই।

আপনারই অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র লাইব্রেরী, ১৩৭/৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

[illegible]

[illegible] বুকের [illegible] প্রায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা এবং [illegible] কিছু কিছু হোলসেল [illegible]। তিনি এ সময় দুখের রেখাতে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গী টানলেন। তারপর বগলের নীচে টিপে টিপে কি যেন দেখলেন। কি যেন লাখ টাকার জিনিস বগলের নীচে লুকিয়ে রেখেছেন।

নববর্ষে ও বিবাহে উপহার দিতে
শ্রী[illegible] সেনের
নূতন প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ
যদি শরম লাগে তবে
দাম ৩·৫০
পাঠক মহলেরই প্রশংসা পাইয়াছে
ডি এম লাইব্রেরি
৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-৬
(সি/এম ১২৮২)

শম্ভু [illegible] বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা
সাতটা থেকে দশটা
নটা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১।১।১এ-বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
(দি-২৫২০)

[illegible]

[illegible] এখন তার লাগছে। বখের আলীর রিক্সা চলেছিল কি [illegible] ঘোড়া বয়েছিল না। দূরদিকের মাঠ থেকে শীতের ঠাণ্ডা শুধু বরফের কুচির মত ওদের দুজনকে স্পর্শ করছে।

—বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিবকে ফাঁকি দিলে তারাও তোমাকে ফাঁকি দেবে। তিনি উপদেশের ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন, বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিব কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। তোমার রিক্সাটা এমন উঠছে পড়ছে হে কেন বাছা! ঠিকমত চালাতে না পারলে নিলে কেন?

—হুজুর, পথটাই খারাপ। তারপরও যেন ওর বলার ইচ্ছা, দেশে সকলে চুরি করতে আরম্ভ করেছে হুজুর। বাবু মানুষেরা বেশী চুরি করছে। এতগুলো কথা বললে সে অনেকক্ষণ বড় বড় শ্বাস নেবে। সে শুধু বলল, সকলে চুরি করছে হুজুর। দু সালেই পথটা ভেঙে গেল।

বাবুটিরও যেন বলার ইচ্ছা, যে চুরি করছে সেও সুখী, যার চুরি করছে সেও সুখী। এক হাতে নিচ্ছে, অন্য হাতে দিচ্ছে। কোন হিসাব নেই। লাগে টাকা দেবে .। এখন আর গৌরীসেনদের টাকা দিতে হচ্ছে না। গৌরীসেনরা শুধু সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে মরছে। এতগুলো কথা তিনি ইচ্ছে করেই আলীর সঙ্গে বলেননি। ছোটলোকদের সঙ্গে বেশী মহরম ভাল নয় এমন একটি ভাব নিয়ে বসে থাকলেন। এবং সহসা যেন দেখলেন, গাড়িটা একেবারেই চলছে না। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, চালাও চালাও। বড় আস্তে চালাচ্ছ। তুমি দেখছি আমাকে পৌঁছতে ভোর করবে। এবং এ সময়ে রিক্সার চেনটা পড়ে গেল। আলী বুঝল, বাবুর বিরক্তি ভয়ানক রকমের। সে তার কিস্সা আরম্ভ করল, জাফর আলী বখের আলী তফাৎ কত হুজুর! সব নামটা ত আপনাকে বলিনি! বললে এ গাড়িতেই চড়তে সাহস পেতেন না। মীর্জা জাফর আলীর নাম শুনেছেন! বইয়ে ওঁর নাম লেখা আছে। সে ভক্তিতে গদগদ হল।

বাবুটি উদাসীন। যেন এমন নাম তিনি এই প্রথম শুনলেন। বললেন, অ:। মীর্জা জাফর আলী।

—হাঁ হুজুর সহজ কথা ভেবে [illegible] না। নাম আমার মীর্জা বখের আলী। কিন্তু কি করি বলেন! [illegible] আমাদের [illegible] না। [illegible] এক দুপেয়া। [illegible]

[illegible] হুজুর। [illegible] সবাই টুপি পরে [illegible] বানিয়ে, [illegible] হাসতে এস ডি ও অফিসে [illegible]। সেদিন বাবুরা দাঁড়িয়ে কুর্নিশ দেখাবে। আমি একটু হাসব বাবু।

—শুধু গল্পই করবে! রিক্সা চালাবে না!

আলী নক্ষত্র দেখল এবং আকাশ দেখল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতই সে যেন এখনও রিক্সা টানতে পারছে। এখনও বেঁচে আছে। বাবুকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার কর্তব্যবোধে ফের শক্তিসঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, দেখেন একটানে এবার নিয়ে যাচ্ছি। বলে সে হ্যান্ডেলের উপর নুয়ে পড়ল।

গীর্জা অতিক্রম করে ইতস্তত কয়বী গাছের ছায়ায়, অর্জুন গাছের নীচে অথবা ভাঙা পথটার উপর আলীর কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ছাতিম গাছ দুটো অতিক্রম করার সময় ওর মনে হল সেই যুবক যুবতীকে। গতকাল এই ছাতিমের ডালে ওরা দুলেছিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলীর রিক্সার আলো ফের ভুতুড়ে হয়ে গেছে। আলী এখানে একটু থামল। প্রতিদিনের মত সে চোখ তুলে দূরের মাঠ দেখল, অন্ধকার মাঠ অতিক্রম করে সাহেবদের কবরখানা দেখল। কবরের ঝোপে ঝোপে তেমনি সব জোনাকি পোকারা জ্বলছে। উড়ছে অথবা হেস্টিংসের প্রিয়তম কন্যার অবয়ব ধরে দূরের মাঠে পাশাপাশি খালের ধারে উড়ে উড়ে শীতের মাঠকে প্রত্যক্ষ করছে। এবং হাওয়া খাওয়ার নাম করে আলীর নিত্য পথ পরিক্রমা দেখছে। অথচ, আলীর ফুসফুস হাওয়া টানতে পারছে না, সাদা মত চোখ দুটো শীতে নীল নীল হয়ে উঠছে। দূরের মাঠে ঝাউ গাছ, শহরের আলো, পাশাপাশি কোথাও সান্ত্রীর বুটের শব্দ আলীকে অন্যদিনের মত শক্ত সতেজ করতে পারল না। তথাপি অন্যদিনের মত সেইসব শব্দের মধ্যে ডুবে যেতে পারল বলে খুশী হল। পলাশীর প্রান্তর থেকে জাফর আলী পালাচ্ছে। ঘোড়সোয়ার সেপাইরা পালাচ্ছে। হেস্টিংসের প্রিয়তমা কন্যা জোনাকির অবয়বে জ্বলছে নিভছে। ঘোড়সোয়ার সেনাদল [illegible] শীতের মাঠকে [illegible] করে তুলল। সে [illegible] দেখল। আলী [illegible] এখানে এসে [illegible]।

[illegible]

নেমে পড়ল এবং ছিন্ন ভিন্ন ভূখা বলে বাবুটিকে যেন জুড়িয়ে রাখতে চাইল।

ইচ্ছা করেই আলী আলো জ্বালাতে দেরী করছে।

এই অন্ধকারে তিনি নিঃসঙ্গ। এবং এই প্রেতাত্মার মত লোকটির উপস্থিতি ও উপরে ছাতিম গাছের ডালে ডালে পাতার আওয়াজ, নির্জন প্রান্তরে কবরের আলো যুগ্ম বাবুটিকে বার কয়েক প্রচণ্ড রকমের নাড়া দিল। আলী কি জানতে পেরেছে সব! সে কি নতুন ব্যবসাটার কথাও জানতে পেরেছে! বাবুটির কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকল। তিনি বগলের নীচে অন্ধকারে টিপে টিপে দেখলেন। তারপর তিনি ফের ধমক লাগালেন, বখের আলী, আলো জ্বালাতে কত সময় নেবে! এমন করলে আমি কিন্তু পুলিস ডাকব।

—হুজুর বড় ভয় পেয়ে গিয়েছেন। দূরে সিপাইএর বুটের শব্দ আসছে না! এখানে চোর-বাটপাড়ের ভয় নেই হুজুর। বখের আলী এই বলে দাঁড়িয়ে থাকল।—হুজুর, এই ছাতিম গাছে গতকাল দুজন মাগী-মরদ ঝুলেছে। (আলী মরার ইচ্ছায় কতবার কত ছাতিমের ডালে বিশমিল্লা বলে ঝুলে পড়বার জন্য প্রাণপাত করেছে অথচ—অথচ...) মেয়েটার শরীরে কত গহনা ছিল। পথে এতলোক যে আমরা এই পথে গাড়িই চালাতে পারিনি। কিছুই হয়নি বলে হুজুর ভূখা আছি। গতর দিচ্ছে না হুজুর। তবে ভয় পাবেন না, ঠিক পৌঁছে দেব।

—কি বলছ! আমি ভয় পাব! তুমি এমন কথা ফের বলবে না। তবে যথার্থই তোমাকে পুলিসে দেব। আজকাল এটা হল কি! সবাই ফোঁস করতে শিখেছে। কি কাণ্ড সব! কেবল পুলিসগুলোই দিন দিন ভদ্র হয়ে উঠছে। পাঁচেও খুশী, পাঁচ হাজারেও খুশী।

আলী আলো জেলে সিটে চেপে বসল। ওর পা দুটো ভেঙে আসছে। হাত দুটোর ভিতরে কোন উত্তাপ নেই যেন। রক্ত সমস্ত শরীরে কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। আলী ভাঙা আরশিতে মুখও শরীর দেখে ভাবত, এমন একটা শরীর দীর্ঘদিন বাঁচে কি করে! দীর্ঘদিন বাঁচার পথকে অতিক্রম করছে কি করে! অথচ দীর্ঘদিনের বেঁচে থাকার অভ্যাস ওকে কোনদিনের জন্য মরতে দিল না। অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটল না। সেজন্য শরীর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, রক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না জেনেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলী কোন সন্দেহ লালন করতে পারল না। অদ্ভুদ ঢঙে স্পর্শ করে [illegible] সে [illegible] [illegible]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মহাশ্বেতা ৩য় মুঃ ৫·৫০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর
চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪·৫০ ॥

হারানো সুর ৪র্থ মুঃ ৩·৫০ ॥
বিচারক ১০ম মুঃ ২·৫০ ॥
জলেডাঙায় ১০ম মুঃ ৪·৫০ ॥
অবিশ্বাস্য ১ম মুঃ ৩·০০ ॥
বিস্ফোরণ ২য় মুঃ ২·০০ ॥
ময়ূরকণ্ঠী ১৬শ মুঃ ৩·৫০ ॥

নতুন নতুন বই

প্রীতিময়ী করের	পথ চলিতে	৩·২৫ ॥
সাত্যকির	অনিকেত	২·৫০ ॥
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের	জাহাজ	৫·০০ ॥
সীতা দেবীর	মহামায়া	৬·০০ ॥
শান্তা দেবীর	অলখ ঝোরা	৫·০০ ॥
বিজন ভট্টাচার্যের	রানী পালঙ্ক	২·৫০ ॥
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের	নিকষিত হেম	৩·০০ ॥
সুরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের	গোধূলির রঙ	৩·৫০ ॥
শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের	প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান	৪·০০ ॥
বুদ্ধদেব বসুর	নীলাঞ্জনের খাতা	৪·০০ ॥
বিনায়ক সান্যালের	রবিতীর্থে	৪·০০ ॥

সাগরময় ঘোষ-সম্পাদিত
বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন **শতবর্ষের শতগল্প** ১ম খণ্ড : ১৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ১২·৫০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **অসিধারা** ৩য় মুঃ ৩·৫০ ॥
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **উপনগর** ৭·০০ ॥
নীলকণ্ঠের **হরেকরকমবা** ২য় মুঃ ২·৫০ ॥
কালকূটের **অমৃতকুম্ভের সন্ধানে** ১ম মুঃ ৫·০০ ॥
শশিভূষণ দাশগুপ্তের **ঝান ও বন্যা** ৩·০০ ॥
কুমারেশ ঘোষের **সাগর-নগর** ৩·৫০ ॥
দেবেশ দাশের **রাজসী** ৩য় মুঃ ৩·০০ ॥
নারায়ণ সান্যালের **মনামী** ৪·০০ ॥
বিক্রমাদিত্যের **যুদ্ধের ইয়োরোপ** ৪·০০ ॥
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **কয়লাকুঠির দেশে** ২য় মুঃ ৩·৫০ ॥
দিলীপ মালাকারের **নেপোলিয়নের দেশে** ২·০০ ॥
দক্ষিণারঞ্জন বসুর **বিদেশ বিভূঁই** ৬·০০ ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
রূপ হোল অভিশাপ ২য় মুঃ ৭·০০ ॥
হিন্দি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।
[illegible] - [illegible] [illegible] মুঃ ৫·০০ ॥ [illegible] মুঃ ৩·৫০ ॥

[illegible]

পারছে না। গলাটা শ্বকনো। কাঠ। ওর জলতেষ্টা পাচ্ছে। চোখ দ্বটো চিংড়ি মাছের মত গোল গোল, চিংড়ি মাছের মত বের হয়ে চোখের পাশে যেন ঝ্বলে পড়বে। হ্যান্ডেলের উপর হাতের আঙ্বলগ্বলো শীর্ণ—সে টানতে পারছে না। পারছে না। এখন বাব্বটি জোরে চালাবার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে, পাশাপাশি কোথাও গাছের পোকা ফর ফর করে উঠল এবং সে দেখল টায়ারটা অদ্ভুত রকমের জীর্ণ শব্দ করে ফেঁসে গেছে। কপালে করাঘাত করবার ইচ্ছায় ডান হাত তুলে পরীক্ষা করতে ব্বঝল—ব্থা। হাতটা তুলে এনে কপালে করাঘাত করার শেষ সামর্থ্যট্বকুও যেন শেষ। সে নীচে কোনরকমে গড়িয়ে নামল।

বৃদ্ধবাব্বটি চিৎকার করে উঠলেন তোমাকে আমি শ্বলে চড়াব।

—হ্ব-জ্ব-র!

—আমি নামতে পারব না বাপ্ব। হেঁটে যেতে পারব না।

—হ্ব-জ্ব-র হাঁটতে হবে না। ঠিক পেঁছে দেব। দম ফেলবার ফ্বরসত চাই হ্বজ্বর।

—তুমি এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বখের আলী?

—হ্বজ্বর, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। পাবে না। আমি পেঁছে দিচ্ছি হ্বজ্বর।

—এমন করলে আমি তোমাকে এক পয়সাও ছোঁয়াব না।

বাব্বকে অনামনস্ক করার জন্য সে প্বনরাব্বত্তি করল, একটা কিস্‌সা শোনবেন?

ভিতরে ভিতরে বাব্বটি এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে পারলে তিনি আলীর গলা টিপে ধরেন। পারলে তিনি আলীকে খ্বন করেন। আলী মশকারা করছে। আলী ফের কাশতে থাকল। রাতের শেষ ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শ্বধ্ব কাপড়ের মিল থেকে এখনও শব্দটা ভেসে আসছে। এতল্লাটে কোন কুকুর পর্যন্ত নেই। কোন পাখি অথবা কাঠবিড়ালীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারে কিছ্ব দেখাও যাচ্ছে না। বখের আলীর ব্বকের শব্দ এবং গলার ঘড়ঘড় শব্দ ব্দ্ধ বাব্বটিকে অবসন্ন করছে। অশেষ যন্ত্রণার মত ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, আলী তোমাকে আমি একটাকাই দেব। তুমি নিয়ে চল। লোকের আমি কত উপকার করেছি, তুমি আমার এ উপকারট্বকু কর।

আলী হ্যান্ডেলের উপর মাথা রেখে বলল, একট্ব সব্বর করেন হ্বজ্বর। ততক্ষণে কিস্‌সাটা বলি, আমার হাঁপের টানটা কম্বক। আলী গল্প আরম্ভ করল। ওর এটাও একটা অভ্যাস। সোয়ারী নিয়ে যখন সে টানতে পারেনি, যখন সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে তখন। এই মসনদের গল্প বলেছে। সে [illegible] সোয়ারীকে এই মসনদের গল্প শোনাল। সে নিজের মসনদে চেপে সোয়ারীকে গল্প শোনাল কতবার। কতবার বলল, হ্বজ্বর, এ মসনদের আখের খ্বব খারাপ। ম্বর্শিদকুলী খাঁ বলেন, আলিবর্দি বলেন, সিরাজ বলেন কেউ তা থাকল না হ্বজ্বর। ব্যাভারটাই থাকে। হে হে করে এ সময়ে বখের আলী কাশল কি হাসল তিনি ধরতে না পারায় হাতের টর্চ জেবলে ম্বখ দেখেই আঁতকে উঠলেন—আলীর ম্বখে রক্ত। চোখ দ্বটো সাদা এবং ম্ত মান্বষের মত ম্বখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

—এই! এই! ব্দ্ধ বাব্বটি চিৎকার করে উঠলেন।

—হ্বজ্বর, এমন করলে কিন্তু রিক্সা ফেলে চলে যাব।

রাস্তার দ্বপাশে কিছ্ব বাঁশের বন। তারপর শহরের প্রথম আলো। শহরের প্রথম ল্যাম্পপোস্ট। বাঁশবনে বাদ্বড় নেই। অন্ধকারের মত বাদ্বড়েরাও যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। শীতকাল বলেই হোক অথবা রাতের গভীরতার জন্যেই হোক দ্বরের ল্যাম্পপোস্টের আলোর উত্তাপ ওদের টেনে নিতে সক্ষম হবে না। ব্দ্ধ বাব্বটি বললেন যাক তব্ব শহরে উঠে যেতে পারছি।

আলী কোন জবাব দিল না। ব্দ্ধ বাব্বটির ইচ্ছা হল লাঠি দিয়ে একবার আলীকে খোঁচা দিতে। লোকটা রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ত, না, যাবার ভান করে শ্বধ্ব হেলে শরীরকে টান করে রিক্সা টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। না, লোকটা বাজ পড়া ম্তের মত দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে তামাশা দেখাচ্ছে। তিনি লাঠিটা কাছে নিয়েও খোঁচা দিতে সাহস করলেন না। আলী যদি সেই চোখ নিয়ে ফের তাকায়, যদি বলে থাকল সব—আমি চললাম হ্বজ্বর স্বতরাং স্বতরাং। তিনি প্রিয়জনের মত কণ্ঠ করে বললেন এ ঠান্ডায় এমন ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে স্টেশনে আসা উচিত হয়নি। ব্বঝলে বখের আলী, বখের আলী, তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি গল্প করছ না কেন? বখের আলী! আলী! আলী!

সহসা আলী ধন্বষ্টংকারের র্বগীর মত বেঁকে গেল এবং সহসাই বাব্বটির ম্বখের উপর উপ্বড় হয়ে বলল, সেসব নবাবী আমলের কিস্‌সা আপনার কি ভাল লাগবে হ্বজ্বর!

ব্দ্ধ বাব্বটি যখন দেখল, আলী বাজ-পড়া ম্ত নয় অথবা বখের আলী সত্যি রিক্সা টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল না এবং বস্তুত বখের আলী যখন জীবিতই আছে তখন গল্প না শ্বনে যতটা সম্ভব শীঘ্র নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছানো দরকার। তিনি বলেন, অত প্রাচীন গল্প কি ভাল আর লাগবে?

—সে [illegible] হ্বজ্বর, ঘ্বলঘ্বলি দিয়ে নবাব যা দেখলেন, আমরা কটা লোক তা দেখতে পেলাম।

—কি দেখলেন! কি দেখলেন! তখন সোনা পাচার হত! ব্দ্ধ বাব্বটি ইচ্ছাকৃত অনামনস্কতায় বললেন, যাক, আমরা ল্যাম্পপোস্টের আলোতে এসে পেঁছে গেলাম।

—আমি বলেছি হ্বজ্বর আপনার কোনও ভয় নেই। ঠিক পেঁছে দেব। নবাব ঘ্বলঘ্বলি দিয়ে দেখলেন; লোকটা রোজ গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে।

ব্দ্ধ বাব্বটি কাটলেন, নবাবের ব্বঝি কোন কাজ ছিল না?

—ছিল হ্বজ্বর। কাজও করত, ঘ্বলঘ্বলি দিয়ে মাছ ধরাও দেখত।

কথা বলতে যত কষ্টই হোক তখন যেন শরীরের কষ্ট থাকে না আলীর। আলী তার শেষ সামর্থ্যট্বকু দিয়ে হেঁটে হেঁটে রিক্সা টেনে চলেছে। একটি ল্যাম্পপোস্ট, দ্বটি ল্যাম্পপোস্ট সে পার হল। সে একবার সার্কাস পার্টিতে সিংহ দেখেছিল। আলোগ্বলো অন্ধকারে সিংহের চোখের মত জ্বলছে। সে বলল, হ্বজ্বর, আপনি সিংহের ডাক শ্বনেছেন?

—আলী, তুমি ভয়ানক কথা বলতে পার।

—এ শীতে একটা বিড়ি খেতে পারলে বড় ভাল হত হ্বজ্বর।

ব্দ্ধ বাব্বটি পকেট থেকে আলগা করে বিড়ি এবং দেশলাই দিলেন। আলী বিড়ি ধরাল। হ্যান্ডেলের উপর ভর করে বিড়িটা পরম নির্ভরতার সঙ্গে টেনে সদর জেলের পাঁচিল দেখল। পাঁচিলটার ভিতরের দিনগ্বলো ওর সবচেয়ে স্বখের ছিল এমন ভাবল। শেষে বড়বাড়ির বাগানের কেয়া-ফ্বলের গন্ধ নেওয়ার সময় দেখল বড় বাড়ির একটি জানালা খ্বলে গেল। জানালায় য্বতীর ম্বখ। জানালার আলো নীচে গড়িয়ে নামছে। সেই আলো ধরে একজন য্বক তরতর করে উপরে উঠে কার্নিশ ধরে ধরে ঢ্বকে গেল।

বিড়িটা খাওয়াতে আলীর মনে হল, সে আরও একশ বছর বাঁচবে। সে বলল, হ্বজ্বর এবার আপনাকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

বাস্তবিক পক্ষে আলী কোথাও থামেনি। একটি বিড়ি শীতের ঠান্ডায় যথার্থই একশ বছরের পরমায়্ব দিয়েছিল। সারাদিন সারারাত পর এই বিড়ির ধোঁয়া ওর সমস্ত রক্তে ফের বেঁচে থাকার প্রাণপণ ইচ্ছার ধ্বনুচি জ্বালিয়ে ওকে পাগলা ঘোড়ার মত কদম দিতে সাহায্য করছে। সে হাঁটছে, হাঁটছে। ব্দ্ধ বাব্বটি শরীর সেঁকে বসে আছেন। শহরের আলো, ইতস্তত অন্ধকার পার্ক-ময়দান পার হয়ে তিনি চলেছেন। চলেছেন। [illegible]

ভিতর এক পয়সার গরীবদের দুঃখ তুলতে পারলেন না।

যখের আলী তখন তার কিস্সা শেষ করল।

[আলীর কিসস্সা খুবই অস্পষ্ট। আলীর মুখে রক্তের কল। সে কাশতে কাশতেও শেষ পর্যন্ত গল্পটা করছিল। বৃদ্ধ বাবুটি শুনছিলেন। শোনার স্পৃহা না থাকলেও যেন শুনছিলেন। আলীর অস্পষ্ট কথার ভিতর থেকে তিনি অর্থ উদ্ধার করেছিলেন : লোকটা রোজ মাছ ধরতে আসত, অথচ কোনদিন বঁড়শিতে খোট দেবার প্রয়োজন মনে করত না। ঘুল-ঘুলি দিয়ে নবাব রোজ দেখেন আর ভাবেন। একদিন অবশেষে নবাব পাত্রমিত্রসহ নদীর পারে এসে দাঁড়ালেন। সেদিনই সে প্রথম খোট দিয়েছিল এবং নবাবের পাগড়িটা বঁড়শিতে তুলে এনেছিল। এমত অপমানে নবাব গর্দান নিলেন লোকটির এবং ওর গৃহে গিয়ে দেখলেন স্ত্রী সুন্দরী, স্ত্রী পাথর খোদাই করে সব রমনীয় মূর্তি তৈরী করেছে। রমণীর পসরা খুলেছে। নবাবের আদেশে সুন্দরী স্ত্রী নবাবের মসনদ তৈরীর জন্য নিযুক্ত হল। মসনদের সৌন্দর্যে নবাব বিমুগ্ধ এবং উত্তেজিত। রমণীর শিল্পসত্তা নবাবকে গ্রাস করল। অভিষেকের বাৎসরিকে তিনি রমণীর ঘরে শয়ন করার বাসনা জানালেন। সে রাতে হতভাগ্য রমণী আত্মহত্যা করল। তারপর কত নবাব এল গেল। মসনদের আখের একটা দুঃস্বপ্ন।]

যেন সে শেষ কয়েকটি কথায় বলতে চেয়েছিল—: দুঃস্বপ্নের অংশীদার বস্তুত সে নিজেও।

বৃদ্ধবাবুটি দেখলেন, আলী হ্যাণ্ডেলের উপর পড়ে কাশছে। দম নিতে ফুরসত পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পঞ্চাশটি নয়া পয়সা ওর হাতে গুঁজে দিলেন। আলী উঠে একবার দেখল না। আলী ধীরে ধীরে হ্যাণ্ডেলের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখছে অনেক দিনের মত। অনেক দিনের মত সেরেও যাবে এমন ভেবে গামছা দিয়ে ঠোঁটের কস গড়ানো রক্ত মুছতে চাইল। অথচ হাতটাকে টেনে আনতে পারল না। আকাশ সমস্ত শরীরে বরফের কুচি ঢেলে দিচ্ছে যেন। সে শেষ-বারের মত আন্তরিক স্পৃহাতে শরীরকে শক্ত করার জন্য মাথা তুলতে গিয়ে দেখল, ঘাড়েও কোন শক্তি নেই। বৃদ্ধ বাবুটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। নির্জন নিঃসঙ্গ পথে লাঠির শব্দ ঠাণ্ডাড়ে দস্যু-দের রাহাজানি শেষে অন্ধকারে মিশে যাওয়ার মত। দূরে তিনটে ঘণ্টা পেটার শব্দ শুনল। সময় জেনে ঘণ্টি পড়ছে। সে ক্রমশ হ্যাণ্ডেলের দুপাশে মুয়ে পড়ছে [illegible]।

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

প্রকাশিত হয়েছে :

বিশ্वবিখ্যাত রহস্যোপন্যাস!

আগাথা ক্রিষ্টির

চতুরঙ্গ

ডিটেকটিভ বলতে এরকুল পোয়ারো আর রহস্যোপন্যাস রচয়িত্রী বলতে আগাথা ক্রিস্টি। এঁদের জগতজোড়া নাম। দাম ৪.৫০

॥ আগাথা ক্রিস্টির আরও নামকরা রহস্যোপন্যাস ॥

দশ পুতুল : ৩.৫০ ॥ রাতের গাড়ি : ৪.০০ ॥ অজানা অপঘাত ৪.০০ ॥

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর

হিরণ্ময় পাত্র

৪.০০

চিন্তামণি করের

সান্নিধ্য

৪.০০

প্রভাত দেবসরকারের

সুচরিতাসু

৩.০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

বধূবরণ

৩.০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

একান্ত আপন

৪.০০

সমরেশ বসুর

তৃষ্ণা

৩.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের

অগ্নিসাক্ষী

৩.৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

গ্রীষ্মবাসর

২.৭৫

ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬.০০
সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫.০০
শ্রীপান্থের কলকাতা	॥	শ্রীপান্থ	৭.০০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮.০০
রাধা	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭.০০
সাজঘর	॥	ইন্দ্র মিত্র	১০.০০
দুরন্ত চড়াই	॥	সমরেশ বসু	৫.০০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪.৫০
নিত্যপথের পথী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৪.৫০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২.৭৫
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময় রায়	২.০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২.৭৫
মুখের রেখা	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫.০০
রমণীর মন	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩.০০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

যে পথ ধরে তাকব আলী পলাশী প্রান্তর থেকে সৈন্য নিয়ে ফিরে গিয়েছিল দীর্ঘদিন পর সেই পথে আলী ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন হুশেনবাবুটি কেন এই পথে ফিরে আসছেন। আট আনা পয়সার পরিবর্তে একটা টাকা দিয়ে ফেলেছেন এই সন্দেহে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে প্রায় দৌড় দেওয়ার মত করে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি ডাকছিলেন আলী, আলী—কিন্তু কাছে এসে দেখলেন আলী পূর্বের মতই হ্যান্ডেলে বসে আছে। তিনি এবার যথার্থই লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন এবং যখন দেখলেন, লোকটা শীতে জমে গেছে তখন কর্তব্যনিষ্ঠ অর্থবিদের মত সব পয়সাকটি তুলে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন। এবং তিনিও যেন আর শুনতে পেলেন একদল ঘোড়সোয়ার সৈনিক এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেইমানি করে এই পথ ধরেই ফিরে চলেছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে আলীর দেহটা কাঁপছে।

কি ধবধবে ফরসা! কি পরিষ্কার! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়...আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

একটি লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক স্মারক

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতককে বাঙালীর নবজাগৃতির এক স্মরণীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাঙালীর প্রথাসিদ্ধ জীবন-পরিবেশে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ স্বল্প-সন্তুষ্ট জীবনের তটভূমিতে নতুন চিন্তা ও চেতনার তরঙ্গ অভিঘাত সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় সেই বিচিত্র এবং অভিনব ভাবসম্পদ প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসে রিক্ত-বিত্ত বাঙালীর ভাবজীবনকে আলোড়িত করে তোলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংযোগে জাগ্রত জীবনবোধ রেনেসাঁস-ধর্মী চিন্তার জন্ম দেয়। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে নীতিবোধে এই নবীন চিন্তাধারা নব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। উনিশ শতকের সেই নবজাত জীবনচেতনাকে যাঁরা রূপ দিলেন, সেই অনন্য শিল্পিগোষ্ঠী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র মধুসূদনের সংগে আরও একটি নাম সোচ্চার না হলেও স্মরণীয়: তিনি উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সেকালের বাংলা দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্ভবত এমন কোনো সংগঠন ছিল না, যা এই উদারদৃষ্টি বলিষ্ঠ মানুষটির সাগ্রহ সহযোগিতায় সংবর্ধিত হয়নি। ১৮৪৫ সালে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'He has made a great step towards reformation amongst his countrymen. He is in advance of them.'

বস্তুতঃ ১৮০৭ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশে প্রত্যেকটি সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে জয়কৃষ্ণের উপস্থিতির সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসে।

১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক অ্যাডাম সাহেবকে এ-দেশের পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধানের নির্দেশ দান করেন। বাংলা দেশের নানা পল্লী ভ্রমণান্তে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

We cannot, however, expect that the reading of the report should convey the impressions which we have received from daily witnessing the more animal life to which ignorance consigns its victims, unconscious of any wants or enjoyments beyond those which they [illegible] with the beasts of the [illegible] of any of the higher purpose for which existence has been bestowed.

সেই সার্বজনীন অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং নিশ্চেতন জীবনযাত্রার যুগে জয়কৃষ্ণ বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে নিরক্ষর কৃষক-সন্তানদের মধ্যে মুদ্রিত রামায়ণ, মহাভারত, কাগজ-কলম-স্লেট-পেন্সিল বিতরণ করে তাঁর এই প্রয়াসের সূচনা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে তখন প্রত্যেক জেলায় তিনটি করে সমগ্র বাংলা দেশে ১০১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। প্রায় সংগে সংগেই জয়কৃষ্ণ তাঁর জমিদারি বৈঁচি ও বাসস্থান উত্তরপাড়ায় বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করেন। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত স্থানীয় বিদ্যালয়টির ব্যয়বহনের জন্যে বার্ষিক দু' হাজার টাকা উপস্বত্বের জমিদারি সরকারকে দান করেন। হুগলী জেলায় তিনিই প্রথম ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে যে, তিনি এক দিনে [illegible] বেশী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। [illegible] শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের জন্য তিনিই [illegible] শিক্ষা সমিতির কাছে আবেদন করেন। তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১৮৫৪ সালে [illegible] শিক্ষাবিধি অনুসারে যে Grant-in-aid সাহায্যদান প্রথা প্রবর্তিত হয়, তার পরোক্ষ কারণ নিহিত আছে জয়কৃষ্ণ রচিত আবেদন-পত্রে। অনুরূপভাবে তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত তাঁর অপর একটি পত্র বাংলা দেশে সার্কেল পণ্ডিত পদ এবং ছাত্রগণের পুরস্কারদান-প্রথা প্রবর্তনে সাহায্য করে। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সমাজের সকল স্তরের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীশিক্ষার অপরিহার্য পরিণাম বৈধব্য। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ নারীকে স্বেচ্ছাচারের অধিকার দেওয়া। আশ্চর্যের বিষয়, সেই অচলায়তনিক গোঁড়ামির যুগে উত্তরপাড়ার মত একটি প্রাচীনপন্থী গ্রাম একটি মানুষের সকল প্রচেষ্টা এবং মুক্ত দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে-ছিল। ১৮৫০ সালে উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই উদ্যোগেই প্রসারিত ক্ষেত্রে জয়কৃষ্ণ সমগ্র বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে ড্রিংকওয়াটার বেথুন সাহেবের সংগে সহযোগিতা করেন এবং কলকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ এবং দশ হাজার টাকা সাহায্যদান করেন। এ ছাড়া সমকালীন বাংলা দেশে [illegible] অন্যতম হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য, দুস্থ [illegible] [illegible] দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ [illegible] [illegible] যুগে সমালোচিত 'এডুকেশন রিপোর্ট'-এর [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

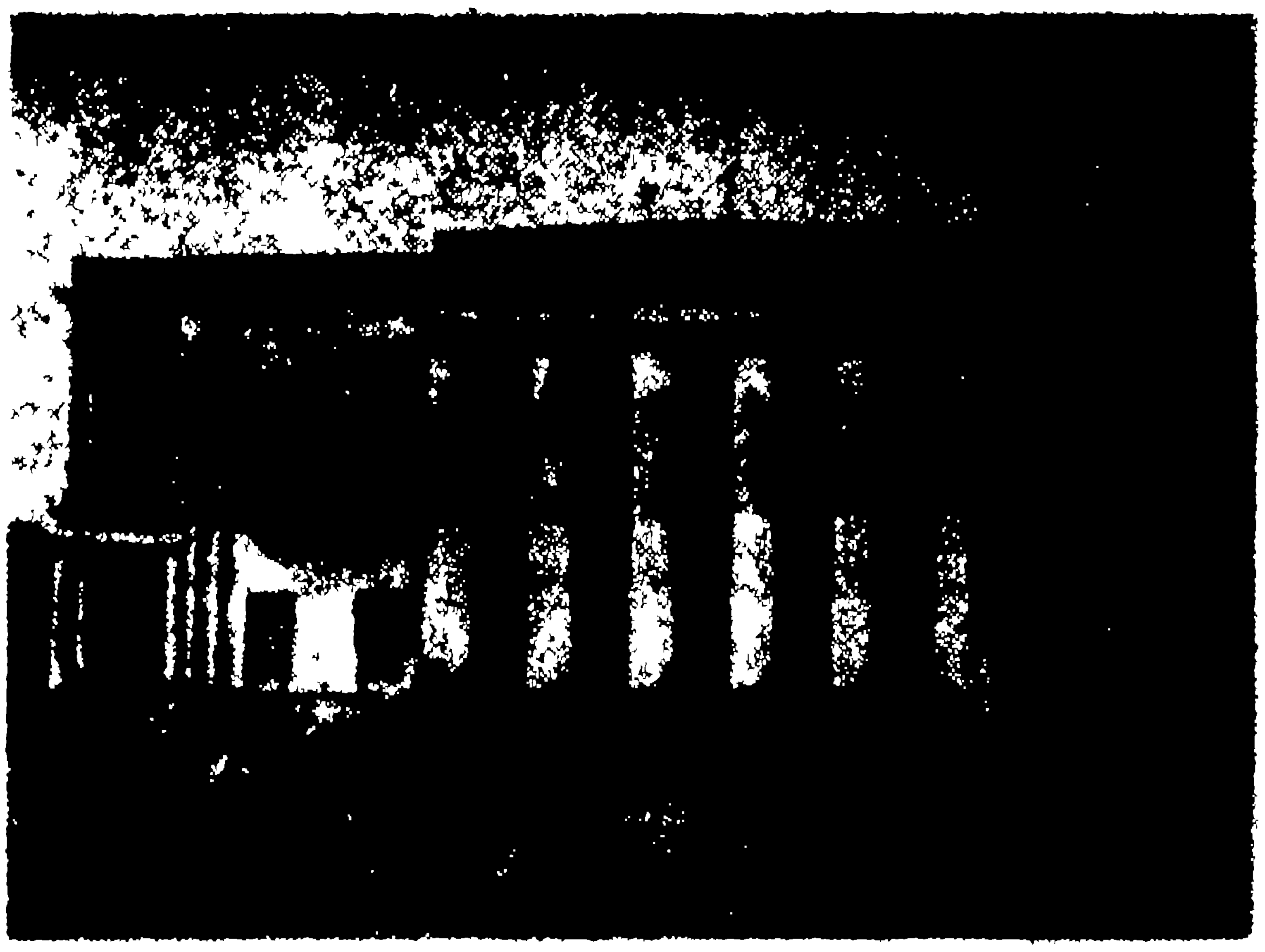

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারে রক্ষিত কয়েক টি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ

প্রথম স্থান অধিকার করে Bengal Peasent life রচয়িতা রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে ৫০০ পুরস্কার লাভ করেন। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকা রয়েছে। বাঙালীর প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি আজীবন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ১২ বছর আগে ১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই কলকাতা টাউন হলে তৎকালে প্রস্তাবিত India Billএর আলোচনার জন্যে বাংলা দেশের চিন্তাশীলদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-দেশে সম্ভবত সেই প্রথম দশ হাজার দেশবাসী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একত্রিত হয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই অভূতপূর্ব জন-সভার প্রথম বক্তা ছিলেন রামগোপাল ঘোষ এবং দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের জন্যে তৎকালীন শাসন পরিষদের কাছে যে আবেদন করেন, তাতে সবার ওপরে যাঁর স্বাক্ষর ছিল, তিনি তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনাটি মূলত তাঁরই এবং উদ্যোক্তাদের অন্যতমরূপে তিনি সর্বপ্রথম ৫ হাজার টাকা এতে দান করেন। এই জন-হিতৈষী সংস্কারকের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। তাঁর জীবনকাহিনী তাই প্রেক্ষাপটরূপেই আলোচ্য।

জয়কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। তাঁর বিচিত্র কীর্তিমুখর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সাক্ষ্য উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী। আজকের চুনবালির খসা প্রৌঢ় অট্টালিকাটি জয়কৃষ্ণের কিংবদন্তি অনুচরের মতো তাঁর স্মৃতির অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। এই প্রাসাদোপম হর্ম্যের সুদৃঢ় উন্নত স্তম্ভের কাঠিন্যে, দীর্ঘ প্রলম্বিত অলিন্দে সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে ভাগীরথীর অভিমুখী পুবের বারান্দায় সেকালের অনেক হারানো ইতিহাস স্মৃতি হয়ে রয়েছে।

ইংরেজী ১৮৫৪ সাল। স্বদেশে, স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে জয়কৃষ্ণ পূর্ণ উদ্যমে ব্রতবান। সারা দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলি সে উদ্যমেরই সাক্ষ্য বহন করে বিদ্যমান। কিন্তু জয়কৃষ্ণের মন পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। শিক্ষার প্রকৃত পূর্ণতায় বিশ্বাসী জয়কৃষ্ণের মনে হতে লাগলো যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হলে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে আর অধ্যয়নের সম্পর্ক থাকে না। তার একটা কারণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থ কিনে পড়ার মত সঙ্গতি যে যুগে অধিকাংশের ছিল না। সুতরাং জয়কৃষ্ণ ঐ বছরেই ২৩শে আগস্ট বর্ধমান বিভাগের রেভেনিউ কমিশনারের কাছে আবেদন জানালেন উত্তরপাড়ায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। সে আবেদনে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ২৫০০ টাকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্যের অঙ্গীকার ছিল। সে সময়ে সরকার থেকে এইরকম কয়েকটি পঠনাগারে মাসিক কিছু পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হত। বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পর উত্তর এলো: সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে সাহায্য করার প্রথা রহিত করে দিয়েছেন, কেবল স্থানবিশেষে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে।...... কোনো প্রতিকূলে অবস্থাতেই হতোদ্যম হওয়ার মানুষ ছিলেন না জয়কৃষ্ণ। আপন আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে নিজেই গ্রন্থাগার স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ১৮৫৭ সালে গ্রন্থাগার নির্মাণকার্য শুরু হল এবং ১৮৫৯ সালের ১৫ই এপ্রিল মোট আশি হাজার টাকা ব্যয়ে সে কার্য সম্পূর্ণ হল। গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে জয়কৃষ্ণ বার্ষিক ১৯০০ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ নির্দিষ্ট করলেন।

গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহের জন্যে একজন অধ্যক্ষ ও তার সহকারী দপ্তরী চাপরাসী নিয়োগ করা হল। তাঁদের বেতনের জন্যে নির্দিষ্ট হল বার্ষিক ৯০০ টাকা। এবং পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়ের জন্যে বার্ষিক ১২০০ টাকা।

সুবৃহৎ ভিতের ওপর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা: পূর্ব ও পশ্চিমে সতর্ক প্রহরীর মত সারি সারি বিশাল স্তম্ভ, সুউচ্চ সোপানশ্রেণী, মর্মরমণ্ডিত কক্ষতল: সমগ্র বাংলা দেশে কেবল গ্রন্থাগারের জন্যে এমন রমণীয় হর্ম্য আর ছিল না। গ্রন্থাগারের সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং কুসুমোদ্যান। তার প্রান্তে কলনাদিনী ভাগীরথী। একতলে গ্রন্থাগার, দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি-অভ্যাগতদের বাসের জন্যে সুরক্ষিত ছিল। তৎকালীন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্র জয়কৃষ্ণ ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলছেন:

His house on the river banks at Utterpara though almost equal in

size to a palace was never occupied by the family; but was chiefly kept for the large library which he accumulated, and which like most libraries of native gentlemen contains not a *few rare and valuable* work. (The Saturday Evening Journal, 21st. June 1858)

সেকালের বাংলা দেশে প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীর কাছে এই গ্রন্থাগারটি ছিল মধুচক্র। দেশী ও বিদেশী গ্রন্থপ্রেমীর দল নানা স্থান থেকে এসে সম্মিলিত হয়েছেন এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রে, উদ্ভ্রান্ত প্রশ্নকে সমাধানে শান্ত ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁদের চেতনায় এই গ্রন্থাগার ও তার পরিবেশ সম্পর্কে একটি অনন্য প্রশ্রময় অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক জয়কৃষ্ণ ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে একজন বিদেশীর মনোভাব অনুভব করতে পারেন কানিংহামের "The coeruleans"

• • • "You are fond of books", he said to her one day. "If you would like to visit a curious library—the most interesting, I suspect, that you have ever been in come with me to-morrow and see what a native gentleman can be and can do."

Camilla was delighted at the proposal ...we reached the place at last by the shores of a historic river where a grand old devotee of learning has accumulated the precious outcome of a lifetime of skilful diligent and generous research. He told how year by year and decade by decade the work of accretion had gone steadily on and summoned from the strongholds where they lay immured, many a curious volume and precious Buddhist manuscript, which his zeal as a collector had gathered from the treasure-rooms of Benares or Cashmir or the monasteries of far Thibet ... "I like this scene, this place," camilla said with vehemence "better than anything I have seen in India." For my part, I could die happy, if I had created such a little oasis as this, for the benefit of weary pilgrims in time to come. (Cunnigham).

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম হান্টার কলকাতার কোলাহল ত্যাগ করে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বিতলে বসে ক্রমান্বয়ে তিন বছর ধরে তাঁর প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। Imperial Gazeteer of Indiaর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এই গ্রন্থাগারের সাহচর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন।

জীবনসংগ্রামে পরাজিত, ক্লান্ত কবি মধুসূদন যখন ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী, অভাব-অনটন-পাওনাদারের হামলা, সমালোচকের শরক্ষেপে বিদ্ধ, বিপর্যস্ত

বাক্-সাহিত্যের বই

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নতুন উপন্যাস **কষিত কাঞ্চন** ৪·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার
...জীবনকে দেখা এবং দরদী মন দিয়ে আমাদের আশেপাশের সমাজ সংসারের চিত্র এঁকে তাকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করার কৌশলে 'বনহরিণীর সংসার' সার্থক হয়ে উঠেছে।...যুগান্তর, দাম ৩·৫০

[illegible] নতুন উপন্যাস
প্রসঙ্গ
উপন্যাসটির অবলম্বন [illegible] নায়িকার জটিল মানসিকতা উপন্যাসটিকে একটি নতুন স্বাদে সমৃদ্ধ করেছে। ... আনন্দবাজার পত্রিকা, দাম ৩·০০

তিন সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল
শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ
"সংসারে বসে থাকবার উপায় নেই। অঙ্ক কষে যেতেই হবে—হয় যোগ, না হয় বিয়োগ, হয় গুণ, না হয় ভাগ কিছু একটা করতেই হবে।" দাম—৪·৫০

৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে
চৌরঙ্গী
শংকর-এর সাহিত্য-জীবনের এই স্মরণীয় [illegible] সম্বন্ধে যুগান্তর বলেন, "...লেখক বাংলা উপন্যাসের ধারায় [illegible] অভিনব শিল্পকৃতির পরিচয় দিয়েছেন।...শাজাহান হোটেল এই পৃথিবীর প্রতীক, অসীম পৃথিবীর সংসারটাকে সসীম শাজাহান [illegible] চার দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে রেখেছে।...অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে উদাসীনভাবে জীবন পর্যবেক্ষণের বৈরাগ্যদৃষ্টি এই শাজাহান কাহিনী নয় ও নারীর নানা বিচিত্র জীবন-চিত্র অতি সার্থকভাবে রূপায়িত করেছে। লেখক বৃহৎ পটভূমিকায় উপন্যাস কাহিনী বিন্যাসে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।" দাম—১০·০০

এক দুই তিন
"নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টিতে কেমন করে জীবনকে দেখতে হয় এবং [illegible] ছবি আঁকতে হয় এক দুই তিন তার উজ্জ্বল নিদর্শন। শংকর-এর [illegible] পাঠক-পাঠিকাদের এই বইটি পড়ে দেখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি।" ৬ষ্ঠ সংস্করণ। দাম—৪·০০

জরাসন্ধের অভিনব উপন্যাস
মসিরেখা
২য় সংস্করণ দাম—৯·০০
অনেকে বলেন সাম্প্রতিক কালের বহুলাকার বাংলা উপন্যাসের জীবনের ব্যাপ্তি নেই। অপরিসর গণ্ডির মধ্যে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের আনাগোনা। এই অভিযোগের যোগ্যতম উত্তর জরাসন্ধের মসিরেখা। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বহু ও বিচিত্র চরিত্রের সুষম সমাবেশ। একদিকে একদল বস্তীবাসীর ছেলে, তাদের [illegible] 'সায়েব' ও আত্মভোলা [illegible] 'সেকেণ্ড স্যার', আর একদিকে একটি পতিপরিত্যক্তা অমিতাতেজা নারীর অক্লান্ত একক সংগ্রাম; মাধবনের বিকল ও সুধাময় অভিশপ্ত যৌন জীবন, [illegible] ও মধুমায়ার দুঃখজয়ী প্রণয়স্বপ্ন এবং দিলীপ ও আলোর অন্তর তীব্র প্রেম। আশেপাশে আরও অনেক মানুষ প্রত্যেকে অনন্য কিন্তু সব মিলে এক বিরাট মিছিল।

আশ্রয় (৪র্থ সং) ৩·৫০ **পাড়ি** (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০

শ্রীনিরপেক্ষর **নেপথ্যদর্শন** ৭·৫০
বর্তমানকালে যে বই সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বসুমতী বলেন 'প্রকৃতপক্ষে এই রচনা বিকৃত যুগজনের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।'

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

তখন অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে কিছুকাল বাস করার জন্যে পুরনো বন্ধু জয়কৃষ্ণকে পত্র লেখেন। উত্তরে জয়কৃষ্ণ জানালেন, 'you are always welcome'। ১৮৭৩ সালের [illegible] কবি [illegible] একটি [illegible] সালে এই গ্রন্থাগারে [illegible] জয়কৃষ্ণের পৌত্র [illegible] মুখোপাধ্যায়কে তাঁর একটি বক্তৃতার আয়োজন করতে বলেন। তাতে মেঘদূতের প্রথম শ্লোক, 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—' এবং ভারতচন্দ্রের 'কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥' আবৃত্তি করে কবি সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার সুললিতত্ব প্রমাণ করেন।

১৯০৯ সালের ৫ই মে শ্রীঅরবিন্দ মানিকতলা বাগানের বোমার মামলায় নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় মুক্তি পান। তাঁর কারামুক্তির পর তিনি প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ দান করেন এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারের দুর্গ প্রাঙ্গণে। কারাগারের নিভৃতে তাঁর বাসুদেবদর্শনের রোমাঞ্চকর কাহিনী

১৭০৭ সালে হল্যান্ডে মুদ্রিত একটি সচিত্র ইতিহাস গ্রন্থের আখ্যাপত্র

সেই প্রথম ব্যক্ত হয়। 'উত্তরপাড়া ভাষণ' নামে সেই রচনা তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের উল্লেখ্য স্মারক হিসেবে সংরক্ষিত।

জয়কৃষ্ণের জীবিতকালে বহু বিদেশী পর্যটক, লেখক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রমুখ এই গ্রন্থাগারে পদার্পণ করেন। [illegible] এমীলি ইডেন, স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার স্টুয়ার্ট বেলি, মার্কুইস অব হ্যাস্টিংস, মিস্ মেরি কার্পেন্টার প্রমুখ স্মরণীয়। তদানীন্তন লেখক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, কবি হেমচন্দ্র, বিপিন পাল, শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও গ্রন্থাগারের পরিচয় স্বল্প ছিল না। গত ১৯৫২ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ডঃ এস আর রঙ্গনাথন্ এই গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা সভায় বলেন: 'উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর মত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় সম্পত্তি। এখানে এমন অনেক পুস্তক রয়েছে, সারা ভারত সন্ধান করলেও যা মিলবে না।' তাঁর মন্তব্য যে অতিশয়োক্তি নয়, সমকালীন ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে—"Ootterpara collection, being a series of rare tracts and News-papers of the last century" (vide fly leaves—The Annals of Rural Bengal).

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্রাথমিক গ্রন্থসংগ্রহ ছিল ২০ হাজারের বেশি। এখনও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুঁথি দলিলপত্র, প্রাচীন সাময়িকপত্র ও গ্রন্থসম্ভার দেখে রবীন্দ্রনাথের মতই মনে হয় যে মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল এখানে স্তব্ধীভূত হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থাগার থেকে রেফারেন্সের জন্য পুস্তক ও দলিলপত্র চেয়ে নেওয়া হয় ভারতের সর্বত্র। কিছুকাল পূর্বে গ্যাংটক প্রাসাদ থেকে সিকিম রাজের হোম সেক্রেটারী একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে প্রদর্শনের জন্য 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (ভল্যুম ৫৯, ১ম ভাগ) এই গ্রন্থাগার থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারে পুঁথি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহও উল্লেখ্য। মহাভারত-তন্ত্র-পুরাণ-স্মৃতি অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্র গ্রন্থাগারের আজও অনাবিষ্কৃত মহাদেশের তাৎপর্যময়। তালপাতায় ও তুলট কাগজে লেখা তিব্বত, কাশ্মীর ও প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন পুঁথি এখানে সংখ্যায় স্বল্প নয়। দুষ্প্রাপ্য [illegible], পুরনো [illegible]

ধন উপার্জনের উপায় কুটীরায়তন শিল্প

এই বাংলা ভাষার বইটিতে আধুনিক যুগে প্রচলিত সেই সকল লাভজনক উদ্যোগের বর্ণনা করা হয়েছে যার থেকে লোকেরা হাজার হাজার টাকা উপার্জন করছে। সহজ কিস্তিতে সরকারের কাছ থেকে মেশিনারী পাওয়া, লঘু উদ্যোগের জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য, কাঁচামাল ও মেশিনারী পাওয়া যায় এমন সংস্থাগুলোর ঠিকানা, বিদেশে মাল প্রেরণ করা বা বিদেশ থেকে মাল আমদানী করা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকে আছে। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮১৬ ও মূল্য ১৩, টাকা। ডাক ব্যয় ১·৬২ নঃ পঃ অতিরিক্ত।

ফোন: ২২৯৮৩৩

COTTAGE INDUSTRY

(DB-20) P. B. 1262, Near Red Ford.
Behind Recruiting Office, Jamuna Road, Delhi-6.

1257 A

॥ বাংলা গ্রন্থজগতে এই প্রথম ॥

ত্রয়ী বাংলা পকেট বই

বাণী রায়ের : প্রেমের গল্প
নরেন্দ্রনাথ মিত্র : অর্ধাঙ্গিনী
অমিয়ভূষণ মজুমদার : উদ্বাস্তু

= আগামী প্রকাশন =

কামাখ্যাপ্রসাদ রায় ... দেখা দেখে লোক চেনা
জরাসন্ধের ... পাঁচমিশেলী

ত্রয়ী

১/৮০, মাকড়দা, টালিগঞ্জ কলিকাতা-৩৩

প্রাপ্তিস্থান: ডি, এম, লাইব্রেরী কলিকাতা-৬

তালিকা স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। উৎসাহী পাঠক ও গবেষক তাঁদের আকাঙ্ক্ষার শান্তি অর্জন করতে পারেন এই উপেক্ষিত সংগ্রহশালায়। প্রাচীন পত্র-পত্রিকার মধ্যে কল্পদ্রুম (১২৮৭ থেকে); [illegible] (১২৫৮ থেকে ১২৭৩); [illegible] (১২৭২ থেকে ১৩০০); [illegible] (ইং ১৭৭০—৮২); [illegible] (১২৮৮—১১১; সর্বার্থ-পূর্ণচন্দ্র (১২৬২) এবং তত্ত্ববোধিনী, আর্যদর্শন, মাসিক পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, সাধনা ভারতী প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং এশিয়াটিক জার্নালস (৮১৬ থেকে ৫০১ খণ্ড); ব্রিটিশ রিভিউ (১৮১১—২৫ ২১ খণ্ড); অ্যামেরিকান কোয়ার্টারলি রিভিউ ১৮২৭ থেকে ১৭ খণ্ড); এডিনবার্গ রিভিউ (১৮০৮ থেকে ৭৯ খণ্ড); গভর্নমেন্ট গেজেট ইন্ বেঙ্গল (১৮৪০—১৮৯৭); গেজেট অব্ ইণ্ডিয়া (১৮৭৬—১৯২২); ক্যালকাটা গেজেট (১৮৫৪—১৯৫৩) প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকা গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার প্রথম মাসিকপত্র দিগ্দর্শন গ্রন্থাগারের একটি দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ। শব্দকল্পদ্রুম ১ খণ্ড [illegible] সমর্থকের [illegible] সংস্কৃত শব্দকল্পদ্রুম (১৭৭১—৭২) [illegible] (১২ খণ্ড [illegible] অ্যান্ড [illegible] [illegible] ১৭৭১) [illegible] ১৭ খণ্ড (১৭৭২) [illegible] অভিধান [illegible] অভিধান [illegible] উড্‌কনস্টন [illegible] (১৭৯৯) [illegible] প্রেসেস ইন [illegible] (১৮১৫)।

Essays on the language literature and religion of Nepal and Tibet A narative of the transactions in Bengal from 1760 to 64 Reports at West Minster London (1658). The Holy Bible in Sanskrit (1858). Sanskrit Grammar in Devnagri & Roman letters by Max Muller (1866);

গীতসংহিতা (বাইবেলের অনুবাদ (১৮৫৬); জনসনের হিতোপদেশ হ্যালহেড্-এর জেন্টুল কোডের ব্যাকরণ, আত্মারামের অনূদিত বোধিধর্মপদ, রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষার প্রথম যুগের লেখকগণের রচনা, প্রথম যুগের বাংলা নাটক—চারুমুখ-চিত্তহরা, ও ভানুমতী চিত্তবিলাস, কেশী-সংহার প্রভৃতি গ্রন্থ কৌতূহলী সাহিত্য-ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য উপাদান।

মুখের ভাষা বুকের রুধির

অমিতাভ চৌধুরী ও গ্রন্থপ্রকাশের অশ্রুনিষিক্ত প্রণাম-নিবেদন

আমার সেই ১৯শে মে — শিলচরের ভাষার শহীদদের মনে পড়া। ভাষাজননীর পায়ে বাঙালি ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বলিদান। এগারো শহীদের ভেলা ভাসাতে [illegible] — [illegible] এক চোখে আগুন, আর চোখে জল। ঘটনার পর ঘটনা। ২৪ খানা [illegible] হাফটোন ছবি। ২য় মুদ্রণ ॥ ৩·৫০ ॥

জীবন-স্বাদ

আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০ ॥

জীবন বর্ণবিচিত্র, তার স্বাদও বিচিত্র। জীবনসন্ধানী মানুষ সেই বৈচিত্র্য থেকে [illegible] উপন্যাস [illegible] প্রমাণ এই।

শিল্পীর আত্মকথা

সাধনা বসু ॥ ২ ৫০ ॥

ভারতীর নৃত্যকলার ইতিহাসে সাধনা বসু একটি উজ্জ্বল নাম। [illegible] রূপ-রসের [illegible] জীবনের বিচিত্র বিকাশ।

অসমাপ্ত চটাক্ষ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০

[illegible] সর্বপ্রথম উপন্যাস [illegible] সাহিত্যে [illegible] উপন্যাস।

নীলকণ্ঠী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·৫০ ॥

এই [illegible] লেখক [illegible] বেশি বই লিখেছেন [illegible] এমন সর্বকাল-জয়ী [illegible] উপন্যাস এই প্রথম।

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥

শেষ দরবার (২য় মুঃ)

উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥

দেহলিদিগন্ত

[illegible] ৭৫ ॥

[illegible] ॥ রমাপদ চৌধুরী

পরম্পরা

॥ ৪·৫০ ॥

উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দ্বিতীয় স্মৃতি

॥ ৪·৫০ ॥

[illegible] পরিমল গোস্বামী

নিষিদ্ধ এলাকা

॥ ৩·০০ ॥

নারী কয়েদীর কথা ॥ [illegible]

[illegible] আদেশ করুন।

দণ্ডক-শবরী (২য় মুঃ)

উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)

১ম ৭·০০ ২য় ৫·০০ একত্রে-১·০০

গ্রন্থপ্রকাশ

[illegible]

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব। বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের নিশ্চিত চিকিৎসাকেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮) ২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ পত্র লিখিয়া ঠিকানা লউন, [illegible] পয়সা

ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের ডি. টি. এম-এর

বিবাহের পরে

এই বইখানি পড়লে কোনও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কখনও অমিল হবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বিবাহের পরে যে যে বিষয়গুলি প্রত্যেকের জানা উচিত, তার কোনটিই এতে বাদ দেওয়া হয়নি। মূল্য চার টাকা — ভিঃ পিঃ-তে পাঁচ টাকা।

পরিবেশক—[illegible] বুক স্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পুস্তক সংগ্রহের বিচারে এ ধরনের গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে খুব বিরল।

আধুনিক যুগে একটি জাতির সংস্কৃতি-রক্ষায় ও তার উদ্বর্তনে গ্রন্থাগার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃটেন ও নর্থ আয়ার্ল্যাণ্ডে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে বই পড়ে। ১২ লক্ষ লোক প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ২৫ খানা বই নেয়। ফলে দেশ ও জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্টতর হয় এবং উন্নততর নাগরিক জীবনের দায়িত্ববোধ জন্মায়। সেখানে বিদ্যালয়ে শিশু, হাসপাতালে রোগী, গবেষণায় ছাত্র, গৃহস্থবধূ, কৃষক, শ্রমিক সকলেই গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়। বৃটেনে পাবলিক লাইব্রেরী থেকে যে-কোনো লোক যে-কোনো বই পেতে পারে। আমাদের দেশে

সমুদ্র সাহিত্য-কুটীর প্রকাশিত
সাহিত্যজগতে বিশ্বামিত্রের অনবদ্য সৃষ্টি

পাহাড়ী মেয়ে

পাহাড়ী অঞ্চলবাসিনী শিশুর মর্মস্পর্শী অমর প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে মনোজ্ঞ উপন্যাস। ৪·০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ডি. এম. লাইব্রেরী, আনন্দ পাবলিশার্স, নিউ বুক এম্পোরিয়াম

(সি-১০৬৯)

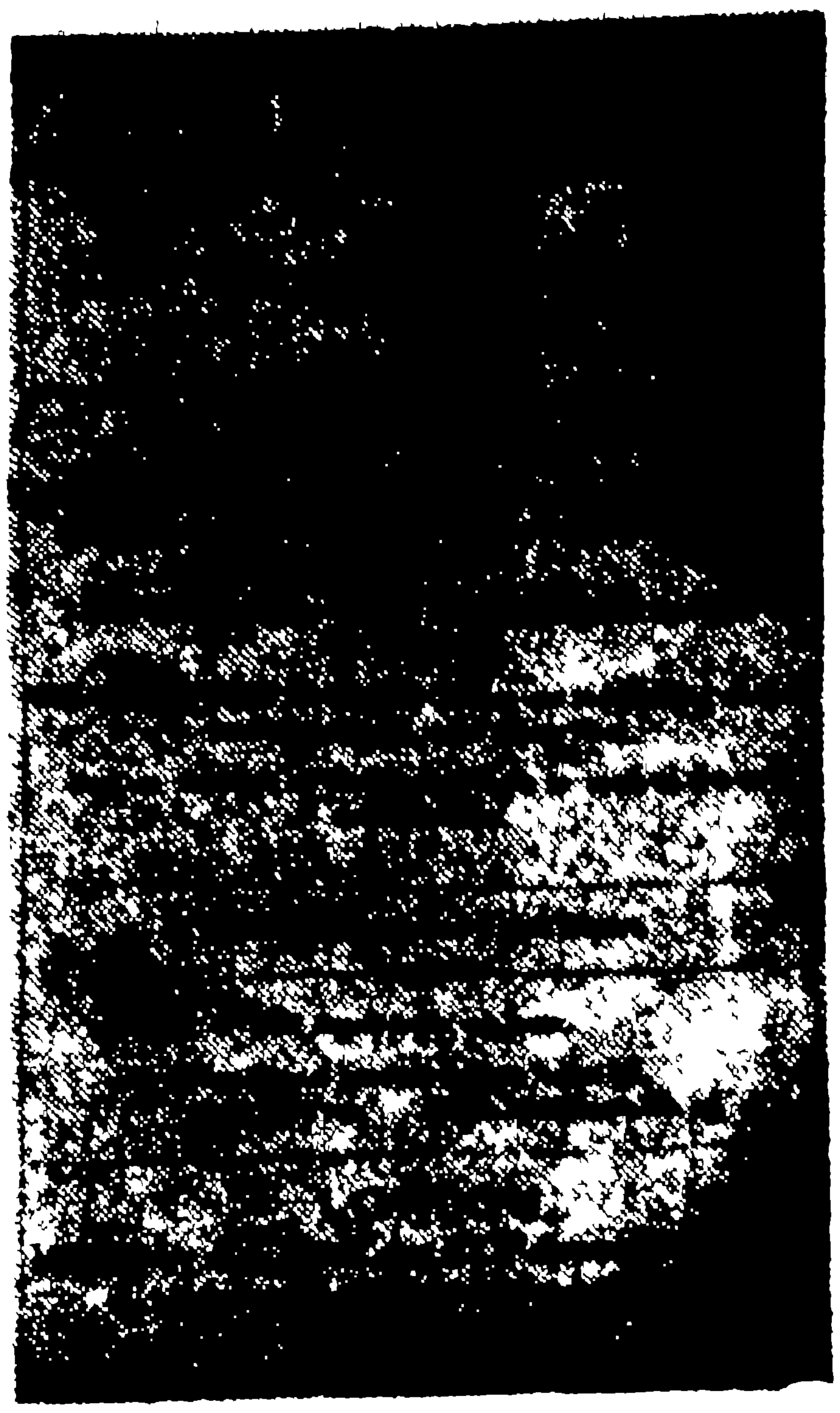

গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীনতম পুস্তক (১৬৫৮)

সে পরিস্থিতি সুদূরসম্ভব হলেও গত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে বাংলা দেশে সেই চেষ্টারই সূচনা হয়েছিল। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ভারতবর্ষের প্রথম 'Non Govt circulating library' (Cal. Review) পরে অবশ্য আর্থিক কারণে সেই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। দেশের সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে আর্থিক দুর্দিন দেখা দিল। বাংলা দেশের এক গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য এই গ্রন্থাগারটি দেশবাসীর অবহেলা ও বিস্মৃতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে আপনা ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। অবশেষে স্থানীয় উৎসাহী তরুণ এবং সংস্কার-প্রয়াসীদের উদ্যোগে গত ১৯৫৮ সালে সরকার এই গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়কৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় এই গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্তৃত্বে আসেনি। গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলটি এখনও ভিন্নতর অর্থকরী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটি গ্রন্থাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষিতসমাজ, ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকদের কাছে এখনও এই গ্রন্থাগার যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। লাইব্রেরী আন্দোলনের অন্যতম নেতা উইলিয়ম এওয়ার্ট একদা বলেছিলেন : 'পাবলিক লাইব্রেরীর অর্থ সেই ধরনের গ্রন্থাগার যেটি :

"founded by the people supported by the people, enjoyed by the people."

উল্লিখিত নিরঙ্কুশ নির্দেশ্যতার পথে এখন আলোচ্য গ্রন্থাগারটির সংরক্ষণ উন্নয়ন ও যথাযথ মূল্যায়নের দায়িত্ব মুখ্যত জনসাধারণের সহযোগ সহায়তার মধ্যেই নিহিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে গ্রন্থাগারটি একদিন কৌতূহলী পাঠকের উপস্থিতিতে প্রাণচঞ্চল ছিল, আজ তা মৃত, অতীতের ফসিলে প্রায় রূপান্তরিত। গ্রন্থাগার সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে গৃহীত হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই গ্রন্থাগারটির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের একটি উজ্জ্বল সংস্কৃতির সাক্ষ্য বিলীন হয়ে যাবে। দেশ আজ বিরাট সমস্যার ভারে পীড়িত। বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাধীনতা ও জাতীয়তার বিপর্যয় রোধে আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ সংকল্প রচনায় আগ্রহী। অতীতে তুর্কী বা মুঘল আক্রমণের কালে ফিরোজ তুঘলক বা মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের মত নৃশংস আক্রমণকারীর হাতে দেশের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার বিনষ্ট হয়েছে বলে ইতিহাসের পাঠক আমরা অন্তহীন আক্ষেপ করেছি, কিন্তু সেই বহিঃশত্রুর চেয়ে প্রবলতর অন্তঃশত্রু—আমাদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের আক্রমণে এই মূল্যবান গ্রন্থরাজি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা হলে উত্তরকালের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ

বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার

২৫শে বৈশাখে প্রকাশিত হল

দিনেশ দাসের

নতুন কবিতার বই কবিমানসের চিত্ররূপ

কাচের মানুষ

দিনেশ দাস সুকবি। বিদগ্ধ পাঠকসমাজে সুপরিচিত। অনুভূতিতে গভীর, ব্যঞ্জনাতে দীপ্ত, বোধিতে উদ্ভাসিত তাঁর কাব্যকর্ম। নতুন কবিতার বই—কাচের মানুষ—তাঁর কবিমানসের মনোহারী ও বর্ণাঢ্য চিত্ররূপ উপস্থাপিত করেছে। চিত্র প্রচ্ছদ। দাম : ৩·০০।

কবিতার সমারোহ

হরিণ চিতা চিল ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩·০০
যত দূরেই যাই ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩·০০

আসন্ন প্রকাশ

অনির্বাণ তাপ ॥ অরুণ মিত্র ৩·০০

॥ মিত্রালয়ী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

শিল্পীর স্বাধীনতা

মনোজ বসু

মনের ও কলমের স্বাধীনতা ছাড়া সাহিত্য হয় না। গ্রহবৈগুণ্যে আমার কলমের উপর আঘাত প্রায় গোড়া থেকেই। প্রথম উপন্যাস 'ভুলি নাই' সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা। এলিসিয়াম রোডে ডাক পড়ল : কেন লিখতে যাও এসব, কোথায় পেলে মালমশলা, সত্যি সত্যি কতদূর যোগাযোগ ওদের সঙ্গে? জেলা ও গ্রাম অবধি খোঁজখবর চলল। অতি দরিদ্র তখন রুজিতে টান পড়বার যোগাড়। নাটক 'নূতন প্রভাত' নিয়েও কিছু টানাটানি—অভিনয় নিষিদ্ধ।

তবু নিরস্ত হতে পারি নি। আখের বিবেচনা করে মনের রাশ টানতে এই বয়সেও শিখলাম না। স্বদেশের সংকটের মধ্যে দরজায় খিল এঁটে সাহিত্য লিখে যাব, সে নৈর্ব্যক্তিক মেজাজ আমার নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের উপাখ্যান নিয়ে আমার অনেক উপন্যাস ও গল্প—'সৈনিক' 'আগস্ট, ১৯৪২' 'বাঁশের কেল্লা' ইত্যাদি। সংগ্রামের পুরোভাগে তখন কংগ্রেস—বহু জনের দুঃখবরণ ও তপস্যা চোখের উপর দেখেছি। স্বভাবতই কংগ্রেস এবং সেইসব মানুষ লেখার মধ্যে এসে গেছেন। স্বাধীনতার পর দেশের পুনর্গঠন নিয়েও লিখেছি—গান্ধীজীর প্রকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি মনে দোলা দিল তাই নিয়ে উপন্যাস 'নবীন যাত্রা'। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং জাতীয় সংহতি নিয়েও উপন্যাস-গল্প আছে রাষ্ট্র-কর্তারা উদ্যোগী হবার আগে লেখা সেসব। বিহার-পশ্চিমবঙ্গ একীকরণ চেষ্টা বিশেষ-ভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়ে আমি বিপজ্জনক বলে উপলব্ধি করেছিলাম। অধিকাংশ লেখক-বন্ধু যে পথে গেলেন আমায় তার বিপরীত পন্থায় লিখতে হল। আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর সম্পাদক হয়ে আমার সেই লেখা ছেপেছিলেন।

এতকাল পরে পুরানো কথা তুলে নির্লজ্জ আত্মপ্রচার নিতান্তই দায়ে পড়ে। কম্যুনিজম কেন আমার জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য হয়নি তা বলতে গেলে কিঞ্চিৎ পটভূমিকার প্রয়োজন। আমার জাতীয়তা গর্বী মনসভূমিতে কম্যুনিজমের কোনক্রমেই স্থান হতে পারে না।

কম্যুনিজম বলে কথা কি—জীবনসন্ধানী শিল্পী কোন ইজমের নিগড়ে আবদ্ধ হতে পারেন না। সেটা আত্মহত্যার শামিল। অনেক শাণিত মেধার এই কারণে অসম্মানজনক রকমের অপমৃত্যু দেখেছি। বিদেশে এবং চোখের উপর এই বাংলা দেশেই। সত্য ও অন্যায় লোভ সমাজ থেকে বিদায় নেবে, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভোগৈশ্বর্য সকলের জন্য অবারিত হবে, এ আকাঙ্ক্ষা সর্বযুগের। সকল সৎমানুষের। সেই সাধনার সৃষ্টিশীল লেখকের সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ পদ্ধতি। রাজ-নীতিকের পথ আর শিল্পীর পথ এক নয়—লেখকের হাতের কলম কাঠি হবে কখনোই ইজমের ঢাক পেটাবে না।

কম্যুনিস্টদের কাজকর্ম আমার জাতীয় চেতনার উপর বারংবার বড় আঘাত দিয়েছে। দেশের সংকটসময়ে তাদের ভ্রান্তনীতি বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। কথা ও ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পাইনি। চীনের বৃত্তান্ত এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। আমার জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এগার বছর আগে চীনে যাই। ভারতের প্রায় সর্ব অঞ্চলের মানুষ—সাহিত্যিক সংবাদিক সমাজসেবী শিক্ষক আইনজীবী এবং নানাতন্ত্রের রাজনৈতিক মিলে দল।

'এনাসিন'
ব্যথা কমাতে
আরও ভালো

প্রখ্যাত সাহিত্যিক [illegible] ছিলেন, বাংলা দেশে [illegible] অনুষ্ঠানে হায়দরাবাদে তাঁর কাছে [illegible] (স্বাধীন সাহিত্য সমাজের নিমন্ত্রণে এই সেদিনও তিনি এসে গেছেন)। চীনের পথে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, একত্র ছিলাম আমরা। [illegible] দেশের মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ভারতীয় দলে আমাদেরই যেন বিশেষ সমাদর। বুদ্ধের দেশের মানুষ, হিমালয়-প্রাচীরের এপার-ওপার নিকটতম প্রতিবেশী, 'নিতান্তই আপনজন। যেখানে যাচ্ছি, 'হোপিন ওয়ানশোয়ে' শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—আকাশ-বিদারণ এই ধ্বনি। এবং 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'। আর কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হবে না, পৃথিবীর বড় কলঙ্ক বিদূরণ করব—ক্ষণে ক্ষণে এই সংকল্প নেওয়া হচ্ছে। মুগ্ধ হলাম, প্রতিটি কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলাম। আমি একা নই, দলের প্রতিটি মানুষ। আমি এসে বই লিখলাম। উমাশংকর যোশী এবং আরও অনেকে নিজ নিজ ভাষায় লিখলেন। তার আগে সর্দার পানিক্কর রাষ্ট্রদূতরূপে দীর্ঘকাল চীনে ছিলেন বিকটকায় বই লিখে ফেললেন তিনি। কে নয়' পণ্ডিত সুন্দরলাল লিখলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল চীন ঘুরে এসে বক্তৃতায় ও লেখায় উজ্জ্বল মূর্তিতে চীনকে তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতো বিদগ্ধ সাংবাদিক বই লিখে চীন-প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিলেন। চীনের কয়েকটি নেতা কলকাতায় এলেন, সরকারী কর্তারা তখন গালিচা দিয়ে প্রায় মুড়ে ফেললেন হাওড়া স্টেশনটা। বেশি দিনের কথা নয়, সেই বিপুল সমারোহ অনেকেরই মনে পড়বে। চৌ-এন-লাইকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হল। ভারতের শত্রুর শিরে সেই দুর্লভ সম্মান আজও মুকুট হয়ে রয়েছে।

'সেই চীন আর এই চীন' সমরক্রমে পলিসি পালটেছে এমন কথা এক্ষেত্রে বলা চলবে না। একই কম্যুনিস্ট শাসনতন্ত্র চালু সেখানে, রাষ্ট্রনায়কেরা সেই এক। অতএব সেদিনের আচরণ ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়। ভারত-চীন মৈত্রী নিতান্তই অভিনয়ের ব্যাপার। সে অভিনয় এমনি নিখুঁত যে [illegible] তিন পাঁচিল [illegible] যদি যেখানে কম্যুনিস্টদের [illegible], কোন সংশিল্পী তাতে আকৃষ্ট হতে পারেন না।

ইয়োরোপ ও এশিয়ার কতকগুলি জায়গায় আমি ঘুরেছি। কম্যুনিস্ট দুনিয়া ও গণতান্ত্রিক দুনিয়া উভয়ত্র। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মুক্ত মন নিয়েই গিয়েছিলাম। কম্যুনিস্ট দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, সকল গণতান্ত্রিক দেশে এইরূপ প্রচার। মস্কোর লেখক-সংঘে সোজাসুজি সেই প্রশ্ন করি (বিস্তৃত বিবরণ আমার বইয়ে আছে)। লেখকমশায়রা বেকবুল গেলেন, বললেন, স্বর্গসুখে আছেন তাঁরা। ঘটনা যা-ই হোক বিদেশী অতিথির কাছে অন্য কি বলা যায়? দুদিনের জন্য গিয়ে আমাদের পক্ষেও সত্যনির্ণয় অসম্ভব। পাস্তারনাকের লাঞ্ছনায় স্তম্ভিত হয়েছিলাম, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করে এ-দেশী কম্যুনিস্ট-কাগজের বেধড়ক গালি খেয়েছি। তবু হলপ করে বলতে পারব না, শিল্পীর সাচ্চা অবস্থা কী ঐ সমস্ত দেশে। সকলে যা শোনেন, আমিও তাই শুনি—এই পর্যন্ত।

কিন্তু বিদেশের অবস্থা সঠিক না জানলেও

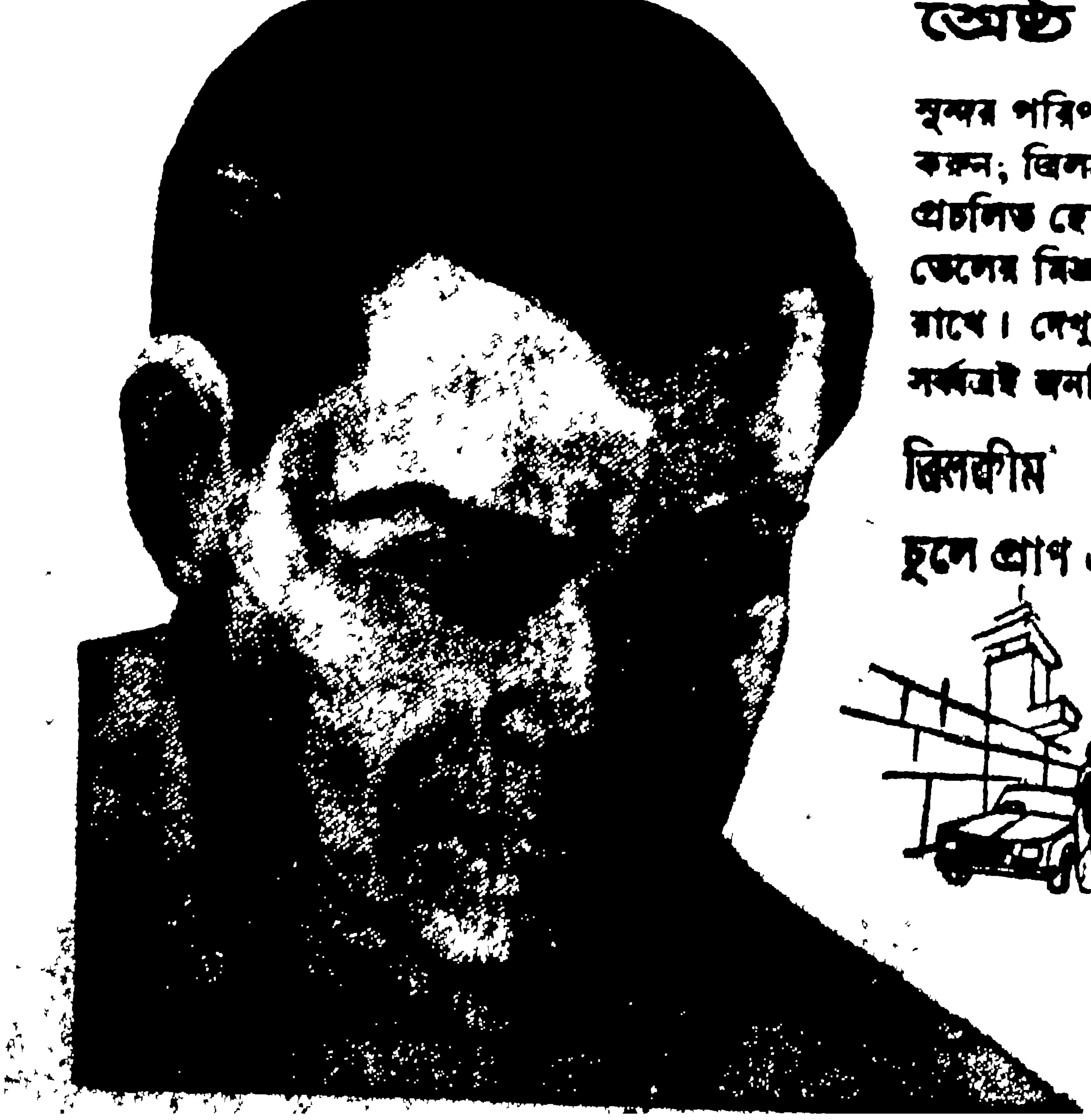

বিশিষ্ট লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

শ্রেষ্ঠ কেশ প্রসাধন

সুন্দর পরিপাটি চুলের জন্য ব্রিলক্রীম ব্যবহার করুন; ব্রিলক্রীম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হেয়ারক্রীম। ব্রিলক্রীম, প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ, চুল সারাদিন উজ্জ্বল আর পরিপাটি রাখে। দেখুন, ব্রিলক্রীম কি বৈশিষ্ট দেয়!

সর্বত্রই জনপ্রিয় সকল লোকেরা ব্যবহার করেন

ব্রিলক্রীম

চুলে প্রাণ এনে দেয়

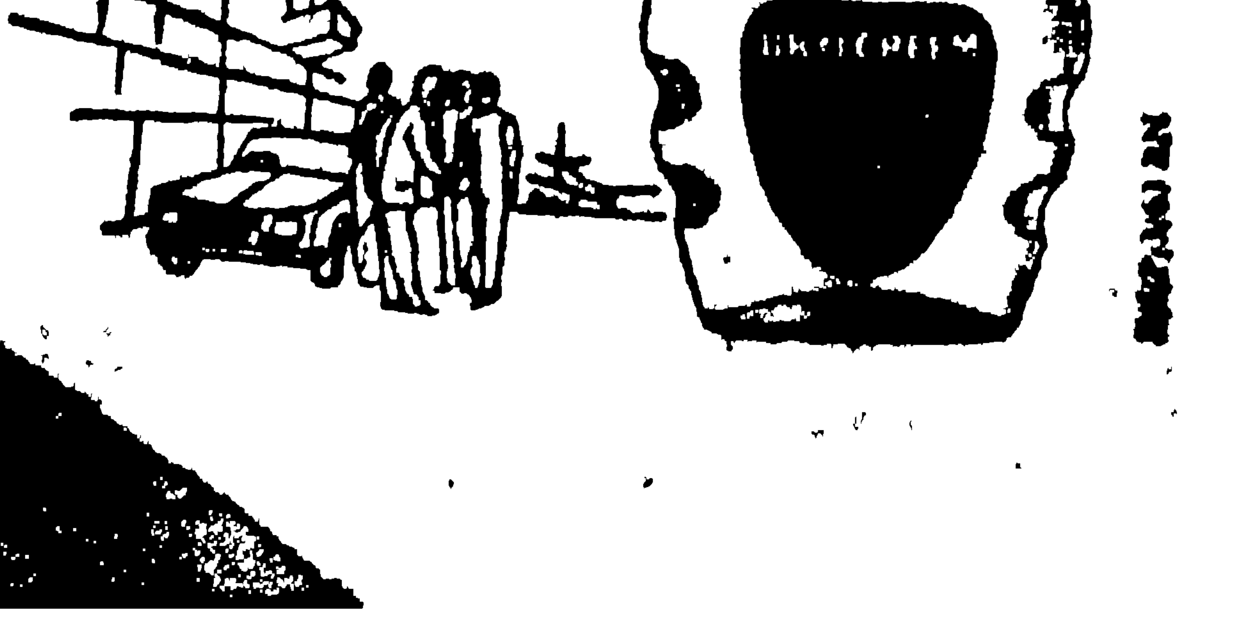

শিল্পী-সাহিত্যিক সম্পর্কে দেশী কম্যু-নিস্টদের মনোভাব বিলক্ষণ জানি। আমি নিজেই ভুক্তভোগী, অতএব আমার মধ্যে ভুলচুক নেই। ঘটনা গত বছরের ইলেকশনের তোড়জোড় চলছে তখন। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা গিয়েছিলাম—উদয়শঙ্কর প্রেমেন্দ্র মিত্র শম্ভু মিত্র এবং আমি। সমাগমের সাংস্কৃতিক আসরে ইলেকশনের ব্যাপার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। উঠেছে তো ভালোই—ভারতের নাগরিক হিসাবে আমারও অভিমত আছে সেই অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেলাম একজন সাহিত্যিক বন্ধু প্রার্থীদের অন্যতম চিরজীবন লেখকতা করছি—সেই দাবি নিয়ে বললাম, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সংস্কৃতি সর্বভারতীয় দরবারে তুলে ধরবার জন্য জ্ঞানীগুণী এই মানুষটিকে পার্লামেন্টে পাঠাতে হবে। মোদ্দা কথা এই। কংগ্রেসী মানুষ তিনি কিন্তু সে নামেই [illegible] তাঁর সম্বন্ধে এই কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে আমি বলতে পারি। আর যাবে কোথা! কম্যুনিস্ট দৈনিকে দুই কলম সম্পাদকীয় লিখে আমাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করা হল। 'বিবেক বিক্রয়কারী' অমুক—সাংস্কৃতিক মানুষ হয়ে কি জন্যে রাজনীতির দলে [illegible] যাই!' মজা এই সেই সম্পাদকীয় লেখকরাই [illegible] প্রশংসা। [illegible] হল [illegible] অর্থাৎ আমরা। [illegible] এই দাবি [illegible] করছেন। অর্থাৎ [illegible] মানুষের বিবেকের [illegible]।

নিস্টরা, ওদের হয়ে কাজ করলে বিবেক-বিক্রয়ের কথা আসে না। সেই সম্পাদকীয়-লেখকের কাছে আমার ব্যক্তিগত একটু জিজ্ঞাসা আছে: বিক্রয়ের ব্যাপারে মূল্যের কথা ওঠে—যাঁর জন্যে বলেছিলাম সেই সাহিত্যিক-বান্ধবের কাছ থেকে পূর্বে বা পরে কোন্ কানাকড়ির মূল্য পেয়েছি সেটা প্রকাশ করতে পারলে লোকচক্ষে আমায় তো অধিক হেয় করা যেত। এক নির্ভীক নির্দলীয় সাপ্তাহিক এই প্রসঙ্গে লিখে-ছিলেন: বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা বলেন কম্যুনিস্ট-তন্ত্রে চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা নেই। এতঃ [illegible] কষ্ট করে সেটা প্রচার করে বেড়াতে হবে না ওঁরা নিজেরাই সেটা প্রমাণ করে দিলেন। ইলেকশন অন্তে বিকল্প সরকার গড়া হবে কম্যুনিস্টরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন। এক দৈনিকের মন্তব্য—এদেশ কম্যুনিস্টরাজ হলে যদি কখনও সেই দুর্ভাগ্য হয়, তা হলে লেখক-শিল্পীর কি হবে তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।' বিকল্প সরকার হয়নি বলেই লেখকরা গলি-গালাজে পরিত্রাণ। হলে বোধ হয় আমার এ হাতে আর কলম উঠত না অমার এ মুখে এর বক্তৃতা বেরুত না।

গণলেখকের স্বাক্ষরে কিছুদিন আগে [illegible] সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রস্তাবনা [illegible]। তাতে যথার্থ কথা প্রকাশ করা হয়েছে—'ফ্যাসিস্ট শক্তির এজেন্টগুলো চারা-[illegible] আমাদের দেশের ইতস্তত ছড়িয়ে [illegible] ভারতবর্ষের মাটিতে তার উপযুক্ত [illegible] নেই এমন কথা বলা যায় না। হয়তো [illegible] মহীরুহ হবার উপক্রম [illegible]। মহীরুহ না হলেও ইতিমধ্যে [illegible] তার বিষপত্রের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এবং এ ব্যাপারেও অধম কিছুৎ পরিমাণে ভুক্তভোগী। চীন সম্পর্কীয় সেই বইটা নিয়ে সেই বইতে প্রধানত চীনের মানুষের প্রশংসা এবং সমস্ত [illegible] আমার স্বাদেশিক অভিমান বইয়ের ছত্রে ছত্রে। তখনই চীনের প্রতি ঘৃণার এবং মনঃক্ষোভে নিজে থেকেই বইয়ের প্রচার বন্ধ করেছি। বিষয়বস্তুর জন্য নয় সাহিত্য-গুণেই যে বই পুরস্কৃত হয়েছিল পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা উপযাচক হয়ে প্রতিরক্ষায় দান করেছি। অন্য কেউ এসব করেননি। তা সত্ত্বেও হুকুম হল প্রত্যেকটি বই প্রকাশ্যে পোড়ানোর। এবং 'ভুয়া চিত্র' বলছে বর্বর বীভৎস রূপের পরিচয় দিয়ে আর একখানা বই লিখবার। নিতান্ত সাহিত্য-শিল্পী বলেই অবাধে এমন অপমান করা গেল। ডি-আই-পি যাঁরা লিখেছেন ও গলাবাজি করেছেন, তাঁদের বেলা লীলাখেলা। হিটলারের খাস কাছারি বার্লিনে বসে ঠিক এমনি বিধানই শুনে এসেছি। ইহুদির লেখা যা অপরাধ আর্যেরা তার শত গুণে [illegible] হত না।

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুনী
মহেশচন্দ্র কুম্ভ ইন্ডাস্ট্রী কোং

কেশরঞ্জন

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা
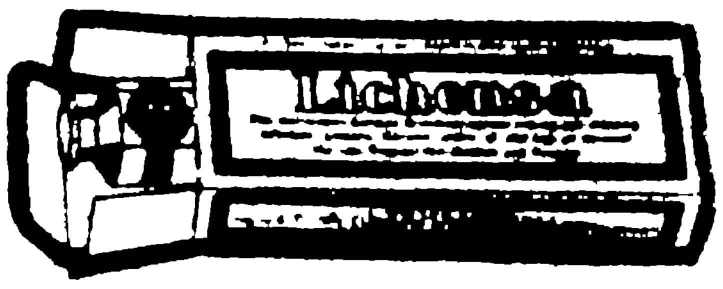

● ১০৮টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন সম্ভ্রান্ত ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ
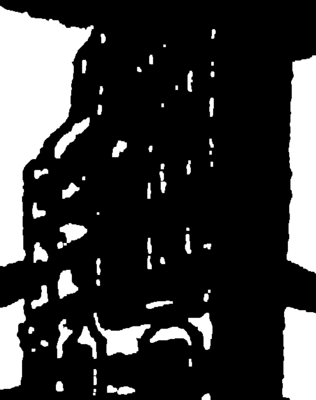
★ আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।
★ আকর্ষণীয় হারে ক্যাশ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
★ স্পেশ্যাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট একাউন্টে বার্ষিক ৩% হারে সুদ দেওয়া হয় এবং চেকে টাকা তোলা যায়।
রেজিস্টার্ড অফিস
[illegible] কলিকাতা

টাটার শ্যাম্পু আপনার
চুলের গোছা পরিষ্কার
সাফ করে দেয়!
Tata's
Shampoo
MADE FROM
PURE COCONUT OIL
কেন?
টাটার শ্যাম্পু আপনার চুলের
জন্য বিশেষভাবে তৈরী ···
অতি সহজেই চটপট
পরিষ্কার করে দেয়!
সেইজন্যেই আধুনিকা
মহিলারা সবসময়েই
টাটার শ্যাম্পু ব্যবহার করেন।
এর প্রচুর ফেনায় ময়লা
ধুয়ে যায় — আর আবার খোলা
অবধি এক অপরূপ গন্ধে
আপনার চুলকে সুরভিত রাখবে।
টাটার
শ্যাম্পু

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৩ ॥

পল্টনের হস্তক্ষেপ

অদৃষ্টের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছে তুলসীবাঈ। অদৃষ্টের মতো পাকা খেলোয়াড় আর কে আছে? মানুষ যতই দক্ষ খেলোয়াড় হোক না কেন শেষ পর্যন্ত বাজি জিততে পারে না হতাশ হয়ে হাতের তাস ফেলে দিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার। আজ শুয়ে শুয়ে সেইসব সুদীর্ঘ ইতিহাস স্মরণ করছিল সে। গত দুমাসে আনকগুলি রাত্রি বিনিদ্র প্রহর আর অনেকগুলি দিনের কর্মহীন প্রহর এই চিন্তায় কাটিয়েছে আজও কাটছে।

সেদিন যখন মীর্জা সাহেবের হুকুমে তাঞ্জাম নিয়ে চলল তারা ইমানী বেগমের কুঠিতে আর সেখানে যখন সস্নেহ আশ্রয় পেলো ভাবলো এবারের দানে অন্তত তার জয়। কিন্তু এক দানেই তো খেলা শেষ হয় না। তখনো তার জন্যে বাজি ছিল অনেক।

ইমানী বেগম দ্বিতীয় আকবর শার পুত্রবধূ। বাদশাজাদা ও বেগম হওয়া সত্ত্বেও তিনি লালকেল্লায় থাকেন না, স্বশুরের মৃত্যু হতেই লালকেল্লা থেকে চলে এসেছেন সীতারাম বাজারের কাছে গুলমোহরবাগে। জায়গাটা শাহাজাহানাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে আজমীর দরওয়াজার কাছাকাছি। সেখানে মস্ত কুঠিতে স্বাধীন ভাবে থাকেন নিজ মতে জায়গীর আছে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। লালকেল্লার দমবন্ধ আবহাওয়া তাঁর অসহ্য স্বামীর মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ শ্বশুরের মুখ চেয়ে কোন মতে ছিলেন লালকেল্লায়। তার পরেই চলে এসেছেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান দিল্লীওয়ালারা বলে নিজের বাড়িকে গরীব খানা বলে। ইমানী বেগমের বাড়ি যথার্থই গরীবখানা। নিজের জন্য সামান্য খরচ করে উদ্বৃত্ত অর্থে তিনি গরীব দুঃখীকে পালন করেন, তাতে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। তাঁর সহৃদয়তা খ্যাতি শহরের সবাই জানে। সেই জন্যেই তুলসী ইমানী বেগমের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল।

[illegible] ইমানী বেগমের কুঠিতে এসে পৌঁছতেই একজন বাঁদী এসে তাকে নিয়ে গেল বেগম সাহেবের কাছে। তিনি তখন তসবি জপছিলেন। তুলসী কুর্নিশ করে সমস্ত নিবেদন করলো। বেগম মন দিয়ে সব শুনলেন তারপরে বললেন, বেটী এ কোঠি তোমারও যেমন আমারও তেমনি তুমি স্বচ্ছন্দে যতদিন খুশি থাকো। এই গদর থেমে গেলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তোমার পিতাজীর কাছে।

তারপরে তিনি বাঁদীকে ডেকে বলে দিলেন তুলসীমায়ীকে হিন্দু মহলে নিয়ে গিয়ে সেখানে সব বন্দোবস্ত করে দাও গে।

আবার তিনি তসবি জপে মন দিলেন।

তুলসী ভাবলো এবারে সে জিতলো।

তারপরে আবার দুদিন না-যেতেই যখন দশার তুরুক সেপাই এসে জানালো যে বাদশা তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তাকে আপন কুঠিতে পৌঁছে দেবার জন্যে তুলসী আবার ভাবলো আর এক দানে জয় হল তার। সে হাসলো, অদৃষ্টও হাসলো।

বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ করে বিদায় প্রার্থনা করলে তিনি সংক্ষেপে বললেন, আল্লা তোমার ভালো করুন বেটী।

তারপরেই আরম্ভ হল অদৃষ্টের খেলা। এতক্ষণ সে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র ছিল।

তাঞ্জাম চলা শুরু করতেই পথের মধ্যে হঠাৎ হল্লা বেধে উঠল। প্রথমে গালাগালি তারপরে লাঠির ঠকাঠক, অবশেষে বন্দুকের দুড়ুম। প্রথমটা তুলসী ভেবেছিল এ হাঙ্গামার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বন্দুকের শব্দের পরে যখন তার তাঞ্জাম মাটিতে নামলো তখন সে উঁকি মারতে বাধ্য হল। সে দেখতে পেলো বাদশার আহেদীদের সঙ্গে আর একদল আহেদীর মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছে লাঠি থেকে বন্দুকে পৌঁছেছে দুই পক্ষ। দেখলো যে তাঞ্জামের বাহকদের কেউ কেউ পালিয়েছে কেউ কেউ যোগ দিয়েছে হল্লায়। মড়ার মতো বসে রইলো সে তাঞ্জামের মধ্যে। এমন সময়ে একটি কাঁচমুখ তাঞ্জামের মধ্যে ঢুকে বলল, শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।

তুলসী দেখলো তার বয়সেরই একটি ছেলে। বয়সের সমতায় সাহস পেলো, শুধালো, কেন?

ছেলেটি বলল বিনা ভূমিকায় তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল কেন পরে হবে, এখন যা বলছি শোন, শীগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে।

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ১২শ মুদ্রণ ৮॥

রবীন্দ্রসরণী ১০, রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ ১ম—৫, ২য়—৫,

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ৫, অনেক আগে অনেক দূরে ৪,

নিকৃষ্ট গল্প ৫, ভূতপূর্ব স্বামী (নাটক) ২, [illegible] ৮,

মাইকেল মধুসূদন ৪, হংসমিথুন ২

প্রমথনাথ বিশী ও ডঃ বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥

শ্রেষ্ঠ বাংলা গদ্য রচনার একটি ঐতিহাসিক সঙ্কলন। ৮১ জন লেখকের ২০২টি রচনা। প্রমথ বিশীর ২২০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

রামতীর্থ ব্রাহ্মী অয়েল

(স্পেশাল নং ১) (রেজিস্টার্ড)

এখন ভিটামিন 'সি' যুক্ত হইয়া আরও কার্যকরী হইয়াছে। মরামাস ও চুল ওঠা নিরোধে একটি অমূল্য হেয়ার টনিক। মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তেল প্রস্তুত হয়। অঙ্গ সংবাহনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী দ্রব্য। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তেল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

যোগাসন চার্ট

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম

দাদর, সেন্ট্রাল রেলওয়ে, বোম্বাই-১৪, ফোনঃ ৬২৮১১

টেলিঃ "প্রাণারাম", দাদর, বোম্বাই

তুলসী ভাবলো সামনে তো বিপদ দেখছি, পিছনেও না হয় বিপদ হবে, অতএব বেশি ভয়ের আর কি কারণ। সে দৌড় হয়ে ছেলেটির পিছু পিছু ছুটলো। দুই পক্ষ দাঙ্গায় রত, কেউ দেখতে পেলো না।

ছেলেটি [illegible] গলি ঘুঁজির পথে ছুটেছে, তুলসী ছুটেছে পিছনে। মহল্লা খানিকটা হয়ে, মুচি চাকিওয়ালা হয়ে, মুচি বেলিও[illegible] হয়ে, গালি রহমান হয়ে দুজনে চাঁদনীচকে এসে পড়লো।

এবারে ছেলেটি বলল, আর ছুটবার দরকার নেই।

কেন?

কেন আর কি! ওরা কি আর আমাদের পাত্তা করতে পারবে। কোথা দিয়ে কোথায় এসে পড়েছি দেখলে তো।

তুলসী বলে, তা বটে। এসব গলিঘুঁজি দেখা দূরে থাক কখনো নামও শুনিনি।

ছেলেটি বলে ঘরের মধ্যে খুকীটি হয়ে বসে থাকলে দেখবে কি করে? গলিঘুঁজি কি ঘর বয়ে গিয়ে দেখা দিয়ে আসবে?

তারপরে সে মন্তব্য করে, দুনিয়াতে সড়কপথ আর কটা? গলিঘুঁজিই তো বেশি।

তুলসী বলে ওঠে এক রত্তি ছেলে দুনিয়ার কি খবর রাখো তুমি।

এক রত্তি ছেলে! জানো। আমার বয়স পনেরো চলছে।

আর আমার পনেরো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাকে দিদি বলবে।

দিদি না দিদিমা। আমার দিদি একজনই আছে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

তার নাম কি?

নাম কেন, তাকে [illegible] দেখতে পাবে, চলো না।

তুলসী ছুটবার উপক্রম করে ছেলেটি বাধা দিয়ে বলে উঁহু, ছুটো না, তাহলেই লোকে সন্দেহ করবে। বেশ ধীরেসুস্থে গল্প করতে করতে চলো, তাহলে কারো সন্দেহ হবে না।

বড়বাজারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে কাটরা খোসাবলা মহল্লায় পৌঁছে তুলসী থমকে দাঁড়ালো।

আবার দাঁড়ালে কেন, শুধালো ছেলেটি।

তুলসী বলল, তোমার দিদির বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে পৌঁছে দাও না কেন?

খুকী আর কাকে বলে!

তুলসী রেগে উঠে বলে, একশবার খুকী খুকী বলো না। বাবার কাছে পৌঁছে দাও বলছি।

একশবার বলবো, দুইশবার বলবো, দশ হাজারবার বলবো, খুকী, খুকী খুকী, হল তো!

মালতী সিনেমায় যাচ্ছে...

কোনও ভালো ছবি দেখতে সে ভুল করে না। মালতীর পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন, কিন্তু দৃষ্টি-আকর্ষক। অতি যত্নে সে তার প্রসাধন সামগ্রী নির্বাচন করে, তাই তার স্বাভাবিক কমনীয় গৌরবর্ণের সাথে প্রসাধন তাকে আরও রমনীয় করেছে। মালতী প্রসাধনের ভিত্তি হিসেবে বোরোলীন ব্যবহার করে কারণ সে জানে, বোরোলীন শুধু মাত্র প্রসাধন নয়—ত্বকের উপযুক্ত খাদ্যও।

বোরোলীন

আবার কি তোমার মাসীমা আবার শশুরের হাতে পড়বার ইচ্ছা গিয়েছে নাকি?

সে আবার কে?

শাহাজাদা, বাদশার নাতি।

তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

তার হাতে পড়লে সম্বন্ধ হবে। বাঁদী হয়ে হারেমে ঢুকবে।

তুমি তার জানো।

জানি তো। বেশ। এখানে চলো।

আমাকে বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় কেন নিয়ে যাচ্ছ না শুনলে কিছুতেই এগোব না।

বলে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো তুলসী।

এই সহজ কথাটা বুঝতে এত দেরি হচ্ছে। তবে শোনো। শাহাজাদার পাইক যখন দেখবে তোমার পালকি চিঁড়িয়া পালিয়েছে তখন ছুটবে তোমার বাড়িতে। এতক্ষণ নিশ্চয় গিয়ে পৌঁছেছে। নাও এখন যাবে নাকি বাড়ির দিকে।

তুলসী [illegible] কেন মিছিমিছি দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছ চলো [illegible]।

তবু ভালো যে [illegible] হয়েছে।

[illegible] তুলসী। [illegible]

কিছুক্ষণ পরে তুলসী [illegible] [illegible] আগে [illegible] [illegible]

মেয়েটি [illegible]

[illegible]

তারপরে [illegible] তুমি তো হেঁটে যাচ্ছ [illegible] কাঁধে করে।

কাঁধে করে কেন [illegible]

আমরা। [illegible] গিয়েছে, [illegible] পড়ছে।

[illegible] মেরেছিল নাকি

সে কথার উত্তর না দিয়ে [illegible] এই নাও এসে পড়েছি।

খুব সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকলো, খানিকটা চলতেই কয়েকটা সিঁড়ি উঠে আবার খানিকটা চলে—একটা দোতলা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়ালো। তারপরে [illegible] সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল ছেলেটি। ডাকলো, রুমোলীদি দিদি দরজা খোলো। দেখো কাকে নিয়ে এসেছি।

কে রে পল্টন নাকি বলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তুলসী দেখলো মেয়েটি বয়সে তার চেয়ে বড়।

রুমোলীদি, দেখো কে এসেছে?

কি তোমার নাম বাহিন?

তুলসী।

তুলসী! কি সুন্দর নাম।

[illegible]

চিবুক ধরে মুখটি উঁচু করে তুললো [illegible] পরে গুনগুন করে গান ধরলো—

ছোটি মোটি তুলসী গাছিয়া
লম্বী লম্বী পাতিয়া
ফরে ফুলে তুলসী শুহাবন রে খী।

পল্টন বলে উঠল, নাও, এখন গান রাখো, মেয়েটা অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছে, এখন কিছু খেতে দাও।

রুমোলী বলল, সে কি পল্টনকে না দেখে বোঝা গেল না। বলল, তাই পল্টন, দুঃখকষ্ট না পেলে আর সাধ করে আমার ঘরে কে আসতে যাবে?

তারপরে তুলসীর উদ্দেশ্যে বলল, এসো বাহিন ভিতরে এসো।

পল্টন শুধালো, সেই [illegible] কেমন আছে?

এখনো আছে, বোধ হয় বেঁচে উঠবে। ঘুমোচ্ছে, শব্দ করিস না।

নিশাচরের
অবিস্মরণীয় রহস্য-উপন্যাস
সদানন্দের উইল দ্বিতীয় মুদ্রণ ৩৷৷
রায় বাড়ি ৫, (দ্বিতীয় মুদ্রণ) | লাল থাবা (প্রকাশের পথে)
পরিবেশক : মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

গ্রন্থালয়ের কয়েকখানি অসামান্য বই

গোরাকালার হাট
অশোক গুহ
[illegible] সম্বন্ধে [illegible] যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও সুধীবৃন্দ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে। ৮·৫০

কর্ণাটরাগ
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দরদী লেখকের হাতে প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টি অনবদ্য—এমনকি জুবেদা-হাতীও চিরদিনের জন্য মনে থাকবে। পত্র-পত্রিকায় দরদী লেখনী প্রশংসিত। ৪·০০

অন্যনয়ন
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
লেখকের এই নূতন উপন্যাসখানিতে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব তাই নয়, সাহিত্যের মূল্যসম্ভারায় প্রোজ্জ্বল ও অনবদ্য। ৪·০০

আরও অনবদ্য উপন্যাস

অ্যাক্সিডেন্ট	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	২·৫০
সীমান্ত	॥	শিশির দাশ	॥	৩·০০
সপ্তমিত্রা	॥	অন্নদাশঙ্কর রায়	॥	২·৫০
চৌধুরী বাড়ি	॥	বিশ্বনাথ রায়	॥	৪·০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ
১১এ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

তুলসী ঘরে ঢুকে দেখলো একখানা চার-পায়ার উপরে ভোর রাতের পাণ্ডু জ্যোৎস্না-[illegible] মতো নিদ্রিতা একটি মেয়ে।

[illegible]

॥ ৪ ॥

"I sigh for Albion's distant share
Its valleyes green, its' mountains high",

তুলসীর মনে পড়ে।

চারপায়ের উপরে শায়িত মেয়েটি এমন নির্জীব আর নিশ্চল যে, বুঝতে পারা যায় না, নিদ্রিত কিংবা মৃত। পল্টন আর রূমালীর মধ্যে, দুটো নামই অদ্ভুত লাগে তুলসীর কানে, চাপাকণ্ঠে কথা চলতে থাকে।

পল্টন শুধায় জাগে নি?

রূমালী বলে না, যেমন এনেছিলি তেমনি পড়ে আছে নড়াচড়া নেই।

সন্দেহের কণ্ঠস্বরে পল্টন বলে তবে কি?

সন্দেহ নিরসনের কণ্ঠে রূমালী বলে, না বেঁচে আছে, নিয়মিত নিশ্বাস পড়ছে মাঝে মাঝে এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস।

ডাক্তার-বদ্যি ডাকলে হয় না?

রূমালী বলে সাহস পাইনে। কাকে বলতে কাকে ডাকবো, কি হাঙ্গামা বেধে উঠবে কে জানে।

ছেলেটির নিরুত্তর প্রমাণ করে যে আশঙ্কা অমূলক নয়। দুজনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। তুলসীও।

এবারে পল্টন বলে, কিছু খাওয়াতে পারো নি?

একফোঁটা জলও নয়। সাহস হয় না, পাছে হঠাৎ গলায় বেধে বিপদ ঘটায়।

[illegible] দিয়েছ দেখছি।

রূমালী বলে, [illegible] ভেসে গিয়েছিল যে।

পশুর হাতে পড়েছিল, বলে পল্টন।

না, ভাই, এর চেয়ে পশুর হাতে পড়াই ভালো ছিল। তারা বড়জোর দু-চার থাবা মাংস তুলে নিত।

দেখেশুনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় তুলসীর। এই কদিনের মধ্যে সংসারের নখ-দন্ত দেখতে পেয়েছে সে, এতদিন যা ঢাকা ছিল কোমল থাবার মধ্যে আর তরুণ ওষ্ঠাধরের তলে। তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে সিপাহীর দল, মৃত্যুপথের যাত্রীদের বসে থাকতে দেখেছে, অসহায়ভাবে আবার বাদশার শবওবানার মুক্তি পথে যাত্রা করে দেখেছে যে বাদশাজাদার জালসা পাইক বরকন্দাজরূপে পথরোধ করে দণ্ড হয়ন। এ সমস্তই দুঃসহ। কিন্তু এর চেয়েও শোচনীয় যে আছে তার প্রমাণ ঐ নির্জীব ক্ষতবিক্ষত নারীদেহ। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে যে ঐ অপরিচিতার পরিণাম তার জন্যেও তো প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। সে ভারি একটি বেদনা একটি সমবেদনা বোধ করে মেয়েটির প্রতি।

দিন দুই পরে মেয়েটি চোখ মেললো একটু দুধ পান করলো কিন্তু না বললো কথা না দিল আত্মপরিচয়। ইতিমধ্যে তুলসীকে পক্ষপুটচ্ছায়ায় নিয়েছে রূমালী

যেন সে একসঙ্গে [illegible]। এটা খাও, ওটা খাও, বাইরে যেও না, [illegible] কত রকম [illegible] তুলসীর [illegible] তুমি [illegible]।

[illegible]?

[illegible]।

রূমালী বলে, বহিন আমি ওসব কিছুই নই, আমি সরাইখানার মালকী। কাউকে ধরে রাখতে পারিনে, দু দণ্ডের তরে আসে, তারপরে আবার চলে যায়।

তুলসী বলে রূমালীদি, পল্টনের দেখা-দেখি ও-ও রূমালীদি বলে ডাকতে শুরু করেছে, বলে তোমার সংসার সরাইখানাই বটে। কে আসছে, কে যাচ্ছে ঠিক ঠিকানা নেই।

তারপরে শুধায় পল্টন তোমার কি রকম ভাই?

রূমালী হেসে বলে, তুমি আমার যেমন বহিন, পল্টনও আমার তেমনি ভাই।

তার মানে কিছুই নয়।

তার মানে অনেকখানি।

তুলসী বলে পাড় পাওয়া চোদ্দ আনা।

রূমালী জবাব দেয় চোদ্দ আনাই যে আশাতীত। ষোল আনার খোঁজ করতে গেলেই ঠকতে হয়।

প্রসঙ্গ পাল্টে তুলসী বলে পল্টনকে দিয়ে বাবাকে খবর পাঠাও নিয়ে যাক।

ইতিমধ্যে একদিন রূমালীকে দিয়েছে নিজের পরিচয় [illegible]। তখনি রূমালী বলেছিল যে, [illegible]

শান্ত হলেই পাণ্ডুজীকে খবর পাঠাবে, তিনি এসে নিয়ে যাবেন।

অবশেষে একদিন বিদেশী মেয়েটি কথা বললো। প্রথমে সে ছিল অসংলগ্ন প্রলাপ, ক্রমে তা সুসংলগ্ন বাক্যে পরিণত হল। কিন্তু কিছুতেই পরিচয় দিতে রাজি হল না, বললো, আমার কলঙ্কের কাহিনীর আমাতেই অবসান হোক, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত তা আর পৌঁছে দরকার নেই।

রুমালী বলেছিল, বহিন, হিন্দুস্থানময় অশান্তি, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, পরিচয় দিলেও তাদের সন্ধান যে পাওয়া যাবে মনে হয় না।

তবে আর প্রয়োজন কি! না, বহিন, ও কথাটা জিজ্ঞাসা করো না। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমাকে যদি দিতে হয় প্রাণটাই দেব। কি করবে তুচ্ছ পরিচয় নিয়ে।

রুমালী বুঝলো যে, ইংরেজের মেয়ের প্রতিজ্ঞা দু' ফোটা চোখের জলে গলবে না। তাই সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধালো অন্তত নামটা বলো, ডাকবার প্রয়োজন হয় তো।

মেয়েটি বলল, আমাদের দেশের একটা নাম Albion। আমাকে মিস এলবিয়ন বলে ডেকো।

বেশ তাই হবে।

মিস এলবিয়ন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো আর স্বাস্থ্যের সঙ্গেই ধাপে ধাপে ফিরে পেতে লাগলো দেহ আর ইন্দ্রিয়দের শক্তি। প্রথমে রসনায় স্বাদ এলো, বুঝতে পারলো জল আর দুধে প্রভেদ। তারপরে ত্বকে ফিরে এলো স্পর্শক্ষমতা, বললো রুমালীদি, বড় গরম লাগছে, মোটা চাদরটা সরিয়ে নাও। তারপরে নাসায় ঘ্রাণ এলো, চক্ষুতে সতেজ দৃষ্টি। অবশেষে একদিন বিকালের দিকে সোৎসাহে সজোরে বলে উঠল, রুমালীদি, কাছেই কোথাও এসে পড়েছে কোম্পানীর ফৌজ।

কোথায় বহিন, শুধায় রুমালী।

শুনতে পাচ্ছ না ঐ যে কামানের গাড়ির গড়গড়, ঐ যে ঘোড়সোয়ারের খটখট, ঐ যে পদাতিক পল্টনের গটগট—ঐ যে, খুব স্পষ্ট।

রুমালী বোঝে বিকার। আবার বিকার আরম্ভ হল।

বিশ্বাস হচ্ছে না? ঐ শোনো ব্যাগপাইপে সুর বাজছে—"Cheer, boys, cheer"

এবারে সত্যিই শুনতে পায় রুমালী। বলে, তাই তো বটে।

তারও মন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এই কদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আশা করবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে, বলে—ঐ সুর তো সিপাহীর ব্যাগপাইপেও বাজে।

না, না, রুমালীদি, সোজা পল্টন ছাড়া

মিস এলবিয়নের অনুমানই সত্য প্রমাণ হয়। সন্ধ্যাবেলা পল্টন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, রুমালীদি, কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে সর্বাজমণ্ডির পাহাড়ে।

মিস এলবিয়ন এখন শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে, হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, তবে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। সারাদিন সারারাত ঐ গোটা দুই তিন ঘরের মধ্যে শুয়ে ব'সে কাটে। রুমালী যখন থাকে অনেক সময়েই সে থাকে না, রোজগারের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তখন রুমালীর সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু সে গল্পের পরিধি স্বকৃতনিষেধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিছুতেই দেবে না সে আত্মপরিচয়। ঐ একটি বিষয়ে সে অনমনীয়, আর সব বিষয়ে পুতুলের মতো কথা শুনে চলে রুমালীর। তুলসী এসে পড়বার পরে দিবারাত্রির একজন সঙ্গী পেলো সে, কারণ তুলসীরও বাইরেটা নিষিদ্ধ।

বাকি সময়টা কখনো শুয়ে কখনো একাকী বসে দেশের কথা চিন্তা করে। চিন্তা বললে ঠিক হবে না, চিন্তার মধ্যে একটা প্রয়াস আছে। তার নিষ্ক্রিয় মনের উপর দিয়ে ছায়াবাজির ছবির মতো সারা-জীবনের ঘটনা স্রোত বয়ে যায়। কেন্টের ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা গড়ানে প্রান্তরের মধ্যে একটেরে তাদের গ্রাম পিছনেই অরণ্য রয়েছে পাইন বন। ঐ পাইন বনের কাছে মস্তিষ্কবৃ

ত্তরঙ্গ-চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যায় নীল সমুদ্রের ... জাহাজের সাদা পাল। ঐ ... শৌখিন খেলা ছিল ওদের—তার আর ... একমাত্র ভাই বিলের। বিল তার চেয়ে ... বছরের বড় সত্য, কিন্তু স্বভাবটা এমনি সরল যে বয়সের ভেদ চোখে পড়তো না। তার উপরে আবার তার, এলিনার;—এলিনা এখন হয়েছে এলবিয়ন—এত দুঃখের মধ্যেও তার পায় হাসি। তার স্বভাবটা বয়সের তুলনায় এমনি গম্ভীর যে ভাইবোনের মধ্যে ৫।৬ বছরের বয়সের পার্থক্য কমে গিয়ে প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। কি মধুর সেই দিনগুলি। স্মৃতির ভৃঙ্গারে অভিষেক হলে তবেই না জীবন মধুর হয়ে ওঠে। তাই অতীতের এত মাধুর্য।

তারপরে এসে পড়লো একে একে করাল আঘাত। মা গেলেন মারা। বিল চলে গেল সিভিল সার্ভিস নিয়ে ইণ্ডিয়ায়। তারপরেই বাবা আবার করলেন বিয়ে। বিল লিখে পাঠালো, এখন আর বিল নয় মিস্টার উইলিয়াম ক্লিফোর্ড, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অব্ গুরগাঁও—এলিনা এখানে চলে এসো। ইণ্ডিয়ার সবই নূতন লাগে এলিনার চোখে, মাটি থেকে মানুষ অবধি সবই নূতন। গুরগাঁওয়ের ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজটিও বেশ শিষ্ট। একবার সেখানে বেড়াতে এসেছিল দিল্লীর পাদ্রী জেনিংস দম্পতি, মিস্টার ও মিসেস জেনিংস আর কন্যা মিস জেনিংস। মেয়েটি তার কমবয়সী, দুজনের মধ্যে

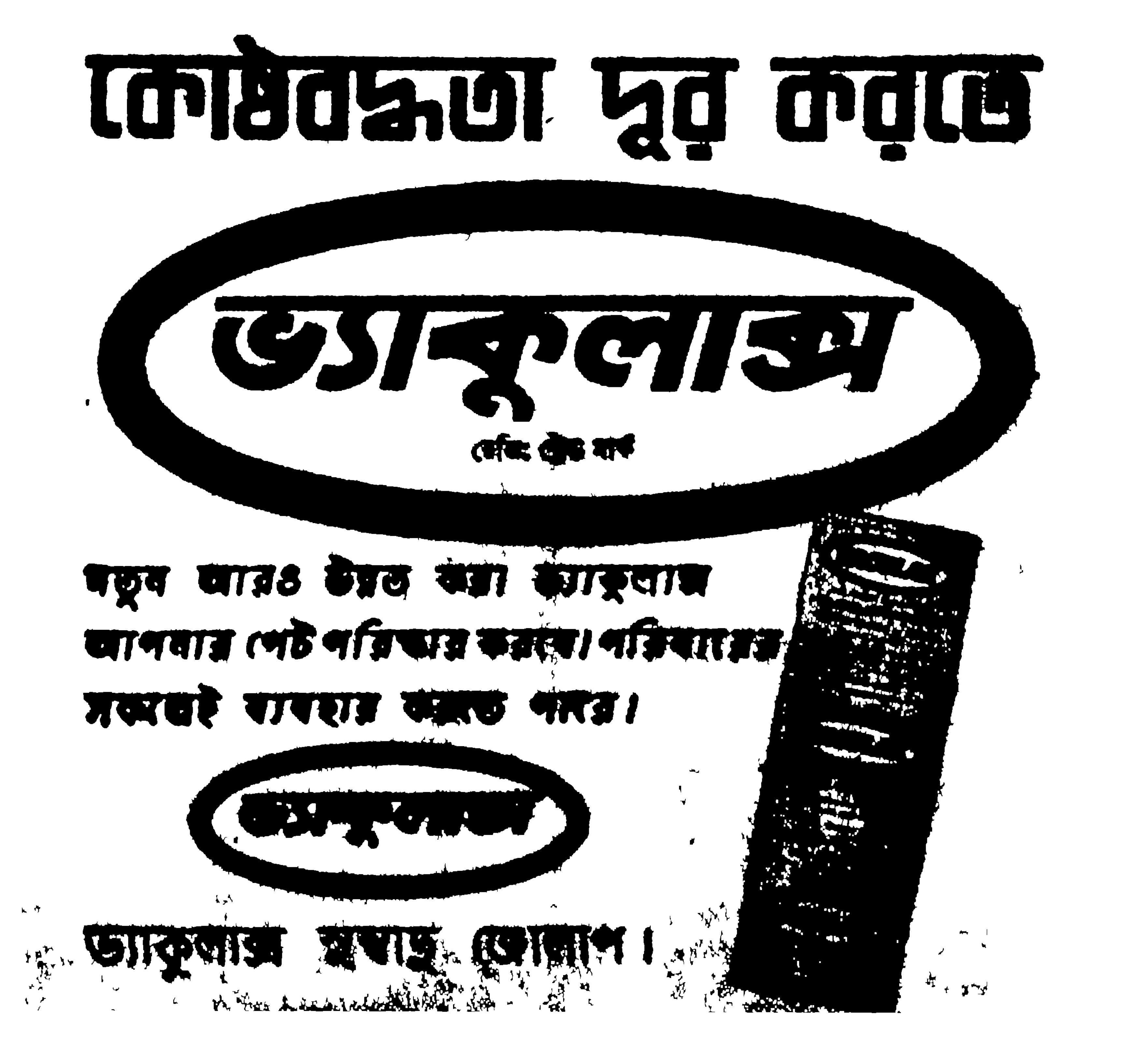

অল্পদিনেই প্রগাঢ় বন্ধু হয়ে গেল। ওরা ফিরে যাওয়ার সময়ে এলিনাকে নিমন্ত্রণ করে গেল অবশ্যই যেন দিল্লীতে যায়, বলে গেল দিল্লী ভারতের ললাট। ওদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই সে এসেছিল দিল্লীতে। তারপরে আর সে ভাবতে পারে না। দুর্ভাবনার পর্দার উত্তর দিকের জানলা খোলা নিষেধ। মনের ঐ দিকের জানলাও খুলবে না সে। মনটাকে ঐ দিক থেকে ফিরিয়ে আনতেই চোখের উপরে ভেসে ওঠে পাইনের বন, তরঙ্গিত ঘন সবুজ মাঠ, নীল সমুদ্রের খণ্ডাংশ। কেমন সতেজ, কেমন সজীব। আর সেই সঙ্গে নাসায় পায় পাইন বনের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধটি। ক্ষণেকের জন্য তার বর্তমানের গ্লানি ভুলিয়ে দেয় অতীতের স্বাদ। তার মন হুহু করে ওঠে।

এমন সময়ে শুনতে পায় রত্নমালীর কণ্ঠস্বর—কি গো এলবিয়ন বিবি, আজ কি লাঞ্চ হবে না?

খানা বললেও চলতো, বলেও তাই তবে যখন ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়, রত্নমালী বলে লাঞ্চ, তুলসী আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলে 'লাঞ্চ' না।

এলিনা বলে আবার লাঞ্চ কেন? খানা বললে কি চলতো না?

খানাখন্দ এড়িয়েই তো চলতে চাই, তাই বলি লাঞ্চ। এসো, ওঠো।

এত তাড়া কেন?

আজ যে তুলসীর বাবা আসবেন।

বিস্মিত হয় এলিনা। বলে তুলসীর বাবা! বলো কি—খবর দিলে কি করে?

আমার পল্টন ভাইয়ের অসাধ্য কি আছে? খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করেছে। নাও শীগগির ওঠো।

তবে আজ শহরের খবর পাওয়া যাবে।

যাবে বইকি। সেইজন্যই তো বলছি শীগগির চলো।

তুলসী কোথায়?

সে লাঞ্চের যোগাড় করেছে। চলো।

শহরের খবর পাওয়া যাবে। হয়তো কোম্পানীর খবর। হয়তো ক্লিফোর্ডের খবর। আবার আশায় দুলতে থাকে এলিনার মন। আশা বাদুড়ের মতো, [illegible] অন্ধকারে দেখে, অন্ধকার যত গাঢ় তার দৃষ্টি তত প্রখর। (ক্রমশ)

[illegible] কৈফিয়ত

এই উপন্যাসে ফার্সি ও হিন্দুস্থানী অনেক শব্দ, বয়েৎ, প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব ভাষায় লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তি হয়েছে। অনেক পাঠক সহৃদয়তাবশত সে-সব দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা লেখকের ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থাকারে ছাপবার সময়ে যাতে সংশোধন হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি থাকবে।

লেখক

ওয়াশিংটনের চিঠি

ওয়াশিংটন আর ন্যু ইয়র্ক,—নতুন দিল্লি আর কলকাতা।

কদিনের আড়াআড়ি দু [illegible] দুটি দর্শনীয় পরব হয়ে গেল ওয়াশিংটনে চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল আর ন্যু ইয়র্কে ইস্টার প্যারেড। একটি সুশৃঙ্খল সুপরিকল্পিত নিয়মিত এবং সুনির্দিষ্ট [illegible] এবং [illegible]। বিশৃঙ্খল অপরিকল্পিত অনিয়মিত এবং অনির্দিষ্ট বললে [illegible] না যে এই দুটি পরবের প্রকৃতিগত [illegible] এদের এই রূপগত প্রভেদ [illegible] [illegible] প্রশ্নই অপ্রাসঙ্গিক সেখানে [illegible] কথা [illegible] নেহাতই অবান্তর। একটি উৎসবের পত্তন হয়েছে উদ্দেশ্য নিয়ে [illegible] হিসেবে আর একটির সূচনা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের পরিণতি হিসেবে উপলক্ষ্যের অনুষঙ্গ হয়ে।

ওয়াশিংটন-এর চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৫১ বছর আগেকার একটি ঘটনা। ১৯১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জায়া এবং জাপানী রাষ্ট্রদূতের পত্নী রোপণ করেছিলেন দুটি চেরী গাছ, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রীতি-বন্ধনের প্রতীক হিসেবে। জাপান থেকে উপহার এলো দু হাজার জাপানী চেরী। সেই দু হাজার গাছ রোপণ করা হল পোটোম্যাক নদীর সঙ্গে ক্ষীণ জলরেখায় যুক্ত বিরাট হ্রদের মতো পোটোম্যাক টাইডাল বেসিন-এর ধারে এবং পাশের পোটোম্যাক পার্ক-এ। কয়েক বছর—বেশ কয়েক বছর পর সেবার বসন্তে শিশুগাছ যখন তরুণ, পুষ্পস্তবকের ভারে আনত, পোটোম্যাক পার্ক যখন ফুলের শোভায় অপরূপ, ফুলের প্রতিবিম্ব পড়ে পোটোম্যাক-এর জলে যখন গোলাপী রঙ ধরেছে, তখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা একদিন সেখানে সেই প্রথম চেরী-রোপণের [illegible] শ্রীমতী [illegible] করেছিল। তারপর প্রতি বছর বসন্তের সূচনায় চেরী গাছের এই পুষ্পিত রূপটি এমনই এক আকাঙ্ক্ষিত এবং দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো যে, শেষ পর্যন্ত 'পুষ্পিত চেরী' হয়ে দাঁড়ালো বসন্তের অগ্রদূত। শুধু ওয়াশিংটন নয়, সারা যুক্তরাষ্ট্রই আজ এই চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'চেরী ব্লসম কুইন' তো বসন্তেরই রানী। ১৯৩৫ সালে প্রথম রানী নির্বাচনের পত্তন। তারপর থেকে এ উৎসব আজ পরিণত হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বিরাট আয়োজনে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে শাসনাধীন এলাকা থেকে এবং ওয়াশিংটন থেকে একজন করে প্রিন্সেস্ অর্থাৎ রাজকন্যে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁদের থেকে নির্বাচিত হন রানী।

ওয়াশিংটনে বসন্তের সূচনায় প্রস্ফুটিত চেরী ফুলের শোভা

এবারকার উৎসব শুরু হয়েছিল ২রা এপ্রিল শেষ হয়েছে ৭ই। প্যারেড হয়েছিল শনিবারে। এই শোভাযাত্রাটাই সব না হলেও প্রধানতম আকর্ষণ। সপ্তাহকালের মজলিস খানা-পিনা, নাচের আসর অভ্যর্থনাসভা নির্বাচন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ততটা নয় যতটা এই শোভাযাত্রার সঙ্গে। শোভাযাত্রার বর্ণনা না দিয়ে শুধু এই ক'টা তথ্য পেশ করা যাক যে, ৬৫টি বাদক দল, সুসজ্জিত বিচিত্র সচল মণ্ডপের ওপর বিশিষ্ট সজ্জায় ভূষিত তরুণ-তরুণীর দল [illegible] 'গ্লি ক্লাব', এ ছাড়া মজাদার পোশাকে নানা ধরনের 'ক্লাউন', [illegible] এবং রাজকন্যে ও রানীকে নিয়ে [illegible] সুন্দরীর ৫০খানা সজ্জিত [illegible] নিয়ে সারা শোভাযাত্রাটি পার হতে সময় লেগেছিল ২ ঘণ্টারও বেশী। দর্শকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। অথচ এতটুকু গোলমাল নেই, কোনও বিধির ব্যতিক্রম নেই, শোভাযাত্রীদের বিন্যাসের মধ্যে এতটুকু স্থানচ্যুতি নেই, যাত্রাপথের নির্দিষ্ট সীমানার অতিক্রমণ নেই। বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল পোশাক, সচল মণ্ডপের বিভিন্ন সজ্জা-বৈচিত্র্য, ঐকতান বাদনের নির্ভুল সঙ্গীত নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

দিল্লীর প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রার কথা যদি মনে পড়ে তা হলে অন্যায় হবে না—পরিমাণ এবং বিস্তারগত প্রভেদের কথা স্বীকার করে অবশ্যই। কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও তেমনি অনস্বীকার্য। ফুলের শোভা, বসন্তের আগমন—এর মতো সুকুমার কাব্যময় বিষয়কে উপলক্ষ করে 'ড্রিল' বা খানিকটা সামরিক ধাঁচের 'ব্যান্ড'-বাজিয়ের দলের কুচকাওয়াজী চলন কতটা যথাযথ বা শারীরিক কসরত-এর উপযুক্ত সজ্জা এবং বর্ণোজ্জ্বল হলেও খানিকটা 'য়ুনিফর্ম' জাতের পোশাক এ উৎসবের পক্ষে কতটা শোভন এ প্রশ্ন বন্ধুর কাছে তুলেছিলাম। উত্তরে জেনেছি, এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল এবং গোষ্ঠীর ব্যান্ড-বাদন এবং দলগত উৎকর্ষের প্রতিযোগিতামূলক বিচার হয়ে থাকে, কাজেই এই ধরনের সাজসজ্জা

এবং রীতির একটা কারণ আছে। পরে অবশ্য এ প্রশ্ন তুলিনি যে, এই ধরনের প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্য হিসেবে এই উৎসবটাকেই বেছে নেওয়া ছাড়া কি গত্যন্তর ছিল না? অবশ্য এ ছাড়াও আরও অনেক কিছুই ছিল, যা বসন্তোৎসবেরই শামিল, তবে তার সংখ্যা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যাই হোক, শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন দফা অনুষ্ঠানের আয়োজন যে অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট এবং তার প্রস্তুতিও যে সেই অনুপাতে সময়, শ্রম এবং ব্যয় সাপেক্ষ তাতে সন্দেহ নেই। বছরের পর বছর ধরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে: বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করতে হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়েছে, বহু রকমের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। তাই এর পিছনে রয়েছে দায়িত্বশীল নাগরিক কমিটি এবং তাদের সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট আয়োজন। কিন্তু, শুধু ওয়াশিংটন-এর এই চেরী-উৎসবই বা কেন, গোটা ওয়াশিংটন শহরটাই কি বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত আয়োজনের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি? বিশেষ করে সরকারী দপ্তর এলাকার বিন্যাস বহু পূর্ব-প্রস্তুতির ফল।—নতুন দিল্লী?

কিন্তু ন্যু য়র্ক-এর ঈস্টার প্যারেডকে না বলা যায় পূর্ব-পরিকল্পিত, না বলা যায় পূর্ব-আয়োজিত। তাই এ শোভাযাত্রার কোনও বিন্যাস নেই, কোনও নির্দিষ্ট আকার

ঈস্টার প্যারেড উৎসব উপলক্ষে মার্কিনী ছেলেমেয়েরা কিছু রুটি, কিছু ডিম আর কিছু ভেড়ার মাংস টুকরিতে ভরে নিয়ে এসেছে গীর্জায়। গীর্জার ফাদার খাদ্য-সামগ্রীসহ ছেলেমেয়ে দুটিকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

নেই যেন আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। ন্যু য়র্ক-এর যখন পত্তন হয়, তখন তাকেই বা নির্দিষ্ট আকারে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা কে করেছিল? সে-ও আপনা-আপনি বেড়ে উঠেছে। যেখানে চওড়া রাস্তা থাকা দরকার সেখানকার দু-ধারের বাড়িগুলোকে সরাবার উপায় নেই: যেখানে রাজপথ সরল হওয়া দরকার, সেখানে বাড়ি-ঘরের জটিল বিন্যাসে পথকেও হতে হয়েছে বক্র-কুটিল। শহর কলকাতার আদিপর্বে কোন্ বাস্তুকার তার নকশা করেছিলেন? ন্যু য়র্ক-এ ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যু আছে, টাইম্স্ স্কোয়ার আছে। কলকাতাতেও কি চৌরঙ্গী বা ন্যু আলিপুর নেই? তবু, বাগবাজার, বড়বাজার বা ভবানীপুর তো মিথ্যে নয়।

ঈস্টার প্যারেডকে যে আয়োজিত শোভাযাত্রা বলা চলে না, তার কারণ, আগেই বলেছি, এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটা আনুষঙ্গিক পরিণতি। আমাদের দেশে দুর্গাপূজার রাতে পথে পথে নতুন পোশাক-পরা জনসমুদ্রের বল্গাহীন পথবিহারটাকে যেমন দেবীপূজার আবশ্যিক অঙ্গ বলা চলে না, তেমনি ঈস্টার-এর পরবে, গির্জায় সমবেত উপাসনার পর ন্যু য়র্ক-এর প্রধান রাজপথে নরনারীর এই অসংবদ্ধ পথপরিক্রমণকেও ধর্মীয় আচারের অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান বলা চলে না। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, সেটা নিশ্চিত।

আর এই অপরিহার্য আনুষঙ্গিকতার কোনও নিয়ম বা রীতি মানার দায় থাকে না, তাই তার মধ্যে থাকে অবাধ আনন্দের অবকাশ থাকে খাঁটি স্ফূর্তি। তাই চেরী-উৎসবের মতো ঈস্টার-এর দিনে এক পক্ষ প্রদর্শক অপর পক্ষ দর্শক নয়—এক দল নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকা পরিবেশক এবং অপর দল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা নয়। এখানে সবাই দর্শনীয় এবং সবাই দর্শক। এখানে সবাই-কারই ঢালাও মজলিসের ফরাস-পাতা আসর বিছানো। ন্যু য়র্ক-এর স্বতঃ উৎসারিত, খুশি-ভরা পরিপাটি বেশভূষায় বর্ণাঢ্য এবং

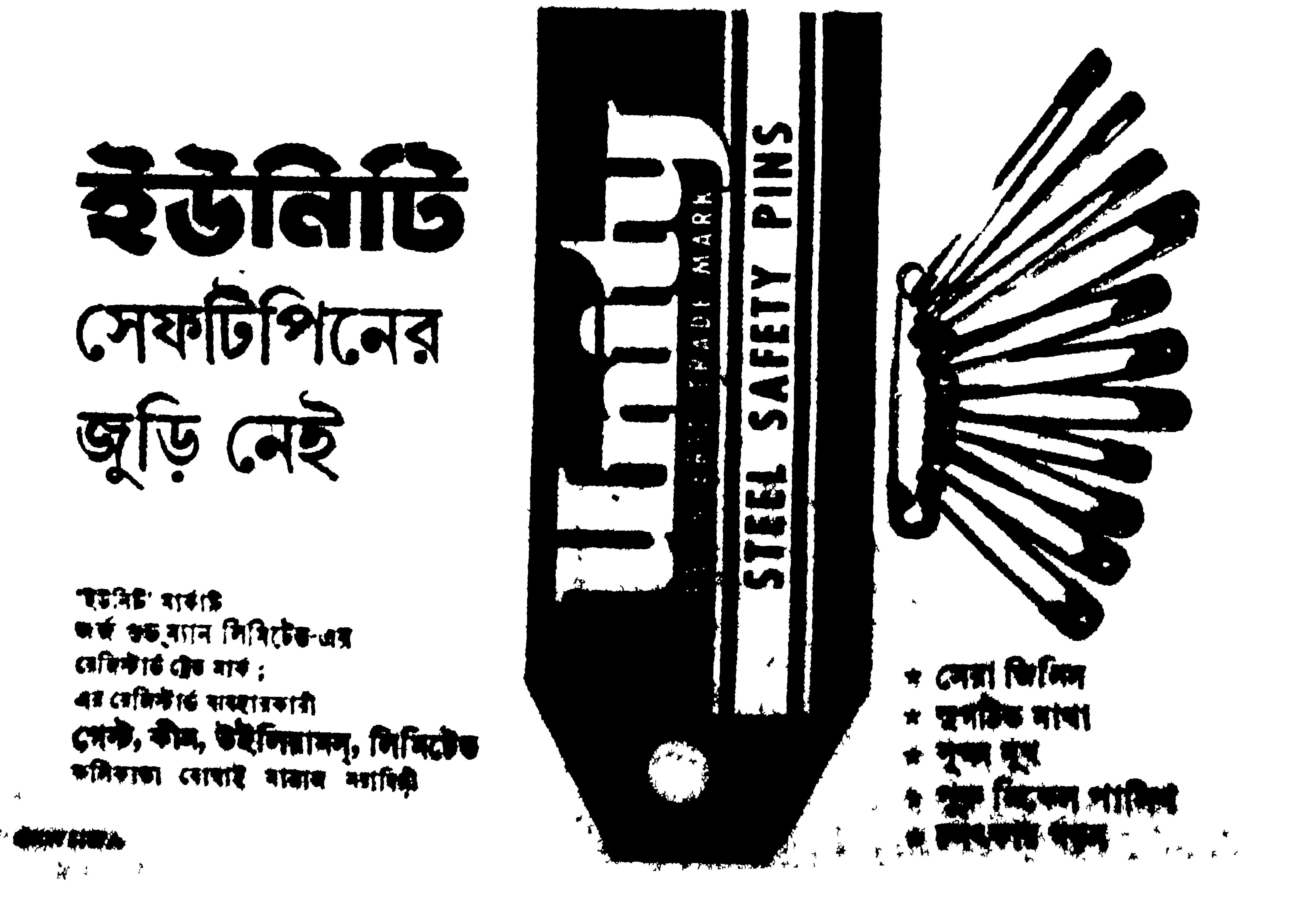

উল্লাসিত জনতার এই উদ্দেশ্যহীন সঞ্চরণ দেখে যদি দুর্গাপুজোর অষ্টমী-নবমীর রাত্রের কলকাতার কোনও রাজপথের দৃশ্য মনে পড়ে যায়, তা হলে অপরাধ হয় না। তেমনি নতুন পোশাকের বাহার, তেমনি উজ্জ্বলতা, তেমনি আলসাস্বচ্ছন্দ্যর পরিবেশ, তেমনি নিশ্চিন্ত খোশমেজাজী ভাব—অবশ্যই পুজোমণ্ডপের উত্তেজনার ব্যাপারটুকু বাদ দিয়ে। তেমনি যানবাহনের নির্ধারিত পথের পরিবর্তন, তেমনি ট্যাক্সির দুষ্প্রাপ্যতা তেমনি পথের ধারে ধারে বেলুন আর আইস ক্রীম আর টুকিটাকি জিনিসের ছেলে ভোলানো পসরা, তেমনি পরিচিতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া, চলতে চলতে দুটো হাসিমস্করা করা । ন্যু য়র্ক-এর সুপ্রাচীন গির্জায় সমবেত প্রার্থনার পর রাজপথে বার হয়ে এমন এক খুশির দিন—ছুটির দিনটিতে, বিশেষ করে শীতের প্রহারের পর বসন্তের মধুর বাতাসের প্রলেপে উজ্জীবিত হয়ে মানুষের পক্ষে যথাসময়ে ঘরে ফিরতে না চাওয়া, বারো মাস তিরিশ দিনের রীতিকে লঙ্ঘন করার প্রবণতা পাওয়া, চিরাচরিতের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটানোর বিরল সুযোগটুকু যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করাটা নিতান্তই স্বাভাবিক পরিণতি। তাই এ প্যারেড্ কোনও পরিকল্পিত শোভাযাত্রা নয়, তাই তার শুরুও নেই, শেষও নেই। লোকে ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যুর মতো রাস্তার মাঝখান দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে হাঁটে, আলোর নির্দেশের দিকে নজর না দিয়েই রাস্তা পার হয় পথের মাঝে থেমে গিয়ে গল্পগুজব করে, যেখানে সেখানে জটলা বসায়, এলোমেলো ঘোরে, ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে যে-কোনও সুবিধামতো জায়গায় বসে পড়ে। কলেজ স্ট্রিট্-হ্যারিসন রোডের মোড়, শ্যাম-বাজারের পাঁচ মাথা বা রাসবিহারীর মোড় পুজোর পরবে কেমন দেখায়? অবশ্য প্রতিমা বিসর্জনের বা পুজোমণ্ডপের সমস্যাটা যে ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যুকে ভোগ করতে হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা দেশে আমাদের টুপি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার করে না। এ দেশে ওটা সত্যিকারের শিরস্ত্রাণ। ঈস্টারের দিনে মেয়েদের টুপির অপরূপ বৈচিত্র্য একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। শীতের পোশাক প্রয়োজনের, বসন্তের পোশাক বাহারের। তাই পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে টুপির দিকে নজরটা একটু বেশী গেছে—বিশেষ করে ঈস্টার উপলক্ষ্যে এবং বর্তমানে এটা এই পরবের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে, বলা যেতে পারে। পরবের বেশ কিছুদিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন এবং 'শো-কেস'-এর মাধ্যমে দোকানীরা অদ্ভুত এবং কখনো কখনো কিম্ভূত ধরনের টুপির পসরা সাজিয়ে এই হ্যাট প্যারেড-এর পথকে [illegible] ঈস্টারের এই [illegible] হ্যাট প্যারেড [illegible]

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহানগরী নিউইয়র্কের একটি জনবিরল অঞ্চল

আভাষিত কথাটা অকারণ মোটেই নয়।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। কলকাতার সঙ্গে ন্যু য়র্ক-এর সাদৃশ্য বা ওয়াশিংটন-এর সঙ্গে নতুন দিল্লির মিল শুধু এইটেই নয়। প্রাণ-চঞ্চলতা, বৈচিত্র্য, অসামঞ্জস্য—দোষ-গুণ সব কিছু মিলিয়ে কলকাতার যা রূপ তারই আরও সরেস রূপ হল ন্যু য়র্ক-এর। আর সরকারী কর্মচারী অধ্যুষিত নতুন দিল্লির প্রতিবিম্ব হল ওয়াশিংটন। একটা উচ্ছল আর একটা সংহত। একটার প্রাণপ্রবাহ ঝরনার মতো দিক্‌বিদিকে প্রসারিত—কখনো বা অপ্রয়োজনে অপচয়; আর একটার প্রাণ-স্পন্দন এত বেশী নিয়ন্ত্রিত, সঞ্চারিত, যে কখনো কখনো স্তব্ধ বলে মনে হতে পারে। রাজধানী হওয়ার মধ্যেই কি কোনও কূটনৈতিকসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে? শুধুমাত্র রাজধানী হয়ে ওঠাই যার অস্তিত্বের একমাত্র দোহাই, তার ক্ষেত্রে কথাটা সম্ভবত অনেকাংশেই খাঁটি।

এলাকায় এলাকায় দোকান-পাট, পাড়ায় পাড়ায় বাজার অলিতে-গলিতে রেস্টুরেন্ট, পানের দোকান, স্টেশনারী দোকান সেলুন, ড্রাইং ক্লিনিং—আর মুদিখানার ছড়াছড়ি থেকে এইটাই প্রকাশ পায় যে, কলকাতার জীবন প্রবাহ কোনও বিশেষ এক অঞ্চলে, বা বিশেষ এক গতিমুখে প্রবাহিত নয়, তার প্রসার সর্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রেই। ন্যু য়র্ক-এর রূপটি কলকাতার আয়নায় ধরা পড়ে। আর রাজধানীর গাম্ভীর্য, তার 'পালিশ', নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট খণ্ডিত জীবনধারার চেহারাটি ধরা পড়ে ওয়াশিংটন-এর দর্পণে।

কলকাতার সঙ্গে ন্যু য়র্ক-এর সাদৃশ্যের সূত্রকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। একেবারে সেই পত্তনের আমলে। হাডসন নদীর তীরে ম্যানহাটান অঞ্চলে যখন প্রথম বসতি শুরু হয়েছিল, তখন এর নাম ন্যু য়র্ক ছিল না। বসবাস যখন শুরু হল তখন এ এলাকায় ওলন্দাজ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য। ন্যু য়র্ক পত্তনের পেছনে একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম জড়িত হয়ে আছে, তিনি হলেন তখনকার ওলন্দাজ শাসন-সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল, পিটার মিনউইট। ১৬২৬ সালে এখানকার ন্যু য়র্ক এলাকাটি তিনি পত্তনির জন্যে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মাত্র কয়েক গণ্ডারের বিনিময়ে, যার বর্তমান মূল্য ৩৯ ডলার। কালক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হল আরও কিছু এলাকা, গড়ে উঠল ন্যু য়র্ক সিটি কর্মচঞ্চল হল ন্যু য়র্ক বন্দর। ন্যু য়র্ক রাজধানীর গৌরব লাভ করেছিল আমেরিকার স্বাধীনতার প্রথম যুগে, কয়েক বছরের জন্যে পরে নতুন রাজধানী গড়ে তোলা হল ওয়াশিংটন ডি সি-তে। কেন্দ্র-শাসিত এলাকা হিসেবে এখন তার স্বতন্ত্র স্থাপন।

QUALITY BRUSH

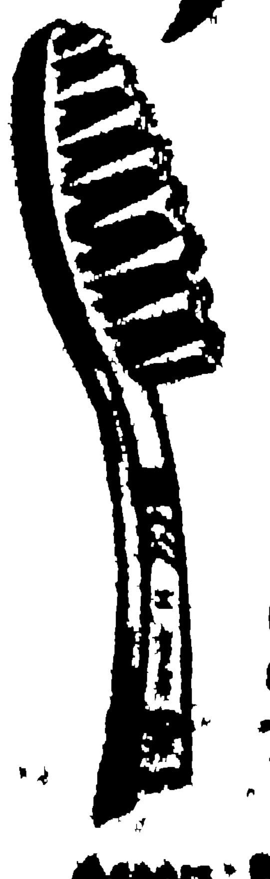

Dr. Sandow tooth brush has everything you are looking for. Designed scientifically to reach every corner of your mouth and clean it thoroughly. It is fitted with select Nylon Bristles to last longer.

Dr. SANDOW TOOTH BRUSH

Agents: P. H. HIRA & CO. P-42, Mission Row Extn., Calcutta-13. Ph: 23-3410.

বাংলা দেশে [illegible] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন। ব্যবসায়ের জন্য প্রতিযোগিতা [illegible] কলকাতায় [illegible] পত্তনের প্রলোভন ইংলণ্ডীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জব চার্নকের কলকাতা পত্তন নামমাত্র মূল্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর গ্রাম কিনে [illegible]। কলকাতা ভারতের রাজধানী হয় এবং [illegible] স্থানান্তরিত হয় এসব ঘটনা বসুমতী পাঠকের কাছে মনে পাড়িয়ে দেবার দরকার দেখি না। সাল তারিখের ভারে তাঁদের পীড়িত করবারও প্রয়োজন নেই। রাজধানী না হয়েও কলকাতা বন্দর-নগরী আপন বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে [illegible] এবং [illegible] পত্তনের যুগ থেকেই [illegible] সাময়িক বা [illegible] থেকেই নয়া [illegible] [illegible]।

কলকাতা আর [illegible] দিল্লী—নয়া ইয়র্ক আর ওয়াশিংটন।

জয়ন্ত চৌধুরী

বিশুদ্ধ কোমল পিয়ার্স সাবানের এক সুন্দর প্রসাধনসঙ্গী

নতুন! পিয়ার্স পারসোনাল ট্যাল্ক

নতুন পরিচ্ছন্ন সৌরভের আমেজ

পৃথিবীর সেরা সুন্দরীদের কাছে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

পিয়ার্স বিশুদ্ধতা ও কোমলতায় অতুলনীয়

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ বাইশ ॥

উচ্ছ্বাস এবং তাচ্ছিল্য বাদ দিয়ে নিরাসক্ত মনে চীনের বৈষয়িক উন্নতির হিসাব-নিকাশ করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, যদিও কাজটা কঠিন। কিন্তু চীনকে বুঝতে হলে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। কাজটা কঠিন এই কারণে যে, চীন এই কয় বৎসরে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ। চীনের সরকারী পরিসংখ্যানও প্রায়শই পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমি এই প্রবন্ধে, ডঃ শ্রীপতি চন্দ্রশেখর এবং "নীল পিঁপড়ে" গ্রন্থের রচয়িতা ফরাসী সাংবাদিক মঁসিয়ে গিলে যে সব সরকারী পরিসংখ্যান তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন প্রধানত সেইগুলোই উদ্ধৃত করেছি। এই সব তথ্য সর্বতোভাবে নির্ভুল এমন দাবি আমার নেই, তবে এগুলো মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলেই আমার ধারণা। ওয়াকিবহাল পাঠক যদি আরও ভাল তথ্য দিতে পারেন, তবে উপকৃত হব।

প্রথমেই কৃষির কথা ধরা যাক। চীনের কম্যুনিস্ট সরকার কৃষি সংস্কারে বিপ্লব এনেছেন, এ কথাটা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই কৃষি বিপ্লব সাধন করতে কম্যুনিস্টরা কি কি পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং আখেরে তার উদ্দেশ্য (যদি খাদ্য সমস্যার সমাধানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে) কতটা সফল হয়েছে, সেইটাই বিচার করে দেখা যাক।

মূল চীনের আয়তন ৩৬ লক্ষ বর্গ-মাইলেরও বেশি, লোকসংখ্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের জনসংখ্যা জরীপের হিসাবে ১৯৬০ সালে ছিল ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ। এবং চীনের জনসংখ্যা প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে দেড় কোটির মত বেড়ে চলেছে।

চীনা মানচিত্রে বর্ণিত দক্ষিণ-পশ্চিমে য়ুনান প্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হেইলুঙকিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত একটা রেখা টেনে দেশটাকে দুটো ভাগ করে ফেললে দেখা যাবে পশ্চিম অংশে (তিব্বত এবং চামদো অঞ্চলকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি) মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ জমি পড়েছে, এবং এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা গোটা চীনের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। তাহলে দাঁড়াল এই, পূর্বাঞ্চলেই চীনের বেশির ভাগ লোক বাস করে। এই অঞ্চলে জমির পরিমাণ শতকরা ৫৮ ভাগ এবং লোকসংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। পশ্চিমে পাহাড়, পর্বতময় মালভূমি এবং মরুভূমি এবং পূর্বে উর্বরা, নদীধৌত সমতল প্রান্তর ও বদ্বীপ। এই কারণেই এই অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। চীনে শতকরা ৮০ জনই কৃষক।

কৃষি সমস্যা চীনের আবহমানকালের সমস্যা। ক্ষুধা, এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মতই চীনের (এবং ভারতেরও) মহামারী ব্যাধি। অনাবৃষ্টি এবং বন্যা পালা করে যুগ যুগ ধরে চীনে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি করেছে। তার উপরে চীনের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ বিপর্যস্ত হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট নানা উৎপীড়নে আর অত্যাচারে। এবং ক্রমাগত যুদ্ধে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ, অরাজকতা, দস্যুর নিরন্তর আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ এবং ঐ সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপ দুর্দশার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত এক শ বছরের চীনের ইতিহাস ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত। উপায়ান্তর না থাকায় চীন দেশের দুঃখী কৃষকেরা ভবিতব্যের হাতে নিজের অদৃষ্টকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এই পটভূমিতে চীনের ভাগ্যনিয়ন্তার গদীতে, ১৯৪৯ সালে, কম্যুনিস্টরা এসে অধিষ্ঠিত হল। এই সময় চীনের অর্থনীতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। খাদ্য সংকট এমনই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, প্রতি ঘণ্টায় তার দাম বেড়ে চলেছিল। চীনা কম্যুনিস্টরা গদীতে বসে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কোন্ পথ গ্রহণ করল, কত দূর সমাধান করতে পারল, এবং তার জন্য কী মূল্য জনসাধারণকে দিতে হয়েছে, এবারে সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ এই দশ বছরে চীনা কম্যুনিস্ট সরকার চারটি পর্যায়ে কৃষি বিপ্লব সাধনের প্রয়াস পেয়েছে। প্রথম পর্যায়ে জনগণের আদালতে বিচারের নামে জমিদারদের কোতল করা হয়েছে। সরকারী হিসাবে ৫০ লক্ষ কিন্তু বাইরের পর্যবেক্ষকদের হিসাবে দুই কোটি ছোটবড় সামন্ত ও জমিদারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে যাবতীয় জমি নয়াচীনের কম্যুনিস্ট সরকারের হাতে আনা হয়েছে।

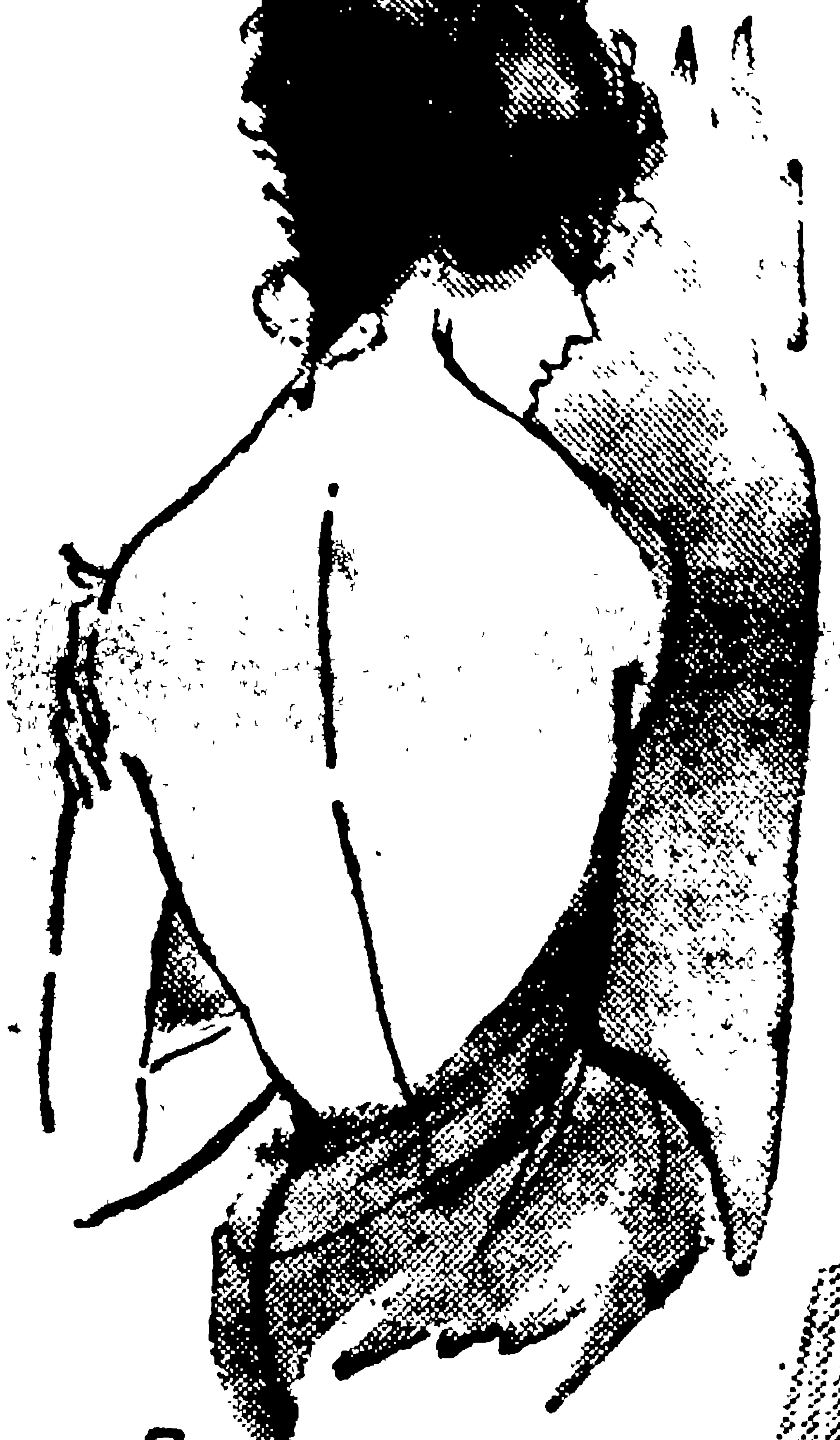

সারাদিন
সদ্যস্নানের সজীবতা!

শীতল, নির্মল, আর সজীবতার আনন্দ সারাক্ষণ সঙ্গী হয়ে থাকবে: স্নানের পর নিভিয়া ট্যালকাম পাউডার ব্যবহার —এই প্রতিশ্রুতি দেবে আপনায়। এতে আছে হেক্সাক্লোরোফেন নামের এক বিশেষ উপাদান, যা স্নানের সজীব আমেজ তাই সারাদিন বজায় রাখে। আপনার দেহকে চায়, নিভিয়া ট্যালকাম পাউডার...এর কোমল সৌরভ...এর পলাশ-পেলব স্পর্শ!

নিভিয়া
ট্যালকাম পাউডার

S&N

১৯৪৯ সালেই মাও "চাষীর হাতে জমি" দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৫০ সালের ৩০শে জুন "মহান কৃষি সংস্কার আইন" চালু করে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অজুহাতে ভূস্বামী নিধন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। এই নরমেধ যজ্ঞে যে প্রকাশিত চীনের সরকারী হিসাবেই ৫০ লক্ষ ভূস্বামীকে আহুতি দেওয়া হল, তাঁরা এক হিসাবে ভাগ্যবান, মরে সকল জ্বালা জুড়োলেন, যাদের হত্যা করা হল না, তাদের সংখ্যাও কম নয়, তাদের "সংশোধনের জন্য" পাঠানো হল শ্রম শিবিরের বাসর করতে।

হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করার পর বঞ্চিত, শোষিত চীনা কৃষক এই প্রথম জমির মালিক হল। কিন্তু তার দুর্দশা ঘুচল কি? তাদের দারিদ্র্য দূর হল কি? ভারতে যে সব কৃষক নেতা মাও পন্থাকে তুলে চাষীদের সংগঠিত করার জন্য মন ভুলানো নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাঁদের আমি চীনের মুখ্য কম্যুনিস্ট প্রবক্তা লিউ শাও-চি-এর এই ঐতিহাসিক উক্তিটি স্মরণ করতে বলি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, "গরীব লোকেদের দুর্দশা এবং দারিদ্র্য লাঘব করাই কৃষি সংস্কারের উদ্দেশ্য, একথা ঠিক নয়, কৃষি সংস্কারের মূল কারণ এবং উদ্দেশ্য অন্য কিছু।"

১৯৫০ সালের ১৪ই জুন প্রস্তাবিত কৃষি সংস্কার আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিউ শাও-চি এই কথাটি বলেছিলেন। তাঁর মতে :

"....the basic aim of agrarian reform is not purely one of relieving the impoverished peasants. It is designed to set free the rural productive forces from the shackles of the feudal landownership system of the landlord class in order to develop agricultural production and thus pave the way of New China's industrialization."

তাহলে মূল লক্ষ্য দাঁড়াল কৃষকের মুক্তি নয়, গ্রামের উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি।

চীনের কৃষি সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল, চাষীদের মধ্যে ভূমি বন্টন। ১৯৫৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কৃষি বিপ্লবের এই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বন্টনের কাজ খুব সহজে সম্পন্ন হয় নি। জমি পাবার জন্য চাষীদের কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়েছে এবং দারিদ্র্যকেই একমাত্র শর্ত বলে মেনে নেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে "রাজনৈতিক [illegible] এবং আনুগত্য"—এই শর্ত দুটিও [illegible] জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। [illegible]

এসে গেল। কথাটা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু তার পরিমাণ কত? সরকারী হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, মাথা পিছু প্রতি চাষী মাত্র কয়েক 'মৌ' করে জমি পেয়েছিল। এক 'মৌ' জমি আমাদের হিসাবে এক একরের ছয়ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ আধ বিঘে মাত্র।

এই স্বল্প পরিমাণ জমি চাষীরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে চাষ করে, তাহলে উৎপাদন বাড়ে না, সেটা লাভজনকও হয় না। তাই চীনা কম্যুনিস্ট সরকার জমি বণ্টনের সংগে সংগেই 'কৃষি উৎপাদক সমবায়' গড়ে তোলার জন্য খুব জোর একটা প্রচেষ্টা চালান। সরকারী প্রচারযন্ত্র এবং পার্টির পোষ্যরা প্রচারকেরা বলে বেড়াতে লাগল, "ছোটদের মত ছোট জমিতে" চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো কখনোই সম্ভব হবে না। ছোট জমিতে গভীরভাবে চাষ, দরকার মত সার দেওয়া, যন্ত্রের ব্যবহার করতে যে ব্যয় হবে, তা বহন করা কোন চাষীর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয় এবং সমবায় গড়লেই এই সব সুবিধা অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে।

সমবায় গঠনের অগ্রগতির দ্রুততার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, (এর কত ভাগ শুধুই প্রচার, তা জানা দুঃসাধ্য) তাতে সত্যিই তাক লেগে যায়। ১৯৫২ সালে চীনে কৃষি উৎপাদক সমবায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০। এই সংখ্যা ৫৩ সালে ১৪০০০, ৫৪-তে ৬ লক্ষ, এবং ৫৬ সালের বসন্ত কালের মধ্যেই ১০ লক্ষে পৌঁছে গেল। (৫৬ সালের হিসাবে প্রাথমিক সমবায় এবং যৌথ খামারের হিসেব এক সংগে ধরা হয়েছে।)

শেষ পর্যন্ত সমবায় গড়েও কম্যুনিস্টরা সন্তুষ্ট হল না। ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন, কৃষি বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ে যৌথ খামারের নামে জমির মালিকানা চাষীর হাত থেকে সরকার আবার নিজের হাতে নিয়ে নিল। এই তারিখে কম্যুনিস্ট পার্টি "কৃষি উৎপাদনের উন্নততর (প্রাইমারী বা প্রাথমিক সমবায় বাতিল করে দিয়ে) সমবায় সংস্থার জন্য আদর্শ নিয়মাবলী" প্রকাশ করে। যে সব চাষী আগে-থেকেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে আছে, এই "নব বিধানে" তাদের জমি, উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো, যথা লাঙল, গরু প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করে "উন্নততর সমবায় সংস্থার যৌথ মালিকানার" কাছে অর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

চাষীরা মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই বুঝতে পারল, সরকার তাদের বিরাট এক ধাপ্পা দিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তাদের পায়ের নিচ থেকে জমি সরে গেল। [illegible]

চাষীরা বিনাবাক্যেই অদৃষ্টের নির্দেশ মেনে নিল।

চীনা কম্যুনিস্টরা তাতেও স্বস্তি পেল না। রাশিয়ার চাষীরা যৌথ খামারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা জানা ছিল। চাষীদের অসন্তোষ বিদ্রোহের আকারে পাছে চীনেও কোনদিন দানা বেঁধে ওঠে, তাই চীনা সরকার তার সুদূরতম সম্ভাবনার শিকড়ও মেরে দিল। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ব্যাপকভাবে চালু হল কমিউন। এইটিই চীনের কৃষি বিপ্লবের চতুর্থ বা সর্বশেষ পর্যায়। আগস্ট মাসের শেষ দিকে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরো এক বৈঠকে "গ্রামাঞ্চলে জনগণের কমিউন প্রতিষ্ঠা" করার এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই কমিউনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, সারা দেশে কৃষির সামগ্রিক উন্নতি, ধারাবাহিকভাবে দ্রুত উৎপাদন এবং ৫০ কোটি চাষীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য। একে "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনাপূর্ণ অগ্রগতি" বলে উচ্চ রোলে ঢাকঢোল পিটানো শুরু হল। বলা হতে লাগল, দেশের সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিউন গজিয়ে উঠছে। "কম্যুনিস্ট মুখপাত্রদের কথায় বিশ্বাস করলে এই কথাই মানতে হয় যে নিজেদেরকে কমিউনের মধ্যে সংগঠিত করবার জন্য চাষীরা সব সময় নাকি পার্টির লোকেদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। তার মানে, নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে চীনা চাষীরা কমিউনে সংগঠিত হতে যে রকম আগ্রহ দেখিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোন মেষশাবককে সে রকম আনন্দে হই হই করতে করতে বা স্বেচ্ছায় কসাইখানার দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় নি।"—(ডঃ চন্দ্রশেখর)

কমিউন প্রতিষ্ঠার নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তবে তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, চাষীদের আয় কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে শিল্পোন্নয়নে বিনিয়োগযোগ্য [illegible] এবং চাষীদের এক বিরাট [illegible] মজুর হিসাবে শিল্প-শ্রমিকে [illegible] সরকার চাষীদের আয় [illegible] নিয়েছেন একটা হিসেব [illegible] হদিশ পাওয়া যাবে। ১৯৫৬ সালে কম্যুনিস্ট শাসকেরা স্থির করেছিলেন যে, মোট কৃষি আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, চাষীরা পেয়েছে মোট কৃষি আয়ের শতকরা ৫৩·২ ভাগ। তারপর জনগণের কমিউন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট আয়ের

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা

॥ মানুষ রবীন্দ্রনাথ ॥

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত হল। মহাকবির বহুরূপী অথচ 'পঞ্চবটী' ব্যক্তিত্বের নানা কথা ও কাহিনীতে ভরা, রমণীয় রচনা। ৪·০০।

॥ স্বামীজীর জীবনকথা ॥

সাম্প্রতিক কালের যুগসন্ধিক্ষণে এসে বিশ্বজয়ী অদ্বৈতসাধক বিবেকানন্দের প্রভাবের পরিধি কি আমাদের জাতীয় জীবনে শেষ হয়ে গেছে? বইখানিতে আছে সে প্রশ্নের বিচার। শোভন সংস্করণ ২·২৫।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাকথা ॥

লেখক আধুনিক কালের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট নিজের মানসদর্পণে ধরতে চেয়েছেন সেই চিরকালের মহাপুরুষের মানসছায়া।

একবার শরৎচন্দ্র একটি বিখ্যাত গাইয়ের আসরে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি রকম গাইয়ে হে? থামতে জানে ত?

জীবনকথাকার কাননবিহারী বলতেও জানেন, থামতেও জানেন। একটি সুসংবদ্ধ, স্বল্পভাষী মনের কথা অনাড়ম্বর উদ্যোগে প্রকাশ করা—তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুলভ সংস্করণ ৩·০০।

॥ মহাকবির জীবনকথা ॥

সমাজের সাধারণ লেখাপড়া জানা নরনারীর জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ জীবনকাহিনী। ১·২৫।

॥ কিশোরকিশোরীদের জন্য ॥

॥ ছোটদের রবীন্দ্রনাথ ॥ ছোটদের বিবেকানন্দ ॥

[illegible]

[illegible] কলিকাতা—১২

শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ কমিউনের খাই খর্চা মেটাতে ব্যয় হয় এবং বাকী ৭০ ভাগ সঞ্চয় ও লগ্নী করা হয়। চাষীর হাতে লবডঙ্কা। তারা তিন বেলা খেতে পাবে আর জমি চষবে—এই হল কমিউনের বিধান। এ বিধান যে না মানবে, তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে।

পারিবারিক সম্পর্কের বা বন্ধনের কোন স্বীকৃতি কমিউনের কাছে নেই। বাপ-ছেলে, স্বামী স্ত্রী এই ধরনের কোন সম্পর্কের মূল্য চীনা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র দেয় না। তার কাছে প্রতিটি মানুষ। কি পুরুষ কি স্ত্রী) রাষ্ট্রের প্রয়োজন মাফিক উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় মাত্র। পরিবারের মধ্যে বাস করলে মানুষ পারিবারিক কর্তব্য পালনে অনেক শ্রম ও সময় অপব্যয় করে। এই অপচয় বাঁচাবার জন্যই পরিবারকে ভেঙে স্ত্রী পুরুষকে 'মুক্তি' দিয়ে কমিউনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিউন শুনলেই কম্যুনিস্টরা গদগদ হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার শেষ

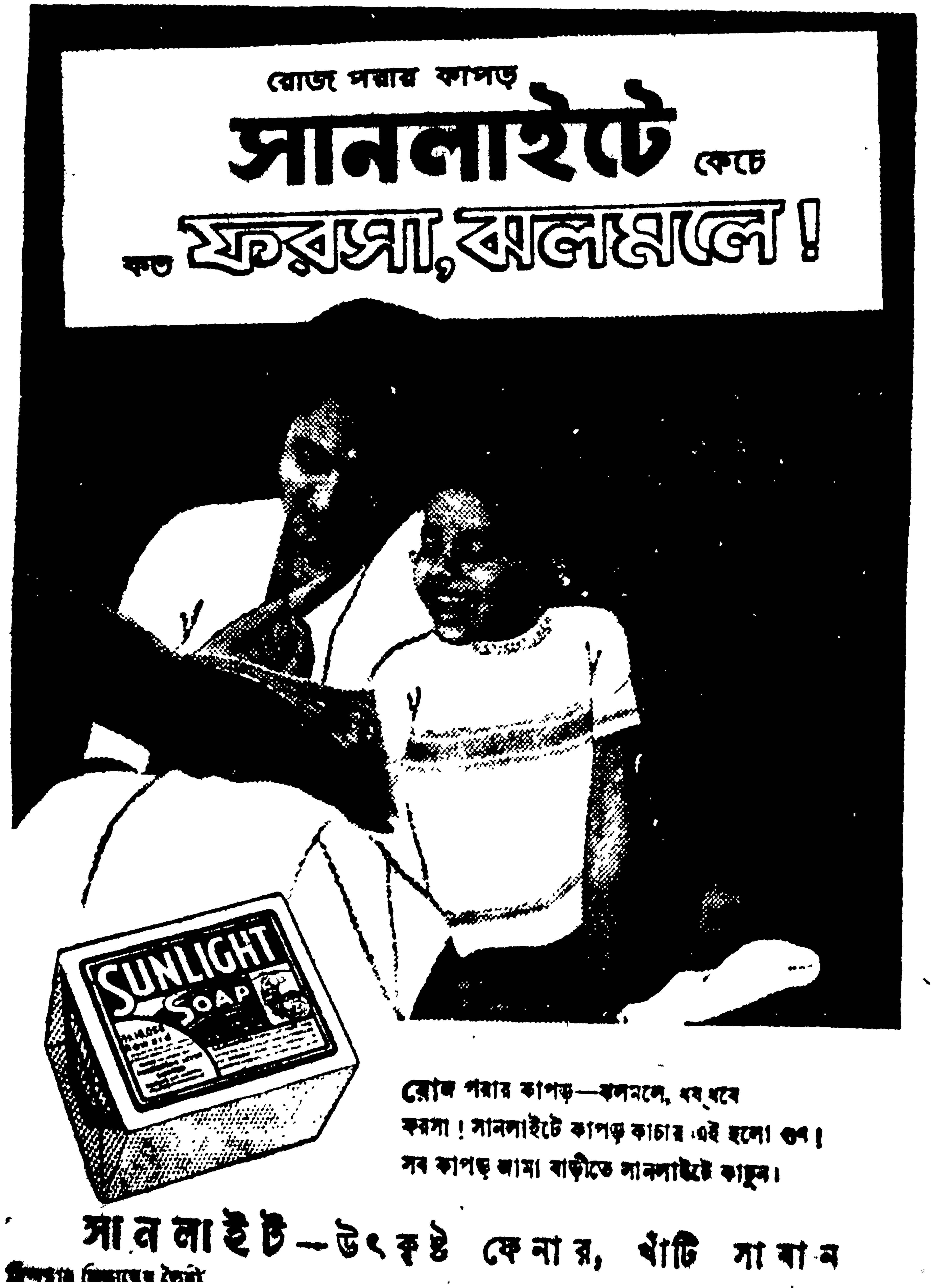

ধাপ যে সামাজিক ইউনিটটির কথা বলা হয়েছে, সেইটিই হচ্ছে কমিউন সেই [illegible] সুশৃঙ্খলিত অনুগামী [illegible] বুদ্ধিজীবী একমাত্র তাঁর টুথব্রাশটা হাতছাড়া করতে চাননি, ব্যক্তিগত টুথব্রাশ দিয়ে নিজের দাঁত মাজার কল্পনায় সম্ভবত তাঁর ও মনে [illegible] (বুর্জোয়া সুলভ?) উদ্রেক হয়ে থাকবে, তাই ওটাকে আর কমিউনের সম্পত্তি করতে চাননি, এ ছাড়া আর সব কিছুই কমিউনের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে গিয়েছেন। যাঁরা ভাবছেন, এটা আমার রসিকতা, তাঁদের অবগতির জন্য রাশিয়ার বিখ্যাত কম্যুনিস্ট কবি মায়াকোভস্কির কবিতার একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি।

"O commune, everything I own is yours, except my tooth-brush."

বঙ্গার্থ: "অয়ি কমিউন, আমার টুথব্রাশটি ছাড়া আর যা কিছু আছে, সেসব তোমারই, তোমারই।"

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে (১৯১৮-১৯২০) সেখানেও কমিউন প্রতিষ্ঠার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৫৮ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বময় একথাটা ছড়িয়ে দিল যে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় জনগণের চীন সোভিয়েট রাশিয়াকেও টেক্কা দিয়েছে। তার দেশব্যাপী কমিউন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হয়েছে। চীনের সরকারী পরিসংখ্যান মারফৎ জানা গেল, ঐ বছরেই শেষের ছয়মাসে গ্রামাঞ্চলে ২৬ হাজার কমিউনের উদ্বোধন হয়েছে। সরকারীভাবে একথাও ঘোষণা করা হল যে, অনুরূপ বিপ্লব শহরেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এখন দেখা যাক, কমিউন বলতে আসলে কি বোঝায়? প্রকৃতপক্ষে কমিউন হচ্ছে, কম্যুনিস্ট প্রশাসনের কঠোরতম একটি রূপ। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলো 'কালেকটিভ ফার্ম' বা যৌথ খামার এবং গ্রামকে সাংগঠনিক তথা প্রশাসনিক দিক থেকে একটি ইউনিটে শামিল করে ফেলা। এই ইউনিটটি কৃষি, বন, পশু পালন, মৎস্য চাষ, এবং শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দায়ী থাকবে। এইভাবে চাষী (কৃষি), শ্রমিক (শিল্প), ব্যবসায়ী (বিনিময়), ছাত্র (সংস্কৃতি ও শিক্ষা) এবং মিলিশিয়া বা সামরিক বাহিনীকে একটি সম্মিলিত নেতৃত্বের অধীনে আনা হল। এই নেতৃত্ব নামে সম্মিলিত হলেও এর চাবিকাঠি থাকল কম্যুনিস্ট পার্টিরই হাতে।

কমিউন প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রচলিত সামাজিক এবং পারিবারিক কাঠামো ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। চীনা সমাজে মেয়েদের চিরাচরিত ভূমিকা অর্থাৎ জননী, জায়া, দুহিতা, বিলুপ্ত হয়ে গেল। নারী জাতিকে "শৃঙ্খল মুক্ত" করে শ্রমিকে পরিণত করা হল। কম্যুনিস্ট মতাদর্শে [illegible] উৎপাদন বৃদ্ধির [illegible]। চীনের [illegible]

[illegible] নতুন [illegible] মেয়েদের [illegible] অর্থাৎ প্রয়োজন [illegible] চীনের মেয়েরা [illegible] সংসারে [illegible] ও পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির [illegible] প্রধানত স্ত্রী ও মা নয়। একজন স্ত্রী যদি একশটি পরিবারের জন্য রান্না করে দেয়, তাহলে বাকী ৯৯ জন স্ত্রীকে সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে এনে মাঠে বা কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাই বাড়িকে সমষ্টিগত মালিকানা বা কমিউনের অন্তর্ভুক্ত করে নারীকে প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষে, সরকারী হিসাবে, হোনান, হুনান, শানটুং, শানসী, কিয়াংসি এবং লাইয়োনিঙ প্রদেশের ১০ কোটি চাষী পরিবারের প্রায় ৯ কোটি নারীকে "পারিবারিক শৃংখল" থেকে "মুক্ত" করে রাষ্ট্রের কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ বিশেষে স্বামী এবং স্ত্রীকে বসবাসের জন্য আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নয়াচীনের শিশুরা যাতে "ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক" হয়ে উঠতে পারে, বাপ মায়ের স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুলতা নামক "বুর্জোয়া আবেগ প্রবণতার" দ্বারা তারা যাতে আক্রান্ত হতে না পারে, কমিউনে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

মাকে সংসারের জন্য চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিতে কমিউনগুলোর ক্রেশ এবং [illegible] শিশুর বয়স এক সপ্তাহ [illegible] অর্থাৎ প্রসূতি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেই শিশুকে ক্রেশেতে রেখে মাকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। চার বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত শিশুটি এখানে থাকে, তারপর তাকে ছয় বছর পর্যন্ত রাখা হয় নার্শারীতে। ৭ থেকে ১৬ বছরের শিশু থাকে বিদ্যালয়ের হোস্টেলে।

ডঃ চন্দ্রশেখর চীন ভ্রমণের সময় [illegible] কমিউনে গিয়ে তিনটে ক্রেশ [illegible] দেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা [illegible] তিনি বলেছেন: "শিক্ষয়িত্রী [illegible] কোণে রাখা পিয়ানোটি বাজাতে আরম্ভ করলেন। শিশুরা আপনা থেকেই গোল হয়ে বর্তমানের অতি পরিচিত গান গাইতে শুরু করল—'সমাজতন্ত্র খুব ভাল', 'কমিউনগুলো খুব ভাল', 'চেয়ারম্যান মাও আমাদের ত্রাণকর্তা।'

"আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এরা কি বাড়িতে এদের বাপ-মায়ের কাছে যায়?'

—'সাধারণত না।'

—'ছেলেমেয়েরা কি বাপ-মায়ের অভাব বোধ করে না?'

শিক্ষয়িত্রী জবাবে বললেন, 'আমার বিশ্বাস করে না। কারণ বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আমরা সরবরাহ

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২.]
দ্বিতীয় খণ্ড উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫.]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানা) একত্রে। [৯.]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারে একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

[illegible] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫.]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫.]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [illegible]
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত। [৯.]

[illegible] তালিকার জন্য লিখুন:
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯
[illegible]

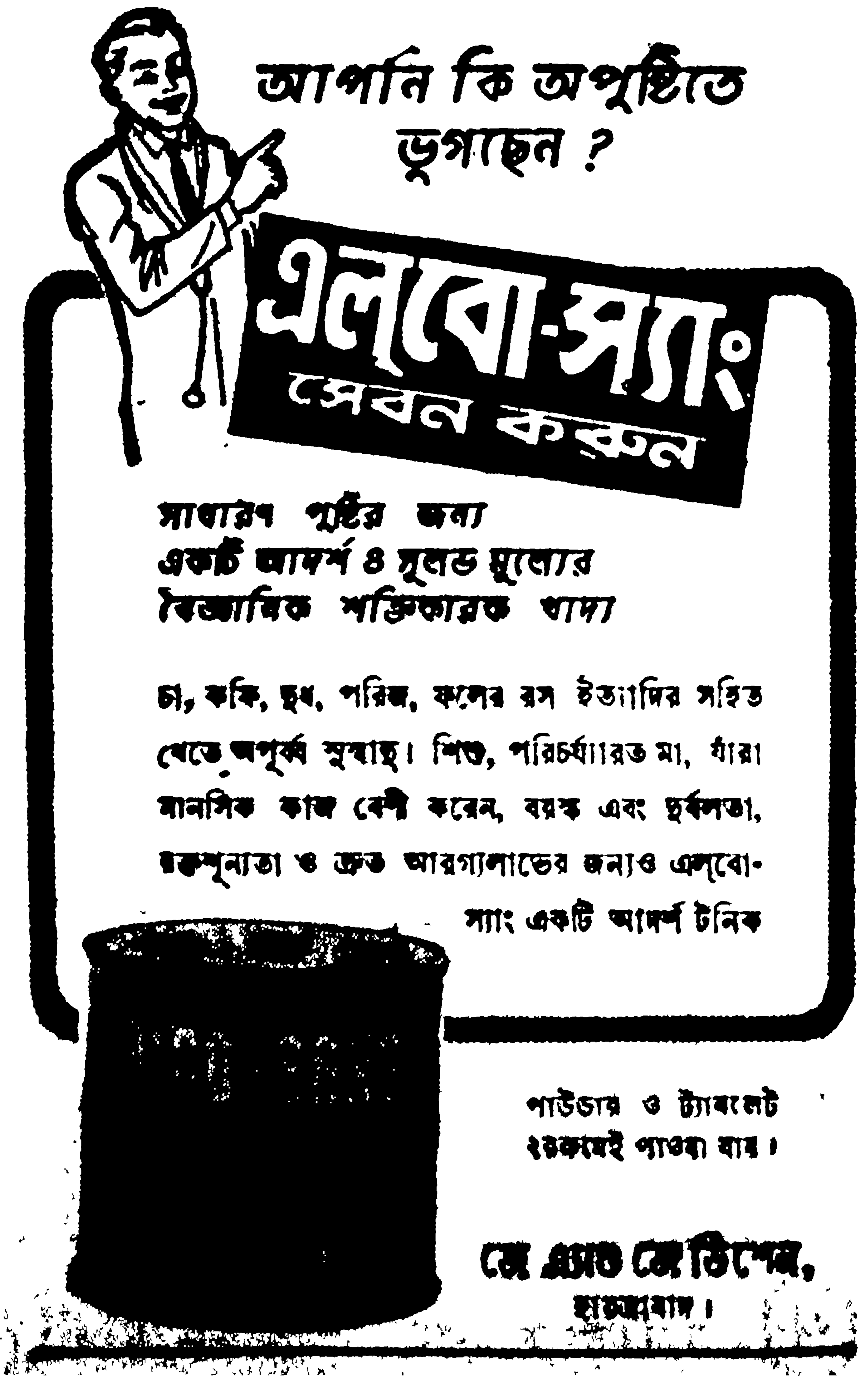

করি। অভাব বোধ তো করেই না, উপরন্তু যেন আরামেই থাকে।'

"ওরা সত্যি সত্যি বাপ-মায়ের অভাব বোধ করে কিনা, বাচ্চাদের ওখান থেকে আসবার সময় আমি সে কথাই চিন্তা করছিলাম।..." (—অনুবাদ নিরঞ্জন হালদার, আজকের চীনে পৃঃ ৩৪-৩৫)

[illegible] কমিউনের ডিরেক্টর [illegible], কম্যুনিস্ট অর্থনীতির মোটা দুরূহতম সমস্যা—সমবায়ী খামারের কৃষি-শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করা—কমিউন সেটা অতি সহজেই সমাধান করে ফেলেছে। ডিরেক্টর স্পষ্টই বলেছেন, "কমিউনে কোন শ্রমিককেই নগদ টাকা দেওয়া হয় না।" গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কমিউন তাদের ষোলটি গ্যারাণ্টি দেয়। তা রক্ষাও করে।

বয়স বা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কমিউন সবাইকে এই ষোল দফা গ্যারাণ্টি দেয়। (১) খাদ্য, (২) পোশাক পরিচ্ছদ : কমিউনের প্রতিটি সদস্যকে বছরে ১৮ ইয়েন (এক ইয়েন, আমাদের দু টাকার প্রায় সমান) মূল্যের কাপড় দেওয়া হয়। জাতীয় উর্দি অর্থাৎ নীল রঙের বয়লার স্যুট ছাড়া অন্য পরিধেয় নিষিদ্ধ। (৩) বাসস্থান : কমিউন সেই অঞ্চলের সব বাড়ির মালিক। বাসস্থান বণ্টনের একমাত্র অধিকারী কমিউনই। (৪) যানবাহন : বাসস্থান থেকে কাজের জায়গায় যেতে আসতে পয়সা লাগে না। কমিউনের কাজে কেউ বাইরে গেলে কমিউনই তার ভাড়া দেয়, এক ইয়েন রাহা খরচাও দেয়। (৫) প্রসূতি ব্যবস্থা : সন্তান সম্ভবা নারীকে ৪৫ দিনের ছুটি এবং তার পুষ্টির জন্য এক ক্যাটি লাল চিনি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে প্রসূতিকে কমিউনের খরচে নিকটবর্তী শহরের বড় হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। (৬) অসুখ হলে ছুটি এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা। (৭) বার্ধক্যে অবসর : বৃদ্ধ ও অক্ষমদের কমিউনে কোন কাজ করতে হয় না, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব কমিউনের। তবে যারা কাজ করতে চায়, তাদের হাল্কা ধরনের কাজ দেওয়া হয়। (৮) বিনামূল্যে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা। (কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছাড়া আর কারো পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় না। শুধু গোর দেওয়া হয়) কবরটাকেও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা কমিউনিস্ট চীন করে ফেলেছে। কবরে যাতে ভাল ফলের বাগান করা যায়, সেজন্য মৃতদেহ অন্ততঃ দশ ফুট নিচে গোর দেওয়া হয়। (৯) অবৈতনিক শিক্ষা। (১০) শিশু পালন। (১১) বিবাহিতদের [illegible] বিনোদনের ব্যবস্থা। (১২) বিয়ের খরচ সাহায্য দান। [illegible]

চুল ছাঁটাইয়ের খরচ। (১৪) গরম জলে স্নান করার জন্য বিনামূল্যে বছরে ২০টি স্নানের টিকিট। (১৫) মিথরচায় পোশাক সেলাই ও মেরামত এবং (১৬) বিনামূল্যে আলো : যেখানে বিজলী বাতি নেই, সেখানে বাতির তেল কেনার জন্য প্রত্যেককে বছরে এক ইয়েন দেওয়া হয়।

কমিউনে সামরিক কায়দায় শ্রমিকদের সংগঠিত করা হয়। এবং তারা যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই আছে, এমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক প্রেরণার মধ্যে শ্রমিকদের সদাসর্বদা রেখে দেওয়া হয়। কম্যুনিস্ট নেতাদের মতে, এতে শ্রমিকদের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে শ্রম নিংড়ে বের করা যায়। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর "পিপলস ডেইলির" সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে :

"In the communes, everyone should become a soldier. Young men eligible by age and all demobilized servicemen should be organised into militia, put under constant military training, and required to shoulder the mission assigned by the State."

"যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছ, এমনভাবে কাজ কর"—এই জিগীর তুলে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সবগুলো প্রচারের মাধ্যমকে সক্রিয় করে চীন সরকার এমন একটা সামরিক হিস্টিরিয়া দেশের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে শ্রমিকদের দিনরাত খাটিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আটঘণ্টার বেশী কাউকে কমিউনে বিশ্রাম দেওয়া হত না।

ডঃ চন্দ্রশেখর চীনে গিয়ে একটি কমিউনে বাসও করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনে কিভাবে কাজ হয় তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাস্তার লাউড স্পীকারের শব্দে সকালে পুরুষ ও মেয়েরা জেগে ওঠে। শারীরিক যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়, তাই খোলা জায়গায় রোজ সকলকে আধ ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হয়। তারপর প্রাতঃরাশের ক্যান্টিনে যেতে হয়। এরপর সবাই ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করতে যায়। প্রতিটি গ্রুপ মাঠে বা কারখানায় নির্দিষ্ট কাজ করে। দুপুরে, যারা কাছে কাজ করে, তারা ক্যান্টিনে খেতে আসে, যারা দূরে কাজ করে, তাদের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুরের খাদ্য : ভাত, শাক সব্জীর তরকারী, মিষ্টি আলু আর কচিৎ কদাচ ছিটেফোঁটা শূয়োরের মাংস। খাওয়া শেষ হলে তারা আবার মার্চ করে কাজের জায়গায় ফিরে যায়। কমিউনে নিকৃষ্ট ধরনের খাদ্যই সরবরাহ করা হয়। সন্ধ্যার সময় কাজ থেকে ফিরলেও বিশ্রাম নেই। [illegible] নির্ধারিত ক্লাশে যেতে হয়। [illegible] মারফৎ পিকিং-এর "পিপলস ডেইলির" [illegible] সংবাদ [illegible] কৃষি ও শিল্প

উৎপাদনের একেবারে হালের পরিসংখ্যান, গ্রামের উনুন থেকে গতকাল কত টন ইস্পাত বেরিয়েছে তার খবর, 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ' ও তাইওয়ানের চিয়াং চক্রকে নির্বংশ করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার মুখরোচক বিবরণ, (ভারত ও নেহরুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার নতুন প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছে।—লেখক), বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনে চীন কিভাবে ইংলণ্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তার কাহিনী এবং অবশেষে পিকিং অপেরা শোনানো হয়। কিন্তু আজকাল অপেরার কাজ শুধু আনন্দ দেওয়া নয়, জ্ঞান দেওয়াও। এরপর দেশপ্রেমাত্মক কোন সিনেমা, অথবা বিপ্লবাত্মক কোন নাটক

কিংবা সাধারণ ব্যায়াম প্রদর্শনী। (একটা কথা মনে রাখবেন, কারো ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, বসে বসে সবাইকে এসব জিনিস দেখতেই হবে। কমিউনের আইনে দেখতে তারা বাধ্য)।

তারপরেও কিছুক্ষণ শেষ হলে, [illegible] হয়েছে। এবার [illegible] এরপরে আছে সমালোচনা সভা। [illegible] হাজির দিতে হয়। [illegible] প্রোগ্রাম। আত্ম সমালোচনায় [illegible] কি পরিমাণে আত্মত্যাগ করেছে, এখানে তার পরীক্ষা দিতে হয়। একের পর এক উঠে দাঁড়ায় সকলে, নিজেদের ভুল ত্রুটি এবং জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে ব্যর্থতা

জগদীশবাবুর গীতা
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
ভারত-আত্মার বাণী
শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা
কর্মবাণী
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী
বাংলার ঋষি
বীরত্বে বাঙালী
বাংলার মনীষী
বিজ্ঞানে বাঙালী
বাংলার বিদুষী
আচার্য জগদীশ
রাজর্ষি রামমোহন
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
যুগাচার্য বিবেকানন্দ
জীবন গড়া
রবীন্দ্রনাথ
ব্যবহারিক শব্দকোষ
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

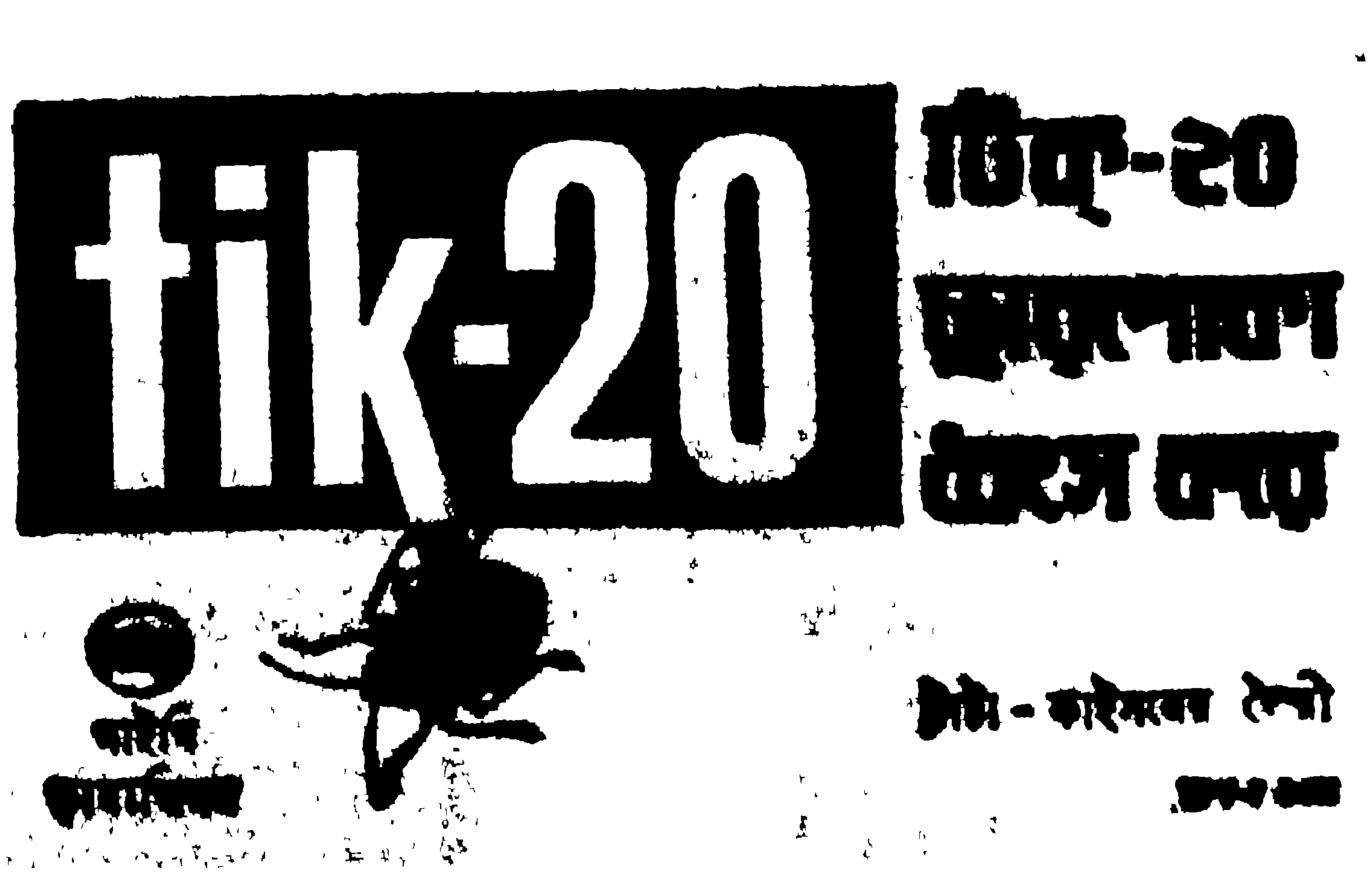

স্বীকার করতে হয় সং[illegible] নাম নালিশ জানায় কমরেডদের [illegible] সবাই [illegible] আমেরিকান সাম্রাজ্য[illegible] প্রতি[illegible]বিপ্লবী ও জনগণের শত্রুদের ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা নেয়। তার পর[illegible] তাইওয়ান দলের জন্যও উৎপাদন বাড়া[illegible] [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] তার [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible]মূলক [illegible] সকলে [illegible] আসর [illegible]।

এই হল [illegible] [illegible]। এখানে [illegible]কে চিড়িয়াখানার [illegible] পরিণত করা হয়েছে। বিশ্রাম বা [illegible] শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং নির্জন বা লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েকক্ষণ একা [illegible] হয়েছে, [illegible] ভয়ংকর বলে [illegible]। [illegible] মানুষের [illegible]।

(ক্রমশ)

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

✲ বিশ্ববিচিত্রা ✲

চিত্রকর ভিক্টর হ্যুগো

[illegible] বিখ্যাত [illegible] হ্যুগো [illegible] এবং [illegible] চাপা ছিল [illegible]

হ্যুগো অবিশ্রান্ত কলম চালিয়ে যেতেন — সব সময়েই গল্প কবিতা বা উপন্যাস লিখে যেতেন তা অবশ্য নয়। কাফেতে বসে আলাপ-আলোচনা করার সময়েও কথায় শ্রোতাদের মন একদিকে ডুবিয়ে রাখতেন, কিন্তু অন্যদিকে হাতের কলম ঠিক অবিরাম গতিতে রেখা টেনে চলেছে যেন কলমের নিজেরই একটা মস্তিষ্ক আছে। তাঁর বন্ধু, ঔপন্যাসিক থিওফাইল গওটিয়ের বলতেন: "বিস্মিত দৃষ্টিতে আমরা কতবারই না দেখেছি এক ফোঁটা কালির বা কফির ফোঁটা খামের পিছনে [illegible] মৌলিক প্রাকৃতিক দৃশ্যই না [illegible] হয়েছে।"

হ্যুগোর সেই সব আঁকা ছবি [illegible] মানের ছিল যে সাহিত্যে মহামনীষী [illegible] হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী রোমান্টিক আর্টের ইতিহাসে তাঁর একটা স্থায়ী স্থান থেকে যেতো। কিন্তু হ্যুগোর লেখা [illegible] পড়েছে এমন অনুরাগী পাঠকও [illegible] আঁকা সাড়ে চারশো রেখাচিত্র ও জলরঙের ছবির অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি আঁদ্রে মরোয়া ও [illegible] প্রমুখ জীবনীকাররা ও তাঁর এই [illegible] দিকটা তেমন উল্লেখই করেননি। [illegible] লেখা জীবনী গ্রন্থে হ্যুগোর [illegible] তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর [illegible] এবং নির্বাসিত হবার মধ্যে যৌন জীবনই তাঁর শিল্পীসত্তাকে চাপা দিয়েছে। কিন্তু [illegible] গত এপ্রিলের মাঝে "লা মিজারেবল" এর শতবার্ষিকী উদযাপন সঙ্গে প্যারীস তাঁর গৃহে (বর্তমানে সংরক্ষণাগারে রূপান্তরিত) অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্যারীসবাসী তাঁকে এক কৃতী চিত্রকররূপে এতদিনে চিনতে পারে। অনেকের কাছে হ্যুগোর ছবিগুলি এমন কি তাঁর উপন্যাস, গল্প, কবিতা প্রভৃতি রচনাবলীর চেয়েও জীবন্ত প্রতীয়মান হয়!

ভিক্টর হ্যুগো আবাসের অধ্যক্ষ জাঁ সার্জেন্টের মতে চিত্রকর হিসেবে অবহেলিত হওয়ার জন্য হ্যুগো নিজেই ছিলেন দায়ী। ফরাসী সাহিত্য জগতের শীর্ষস্থানে

[illegible]

[illegible] কালি থাকতো তাই দিয়েই [illegible] এঁকে গেছেন।

[illegible] ছবিগুলি এমন বড় এবং এমন [illegible] ছিল না অমনভাবে [illegible] নয়। হ্যুগো বড় বড় [illegible] তাঁর স্বাক্ষরও দিতেন [illegible] অন্তরঙ্গ সুহৃদদের উপহার [illegible]। সার্জেন্ট বলেন, ছবিগুলি সম্পর্কে হ্যুগো অমনোযোগী ছিলেন না

আপনার ত্বক নীরোগ লাবণ্যময় করে

সব রকম সংক্রমণ থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত রাখুন। চর্মরোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উত্তম নিম সাবান ব্যবহার করুন। উত্তম নিম সাবানে বীজাণুনাশক নিমের স্বাভাবিক উপাদান আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও নীরোগ রাখে

উত্তম নিম সাবান

একটি SIKRU প্রসাধনী

মডেল সোপ কোম্পানী, কলিকাতা-১

NAS/M/34

সাদা মলম

বি-টেক্স

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুসকুড়ি গায়ে গোটা, হাজার হাত পা ফাটা জীবজন্তুর ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৩

বি-টেক্স আরেন্টমেন্ট ম্যানুঃ কোং
সেলস্ ডিপোঃ
৭১ ক্যানিং স্ট্রীট, সিমলে রুম নং ডি-১০৯, কলিকাতা-১

বিশ্বখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হ্যুগো র চিত্রাঙ্কন কুশলতার একটি দৃষ্টান্ত— শায়িতা নগ্ন মূর্তি

মোটেই, আসলে ওগুলির সিরীয়াস সমালোচনায় তিনি লজ্জাবোধ করতেন।

ছবি আঁকতে তিনি চকোলেট, দুধ এবং থুথু ব্যবহার করতেন বলে যা শোনা যায়, সেটা সম্ভবত কিম্বদন্তী। তবে ঝড় ঘনিয়ে আসা বোঝাতে কফির ব্যবহার, মোটা রেখা বোঝাতে ইচ্ছে করে নিবের মুখ ভেঙে ভোঁতা করে নেওয়া বা কুয়াশা বোঝাতে ছুরি দিয়ে ছবি ঠুকরে ঠুকরে দেওয়া কিম্বা ময়লা করে ফেলা—এসব তিনি করতেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ অথচ সরল টানে তিনি চমৎকার নগ্ন মূর্তি আঁকতে পারতেন। এমন চমৎকার রঙের ঘূর্ণি বা নগ্নদেহের মনোরম চিত্র তৈরি করতে পারতেন যা আজকালকার বহু আর্ট গ্যালারিতে বেশ মানিয়ে যাবে। জন ব্রাউনের ফাঁসী দ্বারা অংশত অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর আঁকা ফাঁসিতে লটকানো এক ব্যক্তির ছবির ক্ষেত্রে আলো ও ছায়ার ব্যাপারে তিনি মনীষী শ্রেণীর চিত্রকরের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর শিল্পকর্মে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকৃতিটির প্রতি আনুগত্য এবং এক ঔপন্যাসিকের পলায়নপর মনের অনবদ্য সংযোগ।

সচল মহাদেশ

বিজ্ঞান মহলে আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ যে বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে বিতর্ক চলেছে এবং আজও যার সমাধান হয়নি, তারই একটা বার্ষিকী বিনা সোরগোলে সম্প্রতি হয়ে গেল। এই সূত্রটির নাম হচ্ছে পরিবর্তনশীল মহাদেশসমূহ এবং মতবাদটির জনক হচ্ছেন জার্মান ভূপদার্থবিদ আলফ্রেড ওয়েগেনার। এই বিষয়ে ১৯১২ সালে তিনি তাঁর চাঞ্চল্যকর পুস্তক "ডি কনটেস্টেন্যান্ডতের কনিটনেন্টে" বা মহাদেশগুলি উৎপত্তি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের এই হিসেবেই যে বইটির সর্বাধিক কাটতি হয়েছিল তা নয়, ভূপদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর সেই মতবাদকে একটি বিরাট আবিষ্কার বলা হয়।

আলফ্রেড ওয়েগেনারের মতে অনুসারে মহাদেশের বিরাট পরিবর্তন শুরু হয় পাঁচিশ কোটি বছর আগে। তাঁর মতে আসলে আদিকালে একটিমাত্র মহাদেশ ছিল, যার অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি। কোটি কোটি বছর আগে সেই মহাদেশ বরফের মত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। তাঁর বিশ্বাস ভাসমান বরফের চাঙড়ের মত সেই মহাদেশের ভাঙা টুকরোগুলো সেদিন থেকে ক্রমাগত পৃথিবীর ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সূত্রের সমর্থনে বলা যায় যে, ১৯১২ সালে ভূবিজ্ঞান পৃথিবীগাত্রের, উল্লম্ব (খাড়া) গতি স্বীকার করে নেয় এবং সেই প্রাকৃতিক আশ্চর্য ব্যাপারের ফলে ওজনের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর অন্তরতম স্থান থেকে তার মধ্যে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি জেগে ওঠে বা ডুবে যায়। পৃথিবীর এই উল্লম্ব গতিই যখন স্বীকার করে নেওয়া হল, তখন তার যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে মহাদেশের টুকরোগুলির সমান্তরাল গতির সূত্র।

পৃথিবী গাত্রের বহু ভূতাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য আজও রহস্যে আবৃত। মহাদেশের এই গতির সূত্রকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে এই রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার উপকূলভাগের ভূতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা হিসেবে ওয়েগেনার বলেছেন যে, একদা আমেরিকা আফ্রো-য়ুরোপীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেইভাবেই কোনকালে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আন্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার প্রমাণ হচ্ছে সুমেরু অঞ্চলে ও ভারতে একই রকম জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্টিকায় একই জাতীয় কয়েক ধরনের সরীসৃপ ও একই জাতের একরকম ফার্ন পাওয়া যায়। ওয়েগেনারের মতে আমেরিকা পশ্চিমে সরে গিয়েছিল এবং আজও সরে চলেছে এবং তার দরুণ য়ুরোপ ও আফ্রিকা থেকে আমেরিকার দূরত্ব বেড়েই চলেছে। ওয়েগে-নারের মতে এইভাবেই কোথাও পাহাড় জেগেছে, কোথাওবা পাহাড় বসে গিয়ে সমুদ্র দেখা দিয়েছে।

ওয়েগেনারের তত্ত্ব সকলে মেনে না নিলেও আজ নানা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা গেছে যে সত্যই মহাদেশগুলি সমান্তরাল গতিতে সরে গিয়েছে এবং আজও যাচ্ছে। ওয়েগেনার জীবিত থাকলে তাঁর সূত্রের সমর্থক দিদিষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারতেন। কিন্তু ওয়েগেনার ১৯৩০ সালে [illegible]

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
বাকলা

চিত্র প্রদর্শনী

গত ১লা মে কলকাতার ইউ এস আই এস-এর প্রেক্ষাগৃহে আধুনিক মার্কিন গ্রাফিক আর্টস-এর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। শিল্পী কর্তৃক ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত উপকরণে, হাতে ছাপাই ছবির একটির বেশী যে ছাপানো প্রতিলিপি তৈরি করা হয়ে থাকে—ওই ধরনের সবরকম প্রণালীতে রচিত শিল্পকে সাধারণভাবে গ্রাফিক আর্টস বলা হয়। তামা জিংক বা ওই জাতীয় ধাতব পাতে কঠিন ধাতুর শলা দিয়ে আঁচড় কেটে বা এসিডের দ্বারা কেটে বসান রেখার সাহায্যে নকশা ও ছবির নেগেটিভরূপ তৈরি করে তাতে কালি ও রঙের প্রলেপ ধরিয়ে কাগজে ছেপে রচিত হয় এচিং-এর প্রিন্ট। কাঠ ও লিনোলিয়ম এর বুকে ধারাল ছুরি চালিয়ে তৈরি রেখার সমন্বয়ে ছবি করে কালো বা অন্যান্য রঙের ছাপে যে প্রিন্ট প্রস্তুত করা হয় তাকে উড্-কাট বা উড্-এনগ্রেভিং বলা হয়। ফ্ল্যাট পাথরের উপর মোমখড়ি লাগিয়ে ছবির পরিসরটুকু আলাদা করে জলে ভিজিয়ে রঙ লাগানোর (কেবল সিক্ত স্থানে রঙ থেকে যাওয়ায়) কাগজে ছবির ছক উঠে আসে ঠিকমত। এই পদ্ধতিতে তৈরি হয় লিথোগ্রাফ-এর প্রিন্ট। এ ছাড়া কাচ সিল্ক ম্যাসোনাইট প্রভৃতির সাহায্যে নানা প্রক্রিয়ায় ছবির প্রতিলিপি আজকাল শিল্পীরা নিজ হাতে প্রস্তুত করে থাকেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশে গ্রাফিক আর্টকে বলা হয় গরীবশিল্প-সংগ্রাহকের শিল্পসম্পদ। কারণ নিজ হাতে প্রত্যেকটি প্রতিলিপি তৈরি করার ফলে সেগুলিতে শিল্পীর আসল যে কোন রচনার গুণ ও মান পরিপূর্ণভাবে থাকা সত্ত্বেও মূল্যের দিক দিয়ে অতি সুলভ হওয়ায় এ প্রিন্টগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব। রেনেসাঁস যুগে প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী ডুরার-এর এনগ্রেভিং সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের অমর চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্ট-এর এচিং, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী গোয়য়ার ও ফরাসী শিল্পী তুলুস লোত্রেক-এর লিথোগ্রাফ, শিল্পের মানে তাঁদের তেলরঙা ছবির সমতুল্য ও মূল্যবান ধরা হয়ে থাকে। গ্রাফিক আর্ট-এ রঙের ছাপ লাগানোর নানা কারিগরি ও ছাপপড়া কাগজের বুকে উঁচু-নিচু দাগ বসানোর কায়দা এই শিল্পশৈলীকে অন্যান্য চিত্রণ প্রণালী থেকে বিভিন্ন করে চিত্রাভিব্যক্তির অভিনব উপায়কে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ইউ এস আই এস-এর আয়োজিত গ্রাফিক আর্টস-এর এই প্রদর্শনীতে কাগজের বুকে চাপ দিয়ে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করার প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত দেখা গেল। কেবল রঙ ও কালির ছাপের নানা প্রকার কৌশল বহন করছে প্রিন্টগুলি। কিন্তু কারিগরির মুনশিয়ানা ঠিকমত দেখা বা কিন্তু দ্রষ্টব্যগুলিকে চকচকে সেলোফেনের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় সে কারিগরীর মুনশিয়ানা ঠিকমত দেখা বা বিচার করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এই পর্দায় জোরালো আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ছাপানো ছবির বুককে দেখবার সুযোগ দিচ্ছে না। নকশার আধুনিকতার আমেজ থাকলেও

সব মিলে প্রদর্শনীর চরিত্র প্রায় সাবেকী কালের রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (২নং) মিজ আরমস্ট্রং-এর "মুন্ ফ্লাওয়ার" ম্যাসোনাইট ব্লক প্রিন্ট-এ ভাল লিথোগ্রাফের ফল হয়েছে। (৫নং) মর্ট বারানক-এর রঙীন উড্-কাট, (৮নং) হান্স গ্রাউন্ডবেন ও (১১নং) রবার্ট ক্যারিওলাস এচিং উপভোগ্য রচনা। লেনার্ড এডমানসন-এর রঙীন এচিং (২১নং) "সাতো" প্রায় তেলরঙা ছবির সামিল জোরালো হয়েছে। রুডি প্রেয়েবের-এর এচিং ও এনগ্রেভিং (কোল

বেশ উচ্চাশের রচনা। (৩৭নং) আর্ট জেকবসান-এর রংগীন উড্-কাট "ব্লু টেবল" জাপানী ছবির মত। (৪০নং) গাব্রিয়েল লেভায়ারম্যান-এর এনগ্রেভিং চোখে দেখা দৃশ্যের হুবহু নকলের দক্ষ প্রচেষ্টা। লিথোপ্রিণ্টগুলির সবগুলির প্রায় রঙে অনুভবের যদিও ইয়োরোপের [illegible] আর্টিস্টরা [illegible] ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (৩৯নং) ডেভিস ব্রাউসের 'ফরেস্ট পণ্ড" বেশ কাব্যময় রচনা। ৪৪, ৪৬, ৫২, ৬৫ ও ৭২ নম্বরের লিথোগ্রাফগুলি, ৮৫, ৫৫ ও ৬২ নম্বরের এচিংগুলি; ৭১ ও ৭৫ নম্বরের উড্-কার্ট এবং ৭৪ নম্বরের উড-এনগ্রেভিং অতিশয় উচ্চাশের রচনা হওয়ায় এই প্রদর্শনীকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। কলকাতা শহরে কেবল গ্রাফিক আর্টের এতবড় প্রদর্শনী এর আগে বিশেষ দেখা যায় নি। শিল্পরসিক ও শিল্পানুরাগী দর্শকেরা এই প্রদর্শনী দেখে খুব আনন্দ পাবেন এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এ দেশে গ্রাফিক ছবির সমাদর বৃদ্ধি হবে শুধু ধনীদের নয় সাধারণ মধ্যবিত্তদেরও বসবার ঘরের শোভাবর্ধন করবে।

মালা সিন্হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

'লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিনহা বলেন: লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি...আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকেরও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ,কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

[illegible] হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ তেতাল্লিশ ॥

ভীম সর্দার আর মহাদেব সিং দুই বরকন্দাজ দুটো হাত ধরে ফেলে হিড়হিড় করে মুকুন্দকে দাওয়ার উপর তুলল। একটু আগে বেদিতে বসে তন্ময় হয়ে পাঠ করছিল, চোর হয়ে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী লজ্জা কী লজ্জা! লজ্জা কাছারির নায়েব মুরারিরও। ভাইয়ের পাঠের প্রসঙ্গ কর্তার কাছে সে-ই তুলেছিল। তার-খানা হল—খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা দেখেছ ভাইয়ের মুখে পাঠ শোন একদিন। ধর্ম অর্থ দুই বর্গের দুজনের আমরা দু ভাই। দুজনে মনিবের কাছে খাতিরটা বেশি হবে কিন্তু বর্ণনার সমস্ত। হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দর গায়ে সাদা কামিজ তার উপরে ছিটের হাত কাটা ফতুয়া। বৈশাখের দিনও সকলকে একটা-কিছু গায়ে রাখতে হয়েছে চৌধুরী-কর্তার সামনে নিতান্ত খালি গায়ে থাকা চলে না বলেই। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে বোঝা নামাবে সেই চিন্তা। আর মুকুন্দ মাস্টার দেখ ডবল চাপান দিয়ে এসেছে। ফতুয়ার সবগুলো বোতাম আঁটা। গোড়ায় এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা হয়েছিল একটু। এখন চোখ ঠারছে : বেশি জামা পরে কি এমনি? পরেছে পকেটের দরকারে। ঠাঁইয়ের অভাবে বমাল ফেলে না যেতে হয়।

চৌধুরি-কর্তা বললেন জামা খুলে ফেল। মুকুন্দ দুটো হাত ফতুয়ার উপর চেপে ধরে। বোতাম খুলতে দেবে না। কিছুতে না। এর পরে তিল পরিমাণ সংশয় থাকে না। চোরাই ঘড়ি রেখেছে ফতুয়ার নিচে কামিজের বুক-পকেটের ভিতর।

নিজে খুলছে না তো দুই বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন চৌধুরি-কর্তা। মাস্টারি করে, ছেলেপুলে মানুষ করার ব্রত নিয়েছে, মুখে ধর্মের খই ফোটে। দয়ামায়া নেই এই সব ভণ্ডের উপর।

এতগুলি লোকের মধ্যে সাহেবই কেবল চোখে দেখল : কী আশ্চর্য, বোতামকে এরা চোর বানাল! কিছুই জানেন না উনি, কিছু করেননি—

চৌধুরি কর্তা চোখ পাকিয়ে পড়তে থত-মত খেয়ে সাহেব থেমে যায়।

ভীম সর্দার মুকুন্দর হাত দুটো পিছনে নিয়ে সজোরে এঁটে ধরে আছে, মহাদেব পটাপট করে ফতুয়ার বোতাম খুলেছে। এর পরেই হাত ঢুকিয়ে দেবে সার্টের বুক-পকেটে—

হরি, হরি! পকেটই নেই যে। পকেট সুদ্ধ খানিকখানেক কিসে যেন ছিঁড়ে খেয়েছে। জীর্ণ শতচ্ছিন্ন কামিজ—উপরে ফতুয়া চাপা থাকায় বোঝা যায় না। ডবল জামা পরার রহস্যটা মালুম হল এবার। শুধু ফতুয়া গায়ে ভদ্রসমাজে বিচরণ চলে না, অথচ কামিজের দুরবস্থা দেখতে দেওয়াও চলে না। প্রাণের বস্তু তুচ্ছ করে মানের দায়ে এই ডবল বোঝা চাপানো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্মিত মুরারি বলে, ঘড়িটা দেখছি আমারই পকেটে। কেমন করে এলো?

উড়তে উড়তে চুকে পড়েছে! [illegible] চৌধুরি খিঁচিয়ে উঠলেন [illegible] নিজে পকেটে পুরে সকলের [illegible] করলে। ধার্মিক শিক্ষিত মানুষটাকে [illegible] নিয়ে এসে অপমানের একশেষ [illegible] এমন সুন্দর পাঠ একেবারে মাটি! [illegible] দেরি হল—খাবোই না আজ [illegible]। উপোসে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মুরারি বেকুব হয়ে গিয়ে খাজাঞ্চিকে বলে, ঘড়ি কেমন করে পকেটে আসে বুঝতে পারছিনে। নিজে আমি কখনো তুলিনি, অত ভুলো মন নয় আমার।

অবমানিত মুকুন্দর দু-চোখে টপটপ জল পড়ছে। ফতুয়া হাতে তুলে সাহেব বলে, পরে নাও ছোড়দা। সে-ই পরিয়ে বোতাম সমস্ত এঁটে দিল।

খাজাঞ্চি বলে, অমনধারা কেন করলে মাস্টার? ছুটে পালালে, জামা খুলতে দেবে না কিছুতে—তাতেই তো সন্দেহ দাঁড়াল।

মুকুন্দর চোখের জল, সাহেবের জামা পরানো—চৌধুরি-কর্তা এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন : এই ছাড়া আর কি করবে? পালানো সামান্য

নতুন উপন্যাস

মনচোরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নন্দা — চণ্ডীদাস কি বলেছেন জানো? চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা?

দিবাকর — কিন্তু আমি তো কিছু চুরি করিনি।

নন্দা — আচ্ছা, সব চোরেরই কি এক রকম স্বভাব? সব চোরই কি মেয়েদের মন চুরি করে!

মনচোরা মনস্তত্ত্বমূলক এক অনন্যসাধারণ রহস্যঘন উপন্যাস।

এ উপন্যাস পড়ার শেষেও বহুক্ষণ আপনাকে অভিভূত করে রাখবে।

দাম : ৩·০০

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(স-১০৫১)

কথা—ছুটে গিয়ে কাছারির পুকুরে ঝাঁপ দিতেও পারত। যাক প্রাণ বাঁচুক মান। মানই তো আমাদের জামাকাপড়ে—তার বড় কি আছে? তুমি আমি চোর আমরা সকলেই, কাপড় চোপড় আর ভালো ভালো কথার বাহারে রেহাই পেয়ে যাই।

সকলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সাহেব এসে মুকুন্দর হাত ধরল: চলো ছোড়দা—

খাজাঞ্চি বলে ওঠে পাঠ তো শেষ হয়নি।

চৌধুরি-কর্তা এবারও জবাব দেন: গলা দিয়ে বেরুবে না পাঠ। গলাটা মানুষের কিনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড হলে কথা ছিল না।

কিন্তু লক্ষ্মণ যে মরা অবস্থায় পড়ে রইলেন—

বেঁচে ওঠা ঠাকুরের অদৃষ্টে নেই। [illegible] বাড়িতে [illegible] কাজে লাগলেন, [illegible] দেখে [illegible] বিশ্বাস করতে পারিনে। ছেলে-বেলা থেকে বছর বছর আমি সোনাখালির মহালে আসি। কতকাল ধরে আসছি। মুকুন্দর জীবনের কোন খবর জানতে আমার বাকি নেই। আসল সময়ে তবু তাকে চোর ভেবে বসলাম।

মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন, পাঠ শেষ হতে রাত্রি হবে—শুধু-মুখে যেতে দেবো না বলে ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু কোন্ মুখে তোমায় খেতে বলি? খাবেই বা কেন? চলে যাও তুমি বাবা, আর আটকাব না।

মুকুন্দ আর সাহেব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব বলে, দোষটা আমারই ছোড়দা, আমার দোষে তোমার হেনস্থা। খেলা করতে গিয়েছিলাম একটু। বড়দা একদিন মণ্টামামাকে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে শোনাল আমারই কারণে। সেই রাগ পোষা ছিল। ঘড়িটা তুলে মুঠোয় রেখেছিলাম, কায়দা বুঝে তারপর বড়দার পকেটে ফেললাম। অপদস্থ হবে সকলের সামনে। ভেবেছি চৌধুরির ঘড়ি, সামনের উপর জলচৌকিতে তিনিই রেখেছেন। [illegible] আমার মিছেও নয়। কিন্তু সে ঘড়ি বড়দাকে বখশিস দিয়েছেন, কেমন করে বুঝব।

নিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বলে, [illegible] বলে, দেখলে তো সাহেব? [illegible] বলে পৈতৃক ঘরবাড়ি ছেড়ে [illegible] কাছে উঠলাম, সেখানেও [illegible]। সব ছেড়ে ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে আছি যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না। তবু লোকের চোর ভাবতে আটকায় না।

সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলে, ভাববেই তো। নতুন অভিধানে কথার সব মানে পালটে গেছে। ক্ষমতাধিকারী বলেন। শিক্ষক মানেই গরিব লোক। এ বাজারে গরিব হওয়া মানে মানুষটা এমন অপদার্থ, চোর হবারও ক্ষমতা নেই। চোর ভেবে তো সম্মানই করল তোমায়। তার উপরে সাধু নাম একটা আছে তোমার। সাধু মানেই ভণ্ড।—

বর্ধন-বাড়ির উঠান অবধি সাহেব সঙ্গে এলো। মুকুন্দ বাড়ির ভিতর চলে যায়। পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাহেব বাসায় ফিরছে। পচা বাইটার ঘরে আজ আর ঢোকা হল না। সিঁধকাঠি সেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছে, মুকুন্দর সামনে তুলে আনতে পারে নি। দাম দিয়ে কাঠি আনা হয়েছে এইমাত্র, সে কাঠি ওস্তাদ এখনো হাতে তুলে দেয় নি। কাঠি হাতে দেবে, আর ষড়ানন ও মা-কালীর দোহাই পেড়ে সাগরেদের বিজয়-কামনা করবে। আজকে আর হল না—[illegible] কাল এসে সারবে। আসা-যাওয়ার অসুবিধা নেই এখন, দিনে রাতে যখন খুশি আসে। ফিরে যাবার আগে যত-কিছু জামাকাপড় যত-কিছু সোনাদানা [illegible] যাচ্ছে। সুভদ্রা-বউ আর ওৎ পেতে থাকে না, নিজের সুখ নিয়ে মজে আছে।

ঠিক দুপুরে বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। [illegible]

হাশিমী কোষবৃদ্ধি কাইলোরিয়া
[illegible] ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

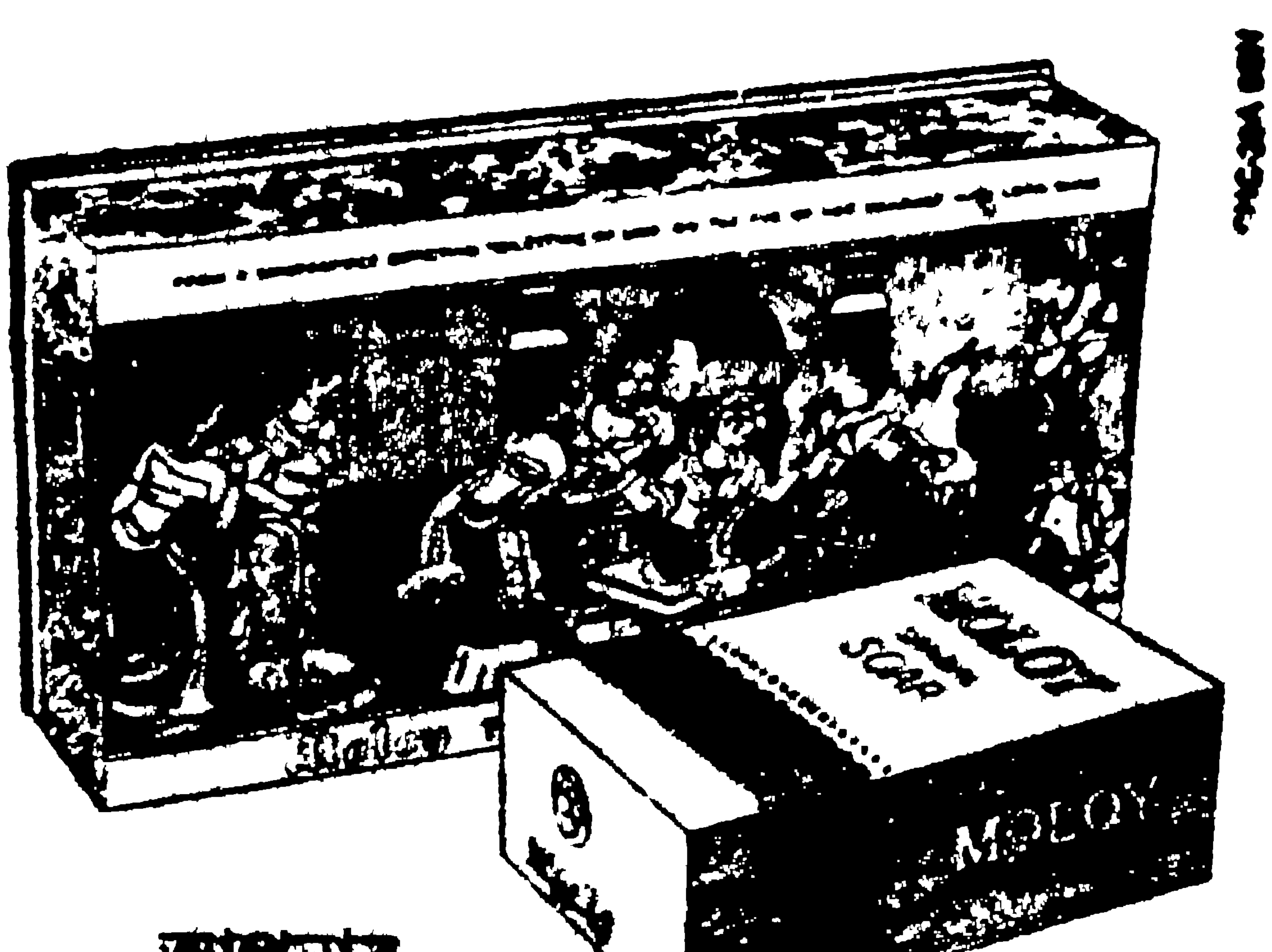

আপনার
সান্নিধ্য মধুর করে তুলবে
মলয় চন্দন সাবান
(পূর্বে ইংরেজী বানান ছিল 'MALAYA')
[illegible] চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করুন। [illegible] তো স্নিগ্ধ হবেই, চন্দনের সুমধুর সৌরভ বহুক্ষণ আপনাকে ঘিরে থাকবে।
[illegible]
[illegible] কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা [illegible]

ঘেড়া হেসান দিয়ে মেঝেয় পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসে পড়েছে। কি মনে হল একটা পা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে দেয় খানিকটা। আলগা মাটি পায়ে ঠেকে। কী ব্যাপার! এবারে হাত ঢুকিয়ে দিল। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে

হাঁকো খুঁড়ে দেখে পাগলের মতো মাটির মেঝেয় বসে পড়ে এক ঝাকায় চৌকিটা সরিয়ে দেয়। যা ভেবেছে ইঁদুর নয়, চোর। চোর এসে সর্বনাশ করে গেছে। সুভদ্রার হাতের চুড় কোটাসুদ্ধ এইখানে [illegible] পারেছিল। [illegible]

[illegible] অক্ষম অকর্মণ্য [illegible]

[illegible] বসে। মাথায় হাত দিয়ে আছে বসে একা একা। এমন বেঁচে থাকার কি [illegible] যমরাজের উদ্দেশে কেবলই বলছে, [illegible] ঠাকুর এদিক পানে চোখে তুলে [illegible] মহিষটা দাও ছুটিয়ে, উদ্ধার করে [illegible]।

[illegible] দুপুরে সাহেব এসেছিল, অনেকক্ষণ [illegible] তারপর কাঠি আনতে চলে গেল। কাঠি নিয়ে রাত্রিবেলা আসবার কথা। দেখা [illegible] সেই থেকে। পারলি নাকি কাঠি? এমন হবার কথা নয়। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের কাজের গাফিলতি হতে পারে, যুধিষ্ঠির

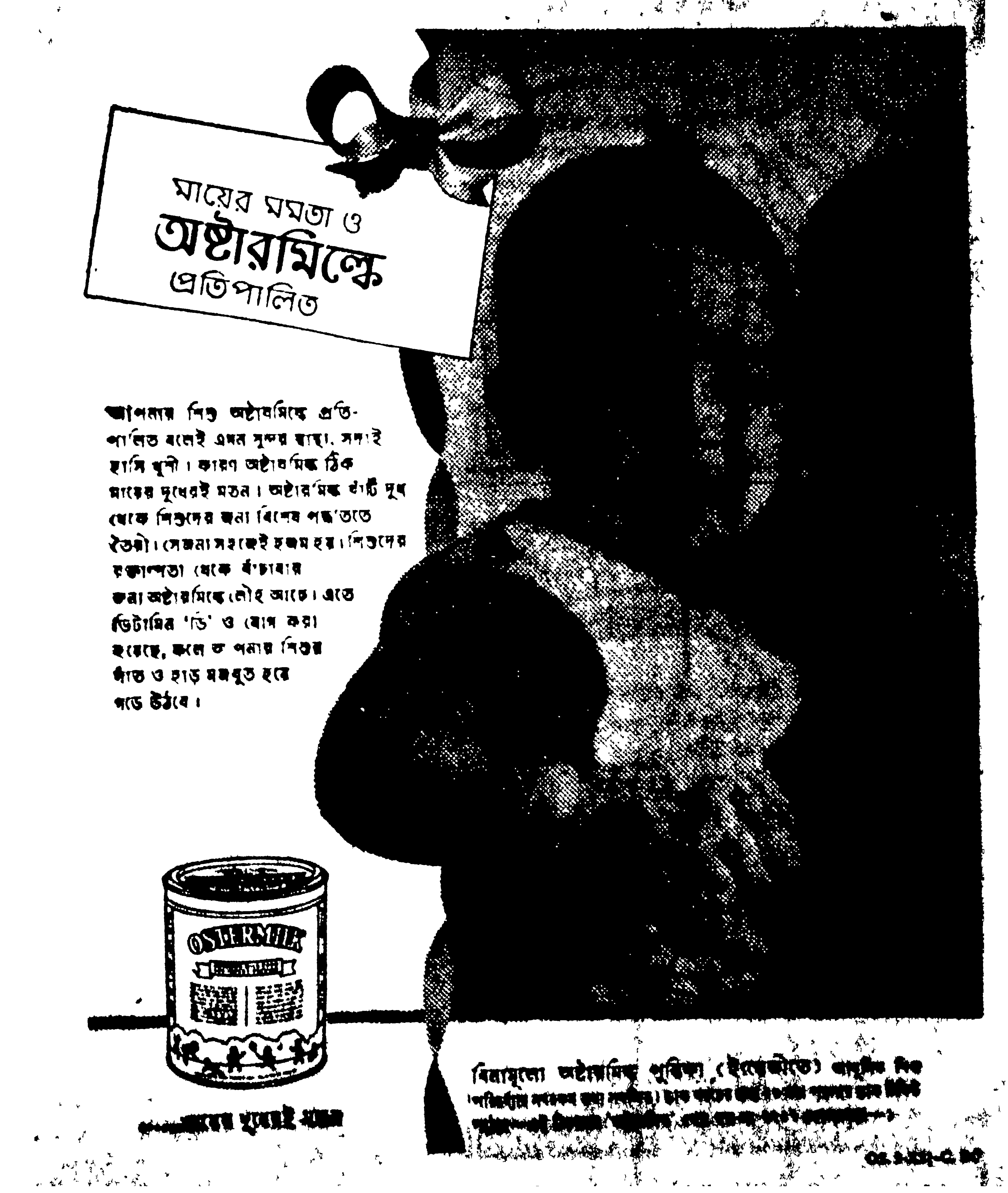

জেরবার হয় না। এই নিয়েও খানিকটা চিন্তা। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, রোজ-গারের অবস্থা পড়ে গিয়ে তারা সব পর হয়ে পড়েছে। সাহেবই এখন আপন মানুষ—দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আপন। প্রতিক্ষণ সাহেবকে ভাবছে। সাহেবের কাছে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। না আসে তো নিজেই তার খোঁজে বেরুবে।

দিনের আলো থাকতে পথ হাঁটতে পারে না। বয়সকালে তবু কিছু পারত, বুড়ো হয়ে এখন একেবারেই না। দিনমানের কড়া রোদে চোখ ঝলসে দেয়, মাটির পথ জলা জায়গা বলে ঠেকে। রাত্রির নামেন, সন্ধে দৃষ্টি খুলে যায়—বাদুড়-পেঁচা-চামচিকের যে দস্তুর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, সাহেব এলো না। পচা আর সবুর করতে পারে না, বেরিয়ে পড়ল। কষ্ট হচ্ছে বিষম। কী আশ্চর্য, পা-দুটো জড়িয়ে আসে। অপমানের আঘাতে একটা দিনের মধ্যেই আধাআধি দুর্বল হয়েছে যেন। বেড়া থেকে একটা বাঁশের খোঁটা খুলে, নিয়ে লাঠির মতন ভর দিয়ে চলে। বুড়ো বাইটা লাঠি ঠুক-ঠুক করে যাচ্ছে—হায় রে হায়, উড়ন-তুবড়ির মতো যে মানুষ একদিন জলে-ডাঙায় ঝিলিক দিয়ে বেড়িয়েছে।

খানিকটা দূর গিয়ে সে হাঁপ ধরে গেছে। পথের ধারে দূর্বাবন পেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার উপরে। কে মানুষটা আসে? যার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই। সাহেব। সাহেব, তুই এসে গেছিস বাবা? মা-কালীকে ডাকছি, তোকে এই পথে খেদিয়ে নিয়ে এলেন। আমার বেশী কষ্ট করতে হল না।

সাহেব বসে পড়ে বাইটার মাথা কোলের উপর তুলে নিল।

তোরই খোঁজে যাচ্ছিলাম রে সাহেব। আজকে আমার বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সাহেব কিন্তু মুচকি হেসে বলে কেন ওস্তাদ?

আমি আর বেঁচে নেই এখন মরে গেছি। নিশ্চয় মরেছি। বুকে একটা ধুকপুকানি আছেসেই বেঁচে থাকা হয় না রে। সইটা জ্যান্ত থাকলে নফরেব সমুখ দিয়ে কখনো জিনিস পাচার হতে পারত না।

দম নিয়ে পচা আবার বলতে লাগল, বেড়ের মাটি খুঁড়ে ছোটবউমার সেই গয়না নিয়ে গেছে তুই না আমার গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলি। রাতে আমি ঘুমুইনে কাজ না থাকলেও ঘুম আসে না। খানিক খানিক চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকি কিন্তু কুটো-গাছটি নড়লে টের পেয়ে যাই। চিরকালের গরব আজ ভেঙে গেল সাহেব।

কেউ ফেলাবে কেন বুড়ো গায়ে দ্বর হেমনি। সাহেব বলে কাজ শাগরেদটা হয়নি ওস্তাদ। তা হলে ধরা পড়ে যেত। দিনমানের কাজ—

পচা বাইটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে পড়ে: বলিস কি রে?

সাহেব এক সুরে বলে যাচ্ছে, চৌকির উপর বসে বেড়া ঠেসান দিয়ে তামাক খান, সেই সময়টা কাজ চলেছে। এক দিন নয়, সাত-আট দিন ধরে।

তুই কি করে জানলি? তবে কি—

সগর্বে বুকে থাবা মেরে সাহেব বলে, আপনার বয়সে দুদু যে পেয়েছে, দুনিয়ার তার অসাধ্য কি আছে? এটা কেন বোঝেন না, এ-রকম সিঁধ কাজ এক আপনি নিজে পারেন, আর যদি কেউ পারে সে আপনার সাগরেদ।’ সংসারে এর বাইরে অন্য কেউ পারবে না। একটু একটু করে খোঁড়া হয়েছে সাত-আট দিন ধরে। কাল বিকালে সারা হল। আজ আপনার নিচে দিয়ে চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম,

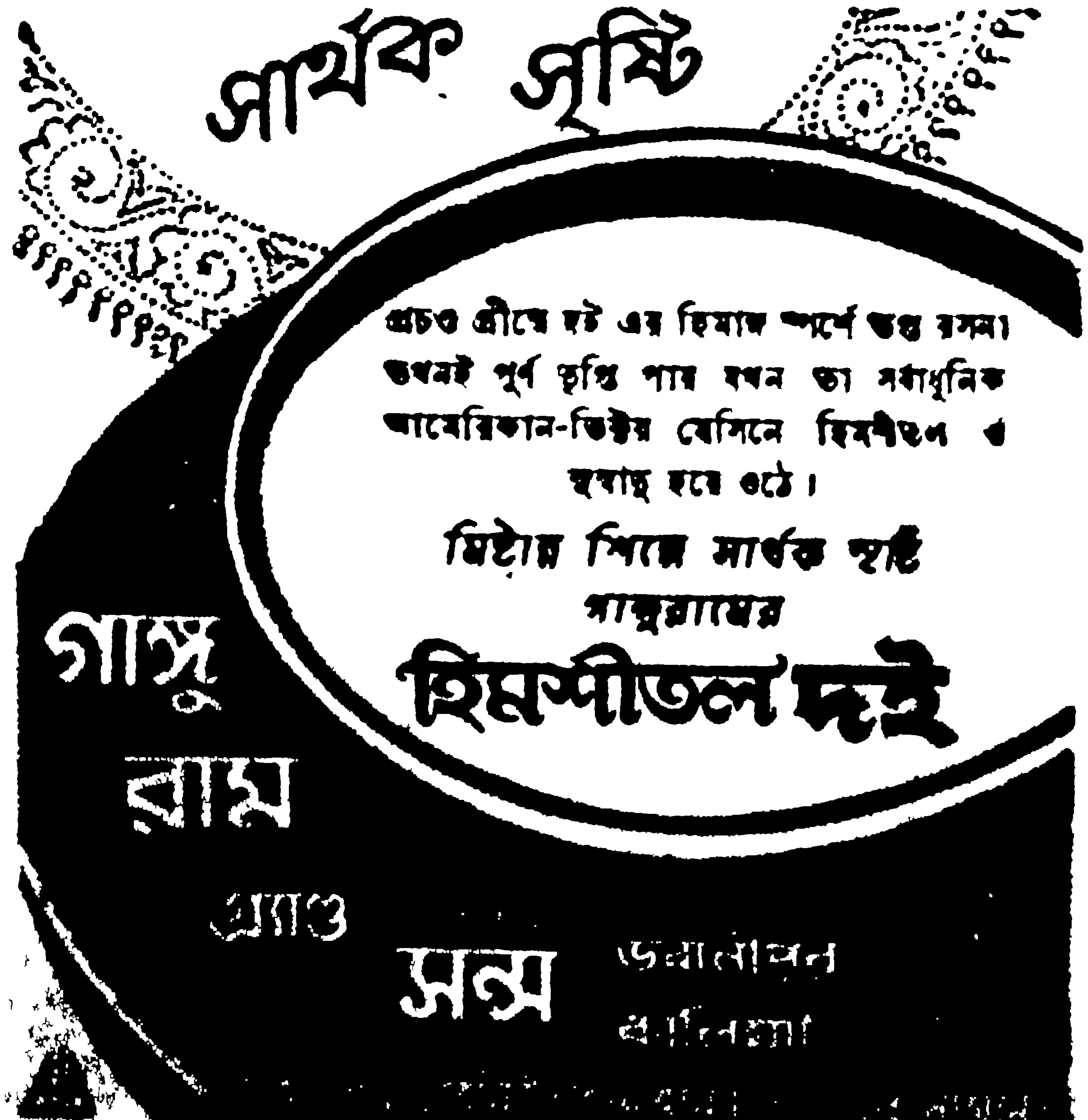

[illegible] আপনি টের পেলেন না ওস্তাদ।

সেই ছাল একটা দিন ও একটা রাত্রি সাহেব নিজের হেপাজতে রেখেছে। এমন যে সত্য বাইটা, তার মনেও সন্দেহের বাষ্পটুকু আসে নি। এমন ধারা পরিপাটি নিখুঁত কাজ—সেকালের কথা জানিনে, এ কালের ক'টা কারিগর করতে পারে? বাহাদুরি যেটা দেখাবার, হয়ে গেল। গয়না সাহেব আবার পচার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে। পথের উপর এই দেখা। আর নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের গড়া নতুন সিঁধকাঠি। পাঠ নেওয়ার কাজ ষোলআনা সারা বাইটা মশায় এবারে নিজ হাতে কাঠি তুলে দেবেন। শিরে গুরুর আশীর্বাদ আর হাতে গুরুদত্ত সিঁধকাঠি নিয়ে এদেশ সেদেশ চরে বেড়ানো এবার থেকে।

সাহেব বলে, কাঁচা মাটি দেখে ধরেছি মেজের তলে মাল রয়েছে। ডিম সরানোর কথা হচ্ছিল—ভাবলাম, এ কাজই বা খাটো কিসে তার চেয়ে? লেগে পড়লাম আপনারই দোহাই পেড়ে। চৌকির উপর বসে আপনি তামাক খান আর গপ্প করেন, পায়ের কাছে বসে বসে শুনি আমি। সেই সময় এক হাতে পদসেবা করছি, আর এক হাতে চৌকির নিচে টিপিটিপি খুঁড়ে যাচ্ছি ছুরি দিয়ে। মাটি খুঁড়ি চলে যাবার সময় [illegible] মাটি [illegible] যাই। কাল বিকেলে কাজ শেষ [illegible] তার পরে [illegible] [illegible] টের পেয়েছেন কি?

[illegible] পচা [illegible] বলে ওঠে, [illegible] আসনের নিচে [illegible] আমি তার ভাঁজটুকু জানলাম না। মরি মরি হাত হয়েছে বটে একখানা! হাতে না পাখির পালক!

সাহেব বলে, খুশী করতে পেরেছি তবে? পাখির বুকের তলা থেকে ডিম আনার সামিল হল কিনা বলুন এবারে ওস্তাদ।

পচা উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, [illegible] দেশী। আমার কান অনেক [illegible] পাখির চেয়ে।

চুড়জোড়া সাহেব গাঁজিয়ার মধ্যে ভরে কোমরে বেঁধে এনেছে। পচার হাতটা কাপড়ের উপর দিয়ে সেই জায়গায় ধরিয়ে দিল। বলে, পায়ে বাঁধা কাঠিও আছে। বাড়ি চলুন, ঘরে গিয়ে এসব বের করব।

যেতে যেতে পচাই বলে, গয়না তোরই এখন, আমার কোন দাবি নেই। দক্ষিণা পেয়ে গেছি। রাখতে যদি না পেরে থাকি, সে দোষ আমার। নিজের ক্ষমতায় জিনে নিয়েছিস। বিক্রি কর, দানসত্র করে দে, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেল। যা খুশী করতে পারিস। বলবার কিছু নেই।

চপল কণ্ঠে আবার বলে, ছিনিমিনি [illegible]য়ে। আমি বলি, বিয়ে করে বউয়ের হাতে পরিয়ে দিস। রেখে দে যত্ন করে।

পচা, বাইটার পিছনে সাহেব নিঃশব্দে ভাবতে ভাবতে চলেছে। উঠোনে পা দিয়ে সুভদ্রা-বউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোঠাঘরের বারান্ডার উপর এদিক পানে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিল সাহেবকে।

সে সুভদ্রা নয় আর এখন। নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। আরও কোন কোন রাত্রে মানকচুবনে দাঁড়িয়ে সাহেব শুনে এসেছে—স্বামীর সোহাগিনী বউ। সাহেবের সঙ্গে—এবং অনুমান করা যায়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক তার।

সুভদ্রা ডাক দিল, একটা কথা শুনে যেও ঠাকুরপো।

সাহেবও উত্তর দেয়: যাচ্ছি বউঠান।

পচার ঘরে ঢুকে পায়ে-বাঁধা সিঁধকাঠি খুলে রাখল। চুড় বের করল কোমরের গাঁজিয়া থেকে। বলে, দানসত্র করবার হুকুমও দিয়েছেন ওস্তাদ, আমি তাই করব। সব গয়না তাকেই দিয়ে আসি। আদর করে আপনিই তো একদিন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। [illegible] কক্ষনো [illegible] চান নি, [illegible] কথা। সেটা হয়ে গেছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারেন নি। বউঠান জানে কাজ আপনারই। [illegible] আপনার এ [illegible] আমার [illegible] করলেন। কাঁদিয়ে নিয়ে [illegible] আমার।

[illegible] সাহেব [illegible] মুখে [illegible] বউঠান [illegible] সেই থেকে কেমন [illegible] কাঁদছে যে এই [illegible] সে [illegible] আজকে আমার [illegible] এ দিনটার [illegible] দুঃখ দেখে যেতে ইচ্ছে করছে [illegible] কি হুকুম আপনার ওস্তাদ?

[illegible] নিয়ে সাহেব সুভদ্রা-বউয়ের কাছে গেল। বারান্ডার নিচে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, কাছারিবাড়ি গেছে তোমার ছোড়দা। চৌধুরি-কর্তা সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে, দুপুরে বরকন্দাজ এসে গেছে। আমি মানা করলাম: কক্ষনো না, অমন হেনস্থা যেখানে থুতু ফেলতেও তাদের কাছে যাবে না। দুপুরবেলা বট্‌ঠাকুর খেতে এসে বললেন, না গেলে বুড়োমানুষ বলে দিয়েছে নিজে সে চলে আসবে। এর পরেও গোঁ ধরে থাকলে মনিব চটে যাবে, অন্তত বড়ভাইয়ের মুখ চেয়েও যেতে হবে একটিবার। কি করব ঠাকুরপো—বলে দিলাম, রোদ পড়লে সন্ধ্যার পর যাবে। দেখা দিয়েই চলে আসবে। অনেকক্ষণ গেছে, এখনো ফেরে না। ক'খানা লুচি ভেজেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল।

[illegible]

সারদা [illegible]

[illegible] বইটি পাঠকমনে গভীর [illegible] যুগাবতার [illegible] আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক [illegible] হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

বহুচিত্র-শোভিত—ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬.০০

গৌরীমা

আনন্দবাজার পত্রিকা,—বাঙলা যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরী মা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূত হন॥

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ—৩.৫০

সাধনা

বেদ, উপনিষৎ, গীতা, চণ্ডী, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু স্তোত্র, সাড়ে তিন শত বাংলা, হিন্দী ও জাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে॥

প্রবাসী বলেন,—প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালী দ্বারা ক্রীত হইবার দাবী রাখে॥

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৪.০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা

(সি-১৪৬১)

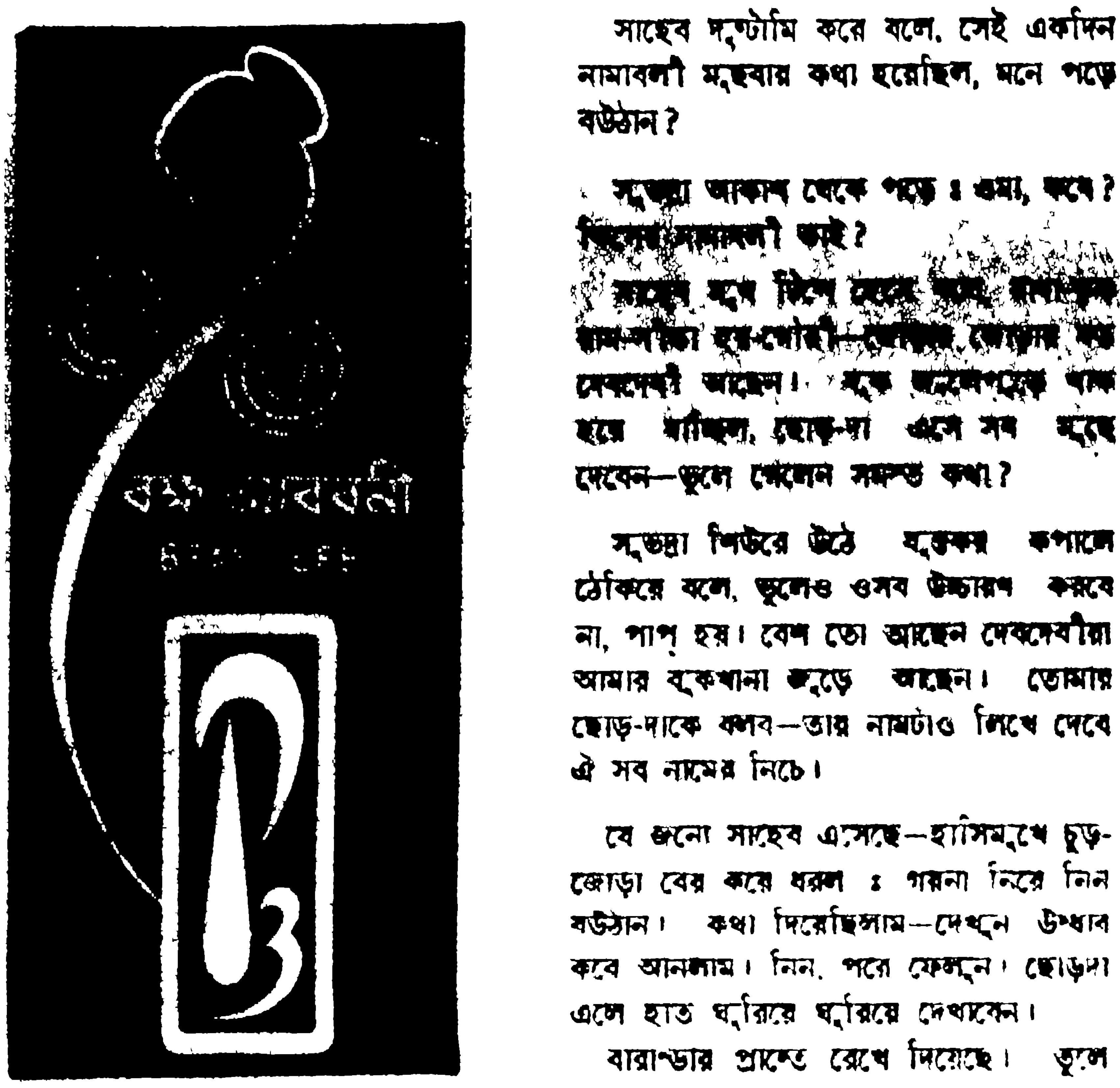

সাহেব দুষ্টামি করে বলে, সেই একদিন নামাবলী মুছবার কথা হয়েছিল, মনে পড়ে বউঠান?

সুভদ্রা আকাশ থেকে পড়ে ঃ ওমা, কবে? কিসের নামাবলী ভাই?

সাহেব মুখ টিপে হেসে বলে, রাধাকৃষ্ণ রাম-সীতা হর-গৌরী—তোমার [illegible] যত দেবদেবী আছেন। [illegible] থান হয়ে থাকিল, ছোড়দা এসে সব মুছে দেবেন—ভুলে গেলেন সমস্ত কথা?

সুভদ্রা শিউরে উঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলেও ওসব উচ্চারণ করবে না, পাপ হয়। বেশ তো আছেন দেবদেবীরা আমার বুকখানা জুড়ে আছেন। তোমার ছোড়-দাকে বলব—তার নামটাও লিখে দেবে ঐ সব নামের নিচে।

যে জন্যে সাহেব এসেছে—হাসিমুখে চুড়-জোড়া বের করে ধরল ঃ গয়না নিয়ে নিন বউঠান। কথা দিয়েছিলাম—দেখুন উদ্ধার করে আনলাম। নিন, পরে ফেলুন। ছোড়দা এলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বারান্ডার প্রান্তে রেখে দিয়েছে। তুলে নিতে আসছিল সুভদ্রা, এমনি সময় কাছারি-বাড়ির ফেরত মুকুন্দ উঠানে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো সুভদ্রা এক ছুটে তার কাছে চলে যায় ঃ অত অবেলা কেন গো?

মুকুন্দ বলে, [illegible] চৌধুরি-কর্তা [illegible] হাত ধরে অনেক করে বললেন। [illegible] থেকে শিখে এসে ওঁর ছেলে [illegible] কারখানা করেছে—আইনে-বাইরে ঢুকে পড়েছে, সামলাতে পারছে না। ছেলে কাজ বোঝে, কারবার একেবারে বোঝে না। ম্যানেজার করে আমার উপর ঐ দিকটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন।

সুভদ্রা হেসে বলে, তুমিই যেন কত বোঝ! চিরটা কাল মাস্টারি করছ—

চৌধুরি-কর্তা চাচ্ছেন তাই। যারা রয়েছে তারা সব বাজে লোক, নয় বেশী রকম লোভে। কম বেশি এমনি সৎ মানুষ চান তিনি। আমার পাঠ শুনে মেতে গিয়েছেন। ম্যানেজারের কোয়ার্টার ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি। হাত ধরে বললেন যে কদিন বাঁচি সন্ধ্যাবেলাটা একটু একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতে পাব সে-ও আমার বড় লাভের ব্যাপার। বুড়োমানুষ নাছোড়-বান্দা হয়ে ধরেছেন।

সাহেব উল্লসিত হয়ে বলে, কারখানার ম্যানেজার [illegible] ছাউনি, শহরের উপর বাসা। বউঠানের কত সাধ, বাসা করে দুজনে তোমরা থাকবে।

মুকুন্দ বলে সেইটে জানি বলেই নিমরাজি হলাম এবার। দেখা যাক ভাল করে ভেবে-চিন্তে যুক্তিপরামর্শ করে—

কিন্তু যে লোকের সাধ মেটাবার জন্য ভাবনাচিন্তা নিতান্ত উদাসীন ভাব তার যেন, এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুভদ্রা ঃ গিয়েছ সেই কখন! সেখানে একচোট বকবক করে এলে, বাড়ি এসেও তাই। হাত-পা ধুয়ে তাড়া-তাড়ি রান্নাঘরে চলে এসো। খাবার দিচ্ছি।

তাড়া পেয়ে মুকুন্দ জলের বালতির দিকে যায়। খাবার দিতে সুভদ্রা রান্নাঘরে ছুটল। সাহেব পিছনে ডাক দেয় ঃ গয়না পড়ে রইল বউঠান। তুলে রেখে দিন।

ও, হাঁ—

মনে পড়ে গেল সুভদ্রার, কয়েক পা ফিরে এসে চুড়জোড়া বাঁহাতে তুলে নিল। এত সাধের গয়নাখানা—কোঠাঘরে যে সামাল করে রেখে আসবে তা নয়, দুটো আঙুলে ঝুলিয়ে অমনি রান্নাঘরে চলল। কত কষ্ট করে কত রকম কলকৌশল খাটিয়ে জিনিসটা উদ্ধার করে আনা—অন্ততঃ [illegible] সাহেবকে একটা [illegible] কথা বলল না, [illegible] দিকে তাকালই না একবার [illegible]। [illegible]

হাজায় অব্যর্থ

মার্গুয়েন্টাম

হাজায় এবং চর্মের নানা রোগে যেমন ব্রণ, মেছেতা, বসন্তের দাগ, ফোড়া, পোকা ঘা ইত্যাদির পক্ষে মার্গুয়েন্টাম একটি নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ প্রলেপ।

মার্গুয়েন্টাম নিম থেকে তৈরি।
ছোট ও বড় টিউবে পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

…সাধ হওয়া উচিত, উল্টে হাসির আলোয় সাহেবের মুখ চিকচিক করে। ওস্তাদের হাত থেকে আজকেই সিঁধকাঠি পেয়েছে—কাঠি ধরে ঘরে ঘরে নাকি মন্দ করে বেড়াবে। সে জোয়ার হবে না সাহেব। কাজ করতে পারা যায়, কিন্তু মন্দ করা বড্ড শক্ত।

ঠিক এই রাত্রে অনেক দূরে কালীঘাটের ফণী-আড্ডির বস্তিতে হুলস্থুল কাণ্ড। রানী গলায়-দড়ি দিয়েছে—পারুলের বড় আদরের মেয়ে রানী। মাটকোঠার প্রান্তে যেখানটা পারুলের ঘর ছিল, সেখানে এখন দোতলা পাকা-দালান উঠেছে রানীর জন্য। উপরে এক কুঠুরি, নিচে এক কুঠুরি এবং সিঁড়ি। উপরের ঘর রানীর, নিচের ঘরে মা পারুল থাকে। রানীর এখন গা-ভরা গয়না—ছেলেবয়সের মতন ঝুটো গয়না নয়, আসল গিনি সোনার জিনিস। এত সুখ নিয়ে হতচ্ছাড়ি মেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল।

ছাতের কড়িকাঠ অবধি নাগাল পায় না, খাটের উপর তাই টুল বসিয়েছে। শাড়ির এক প্রান্ত কড়িকাঠে বেঁধে অন্য প্রান্ত পেঁচিয়ে নিয়েছে নিজের গলায়। পায়ের ধাক্কায় টুল উল্টে দিয়ে তারপর ঝুলে পড়ল। কাজের যেমন দস্তুর। খবরাখবর নিয়েছে—সরকার বাহাদুর ফাঁসিতে লটকান, সে পদ্ধতিও মোটামুটি এই।

কাজের কিন্তু খুঁত থেকে গিয়েছিল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক মতো হাত পৌঁছয়নি, কড়িকাঠের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। রানী বুঝতে পারেনি সেটা। সেই মুহূর্তে ঝুলে পড়া বাঁধন খুলে ধপ করে সে মেজেয় পড়ে গেল। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে গোঙানি। বিষম শব্দ আতঙ্ক হওয়ার লেশমাত্র নেই। পারুল ঘরে শুতে পারেনি, সিঁড়ির ধারে রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়েছিল। ঘরে না শুয়ে ভাগ্যিস ছিল আজ বাইরে। সশব্দে টুল এবং মানুষ পড়ে যাওয়া, পর মুহূর্তে দম-আটকানো গলায় বীভৎস ঘড়ঘড়ানি—ঘুম ভেঙে ধড়-মড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে পারুল উপরে ছুটল। জানলা খোলা। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সে আলোয় সঠিক কিছু ঠাহর হচ্ছে না। জানলার গরাদের উপর পারুল মাথা-ভাঙাভাঙি করছে: রানী, ওরে রানী, কি হয়েছে? জবাব দে মা, দোর খোল—

সব ঘরের সকল মানুষ এসে পড়ল। দমাদম লাথি দরজার উপর। খিল ভেঙে পাল্লা খুলে পড়ে। এই আর এক ভুল রানীর। দরজায় তাড়াতাড়ি শুধুমাত্র খিল এঁটেছে, হুড়কো দিতে মনে নেই। তা হলে সহজে হত না।

আলো কোথা? আলো নিয়ে এসো শিগগির। গলার ফাঁস খোল। খোলা যাচ্ছে না তো কেটে ফেল কাপড়ের ওখানটা—

স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ নয় বটে—কথা-কাটা-কাটি, মুখ আঁধার করে বেড়ানো, চোখের জল ফেলা ইদানীং লেগেই আছে মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু এত বড় কাণ্ড করে বসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পারুল। ভারি চাপা মেয়ে—ভাবে যতখানি, বলে তার অতি সামান্য। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে ফনী আড্ডি মরে গিয়ে মলয়কুমার আড্ডা মাটকোঠার যখন নতুন মালিক হল। সাহেবদের দলের সেই ঝিঙে ছোঁড়াটা মলয়কুমার এখন।

ফণী আড্ডির তিন ছেলে—ঝিঙে সকলের ছোট। প্রথম পক্ষ গত হবার পর ফনী দ্বিতীয় সংসার করেছিল, সে বউয়ের ছেলে-পুলে হয়নি। ফণী যতদিন বেঁচে ছিল, বউছেলেরা সামনে [illegible] করেছে—হাড়কালি [illegible] হাঁড়ি ফেটে যায়, [illegible] পর এখন গলগল অবস্থা—[illegible] মানুষ হয় না। এবং চরম [illegible]—পুরো মাপের কাপড় পরেনি জীবনে, আট-হাতি ধুতি হাঁটুর উপর তুলে ঘুরে বেড়াত, শীত-গ্রীষ্মে একটি মাত্র গলাবন্ধ সুতি কোট। না খেলে প্রাণরক্ষা হয় না—ঈশ্বরের এই বিদঘুটে নিয়মের জন্য যেটুকু নইলে নয় তাই খেয়েছে, বউ-ছেলেদের খাইয়েছে। বয়স হয়ে অনেকের ধর্মে মতি যায়, দান-ধ্যানে পয়সা নষ্ট করে। ফণী আড্ডি মরে

॥ কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

ভাড়াটে বাড়ী ৩॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্বর্গাদপি গরীয়সী তৃতীয় খণ্ড **৬৲**

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম—৫৲ ২য়—৪৷৷৹

অনুরূপা দেবীর **মা ৭৲**

নলিনীকান্ত সরকারের **দাদাঠাকুর ৫৲**

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত **৬॥**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥

জরাসন্ধের

আশ্চর্য উপন্যাস

ছায়াতীর ৫৲

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল

প্রবোধকুমার সান্যালের **বিবাগী ভ্রমর** (তৃতীয় মুদ্রণ) **৭,**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **উত্তরায়ণ** (পেঙ্গুইন মুদ্রণ) **৬॥**

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

"Speak English as you please."
Rs. 2.50.
ফোন : ৩৪-৮১৯২

…দের প্রতিমূর্তি গুরুপদেরই আত্মা।

দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলেটি…
ঠাকুরের প্রয়োজনে … করলেন : এত যখন দেখে গেছেন, … তা করে হোক। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আত্মীয় স্বজন ছাড়াও কালীঘাটের কাঙালি ডেকে লুচি-হালুয়া খাইয়ে দেবো।

বড়ছেলে পিছনে আপত্তি করে ওঠে : ক্ষেপেছ মা—

মতে তৃপ্তিভোজনের নিয়ম, ঠাকুরমশায় বললেন। আত্মা তৃপ্তি পায়।

তেমন ছেঁদো আত্মা আমার বাবার নয়। খাওয়ানো দেখে ছটফট করবেন স্বর্গধাম থেকে। চাই কি, ভূত হয়ে নেমে এসে ঘাড় মটকে শোধ নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ অতএব নমো-নমো করে সারা হল। আলিপুরের এক মোক্তার ফণীর ভগ্নিপতি। এক জায়গায় সকলকে ডেকে মোক্তার মশায় বললেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—আজ না হোক, কাল তো হবেই। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা করে নাও। আপোষে না করলে পরিণামে লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা—আদালতের আমরাই ভাগাভাগি করে নেবো, তোমাদের ভাগ্যে মূলোর ডাঁটা।

তিনিই মধ্যবর্তী হয়ে বাঁটোয়ারা করতে বললেন। নগদ টাকার ব্যাপারে হাঙ্গামা নেই, সকলের সমান। সম্পত্তির সাড়ে তিন ভাগ—তিন ভাগ তিন ছেলের, আধা ভাগটা বিধবার। নিয়ম হল, ছোটজন সকলের আগে পছন্দ করবে। মোক্তার বললেন, কোন ভাগটা নিবিরে খিস্তে, ভেবেচিন্তে দেখ।

খিস্তে গরম হয়ে বলে, বড় হয়েছি পিসে-মশায়, খিস্তে-খিস্তে করবেন না। মলয়-কুমার—

মোক্তার একগাল হেসে বলেন, বড় বুঝি একদিনে হলি! কালও তো, কতবার খিস্তে বলে ডেকেছি।

বড় ভাই বলে, অতগুলো টাকা নগদ নগদ হাতে এসে গেল, বড় হতে তারপরে কি আর দেরি হয়? কিন্তু তোর পোশাকি নাম তো ষষ্ঠীকুমার, সাত জন্ম ধরে ভাবলেও বাবার মাথায় মলয়কুমার আসত না—

মেজভাই টিপ্পনী কাটে : নতুন সাবালক হয়ে মিষ্টি নাম নিল তা কি পছন্দ করে—

বড়ভাই বলে, তাই বুঝি? মলয়কুমার তবে নিতে গেলি কেন রে, ওর চেয়ে আরও মিষ্টি তো কত আছে! মিহিরকুমার, কিম্বা রসগোল্লাকুমার—

মোটের উপর খিস্তে বলা চলবে না আর এখন—বাবু মলয়কুমার আজ। …একটা একতলা বাড়ি এবং আলিপুরের …

…করে। সেকেন্ড খাদের … ভরে যায়। পারুল হঠাৎ মা হয়ে গেছে তার— তারপর থেকে যখন-তখন মা-মা করে পারুলের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসিরফিসির গুজগুজ ফুসফুস। ভবিষ্যতের নানা মতলব—মাটকোঠা ভেঙে পাকাকোঠা হবে এখানে—আজেবাজে ঘুণে-খাওয়া ভাড়াটেগুলোকে দূর করে তাড়াবে।

একদিন বলল, তোমার ঘর আর পাশের ঐ জায়গাটুকু রানীর নামে লিখে দেব ভাবছি। ওকে রাজি করাও মা, আমি বলতে গেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

পারুল এতটুকু হয়ে বলে, আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ঐ রকম একগুঁয়ে বাবা, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না—

বড়ঘরের পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা ছোট্ট ঘরটা দেখিয়ে পারুল আবার বলে, বড় হয়ে গেছে তো এখন, ঐ পায়রার খোপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে থাকতে মেজাজ আরও বিগড়ে যায়। সকলের দেখছে কত সাজানো-গোছানো ঘর—

এই জন্যে? মলয়কুমার নরম হয়ে বলে, লোকসম্পত্তি বললেই তো পাবে। মন গুমরে থাকে কেন?

অতএব পোড়া বস্তি ভেঙে দিয়ে দালান-কোঠা যেদিন হয় হবে, রানীর পাকাঘর এখনই চাই। বিবেচক পিতৃদেব নগদ টাকা রেখে গেছেন— হতে অসুবিধাও নেই। মাটিতেও থাকবে না রানী, তার ঘর দোতলায়। নিচেয় উঠোন, পাশ দিয়ে সিঁড়ি। রানী এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঘরের জানলা দিয়ে মায়ের মন্দির আদিগঙ্গার গঙ্গার পাড় দেখা যায়। কত সুখ রানীর!

সেই সুখের ঘরে কটা দিন বসবাস করে রানী মরতে গেল। রাজপুরের হোগলাপাড়া।

(ক্রমশ)

কেম্প এর

দাদের মলম

দাদ এবং অন্যান্য বীজাণু-ঘটিত চর্মরোগের জন্য কেম্প এর দাদের মলম অব্যর্থ। প্রতিদিন নিয়মিত মালিস করে দেখুন ইহা চুলকানো বন্ধ করে রোগাক্রান্ত স্থানে আরাম দেয়।

কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
বম্বে—২৮

ঘড়ি বিক্রয় ও রিপেয়ারিং-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

কুয়ালালামপুরে (মালয়) অনুষ্ঠিত এসোসিয়েটেড কান্ট্রি উওমেন অব দি ওয়ার্ল্ড-এর অধিবেশনে সমাগত সদস্যদের একাংশ

এটি আন্তর্জাতিক মহিলা সংহতির জন্ম কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো পৃথিবীর বহু শুভ-সূচনার সূত্রপাত এমনি করেই হয়। কানাডার অন্টেরিওতে হ্যামিল্টন নামে একটি ছোট্ট জায়গায় থাকতেন শ্রীমতী হুডলেস। তিনি ছিলেন দেড় বছরের একটি সুস্থ, সবল, সুন্দর শিশুর জননী। বীজাণুদূষিত দুধ খেয়ে এই শিশুর মৃত্যু হয়। শ্রীমতী হুডলেস নিদারুণ শোকের মধ্যেও উপলব্ধি করলেন তাঁরই অজ্ঞতা-বশত এই অঘটন ঘটে গেল। তিনি ব্রত নিলেন পল্লীগ্রামের প্রত্যেক মাকে, প্রত্যেক মেয়েকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বাঁচাতে হবে। ১৮৯৬ সালে তিনি অণ্টেরিওর কৃষি কলেজে এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন। কৃষি কলেজের কর্তৃপক্ষ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। প্রথমদিন ৩৫টি মহিলা এলেন। দ্বিতীয় দিন এলেন ১০১টি। আগ্রহ বেড়েই চললো। গৃহিণীপনাও যে শিক্ষার প্রয়োজন একথা আগে কেউ কোনদিন ভাবেনি। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও আর পাঁচটা শিক্ষণীয় বিষয়েরই মত এ উপলব্ধির ফলে জন্ম হল প্রথম মহিলা সমিতি উইমেন্স ইনস্টিটিউট-এর।

আবার কানাডা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নরওয়ের মেয়েরাও তখন ভাবছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, পর্বতসঙ্কুল দীর্ঘ উপকূল রেখা নরওয়ের গ্রামাঞ্চলকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে রেখেছিল। চলাচলের পথ কঠিন, বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ কম, দারুণ শীত, দৈনন্দিন জীবন ধারনের ক্লেশ পল্লীর ঘরনীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮৯৮ সালে ১০ই মার্চ নরওয়ের পল্লীরমণী সঙ্ঘ বা House-wives Association-এর পত্তন হয়।

নরওয়ের নেহাত প্রতিবেশী ফিনল্যান্ড। ১৮৯৯ সালে মার্থা অর্গানিজেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করে। ফিনল্যান্ডের তখন দুঃসময়। তদানীন্তন রুশ সাম্রাজ্য তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে উদ্যত। তার ভাষা, জাতীয় কৃষ্টি সবকিছুই বিপন্ন। মার্থা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো এই জাতীয় গৌরব বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্রমে তাঁরা উপলব্ধি করলেন ঘরের মেয়েদের সত্যিকার শিক্ষা দেওয়া, তাদের সবল, সুস্থ, নায়িকা ও সুন্দর করে তোলা সকল জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা। তারই উপর নির্ভর করে পরিবারের মঙ্গল। পরিবারের সমষ্টিই তো গ্রাম, শহর, দেশ, মহাদেশ সারা বিশ্ব। মার্থা প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে রান্না সেলাই থেকে শুরু করে হাঁসমুরগী পালনও গৃহস্থরমণীকে শেখাতে লাগলেন।

ইংল্যান্ড, জার্মানীতে ডেনমার্কে সর্বত্র যেন না কেন কারণে নারী সঙ্ঘের সূত্রপাত হতে লাগল। কোথাও বা রাজনৈতিক কারণে, কোথাও বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণায় গৃহস্থবধূ এগিয়ে এলেন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। বিশ্বজোড়া সাড়া এল। শ্রীমতী হুডলেস যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন সফল করবার জন্য তিনটি অক্লান্তকর্মী মহিলা বদ্ধপরিকর হলেন। স্কটল্যান্ডে লেডি এবার্ডিন কানাডায় শ্রীমতী ওয়াট ও ইংল্যান্ডে শ্রীমতী জিমার একত্র হয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেন। বিভিন্ন দেশের সমাজসেবী মহিলাদের একটি সম্মেলন ডাকা হলো। বহু আলাপ-আলোচনার পর প্রতিষ্ঠিত হলো Associated country women of the world বা সংযুক্ত বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘ। এই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী হ্যানা সেন। তিনি সম্মেলনে সরোজনলিনী দত্তের মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। ১৯১৩ সাল থেকে স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত পল্লীবধূ ও পল্লীবালার সকল রকম উন্নতির আশায় সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন। তার বহু পরে ১৯২১ সালে ইংলন্ডে ফিরে তিনি দেখেছিলেন ঠিক ভারতবর্ষের মহিলা সমিতির মত পল্লীনারীর জনকল্যাণে মহিলা-সংগঠনের কাজ চলেছে। পৃথিবীর দূর দূরতম কোণেও পল্লী অঞ্চলে মেয়েরা একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল—সুগৃহিণী হতে হলে, সংসার সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে

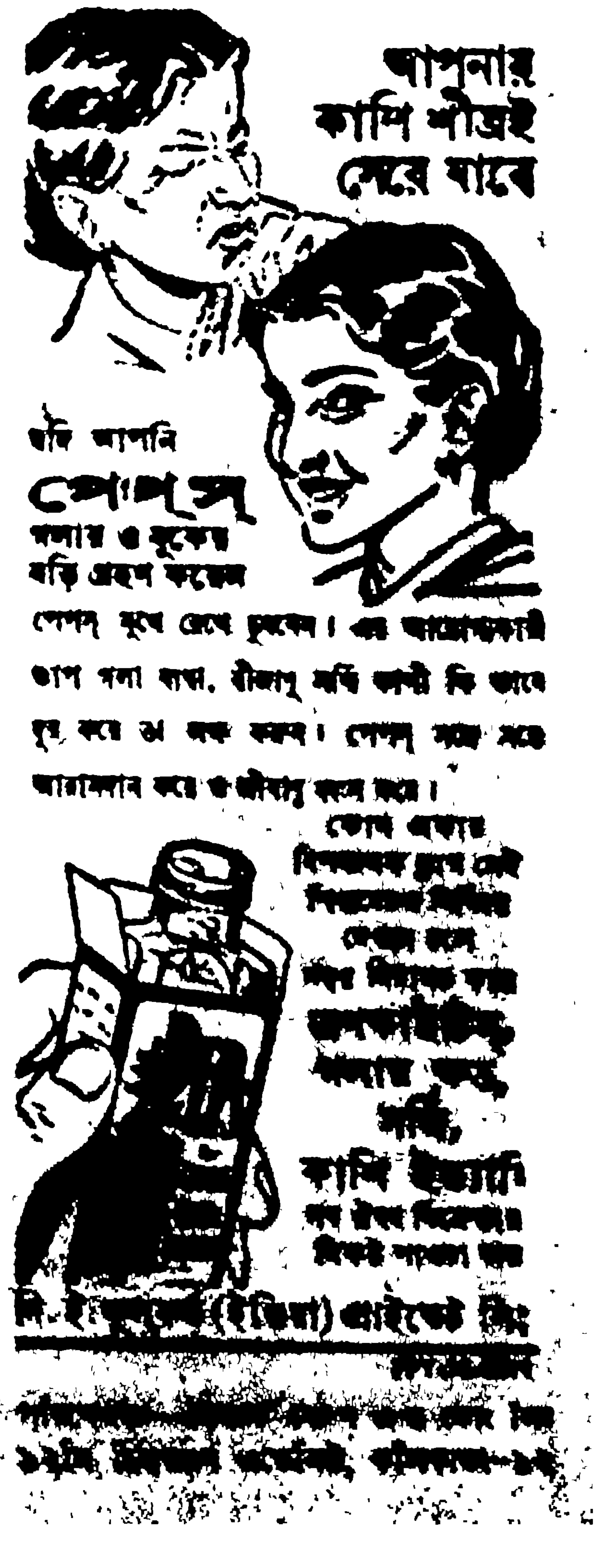

প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী ব্যাপক শিক্ষার আর পরস্পরের সংগে যোগাযোগ করে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা সবকিছুর আলোচনা করা।

শহরের মেয়ের সুযোগ-সুবিধা বেশী, সমস্যাও ভিন্ন। তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান একটি আগেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৯৩ সালে কাউন্টেস এবারডিনের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘ ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন যুক্তভাবে কাজ আরম্ভ করে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন-এর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মহিলা সংস্থার সংগে সংযোগ রক্ষা করে ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল আজ পর্যন্ত বহু হিতসাধনে সমর্থ হয়েছে। ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইম্যান-এর সংগে একটি গ্রামীণ সংস্থার একযোগে কাজ করার সুফল কতটা হবে এ নিয়ে অনেক দ্বিধা, অনেক আলাপ আলোচনাও কিছুদিন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কর্মীরা এ কথাই মেনে নিলেন যে, পল্লী অঞ্চলের গৃহস্থবধূর সমস্যা আর শহরের মেয়ের প্রয়োজনবোধ এক নয়।

আজ অ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন অব দি ওয়ার্ল্ড (এ সি ডবলিউ ডবলিউ)-এর সদস্য সংখ্যা ছয় কোটিরও বেশী। ৩৬টি বিভিন্ন দেশে শাখা হয়েছে। কার্যকরী সমিতির কার্যালয় লণ্ডনে। এ সি ডবলিউ ডবলিউর সদস্য দেশগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে—উত্তর ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আছে মালয়, ফিলিপিন, সিংহল, ভারতবর্ষ পাকিস্তান লেবানন থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, সারাওয়াক প্রভৃতি দেশ। এ সি ডবলিউ ডবলিউর যিনি সভানেত্রী তাঁকে বিশ্বসভানেত্রী বলা হয়। তিনজন সহ-সভানেত্রী থাকেন। সাতটি বিভাগের জন্য সাতটি আলাদা সহ-সভানেত্রীও আছেন। বর্তমানে এশিয়ার সহ সভানেত্রী শ্রীমতী আরতি দত্ত। প্রতি তিন বছর অন্তর আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলন নয় অধিবেশন হয়ে গেল। এ অধিবেশনে মাওরি মেয়ে আর মার্কিন দেশে খামারের চাষীর পল্লীবধূ আর ব্রিটেনের কৃষক কন্যা পাশাপাশি বসে আলোচনা করলেন—কি তাদের সমস্যা। এ সি ডবলিউ ডবলিউ প্রতিষ্ঠার পর বহু বছর কেটে গেছে -আজ তো শুধু গৃহস্থালী আর ঘরকন্নাই মেয়েদের জীবনের সব নয়। সে চায় পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সংসারের সকল ক্ষেত্রে। ঘরকন্না ফেলে বেড়ানো নয়, কিন্তু জগৎজোড়া নারী-সমাজ সুষ্ঠু গৃহিণীপনা করেও আরও কিছু করতে চায়। সব আশা আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করে মেয়েরা ঘরে ফিরে যায়। ঘরে তার অনেক কাজ, তার নিকটতম পরিবেশকে সুন্দর করতে হবে, আর সুন্দর করতে হবে তার দেশকে, সমাজকে।

এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এশিয়ার অনগ্রসর দেশের মেয়েরাও এক হয়েছেন। সিংহলে লংকা মহিলা সমিতি, মালয়ে জাতীয় মহিলা সংগঠন প্রভৃতি প্রশংসাযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে তিনটি সমিতি এ সি ডবলিউ ডবলিউর সদস্য। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, নিখিল ভারতীয় গ্রামীণ মহিলা সংঘ ও আসাম মহিলা সম্মেলন। নারী সমাজের বিশেষত পল্লীনারীর সর্বাংগীণ উন্নতিই প্রত্যেকের লক্ষ্য।

১৯৬১ সালে এ সি ডবলিউ ডবলিউর এশিয়া শাখার অধিবেশন হয়েছিল মালয়ের কুয়ালালামপুরে। মালয়ের জাতীয় মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী কৃপালনি মহাত্মা গান্ধীর বাণী স্মরণ করে সুন্দর বক্তৃতা দেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন "মানুষ যতরকম অন্যায়ের জন্য দায়ী তার মধ্যে বিশ্বমানব পরিবারের শ্রেষ্ঠতর অর্ধেকের অবমাননার মত জঘন্য, ঘৃণ্য পাশবিক অন্যায় আর কোনটাই নয়। আমি এ অর্ধেককে নারী জাতি বলবো, দুর্বল বা অবলা বলবো না। নারী মহত্তর; কারণ আজও নারীই আত্ম-ত্যাগ, নীরব কষ্টসহিষ্ণুতা, বিনয়, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতিমূর্তি।" নারীর বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হবে। তার জন্যও সে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবে; কারণ মহাত্মা গান্ধী আরও বলেছেন, নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার আর কারও হাতে নয়; তা নিজের হাতে। প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নয়, যেখানে সে কল্যাণী, সেখানে তার কল্যাণস্পর্শ আরও নিবিড় হবে, যেখানে তাকে দূরে রাখা হয়েছে সেখানে সে প্রবেশাধিকার পাবে তবেই তো তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে ধন্য হবে,

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

বেলা শেষের গান

ধীরেশ ভট্টাচার্য

অবশেষে ঐ শেষ দিনটাও এসে পড়ল। ভবতোষবাবু মনে মনে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অনেকদিন থেকেই একটু একটু করে চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন তিনি ভেতর ভেতর যেন দুর্বল বোধ করছিলেন প্রথম যেদিন বিদায়ের নোটিসটা হাতে এল। বিদায় যে একদিন নিতে হবে, এ তো জানা কথা- যেমন মৃত্যুর অনিবার্যতা। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি না হলে সে সত্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে? ভবতোষবাবু পেরেছেন? অথচ আজ চল্লিশ বছর ধরেই তো তিল তিল করে চাকরির এই পরিণতির দিকে এগিয়ে আসছিলেন তিনি।

চল্লিশ বছর! ভবতোষবাবু বিস্মিত হয়ে পেছনের দীর্ঘ ছায়াটার দিকে তাকান। হাঁ চল্লিশ বছরই পূর্ণ হয়েছে। অথচ মনে হয় ক'দিনের কথাই বা। ঐ তো পরেশ ঘোষ 'রিটায়ার' করতে সেদিন তিনি আর একটা 'লিফ্‌ট' পেলেন। আয়েঙ্গার সাহেব সেবার তাঁর বাজেট-ড্রাফ্‌ট দেখে ওই যে দিল্লিতে রেকমেণ্ড করেছিলেন, সেটাই বা ক'দিনের ঘটনা। এ অফিসে দাস সাহেব ছিলেন, রমন সাহেব ছিলেন, পি জি দত্ত তো তাঁকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন, আর খাস বিলিতী সাহেব ডাব্লিউ ডিমেলোর আমলে তাঁর চাকরিতে প্রথম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। মোটা তুলিতে আঁকা ছবিগুলো এখনো মনের মধ্যে জলজ্বল করে। মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা সব। আশ্চর্য, এর মধ্যেই চল্লিশটা বছর চলে এল।

অথচ চাকরিতে প্রথম যেদিন 'জয়েন' করেন সেদিনের স্মৃতিটা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর। সুধাকান্তবাবুর পাশে বসে লেজারের খাতায় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি হয়। সুধাকান্তবাবু বড় বেশী পান খেতেন। ডিবা ভর্তি পান বাড়ী থেকে সাজিয়ে এনে অফিসে ঢুকেই প্রথমে 'গ্রুপ-ইনচার্জ' হৃদয়বাবুর সামনে ডিবা খুলে ধরতেন। এ নিয়ে অফিসের ছেলেরা হাসাহাসি করত। সুধাকান্তবাবুও সহাস্যে বলতেন "তোমরা ইয়ং জেনারেশন, বিলোলটিং। আমার মতন বুড়ো হও, তখন এর মর্ম বুঝবে।

সেই সুধাকান্তবাবু একদিন রিটায়ার্ড হলেন। হৃদয়বাবুও আর একটা 'লিফ্‌ট' পেয়ে বিদায় নিলেন। সুধীরবাবু বাত-ব্যাধিতে ভুগে ভুগে শেষে ইন্‌ভ্যালিড্‌ পেন্‌সন্‌ নিতে বাধ্য হলেন। আর হরিচরণ আর্দালীটা ঐ যে জ্বর নিয়ে দেশে গেল, আর সে ফিরল না। চাকরিজীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করলে আজও স্পষ্ট চোখে ভেসে ওঠে তাঁর। মনে হয়, ঐ তো সেদিনের ঘটনা! অথচ এর মধ্যেই একটু একটু করে গোটা চল্লিশটা বছর কেটে গেছে, ঋতু-ঋতুর পট-পরিবর্তনের মত তাঁর জীবনের ওপর দিয়েও কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্বের কালস্রোত একটার পর একটা বয়ে চলে গেছে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি যেন বুঝতেও পারেন নি।

সেদিনের তরুণ ভবতোষবাবু প্রথম যৌবনে এই সরকারী অফিসে প্রবেশ করেন, তারপর থেকেই অফিস আর তার দায়-দায়িত্ব, ঝামেলা, উত্তেজনা, উন্নতি, প্রমোশন, আর মোটা মোটা ফাইলের মধ্যে এমন ডুবে গেলেন যে জীবনের ওপর দিয়ে কখন যে এতটা ঋতু পার হয়ে গেল, তিনি যেন তা জানতেও পারেন নি। এ যেন সেই 'রিপ্‌-ভ্যান-উইঙ্কলে'র যুগ-যুগব্যাপী নিদ্রা, অথবা রাজা যযাতির সহস্র বৎসরের মোহগ্রস্ত যৌবন'

বস্তুত এই কথাগুলোই এতক্ষণ বসে বসে এলোমেলোভাবে ভাবছিলেন ভবতোষবাবু। তাঁর চোখের সামনে এতদিনের সহকর্মী বন্ধুরা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই যে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তা তিনি দেখেও দেখছিলেন না। অফিস-প্রাঙ্গণে তাঁরই 'ফেয়ার-ওয়েল' উপলক্ষে ছোট একটা সভার আয়োজন হয়েছে। তিন-চারটে ডিপার্টমেণ্টের সহকর্মীরা চাঁদা তুলে এ ব্যবস্থা করেছে। এক দিকে সারি সারি কয়েকটা আসনে অফিসের বিশিষ্ট কর্মীরা উপবিষ্ট, তাদেরই মাঝখানের আসনটায় ভবতোষবাবু

নিজে বসেছেন; সামনে বড় একটা টেবিলের ওপর সহকর্মীদের চাঁদার প্রীতি-উপহার—একখানি দামী কাশ্মীরী শাল, রুপোর বাঁধান একটা বেতের ছড়ি, আর একখানি ভগবতগীতা।

ডেপ্‌টি ইন্‌-চার্জ রথীনবাবু এতক্ষণ ভবতোষবাবুর চাকরিজীবনের কর্মকুশলতার প্রশংসা আর অবসরজীবনের সুখ ও শান্তি কামনা করে এইমাত্র উপবেশন করলেন এবং তার পরেই অ্যাকাণ্টস্‌ ব্রাঞ্চের হিমাদ্রি তপাদার ওঠে দাঁড়িয়ে জীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে চাকরিজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের তুলনামূলক এক সুচিন্তিত দার্শনিক আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু ভবতোষবাবু তখন কিছুই শুনছিলেন না, কিছুই দেখছিলেন না। তাঁর মনশ্চক্ষে তখন পেছনের স্মৃতিটাই বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জীবনের এতগুলো বছর কোন দিক দিয়ে যে কেটে গেল, তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, জানতে পারলেন না। এতদিন তিল তিল করে এগিয়ে অথবা প্রতিটা দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে স্মৃতি হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন শেষ বিদায়ের নোটিসটাও পেয়ে গেলেন, তখন যেন চমকে উঠলেন তিনি। এ যেন অফিস থেকে বিদায় নয়, জীবন থেকে বিদায়! হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যেন বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁর মাথার শুভ্র কেশ আর ষাট বছরের কুঞ্চিত দেহটা এইমাত্র জরা-আক্রমণে অক্ষম স্থবির হয়ে গেছে। এতকাল বয়সটা যেন এক মোহগ্রস্ত গতানুগতিকতার গণ্ডিতে বিধৃত ছিল, আজ সহসা মুক্তি পেয়ে সেটা লাফিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ চাকরি থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি—এই অফিস, এতকালের অভ্যস্ত জীবনের কর্মকাণ্ডে তাঁর আর কোন অধিকার নেই, বুঝি প্রয়োজনও নেই, তাই এই বিদায়-মুহূর্তে তাঁরই সহকর্মীরা শুভেচ্ছা ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে একখানি যষ্টি আর একখানি গীতা উপহার দিয়েছে এবং এ দু'খানি নিদর্শনই তাঁর আগামী দিনের নিঃসঙ্গতার যথেষ্ট প্রতীক! ভবতোষবাবু বিচলিত হন, বিমর্ষ হন। এতদিনের পরিচিত জগৎ হতে বিদায় নিতে গিয়ে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। দু' চোখের কোণে হয়ত এক ফোঁটা অশ্রুও চিকচিক করে।

একে একে সবার বক্তৃতা শেষ হবার পর এবার ভবতোষবাবুরও কিছু বলার পালা। এতকাল যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি, সুখে-দুঃখে যে সহকর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিদায়ের বেলা তাদের কিছু বলার নেই তার? ভবতোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন, অতি কষ্টে দুর্বল দেহটা স্থির রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী বলবেন তিনি? কতদিনের কত কথাই তো আজ মনে পড়ে তাঁর, সব কথাগুলো যেন এক সঙ্গে ভিড় করে আসে। কিন্তু কিছুই তিনি বলতে পারলেন না মুখ দিয়ে একটা কথাও সরল না। যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে তাঁর, গলার স্বর ভেঙে গেছে, ভেতর থেকে একটা বোবা কান্না গুমরে গুমরে কণ্ঠনালীতে এসে আটকে গেছে। বুকে পিঠে কেমন ঘাম দিয়েছে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে—অন্ধকার—চারদিক অন্ধকার—ভবতোষবাবুর হাত কাঁপছে, পা টলছে, অতি কষ্টে টেবিলের ওপর ভর রেখে তিনি আস্তে প্রশস্ত আসনে বসে পড়লেন।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভবতোষবাবুর প্রথমেই আগের দিনের কথাটা মনে পড়ল। না, শুধু আগের দিনের কথা নয় পেছনে চাকরিজীবনের গোটা চল্লিশ বছরের ইতিহাসটা যেন এক অখণ্ড সত্তা নিয়ে তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। আজ তিনি মুক্ত, অবসরপ্রাপ্ত, পেনসন-ভোগী। আজ আর অফিসের তাড়া নেই, ফাইলের স্তূপ নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই—আছে শুধু অখণ্ড অবসর! এই অবসরের কথা মনে পড়তে যেন ভয় পেলেন তিনি। অবসর না তো, এক অখণ্ড নিঃসঙ্গতা! এতদিন স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে ডুব দিয়ে অবকাশের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, ভুলে গিয়েছিলেন প্রতিমুহূর্তের অর্থহীন শূন্যতা। আজ সেই টুকরো টুকরো শূন্যতাগুলিই জোড়া লেগে তাঁর চোখের সামনে এক ভয়াবহ মহাশূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এখন—এই মুহূর্তে কি করবেন তিনি, কোথায় যাবেন, কোন্‌ কাজের ... টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলি কাটাবেন, তা জানেন না।

এটি নিশ্চয়ই

টেলির‍্যাড

এমন মধুর ধ্বনি একমাত্র টেলির‍্যাড রেডিওতেই সম্ভব।
অপূর্ব স্বর! কেবল শুনেই বোঝা যায়—এটি টেলির‍্যাড!

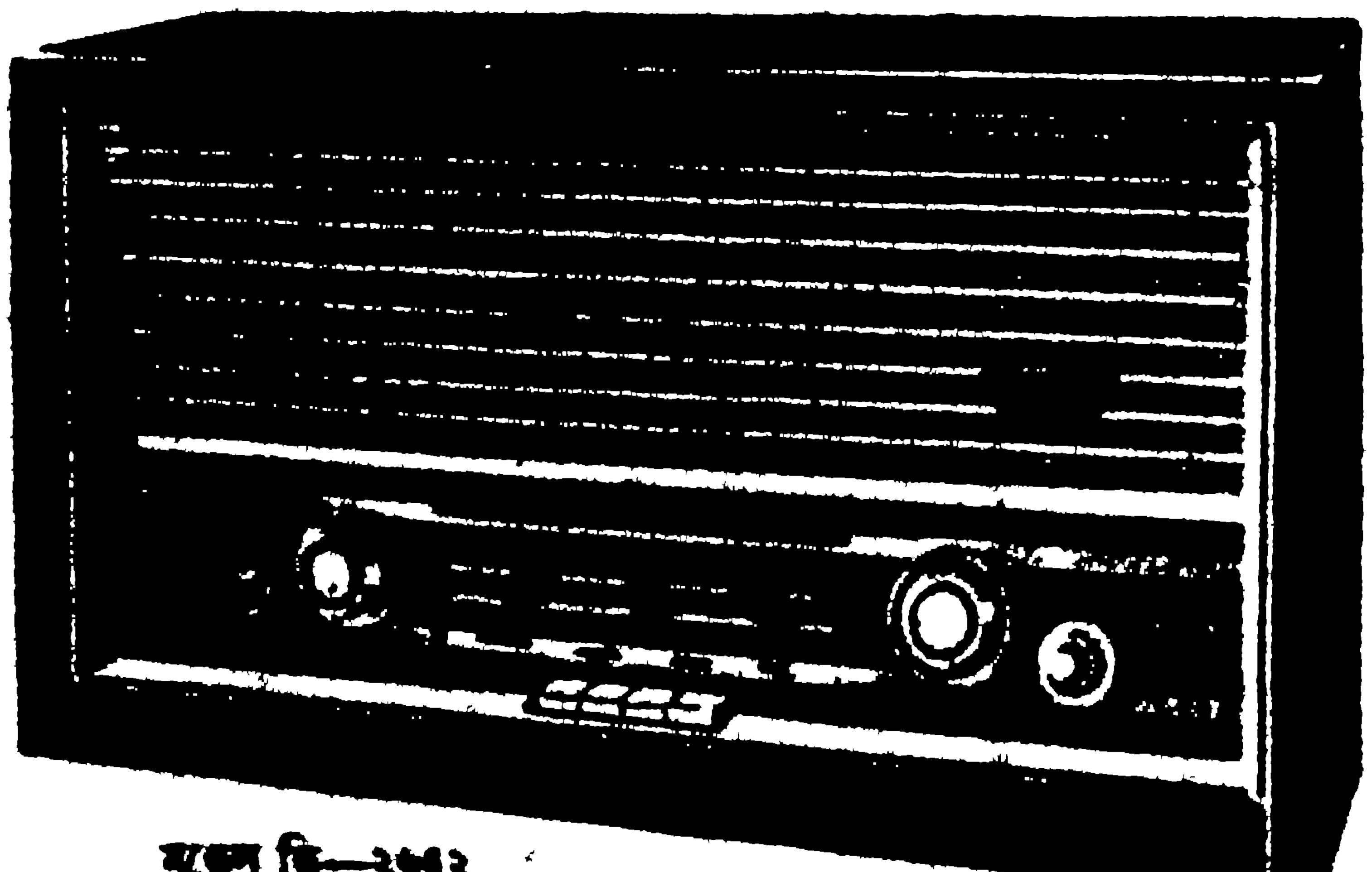

মডেল ডি—২৩৫২,
৬ ভালভ, ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড,
এ.সি., এ.সি/ডি.সি, পুশ বাটন, ম্যাজিক আই, মূল্য টাঃ ৪১৫,
(উৎপাদন কর ও মার-চার্জ সহ। স্থানীয় কর অতিরিক্ত)

পরিবেশক: এ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রনিক্স্

দিয়েছেন তিনি, তবু অফিসের সহকর্মীরা ছাড়া আশেপাশে আর কারো সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। হয়ত এতদিন এর প্রয়োজনও বোধ করেননি। আর নিজের সংসার? এই একই সংসারেরর মধ্যে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, আর একপাল নাতি-নাতনী মিলে কখন যে একটা আলাদা সংসার গড়ে তুলেছে, তা এতদিন দেখেও দেখেননি, বুঝেও বোঝেননি। আজ সেই সংসারের মধ্যেও তাঁর অনুপ্রবেশ অবরুদ্ধ, বেমানান।

একবার উঠে ভবতোষবাবু শিয়রের জানালাটা খুলে দেন। এক রাশ রোদ এসে লুটিয়ে পড়ে। একবার বেলার দিকে তাকান তিনি। অন্য দিন এ সময়ে অফিসে যাওয়ার তাগিদে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন হাঁক-ডাক দিতেন, স্নানের আয়োজন করতেন। আজ আর তার কোন প্রয়োজন নেই, উদ্বেগ নেই, চাঞ্চল্য নেই। তাই একবার উঠে ঘরের মধ্যেই কিছুক্ষণ পায়চারি করেন তিনি, পুব দিকের জানালাটার পাশে গিয়ে ফাঁকা আকাশটার দিকে তাকান, ইজি-চেয়ারটায় গা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবেন।

বিনা প্রয়োজনে এ ঘরে কেউ কোনদিন ঢোকে না। অমনিতে তিনি ভয়ানক রাশভারী লোক। অফিস না থাকলেও বাড়ি বসে ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, অফিস ছুটির পর রোজ বগলে করে ফাইলের গাদা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু আজ তো সে প্রয়োজনও নেই, কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাই নাতি নাতনীদের একবার ডাকবেন নাকি? ওদের নিয়ে একটু রঙ-তামাশা করবেন? না থাক, কিছুই যেন ভাল লাগে না তাঁর। নাতি নাতনী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করারও অভ্যাস নেই। ভবতোষবাবু সামনে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকান। পর পর দিনগুলো বসান আছে। কিন্তু তার মুহূর্তগুলো কী ভয়ংকর! সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা, রাত্রি তারপর আবার সকাল দুপুর —যেন বৃত্তাকারে এক মহাশূন্যতার দিকে নিরুদ্দেশ গতি! এ গতির শেষ কোথায় ভবতোষবাবু জানেন না, তাঁর পরমায়ু দিয়ে নিশ্চয় এর হিসেব পাবেন না, কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, এই শূন্যতার বুকে তিল তিল করে পিষ্ট হতে থাকবেন। তাঁর স্নায়ুগুলি যেন আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে, জরায় সমস্ত দেহ স্থবির করে তুলবে, শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন রুদ্ধ হবে—

হঠাৎ কী ভেবে ভবতোষবাবু এবার উঠে দাঁড়ান। এই অর্থহীন চিন্তাগুলো যেন তাঁকে পাগল করে দেবে। ভবতোষবাবু আলনা হতে জামাটা তুলে নেন, চাদরটা কাঁধে ফেলেন, তারপর সহকর্মীদের দেওয়া রুপো-বাঁধানো ছড়িটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন।

তিনখানি অসামান্য উপন্যাস : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নওগাঁর প্রাসাদ ৭·৫০

"বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অপূর্ব, বলিষ্ঠ সংযোজন"—আনন্দবাজার।

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই (৫ম সং) ৪,

এলো আহ্বান (৬ষ্ঠ সং) ৪,

লেখকের কবিতার বই

আমার কবিতা (৩য় সং) ১·৫০

যাওয়া-আসার পথের ধারে (২য় সং) ২·৫০

প্রকাশক: সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, শিবপুর, হাওড়া; প্রাপ্তিস্থান: (১) ডি. এম. লাইব্রেরী, (২) নিউ বুক এম্পোরিয়াম, (৩) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি-১১৭৫)

নিউ স্ক্রিপ্টের বই

উপেন্দ্রকিশোর

লীলা মজুমদার প্রণীত

উনিশ শতক বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সকল ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রতিভার প্রভায় উজ্জ্বল নতুন এক জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার যুগ। এই যুগে যেসব প্রতিভাবান মনীষীর জন্ম হয়, যাঁরা এই সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের পরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ গঠন করে গেছেন, উপেন্দ্রকিশোর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উপেন্দ্রকিশোর হাফটোনের যে প্রণালী তাঁর গবেষণাগারে আবিষ্কার করেন, বিলাতের বিদগ্ধ মহলে তাই নিয়ে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সে দেশেও সেই প্রণালী প্রবর্তিত হয়। সন্দেশ-প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে এক নতুন দিনের উদ্বোধন করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জীবনের নানা কাহিনী ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর যুগের কিছু কিছু কথা লিখেছেন লীলা মজুমদার,—উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী—জমজমাট গল্প বলতে কিশোর সাহিত্যে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই কাহিনী চিত্রের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, গল্পের চেয়েও মনোহর, স্মৃতিসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ও চিত্রে অলঙ্কৃত করেছেন সত্যজিৎ রায়।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে সুন্দর আর্টপেপারে মাত্র এক হাজার কপি বই ছাপা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক ও গ্রন্থাগারিক অবিলম্বে এই অমূল্য সংস্করণটি সংগ্রহ করে রাখুন।

দাম তিন টাকা।

নিউ স্ক্রিপ্ট এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

স্ত্রী দেখতে পেয়ে বলে, আজ আবার কোথায় চললে?

একটু ঘুরে আসি।

এত বেলায় আবার কোথায় ঘুরতে যাবে? তাড়াতাড়ি এস।

ভবতোষবাবু এ কথার কোন উত্তর দেন না।

রাস্তায় এসে ভবতোষবাবু যেন ইতস্তত করেন। এখন কোথায় যাবেন তিনি, কোন দিকে যাবেন? কোন গন্তব্যস্থল তো নেই, কোন উপলক্ষ্যও নেই। তবু অন্যমনস্কভাবে অফিসের দিকেই পা বাড়ান তিনি। আজ অফিস নেই, সেখানে কোন প্রয়োজনও নেই, তবু বরাবরের অভ্যাসমত এক পা এক পা করে ও পথেই এগোতে থাকেন।

খানিকটা পথ গিয়ে এক জায়গায় হঠাৎ ভবতোষবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। পথের ধারে ঐ যে বড় বাড়িটা উঠেছে, এটা তো কোনদিন লক্ষ করেননি তিনি। না, কালকেও না। চমৎকার ডেক প্যাটার্নের বাড়িটা! এ পথ দিয়েই তো অফিসে যেতেন তিনি, রোজ যাতায়াত করতেন, অথচ পথের পার্শ্বে এমন একটা বাড়ি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল, তিনি তা কোনদিন লক্ষই করেননি! ভবতোষবাবু অবাক হন, তেমনি অবাক হন আরও কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকের গলির মুখে ছোট ছোট বস্তিঘরগুলোর হঠাৎ এমন রূপান্তর দেখে। বাঃ! এমন সুন্দর বাড়িগুলো কবে এখানে উঠল, সামনে সাজান এমন দোকান-পসার? ভবতোষবাবু ভাবেন, হয়ত অনেকদিন আগেই এগুলো হয়েছে, তাঁর চোখের সামনেই তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু কোনদিন তিনি লক্ষ করেননি, তাঁর অফিসের যাতায়াতের অভ্যাস্ত ব্যস্ততায় তাঁর পরিচিত পথটাকেও এমনভাবে কোনদিন তাকিয়ে দেখেননি তাই আজ সব কিছুই নূতন নূতন ঠেকছে। যেখানে একদিন ফাঁকা ময়দান মাত্র ছিল সেখানে কত নূতন নূতন ঘরবাড়ি উঠেছে, যেখানে এ দো নর্দমা মাত্র ছিল, তৈরী হয়েছে নূতন [illegible] ভবতোষবাবু যেন সদ্য জাগ্রত রিপভ্যান উইংকলের মতই অবাক হয়ে এই অচেনা দুনিয়ার দিকে তাকান। হঠাৎ এক নূতন অর্থ নিয়ে যেন ছোট বয়সে পড়া সেই কাহিনীটা মনে পড়ে তাঁর। জীবনের চল্লিশটা বছর যেন এক নেশার ঘোরে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই চল্লিশ বছরের ব্যবধানে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা—এমন কত ঘটনা ঘটল, কত কিছু বিলুপ্ত হল—তিনি কিছু শুনেছেন, কিছু শুনেও শোনেননি, কিছু দেখেছেন, কিছু দেখেও দেখেননি। তাই আজ সব কিছুই নূতন করে দেখতে যেন অবাক লাগে তাঁর—চারিদিকের এই রূপান্তরটাকে, সাজানো বাড়িগুলোকে, পথের মানুষগুলোকে।

ইস্! যেন আগুন লেগেছে গাছের ডালে—।

সামনের গলিটার মোড়ে সারি সারি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় থোক থোক লাল ফুল; গাছের নীচেও অনেক ফুল ঝরে পড়ে ফুটপাথের ওপর যেন লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। ভবতোষবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সেদিকে তাকান। কই, এমনভাবে তো কোনদিন [illegible] তাঁর চোখে পড়েনি। [illegible]

Aiyars MOP. 812 BN
MILKYWAY
BHOJBROS

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ	১৫·০০
আত্ম-চরিত	১০·০০
অ্যালান ক্যাম্বেল জনসনের	
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন	৭·৫০
আর জে মিনির	
চার্লস চ্যাপলিন	৫·০০
প্রফুল্লকুমার সরকারের	
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ	২·৫০
অনাগত	২·০০
ভ্রষ্টলগ্ন	২·৫০
সরলাবালা সরকারের	
অর্ঘ্য (কবিতা-সঙ্কলন)	৩·০০
ত্রৈলোক্য মহারাজের	
গীতায় স্বরাজ	৩·০০
মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর	
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

সিগারেট লাইটার তেল—

প্রিন্স ও ফাইভ ষ্টার ব্রাণ্ড
•
কেমিক্যালি শুদ্ধ এবং পরিষ্কার ও হাতে ধোঁয়া হয় না
•
সর্বত্র পাওয়া যায়

এম. এল. মিত্তল এণ্ড কোং
৯, রাজাদীপী রোড, কলিকাতা-১৩

ফাঁকে এত গাছপালাও আছে কলকাতায়? ঐ তো বাড়িটার পেছনে আমগাছটার সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে যেন মুকুল ধরেছে, সজনে গাছটার পাতায় পাতায় থোক থোক ফুল ধরেছে। এখন বুঝি বসন্তকাল? কলকাতার বুকেও বসন্ত আসে? পাতায় পাতায় ডালে ডালে সবুজের ছোঁয়াচ লাগে? ভবতোষবাবু একটু একটু এগিয়ে এখন এসপ্ল্যানেড এসে পড়েন। এসপ্ল্যানেড-কার্জন পার্ক—আরো এগিয়ে লাট সাহেবের বাড়ির সীমানা এবং ডান দিকের ফুটপাথ ধরে গেলে ভবতোষবাবুর পুরানো অফিস। কিন্তু সেদিকে আর এগোন না তিনি। বাম দিকের ফুটপাথ ধরে তিনি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকেন—বুঝি রেডিও অফিসটার পাশ দিয়ে সোজা চলে যাবেন গঙ্গার ধার। আউট্রাম জেটিতে। কিন্তু না গঙ্গার ধার পর্যন্ত না গিয়ে কেন জানি তিনি ঢুকে পড়েন ইডেন গার্ডেনে।

বাঃ' প্যাগোডাটা তো এখনো আছে"

ভবতোষবাবু বিস্ময়-দৃষ্টিতে প্যাগোডাটার দিকে তাকান। ছোটবেলায় প্রায়ই তিনি এদিকে আসতেন। ছুটির দিনে, কখনো ইস্কুল পালিয়ে দল বেঁধে চলে আসতেন। এর নির্জন প্রান্তরে ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ঝাঁপ করতেন ছুটোছুটি করতেন। কৃত্রিম লেকটার চারপাশে, কালভার্ট-টার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে কেমন এক রোমাঞ্চকতা জাগত। তারপর মাঝখানের এই চল্লিশটা বছর যেন সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। হাইকোর্টের পেছনে স্ট্রাণ্ড রোডের গা ঘেঁষে এমন যে একটা বাগান পড়ে আছে তার অস্তিত্বটুকুও যেন ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এই প্যাগোডাটার দিকে তাকিয়ে তার পুরনো স্মৃতিটাই যেন আবার জেগে উঠল। জাপানী শিল্পের নিদর্শন এই প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে ছোট বয়সে কেমন এক বিস্ময় লাগত, কোন্ এক অচেনা দেশের লোকগুলোর সঙ্গে যেন আত্মীয়তাবোধ জাগত ভূগোলে পড়া সমুদ্র বুকে সেই ছোট দ্বীপটা যেন ভেসে উঠত চোখের সামনে। আজও কী একটা জাপানী ছবির কথা মনে পড়ে গেল তার। কোথায় যে দেখেছিলেন ছবিটা ঠিক মনে পড়ল না।

ভবতোষবাবু একটু একটু করে উদ্যানের ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেই নির্জন ঝোপ-জঙ্গলগুলো এখনো আছে। সেই কৃত্রিম লেকটা, কালভার্টটা, আশেপাশে আগাছা জঙ্গল, ফুলবাগান, বড় বড় দেবদারু গাছের নির্জন ছায়া—ভবতোষবাবুর ইচ্ছে হল সেই আগের মত—মাঝের এই চল্লিশটা বছর বাদ দিয়ে সেই কৈশোরের দিনগুলির মত এই নির্জনতার বুকে আবার ছুটোছুটি করেন। কিন্তু ছুটোছুটি করার আর বয়স নেই, তবু ভবতোষবাবু কেমন এক রোমাঞ্চকতা অনুভব করেন, কী এক [illegible]

"এই গ্রন্থের প্রতিটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা জাতীয় গৌরবের সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় লাভ করলাম।"

—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

একদা যাহার বিজয় সেনানী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দাম তিন টাকা

এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রা) লিঃ
৫৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

বাংলা মাসের ১০ তারিখে একখানা বই প্রকাশিত হয়

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দয়িতা

শিবরাম চক্রবর্তী

বিবাহের পূর্বপাঠ

শরৎ সাহিত্য ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪

আকর্ষণে ঝোপ-জঙ্গলগুলোর ভেতর দিয়ে পায়চারি করতে থাকেন।

কৃত্রিম লেকটা পেরিয়ে বড় ঝাঁকড়া বকুলগাছটার নিকটে আসতে হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে যান ভবতোষবাবু। অদূরে জুঁই ফুলের ঝোপের আড়ালে ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসে আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ইশারা করে ভবতোষবাবুকে এগুতে বারণ করেন। থমকে দাঁড়িয়ে ভবতোষবাবু ভদ্রলোকের দিকে তাকান। ভদ্রলোক এবার মৃদু হেসে বলেন, ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন।

ভবতোষবাবু অবাক হয়ে জুঁইফুলের ঝোপটা ঘুরে ভদ্রলোকের নিকটে যেতে তিনি ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, ইয়েলো বিলিমুন।

মানে? ভবতোষবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকান। তিনি আবার হেসে অনুচ্চকণ্ঠে বকুলগাছের মগডালে একটা হলুদ রঙের পাখির দিকে নির্দেশ করে বলেন, গায়েনার দেশের পাখি। এ অঞ্চলে দেখতে পাবেন না। তবে বসন্তকালে নেমে আসে। এবার আজই প্রথম দেখতে পেলাম।

ভবতোষবাবু অবাক হন। একবার পাখিটার দিকে আবার ভদ্রলোকের দিকে তিনি তাকান। তাঁরই সমবয়সী, মাথায় মস্ত টাক, পেছনে ঘাড়ের কাছে শুভ্র গুচ্ছ চুল, কিন্তু চোখমুখ বেশ উজ্জ্বল, প্রসন্ন। ভদ্রলোক আবার বললেন, ভারী মিষ্টি গলা এ পাখির। যদি আপনাকে শোনাতে পারতাম—

ভবতোষবাবু আবার পাখিটাকে লক্ষ করেন। দেখতে ভারী সুন্দর পাখিটা! পালকে ছোপ ছোপ হলুদের ছিট, লেজটা লম্বা, ঘাড় বেশ চওড়া, আর ঠোঁটটা অনেকটা কাকাতুয়ার মত। কিন্তু কেমন ভীরু ভীরু, চঞ্চল, সন্ত্রস্ত।

ভদ্রলোক এবার আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, নাঃ, এ বেলা আর ওটি নামবে না। নতুন এসেছে কিনা, তাই ভয় এখনো কাটেনি। বিকেলের দিকে আবার আসবেন, তখন নিশ্চয় এর গান শুনিয়ে দেব। আমিও এর খাবার যোগাড় করে আনব। এগুলোর আবার ফড়িং উচ্ছেপাতার দিকেই ঝোঁক বেশী।

ভবতোষবাবু অবাক হয়ে বলেন, এগুলোর পছন্দ, অপছন্দের খবরও রাখেন নাকি?

রাখি না? ভদ্রলোক গর্বিত কণ্ঠে বলেন, শীত কমলে এ সময়েই তো দেশ-দেশান্তর থেকে কত রকমের পাখির আনাগোনা শুরু হবে—হলুদ রঙের পাখি, কমলা রঙের পাখি, ইয়েলো বিলিমুন, ময়না, কাকাতুয়া—নানা দেশের হাজার রকমারি পাখি। রিটায়ার্ড হবার পর পাঁচ বছর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি এসব। অনেকে এখনই এসে গেছে আরো আসবার সময় হল বলে। আপনিও বেলা আসবেন, একটা একটা করে চিনিয়ে দেব সব।

ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, নাঃ, বেলা হয়ে গেছে অনেক।

ভবতোষবাবুও চঞ্চল হন। উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন তিনি।

ভদ্রলোক বলেন, আপনি কোন দিকে?

গোলাদি। আপনি?

আমি আপনার বিপরীত। নিমতলার দিক। তবে বিকেলে আবার দেখা হবে। আসবেন আরো নতুন পাখি চিনিয়ে দেব। বিলিমুনের গানও শুনতে পাবেন।

নিশ্চয়। ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে ভবতোষবাবু বেরিয়ে আসেন।

রাস্তায় এসে চারদিকের রোদের দিকে তাকিয়ে ভবতোষবাবু অবাক হন। সত্যি, অনেক বেলা হয়েছে তো! বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার কম হবে না। এবার আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকেন তিনি।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে আর একটা কথা মনে পড়ল ভবতোষবাবুর। এতটা বেলা কি করে কাটালেন তিনি? আজ সকালেই প্রতিটা মুহূর্তের হিসেবপত্তরে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, [illegible] অনাগত দিনগুলোর প্রতিটা মুহূর্তের হিসেবপত্তর কথা ভেবে আঁতকে উঠেছিলেন তিনি—অথচ [illegible]

অসমাপ্ত চটাঙ্গ

সবিনয় নিবেদন,

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অসমাপ্ত চটাঙ্গ" 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই আমার মতই আগ্রহ সহকারে পড়েছেন। "অসমাপ্ত চটাঙ্গের" পাঠ-পাঠীদের সাক্ষাৎ মেলে হুগলী নদীর দু ধারের চটকলের হাজার হাজার শ্রমিকের মাঝে। তবু যাঁদের মনে "অসমাপ্ত চটাঙ্গের" চরিত্রগুলির বাস্তবতা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাঁদের জন্য আমার কিশোর জীবনের এক শোচনীয় অভিজ্ঞতা বলতে বসেছি। সেদিনের এক বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমাকে এমন এক রূঢ় বাস্তবের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে শুধু শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ কেন, দৈনন্দিন জীবনেও ইউরোপের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ভুলতে পারি না, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিল আদৌ সম্ভব কিনা।

১৯৫০ সাল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যেই জন্মলাভ করেছে। অনেকের মত আমার কিশোর মনও স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে উৎসুক। ঠিক এমনই সময় [illegible] হুগলী নদীর [illegible] নিরূপণের জন্য সবসুদ্ধ একটি টাকা [illegible] একটা সরকারী চাকরি পাই। [illegible] সাহায্যে [illegible] "[illegible]" [illegible] আছে, [illegible] সংগে [illegible] ছিল [illegible] এবং [illegible] চিহ্নিত সরকারী মাপ দণ্ডটা। প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ মাপদণ্ডটার সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় একবার মত জলের উচ্চতা লিখে রাখাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। তাই অবসর সময়ে বই পড়েও যখন সময় কাটতো না, গল্প করতাম—কলের বন্দুক দরওয়ান অথবা কুলিদের (যাদের তখনও পর্যন্ত শ্রমিক নামকরণ হয়নি) সংগে। তবে বেশীর ভাগ সময়টাই কাটতো দরওয়ানদের সংগে—যেহেতু তাদের কাজের মাত্রা ছিল সবচেয়ে কম। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, মিলের বড়সাহেব কেন 'চাবুক' হাতে নিয়ে শেডের ভেতর ঘোরাঘুরি করে। শুধু পুরুষ কুলি কেন মেয়েরাও সাহেবের সেই চাবুকের হাত থেকে রেহাই পেত না। তবু যখন [illegible] নিজস্ব মেয়েরা আমায় [illegible] করে দিয়েছিল—টিফিন বা ছুটির [illegible] পাকাতপক্ষে সাহেবদের সামনে [illegible]—[illegible] করেছিলাম, তা [illegible] আদৌ [illegible] কিনা। তারপর [illegible]—[illegible]

✻ আলোচনা ✻

সমাজের বুকের ওপর শ্বেতাঙ্গের চরম বর্বরতা।

সেদিনটা ছিল সোমবার। সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। মিলের অফিস সংলগ্ন যে ঘেরা বরান্দা আছে—সেখানে আরও দুজন দরোয়ানের সাথে আমিও জল-চৌকির ওপর বসে আছি। এমন সময় ধোপদুরস্ত এক বাঙ্গালী যুবক হাতে একটা ইংরাজী কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির। ভদ্রলোক বি এ পাস—সবেমাত্র কলকাতা থেকে আসছেন। অফিসঘরের বাবুদেরও দৃষ্টি পড়ে নবাগতের দিকে। ভদ্রলোকের চালচলনে তাঁদের বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধা হয়নি যে তিনি চাকরিপ্রার্থী। আগন্তুকের প্রতি বিশেষ এক করুণায় কয়েকজনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল কিনা, আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। এমন সময়ে সেখানে আবির্ভাব ঘটে ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের—যাকে সবাই ন্যুলো সাহেব বলতো, কারণ ওর ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত খুব ছোট ছিল। চটকলের পাশেই সাহেবরা যেখানে টেনিস খেলে, সেখানে দেখেছি ন্যাটা খেলোয়াড় ন্যুলো সাহেবের সংগে খেলায় আর কোন সাহেব পেরে উঠতো না। যাই হোক ন্যুলো সাহেব ঢুকেই গর্জন করে উঠলো—"বেরিয়ে যাও।" সাহেবের চীৎকারে অফিসে উপস্থিত সকলেই তাকিয়ে দেখলেন আমাদের দিকে। আর নিরীহ চাকুরিপ্রার্থী যুবকটি যে কি করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অবশ্য পরের দৃশ্যটি আমাদের পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিদ্যুৎগতিতে ন্যুলো সাহেবের বাম হাতের থাবা নেমে আসে নিরীহ ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর—অমিত-বিক্রম ন্যুলো সাহেব ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাঁকে বাহিরের দরজার দিকে। কয়েক হাত দূরে সিমেন্টের মেজের ওপর সশব্দে ছিটকে পড়েন যুবকটি। আশ্রিত শান্ত ধারী ন্যুলো সাহেবের প্রকৃতির সংগে অফিসের বাবুদের পরিচয় ছিল বলেই হয়তো সেদিন দেখেছি, এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটাকে দেখেও না দেখার ভান করতে। তারপর ন্যুলো সাহেব গটগট করে অফিসের মধ্য দিয়ে যখন বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে

সাহিত্য যখন জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির প্রতিফলন থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন হয় সাহিত্যের চরম দুর্দিন।

সদ্য প্রকাশিত হোল বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনের রূঢ়তম সমস্যার পটভূমিকায় রচিত

'বনফুল'—এর

বলিষ্ঠ সৃষ্টি

ত্রিবর্ণ

অসাধারণ উপন্যাস

দাম : দশ টাকা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

উঠলেন, আর সবাই মাথা নিচু করে বসে রইলেন টেবিলের পাশে। এই ঘটনার পর আমার আর সেখানে বসে থাকবার প্রবৃত্তি হয়নি। ইতিমধ্যে দরয়ান দুজন আহত ভদ্রলোককে ধরে তুলে নিকটবর্তী একটা জলকল নিয়ে গিয়ে সযত্নে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিয়েছে—আর আমি শুনেছি ক্রন্দনরত যুবকটিকে সারাক্ষণ অভিশাপ দিতে।

নিতান্তই দর্শকের ভূমিকায় এত বড় এক অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেদিনের সেই পাপের বোঝা খানিকটা লাঘব করার জন্যই আজ নুলো সাহেবদের দেশ থেকে 'দেশ' এর হাজার হাজার পাঠক পাঠিকার কাছে সেদিনের মর্মান্তিক দৃশ্যটা বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। অপরিণত বয়সে দীর্ঘ একবছর ধরে চটকলের শ্রমিক এবং বাবুদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যতখানি না তাঁর "অসমাপ্ত চটাঙ্গের" সাহিত্যে মূল্যের জন্য, তার চেয়েও অনেক বেশী এই কারণে যে, তিনি চেষ্টা করেছেন সমাজের একশ্রেণীর অসহায় মানুষের জীবন ব্যবস্থা রূপায়ণ করতে, যাদের জীবনের "ট্র্যাজেডী" বাঙ্গালী সমাজের অনেকেরই হয়তো আগে জানা ছিল না। 'নুলো সাহেবের" বর্বরতা আজও আমাদের চটকলগুলোতে প্রশ্রয় পায় কি না জানি না?

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য
হামবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী

জমামরদ

মহাশয়,

১৬ই মার্চ সংখ্যা 'দেশ" পত্রিকায় "হাসিকান্না" (পঞ্চতন্ত্র) পড়লাম। স্বামীজীর রসরচনাটি অতি ভালো লাগল। এটি অন্তত আমার পড়া ছিল না। এজন্য আলী সাহেব আমাদের ধন্যবাদার্হ।

একটি বিষয়ে আলী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "জমামরদ" কথাটি মনে হয় "জওয়া মর্দ" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে "জওয়া" বিশেষণ (বিশেষ্য জওয়ানী) এবং "মর্দ" বিশেষ্য। "জওয়া মর্দ" মানে যুবক পুরুষ, এইটাই বোধ হয় স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, উর্দুতে এ প্রকারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। নমস্কার।

ইতি

প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী
জামসেদপুর

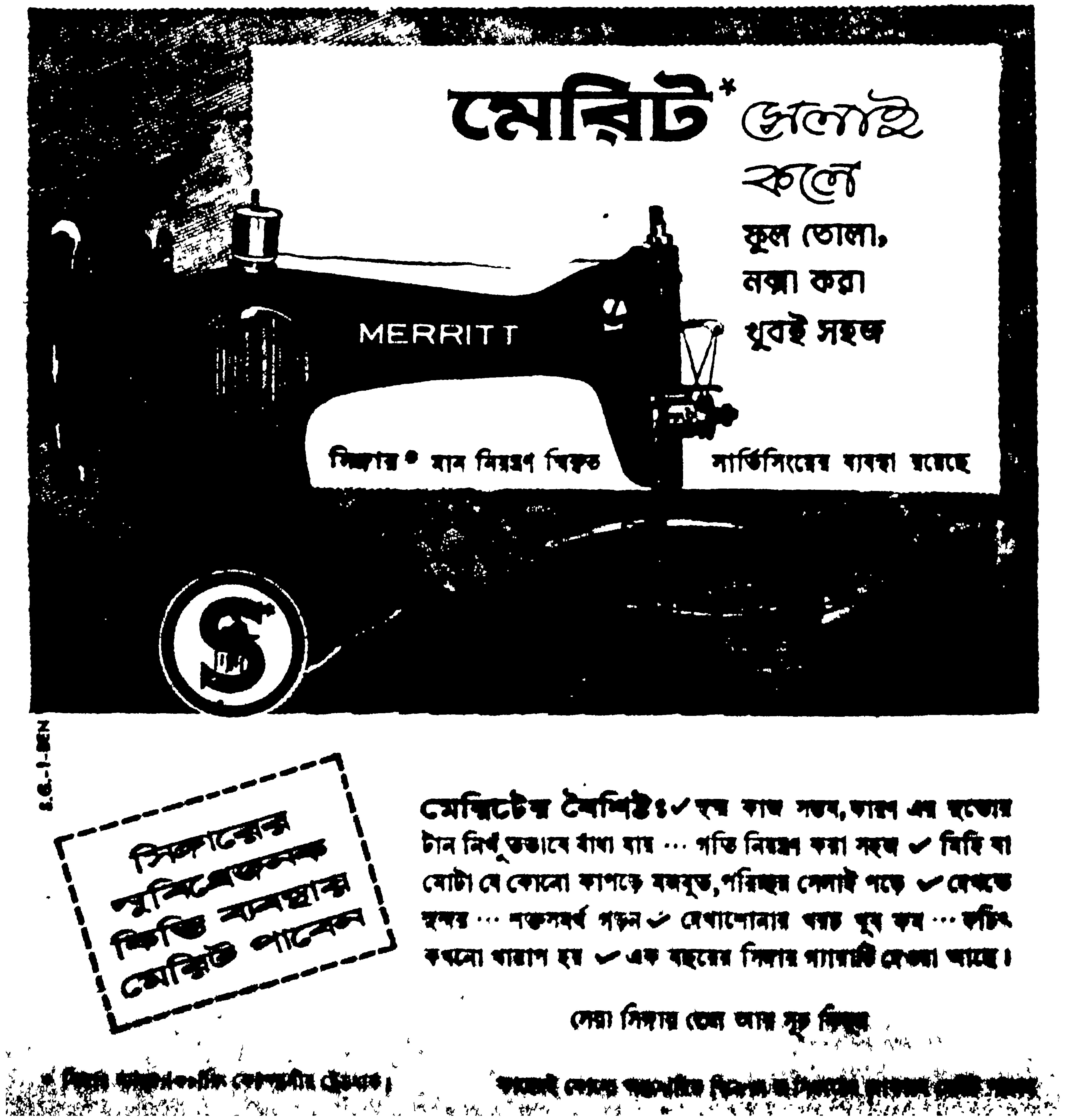

লেখকের জবাব

"দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

চক্রবর্তী মশাই নিরঙ্কুশ লক্ষ্যভেদ করেছেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। খোজাদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থের নাম "পনদিয়াদ-ই-জওয়ানমর্দী"—"মনুষ্যত্ব (যুব ধর্ম লাভের) উপদেশ।"

সৈয়দ মুজতবা আলী
শান্তিনিকেতন

ছাপরা কালীবাড়ি

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা মে, ১৯৬৩ (৩০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা) "দেশ" পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে "ছাপরা কালীবাড়ি" শিরোনামায় শ্রীযুক্ত রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র সিংহ প্রমুখ মহোদয়গণের যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে সে-সম্পর্কে দু-একটি কথা জানাতে চাই।

চিঠিতে ভদ্রমহোদয়গণের [illegible] মনোভাব আমাকেও কাতর করেছে। কোন বাস্তব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অহেতুক ব্যঙ্গ-রসিকতা করাটা আমরা কেউই সমর্থন করতে পারি না। ঐ পত্রটির পাশে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের [illegible] স্বভাবতই [illegible] আলী সাহেব [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] এই ধরনের [illegible] না।

[illegible] অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে [illegible] পাঠকের [illegible] আকর্ষণ [illegible] আলী সাহেব [illegible] শ্রীরামপুর [illegible] ও "ছাপরা কালীবাড়ি" [illegible] নামের সাদৃশ্য [illegible] কাল্পনিক বা non-existent প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাস্তব একটি প্রতিষ্ঠানের মিল ঘটে যাওয়াতেই এই বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটেছে। একে আকস্মিক Coincidence'ও বলা যেতে পারে। কিন্তু কাঠামোকে বাদ দিয়ে যদি আমরা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির কথা ভেবে দেখি তবে আলী-সাহেবের কথা তো একেবারে অবাস্তব বলতে পারি না।

সুনীল দাশগুপ্ত
মুর্শিদাবাদ নদীয়া

ডাঃ ডিগোর
হেয়ার কিওর
(রেজিষ্টার্ড হেয়ার অয়েল)
মাথায় [illegible] সকল প্রকার কেশব্যাধি এবং কেশপতন নিবারণ করে
সর্বত্র পাওয়া যায়।
[illegible] লেবরেটরী
[illegible] রোড, কলিকাতা-২৯
ফোন: [illegible]

প্রকাশিত হয়েছে

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ ● বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪

সূচীপত্র

চিঠিপত্র	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা কাব্যে দুই রীতি	শ্রীভবতোষ দত্ত
জন স্টাইনবেক	শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়
ভারতবর্ষীয় সভা: নবযুগের সূচনায়	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
সমালোচনাতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়
শতবার্ষিক রবীন্দ্রচর্চা	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
পত্রাবলী: সি. এফ. এ্যাণ্ডরুজকে লিখিত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থপরিচয়	শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য
স্বরলিপি: 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা'	শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

চিত্র

একাকী। চতুর্বর্ণ	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জন স্টাইনবেক	আলোকচিত্র
সি. এফ. এ্যাণ্ডরুজ	আলোকচিত্র

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

●

রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত

দীপিকা

রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা একত্র সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। নয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন।

২০ মে পর্যন্ত

রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে শতকরা ১২॥০ টাকা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গ্রন্থ ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত ও প্রচারিত অন্যান্য গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

বিশ্বভারতী

টুকে-টাকে

একটি সাম্প্রতিক সচিত্র সংবাদে জানা গেল (অবশ্য এ সংবাদ আগেও অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেকে তা জানেনও) রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বেদীটি নিমতলা ঘাটের প্রাচীরে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত বড় রকমের ফাটল দেখা দেওয়ায় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশু খুড়ো মন্তব্য করিলেন—'তা হয়ত হয়েছে। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা কবিগুরুর প্রতি কর্তব্যের কোন ত্রুটি করিনি আপার ও লোয়ার চিৎপুর রোডের নাম 'রবীন্দ্র সরণি' রাখার জন্য আমরা সঙ্কল্প করেছি: স্মৃতি-বেদী সংরক্ষণ নিশ্চয়ই যুগধর্ম নামের কেকলম-এর চেয়ে বড় নয়।"

কবিগুরুর শুভ জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজকর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষা চালু হইতেছে—"অনেক অফিসারদের অ-র অজগর আসছে তেড়ে' কবে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয় নি" মন্তব্য করে শ্যাঃ লাঃ অর্থাৎ আমাদের শ্যামলাল। সরকারী সহি-স্বাক্ষরে এই ধরনের নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চোখে পড়িয়াছে বলিয়াই শ্যাম-লালকে শ্যাঃ লাঃ বলা হইল কেহ যেন মনে না করেন ইহাতে অভদ্রতার কোন ইঙ্গিত আছে!

একটি সাম্প্রতিক সংবাদ-শিরোনাম—'রাজপথ দিয়া হাঁটিলে আদালতে যাইতে হইবে।—"কিন্তু প্রজাতন্ত্র পথ

অর্থাৎ ফুটপাথের অবস্থা এমনি যে আকাশপথ নিরালম্ব না হলে সে পথে চলা দুষ্কর"—বলেন এক সহযাত্রী।

ভারতের অন্যান্য কোন কোন শহরের মত কলিকাতার বাসে চাড়তে "কিউ"-প্রথা চালু করার অঙ্গ হিসাবেই হয়ত একদিন (কয়েকদিন কি না বলিতে পারি না) চৌরঙ্গী এলাকায় পুলিস বাস যাত্রীদের কিউ-এর নিয়ম মানিয়া চলিতে [illegible] করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই [illegible] কী হইল জানি না। আমাদের [illegible] সহযাত্রী বলিলেন—"লন্ উইথ দি [illegible]

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মন্ত্রীরা নিজেরাই স্থির করেন ১লা এপ্রিল হইতে তাঁহারা বিদ্যুৎশক্তি ও জলের খরচা মাসে দুইশত টাকার বেশী হইতে দিবেন না। শ্যামলাল বলিল—"পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি রোধ করার প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা, কিন্তু মনে খটকা রয়ে গেল ঐ ১লা এপ্রিলের উল্লেখে"।

একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্বলিত সংবাদ—মাও-এর অবসর গ্রহণ আসন্ন? খুড়ো বলিলেন—'কিন্তু ইথে কী হইবে বল—! মা(ও)-এর পর মাসীর পালা তো আমরা জানি, এবং মায়ের চেয়ে মাসীর দরদের কথাও যে না জানি তা নয়'।

আচার্য বিনোবা ভাবে অচিরেই গঙ্গা সাগর যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। ঝড়জলের এই দুর্যোগে তাঁহাকে গঙ্গা-সাগর যাইতে মানা করিলে আচার্যজী নাকি বলিয়াছেন—'আমিই তো সাইক্লোন'। বিশু খুড়ো সংক্ষেপে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করিলেন—'আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা।'"

সংবাদে প্রকাশ, চীন নাকি "শান্তি দূতদের চীনে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।—"স্থায়ী রেড লাইট দেওয়া আছে দেখেও ঐ পথে চলার জেদ যে কেন এঁদের মাথায় চাপল সেইটেই মাথায় ঢুকছে না'—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

খড়দহ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে ঠিকা ঝিরা নাকি একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন এবং সেই ইউনিয়নের মারফতে তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত নিবেদন কর্তাদের জানাইয়া দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"দাউ টু ব্রুটাস আর বললাম না। কিন্তু ভাবছি, প্রায় ঘরে-ঘরে যে-সব বিকল্প ঠিকা ঝি রয়েছেন তাঁরা একদিন ইউ-নিয়নে ভিড়ে গেলেই তো বারোটা বাজিয়ে দেবেন"।

আংরেজী হঠাও-এর পরে আংরেজী বাঁচাও। রামেশ্বরজীর সংঘের প্রাঙ্গণে হিন্দী মন্ত্রে যজ্ঞের পর বোম্বাইতে জনৈক যোগী নাকি ইংরেজী মন্ত্রে যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"যে-হারে হিন্দি ক্ষেপেছে তাতে মনে হয় যজ্ঞের ঘি-তে ভগবানকে না ভাসিয়ে এঁরা [illegible]

পাক-ভারত আলোচনার ষষ্ঠ চক্র দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম।—"যাঁরা ভদ্রলোকের এক কথা—নীতিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা

নিশ্চয়ই নূতন কোন কথা শোনার প্রত্যাশী নন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মোহনবাগান প্রমুখ ক্লাব রীতিমত পূজার্চনা করিয়া নূতন খেলা মাঠে প্রবেশ করিয়াছেন।—হে মা কালীতে আমরাও বিশ্বাসী। আসন্ন বনমহোৎসবের দিন রীতিমত বৃক্ষ পূজো করে খেলা দেখার ব্যবস্থা একটা লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না, বারোয়ারী বৃক্ষ পূজোয় চাঁদার অভাব হবে না'—বলেন জনৈক ক্রীড়ামোদী সহযাত্রী।

মেয়েদের কেশবিন্যাসে বাঁধাকপি স্টাইল প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া একটি বৈদেশিক সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল— কয়েকদিন

আগে এক সংবাদে শুনেছিলাম, কাঁচা বাঁধা-কপি খেলে নাকি নেশা কাটে। মেয়েদের কবরীর বাঁধাকপি স্টাইলটা কিবস্য বিষ-মোষধম কি না জানিনে।"

শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহে আরো কাটছাঁটের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"শিল্পী এলাকায় রবীন্দ্র পক্ষে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে কাটছাঁট করা হবে না বলেই আশা করছি, [illegible]"—[illegible]

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

শুনেছি, আজকাল বঙ্গভাষার চর্চা সাধারণভাবে অনেক বেড়েছে। আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান দুটি বসে আছেন—বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ—তাঁদের অন্যতম মূল নীতি বোধ করি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা ও সহজে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। মাতৃভাষার প্রতি সরকারী অনুরাগও ইদানীং বেড়ে চলেছে। এ সব লক্ষণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা মনে করি বঙ্গভাষার সীমা এখন অধিকতর বিস্তৃত, তার চর্চাও পূর্বাপেক্ষা পরিণত।

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা যাতে মোটামুটি স্পষ্ট হয় তাদের জ্ঞান কিছুটা গভীর হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আজকাল বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য-সূচীও শুনেছি বেশ ভারী করে তোলা হয়েছে।

এ-সব সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটছে যেখানে ছাত্রদের শোচনীয় অজ্ঞতা দেখে মনে হয় বঙ্গ সাহিত্যের এমন পীড়া বোধ করি পিশ [illegible] করা যেত না।

কথাটা আরও খুলে বলি। সেদিন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে প্রায় [illegible] উদভ্রান্তের মতন আমার কাছে এসে হাজির। যথারীতি কি হবর কেমন আছেন ইত্যাদি [illegible] প্রাথমিক বচন সব বন্ধু বললেন মশাই খাতা দেখতে দেখতে [illegible] পড়েছি।

ছাত্রের পরীক্ষার খাতায় ভালমন্দ দুইই [illegible] মন্দর উদাহরণ খবরের কাগজে 'সংবাদ' হিসেবে ছাপা হতেও দেখা যায় প্রায়ই। মিথ্যে বলব না একদা আমি পরীক্ষার খাতায় ত্রিগনোমেটরিতে খুব বড় রকম একটা গোলকা পেয়েছিলাম [illegible] 'একটা কিছু, কিম্ভূত কোণ' এই রকম এক বেয়াড়া জবাব লেখার জন্যে। মাস্টারমশাই কান মলে দিয়ে বলেছিলেন, তুই একটা গাধা।

কিন্তু এই গাধ'ভরাও সে বয়সে জানত বাংলা সাহিত্যে 'গোরা' বলে একটি উপন্যাস আছে, এবং তার লেখক রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সময়ে, আমি হলফ করে বলতে পারি, এমন ছাত্র খুব কমই ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প ও উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের পাঁচ সাতখানা বই পড়ে নি। আমরা সঞ্জীবচন্দ্র, প্রভাত-[illegible] [illegible]

লেখা অনেকেই পড়েছি।

অথচ এখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সর্বপ্রকার গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রেরা তাদের শোচনীয় অজ্ঞতা দেখিয়ে চলেছে।

অধ্যাপক বন্ধু যা বললেন, তার মর্ম এই দাঁড়ায় : দশটি বাংলা বই নির্বাচন করতে বললে এ-কালের পরীক্ষার্থীরা (অধিকাংশই) সাধারণত সেই দশটি বইয়ের নাম লিখবে যা বাংলা সিনেমায় হালফিল দেখানো হয়েছে। শুনলাম, এই সব ছাত্রের কেউ কেউ লিখেছে—'দেবী' পুস্তকটি আমি কিনিব, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' উপন্যাসটিও আমার ভাল লাগে উহাও আমি কিনিব।'

ছাত্রদের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয় সব ক্ষেত্রে আমি ধরেই নিচ্ছি সব ছাত্রই এতটা বোকামি পরীক্ষার খাতায় নিশ্চয় দেখায় নি। তবু যথেষ্ট উদারতার পরও একটি কথা থেকে যায়। আর সেই কথাগুলি এই যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যসূচী যতই কেননা ওপর ওপর গুরু করে করা হয়ে থাক, আসলে এর দ্বারা ছাত্রসমাজ লাভবান হচ্ছে না। তারা বঙ্গসাহিত্যের স্মরণীয় লেখকদের নাম হয়ত কানে শুনেছে, তার বেশী নয়।

বন্ধুর কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি তাতে আমার ধারণা হচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রেরা মোটামুটিও পড়ে না; সঞ্জীবচন্দ্রও কেতাবের মধ্যে পড়ে আছেন, রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যসূচীতে যেটুকু আছেন তার বেশী ছাত্রদের মনোযোগ দাবি করেন না। শরৎচন্দ্রের আয়ুও ছাত্রদের কাছে ফুরিয়ে এসেছে, প্রভাতকুমার বাংলা সিনেমার কল্যাণে 'দেবী'-র লেখক হয়ে যেটুকু বেঁচে আছেন।

এরই মধ্যে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' এবং তারাশঙ্কর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র লেখক হিসেবে ছাত্রদের বুঝি স্মরণে আছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা হালের সাহিত্যে রোমহর্ষক কিছু লিখেছেন, কিংবা সিনেমায় হয়েছেন, কিংবা বহু বিজ্ঞাপিত।

আমার সবিনয় বক্তব্য এই যে গাদা গাদা মোটা মোটা বঙ্গসাহিত্যের ঠিকুজি লিখে যাঁরা বই বের করছেন সেই অধ্যাপকবৃন্দ কি তাঁদের ছাত্রদের সামান্য মাত্র উপকার করতে পারছেন!

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ মমতা থাকলে শিক্ষকেরা অন্তত ছাত্রদের নিশ্চয় শিখিয়ে দেবেন যে, সিনেমায় হয় না, হয় নি এমন দশটি বাংলা গ্রন্থ নিশ্চয় বঙ্গমাতার আঁচলে সগৌরবে বাঁধা আছে।

নাট্যানুষ্ঠান বিল

বিদুর—সবিনয় নিবেদন

এ সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে প্রস্তাবিত নাট্যাভিনয় বিল-এর ওপরে আপনি যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আপনি যে যুক্তিপূর্বক বিলের সেন্সরশিপ প্রবৃত্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন তার জন্যে নাট্যরসিকেরা আপনাকে সাধুবাদ দেবেন।

আপনার মত আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে [illegible] সরকারের 'সেন্সরশিপ' শিল্পিস্বাধীনতাকে কোনো না কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ করে।

আপনার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও যথাস্থানে আমার অনুরোধ পৌঁছে দিতে চাই যে 'নাট্যকারকে যেন কারবারীর মত লাইসেন্স নিয়ে কারবার করতে বলার অসম্মানজনক আদেশ না দেওয়া হয়', সে ছাড়পত্র সরকারী বা বেসরকারী যে মহল থেকেই নিতে হোক না কেন। পত্রটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

ইতি—কিরণ মৈত্র,
সম্পাদক, নাট্যকার সংঘ

* সদ্য প্রকাশিত নূতন উপন্যাস *

প্রকাশিত হল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য। **প্রতিধ্বনি**

বাইরের জীবন থেকে যে ধ্বনি ওঠে তারই প্রতিধ্বনি বেজে চলে লেখকের অন্তঃকরণে, তার প্রকাশই তাঁর জীবন, তাঁর সৃষ্টি। এই ভাব-চিত্রের সুনিপুণ অঙ্কন 'প্রতিধ্বনি' উপন্যাস। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ঔপন্যাসিকের জটিল মন আশ্চর্য দক্ষতায় পাঠককে পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিবেশ তাতে স্পষ্ট ভাবে বিধৃত। একে বলা যায় উপন্যাসের উপন্যাস। দাম—[illegible]·০০

[illegible] চৌধুরী : [illegible], মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

([illegible]-২০[illegible]/[illegible])

প্রবীণ ও সাম্প্রতিক লেখকদের কয়েকটি উপন্যাস

কন্যাসু। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। মূল্য ২·৫০।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বনফুলই সম্ভবত একমাত্র লেখক যিনি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে রূপ, রীতি ও আখ্যানের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন ও করছেন। কন্যাসু তাঁর সাম্প্রতিক রচনা—এবং এই উপন্যাসেও দেখা যায়, লেখক বনফুল নূতনতর রীতির মাধ্যম অন্বেষণে তৎপর। কিন্তু রীতি-সর্বস্বতাই এই উপন্যাসের গুণ নয়। বস্তুত যদিও আঙ্গিকের অভিনবত্ব খানিকটা প্রাথমিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ে মনে হয় এ লেখা ঠিক বনফুলেরই, অন্য কারো নয়। লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রায়ই রচনার রীতির আঙ্গিক ভেঙে দেন, কখনো 'ইউটোপিয়ার' আশ্রয় নেন কিন্তু কখনো তাঁর ব্যক্তিত্ব পাল্টায় না।

উপন্যাসটির কেন্দ্র চরিত্র ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিণত বয়সে যাঁর একমাত্র চিন্তা হল কনিষ্ঠা কন্যাটিকে পাত্রস্থ করা। তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল—একটি গেঞ্জি কলের মালিক তিনি। চরিত্রটির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এককালে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু সেখানে আদর্শ ও আত্ম-সম্মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেন। গল্প যখন শুরু হয় তখন ব্রজেন্দ্রনাথ পাত্রানুসন্ধানে তৎপর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের চরিত্র ভিড় করে এসেছে। উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল সমাজচিত্রের আভাসও ফুটে ওঠে। ছক বাঁধা কোনো গল্প নেই—চরিত্রগুলি চকিতে আত্মপ্রকাশ করে—কিছু ঘটনা হয়ত অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায় তবু উপন্যাসটির গতি কখনো শ্লথ নয়, মৃদু একটা উৎকণ্ঠা সবসময়েই জাগিয়ে রাখে। পরিণতিও সুন্দর। দেখা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ একটি সত্য ও আদর্শ রক্ষার জন্য তার বন্ধুর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করে গ্রামে চলে গেছেন।

কিন্তু এই উপন্যাস প্রধানত লঘু প্রকৃতির—গভীরতা কিংবা আত্মস্থচিন্তা-বর্জিত। যে সমস্যা এই কাহিনীর উপজীব্য সেই সমস্যার সমাধানও হয়েছে আকস্মিক-ভাবে। এবং সমস্যাটিও যথেষ্ট জোরালো নয়—যাকে অবলম্বন করে মানব চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা যায়। দ্বিতীয়ত চরিত্র-গুলি অধিকাংশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হটকারী কখনো কখনও প্রায় উন্মাদ কিংবা … । স্বাভাবিক মানুষ তার দোষ ত্রুটি ইত্যাদি নিয়েই একে অন্যের চেয়ে আলাদা। সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরবার চেষ্টা কোথাও নেই। সম্ভবত সেই কারণেই এ উপন্যাসে … তীব্র শ্লেষ অনেকটা নিরর্থক প্রয়োগ বলে মনে হবে। ২৮৭।৬২

দুই নদী। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক্‌-সাহিত্য। ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯। দাম দু টাকা পঁচাত্তর নঃ পঃ।

উপন্যাসটির নায়ক দিব্যেন্দু একজন শিল্পী কিন্তু অদৃষ্টের পাকে পড়ে তার জীবিকা হয়েছে ভিন্নতর এবং শিল্পও উপেক্ষিত হয়েছে। নায়িকা দুজন, অশোকা এবং প্রতিমা, যাদের প্রকৃতি এবং প্রেম ভিন্ন ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে একজনকেই লক্ষ্য করে। খানিকটা নাটকীয় ঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গেছে একটি অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে। শিল্পের দিকে হাত বাড়ানো ভাল কি মন্দ এই গুরু প্রশ্ন বাদ দিয়েও প্রশ্ন করা চলে যে এ কাহিনীর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী কিনা। কিছু কিছু ঘটনা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, শিল্প সম্পর্কে গুরুগম্ভীর কথাগুলিও সবসময়ে ভাল লাগে না।

তবু শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নিজের গুণে এই যে তাতে একটি অন্তর্নিহিত জোর আছে। … … … …

কবিপক্ষে সাহিত্যায়নের নতুন সাহিত্যসম্ভার

বাণী রায় সম্পাদিত

লেখিকা মন

আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মহিলা লেখিকাদের ছোট গল্পের সংকলন। এ শুধু এক অপূর্ব সংকলনই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বহু প্রতীক্ষিত সংযোজনও।

মূল্য—আট টাকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

দৃশ্য-দৃশ্যান্তর

কালের যাত্রা দিন থেকে রাত্রে, জীবনের যাত্রা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। এই উপন্যাসে আধুনিক জীবনযাত্রার এক রসঘন কাহিনী বিধৃত।

মূল্য—তিন টাকা

চার্লস শ লিখিত
বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস
Heaven knows,
Mr Allison -এর
অনুবাদ

আদিম অরণ্য মুখর মন

নির্জন দ্বীপে এক সৈনিক ও এক সন্ন্যাসীর জীবনায়নের অনবদ্য আলেখ্য। মূল্য—দুই টাকা

অনুবাদক
মণি গঙ্গোপাধ্যায়

= অন্যান্য বই =

সংঘাত	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
কুয়াশার রঙ	—	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
বরণীয় ভূমি	—	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২·৫০
জহুরী	—	আশাপূর্ণা দেবী	২·০০
এ জন্মের ইতিহাস	—	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬·০০
একক	—	উৎপল দত্ত	৩·০০
অমিত্রাক্ষর ছন্দ	—	সৌরীন সেন	৩·০০
প্রশান্তি	—	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
নিরালা নক্ষত্র	—	মণি গঙ্গোপাধ্যায়	২·৫০

সাহিত্যায়ন ● ৮এ, কলেজ রো ● কলিকাতা ৯

দারিদ্র্য ও বহিরাগত দুঃখের কথা তিনি যত বলেছেন তার শিল্পীসত্তাকে ততটা উন্মোচন করেননি। তবু কোথায় যেন শিল্পী দিব্যেন্দুকে চেনা যায় এবং তার অসহায়তা ও উদাসীনতা অনুমান করা যায়। ২৩৬।৬২

মাটি আর নেই। প্রফুল্ল রায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্যে কোনো কোনো সময়ে এক একটি প্রবণতা আসে। বাংলা সাহিত্যেও সম্প্রতি আঞ্চলিক সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস গল্প বা কাহিনী ইতিপূর্বেও রচিত হয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র আঞ্চলিক বলেই সার্থক নয়, শিল্পকর্ম হিসেবেও সার্থক। সেগুলির নজির তুলে বিচার করলে এখনকার রচিত কিছু কিছু আঞ্চলিক উপন্যাস বা গল্পকে শিল্পকর্মের দিক থেকে [illegible] মনে হবে।

[illegible] প্রফুল্ল রায়ের [illegible] একটি সম্পূর্ণ [illegible]। এই উপন্যাসের [illegible] [illegible] লেখকের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ওপর [illegible] কাহিনী অত্যন্ত সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। কখনো কখনো লেখক তাঁর নাগরিক চৈতন্যের প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন কখনো তাঁর নাগরিক শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ৩৮১।৬২

ছোটদের গল্প-সংগ্রহ

ছোটদের ভালো ভালো গল্প : তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রকাশ ভবন। এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; কলকাতা ১২। দাম ২·০০।

ছোটদের ভালো ভালো গল্প : আশাপূর্ণা দেবী। শ্রীপ্রকাশ ভবন। এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; কলকাতা ১২। দাম ২·০০।

ছোটদের ভালো ভালো গল্প : লীলা মজুমদার। শ্রীপ্রকাশ ভবন। এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ১২। দাম ২·০০।

আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের নামকরণ দেখে একরকম একটা ধারণা স্বভাবতই জন্মায় যে, এগুলি ছোটদের জন্য রচিত উপর্যুক্ত লেখকদের শ্রেষ্ঠ গল্পের এক-একটি নির্বাচিত সংকলন। কিন্তু গ্রন্থগুলি পাঠান্তে একথা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে গ্রন্থগুলির নামকরণের পিছনে একটিমাত্রই উদ্দেশ্য সক্রিয় এবং সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ব্যবসায়িক।

কারণ, কোনও লেখকের কোনও বিশেষ ধরনের রচনার—তা সে ছোটগল্পেরই হোক কবিতারই হোক বা প্রবন্ধেরই হোক অথবা অন্য যা কিছুরই হোক—সংকলন প্রকাশের কতকগুলি দায়িত্ব থাকে। এবং এ দায়িত্ব মুখ্যত সংকলকের, এবং গৌণত প্রকাশকের। আর তখনই এই দায়িত্ব পালনে সংকলক ও প্রকাশক সার্থক হয়েছেন বুঝতে হবে যখন দেখা যাবে যে সংকলন-গ্রন্থটি [illegible] সেই লেখকের [illegible] বিষয়ের সংকলন সেই বিষয়ের রচনার একটি প্রতিনিধিত্ব-[illegible] [illegible] উপরন্তু সেই ধরনের [illegible] লেখকের সমগ্রিক সাহিত্যকর্মের একটা সুস্পষ্ট পরিচয়ও গ্রন্থটির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। তা ছাড়া, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের রচনাশক্তির অগ্রগতি-অবনতির গতির একটি চেহারাও এইসব সংকলন-গ্রন্থে [illegible] ধরা পড়ে, সে কারণে এইসব [illegible] প্রত্যেকটি রচনার [illegible] উল্লেখ করা ও সেই [illegible] রচনাগুলি সন্নিবিষ্ট করারও প্রয়োজন থাকে।

ঘরে বাইরে

[illegible]

এই সংখ্যায় আছে:
[illegible]
[illegible] প্রবোধ
[illegible]
[illegible]
[illegible] দেবী, [illegible] দেবী,
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ঘরে-বাইরে কার্যালয়
[illegible]
কলিকাতা-১২

(স [illegible])

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রহস্যোপন্যাস

॥ পথ চলিতে ॥

[illegible] দাম দুই টাকা॥

রঘুনাথ লাইব্রেরী

[illegible]

(সি-২০১২)

"নববর্ষে প্রকাশিত হ'ল"

সুব্রত চক্রবর্তীর

গাঙ্গুলী বাড়ীর ইতিকথা

...একটি মর্মস্পর্শী পারিবারিক উপাখ্যান।

গ্রন্থবিতান

৭৩বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড,
কলিকাতা-২৬

(১২৮৮৩)

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

সিনেমা জগৎ

আজ বেরুল

এই সংখ্যায়
বোম্বাই ও কলকাতার
সিনেমার নানান খবর
ও
একশ
খানি ছবি
যা অন্য কোন কাগজেও
দেখতে পাবেন না,
এমন কি উল্টোরথ-এও না

এ ছাড়া
অন্যান্য কয়েকটি ফিচারের সঙ্গে

শক্তিপদ রাজগুরুর
একটি সম্পূর্ণ চিত্রোপন্যাস

দাম এক টাকা

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থগুলির কোনটিতেই সংকলকের নামের উল্লেখ না থাকায় এবং সংকলকের দায়িত্বগুলি যথাযথ পালিত না হওয়ায় এ গ্রন্থগুলির নামকরণের পিছনে যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যই সক্রিয়— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়, যখন দেখা যায় যে, যদিও এগুলি "সংকলন-গ্রন্থ", তথাপি এগুলির আয়তন অতিশয় ক্ষীণ (কিঞ্চিদধিক একশত পৃষ্ঠা মাত্র); এবং এতই ক্ষীণ যে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংকলন-গ্রন্থ"টিতে মাত্র চারটির বেশী গল্পের স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয়নি।

নামকরণের কথা বাদ দিয়ে পৃথক পৃথক-ভাবে গ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে আপত্তি ওঠে তা হল তারাশংকরবাবুর গ্রন্থটি সম্পর্কে। গ্রন্থটিতে যে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে, যদিও সেগুলিকে 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' বলে চালানো হয়েছে, তবুও সেগুলি (একটি বাদে) যথার্থ ছোটদের গল্প কিনা সে বিষয়ে বর্তমান সমালোচক প্রকাশকের (বা সংকলকের) সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারাশংকরবাবুর যদি সত্যিই ছোটদের জন্যে লেখা কোনও গল্প না থাকে তবু তাঁর নাম ব্যবহার করবার জন্যই তাঁর যে-কোনও গল্প—তা ছোটদের হোক আর না-ই হোক—ছোটদের বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা আর যা-ই হোক সততার পরিচয় নয়। (অবশ্য ছোটদের গল্প তারাশংকরবাবুর না আছে এমন নয়।)

আশাপূর্ণা দেবীর খ্যাতি যদিও মূলত শিশুসাহিত্যের রচয়িত্রী হিসাবে নয় তবুও আলোচ্য গ্রন্থের দুটি গল্প—'কুপাত্র' ও 'কিছু না'—তাঁর খ্যাতির মুকুটে একটি নতুন সম্মানের পালক যোজনা করবে এবং সে পালকটি সার্থক শিশুসাহিত্য রচনার।

আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে লীলা মজুমদারের গ্রন্থটি সর্বোত্তম। যদিও এই গ্রন্থান্তর্ভুক্ত কোনও কোনও গল্প অপেক্ষাকৃত নিরেস তবুও লেখিকার রচনা-ভঙ্গির সার্থক শিশুসাহিত্যশিল্পিসুলভ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অসংশয়িতভাবে প্রায় সব কটি গল্পেরই রসোত্তীর্ণতা এঁকে বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরে একটি স্থায়ী আসন দেবে—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

(৮৪, ৮৫ ৮৩।৬১)

সাময়িক পত্রিকা

স্বাস্থ্যদীপিকা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—পৌষ-মাঘ ১৩৬৯)—১৩৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪০ নঃ পঃ

বাঙলা ভাষায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার অভাব মোচনার্থে বিশিষ্ট একদল চিকিৎসাবিদের উদ্যোগে এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। সমাজে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার আয়াস-সাপেক্ষ কাজে ব্রতী পত্রিকা-খানির উপদেষ্টা পরিষদে চিকিৎসক ছাড়া শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীও আছেন। ব্যক্তি ও সমাজের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত প্রবন্ধ ও আলোচনার সমাবেশে পত্রিকাখানি যে একটি প্রয়োজনীয় প্রকাশন আলোচ্য প্রথম সংখ্যাতেই সেটি উপলব্ধি করা যায়।

প্রাপ্তিস্বীকার

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ।

ভারতের লোক সংস্কৃতি পরিচয়—শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

স্বপ্নে যা ভাবিনি—ডাঃ জ্যোতিষকুমার চৌধুরী।

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা। জিম করবেট। অনুবাদক জগন্নাথ বিশ্বাস।

তরাই-এর তরুণী সেলমা—সাগেরলফ। অনুবাদক লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কপোতাক্ষী থেকে ভাগীরথী—নন্দদুলাল মিত্র

নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।

আমাদের গুরুদেব—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

মনের বাঘ—গৌরকিশোর ঘোষ।

অষ্টাদশী—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।

একটি পেরেকের কাহিনী—সাগরময় ঘোষ।

ঈশ্বর সত্য (অধ্যাত্মবিজ্ঞান)—স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

প্রথম ভালোবাসা—হরিৎশেখর মজুমদার।

দুই পাহাড়ের দেশ—স্মরজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়।

শকুন্তলা—সতীন্দ্রনাথ লাহা।

ডাঃ দাসের এভারেস্ট ডায়েরী (১৯৬০) —ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস।

নিবেদন ইতি—বিমল মিত্র।

বসন্ত তিলক—সুবোধ ঘোষ।

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন—শিবরাম চক্রবর্তী।

এপার ওপার—ইন্দ্রনীল।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭ সংখ্যায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের 'কী বিচিত্র' কবিতায় মুদ্রাকর প্রমাদবশত একটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। কবিতাটির ১০ম পংক্তিতে "লেখনী সখের খনি" স্থলে "লেখনী সুখের খনি" হইবে।

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্রের আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

মহারাষ্ট্র সরকার এ বছর থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। বছরের শ্রেষ্ঠ মারাঠী চিত্র এবং শিল্পী, কলা-কুশলী ও চিত্রকাহিনীকার এই সরকারী পুরস্কারের অধিকারী। উপহার-দ্রব্যের সঙ্গে নগদ অর্থও পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেল।

আঞ্চলিক ভাষার ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে রাজ্য সরকারের এই সাধু প্রয়াসকে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং মহারাষ্ট্রকে অনুসরণ করার জন্য তিনি ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের পৃথক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বীকার করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন, আঞ্চলিক ভাষার ছবি তার বহির্ভূত নয় সত্য। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সুফল আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার পরিধি সারা ভারতে বিস্তৃত বলে আঞ্চলিক ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট ছবি রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। প্রতি অঞ্চলের সব কটি শ্রেষ্ঠ ছবি কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা দেখার সুযোগ পান না। আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য সাধারণত তিনটি ছবিই অনুমোদন করে থাকেন। আরও এমন একাধিক ছবি বাদ থেকে যায় যেগুলিও আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড কমিটির অনুমোদন পেতে পারত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের এক বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। রাজ্য সরকারের নগদ অর্থ পুরস্কারের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রনির্মাতারা উৎকৃষ্ট ছবি তৈরির কাজে অধিকতর উৎসাহ বোধ করবেন। চিত্রনাট্যকার শিল্পী কলাকুশলীরাও নতুন প্রেরণা পাবেন। ফলে আঞ্চলিক ছবির শিল্পমান উন্নতির পথটি প্রশস্ত হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্যটিও সার্থক হয়ে উঠবে।

শীঘ্র মুক্তিপ্রতীক্ষিত উত্তমকুমার ফিল্মস-এর 'ভ্রান্তিবিলাস' (পরিচালনা : মানু সেন) ছবির একটি দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার ফটো—দেশ

ফণী মজুমদারের প্রযোজনা-পরিচালনায় নির্মীয়মান রূপম-এর 'আকাশদীপ' হিন্দী ছবিতে নন্দা

ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন

কেন্দ্রীয় সরকার ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্প্রতি মনস্থ করেছেন এবং ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত করপোরেশনের একটি খসড়া পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই করপোরেশনে চলচ্চিত্রশিল্পকে সর্বাধিক অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। অংশগ্রহণে সরকারেরও নিজস্ব অংশ থাকবে এবং বহির্বিশ্বে ভারতীয় ছবির বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারই সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবিত করপোরেশন বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানির একমাত্র সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং চলচ্চিত্রের বহির্বাণিজ্য এই সংস্থার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ সম্প্রতি দিল্লীতে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের নিকট প্রস্তাবিত ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন সম্পর্কিত এইসকল তথ্য প্রকাশ করেছেন। শ্রীশাহ্ এও বলেছেন যে স্বল্পবিত্ত চিত্র-প্রযোজকদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এই করপোরেশনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি এই আশ্বাস দেন ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ যদি বেড়ে চলে তবে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারেও সরকার সচেষ্ট হতে পারবেন।

গত সপ্তাহে বোম্বাই, কলকাতা ও

মাদ্রাজের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত করপোরেশনের খসড়া পরিকল্পনা সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য দিল্লিতে সমবেত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেই এই সভা আহ্বান করেছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত করপোরেশনের গঠনপদ্ধতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে চলচ্চিত্রসেবীরাও একটি খসড়া পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন।

১৭ই মে শুক্রবার

এক বিচিত্র মানুষ আসছে যে তার জীবনের অসংখ্য মুহূর্তকে
অপরিমিত নতুনত্বের অনুভূতিতে বরণ করে নিয়েছিল ...

নিউ থিয়েটার্স (এক্সিবিটার্স) প্রা: লি: নিবেদিত

শ্রেষ্ঠাংশে
শর্মিলা • অনিল
পরিবেশনা • গোল্ডটাইন পিকচার্স
অন্যান্য চরিত্রে : রুমা গুহঠাকুরতা - ছায়াদেবী - রেণুকা রায় - ভারতীদেবী - পাহাড়ী
সান্যাল - তরুণ গাঙ্গুলী - রবি ঘোষ - অমর মল্লিক - [illegible] ব্যানার্জি
[illegible] মণ্ডল - নৃপতি চ্যাটার্জি
[illegible] : [illegible] দাস। চিত্রগ্রহণ : বিমল মুখার্জি। শিল্প নির্দেশনা : সুনীতি মিত্র।
সম্পাদনা : সুবোধ রায়। শব্দগ্রহণ : [illegible] চক্রবর্তী।
সহকারী পরিচালক : বলাই সেন, শ্যামল চক্রবর্তী, [illegible] ব্যানার্জি।

প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ মিনার - বিজলী - ছবিঘর - পদ্মশ্রী প্রত্যহ ২, ৫, ৮

[illegible] (বেহালা) — [illegible] (বরানগর) — নবরূপম (কদমতলা) — পারিজাত (শালকিয়া) — [illegible] (শিবপুর) — লীলা (দমদম) — গৌরী (উত্তরপাড়া)

* শুভমুক্তি *

চিত্রামোদীরা যে বাংলা ছবিটির প্রতীক্ষায় ছিলেন এতকাল সেই **নির্জন সৈকতে** (নিউ থিয়েটার্স একজিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড) এ সপ্তাহে মুক্তি-লাভ করছে। তপন সিংহ পরিচালিত এই ছবি কালকূটের একটি মরমী কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী। শর্মিলা ঠাকুর, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, ছায়া দেবী রেণুকা রায় পাহাড়ী সান্যাল তরুণ গাঙ্গুলী রবি ঘোষ প্রভৃতি ছবির প্রধান চরিত্রের শিল্পী। কালীপদ সেন সুরকার।

একটি হিন্দী ছবিও বর্তমান সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **গার্লস হোস্টেল** [illegible]। এই ছবিটির প্রধান [illegible] মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন [illegible] অজিত ও জনি ওয়াকার। [illegible] ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

• চিত্র-সমালোচনা •

পাদুকা-পুরাণ

[illegible]

তারপর মল্লিকা যখন নিজের ঘুম [illegible] [illegible] চন্দনের সামনে এসে দাঁড়াল [illegible] এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

ইতিমধ্যে মল্লিকার মনে প্রণয় কলি ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। প্রেম কলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দু হাত ভরে অঞ্জলি দিতেও হয় দেরি হয়নি। আর মল্লিকা যাতে অকারণ করে না যায় সেই মিনতিই শুধু সুগায়ক চন্দন জানায় তার গানে।

আলোচ্য কমেডি ছবিতে এই প্রণয়-পর্ব এর বাস্তা। ছবির প্রধান কৌতুক-উপকরণ ওদের নিয়ে নয়। মল্লিকার প্রণয়-প্রার্থী হাবুল ও তার সঙ্গীদের নিয়ে। হাবুলের দল ও চন্দন একই মেস-বাড়িতে থাকে। মল্লিকাদের পাশের বাড়িতে। বন্ধু-বর্গের সক্রিয় সহযোগিতায় হাবুল মল্লিকার পাণিগ্রহণের জন্য কীরকম মরিয়া হয়ে ওঠে ও কত রকমের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে

তা নিয়েই ছবির কৌতুক-উপাদান জমাট দানা বেঁধে উঠেছে। মল্লিকার বদরাগী পিতাও কন্যার প্রণয়-সাধে বাদ সেধে হাসির খোরাক যুগিয়েছেন।

কমেডি ছবিতে বিশ্বাসে মিলায় রস তর্কে বহু দূর। চোখের সামনে যা কিছু ঘটছে তার সব কিছুই যদি সত্য ও সম্ভব বলে মেনে নেওয়া যায় তবে কমেডি চিত্রের রসাস্বাদনে কোন বাধা ঘটে না। বিচার বিতর্ক করতে গেলেই মুশকিল। সুতরাং মন থেকে যুক্তিবোধটিকে বিসর্জন দিয়ে "হাই হিল" যারা দেখবেন তাদের কাছে ছবিটি উপভোগ্য মনে হবে। প্রাত্যহিক দুশ্চিন্তা যন্ত্রণার হাত থেকে যারা দু দণ্ড পালিয়ে বাঁচতে চান অথবা অল্পক্ষণের জন্য হেসে নেওয়ার আনন্দটুকু [illegible] তাঁদের জন্যই এই ছবি। নবাগত চিত্রপরিচালক দিলীপ মিত্র ছবির প্রমোদ আবেদনটি অটুট রাখতে পেরেছেন। তাঁর এই কৃতকার্যতা প্রশংসনীয়।

তবে কমেডি ছবির মধ্যেও [illegible] একেবারেই [illegible] এই [illegible] ছবি প্রেক্ষাগৃহে [illegible] এই [illegible]

[illegible]

[illegible]

নায়িকার পিতার চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় কৌতুকপ্রদ। [illegible] চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন রেণুকা রায় কমল মিত্র তুলসী চক্রবর্তী [illegible] চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় দীপক অধিকারী প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির গানের সুরযোজনার জন্য সাধুবাদ পাবেন। তাঁর নিজের এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলি জনপ্রিয় হবে। অন্যান্য গানে কণ্ঠদান করেছেন ইলা বসু

রাধারাণী পিকচার-এর নির্মীয়মান ছবি 'প্রেয়সী'র (পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্তী) একটি দৃশ্যে সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) ও বসন্ত চৌধুরী ফটো: দেশ

[illegible] মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতের সেতার এবং শ্যামল বসুর হাতের তবলা ছবিতে সংগীতের মাধুর্য এনে দিয়েছে। আবহ-সংগীত পরিবেশ সাপেক্ষ।

ছবির চিত্রগ্রহণ [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় মুখোপাধ্যায় এবং শিল্পনির্দেশ [illegible]

এক মন্দির, এক বিগ্রহ

[illegible] যেন একটি মন্দির এই [illegible] দুই আরাধ্য দেবতার আসন থাকা [illegible] এক মন্দিরে [illegible] ছবির নায়িকা এই সত্যটি [illegible] তাই বিয়ের পর সে [illegible] প্রণয়ীকে সম্পূর্ণ [illegible] এবং শেষ পর্যন্ত [illegible] চিত্রকাহিনীর [illegible]

[illegible] অপেক্ষা না করেই তার [illegible] সম্মুখীন করিয়ে তোলার [illegible] নিয়ে আসে [illegible] পরিচালক ও প্রধান [illegible] প্রণয়ী নায়িক [illegible] স্বামী ও পূর্ব-প্রেমিক [illegible] এই [illegible] অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে যে [illegible] নাট্যদ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে, তাই চিত্রনাট্যের কেন্দ্রবিন্দু। অবশ্য পরিণামে একজনের মৃত্যুর ভেতর দিয়েই ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মারা যায় নায়িকার পূর্বপ্রেমিক। মারা যাওয়ার আগে সে নায়িকার স্বামীকে সারিয়ে তোলে। এবং একদা প্রণয়িনীর স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে যে মহত্ত্ব ও আত্ম-

স্বরলিপি
[illegible]
১, রাজাপকুর লেন, কলিকাতা-১
রবীন্দ্রসঙ্গীত : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু
গীটার : বটুক নন্দী, সমীর খাসনবীশ
সেতার : বলরাম পাঠক
নৃত্য : হিমাংশু পাল
নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। [illegible] সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।
(সি-১০৭৫)

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

প্রযোজক আর ডি বনসাল-এর 'ছায়াসূর্য' (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবির একটি দৃশ্যে কল্যাণী ঘোষ ও শর্মিলা ঠাকুর

ত্যাগের পরিচয় দেয় তা তাকে অসামান্য চরিত্র-গরিমায় মণ্ডিত করে তোলে।

নার্সিং হোমটিই চিত্রকাহিনীর পটভূমি। কাহিনীর গতির বাঁকে বাঁকে এই ক্ষুদ্র পটভূমিতেই ক্ষণে ক্ষণে নাট্যমুহূর্ত দেখা দেয় এবং তার সূত্র ধরেই চিকিৎসক ও নায়িকার জীবনের অতীত মধুমুহূর্তগুলি ফ্লাশ-ব্যাকে ভেসে ওঠে। নার্সিং হোমের অন্যান্য রোগীরাও যেন এক-একটি চরিত্র। এদের মধ্যে বৃদ্ধ আছে শিশু আছে

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মঞ্জু দে
অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর
প্রেমাংশু বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস
সন্তোষ দাস ॥ আশা দেবী ॥
জহর গাঙ্গুলী ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনীকার-পরিচালক শ্রীধর ছবিতে কয়েকটি আবেগমুহূর্ত রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ওই মুহূর্তগুলি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করে। চিত্রপরিচালনায় তিনি কোন কোন দৃশ্যে যে প্রয়োগ-কুশলতা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সম্পর্কিসের একটি পটভূমিতে ফ্লাশ-ব্যাকের দৃশ্যগুলিতে তিনি ছবির নাট্যধর্মী কাহিনীর রূপ দিয়েছেন এবং কোন মুহূর্তেই ছবির গতি মন্থর হয়ে ওঠেনি। অবশ্য নার্সিং হোমের বাস্তবসম্মত রূপ ছবিতে প্রকাশ পায়নি এবং নার্সিং হোমে গান-রচনা খুবই বিসদৃশ মনে হয়েছে।

হৃদ কভিত্ত হিন্দী চিত্রের তুলনায় এ ছবির মূল কাহিনী-কল্পনা অনেকটা ভিন্নধর্মী কিন্তু ছবির আমোদ-মূল্য বাড়াবার জন্য পরিচালক কাহিনীকার চিত্রকাহিনীর বহু অংশে কষ্টকল্পনা এবং মেলোড্রামার বহু দৃশ্যের ও উপাদানের আশ্রয় নিয়েছেন। কৌতুক উপকরণের জন্য সৃষ্ট একাধিক চরিত্র ছবিতে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এই ছবি নাট্যাবেগের গুণে দর্শকদের কাছে আদরণীয় হবে।

ছবির প্রধান আকর্ষণ মীনাকুমারী রাজেন্দ্রকুমার ও রাজকুমারের মর্মস্পর্শী অভিনয়। এঁরা কাহিনীর তিনটি প্রধান চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় অচলা সচদেব মনোমোহন কৃষ্ণ ও শিশুশিল্পী পদ্মিনীর অভিনয় যথাযথ। মেহমুদ, সুন্দর ও শুভা খোটে দর্শকদের হাসিয়েছেন।

সংগীত পরিচালক শঙ্কর জয়কিষণ তাঁদের অনুরাগীদের নিরাশ করেন নি। ছবির একাধিক গান বার বার শোনবার মত। আবহসংগীত পরিবেশানুগ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলা ছবির হিন্দী চিত্ররূপ

নিউ থিয়েটার্স-এর "প্রতিশ্রুতি" ছবিটি এককালে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অরবিন্দ সেন পরিচালিত ললিতকলা মন্দিরের "মেরে আরমান মেরে সপনে" ওই জনপ্রিয় বাংলা ছবিরই হিন্দী চিত্ররূপ।

বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত "প্রতিশ্রুতি"র কাহিনী আলোচ্য হিন্দী চিত্রের শেষাংশে কিছুটা পরিবর্তিত। বর্তমান সেন্সর আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তাই বলে মূল কাহিনীর আবেগরস এ ছবিতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সহোদরকে মানুষ করে তুলবে—মুমূর্ষু পিতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কাহিনীর নায়ক। শপথ পালন করতে গিয়ে কী মূল্য তাকে দিতে হয়েছে তা নিয়েই চিত্রকাহিনী সুখ্যাত রচিত।

শরৎ সাহিত্যের কয়েকটি পরিচিত উপকরণ এই কাহিনীর প্রধান নির্ভরস্থল। গল্পের একাধিক পাত্র-পাত্রী শরৎচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রের প্রতিবিম্বস্বরূপ। সুতরাং দর্শকদের কাছে বিশেষ করে বাঙালীদের কাছে প্রতিশ্রুতির উপাখ্যানের একটি সহজ আবেদন আছে। চিত্রনাট্যকার পরিচালক শ্রীসেন হিন্দী চিত্ররূপে কাহিনীর এই আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

ছবির চিত্রনাট্যটি সুগ্রথিত এবং তার বর্ণনাভঙ্গিও পরিচ্ছন্ন। সর্বাঙ্গীণভাবে ছবির প্রয়োগ ধারায় রসবোধ ও পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। তবে সর্বভারতীয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য হয়ত চিত্রপরিচালক কৌতুক ও নাচগানের আধিক্য বর্জন করতে চান নি।

অগ্রজের ভূমিকায় প্রদীপকুমারের প্রাণবন্ত ও সংযত অভিনয় দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে। এই শিল্পীর এত সুন্দর অভিনয় অনেককাল দেখা যায় নি। অনুজের চরিত্রে অসীমকুমারের অভিনয় মনোগ্রাহী। তাঁর প্রণয়িনীর রূপসজ্জায় নাজ সহজেই দর্শকের অন্তর স্পর্শ করে। প্রধান পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন জয়শ্রী গাডকার অমিত ভট্টাচার্য, অসিত সেন, প্রাণ ও মনোমোহন কৃষ্ণ।

আবহ সুররচনায় ও গানের সুরারোপে সংগীত পরিচালক এন দত্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন।

প্রেমের মাসুল

মজার ছবি বলতে যা বোঝায়, 'মাঁয় শাদী করনে চলা' (ওয়াদিয়া ব্রাদার্স) ঠিক তাই। মজার ছবিতে যুক্তি খোঁজার কোন মানে হয়

না। খ‍ুঁজতে গেলে ছবি দেখার আনন্দ চলে যায়। 'ম্যায় শাদী করনে চলা' দেখে যাঁরা আমোদ উপভোগ করতে চান, যুক্তি নামক বস্তুটিকে মন থেকে নির্বাসন দিয়েই তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে হবে। এবং তাঁদের আমোদ-বাসনাও চরিতার্থ হবে।

ছবির নায়ক কী পরিমাণ দুর্ভোগ সয়ে একটি তরুণীর মন জয় করল, এবং প্রেয়সীকে পাওয়ার জন্য আরও কত অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন তাকে হতে হল তা নিয়েই কৌতুকপূর্ণ চিত্রকাহিনীটি রচিত। মজার পরিস্থিতি ছবিতে অনেক আছে। এবং এর সব ক'টিই যে খুব মামুলী তা নয়। তবে ছবিতে [illegible] উপাদান [illegible] রেআইনীভাবেই এসে প্রবেশ করেছে। [illegible] ছবিতে এই উপাদানের [illegible] পরিচালক [illegible] ছবির [illegible] কৌতুকপূর্ণ [illegible] রচনায় [illegible] [illegible] [illegible] ছবিটি পরিচালনা [illegible] ছবির [illegible] সুন্দর।

নায়ক চরিত্রে [illegible] এস জোহরের প্রাণবন্ত অভিনয় ছবিটির প্রধান সম্পদ। [illegible] [illegible] অভিনয় [illegible] [illegible] অভিনয় করেছেন [illegible]

[illegible]

দি লাস্ট ওয়ার

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোম্পানি [illegible] একটি [illegible] ছায়াছবি।

[illegible] বিশ্বযুদ্ধ [illegible] [illegible] তাণ্ডব [illegible] করেছে।

বিমল রায় প্রোডাকশন্স-এর "বন্দিনী" (প্রযোজনা-পরিচালনা : বিমল রায়) ছবির একটি দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র ও নূতন

যুধ্যমান দুই শক্তিমান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভয়াবহ সংঘর্ষের এক কল্পনিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে ছবিতে পারমাণবিক [illegible] প্রলয়ংকর ধ্বংসকাণ্ডটি দেখানো হয়েছে [illegible] পরিশেষে বিশ্ববাসীর কাছে এই [illegible] জানানো হয়েছে: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ছবিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ছবিটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

[illegible] [illegible] বিধায়ক ভট্টাচার্য ও লীলাবতী। [illegible] সেন ও বিধায়ক ভট্টাচার্য যথাক্রমে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। সুরবচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন শ্যামল মিত্র।

গড়ে ওঠা শহর

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে [illegible] স্টুডিওতে তাঁর

মুক্ত অঙ্গন

[illegible] শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥

যা - নয় - তাই

[illegible] প্রযোজিত প্রহসন

(সি-১১৫৯)

রঙমহল

বৃহস্পতি - ৬॥টা শনি - ৬॥টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা

কথাকলি

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অসিতবরণ
সবিতাব্রত • রবীন মজুমদার
[illegible] রায় • [illegible]
ঠাকুরদাস • শিপ্রা মিত্র • [illegible]
দীপিকা সরযূবালা

* ছবির পর ছবি *

ভ্রান্তিবিলাস

উত্তমকুমার ফিল্মস-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "ভ্রান্তিবিলাস" অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনার ভিত্তিতে ইতিপূর্বে আর কোন ছায়াছবি তৈরি হয়নি। "ভ্রান্তিবিলাস"ই প্রথম। ছবির দুটি দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়া অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, ছায়া দেবী,

নাট্য জগতে নূতন আঙ্গিকের দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে

তিতাস

একটি নদীর নাম

প্রতি
বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥
রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

নতুন ছবি "গড়ে ওঠা শহর"-এব চিত্রগ্রহণ শ্বরু কবেছেন। প্রথম দিনের স্যুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায ও তব্ণকুমার। একটি শহর গড়ে ওঠার আড়ালে যে-সব বিচিত্র চরিত্রেব সাক্ষাৎ মেলে তাদের কেন্দ্র করে চিত্রকাহিনী বচনা করেছেন ন্পেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত ম্খোপাধ্যায ছবিব স্বকাব।

লব-কুশ

গত সপ্তাহে নিউ থিযেটার্স স্টর্ডিওতে চিত্রকলামন্দিরেব প্রথম চিত্রপ্রয়াস 'লব কুশ'-এব শ্বভম্হ্র্ত অন্ষ্ঠান সম্পন্ন হয। স্ধীবকশ্ধ্ বন্দোপাধ্যায বচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে নির্মীযমাণ এই পৌবাণিক ছবিতে বাল্মীকিব ভূমিকায অভিনয কবছেন গ্রব্দাস বন্দ্যোপাধ্যায। হবি ভঞ্জব তত্ত্বা-বধানে ছবিটি পবিচালনা কবছেন পাঞ্চজন্য-গোষ্ঠী। বথীন্দ্রনাথ ঘোষ সংগীত পবি-চালক।

মল্লিকা

ম্খার্জি পিকচার্স-এব প্রথম নিবেদন 'মল্লিকা'। গত সপ্তাহে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টর্ডিওতে ছবিটিব শ্বভ-ম্হ্র্ত অন্ষ্ঠান সম্পন্ন হয। অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামীব "আব এক অধ্যায" অবলম্বনে চিত্রনাট্যটি রচিত। পবিমল ঘোষ ছবিটিব পবিচালক। চিত্রপ্রযোজনাব দাযিত্ব নিযেছেন প্রভাত ম্খোপাধ্যায। ছবিব মহবত-অন্ষ্ঠানেব শিল্পী ছিলেন অন্বাধা গ্হ।

দ্বটি কথা

"দ্বটি কথা" (চলচ্চিত্রম) নামে আব একটি বাংলা ছবির চিত্রগ্রহণ গত সপ্তাহে শ্বর্ হয়। সারথি-গোষ্ঠী ছবিটির পরিচালক। মদন দাস চিত্রকাহিনীকাব। সংগীত পরিচালনায রয়েছেন অরবিন্দ বস্।

কেমনে কহিব শ্যাম

গত সপ্তাহে ইস্টার্ন টকিজ স্টর্ডিওতে "কেমনে কহিব শ্যাম' (সঞ্চিত চিত্রম) ছবিব শ্বভ-ম্হ্র্ত উৎসব অন্ষ্ঠিত হয। সঞ্চিত কুমার দাস ছবিব কাহিনীকাব প্রযোজক ও পরিচালক। চিত্রনাট্য বচনা করেছেন বিকাশ মিত্র। বণেন দাস মণ্ডল সংগীত পরি-চালক।

রবিবার
১৯শে মে
রঙমহলে
শরৎচন্দ্রের
পথের দাবী
॥ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ॥
(সি ১০১৪)

কোম্পানী ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক মঞ্চস্থ 'টিপ্সলতান' নাটকের একটি দৃশ্যে স্মিতা বিশ্বাস ও গৌর ঘোষাল

পাদপ্রদীপের আলোয়

"টিপ্ স্লতান" নাট্যাভিনয়

রঙমহলে সম্প্রতি ডিপার্টমেন্ট অব কোম্পানি ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সদস্য ও কর্মীব সম্প্রদায সংগে মহেন্দ্র গ্প্তের ঐতিহাসিক নাটক টিপ্ স্লতান অভিনয় কবেন। সম্মিলিত অভিনয়ের গ্ণে নাট্যাভিনয়টি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেএবং দর্শকদেব প্রশংসা অর্জন কবে। নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন গৌর ঘোষাল, অশোক মজ্মদার, শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যাকোবিযা, স্মিতা বিশ্বাস, রঞ্জিত সরকার, মাখন পাল চৌধ্বী, রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীবেন সেনশর্মা, বিনয় সরকার, মণি মৈত্র, ন্পেন মৌলিক, দিলীপ দে, স্শীল সরকাব, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। দ্বটি শিশ্-চবিত্রে স্ন্দর অভিনয় করে কাঞ্চন ও কমল। গৌব ঘোষাল ও শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনযেব জন্য প্রস্কার পান। নাটকটি স্ষ্ঠ্ভাবে পবিচালনা করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায। অন্ষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথিব আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রী প বি মেনন এবং শ্রী এস ভেংকটরমণ ও শ্রী এইচ কে গাংগ্লী।

দিল্লির সাপ্র্ হল-এ 'সৈনিক' নাটকের অভিনয়ের শেষে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন 'ম্খোশ' দলের তর্ণ রায় ও দীপান্বিতা রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

"প্রহসন-মেলা"

থিয়েটার ইউনিটেব উদ্যোগে দক্ষিণ কলি-কাতাব ম্ক্ত-অংগন মঞ্চে আগামী ২০, ২১

তারা ম্খার্জি প্রোডাকশন্স-এর 'মালা-চন্দন' ছবির গানে কণ্ঠদান করছেন আরতি ম্খোপাধ্যায় ফটো—দেশ

ও ২২শে মে তিন দিনব্যাপী এক প্রহসন-মেলার আযোজন করা হযেছে।

দেশ বিদেশেব বিখ্যাত প্রহসন অভিনীত হবে এই মেলায : শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় 'চাব দেবতা' 'বিদ্ষী', 'পঞ্চশর' ও 'কৃপণেব ধন' অভিনীত হবে। এই বহ্-প্রশংসিত প্রহসনগ্লির প্রথম তিনটি যথা-ক্রমে র্শ ফবাসী ও ইংরাজী প্রহসনের অন্করণে বচিত। শ্ধ্মাত্র প্রহসন নিয়ে নাট্য-উৎসব এই প্রথম।

"সৈনিক" এর জয়যাত্রা

দিল্লি কানপ্রে ও পাটনায 'সৈনিক' নাট্যাভিনয় পরিবেশন করে ম্খোশ দল সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই দেশাত্মবোধক নাটকটি সর্বত্র স্ধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। দিল্লির সাপ্র্ হলে ২৬শে এপ্রিল নাট্যাভিনয়ের শেষে নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-অভিনেতা তর্ণ রায় ও 'ম্খোশ'-এর অন্যান্য শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। বিহারের ম্খ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা পাটনায় অভিনয় অন্ষ্ঠানে প্রধান

ছবির পর ছবি

(উপরে ও মাঝখানে) তপন সিংহ পরিচালিত "নির্জন সৈকতে" ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে শর্মিলা ঠাকুর, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল রুমা গুহঠাকুরতা ও জহর গাঙ্গুলী (নীচে) শ্রীধর পরিচালিত "দিল এক মন্দির" হিন্দী ছবিতে মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার

অতিথির আসন নিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ সফরের আগে মুখোশ দল থিয়েটার সেণ্টারে আরও কিছুদিন 'সৈনিক' অভিনয় করবেন।

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার

বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান আগামী ২৪শে মে ইনফরমেশন সেণ্টারে সম্পন্ন হচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীঅশোককুমার সরকার অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া ১৯৬২ সালের ভারতীয় ছায়াচিত্রের তিনজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীকে পুরস্কার দেবেন।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও দক্ষিণী, সুরঙ্গমা, গীতবিতান, বৈতানিক, নবোদয়, উত্তর কলিকাতা (২), গৃহরক্ষী বাহিনী প্রভৃতি সুখ্যাত সংস্থা কর্তৃক গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের শ্যধিক শততম জন্মদিন পালিত হয়। প্রত্যেকটি সংস্থাই রবীন্দ্র-সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য সংবলিত চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ওই দিন ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়ের (বিডন স্ট্রীট) ছাত্রছাত্রীরাও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করেন। উৎসবে মূকাভিনয় (অরুণাভ মজুমদার) ও রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' (নাট্যরূপ: জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়; পরিচালনা: রঞ্জিত সরকার) নাট্যাভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

ওয়াদিয়া ব্রাদার্স-এর 'ম্যায় শাদী করনে চলা' (পরিচালনা: রূপ কে সোরি) ছবিতে সরীদা খাঁ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইটালির বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক কার্লো পন্টি ডাঃ জিভাগো গ্রন্থটির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। বার্ট ল্যাংকেস্টার ডাঃ জিভাগোর চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

রিটা হেওয়ার্থ বেশ কিছুকাল পর যে ছবিটিতে আত্মপ্রকাশ করছেন তার নাম হল: আই ওয়ান্ট মাই মাদার। 'লোলিটা'-খ্যাত স্যু লায়ন এ ছবিতে অন্য একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

১৯৪৮ সালে ফিল্মস ডিভিসন স্থাপিত হবার পর এ পর্যন্ত সংস্থার উদ্যোগে মোট ১,৮৭৪টি অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ফিল্মস ডিভিসন ১৭৬টি ছবি তৈরি করেছেন। ১৯৬২ সালে দেশে ও বিদেশে ফিল্মস ডিভিসনের ছবি মোট ২৭টি পুরস্কার লাভ করেছে।

বোম্বাই সমাচার

পরিচালক ফণী মজুমদার সম্প্রতি রংগম নামে একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, এবং 'আকাশদীপ' নামক একটি ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনার কাজ শুরু করেছেন। অশোককুমার, নিম্মি, নন্দা, ধর্মেন্দ্র, মেহমুদ, শুভা খোটে, [illegible] প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। নরেশ ঘোষ ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে ছবির চিত্রনাট্যকার ও সংগীত পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখার্জির নতুন ছবি সাজ ঔর আওয়াজ-এর নায়িকা সায়রা বানুর একটি নৃত্যের দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হয়। এই ছবির মাধ্যমে সায়রা বানু নৃত্যপটীয়সী শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবেন বলে নৃত্যপরিচালক বিশ্বাস করেন। নৃত্যদৃশ্যে সায়রা বানুর রূপসজ্জার পরিকল্পনা করেন তাঁর জননী নাসিম বানু। জয় মুখার্জি এই ছবির নায়ক। নৌশাদ সংগীত পরিচালক।

জিদ্দি ছবির প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী সম্প্রতি তাঁর ইউনিট নিয়ে উটকামণ্ডে গেছেন। ছবির নায়কনায়িকা জয় মুখার্জি ও আশা পারেখকে এবং কৌতুকাভিনেতা ধুমলকে নিয়ে সেখানে ছবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। জিদ্দির কাহিনী রচনা করেছেন শচীন ভৌমিক। শচীন দেববর্মণ ছবির সুরকার।

কারদার স্টুডিওজ-এ দিল দিয়া দর্দ লিয়া-র পরিচালক এ আর কারদার সম্প্রতি ছবির একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য গ্রহণ করেন। দৃশ্যটিতে নেচেছেন শ্যামা, আর গান গেয়েছেন নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান। দিলীপকুমার ছবির নায়ক। নৌশাদ সংগীত পরিচালক।

হিন্দী ও ইংরেজীতে একটি ছবি নিবেদন করবেন শ্রীমারায়। ছবির নাম তিসরা কোন? রাজ কাপুর, সায়রা বানু ও জয় মুখার্জি এ ছবির প্রধান শিল্পী। ছবির ইংরেজী সংস্করণে এঁরাই অভিনয় করবেন। শংকর-জয়কিষণের ওপর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

৩য় সপ্তাহ হাসি আর গানে চঞ্চল ঝর্ণাধারা

সহভূমিকায়: কমল - রেণুকা - কুন্তলা - তুলসী - নবদ্বীপ - শীতল - অজিত
নেপথ্য-কণ্ঠে: হেমন্ত - সন্ধ্যা - ইলা - অজয় - নির্মল ব্যানার্জী ও শ্যামল বসু
ছায়া ০ পূর্ণ ০ লোটাস ০ আলোছায়া
(২৷, ৫৸, ৯) (৩, ৬, ৯) (৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮)
[illegible] (৩য়) - ইন্দ্রধনু (নর্থ) - মিলন (বারুইপুর) - রূপমন্দির (বেলঘরিয়া) ও অন্যত্র

* খেলার মাঠে *

একলব্য

হকি মরসুমের উপর যবনিকা না পড়তেই কলকাতা ময়দানে ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। দু'এক দিনের মধ্যে অবশ্য হকির বাকি দু-চারটি খেলা শেষ হয়ে যাবে, ফুটবলও বেশ জমে উঠবে।

ফুটবল কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। শুধু কলকাতা কেন বাংলায় ভারতে, এমন কি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ফুটবলের মত জনপ্রিয় দ্বিতীয় খেলা নেই। এক খোদ মার্কিন মুলুকে ফুটবলের কদর কম। আবার দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় ফুটবলই খেলোয়াড়দের ধ্যানজ্ঞান।

আমাদের এই কলকাতা শহরেই ফুটবলকে কেন্দ্র করে কত উৎসাহ-উদ্দীপনা কত গুজব গবেষণা হয় তা কারো অজানা নেই। ফুটবল নিয়ে গলির মোড়ে কত গুলতানি চলে চীৎকার আর তর্কাতর্কিতে পাড়ার রোয়াক ফাটে রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় চায়ের পেয়ালায় তুফান ওঠে তাও আমরা দেখেছি। আর দেখেছি প্রিয় দলের পরাজয়ের খবর পড়ে বহুজনের প্রভাতের চা বিস্বাদ হয়ে গেছে [illegible] নিদ্রা নষ্ট হচ্ছে। এর সঙ্গে [illegible] টিকিট সংগ্রহের জন্য [illegible] অন্বেষণ [illegible]

[illegible]

প্রথম ডিভিসনের দুই বড় টীম ইস্টার্ন ও বি এন আর অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পুরনো ক্লাব এরিয়ানের জনপ্রিয়তাও কম নয়। রাজস্থান ক্লাবও সমর্থকপুষ্ট বলা যায়।

*

অন্যান্য বারের মত এবারও ১৫টি ক্লাবকে নিয়ে প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। ১৫টি ক্লাবের মধ্যে গতবারের দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন পোর্ট কমিশনার্স নবাগত। এরা প্রথম ডিভিসনে খিদিরপুর ক্লাবের জায়গা দখল করেছে। প্রথম ডিভিসন লীগ কোঠার সর্বনিম্ন স্থানে থাকায় খিদিরপুর এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে গেছে। দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে তৃতীয় ডিভিসনে নেমে গেছে অতীতের কীর্তিখ্যাত ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব—কলকাতায় ফুটবল খেলার প্রসার ও উন্নতির মূলে যাদের দান অনেকখানি। অতীতের প্রথম ডিভিসনের আর দুটি শক্তিশালী দলের অবস্থাও সঙ্গীন। কাস্টমস দল তৃতীয় ডিভিসন থেকে নেমেছে চতুর্থ ডিভিসনে আর মেসারার্স ক্লাবের ক্যালকাটা ফুটবল লীগেই কোন স্থান নেই। অর্থাৎ চতুর্থ ডিভিসন থেকেও তারা নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে।

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘোরে। আজ যে সম্রাট কাল সে ফকির। খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। ক্যালকাটা কাস্টমস মেসারার্স একসময়ে কলকাতার ফুটবল ক্রীড়াঙ্গনের পুরোধা হিসাবেই সম্মান পেয়ে এসেছে কিন্তু আজ অস্তিত্ব বজায় রাখাই তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

ফুটবল লীগের চক্র অনেকটা [illegible] আজ যে উপরে কাল সে [illegible] হয়তো মাঝখানে। তবে ১৫টি দলের মধ্যে শীর্ষ আরোহণের লড়াই [illegible] ক্লাবের নীচের দিকে [illegible] একটা সম্ভব হয় না। কলকাতার ফুটবলে তৃতীয় দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সেই শীর্ষ আরোহণের লড়াই চলছে। মহমেডানের শক্তি হ্রাসের পর চলছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

খেলোয়াড়দের দল অদলবদলের ফলে প্রতি বছরই কোন না কোন ক্লাবের দলগত শক্তির তারতম্য ঘটে। আবার প্রতি বছর বাইরের খেলোয়াড় আমদানির ফলেও কোন কোন ক্লাব সমৃদ্ধ হয়।

এবার সবচেয়ে আমদানি বেশী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। অবশ্য প্রতি বছরই সারা ভারতের—শুধু ভারত কেন ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের নিয়ে মহমেডান দল গঠিত হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। তবে নামডাকের খেলোয়াড়ও বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। গুজরাট, হায়দরাবাদ কেরল দিল্লি এবং করাচী থেকে যারা যারা মহমেডান দলে খেলতে এসেছে, ফুটবল ক্ষেত্রে তাদের বেশীর ভাগেরই প্রতিষ্ঠা কম। তা ছাড়া, সমন্বয়েরও অভাব। এ অবস্থায় লীগে মহমেডান দল কেমন খেলবে তা অনিশ্চিত। গোলরক্ষক ধনরাজ, রাইট ইন রহমতুল্লা, রাইট আউট কানাইয়া এবং ব্যাক নুরুল ইসলামের মত ৪ জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় দলত্যাগ করায় মহমেডান স্পোর্টিং-এর শক্তি অনেক কমে গেছে বলেই মনে হয়। নবাগত খেলোয়াড়রা এই নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধার করতে পারবে কিনা বলা শক্ত।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের লাভ-লোকসান প্রায় সমান সমান। গোলরক্ষক এস শেঠ ও অরুণ ঘোষ, স্টপার এ ব্যানার্জী, রাইট আউট শেখ আলী ও বি চ্যাটার্জী দল ছেড়ে যাওয়ায় মোহনবাগানের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে গোলরক্ষক ধনরাজ রাইট ইন রহমতুল্লা ও সুনীল নন্দী পাঞ্জাবের উঠতি হাফব্যাক [illegible] সিং ও হায়দরাবাদের অলিম্পিক-খ্যাত খেলোয়াড় হাকিমের যোগদানে সেটুকু পূরণ হয়েছে। সবচেয়ে বড় লাভ—পরম নির্ভরযোগ্য স্টপার জারনেল সিং মরসুমের সূচনা থেকেই খেলছেন মোহনবাগানে। গতবার লীগে তিনি খেলতে পারেননি। হরকরল সিং ফুটবল ট্রেনিং এর জন্য এখন বিলেতে আছেন। তিনি জুলাই এর প্রথম দিকে এসে পড়বেন বলে জানিয়েছেন।

খেলোয়াড়দের দল অদলবদলের ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবার সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হয়। মোহনবাগানের গতবারের স্টপার অমিয় ব্যানার্জী, এরিয়ানের সেন্টার ফরোয়ার্ড এ মৌলিক এবং মহীশূরের খেলোয়াড় রামানাকে দল-

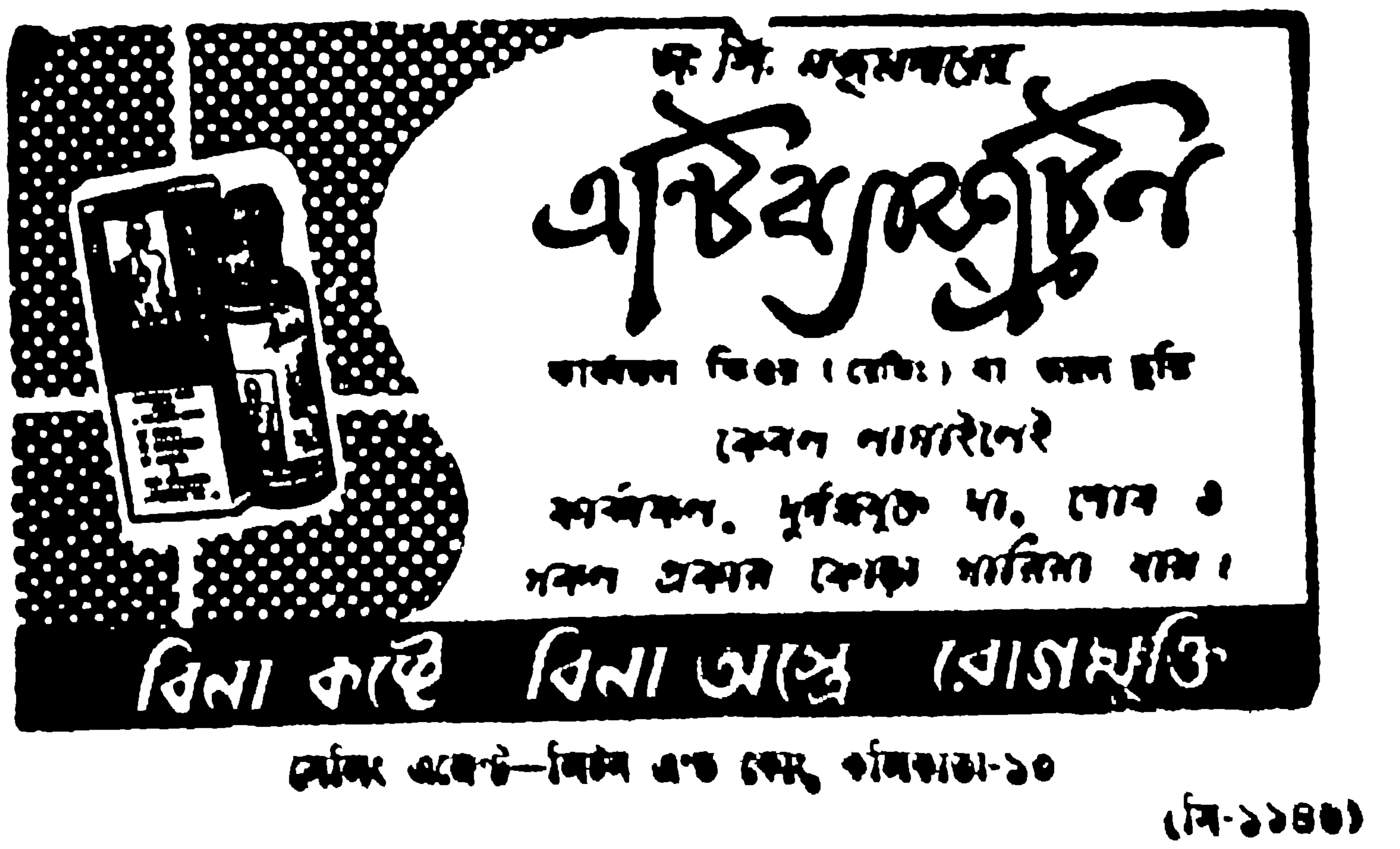

(সি-১১৪৬)

তুল করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের ক্ষতি পূষিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ'রা স্টপার অরুণ ঘোষ ও সুনিলপুণ খেলোয়াড় বলরামের পরিপূরক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অরুণ ঘোষ ও বলরাম যোগ দিয়েছেন বি এন রেল টীমে। তবে দলে নামডাকের খেলোয়াড় থাকা এক কথা আর সংহতিপূর্ণ ক্রীড়াধারা পৃথক কথা। দলগত সংহতিই ফুটবল খেলায় সাফল্যের প্রধান সোপান।

বি এন রেল টীম শক্তিশালী দল হিসাবেই খ্যাত। তারপর অরুণ ঘোষ ও বলরামের অন্তর্ভুক্তিতে আরও শক্তিশালী হয়েছে। বাইরে থেকেও দলে এসেছেন দুই একজন খেলোয়াড়। সুতরাং বি এন রেল দলের খেলা দেখতে মাঠে যে দর্শক ভেঙ্গে পড়বে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইস্টার্ন রেল দলের শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। দলের তিন 'পি' অর্থাৎ প্রদীপ ব্যানার্জী, প্রদ্যোৎ বর্মণ ও প্রশান্ত সিংহ ভারতীয় ফুটবল-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনজনই এসিয়ান গেমে বিজয়ী ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রেল দলের দুই-একজন তরুণ খেলোয়াড়ের উপরও কর্তৃপক্ষ অনেক কিছু আশা করছেন ইস্টার্ন রেল নিজেরা চ্যাম্পিয়নশিপ পাক না পাক চ্যাম্পিয়নশিপের সম্ভাব্য দলের কাছে রীতিমত ভীতিজনক।

এমন ভীতিজনক ক্লাবের মধ্যে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং এরিয়ান অন্যতম। হাওড়া ইউনিয়ন গতবার লীগে তৃতীয় এবং নবাগত বাটা স্পোর্টস ক্লাব পঞ্চম স্থান দখল করেছিল এবার কে কেমন খেলবে আগে থেকে বলা শক্ত। বাকি দলগুলিকে অবনমনের হাত থেকে রেহাই পাবার সংগ্রামেই বিব্রত থাকতে হবে বলে মনে হয়।

নীচে গতবারের লীগ টেবল দেওয়া হল।

গতবারের প্রথম ডিভিসন

লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েঃ
*মোহনবাগান	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
*ইস্টবেঙ্গল	২৮	১৪	১২	২	২৬	৭	৪০
হাওড়া ইউঃ	২৮	১২	৭	৯	২৭	২১	৩১
জর্জ টেলিঃ	২৮	১১	৮	৯	২৪	১৭	৩০
বাটা	২৮	১০	১০	৮	৩০	২২	৩০
ইস্টার্ন রেল	২৮	৯	৯	১০	২০	১৬	২৭
উয়াড়ি	২৮	৬	১৫	৭	২১	২৬	২৭
বি এন আর	২৮	৮	১০	১০	২২	২৫	২৬
রাজস্থান	২৮	৯	৮	১১	২১	২৬	২৬
এরিয়ান	২৮	৮	৮	১১	২৭	৩২	২৫
মহঃ স্পোর্টিং	২৮	৬	১৩	৯	১৮	২৩	২১
স্পোর্টিং ইউ	২৮	৭	১১	১০	২৪	৩৪	২৫
বালী প্রতিভা	২৮	৬	১২	১০	২৮	৩৮	২৪
পুলিস	২৮	৫	১৪	৯	২১	৩৩	২৪
খিদিরপুর	২৮	৫	১০	১৩	১৫	২৯	২০

*মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল লীগের তালিকায় সমান পয়েন্ট অর্জন করায় চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণের জন্য দুই দলের মধ্যে এক নিষ্পত্তি প্রতিযোগিতা খেলার ব্যবস্থা হয়। এই খেলায় মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়লাভ করে।

*

ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়ালনাটে বিশ্বখ্যাত অ্যাথলীটরা কয়েকটি বিষয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অ্যাথলেটিক-বিশ্বের স্মরণীয় ঘটনা। আমেরিকার দুই কলেজ ছাত্র ব্রায়ান স্টার্নবার্গ ও জন পেনেল পোল ভল্টে ফিনল্যান্ডের পেন্টি নিকুলার বিশ্ব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। নিউইয়র্কের অলিম্পিকখ্যাত অ্যাথলীট অল অর্টার ডিসকাস ছোড়ায় নিজের বিশ্ব রেকর্ডকে আরও উন্নত করেছেন। সবচেয়ে টেক্কা দিয়েছেন তাইওয়ানের চৌকস অ্যাথলীট ইয়াং চুয়াং কোয়াং ডেকাথলনে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এ ছাড়া ফ্লোরিডার তরুণ দৌড়বীর বব হেজ মাত্র ৯·৯ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বের ক্ষিপ্রতম দৌড়বীরের সম্মান পেয়েছেন। অবশ্য হেজের এই কৃতিত্ব বিশ্ব রেকর্ডের জন্য পেশ করা হবে না। কারণ, রেকর্ডের স্বীকৃতির জন্য হাওয়ার বেগ যতটুকু থাকা প্রয়োজন তার চেয়ে বেগ বেশী ছিল।

পোল ভল্টে পেন্টি নিকুলার অনুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড হচ্ছে ১৬ ফুট ২½ ইঞ্চি। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে জন পেনেল লাফিয়েছেন ১৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, স্টার্নবার্গ ১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি, আবার পেনেল লাফিয়েছেন ১৬ ফুট ৬¼ ইঞ্চি। সুতরাং জন পেনেলের কৃতিত্বই নতুন বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি পাবার অপেক্ষায় আছে। অবশ্য ইনডোর স্পোর্টসে ফিনল্যান্ডের পেন্টি নিকুলার ১৬ ফুট ৮¼ ইঞ্চি উচ্চতা এখনো কেউ স্পর্শ করতে পারেন নি। তবে ইনডোর রেকর্ডকে বিশ্ব রেকর্ডের স্বীকৃতি দেবার বিধান নেই।

ডিসকাস ছোড়ায় অল অর্টারের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ২০৪ ফুট ১০½ ইঞ্চি। ওয়ালনাটে অর্টার ২০৫ ফুট ৫½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস ছুঁড়ে তাঁর পুরনো রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। অর্টারের এ রেকর্ডও অনুমোদনসাপেক্ষ।

ডেকাথলনে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন নিগ্রো অ্যাথলীট রাফের জনসন। ১৯৬০ সালে আমেরিকার এক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় তিনি ১০টি বিষয়ে ৮৬৮৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এই রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় তিন বছর পরে জনসনেরই সুহৃদ ইয়াং চুয়াং কোয়াং সে রেকর্ডকে ম্লান করে দিলেন। তাইওয়ানের অধিবাসী হলেও ২৯ বছর বয়স্ক এবং ৬ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ অ্যাথলীট ইয়াং লস এঞ্জেলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। জনসন এবং ইয়াং এক সঙ্গেই অ্যাথলেটিকসের চর্চা করেছেন। রোম অলিম্পিক ডেকাথলনে স্বর্ণপদক পাবার এ নিয়ে অ্যাথলীট মিত্রদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য ছিল না। অনেকের মনে ছিল তাই অ্যাথলীট ইয়াং হয়তো জনসনকে পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু রোমে রেকর্ড জনসনই স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইয়াং চুয়াং কোয়াং লাভ করেন রৌপ্যপদক।

কিন্তু ওয়ালনাটে ইয়াং ১০টি বিষয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে আর কারো পক্ষে সে কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ১০টি বিষয়েই ইয়াং রাফের জনসনের বিশ্ব রেকর্ড এ ছক্কা কাবু করে এবং শেষ বিষয়ের সাফল্য নিয়ে সংগ্রহ করেন ৯১২১ পয়েন্ট অর্থাৎ জনসনের পয়েন্টের চেয়ে ৪৩৮ পয়েন্ট বেশী।

ডেকাথলন হচ্ছে চৌকস অ্যাথলীটের প্রতিযোগিতা। সর্ববিদ্যাবিশারদ অ্যাথলীট ছাড়া ডেকাথলনে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। ১০টি বিষয়ের মধ্যে দৌড় আছে তিন রকমের—১০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার। অর্থাৎ স্বল্প পাল্লা মাঝারি পাল্লা ও দূর পাল্লার দৌড়ে হয় তিন রকমের সম্মুখীন হতে হবে। ডিসকাস ও বর্শা তিন রকমের অন্য লাফ দীর্ঘ উচ্চ ও পোল ভল্ট। বাকী বিষয়টি হচ্ছে ১১০ মিটার হার্ডল।

বলা বাহুল্য, এই ১০ রকমের বিষয়ে পারদর্শী হতে হলে পৃথক পৃথক পদ্ধতি এবং পৃথক পৃথক ধরনের অনুশীলন প্রয়োজন। ১০০ মিটার দৌড়ে যে পদ্ধতি প্রয়োজন, ৪০০ মিটার দৌড়ের পদ্ধতি তার থেকে আলাদা, আবার ১৫০০ মিটার দৌড়ের ভিন্ন প্রক্রিয়া। তেমন দীর্ঘ লাফের জন্য যে ধরনের নৈপুণ্য প্রয়োজন, উচ্চ লাফ বা পোল ভল্টের নৈপুণ্য তার থেকে আলাদা। ছোড়ার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। হার্ডল রেসের [illegible]

নগদ ও কিস্তিতে

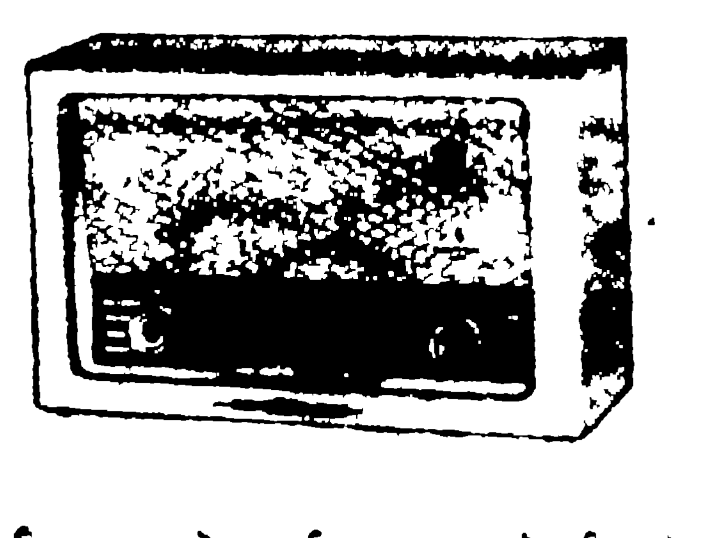

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যান্ড ফটো স্টোরস

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,

ফোন: ২৪-৪৭১৩, কলিকাতা-১৩

একজন অ্যাথলীটই তো সমস্ত লাফের বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করত। যে ভাল দৌড়ায় সব দৌড়ের পুরস্কার তার হাতে এসে যেত। অ্যাথলেটিকসের প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক ধরনের প্রক্রিয়া এবং পৃথক গুণাবলীর প্রয়োজন। এক একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হলে কত অনুশীলন, কত অধ্যবসায় এবং কত সাধনার প্রয়োজন, তাও কারো অজানা নয়। তাই বলছিলাম, তাইওয়ানের ইয়াং চুয়াং-কোয়াং ডেকাথলনে ৯১২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, অ্যাথলেটিক-বিশ্বে তা এক বিস্ময়ের ঘটনা। নিচে ইয়াং-এর ১০টি বিষয়ে নৈপুণ্যের খতিয়ান এবং প্রাপ্ত পয়েন্টের সংখ্যা দেওয়া হল:—

১০০ মিটার দৌড়—১০·৭ সেঃ (১০৩৪)
দীর্ঘ লাফ—২৩ ফুঃ ৬½ ইঞ্চি (৮৪২)
লোহার বল ছোড়া—৪৩ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি (৬৯২)
উচ্চ লাফ—৬ ফুঃ ৩½ ইঞ্চি (৯৩৮)
৪০০ মিটার দৌড়—৪৭·৭ সেঃ (১০৪৫)
১১০ মিটার হার্ডলস—১৪ সেঃ (১১১৬)
ডিসকাস ছোড়া—১৩৪ ফুঃ ৬ ইঞ্চি (৬৫৪)
পোল ভল্ট—১৫ ফুঃ ১০½ ইঞ্চি (১৫১৫)
বর্শা নিক্ষেপ—২৩৫ ফুঃ ৫ ইঞ্চি (১০৪০)
১৫০০ মিটার দৌড়—৫ মিঃ ২·৪ সেঃ (২৪১)

❋

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারত ৩—২ খেলায় জাপানকে [illegible] বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। ভারতকে এখন আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

এবার ডেভিস কাপের প্রথম খেলায় ভারত পাকিস্তানকে ৪—১ খেলায় পরাজিত করে। খেলা হয় পুনাতে। [illegible] পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইনালে ভারত [illegible] পরাজিত করে ৪—০ খেলায়। শেষ সিঙ্গলসে ভারতের আর কৃষ্ণন ২—০ সেটে অগ্রগামী থাকাকালে বৃষ্টির জন্য খেলা স্থগিত হয়ে যায়। টোকিওতে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালের প্রথম দিন ভারত এবং জাপান দুই দেশই একটি করে সিঙ্গলসে বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় বিজয়ী হয়ে ভারত ২—১ খেলায় এগিয়ে থাকে। বৃষ্টির জন্য দু দিন খেলা মুলতুবী থাকবার পর শেষ দিনের দুটি সিঙ্গলসের একটিতে ভারত এবং একটিতে জাপান বিজয়ী হয়। ফলে ভারত ৩—২ খেলায় এগিয়ে থেকে ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে খেলবার অধিকার পায়।

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারত ও জাপানের এটি ছিল তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূর্বাঞ্চল ফাইনালে জাপান কোনবারই ভারতকে পরাজিত করতে পারে নি। এর আগে যে দুবার খেলা হয়েছে তার মধ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত ৩—২ খেলায় এবং ১৯৬১ সালে ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। এবারও ভারতের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুনিপুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণন, যিনি টেনিস-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর একবার মাত্র ফিলিপাইনের এম্পনের কাছে ছাড়া এশিয়ার কোন খেলোয়াড়ের কাছে জীবনে হার স্বীকার করেননি, তিনি সহজেই দুটি সিঙ্গলসের খেলায় জাপানের চ্যাম্পিয়ন ওসামু ইশিগুরো ও আৎসুসি মিয়াসীকে পরাজিত করেছেন। তবে ভারতের অধিনায়ক কৃষ্ণন জাপ অধিনায়ক মিয়াসীকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করতে পারেননি। ডাবলসে ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লালের কাছে অবশ্য স্ট্রেট সেটেই জাপানের মিয়াসী ও ফুজিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দুটি সিঙ্গলসেই জয়দীপের পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সময় কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় যে ইশিগুরোকে ভারতের প্রেমজিত লালের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল তিনি ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জীকে স্ট্রেট সেটে হারাবেন এটা কেউ আশা করেনি। জাপানের বর্ষীয়ান খেলোয়াড় মিয়াসীর কাছেও জয়দীপ পরাজিত হয়েছেন। তবে স্ট্রেট সেটে নয়।

দেশে ফিরে এসে ভারতের অধিনায়ক কৃষ্ণন বলেছেন, জলবর্ণি এবং খারাপ আবহাওয়ার দরুন খেলায় কিছুটা বিঘ্ন [illegible] পরাজয় সম্বন্ধে তেমন কিছু বলেছেন, ইশিগুরো ও মিয়াসী জয়দীপের চেয়ে ভাল খেলোয়াড় [illegible] ফলাফলের [illegible] আশীর [illegible] পরাজয়ের [illegible] ইশিগুরো ও মিয়াসী জয়দীপের চেয়ে উন্নত ধরনের খেলোয়াড়। শুধু পরাজয়ই নয়, কলকাতার ইশিগুরো ও ফুজির খেলার চেয়ে জয়দীপের খেলা অনেক উন্নত ছিল। এটা টেনিস-বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত।

মাঠের অবস্থা জয়দীপের স্বাভাবিক ক্রীড়াধারার প্রতিকূল হতে পারে, আবার জয়দীপের অনুশীলনেরও অভাব থাকতে পারে। মোটের উপর, টোকিওর পরাজয়ের পর নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে জয়দীপের তা শুধরে নেবার চেষ্টা করা উচিত। টেনিসে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের নিতান্ত অভাব। দিলীপ বসুর পর যে তারকার দিকে চেয়ে আমরা আলোর আশা করেছিলাম তা যদি এত তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যায় তবে সেটা দুঃখের কথা হবে।

গতবার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ভারতকে মেক্সিকোর কাছে ৫—০ খেলায় শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। অন্তত এবার যাতে সেই শোচনীয় অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ভারতকে এখন থেকেই তার চেষ্টা করতে হবে।

নিচে ভারত ও জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হল:—

প্রথম দিন—রামনাথন কৃষ্ণন ৭—৫, ৪—৬, ৬—০ ও ৬—০ গেমে জাপানের আৎসুসি মিয়াসীকে পরাজিত করেন। জাপানের ওসামু ইশিগুরো ৬—২, ৬—৩ ও ৬—২ গেমে পরাজিত করেন ভারতের জয়দীপ মুখার্জীকে।

দ্বিতীয় দিন—ডাবলসের খেলায় ভারতের জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লালের কাছে জাপানের আৎসুসি মিয়াসী ও মিচিও ফুজি ৬—৪, ৬—২ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত হন।

তৃতীয় দিন—প্রথম খেলায় আৎসুসি মিয়াসী ৩—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৭—৫ গেমে ভারতের জয়দীপ মুখার্জীকে পরাজিত করবার পর দুই দেশ দুটি করে খেলায় বিজয়ী হয়। জয়পরাজয়ের মীমাংসাসূচক শেষ খেলায় ভারতের আর কৃষ্ণন জাপানের ওসামু ইশিগুরোকে ৬—২, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করেন।

নবনাট্য আন্দোলনের মুখপত্র
পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাট্য-সাহিত্যের অপূর্ব সংকলন
সম্পাদক : সমীর রায়চৌধুরী ● বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়
জনান্তিক ১·৫০
বিশেষ 'বিশ্বনাট্য' আন্দোলন সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে
কার্যালয় : ১এ, [illegible] লেন, কলি-২৯ ● ফোন : ৪৬-৬০৬০ গ্রাম—জনান্তিক
(বি-১০৪০)

অবনী বসু

চুণী গোস্বামী

পি সিংহ

বীরেন গুহ

এস ব্যানার্জী

ফুটবল

ডি পাল

অধিনায়ক

এ দত্ত

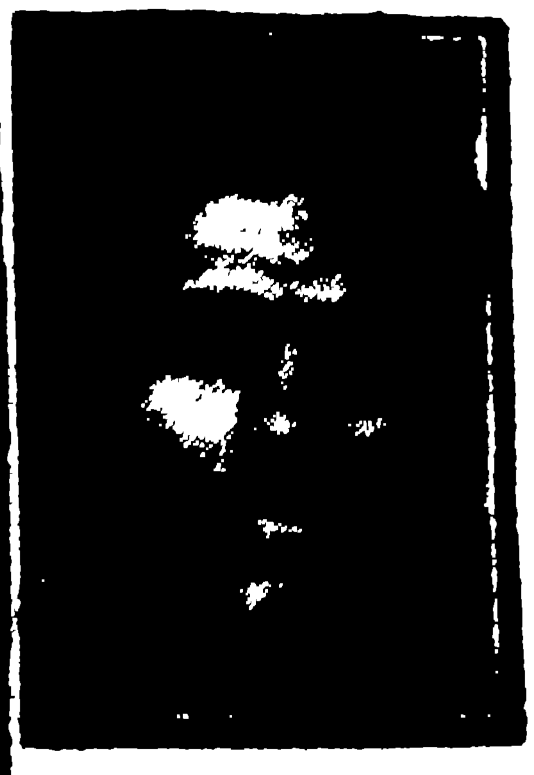

এম সেনগুপ্ত

কে চির্কে

আর ঘোষ

পি বর্ণ

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল ক্লাবের একাদশ অধিনায়ক। ১৮টি ক্লাবের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফ, বালী প্রতিভা ও পোর্ট কমিশনার্সের অধিনায়ক ছাড়া অনুপস্থিত। ফটো—দেশ

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

আইনের আঙিনায় আলখাল্লা পরে নিত্য যাঁদের যাতায়াত তেমন একজন বুদ্ধিজীবী আমাকে রেফারীশিপ পরীক্ষার আগে ফুটবলের আইন-বই পড়তে দেখে উপহাস করে বলেছিলেন—'খেলাধুলোর আবার আইন, তার আবার পরীক্ষা। কি আছে ওতে? গোলের মধ্যে বল গেলে গোল, গায়ে লাথি মারলে ফাউল, হাতে বল লাগলে হ্যাণ্ডবল। এত পড়াশুনা বা মুখস্থ করার কি আছে?"

কথাটা শুনে সেই বৃষ্টিবিন্দুর কথা মনে হয়েছিল। যে সাগরে পড়বার আগে সাগরে হারিয়ে যাবে বলে কেঁদে ফেলেছিল। সাগর তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, 'ভয় নেই ভাই আমার মধ্যে পড়লে তুমিও সাগর হয়ে যাবে।'

আইনের সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশ সাঁতার কাটেন তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের ৮টি বই বৃষ্টিবিন্দু, কোন শিশিরবিন্দুর সম। কিন্তু আইনে পরিণত হলে ঐ বই ই যে আইনের সমুদ্র হয়ে গিয়েছে ভুক্তভোগীরা সেটা ভালভাবেই জানেন।

সাঁতারে নেমেছি, করেছি রেফারীশিপ পরীক্ষায় পাস করেছি কিন্তু পারের সন্ধান পাইনি। এ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলেও আমার জানা নেই।

মূল ৫৮ পাতার একখানি ৮টি বই ইংরাজী ছোট টাইপে ছাপা। আইনের ধারা মাত্র ১৭টি। উপধারা ও ব্যাখ্যা অবশ্য প্রচুর। প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা না, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী। রেফারী হবার জন্য তিন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক। বেশ শক্ত পরীক্ষা। একটি প্রশ্নে ভুল করার অর্থ খেলার ক্ষেত্রে একটি ভুল সিদ্ধান্ত করে গোলমালকে টেনে আনা। আর দর্শকদের দ্বারা নিত্যনিয়মিত বাপ-ঠাকুর্দার আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। সুতরাং আইন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রেফারীদের পক্ষে অপরিহার্য।

ফুটবলের আকারও যেমন গোল, তেমন এ খেলায় সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল। ক্রিকেট এবং হকি বলের আকারও গোল। বোধ করি আকার ছোট বলে ক্রিকেট ও হকিতে গণ্ডগোলের মাত্রা কম। আকার বড় বলে ফুটবলে গণ্ডগোলের বেশী বহর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ নিয়েও টানাটানি। অশান্তির তো অভাব নেই।

ফুটবল খেলায় রেফারিং-এ সুনাম অর্জন করেছে, এমন রেফারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেখানে দর্শকদের মধ্যে আছে ক্লাবমোহ, দর্শকরা আইন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, প্রিয় দলের পরাজয়ে অশান্ত, সেখানে রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকবেই।

স্বীকার করি রেফারীরা অনেক সময় ভুল করেন। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্র ছাড়াও তো গোলমালের অভাব হয় না। যে পরিবেশের মধ্যে রেফারীদের খেলা পরিচালনা করতে হয় সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় চোখের নিমিষে বিরুদ্ধবাদীদের কর্ণবিদারী চীৎকারের কথা স্মরণ রেখে। এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয় বিশেষ করে তারাও তো মানুষ। মানুষ মাত্রেরই ভুল আছে। তবে দেখতে হবে এই ভুল মারাত্মক ধরনের না হয় এবং পক্ষপাতের সামান্যতম আভাসও যেন না থাকে।

রেফারীদেরও স্মরণ রাখা দরকার—ফুটবলের আইন খেলার মাঠে তাদের সম্রাটের সম্মান দিয়েছে। খেলার ফলাফল সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' কথাটা বোধ হয় ফুটবল রেফারীদের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য। নিম্ন আদালতে মকদ্দমায় হেরে গেলে উচ্চ আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনার বিধান আছে সেখানে হারলে হাই কোর্ট আছে, সুপ্রিম কোর্ট আছে। কিন্তু ফুটবলের আইনে রেফারীরাই বিচারের সুপ্রিম কোর্ট। তারা যতক্ষণ না নিজেদের ভুল স্বীকার করে, ততক্ষণ খেলাধূলার পরিচালক সমিতির কিছুই করার নেই। অবশ্য পরিচালক সমিতি নিজেদের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে রেফারীর দোষত্রুটি সম্বন্ধে যদি কোন ব্যবস্থা করেন, সে পৃথক কথা। মোটের উপর ফুটবল আইন রেফারীর হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে; খেলার সময় রেফারী মাঠের হর্তাকর্তা-বিধাতা।

যে আইন রেফারীকে এত ক্ষমতা দিয়েছে, যে আইনের বলে রেফারীর চূড়ান্ত বিচারকের সম্মান, সেই আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না ঘটে, যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রেফারীরা খেলা পরিচালনা করেন। তবু ভুল হয়, আবার বিনা ভুলেও ভুলের মাসুল গুনতে হয়। রেফারীদের কর্তব্য অনেকটা বিধবার একাদশী ব্রত পালন করার মত। ব্রত পালন করলে পুণ্য নেই, না করলে পাপ। রেফারীরা যদি সত্যি সত্যিই সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করে, কেউ তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বড় একটা এগিয়ে আসে না। কিন্তু ভুল করলে তার 'মুণ্ডপাতের' জন্য লোকের অভাব হয় না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই ফুটবল খেলায় যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশের মূলে থাকে রেফারীর দুর্বল পরিচালনা এবং আইন সম্বন্ধে দর্শকদের ভুল ধারণা। থ্রো-ইনের সময় অফসাইড হয় না এ কথা অনেকেরই জানা নেই। তাই থ্রো-ইনের সময় একজন খেলোয়াড় গোলের মুখে গিয়ে দাঁড়ালে 'অফসাইড' 'অফসাইড' চীৎকার ওঠে। কোনটা ডাইরেক্ট আর কোনটা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক—এ সম্বন্ধে খেলোয়াড়রাও বহু ক্ষেত্রে কিক করবার সময় রেফারীর মতামত গ্রহণ করেন। দর্শকদের মত বহু খেলোয়াড়েরও ফুটবল আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই— আবার আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ও বহু দর্শক এবং খেলোয়াড়দের নখদর্পণে। দুঃখের বিষয়, এদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ফুটবল খেলায় অবিরাম অশান্তি।

'ফুটবলের আইন-কানুন' এই পর্যায় ফুটবল খেলার আইনের ধারা ও তার ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। তা ছাড়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও কিছু কিছু পর্যালোচনা স্থান পাবে। কেবল ফুটবলের আইন সম্বন্ধে কারো কিছু জানবার থাকলে এই বিভাগের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

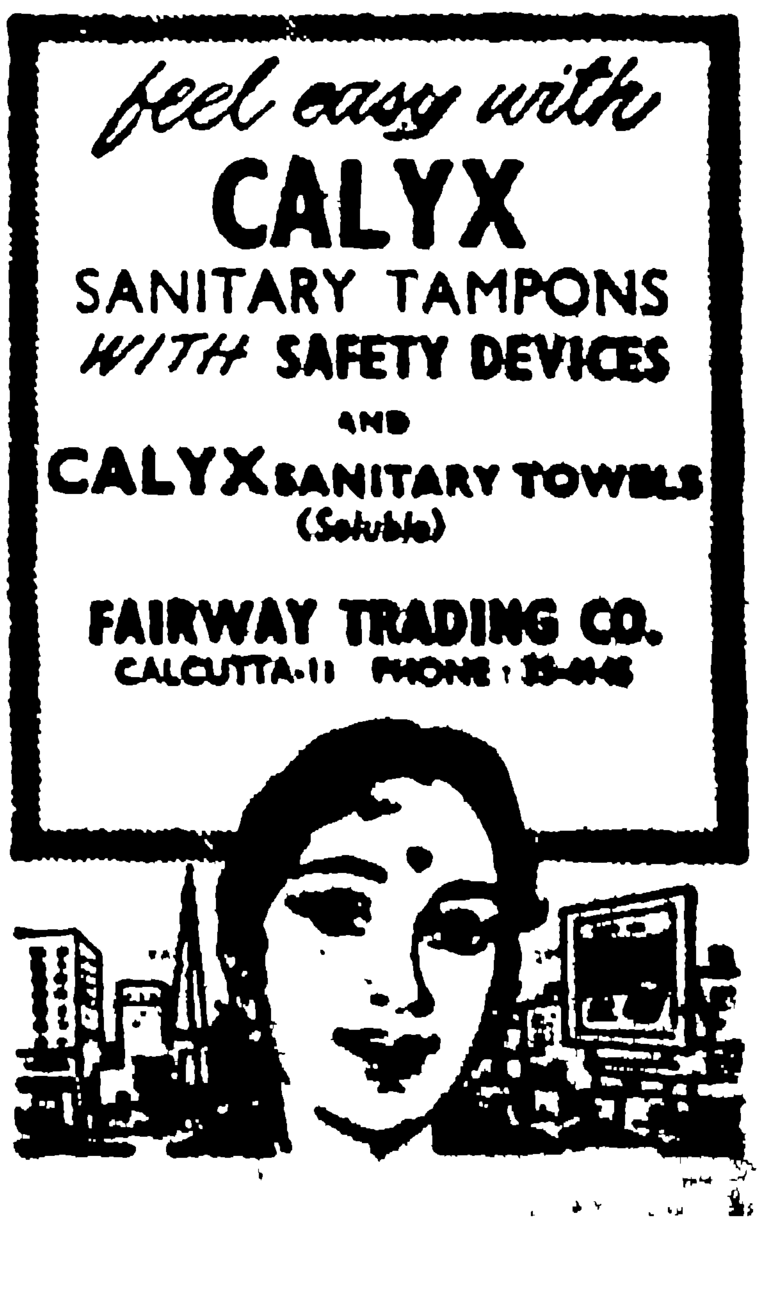

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই মে—ভারত সরকার আজ সংসদে স্বীকার করেন যে, ভিভিয়ান বস্ কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দফ্তরী শাস্ত্রী রিপোর্টের প্রথম ভাগ ফাঁস হইয়া গিয়াছে। ইহাও স্বীকার করা হয় যে, ইহা গোপনীয় দলিল বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানান হয়।

অদ্য ভেষজ তদন্ত কমিশনের বৈঠকে অধিকাংশ সদস্য তাঁহাদের সাক্ষ্যে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ঔষধে ভেজাল বন্ধ করিতে হইলে ভেজালকারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। একাধিক সদস্য তাঁহাদের সাক্ষ্যে সরকার পরিচালিত ভেষজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতা নীতিরও উল্লেখ করেন।

৭ই মে—মেসার্স সিরাজুদ্দিন কোম্পানীর সহিত কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের আর্থিক লেনদেনের যে অভিযোগ উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হইবে। তদন্ত করিবেন সুপ্রীম কোর্টের জনৈক বিচারপতি। তবে সে তদন্ত বিচার বিভাগীয় হইবে না, হইবে "আধা বিচার বিভাগীয়।"

শিক্ষার সকল স্তরে অকৃতকার্যতার হার অত্যধিক হওয়ার দরুণ যে অপচয় হইতেছে, তাহা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড অবিলম্বে মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

বিদেশী মুদ্রা ও শুল্ক আইনের দায়ে ম্যাকনাউড অ্যান্ড কোম্পানী এবং মেঘনা মিলস নামক দুইটি বিশিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কলিকাতার কাস্টমসের হাতে ধরা পড়িয়াছে। কাস্টমস কর্তৃক উভয় প্রতিষ্ঠানের উপর মোট ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে।

৮ই মে—সরকারী টাঁকশাল (মিন্ট) পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং মুদ্রা উৎপাদনের পুরাতন পদ্ধতি সংস্কারে অক্ষমতার ফলে বিপুল লোকসান কিছুতেই ঠেকানো যাইতেছে না বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল। সরকারীসূত্রে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমগ্র চিত্রটা প্রশাসনিক অযোগ্যতা এবং অদক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

অদ্য ভেষজ তদন্ত কমিশনের বৈঠকে কলিকাতা কর্পোরেশনের [illegible] ডাঃ এ মুখার্জির সাক্ষ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য দপ্তরের এক [illegible] চিত্র ফুটিয়া ওঠে। কমিশনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, কলিকাতা কর্পোরেশন [illegible] দেশের প্রতিষ্ঠানের যে টিকা-বীজ তৈরীর কারখানা থাকেন, তাহার আশপাশে কোন এলাকার [illegible] লেখা থাকে না এবং ল্যাবরেটরীর [illegible] এই বীজ নির্দিষ্ট [illegible] হইবার সময় [illegible] ব্যবহার করা হয় না। যে [illegible] বর্তমানে কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ [illegible] তাঁহার কোনরূপ [illegible] অভিজ্ঞতা নাই।

৯ই মে—[illegible] রবীন্দ্রনাথের ১০২তম এই [illegible] জন্মতিথিতে [illegible] কলিকাতা [illegible] কাব-প্রণাম জানায়। [illegible]

৭ই মে—ভারতের শ্রীরাধাবিনোদ পাল গতকাল জেনেভায় ২৫ সদস্য বিশিষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক আইন কমিটির বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিশ্বের কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। উরুগুয়ের সেনর জিমেনেজ দ্য আরেচাগা বিদায়ী চেয়ারম্যান শ্রীপালের স্থলে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন।

৮ই মে—বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ কমিটি আজ সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদের নিকট প্রেরিত তাঁহাদের প্রথম রিপোর্টে বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলির অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা উচিত। সকল দেশের দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত।

৯ই মে—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আজ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে নেপালের মাটিতে পদার্পণ করিয়াছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। নেপাল একটি হিন্দু রাজ্য। এই রাজ্যে পাক প্রেসিডেন্টের এই প্রথম আগমন।

আফগানিস্তানে [illegible]

১০ই মে [illegible]

[illegible]

১১ই মে [illegible]

[illegible]

১২ই মে [illegible] মার্কিন সরকারের [illegible] জানা গিয়াছে।

[illegible] বার্মিংহাম শহরের এক নিগ্রো পল্লীতে পর পর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পর নিগ্রোরা এখানে একটি মুদি দোকান ও কয়েকটি মোটর গাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

কবিপক্ষের শুরু এবং এবারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে আজ জানা গেল যে, আগামী ১৫ই মে দিল্লিতে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরবর্তী যে আলোচনা শুরু হইতেছে, তাহাতে তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতির প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে ভারত প্রস্তুত আছে।

১০ই মে—কেন্দ্র শাসিত হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, পণ্ডিচেরী এবং গোয়া, দমন ও দিউতে আইনসভা ও মন্ত্রি-পরিষদ গঠনের জন্য আনীত বিলটি আজ রাজ্যসভায় গৃহীত হয়। বিলটি সম্পর্কে বিতর্কের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নূতন নির্বাচনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

ভেজাল ও ভুলচিহ্নসহ ঔষধ প্রস্তুত এবং বিক্রয়ের জন্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ বৎসরের কারাদণ্ডের ব্যবস্থাসহ একটি সংশোধনী বিল আজ রাজ্যসভায় প্রবর্তিত হয়। ঐরূপ ঔষধ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্পত্তি [illegible] বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থাও এই বিলে আছে।

১১ই মে—পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণ গতকল্য বাত্রে [illegible] বলেন, পাকিস্তান ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছে এবং চীনাদের ভারত আক্রমণের পরে আক্রমণ করার দিনও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

আসাম সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০০ ব্যক্তি গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান হইতে আসামে প্রবেশ করিয়াছে।

১২ই মে—নেপালের সহিত পাকিস্তানের বাণিজ্য ও মৈত্রী সম্পাদনের পর একাংশ পাকিস্তান ভারত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া সরাসরি নেপালের [illegible] জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] পাকিস্তান সীমান্ত হইতে [illegible] ১৩ মাইল [illegible] পথের দাবি তুলিয়াছে।

আজ কানপুরে কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় [illegible] প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, [illegible] উপর [illegible] করিয়া দেখিতে চাহিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই মে—আজ [illegible] বৃটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী [illegible] স্যান্ডস ও সহকারী [illegible] সচিব [illegible] পাকিস্তান [illegible] মন্ত্রী শ্রীভুট্টোর সহিত কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible] ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ● ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ● ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ● প্রকাশক : শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩ ● ২৩—৮০৪১। [illegible] ● পরিবেশক : [illegible]

॥ শ্রেষ্ঠ বইয়ের শ্রেষ্ঠ সমাদর ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া

দ্বিতীয় মুদ্রণ ১২॥০

চলাচল ৬॥ পঞ্চতপা ৬॥

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম—চতুর্থ মুদ্রণ ১৬, : ২য়—তৃতীয় মুদ্রণ ১৪,

জরাসন্ধের

ছায়াতীর তৃতীয় মুদ্রণ **৫,**

অবধূতের

হিংলাজের পরে ২য় মুদ্রণ **৫,**

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নবতম উপন্যাস

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর দ্বিতীয় মিত্র-ঘোষ মুদ্রণ **৫,**

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ২য় মুদ্রণ **৬,**

মৌমাছির লেখা ছোটদের মজার বই

রূপকথার ঝুলি ৩॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥

নূতন নাটক

তাপসী ৩,

নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস

যাত্রাপথ ৪॥

অসমাপিকা ৪, মিশ্ররাগ ৫, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,

বিমল করের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

পান্থশালা ৩॥

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের বিশিষ্ট আলোচনা গ্রন্থ

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫,

তারাশঙ্করের

অভিযান ৬,

মনোজ বসুর

বনকেটে বসত ৯,

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সিগারেটের
পর
সিগারেটের
পর
সিগারেট

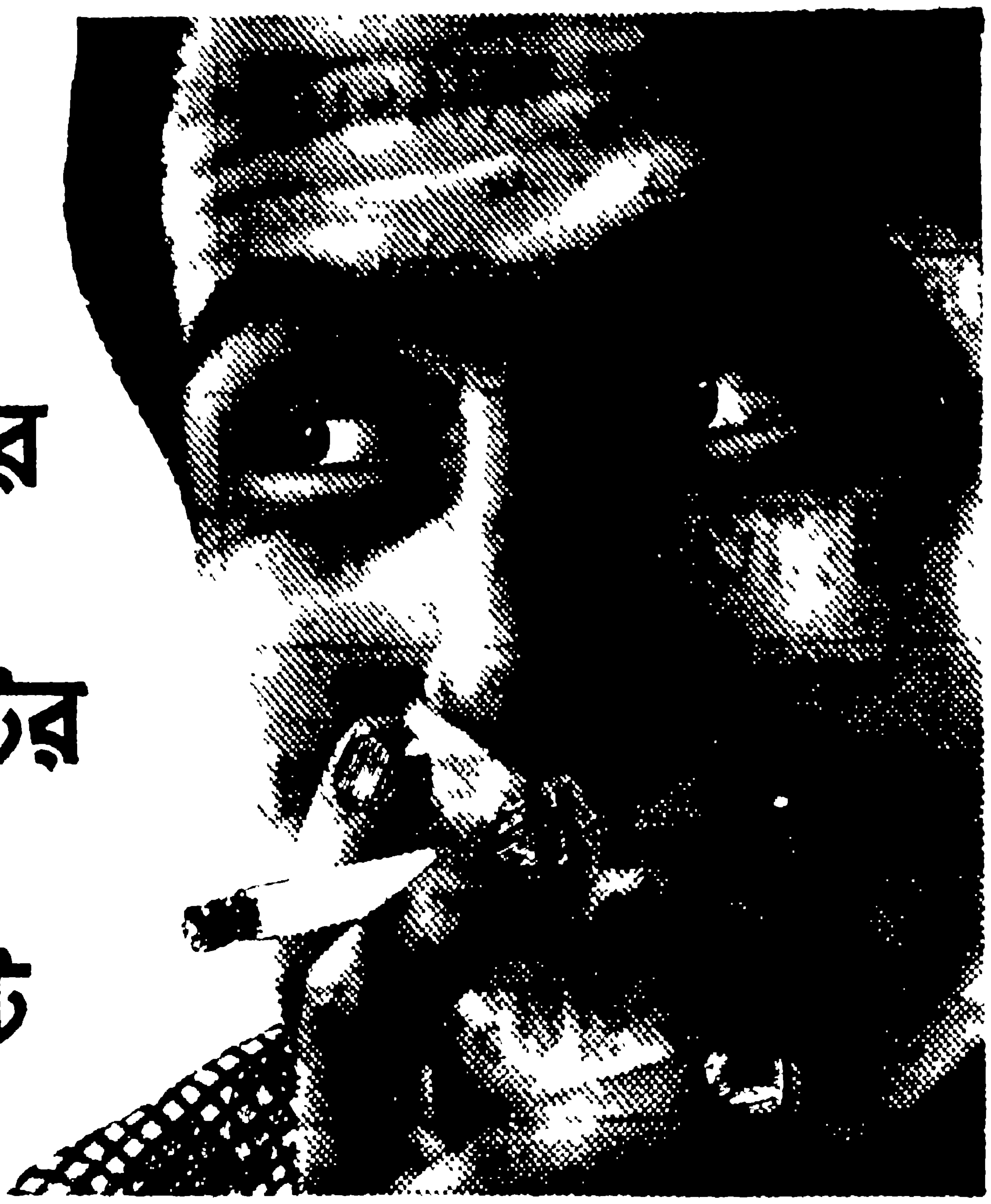

উইলস্ মানেই ভালো সিগারেট
উইলস্

সুন্দর আন্তর্জাতিক ডিজাইনের
প্যাকেট

এই চিহ্ন বিখ্যাত ডব্লু. ডি. অ্যান্ড এইচ. ও. উইলস-এর
উৎকর্ষের প্রতীক।

স্থানীয় কর আলাদা

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিজ্ঞানচর্চার সংকট— ৩৯৫
সিন্ধুশকুন (কবিতা)—শ্রীশিশিরকুমার দাশ . ৩৯৬
সে (কবিতা)—শ্রীসুনীলকুমার নন্দী . . ৩৯৬
শীর্ষমুহূর্ত (কবিতা)—শ্রীঅনিরুদ্ধ কর . . ৩৯৬
বৈদেশিকী— . .. ৩৯৭
দুর্ণাক্ষরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ .. ৩৯৯
অতীত (কবিতা)—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী . ৪০০
যখন রাস্তার ধারে (কবিতা)—শ্রীকেতকী কুশারী ৪০০
'বনলতা সেন' নয় (কবিতা)—শ্রীবেলা দাশগুপ্ত .. ৪০০
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী . ৪০১

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

২৫শে বৈশাখের বই

আশাপূর্ণা দেবীর
নতুন উপন্যাস
বহিরঙ্গ ৩.৭৫

বনফুল এর নাটক
শৃণ্বন্তু

লাবণ্যের এনাটমি

-গ্রন্থকার

পরম রমণীয়
পাঁচ টাকা
[বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক বহু নামজাদা খ্যাতনামা সাহিত্যিকের রমরচনার সংকলন]

অবিস্মরণীয় পঁচিশে বৈশাখে অবশ্য স্মরণীয় গ্রন্থরাজি

কাজী আবদুল ওদুদের মহত্তম সাহিত্য কীর্তি
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১২.০০

রবীন্দ্র প্রতিভা ১০.০০

রবিকথা ৩.৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ ৩.৫০

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-কথা ২.০০
[রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ চিন্তা গঠন কর্ম প্রসঙ্গের সরস আলোচনা]

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ ৫.৭৫
[ইরাক ও ইরানের স্থাপত্য ও সভ্যতার শতাধিক দুর্লভ চিত্র এর বিশেষ আকর্ষণ]

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি-প্রণাম ৫.০০
[রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বহু কবির রচিত কবিতাগুলির একত্রে সংকলন]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি

হলদে দাগটি কোথা গেল একি তাজ্জব বাত-
পেপ্‌সোডেণ্টে মেজেছেন যে আপনার দাঁত

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক পেপ্‌সোডেন্ট লিমিটেড, লণ্ডনের পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

পেপ্‌সোডেণ্ট-ফেনার একটি বিশেষ গুণ হ'ল এই যে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না; যতক্ষণ পেপ্‌সোডেণ্টের সক্রিয় উপাদান ইরিয়াম দাঁতের ওপরকার ক্ষয়কারী হলদে ছোপ তুলে না দেয়···দাঁতের স্বাভাবিক ঝকঝকে ভাবটা ফুটিয়ে না তোলে—ততক্ষণ ফেনা হাজির থাকে।

পেপ্‌সোডেণ্টের স্বাদ চমৎকার ঠাণ্ডা আর ঝরঝরে, পিপারমিণ্টের মত। পেপ্‌সোডেণ্ট ব্যবহারে মুখের স্বাদ হয় তাজা, গন্ধ হয় সুমধুর, দাঁতের পাটী হয় মজবুত আর ঝকঝকে শাদা।

পেপ্‌সোডেণ্ট সব জায়গায় পাওয়া যায়। আজই এক টিউব নিন!

ঝকঝকে শাদা দাঁতের জন্যে ইরিয়াম যুক্ত পেপ্‌সোডেণ্ট ব্যবহার করুন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—	ফাদার দ্যতিয়েন	৪০৩
রবীন্দ্রসংগীতের ধ্যানরূপ—	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৪০৫
চেঙ্গিস খাঁর সমাধি—	শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য	৪১২
অন্য জন্ম—	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪১৭
নিশিকুটুম্ব—	শ্রীমনোজ বসু	৪২৫
মস্কোর চিঠি—	শ্রীশম্ভুময় ঘোষ	৪৩৫
লালকেল্লা—	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৪৩৯
গানের আসর—	শার্ঙ্গদেব	৪৪৭
বিশ্বর্বাবচিত্রা—		৪৪৯
ঘরে-বাইরে—	শ্রীমতী	৪৫১

প্রকাশিত হইল—

॥॥ উপনিষদ গ্রন্থাবলী ॥॥

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইহাতে আছে—মূলশ্রুতি, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ এবং বিশুদ্ধ শঙ্কর-ভাষ্য, ভাষ্যের মূলানুযায়ী বিশুদ্ধ অনুবাদ ও দুর্বোধ্য স্থলে টিপ্পনী (ফুটনোট)

॥॥ শঙ্কর-ভাষ্য অনুবাদ সহ ॥॥

ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে) ৫৲

প্রশ্ন - ২৲, মুণ্ডক-২৲, মাণ্ডুক্য - ৪৲

তৈত্তিরীয় - ১ম খণ্ড-১·১২, ২য় খণ্ড-২৲

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-২·৫০, ঐতরেয় - ১৲

শঙ্কর-ভাষ্য, অনুবাদ ও আনন্দগিরি টীকা সহ

ছান্দোগ্য - দুই ভাগে সম্পূর্ণ-১ম ভাগ-৬৲, ২য় ভাগ-৬৲

বৃহদারণ্যক - চারিভাগে সম্পূর্ণ-প্রত্যেকখানি-৩·৫০

দেব সাহিত্য কুটীর

নতুন বের হল

আধুনিক রুশ গল্প

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী কালের সোভিয়েত রাশিয়ার লেখকদের ও জন-জীবনের উপর বারোটি ছোট গল্পের সংকলন।

অনুবাদ : ইলা মিত্র দাম ৫·০০

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই॥

রুশ গল্প-সঞ্চয়ন

সুনির্বাচিত গল্পের সংকলন।

অনুবাদ : সুভদ্র মুখোপাধ্যায় ৬·০০

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন

(And Quiet Flows the Don)

৯·০০

সাগরে মিলায় ডন

(Don Flows Home to the Sea)

৬·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ

পারীর পতন

অনুবাদ : ৮·০০

নবমতরঙ্গ

১ম খণ্ড ৪·৫০ ২য় খণ্ড ৬·০০

৩য় খণ্ড ৭·৫০

রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ সংকলন ৫·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

বাজার রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

'উদাত্ত ভারত'

নেবুল

কবি বিমলচন্দ্রের সুনির্বাচিত সংকলন।

(১৯২৬—১৯৬৭)

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০ পৃষ্ঠা।

দাম : আট টাকা ॥

নলেজ হোম

৫৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত শিয়ালদহ হইতে মাত্র ১৯ মাইল দূরে শ্যামনগর স্টেশনের অনতিদূরে কিরণনগরে প্লট বিক্রয় আরম্ভ হইল। মাসিক কিস্তি ও এককালীন টাকায় খরিদের সুযোগ আছে। আবেদনপত্র ও বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

৩।১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট,

কলিকাতা-১।

ফোন নং ২৩—১৯০২

(সি ১৪৭৫)

চতুষ্পর্ণা

সদ্য প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

প্রবন্ধ

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের

Has Man A Future ?-র

বাংলা অনুবাদ।

উপন্যাস

সমর ভট্টাচার্য ও কবিতা সিংহ

গল্প

সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

সুনীল চট্টোপাধ্যায় আলোক সরকার

পার্থ চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী

প্রভৃতি

প্রচ্ছদ

সুনন্দ ভট্টাচার্য হিরেন্দ্ররঞ্জন সান্যাল

দাম : ৫০ নয়া পয়সা মাত্র

এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯

(সি ১৫৫৪)

শা হ জা দা

বারীন্দ্রনাথ দাশ

আওরঙ্গজেবের জীবনের এক অজানা প্রেমকাহিনীর পটভূমিতে বিরাট ঐতিহাসিক উপন্যাস। নয় টাকা

অচিনপুরের কথকতা

সমরেশ বসু

ভাগাহত যুবকের মর্মস্পর্শী কাহিনী। **বিভাস** নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হইতেছে। দাম ছয় টাকা

স্বর্গখেলনা

বিমল কর

নতুন উপন্যাস। চার টাকা

পতঙ্গ মন

দীপক চৌধুরী

নতুন উপন্যাস আড়াই টাকা

নতুন মুদ্রণে **সুবোধ ঘোষের** গ্রন্থসমূহ

মনভ্রমরা

৩য় মুদ্রণ। তিন টাকা

সুজাতা

৮ম মুদ্রণ। আড়াই টাকা

সীমন্ত সরণি

২য় মুদ্রণ। তিন টাকা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলন হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কলিকাতা-২৯

✱ সূচীপত্র ✱

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	৪৫৩
বাটাটাচী চত্তল	শ্রীসলিল ঘোষ	৪৫৭
আলোচনা		৪৫৯
সাহিত্য সংবাদ	বিদুর	৪৬২
পুস্তক পরিচয়		৪৬৩
রঙ্গজগৎ		৪৬৭
খেলার মাঠে	একলব্য	৪৭৫
ফুটবলের আইন-কানুন	মুকুল	৫৭৯
সাপ্তাহিক সংবাদ		৫৮০

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাস (নতুন দিল্লী)

প্রকাশিত হইল ! মুকুন্দ পাবলিশার্স-এর বই !

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম গ্রন্থ

ত ম সা

২·৫০

সুন্দর প্রচ্ছদ ॥ মনোরম অঙ্গসজ্জা

তারাশংকর ভীষণ-মধুর ও দুষ্প্রাপ্য-মনোহরের চিত্র-শিল্পী। অন্ধ-ভিখিরী ছেলে পৃথ্বীর বীভৎস বহিরঙ্গের মধ্যে সুন্দরের যে পরম পিপাসা লুকিয়ে ছিল, তাই একদিন এক তরুণী খেমটাওয়ালীর সংস্পর্শে কণ্ঠস্বরে ও গন্ধবিলাসে এক রূপতন্ময়তার সৃষ্টি করেছে। তারপর সারা জীবনব্যাপী সেই সুন্দরের অনুসন্ধান চলেছে। অন্ধকারের ওপারে চিরসুন্দরের যে রূপমূর্তি আছে, বিকলাঙ্গ পৃথ্বীর মধ্যে সেই চিরন্তন গূঢ় তৃষ্ণাই এক গভীর প্রত্যয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে!

'তমসা' তারাশংকরের মানস-দিগন্তের সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু।

—অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৮৮ বিধান সরণি, কলিকাতা ৪
(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

(সি ৪৫০৩)

টুনু

॥ নিভৃতাল গুপ্ত ॥

[illegible]

[illegible]

—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

—সুবোধ ঘোষ

[illegible]

—বাণী রায়

[illegible] সাফল্য তাঁরা নিঃসন্দেহে করেছেন।

—যৌমাছি

ছোটদের জন্য রচনা সত্যিই শক্ত। সবক্ষেত্রে বড়দের হাতেও তা সার্থক রূপগ্রহণ করে না। সম্প্রতি অল্পবয়সী লেখিকা নিভৃতাল গুপ্তের 'টুনু' গল্পগ্রন্থখানির মধ্যে সেই সার্থক রচনার পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছি। এমন সহজ, স্বাভাবিক গল্প বলার ভঙ্গী ও ঘটনার চমকপ্রদ সমন্বয়ের মধ্যে পাকা হাতের ছাপ রয়েছে। রচনাটির মধ্যে লেখিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচিত হয়েছে।

—বিমল মুখোপাধ্যায়

আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

(সি-১৬৬৪)

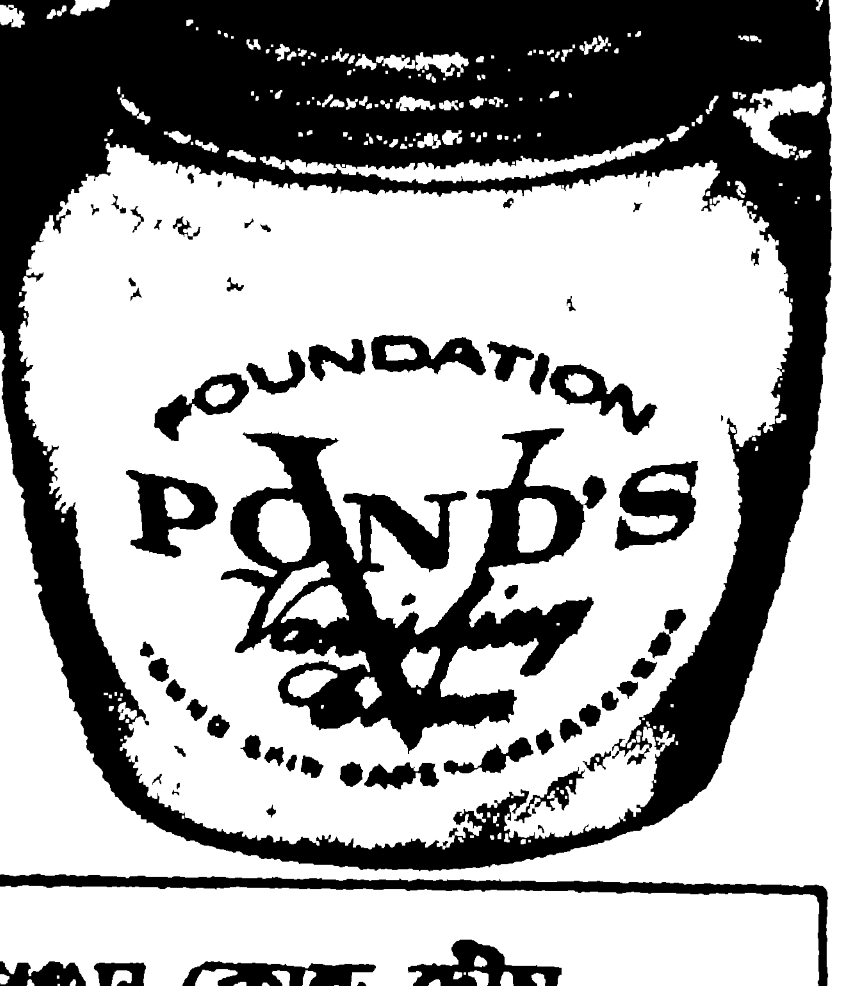

সুন্দর, সুকুমার ও যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রীর জন্যে

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম

তৈলহীন প্রসাধনের প্রথম উপচার!

পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বক গোলাপের রাগে · পাপড়ির মতো কোমল ও কান্তিপূর্ণ ক'রে তোলে। এই ক্রীমের 'কেরাটো-লাইটিক' ক্রিয়ার ফলে মেচেতা ও অন্য দোষত্রুটি দূর হয়। পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম আগে লাগিয়ে নিলে নিখুঁতভাবে পাউডার লাগাতে পারবেন। মুখশ্রী মনোরম করে তুলতে হলে পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার ব্যবহার করুন···সমান-ভাবে মিশে যায় ··ত্বকের ছোটখাটো খুঁত ঢেকে দেয়।

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম

আপনার মুখে ও গলায় পণ্ডস কোল্ড ক্রীম ঘষে লাগিয়ে রাখুন। দু'মিনিট পর বাড়তি ক্রীম মুছে ফেলুন। পণ্ডস কোল্ড ক্রীম লুকনো ময়লা বার ক'রে দেয়—যেখানে জল পৌঁছয় না সেখান থেকেও!

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুশৃংখল ধারণা অর্জন করতে চান, প্রায়-অধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন।' জে. এফ. হোরাবিন-অংকিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। ২য় সংস্করণ : ১৫·০০

— অন্যান্য গ্রন্থ —

আত্ম-চরিত ●	শ্রীজওহরলাল নেহরু ...	১০·০০
ভারতে মাউন্টব্যাটেন ●	অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ..	৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ●	আর জে মিনি .	৫·০০
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ●	সরলাবালা সরকার	৩·০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ●	মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

২০শে মে

॥ **কথাকলি-র ৪র্থ জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছে** ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস

বাজীকর ৮৲

...স্বর্ণ, শিরিণ, শ্রাবণী, জুলি স্যান্ডারসনের দল পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিয়েছিল বাজীকর গুণী দত্ত ওরফে গুনীডাটার জীবন-বহ্নিতে। ...কিন্তু কেন?...কি দেখেছিল তারা গুণীডাটার মধ্যে?...এ প্রশ্নের জবাব পাবেন

বাজীকর

উপন্যাসটি পড়লে

বাজীকর

সাম্প্রতিককালের একটি বলিষ্ঠ উপন্যাস

কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলি—৯

॥ সম্পূর্ণ ক্যাটালগের জন্য লিখুন ॥
কথাকলির বই সব দোকানেই পাবেন

ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা

পার্থসারথি

৪র্থ বর্ষ — বার্ষিক চাঁদা ৩৲

এজেন্ট ও লেখক চাই

৫/এ অক্ষয় বোস লেন, কলি ৪
ফোন : ৫৫-৬৩৫৩

(সি ১৩৭৬)

তিনটি অনবদ্য হাসির নাটক

বাদল সরকারের

বড়ো পিসীমা

[গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার।]

সলিউশন এক্স

[থিয়েটার সেন্টারের একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার।]

রাম-শ্যাম-যদু

প্রাপ্তিস্থান

দাশগুপ্ত এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিঃ ১২

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯

(সি ১৩৫৫)

॥ উপন্যাস ॥

সমরেশ মুখোপাধ্যায়	
গরলামৃত	৪·০০
বিমল চট্টোপাধ্যায়	
কোমল গান্ধার	৩·৫০
পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য	
শিল্পী	৩·৫০
নীহাররঞ্জন সিংহ	
মনোমর্মর	৩·০০
জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
পার্বতী (যন্ত্রস্থ)	

॥ নাটক ॥

ভক্তেন রায়	
চাকা	২·০০

পূর্বাচল পাবলিশার্স
৮/২ ভবানী দত্ত লেন, কলি-৭

(সি-১৬৬৯)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

রচনাবলী

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমহেন্দ্রনাথের রচিত পুস্তকাবলী বিবেকানন্দচরিত্র অনুধ্যানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী

১.২৫ নঃ পঃ

২। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ৩.২৫ নঃ পঃ
ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ৩.০০
ঐ ৩য় খণ্ড (ঐ) ৩.০০

৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ২.৭৫ নঃ পঃ
ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ২.৭৫ নঃ পঃ

৪। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

২য় সংস্করণ ২.০০ নঃ পঃ

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

[illegible] সংস্করণ ১.৫০ নঃ পঃ
[illegible]

[illegible]

১। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান
[illegible] নঃ পঃ

৩। তাপস লাটু মহারাজের
[illegible] ২.০০ নঃ পঃ

৩। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান .৫০ নঃ পঃ

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

(সি ৩৮২)

সম্প্রতি প্রকাশিত তিনখানি

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

রাঙা ভাঙা চাঁদ

প্রতিভা বসু

স্বামিগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল কুসুম। যে দেশে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা বলে পরিগণিত, সে দেশেরই এক অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের বধূ হয়েও স্বামীর যাবতীয় নিপীড়ন সহ্য করাকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলে মেনে নিতে পারেনি সে — জীবনের যথার্থ অর্থ সন্ধানে যাত্রা করেছিল অজানা পথে। প্রতিভা বসুর এই আধুনিকতম গ্রন্থটি বাচাল [illegible] প্রেমের গড্ডলিকাপ্রবাহচ্যুত এক অভিনব উপন্যাস।

দাম ৯.০০

বনপলাশির পদাবলী

রমাপদ চৌধুরী

বিচিত্রবিলাসের মত্ততায় যখন বাংলা সাহিত্যের স্রোতোধারা [illegible] হয়ে উঠেছে রসের সক্ষমতা বা জীবনবোধের গভীরতা নয়, [illegible] ও [illegible] যখন পাঠকের সুলভ প্রশংসা [illegible] সমর্থ, তখনও — সেই বিভ্রান্তির যুগেও চিরায়ত সাহিত্যের ফল্গুধারা যে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে তার সার্থক প্রমাণ ‘বনপলাশির পদাবলী’। গ্রামের মাটি এবং মানুষের হৃদয়ের মতই চিরন্তন এই গীতিকাব্য সমকালীন জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়েও দৃষ্টির সমগ্রতায় এবং অনুভবের গভীরতায় রূপান্তরিত হয়েছে কালজয়ী উপন্যাসে। “বনপলাশির পদাবলী” একটি চিরকালীন উপন্যাস একটি মহৎ জীবনসংগীত।

দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম ৮.৫০

রং বদলায়

বিমল মিত্র

[illegible] হোমরাচোমরা অফিসার মিস্টার সুহাস মুখার্জির [illegible] ছবির মত বাড়ির বাগানে একদিন খুন হলেন [illegible] কোম্পানির ইণ্টারন্যাশনাল [illegible]। কিছুদিন পরে আবার একজন খুন হলেন [illegible] মিস্টার মুখার্জির এই ছবির মত বাড়িতে। তিনি মিসেস মুখার্জি স্বয়ং। বিচিত্র-কাহিনী এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক নিজে বলেছেন: ‘বড় জটিল গল্প এটা। আমার অন্য সব গল্পের চেয়ে জটিল। জটিলও বটে আবার আলাদাও বটে।”

দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম ৩.৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

শনিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
৩০ বর্ষ ॥ ৩০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
Saturday 25th May 1963

বিজ্ঞান চর্চার সংকট

কোন কোন বিদেশী অর্থশাস্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি এখন দ্রুত ঊর্ধ্বগামী বিমানবন্দর থেকে এরোপ্লেন আকাশে উড়বার সময় এঞ্জিনের দৌড় শুরু হলে যে অবস্থা ঠিক যেন সে-রকম। শিল্পায়নের কাজ দ্রুতবেগগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত সমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় আমাদের শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ এবং পরিমাণ এখনও সামান্যই, তবুও বহুকাল পিছিয়ে-পড়া এ-দেশের যন্ত্রশিল্প ব্যবস্থার সম্প্রতিক প্রসার এবং উন্নতি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তা বলে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বোধ করা সঙ্গত নয়। আমাদের শিল্পায়নের বড় বড় পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ নানা দিক দিয়ে এখনও বিদেশের উপর নির্ভর। যন্ত্রকৌশল প্রয়োগের বিদ্যা প্রায় সবটাই আমাদের শিখতে হচ্ছে বিদেশ থেকে, নতুন নতুন যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হচ্ছে য়ুরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ায়। আমাদের বিজ্ঞানীরা যন্ত্রশিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন, কবে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসবে তার আশায়, নতুবা বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নতুন নতুন প্রক্রিয়ার নোহাউ অর্থাৎ গুপ্ত সন্ধি জেনে নেবার জন্য। একথা ঠিক যে পিছিয়ে পড়া দেশের পক্ষে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে উন্নত দেশগুলির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর না করে উপায় নেই। কিন্তু সেটা প্রথম পর্যায়ে, চিরকালের জন্য নিশ্চয়ই নয়। যন্ত্রকৌশল, জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য বিদেশ থেকে আহরিত হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য স্বাধীনভাবে অনুশীলন করা চাই যাতে আমাদের দেশেরও নিজস্ব বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য এবং মূলধন গড়ে ওঠে। আমাদের বিজ্ঞানীরা, যন্ত্রশিল্পীরা এবং সরকারী, বেসরকারী শিল্পব্যবসার পরিচালকগণ এ বিষয়ে কতখানি সজাগ হয়েছেন বলা কঠিন।

এ কালের শিল্পসমৃদ্ধি, বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি হল বিজ্ঞান, কেবল হাতে কলমে কল চালানোর জন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান নয়, মৌল জ্ঞানসন্ধানী বৈজ্ঞানিক গবেষণাও। বিদেশ থেকে ভারী ভারী কলকব্জা এনে, যন্ত্রকৌশল শিখে এসে শিল্পপত্তন এবং হাতে হাতে নগদ লাভ গণনা করা এক কথা, আর নিজেদের চেষ্টায় কলকারখানায়, গবেষণাগারে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানের মূলধন বাড়ানো অন্য কথা। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের দেশ অনেক দূর পিছিয়ে আছে একথা নতুন নয়, চিন্তার কথা হল এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ এবং উদ্যমেরও অভাব। শ্রীদেশমুখ কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণাকর্ম সন্তোষজনক নয়। আমরা অবশ্য ঐতিহ্যসচেতন জাতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠলেই আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র মেঘনাদ সাহা, রমণ কৃষ্ণন প্রমুখ গুটিকয়েক বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের নাম উচ্চারণ করে পুলকিত হই গৌরবান্বিত বোধ করি। দুঃখের বিষয় অতীত সাফল্যের নজীর দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজনমত অগ্রসর হচ্ছে না, গবেষণাকর্ম পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ গঠনের চেষ্টা ও নানা কারণে ব্যাহত হচ্ছে। এই স্পষ্ট অপ্রিয় সত্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

দিল্লীতে বিজ্ঞানকর্মীদের সভায় শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ এ বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় আমাদের দেশে এখনও নামমাত্র ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক গড়হিসেবে প্রত্যেক দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা এক থেকে দুই ভাগ বরাদ্দ হয়ে থাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। ভারতবর্ষে হয় শতকরা একভাগের এক-চতুর্থাংশ। আমেরিকা শিল্পসমৃদ্ধ ধনী দেশ, সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ বার্ষিক খরচ জাতীয় আয়ের ২·৮ শতাংশ, রাশিয়ায় তিন শতাংশ। কম্যুনিস্ট চীনের বৈষয়িক সামর্থ্য ভারতের তুলনায় অবশ্যই কম, কিন্তু সেখানেও আমেরিকানদের সংগৃহীত হিসাব অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ ব্যয় বৎসরে ২৩০ কোটি টাকার সমান। অথচ ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র ৪০ কোটি টাকা! অঙ্কের হিসাবে অর্থের পরিমাণ দেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মের প্রকৃত অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান-চর্চার জন্য বার্ষিক বরাদ্দের মোটা একটা অংশ যায় আমলাতান্ত্রিক তদারকী ব্যবস্থা পোষণে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কর্মের জন্য সম্ভবত মেলে মোট বরাদ্দ টাকার ছিটেফোঁটা মাত্র।

জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার, যেগুলি বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলির কাজকর্ম এবং পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা। অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মোট বরাদ্দ বৎসরে দেড় কোটি টাকার বেশী নয়। এই সামান্য পরিমাণ টাকারও সদগতি হয় না বহুবিধ কারণে। প্রথমত উন্নত পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মের জন্য নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। এসব অনেক যন্ত্রপাতিই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দে কড়াকড়ি এবং বিলম্বের ফলে গবেষণার কাজ ঠিকমত এগোয় না। গবেষণাকর্মে উৎসাহ এবং উদ্যমের অভাব ঘটে আরও নানা কারণে। বিদেশ থেকে যেসব বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এদেশে অধ্যাপনায় ও গবেষণাকর্মে সহায়তা করতে এসেছেন তাঁদের অভিমত আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী এবং ছাত্রদের বিদ্যা বড় বেশী পুঁথিগত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের, কলাকৌশল প্রয়োগ এবং উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি। মেধাবী ছাত্র গবেষণায় উৎসাহী, অধ্যাপকরাও খ্যাতিমান, কিন্তু বাঁধা লাইনে ভারী ভারী কিতাবী পুঁথিপড়া এবং পড়ানো ছাড়া বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যলোকে নিজেদের উদ্যোগে প্রবেশ এবং আবিষ্কারের চেষ্টা নাই। পারমাণবিক বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা গবেষণাগারে আধুনিক পরীক্ষামূলক কাজের সুযোগ সামান্যই পায়, এরকম ঘটনা দুর্লভ নয়। অধ্যাপকমণ্ডলী অবশ্য এর জন্য সর্বত্র সর্বাংশে দায়ী নন। পাশ্চাত্য দেশে পারমাণবিক বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে অসাধারণ দ্রুতগতিতে, এর সঙ্গে তাল রেখে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্র, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারে এসব যন্ত্র, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রবর্তনের সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের যে সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য, প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগকৌশল পাশ্চাত্য দেশে এক যুগ আগে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে বর্জিত, আমাদের গবেষণাগারগুলিতে চলছে তারই পুনরাবৃত্তি ও রোমন্থন। কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর না হতে পারলে বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সার্থক সুফলপ্রদ হওয়া অসম্ভব-প্রায়।

সিন্ধু শকুন

শিশিরকুমার দাশ

হে সিন্ধু শকুন শোন বিকেলের আলো
তোমার পাখায় এসে ঠোঁট রাখে, মেঘে মেঘে কালো
পাল তুলে সন্ধ্যা আসে, লুপ্ত হবে অন্ধকারে সব
হে সিন্ধু শকুন তুমি এখনও করনি অনুভব!

চাও চাও আমার চোখের দিকে, দেখ শান্ত তারা
আকাশেরও চেয়ে শান্ত, সময়ের কঠিন পাহারা
ভেঙে দিয়ে নিয়ে যাও দূর পাহাড়ের সেই গাছে
যেখানে আমার বধূ তৃষ্ণা নিয়ে আজো বেঁচে আছে—

সে এক অমর পাখি। একদিন এক গ্রীক বীর
আমাকে সমুদ্র থেকে বিঁধেছিল সুনিপুণ তীক্ষ্ণ তার তীর।
যখন আমার বক্ষ পড়েছিল সমুদ্রের জলে
বধূ শুধু বলেছিল, আমি জেগে রব নীল আকাশের তলে
আমি জেগে রব, রবে ছায়া, গাছ, এক ছোট্ট ঘর
তুমি শুধু ফিরে এস, যুগান্তের জন্মান্তের পর॥

শীর্ষ মুহূর্ত

অনিরুদ্ধ কর

বড়ো কাছে এসেছিল প্রদোষের সান্ধ্যরেখালীনা
মুহূর্তের বিন্দুগুলি যা কিছু তখন ইতস্তত—
ঘুরতে ঘুরতে থেমে গিয়েছিল, যেন নাচের আসরে
চঞ্চল চরণস্তম্ভ সেইমাত্র অবলোকনের
জন্য থেমে গেল বহু অলীক মুদ্রায় যে বিশাল
অট্টালিকা গড়ে উঠবে কথা ছিল কিছুই হল না,
কৌতূহল ডাক দিল উন্মোচিত রহস্যের ঘরে।

মুখের রেখার পাশে নিঃশ্বাসের অনচ্ছ উষ্ণতা
পতঙ্গের মতো ওড়ে, ভিতরে ভীষণ তীব্র আলো
মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে।
প্রদোষের সান্ধ্যরেখালীনা
চঞ্চল বিন্দুর ঘূর্ণি পেয়েছে অজ্ঞাতে ভয়ে দোলে
স্মৃতিপুঞ্জ, চতুর্দিকে সাংকেতিক নীরব সৌরভ।

সে

সুনীলকুমার নন্দী

'ও কে ও কে, ও কে গো', এই মধ্যনিশীথে
চমকে আলো জ্বালালে কেন, কই তো কিছু নেই—

হয়তো পাখির উড়াল ডানার পথিক হাওয়া। যে
তোমার আমার মধ্যে যেন ফেললো ছায়া কে?

ছম্ ছম্ ছম্ · আলোয় এ কী ছায়াও দেখি নেই—
স্বপ্ন পাখি, তবু তাকে মুছতে পারি নে।

হঠাৎ এসে শব্দ তোলে খাড়াই খাদে সে
শব্দ তোলে 'ও কে, ও কে' মধ্যনিশীথে।

শব্দে ফেরে অবিশ্বাসী হাসির কাঁপুনি:
অবাক, তুমি অন্ধকারের শব্দ শোনো নি!

থই থই থই অন্ধকারের আবছা গহনে
ছল্ ছল্ ছল্ শব্দ বাজে, বইতে থাকে সে

তোমার আমার মাঝখানে, খুঁজতে থাকে কী
নিশিপাওয়া স্বপ্ন, ও আর সইতে পারি নে:

জ্বালাও আলো, হাত টেনে নাও, একটু আড়াল নি।

বৈদেশিকী

কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে "মন্ত্রীর পর্যায়ে" যে আলোচনা চলছিল সেটা শেষ হয়েছে। আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, দু পক্ষ কোন মীমাংসায় উপস্থিত হতে পারেননি ভারত সরকারের পক্ষে রেলমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের পক্ষে বৈদেশিক বিভাগের মন্ত্রী শ্রী ভুট্টো আলোচনা চালান। ছ' মাসে ছ'টি বৈঠকে ছ' কিস্তি আলোচনা হয়। প্রথম বৈঠক হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর এবং শেষ বৈঠক শুরু হয় বর্তমান মাসের ১৬ তারিখে। আলোচনার বৈঠকগুলি রাওলপিণ্ডি, নতুন দিল্লী, কলকাতা এবং করাচিতে হয়েছে। আলোচনার প্রথম কিস্তি শুরু হবার প্রায় এক মাস আগে ১৯৬২ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট একটি যুক্ত বিবৃতিতে কাশ্মীর এবং অন্যান্য বিষয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সব মতবিরোধ ও অনৈক্য আছে সেগুলির মীমাংসার জন্য নতুন করে চেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

সেই যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতেই গত ছ' মাস ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে আলোচনা চলে। কিন্তু এই আলোচনা যে একটা মীমাংসার দিকে পৌঁছবে না সেটা অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল। সুতরাং এই কিস্তির পর [illegible] আলোচনার যে অবসান হয়েছে [illegible] ভালোই হয়েছে। কিন্তু এর ফলে সমস্যার গুরুত্ব এবং মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা [illegible] কিছু মাত্র কমে [illegible] কি উপায়ে মীমাংসায় পৌঁছান [illegible] অধিকতর সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এই সমস্যার সঙ্গে চীনা আক্রমণের প্রতিরোধকল্পে ভারতের প্রস্তুতির সমস্যা একটা দিক বিশেষভাবে জড়িয়ে গেছে। পাকিস্তান সরকার এক দিকে কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে দোস্তি করে ভারতকে আরো বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন এবং অন্য দিকে আমেরিকা এবং বৃটেনের উপর এই বলে চাপ দিচ্ছেন যে, কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের সামরিক সাহায্যের চাহিদা বৃটেন ও আমেরিকা যদি উপযুক্ত পরিমাণে মেটাতে অগ্রসর হয় তবে পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিমী মিত্রদের সম্পর্কে গোলমাল হয়ে যাবে।

বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেন্ট অবশ্য ভারত সরকারকে বলছেন যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না হলে ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হবে না—ব্যাপারটাকে তাঁরা এভাবে দেখছেন না। কিন্তু কার্যত তাঁরা পাকিস্তানী চাপকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারছেন বা পারবেন এরূপ মনে [illegible] না। পাকিস্তানী চাপের কথা ছাড়াও বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেন্ট স্বাভাবিকভাবেই মনে করতে পারেন যে, ভারত ও পাকিস্তানী সরকারের আত্মরক্ষানীতি [illegible] মোটেই এক সূত্রে বাঁধা না হলে কম্যুনিস্ট চীনের দিক থেকে যে বিপদ আজ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তাকে ঠেকাবার কোনো সুসমঞ্জস ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন অথবা প্রায় অসম্ভব।

আজ পাকিস্তানী সরকার যে অদূরদর্শী সুবিধাবাদের আশ্রয় নিয়েছে সেটা কত দূর বিপজ্জনক, সে কথা তাঁরা বোঝেন না এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'টু সাকসেসফুল' হওয়া। ধরা যাক পাকিস্তানী সরকার তাঁদের বর্তমান নীতিতে অটল রইলেন এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ছাড়া তাঁদের বাকী ইচ্ছা-পূর্ণ হল অর্থাৎ ভারত সরকার বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য পেলেন না এবং ফলে কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের দক্ষিণমুখী বিস্তার রোধ করা সম্ভব হল না। তার পরিণাম পাকিস্তানের পক্ষে কী দাঁড়াবে তার বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। কাশ্মীর সমস্যার দরুনই হোক বা অন্য কারণেই হোক ভারত ও পাকিস্তানের আত্মরক্ষানীতি যদি পরস্পরবিরোধী হয়ে চলতে থাকে তবে সেটা উভয়ের পক্ষেই [illegible] হবে [illegible]

কথা [illegible] পাকিস্তানী সরকার [illegible] চালাচ্ছেন [illegible] কিন্তু [illegible] সেই উদ্দেশ্যই [illegible] হবে অথচ ভারতের [illegible] নও ছিটকে পড়বে— সেইটে [illegible] মার্কিন সামরিক সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে [illegible] সুবিধাবাদী চোখে দেখলে তাতে [illegible] দরকার

'আকাশবাণী' ও 'বসুমতী' কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত বিভূপদ কীর্তি
রচিত জীবনালেখ্য

মিলারেপা ঃ তিব্বতের প্রাণপুরুষ

॥ দাম ৪·৫০ ॥

শেফালিকা প্রকাশনী ॥ ৬৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলি-১২
গ্রন্থপ্রকাশ ॥ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-১২

নতুন শিক্ষাবর্ষ

চিত্রাংশু

॥ চারু ও কারু শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ॥
৩৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯
ফোন : ৪৬-২৭৬৯

মে মাস থেকে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞানপত্র ও দুই বৎসরের প্রশংসিকার শিক্ষাক্রম : সুকুমার চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা, আলঙ্কারিক চিত্রকলা, আলঙ্কারিক কারুশিল্প, বাটিকের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়ন, আলঙ্কারিক সূচীশিল্প ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণের সময় : সন্ধ্যা ৬—৮॥ ঘটিকা। স্টুডিও ওয়ার্ক, চারু ও কারু-শিল্পের গ্রন্থাগার, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের ব্যবস্থা। শান্তি-নিকেতন ও কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ দ্বারা শিক্ষাপরিষদ গঠিত। শিশুদের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা। আবেদনপত্র ও কার্যবিবরণী সকাল ১১—সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

কোন প্রমাণ দেখা যাবে না, তা নয়। কিন্তু সেই কূটনৈতিক দক্ষতা যে দিকে চলছিল, সেই দিকেই যদি চলতে থাকে তবে সেটা একটা বন্ধ গলিতে ঢুকবে।

এক দিকে মার্কিন সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান বেশ কিছুটা সামরিক শক্তি সংগ্রহ করেছে, অপর দিকে "সিয়াটো"র অন্তর্ভুক্ত হয়েও ভারতকে বেকায়দায় ফেলার যখন দরকার তখন কম্যুনিস্ট চীনের সংগে দোস্তি করতে তার আটকায়নি, আমেরিকা তাকে ঠেকাতে পারেনি। এর দরুন পশ্চিমা মহলে যতটা ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদন স্বাভাবিক ছিল তারও অনেকটা কায়দা করে ভারতের উপর দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যা মেটাবার আগ্রহ ভারতের নেই এই ধরনের ফলাও প্রচারের আড়ালে কম্যুনিস্ট চীনের দিকে পাকিস্তানী সরকারের দোস্তির হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা অনেকখানি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই কূটনৈতিক সাফল্যের একটা সীমা আছে এবং এখন অবস্থাটা সেই সীমার কাছেই প্রায় পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানী সরকারের হাতের বাণ শক্তিশালী সন্দেহ নেই, কিন্তু বাণটি এইরকম যে প্রয়োগ না করা পর্যন্তই তার মূল্য, প্রয়োগ করলেই সেটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যা করব বলে ভয় দেখানো হচ্ছে তার শক্তি ততদিন, যতদিন তা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ যতদিন সেটা কাজে করা হয় না; কাজে করার সংগে সংগেই সব উল্টে যাবে। যেমন কম্যুনিস্ট চীনের সংগে পাকিস্তান যেটুকু দোস্তির ভাব দেখিয়েছে তার দ্বারা পশ্চিমাদের ভয় দেখানো চলে, কিন্তু এর চেয়ে বেশী এগুতে গেলে পাকিস্তানের নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে হবে।

অবশ্য এসব কথার এই অর্থ নয় যে, ভারত সরকার এতোদিন যে পথে চলে এসেছেন সেটা সবই ঠিক পথ। অপরিণামদর্শিতা কেবল পাকিস্তানী সরকারের একচেটিয়া গুণ নয়। কিন্তু দু' পক্ষের দোষগুণের চুলচেরা বিচার করে কোনো লাভ নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা যেটা মনে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে এই যে, ভারত বা পাকিস্তানের স্বার্থ পরস্পরবিরোধীভাবে তো নয়ই, পরস্পরনিরপেক্ষভাবেও রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার অর্থ এই যে, কোন কোন বিষয়ে—এবং সেগুলি সবই মৌলিক বিষয়ে—ভারত সরকারের বা পাকিস্তান সরকারের কেবল ভারতীয় বা কেবল পাকিস্তানী দৃষ্টি নিয়ে চললে চলবে না এই সমগ্র উপমহাদেশের সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে স্ব স্ব রাষ্ট্রের কল্যাণ খুঁজতে হবে। যা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর নয় সেটা একের পক্ষেও কল্যাণকর নয়—এই বোধ স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। এটা সহজসাধ্য নয় কিন্তু সহজ পথে সব পাওয়া যাবে এরূপ আশা করেও কোনো লাভ নেই।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা ব্যর্থ হল কেন [illegible] বিষয়। কিন্তু এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটাও ঠিক দু পক্ষের মধ্যে পূর্বাপর সরাসরি আলোচনা ছিল না, অন্ততপক্ষে প্রেরণার দিক থেকে। প্রয়োজনের তাগিদ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেরণা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, বরঞ্চ সে দিক দিয়ে প্রধানত ইংগ-মার্কিন তাগিদই ছিল গত নভেম্বর মাসের নেহরু-আয়ুব খান যুক্ত বিবৃতির মূলে।

এই ছ' মাসব্যাপী আলোচনায় মীমাংসার পথ পাওয়া গেল না। এখন একটা প্রস্তাব চলছে—মধ্যস্থের শরণ নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা হোক। মীমাংসার উপায় হিসাবে মধ্যস্থতা কার্যকর হতে পারে, কিন্তু তার জন্য উভয় পক্ষের একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ভাব থাকা দরকার। যে ক্ষেত্রে বিপদটা এইরকম যে, নিষ্পত্তির পরে আর দু পক্ষের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রাখা অত্যাবশ্যক নয়, সেখানে মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হওয়ার মতো মন হলেই হল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বিবাদের মীমাংসাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, সেখানে পরবর্তীকালে সদ্ভাবই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। যেখানে বিবাদ নিষ্পত্তির পরে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত না হলে নিষ্পত্তিই অর্থহীন হয়ে যাবে সেখানে আসল মীমাংসা মধ্যস্থের সিদ্ধান্তের উপরে নয়, দু পক্ষের অনুকূল মনোভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রেও মধ্যস্থের সহায়তা নিতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মীমাংসাকে সত্য করতে হলে তার আসল শক্তি দুই পক্ষের মনোভাব থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

কোনো কোনো সময়ে [illegible] মানুষ [illegible] কেউ একবার [illegible] কঠিন হয়ে ওঠে। [illegible] সময়ে দু পক্ষের মুখপাত্রগণ এরূপ কথা বলেন [illegible] এরূপ ভঙ্গী সহকারে [illegible] এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন যে তাঁদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও সেই অতিচড়া সুর বা ভঙ্গী ত্যাগ করে অন্যরকম কিছু বলা বা করা কঠিন। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতারা এতোদিন একটা বিশেষ ভংগী নিয়ে চলেছেন এখন যদি তাঁরা সেটার পরিবর্তন আবশ্যক বলে মনেও করেন কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার খাতিরে তা করতে সাহস করেন না যাকে "লোকমতের" ভয় বলা হয়। এ কথা ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্থ মানলে মীমাংসার সুবিধা হতে পারে। কারণ, যে মীমাংসা রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দায়িত্বে করতে ভয় পেতেন, সেটা মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে পারা এবং স্ব স্ব দেশের লোকদের দিয়ে মানানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

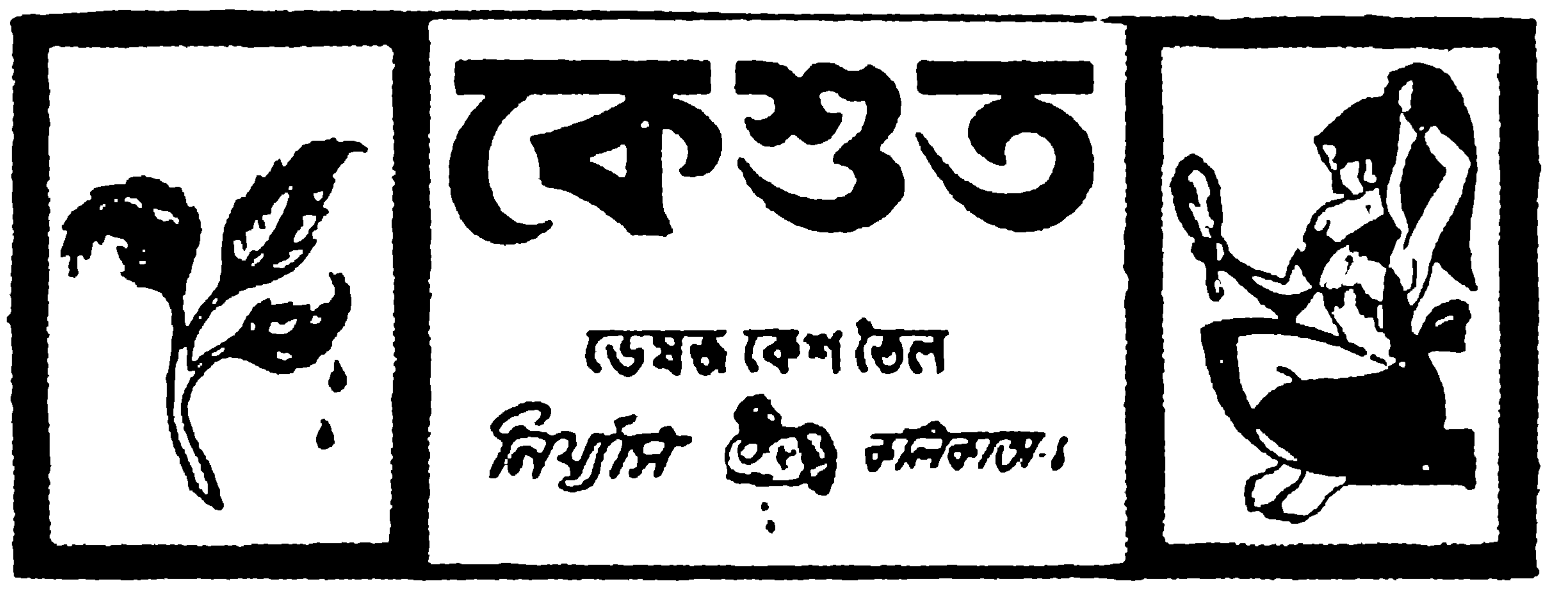

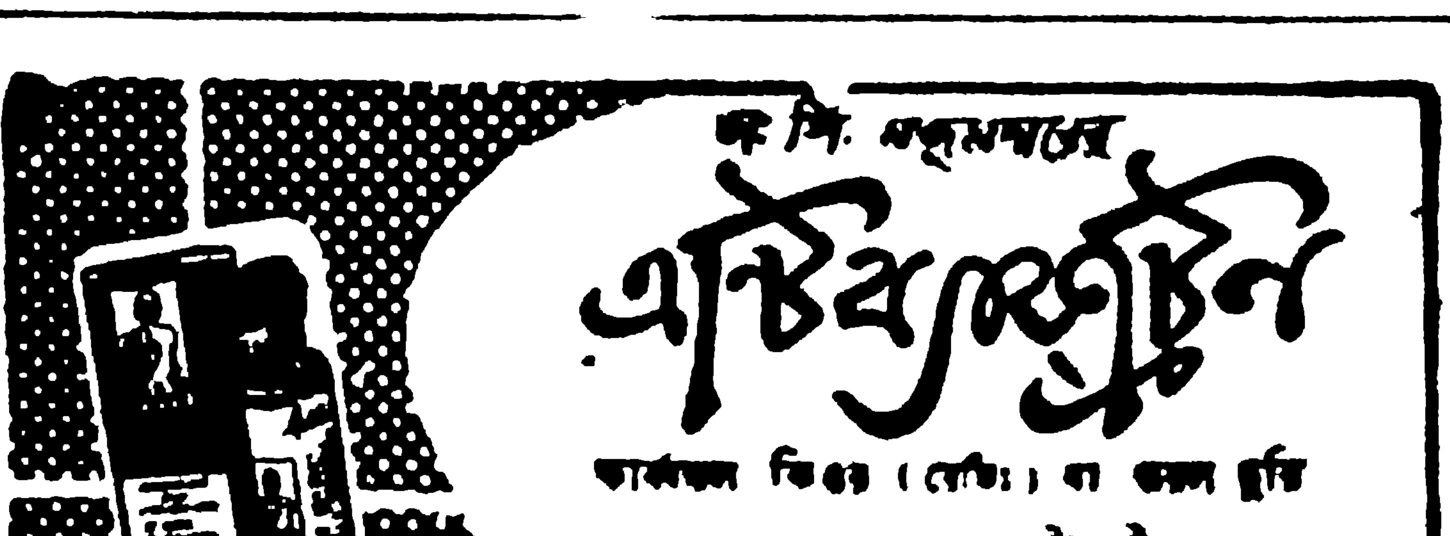

সোল এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং, কলিকাতা-১১
(সি-১১৪৬)

ভ্রূণাক্ষরে

ফর্ম আর কনটেন্ট—শিল্পকর্মের আকৃতি বনাম প্রকৃতিগত তর্কে গতবার বিস্তর বাগবিস্তার করেছিলুম। সেই লেখা ছাপা হয়ে এল, তখন টের পেলুম অত প্রগলভতার দরকারই ছিল না, স্বয়ং কবিগুরুর তিনখানি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হত। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ সর্বাংশে শ্রেয়। আকারের স্বাতন্ত্র্য প্রকারের সাজাত্যকে ঢেকে ঢুকে রাখে, তার প্রমাণ—নৈবেদ্য, খেয়া গীতাঞ্জলি। এই ত্রয়ী যে রক্তসম্পর্কিত সেটা নিঃসংশয়, কিন্তু একেরই যে ত্রিবিধ প্রকাশ, তা কি তৎকালে পাঠকমাত্রেই অনুমান করতে পেরেছিলেন? আমার ধারণা না। নৈবেদ্যে উচ্ছ্বাস কঠিনভাবে শাসিত, তাতে সমর্পিত কয়েকটি সনেটের সমষ্টি মাত্র। গীতাঞ্জলি গান, আরাধ্যের প্রতি অবোধ্য আবেগে শ্বসিত। খেয়ার মূল আনন্দ কাব্যপাঠের। সেখানে বাক্যের দুলাল যে-বালিকার ঘরের সমুখ পথে চলে যাবে চলে গেছে, তার আকুল হাহাকারই ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হতে শুনেছি। মেয়েটি সেই নির্মম উদাসীনকে কী দিয়েছে, তা কেউ জানে না কিন্তু আমরা ঘরের সমুখে প্রাঁক চাকার চিহ্ন দেখে জেনেছি। কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে কোন্ উদাসীন কারে আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে চলে গেল তার আলো একবার ভেসে গেছে জলে অকারণে, একবার আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলেছে, সেও অকারণে, সবশেষে দীপালিতে লক্ষ দীপের সনে পুড়ে পুড়ে ফুরিয়েছে। অনাবশ্যক অপচয়ের অর্থহীনতাকে তীব্র করে তুলেছে সেই এক জনের অধীরতা, বারবার ডেকে ডেকে যে বলেছিল, 'আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা। দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।' একটি অসহায় অনুরোধের বেদনা সমস্ত কবিতাটিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এর সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় এই সুনিশ্চয় ঘোষণা, আঘাত সংঘাত মাঝে এসে দাঁড়ানোর সাহস, উচ্চশির, ভয়শূন্য চিত্তের প্রার্থনার মিল আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ। এখান থেকে গীতাঞ্জলির সুরনির্ভর নির্ভার অভিসার মনে হবে, ঢের দূর লোক লোকান্তরের।

কেন। তিন সঙ্গীর আন্তরিক একাত্মতা ঢেকেছে কিসে। স্পষ্টতই প্রকাশে। বিভ্রমের হেতু পোশাক, বিভ্রমের হেতু আধার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক দিন তিনকে একাকার করে দিলেন। ইংরাজী গীতাঞ্জলির কথা বলছি ফর্মের খোলস খসল, নিরলংকার তর্জমায় নিরাকৃত হল বলেই তো নৈবেদ্য খেয়া আর গীতাঞ্জলিকে অবাক আমরা আসলে এক বলে মেনে নিলুম। কাশের বনে শূন্য নদীতীরের মেয়েটিকে সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে সহজে সহ-অবস্থিত দেখলুম বলেই তো খেয়া আর গীতাঞ্জলির মূলে যে স্বাদ-স্বাতন্ত্র্য তাকে ভুললুম

*

ওবারের টিকাটিপ্পনীর লেজ খসল এবার কথান্তরে যাওয়া যাক। শুধু তাঁর আসর বক্তৃতায় একটি বেটৈকানিক [illegible] করবেন বলে শাস দিচ্ছেন [illegible] ক্রমাগত ভাঙচি দিচ্ছিল [illegible] কোটেশনটি ওঅর্ডস্বার্থের

এই প্রখ্যাত কবি সম্পর্কে আমার [illegible] আপনা আপনি একটা প্রতিরোধ আছে একটা হেতু জানি ইনি অপার সব [illegible] কেতাবের তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলত প্রাপ্যের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক পৃষ্ঠা অধিকার করে থাকেন।

কিন্তু একমাত্র হেতু তাই নয় প্রকৃতি-রসিক বলে ওঅর্ডস্বার্থের প্রসিদ্ধিও। কবি [illegible] যে নিতান্ত প্রাকৃতজন হলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমার কোন প্রতিবাদ নেই। চাঁদ উঠুক ফুল ফুটুক কদমতলায় যে-কোন প্রাণী যমন-খুশি তেমন নাচুক, তারিফ করব। আমার আপত্তি কেবল ছাপটা নিয়ে। ছাপ বড় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়ে ছাপের চেয়ে বরং চাপাচাপি ভাল। প্রকৃতি [illegible] আছেই থাকবেই, যে-পরিবেশে আছি যে পটভূমিতে নড়াচড়া করছি তার মধ্যে নিশ্চিত অবিচল, স্থির। যেমন আমার এই ঘরে ভরপুর হাওয়া আমার বিছানায় চলকে পড়া সকালের কয়েক চামচ রোদ। রয়েছে জানি কিন্তু সচেতনভাবে নয়, অন্তত আলোচনার বিষয়ীভূত তো কখনই তা নয়।

মূক সুখও সুখ, কিন্তু আমার বরাবরের সন্দেহ ওঅর্ডস্বার্থ এই অপার অনুচ্চার সুখের রহস্য জানতেন না। জানলে প্রকৃতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীকে নিশানের ডগায় পতপত করে ওড়াতেন না, বরং গোপন কথাটি প্রকটিত হবার লজ্জায় অধোবদন হতেন। (হাক্সলীর 'ওঅর্ডস্বার্থ ইন দি ট্রপিকস' মনে পড়ে? হাক্সলী বলেছিলেন, ইংলন্ডের মনোরম লেক তাল্লুক ওঅর্ডস্বার্থের নয়ন মনের দাই ছিল বলেই না তিনি নিসর্গে কেবল 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি' ইত্যাদি মন্ত্র ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন। পড়তেন কঙ্গোর জঙ্গলে তা হলে নিসর্গকে এমন হৃদয়-হরণ বলে ঠেকত না।)

অবহিত আছি বাষ কিছুটা একপেশে হয়ে গেল। কেন না, এই চাপানের পরে 'প্রিলিউডের' উতোর আছে। যে কবিতাটিতে ওঅর্ডস্বার্থ প্রকৃতিতন্ময় নন; বস্তুত ভীত। সেখানে একটি পাহাড় কবিকে তাড়না করেছে তার সন্ধ্যা ভয়ংকরতায় তিনি পীড়িত।

[illegible] মসলিন নয় নিসর্গকে তার [illegible] নিষ্ঠুর নখ-দাঁত তার আলো-কালো স্বরূপ সমেতই চিনে নিতে হবে। শুভে-অশুভে স্থাপিত যে দেবতার পাদপীঠ তিনিই উপাস্য হন ভয়ংকরকে সুন্দরের ছদ্মবেশ পরব [illegible] ভয়ংকরকে ভয়ংকর রূপেই গ্রহণ করব সঘন কৃষ্ণ অন্ধকারে [illegible] ক্ষণকাল [illegible], তবেই [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ হয় [illegible] প্রতিষ্ঠা [illegible]

[illegible] গড়েছিলেন তাঁরা [illegible]কে কল্যাণে চোলাই করতে চাননি। [illegible] বিষ মঙ্গলের প্রতীক শিবের [illegible] এই কল্পনার মধ্যে মঙ্গল অমঙ্গল [illegible] প্রয়োজন এই সত্য স্বীকৃত।

এখানে একটি প্রশ্ন বাকী থাকে। ভয়াল [illegible] কেবলই নেতিবাচক একটি সংজ্ঞা [illegible] নয় [illegible] থীসিসটিরই কি অ্যান্টিথিসিস শয়তান না ঈশ্বরবিদ্রোহী [illegible] সেই সম্ভ্রান্ত গম্ভীর ভীমসত্তাকে [illegible] করতে চাই না। সে কেবল নাস্তি [illegible] বলে না সে যে কী অলজ্জ-স্পষ্টভাবে [illegible] জানায়। শয়তানও একটি সদর্থক [illegible]। অহংকার শুধু বিনয়ের অভাব [illegible] বরং স্বরূপে স্ববশ, কঠিন এবং [illegible] দিনের যমজ সহোদরামাত্র নয়। সত্য [illegible] বলতে কি অন্ধকারই তো আদিম, [illegible] যত প্রাচীনই হোক, সৃষ্টিতত্ত্ব বলে, [illegible] কোন সনাতন পুরুষের ইচ্ছায় তার আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু তারও আগে চরাচরলোকে অন্ধকারই একমাত্র হয়ে ছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন, সাদা সর্ব-বর্ণের আধার, শুচিতা বিরুদ্ধতাই নাকি কালো। এই বৈজ্ঞানিক সত্য কিন্তু শিল্পের সত্য নয়। সাদাকেই বরং দেখি নীরন্ধ্র নিরাকার নির্বিকার; যেন গোয়ালে নিরীহ ধবলী। কালো তার বিকার, তার আসক্তি তার কর্কশ-রুক্ষতা নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহে মহিমময়ীর প্রগাঢ় মজে আছে।

অতীত

রাজলক্ষ্মী দেবী

সেই সব ছেলেরা কোথায়?
কলেজের মাঠে, গঙ্গার তীরে
উৎসাহী মুখ।
দু'পয়সা ঠোঙা বাদামের ঝোঁকে
কাব্য অথবা রাজনীতি করা,
জলের মতন স্বচ্ছ দু' চোখে
অশোক অভীক যৌবন ভরা—
সেই সব ছেলেরা ছেলেরা ছেলেরা কোথায়?

সেই সব মেয়েরা কোথায়?
টান করে বাঁধা চুল আছে ঘিরে
সংবৃত মুখ।
ভূষণ-বিহীন ঋজু দেহদীপে
উচ্চাশা যারা রাখতো জ্বালিয়ে,
হৃদয়ের চোরা জনহীন দ্বীপে
বাঁধতো না তরী,—বাঁচতো পালিয়ে।
সেই সব মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা কোথায়?

যখন রাস্তার ধারে

কেতকী কুশারী

যখন রাস্তার ধারে একসঙ্গে জ্বলে ওঠে বাতি,
অথচ আলোর স্মৃতি ঘিরে থাকে বসন্ত-আকাশ,
বিকাল চায় না যেতে, ভালোবেসে সেধে হয় সাথী,
আস্তে আস্তে থেমে আসে দীর্ঘসূত্রী দিনের নিশ্বাস,

চীনা কালি দিয়ে আঁকা চেরা-চেরা নিষ্কম্প শাখায়
নম্র নীল জলছবি চিন্তাহীনতায় নেমে আসে,
ঘড়ি-টিক্‌টিক্ ঘরে দেওয়ালের রঙ বদলায়,
চেতনা নির্ভর হয়ে কর্মহীন শূন্যতায় ভাসে,

এমন সন্ধ্যায় যারা অল্প অল্প জ্বরের শিয়রে
ট্র্যাফিকের অবাস্তব গুঞ্জন কখনও শুনেছে,
তারা জানে, যদিও বা মোহগ্রস্ত এমন প্রহরে
অনাবশ্যক খেদ দূর করা সহজ হয়েছে,

তবুও সময় চিরে একরত্তি কাঁটার মতন
ক্ষীণ-হয়ে-আসা গন্ধ লেগে থাকে পুরোনো শিশিতে,
সে দৃষ্টি বারবার করে উৎকাতুর আলো-অন্বেষণ
একবার হয়েছে যার অন্ধকার ড্র্যাগন-নিশীথে।

তখন আপনার হাসি সংগোপন সমুদ্রসৈকতে
হাজার হাজার বার ভেঙে পড়ে স্বচ্ছ পূর্ণিমায়,
বুলায় পালকস্পর্শ বালুকার পরতে পরতে
গ্লানিহীন কলস্বরে জ্বরতপ্ত পৃথিবী ভরায়।

'বনলতা সেন' নয়

বেলা দত্তগুপ্ত

হাজার
হাজার দিন আমি এই পথ হাঁটি দেখি।
সবাই দেখেছে তাকে
তোমরা, আমরা, আরও অনেকে
শেয়ালদা' থেকে মৌলালীর পথ ধরে
যে ছোট মেয়ে প্রতিদিন চলে, ফেরে,
বুকে পিঠে জগদ্দল বোঝা বয়ে
নত হয়ে।

চুলে তার
বিদিশার নিশা ঘনাবে না কোন দিন;
রুক্ষ, তৈলহীন
বিবর্ণ একগুচ্ছ শণ
অকৃপণ বাতাস ওড়ায় অকারণ।

মুখে তার সত্যিই শ্রাবস্তীর কারুকার্য!
কিংবা গান্ধার শিল্পের!!
যন্ত্রণায় আহত, আয়ত চোখ,
নাক, মুখ শীর্ণ হতে হয়েছে শীর্ণতর;

যৌবন করেছে তারে ক্ষমা।
ঝড়ে, জলে রোদ্দুরে
ভিজে, পুড়ে
সে সচল টেরাকোটা
দেখেছি প্রতিদিন কী যন্ত্রণায় মরে!

একদিন,
ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলা
সন্ধ্যা নেমেছে মৌলালীর মোড়ে;
লোক, জন, আপিস, কাছারী।
ট্রাম, বাস, ট্যাক্সীর ভিড়ে
কোন ফাঁকে সে
দাঁড়িয়েছে এসে একেবারে মুখোমুখি।
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে
বলেনি সে —"এতদিন কোথায় ছিলেন?"
বলেছে —'কিছুই হয়নি বিক্রি,
বাবু, একটা লেমন নেবেন?

শিল্পীর স্বাধীনতা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

মানুষের পূর্ণবিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখা যদি সভ্যতার লক্ষ্য হয়—চিন্তায় ও বাক্যে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শিল্পী বলতে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে আমার মনে হয় না। এই মানুষই যখন ছবি আঁকে যখন গান গায় বেহালায় 'ছড়' টানে কি গল্প কবিতা লেখে বা অন্য কোন শিল্পকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাকে আমরা শিল্পী বলে আখ্যাত করি। কে কতটা শিল্পী অঙ্কের হিসাব দিয়ে তা স্থির করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা শিল্পী বলি আবার গাঁয়ের গহর কবি—কোনদিন যার রচিত একটি গান বা কবিতা মুদ্রণযন্ত্রের পেষণে কলঙ্কিত হয় নাই তাকেও শিল্পী বলতে আমাদের, অন্তত আমার, কুণ্ঠা প্রকাশের কোন হেতু আছে বলে বিবেচনা করি না। যা আজ যিনি শেয়ারের বাজারে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন কাল তিনি চমৎকার একটি কবিতা লিখে ফেলবেন না বা গোপনে রাত্রির নিঃসঙ্গতায় ইতিমধ্যে লিখতে আরম্ভ করেন নি হলফ করে তা কে বলবে। মানুষই শিল্পী হয়—শিল্পবোধ প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করতে পারে বৈকি। কাজেই চিন্তায় ও বাক্যে মানুষের স্বাধীনতার মধ্যেই শিল্পীর স্বাধীনতারও স্বীকৃতি রয়েছে। আর এ-ও সত্য একজন শিল্পী যতটা শিল্পী ততখানি সে মানুষ। সে দেবতাও না শয়তানও না। মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের প্রতি স্বদেশের প্রতি তার যতটা দায়িত্ব রয়েছে শিল্পী হিসাবেও ততখানি দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে মানুষ হিসাবেই তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। শিল্পী এই বিবেচনায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রে আইনভঙ্গের অপরাধের [illegible] কেউ কোনদিন দণ্ডভোগ থেকে [illegible] পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। [illegible] আর [illegible] শিল্পীর স্বাধীনতা [illegible] বা স্বাধীনতা [illegible] কোন শিল্পী [illegible] [illegible]

প্রস্তুতি দ্বারা যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্যত হবে শিল্পীও তার কবিতা কি অন্য ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করবে। এর অন্যথা ঘটবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো শিল্পীও কোন রাষ্ট্রিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা কি কুব্যবস্থার দরুণ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, হৃষ্ট বা রুষ্ট হতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও শিল্পীর একটা আলাদা জগৎ আছে বৈকি। সেই জগতে সে তার সৃষ্টি নিয়ে তন্ময়। সেখানে তার দেশ নেই সমাজ নেই আত্মীয় নেই বন্ধু নেই। অথবা সব দেশই তার দেশ। সব মানুষই তার আত্মীয় বন্ধু। রূপের ধ্যানলোকে শিল্পী একান্তভাবে নিমগ্ন। কোন প্রচলিত আইনকানুন সমাজ ব্যবস্থা কি রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের পক্ষে কি বিপক্ষে যদি সে কথা বলে সভা করে বই লেখে তবে নাগরিক হিসাবে যতটা করার সে করেছে। আমি বলব তখন সে শিল্পী নয়। তখন সে আর পাঁচজনের একজন। যদি কোন শিল্পী তার সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে তখন আমি ঐ শিল্প কর্মকেও রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক রচনা বলেই অভিহিত করব। এবং এরকম শিল্পসৃষ্টির যে প্রয়োজন নেই সেকথাও আমি অস্বীকার করছি না। স্বদেশের স্বাধীনতা স্বদেশবাসীর কল্যাণ তো বটেই অপর দেশের স্বাধীনতা বা সেই দেশের মানুষের কল্যাণ যখন বিপর্যস্ত বা বিপন্ন হয় তখনও শিল্পী নীরব থাকতে পারে না। সেদিনও আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের মত শিল্পীদের কণ্ঠ থেকেও প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়েছে। কিন্তু এই সমবেত ও সহানুভূতির পরেও শিল্পীকে এক সময় এমন এক রাজ্যে চলে যেতে হয় যেখানে সে মর্যান্তিকভাবে নিমগ্ন। সেই রাজ্যে বসে সে নিজের মনে [illegible] হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান করে। [illegible] এই [illegible] প্রেরণা। কিন্তু [illegible] মানুষ [illegible] [illegible]

শিল্পসৃষ্টি করতে বাধা হচ্ছে। এমন অবস্থা যেখানে ঘটে সেখানে শিল্পী কতটা শিল্পী থাকে সেটাই ভাববার কথা। যান্ত্রিক উপায়ে [illegible] ফুটিয়ে বাচ্চা বার করা হচ্ছে, [illegible] পদ্ধতিতে ফসল ফলান হচ্ছে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও যদি যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার উন্মাদনায় মানুষকে পেয়ে বসে তবে মানুষের ও তার সভ্যতার পরিণতি কি [illegible] মতো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে একদিন সকালে [illegible] শুনব এমন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রয়োগ করা [illegible] বনের সমস্ত পাখি [illegible] [illegible] সেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা [illegible] নীরব করে দেওয়া যাবে। [illegible] নয়। তবে আমার কথা হয়তো [illegible] এমন ব্যবস্থা হবে সেই দেশের [illegible] আকাশ ছেড়ে পাখিরা [illegible] আকাশে উড়ে যাবে। [illegible] তারা আর তখন পাখি থাকবে না। [illegible] ওপর [illegible] [illegible]

পাখিকে গান গাওয়ানোর দূরকথা আমাদের [illegible] পীড়িত করে ততখানি কি তার [illegible], বেশি পীড়িত করে যখন শুনি রাষ্ট্রীয়-যন্ত্রের চাপে পড়ে কবিকে কবিতা লিখতে হয়, ঔপন্যাসিককে উপন্যাস লিখতে হয় ও চিত্রশিল্পীকে ছবি আঁকতে হয়। কিন্তু [illegible] প্রশ্নঃ যে দেশে এমন রাষ্ট্রযন্ত্রের পত্তন হয়েছে সে-দেশের শিল্পীরা কেন তাদের শিল্পীসত্তা ত্যাগ করে মানুষ হিসেবে আর পাঁচজন নাগরিক হিসাবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না কেন? ভয়ে? প্রাণের ভয়? জীবিকা নষ্টের ভয়? শিল্পী যখন তার নিজস্ব জগত থেকে নির্বাসিত হয় তখনই তো তার মৃত্যু ঘটে। আর ভয়টা কিসের? এটা আমার কথা নয়। [illegible] কথা। শিল্পীর স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়া আর বিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারের ভয়াবহতা আমার কাছে একরকম মনে হয়। তাই অপর দেশের শিল্পীর স্বাধীনতা হৃত বা বিপন্ন হয়েছে শুনেও আমরা নীরব উদাসীন থাকতে পারি না।

ফাদার দ্যতিয়েন
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

দিদিমা

না, আমি ছিচকাঁদুনে ছিলাম না...পা কাটলে কাঁদতাম না, পরীক্ষা খারাপ দিলেও কাঁদতাম না...তবে হ্যাঁ, প্রতি বছর একবার করে কাঁদতাম—স্বর্গীয় দিদিমার জন্মদিনে...।'

"আপনার কি সত্যি সত্যি দিদিমা ছিলেন?" ছুতো প্রশ্ন করল, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস না করে, "সন্ন্যাসীর আবার দিদিমা?"

"তা হবে না কেন...ওঁরা কি মানুষ নন?" ছোট ভাইকে ধমকে উঠল কমলা। তারপর আমার ছেলেবেলার এই দ্বিতীয় গল্পে যাতে আর ব্যাঘাত না ঘটে. "ফের যদি আবোলতাবোল কথা বলিস, মারব এক চড়, অসভ্য কোথাকার"...বলে দিদিদিদির বালিশে নিল ঠিক করে।

দাদুকে চিনি নি আমি; আর ঠাকুরদা ঠাকুমার অস্তিত্বও আমার স্মৃতিতে দাগ কাটেনি : তিনজনেই মারা গিয়েছেন আমার অত্যন্ত ছেলেবেলায়। দিদিমার মৃত্যু কিন্তু ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে—আমার বয়স তখন দশ।

ছোট ডাক্তার

মনে আছে সব...মনে আছে [illegible] দিদার সেই শার্সি দেওয়া [illegible] ঘর, মনে আছে আমার সেই [illegible] অত্যন্ত [illegible]। দিদা আমাকে 'ছোট ডাক্তার' বলে [illegible]। আর আমি তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

তাঁকে—আর নিজেও খেতাম—তাঁর খাটের পাশাপাশি বসে পরীক্ষা করতাম দুজনে, কে অন্যের শেষ মুঠোটি যথাস্থানে প্রথম পৌঁছোতে পারবে...। ঐ ছেলেমানুষী প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘদিন মন্দাগ্নি-রুগ্ন দিদা একটু বেশি খেতেন; আর আমি তাই কুড়োতাম ডাক্তারের অজস্র প্রশংসা। দিদা আবার বিদেশী ফল খেতে ভীষণ ভালবাসতেন, আমি তাঁর জন্য মাঝে মাঝে লেবু কিনতাম। কত আনন্দে আনাড়ি হাতে খোসা ছাড়িয়ে তাঁকে খাওয়াতাম, ফালি ফালি করে, নিজের তবিলের জমানো পয়সায় কেনা সেই ফল...।

দিনরাত চিৎ হয়ে শোয়ার দরুন দিদা এক এক সময় অস্বস্তি বোধ করতেন· আমি তখন ডাক্তার সুলভ বিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে বলতাম উপুড় হয়ে শুতে। তারপর তাঁর

[illegible]

খাটের উপর উঠে, হাঁটু গেড়ে, তাঁর পিঠ মালিশ করতাম—আমার কচি হাতে যতু ধরত জোর। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতাম, দিদা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁর চুলে বাঁধতাম মায়ের সেলাইয়ের বাক্স থেকে চুরি করা রং বেরঙের ফিতে; তিনি কোনো আপত্তি কি অনুযোগ শোনাতেন না —শান্তশিষ্ট ভঙ্গিতে আমার সকল অত্যাচার সহ্য করে যেতেন, হাসপাতালের পরীক্ষা ভবনের গিনিপিগ-এর মতো। তিনি যখন যন্ত্রণায় ছটফট করতেন, আমি তখন অদ্ভুত অদ্ভুত জামা পরে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা বলে তাঁর চোখের কোণে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করতাম। আর আমার সেই চেষ্টা কোনো দিনই বিফল হত না...তিনি হাসতেন, সত্যিই হাসি পেত বলে নয়, তাঁর হাসি আমারও মুখে হাসি ফোটাবে বলেই।

আর শেখাতাম তাঁকে আধুনিক গান। তিনি অবশ্য গাইতেন ভাঙা হাঁড়ির মতো... বলতেন. "আমার অন্তঃপ্রকৃতিতে কিন্তু ঠিকই শোনাচ্ছে।" তাসও খেলতাম, আর জুয়ো : টাকার কাজ করত বাড়ির চারিদিকে কুড়িয়ে পাওয়া পোড়া দেশলাই কাঠি।

স্বর্গের পথে

দিদা কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি, বুঝতেন আরও বেশি; বুঝতেন, আমি ভান করে নয়, ভাল লাগত বলেই এত ঘন ঘন যেতাম তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কোনো দিনই বকেন নি, উপদেশও শোনাতেন না, বলতেন, "ও সবের জন্য আরও লোক আছে...।" উপদেশ দিতেন না বটে, তবে প্রায়ই তুলতেন দরিদ্রদের প্রতি সহৃদয়তার কথা।

আর বলতেন স্বর্গের কথা...যাদের এবং তাঁর নিজের মায়ের, (অর্থাৎ আমার প্রমাতামহীর) সঙ্গে পুনর্মিলনের কথা। স্বর্গের স্বপ্ন প্রায়ই দেখতেন, আর হাসতেন, আমাকে আর মাকে ছাড়ার চিন্তা তাঁকে যেন একটুও দুঃখ দিত না। তিনি অবশ্য বলতেন, আমাদের দুজনের জন্য তিনি যাচ্ছেন জায়গা তৈরি করে রাখতে। তাই আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি তাঁর মৃত্যুতে কাঁদব না। কাঁদলাম না......সত্যি বলি, প্রতিজ্ঞা রাখলাম, কাঁদলাম না। কিন্তু স্বর্গীয় দিদার প্রতি-জন্মদিনে . না-কাঁদার প্রতিজ্ঞা তো করি নি...। দিদা বলতেন, মৃত্যুর দিন ভগবানের দূতের কাছে যাওয়ার দিন—বোর্ডিং থেকে ছুটিতে বাড়ি ফেরার আনন্দের দিনের মতো।

[illegible] [illegible] ভাবা হল: দিদা [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] সংস্কার। প্রথমে [illegible] [illegible] [illegible] দিদার [illegible] [illegible] [illegible], ইহার অন্তরে নূতন

প্রার্থনার জন্য। এই কাজের রোগ-পরীক্ষার দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া ও যেন তোমার আরোগ্যলাভের জন্য অনুরোধ করে।" কিন্তু আরোগ্যলাভ তো বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে পরমপিতার ইচ্ছাপূরণ। তাই তাঁরা আবার বললেন, "যদি ইহাকে স্বর্গে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র যীশুখ্রীষ্টের পুণ্যবলে ইহার উপস্থিত ক্লেশ ও যন্ত্রণা সমস্ত জীবনের দোষত্রুটির প্রায়শ্চিত্তরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার শান্তির মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করিতে দাও।" এই

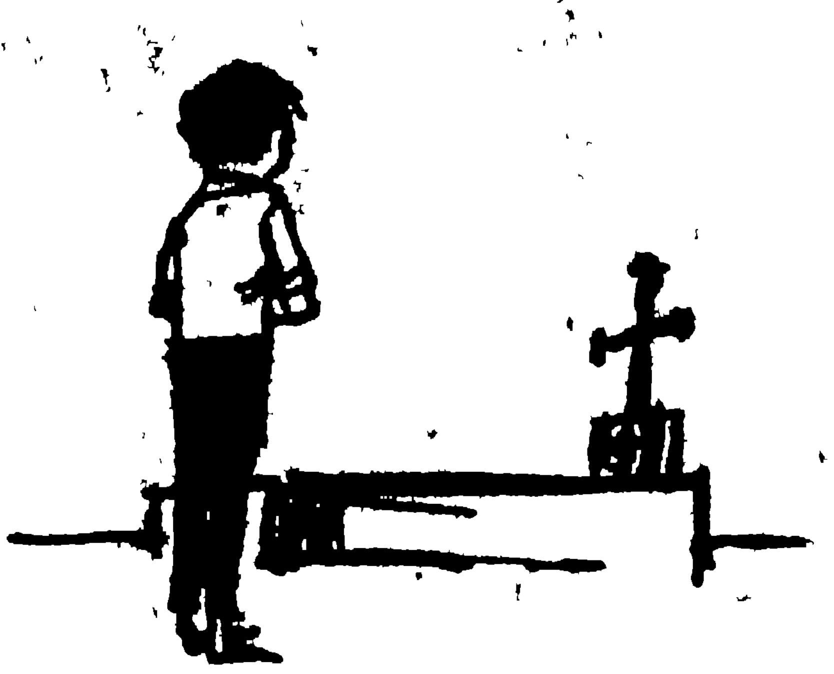

আমি রইলাম একা

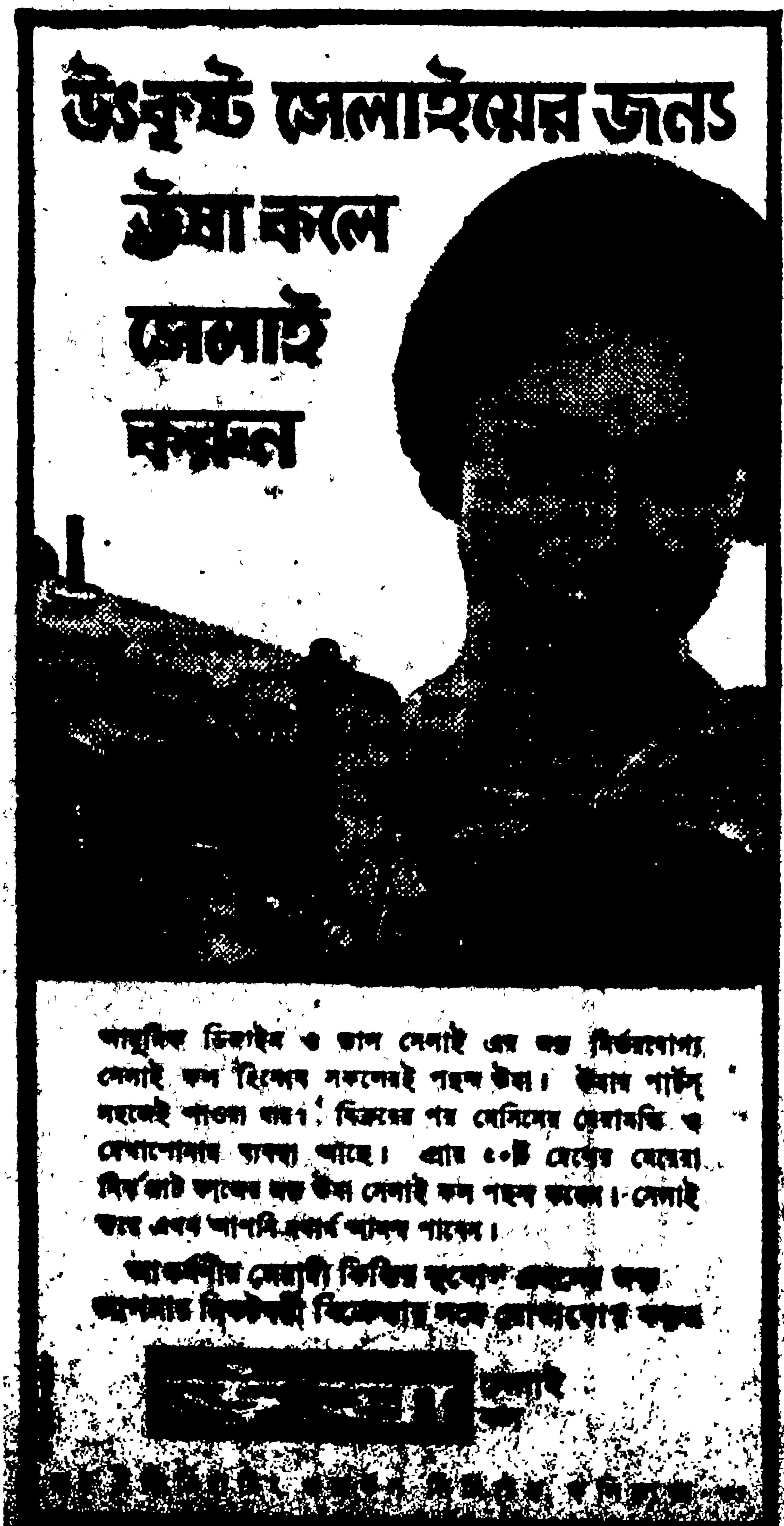

প্রার্থনা দুটি আমাকে শোনালেন। প্রার্থনা দুটোকে মনে—সেই দিন থেকেই আমার কণ্ঠস্থ।

মৃত্যুশয্যায়

এর পর আমি স্থির করলাম, দিদা যতদিন বাঁচবেন, আমি তাকে আর ছাড়ব না, রাতেও না, তাঁর ঘরেই শোব। মা বললেন, 'আচ্ছা...'। এক রাত্রে দিদা স্বপ্নের মধ্যে হাত বাড়ালেন কিসের খোঁজে...। আমার হাতের মুঠোয় তাঁর হাতখানি চেপে রইলাম অনেকক্ষণ, ধরে রাখলাম কম্বলের নিচে পাছে তাঁর ঠান্ডা লাগে—কিন্তু গরম হল না দিদার সেই ঠান্ডা হাত। মাকে ডাকলাম, মা ডাকলেন ডাক্তারকে। ডাক্তার এসে বললেন, ঘুমের মধ্যেই...। মা কাঁদলেন। আমি কিন্তু তাঁকে বারণ করলাম, দিদার কথা উদ্ধৃত করে মাকে বোঝালাম, দিদা এখন ভগবানের বাড়ি ফিরেছেন...বড় আনন্দের দিন—বোর্ডিং থেকে ছুটিতে বাড়ি ফেরার দিনের মতো। কিন্তু মা কি তা বোঝেন? কাঁদতে থাকলেন...

সমাধি

যাত্রা করে আমরা জন্মভূমিতে পা বাড়ালাম সমাধিস্থানের অভিমুখে। পাশের মাঠে ইস্কুলের ছেলেরা হই-হই করে বল খেলছিল; শোকযাত্রা দেখে থামাল হইচই, একের পর এক ক্যাপ খুলে মাথা নোয়াল। ফাদার গান করলেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমি জীবন, যে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও জীবিত হইয়া উঠিবে।" মা আর মাসি তখন আবার কেঁদে উঠলেন।

উপস্থিত সকলে কবরে শোয়ানো শবাধারের উপর এক এক মুঠো মাটি ফেলে বিদায় নিল। মা আর মাসিও গেলেন; আমি রইলাম একা। দিদাকে চুপি চুপি বললাম কিছু না ভাবতে...তাঁর যেমন করেছিলেন, মায়েরও তেমনি করব স্নেহময় দেখাশোনা। তাঁকে আমার বললাম, স্বর্গের আনন্দে মেতে গিয়ে তিনি যেন আমার কথা ভুলে না যান... [illegible]

[illegible]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্যানরূপ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'বিশ্বাস করো আর নাই করো' পর্যায়টিতে চোখে পড়লো একটি লোকের মুখ। লেখা আছে—'বিষাদের বিদূষক'। সে সার্কাসের ক্লাউন সেজে দর্শকদের যেরকম হাসিয়ে আমোদ দিয়ে আসছে—কালে তার নামটাই স্ফূর্তির প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সার্কাসের বাইরে তার মতো বিষণ্ণ লোক আর একজনও ছিল না। তার মনের বিষাদ দূর কি করে হয়, তা জানবার জন্য এক ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বললেন, 'তুমি সার্কাসের সেই বিদূষকের কাছে যাও, সে তোমাকে হাসিয়ে আমোদ দিতে পারবে।' লোকটি বললে, 'আমিই সেই ক্লাউন।'

কাহিনীটা বললাম এইজন্য—লোকটার জীবন ও জীবিকা, তার আর্ট-সত্তা ও তার বাস্তব জীবনের মধ্যে কোথাও একটা বিরোধ ছিল; তা না হলে এমন ট্র্যাজেডি ঘটবে কেন? আজকাল চলচ্চিত্র-জগতের তারকাদের জীবনকথা কাগজপত্রে খুব ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তাদের বৈভব, বিলাস, তাদের বন্ধনহীন জীবন—সর্বদেশের তরুণ-তরুণীদের চরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের জীবনের ট্র্যাজেডিও আজ আর অজানা নেই; তাদের মতন অসুখী, প্রেমে ব্যর্থ, সংসারে সমাজে অবাঞ্ছিত ক'জন আছে? তাদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব। জীবিকার জন্য দেউলিয়া হয়ে গেল! একেই বলে ট্র্যাজেডি। 'জলের মাঝারে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি।'

আজ আমার মনে এই প্রশ্নই জাগছে—আর্টের সঙ্গে জীবনকে যদি ছন্দে গাঁথতে না পারলাম, তবে তো ঠকলাম। কিসের সাধনা করলাম গান গেয়ে, ছবি এঁকে, পাথর কুঁদে? দাসত্ব? আজ তো বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যন্ত্রমানব (robot), বিজলি-মস্তিষ্ক (electronic brain) সব কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসছে। সর্বাধুনিক খবর—শিল্পী পিকাসো দীর্ঘকাল নিরীক্ষণের পর এক যন্ত্র বানিয়েছেন—আর মানুষকে ছবি আঁকা হবে না [illegible]। যন্ত্র [illegible] সব পারবে; কিন্তু পারবে না জীবনকে সরস করতে, মধুময় করতে। 'পারবে না কো ফুল ফোটাতে।'

[illegible]

দের, বক্সিং, কুস্তি (পুরাকালের গ্ল্যাডিয়েটর-দের লড়াই) মানুষকে 'আমোদ' দিয়ে আসছে। আনন্দ ও আমোদ-এর মধ্যে গুণগত ভেদ আছে, কেবল রূপগত নয়। সংগীতকে কি আজ আমরা সেই পর্যায়ভুক্ত করে রাখবো? জীবিকার সংগ্রামে জীবনকে যদি হারাই, তবে থাকলো কি—এ প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছি?

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে পক্ষকাল যাবৎ কলকাতা শহরে বহু অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীরা গান গেয়েছেন। দু-চারটি আসরে তাঁদের গান শুনে মনে হয়েছে যে, এইসব শিল্পীদের ধারণা অন্যান্য আধুনিক গানের শিল্পীদের থেকে একটু অন্য ধরনের।

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের নাম

নাভানা'র বই

প্র কা শি ত হ'লো

অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ-সংগ্রহ

সাম্প্রতিক

কবি অমিয় চক্রবর্তীর মানসলোকের আশ্চর্য উদ্ভাসিত তাঁর [illegible] বিশ্বদৃষ্টিতে। নিজেকে অতিক্রম ক'রে, নিজের দেশ ও ঐতিহ্যকে আত্মলীন ক'রে, আত্মীয় বিশ্ব তাঁর শিল্পদৃষ্টির [illegible]। অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা ও যথার্থদর্শিতার অভিজ্ঞান [illegible] মতো বিধৃত হয়েছে তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থে। [illegible] অমিয় চক্রবর্তী যে একজন অনিন্দ্য শিল্পী 'সাম্প্রতিক' [illegible] চল্লিশটি বর্ণাঢ্য নিবন্ধ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই [illegible] উপকরণ প্রধানত সাহিত্য ও জীবন সংসর্গিত [illegible], কিন্তু সর্বাত্মক শ্রেয় ও সত্যের সন্ধান-সমীক্ষায় [illegible] কালের সংকীর্ণতা জয় ক'রে শাশ্বত সাহিত্যশালায় [illegible]। বহু বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন এজরা পাউণ্ড, এলিয়ট, রেটকে, কামু, পাস্তেরনাক প্রমথ চৌধুরী, ইকবাল, ভাই বীরসিং প্রমুখ সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং মহাত্মা গান্ধী, আইনস্টাইন, জোহান বয়ার, এইচ জি ওয়েলস, টাইনিকেন্ড হোলটবি প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। উপরন্তু [illegible] পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের উপযোগী রবীন্দ্রসাহিত্য-[illegible] মূল্যবান আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

[illegible]

নাভানা

[illegible]

নিয়ে তার সংগীতকে ... পেশাদারের ব্যবসায় ... অভিনয়ের ... নকল সম্ভাবনা আছে। ... আর পাঁচ রকম পণ্যসামগ্রীর মত বিক্রয় সামগ্রী হয়ে আছে। তাই সাবধান হতে হবে পাছে পাঁচ রকম পেশাদারের দলে রবীন্দ্র সংগীতের সেবকরাও জুটে যান।

কিন্তু ... ঠেকাবে কে? সংগীত তো চিরকালই বাসরবধূদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। মানুষের চণ্ড ... গীতসুধা ... এটা ... পাঁচটা নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মতো জীবনে এসে গেছে। সেইজন্য তার চাহিদা আছে ... তার সরবরাহও ... বাস্তবতাবাদীর ভাবনায় লাভ কি? ... যদি কোনো সংরক্ষণ অপ্রতিগ্রাহী হয়, জ্ঞান বিতরণ করবেন তাঁরা. তবে তাঁকে

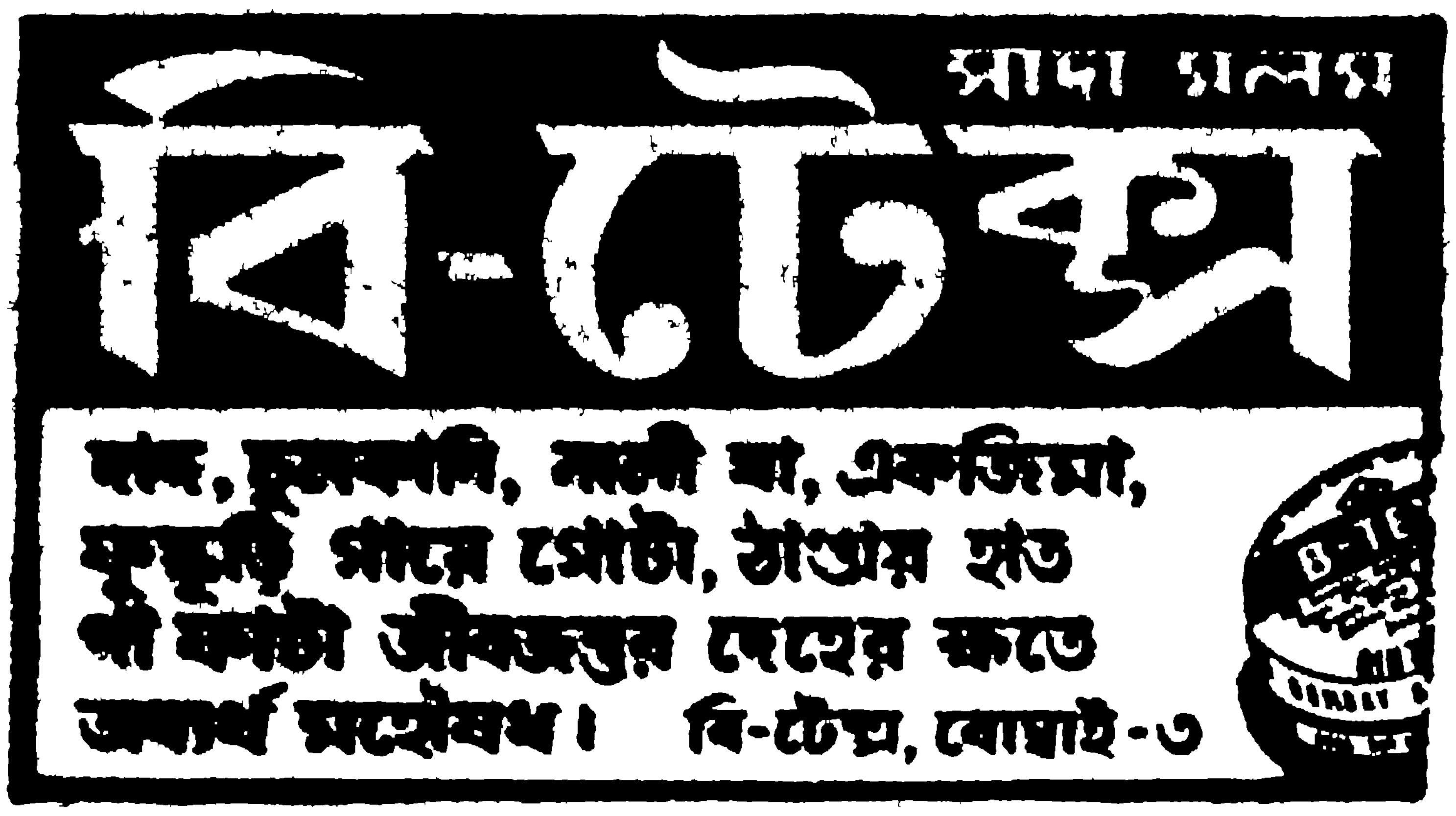

বি-টেক্স অয়েন্টমেন্ট ম্যানুঃ কোং
সেলস্ ডিপোঃ
৭১ কর্নাস স্ট্রীট, দ্বিতল রুম নং ডি-১০১, কলিকাতা-১

ম্যানুফ্যাকচারাস :—
ভারত ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ
এজেন্ট :
দি ওরিয়েন্টাল মার্কেন্টাইল কোং লিঃ
কলিকাতা বোম্বাই দিল্লী কানপুর মাদ্রাজ

উপলব্ধি করতে হবে। তেমনি গানও। কেবল ... আনন্দের জন্য গান গেয়ে বেড়াবো ... পাবো এক পাগলো আর ... একতারার অন্তর ... এই উপলক্ষের ... সংসারের ... হয়—কিন্তু ... শিল্প ... তার বীণাটা নিয়ে লড়তেও যাবো না উনোনের ইন্ধনও করবো না। তাকে কোলে রেখেই বাজাবো।

গান আজ আর পাঁচটা বস্তুর মতো বিক্রের সামগ্রী হয়েছে; উপায় নেই। আদর্শের আলেয়ায় পিছু পিছু ছুটলে রুটি জোটে না, আবার রুটির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কখন দেখি সংগীত কেবল কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে, অন্তর থেকে উদ্বেলিত হচ্ছে না। মুশকিল হয়েছে, সম্বল সাড়ে তিন হাত কাঁথা। পা ঢাকলে কান কনকন করে, কান ঢাকলে পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

জুড়িয়ে গেছে সব, মোটা দুটো তারে
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না যে।
এই বেসুরো জটিলতায়
পবন আমার মরে কাঁদায়
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।

মানুষ প্রকৃতিদেবীর এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তার মাঝে বাসা বেঁধে আছে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ; কোনোটাকে সে বাদ দিতে পারে না। পিতামহ ব্রহ্মা নিখুঁত অমর জীব দেবতাদের গড়ে ভারি খুশী। কিন্তু দেখেন দেবতারা সব অমরাবতীর খাস বাগানে বেঁচে হয়ে ঘুরে বেড়ান ব্রহ্মার দিকে ফিরেও চান না। ব্রহ্মার চতুর্মুখ কালো হয়ে উঠলো। তিনি এবার গড়ে দিলেন দানবদের। দেবতারা তো তাদের তাড়নায় অস্থির। এরাও ব্রহ্মাকে মানে না, তারা বেশ জানে তিনি নির্গুণ। তখন ব্রহ্মা দেবতা-দানব দুই বাতিল করে দিয়ে গড়লেন মানুষ। দেবতার কাছ থেকে নিলেন মন ও দানবদের কাছ থেকে নিলেন দেহ। এ জীবটা ব্রহ্মাকে কখনো মানে কখনো মানে না। মানুষ হলো অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক দানব সে মনকে অস্বীকার করতে পারে না, দেহকেও বাদ দিয়ে চলতে পারে না।

মানুষের গান সৃষ্টি হয়েছে এই দুটো পদার্থ দিয়েই। তার দেহযন্ত্র থেকে নির্গত হলো শব্দের রূপ আর তার মন থেকে নিঃসৃত হলো কায়াহীন অরূপ ভাবনা।

মানুষের পা আশ্রয় পেয়েছে কঠিন মাটির, তাই সে খাড়া হয়ে আছে; তার মাথা ঠেকেছে আকাশে। এক দিকে সে শান্ত, অপর দিকে অনন্ত।

There is no ceiling or screen between my head and the infinite sky.

ভূমি ও ভূম—আমার দেহের দুই কোটিকে স্পর্শ করে আছে। এই দেহ-আশ্রিত প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্য জীবিকার ধান্দায় ফিরতে হয়। এই জীবন-সংগ্রামে জীবনটা যায় শুকিয়ে, আসলে মৃত্যু হয় মনটার। সে তখন আর গান গায় না, সে তখন গান শেখায়।

মনে আরও প্রশ্ন জাগে : গান তো করি, গান তো শুনি—কিন্তু সে গান কি মনের বহিরাবরণ ভেদ করে চেতনার গভীরকে স্পর্শ করে? অথবা বাহ্যিক stimulus-এ দেহের স্নায়ুগুলি স্পন্দিত হয়ে সাময়িক উত্তেজনা ও রসসৃষ্টি করে?

এই সমস্যার পূরণ কোথায় ও কিভাবে হতে পারে তারই উত্তর আমরা শুনতে চাই যাঁরা এই গীতভারতীর পদ্মবনে নিত্য মধু আহরণ করেন, তাঁদের কাছ থেকে।

গদ্যে ছেদ ও ছন্দ, কবিতায় ছন্দ ও সুর সংগীতে সুর ও রাগ-রাগিণী মানুষের ভাবের ভাষায় রূপ দেয়। ভাবুকের চোখে—

'সব কবিতাময় জগৎ চরাচর
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।'

এককালে, সব সাহিত্যই ছন্দে লেখা ও সুর করে 'গীত' হতো। গ্রীকরা তিনতন্ত্রী Lyre বাজিয়ে সুর করে দীর্ঘছন্দের মহাকাব্য ইলিয়ড, ওডেসী পড়তো। আমাদের রামায়ণ লব-কুশরা রাজসভায় গান করে শোনায়। তুলসীদাসের রাম-চরিতমানস সুর করে পড়া হয়, রামায়ণ-গান তো চলতি কথা। আমরা যাকে ভগবত 'গীতা' বলি, তার নামের মধ্যেই তো গীত রয়েছে, শতাধিক গীতা-র নাম তো পাই। এসব সুর করে আবৃত্তি হতো এতে রাগরাগিণী যোগে সংগীতরূপ দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি গীতালির মধ্যে ছন্দে পড়ার মতো কবিতা আছে। আর সংগীত নাম থাকলেই যে সেটা গানের বই হবে, তা ভাববারও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের শৈশবসংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাত-সংগীতের মধ্যে সংগীত নেই; 'ছবি ও গানের' মধ্যে গানও নেই, ছবিও নেই, কথার ছবি আছে ছন্দে।

রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর গর্বের ধন, তার ঐশ্বর্য। তাই তাঁর গানের মর্মকথা আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যাক। কী তিনি বলতে চেয়েছেন, আর কী আমাদের দিয়ে গেছেন। আমার তো মনে হয়, কবির একটি গানের মধ্যে হৃদ্গত কথা ফুটে উঠেছে। গানটি সুপরিচিত হলেও আমি সেটা উদ্ধৃত করছি। কবির [illegible] সুরাকারে এই প্রতিটি শব্দ ও [illegible] রূপ দিয়েছে—

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পুনর্মুদ্রণ
ডাকহরকরা পঞ্চম মুদ্রণ ৩·০০॥
রসকলি ৩·৫০॥ ● হারানো সুর ৪র্থ মুঃ ৩·৫০॥
রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড : ১০·০০॥

সমরেশ বসুর
বি টি রোডের ধারে ৪র্থ মুঃ ৩·০০॥
সওদাগর ২য় মুঃ ৬·০০॥ ● গঙ্গা ৬ষ্ঠ মুঃ ৫·৫০॥
শ্রীমতী কাফে ৩য় মুঃ ৬·০০॥

জরাসন্ধের
লৌহকপাট ১ম (১৪শ মুঃ) ৪·০০॥ ২য় (১১শ মুঃ) ৩·৫০॥ ৩য় (৭ম মুঃ) ৫·০০॥
ন্যায়দণ্ড ৫ম মুঃ ৬·৫০॥ বাংলা ছায়াচিত্রে আত্মপ্রকাশ
তামসী ১ম মুঃ ৫·৫০॥ হিন্দি ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে।

মনোজ বসুর
জলজঙ্গল ৪র্থ মুঃ ৫·০০॥
ভুলি নাই ৩০শ মুঃ ২·০০॥
সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
আয় চাঁদ তিন টাকা
মণিপদ্ম ২য় মুঃ ৪·০০॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর
ঢোঁড়াই-চরিত মানস
১ম চরণ : ৫·০০॥ ২য় চরণ : ৩·৫০॥
নবগোপাল দাসের
প্রেম ও প্রণয় ৪·০০॥
এক অধ্যায় ২য় মুঃ ৩·০০॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী
১ম খণ্ড : ১৬·০০॥ ২য় খণ্ড : ১২·০০॥ দুই খণ্ড একত্রে : ২৫·০০॥
দেবতাত্মা হিমালয়
১ম : (১০ম মুঃ) ৯·০০॥ ২য় : (৬ষ্ঠ মুঃ) ১০·০০॥

সুবোধ ঘোষের
একটি নমস্কারে ২য় মুঃ ৫·০০॥
শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় মুঃ ৫·০০॥
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মহাকাল ১ম মুঃ ৩·৫০॥
কৃশানু ২য় মুঃ ৬·০০॥
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৪র্থ মুঃ ৫·০০॥

যতীন্দ্রনাথ দাসের
চায়না টাউন ২য় মুঃ ৪·৫০॥
রাজা ও রাজিনী ২য় মুঃ ৩·০০॥
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মাথুর ১ম মুঃ ৪·০০॥
রাত ভোর ২য় মুঃ ২·০০॥
প্রমথনাথ বিশীর
চলন বিল ৩য় মুঃ ৪·৫০॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আপোস ২য় মুঃ ৩·৫০॥ বেকার ৩য় মুঃ ২·২৫॥ শ্রেষ্ঠ গল্প ৩য় মুঃ ৫·০০॥ জীয়ন্ত ২য় মুঃ ৪·০০॥

দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৭০
সাহিত্যের খবর
সম্পাদক : [illegible]
এই বিশেষ সংখ্যার দাম : ·৭৫ নঃ পঃ
বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] রায়, কবিকুলপ বিশ্বাস, [illegible] রায়, চারু দত্ত, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] লাহিড়ী, [illegible] বিশ্বাস, [illegible], [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] রায়চৌধুরী, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible]

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ঃ বারো

"গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়,
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।
[illegible]
[illegible]
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়—
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।"

এই গানের প্রত্যেকটি শব্দ, পংক্তি বিশ্লেষণ করে ও পরে পুনরায় সংশ্লেষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের [illegible] তথা [illegible] সামগ্রিক ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

একথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ গান লিখতেন আপন মনে গুন্‌গুন্ করতে করতে, সুরের সঙ্গে তার ও ভাষা পাশাপাশি হয়ে রূপ নিয়ে দেখা দিত। [illegible] —

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।

একদিন মনের গভীর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল—"আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।" বস্তুবাদী বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রশ্ন করবেন, কথা আবার ধোয়া যায় নাকি! আর ভুবনটাকে গানের ভিতর দিয়ে দেখা, সেটাই বা কি ধরনের অনুভূতি! দেখা যায় চোখ দিয়ে, শোনা হয় কান দিয়ে। সুতরাং এসব কবি-প্রলাপ।

তবে তত্ত্বকথাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাক। ভাবুক বা সাধারণভাবেও চিন্তাশীলরা নিশ্চয়ই অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছেন যে, প্রত্যেকের জীবনসত্তার অন্তরালে আর একটি সত্তা আছে, যে অসৎ কর্ম থেকে নিত্য নিবৃত্ত হতে বলে। শুভকর্মে প্রবৃত্ত হতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু জীবনে এমনও ট্রাজেডি হয় যখন ভিতরের শুভবুদ্ধির প্রেরণাটি মূক হয়ে যায়; দেবতার হয় পরাজয়, দানবের হয় জয়।

অন্তরের মধ্যে এই দেবতা-দানবের সংগ্রামের মধ্যে ভাবুক রূপ দেখতে পায় আপনাকে দর্পণের মতো করে—

যে আমি যায় কেঁদে হেসে,
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে
অন্য আমি উঠ্‌তেছে গান গেয়ে।
ও-যে সচল ছবির মতো
আমি নীরব কবির মত
ওর পানে দেখছি আমি চেয়ে।
এই-যে আমি ঐ-আমি নই
আপন মাঝে আপনি যে রই
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

তত্ত্ববিদ্ বলে উঠবেন, এ যে রীতিমতো তত্ত্বকথা, কবি গানের মধ্য দিয়ে কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন—অদ্বৈত? দ্বৈত? দ্বৈতাদ্বৈত? কবি নিরুত্তর। তবুও বলেছেন—"অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে আমরা যখন বিবাদ করি, তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্যকে নিয়ে নয়।"

গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে দেখা

গ্রন্থমের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (১ম)	৮·৫০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
বিচিত্র জগতী (রম্যরচনা)	৫·০০	শ্রীপান্থ
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ	৭·৫০	মৈত্রেয়ী দেবী
স্বর্গের কাছাকাছি রবীন্দ্রনাথ	৭·৫০	মৈত্রেয়ী দেবী
প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ (৩য় সং)	৪·৫০	ডেল কার্নেগী
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন	৫·৫০	ডেল কার্নেগী
রাঙামাটির পাহাড়ে (উপন্যাস)	৩·৫০	শৈলেশ দে
অন্তরাল (উপন্যাস)	৭·০০	ধনঞ্জয় বৈরাগী
এক মুঠো আকাশ (উপন্যাস)	৫·০০	ধনঞ্জয় বৈরাগী
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (২য় খণ্ড)	যন্ত্রস্থ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থম্ : ২২/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নতুন উপন্যাস

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সুনন্দা

কল্পনা ও দম্ভের কৃত্রিম জগতে প্রেমের রূপ ক্ষণকালের জন্যে সংকীর্ণ হলেও হঠাৎ একদিন মিথ্যার কঠিন আবরণ উন্মোচন করে চিরন্তন প্রেমের স্বাভাবিক গতিতেই সুনন্দা উত্তীর্ণ হয়েছিল বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে। আধুনিক বাংলার শক্তিশালী কথাশিল্পী সুধীরঞ্জন সে প্রত্যয়ের উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। দাম তিন টাকা

সুবোধ ঘোষ
বর্ণালী ৩·০০
(ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)
জলকমল ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
পূর্বপাড়ার মেয়ে ৩·৫০
নাগরা ৪·০০
কালোঘোড়া ৪·০০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
কনে-চন্দন ২·৫০

শৈলেশ দে
হংস মিথুন ২·৫০

বিমল কর
রৌদ্রছায়ায় ২·০০

ম্যাক্সিম গোর্কী
মা ৬·০০
(অনুবাদক—অশোক গুহ)

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গেলেও তার অন্তরালে আছে ধ্যানময় জীবন। একটি গানের কলি মনে পড়ছে—'এসেছে আর গেয়েছে আজি যামিনী যায় [illegible]।' আনন্দ-উল্লাসের উন্মাদনায় গানে [illegible] [illegible]। [illegible] তপস্যায় আবির্ভাব হয় না। পারসী ছন্দে কবি সাদিকুল উপদেশে বলেছেন, 'ঊর্ধ্বে দেখনা দৃষ্টি দিয়ো [illegible] প্রত্যেকবার।' সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তরালে কঠোর মনন, চিন্তন, ধ্যান ধারণায় আসীন। ধ্যান বলতে কেবল তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানের কথা মনে হয়। কিন্তু তা তো নয়। যে-কোনো বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয়, সে-ই তো ধ্যান। বিজ্ঞানী ধ্যানস্থ আছেন তাঁর বীক্ষণাগারে, পণ্ডিত ধ্যানস্থ আছেন তাঁর গ্রন্থাগারে, ব্যাধ ধ্যানস্থ আছে মৃগদেহের লক্ষ্যভেদে, ব্যবসায়ী ধ্যানস্থ আছে লঙ্কা-মরিচের বস্তার উপর বসে। তারা সাধনা করছে বস্তুফলের আশায়। এরা রূপের জগতে থেমে গেল—

"চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো,
ধনের বাটে, মানের ঘাটে, রূপের হাটে
দলে দলে গো।"

এরা বলতে পারলে না—'অরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।' রূপ-অরূপ মিলে যে সত্য-সত্তার প্রকাশ তা উপলব্ধি করতে পারলো না।

ধ্যানের অন্তরালে আছে কঠোর মানসিক মেহনত; কিন্তু মনের এমন অবস্থাও হয়, যখন সে 'রসের প্লাবনে' আত্মসমর্পণ করে বলে ওঠে—

"আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।"

তখন জ্ঞান নয়, যুক্তি নয়, মনন নয়—অভিভূত মনে সে বলে উঠে, 'রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।' অরূপরতন পাবার আশায় রূপসাগরে ডুব দিয়েছে, বলছে—

"এবার নীরব করে দাও হে, তোমার মুখর কবিরে
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনবো বাঁশি অকূল তিমিরে।"

ধ্যানে অদ্বৈত, রসে দ্বৈত ভাবনা। সেই দ্বৈতবোধ থেকেই বাঁশি শোনা যায়। কিন্তু কে বাজায় এই বাঁশি? কোথায় বসে কে বাঁশিতে ডাকছে, কী তার আবেদন! রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে বাঁশি ও বীণার উপমা অগণিত। এ বাঁশির রূপ চোখে দেখা যায় না, এ বাঁশির ধ্বনি কানে শোনা যায় না। অথচ বলছি—'ওগো শোনো কে বাজায়।' আবার গেয়ে উঠছি—'ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে'। শুধু বাঁশি নয়, তাঁর পদধ্বনিও শোনা যায়।

"ঐ শুনি যেন চরণধ্বনিরে, শুনি আপন মনে।
তোমরা শুনিছ কি, শুনিছ কি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।"

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

নতুন বেরুলো — কবিতার বই

দিনেশ দাসের
অতি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ
কাচের মানুষ
৩.০০

আগাথা ক্রিস্টির
বিশ্ববিখ্যাত রহস্যোপন্যাস
চতুরঙ্গ
৪.৫০

অন্যান্য বিশেষ প্রকাশন

সুবোধ ঘোষের **রূপ সাগর** ৪.৫০
লীলা মজুমদারের **চীনে লণ্ঠন** ৩.৭৫
সমরেশ বসুর **দুরন্ত চড়াই** ৫.০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **তীরভূমি** ৪.৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগীর **ছন্দ যতি মিল** ৬.৫০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের **মিতে মিতিন** ৩.০০

নিত্য পথের পথী ॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৪.৫০
সাতটি রাত্রি ॥	বাণী রায়	২.৭৫
এলেম নতুন দেশে ॥	জ্যোতির্ময়ী রায়	২.০০
সাত রানী আট বেগম ॥	শ্রীপান্থ	৫.০০
লেখালিখি ॥	রমাপদ চৌধুরী	২.৫০
হিরণ্ময় পাত্র ॥	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪.০০
হৃদয়ের জাগরণ ॥	বুদ্ধদেব বসু	৩.৫০
মাটি আর নেই ॥	প্রফুল্ল রায়	৪.৫০
জয়ন্তী ॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩.০০
মাটঘর ॥	লীলা মজুমদার	২.৭৫
নির্বাসন ॥	বিমল কর	২.৭৫
রমণীর মন ॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩.৫০
নাম নেই ঠিকানা নেই ॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩.৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

এই ধরনের গান, কবিতা অনেক। বাঁশি, শঙ্খধ্বনি, বীণা সবই প্রতীকমূলক শব্দমাত্র, কারণ তোমার বাঁশি এ নয়, বীণাও নয়। অথচ [illegible] চিরদিন এই ধ্বনি শোনবার জন্য [illegible]—"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।"

"আমারে কর তোমার বীণা, লহগো লহ তুলে উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।"

মহাপুরুষের বাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়েছেন—'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।' নিজের মনে গেয়েছেন—

"বাজাও, আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাতী আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।"

বহুকাল পূর্বে বাংলা দেশের বীরভক্ত চৈতন্য মহাপ্রভুকে [illegible] রায় রামানন্দ এই উপমা দিয়েছিলেন—

"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]।"

আশ্চর্য মিল পাই [illegible] এক [illegible] ভাবনার মধ্যে —ইংরেজ কবি (Shelley) শেলী তাঁর ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি প্রবন্ধে বলেছিলেন—

Man is instrument over which a series of external and internal impressions are driver-like the alterations of an ever-changing wind over an Aeolian lyre, which move it by their motion to ever-changing melody.

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত করে সঙ্গে সঙ্গেই—

"গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কত সুখের খেলায় কত
নয়ন-জলে হে।
কত তীব্র তারে, তোমার
বীণা সাজাও যে,
শত ছিদ্র ক'রে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।..
গান গাওয়ালে চিরজীবন
কতই ছলে হে।"

ভাবের কোনো রূপ নেই। শব্দের মধ্যে, সুরের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে অরূপ-লোক থেকে রূপলোকে আবির্ভূত হলেই তাকে বলি সাহিত্য, আর্ট। যতটুকু সে শব্দে ও সুরে অথবা চিত্রে ও ভাস্কর্যে ধরা দেয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে, তার বাইরেও অনেকখানি থাকে, যেমন সুরের রেশ, যেমন সূর্যের চারপাশের আলোক-পরিমণ্ডল। আর্ট আপনাকে যেটুকু ভাষায় ও রঙে প্রকাশ করে, তার বাইরের পরিমণ্ডলই তার যথার্থ বিস্তার-ক্ষেত্র। গানও সেই রকম ভাষা, সুর, রাগরাগিণী সব ছাড়িয়ে যে রসের পরিমণ্ডল রচিত হয়, সেখানেই তার সার্থকতা।

"চিরকাল এ কি লীলা গো অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অদ্ভুত এই দোল॥"

একটি সুপরিচিত কবিতার মধ্যে কবি যা বলেছেন, তার কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে, সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চাহে হতে অসীমের মাঝে হারা।"

রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে এক দিকে পাই প্রকৃতির বন্দনায় রূপজগৎ, [illegible] স্তবে অরূপলোক। জীবনে রূপ-অরূপে মাখামাখি। ধ্যানে অরূপ—অবাঙ্‌মানসগোচর নীরবতা; গানে—ভাষার রূপ, সুরের রূপে মুখরতা। রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মস্থলে পৌঁছতে হলে চাই চোখ বুজে ধ্যান, আবার চাই চোখ খুলে দেখা। কবির নিজ ভাষায় বলি—"এই চোখ দিয়েই, এই [illegible]

চক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে, যা চরম দেখা।"...

"নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে।"

তাই বলেছেন—"আলোক যে দেখাটা দেখায়...সে কী অদ্ভুত জিনিস, তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না।"

সুস্থ সবল মনে বিকাশের জন্য চাই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়।

"আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

প্রকৃতি বলতে কেবল যে দৃশ্যমান জড়-জগৎ বুঝায়, তা তো নয়। প্রকৃতি বলতে নারীকেও বুঝায়। নারীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা ও গান লিখেছেন। নারীকে দেখেছেন কত রূপে। সে সুন্দরী নারী, কল্যাণী নারী, আনন্দময়ী নারী, বিষাদিনী নারী, তপস্বিনী নারী। মনের নানা অবস্থায় দেহের নানা বয়সে মানসবিহারিণী, লীলাসঙ্গিনীর উদ্দেশে কত কী লিখেছেন এখনেও 'গানের ভিতর দিয়ে' বৈচিত্র্যকেই সম্ভোগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবন থেকে সুর ও ছন্দকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেননি না সুরের জগতে তালভঙ্গ হলে স্বর্গ থেকে নির্বাসন হয় বলে যে কাহিনী 'শাপমোচন' গীতি-নাট্যে কবি বর্ণনা করেছেন তা রূপক মাত্র নয়। পৃথিবীতে যত অশান্তি তার মূলে রয়েছে ছন্দছাড়া দেবতাদের ও দেবতাদের অসুরদের অশুভ চিন্তা। তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই জীবনে এলো বিচ্ছেদ বিরহ ট্র্যাজেডি কঠিন তপস্যায় তার মূল্য দিয়ে পুনর্মিলন সম্ভব হয়। এখানে সেই টানাটানি কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা।" দুঃখ-আনন্দের ঢেউ ঘুরছে তারই মাঝে গানের ডালি বহন করে চলতে পেরেছে যে মানুষ, সেই জিতলো। রাতের অন্ধকারও সত্যসুন্দর, দিনের আলো প্রাণবন্ত। কবি দুঃখকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযোগ করেননি সুখ-সম্ভোগকে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী বলে বিমুখ হননি। বিচিত্রের দূত কবি পরিপূর্ণ জীবনের গান গেয়েছেন নানা সুরে। তাই রবীন্দ্রসংগীত এমন করে সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের নরনারীকে তৃপ্তি দিতে, আনন্দ দিতে পেরেছে। সেই গানের ধারক ও বাহক যাঁরা, তাঁদের কণ্ঠ থেকে কেবল ধ্বনি শুনতে চাইনে, চাই তাঁদের মধুময়, ছন্দোময় জীবন থেকে উৎসারিত সংগীত—যে সংগীত

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

আসল কথা বলি—'ভিতরে রস না জমিলে বাহিরে কি গো রস ঝরে।' গায়কের অন্তর যদি রসনির্মজ্জিত না হয়, তবে তার কণ্ঠ থেকে যে গান উৎসারিত হবে তা শ্রোতার কানে প্রবেশ করবে, মর্মকে স্পর্শ করবে না।

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
দাম ৩·৫০—বাংলা মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষায় অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"—দাম ৪·৭৫।
"Speak English as you please."
Rs. 2.50.
হারভার্ড কলেজ
৬৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-৪১১২

জীবন-স্বাদ
আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০ ॥
জীবন বহুবিচিত্র, তার স্বাদও বিচিত্রতর। জীবনসন্ধানী মানুষ সেই বৈচিত্র্য থেকে খুঁজে নেয় অমৃত। উপন্যাস সেই মহিমময় অমৃতের কথা।

মনিহারা
বনফুল ॥ ৭·০০ ॥
সংকলিত নির্বাচিত কাহিনী।

অসমাপ্ত চটান্দ
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০
এবার বছরের চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম উপন্যাসে রূপ পেল। সঙ্কুলিত অভিজ্ঞতার কাহিনী।

নীলকণ্ঠী
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·৫০ ॥
এর ... সর্বকনিষ্ঠ প্রাসঙ্গিক উপন্যাস। এক বিরহিণীর জীবনকথা।
মিলারেখা ॥ বিভূতিভূষণ ... ॥ ১·৫০

শিল্পীর আত্মকথা
সাধনা বসু ॥ ২·৫০ ॥
ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে সাধনা বসু একটি উজ্জ্বল নাম। অভিনয় জগতের সঙ্গেও তার বিপুল সংযোগ। রূপ-রসের বন্দনায় নিবেদিত জীবনের বিচিত্র বিবরণ।

= রম্যরচনা, সমাজতত্ত্ব =
বহুবিচিত্র (২য় মু:)
সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৬·০০ ॥
পথ চলতি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৭৫ ॥
কমলাকান্তের জল্পনা
প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥
সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অন্যায়
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭·০০ ॥
যবনিকা কম্পমান
অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪·০০ ॥
সুখের ডানা ... ॥ ৩·৫০ ॥
অনা-নগর দর্শন .. ॥ ৩·০০ ॥
আইখম্যান (২য় মু:) সঞ্জয় ॥ ৩·০০ ॥
আমরা কোথায় চলেছি? .. ॥ ৪·০০ ॥
গুপ্তচর চিরঞ্জীব সেন ॥ ৩·০০ ॥

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস
ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫·০০
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্সের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হল। বিদগ্ধমণ্ডলী ছাত্র-অধ্যাপক এবং প্রাইভেট লাইব্রেরির পক্ষে অপরিহার্য।

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬·০০ ॥
দেহলি দিগন্ত ॥ ৩·৭৫ ॥
কাহিনীগ্রন্থ ॥ রমাপদ চৌধুরী
দ্বিতীয় স্মৃতি ॥ ৩·৫০ ॥
রম্যরচনা ॥ পরিমল গোস্বামী
দণ্ডক-শবরী (২য় মু:)
উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)
১ম–৪·০০ ॥ ২য়–৫·০০ একত্রে–৯·০০ ॥

শেষ দরবার (২য় মু:)
উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥
পরম্পরা ॥ ৪·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র
নিষিদ্ধ এলাকা ॥ ৩·০০ ॥
নারী কয়েদীর কথা ॥ কারাগুরুদেব

৩·১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
ক্যাটালগের আদেশ করুন।

চেঙ্গিস খাঁর সমাধি

আনন্দ ভট্টাচার্য

কবরের নীচে মৃত মানুষের গায়েও ভয়ে কাঁটা দেয় যে নাম, মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের তালিকা-শীর্ষে যে নাম শোভিত, ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই লোকটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মাও-সে তুং..."

বর্বর ও নির্লজ্জ চীনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও জননেতা মাও-সে-তুং এ হেন যে বর্বরতম লোকটিকে আজকের এই বিশেষ সময়টিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সেই লোকটি তাহলে কে হতে পারে?

'মহান গুরুর উদ্দেশ্যে' শিরোনামায় উপর্যুক্ত সংবাদটি সম্প্রতি (৯।২।৬৩ ইং) বিখ্যাত একটি বাংলা দৈনিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করায় রহস্যময় চীনাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের বিষয় দেশবাসী রহস্যের জটিলতম গ্রন্থিতে আরও একবার বিস্মিত হয়েছেন। মাও-সে-তুং-এর সেই মহান গুরুটি আর কেউ নন, ইতিহাস-বিস্মৃত দস্যুরাজা চেঙ্গিস খাঁ!

স্বভাবতই, ইতিহাস পাঠক যে চেঙ্গিস খাঁকে বেমালুম ভুলে বসেছিলেন, তার বিষয় নতুন করে কিছু জানবার আগ্রহ—বিশেষ করে এমন একটি সময়ে, কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তাই এই রচনায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই নিষ্ঠুর অবতার চেঙ্গিসের বিষয় নতুন কিছু তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে।

ইতিহাসে মোঙ্গলিয়ার নাম বিন্দুচিহ্নে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত, যতদিন চেঙ্গিসের আবির্ভাব হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোঙ্গল জাতি যুদ্ধবিদ্যা শিখছে, অশ্বারোহণে নিপুণতা লাভ করছে এবং বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রাজ্যলিপ্সা, রাজ্যশাসন বা দুর্নিবার ভাবনা বিস্তারের স্পৃহা ছিল না। শক্তিও না। চেঙ্গিসের পিতা এদের সুসংবদ্ধ করেছিলেন মাত্র—কিন্তু কোন কাজে লাগান নি। চূড়ান্তভাবে কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের পাতায় রাতারাতি দুর্ধর্ষ নতুন যে এক জাতি জেগে উঠল

চেঙ্গিস খাঁ (কাল্পনিক চিত্র)

ত্রাসরূপে সেটি হল চেঙ্গিস খাঁ পরিচালিত মোঙ্গল জাতি।

মোঙ্গলিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের একটি পাহাড়ে সম্প্রতি চেঙ্গিস খাঁর একটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত সাত শতাব্দী ধরে মোঙ্গলিয়ার এই স্থানটি আধুনিক সভ্য জগতের বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে ছিল—কারণ কতকগুলি মোঙ্গলীয় সাধু দিবারাত্র সজাগ প্রহরায় চেঙ্গিসের সমাধিটি মানবসভ্যতার কাছে অজ্ঞাত রাখার অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

এই সেদিন পর্যন্ত চেঙ্গিসের সমাধি সম্পর্কে মানুষের বহু [illegible] ছিল এবং যদিও কিছু সত্যতা থেকে থাকে তা সেটাও কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার অধ্যাপক কজলভ পূর্বেকার কাল্পনিক মতে বিশ্বাসী হতে পারেন নি। ফলে তিনি অনিশ্চিত কাজের জন্য অনুসন্ধান কার্যে বেরিয়ে পড়লেন।

নিজের জীবন তুচ্ছ ও বিপন্ন করে রাশিয়ার এই অধ্যাপকটি কুড়ি বছর ধরে মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত চারণভূমি ও দুর্গম গিরি কান্তার মরু মোঙ্গলিয়ার দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছেন। মনে তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্প—রহস্যময় চেঙ্গিসের রহস্য ভেদ করা—কল্পনাখ্যাত সমাধির আবিষ্কার করা! সঙ্গে তাঁর পথ-প্রদর্শকরূপে চেঙ্গিস বংশের এক অতি অধস্তন মোঙ্গলিয়ান। এবং গত ১৯২৭ সালে অধ্যাপক কজলভের কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হয়েছে। তাঁর গবেষণা সফল হয়েছে।

এর আগের দিন পর্যন্ত চেঙ্গিস খাঁর কবর এবং তার বর্বর অভিযানের বিস্তারিত ইতিহাস জগতবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু রাশিয়ান অধ্যাপকের নিরলস গবেষণার ফলে নির্মম হত্যাকারী, বর্তমান চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান ও প্রণেতা মাও-র গুরু চেঙ্গিসের বিষয় নতুন করে বহু কিছু জানবার ও জানাবার সুযোগ হয়েছে।

স্বর্ণালোকিত চল্লিশ বর্গ ফুটের ঘরে চেঙ্গিসের আসল কবরস্থান! খাঁটি রৌপ্য নির্মিত শবাধারটি একটি পীতাভ কাঠের রত্নবিভূষিত বাক্সের তলায় সযত্নে রক্ষিত। 'মহান গুরুর' আকৃতির মাপে মূল্যবান একটি বস্ত্র দ্বারা শবাধারটি আচ্ছাদিত।

এ যেন অমূল্য ও রহস্যময় স্থানটিকে এবং এর প্রবেশ পথটিকে সাতজন লামা অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে দিবারাত্র পাহারা দিয়ে থাকেন। এই সাতজন লামা প্রতি সাত ঘণ্টা অন্তর সপ্তবার ঘণ্টা বাজিয়ে পরিবেশটিকে জাগ্রত রাখেন।

প্রতি বছর ২১শে মার্চ মোঙ্গলের খাঁ বংশ অথবা চেঙ্গিসের বংশধরেরা এখানে এসে মিলিত হন এবং মহান প্রপিতামহের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে মেষ বলি দিয়ে যান।

মোঙ্গলিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটির নাম 'অর্ডস' এবং যে স্থানে নিষ্ঠুর মোঙ্গল দস্যুর স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে, সেই জায়গাটির নাম হল 'ইজেন হোরু'। এই সৌধটি নির্মাণ করতে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

সৌধটির নিচে, একটি ছিদ্রপথে চেঙ্গিস খাঁ যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে দিগ্বিজয় করেছিলেন তার একটি [illegible]

শ্রীজিত দিবাকর নূতন কাব্যগ্রন্থ

[illegible]

মূল্য : দুই টাকা

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

থাপ, হাতীর দাঁতের সিংহাসন এবং অন্যান্য বহু অমূল্য জিনিসপত্র চেঙ্গিস খাঁ সাহেব অন্য দেশ-বিদেশে যুদ্ধ করার সময় লুট-তরাজ করে এনেছিলেন।

অপর একটি সংলগ্ন কক্ষে চেঙ্গিসের বিরাট একটি তৈলচিত্র লম্বমান। এই ছবিটির পাদদেশে একটি মূল্যবান চৌকিতে সযত্নে রক্ষিত ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বৃহদাকার বই। প্রহরারত প্রধান লামার বক্তব্য হল—এই বইটিতে চেঙ্গিসের শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা হুবহু লিপিবদ্ধ আছে। প্রদর্শনী কক্ষটিতে আছে খাঁ সাহেবের বর্বর অভিযানসমূহের পথ সম্বলিত এবং পদানত দেশগুলির মানচিত্র। মানচিত্রে ভারত এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার অধিকাংশই দেখান হয়েছে। এমন কি চেঙ্গিস খাঁ যে সব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নৃশংস যুদ্ধলীলা করতেন সেই সব অশ্বেরও দু-চারটি প্রস্তরমূর্তি এই সমাধির সামনে সযত্নে রক্ষিত।

এখানকার লামারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের মহান নেতার আত্মা প্রতি বছর তাঁর মৃত্যুদিনে একবার করে এখানে আসে এবং সমাধির আলোগুলি নিভিয়ে দেয়। তারপর ঐ আত্মা প্রধান লামাকে শবাধারের কাছে নিয়ে গিয়ে আগামী বছরের জন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ভবিষ্যবাণী গোপনে কানে-কানে বলে অন্তর্হিত হয়।

এখান থেকে মাত্র দুমাইল ব্যবধানে চেঙ্গিসের প্রিয়তমা মহিষী রানী দাওলার সমাধিস্তম্ভ অবস্থিত! রাণী দাওলার সমাধিপ্রস্তরে লেখা আছে: 'রাণী দাওলার নশ্বর দেহ এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন' রাজার শেষ দিনের সময় রাণী তাঁকে তাঁর আগে মেরে ফেলার জন্য কাতর অনুনয় করেছিলেন, যাতে আগামী জন্মে রাণী রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অন্য দুনিয়ায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে পারেন। রাজা চেঙ্গিস খাঁ রাণীর অপূর্ব সুন্দর ইচ্ছাটিকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং একটি শাণিত ছোরা দিয়ে রাণীর বক্ষ আমূল বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন। রাণী দাওলা তাঁর প্রিয়তম দয়িতের বাহু-বন্ধনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অন্য জগতে রাজার অভ্যর্থনার জন্য চলে গেলেন। এবং রাজাও তাঁর ঠিক এক হপ্তা পরে রানীকে অনুগমন করেন।"

১১৫৫ খৃঃ অব্দে মোঙ্গোলিয়ার এই পাহাড়দের চেঙ্গিসের জন্ম হয় আর জন্ম সূত্রেই সংগঠনী শক্তির বিরাট প্রতিভা নিয়েই মোঙ্গলবাসীদের প্রধান হতে পেরে-ছিলেন অনায়াসে। খাঁ সাহেব তাঁর অসাধারণ সংগঠনী শক্তি ও কৌশল বলে তাতার অসভ্য ও উদ্দাম জাতিদের একত্র করেন। এরা সব এশিয়ার বৃহত্তম দেশগুলি ... মধ্যে ও ... সাম্রাজ্যবাদী।

বাক্-সাহিত্যের বই

শ্রীদীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের
সদ্যপ্রকাশিত প্রণয়মধুর উপন্যাস

কষিত কাঞ্চন

'সাপের মুখে যে বিষ আছে, তা কি সাপের দোষ?' মঞ্জরী শুধিয়েছিল তার ছোট গোসাইকে। সেই মঞ্জরী বৈষ্ণবীর জীবনকথা।
দাম ৪·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার ৩·৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
অগ্রজ ৩·০০

নব নব সংস্করণসমৃদ্ধ বিভিন্ন বই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম (৪র্থ সং) ৪·০০

বনফুলের
দূরবীন (২য় সং) ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
ভবঘুরে ও অন্যান্য (২য় সং) ৬·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী (২য় সং) ৪·৫০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের
পকেটমার (২য় সং) ৫·০০

বিমল মিত্র রচিত
স্ত্রী (৩য় সং) ৪·০০

রমাপদ চৌধুরীর
চন্দন কুঙ্কুম (২য় সং) ৩·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
বিদেহী (৩য় সং) ২·৫০

শ্রীনিরপেক্ষর **নেপথ্যদর্শন** ৭·৫০
মাসিক বসুমতী বলেন, 'এই রচনা বিক্ষুব্ধ জনমতের এক নিখুঁত প্রতিচ্ছবি'।

নাটক
ধনঞ্জয় বৈরাগীর
সৈনিক (দেশাত্মবোধক নাটক) ২·৫০
ধৃতরাষ্ট্র (৩য় সং) ২·৫০

বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম ৩·০০ বিপিনপালক বসুর দুষ্ট জন্ম ১·০০
সুনীলচন্দ্র সরকারের কথা কও (রঙমহলে অভিনীত হচ্ছে) শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

তিন সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল
শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৪·৫০
চৌরঙ্গী ১০·০০ (৭ম সং)
এক দুই তিন ৪·০০ (৬ষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়)

জরাসন্ধের
(অভিনব উপন্যাস)
মসিরেখা (২য় সং) ১·০০

অনেকে বলেন, সাম্প্রতিককালের বৃহদাকার বাংলা উপন্যাসেও জীবনের ব্যাপ্তি নেই। অপরিসর গণ্ডির মধ্যে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের আনাগোনা। এই অভিযোগের যোগ্য উত্তর জরাসন্ধের 'মসিরেখা'। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য—বহু এবং বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ। একদিকে একজন ... ছেলে, ... বিপ্লবী ..., আর একদিকে ... নারীর অক্লান্ত একক সংগ্রাম; মাঝখানে বিজন ও নিরুপমার অভিশপ্ত যৌনজীবন, ... ও রূপমায়ার দুঃখজয়ী প্রাণসম্পদ এবং দিলীপ ও আলোর ... প্রেম। আশেপাশে আরও অনেক মানুষ, প্রত্যেকে অনন্য, কিন্তু সব মিলে এক বিরাট মিছিল।

জরাসন্ধের অপর দুখানি জনপ্রিয় উপন্যাস
আশ্রয় (৪র্থ সং) ৩·৫০ **পাড়ি** (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সাধারণত এদের তাতারও বলা হয়ে থাকে। এরা চেঙ্গিসের অধীনে দলবদ্ধ হওয়ার আগে মেষচারণ ও সন্তান উৎপাদনেই নিজেদের তাবৎ শক্তি নিয়োজিত করে সঙ্কুচিত করে রাখে। চেঙ্গিস খাঁর পিতা এদের একত্রে সংগঠন করার প্রয়াস পান এবং শেষে তাঁর যোগ্য পুত্র তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম হন। পরে দেখা যায় যে, এই মোঙ্গলজাতি ইতিহাসের পাতায় বিভীষিকারূপে পরিচিত হয়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানান বিবাদে লিপ্ত ছিল। মিশর, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিকাংশ স্থলে সালাদিনের বংশধরেরা রাজত্ব করছিল। চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল আর ভারতেও মুসলমান রাজাদের শক্তি দৃঢ় হয়ে ওঠেনি। এই সময় 'কুরুল-তাই' অর্থাৎ মোঙ্গল পরিষদ চেঙ্গিসকে "কেগান" অর্থাৎ তাদের সম্রাটরূপে নির্বাচিত করে। সম্রাটরূপে পূর্ণ মর্যাদা পাবার পরই চেঙ্গিস খাঁ তাঁর দলবল নিয়ে যুদ্ধ অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে প্রথমেই তিনি সমস্ত চীন ও তাতার জয় করলেন। তারপর ক্রমে তাঁর অভিযান বাকী এশিয়া ও ইউরোপে নরহত্যা ও নারকীয় লুণ্ঠনের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করে। তাই ইতিহাসের পাতায় একাধিক ঐতিহাসিক তাঁকে বহুবিধ বিশেষণে ভূষিত করে বলেছেন 'ভগবানের চাবুক' (The scourage of God), 'নিষ্ঠুর অবতার' (Ruthless incarnate) —'শক্তিমান হত্যাকারী' (Mighty man Slaughter), —বা 'সিংহাসন ও রাজমুকুটের একচ্ছত্র মালিক' (Master of thrones and crowns)!

নিষ্ঠুরের অবতাররূপী দস্যু চেঙ্গিস খাঁ গুণে গুণে জাতিনির্বিশেষে একটি একটি করে নর ও নারী অবলীলাক্রমে হত্যা করেছেন। এমনকি, সদ্যজাত শিশুক্রোড়ে কোন জননীও কোনদিন এই মহান গুরুর হাত হতে ভুলক্রমে রেহাই পায়নি।

চেঙ্গিস বাহিনী যাওয়া

১১৮৯ খৃঃ অব্দে চেঙ্গিস খাঁকে 'কেগান' ঘোষণা করার পর থেকে হঠাৎ-জাগ্রত বন্যজাতি এই মোঙ্গলদের পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হয় এবং মাত্র ১২১১ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমস্ত চীন, তাতার ও এশিয়ার অর্ধেক অধিকারভুক্ত করে। চেঙ্গিস অতঃপর পশ্চিম এশিয়ার ও ইউরোপের বাকী দেশগুলি অধিকার করার মনস্থ করেন। মধ্য এশিয়ার এমন কোন সুলতানের দেখা কখনও মেলে নি যে চেঙ্গিসের বিরুদ্ধাচরণ করেছে—নিদেন পক্ষে প্রতিবাদও করেছে। ফলে, এই শক্তিমান হত্যাকারীর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তারা একে একে নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করেছে এবং চেঙ্গিস খাঁও তাদের নর-নারীদের পিঁপড়ের মত পিষে মেরে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

৪১ বায়ু মোঙ্গল সৈনা অতঃপর আফগানিস্থানের ওপর টাইফুনের সৃষ্টি করল। আফগানিস্থানের রাজা জালালুদ্দিন অন্যান্য নরপতিদের মত নতিস্বীকার না করে চেঙ্গিস খাঁর গতিরোধ করার জন্য তৎপর হলেন। শৌর্যে, বীর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আফগানিস্থান সম্রাট মহম্মদ খাওয়া-রিসাম সাহের একমাত্র বীরপুত্র জালালুদ্দিন অতঃপর চেঙ্গিস খাঁকে একবার দুবার নয় বার বার বহুবার প্রতিহত করেন। চেঙ্গিস খাঁ বিস্মিত হয়েছিলেন—কিন্তু বন্য সৈন্যের দুর্বার গতির কাছে জালালুদ্দিন অতঃপর পরাজিত হলেন। কিন্তু দস্যুটির হাতে ধরা দিলেন না।

পালিয়ে গেলেন তিনি। চেঙ্গিসও ছাড়বার পাত্র নন। পাগলা কুকুরের মত তাড়া করলেন জালালুদ্দিনকে। বহু চড়াই-উতরাই, পাহাড়-পর্বত, আর বন-জঙ্গলে খণ্ডযুদ্ধের পরও চেঙ্গিস খাঁ জালালুদ্দিনকে কাবু করতে পারলেন না। আহত জালালুদ্দিন শেষে ইন্ডাস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচলেন। অবাক বিস্ময়ে চেঙ্গিস খাঁ দেখলেন জালালুদ্দিন নদীর পরপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন।

জঙ্গলী মোঙ্গল সম্রাট খাঁ বাহাদুর এই পরাজয়ে ক্রোধে আত্মহারা হলেও তরুণ রাজপুত্র জালালুদ্দিনের অসীম সাহসীকতায় ও বীরত্বে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'সাবাস এই বীরপুরুষ আর ধন্য তার পিতা যে এমন এক বীরের পিতা হতে পেরেছে।'

এর পরের চোটে 'এশিয়ার উদ্যান' ইরাণের ওপর চেঙ্গিস ফৌজ পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইরাণ ও নিম্ন এশিয়াকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে এই পঙ্গপাল সভ্যতার ধারক ও বাহক ইরাকের ওপর হামলা করে।

কিন্তু বাধা পেলেন তিনি। এই দ্বিতীয়বার। ইরাক সম্রাট আল-মুস্তাসিমের বিল্লাহ্ চেঙ্গিস খাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। স্তম্ভিত হলেন নির্মম হত্যাকারী চেঙ্গিস খাঁ। হয়ত ভাবলেন—'নাঃ, এত বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। এবার আমার থামা উচিত।' তিনি যে-ধরনের লোক তাতে এই ভাবনা ক্ষণিক তাঁকে বিচলিত করতে পারে। আসলে তিনি হয়ত থামতেন না। কিন্তু...

কিন্তু থামতে তাঁকে হলই। ঢাল-তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারলেন না বাগদাদে। তদানীন্তন দুনিয়ার বাগদাদ হল আরব দেশের রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র। তাই জনসাধারণের [illegible] খাঁ সাহেব নিজের সম্মান বাঁচিয়ে ফিরে গেলেন নিজের রাজধানী [illegible]

* বসু চৌধুরীর নূতন উপন্যাস *

প্রকাশিত হ'ল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

প্রতিধ্বনি

বাইরের জীবন থেকে যে ধ্বনি ওঠে তারই প্রতিধ্বনি জেগে চলে লেখকের অন্তঃকরণে, তার প্রকাশই তাঁর জীবন, তাঁর সৃষ্টি। এই ভাব-চিত্রের সুনিপুণ অঙ্কন 'প্রতিধ্বনি' উপন্যাস। ঔপন্যাসিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ঔপন্যাসিকের জটিল মন আশ্চর্য দক্ষতায় পাঠককে পরিবেশন করেছেন এই উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিবেশ তাতে স্পর্শ ভাবেণ নিদ্রে। একে বলা যায় উপন্যাসের উপন্যাস। দাম—৩.০০

বসু চৌধুরী, ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—১

(সি ১৯৯৫)

আশায়। তাঁর অধ্যুষিত দেশগুলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল—যদিও, তখনও চেঙ্গিসের চাবুকের ঘা আর মঙ্গোলদের তলোয়ারের জমাট-বাঁধা রক্ত তাদের পিঠে আর পথে-ঘাটে শুকিয়ে যায়নি।

কারাকোরামে ফিরে যাবার পর সত্যি সত্যিই খাঁ বাহাদুর যেন বদলে গেলেন। এর পর তিনি আর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে মাথা ঘামান নি—কিন্তু অধিকৃত রাজ্যগুলি নিপুণভাবে শাসন করেছেন। এবং দীর্ঘ দিন রাজসুখ ভোগ করার পর ইতিহাসের মুখে একটা গভীর কলঙ্করেখা লেপন করে, ত্রাসের দায় থেকে ১২২৭ খৃঃ অব্দে মুক্তি লাভ করলেন চেঙ্গিস খাঁ।

তখনকার পৃথিবীতে চেঙ্গিসের মৃত্যু সংবাদ একটা আনন্দের সংবাদ এবং সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যেমন আজকের দিনে অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন আইখম্যানের ফাঁসির সংবাদে। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরও শতাব্দী ধরে তাঁর নামোচ্চারণ মাত্রেই সবাইয়ের মনে ও দেহে ভয়ের কাঁটা দিয়ে উঠত। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশ থেকে নিয়ে কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী সব দেশগুলি বলপূর্বক অধিকার করে নেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন অবর্ণনীয় অত্যাচার আর অকথ্য নির্যাতন সেই সব দেশবাসীর ভাগ্যে অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের বসতি সমূলে উচ্ছেদ করেছেন—ধ্বংস করেছেন, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করেছেন, শস্যক্ষেত, রমণীয় ফল-ফুলের বাগান-গুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন অবলীলাক্রমে। শহরের পর শহর উৎপাটের একশেষ করেছেন আর অগণিত শবস্তূপে আচ্ছন্ন হয়েছে সেই সব দেশের আকাশ বাতাস আর নিরীহ জনগণ।

এমনকি মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধপানরত কোন শিশুও এই নারকীয় যজ্ঞে বাদ পড়েনি। লক্ষ লক্ষ নরবলিতে পূর্ণ হয়েছে চেঙ্গিসের যুদ্ধাহুতি।

চেঙ্গিসের ভয়াবহ এইসব অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলি হয়েছে ইরাণ। এর শতাব্দীর সংস্কারলব্ধ যাবতীয় প্রগতি এবং বংশানুক্রমিক কালচার প্রচণ্ড-ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। এবং ইরাণের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই আক্রমণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মোঙ্গলবাহিনীর এই অভিযানগুলিকে আধুনিককালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং চেঙ্গিসকে হিটলারের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোকটি এত অদ্ভুত ধরনের নির্মম ও নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানীগুণীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। চীনা পণ্ডিতদের নিজ সভায় এনে নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদি করতেন, চীনা ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিও দেখিয়েছেন। ইতিহাস পাঠে এবং রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাই তিনি নিজে কি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা দেখবার জন্য বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়ে নিজের সমগ্র আশৈশব অভিজ্ঞতা ইতিহাস-বদ্ধ করিয়েছেন তদানীন্তন বহু শিল্পী ও ঐতিহাসিকদের একত্রিত করে। এমনকি, নিজের ব্যর্থতার কথাও ভুলে যান নি। জালালুদ্দিনের হাতে বার বার পর্যুদস্ত ও ব্যর্থতার কথা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা আগেই ব্যক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরাজয় ইবাকের বিষয় বলেছেন:

শম্ভু ভক্তের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা

সাতটা থেকে দশটা

ন'টা থেকে বারোটা

দ্বাপর থেকে কলি

(শ্রীঅরবিন্দের 'গীতার ভূমিকা' অবলম্বনে)

প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১/১/১এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-২৬২০)

প্রেম এমন এক বিষয় যা কখনও পুরনো হবার নয়। মানুষের আদি সুকুমার বৃত্তিসমূহের মধ্যে বোধ হয় এরই রূপ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, জটিল, ক্রূর এবং বিচিত্র। আমাদের সমস্ত নির্জনতা,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

অতি-ব্যক্তিগত দ্রবীভূত অবস্থা, নিভৃততম বাসনা—সব কিছুতেই মূলত প্রেমের প্রকাশ। মন্থরতা এবং তন্ময়তা—এই ঘরে-বাইরে আরোহ এবং অবরোহ নিয়েই প্রেমের সঞ্চার।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

প্রেমের গল্প

যুগে যুগে বিভিন্ন লেখকের চোখে এর স্বরূপটি বিভিন্ন তাৎপর্য ও সংকেত সূচিত করেছে। সে কারণে কোন লেখকেরই একটি মাত্র রচনায় এর অখণ্ড রূপটি ধরা পড়তে পারে না।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

প্রেমের গল্প

এই সংকলন-গ্রন্থত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে প্রেমের সেই বর্ণময় রূপটিকে আভাসিত করতে চেয়েছেন বর্তমানের তিনজন দিক্‌পাল সাহিত্যিক। তিনখানি গ্রন্থই অবশ্য-সংগ্রহণীয়।

প্রত্যেকটির দাম : ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

'সমরখন্দকে যে ধ্বংস করতে আসবে সে নিজেই এখানে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

"তারিখ-ই-জাহান-কুশ" পারসীর ঐতিহাসিক 'জুয়াইনির' এমনই এক অবদান যাতে চেঙ্গিসের লোমহর্ষক ও নাটকীয় অভিযান অভিজ্ঞতার কথা অক্ষরে লেখা আছে।

আর ঐ চেঙ্গিস খাঁরই সমাধি নির্মিত হয়েছে ইজেন হোরোতে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে। এবং এইখানেই রক্ষিত হয়েছে পাঁচ শো পৃষ্ঠার ঐ বৃহৎ ইতিহাসটি। আগামী জুন মাসে কম্যুনিস্ট চীন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে এই নিষ্ঠুর মোঙ্গল সম্রাটের ৮০১তম জন্মবার্ষিকী পালনের আয়োজন করছে। লাল চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু বিদেশের সংস্থা (প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক) জনসাধারণ সমবেত হবে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে এবং মাও-সে-তুং। মাও নিজে সমাধি প্রাঙ্গণে তাঁর মহান এই পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ একটি মূল্যবান পারাবার দান করবেন।

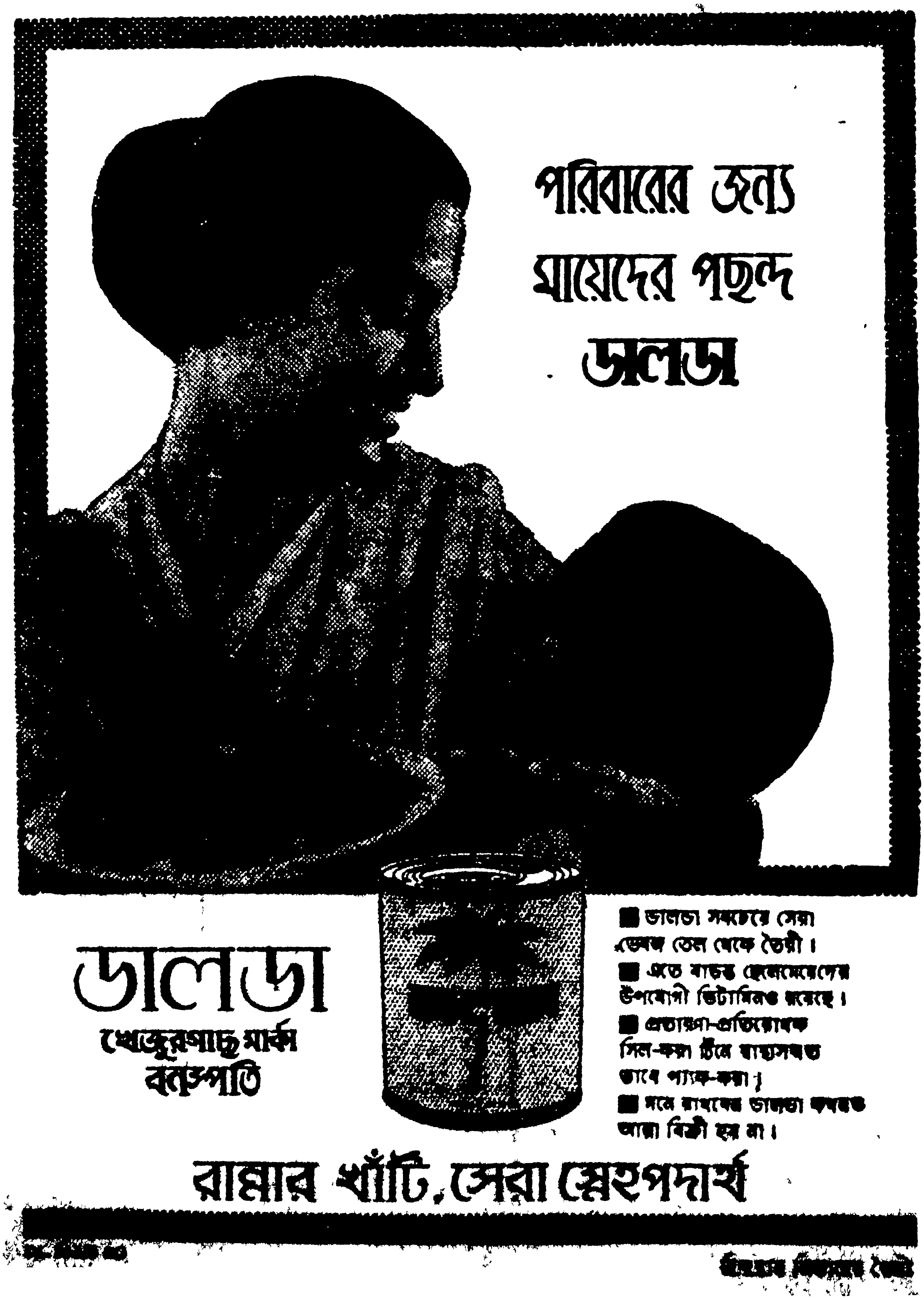

অন্য জন্ম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

যেটুকু দেখা যায় ওই জানলা দিয়েই। একটা জীবন দেখার পক্ষে হয়তো যথেষ্ট নয়, সব জীবনটুকু দেখাও যায় না। শুধু জীবনের খণ্ডিত রূপ, বঞ্চনার হাহাকারের রেশ, প্যাসি আর প্রেমের উষ্ণ নিশ্বাসের শব্দ এপারে ভেসে আসে।

মাঝে মাঝে এও মনে হয়েছে জানলাটা বন্ধ করে দিই। উঠেও গিয়েছি দু-একবার, কপাটে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত ভেবেছি, আবার ফিরে এসেছি। ওই বাতায়নের দাক্ষিণ্যটুকু আমার জীবনেরও যে অনেকখানি। কপাট বন্ধ হলে, রূক্ষ কঠিন পাষাণ-প্রতিম দেয়ালের চাপে আমি নিষ্পিষ্ট হব। আলোহীন, বাতাসহীন বুঝি বা শব্দহীন জগতে নির্বাসিত।

· আমার এই উন্মুক্ত জানলা সম্বন্ধে গলির ওপারের বাসিন্দারের কোন অনুভূতি আছে, এমন মনে হয় না। তা থাকলে ওরাই পর্দার আড়ু টানত, কিংবা নিজেদের জানলা বন্ধ করে দিত সশব্দে। মনে হয়, নিজেদের জীবন, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অন্য কারো বিন্দুমাত্র কৌতূহল থাকতে পারে, এ বোধ ওদের ভোঁতা হয়ে গেছে। কিংবা বুঝি নিজেদের সুখদুঃখের আবর্তনে ওরা এতই মুহ্যমান, যে অন্য কারো দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় আর স্পৃহা কোনটাই ওদের নেই।

কিন্তু আমি ওদের দেখি। ওদের ঠিক নয়, ওরা যেন পশ্চাদপট। আমি দেখি রমাকে। ও-বাড়ির জীবননাট্যের যে নায়িকা। যাকে কেন্দ্র করে ও-বাড়ির প্রতিটি মানুষ স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

রমা, রমা, রমা।

চুপিসাড়ে ভোরের আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ও নাম যেন ও-বাড়ির বাসিন্দারের জপমালা। প্রতি মুহূর্তে নামের ফুলকি বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আর সেই সঙ্গে তাঁতের মাকুর মতন মানুষটা অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি করছে। বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই, সমাপ্তি নেই।

টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজ। বিচিত্র আয়তন, বিচিত্র বর্ণ। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে অংশবিশেষ সাদা কাগজের ওপর আটকাতে হয়। সারা পৃথিবী মন্থন করে সংবাদ-সার। অলৌকিক কাহিনী, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিরিখ, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার বিবরণ। এরই নির্যাস নিয়ে গ্রন্থ রচিত হবে। অবশ্য সে গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠায় আমার নাম থাকবে না। সামান্য স্বীকৃতিটুকুও নয়। আমি যশ-প্রিয়াসী নই। আমার প্রয়োজন অর্থের। তাও পরিমিত কয়েক মুদ্রার। সেটুকু আমার জুটে যায়। জুটে যায় এই পরিশ্রমের বিনিময়ে।

কিন্তু এ কাজের [illegible] যায়। মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে উঠি। দেখি একসময়ে অন্যমনে রমার জীবনের কিছুটাও আটকে ফেলেছি সাদা কাগজে। জানি, সে জীবনের কোন মূল্য নেই গ্রন্থকারের কাছে। স্তিমিত স্বল্পজীবন, নিবীর্য এক কুমারীর প্রতিদিনের সুখদুঃখ হাসিকান্নার কোন আকর্ষণ নেই।

নিজের সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। তখনই উঠে জানলার কাছে দাঁড়াই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। আবার ফিরে আসি নিজের জায়গায়।

রমা।

এ কণ্ঠ দীর্ঘ, হতশ্রী এক মহিলার। তারা মুখে বলি রেখার ভাঁজ। দেহের শেষ রূপ-বিন্দু কে যেন নিঙড়ে নিয়েছে। মণিবন্ধে শাঁখা, কনুয়ের কাছে মাদুলির সার। অবশ্য কিন্তু নিষ্ফলা নয়। কোনরকমে মেয়েকে কাছাকাছি বয়সের সিঁদুর পরা। [illegible] হামাগুড়ি দেবার আগেই [illegible] ঘটে।

প্রথমে যে কণ্ঠ শোনা যেত, নিস্তেজ, কয়েকটা ডাকের পরেই সে গলা কর্কশ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

রমা, ও রমা, মরলি নাকি? [illegible] কোথাও [illegible] না।

[illegible]

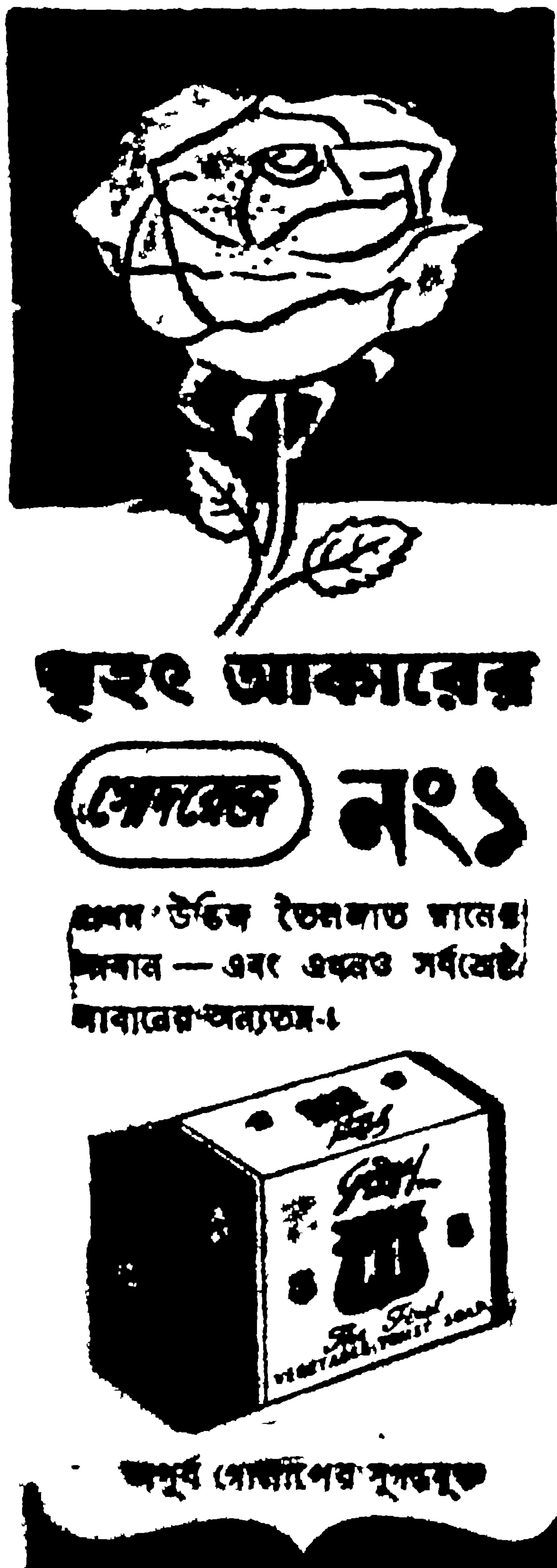

সুরে। ছেঁড়া ব্লাউজটা ঢাকবার জন্য ততোধিক ছেঁড়া একটা শাড়ির আঁচল অঙ্গে জড়িয়ে রমা বেরিয়ে পড়ে। হাতে বোতল।

ঠিক এই সময় আমার পথের ধারের টেপাকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়। দাঁতন হাতে। সুতরাং ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটুকু ঘুমভাঙা অলস চোখে দেখতেই হয় আমাকে।

মুখ ধোয়া শেষ হবার আগেই রমা ফিরে আসে। হাতে খালি বোতলের বদলে ভরা বোতল। দুধে ভরা। চোখে জল ছিটোতে ছিটোতে চেয়ে দেখি। মনে হয় যেন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে রমা পথে বেরিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের ঘোর তার তখনও কাটে নি।

শুধু আমি নয় পথ-চলতি আরও দু-একজন চেয়ে চেয়ে দেখে। রমা লাবণ্যময়ী নয়। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখ বোলানোর মতন সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা তার শরীরের কোথাও নেই, কিন্তু এমন অবহেলায় শতচ্ছিদ্র শাড়ি অঙ্গে জড়িয়ে পথে বের হতে এমন বয়সের মেয়েকেও সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই দোষ লোকগুলোর নয়। আমারও নয়। রমারও না।

তারপর দাওয়ায় বসে বলাইয়ের দোকানের হাতলভাঙা কাপে চুমুক দিতে দিতে আবার কণ্ঠস্বর কানে আসে।

হ্যাঁলা হলো তোর? সেই কখন থেকে বলছি দুধটা গরম করে দে। মণি আর টুনিটা যে কঁকিয়ে গেল।

মণি, টুনির কঁকিয়ে যাবার আওয়াজ কিন্তু কানে এল না। বোধ হয় চেঁচিয়ে কাঁদবার মতন পাঁজরের জোরও তাদের নেই।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। সম্ভবত গরম দুধ মুখের কাছে এসে গেছে। আর কারো গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য গলার আওয়াজ শোনবার উপায়ও আর নেই। একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে রমা প্রাণপণে আছড়াচ্ছে কলতলায়। মাঝে মাঝে আছড়ানি থামিয়ে স্তূপীকৃত কাপড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয়, এ সংসারে এত ময়লা কি করে জমে, তাই বুঝি ভাবছে।

পর পর দু-কাপ চা খেয়ে উঠে পড়ি। বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকি। এই সময়টুকু জানলার ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়ে। এক টুকরো সোনার পাতের মতন। স্যাঁতসেঁতে ঘরটাকে উত্তপ্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে।

পুরোনো খবরের কাগজের পাতা উল্টে যাই। পাতার পর পাতা। লেবাননে সামরিক বিদ্রোহ, উগান্ডায় শৃঙ্গধারী গণ্ডারের আবির্ভাব, আরটিক রিজিয়নে প্রচুর শ্বেতভল্লুকের আত্মহত্যার হুজুগ, ইয়কোহামার আকাশে লোহিত নক্ষত্র।

বলি ব্যাপার কি তোর? কোনদিন কি সময়ে একটু ভাত পাবার জো নেই।

এবার নারীকণ্ঠের বদলে পুরুষ পুরুষ-কণ্ঠ।

ওই কণ্ঠের অধিকারী আমার পরিচিত। সার্থকনামা। পশুপতি বড়াল। কোন এক বেসরকারী অফিসের ফাইল-ক্লার্ক। ঢুকেছিলেন বেয়ারা হয়ে আঠারো বছর বয়সে, আজ পঞ্চাশে যাবতীয় ফাইলের তদ্বির-তদারকে ব্যস্ত। অফিসে এঁর স্বরূপ দেখি নি, কিন্তু বাড়িতে ইনি অপ্রতিহত প্রতাপ। বিশেষ করে শনিবার রাত্রে। মাঠের ঘোড়াদের চাটের চোট ভুলতে দেশী পানীয়ের আশ্রয় নেন। তারপর সারাটা রাত চলে অশ্বদের পিণ্ডদান। সেইসঙ্গে বাড়ির লোকেরাও বাদ যায় না।

পথে-ঘাটে দেখা হয়েছে। এক পাড়ায় শুধু নয়, একেবারে মুখোমুখি বাস যখন, এটাই স্বাভাবিক।

দেখা হলেই ঘাড় কাত করে নমস্কার করেছেন।

এই যে ভাল আছেন? আপনাদের দেখলেও পুণ্য হয়।

কি রকম? প্রশ্নটার জাতিনির্ণয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি নি।

পণ্ডিত লোক। দেখি তো সর্বদাই লেখাপড়া নিয়ে আছেন। দিনরাত খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছেন। লিখছেন। আপনারাই তো দেশের গৌরব।

এমন একটা উপাধি কিভাবে ফেরত দেওয়া যায়, ভাববার আগেই পশুপতিবাবু আবার মুখ খুললেন আপনার কাছে যাব মশাই একবার। একটু দরকারও আছে। জানেন একসময়ে আমার নিজেরও পড়াশুনার খুব বাতিক ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কত মজার মজার বই যে পড়েছি। আর এখন, নিশ্বাস ফেলবার জো নেই। সংসারের শুধু একটা উদর আছে, তার মুখ নেই, চোখ নেই, কান নেই।

হৃদয়ও নেই। ফিসফিসিয়ে বললাম।

কথাটা ভদ্রলোকের কানে যায় নি। তাও তিনি একগাল হেসে বললেন, যা বলেছেন মশাই। আপনাদের মত লোকের সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

ভদ্রলোক এসেওছেন। ছুটির দিন সকালবেলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিংহনাদ ছেড়েছেন, কই, আছেন নাকি?

মনোযোগ দিয়ে সদ্য আটকানো লেখাগুলো পড়ছিলাম গম্ভীর কণ্ঠে লাফিয়ে উঠেছি, আরে আসুন, আসুন, কি ভাগ্য আমার।

পশুপতিবাবু তক্তাপোশের ওপর পা তুলে বসে আমার টেবিলের দিকে দেখতে দেখতে বলেছেন, কি আনন্দেই আছেন মশাই আপনারা। লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থাকার মতন এমন আর আনন্দ আর পৃথিবীর অন্য কিছুতে আছে নাকি! আর আমরা ঠুলিপরা ঘোড়ার মতন কেবল ছুটছি। মুখে দিয়ে ফেনা উঠে গেল তবু নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে

পশুপতিবাবু অন্তরঙ্গতার সুর মিশিয়েছেন।

আপনার সঙ্গে একটু দরকারী কথা ছিল মশাই।

হাত বাড়িয়ে একটা বিড়ি দিতে দিতে বলেছি, এসব ছোটখাটো জিনিস চলে তো?

পশুপতিবাবু ভ্রু নাচিয়ে নাচিয়ে হেসেছেন, সব চলে মশাই, সব চলে। আমি সজ্জন ব্যক্তি, আমার কাছে ছোটবড়োর বাছ-বিচার নেই। কোন নেশাতে পেছপা নই, বুঝলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়েছি, বুঝেছি। একেবারে হাড়ে হাড়ে।

আপনার তো নানা জায়গায় যাওয়া-আসা আছে, বহু লোকের সঙ্গে জানাশোনা?

উত্তর দিই নি। উত্তরের উদ্দেশ্য না বুঝে কিছু বলাটাও সমীচীন হত না।

আমার মেয়ের জন্য একটা পাত্রের সন্ধান দিতে পারেন?

মেয়ে মানে রমা। প্রতি তিন মিনিট অন্তর সে নাম ইথারে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে এধারে-ওধারে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় যাকে যে-কোন বেশে, যে-কোন অবস্থায় পথে দেখা যায়।

তবু অভিনয় করতে হল। বলেছি, আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ, আমার বড় মেয়ে রমা। একেবারে মাছের কাঁটার মতন গলায় বিঁধে আছে মশাই। না পারি ফেলতে, না পারি গিলতে। দিন, মশাই একটা দেখেশুনে। আমার বিশেষ কিছু চাই না। শুধু মেয়েটা খেয়েপরে বাঁচতে পারে, আর ছেলেটা নেশাখোর আর রেসুড়ে না হয়। ব্যস।

অবাক হয়ে পশুপতিবাবুর দিকে চেয়ে দেখেছি। তাঁর চোমরানো গোঁফ, রক্তিম চোখ, গালের বিরাট লোমশ আঁচিলটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভেবেছি, চরিত্রবান, সৎপাত্র পর জামাই খুঁজছেন পশুপতিবাবু। রমা যাতে সুখী হয়। যে জীবনে সে অভ্যস্ত, তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

কথা দিয়েছি। বলেছি, দেখব, নিশ্চয় দেখব। আপনি মেয়ের ছকটা একবার দিয়ে যাবেন। অনেকের আবার এসব বাই আছে কিনা। মিলিয়ে দেখতে চান।

একদমবার, পশুপতিবাবু গর্জন করে উঠেছেন, মিলিয়ে দেখবেন বই কি। বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা। আমার বিয়ের সময় মশাই কুষ্ঠি মেলে নি বলে বাবা এক জাঁদরেল উকিলের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে বন্ধ করে দিলেন। আজ সেখানে বিয়ে হলে আমার এমন দৈন্যদশা হত কোন দিন।

পশুপতিবাবু কথা রেখেছেন। মেয়ের ছক দিয়ে গেছেন। পথেঘাটে, স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন। আমিও সমানে ঘাড় নেড়ে গেছি।

কথাটা পশুপতিবাবু সম্ভবত মেয়েকেও বলে থাকবেন। হয় তো গৃহিণীকে বলেছেন

চাণক্য সেনের অমর উপন্যাস

সে নহি সে নহি

স্বর্ণাক্ষরে খোদত রেক্সিনে সুদৃশ্য বাধাই — দাম : দশ টাকা।

"এটা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গত কয়েক-শ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই এক-শ-টি বছরই সবচেয়ে গৌরবের কাল যখন ভারতবর্ষ ছিল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের অধীন। বিংশ শতাব্দীর সূচনাই এই গৌরব কালের মধ্যাহ্ন। আর তখন থেকেই শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সচেতনভাবে সংগ্রাম। উনিশ-শ' সাত-চল্লিশ সাল থেকে আবার ভারতীয় ইতিহাসের নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মানবিকতার আদর্শে উদ্বোধিত প্রাণচঞ্চল এই বিরাট ভারত-ভূখণ্ডের পটভূমিকায় চাণক্য সেন "সে নহি সে নহি" উপন্যাসটির কাহিনীকে গড়ে তুলেছেন। সাম্প্রতিককালে এরূপ উচ্চাশাপূর্ণ উপন্যাস নিঃসন্দেহে খুব অল্পই লেখা হয়েছে। ব্যর্থতা বা সার্থকতার প্রশ্ন বাদ দিয়েও এ বই লেখার উদ্যম ও প্রেরণাকে আমাদের সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত।"

"'সে নহি সে নহি'র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা দুঃসাহসিক ও প্রশংসনীয়। লিখনশৈলী আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। বইটি কলেবরে হৃষ্টপুষ্ট হলেও পড়তে কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যকর। গল্প জমাবার ও পাঠকের কৌতূহল জাগাবার কৌশলও করায়ত্ত। সাম্প্রতিক কালের কথাশিল্পে "সে নহি সে নহি" একটি বিশিষ্ট সংযোজন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' — ২১ এপ্রিল, ১৯৬৩।

সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট সংযোজন

দুপুর গড়িয়ে বিকেল

বাংলা সাহিত্যে নতুন জীবন-চিন্তা আর নতুন রীতির সূচনা।

সুদৃশ্য শক্ত বাঁধাই — দাম : আট টাকা।

প্রশান্ত চৌধুরীর জনপ্রিয় উপন্যাস **ফুলমোতিয়া** দাম : পাঁচ টাকা।

বীরেন্দ্র মিত্রের আকর্ষণীয় উপন্যাস **কাচের জানালা** দাম : চার টাকা।

ক্লাসিকের যে-কোন বই জনপ্রিয়তার প্রতীক।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

ক্লাসিক প্রেস : ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

[illegible] কাকে কাকে শুনেছে কথাটা।

নয়তো, যে রমা কোনদিন কারোর দিকে চোখ তুলেও দেখে না সে অনায়াসে [illegible] করুণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠিক দুপুরবেলা আমি যখন দরজায় তালা লাগিয়ে মেয়েদের হোস্টেলে খেতে যাই, রমাও বেরোয় হাতব্যাগে রাজ্যের কাপড়চোপড় ভরে। চৌরাস্তার কাছাকাছি যে সেলাইয়ের স্কুল আছে, রমা সেখানেই যায়। সারাটা দুপুর সেলাই করে। চারটে বাজার আগেই ফিরে আসে বাড়িতে।

অন্যদিন ঘাড় হেঁট করে হন হন করে চলে যায়। কোনদিকে দেখে না। এ পথে অন্য লোকও যে চলতে পারে, সে খেয়াল-টুকুও করে না। সেদিন কিন্তু ফিরে ফিরে বার-দুয়েক দেখল। খুব অল্পক্ষণ। বোধ হয় এক নিমেষেরও কম। ফুলের পাপড়ির ওপর ভ্রমর বসলে পাপড়িটা যেমন থর-থরিয়ে একটু কেঁপে ওঠে, তেমনই করে তার চোখের দুটো পাতা কেঁপে উঠল। শীর্ণ, শ্বেতাভ গালে সামান্য রক্তের ছোঁয়া, না কি আমারই ভুল, রমাকে নিঙড়োলেও বোধ হয় একবিন্দু রক্তের খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল রমা রূপসী। সংসারের ভারি চাকার তলায় থেঁতলে যাওয়া দেহের কোথাও একটু সৌন্দর্যের তলানি রয়ে গিয়েছে। এই বসন্তের থমথমে দুপুরে, প্রায় নির্জন পথে, সামান্য একটা সুযোগের অজুহাতে সেই রিক্তপ্রায় সৌন্দর্যের কণা একটা নিঃস্ব তরুণীকে অকৃপণভাবে সাজাবার প্রয়াস করেছে।

এতদিন রমার ছবিটা আমার জীর্ণ, সহস্র-ছিন্ন বিছানার নিচেই ছিল, সেইদিন থেকে কাগজের চিরকুটটা আমার পকেটে রাখলাম। হৃদয়ের সান্নিধ্যে বলে নয়, রমার বিয়ের জন্য সত্যি চেষ্টা করব বলে।

আমার পরিচিতের পরিধি খুব বেশী নয়, তবু অনেককেই বলেছি। রঙের প্রলেপ দিয়ে রমার শুকনো কাঠামোর ওপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে, চলনসই একটা তরুণীর রূপের আন্দাজ দিয়ে দু-একজনকে বিগলিত করার চেষ্টা করেছি। যাদের সৌন্দর্যের খোঁজ দিতে পারি নি, তাদের বলেছি একটি মেয়ের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের কথা। বিরাট একটা সংসারের চক্রনেমি, সে আভাস দিয়েছি।

ফলে দু-একজন রমাকে দেখতে এসেছে।

পশুপতিবাবু সেই সময় আমাকেও ডেকে-ছিলেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে। মেয়ের সম্বন্ধে বেশ দু-একটা কথা [illegible] হয়েছে।

কিন্তু [illegible] সম্ভব হয় নি। [illegible] আলোয় মুখে [illegible] যে মেয়েটি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, [illegible] সবচেয়ে আগে। যারা দেখতে গিয়েছিল তারাও ছল-ছুতো করে উঠে দাঁড়িয়েছে। একজোড়া বাসি সিঙাড়া আর এক কাপ চায়ের লোভকে ডিঙিয়ে।

খোলা জানলার ধারে বসে বসে ভেবেছি। এ সাজ কি রমার ইচ্ছাকৃত। এ সংসারের হাজার যন্ত্রণাকে রমা ভালবেসে ফেলেছে বলেই বুঝি সে নিষ্কৃতি চায় না এই নাগপাশ থেকে। দহনে সুখ, পীড়নে প্রীতি। অতলে তলিয়ে যাবার যে শান্তি তাই সে উপভোগ করছে তিল তিল করে। দু-হাতের অঞ্জলিতে গরল তুলে নিয়ে নির্বিচারে নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে নীলকণ্ঠী হয়েছে।

না, এমনও হতে পারে, প্রতিদিনের রমাকে যে চোখ দেখে অভ্যস্ত, সে চোখ বিশেষ দিনের বিশেষভাবে সাজা রমাকে বরদাস্ত করতে পারে নি।

কিংবা, মনের গহনে বিশ্রী একটা চিন্তাও উঁকি দিল। হয়তো যে সংসার ইক্ষুদণ্ডের মতন রমার সর্বকিছু নিঙড়ে নিতে উন্মুখ, তারাই এইভাবে তাকে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। যাতে না-পছন্দের তকমা সর্বাঙ্গে এঁটে আবার সে ছিটকে পড়ে সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে।

উদ্দেশ্য যাই হোক, রমাকে দেখতে আসার পাট চুকে গেল। কিন্তু পশুপতিবাবুর আসাযাওয়া কমল না।

হয়ে যাবে কি বলেন মশাই। এরকমভাবে দেখতে দেখতেই পছন্দ হয়ে যাবে একদিন। মেয়ে দেখতে তো আর খারাপ নয়। শরীরে গত্তি লাগে না এই যা। তা আর কোথা থেকে লাগবে বলুন? মাইনে তো ওই একশ ছাপান্ন টাকা, অথচ সংসারে ভিড়টা দেখেছেন?

সকাল-বিকাল কাংস্যকণ্ঠও কানে আসে। সামনের বাড়ি থেকে, এগারো ফুট সড়ক পেরিয়ে একেবারে জানলার মধ্যে দিয়ে মরমে।

ওই তো পেত্নীর মতন চেহারা, কে পছন্দ করবে শুনি। যদি ভূতপ্রেত দাঁতিদানোর বিয়ের দরকার হয়, তাদের চোখে লাগতে পারে। আবার লোকের সামনে বেরোবার আগে সাজগোজের কি ঘটা! যমের অরুচি, যমের অরুচি।

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে এইটুকু অন্তত বুঝতে পারি রমাকে সাজিয়ে পাঠাবার পিছনে সংসারের কোন হাত নেই। অথচ কেন রমা এভাবে, এমন উৎকটভাবে সেজে বেরোয়!

এর উত্তর অনেক ভেবেও পাই নি। এর উত্তর যার কাছ থেকে পাবার কথা সে নিজে অবিচল, নিষ্কম্প।

যখন গালিগালাজের ফোয়ারা ছোটে, তখন [illegible] কেলেঙ্কারির কাহিনীটা যখন রটিতে রটিতে আমি বেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে যাই।

রমাকে পথেঘাটে অনেকদিন বেশ দেখি নি। অবশ্য ইদানীং আমারও অবকাশ কম। বই প্রেসে গেছে। তার দেখাশোনা, তদ্বির-তদারক সবকিছু আমাকেই করতে হচ্ছে।

সেদিন প্রুফের বান্ডিল বগলে নিয়ে বাস থেকে যখন নামলাম, আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। বেতালা বাতাসও বইতে শুরু করেছে। দু-এক ফোঁটা বর্ষণ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছিলাম, হঠাৎ গলির মোড়ে এসে থেমে যেতে হল।

একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় রমা। এক-বারে সাধারণ বেশ। হাতে কাপড়ের ব্যাগ। বোধ হয় সেলাইয়ের স্কুল-ফেরত। ওর সামনে, একটু এগিয়ে চোখদুটো কুঁচকে দেখতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সময়, এলোমেলো বাতাসে গাছের ডালপালাগুলো সরে গেল, রাস্তার বাতিটা লোকটার মুখে এসে পড়ল।

লোকটি আমার চেনা। অন্তরঙ্গ কেউ নয়, কিন্তু প্রায়ই দেখাশোনা হয়। যে প্রেসে বইয়ের তদারক করতে যাই, সেখানেই লোকটিকে দেখেছি। আলাপ হয়েছে কথা-বার্তাও। লোকটি মেশিনের তেল সাপ্লাই করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে টাইপও ফেরি করে।

সম্ভবত রমাও আমাকে দেখেছিল কারণ সেই মুহূর্তেই সে লোকটির প্রায় বুকের এলাকা থেকে একটু সরে দাঁড়াল। স্বাভাবিক সুরের কথাবার্তা আরো খাদে নামল। প্রায় ফিসফিসানির সগোত্র।

সে রাত্রেই নির্যাতন চরমে উঠল।

সম্ভবত, রমার দেরি করে ফেরার জন্য সংসারের অবস্থা বানচাল হবার দাখিল হয়েছিল। বাচ্চাগুলোর তারস্বরে আমহ-সংগীতের ছোঁয়াচ। গৃহিণী অগ্নিশর্মা। পশুপতিবাবু উন্মাদ।

আশ্চর্য, সেই রুদ্রতানের বিরুদ্ধে রমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা আমি এতদিন এক নিমেষের জন্যও শুনি নি। মুখ বুজে, নির্বিচারে যে মেয়েটি কেবল অত্যাচারের অঙ্গারে নিজেকে পুড়িয়েছে, একটি প্রত্যুত্তর করে নি, মাথা তোলে নি, তার কথায় এত তেজ, এত দাহ এল কোথা থেকে।

হবে হবে, অত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমি তো খেলা করতে যাই নি। তোমাদেরই কাজে গিয়েছিলাম। পথে ঝড়জলে আটকে গিয়েছিলাম, তা আর কি করব।

অবশ্য ইতিমধ্যে কণ্ঠের কোঁসানির সঙ্গে বর্ষণও মেশেছে। তবে খুব বেশী নয়, অন্তত মানুষকে আটকে রাখবার মতন তো নয়ই।

কিন্তু হেসে দেখে, এতদিন যে মেয়েটি মুখ বুজে অপমানের জুতো মুখে ধরে ছিল, তার মেরুদণ্ডে জোর এসেছে। এ জোর কে যোগাল, তাও বুঝতে পারলাম।

তা হলে শুধু লোকচক্ষুর অন্তরালে দাঁড়িয়ে চুপিসাড়ে কথা নয়, আশ্বাসও পেয়েছে রমা। এ নরক থেকে মুক্তির আশ্বাস।

এই শুরু, কিন্তু শেষ নয়। এরপর যতবারই ও বাড়িতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, অত্যাচারের বন্যা, রমাও রুখে দাঁড়িয়েছে।

দুবেলা দু-মুঠো খেতে দাও বলে তো বিনাপয়সার দাসীবাঁদীর অধম করে রেখেছ। কোন্ কাজটা তোমাদের হচ্ছে না বলতে পারো? কি আটকে আছে?

আশা করেছিলাম পশুপতিবাবু একদিন এসে হাজির হবেন, মেয়ের স্পর্ধার ফিরিস্তি শোনাতে, কিন্তু তার বদলে এল নিখিল। নিখিল কুণ্ডু।

আসব স্যার?

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিগলিত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করল। খাতাপত্র সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম।

কি ব্যাপার, আপনি?

একটা প্রয়োজনে আসতে হল স্যার।

নিখিল গুটি গুটি তক্তাপোশের এক কোণে বসল।

বুঝলাম, রমা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই হবে। হয়তো নিজে পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছে না, তাই আমার সাহায্য চাই।

কিছু বললাম না। বসে বসে নিখিল কুণ্ডুকে দেখতে লাগলাম। সে বলতে যে রমার কাছে কিছু তাকে দেখেছি এ কথা আভাসেও দিলাম না। জানি নিখিল নিজেই এসেছে, মনের এমন অবস্থায় না স্বাভাবিক, নিজেকে সে উজাড় করে দেবেই।

দিলও তাই।

বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি স্যার। নিখিল একটা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে, কি ভেবে আর ধরল না।

আমি তো ভারি মানুষ। আমি আর আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি। কণ্ঠে বদলাবার সুর ফোটালাম।

পারেন স্যার, একমাত্র আপনিই পারেন। ও একমাত্র আপনার কথাই শুনবে।

এমন যে হবে, জানা ছিল, তবু ভাল লাগল। খুব পরিচিত, রোজকার দেখা পার্কে, বেড়াতে যেমন ভাল লাগে। সব প্রেমই সাগরমুখী, তার মধ্যে নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তবু একটু বৈচিত্র্য ছিল। রমা একমাত্র আমার কথা শুনবে, এই কথায়।

এ পর্যন্ত অনেকবারের দাবি বিনিময় হয়েছে, স্বামীর রমার সঙ্গে কোন কথা হয় নি। সম্ভবত হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন

॥ শ্রেষ্ঠ বই ও শ্রেষ্ঠ লেখক ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
প্রথম ওমনিবাস্ ভল্যুম

কিরীটী রায় ১০৲

মৈনাকের
নূতন আঙ্গিকে রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৪৷৷

সুমথনাথ ঘোষের
নূতন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস

রোশনাই ৩৷৷

অহল্যার স্বর্গ ৩৲
সুন্দরের পিয়াসী ৩৷৷৹

প্রশান্ত চৌধুরীর
নবতম উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৪৲

ঘণ্টাফটক ৪৲ ডাকো নতুন নামে ৪৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা
বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী

প্রথম খণ্ড—৫৲ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড—৪৷৷৹ ঃ তৃতীয় খণ্ড—৬৲

জ্যোতির্বিন্দু নন্দীর
আলোর ভুবন ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সোনার হরিণ ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথে পথে ৬৷৷
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত
নূতন সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ ঃ কলিকাতা—১২

হয় নি। তাকে দেখতে গিয়ে, অন্য লোকদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অনায়াসেই মামুলি প্রশ্ন করা যেত, কিন্তু আমি তা করি নি।

তার কারণও ছিল। যে বেশে, যে কাজে রমা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, হাজার কূট-প্রশ্নের চলনসই কিংবা চমকপ্রদ উত্তর দিতে পারলেও তার উত্তীর্ণ হবার আশা সুদূরপরাহত।

আপনার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব স্যার। নিখিল ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে।

মেশিনে তেল যোগান দেবার কাজ নিখিলের, কিন্তু বুঝলাম প্রয়োজনবোধে মানুষকে তৈলাক্ত করতেও সে পিছপা নয়।

ব্যাপারটা কি? অজ্ঞতার ভান করলাম।

রমাকে আমি বিয়ে করব।

বেশ তো। উত্তম প্রস্তাব। রমার বাবা অর্থাৎ পশুপতিবাবুর কাছে কথাটা পাড়ুন। আমি আর এ বিষয়ে কি করতে পারি।

আজ্ঞে, তাঁর কাছে তো বলবই। এ সপ্তাহের মধ্যেই বলব। তাতে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

মনে মনে বললাম, আমারও অবশ্য তাই মত। পশুপতিবাবু আকাশের চাঁদই হাতের মুঠোয় পাবেন। এর আগে কোষ্ঠীর বাতাস দিয়ে যে কজনকে আমি তাড়িয়ে এনে রমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলাম, পাত্র হিসাবে নিখিল তাদের চেয়ে অনেক ওপরে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, অত্র আমার মধ্যস্থতার প্রয়োজনটা কি।

নিখিল কুণ্ডুকে সেই কথাই বললাম।

এবার নিখিল হাসল। দুটো চোখ কুঁচকে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

বাপ ঠিক আছে, মেয়েকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল।

ভুরু কুঁচকে সামনে সোজা হয়ে বসলাম। কথাটা যেন হেঁয়ালির মতন ঠেকছে।

মেয়ের মনের নাগাল না পেয়েই কি নিখিল কুণ্ডু মেয়ের বাপের মতামতের প্রত্যাশী। এতক্ষণ যে মনসাঙ্কটা সোজা সরল উত্তরে পরিণত হবার অপেক্ষায় ছিল, সেটাই বিশ্রী একটা হিজিবিজি আঁচড়ে রূপান্তরিত হল।

একেবারে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম। নিখিলের লজ্জাবেদুর দৃষ্টির ওপর চোখ রেখে।

ব্যাপারটা সব আমায় ভেঙে বলুন তো নিখিলবাবু, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আজ্ঞে বুঝবেন কি করে নিখিল কুণ্ডু তৎপর হল, মেয়েটাই যে ভীষণ বাঁকাচোরা। না চলবে সোজা পথে, না বলবে সোজা কথা।

কোন উত্তর দিলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম চেয়ারে হেলান দিয়ে। ঠিক বুঝেছিলাম, উৎসমুখ যখন খুলে গিয়েছে তখন ধারাবর্ষণ শুরু হবেই। শেষ না করে নিখিল কুণ্ডু উঠবে না।

কি বলে জানেন স্যার? আলাদা বাড়ি করো, শুধু তুমি আর আমি। বস্তি-বাড়ি হোক, কুঁড়েঘর হোক একেবারে আলাদা। কারুর সঙ্গে থাকব না।

ভ্রূ কোঁচকালাম। রোমান্টিক রমার এ চেহারার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। নারীর মন জটিল অরণ্য। কে জানত, হতছাড়া সংসারে, পঙ্গপাল-কণ্টকিত জীবনের মাঝখানে বসে রমা এমন স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করছিল।

বেশ তো আলাদা বাসাই করুন না। আপনার তো রোজগারপাতি ভালই।

নিখিল একেবারে মাটিতে মিশিয়ে যাবার দাখিল কেন লজ্জা দেন স্যার। রাই কুড়িয়ে বেল। কটা টাকা আর মাসে হয়? সংসারটা কি কম। অথর্ব বাপ, মা, বিধবা বোন আবার অপোগণ্ড গোটাতিনেক ভাইবোন। খাবার মুখ অনেক স্যার, কিন্তু রোজগারের হাত এই একটি। আলাদা বাসা করলে, এদের দেখে কে?

উভয় সঙ্কটে পড়লাম। নির্লিপ্তভাবেই বললাম, এই কথাটা রমাকে বুঝিয়ে বলুন না।

বলছি তো স্যার। অষ্টপ্রহর বলছি। যখনই দেখা হচ্ছে এই কথাই বোঝাচ্ছি। সে রাতেও স্যার যেদিন আপনি চোখ কুঁচকে কুঁচকে আমাদের দেখার চেষ্টা করছিলেন, তখনও এই কথাটা বোঝাচ্ছিলাম।

একটু অপ্রস্তুত হলাম। ভেবেছিলাম দুজনে অন্তরঙ্গ কাহিনীতে এতটা মশগুল যে আমাকে বুঝি লক্ষই করে নি। এমনসব ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি অত্যাচারের সামিল।

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই বললাম ঠিক আছে আমি দেখা হলে রমাকে বলব।

একটু ভাল করে বলবেন স্যার। বিয়েটা তো কেবল আত্মসুখের জন্য নয়, পারিবারিক কারণেও। নিজেরা ভাল শুধু দুটিতে বাসা বাঁধলাম, অন্য সকলের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে, সেটা কি ঠিক। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর যদি দিন দেন, ভাইগুলো মানুষ হয়, বোনটাকে পার করতে পারি, তখন আর আলাদা বাসা করাটা আটকায় কে?

কোন উত্তর দিলাম না। বসে বসেই দেখলাম, আরো বার দুই নমস্কার করে নিখিল কুণ্ডু বেরিয়ে গেল।

জানা ছিল, তবু জানলা দিয়ে দেখলাম এদিক ওদিক চেয়ে নিখিল পশুপতিবাবুর বাসায় ঢুকে পড়ল।

মনে দ্বিধা আর সঙ্কোচ যথেষ্টই ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল মর্যাদাবোধ। রমার সঙ্গে আলাপ বলতে গেলে নেই-ই। পথেঘাটে শুধু দেখেছি, কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের ওপর, তাও চাক্ষুস মাত্র, ভর করে তার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াটা সমীচীন হবে কি না, একথা প্রত্যক্ষ দেখায় বাঁকে বাঁকে বহুবার ভাবলাম।

শুধু ভাবলামই, রমার কুলকিনারা পেলাম না।

তার মধ্যেই পশুপতিবাবু এসে হাজির। এক ছুটির দিন সকালে।

শুনেছেন তো ব্যাপারটা?

ঠিক কোন ব্যাপারের কথা বলছেন, জানা ছিল না, তাই দুচোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটিয়ে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক জাঁকিয়ে বসলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে কৌটো বের করে আমার সামনে খুলে ধরলেন। লাল সুতো বাঁধা খাকি বিড়ি।

মুখে আগুন ধরাতে ধরাতে নিজেই বললেন, আরে, রমার যে বিয়ে লাগছে। মেয়ে একেবারে লভ করে বিয়ে করছে।

পশুপতিবাবুর সঙ্গে উৎফুল্ল হবার ভান করে বললাম তাই নাকি, বেশ বেশ।

হঠাৎ পশুপতিবাবুর সন্দেহ হল। নাকটা সিঁটকে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন আপনি তো সবই শুনেছেন। পাত্র তো আপনার খুব জানা।

নিখিল আমার সঙ্গে হৃদ্যতার ছবিটা পশুপতিবাবুর কাছে কত চড়া রংয়ে এঁকেছে, জানা ছিল না তাই মুদুগলায় বললাম হ্যাঁ কিছু কিছু শুনেছি।

এ আর দোষের কি মশাই কি বলুন? পশুপতিবাবু আমার দিকে আরো একটু সরে বসলেন এ তো সব জায়গায় হচ্ছে আজকাল। আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার নিত্যগোপালবাবুর মেয়ে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে উধাও হল না? ফিরল তিন মাস পর। তারপর বিয়ের একটা ভড়ং হল। এ তো তার চেয়ে হাজার গুণে ভাল। কেন কেলেংকারি তো আর করে নি। ভালবাসা আর অপরাধটা কি মশাই। আপনারা তো লেখাপড়া জানা লোক ঠিক বুঝতে পারবেন। বলে আমরা আকাট মুখ্যু পথেঘাটে অমাদের বুকটাই মাঝে মাঝে হুহু করে ওঠে।

পশুপতিবাবু আরো এগোলেন। একটা হাত রাখলেন আমার হাঁটুর ওপর, কি ব্যাপার, আপনি একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেলেন যে? ছেলেটা কি রকম বলুন? কোন দোষটোষ নেই তো? আমি সব সহ্য করতে পারি মশাই কিন্তু ওই নেশাভাং আর রেস ও দুটো সইতে পারি না। আচমকা গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন, মানে ওই আগুনে নিজে জ্বলেছি কিনা। মেয়েটার জীবনে এ অশান্তি আর আনতে চাই না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পশুপতিবাবু, সশব্দে হেসে উঠলেন। ছাদ কাঁপিয়ে।

কিছুটা হাসির আওয়াজেই চমকে মুখ তুললাম। অনেকের এমন হয়। খুব জোরে হাসলে চোখে জল আসে। তাই বোধ হয় পশুপতিবাবুর দুটো চোখও চিকচিক করে উঠল।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘষে ঘষে পশুপতিবাবু চোখ দুটো মুছে ফেললেন। এবার আমিই বললাম, ছেলেটি ভাল। পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। মেয়ে আপনার সুখীই হবে পশুপতিবাবু।

সেই আশীর্বাদই করুন আপনারা সকলে। ও গেলে জানি আমার সংসার একেবারে কানা হয়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি বলুন। মেয়েকে তো চিরকাল ধরে রাখা যায় না।

পশুপতিবাবু উঠে যাবার পরে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম।

পথে ঘাটে রমার সঙ্গে দেখা হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি তাকে উপদেশ দিতে যাব কোন সুবাদে? তার চেয়েও আরো জটিল মনে হল নিখিল কুণ্ডুর কথা। রমা আমার নির্দেশ শুনবে এমন ধারণাই বা ভদ্রলোকের হল কি করে?

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল।

বগলে প্রুফের তাড়া ছুটে বাস ধরতে যেতে গিয়েই বিপত্তি। চটির স্ট্র্যাপটা দেহ-রক্ষা করল। মোড়ের মাথায় এক মুচির হাতে চটিটা সমর্পণ করে অপেক্ষা করছি দেখলাম রাস্তা পার হয়ে রমা আসছে। হাতে প্যাকেট। কে জানে, নিজের বিয়ের সওদা করেই হয়তো ফিরছে।

রমা আর আমার মধ্যে ব্যবধান যত কমে এল ততই আমার সাহস গেল নিবে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর, দুটো ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পা দুটোও অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় কথা বলতে গেলেই বিপর্যয় হত।

কিন্তু রমা এপারে এসে মুচির কাছটিতে দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। প্যাকেটটা এক হাত থেকে অন্য এক হাতে নিল। মনে হল যেন কিছু সে বলতে চায়, নয় তো আমি যে কিছু তাকে বলব, এমন আঁচ করে থাকবে। নিখিলের কাছ থেকেই হয়তো শুনেছে।

মুচিকে পয়সা ফেলে দিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে রমার দিকে চোখ তুলে চেয়েই অবাক হলাম। রমার ঠোঁটের কোণে যেন হাসির রেখা। চোখের দৃষ্টিও আমার ওপর।

মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

এবার চোখ দুটো ফুটপাতের ওপর রেখে বলল, বলুন।

নিখিলবাবু আমার কাছে এসেছিলেন। নিখিল কুণ্ডু।

রমা নির্বাক। শরীরটা বুঝি একটু নড়ে উঠল।

বলছিলেন, আমি যদি নিয়ে শুরু করলাম তুমি ওকে আলাদা বাসা করতে বলছ, কিন্তু এই সময়ে আলাদা বাসা করা ওর পক্ষে একটু মুশকিল। সংসারে ওর দিকে অনেকেই চেয়ে আছে। প্রতিপালোর সংখ্যাও কম নয়। তাই বলছিলেন—

কথা আর শেষ করতে পারলাম না। সে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কথা শেষ করাও যায় না। দৃষ্টিতে ঘৃণা, ক্লান্তি আর বিষাদের মিশেল। গালে, কপালে নীল শিরার জট প্রকটতর। ঝুলে পড়া নীরক্ত ঠোঁটে বেদনার ছোঁয়াচ।

রমা দাঁড়াল না। ঋজু, কঠিন একটা শরীরকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে গেল।

রমা চোখের সামনে থেকে যেতেই মনে পড়ল, একটু হয়তো অনধিকার চর্চাই হয়ে গেছে। আলাপের পরিধি এত অপরিসর, এর ওপর নির্ভর করে উপদেশ দিতে যাওয়াটাই হাস্যকর। বিশেষ করে এক তরুণীর ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে।

সে রাতে ফিরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানলার সামনে। তুমুল বচসা চলেছে সামনের বাড়ি। কানপাতার প্রয়োজন ছিল না। এমনিতেই প্রত্যেকটি কথা এ ঘরে ভেসে আসছিল তবু জানলার কাছ থেকে সরে আসতে পারলাম না।

প্রথমে নারীকণ্ঠ।

মেয়ে একেবারে মাপের পাঁচ পা দেখেছে। একবার বেরোলে আর বাড়ি ফেরার নাম নেই। এই শরীর নিয়ে আমি হেঁসেল ঠেলব না?

এবার পশুপতিবাবুর গলা। একটু খাদে নামানো।

সে ক'দিন আছে, দয়া করে দায় উদ্ধার করে দাও। সত্যিই তো, বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছে এখন হুট হুট করে বাইরে যাবার দরকারটা কি। কেনাকাটা কি আর আমি করতে পারি না না করিনি কোনদিন?

আশ্চর্য, কোন প্রত্যুত্তর নেই। সামান্য গলার শব্দটুকুও শোনা গেল না। অন্যদিন হলে প্রসারিত-ফণাভুজঙ্গীর ছোবলে মানুষগুলো উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠত। [illegible] নিস্তেজ। আজ কিন্তু [illegible] দুঃখী। নিজের দেহের দুর্বলতা আত্মগোপনের চেষ্টায় অন্যমনা।

এরপর আর অনেকদিন রমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি নিজেও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দপ্তরীপাড়ায় ছুটোছুটি, প্রকাশকদের দোকানে দোকানে ধরনা, সুসমালোচনার জন্য কাগজওয়ালাদের কাছে ঘোরাঘুরি।

ইতিমধ্যে পশুপতিবাবু এসে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। করজোড়ে বলেছেন, দয়া করে কন্যাদায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে। একদিন নিখিল কুণ্ডুর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কথা হয় নি। কারণ তিনি রথে, আমি পথে। তাঁর সকৃতজ্ঞ চাউনি দেখে অনুমান করেছি রমা একান্নবর্তী সংসারে গিয়ে উঠতে রাজি হয়েছে। নিখিলবাবুর হয়তো ধারণা, এটা সম্ভব হয়েছে আমারই জন্য।

জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে আগের মতনই চেঁচামেচির শব্দ কানে এসেছে। অবশ্য একতরফা। অন্য পক্ষ একেবারে নীরব।

সানাইয়ের সুর নয়, নিমন্ত্রিতদের ভিড়ও নয়, শুধু পশুপতিবাবুর ব্যস্ততা দেখে মনে হল, আজ রমার বিয়ে। লগ্ন প্রায় গোধূলিতে। তাই কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকেই বাড়ি ফিরে এলাম। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আগে থাকতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। একলা মানুষ আর কতদিক সামলাবেন।

ট্যাক্সি করে নিখিল এল। একেবারে নটবরবেশে। সঙ্গে জন পাঁচেক বরযাত্রী। কে একজন শাঁখেও ফুঁ দিল। তারপর সব কেমন চুপচাপ। অস্বস্তিকর নীরবতা।

রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়েছিলাম, পশুপতিবাবু প্রায় ছুটে এসে পাশে দাঁড়ালেন।

বিষ্ণু দে-র নবতম কাব্যগ্রন্থ

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পথিকৃৎ বিষ্ণু দে-র রচনা আজ আর নূতন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচনা প্রথম থেকেই পাঠক ও সমালোচকসমাজে কাব্য বিষয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা তুলেছিল। বিষ্ণু দে-র কবিতাকে সংবর্ধনা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'এ তারা মনের লেখা, যৌবনের ঢেউ পাথরে উপকূলের উপরে উচ্ছল হয়ে উঠচে—কঠিনের সঙ্গে তরলের চলেচে লীলা। বাঁধা নিয়মে সুঠাম তঙ্গীতে স্রোতের ধারা চলচে না—সহজে পা-ভাসিয়ে দেবার মতো প্রবাহ নয়, থেকে থেকে হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে ওঠে, ধাক্কা খেতে হয়।'

বর্তমান গ্রন্থে কবির ১৯৫৫—১৯৬১র কবিতা সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫·০০

সম্বোধি পাবলিকেশানস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৯ ই শ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা ১২

[illegible] আলোয় [illegible] হয়েছে।

[illegible] আমাদের কলোনীর সাধারণত [illegible] যা [illegible] থাকে, [illegible] কিংবা [illegible] হয় [illegible] পৌঁছেয়েছি।

কিন্তু [illegible] পশুপতিবাবু চাপা গলায় [illegible] পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি কোথায় আর যাবে? দেখেছেন খুঁজে?

দেখেছি। বাড়িতে নেই। আপনি একটু রোজের দোকানটা ঘুরে আসবেন। শান্তি স্টোর্স-এ। একপাতা সেফটিপিনের কথা বলছিল, বোধ হয় নিজেই আনতে বেরিয়ে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না।

শান্তি স্টোর্স-এ রমা নেই। আসবার সময় সেলাইয়ের স্কুলেও একবার খোঁজ করে এলাম। সেখানেও নেই। আশ্চর্য কাণ্ড।

ফেরার মুখে পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। উত্তেজিত, বিব্রত অবস্থা। মনে হল মাথা ঠিক রাখবার ওষুধও কিছু পান নি।

পাড়ার কান আর নিজেদের মান বাঁচিয়ে, যতটা সম্ভব খোঁজাখুঁজি চলল। ওই খোলা জানলা দিয়েই দেখলাম, এক সময়ে [illegible], অপ্রস্তুত নিখিল কুণ্ডু সবেগে বেরিয়ে গেল। পশুপতিবাবুর বাপান্ত করতে করতে।

ভয় ছিল, ভদ্রলোক হয়তো আমার ফেরার আগে উঠবে। অন্তত কিছুটা ঝাল মেটাতে। [illegible] না যায় না, এ ব্যাপারে আমার অংশ আছে, এমন ভাবাও বিচিত্র নয়। কিন্তু না, সে সব কিছু নয়। [illegible] পাড়াই [illegible] [illegible] পশুপতিবাবুরে [illegible] [illegible] বাদুড় সংক্রান্ত [illegible]। [illegible] [পাঁচটা] [illegible] কিংবা [illegible] বলে পশুপতিবাবুকে মিথিয়ে দেবার আগ্রহ ছিল না।

পাছে পশুপতিবাবুর মুখোমুখি হতে হয়, সেই ভয়ে পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লাম। মোড়ে বলাইয়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে সোজা চলে যাব প্রেসে।

পশুপতিবাবুকে আর লজ্জা দেব না। তাঁদের ছলনার অভিনয়টুকু যে ধরতে পেরেছি সেটা জানিয়ে আর লাভ কি। জলজ্যান্ত বিয়ের কনে রাতারাতি উধাও, এমন আজগুবি গল্প ছোট শিশুরও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা নয়। এরাই রমাকে সরিয়ে দিয়েছে। বিনামাইনের এমন দাসীকে হাতছাড়া করতে চায় নি। নিপুণ মাঝির মতন সারা সংসারের বজরাটাকে যে সামাল দিচ্ছিল, দুর্যোগের ঢেউ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিরাপত্তার কূলে নিয়ে যাচ্ছিল দেহ পাত করে, তাকে সরিয়ে দেবার মতন উদারতা এদের সংসারের নেই, থাকতে পারে না, এ তো জানা কথা।

চায়ের দোকানের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। অন্যদিন রাতের অন্ধকার থাকতে দোকান খুলে যায়। তেলকলের ভোরের শিফটের মজুরেরা [illegible] রোজ [illegible]। [illegible] কিছু [illegible] নেই। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] দিয়ে [illegible] উঠে বসল।

কিরে, [illegible] আসেন নি এখনও? বলাই কই?

বলাইদা আর আসবে না বাবু।

আসবে না?

শোনেন নি কিছু? আপনার পাড়ারই তো ব্যাপার।

কিছুই শুনি নি, কিন্তু বনমালীর কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আর বুঝি অশ্রুত, অজ্ঞাত কিছু নেই। সব দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। বলাইয়ের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলাম। সারা মুখে বসন্তের ক্ষত, সেই রোগের প্রকোপে একটা চোখও গেছে। বেঁটে, কুৎসিত চেহারা। নিখিলের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কিন্তু তবু এক জায়গায় বলাই নিখিলকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে।

নিখিলের মতন বলাইয়ের বুভুক্ষু, জনাকীর্ণ, সেবা আর শ্রমপ্রত্যাশী বিরাট সংসার নেই। পশুপতিবাবুর সংসারের প্রতিচ্ছায়া। খোলার বস্তিতে বলাই ছোট এক কামরার মালিক। সেই স্বল্পপরিসর নির্ঝঞ্ঝাট কামরার রমা রাজেন্দ্রাণী।

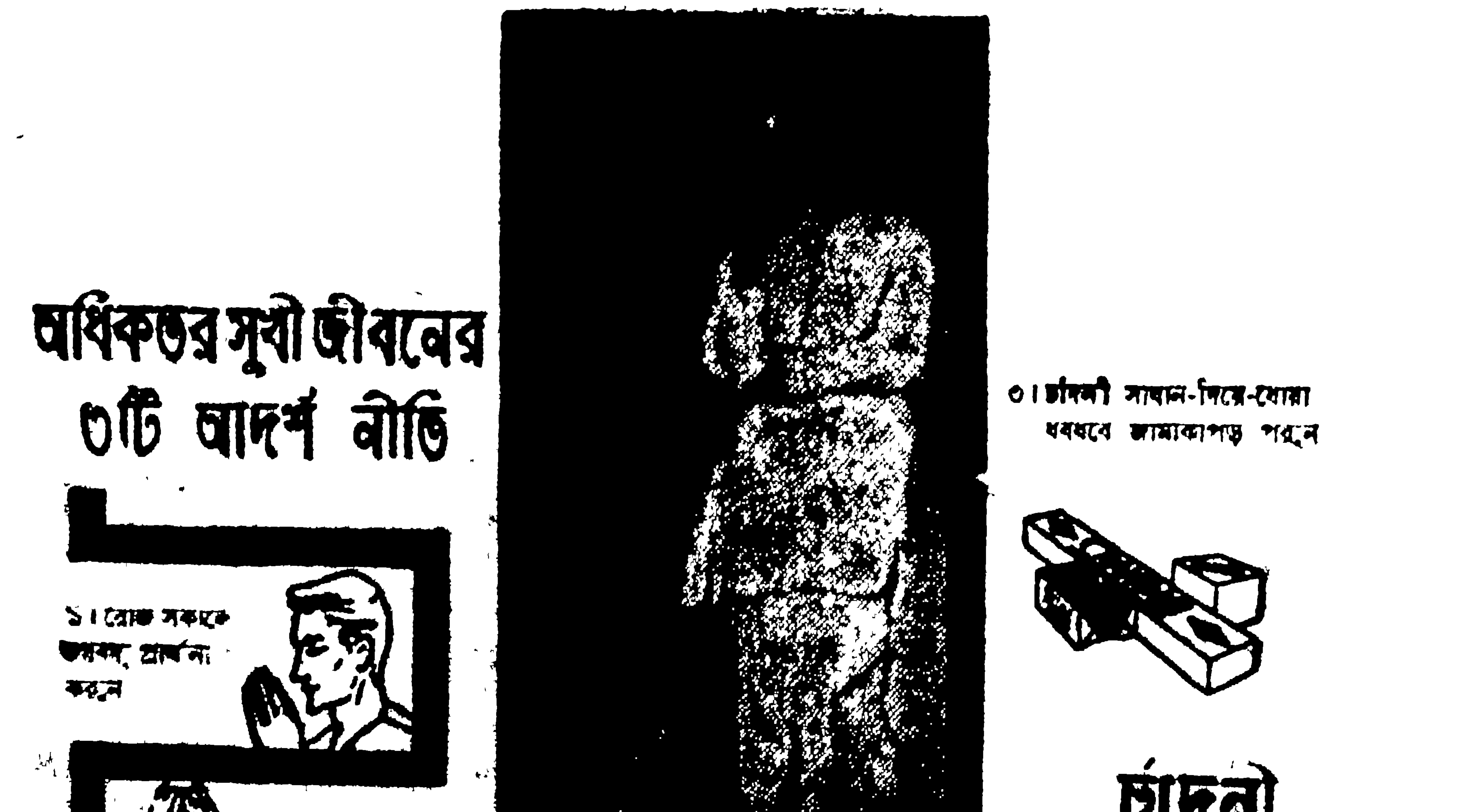

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

চুয়াল্লিশ

সাহেবকে আরো কয়েকটা দিন সোনাখালি থেকে যেতে হল। সুভদ্রা-বউ ছাড়তে চায় না : ছটফট কর কেন ঠাকুরপো? বউ যেন তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে, তেমনি ভাবখানা তোমার।

মুকুন্দ সেই সঙ্গে যোগ দেয় : আহা, থাকোই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই। যেমন রূপের দেহ, ভিতরেও মনটাও তেমনি রূপময়।

আবার দীননাথ পাটোয়ারও বলে, ধানের ক'টা মোটা লেনদেন আছে। এদ্দিন রইলে তো আরও ক'টা দিন থাকো। কাজগুলো সারা করে মাইনেপত্তোর চুকিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাও বাপধন। ধান নেবে না যখন, মাইনের সঙ্গে এক শালি ধানের দাম ধরে দেবো।

স্ফূর্তির চোটে সত্যি সত্যি নাচতে মন যায়। চলে যাচ্ছে সাহেব। গুরুপদর বাড়িটা একবার হয়ে যাবে, অনেক করে বলেছে। বাড়ি দূরবর্তী নয়, তিন-চার ক্রোশের ভিতরে। বিপদে আছে বেচারি তিলকপুরের সেই ব্যাপারটা নিয়ে। দারোগা বড় জ্বালাতন করছে। লঙ্কাকাণ্ড কবে হয়ে গেছে, আজও সেই জেরের আগুন নিভল না। সেই সমস্ত কথাবার্তাই হবে। এবং বউয়ের হাতের রান্না ভাত চাট্টি খাইয়ে দেবে বলেছে। অপূর্ব রাঁধে নাকি গুরুপদর বউ।

পথের মাঝখানে হঠাৎ বংশী। ফুলহাটা থেকে বোধহয় হেঁটে হেঁটেই আসছে। বংশী বলে, গুরুপদর কাছে যাচ্ছ তুমি? বাড়ি যেতে হবে না, এতক্ষণ সে ঘাটে চলে গেছে। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

তেমনি রহস্যদৃষ্টিতে তাকায় : ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছি। সাহেবকে যদি পাওয়া যেত! অনেক করে চেয়েছিলাম, মা-কালী তাই মিলিয়ে দিলেন। চলো—

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

[illegible]। [illegible] [illegible]। আর [illegible] [illegible]—ধোনাই মিস্ত্রি। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]

পারিনে। বলি, এ আমাদের সাক্ষাত বংশী নয়, কোন বড়মানুষের বেটা, বড় দরের লোক—বংশীধরবাবু।

বংশী হেসে বলে নেমন্তন্নে যাচ্ছি, বাবু না হয়ে কি করি! জাঁকজমকের বিয়ে, আমরা সব বরযাত্রী। গুরুপদ, ধোনাই আর আমি তিনজন ছিলাম, তোমায় নিয়ে গণ্ডা পুরল।

সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরেছে। টেনেই নিয়ে যায়। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে সাহেব বলে, আচ্ছা পাগল! বিয়েবাড়ি গন্ধে গন্ধে গিয়ে উঠব? মানুষ আজকাল চাঁদোড় হয়ে গেছে, ভোজের সময় তক্কেতক্কে থাকে। বিনি-নেমন্তন্নে গিয়ে বসলে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দেবে।

ঘাট অদূরে, দু-পা যেতেই পৌঁছে গেল। সেই লোকটা—ধোনাই মিস্ত্রি, অপেক্ষা করছে। বলে, নৌকো এ ঘাটে পাওয়া গেল না বংশী। গুরুপদ বয়ড়াইতলার ঘাটে গেছে। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে—

সাহেব জিজ্ঞাসা করে : নেমন্তন্ন কোথায় বংশী?

মামুদ আলি মোল্লার ছেলের বিয়ে।

বংশীর সঙ্গে ধোনাই-এর চোখোচোখি হল। বুঝে নিয়ে ধোনাই একগাল হেসে ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয় : গ্রাম মাদুরপলতা। দুড়িভদ্রা থেকে ভেঘরায় খাল নেমে গেছে, সইখানটা।

সাহেব চমকে ওঠে : ওরে বাবা!

বংশী অভয় দিয়ে বলে, মোক্তার যাচ্ছি, বাবা বলবার কি হল গো? বিয়েবাড়ির রশিখানেক দূরে নেমে গুটিগুটি করে গিয়ে উঠব।

অতএব বয়ড়াইতলার ঘাটে চলেছে। যেতে যেতে কথাবার্তা। ধোনাই মিস্ত্রি বলছে, ভাল অবস্থা করে ফেলেছে মামুদ আলি। নতুন দালান দিচ্ছে। বড়দলের হাটে গিয়ে বিয়ের বাজার করল, হাটসুদ্ধ লোকে সবাই তাক লেগে যায়।

মিটিমিটি হেসে বংশী বলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লাগে না।

ব্যাপার বুঝতে সাহেবের [illegible] [illegible]। হাসাহাসি চলছে তো চলছে। [illegible] [illegible] এখন। নৌকো পেয়ে ভালই হল—গুরুপদর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফুলহাটার অধিকারীর কাছে যাবার মতলব। মাদুরপলতায় মাঝপথে নেমে গেলে অনেক কম হাঁটতে হবে।

বয়ড়াইতলা এসে গেল। দূর থেকে গুরুপদকে দেখা যায়। ঘুরছে ঘাটের 'এমুড়ো-ওমুড়ো—ঘুরেই বেড়াচ্ছে। মাঝি-দাঁড়ি কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই, চুপচাপ ঘুরছে। এদের দেখে দ্রুতপদে কাছে এলো।

সাহেব পুলকিত স্বরে বলে, ভগবানের সঙ্গে কাজকর্ম হয়ে গেল তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। চলে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম গুরুপদ।

বাইওকেমিক

ডাঃ [illegible]

— [illegible] —

সুপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে ও পুস্তকালয়ে পাইবেন :—

বাইওকেমিক চিকিৎসা বিধান (১ম সংস্করণ) ১৫

বাইওকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা (৮ম সংস্করণ) ৭

বাইওকেমিক রিপার্টরী (৩য় সংস্করণ) [illegible]

বাইওকেমিক গার্হস্থ্য চিকিৎসা (১০ম সংস্করণ) [illegible]

বাইওকেমিক [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বাইওকেমিক [illegible]

গুরুপদর জবাবের আগেই বংশী এ্শন করেঃ নৌকোর কি হল?

না, এঘাটেও নেই।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, কোথায় তবে?

নৌকোর ভার গুরুপদর উপরে। সে বলে, আছে কোথাও না কোথাও ঠিক বের করে ফেলব বলি খোড়া নও তো কেউ। বাবুভেয়ে মানুষও নও। তবে আর কি! দাসপাড়ার ঘাটে যাই এবারে।

ঘোরাঘুরি হল দাসপাড়ার ঘাটে। সেখানেও নেই।

হাসখালি গিয়েই দেখা যাক তবে?

সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, নৌকো ঠিক করেছ—সে নৌকো কোথায় থাকবে, মাঝির সঙ্গে বলাকওয়া নেই? সেটেই তো এতক্ষণে প্রায় মানুবপলতায় পৌঁছানো যেত।

কয়েকটা গাঁয়ে আরও কতকগুলো ঘাট ঘুরে মিলল অবশেষে নৌকো। জলোডাঙা ডাঙার সঙ্গে কাছি-কষা—মানুষজন নেই,

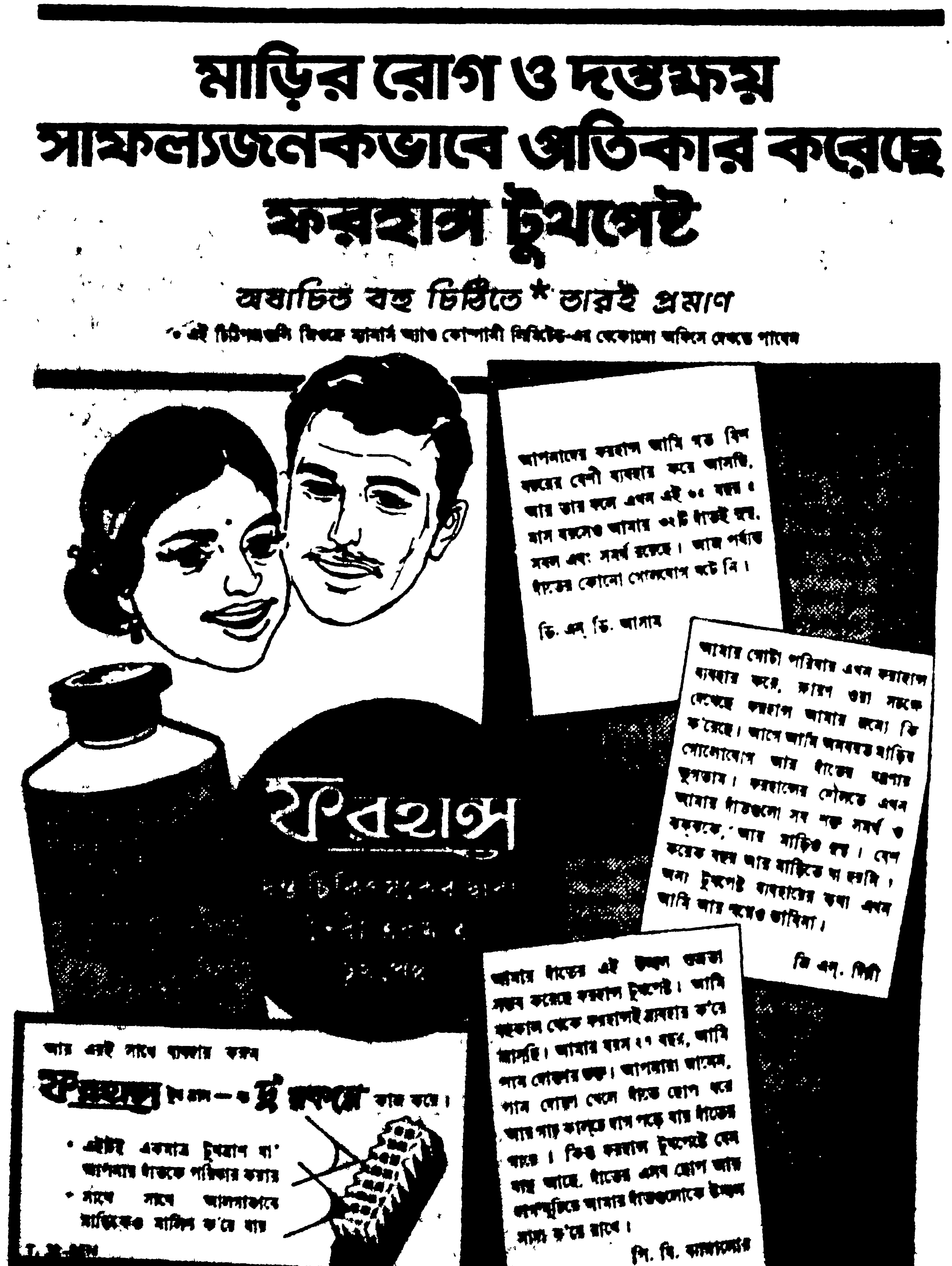

বোঠে রয়েছে অর্থাৎ ডিঙি বেঁধে কাছাকাছি কোন এখানে গিয়েছে।

সর্বশেষ মানুষ গুরুপদ থেকে এক দিয়ে ডিঙি স্রোতের মুখে ফেলল। জল ঝাঁপিয়ে নিয়ে ও উঠে পড়ে। একটা বোঠে নিজে তুলে নিয়ে তাড়া দেয়: হাত পা কোলে করে বইলে সবাই বোঠে ধরো, জোরে মারো—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, ধনপুরের নেমন্তন্ন, ও ডাকাডাকি কি হচ্ছে?

গুরুপদ বলে, না, টিকিয়ে টিকিয়ে চলো তবে। ধরতে পারলে জেলেরা ডাঙায় নামিয়ে নিয়ে পুজো করবে।

সাহেব ভয়ের ভান করে বলে, বল কি গো—অ্যাঁ. ভালমানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছি—খাতির করে এমনি নৌকোয় এনে তুললে! তোমার মাতব্বরিতে বড় ভয় গুরুপদ, সেই তিলকপুরের মতন না হয়।

যেমন কিনা তার তেমনি মস্করা: বংশী দাঁত বের করে হাসে: দানধ্যান কি তীর্থধর্মের কাজে তো যাচ্ছেন বে, নৌকোর ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দশের আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেরুবে।

সাঁ-সাঁ করে ডিঙি চলেছে। সাহেব বলে, আমি তোমাদের নেমন্তন্নে যাচ্ছিনে। ধর্মাধিকারী মশায়ের কাছে যাব, সেখান থেকে হয়তো বা দেশঘরে একবার। আবার কবে দেখা হবে—দু-চারটে কথাবার্তার জন্য নৌকোয় উঠেছি। নৌকো ওপারে নিয়ে ধরলে, নেমে চলে যাব।

বংশী ঘাড় নেড়ে বলে, মাইরি অব কি! একবার যখন তুলতে পেরেছি, ছাড়াছাড়ি নেই।

সাহেব কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে যাব তা হলে। সেটা তো ঠেকাতে পারছ না।

সাহেবের মনেপ্রাণে আপত্তি। ধর্মাধিকারীকে বলেকয়ে যাবে চলে কালীঘাট। সুধামুখীকে দেখে আসবে। আর বানীকে। মন বড় টেনেছে। কিন্তু সকলের বেশি দরকার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসা। ইষ্টদেবী কালিকা। তার মধ্যে প্রধান হলেন কালীঘাটের দক্ষিণাকালী, আর বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী। কাজকর্মে হাত লাগানো কালীক্ষেত্রে পুজো দিয়ে আসার পর।

সাহেব বলে, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—এমন হয় না। তৈরি-টৈরি হয়ে আসি আগে—তারপর।

বংশী মিনতি করে বলে, এইবারটা মন রাখো ভাই সাহেব। বিয়ে-বাড়িটা সেরে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। ধোনাইয়ের সাক্ষাৎ খবর, এক বাড়িতেই কাজ হয়ে যাবে। নইলে প্রাণে মারা পড়ব আমরা।

জামাল আলির বাড়ি না গেলে এরা মারা পড়বে—জিনিসটা মাথায় ঢোকে না। সাহেব তাকায় চুপ করে।

বংশী বলে চলেছে, বউটা বরাবরই খুঁতখুঁত করে। খালবিল আবার ভেসেছে, হয়ে পড়েছে একেবারে। ছেলেমেয়ে তিন তিনটে নিয়ে ঐ একগাদা। সেই শখের মধ্যে হাত রেখে দিব্যি করিয়ে নিল—অসৎ কাজে আর নয়, ভাল হয়ে থাকব। ছিলামও ভাল। কাজের কথা কেউ বলতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিব্যি অমন করতে দিল না। নেমন্তন্নের নাম করে বউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। সাত পেশাকের বোঝা সেইজন্য আরো বেশি করে চাপাতে হল। মোটে যাতে সন্দেহ না হয়।

কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বংশী বলে, জীবনে আর অসৎ পথ মাড়াব না ঠিক করেছিলাম। চাষবাস করব, খেটেখুটে গরীবভাবে থাকব। হতে দিল তাই? গরুগাড়ির দারোগা থানার উপর ডাকিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলে দিয়েছে। বয়স হয়েছে, চাকরি ছাড়বে এইবার, দেশের বাড়ি দালানকোঠা তুলে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে। শেষ কামড় সেই বাবদে—আমার নামে ধরেছে এক-শ টাকা। কত কান্নাকাটি করলাম—এক-শ'র একটা টাকা মাপ হল না। চাষবাস করে ফালতু এক-শ কোথায় পাই? সময়ও সংক্ষেপ—নতুন ফসল ওঠা অবধি সবুর মানবে না। এইটেই অনর্থ দিতে হবে।

ধোনাই বলে, আমার নামে দশ। ঘনশ্যামের এমনি দশ করে ধরেছে। বংশীর মতন দাগি নই, দরোজা ছাড়তে পাচ্ছে না, সেইজন্য সস্তা। ছিলাম না দাগি, কিন্তু কদ্দিন আর? দাগি না হলে হক না-হক টাকা ধরতে পারে না যে।

গুরুপদ বলে, আমারও এক-শ। এক কাছের কাজ বলে বংশীর আর আমার এক অংক। সেই যে—তিলকপুরের পথ আমাদের দুজনের গায়ে। তুমি বেঁচে গেছ সাহেব, বিদেশি মানুষ বলে তোমার নিশানা পায়নি।

সাহেব আর জেদ করে না। দারোগা নিশানা না পেলেও তিলকপুরের দায়-দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার উপরে বংশীর এই হাত-ধরাধরি ও চোখের জল। তুষ্টচরণ কাটকে গেছে, বংশী আর গুরুপদের নাম সে-ই নাকি ফাঁস করে দিয়েছে।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, তুষ্ট, এমন কাজ করল? তারই জন্যে তো যাওয়া। চিল মেরে তার কপাল ফাটানোর শোধ তুলব—এনে বলে, আমার সেই মতলব ছিল।

থানায় বংশীকে ডাকিয়ে বুড়ো দারোগা তুষ্টচরণের নাম ফাঁস করে দিলেন—

■ যে কোনও কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী

■ পরিষ্কার আর ব্যবহারযোগ্য

■ কোনো জীবাণু বা জেলের জীবাণু আসে না

[redacted]

প্রস্তুতকারক

ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড

পোঃ বক্স নং ১০০৬ বোম্বাই-১

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গভঃ রেজিঃ নং

রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও ...

দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, ...

সন্দেহের কিছু নেই। বাহাদুরি জাহির করছিলেন। বললেন, চাকরি শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আর বলতে কি! কতরকম মাথা খেলাতে হয়—তোদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তোদের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের।

তুষ্টুচরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন কেসের আরও তিন-চারটে আসামি এক লক-আপে। মামুলি কায়দাকানুনে প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে—কাজ হল না। তখন দারোগার নিজের আবিষ্কার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ—

রাত্রিবেলা, বাইরের লোকজন একটিও আর থানায় নেই। লক-আপের তালা খুলে সিপাহী সহ দারোগা নিজে এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: চুনের ঘরে নিয়ে যাও ওটাকে।

যার দিকে আঙুল তুললেন, সে মানুষ তুষ্টুচরণ নয়। তুষ্টুর চোখের উপরে সেই আসামিকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল।

নাম চুনের ঘর কিন্তু এক কণিকা চুন নেই। আসামির পেটের ভিতরের কথা আদায় হয় সেখানে। একসময় রেওয়াজ ছিল চুনের বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে বেঁধে রাখত, নিঃশ্বাসের সঙ্গে চুন উঠে নাক-মুখ বোঝাই হয়ে যেত। এখন ঢের বেশি ফলপ্রদ পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেকালের চুনের বস্তা বাঁধা বাতিল। ঘরের কেবল সেই পুরানো নামটা রয়ে গেছে।

হুকুম দিলেন: চুনের ঘরে নিয়ে যন্ত্রআদি চালাওগে। নরম হয়ে এলে খবর পাঠিও।

বলে দারোগা সম্ভবত বিশেষ কোন জরুরি কাজে বসে গেলেন। যন্ত্রআদি শুরু হয়েছে ওদিকে। সেই যন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ কানে এসে লক-আপের ভিতর তুষ্টচরণের বক্ত হিম হয়ে যায়। দমাদম লাঠি পড়ছে আসামির বেওয়ারিশ দেহটার উপর। লাঠি চার-পাঁচখানা অন্তত-তেমনিধারা আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে বাবা রে মা রে—প্রাণান্তক চিৎকার। তারপর সমস্ত চুপচাপ। ক্ষণপরে সিপাহির ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায়: বড়বাবু, নড়েচড়ে না যে—

সে কি রে?

চটি ফটফট করে ছুটলেন দারোগা চুনের ঘরে: কী সর্বনাশ, একেবারে শেষ করে দিয়েছিস?

সিপাহি বলে, পাঁচ হাতের কাজ, পাঁচজনে পাঁচ দিক থেকে পিটেছে—সকলে হাতের ওজন রাখতে পারে না। এখন কি হবে, বলুন বড়বাবু।

হবে কচু। মরুক মারলে খোরাক হবে। ঠিক ঠিক মরে থাকে তো কুয়ো সই করে দে, আবার কি! ও-মাসেও তো হয়েছিল একটা।

সুস্পষ্ট অবিচল কণ্ঠ-নালির নৈঃশব্দ্যে, প্রতিটি শব্দ তুষ্টুচরণের কানে আসছে। পরক্ষণেই কুয়োর মধ্যে ঝপ করে একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ।

দারোগার পরবর্তী হুকুম : চোরবেটাকে নিয়ে আয় এবারে। ওটাকেও শেষ করা যাক, কে আবার আদালতের হাঙ্গামায় যাবে।

খুন করার পরেই মানুষকে নাকি খুনে পেয়ে যায় কখনো কখনো। ক্রমাগত খুন করে যেতে ইচ্ছে করে। দারোগার তাই হয়েছে। এবারে তুষ্টুচরণের পালা।

চুনের ঘরে তুষ্টুচরণকে নিয়ে এলো, দু-পাশে দুই সিপাহি বজ্রমুষ্টিতে হাত এঁটে ধরেছে।

তিলকপুরে তোর সঙ্গে কে কে ছিল? বাঁচতে চাস তো বল্ খুলে সমস্ত—

বুড়ো দারোগা বংশীকে বলেন, আর হেসে খুন হন। অনেক কাল আগেকার আরও এক ঘটনা বললেন তিনি। ঠিক এইরকম ব্যাপার। সদরের নিকটবর্তী পাইকগাছা থানায় তখন তিনি। সদরে বেনামি চিঠি গেল, দারোগা অমুক আসামিকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অগাস্ত সাহেব সেই সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে লোকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। বাদার একটা বড় দাঙ্গার ব্যাপারে সাহেব সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন, পাইকগাছার ঘাটে বোট বেঁধে হঠাৎ নেমে পড়লেন। দারোগাকে বলেন, অমুক গ্রামের অমুক মানুষটাকে খুন করে লাস গুম করেছ তুমি—

দারোগা হাসিমুখে সহজভাবে বললেন, এবেলাটা দয়া করে ঘাটে থাকতে আজ্ঞা হয় হুজুর বিকালে জবাব দেবো।

জমাদার ঘোড়া নিয়ে ছুটল। গ্রাম থেকে মানুষটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে থানায় এনে হাজির করল।

দারোগা বললেন, এই লোক হুজুর, যাকে আমি খুন করে গাঙে ভাসিয়েছিলাম।

মানুষটা কসম খেয়ে বলে, খুনের কথা কি হুজুর, আমার গায়ে একটা আঙুল ঠেকায় নি কেউ। নির্দোষ বুঝে বড়বাবু একপেট খাইয়ে থানা থেকে ছেড়ে দিলেন, পরমানন্দে সেই থেকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি।

খলখল করে হেসে বুড়ো দারোগা এবার বংশীর কাছে রহস্যভেদ করেন : বুঝলে না? বস্তার মধ্যে খড়, চার-পাঁচ জনে খড়ের বস্তায় লাঠি পেটাত। চেঁচামেচি কান্নাকাটি করত চৌকিদার একজন—কিন্তুর মহলা দিয়ে তাকে শেখানো। তারপরে কুয়োর জলে ভারী জিনিস কিছু ফেলে দেওয়া। যাত্রার পালার মতো, সেই জিনিস আর কি!

থাপ্পায় পড়ে বোকারাম তুষ্টু নাম বলে ফেলেছে, তাকে দোষ দিয়ে কি হবে? এইবারে দারোগা এদের সব নিয়ে পড়লেন। তিলকপুরের অপরাধী বংশী ও গুরুপদ বাদ নয়—গোটা এলাকা ধরে টানাটানি। মামলার বুদ্ধ হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির একশ-দশ ধারা অনুযায়ী মামলা—চলতি কথায় দশধারা। ষোলআনা সাচ্চা আর কটা মানুষ—দায়ে-দরকারে ঘটিটা কি কুড়ালখানা কিম্বা পরের ক্ষেতের কলা-কচু সবাই নিয়ে থাকে। কোন কারণে দারোগা বিগড়াল তো দিল এক দশধারা ঠুকে। অমুক অমুক লোকের রীতিপ্রকৃতি খারাপ, খাওয়া-পরা চালানোর কোন সাধু পন্থা নজরে পড়ে না—এমনিধারা সন্দেহের উপর মামলা। দেশ সুদ্ধ মানুষ সাক্ষি। শীত-কালে হাকিমেরা মফঃস্বলে বেরোন, মামলার শুনানি সেইসময়—গাঁয়ের উপর কোন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। জগৎবেড় জালে দিল তো সকলকে জড়িয়ে, যে পারে সে তদ্বির করে বেরিয়ে যাক। তদ্বির ঐ দারোগারই কাছে—নোট গুণে এবং টাকা বাজিয়ে তদ্বির করে এসো। যেমন এবারে বংশীর তদ্বিরে সাব্যস্ত হয়েছে এক-শ টাকা, খোলাই মিস্ত্রির দশ। তদ্বির সারা হলে আসামির লিস্টি থেকে নাম তুলে নেবে। সেটা যদি সম্ভব না হয় সাক্ষিদের [illegible] যেকসুর খালাস আদায় করে [illegible] হাকিমের কাছ থেকে। পাকা ফৌজদারির খরচা সামান্য নয়—শোনা যাচ্ছে, [illegible] বাটটা নাম জড়িয়ে দিয়েছে।

বোঠে ফেলে বংশী খপ করে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে : মা-কালীর দিব্যি করে বলছি, মামলা ঠেকাতে যা লাগে তার উপরে সিকি পয়সার লোভ করব না। পুরো একশ টাকাও চাইছিনে আমি। তিন বিঘে ধানজমি আর গাইগরুটার খদ্দের দেখে এসেছি। তাতে অর্ধেক আন্দাজ উঠবে। গুরুপদও ধারকর্জ করে কতক জোগাড় করে ফেলেছে। সবসুদ্ধ মোটের উপর শ-দেড়েক হলেই আমাদের হয়ে যাবে। তার উপরে যত কিছু তোমার। এই চুক্তি—মাংনা খাটাতে যাব কেন বলো।

বংশী বোঠে মারে, আর বিড়বিড় করে দুঃখের কথা শোনায়। গাইগরু বিক্রির বন্দোবস্ত করে এসেছে। আট আনা মূল্যে

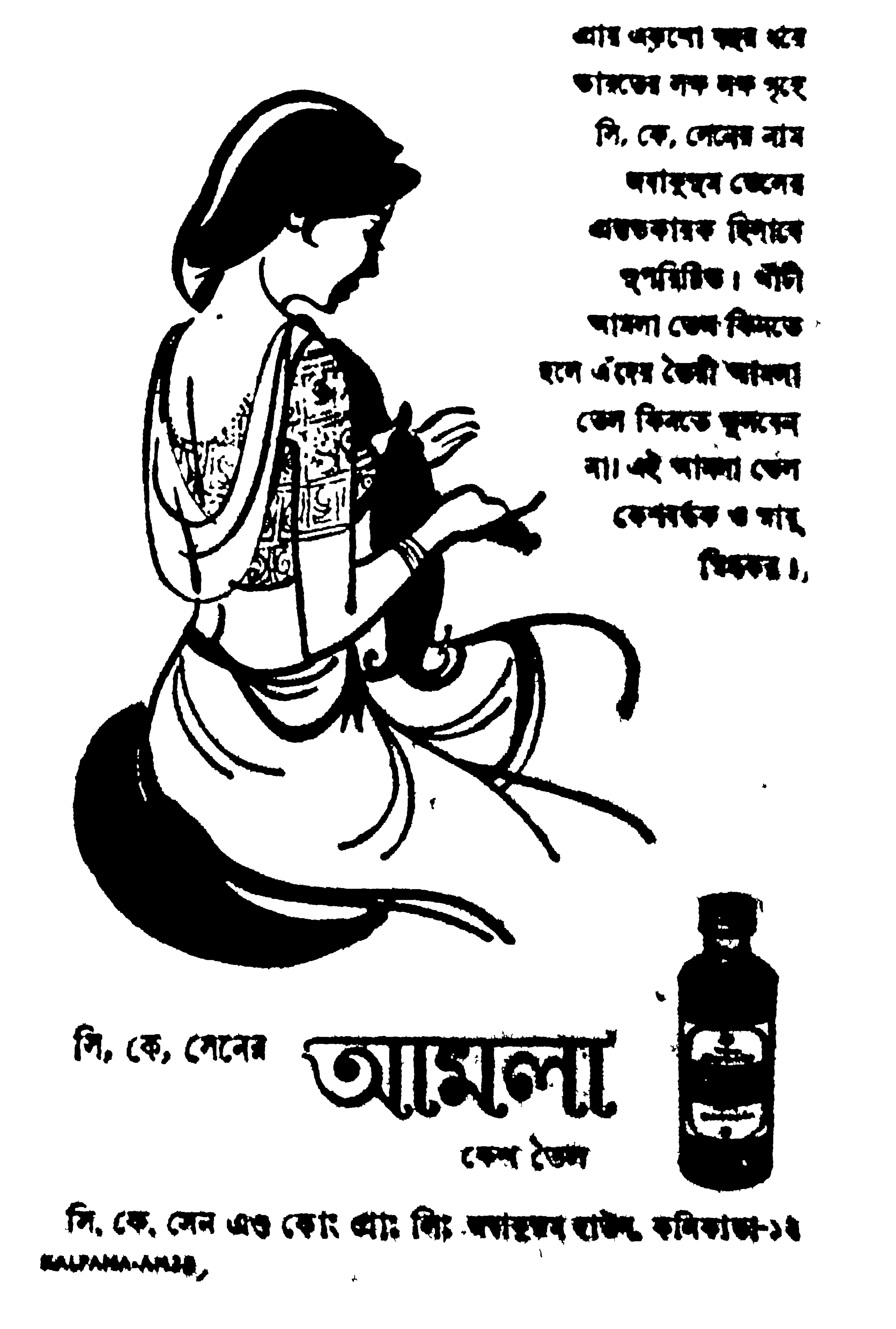

এইটুকু এক সুলেবাছুর কিনে অনেক যত্নে এত বড়টা করল। বয়স হয়ে গিয়ে গাভিন হয় না, আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে এইবারে প্রথম বাছুর হল। বংশীর বউ বলে, হয়েছে আমার বাচ্চার কপালে—বাচ্চাছেলে দুধ খাবে বলেই গরুর দেবতা মাণিকপীর এতকাল বাদে বাছুর দিলেন। ঘরের গাইয়ের দুধ পেয়ে, বলতে নেই, ছেলে বেশ ইয়ে মতন হয়েছে। বাচ্চার ভরপেট হয়ে এক-একদিন বাপের পাত অবধি দুধ এসে পড়ে। গাই-বিক্রির কথা বউকে ঘুণাক্ষরে জানানো যাবে না। কৌশলটা সে ভেবে রেখেছে। গাঁয়ের বাইরে কোনখানে গরু বেঁধে আসবে, সন্ধ্যার পর গরুর দড়ি খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে। গরু ফিরছে না—বউ জানবে হারিয়ে গেছে। কার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল, ধরে নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজিও হবে কয়েকটা দিন—মনে মনে বংশী সমস্ত ছকে রেখেছে।

গুরুপদর হঠাৎ গর্জে উঠল: ঐ যে থানার থানায় দারোগা-জমাদার পুষে রেখেছে, ওরাই মানুষকে ভাল থাকতে দেবে না। ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। ওদের বিদায় করুক, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি দেখো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলছ তুমি চারি গো! সরল মানুষ ধোনাই মিস্ত্রি ঘোরপ্যাঁচের কথা বোঝে না। বলে, দারোগা পোষে তো চোর ঠেকানোর জন্যেই—

গুরুপদ বলে, আর দারোগা চোর পোষে চাকরি ঠেকানোর জন্য। তালুক-গাঁতি কিনবার জন্য, দালান-কোঠা দেবার জন্য। চোরের অনটন পড়লে চাপ দিয়ে ভাল গৃহস্থকে চোর বানিয়ে নেয়।

আঘাটায় ডিঙি বেঁধেছে, গাঁ নিশুতি হবে সেই অপেক্ষায় আছে। আহা-মরি কী চমৎকার রাত্রি! কৃষ্ণপক্ষ, তার উপর মেঘ থমথম করছে আকাশে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে থেকে। ধোনাই মিস্ত্রি সকলকে মক্কেলের বাড়ি হাজির করে দিল। মামুদ আলি লোকটা সত্যি পয়সা করেছে। চাষীর হাতে পয়সা এলে পর পর চার লক্ষণে প্রকাশ পাবে। উৎকৃষ্ট হালবলদ সর্বাগ্রে—সে এমন, কাজ ফেলে মাঠের যত চাষী আসবে বলদের গায়ে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতে। বলদ হল তো ঘোড়া—হেঁটে বেড়ানো পোষাচ্ছে না আর তখন, ঘোড়ার পিঠে গমনাগমন। ঘোড়ার পরে বউ—একটা বউ সকলেরই থাকে, সেটা কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বিয়ে বা নিকে করে যাও যতগুলো সম্ভব। এবং সর্বশেষ পাকাদালান।। মামুদ আলির চার দফাই হয়ে গেল। দালান দিয়েছে—একতলায় শেষ নয়, ছাতের উপরে দোতলার ঘর। সম্পূর্ণ হয়নি, দরজা-জানলা ও পলস্তারার কাজ বাকি। হতে হতে বিয়ে এসে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ এখন দিনকতক। সিঁড়ি বাইরের দিকে, তারও ইটগুলো মাত্র বসানো হয়েছে। উঠতে পারা

সিঙ্গারের সুবিধেজনক কিস্তি ব্যবস্থায় মেরিট পাবেন

মেরিটের বৈশিষ্ট্য: ✓ সব কাজ সহজ, কারণ এর সুতোর টান নিখুঁতভাবে বাঁধা যায় ... গতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ✓ মিহি বা মোটা যে কোনো কাপড়ে মজবুত, পরিচ্ছন্ন সেলাই পড়ে ✓ দেখতে সুন্দর ... শক্তসমর্থ গড়ন ✓ দেখাশোনার খরচ খুব কম ... কদাচিৎ কখনো খারাপ হয় ✓ এক বছরের সিঙ্গার গ্যারান্টি দেওয়া আছে।

সেরা সিঙ্গার তেল আর ছুঁচ কিনুন

* সিঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

ভারতের যে কোনো অনুমোদিত ডিলার বা সিঙ্গারের দোকানে মেরিট পাবেন।

হয় এই পর্যন্ত। খোনাই মিস্ত্রি গাঁথনির কাজে ওস্তাদ, কিন্তু, বাকির অভিলাষ তার নবঅর্পণে।

বংশী অবাক হয়ে বলে, কী বিয়েবাড়ি রে বাবা! দেড় প্রহর হতে না হতে আলো নেভানো। ভেবেছিলাম, কতক্ষণ না নজর ধরে বসে থাকতে হয়।

খোনাই বলে, ছেলের বিয়ে যে! দুপুর-বেলা বর নিয়ে সব মেয়ের বাড়ি রওনা হয়ে গেছে। বউ এসে পড়বার পর তখন এবাড়ি বাজনাবাদ্যি হৈ-হল্লা খানাপিনা। অঢেল আয়োজন করেছে, পাঁচ-সাত গাঁয়ের স্বজাত ভিনজাত আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের নেমন্তন্ন।

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে : রাতের কুটুম আমাদের ভোজ সকল কুটুম্বর আগে—

ভাঁড়ার উপরের ঘরে। জিনিষপত্র কেনা-কাটা করে সেখানে এনে রেখেছে। ওস্তাদে বলেন, আগে বেরুনো, পরে ঢোকা। মানে হল, ঢোকবার আগে বেরুনোর বন্দোবস্তটা নিখুঁত হয় যেন। দোতলায় উঠবার নামে তা-বড় তা-বড় কারিগরও আঁতকে ওঠে। কিন্তু সাহেব বেপরোয়া—অন্তত আজকের এই দিনটা। সাঙাতের কথায় এসেছে তাদেরই কাজে। বংশীর আবার এ-কথায় আপত্তি : আমাদের কাজ হল কিসে? কাজটা বুড়ো দারোগার- তাঁরই দালানকোঠা হবে। ধরতে পারলে নিয়ে তুলবে তাঁরই কাছে তো —তিনি কি আর বিবেচনা করবেন না?

কিন্তু হলে হবে কি—সিঁড়ির উপর মানুষ শুয়ে আছে আড় হয়ে। তাতে কি ডরায়! 'চললে বিড়াল, সরে পড়য় সাপ'। দুটো সিঁড়ি বাদ দিয়ে পুনশ্চ একজন। তাকেও পার হল। আরও কিছু গিয়ে চাতালের উপর একগাদা মানুষ পাশাপাশি। কাজের বাড়ি মানুষ অনেক জমেছে। বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জায়গার অভাবে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়েছে। এত ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব —হনুমান না হলে হয় না। বেকুব হয়ে ফিরতে হল। খানিক দূর এসে দেখে খোনাই মিস্ত্রি নেই। গেল কোথা খোনাইটা দল ছেড়ে?

বৃষ্টিও তেমনি লেগেছে। টিপটিপ করে পড়ছিল, মুষলধারে এলো। ভিজে জবজবে। অনতিদূরে গোয়ালবাড়ি কাদের। একদৌড়ে চালাঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল।

বংশী সাহেবের গা টেপে : ভিতরে মানুষ।

গোয়াল লোকে যেমন-তেমন করে ছেয়ে, দমু না ছেয়েছেই হল। মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল দিয়ে গেছে, আগুনে গনগন করছে। সেই আগুন ঘিরে বসে কজনে হাত-পা সেঁকছে।

এমন ক্ষেত্রে টিপিটিপি সরে পড়া উচিত। কিন্তু সাহেবকে মজাতে দুষ্টমিতে পেয়ে বসে—হাঁক দিয়ে ওঠে : কারা ওখানে?

বংশী সন্ত্রস্ত হয়ে হাত টানছে পালাবার জন্য। সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যে নেয় না।

কি করো তোমরা?

মিনমিনে গলায় জবাব আসে : খোলাট পাহারা দিচ্ছি।

সত্যি বটে, গোয়ালের ওদিকটায় গোলা, ধান তোলার খোলাট। গলার সুর আরও চড়িয়ে সাহেব ধমক দেয় : কে পাঠাল তোমাদের পাহারা দিতে? এসো, এদিকে চলে এসো, দেখে নিই—

লোকগুলো এক লম্ফে উঠে পড়ে দৌড়।

সাহেব হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, দেখলে, আমি কেমন বুঝতে পারি। আমরাই মজা করে হাত-পা সেঁকি এবার। বাদলা-রাতে ওরাও কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

বংশী তিক্তস্বরে বলে, বেরিয়েছে ঐ দারোগার ঠেলায়—আমি দিব্যি করে বলতে পারি। এলাকা জুড়ে জাল বেড় দিয়েছে। মুখ ঢেকে পালাল, নয়তো ঠিক চেনা মানুষ বেরুত। একই দলধারা মামলায় আসামি। বাটটা নাম জড়িয়েছে এবারে।

গনগনে আগুন দেখে গুরুপদর তামাকের পিপাসা পেয়ে গেছে। বলে, কলকে-তামাক পেলে দু-টান টেনে নিতাম, ঠান্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে গো—

ডিঙিতে ফিরে দেখল খোনাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। গুরুপদ সর্বাগ্রে নারকেল-খোসার নুড়ি পাকাতে লেগে যায়। তামাক টেনে চাঙ্গা না হবে যোঠৈব সে হাত দিচ্ছে না।

বংশী খোনাইকে প্রশ্ন করে : ডুব মেরে-ছিলে কোথা?

বোঠৈর ঘায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে খোনাই বলে : চিল পড়লে কুটোগাছটি না নিয়ে ওঠে না। সেই নিয়ম আমার, খালি হাতে ফিরিনে।

একটা চটের থলি পা দিয়ে ঠেলে দিল। হেই চকিত বংশী—আর দু-জন পরমাগ্রহে চেয়ে রয়েছে। বেরুচ্ছে একে একে হাত-করাত বাটালি, রেঁদা আগর, সরকাটি—মামুদ আলির নতুন দালানে ছুতোরমিস্ত্রি কাজ করে কাজের শেষে যন্ত্রপাতি থলি ভরে রেখে যায়। পুরানো কয়া জিনিষ, বোঝা বোঝা ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মতন কিছু নয়। অন্য মাল না পেয়ে খোনাই-এর থলিতে নজর গিয়ে পড়ল।

খান দুই বাঁক এগিয়ে খোনাই আবার এক কান্ড করে। পাশখালির মোহানায় কোসেডিঙি বাঁধা। ভাটা লাগলে জাল ধরবে, ততক্ষণ জেলেরা সুখ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হেসোদা দিয়ে খোনাই কাছিতে দিল পোঁচ। বনবন করে নৌকো পাক খাচ্ছে, লোকগুলো তবু জাগে না। ঠিকের পাজনে চক্কর খাচ্ছে ঘুরছে, তেমনি একটা-কিছু ভাবছে হয়তো। ঘুমের উপর বেটাছেলে —গাল পাঁচ তুলে দিয়ে খোনাই খেলে-

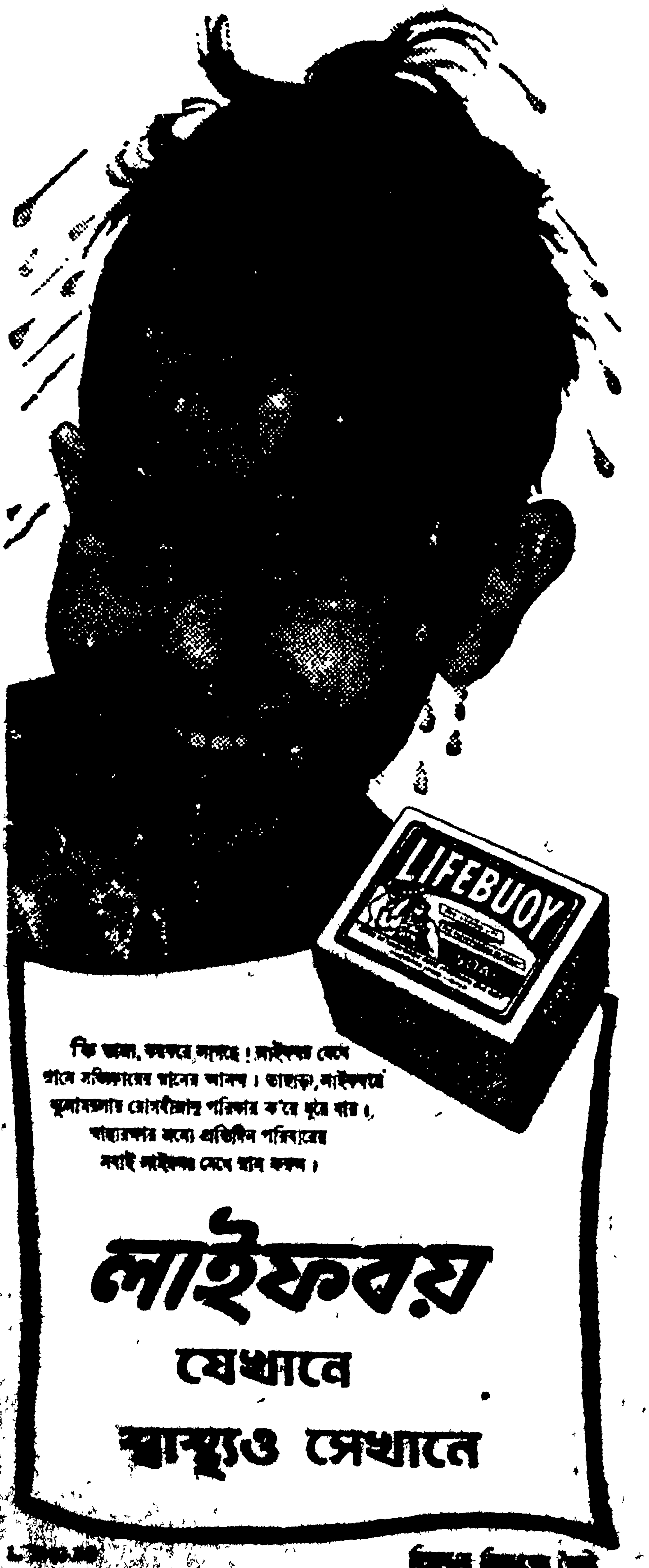

ডিঙিতে সজোরে ধাক্কা দিল। চলন্ত বাক মাঝ-গাঙের দুরন্ত টানে। এখন জেগে পড়লেও ঐ টান কাটিয়ে পিছু নিতে পারবে না।

সাহেব রাগ করে ওঠে : ভাল ওদের তাড়াতাড়ি, সেই জিনিস নিয়ে নিলে তুমি?

খোনাই হি-হি করে হাসে : বেঁচেবর্তে, সুতালাতালি ঘরে ফিরলে তবে তো তাড! সে আর হচ্ছে না। ডুবে মরবে ধ'রে পড়ে, ডুবে গিয়ে তবে যদি ঘুম ভাঙে!

হুঁকো চলছে হাতে হাতে। দু-চার টান টেনে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে নেবার গরজ। খোনাই সাহেবের দিকে হাত বাড়ায় : আমায় দাও—

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে সাহেব তার দিকে দিল : হুঁকো পাবে না, ছোটজাত তুমি—

সাহেব জাত-জাত করছে—আর দু-জন অবাক হয়ে গেছে। সেই সাহেব, একদিন যে তুষ্টু তোমকে হিড়-হিড় করে দাওয়ার উপর তুলে ছিল। গুরুপদ বলে, কাজের মধ্যে জাতবেজাত কী আবার! ও জিনিস গাঁয়ে-ঘরে ফেলে এসেছি। ঘরে ফিরে গেরস্ত-মানুষ হয়ে কোঁপরদালালি করব—সেই সময় তুলে নেবো।

সাহেব বলে, জাত কাজের মধ্যেও আছে। গরিব মেরে হাঁচড়া কাজকর্ম—সেই দিকে খোনাই মিস্তির ঝোঁক। ছুতোরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে আনল, জেলের জাল নিল। আমরা চোর, খোনাই ছিঁচকে। ঘটিচোর বাটিচোর সেই দলের। হুঁকো দিলে জল মরে যাবে, জল বদলে ফেলতে হবে।

কলকে স্পর্শ করে না খোনাই। দুঃখ পেয়েছে, মুখ ফিরিয়ে ঝপাঝপ বোঠে মারছে। বংশী তার হয়ে বলে ওঠে : ভাল করেছে খোনাই। গরিব না মেরে লাখপতি কোটি-পতি পাই কোথা এখন? মানুষ আলিকে মনে করে এলাম, সে তো কেঁসে গেল। খালি হাতে ফেরার চেয়ে পাঁচটা টাকাও যদি আসে, খানিক তবু এগোল। তোমার নিজের কিছু নয়—কাঁকে কাঁকে আছ, দয়া করতে এসেছ, আমাদের দায় কেমন করে তুমি বুঝবে?

আগের কথার খেই ধরে বংশী আবার বলছে, পাঁচ টাকা না হয়ে পাঁচ সিকে হলেই বা কে দেয়? এক-একটা দিন চলে যায় মাথায় যেন একটা করে মুগুরের ঘা দিয়ে। মাথার উপর দণ্ডধারা যদি না ঝুলত, হীরামাণিক মাঠে পড়ে গড়াগড়ি খেলেও ঘাড় ফেলে ঘর থেকে বেরুতাম না। কী বলব সাহেব—বুকুব্যাটা দিয়েও এখন কাকুতি-মিনতি করি। চুল পাকিয়েছে দিনে দিনে দিয়েছে, সেটাও সবেতেই জেলালাম। এখন টাকায় কোন না এক আনায় পয়সা চিনছে হয়ে আসছে।

জলকলাই একটা বর জুটিয়ে দাও মাগো। তারপরে কে আর কাক-চিলের মতন ঠোক দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। আর দশটা গৃহস্থর মতো আমরাও বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব।

চোর-ডাকাত-ঠগীর ইষ্টদেবী কালিকা-ঠাকরুন নিজে নাকি অদর্শন থেকে ভক্তদলের কাজকর্মের চালনা করেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারে দেবীর চাড় দেখা যাচ্ছে না, ঠান্ডা-ঠান্ডা রাত পেয়ে তিনিই বা ঘুমিয়ে পড়লেন।

আরও কয়েকটা জায়গায় নামল তারা ডিঙি থেকে। আশায় আশায় এগিয়ে যায়। এক উঠানে পা দিয়েছে কি, সাহেবের পিঠে যেন চাবুক পড়ে।

এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো—। হাতের কাছে যাকে পেল, তাকেও টেনে বের করে আনে।

সকলে হকচকিয়ে গেছে। বংশী বলে, ভয় পেলে কেন সাহেব?

গৃহস্থ জেগে পড়লে টের পেতে মজা।

সে তো সব গৃহস্থ রে! কে কবে আমাদের ফুলচন্দন নিয়ে ডাকাডাকি করে?

সাহেব বলে, এরা তাই করত। আসতে আজ্ঞা হয় চোরমশায়রা। এসেই যখন পড়েছেন, দান করে যান কিছু।

কথা বড় মিছা নয়। বড়লোক কজন—দুনিয়াই তো এরা সব। দিনমানে দশের মাঝে অত বোঝা যায় না—বুঝতে দেয় না মানুষে, ঢেকেঢুকে সেরেসামলে বেড়ায়। রাত্রিবেলা আপন জনদের ভিতর খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ কথাবার্তা অসাবধান—নিরাবরণ। ঈশ্বরের খবর জানি নে, কিন্তু চোরের কাছে আসল অবস্থা চাপা থাকে না।

গাঙে-খালে অকারণ ঘুরে ঘুরে মন ভারী সকলের। সাহেবই কেবল হাসি-খুশি। তার কিছু খারাপ লাগছে না। এক সময় বলে উঠল, হারুন-অল-রশিদ ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তাঁরই মতন হল। উজির-নাজির নিয়ে ছদ্মবেশে সারারাত ঘুরে প্রজাপাটকের খবর নিতেন। আমাদেরও তাই কিনা, বলো ভেবে। এই যত দেখছি, প্রজাপাটক আমাদের। দিনমানে ভিন্ন রাজা—রাত্তিরে নিশুত হলে মুলুক জুড়ে আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। যেখানে খুশি যাই—তাঁবেদার প্রজারা নিজের ইচ্ছের দেবে না তো রাজবর ইচ্ছে মতো নিজের হাতে তুলে নিয়ে আসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে, যত প্রজা এই দেখে এলাম—নিতে পারা গেল না তো দিয়ে আসা উচিত। শুধুই নিলে রাজার রাজত্ব থাকে না, দিতেও হয়। ভাল ভাল মুর্শিদ [illegible] [illegible]। অপহারকদের কথা [illegible] [illegible]

এক রকমের গুটিখেলা—বাঁক দিয়ে চিত্ত-গুটিকে উপুড় আর উপুড়-গুটিকে চিত্ত করা।

সাহেবের রঙ্গরসে কারো কান নেই, নিজের ঝোঁকে সে বকবক করছে। আবার বিপদ, খিদে পেয়ে গেছে বিষম। খিদের দোষ নেই—জোয়ানপুরুষ, মরা নাড়ি কোনটার নয়। কোন দুপুরে চাট্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে—এক মামুদ আলির বাড়ি হয়েই ফিরবার কথা, খিদে ঠেকাবার উপায় ভেবে আসেনি। এখন যত ভাবছে, পেটের মধ্যে তত দাউ দাউ করে ওঠে। ধোনাই মিস্ত্রি খাওয়ার গল্প করে: রাতের কাজে বেরিয়ে কাদের রান্নাঘরে ঢুকে এক খোরা পান্তা মেরে দিয়ে এসেছিল একবার। পান্তাভাত আর কাসুন্দি।

গুরুপদ চটে উঠল: সাহেব ঠিক বলেছে, সত্যি তুই ছোটজাত। নজর নিচু। সেই সেই রান্নাঘরে ঢুকলি, খেয়েও এলি। পান্তাভাত তবে কি জন্য খাবি, পোলোয়া-কালিয়া খেয়ে এলি নে কেন হতচ্ছাড়া?

ধোনাই অবাক হয়ে বলে, পোলোয়া-কালিয়া রেঁধে রাখে বুঝি— খেয়ে এসে তার গল্প করব?

সাহেব হাসতে লাগল: না খেয়েও গল্প হয় রে ধোনাই। পোলোয়া খায় তো বাবুভেয়েরা। মুখের গল্পে আমাদের সুখ।

গুরুপদও সাহেবের সুরে সোহায় দেয়: সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার—সত্যি বই মিথ্যে মুখে আসে না! নজর ছোট, ঐ যা বললাম। গল্পের খাওয়া—তা-ও পান্তার উপর উঠতে পারে না।

বংশীও আসরে নামে। পোলাও না হোক,—পাঁচসাতখানা তরকারি এবং পিঠে-পায়সে চতুর্দিকে সাজানো বাড়া-ভাত সে খেয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি খেয়েছে, বানানো কথা নয়।

শিবাপুজো বলে আছে এক ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা বনের ধারে গলবস্ত্র হয়ে শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। তার পরে থালায় ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন সাজিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে গৃহস্থ শুয়ে পড়ে। বনের শিয়াল চুপিসারে এসে খেয়ে যায়। পুঁথিপত্রে চোর-পুজোর এমনি কোন বিধান থাকত যদি! না থাকুক, বংশীই শিয়াল হয়ে সেবার শিবাভোগ খেয়ে এসেছিল।

গাঙ ছেড়ে ডিঙি খালে ঢুকে পড়েছে। সরু জলপথ—এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর বোধন-তলার নিচে দিয়ে। গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষে এপারে ওপারে দিব্যি গল্পগুজব করতে পারে। চুপ, একটি কথা নয়! বোঠে খুব নরম হাতে ধরো এবার—

(ক্রমশ)

অপরাজেয় মিষ্টান্নশিল্পী
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
১৫৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ৩৫-৩৩৫৯

আপনার ত্বক আরও সুন্দর দেখায়...আরও সুন্দর হয় ...কেননা ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তুত পাউডার-বেস্‌ যা ত্বককে সুস্থ রাখে এবং দাগ ঢেকে রাখে! ● ল্যাকটো-ক্যালামাইনে দ্রুত-ক্রিয়াশীল, উচ্চ পর্য্যায়ের ক্যালামাইন থাকায় দাগ দূর করে... আপনার মুখকে রোদ ও হাওয়ার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে...আপনার ত্বককে কোমল ও স্যাটিনের মত মসৃণ রাখে। ● ডাক্তাররাও আপনার ত্বকের জন্য এই প্রসাধনের নির্দে'শ দেন! ● ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইনের অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য: ক্রীম ও ট্যালকাম পাউডার।
ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন সর্বত্র পাওয়া যায়।
Lacto Calamine
ল্যাক্‌টো-ক্যালামাইন
আপনার
সৌন্দর্য্যে প্রসাধন

এখানে সবাই মনে করছেন শীত কেটে গ্রীষ্ম পড়লেই দূরে আকাশে আরেকটা কিছু আশ্চর্য কাণ্ড সোভিয়েতেরা ঘটাবেন। কেউ কেউ বলছেন এবার উড়বেন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী। শোনা যাচ্ছে এদেশের এক কসমেটিকস কারখানা সেই অপরিচিতার উদ্দেশে নানা প্রসাধন সামগ্রী পাঠিয়েছেন যা তাঁর মহাকাশে নিশ্চয় প্রয়োজন হবে। অনেকে ঠাট্টা করে বলছেন, ইঞ্জিনীয়াররা নাকি ঐ মহাকাশচারিণীর জন্য আরো বড় আকারের স্পুৎনিক বানাচ্ছেন কারণ রুশ প্রবাদে বলে মেয়েমানুষকে স্বর্গে পাঠাও—সে তার শাশুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।" শেষ, মানে এখনো অবশ্য স্বামী নয়। আসল খবর হল গ্রাভেল লাইট কথাটা মেয়েদের জন্য নয়। সম্প্রতি একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী বই হাতে এসেছে। নাম তার 'মহাকাশ-যাত্রীরা।' বইটির লেখক পেত্রভ হলেন মহাকাশযাত্রীদলের পরিচালক। মহাকাশ-যাত্রীদের চরিত্র, জীবনযাত্রা এবং তাঁদের কাজের সজীব চিত্তাকর্ষক ছবি পেত্রভ এঁকেছেন। শুধু মহাকাশযাত্রীদের কেন আরো অনেকেরই। যেমন সেই চাষী মহিলাটির। মহাকাশে ওড়ার আগের রাতটা মহাকাশযাত্রীরা কাটান কসমোড্রোমের কাছে যার ছোট্ট বাড়িটায়। বাড়িটি কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। পেত্রভ বলছেন গাগারিনের যাত্রা-দিনের ভোর বেলাকার কথা। দুবছর আগের এরকমই এক এপ্রিল মাস। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাড়িটিতে এলেন তার প্রকৃত মালিক কাজুদিরা আকিমভ্না—বার্ধক্যের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি। হাতে তাঁর সদ্যফোটা তাজা টিউলিপের তোড়া। দাওয়ায় বসে তিনি অপেক্ষা করছেন কখন ঘুম ভাঙে গাগারিনের। তার বাড়ির ভাড়াটেদের পরিচয় তাঁর অজানা নয়। মহিলা ধীরে ধীরে আলাপ শুরু করেন লেখকের সঙ্গে। ভাবী [illegible] উত্তেজনায় পেত্রভেরও সে রাতে ঘুম ছিল না। [illegible]

উড়োজাহাজ চালাত। ঐ ইউরোচকার মতোই। এমন কি ওর সঙ্গে চেহারারও মিল আছে। ওরকমই বেরিয়ে আসা কপাল, থ্যাবড়া নাক। ছেলে আমার যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু, দেখ বাপু, ওকথা যেন আবার ইউরোকে বল না। ওকে ভয় পাইয়ে দিও না। কী বিরাট কাজে ও চলেছে। এতটুকু ভয়েও ওর ক্ষতি হতে পারে।" সকাল সাতটায় পেত্রভ গাগারিন আর তাঁর বদলী তিতোভকে জাগিয়ে দিলে সেই মহিলার টিউলিপের তোড়াটি দেন। গাগারিন সেটিকে রেখে দেন ফুলদানিতে। আর মহিলাকে বলেন, "চমৎকার ফুল! অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মনে করে এনেছেন বলে। ফুল এমনিতেই আমাদের প্রিয়, আজ তো বিশেষ করেই।"

প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিন

যাত্রার জন্য ঘর ছেড়ে বেরবার সময় গাগারিন ঐ ফুলের তোড়াটিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আদর করেছিলেন। লেখক বলছেন, তার ধারে পর গাগারিন অনেক ফুলই পেয়েছেন। কিন্তু ঐ তোড়াটি হল—মহাকাশযুগের প্রথম তোড়া।

পেত্রভের বইয়ের আরেকটি চরিত্রও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যদিও বিশেষ কারণে লেখক তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেননি। ইনি হলেন সেই বহুসাধ্য পুরুষ, সব রকেট আর স্পুৎনিক নির্মাণের প্রধান কর্তা। বইটিতে তিনি সর্বদাই কেবল প্রধান নির্মাতা বলে অভিহিত হয়েছেন। তবে নাম না করলেও তাঁর চেহারা ও চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যায়। বইটি পড়ে আমার মনে হচ্ছে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর চেহারা অনেকটা এই রকমের। লম্বা, শক্তসবল চেহারা, মাথায় একরাশ বড় বড় উস্কো-খুস্কো চুল, মুখটা লম্বা কিন্তু ভারী নয়, [illegible] ও মোটা, চোখ দুটি তীক্ষ্ণ

তীক্ষ্ণ নাক। বয়স্ক এই লোকটির আবার আচার-ব্যবহার খুবই সহজ সরল সাধারণ। সবার সঙ্গেই আপনার হতে পারেন তিনি। ধীর স্থির। কথা বলার চেয়ে শুনতে বেশি ভালবাসেন। কিন্তু যে কোনো রুশের মতোই হাসিখুশী সহৃদয়। কাজের বেলায় অত্যন্ত কড়া। আর তাঁর নিজের কথানুযায়ী "গান গাইতে পারি না কিন্তু শুনতে ভালবাসি।"

প্রধান নির্মাতা যে গানের প্রতি তাঁর প্রীতির কথা জানিয়েছিলেন তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন পপোভিচকে মহাকাশযাত্রীদের এক জলসায় পপোভিচ তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে। পেত্রভের বইয়ের একটি পুরো পরিচ্ছেদের বিষয় হল মহাকাশযাত্রীদের গড়ে তোলায় গানের প্রয়োজনীয়তা। লেখক বলছেন, মহাকাশ-যাত্রীদের কাজটা কষ্টকর। এবং সঙ্কট-জনকও। শুধু যাত্রাই নয়, তার দীর্ঘ প্রস্তুতিও। মহাকাশযাত্রীরা যে এসব কিছু করেন প্রফুল্ল চিত্তে এবং লক্ষ্য লাভে সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে তার কারণ গান। এছাড়াও গান তাঁদের করেছে একাত্ম, ঘনিষ্ঠ। মহাকাশ-যাত্রীদের প্রায় সবাই অন্তত দলে গলা দেবার মতো গান গাইতে পারেন। পেত্রভের মতে সংগীত মহাকাশযাত্রীদের জীবনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। মস্কোর নিকটবর্তী মহাকাশযাত্রীদের শহরটি ছেড়ে তাঁরা যখন অন্যত্র কাজে যান তখন তাঁদের অবশ্য সঙ্গী হয় টেপ রেকর্ডার। একবার গাগারিন নিজের গান লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁর গানের খুবই প্রশংসা করেন অন্যেরা। গাগারিন বলেন, "ভাল কিছু হয়নি। তবে দরদ দিয়ে গেয়েছি, সেটা ঠিক।" অন্য মহাকাশযাত্রীরাও গাগারিনের নিদর্শন মতো বহু গান রেকর্ড করেন। রাত হয়ে যায়। তখন নিকোলায়েভ হঠাৎ বলে ওঠেন, "এক সঙ্গে গান গাওয়াই হল, সবাই এক দল হয়ে ওঠার সূচনা।" অন্যেরা তাঁর কথা শুধরে বলেন, "শুধু দল নয়, মহাকাশযাত্রী-দল।" পেত্রভ মহাকাশযাত্রীদের সাংগীতিক রুচিরও নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সাক্ষ্য অনুযায়ী গাগারিনের ভালো লাগে লিরিকাল গান। তিতোভের প্রিয় চাইকভ্স্কি আর গ্লিংকার রচনা। পপোভিচ উক্রেনীয় গানের অনুরাগী এবং প্রচারক। নিকোলায়েভ অনুরাগী ভল্গা-অঞ্চলের গানের। রুশ লোকসংগীত অবশ্য সবারই প্রিয়।

"মহাকাশযাত্রীদের কি অনেক কিছুর প্রয়োজন?" এই প্রশ্নের উত্তরে পেত্রভ মহাকাশযাত্রীদের বইয়ের তাকের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস, ধাতুবিদ্যা, চারুশিল্প, ইলেকট্রনিকস, চিকিৎসা শাস্ত্র, রকেটবিদ্যা, আবহতত্ত্ব, খেলাধুলা, কবিতা, জ্যোতি-র্বিদ্যা, গণিত, মনোবিদ্যা, সাহিত্য, যন্ত্র-নির্মাণ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ের বই তাতে আছে। এক [illegible]

করেন, "মাকারেংকো, রেপিন, পাভলভ, স্তানিস্লাভস্কি......এ'দের বইয়ের সঙ্গে মহাকাশের কী সম্পর্ক?" তার উত্তরে মহাকাশযাত্রীদলের একজন ইয়েভ্‌গেনি আলেক্সেয়েভিচ বলেন, একবার রকেট নির্মাণের এক কর্মী কথায় কথায় পিকাসোর ছবির বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞেস করাতে ইয়েভ্‌গেনিকে আমতা আমতা করতে হয়। কারণ ও বিষয়ে তাঁর বিশেষ কিছু জানা ছিল না। তার পর থেকে শুধু ইয়েভ্‌গেনি নন তাঁর সঙ্গীরাও বোঝেন যে মহাকাশযাত্রীদের সবাই সব বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করেন। এবং তাঁরা সে ধরনের উপযুক্ত হবার চেষ্টা করতে থাকেন।

কিন্তু শুধু পড়াশুনো আর সংগীত বা ছবির প্রতি আগ্রহই কি সব? এসবের সঙ্গে প্রয়োজন আরো কিছুর। বিশেষ করে মনের প্রফুল্লতা। হাসি। হাসতে পারাটা অবশ্য এদেশের লোকের সহজাত প্রকৃতিদত্ত গুণ। কিন্তু কঠোর কষ্টকর ট্রেনিং-এর সময় সে গুণটি বজায় রাখা কঠিন। মহাকাশযাত্রীরা সে পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হয়েছেন। মহাকাশযাত্রীদের ট্রেনিং-এর একটি অত্যন্ত কষ্টকর অংশ হল সেণ্ট্রি-ফিউগ যন্ত্রে তালিম নেওয়া। এতে অতি ভার সহ্য করাটা অভ্যাস হয়ে যায়। ব্যাপারটা এতই ভয়াবহ যে প্রথমবার সেণ্ট্রি-ফিউগে ওঠার জন্য মহাকাশযাত্রীরা কেউই বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তাদের একজন ইভান বলেন, "আচ্ছা, আমিই উঠব।" কিন্তু তাঁর গলায় তেমন আশা ও উৎসাহের আভাস ছিল না। অবশ্য সেণ্ট্রিফিউগের চেয়ারে একবার বসার পর ইভানের সব দ্বিধা কেটে যায়। যতবারই চাপ বাড়ানর প্রস্তাব জানান হয় ততবারই তিনি বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে যান। তৃতীয় দফায় চাপ ছিল খুবই বেশি। তাতে ইভানের সত্তর কিলোগ্রাম ওজন সাতশ কিলোগ্রামে দাঁড়ায়। এর চেয়েও বেশি হয়। রক্ত ভারী হয়ে ওঠে। মনে হয় সারা শরীরে যেন সীসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে আর পৃথিবীটা ডুবে গেছে সমুদ্রের তলে। সেণ্ট্রি-ফিউগ থেকে নামলে পর তাঁর সঙ্গীরা যখন তাঁকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন ইভান তখন একগাল হেসে এক কথায় উত্তর দেন, "সহনযোগ্য।"

গাগারিন সেণ্ট্রিফিউগে প্রথমবার উঠে ঐ ভয়ানক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক-মহিলার দিকে চোখ টিপে হেসে উঠেছিলেন। পর্দায় তাঁর সেই চপলতা দেখে চিকিৎসক-মহিলা ধমকে বলেছিলেন, "শান্ত হয়ে বসুন।" গাগারিন তখনকার মতো গম্ভীর হয়ে যান কিন্তু সেণ্ট্রিফিউগ থেকে নেমে এসে বলেন, "কী কড়ারে বাবা, একটু ঠাট্টা করারও জো নেই।" চিকিৎসক তখন কড়া গলায় জানান, "গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় ওসব উচিত নয়।" গাগারিন বলেন, "কিন্তু তা যদি না মানি?" "তবে নির্ধারিত ট্রেনিং থেকে আপনাকে বাদ দিতে হবে। এরকম কাজের সময় কোনো চপলতা চলবে না" মহিলা বলেন। গাগারিন তখন হেসে বলে উঠেছিলেন, "কী করব—আমি যে সব সময় ওরকম।" এরপর মহিলা আর রাগ করে থাকতে পারেন নি।

গাগারিনের যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে কী হয়েছিল? পেত্রভ বলছেন, "সারাটা সকাল চেয়েছি গাগারিনকে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু বলতে......কোন দরকারী উপদেশ।" কিন্তু উপদেশের বদলে পেত্রভ বলে চলেন মজার মজার গল্প। গাগারিন নিজের তরফ থেকে আরো চুটকি গল্পের জোগান দেন। এমন সময় আসেন সেই রহস্যময় পুরুষ প্রধান নির্মাতা। পেত্রভ বলছেন, "দেখলাম তিনিও কিছু একটা বলতে চান, কিন্তু তা না করে তিনিও যোগ দিলেন হাসিঠাট্টায়।" গাগারিনের সেদিন সব-কিছুতেই আনন্দ। যা দেখেন তাতেই—সূর্যোদয়, কাজের নিয়মাবলী, খেলার পোশাক, স্পেস স্যুট, হাসি ঠাট্টা, সংগীত... লেখকের ভাষায়—তিনি যেন আলো ছড়িয়ে চলেছেন। টেপরেকর্ডারে বাজছে মিঠে নরম সুরের সংগীত। সবাইকে তা খুশী রেখেছে। তা দেখে বিজ্ঞানীদের একজন

আরও তাড়াতাড়ি আরও নিরাপদে

অর্শ

ভগন্দর ও রক্ত-পড়া সারিয়ে দেয়।

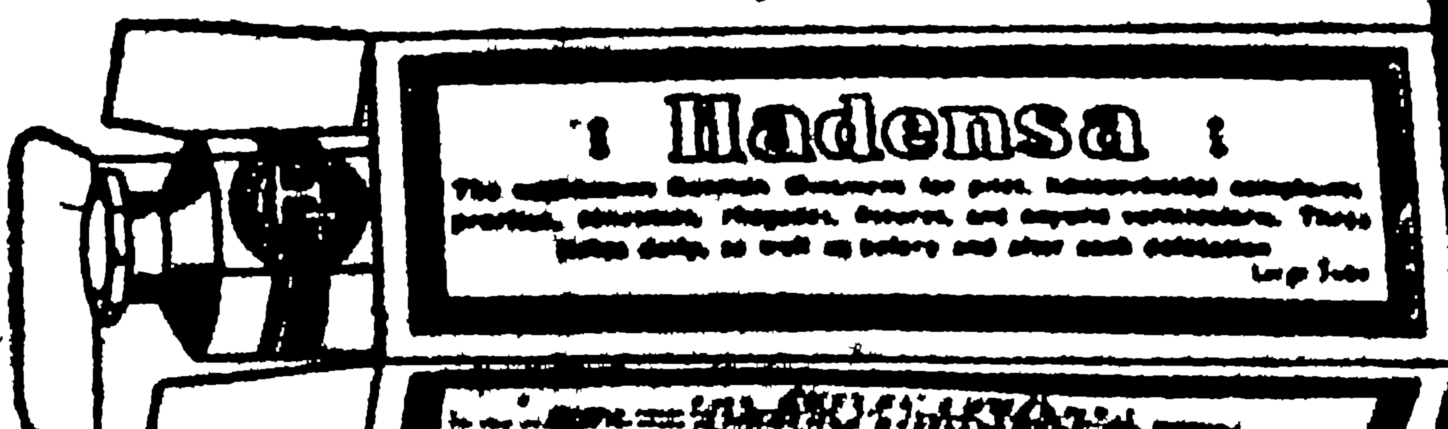

হ্যাডেনসা

বলেছিলেন, "সবুরও দেখছি আপনাদের সেবায় রত।"

যাত্রারম্ভের আগের একটি মুহূর্তে কিন্তু গাগারিনের মনে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দেয়। রকেটের কর্মীদের একজন তাঁর বাবার মুখে হঠাৎ বলে ওঠেন, "ইউরি আলেক্সেয়েভিচ, এই বইটায় একটা সই করে দিন আপনার স্মৃতি হয়ে থাকবে সেটা।" উপস্থিত সবার কানে কথাটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর শোনায়। যেন গাগারিনের সঙ্গে আর দেখা হবে না। গাগারিনের মুখে মুহূর্তের জন্য ফুটে ওঠে দ্বিধা। জীবনে সেই প্রথম গাগারিনের মতো সপ্রতিভ লোকের মুখে জবাব জোগায় না। একটু পরে চাপা গলায় তিনি বলেন, "তার কি কোনো দরকার আছে?" গ্রন্থকার পেত্রভ তখন বলে ওঠেন, "কিচ্ছু না, তবু সই করে দাও। এখন থেকে অভ্যাস করা ভাল। এর পর তো তোমায় বহু লক্ষ অটোগ্রাফ দিতে হবে। এটাই হোক তাদের প্রথমটা।" গাগারিনও তাঁর হাসির আলো জেলে সই করে দেন একজনের একটা বইয়ে আরেকজনের নোটবই ছবিতে। তখনো গাগারিনের ছবির কার্ড বেরয়নি।

মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য অনেক কিছুই করে থাকেন। ব্যায়াম দৌড় ভলিবল, বাস্কেট বল ব্যাডমিন্টন ডাইভিং শীর্ষাসন স্কেটিং প্যারাসুট ঝাঁপ প্রভৃতির সঙ্গে পরস্পরের সমালোচনাটাকেও তাঁরা প্রথম দিন থেকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছেন। এই সব সমালোচনা সভায় শিক্ষক পরিচালক থেকে মহাকাশযাত্রী— সবার দোষই আলোচিত হয়। কী ধরনের সমালোচনা হয়? মহাকাশযাত্রীদের একজন আলেক্সেই ছবি এঁকেছেন। শিল্পের টানে কর্তব্য কাজের অবহেলা করায় তিনি নিন্দিত হন। গাগারিনের বিষয়ে পপোভিচ একবার বলেন 'কাল শিক্ষক যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন গাগারিন তখন থেকে থেকেই তার বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে গল্প করছিল... এর পর হয়ত ক্লাসে 'নৌযুদ্ধ' খেলাই শুরু হয়ে যাবে।" তিতোভও বাদ যান না। তাঁর দোষ দৌড়ের ট্রেনিংটাকে তিনি অবান্তর মনে করতেন এবং তাতে কোনো উৎসাহ দেখাতেন না।

এদেশের সব প্রতিষ্ঠানেরই একটি অবশ্য অঙ্গ হল দেয়ালপত্র। তাতে থাকে গল্প, কবিতা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গচিত্র। মহাকাশযাত্রীদের কর্মস্থলে এই দেয়ালপত্রের উদ্ভব হয় এই ভাবে। বিলিয়ার্ডের ঘরে হঠাৎ দেখা গেল একটা বড় সাদা কাগজে নকল তৌজিয়ার আঁকা। সেটা এসেছে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর নামে। "নেপচুন আর তার প্রতিবেশীর জোয়ার কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, সেই সঙ্গে এই কামনা—এনড্রোমিডা বা সেন্টরাস পর্যন্ত যেন যেতে [illegible]

যাত্রীদের সই। দেয়ালপত্রের শিল্পী এবং পরিকল্পক হলেন আলেক্সেই আর্খিপভিচ। আলেক্সেইয়ের তুলি ও কলম মহাকাশযাত্রীদের ট্রেনিং পর্বের বহু ঘটনা ধরে রেখেছে। তেড়ে আসা বিরাট এক ডাক্তারী সিরিঞ্জ দেখে ভয়ে পালাচ্ছেন একজন মহাকাশযাত্রী। কেউ বা মূর্ছা যাচ্ছেন সেণ্ট্রিফিউগের কল্পনায়। এই দেয়ালপত্রের নাম হল "নেপচুনের কণ্ঠস্বর।" আর তার প্রতিটিতেই থাকে রুপী চেহারার এক বুড়ো, হাতে, ত্রিশূল, মুখে ঝাঁকড়া ঘন দাড়ি। সমালোচনায় নির্দয়, প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। গাগারিনের যাত্রার পর সাগরদেবতা গাগারিনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁরই সমকক্ষ হিসেবে এমন কি মর্ত্য সন্তানের কীর্তির সামনে একটু নত হয়েই। নেপচুনের হাতে ছিল রুশরীতিতে সাদর আতিথ্যের চিহ্ন রুটি ও নুনের পাত্র। কেউ সিগারেট না খাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন, কেউ বৃষ্টি পড়ছে বলে বাইরে দৌড়তে যাচ্ছেন না প্যারাসুট ঝাঁপের পর তিতোভ বিছানায় আর মাটিতে চক্কর থামাতে পারছেন না বনে বেড়াতে গিয়ে মহাকাশযাত্রীরা আগুনের চারপাশে রাত কাটাচ্ছেন বহু ঘটনা, বহু ছবি। এরকম একটি ছবির নাম হল "সশ্রম কারাদণ্ড"। ছাদখোলা মোটর গাড়িতে একজন লোক, ঝাঁকড়া দাড়ির ফাঁকে কেবল চোখটুকু দেখা যায়। তাঁর পাশেই সাদা জোব্বা পরা এক ডাক্তার। রাস্তায় একটি মেয়ে। মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে "কয়েদী বুঝি?" আসলে লোকটি হলেন তিতোভ। নিঃসঙ্গ কক্ষ থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

মহাকাশযাত্রীদের অনেক কিছুই খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ শব্দহীন কক্ষে দীর্ঘকাল কাটান বিশেষ কষ্টকর। এতে প্রয়োজন অত্যন্ত দৃঢ় মন ও স্নায়ুশক্তি। বিশেষ করে যখন ঐ শব্দহীনতা আর শান্ত পরিবেশে হঠাৎ চোখ ঝলসে দ্রুতবেগে একসঙ্গে চমকে ওঠে নানা রঙের তীব্র আলো, বেজে ওঠে প্রবল কর্কশ সাইরেন। এই কক্ষে প্রথম ঢুকতেও সাহসী মহাকাশযাত্রীদের মনে দ্বিধা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন ভালেরি। কক্ষে ঢোকার সময় তাঁর হাতে ছিল একটা মাঝারি আকারের বাক্স। তাতে ছিল কতগুলো বই, যন্ত্রপাতি, কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি। ঘরের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, নানা কলকব্জার প্রতি নজর রাখার কাজ ভালেরি ঠিকভাবেই করে যান। একবার কলকব্জার কী একটা খারাপ হয়ে যেতে তিনি নিজেই তাঁর বাক্স থেকে সারাই যন্ত্র বের করে তা ঠিক করেন। একটি ছবিতে দেখেছি পপোভিচ এই অবস্থায় বই পড়ছেন। হঠাৎ তীব্র আলো আর কর্কশ সাইরেন। পপোভিচ বই থেকে মুখ সরিয়ে হেসে উঠলেন। [illegible]

উপহার দেবার ও পড়ার মত বই
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের—
বসন্তের নেশা ২৲
শ্রীঅপূর্বদত্তের—
অন্তরাকাশ (কাব্যগ্রন্থ) ২৲
প্রশান্ত তালুকদারের—
অবগুণ্ঠন খোলো ২৲
রমেশ মজুমদারের—
মিলন মালা ২৲
সৌখিন প্রকাশনী ২৪/এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫
(সি ১০৭২)

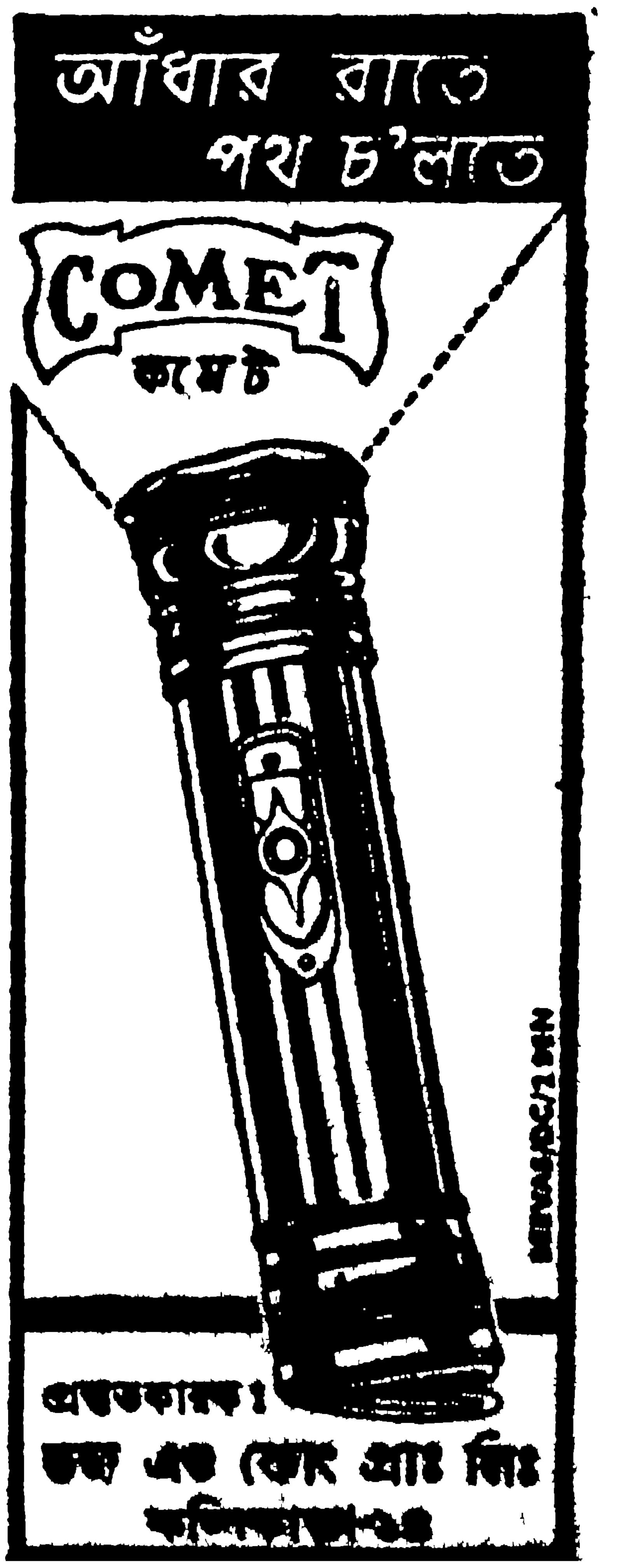

খাতার পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছিলেন। হঠাৎ অমন আলো আর শব্দের ঝড় উঠতে তিনি পেন্সিল তুলে শান্তভাবে সামনে চেয়ে অপেক্ষা করে রইলেন কখন তা থামে। শব্দ আর আলোর শক্ থামলে পর সমান শান্ত নিকোলায়েভ আবার লিখতে শুরু করেন। গাগারিন এই নিঃসঙ্গ কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন নানা বইয়ের সঙ্গে কয়েকটা হাসির বই। ট্রেনাররা আড়াল থেকে দেখেছেন, তিনি প্রায়ই সে বইগুলোর নায়ক আর লেখকদের নানারকম সব প্রশ্ন করছেন আর হেসে নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন।

প্রথম মহাকাশযাত্রার জন্য গাগারিনকেই কেন বেছে নেওয়া হল তার উত্তরও পেত্রভ দিয়েছেন। পেত্রভের মতে মহাকাশযাত্রীদের যে কেউই একাজ করতে পারতেন। কিন্তু তবু প্রথম যাত্রার জন্য প্রয়োজন প্রথম আবিষ্কারকের গুণসম্পন্ন এক আদর্শ ব্যক্তি। পরে যাঁর সঙ্গে অন্য সবার তুলনা করা হবে। গাগারিনের এই গুণগুলোর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়—গভীর দেশপ্রেম, যাত্রার সাফল্যে স্থির বিশ্বাস, চমৎকার স্বাস্থ্য, অসীম আশাবাদ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জানার আগ্রহ, সাহস, দৃঢ়তা, নিখুঁত কাজ, শ্রমপ্রিয়তা, সহ্যশক্তি, সরলতা, বিনয়, অপরিসীম মানবিক সহৃদয়তা, চারপাশের সবার প্রতি মনোযোগ।

রাষ্ট্রীয় কমিশন ঠিক করেন মহাকাশে প্রথম যাবেন গাগারিন আর তাঁর বদলী হবেন তিতোভ। সে কথা তাঁদের জানানোর সময় পেত্রভও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গাগারিনের দিকে তখন বহুলোকের দৃষ্টি। গাগারিন প্রথমটা যেন কথাটা বুঝতেই পারেন নি। এক সেকেন্ড পরেই তাঁর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। তিনি হাঁ করে ঢোক গিলে নিঃশ্বাস টেনে নেন। কেঁপে ওঠে তাঁর চোখের পাতাগুলো। কিন্তু সেই বিহ্বলতায় তিনি একটুও লজ্জিত হন নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে গাগারিন শান্তভাবে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "এই বিরাট আস্থার জন্য ধন্যবাদ। কর্তব্যপূরণ করব।" গাগারিনের পর তিতোভও ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে প্রথম মহাকাশযাত্রীর বদলী নির্বাচন করার জন্য। পেত্রভের মতে অন্যদের মতো তিতোভও প্রথম যাত্রায় যেতে পারতেন এবং তিনি তা খুবই চেয়েছিলেন। এখন কিন্তু তিনি আনন্দের উল্লাসে গাগারিনের পিঠ চাপড়ে ঠাট্টা করে বললেন, "ইউরি, প্রথম যাত্রাটা তোমার বদলীকেই পাওনা কেন!" গাগারিনের নির্বাচনে অন্য মহাকাশযাত্রীরা কী মনে করেছিলেন? লেখকের ভাষায় "তরুণ বৈমানিকেরা মহাকাশযাত্রী হয়েছেন বলেই যে তাঁদের মনের সব রকম মানুষী দুর্বলতা দূর হয়েছে তা নয়। তাঁদের অনেকেই মনে মনে আশা করেছিলেন তিনিই প্রথম উড়বেন। এখন কি তাঁদের খারাপ লাগবে না, কেউ কি ঈর্ষা বোধ করবেন না?" অন্য মহাকাশযাত্রীরা তখন রাষ্ট্রীয় কমিশন দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে। নির্বাচনের কথা জেনেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাগারিনের ওপর। কেউ তাঁকে চেপে ধরলেন, কেউ তাঁর চুল টানলেন, কেউ বা তাঁকে দিলেন আপেল আর টফি—"কী জানি যদি মহাকাশে দরকার হয়।" প্রত্যেকের চোখেই আনন্দ। এমন কি গ্রিগরিও যদিও তাঁকে সবাই অত্যন্ত আত্মপর বলে জানে। ডেরায় ফেরার পথে মহাকাশযাত্রীদের বাসে গাগারিনকে নিয়ে বেশি কথাবার্তা হল না। তাঁকে তখন চুপ করে শান্তিতে থাকতে দেওয়া চাই। ভাববার অবকাশ দিতে হবে। কিন্তু গাগারিন চুপ করে থাকার পাত্র নন। তাঁর তখন কী একটা মজার কথা মনে পড়েছে এবং সেই মুহূর্তেই সেটা সবাইকে শোনান চাই। সে কথা শুনে মহাকাশযাত্রীরা সবাই আনন্দের অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। পেত্রভ বলছেন, 'সে সময় কেউ যদি তফাত থেকে আমাদের দেখত তবে ভাবত—এ এক মহা আমুদে দল। বিশ্বাস করা কঠিন হত যে এঁদেরই একজন প্রথম মহাকাশযাত্রী, আগামীকালই তাঁকে তাঁর পথ আবিষ্কার করতে হবে।" তিতোভ ওভার আগে তাঁর বদলী নিকোলায়েভের সঙ্গে তাঁদের স্পেসহেলমেটটা মন্দির পলাসের মতো ঠোকিয়ে নেন। তখন থেকে এটা মহাকাশযাত্রীদের রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

অনেকে বলেন মহাকাশযাত্রীদের নিয়ে মাতামাতির কোনো মানে হয় না, তাঁদের কৃতিত্ব বেশি কিছু নয়। প্রধান কৃতিত্ব যে ঐ রহস্যময় পুরুষ প্রধান নির্মাতা আর তাঁর সহকর্মীদের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকাশযাত্রীদের অসীম ধৈর্য ধরে অত্যন্ত কষ্ট সয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। এমন কি জীবন বিপন্ন করেও। তাঁদের প্রশংসা যে অকারণ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় পেত্রভের বইটিতে।

পেত্রভ তাঁর বইয়ে ভাবী মহাকাশযাত্রীদের নামও দিয়েছেন তবে অংশত। তাঁরা হলেন ইয়েভগেনি আলেক্সেয়েভিচ, ইভান, বরিস, গ্রিগরি, ভালেন্তিন, ভালেরি ভ্লাদিমির, দমিত্রি, আলেক্সেই আর্খিপভিচ। কিন্তু এমন নামের লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে পাওয়া যাবে। বইটি রচিত নিকোলায়েভ আর পপোভিচের যাত্রার আগে। এ বইয়ে তাঁরাও অভিহিত হয়েছেন শুধু আন্দ্রিয়ান আর পাভেল নামে।

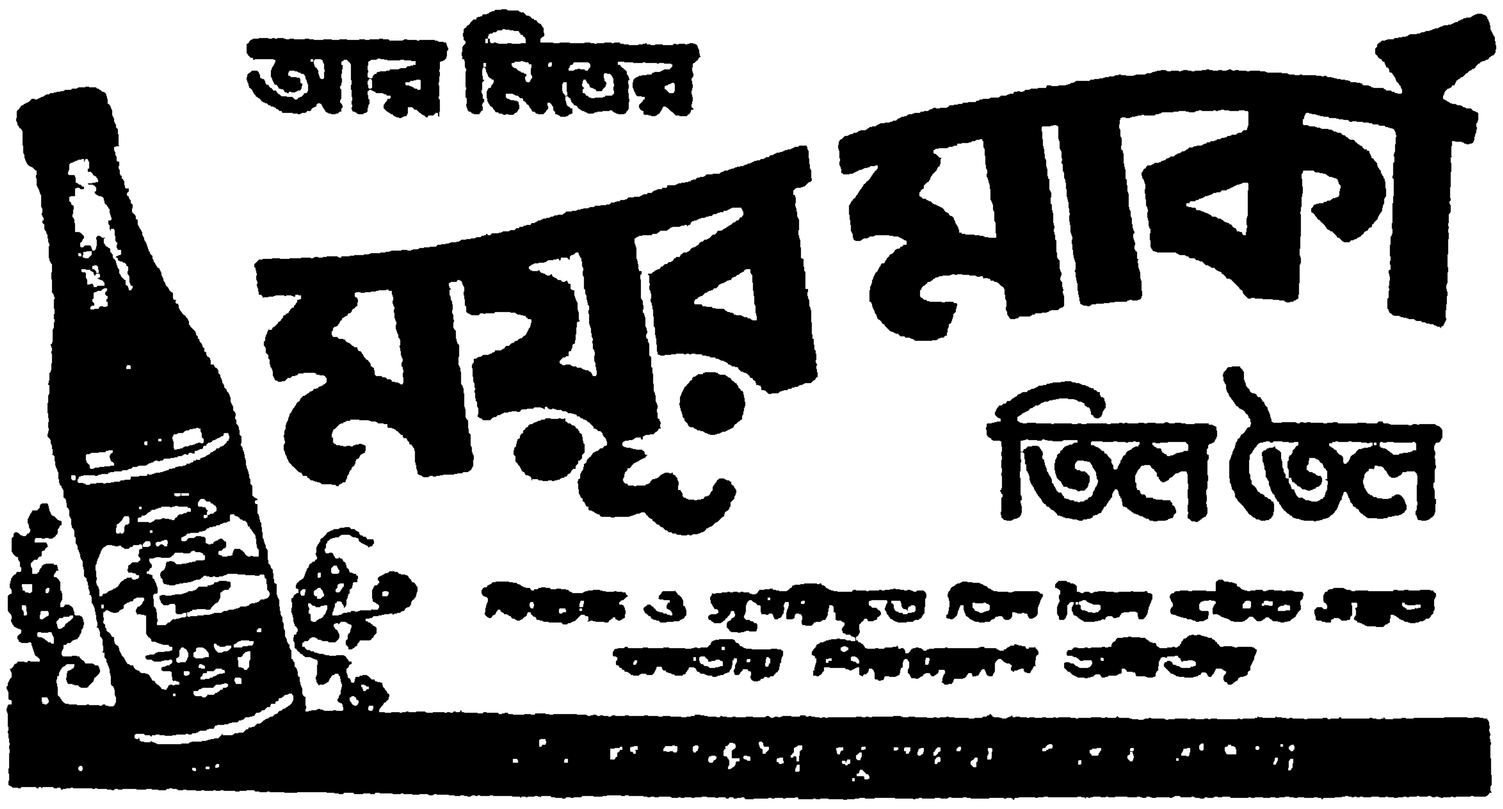

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৫ ॥

পিতাপুত্রী

তুলসীর মনে পড়ে। মনে পড়ে পিতার সঙ্গে অনেকদিন পরে প্রথম সাক্ষাৎ। দেখা হবে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। এমন সময়ে পল্টনের পিছু পিছু সুখানন্দ পণ্ডিত ঢুকে সম্মুখে তুলসীকে দেখে, তুলসী মা, তুলসী মা বলে বুকে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তুলসী পিতার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে নীরবে কাঁদতে লাগলো। সুখানন্দর চোখের জল পড়ছে তুলসীর মাথায়, তুলসীর চোখের জল পড়ছে সুখানন্দর গায়ে। এমনি ভাবে চোখের জলে গলে গিয়ে হাল্কা হয়ে এল দুঃসহ দুঃখ, এতদিনের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত হলে তুলসী দেখলো ঘরে আর কেউ নেই, বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করলো। রুমালীর ইঙ্গিতে সকলে অন্য ঘরে গিয়েছিল।

তুলসী বলল, বাবা ব'সো।

পাশাপাশি দু'জনে বসলো তক্তপোশের উপরে। দু'জনেরই মনের মধ্যে অনেক কথা। দু'জনেই ভাবে তবে মুখে আসে না কেন? চোখের জল চোখ থেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো সে কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে আছে। কথা যদি বা ফোটে তখন আর এক সমস্যা কোথা থেকে আরম্ভ করবে। এতদিনের কত অকথিত বক্তব্য। সকলেই প্রথমে বের হওয়ার উমেদার।

চোখের জলে কণ্ঠ আচ্ছন্ন হলেও চোখে তখন হাসি ফুটেছে, বৃষ্টির জলে মাটি সিক্ত, কিন্তু আকাশ প্রসন্ন। ক্রমে দু'একটা ক'রে কুশল প্রশ্ন আর উত্তর আরম্ভ হ'ল, দুর্যোগের রাত্রির অবসানে পাখির কূজিত কাকলি।

বাবা ছুতি বুড়ী কেমন আছে?

সে কি আর আছে মা? কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছে। এই এক মাসে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

ওর বয়স কত হ'ল বাবা?

কে হিসাব রাখে বল। কখনো বলে চার কুড়ি, কখনো বলে আড়াই কুড়ি! আমাকে একবার বলেছিল সাড়ে চার কুড়ি।

বুঝলি মা, ছুতি বুড়ি কুড়ির বেশি জানে না। তার উপরে কখনো সাড়ে চার, আড়াই, তিন বসিয়ে যাচ্ছে যেমন খুশি।

আর কাহাইয়া কেমন আছে বাবা?

আরে বাসরে! সে তো সব শুনে তখনি লাঠি নিয়ে বের হয় আর কি, বলে সব শালা সিপাহীর শির ভাঙবে। আমি আর নয়ন থামাতে পারিনে।

বাবা, দাদা কি বলল শুনে?

আগে তো শুধু খানিকটা লাফালো স্বরূপ এসে তোকে নিয়ে গিয়েছে শুনে। তার পরে যখন শুনলো যে গালিব সাহেবের বাড়ি থেকে তোকে নিয়ে গিয়েছে সিপাহীরা, তখন থ মেরে গেল।

গালিব সাহেব আর আমি বললাম, বাবা, এদের দলেই শেষে যোগ দিলে! মচকাবে তবু মচকাবে না। বলে কিনা, আমার বহিন বলে চিনতে পারলে নিয়ে যেত না, বলে কিনা সব নিষেধ করা আছে।

তার পরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সুখানন্দ বলে, কে কার নিষেধ শুনছে—যে কাণ্ড চলছে শহরে।

আর স্বরূপদাদার কি খবর?

গালিব সাহেবের বাড়িতে এসে যখন শুনলো যে তোকে সিপাহীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে তখন গুম হ'য়ে ব'সে থাকলো খানিকক্ষণ, তারপরে সেই যে বের হ'য়ে গেল আর তার খবর পাইনি।

সাগ্রহে তুলসী শুধায়, তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?

নারে, আমার কাছে আসবে কোন্ মুখে? এ কথা শুনেছি গালিব সাহেবের কাছে।

॥ কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস

বহ্নিবন্যা ৮॥

নারী ও নিয়তি ২॥ রক্তকমল ৩॥

* *

প্রমথনাথ বিশীর
অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা
রবীন্দ্র পুরস্কার ও আনন্দ (বিশেষ) পুরস্কারপ্রাপ্ত

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥

* *

সুমথনাথ ঘোষের
মুঘল যুগের পটভূমিকায়

রোশনাই ৩॥

অপূর্বমণি দত্তের ঐতিহাসিক কাহিনী
সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার ৩

সুবাদার সীতারামের আত্মজীবনীমূলক
সিপাহী থেকে সুবাদার ৩

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা—১২

বাদশার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয় নি।

না হয়েছে ভালই। তাহলে নিশ্চয় একটা খুনোখুনি কাণ্ড হ'য়ে যেতো।

তোমরাও খোঁজ করলে না স্বরূপদাদার। তার যে কেউ নেই, বাবা।

খোঁজ করেছিলাম বইকি। দেখলাম তার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, শুনলাম সে নাকি কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না।

সুধানন্দ বলে, দিল্লী ছেড়ে যদি চলে গিয়ে থাকে ভালই করেছে। দিল্লীতে যে কাণ্ড চলছে।

তুলসী বলে, দিল্লীর বাইরেও এমনি কাণ্ড চলছে বলে শুনতে পাই।

তবু এদিক ওদিক স'রে থাকবার জায়গা আছে, দুনিয়াটা তো ছোট নয়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দিয়ে তুলসী শুধায়, তার পরে কি হ'ল বলো।

তোকে হারিয়ে ভাবলাম এখানেই জীবনের শেষ, তারপরে বলে আর কিছু নেই। এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল বাদশা দরবারে বসবেন। গালিব বলল, পণ্ডিতজী চলো, বাদশাকে কথাটা জানিয়ে আসা যাক। আমি বললাম, মীর্জা সাহেব, বাদশা তো আর তুলসীকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন

নাই, তিনি কি জানবেন, তিনি কি করবেন?

গালিব বলে, তবু তাঁর কাছে খবরটা পেশ ক'রে রাখা ভালো, বাদশা হচ্ছেন দীন দুনিয়ার মালিক।

তারপরে একে একে ধীরে ধীরে সব ঘটনা বিবৃত ক'রে অবশেষে মন্তব্য করে, তোকে বাড়ি পেঁৗছে দেবার জন্যে শাহী তাঞ্জাম রওনা হ'য়ে গেল দেখে দু'জনে—গালিব সাহেব আর আমি বাড়ি ফিরে এলাম, আমাদের আনন্দ আর ধরে না। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো নয়ন। আমাদের হাসি মুখ দেখে আশ্চর্য হ'য়ে শুধালো, ব্যাপার কি? আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গালিব সাহেব একটা বয়েৎ আওড়ালে, বলল, আকাশের তারা মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়লেও তারা ছাড়া আর কিছু নয়। বলল, দেখো, নয়নচাঁদ, বাদশার আজ দুনিয়া নেই কিন্তু দিল তেমনি আছে। তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তুলসী মাঈকে বাড়ি পেঁৗছে দেবার জন্যে।

বুঝলি মা, শুনে তোমার গুণধর ভাই কি বলে জানিস, পাঠাবে না? ওরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল এখন হজম করতে না পেরে দিল্ দেখাচ্ছেন!

হজম না করতে পারবার কি কারণ বাপু!

শুনবে! তবে শোন। তোমরা ভাবছ, তোমাদের আরজিতে তুলসীর মুক্তির হুকুম দিয়েছেন?

তবে আর কিসে?

বাদশা আর শাহজাদারা বুঝতে পেরেছে যে, তুলসী সিপাহীপক্ষের মেয়ে।

আমরা বলি, সিপাহীপক্ষ আর বাদশাপক্ষ কি আলাদা?

তোমরা কিছুই খোঁজ রাখো না, বলে নয়ন, বলে, বাদশা আর শাহজাদারা এখন সিপাহীদের হাতের পুতুল, সিপাহীদের হাতে বন্দী।

ছিঃ ছিঃ এমন কথা বললেও গুণাহ, শুনলেও গুণাহ।

সত্য কথা বলা, সত্য কথা শোনা যে গুণাহ্, তা এই প্রথম শুনলাম।

মীর্জা সাহেব একটি বয়েৎ বলে, মিথ্যা অনেক সময়ে সত্যের বোরখা পরে এসে ভোলাতে চেষ্টা করে, মুখ দেখবার উপায় না থাকলেও পায়ের দিকে তাকালেই স্বরূপ ধরা পড়ে যায়।

তবে তোমরা পায়ের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করো আমি চললাম। বলে চলে গেল নয়নচাঁদ।

আমরা ব'সে ব'সে গল্প করছি, কতদিনের কত গল্প, তোর গল্পই বেশি, যখন খুব ছেলেবেলায় পাখিগুলোকে বলতিস ফুল আর ফুলগুলোকে বলতিস পাখি সেই সব গল্প। আমাদের মনে আর আনন্দ ধরে না। গলির মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ, পায়ের শব্দ শুনলেই উঠে উঠে গিয়ে দেখে আসি তাঞ্জাম এলো কি না। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। কই আসে, ঐ আসে ক'রে দু'জনে বসে আছি। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢোকে নয়ন।

কিরে, কি হ'ল?

কি আর হবে! তুলসীকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

সে কিরে।

হাঁ, ইমানী বেগমের কুঠি থেকে আসবার সময়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

সে কি কথা! বাদশার তাঞ্জাম থেকে ধরে নিয়ে যাবে এত সাহস কার?

মীর্জা সাহেব বলে ওঠে, নিশ্চয় সিপাহীদের কাণ্ড!

মিছা দোষ দিয়ো না সিপাহীদের।

যা শুনেছিস সত্যি তো?

নয়ন বলে তোমাদের কাছে থেকে বের হ'য়ে ইমানী বেগমের কুঠির দিকেই যাচ্ছিলাম। পথে সব খবর শুনলাম। বাদশার তাঞ্জাম যারা আক্রমণ করেছিল সব চেনা লোক।

আমি বললাম, চেনা হবে বইকি। শহরের কোন্ গুণ্ডা না তোর চেনা।

মিছে দোষ দিয়ো না বাবা, তারা মীর্জা আবু বখরের লোক।

৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হ'ল

দীপক চৌধুরীর অসামান্য উপন্যাস

ললিতা প্রসঙ্গ

আগে বাণিজ্য পরে সাম্রাজ্য। বাণিজ্য চির অক্ষুন্ন থাকলে রসাতল থেকেও রাজদণ্ড পুনরুদ্ধার করা কঠিন নয়। মজ্জায় মজ্জায় এই সারাৎসার সক্রিয় বলেই আফিমের চোরা-কারবার ইংরেজ বণিকদের কাছে ধর্মগ্রন্থের চেয়েও বেশি পবিত্র। তাই, ভারতবর্ষে দু'শো বছরের উপর বে-আইনী আফিম নীল পাট ও চা-এর কারবার তাদের লোভের জিহ্বাকে লালাসিক্ত করেছে। আর যে-সব আফিম-ব্যবসায়ের দালাল পুরুষানুক্রমে ইংরেজ-লুঠেরাদের অবিচ্ছিন্ন সহায়তা করে এসেছে তারাই আজ সর্বসৌভাগ্যে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। এবং এই পরম বশংবদদের বংশধররাই অধুনা বিলিতি বণিক-অফিসের কভেনেণ্টেড অফিসার—বিংশ শতাব্দীর নিকৃষ্ট ক্রীতদাস। নেশাগ্রস্ত এই নতুন নায়কদের কাছে বিবেক ও মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মূল্য হচ্ছে রীতিমতো স্ফীত বেতন আর উপভোগের মহার্ঘ উপকরণে সুসজ্জিত বালিগঞ্জ পার্ক রোডের স্বর্গভবন। এমনি এক স্বর্গের ইন্দ্র শশধর মিত্রকে রূপ ও যৌবনের নৈবেদ্য-সহ বরমাল্য দিয়েছিলো বিদুষী ললিতা বসু রায়, কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সেই স্বর্গের স্বরূপ ক্লেদাক্ত নগ্নতায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার চোখে। সুস্থ সম্পন্ন সমাজ-জীবনের এই ঠিকানাই কি খুঁজেছিলো ললিতা? কৃতী কথাশিল্পী দীপক চৌধুরীর অসামান্য উপন্যাস 'ললিতা প্রসঙ্গ'ই এর বলিষ্ঠ উত্তর॥

দাম : আট টাকা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

বাদশার নাতি।

যেমন বাদশা তেমনি নাতি, বলে ওঠে নয়ন। তারপরে বলে ওঠে, এই বাদশা, বাদশা বলা ছাড়ো তো।

মীর্জা সাহেব তার কথায় কর্ণপাত না করে বলে, ঘটনাটা হাকিম আসানুল্লা সাহেবকে এখনি জানানো দরকার পন্ডিতজী।

নয়ন বলে যাও, তোমরা গিয়ে সেই বে-ইমানের কাছে সেলাম ঠোক গে। আমি চললাম লাঠির জোরে তুলসীকে উশ্বার করে আনতে।

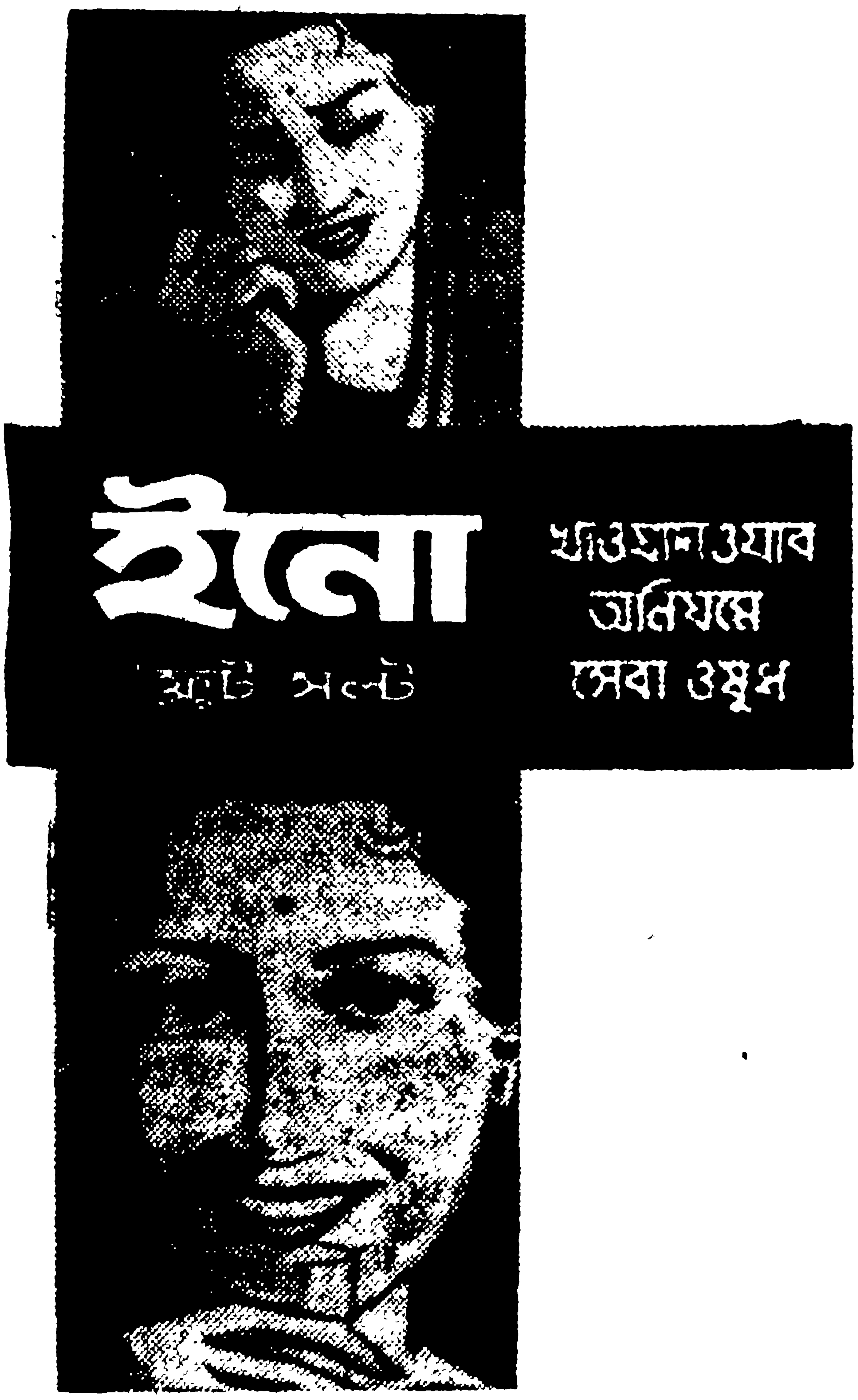

তাড়াতাড়ি খাওয়া বা গুরুপাক কিছু খাওয়ার ফলে হজমের গোলোযোগ হতে পারে। অবিলম্বে স্থায়ী আরামের জন্যে নিমেষে উচ্ছ্বসিত ইনো ফ্রুট সল্ট সেবন করুন। ইনোর অপূর্ব্ব অম্লনাশক তৎপরতায় পাকযন্ত্রের অম্লসাম্য ফিরিয়ে আনে আর হজমের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দেয়। ইনো আপনার সুস্থ ক'রে তুলবে।

এই পর্যন্ত বলে সুখানন্দ মন্তব্য করে, বেটার সমস্তই মুখতারতী। বেটা করবে তোকে লাঠির জোরে উশ্বার। উশ্বার করা দূরে থাকুক, আজ এক মাসের মধ্যে খোঁজ পেল না কোথায় আছিস তুই। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে পল্টন বাবা গিয়েছিল। বাহাদুর ছোকরা বটে।

এমন কত কথাই না মনে পড়ে তুলসীর। সেই প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী আরও দুই তিনটি সাক্ষাতের স্মৃতির। সে ভেবেছিল, বাবা এসেছে, আর কি এবারে সঙ্গে চলে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবটা করতেই সুখানন্দ বলে, না, মা, এখনো কিছুদিন এখানে থাক। এখানে থাকলে কাকপক্ষীতেও খোঁজ পাবে না।

সে শুধোয় খোঁজ পেলেই বা কি?

চমকে ওঠে সুখানন্দ, বলে, কাক নয় রে কাক নয়, বাজ চিল, ছোঁ মারাই যাদের ব্যবসা।

বুঝতে পারে না, তুলসী, বলে, কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

সব কথা নাই বুঝলি, শুধু এই বুঝে জেনে রাখ যে, বিপদ এখনো কাটে নি। মীর্জা আবু বখরের লোক এখনো আমাদের গলির মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

বুঝলে কি করে?

ছোঁ মারা যাদের ব্যবসা তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায়।

তবে কবে নিয়ে যাবে? অভিমানের সুরে শুধায় মেয়ে।

বাবা বলে, আর কিছুদিন চুপ করে থাক, হাঙ্গামাটা কেটে যাক। শুনেছি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে।

আবার তখনি মনে পড়ে, বাবার সে কণ্ঠস্বর সে কি কখনো ভুলবে?

ও বাবা পল্টন, কোথায় গেলি রে?

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে ঐ দেখো আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মিঠাইয়ের হাঁড়িটা কোথায় নিয়ে গেলি রে?

এক গাল হাসি নিয়ে পল্টন ঘরে প্রবেশ করে, হাতে মিঠাইয়ের হাঁড়ি।

পন্ডিতজী বলে, খুব এক গাল হাসি যে, ব্যাপার কি?

পল্টন বলে, তবু ভালো যে একগাল মিঠাই নয়।

নয় কেন, বাবা, তোরা খাবি বলেই তো আনা। কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি?

একটু সামলে রেখেছিলাম।

কেন রে?

পাছে বাপ বেটিতে মিলে মনের দুঃখে সব খেয়ে বসে থাকো।

মনের দুঃখে আবার খাওয়া আসে নাকি?

আসে না। কি যে বলো? নিমকবোধ শ্মশানঘাট থেকে ফিরতি পথে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ঘণ্টেওয়ালার দোকানে বসে যে পরিমাণ মিঠাই খায় কোন বিয়ে বাড়িতে তেমন খেতে দেখিনি। সেই দেখেই

তো আমি পরামর্শ দিয়েছি ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এ জায়গা ছেড়ো না। পারো তো গোরস্থানের কাছে আর এক দোকান খুলে দাও।

তার কথা শুনে সুখানন্দ নিজ মনে বলে উঠল, বাঃ বাঃ ছেলেটি বেশ কথা বলে।

এমন সময় রূমালী ঢোকে। পল্টন বলে ওঠে, এই আমাদের রূমালীদি।

রূমালী প্রণাম করে সুখানন্দকে বলে, আগে খবর দিতে পারিনি, আপনার বাড়িটা খুঁজে বের করতে দেরী হল। তাছাড়া যে দুঃসময়, একটু সাবধানে খবরাখবর করতে হয়।

হয় বই কি, মা, খুব হয়।

তারপরে বলে, মা আর জন্মে তুমি আমার মেয়ে ছিলে নইলে আমার মেয়েকে এত যত্ন ক'রে রক্ষা করবে কেন?

পল্টন বলে, পণ্ডিতজী আগের জন্মের কথা উঠিয়ে এবারে এ জন্মের হাঁড়িটাকে ভুলো না।

নারে না, আমি ভুললেও তুই ভুলবিনে।

কেমন করে ভুলবো? বয়ে এনেছি, এখানো হাত ব্যথা করছে।

রূমালী বলে, পেটে করে বইতে তো দিব্যি পারিস।

যা বলেছ দিদি, পেটে বইতে কোন কষ্ট নাই।

সুখানন্দ বলে তোমরা সবাই খাও মা, আমি দেখি।

বিদায় নেওয়ার সময়ে সুখানন্দ কয়েকটি টাকা দিতে উদ্যত হন রূমালীর হাতে, খরচপত্র তো আছে, রাখো মা।

রূমালী স্বাভাবিকভাবেই বলল দরকার হলে চেয়ে নেব। আপনি তো এখন যাতায়াত করবেন।

করবো বই কি, মা।

তখন বিদায় নিয়ে চলে যায়। পিতাপুত্রী দুজনের চোখেই জল পড়ে।

এলাবিয়ন বিবির কথা কেউ তুলল না, কাজেই সুখানন্দ জানতে পারলো না তার অস্তিত্ব।

এই একমাস কালের সব কথাই সুখানন্দ বলেছিল তুলসীকে, কেবল একটি কথা ছাড়া। সে কথাটি বলেনি কারণ বলা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনতর হয়ে উঠল তুলসীকে তাজাম থেকে লুটে নিয়ে গিয়েছে সংবাদে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ কবি গালিব আর নীরবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো সুখানন্দ। অনেকক্ষণ কাঁদবার পরে গালিব বলল, পণ্ডিতজী, একটু কাঁদো, বুকটা হাল্কা হোক।

আরও হাল্কা হবে! আর কত হাল্কা হবে মীর্জা সাহেব। তুলসী মা যাওয়াতেই কি মন হাল্কা হয় নি।

গালিব বলে, এ যেন আমার তাকে হারালাম।

সুখানন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাকে আদৌ পাওয়ার কথা নয় তাকে হারানোর দুঃখ কেমন ক'রে বোঝাবো তোমাকে।

কান খাড়া করে শোনে গালিব, তার মনে হয় কি একটা রহস্যবিন্দু আছে সুখানন্দর মনে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ সুখানন্দ বলে ওঠে, কলমের ডাল ভাঙলেও সমান কষ্ট হয় গাছের, কি বলো, মীর্জা সাহেব।

পণ্ডিতজী, জুড়ে গেলে কলমের ডাল যে গাছের আপন হয়ে যায়।

তাই তো বলছি, সমান লাগে।

এবারে গালিব সাহস সঞ্চয় করে শুধায়, বুঝতে পারে, সুখানন্দ কিছু বলতেই চায় কেবল প্রশ্ন করবার অপেক্ষা, শুধায় পণ্ডিতজী, অনেকদিন তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে তোমার মনের মধ্যে কোথাও একটা খোঁচ আছে।

কি বিষয়ে খোঁচ মীর্জা সাহেব?

তোমার চেয়ে বেশী জানবে কে? তবে বোধ হয় তুলসী মাইকে নিয়ে কিছু একটা হবে।

বলি-কি-না-বলি দ্বিধায় কাঁপে সুখানন্দর মন। যে কথা কাউকে বলে নি, কাউকে বলতে হবে ভাবেনি, নিজের মনের মধ্যেও অনেকগুলি বছরের বিস্মৃতি চাপিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিল আজ সেই কথা বলবে কি? আর বললেই বা কি ক্ষতি? দু' দুবার

জগদীশবাবুর গীতা
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ভারত-আত্মার বাণী
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা কর্মবাণী
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী বাংলার ঋষি
বীরত্বে বাঙালী বাংলার মনীষী
বিজ্ঞানে বাঙালী বাংলার বিদুষী
আচার্য জগদীশ রাজর্ষি রামমোহন
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যুগাচার্য বিবেকানন্দ
জীবন গড়া রবীন্দ্রনাথ
ব্যবহারিক শব্দকোষ
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

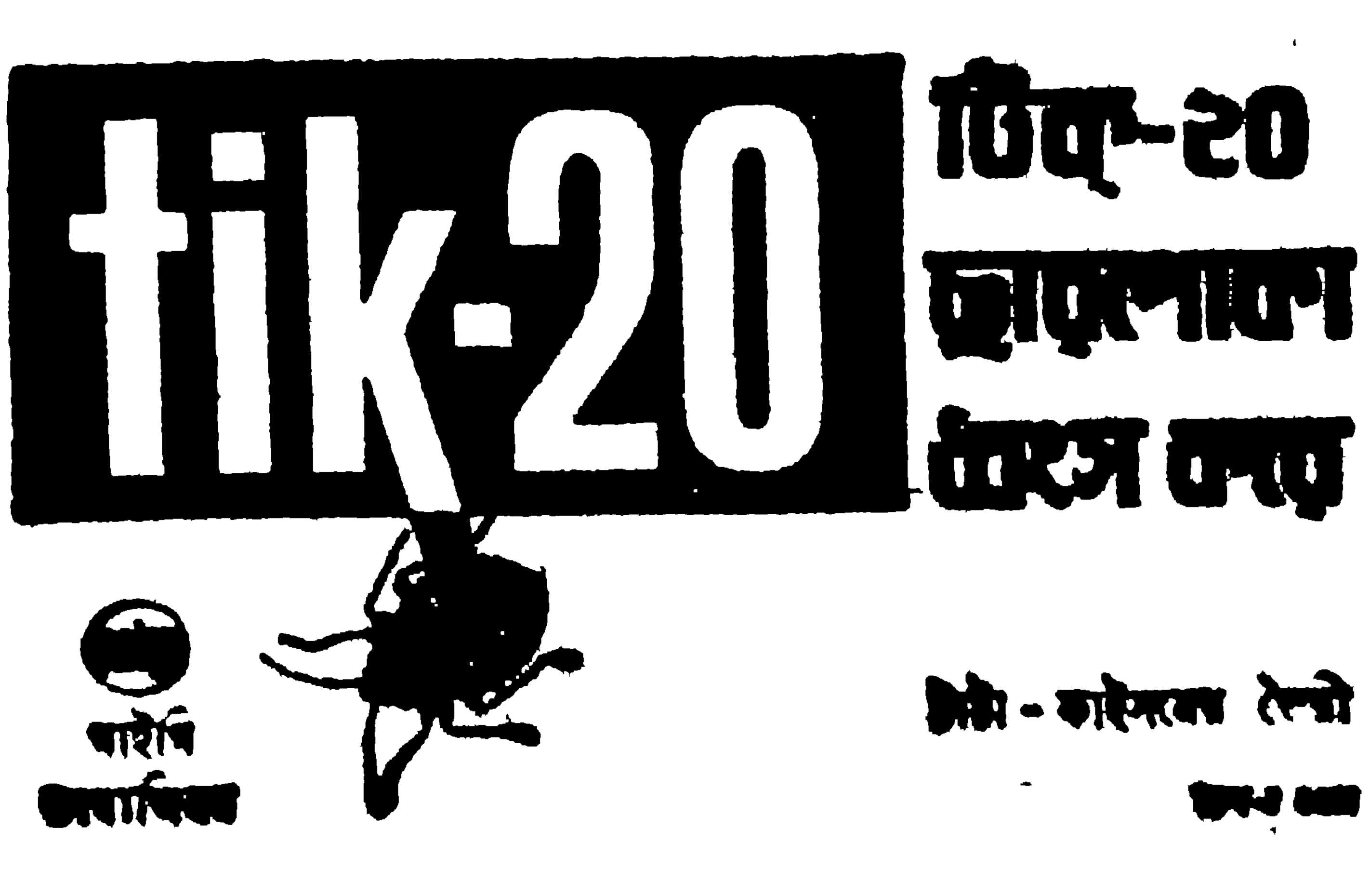

হাত ফসকে অতল জলে তলিয়ে গেল যে সে তো চিরকালের জন্যই গিয়েছে।

স্বপ্নে আবৃত্তির মতো সে বলে চলল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

এতখানি রহস্য আছে ভাবতে পারেনি গালিব, অভিভূতের মতো বলে ওঠে, কুড়িয়ে পাওয়া?

সুখানন্দ বলে যায়, তিনমাসের একটি মেয়ে মারা যাওয়ার পরে আমার স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠল, দাও, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।

বলে যায় সুখানন্দ, একটি গরীব পরিবারের, তারা আমাদেরই স্বজাতি, একটি ঐ বয়সের মেয়েকে কিছু টাকা দিয়ে নিয়ে নিলাম। কানাঘুষায় বুঝলাম প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতিতে তারাও পেয়েছিল মেয়েটিকে, আপন হ'লে টাকার লোভেও দিত না।

এই নাও তোমার মেয়ে, বলে দিলাম স্ত্রীর কোলে। সে বলে উঠল, এই তো আমার মেয়ে, সেই নাক, সেই চোখ, সেই কপাল।

বুঝতে পারে নি কি?

বুঝতে চায় নি, ভুল বুঝতে চেয়েছিল।

আর বন্দুক না বন্দুক কোনদিন ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি, তারপরে শ্মশানে গিয়েছে পুড়ে। ভেবেছিলাম, মীর্জা সাহেব, এ কথা প্রকাশের দায়িত্বও চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে।

তারপরে, এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ সুখানন্দ ডুকরে কেঁদে উঠল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার আপন মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি। মীর্জা সাহেব, আপন মেয়ে জন্ম থেকেই আপন আর আমার এই কুড়িয়ে পাওয়া মাকে পলে পলে দিনে দিনে, বছরের পরে বছরে হাড় পাঁজরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, শিরাতন্তুর সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে। মীর্জা সাহেব, পথে যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম পথ আবার তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। ওরে মা আমার!

বলে সেই অন্ধকার ঘরে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো বৃদ্ধ পিতা।

গালিব বাধা দিল না, চোখের জলে হাল্কা হোক মন। গুন গুন সুরে বারম্বার একটি গজল আবৃত্তি করে চলল সে—

কুড়িয়ে পেলাম গোলাপকুঁড়ি গাছের তলে
কুড়িয়ে পেলাম মুক্তা অমূল অতল জলে।
আকাশ পথে স্বপন বুড়ী
কুড়িয়ে পেল তারার নুড়ী,
কুড়িয়ে পাওয়া জুড়িয়ে দিল সব গরলে॥

এমন সময় দরজায় জোর ধাক্কা পড়ে। স্বপ্নের জাল 'চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গিয়ে রূমালী তুলসী এলবিয়ন বিবি ও জীবনলাল ধড়ফড় করে জেগে ওঠে। সবাই ভাবে কি হল? রূমালী ভাবে এলো নাকি? নীচের তলায় কয়েকজন মীর্জাপুরী মুসলমান ছিল, মসলন্দ বয়ন তাদের ব্যবসা। তারা ডান্ডা হাতে বেরিয়ে আসে, বাহনজী, ভারো মৎ হামলোগ হ্যায়।

রূমালী ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখে—ফাকসা পরিচ্ছন্ন, ভোরবেলায় পথে জনপ্রাণী নেই। এবারে সাহস পেয়ে দরজা খোলে। সামনে দাঁড়িয়ে পল্টন।

কি বহিন, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?

যেমন জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছিলি ভয় পাওয়ারই কথা, দরজা ভেঙে যাবে যে।

মীর্জাপুরী মুসলমানদের একজন এগিয়ে এসে শুধায়, পল্টন কোথায়?

আমি একাই পল্টন দেখতে পাও না?

ফালতু বাত ছোড়ো, সিপাহী লোগ আয়েগা কি নেহি?

পল্টন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, আয়েগা, তারপরে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, নেহি। দুয়ে মিলে দাঁড়ালো আয়েগা নেহি।

সবাই অবাক হয়ে তাকায় অর্থ বুঝতে পারে না। তখন পল্টন ব্যাখ্যা করে।

বুঝলে না বহিন, পাঠান মহম্মদ কুলিজ খাঁ বলো, আজ কোন শালা লোকের এদিকে হামলা করবার উপায় নেই।

কেন রে?

বখৎ খাঁর হুকুম।

হঠাৎ বখৎ খাঁর এত সুমতি হ'ল কেন?

বখৎ খাঁর এত সুমতি কি সাধে হয়েছে? বখৎ খাঁ খবর পেয়েছে, আজ কোম্পানীর ফৌজ চড়াও হবে সাহবুরুজের উপরে। ওখানকার কামানগুলো দখল না করতে পারলে তারা আর টিকতে পারছে না।

বেশ, তাহলে—

তাহলে আর কি! বখৎ খাঁর কড়া হুকুম সকলকে খাড়া তৈয়ার থাকতে হবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রূমালী বলে ওঠে, যাক বাঁচা গেল।

বহিন, তুমি তো বাঁচলে, ওরা বাঁচলে হয়।

এমন সময় জীবনলালকে দেখতে পেয়ে পল্টন বলে ওঠে, রাতে নিদ হ'ল?

খুব ঘুমিয়েছি ভাই পল্টন, তার উপরে তুমি যা খাইয়েছিলে!

চলো আর একবার খাইয়ে আনি।

না ভাই আজ আর সময় হবে না। এখনি ফিরে রওনা হ'তে হবে।

মুহূর্তকাল আগেও সে ভাবে নি যে, এত শীঘ্র ফিরবে, কিন্তু যেমনি শুনলো যে, কোম্পানীর ফৌজ আজ শাহবুরুজ আক্রমণ করবে অমনি সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ কয়েক শ গজ দূরে দুই দলে লড়াই চলবে আর সে নীরব দর্শকমাত্র হয়ে বসে থাকবে, এ হতেই পারে না। রূমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বহিন, সকাল বেলাতেই আমাকে বের হয়ে পড়তে হবে, অনেক দূরের পথ।

রূমালী ছাড়া আর কেউ জানে না যে, জীবন কোম্পানীর রেসালাদার।

রূমালী ও জীবন দুজনের মনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে, যে জন্যে জীবনের এখানে আগমন তার তো কিছুই হল না। জীবনকে যে আটকানো যাবে না, যুদ্ধের বাজনায় তার ধমনী চঞ্চল হয়ে ওঠে, রূমালী তা জেনেছিল আগের দিনের অতর্কিত যুদ্ধে জীবনের ব্যবহার দেখে। জীবন অবশ্যই রওনা হয়ে যাবে তার আগে এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা করে নিক এই তার ইচ্ছা।

রূমালী বলল, ভাই, পথে তোমার কি কোম্পানীর ছাউনি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

কেন বলো তো?

এলবিয়ন বিবির খবরটা যদি পৌঁছে দাও।

খুব দিতে পারি। তবে তার আগে নামধাম জানা দরকার।

চলো না, এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা করবে।

দুজনে এলবিয়ন বিবির ঘরে প্রবেশ করে, রূমালী পরিচয় করিয়ে দেয়, আমার ভাই, কাল এসেছে, আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। আর ইনি এলবিয়ন বিবি।

জীবন বলে, গুড মর্নিং মিস্ এলবিয়ন। আমার পথটা কোম্পানীর ছাউনি হয়ে গিয়েছে। তোমার যদি কোন খবর থাকে তো পৌঁছে দিতে পারলে আনন্দিত হব।

এলবিয়ন বিবির চোখে মুখে এক লহমার জন্যে ব্যাকুলতার আভা পড়ে, অনাবৃষ্টির ক্ষেতের উপরে চলতি মেঘের ছায়ার মতো,

কিন্তু তার পরেই মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে। সে প্রবর্তন ও পরিবর্তন এমনি স্পষ্ট যে, এড়ায় না রূমালী ও জীবনের চোখ।

নো, থ্যাঙ্কস, মিস্টার।

যদি তুমি অনুমতি করো তবে তোমার আত্মীয়স্বজনের খবর করতে বলতে পারি। কর্নেল ব্রিজম্যান, মেজর রীড, মেজর স্কট প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে আমার।

আবার ব্যাকুলতা ও কঠিনতার স্বতো-বিরুদ্ধ তরঙ্গ খেলে যায় মিস এলবিয়নের মুখে।

নো থ্যাঙ্কস্। আই অ্যাম সরি টু রিফিউজ ইওর কাইন্ড অফার।

এবারে সে ঘর ছেড়ে যায়।

জীবন বোঝে ইংরেজের মেয়েদের ও ইংরেজ নারীর সে সমান। তবে তার ধারণা হয় এই মেয়েটি মিস এলিনা ক্লিফোর্ড ছাড়া আর কেউ নয়। রূমালীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, দেখো, আমার মনে হয় মিস্ ক্লিফোর্ড, অবশ্য স্বীকার করবে না। আমি গিয়ে বলি, দেখি কি ব্যবস্থা ওরা করতে বলে।

সতর্ক করে দিয়ে বলে ইতিমধ্যে তুমি লক্ষ্য রেখো ও যেন উধাও হয়ে না চলে যায়।

রূমালী বলে, কোথায় যাবে, আর এতদিন পরে কেনই বা যাবে। শুধায়, জীবন তুমি আবার কবে ফিরবে?

সৈনিকের গতিবিধি তো তার ইচ্ছাধীন নয়, তবে মনে হয় শীঘ্রই ফিরতে হবে। আবার খবর নিতে পাঠাবে ব্রিজম্যান।

এসো খাবে।

খেতে বসে জীবনের কেবলি মনে হতে থাকে ঐ তুলসীবাঈ যদি একবার ঘরে ঢুকতো। ভাবে যাওয়ার সময়ে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু না, যাওয়ার সময়েও এলো না তুলসীবাঈ। তার মনে গত রাত্রির হঠ-কারিতা, রূমালীর মনে গত রাত্রির সন্দিগ্ধ বিতৃষ্ণা দুয়ে মিলে আড়ালে রাখলো তুলসীকে। কাজেই দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বিদায় নেয় জীবন।

রূমালী বলে পল্টন আমার ভাইকে শহর থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দে।

এ আর এমন কঠিন কি। কলকত্তা দর-বাজা দিয়ে বের হয়ে যমুনার চর বরাবর সোজা উত্তর দিকে আধ ক্রোশ গিয়ে তার-পরে যেদিকে খুশি যাও।

জীবন বলে, এ মন্দ পরামর্শ নয়।

রূমালী বলে তবে কলকাত্তা দরবাজা পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যা। দেখিস কেউ যেন সন্দেহ না করে।

সন্দেহ করলেই হল? সঙ্গে পল্টন আছে না।

পল্টন আর জীবন রওনা হয়ে যায়। কতক দূর গিয়ে গলির মোড় ঘুরবার আগে জীবন ফিরে তাকায় বাড়িটার দিকে। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় দেয়ালে মানুষপ্রমাণ উঁচুতে ঘুলঘুলির গোল ফ্রেমে বাঁধানো একখানি কাচ মুখে অতলস্পর্শ দুখানি চোখ। ভালো করে দেখবার আশায় ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রেমখানা শূন্য হয়ে যায়। হতাশ্বাসে মন ভরে ওঠে।

পল্টন বলে, জলদি চলো ভাই, আজ লড়াই হবে, দরবাজা বন্ধ করে দিতে পারে।

নাঃ, ফ্রেমখানা শূন্য পড়ে আছে। আশা-ভঙ্গের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলতে শুরু করে জীবন। কিন্তু তখনি মনে পড়ে চার চোখে মিলেছিল নিশ্চয়—নইলে ফ্রেম শূন্য হতে গেল কেন? তখনি অব্যক্ত আনন্দে মন ভরে ওঠে। জোরে পা চালায় সে।

(ক্রমশঃ)

✱ গানের আসর ✱

শার্ঙ্গদেব

রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তি

এ পর্যন্ত অনেকে জানতে চেয়েছেন আমরা রাগরাগিণীর দেবময় বা ধ্যানমূর্তি নিয়ে আলোচনা করি না কেন। প্রশ্নটি অনেকবারই মনের মধ্যে উঠেছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে মনোভাব জানাতে দ্বিধা করেছি কেননা এই বিষয়টির সঙ্গে অনেক গুণী শিল্পীর সেণ্টিমেণ্ট জড়িয়ে আছে। কিছুকাল আগে বেতার জগতে প্রকাশিত একটি চিত্রের সমালোচনার পর আরও কয়েকজন রাগরাগিণীর ধ্যানরূপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু চৈনিক আক্রমণের ফলে দীর্ঘকাল আমাদের প্রসঙ্গান্তরে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এবার ভাবছি এ বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করলে মন্দ হয় না। এ সম্পর্কে যে অভিমত দেওয়া হচ্ছে তা লেখকের ব্যক্তিগত ধারনার প্রকাশ এবং এর দায়িত্বও লেখকেরই এটা জানিয়ে রাখা উচিত।

রাগরাগিণীর দুরকম রূপ পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি নাদময় অপরটি দেবময়। নাদময় হচ্ছে সেই রূপ যা স্বরাদির যথাযথ প্রয়োগে প্রকটিত হয়। আর দেবময় হচ্ছে সেই দেবরূপ যাকে রাগরাগিণীর ওপর আরোপ করা হয়েছে। এক কথায় দেবময় রূপ হচ্ছে রাগ বা রাগিণীর ওপর যে রূপটি অধিষ্ঠান করে আছে সেই রূপটি।

নাদময় রূপ আমাদের রাগসঙ্গীতের চিরকালের রূপ। এই রূপটি ফোটাবার জন্যই আলাপাদির ব্যবস্থা। নাদময় রূপেরও একটি ঋতু এবং কাল আছে। সব সময় সব রাগের বিশেষ সত্তা ধরা পড়ে না। দেবময় রূপের পরিকল্পনা গত তিনশো বছরের মধ্যে হয়েছে। এ ব্যাপারটা বিশেষ রকমের ভাবগত। একটা রাগ শুনে একটি চিত্রের পরিকল্পনা—সুর থেকে চিত্রে উত্তরণ। এই চিত্রপরিকল্পনাগুলি রঙে, রেখায়, চিত্রে বিধৃত হয়েছে। এই চিত্রগুলিকে রাগমালা চিত্র বলা হয়। কতিপয় সঙ্গীতশিল্পী বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক এই রাগমালার পরিকল্পনাকে সঙ্গীতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গীতের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধিসাধন করলেন। রাগসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে, রাগরাগিণীর দেবমূর্তি এক জিনিস আর স্বরাদির প্রয়োগে রাগগায়ন অন্য জিনিস। রাগগায়নে যে রসসঞ্চার হয় সে রস কোনও মূর্তির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ হতে পারে না। যেমন সকাল, সন্ধ্যা, রাত প্রকৃতির একটা বিরাট আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এক একজনের চিত্ত সেই আবেদনকে এক একভাবে গ্রহণ করে, তেমনি রাগের আবেদনও বিরাট; এক এক শিল্পী তাকে এক একভাবে গ্রহণ করেন বা তার প্রভাব এক এক চিত্তের ওপর এক একভাবে পড়ে। একটি বিশেষ মূর্তিতে তাকে আবদ্ধ করা বা তার ধ্যান করা সঙ্গীতচিন্তার সর্বোত্তম প্রকাশ বলে অনেকেই গ্রহণ করতে পারবেন না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মালবকৌশিক বা মালকোশের যে দেবময় মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে তাতে দেখা যায় উক্ত রাগ আরক্তবর্ণ, রক্তযষ্ঠি ধারণ করে আছেন। বীরদের মধ্যেও তিনি বীর। বৈরিকপালমালায় শোভিত। কোন্ গায়ক এইরকম ধ্যানে তৃপ্ত হবেন? গভীর রাত্রে আমরা যে মালকোশ শুনি তা কি আমাদের হৃদয়ে এক বিরাট অরণ্যের সঞ্চার করে না? এই ধ্যানরূপে সন্তুষ্ট না হয়ে মালবকৌশিকের আর একটি রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। সেই রূপ অনুসারে মালকোশ রূপবান শান্ত যুবক, শৃঙ্গারে আসক্ত। কোনও চিত্রশিল্পী যদি কোনও বিশেষ রাগ শোনেন তাঁর পক্ষে সেই মুহূর্তে একটি বিশেষ রূপের পরিকল্পনা করা সম্ভব। চিত্র হিসাবে তার মূল্য আছে—শিল্পচিন্তার দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু একজন সুরশিল্পীর চিন্তা এই ধরণের রূপকারের চিন্তা নয়, সঙ্গীতে সে ভাবের পরে ভাবের স্রোত প্রবাহিত করে; তাকে আকারে আবদ্ধ করতে যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। ফাল্গুন মাসে হঠাৎ যখন দখিন হাওয়া আসে বা শ্রাবণ মাসে পূবে

স্বরলিপি

(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)
ফোন: ৩৫-১৫০৪
১, রামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

নির্দেশনা:

রবীন্দ্রসঙ্গীত : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
সলিল বসু
গীটার : বটুক নন্দী
সমীর খাসনবীশ
সেতার : বলরাম পাঠক
নৃত্য : হিমাংশু পাল

নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।

(সি-১০৭৫)

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২৲]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯৲]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷৹]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত বৃহদাকার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংযোজিত। [৯৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন:
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

হাওয়া হঠাৎ বাপটা মেরে যায়—তার অসংখ্য অনুভূতি। কোনও কবিই তার একটা বাঁধা ধরা রূপ দিতে পারেন নি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এইরকমই ঘটে—সেখানে অনুভূতি-বৈচিত্র্যের শেষ নেই। তাই দেবময় রূপ সম্পূর্ণ চিত্রশিল্পীর পরিকল্পনা বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সে চিত্রের রূপায়ণে চিত্রশিল্পী সার্থক।

এ প্রসঙ্গে এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীতচিন্তাকে বড় করবার জন্য মূলচিত্রশিল্পীর চিন্তা এবং কৃতিত্বকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করা হয়েছে। ধ্যানমূর্তি, দেবমূর্তি প্রভৃতি আলোচনা উপলক্ষ্যে কেউ রাগমালা চিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন বলে জানি না অথচ এই চিত্রগুলি থেকেই তো দেবমূর্তির শ্লোক রচিত হয়েছে। যাঁরা মনে করেন সঙ্গীতশাস্ত্রের ঋষিরা দেবমূর্তির শ্লোক আগে রচনা করেছেন এবং চিত্রশিল্পীরা সেইগুলিকে পরবর্তীকালে চিত্রে রূপায়িত করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই কেননা প্রাচীন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরকম শ্লোক পাওয়া যায় না। এই পরিকল্পনাই চিত্রশিল্পীর পরিকল্পনা এবং এই অনুমানই সমীচীন যে পরবর্তীকালে সঙ্গীতশাস্ত্রীরা চিত্রশিল্পীদের এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি পর্যন্ত না দিয়ে সমস্ত গৌরব নিজেরা আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন। ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখই তার প্রমাণ। একমাত্র ফার্সী গ্রন্থ তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-হিন্দ্‌ স্পষ্টভাবে প্রতিটি রাগমালা চিত্রের উল্লেখ করেছেন। সত্য ভাষণের গৌরব ১৬৬৩ সালের লেখা—এই বিরাট গ্রন্থের লেখক মীর্জা খাঁর প্রাপ্য।

সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রীরা মনে করেছিলেন এই সব দেবমূর্তির পরিকল্পনায় সঙ্গীত-চিন্তার একটা খুব বড় আদর্শ স্থাপিত হল, কিন্তু সঙ্গীতকে যে ক্ষুদ্রতার সীমিত করা হল, সেটা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। পূজার আদর্শে পরিকল্পিত দেবদেবীর সঙ্গে রাগরাগিণীর দেব-দেবীর অনেক তফাৎ। বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী—এঁদের মূর্তি চিরকালই এক। আর্টের পরিকল্পনা থেকে তাঁদের কামনাই এই আধিদৈবিক রূপ সৃজন করেছে। কিন্তু রাগরাগিণী কোনও প্রত্যক্ষ মূর্তিকে স্থাপন করতে চায়নি—তার মাধুর্য ইঙ্গিতে, আভাসে, হর্ষে, বিষাদে—বিচিত্র অনুভূতিতে। তাই নানা রাগ নানা সঙ্গীতে নানাভাবে যুক্ত। এক ভৈরবীরই বৈচিত্র্য—কত ভাবেই না এই রাগিণী গীত হয়ে থাকে।

তবে, যদি কেউ রাগরাগিণীর পরিকল্পিত দেবময় মূর্তি অনুসরণ করে আলাপ করতে চান—সেই মূর্তির ভাবরূপ তার সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে তাও যে মহৎ প্রচেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই কেননা সেও তো একটা উচ্চ আদর্শের প্রকাশ। আমি শুধু এইটাই বলতে চাই যে কোনও শিক্ষার্থীকে যেন এমন একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া না হয় যে এই রাগের এইটাই রূপ আর কিছু হতে পারে না এবং কোন ওস্তাদও যেন এমন ধারণা পোষণ না করেন যে মুনিঋষিরা রাগরাগিণীর এক একটা বাঁধা ধরা চিত্রের নির্দেশ দিয়ে গেছেন—তার বাইরে আর কিছু চিন্তা করার নেই। এইরকম সংস্কারকে অন্ধ সংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যে রাগের যে যে পর্দা বাজে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত প্রয়োগে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় তার রূপ প্রয়োগে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় তার রূপ দেওয়াই সুরশিল্পীর ধর্ম। এই অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্য কোন কোনও ওস্তাদ চকিতে এমন কোনও কোমল পর্দাকে স্পর্শ করে যান যাদের প্রয়োগকে হয়তো [illegible] সেই রাগের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়নি। তথাপি শ্রোতা নির্বাক বিস্ময়ে সেই সঙ্গীত উপভোগ করেন—নিষিদ্ধ পর্দার জন্য তাঁদের মনেও উদয় হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রসমর্মী আর আলঙ্কারিকদের শেষ সিদ্ধান্ত [illegible] রূপ নেই। এখানে [illegible]—চিত্রের রসকে আমরা [illegible] স্বীকার করব? চিত্র বস্তুটি হচ্ছে দেখার একটি "অবস্থেক্‌তিত" বস্তু। একে প্রত্যক্ষ করা যায়। এর সম্ভোগ একটি স্থায়ী রূপকে অবলম্বন করে ঘটে। কিন্তু, সঙ্গীত প্রবহমান স্রোতস্বতীর মত। সে চলেছে নানা রঙ্গে, নানা ভঙ্গে—আর চলেছে আমাদের মানসের গহনে। সেখানে যে রসের সম্ভোগ তা কোনও প্রত্যক্ষ রূপের সাধ্যে কুলোয় না।

পূর্ব কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব-কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী সাহেবের গান শোনবার সুযোগ হল। এই প্রবীণ সঙ্গীতসাধক বহুদিন বাদে কলকাতায় এলেন। যে ব্যাধি থেকে তিনি আপাততঃ মুক্তিলাভ করেছেন তা যাকে আক্রমণ করে তার দেহেই বৈকল্যের ছাপ রেখে যায়। গোলাম আলী সাহেবও নিষ্কৃতি পান নি। তথাপি অসাধারণ মনোবলের সঙ্গে তিনি গাইলেন রাগ ইমন, পৌঁছে দিলেন কণ্ঠকে চড়ায় পঞ্চমে। কয়েকটি কঠিন কর্তব্য প্রদর্শন করে আমাদের প্রকৃত তৃপ্তি সাধন করলেন। জানিনা এই দুর্বল অপটু দেহ নিয়ে আর কতদিন তিনি আসরে অবতীর্ণ হতে পারবেন। আমরা আশা করব মাঝে মাঝে তাঁকে যেন আমাদের মধ্যে পাই যতদিন তিনি আছেন। খেয়াল ছাড়াও তিনি কয়েকটি গীত গাইলেন যা অপূর্ব। গানের আসরে বড়ে গোলাম আলী সাহেবের কয়েকটি দুর্লভ গুণ আছে যা অধিকাংশ গায়কেরই নেই। তিনি কোন গানই অধিককাল ধরে বিস্তৃত করেন না—কোন শৈলীই একাধিকবার প্রদর্শন করেন না এবং তাল নিয়ে অযথা বাহাদুরি করেন না। তিনি একজন প্রকৃত সুরজ্ঞ, রসিক পুরুষ। তিনি দেশী সঙ্গীতকে ভালোবাসেন। প্রতি আসরে কিছু না কিছু কাব্যসঙ্গীত তিনি শুনিয়ে থাকেনই। আর তাঁর কণ্ঠে এইসব গানের তুলনা নেই। দুঃখের বিষয় তাঁকে কাওয়ালী বা তাঁর দেশীয় কাব্যসঙ্গীত গাইতে তেমন করে অনুরোধ করা হয়নি। উত্তর ভারতীয় কাব্যসঙ্গীতের কতিপয় ধরন আছে যা হয়ত তাঁর পরে আর শোনাই যাবে না। তাঁর খেয়াল, ঠুংরী অবশ্যই ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর কাব্য-সঙ্গীতের প্রতি আসক্তির জন্য আমরা তাঁকে বিশেষ সাধুবাদ দিই। তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করলেন তরুণ বালক শঙ্করকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁর সঙ্গত মনোরমভাবে সঙ্গীতময়। এঁর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান। তবে তাঁকে অনুরোধ করব তাঁর আদর্শ যেন বজায় রেখে যান। [illegible]

ঋণ লউন
ব্যক্তিগত জামিনে, ২৫০্ টাকা হইতে ১০,০০০্ টাকা পর্যন্ত
বিবাহ, বন্যা, বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদির জন্য—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিস্তৃত প্রস্পেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।
KUBER FINANCE (P) LTD., (K—57) AMRITSAR—3.

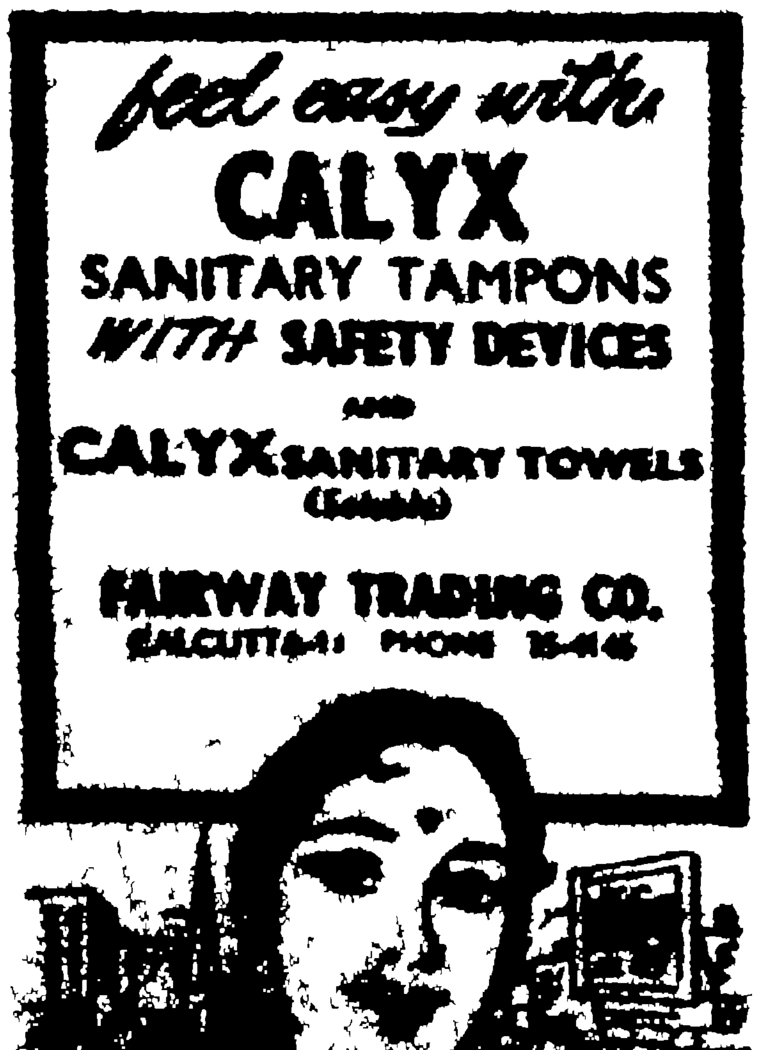

* বিশ্ববিচিত্রা *

হাত মেলানোর রেকর্ড

উদ্ভট একটা কিছুর রেকর্ড করার খাতিরের দিক থেকে পাশ্চাত্য ছাত্রদের উৎসাহের অন্ত নেই।

সাম্প্রতিকতম একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন রেক্সহ্যাম টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র লান্স ডসন। করমর্দনে এই ছাত্রটি বৃটেনের হয়ে পৃথিবীর এক রেকর্ড করেছেন।

এ ব্যাপারে এতাবৎকাল পৃথিবীর রেকর্ড ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের। ১৯০৭ সালের জানুয়ারীতে হোয়াইট হাউসে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে একদিনে তিনি আট হাজার পাঁচশো তের-জনের সঙ্গে করমর্দন করেন। লান্স ডসন এই রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন।

গণনা করার জন্য গোয়াইলীন ডেভিস নামক এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে লান্স কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে একদিন বেরিয়ে পড়েন হাতের খোঁজে।

রাস্তায় যথেষ্ট লোক দেখতে না পেয়ে লান্স তার গণনাকারিকে নিয়ে দোকান এবং সিনেমা ঘুরে বেড়ান। শেষে একস্থানে বহু লোকের দেখা পাবার আশায় তিনি এক ফুটবল মাঠে উপস্থিত হন। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ম্যাচ সেদিন বন্ধ।

বন্ধুরা লান্সকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, লান্স রেকর্ড করতে গিয়ে শেষে হাতই জখম করে ফেলবে। লান্স কিন্তু কারুরই নিষেধ গ্রাহ্য না করে এই রেকর্ড স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

দিনের শেষে ওর আঙুলগুলিতে ফোস্কা পড়ে যায় এবং কব্জি ফুলে যায়।

কিন্তু লান্স তার সংকল্প বজায় রাখে এবং সাড়ে দশ ঘণ্টা সময়ে সাড়ে বারো হাজার জনের সঙ্গে করমর্দন করে পৃথিবীর নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়।

এক্স-রে'র সাহায্যে হীরক চেনা

বিরাটাকার মণিমুক্তা, বিশেষ করে হীরকের সঙ্গে ভারতের পরিচয় বহু শতাব্দীর। পৃথিবীখ্যাত গ্রান্ড মোগল, কোহিনুর এবং ওরলোফ হীরক ভারতেই পাওয়া যায়।

সাতশ' সাতাশি ক্যারাট ওজনের গ্রান্ড মোগল আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার খনিতে পাওয়া যায়। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে [illegible] আবিষ্কৃত হবার সময় এই হীরকটি [illegible] আশি ক্যারাটে পরিণত করা হয়। [illegible] অবস্থিত [illegible] হীরক [illegible] ওরলোফ হীরকটি দক্ষিণ-ভারতের এক বিগ্রহের চোখ ছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট ওরলোফ রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দি গ্রেটের জন্য এই ১৯৯·৬ ক্যারাটের হীরকটি কেনা থেকে রোমানফদের রাজদণ্ডে সেটি বসান ছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে অন্য যে-কোন হীরকের চেয়ে দীর্ঘতম ইতিহাস হচ্ছে কোহিনুরের যেটি শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রানীর মুকুটে স্থায়িভাবে স্থান লাভ করে। মূলে ১৯১ ক্যারাটের এই হীরকটিকে কেটে ১০৮ ক্যারাটে পরিণত করা হয় মুকুটের মধ্যমণিরূপে মানানসই করে বসানোর জন্য।

মাপে এর তুলনায় নগণ্য হলেও একানব্বই বৎসর পূর্বে দয়ালপুরে পতিত উল্কাপিণ্ডে যে হীরক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। ১৮৭২ সালের ৮ই মে ভূপৃষ্ঠে পতিত এই উল্কার ওজন ছিল দশ আউন্স। এর মধ্যে এক গ্রামের ৪।১০ ভাগ রয়েছে শিকাগোর ন্যাচরাল

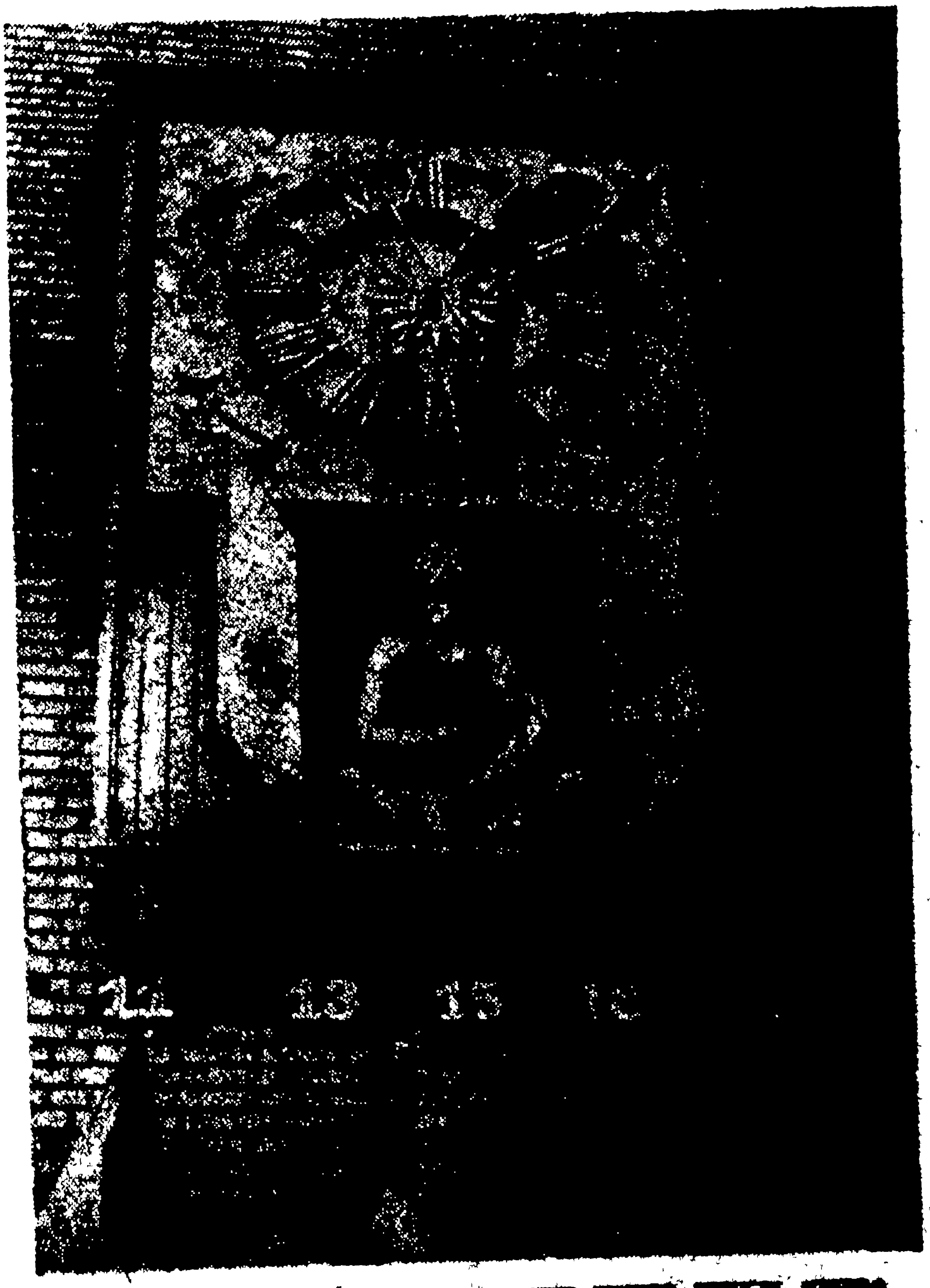

হীরে ওয়াইবেল—১ম নেপোলিয়নকে [illegible] করার অপরাধে [illegible] [illegible] ভূলেনবর্গে [illegible]-ওয়াইবেল-গার্ন-এ [illegible] [illegible] যায়। [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হিস্মী মিউজিয়মে আর বাকিটা রয়েছে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে। শিকাগো মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ জ্যোতির্রাসায়নিক ডঃ মাইকেল ই লিপশ্‌ৎজকে ওই উল্কা-খণ্ড থেকে এক গ্রামের এক হাজার ভাগ অংশ নিয়ে পরীক্ষা করার অনুমতি দেন।

ডঃ লিপশ্‌ৎজ এক্স-রে বিশ্লেষণ টেক-নিকের সহায়তায় ওই উল্কার অংশে দুটি বিভিন্ন মাপের হীরক স্ফটিক দেখতে পান—কয়েকটি বড় আকারের স্ফটিক এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের অনেকগুলি। বড় আকারের স্ফটিকগুলিও শুধু চোখে দেখতে পাওয়াই দুষ্কর। ডঃ লিপশ্‌ৎজের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আকাশ থেকে পতনকালে উল্কার মূল দেহটি মহাশূন্যে কোন বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে হীরকের দানায় পরিণত হয়।

উল্কাজাত হীরকের কথা ১৮৮৮ সাল থেকে জানা গেলেও এক্স-রে পদ্ধতিতে আর মাত্র তিনটি উল্কাতে হীরক দেখা গিয়েছে। এক্স-রের পরীক্ষায় হীরক ধারণকারী এই তিনটি উল্কাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বস্তুও জানা গিয়েছে।

অ্যারিজোনা উল্কাপিণ্ডে যে হীরক পাওয়া গিয়েছে সেটা তার অন্তর্গত কৃষ্ণ-সীসের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলেই রূপান্তরিত হয়েছে। রুশ দেশের উল্কা নোভো ইউরাই এবং ভারতে গোয়াল-পাড়ায় প্রাপ্ত অপর একটি উল্কায় যে হীরক পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সম্ভবত এক কোটি থেকে দু কোটি বৎসর পূর্বে কয়েক শত মাইল ব্যাসবিশিষ্ট অবস্থায় মহাশূন্যে সংঘর্ষের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে। মহা-শূন্যের তথ্যানুসন্ধানে উল্কা কি দিয়ে তৈরি সে বিষয়ে অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অভিনব প্লাস্টিক ফেনা

বাড়িঘর নির্মাণের আধুনিক মালমসলা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মিউনিখে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী আছে এবং বর্তমানে সেখানে এক-রকম নতুন প্লাস্টিকের বিভিন্ন প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এই নতুন প্লাস্টিকের নাম 'স্টাইরোপার'।

বছর বারো আগে পশ্চিম-জার্মানীর লুডভিক্সহাফেনের একটি প্রতিষ্ঠান এক-রকম প্লাস্টিক ফেনা আবিষ্কার করে। সেই কৃত্রিম ফেনময় বস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে "স্টাইরোপার"। এই বস্তুটির মধ্যে নিরানব্বই ভাগ বায়ু থাকায় এর অপরিবাহী গুণ খুব সুন্দর এবং ওজনেও খুব হাল্কা। তা ছাড়া এটিকে যে-কোন আকার দেওয়া চলে। এত হাল্কা হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রচণ্ড চাপ ও টান সহ্য করতে পারে।

এই কৃত্রিম ফেনময় বস্তুটিকে যে কত রকমভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা-ই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। এটি দিয়ে গৃহকে যেমন তাপ ও শব্দরোধক করা যায়, তেমনিভাবে জিনিসপত্র প্যাক করা যায়, রেফ্রিজারেটারের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করা যায়, এমনকি জাহাজের জীবনতরী ও বয়াও তৈরি করা যায়। আজকাল চাষের কাজেও জিনিসটিকে লাগানো হচ্ছে। আঁটি মাটিতে এর ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিলে, মাটি বেশ আলগা হয়ে যায় এবং ফলে শাকসবজী ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

স্টাইরোপের উপকারিতা লক্ষ্য করে পশ্চিম-জার্মানীর সবচেয়ে উঁচু তিনটি টেলিভিশন ও টেলিকমিউনিকেশনের দণ্ডকে স্টাইরোপারে মুড়ে তাপ ও শব্দরোধক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক কুমেরু অভিযানে ইনসুলেশনের কাজে জাপানীরা স্টাইরোপার ব্যবহার করে আশ্চর্য সুফল লাভ করেছে।

পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিনব ব্যবস্থা

পাকস্থলীর ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ছোট একটি বড়ি পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগে যারা ভোগেন তাদের খাইয়ে দেওয়া হয়। এই বড়িটি হলো একটি বেতারযন্ত্র। যন্ত্রটি পেটের ভিতরের তাপমাত্রা, চাপ, অক্সিজেনের পরিমাণ এবং অম্লত্ব সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই বড়িটি পেটে খাদ্যের সঙ্গে মিশে মলের সঙ্গে নিঃসারিত হয় এবং গ্রহণ থেকে শরীর থেকে নির্গত হওয়া পর্যন্ত যাত্রা-পথের সকল স্থানের তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এক ফুট দূরত্বের মধ্যে এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, এক ফুট পর্যন্ত এর তেজস্ক্রিয় শক্তি বিকীরিত হয়। তবে এর অবস্থান এই তেজস্ক্রিয়ার জন্য এক্স-রে সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না। এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ এবং অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ধরনের অ্যান্টেনা নির্মিত হয়েছে। এই অ্যান্টেনার সঙ্গে একটি কলম জোড়া থাকে। কলমটি থাকে তলপেটের একটি কাগজের উপরে এবং [illegible] থাকে তলপেটের উপরে। ঐ কলম বড়িটি যেমনই সরে যায় তেমনি কাগজে দাগ কেটে এর অবস্থান নির্ণয় করে ও তথ্য সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, [illegible]

আপনার
ত্বক
নীরোগ
লাবণ্যময় করে

সব রকম সংক্রমণ থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত রাখুন। চর্মরোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উজ্জ্বল নিম সাবান ব্যবহার করুন। উজ্জ্বল নিম সাবানে বীজাণুনাশক নিমের স্বাভাবিক উপাদান আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও নীরোগ রাখে।

উজ্জ্বল নিম সাবান

একটি [illegible] প্রকাশনী

[illegible] সোপ কোম্পানী, কলিকাতা-৮

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

সম্প্রতি সমাজকল্যাণ পর্ষদের ত্রয়োবিংশতিতম শাখা খোলা হয়েছে নেফাতে। নেফা বা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। নেফার পশ্চিমে ভুটান, উত্তরে তিব্বত ও চীন, পূর্বে বর্মা আর দক্ষিণে আসাম। এই সীমান্তে সেদিন চীনা আক্রমণ শুধু নেফাবাসী কেন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে চঞ্চল করে তুলেছিল। পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ে ঘেরা এই সৌন্দর্যতীর্থ আজও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছে।

নেফা যুগ যুগান্ত থেকে ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। কিছুদিন আগে নেফার লোহিত বিভাগে ভীষ্মকনগরের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ভীষ্মকনগরের রাজা ভীষ্মকের কন্যা ছিলেন রুক্মিণী—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী। আধুনিককালে মীরজুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। এই অভিযানে সাথী ছিলেন ইতিহাস রচয়িতা সিহাবুদ্দিন। সিহাবুদ্দিনের রচনায় উত্তর পূর্ব সীমান্তের দুর্গমতার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে আবার সংগে সংগে সীমান্ত সুন্দরীদের রূপগুণের বর্ণনাও আছে।

নেফার ৩০ হাজার বর্গমাইল স্থানের কোথাও সমতল ভূমি নেই। অহোম রাজারা নেফার সংগে যোগ রেখেছিলেন সত্য কিন্তু সে যোগ নিবিড় ও ঘনিষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি, কারণ সীমান্তের পথঘাট ছিল দুর্গম ও বিপজ্জনক। গল্প আছে যে, একবার অহোম রাজা উদয়াদিত্য সিংহ সুবনসিরি বিভাগের দাফলাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। রাজার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন দাফলাদের ধরা একটি হাতির ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতই কঠিন কাজ। এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ও নেফা শাসন সহজ ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের নিকটতর ও মধুরতর হতে লাগলো। তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উন্নয়নের সব পরিকল্পনা দিয়ে নেফাবাসীকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলাই আজকের লক্ষ্য। সমাজ কল্যাণ পর্ষদ বা সেন্ট্রাল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর উদ্দেশ্যও তাই। নারী ও শিশুর সকল প্রকার কল্যাণমূলক তাঁদের সমাজ-

হাবিবপুর প্রকল্পের কাঁথপুর কেন্দ্রে বয়স্কা মেয়েদের একটি শিক্ষার ক্লাশ

সেবার ব্রত। সীমান্তের দুর্লংঘ্য পর্বতের দূরতম কোণে তাঁরা পৌঁছোবার পরিকল্পনা করেছেন। কোন বাধাই আর বাধা নয়।

সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী শ্রীমতী আচাম্মা কুন মথাই নেফা সফর করে এসে সেদিন কলকাতায় সংযুক্ত মহিলা পরিষদের এক সভায় বলেছিলেন, চীনের নিষ্ঠুর, নৃশংস আক্রমণের সব গ্লানি মুছে ফেলে নেফার অধিবাসী নূতন উদ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার কাজে লেগে গেছে। এতদিন তাদের সব শিল্প সাধনার স্বাক্ষর সযত্নে থাকতো শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য, কারণ তাদের অভাববোধ ছিল অল্প, প্রয়োজন সামান্য, ব্যয় করবার সুযোগ সীমাবদ্ধ। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে নেফাবাসীকে সর্বভারতীয় উন্নয়নের অংশ করে তোলার জন্য হ্যান্ডলুম বোর্ড ও হ্যান্ডিক্রাফটস্ বোর্ডও সহায়তা করছেন। হ্যান্ডলুম বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী পুপুল জয়াকর আর হ্যান্ডিক্রাফটস্

বালওয়াড়ির দুধ বিতরণ কেন্দ্র। এখান থেকে প্রায় ৫০০ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়

পাথর ঢাকনি তৈরি করার কারখানায় মেয়েরা কাজ করছেন

বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ও তাই শ্রীমতী মাথাই-এর সঙ্গে সীমান্ত সফর করে এসেছেন।

আজ নেফার কল্যাণ পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সে কল্যাণ পরিকল্পনার শুভস্পর্শ প্রায় সারা দেশ জুড়ে আছে। বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন বিভিন্ন। পর্ষদের দায়িত্বও বিভিন্ন। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, উন্নতি পরাঙ্মুখ গ্রামাঞ্চল আমাদের বহুদিনের সমস্যা। এর উপর পুষ্টিহীনতা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার অভাব, অবহেলিত শিশু, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদিও আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির বিশেষ বাধা। এইসব বাধা ও সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সঙ্কল্প নিয়ে সর্বত্র কত অবৈতনিক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজসেবার স্থান দেশের অগ্রগতির একটি বিশেষ পদক্ষেপ। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট একটি উপমহাদেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধান বড়ই কঠিন কাজ। এখনও শতকরা ৭০।৭৫ জন ভারতবাসী গ্রামে বাস করেন। অথচ সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান বেশীর ভাগই শহরে। কখনও বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক অক্ষমতার দরুন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থা অপেক্ষা বেসরকারী ব্যবস্থায় সরকারী আর্থিক সহায়তায় সমাজসেবার কাজ ভাল হয়। তা সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। এ কেন্দ্রীয় পরিষদ সারা দেশজোড়া সমাজসেবার সকল প্রচেষ্টাকে একসূত্রে গেঁথে তাদের [illegible] কাজ বাড়িয়ে দিতে পারেন। [illegible] উপদেশ ও [illegible] এইসব

কারণ সম্যক বিবেচনা করেই ১৯৫৩ সালের অগাস্ট মাসে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের পত্তন করেন। সমাজ কল্যাণ পর্ষদ স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন। প্রায় চার কোটি টাকা সমাজ কল্যাণ কার্যে ব্যয় করবার অধিকার দেওয়া হয় এই পর্ষদকে। কেন্দ্রীয় বোর্ডের কার্যাবলীর পাঁচটি লক্ষ্য—

১। অবৈতনিক সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের পরিমাপ করা, ২। অবৈতনিক সমাজ সেবা সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, ৩। সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য ও কার্য তালিকার মূল্য নির্ণয় করা, ৪। যেখানে কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের অভাব সেখানে প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করা, ৫। নানা সমাজ কল্যাণ কার্যাবলীর মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করা।

দেশের দূরতম সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কেন্দ্রীয় বোর্ডের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রত্যেক প্রদেশে সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। প্রাদেশিক বোর্ড একদিকে প্রাদেশিক সরকার ও অবৈতনিক, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজ কল্যাণ সংস্থা সকল ও অপরদিকে কেন্দ্রীয় পর্ষদের সংযোগস্থল। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আবেদন পরীক্ষা করে প্রাদেশিক বোর্ড আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ডের কাছে পেশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বোর্ড বা প্রাদেশিক সরকারের নানা পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহায্যও করেন। প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ড কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি উপসমিতি গঠন করেছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় [illegible] ৬৬৩টি প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সাহায্য লাভ করে। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১,৪৭,৮৫৮ টাকা। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রয়াসে ১৪টি জেলায় ১৪টি [illegible] পরিকল্পনা—ওয়েলফেয়ার এক্সটেনশন প্রোজেক্ট শুরু করা হয়। এছাড়া ২৪-পরগণায় আরও তিনটি পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য কর্মীদের শিক্ষাও দেওয়া হয়। ৫০টি গ্রামসেবিকা ২৫টি মিডওয়াইফ ও ৫০টি দাই পরিকল্পনার কাজের জন্য শিক্ষালাভ করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৯৫০টি প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা শিক্ষার অভাবে কোন কার্যকরী বিদ্যা আয়ত্ত করতে অসুবিধা বোধ করে। এজন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষার একটি ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে অল্পদিনে লেখাপড়া কিছু শিখে নিয়ে মেয়েরা হাতের কাজ বা অন্য কিছু শিক্ষা করতে পারে। এছাড়া চাকুরিজীবী মেয়েদের জন্য হস্টেল হয়েছে তিনটি। এই মহিলা আবাসগুলি শহরে উপার্জনরত মেয়েদের যে কত উপকার করছে তার সীমা নেই।

আগে আমরা একবার জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর সহযোগিতায় পাথর ঢাকনি তৈয়ার কারখানার কথা আলোচনা করেছিলাম। এ কারখানাও প্রদেশিক সমাজ কল্যাণ পর্ষদের উদ্যোগ। মেয়েরা দৈনিক পারিশ্রমিকে কাজ করতে পারেন। পর্ষদের সভানেত্রী ডাঃ ফুলরেণু গুহ বলেছেন, শীঘ্রই তাঁরা উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করে পারিশ্রমিক দেবেন। (এই কারখানা সম্বন্ধে অনেক পাঠিকা সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁদের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদের অফিস, ১১এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে খোঁজ করতে অনুরোধ করি।) এছাড়া তাঁতশিক্ষা ও হাতের কাজ (হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ও) শিক্ষা দেবার কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। এপ্রিল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ মার্চ পর্যন্ত ২৫টি মুখ্যসেবিকা, ১১৭টি গ্রামসেবিকা, ক্রাফট শিক্ষয়িত্রী ২ জন ও অম্বর চরকা শিক্ষয়িত্রী ১৫ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথমে সমাজ কল্যাণ পর্ষদ স্থির করেন একান্ত অনগ্রসর স্থানগুলি ছাড়া আর কোনও নূতন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে না। জাতীয় সঙ্কটের জন্য অনগ্রসর স্থানের প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ [illegible] একটি [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] উন্নয়নের [illegible] এই পত্রিকা।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ তেইশ ॥

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল "১৯৮৪" নামে একখানা উপন্যাস লিখেছিলেন। ১৯৮৪ খৃঃ অব্দে, বিশ্বে কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেলে মানুষের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, অরওয়েল ঐ উপন্যাসে তার একটা চিত্র এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন:

"In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasements Everything else we shall destroy—everything. Already .. no one dares trust a wife or a child or a friend any longer But in the future there will be no wives and no friends Children will be taken from their mothers at birth as one takes eggs from a hen ... There will be no loyalty except loyalty to the Party There will no love except the love of Big Brother"

ডঃ চন্দ্রশেখর এই উদ্ধৃতিটি তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "চীনাদের কমিউন সম্পর্কে এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর কি হতে পারে?"

একবার এক কমিউনের ডিরেক্টারকে ডঃ চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেউ ইচ্ছে করলে এই কমিউন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে কি?"

এই রকম একটি প্রশ্ন শুনে ডিরেক্টার সত্যি সত্যিই অবাক হয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, 'কেউ এখান থেকে চলে যেতে চাইবে, একথা আমি কল্পনাই করতে পারি নে।"

মঁসিয়ে রোবের গিলে তাঁর "দি স্ল্যান্ট" বইতেও লিখেছেন, সরকারী ছাড়পত্র না নিয়ে চীনের জনসাধারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। সরকারী ছাড়পত্রের সঙ্গে রেশন কার্ড দেওয়া হয়। কমিউনে অবিশ্যি রেশন কার্ড লাগে না। কারণ সবাইকেই ক্যান্টিনে খেতে হয়। সুতরাং 'অনুমতি' না নিয়ে কমিউনের বাইরে গেলে, কোথাও সে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক কমিউনিস্টদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, প্রতিবেশীদের সভায় কোন মতামত বা বাইরের লোক উপস্থিত আছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সে-খবর পুলিসকে বা পার্টিতে জানিয়ে দেওয়া। কাজেই কারোর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়ে কোথাও থাকা অসম্ভব। ধরা পড়ার সাজা হচ্ছে শ্রম শিবিরের "দ্বীপান্তরে" চালান যাওয়া। এ ঝুঁকি কে নেবে?

ডঃ চন্দ্রশেখর জানতে চেয়েছিলেন, "বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য কেউ কি কমিউনের বাইরে যেতে পারে?"

কমিউনের ডিরেক্টার জবাব দিয়েছিলেন, 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি দেবার ব্যবস্থা আছে। তবে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোন অনুরোধ আমার কাছে আসে নি।"

তার বোধ হয় প্রয়োজন হয় নি, কারণ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন বাড়াতে বন্ধুদের কোন স্থান রাখা হয় নি।

('But in the future there will be no wives, no friends.")

১৯৫৮ সালে চীনে কমিউনের সঙ্গে আরেকটি উপসর্গ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাকে বলা হয় "মহাবেগে দাও লাফ।"

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোকে চীন

[illegible]

দেখাতে চেয়েছিল যে, কমিউনিজম এমনই এক জাদুর খেল্ যা রাতারাতি মুঠো-মুঠিকে সোনা-মুঠিতে রূপান্তরিত করতে পারে। "কুড়ি বছরের কাজ একদিনে" করার অসম্ভব প্রতিজ্ঞাটাই "মহাবেগে দাও লাফ"-এর প্রবাদে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন নয়া-চীনের ডিক্টেটরেরা। কিন্তু "লাফ দেবার আগে দেখে নিও" এই প্রবাদটির কথা একেবারে বিস্মৃত হবার ফল চীনের অর্থ-নীতির পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চীন তার অর্থনীতিকে যে বুনিয়াদে দাঁড় করিয়েছিল, "মহাবেগে লাফ" মারতে গিয়ে সেটিকে শুদ্ধু টলিয়ে দিয়েছে।

ফলে চীনের কৃষি-উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়েছে, শিল্প উৎপাদনে দেখা দিয়েছে গুরুতর সঙ্কট। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯—এই দুটো সালই চীনের "মহাবেগে লাফ মারা"র বছর। পরিণাম চিন্তা না করে মহাবেগে লাফ মেরে চীন কোথাও যদি পড়ে থাকে, তবে পড়েছে অপরিণামদর্শিতার আস্তাকুঁড়ে।

১৯৫৮ সালে চীনের প্রচারকরা এশিয়ার লোকেদের চমকে দেবার মত এক ঘোষণা করল। জানাল যে, চীনের নতুন ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন আগের বছরের প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। খাদ্যশস্যের ফলন হয়েছে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন। ১৯৫৯ সালের কৃষি-উৎপাদনের যে লক্ষ্য ঘোষণা করা হল, তাতেও বিশ্বের তাবৎ বিশেষজ্ঞদের মুখে মাছি ঢুকে যাবার উপক্রম হল। এই লক্ষ্য ধার্য করা হল ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টনে। কমিউন প্রথা এবং "মহাবেগে দাও লাফ"-এর জয় গানে এখানের লালিমা(পুং)গণ মুক্ত-কচ্ছ হয়ে উঠলেন।

বাংলার একখানি কমিউনিস্ট দৈনিকে একবার একটা ছবি বের হল: ঘনসন্নিবদ্ধ ধান (অথবা গম?) গাছের উপর দিয়ে লাফিয়ে চীনা কৃষক দৌড়ে যাচ্ছে। ভারতের শ্রদ্ধেয় পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট কৃষি বিশেষজ্ঞরা চীনের কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে আমাদের কৃষি-উৎপাদনের তুলনামূলক বিচার করে দেখাতে লাগলেন যে, আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছি অথচ চীন কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই উন্নতির কি পরাকাষ্ঠাই না দেখিয়ে ছাড়ল।

সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি-বিশেষজ্ঞগণও কিন্তু কমিউনিস্ট চীনের কৃষি-সাফল্যের এই আকাশ-ছোঁয়া দাবি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সে কথা বোঝাবার মত কোনও শক্তির অস্তিত্ব দুনিয়ায় ছিল কি না সন্দেহ। যাই হোক ছয় মাসের মধ্যেই জানা গেল চীনের কৃষি-উৎপাদনের বিঘোষিত পরিসংখ্যানে গরমিল আছে। শোচনীয় স্বীকারোক্তিটি করলেন চীনা সরকার স্বয়ং। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা জানালেন, হিসেবে "সামান্য" একটু গড়বড় হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন হবে না, ওটা হবে ২৫ কোটি টন, অর্থাৎ ফারাকটা "তেমন বেশি নয়", এইমাত্র সাড়ে বারো কোটি টনের। কিছুদিন পরে আবার জানান হল, এই সংখ্যাটাও ভুল। উৎপাদন আরও কিছুটা কম হয়েছে। আসলে উৎপাদন হয়েছিল ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটাকেই গ্রাহ্য বলে ধরা হয়েছে।

চীন সরকার ১৯৫৯ সালে সাড়ে বাহান্ন কোটি টন খাদ্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করে প্রচারের জয়ঢাক বাজিয়েছিলেন, নিজেরাই তা সাত তাড়াতাড়ি সংশোধন করে সেই লক্ষ্যকে একেবারে ২৭ কোটি টনে নামিয়ে আনেন। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টনের ঊর্ধে তুলতে পারেন নি।

৬০, ৬১ এবং ৬২ সালে চীনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হিসাব যথাক্রমে ১৬ কোটি, ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ এবং ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫২ সালে চীনের শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীন যতই প্রচারের জয়ঢাক বাজাক, এবং কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা সম্পর্কে যত মাহাত্ম্যই শোনাক, শস্য-উৎপাদন সে ১৯৫২ থেকে ৬২—এই দশ বছরে শতকরা আট ভাগের বেশি বাড়াতে পারে নি। সেখানে ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রেখে, এই একই সময়কালের মধ্যে কৃষি-উৎপাদন অন্তত শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। (আমি এখানে ১৯৫২ সালের হিসেব ধরি নি, ১৯৫১ সালের কৃষি-উৎপাদনের সূচক ১০০ ধরেই শতকরা ৩৫এ পৌঁছেছি। ৫২ সালের সূচক ছিল ১১৮ [illegible]

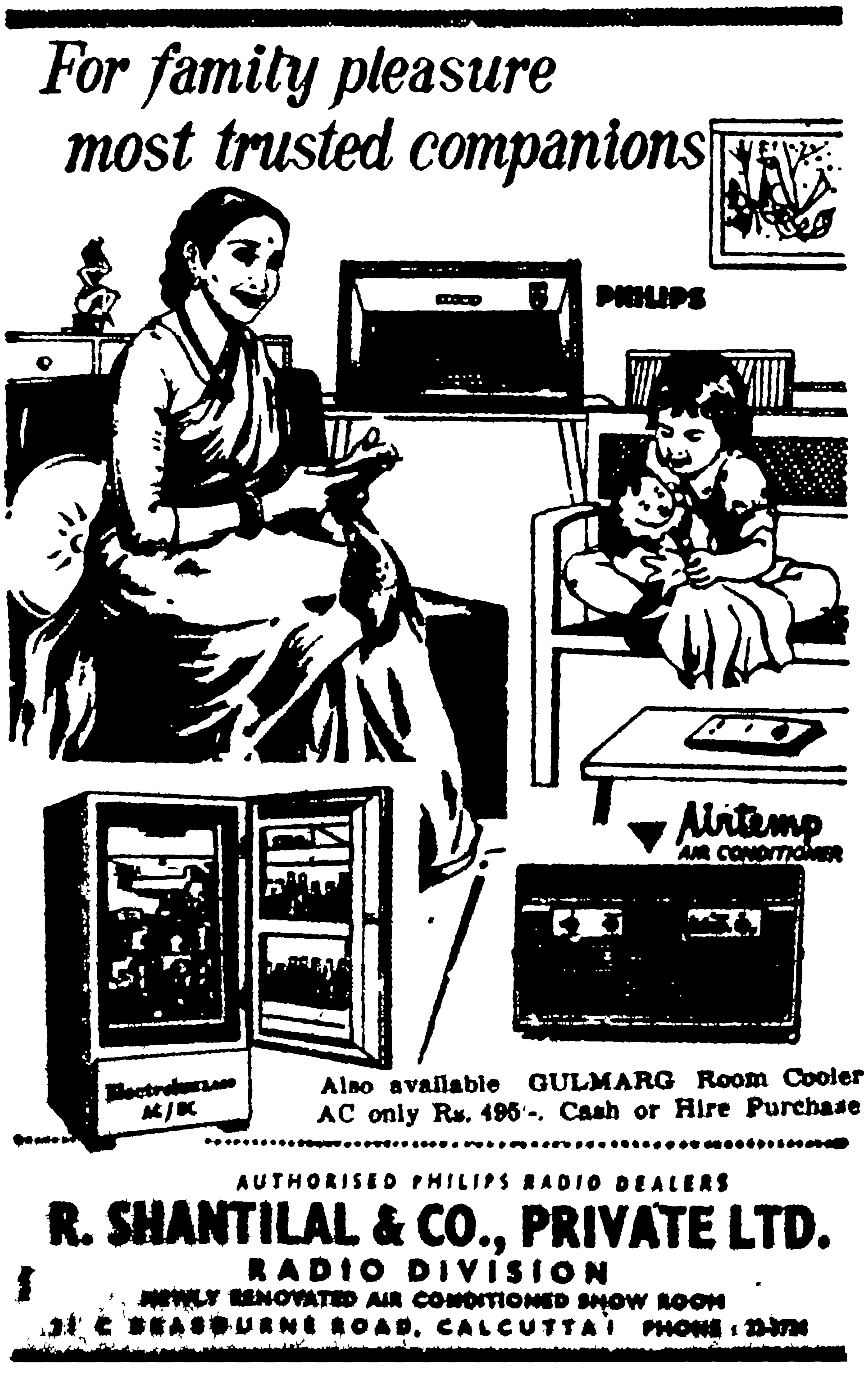

ভারতের খাদ্য-উৎপাদনের শতকরা পরিমাণ অধিক দেখিয়ে দেওয়া যায়।)

শস্য উৎপাদনের বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় ব্যাপক খাদ্যাভাবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কম্যুনিস্ট চীনকে পুঁজিবাদী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ,আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, এমন কি জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে ৩৪ কোটি ডলার মূল্যের (ডলারের মূল্য ৫ টাকা ধরলে ১৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়)· খাদ্য এক ১৯৬১ সালেই আমদানি করতে হয়েছে। কিউবা থেকে আনাতে হয়েছে ৭ লক্ষ টন চিনি। অবস্থাটা বুঝুন।

চীনের খাদ্যশস্য আমদানির যে সাম্প্রতিক বিবরণটি পাওয়া গিয়েছে তার হিসাবটা হচ্ছে এই রকমঃ ১৯৬০-৬১ সালে মোট আমদানি ২৭ লক্ষ টন এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৬০ লক্ষ টন। ১৯৬২-৬৩ সালে (প্রস্তাবিত) আমদানির পরিমাণ ৩৪ থেকে ৩৯ লক্ষ টনে দাঁড়াতে পারে।

শোনা যাচ্ছে, চলতি খাদ্য বছরে চীনের শস্য উৎপাদনে উন্নতি হয়েছে। "মহাবেগে দাও লাফ"-এর আমলে যে সব আজগুবি পদ্ধতি এবং নিয়মকানুন কৃষির উন্নতির জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি গায়ের জোরে চালু করেছিল, অভিজ্ঞতার থাপ্পড় খেয়ে এখন সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক খবরে জানা গিয়েছে, বহু বিঘোষিত কমিউনগুলো ধীরে ধীরে ভাঙা শুরু হয়েছে এবং চাষীদের "নিজের বুদ্ধিমত চাষ করার অধিকার" ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অগ্রপশ্চাৎ না দেখে "মহাবেগে লাফ মেরে" কম্যুনিস্ট শাসকেরা চীনকে দুর্দশার কোন চরমে পৌঁছে দিয়েছিল, মসিয়ে রোবের গিলে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, সমগ্র চীনই এই মহা মন্বন্তরের কবলে পড়েছিল। আবহমানকাল ধরে যে সব প্রদেশে ফসল উদ্বৃত্ত হয়, তাদের অবস্থাও অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল না। গ্রামের চেয়ে শহরের দুর্দশাও কম ছিল না। সমগ্র চীনের শহরগুলোতে উচ্চপর্যায়ের শ্রমিকদের রেশন মাথাপিছু ৩০ পাউণ্ডে (দানা শস্য) নেমে গিয়েছিল। অন্যান্যদের ভাগে ১৫ পাউণ্ডের বেশি জোটে নি। ৩০ পাউণ্ড দানা শস্যের সঙ্গে সমপরিমাণ মাছ মাংস, চর্বি এবং চিনির সরবরাহ মিললে কারো অভাবে পড়ার কথা নয়, এতে একটা লোকের কুলিয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু চীনের খাদ্যভাণ্ডার শোচনীয়ভাবে শূন্য হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে দানাশস্য ছাড়া আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলো সরবরাহ করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হয় নি। ১৯৬১ সালে, গোটা বছরে, সাংহাইয়ের লোকেরা মাত্র চার কি পাঁচ বার মাংস খেতে পেয়েছে। মাসে তাদের ১০০ গ্রাম করে মাছ এবং ঐ পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে দুর্দশা আরও চরমে উঠল। সাধারণ লোকের রেশন সাংহাইতে মাত্র ১১ পাউণ্ডে নামিয়ে আনা হল এবং ঐ বছরই অক্টোবর মাসে খোলা বাজার বন্ধ করে দেওয়া হল। দেশব্যাপী অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৬১ সালে চীনে ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারযন্ত্র চাষীদের বনবাদাড় থেকে "প্রাকৃতিক খাদ্য" সংগ্রহ করে খেয়ে "সৎ ও বিপ্লবী নাগরিক হবার মহত্তর দৃষ্টান্ত" স্থাপনের জন্য "উদ্বুদ্ধ" করতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন চালের ঘাটতি পূরণ করার জন্য যখন গম আর আলু খেতে অনুরোধ জানান, তখন এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে জনসাধারণের অসন্তোষকে উস্কে দেবার লোকের অভাব হয় না। তবু তো তিনি "পাহাড় পর্বত খাও" একথা বলেন নি। চীনের কম্যুনিস্ট প্রচারযন্ত্র এই স্লোগানও তুলেছিল। মসিয়ে গিলে লিখছেন:

Last year, the Party organised a systematic quest for wild fruits, mountain and marshland plants that could "assuage hunger", as a Peking newspaper put it. From Manchuria in the North to Kwangsi in the South, hundreds of peasants from the communes went into wilderness to look for their food · wild game from the forests, fish from the ponds and lakes, and edible wild plants. "EAT THE MOUNTAIN" is now a slogan in Szechuan, which was once one of the grannerles of China.

এখন চীনের জাতীয় নির্দেশ হচ্ছে "খাওয়া নিয়ন্ত্রণ কর।" এখন চীনে যে খাদ্যবণ্টন দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে তাতে আধপেটা খেয়েই [illegible] আবার তারও উপর পার্টি [illegible] খাওয়া কমাও। মসিয়ে গিলে লিখেছেন:

"Plan the eating" is now a national directive. Local cadres are perpetually engaged in propaganda to reduce food consumption and encourage "eating by the plan."

এই বিপর্যয়ের সবটা দায়িত্ব কম্যুনিস্টরা প্রথম দিকে প্রকৃতির কাঁধেই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। পরে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এই ব্যাপারে পার্টির কর্মিদের গোঁয়ার্তুমিও কম দায়ী নয়। পিপ্‌লস্‌ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট কমরেড লিউ শাও-চি ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে যে ভাষণ দিলেন তাতে এই ত্রুটির কথা স্বীকার করলেন। পার্টির সরকারী ফরমুলা পাল্টে তিনি নতুন যে ফরমুলা পেশ করলেন তার নাম "মানুষের ভুল ও দুটি ভয়বহ বছর।"

প্রথম ভুলটি হচ্ছে (যার পরিণাম সাংঘাতিক হয়েছিল) সেই বিখ্যাত পরিসংখ্যানের ভুল। আমার মতে একে "পরিসংখ্যানের গুল" বলাই উচিত। বাড়তি উৎপাদনের এই চৈনিক গুল পৃথিবী সুদ্ধ লোককে ধোঁকা যেমন দিয়েছে তেমনি চীনকেও তার স্বখাত সলিলে ডুবিয়ে ছেড়েছে। পার্টির নেতারাও এই গুলকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তারই ভিত্তিতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নে "মহাবেগে লাফ" মেরেছিলেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন এই পরিসংখ্যান "সব ঝুট্‌ হ্যায়", ততক্ষণে তাঁদের "মহাপঙ্কে নিপতিতোঽহং" বলে আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিরাট ভুল

জামাই ষষ্ঠীর উৎসবে
বাসমতী চাউলের পোলাও
পরম উপভোগ্য
•
পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
ভারতের সর্ববিধ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান
৪৩/২ ও ৩৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪
॥ টেলিফোন ঃ ২৪-৪৩৮৩, ৮২ ॥ টেলিগ্রাম ঃ রাইসপ্রিন্স ॥
বিঃ দ্রঃ শনিবার বেলা ২টার পর হইতে রবিবার
সম্পূর্ণ দিবস দোকান বন্ধ থাকে।

করে করলে তার পরিণতি কত শোচনীয় হতে পারে, চীনের কাছ থেকে সেই পরম মূল্যবান শিক্ষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত। যে-রাষ্ট্রে গণতন্ত্র কার্যকরী, এটা মনে রাখা বোধ হয় ভাল যে, সেখানে খামখেয়ালি রাষ্ট্রনায়কদের গোটা দেশকে এমন জাহান্নমে ঠেলে দেবার সাধ্য নেই।

দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির "মহাবেগে দাও লাফ"-এর মত হঠকারী পদ্ধতি গ্রহণ। বিশেষ করে, কৃষির ব্যাপারে যে মহাবিপর্যয় ঘটেছে, তার জন্য এই পদ্ধতির ত্রুটিই অনেকাংশে দায়ী। কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পার্টির নির্দেশে কমিউনভুক্ত চাষীদের পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনে দিনরাত খাটানো হয়েছে। এক কমিউনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষীদের কাঁধে জোয়াল জুড়ে লাঙল চালানো হচ্ছে দেখে ডাঃ চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পশু দিয়ে লাঙল টানানো হয় না কেন? কমিউনের কর্তারা এই প্রশ্নে বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরম উপেক্ষায় জবাব দিয়েছিলেন, পশুগুলিকে খাদ্য হিসাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

এই রচনার সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হল, সেটি সম্প্রতি চীনের বাইরে (অবশ্যই গোপনে) এসেছে। কোয়াংটুং প্রদেশের এক কমিউনে মানুষকে কিভাবে পশুর মত জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এই ছবিতেই তা প্রকাশ। একটু দূরে (ডানদিকের কোণায় দেখুন) এক সশস্ত্র প্রহরী সেপাই কাজকর্ম তদারক করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কম্যুনিস্টদের স্বর্গরাজ্যে কৃষক এবং শ্রমিককে কত জোয়ালেই না রাখা হয়েছে! স্বর্গের এই ছবি দেখার পর আমাদের দেশের ক'জন কৃষক স্বেচ্ছায় ঐ স্বর্গে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হবেন, জানতে ইচ্ছে করে।

কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এসে প্রচলিত সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাই শুধু বদলে দেয় নি, আবহমানকাল ধরে চীনের চাষীরা কৃষিকার্যে যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, "মূর্খদের কুসংস্কার" বলে সেই সব অভিজ্ঞতা রাতারাতি খারিজ করে দিল। তার বদলে চালু করা হল পার্টি-হুজুরদের মস্তিষ্ক কণ্ডুয়নে প্রসূত "মার্ক্সিস্ট ফরমুলা" মাফিক কৃষিপদ্ধতি। এই পদ্ধতি নির্বিচারে সারা দেশে গায়ের জোরে প্রয়োগ করাও হল। মসিয়ে' গিলে লিখেছেন:

.... these methods were extended (without discrimination or organisation) throughout China by incompetent officials. It took two years before their disastrous effects were discovered. In 1959, on the strength of false figures, the Central Committee went as far as to order a reduction of the areas on which food crops were cultivated only to discover in 1960 the gravity of its errors. Too late it was decided that the irrigation works had had disastrous consequences in vast areas in the North and in the North-East of the country in that they had brought about the salinisation and the alkalinisation of the soil. The operations had been hasty, badly done and over-ambitious.

প্রেসিডেন্ট লিউ শাও-চি প্রকাশ্যে স্বীকার করলেন এই দুর্দশা শুধু প্রকৃতি-সৃষ্ট নয়, মানুষই এর জন্য দায়ী।

তৃতীয় ভুলটি হচ্ছে এই, শিল্প উৎপাদনের না-ছুঁই-নাগাল এক লক্ষ্য স্থির করে, সেই অসম্ভব লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য দেশের কৃষকদের এক বিরাট অংশকে শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। গিলের কথায়:

The consequences of forced industrialisation now add to the errors of a frenzied agricultural offensive. The loudly-boasted experiment of "village blast furnaces" lasted fortunately only one summer but brought chaos to the provinces. Moreover, now that the targets of industry had been doubled, millions of labourers have been taken away from agriculture, at a time when it has to support a considerably increased urban and industrial population, not to speak of the natural population increase ....

বিধানসভায় আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট সদস্যরা প্রায়ই একটা অভিযোগ করেন যে, এবং সেই অভিযোগ অনেকাংশে সত্যও, আমাদের সরকার কৃষিকে উপেক্ষা করছেন। কিন্তু চীনা কম্যুনিস্ট সরকার সে-দেশে কি করছেন, সেই খবরটা তাঁরা রাখেন কি? কৃষি উৎপাদনের আয়ই চীন দেশের বৃহত্তম আয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের বাজেটে কৃষিখাতে লগ্নী মোট লগ্নীর চারআনা মাত্র বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কৃষি-শ্রমিকদের থেকে চীনের শিল্প-শ্রমিকদের অনেক বেশি তোয়াজে রাখা হয়। "সাম্য", এই কথাটা শুধু বক্তৃতা দেবার জনাই কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট কর্মীদের একথাটা জেনে রাখা ভাল।

নিদারুণ চোট খাবার পর চীনের কম্যুনিস্ট সরকার বর্তমানে তাঁদের "বৈপ্লবিক" ফরমুলাগুলো সংশোধন করতে শুরু করেছেন। "মহাবেগে দাও লাফ", একথাটা কেউ আর এখন লালচীনে উচ্চারণ করছে না। কমিউনগুলোও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙতে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দেশকে, জনসাধারণকে যে অপরিমেয় খেসারত দিতে হবে, তার জবাবদিহি কম্যুনিস্ট পার্টিকে করতে হবে না, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসকদের পক্ষে এই একটা মস্ত সুবিধে আছে। কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে "মহাবেগে লাফ দিতে" গিয়ে। কিন্তু তার হিসেব চাইবে কে, কার ঘাড়ে কটা মাথা? কম্যুনিস্ট [illegible]

বাটাটাচী চওল্

সলিল ঘোষ

প্রখ্যাত মারাঠী সাহিত্যিক, লেখক ও নাট্যকার শ্রীপুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপান্ডে, মারাঠী রঙ্গমঞ্চে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী "বাটাটাচী চওল্"* নাটকের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ৬০তম রজনী অভিনয়ের পর, আপাতত কয়েক মাস বিশ্রাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, অসম্ভব চাহিদা সত্ত্বেও, নাটকটির অভিনয় বন্ধ রেখে। দেশপান্ডে লিখিত ও একা বিভিন্ন সবকয়টি ভূমিকা অভিনীত তিন ঘণ্টার এই নাটকটির জনপ্রিয়তা, শুধু মারাঠী রঙ্গমঞ্চে নয়, এমনকি ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে (এর মধ্যে কলকাতার রঙ্গমঞ্চও ধরা হয়েছে) অভূতপূর্ব নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে। প্রতিটি অভিনয়ে একটি আসনও খালি থাকে না এবং টিকিট বিক্রি আরম্ভ হবার বহু আগে থেকেই লাইন লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সব আসন বিক্রি হয়ে যায়, এমনকি পরে টিকিটের কালোবাজারও চলে। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়। দেশপান্ডের তিন ঘণ্টার এই একক অভিনয়ের এমনই চাহিদা যে, শারীরিকভাবে যদি তা সম্ভব হত তাহলে একটানা ৫০০ রজনীর অভিনয় তিনি বম্বে ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এখনই করে ফেলতে পারতেন। এই একটি নাটকের অভিনয়ে এখন পর্যন্ত তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক উপার্জন করেছেন।

নানা কারণে দেশপান্ডের এই নাটক ও অভিনয় ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। পুরো তিন ঘণ্টা, শতশত দর্শক যে এভাবে পেট খিল ধরানো অট্টহাসিতে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারে তা ধারণার বাইরে। মারাঠী মধ্যবিত্ত সমাজ, ওদেরকে নিয়ে দেশপান্ডের হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, শ্লেষ ব্যঙ্গ, শুনে এবং দেখে একেবারে আনন্দে মেতে ওঠে এবং সে আনন্দ যে কি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দেশপান্ডের এই ঠাট্টা তামাশা ব্যঙ্গের মধ্যে কোনপ্রকার তিক্ততা, অশ্লীলতা নেই, উপরন্তু সহানুভূতি ও দুঃখ মিশ্রিত আছে। তাই বোধ হয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একইভাবে দেশপান্ডের এই নাটক উপভোগ করে।

দেশপান্ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর মতে এই নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ কি? এটা কি নিছক হাস্যরসের জন্য, না সার্থক সাহিত্য রচনা বলে, কিংবা বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত নিপুণ অভিনয়। উত্তরে দেশপান্ডে বলেছিলেন, বড় কঠিন প্রশ্ন, তিনি নিজেই জানেন না কোনটা এর কারণ। কিন্তু এটা বললেন যে, আগে বাটাটাচী চওল্ বইটি পড়ে পাঠকরা তার হিউমার খুবই উপভোগ করত। কিন্তু শুধু বই পড়ে তারা যেন পুরোটা দেখতে পায়নি, আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেনি। বইয়ের সেই চরিত্রগুলির যখন অভিনয় করে দেখাতে আরম্ভ করলাম, তখন বইয়ের কথার সহিত চরিত্রগুলির এই চাক্ষুষ পরিচয়ে ওরা যেন আরও কিছু বেশী পেল। এর সবকিছুই তাদের জানা ও দেখা বহুকাল ধরে। এই কারণেই নাটকটির এত জনপ্রিয়তা।

ঠিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি, "বাটাটাচী চওল্"-কে সেভাবে নাটক বলা চলে না। এটা হল, কতকগুলি Typical চরিত্র-চিত্রণ, Sketch-এর মত, কোন প্লট বা ড্রামা নেই। বিষয়বস্তু হল, একটি চওলের বিভিন্ন ঘরের বাসিন্দারা। সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত, মহারাষ্ট্রের নানান অঞ্চলের নানান গোষ্ঠী বা গোত্রের লোক। এই সব মারাঠীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ নানান সমস্যা তুলে ধরেছেন, প্রধানত হিউমারকে আশ্রয় করে। এই চরিত্র-চিত্রণও হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত, কি Humourous dialogue, কি অভিনয়, কথাবার্তার ধরন, বিভিন্ন Mannerism-এ। এই কারণেই মধ্যবিত্ত

"বাটাটাচী চওল্" নাটকের অভিনয়ে [illegible]

---

* (বাটাটার বস্তি। চওল এক ধরনের বস্তির বাসগৃহ, যাতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, শ্রমিকরা, কম ভাড়াতে থাকে। এতে সকলের দ্বারা ব্যবহৃত সাধারণের জন্য বারান্দা বা অলিন্দের ধারে ছোট ছোট ঘর থাকে। এক-একটি পরিবারের, থাকা, রান্না খাওয়া ওই একই ঘরে হয়। স্নানের ঘর ও পায়খানা এক ধারে থাকে সকলের জন্য। প্রতি ঘরের জন্য আলাদা কোন পৃথক ব্যবস্থা থাকে না)।

মারাঠীরা অভিনয়ে নিজেদেরকে দেখে এবং নিজেদের প্রতি হাসে। দেশপাণ্ডে, তাদেরকে কোন প্রকার তিক্ততাহীন নির্মল হাসার এই অবকাশ দিয়েছেন বলেই, তাঁর আজ এই জনপ্রিয়তা।

"বাটাটাচী চত্তল্" নাটকটি তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম "মী উপাস্ করতো" (আমি উপোস করছি)। চত্তলের এক বাসিন্দা, উপোস করছেন কোন বিশেষ কারণে। এই উপোস করার ঘটনা উপলক্ষ করে অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তাদের এক-একজন এসে উপবাসকারীকে, কি বলল, কত রকম উপদেশ দিল এবং সব শুনে উপবাসকারীর মনে কি হচ্ছিল, এই সব সুন্দরভাবে দেখিয়ে চত্তলের ওই সমাজের লোকেদের জীবনের একটি বিচিত্র ছবি তুলে ধরেছেন, দেশপাণ্ডে দর্শকদের সম্মুখে।

দ্বিতীয় অংশটির নাম "ভ্রমণ মণ্ডল"। চত্তলের বাসিন্দা, চারটি Typical চরিত্র ওদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনার জন্য একটি "ভ্রমণ মণ্ডল" স্থাপনা করল ছুটির সময় বাইরে ভ্রমণে যাবার আশায়। কাশ্মীর, দিল্লি, আগ্রা সব ভ্রমণের জল্পনা-কল্পনা বাতিল হয়ে, শেষকালে ঠিক হল পুণা যাবে বেড়াতে। বম্বের বাসস্থান চত্তল থেকে ঘোড়াগাড়ি করে, স্টেশন ট্রেনযাত্রা এবং পুণা পৌঁছান এই অংশের বিষয়বস্তু। পুণা ভ্রমণ আর হল না। পৌঁছেই পরের ট্রেনে ফিরে আসতে হল।

নাটকের সব বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় কথাবার্তা দেশপাণ্ডে একাই করেন। কোন প্রকার দৃশ্যসজ্জা নেই। খালি স্টেজে একটি পুরানো চেয়ার বা একটি বেঞ্চ রেখে দেশপাণ্ডে নানান চরিত্রের অভিনয় করে যান। বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যালাপ, কথাবার্তা এতই বিচিত্র যে, দর্শকদের সে সম্বন্ধে একটুও ভ্রান্তি উপলব্ধি হয় না। দেশপাণ্ডে একা অভিনয় করলেও, মনে হয় যেন মঞ্চোপরি বিভিন্ন লোকের অভিনয় দেখছি, কোন সম্পূর্ণ নাটকে যেমন হয়। এইখানেই সাহিত্যিক দেশপাণ্ডের অভিনয় কৃতিত্ব। অথচ সব কয়টি ভূমিকাই তিনি একই পোশাকে করে যাচ্ছেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত মারাঠীর দৈনন্দিন পোশাক। মহিলাদের অংশও এইভাবেই অভিনীত। দেশপাণ্ডের অভিনয়, বাক্যালাপ, অঙ্গভঙ্গি Mime সব কিছুর মধ্যে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে যে মনেই হয় না, তিনি একলা এইসব dialogue মুখস্থ বলছেন আর অভিনয় করছেন। খুবই দ্রুত ও গতিশীল এই অভিনয়ের টেম্পো।

নাটকের শেষ অংশের চরিত্রগুলির বাক্যালাপ সঙ্গীতের মাধ্যমে। এখানেও কতকগুলি চরিত্র দেখাচ্ছেন, এক যুবক যার কবিতা লেখার শখ, চত্তলের এক মেয়েকে উদ্দেশ্য করে যেমন কথায় তাল বুনছে এখানে বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যাংশে বিভিন্ন শ্রেণীর গান দেশপাণ্ডে গেয়েছেন, মারাঠী মঞ্চের ঐতিহ্য অনুযায়ী। কোথাও মারাঠী লোকসঙ্গীত লাবণী, পোয়াড়া, কোথাও ক্ল্যাসিক্যাল কোথাও আধুনিক। দেশপাণ্ডের গানের গলাও খুব ভাল, একাধারে তিনি লেখক, অভিনেতা, সুগায়ক। এমন যোগাযোগ সহজে ঘটে না।

নাটকটি শেষ করছেন দেশপাণ্ডে একটি Soliloquy-র মাধ্যমে। তিনি জানাচ্ছেন যে, এই বাটাটাচী চত্তল্‌কে একদিন ভেঙে দেওয়া হল, এর সব বাসিন্দারা ছিটকে চলে গেল নানান দিকে। সেখানে উঠল নতুন অট্টালিকা, বড় বড় ফ্ল্যাট সম্বলিত, প্রায় সব সমান রং। এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে চেনে না। খোঁজ রাখে না। 'কত্তু চত্তলে সে রকম ছিল না, [illegible] বিপদে [illegible] না। [illegible] এক ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাবার আগে, সব ঘরের গুরুজনদের প্রণাম করে যেত। এখনকার ওই ফ্ল্যাটবাড়ির ছেলেদের মত নাক উঁচু হত না বা তাদের অভিভাবকদের মত একে অন্যকে অবিশ্বাস করত না। দেশপাণ্ডের এই নাটকের সর্বত্র প্রচুর হাসির খোরাক থাকলেও, ওর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে Pathos, দুঃখ। চত্তলের বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা শুনে, ওদেরকে দেখে, হাসির সহিত করুণারও উদ্রেক হয়, দুঃখ লাগে চত্তলের জীবনকে। অত হাসার পরেও, নাটকটির শেষে মন বেদনা-ব্যথিত হয়ে ওঠে। চত্তলের ওই মারাঠীদের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

চত্তল-এর দৃশ্য

মারাঠী সাহিত্যে নাট্যকাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ৪২ বছর বয়স্ক শ্রীদেশপাণ্ডের অন্যান্য আরও কয়েকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, গোগলের "ইন্সপেক্টর জেনারেল"-এর মারাঠী সংস্করণ "আমালদার" নাটকটি। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যসংস্থা দ্বারা ২০০০ রজনীর অধিক অভিনয় হয়েছে এই নাটকটির। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর "তুঝা আহে তুঝা পাশি" নাটকের যার জন্য দেশপাণ্ডে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। মারাঠী সাহিত্য-সঙ্ঘ এই নাটকটি একাদিক্রমে ২০০তম রজনী অভিনয় করে। এ ছাড়া অন্যান্য নাট্যসংস্থার অভিনয় ধরা হলে ১০০০ অভিনয়ের বেশী হয়েছে এই নাটকটির। এ ছাড়া, ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেট-এর জীবনীর উপর লিখিত "সুন্দর মি হোনার" নাটকে দেশপাণ্ডে ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা অভিনয় করেন। সন্ত তুকারামের জীবনের এক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লিখিত দেশপাণ্ডের প্রথম নাটক সাফল্য অর্জন করেনি। "বাটাটাচী চত্তল" নাটকটি মহারাষ্ট্র সরকারের পুরস্কার লাভ করেছে।

ইংলণ্ডের "ইম্পিরিয়াল রিলেশন্স ট্রাস্টের" বৃত্তিলাভ করে কয়েক বছর আগে দেশপাণ্ডে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। গত বছর আমেরিকাও ঘুরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে। শ্রীদেশপাণ্ডে বছরে ৫।৬ মাস রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত জড়িত থাকলেও, বাকী ৬ মাস ছুটিতে কাটান সস্ত্রীক দেশ ভ্রমণ করে, পড়াশোনা লেখার কাজে। এ বছরের শেষে তিন মাস তিনি কলকাতাতে কাটাবেন বলে আমাকে জানান। তিনি কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সহিত, সাহিত্যিক, নাট্যকার অভিনেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে চান। দেশপাণ্ডের স্ত্রীও সুঅভিনেত্রী। তাঁর নতুন ও এই মহলে জনপ্রিয় নাটক "বাটাটাচী [illegible]" এর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং দেশপাণ্ডের [illegible] তিনি সব কিছু দেখেন।

* আলোচনা *

স্বপাক্ষরে

॥ ১ ॥

ননীয়েষু,

কবিতার যতি-মিল নিয়ে সন্তোষ-মার ঘোষ একটি চমৎকার আলোচনার ত্রপাত করেছিলেন। কৌতূহলী পাঠকরা রও একটু আশ করেছিলেন।

কবিতার ছন্দোবন্ধন স্বীকার করেছেন -সব কবি, ছন্দ-মিল নিয়ে তাঁদের বিব্রত তে হয়েছে অনেক সময়: নিয়ে আসতে য়েছে বিচিত্র শব্দ, নেহাত অপরিচিত ব্দকেও হঠাৎ কাজে লাগাতে হয়েছে আকস্ম রে। সন্তোষকুমার এমন কয়েকটি পভোগ্য উদাহরণ দিয়েছেন। ছন্দ নিয়ে নাসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটাও ছিল প না, চমকপ্রদ মিলে তাঁর এক্সপেরিমেন্ট ক্ষেত্র, সাফল্য উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু বিড়ম্বিত লের দু-একটা উদাহরণও চোখে পড়বে। vith কীর সঙ্গে 'হুইস্কি' হাত-ধরাধরি রে চলে গেছে 'শর্করা'-কে 'হবকর' নেছে আগ বাড়িয়ে shelter শেলটার-কে য়েছে লুফে। 'আট্টার উপর 'গাট্টা' পড়েছে ন্দর। এদিকে আবার 'আধুনিক'-এর জন্য এসেছে কোথাকার 'যাধুনিক' 'জগদম্বা'র ম্মানে 'কথন্ বা' 'কম বা' শেষ পর্যন্ত হুম্বা'। 'যথাপি' ফিলজফিও তেমন তরঙ্গ নয় তবু কবির হাতে প্রথম বিচয়ের খাতিরে ওরা একত্র মেলে গেছে। 'স্কিল'কে 'ইস্কিল'-এ নিয়ে না গেলে কবি ক করেন' আর 'খিল্লাখিল করকে সতার সঙ্গে 'হমবা দুরাবস্থার সহ-দ্ধন দেখলে কবির দুরবস্থা কিছুটা ন্দাজ হয় বটে।

আসল কথা আমাদের মিল-খোঁজা মন য় আরও মিল। আর মিল যে উদের গেই হবে কবিতা এই কথাটি মনে খেন। সে মিল নাই বা হলো প্রাচীন চাঙান রে' ও 'লাবণ রে'-র মতো দুরগম্ভীর কিংবা 'সুন্দরী ঝর্না' ও জ্যোৎস্নার মতো নিখুঁত কেতুশী। য়েছে হলুদ' আর 'মাথিরাছে ধুদ' হলে ত হরপার্বতী এমন কি একালের প্রগলভ র 'কি বলবো' হলেও ক্ষতি নেই। এই ল-খোঁজা নিয়ে বোঝার থেকে বেচারা বির নিষ্কৃতি কোথায়? যদি দেখা যায় য়,

> মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু
> ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
> আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো
> ছন্দটা নিরবাধুনিক
>
> (খাপছাড়া।২০)

বে 'আমার কবিতায় যদি আধুনিক' না লে কবির পলায়নের মাথায় পাল্লা দিতে। য়েছে মৌলচুড়ামণির মত কবিও কেমন মিল সন্ধান করে অবসন্ন। "নিমন্ত্রণ" নামক কবিতায় কোনও ব্যক্তিসম্প্রদায়-কে

> 'তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
> জুটুন কারাধ্যক্ষ'

বলে একটি জুৎসই 'শুভকামনা' তো জানানো গেল, কিন্তু তারপর?

> 'এর পরে আর মিল মেলে না
> ষ র ল ব হ ক্ষ।'

আমাদের সুষম মিলের কানো মাঝে মাঝে কবিদের এই সহাস্য পাশ-কাটানো কৌতুক হিসেবে চমৎকার। এতে ক্ষতিই বা কি? জয়দ্রথবধের দিন অর্জুন দ্রোণাচার্যকে পরাজিত না করে সবেগে এবং সহাস্যে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন তাতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যসাধনের বিঘ্ন ঘটেনি।

নমস্কার জানবেন।

অমিয় বসু

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

সুনীলবাবু একটি আলোচনায় তাঁর একটি বহুকালের শখএর কথা জানিয়েছেন। শখটি হল : 'প্রতিম' শব্দটির স্ত্রীলিংগ হিসেবে 'প্রতিমা' ব্যবহার করা তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন "ছায়াপ্রতিমা বান্ধবী।" 'প্রতিম' শব্দটিকে আমরা গুণগত অর্থে ব্যবহার করি। 'পিতৃপ্রতিম' 'বন্ধুপ্রতিম' প্রভৃতি শব্দে পিতা অথবা বন্ধুর কথা নিয়ে ভাবি না। 'প্রতিমা' শব্দটি কেবলই কাহার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। শব্দটি স্ত্রীলিংগ বটে, কিন্তু আমরা 'দুর্গা প্রতিমা' যেমন বলি "কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমা" ও তেমনি অবাধে বলি। আবার কখনো-সখনো 'প্রতিমা' শব্দটি রূপেরও প্রতীক হয়, যথা "সাক্ষাৎ প্রতিমা।" অতএব সুনীলবাবুর 'বান্ধবী' যেহেতু কায়াময়ী তার পক্ষে শারীরিক কারণেই সম্ভবত ছায়ার প্রতিমা হওয়া কঠিন। অবশ্যই কবিতাতে সবই চলে। চলে, কিন্তু ভাষার পরীক্ষা হিসেবে সম্মানিত হয় না।

সুনীলবাবুকে আরো জানাই সবিনয়ে যে, লেগ পুলের বাংলা "ল্যাং মারা" নয় এবং 'জ্যোৎস্না'র বদলে রাধার লজ্জা হবে না। হবে না; কারণ ভাষা যত পরিণত হয় শব্দের সংকোচক শক্তিও বাড়ে। একটি মাত্র শব্দের সিন্দুকে বিস্তৃত অর্থের রত্নাবলীকে যত বেশী রাখতে পারা যায় ভাষা ততই পরিণত হয়।

হারান কর

সিটি রোড, টিটাগড়।

গুপ্তিপাড়ার মন্দির

মহাশয়,

গত ৬ই বৈশাখ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "গুপ্তিপাড়ার মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু নিবেদন আছে।

(১) প্রবন্ধের ১০ম অনুচ্ছেদে (পৃ, ১১১২) গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তথ্য-সম্মত নহে। গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম সত্যানন্দ সরস্বতী। মঠের বিভিন্ন মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্রে ও জনশ্রুতিতে ইনি সত্যদেব সরস্বতী নামে উল্লিখিত হন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে রচিত অভিরাম দাসের "পাটপর্যটন" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ১১০) হইতে জানা

উপেন্দ্রকিশোর জন্ম-শতবার্ষিক গ্রন্থ

উপেন্দ্রকিশোর

সুন্দর আর্ট পেপারে মাত্র এক হাজার কপি শতবার্ষিক উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন স্বনামধন্যা লেখিকা : লীলা মজুমদার। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ও চিত্রে অলংকৃত করেছেন : সত্যজিৎ রায়।

দাম : ৩·৫০

উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে অন্য একটি বই : **ছেলেবেলার দিনগুলি**

উপেন্দ্রকিশোরের অন্তরঙ্গ স্মৃতিচিত্র : লিখেছেন তাঁর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

দাম : ৩.০০

নিউস্ক্রিপ্ট এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

যায়, ইনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধের ১১শ অনুচ্ছেদে তাঁহাকে যে দাক্ষিণ ভারতীয় ও অগ্রজনার্থ শান্তিপুরে আগত বলা হইয়াছে তাহাও তথ্যসম্মত নহে।

(২) প্রবন্ধের ১০ম অনুচ্ছেদে মঠের প্রতিষ্ঠা ৪০০ বৎসর পূর্বে এবং ১২শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১২) সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। "পাটপর্যটন" পাঠে বোঝা যায়—এই গ্রন্থ রচনাকালে সত্যানন্দ জীবিত ছিলেন। সুতরাং মঠটি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হওয়া অসম্ভব। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আবিষ্কৃত একখানি পুঁথি হইতে জানা যায়—পুঁথির রচনাকালে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মঠের ২য় দণ্ডী সেবায়েত গোমুখানন্দ সরস্বতী জীবিত ছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে গোমুখানন্দের গুরু সত্যানন্দ গুপ্তিপাড়া আগমনকালে যুবক ছিলেন এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোকগত হন। সত্যানন্দ ৩০ বৎসর বয়সে মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিলে ও তাঁহার মঠাধিকারকাল ৬০ বৎসর ধরিলে গুপ্তিপাড়া মঠ আঃ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জোড়বাংলা মন্দির আঃ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। তখন সম্রাট শাহজাহানের (খৃঃ ১৬২৭-৫৮) রাজত্বকাল, আকবর শাহের নহে।

(৩) ঐ অনুচ্ছেদে মঠ প্রতিষ্ঠাকালে অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়া শান্তিপুরের সংলগ্ন ছিল বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও তথ্যসিদ্ধ নহে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যের—"বাহ বাহ বল্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া। বামভাগে শান্তিপুর, ডাহিনে গুপ্তিপাড়া"—এই পয়ার হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়া শান্তিপুরের বিপরীত ও গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।

(৪) ঐ অনুচ্ছেদে "গুপ্ত বৃন্দাবন পল্লী" হইতে "গুপ্তিপাড়া" নামের উদ্ভব বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও ভ্রমাত্মক; কারণ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ১০০ বৎসর পূর্বে "গুপ্তিপাড়া" নাম যে প্রচলিত ছিল "চণ্ডীমঙ্গলের" উদ্ধৃত পয়ারই তাহার প্রমাণ।

(৫) প্রবন্ধের ১২শ অনুচ্ছেদে সত্যানন্দের বিত্তপ্রাপ্তি ও বিশ্বেশ্বর রায় কর্তৃক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পর্কে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও তথ্যনির্ভর নহে। বৃন্দাবনচন্দ্রের অধিকাংশ জমিদারি বর্ধমান-রাজ কর্তৃক প্রদত্ত। বিশ্বেশ্বর রায়ের অর্থে জোড়বাংলা মন্দিরটি নির্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ রায়পুর পরগনার ভূস্বামী গুপ্তিপাড়া-নিবাসী রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তিনি সত্যানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। সত্যানন্দের দেহত্যাগের পর সেবায়েত গোমুখানন্দকে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য বিগ্রহসঙ্গে ধনীগৃহে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইয়াছিল। সত্যানন্দের বিত্তপ্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইত না।

(৬) ঐ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) মোহন্ত জ্ঞানানন্দ ১৯০১ সালে গদিচ্যুত হন ও ১৯৪৬ সালে মঠের অভিভাবকত্ব মোহন্তের হাতে অর্পিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানানন্দ ১৯০০ সালে অপসারিত হন ও মঠের কর্তৃত্ব জেলা জজ নিযুক্ত ম্যানেজারের উপর অর্পিত হয়। ১৯৫২ সালে রেবতী চ্যাটার্জী স্কীমে দেবোত্তর প্রতিনিধিত্বে মোহন্তের একমাত্র অধিকার স্বীকৃত হয়। এই স্কীমে জেলা জজের তত্ত্বাবধানে জমিদারি পরিচালনার ভার রিসিভার ম্যানেজারের উপর এবং সেবাসেবা, মেলা, পর্বাদি পরিচালনার ভার মোহন্তের উপর অর্পিত হয়। ১৯৬০ সালে জেলা জজের আদেশে ও মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদনে বর্তমান মোহন্ত শ্রীপাদ যোগেন্দ্রানন্দ আশ্রম মঠের ম্যানেজার-রিসিভার নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই মঠের অভিভাবকত্ব পূর্ণভাবে মোহন্তের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(৭) প্রবন্ধের ১৩শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) মোহন্তদের যে পর্যায় দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক। সত্যানন্দের পর মঠের মোহন্ত হন যথাক্রমে গোমুখানন্দ চন্দ্রচূড় (?), বিশ্বেশ্বর, রামানন্দ আশ্রম, পরমানন্দ, সোমানন্দ, পূর্ণবোধানন্দ, পীতাম্বরানন্দ, ধ্রুবানন্দ (১ম), আত্মানন্দ, মাধবানন্দ, আত্মানন্দ (২য় বার), মধুসূদনানন্দ, ধ্রুবানন্দ (২য়) বীরভদ্রানন্দ, কেশবানন্দ, সদানন্দ কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ, মহানন্দ, কৃষ্ণানন্দ (২য় বার), পদ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, জগদানন্দ জ্ঞানানন্দ, জগদানন্দ (২য় বার), খগেন্দ্রানন্দ, শ্রীপাদ যোগেন্দ্রানন্দ আশ্রম।

(৮) ঐ অনুচ্ছেদে দণ্ডী মধুসূদনানন্দকে বৃন্দাবনচন্দ্রের বড় মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা মেলার প্রবর্তক বলা হইয়াছে। ইহা ভ্রমাত্মক। বৃন্দাবনচন্দ্রের বড় মন্দিরটি দণ্ডী বীরভদ্রানন্দের মঠাধিকারকালে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী গঙ্গানারায়ণ সরকারের অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দণ্ডী পীতাম্বরানন্দের মঠাধিকারকালে আঃ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। পীতাম্বরানন্দই জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা মেলার প্রবর্তন করেন। তিনিই ১৩ চূড়া রথ নির্মাণ করান।

(৯) প্রবন্ধের ১৪শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) [illegible]

হিমালয় বাংলা সাহিত্যে মুখর, কিন্তু চাম্বা উপত্যকার অনুপম নৈসর্গিক শোভা, গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পসম্ভারের কোনো চিহ্ন পড়েনি আজও................

এই সব নিয়ে অপরূপা হয়ে বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম আবির্ভাব......

অপরূপা চাম্বা

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

আর্ট পেপারে ছাপা চৌদ্দখানা সুন্দর ছবি ও চার রঙের মনোরম মলাট। দাম ছয় টাকা মাত্র

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক : ইস্টার্ন এজেন্সী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় কর্তৃক নির্মিত হয় বলা হইয়াছে। ইহাও ভ্রমাত্মক। রামসীতার মন্দির পীতাম্বরানন্দের আমলে শেওড়াফুলী-রাজ মনোহর রায় (মৃত্যু খৃঃ ১৭৪৩) কর্তৃক নির্মিত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য—এইসকল ত্রুটি সত্ত্বেও প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়ার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসোন্মুখ এই নিদর্শনের প্রতি যে সহৃদয় দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য তিনি সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অকুণ্ঠ ধন্যবাদভাজন। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য
এম এ সাহিত্যরত্ন
পোঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী

উপেন্দ্রকিশোর

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' ১৩৭০ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর উপেন্দ্রকিশোর প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধ ভালো লাগলো। বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের অবদান যে কতো বেশী ও কতো গভীর তা অনুভব করা আজকের দিনে খুব কঠিন নয়। আজকের শিশুদের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা কিংবা পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক থেকে আহরণ করে শিক্ষা লাভ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অসঙ্গত আকর্ষণের আধিক্য, বড়োদের ধৈর্য সময় ও লক্ষ্যের অভাব আর বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা'র অসহনীয় অবহেলা আজকের শিশুদের এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলেছে। এখন শিশু-সাহিত্যের নামে চলে অভিভাবণের ফুলঝুরি কিংবা চুটকিরা (আলী-সাহেবের ভাষায়) যা শিশুমনের পক্ষে একান্তই অনুপযোগী। তার ফলে আজকের সমাজে ছোটরা কথা ফোটবার পর থেকেই পাকা হয়ে ওঠে, সত্যিকার জানবার বা শেখবার স্বাভাবিক বৃত্তিটি তার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধদেববাবুর বাল্যকালের কথা ছেড়ে দিলুম, আমাদের ছোটবেলাতেও আমরা যা পেয়েছি বা দেখেছি তার কথা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়।

সেই স্নিগ্ধ বন ও শৈশবের মাঝে যায় যায় যাঁদের কথা মনে হলে মনে উৎসাহের সঞ্চার হয় তাঁরা হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আমাদের ছেলেবেলায় 'সন্দেশ' 'শিশু' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছলো কিন্তু বাড়ির পুরানো বাঁধানো সংখ্যাগুলো পড়ে থেকে অনেক বাকি রেখেছিলুম বোধ হয়। শ্রদ্ধেয় বসুমশাই ঠিকই বলেছেন : এদের লেখা একাধারে [illegible] কারুকারী ও শিশুদের [illegible]। আজকের [illegible]

[illegible]

আশ্চর্য লাগে। আজ অবধি এমন আর একটি বর্ণপরিচয়ের বই চোখে পড়ে নি যা 'হাসিখুশির' চেয়ে চিত্তাকর্ষক কিংবা আনন্দদায়ক। হারাধনের সেই দশটি ছেলের কথা কি কখনও ভুলবো?

উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর সম্পাদিত যে-কোন বই দেখলেই বোঝা যায়। 'মহাভারত' সম্পাদনে তাঁর মুন্সিআনার কথা ভাবলে সত্যিই রোমাঞ্চ লাগে। অথচ আজকের শিশুদের ক'জন তাঁর সম্পাদিত রামায়ণ ও মহাভারত পড়বার সুযোগ পায়? সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদিতে আজকের শিশুদের কৌতূহল যে কী ভয়ানক কম ও জানবার আগ্রহের যে কী ভীষণ অভাব তা না-দেখলে বোঝা যায় না। প্রায় সব ক'টি ছোটদের পত্রিকা পড়াতে গিয়ে হতাশ হয়েছি : তথ্য-সমৃদ্ধ বা চিত্তাকর্ষক লেখার কি অবিশ্বাস্য অভাব! সাধারণ জ্ঞানের বই কিনে দিয়ে বেকুব বনে গেছি—তথ্যের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ ও বাসী খবরের আধিক্য আর অযত্নে সাজানো কথার দিশাহারা হ'তে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের কথা তো ধরাই যায় না। এতো অবহেলা, এতো অপাঠ্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আকর্ষণ, এতো অসংবেদনশীল পরিবেশে আমাদের শিশুদের কি করে মানুষ করবো?

উপেন্দ্রকিশোরের বা যোগীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা শিশুদের বোঝেন, বুঝতে চান বা বোঝাতে পারেন তাঁরা একটু সজাগ হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। বিনীত

অশোককুমার দাস
কলকাতা

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র

সবিনয় নিবেদন,

লণ্ডন ওয়াই এম সি এ হোস্টেলের লাউঞ্জে হঠাৎ পাওয়া ৪ঠা মের দেশ পত্রিকাতে শ্রীমহিমকুমার গুপ্তের 'লণ্ডনের চিঠি' পড়ে খুবই অবাক হয়ে গেলুম। ভারতীয় ছাত্র (বিশেষ করে বাঙালীর) সম্বন্ধে ও এদেশের মেয়েদের সম্পর্কে ওঁর এরূপ ধারণা যে কেন তা বুঝতে পারলুম না। বিশেষ করে "লণ্ডনের চিঠি" শিরোনামায় এ ধরনের বিকৃত কাল্পনিক কাহিনী লেখার কি উদ্দেশ্য সেটা আমার এদেশের অভিজ্ঞতা দিয়েও উপলব্ধি করতে অক্ষম হলুম। "লণ্ডনের চিঠি" নাম দিয়ে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াকে আমি এখানকার বাঙালী ছাত্রসমাজকে অপমান করা মনে করি। মিঃ গুপ্তের রচনা পড়ে মনে হয় যে, লণ্ডনের ছাত্রসমাজে "বিলাসের" মতন বাঙালী ছাত্রসংখ্যা ও "সোনিয়া"র মতন ইংরেজ মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। জানিনা উনি কতদিন লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাটিয়েছেন বা নিজে কতদিন ছাত্র হিসাবে লণ্ডনে ছিলেন, কিন্তু বাঙালী ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসে আমি যা দেখেছি ও বুঝেছি তাতে এদেশের সাধারণ বাঙালী ছাত্রদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা না করার কোন কারণ খুঁজে পাই না। কি অসুবিধা ও কি কষ্টের ওপর দিয়ে সাধারণ বাঙালী ছেলেরা এদেশে জীবন কাটায় তা আমি নিজে বুঝেছি, দেখেছি ও এখনও দেখছি। মিঃ গুপ্তের রচনা যে আমাদের দেশের আত্মীয়স্বজনের মনের মধ্যে লণ্ডনবাসী বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা জাগাতে সক্ষম হবে, সেটা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

নমস্কারান্তে
বিধানচন্দ্র ঘোষ
লণ্ডন

পেটের পীড়ায়
"এণ্টারুণ" একটি বিজ্ঞানসম্মত ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকাশয়িক দোষ, অম্ল, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, তরল দাস্ত, পেট বেদনা, শিশুদের রিকেটস প্রভৃতি দ্রুত আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। মাশুল পৃথক।

হার্ণিয়া (অন্ত্র বৃদ্ধি)
বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা অণ্ডবৃদ্ধি ও কোষবৃদ্ধি স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগের বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া নিয়মাবলী লউন।

হিন্দ রিসার্চ হোম
৮৩ নীলরতন মুখার্জী রোড, শিবপুর
হাওড়া। ফোন : ৬৭-২১৫৫

নগদ ও কিস্তিতে

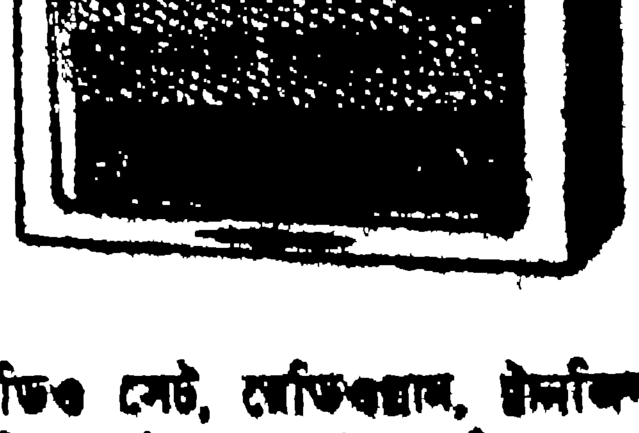

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও সেলার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যাণ্ড ফটো স্টোর্স
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন: ২৩-৩৫১৩, কলিকাতা-১৩

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

শিশুসাহিত্য

ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি হালের বই আমার হাতে এসেছিল। ভাল করে দেখব, তেমন সুযোগ ছিল না, মনও বোধ হয় নয়। যাদের বই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেড়ে নিল। কথাটা মনে পড়ল দুটো কারণে, প্রথমত, আমি ছোটদের বই সম্পর্কে এ যাবৎ একটি কথাও লিখি নি; দ্বিতীয়ত কিছু যদি লিখতে হয় তবে এখন, যখন কি না উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবার্ষিক উৎসব আমরা পালন করছি।

অনেক জিনিস আছে যা মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই পায়, অজস্র পায়, কিন্তু পাওয়া জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারে না, বলতেও পারে না। যেমন বলি আমার যখন ইজের পরে খালি পায়ে রেল কোম্পানীর মাঠে আম কুড়োতে যাবার বয়স তখন কি সেই মন ছিল যাতে বলতে পারব সুখলতা রাও-এর 'আরও গল্প' কেন বার বার পড়তাম' পারব না বলতে, কেন অত বার করে 'রাক্ষস খোক্কস' পড়েছি। ঠিক ওই রকম অবস্থা হবে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কি আছে ওই চারটি সুমিষ্ট পদে—

"বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল চলে কুল কুল।" ..

আমার পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয়, উপেন্দ্রকিশোর আমাদের ছেলেবেলায় কোন্ জিনিসটি দিয়েছিলেন। তবে এই বয়সে, বাড়িতে ছোটদের হাতে ওই একই বই তুলে দিয়ে যখন বলেছি, "বল তো কেমন লাগে?" তারা ছোট ছোট মুখ চোখ তুলে বলে 'খুব সুন্দর।'

ছোটরা যেমন করে মায়ের আদর কেড়ে খায়, বাবা-কাকার স্নেহ, তেমন করেই তারা মনের খোরাক পেলে আঁজলা ভরে তুলে নেয়। ঠিক কি নেয় সে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কেননা, অত বোঝার বয়েস তাদের হয় নি।

উপেন্দ্রকিশোরকে আমি সেইভাবে ভাবতে ভালবাসি, একপাল ছোট টুকটুকে বাচ্চা এই মানুষটিকে চারপাশে ঘিরে বসে আছে, আর উনি দাওয়ায় বসে গুন গুন করে পড়ছেন:

'মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।'

এই যে তমসা, মধুময় ছায়া, পাখির গান, ফুল ফোটা, কুল কুল জল বয়ে যাওয়া—এ সব নিয়েই উপেন্দ্রকিশোর বাংলা শিশু-সাহিত্যে মুনির মতন বসে আছেন। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা তাঁদের এই বাল্মীকির তপোবনে অসংকোচ পায়ে ঢুকে পড়েছে—যেমন ভাবে আমরা ঢুকেছিলাম।

আমরা 'নিজেরা' শিশুদের যা ভাবি, যেমনই ভাবি না কেন—শিশুদের কল্পনার সীমা স্বর্গমর্ত্যকে হার মানায়; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—সবচেয়ে গম্ভীর কল্পনা থেকে সবচেয়ে অদ্ভুত কল্পনা দু' প্রান্তেই সমান অক্লেশে এদের মন ছুটতে পারে। দুটি উদাহরণ দেব: একটি আট বছরের ছোট্ট মেয়ে আমায় একবার বলেছিল, রোদ্দুর দিয়ে ভগবান

উপেন্দ্রকিশোর

ছাতে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন সে দেখেছে। আর-একটি উদাহরণ ধারণাতীত কৌতুককর, অন্য-একটি ছোট্ট মেয়ে আমায় বলেছিল, তার একটা আঠার শিশি দরকার। আঠা পেলে সে তার বাবার মাথার পাশে নিজের মাথাটা এঁটে নেবে। কেন—কেন—, আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম কেন খুকু? খুকু বলেছিল, তা হলে বাবার সঙ্গে সারা-দিন সে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কি মজাটাই হবে তবে!

ছোটদের এমন মন—যার তল পাওয়া ভার—যার কোথায় কি বিচিত্র কুসুম ফুটে আছে আমাদের অজ্ঞাত, উপেন্দ্রকিশোর তাঁর মনের আশ্চর্য গন্ধে সেই কুসুমগুলি চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছেই সব পাওয়া যায়—বিস্ময়, কৌতূহল, চোখ ভরে দেখার মতন দৃশ্য, গানের সুর, শব্দের ঝঙ্কার, রঙ, লালিত্য এবং আরও না কত কি! শিশুর মন যা যা চায়, চাইতে পারে—তাঁর পুঁজিতে সবই বুঝি জমা ছিল। দিয়েছেনও তাই—তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষ করে।

বাংলা সাহিত্যের খুব বড়, রকম সৌভাগ্য যে, উপেন্দ্রকিশোর শিশুসাহিত্যের সিংহ-দরজাটা নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন—আর তারপর একে একে সেই দরজা দিয়ে রথী-মহারথীরা সভাস্থলে এসে বসতে পেরেছেন।

ছোটদের আত্মীয় হয়ে অমন করে লিখতে আর ক'জনই বা পারলেন! হাতের কাছে রয়েছে 'টুনটুনির বই'। পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল এই অংশটা—"পীন্—পীন্—পীন্—পীন্ করে মতরাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই-বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্—পীন্—পীন্—পীন ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল।" মশার এমন চেহারা ছোটরাই তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারে, আর সূর্য ঢেকে ফেলা আকাশ ছাওয়া মশককুলের এই যুদ্ধযাত্রা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকেও হার মানায়। শুধু কি কৌতুক, কল্পনার এমন অক্লেশ বিচরণ-সৌন্দর্য আর কে বুঝবে শিশু ছাড়া! একমাত্র শিশুদের জন্যেই নাককাটা রাজার জন্যে তিনি 'ডাক্তার' হাজির করেছিলেন, বদ্যি নয়। বদ্যিতে রসের পাক গাঢ় হত না যা ডাক্তারে হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোর-এর শতবার্ষিকীতে তাই মনে পড়ছে এ-কালের শিশুসাহিত্য। সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও না। (রবীন্দ্র-নাথের উল্লেখ আমি বাদ রেখে যাচ্ছি।) সেকালে বহু রথী মিলে শিশুসাহিত্যের যে স্বর্গ জয় করছিলেন এখন আমরা তার এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়েছি প্রায়। দক্ষিণারঞ্জনএর তুলনা কোথায়? কোথায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আর-একজন প্রতিদ্বন্দ্বী? অবনীন্দ্রনাথের 'রাজ কাহিনী'র সেই পরম আশ্চর্য ভাষা আর তো দেখি না! ". পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনায় ঝর্ঝর, আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেইসকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মত কাল, বাঘের মত জোয়ানো, সিংহের মতন তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতন সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরল প্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করছেন।" কোথায় এ যাদু কোথায় গেল?

১৩০৯ সালে 'রাক্ষস খোক্কস'-এর ভূমিকা লিখতে বসে লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: "ছেলেরা গল্প ভালবাসে, কিন্তু গল্প শুনাইতে মুরুব্বি আর মেলে না।" ষাট বছর পরে, এই ১৩৭০ সালেও কথাটা সত্য হয়ে থাকল। সংশোধন অথবা পরিমার্জন হিসাবে শুধু এটুকু বলা যায়, "আজকাল [illegible]

শিশু হন না। বড়োরাও যদি মনে শিশু হইতে না পারেন তবে ছেলেদের গল্প জমে না।"

পরিশেষে একটা কথা নিবেদন করব, হালফিল বাংলা শিশুসাহিত্যে ছবির দিকটাও তেমন জোরালো নয়। উপেন্দ্রকিশোর-এর সেই টুনটুনির পা তুলে লাথি মারার ছবিটা ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন সুখলতা রাও-এর 'আরও গল্পের' সেই প্রচ্ছদ, মনে করুন 'রাক্কস খোক্কস' বইয়ের মলাটের ছবি—এই রকম আরও সব পুরোনো অলংকারের কথা—মনে হবে এ-কালের শিশুসাহিত্য থেকে শুধু কল্পনার অলংকার বাদ পড়ে নি, শোভার অলংকারও বাদ পড়েছে।

এত সত্ত্বেও আমরা আশা রাখব, আশা করব বাংলা শিশুসাহিত্য যেন আবার তার পুরোনো গৌরব ফিরে পায়।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সংগীত : দুটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা এবং সংগীত-রচনাকে বুঝতে গেলে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীতকে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সংগীতের সাধারণ ইতিহাসও জানা দরকার। গ্রন্থকার বিশেষ তৎপরতার সংগে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টির বিবিধ তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোচনা করেছেন। সংগীতরচনার আদি-পর্বে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে রবীন্দ্রসংগীতের যে বিকাশ ঘটেছিল তার বিবরণটি মনোজ্ঞ। অতঃপর রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির প্রভাব সম্বন্ধে যথোপযুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। তবে ধ্রুপদ বা খেয়ালের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে লেখক যে মতের ওপর নির্ভর করেছেন তার যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান এবং তা অভ্রান্তও নয়। ধ্রুপদের ঐতিহ্য সংগীতরত্নাকরে বর্ণিত "ধ্রুব" নামক গীতির মধ্যে বর্তমান। ধ্রুপদ প্রবন্ধ সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানেও প্রবন্ধসংগীত লুপ্ত হয়নি। আমাদের কাব্য-সংগীতও আসলে প্রবন্ধসংগীত। গ্রন্থকার বাংলার কীর্তন, বাউল প্রভৃতি ধারার সংগে রবীন্দ্রসংগীতের সম্বন্ধ নিপুণতার সংগে নির্ণয় করেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই বহু উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলি যাতে সুবোধ্য হয় সেদিকে যত্ন নেওয়াই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সংগীত, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, মন্ত্রাদিতে সুরারোপ প্রভৃতি বিষয়গুলি যোগ্যতার সংগে আলোচিত হয়েছে। অনুশীলনকারীর সুবিধার জন্য সরল ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের সারাংশ এবং সংস্কৃত মন্ত্রাদির অনুবাদও সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রধানত শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য রচিত হলেও সাধারণভাবে সংগীতজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কাছে আদরণীয় হবে। গ্রন্থকারের স্বল্পভাষিত, সরল এবং বাহুল্যবর্জিত প্রয়োজনীয় আলোচনার আদর্শটি বিশেষ প্রশংসনীয়।

১১৪।৬৩

রবীন্দ্রসংগীতের নানা দিক — বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয় ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

গ্রন্থের লেখক-লেখিকা দুজনেই রবীন্দ্র-পরিবেশে বর্ধিত হয়েছেন। লেখিকা রবীন্দ্র-সংগীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্না। গ্রন্থে সাতটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধ-গুলিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুভব উপভোগ, রূপকল্প প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে রুচির প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলা গান—এই দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীত তথা বাংলার সংগীত সম্বন্ধে লেখক-লেখিকার মূল্যবান এবং মুক্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসংগীত এবং বর্তমান বাংলার প্রচলিত আধুনিকসংগীত সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং সংগীত সম্পর্কে শিল্পী বা শ্রোতার সাধারণ মনোভাব নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলার সংগীত-সমাজে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন চিন্তাধারা রুচিগঠন এবং সংগীতের স্বাভাবিক বিকাশে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করবে তার প্রয়োজনীয় আলোচনাদ্বারা এই গ্রন্থ আমাদের সংগীতসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৪।৬৩

সংগীতের তাল ও ছন্দ

ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ—শ্রীসুবোধ নন্দী। ১৬।১এ মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলকাতা-৪। চার টাকা।

গ্রন্থের আদিতে গ্রন্থকার ভারতীয় সংগীতসাহিত্যে তাল সম্পর্কীয় ধারণার উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ করেছেন। যে-সব ক্রিয়া বর্তমানে উত্তর-ভারতে প্রযুক্ত হয় না বা যেগুলির প্রয়োগ বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে লিখিত বিষয় থেকে বোঝা খুবই কঠিন। প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আমরা একটি অতি সাধারণ ধারণা করতে পারি মাত্র। গ্রন্থকার মার্গ এবং দেশী তালের উল্লেখ সহযোগে নিজে যেরকম ধারণা করেছেন সেইটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বযুগের মাত্রা গণনা অর্থাৎ লঘু গুরু ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের ছিল। পরে তাকে ছোট করে ভেঙে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান 'ফাঁক'-এর নির্দেশ কীভাবে এসেছে তাও অনুমান করা শক্ত। ভারতীয় সংগীতে তালের এই যে বিবর্তন এটি একটি বিরাট গবেষণার বিষয় এবং এ সম্বন্ধে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার

বহুজনপ্রশংসিত পরম রমণীয় একখানি উপন্যাস

চিত্তরঞ্জন মাইতির

ভোরের রাগিণী

(দ্বিতীয় মুদ্রণ) মূল্য : ৪্

প্রেমের যে স্রোতধারা কার্শিয়াং-এর মনোজ্ঞ শৈলভূমিতে একদিন সহসা জন্ম নিয়েছিল, নানা জনপদ অতিক্রম করে অবশেষে সে এসে পড়ল আকাঙ্ক্ষিত এক সমুদ্র সঙ্গমে।

পরিবেশক : বরেন্দ্র প্রকাশনী, এ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট : কলিঃ—১২

(সি ১৫১২)

এইরকম চেষ্টা করেন নি। তিনি সংগীত শিক্ষার্থীদের ধারণার জন্য প্রাচীন এবং বর্তমান তালগুলির একটি বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ সহজবোধ্য এবং সুগম। এ ছাড়া কীর্তনের তাল, কর্ণাটক ঠেকা, মণিপুরী ঠেকা সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিবৃত করা হয়েছে। সংগীতের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সংযোগ সম্বন্ধেও একটি প্রয়োজনীয় আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার নিজে বিবিধ তালবাদ্যে অভিজ্ঞ এবং শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাও তাঁর যথেষ্ট আছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে-সব উপাদান গ্রন্থে যোজনা করেছেন তাতে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ৫০১।৬২

ছোট গল্প

কেউ তত লাজুক নয়—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বর্তিক, ১।৩২ এর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬। দাম—৪.০০ টাকা।

ছোট গল্প রচনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কতখানি সিদ্ধহস্ত তার পরিচয় বাংলা দেশের পাঠকরা বহুকাল আগেই পেয়েছেন। এমনকি তাঁর রচনাভঙ্গি এবং লেখার বৈশিষ্ট্য কি, আজ আর কারো কাছে তা অজানা নেই। বোধ হয় এখন বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ এমনি একজন যাঁর রচনা হাতে এলে পাঠক তাকে না-পড়ে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

'কেউ তত লাজুক নয়' বিভূতিভূষণের অধুনা প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। লেখকের চিরপরিচিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য এ গল্পগুলোর মধ্যে বর্তমান। সুতরাং পাঠকেরা আর একবার কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। তবু বলা প্রয়োজন, এখানে এমন দু-একটি গল্প আছে যাতে লেখক কিছু নতুন-এর আস্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলা যায় এ কাহিনীগুলো রচনার মূলে তাঁর কিছু কল্যাণময় উদ্দেশ্য ছিলো। যথা—ধর্মান্তর, নাম করা নভেল, মেয়ের গরব মেয়ের আশা। এগুলোকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী হয়তো যথার্থ গল্প বলা যাবে না, কিন্তু ভিন্নতর কোনো আবেদনে যদি এ গল্পগুলো পাঠকের মনকে ভাবিত করে, তবে বুঝতে হবে, এ-রচনাও সার্থক হয়েছে। ৯৭।৬৩

বড় গল্প

সোনা রূপোর কাঠি। কবিতা সিংহ। সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯। দু' টাকা।

সোনা রূপোর কাঠি, সম্ভবত কবিতা সিংহের প্রথম বই। উপন্যাস নয়, একটি বড় গল্প, পুরো একশো পৃষ্ঠার পরিসরে লেখিকা প্রায় রুদ্ধশ্বাস একটি গল্প বলে গেছেন; নির্মম কত ঘটনা, কোথাও এতটুকু 'রিলিফ' নেই। গল্পটি ঘুরেছে তপতীকে কেন্দ্র ক'রে; তপতী, একজন সেবিকা (নার্স), তার কর্মজীবনে যে-সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, মোটামুটি তারই বিবরণ। সেবিকা-জীবন বড় ভয়ংকর জীবন, তার চতুর্দিকে ক্লেদ ও বঞ্চনা, মাঝে-মাঝে মনে হয়, সেবিকাদের মহৎ জীবনে (বইয়ের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাটিংগেলের উল্লেখ আছে) পুরস্কার আসে বঞ্চনার রূপ ধরে, ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া সে-জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম : বাবার মৃত্যুর পর তপতী এসে ওঠে তার মেজদি সুরমার বাড়িতে, কলকাতায়। সুরমার স্বামী রাধাবিলাস লোকটি ভালো, উড়নচণ্ডে, ছন্নছাড়া। অকস্মাৎ বিপর্যয়ে সুরমাকে হ'তে হয় বাজোরিয়া নামক একজনের রক্ষিতা। তপতী বাঁচে নীলিমা নামক একজন সেবিকার কাছে আশ্রয় নিয়ে। তারপর বাধ্য হয়ে তপতীও ঐ জীবিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী তপতীর অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। একের পর এক চরিত্র এসে [illegible] জন তার [illegible] (শেঠ-ভূমি হাসপাতাল) — হরিপদ কম্পাউণ্ডার, পিকুদের আসল মা, সুপ্রভা, অন্যান্য সেবিকাগণ এবং ডাক্তার দিবাকর সেন, সর্বোপরি নীলিমা। গল্পটির সর্বাঙ্গে যেন ওষুধ-ওষুধ গন্ধ ছড়ানো।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর বহুবিধ গুণ সত্ত্বেও কবিতা সিংহ গল্পটি এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে মনে হ'তে পারে, এটি একটি উঁচু পর্দায় বাঁধা কাহিনী, ইচ্ছাকৃত। মনে হ'তে পারে সেবিকারা দেহদানের ব্যাপারে প্রায়ই নির্বাচন বা অপেক্ষা মানে না। তপতী ও অন্যান্যদের উল্লেখ না করলেও চূড়ান্ত উদাহরণ নীলিমা : উপর্যুপরি চারবার যে ভ্রূণ-হত্যার সম্মুখীন হয়। ঘটনাগুলি যেন হঠাৎ এসে পড়ে, পাঠককে বারংবার অপ্রস্তুত হ'তে হয়।

জীবনে (যে-কোনো অভিজ্ঞতার জীবন) বোধ হয়, এতখানি আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা নেই; তা কিছুটা মন্থর এবং একই কারণে ক্লান্তিকর। আসলে এই প্রখর সম্ভাবনাময় কাহিনীকে আরও মূল্যবান ক'রে তুলতে হ'লে যে-সুবৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন, মাত্র একশোটি পৃষ্ঠা তা মেটাতে পারেনি। তবু বলি, মহিলা লেখিকার পক্ষে এই সাহস এবং প্রয়াস শতবার প্রশংসার্হ।

জলভরা মেঘ—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবা প্রকাশনী, ৬৫।৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

এই নাতিদীর্ঘ কাহিনীতে সিনেমার নাম-করা অভিনেতাও অভিনেত্রীর প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত। উপাখ্যানটি মিলনান্ত। প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে মামুলী পন্থায় বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন অভিনেত্রীর জননী।

লিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে চমক আছে। বইটি পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু এর এমন কোন সাহিত্যমূল্য নেই যা মনকে স্পর্শ করে। গ্রন্থকারের পরবর্তী গ্রন্থে আরও পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। ১০১।৬২

কিশোর সাহিত্য

কাঁকন জাহাজ : বিশু মুখোপাধ্যায়। শ্রী প্রকাশভবন, এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ছোটদের জন্য উনিশটি এই বইটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। [illegible]

ভয়েস অব আমেরিকার
বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন
প্রত্যহ
সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ
১৯.৪৬, ২৫.৫৮ ও ৪২.১৯ মিটারে
(১২৮১)

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
[illegible] যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, [illegible] ফুলা, বাত পক্ষাঘাত, একজিমা ও [illegible] রোগ [illegible] হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, [illegible] ফোন—৬৭.২০৫৯। [illegible] কলিকাতা-৯।

ধীরে-ধীরে—যে-কোনো কল্পিত রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো—সংকটেও তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই সব ভয়ংকরের দলের কীর্তিকলাপ তার ফলে প্রায় চমকপ্রদভাবে এসে চেতনায় আঘাত করে। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় এই ধরনের সত্যঘটনামূলক কাহিনী রচনায় অনেকদিন ধরে হাত পাকিয়েছেন, আশা করা যায় তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও সমানভাবে আদৃত হবে।

৮০।৬৩

সাধক-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। প্রকাশিকা—প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা, শ্রীসারদা মঠ দক্ষিণেশ্বর [illegible] ২৪ পরগণা [illegible]

যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ স্বামী [illegible] [illegible] শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ [illegible]

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রেরণার সন্ধান [illegible]

"যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ" [illegible] স্বামীজীর আবির্ভাবের [illegible] ভাবে বিশ্লেষিত। [illegible] প্রেরণাদায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] লীলার অপরূপ কাহিনী [illegible] কারেও ক্লান্তি আসে না। আলোচ্য গ্রন্থে সেই লীলাপ্রসঙ্গ ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত।

"সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী" গ্রন্থটির লেখক সহজ ভাষায় স্বামীজীর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

(৫১।৬৩, ৫৭।৬৩, ১১০।৬৩)

ইতিহাস

গৌড় কাহিনী—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রকাশক—ভারতজ্যোতি প্রকাশনী, ৩০ রাখালদাস আঢ্য রোড, কলিকাতা-২৭। দাম ৪.০০ টাকা।

ছাত্রপাঠ্য বাংলার ইতিহাস অজস্র আছে, কিন্তু সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা বাংলা দেশের ইতিহাস যথার্থ লেখা হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ যে ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেছেন একটি পরীক্ষার্থীর কাছে তা কতখানি উপকারে আসবে তা বলতে পারি না, কিন্তু একজন কৌতূহলী পাঠক যে এ[illegible] [illegible] সন্দেহ নেই। [illegible] বিবরণ দেওয়ার [illegible] লেখক। [illegible]

[illegible]

৪২।৬৩

প্রাপ্তি স্বীকার

Swami Vivekananda—His Life and Message

World Philosophy : A synthetic Study (Part III)—Swami Satyananda

The Lute and the Plough A Life of Rabindranath Tagore—G. D. Khanolkar

বিবেক প্রশস্তি—[illegible] সত্যানন্দ।

বিবেকানন্দ [illegible]

পদাতিকের প্রাণ কাব্য—[illegible]

অসমাপ্ত চটাল—[illegible]

দ্বিতীয় স্মৃতি—[illegible]

নিষিদ্ধ এলাকা—[illegible]

মনিহারী—[illegible]

বাগ ব বী—[illegible]

শেষ দরবার—[illegible]

বিচিত্র মানবী—[illegible]

রাঙা মাটির পাহাড়ে—[illegible]

দশটা-পাঁচটায় ডালহাউসি—[illegible]

দেশের ডাক—[illegible]

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী—[illegible] ভট্টাচার্য।

একদা যাহার বিজয় সেনানী—[illegible]

বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা [illegible]

বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী গ্রন্থমালা [illegible]

মিলন মধুর রাতি—[illegible] ঘটক

ঝিকিমিকি জোনাকি—[illegible]

শিল্পীর আত্মকথা—[illegible]

নীলকণ্ঠী—[illegible]

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—অনুবাদ শ্রী[illegible]

ব্রহ্মবিদ্যা—[illegible]

অধিকার—[illegible]

স্বর্ণাদপি গরীয়সী—[illegible]

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ [illegible] শকাব্দ ১৮৮৫, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩-৬৪।

[illegible] শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসুর

ফ্রএডের নারী চরিত্র

[illegible]

[illegible] প্রত্যেক শিক্ষিত বিবাহিত প্রেমিকের অবশ্য পাঠ্য [illegible] অন্যান্য বই—**ফ্রএডের ভালবাসা** ৭৷৷০ **জন্ম-শাসন** (Birth Control) ৬৲ **ওগো প্রেমিক পিতা ও মাতা** ৪৲ **ওগো বর ওগো বধূ** ৫৲ **বিয়ের আগে ও পরে** ৫৷৷০ **যৌবনের যাদুপুরি** ২৲

কাত্যায়নী বুক স্টল ঃঃ ২০৩, কর্ণোয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(সি ১১৬৩)

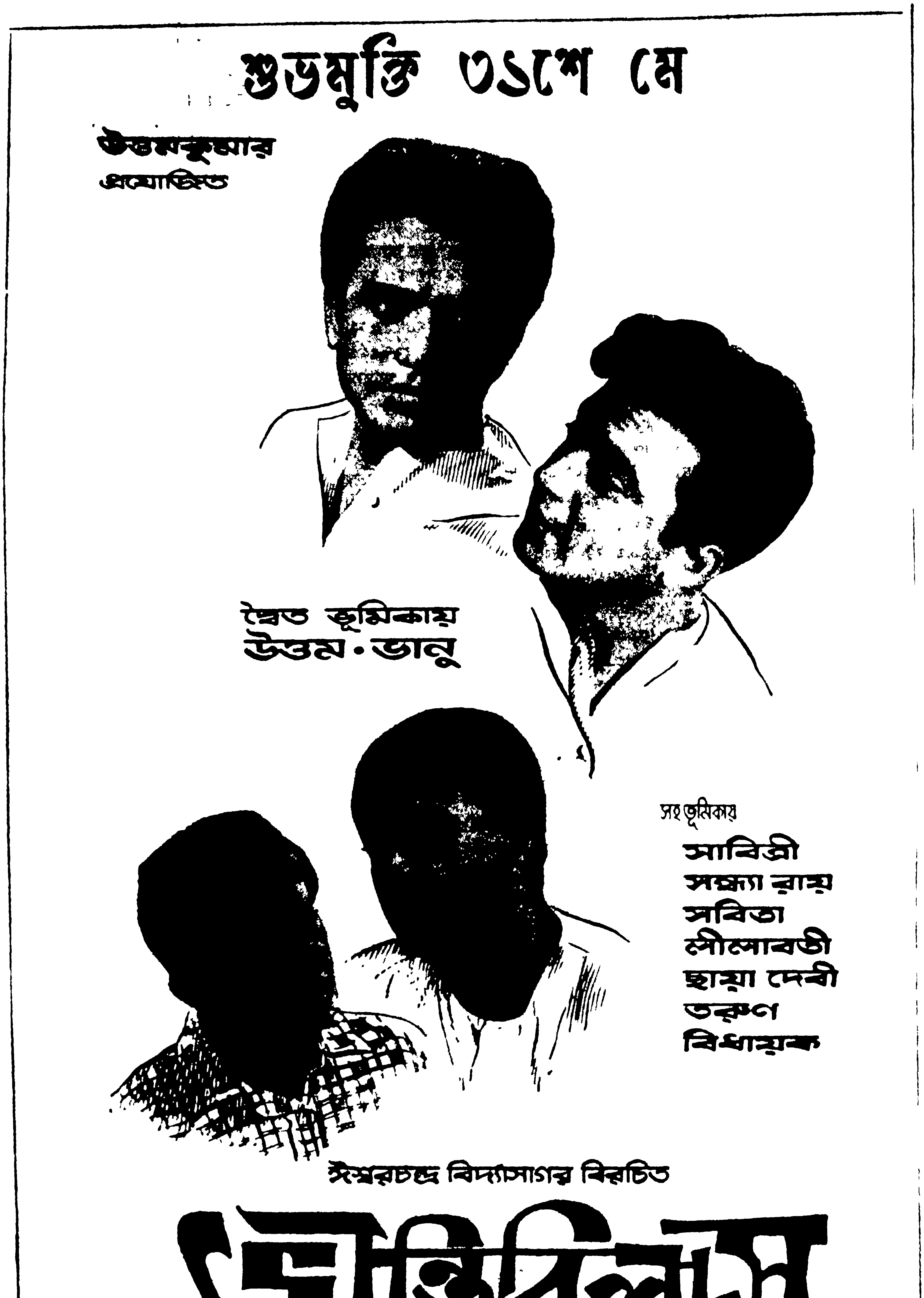
শুভমুক্তি ৩১শে মে
উত্তমকুমার
প্রযোজিত
দ্বৈত ভূমিকায়
উত্তম • ভানু
সহ ভূমিকায়
সাবিত্রী
সন্ধ্যা রায়
সবিতা
লীলাবতী
ছায়া দেবী
তরুণ
বিধায়ক
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত
ভ্রান্তিবিলাস
পরিচালনা • মানু সেন • সুর • শ্যামল মিত্র
রূপবাণী ০ ভারতী ০ অরুণায় আসিতেছে।

রঙ্গজগৎ

চিত্রপ্রযোজক—অভিনেতা উত্তমকুমার—তাঁর প্রযোজিত 'ভ্রান্তিবিলাস' আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে ফটো—দেশ

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য

ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন গঠিত হওয়ার ফলে চিত্রপ্রযোজকরা স্বস্তি অনুভব করবেন। বিশেষ করে স্বল্পবিত্ত চিত্রপ্রযোজকরা এই করপোরেশন দ্বারা যে খুবই লাভবান হবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়-ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কোন গঠনমূলক প্রয়াস এতকাল দেখা যায়নি। কিছুকাল আগে সরকার এক্সপোর্ট প্রোমোশান কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এই কমিটির পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি।

বিদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চিত্রপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিত্রপরিবেশকরা এখানকার চিত্রব্যবসায়ী ও চিত্রপ্রযোজকদের কাছ থেকে অবাধে নানা সুযোগ আদায় করে থাকেন। এবং বহির্বাণিজ্যের সুফল চিত্রপরিবেশকরাই ভোগ করেন।

নবগঠিত ফিল্ম এক্সপোর্ট করপোরেশন বিদেশে ছায়াছবির পরিবেশন ও ব্যবসায়িক প্রদর্শনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এক কথায় ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য এই করপোরেশন দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। চিত্রপ্রযোজকদের তরফ থেকে অথবা স্বয়ং করপোরেশন বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে চিত্রপ্রযোজকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবার এমন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এর আগে আর দেখা যায়নি। সরকার নবগঠিত করপোরেশনের কাছে চলচ্চিত্র মহলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এবং এই আশা রাখি করপোরেশন দলগত স্বার্থের কুচক্রে বাঁধা না পড়ে সর্বশ্রেণীর চিত্রপ্রযোজকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে যাবেন।

রাধারাণী পিকচার-এর নির্মীয়মান ছবি "প্রেয়সী"র (পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্তী) একটি দৃশ্যাংশে শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কোন একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল মন্তব্য করেন সরকার প্রতি বছরে চলচ্চিত্রশিল্প থেকে কয়েক কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু প্রতিদানে চলচ্চিত্র-শিল্পকে সরকার যা দিচ্ছেন তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয় প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কিছুকাল আগে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির কতকগুলি প্রস্তাব আজও পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি।

শ্রীপাতিলের এই অকপট উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কয়েকটি সুপারিশ কার্যে পরিণত করা কেন সম্ভব হল না সে প্রশ্ন স্বভাবতই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের মনে জাগবে। সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানে খুবই সচেষ্ট বলে আমরা জানি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীপাতিলের উক্তি উপেক্ষণীয় নয়।

অবশ্য এমনও হতে পারে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির একাধিক সুপারিশ সরকার গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। আবার এটাও অস্বাভাবিক নয় যে নানা কারণে তদন্ত কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব কার্যকর করে তোলা সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তবে প্রশ্নটি যখন উঠেছে তখন এ ব্যাপারে সরকারের নীরব থাকা মোটেই সমীচীন হবে না। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রীর বক্তৃতায় তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর "বাদশা" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে শিশু অভিনেতা শংকর

এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বক্তব্যটিও আমরা জানতে পারব বলে আশা রাখি। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি সরকারী মনোভাব সম্পর্কে চলচ্চিত্রসেবীদের মনে যাতে কোন সংশয় না জাগে অন্তত সেই কারণেও আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১০৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

॥ রূপায়ণে ॥

কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মঞ্জু দে
অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী
নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর
জোছনা বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস
সুলেখা দাস ॥ আশা দেবী ॥
জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

* শুভমুক্তি *

এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে ভি শান্তারামের সেহরা (ইস্টম্যান কালার)। মরুভূমির পটভূমিতে উপজাতীয়দের রোমাঞ্চকর কাহিনী এ-ছবিতে রূপায়িত। সন্ধ্যা উল্হাস প্রশান্ত মনোমোহন কৃষ্ণ ও ললিতা পাওয়ার ছবির প্রধান শিল্পী। প্রযোজক ভি শান্তারাম নিজেই ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

এ ভি এম ফিল্মস-এর "সাহি ফারমান" নামে আর একটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। কে আনন্দ ছবিটির পরিচালক।

• চিত্র-সমালোচনা •

ভাবমধুর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকাব্য

কত ছবিই তো আমরা দেখি কত ছবির কথাই তো ভুলে যাই। কিন্তু এমন ছবিও আমরা দেখি যার স্মৃতি মন থেকে কোনদিনই মুছে ফেলতে পারি না। এমন কী যেন পেয়ে যাই এই ধরনের ছবিতে, যা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। "নির্জন সৈকতে" (নিউ থিয়েটার্স এক্জিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড) ওই শ্রেণীর ছবি।

ছবি বলব ? নাকি একটি সম্পূর্ণ রাগিনী ? আশ্চর্য এর গীতিময়তা। এবং অবাক হতে হয় এর পরিমিতি দেখে। এতে অশরীরী—অন্তরের পর আক্রোশ-সঞ্চারী অকারণ বিস্তার নেই। "নির্জন সৈকতে"র কাব্যগুণ বুঝি আরও বেশী। এ ছবি যেন একটি কবিতা, হৃদয়ের স্বগতোক্তি। কিন্তু এই উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ নয়। এখানেও দেখি আর্টের সেই মহাগুণ —যার নাম পরিমিতি। আর্টের প্রতি এই পরম আনুগত্যের ফলেই ছবিটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র পর কালকূটের নির্জন সৈকতে" গল্পেও আমরা দেখি ভ্রাম্যমান কাহিনীকার নায়ককে। এ গল্পের পটভূমি পুরী। সেখানে বিচিত্র চরিত্রের কত মানুষ সারি বেঁধে এসে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। সে তাদের সুখ দুঃখের নির্লিপ্ত সাক্ষী। ওদের কাহিনী সে লিখবে তার গল্পে। লিখবে না শুধু রেণুর কথা। পুরীর নির্জন সৈকতে মনের মুক্তি খুঁজতে এসেছে রেণু। প্রেমের প্রতিদানে সে পেয়েছে শুধু প্রবঞ্চনা। যন্ত্রণায় সে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে। মুখে তার হাসি নেই। অসহ্য কষ্ট সয়ে সয়ে কেমন যেন শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে রেণু। রেণুর কথা লিখবে না নায়ক তুলে রাখবে তার মনের কোণে। এ যেন তার ভবঘুরে জীবনের পরম সঞ্চয়। রেণুও বঞ্চিত রইল না। ক্ষণিকের অতিথির মধ্যেই সে খুঁজে পেল তার জীবনসঙ্গী।

ছবিতে আরও কয়টি চরিত্র রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মানসিকতা ও জীবন-বাসনার প্রতিভূ। অনতিপরিসর চিত্রনাট্যে পরিচালক চিত্রনাট্যকার তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন, তাদের অন্তরের কথাটি আমাদের অন্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বহু চরিত্রের সঙ্গে সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে শিল্পের রসাস্বাদ। শিল্পরসের এই আস্বাদন থেকে দর্শকদের বঞ্চিত করেননি পরিচালক। তিনি প্রতিটি চরিত্রের মর্মকথা চলচ্চিত্রের নিরুচ্চার ভাষায় সুবাক্ করে তুলেছেন। চলচ্চিত্রের ভাষা এ ছবিতে ভাবকে অবলীলায় প্রকাশ করেছে। এই ভাষা লঘু নয়, এক মহার্ঘ শালীনতায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা। কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি ব্যঞ্জনার বিস্ময়ের চমকে অনায়াসে ছবিতে রসবস্তু গড়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না রাতে দুই বিধবার সমস্বরে "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল" গান করার মুহূর্তটি উল্লেখ্য। এ নিছক কৌতুক নয়, হাসি আর গানের মধ্যে কোথায় যেন ওতে এক টুকরো বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। বিধবাদের চরিত্র যেভাবে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর অপরিসীম রসবোধের পরিচয় মেলে। ছবিটি দেখার কালে তাদের অন্তরের কান্নাটি যেন আমরা শুনতে পাই। শুধু তাদের কান্নাই নয়, সারা ছবিতে একটি অনুতাপ করুণ সুর যেন ছড়িয়ে রয়েছে। কান পেতে তা শোনা যায়।

উদয়গিরির দেবালয়ের অলিন্দে বাঁশীর সুরে সুরে যখন রেণু প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে চলে, ওই সুখমুহূর্তটিও দর্শকের দুই চোখ সজল করে তোলে। দুঃখের পাষাণভার সরে যায়, অহল্যা যেন প্রাণ ফিরে পায়। রেণুর সুখ আমাদের চোখে আনন্দের অশ্রুকণা নিয়ে আসে। ছবির এই আবেগ জীবনরস সঞ্জাত, জীবনবোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মেলোড্রামার জগদ্দল পাথরে জীবন এ ছবিতে নিষ্পিষ্ট নয়। জীবন এ ছবিতে সহজ, সরল; এর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকণা নিয়েই ছবির যা কিছু নাট্যরস।

রেখাঙ্কণের কৌশল যেমন শুধু বস্তুকেই আঁকে না তার অন্তরকেও প্রকাশ করে তেমনি নিখুঁত শিল্পকর্মের মত এই ছবিতে ছোট ছোট কয়েকটি মুহূর্তের অন্তরালে একটি ভাবলোক গড়ে উঠেছে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাবকণার সমীকরণ করাই যদি রস-সৃষ্টির ধর্ম হয় তবে বলব সে সৃষ্টির কাজে পরিচালক তপন সিংহ বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের বিচ্ছিন্ন ভাবধারাকে একটি সংহত নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিয়েছেন তিনি ছবিতে। এ ঠিক নাটক নয়, নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা জীবনের চিত্রকল্প।

বিষয়বস্তু বিন্যাসেও শ্রীসিংহের বৈদগ্ধ্য দেখবার মত। জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের এমন এক প্রসাদগুণ এ ছবিতে আছে যা দর্শকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ করে রাখে। রেণুর মনের নবজন্মের মুহূর্তগুলি তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদে কেমন করে মানুষের জীবনের দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হয় তারও ভাবব্যঞ্জনা তিনি চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন কোণারকের সূর্যমূর্তিকে কেন্দ্র করে। ছবির মধ্যে এসেছে বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরিপাওনা যাতে প্রকাশ পায় জীবনদর্শন। পরিচালক যে ভাবাদর্শ ছবিতে অনুসরণ করেছেন তা থেকে ঈশ্বরবিশ্বাস বাদ যায়নি। আর এতে রয়েছে পরিপূর্ণ আশাবাদ—যা জীবনের বঞ্চনা, বিড়ম্বনা ক্ষয়-ক্ষতির কাছে নতি স্বীকার করে না। ছবির এই বক্তব্য—যা মনকে উন্নত করে কোথাও কোন মুহূর্তের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে নি।

পুরীর পটভূমিতে তোলা এই ছবির দৃশ্য সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টিকে অভিভূত করে রাখে। দৃশ্যগঠনেও পরিচালক অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে ছবিটি একটি দৃশ্যকাব্যে পরিণত হয়েছে।

ছবি শুরু হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে। পুরীর গাড়ীর চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনীর গতি এগিয়ে চলে। হাওড়া স্টেশন এবং গাড়ীর যাত্রীদের দৃশ্য উপস্থাপনে পরিচালকের সচেতন বাস্তববোধ লক্ষণীয়। এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী যাত্রীদের কথোপকথনে সুন্দর আবহসংগীতের পরিবর্তনটিও

ভি শান্তারাম প্রোডাকশন্স-এর 'সেহ্রা' (পরিচালনা-প্রযোজনা : ভি শান্তারাম) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা

লক্ষ্য করবার মত। সংগীতের ব্যবহার এ ছবিতে সংযত শিল্পসম্মত। কোন কোন মুহূর্তে সংগীতের প্রয়োগ ছবিতে ভাব-মাধুর্য এনে দিয়েছে। "দেখ দেখ শুকতারা আঁখি মেলে চায়" রবীন্দ্র গানটি দিয়ে পরিচালক ছবিতে সুন্দর একটি ভাবমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। "পথ দিয়ে কে যায় গো চলে" গানটি সুপ্রযুক্ত নয়। এই গানের প্রয়োগ কৃত্রিম মনে হয়েছে। হোটেল-মালিক যেন গানটি শোনাবার জন্যই রেডিওটি খুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অল্প অবকাশে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ছবির চরিত্রগুলিকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু মনে হয়েছে রেণু বাদে আর সকলেই যেন নায়কের দৃষ্টিপথেই শুধু আনাগোনা করেছে, তার ভূয়োদর্শনের মানস-পরিক্রমার পথে যেন কোন আঁচড় কেটে যায় নি। কাহিনীকার-নায়কের মাধুকরীর ভাণ্ড শুধু রেণুই পূর্ণ করে তুলেছে; আর কেউ নয়। নায়ক নিরাসক্ত দ্রষ্টা বলে কি দেখা-শোনা-জানা চরিত্ররা তার মনে কোন দাগ রেখে যাবে না ?

রেণুর পূর্বপ্রণয়ের ঘটনাটি পরিচালক স্মরণ-যানে প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থিত করেছেন। ওই অংশের দৃশ্যগুলিতে কলকাতার নাগরিক জীবনের বাস্তব রূপটি পরিস্ফুট।

শান্ত তিতাসের কূলে
খেপো মেঘনার বুকে
বেপরোয়া জীবন

তিতাস একটি নদীর নাম

উৎপল দত্তের পরিচালনা
নির্মল চৌধুরীর সুর ও গান
নির্মল গুহ রায়ের দৃশ্যসজ্জা
তাপস সেনের আলো

মিনার্ভা থিয়েটারে

চলছে

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

কাহিনীকার-নায়ক ও বেণুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এমনিতে সাবলীল। কিন্তু কাহিনীকার-নায়কের চরিত্রের গভীরতা তাঁর অভিনয়ে আরও সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেতে পারত। যেখানে শিল্পী নায়িকাকে প্রেরণা দিচ্ছেন ও ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলছেন, ওই মুহূর্তে তাঁর অভিনয় প্রাণবন্ত।

শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত চরিত্রের অব্যক্ত বেদনা তাঁর অভিব্যক্তিতে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয়ের কমনীয়তা ও পরিশীলিত বাচনভঙ্গি বিশেষভাবে দর্শকচিত্তে মনে নতুন সুখের হিল্লোল জাগায় অথচ তাঁর অভিব্যক্তি মনোগ্রাহী। পূর্ব-প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যান করার সময়েও তিনি অভিনয়শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিতে চাকরানি বিধবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, রেণুকা রায় ভারতী দেবী ও রমা গুহঠাকুরতা। প্রত্যেকেই এত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন যে মনেই হয় না ও'রা ছায়াছবির শিল্পী। এ'দের মধ্যে কারোর নাম যদি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন ভারতী দেবী। যে মনোজ্ঞ অভিনয়ের প্রমাণ তিনি দিয়েছেন তা সত্যিই বিরল।

অল্প অবকাশে এক জীবনরসিকের চরিত্র নিপুণ দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। তাঁকে এক নতুন ধরনের ভূমিকায় ছবিতে দেখা যাবে, এবং ভাল লাগবে। রবি ঘোষকে এক ওড়িয়ার চরিত্রে অতিমাত্রায় সপ্রতিভ মনে হলেও তিনি দর্শকের হাসিয়েছেন খুব। জনৈক গেরুয়াধারী বৈষ্ণবের চরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চিত্তগ্রাহী।

বেণুর পূর্ব-প্রেমিকের ভূমিকায় উপমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সাবলীল, চরিত্রানুগ। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী ও অমর মল্লিক। পার্শ্বচরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন রথীন ঘোষ, খগেশ চক্রবর্তী লালু বর্মন প্রভৃতি।

এ ছবির মাধ্যমে সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন খুবই সুনাম অর্জন করবেন। "থিম-মিউজিক" ছবির মর্মসুরটি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে এবং ছবিটিকে সাংগীতিক মাধুর্যে ভরে তুলেছে। এমন রসস্নিগ্ধ রাগাশ্রয়ী আবহসুর অনেককাল শোনা যায় নি। মহাকালের ডম্বরু ভাবদ্যোতক "এফেক্ট মিউজিক" কোণারক ও উদয়গিরির ঐতিহাসিক পরিবেশে চমৎকার মানিয়েছে। এই মিউজিক-এর প্রয়োগ গভীর কল্পনা শক্তির পরিচয় দেয়।

বিমল মুখোপাধ্যায়ের আলোকচিত্রগ্রহণ এ ছবির প্রধান সম্পদগুলির অন্যতম। তাঁর হাতের ক্যামেরা ছবির "মুড"টি যেন সর্বক্ষণ অনুসরণ করেছে, ইনডোর-আউটডোরের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে আলো-অন্ধকার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছবিতে অন্ধকার আছে জ্যোৎস্না আছে। ক্যামেরার এমন সুষ্ঠু কাজ বাংলা ছবিতে কমই দেখা যায়।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রথমেই প্রশংসা পাবেন সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশনা), দেবেশ ঘোষ ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ), এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্যের শব্দগ্রহণ)। এ'দের প্রত্যেকের কাজ খুবই সন্তোষজনক। পুরীর ধর্মশালা, হোটেল ও ওড়িয়ার বাসগৃহের সেট তৈরিতে সুনীতি মিত্র শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মিনতি দাসের নৃত্য উপভোগ্য। কেলুচরণ মহাপাত্রের নৃত্যপরিচালনা প্রশংসার দাবি রাখে।

"লেডি উইথ দি লিটল ডগ"

কলকাতার চিত্রামোদীরা সম্প্রতি বহু-প্রশংসিত রুশ চিত্র 'লেডি উইথ দি লিটল ডগ' দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন রুশ দূতাবাস কলকাতা ফিল্ম সোসায়েটি, সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ও ফিল্ম গ্রুপ।

প্রাক্-বিপ্লব রুশের যশস্বী লেখক

চেকভের একটি গল্পের চিত্ররূপ "লেডি উইথ দি লিটল ডগ"। যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে পরস্পরকে ভালবেসেছিল একটি পুরুষ ও একটি নারী। ওদের প্রেম অবৈধ, অসামাজিক। কারণ ওরা বিবাহিত। সমাজ, সংসার, কর্তব্য—এসব কিছু অস্বীকার করার শক্তি ওদের ছিল না। তাই বার বার গোপনে ওরা মিলিত হয়েছে এবং সুখযন্ত্রণায় জীবনের স্বাদ খুঁজে পেয়েছে।

চলচ্চিত্রে এই মরমী কাহিনী জীবন-চেতনার স্পর্শ নিয়ে এসেছে। ছবির এই শিল্পসম্পদের মূলে রয়েছে পরিচালক জোসিফ হেফিটসের রসবোধ। সরল সহজ প্রয়োগরীতির ভেতর দিয়ে তিনি গল্পটি বিন্যাস করেছেন। জীবনধর্মের স্বাভাবিক সুরটি ছবির প্রকাশরীতিতে অনুসৃত। সংলাপ রুশ ভাষায় উচ্চারিত হলেও চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষার গুণে ছবিটি ভিন্ন ভাষাভাষীর কাছেও বোধগম্য। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন বাটালভ ও সাভিনা। সংগীত ছবির অন্যতম সম্পদ।

"স্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স"

"স্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স" যুদ্ধের কাহিনী। যুদ্ধের আগুন আর ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ছবিটির শুরু। ব্র্যান্ডেনবুর্গ গেটের সামনে উঁচিয়ে হাতে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সৈনিক ইভান ওর্লিউক আর সামনে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলেছে হব সৈনিক বন্ধুরা। চমৎকার ছোকরা এই ওর্লিউক। এই ছবিতে তাকে আমরা প্রথম দেখি এক সামরিক বিচারসভায়। বিশ্বাসঘাতক দুর্জন সহযোগী সৈনিককে গুলী করে মেরেছে সে। তারই বিচার। ইভান ওর্লিউক একজন সাধারণ মানুষ। অন্য দিকে সে আবার একটি জাতির প্রতিনিধি শক্তি ও সাহসের প্রতীক।

যুদ্ধ আর মৃত্যু অন্তহীন মনুষ্যত্বের গর্জন গোলা ছোঁড়া, আগুন আর হাহাকার অন্য দিকে বসন্ত বাতাসের উচ্ছ্বাস ও ফোটা ফুলের হাসি অফুরন্ত জীবন-বাসনা ও প্রেম এই দুই বিপরীত উপকরণ নিয়েই তৈরী "স্টোরি অব দি ফ্লেমিং ইয়ার্স"।

যুদ্ধের তাণ্ডবের মধ্যেই উলিয়ানার সংগে ওর্লিউকের পরিচয়। পরিচয়ের পর প্রণয়। আর সর্বনাশের বুকে নিবিড় সুখের অনুভূতি। ওর্লিউক আর উলিয়ানা বিয়ে করে। জীবনই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সত্তর মিলিমিটারে তোলা এই প্রথম রঙীন রুশ চিত্রটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আলেকজান্দার দোভজেনকো। তিনি ১৯৫৫ সনে হঠাৎ মারা যাওয়ার পর ছবিটি পরিচালনা করেন তাঁর স্ত্রী জুলিয়া সোলন্‌ৎসেভা। এই

আর ডি বনসাল প্রযোজিত 'মহানগর' (পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়) ছবির একটি দৃশ্যে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সুখভোগা ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন নিকোলাই ভিনগ্রানোভস্কি ও সুভেৎলানা ঝগুন।

* ছবির পর ছবি *

উত্তমকুমার ফিল্মস

সম্প্রতি উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড এ বছরেই চারটি ছবি তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

সংস্থার প্রথম ছবি **ভ্রান্তিবিলাস**। মানু সেন পরিচালিত। আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। দ্বিতীয় ছবি **উত্তরফাল্গুনী** অসিত সেনের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ। তপন সিংহের পরিচালনায় সংস্থার তৃতীয় উপহার **জতুগৃহ** ছবির চিত্রগ্রহণ গত সপ্তাহে শুরু হয়েছে। সুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে ছবিটি। উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, বিনতা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও কাজল চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান শিল্পী। আশিস খাঁ সুরকার। উত্তমকুমার ফিল্মস্‌-এর চতুর্থ ছবি হবে

দক্ষিণী

'দক্ষিণী-ভবন'

১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-২২২২

নূতন শিক্ষাবর্ষ

এই মাস থেকে দক্ষিণীর নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হয়। নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা শিক্ষাদান করা হয়। বয়স্কদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পাঁচ বছরের ও নৃত্যকলায় চার বছরের শিক্ষাক্রম। শিশুদের উভয় বিষয়েই তিন বছরের শিক্ষাক্রম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে ঔপপত্তিক, স্বরসাধনা ও স্বরলিপি-পাঠ অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট। সাতরোটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সঙ্গীত-রচনার সহিত পরিচয় ঘটবে। ভারত নাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী পদ্ধতির সমন্বয়ে নৃত্যকলার শিক্ষাক্রম পরিকল্পিত। শিক্ষা-পরিষদ : শুভ গুহ-ঠাকুরতা, সুনীলকুমার রায়, বীরেশ্বর বসু, অমল নাগ, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা বসু, হেনা সেন, মঞ্জরী লাল, দেবী চাকলাদার, লীলা দাশগুপ্ত, অমিতাসেনা রাজকুমার, নন্দিতা রায় ও স্মিতি গুহ-ঠাকুরতা। শিক্ষাগ্রহণ ও ভর্তির সময় : মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার বিকাল ৪—৮॥ এবং রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬।

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের নির্মীয়মান ছবি 'জীবনকাহিনী'র গানে কণ্ঠদান করছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ। হরিদাস ভট্টাচার্য চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অনতিবিলম্বেই ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

ছায়াসূর্য

প্রযোজক আর ডি বনসালের "ছায়াসূর্য"র মুক্তিলগ্ন আসন্ন। পার্থপ্রতিম চৌধুরী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনীর এই চিত্ররূপের প্রধান চরিত্রগুলির রূপ নিয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর নির্মলকুমার বিকাশ রায়, মলিনা দেবী পাহাড়ী সান্যাল, কল্যাণী দেব প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালক

মুক্ত অঙ্গন

যা-নয়-তাই

শৌভনিক প্রযোজিত প্রহসন

রঙমহল

বৃহস্পতি-৬॥টা শনি-৬॥টা

রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা

কথাকন্ঠ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অসিতবরণ

হাসি শুধু হাসি নয়

তপন৪ চক্রবর্তী প্রযোজিত ইন্দ্রাণী প্রোডাকশনস-এর 'হাসি শুধু হাসি নয়' ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। এই কমেডি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ জহর রায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র ছবির সংগীত পরিচালক।

বান্দিনী

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের নতুন ছবি "বান্দিনী" অবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে। জরাসন্ধর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই ছবির মূল চরিত্রে অবতরণ করেছেন অশোককুমার, নূতন ও ধর্মেন্দ্র। শচীনদেব বর্মন সংগীত পরিচালনা করেছেন।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের নাম শিল্পরসিকদের কাছে অবিদিত নয়। অল্পকালের মধ্যেই ইয়ুথ কয়ার কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে গত ১৬ই মে থেকে কয়ারে তিন দিনব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত ও লোকনৃত্য। কয়ার-এর শিল্পীদের সম্মেলক গান শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে।

দ্বিতীয় দিনে কয়ার নিবেদন করেন রবীন্দ্রনাথের **"বাল্মীকি প্রতিভা"**। এই গীতিনাট্যের নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন অরূপ গুহঠাকুরতা। **লক্ষ্মীর রূপসজ্জায়** অংশ গ্রহণ করেন রুমা গুহঠাকুরতা। এই গীতিনাট্যের পরিচালনা, আলোকনিয়ন্ত্রণ, নৃত্যপরিচালনা ও রূপসজ্জার দায়িত্ব নির্বাহ করেন যথাক্রমে অরূপ গুহঠাকুরতা, তাপস সেন, অসিত চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা এবং মদন পাঠক। তৃতীয় দিনে বিহারের লোকসংগীত পরিবেশন করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র। **"মগধ সংঘ"** নামে একটি সংস্থা তাঁরা গড়ে তুলেছেন। তা ছাড়া ওইদিন লোকনৃত্য ও ভারতনাট্যম পরিবেশন করেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য। নাগা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন অসিত চট্টোপাধ্যায় গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপদ দাসের লোকসংগীত এবং মঘাই ওঝার ঢোলক-বাদ্য সেদিনকার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। ইয়ুথ কয়ারের তিন দিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

* সাংস্কৃতিকী *

কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ২০শে মে মহাজাতি সদনে **অভিনেতৃ সংঘের** সদস্যরা রবীন্দ্রনাথের দালিয়া মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, চন্দ্রশেখর, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, সুধীর দে, মনোজ বিশ্বাস সুনন্দা দেবী, বাসবী নন্দী, কবিতা সরকার, তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, অণিমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বোম্বাইয়ে বিগত ৮ই এপ্রিল রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় দুর্গাবাড়ী সমিতি। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শা উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উৎসবে শ্যামল গুহর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখেন সদাগরের ভূমিকায় শম্ভু চট্টোপাধ্যায়। তা ছাড়া [illegible] [illegible], [illegible] ভট্টাচার্য, [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ

ছবিঘর • পর্দাছবি

(উপরে ও মাঝখানে) উত্তমকুমার ফিল্মস-এর 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, তরুণকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (নীচে) কর্মরত তিনজন চিত্রপরিচালক—বাঁদিক থেকে—মানু সেন (ভ্রান্তিবিলাস), অগ্রদূতগোষ্ঠীর বিভূতি লাহা (বাদশা) এবং মৃণাল সেন (প্রতিনিধি)

ফটো—দেশ

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা : নবগোষ্ঠী) ছবিতে কল্যাণী ঘোষ

গুহ অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মনোজ্ঞ অভিনয় দর্শকের অন্তর জয় করে।

সোমা গাঙ্গুলী মেয়েদের নৃত্যাংশ রচনায় যথেষ্ট কল্পনার পরিচয় দেন। সংগীতাংশ আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা ছিল সুন্দর।

সম্প্রতি খ্যাতনামা মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মূকাভিনয় প্রদর্শন করে এসেছেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুল রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় রেল ভবন হলে গত ১১ই মে তিনি আড়াই ঘণ্টাব্যাপী একক অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূক অভিনয় পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবহসংগীতে রবীন সরকার, আলোকসম্পাতে বিমল দাস ও রূপসজ্জায় অনন্ত দাস। অনুষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত অর্থই জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়।

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

আসন্ন বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গুরু দত্ত ফিল্মস-এর সাহেব বিবি ঔর গুলাম ছবিটি প্রদর্শিত হবে। উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ছবিটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের নির্মীয়মাণ ছবি নাইন আওয়ারস টু রামা-এর কয়েকটি দৃশ্য ভারতে গৃহীত হবে বলে জানা গেল। চলচ্চিত্রটি রবার্ট রিয়ানকে নিয়ে তোলা হবে।

ব্রিটিশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে লণ্ডনে আগামী জুলাই মাসে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্জিবিশন-এর অন্তর্গত আকর্ষণ হিসাবেই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

বোম্বাই সমাচার

দিলীপকুমারের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের এগারোজন শিল্পী জওয়ানদের আনন্দ দানের জন্য গত সপ্তাহে নেফা অঞ্চলে রওয়ানা হয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে মহম্মদ রফি ও আগা রয়েছেন।

মীনাকুমারী ও রাজ কাপুরকে একসঙ্গে দেখা যাবে এ-এল-আই প্রোডাকশন্স এর মেরে হমদম মেরে দোস্ত হিন্দী ছবিতে। সম্প্রতি ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। হৃষীকেশ মুখার্জি ছবিটির পরিচালক। রোশন সংগীত পরিচালক।

নবগঠিত কে-পি-কে মুক্তীজ ভগৎ সিং-এর জীবনী অবলম্বনে হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ছবি তৈরি করছেন। ভগৎ সিং ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন মনোজকুমার।

পরিচালক এস সাদিকের পরবর্তী ছবিতে মীনাকুমারী ও প্রদীপকুমার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন। মুসলমান সমাজের কাহিনী নিয়ে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। মদনমোহন সুর রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ ও ওয়াহীদা রেহমানকে প্রযোজক মোহন সায়গলের পরবর্তী ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে। ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু চিত্রগ্রহণ নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে। নাজ, রাজেন্দ্রনাথ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, মদন পুরী প্রভৃতি ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী। নরেন্দ্র সুরি চিত্র পরিচালক। কল্যাণজী আনন্দজী সংগীত পরিচালক।

হেমন্তকুমারের কণ্ঠে সম্প্রতি ছবির একটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানটি থাকবে বিশ্বজিতের মুখে।

প্রযোজক-অভিনেতা কিশোরকুমারের দূর গগন কি ছাঁও মে ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত প্রায়। কিশোরকুমার এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়িকা। কিশোরকুমারের পুত্র অমিত গাঙ্গুলী ছবিতে একটি উল্লেখযোগ্য শিশু-চরিত্রে শিল্পী।

শ্রীনগরে প্রযোজক জে এম প্রকাশের আগামী ছিয়ে কি বেলা (ইস্টম্যান কালার) ছবির দৃশ্য বহির্ভাগে গৃহীত হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছবিটি মুক্তিলাভ করবে। রাজেন্দ্রকুমার ও সাধনাকে সর্বপ্রথম একসঙ্গে এই ছবিতে দেখা যাবে। মোহন-কুমার ছবিটি পরিচালনা করছেন।

বিশ্বরূপা

মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ

সেতু

৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

খেলার মাঠে

একলব্য

বেটন কাপের ফাইন্যাল এবং প্রথম ডিভিসন হকি লীগের বাকি খেলাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার হকি মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। ফুটবল লীগের খেলাও জমতে আরম্ভ করেছে।

শুধু কলকাতা কেন, ভারতের প্রধান প্রধান হকি প্রতিযোগিতার খেলাও বাকি নেই। আপনারা জানেন, এবার হকির তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতার মধ্যে গোল্ড কাপ পেয়েছে পাঞ্জাব পুলিস, আগা খাঁ কাপ ঘরে তুলেছে নর্দার্ন রেল বেটন কাপ লাভ করেছে সেণ্ট্রাল রেল। আর কলকাতার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, বোম্বাইয়ের লীগ বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে ওয়েস্টার্ন রেল। এর আগে মাদ্রাজে আয়োজিত জরুরী হকি প্রতিযোগিতার খেলায় ভারতীয় রেল দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। সুতরাং রেল দলগুলিরই এবার জয়জয়কার। ভারতীয় হকির বিজয়ীর সম্মান সমেত আগা খাঁ কাপ ও বেটন কাপ রেলের ঘরে গিয়েছে। ওয়েস্টার্ন রেল হয়েছে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ান, রানার্স সেণ্ট্রাল। বি এন রেল পেয়েছে কলকাতা হকি লীগের তৃতীয় স্থান। বেটনের সেমি ফাইন্যালে খেলেছে ইস্টার্ন রেল। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সাঁতার টেবল টেনিস সমস্ত রকমের খেলাধুলাতেই রেলের খেলোয়াড়রা দিন দিন প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে। কিন্তু এবারকার হকিতে তাদের যেমন পর্যন্ত প্রাধান্যের পরিচয় মিলেছে এমন প্রাধান্য আগে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল—মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনবারই ফাইন্যালে খেলার কৃতিত্ব সমেত দুইবার বেটন কাপ জয় সেণ্ট্রাল রেলের কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রথমবারের ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেল শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। গতবারের ফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। এবার ইস্ট বেঙ্গলকেই ফাইন্যালে ২—০ গোলে হারিয়ে গতবারের পরাজয়ের শোধ তুলেছে এবং কলকাতার তিন শক্তিশালী দল মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলকে একে একে হারিয়ে লাভ করেছে বেটন কাপ।

বেটন ফাইন্যালে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে সেণ্ট্রাল রেলের জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভ বলা যেতে পারে। যদিও দুটি গোলের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা আছে—তবু তুলনামূলক বিচারে ইস্ট বেঙ্গলের চেয়ে সেণ্ট্রাল রেল অনেক ভাল খেলেছে। অবশ্য আক্রমণ রচনার দিক দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল প্রতিপক্ষের তুলনায় কম আক্রমণ করেনি, বরং ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের সংখ্যা কিছু বেশীই ছিল, কিন্তু ক্রীড়াধারায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না, আর ছিল না ইস্ট বেঙ্গলের খেলার প্রাণের সাড়া। কোয়ার্টার ফাইন্যালে বোম্বাই লীগ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল বা সেমি-ফাইন্যালে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল যে উন্নত ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছিল, ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেলের বিরুদ্ধে তার আদৌ পরিচয় দিতে পারেনি। ফলে একই বছরে একসঙ্গে বেটন ও লীগ বিজয়ীর সম্মান লাভ আর সারা মরসুমে অপরাজিত থাকার সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। কলকাতার

বেটন কাপ

আর অন্য শক্তিশালী দলের মধ্যে মোহনবাগান কাস্টমস মহমেডান স্পোর্টিং বি এন আর— কারো খেলাই তেমন চোখে লাগেনি। ফলে বেটন কাপের খেলা তেমন জমেনি। নিচে সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল:

প্রথম রাউণ্ড

রাজস্থান (১) : পাঞ্জাব স্পোর্টস (০)
এরিয়ান (১) (০) (২) (১) : হুগলী জেল (১) (০) (২) (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

মহঃ স্পোর্টিং (২) : রাজস্থান (০)
দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (২) : আর্মেনিয়ান্স (১)
মোহনবাগান (১) : পুলিস (০)
ইস্টার্ন রেল (২) : ২৪ পরগনা (০)
গ্রীয়ার (১) (১) : মণিপুর (১) (০)
পোর্ট কমিশনার্স (২) : খালসা ব্লুজ (০)
বি এন আর (৭) : উয়াড়ী (০)
রেঞ্জার্স (ওঃ ওঃ) : নর্থ ইস্টার্ন রেল (স্ক্র্যাচ)
কাস্টমস (৩) : ওঃ বেঃ পুলিস (১)
এরিয়ান (ওঃ ওঃ) : মীরাট ফ্রেণ্ডস ক্লাব (স্ক্র্যাচ)

তৃতীয় রাউণ্ড

সেণ্ট্রাল রেল (১) : মহঃ স্পোর্টিং (০)
মোহনবাগান (২) : দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (০)
ইস্টার্ন রেল (২) : ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী (১)
গ্রীয়ার (ওঃ ওঃ) : নর্দার্ন রেল (স্ক্র্যাচ)
এম ই জি (৭) : পোর্ট কমিশনার্স (০)
বি এন আর (১) : রেঞ্জার্স (০)
ওয়েস্টার্ন রেল (৩) : কাস্টমস (১)
ইস্ট বেঙ্গল (২) : এরিয়ান (০)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (১) (২) : মোহনবাগান (১) (১)
ইস্টার্ন রেল (১) (১) : গ্রীয়ার (১) (০)
এম ই জি (১) : বি এন আর (০)
ইস্ট বেঙ্গল (১) : ওয়েস্টার্ন রেল (০)

সেমি ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (০) (০) (২) : ইস্টার্ন রেল (০) (০) (০)
ইস্ট বেঙ্গল (৩) : এম ই জি (০)

ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (২) : ইস্ট বেঙ্গল (০)

★

কলকাতার ফুটবলের দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গল ক' বছর ধরে হকিরও দুই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের খেলাকে কেন্দ্র করেই হকি মরসুমের যা কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা। বাকি ক্লাবগুলির শক্তি ক্রমক্ষীয়মাণ।

আপনাদের অজানা নেই, এই দুই প্রধানের একটি খেলার উপরই প্রথম ডিভিসন হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার প্রশ্ন ঝুলে ছিল। কারণ ১৮টি করে খেলায় দু' দলই সংগ্রহ করেছিল সমান পয়েন্ট। বলা বাহুল্য, বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলার পরের দিন দুই প্রধানের এই বাকি খেলায় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব সমেত লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে অবশ্য কোন নতুন সম্মান নয় বরং বেটন কাপে সেণ্ট্রাল রেলের কৃতিত্বের মতই গত ৪ বছরে ইস্টবেঙ্গলের লীগ অভিযান কৃতিত্বে ভাস্বর। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জনের পর পরের বছর কাস্টমস ক্লাবের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল যুগ্ম চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান পায়। গতবার অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হলেও লীগ এবং সারা মরসুমে থাকে অপরাজিত। আর এবার তো অপরাজিত থেকেই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাবের এবারকার হকি মরসুমকে এক কথায় বলা যায়—অসন্তোষজনক সূচনার পর

প্রথম ডিভিসন হকি লীগের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে) বাল্, কুশলকুমার (অধিনায়ক), আনিস-উর-রহমান, জারনেল সিং, চতুর্বেদী ও বলাজং সিং; (বাঁ দিক থেকে বসে) ইন্দার জিং সিং, ইনাম-উর-রহমান, কাপুর, বীর সিং ও কমওয়েল ফটো—দেশ

নৈরাশ্যজনক পরিসমাপ্তি। যে মোহনবাগান প্রতিপক্ষ দলের গলায় গোলের মালা পরিয়ে ১৪টি খেলায় করেছিল ৭১টি গোল, খেয়েছিল মাত্র একটি, সেই মোহনবাগান শেষ পাঁচটি খেলায় পাঁচটির বেশী গোল করতে পারেনি, খেয়েছে তিনটি, শুধু তাই নয়, ১৭টি খেলায় উপর্যুপরি জয়ের পর শেষ দুটি খেলায় বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের কাছে পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সত্যি কথা বলতে কি এ দুটি খেলাতেই মোহনবাগান পরাজিত দলের মত খেলে হেরে গেছে। খেলার মধ্যে প্রাণের সাড়া মেলেনি। সব মিলিয়ে মনে হয়, কোথায় যেন কি গোলমাল ছিল।

বলা বাহুল্য, মোহনবাগানের বোম্বাই সফর মোটেই শুভ হয়নি। বোম্বাইয়ে গোল্ড কাপের খেলার সেমি ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিসের কাছে শোচনীয়ভাবেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেমি ফাইনালে পরাজিত দুটি দলের খেলায় হার স্বীকার করেছিল নর্দার্ন রেলের কাছে। একই টীম আগা খাঁ কাপের খেলায় মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। ফলে বোম্বাই থেকে খালি হাতেই মোহনবাগানকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। কলকাতায় ফিরে এসে বেটনের খেলায় পুলিস ও দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট দলকে কোনভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হলেও কোয়ার্টার ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেলের কাছে মোহনবাগান হার স্বীকার করে। লীগের বাকি দুটি খেলায় হার স্বীকার করে বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। অথচ দলগত শক্তি অনুযায়ী মোহনবাগানের হকি মরসুম এমন নিষ্ফল হবার কথা নয়।

এ বছর লীগের খেলায় যত গোল হয়েছে, অন্য কোন বছর এত গোল হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ১০ জন খেলোয়াড় গোল করেছেন ৫২৬টি। হ্যাটট্রিকই হয়েছে ২৪ বার। যে ১৮জন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁদের মধ্যে মোহনবাগানের যোগীন্দার সিং-এর হ্যাটট্রিকের সংখ্যাই চার। তিনি করেছেন সবার চেয়ে বেশী মোট ৩৫টি গোল। তারপরই ইস্ট বেঙ্গলের উঠতি খেলোয়াড় ইনাম-উর-রহমান—দুবার হ্যাটট্রিক সমেত ২৫টি গোল করেছেন। একটি হ্যাটট্রিক সমেত গোল সংখ্যায় তৃতীয় স্থানে আছেন বি এন রেলের জি ডি সিং। তিনি করেছেন ২৩টি গোল। খুব বেশী গোল করতে না পারলেও রেঞ্জার্সের আর পিটার্স ও ইস্টার্ন রেলের এন হক দুবার করে হ্যাটট্রিক করেছেন।

সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৪০ জন খেলোয়াড় নিয়ে লীগের ১৯টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ভবানীপুর ক্লাব সবচেয়ে কম, মাত্র ১৫ জন নিয়ে খেলেছে ইস্টার্ন রেল। মাত্র ১৭ জন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে ইস্ট বেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সে দিক দিয়ে কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাও আবার কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইস্ট-বেঙ্গলকে অনেকগুলি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। নিচে প্রথম ডিভিসনের লীগ টেবল দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে লীগে বিভিন্ন দলের অবস্থার আন্দাজ করা যাবে।

প্রথম ডিভিসন হকি

লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৭	২	০	৬১	৩	৩৬
মোহনবাগান	১৯	১৭	০	২	৮৪	৪	৩৪
বি এন আর	১৯	১৬	১	২	৫২	৭	৩৩
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১৪	২	৩	৩২	৮	৩০
কাস্টমস	১৯	১১	৪	৪	৪১	১১	২৬
ইস্টার্ন রেল	১৯	৯	৪	৬	৩৬	১১	২২
গ্রীয়ার	১৯	৬	৮	৫	২০	১৮	২০
রেঞ্জার্স	১৯	৭	৫	৭	২৬	২১	১৯
আ কো পুলিস—							
	১৯	৭	৫	৭	২৪	২৫	১৯
[illegible]	১৯	৫	৯	৫	১০	২১	১৯
পুলিস	১৯	৫	৮	৬	২২	২৫	১৮
পোর্ট কমি	১৯	৫	৬	৮	২৩	২৬	১৬

পাঞ্জাব স্পোর্টস—	১১	৪	৮	৭	১২	২৮	১৬
উয়াড়ী	১১	৪	৬	৯	১৭	৩৭	১৪
রাজস্থান	১১	৩	৭	৯	১০	২০	১৩
এরিয়ান	১১	৪	৫	১০	১৭	৩০	১৩
আর্মেনিয়ান্স—	১১	৩	৬	১০	১৩	৩৮	১২
ভবানীপুর	১১	৩	৫	১১	৬	৩৭	১১
আদিবাসী	১১	৩	৪	১২	১১	৪৯	১০
ক্যালকাটা	১১	০	০	১১	৭	১০৪	০

*

গত ১৪ই মে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতা ময়দানের নতুন অঙ্গনে মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ইডেন উদ্যানের দক্ষিণ দিকে এবং ক্যালকাটা মাঠের পশ্চিমে কিংসওয়ে সংলগ্ন জমিতে যেখানে মোহনবাগান ক্লাবের নতুন 'খেলা-ঘরের' ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সেখানেই গড়া হবে ৬০×৪০ ফুট পরিমাণের নতুন তাঁবু।

দীর্ঘ ৭৪ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতার ফড়েপুকুর ও সার্কুলার রোডের মোড়ে পরলোকগত কীর্তি মিত্রের বাড়ির মাঠে মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম সূচনা। কীর্তি মিত্রের প্রাসাদোপম অট্টালিকা মো-হ-ন-বা-গা-ন-এর নাম অনুসারেই ক্লাবের নামকরণ। অল্প পরিসর জায়গায় ক্লাবের প্রয়োজন না মেটায় দু বছর পরে ক্লাবটি উঠে গিয়েছিল পরলোকগত মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার শ্যামপুকুর মাঠে। যে মাঠের বর্তমান নাম শ্যাম স্কোয়ার। কিছুদিন পরে ময়দানে খেলাধুলার জন্য ময়দানেই আস্তানা বাঁধার প্রয়োজন অনুভব করেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ফলে ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী মাঠে (বর্তমানে [illegible] ও [illegible] কলেজ মাঠ) প্রেসিডেন্সী কলেজের টেন্ট ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে মোহনবাগান ক্লাব এই মাঠে থাকতেই ১৯১১ সালে [illegible] আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ঐতিহাসিক বিজয়লাভ। ১৫ বছর প্রেসিডেন্সী মাঠে থেকে ১৯১৬ সালে আবার মাঠ বদল। এবার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দিকের মাঠ যেটা প্রথমে মোহনবাগান মাঠ এবং পরে মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল মাঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। ৪৬ বছর পরে পুরানো আবাস ছেড়ে মোহনবাগান এসেছে নতুন আবাসে।

মোহনবাগানের নামের সঙ্গেই ক্রীড়ামোদীদের একটা মোহ জড়িয়ে আছে। একটু একটু করে ক্লাবের বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতা সমৃদ্ধ করেছে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র তাদের বর্ণোজ্জ্বল ক্রীড়াছন্দে আলোকিত হয়েছে ভারতের ক্রীড়াঙ্গন। বাংলা ও ভারতের ক্রীড়ারসিকদের মনের মধ্যেই যে ক্লাবের আস্তানা বাঁধা সে ক্লাবের নতুন আবাসের মূল্য বাহ্যিক দিক দিয়ে হয়তো মূল্যহীন। তবু ক্যালকাটা মাঠেরও একটা ঐতিহ্য আছে। বহু ঐতিহাসিক ফুটবল সংগ্রামের পীঠভূমি ক্যালকাটা মাঠ। দেশ-বিদেশের বহু কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়ের পদধূলিপূত ক্যালকাটা মাঠ অতীত দিনের অবহু খেলার সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক কথায় বলা যায় সবার পরাণ পবিত্র করা ক্যালকাটা মাঠ। গঙ্গার তীরের স্নিগ্ধ সমীর যার অন্যতম আকর্ষণ। এমন মাঠে আস্তানা বাঁধার একটু নৈতিক মূল্য আছে বৈকি।

মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তি প্রস্তর। গত ১৪ই মে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন ময়দানের নতুন অঙ্গনে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন ফটো—দেশ

বাংলার পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯১১ সালে গোল পোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে আই এফ এ শীল্ডের ঐতিহাসিক ফাইনাল খেলায় বৃটিশ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়ের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখেছিলেন। আজকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মোহনবাগানের নতুন তাঁবুর ভিত্তি স্থাপন করতে এসে বাংলার খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেখেছেন নতুন দিনের আলো। কথাটা তিনি শুধু মোহনবাগানকে উদ্দেশ্য করেই বলেননি। বাংলার সামগ্রিক খেলাধুলার ক্ষেত্রেই আগ্রহ ও উন্নতির পরিচয় দেখে কথাটা বলেছেন।

মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবে অতীত ও বর্তমান খেলোয়াড়দের মিলন সানাইয়ের সুর, অনুষ্ঠান অঙ্গনে আলপনা-আঁকা মাটির মঙ্গলঘটের উপর আমের পল্লব তার উপর সশীষ সবুজ ডাব—সব মিলিয়ে শুভ্রচন্দ্রে ও বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের পর ক্যালকাটা ও মোহনবাগানের অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলাতেও দর্শকরা লাভ করেন কলচালনায় লঘু পদের ছন্দ সুখ। হাসি ঠাট্টাও কম উপভোগ্য হয়নি। যেমন, মুখ্যমন্ত্রীকে যখন মোহনবাগানের খেলার জামা উপহার দেওয়া হয় তখন "খদ্দরের নয় কেন" বলে তাঁর উক্তি। কিংবা প্রদর্শনী খেলার আগে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলে শট করলেন তখন অনুচ্চ স্বরে একজন বলে উঠলো—'ও এখনো পায়ের আড়ষ্টতা ভাঙেনি।' সবচেয়ে হাসির খোরাক যুগিয়েছে পূর্ববঙ্গের একটি ছেলে, হয়তো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সমর্থক হবে। তার উক্তি : (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়) এ কী! বারাণসীতে অধর্ম' আমরা শেয়ালদাকে 'শিয়ালদহ' বলি, মেল ট্রেনকে 'মেইল' ট্রেন বলি বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে বলি 'ব্যাঙ্গল বেঙ্ক'। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব মোহনবাগান অ্যাথলেটিক লিখতে 'এথেলেটিক' লিখবে কেন? উচ্চারণের সময় জাত যাবে না? উচ্চারণ যে 'য়েথেলেটিক' হয়ে যাবে।

কথাটি অবশ্য বিনা প্রতিবাদের মধ্যে চুকে যায়নি। সঙ্গে সঙ্গেই কোত্থেকে কে বলে উঠলো—যে লিখেছে তার মুখের জবাবও যে ঐ রকমের। সবাই হেসে উঠল। ময়দানের মাঝে আনন্দে কেটে গেল ক্রীড়ামোদীদের একটি সুন্দর সন্ধ্যা।

(১) মোহনবাগান ক্লাব তাঁদের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানের প্রদর্শনী খেলার আগে ফুটবলে সই করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন; (২) সই করছেন কমলা ভট্টাচার্য; (৩) নিজ দেহকে আয়ত্তে রাখতে না পারলেও বল আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করছেন অমিল দে; (৪) গোল ছেড়ে এসে বল ধরছেন ভি সেন; (৫) স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বল মারছেন এস মান্না।

—ফটো : 'দেশ'

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবল আইন-কানুনের মুখবন্ধে বলেছি—"আইনের সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশ সাঁতার কাটেন তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের চটি বই বৃষ্টিবিন্দু কেন, শিশিরবিন্দুর সমান, কিন্তু আইনে পরিণত হয়ে ঐ বই-ই যে আইনের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, ভুক্তভোগীরা সেটা ভালভাবেই জানেন।"

আইনের ধারা সম্বন্ধে ঘাটাঘাটি করবার আগে কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, তাই এ সপ্তাহেও মুখবন্ধের জের টানতে হচ্ছে।

চেম্বার্সের অভিধান অনুযায়ী Law শব্দের অর্থ :

"a rule of action established by authority : that which is Lawful' Rule· "The description of a process for solving a problem."

অর্থাৎ উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সংঘ সমিতি বা শাসন পরিচালকদের দ্বারা প্রণীত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী এবং অনুশাসন-বিধি। ফুটবলের উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সংঘ কে ? না, "ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।" কিভাবে ফুটবল খেলার আইন ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ নিয়েছে সে প্রশ্ন নিয়ে আজ আলোচনা অবান্তর। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনই যে বিশ্ব ফুটবলের সর্বময় কর্তা এবং সেই অ্যাসোসিয়েশনের রেফারীজ কমিটি আইন কানুনের রদবদল করবার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী সেটা সবারই জানা কথা। প্রতি বছরই এই কমিটির সব মাথা একবার করে মিলিত হয়ে আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁদের কাছ থেকেই নতুন আইনের বিধি-বিধান আসে ব্যাখ্যা আসে, আসে প্রয়োগের পরামর্শ।

তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিই নাকি আইনের মূল ভিত্তি। সাধারণ ক্ষেত্রে তো বটেই, খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও।

ধরুন, আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হল দুশো টাকার বদলে আপনি আমাকে একটি ঘোড়া দেবেন। টাকাটা নিয়ে ঘোড়া দেবার সময় আপনি আমাকে একখানি ঘোড়ার ছবি দিলেন বা দিলেন একটি কাঠের খেলনা-ঘোড়া। আমি বললাম এ কি ! ঘোড়া কই ? আপনি বললেন, চুক্তিতে তো কি ধরনের ঘোড়ার উল্লেখ নেই, সুতরাং দুশো টাকার বিনিময়ে ওটাই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি যদি আইনের আশ্রয় নিই, আপনার যুক্তি টিকবে কি ?

তখন শামলা-পরা আইনের কারবারীরা ঘোড়ার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করবেন। ঘোড়ার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ঘোড়ার সংজ্ঞা কি ? না, এক ধরনের বিশেষ জীব যার প্রাণ আছে যে দৌড়তে পারে যার আকৃতি বিশেষ ধরনের ইত্যাদি। আপনি যা দিচ্ছেন তা ঘোড়া নয়—ঘোড়ার ছবি বা খেলনা ঘোড়া।

তেমন ফুটবলের আইনেও প্রতিটি সংজ্ঞার চুলচেরা বিচার। আপনি মোহন-বাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলের গোল লক্ষ্য করে একটি তীব্র শট করলেন বলটি ক্রসবারে লেগে ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করল। রেফারী হিসাবে আমি কি সিদ্ধান্ত নেব ? গোল দেব ? না, গোল অগ্রাহ্য করব ? যদি গোল দিই ইস্ট বেঙ্গলের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়িয়ে নিতে চাইবে যদি গোল না দিই মোহনবাগানের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়ানো মাংসের কাবাব বানাতে চাইবে। আমার অবস্থা হবে তখন মারীচের মত। হয় রামের হাতে নয় রাবণের হাতে মার খেতে হবে।

যাই হোক আমার দুর্দশার অন্ত না থাকলেও ফুটবলের আইন কিন্তু আমার হাত পা বেঁধে দিয়েছে। আমি কোনভাবেই মোহনবাগানের সপক্ষে গোলের নির্দেশ দিতে পারব না। কেন ? না, যখন বলটির সব অংশ গোলে প্রবেশ করেছে তখন আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি বিধিবদ্ধ "বল" নয়। বলের বিকৃত রূপ।

আইনে বলের সংজ্ঞায় মোটামুটি বলা হয়েছে—বলের আকার গোলাকার হবে এবং যার পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। বল ফেটে গেলে নিশ্চয়ই সেটা গোলাকার থাকে না পরিধিরও ব্যতিক্রম ঘটে, আর বায়ু তো বেরিয়ে যাবই।

সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে আর একটি নতুন বল নিয়ে যেখানটায় বল ফেটে গিয়েছিল সেখানে "ড্রপ" দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে রেফারী বিপদে পড়বেন আরও বহু ক্ষেত্রে। ধরুন, বি এন রেলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু এরিয়ানের গোলকিপার সনৎ শেঠকেও কাটিয়ে একেবারে ফাঁকা গোলে বল শট করলেন— অবধারিত গোল হবে, ভগবানেরও বাঁচানোর সাধ্য নেই। বলটি গোলে ঢুকছে এমন সময় এরিয়ানের উগ্র উড়ে মালী গোলের পেছন থেকে এসে বলটি থামিয়ে দিল। রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন ? যদি গোল না দেন তবে বি এন রেলের সমর্থকরা কি আপনাকে রেলের চাকার নীচে ফেলতে চাইবে না ? যদি গোলের নির্দেশ দেন, "আর্য" দলের সমর্থকরা দেবে আপনাকে অনার্যের অপবাদ। বড় নিরীহ ক্লাব কিনা, তাই নিরামিষ প্রতিবাদ! আপনার উভয় সংকট। কি সিদ্ধান্ত নেবেন ? ঠিক সিদ্ধান্ত কি হবে, আপাতত নাই বললাম। আইনের ধারা আলোচনার সময় বলা যাবে। এখন আপনিই ভাবতে থাকুন কি সিদ্ধান্ত নেবেন।

আর একটি ক্ষেত্র। ধরুন, মহমেডান স্পোর্টিং আর স্পোর্টিং ইউনিয়নের লীগের খেলা। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, আই এফ এর সম্পাদক স্বয়ং যার মুরুব্বি। যে কারণেই হোক মহমেডান দলের খেলোয়াড়দের আপনার সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই। আপনি বাঁশী হাতে মাঠে ঢুকতেই একজন খেলোয়াড় বলে উঠলো—"এই শালা লোককো ফিন ভেজা।" আপনি কি করবেন ? আপনি যদি কিছু না করেন, আপনার দুর্বলতা ধরা পড়বে, যদি কিছু করেন অর্থাৎ খেলোয়াড়কে সতর্ক করেন, আপনার বিরুদ্ধে হয়তো অবশ্য অপবাদ দেওয়া হবে সেক্রেটারীর টীমের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ এনে।

ধরুন, গালাগালির ব্যাপারটা উপেক্ষা করেই আপনি খেলা আরম্ভ করলেন। মহমেডান দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড "কিক অফে"র সময় সামনে বল না মেরে পাশাপাশি বল মারল। একবার নয়, দুবার। আইন-সম্মতভাবে "কিক অফ" না করায় আপনি তাকে "সতর্ক" করে দিলেন। আবারও আইনের ব্যতিক্রম ঘটায় আপনি খেলোয়াড়টিকে মাঠ থেকেই বের করে দিলেন। মহমেডান দলের অধিনায়ক বললেন—"খেলা তো এখনো আরম্ভ হয়নি, আমরা আর একজন খেলোয়াড়কে খেলার জন্য নামাব। কি করবেন আপনি ? বদলী খেলোয়াড় আমার অনুমতি দেবেন ? কি করবেন ভাবতে থাকুন। পরে সমাধান জানানো যাবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৩ই মে—জানা গিয়াছে, সিরাজুদ্দিন কোম্পানীর খাতায় উড়িষ্যার কয়েকজন মন্ত্রীর নামোল্লেখ সম্পর্কে "বিশেষ কোন মতভেদ" না থাকায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সিরাজুদ্দিন ঘটিত ব্যাপারে ঐ সকল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে আরও তদন্ত করিতেছেন।

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব নির্বাচন কমিশনার এবং দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন অদ্য অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে শ্রীসেনের বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

১৪ই মে—কলিকাতা মহানগরীতে কলেরার দাপট সমানভাবেই চলিয়াছে। গত সপ্তাহে দুইশত জন কলেরা রোগে মারা যায়। এ বছর একটি সপ্তাহে কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ইহাই সর্বাধিক। ঐ সপ্তাহে ৬২০ জন কলেরা রোগাক্রান্ত হয় বলিয়া প্রকাশ।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র আজ এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বাঞ্চলের কোন রাজ্যের খাদ্যের ব্যাপারে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাউল সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগ করিবেন।

১৫ই মে—আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে কাশ্মীর ও আনুষঙ্গিক সমস্যা লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ষষ্ঠ চক্র আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তান গণভোটের পুরাতন ধুয়া আবার তোলায় অপ্রত্যাশিতভাবে আলোচনার অবসান ঘটে।

দমদম বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বহুদিন হইল গৌরীপুরে যে জমি কিনিয়া রাখা হইয়াছিল, অদ্য দুপুরে দুইটি 'বুল-ডোজার' ও এক বিপুল সংখ্যক পুলিস বাহিনী দখলকারীদের উচ্ছেদ করিয়া সে জমি উদ্ধার করিয়াছে।

১৬ই মে—সম্প্রতি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও সরবরাহে অনিশ্চয়তার ফলে শিয়ালদহ বিভাগের রাণাঘাট সেকশনের বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল নির্ধারিত সময়ে চালু করিতে অসুবিধা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

দেশের চাউল পরিস্থিতি পুরাপুরি জানিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল জানান যে আগামী ফসলের মরসুম পর্যন্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশে যথেষ্ট চাউল মজুত রহিয়াছে এবং এইজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই।

১৭ই মে—বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন সীমান্তের সমস্ত এলাকাতেই নূতন করিয়া চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে। তিনি বলেন চীনা সৈন্য সমাবেশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে ঠিক কোন অঞ্চলে ইহা ঘটিতেছে তাহা তিনি বলিতে অস্বীকার করেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ এই মর্মে আশ্বাস দেন যে চাউলের ব্যবহারের উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই। দেশের খাদ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাও বলেন যে, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।

১৮ই মে—অদ্য কলিকাতায় বিভিন্নসূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইতেছে।

নেফার উপর চীনের আক্রমণের সময় কর্তব্য কার্য পরিত্যাগ করার অভিযোগে ভারত সরকার কতিপয় সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করিয়াছেন। ২৭ জন গেজেটেড অফিসারসহ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৬০ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

১৯শে মে—কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গত দুই বৎসর যাবৎ একখানা নূতন বাসও কিনিতে পারেন নাই। আগামী দুই বৎসরের ভিতরেও নূতন বাস পাওয়া যাইবে এমন ভরসা নাই। কারণ এই সকল বাস কিনিতে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, তাহা কর্পোরেশনের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেন নাই।

নেফায় চীনা আক্রমণকালে কর্তব্য ত্যাগের জন্য যে সকল সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে তদন্ত হইবে সরকার তাঁহাদের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই চুনোপুঁটি পর্যায়ের। অসামরিক ও সামরিক বড়কর্তারা বিলকুল বাদ পড়িয়াছেন বলিয়া রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই মে—রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ ৫ জন বৃটিশ এবং পাঁচজন মার্কিন কূটনীতিককে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা এখনও মস্কোতে আছেন তাঁহাদের দেশত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মিডল ইস্ট নিউজ এজেন্সী কায়রোতে এক ঘোষণায় বলেন যে রাত্রে কায়রো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার পথে নীল নদের ব-দ্বীপে একখানি দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ডাকোটা বিমান ধ্বংস হয়। উহার ফলে বৈমানিকগণসহ ৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই মে—আফ্রো-এশীয় দেশগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীন বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি সংস্থার বিকল্প একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিতেছে। জেনেভায় বাণিজ্যমন্ত্রী সম্মেলনে অদ্যকার আলোচনায় ইহা স্পষ্টত বুঝা যায়।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট চীন উভয় দেশের মধ্যে আদর্শ সম্পর্কে মতভেদের ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে। ৫ই জুলাই মস্কোতে এই আলোচনা আরম্ভ হইবে।

১৫ই মে—ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ মার্কিন মহাকাশ যাত্রী মেজর গর্ডন কুপার আজ ফেইথ—৭ নামে মহাকাশ যানে মহাশূন্যে যাত্রা করেন। তিনি বাইশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়ায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন করায় কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কৃত করা হইলে জনৈক ছাত্র মহকুমা অফিসার ও জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে প্রহার করে। এই ঘটনার পরে পুলিস ডাকা হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে ছাত্রগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য পুলিস কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে।

১৬ই মে—রুশ-চীন আদর্শগত বিরোধের অবসানকল্পে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার চারদিনের মধ্যেই চীন আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং আধুনিক সংস্কারবাদিগণকে" প্রধান শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন পেনকোভস্কির প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হইয়াছে এবং গুলী করিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইয়াছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক পেনকোভস্কি বৃটিশ ব্যবসায়ী উইনের যোগসাজসে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া সামরিক আদালত তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৭ই মে—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টো গত রাত্রে করাচীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন ষষ্ঠ চক্রের আলোচনা শেষ হইবার পর ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কাশ্মীর সম্পর্কে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শেষ হইল।

মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপার নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি যখন একে একে বিকল হইয়া যাইতে লাগিল—তখন মহাকাশচারী কুপার স্বহস্তে মহাকাশ যান চালাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে যেভাবে অবতরণ করেন পর্যবেক্ষকদের মতে তাহা নিখুঁত ও নাটকীয়।

১৮ই মে—যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করিলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সেই সকল ভারতীয় পণ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বালিদ্বীপের আগুং আগ্নেয়গিরি গত বৃহস্পতিবার হইতে আবার অগ্নি উদ্গীরণ করিতে শুরু করিয়াছে এবং এবারও বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া আশংকা হইতেছে। গত ১৭ই মার্চের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ১৫ শত লোক প্রাণ হারায় এবং দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মরুভূমির রূপ ধারণ করে।

১৯শে মে—কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে পাকিস্তানের মতিগতি বিন্দুমাত্র উৎসাহজনক নহে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন, রুশ বিজ্ঞানীরা একটি কুকুরের একটি স্নায়ু অপসারণ করিয়া সেখানে বিদ্যুৎ-বাহ বা সূক্ষ্ম তার বসাইয়া দিয়াছেন। এ ধরনের চেষ্টা এই প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হইল।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ● ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ● ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ● প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ● ২৩-৮০৪১। স্বত্বাধিকারী ● পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ সদ্য প্রকাশিত পুস্তকাবলী ॥

মন্মথনাথ ঘোষের
ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা
প্রণয়মধুর উপন্যাস

রোশনাই ৩৷৷

প্রমথনাথ বিশীর

রবীন্দ্র সরণী ১০৲

ডঃ শুভ্রাংশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬৷৷৹

প্রশান্ত চৌধুরীর
নূতন উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

জরাসন্ধের	অবধূতের	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের	নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
ছায়াতীর ৫৲	**হিংলাজের পরে** ৫৲	**মেঘ ও মৃত্তিকা** ৫৲	**যাত্রাপথ** ৪৷৷৹

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনব ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ **৬৷৷**

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷

বিমল করের
পান্থশালা ৩৷৷

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কোলাহল ৩৷৷
ভাড়াটে বাড়ি ৩৷৷
। নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ।

প্রবোধকুমার সান্যালের
বিবাগী ভ্রমর
নূতন সংশোধিত সংস্করণ **৭৲**

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

* প্রবন্ধ ও সমালোচনা *

বিশু মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০

ডঃ নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ের
সঙ্গীত ও সাহিত্য ৭·০০

অমল হোমের
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

কণিকা ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভূমিকা ২·০০

বুদ্ধদেব বসুর
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

অমূল্যনাথ চক্রবর্তীর
ভারতে শক্তিসাধনা ৭·০০

১৯৬২ সালের সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভ্রমণ-কাহিনী

জা পা নে

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল
মূল্য : সাত টাকা

: অন্যান্য সাম্প্রতিক পুনর্মুদ্রণ :

রাজশেখর বসু-কৃত সারানুবাদ
বাল্মীকি-রামায়ণ
৯ম সংস্করণ ॥ মূল্য : ১০·০০

বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত
কালিদাসের মেঘদূত
৩য় সংস্করণ ॥ মূল্য : ৬·৫০

* কাব্য-গ্রন্থ *

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্য-সঞ্চয়ন (১০ম সং) ৬·০০

বুদ্ধদেব বসুর
যে আঁধার আলোর অধিক ২·৫০

বিষ্ণু দে-র
আলেখ্য ২·৫০

হুমায়ুন কবিরের
স্বপ্নসাধ ... ২·০০
সাথী ... ১·৫০

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়ের
আনন্দ-ভৈরবী
মূল্য : ২·০০

মণীন্দ্র রায়ের
অমিল থেকে মিলে ১·৫০

॥ আমাদের প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার সার্থক উপন্যাস ॥

প্রবোধকুমার সান্যাল **মনে রেখো** ৬·৫০ বিমল মিত্র **অন্যরূপ (২য় সং)** ৫·৫০
[illegible] রঙ ৬·৫০ আশাপূর্ণা দেবী **শোণপাংশু** ৪·০০ বুদ্ধদেব বসু
প্রতিভা বসু **অতল জলের আহ্বান** ৩·৫০ সুশীল রায় **ত্রিনয়না** ৫·০০
[illegible] থেকে [illegible] ৩·০০ দীপক চৌধুরী **মত এলো** ৫·০০

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

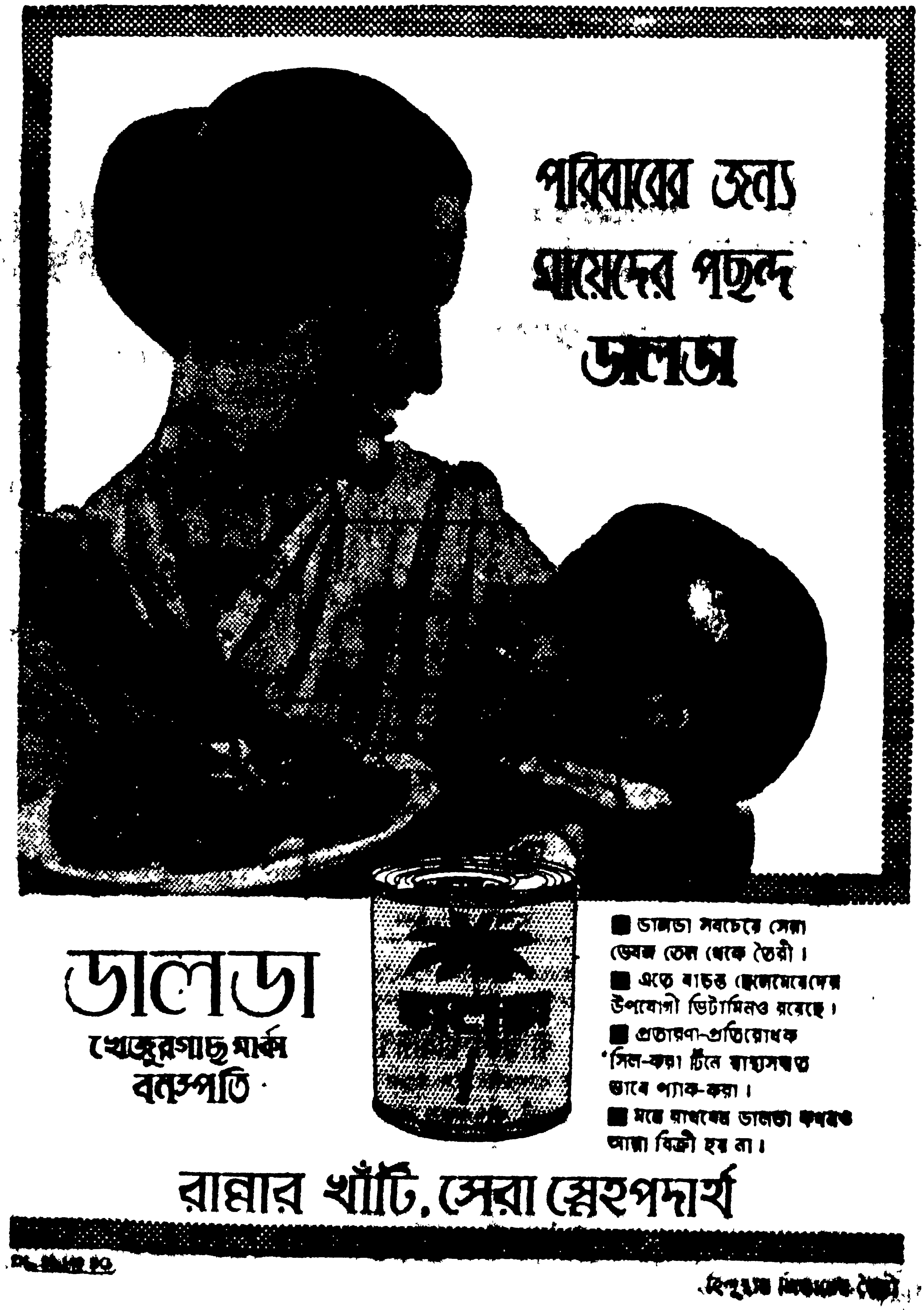
পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
ডালডা সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে তৈরী।
এতে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের উপযোগী ভিটামিনও রয়েছে।
প্রতারণা-প্রতিরোধক 'সিল-করা' টিনে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্যাক-করা।
মনে রাখবেন ডালডা কখনও খোলা বিক্রী হয় না।
রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

✻ সূচীপত্র ✻

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পরিকল্পনা প্রহসন—	... ...	৪৯১
বৈদেশিকী—	... ...	৪৯২
[illegible]—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	... ...	৪৯৫
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীবিমল কর	... ...	৪৯৭
দংশ—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত	... ...	৫০১
[illegible]সেখানে—	... ...	৫১২
লালকেল্লা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	... ...	৫১৩

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত

দীপক চৌধুরীর

[illegible] উপন্যাস

ব নি তা প্র স ঙ্গ

দাম : আট টাকা

'বনফুল'-এর অভিনব নাটক

শৃ ঙ্খ ল ১·৭৫

[স্বামী বিবেকানন্দের অশরীরি বাণী এই অভিনব নাটকের নায়ক]

২৫শে বৈশাখের বই

আশাপূর্ণা দেবীর

নবতম উপন্যাস

বহিরঙ্গ ৩·৭৫

৭ই বৈশাখের বই

'বনফুল'-এর উপন্যাস

ত্রি ব র্ণ ১০·০০

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকখানি উপন্যাস

ডঃ সুশীল রায়ের **পদ্মিনী** ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কেউ জানবে না কেউ শুনবে না ৩·২৫

বুদ্ধদেব বসুর **হে বিজয়ী বীর** ৩·৫০

লীলা মজুমদারের **ঝাঁপতাল** ২·৭৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের **সৃষ্টি** ৫·৫০

সত্যপ্রিয় ঘোষের **গান্ধর্ব** ৩·৫০

দিলীপকুমার রায় সম্পাদিত

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য সঞ্চয়ন ৮·০০

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র স্বদেশী গান, হাসির গান, প্রেম সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক সঙ্গীত এবং কাব্য ও কাব্য-নাটিকাগুলির একত্রে সঞ্চয়ন।]

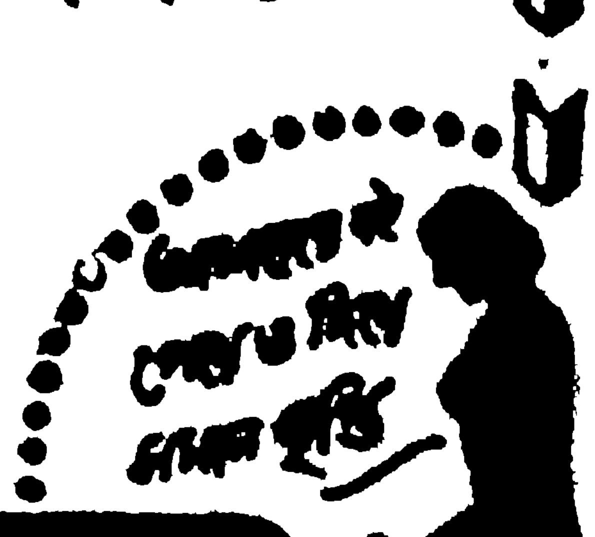

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাঃ লিঃ

(সি ১৮০৪)

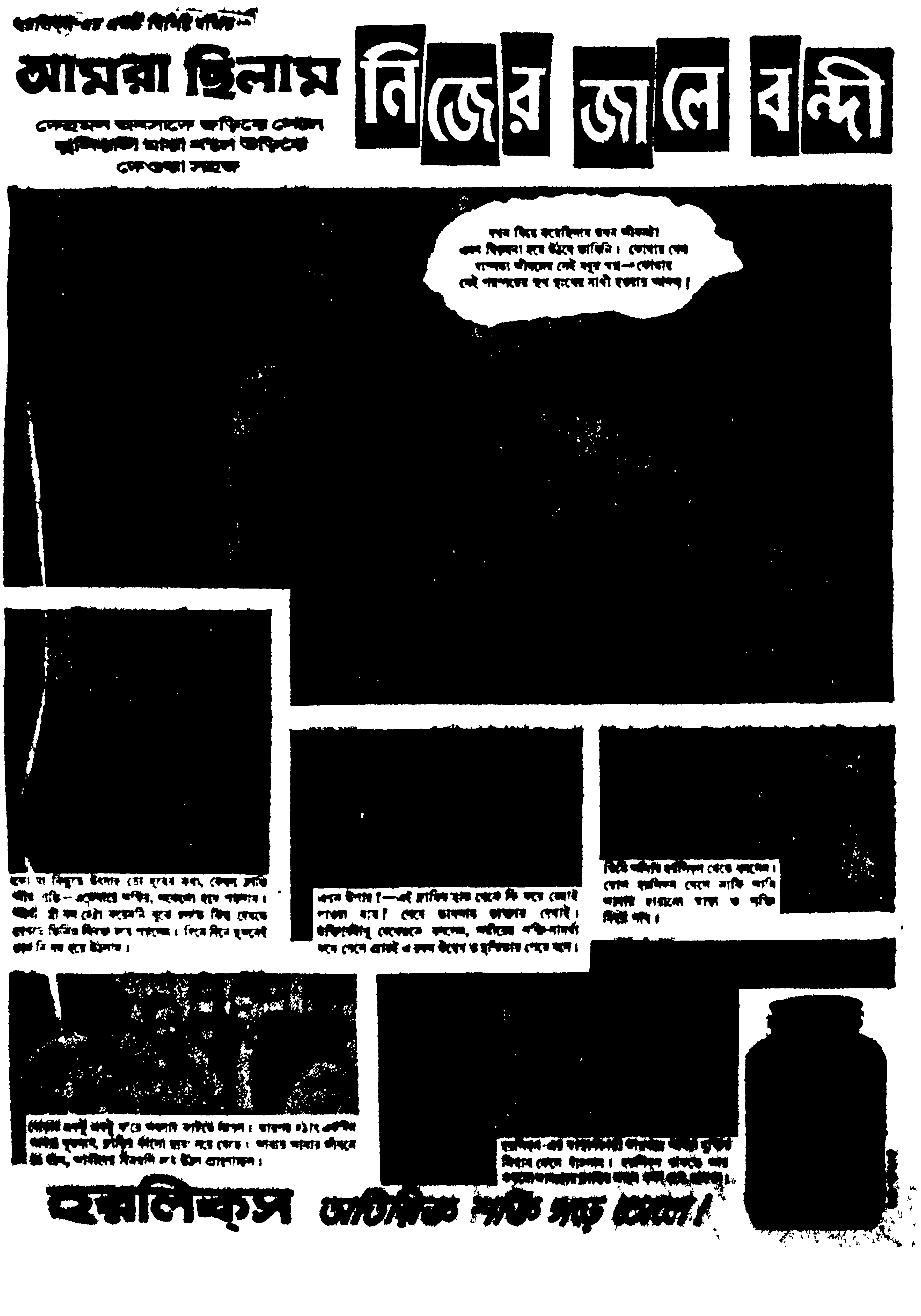
আমরা ছিলাম নিজের জালে বন্দী
হরলিক্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নেপথ্যে—শ্রীমঞ্জুলিকা দাশ	... ...	৫১৭
রহস্যময় চিত্র-চোর—শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	. ...	৫২৩
নিশিকুটুম্ব—শ্রীমনোজ বসু	... ...	৫৩১
কান্ত-কবির একটি চিঠি—শ্রীঅসিত ভৌমিক	...	৫৩৯
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	... ...	৫৪১
বার্লিনের চিঠি—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী	... ...	৫৪৩
বিশ্ববিচিত্রা—	... ...	৫৪৫
ড্রাগনের দাঁতে বিষ—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	...	৫৪৯

শুকতারা

আষাঢ় সংখ্যায় থাকবে

৮০ পাতার বই ৫০ নয়া পঃ

স্বামী বিবেকানন্দ	—	চিত্রে জীবনী
হাঁদা ভোঁদা	—	চিত্রে কমিক গল্প
কল্যাণী প্রামাণিক	—	কবিতা
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	হাসির গল্প
উমাশঙ্কর	—	চম্বলের দস্যুসর্দার
পূরবী দেবী	—	ষড়যন্ত্রের কাহিনী
রঞ্জন মিত্র	—	চেষ্টার ফল
সবিতা ঘোষ	—	লণ্ডনের চিঠি
সব্যসাচী	—	টার্জানের অ্যাডভেঞ্চার
প্রদীপচন্দ্র সরকার	—	ম্যাজিক
সুধীন্দ্রনাথ রাহা	—	সচল বিশ্বনাথ

তাছাড়া আরো গল্প, বুদ্ধির খেলা, মজার পাতা,
আরো অনেক কিছু বইতে দেখুন

দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা ৯

বাহির হইল

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় — [illegible] ৩

দৃষ্টিহীন — দেও না চলে ৩

জলসা

বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে
মে মাসের শেষে

দুটি উপন্যাস লিখছেন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

গল্প—হাসির ডিটেকটিভ, গোয়েন্দা,
স্মৃতিচিত্রণ, মজা লিখছেন
নবেন্দু ঘোষ [illegible] চৌধুরী
[illegible] দাস, শিবরাম চক্রবর্তী,
হিমানীশ গোস্বামী, চিরঞ্জীব সেন,
[illegible], বীরু চট্টোপাধ্যায়, [illegible]

সত্যজিৎ রায়

অন্যান্য বিভাগীয় রচনা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত,
সাগরময় ঘোষ, [illegible]
এবং বোম্বের স্টুডিওর খবর লিখছেন
নবেন্দু ঘোষ

প্রচুর ছবি নিয়ে বেরুচ্ছে।

দাম দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

আঃ

কি চমৎকার ঝরঝরে
লাগে তাজা
কলিনসের ফেনা!

কাজকর্মে যাঁদের ব্যস্ত থাকতে হয় কলিনসের
সুপার হোয়াইট তাঁরা পছন্দ করেন··
কারণ কেবল কলিনসের ফেনাতেই
সারাদিনরাত দাঁতের ক্ষয় আর মুখের দুর্গন্ধ
রোধ করতে পারে। তাই আপনিও নিশ্চিন্ত
মনে কলিনসের সুপার হোয়াইট টুথপেষ্ট
ব্যবহার শুরু করুন।

নিশ্চিন্ত মনে হাসুন—কলিনসের হাসি।

যদি ক্লোরোফিলের তাজাস্বাদই
আপনার পছন্দ হয়, তাহ'লে
ব্যবহার করুন
নতুন ফরমূলার
কলিনস
ক্লোরোফিল

ক্ষয় রোধ করে
শ্বাস নির্মল করে
দাঁত উজ্জ্বল করে

Registered User: GEOFFREY MANNERS & CO. LIMITED

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		৫৫৩
সাহিত্য সংবাদ	বিন্দুর	৫৫৫
পুস্তক-পরিচয়—		৫৫৭
রঙ্গজগৎ—		৫৬১
খেলার মাঠে	একলব্য	৫৬৯
ফুটবলের আইনকানুন	মুকুল	৫৭৪
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৫৭৬

প্রচ্ছদ—পি জি ভৌমিক (দিল্লি)

॥ নতুন বই ॥

শক্তিপদ রাজগুরুর

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর

বসন্ত আসে—ভ্রমর আসে কার অন্বেষণে। বসন্তের শেষে বিবাগী ভ্রমর আর ফেরে না। মধু জগতের অসীমে ফেরারী হয়ে যায়। নতুন বসন্তের দিনে আবার আসে অন্য কোন ভ্রমর। এই অন্বেষণ তবু থামে না। মানুষের নিঃসঙ্গ মনও এমনি বার বার সঙ্গী খুঁজে ফেরে। ২ ৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সুনন্দা ৩·০০

শৈলেশ দে
হংস মিথুন ২·৫০

সুবোধ ঘোষ
বর্ণালী ৩·০০
(ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
পূর্বপাড়ার মেয়ে ৩·৫০

নাগরী ৪·০০

জলকমল ৩·০০

কালোঘোড়া ৪·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিবাহের উপহারে

জেনারেলের বই

জেনারেল প্রিন্টার্স য্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত এই বইগুলি আপনার প্রিয়জনকে উপহার দিবার পক্ষে চমৎকার

ডঃ নবগোপাল দাস আই-সি-এস্
(অবসরপ্রাপ্ত)

সাগর দোলায় ঢেউ ... ৩·০০
অবগুণ্ঠিতা ... ৩·০০
তারা দুজন .. ২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বর্ষায় ৩·০০ চৈতালী ... ৩·০০
কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার ২·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
বন্ধনী . ১·৫০ শৃঙ্খল ... ২·৫০
বসন্তরজনী ... ১·৫০
শতাব্দীর অভিশাপ ... ২·৫০
ঘরের ঠিকানা .. ২·৫০

রামপদ মুখোপাধ্যায়
দুঃস্বপ্ন ... ২·৫০
মুহূর্তের মূল্য ... ২·০০
মহানগরী ... ৪·০০

প্রমথনাথ বিশী
কোপবতী ... ৩·০০
গালি ও গল্প ... ১·৫০
মৌচাকে ঢিল ... ২·৫০

ননীমাধব চৌধুরী
রাজনগর ... ৪·০০

পরিমল গোস্বামী
চাঁদের সেই লোকটি ... ২·০০

বোম্মানা বিশ্বনাথন্
ভারতীয় গল্প সঞ্চয়ন ... ৪·০০

জ্যোতির্ময়ী দেবী
আরাবল্লীর আড়ালে ... ১·৫০

বাণী রায়
হাসিকান্নার দিন ... ৩·০০

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সর্বশেষ উপন্যাস
আমি ছিলাম .. ৩·০০

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী
বিবাহ-মঙ্গল ... ৩·০০

মোহিতলাল মজুমদার
ছন্দ-চতুর্দশী .. ৩·০০

ডঃ সুশীলকুমার দে
দশ দীপিকা ... ২·০০

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বিদ্যাপতি .. ৩·০০

প্রমথনাথ বিশী
মধুকরী ২·০০

জেনারেল বুকস

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

হলদে দাগটি কোথা গেল একি তাজ্জব বাত-
পেপ্‌সোডেণ্টে মেজেছেন যে আপনার দাঁত

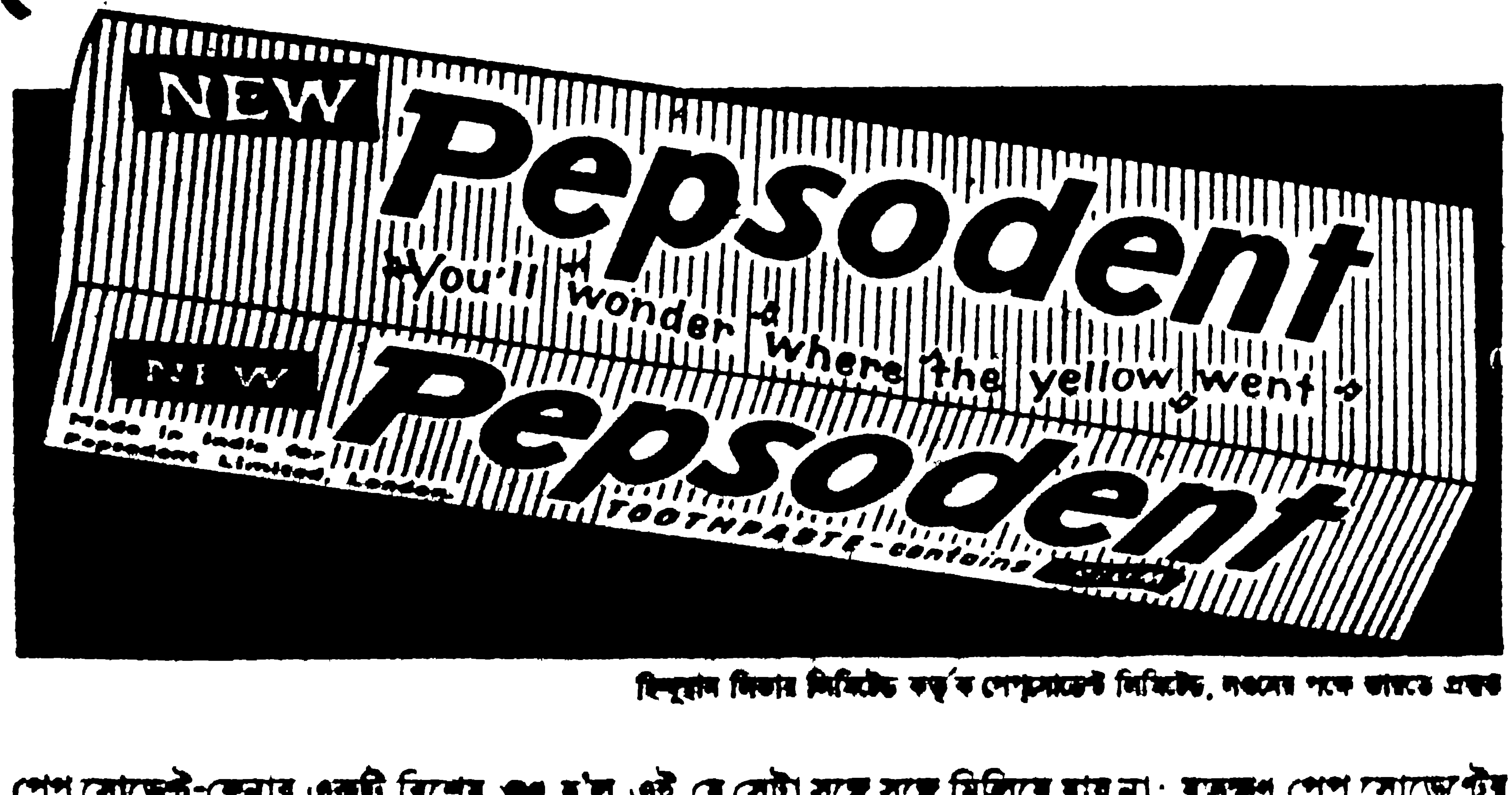

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক পেপ্‌সোডেণ্ট লিমিটেড, লণ্ডনের পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

পেপ্‌সোডেণ্ট-ফেনার একটি বিশেষ গুণ হ'ল এই যে সেটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় না; যতক্ষণ পেপ্‌সোডেণ্টের সক্রিয় উপাদান ইরিয়াম দাঁতের ওপরকার ক্ষয়কারী হলদে ছোপ তুলে না দেয়···দাঁতের স্বাভাবিক ঝরঝরে ভাবটা ফুটিয়ে না তোলে—ততক্ষণ ফেনা হাজির থাকে।

পেপ্‌সোডেণ্টের স্বাদ চমৎকার ঠাণ্ডা আর ঝরঝরে, পিপারমিণ্টের মত। পেপ্‌সোডেণ্ট ব্যবহারে মুখের স্বাদ হয় তাজা, গন্ধ হয় সুমধুর, দাঁতের পাটী হয় মজবুত আর ঝকঝকে শাদা।

পেপ্‌সোডেণ্ট সব জায়গায় পাওয়া যায়। আজই এক টিউব নিন!

ঝকঝকে শাদা দাঁতের জন্যে *ইরিয়াম* যুক্ত পেপ্‌সোডেণ্ট ব্যবহার করুন

নতুন ধরনের **সাতরঙ** মাসিক পত্রিকা

প্রতি সংখ্যায়

দুখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রতি সংখ্যার দাম : দেড় টাকা

— — — বৈশাখ সংখ্যায় — — —

তারাশঙ্করের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবীর
সম্পূর্ণ উপন্যাস

১৬ই মে বেরিয়েছে।

— — — জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় — — —

শৈলজানন্দের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
সম্পূর্ণ উপন্যাস

১২ই জুন বেরোচ্ছে।

— — — আষাঢ় সংখ্যায় — — —

অবধূতের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
প্রফুল্ল রায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস

৮ই জুলাই বেরোবে।

— — — শ্রাবণ সংখ্যায় — — —

বিমল করের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সম্পূর্ণ উপন্যাস

৫ই আগস্ট বেরোবে।

— — — ভাদ্র সংখ্যায় — — —

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
শক্তিপদ রাজগুরুর
সম্পূর্ণ উপন্যাস

২রা সেপ্টেম্বর বেরোবে।

— — — গ্রাহক চাঁদা — — —

বার্ষিক (সডাক) : ১৮৲ — রেজেস্ট্রি ডাকে : ২৪·৬০ নঃ পঃ
ষান্মাসিক (সডাক) : ১০৲ — রেজেস্ট্রি ডাকে : ১৩·৩০ নঃ পঃ
এজেন্সির জন্য যোগাযোগ করুন।
সাতরঙ কার্যালয় : ৫/২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

(সি-১১০৫)

● নাটক ও সাহিত্য তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধ-সম্ভার ●

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অফ এস্থেটিক ৬·৫০

এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব ৮·০০

নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ ৪·৫০

● প্রকাশ অপেক্ষায় ●

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাঙলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন ১২·৫০

অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষামূলক আলোচনা

বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের

অভিনয় : প্রযোজনা : পরিচালনা ৮·০০

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ—৯

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

স্বপ্নসন্ধ্যা ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮৲

মদন ভস্ম ৩৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সোনা নয় রুপো নয় ২-৫০

শক্তিপদ রাজগুরুর

শাল পিয়ালের বন ৪৲

প্রাপ্তিস্থান :
ক্যারাইট পাবলিশার্স
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শ্রীমহেন্দ্র দত্ত প্রণীত
রচনাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ-অনুজ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমহেন্দ্রনাথের রচিত পুস্তকাবলী বিবেকানন্দ চরিত্র অনুধ্যানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী ১·২৫

২। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী
১ম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫
ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০
ঐ ৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০

৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
১ম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫
ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫

৪। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ
২য় সংস্করণ ২·০০

৫। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান
২য় সংস্করণ ০·৫০

স্বামিজীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
[illegible] গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

আশাপূর্ণা দেবীর
নতুন উপন্যাস
দোলনা
চার টাকা

....

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল
বসন্ত-তিলক
সুবোধ ঘোষ

এক নকল জীবনের অহংকার অকস্মাৎ-আগত ঘূর্ণিহাওয়া হয়ে হঠাৎ একদিন ঝড় তুলেছিল ছোট্ট শহর হাওয়ানগর সরিয়াড়িতে। সরিয়াড়ির শান্ত অটল জীবনকে টলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল তার আত্মম্ভরিতা। কিন্তু এই অহংকারের আত্মম্ভরী ঘূর্ণি সরিয়াড়ির অটল জীবনকে ক্ষণিক এলোমেলো করে দিলেও টলাতে যখন পারল না, আক্রোশের শিলাবৃষ্টি হয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইল তাকে। আর তখনই ঔদার্য আর প্রেমের ছত্র বিস্তৃত হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণকে, ব্যর্থতায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এবং আশ্রয় দিয়েছিল এক মহান অটলতাকে, রক্ষা করেছিল এক পবিত্র স্থৈর্যকে। সুবোধ ঘোষের এই নবতম গ্রন্থটি উপন্যাস-সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন।

পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

দেশ

?? ?? ?? Naye Paise
Saturday, 1st June 1963

৩০ বর্ষ ॥ ৩১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

পরিকল্পনা প্রহসন

কল্পনার পরিকল্পনায় ধূলো পরিমাণ। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার পরিকল্পনা, দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনা, বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং এই রকম ছোটবড় বিচিত্র বহুবিধ পরিকল্পনার সিঁড়ি বেয়ে সবার উপর দেশজোড়া তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তার ঠিক নেই, কোন্‌টা জরুরী, কোন্‌গুলিই বা রয়েসয়ে প্রয়োজনাযোগ্য তারও বিচার-বিবেচনার সাক্ষাৎ মেলে না। জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র, জনগণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট, কাজেই সব পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের উপর জনকল্যাণব্রতী সংকল্পের শীলমোহর। জনকল্যাণের জন্যই নাকি দপ্তরে দপ্তরে পরিকল্পনা রচনার প্রতিযোগিতা—নয়াদিল্লিতে কলকাতায় এবং রাজ্যে রাজ্যে। সরকারী কল্যাণব্রতীদের কল্পনা শক্তির বাহাদুরি আছে বৈকি; পরিকল্পনার ছাঁচে-ঢালা নিত্য নতুন স্কীম; স্কীম চালু করার জন্য অফিস, বড়, মেজ, সেজ ছোট আমলা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ফিটফাট বন্দোবস্ত, ঢালাও অর্থমঞ্জুরীর ব্যবস্থা এবং তারপর বর্ষে বর্ষে এই সব স্কীমের নাড়ী টিপে দেখা, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" কায়দায় সরকারী সমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, যার সার সত্য হল এই সব বাছা বাছা পরিকল্পনা তাদের জন্মকাল থেকেই ধুঁকছে, এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়েছে। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনা তেমনি রাজ্য সরকারী পরিকল্পনা—কারে ফেলে কারে দেখি।

গভীর জলে মৎস্য শিকার পরিকল্পনার পেছনে টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে দশ বৎসর কিম্বা তারও বেশী—টাকা মানে সরকারী টাকা, জনসাধারণের রক্ত জল-করা টাকা। জাপানী জাহাজ, ড্যানিশ জাহাজ, মাঝি মাল্লা, মৎস্য শিকারী আর মোটা মাইনের দেশীবিদেশী বিশেষজ্ঞ জড়ো করে [illegible] মধ্যে আর সবই আছে, মাছের নামগন্ধ নেই। এই ব্যর্থতার জন্য বিশেষজ্ঞরা, দপ্তরের আমলা-চূড়ামণিরা যেমন তেমন কৈফিয়ত দিয়েই নিশ্চিন্ত। কারণ তাঁদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ত ভালই; সস্তায় প্রচুর মাছ সরবরাহের চেষ্টা হয়েছে, কাজ হয়নি বটে, কিন্তু সেজন্য কী আর করা যেতে পারে, কার দোষ—যখন শাস্ত্রেই আছে, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ?" দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনাও ওইরকম সময় এবং টাকার অঙ্কের হিসাবে ফড়িং-এর মত লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘছন্দে চলেছে, দীঘা তবুও "দূর অস্ত"—পথের বাধা, স্বচ্ছন্দ আশ্রয় দুর্লভ এবং সবচেয়ে শঙ্কার কথা দীঘাকে সমুদ্র গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারা যাবে কিনা তাও এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত। গভীর জলে মৎস্য-শীকার পরিকল্পনার মত দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিধিলিপিও হয়ত মহাসমুদ্রে অনন্তশয়ন।

এলিয়টের কবিতায় জটিল সমস্যা-পীড়িত রাষ্ট্রনেতার নিরন্তর স্বগত-চিন্তা—কী করা যায়, উপায় কী এবং অতঃপর রাষ্ট্রনেতার একমাত্র ভরসা কমিশন কমিশনের উপর কমিশন তার পরও কমিশন; সমীক্ষা, পরিকল্পনা, সুপারিস ও সিদ্ধান্তের সাতরঙা রামধনু রচনার ভোজবাজি। সেই ভোজবাজি আমাদের দেশেও সরকারী, আধা-সরকারী উদ্যোগের ভাঁজে ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক। বিরাট মহানগরী, বিপুল জনসংখ্যা, তার সমস্যা অগুনতি অভাব প্রচুর। সুতরাং এত বড় একটি এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করা সহজ নয়। সহজ কিছুই নয় তবে কথা কী, উন্নয়ন পরিকল্পনার এলাহী আয়োজন চলেছে শুধু এই আশ্বাস রোজ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করার কোন অর্থ হয় না। কলকাতায় যাতায়াতের জন্য গঙ্গা পারাপারের আরও সুবিধাজনক ব্যবস্থা [illegible] তাই, শহরের চারপাশ দিয়ে রেল চলাচলের ব্যবস্থা হলে আরও ভাল; কলকাতায় জনবহুল অঞ্চলে রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওভারব্রিজ, সেও ভাল। কিন্তু যে মহানগরীতে পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য, বাড়িভাড়া আকাশছোঁয়া, বেশ কয়েক লক্ষ লোকের আস্তানা রাজপথে সে-মহানগরীর কপালে সত্যি কী এত সুখ লেখা আছে? পরিকল্পনাবিশারদরা এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় নিরুত্তর। কারণ আপাতত তাঁদের কাজ সমীক্ষা—কলকাতাকে, তার চারপাশের শিল্পাঞ্চলকে উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে দেখে, উপর নিচে সবদিকের হিসেব নিয়ে চমৎকার মানানসই উন্নয়নের একখণ্ড ছক তৈরী করা। কারণ আধুনিক নগর-উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হল এই রকম।

পরিকল্পনা বিশারদদের দোষ দিই না। দোষ কলকাতারই, কারণ নগর-পিতাদের দায়িত্বহীনতায়, দৌরাত্ম্যে, রাজ্যসরকারের গদাইলস্করী চালে কলকাতার নাভিশ্বাস উঠেছে অনেককাল। কলকাতার সবুর সইছে না, যদিও পরিকল্পনাবিশারদরা বলছেন, সবুর, সবুর, প্রথমে সমীক্ষা, তারপর পরিকল্পনা এবং তারপরও আছে। যে মহানগরীর মরণদশা, সব কিছু নড়বড়ে, ভাঙ্গাচোরা তার 'কায়কল্প' চিকিৎসা আধুনিক বিজ্ঞানমাফিক চালাতে টাকা চাই কোটি কোটি, চাই বিদেশী মুদ্রা এবং বিদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভর বিস্তর যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। অতএব উন্নয়ন পরিকল্পনা-মুখী হবেক রকম সমীক্ষার পর আছে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রতীক্ষা, বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপ বসানোর হালচাল দেখে যার পরিণাম ফল অনায়াসে অনুমান করা যায়।

কেবল কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা নয়। পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনার মধ্যে বিরাট বাস্তব অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে সরকারী আধা-সরকারী উদ্যোগের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য জনকল্যাণব্রতী সরকার ব্যস্ত সমস্ত ভাবে যত্রতত্র বড় বড় ইমারত গড়েছেন কিন্তু সেগুলি ঠিকমত কাজে লাগে নি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রত্যেকটি বাবদ সরকারী অর্থ কম খরচ হচ্ছে না, তদারকীর বন্দোবস্ত জাঁকালো ছোটাছুটি সবই রাজসূয় যজ্ঞের স্টাইলে তবুও উন্নতির আঁচড় পড়ছে সামান্যই পরিকল্পনা পরিণত হচ্ছে বহুবিজ্ঞাপিত প্রহসনে।

বৈদেশিকী

পৃথিবীর বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন যিনি তিরিশ বছর আগেও রাজকীয় শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি। অবশ্য হাইলে সেলাসি নিরবচ্ছিন্নভাবে রাজত্ব করতে পারেন নি। ফ্যাসিস্ট ইতালির আক্রমণে ইথিওপিয়া সাময়িকভাবে স্বাধীনতা হারায় এবং সম্রাট হাইলে সেলাসিকে দেশত্যাগী হতে হয়। কিন্তু দেশত্যাগী হয়ে হাইলে সেলাসি নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। ইথিওপিয়ার স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলন চালিয়েছিলেন এবং ফ্যাসিস্ট ইতালির দুষ্কর্মের বিপক্ষে বিশ্বের জনমত সংহত করে তুলেছিলেন। সেই সময়ে লীগ অব নেশনস্-এর দরবারে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে দেশহারা সম্রাট হাইলে সেলাসির মর্মস্পর্শী আবেদনের কথা এখনো কারো কারো মনে আছে। লীগ অব নেশনস্-এর দ্বারা অবশ্য অন্যায়ের প্রতিকার হয় নি, কিন্তু পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রবাহে ইথিও-পিয়া থেকে ফ্যাসিস্ট ইতালির আধিপত্য ঘুচে যায় এবং সম্রাট হাইলে সেলাসি

ইউনাইটেড আরবের নাসের

ইথিওপিয়ার হাইলে সেলাসি

আলজেরিয়ার বেন বেল্লা

[illegible] তাঁর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। [illegible], বয়সে না হোক, রাজত্বের বয়সের [illegible] দিয়ে হাইলে সেলাসির তুলনায় [illegible] বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানদের আর [illegible] অর্বাচীন বলা যায়। বিশ শতকে [illegible] বিভিন্ন দেশে যাঁরা ক্ষমতার [illegible] হাইলে সেলাসি ছাড়া আর একজনও আজ কোথাও রাজ-নৈতিক কর্তৃত্বের আসনে নেই। পুরাতনের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই, যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরাও রঙ্গমঞ্চের উপরে কেউ নেই।

আজকের "বৈদেশিকী"তে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদিস আবাবায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনের বিষয়ে কিছু বলার আছে। তা বলার আগে সম্রাট হাইলে সেলাসির সম্পর্কে এইসব কথা মনে এলো। কারণ, এই সম্মেলনে যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা সম্রাট হাইলে সেলাসির অতিথি হয়ে এসেছিলেন এবং সম্মেলনের কাজে হাইলে সেলাসি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলিত হবার আগে তাঁদের বৈদেশিক মন্ত্রীরা মিলিত হন, কিন্তু মন্ত্রীরা যত দূর যাবার জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন, রাষ্ট্রপ্রধানরা তার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সম্মেলনে যে "চার্টার" গৃহীত হয়েছে এবং আফ্রিকা রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক একতার ভিত্তি স্থাপনের যে কার্যকর ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে তার অনেকটাই ইথিও-পিয়ান সরকারের চেষ্টায় এবং প্রস্তাব অনুযায়ী হয়েছে। মন্ত্রীদের বৈঠকে যা গ্রাহ্য হয়নি, রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে সেটা গৃহীত হয়েছে।

আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির একতাবর্ধন, আফ্রিকা থেকে সব রকমের "কলোনিয়া-লিজম্" দূর করে দেওয়া, আফ্রিকান রাষ্ট্র-গুলির সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, ইউনাইটেড নেশনস্ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আদর্শে আস্থা জ্ঞাপন—এইসব বিষয়ে ঘোষণার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। এইসব যে ঘোষিত হবে সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। যে "চার্টার" গৃহীত হয়েছে তার একটি অংশে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে এই যে, প্রতি বছর আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি সম্মেলন হবে, রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি-মূলক মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল থাকবে যার অধিবেশন আরো ঘন ঘন হবে, একটি স্থায়ী দপ্তর বা সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি কমিশন নিযুক্ত হবে যার কাজ হবে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে মধ্যস্থতা বা সালিসের দ্বারা তার মীমাংসা করে দেওয়া। এই প্রস্তাবগুলি যদি কার্যে পরিণত হয় তবে সমগ্র আফ্রিকার পক্ষে সেটা খুবই কল্যাণকর এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তার ফল সুদূরপ্রসারী হবে। কারণ, এইসব ব্যবস্থা অনুযায়ী যদি সব চলতে থাকে তবে সারা আফ্রিকা নিয়ে একটি ফেডারেশনের অথবা অন্ততপক্ষে একটি কনফেডারেশনের ভিত্তি গড়ে উঠবে। অবশ্য তার পথে বাধা বিস্তর।

পুরাতন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন

এখনো আফ্রিকায় যেখানে যেখানে রয়েছে তার অবসান সুনিশ্চিত। অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, রোদেশিয়ার মুক্তির খুব বেশী দেরি নেই এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় "অ্যাপার্ট-হাইডের" বীভৎসতার সমাপ্তি কোন অগ্নিকাণ্ডে ঘটবে তা জানা না থাকলেও সেটাও বহুদূরবর্তী বলে বোধ হয় না। আদিস আবাবার সম্মেলনে ফল আর যাই হোক বা না হোক, এইসব অঞ্চলের মুক্তি-সংগ্রামের শক্তি খুবই বাড়িয়ে দেবে।

আদিস আবাবায় আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির যে এরূপ একটা সম্মেলন হতে পারল, এটা কম কথা নয়। কারণ, আফ্রিকার নূতন স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক দল প্রাক্তন ঔপ-নিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে একটা মোটামুটি সহযোগিতার সম্পর্ক রেখে চলার নীতি অনুসরণ করছিল, অন্য দল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী বেপরোয়া নীতির পক্ষপাতী। এই দুই দল যে এক সম্মেলনে মিলিত হতে পারল এটা খুবই একটা বড়ো এবং আফ্রিকার ভবিষ্যতের পক্ষে আশার কথা। হয়ত দুই দলই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে, নিজ নিজ নীতির কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। যারা বেশী পশ্চিমা-ঘেঁষা এবং যারা বেশী বেপরোয়া—উভয়ের ভিতরই একটা অধিকতর সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ সম্ভবত জেগেছে। হয়ত উভয় দলই বোধ করছে যে, তা না হলে এক দলের পশ্চিমা এবং অন্য দলের কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন হয়ে পড়তে হবে।

আদিস আবাবার সম্মেলন আফ্রিকার স্বাধীন সত্তাকে স্পষ্টতর করার দিক দিয়ে একটা মহৎ চেষ্টা—এ কথা বলা যায়। কিন্তু এই চেষ্টাকে সার্থক করে তোলার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথমত, আফ্রিকার স্বাধীন সত্তা বলতে একটি অখণ্ড ভাবমূর্তির কল্পনা করা কঠিন। আফ্রিকা বলতে প্রথমত মনে যে ভাব জাগে, সে হচ্ছে এই যে, আফ্রিকা নিগ্রোদের দেশ। নিগ্রো জাতির মধ্যে অবশ্য বহু বিভাগ আছে, কিন্তু মোটের উপর সমস্ত নিগ্রো জাতির একটা আলাদা সত্তা কল্পনা করা যায়। কিন্তু উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় আরব জাতির প্রাধান্য। নিগ্রো এবং আরব ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক মিশ্রিত জাতির গোষ্ঠী এবং উপজাতি আছে। তার উপর শ্বেত ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের সমস্যা তো আছেই। তবে বিভিন্ন জাতির এই সংখ্যালঘুদের কথা ছেড়ে দিলেও আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত হিসাবে দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে—নিগ্রো এবং আরব। তার উপর [illegible]

আরব জাতির মূল এশিয়ায় কিন্তু আজ মিশর আরব জগতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে অথবা ঐদিকে একটা প্রবল স্রোত বইছে। নাসের আজ অনেকের চক্ষে আরব

"শিব ঠাকুরের আপন দেশে"

আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম স্বাধীন রাজ্য ইথিওপিয়ার উপর আজ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে-দেশের রাজধানী আদিস আবাবায় আফ্রিকার তিরিশটি জাতির প্রতিনিধিদের শীর্ষ সম্মেলন বসে-ছিল কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের মধ্যে রাজ-নীতিক ও অর্থনীতিক জাতীয় ঐক্য সাধনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

শ্রীমতী রাণু সান্যাল গত তিন বৎসর ইথিওপিয়ায় আছেন। আধুনিক ইথিওপিয়ার মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নারীসমাজের নানা সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি এই 'শিবঠাকুরের আপন দেশে'।

লেখিকার কৌতূহলী সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে দেখা এক অজানা দেশের অপূর্ব ঘরোয়া কাহিনী আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

ঐক্যের প্রতীক কিন্তু "আরব ঐক্য" এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং ঘটনার স্রোত ঐক্যের অনুকূল বলে প্রতিভাত হলেও

তার গতি যে বাধাহীন নয় তার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। ভৌগোলিক হিসাবে মিশর আফ্রিকার অন্তর্গত এবং উত্তর আফ্রিকাতেও রাজনৈতিক প্রাধান্য আরব-জাতীয় রাষ্ট্রগুলিরই হবে। কিন্তু "আরব ঐক্য" যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে তো এশিয়া এবং আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলি মিলিয়ে হবে, বরঞ্চ ভাব, রূপ এবং রাজ-নৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে সেটা প্রধানত একটা "এশিয়ান ফ্যাক্ট" হবে। "আরব ঐক্য" যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে [illegible] কেন্দ্র [illegible] সিরিয়া, [illegible] আরব এবং এশিয়ার [illegible] সুতরাং "আরব ঐক্যের" আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার স্বাধীন সত্তার বা একটা বিশেষ অখণ্ড ভাবমূর্তির সামঞ্জস্য করা সহজ নয়।

আজ বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির বন্ধন কাটানোর তাগিদ যখন প্রবল তখন একত্র হওয়া সহজ, কিন্তু যখন সেই শত্রুকে দূর করে দিতে পারা যাবে অথবা দূর করে দিতে পারা গেছে বলে মনে হবে তখন ঐক্য রক্ষা করার আসল সমস্যা দেখা দেবে। আদিস আবাবার কনফারেন্সে যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে তা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে কমিশন নিযুক্ত করা হবে—কনফারেন্সের এই প্রস্তাবটি খুবই দূর-দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে, আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্ভাব্য বিবাদের ইঙ্গিত-গুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য নয়। ইতিমধ্যেই তার অনেকগুলি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সুতরাং এখন থেকেই রাষ্ট্রপ্রধানগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েছেন এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু রাষ্ট্র-প্রধানরা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং তার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন, এ সত্ত্বেও যে-সব শক্তির দ্বারা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে এবং হবে সেগুলিকে দমন করতে তারা সক্ষম হবেনই—এ কথা জোর করে বলা যায় না। "এশিয়ান ঐক্য", "আফ্রিকান ঐক্য" প্রভৃতি বড়ো বড়ো আদর্শের কথা ঘোষণা করার এক এক সময়ে একটা হিড়িক পড়ে, সেটা যে একেবারে নিরর্থক তাও না। যখন ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় তখন নিজেদের মধ্যে পরে কী বিবাদ হবে না-হবে তার কথা না ভেবে ঐক্যের রব তোলায় কাজ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সেই রব যা স্লোগানের দ্বারা নিজেদের সম্মোহিত করে রাখা বিপজ্জনক।

[illegible]

কথা বলে উদ্দীপনা অনুভব কবা সহজ ছিল। আজ ঐ কথাগুলোর মধ্যে আর কোনো মন্ত্রশক্তি নেই। কথাগুলো যে সবই ফাঁকা ছিল তা নয় কিন্তু তার মধ্যে সত্য এবং বাস্তবতার পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা ভুল ছিল। মিথ্যা জেনেও যেমন এক দল মতলববাজ লোক অবোধদের কাছে মন্ত্র আওড়ায় তেমনি এইসব বুলিকে স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে লাগাবার চেষ্টা এখনো যে হচ্ছে না তা নয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক স্লোগান আবিষ্কার এবং আওড়ানো হয়েছে, সেগুলোর অবস্থা আজ পচা ফুলের মতো। স্লোগান-বাজির দ্বারা কীভাবে অপরকে এবং নিজেদের প্রতারিত করা যায় তার প্রমাণ গত কয়েক বছরে এশিয়ার লোকেরা অনেক পেয়েছে। আদিস আবাবায় যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁদের কাছে এশিয়াবাসীদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা সাবধান হয়েই চলছেন।

২৬-৫-৬৩

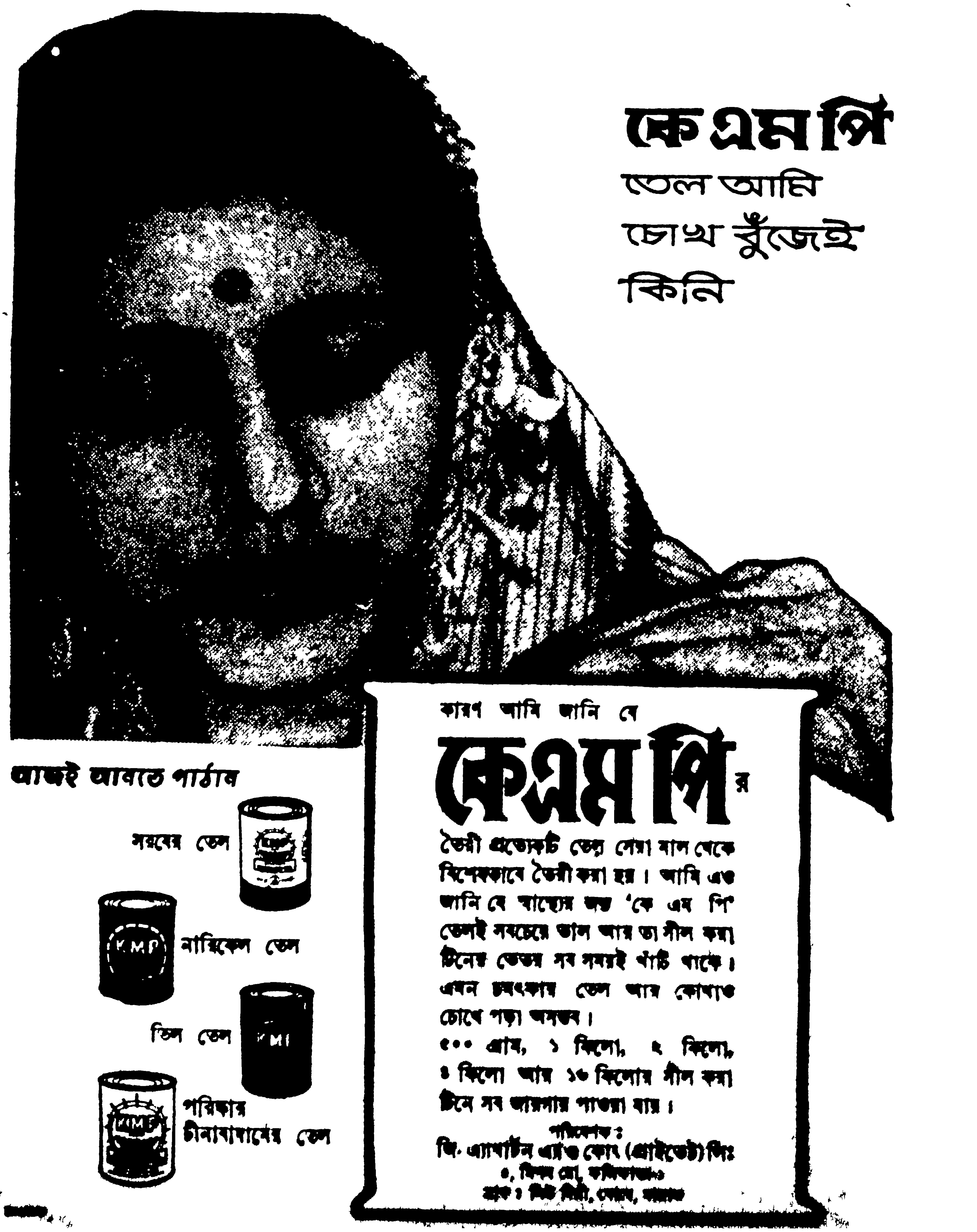

ভ্রূণাক্ষরে

"পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চান্দ্ তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই; তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর—ইত্যাদি"

গতবারের বক্তব্যের সার্টিফিকেট যে হেমকান্তি রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখে দিয়ে গিয়েছেন, স্মরণ ছিল না। অন্য মনে সেদিন 'গল্পগুচ্ছের' পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ স্থির হয়ে গেল। মন বলল 'ইউরেকা'। সেই 'ইউরেকা'-কে তাই শিরস্ত্রাণ হিসাবে বেঁধে নিয়ে এবার আসরে প্রবেশ।

ওবারে আলোচনা বড় বিমূর্ত ছিল, দৃষ্টান্তগুলি সব ছিল পৌরাণিক। বলেই এই পরিশিষ্ট। সাবয়ব নমুনা দিয়ে বলবার কথাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা।

অন্ধকার চরিত্রের দুটি রূপ ধ্রুব সাহিত্যে লভ্য—শাইলক আর ইয়াগো। যদি প্রশ্ন করেন, এ-দুজনের কোন্‌জন একেবারে নিকষ কালো, বলব অবশ্যই ইয়াগো। তার অনিষ্টচিন্তা অতি-পরিশ্রুত, বলা যায় 'কামগন্ধ নাহি তায়।' ভেনিসের ইহুদী কুসীদজীবীর আক্রোশের হেতু ছিল। ইয়াগোর ছিল না। পিঁপড়ে পেলেই টিপে মারা, এ-কতকটা সেই শিশুসুলভ শুধু অকারণ পুলক। ক্ষত হয়ে ইয়াগো অপরের ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়নি, আপন স্বভাবের আবেশেই সে পরস্বাতিরত একটি সুখনীড় নষ্ট করতে অগ্রসর। আপন ইষ্ট নেই তবু অন্যের অনিষ্টই তার অভিষ্ট, তার ক্রীড়্। এই ক্রীড়্ 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' জপমন্ত্রের কাছাকাছি যায়, শুধু আর্ট শব্দটির আগে 'ডার্ক' বিশেষণটি বসিয়ে নিতে হবে।

✿

ওই আর্ট ফর আর্টস সেক বয়ানটির দড়ি ধরে পরবর্তী প্রসঙ্গে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি। শ্লীল বনাম অশ্লীল। যার অতি সনাতন তুলনা গজকচ্ছপ লড়াই, একালের পরিভাষায় যার যুতসই বর্ণনা বোধ হয় চ্যারিটি ম্যাচ। একস্ট্রা টাইম খেলিয়েও মীমাংসা নেই, রেফারির বাঁশিতে ফুঁয়ের পর ফুঁ অকল্য বাজে, কিন্তু শোনে কে!

অস্কার ওয়াইল্ড নিরঙ্কুশ: ছোটো-[illegible] 'এর বাচ্য' বলে আদৌ গ্রাহ্যের [illegible]

কিছু বই সুলিখিত, কিছু বই কুলিখিত, এইমাত্র আর কিছু নয়। তবু ধোঁকা সহজে কাটে না। শ্লীল-অশ্লীল বলে শিল্পে আদৌ কিছু যদি না থাকে, তবে আজও কিছু-কিছু লেখা পাঠে পাঠক-পাঠিকার কর্ণমূলে রক্তিমা অন্য সাক্ষ্য দেবে কেন।

অশ্লীলতা সম্পর্কে খুঁতখুঁতে নাসাবাদ আসলে ইংরেজী রুচির ফল, হুবহু না হলেও কতকটা এই ধরনের কথা বঙ্কিম কোথাও বলে থাকবেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী রুচি বলতে তিনি প্রধানত ভিক্টোরিয়ানা বুঝেছিলেন। নইলে প্রাচীনতর ইংরাজী রচনায় স্থূলতর রুচির ছাপ থরে-বিথরে ছড়ানো।

নিছক অশ্লীলতার জন্যেই যেখানে অশ্লীলতা একমাত্র তাই কি গর্হিত। এ-জাতীয় একটা ভাবমার্গী ধারণা আছে বটে, কিন্তু তা-ও সর্বাংশে গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করিনে। উদ্দেশ্যের মোক্তারিতে সব সময় উপায়ের সাত খুন মাপ হয় না। সেই ফর্ম আর কনটেন্টের কথাটা আবার উঠে পড়ল লেবেলে রিরংসার ছাপ সেঁটে বোতলের গঙ্গাজল বেচব না। কিছু কুশ্রী কথা লেখার জন্যেই যিনি অনুচ্চার্য শব্দাদি ব্যবহার করেন তাঁকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না, কেননা তাঁর প্রেরণা মূলত কৈশোরী সুড়সুড়ি মাত্র। তাঁর লেখা নিছক কয়েকটি অবদমিত তথা অপূর্ণ ইচ্ছার পূরণ তথা কণ্ডূয়ন। কিন্তু সাফ করবেন বলেই যিনি ময়লা ঘাটেন তাঁকেও কিছু সংযত-সাবধান হতে হবে। অন্যথা, শুধুই দুর্গন্ধ ছড়াবে।

অশ্লীলতার আশ্রয় কী—ভাব না ভাষা? নিশ্চয় ভাব তবু, যেহেতু ভাব ভাষারই সওয়ার অতএব ভাষাকেই এই আলোচনায় প্রাধান্য দেব। এ-প্রসঙ্গে পাদ্রী বা পুলিসের ফতোয়া নয় পাঠকের প্রতিক্রিয়াকেই লক্ষ্য করব। অর্থাৎ পাঠক কোন্ বস্তুকে কীভাবে নিলেন। পাঠান্তে তাঁর মনে কোনো বিকার ঘটল কিনা।

প্রলাপের মত লাগছে? একটা সংবদ্ধ অর্থ বের করতে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেব।

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"
"স্তনাভিরাম স্তবকাবনম্রা—'
শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাম্—'

এ-সবই কহেন কবি কালিদাস। পণ্ডিত-মহাশয়েরা ঝিমোতে ঝিমোতে পড়েছেন, আমরা শুনেছি, বিচলিত বোধ করিনি। [illegible]

অনুরূপ আরও বহু শ্লোক জনে জনে পড়ে শোনাতে পারি। এই নির্বিকার নিরাসক্তির উৎস কোথায় ভাবতে ভাবতে সমাধানের যে চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি, তার নাম ধ্বনি অর্থকে যে সম্পূর্ণ অভিভূত করে রেখেছে এই ধ্বনি কঠিন, অনড়, নিপুণ মণিকারের হাতে বসানো পাথরের মত, কিন্তু অস্পন্দ সাড়া নেই, স্থাণু, সন্দেহ হতে পারে যে হয়ত-বা মৃত। মৃত না হোক, মূর্ছিত তো বটেই। মৃত বা মূর্ছিত অনাবৃত দেহ দর্শকের চিত্তে কোন প্রতিস্পন্দ সৃষ্টি করে না—ধ্রুবে সাহিত্যের সুবিধাই ওই। ও-ভাষায় আমরা ভাবি না, ও-ভাষায় বলি না বলেই তার ধাক্কাও আমাদের বোধে ধরা পড়ে না, নিশ্চল স্থির থেকে আমরা ধ্বনিতে জড়িত শব্দ-সুষমা উপভোগ করি। তৎসম আদলে রচিত আধুনিক ছন্দও এই সুবিধার অধিকারী। তাই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লেখেন 'ঊরুপরে কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়—আরও এগিয়ে জীবনানন্দ দাশ অনন্ত ঘোষণা করেন, 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।" এই বাঁধুনির মধ্যে অস্থির, অস্বস্তিকর শব্দগুলি মগ্ন হয়ে আছে, আওয়াজ নেই।

মর্মরে রচিত বলেই স্থাপত্য কীর্তিগুলি; প্রস্তরে খচিত বলেই ভাস্কর্য এমন তুলনা রহিত রকম দুঃসাহসী হতে পারে তরঙ্গভঙ্গ তারও আছে, তবে অত্যন্ত শাসিত। তুলনায় চিত্র সজীবতর, চলচ্চিত্র আরও। রক্তোচ্ছল, মাংসল। (নীতিবাগীশ দেশে অনেকে জানেন, নৈশ ক্লাবে নগ্নিকা রমণীরা নিশ্চল। কানুনবিদেরা আবিষ্কার করেছেন ওতে দর্শকদের হৃৎকম্প ঘটে না, অতএব কোন পাতক অর্শেও না—সচলতাই তবে কি অশ্লীলতা? যা অচল তাই শ্লীল)!

শুধু তাই নয়: কোন বন্ধু বলেছেন, ফুল সুন্দর ডালে, যেখানে সে গুচ্ছে গুচ্ছে আমোদিত; কুৎসিত সে তুলে আনা ফুলদানিতে। নিছক ছুৎমার্গী বই কেউ কোণারকের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্য-মূর্তি বিরস ভাস্করকে ধিক্কার করবেন না, অথচ ওই মূর্তিরই কিছু কিছু যখন মিউজিয়ামে দেখি, তখন রসবোধ সত্ত্বেও অবোধ হওয়া অসম্ভব নয়। মূল থেকে বিচ্ছিন্নই একেত্রে অশ্লীলতা, রোমহর্ষণের কারণ। পুরনো, প্রসিদ্ধ সেই কাহিনী দিয়ে এ-প্রসঙ্গের ইতি করি—বনেরা বনে সুন্দর। কিন্তু লোকালয়ে প্রকাশ্য আলোকে কেবলই? কোনও সংস্কার বা সঙ্কোচের ধার যিনি ধারেন না, তিনিও সভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বলবেন—নৈব-নৈব চ।

কি ধবধবে ফরসা। কি পরিষ্কার! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার করে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা। সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়- আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

SU 24 140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

শিল্পীর স্বাধীনতা

বিমল রায়

কবিদের সম্পর্কে সক্রেটিস-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছিলেন, কবিরা "জ্ঞানী" বলে কাব্যরচনায় সক্ষম এমন মনে করার কারণ নেই। প্রশ্ন ওঠে, তবে এটা কি করে হয়, এই কাব্যরচনা ? জবাবে উনি বলেছিলেন, ওদের মধ্যে প্রেরণা পাবার স্বভাব আছে এক ধরনের, কিংবা প্রতিভা। (তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী ?)

সক্রেটিস যাকে প্রেরণা পাবার স্বভাব, কিংবা প্রতিভা বলেছেন, এ-যুগে তাকে কিছুটা সাধারণভাবে বলা হয়, শিল্পীর মন। অর্থাৎ সে-যুগ এবং এ-যুগ মূল কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে। সাহিত্য এবং শিল্প-সৃষ্টির একটি সত্য এই যে, একটি বিশেষ মানুষ তার স্বভাবজাত বিশেষ এক গুণ অথবা প্রতিভা থাকায় শিল্পসৃষ্টি করতে সক্ষম, অন্যে সে-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত বলে অক্ষম।

কথাটা তুলতে হল, কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীকে তার ওই নিজস্ব স্বভাব এবং প্রতিভাটুকুর ওপরই নির্ভর করতে হয়। আর আমরা যাকে চলতি কথায় 'স্বতন্ত্র' বলি—লেখায় স্বতন্ত্র, দেখায় স্বতন্ত্র, বিচারে স্বতন্ত্র—এ সবই শিল্পীমাত্রেরই বিশেষ: বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ ধারণা, বিশেষ প্রতিভা। এই বিশেষ না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র আর দামোদর মুখুজ্যে এক হয়ে যেতেন। স্নায়ুরাজ্যে এ-যাবৎ এমন কোনো অবিস্মরণীয় আবিষ্কার ঘটে নি যাতে একটি বিশেষ শিল্পীর অনুভব-ক্ষমতা অন্য এক শিল্পীর স্নায়ুকুণ্ডলে চালান করে দেওয়া যায়।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্রত্যেকটি শিল্পীর সৃজন-কর্ম একান্তভাবে তার মনের কারখানায় ঘটে থাকে; প্রত্যেকটি শিল্পীই তাই স্বতন্ত্র, তার সৃষ্টিও বিশেষ। যিনি শিল্পী তিনি তাঁর মন খুঁজলে বুঝতে পারবেন—তাঁর মনের জগতে একটি "আমি" অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁকে চালনা করছে। এটা আমি দেখেছি, আমি এটা মনে করি, আমার ধারণা এই রকম—ইত্যাদি সেই "আমি"র কর্ম।

শিল্পীর "আমি"কে স্বীকার করে নিতে [illegible]; [illegible] সরকারী [illegible]। [illegible]

অসকার ওআইল্ড্ এক জায়গায় বলেছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে ঐকান্তিক প্রকাশ একমাত্র শিল্পের মধ্যেই আমাদের চোখে পড়ে। কথাটা আমি স্বীকার করি। আর ঠিক এই কারণেই, জনসাধারণ এবং সরকারকে মাঝে মাঝে শিল্পের খবরদারী করতে হাত বাড়াতে দেখি।

শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে আমার ধারণা তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য, বিচার স্বাতন্ত্র্য এবং বক্তব্যের স্বাধীন প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য, এ কথাও আমি স্বীকার করে নেব, শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা উদারপন্থীদের হাতেও কোথাও কোথাও ক্ষুন্ন হয়। হয় প্রকাশ্যে না-হয় মুদ্রণ-আইন, না-হয় সরকারী নীতি সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে শিল্পীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে পারে না। এমন ঘটনার সংখ্যা কিন্তু উদারবাদীদের দেশে অত্যন্ত অল্প, প্রায় আঙুলে

গোনার মতন। আমার বিশ্বাস সময়-কালে মানুষ যত বেশী সংস্কারহীন হয়ে আসবে—এই বাধা ঘুচে যাবে।

অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধা-বলী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, শিল্পীদের সঙ্গে জাতির (অর্থাৎ জনসাধারণের) একটি

সুপাঠ্য বই

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

সংকলক ও অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফ্রান্স—স্বচ্ছ বুদ্ধি, রুচিস্নিগ্ধ শিল্পীমন, রসগ্রাহী আবেগপ্রবণতার দেশ। আমাদের দেশ সম্বন্ধে সে দেশের শিক্ষিত জনমনে বহুদিনের কৌতূহল। বিশ্বমানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীরা নতুন করে ভালবাসতে শেখেন শাশ্বত এই ভারতবর্ষকে।...প্রথম যে ফরাসী রসিক রবীন্দ্রনাথ পড়ে মুগ্ধ হন এই শতকের সূচনায়, তাঁর নাম আজ সকলেই জানে : কবি স্যাঁ-জন পার্স। তিনি তৎপর হয়েছিলেন বলেই ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করলেন বিখ্যাত কবি আঁদ্রে জিদ্। তখনো রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি—তারপর, এই পঞ্চাশ বছরে ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে জানতে চেয়েছে, জেনেছে, শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে। স্যাঁ-জন পার্স, আঁদ্রে জিদ্, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু করে, হাল আমলের অনন্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে-রূপ ধরা পড়েছে, তারই কয়েকটি প্রথম সঙ্কলিত হল মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে। সাহিত্য-রসিকদের কাছে যেমন তেমনি ঐতিহাসিকের কাছেও অত্যন্ত অপরিহার্য এই সঙ্কলন।

দাম : পাঁচ টাকা

[illegible] কোম্পানী

[illegible] সম্পর্কের একটা [illegible] দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, [illegible] সঙ্গে শিল্পীদের যোগ "আত্মার সঙ্গে দেহের যোগ।" আরও একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, "আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে পাই তাই আর্টের কদর করি।"

শিল্পের ক্ষেত্রে যখন আমি শিল্পীদের স্বাধীনতা দাবি করি তখন এই জন্যেই করি যে, যেহেতু শিল্পীরা জাগ্রত তাই তাঁরা আমাদের ঘুম-চোখে যা চোখে পড়ে না তা দেখতে পান—এবং দেখতে পেয়ে আমাদের জানান (যদি অবশ্য আমাদের তন্দ্রা তখন ভেঙে আসার অবস্থা হয়ে থাকে তবে এই জানানটা কাজে লাগতে পারে)। আর শিল্পীর স্বাধীনতা দাবি করার দ্বিতীয় কারণ, যদি আমি আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে না পাই তবে আমার মন ভরে না। এই দুটি কথাই আমি অন্যরকমভাবে পূর্বে বলেছি, আবারও বললাম।

[illegible] সম্পর্কে [illegible] আমি তা কোথায় পাব, কোন [illegible], আমার অবশ্যই তা ভেবে দেখা উচিত। তাহলে বলবে দেখব, যে সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিশেষ মানুষকে স্বীকার করে, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, দৃষ্টির স্বাধীনতা, বিচার এবং বক্তব্যর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আমার পক্ষে সেই ব্যবস্থাই কাম্য। গণতন্ত্র, আমরা জানি, আমাদের এই স্বাধীনতাগুলি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর এও জানি কম্যুনিজম আমার কাছে এগুলি নিষিদ্ধ ফল করে রেখেছে। এ-ক্ষেত্রে মানুষ তার পছন্দ মতন জিনিসই চাইবে এটা স্বাভাবিক, এ নিয়ে কোনো মামলা চলে না।

কম্যুনিজম সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল তখন আমি একেবারে মফস্বলাগত ছাত্র, মাত্র ক'মাস আগে কলকাতার কলেজে পড়তে দেখেছি। [illegible] নিকটতম [illegible], আমাদের সেটুকু কারও কারও ছিল। ইংরেজ রাজত্ব আমাদের সর্বনাশ করছে, লুটেপুটে খাচ্ছে—এ কথাটাই জানতাম। কে না জানত! কিন্তু তার বেশী কিছু আমরা জানতাম না। এ রকম অবস্থায়, আমার মনে আছে, যেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কাগজের টেলিগ্রাম-হাঁক শুনে একটা কাগজ কিনলাম, সেদিন, ঈশ্বর জানেন, আমি কী প্রচণ্ড খুশী হয়েছিলাম, সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। খবরটা ছিল, বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে আমার জানানো উচিত। মানসিক ও মানবিক কারণে আমি সব সময় সবলের অত্যাচার ও দম্ভ, নিষ্ঠুরতা ও, পীড়ন ঘৃণা করে এসেছি। দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষের বোধ করি এই বিশেষ ক্ষোভটা সব সময়ই তীব্র হয়। নাজী জার্মানীর রথচক্র যেভাবে গড়িয়ে চলছিল— দুর্বল রাষ্ট্রগুলি নতজানু হতে বাধ্য হচ্ছিল তাতে একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জমছিল জার্মানীর ওপর। বৃটেন যখন শেষ পর্যন্ত এই অত্যাচারকে রুখতে নামল, আমি খুশী হয়েছিলাম। অন্য কোনো কারণে নয়, মাত্র এই কারণে যে, একটি সবল নিষ্ঠুর শক্তি শেষ পর্যন্ত বাধা পেয়েছে।

তারপর ছ-সাতটা বছর— পুরো যুদ্ধটাই প্রায়—কলকাতায় বসে আমার কেটেছে, শেষের এক-দেড়টা বছর বাদে। আমি এই সময় কলেজে যেমন পড়ার নাম করে যাওয়া-আসা করেছি তেমনি কিছু কিছু ছোট কাজও করেছি পেটের দায়ে। তার মধ্যে একটা, এ আর পির চাকরি। কলকাতায় বসে বসে লোক পালানো দেখেছি, বোমা পড়া দেখেছি দেখেছি একপাল লুব্ধ নেকড়ের মতন কালোবাজারীরা সামান্য কেরাসিন তেল থেকে শুরু করে চাল ডাল ওষুধ এমনকি মেয়েমানুষ নিয়ে কালোবাজারী করে চলেছে; দেখেছি সেই অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষ। চাকরির খাতিরে পথে পথে ক্ষুধায় মৃত মানুষকে, মুমূর্ষু মানুষকে খুঁজে সরকারী পাচার-গাড়িতে তুলে দিতে হয়েছে।......এ সবই আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বছর বয়সের ছেলের পক্ষে শোচনীয় অভিজ্ঞতা।

ঠিক এই সময় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দেহ স্ফীত হয়ে উঠছিল। কারণটা স্বাভাবিক। যে-কারণে য়ুরোপে বিবেকবান অন্যায়-বিরোধী মানুষ, ন্যায়-বিচার প্রার্থী মানুষ, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মানুষ— দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে দলে দলে সোভিয়েটের দুয়ারে দাঁড়াল— ঠিক সেই কারণে আমাদের মধ্যে অনেকে কম্যুনিস্ট আদর্শের [illegible] [illegible]।

[illegible] ও জনগণের দুর্গতির আর্তি দেখতে পাই। তারা, যারা আমার চেয়ে অল্পবয়সের হয়েও চলে গেল তাদের মন আমার জানা। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আদর্শই তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি যেতে পারি নি, কারণ রাজনীতি আমার ভাল লাগত না; তা ছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি তখন একের পর এক কতকগুলো বিসদৃশ কাজ করে যাচ্ছে। পোল্যাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা, হিটলার-স্ট্যালিন চুক্তি, সোভিয়েট দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়া, আগস্ট বিদ্রোহকে নোংরা করে বর্ণনা করা, দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধা-মিছিলের অনুপস্থিতি, কারখানার শ্রমিকমজুরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা—এ সবই এবং এই রকম কত কি তখন চলছিল। কম্যুনিস্টরা সবখানেই তাঁদের সংগ্রামের নীতি নিজেদের মতন করে বদলে নেন। প্রয়োজনীয় মিথ্যা, প্রয়োজনীয় কুৎসা তাঁদের সমরশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। কোয়েসলার বলেছেন যে, জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিরোধী দল ও শ্রেণীকে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের সমগ্র সত্তাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কম্যুনিস্ট চিন্তার অধীন। কথাটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

খুবই আশ্চর্যের কথা য়ুরোপের যে সব চিন্তাশীল মানুষরা একদা কম্যুনিজমের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও অনুরাগ নিয়ে সোভিয়েটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কম্যুনিজমের জন্য প্রাণপাত করতে রাজী ছিলেন— তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে-পরে একে একে মোহভঙ্গ হয়ে ফিরে আসছিলেন যেমন জিদ, যেমন কোয়েসলার, যেমন স্পেণ্ডার।

যে-বাশিয়াকে স্বর্গ ভেবে শত শত আদর্শ-প্রাণ মানুষ তার কাছে নৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল সেই রাশিয়া তাদের কি দিল? দিল জোনোভস্কির বক্তৃতা (নৃশংস), দিল মস্কো-বিচার (মর্মান্তিক প্রহসন), দিল গুপ্ত পুলিসের স্বৈরাচার (সন্ত্রস্ততার ব্যাধি), আর দিল দাস শিবির, নির্বাসন। মাও সে তুঙ তো তারই দোসর। শত পুষ্পের ছলনা জাল, মগজ ধোলাইয়ের কারখানা, দুর্ভিক্ষ, কমিউনের জীবন, আত্মবঞ্চনা আর যুদ্ধের শিক্ষা মাও সে তুঙের স্মরণীয় দান। চীনের ইতিহাস তাকে ভুলে যাবে না।

য়ুরোপের একদল মানুষ যখন কম্যুনিজমকে গ্রহণ করেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সর্বনাশা রূপ দেখে ফিরে আসছিল—তারও পরে আমাদের দেশে কম্যুনিজমের প্রসার। এর একমাত্র কারণ, আমরা দেশীয় ভাগাই জানতে পারি নি কম্যুনিজমের অন্তর্ঘাত কোথায় নিয়ে

নাভানার বই

অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ-সংগ্রহ

সাম্প্রতিক

কবি অমিয় চক্রবর্তীর মানসদিগন্ত আশ্চর্য উদ্ভাসিত তাঁর বহুগমন বিশ্বদৃষ্টিতে। নিজেকে অতিক্রম করে নিজের দেশ ও ঐতিহ্যকে আত্মলীন করে আত্মীয় বিশ্ব তাঁর শিল্পদৃষ্টির অন্তর্গত। অফুরন্ত অভিজ্ঞতা ও যথার্থদর্শিতার অভিজ্ঞান স্থির বিদ্যুতের মতো বিধৃত হয়েছে তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থে। গদ্যরচনাতেও অমিয় চক্রবর্তী যে একজন অনন্য শিল্পী 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থের চল্লিশটি বর্ণাঢ্য নিবন্ধ তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই বইয়ের উপকরণ প্রধানত সাহিত্য ও জীবন সংসর্গিত সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ, কিন্তু সর্বাস্তিক শ্রেয় ও সত্যের সন্ধান-সমীক্ষায় রচনাগুলি কালের সংকীর্ণতা হ্রস করে শাশ্বত সাহিত্যশালার সম্পদসম্ভার। বহু বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন এজরা পাউণ্ড এলিঅট, য়েটস, জয়েস, পাস্তেরনাক, প্রমথ চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, ইকবাল, ভাই বীরসিং প্রমুখ সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং মহাত্মা গান্ধী, আইনস্টাইন, যোহান বয়ার, এইচ জি ওয়েলস, উইনিফ্রেড হোলটবি প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। উপরন্তু, একখানি পর্যাপ্ত গ্রন্থের উপযোগী রবীন্দ্রসাহিত্য-সম্পর্কিত দশটি মূল্যবান আলোচনা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে॥

অতিসুশোভন এই সংগ্রহগ্রন্থের দাম সাড়ে-আট টাকা

নাভানার অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ

সব-পেয়েছির দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২·৫০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪·০০
রক্তের অক্ষরে ॥ কমলা দাশগুপ্ত	৩·৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

বীণা মুখোপাধ্যায়ের

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা ১৩

ঠেকেছে। বহুদিন আমাদের তা অজ্ঞাত ছিল। এরেনবুর্গের মতন মানুষও বুঝতে পারেন নি, মলোটভ আর রিবেনট্রপের মধ্যে চুক্তির ফলাফলস্বরূপ তাঁর প্যারি থেকে পাঠানো ফ্যাসি-নিন্দার সংবাদ ইজভেস্তিয়া ছাপবে না; কোয়েসলার ও অন্যান্যরা কল্পনা করতে পারেন নি, রিবেনট্রপ মস্কো বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলে স্বস্তিকাঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হবে, লাল সেনাবাহিনী নাজী-সংগীতের সুর বাজাবে। (রিবেনট্রপকে সোভিয়েট অর্ডার দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছিল বলে শুনেছি। "অর্ডার অফ দি রেভোলিউশন" কি ?)

আদর্শ প্রায় অনেক সময় ধর্মের মতন হয়ে ওঠে। জ্ঞানসম্মত বিচার করা যায় না, বা বিচার করতে বসলে সেই সব যুক্তি চলে আসে যা মোটেই মানবীয় নয়। যে-সব আদর্শবাদী যুবকরা, আমার কোনো কোনো বন্ধু কম্যুনিস্ট-আদর্শে দেহমন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা এই রকমই। তাঁরা প্রত্যেকটি ভ্রান্ত-পন্থাকে কুযুক্তি দিয়ে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা, সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল, লক্ষ্যের জন্য যে কোনো পথ বেছে নেওয়া, ঘৃণা সৃষ্টির প্রাণপাত চেষ্টা, নিজমত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও গোঁড়া হওয়া—এ সব আমার মনঃপূত নয়।

আর এক ধরনের যুক্তি, যা কিনা আঁদ্রে জিদ-দের কেউ কেউ দেখিয়েছিল যে, রুশ

সমাজতন্ত্রের যেটা প্রধান লক্ষ্য, বৈষয়িক উন্নতি—সকলকে খাওয়ানো পরানো, সে-ব্যবস্থা করতে বসে শিল্পচিন্তার কথা বাতিল করা যায়। বিশুদ্ধ শিল্প প্রকৃতপক্ষেই সেখানে অপ্রয়োজনীয়। এমন কথাও জিদকে বলা হয়েছিল, যে-নাটক দেখে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিকরা শিস দিয়ে সেই নাটকের কোনো গানের সুর বাজাতে না পারে, সে-রকম নাটকের দরকার নেই।

বৈষয়িক উন্নতির এই কৈফিয়ত অর্থহীন। রাশিয়াকে বৈষয়িক উন্নতিতে এসে পৌঁছতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। যে অভাব অনটন দারিদ্র্য ব্যাধি শোকের জন্য আমাদের এত অসহিষ্ণুতা, কম্যুনিস্ট রাশিয়া তাকে দু চার মাসে উপড়ে ফেলতে পারে নি। দীর্ঘকাল দুর্ভোগের পর এখন তার বৈষয়িক উন্নতি পণ্ডিতরা স্বীকার করে নেন, তাও সর্বক্ষেত্রে নয়। অনেক অ-কম্যুনিস্ট দেশও অনুরূপ, কোথাও কোথাও আরও অধিক বৈষয়িক উন্নতি করে চলেছে। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির নাম করে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র শিল্প-সাহিত্যকে কোথায় নামিয়েছে তা তারাও ভাল করে জানে। জানে বলেই সেই সংস্কৃতির দুরবস্থায় একসময় বুঝি স্টালিনও নিজ পাপে বিরক্ত হয়েছিলেন, '৫২-তে ম্যালেনকভ বলেছিলেন, আমি কিছু গোগলের স্যাটায়ারের মতন 'স্যাটায়ার' চাই। এমন কি এই মৃত্যুর শীতলতা দেখার পর স্ট্যালিন-পরবর্তী যুগে কিছু বিদেশী হাওয়া সোভিয়েট সংস্কৃতিতে ঢুকতে দিতে রাজী হলেন। বলা হল, ওহে লেখকরা তোমরা পূর্ণিমার রাতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুখে লোহ-উৎপাদনের কচকচি বাদ দিয়ে প্রেমের কথাবার্তা বসাতে পার।

স্ট্যালিন কম্যুনিস্ট-রাশিয়ার সংস্কৃতিকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তার বর্ণনা করেছেন একজন এই বলে : আমাদের সংস্কৃতির প্রত্যেকটি কলাকে মুছে তিনি আত্মবসায় চন্দ্রের মতন করেছিলেন।

স্ট্যালিন-পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু হালে ক্রুশ্চভ তাঁর স্পষ্ট ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন যে, লেখক সাহিত্যিক শিল্পীদের কাছে সহাবস্থান নেই, এমন কিছু তারা করতে পারবে না যা পার্টি-বিরোধী।

আমি যে কেন কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় আমার মন বসাতে পারি না তা বোঝাই যাচ্ছে। "সমাজবাদী বাস্তবতা"র যে ফতোয়া ১৯৩০-এ কম্যুনিস্ট-রাষ্ট্র লেখকদের সামনে পেতে দিয়েছে, তার সোজা অর্থ—লেখক নিজের মতন করে দেখতে বা বিচার বিবেচনা করতে পারবেন না, সরকারী নীতির না [illegible]

তার দুঃখ দারিদ্র্য পাপ অস্বীকার করে কাল্পনিক সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা মনে করে কলম চালাতে হবে। আর সর্বদা পার্টির কথা মনে রেখে বিষোদ্গার করতে হবে তাদের প্রতি যারা কম্যুনিস্ট নয়। আমি "সমাজবাদী বাস্তবতা"র বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি বলে কেউ যদি মনে করেন তিনি যেন স্ট্যালিনী সোভিয়েট-সাহিত্য কিছু কিছু পড়ে দেখেন। আমাদের অপেক্ষাও বিবেকবান সেই রুশ-লেখকদেরই বেদনা আজ বেশী, যাঁরা মনে করেন তাঁরা তাদের মহৎ উত্তরাধিকার, যা গোগোল থেকে টলস্টয় পর্যন্ত চলে এসেছিল তা হারিয়ে গেছে। আবার বলছি, কি করে ভাবা উচিত, কি করে লেখা উচিত, কি লিখলে পার্টির কাজে আসবে—এই কটি মূল শিক্ষাই কম্যুনিস্টদের সরকারী লেখক-সংঘ দিয়ে থাকেন।

ব্যক্তি হিসেবে, গণতন্ত্রই আমার কাম্য: যৎসামান্য লেখক হিসেবে গণতন্ত্রই আমার এ-জীবনের আশ্রয়ভূমি। আমি যখন গণতন্ত্রের কথা বলি তখন এর নৈতিক দিক-গুলির সম্ভাবনায় বিশ্বাস রেখে তাকে বাঞ্ছনীয় মনে করি। গণতন্ত্র মানুষকে নৈতিকভাবে যে মূল্য দিয়েছে তার প্রতি আমার আকর্ষণ স্বাভাবিক। গণতন্ত্র, এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, গণতন্ত্র ব্যক্তি-মানুষকে আত্মস্বার্থ আত্মবোধ উদ্যম সুখ-শান্তির প্রচেষ্টার জন্য কর্ম বিচার বিবেচনা, সমালোচনার অধিকার এবং স্বীয় ভাগ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি যুক্তিবাদী, নৈতিক ও আত্মিক প্রাণীরূপে মানুষের উপর বিশ্বাস।

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও ঘটে নি। আমরা যে নতুন জিনিসটি সদ্য পেয়েছি তার জন্যে আমাদের যথোচিত শিক্ষা ছিল না। নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নেব, আমাদের মধ্যে দোষ ত্রুটি অসংখ্য: আমরা নৈতিকভাবে এই গণতন্ত্রের অংশীদার হবার যোগ্য হয়ে উঠিনি; আমাদের দায়িত্বহীনতা লোভ ও লালসা, দুর্বলতা স্বার্থপরতা ইত্যাদি আমাদের চারপাশে বিষ-কাঁটার মতন ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি তার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার না করে, নিজের দায়িত্ব না বুঝে থাকে তবে তার দায় তার, গণতন্ত্রের নয়।

পাশ্চিমীতে অদ্যাবধি পূর্ণ নিখুঁতভাবে গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি—। কিন্তু এই হল আমাদের [illegible] [illegible] হতে হবে।"

[illegible]

প্রকাশের পথে
আশ্চর্য লেখক অবধূতের
নূতন ধরনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।
কৌশিকী কানাড়া

"দিলদার" সম্পাদিত
ছদ্মনামা
বাংলা দেশে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম
যাঁরা লিখেছেন:—বনফুল, জরাসন্ধ, নীলকণ্ঠ, শংকর, অবধূত যুবনাশ্ব, মহাস্থবির, রূপদর্শী, মধুর্বালা, ভাস্কর, শ্রীপান্থ, ইন্দ্র মিত্র, কালকূট, বীরবল, পরশুরাম, বনফুল বৈরাগী, য. না. বি. প্রভৃতি।

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার মনের কাছেই
[illegible]

সুখ নিয়ে আজ আর কেউ ভাবে না। অথচ এমন দিনও ছিল, যখন সুখই ছিল মানুষের সব; সুখের চিন্তায় কেটে যেত দিন রাত্রি। এক কথায়, আহারে সুখ, বিহারে সুখ, কর্মে সুখ—নিরন্তর হেঁটে চলেছে সর্বতোমুখী এক সুখের মিছিল।

ঐহিক সুখের এমন পরাকাষ্ঠা কে কবে দেখেছে!

ললিতও পুরোপুরি দেখেন নি। কিছু-কিছু শুনেছেন, আঁচ করেছেন বাকিটা। সেই অনুমানের মূল্যই বা কম কি। নিজের বাবাকে দেখেছেন। পিতামহকে আজ ঠিক স্মরণ হয় না; তবু অস্পষ্ট আভাসে যতো-টুকু মনে পড়ে, সে-স্মৃতিও নগণ্য নয়। আর কিছু না হোক, আজকের মতো শাক খেয়ে ঘিয়ের ঢেঁকুর তোলার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

নিজেকেও দেখছেন। হ্যাঁ, নিজের জীবন, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই জগৎ ও পারি-পার্শ্বিকের বিচার করা সহজ। তাই করেন ললিত করেছেন। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত (জন্মঃ ১৮৯৭) সুখ তাঁর করায়ত্ত ছিল। অন্তত তাঁর বিবাহিত পুত্রের মতো, সুখী হবার উপায় জানবার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেলের বই তাঁকে পড়তে হয়নি। সুখ—কিংবা শান্তি তৃপ্তি যা-কিছু—চর্চার স্কুল তখনো তৈরী হয়নি; তা সৃষ্টি হতো মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে ও অল্প অল্প করে, গর্ভের ভিতর ভ্রূণ যেমন অবয়ব পায়।

অথচ, এরাও সুখী হতে পারত। হ্যাঁ, পারত। ললিত জানেন, পারত। পারত বুজোমি না থাকলে পারত, যদি অনাবশ্যক ধোঁয়ায় চোখ না-ধাঁধিয়ে, সাদা চোখে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করত। সুতরাং, সুখের খোঁজে নখ শানিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরু ছুটছে অনেকেই; তেমন বুঝ হচ্ছে না। সুখ পলাতক।

মোদ্দা কথা, ললিত নিজেও এখন আর তেমন সুখী নন।

সুখ পলাতক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তাঁর একমাত্র চিন্তা; জাগরণের অতৃপ্তি দুঃস্বপ্নের মধ্যেও হানা দেয়। মারী গুটিকার মতো, দেখতে পান তিনি, বিবেকবিদ্ধ মানুষগুলি জীবাণুবৎ এক অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। কেউই আর সুখী নয়'

অথচ, এরাও সুখী হতে পারত। পারত, যদি দেহে ধর্মে বিপুলাকার হবার চেষ্টা না করে ঘরের সংকীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে তাকাতো আকাশের দিকে। বস্তুত, ক'জন আজ আকাশের কথা ভাবে! ভাবে না। নিজের কাছে নিজের ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতা [illegible]

প্রমীলার কথাই ধরা যাক। প্রমীলা : সুবীরের স্ত্রী : ললিতের পুত্রবধূ। তিন বছর হলো এসেছে এ-বাড়িতে। কৃতি পুত্রের সহধর্মিণী হবার জন্য উৎসুক বেশ কয়েকটি তরুণীর মধ্যে থেকে ললিত প্রমীলাকে নির্বাচন করেছিলেন অনেক ভেবেচিন্তে। বড়লোকের মেয়ে নয়। রূপ অবশ্যই ছিল; তবু রূপ দেখেও নয়। আসলে দেখেই বুঝেছিলেন ললিত, মেয়েটি সুখ দিতে জানে; এ-মেয়ে ঘরে ঢুকলে তাঁরা সকলেই সুখী হবেন। কিন্তু, ইদানীং মনে হচ্ছে, তাঁর ধারণা ভুল হয়েছে। প্রমীলা পারেনি।

প্রমীলা তাঁকে হতাশ করেছে, হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবেন ললিত। ভাবলে কষ্ট হয়, তবু ভাবেন। চৈত্রের বিকেলের ক্রমশ ম্লান-হয়ে-আসা রোদ্রের নিচ দিয়ে হাতের ছড়িটা ঠুকতে ঠুকতে হাঁটেন। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের পরিচিত পথটি আজ আর তাঁর ভালো লাগছে না; চিন্তায় মাথা ভারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি অনুভব করছেন।

বস্তুত, তাঁর মনে হচ্ছে প্রমীলা তাঁকে অপমান করেছে। এমন নয় যে প্রমীলা এ-বাড়ির রীতি-নীতি জানে না। বিয়ের পর প্রথম দিকে ললিত নিজে তাকে প্রকারান্তরে কিছু-কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, তখনই বুঝেছিলেন ললিত। কিন্তু, তার পরিণতি কি এই?

এখন একা বসে সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করতে করতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ললিত। গায়ে কেমন এক জ্বালা বোধ করেন। এ-সংসার তাঁর নিজের হাতে গড়া; নিজের বুদ্ধি, শ্রম, রক্ত ও মর্যাদার সর্বকিছু ক্ষয় করেছেন এর পিছনে। কাজ শেষ হওয়ার অর্থ কি নির্বাসন!

ব্যাপারটা অবশ্য তেমন কিছুই নয়। সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে হোমিওপ্যাথিক বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন ললিত। প্রমীলা এল।

প্রথমে টের পাননি ললিত। এ-সময়ে প্রমীলার এ-ঘরে আসার কথা নয়। সত্যি বলতে, কোনো জরুরী কাজ বা কথা না-থাকলে প্রমীলা বড়-একটা এ-মুখো হয় না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকান ললিত।

'কি বৌমা, কিছু বলবে?'

'খোকনের শরীরটা সকাল থেকে ভালো নেই। গা বেশ গরম; কাশছে।'

'টেম্পারেচার নিয়েছ?' ললিত নড়েচড়ে বসেন। এবং এই সময়েই তিনি লক্ষ করেন প্রমীলার মাথায় কাপড় নেই। এলো চুল।

প্রমীলা ঘাড় নাড়ে।

'কতো?'

'নিরানব্বুই।'

ললিত চিন্তিত হন। ভাবেন; অথবা, সময় নেন।

'নিয়ে আসব? এখন ঘুম ভেঙেছে।'

'এসো।'

প্রমীলা চলে যায়।

ললিতের খারাপ লাগে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যেন কেমন গা-এলানো ভাব, সমীহের অভাব। প্রমীলা খোকনকে নিয়ে ফিরে আসার পরও তিনি লক্ষ করেন এবং নিশ্চিত হন যে, মনের ভুল ঠিক নয়; সম্ভবত জেনেশুনেই প্রমীলা মাথায় কাপড় দেয়নি। এটা শিষ্টাচার, ভদ্রতা; এবং এই সামান্য শিষ্টতা পালন করতে বিশেষ শ্রম বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। প্রমীলার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

ললিত স্ত্রীকে বলেন। বৌমার আদব-কায়দা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। সুরমা : ললিতের স্ত্রী ব্যাপারটা বোঝেন। তাঁদের সময় ছিল অন্যরকম। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনদের কথা আলাদা; এমন কি স্বামীকেও তাঁরা রীতিমতো শ্রদ্ধা করতেন। আলো ছিল বড়রকমের নিষেধ। শয়নকালে ব্যতীত মাথার কাপড় সম্পর্কে সব সময়েই তাঁরা থাকতেন সতর্ক। এখন হাওয়া বদল হয়েছে; এ-সব রীতি-নীতি মেনে চলা কেউই আর তেমন প্রয়োজন মনে করে না।

সুযোগ বুঝে পরদিন সকালে সুরমা প্রমীলাকে কথাটা বলেন। ফল ভাল হয়নি।

প্রমীলা নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছে; সুরমার তাই ধারণা। প্রমীলা বলেছে, সংসারে পাঁচ-রকম ঝামেলার মধ্যে সব সময় শোভনতা বাঁচিয়ে চলা যায় না। ইচ্ছে বা সততা থাকলেও যায় না। বস্তুত, প্রমীলা তার সাধ্যমত শ্বশুর, শাশুড়ীর মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করছে।

এইভাবে শুরু। প্রমীলার রোখ চেপেছে; এ-ব্যাপারে সে একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়, এটা বোঝা যায় আরো পরে। সেদিন বিকেলে ললিতের অনুমতি না নিয়েই পাড়ার জ্যোতিষ ডাক্তার খোকনকে দেখে যায়। শুনে ক্ষুব্ধ হন ললিত, কিন্তু কিছু বলেন না। কি প্রয়োজন? বিশেষত, এখন তিনি বুঝতে পারেন, প্রমীলার এবার সাহসে এ-বাড়িতে ডাক্তার ঢুকবে না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই ব্যবস্থা করবেন। তাঁকে ডিঙিয়ে যে-ব্যাপারটা ঘটেছে, তাতে নিশ্চয় সুবীরেরও সায় আছে।

ললিত দুঃখিত হন এবং বিমর্ষ বোধ করেন। তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে এইরকম অশান্তির সৃষ্টি হবে জানলে তিনি সেদিন কোনো কথাই বলতেন না। বলার সময় তাঁর মনে নিশ্চয় অন্য অর্থ ছিল না। মেয়েরা হলো ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের শ্রী। ওদের কাছে এই সামান্য ভব্যতাটুকু আশা করা কি অন্যায়? বিশেষত, প্রমীলার মতো মেয়ের কাছে? প্রমীলা শুধু তাঁর সম্মানেই আঘাত করেনি; প্রমীলা তাঁর এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে।

গভীর ব্যর্থতার বোধে হাতের পুতুল-কেড়ে-নেওয়া শিশুর মতো মূক হয়ে যান ললিত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কেন না, তিনি বুঝেছেন—অন্তত [illegible] তাদের ব্যবহারে বৌমা ও সুবীর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এ-[illegible]

বসু চৌধুরীর বই

সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে
সর্বাধিক প্রশংসিত ও আলোচিত

সেদিন চৈত্রমাস

দিব্যেন্দু পালিত

এক শিক্ষিত আধুনিক যুবতীর বিদ্রোহী চেতনার ক্রমোন্মোচন:
বিবাহ অস্বীকার করে যে অনাহূত সম্পর্কে মুক্তি খুঁজেছিল।

'বাংলা উপন্যাসে নতুন পথ-সন্ধানের নিরিখ'
—আনন্দবাজার

মনোরম অঙ্গসজ্জা ও সুন্দর প্রচ্ছদ ॥ দাম ৩·৫০

.... অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস........................

বৃহন্নলা ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪·৫০
অতসী ॥ প্রবোধবন্ধু অধিকারী ॥ ৪·০০
এপিডেমিক ॥ সুনীলকুমার ঘোষ ॥ ৩·৫০

বসু চৌধুরী : ৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

(সি-১০[illegible]/২)

অধিকার তাঁর বা সুরমার নেই। কিংবা, আজ বলে নয়, এ-ধারণা তাঁদের মনে দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু ক'রে প্রশ্রয় পেয়েছে; তারা সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ বুঝে, কি সাহস সুবীরের, বুঝিয়ে দিল : বাবা, খোকন আমার সন্তান, তার দায় দায়িত্বের চিন্তা আপনার নয়, আমার! আমি এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

খুবই স্বাভাবিক; ললিত ভাবেন। তারপর থেকে কেমন অসহায় বোধ করতে থাকেন। রাগে রি-রি করে সর্বাংগ। এ-সংসার তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি; নিজের বুদ্ধি ও শ্রম এবং রক্তের প্রতিটি বিন্দু খরচ করেছেন এর পিছনে। ইচ্ছে করলে তিনিও কি বলতে পারেন না, অনেক হয়েছে, সুবীর। তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, ডানা গজিয়েছে; এখন তুমি নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারো। আমার আশ্রয়ে তোমার আর প্রয়োজন কি? এখন তুমি নিজের পথ দ্যাখো।

এ-কথা ভাবার সংগে সংগে, কিংবা, কিছুক্ষণ পরেই, ললিতের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তিনি ক্ষুদ্র হ'য়ে যাচ্ছেন· তাঁর ন্যায়, নীতি, আত্মসম্ভ্রম ও স্নেহবোধ লোপ পাচ্ছে। এ-সব তিনি ভাবলেন কি ক'রে'

প্রমীলা আজ তাঁর পুত্রবধূ হলেও, বস্তুত পরের ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ভিন্ন হতে পারে। খুবই স্বাভাবিক যে গোড়ার দিকে, প্রায় সকলেই যেমন করে, প্রমীলাও আত্মগোপন করে ছিল। কিন্তু সুবীর' সুবীর তো তাঁর রুচি ও আদর্শের ছায়ায় একটু একটু করে বড় হয়েছে; তার আত্মজ্ঞান যা-কিছু ঘটেছে বাবার মাধ্যমে। নিজের হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে সুবীর একবারও ভাবল না তার বাবার কথা! কতোদূর শক্তি প্রমীলার যে তিন বছরের মধ্যে সুবীরের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ একটি ছেলেকে হাতের মুঠোর এনে সম্পূর্ণ বশ ক'রে ফেলল! মেয়েটি জাদু জানে। তিনটি বছর তার জাদুকরী মায়ার জাল ছড়িয়ে সুবীরের সমস্ত চেতনা লুঠ করে নিয়েছে। প্রমীলা পরের ঘরের মেয়ে; সুবীরও পর হ'য়ে গেল। ভাবতে গিয়ে ললিতের চোখ ফেটে জল আসে।

বিকেলের আলো ক্রমশ ঘোলাটে হ'য়ে আসছে। চৈত্রের হাওয়া ছুটেছে ঘাসের উপর দিয়ে। ললিতের পায়ের কাছে একটি বাসের টিকিট উড়ে আসে। খানিক বিশ্রাম পেলে ভালো হতো বোধ ক'রে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভেবে নিয়েছেন কোথাও একটা যাওয়া দরকার। না হলে মন ভালো থাকছে না। প্রাণ খুলে দুটো সুখ, দুঃখ, আমোদ, আহ্লাদের কথা বললে শান্তি হবে। সুখে [illegible] কোনো

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

তোমরাই ভরসা ২য় মুঃ ৪·৫০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪র্থ মুঃ ৫·০০ ॥

মানস মিছিল (সচিত্র) ৩·০০ ॥

বরযাত্রী ৭ম মুঃ ৩·৫০ ॥

বাসর ৩·৫০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর

স্বদেশ ও সংস্কৃতি ২য় মুঃ ৪·০০ ॥

হঠাৎ আলোর ঝলকানি ৩য় মুঃ ২·৫০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় মুঃ ৫·০০ ॥

নীলাঞ্জনের খাতা ৪·০০ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সঙ্গিনী ৩য় মুঃ ২·৫০ ॥

সুখদুঃখের ঢেউ ২য় মুঃ ৪·০০ ॥

উপনগর সাত টাকা

কন্যাকুমারী ৩য় মুঃ ২·৫০ ॥

পরিমল গোস্বামীর

সুখের সন্ধানে সারা পৃথিবীর লোক সুখের সন্ধানে যেন পাগল। মানুষের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সুখ। কিন্তু জাগতিক সম্পদ অর্জন করেও মানুষ সুখী হতে পারছে না। কি করলে সুখী হওয়া যায়, সুখকে করায়ত্ত করতে পারা যায়—তারই সার্থক ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বনামধন্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর অনুপম গ্রন্থ The Conquest of Happiness-এ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনূদিত অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থটি রূপা এ্যান্ড কোংএর সহযোগিতায় প্রকাশিত।

৫·০০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

চতুরঙ্গ ৩য় মুঃ ৪·৫০ ॥

অবিশ্বাস্য ১ম মুঃ ৩·০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৪র্থ মুঃ ৫·০০ ॥

অসিধারা ৩য় মুঃ ৩·৫০ ॥

দেবেশ দাশের

পশ্চিমের জানলা ২য় মুঃ ৫·৫০ ॥

রাজসী ৩য় মুঃ ৩·০০ ॥

নারায়ণ সান্যালের

মনামী চার টাকা

বল্মীক চার টাকা

কালকূটের

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে ১ম মুঃ ৫·০০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কয়লাকুঠির দেশে ২য় মুঃ ৩·৫০ ॥

বনফুলের

দ্বৈরথ ৬ষ্ঠ মুঃ ৩·০০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫ম মুঃ ৫·০০ ॥

নীলকণ্ঠের

হরেকরকমবা ২য় মুঃ ২·৫০ ॥

চিত্র ও বিচিত্র ৪র্থ মুঃ ৩·৫০ ॥

বিদেশবিভুঁই	দক্ষিণারঞ্জন বসু	৬·০০ ॥
ব্যান ও বন্যা	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৩·০০ ॥
নেপোলিয়নের দেশে	দিলীপ মালাকার	২·০০ ॥
যুদ্ধের ইয়োরোপ	বিক্রমাদিত্য	৪·০০ ॥
সাগর-নগর	কুমারেশ ঘোষ	৩·৫০ ॥

সাগরময় ঘোষ-সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন **শতবর্ষের শতগল্প** ১ম খণ্ড : ১৫·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ১২·৫০ ॥

বাংলা ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের শরিক হিসেবে আজ তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছোটগল্পের জন্মলগ্ন থেকে আধুনিককালে উত্তরণের রূপপরিবর্তনের সার্থক চিহ্ন রয়েছে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের এই নির্বাচিত গল্পগুলিতে। লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সঙ্গে আছে শ্রেষ্ঠ রচনাপঞ্জীর তালিকা। ছোটগল্পের ওপর সম্পাদকের মনোজ্ঞ আলোচনা সাহিত্যানুরাগীসকলের খুশী করবে নিঃসন্দেহে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

"কৌশিকবাবু যেন দিব্যচক্ষে সেই বিপ্লব-গঙ্গার ধরাবতরণ আর্যাবর্তভূমিতে দেখতে পান। মুক্তিফৌজের এক শাখা পামির থেকে হিন্দুকুশ লাডক হয়ে নেমে আসছে, আর এক উপশাখা নেপাল তরাই-এ পেঁাছে গেছে এবং দক্ষিণের মূল শাখা ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা ধরে এগিয়ে আসছে। ইতিহাসের অবধারিত গতিই এই। সব লাল হো জায়গা—..."

সমস্ত জীবন সর্বহারাদের বিপ্লবের জন্য কাজ করার পর পাহাড়, গেরুয়া মাটি আর শাল জঙ্গলের দেশ ধলভূমে কৌশিকবাবুর মনে আজ এ সংশয় জাগল কেন? এ কি মোহনপুরের গরীব মজুরদেব দুরবস্থা দেখে, না ডায়লেক্‌টিক্‌স-এর দোহাই দিয়ে প্রতারিতা মীনাক্ষীর জন্য? অথবা মিস্ মুর অর্থাৎ এল্‌সি রয়েছে এর পিছনে—যে অভিযোগ কমরেড আহমদ সেই পার্জিং-এর সময় করেছিলেন। কৌশিকবাবু জানেন যে, তাঁদের দুজনের শ্রেণী-স্বার্থ পরস্পরবিরোধী; কিন্তু তবু সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে ওঁর ইনস্‌টিংক্ট এক হেঁচকা টানে এল্‌সিকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে তার প্রাণ বাঁচাল কেন, আর কেনই বা সব বিপদ বাধা তুচ্ছ করে ঐ দুর্যোগের মধ্যে এল্‌সিকে বাঁচাতে মোহনপুরে ছুটে গেলেন কৌশিকবাবু? স্বাহা কি সে কথা জানত? কিন্তু স্বাহা তো নিজের মন বুঝতে পেরেছিল—বুঝেছিল কৌশিকের মারফতই সে পার্টিকে চিনেছে, বিপ্লবী হয়েছে। তাই কৌশিককে পাবার পথের সব বাধা কাকদ্বীপে আগুন জ্বালাবার নায়িকা স্বাহা দৃঢ়হস্তে সরিয়ে দেবে। কিন্তু স্বাহার প্রচেষ্টা কি সফল হল? জামসেদপুরের আদালতে যে মামলা উঠেছে, তা তো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।

* *

বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের এক বাস্তবধর্মী অথচ চাঞ্চল্যকর কাহিনী—

মৈনাকের লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস

বহ্নিবলয়

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

[illegible] মুখের দিকে তাকালে কে [illegible] ভয়ানক। বাহ্যিক ক্লান্তি অবশ্য আছে; চাকিতে-উধাও দ্রুতগামী ট্রামের জানলার আড়ালে যে-মুখটি দেখা গেল, তার কথাই ভাবা যাক। মেয়ে কি পুরুষ ঠিক বোঝা যায়নি। তবে ক্লান্ত।

ললিতের মনে হয় তীব্র এক ক্লান্তিতে তিনিও ক্রমশ অবশ হ'য়ে পড়ছেন। এ-ক্লান্তি আগে ছিল না, দেখা দিচ্ছে নতুন। বোধ হয় বয়সের জন্য। কিন্তু, বয়সের জনাই কি!

আলো জ্বলে উঠেছে চতুর্দিকে। নাগরিক ভিড় ক্রমশ পাতলা হ'য়ে আসছে; বাবু চেহারার মেয়ে-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছে আশ-পাশ দিয়ে। ঠিক সময়টা জানবার জন্য কোনো একজনকে খুঁজতে গিয়ে, ট্রাম স্টপে দাঁড়ানো যুবকটিকে চোখে পড়ে। হ্যাঁ, ঘড়ি আছে হাতে।

'সময় কত হল?'

'সাড়ে ছটা।' ব'লে যুবকটি আড়চোখে ললিতকে দেখে। খুব পরিচিত মুখ; বড় বেশি চেনা বোধ হয়। কোথায় দেখেছেন একে? স্মরণ করতে গিয়ে ললিতের হঠাৎ খেয়াল হয় যুবকটিকে তিনি প্রায়ই দেখেছেন। হ্যাঁ, এইখানে, দাঁড়িয়ে থাকে শেডের নিচে। তারপর মেয়েটি আসে। তারপর দুজনে ট্রামে ওঠে, না হয় হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যায়। ললিত অনুমান করেন, ওরা বহুদূরে যায়। হঠাৎ এক ধরনের কৌতূহল অনুভব করেন ললিত। দেখলে হয় না ওরা কোথায় যায়, কতোদূরে যায়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ললিত প্রস্তুত হ'তে থাকেন। ভালো। এই গোয়েন্দাগিরির ফলে যেমন তেমন ক'রে আজকের সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। নইলে যাবে কোথায়? অন্তত রাত আটটার আগে বাড়ি ফিরলে সুরমা অখুশী হন। কারণ, ললিত বাড়ি ফিরলে সুরমাকেই তাঁর দিকে একটু-আধটু নজর দিতে হবে। সেটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু।

সে যাই হোক, ইতিমধ্যে মেয়েটি শেডের কাছাকাছি এসে পড়লে উগ্র-কৌতূহলে ললিত মেয়েটিকে দেখেন। এত নিকট থেকে এর আগে কখনো তিনি দেখেননি। এখন মনে হয় মেয়েটিকে তিনি ভালো করেই চেনেন। খুব চেনা মুখের আদল। এত চেনা তবু পেটে আসছে, মনে আসছে না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লেক টেরাসের বিলাস দত্তের মেয়ে না! ললিত একটু হাসেন। মেয়েটিও কি তাকে চিনতে পেরেছে? অসম্ভব নয়। বিলাস দত্তের বাড়ি তিনি গেছেন দু' একবার। সত্যি বলতে, সুবীরের বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন এই বিলাসবাবু; [illegible]

[illegible] উঠে। [illegible]। এখন বাস থেকে দিলে প্রায় ছুটে [illegible] উঠে পড়েন ললিত। [illegible] ছড়িটা কোথায় ঠোকর খায়। দুয়েকটা [illegible] বিরক্ত হয়েছে; [illegible] লক্ষ করছে তাকে। মনে মনে হাসেন ললিত।

পরক্ষণেই মনে কেমন এক গ্লানি অনুভব করেন। ছি, ছিঃ; এই বয়সে, এইভাবে দু'টি হৃদয়ের প্রিয় অনুভব নষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁর কি লাভ হচ্ছে। ওরা নিশ্চয় তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। যদি করে, কোনো অন্যায় করবে না। কাজটা অত্যন্ত গর্হিত, অন্যায় ও অশোভন। অনুশোচনায় গা রি-রি করে ললিতের।

পরের স্টপে নেমে পড়েন ললিত। নেমে আশ্বস্ত বোধ করেন। গায়ে ঘাম দিচ্ছে, যেন, অনুভবে মনে হয়, প্রতি রোমকূপ দিয়ে সুখের রস নির্গত হচ্ছে। এইমাত্র একটি পাপ করতে যাচ্ছিলেন, শরীরের যাবতীয় শিরা, স্নায়ু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বেঁচে গেছেন। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, তারা ক্ষমা করুক।

হাটতে হাটতে পিছন দিকে আবার পুরানো জায়গায় এসে দাঁড়ান ললিত। উপর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেন। গাছের আড়াল দিয়ে পরিচ্ছন্ন আকাশ দেখা যাচ্ছে। সুখী দুটি আরশুলার একটিকে ধারালো ব্লেড দিয়ে দু' টুকরো করার ফলে ছোটবেলায় বাবার কাছে মার খেয়েছিলেন, মনে পড়ল হঠাৎ। মারের কারণ সেদিন সম্যক স্পষ্ট না-হওয়ায় মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ললিত। এখন মনে হয়, বাবা ঠিকই করেছিলেন।

এইসব কথা যত মনে হয়, ততই সুখে চকচক করেন ললিত। আগেকার ধরন-ধারণ এখন অনেক পাল্টে গেছে ঠিকই, কিন্তু মনে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখন মেয়েরা বড় একটা বাড়ির বাইরে বেরুতো না; ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি দেখা দিত বিয়ের পরে। ইচ্ছে থাকলেও যখন-তখন মেলামেশা, দেখাশোনার অসুবিধে ছিল অনেক। সুরমার জন্য তাকে কি কম অপেক্ষা করতে হয়েছে! পুরনো বাড়ির দেওয়ালে বড় ঘড়িটার প্রতিটি টিক-টিক শব্দকে মনে হত সুরমার পায়ের শব্দ। সে-সব অসুবিধে নেই; কিন্তু, অপেক্ষা 'তোমাকে' আজও করতে হচ্ছে। পরিবর্তন, পরিবর্তন ক'রে যতই চেঁচাও, বস্তুত, পরিবর্তন তোমাদের কতোটুকু হয়েছে! হয়নি, হওয়া সহজ নয়।

সুধীর ক'দিন থেকে রাত করে বাড়ি ফিরছে লক্ষ করেন ললিত। আগে সাড়ে আটটা, ন'টার মধ্যে ফিরত; এখন দশটার আগে ফেরে না। সুরমাকে জিজ্ঞেস করে

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

আগাথা ক্রিস্টির

বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ উপন্যাস সিরিজ

দশ পুতুল	৩·৫০ ॥	আলোক সম্পাত	৬·০০
চতুরঙ্গ	৪·৫০ ॥	রাতের গাড়ি	৪·০০

কবিতা

কাচের মানুষ	॥	দিনেশ দাশ	৩·০০
যত দূরেই যাই	॥	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
হরিণ চিতা চিল	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০

রম্যরচনা

সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫·৫০
সাজঘর	॥	ইন্দ্রমিত্র	১০·০০
সাত রানী আট বেগম	॥	শ্রীপান্থ	৫·০০
ধূপছায়া	॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	৪·০০
শ্রীপান্থের কলকাতা	॥	শ্রীপান্থ	৭·০০

গল্প সংকলন

আপন প্রিয়	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
পলাশের নেশা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
তৃষ্ণা	॥	সমরেশ বসু	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
হৃদয়ের জাগরণ	॥	বুদ্ধদেব বসু	৩·৫০
জলপায়রা	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০

উপন্যাস

দুরন্ত চড়াই	॥	সমরেশ বসু	৫·০০
নাম নেই ঠিকানা নেই	॥	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬·৫০
আকাশ লিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
আমার ফাঁসি হল	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
চীনে লণ্ঠন	॥	লীলা মজুমদার	৩·৭৫
অগ্নিসাক্ষী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩·৫০
রাধা	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময়ী রায়	২·০০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	২·৭৫

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

কিছু জানা যায়নি। সুরমাও জানে না।

আগে আগে তিনি ও সুবীর একসঙ্গে রাতের আহারে বসতেন। ক'দিন তাঁকে আগেই খেয়ে নিতে হচ্ছে। পরে, ছেলের খাবার ব্যবস্থা ক'রে সুরমা এ-ঘরে চলে আসেন, প্রমীলাই তদারকি করে। সুরমা উপস্থিত থাকলে সুবীর যেন একটু কম খায়; যেন খাবার সে-রকম গরজ নেই। লক্ষ ক'রে সুরমা দূরে থাকাই সাব্যস্ত করেছেন।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর সুরমা খেতে ডাকলে ললিত খান না। সুবীর ফিরে আসুক, দু'জনে একসঙ্গে খেতে বসবেন। 'কি দরকার তোমার অপেক্ষা করার। তুমি খেয়ে নাও না বাপু', সুরমা ললিতকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। ললিত নিরুত্তর; যা ভেবেছেন, তা থেকে এক চুল নড়বেন না। সুরমা প্রমাদ গোনেন।

ন'টা বাজল, দশটা বাজল। সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরল সুবীর। থালা সাজিয়ে সুরমা ডাকলেন, 'বৌমা, সুবীরকে ডাকো।'

ফিরে এসে শুকনো মুখে প্রমীলা বলল, 'উনি আজ খাবেন না, মা।'

'কেন?' ললিত হঠাৎ প্রশ্ন করেন।

'ক্লাবে পার্টি ছিল, খেয়ে এসেছেন।' ভয়ে ভয়ে বলে প্রমীলা।

ললিত চুপ ক'রে যান। নিঃশব্দে আহার সারেন। আঁচিয়ে উঠে স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার ছেলেকে বলো, আমি যতোদিন বেঁচে আছি, ততোদিন কোনোরকম বেচাল চলবে না। ক্লাব, পার্টি যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু বাড়িতে যতোক্ষণ আছে, বাড়ির মতো থাকতে হবে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

ললিত জানেন, সুরমা এ-কথা বলতে পারবেন না। সে-সাহস বা মনের জোর সুরমার নেই। সুতরাং একটু চেঁচিয়েই বলেন কথাগুলি; যাতে প্রমীলার কানে যায়।

অশান্তি, চতুর্দিকে অশান্তি। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন ললিত, সুবীর তাঁকে ঘৃণা করছে; তাঁর সঙ্গে আহারে বসতে পর্যন্ত তার রুচি নেই। তিনি, সুবীরের বাবা, জন্মদাতা। বাঃ, চমৎকার সম্পর্ক! চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ বুকে আঘাত লাগে ললিতের। ভাগ্য। এর চেয়ে সুবীর যদি তাঁকে দু চারটে রূঢ় কথা বলত, তিনি সহ্য করতে পারতেন। চোখে হাত দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন ললিত।

হেঁসেলের আলো নিবিয়ে সুরমা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন। এত রাত্রে সেখানে যাওয়ার কথা নয়। শুয়ে শুয়ে ললিত খোকন কাশছে শুনতে পান, প্রায় বিষম-লাগা কাশি। অপেক্ষা ক'রে ক'রে ললিত উঠে পড়েন। আলো জ্বেলে ওষুধের বাক্সটা বের করেন। বাক্সের রঙ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, তাঁর পিতামহের আমলের জিনিস। এই বই-পড়া ডাক্তারি-বিদ্যাই তিনপুরুষ ধরে এ-বাড়ির অসুখ বিসুখ তাড়িয়েছে; বড় ডাক্তার ক'বার এসেছে হাত গুণে বলা যায়। তোমাদের ডাক্তারের কেরামতি তো দেখা গেল। পাঁচদিনেও খোকনের কাশি সারল না। তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ। গোঁয়ার্তুমি ক'রে নিজেরাও মরবে, [illegible] আশ্রয়ে। এই ঠাকুরই বোধ হয় ভেবেছে।

ওষুধ নিয়ে ঠাকুর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান ললিত। তারপর উঁকি দিয়ে দেখেন। দেবতার বেদীতে হাত রেখে [illegible] মতো শুয়ে আছেন সুরমা; যেন আছাড় খেয়ে পড়েছেন। তাঁর বাহান্ন বছর বয়সে এই প্রথম অশান্তির ছায়া দেখছেন সুরমা। সুতরাং সে ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছে।

ললিতের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে; ভূলুণ্ঠিত সুরমার মধ্যে যেন নিজেকেই আবিষ্কার করেন তিনি। ঝড়, ঝাপ্‌টা, নানারকম দুর্যোগ এতখানি বয়স পর্যন্ত তাঁকেও কম সহ্য করতে হয়নি; এ-সবই জীবনযাপনের অঙ্গ। তবু বাইরের দুর্যোগ থেকে সব সময়েই সুরমাকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন; সুরমাকে সুখী, নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব করা তাঁর ধর্ম ব'লে জেনেছেন। ঋজু বৃক্ষের মতো আজও তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু আজকের দুর্যোগ বাইরের নয়; সুরমার ঘরে এর সৃষ্টি। সুরমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আজ তাঁর কোথায়!

অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন ললিত। খোকন এখনো কাশছে মাঝে মাঝে। ফিরে গিয়ে নিজেই ওষুধটা দেবেন কি না এক মুহূর্ত চিন্তা করেন। কিন্তু, ওদের ঘরের দরজা বন্ধ, আলো নেবানো। তাঁর পক্ষে যাওয়া অনুচিত হবে। আবার ফিরে আসেন ললিত; সুরমার জন্য অপেক্ষা করেন।

দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করা ভালো, সুরমা। তা পুণ্যাত্মার ধর্ম। যেন সুরমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেন ললিত। তবু তোমার ঈশ্বর চিরদিনই শক্তিহীন অক্ষম, পাণ্ডুর। যতোক্ষণ বিশ্বাস আছে, তিনি আছেন। তিনি আছেন তোমার কর্মের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, বোধ ও অনুভবের মধ্যে। তুমি কেন বিহ্বল হবে, কেন কাঁদবে, কেন ভেঙে পড়বে! সুবীরকে জন্ম দেওয়ার ভয়াবহ যন্ত্রণা তো তুমি সহ্য করেছিলে, সুরমা!

'সুরমা।' ললিত ডাকেন। গলার স্বর স্পষ্ট হয় না। তবু শুনতে পান সুরমা। দ্রুত উঠে আসেন। মাত্র এতটুকু সময়ের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে সুরমার!

'তুমি এখনো শোওনি?'

'না।' ললিত মুখ ফিরিয়ে নেন।

'কিছু বলছিলে?'

'এই ওষুধটা। খোকন বড় কাশছে। ওষুধটা দিয়ে এসো। যেন এখুনি খাইয়ে দেয়।'

'কিন্তু, ও তো ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে।'

'তা হোক, তবু দাও।'

ওষুধটা সুরমার হাতে দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসেন ললিত।

কি করবেন বুঝতে পারেন না সুরমা।

এত রাতে আবার একটা কেলেঙ্কারী না করলেই কি নয়। স্বামীকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। কিংবা, বেশি বোঝেন বলেই এই মুহূর্তে দুর্বোধ্য লাগছে।

ভয়ে ভয়ে সুরমা সুবীরের ঘরের সামনে গিয়ে প্রমীলাকে ডাকেন। প্রমীলা সাড়া দেয় না। খোকন কাশল। আস্তে দরজায় টোকা দেন সুরমা, আবার ডাকেন।

বিশ্রী শব্দ ক'রে এইবার দরজাটা খুলে যায়। প্রমীলা বেরিয়ে আসে। বেশ বিরক্ত; ভ্রূকুটির ভাব লক্ষ করেন সুরমা।

'এই ওষুধটা উনি দিলেন। খোকনকে খাইয়ে দাও।'

মুখে বিরক্তির শব্দ করে প্রমীলা।

'আপনি তো জানেন, মা, খোকন ওষুধ খাচ্ছে।'

'তবু কমার লক্ষণ তো দেখছি না।'

'ওষুধ গেলার সঙ্গে সঙ্গে রোগটা সারে?'

বিব্রত ও বিরক্ত হন সুরমা। তবু নরম হবার চেষ্টা করেন।

'শোন, বৌমা। দুই ডাক্তারের অরাধ্যতা করাটা ভালো নয়। উনি নিজের হাতে দিলেন ওষুধটা বরং। এতে ফল ভালোই হবে।'

হাত বাড়িয়ে ওষুধটা নেয় প্রমীলা যেন ছিনিয়ে নেয়।

'আপনি তো সব ব্যাপারেই অমন দোষ ধরেন।'

সুরমা প্রস্তুত ছিলেন না। কিছু বলার আগেই তাঁর চোখের সম্মুখে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন ললিত। পিছন ফিরে সুরমা লক্ষ করেন মূর্তো আকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ললিত। নিষ্পলক চোখ সুবীরের ঘরের দিকে।

'তুমি আবার বাইরে এলে কেন?' সুরমা স্বামীকে ধমক দেন।

ললিত শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। দেহ কাঁপছে।

'বৌমা'র কি সামান্য চক্ষুলজ্জাও নেই?'

'না। যতো চক্ষুলজ্জা সব তোমার, আমার। তোমাকেও ধন্য বলি! বুড়ো বয়সে যত ভীমরতি! যাও, যাও, শোওগে যাও।'

স্বামীকে ভিতরে টেনে দরজায় খিল দেন সুরমা।

'তোমার অত কি! ওরা যা ভালো বুঝছে করুক। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী না ক'রে ছাড়বে না?'

'স্পর্ধা!' নিজের মনে গজরান ললিত। গুরুজন মানে না! রাত ভোর হোক। আমি নিজের হাতে কুলাঙ্গার ছেলের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।'

'তাই ক'রো। তা হ'লেই ষোলকলা পূর্ণ হবে।'

আলো নিবিয়ে দেন সুরমা।

বাক্-সাহিত্যের বই

তিন সপ্তাহেই ১ম সংস্করণ নিঃশেষিত। ২য় সংস্করণ বেরিয়েছে

শংকর-এর

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

সংসারে বসে থাকবার উপায় নেই। অঙ্ক কষে যেতেই হবে—হয় যোগ না হয় বিয়োগ, হয় গুণ, না হয় ভাগ কিছু একটা করতেই হবে। ২য় সংস্করণ, দাম ৪·৫০

চৌরঙ্গী ১০·০০ — ৭ম সংস্করণ চলছে।

এক দুই তিন ৪·০০ — ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নতুন উপন্যাস

কষিত কাঞ্চন ৪·৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

অঙ্গজ ৩·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস

বনহরিণীর সংসার ৩·৫০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিশিপদ্ম (৪র্থ সং) ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর

শ্রেষ্ঠগল্প ৫·০০ — পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

গরীয়সী গৌরী ৪·৫০ — প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

জরাসন্ধের তিনখানি জনপ্রিয় উপন্যাস

মসিরেখা (২য় সং) ৯·০০ আশ্রয় (৪র্থ সং) ৩·৫০ পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০

শ্রীনিরপেক্ষর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই নেপথ্যদর্শন ৭·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কুয়াশা ৩·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিমিতা (২য় সং) ৫·০০

বিমল মিত্র রচিত স্ত্রী (৩য় সং) ৪·০০

শচীনাথ ভাদুড়ীর জলভ্রমি ৩·০০

সুবোধ ঘোষের চিত্তচকোর (২য় সং) ৩·০০

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রবীন্দ্রায়ণ প্রথম খণ্ড ১০·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ১০·০০

রবীন্দ্রসাহিত্যে দিগ্দর্শন

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাংস্কৃতিকী ৫·৫০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় ৪·০০

নাটক

ধনঞ্জয় বৈরাগীর সৈনিক ২·৫০

ধৃতরাষ্ট্র ২·৫০ (দেশাত্মবোধক নাটক) (৩য় সং)

বিপ্রপালক বসুর দুষ্ট ক্ষুধা ১·০০

বিমল মিত্রের সাহেব বিবি গোলাম ৩·০০

মন্মথ রায়ের দুই আঙিনা এক আকাশ ১·৫০

নাট্যরূপ—বৈদ্যনাথ ঘোষ

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

রাতে ঘুম হয় না ললিতের। শুধু সে দিনই নয়; পর পর অনেক দিন। দিন, মাস কেটে যায়। অশান্তি, চতুর্দিকে অশান্তি। কমছে না, দিনে দিনে বাড়ছে। প্রতিপক্ষকে (হাঁ, ললিত আজকাল ওদের প্রতিপক্ষই ভাবতে শুরু করেছেন।- না ভেবে উপায় কি?) নিষ্ক্রিয় দেখে ওরা যেন পেয়ে বসেছে। কী ভীষণরকম কোন্দলে স্বভাব বৌমার! সুরমার মুখের উপর একদিন স্পষ্ট বলে দিল, তার বাপ, মা তাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে। শ্বশুর-বাড়িতে এসে এইরকম দিন রাত নরকবাস করতে হবে জানলে তাঁরা নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতেন না। বলে, বাক্স প্যাঁটরা তার দুপুরে নিজেই ট্যাক্সি ডেকে, ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। সুরমা হতবাক। ললিত বাড়ি ছিলেন না। সুবীরও ছিল না।

বাড়ি ফিরে সুবীরের কি হম্বিতম্বি। যা পারল, তাই বলল সুরমাকে। মুখের কোনো আগল নেই। সুরমা মূর্ছা যান। কি ছেলেই পেটে ধরেছিল সুরমা! কি ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন ললিত! কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার।

ক্ষোভ সামলাতে না-পেরে ছেলেকে কাছে ডাকেন ললিত।

'আমরা তোমার খাই না পরি না, সুবীর। সে-রকম অবস্থা আসার আগেই যেন আমাদের মৃত্যু হয়। তবে তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। সময় থাকতে রাশ টানো। বৌমা শুধু আমার মুখেই চুনকালি দেয়নি, তোমার মুখেও দিয়েছে। সময় থাকতে শাসন করলে বৌমার আজ এতখানি সাহস হতো না।'

'বাঃ, চমৎকার!' সুবীর যেন অট্টহাসি হাসল। 'আমি জানতাম, এইরকম কথাই আপনি বলবেন। সব দোষ বৌমার, সব দোষ আমার। এক হাতে কখনো তালি বাজে না, বাবা।'

ললিত স্তম্ভিত। রাগে, অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। শেষে বলেন, 'বেশ। সবই যখন বুঝতে পারছ, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। এ-বাড়িতে তোমাদের অসুবিধা হলে অন্য ব্যবস্থা দ্যাখো।'

সুবীরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফোটে। যেন বিদ্রূপ করছে। তারপর কিছু না বলে গটগট করে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন বিকেলে সুবীর মাকে জানিয়ে দিল দু' তিন দিনের মধ্যেই সে অন্যত্র চলে যাবে। ফ্ল্যাট পেয়েছে। তবে, হাঁ, মাঝে-মাঝে সে এ-বাড়িতে আসবে। কোনো প্রয়োজন হলে সুরমা যেন তাকে খবর দেন।

ললিত শুনলেন। উত্তর দিলেন না।

'কিছু বলছ না যে!' সুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'কি বলব?'

'খোকা কি তাহলে ঘরছাড়া হবে?'

'হোক। এখানে যখন ওর পোষাচ্ছে না, অশান্তি হচ্ছে, তখন ঘরছাড়া হওয়াই ভালো।'

সুরমা বোধহয় অন্য কোনো কথা আশা করেছিলেন।

'ছেলে [illegible] তা বলে তাড়িয়ে দিতে হবে?'

'দোষ!' ললিত [illegible]

[illegible]

নিউ স্ক্রিপ্টের বই

উপেন্দ্রকিশোর

লীলা মজুমদার প্রণীত

উনিশ শতক বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ:, ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও প্রতিভার আভায় উজ্জ্বল নতুন এক জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার যুগ। এই যুগে যে সব প্রতিভাবান মনীষীর জন্ম হয়, যাঁরা এই সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ গঠন করে গেছেন, উপেন্দ্রকিশোর তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উপেন্দ্রকিশোর হাফটোনের যে প্রণালী তাঁর গবেষণাগারে আবিষ্কার করেন, বিলাতের বিদগ্ধ মহলে তাই নিয়ে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সে দেশেও সেই প্রণালী প্রবর্তিত হয়। সন্দেশ-প্রকাশন ও শিশুসাহিত্যের জগতে এক নতুন দিনের উদ্বোধন করেছিল। উপেন্দ্রকিশোর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর জীবনের নানা কাহিনী ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর যুগের কিছু কিছু কথা লিখেছেন লীলা মজুমদার,—উপেন্দ্রকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্রী—জমজমাট গল্প বলাতে কিশোর সাহিত্যে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই কাহিনী চিত্রের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, গল্পের চেয়েও মনোহর, স্মৃতিসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ও চিত্রে অলঙ্কৃত করেছেন সত্যজিৎ রায়।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে সুন্দর আর্টপেপারে মাত্র এক হাজার কপি বই ছাপা হয়েছে। উৎসাহী পাঠক ও গ্রন্থাগারিক অবিলম্বে এই অনবদ্য সংস্করণটি সংগ্রহ করে রাখুন।

দাম : ৩·৫০

নিউ স্ক্রিপ্ট এ ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

রামতীর্থ ব্রাহ্মী অয়েল

(স্পেশাল নং ১) (রেজিস্টার্ড)

এখন ভিটামিন 'সি' যুক্ত হইয়া আরও কার্যকরী হইয়াছে। মাথাধরা ও চুল ওঠা নিরোধে একটি অমূল্য কেশ টনিক। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তৈল প্রস্তুত হয়। অধিক সংবাদের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী দ্রব্য। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তৈল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

যোগাসন চার্ট

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম

[illegible], বোম্বাই-১৭ ফোন: [illegible]

টেলি: [illegible], বোম্বাই

আস্তে আস্তে নেমে আসেন পথে।

সুরমাও তাঁকে ভুল বুঝেছে। ললিত ভাবেন। সুরমা জানে না, যেখাটি বছরের তিল তিল অভিজ্ঞতা, চিন্তা, স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে যে-মূর্তি তিনি একটু একটু করে নির্মাণ করেছিলেন, কেন আজ তা ভেঙে দিতে চান। সুরমা জানে না, সুধীরের উপর ললিতের অধিকার কারো চেয়ে কম নয়। সুধীর শুধু তাঁকে অবসন্নই করে তোলেনি, তাঁকে শূন্য করে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেন ললিত। এখন শ্রাবণ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। এই বিকেলেও আকাশ ছেয়ে গেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে। দূর থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের ধ্বনি। আজ বোধহয় বিয়ের তারিখ।

সংসার কি অদ্ভুত! ভাবতে ভাবতে পরিচিত ঘাসের উপর বসে পড়েন ললিত। বর্ষার জল পেয়ে মাটি নরম হয়েছে, ঘাস-গুলো তাজা হয়ে উঠেছে। সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘাসের উপর ভিজে বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে সানাইয়ের সুর বাজতে থাকে ললিতের কানে। দীর্ঘশ্বাস চাপেন ললিত। আজ যাদের বিয়ে হবে, দুদিন পরে তাদের অস্তিত্বের পরিবর্তন হবে। তারা সুখী হোক।

আশেপাশে তাকান ললিত। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাচ্চারা বুড়ি আয়াকে ঘিরে তেমনি ছুটোছুটি করছে। দ্রুত ধাবমান ট্রাম, বাসের চকিত জানলায় তেমনি ক্লান্তি, তেমনি খুশি। মূলে কোনো পরিবর্তন হয় না, তবু মানুষ বদলে যায়।

হঠাৎ ললিতের চোখ পড়ে ট্রাম স্টপে, শেডের নিচে। সেই যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক মনে পড়ছে না; তবু, যেন কাকেকেও দেখেছেন এখানে। অপেক্ষায়? ব্যাপারটা তেমন বোধগম্য হচ্ছে না। বিলাস দত্তের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আষাঢ়ের শেষে। মাঝে কিছুদিন দুটিকে না-দেখে ললিত অনুমান করেছিলেন ওরা বিয়ে করেছে। কিন্তু, তাহলে আবার অপেক্ষা কেন? কার জন্যে অপেক্ষা? তাহলে কি তাঁর অনুমান ভুল! চোখে ধোঁয়া লাগে ললিতের। না এ-রকম হতে পারে না; হওয়া উচিত নয়।

যতোক্ষণ থাকেন, একভাবে যুবকটিকে লক্ষ করেন ললিত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সময় আন্দাজ করছেন। যুবকটির পায়চারি করা ও ঘন ঘন ঘড়ি দেখার মধ্যে কেমন একটা কাতর ভাব ফুটে উঠেছে। ললিতের মায়া হয়। এমন কি হতে পারে যে যুবকটি জানেন না মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে! এমনও হতে পারে, মেয়েটি তাকে আজও অপেক্ষা করতে বলেছিল? না, তা কি করে সম্ভব! কৌতূহলে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন ললিত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ললিত দেখেন যুবকটি এগিয়ে আসছে। কেমন ক্লান্ত,

একজিমা ও দুরারোগ্য চর্মরোগে

উজ্জ্বলা

নানাবিধ চর্ম বা ত্বকেন্দ্রিয়ের উপসর্গাদিতে নিঠা ও সোমরাজ হইতে প্রস্তুত এই মহৌষধি অতি দ্রুত কার্যকরী, ইহা চুল পাকা বন্ধ করে।

প্রতি শিশি ৩, প্যাকিং ও ভিঃ পিঃ ১·৫০

[illegible] প্রডাক্টস

[illegible] রোড ([illegible]) [illegible]

[illegible]

অ্যামাস্ট্রচটার্জ

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫·০০

উপন্যাসে এক নবীন দিগন্ত। চটকলের বস্তির বাসিন্দা মনুষ্য-দেহধারী জীবদের জীবন্ত কাহিনী।

শিল্পীর আত্মকথা

সাধনা বসু ॥ ২·৭৫ ॥

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে সাধনা বসু একটি উজ্জ্বল নাম। অভিনয়-জগতের সঙ্গেও তাঁর বিপুল সংযোগ। রূপ-রসের বন্দনায় নিবেদিত জীবনের বিচিত্র বিবরণ।

জীবনস্বাদ ॥ ৪·০০ ॥

নতুন উপন্যাস । আশাপূর্ণা দেবী

নীলকণ্ঠী ॥ ৭·৫০ ॥

নতুন উপন্যাস । গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মণিহারী ॥ ৪·০০ ॥

সর্বাধুনিক গল্প । বনফুল

[illegible] (২য় মুঃ)

উপন্যাস ॥ [illegible] ([illegible])

১ম—৪·০০ ॥ ২য়—৫·০০ একত্রে—৯·০০ ॥

[illegible] (২য় মুঃ)

উপন্যাস ॥ [illegible] বসু ॥ ৪·৫০ ॥

[illegible] ॥ ৪·৫০ ॥

উপন্যাস ॥ [illegible] মিত্র

= উপন্যাস ও গল্প =

কান্না (২য় মুঃ) তারাশঙ্কর ॥ ৬·৫০ ॥

তিন কাহিনী (২য় মুঃ) বনফুল ॥ ৫·০০ ॥

রূপং দেহি ধনং দেহি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

রাজকন্যার স্বয়ম্বর মনোজ বসু ॥ ৩·৭৫ ॥

কলকাতার [illegible] (১ম) অবধূত ॥ ২·৭৫ ॥ (২য় ও ৩য়) অবধূত ॥ ৩·৭৫ ॥

মিলন-মধুর রাত্রি প্রাণতোষ ঘটক ॥ ৩·২৫ ॥

আদি নেই অন্ত নেই স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·৫০ ॥

তিন প্রহর (২য় সং) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

কুশল পাহাড়ী, [illegible] এবং (২য় সং) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০ ॥

একুশ বছর (২য় সং) জরাসন্ধ ॥ ৩·৭৫ ॥

মায়াকন্যা মনোজ বসু ॥ ৩·৫০ ॥

শর্বরী (২য় সং) নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫·৫০ ॥

ঝিকিমিকি জোনাকি (রহস্য উপন্যাস) কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২·৭৫ ॥

[illegible]

[illegible] ॥ [illegible] ॥

[illegible]

চতুষ্পর্ণা

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পাবেন

আলোচনা : বার্ট্রান্ড রাসেলের Has Man A Future-এর বাংলা অনুবাদ

উপন্যাস : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও কবিতা সিংহ

গল্প : সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা : সুনীল চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মানস রায় চৌধুরী ইত্যাদি

প্রবন্ধ : সুবন্ধু ভট্টাচার্য, হিতেশ সান্যাল

দাম—ষাট নয়া পয়সা মাত্র
বার্ষিক—সাত টাকা

এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন।
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলি ৯

ভেঙে-পড়া ভাব। ললিতের ইচ্ছে হয় ডাকেন; কিন্তু অযাচিত আগ্রহের ফল ভালো হবে কি না বুঝতে পারেন না। শেষে সামলাতে না পেরে উঠে দাঁড়ান।

'এই যে, বাবা। শোন?'

'আমাকে?' যুবকটি ঘুরে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ, তোমাকেই।' ললিত হাসেন। 'তুমি'ই বললাম, রাগ করো না।'

যুবকটি ভুরু কোঁচকায়। 'কি ব্যাপার বলুন তো।'

'আগে বসো, বলছি। কি, বসো?'

'আমি আপনাকে চিনি না।'

'তা জেনেই ডাকছি।' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন ললিত। 'আমি পাগল নই। বসো, কথা আছে।'

কিছু বুঝতে না-পেরেই সম্ভবত যুবকটি ললিতের সামনে বসে পড়ে। কিভাবে কথা শুরু করা যায়, ললিত ভাবেন। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যুবকটি তাঁকে চিনতে পেরেছে। ছি, ছি, কি কদর্য ব্যবহার সেদিন তিনি করেছিলেন! এই মুহূর্তেও হয়তো ছেলেটা তাঁকে ঘৃণা করছে। তা করুক। তিনি তাঁর কাজ করবেন। এখনো যদি কিছু না-জেনে থাকে, তাহলে তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। বোঝানো দরকার সহজ, সরল বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে গেলে তোমাকে ঠকতে হবে। এমনও হতে পারে সত্যি সত্যিই যুবকটি প্রতারিত হয়েছে।

'এদিকে তো তুমি মাঝে-মাঝেই আসো? মানে, প্রায়ই দেখি।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ে।

'কি নাম তোমার? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে—'

'না না, আপত্তির কিছু নেই।' কেমন বিমর্ষ দেখায়। 'নাম সাধন। সাধন চৌধুরী।'

ললিত খুশি হন। 'থাকো কোথায়?'

'মাধব দত্ত লেন।'

'ও।' একটু থেমে প্রশ্ন করেন ললিত, 'মাঝে কিছুদিন তোমায় দেখিনি যেন?'

ছেলেটি ক্রমশ অবাক হচ্ছে।

'সব খবরই রাখেন দেখছি।'

'তা রাখি।'

'রাঁচিতে গিয়েছিলাম মধুপুর। অফিসের কাজ।'

ললিতের চোখের সামনে আকস্মিক বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ে।

'বিয়ে করেছ?'

'না। এ-সব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

ছেলেটি, সাধন যেন কিছু আঁচ করবার বিস্ময়ের চোখে দেখে ললিতকে। ললিত হাসেন।

'বিলাসবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না?'

চুপ করে থাকে সাধন।

'তুমি হয়তো জানো না। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।'

প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষতে কষতে একটা বাস এসে থামল। সেদিকে তাকিয়ে ললিত বললেন, 'আমায় বিশ্বাস করো। আমি তাদের চিনি। তোমাকেও চিনি। কিন্তু, তুমি কিছুই জানো না, এইটেই আশ্চর্য!'

ঋণ লউন

বাড়িবার জামিনে, ৫৫০, টাকা হইতে ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদির জন্য—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিস্তারিত প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.
(K—87) AMRITSAR—5.

হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় ললিতের কথাগুলি ভেসে গেল। ঝড় আসছে। রাস্তার লোক-জন ছুটোছুটি করে যে যেদিকে পারে, আশ্রয় নিচ্ছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। উঠে দাঁড়িয়ে ললিত সাধনের হাত ধরেন। 'চলো।' ওই বারান্দার নিচে দাঁড়াই। তুমি ভিজে যাচ্ছ।'

'আপনি যান।' সাধন হাত ছাড়িয়ে নেয়।

ললিত তার পিঠে হাত রাখেন।

'দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা মানুষের জীবনে অনেক আসে, বাবা। তা বলে ভেঙে পড়ো না। তাহলেই সুখী হতে পারবে।'

চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে। সাধন উত্তর দিল না। বৃষ্টিটা তাঁর শরীরের পক্ষে ভালো নয়। কোথাও আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

'কই, এসো।' বাজ পড়ার শব্দে নিকটের বারান্দার দিকে ছুটে গেলেন ললিত। ছেলেটা ভিজছে। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে তারপর ললিত দেখলেন যতোদূর চোখ যায়, বৃষ্টির মধ্যে ভগ্ন, ক্লান্ত সাধন হাটিতে হাটিতে উত্তরের দিকে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষে আর দেখা গেল না।

এতক্ষণে ললিতের মনে হয়, তিনি ভুল করেছেন। কি প্রয়োজন ছিল গায়ে পড়ে এই সংবাদ জানানোর। বয়সটা খারাপ। আবেগের মাথায় হঠাৎ যদি কিছু করে বসে! এ-রকম ঘটনা কিছু নতুন নয়, অস্বাভাবিক নয়। হঠাৎ যদি আত্মহত্যা । না। মাথার চুল টেনে ধরেন ললিত। বৃষ্টির মধ্যেই আবার নেমে পড়েন পথে।

সাধনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন ললিত। গ্লানি, অনুশোচনায় দু' চোখ অন্ধ হয়ে আসছে। কি করলাম, হায়, কি করলাম।

না, না, এ-রকম হতে দেওয়া যায় না। বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা ঠোকেন ললিত। ঘুমোবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ঘুম আসছে না। যেন স্পষ্ট দেখতে পারছিলেন ললিত আত্মঘাতী হবার জন্যে ছুটোছুটি করছে সাধন। মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন ললিত। উঠে আলো জ্বাললেন। দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। মাধব দত্ত লেনটা যেন কোথায়।

সুরমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

'ঘুম হচ্ছে না হজমের গোলমালে। একটু সোডা খেয়ে দেখবে?'

মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ললিত বলেন, 'আমার গাইড ডাইরেক্টরিটা কোথায়, সুরমা?'

সুবোধ ঘোষের

আরও দুখানি গ্রন্থ

শতকিয়া

এই চিত্তাকর্ষক উপন্যাসটিতে সুবোধ ঘোষ তাঁর আশ্চর্য লিখনভঙ্গি এবং অপূর্ব মননশীলতায় মণ্ডিত চিরন্তন জীবন এবং ভালবাসার এমন একটি অবিনশ্বর কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন, যাতে জীবন বারে বারে লাঞ্ছিত হয়েও আবার ফিরে পেতে চেয়েছে তার সিংহাসনকে, বারে বারে বিধ্বস্ত হয়েও আবার বেঁচে উঠতে চেয়েছে ভালবাসা।

দ্বিতীয় মুদ্রণ । দাম ৮·০০

ভারত প্রেমকথা

এমন বহু প্রেমোপাখ্যান মহাভারতে আছে যেগুলি লোকসমাজে তেমন প্রচার লাভ করেনি। এইসব স্বল্প-প্রচারিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য, বৈচিত্র্য ও মহত্ত্বের এক-একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। "ভারত প্রেমকথা"র বিশটি গল্প এইরকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের অপরূপ নবরূপায়ণ।

দশম মুদ্রণ । দাম ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

প্রতিরক্ষার জন্য অর্থদান করুন

প্রতিরক্ষা ডিপোজিট

সার্টিফিকেট

ক্রয় করুন

বেনারসী শাড়ী

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

ইন্দো-পাক আলোচনা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের প্রশ্নে পাকিস্তান তৃতীয় পক্ষ লইয়া বেশ ভেলকি খেলিতেছেন।—"কিন্তু দ্বিধা কেন? শরিয়তী মতে তৃতীয়পক্ষ তো চালু হতে বাধা নেই। ভারতের কথা আলাদা। এখানে এক পক্ষের বাহিরে গেলেই জানাজানি, কানাকানি, কোর্ট-কাছারি কেলেঙ্কারির অন্ত নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

জমান ভুট্টো কী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে শুনিলাম ভারতকে তিনি

"নাক-উঁচু" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"নৃতত্ত্বের দিক থেকে কথাটা ঠিক নয়। কিন্তু সে কথা থাক। পাকিস্তানের খাঁদানাকের প্রতি প্রীতি আর একবার বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল!!"

সংবাদে শুনিলাম সম্প্রতি জাপানের কোন একজন মন্ত্রী সংসদ ভবনে ঘুমাইয়া পড়েন। তাঁহার নাকও ডাকিতেছিল। তাঁহাকে জাগাইয়া দিলে তিনি

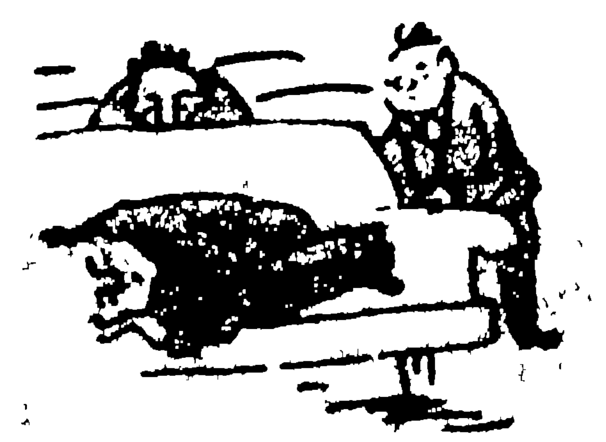

কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই। —"সত্যিকারের ঘুম হলে সত্যি সত্যি লজ্জার কিছু থাকে না। কিন্তু যাঁরা জেগে জেগে ঘুমোন, ধরা পড়লে সত্যিকারের লজ্জা তাঁদেরই"—বলে শ্যামলাল।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ ইন্দোনেশিয়া [illegible] বাসনা হইয়া যাওয়ার পর [illegible] নাকি ক্রমেই ইংরেজীতে [illegible] অপসারণ করিয়া দিয়াছেন। [illegible]

* ট্রামে-বাসে *

করি যাও নিজ কাজে"— তাহলে আলাপ-আলোচনায় "বিসর্জন" নাটক বেশ জমা বেঁধে উঠত—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

পাকিস্তান নাকি সম্প্রতি ভারতের ভিতর দিয়া ২৬ মাইল সড়ক দাবি করিয়াছে।—"কিন্তু মাত্র ২৬ মাইল কেন? তার চেয়ে গোটা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটা চেয়ে বসলে তো একটা দাবির মতো দাবি হত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন —ঈশ্বরই সব ভূমির মালিক, আমরা অছি মাত্র।—"কিন্তু সেক্ষেত্রে ভূ-দানের ব্যাপারে অছিদের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন আপনা থেকেই যে এসে যায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রস্তাবিত ন্যায্য মূল্যের মৎস্যের দোকানের কর্মভার মহিলাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব নাকি কতিপয়

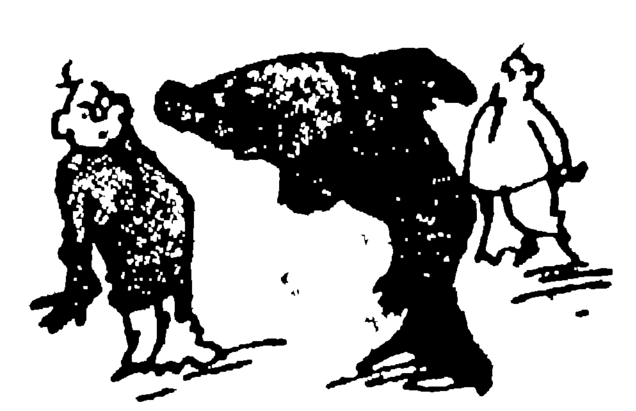

মহিলা মৎস্য মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"নেহাৎ মহিলা বলেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল বলতে পারছিনে, তবু অনুরোধ করব তাঁরা যেন মাছের ন্যায্য মূল্যের ব্যাপারে আশা পোষণ না করেন, মৎস্য-চরিত্রও অনেকটা দেবাঃ ন জানন্তির মতোই!"

মহাকাশচারী গর্ডন কুপার বলিয়াছেন, —মানচিত্রে কমিউনিস্ট চীনকে যেমনি দেখা যায় তিনি ঊর্ধ্ব আকাশ হইতে ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন —"তবে ম্যাকমেহন লাইনটা মানচিত্রে ঠিক কিরূপ দেখা গেছে সে সম্বন্ধে কুপার কিন্তু কোন কথা বলেননি!!"

কুপার আরো বলেন—তিনি ভারতের নদী ও সমুদ্র দেখিতে পাইয়াছি।—"কিন্তু দেখে ঠিক চিনেছেন তো? [illegible]

সাময়িক [illegible] দুইটি সীট ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।—"কিন্তু তাতে কী আর এমন হয়েছে, এ তো আর ট্রামে-বাসের সীট নয় যে ছাড়তে গেলে মাথায় বাজ পড়বে"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি প্রবন্ধের শিরোনামা—"শ্যাওলাও খাওয়া চলে"।—"কেন চলবে না? ঠেলায় পড়লে বাঘে পর্যন্ত ঘাস খায়, শ্যাওলা তো শ্যাওলা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে একটি চক্ষু-ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।—"খুবই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু মনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে চোখের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত হয়, না চোখের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মন প্রভাবিত হয় সে কথা আমাদের জানা নেই। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গে "বাম"-চক্ষুর প্রভাব নাকি খুব বেশি। তেমন একটি চোখ জোড়া দেওয়ার ফলে যদি গোটা মনটাই বামে হেলে যায় তা হলে আশঙ্কার কথা। ব্যাঙ্কে চোখ জমা নেওয়ার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশা করি চোখ যাচাই করে নেবেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমরা "সাইরেন স্যুট" পরিহিত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ মিঃ চার্চিলের ছবি দেখিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিল নাকি সব সময়েই এই স্যুটটি পরিতেন। তাঁর আশা ছিল সাইরেন স্যুট একদিন ফ্যাশন বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু একবার মস্কো সফরের পর চার্চিল নাকি ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন। —"কিন্তু সাইরেন স্যুট সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার যে কোন কারণ নেই তা একবার চীন বা পাকিস্তান সফরে গেলেই প্রমাণিত হবে। তবে এই সঙ্গে একটি "টিন হ্যাট" চালু করার ব্যবস্থাও করতে হবে, চীন-পাক দাঁতপাড়া তৈরী হয়েই বসে আছে!!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে শুনিলাম, পাক সরকারী কর্মচারীদের ভারতীয় পত্নী গ্রহণে নাকি বাধা সম্পস্থিত হইয়াছে। —"আমাদের কথা অবশ্য বিকোবে না, তবু বলি কন্যারাশং দূরেণাপি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রী [illegible] বলিয়াছেন,—চীন ও পাকিস্তানের [illegible] নাকি [illegible] করিবে না।—"খুবই [illegible] কিন্তু [illegible]

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৬ ॥

"By Heaven, but this maid is fair
I never have seen the like of her"
Faust

জীবন যখন হিন্দুরাও কুঠিতে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, শাহ বুরুজ আক্রমণে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা তার সফল হয়নি। সে ভেবেছিল যমুনার চর বরাবর চলে এসে মেটকাফ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে পশ্চিমে ফিরে কোম্পানীর ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু শহর থেকে বের হয়ে দেখলো যমুনার চর বরাবর সিপাহী পাহারা। বুঝলো যে, কোম্পানী পক্ষ থেকে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে নৌ-সেতু পুড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল তারই প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সতর্কতা। তখন সে বাধ্য হয়ে নৌ-সেতু যোগে অপর পারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তারপরে খানিকটা উজিয়ে গিয়ে খেয়ায় নদী পার হয়ে অনেক ঘুরে কোম্পানীর ছাউনিতে এসে পৌঁছল।

হিন্দুরাও কুঠিতে আর কেউ জীবনের উপস্থিতি জানবার আগেই জানতে পেলো ক্যালিবান। উল্লাসে কৌতূহলে মেশানো এক বিচিত্র রবে হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল, আর চার হাত পায়ে লাফিয়ে উঠে স্ফীতনাসায় পরিচিত গন্ধ সন্ধান ক'রে এ ঘর ও ঘর করতে লাগল। তারপরে হঠাৎ বাইরে বের হয়ে জীবনকে দেখতে পেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ডেকে উঠল, সে ডাক কতকটা অভ্যর্থনার, কতকটা উল্লাসে কতকটা স্বস্তিতে মেশানো। এই চব্বিশ ঘণ্টাকাল সে অন্নজল ত্যাগ ক'রে, নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল।

তার ডাক শুনে গুরুবচন আর সদাশিব বের হয়ে এলো, ব্যাপার কি? কাকে [illegible] এমন সময়ে [illegible] পড়লো জীবনলাল সোজা চলে [illegible] কুঠির দিকে।

তাকে দেখে এক মুখে গুরুবচন আর সদাশিব [illegible] চীৎকার করে উঠল— [illegible]

এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম, এখনো বসতে পারিনি। তারপরে বলল, যদি কিছু খাদ্য থাকে দাও, খিদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তখনি ওরা চাপাটি, লাড্ডু আর এক লোটা জল নিয়ে এলো। আগে হাতমুখ ধুয়ে খুব খানিকটা জল পান ক'রে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দিল, বলল, তারপরে এদিকে খবর কি বলো?

গুরুবচন বলে, খবর বড় ভালো নয়। শাহবুরুজের কামান দখল করতে গিয়ে আজ আমাদের বড় ক্ষতি হয়েছে।

জীবন খেতে খেতে বলল, আমাদের কম পাল্লার কামান নিয়ে শাহবুরুজের কাছে যাওয়া ঠিক হয়নি।

সে তো সবাই জানি, কর্নেল সাহেবও জানে, কিন্তু একেবারে কম্যাণ্ডার ইন চীফের হুকুম, না করবার উপায় নাই।

ক্ষতির পরিমাণ কি রকম?

তা হতাহতে শ দুই।

এভাবে ক্ষতি বেড়ে চললে শেষ পর্যন্ত দিল্লী অধিকার করবার মতো ফৌজের অভাব দেখা দেবে।

অসম্ভব নয়, বলে গুরুবচন।

তবে?

তবের মধ্যে এই যে, আজ বিকেলে কর্নেলের কাছে দুখানা চিঠি এসে পৌঁছেছে, অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো।

জীবন বলে, অন্ধকার তো দেখতেই পাচ্ছি, এবারে আশার আলো কি শুনি?

জেনারেল নিকলসন ভারি কামান আর পেশবারী পল্টন নিয়ে দু দশ দিনের মধ্যেই পৌঁছবেন।

জীবন স্বীকার করে, হাঁ, এ আশার আলো বটে। জেনারেল নিকলসন একাই একটা পল্টন। আর একখানা চিঠি কার?

কর্নেল ক্লসন্যানের। তিনি [illegible]

প্রকাশনের কয়েকখানি অসামান্য বই

গোরাকালার হাট
অশোক গুহ

বইখানা সম্বন্ধে আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও [illegible] যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে [illegible] বলা যেতে পারে যে, সম্প্রতিকালে [illegible] একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। আপনার মতামতও নিশ্চয় তাই হবে। ৮·৫০

কর্ণাটরাগ
শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দরদী লেখকের হাতে প্রতিটি [illegible] অনবদ্য—এমনকি জংলো-হাতীও [illegible] জন্য মনে থাকবে। পত্র-পত্রিকার [illegible] লেখনী প্রশংসিত। ৫·০০

অন্যনয়ন
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের এই নূতন উপন্যাসখানিতে শুধু ঘটনার চমৎকারিত্ব তাই নয়, সাহিত্যের মুন্সিয়ানায় প্রোজ্জ্বল ও অনবদ্য। [illegible]

আরও অনবদ্য উপন্যাস

অ্যাক্সিডেন্ট	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	॥	[illegible]
সীমান্ত	॥	শিশির দাশ	॥	৩·০০
[illegible]	॥	[illegible] রায়	॥	২·৫০
চৌধুরী বাড়ি	॥	বিশ্বনাথ রায়	॥	[illegible]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী [illegible]

[illegible]

রে বেরিলি পৌঁছে জানিয়েছেন যে, শীঘ্রই কিছু ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁছবেন আর সঙ্গে আনবেন এমন একটা আশ্চর্য অস্ত্র যার সামনে পড়লে সিপাহী কেন খোদ শয়তান অবধি হার মানবে।

এমন অস্ত্র তো আমার জানা নেই।

কর্নেল সাহেবদেরও জানা নেই, বলে গুরুবচন।

তুমি জানলে কি ক'রে?

রিজম্যান, স্কট, রীড আর ক্লিফোর্ড এদের মধ্যে আলোচনা করছিল শুনতে পেলাম।

ক্লিফোর্ডের উল্লেখে স্বরূপ বলে ওঠে, এতক্ষণ সে চুপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল, সামরিক বিষয়ের মধ্যে কথা বলা সে পছন্দ করে না, বলে ওঠে, যে জন্যে গিয়েছিলে তার কি হ'ল? সে মেয়েটাকে ক্লিফোর্ডের বোন বলে কি মনে হ'ল?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই গুরুবচন বলে, সত্য কথা বলতে কি ভাই, তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম আমরা, কর্নেল সাহেবও।

কেন?

কেন কি! ঐ ক্যাভালারি চার্জের মধ্যে কোথায় যে তুমি গেলে, কোথায় বা গেল তোমার ঘোড়াটা। কি আর ভাববো বলো। কর্নেলের হুকুমে অবজারভেটারি টাওয়ারে উঠে অনেকক্ষণ ধরে দূরবীন কষেও হদিস পেলাম না।

গুরুবচন বলে, একবার কর্নেল বললেন, জীবন নিশ্চয় শহরের মধ্যে চলে গিয়েছে।

আমি শুধাই ঘোড়াটার কি হ'ল তবে?

তাও তো বটে ঘোড়াটা গেল কোথায়? না, না, জীবন মরতে পারে না, কিছুতেই পারে না।

এবারে স্বরূপ বলে, সে সমস্যার সমাধান

তো হ'য়েছে। সেই মেয়েটার পরিচয় কিছু পেলে?

পরিচয় পেলাম না, কেননা ছিল না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি এলিনা ক্লিফোর্ড ছাড়া কেউ নয়।

এখন উপায়?

জীবন বলে, উপায় আর কি? কর্নেল পাঠিয়েছিলেন তাঁকে রিপোর্ট করবো, তারপরে যা করবার তিনি করবেন।

গুরুবচন বলে, তবে চলো যাই কর্নেলের কাছে।

না, ভাই আজ আর পা চলছে না, কাল সকালে রিপোর্ট করলেই হবে।

ইতিমধ্যে আহার শেষ হয়েছে। পাতে যা বে'চেছিল ক্যালিবানের সম্মুখে ধরে দিতে সে বার কয়েক শু'কে দু' এক টুকরো রুটি খেল। জীবন আঙুল দিয়ে বার কয়েক তার মাথাটা চুলকে দিল, ক্যালিবানের মুখ দেখে মনে হ'ল সে ভারি আরাম পাচ্ছে।

এমন সময়ে স্বরূপ শুধালো, দিল্লী কেমন দেখলে জীবন ভাই।

কেমন দেখলাম? এক কথায় তো বলা যাবে না। ও যেন আমার অনেক জন্মের বাসস্থান।

স্বরূপ বলে, নিজ বাসস্থানের এমন প্রশংসা শুনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। আর একটু খুলে বলো।

আজ মাপ করো ভাই, কাল বলবো, অবশ্যই বলবো।

এই বলে সে নিজ তক্তপোশে গিয়ে শুয়ে পড়লো, পায়ের কাছে মাটিতে পাতা একখানা চটের উপরে শুয়ে পড়লো ক্যালিবান।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় জীবনলালের, বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়ে মনটা ভারি প্রফুল্ল বোধ করলো, আরামে আনন্দে স্বাস্তিতে মেশানো কেমন একরকম ভাব। সারাদিনের ক্লান্তির বোঝা কখন যেন ঘুমের মধ্যে খুলে প'ড়ে গিয়ে শরীরটা পাখির পালকের মতো হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে আর সে যেন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এত আরাম এত আনন্দ আগে আর কখনো পায়নি। এই আকস্মিক অভিজ্ঞতার হেতু বুঝতে পারে না, অবাক হ'য়ে কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে। একদিকে শরীরটা যেমন হাল্কা হ'য়েছে তেমনি আর একদিকে মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছে আলো। চারদিক একেবারে আলোয় আলোময়। কোথা থেকে এলো এত আলো এমন বিমল যার প্রভা।

জীবন যদি বুঝতে পারতো তবে বুঝতো যে, এই আলোর পিচকারি আসছে কোন একটা ঘুলঘুলি থেকে যেখানে একজোড়া চোখ মুগ্ধ ব্যাকুলতায় তাকিয়ে ছিল বিদায় কালে, আবার কে বলতে পারে যে সেই চোখজোড়াই ব্যাকুল প্রত্যাশায় তাকিয়ে নেই পথের মোড়ে যেখানে যে-কোন মুহূর্তে একটি মূর্তি জেগে উঠতে পারে। না, এত কথা বুঝতে পারে না জীবন। শুধু বোঝে যে, ঘরটা আলোয় আলোময়। যদি আরও বেশি বুঝতো তবে জানতে পারতো যে আলো আগেও জ্বলেছিল তবে এবারে কিছু বিশেষ আছে। পান্নার সঙ্গে পরিচয়ে জীবনের মনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু পান্না সরে যেতেই ঘর আবার তেমনি অন্ধকার। পান্না প্রদীপ, তার শিখায় জীবনের ঘর আলোয় ভ'রে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে যে সে নিজেই প্রদীপ হ'য়ে জ্বলে উঠেছে। এ আলোর আর সরবার ভয় নাই।

অনভিজ্ঞ জীবন জানে না যে, প্রত্যেক মানুষ একটি প্রদীপ, তবে শিখার সঙ্গে সলতের যোগ না হওয়া পর্যন্ত সে নির্বাপিত। এমন হতভাগ্যের অভাব নেই, না, তাদের সংখ্যাই অধিক, যারা শিখার জ্যোতিষ্কের স্পর্শের অভাবে নির্বাপিত অস্তিত্ব যাপন ক'রে একদিন ভেঙে যায়। কিন্তু কখনো কখনো কারো কারো ভাগ্যে শিখার সলতের শুভ যোগাযোগ ঘটে, জ্যোতির্ময় হ'য়ে ওঠে তারা। জানতেও পারে না কখন লেগেছিল শিখার সঙ্গে সলতেটি, অতর্কিতে চমকে ওঠে আলোয় ভরা ঘর দেখে। নির্বাপিত দীপ নিয়ে জীবন ঢুকেছিল দিল্লীতে, ফিরে এসেছে জ্বলন্ত দীপ নিয়ে। কোথায় লাগলো

...হয় জানলার শার্সি ভেঙে উঠেছে। যেন আর্টিফিশিয়াল আর বাস্তবতার...

এ সময়ে কেউ যদি ক্যালিবানকে জিজ্ঞেস করে, কুমারী নামে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তবে সবাই বিস্মিত হতো জানি, অস্বীকার করতো নিঃসন্দেহ ক্যাপ্টেনটা। প্রথম দর্শনে প্রেম হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রেমের প্রথম দর্শন যে প্রায়ই জানতে পাওয়া যায় না। কখন কোথায় চোখে চোখে ছোঁয়া লাগে, জ্বলে ওঠে আলো, যাদের চোখ তারা ভাবে বাইরে থেকে এলো আলো, চোখ থেকেও সে আলো ঠিকরে পড়তে পারে,

...নিয়েছে ... আলোটাই নিয়েছে, নিয়ে, তাঁর ... আজার তখনো আরবল উজ্জ্বল।

এই সব অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কারণ খুঁজতে খুঁজতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো গুরুবচন সিং দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।

কি ব্যাপার ভাই গুরুবচন?

তুমি ফিরে এসেছ শুনে কর্নেল সাহেব খুব খুশী হয়েছেন, ডাকছেন।

চলো যাচ্ছি।

ক্যালিবান জেগে ব'সেছিল। তার মাথাটা

...কোম্পানী ... পরে ... মেয়েটিকে দেখে কি মনে হবে?

সাদাসিধে তো কোন উত্তর দেয় না, তবে বয়স ও পরোক্ষ পরিচয় থেকে মিস ক্লিফোর্ড বলেই মনে হয়।

আমাদের ছাউনিতে আসতে রাজি হবে কি?

প্রস্তাব করেছিলাম, সংক্ষেপে না করেছিল।

দ্বিতীয় ক্লিফোর্ড গেলে হয়তো রাজি হ'তো।

জীবন বলে ওঠে, এমন প্রস্তাব করবেন না। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এখন দিল্লী প্রবেশ অসম্ভব। আর তেমন অসম্ভব সম্ভব হলেও চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা, যারা সেই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের প্রাণহানি সুনিশ্চিত।

ইউ আর রাইট, জীবন। না, ক্লিফোর্ডকে আদৌ জানানো চলবে না, তাহলে সে এখনই এমন এক কাণ্ড করে বসবে, হয়তো একাই রওনা হয়ে যাবে দিল্লীতে।

অসম্ভব নয়, বলে জীবন।

কিন্তু জীবন, মেয়েটিকে এখানে আনবার কি উপায়?

আর একবার গিয়ে অনুরোধ করতে পারি।

আর একবার যাবে? বিপদ তো আছে।

দেশী লোকের পক্ষে তেমন কিছু নয়, বিশেষ নিরাপদ পথঘাট চিনে এসেছি।

তোফা শুভ। তবে এবারে এক কাজ করো, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে যাও।

ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ থাকলে আর চিঠি ধরা পড়লে তার প্রাণহানির আশঙ্কা।

ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ থাকবে কেন? এইভাবে থাকবে যে To whom it concern. পত্রবাহক আমাদের বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ রেসালাদার। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোম্পানীর ছাউনিতে আসতে চায় তবে পত্রবাহক তাকে সাহায্য করবে।

এ রকম চিঠিতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু চিঠি সুদ্ধ ধরা পড়লে যে তোমার বিপদ।

সৈনিকের বিপদ কখন নেই!

কখন রওনা হবে?

...দিকে।

তবে ... আমার ... সাহেব ... চিঠি ... আনাই।

...

নেপথ্যে

মঞ্জুলিকা দাশ

মিলি, জিনি, দীপা বন্ধু সব বসে আছে যে।

—থাকুক। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট আছে। চলো আমরা একটু ঘুরে আসি হাওড়া-স্টেশনটার এদিক-ওদিক।—

টিকিট ঘরের সামনে কালো রং সাদা রং-এর দুটো হাত একসঙ্গে টিকিট কাটবার জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনের ভেতরের বিস্ফারিত বিস্ময়টা অভূতপূর্ব আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। এ ওকে বলেছে : আরে তুমি যে !

ও একে বলেছে : তুমি ! হাত সরিয়ে নাও। দুটো ব্যাণ্ডেল কাটি।

—না না, সে কি, আমি চন্দননগরে যাব। শুধু আমি নই—মিলি, জিনি, দীপা বন্ধু—সব বসে আছে। তোমাকে কাটতে হবে না, আমিই কাটবো।

—না। আমিই কাটবো। চলো ব্যাণ্ডেল থেকে ঘুরে আসি। ব্যাণ্ডেলচার্চ, গঙ্গা,—গঙ্গারঘাট......নির্জনতা। চাও তো সোজা ঘুরে আসতেও পারি।

—পাগল ! এক দঙ্গল নিয়ে।

—আমার মিলি যে তোমার আপন [illegible] সে আত্মীয়তা [illegible]।

[illegible]

আমি জানি না, বোকা মেয়ে সেই জন্যই তো আমাদের আরও বেশী করে যাওয়া উচিত। তুমি যদি চাও আমি বিদ্রোহে ফুঁসে উঠে চারদিকের এই লোক-দেখানো লৌকিক বেরিয়ার ভেঙে ফেলতে পারি। তুমি যদি আমার সঙ্গে মিশতে চাও,—আমি যদি তোমার সঙ্গে মিশতে চাই,—কারও সাধ্য নেই সেই মেলামেশাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে একশা করে দিতে পারে।—

—কী সব বলছো অর্ণব !

অর্ণব উত্তেজনা সামলে নিল। শেষ পর্যন্ত চন্দননগরের টিকিটই কাটা হল সবগুলো।

—এ গুলো রেখে দাও তোমার কাছে।—

একথা তার ব্যাগে টিকিটগুলো রেখে দিতে দিতে বলল, এ তোমার ওপর অন্যায় জুলুম করা হল। এইভাবে টিকিট কাটিয়ে।

—তুমি এরকম কথাবার্তা বলে আমাকে অপমান করো না এষা। তোমার জন্য আমি এমন কিছু করিনি। আমি তোমাকে বলিনি,—তুমি মাত্র আর কটি বছর অপেক্ষা করো,—বিদ্যা-বুদ্ধির চেয়ে এ যুগে টাকাকে সবাই সম্মান করে। নিউ ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে কাজ করে আছি। আর ক'দিন বাদে বম্বের অর্ণব চ্যাটার্জিকে তার টাকার জন্য [illegible] আত্মীয়-স্বজনেরা [illegible]

[illegible]

এ ধরনের কথাবার্তা আর নতুন নয়। অনেক দিন ধরে শুনে এসেছে এষা। অর্ণবের সঙ্গে সে সহজভাবেই মিশতে চায়—মিশতে চেয়েছিলো বা মিশেছিলো—অর্ণবও সেই অবাধমেলামেশায় দীর্ঘদিন ধরে সহজ স্বচ্ছন্দ সায় দিয়ে এসেছিল। কিন্তু ইদানীং যেন সেই সহজ [illegible] কৌতূহলে এবং [illegible] বিপন্ন হতে বসেছে। কিন্তু [illegible] তার মধ্যেও একথার মনে একটুও [illegible] পড়ে নি। তবে সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে অর্ণব যেন বড় বেশী [illegible] ব্যাপারটাকে।

সে যাই হোক, মিলি, জিনি, বন্ধু দীপারা যেখানে বসে আছে [illegible] দিয়ে দুজনে হাওড়াস্টেশনের [illegible] নাম্বার মার্কা প্ল্যাটফর্মগুলো [illegible]। অর্ণব যেন সামান্য ব্যাপারকে [illegible] কি এসে যায় বলো ? [illegible]

[illegible]

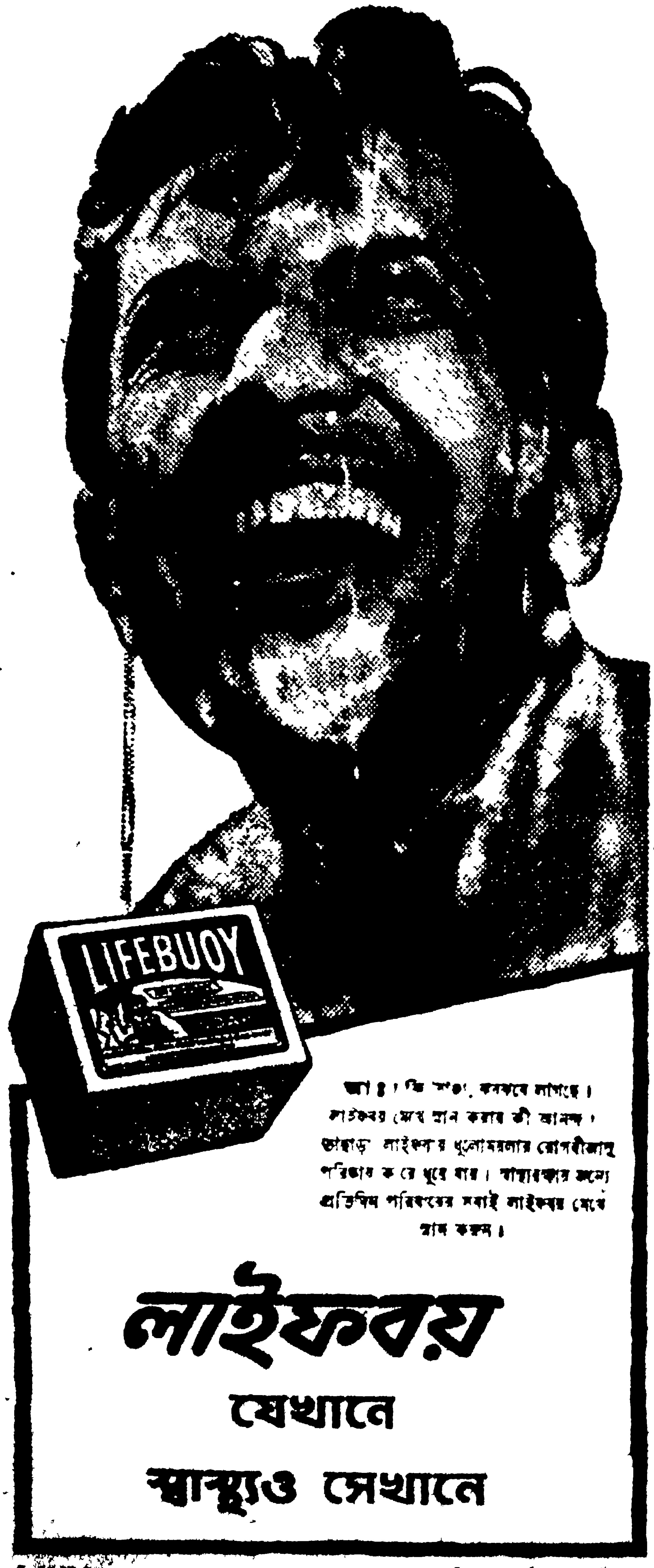

৬

পশ্চিমের গাড়িটা ততোক্ষণে শান্টিংএর আকস্মিক ধাক্কায় ঠোক্কর খেয়েছে বগিতে-বগিতে। হুইসিল বাজিয়ে ইঞ্জিনের দলা-পাকানো একরাশ কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উড়িয়ে চলন্ত বেগের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। এষণার এই কথায় যেন অর্ণবকে কেমন বিচলিত হতে দেখা গেল। অর্ণব এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললো—আমি দেখেছি এষা, জীবনে যারই সঙ্গে যে-ভাবে মিশতে যাই না কেন তারই সঙ্গে মেশার পথে বাইরের এমন বাধা এসে দেখা দেয়, কি বলব। তুমি যাই বলো আমি সহ্য করতে পারব না অন্য কারও কটাক্ষ বা বিদ্রূপ।

—পাগল নাকি, কে তোমাকে কটাক্ষ করতে চায় শুনি? আর করলেই বা তা গায়ে মাখতে যাবে কেন?

—ড্যাম ইওর গায়ে মাখামাখি। শোন, তোমার নতুন কোন্ খবর আছে তাই বলো?

—আমার আবার কি খবর থাকবে? বরঞ্চ তোমার খবর বলো শুনি।

—বিশ্বাস করো এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—ও পথে অনেকদিন পা মাড়াই না।—

এষণা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে—একটা সুন্দরী মেয়ে দেখব তোমার জন্য—লেখাপড়া জানা তোমার পছন্দ মাফিক। কেন স্মৃতির কাঁটা নিয়ে বেঁচে থাকবে।—

—তুমি কি মনে করো আমি স্মৃতিপুজো এখনও করি?

অর্ণবের চেহারাটা দেখলে মনে হয় যেন গ্রীক স্থাপত্যের দেশ থেকে উঠে এসে মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে।

এষণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে অর্ণবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পেশল বাহু, দোহারা গড়ন, প্রেমে পড়বার মতো সুন্দর মুখভঙ্গী।

আজ পাঁচ বছর ধরে অর্ণবের সঙ্গে তার একনাগাড়ে পরিচয়টা দীর্ঘ কিংবদন্তীর মতো ঝুলে রয়েছে। চন্দননগর থেকে আই এ পাশ করে এষণা এক মাসের জন্য ল্যান্ডেলে গিয়েছিলো। পিসতুতো দাদার বউদি স্বরূপা। মৈত্রেয় ভাই হিসাবেই অর্ণব চ্যাটার্জি'র সঙ্গে এষণার আলাপ হয়েছিলো। অদ্ভুত খামখেয়ালী এবং বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছেলে বলেই হোক কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন প্রথমদিন থেকেই অর্ণব আই আকর্ষণে বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্যি আকর্ষণটা এষণার একতরফের নয়। একই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত হবার আকাঙ্ক্ষায় যেন চুম্বকের টানে দুজনে পরস্পরের কাছে আসন্ন হবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

এক-একটি দৃশ্য আজও যেন মনে পড়ে। স্বরূপা বউদি [illegible] মতো [illegible]
[illegible]

এসে এষণার ঘুম ভাঙাতো। তার মাথার কাছে বসে থাকতো। স্বরূপা বউদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেতেন। বলতেন—তোরা দুজনে কি এমন বক-বক করিস বাপু জানিনে!

অর্ণব মনে মনে বোধ হয় বলতো, কী যে বলি তুমি তার কি বুঝবে! যাই বলে থাকি না কেন এর স্বাদ বুঝি অতলান্ত। তোমাদের মত সাংসারিক বুদ্ধির মানুষেরা বুঝি তার তল পায় না।

এষণা শুধু হাসতো। বলতো, দ্যাখো না বউদি তোমার ভাই-এর কাণ্ডটা?

তখনও অর্ণব আর এষণাতে শুধু ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আলাপ হত।

এষণা বলতো, জানো অর্ণব আমার আর বি-এ পড়া হবে না।

অর্ণব জিজ্ঞাসা করতো কেন?

—আর্থিক কারণের জন্য।

—আর্থিক। আহা আমার যদি প্রচুর টাকা থাকতো তবে তোমাকে পড়াশোনার জন্য সাহায্য করতাম। আমার খুব সাধ ছিল রঞ্জিতা যদি আমার ঘরে আসতো তবে তাকে এম-এ পর্যন্ত পড়াতাম। তা যখন হল না তখন তোমাকেই না হয় পড়াবো।

আসল কথা, দুজনের সঙ্গে দুজনের যে এত মিল হয়েছিল তার পিছনে বিপুল সমবেদনার যোগসেতু ছিল যার ওপর দিয়ে পার হয়ে দুজনে দুজনের নিকট-সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলো এমন করে।

সে কথা থাক। রঞ্জিতার সঙ্গে কেমন করে তার আলাপ হয়েছিলো এবং আলাপের পরিণতিটা দ্রুত এমন ঘনসান্নিবদ্ধ হতে পেরেছিলো তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা এক এক করে বলেছিল অর্ণব। পাথরের সঙ্গে সুতো বেঁধে চিঠি ছুঁড়ে দেওয়ার থেকে আরম্ভ করে তিমিরাভিসার পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ দেয় নি সে। কিন্তু সব আশায় যখন গুড়ে-বালি হলো—ভিলাইএর এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে রঞ্জিতার গাটছড়া বাঁধা হয়ে গেল তখন অর্ণবের আহত পুরুষ এই পরাজয়ের তীব্র প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে ছাড়ে নি। এমন কি সেই আস্ফালন মৌখিক স্তর পার হয়ে স্টেশন থেকে ছিনিয়ে আনার মতলব করেছিল। কিন্তু এই মতলবে বাধা দিয়েছিলো তার বন্ধুরা। আর রঞ্জিতাকে হারিয়ে ভেতরে ভেতরে অর্ণব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো: রঞ্জিতা যেদিন আমাকে ভিখারী করে রেখে গেল সেইদিন থেকে অঙ্গীকার করলাম যেমন করে হোক রঞ্জিতার স্বামীর চেয়ে বেশ মোটা টাকা উপার্জন করব। সেই জন্যই তো ব্যবসায়ে নামা।—

বলার মাঝে সামান্য থেমে দম নিয়ে, চশমার কাচ রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে ফের বলতে শুরু করতো।—জানো, আজ যদি আমার টাকা থাকতো তা হলে রঞ্জিতার বাবা মা কি এমন বড় ঘরের মেয়েকে আমার

দূ চোখের আড়াল থেকে সারাবার চেষ্টা করতো?

এষণা তাকে সান্ত্বনা দিতো না। কারণ দুঃখের সময় সান্ত্বনা সূচের চেয়েও তীব্রভাবে বেঁধে। সেই জন্য সমবেদনার স্বরে বলতো—কেন, তুমি নিজেকে অতখানি হীন মনে করবে বলো? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। পরীক্ষাটা দিলে না কেন?

অর্ণব কৃতজ্ঞ নয়নে এষণার দিকে তাকিয়ে বললো—সেই জন্য তো তোমার কাছে আসি। পৃথিবীর কেউ আমাকে এমন দরদ দিয়ে কথা বলে না। পরীক্ষার কথা বলছো? পরীক্ষা আমি জীবনে দেব না। খাতায় পাশ করে কি হবে? আসল জীবনের পরীক্ষায় আমি হেরে গিয়েছি।—

রঞ্জিতার যে বর্ণনা অর্ণব দিয়েছিলো তাতে রঞ্জিতার মূর্তিটা তার কাছে খুব চেনা

তিনখানি অসামান্য উপন্যাস : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের

নওগাঁর প্রাসাদ ৭·৫০

বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অপূর্ব বলিষ্ঠ সংযোজন"—আনন্দবাজার।

ইস্পাত ওরা ভাঙবেই (৫ম সং) ৪,

এলো আহ্বান (৬ষ্ঠ সং) ৪,

লেখকের কবিতার বই

আমার কবিতা (৩য় সং) ১·৫০ যাওয়া-আসার পথের ধারে (২য় সং) ২·৫০

প্রকাশক: সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়, শিবপুর, হাওড়া; প্রাপ্তিস্থান: (১) ডি. এম. লাইব্রেরী, (২) নিউ বুক এম্পোঃ, (৩) শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি-১১৭৫)

॥ বাংলা উপন্যাসে নতুন দিগন্তের আবিষ্কার ॥

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা

নীলিমা দাশগুপ্ত রচিত

রূপে-রসে-গন্ধে-বরণে এক অপরূপ প্রণয় কাহিনী

সিমলাশৈলবাসিনী লেখিকা সুদূর হিমাচলের এক পার্বত্যগ্রামের নরনারীদের নিয়ে যে মধুর হতে মধুর কাহিনী বয়ন করেছেন, তা একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণচ্ছটায় সত্য ও সজীব, অন্যদিকে তেমনি অননুকরণীয় লিখনশৈলীর উৎকর্ষে মনোহর ও প্রাণস্পন্দী। পাহাড়ী গাঁয়ের কথা বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে যে বিশেষ দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তা উপেক্ষণীয় নয়। ৫·০০॥

সম্প্রতি প্রকাশিত অন্য তিনখানি উপন্যাস

রাত্রিশেষের তারা	॥	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	। ৫·০০ ॥
মন্ত্রমুগ্ধ	॥	শক্তিপদ রাজগুরু	। ৪·৫০ ॥
পতাকা নাড়ে দাও	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	। ৪·৫০ ॥

এম সি সরকার

... হয়ে গিয়েছে যেন, একান্তভাবে ... অর্ণবের পাশে রঞ্জিতাকে, হয়তো তাঁরাও অর্ণবের জীবনের যে প্রাথমিক এবং প্রধান সুখ ছবিটা ভেসে গিয়েছে সেই ছবিটাকে স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

সে কথা থাক। রঞ্জিতাকে জীবনে হারাবার পর প্রথম যখন প্রচণ্ড একটা ঘা খেল তখন অর্ণবের জীবনের মোড় ঘুরে আশ্চর্যজনকভাবে ঘুরে গেল। কিন্তু এ মোড় অন্যদিকেও ঘুরতে পারতো। অর্ণব এই জন্যই বুঝি বলেছিলো—তোমাকে দেখার পর আর কোন মেয়ে সম্পর্কে কোন মোহ থাকে ...

... যায়, নইলে সমস্তই ভালো। ... দিয়েছিল—আমার ... এ তোমার অন্যায় পক্ষপাতিত্ব। আসলে তুমি ওদের পাড়ির আবরণ আর প্রসাধনের স্তূপ ঠেলে কাছে যেতে পারো না। কাছে না গেলে, মানুষটিকে চিনবে কি করে।

—সবাইকে আমার চেনা আছে।—

রঞ্জিতার জন্য যে এই বীতশ্রদ্ধ মনোভাব তা জানে বলেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চায় না এখন।

তবে যত দিন যায় তত যেন দুজনের ...

... পর ... পরিমাণ এত বেশী হতে লাগলো যে চন্দননগরে শুধু প্রায়ই সব ঘন ঘন দেখা ... লাগলো অর্ণবকে। চন্দননগরের বাড়ির আর সব আত্মীয়-স্বজনেরা যেমন অবাক হয়ে দেখতে লাগলো দুজনের মেলামেশার অবাধ ঘনিষ্ঠতা ঠিক তেমনি করে স্বরূপা বউদিও লক্ষ করতো তাদের দুজনের মধ্যে এই বাড়াবাড়ি রকমের সন্দেহজনক অন্তরঙ্গতাটুকু। অর্ণব এখনো তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারে নি,

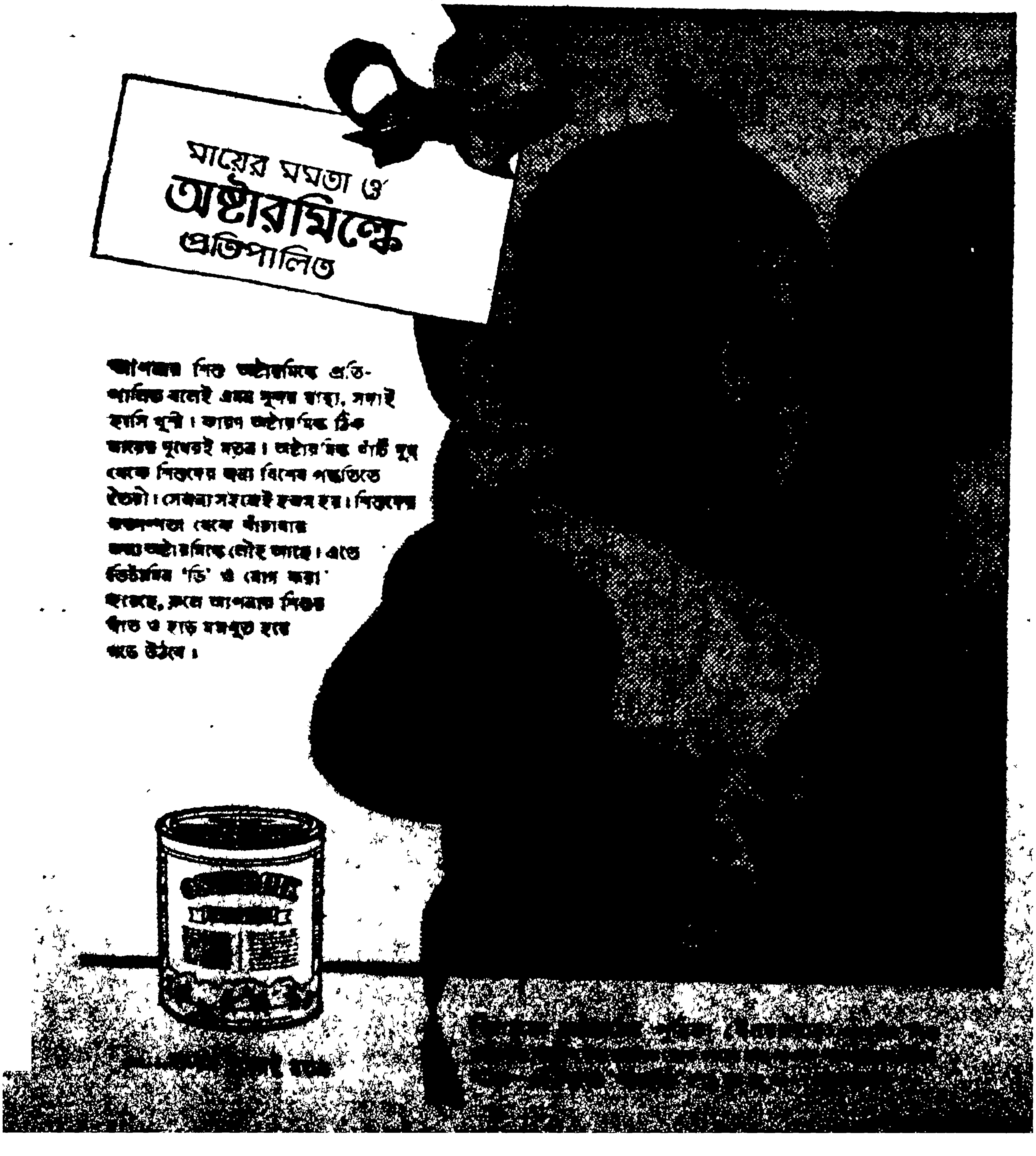

স্বরূপা বউদির এই মাঝে মাঝে উকি দেওয়ার পিছনে আভিজাত্যের মনোভাব ছাড়া অন্য কোন শুভ মতলব ছিলো না। এখন জলের মত স্বচ্ছরেখায় মনে পড়ে আদি অন্ত সব।

—গাড়ির আবার সময় হয়ে যাবে না তো—

—না না অনেক দিন পরে দেখা। বলো তোমার খবর বলো।

—দীপা, পিসি, মন্দ—

কী যেন বলতে গিয়ে সামলে নেয় অর্ণব। তারপর খানিক বিরতি দিয়ে বলে—আচ্ছা এষণা, এমন অনেক কথা আছে যা বলা যায় না, না?

—কী এমন কথা ? কাকে বলা যায় না ?

অর্ণব কি জানে না অর্ণবের প্রতি-মুহূর্তের হাবেভাবে, কথায়বার্তায় মুখে যে রেখা অঙ্কিত হয়ে ওঠে তার প্রতিটি খাঁজ বা ভঙ্গী এষণার কাছে অতিস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এষণা জেনেও জানতে চায় না—বুঝেও বুঝতে চায় না। শুধু লক্ষ করে যায়। কথা শুনে যায়। অর্ণব সামান্য হেসে আলতো-ভাবে এষণার ডান হাতের পাঁচ আঙুলের এক আঙুল ছুঁয়ে নেয়। না না, কিছুতেই বলা যায় না। অথচ অন্তরে তার জন্য কত শুভ্রতম ভালবাসা রেখে দেওয়া যায়।

এষণা উৎসুক চোখে অসীম কৌতূহলে বিস্ময় হয়ে পলক মাত্র তাকিয়ে নেয়।

—তোমার খবর বলো।—

—আমি তোমাকে অনেকদিন আগে বলেছি ও পথে পা মাড়াই না। মাড়াব না। দুদিনে আলাপ হওয়ার পর জোঁকের মতো ছেঁকে ধরতে চায় মেয়েরা।—

—শুধু উড়ে উড়ে বেড়াতে চাও। বসবে না কোথাও।—

—তোমার মুখে সে রকম কোনো—

—না না।

চোখের পাতাটা কেন সামান্য কেঁপে গেল এষণার। দাঁত দিয়ে জিব চেপে ধরলো খুব জোরে।

—আর যা কিছু করো না কেন ঘোমটা ফেলে বসে থেকো না।

ধক্ করে ওঠে এষণার বুকের ভেতরটা। তবে কি তাই ? স্বরূপা বউদি যার জন্য উঁকি দিতো—চন্দননগর আর ব্যাণ্ডেলে তবে কি তাই ? আভিজাত্যীয়া সন্দেহের একটা [illegible] ঘোঁট পাকাতো যার জন্য! [illegible] এষণার বুকের ভেতরে সেই [illegible] হলো। সেই [illegible] বউদি যখন আই-এ [illegible] বলেছিলেন [illegible] একটা কথা [illegible]

হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল। প্রথম আবিলতার ঘূর্ণি তো আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্য মনই সৃষ্টি করে নিয়েছিল। অনেক-দিন আগে অর্ণব একবার বলেছিল—জানো, আমি তোমার সঙ্গে মিশি বলে স্বরূপা বউদি—প্রমুখ আরও অনেকে এর জন্য শুধু সন্দেহই করে না,—প্রকাশ্যে নানা কথা বলে। আমি দেখেছি এষণা, আমি যে কাউকে আমার সমব্যথী পাই না কেন সংসার আমাকে তা পেতে দেয় না।—

এষণা সেদিনের এই সন্দেহজনক উৎ-পাতকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু অর্ণব যে একে এত গুরুত্ব দেবে তা কেমন করে জানবে!

কখন পায়ে পায়ে চন্দননগরের গাড়ির প্ল্যাটফর্মের কাছে পৌঁছেছে দুজনের কেউ জানতে পারেনি। চন্দননগরের গাড়িটা এর মধ্যে কখন ইন করেছে। অর্ণব বললো, গাড়ি এসে গিয়েছে আর কি। এবার আসি তবে এষা। চিঠি দিও। দেবে তো, একমাস আগে পোস্টকার্ডে সেই যে কি চিঠি লিখেছিলে—তাও পুরোটুকু স্বরূপাদিকে—সারারাত্রি সেদিন তুমি আমায় জ্বালিয়েছিলে। ঘুমাতে দাও নি।—

কথার ধরন ধারন দেখে লক্ষণ ভালো নয় বলে মনে হলো,—আর নতুন করে এ কথাও মনে হলো—সেদিনের সেই ছেলেমানুষ অর্ণব কৈশোর স্তর পার হয়ে যৌবনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য এষণা তাড়া-তাড়ি বললো—কেন, তুমি চন্দননগরের টিকিট কাটলে, যাবে না ?

—না, আমার টিকিট কাটি নি।

—কেন, কাটলে না ?

অর্ণব গম্ভীর মুখে বললো : তোমাদের চন্দননগরের বাড়িতে আমি যাব না এষণা।

—কেন ?

—সেবার বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে তোমায় খোঁজ করেছিলাম বলে নানা সন্দেহজনক কটূক্তি আমাকে শুনতে হয়েছিল।

—ছি, বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল তুমি। সেই জন্যই তো মানুষের মুখের ওপর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বকে বেশী করে দেখাতে হবে।

—যাব, একেবারে সেদিনই যাব এষণা। যেদিন যোগ্যতা অর্জন করবো। সবার চোখের সামনে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব।

পিসি, দীপা, মন্দু সবাইকে নিয়ে যখন [illegible] এষণা অর্ণব প্ল্যাটফর্মে [illegible] এষণা বললো—এ কি, তুমি [illegible] যাবে না ?

—না। [illegible] একটা কাজ আছে। [illegible]

এষণা কোন কথা খুঁজে না পেয়ে [illegible]—তুমি এলে পারতে।

অর্ণব বললো—না।

দীপা বললো—তুমি গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্কে [illegible] উঠতে পারো না ?

পিসি বললো—এসো না!

অর্ণব তার উত্তরে রুমাল উড়িয়ে দিল।

প্ল্যাটফর্মটা দেখতে দেখতে হাওড়া স্টেশনের বিরাট শরীরটা নিয়ে মিলিয়ে গেল। শুধু খোলা পুলের আলোটা দূর থেকে কয়েক একটা সুন্দরের মতো দেখালো।

ট্রেনের সশব্দ গতিরেখার সঙ্গে সঙ্গে এষণার চিন্তা দ্রুতগতিতে হেঁটে চললো।

সুশান্ত মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠে অর্ণবের কাছে মুখর হবার জন্য এষণাকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু এষণা পারে নি। এষণার মন বড্ড দুর্বল আর নরম হয়ে পড়েছিল যার জন্য এষণা আঘাত দিতে পারে নি। সইতে কি পারবে অর্ণব চিরকাল যদি তার জীবনের প্রেরণা [illegible] মানুষের [illegible] কাছে মাটিতে না নেমে আসে—চিরকাল অর্ণবের নাগালের বাইরে দূর আকাশের তারা হয়ে থাকে—সইতে কি পারবে? অর্ণব পারবে না।

না, না, না। অস্থির হয়ে গেল এষণা এই মুহূর্তের কাছে,—[illegible] বুক শব্দ সায় দিয়ে মিলিয়ে [illegible]—না না না। এই মুহূর্তে এষণা অর্ণবের [illegible]-পূর্ণ চেহারাটা স্মরণ করে [illegible] তার রোমান্টিক [illegible] নিয়ে [illegible] করে দিতে পারে। আজ [illegible] এই [illegible] এষণা!

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
দাম ৩·৫০—[illegible] ইংরেজি শিক্ষার [illegible]। [illegible] ইংরেজি স্বয়ংশিক্ষক"—দাম [illegible]।
"Speak English as you please"
Rs. 2.50.
[illegible]
[illegible], [illegible]
ফোন : [illegible]

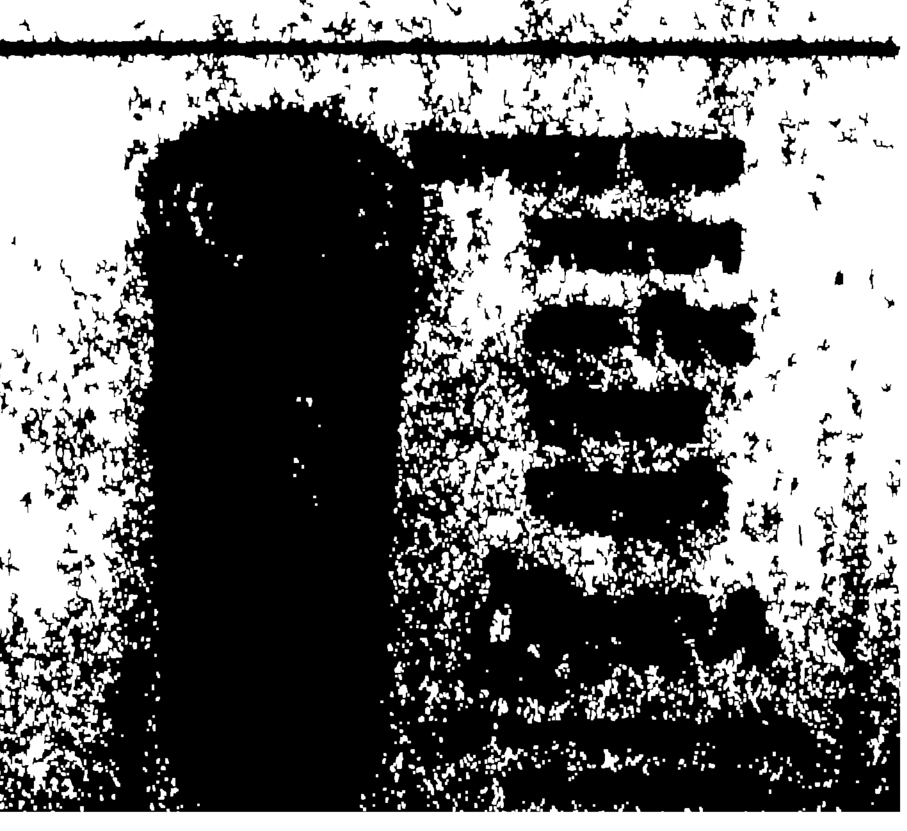

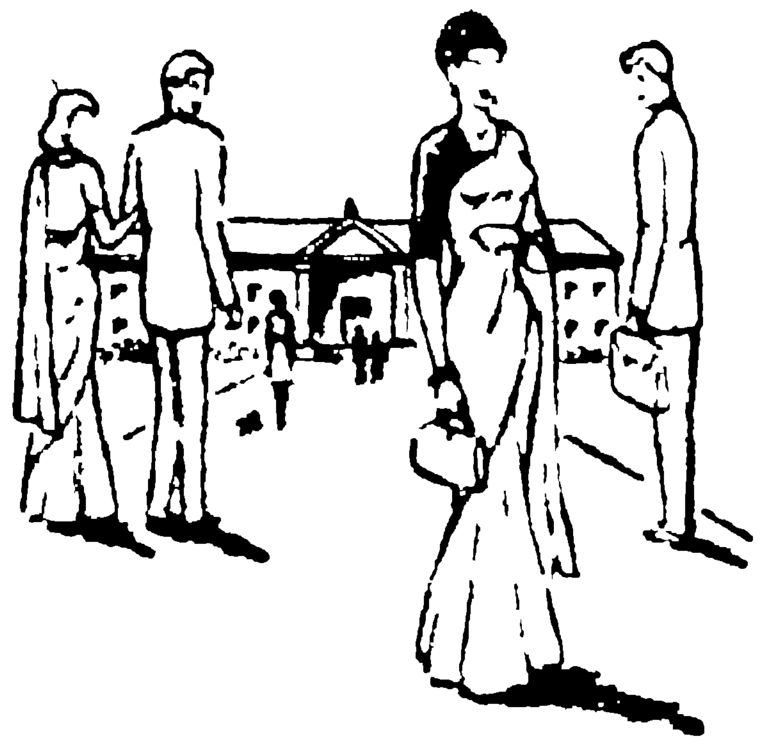

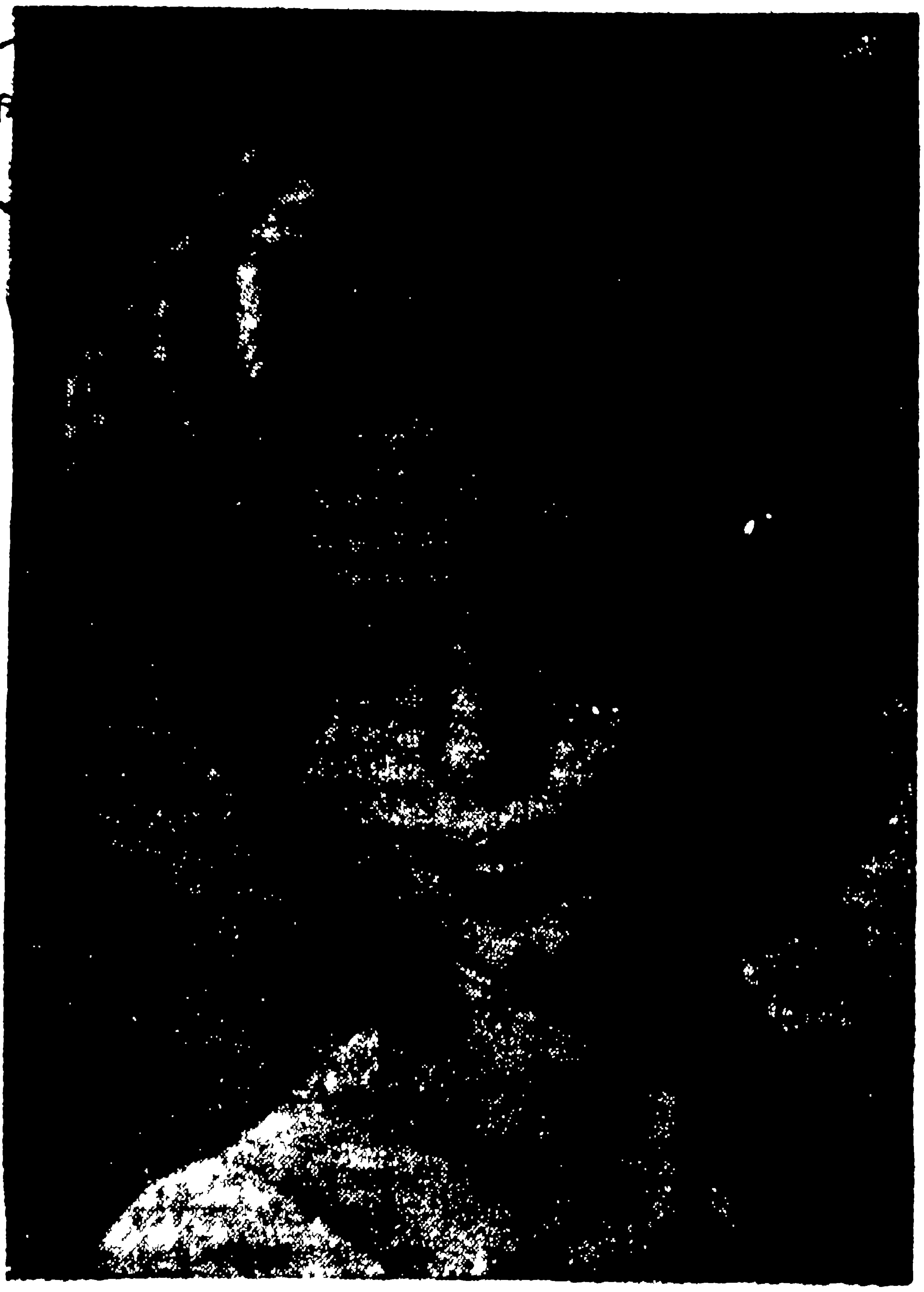

চলার ছন্দে সুষমা

পৃথিবীর শিখরের চূড়াতে উপনীত হবার বাসনার আজ তার ত্যাগে। তার চলন-সৌন্দর্যের সুষমা ধরে পড়ে, সবাই ও রমণীর এক, তার এই রমণীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত, কারণ এর মূলে রয়েছে জি-১১• যুক্ত সিন্থলের নিয়মিত ব্যবহার—একাধারে শ্রেষ্ঠ শোভন সাবান ও দুর্গন্ধনাশক।

সারা পৃথিবীর সর্বত্র সুন্দরী মহিলারা ও তাঁদের মনের মানুষরা চান এমন সাবান ও প্রসাধনী সামগ্রী যাতে জি-১১ যুক্ত আছে। গোদরেজ ভারতে জি-১১ ব্যবহারের একমাত্র পরিবেশক।

সৌখীন সাবান।
একই-একাধারে দুর্গন্ধনাশকারী

অধিক সতেজতা ও নিখুঁত সৌন্দর্যরক্ষার জন্য জি-১১ যুক্ত গোদরেজ সিন্থল টয়লেট পাউডার ব্যবহার করুন। রমণীয় সিন্থল দুর্গন্ধনাশক ও স্নিগ্ধকর

গোদরেজ হেয়ার টনিকেও জি-১১• যুক্ত থাকে।

•"হোয়াট ইজ জি-১১" নামে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক পুস্তিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন,—গোদরেজ, বোম্বে-১৩,

১০এল জীববরাম কোং এর ট্রেডমার্ক

Godrej গোদরেজ সাবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম

রহস্যময় চিত্র-চোর

বীরু চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হয়ত আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। প্যারিসের লভর্‌ মিউজিয়াম থেকে একটি বিখ্যাত চিত্র-কে (খুব সম্ভব লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা') কোন একটি বিশেষ কারণে সর্বপ্রথমবারের জন্য মার্কিন দেশের এক নগরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা অবশ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য খবর ছিল না। কিন্তু কৌশলটি হল তাকে যেভাবে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনভাবে বোধ করি দুর্মূল্য কোন হীরা জহরত-মণি-মাণিক্যকে অথবা হিটলার মুসোলিনী-[illegible] প্রভৃতি শত্রু শত্রু [illegible] প্রখ্যাত জগৎ নায়কদেরও সশস্ত্র প্রহরায় স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

তা হলে এতো সতর্কতার কারণ কি?

কারণটিও আপনারা অবশ্যই জানেন। ইদানীং যত্র-তত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা [illegible] কিছু কিছু ভয়ঙ্কর এক অদ্ভুত ধরনের অপহরণ শুরু হয়েছে।

কে জানে এই মুহূর্তে কোথায় কোনখানে কে একজন প্রতিভাবান [illegible] চোর দুনিয়ার [illegible] চিত্রকলা চুরি করার ষড়যন্ত্র করছে কিনা। [illegible] মিউজিয়ামে [illegible] চিত্র অথবা কোন [illegible] আর্টিস্ট [illegible] বিখ্যাত কোন কোম্পানি।

এই সব শিল্প-চোরের কাউকেই পাকড়াও করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন না এ পর্যন্ত তারা [illegible] দুনিয়ার সরকারী ও বেসরকারী জনসাধারণকে প্রায় কদলী প্রদর্শন করে অতি অনায়াসে ও নিখুঁত চাতুর্যে অসাধ্য সাধন করে চলেছে। তাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্তের কাছে বিশ্বের সংরক্ষিততম দুর্গম স্থান অর্থাৎ সর্বাধিক চোর প্রুফ মিউজিয়ামও তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের অগম্যস্থল বুঝি কোথাও নেই।

এককালীন এতটা অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ গত দেড় বছরের মধ্যে যতসংখ্যক কালজয়ী চিত্রকলা অপহৃত হয়েছে তার তুলনা স্মরণীয়কালের ইতিহাসে নেই। ইন্টার-পোল (আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী) স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড (ইংলন্ড) এফ বি আই (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) সুরেট (ফরাসী) প্রভৃতি দুনিয়ার বড় বড় বাঘা বাঘা পুলিস-বাহিনী সবাই এইসব রসিক চোরদের কার্যকলাপ দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। এদের চুরির ধরনধারন বা তার পশ্চাতে সূত্র যে আবিষ্কার করতে পারেনি তা নয়- তবে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এদের চুরির উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে গিয়ে। কি

ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন —গোয়া

[illegible] যে অপহরণ করছে [illegible] [illegible] এইসব চতুরতম চোরের [illegible] এইসব অপহরণ [illegible] [illegible] এসব লুকিয়ে [illegible]

[illegible] কিছু বলাও সম্ভব নয়। [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ লক্ষ টাকা কিন্তু বিক্রেতার কাছে তো কানাকড়িও মূল্য নয়। প্রকৃত কোন শিল্পরসিক সংগ্রাহক কখনো এমন ছবি কিনবে না যা তাকে আজীবন লুকিয়ে রাখতে হবে। আর স্বর্ণগর্দভ ধরনের বেরসিক ক্রেতার কাছে বিক্রি করা তো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই শ্রীঘর বরণ করা। তারচেয়ে উক্ত চিত্রের প্রতিলিপি বিক্রয় করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।

এবারে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই উক্ত-ধূর্ততম চতুর চিত্র-চোরদের দুঃসাহসিক ও রহস্যময় কার্যকলাপের ব্যাপার আপনারা বুঝতে পারবেন।

১৯৬১ সালের ২০শে জুন, ইংল্যাণ্ডের লিড্‌স্-এর ডিউক ও ডাচেস্ তাঁদের পারিবারিক কতগুলি মূল্যবান শিল্পসামগ্রী নিলামে বিক্রয় করেন। তন্মধ্যে ছিল 'ডিউক অফ ওয়েলিংটনের বিখ্যাত তৈলচিত্রটি। এ চিত্রটি ১৮১৮ সালে স্যালামানকাতে ওয়েলিংটনের নিকট নেপোলিয়নের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই অঙ্কিত করেন প্রখ্যাত মাস্টার গোয়া। এটা ছিল একটি জাতীয় সম্পদ তথা অমূল্য। চিত্রটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৫×২০ ইঞ্চি। চিত্রটির দরও ওঠে চরম। অবশেষে নিউ-ইয়র্কবাসী সি রাইটসম্যান নামক জনৈক ক্রোড়পতি মার্কিন ভদ্রলোক ৩,৯২,০০০ ডলারে সেটিকে কিনে নেন। তারপরই শুরু হয় হুলস্থুল কাণ্ড। সারা ইংল্যাণ্ডবাসী ও তাদের পত্রপত্রিকা দেশের বিখ্যাত চিত্রটি দেশের বাইরে হাতছাড়া হওয়ার দরুন দারুণ [illegible] হাহাকার আক্ষেপ ও ক্ষোভ সহকারে আন্দোলন শুরু করে। ইংল্যাণ্ড আমেরিকাকে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাও সহ্য হয়েছে। বর্তমানে তাদের বুকের ওপর মার্কিন সৈন্যবাহিনী বসে আছে, তাও সহ্য করছে কিন্তু দেশের অতুলনীয় শিল্প-সম্পদটি দেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং আটলান্টিক পার হয়ে চলে যাবে 'কৃষ্টিহীন' মার্কিনদের হাতে এটা তারা কোনমতেই সহ্য করবে না। মোটামুটি এই হল জনমতের লিখিত বা বাচনিক প্রকাশ। কাজে কাজেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রতিবাদ জানালো হোয়াইট হাউসে। ফলে, ক্রেতা ক্রয়মূলে

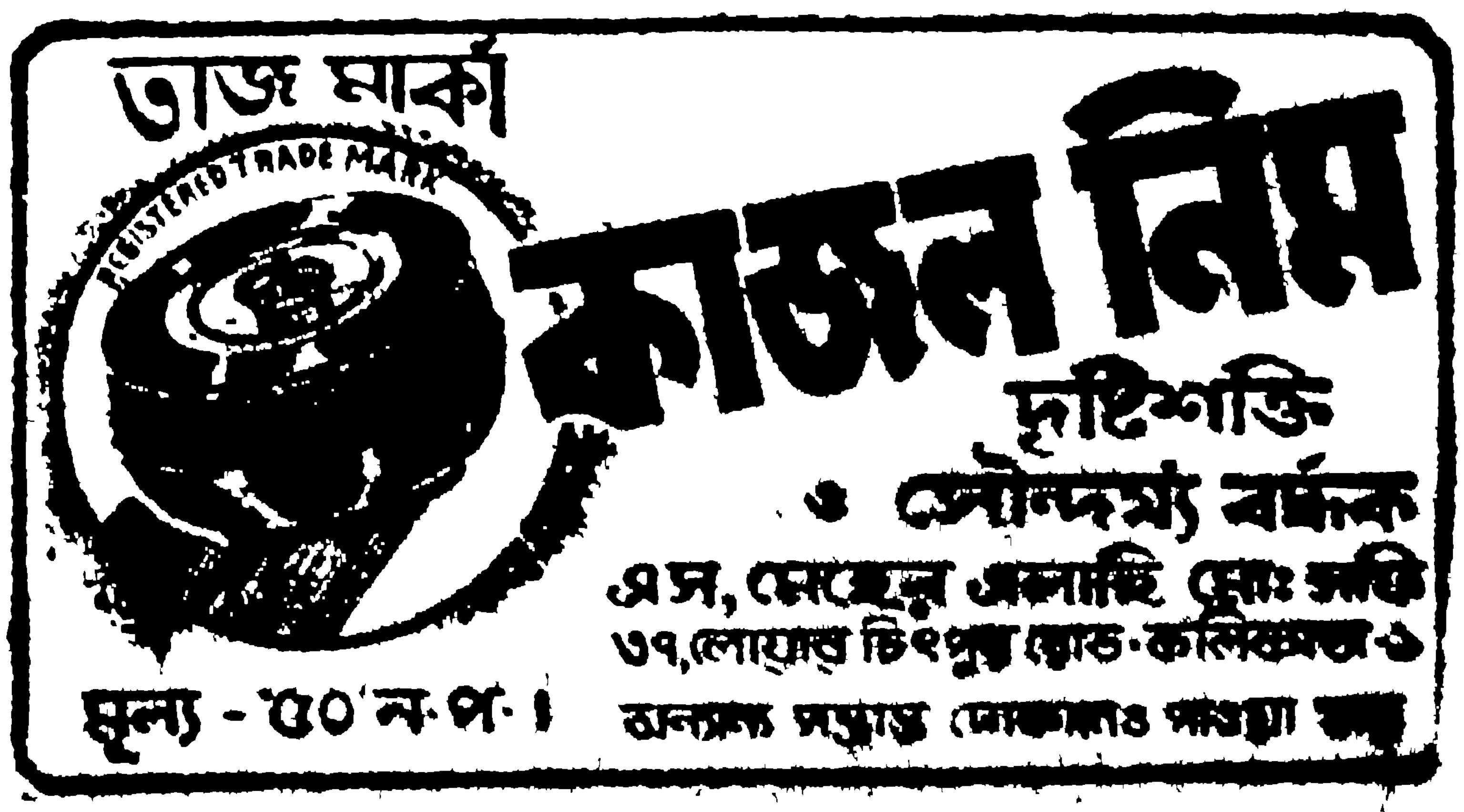

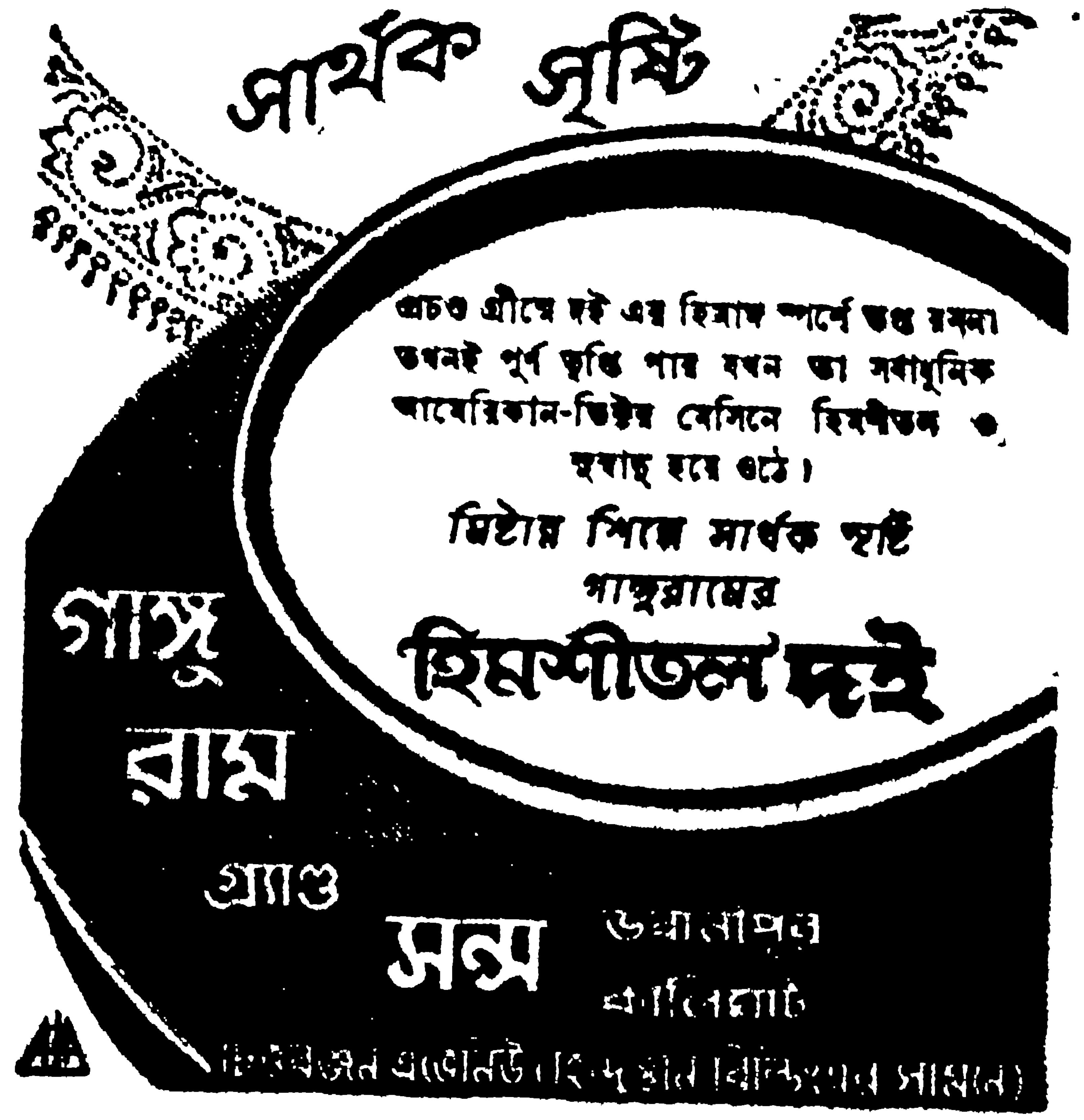

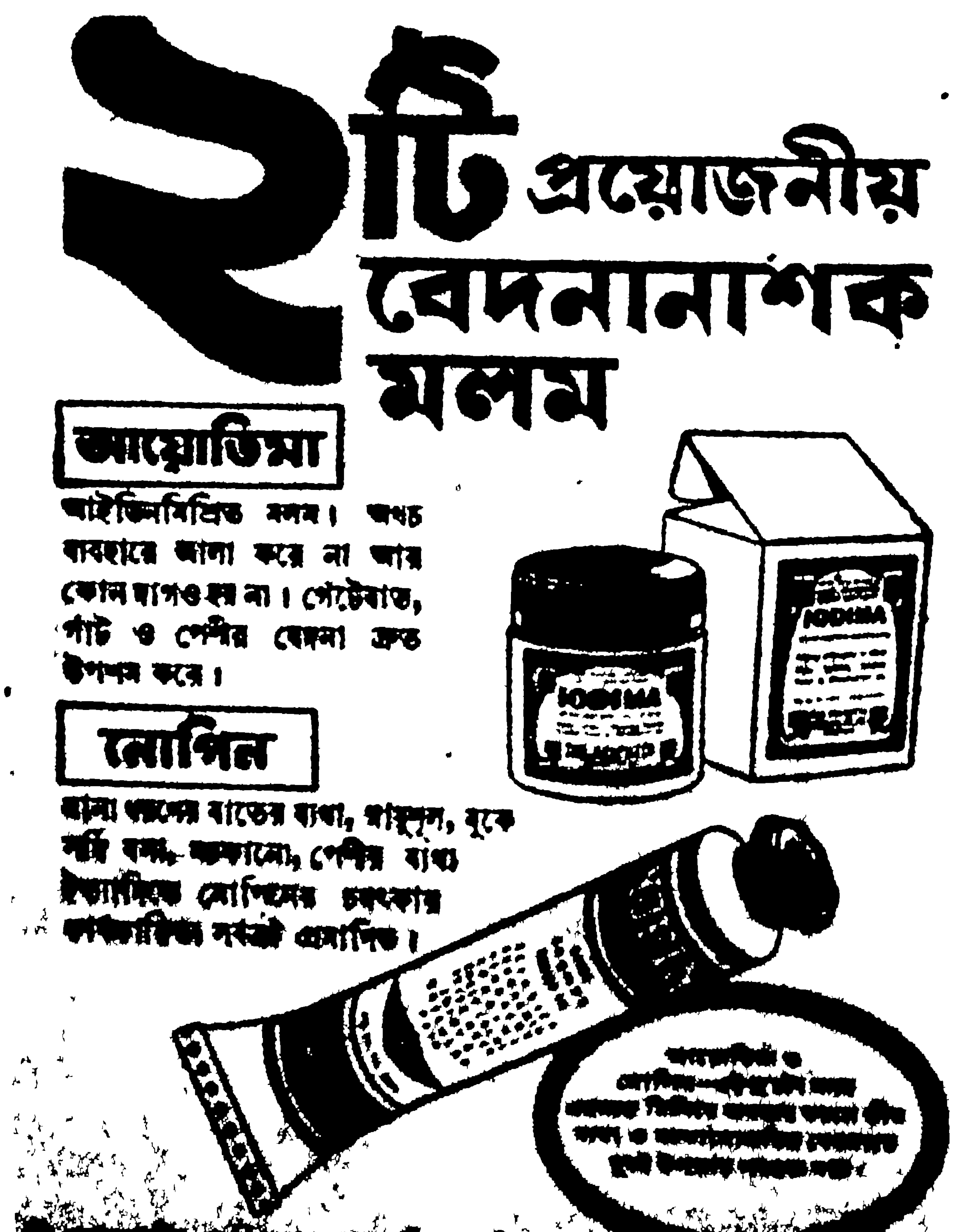

চিত্রটি ফেরত দিতে রাজী হল। অবশেষে কিছু সরকারী বাকি বেসরকারী অর্থে দেশের শিল্প দেশেতেই রয়ে গেল। অর্থাৎ লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে যোগ্য মর্যাদার দেওয়ালে অধিষ্ঠিত হল ডিউক অফ ওয়েলিংটনের তৈলচিত্রটি। কিন্তু হায়, বেশী দিনের জন্যে নয়।

'৬১ সালের ২১শে অগাস্ট রাত্রে দেখা গেল চিত্রটি যথাস্থানে নেই। অতি উচ্চ সম্মান সহকারে গ্যালারীর প্রধান হলে দুটি বিশিষ্টাকৃতি স্তম্ভের মাঝখানে দেওয়ালে বহুমূল্য লালপর্দার উপরে চিত্রটিকে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। রাত দশটার প্রহরী বদলের সময় নতুন প্রহরী এসে দেখলো ছবি নেই, শুধু দেওয়াল-জোড়া লালপর্দার হাহাকার বিরাজ করছে। প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর চলন্তপ্রহরীর পদক্ষেপ মুখরিত স্থান থেকে ছবি চুরি হতে পারে এ কথাটা প্রহরীর আদৌ মনে হয়নি। হয়ত পূর্বে যেমন বহুবার নিয়েছে এবারও তেমনি ফটো তোলার প্রয়োজনে চিত্রটিকে বুঝি বা সাময়িকভাবে অপসারিত করা হয়েছে।

সুতরাং প্রখ্যাত গোয়া-র প্রখ্যাত শিল্প-কৃতিটি যে প্রকৃতই অপহৃত হয়েছে বঙ্গের সর্বাধিকতম চোর-প্রুফ আর্টগ্যালারী থেকে এ তথ্যটি আবিষ্কৃত হল পরদিন অর্থাৎ ২২শে তারিখে সকাল ন'টায়।

এরপর সবিস্ময়ে বৃটেনবাসিগণ শুনলো এই জাতীয় সম্পদরূপ চিত্রটি আদৌ কোন ইন্সিওর করা ছিল না। বৃটিশ সরকার এটিকে ইন্সিওর করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কেননা এটি রয়েছে সবচেয়ে সতর্ক প্রহরার অধীন, যেখান থেকে অপহৃত হওয়া অকল্পনীয় ঘটনা, তা ছাড়া কোন চোরের পক্ষে ওটা নিয়ে বিক্রয় করা আরও অসম্ভব। এটা কোন হীরক নয় যে, আকৃতির সামান্য হেরফের করে প্রকৃত মালিকের নাকের ডগায় অনাবিষ্কৃতভাবে দেখানো চলে। চিত্রশিল্পের সামান্য পরিবর্তনে তা তার পূর্ববৈশিষ্ট্য মুহূর্তে হারায় ও তা হয়ে পড়ে নগণ্য বস্তু। আর ১৫০ বছরের পুরনো নকশা কাটা নয়ন-মনোহর কাঠের ফ্রেম সম্বলিত ডিউকের মূর্তি-চিত্রটি যে-কোন স্কুলের বালকও একপলকে চিনে ফেলবে। তাই ইন্সিওর করার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা।

কিন্তু তবুও এটি অপহৃত হল। বৃটিশ জাতি হারালো তাদের প্রাণোপম ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে আর বৃটিশ সরকার হারালো ৩,৯২,০০০ ডলার মূল্যমানের অর্থ।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অবশ্য যথারীতি তৎক্ষণাৎ সূত্রের সন্ধানে লেগে। জনৈক মজুর জানালার কাছে একটি মই দেখতে পায়। গ্যালারী বন্ধ হবার আগে [illegible]
[illegible]

নিচে নেমেছে তারপর দশ ফিট উঁচু বহিঃপ্রাচীর ডিঙিয়ে চলে গেছে। চিরাচরিত প্রথামত প্রহরী বদলকালে রাত দশটায় জটিল অ্যালার্ম-পদ্ধতিকে বিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল কি হল? কিছুই না। কে? এবং কেন? এ দুটি বিস্মিত প্রশ্ন পূর্ববৎই রয়ে গেল।

ন্যাশনাল গ্যালারীর ডিরেক্টর অজ্ঞাত চোরের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করে অনুরোধ জানালেন, সাবধান, চিত্রটিকে যেন খুবই সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়। ফ্রেমের ও চিত্রপটের অবস্থা কিন্তু খুবই সঙ্গীন। এটিকে যেন আর্দ্রতা আর জোরালো আলো থেকে দূরে রাখা হয় নয়ত অমূল্য বস্তুটির সাংঘাতিক রকম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

প্রাক্তন ডিরেক্টর স্যার কেনেথ ক্লার্ক তো সাখেদে বলেই ফেললেন: এটি যে চুরি যাবে এ আর আশ্চর্য কি! খোঁজ করে দেখ, হয়ত কোন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে যাত্রা করেছে।

কিন্তু অপরাপর বহু শিল্পবিশেষজ্ঞদের মতে এই রকম বিখ্যাত চিত্রাদির ব্ল্যাক মার্কেট সম্ভব নয়। মার্কিন দেশ কেন পৃথিবীর কোথাও তা সম্ভব নয়। কোন ধনাঢ্য উন্মত্ত ব্যক্তি এগুলিকে ক্রয় করে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেই ধরা পড়বে আর কোন গুপ্তপ্রকোষ্ঠে নিয়ে সাজিয়ে রাখে; এরূপ প্রচলিত কাহিনীগুলিকে কাল্পনিক গাল গল্প বলেই তাঁরা মনে করেন। লন্ডন এবং ইউইয়র্কের নামকরা নিলামদারদের মতও তাই, বিখ্যাত শিল্পের কালোবাজার চলে না।

অবশ্য আরো নানা ধরনের থিয়োরী প্রচারিত হতে লাগলো। কারুর কারুর মতে কম্যুনিস্ট দেশের প্রচুর পয়সাওয়ালা ব্যক্তিগণ সরকারের চাপে ব্যক্তিগত যথাসর্বস্ব তুলে দেওয়ার বা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার চোর ভাড়া করা চোরের সাহায্যে এইসব অমূল্য শিল্পসম্পদকে কিনে নেওয়াই সর্বাধিক লাভজনক বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, হিটলারের অনুচরবৃন্দ যেরকম করতো, হয়ত সেইভাবে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের দেওয়াল সজ্জিত করছেন এগুলির দ্বারা।

কিছু কিছু কল্পনাপ্রবণ লোক এ ধারণাও করতে হয়ত ভালবাসেন যে, "মঙ্গল গ্রহের ক্ষুদ্র মানবেরা" "উড়ন্ত চাকীর" সাহায্যে এই সব পৃথিবী গ্রহের অমূল্য শিল্পবস্তুকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। (কিছুকাল পূর্বে এই ধরনের একটি চিত্রকাহিনী আপনারা দেখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাহুকের ম্যানব্রেক' নামক রেখাচিত্রের মাধ্যমে)।

ডিউক অব ওয়েলিংটন-ছবি নিরুদ্দেশ হবার কিছুদিন আগে সেন্ট ট্রোপেজ-এ (ফরাসী রিভিয়েরায় অবস্থিত) অ্যানন-সিয়েড মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ [illegible] চোর প্রায় ৫৭টি [illegible]।

লা চকোলোত্তিয়েরে —মদিলিয়ানী

সেটা ছিল ব্যাসটাইল-ডে, ১৪ই জুলাই, ফরাসী জাতীয় ছুটির দিন। ফরাসী পুলিস মনে করে যে, একটি বড় দল এই চৌর্যকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল। অপহৃত ৫৭ খানা চিত্রের মধ্যে ছিল বোনার্দ-এর চারখানা, চার খানা দেরেইন্স-এর আর মাতিস-এর মাস্টার-পিস দুখানা (জিপসি ও উয়োম্যান ইন দি উইন্ডো)।

এ ঘটনার দু সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ২৮শে জুলাই ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পিটসবার্গ-এর শিল্পপতি মিঃ টমসন সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাইরে যান কাজে। ভুলে চোরের অ্যালার্মটির সুইচ দিতে ভুলে যান। ফিরে এসে দেখেন দরজা হাট করে খোলা, অন্যান্য বহু জিনিসের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের শিল্পকলা চুরি গিয়েছে। যা ছিল অপূরণীয় সম্পদ। হেনরি মাতিসের "উয়োম্যান ইন দি ক্যাপ্টেন" নামক চিত্রটিকে মাঝখানে একটা গর্ত করে ফেলে রেখে গেছে। আর তাড়াতাড়িতে পিকাসোর "লেডি উইথ এ হ্যাট"কে প্রায় আধাআধি ছিঁড়ে রেখে গেছে। এক লক্ষ ডলার মূল্যের চিত্রটির এইভাবে সর্বনাশ সাধন করেছে সেই বেরসিক চোরটি লেজার এর 'কম্পোজিশান উইথ থ্রি সিস্টার' কে উপড়ে নিয়ে গেছে। পিকাসোর দুখানা নামী শিল্পকৃতি "গার্ল উইথ ফ্লাওয়ার" এবং "স্টিল লাইফ উইথ চেরীস" অদৃশ্য হয়েছে। টমসনের ইন্সিওর করা ছিল চার লক্ষ ডলারের—প্রকৃত মূল্যের অপেক্ষা অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি করে যে সর্বনাশ করে গেছে, তা সত্ত্বেও, টমসন এক লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেন চিত্রগুলি ফেরত পাবার জন্য —ফেরতদাতাকে কোন প্রশ্নাদি করা হবে না বা তার বিরুদ্ধে কোন মামলাও দায়ের করা হবে না। কিন্তু সে পুরস্কার নিতে কেউ আর এল না।

এর পরের ঘটনা 'ডিউক অব ওয়েলিংটনে'র অপহরণ। দুনিয়াসুদ্ধ শিল্পরসিকরা ভয় পেয়ে গেলেন। আবার বুঝি কোথাও চোর হানা দেয়।

দিলও তাই। ফরাসী দেশে এইক্স-এন প্রভিন্সে, প্যাভেলিয়ান ভেনডোম মিউজিয়ামে রক্ষিত হয়ে ছিল সেজানে-র বহু শিল্পকৃতি। স্থানীয় সন্তান এই পূর্ব শিল্পীর সম্মানে প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। তথাকার নগরপিতাগণ ও শিল্প রসিক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নানা দেশ থেকে চেয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল সেজানের বিচিত্র অসংখ্য চিত্র। ব্যক্তিগত সংগ্রাহক, সেন্ট লুইস মিউজিয়াম (আমেরিকা), লুভর (প্যারিস) প্রভৃতি সব স্থান থেকেই ছবি আনা হয়েছিল। ১৬৬৪ সালে নির্মিত একটি মনোরম ভিলাতে প্যাভিলিয়ন ভেনডোম অবস্থিত। ভিলার সম্মুখে একতলা সমান উঁচু দুটি প্রস্তরমূর্তি দাঁড় করানো রয়েছে মূর্তি দুটির হাত তাদের মাথার উপরে অবস্থিত এবং বিষণ্ণ দৃষ্টি আকাশের দিকে

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বাকলা
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
[illegible]

নিবন্ধ। যেন আসন্ন ট্র্যাজিডিই ভাস্কর্য দুটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রতিটি মিউজিয়ামই বিনামূল্যে তাদের সংগৃহীত সিজ্যানের চিত্র-শিল্প ধার দিয়ে প্রদর্শনীতে সহযোগিতা করেছিল। তবে পৃথিবীব্যাপী চুরির আতংক অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছিলেন। দুশ্চিন্তার উত্তরে এইক্স-এর ডেপুটি মেয়র অভয় দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, প্রদর্শনীটিকে খুব কড়া রকমের পাহারায় রাখা হয়েছে।

এর তেত্রিশ ঘণ্টা বাদে প্রায় রাত তিনটের সময় মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের কোয়ার্টারে মহিলা কিউরেটর নিদ্রিত ছিলেন, নিকটেই ঘুমচ্ছিল তাঁর কিঞ্চিৎ বধির টেরিয়ার কুকুরটি। চোরের দল যখন উঠোন পার হয়ে মিউজিয়ামের তিনতলায় উঠেছে এবং কার্যান্তে বেরিয়ে গেছে, তার কোন কিছুই টের পায় নি ভদ্রমহিলা বা তার কুকুরটি।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সিজ্যানের সর্বাধিক মূল্যবান আটটি চিত্র চুরি হয়ে গেছে। যার এক-একটির মূল্যই হবে কমপক্ষে

আপনারও ফিলিপ্‌স সাইকেল না হ'লে নয়

আপনার মত আজকের যুগের কর্মচঞ্চল যুবকদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই এই মসৃণ ও ঝকঝকে চেহারার ফিলিপ্‌স সাইকেল তৈরী হয়েছে। উপযুক্তভাবে পাণ-দেওয়া ইস্পাতে তৈরী এই সাইকেলের সব রকম ধকল সইবার শক্তি ও নমনীয়তা আছে। ফিলিপ্‌স সাইকেল টি. আই. সাইকেলস্‌-এর আধুনিক কারখানায় তৈরী হয় এবং সারা দুনিয়ায় এর ৭০ বছরের ওপর সুখ্যাতি।

PHILLIPS

টি. আই. সাইকেলস্‌ অব ইণ্ডিয়া
আম্বাত্তুর, মাদ্রাজ

JWT/TIC : PH : 2668A

দশ লক্ষ ডলার। অপহৃতের তালিকায় "দি কার্ড প্লেয়ার" ছবিটিও বর্তমান। চিত্রটি প্রায় সর্বজনবিদিত। স্কুলপাঠ্য অসংখ্য পুস্তকে এর প্রতিলিপি আছে। একটি টেবিলের দুধারে বসে দুজন লোক তাস খেলছে। ৭০ বছর পরেও চিত্রটির উজ্জ্বল রঙ দর্শকের চোখকে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। বাস্তবতুল্য টেবিলক্লথ অঙ্কনের জন্য সেজানে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। এ ছবিটিতে ছিল তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ছবিটি ধার দিয়েছিল প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়াম। সে চিত্রটিও উধাও হয়ে গেল। এর সঙ্গে শিল্প-দস্যুরা হাতিয়েছে আরো দুটি খ্যাত পেইন্টিং "পোর্ট্রেট অফ মেরী সিজানে" (শিল্পীর ভগিনী) এবং "দি লেগ্ অফ মাটন্"।

জীবিত থাকলে এ ঘটনায় সিজানে ক্রোধে জ্ঞান হারাতেন। ভিলার সামনে দণ্ডায়মান প্রস্তর মূর্তিদ্বয় তেমনিভাবে আকাশের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কি খুঁজছে কে জানে? না কি, নিয়তির এই নির্মম পরিহাস পূর্ব থেকে টের পেয়ে তারা মাথায় হাত দিয়েই ছিল!

দেশময় হাহাকারে আকাশবাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

এরই কদিন বাদে। অতলান্তিকের এপাড়ে মার্কিন দেশের লস এঞ্জেলস নগরী। সেখানকার এক বাড়ির পরিচারিকা ঘন্টা-ধ্বনি শুনে সদর দরজা খুলতেই দেখে বড় একটি বাক্স হাতে একজন দীর্ঘকায় অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে।

— ফুল ডেলিভারী দিতে এসেছি, লোকটি বলল।

পরিচারিকা বাক্সটির দিকে হাত বাড়াতেই লোকটি বাধা দিয়ে বলল, না। [illegible] সই চাই।

—বেশ তো আমি করে দিচ্ছি।

— না, লোকটি বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলে, তোমার মনিব বাড়িতে আছে?

—না, মিঃ রাইট বেরিয়েছেন। তাতে কি হয়েছে, আমি সই করতে জানি।

— বাড়িতে আর কেউ নেই।

— না। আমি একাই আছি।

ফুলের বাক্সে হাত ঢুকিয়ে অপরিচিত ব্যক্তিটি সহসা বার করে আনল একটি কালান্তক রিভলবার। পরিচারিকার দিকে তাক্ করে দুজনে ভেতরে ঢুকে, সদর বন্ধ করে দিল।

মিঃ রাইট যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তথাকথিত 'পুষ্প-দূত' চলে গেছে, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তাঁর দেয়ালে টাঙানো বহু মাস্টারপিস চিত্রকলা।

পিকাসোর "সেবাস্টিয়ান" গেছে। গেছে তাঁর বিখ্যাত অধুনা অঙ্কিত 'লুকিং দু দি উইন্ডো'। এমেদিও মোদিলিয়ানীর (EMEDIO MODIGLIANI) "লা [illegible]" গেছে আর তার সহগামী [illegible]।

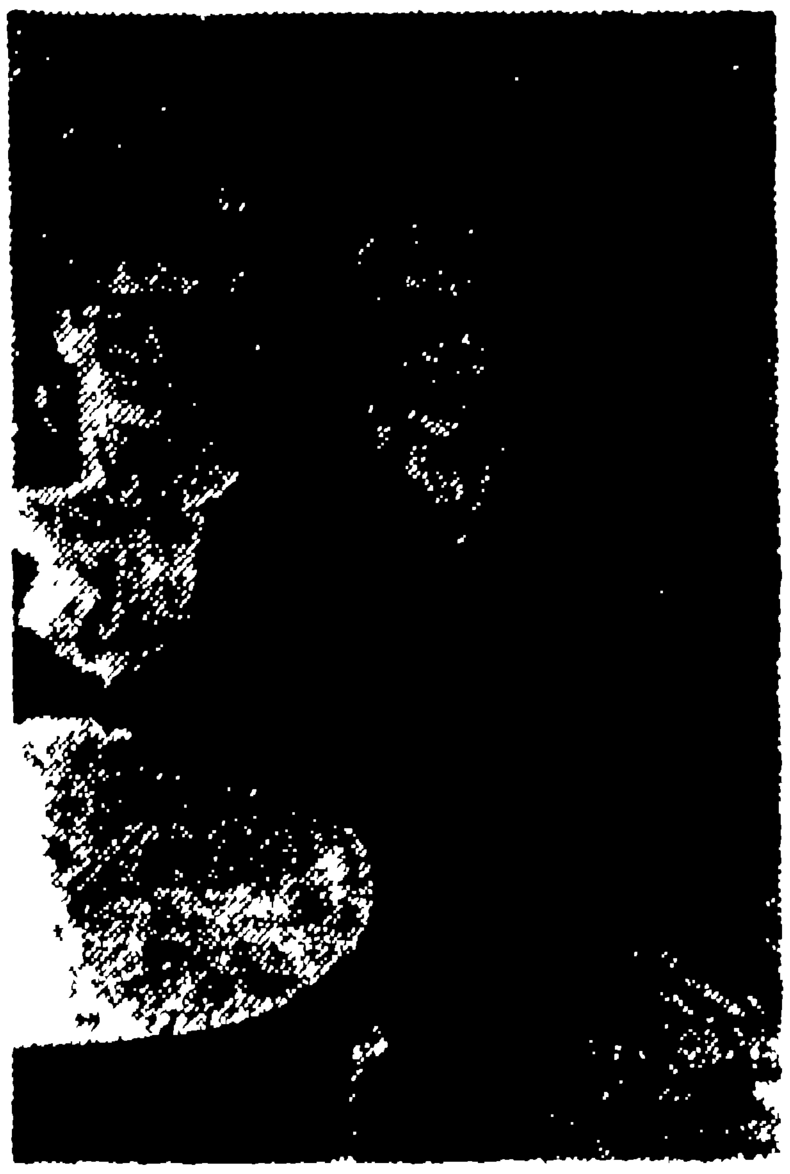

সেবাস্তিয়ান —পিকাসো

চিত্রগুলি ইন্সিওর করা ছিল মাত্র ২৪৬,১৬৫ ডলারের। প্রকৃত মূল্য পরিমাপ করা কারুর সাধ্য ছিল না। তবে মিঃ রাইটের মতে মোটামুটি ৬৭০,০০০ ডলারের মত।

যথারীতি পুলিস এল, ডিটেকটিভ এল। বাড়িসুদ্ধ জেরা করলে। সর্বত্র 'ডাস্টিং' করে আঙুলের ছাপ নিলে। সব ছাপই বাড়ির লোকের, একটি ছাড়া। অন্যান্য স্থানে তো পেলই এমন কি ফুলের বাক্সে যার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল সে ভদ্রলোক অতি পরিচিত। মিঃ রাইটের শাশুড়ির জনৈক পুরুষ বন্ধুর। যদি সে-ই না 'ফুল-ডেলিভারী' দিতে এসে থাকে তাহলে তার আঙুলের ছাপ এল কি করে ফুলের বাক্সে।

লোকটির নাম এডওয়ার্ড অ্যাসডাউন, জমি-জমার দালাল। গোপনে খোঁজ নেওয়া হল। নতুন বিয়ে করেছে। ইতিপূর্বেকার স্ত্রী ডাইভোর্সান্তে সন্তানাদি সহ ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়ে তথায় বসবাস করছে। মার্কিন পুলিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও আন্তর্জাতিক শিল্পচুরির তদন্তে লিপ্ত জনৈক ডিটেক-টিভের কাছে 'কেব্‌ল্' করে দিল। প্রাক্তন মিসেস অ্যাসডাউনের প্রতি নজর রাখতে। কিন্তু "ডিউক অফ ওয়েলিংটন" অপহরণের ব্যাপারের সঙ্গে এদের কোন সংযোগ আবিষ্কার করা গেল না। লস এঞ্জেলেসের পুলিস এডওয়ার্ড অ্যাসডাউনের সপ্রতিভ হাবভাব দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হল। গ্রেপ্তার তাকে করা হল না এই আশায় যে দেখা যাক যদি আরও কোন সূত্র পাওয়া যায় তার দ্বারা।

এদিকে একই সময়ে হাজার হাজার মাইল দূরে সিসিলিতে একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। সিসিলির প্যালেরমো নামক স্থানে ব্যারন গ্যাব্রিয়াল অরটোলানি দি বর্দোনারো তাঁর তিরিশ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বিশাল ভিলার দরজায় তালা লাগিয়ে দেশের বাড়িতে উইক এণ্ড কাটাতে গেলেন। চাকরবাকররাও বাড়ি খালি রেখে যে যার ছুটি উপভোগ করতে চলে গেল।

ফিরে এসে ব্যারন আবিষ্কার করলেন তাঁর বহুমূল্য সব শিল্পকৃতি চিত্রাবলী অপহৃত হয়েছে। পুলিসে খবর গেল, ইন্টার পোল-এ খবর গেল। বিমানবন্দর ও সমুদ্র-বন্দরাদিতে কড়া পাহারা বসে গেল। কিন্তু সব নিষ্ফল। চোর নির্বিঘ্নে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অপরাপর ক্ষেত্রের মত এবারে

পর্লিস ধরতে পারলো কিভাবে চোরেরা দেয়াল টপকেছে, তারপর তালা ভেঙে বাড়ি ঢ়ুকে সব নিয়ে কোথা দিয়ে সরে পড়েছে—সমস্ত ঘটনাটি। কিন্তু কোথাও কোন আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি।

ব্যারন শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, এ চোরের দলে নিশ্চয়ই শিল্প-বিশেষজ্ঞ কেউ ছিল। কেননা বেছে বেছে সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলিই তারা নিয়ে গেছে। প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের ছবি নিয়ে গেছে ওরা।

নিয়ে গেছে ষোড়শ শতাব্দীর মাস্টার জান দা মাবুজ (JAN DA MABUSE) অঙ্কিত "সেক্রেড্ ফ্যামিলি", টিশিয়ান (TITIAN) অঙ্কিত "ক্রাইস্ট ইন দি প্রেইটোরিয়াম", ভ্যান ডাইকের (VAN DYKE) "পোর্ট্রেট অফ এ উওমেন" এবং রেমব্রান্ট এর (REMBRANDT) "পোর্ট্রেট অফ এ উওমেন অ্যাট নাইট"। অপহৃত অপরাপর পেইন্টিং-এর শিল্পীগণ হলেন: বাসানো, (BASSANO) কারাচ্চি, (CARACCI আলবানি (ALBANI) এবং বালাদিনো (BALADINO)। এ ছাড়া আছে ১৬শ শতাব্দীর একটি চিনি রাখবার পাত্র আর মরেনস্টার জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি স্কুলের নানাবিধ অমূল্য শিল্পসামগ্রী।

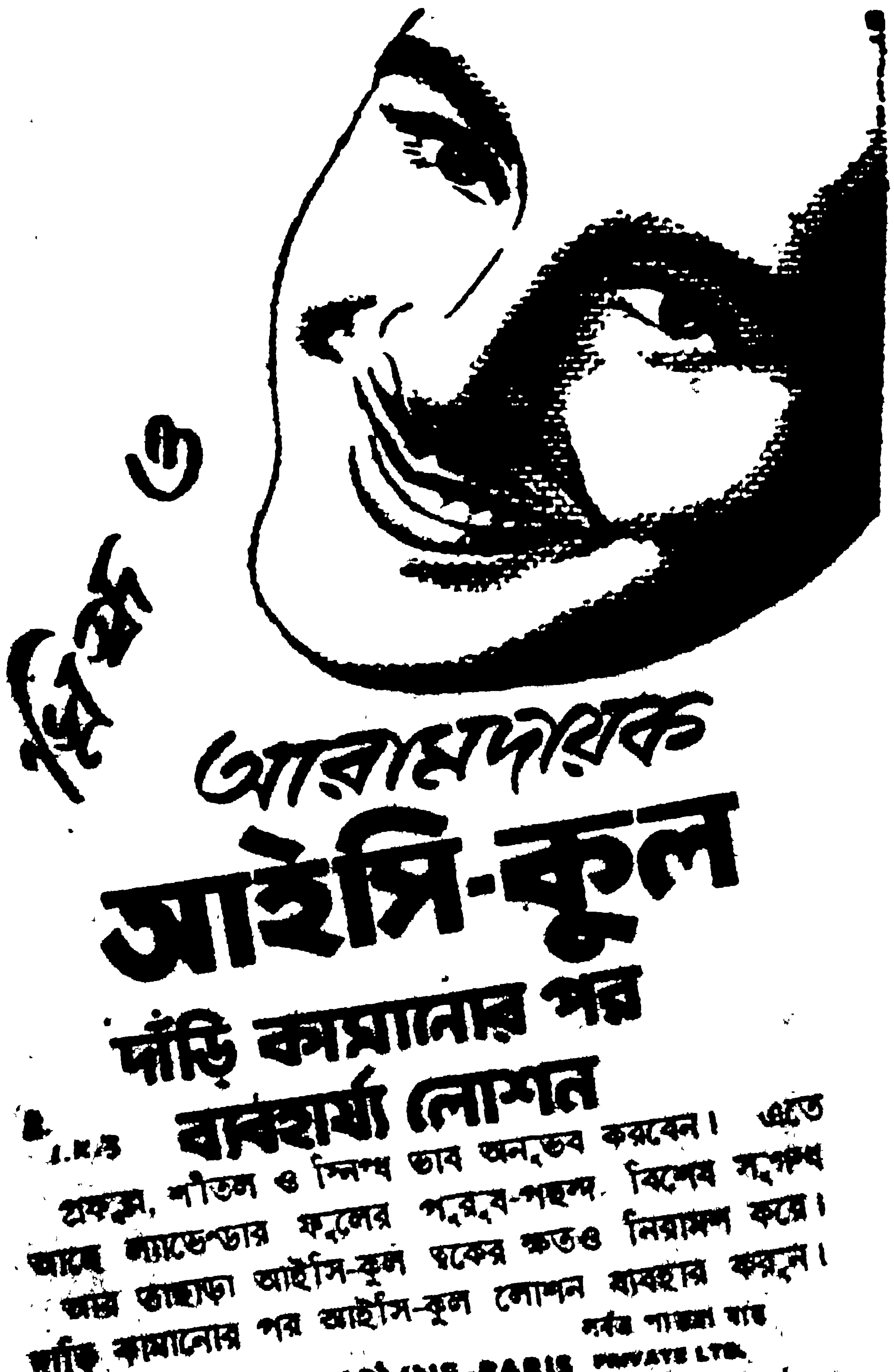

আবার ফিরে আসা যাক মাজ এজেলেসে। না, তদন্ত করে দেখা গেছে সিসিলি দ্বীপের চুরির ব্যাপারে এডওয়ার্ড অ্যাসডাউনের কোন যোগাযোগ নেই। তবে মিঃ রাইটের বাড়ির চুরি সম্পর্কে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। বাড়িতে রিভলবারও পাওয়া গেল একটা। অ্যাসডাউন চুরির ব্যাপার প্রবল-ভাবে অস্বীকার করলো। তার নবপরিণীতা স্ত্রী গর্জে উঠলো, এডওয়ার্ডকে আমি ভাল ভাবে জানি। ও কখনো চোর হতে পারে না। সনাক্তকরণ প্যারেড করা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মিঃ রাইটের বাড়ির পরি-চারিকা অ্যাসডাউনকে সনাক্ত করতে সমর্থ হল না। চুরির সময় নাকি সে সিনেমা দেখছিল। জেরার উত্তরে সে জানায় যদিও তার শিল্পকলা সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে তাহলেও চুরি? না, সে রকম বোকামী সে করতেই পারে না। শেষ অস্ত্র ছাড়লো পুলিস। 'ফুলের বাক্সে' তার আঙুলের ছাপ এল কি করে? কড়া সিগারেটে প্রচন্ড কটি টান দিয়ে অবশেষে গম্ভীরভাবে স্বীকার করলে, হ্যাঁ আমিই চুরি করেছি।

তৈলচিত্রগুলিকে বিক্রি করবার কোন মতলব তার ছিল না। নেহাত দুনিয়াকে দেখাতে শুধু চেয়েছিল সেও চতুরতম একটি অপহরণ একা নিজেই পরিকল্পনা অনুসারে করতে পারে—চুরির একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি তার এটাই ছিল।

অ্যাসডাউনের ফ্ল্যাটে একটি লুক্কায়িত স্থানে প্ল্যাস্টিকের মোড়কে পাওয়া গেল পিকাসোর "সেবাস্টিয়ান" ও "লুকিং থ্রু এ উইন্ডো" আর মদিলিয়ানীর "লা চকোলেতিয়েরে"। "সেবাস্টিয়ান" চিত্রটি সামান্য জখম হয়েছে।

—আর ছবিগুলো কোথায়?

—চলুন দেখাচ্ছি।

হলিউডের এক বাস ডিপোতে রক্ষিত একটি সুটকেসের মধ্যে পাওয়া গেল আরো বাসালভেলো আলমারীটি।

পুলিস অ্যাসডাউনের বিরুদ্ধে অপরাপর শিল্পচুরির অভিযোগ আনলো না। আন্ত-র্জাতিক ধূর্ত শিল্পচোরেদের মত কোন গুণই অ্যাসডাউনের নেই। যারা নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যারা [illegible] ও তার [illegible] নিয়ে পালিয়ে যায়, [illegible]

অনায়াসে সেয়া চিত্রটি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় অথচ কোথাও কোন আঙুলের ছাপ রেখে যায় না, তাঁদের সঙ্গে কাঁচা চোর অ্যাস ডাউনের তুলনাই হয় না। ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে যারা মাঝে মাঝে শিল্পকলা চুরি করে, আন্তর্জাতিক নিখুঁত চোর দলের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

যুগে যুগে উক্ত প্রথম ধরনের অপহরণ-কারীদের নিদর্শন আছে। যেমন, নিজ গ্রন্থকে কোন প্রকাশককে গছাতে না পারায় জনৈক জার্মান লেখক একবার মিউনিক মিউজিয়ামে রক্ষিত রুবেন্‌স্‌-এর (REUBENS) একটি চিত্রকে বিকৃত করে দিয়েছিল। জনৈক ইতালীয় বছর পঞ্চাশ আগে 'মোনালিসা" চিত্রটিকে লুভর থেকে চুরি করে দুবছরের জন্য লুকিয়ে রেখেছিল। কারণ? কারণ হল, সে ভেবেছিল মোনালিসা যখন তার দেশের মেয়ে তখন তার থাকা উচিত ইতালীতেই। ১৯৫৬ সালে একজন আয়ারল্যান্ডবাসী লন্ডনের টেট্‌ গ্যালারী থেকে বার্থা মরিসটের (BERTHE MORISSOT) "জর-ডি'এট" চিত্রটি বগলদাবা করে জনৈক ফটোগ্রাফার ডেকে আনে, তাকে ঐ অবস্থায় ফটো তোলবার জন্যে। কারণ হল : একটি উইলের শর্ত অনুসারে এ ছবিটি ডাবলীন মিউজিয়ামে যাবার কথা ছিল। কিন্তু লন্ডন আদালত সেটা সম্প্রতি বাতিল করে দিয়েছে।

আরেক ধরনের চোর হল ইতালীর ৫৫ বছর বয়স্ক গিয়োভান্নি পেলিসি। রিভিয়েরা থেকে দুটি বিখ্যাত চিত্রের চুরির দায়ে গত ১৯৬১-র সেপ্টেম্বর মাসে সে ধৃত হয়। সে এবং তার দল পিকাসো ও মদিলিয়ানীর দুটি ছবি জেনেভাতে বিক্রি করবার প্রচেষ্টায় ধরা পড়ে যায়।

কিছু পুলিস অফিসার আশংকা করেন যে, পেলিসির গ্রেপ্তার ও দণ্ডদানের উদাহরণের দ্বারা অপরাপর 'মাস্টারপীস' চোরেরা হয়ত ভয় পেয়ে যাবে। এবং উপলব্ধি করবে যে, ছবিগুলি অপহরণ করার থেকে বরং সঙ্গে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁরা ভীত হয়েছেন যে এর ফলে না চোরেরা অপহৃত সেরা ছবিগুলি পুড়িয়ে ফেলে।

অন্যান্যরা অভয় দেয়, তা হবে না। কেননা পেলিসির গ্রেপ্তারের অনেক পরেও সিসিলিতে ব্যারনের পেইন্টিংগুলি চুরি গেছে। এবং উক্ত অপহরণ কার্যটি পাকা আন্তর্জাতিক চোরের দলের দ্বারাই নিখুঁত-ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কারো কারো ধারণা যে, অর্থ আদায়ের ভিত্তিতেই এযাবৎ চুরি যাচ্ছে। শীঘ্রই অর্থ-প্রাপ্তির জন্য চোরেরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের চিঠি দেবে। ইতিমধ্যে লন্ডন পুলিসের কাছে একটি মেয়েলী কণ্ঠে টেলিফোন [illegible] অর্থ-ধরেও ফেলেছে দুরন্তাবিণীকে। ১৯ বছরের একটি টাইপিস্ট মেয়ে, নেহাত অ্যাডভেঞ্চার লালচেই মিথ্যা মিথ্যা ফোন করতো। চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মেয়েটির জেল হয়ে গেছে। দৈনিকপত্রে 'আজন্দুবী' মূল্যের ছবিটি অপহরণের সংবাদ পেয়ে সে ফোনে জানাতো যে উক্ত চোরের দলের সে একজন সভ্যা। মাত্র ১৪০,০০০ ডলার দিলেই ছবিটি সে যথাস্থানে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবে। সে ফোনে আরও বলেছিল তাদের "১০০জনের একটি কমিটি" আছে। পরমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনের জন্যই তারা একাজ করছে। উক্ত ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিউজিয়াম আরো অধিক সংখ্যক চোর-অ্যালার্ম-এর প্রবর্তন করেছেন, নিযুক্ত করেছেন আরও অধিক সংখ্যক প্রহরী। ফরাসী পুলিস লুভরকে মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের বিশদ প্ল্যান সমন্বিত পুস্তিকা প্রকাশ বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। এর দ্বারা শিল্প-রসিকদের চেয়ে চোরেদেরই সুবিধা করে দেওয়া হয় সমধিক। সর্বাধিক ঝুঁকিদার প্রতিষ্ঠান লয়েডস্‌ অফ লন্ডন এই সব চোরেদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও প্রস্তুত নন। তবে আমেরিকার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলি এ ইঙ্গিত দিয়েছে যে বর্তমানের অতি নিম্ন শতকরা ১৬½% ভাগ প্রিমিয়ামকে শিল্পকলার ইন্সিওরের ব্যাপারে আরও বাড়াতে তারা বাধ্য হবে।

গত বছর নিউইয়র্কের পার্ক-বার্নেট নামক নিলামদার প্রতিষ্ঠান রেমব্রান্টের একটি সর্বাধিক মূল্যের চিত্র বিক্রয় করেছে। একক-ভাবে কোন চিত্র ইতিপূর্বে দশ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়নি।

কে জানে এটিকে উধাও করবার প্রচেষ্টায় কোথায় কোনখানে কে বা কারা নিখুঁত একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করে বসে আছে কিনা!

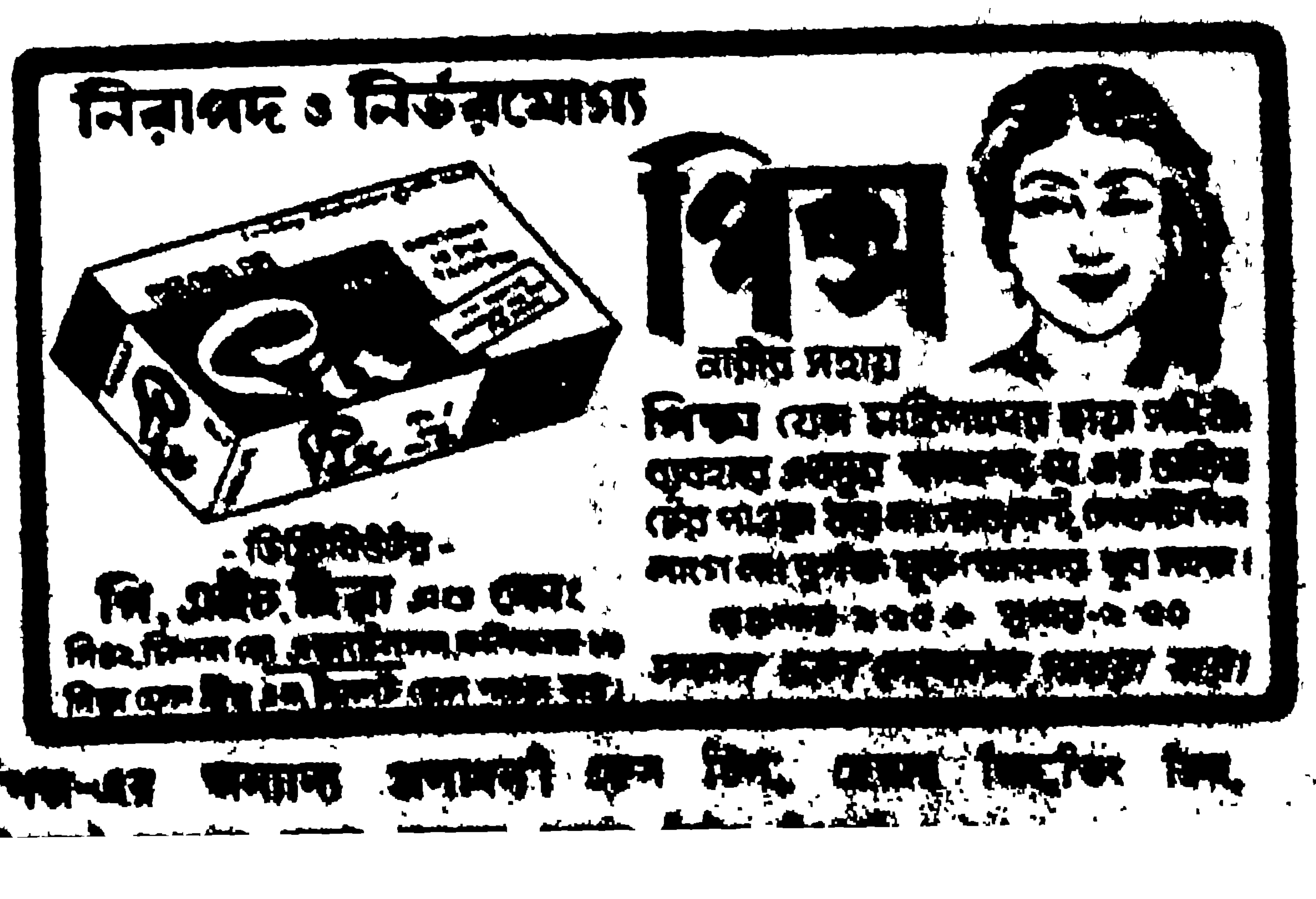

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।

চুল পাতলা হওয়া
চুল ঝরে ঝরে উঠে যাচ্ছে তার গোড়ায় প্রাণশক্তি যোগাবার মূলতত্ত্বের অভাবে।

অকালে টাক পড়া
এমন দুরবস্থা গোড়া থেকে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাওয়া যেত ...

যদি চুল উঠ্তে বা পাত্লা হ'তে শুরু করে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভি-ক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্যে যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার তালুতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত হয়।

অল্ অ্যাবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-1, সিল্‌ভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সারভিস, বীচহাম (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বীচহাম হাউস, মাহিম, বোম্বাই-১৬

পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোনো দুর্যোগে দুর্ভোগে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিচর্যার নির্যাস।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ক'রে রাখে। চুলওঠা রোধ করার পক্ষে যখেষ্ট পিওর সিলভিক্রিন এতে থাকে।

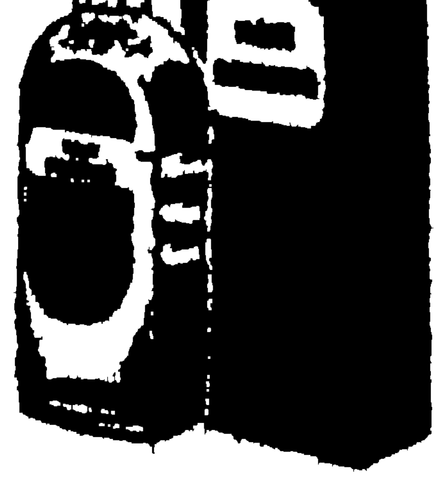

Silvikrin

সিলভিক্রিন — সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

পঁয়তাল্লিশ

সকাল হল।

হারুন অল রশিদ ও তস্য উজির-নাজিরগণ রাত্রিভোর রাজ্য দর্শন করে ঘুরেছেন। বাকির সেই ভদ্রলোকের যন্ত্রপাতি ও ক্যাম্বিসের জল তার উপরে আর ওঠেনি। তবে খিদের ব্যবস্থা না হোক কিছু হয়েছিল বটে। কুকুরের অনুগ্রহে। মানুষ নয় কুকুর।

কুকুর সে পাড়ি একটা নয় বোধকরি এক গণ্ডা দেড় গণ্ডা। যেই পা দিয়েছে চতুর্দিক থেকে ধাওয়া করে এসে পড়ল। ঘেউ ঘেউ। কুকুরগুলোও তাড়া করেছে। সর্বনেশে কাণ্ড! মুরুব্বিরা এইবার মাথা ভাঙাভাঙি করেন: সংগঠিত বন্দোবস্ত বিনা কখনো কেউ কাজে না নামে। পোয়াতুমিতে নিজের আদর নষ্ট এবং কাজের বদনাম। সেই ব্যাপারই হতে যাচ্ছিল কাল রাত্রে।

কুকুরের তাড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটেছে। গুরু ছেড়ে মাঠে পড়ল। ঝোপঝাড় পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল। সন্ধান করতে না পেরে কুকুর আরও খানিক ডাকাডাকি করে ফিরল। তারপরেও অনেকক্ষণ এরা নিঃসাড়।

ঢোকবার সময় ঠাহর হয়নি। ভয় কেটে গিয়ে দেখে আখের ঝাড়ের ভিতর ঢুকেছে। কুকুরকে তখন উপকারী বলে মনে হয়। খিদের হাহাকার হয়ে ঘুরছিল, কুকুরই আখের ক্ষেতে তাড়িয়ে তুলে দিল। ঘেউ ঘেউ করছিল, এবারে তার মানে পাওয়া যায়: চক্ষুহীন মূর্খের দল, খাদ্য বুঝি লোকের রান্নাঘর ছাড়া থাকতে নেই? কত খাবি, প্রাণভরে খেয়ে নে।

আখ ভেঙে ভেঙে দেদার খেয়েছে। এক জিনিসে খিদে-তেষ্টা উভয়ের শান্তি।

রাত্রি গিয়ে এবারে দিনমান। গোনে ছুটে চলেছে ডিঙি। চার মরদে আয়োজন করে বেরিয়েছে—কাজের ষোলআনা সমাধা না হওয়া অবধি এ ডিঙির মুখ ফেরাবে না। আগের মজুরির টাকা পুরোপুরি যতক্ষণ না আসছে। বংশীদের হয়ে গিয়ে টাকা সাউ থাকে যে অন্য যারা ভিন্ন দল হয়ে বেরিয়েছে তাদেরও দিয়ে দেবে। দশধরা মানুষ এক্কেবারেই বিনাশ পায়।

দিগ্বিজয় যাত্রার মনোভাব: মারো বোঠে জোরসে, জোরে মারো আরও জোরে—। বোঠে মারা নয়, যেন বিয়ের বরণ করা হচ্ছে। কী গো, মনমাঝিরা—

ধোনাই কাতর স্বরে বলে, উপোসি থেকে কত আর চলে।

আখের বদলে একটা আস্ত পাহাড় গলাধঃকরণ করলেও এদের উপোস। সাহেব গান ধরে বসল অকস্মাৎ। গানে পুত্রশোক ভোলায়, ভাতের শোক যাবে না? কালীঘাটের বস্তির ঘরে ঘরে এই সব গান উঠত। মস্ত গাঙের উপর সাহেব আজ ক্ষণে ক্ষণে গলা ছেড়ে দিচ্ছে:

কাদের কুলের বউ গো, তুমি কাদের
কুলের বউ,
জল আনতে যাচ্ছ একা, সঙ্গে নাইক কেউ।
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, কাঁদতে হবে
অবশেষে,
কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগবে
প্রেমের ঢেউ।

গান হাসিহল্লা হেনক্ষেত্রে ভালই। স্ফূর্তিবাজ চারটে ছোঁড়া চলেছে—লোকে ভাববে। খারাপ অভিসন্ধি থাকলে এমন হৈ-হৈ করে না। চুপিসাড়ে যায়।

বেলা চড়ে যেতে পেটে আবার সোরগোল উঠল। ক্ষণে ক্ষণে খিদে দিয়ে বিধাতা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছেন। নয়তো ভাবনার কী ছিল! বংশী একটুখানি ভেবে বলে, টেনে চলো দিকি। বাবুপুকুরে কুটুম্ব আছে, ধর্মদাস গরাই। সম্পর্কে মামাতো শালা। অতিথি হইগে, খাতির না করে পারবে না।

ধোনাই বলে, বাবুপুকুর কি এখানে!

জগদীশবাবুর গীতা
এক অক্ষর অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক সুখপাঠ্য ব্যাখ্যা ৬.০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ... ভারত-আত্মার বাণী ...
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.০০ কর্মবাণী ১.২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ৯.০০ বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০ বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০ রাজর্ষি রামমোহন ১.০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.০০ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১.০০
জীবন গড়া .৭৫ রবীন্দ্রনাথ ১.২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী · ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

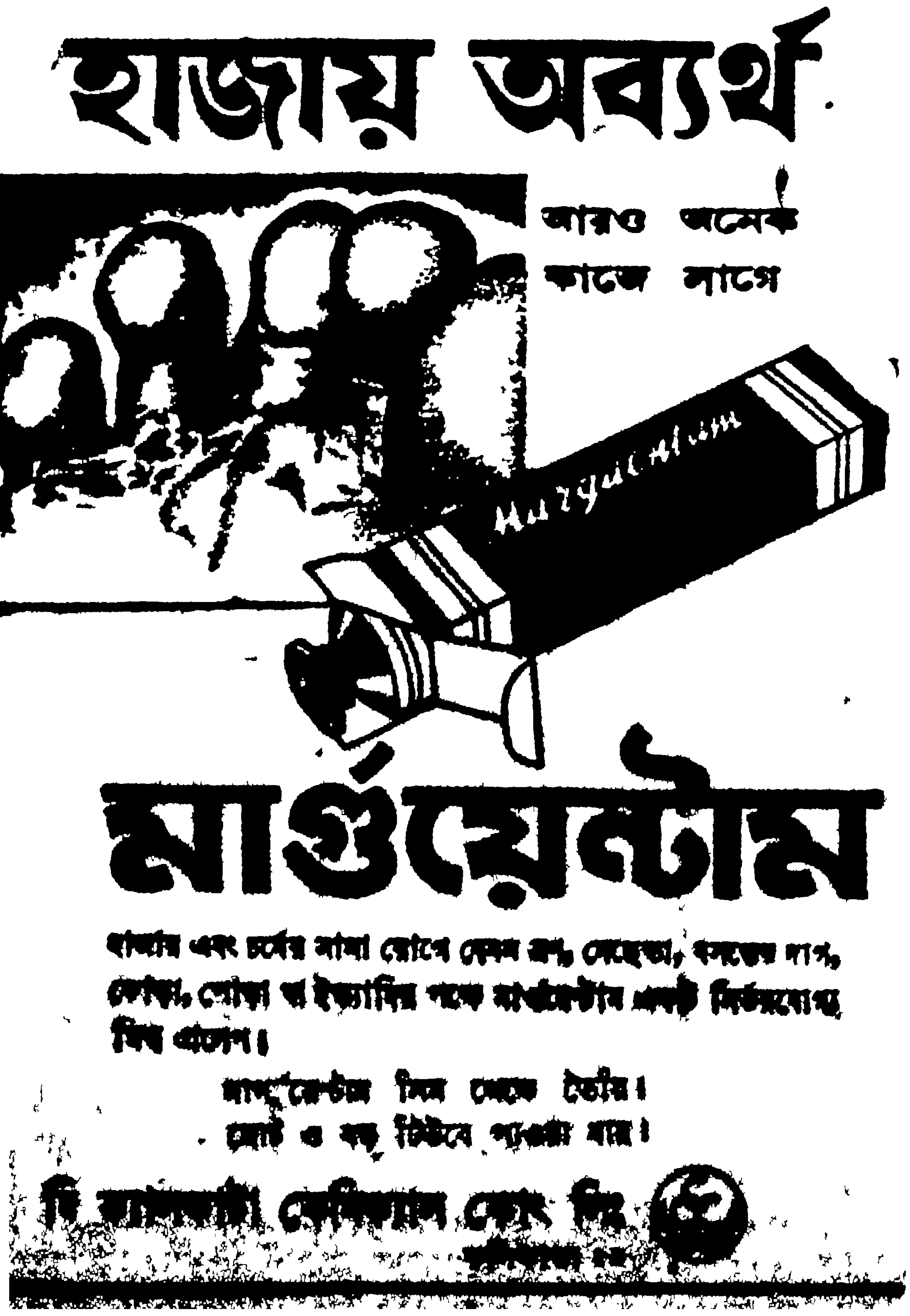

হাতে-পায়ে খিল ধরে বোকের মতো আলগা হয়ে আসছে। পেটে কিছু না পড়লে আমি ঝাপু শুয়ে পড়ব।

সকলের মনের কথাই মোটামুটি এই। গুরুপদ প্রস্তাব করে: ক্ষমাল কিছু ছেড়ে দেওয়া যাক।—খোরাকি খরচার মতন। খালিপেটে খাটা যায় না।

এদের মাল হাটে-বাজারে দেওয়া যাবে না। সংসারে খারাপ মানুষ আছে তো কিছু কিছু, মাথা-গরম ধর্মধ্বজী মানুষ—হল্লা তুলে তারা ধরিয়ে দিতে পারে। এ মালের জন্য আলাদা মানুষ—খলেদার বলে তাদের। খলেদার কলাও কাজকর্ম ধরলে তখন মহাজন। জগবন্ধু বলাধিকারী যেমন। গুরুপদর চেনা এক খলেদার কাছাকাছি থাকে—নবনী ধাড়া। নবনীকান্তর চোটার কারবার।—নিকারিরা মাছের ডালি মাথায় বয়ে হাটে হাটে বিক্রি করে—টাকা প্রতি দৈনিক এক আনা সুদে নবনী মূলধনের যোগান দেয়। সেইটে প্রকাশ, আর এই গুপ্ত লেনদেন।

ডিঙিতে রইল সাহেব আর বংশী, গুরুপদ খোনাইকে নিয়ে চলল। খোনাইর কাঁধে বেউটিজাল, গুরুপদর হাতে চটের থলি। বাড়ি কাছাকাছি বটে, তাই বলে কি ঘাটের উপর? হাঁটতে হাঁটতে বেলা মাথার উপর এলো। তবু ভাগ্য, নবনীকান্ত বাড়ি আছে, সুদ আদায়ে বেরিয়ে পড়েনি। চোটার সুদ দিন-কে-দিন তুলে নিতে হয়।

গুরুপদবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? আমি যে পয়সা দিই সে বুঝি ঘষা? বাজারে চলে না?

গুরুপদ আমতা-আমতা করে বলে, কাজ-কর্ম নেই—খালি হাতে এসে কি হবে?

চেহারার তো তেলটি-ফুলটি। চাকরি-বাকরি নিয়েছ—লাটসাহেব বারা দিয়েছিল, সেই চাকরি নাকি?

হেসে ওঠে নবনী হি-হি- করে। বলে, ঘরে মুড়কি আছে—খাবে?'

অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু নৌকোর দুজনকে ফেলে খাওয়া চলবে না। এ-ও দলের নিয়ম। গুরুপদ বলে, দাও চাটি। এখানে খাব না, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাই।

নবনীকান্ত বলে, কি এনেছ, দিয়ে দাও। দেখেশুনে রেখে আসি।

থলির মালপত্র বের করে। নবনী এক নজর দেখেই মুখস্থর মতো দাম বলে যায়,

কিনতে যাও—কম-সে-কম সাত-আট টাকা। হোক পুরানো, তা বলে কি—

নবনী তাড়াতাড়ি বলে, পুরো টাকাই দিতাম আমি। কিন্তু করাতের তিনটে দাঁত যে ভাঙা। তিন আনা হিসাবে তিন-তিরিক্কে ন-আনা বাদ দিয়ে দেখ, এবারে কত দাঁড়ায়।

ধোনাই মিস্ত্রির কাঁধের জালের দিকে আঙুল তুলে বলে, দেখি, হাতে দাও—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, টাকা কেন—তারও উপরে দেওয়া যেত। পাঁচসিকে অবধি উঠে যেতাম। কতগুলো ঘর ছেঁড়া চেয়ে দেখ। ঘর পিছু দুটো করে পয়সা হলেও পাঁচ-ছ' আনা বাদ চলে যাবে।

ধোনাই এক টানে জাল ছিনিয়ে আবার কাঁধে তুলল : যা নিয়েছ, একটা বেলার খোরাকি হবে। জাল থাকুক, গাঙে-খালে মাছ মারব।

নবনীকান্তও এবার অতিশয় কড়া। বলে, নিতে হয় তো জাল সুদ্ধ নিয়ে নেবো। কখানা বাতিল লোহা নিয়ে পয়সা গুণে দেবো এত বোকা পাওনি। বয়স হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিয়েছি এসব কাজকর্ম। ধর্মপথে থেকে চোটার সুদ যা দু-চার পয়সা আসে, তাতেই পেট চলে যায়।

থলি সুদ্ধ ঠেলে দিয়ে নবনী উঠে পড়ল। অন্দরের দিকে হাঁক দিয়ে ওঠে : তেল পাঠিয়ে দাও গো। বেলা হয়ে গেছে, চান করে ফেলি।

অর্থাৎ কথাবার্তার শেষ। বাঁচ্ছ থাক মাল দিয়ে মূল্য নাও, নয় তো উঠে পড়ো এইবার।

গুরুপদ বিরক্ত মুখে বলে নিয়ে নাও। গরজ বুঝেছ, আর কি রক্ষে রাখবে তুমি! যা দিচ্ছ, সে-ও তো অনেক দয়া।

আজেবাজে মন্তব্য কানে না নিয়ে নবনী বলে, একুনে তা হলে কত দাঁড়াল, জুড়ে গেঁথে বলো।

গুরুপদ বলে, দাম ধরেছ তুমি। জুড়তে হয় তাড়তে হয় তুমিই করো সব। যা দেবার দাও, বিদেয় হয়ে যাই।

টাকা ও রেজগিতে নবনী দাম দিয়ে দেয়। গুরুপদ তাকিয়েও দেখে না, মুঠো করে নিয়ে গামছার কোণে বাঁধল।

নবনী বলে গুণে দেখলে না?

জবাব ধোনাই মিস্ত্রি দিল : বেশী দেবার পাত্তর তুমি নও। কম হলে তো বলবে, সেইটেই উচিত দাম।

আস্পদ্দা বড্ড বেড়েছে গো! টেনে টেনে হেসে নবনী বলে, দিনি পুঁজির ব্যবসা ভোমাদের। দাম দিয়ে তো পথার-পার— আমি আজ মরি এখন। জাল বয়ে বেড়ে [illegible] কোন ফিকিরে কোথায় [illegible]। [illegible] টের পেলে নির্দোষী [illegible] পড়ল।

[illegible] নবনী [illegible] মতো [illegible] [illegible] [illegible]

চাণক্য সেনের অমর উপন্যাস

সে নহি সে নহি

স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই — দাম : দশ টাকা।

"এটা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গত কয়েক-শ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই এক-শ-টি বছরই সবচেয়ে গৌরবের কাল যখন ভারতবর্ষ ছিল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের অধীন। বিংশ শতাব্দীর সূচনাই এই গৌরব কালের মধ্যাহ্ন। আর তখন থেকেই শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সচেতনভাবে সংগ্রাম। উনিশ-শ' সাত-চল্লিশ সাল থেকে আবার ভারতীয় ইতিহাসের নতুন পর্যায় আরম্ভ হলো। মানবিকতার আদর্শে উদ্বোধিত প্রাণচঞ্চল এই বিরাট ভারত-ভূখণ্ডের পটভূমিকায় চাণক্য সেন "সে নহি সে নহি" উপন্যাসটির কাহিনীকে গড়ে তুলেছেন। সাম্প্রতিককালে এরূপ উচ্চাশাপূর্ণ উপন্যাস নিঃসন্দেহে খুব অল্পই লেখা হয়েছে। ব্যর্থতা বা সার্থকতার প্রশ্ন বাদ দিয়েও এ বই লেখার উদ্যম ও প্রেরণাকে আমাদের সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত।"

"'সে নহি সে নহি'র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা দুঃসাহসিক ও প্রশংসনীয়। লিখনশৈলী আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। বইটি কলেবরে হৃষ্টপুষ্ট হলেও পড়তে কখনও ক্লান্তি বোধ হয় না। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যকর। গল্প জমাবার ও পাঠকের কৌতূহল জাগাবার কৌশলও করায়ত্ত। সাম্প্রতিক কালের কথাশিল্পে "সে নহি সে নহি" একটি বিশিষ্ট সংযোজন।"

'আনন্দবাজার পত্রিকা' — ২১ এপ্রিল, ১৯৬০।

সাম্প্রতিক কালের কথাসাহিত্যে
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট সংযোজন

দুপুর গড়িয়ে বিকেল

বাংলা সাহিত্যে নতুন জীবন-চিন্তা আর নতুন রীতির সংযোগ।

সুদৃশ্য শক্ত বাঁধাই — দাম : আট টাকা।

প্রশান্ত চৌধুরীর	বীরেন্দ্র মিত্রের
জনপ্রিয় উপন্যাস	আকর্ষণীয় উপন্যাস
ফুলমোতিয়া	**কাচের জানালা**
দাম : পাঁচ টাকা।	দাম : [illegible] টাকা।

ক্লাসিকের যে-কোন বই জনপ্রিয়তার প্রতীক।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

ক্লাসিক প্রেস : ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

আপনার শুভাশুভ ব্যবসা, অর্থ, পরীক্ষা, বিবাহ, মোকদ্দমা বিবাদ, বাঞ্ছিতলাভ, প্রভৃতি সমস্যার নির্ভুল সমাধান জন্য জন্ম সময়, সন ও তারিখ সহ ২·২৫ পাঠাইলে জানান হইবে। ভটপল্লীর পঞ্চচরণসিদ্ধ নবগ্রহকবচ সর্বগ্রহদোষ নাশক সুখ ও শান্তিদায়ক। দক্ষিণা ৭.০০

সারাজীবনের বর্ষফল ঠিকুজী—১০, টাকা। অর্ডারের সঙ্গে নাম গোত্র সহ টাকা পাঠাইবেন জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য নিষ্কপটতার সহিত করা হয়। **অধ্যক্ষ ভটপল্লী জ্যোতিঃসংঘ**, পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

কোমল,
মসৃণ,
উজ্জ্বল
লাবণ্যের
সজীবতা

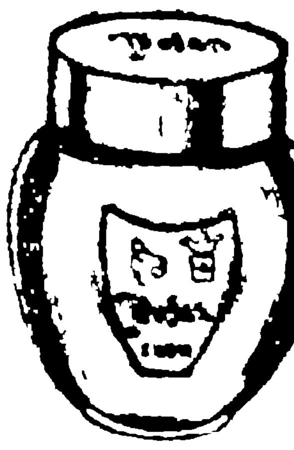

সমস্তক্ষণ সমস্তদিন
টুথপেস্ট স্নো

সিগারেট লাইটার তেল—
প্রিন্স ও ফাইভ স্টার ব্রাণ্ড

কেমিক্যালি শুদ্ধ
এবং পরিষ্কার ও
ইহাতে ধোঁয়া হয় না
সর্বত্র পাওয়া যায়
এম এল. সিংঘল এণ্ড কোং
১, চাউরপট্টি রোড, কলিকাতা-১০
ফোন : ২৪-৬২৯৫

দাও হে মা-কালী। হাতে-দড়ি দিয়ে বেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাক। চার চারটে মানুষ সারারাত অন্নাট চষে বেড়ালাম, মোট বওয়ার মজুরিটাও দিল না গো।

গুরুপদ বলে, দূর দূর, কাজের নিকুচি করেছে! যত বাটপাড় মিলে ভাগাভাগি করে নেয় আমাদের কপালে কাঁচকলা। ঘেয়ায় সিঁধকাঠি গাঙে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা হলে কি করে—পোড়া পেটের জ্বালা, পোড়ারমুখো সিপাই-দারোগার জ্বালা—

মুড়কি পেটে পড়ে এখন আলসা লাগছে।

ভাত রান্না হাঙ্গামার কাজ। চাল-ডাল নুন মশলা কেনো। কাঠকুটো কুড়োও, উনুনে ধরাও জল তোলো ফ্যান গালো—হরেক রকমের প্রক্রিয়া। প্রায় এক দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

ধোনাই মিস্ত্রিই এবারে বলছে বাবু-পুকুর একক্রোশ বিশক্রোশ নয় গো—দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব। বংশীর শালা কুটুম্বর বাড়ি, যা একখানা খাতির পাওয়া যাবে—

গুরুপদ স্লোগান দেয় : এযাত্রায় বঁধু নিয়ে সোনাই এসে হাজির। হাত-পা ধুয়ে বসতে না বসতেই তো জলখাবার একপ্রস্থ—

ধোনাই বলে কুটুম্বদের পথের কষ্ট হয়েছে—সন্ধ্যেটা গড়িয়ে যেতেই অমনি থালায় ভাত চতুর্দিকে দশখানা তরকারি সাজানো—

বোসো—। বংশী বিড়বিড় করে হিসাব করছিল। গুড় নেড়ে বলে উঁহু, সন্ধ্যের পরেই কি করে হয়। শনিবার তো আজ—বাবুপুকুরের হাটবার—হাটের ভাল মাছটা না খাইয়ে ছাড়বে? তার উপরে ধর্মদাস এই সেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে এক কুড়ি পণের টাকা পেয়েছে—

কুটুম্বরবাড়ি পৌঁছে উল্টোটাই দেখা গেল। নিতান্ত দায় পড়ে মুখের দিকে দেখা। বংশীদের হাত-পা ধোওয়ার জল দিয়ে তামাক সেজে এনে ধর্মদাস সংক্ষেপে আলাপ-সালাপ করল। বড় দুর্দিন এবারে। দুটো বছর গেল ভর্তি হয়ে বর্ষাতে ধান আউড়িতে রাখতে হয় এবারে ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে নোনাজল ঢুকে সমস্ত বরবাদ। খোরাকি ধানের অভাবেই সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিল অন্ততঃ আর দুটো বছর রেখে খানিকটা সেয়ানা করতে পারলে পণের টাকা ডবল হয়ে যেত।

এরই মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করে : যাওয়া হচ্ছেন কোনদিকে কুটুম্বমশায়রা?

জবাব ঠিক করাই আছে। বংশী বলে, যাওয়া নয়—ফেরা হচ্ছে। দক্ষিণের আবাদে ধান কাটতে গিয়েছিলাম।

খিক-খিক করে হাসি কাঁদছে উঠোনের চালতাতলায়। মানুষটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। ঐ মানুষ এখানে জানলে ভুলেও বাবুপুকুরের ছায়া মাড়াত না। দফাদার রতনমাণিক। চৌকিদার আট-দশ জনের মাথার উপর এক-একটি দফাদার থাকে। কিন্তু শুধু দফাদারে রতনমাণিকের পরিচয় হয় না। ইচ্ছে করলেই যেন সে হাতে মাথা কাটতে পারে, এমনিতরো ভাব। তলোয়ার লাগে না, এবং সেজন্য কারো কাছে সে কৈফিয়তের ভাগীও নয়।

হেসে উঠে রতনমাণিক বলে, ধান কাটতে কোন মুলুকে যাওয়া হয়েছিল বংশীধর? ধান কেমন উঠল? বলি, দায়দেনা সব মিটে যাবে তো?

দফাদার সেই গরানগাছি থানার এলাকার, যেখান থেকে বুড়ো দারোগা দশধারার প্যাঁচ কষছে। সমস্ত জানে সে, আবার বেশি প্রশ্নটা করল। বংশীও শুকনমুখে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে। আবার এই সময় ধর্মদাসের ছোট ভাই দুটো—কেষ্টদাস আর রামদাস বাড়ি ফিরল তারাও এসে একটুখানি দাঁড়াল। কী কেলেংকারি ঘটে এইবারে সকলের সামনে।

রতনমাণিকই কিন্তু ঠেকিয়ে দিল। ধর্মদাসের হাত ধরে টেনে বলে, চলো বেয়াই

ধবল আরোগ্য
LEUCODERMA CURE
বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ অসাড়যুক্ত দাগ কুষ্ঠ, বাত পক্ষাঘাত একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট হাওড়া। ফোন—৬৭ ২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

১৫০ বছর আগে
ভারতে
প্রথম প্রস্তুত হয়
এবং আজও অদ্বিতীয়

বাথগেটের
পিওরিফায়েড
ক্যাষ্টর অয়েল

মশায়, হাটে এর পরে কিছু থাকবে না। কথাবার্তা থাক এখন—পালিয়ে যাচ্ছে না কেউ, সারা রাত্তির ধরে যত খুশি আলাপ-সালাপ হবে।

খবরটা জানা ছিল না, এই রতনের ছেলের সঙ্গে ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নতুন কুটুম্ব এলে হাটে যাবে, দশগাঁয়ের মানুষের মধ্যে দু-হাতে খরচপত্র করে সচ্ছলতা দেখাবে, গৃহস্থ মানা করবে কিন্তু কানে নেবে না—এইসব হল দস্তুর। হাট ভেঙে যাবার আশঙ্কায় দুই বেয়াই হনহন করে বেরুল।

বংশী বেজার মুখে বলে, ও বেটা এসে জুটেছে—হাটের পথে পুটপুট করে আমাদের কুলের কথা বলবে। কুটুম্বর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, সরে পড়ি এই ফাঁকে।

বসে ছিল ধোনাই মিস্ত্রি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাদুরে।

কী হল ধোনাই?

ভাতের চেহারাই ভুলে গেছি বাবা। এক পেট ঠেসে তারপর যা বলো রাজি আছি। খাওয়ার ডাক এলে উঠব, তার আগে কাঁপ-কলে বেঁধেও কেউ উঠাতে পারিবে না।

গুরুপদরও সেই কথা: মুখ দেখাতে না পায় বংশী, কোচার খুঁট খুলে ঘোমটা ঢেকে বসে থাকো। গুরুমশায়কে গুরু বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাক্তার বলে—কারো কিছু হয় না, চোর বললে আমাদেরই বা লজ্জা কেন হবে?

মোটের উপর ভাত এবং খাবেই ধর্ম-দাসের বাড়ি। না খেয়ে নড়বে না। নিরিবিলি পেয়ে কাজকর্মের কথা হয়। কালকের রাতটা মিছা খাটনিতে গেল। আন্দাজি কাজের রকম এই। জুয়াখেলার মতন—প্রায়ই লাগে না, বিপদের ঝুঁকি পদে পদে। মুরুব্বিরা তাই পইপই করে মানা করেন। একখানা ভাল কাজ লাগাবার আগে অনেকদিন ধরে তোড়জোড় করতে হয়। উৎকৃষ্ট খুঁজিয়াল চাই—যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-বাড়ি, সে-বাড়ি। খোঁজখবর নেবে, ভাব জমাবে লোকের সঙ্গে।

গুরুপদ ও ধোনাই মিস্ত্রি লাইনের পুরানো লোক—দুজনে দুই পায়ে চুঁড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু নৌকো বাওয়া রন্ধনশালা কাজের কারিগরী—এত সমস্ত বাকি দুজনে হয় না। ডিঙিখানা অশ্ব-মেধের ঘোড়ার মতন এদেশ-সেদেশ ছোটাবার বসা বড়াই মানবে জোটেও তাহলে।

•

হাটুরে দুজন হাট করে ফিরে এলো। বেসাতি রান্নাঘরের পৈঠায় নামিয়ে রতন-মাণিক চেঁচামেচি করে: ও বংশী, ঘুমুলে নাকি তোমরা?

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সাড়া দিলে যদি আবার সেই আগের সুরের কথা আরম্ভ করে! ধর্মদাসের ভাই কেষ্টদাস কথায় কথায় ইতিমধ্যে বলেছে, রাতটুকু পোহালেই রতনমাণিক চলে যাচ্ছে, সরকারী মানুষের বসে বসে কুটুম-ভাতা খাবার সময় নেই। অতএব যেমন-তেমন ভাবে রাত কাটিয়ে দেওয়া।

কত জিনিষ কেনাকাটা করলাম, একবার চোখে দেখবে না তোমরা? ডাকতে ডাকতে রতনমাণিক কাছে চলে এসেছে। বেসাতির জিনিস না দেখিয়ে কোন সোয়াস্তি নেই। বলে, নলেন-পাটালি পেয়ে গেলাম। ভাবি, কতদিন পরে একসঙ্গে এতজনে মিলেছি—দুধ-পাটালি খাওয়া যাবে আমোদ করে। আর এক নতুন জিনিস—ফুলকপি। খুলনা থেকে এক দোকানদার নিয়ে এসেছিল, ডবল দাম ধরে দিয়ে তার কাছ থেকে কিনলাম।

ভালবাসায় গদগদ অবস্থা। বংশী অবাক হয়ে দেখছে। নিজ এলাকার মধ্যে যে দফাদারকে দেখে, এখনকার রতনমাণিক সে মানুষ নয়। কথাবার্তার ধরন, এমন কি কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা। ধর্মদাসও তটস্থ হয়ে আছে—আদরযত্নের তিল পরিমাণ ত্রুটি না ঘটে। হাট থেকে ফিরে এসে খাতিরটা আরও যেন বেড়েছে। ধর্মদাস তো এই—ভাই দুটোও মুখিয়ে আছে। হাঁ করতেই কেষ্ট-দাস দৌড়ে পান-জল এনে দেয়, রামদাস কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে সমারোহ করে রান্না-বান্না হচ্ছে—ছ্যাকছোক আওয়াজ, ফোড়নের গন্ধ। হেসে ধর্মদাস বলে, এক হল কুটুম্বের বাড়িতে গেলে সুখ, আর হল কুটুম্ব বাড়ি এলে সুখ। শাকটা মাছটা তোমরা খাবে, আমরাও বাদ পড়ব না। কটা দিন সেই জন্যে আটকে রাখব, 'যাবো' বললেই ছাড় পাবে না।

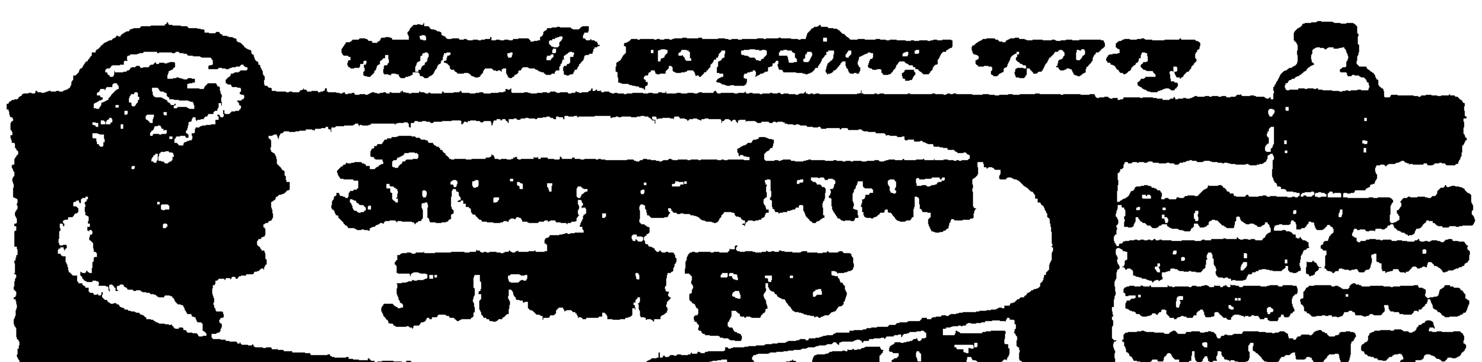

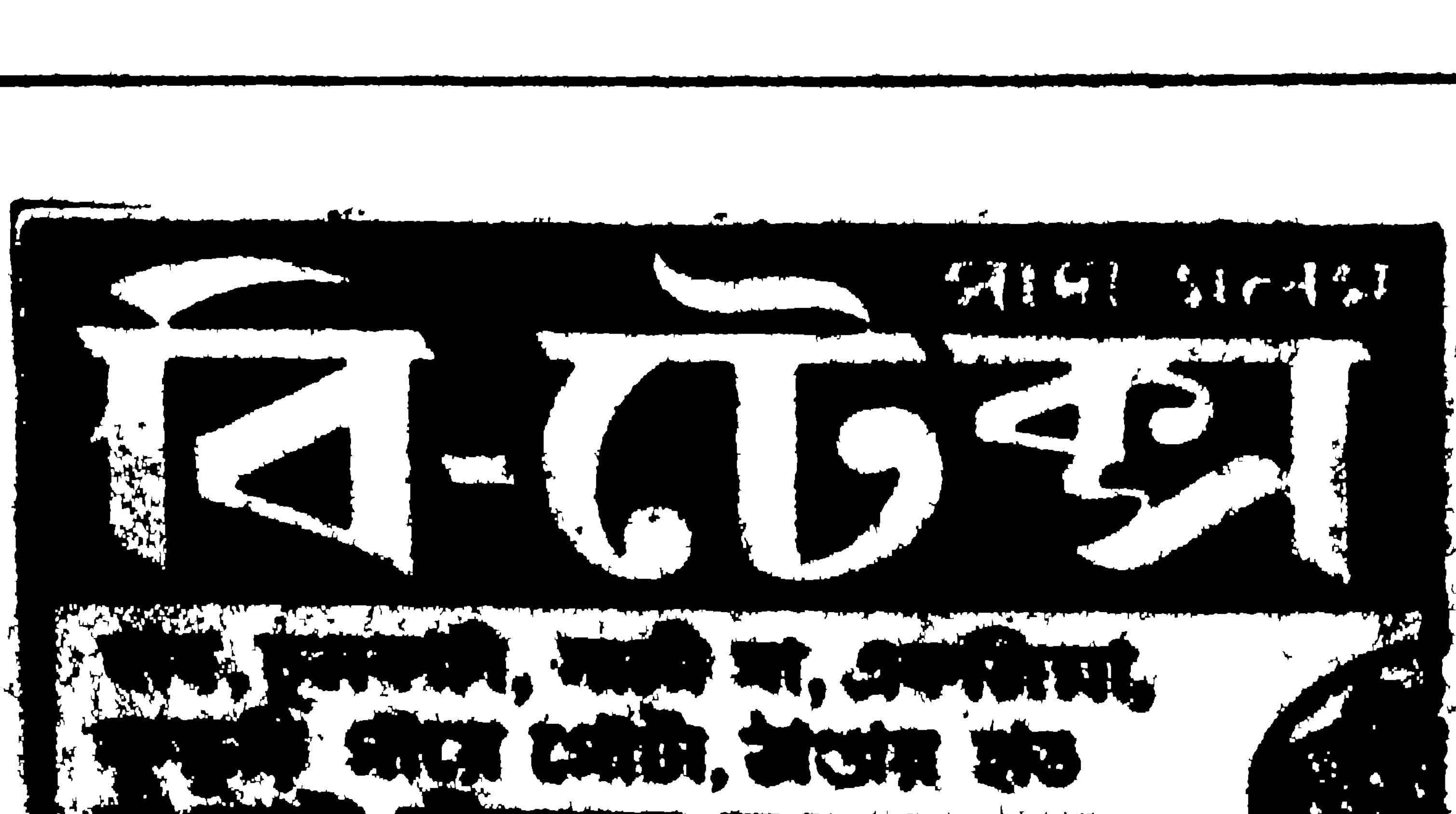

কাল রাতে ও আজ দুপুরে ভাত জোটেনি—একবেলায় এখন তিন বেলার শোধ তুলে নিল। বৈঠকঘরে তোষক-বালিশ-চাদর এসে পড়েছে—চারজনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। বিছানাপত্র সমস্ত দিয়ে বাড়ির লোকে সুনিশ্চিত শুধু-মাদুরে গড়াচ্ছে। আরামে চোখও বুজেছে—

রতনমাণিক ভিতর-বাড়ি শুয়েছে, পা টিপে টিপে সে এসে হাজির ঃ ঘুমুলে নাকি বংশী-ভাই? দুটো কথা বলবার জন্য সেই কখন থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি। বড়বাবু আবার আমার ফুলহাটা পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাড়ি-ছাড়া তুমি। কোথায় গিয়েছ, বউও কিছু জানে না।

বংশী বলে, বলেকয়ে সময় নিয়েই তো এলাম। বড়বাবুর সোয়াস্তি নেই। তাগাদার পর তাগাদা।

রতনমাণিক হেসে বলে, জলের তলের মাছ আর পরের হাতের ধন মুঠোয় না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি কিসের! কিন্তু সেজন্য নয়। একটা জিনিস বড়বাবু হুঁশ করিয়ে দিতে বললেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও দুটো-একটা কথা—

বংশী আগের কথা ধরে বিরস কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, আমাদের কি জমিদারি তালুকদারি আছে যে ইচ্ছে মতন সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো দিয়ে দেবো? রোজগারপত্তরে বেরিয়েছি। বললে, বাড়িছাড়া আমি—খেলার সব ছেড়েছুড়ে বাড়িই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই তোমরা? যা-কিছু পাই, নৈবিদ্যি সাজিয়ে তোমার বড়বাবুকে নিবেদন করে আসতে হবে।

রতনমাণিক প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে ঃ কথাই তো আমার তাই। শুধু বড়বাবুতে কল হবে না। দুর্গা বলো কালী বলো সকল বড়-ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে ষষ্ঠী-পুজো। ষষ্ঠীর নৈবিদ্যি বাদ না পড়ে, খেয়াল রেখো ভাই।

ঠাণ্ডা করবার জন্য বংশীকে রতনমাণিক বোঝাচ্ছে ঃ ভগবান হাত দিয়েছেন পা দিয়েছেন, কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি কেন বসে থাকতে যাবে? দু-হাতে কাজ করে যাও যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে। তবে হাঁ, বিচার-বিবেচনা থাকবে নিশ্চয় কাজের। বিবেচনার ভুল করেই তোমরা ফ্যাসাদে পড়ে যাও।

পায়রাখাপি আর জিম্কেপোতা দুই থানার পাশাপাশি এলাকা। রতনমাণিকের স্বার্থ পায়রাখাপি নিয়ে। কণ্ঠে তার [illegible] সুর এসে গেল ঃ [illegible] [illegible] [illegible] তাকে দিয়ে। [illegible]

বেড়ায়। সদর থেকে হয়তো এলে বড়বাবু তখন আর চোখ বুজে থাকেন কি করে?

বংশী ক্লান্ত স্বরে বলে, বলছি দফাদার ভাই, জো-সো করে এবারটা ছাড়ান করে দাও। কোন তালে আর নেই, গরলগাছি ঝিনুকপোতা কোনদিকে জীবনে পা বাড়াব না।

রতনমাণিক গালে হাত দিয়ে বলে, এই দেখ—বললাম এক কথা, তুমি বুঝলে উল্টো। গরলগাছিতে বিস্তর হয়ে গেছে, সকলে এবারে ঝিনুকপোতা ধরো। ঝিনুকপোতার দর্পচূর্ণ করে দাও। এই জিনিসটা হুঁশ করিয়ে দিতে বড়বাবু আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। তোমরা সব তার আগেই বেরিয়ে পড়েছ।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর কথাবার্তা। পুলিশ আর চোর—পক্ষ হল দুটো। হামেশাই পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। যত-কিছু গণ্ডগোল যথোচিত বুঝসমঝের অভাবে। ভোরবেলা রতনমাণিক চলে যাচ্ছে বংশীদের ডেকে তুলে জনে-জনের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই হলেও লোকে এত দূর করে না।

আরও খানিক বেলা হলে গৃহকর্তা ধর্মদাস কোথা থেকে খাসিছাগল টানতে টানতে এনে তেঁতুলগাছে বাঁধল। বলে, চলে গেলেন—মাইরি আর কি। সরকারি মানুষ সেহাই মশায়কে ছাড়লাম বলে তোমাদেরও? এবেলা তো কিছুতে নয়। খাসি দিয়ে দুপুরবেলা চাট্টি সেবা হোক, তারপরে দেখা যাবে।

এতক্ষণ সশব্দে হচ্ছিল হঠাৎ কণ্ঠস্বর নেমে গিয়ে শোনা যায় কি না যায়। গলা খাঁকারি দিয়ে ধর্মদাস বলে একটা কথা বলি শুনুন। সকলকেই বলছি। ক্ষেত-খামারের কাজ মিটে গিয়ে ভাই দুটো বসে আছে। তোমরা সাথী করে ওদের নিয়ে যাও। বড্ড ধরেছে।

বংশী বলে এখন কোথা নিয়ে যাব? কাজ অন্তে ঘরে ফিরছি তো আমরা।

ধর্মদাস ফিক করে হাসল: কানা নই, কালাও নই ভায়া। নিজের চোখ দিয়ে দেখি, নিজের কানে শুনি। যেটুকু বা বাকী ছিল, সেহাই মশায় খুলে বলল। ধাপ্পা দাও কেম?

ব্যাপার সমস্ত ফাঁস হয়ে গেছে। বংশী তবু কিছু ইতস্তত করে: এত বড় মানী গৃহস্থ তোমরা। কাজটা তো ভাল না—

নির্বিকার ধর্মদাস বলে, ভাল কি মন্দ কে জানতে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে দেখগে এই। কলিযুগে তবে আর বলেছে কেন! তা-না না-না করো কেন, সত্যি গুণের ভাই ওরা আমার। নয়তো বলতে যেতাম না। ক্ষেত-খামার আমার আর্হা-মরি গানের গলা। [illegible] মানুষে বোম ছাড়, বলো পদ্দ

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুশৃঙ্খল ধারণা অর্জন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন।'
জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। ২য় সংস্করণ: ১৫·০০

—অন্যান্য গ্রন্থ—

আত্ম-চরিত ● শ্রীজওহরলাল নেহরু ... ১০·৫০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ● অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ... ৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ● আর জে মিনি ... ৫·০০
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ● সরলাবালা সরকার ... ৩·০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ● মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

নূতন শিক্ষাবর্ষ

চিত্রাংশু

॥ চারু ও কারু শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ॥
৩৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা—২৯
ফোন: ৪৬—২৭৬৯

মে মাস থেকে নূতন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞানপত্র ও দুই বৎসরের প্রশংসিকার শিক্ষাক্রম: সুকুমার চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা, আলঙ্কারিক চিত্রকলা, আলঙ্কারিক কারুশিল্প, বাটিকের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়ন, আলঙ্কারিক সূচীশিল্প ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণের সময়: সন্ধ্যা ৬—৮॥ ঘটিকা। স্টুডিও ওয়ার্ক, চারু ও কারু-শিল্পের গ্রন্থাগার, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের ব্যবস্থা। শান্তি-নিকেতন ও কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দ দ্বারা শিক্ষাপরিষদ গঠিত। শিশুদের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা। আবেদনপত্র ও কার্যবিবরণী সকাল ১১—সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

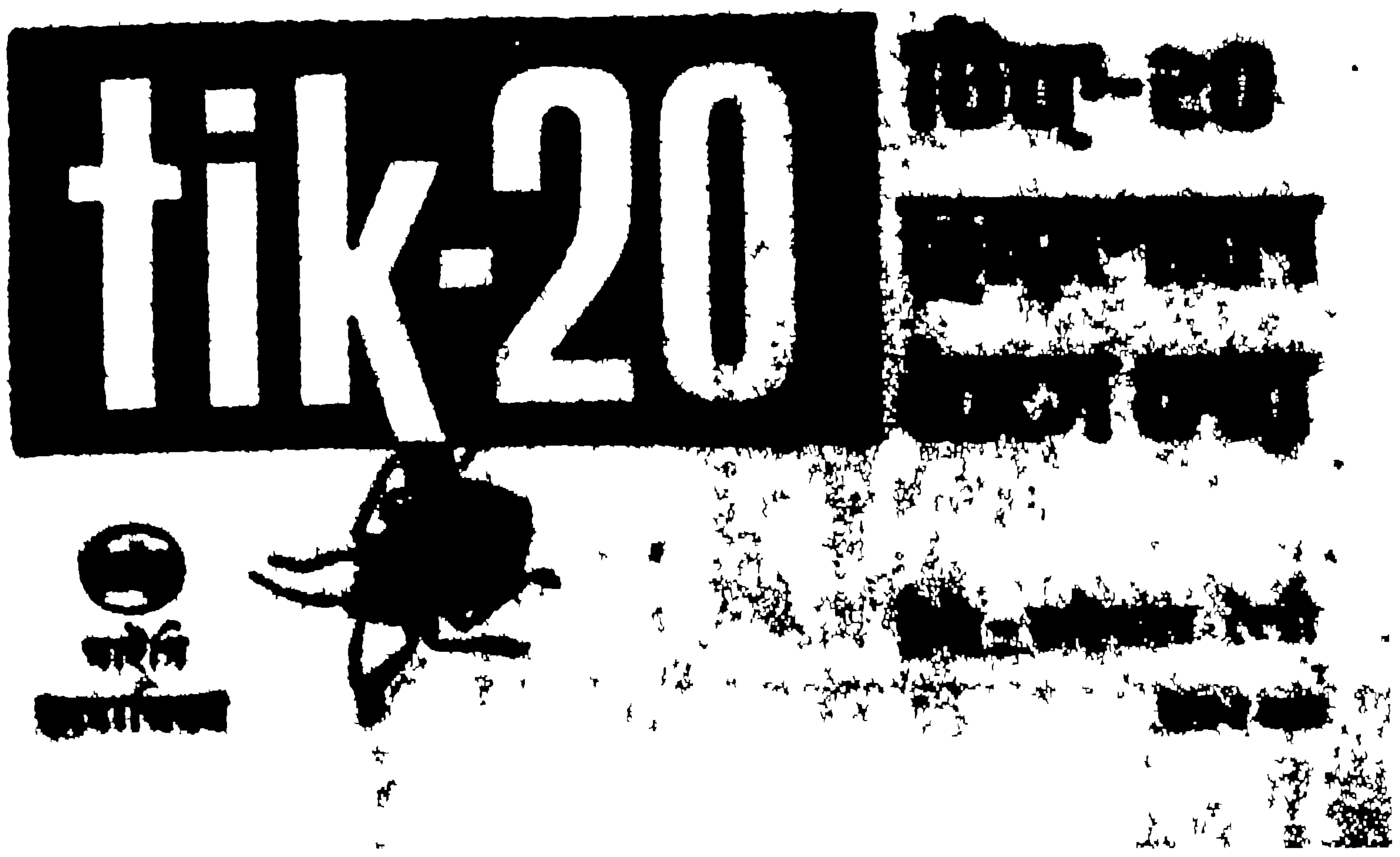

অবধি মজে যায়। কিন্তু মজলে কি হবে, পয়সা তো দেবে না সে বাবদ।

চার সাঙাতে শলাপরামর্শ হল। বিধি-মতন কাজ করতে হলে মানুষে তো দরকারই। ছোকরা দুটো লাইনে একেবারে নতুন—কিন্তু কাজ করতে করতেই শিখবে মানুষে। আপাতত দারিয়ের কাজ নয়, বোঠে মারা থেকে শুরু। ডিঙি বাইবে, আর চোখ মেলে কাজ দেখবে। তাগুয়ার মেয়ে যণ্ডজোয়ান পাহারায় দাঁড়াতে পারে দায়ে দরকারে। মায়ের নাম স্মরণ করে চলুক তবে কেষ্টদাস আর রামদাস।

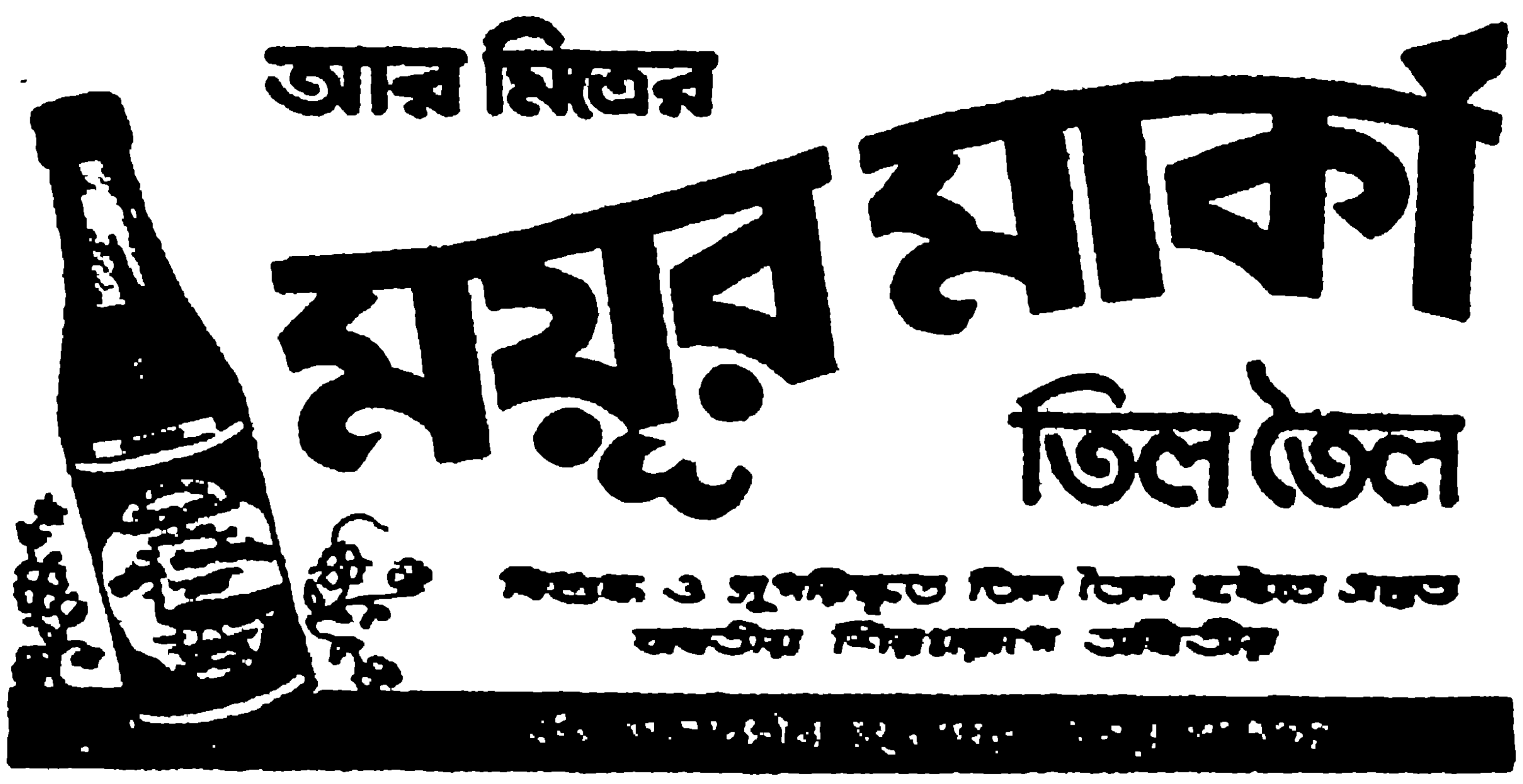

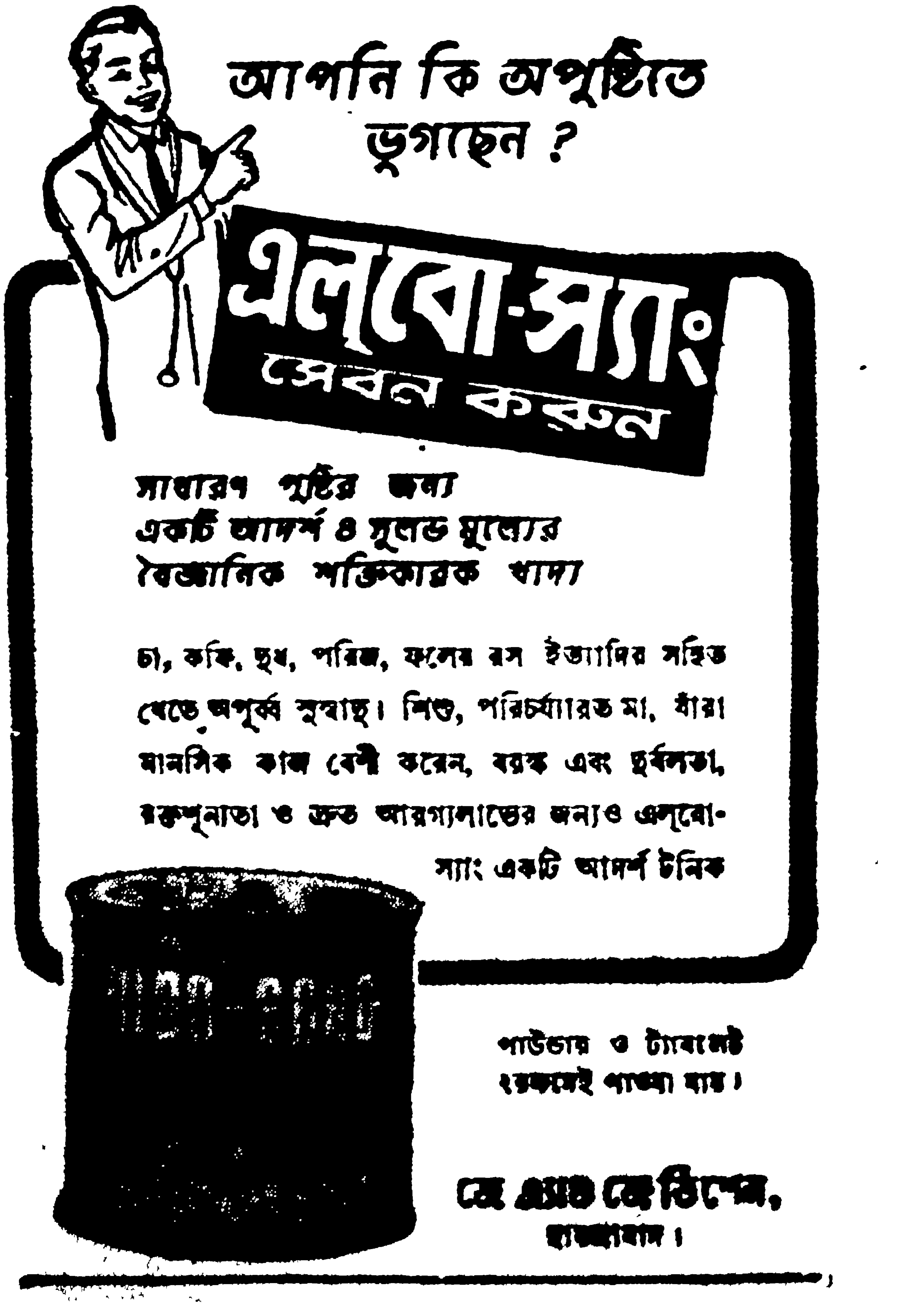

ছ-জন নিয়ে দলটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দে এবার নাবালে নেমে যাওয়া যায়। সেখানে গহিন নদী, ঘোর তুফান। কিন্তু ফসলে ভরা মাঠ—যার মানে হল গৃহস্থর গোলায় ধান বাক্সে টাকা। কাজকর্মের বড় সুন্দর ক্ষেত্র—লোক-মুখে শোনা আছে।

দূরের পথ, কিছু বন্দোবস্ত সেরে নেবার দরকার তাড়াতাড়ি। বাঁশ ফেড়ে ডিঙির উপর চালি করে নিল শোওয়া-বসার সুবিধার জন্য। দরমার ছই মগন হয়ে গিয়েছিল, তালিতুলি দিয়ে নিল। অস্ত্র নেওয়া হল হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া যায়—রামদা লেজা সাবল লাঠি ছোরা। কাঠি তো অঙ্গের সাথী। কেষ্টদাস তার গোপী-যন্ত্রটা নিয়েছে। পাপের ভারবোঝা যখন বেশি বেশি লাগবে, কৃষ্ণকথা গেয়ে বোঝা খানিক হালকা করে নেবে। হঠাৎ কি মনে হল—বোষ্টমপাড়ায় গিয়ে কণ্ঠী জোগাড় করে নিয়ে এলো একজোড়া।

সাহেব হেসে বলে, তা বেশ হল, কাঠি-সাবল-লেজার মতো এ জিনিসও সরঞ্জাম কাজের।

রাত দুপুরে ডিঙিতে উঠে পড়ল। শেষ রাত্রে জো এসে গেলে রওনা। জ্যোৎস্না উঠে গেল, গাছপালার মাথা ঝিকমিক করছে। আজকে ক্ষতি নেই, কিন্তু আকাশের চাঁদ আরও কয়েকটা দিন এই রকম জ্বালাবে। তারপরে অমাবস্যা, পুরো অন্ধকার। পেঁচা ডেকে উঠল কোনদিকে। প্রথম বোঠে জলে পড়ল—ঝপ। বোঠের পর বোঠে—ঝপাঝপ ঝপাঝপ। স্রোতের আগে আগে ছুটেছে ডিঙি।

সকালবেলা গুরুপদ আর ধোনাই দুজনে দুপারে নেমে গেল। হেঁটে হেঁটে খোঁজদারি করে বেড়াক। সন্ধ্যার পর ফিরবে নৌকোয়। দরকার পড়লে দিনমানে ফিরতেও বাধা নেই। কোন পথ ধরে নৌকোর চলাচল, কোনখানে চাপান দেওয়া—আগের রাত্রে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দোহাই যজ্ঞাসন ঠাকুর, দোহাই মা নিশিকালী, মুখ রেখো এবারে।

গোন-বেগোনের বাছবিচার নেই, ডিঙি চলবে। উজান মুখে টান কাটিয়ে এগুনো যাচ্ছে না, বোঠে মেরে মেরে হাত ব্যথা—গুণের দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পড়ুক ওরা দু-ভাই। জলজঙ্গল কাঁটা-খাদা দুদিকে—যতক্ষণ দিনের আলো তার মধ্যে থামাথামি নেই।

লাজি বদর-বদর।

(ক্রমশ)

কান্তকবির একটি চিঠি

অসিত ভৌমিক

"নির্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-
কালিমা ঘুচায়ে।"

ভাঙা গলায় অশীতিপর বৃদ্ধ সরোজ-রঞ্জন পাল মহাশয় গাইলেন। চোখ দুটো ছলছল্ করে উঠল। বললেন—"কান্তকবি আমার এই গান শুনে লিখলেন— "কবি যে সুরে গাইতেন আপনি সেই সুর আরম্ভ করিয়াছেন। কবির রুদ্ধকণ্ঠ নৃত্য-করণে পতিত।" এই বলে কান্তকবি হাত-তালি দিতে আরম্ভ করলেন—তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে শুরু করল।"

কবি রজনীকান্ত তখন মেডিকেল কলেজের কটেজে অসুস্থ অবস্থায়। গলার দুরারোগ্য ক্যানসার বাসা বেঁধেছে অস্ত্রোপ-চার হওয়ায় তিনি কথা বলতে পারেন না। সব কিছু লিখে দেখান। এতে তাঁর বড় কষ্ট হয়। তাই শুশ্রূষাকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বলেন—"দেখ সুরেন আমার কথা বলবার শক্তি নেই, সব লিখে দেখাতে হয় কি ভয়ানক পরিশ্রম আর অসুবিধে, একজন একটা কথা বলে গেলে তার জবাব দিতে লাগে ১০ মিনিট লেখাটা ভয়ানক dilatory process কিনা।"

মেডিক্যাল কলেজে কান্তকবি অসুস্থ অবস্থায় আছেন শুনে মেদিনীপুরের কুমার সরোজরঞ্জন পাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কুমার সরোজরঞ্জনের গলা ভাল ছিল। তাঁর প্রিয় গান শুনে কবি উপযুক্ত মন্তব্য করে-ছিলেন। কুমার সরোজরঞ্জন পালের কথা আমরা "কান্তকবি রজনীকান্ত" রচয়িতা শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের লেখায় জানতে পারি। কুমার সরোজরঞ্জন কান্তকবিকে নানাপ্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন।

খড়্গপুর থানার ধারিন্দা পরগনার রাজা নারায়ণ পালের পুত্র কুমার সরোজরঞ্জন পাল আমার হাতে কান্তকবির এই স্মৃতি-টুকু তুলে দিলেন। বললেন—"এ চিঠিটার একটা ইতিহাস আছে। কান্তকবির সঙ্গে যেদিন থেকে পরিচয় হয় সেদিন থেকে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একদিনের ঘটনা বলি। মেডিক্যাল কলেজে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। সামনের একটা চেয়ারে বসে আছি। বাইরে আমওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে—আম চাই—ই। কবি ইশারায় আম-ওয়ালাকে ডাকতে বললেন। আমওয়ালা আসতে তাঁকে ইশারায় জানালেন—কত করে।

আমওয়ালা উত্তর দিলো—টাকায় আটটা।

তিনি আবার ইশারায় দেখালেন—ষোলটা হবে।

—না। আমওয়ালার উত্তর।

—বারোটা।

—তাও না।

তখন তিনি আমওয়ালাকে চলে যেতে বললেন।

বড় দুঃখ পেলাম। কবির প্রতি সহানু-ভূতিতে মনটা ভরে উঠল। বাড়ি ফিরে এক ঝুড়ি আম কিনে চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম। মনে দ্বিধা ছিল, উনি এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার দান কি করে নেবেন। আম পেয়ে খুশী হয়ে কবি লিখলেন—

শ্রীহরি

সুহৃদ্বর,

কমলের দান সাদরে গ্রহণ করিলাম। আপনার দয়া সংবাদপত্রে ঘোষণার যোগ্য।

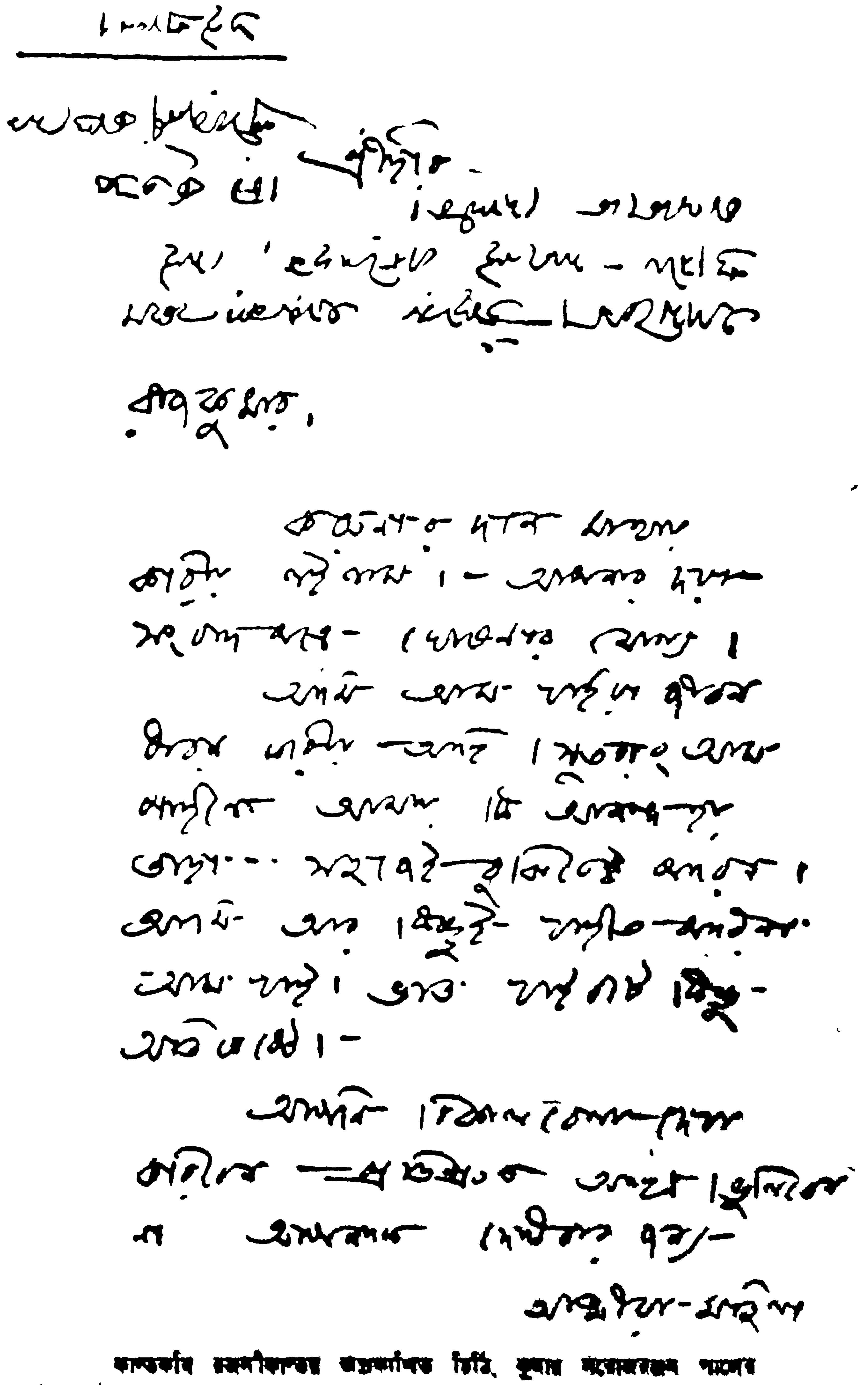

কান্তকবি রজনীকান্তর স্বহস্তলিখিত চিঠি, কুমার সরোজরঞ্জন পালের সৌজন্যে প্রাপ্ত

আমি আম খাইয়া জীবনধারণ করিয়া আছি। সুতরাং আম পাইলে আমার কি আনন্দ হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমি আর কিছু খাইতে পারি না, আম খাই। ভাত খাই বটে কিন্তু অতি কষ্টে।

আপনি বিকাল বেলা দেখা করিবেন প্রতিশ্রুত আছেন। ভুলিবেন না। আপনাকে দেখিবার জন্য আমার কয়েকজন আত্মীয় মহিলা আসিবেন, তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ বালককে দেখিব।

৬ই এপ্রিল চিরকৃতজ্ঞ—

শ্রীরজনীকান্ত সেন

চিঠিটি কবির মৃত্যুর বৎসরেই লেখা। ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র রাত্রি সাড়ে আটটায় কবি আমাদের ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে রচিত একটি গান উদ্ধৃত করে নিবন্ধ শেষ করছি—

"আর, কাহারও কাছে, যাবো না আমি
তোমারি কাছে রব হে,
আর, কাহারও সাথে কব না কথা
তোমারি সাথে কব হে।
ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি
ভুলিব সব দুঃখ হে;
হেসে তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার;
হৃদয়ে তুলি লব হে।"

পড়ে গেলে—বার্ণল লাগান

বার্ণল-প্রিয় হোন্!
কাটা, পোড়া, ঘা, গরম ফোড়া, পোকামাকড়ের কামড়ে পরীক্ষিত ঔষধ বার্ণল ব্যথা দূর করে, কাটা বা পোড়া ঘায়ের পুঁজবন্ধ দূরে সেয় ও দ্রুত নিরাময় করে।

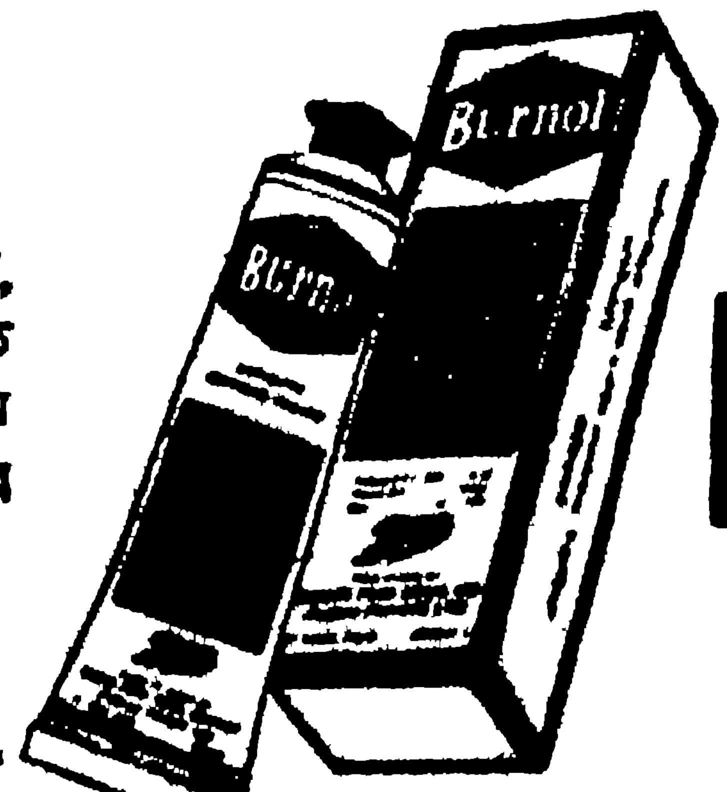

BURNOL

২০ বছরেরও অধিককাল ধরে বিখ্যাত একটি আদর্শ অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।

প্রস্তুতকারক

সময়ে বার্ণলের একটি টিউব রাখুন!

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

কথিত আছে যে, আহারে নিজের রুচির উপর যদি বা নির্ভর করা চলে কিন্তু রূপ বা সাজসজ্জার জন্য যেতে হয় পরের রুচির কাছে। যা অপরের চোখে ভাল ঠেকবে, তাই হবে সাজের ধারা। আমরা কিন্তু স্বীকার করি না। অনুরোধে বরং ঢেঁকি গেলা যায়। সাজসজ্জাই বলুন, প্রসাধনই বলুন, সৌন্দর্য-বোধ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, অনেকটা শিল্পীর শিল্পরচনার মতই একান্তভাবে নিজস্ব। অবশ্য একান্ত নিজস্ব রুচিবোধও সার্থক হলে সকলের চোখেই ধরা পড়ে। রূপ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলেই বিংশ শতাব্দীর রূপসীর ধরাবাঁধা মাপকাঠি নেই। যাকে দেখে নয়নমনের তৃপ্তি হয় সেই সুন্দর। তার সৌন্দর্য একটি সমগ্রতা, টুকরো টুকরো করে দেখবার অবকাশ নেই।

এই সমগ্রতার সৃষ্টি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। সবচেয়ে সেরা উপাদান ব্যক্তিত্ব বা personality, অন্তরের নিভৃততম কোণের যে প্রাণসত্তা তার সাবলীল বিকাশেই সৌন্দর্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অঙ্গরাগ, প্রসাধন, বেশবাস, মুখাবয়ব, দেহবর্ণ—সব কিছুর উপরে তার অস্তিত্ব অনুভূত হয় অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে।

প্রসাধন আর অঙ্গরাগের নূতন নূতন আবিষ্কারে সমস্ত পৃথিবীর কত কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এমনও দেশ আছে যেখানে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ যায় "ফ্যাশন শিল্পের" পায়ে। ওদের সংগে টেক্কা দেবার চেষ্টা এ দেশে বাতুলতা বই নয়। আমাদের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস হবে সহজ, সাধারণ, দৈনন্দিন। সৌন্দর্যের প্রধান সহায় সুন্দর স্বাস্থ্য, তার জন্য সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞের খাসকামরার প্রয়োজন হয় না। সামান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে হলে কেবলমাত্র যত্নের প্রয়োজন। অতিরিক্ত মিষ্টি, ভাজাভুজি, তেলাক্ত খাবার যারা বেশী খায়, যাদের শারীরিক পরিশ্রমের অবকাশ কম তাদের যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় না, দেহবর্ণের জলুস নষ্ট হয়ে যায়, দৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। টাটকা ফল, শাকসবজি, কাঁচা তরকারি, দুধ, হাল্কা রান্না খাবেন, প্রচুর আলোবাতাস প্রাণভরে গ্রহণ করবেন, দেখবেন বহু অঙ্গরাগের চেয়ে উপকার পাবেন। শহরের কৃত্রিম জীবন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষিপ্রগতি ভাল স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায়। লক্ষ করে দেখবেন, যাঁরা রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত তাঁদের চোখের কোণে বিবর্ণ কালি, আর [illegible] অঙ্গরাগ সত্ত্বেও বহু মলিন [illegible]। আবার মাঠে-ঘাটে যে [illegible] করে, কত কষ্টে, আর উজ্জ্বল তার রং। বলবেন, শহরের মেয়ের মুক্ত আলোবাতাস পাবার সুযোগ কতটুকু? তবু ভেবে দেখুন যতটা সুযোগ আছে তারই কি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়? আর শরীরের জন্যই যদি নিয়মিত কিছু কিছু করা যায় তো হলেও যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

শরীরের স্বাস্থ্য শুধু নয়, মনের স্বাস্থ্যও সৌন্দর্য পরিচর্যার সহায়। সদাপ্রফুল্ল কান্তির যে মাধুর্য তা কি অসন্তুষ্ট, অসুখী মন নিয়ে পাওয়া যায়? বলিরেখা বা wrinkles নিয়ে তো সারা পৃথিবীর মেয়েরা মাথা ঘামান, অথচ যে মেয়ে সারাক্ষণ ভ্রূকুটি করে থাকে তার বলিরেখা আটকাবার উপায় কোথায়? বয়স একটু বেশী হলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। তখন অতি সহজে বলিরেখা স্থায়ী হয়ে যায়। নাসিকা-কুঞ্চনের সামান্য অভ্যাস হয়তো বা কাকের পায়ের দাগের মত বলিরেখা নাকের দু পাশে এঁকে দিতে পারে। কাজেই কোন কারণে মেজাজ খারাপ হলেই জানবেন, আপনার মুখে তার ছাপ পড়ছে। একটু চেষ্টা করলেই এড়িয়ে যেতে পারবেন ছোটখাটো খিটিমিটি।

স্বাস্থ্যের পরই সৌন্দর্যসাধনার পরিচ্ছন্নতার স্থান। নিত্যস্নানে শরীরের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। এ ছাড়া আরও দুবার অন্তত মুখ ধোওয়া দরকার। যাঁরা [illegible] যেতে [illegible] করেন, তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন, কত সহজে হাতে-মুখে কালি জমে। মাঝে মাঝে চুলও ধুয়ে ফেলবেন। তাতে চুল ভাল থাকে, আর চুলের গোড়া পরিষ্কার থাকলে ব্রণ প্রভৃতি চর্মরোগ কম হয়। যাঁরা নানারকম আধুনিক অঙ্গরাগ ব্যবহার করেন, তাঁরা তো অতি অবশ্য সময়মত অঙ্গরাগ তুলবার ক্রীম বা লোশন দিয়ে অঙ্গরাগ তুলে ফেলবেন। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না থাকলে অল্প-দিনের মধ্যে দেহের বর্ণ চাপা-থাকা ঘাসের মত ম্লান ও বিবর্ণ হয়ে যাবে। লোমকূপ-গুলিতে ময়লা জমে নানা অস্বস্তিকর চর্ম-রোগও হতে পারে। অঙ্গমার্জনার মৃদু, কোমল ও স্নেহপদার্থবহুল সাবানের ব্যবহার প্রশস্ত। হাতে সময় থাকলে দু-একটা খুব সাধারণ জিনিস দিয়ে ত্বকের উন্নতি করা যায়। শীতকালে মুখ ও হাত-পা ফাটে, তখন 'সরময়দা' লাগানো ত্বকের পক্ষে উপকারদায়ক। সামান্য দুধের সর, দু-চার ফোটা দুধ, দু-চার ফোটা সরষের তেল দিয়ে তার মধ্যে অল্প ময়দা মিশিয়ে একটা কাই মত করে মুখে মাখুন। তারপর ঘষে ঘষে ঐসব ময়দা ঝরিয়ে ফেলুন দেখবেন কত ময়লা কেটেছে আর কত মসৃণ হয়েছে ত্বক। এতে চমৎকার মৃদু মালিশ বা massageও হয়। সরময়দা ছাড়া আরও নানারকম সহজ প্রক্রিয়া ছিল। সরষের খোল, মুসুরীর ডাল, বেসম ইত্যাদি দিয়ে মেয়েরা নিত্য অঙ্গমার্জনা করতেন। [illegible] মেয়েরা কাঁচা হলুদ ব্যবহার করতেন। বর্ণের উন্নতিসাধনে তো বটেই, নানা চর্মরোগেরও প্রতিকার করে কাঁচা হলুদে। ভাল সরষের তেলের সংগে কাঁচা হলুদবাটা দিয়ে মালিশ করতে হয়। তারপর খোল ও মুসুরির ডাল-বাটা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা যায়। কাঁচা হলুদের মস্ত দোষ যে, [illegible]

[illegible]
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' [illegible])
সাতটা থেকে দশটা
ন'টা থেকে বারোটা
[illegible] থেকে [illegible]
[illegible]

নগদ ও কিস্তিতে

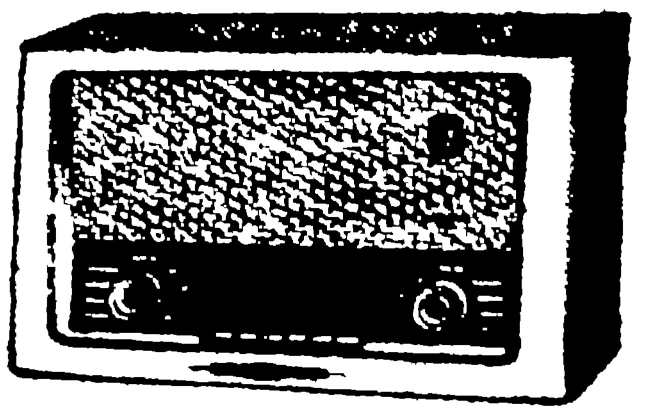

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যাণ্ড ফটো স্টোরস
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন: ২৪-৪৭১৩ কলিকাতা-১৩

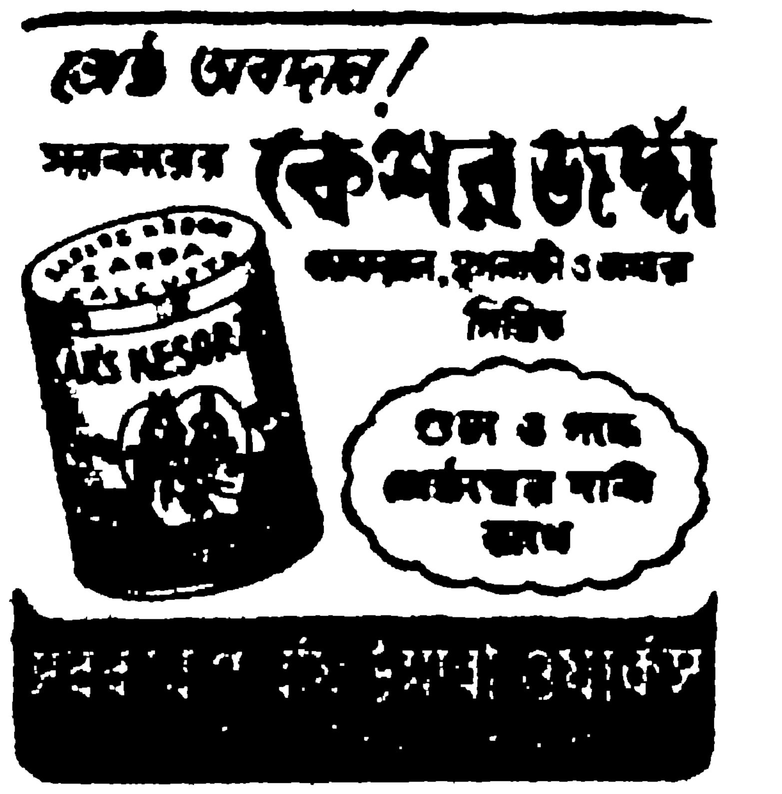

GUARANTEED

WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION

রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স ও ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা-১
ওমেগা, টিসট ও [illegible] ঘড়ি বিক্রেতা।

লেগে যায়। কাজেই খুব সাবধানে মাথা দরকার। অল্প বয়সে মেয়েরা, এমন কি ছেলেরাও অনেক সময় ব্রণ নিয়ে বড় বিব্রত হয়। শিমুল গাছের কাঁটা মসুরির ডাল ভেজানো জলে চন্দনের মত করে ঘষে সামান্য দুধ মিশিয়ে লাগাবেন। অল্প দিনেই যথেষ্ট উন্নতি হবে। ছুলি ও মৃদু চর্মরোগে প্রথম অবস্থায় লেবু ঘষলে উপকার হয়। লেবু লাগালে দেহবর্ণেরও উন্নতি হয়। গ্রীষ্মে যাদের ত্বক কর্কশ ও শুকনো হয়ে ওঠে তাদের জন্য একটি চমৎকার জিনিসের কথা শুনেছি। মসুরির ডাল দুধে ভিজিয়ে রাখুন। পরে বেটে নিয়ে ঘি বা মাখন মিশিয়ে মুখে মাখুন। অনেকে নাকি কমলালেবুর খোসা বাদাম-বাটা ইত্যাদি মেশান। তা মেশানো সম্ভব না হলেও উপকার পাবেন। ঘাড় বা গলা যত্নের অভাবে বিবর্ণ হলে লেবুর রস সামান্য জল মিশিয়ে মালিশ করলে ফল হয়।

কৃত্রিম অংগরাগের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শোনা যায় অনেক। কিন্তু রুচিপূর্ণভাবে সামান্য অংগরাগের ব্যবহার অনেক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করে। অপর পারিপার্শ্বিকের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে পাউডার-ক্রীমের প্রলেপে মুখের চেহারা বাজারে কেনা চীনে পুতুলের মত করে তোলা সৌন্দর্যবোধ নয় এ বিষয়ে অবশ্য কারও মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, আমাদের শ্যামল বর্ণের কথা কালো চুলের কথা। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, চিত্রে সুন্দরীরা ছিলেন কখনও তপ্তকাঞ্চনবরণী কখনও বা শ্যামল বনানীর মত মাধুর্যময়ী। বহু বৎসর শ্বেতাংগদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেই বোধ হয় শ্যামলের মাধুর্য আমরা ভুলে গিয়ে শ্যামলতা সম্বন্ধে একটু সসংকোচ জড়তা এনে ফেলেছি।

অংগরাগের ব্যবহারের মত সাজগোজ সম্বন্ধেও আমরা অনেক সময় অল্প অনুকরণ করে ফেলি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সাজপোশাক আর শীতপ্রধান দেশের সাজ এক হতে পারে না। স্বাধীনতালাভের পর অবশ্য অনেক পরিবর্তনের সংগে মেয়েদের সাজপোশাকে পরিবর্তনও এসেছে। উঁচু গোড়ালি বা হাইহিল জুতো, বিলাতী ছাতা, ফোলা-হাত জামা মোজা, ফুলদার জর্জেট প্রভৃতি অনেক কম দেখা যায়। এর পরিবর্তে এসেছে নানা ধাঁচের চটি জুতো, চোলি জামা, পুরোদস্তুর ভারতীয় শাড়ী, প্রাচীন নমুনার গয়না প্রভৃতি। দেশের জিনিস দেশী মেয়েদের যেমন মানায় তেমন বিলাতীতে কি করে মানাবে? ভারতীয় শাল, গুজরাট ও বেনারসের কাজ-করা কাপড়, বাংলার গরদতসর, জয়পুরের পাথরের অলংকার, সাঁওতালী বা কটকের রুপোর গহনা শিল্পী চটিজুতো বা কাঁথার নাগরা অপেক্ষা কোনও পাশ্চাত্য গহনা, কাপড় বা জুতো শ্রেষ্ঠ নয়। যখন বিদেশী সুন্দরীরা আমাদের চিরাচরিত খোঁপার ধাঁচে চুল বাঁধতে শুরু করেছেন, শাড়ীর অনুকরণে পোশাক তৈরি করাচ্ছেন, কাপড়ে আমাদের কল্কার ছাপ বেছে নিচ্ছেন, পায়ে খোলা চটিজুতো পরছেন তখন আমাদের যা একান্ত নিজস্ব তা ফেলে অনুকরণ নেহাতই হাস্যকর। এখানেই আসে রুচিবোধের দায়িত্ব। সে দায়িত্বের ভারও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিচারের সংগে যুক্ত। রুচি সৃষ্টি করার দায়িত্বও আপনার আমার। অপরের নয়।

টুকিটাকি

রুপোর গহনা বিবর্ণ হয়ে যায় বলে অনেকে ব্যবহার করতে চান না। ফুটন্ত সাবান জলে একবার ডুবিয়ে তুলে নিয়ে একটি হাল্কা টুথ ব্রাশ দিয়ে মাজবেন। জল ঝরিয়ে শুকনো নরম কাপড় দিয়ে ঘসে নিলেই শুভ্র নির্মল রং ফিরে আসবে।

গুঁড়ো হলুদ জলে মিশিয়ে তাতে অপরিষ্কার মলিন সোনার গহনা যদি ১০।১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে তারপর ব্রাশ ও সাবান দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষা যায় গহনা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে যায়।

সিদ্ধ আলু দিয়ে হাত ধুলে হাত নরম হয়।

গরম জলে ১ চামচ সোহাগা দিয়ে মাথা ধুলে চুল ভাল থাকে।

চট পুড়িয়ে নারকেল তেল দিয়ে মাথায় ঘষলে চুল উঠে যাওয়া কমে।

কোনও পাথর বসানো গহনায় যদি ময়লা জমে এক টুকরো নরম চামড়ায় [illegible] খানিকটা ও-ডি-কোলোন দিয়ে গয়নাটা ঘষলে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে।

অনেক সময় সবুজ নীল ইত্যাদি রং কাচবার সময় উঠে যেতে চায়। জলে ডুবিয়ে দেবার আগে যদি চায়ের চামচের দু চামচ এপসম সল্ট এমন কি বিকল্পে বাজারের নুনই একটু গরম জলে গুলে আধবালতি ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে নেন এবং সেই জলে কাপড় ডোবান তা হলে রং উঠবে না।

হেয়ার কিওর
[illegible]

আগে চিড়িয়াখানায় লোক যেত দুবার। একবার বাবার হাত ধরে, ছেলের হাত ধরে আরবার। এখন দিনকাল পালটেছে, পালটেছে চিড়িয়াখানার চেহারা. বাধ্যবীর হাত ধরে তৃতীয়বার ঘুরে এলেও কেউ অরসিক বলবে না।

হিন্দুস্থান যেমন আর শুধু হিন্দুর আস্তানা নয়, খৃস্টান-মুসলমান-শিখ-পারসিকেরও, তেমনি আদত অর্থ যাই থাকুক, চিড়িয়াখানা আজকাল "চিড়িয়া" ছাড়াও অবং জীবজন্তুদের ঠাঁই। ফাউ হিসেবে মেলে ফুল আর লতাপাতার "মাই-ডিয়ারী" পরিবেশ। গাছের ছায়ায় দু দণ্ড বিশ্রাম নাও, কেয়ারি-করা ফুলের বাগানে চু মারো এবং ফাঁকে ফাঁকে মোলাকাত কর গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডার আর বাঘ-সিংহ-হাতীর সাথে। মিনিট ঘণ্টা তরতর কেমন করে পালিয়ে যাবে, টের পাবার জো-টি নেই।

হাল আরও মজা। খাঁচার দিন শেষ। ধীরে ধীরে জীবজন্তুদের— তা যত হিংস্রই হোক না কেন— ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে খাস তৈরী খোলা জায়গায়। তারা সেখানেই গজরায়, সেখানেই দাপাদাপি করে এবং কটমটিয়ে তাকায় দূরের মানুষগুলোর দিকে। "দাও ফিরে সে অরণ্য" বলে শহুরে যাঁরা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, তাঁরা বন-বাদাড় আর গুহায় তৈরী এই আরণ্যক গোড়ায় মাঝখানে বাঘ-সিংহের অকুতোভয় পদচারণা দেখে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেন। আর কাচ্চাবাচ্চাদের কথা তো আলাদাই। গোটা চিড়িয়াখানা তাদের কাছে এক আশ্চর্য রূপকথা।

নদীর সেরা গঙ্গা, পাহাড়ের সেরা হিমালয়, তেমনি চিড়িয়াখানার সেরা "হাগেনবেক"। সম্প্রতি জার্মানীর যেখানে যত চিড়িয়াখানা আছে সেখানে কার্ল হাগেনবেক্-এর তিরোধানের পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই স্মরণ করেছেন।

বড় বড় হামবুর্গে যখন যাই, গাইডকে বলি, দুটো জিনিস আমায় দেখাতে হবে। ছোটবেলা থেকে শোনা সেই "এলব্‌টানেল"—এলব্‌ নদীর পাতাল-পুরীতে চলাচলের সুড়ঙ্গ আর দুনিয়ার বাড়া হাগেনবেক চিড়িয়াখানা। গাইড পিটার বললে—তথাস্তু।

বলা দরকার, চিড়িয়াখানাটির নাম তার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের নামে। ইনিই আধুনিক "জু-বাগানের" জনক। ইনিই খোলা আরণ্যক পরিবেশে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন, রূপ দেন এবং সব জায়গাতে তাঁর পরিকল্পনাই একে একে চালু হচ্ছে। আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানাতেও তাই। সেখানে ইদানীং গুটিকতক সিংহ-সিংহী খাঁচার বাইরে। তবে হাগেনবেক আর আলিপুরে আশমান-জমিন ফারাক। একটির তুলনায় আরটি হাতীর কাছে পিঁপড়ে।

ট্রেন নিয়ে গেল শহরের উপকণ্ঠে। মাইলের পর মাইল জোড়া বিরাট এই হাগেনবেক চিড়িয়াখানা এবং খোলামেলা বন-জঙ্গলের ভেতরে বাদ পড়েছে হেন একটিও জীবজন্তু নেই। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে আমি হয়রান, ভিলকে বলি, "আর পারি না"। ভিল বলে—"আখ্ সো", অর্থাৎ তাই নাকি, তা হলে চল বাইরে যাই, সদর ফটকের সামনে গিয়ে খানিক বসি।

মুখোমুখি "ট্রটবের ক্রফট্" অর্থাৎ আঙুরের রস নিয়ে দুজনে বসলাম। আর কোথাও নয় চিড়িয়াখানার প্রবেশপথের সামনে, ঠিক যেখানটায় প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে।

বাইক গাইড ভিলকে বললাম কার্ল হাগেনবেক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। জান তো কিছু বল।

ভিল জবাব দেয়— না জেনে উপায় আছে। গাইডের কাজ করছি বাবা, গত পাঁচ বছর, তোমাদের তো চিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারবে, তাই আগেভাগে তৈরী হয়ে নিই। আজ তৈরী। কার্ল হাগেনবেক এখন আমার ঠোঁটের ডগায়।

কার্ল হাগেনবেক
(১৮৪৪—১৯১০)

ক্লান্ত পা দুটিকে ছড়িয়ে আমি উত্তর জার্মানীর মিঠে রোদ উপভোগ করছি। ভিল তোতাপাখির মত হাগেনবেক-চরিত ভতক্ষণে শুরু করে দিয়েছে।

কার্ল হাগেনবেকের বাড়ি এই বন্দরী শহর হামবুর্গের কাছেই। জন্ম ১৮৪৪ সালে, মারা যান উনষাট বছর বয়সে, ১৯১০ সালে।

বাবা গটফ্রীড ক্লাউস হাগেনবেক ছিলেন মাছের বড় কারবারী। ১৮৪৮ সালে গটফ্রীডের একজন জেলে এলব নদীর খাঁড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে পাকড়াও করে ছটি অতিকায় সীল। বাহাদুর সেই সীল মাছগুলোকে সে জমা দিল হুজুরের কাছে।

গটফ্রীড মাছের আকার দেখে তাজ্জব। বাপ রে, এত বড়! চটপট তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। দুটি বড় কাঠের চৌবাচ্চায় মাছগুলোকে ছেড়ে তিনি হামবুর্গের স্পীলবুডেন প্লাৎস-এ নিয়ে এলেন। আট সেন্ট দক্ষিণা দিয়ে হাজার

ক্রীড়ানরসীনীর রাজহংস দম্পতী। ১৯০০ সালে কার্ল হাগেনবেকের পদ্যোর উপহারস্বরূপ হামবুর্গ থেকে [illegible] ; [illegible] এরা এসেছে

হাজার লোক হামবুর্গে সেই সীলগুলো দেখতে এল। এবং সেই দিন থেকেই দুনিয়া-জোড়া জীবজন্তু-ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং বলা যেতে পারে হামবুর্গের এই আন্তর্জাতিক বিখ্যাত জু-বাগানের পূর্ব সূচনা।

কার্ল হাগেনবেকের বয়স যখন একুশ, তাঁর বাবা গটফ্রীড জানতে চাইলেন, ছেলে কোন লাইনে যাবে। মাছের কারবার, না পশুপাখি সংগ্রহে? কার্লের উত্তর স্পষ্ট—দ্বিতীয়টিতে।

তার কারণ অবশ্য আছে। কার্ল ইতি-মধ্যেই অ-বোলা পশুপাখিদের কাছে মন বিকিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সময় কাটে, কুকুর, বেড়াল, গিনিপিগ ইঁদুরছানার সংগে। জলে হাঁস দেখলেই নিজে নেমে পড়েন, আদরে গলা জড়িয়ে ধরেন। পাখি উড়ে এলে খাবার নিয়ে এগিয়ে যান, বই ঘেঁটে ঘেঁটে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণীদের খবর আনেন। তাঁর বয়স যখন দুই, তখনই কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন আট আটটি ইঁদুর ছানা। মা দেখেই আগুন। ছেলেকে ধমকে ছানাগুলোকে দিলেন ছেড়ে। কিন্তু এদিকে ছেলের কান্না আর থামে না। ওই ইঁদুরছানা তার চাই-ই চাই। শেষমেষ বাবা গটফ্রীড নিয়ে এলেন তুলতুলে কতকগুলো গিনিপিগ। ছেলে শান্ত হল।

সেই কার্ল হাগেনবেক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত পশুপাখি সংগ্রহের ব্যবসারে নামলেন। গোড়ার দিকে যোগাড় হল ভাল ভাল হাঁস, ছুঁচো, বাঘ ভালুক হাতি-ইত্যাদি। বিক্রির জন্যে আসে, কিন্তু যতদিন না হাতবদল হচ্ছে, জমা থাকে হাগেনবেক সংগ্রহশালায়। কার্ল ঠিক করলেন, এদের খানিকটা শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া দরকার, মানুষের মত কিছু কায়দা-কানুন রপ্ত করানো দরকার। এদের সংগে মিশে থাকতে হলে এদের হাবভাবের ভাগীদার হতে হবে। তা ছাড়া, পশুপাখিকে বশ মানানো যে কার্লের জীবনে একমেব আনন্দ।

কারবারে গোড়ার দিকে বেশ লোকসান গেল। তবে কয়েক বছরের ভেতর দু পয়সা ঘরে আসতে লাগল। কার্ল উৎসাহিত হলেন। সংগ্রহের বিস্তার ঘটল, নানা জাতের, নানা রকমের পশুপাখি ভিড় বাড়াল। খ্যাতি এত দূর গড়াল যে, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার রাজারা, রুশ দেশের জার, জাপানের মিকাডো মরক্কোর সুলতান হাগেনবেক সংগ্রহশালা থেকে জীবজন্তু কিনতে লাগলেন। ১৮৮৭ সালে ব্যবসার খাতিরে কার্ল খুলে বসলেন বিখ্যাত সেই 'হাগেনবেক সার্কাস'—পশু-পাখির তাক লাগানো খেলা যার বৈশিষ্ট্য। সার্কাস ঘুরল সারা পৃথিবী। আমাদের ভারতবর্ষেও এসেছে একবার।

১৮৯৬ সালে আর এক ধাপ অগ্রসর। বার্লিনের ইম্পিরিয়েল পেটেন্ট অফিস কার্ল হাগেনবেককে একটি নতুন পেটেন্ট দিলেন। তাতে তিনি অধিকার পেলেন খোলা মাঠে কৃত্রিম গুহা-জংগলে নিবাঁতন জু-বাগান বানাবার। এবং আধুনিক চিড়িয়াখানার জন্ম ঠিক সেইদিন থেকেই। প্রাণপ্রিয় পশু-পাখিদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দে কার্ল হাগেনবেক সেদিন আত্মহারা।

তারপর চলল গবেষণা, কীভাবে ওদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়। দর্শকদের সঙ্গে নিরাপদ দূরে রেখেও যাতে ওরা [illegible] করতে পারে, অবাধে আলো পায়, তার জন্যে কার্লের সে কী প্রাণপাত পরিশ্রম! অবশেষে তাঁর সাধনা সফল হল। ১৮৯৭ সালে কার্ল নিজে তাঁর নকশা করলেন এবং সেইমতোই প্রতিষ্ঠা হল বিশ্ববিখ্যাত হাগেনবেক চিড়িয়াখানার।

[illegible]

তাকিয়ে বলল—'[illegible]'। চল, এবারে যাওয়া যাক। বিকেলে আমায় যেতে হবে ল্যুবেক—টমাস মানের শহরে। রওনা হতে হতে ভিল আমায় বলে—"আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কার্ল হাগেনবেকের ছেলে হাগেনবেক জুনিয়ারও একজন নাম-করা পশুপক্ষিবিদ। চিড়িয়াখানার আধুনিকীকরণে এই জুনিয়ারেরও দান কম নয়।"

আমি বললাম—সে আমি জানি। আমাদের দিল্লির চিড়িয়াখানার পরিকল্পনায় ওঁর হাত আছে। ১৯৫৬ সালে তিনি আসেন উপদেষ্টা হয়ে এবং তাঁরই নির্দেশমত পুরানা কিল্লার কাছে তৈরী হয়েছে খোলামেলায় চমৎকার জুলজিকেল গার্ডেন।

ভিল বললে— "তাই নাকি? এ খবর কিন্তু আমার জানা ছিল না। দিল্লি যদি কোন দিন যাই, তুমি তা হলে আমার গাইড হয়ো। কেমন, রাজী?"

—অমিতাভ চৌধুরী

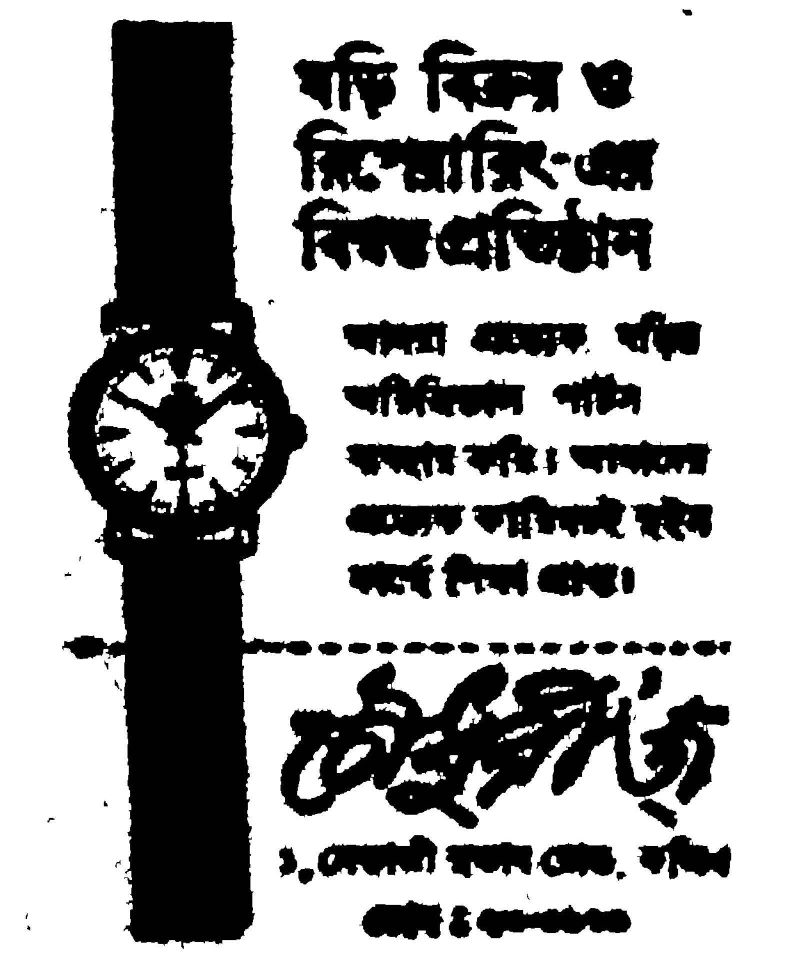

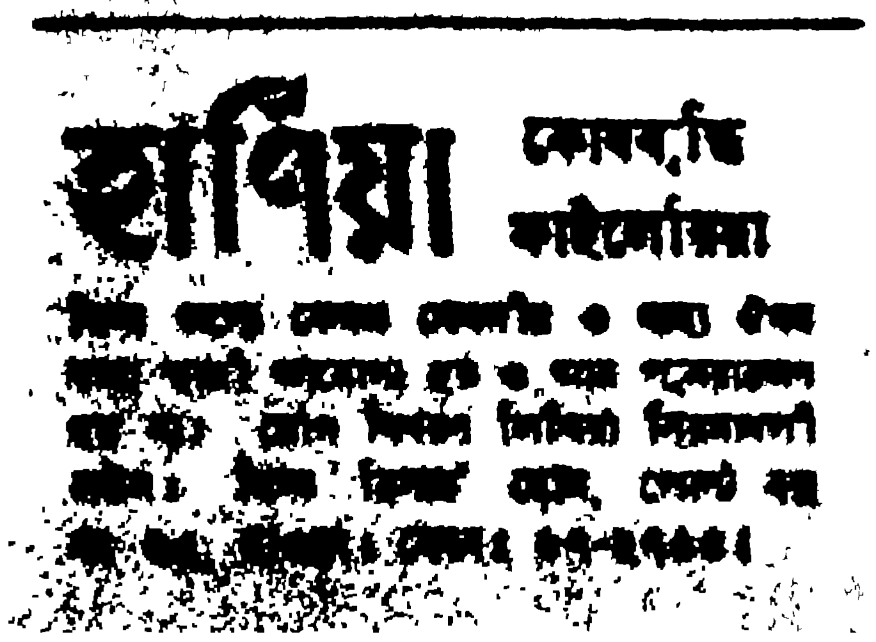

বিশ্ববিচিত্রা

১

মানুষের এক পরম বিজয়

মহাশূন্য অভিযানে এ পর্যন্ত মহাকাশচারি ব্যক্তির চেয়ে যন্ত্রের কৃতিত্বটাই বড় করে ধরে আসা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক মেজর লেরয় গর্ডন কুপার সম্প্রতি ঘণ্টায় ১৭,৫৪৭ মাইল গতিতে ৩৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট ধরে বাইশ বার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমার পর শেষে দারুণ যান্ত্রিক বিপর্যয় সত্ত্বেও মহাকাশযান ফেইথ-৭'কে নিজের হাতে চালিয়ে বেতারে পৃথিবীতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন তা মানুষেরই শক্তির এক নতুন কীর্তি। মহাশূন্য অভিযানে যন্ত্রই আসল এই বদ্ধমূল ধারণাটি তিনি দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

যাত্রার কথা ছিল ২১ মে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেইথ ৭'কে মহাশূন্যে নিক্ষেপ নিয়োজিত ক্ষেপণাস্ত্র চালনার ২৭৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ডিজেল সেটটি হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ায় যাত্রা স্থগিত থাকে কিছুক্ষণের জন্য। ডিজেল মোটর ঠিক হয়ে যেতে দেখা গেল বারমুডায় অবস্থিত আকাশযানটির গতিনির্দেশ লক্ষ্য রাখার গুরুত্বপূর্ণ রাডারটিতে কিছু গোলমাল ঘটেছে। বাধ্য হয়েই সেদিন কুপারকে নেমে আসতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আগের পাঁচজন মহাকাশচারীর তুলনায় খর্বকায় (৫ ফিট. ৯ ইঞ্চি; ওজন ১৪৭ পাউন্ড) মুখবাড়তে এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলেও কুপার যাত্রার শুরুতেই অমন বাধা পেয়ে মুষড়ে পড়লেও একেবারে হতাশ হয়ে পড়েননি। ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন: "সত্যিই বেশ মজা লাগছে আমার।" মুষড়ে পড়ার কারণ, গত চার বছর ধরে মহাকাশ অভিযাত্রীর একজন হিসেবে তালিম পেয়ে নির্বাচিত হলেও, প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে তাকে 'ওয়েটিং লিস্ট'-এ রেখে দেওয়া হয়। কর্তারা কেমন যেন ভরসা পেতেন না।

পরদিন সকালে আবার তিনি ফেইথ-৭'এ চড়লেন। তার মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেই দশতলা উঁচু নিক্ষেপ যন্ত্রটি ধীরে ধীরে দুলতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে পাতলা আবরণ ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র এটলাস থেকে তরল অক্সিজেনের বাষ্পের বাঁশীর [illegible] হতে থাকে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মনিটর-[illegible] করে গাইরোস্কোপ [illegible]। কুপারের শ্বাস-প্রশ্বাসের [illegible] যাচ্ছে।

কক্ষপথে ভারতের উপর দিয়ে পরিক্রমা কালে একশ' মাইল উঁচু থেকে কুপারের তোলা হিমালয় পর্বতের দৃশ্য

প্যারাশুটে ফেইথ-৭'এর অবতরণ

নির্ধারিত সময়ের ঠিক চার মিনিট পর সকাল ৮ ৪-এ রৌপ্যোজ্জ্বল এটলাসের প্রধান ইঞ্জিন তিনটি বিদ্যুতের মতো আলো বিকীর্ণ করে সচল হয়ে ওঠে। ফেইথ-৭'এর উৎক্ষেপণ সন্দেহাতীতভাবে সফল হয়েছে বুঝা গেল। মহাকাশচারিদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পভাষী কুপারকেও বলতে শোনা গেল: "চমৎকার! ভারি চমৎকার!" ভূপৃষ্ঠের অন্যতম সংযোগরক্ষাকারি শিরাও উল্লাস প্রকাশ করে উপদেশ দিলেন: "সত্যিই ভারি চমৎকার [illegible]। কার্যসূচীর এখন [illegible]

তো তুমি মাঝপথে!" কুপারের গতিবেগের কার্যসূচি ছিল সেকেন্ডে ২৫,৭১৫ ফিট—সে জায়গায় উড়ে চলেছেন ২৫,৭১৬ ফিট গতিতে: যানটি নির্দিষ্ট দিকের ·০০০২ ডিগ্রি ছাড়িয়ে রয়েছে।

এমন চমৎকার উড়ে যাচ্ছে যে প্রাথমিক উল্লাস প্রকাশের পরই কুপার একেবারে ঘুমিয়ে পড়েন। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে হাওয়াই দ্বীপ ও কালিফোর্নিয়ার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ পথে ওড়ার সময় কিছুক্ষণ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। চৌদ্দ ঘণ্টা মহাশূন্যে কাটাবার পর নবম কক্ষপথে তাঁর সূচীতে ঘুমানোর নির্দেশ ছিল। ভূপৃষ্ঠের সংযোগরক্ষাকারি জন গ্লেন বলে উঠেন: "অন্য সব সংযোগরক্ষাকারিকে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে ওরা যেন ছেড়ে থাকে।" কুপার তাঁর ক্যাপসুলের জানলার পর্দা টেনে দিয়ে মহাকাশযানটিকে [illegible] বহির্আকাশে উড়ে চলতে দিলেন। [illegible] যারা ওড়ার [illegible] মহাকাশচারির [illegible] অনুভূতি থাকে না, [illegible] খেয়ে উঠতে [illegible]। [illegible] কুপার সহজেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুটি [illegible] পরিক্রমার পর ভূপৃষ্ঠের চিকিৎসকেরা [illegible] [illegible] ৬০ থেকে [illegible]

বুঝতে পারেন তিনি উত্তেজনাপূর্ণ কোন স্বপ্ন দেখছেন। কুপার প্রথমে সেটা অস্বীকার করেন, কিন্তু ফিরে আসার পর বলেন একটা স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তবে সেটা কী তাঁর মনে নেই। বিশেষভাবে তৈরি শিরস্ত্রাণের সঙ্গে যুক্ত হেডফোনের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাঁকে জাগিয়ে না তোলা পর্যন্ত তিনি সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন। এর আগে একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে কুপার দেখেন তাঁর ওজনবিহীন হাত দুটো প্রসারিত হবে রয়েছে। তারপর থেকেই তিনি, পাছে কোন নিয়ন্ত্রণ সুইচে হাত লেগে যায়, সেটা রোধ করতে কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে হাত দুটো বেঁধে তবে ঘুমাতেন।

উড়ন্ত অবস্থায় কুপারের মানসিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া আরো নানা বিষয়ে পরীক্ষায় তাঁকে কাজে লাগানো হয়। পূর্ববর্তী মহাকাশচারীরা দেহের তাপ গ্রহণ করতে গুহ্যদেশে থার্মোমিটার লাগিয়েছেন—কুপারের শিরস্ত্রাণে এমনভাবে থার্মোমিটার লাগানো হয় যাতে চোখ ঢাকা দেবার হুডটি নামালেই থার্মোমিটার মুখে ঢুকে যায়। একটা সুইচ টিপে আমার হাতো হাওয়ায় ফুলিয়ে রক্তের চাপ দেখার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্লাস্টিকের ছোট থলি টিপে ঝলসানো গোমাংস ও অন্যান্য জল-নিষ্কাশিত খাদ্য বের করে একটা নলের থেকে জল মিশিয়ে তিনি খেতেন। তবে খেতে বা জল পান করতে তাঁর কিছুটা কষ্টও হয়।

অবতরণের পর ফেইথ-৭ থেকে কুপার বেরিয়ে আসছেন

দীর্ঘকাল মহাশূন্যে অবস্থান করলে মূত্রে ক্যালসিয়াম বেশী মাত্রায় জমে ওঠে বলে রুশ চিকিৎসকরা অভিমত প্রকাশ করায় কুপারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা ব্যাপারটার প্রতি লক্ষ রাখার ব্যবস্থা করেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং হৃদস্পন্দন নিচে থেকে টেলিমিটারের সাহায্যে জানবার বিশেষ ব্যবস্থা সংযুক্ত রাখা হয়।

এছাড়া ভবিষ্যতের মহাকাশচারীদের কাজে লাগার উপযোগী বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্যান্য ধরণের পরীক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়। শুধু চোখে বাইরের দৃশ্য দেখা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে কুপার ফ্লাশলাইট বাল্বযুক্ত ১০ পাউন্ড ওজনের ৫½ ইঞ্চি মাপের দুটি গোলক নিক্ষেপ করেন। তারপর তৃতীয় কক্ষপথ পরিক্রমা-কালে আফ্রিকার কাছে অন্ধকারে গিয়ে গোলক আর দেখতে পান নি। তাদের দেখা গেল চতুর্থ কক্ষপথ পরিক্রমার হাওউয়ের কাছে। দৃষ্টি পরিমাপক আর একটি পরীক্ষায় কুপার বেলুন ছাড়েন কিন্তু বিস্ফোরণ ব্যর্থ হওয়ায় সে পরীক্ষা সফল হতে পারে নি।

চন্দ্রাভিমুখী মহাশূন্য যান থেকে পৃথিবীতে অবস্থিত দিগনির্ণায়ক আলো দেখা যায় কি না সে পরীক্ষায় কুপার ব্লুমফন্টিনের ৩০ লক্ষ ক্যান্ডেল পাওয়ারের আলো দেখতে পান। আশ্চর্যের বিষয় উজ্জ্বলতর আলোটি দেখবার আগেই কিন্তু তিনি নিকটবর্তী এক গ্রামের আলো দেখতে পান। তাঁর মহাশূন্যযানের জানালা কতদূর আলোর প্রবেশ হ্রাস করতে পারে সে তথ্য জানতে কুপার ফটোমিটার কাজে লাগান। বর্ণচ্ছটার সদৃশ রশ্মিচক্রের এক রহস্যজনক আলোকস্তরের এবং দিগন্তের তিনি বহু ছবি তোলেন। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মহাকাশযান থেকে দিগনির্ণয়ে দিগন্তের আলোর রেখা সহায়ক হতে পারে। ক্যাপসুলটি পরিক্রমাকালে কি পরিমাণ পারমাণবিক রশ্মিবিচ্ছুরণের সংস্পর্শে আসে তা মেপে দেখার জন্য গেইজার কাউন্টার রাখা হয়। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে সাধারণ বুকে এক্স-রে'র চেয়ে বেশী রশ্মি বিচ্ছুরণ কুপারের দেহে ঘটেনি।

অন্যান্য পরীক্ষায় কুপার হাই-ফ্রিকোয়েন্সী সংযোজন ক্ষমতা মেপে দেখতে একটি ২৮ ফিট এরিয়াল খাটিয়ে নেন।

● শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্য ●

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কুহকের দেশে

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ভিত্তিক রোমাঞ্চকর কিশোর-পাঠ্য উপন্যাস রচনায় প্রেমেন্দ্র মিত্রই পথিকৃৎ। কুহকের দেশে তাঁর প্রথম কিন্তু সার্থক সৃষ্টি। একমাত্র এই বইটির জন্যই বাংলা কিশোর সাহিত্য গর্ব করবে চিরঋণী হয়ে রইল। [২·৫০]

নানান জনে তো নানান খেলাই খেলে থাকে; কিন্তু সে খেলা প্রাণবন্ত, উত্তেজক আর মনোরম হয়ে ওঠে যাদের চেষ্টায় ও নিষ্ঠায়—এমনই জনকয়েক বিশ্ববিশ্রুত, জনচিত্তজয়ী, স্মরণীয় খেলোয়াড়দের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীখেলোয়াড়। প্রচুর ছবি, বিস্মৃত তথ্য ও বিচিত্র তথ্যে বইটি ভরপুর। [১·৮০]

শ্রীখেলোয়াড়

নানান খেলার রাজা

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর

ছোটদের

ভালো ভালো গল্প

বাংলাদেশের অগ্রজ সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (মহাস্থবির) ছোটদের জন্য লেখা এই গল্পগুলোর সহজ সরল ভাষা ও মিষ্টি স্বাদটুকু সহজেই তাদের মন কেড়ে নেবার দাবী রাখে। [২·০০]

শ্রী প্রকাশ ভবন ● এ-৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● কলকাতা ১২

● সবে বেরুল

চতুর্মুখ রচিত উপন্যাস

আভাস

৪·৫০

শহরতলীর নিম্নবিত্ত জীবন ক্লিন্ন, লাঞ্ছিত, অথচ বেদনাবহুল। তারই নগ্ন অথচ সংবেদনশীল আলেখ্য "আভাস"।

গ্রন্থপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড : ১ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

কিছুক্ষণের জন্য তিনি তাঁর কক্ষের শৈত্য-উৎপাদন যন্ত্রটি বন্ধ করে দিয়ে দেখেন যে, প্রেসার-স্যুটের সঙ্গে যুক্ত শৈত্যকরণ ব্যবস্থা তাঁকে ৬৫ ডিগ্রিতে বেশ আরামে রেখে দেয়। মহাশূন্যে দীর্ঘ যাত্রায় এইভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। একবার তাঁর স্যুট থেকে জমা হাওয়া বের করে দেবার যন্ত্রটি বিকল হয়ে যেতে কুপার ভীষণভাবে ঘেমে ওঠেন। আরাম পেতে তাঁকে স্যুটের শৈত্য নিয়ন্ত্রণ মাঝে মাঝে বদলে নিতে হয়।

ইঞ্জিনীয়াররা জানান যে, কুপার দশ পাউন্ড ওজনের বেতারবীক্ষণ ক্যামেরা কখনো তার নিজের দিকে ঘুরিয়ে এবং কখনো বাইরে প্রক্ষিপ্ত করে যেসব ছবি তুলেছেন তা অত্যন্ত সন্তোষজনক। সমগ্র পরিক্রমা কুপার চমৎকার চালিয়ে নিয়ে যান। জন গ্লেন ও স্কট কার্পেণ্টার পাইলটের সহজাত প্রবৃত্তি [illegible] পেরেছিলেন বা পরবর্তী [illegible] নিজেরা হাতের সাহায্যে চালিয়ে ছিলেন এবং তাতে [illegible] ইলেক্ট্রোনিক [illegible] কার্য [illegible] করে ফেলেন। কুপার কিন্তু যতটা সম্ভব [illegible] [illegible] এবং ফিরে আসতে দেখা গেল [illegible] সম্ভব ভাগই তিনি [illegible] দিয়েছেন। কুপার [illegible] পরিমিতভাবে ব্যবহার করেন।

[illegible] পরিক্রমায় [illegible] একটি কক্ষপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে তাঁর [illegible] স্বাভাবিক ছিল। এরই মধ্যে তিনি এয়ারফোর্স সেক্রেটারি [illegible] ও [illegible] শুভেচ্ছা বাণী শোনেন। [illegible] ওপর দিয়ে [illegible] [illegible] তিনটি [illegible] [illegible] সম্বোধন করে কুপার [illegible] "[illegible] আফ্রিকা। আফ্রিকার ১০০ মাইল ওপর দিয়ে এই [illegible] করার সময় আমি মহাকাশচারি গর্ডন কুপার বলছি ফেথ-৭ থেকে। [illegible] [illegible] নেতাদের প্রচেষ্টার আমি সাফল্য কামনা করি। [illegible] সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।" কুপারই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহাকাশচারি যিনি [illegible] [illegible] ওপর দিয়ে যান। তিব্বতে তিনি চিমনীর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন; হিমালয় এবং ভারতবর্ষের [illegible] তাঁর চোখে পড়ে। অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরের আলোকমালা দেখতে পান, এমন কি টেক্সাস অন্তর্গত [illegible] লেক [illegible] অবস্থিত তাঁর বর্তমান বাসস্থানটিও তিনি চিনতে পারেন। সবশুদ্ধ তিনি একশটি দেশের উপর দিয়ে পরিক্রমা করেন।

দ্বিতীয় দিন মার্কারি কণ্ট্রোল বিষয়ক জন পাওয়ার্স বেশ গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন: "মহাকাশযানটি এখনও অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিক্রমা করে যাচ্ছে।" ঠিক [illegible] [illegible] বিপর্যয়। উনিশতম কক্ষপথ [illegible] পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর [illegible] [illegible] সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ে [illegible] [illegible] ছোট একটি [illegible] সবুজ আলো বিকীর্ণ [illegible] [illegible] দেওয়া এই [illegible] নির্দেশ হচ্ছে, কুপারের [illegible] [illegible] মাধ্যাকর্ষণ শক্তির [illegible] [illegible] এসে [illegible]। ওই [illegible] কথা কুপার কক্ষপথ [illegible] নিক্ষেপ করতে [illegible] [illegible] [illegible] তিনটি চাকা [illegible]। একটা [illegible] ঘটেছে নিচের লোকের [illegible]। তবে কুপার যা [illegible] নিয়ন্ত্রণকর্তারা [illegible] [illegible]। তাহলেও ক্যানাভেরালের বিশেষজ্ঞ [illegible] এ ছুটে গিয়ে [illegible] ক্যাপসুল নিয়ে কুপার কী অসুবিধায় পড়েছেন সেটা বুঝবার চেষ্টা করলেন, এবং সেটা সঠিক নির্ধারণ করে নিশ্চিন্ত হলেন। সকলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও সে-ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। বাইশতম পরিক্রমায়

মহাকাশ পরিক্রমায় এক নতুন কীর্তি স্থাপনের পর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতে কুপার তাকে আলিঙ্গন করেন

দুটো অপূর্ব শিকার-কাহিনী

রুদ্রপ্রয়াগের চিতা

জিম করবেটের সুবিখ্যাত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদক জগন্নাথ বিশ্বাস। ৪·৫০

নটা বাঘ আর একটা মত্ত হাতি

কেনেথ অ্যান্ডারসন

দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে রোমহর্ষক শিকারের কাহিনী। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ— চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী। সচিত্র। ৫·৫০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি-১৭৭৭/১)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালবৈশাখী

কালবৈশাখীর ঝাপটে বনস্পতি তার শাখা-প্রশাখা ঝাপটে ছিঁড়ে ফেলে—ঝেড়ে ফেলে দেয় জীর্ণ, শুষ্ক পত্র—দাঁড়িয়ে থাকে নিঃস্ব, রিক্ত, বিশীর্ণ হয়ে। এই পরিণতিই তার শেষ পরিণতি নয়। আবার দেখা দেয় নতুন পত্রসম্ভার—প্রান্তে প্রান্তে ফুলের সম্ভাবনা।

কালবৈশাখী সমাজ বনস্পতির বুকের এক প্রলয়ের কাহিনী। দাম আড়াই টাকা।

অন্যান্য বই

হারানো সুর—সুবোধ ঘোষ—২·৫০ ॥ জতুগৃহ—সুবোধ ঘোষ—২·০০ ॥ সুলোচনা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২·০০ ॥ জমাদারের গান—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৫·০০ ॥ গোলাপ কাঁটা—পারিজাত মল্লিক—৩·০০ ॥ উত্তলা কলাপী—সুশীল ঘোষ—২·০০ ॥ চিরন্তনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—২·৫০ ॥

প্রতিমা পাবলিকেশন্‌স ॥ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপীঠের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুন বই — **মানসী প্রিয়া** (যন্ত্রস্থ)

বিমল করের নতুন উপন্যাস — **আবর্তন** (যন্ত্রস্থ)

অন্যান্য প্রকাশনা

কত রঙ	প্রভাত দেবসরকার	॥ ৪·০০ ॥
স্বর্ণরেণু (২য় মুদ্রণ)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	॥ ৪·৫০ ॥
বিয়ের ফুল	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৩·০০ ॥
স্বপ্নযমুনা	পশুপতি ভট্টাচার্য	॥ ৩·০০ ॥
ভেঙেছে দুয়ার	জ্যোতির্ময় রায়	॥ ২·৫০ ॥
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি	বররুচি	॥ ২·৫০ ॥
গহিন গাঙ গহন বন	শক্তিপদ রাজগুরু	॥ ৪·৫০ ॥
কী হেরিলাম নয়ন মেলে	মায়া দাস	॥ ২·৫০ ॥
মউমহল	চন্দ্রচূড়	॥ ২·৫০ ॥
মেঘকন্যা	সুখেন্দু সরকার	॥ ২·০০ ॥
রাতের জমিদারী দিনের প্রিন্স	বেদুইন	॥ ৩·০০ ॥

রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস

তারকার মৃত্যু । কালরাত্রি অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুটি কাহিনী একত্রে । ১·৮০ ॥

বহুপ্রশংসিত ও নতুন অভিনয়ের নাটক

বাঁধ	সুশীল মুখোপাধ্যায়	॥ ২·৫০ ॥
অংশীদার	গঙ্গাপদ বসু	॥ ২·৫০ ॥
কাঞ্চনরঙ্গ (২য় মুদ্রণ)	শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্র	॥ ২·৫০ ॥
মহাশ্বেতা	মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়	॥ ২·০০ ॥
মেঘে ঢাকা তারা	শক্তিপদ রাজগুরু	॥ ২·৫০ ॥

গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জানালার ওপর দিয়ে যেতে আলো জ্বেলে তিনটির একটি ইনস্ট্রাক্টর অচল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ক্যাপসুলটি নামিয়ে আনতে কুপার কোন স্বয়ংক্রিয় (অটোপাইলট) যন্ত্রের সহায়তা লাভ করতে পারবেন না। পৃথিবীর একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা ছেয়ে যায়। একত্রিশটি রাষ্ট্র তাদের দেশে কুপারের আকস্মিক অবতরণের পর তার নিরাপত্তার জন্য সচেতন হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় জন গ্লেন নিচ থেকে কুপারকে নির্দেশ দিতে থাকেন। কুপার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ডান হাতে ক্যাপসুল চালনার যন্ত্র ধরেন এবং বাম হাতে নিচে নিক্ষেপের রকেট ছাড়ার বোতাম টেপেন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য রকেট প্রক্ষিপ্ত হয়েছে কিনা, আলোক বিচ্ছুরিত না হওয়ায় সেটা তিনি দেখতে না পেলেও অনুভব করতে সক্ষম হন। কোস্টাল সেন্টারে টেলিমিটার সঙ্কেতে সেটা ধরা পড়ে এবং রকেট যে ছাড়া হয়েছে, জন গ্লেন কুপারকে তা জানিয়ে দেন।

পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে ক্যাপসুলটি ঝাঁপিয়ে পড়তেই পারমাণবিক কণিকার একটা পর্দা পড়ে সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পারমাণবিক কণিকা স্তরে পড়ে কুপার ক্যাপসুলকে আস্তে গড়িয়ে দিতে ছোট ছোট বিস্ফোরক ছোড়েন। স্তর থেকে বেরিয়ে তিনি ৪০,০০০ ফিট উর্ধে হাতে করে 'ড্রোগ' প্যারাসুটটি ছেড়ে দেন। মুখ্য প্যারাসুটটি উন্মোচিত হয় ১০,০০০ ফিট উর্ধাকাশে এবং কুপার একেবারে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে, কিয়ারসার্জের ঠিক উপরেই অবতরণ করেন। ক্যাপসুল ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা অনবরত অনুযোগ করেন যে, মহাকাশচারিরা চুপচাপ বসে থেকে স্বয়ংক্রিয় পাইলটকে (অটো-পাইলট) কাজ করে যেতে দিলে তাঁরা অনেক ভালভাবে উড়তে পারেন, তাঁদের স্বীকার করতে হলো যে কুপার তাঁদের ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন।

কুপারের এই ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটব্যাপি কক্ষপথ পরিক্রমার রেকর্ড অতিক্রম করেছেন গত বছর অগাস্ট মাসে রুশ মহাকাশচারি আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ (৯৪ ঘণ্টা) এবং পাভেল পোপোভিচ (৭১ ঘণ্টা)। কিন্তু মহাকাশযান নিজের হাতে চালিয়ে নিরাপদে নির্ধারিত স্থানে অবতরণে সক্ষম কুপার এক নতুন রেকর্ড করলেন। জলনিষ্কাশিত খাদ্য ছাড়া সমস্ত পরিক্রমায় তিনি পান করেন চার গ্লাস আনারসের রস আর দু গ্লাস দুধ। কুপারের এই পরিক্রমা মানুষের চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ চব্বিশ ॥

মহাবেগে লাফ দিতে গিয়ে চীন শুধু যে তার কৃষিকর্মেরই বারোটা বাজিয়েছে তাই নয়, শিল্প উৎপাদনকেও গভীর গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছে তার ধকল সামলাতে চীনের অন্তত দশ বছর সময় লাগবে, চীনের অর্থনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এই মত পোষণ করেন। তার পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজও যথেষ্ট পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আমেরিকার চীনা-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ এড্উইন জোন্স সম্প্রতি এক প্রবন্ধে চীনা অর্থনীতির নানা অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত হয়ে চীনের শিল্পোন্নয়ন আবার পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হতে অন্তত দশ বছর সময় নেবে। তিনি লিখেছেন ১৯৮২ ৯২ সালের মধ্যে চীন শিল্পোৎপাদনে বৃটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের উন্নত দেশগুলোর নাগাল ধরে ফেলবে বলে যে আশা চীনের রাষ্ট্রনায়কেরা পোষণ করতেন, এখন তাও দশ বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

The regime appears first of all to regard the third Five-Year Plan (1963-67) as a hiatus in which the agricultural base of the economy must be shored up against the pressures of population growth. It now concedes that this diversion of resources into agriculture and the loss of Soviet aid will delay the attainment of a self-sufficient industrial base and an independent technological capacity, originally scheduled for 1967, until 1972—(Edwin Jones, Peking's Economy: Upwards or Downwards?)

মঁসিয়ে রোবের গিলে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে "লে মদ" দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে চীনের শিল্পোৎপাদনের উপর "মহাবেগে লাফ মারার" শোচনীয় প্রতিক্রিয়ার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "গত ১৮ মাসে সমগ্র চীনে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও বহু কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে সম্প্রতি কয়েক বছর যে-সব নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর এখন ভয়ানক দুরবস্থাই চরমে উঠেছে। [illegible] অবস্থা খুব উন্নত নয় যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিকেরও অভাব। মাঞ্চুরিয়ার আনসান এবং মধ্য চীনের বুহান প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। রুশ কারিগরদের সহায়তায় লোয়াঙ-এ ট্রাক্টর অথবা শাঙ্গশুন-এ মোটর তৈরির জন্য যে-সব পাইলট কারখানা গড়ে উঠেছিল এমন কি সেখানেও কাজকর্মে নানা গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে।"

সাংহাই-এর মত শহরেও, যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক এবং দক্ষ-তত্ত্বাবধায়কদের অভাব নেই, ব্যর্থতার রেকর্ড শোচনীয়। ১৯৬১ সালের শরৎ-হেমন্তে কলকারখানায় স্বাভাবিক অবস্থার এক তৃতীয়াংশ কাজ মাত্র হয়েছিল। টায়ার প্রস্তুত কারখানা এবং সুতাকল থেকে বহু শ্রমিককে গ্রামে চালান করে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় শহরে বহু লোককে কাজ দিতে পারা যায় নি। এই সংকট থেকে ভারী শিল্পও ত্রাণ পায় নি। ক্যান্টন এবং দক্ষিণ চীনের অনেক কারখানায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬১ সালে আনসান, পাওটোও এবং বুহানের ইস্পাত কারখানার কোন কোন অংশ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। মেশিন-টুল কারখানাগুলোর উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছিল এবং ভারী শিল্প থেকে অনেক শ্রমিক ও কর্মীকে লঘু শিল্পে চালান করতে হয়েছিল। মঁসিয়ে গিলে বলেছেন, "মহাবেগে লাফ দেওয়ার" ইস্পাত, কয়লা ও অন্যান্য দু একটা শিল্পে কোন কোন জায়গায় উৎপাদন আশাতীত বেড়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই "লম্ফ" বিপর্যয়ই ডেকে এনেছে।

Steel production was claimed to have tripled to reach 18 million tons in 1960, with one-third of the total produced by Bessemers in small and medium plants, and coal production also trippled to 425 million tons in 1960, which about three-fifths of the total coming from newly-opened small and medium mines.—(Edwin Jones)

উৎপাদন, অন্তত ইস্পাত এবং কয়লা শিল্পে, এত বৃদ্ধি পেলেও এ রকম শোচনীয় সংকট ও দুটো শিল্পেই বা দেখা দিল কেন? এ প্রশ্নটা স্বভাবতই মনে আসতে পারে। মঁসিয়ে গিলের রিপোর্ট থেকেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গিয়েছে। গিলে এক কথায় বলেছেন:

Poor quality is another deplorable consequence of the Great Leap Forward.

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত চীনের এক সরকারী রিপোর্টে মঁসিয়ে গিলের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল। ঐ রিপোর্টটিতে বলা হয়েছিল: আধুনিক খনিগুলো থেকে যে কয়লা তোলা হচ্ছে তার

বাজীকর

পাঠক সমাজে

আলোড়ন সৃষ্টি করেছে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নতুনতম উপন্যাস

বাজীকর ৮৲

কথাকলি
১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলি-৯

কথাকলির বই
সর্বত্র দোকানেই পাওয়া যায়

শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগের মানই উঁচু, বাকিটা নিম্নমান। প্রধানত এই সব খারাপ মাল আসছে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামবিহীন "গ্রাম্য" খনি থেকে। কোক-কয়লা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ১৯৫৮-৬০ সালে যে পরিমাণ কোক-কয়লা উৎপন্ন হয়েছে তার সিকি ভাগ মাত্রই কাজে লাগানো গিয়েছে। ১৯৫৯ সালে 'গ্রামের উনুনে" থেকে মোট পিণ্ড লোহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি পিণ্ড উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মান না থাকায় সে-সব মাল কাজে বিশেষ লাগে নি। ১৯৬১ সালের গোড়ায় চুঙ-কিঙ-এর এক ব্লাস্ট ফার্নেস যত পিণ্ড লোহা উৎপন্ন করেছিল, তার অর্ধেকই ফেলে দিতে হয়েছিল। আনসান এ ইস্পাতের নল প্রস্তুত করার পর, তার মান দেখে সেগুলো আর কর্তৃপক্ষ বাজারে ছাড়তে ভরসা পেলেন না, আবার গলিয়ে ওগুলোকে ইস্পাতের ইংগটে রূপান্তরিত করা হল। হোনানের লোইযাঙ ট্রাক্টর কারখানা আনসানের ইস্পাত কারখানায় প্রস্তুত বহু পার্টস্ ফেরত পাঠিয়ে দেয়। হয় ওগুলো নির্দিষ্ট মাপে মেলে নি, আর না হয় ওগুলোর মান নিকৃষ্ট—এই ছিল অভিযোগ।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে মানুষ এবং মেশিনের উপর বিরামহীন যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে মানুষের দফাই শুধু গয়া হয় নি, মেশিনপত্তরের পরকালও ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। গিলে লিখেছেন ঃ

On the one hand, the Great Leap Forward had strained the over-worked equipment and, on the other hand, had grossly neglected maintenance and repair.

যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ১৯৬১ সালে লোইযাঙের ট্রাক্টর কারখানাটিই বন্ধ রাখতে হয়েছিল। চুঙ-কিঙ-এর একটি ইস্পাত কারখানার পাইপ ব্যবস্থা এবং বয়লারে ১৮০টি ছেঁদা বেরিয়ে পড়েছিল। চীনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সংবাদগুলো পরে ছাপাও হয়েছিল।

খনি শিল্পের অবস্থাও খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৯৬১ সালে, পিপলস্ জার্নালে" প্রকাশিত খবরে বলা হয়, শানটুং প্রদেশের ভাল ভাল খনিগুলোর অর্ধেকেরই বর্ষার আগে প্রয়োজনমত পাম্প সংগ্রহ করার সঙ্গতি ছিল না। পিকিং-এর 'লেবার ডেইলি" এই সময়েই একটি মারাত্মক খবর দেয়।

"at a period of deterioration in material conditions and in a period of moral oppression" the Peking **Labour Daily** reported that huge explosion took place in the principal mine of Fushum in Manchuria and halted production for five months — (Robert Guillain)

বিভিন্ন দলিলে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে চীনে কয়লা কোক বিস্ফোরক, তেল এবং কাঁচা মালের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যন্ত্রপাতি স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ব্যাপারেও যথেষ্ট গাফিলতি ঘটেছে। একটা সংবাদে দেখা যাচ্ছে খনিশিল্পেও বেশ বড়রকমের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে। অনেক খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অনেক খনিতে আংশিকভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। আকর-লোহার ঘাটতি থাকায় মেটালার্জির কাজ ভালভাবে চলছে না।

ভোগ্যপণ্যের কথা না তোলাই ভাল। কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে ভোগ্যপণ্যের স্থান সবার নীচে সবার পিছে। চীনে শুধু যে খাদ্যাভাবই ঘটেছে তাই নয় নিত্য ব্যবহার্য আরও নানা সামগ্রী—সাবান থেকে ওষুধ, গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, কাপড়, পটারি দ্রব্য, জুতো, কাগজ, ধাতদ্রব্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। বড় বড় শহরের দোকানের শো-কেসে এইসব জিনিস দেখতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে জিনিস কেনার ক্ষমতা বহু লোকেরই নেই। কারণ চীনদেশে র‍্যাশন কুপনের বিনিময়ে এইসব জিনিস কিনতে হয়। যেখানে পেট ভরাবার মত খাদ্যই জোটানো ভার, সেখানে লোকের পক্ষে খাদ্য কুপনের বদলে অন্য জিনিস কেনা সম্ভবই হয় না। তাই নয়াচীনে শুধু খাদ্যের ব্যাপারেই নয়, সব কিছুর জন্যই র‍্যাশন প্রথা চালু করতে হয়েছে।

সাংহাইতে ১৯৬১ সালের শেষে দেখা গেল, নাগরিকেরা সারা বছরে মাথাপিছু পেয়েছে এক গজ করে কাপড় এবং এক জোড়া করে স্যাণ্ডাল। মঁসিয়ে গিলে জানাচ্ছেন ঃ

The shortage of consumer's goods adds to the effects of a reckless and haphazard financial policy, which had banked on the success of the Great Leap Forward. For the first time under the new regime, China is facing inflation, which means a considerable devaluation of its currency abroad

শুধু 'মহাবেগে লাফ মারা' নয় আরও একটি কারণ নয়াচীনে আজ অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই কারণটি হচ্ছে এই সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইওরোপের অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলো কর্তৃক একযোগে চীনকে সাহায্য দান বন্ধ

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক
এইমাত্র প্রকাশিত হইল

শ্রীম দর্শন

[দ্বিতীয় খণ্ড]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কয়েকটি কথোপকথন। স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী দীর্ঘকাল মাষ্টার মহাশয়ের পূত সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই সময় কথামৃতকারের সহিত সাধু ও ভক্তজনের যে সকল আলাপ আলোচনা হইত তিনি তাহা ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। উদ্দেশ্য ছিল অবসর সময়ে উহার অনুধ্যানে আনন্দলাভ করা। শ্রীম স্বয়ং এই ডায়েরির পাঠ শুনিয়াছেন—স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন আর কিভাবে ডায়েরি লিখিতে হয় তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীম-দর্শন সেই ডায়েরির সঙ্কলন। ইহাতে আছে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনেক নূতন কথা, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা আর কথামৃতকার কর্তৃক কথামৃতের ভাষ্য। উপরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণালোকে গীতা উপনিষদ ভাগবত পুরাণ ও বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থের অভিনব ব্যাখ্যা।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ ভূমিকা ইত্যাদি সহ প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থ, বোর্ড বাঁধাই ও মনোরম জ্যাকেট

॥ মূল্য পাঁচ টাকা ॥

॥ জেনারেল বুকস্ ॥

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

বিশ্বের অমর সাহিত্যিকদের
অসাধারণ গল্পের অনুবাদ সংকলন।

কি বিচিত্র এই প্রেম

॥ আর্যভট্ট ॥

(১) ফর এ নাইট অফ লাভ—এমিল জোলা। (২) লেসনস্ ইন লাভ—গিয়ে ভ্যান মঁপাসা হ্যাঁ। (৩) ল্যাষ্ট পিগ অফ এ মরিন—গি দ্য মোপাসা। (৪) ওয়ান অফ ক্লিওপেট্রাস্ নাইট্‌স—থিওফিল গতিয়ের। (৫) দি স্টোরি অফ এ ফার্ম গার্ল—গি দ্য মোপাসা।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতী: এই বিচিত্র প্রেমের গল্পের বোধ হয় তুলনা নেই। গভীরতা, আবেগ, পটভূমিকা, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং তীব্র অনুভূতি ও passion একত্র হয়ে যেন এক একটি হীরের মত জ্বলজ্বল করছে।

— মূল্য তিন টাকা মাত্র —

প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত

প্রতিমা বুক ষ্টল

২৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

করে দেওয়া। মূলত সোভিয়েট সাহায্যের উপর নির্ভর করেই নয়াচীনে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল। এখন রুশীদাদা "চীনী ভাই"-এর বেয়াড়াপনায় বিরক্ত হয়ে "মাসোহারা" বন্ধ করে দেওয়ায় চীনী ন্নাদাব এখন অথৈ জলে আকুপাকু করছে।

নয়াচীনে সোভিয়েট রুশিয়ার সাম্প্রতিক রপ্তানির যে হিসাব মস্কোর সূত্রে পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রুশিয়া আর কখনও এত কম মাল সেখানে রপ্তানি করেনি। ১৯৬০ সালে রুশিয়া যত মাল রপ্তানি করেছিল, ১৯৬১-৬২ সালে করেছে তার চাইতে শতকরা ৪৫ ভাগ কম এবং ১৯৫৯ সালের তুলনায় শতকরা ৫৫ ভাগ কম।

সোভিয়েট রুশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুসারে রুশিয়া ১৯৫৯-৬০ সালে চীনে "পুরো কারখানা" খাতে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি খাতে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার এবং বিবিধ খাতে (পেট্রোল, ধাতু, সামরিক সরঞ্জাম প্রভৃতি) ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল।

রুশিয়া হঠাৎ হাত গুটিয়ে নেওয়ায় কলকারখানা তৈরির কাজ কোথাও মাত্র আরম্ভ হয়ে কোথাও বা অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। রুশী এবং চেকোস্লোভাক কারিগরদের ফেরত নিয়ে যাওয়ায় এমন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যে, চীন পাইলট প্রোজেক্টগুলোর কাজও চালাতে পারছে না।

হলুদ নদীতে বাঁধ দিয়ে বিরাট এক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথাটাই ধরা যাক। এই নদীর সানমেন গিরিখাতের উপর বাঁধ তৈরি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, আটটা টারবাইন বসাবার কথা ছিল কিন্তু সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগররা একটা টারবাইন বসিয়েই উপরওলার হুকুমে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে কেটে পড়েছে। সোভিয়েট রুশিয়া আজ পর্যন্ত বাকি সাতটা টারবাইন চীনকে ডেলিভারি দেয়নি। চীন অভিযোগ করেছে যে, সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ারেরা যাবার সময় এই প্রকল্পের নকশাটিও গাপ মেরে দিয়েছে। কম্যুনিস্টদের কারবারই আলাদা!

রুশিয়া এবং তার তাঁবেদার কম্যুনিস্ট দেশগুলো চীন থেকে মাল কেনা কমিয়ে দেওয়ায় চীনের বাণিজ্যিক আমদানীও বিলক্ষণ বিপাকে পড়েছে। ১৯৬১ সালের আগে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশ চীনের মোট রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৬৫ ভাগই কিনে নিত, এখন তারা অর্ধেকেরও কম কিনছে।

এইসব কারণে চীন এখন ঠিক করেছে যে, "কোনও স্যাঙাতের উপরই সে আর নির্ভর করবে না।" তার জাতীয় অর্থনীতিকে সে নিজের পায়ে দাঁড় করাবে। তাই চীন বর্তমানে তার অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবে বলে স্থির করেছে এবং আওয়াজ তুলেছে, "কৃষিকর্মকে অগ্রাধিকার দাও।"

এতদিন পর্যন্ত চীনের লক্ষ্য ছিল, যেন তেন প্রকারেণ দেশে শিল্পের প্রসার করে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি কর এবং এইভাবে মার্কসীয় ধ্রুপদী পদ্ধতিতে দ্রুত সর্বহারা শ্রমিকের ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠা করে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সমাধা করে ফেল। তাই চীনের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল ভারী শিল্পকে। দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছিল লঘু শিল্পকে। তৃতীয় স্থানে ছিল কৃষি।

বাস্তবের রূঢ়তম আঘাতে চীনের কম্যুনিস্ট নায়কদের নতুন চৈতন্যের উদয় হল। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে সেণ্ট্রাল কমিটি পিকিং-এ আবার নতুন করে "মহান' সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পার্টির ইস্তাহারে বলা হল, "অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যাপক' কর্মভার গ্রহণের জন্য চীনকে প্রস্তুত হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই পরের বছরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে ঘোষণা করলেন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষিকে "অর্থনীতির বুনিয়াদ" হিসাবে গ্রহণ করে পরিবর্তিত কর্মসূচীতে তার স্থান সবার উপরে রাখা হল, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল লঘু শিল্প এবং ভারী শিল্প নেমে গেল সবার নিচে। চৈনিক পরিকল্পনা এবং তুঘলকী খামখেয়ালী প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

মোটামুটি নয়াচীনের অর্থনৈতিক দুর্গতির একটা পরিচয় তুলে ধরা হল, এখন প্রশ্ন, এই ধাক্কা সামলাতে চীনের কতদিন লাগবে? শিল্পোন্নয়ন পিছিয়ে যাওয়ার গুরুতর প্রতিক্রিয়া সেখানে এখনই দেখা দিয়েছে। ১৯৫৮ সালে কৃষি শ্রমিকের একটা বিরাট অংশকে শিল্প কারখানায় টেনে

অন্নদাশঙ্কর রায়

সুখ ৫-০০

যার যেথা দেশ ৫, অজ্ঞাতবাস ৬, কলঙ্কবতী ৬, দুঃখমোচন ৬, মর্তের স্বর্গ ৬, অপসরণ ৬,

গল্প ৫-০০

আগুন নিয়ে খেলা ৩,
পুতুল নিয়ে খেলা ৩,
কন্যা ৩, না ২॥

রবীন্দ্রনাথ ৫-০০

রত্ন শ্রীমতী
১ম ভাগ ৪, ২য় ভাগ ৩॥০

চতুরালি ১॥ কণ্ঠস্বর ৩,

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

অষ্টাদশী ৬-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
আগন্তুক ১॥০ ভাড়াটে চাই ১,

রামপদ মুখোপাধ্যায়
মায়ামালঞ্চ ৩·৫০

গদাধরচন্দ্র নিয়োগী
ঊর্মি ৬, পথ আমায় ডাকে ৪,

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
শুক্লপক্ষ ৩, সহৃদয়া ৪,

উত্তরপুরুষ ২·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
সমুদ্র অনেক দূরে ৩,
প্রিয় অপ্রিয় ২॥০

বিমল কর
দেওয়াল
১ম খণ্ড ৪॥০ ২য় খণ্ড ৬, ৩য় খণ্ড ৮॥০

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
একই সমুদ্র ৩॥০ দিনরাত্রি ৩॥০

বুদ্ধদেব বসু / রূপদর্শী
মনের বাঘ ৪,
রংবাহার ৩॥০

রমাপদ চৌধুরী

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫-০০

আরো একজন ৩॥ প্রথম প্রহর ৫, অরণ্য আদিম ৩, বাববাই ৩,

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬

আনা হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যেই উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। সরকারী নির্দেশে এখন প্রচুর সংখ্যায় শিল্পশ্রমিককে ক্ষেতে-খামারে পাঠান হচ্ছে। ১৯৬২তে দু কোটি লোককে শহর থেকে গ্রামে পাঠান হয়েছে। এক সাংহাই থেকেই গিয়েছে কুড়ি লক্ষ। কমিউনের শক্ত বাঁধন শিথিল করে চাষীদের উৎসাহ বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্তও "বৃহৎ উৎপাদক বাহিনীর" উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬১ সাল থেকে "ছোট ছোট উৎপাদক বাহিনী" সৃষ্টির আওয়াজ তোলা হয়েছে। "গ্রামের কারখানা" গড়ে তুলতে গিয়ে আবহমান কালের কুটির-শিল্পগুলিকে প্রায় খতম করে ফেলা হয়েছিল। এখন আবার সেগুলো পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে, এমন কি কৃষকেরা বেচা-কেনা করতে পারে এমন বাজারও খোলা হয়েছে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটানো হয়েছে—সীমিত ক্ষেত্রে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে প্রতি-চাষীর জন্য মাথাপিছু উৎপাদনের জন্যে একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে চাষীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে—কেউ যদি নির্ধারিত সীমার উপরে উৎপাদন বাড়াতে পারে, তবে সেই বাড়তি ফসল সেই পাবে।

১৯৬২ সালে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্বস্তরে অমানুষিক এক চেষ্টা শুরু হয়েছিল। এই বছর জানুয়ারী মাসে "পিপলস জার্নাল" পত্রিকায় চীনের রাষ্ট্র-নায়কদের এক জরুরী আবেদন প্রচারিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এই বছরের উৎপাদনের উপর সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এসব সত্ত্বেও ফলন আশানুরূপ হয়নি। উৎপাদন কত হয়েছিল, চীনা সরকার তার হিসাব প্রকাশ করেননি, তবে প্রত্যাশিত সাফল্য যে হয়নি, খাদ্য সংকটের তীব্রতা যে কমেনি, তা এই বছরের 'রেড ফ্লাগ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যার কাঁদুনি থেকেই বোঝা যায়।

শহর থেকে গ্রামে জোর করে লোক পাঠানোর নির্দেশে চীনে ব্যাপকভাবে ত্রাস এবং ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল—হংকংএ দলে দলে লোক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ স্কুল ও কলেজের ছাত্রকে ক্ষেতে ও খামারে চাষের কাজে ঠেলে দেওয়ায় নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সৈন্য, পার্টি এবং পুলিসের চাপে এইসব বিদ্রোহ দৃঢ়ভাবে দমন করে দেওয়া হয়। তবু এই অসন্তোষের ধোঁয়া এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

জনসংখ্যার অসম্ভব বৃদ্ধি রাষ্ট্রনায়কদের একটা প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবার পরিকল্পনার জন্য নানা প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। শহরে এই প্রচার অভিযানে কিছুটা ফল দেখা দিলেও গ্রামাঞ্চলে তা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬১ সালে মাও সে তুং ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারির কাছে স্বীকারই করেন যে, ১৯৫৬-৫৮ সালে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

চীনের শিল্পোৎপাদনের মন্থর গতি তার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি ভারী শিল্পের উৎপাদন একেবারেই আধাআধি কমে যায়। ১৯৬১-৬২ সালে চীনা সরকার লঘু-শিল্পের পুনর্গঠন করে ভোগ্যপণ্য এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টাতেও প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়নি। শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মাল আমদানীর খাতে চীনের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আগামী তিন বছরে সোভিয়েট রুশিয়ার পাওনা দাঁড়াবে পঞ্চাশ কোটি ডলার, বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী বাবদ (যদি ধরে নেওয়া যায় ১৯৬২-৬৩ সালে চীন আর খাদ্য আমদানী করবে না) চীনের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে কুড়ি কোটি ডলার। চীন যদি বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পায়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সে দেখাতে পারবে। না হলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তাকে একেবারে থেমে থাকতে হবে।

খাদ্য সঙ্কট মোচনের জন্য চীনকে ধনতান্ত্রিক কয়েকটি রাষ্ট্রের দুয়ারে ধর্না দিতে হয়েছে। শিল্প সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যও তার পক্ষে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারস্থ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয় বলেই কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন। রুশিয়ার সাহায্যে চীনের শিল্পোন্নয়নের আশা দুরপরাহত বলে চীনও মনে করছে। মস্কো-পিকিং-এর মধ্যে মতান্তর ঘটায় রুশিয়া চীনের প্রতি বিমুখ হয়েছে এবং সেই কারণেই সাহায্য দিচ্ছে না—একথা পুরো সত্য নয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদেশে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা রুশিয়ার কমে আসছে। আমেরিকার সঙ্গে মহাকাশ বিজয়ের পাল্লা দিতে গিয়ে রুশিয়ার অর্থ-নীতি আজ তার ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কাজেই চীনকে রুশিয়ার মদতের আশা ছাড়তেই হবে। তাহলে কার উপর নির্ভর করবে চীন ? বহু নিন্দিত 'সাম্রাজ্যবাদী' দেশগুলোর উপর ?

প্রবীণ নেতাদের খামখেয়ালীর ফলে দেশে বিপর্যয় ঘটায় চীনের নবীনতর নেতৃবৃন্দ তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পার্টিতে প্রবীণ সদস্যের ('লং মার্চে' যারা যোগ দিয়েছিলেন) সংখ্যা, পার্টির মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র। শতকরা আশি ভাগ সদস্যই চীনের মুক্তির পর পার্টিতে যোগ দিয়েছে। শতকরা সত্তর ভাগই পার্টিতে এসেছে গত আট বছরে। পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নবীন নেতাদের অসন্তোষ চীনের ইতিহাসে কি নতুন পরিবর্তন আনবে ? (ক্রমশ)

—বহু প্রশংসিত নরকেশরী বিবেকানন্দজীবনী গ্রন্থ—

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ প্রণীত

॥স্বামী বিবেকানন্দ॥

"…..স্বামী সোমেশ্বরানন্দ শুধু ভক্তের দৃষ্টিতে নয় যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীর আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি বিবেকানন্দ জীবনী সাহিত্যের মধ্যে অনায়াসে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সন্দেহ নেই।"…… মূল্য তিন টাকা।

—আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত, বেতার জগৎ-এ আলোচিত।

"……বইখানি পাঠ করে উপকৃত হয়েছি। স্বামীজির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এবছর অনেক বই প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে এই বইখানা বিশিষ্টতার দাবী রাখে। বইটিতে স্বামীজির জীবনী ও বাণী মিশ্রিতভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। এই বইখানা সেই অভাব মোচনে অনেকটা সাহায্য করবে।"

—(স্বাঃ) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

"……পুস্তকখানি যে, অল্পের মধ্যে একটি চমৎকার ও মনোজ্ঞ পুস্তক হইয়াছে এবং জীবনী সাহিত্যে একটি নূতন স্বাদ আনিয়া দিয়াছে, তাহা পরম আনন্দের সহিত আস্বাদন করিলাম। বইখানি অবশ্যই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।" —(স্বাঃ) স্বামী সোমানন্দ।

—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকলিত—

মানবদেহধারী যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীহস্তলিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত কতগুলি স্পষ্ট উক্তি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সুন্দরভাবে সংগৃহীত হয়েছে। মূল্য : ১, টাকা

॥ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

—কলেজ স্ট্রীট ও অন্যান্য অঞ্চলের পুস্তকালয়ে পাবেন—

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা—১২

* আলোচনা *

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

আপনার "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত "শিল্পীর স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি নিয়মিত পড়ে আসছি। আলোচনা বিভাগে এই প্রবন্ধগুলির উপর যে আলোচনা হয় তাও পড়ে থাকি। এই সূত্রে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু তাঁর রচনায় চীনের মানুষের, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কমিউনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা ভয়াবহ হলেও আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষেরই আরেকজন শিল্পীর একটি রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

"জনবাদী চীন মে' গেঁহু, চাবল ঔর কপাস আদি কে উৎপাদন মে' বৃদ্ধি করনে কে লিয়ে নয়ে নয়ে প্রয়োগ কিয়ে জা রহে হ্যায়। দেশ কে উৎপাদন কো বঢ়ানে কে লিয়ে ইঁহা সব প্রকারকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ কিয়ে জা রহে হ্যায়। ইহী কারণ হ্যায় কি আজ চীন মে' কোই ভুখা নহী মরতা। চিনী লোগ বড়ে সীধে সাধে ঔর পরিশ্রমী হোতে হ্যাঁয়। শিষ্টাচার কা এ বহুত ধ্যান রখতে হ্যায়। জব সে চীন মে' জনবাদী রাজ্য স্থাপিত হুয়া, চিনী জনতা নে দিন দুনী রাত চৌগুণী উন্নতি কী হ্যায়। বহাঁ কী স্ত্রিয়োনে অপনে সৌন্দর্য মে' বৃদ্ধি করনে কে লিয়ে অপনে প্যাঁরো কো কাঠ মে' বাঁধ কর ছোটা করনা ছোড় দিয়া হ্যায় ঔর এ আর্থিক ঔর সামাজিক ক্ষেত্রো মে' কার্য করনে লগী হ্যায়। চীন মে' শিক্ষা কী বড়ী উন্নতি হো রহী হ্যায়।

অর্থাৎ, "জনবাদী চীনে গম ডাউল এবং কার্পাস ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নতুন নতুন পরীক্ষা চলিতেছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এখানে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাজে লাগান হইতেছে। এই কারণের জন্যই চীনে আজ ক্ষুধার কেহ মরে না। চীনের লোক বড় সাদা সিধা এবং পরিশ্রমী। শিষ্টাচারের প্রতি এদের খুব লক্ষ্য থাকে। চীনে জনবাদী রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীনের জনতার চরম উন্নতি হইয়াছে। চীনের স্ত্রীলোক আজ আর নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঠে পা বাঁধিয়া পা ছোট করে না। সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেও মেয়েরা কাজ করিতেছে। চীনে শিক্ষার বড় উন্নতি হইতেছে।"

এই উদ্ধৃতি পাঠ করে চীন সম্পর্কে কি ধারণা হবে আমাদের? যে রচনা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেই রচনা এখনও আমরা পাঠ করি। (সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ১৯৬০ সালের প্রবীণ পরীক্ষার সরল হিন্দী পাঠমালা ২য় ভাগের ৩০ পৃষ্ঠায় "ভারতকা পড়োসী চীন" নামক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)

এ ধরনের পাঠ বন্ধ করে সত্য তথ্যপূর্ণ পাঠ নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় কি?

নমস্কারান্তে।

ইতি—

অজিতেন্দ্র সিংহ, নতুন দিল্লি-৩

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আলোচ্য বছরের ৩রা জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় বিখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' লেখাটা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। আজ থেকে এগারো বছর আগে মনোজ বসু চীন পরিভ্রমণ করে "চীন দেখে এলাম" বলে একখানা বই বের করেন। উক্ত বইয়ে মনোজ বসু চীন দেশের

বৈজ্ঞানিক পরিচালিত—

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

২য় বর্ষ । ১ম সংখ্যা

সম্পাদক । সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষয়সূচী। স্মৃতিকথা—সৌদামিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, হেমলতা ঠাকুর, বনফুল। নৃত্যকলার উজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ—প্রণয়কুমার কুণ্ডু। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—নীলরতন সেন। রবীন্দ্রনাথের গুরু—জীবেন্দ্র সিংহরায়। কবির তপস্যা—হরপ্রসাদ মিত্র। কবিকণ্ঠ—সন্তোষকুমার দে।

মূল্য ১·০০ বার্ষিক ৪·০০ সডাক ৫·০০

২৩বি বেথুন রো

কলকাতা-৬

চাউলের দর কমিতেছে

বর্তমানে চাউলের দর কমিতে সুরু হইয়াছে। খুচরা বাজারে ইহার বিশেষ প্রতিক্রিয়া না দেখায় ক্রেতা জনসাধারণের সুবিধার জন্য আমরা কলিকাতার মধ্যে দূরত্ব হিসাবে মণ প্রতি মাত্র ২৫ হইতে ৭৫ নয়া পয়সা ভাড়ায় খুচরা চাউল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

যাঁহারা অন্যত্র এখনও চাউলের দর বেশী বিবেচনা করিতেছেন তাঁহারা আমাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন। কাঁকড় ও দুর্গন্ধবিহীন নানাবিধ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ঢেঁকিছাটা, কলছাটা সিদ্ধ অথবা আতপ চাউল কমবেশী যে কোন পরিমাণ অন্ততঃ একদিন পূর্বে টেলিফোনে অথবা এখানে আসিয়া অর্ডার দিলে মাল বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

বিশ্ববিখ্যাত আসল সুগন্ধি বাসমতী ও কালজিরা (পোলাও ও পায়েসের জন্য) এবং রোগীর পথ্যের বহু পুরাতন দাদখানি চাউল পাইবার ইহাই বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্মরণ রাখিবেন প্রত্যেক শনিবার বেলা ২টার পর হইতে পরদিন রবিবার সমস্ত দিন দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।

বিনীত—শ্রীউষাকান্ত দাস
প্রধান পরিচালক

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

৩৭এ ও ৪৩/২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলি-১৪

॥ টেলিফোন : ২৪-৪৩৬৭, ৮২ ॥ টেলিগ্রাম : [illegible] ॥

মানুষের জীবনযাত্রা, আচার আচরণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর এখন বলছেন—"সেদিনের আচরণ ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়, ভারত-চীন মৈত্রী নিতান্তই অভিনয়ের ব্যাপার।" আমার সাবনয় প্রশ্ন এই যে, বিদগ্ধ সাহিত্যিক হয়েও মনোজ বসু এই "ধোঁকা-বাজি" বা অভিনয় ধরতে পারেননি কেন? তার কলম তো স্বাধীন ছিল। তখন কেন তাঁর কলম কাঠি হয়ে কমিউনিস্ট চীনের ঢাক পিটিয়েছিল। যার জন্য ওই বই বহু প্রচারিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। লেখক বর্তমান জাতীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বকৃত দোষ স্খালনার্থে বলেছেন—"জঙ্গী চীনের প্রতি ঘৃণায় এবং মনঃক্ষোভে নিজে থেকেই বইয়ের প্রচার বন্ধ করেছি। বিষয়বস্তুর জন্য না সাহিত্য গুণেই বই পুরস্কৃত হয়েছিল। লেখকের উক্তিতে একথা স্পষ্ট—বইয়ের বিষয়বস্তু প্রধান নয়। তাহলে কি ধরে নেব ও বইয়ে অনেক বিষয়বস্তু সঠিক নয় বা হয়তো নেহাতই কল্পনাপ্রসূত! যেখানে একটা দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভরশীল এ ধরনের বইয়ের উপর, সেখানে বিষয়বস্তু প্রধান না হয়ে, সাহিত্যগুণ প্রধান! বিশেষত একথা রূঢ় হলেও সত্য যে, আলোচ্য সাহিত্যিকের সত্যদৃষ্টি এবং তীব্র অনুভূতি নেই যা দিয়ে একটা দেশকে পূর্ণভাবে দেখতে পারেন।

বিনীত

দিলীপ চক্রবর্তী,

চারঘাট

২৪-পরগনা

॥ ৩ ॥

সবিনয় নিবেদন,

মনোজ বসুর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পড়ে বেশ লাগল। এর একটা মরাল আছে; তা এই—দু চার দিন বা দু'চার মাস কোন দেশে থেকে সে দেশ সম্বন্ধে বই লেখা মারাত্মক ভুল।

বস্তুতঃপক্ষে কোন দেশ সম্বন্ধে বই লিখতে হলে সে দেশে অন্তত পক্ষে দু' বছর, পাঁচ সাত বছর হলে আরও ভাল—থাকা দরকার। আর এই থাকা হোটেলে অথবা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে হলে হবে না; থাকতে হবে সেই দেশের দু-তিনটে পরিবারের সঙ্গে ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশতে হবে। তবেই সে দেশ সম্বন্ধে বই লেখা যেতে পারে। লেখকরা ভবিষ্যতে এ কথাটা যেন মনে রাখেন। ইতি—

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

১১৭, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, মাদ্রাজ-১

আপনার ভাগ্য

আপনি পাঁচটি কঠিন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। ১.২৫-এর ভি-পিতে আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর পাইবেন। ঐগুলিই আপনাকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিবে। আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছা কি তাহা লিখিবেন।

স্বামী এস আচার্য

পোঃ কাতরিসরাই (গয়া)

(সি-এম ১২৯০এ)

চিত্ত ঃ ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি পরিচালিত মনোবিদ্যা বিষয়ক সাধারণের উপযোগী বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বৈশাখ হইতে ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল। বার্ষিক সডাক চাঁদা—৩, টাকা। "লুম্বিনী পার্ক" ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩৯।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

কবি নজরুল

১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুল ইসলামের চৌষট্টিতম জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনের গাথা শোকে অথবা সুখে কিসে রচনা করব ভেবে পাই নে। মনে হয়, যে-মানুষটি জীবিত অথচ জীবনের শারীরিক লক্ষণগুলি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, মানসিক দিকটি একটি অদ্ভুত অন্ধকারে ঢেকে আছে, তাঁর কাছে সবই নিরর্থক। নিরর্থক এই শ্রদ্ধা নিবেদন সম্মান প্রদর্শন। হয়ত আমাদের পক্ষে নীরব থাকলেই ভাল হত। কিন্তু মনে হল, জন্মদিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সব সময় কবির ও তাঁর কাব্যের স্মরণে হতে পারে, কবিকে যদি না পাই তবুও। নজরুলই লিখেছিলেন—

"ম কাঁদালে কাঁদ হও নিঠুর বঁধু
রাজা হলে বাঁস হৃদয়ে—

স্বতঃস্ফূর্ত কবি নজরুল আমাদের হৃদয়ে সেই কথা বলেছিলেন। তার জন্য অনাবশ্যক প্রসাধন প্রয়োজন হয়নি। বাংলা দেশের সেই প্রাণচঞ্চল যুগ—বাংলার একদিকের ইতিহাস স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বহুবিধ উত্থান পতন—সে যুগ আপন বেগে আপন জীবনে মুখর ও চঞ্চল হয়ে থাকত বেড়েছিল, যে কালে যৌবন যৌবনেই সবকিছু গুণাগুণ নিয়ে উপস্থিত ছিল—নজরুল সেই যুগের কবি। শুধু বিদ্রোহী কবি বলে তাঁকে ছোট করা হয়, বলা উচিত প্রাণ পাগল কবি—নিজের জীবনের অফুরন্ত শক্তিতে যিনি সর্বত্র চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন—আনন্দে হর্ষে বিদ্রোহে বিরহে।

নজরুলের মতন এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান মানুষ নাকি তাঁর তদকালীন বন্ধুরা কেউ দেখেননি। ও মানুষ যখন যেখানে আসত, যেন ঝড় আসত, সেই ঝড়ে কত কি যে এসে জমত—হাসি ঠাট্টা গান মজলিস স্বদেশ-কথা তা তাঁর বন্ধুদেরও জানা থাকত না। কিন্তু এমন নাকি কখনও হয়নি, নজরুলকে কারও খারাপ লেগেছে, কেউ বিরক্ত হয়েছে।

জীবনের এই উত্তাপ ও অস্থিরতা, স্বভাবের এই মাধুর্য ও মমতা, হৃদয়ের এই আবেগই নজরুলের কাব্য রচনার মূল উৎস। কাব্যের বহিরঙ্গ, প্রাণের কাতরতা অপেক্ষা কথার স্পর্শকাতরতা নিয়ে কবি কি কখনও বসে ভাবতেন? প্রয়োজন হয়নি তাঁর, প্রয়োজন হয়নি অত খুঁতখুঁতানির, কৃত্রিম পালিশের। বুকে যা এসেছে কণ্ঠ দিয়ে গেয়েছেন, মনে যা এসেছে মুখে চিত্তে যেন লিখেছেন—

"কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই
যারে পাই তারে যেন আরও পেতে চাই।"

নজরুলের কাব্য-বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু তাঁর অন্যতম গুণমুগ্ধ পাঠক। একদা অনেক কবিতাই মুখস্থ করেছি। আজও কখনও কখনও তার অংশ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সেই গানগুলি—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু—', 'কে এল মোর ঘুম ঘোরে নম নম—' ইত্যাদি। যদিও আমরা প্রায়শ এমন কথা শুনি যে নজরুল ছিলেন বীররসের কবি, অসংযত আবেগের স্বভাবশিল্পী, কিন্তু তা সংগত নয়। কেননা, কবি নজরুলের কাব্যে বীররস এবং অসংবৃত আবেগ ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদানও আছে। স্নিগ্ধ প্রেম, আত্মগত দুঃখ, শান্ত শোক, ভক্তের মতন নম্রতা ও প্রেমিকের

'রাজা হলে বাঁস হৃদয়ে'

অভিমানও তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের যে-পর্ব অতিক্রম করে এলে এই কবির কণ্ঠ থেকে আমরা স্নিগ্ধধীর সঙ্গীত শুনতে পেতাম, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে

প্রকাশিত হইল

পৌরাণিক পটভূমিকায় অমরেন্দ্র দাশের বিরাট উপন্যাস

রূপে অরূপে মহামায়া

। নয় টাকা ।

সম্প্রতি প্রকাশিত

বিভাস নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত সমরেশ বসুর উপন্যাস

অচিনপুরের কথকতা ৬,

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস **পতঙ্গ মন ২॥**

বিমল করের উপন্যাস **স্বর্গ খেলনা ৪,**

সুবোধ ঘোষের চিত্রে রূপায়িত **শ্রেয়সী ৫,**

বারীন্দ্রনাথ দাশের উপন্যাস **শাহজাদা ৯,**

ক্যালকাটা পাবলিশার্স । ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

কবি সেই পর্বেই নীরব হয়ে গেলেন। হয়ত অত মুখরতার পর এই নীরবতাই আরও বেশী [illegible] অনন্য নিয়তি এই কথাই বলেছিল যে, নীরব হয়ে থাকেন বলেই অত সরব ছিলেন হয়েছিলেন পূর্বে।

"হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভাল না বাসিতে হৃদয় শুকায়—
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়—"

● বসু চৌধুরীর বই ●

জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত নতুন উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতিধ্বনি

নতুন পটভূমিকার দাম — ৩·০০

বসু চৌধুরী : ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মেয়েরা বাড়িতে রান্নাবান্না করে, আত্মীয় স্বজনকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়। সেখানে তারা কল্যাণী।

কিন্তু সেই কাজই যখন বাইরে এসে করে তখন তারা আর মেয়ে থাকে না, হ'য়ে যায় মেয়েমানুষ......। কেন?

এই জিজ্ঞাসাই এক রেস্তরাঁ মেয়ের দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে এই উপন্যাসে।

তিমির বিদার

সমর বসু

দাম—তিন টাকা।

কন্টেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : ১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-১।
পরিবেশক : ইস্টার্ন এজেন্সী—১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লোক-সংস্কৃতি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

বিনয় নিবেদন,

গত ১২ই ও ১৩ই মে [illegible] এক গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এখানে 'মুর্শিদাবাদ জেলা সাহিত্য ও বাউল' সম্মেলনরূপে দু দিনব্যাপী এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়ে গেল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ হলো দু-দিন। জেলায় অভূতপূর্ব ঘটনা হলো, বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় পঁচিশ জন জাত 'বাউল'কে সমবেত করা হয়েছিল। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, বাঙালীর প্রাণ—'বাউল গান' এ দু-দিন দূরবাংলার এক ছোট শহরের পরিবেশকে যেন প্রাণনন্দ করে তুলেছিল। এই ধরনের 'বাউল সম্মেলন' মুর্শিদাবাদে প্রথম; কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টায় যেভাবে সাড়া পেলাম জনসাধারণের কাছে, তা আশাতীত।

সাধারণের মধ্যে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাদের সম্মেলনের খরচের জন্য। 'বাউল'দের শুধুমাত্র আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছি. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হয়নি; তবুও তাদের উদারতা, লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আমাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আবেদন করেও সাড়া পাইনি সরকারী দপ্তরের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে গণতান্ত্রিক দাবী নিয়ে আবেদন করেছিলাম জেলার উপযুক্ত সরকারী দপ্তরে কিছু অর্থের জন্য। বিলম্বিত উত্তর এসেছে সাহায্যের সুযোগ নেই বলে। অবাক হইনি; তবে প্রশ্ন জেগেছে এই চিন্তা করে যে, জাতির হৃদয়কে এভাবে পাথরচাপা দিয়ে শুধুমাত্র দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? বাংলার লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইতিহাস হয়েই থাকে, তবে জাতির বর্তমানকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আশা করি আপনার চিন্তাশীল মনেও এ অনুভূতির আঘাত বাজবে; তাই 'সাহিত্য সংবাদে'র মাধ্যমে এই আবেদনটুকু রাখলাম। ইতি।

বিশ্বনাথ রায়
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

গোবিন্দ বর্মণের অনবদ্য উপন্যাস

ভুলোনা মনে রেখো

মধুচন্দ্রিমা (যন্ত্রস্থ)

[illegible]

পুস্তক পরিচয়

ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম : একটি উল্লেখযোগ্য দলিল

জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

চলার পথের সামান্য কিছু কিছু মতভেদ অনুসারে বিপ্লব আন্দোলনের যুগে যে কয়টি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল "অনুশীলন"-দল তন্মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন অবলম্বনে ব্যারিস্টার পি মিত্র অনুশীলন সমিতির পরিকল্পনা করেন। বাংলা দেশের বহু সংখ্যক স্বদেশপ্রেমিক যুবকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদের সহযোগিতায় অতি অল্পকালের মধ্যে অনুশীলন সমিতির বীজ সর্বভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে। তাঁহার কারাবাসের এই স্বল্প-ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) সমগ্র দেশে সুপরিচিত। সমস্ত পৃথিবীতে বিপ্লব আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট যে-সব কর্মী দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, মহারাজ তাহাদেরই একজন। বৈপ্লবিক দল সংগঠন ও এই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের জন্য মহারাজ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং বিপ্লবী দল গঠনে কৃতকার্য হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগও লাভ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে মহারাজ তাঁহার ত্রিশ বছর জেল জীবনের কাহিনী যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তথ্য সমৃদ্ধ। তাঁহার কারাবাসের এই স্বল্প-পরিসর বিবরণ হইতে ভারতের কারাজীবনের দুঃখ কষ্ট, পাশবিক অত্যাচার উৎপীড়ন প্রভৃতি নানাবিধ বীভৎস এবং নারকীয় দৃশ্যের চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। অনুশীলন দলের সংগঠন, কার্য-প্রণালী, দলের সম্প্রসারণ এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বহু বিষয় এই পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত এদেশের তৎকালীন অন্যান্য সব বিপ্লবী দলের উৎপত্তি এবং প্রধান প্রধান দলের নেতৃস্থানীয়গণের নাম ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং তাহার পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লব আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা এই পুস্তকের [illegible]।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের বিপ্লববাদীদের সংগ্রাম প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের মোটামোটি ইতিহাস এবং সংগঠকদের নাম ও ভূমিকার কথা ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে বাংলা দেশে অনুশীলন দলের তৎকালীন আশ্রয় কেন্দ্র, বিপ্লব দলের কার্যে নারীদের ভূমিকা এবং বাংলার প্রত্যেক জেলার দুঃসাহসিক কর্মী ও দীর্ঘকাল যাঁহারা কারাবরণ করিয়াছেন এমন বহু সদস্যের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য গ্রন্থখানির আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নে এই গ্রন্থ অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে।

১৪০।৬৩

ছোট গল্প

আর্কিড—সুবোধ ঘোষ। আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু টাকা পঞ্চাশ।

আর্কিড কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন যার মধ্যে অন্তত কিছু গল্প আছে ফিরে ফিরে পড়ার মতো, কেননা তাদের গুঞ্জন ও অনুরণন গল্প শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ থেকে যায়। এবং তার পরেও সেটা বড়ো কথা এবং অল্প কিছু বাংলা গল্প সম্বন্ধে যে-কথা প্রয়োগ করা যায় সেটা এই সংকলন সম্বন্ধে প্রযোজ্য : এই গল্পগুলি প্রাপ্তবয়স্ক। সুবোধ ঘোষের অধিকাংশ গল্পই তাই, তারা কোনো উচ্ছ্বাস বা ভাবুক ভাবালুতাকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। অত্যন্ত সচেতন ও স্বাবলম্বী তাঁর রচনা কোনখানে তাকে দাঁড়াতে হবে—এই জ্ঞান তাঁর আছে; আর এই জন্যই সম্ভবত তাঁর কোনো গল্পই পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে না কিংবা পরের মুখে ঝাল খায় না। ইঙ্গিতময় মন্তব্য বহুস্তর কোনো উপমা, মানুষের মনের অসীম অন্ধকার ও রহস্য সম্বন্ধে অপরিমেয় কৌতূহল এবং সর্বোপরি এক তীব্র স্পর্শবোধ তাঁর যে-কোনো গল্পকেই এক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা ভূষিত করে থাকে। এই সংকলনের ভিতরকার অন্যূন তিনটি গল্প—"নিশিচক্রবাকী", "একতীর্থা" ও "জয়ন্তী"—মনে হয় তাঁর ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিতে পারে। তাঁর দৃষ্টি কোনো তুচ্ছকেই অবহেলা করে না, বরং তার ভিতরেও তাৎপর্য খুঁজে পায়; কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের গোপন জায়গাগুলি আত্মপ্রকাশ করে; ব্যক্তি ও অস্মিতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কোনখানে তিনি সমস্ত জট ও প্রহেলিকাকে তীরভূমিতে পৌঁছে দেন—তা যে-কোনো সচেতন পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। আর্কিডের গল্পগুলি এইজন্যই প্রাপ্তবয়স্ক যে তারা যেমন ইঙ্গিত ও ভাবনাময়, তেমনি পাঠককেও তারা ক্ষমাহীন ও অনিবার্য ভাবে জাগ্রত ও চিন্তাশীল করে তোলে।

অত্যন্ত সুন্দরভাবে বইটি বের করা হয়েছে; প্রকাশক এইজন্য ধন্যবাদ পাবেন।

৪৮১।৬২

বড় গল্প

শঙ্খকঙ্কণ—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। দাম দু-টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার এমন-একটা স্বাভাবিক লাবণ্য আছে, যার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। এই লাবণ্যের কারণ এই নয় যে তিনি এখনো অত্যন্ত অনায়াসে ও হালকা চালে "সাধু ভাষা" ব্যবহার করেন—বোধ হয় তার কারণ অন্যত্র নিহিত। 'লাবণ্য' কথাটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় লবণ যা ছাড়া কোনো রান্নাই খাদ্য হয় না। মনে হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার এই লবণ আর কিছু নয়, তাঁর স্নিগ্ধ কৌতুকের বোধ যা তাঁর সমস্ত রচনাকেই উপাদেয় করে তোলে। এই কৌতুক তাঁর ভাষার আদ্যোপান্ত পরতে-পরতে মিশে আছে বলেই বোঝা

প্রকাশিত হইল প্রকাশিত হইল

শ্রীবঙ্কিম সেনের

গীতা মাধুরী ১২·০০

(মহাপ্রভুর মতানুযায়ী গীতা-ভাষ্য)

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ৩·০০

শ্রীআশাপূর্ণা দত্তের

ভক্তি-ভারতী ২·০০

প্রকাশক :
[illegible]
[illegible], কলি-৩
প্রাপ্তিস্থান :
[illegible]
২/১, [illegible] দে স্ট্রীট, কলি-১২

কিশোর সঞ্চয়ন

ছোটদের উপযোগী
অম্‌নিবাস সিরিজ

প্রতি গ্রন্থে লেখকের সর্বোত্তমুখী প্রতিভার পরিচয়। উপন্যাস গল্প নাটক কবিতা প্রবন্ধের সমারোহ। বাংলা ভাষায় এই প্রথম। প্রতি বই ৪·০০

এই সিরিজে

অবনীন্দ্র • প্রেমেন্দ্র
শিবরাম • অচিন্ত্য
বুদ্ধদেব • নারায়ণ
হেমেন্দ্রকুমার (যন্ত্রস্থ)

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি ১৭৭৭/২)

যায় যে এটা বানানো বা কৃত্রিম বা চেষ্টাকৃত নয়—এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এই কথাগুলো আবার নতুন করে মনে পড়লো তাঁর নবপ্রকাশিত "শঙ্খকঙ্কণ" পড়তে গিয়ে। তিনটি কাহিনী আছে বইটিতে; প্রথমটি অর্থাৎ "শঙ্খকঙ্কণ" প্রায় একটি ছোটো উপন্যাস যেন—"রেবা রোধসি" ও "প্রস্নকেতকী" তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপের। প্রস্নকেতকীর বিষয় জন্মান্তরের গন্ধ গান, আবেগ ও বিষাদ—যেন বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এলো; রেবা রোধসি' পক্ষান্তরে নিরাভরণ ও নিরলংকৃত একটি প্রেমের গল্প যেখানে সেই সেব যুগের নরনারীর তপ্ত হৃৎপিণ্ড ও তার স্পন্দন ধক-ধক করে বেজে উঠেছে আর 'শঙ্খকঙ্কণ' গড়ে উঠেছে ইতিহাস ও ঐ ঐতিহাসিক চরিত্রদের নির্ভর করে—অথচ একে ঠিক ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যাবে না শেষের দিক থেকে সে গৌড় মল্লার বা কোনো মন্দিরা বা ঐ রকম অন্যান্য। কাহিনীর নিকট আত্মীয়।

মনে হয় মাঝে মাঝে রোমান্সের বিধুর, মধুর ও অস্পষ্ট জগতে ফিরে যাওয়া ভালো, মানুষের কল্পনা যখন কোনো কিছু অকৃত্রিম দায়িত্ব নেবে এবং যাকে বলা যায়

ইচ্ছাপূরণকারী কোনো দিবাস্বপ্নের মতো। এই স্বপ্নের জগৎ—যেখানে একদিন মানুষের তরুণ কল্পনা শৌর্য, ত্যাগ, আরও প্রণয় মর্যাদাবোধ এইসবের মধ্য দিয়ে নিজের পরিচয় খুঁজেছিলো—প্রতিদিনের শত তুচ্ছের আড়াল থেকে মাঝে-মাঝে উঁকি মারে বলেই "প্রস্নকেতকী"র চরিত্রদের মতো আমরা হয়তো এখনকার পৃথিবীকে সহ্য করতে পারি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা এইজন্যই জানাই যে তিনি মাঝে-মাঝে এই আড়াল ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ৩১।৬৩

প্রবন্ধ

মনন : বনফুল ॥ সেকাল একাল। ৭, টেমার লেন কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।

বনফুল নামটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চেষ্টা ও উদ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে বলে তাঁর যে-কোন রচনাই আমাদের কৌতূহলকে উদ্রিক্ত ও ক্ষুরধার করে। এমন নয় যে তাঁর প্রতিটি পরীক্ষাই সর্বতোভাবে উত্তীর্ণ প্রশংসা পাবে কিন্তু এটা প্রথমেই ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি পুনরাবৃত্তি করবেন না তাঁর প্রতিটি রচনাই নতুন কোনো ভাবনার খোরাক জোগাবে। যাকে বিষয়বস্তু কিংবা চরিত্রচিত্রণ বলে অন্য যাবতীয় তাতে অপ্রতুল থাক এই লেখকটি যে তার পরিপার্শ্ববিরোধী এই কথাটিই তাঁকে বারে বারে নবীন করে রাখে।

বর্তমান সংকলনটি তাঁর বহুদিনের বহু লেখার সমষ্টি—নানা সময়ে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও মনীষার কিছু কিছু ইঙ্গিত করেছে। তাঁর সেই ভবিষ্যদৃষ্টিকে এখানে এক জায়গায় পেয়ে আমরা নিশ্চয়ই উৎসুক হবো। বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা সংক্রান্ত কোনো পথে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় কেন ছায়া ফেলে নেই—এই সব বিষয়ে যেমন, তেমনি শিল্পী-প্রসঙ্গ, বাংলার বাইরে বাঙালীর শিক্ষাসমস্যা প্রভৃতি বিষয়েও সমানভাবে তাঁর চিন্তার পরিণত সম্ভার এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে আলোচনাগুলি, তাতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সক্রিয় হয়েছে বলে এই ভাবনাগুলি আরো বেশি মূল্যবান। শিক্ষাবিষয়ে তাঁর চিন্তাও ভাবনাকে জাগ্রত করবে। তিনি যে-কোনো নিশ্চিন্ত ও নিরীহ লেখক নন, তার উজ্জ্বল ও উদ্দীপক প্রমাণ এই সংগ্রহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আশা করি বইটি সহৃদয়তার প্রচারিত হবে। প্রচ্ছদপটটি অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু তাৎপর্যময়—। ৩১।৬৩

ভারতের শক্তি-সাধনা
ও
শাক্ত সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বইটি রচনা করে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত। একটি অনন্যসাধারণ বই। ১৫১

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও প্রায় চার হাজার পদসংবলিত সুবৃহৎ সংকলন-গ্রন্থ। টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত। ২৫১

রামায়ণ
কৃত্তিবাস বিরচিত

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত, বহু রঙীন ছবি সহ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ। প্রকাশন সৌষ্ঠবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রশংসিত। ৯১

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৯
॥ অন্যান্য বই সর্বত্র পাইবেন ॥

উপন্যাস

কাচ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ২২ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা-১। তিন টাকা।

কবির লেখা উপন্যাস "কাচ" সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে এটাই বোধ হয় সর্বাগ্রে মনে পড়ে যাবে। অথচ এ-কথা কে না জানে যে "বৃত্ত", "কল্লোল", "মৌচাক", রাত্রি বা সৃষ্টির মতো উপন্যাস রচনা করে সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজেকে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ছোটো উপন্যাসটি এত নির্ভার ও বাহুল্য বর্জিত যে তার সঙ্গে সম্ভবত কাব্যেরই আত্মীয়তা বেশি। কাহিনীর জটিলতা ও অকারণ ঘোরপ্যাঁচ রোমহর্ষক নানা রগরগে ঘটনা সাদা-কালো চরিত্র অবান্তর নানাবিধ বাহুল্য—এইসব কোনো কিছুই এই উপন্যাসে নেই—বরং যাঁরা মস্ত সব ঘটনা বহুল চরিত্র সংকুল [illegible] উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই বইটি পড়তে গেলে হয়তো হতাশ হবেন। স্ফটিক খণ্ডের মতো কমবয়সে এই উপন্যাসটি এক [illegible] মৌলিক প্রশ্নের সামনে কেবল দাঁড় করিয়ে দেয়। ভালোবাসার পরমায়ু কতক্ষণ? শিশুস্নেহ কি প্রেমের সংহার না কি তার পরেও আরো কিছু থাকে? ভালোবাসা কি শুধু একজনের মধ্যেই চরিতার্থতা পায়? নাকি একজনকে ভালোবাসার পরেও অন্য কাউকে ভালোবাসা যায়? সুরঞ্জন-সমিতার এই প্রণয় কাহিনী এই পরস্পর সম্পর্ক প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে এবং এটাই তার প্রশ্নভূমি। কিছু ইঙ্গিত কিছু তুচ্ছ অথচ তাৎপর্যময় উল্লেখ কতক গুলি গুপ্ত অথচ উদ্দেশ্যময় সংযোগ—এই সবের মধ্য দিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন বলে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত কবির লেখা বলে আত্মপরিচয় দেয়। ৯০।৬৩

শিশু সাহিত্য

দণ্ডকারণ্যের বাঘ। সাগরময় ঘোষ। বর্তিক, ১।৩২ এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬। দাম—তিন টাকা।

নিজের লেখার শক্তিকে গোপন করা যদি মানুষের অপরাধ হয়, তবে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাগরময় ঘোষ অবশ্যই অপরাধী। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর একাধিক সংকলনগ্রন্থ পাঠাগারে ও ব্যক্তিগত গ্রন্থসঞ্চয়ে মূল্যবান যোজনা বলে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন, তবু সেখানে নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা তাঁর সীমাবদ্ধ। সুতরাং লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় পেতে হলে পাঠককে একটি বিশেষ মৌলিক রচনার অপেক্ষায় বসে থাকতে হতো। যদিও 'দণ্ডকারণ্যের বাঘ' কিশোর-সাহিত্য তথাপি তারই মধ্যে একজন সত্যিকারের সাহিত্যিককে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রথমেই স্বীকার করতে হবে কাহিনীটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তা-ও বড় কথা নয়। কাহিনীকে পরিবেশন করার কৌশলও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমটায় কয়েকটি মানুষকে লেখক রেখার [illegible] সম্পূর্ণভাবে এঁকে দিয়েছেন। এত স্পষ্ট যে মানুষগুলো যেন [illegible] আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে [illegible] হরিপদ, [illegible] লেখক [illegible] মাদ্রাজী ভদ্রলোক [illegible] পাই। একের পর এক আবার একই সাথে [illegible] পরিস্থিতি পার হয়ে যাচ্ছে অথচ চরিত্র মুহূর্তগুলো [illegible] হাসিতে মুগ্ধ করে রাখছে [illegible] যে গল্পটি [illegible] জন্য তার সেই [illegible]। কিন্তু এইটুকুতেই [illegible] পর্যন্ত গল্পকে [illegible] পরিণতির দিকে [illegible] যে কোনো [illegible] আশ্চর্য কৃতিত্ব [illegible] অবিশ্বাস্য পরিণতির দিকে [illegible] সে সম্বন্ধে [illegible] অবহিত। ওই সাত বছরের ছেলে [illegible] শেষ পর্যন্ত [illegible] কাঁদবে [illegible] আমার কাছে [illegible]। অন্য কোথাও দিলো না। [illegible] ডামরেক্স শুনলে হাসবে।'

[illegible] অনেক কৌতুক- [illegible] অন্তত আমাদের মুখের [illegible] ফুটিয়েছে। কিশোর সাহিত্যের [illegible] সুকুমার রায়ও অনেক উক্তি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখানে সাগরময় ঘোষ অন্তত দুটি জায়গায় কিশোর পাঠকদের নতুন প্রবাদ আবিষ্কারে সাহায্য করবেন। এক—বাবুই-এর সেই চকিত উল্লাস 'হা হা!' দুই—পিল্লাই সাহেবের এক বাত—'সেই কথাই ত বলছি।'

অহিভূষণ মালিকের আঁকা ছবিগুলো সমগ্র কাহিনীটির অঙ্গাঙ্গী বলা যেতে পারে। মনে হয় এ ছবিগুলো না থাকলে গ্রন্থটি সম্পূর্ণই হতো না।

এ-বইটি প্রতিটি কিশোর-কিশোরীরই ভালো লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে প্রকাশক যত্নের ত্রুটি রাখেননি, তথাপি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও দাম কিছু কমালে তিনি অসংখ্য কিশোর পাঠক পাঠিকার সত্যিকারের উপকার করতেন। ৫০৩।৬২

প্রাপ্তি স্বীকার

ভারতীয় দর্শন—ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী।

সর্পশত্রু সাধনা ও সহজ সাধনার মর্মকথা—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

এর শেষ নাই—অমরেন্দ্র দাস।

বিনোবা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ।

যাঁরা মা হতে চলেছেন—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ নাগ।

দুই মা—শ্রীসতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

সহোদর—শ্রীপ্রেমরঞ্জন।

রক্তের স্বাক্ষর—সম্পাদনায় গণনাথ মণ্ডল ও সামসুল হক।

জীবন সৈকতে—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানান দেশের উপকথা—প্রদীপকুমার চক্রবর্তী।

স্বপন বুড়োর ছোটদের সরস গল্প।

শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের সরস গল্প।

এরা ভবিষ্যৎ আসামী—চিত্র গুপ্ত।

কো-ভোটিস (নাটক)—অমল সরকার।

মিলন মালা—রমেশ মজুমদার।

কিনুন
পড়ুন
আলোচনা করুন

সুশীলচন্দ্র মজুমদারের

ঘংগু

ভাষা, ছন্দ, চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন স্বাদ ও ধারণার সঙ্গে পরিচয় করাবে আপনাকে—আপনি বুঝবেন কাব্যজগতে 'ঘংগু' প্রকৃতই নূতন যুগের সূচনা করেছে। সর্বত্র পাওয়া যায়। দাম : ২·৫০

প্রধান প্রাপ্তিস্থান :

এভারেস্ট পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

চলন্তিকা প্রকাশন
৭১/এ, কাঁসারীপাড়া রোড, কলি-২৫

(সি ১৭১১)

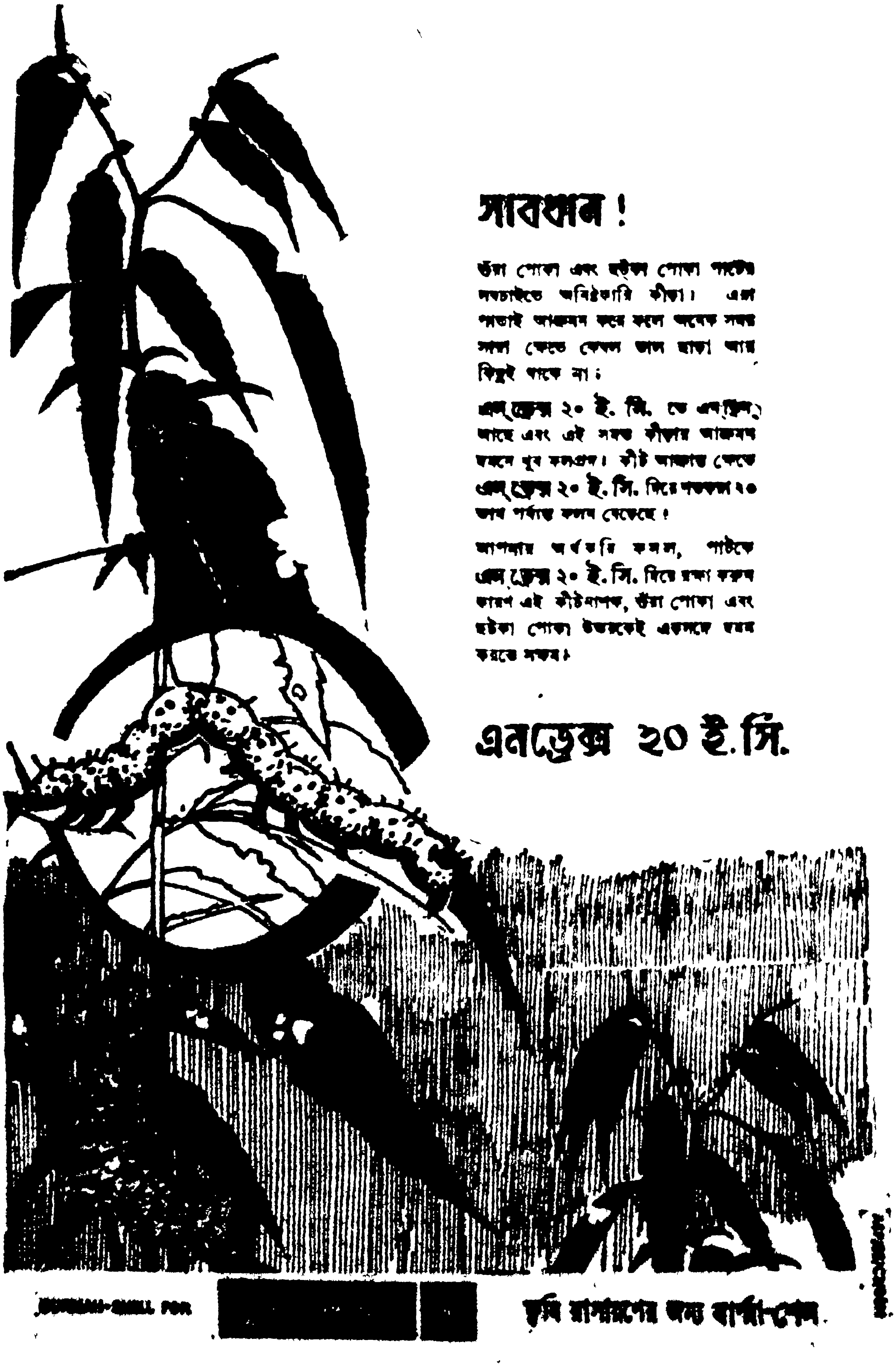
সাবধান !
ভূঁয়া পোকা এবং ঘটকা পোকা পাটের সবচাইতে অনিষ্টকারি কীড়া। এরা পাতাই আক্রমণ করে ফলে অনেক সময় সারা ক্ষেতে কেবল ডাল ছাড়া আর কিছুই থাকে না।
এনড্রেক্স ২০ ই. সি. তে এনড্রিন আছে এবং এই সমস্ত কীড়ার আক্রমণ দমনে খুব ফলপ্রদ। কীট আক্রান্ত ক্ষেতে এনড্রেক্স ২০ ই. সি. দিয়ে শতকরা ২০ ভাগ পর্যান্ত ফলন বেড়েছে।
আপনার অর্থকরি ফসল, পাটকে এনড্রেক্স ২০ ই. সি. দিয়ে রক্ষা করুন কারণ এই কীটনাশক, ভূঁয়া পোকা এবং ঘটকা পোকা উভয়কেই একসঙ্গে দমন করতে সক্ষম।
এনড্রেক্স ২০ ই.সি.
BURMAH-SHELL FOR
কৃষি রাসায়নের জন্য বার্মা-শেল

রঙ্গজগৎ

অশোভন মনোভাব

গতবারের ন্যায় এবারেও বি-এফ-জে-এ'এর ঐতিহ্যমণ্ডিত অনাড়ম্বর পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। চিত্রসাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীদের কৃতিত্ব-পত্র দান করে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেন।

চলচ্চিত্রশিল্প মহলের কোন সাহায্য ও সহযোগিতা না নিয়ে চিত্র-সাংবাদিকরা এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। শিল্পীদের দিয়ে গান-বাজনা-অভিনয়ের কোন আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয় না এই উৎসবে। চিত্রসাংবাদিকদের পক্ষ থেকে শুধু বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মান জানানোই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু শিল্পী ও কলাকুশলী চিত্রসাংবাদিকদের আমন্ত্রণে এবার সাড়া দেননি। অনিবার্য কারণে হয়ত অনেকের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সকলেই কি ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছতে পারেন নি?

চিত্রসাংবাদিকরা তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চিত্রসাংবাদিকদের প্রয়াসকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা শুধু উপস্থিত থাকবেন এমন আশা করাটা অন্যায় নয়। যাঁরা বি এফ জে এ'-এর বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হননি, কোন একটি বছরের অনুষ্ঠানে তাদের অনুপস্থিতি আরও দৃষ্টিকটু। হয়ত আগের বছরে তারা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন নয়ত পরের বছরে বা ভবিষ্যতে তারা পুরস্কার পাবেন। কিন্তু যে সতীর্থরা পুরস্কার পেলেন তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সেটাই তো শোভন।

কিন্তু এই শোভনতা এবার অনেক শিল্পী চিত্রপরিচালক কণ্ঠশিল্পী ও কলাকুশলী দেখাতে পারেননি। চিত্রসাংবাদিকরা সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কলাকুশলীদের এই আচরণে শুধু মর্মাহতই হবেন।

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বোম্বাই থেকে আসেন (বাঁ-দিক থেকে) শশীকলা (গত বছরের হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—"আরতি") এবং গুরু দত্ত (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—"সাহেব বিবি ঔর গুলাম")—তাদের সংগে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (গত সনের বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—"ভগিনী নিবেদিতা") ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়—শ্রীরায় '৬২ সনের বাংলা বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক (অভিযান) এবং শ্রেষ্ঠ সংলাপরচয়িতার (কাঞ্চনজঙ্ঘা) কৃতিত্ব-পত্র লাভ করেন ফটো—দেশ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর পুরস্কার বিতরণ উৎসব

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করছে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের পথপ্রদর্শক। [illegible] বাস্তুপন্থির স্বর্ণপদক [illegible] চলচ্চিত্রশিল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

গত শুক্রবার কলিকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী উপরোক্ত মন্তব্য করেন

গত বছর থেকে বি এফ জে-এ অ্যাওয়ার্ড পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। ৬২ সনের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক চিত্রপরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীদের এই সংস্থা কৃতিত্বপত্র দান করে সম্মানিত করেন।

এবারকার অনুষ্ঠানটি নানা দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবারকার পুরস্কার বিতরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী। পুরস্কার বিতরণ করেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। উৎসবে চাবশের অন্যতম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-শিল্পপতি শ্রী এস এস ভাসান (জেমিনি) ও প্রখ্যাত চিত্রপ্রযোজক পরিচালক শ্রীসোহরাব মোদী উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া বি এফ-জে-এ পুরস্কার স্বহস্তে গ্রহণ করবার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছিলেন গুরু দত্ত,

বি-এফ-জে-এ প্রদত্ত কৃতিত্ব-পত্র হাতে নিয়ে শশীকলা ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়
ফটো দেশ

শশীকলা, হেমন্তকুমার এবং ছন্দা দেবী প্রভৃতি।

কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পের সকলস্তরের বহু নামী শিল্পী কলাকুশলী এবং শহরের গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অনেকেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বি-এফ-জে-এর সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীঅশোককুমার সরকার অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বোম্বাইয়ের শ্রীভাসান। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন সরকার চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি নির্বাচনের কাজে চিত্রসমালোচকদের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছেন না। সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে চিত্রসমালোচকদের স্থান থাকা উচিত।

শ্রীঅশোককুমার সরকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি একটি বাণী লিখে পাঠান। অনুষ্ঠানে ওই বাণী পাঠ করা হয়। তাতে তিনি বলেন বাংলা ছায়াছবির ক্রমবর্ধমান উন্নতির মূলে বাংলার চিত্রসমালোচকদের দান অনস্বীকার্য। তাঁরা শুধু বাংলা দেশেরই নয় সারা ভারতের চলচ্চিত্রকলার অনুশীলনকে উৎকর্ষের পথে পরিচালনা করে আসছেন। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচনে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। পরিশেষে তিনি বলেন বি-এফ-জে-এ' এর সভ্যরা ছায়াছবির গুণাগুণ বিচারে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা শিল্পানুরাগীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চিত্রামোদীদের এই আস্থা বি-এফ-জে-এ অটুট রাখতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীভাসান তাঁর ভাষণে বলেন, চলচ্চিত্র-শিল্প অর্থাৎ "ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি" কথাটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির পরিবর্তে তাকে প্রোফেশন অথবা জীবিকাই বলা উচিত।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও শেষে বি-এফ-জে-এ র তরফ থেকে বক্তৃতা দেন শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, শ্রী বি ঝা ও শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের নির্বাচিত বছরের তিনজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীকে রৌপ্যপদক দান করেন। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে সভায় ভাষণ দেন শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ।

অনুষ্ঠানের টুকিটাকি

শ্রীরেড্ডী তাঁর ভাষণে কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। অবশ্য তিনি দুটি বিশিষ্ট দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের কথাই উল্লেখ করেন। বি-এফ-জে-এ-এর অনুষ্ঠান আরও জাঁকজমকপূর্ণ কেন হল না, শ্রীরেড্ডী এই আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এবং প্রসঙ্গত বলেন, প্রতিষ্ঠাবান দুটি সংবাদপত্রের মালিকদের আর্থিক সাহায্যে এই অনুষ্ঠান আরও আড়ম্বরপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। শ্রীরেড্ডীর মন্তব্যের উত্তরে শ্রীঘোষ সভায় ঘোষণা করেন, শ্রীরেড্ডী উল্লিখিত দুটি বিশিষ্ট দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ বি-এফ-জে-এ-কে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য এবং একাধিক পত্র-পত্রিকার মালিকরা সাহায্য ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সৌমেন্দু রায় ও বিমল মুখোপাধ্যায়—এই দুই আলোকচিত্রশিল্পীকে (যথাক্রমে "অভিযান" ও "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" ছবির জন্য) বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেন প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন: (১) সত্যজিৎ রায়, (২) শশীকলা, (৩) সপ্তম স্থানাধিকারী "সওতেলা ভাই"-এর পরিবেশক এস এস ভাসান, (৪) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিযান), (৫) উদ্বোধন ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ গোপাল রেড্ডী, (৬) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী অনুভা গুপ্তা (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা), (৭) শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কুমারী মন), (৮) সরস্বতী মুখোপাধ্যায়, (৯) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ (অভিযান), (১০) পদ্ম দত্ত, (১১) তৃতীয় স্থানাধিকারী "কাচের স্বর্গ"র প্রযোজক প্রকাশচন্দ্র নাগ, (১২) দশম স্থানাধিকারী "বেনারসী"র প্রযোজক-পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা, (১৩) শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় (আমার সংসার), (১৪) শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমার (বিস সাল বাদ)

ফটো—[illegible]

এডিনবরা সঙ্গীত মহোৎসবে যোগদানের প্রাক্কালে
হুমায়ুন থিয়েটার্সের নিবেদন।
রবিশঙ্কর
তবলা সহযোগিতায় কানাই দত্ত
নিউ এম্পায়ার
শনিবার, ১লা জুন রাত্রি ৯টায়
সোমবার, ৩রা জুন সকাল ১০টায়

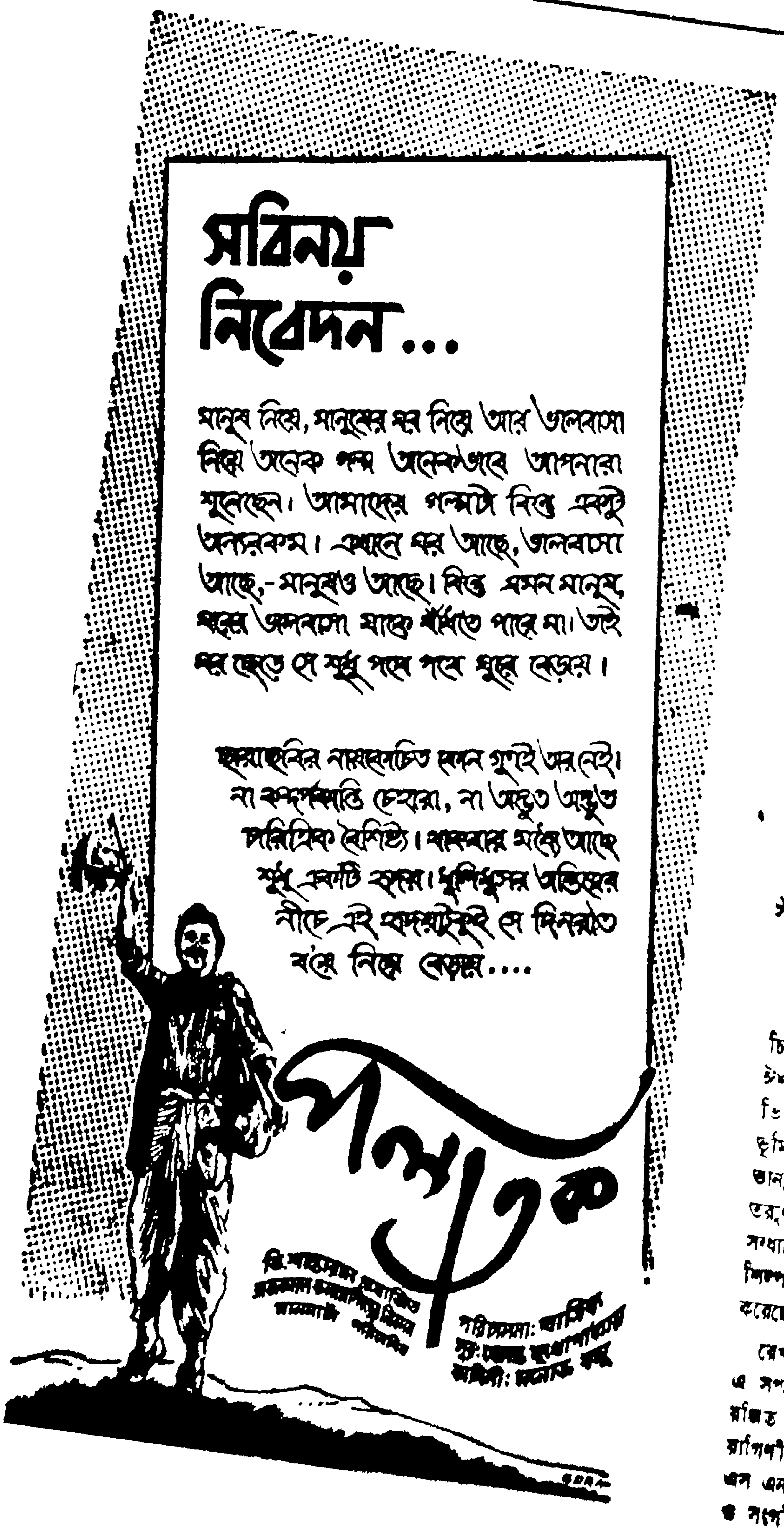

অনুষ্ঠানটি আরও জাঁকজমকপূর্ণ কেন হল না, শ্রীরেড্ডীর এই মন্তব্যের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, এই পুরস্কার বিতরণ উৎসব ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন-এর মত। ছাত্ররা যেমন কনভোকেশনে ডিগ্রী আনতে যায়, শিল্পী ও কলাকুশলীরা এই অনুষ্ঠানে সেভাবেই ডিগ্রী নিতে আসেন।

সভা শেষ হওয়ার আগে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কলকাতার বহু শিল্পী ও কলাকুশলীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের অনেকেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত। যাঁরা পুরস্কার পেলেন না তাঁদের অনুপস্থিতিই আরও বিশেষ করে লক্ষ করার মত।

উৎসবে কলকাতার প্রায় সব বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিজেতারাই উপস্থিত ছিলেন। সত্যজিৎ রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, গুরু দত্ত, শশীকলা, হসরৎ জয়পুরী, হেমন্তকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। "ব্যালাড অব এ সোলজার" ও "দি আইল্যান্ড" ছবির পুরস্কার গ্রহণের জন্য যথাক্রমে স্থানীয় সোভিয়েট ও জাপানী দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বি-এফ-জে-এ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি "টু উইমেন"-এর প্রাপ্য সম্মান-পত্র এম-জি-এম'এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন শ্রীহাকেসক্রী। তিনি শ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের প্রাপ্য সম্মানপত্রও শিল্পীর তরফ থেকে গ্রহণ করেন।

* শুভমুক্তি *

এ সপ্তাহে উত্তমকুমার ফিল্মস এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'ভ্রান্তিবিলাস' মুক্তিলাভ করছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রসরচনার ভিত্তিতে তৈরী এ ছবির দুটি দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার বিধায়ক ভট্টাচার্য, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পী। মানু সেন ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক।

রেখা চিত্র'র কোবরা গার্ল হিন্দী ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এ ছবির দুই মুখ্য শিল্পী হলেন রাগিণী ও মহীপাল। নানাভাই ভাট ও এস এন ত্রিপাঠি যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

[illegible] উত্তমকুমার ফিল্মস-এর "ভ্রান্তিবিলাস" (পরিচালনাঃ মানু সেন) ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

চিত্র-সমালোচনা

মরুকন্যার প্রণয়

প্রযোজক-পরিচালক ভি শান্তারামের সর্বাধুনিক নিবেদন "সেহরা"। ভি শান্তারাম প্রোডাকশনস্‌ ছবিটি উত্তেজক পূর্ণ। উপজাতীয় মরুবাসীদের প্রেম ও উদ্দাম জীবনধারার পটভূমিতে চিত্র কাহিনী রচিত। [illegible] ঘটনা এ ছবিতে সংযোজিত। [illegible] উপকরণ এতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

এ সব [illegible] উপরে [illegible] ছবির রঙের আবরণ। [illegible] বলবে রঞ্জিত এ ছবির [illegible] নানা রঙ। রঙিন ছবিটি কিন্তু দর্শকের মন তবু রাঙিয়ে [illegible]।

এক মরুকন্যার প্রণয় চিত্রনাটকের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বিন্যাসের দোষে ছবির প্রেম-[illegible] দর্শকের মনে দাগ কাটে না। [illegible] আরও যে-সব উপাদান ছবিতে [illegible] দর্শকের মন অনায়াসেভাবে ছুঁয়ে যায়।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রবীণ চিত্রপরিচালক শ্রীশান্তারাম জনরুচির প্রতি [illegible] দৃষ্টি রেখে ছবিতে আমোদের সম্ভার [illegible] তুলেছেন। [illegible] এ সব কিছুই [illegible] ও [illegible] সমস্ত [illegible] আস্বাদ [illegible]।

[illegible] এ ছবিতে [illegible] পারেননি। উলহাস মনমোহন কৃষ্ণ ললিতা পাওয়ার প্রমুখ প্রবীণ শিল্পীরা অবশ্য যথোচিত অভিনয় করেছেন। নায়িকার চেয়ে তার সখীকে (ললিতাকুমারী) দর্শকের বেশী ভাল লাগবে। রূপ ও অভিনয়ের গুণে ইনি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

[illegible] সংগীত পরিচালক রামলাল ছবির আবহ সুর রচনায় কৃতিত্ব ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবির গানগুলি সুন্দর। কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

রঙমহল

বৃহস্পতি-৬॥টা শনি-৬॥টা রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা

কথাকন্ঠ

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অসিতবরণ • [illegible] • রবীন মজুমদার [illegible]

স্বরলিপি

(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)
ফোনঃ ৩৫-১৫০৪
১, [illegible] লেন, কলিকাতা-৯
নির্দেশনাঃ
রবীন্দ্রসঙ্গীতঃ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু
গীটারঃ বটুক নন্দী, সমীর খাসনবীশ
সেতারঃ বলরাম পাঠক
নৃত্যঃ হিমাংশু পাল
নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।
(স ১৭৪৫)

ষ্টার থিয়েটার
ফোনঃ ৫৫-[illegible]
নূতন আকর্ষণ।
= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়
কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার
॥ রূপায়ণে ॥
কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মঞ্জু দে অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস নৃপেন দাস ॥ আশা দেবী ॥ আনন্দকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যুদয়ের প্রযোজনায়
খর নদীর স্রোতে
অভিনয়ে প্রখ্যাত নাট্যকারবৃন্দঃ কিরণ মৈত্র, শম্ভু মুখোপাধ্যায়, জোছন দস্তিদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, গিরিশংকর, রমেন লাহিড়ী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সুনীত মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অজিতেশ, সুনীল [illegible], সুনীল দত্ত, শিপ্রা কুণ্ডু রবি মিত্র।
পরিচালনাঃ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোকঃ তাপস সেন। সঙ্গীতঃ রমেন রায়চৌধুরী।
টিকিট : ১, ২, ৩, ৫,
: প্রাপ্তিস্থান :
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ — ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। ৩৪-৬২১৪

মুক্তির দিন ৩১শে মে!

ভুলের গোলক-ধাঁধায় পদে পদে হোঁচট খাওয়া কয়েকটি মানুষের ভয়-বিস্ময়-ব্যাকুলতায় নির্মল হাসির সাত সাগরে সহস্র তুফান!...

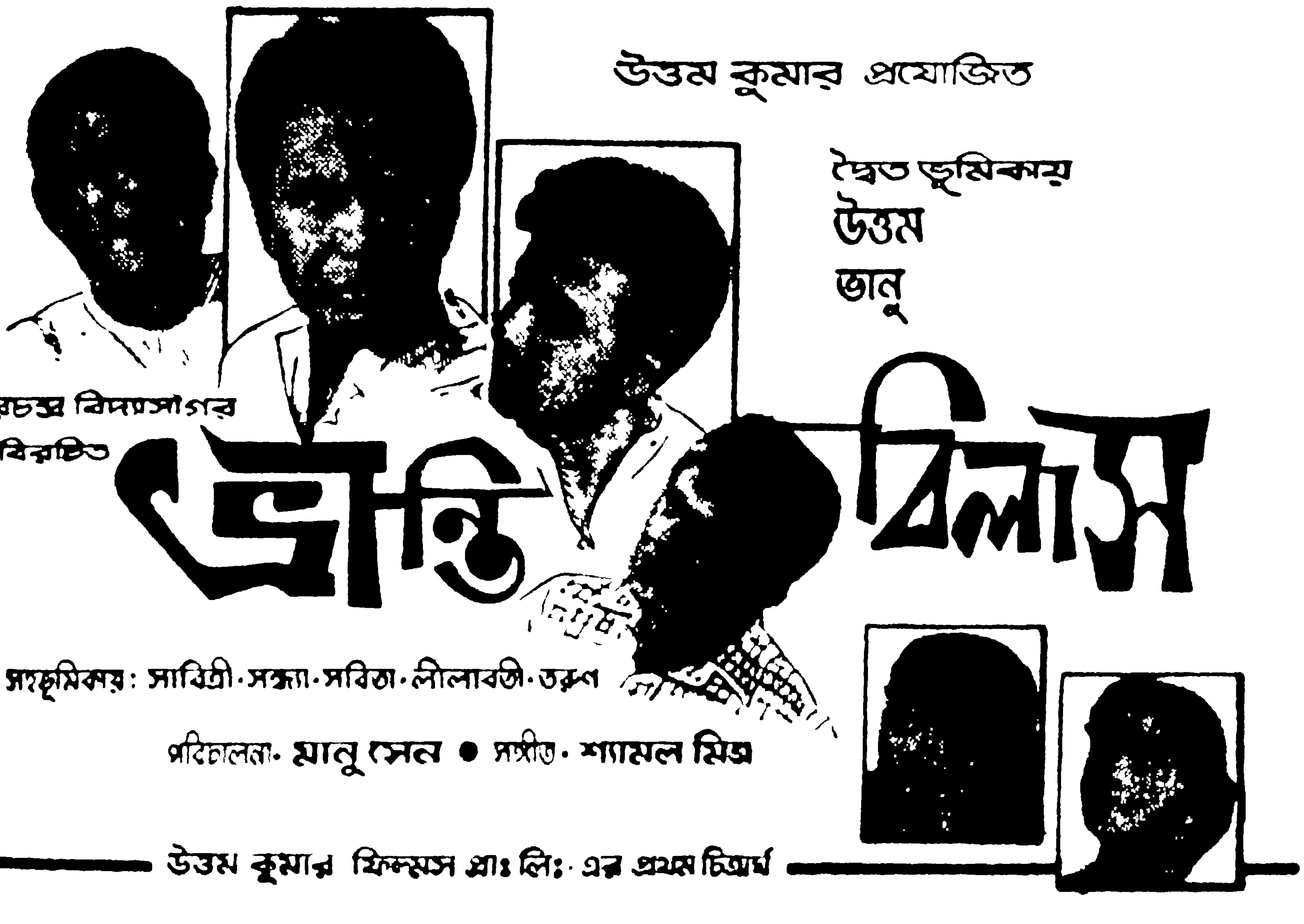

উত্তম কুমার ফিল্মস প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম চিত্রার্ঘ

রূপবাণী ঃ ভারতী ঃ অরুণা ঃ পদ্মশ্রী

মৃণালিনী (দমদম) অজন্তা (বেহালা) শ্যামাশ্রী (হাওড়া) অলকা (শিবপুর)

অশোক (শালকিয়া) শ্রীকৃষ্ণ (বালী) শ্রীরামপুর টকিজ — মীনা (পানিহাটি)

ও অন্যত্র।

বিশ্বরূপা

মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ

সেতু

৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

মুক্ত অঙ্গন

[illegible]

যা-নয়-তাই

[illegible]

রেখা চিত্র'র "কোবরা গার্ল" (পরিচালনাঃ নানাভাই ভাট) ছবির নায়িকা রাগিণী

"ক্যান ক্যান"

এ সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী [illegible] এত পদ্ধতিতে [illegible] সেঞ্চুরি ফক্সের এই [illegible] শুক্রবার থেকে [illegible]।

১৮৯৬ সনের প্যারিসের পটভূমিকায়

আজ হইতে অগ্রিম বুকিং চলিতেছে

শুভমুক্তি শুক্রবার, ৩১শে মে—১৯৬৩

লাইটহাউস

অপেরা (তাপ নিয়ঃ) ✻ দর্পণা (তাপ নিয়ঃ) গ্রেস — কালিকা ছায়া — ভবানী

প্রভাত — ইন্দিরা — আলোছায়া — বঙ্গবাসী — পুষ্পশ্রী এবং অন্যত্র

"নির্জন সৈকতে

• একবার দেখে যে-ছবি আবার দেখতে ইচ্ছা হয়.... সেই শ্রেণীভুক্ত, এ ক্ষেত্রে এই ইচ্ছাটি প্রায় সর্বজনীন। পুরাতন মূল্যবোধে যাঁদের আস্থা অপরিসীম, এই চিত্রটিতে তাঁদের দাবী অস্বীকৃত নয়: তাঁদেরও না, চলচ্চিত্রকে প্রধানত যাঁরা পরিচ্ছন্ন প্রমোদ-মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছেন ....."

বলেছেন – আনন্দবাজার

"নির্জন সৈকতে

[illegible] এর সর্থক ছবি [illegible] সিংহের এ ছবিটি [illegible] সুখ-[illegible] আর আনন্দ-[illegible] এক [illegible] তপন সিংহের [illegible]

বলেছেন—যুগান্তর

নিউ থিয়েটার্স
(এক্সিবিটার্স)
প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible]

নির্জন সৈকতে

[illegible]
তপন সিংহ
কাহিনী : কালকূট
[illegible] : ৩, ৬, ৯টায়

মিনার ঃ বিজলী ঃ ছবিঘর

• গোল্ডউইন পরিবেশিত •

নির্জন সৈকতে

শুভারম্ভ শুক্রবার ৩১শে মে !
নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড় ও হাস্য-কৌতুকের অফুরন্ত ফোয়ারা .....
টড—এ ও ৭০ মিঃ মিঃ এর বিস্ময় সমন্বিত. ....

জ্যোতি

চিত্রনাট্যের বিস্তার। এক নৃত্যশিল্পীদলকে নিয়ে কাহিনীর শুরু। তাদের 'ক্যান ক্যান' নাচ ফরাসী আইন (ব্যাপারটা অবশ্যই কল্পিত) অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার সূত্রে নাটকটি গড়ে উঠেছে।

নৃত্য সংগীত এবং প্রধানত লঘু হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে পরিচালক কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যে কাহিনীতে আবেগ আছে জীবনের দ্বন্দ্ব আছে—যন্ত্রণাও। নৃত্যশিল্পীদলের প্রধান নর্তকীর ভূমিকায় শার্লে ম্যাকলেনের সংবেদনশীল, স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় ছবিটির অন্যতম সম্পদ। আর তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় মোরিস শেভালিয়ের ফ্র্যাংক সিনাত্রা ও লুই জুর্দাঁর অভিনয়ও মনে রাখার মতো। ওয়াল্টার ল্যাং ছবিটির পরিচালক।

নিউ এম্পায়ারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর

[illegible]

সুন্দরম্

পথের ডাক

তারাশংকর
পার্থপ্রতিম চৌধুরী
বিশ্বনাথ চৌধুরী

রঙমহলে ১৬ই জুন
● সকাল দশটায় ●
এক টাকা

(সি ১৭৬৮)

উপন্যাস বাংলা দেশকে সচকিত করেছিল,
প্রযোজনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য

তিতাস
একটি
নদীর নাম

মিনার্ভা থিয়েটার
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

খেলার মাঠে

একলব্য

আগামী বছর শীতকালে এম সি সি দলের ভারত সফরের ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, এম সি সি দল ৮ সপ্তাহের জন্য ভারত সফরে রাজী হবে এবং ইংলণ্ডের সব শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গড়বে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এম এ চিদম্বরম ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মতামত জানতে চেয়েছেন। সফরের জন্য এম সি সি যে প্রস্তাব করেছে সেটা গ্রহণ যোগ্য কিনা।

এম সি সি ৮ সপ্তাহের জন্য ভারত সফর করবে। এই ৮ সপ্তাহে মোট খেলা হবে ১০টি। ৪ দিনব্যাপী পাঁচটি আন-অফিসিয়াল টেস্ট আর পাঁচটি সাধারণ খেলা। প্রতি টেস্টের জন্য এম সি সি-কে ৪০ হাজার [illegible] দিতে হবে। তা [illegible] হয়েছে। [illegible] টেস্টের জন্য ৭ লক্ষ [illegible] আরও [illegible] হবে।

[illegible] ক্রিকেট [illegible] একটি টেস্টের [illegible] ইতিমধ্যেই [illegible] বাকি চারটি টেস্ট [illegible] না।

[illegible] করবে [illegible] যদিও

আজ পর্যন্ত এম সি সি পূর্ণশক্তিসম্পন্ন দল ভারতে পাঠায়নি। তবুও আশা আছে, বড়দিনের সময় যদি ঘর ছাড়তে না হয় তা হলে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা ৮ সপ্তাহের জন্য ভারতে আসতেও পারেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট সাংবাদিক ই এম ওয়েলিংস [illegible] রবার্টস যিনি ১৯৬১-৬২ সালে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারত সফর করে গেছেন তিনি এর আভাসও দিয়েছিলেন। কলকাতার টেস্ট খেলা হয়েছিল বড়দিনের বন্ধের সময়। টেস্টের আগে ইডেনে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে এম সি সি-র তিন দিনব্যাপী খেলার প্রথম দিন রবার্টসের সঙ্গে প্রেস বক্সে আলাপ হল। পরের দিন তাঁর দেখা নেই। শুনলাম বড়দিন করতে বিলেত উড়ে গিয়েছেন। [illegible] দিন পরে টেস্টের প্রথম দিন রবার্টসের সঙ্গে আবার দেখা। পরিষ্কার করে বললেন, বড়দিনের সময় বিদেশে সময় কাটাতে হবে বলেই অনেকে দলের সঙ্গে আসতে চান না। ইংরেজ সাংবাদিকদের জন্য [illegible] ক্রীড়া সংবাদিকদের আয়োজিত সংবর্ধনা সভাতেও রবার্টস [illegible] [illegible] এবং [illegible] এবং আশঙ্কা [illegible] ছিলেন ১৯৬৪ সালে ভারতে [illegible] এম সি সি দল ভারত সফর করে সেজন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এম সি সি-র প্রস্তাবিত সফরের মূলে তাঁদের কিছুটা ভূমিকা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের আপত্তি এই কারণে, আন্-অফিসিয়াল টেস্ট কেন? আর ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার ব্যবস্থা কি ভারতের পক্ষে একটু মর্যাদাহানিকর নয়?

বিগত ইংলণ্ড সফরে ভারত যখন পাঁচটি টেস্ট খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছিল তখন ইংরেজ সাংবাদিকরাই বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার অর্থ—সময়ের অপব্যয় করা। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার লাভ করে আমরা তার প্রত্যুত্তর দিয়েছি। আজ আবার সেই মাটিতেই ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার ব্যবস্থা কি যুক্তিসঙ্গত? বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলার সময় ভারত ৩ দিনের মধ্যে হার স্বীকার করেছে সত্য। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের চেনা মাটিতে ভারতের সঙ্গে ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ১০টি টেস্ট খেলা পর পর অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ার দুই দেশেরই সুনাম নষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় সমস্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার [illegible] ক্রিকেট খেলার বিরুদ্ধেও সর্বত্র [illegible] প্রতিবাদ। ভারতে এম সি সি ও ভারতের ৪ দিনব্যাপী পাঁচটি খেলার ফলাফলও যদি অমীমাংসিত থাকে তবে কি দুই দেশের সুনাম বাড়বে?

এম সি সি-র প্রস্তাবিত সফরকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের আগ্রহের কারণ বুঝি।

লর্ডস মাঠে এম সি সি ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কনরাড হাণ্ট ট্রিফোমের্টর একটি বল শ্লিপের মধ্য দিয়ে সুইপ করছেন

ভারতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। টেস্ট খেলার নামেই ক্রিকেটের জন্য হা পিত্যেশ। উৎসাহী দর্শকের অভাব নেই। ক্রিকেট কর্তৃপক্ষও একটা বড় রকমের ব্যবস্থা এবং মেলার আবহাওয়ার মধ্যে ডুবে থাকতে চান, আখেরে লাভের কথাও চিন্তা না করেন, এমন নয়। কিন্তু ভারতের মর্যাদাহানিকর কোন ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় নয় আশা করি এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। আর জাতীয় জরুরী অবস্থার সময় ভারতের কোষাগার থেকে এতগুলি টাকা বিদেশে চলে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা সে কথাটাও আশা করি, কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।

✻

ইংলণ্ডের উইম্বলডনে এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ভারতের পাঁচজন টেনিস খেলোয়াড় এই সপ্তাহেই ভারত থেকে যাত্রা করছেন। ভারতীয় দলে আছেন তিনজন ডেভিস কাপ খেলোয়াড় আর কৃষ্ণন জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিৎ লাল আর দুজন জুনিয়র খেলোয়াড় যাঁদের নাম মিনোত্রা ও দিল্লির যশজিৎ সিং। পাতিয়ালার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টসের টেনিস কোচ বলবীর সিং ভারতীয় দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন।

মিনোত্রা ও যশজিৎ সিং এর ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। কিন্তু ভারতশ্রেষ্ঠ রমানাথন কৃষ্ণনের এইটাই হয়ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন জয়ের শেষ সুযোগ। এর আগে কৃষ্ণন ১১ বার উইম্বলডনে খেলেছেন। সেমি ফাইনালে উঠেছেন দুবার ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে। অনেকে মনে করেন এই দু বছরই কৃষ্ণনের উইম্বলডন জয়ের সুবর্ণ সুযোগ চলে গেছে। [illegible] টিন ধরার তিনি উইম্বলডনের প্রথম দিনের খেলাতেই হেরে গেছেন। কিন্তু টেনিস বিশেষজ্ঞদের অভিমত: কৃষ্ণনের উইম্বলডন জয়ের সুবর্ণ সুযোগ ছিল ১৯৫৯ সালে। সেবার তিনি ছিলেন নিজ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে। উইম্বলডনের আগে ও পরে দুবার আলেক্স ওলমেডোকে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু উইম্বলডনের তৃতীয় রাউণ্ডে ওলমেডোর কাছেই হেরে গিয়েছিলেন এবং বিশেষজ্ঞদের ধারণা কৃষ্ণন ও ওলমেডোর খেলাই ছিল সেবার উইম্বলডনের শ্রেষ্ঠ খেলা।

অস্বীকার করবার উপায় নেই কৃষ্ণনের টেনিস প্রতিভা বর্তমানে ভাটার দিকে। তাঁর গতি আগের চেয়ে অনেক মন্থর হয়ে পড়েছে মারের ধারও কমে গেছে। তবু এখনো কৃষ্ণন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

ম্যারাথন-এথেন্স ঐতিহাসিক পথে আন্তর্জাতিক ম্যারাথন দৌড়ে রেকর্ড সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করছেন আমেরিকার দূরপাল্লার দৌড়বীর লিওনার্ড এডিলিন

গতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, অ্যামেচার টেনিসে তেমন প্রতিভাবান খেলোয়াড় নেই। সুতরাং কৃষ্ণন তাঁর পুরনো নৈপুণ্য ফিরে পেলে উইম্বলডনে অঘটন সৃষ্টি করতেও পারেন। অন্তত ভারতবাসী হিসাবে আমরা সেই আশাই করব।

ভারতের অন্য আর খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়দীপ ও প্রেমজিৎ তাঁদের উন্নত ক্রীড়াধারায় দর্শক চোখে যে রঙ ধরিয়েছিলেন সে রঙ দিন দিন ম্লান হতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কৃষ্ণনের পর তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করবে কে?

এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মিনোত্রা ও যশজিৎ সিং-এর ইউরোপ সফরের ব্যবস্থা করেছেন এ জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে সাধুবাদ জানাই।

✻

আমেরিকার ২৫ বছর বয়স্ক দৌড়বীর লিওনার্ড এডিলিন ম্যারাথন রেসের ঐতিহাসিক পথে নতুন রেকর্ড করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দূরত্ব অতিক্রম করতে এডিলিনের সময় লেগেছে ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ড। ম্যারাথনের ঐতিহাসিক পথে এই সময় ইথিওপিয়ার অলিম্পিক বীর আবেবে বিকিলার রেকর্ড সময়ের চেয়ে ৩৭.৪ সেকেণ্ড উন্নত। ১৯৬১ সালে রোম অলিম্পিকের ম্যারাথন বিজয়ী বিকিলা ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৪৪.৬ সেকেণ্ডে ম্যারাথনের ঐতিহাসিক পথ অতিক্রম করেছিলেন। বিকিলার অলিম্পিক রেকর্ড অবশ্য অনেক উন্নত। কিন্তু ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড়ের স্মৃতিবিজড়িত পথে রেকর্ড করার মূল্য কি অলিম্পিক রেকর্ডের চেয়ে কম?

খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালে এই পথেই ২৬ মাইল দৌড়ে এসে ম্যারাথনের যুদ্ধ জয়ের খবর দিয়ে একজন গ্রীক যুবক মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই ঘটনার স্মৃতি নিয়েই ১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ের সৃষ্টি। তাই ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ২৬ মাইল পথের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া এবং রেকর্ড সময় করার এক বিশেষ মূল্য আছে। আর সেই এই রেকর্ডের অধিকারী অ্যাথলেটিক বিশ্বে তাঁর সম্মানও অনন্য। লিওনার্ড এডিলিন ম্যারাথনে নতুন রেকর্ড করে সেই অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

এর আগে এই পথে আরও ৪ বার আন্তর্জাতিক ম্যারাথন দৌড় হয়ে গেছে। এবার ছিল এথেন্সের পঞ্চম প্রতিযোগিতা। এবারকার আন্তর্জাতিক এই ম্যারাথন দৌড়ে পৃথিবীর আটটি দেশের দূরপাল্লার দৌড়বীরেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ম্যারাথন গ্রাম থেকে দৌড় আরম্ভ করে প্রতিযোগীরা ম্যারাথন যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতিসৌধের পাশ দিয়ে এথেন্সের বিখ্যাত মর্মর স্টেডিয়ামে এসে দৌড় শেষ করেন। এবারকার দৌড়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়, ম্যারাথন রেসে যা সচরাচর দেখা যায় না। কে প্রথম স্থান অধিকার করবে এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের ঔৎসুক্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে এডিলিন প্রথম স্থান দখল করবার পর ২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ৫০

কলকাতার কয়েকজন গোলকিপারের বল ধরবার ভঙ্গি

ফটো—দেশ

ইস্টবেঙ্গল ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের লীগের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ দলের গোলের মুখে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি

ফটো—দেশ

সেকেণ্ডে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন টাঙ্গানিকার জন স্টিফেন্স। আবার স্টিফেন্সের মাত্র ৪০ মিনিট পরে মার্বেল স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেন তৃতীয় প্রতিযোগী দক্ষিণ আফ্রিকার জন ল্যাং। এই সময় থেকেই ঐতিহাসিক পথের ম্যারাথন দৌড়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায়। স্থানমাহাত্ম্য এবং অতীত স্মৃতিই হয়তো প্রতিযোগীদের মনে অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছিল। তাই এমন তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি।

অ্যাথলেটিক বিশ্বের আর কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা। গত সপ্তাহে মস্কোর এক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারিণী বর্শা ছুঁড়িয়ে তামারা প্রেস নিজ রেকর্ডকে আরও উন্নত করেছেন। মেয়েদের বর্শা ছোঁড়ায় তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৫৮·৯৮ মিটার। এবার তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ৫৯·৮৯ মিটারে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছেন।

এই সপ্তাহে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ বছরের ছেলে ফিল সিনকফের ২৭ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লাফ বিশেষভাবে উল্লেখ করার ঘটনা। হিসাবমত সিনকফের নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা পাওয়া উচিত। কারণ, দীর্ঘ লাফে সোভিয়েট অ্যাথলীট ইগর তের-ওভানেসিয়ানের বিশ্ব রেকর্ড ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু যেহেতু সিনকফের লাফের সময় হাওয়ার বেগ একটু বেশী ছিল সেহেতু তাঁর কৃতিত্ব বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদন পাবে না।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর উদীত অ্যাথলীট পোলভল্টার ব্রায়ান স্টার্নবার্গ সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় পোলভল্টে যে উচ্চতা অতিক্রম করেছেন আউটডোর প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত আর কেউ সে উচ্চতা অতিক্রম করতে পারেননি। এখন ১৬ ফুট ২¾ ইঞ্চি হচ্ছে পোল ভল্টে ফিনল্যাণ্ডের পেন্টি নিকুলার অনুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড। গত মাসে আমেরিকারই আর এক প্রতিযোগী জন পেনেল ১৬ ফুট ৬¾ ইঞ্চি লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ডের জন্য অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। ইতিমধ্যে ব্রায়ান স্টার্নবার্গ আরও একটু উপরে উঠেছেন। তিনি লাফিয়েছেন ১৬ ফুট ৭ ইঞ্চি। তরুণ এই ছাত্রটির আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি দেখে মনে হয় যেভাবে বিশ্ব রেকর্ডের ভাঙাগড়া চলছে তাতে ১৭ ফুট বাধার কৃতিত্ব স্থাপনের জন্যেও হয়তো বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

*

ফুটবল মরসুমের সবে শুরু। কিন্তু এর মধ্যেই ফুটবলের উন্মাদনায় ময়দান সরগরম। জনপ্রিয় ক্লাবগুলির প্রতি খেলায় বিপুল দর্শকসমাগম এ বছরের বিশেষত্ব। অবশ্য জনপ্রিয় ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখবার জন্য কোনবারই দর্শকের অভাব হয় না। তবু এবার যেন বাড়াবাড়ি একটু বেশী। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল। রেঞ্জার্স কোম্পানীর হাত থেকে ঘেরা মাঠের দখল গ্রহণ করবার পর থেকে দর্শকের মাঠ যেন উপচে পড়ছে। হকি খেলায়ও দর্শকের অভাব হয়নি। কলকাতার হকি লোকসানের মরসুম। প্রতি বছরই বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনকে লোকসানের জের টানতে হয়। কিন্তু এবার হকি খেলা থেকে রাজ্য সরকারের তহবিলে যে টাকা জমা পড়েছে তাতে হকি পরিচালনার সমস্ত খরচ তো পুষিয়ে যাবেই তাছাড়াও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। হকি থেকেই যখন এত টাকা এসেছে তখন ফুটবল খেলা থেকে কি পরিমাণ টাকা আসবে সহজেই আন্দাজ করা যায়। সুতরাং শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল নয় রাজ্যের খেলাধুলারও কপাল ভাল বলতে হবে। কারণ সরকার খেলা থেকে সংগৃহীত সমস্ত টাকাটাই খরচ করবেন খেলাধুলার উন্নতি এবং খেলোয়াড়দের প্রয়োজনে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল না বলে সরকারের 'হাতযশ' বলা ভাল।

এক নজরে এবং অল্প কথায় মাঠের ফুটবল খেলার হালচাল এবং খবরাখবর জানাবার জন্য নতুন পত্রলেখক ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনার জন্য 'দেশ'-এর দপ্তরে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগে নিয়মিতভাবেই ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গত বছর পর্যালোচনা করিনি। কারণ, 'দেশ' যখন পাঠকদের হাতে গিয়ে পড়ে তখন অবস্থার অনেক অদলবদল হয়ে যায়। তাতে লেখা মার খায়, সাপ্তাহিক পত্রিকার অসুবিধা এই। বেশ কিছুদিন আগেই লেখা শেষ করতে হয়। দৌড়াতে থাকে রোজকার টাটকা খবর।

যাই হোক এখন থেকে ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা যাবে।

আগেই বলেছি, ফুটবল মরসুমের সবে শুরু; সুতরাং এর মধ্যে জনপ্রিয় ও

ফুটবল লীগে প্রথম হ্যাটট্রিকের অধিকারী অসীম মৌলিক

একই দিনে লীগে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেছেন বলরাম

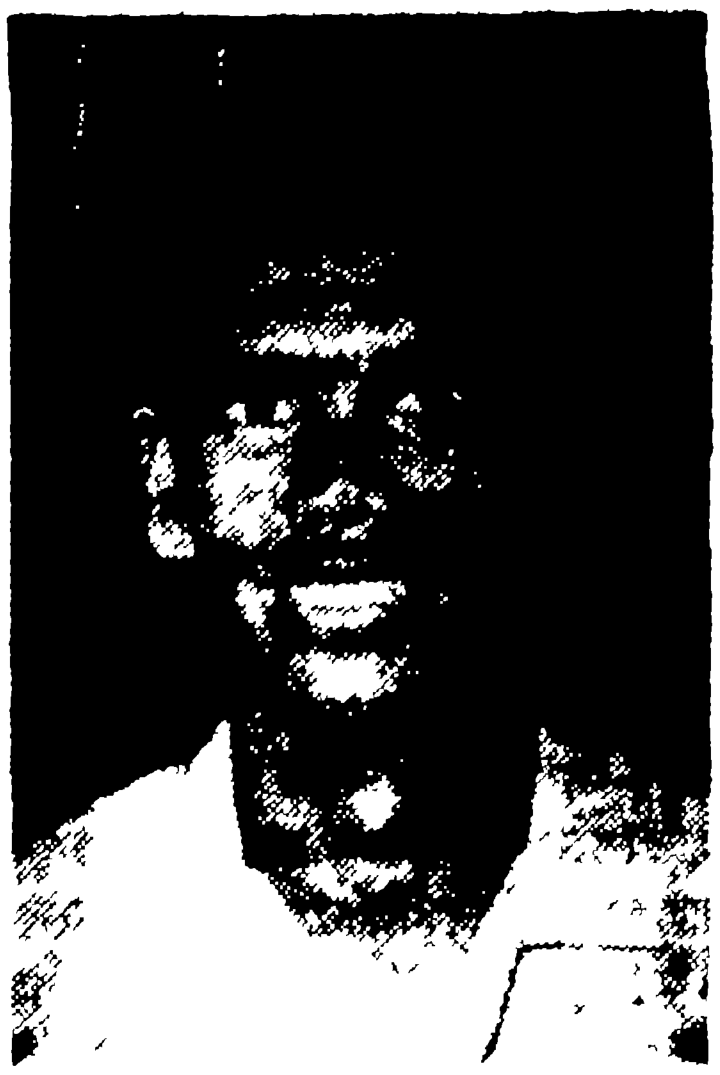

মরসুমে তৃতীয় হ্যাটট্রিকের অধিকারী মঙ্গল পুরকায়স্থ

[illegible] ... সম্পর্কে [illegible] ধারণা সম্পূর্ণ নয়। [illegible] ... লীগ [illegible] ... সম্মেলন [illegible] ... তারা এই সুযোগ [illegible] মোহনবাগানের [illegible] মরশুমে [illegible] চ্যাম্পিয়ন দলের [illegible] চোখ এড়ায়নি। [illegible] ছিনিয়ে নিয়েছে। [illegible] জারনেল সিং [illegible] মোহনবাগানের এই [illegible] বলে মনে হয়।

গতবছরের লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গলের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করে নিতে একটু সময়ের প্রয়োজন হবে। জর্জ টেলীগ্রাফের [illegible] দ্বিতীয় খেলাতেই ইস্টবেঙ্গলের [illegible] অবশ্য অদৃষ্টের পরিহাস। গোল [illegible] না পাবার মূলে কিছুটা ব্যর্থতা [illegible] আর গোল খাবার মূলে [illegible] দুরদৃষ্ট। গোল করবার জন্য [illegible] বিচিত্র খেয়ালে সেই [illegible] সত্যিই অদৃষ্টের [illegible] গোলরক্ষকেরও ত্রুটি। [illegible] সব সময়েই সব [illegible] জন্য [illegible] বিশেষ [illegible] যার সুনাম আছে তার [illegible] থাকবে [illegible]

[illegible] স্বীকার [illegible] দিন [illegible] হাওড়া [illegible] ৫—০ গোলে। [illegible] সুনাম [illegible] আছে। প্রথম চারটি [illegible] একটি করে গোল [illegible] সেই সুনাম বজায় রেখেছেন।

মহমেডান স্পোর্টিং এর প্রথম তিনটি খেলা পর পর ড্র হওয়ায় তাদের শক্তি সম্বন্ধে দর্শকদের মনে উঁচু ধারণা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আমার ধারণা সব শক্তিশালী দলের সঙ্গে মহমেডান টীম সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তাদের পা কাটবে পচা শামুকে। শক্তিহীন দলের কাছেই তাদের বেশী পয়েন্ট খোয়াতে হবে।

ইস্টার্ন রেলের খেলা এখনো দর্শক চোখে রঙ ধরাতে পারেনি। অবশ্য পি কে ব্যানার্জী এখনো দলের প্রধান স্তম্ভ হিসাবেই খেলে চলেছেন। ইস্টার্ন রেলের অধিনায়ক পি সিংহ, যাঁর সাম্প্রতিক ক্রীড়াধারায় প্রভূত উন্নতির পরিচয় মিলেছে তিনি অসুস্থ থাকায় কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি।

এবার রাজস্থান ও পুলিস দলের অবস্থা নিতান্তই কাহিল। পুলিসকে প্রথম ছয়টি খেলাতেই পর পর হার স্বীকার করতে হয়েছে। ছয়টি খেলায় একটিও গোল করতে পারেনি। রাজস্থান ক্লাব প্রথম খেলায় উয়াড়ীর বিরুদ্ধে একটি গোল করেছে বটে কিন্তু খেলা জিততে পারেনি, পরের চারটি খেলাতেও আর কোন গোল না করে পর পর হার স্বীকার করেছে।

এ পর্যন্ত তিনজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন। এরা হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিক বি এন রেলের [illegible] ইন বলরাম আর মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড মঙ্গল পুরকায়স্থ। অসীম মৌলিক স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বলরাম হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আর মঙ্গল পুরকায়স্থ বাটার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন।

এখনো উয়াড়ী জর্জ টেলীগ্রাফ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন বালী প্রতিভা বাটা প্রভৃতি ক্লাবের খেলায় এখনো কোন বিশেষত্বের ছাপ পাওয়া যায়নি। তবে প্রথম ডিভিসনে নবাগত পোর্ট কমিশনার্স দলের সূচনা শুভ বলা যেতে পারে। লীগের উদ্বোধনী খেলায় বাটার বিরুদ্ধে তাদের ২—০ গোলে জয় এবং মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করা কৃতিত্বের পরিচায়ক। পোর্ট দলের তরুণ স্টপার এস রায়ের উন্নত ক্রীড়াধারা ইতিমধ্যেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। (২৭-৫-৬৩)

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, আইনের প্রয়োগ এবং মাঠের পরিবেশ—সব কিছুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খেলা পরিচালনা করাই ভাল রেফারীর বৈশিষ্ট্য। এতে খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ পায়, খেলার মধ্যে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে, খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য। কিন্তু আর ভূমিকা নয়। এবার আইন নিয়েই ঘাটাঘাটি করা যাক্।

আইনের মতই আইনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংগে সংগে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত না জানা থাকলেও সব কিছুই অপরিষ্কার থেকে যাবে। তা ছাড়া আইনের ধারাগুলি ভালভাবে বোঝবার জন্য রেফারী সম্পাদক এবং খেলোয়াড়দের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োজন আরও বেশী। ধীরে ধীরে সমস্তই আলোচনা করা যাবে।

১ নম্বর আইন—খেলার মাঠ

খেলার মাঠ মাঠের আনুষঙ্গিক উপাদান এবং মাঠের মাপজোক এই লেখার সংগে প্রকাশিত নকশা অনুযায়ী হবে:—

(১) **আয়তন**—ফুটবল খেলার মাঠ হবে সমকোণ চতুর্ভুজ; কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মাঠের লম্বা দিক চওড়া দিকের চেয়ে বড় হবে। লম্বা দিক ১০০ গজের কম বা ১৩০ গজের বেশী হবে না, আর চওড়া দিক ১০০ গজের বেশী বা ৫০ গজের কম হবে না। (আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ কমপক্ষে ১১০ গজ এবং সবচেয়ে বেশী ১২০ গজ দীর্ঘ হবে আর প্রস্থ হবে কমপক্ষে ৭০ গজ, সবচেয়ে বেশী ৮০ গজ)।

(২) **দাগ টেনে মাঠ চিহ্নিত করা**—মাঠটিকে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করতে হবে। এই রেখা বা লাইন ৫ ইঞ্চির বেশী চওড়া হবে না কিংবা ইংরাজী 'V' অক্ষরের মত কোণ করে মাটি খুঁড়ে রেখা করা যাবে না। মাঠের দীর্ঘ অর্থাৎ লম্বালম্বি দু' পাশের দুটি রেখার নাম টাচ্ লাইন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি রেখা অর্থাৎ দুই গোলের দিকের প্রস্থ রেখার নাম গোল লাইন।

মাঠের চার কোণে চারটি পতাকা স্থাপন করতে হবে। পতাকার দণ্ড কিন্তু উচ্চতায় ৫ ফুটের কম হবে না, দণ্ডের মাথার দিকও সূঁচালো হবে না। ঠিক এই ধরনের আর আর দুটি পতাকা মাঠের মধ্য-রেখার (হাফ-ওয়ে লাইন) দুইপ্রান্তে এবং টাচ্ লাইন থেকে মাঠের বাইরের দিকে অন্তত এক গজ দূরে স্থাপন করা যেতে পারে।

খেলার মাঠকে সমান দুভাগে ভাগ করে আড়াআড়িভাবে একটি মধ্যরেখা টানতে হবে, যার নাম 'হাফওয়ে লাইন'। বেশ পরিষ্কার করে মাঠের কেন্দ্রকে (সেন্টার) চিহ্নিত করতে হবে আর কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকতে হবে একটি বৃত্ত।

(৩) **গোল-এরিয়া**—মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ দূরে গোল-লাইনের সংগে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ৬ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল লাইনের সংগে সমান্তরাল করে আঁকা তৃতীয় লাইনের সংগে মিশে যাবে। গোল লাইন ও এই তিনটি লাইন দিয়ে বেষ্টিত দুই গোলের সামনের জায়গাটুকুকে বলা হবে গোল এরিয়া।

(৪) **পেনাল্টি-এরিয়া** মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ দূরে গোল লাইনের সংগে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিক দুটি লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ১৮ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল লাইনের সংগে সমান্তরাল-ভাবে আঁকা তৃতীয় লাইনের সংগে মিশে যাবে। গোল লাইন ও এই তিনটি লাইন দিয়ে ঘেরা দুই গোলের সামনের জায়গাকে বলা হয় পেনাল্টি এরিয়া।

দুই গোল লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে গোল লাইনের সংগে সমকোণ করে ১২ গজ দূরে দুই পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে একটি করে পরিষ্কার চিহ্ন আঁকতে হবে (সমকোণ করে কোন রেখা আঁকা চলবে না)। এই দুই চিহ্ন হবে পেনাল্টি কিক করার জায়গা। দুটি পেনাল্টি কিক করার জায়গা থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে দুটি চাপ আঁকতে হবে।

(৫) **কর্নার-এরিয়া** — প্রত্যেক কর্নার পতাকার দণ্ডকে কেন্দ্র করে এবং ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের ভেতরের দিকে চাপ আঁকতে হবে।

(৬) **গোল** প্রত্যেক গোল লাইনের মাঝখানে গোলপোস্ট স্থাপন করতে হবে। প্রতি গোল লাইনের উপর এমনভাবে দুটি সোজা খুঁটি পুঁততে হবে যাতে কর্নার পতাকা-দণ্ড থেকে দুটি খুঁটি সমান দূরে থাকে, আর দুই খুঁটির মাঝে থাকে ৮ গজ ব্যবধান (ভিতরকার মাপ)। মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচুতে একটি সরল কাঠের দুই খুঁটির দুই মুখের সংগে এমনভাবে জুড়তে হবে

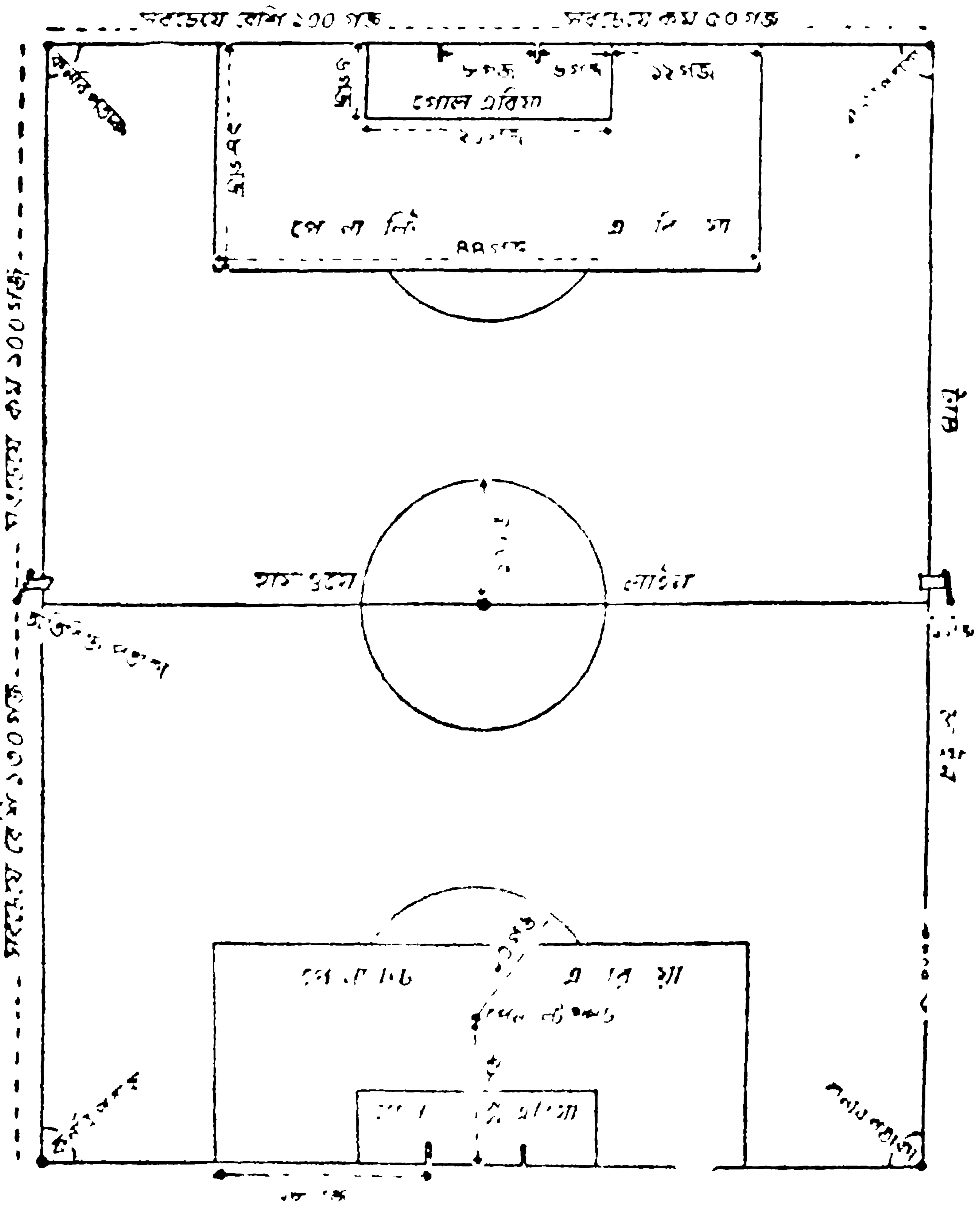

মাপজোক সহ ফুটবল মাঠের চিত্র

যাতে ক্রসবারের নিচ থেকে মাটি পর্যন্ত ৮ ফুটই ব্যবধান থাকে। গোলপোস্ট ও ক্রসবারের ঘনত্ব ও চওড়া ৫ ইঞ্চির বেশী হবে না।

গোলের পেছন দিকে গোলপোস্ট, ক্রসবার ও মাটির সঙ্গে জাল (গোল-নেট) খাটানো যেতে পারে। জাল দুটি বেশ ভালভাবে খাটানো উচিত এবং এমনভাবে খাটানো উচিত যাতে গোলকিপারের চলাফেরার কোন অসুবিধা না হয়।

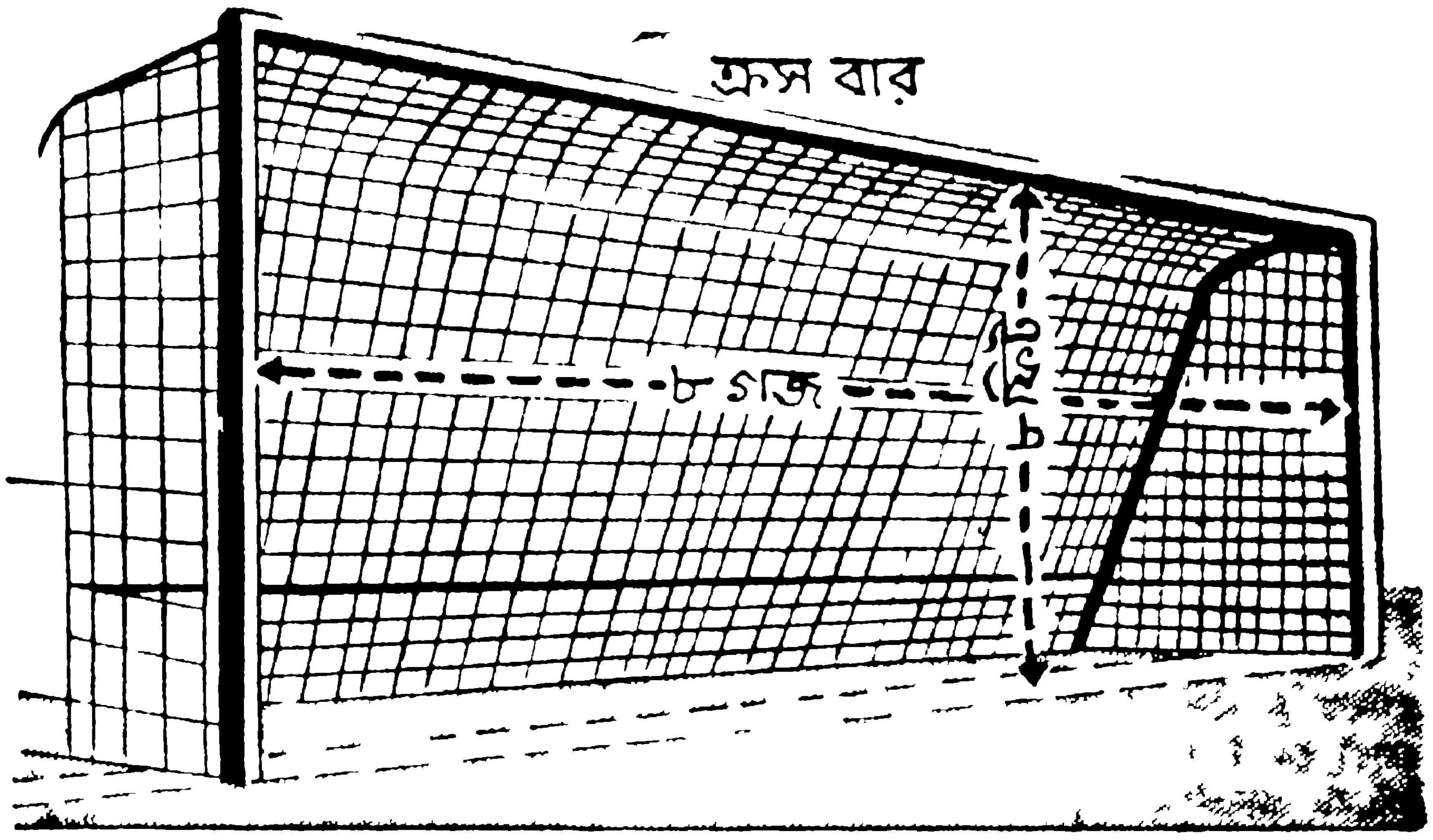

গোলপোস্ট ও ক্রসবারের মাপ এবং গোলে জাল খাটাবার পদ্ধতি।

এক নম্বর আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত

(এ) আন্তর্জাতিক খেলার মাঠের মাপ হবেঃ সবচেয়ে বড় ১১০×৭৫ মিটার, সবচেয়ে ছোট ১০০×৬৪ মিটার।

(বি) জাতীয় সঙ্ঘগুলোর অবশ্যই এই [illegible] মাঠ প্রস্তুত [illegible] হবে এবং আন্তর্জাতিক খেলার উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য [illegible] আগে আগন্তুক অ্যাসোসিয়েশনকে [illegible] খেলা হবে এবং মাঠের [illegible] জানিয়ে দেবেন।

(সি) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ [illegible] আইন অনুযায়ী মাঠের মাপ [illegible] গজ থেকে [illegible] অনুমোদন করেছে :—

১৩০	গজ	:	১২০	মিটার
১২০	গজ	:	১১০	[illegible]
১১০	গজ	:	১০০	[illegible]
[illegible]	গজ	:	[illegible]	[illegible]
৮[illegible]	গজ	:	৭৩	[illegible]
৭০	গজ	:	৬৪	[illegible]
৫০	গজ	:	৪৫	[illegible]
১৮	গজ	:	১৬.৫০	[illegible]
১২	গজ	:	[illegible]	[illegible]
১০	[illegible]	:	[illegible]	[illegible]
৮	[illegible]	:	[illegible]	[illegible]
৬	[illegible]	:	[illegible]	[illegible]
১	[illegible]	:	১	[illegible]
৮	[illegible]	:	[illegible]	[illegible]
৫	[illegible]	:	[illegible]	[illegible]
২৮	ইঞ্চি	:	[illegible]	[illegible]
২৭	ইঞ্চি	:	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible] ও ক্রস [illegible] থাকে।

(ই) [illegible] গোলপোস্ট ও [illegible] দ্বারা [illegible] ক্ষেত্রের বাইরের দিকের প্রান্ত সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে যাবে তখনই গোল হবে।

(এফ) গোল-এরিয়া চিহ্নিত করবার জন্য ৬ গজের মাপ এবং পেনাল্টি এরিয়ার জন্য ১৮ গজের মাপ গোললাইনের উপর এবং অবশ্যই গোলপোস্টের ভেতরের দিকের প্রান্ত থেকে আরম্ভ হবে।

(জি) মাঠের [illegible] এরিয়া পেনাল্টি এরিয়া ইত্যাদি [illegible] এরিয়ার লাইনগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

(এইচ) প্রত্যেক [illegible] মান অনুযায়ী [illegible] করবে [illegible] নিয়মকানুন ও আইন যথাযথভাবে পালন করতে,

হবে [illegible] এবং [illegible] অবশ্যই এইরূপ হবে। [illegible] অ্যাসোসিয়েশন [illegible] হবে।

[illegible] কোন [illegible] ক্রসবার [illegible] হয় বা [illegible] ক্রসবার [illegible] সম্ভব [illegible] হয় [illegible] হয়ে যাবে।

[illegible] জন্য ক্রসবার [illegible]

[illegible]

(জে) [illegible] আন্তর্জাতিক খেলায় [illegible] জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন [illegible] পরামর্শ [illegible] থেকে অন্তত ২ [illegible] এবং গোল[illegible] সংযোগস্থলের কোন [illegible] জন্য জায়গা। [illegible] পরামর্শ দিয়েছেন এবং জাতীয় [illegible] বলেছেন যাতে ফটোগ্রাফাররা এই আইন অতিক্রম করতে এবং ফটো[illegible] জন্য ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতে না পারে।

পাদটীকা—[illegible] নেট—জালের [illegible] অথবা [illegible] জাল ব্যবহার করা যেতে [illegible] নাইলনের [illegible] বা পাট দিয়ে [illegible] সরু হওয়া উচিত নয়।

কুঁচ তৈলম [illegible] হরিহর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, [illegible] এন এম মুখার্জি, [illegible] চণ্ডী মেডিক্যাল হল, [illegible] কলিকাতা। (সি ১৭৭৩)

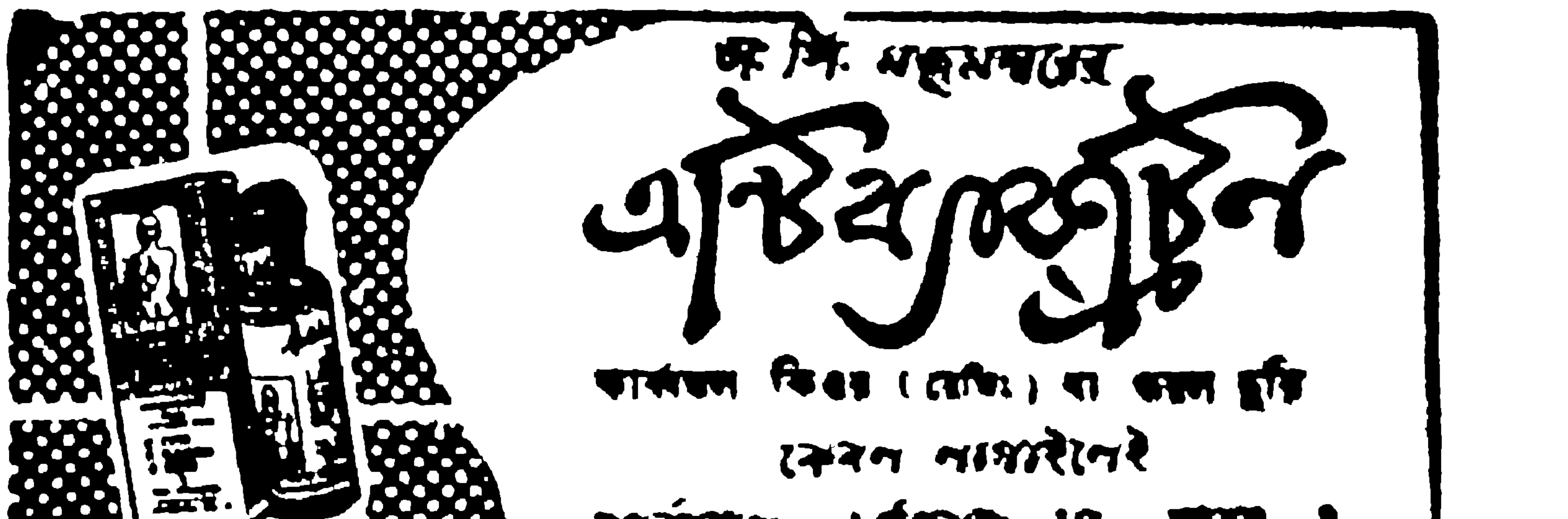

সোল এজেন্ট—[illegible] এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩

(সি-১১৪৩)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২০শে মে—নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সিরাজুদ্দিন কোম্পানির কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ পুলিস সংস্থা ভারত সরকারের পাঁচজন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছে।

আমরোহা উপনির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী আচার্য জে বি কৃপালনী বলেন যে, তাঁহার মতে দুর্নীতি এবং প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের দরুন এই নির্বাচনকে বাতিল করা উচিত। তিনি অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনের সময় সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে 'অসহায়' বোধ করেন। কারণ বহু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যমন্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন।

২১শে মে—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী ভোটে পরাজিত করিয়া আমরোহা কেন্দ্র হইতে লোকসভার উপনির্বাচনে আচার্য কৃপালনী জয়ী হইয়াছেন এবং ফারুকাবাদে সোসালিস্ট পার্টির নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকারকে পরাজিত করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্নে এক ঘূর্ণি [illegible] বর্ধমান শহরের শত শত কাঁচা ও টিনের চালের বাড়ি উড়িয়া যায় বহু পাকা বাড়ি ধসিয়া পড়ে, হাজার হাজার গাছ উৎপাটিত হয় এবং আহত হয় বহু লোক—তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্ধমানের ইতিহাসে ঘূর্ণিঝড়ের এমন তাণ্ডব আর কখনো দেখা যায় নাই।

২২শে মে—আমরোহা ও ফারুকাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে যথাক্রমে আচার্য কৃপালনী ও রামমনোহর লোহিয়ার জয় ভারত সরকারের চীনা ও জোট-নিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে রায় বলিয়া লক্ষ্ণৌ-এর অনেকে মনে করিতেছেন।

বিহার রাজ্যে ৪০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষম প্রস্তাবিত বোকারো ইস্পাত কারখানা নির্মাণ ও উহা পরিচালনার জন্য পৃথক একটি কোম্পানী গঠনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারি শিল্পমন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আজ ঘোষণা করেন

২৩শে মে—নদীয়া জেলার কর্তৃপক্ষ এই সংবাদ পাইয়াছেন যে পাকিস্তানী [illegible] নদীয়া জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উৎপাত বৃদ্ধি করিতে [illegible] হইয়া উঠিয়াছে এবং এই অঞ্চলের [illegible] আধা-সামরিক বাহিনী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার [illegible] [illegible] বিক্রয়মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। আগামী [illegible] হইতেই ঐ মূল্য [illegible] কার্যকর হইবে। [illegible] (২৫শে মে) হইতে কলিকাতা ও [illegible] শিল্পাঞ্চলে [illegible] নির্দিষ্ট দামে চিনি বিক্রয় শুরু হইবে।

২৬শে মে—আগামী [illegible] পরিকল্পনা হইতে মাত্র ৭০টি [illegible] উদ্বাস্তু পরিবারকে [illegible] দেওয়া হইতে পারে। অন্যান্য উদ্বাস্তুদের [illegible] বন্ধ থাকিবে। [illegible] উদ্বাস্তু পুনর্বাসন [illegible] উহা জানাইয়া দিয়াছেন।

[illegible] কারের নিকট হইতে গত কয়েক বছর ধরিয়া পৌরসভার কর বাবদ অর্ধ লক্ষাধিক টাকা আদায় করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে টালিগঞ্জের একজন কাউন্সিলারের নিকটই নাকি অনাদায়ী করের পরিমাণ প্রায় ৩৫ হাজার টাকার মত।

২৫শে মে—দীর্ঘ দশ বছরকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের হিসাবপত্র 'না মেলায়' অবস্থায় থাকার দরুন [illegible] কয়েক লক্ষ টাকার [illegible] বিভাগের এক-শ্রেণীর কর্মচারীর [illegible] পড়িয়া থাকার [illegible] অবকাশ আছে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল মনে করিতেছেন।

কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিস মোটরগাড়ি চুরির অভিযোগে পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জনৈক কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীও আছেন। প্রকাশ [illegible] নাকি কলিকাতায় [illegible] গাড়ি আছে।

২৬শে মে—আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী ১লা জুলাই হইতে অবসর সম্পর্ক পরিকল্পনা কার্যকর হইবে। [illegible] এবং যাহাদের মাসিক বেতন ১৩০০ টাকা অথবা বেশী, কিন্তু [illegible] কম, তাঁহাদের প্রতি এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ পরীক্ষার [illegible] [illegible] নির্বাচনে চরম [illegible] হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২০শে মে—চীনা-নিরপেক্ষ [illegible] [illegible] সোভিয়েট [illegible] ও [illegible] নেতৃবর্গ [illegible] [illegible] পশ্চিম ও পূর্ব [illegible] এবং [illegible] উহা [illegible] পড়িয়াছে।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিতেছে।

২১শে মে—[illegible] সংঘ চীনের সহিত আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্যা সম্পর্কে [illegible] [illegible] এবং [illegible] সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

গতকাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর [illegible] কর্নেলের নেতৃত্বে [illegible] একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা করা হয়। সরকারী সৈন্যদল [illegible] এই বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু [illegible] অবস্থা এখনও গোলযোগপূর্ণ আছে।

২২শে মে—মার্কিন অভিযাত্রী দলের মুখপাত্র জানান যে, দুইটি অভিযাত্রী দল পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে এভারেস্ট শীর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। উভয় দলই এভারেস্ট শীর্ষ জয় করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

অদ্য সায়াহ্নে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় স্বাধীন আফ্রিকার নেতৃবৃন্দের মহা-সম্মেলন শুরু হইয়াছে। আফ্রিকার ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব। সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী বলেন, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের প্রতি আমরা সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছি। তাহাদের [illegible] ছাড়া আফ্রিকার স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

২৩শে মে—কাঠমাণ্ডুর খবরে প্রকাশ, মার্কিন অভিযাত্রী দলের দুইজন সদস্য পশ্চিম [illegible] বাহিয়া গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে [illegible] এভারেস্ট জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দিনই দলের অপর দুইজন সদস্য দক্ষিণ [illegible] বাহিয়া শিখরে পৌঁছান।

[illegible] দেখা না গেলেও মাঝে মাঝে [illegible] [illegible]। সোভিয়েট জ্যোতির্বিদরা [illegible] এক বিস্ফোরণের সন্ধান পেয়েছেন। এর [illegible] ২৭ কোটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের সূর্য [illegible] লক্ষ [illegible] [illegible] ও আলো [illegible], এই বিস্ফোরণ [illegible] ২৭ [illegible] [illegible]।

১৫শে মে—আফ্রিকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অভিযোগ [illegible]।

কম্যুনিস্ট চীন [illegible] আর ভারত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২৭শে মে—[illegible] [illegible]।

[illegible] প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

২৬শে মে—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] আফ্রিকা মহাদেশের ঐক্য সাধনের ব্যাপারে ঐ ঘোষণার গুরুত্ব অসাধারণ।

মস্কো এবং পিকিং-এর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ মিটাইবার জন্য সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রস্তাবক চীন ও নিউজিল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : [illegible] বার্ষিক ২২ ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীদ্বিজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮০৬১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১ম
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২য়
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৩য়
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৪র্থ

প্রতি খণ্ড—ছয় টাকা

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী ২য় ৪॥
স্বর্গাদপি গরীয়সী ৩য় ৬৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫॥ আরণ্যক ৫৲
অপরাজিত ৯৲ দেবযান ৫৲
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪॥ ঐ নাটক ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি ৪॥ কালিন্দী ৭৲ উত্তরায়ণ ৫॥ অভিযান ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲ তুচ্ছ ৪॥ আঁকাবাঁকা ৫৲
বিবাগী ভ্রমর ৭॥ জলকল্লোল (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥ রবীন্দ্র-সরণী ১০৲

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥ ভাড়াটে বাড়ী ৩॥

মৈনাকের বিচিত্র উপন্যাস

বহ্নিবলয়

শ্রেণী সংঘর্ষের নামে যে কুৎসিত স্বার্থ সংঘাত চলে—মুক্তির নামে যে ভয়ংকর দাসত্ব তারই সত্যকার একটি চিত্র।

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

মন্মথনাথ ঘোষের উপন্যাস

রোশনাই

ইতিহাসের পুরাতন পর্যায়ে একটি সর্বকালের ছবি

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

বিমল করের উপন্যাস

পান্থশালা

বর্তমান লেখকের নূতন শক্তির অপরূপ বিকাশ

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

প্রশান্ত চৌধুরীর
নবতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে

এক বিচিত্র ও রুদ্ধশ্বাস কাহিনী—সত্যকার পিছন দিকের বিচিত্র চিত্র

॥ আট টাকা ॥

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর

জীবনকথা উপন্যাসের চেয়ে মনোরম—কাহিনীর চেয়ে চিত্তাকর্ষক

॥ পাঁচ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

ফ্লু থেকে সাবধান হউন

WCRY-4 BEN

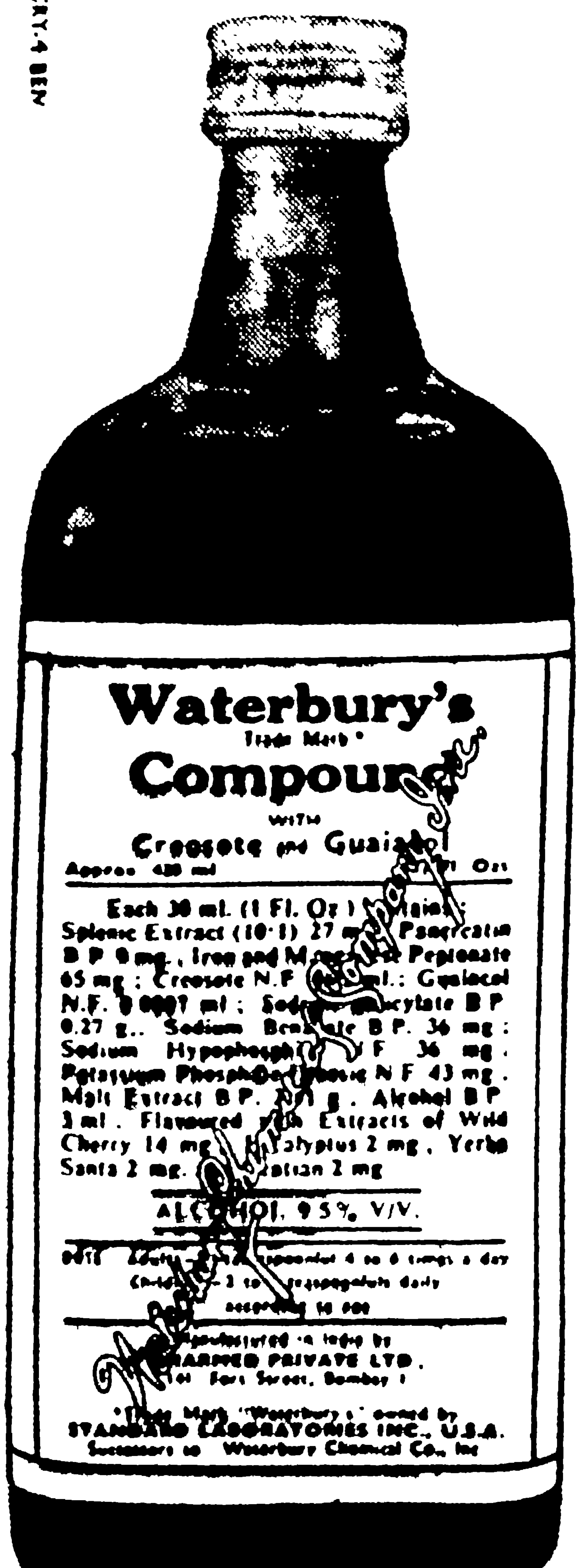

সেবন করুন
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড
লাল লেবেল

শুধু প্রতিষেধকই নয়, নির্ভরযোগ্য টনিকও বটে !

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডের ওপর বহু পরিবারের পুরুষানুক্রমে আস্থা ও নির্ভর স্থাপনের বহু বিশেষ কারণের মধ্যে চারটি হচ্ছে :

১ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড প্রতিষেধক এবং নির্ভর-যোগ্য টনিকও। দেহে রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

২ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড অতি অল্প সময়ে ফলপ্রদ-ভাবে কাশিকে তরল করে দেয়।

৩ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডে ক্রিওসোট ও গয়াকল থাকায় শ্বাসপ্রণালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

৪ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খিদে বাড়িয়ে তোলে, হজমে সাহায্য করে, রক্ত পুষ্ট করে এবং দেহে খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণ করে।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী (সীমিত দায়িত্বসহ যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

❋ সূচীপত্র ❋

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উপনির্বাচনের শিক্ষা	...	৫৮৭
কেন যুদ্ধ (কবিতা)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	৫৮৮
উদ্ভাসিত উত্তোরণে (কবিতা)	—শ্রীকরুণাসিন্ধু দে ...	৫৮৮
আত্মনিবেদন (কবিতা)	—শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় ...	৫৮৮
বৈদেশিকী—	...	৫৮৯
দ্রুণাক্ষরে	—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ...	৫৯২
শিবঠাকুরের আপন দেশে	—শ্রীরাণু সান্যাল ..	৫৯৩
শিল্পীর স্বাধীনতা	—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ...	৫৯৭
যারা অজ্ঞান করে	—শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ..	৫৯৯

৭ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত

দীপক চৌধুরীর

ললিতা প্রসঙ্গ

আগে বাণিজ্য পরে [illegible] পুনরুচ্চার করা কঠিন নয়। [illegible] সম্ভব বলেই অফিসের চোরা-কারবার ইংরেজ বণিকদের কাছ [illegible] পাচ্ছে। এই ভারতবর্ষে দু'শো বছরের উপর [illegible] নীল [illegible] ও চা-এর কারবার তাদের লোভের জিহ্বাকে লালায়িত করেছে। [illegible] যে-সব অফিস ব্যবসায়ের [illegible] পুরুষানুক্রমেই ইংরেজ [illegible] অবাঞ্ছিত সন্তান। [illegible] আসছে তারাই [illegible] সর্বসৌভাগ্যে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। এবং এই সব বংশধরদের বংশধরেরাই অধুনা বিলাতি বণিক-অফিসের কভেনেন্টেড অফিসার—বিংশ শতাব্দীর নিকৃষ্ট ক্লাইভ। নেশাগ্রস্ত এই নতুন নায়কদের কাছে বিবেক ও মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ মূল্য হচ্ছে [illegible]-মতো স্ফীত বেতন আর উপভোগের যাবতীয় উপকরণে সুসজ্জিত বালিগঞ্জ পার্ক রোডের স্বর্গভবন। এমনি এক স্বর্গের ইন্দ্র শশাধর মিত্রকে রূপ ও যৌবনের নৈবেদ্য-সহ বরমালা দিয়েছিলো বিদুষী ললিতা বসু। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সেই স্বর্গের স্বরূপ ক্রমশঃ নগ্নতায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো তার চোখে। সুস্থ সম্পন্ন সমাজ-জীবনের এই ঠিকানাই কি খুঁজেছিলো ললিতা? কৃতী কথাশিল্পীর অসামান্য উপন্যাস "ললিতা প্রসঙ্গ"ই এর বলিষ্ঠ উত্তর।

দাম : আট টাকা

স্মরণীয় ৭

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

৭ই বৈশাখে প্রকাশিত

'বনফুল'-এর

অসাধারণ উপন্যাস

ত্রিবর্ণ ১০.০০

২৫শে বৈশাখে প্রকাশিত

আশাপূর্ণা দেবীর

নবতম উপন্যাস

বহিরঙ্গ ৩.৭৫

৭ই জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত

'বনফুল'-এর

অভিনব নাটক

শৃণ্বন্তু ১.৭৫

[স্বামী বিবেকানন্দের অশরীরি বাণী এই অভিনব নাটকের নায়ক]

সম্প্রতি প্রকাশিত

সুশীল রায়ের উপন্যাস

পদ্মিনী ২.৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

উপন্যাস

কেউ জানবে না

কেউ শুনবে না

দাম : ৩.২৫ নঃ পঃ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

[illegible]

(সি-২০৬১)

কি ধবধবে ফরসা ! কি পরিষ্কার ! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা ! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়…আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

SU 28-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

গানের আসর—শার্ঙ্গদেব ৬০৭
লালকেল্লা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৬০৯
এভারেস্টের জয়-পরাজয়—শ্রীঅজিতকুমার দাশ ... ৬১৭
তুষার সীমার উপরে—শ্রীধ্রুব মজুমদার ৬২৩
মস্কোর চিঠি—শ্রীশুভময় ঘোষ ৬২৭
নিশিকুটুম্ব—শ্রীমনোজ বসু ৬৩১
বিশ্ববীচিত্রা— ৬৩৯
ড্রাগনের দাঁতে বিষ—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ ... ৬৪১
প্রবাসে— ৬৪

নবকল্লোল

আষাঢ় সংখ্যায় থাকবে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	—	উপন্যাস
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত	—	সম্পূর্ণ উপন্যাস
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	—	সম্পূর্ণ উপন্যাস
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	—	গল্প
অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	গল্প
পঞ্চবর্ষী	—	লেখা
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে	—	মানসিক বিষয়
ডাঃ এন আর গুপ্ত	—	কেশ বৃদ্ধি ও পরিচর্যা
বিমলচন্দ্র ঘোষ	—	কবিতা
যাদুকর পি সি সরকার	—	ভ্রমণ
পূরবী দেবী	—	হিসাব
ডাঃ জীবনকুমার সেনগুপ্ত	—	শারীরিক প্রশ্ন ও উত্তর

তাছাড়া আরো গল্প, হিসাব, কার্টুন, সিনেমা মজলিশ, সিনেমা চিত্র আরো অনেক রকম ছবি বইতে দেখুন

দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা—৯

বাহির হইল

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় — একই অঙ্গে এত রূপ

দৃষ্টিহীন — বেওনা চলে

সজনীর নতুন বই প্রকাশিত হল

চিত্ত সিংহ

নিষাদ

একটি সাংকেতিক উপন্যাস ॥

মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন:
"...এ গ্রন্থরচনায় যদি কোন কৃতিত্ব থাকে সে আমার নয়, আমার ঈশ্বরের। ত্রুটির, সমস্ত ত্রুটির জন্য দায়ী আমি, আমার বয়স, আমার অতি-পরিমিত ক্ষমতা॥"

অখণ্ড বিশ্বাসের উচ্চারণে ভাস্বর এ গ্রন্থ, সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের অসুস্থ উদ্বাস্তু মানসিকতাকে স্পষ্টত একটি স্থির প্রত্যয়ের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করল। ২·৫০

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বমেধের ঘোড়া

বহুআলোচিত ছোটগল্প সংকলন॥
দীপেন্দ্রনাথ এ দশকের সাহিত্যের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। ছোটগল্পে তাঁর সাফল্য, সামর্থ্য যে কোন তরুণ লেখকের ঈর্ষার। বরং বলি, বহু-নিন্দিত ও প্রশংসিত 'নতুন রীতি'র তিনিই পুরোধা, সম্ভবতঃ অদ্যাবধি তিনিই অন্যতম। ২·৫০

চিত্ত সিংহ

কলকাতার কুয়াশা

দেশ বলেন:
"চিত্ত সিংহের অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট প্রবীণ, লেখাও যথেষ্ট শাণিত। এই উজ্জ্বলতা এ গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, যেটি আসলে একগুচ্ছ বাস্তিক নিবন্ধের সংকলন, সমকালের বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা যার বিষয়, তীক্ষ্ণতায় মর্মভেদী, অথচ রম্যরচনার মত সুখপাঠ্য।" ৩·০০

সুজনী ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট—১২

সি-১৯৫০

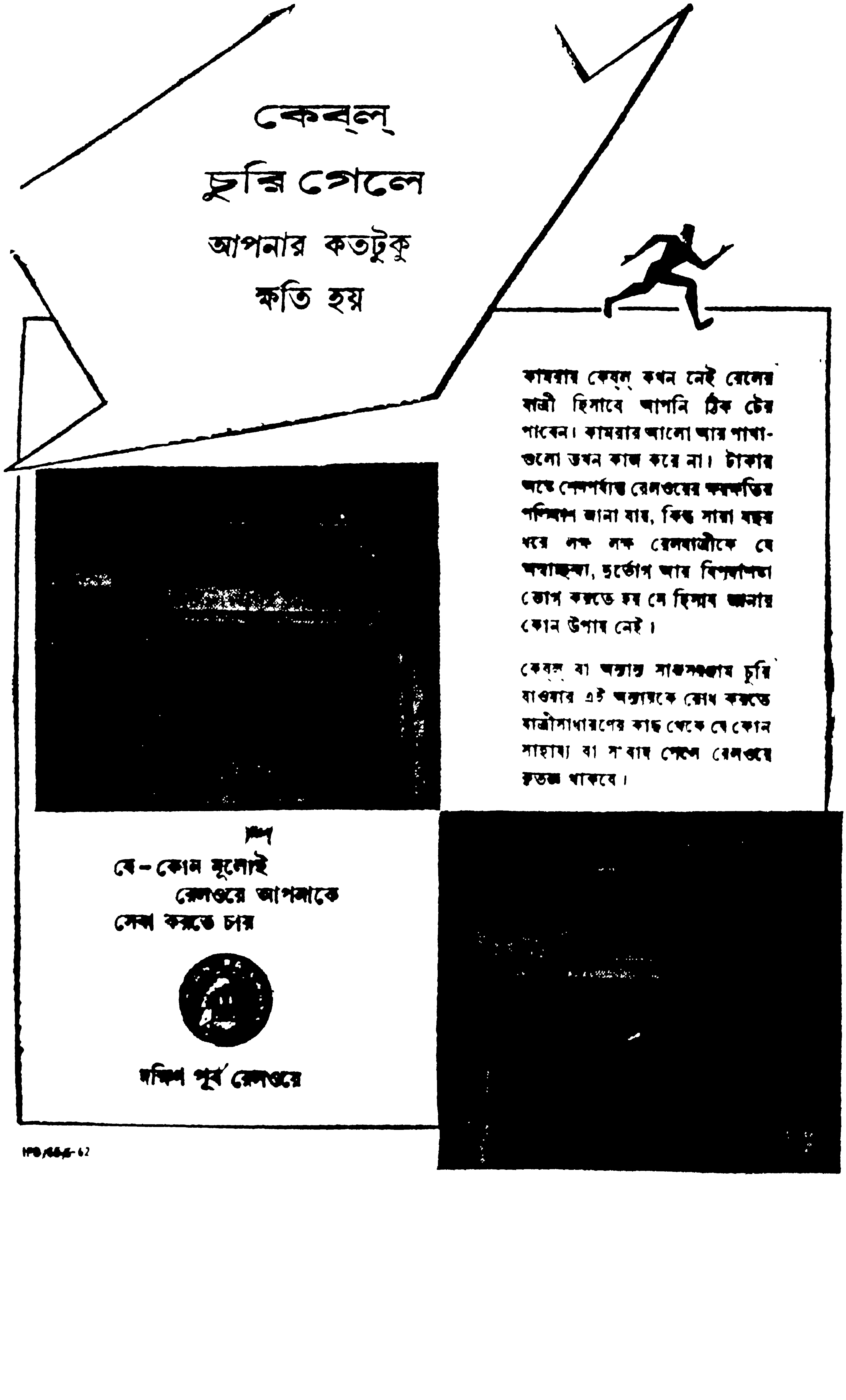
কেবল্
চুরি গেলে
আপনার কতটুকু
ক্ষতি হয়
কামরায় কেব্‌ল্ কখন নেই রেলের যাত্রী হিসাবে আপনি ঠিক টের পাবেন। কামরার আলো আর পাখা-গুলো তখন কাজ করে না। টাকার অংকে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু সারা বছর ধরে লক্ষ লক্ষ রেলযাত্রীকে যে অস্বাচ্ছন্দ্য, দুর্ভোগ আর বিপজ্জনকতা ভোগ করতে হয় সে হিসাব জানার কোন উপায় নেই।
কেব্‌ল্ বা অন্যান্য সাজসরঞ্জাম চুরি যাওয়ার এই অন্যায়কে রোধ করতে যাত্রীসাধারণের কাছ থেকে যে কোন সাহায্য বা সংবাদ পেলে রেলওয়ে কৃতজ্ঞ থাকবে।
যে-কোন মূল্যেই
রেলওয়ে আপনাকে
সেবা করতে চায়
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	... ...	৬৪৫
আলোচনা—	... ...	৬৪৭
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর	... .	৬৫২
পুস্তক পরিচয়—	... ...	৬৫৫
রঙ্গজগৎ—	... ...	৬৫৭
খেলার মাঠে—একলব্য	. ... ..	৬৬৫
ফুটবলের আইনকানুন—মুকুল	... ..	৬৭০
সাপ্তাহিক সংবাদ—	. ...	৬৭২

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন্দ্র সেনগুপ্ত

কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রা আদালতে অভিযুক্ত আসামী বিচারের শতবার্ষিকীর অবিস্মরণীয় জীবনালেখ্য

চিত্রগুপ্ত রচিত

এরা অভিযুক্ত আসামী

অপরাজিতা দেবীর নাটক

স্বামী বিবেকানন্দ ২.৫০

মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক

শাপমুক্তি ২.৫০

উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

রক্ততিলক (নাটক) ২.৫০

রমেন লাহিড়ীর নাটক

পান্থশালা ২.৫০

রূপদর্শী রায়ের নতুন উপন্যাস

একটি সোনা মন

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঝাড়খণ্ডের ঋষি

১ম ৩.০০ ২য় ৩.০০

অভিযাত্রীর উপন্যাস

অনির্বাণ শিখা ৫.০০

নষ্টচন্দ্রের আলো ৬.০০

স্মৃতির মুকুর ৬.০০

মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজীর

নাসদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট

একপত্র প্রলাপ ১২ ৬.০০

কথার কথা ১।২।৩ ৭.৫০

পুরান কথা ১.৫০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালো চোখের তারা ৩.৫০

পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ১৫৲

হরিনামের কণ্ঠহার ১.৫০

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুন্দরী কথাসাগর ৫.৫০

ডাঃ রাখালদাস রায়চৌধুরীর

রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা ৪.০০

তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কুমারী ধরম ৩.৭৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

স্বদেশ ও সাহিত্য / .০০

জগদীশচন্দ্র ঘোষের উপন্যাস

মাটির মন ৬.৫০

লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

ছোটছবি ২.৫০

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

রঙ্গমঞ্চে রূপসজ্জা ৪.০০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ : ফোন ৩৪-২৯৮৪

॥ পড়বার মত কতকগুলি বই ॥

শ্রীযাদব-এর বহুপ্রশংসিত উপন্যাস

গোমতী গঙ্গা ৮.০০

বিরাম কুঞ্জ ২.০০

এক মুঠো মাটি ৪.০০

প্রমথনাথ বিশী

পদ্মা ৪.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হাত বাড়ালেই বন্ধু ৩.৫০

নানারঙে বোনা ৪.০০

নীলকণ্ঠ

এক ঝাঁক পায়রা ৩.০০

আশা দেবী

রোদ্দুর বন্দর ৪.০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

সপ্তপর্ণী ৩.০০

বিশ্ববাণী ॥ ১১এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট ॥ কলিঃ ৭

এই শৌখীন পাউডার
সবারই সাধ্যে কুলোয়

পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক

শরীর স্নিগ্ধ করে • সৌরভ ছড়ায় • মনে স্ফূর্তি আনে

শৌখীন পাউডার পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার [illegible] বাড়ির সবাই [illegible] [illegible]। [illegible] গ্রীষ্মেও ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক সারাদিন স্নিগ্ধ আরাম দেয়। [illegible] [illegible] পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক একটা [illegible] [illegible] চারিদিক [illegible]। সেই সুন্দর গন্ধ [illegible] [illegible] সারা [illegible]

[illegible] পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক বাপুন— এখন তিন রকম [illegible]।

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক, [illegible] [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র [illegible]

JWT/P-1896

নূতন গ্রন্থ। প্রকাশিত হোল।

A HISTORY OF INDIAN MUSIC

(প্রথম খণ্ড • প্রাচীন যুগ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

বলতে গেলে এই সর্বপ্রথম পর্যায় ধারাবাহিকভাবে সংগীতের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হোল।

সংগীত উপাদানগুলির ক্রমবিকাশের প্রামাণিক পরিচয় দেওয়া আছে প্রথমে এবং পরে আদিম প্রাগৈতিহাসিক ও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের বিকাশের সঙ্গে [illegible] সংগীতের ক্রমবিকাশের সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিক ইতিহাস [illegible] গ্রন্থে।

ডিমাই সাইজ : ১৪খানি প্লেট [illegible]

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

[illegible]

১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

বসুমতী বলেন—গ্রন্থখানির সামাজিক মূল্য [illegible] সংসার [illegible] সমাজকে [illegible] কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল।

পড়ে দেখুন

সুনীল চক্রবর্তীর

অপাংক্তেয় ৩.৫০

ননীমাধব চৌধুরীর

স্ফুলিঙ্গ ২॥০

এই রকম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস [illegible] নজরে পড়ে।—দেশ

অভিযাত্রী ৪.

এই রকম উপন্যাস রচনার [illegible] বর্তমান। —দেশ

নূপুংগটু

[illegible] —দেশ

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং

২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কল ৬

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের

অপরূপা চাম্বা

[illegible]

দাম ছয় টাকা

'ইন্দ্রনীল'-এর

এপার ওপার

[illegible]

দাম আড়াই টাকা

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের

উড়িষ্যার দেব-দেউল

[illegible]

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

তিমির বিদার

সমর বসু

[illegible]

দাম তিন টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **একটি ফুলকে ঘিরে** গল্প সংকলন ২.৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর **মন দেউলে দীপালোক** গল্প সংকলন ২.৫০

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের **একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে** [illegible] ৬.০০

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় : ১২ [illegible] রোড কলিকাতা ১

পরিবেশক :

ইস্টার্ন এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬

পত্রযোগে মিতালি

[illegible]

কুমারী মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] উত্তরপাড়া, [illegible] পশ্চিমবঙ্গ

স এম ১৩০৩

সুধীর সরকার-এর একাঙ্ক নাটক

আই অ্যাম সরি ১.

ফুস-মন্তর ॥ ১.২৫ ॥

[illegible] এই রকমের [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] —যুগান্তর

ডি এম লাইব্রেরী,

৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলি ৬

মিত্র লাইব্রেরী,

১৬০/২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলি ৬

সি ২০৭২

আপনার শৃঙ্খলাতেই

ভারতের শক্তি নিহিত

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত
পুস্তকাবলী

ঘটনাবলী বা Annals

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (২য় সং)
১ম খণ্ড ৩.২৫ ২য় খণ্ড ৩.০০
৩য় খণ্ড ৩.০০

২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
(২য় সং) ১ম খণ্ড ... ২.৭৫
২য় খণ্ড ... ২.৭৫

দর্শন ও বিজ্ঞান

1. ENERGY Rs. 1.25
2. THEORY OF VIBRATION Rs. 2/-
3. THEORY OF MOTION Rs. 2/-
4. COSMIC EVOLUTION (Part 1) Rs. 4/-
5. MENTATION Rs. 2/-
6. FORMATION OF EARTH Rs. 2/-
7. MIND Re. 1/-
8. NATURAL RELIGION Re. 1/-

অনুধ্যান-দর্শন প্রভৃতি

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান ৩.৫০
(২য় সং)

২। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ২.০০

৩। গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫.০০

৪। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং) .৫০

৫। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ... .৫০

৬। দীন মহারাজ ... .৫০

৭। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ... ১.০০

৮। জে. জে. গুডউইন ... ১.০০
(স্বামীজীর ক্ষিপ্র লিপিকার)

× × মহেন্দ্রনাথ যে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ও অধ্যাত্ম জীবনের সাধনা করিয়াছেন তাহা জাতীয় সম্পদ × ×
—যুগান্তর

Allied Publication
Dialectics of Land Economics of India Rs. 6.50
By Dr. Bhupendranath Dutta
AM (Brown) Dr. Phill

শ্রীসত্যনারায়ণ ঘটক
কথাপ্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ... ২

স্বামিজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
১০% কমিশন

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট কলিঃ-৬

(সি ৩৮৬)

প্রকাশিত হল

সুমনা

আশাপূর্ণা দেবী

বিদেশে স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে পথে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত একটি শিশুকে বুকে তুলে নিয়েছিল কুমারী সুমনা। নেহাত মানবতাবোধের খাতিরেই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল একটি অসহায় মানবপ্রাণকে। কিন্তু সেই ছোট্ট একটি প্রাণকণিকা সুমনাকে প্রাণ-তুল্য প্রিয় জ্ঞান করত যেসব অতি আপনজন, তাদের চোখেও যে বিশ্রী একটা সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে, কল্পনাও করতে পারেনি। স্তব্ধ, হতবাক সুমনা বিদ্রোহ করল সমাজ-মনের এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এক চরম ক্ষণে সে উপলব্ধি করতে পারল যে, সমাজকে পরিত্যাগ করাও যেমন কোনও সামাজিক জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনই অসম্ভব কোনও হৃদয়বান মানবের পক্ষে তার হৃদয়কে বিসর্জন দেওয়া। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবীর এই উল্লেখযোগ্য উপন্যাসটি এক কুমারী কন্যার জীবনের বৃহত্তম সমস্যার বিষণ্ণতম বেদনাগাথা।

দাম : ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ৩২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 8th June 1963

উপনির্বাচনের শিক্ষা

পার্লামেন্টারী নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ের নিশ্চিত সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ আবিষ্কার করা অসাধ্য ব্যাপার, বিশেষ উপনির্বাচনী দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ের। লোকসভার তিন তিনটে কেন্দ্রে উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা কংগ্রেস দলের অথবা বলা যায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কর্ম-নীতির বিরোধী। আচার্য কৃপালনী, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এবং শ্রীমিনু মাসানী জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত; এককালে এঁরা তিনজনই কংগ্রেস আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, কংগ্রেস সংগঠনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেস দলের সঙ্গে এঁদের বিচ্ছেদ ও বিরোধিতা ব্যক্তিগত নয়, গুরুতর নীতিগত কারণে। এঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাংশে সমর্থন না করেও বলা যায় এঁরা কংগ্রেস-বিরোধী হলেও নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধিমত জাতীয় স্বার্থরক্ষায় দৃঢ়সংকল্প। কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কতকগুলি কর্মসূচী ও পদ্ধতির প্রখর সমালোচক হিসেবেই এঁরা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। সে-বিচারে এই তিনটি উপনির্বাচনী ফলাফলের আদর্শগত তাৎপর্য অনেকখানি আছে কিম্বা থাকা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুটা সংশয় পোষণ করাও অযৌক্তিক নয়। কারণ এই তিনটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়টা প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট কিন্তু বিজয়ী তিনজন ঠিক এক সূত্রে আবদ্ধ নন, এক দল কিম্বা একই আদর্শ অনুসারীও তাঁরা নন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে এইটুকুমাত্র সাদৃশ্য এঁরা তিনজনই কংগ্রেসদল-গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি কর্মনীতির বিরোধী।

আমরোহা, ফরাক্কাবাদ, রাজকোটের উপনির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রনীতি এবং চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অসন্তুষ্ট মনোভাব অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত করেছে। যাঁরা এই তিনটি উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতির ত্রুটিবিচ্যুতি অসংকোচে সমালোচনায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী। নির্বাচনী প্রচারেও তাঁরা জাতীয় রাজনীতির বাস্তব সমালোচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা দলীয় আনুগত্য মেনে চললেও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে জাতীয় রাজনীতি পরিচালনা দৃঢ়তর, আরও বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া উচিত। সেদিক দিয়ে উপনির্বাচনের ফলাফল জাতীয় সংকটকালে কংগ্রেস-রাজনীতির ভিতরের দ্বিধাসংশয়ও অনেকখানি প্রতিফলিত করেছে। কংগ্রেস-রাজনীতির দ্বিধাসংশয় কংগ্রেস-সংগঠনকে কী পরিমাণ শক্তিহীন করেছে সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর। উপনির্বাচনের ফলাফল দলীয় শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধির চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ গণ্য হতে পারে কি না সে-ও একটা প্রশ্ন। ব্রিটেনের মত উচ্চতম রাজনৈতিক ঐতিহ্য-সচেতন দেশে উপনির্বাচন এবং পৌর প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল দেখে হাওয়ার গতি কোনদিকে তার মোটামুটি হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের নির্বাচকমণ্ডলী এখনও অতখানি রাজনীতি-সচেতন হয়েছে কি না বলা কঠিন। তবুও কংগ্রেসের মত শক্তিশালী ও ক্ষমতাসীন দলের তিন তিনটে উপনির্বাচনে পরাজয় একেবারে আকস্মিক এবং সাময়িক ঘটনামাত্র গণ্য করা যায় না।

আমরোহা এবং ফরাক্কাবাদ উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে কতকগুলি কারণ দেখা যায়। আচার্য কৃপালনীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসদলীয় প্রার্থীরূপে শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের শেষলগ্নে আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ মেনন ও শ্রীমালব্যের অবাঞ্ছিত তৎপরতা, উপনির্বাচনী প্রচারে এবং ভোট ভিক্ষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কলাকৌশল, সব মিলিয়ে কংগ্রেসপক্ষ এই নির্বাচনে যে ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তাতে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ কংগ্রেসের পক্ষে বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়া বিস্ময়কর নয়। আমরোহা এবং ফরাক্কাবাদে কংগ্রেসের পরাজয়ের আনুষঙ্গিক কারণ অনেকের মতে নাকি শ্রীমোরারজী দেশাই-এর স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণনীতি, জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে আমলাদের জুলুম এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। এই ধরনের কারণগুলি আমরোহা ও ফরাক্কাবাদের নির্বাচকমণ্ডলীকে সত্যই কংগ্রেস-বিরোধী করেছে কিনা অথবা কতখানি করেছে বলা কঠিন। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে উপনির্বাচনে কংগ্রেসপক্ষে জাতীয়তাবিরোধী কম্যুনিস্টরা দোসর হওয়ায় অনেক ভোটার, এমন কি স্বভাবত কংগ্রেসের অনুরাগী ভোটারও কংগ্রেস-প্রার্থীর প্রতি বিরূপ হয়েছে। উপনির্বাচনী দ্বন্দ্বে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে একযোগে সবগুলি অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদী দল আর কংগ্রেসের পার্শ্বচর রূপে আসরে নেমেছে কম্যুনিস্ট দল। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণের পর জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টের মধ্যে সামান্যতম যোগাযোগ, সাময়িক সুবিধার জন্য বোঝাপড়াও যে বেমানান, নীতিবিগর্হিত, আপত্তিকর—কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলী আশা করি এখন সেটা উপলব্ধি করবেন।

আমরোহায় সাম্প্রদায়িকতা, কম্যুনিস্টদের সর্দারী, ফরাক্কাবাদে আমলাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ যদিও বা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ গণ্য করা হয়, রাজকোটে কংগ্রেস প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাজকোট ছিল দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের দৃঢ় দুর্গ, সবচেয়ে নিরাপদ নির্ভরযোগ্য নির্বাচনী এলাকা। স্বতন্ত্র দলের শ্রীমিনু মাসানি এখানে সম্পূর্ণ নবাগত, তবুও তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এই পরাজয় কেবল ভোটের হিসাবে নয়, রাজনৈতিক বিচারেও কংগ্রেস দলের পক্ষে উদ্বেগজনক।

তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে অবশ্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যুক্তিসংগত হবে না। কংগ্রেস এখনও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে ক্ষমতাসীন জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্থান দখল করতে সক্ষম এমন কোনও বিকল্প দলেরও আবির্ভাবের সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় না। তিনটি উপনির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা লোকসভার সদস্যরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক বিষয়ে জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন সন্দেহ নাই। বিরোধীপক্ষে এর প্রয়োজনও আছে, বিশেষত বর্তমান জাতীয় সংকটকালে লোকসভায় কম্যুনিস্ট পন্থীদের প্রভাব ও প্রাধান্য খর্ব করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের সুবৃহৎ রাজনৈতিক ভূমিকা ও সার্থকতা সেজন্য নিঃশেষিত হয়নি। তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে কংগ্রেস-বিরোধীপক্ষের খুব বেশী আশান্বিত বোধ করার সময় আসেনি।

কেন বন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ক'টি সিক্ত নম্র জ্যোৎস্না, আনন্দিত ক'টি উষ্ণ রোদ
ক'টি ঘন অন্ধকার, দূরে ক'টি-বা উদাসীন তারা—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের ক'টি মূল্যবোধ
চেতনার গভীরে ইশারা—
তারি জন্যে যত বন্ধ যত এই নির্জনে পাহারা॥

ব্যঞ্জন স্বাদান্ত নূনে, অতিরিক্তে। কাজলরেখায়
অর্থোজ্জ্বল চাহনিতে অলিখিত ভাষা জাগে কেন!
দেয়ালের পরিধিতে ঘর না ফুরায়
প্রান্তে বাঁচ এক ফালি সবুজ উঠোন।
ঘাসের আড়াল হতে বোকা ফুল চায় ইতিউতি,
কারে খোঁজে কারে করে স্তুতি—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের স্থির দৃষ্টিকোণ,
তারি জন্যে যত বন্ধ যত এই নীরব প্রস্তুতি॥

উদ্ভাসিত উত্তোরণে

করুণাসিন্ধু দে

রাত্রিদিন খুলে আছি নগ্ন দেহে ক্লীব অন্ধকারে,
শক্তির বিলোপে ক্ষীণ, দুরারোগ্য ব্যাধির মতন
আত্মস্মৃতি ঘিরে রাখে নিজের বিগ্রহ ভস্মাধারে
উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্য, ফুলে, গুপ্তচর মন্দিরে শমন
পূজারী ব্রাহ্মণ সেজে কত নামে শোনায় পাঁচালী
ভণ্ড, নিস্তরঙ্গ রক্তে: উচ্ছ্বাসে-উল্লাসে, কিন্তু শ্বাসে
কুটিলা মন্থরা পোষে, তাতে সুখ সাধ গৃহস্থালী,
প্রার্থিত সম্পদ কেড়ে যেন দুষ্ট দুঃসময় হাসে।

অগত্যা অনন্যোপায়, শরীরকে ঝুলানো শবের
বিজ্ঞাপিত ভয় ভেঙে, অস্ত্রের সন্ধানে আজ যাই!
সম্মুখ সমরে, যেন বৃহন্নলা মূর্ত পৌরুষের
খাপে ঢাকা দেহ খুলে সঞ্জীবনী রৌদ্দুর জ্বালাই
দিকে দিকে উত্তোরণে। কুচক্রী পাপের ছলাকলা,
আস্ফালন ছিন্নভিন্ন পলাতক: গাণ্ডীব টংকারে
তন্দ্রাতুর মোহ টুটে, নির্গমের রক্তে এ কী দোলা,
প্রদীপ্ত ফাল্গুনী আসে, অন্ধকারে অমল উদ্ধারে।

আত্মনিবেদন

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হয়ত ফুরাবে সব ফুরালে এ-মর্ম থেকে আত্মনিবেদন।
কি থাকে হৃদয় থেকে ঝরে গেলে মুকুলিত বাতাসের কণা,
নিশ্বাসে উঁচিয়ে আসে গোলাপের মর্ম থেকে ক্রোধে অন্ধকার ..
মনে হয় খেলাচ্ছলে মাথায় পৃথিবী তুলে উদাস বাসুকি
অসম্ভব দুলে উঠছে কি খেলা জেগেছে মনে খেলার অভাবে।
জানি না তখনো কোন করবী কি যূথিকার যুগল মুকুতি
আমারে ভোলাবে কিনা, অথবা ফিরায়ে নেবে শান্ত বাতায়নে।
নিবেদন ভুলে গেলে হয়ত বা তুষারের বৃষ্টি শুরু হবে।

হে কাল, দিও না ঐ শান্ত ফুলরাশি, ঐ ছিন্ন মেঘকণা
অনেক মানুষ আছে ওরা নেবে, ওরা দীর্ঘ আয়ু ভালবাসে
একটি সন্তান যাক ছারেখারে স্তবে যুদ্ধে সাক্ষাৎ নিনাদে;
পদমূল ধরে দীপ্ত কটি কণ্ঠা উন্মূলিত করে, কিন্তু তাকে
সবলে নিপাত যাক। ক্ষোভ নাই যদি ঐরাবত ক্রুদ্ধ আসে
পদচাপে পিষ্ট করে শুঁড়ে তুলে ছুঁড়ে দেয় কুৎসিত তিমিরে।

* বৈদেশিকী *

ভারতের আরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু ভারত সরকার ঠিক কী চান এবং যাঁরা সাহায্য দিতে পারেন—তাঁদের মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ গবর্নমেন্টই প্রধান—তাঁরা কী দিতে চান এবং কী শর্তে

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন

দিতে চান, সে সম্বন্ধে নানারকম সংবাদ গুজব এবং খবরের কাগজে জল্পনাকল্পনা চলছে। একাধিক মার্কিন এবং বৃটিশ বিশেষজ্ঞের দল ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁদের আলাপ আলোচনাও হয়েছে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও এই ব্যাপারে নিয়ে বিদেশে কম যাতায়াত করেন নি। তা ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রপতির [illegible] আছে। এর ওপর মন্ত্রীর সফর। শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী কিছুদিন [illegible] ফিরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অবশ্য যা পাওয়া যেতে পারে সেটা খুব বেশী নয়। সবচেয়ে বেশী যে দিতে পারে সে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারপর বৃটেন। শ্রী কৃষ্ণমাচারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন তদ্বির করে এখন বৃটেনে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী আরক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, কো-অর্ডিনেশন রক্ষার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। সামরিক সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে বিদেশী গবর্নমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য পাঠানো হয়ত অযৌক্তিক নয়। তবে এ ব্যাপারে আরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাবনকে আরো বেশী সামনে দেখতে পেলে বোধ হয় ভালো হতো। শ্রী কৃষ্ণমাচারী পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি খুব অভিজ্ঞ এবং "স্মার্ট" লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি আরক্ষা-মন্ত্রী না নন এবং তাঁকে আরক্ষা-মন্ত্রী করা হলে সেটা দেশের খুব মনঃপূত হত কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, যিনি আরক্ষা-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত, এ বিষয়ে তাঁরই সামনে থাকা উচিত। কারণ, আরক্ষা ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রী হিসাবে তাঁরই দায়িত্ব। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ব্যবসায়ে যে অভিজ্ঞতা আছে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর কাজও করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'স্মার্টনেস' বা ব্যবসায়ী বুদ্ধির চেয়ে বোধ হয় অন্য গুণের প্রয়োজন বেশী। 'চালাক চতুর' ভাব কুশলী তার্কিক বা ওকালতি বুদ্ধি—এসবের দ্বারা এখানে কর্মসিদ্ধি হবে না। তার চেয়ে 'সাদামাটা

পর্বত অভিযানের

তিনটি রোমাঞ্চকর কাহিনী

এভারেস্ট ডায়েরী

ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস

পর্বত অভিযানে যেসব কুলি-মজুরের দল অপরিসীম অক্লান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা পর্বত অভিযাত্রী দলের মাথায় সাফল্যের মুকুট পরিয়ে দেয় তারা চিরদিনই অভিযান কাহিনীর পাতায় অবহেলিত থাকে। প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য ক্যাপ্টেন দাসের এই উপন্যাসোপম রমণীয় এভারেস্ট অভিযানের কাহিনীটি সেইসব উপেক্ষিতদের দলকে সর্বপ্রথম মর্যাদার আসন দিল।

সম্প্রতি প্রকাশিত। দাম ৯.০০

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি

গৌরকিশোর ঘোষ

খ্যাতনামা সাহিত্যিক [illegible] গৌরকিশোর ঘোষ স্বয়ং নন্দাঘুণ্টি বিজয়ী দুঃসাহসী বাঙালী তরুণ অভিযাত্রী দলের একজন সদস্য ছিলেন। [illegible] অনেক বেশী সুখপাঠ্য এবং উপন্যাসের চেয়েও অনেক বেশী আকর্ষণীয়।

দাম ৩.০০

রহস্যময় রূপকুণ্ড

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

হিমালয়ের ষোল হাজার ফুট ওপারে রহস্যময় রূপকুণ্ড হ্রদের তীরে অন্তত ছ শো বছর ধরে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে একদল নরনারী আর শিশু। দুর্গম পর্বতচূড়ার নিভৃতে এদের এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ কি? কোথা থেকে এসেছিল এরা সেই সুদূর অতীতে এই দুর্গম হ্রদের তীরে? কিসের আকর্ষণে? অদ্যাবধি উত্তরহীন এইসব প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার মানসে লেখক যে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন, তার আশ্চর্য রোমাঞ্চকর এক আলেখ্য এই গ্রন্থটি।

দাম ৩.৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

লোক নিয়ে এ ক্ষেত্রে বেশী কাজ হতে পারে, যাঁর সঙ্গে কথা বলে ভারত কী চায়, কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে এবং তার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে, সেটা বুঝতে লোকের দেরি হবে না। সেদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, শ্রীচাবনের সঙ্গে আলোচনায় বিদেশীদের মনে ভারতের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনের রূপটা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারত এবং হয়ত অধিকতর সহানুভূতির উদ্রেকও হতো।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অভ্যাস অন্যরকম হয়ে গেছে। মিহি চালের অলঙ্কারে বড়ো বড়ো কথাকে সাজিয়ে বলতে পারার দক্ষতাকে আদর করাই আমাদের রেওয়াজ হয়ে গেছে। অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'পোজ্ মারা'ও একটা কাজ এবং তার জন্য ঐরূপ দক্ষতারও কিছু মূল্য আছে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র কাজ নয় এবং আসল কথা নয়। কারণ দেখা গেছে যে, 'পোজ্ মারার' অতুলনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও আসল কাজে ফাঁকি পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যেখানে কিছু না করা, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বা ধোঁয়া সৃষ্টি করাই লক্ষ্য সেখানে 'পোজ্ মারা' চলতে পারে, কিন্তু যখন বাস্তব এসে টুঁটি চেপে ধরে তখন যে যত বেশী স্পষ্ট হতে পারে, সে তত বাঁচবার আশা করতে পারে।

স্পষ্ট হতে হলে কোনো বিষয়ের মূল কথাটাকে বা কথাগুলোকে অলঙ্কার-বর্জিতরূপে তুলে ধরতে হয় যাতে দৃষ্টিটা তার উপরই নিবদ্ধ হতে পারে। বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে যেগুলো মূল কথা বা যেগুলো মূল কথা হওয়া উচিত, সেগুলো এখনো স্পষ্ট নয়। বিদেশী গবর্নমেন্টের সঙ্গে ভারত সরকার অনেক বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য

উৎপাদন ও সংযোগমন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী

হয়েছেন। সে আলোচনায় ভারত সরকার যাই বলতে চান বা না চান, যাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে তাঁরা ভারত সরকার কী চান বা ভারত সরকারের পলিসি কী, সে বিষয়ে একটা ধারণা করে নিয়েছেন। তাঁদের তুলনায় ভারত সরকারের স্বদেশবাসীরা এখনো একটা কুয়াশার মধ্যে আছেন। কারণ মার্কিন বা বৃটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে ভারত সরকার যে গোপন আলোচনা করেন বা করতে বাধ্য হন তা জ্ঞাত হওয়া থেকেও ভারতবাসীরা বঞ্চিত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে সামরিক সাহায্য যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা বিদেশী হলেও তাঁদের কাছে যেসব কথা প্রকাশ করতে হয়, সে-সব কথা স্বদেশবাসীর নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করা যায় না। তবে এ কথা সামরিক কলাকৌশল বা 'স্ট্র্যাটেজি' সংক্রান্ত তথ্য সম্বন্ধেই খাটে, পলিসির মূল কাঠামোর সম্বন্ধে নয়।

যেরূপ সংবাদাদি কাগজে বেরুচ্ছে, তা থেকে মনে হয় যে, ভারত সরকার যে ধরনের বা যে পরিমাণে সামরিক সাহায্য চাচ্ছেন, পুরোপুরি সেই ধরনের বা সেই পরিমাণে সাহায্য মার্কিন বা বৃটিশ গবর্নমেন্ট দিতে রাজী হচ্ছেন না। তার কারণ কতটা টেকনিক্যাল, কতটা রাজনৈতিক, এ-সব বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিবাদ না মিটলে ভারত যতটা সাহায্য চায়, ততটা সাহায্য ভারতকে দেওয়া হবে না বলে পাকিস্তান চাপ দিচ্ছে এবং সে চাপ বৃথা হচ্ছে না—এই ধরনের নানা কথা রটছে। আবার এ কথাটাও কিছুদিন আগে শুনা গিয়াছিল যে, কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার উপর মার্কিন সরকার জোর দিচ্ছেন বটে কিন্তু ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে ঐ প্রশ্নের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। আবার কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেলেই এবং পাকিস্তানের আপত্তি না থাকলেই যে ভারত সরকার যা চান সমস্তই আমেরিকা বা বৃটেন দেবে এমন কোনো কথা নেই।

ভারতবাসীর মুশকিল হয়েছে এই যে, ভারত সরকার যে কী চান, সেটাই এখনো দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। কী চাই—বলতে হলে কী জন্য চাই সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। সামরিক সাহায্য নেওয়ার দুটো দিক আছে—একটা অদূরভবিষ্যতের অর্থাৎ 'শর্ট টার্মের' দিক আর একটা দূরের অর্থাৎ 'লং টার্মের' দিক। এ ক্ষেত্রে এই 'শর্ট টার্ম' ও 'লং টার্মের' সংজ্ঞা কী হবে, সেটা অনেকটাই বিশেষজ্ঞরা স্থির করবেন। কিন্তু 'শর্ট' বা 'লং টার্ম'-এর পরিকল্পিত

এনাসিন
মাথাব্যাথা · সর্দ্দি · জ্বর
ইনফ্লুয়েঞ্জা · পেশীর বেদনা
সারিয়ে তুলতে
আরও ভালো
কারণ এ কাজ করে
চার ভাবে

GEOFFREY MANNERS & CO. LTD ● মাত্র ১৩ নঃ পয়সায় ২ টি বড়ি
T. 31

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডি

আয়োজনের উদ্দেশ্য কী তা সাধারণ মানুষেরও বোঝা দরকার। চীনাদের লং টার্ম উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে আমাদের সরকারী কর্তারা এখন স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মায় ভারত পর্যন্ত কম্যুনিস্ট চীনের আওতায় আসবে—এই হল পিকিং এর মতলব। সেই মতলব হাসিল করার জন্য চীনের বিপুল সামরিক শক্তি সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই সামরিক শক্তির উদ্দেশ্য স্মরণে রেখে ভারতের সামরিক শক্তির সংগঠন আবশ্যক এবং তার জন্য বিদেশী সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে —এইটা হল 'লং টার্ম'-এর দিক। কিন্তু সাধারণ মানুষ 'শর্ট টার্ম' এর কথা বেশী ভাবে এবং অনেক সময়ে 'শর্ট টার্ম' ও 'লং টার্ম' এর মধ্যে প্রভেদটা বুঝতে পারে না। সেটা সাধারণ লোকের ভুল সব সময়ে তাও বলা যায় না। কারণ শর্ট টার্ম এর জয়ের গৌরবের কিছুটা এবং একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্তের কিছুটা পরিবর্তন করবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু চীনাদের নোয়ানো যায়নি। গত বছর চীনারা যে আর এগোয় নি, তার কারণ কি? আমেরিকা ও বৃটেন থেকে সাহায্য আসছে সুতরাং আর এগুলে বিপদ, এই ভেবেই কি চীনারা আর অগ্রসর হয়নি? তাই যদি হয়, তবে বিদেশী সাহায্য যখন আসতে লাগল, তখন তার উপর নির্ভর করা গেল না কেন? নির্ভর করা গেলে চীনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাদের আরোপিত একতরফা যুদ্ধ-বিরতির শর্ত মেনে নেওয়ার তো দরকার ছিল না। অথবা সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে তখন চীনাদের শর্তে যুদ্ধবিরতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না। কারণ, যে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র আসতে আরম্ভ করেছিল, সেগুলো কাজে লাগিয়ে লড়াই করে চীনাদের হটাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই যদি হয়, তবে এখন যে বিদেশী সামরিক সাহায্য সম্পর্কে 'শর্ট টার্ম'-এর কথা বলা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য কী?

যুদ্ধ করে চীনাদের হটাবার কথা বোধ হয় ভাবাই হচ্ছে না। চীনারা যদি আক্রমণ করে তা হলে তাদের ঠেকানো যাবে এইটাই বোধ হয় শর্ট টার্ম সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। কিন্তু চীনারা যদি আগের চেয়ে আরো জোরে আক্রমণ করে ... ঠেকাতে হলে যে ব্যবস্থার দরকার সে ব্যবস্থা কত দূর হয়েছে? চীনাদের পরাজিত করতে হলে কি কেবল অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির আশ্বাসের উপর নির্ভর করা যায়? এখনো তো 'শর্ট টার্ম'-এর রূপটা ঠিক কী হবে তা স্থির হল না। আর পাঁচ বছর যদি চীনারা আক্রমণাত্মক ভাব কিছু না দেখায় তবে আলাদা কথা। কিন্তু দু মাসের মধ্যেও তো তারা কিছু করে বসতে পারে। লাদাকে বা নেফায় কিছু না করে ভুটান সিকিমেও তো কিছু করতে পারে। তখন কী হবে? শর্ট টার্ম এর পরিকল্পনার এর জন্য কী ব্যবস্থা আছে? চীনারা যদি কোনো জায়গায় অল্প বহরের আক্রমণ

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান

চালায় তা হলে কি সেখানে তাদের জয়ী হতে দেওয়া হবে না সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বাধা দেওয়া হবে? সেই অবস্থায় বিদেশী সাহায্যের সীমা কীভাবে নির্দিষ্ট করা হবে? সোজা কথা, তখন আমেরিকা বা বৃটেনকে কি কেবল সাহায্যদাতা হিসাবে দেখা হবে, না তাদের কূটনৈতিক ভাষায় মিত্র 'এলাই' বলে গণ্য করা হবে? কী করা উচিত বা অনুচিত, সেটা বিচার্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু আমরা কী চাইছি এবং কী করছি, সেটা আগে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

৩১।৫।৬৩

আই পি পির বই মানেই সেরা বই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
ঘুম-ভাঙা রাত ২.০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
রূপ রাগ ২.৫০

আশাপূর্ণা দেবীর
সাজবদল ২.৫০

নলিনী বসুর
অন্তঃশীলা ২.৫০

স্বপনবুড়োর
পাশাপাশি (নাটক) ২.০০

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং
২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলি ৬।

আপনি শীর্ণকায়?

বিশেষ সুচিকিৎসায় শীর্ণতা জয় করা যায়। পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমাদের বিশিষ্ট বল ও পুষ্টিবর্ধক ঔষধসমূহের (৩ প্রকার) এককালীন ব্যবহারে এবং খাদ্য ব্যবস্থায় ২।৩ মাসেই শীর্ণকায়ত্ব নষ্ট হইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিবেন। মনোপযোগী ঔষধ—মূল্য ১২। অকাল্ট হাউস। ফোন ২৪—১১২১। ৫বি ওয়েলেসলী স্ট্রীট কলিকাতা।

(সি-২১০০)

কুঁচ তৈলম (হস্তিদন্ত ভস্ম মিশ্রিত) টাক চুল ওঠা মরামাস দুরী-ভূত করে। ছোট ২, বড় ৭,। হরিহর আয়ুর্বেদ ঔষধালয়, ২৪নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর। কলিকাতা স্টঃ এস, এম, মুখার্জি, ১৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট ও ঢক্কা মেডিকেল হল, বর্ণকেলডস লেন, কলিকাতা। (সি-১৭৭০)

কোমল, মসৃণ, উজ্জ্বল লাবণ্যময় সজীবতা
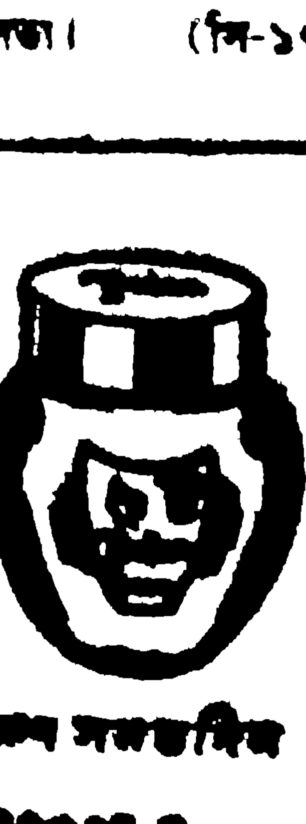

ভ্রমণাক্ষরে

ভ্রমণাক্ষরে-পর্যায়টিকে সহৃদয় এবং সকৌতূহল যাঁরা প্রথমাবধি লক্ষ্য করে আসছেন, তাঁদের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্যে কয়েকটি শব্দ উপহার দেব।

"নৌকাকে কিস্তর জনজন মাঝি।"— যদি অর্থহীন ঠেকে, তবে যে-কোন সন্ধ্যায় চাঁদপাল আউটরাম কিংবা আহিরীটোলা ঘাট ঘুরে আসুন।

"ঘোর কলিকাতা।"—উত্তরে বাগবাজার থেকে দক্ষিণে দু'চার মাইল অবধি সেকালের সুতানুটির রূপান্তরের বর্ণনা এই একটিমাত্র কথাতেই সম্ভব।

আরও আছে। বাচনিক সংযম [illegible] "ওষ্ঠ কণ্ঠিনা" উপর্বদিক [illegible] অর্থ 'উৎপ্রেক্ষা'। অর ধরুন [illegible] 'লাফশুরছি' [illegible]

*

পাঠকদের প্রতি স প্রণিপাত নিবেদন [illegible] হতাশ হয়ে [illegible] ভ্রমণাক্ষর [illegible] [illegible] নয়। [illegible] 'স্কোটিশ স্কোয়ার ইত্যাদির মত্যুধিকা [illegible] ঘটে থাকে তবে তা একান্তই [illegible] এই বিভাগের একমাত্র পরিসীমা এর পত্র সংখ্যা—একটি পৃষ্ঠায় যতটা ধরে। বিষয় বাছাইয়ে স্বকীয় বা পরকীয় কোন হুইপ নেই। এক কথায় কোন কথাতেই নেই মানা।

অন্তত এই [illegible] কাকর বিলকুল বাদ বস্তুটা জলবৎ তরল না হোক সুপাচ্য [illegible] তো বটেই অনায়াসে গলাধঃকরণীয়। যদি বলি বিবর্তনের বিষয় [illegible] তবে ভাবী ভয়ঙ্কর, [illegible]। পাঠকেরা গুরুগাম্ভীর্যের গন্ধ পাবেন। ভাববেন মুখবন্ধটা নিছক প্রতারণা। বিবর্তন বলতে আমি যে বস্তু [illegible], [illegible] কোন মহতী কাহিনী ফাঁদতে বসি [illegible] এ অবকাশ বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে না।

অতএব [illegible] বলি [illegible] WISH কী। আমাদের চোখের সম্মুখে [illegible] অল্পকালে কী কী বদলে গেল কী বদলে কী হল তার সমুদয় বৃত্তান্ত নয় [illegible] নমুনা দিয়েই এবারের প্রসঙ্গ কথা।

তিন সাতে একুশের এক নাম [illegible] কী থাকে? হ-য-ব-র-ল'র [illegible] পেনসিল, একালে ডট পেন। এখনও এ দেশে মহামারী আকারে [illegible] হয়নি তবে উত্থিত [illegible] পড়েছে [illegible] যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই [illegible] অচিরাৎ এর সর্বজনীনতা [illegible] ফোয়ারা কলমের [illegible] [illegible]।

ফোয়ারা কলম ছিল অন্তঃসলিলা। ডট পেন অন্তঃসত্ত্বা। ফোয়ারা-কলম নৌকোর চালে তরতর বয়ে যেত, ডট পেন খটখট দৌড়োয় টাট্টুর মত। মনের কথাটির আঁচ পেতে না পেতে বাহাদুর রিপোর্টারের মত স্কুপ' করে টেনে আনে। তদুপরি সস্তা আমরা যার প্রথম অবস্থাই এখন দেখছি।

মনে পড়ে কস্মিনকালে খাগ বা পালকের কলম [illegible] ছিল। কোন [illegible] [illegible] সংগ্রহে এখনও তার [illegible]

> প্রতিরক্ষা বণ্ডে লগ্নী
> করার অর্থ নিরাপত্তার
> জন্য লগ্নী

[illegible] মনে পড়ে [illegible] কলমেই [illegible] কলমে [illegible] অক্ষর দেখেই [illegible] অকল [illegible]। তারপর [illegible] কমানের মত [illegible] কলম [illegible] ভূর্জপত্র [illegible], কলঙ্ক যে পথে গেছে সেই পথে গেল। এল [illegible] রেড ইংক ব্লিজিং প্রভৃতি কত নাম [illegible] ছিল [illegible] অধুনা [illegible]। মুণ্ডপাত ঘটে যাবার পর [illegible] [illegible] শাস্তিগৃহ [illegible] গড়াগড়ি যায়। [illegible] পড়ে [illegible]— সম্ভবত সম্বৎসরে একবার ওই সরস্বতীঃ [illegible] [illegible]।

কিন্তু [illegible] রাবণরাজা [illegible] রয়। [illegible] ঘাড়ে [illegible] [illegible] যায় যায়। সেই একটি অমোঘ [illegible] [illegible] কলমও [illegible]। [illegible] তার প্রত্যাসন্ন নির্যাত দেখছি। [illegible] [illegible] যা কিছু [illegible] [illegible] হবে। [illegible] এ বড়াই আর যারই থাকুক [illegible] কলমের তো রইল না। [illegible] কি রবরবা আর আছে। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] গেছে)।

*

কিন্তু শহরে বাঙালীর পোশাকে যে [illegible] ঘটে গেল সে-রহস্যটা কী। [illegible] ছাত্রসমাজে শার্ট [illegible] সর্বজনীন প্রচলন দ্বিতীয় [illegible] আগে দেখিনি। মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু পরিবারেও ঘরোয়া আট-[illegible] [illegible] জামার [illegible] [illegible] মুসলিম প্রভাব [illegible] উত্তর ভারতের [illegible] [illegible] সব [illegible] না [illegible] [illegible] বঙ্কিম, রামমোহন [illegible] বরবাদ করে দিয়ে বিদ্যাসাগরী একগুঁয়েমিই আঁকড়ে রইল। এমন-কী, অমন যে সাদাসিধে গান্ধী-টুপি, তা-ও না; রোদে জলে বাঙালীর মাথা বাঁচাতে রইল শুধু [illegible] ছাতা)।

সত্য কথা বলব, আমরা কালেভদ্রে যাত্রা-থিয়েটারের বাইরে মেরজাই দেখেছি, আর [illegible] তো [illegible] ঘোড়াশালের [illegible] রূপকথাসাহিত্যে মজ্জিত হয়ে [illegible] সঙ্গে কেন্দ্রের [illegible] কিন্তু [illegible] কোটের [illegible]

[illegible] ইতি [illegible] মত সবই [illegible] [illegible] বিবর্তনের কিছু [illegible] [illegible] [illegible] ঘটল না। [illegible] সচল [illegible] অথবা [illegible] নয়। [illegible] সমাজ বা [illegible] নয়। [illegible] সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] আড়াই [illegible] একালের মেয়েরা [illegible] বড়জোর [illegible] অন্তর্বাস। [illegible] কিন্তু অন্তর্বাসটি [illegible] পেটে পিঠে [illegible] পুরোপুরি বরদাস্ত হল না। পাঁয়জামা একমাত্র কাপুরুষেরই স্বভাব, তা ছাড়া মেয়েরা ত আবার পুরুষই নন।

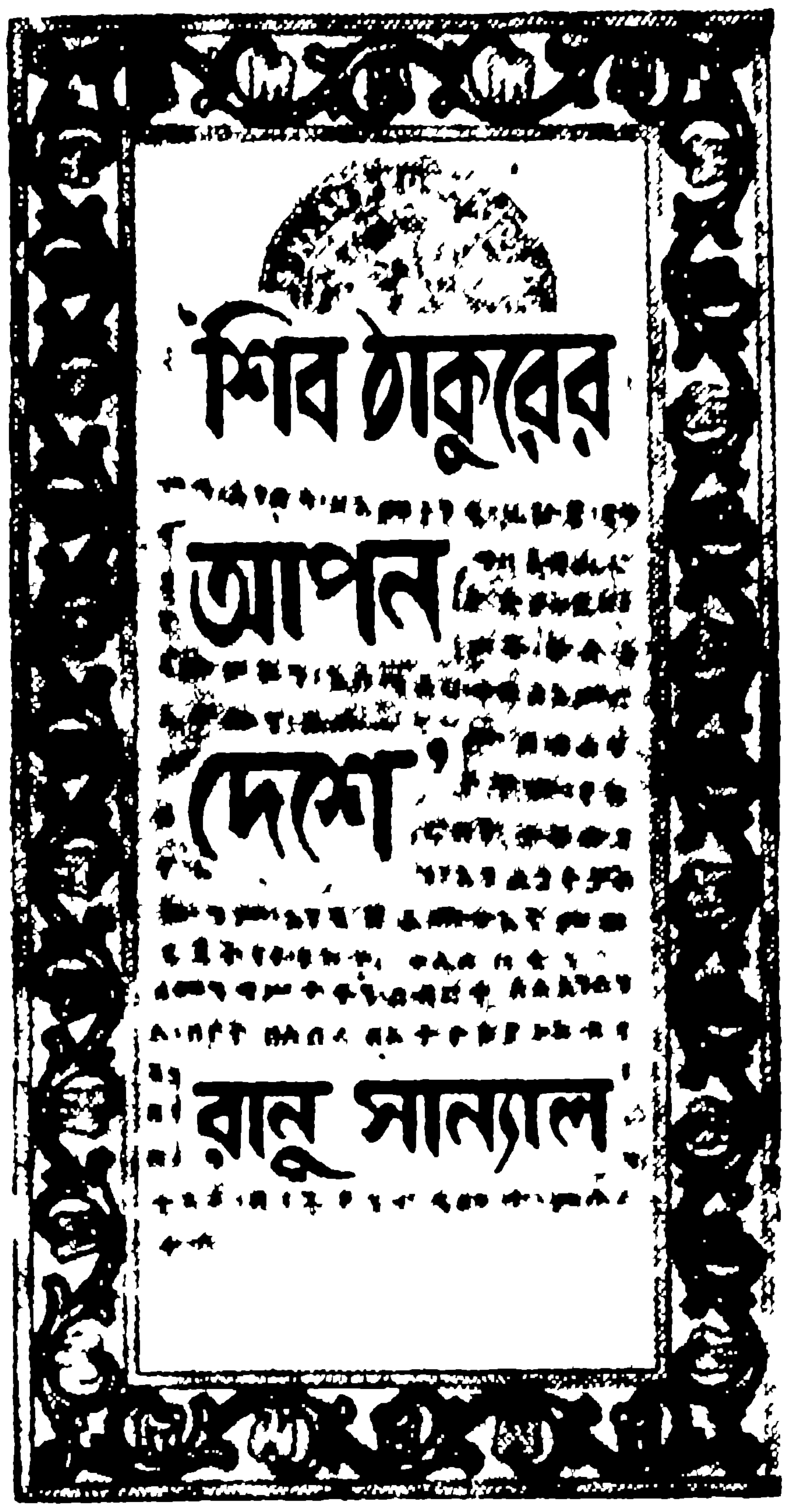

১

চণ্ডীদাসের খুড়ো

বত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে হঠাৎ নিজের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। জীবিকার জন্য আসতে হয়েছে নাইজিরিয়ার এক সেৎসি মাছি অধ্যুষিত অঞ্চলে। বিগত জীবনের অনেক হতাশা অনেক সফলতা এসেছে সঙ্গে। এই পাগুলোর সন্ধি হলে ভয় হয় কিন্তু সন্ধানের শেষ যেন না হয়।

আত্মজীবনী লিখবার মতো বিড়ম্বনা অল্পই। অনেক আত্মজীবনী লেখক অতীতের পরিচয় লাগিয়ে থাকেন। যাও আত্মপ্রকাশ নেই আত্মপ্রচার আছে। ছেড়ে একটা অন্যটা এবং আত্মপ্রচার স্মৃতিভ্রংশজনিত তথ্যবিকৃতি কল্পনার প্রলেপ এসব না থাকলে লেখা কখনও আত্মজীবনী হতে পারে না, ইতিহাস কিংবা সাংবাদিকতা হতে পারে।

আত্মজীবনী লেখার মতো ভীমরতি বুড়ো বয়সে মরবার আগে ধরলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু মাঝবয়সে এই ইচ্ছাটা মাথা চাগাড় দিল কেন তার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হচ্ছে আমার জীবনে বহু অভিজ্ঞতার আন্ডিল জমা হয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ জীবন-কাহিনী লিখবার মতো কোন প্রতিষ্ঠা নেই। তবুও ভারতের বাইরে যে প্রবাস-জীবন কাটিয়েছি তার বিবরণ স্বদেশবাসীকে শোনানো চলতে পারে। একে জীবনকাহিনী না ভেবে ভ্রমণকাহিনী ভাবলে না কেন। কেবল স্মৃতিকথা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। জীবনের প্রথম বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে বিহারের এক মফস্বল শহর কাটিহারে। জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই। বাবা ছিলেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। চল্লিশ বছর কাটিয়ে এই শহরেই দেহত্যাগ করেছেন। ছোটবেলা থেকে সুর আমাকে পাগল করত। বাবার কাছে পেয়েছিলাম গানের প্রেরণা। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে আমাকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, কিন্তু হয়েছিলাম সুগায়িকা।

বিয়ের পর কলকাতায় দু'বছর উইমেন্স্ ক্রিশ্চান কলেজের হস্টেলে কাটিয়ে বি-এ পাশ করবার পর স্বামীর সাথে এলাম বম্বে। সমুদ্র ও পাহাড়-ঘেরা বিরাট শহর। প্রকৃতি ও বিজ্ঞান হাত মিলিয়েছে। স্বামী ছিল প্রথমে স্কুল মাস্টার পরে বম্বের এক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক, মাইনে আড়াই শো'। ওর দু'ভাইও বম্বেতে চাকরি করত। একজনের বিয়ে হবার পর সেও বউ নিয়ে এল। আমাদের যৌথ-পরিবার সুখেই চলছিল। তবুও ভাঙন যখন আসবার আসবেই। তার জন্য কাউকে দায়ী করিনি করবও না। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র।

আমার স্বামী সান্যাল দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট পাবার পর অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির চেষ্টা করল। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রাদেশিকতার দলাদলির ফলে ভারতবর্ষের

কোথাও তার চাকরি জুটল না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাটা পাপ নয়, কিন্তু আমাদের দেশের কতকগুলো লোক যাদের পিছন-দরজা খোলা নেই তাদের পক্ষে পাপতুল্য। সান্যালও ছিল সেই পর্যায়ের।

কাটিহার কলেজে দর্শনশাস্ত্রের একজন লেকচারার নেওয়া হবে আমার বাবা জানালেন। সান্যালেরও কাটিহারে বন্ধু ও বাড়ি রয়েছে সেজন্য সান্যালও ওখানেই যেতে চাইল। অতএব কাটিহার এলাম ডিসেম্বর ১৯৫৭ এ। প্রিন্সিপাল ও সেক্রেটারী সান্যালকে বলল চাকরি অবশ্যই হবে। অপেক্ষা করবে। সান্যাল পাটনায় বম্বের ঐ এক ফাউন্ডেশনের শাখা খুলেছে এসে কাটিহারে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে গেল বম্বের পুরোনো চাকরিতে।

ইথিওপীয়ান এয়ার লাইনসের পাইলট ও সেবিকার দল

সান্যালদের ফাউন্ডেশন আমাদের সরকারের ছদ্ম - কম্যুনিস্ট - বৈষয়িক - বৈদেশিক-দেশরক্ষা নীতির অন্যতম সমালোচক।

এদিকে কাটিহারে রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে অনারারি শিক্ষক হিসাবে আমি কাজ করলাম এবং পালাক্রমে বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি থাকতে লাগলাম। কিন্তু স্কুলের দিকে সেক্রেটারী ও প্রিন্সিপালের সঙ্গে উল্টো শুনলাম। ইন্টারভ্যু এর মাত্র দুদিন আগে ওদের মুখে যা শুনলাম তাতে ভরসা হল না। বাবা সান্যালকে তর্ক করলেন, এসে কাজ নেই।

সান্যাল ধারওয়ার কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক চাকরির ইন্টারভ্যু পেয়েছিল একই তারিখ ২৬শে জুলাই-এ। উভয়-সঙ্কটে পড়ল। কিন্তু তবু মায়ের সেবা ও বাড়ির দেখাশুনার জন্য কাটিহারেই রওনা হ'ল। এসে শুনল চাকরি পাবে না। প্রিন্সিপাল বলল, ২৪ তারিখে চিঠি দিয়েছে আসতে বারণ করে। ২৬ তারিখ যাকে ইন্টারভ্যু-এ ডাকা হয়েছে [illegible] করে ২৪ তারিখের চিঠি [illegible] আসা স্থগিত রাখে!

বাবা ক্ষেপে পড়লেন। [illegible] ধারওয়ারেরটা হবার খুব সম্ভাবনা ছিল।

আবার ফিরে গেল বম্বে। আমাকে বলল, একটা চাকরি জোটাবই যেমন করে হোক! কিন্তু জানতাম অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। চাকরি হাত হল না।

অর এক মাস ট্রেনিংয়েই সান্যাল [illegible] গবেষণা করতে লাগল। [illegible] ডিরেক্টর [illegible] এরা কত কত ইথিওপীয় মাস্টার চান [illegible] এরা কনস্যুলেট [illegible] দিয়ে বললেন। সান্যাল উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও গেল কর্ণাটক চার্চ সম্বন্ধে [illegible] যোগাড় করবার হয়তো ক'রে। কথায় কথায় কনসাল ইসমাইল কাপ্পার কাছে শুনল যে শিক্ষক সংগ্রহ করবার জন্য ইথিওপীয় ডেলিগেশন এসেছে। কাপ্পা একটা কার্ড দিয়ে বললে, 'এইটে দিয়ে দেখাও তোমার ইন্টারভ্যু নেবে।' সান্যালও একটা ইন্টারভ্যু ঠুকে দিয়ে এল, এমবাসাডার হোটেলে, ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, ছাতা বগলদাবা করে, অসময়ে শেষ (১৯২৬)। উমেদার হয়ে, 'মা ফলেষু,' গোছের মনের অবস্থা নিয়ে।

কিন্তু চাকরি হয়ে গেল। কাটিহারে দুর্গা ষষ্ঠীর দিন সবাই পুজোর আনন্দে মগ্ন। পেলাম সান্যালের ইথিওপীয়ার নিয়োগ-পত্র। আনন্দ হ'ল, বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হ'ল ভেবে, কিন্তু ভাবনা? কি হবে আমার পাঁচ বছরের ছেলে - বুবুনের (তাপসের)? বাবা বললেন, 'দূর! হাবসীদের দেশে কে যায়! আমার অমন কৃতী জামাই, দেশেই ওর চাকরি হবে।'

পরদিনই টেলিগ্রাম এল: 'শীগগির চলে এস, পাসপোর্টের জন্য তোমার উপস্থিতি প্রয়োজন।' বাবা মিনতি করে চিঠি লিখলেন, টেলিগ্রাম পাঠালেন, কিন্তু সবই বৃথা। সান্যাল লিখল, 'আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য আমাদের যেতেই হবে।' বুঝলাম না কিসের আত্মসম্মান! বম্বের বাসায় সুখেই ছিলাম। বাঁধাধরা জীবনে আনন্দেই ছিলাম। আবার সেখানে ফিরে যেতে আমার তো কোনও দ্বিধা ছিল না, তবু কেন? ভাই ও ভ্রাতৃবধূর ব্যবহার তো কোনদিন খারাপ দেখিনি! একটা কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধে রইল।

মায়ের চোখের জল বাবার কাতর মিনতি কোন কিছুই আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। ছেড়ে এলাম বহু বসন্ত কেটে যাওয়া জন্মস্থান। সান্যাল বললে, এখন নিজেকে সাঁওতাই চণ্ডীদাসের খুড়ো বলে মনে হচ্ছে।

ভারতবর্ষ ছাড়ার দিন মিরাট কলেজ থেকে ইন্টারভ্যু-এর চিঠি এল, কিন্তু আর এই প্রহসন নয়, সব শেষ করে দিলাম। 'ভারত আমার জননী আমার' তোমার কোল ছাড়লাম আবার কবে আসব!

২

শেষ মুহূর্তে ঝাপসা রাতে

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮। সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর থেকে প্লেন রাত্রি ১১-৫৫। বিদায় দিতে এসেছিল অনেকে [illegible] সবাই এক মনে [illegible]

কিন্তু [illegible] ফিরে এসে কি এদেরকে দেখব? অর্বাচীন মহাচীন ও মহাকাল তো বসে থাকবে না!

পাসপোর্ট চেক হয়ে গেল। শুক্লা দ্বাদশী। শীতের কুয়াশা-ঘেরা চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল ভারতমাতা আমাদের বিদায় জানাবার ব্যথা ঢাকবার জন্য মুখের ওপর সাদা চাদর টেনে দিয়েছে। চোখে জল মনে উৎকণ্ঠা নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালাম। প্লেন এয়ার ইন্ডিয়া সুপার-কনস্টেলেশন, ভায়া এডেন, নাইরোবি।

করাচীতে নামতে হল। এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয় চা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কার্টিস ব্যবস্থাপনায়। হাওয়াই-সেবিকা বললে 'জলদি থাক।' বিভিন্ন স্টেটের বিদেশীদের সাথে

আহ্বান উপেক্ষা ক'রে উপর-তলায় জল খাবার জন্য উঠছি, এক বুড়ো পাকিস্তানী বেশী দামে ভারতীয় নোট কেনবার প্রস্তাব করল। সান্যাল মৃদু হেসে জানালে, ভারতীয় নোট নেই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিচ্ছি, মাইকে ঘোষণা হ'ল কি যেন অস্পষ্টভাবে। পরে স্পষ্ট শুনলাম আমাদেরকে ডাকছে, কুটুস ভড়কে গিয়ে কাঁদছে ব'লে। প্লেনে উঠলাম, দেখলাম জল-ভরা চোখে কুটুস, একটু একটু ফোঁপাচ্ছেও। আমাদের দেখে বলল, 'ভয়!' আমরা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছি ভেবেছিল। তারপর ওকে আমরা খেপাতাম, 'তোমার আসল বাপ-মা ফেলে পালিয়েছে করাচীতে, আমরা নকল।' প্রথমে কাঁদতো, পরে বুঝেছিল চালাকি।

পরদিন সকাল আটটায় নাবলাম মক্ষিকা-পরিপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় এডেন বিমানবন্দরে। দুই ঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে হবে। আমাদের পরিচয় হ'ল ইথিওপীয়া-যাত্রী আরও একজন শিক্ষকের সাথে, মহারাষ্ট্রীয়, নাম শ্রীসাঠে, সাথে রয়েছে স্ত্রী ও দশমাসের শিশুপুত্র। আমরা এয়ার-পোর্টের বাইরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দূরে বালুচর ধূসর পাহাড় ও গোটাকয়েক উড়ন্ত ও দাঁড়িয়ে থাকা এরোপ্লেন নজরে এল। ধূধূ হাওয়া, বালি ছিটোচ্ছে।

এডেন এয়ারওয়েজের ছোট প্লেন এল; সাড়ে ন'টায় ছাড়ল। উড়লাম দূরের 'কংক্রীট' চর ছেড়ে ... বিন্দু ও ক্রমে বিলীন হয়ে গেল। বেলা ১২টায় ভিড়ল ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী, লোহিত-সাগরের তীর। গরম অসম্ভব। আমাদের পরিশ্রম ... হ'ল না। বৃক্ষ মরুভূমি। ... এয়ারপোর্টের কাছটায় একটু ঠাণ্ডা ছিল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার জন্য।

এখানে আরও দুজন একই পথের যাত্রী তাঁদের সাথে দেখা হ'ল : একজন মঙ্গলাপুর নাম কে কে পুরন্দরা আর একজন কন্নাড়িগ শ্রীরামচন্দ্র শর্মা। সান্যাল বলল, বাংলায় প্রবাদ রয়েছে, 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্মা।' শর্মা বললে, 'হাসতে কি কাঁদতে যাচ্ছি কে জানে।' দুজনের কারও সঙ্গে পরিবার নেই। বেশ জমে গেল এরা।

প্লেন এল কিন্তু কার্গো, ইথিওপীয়ান এয়ারলাইন্স (ই এ এল) ও 'লায়ন অফ জুডা' চিহ্নিত। বেলা তিনটেয় উড়ল। ঝাঁকুনিতে গায়ে বেদনা ধ'রে গেল। প্লেনে চড়ার আনন্দ সবাইয়ের ঘুচে গেল। বেশির-ভাগ যাত্রীই বিশেষ ক'রে কয়েকজন কিশোর ছাত্র বমি করতে লাগল কাগজের থলের মুখ রেখে। আসবার সময় সান্যালের জনৈক বন্ধু মে অ্যাণ্ড বেকারের সেলস ম্যানেজার মিঃ সীতারাম আইয়ার আমাদেরকে এভোমিন ট্যাবলেট দিয়েছিল, তাই আমাদের বমি হ'ল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সপ্তপদী — অবিস্মরণীয় উপন্যাস — ২২শ মুদ্রণ ২·৫০ ॥
আমার সাহিত্য জীবন — ২য় মুঃ ৪·০০ ॥
বিস্ফোরণ — ২য় মুঃ ২·০০ ॥
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা — ৭ম মুঃ ৮·০০ ॥

মনোজ বসুর
মানুষ গড়ার কারিগর — ৩য় মুঃ ৫·৫০ ॥
নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ — ২য় মুঃ ৫·০০ ॥
সবুজ চিঠি — ৩য় মুঃ ৩·০০ ॥
শত্রুপক্ষের মেয়ে — ৪র্থ মুঃ ৪·৫০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
রাশিয়ার ডায়েরী — ১ম খণ্ড : ১৪·০০ ॥ ২য় খণ্ড : ১২·০০ ॥ দুটি খণ্ড একত্রে : ২৫·০০ ॥
নওরঙ্গী ৩·০০ ॥ ● হাসুবানু ৪র্থ মুঃ ৮·০০ ॥
শ্যামলীর স্বপ্ন — ৬ষ্ঠ মুঃ ৪·০০ ॥

সমরেশ বসুর
সওদাগর — ২য় মুঃ ৬·০০ ॥
বাঘিনী — ২য় মুঃ ৭·০০ ॥

জরাসন্ধের
ন্যায়দণ্ড — ৩য় মুঃ ৬·৫০ ॥ তামসী — ১ম মুঃ ৩·০০ ।
বাংলা ছায়াচিত্রে আগতপ্রায় — 'বন্দিনী' নামে হিন্দী ছায়াচিত্র হচ্ছে।

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর
তুঙ্গভদ্রা — ২য় মুঃ ৪·০০ ॥
মণিপদ্ম — ২য় মুঃ ৪·০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের
বেগমবাহার লেন — ৩য় মুঃ ৪·০০ ॥
কর্ণফুলী — ৩য় মুঃ ৪·০০ ॥

সরলাবালা সরকারের
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (সচিত্র) চার টাকা
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এবং শ্রীশ্রীপরমহংসদেবকে ঘিরে সারা পৃথিবীতে যে ভাববন্যা এবং সেবাকর্মের ধারা বয়ে চলেছে, তারই বিচিত্র কাহিনী গল্পের মতো আকর্ষণীয় করে লিখেছেন সাহিত্য-সাধিকা সরলাবালা সরকার। মঠ ও মিশন স্থাপনের এবং বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শিষ্যশিষ্যাদের বহু অন্তরঙ্গ অন্তর্নিহিত কাহিনী ভক্ত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য আর্টপ্লেটসহ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকা — ১ম খণ্ড ৫·৫০ ॥

নিখিলরঞ্জন রায়ের
সীমান্তের সপ্তলোক

প্রমথনাথ বিশী ও ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কাব্যবিতান — ১০·০০ ॥

প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য — ৪র্থ মুঃ ৪·৫০ ॥

এক অধ্যায় — ২য় মুঃ ৩·০০ ॥
সমাজের ওপরতলার পাপচক্রের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুর্নীতি-দমন বিভাগের অধিকর্তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাস্তব কাহিনী উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষণীয় হয়েছে সাহিত্যিক নবগোপাল দাসের কলমে।

প্রীতিময়ী করের
পথ চলিতে ৩·২৫ ॥

সাত্যকির
অনিকেত ২·৫০ ॥

শান্তা দেবীর
অলখ ঝোরা ৫·০০ ॥

সীতা দেবীর
মহামায়া ৬·০০ ॥

বিজন ভট্টাচার্যের
রানী পালঙ্ক ২·৫০ ॥

বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের
গোধূলির রঙ ৩·৫০ ॥

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের
জাহাজ — অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী ৫·০০ ॥
'জাহাজের গল্প আবার বন্দরে বন্দরে মাটির কাহিনী— এই দুইয়ে মিলে বেশ একটি রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিছু বাস্তব এবং কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সমাহারে এক সুন্দর আলোছায়ায় ঐ রোমান্টিকতা নিবিড়তর হয়েছে।'
যুগান্তর ২৬-৫-৬৩

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : বারো

না। কিন্তু মাথায় যন্ত্রণা হ'তে লাগল, কুট্রস ভরে আমার বুকে মুখ গ‍ুঁজল; সান্যাল বললে, 'মাথায় পাশের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন।' সাঠের বাচ্চাটার রক্তআমাশা হ'য়ে গেল। আমি এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষ‍ুধ দিয়ে দিলাম। পাশের যাত্রীও ভারতীয়, গ‍ুজরাটি ব্যবসায়ী. নাম শান্তিভাই কান্তিলাল কি শান্তিলাল কান্তিভাই ঠিক মনে পড়ছে না। ভদ্রলোক ইথিওপীয়া সম্বন্ধে নানারকম খবরাখবর দিয়ে বকে চলাতে কষ্টের কিছ‍ু লাঘব বোধ হচ্ছিল।

ডিরে ডাওয়া এয়ারপোর্টে প্লেন নামল। একগাদা হাবশী মেয়ে কিচ মিচ করতে করতে উঠল প্লেনে। এদের বিশাল কালো চেহারা ও কোকড়ানো চুল দেখে ব‍ুকের ভেতর ঢিব ঢিব করতে লাগল। এখানেও দেখলাম ধ‍ূসর ও নগ্ন পাহাড়; এখনও সব‍ুজ চোখে পড়ল না। বিরাট প্রান্তর, জানি না কোথায় চলেছি।

প্লেন হাজার-বারো ফ‍ুট উপরে উঠে আবার নীচে নামতে লাগল। নীচের লাল ও সব‍ুজ মাটির ট‍ুকরো নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র তালি দেওয়া 'নক‍্শীকাঁথার মাঠ' যেন। (ক্রমশ)

শিল্পীর স্বাধীনতা

গৌরকিশোর ঘোষ

আমার কাছে স্বাধীনতা কথাটার একটা স্পষ্ট অর্থ আছে। সেই অর্থটি আমি যা বুঝি তা এই—মানুষের মধ্যে যে-সব সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, সেই সম্ভাবনাগুলির বিকাশের অন্তরায় দূর করা। এই সম্ভাবনা যেমন অনন্ত, তার বিকাশের পথে বাধাও অজস্র। প্রতিনিয়ত এই বাধা ঘোচাবার চেষ্টা মানুষকেই করতে হয়। শিল্পীকে তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্ষার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হয়।

এই বাধা আবার দুই ধরনের। একটা ভিতরের বাধা। আরেকটা বাইরের। আমার অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, সংস্কার, আমার ভয়, আমার লোভ, আমার বিভ্রান্তি, আত্মসন্তুষ্টি আমার স্বাধীনতা হননের জন্য সর্বদা ওৎ পেতে বসে আছে। মানুষ হিসেবে শিল্পী হিসেবে এ-সবের সঙ্গে নিরন্তর আমার লড়াই চলছে। এ লড়াই প্রচ্ছন্ন এর পরিচয় আমার সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এর জন্য বিশেষ করে আমাকে কারও কাছে নালিশ ঠুকতে হয় না। সে আমার নিজের যন্ত্রণা।

কিন্তু যে বাধা বাইরে থেকে চাপে সমাজ চাপায় রাষ্ট্রীয় যন্ত্র চাপায়, তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ প্রবল বলেই এর বিরুদ্ধে শিল্পীর সংগ্রামের চেহারাটা প্রকাশ্য হয়ে পড়ে, লোকে ব্যাপারটা জানতে পারে।

সৃজনীশক্তি যে মানুষের সহজাত এ কথাটা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কাহিনী নিয়ে তর্ক করে বোঝাতে হয় না। মানুষের ইতিহাস নিজেই এ কথার প্রমাণ দেবার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। তবে পাত্রভেদে এই সৃজনীশক্তির রূপভেদ ঘটে। তাই এখনকার কালে আমরা সবাইকে আর 'শিল্পী' বলিনে। যে-সকল ব্যক্তির প্রতিভায় চৌষট্টি কলার কোনটা না কোনটা বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে তাদেরই আমরা 'শিল্পী' এই সংজ্ঞাটির দ্বারা চিহ্নিত করেছি। মানুষের আদি সমাজে সকলেই নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করত, পিছিয়ে-থাকা সমাজে এখনও এ রীতি চালু আছে। কিন্তু সভ্যতর সমাজে গায়ক ও নর্তক স্পেশ্যালিস্ট—তারা 'শিল্পী'।

মানুষের ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক ভাবনা, ধারণা এবং বোধের জন্ম দিয়েছে আর এই ভাবনা, ধারণা এবং বোধই ব্যক্ত হচ্ছে বিচিত্র সৃষ্টিকার্যে। ভাবনা ও ধারণা, যাকে ইংরাজিতে আইডিয়া বলে, কেমন করে যে স্ব-অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষকে ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পথ দেখায়, সে একটা আশ্চর্য রহস্য। কিন্তু সত্য। মানুষের ভাবনা, ধারণা এবং বোধই যুগে যুগে সমাজে ও রাষ্ট্রে, শিল্পে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে—যে বিজ্ঞান উৎপাদনের চরিত্র বদলে দেয়—রূপান্তর ঘটায়। তারই ফলে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে।

অর্থাৎ এত সব কাজের কাজী সেই একটি ক্রিয়া—মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ। মানুষের সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তিই হচ্ছে সভ্যতা। সেই কারণেই, যখন মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ বসে—সে নিয়ন্ত্রণ ধর্মের গোঁড়ামির জন্যই হোক বা ইজমের শাসানির জন্যই হোক—অথবা ভাবনা, ধারণা ও বোধের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সুরু হয় তখনই সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে আসে। যেমন এখন এক নিদারুণ সংকট ঘনিয়ে এসেছে।

এ যুগের সভ্যতার সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ। এ সংকটের মূল কারণ ব্যক্তি তার অনন্যতা (আইডেন্টিটি) হারিয়ে ফেলছে, নিজের উপর আস্থা হারাচ্ছে,

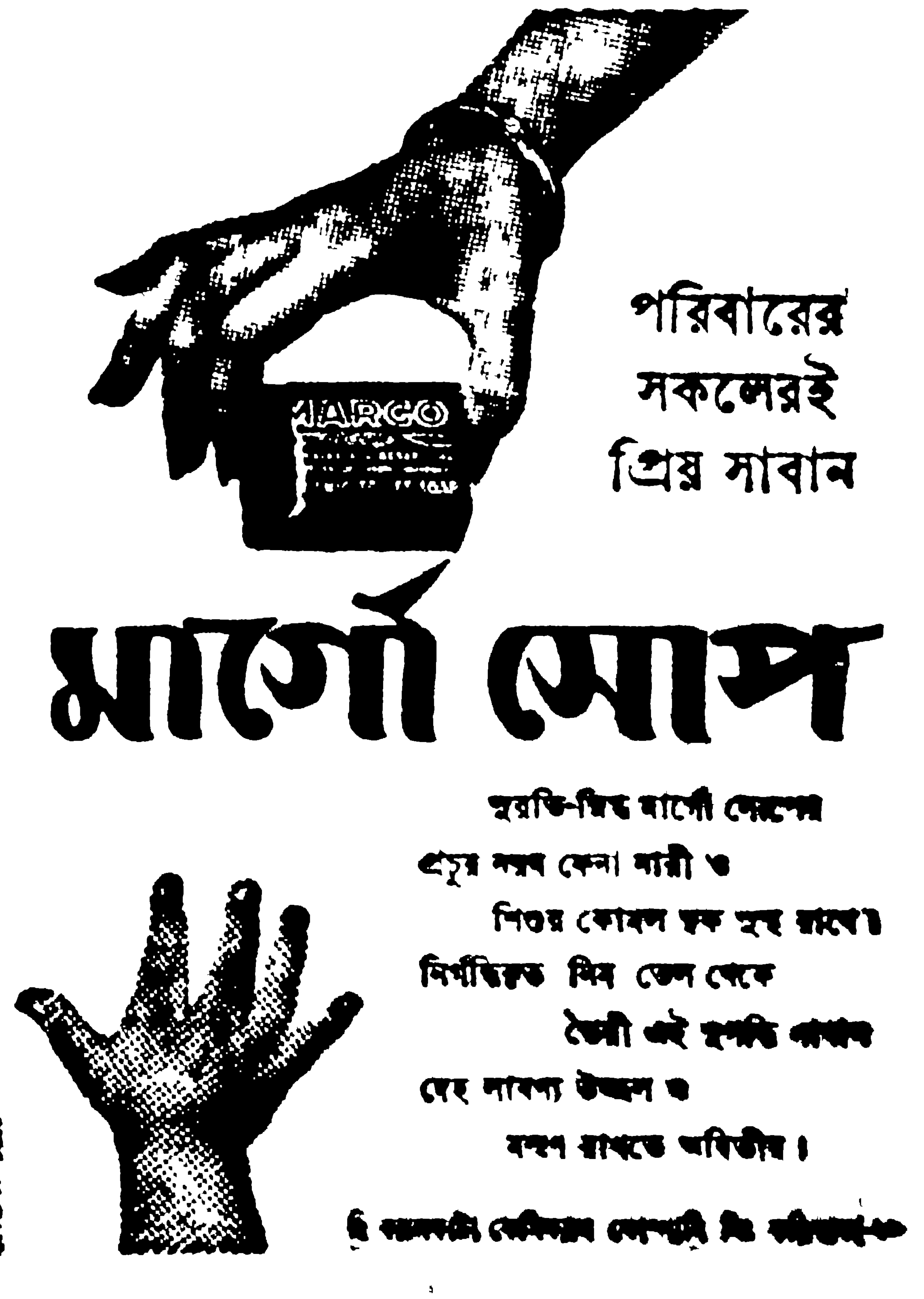

মিশে যাচ্ছে তথাকথিত জনতা নামক এক পিণ্ডের মধ্যে। সং শিল্পীর পক্ষে এ এক ভয়াবহ অবস্থা। সৃজনীশক্তি যে-মানুষের সংহত, সে কিন্তু ব্যক্তি মানুষ, জনতা-পিণ্ড নয়।

শুধু যে ডিক্টেটরী (কম্যুনিস্ট বা অন্য যে কোন প্রকারের হোক) শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ ঘটেছে তা নয়, আক্ষেপের কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও ব্যক্তি তার অনন্যতা বা বা আইডেন্টিটি বজায় রাখতে পারছে না। ব্যক্তিকে নিজের ভাগ্য জয় করে নেবার যে মহৎ প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্র একদিন দিয়েছিল, আজ দেখা যাচ্ছে, বহু ঘটনার প্রভাবে পড়ে, গণতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তি-মানুষও অসহায়ভাবে গড্ডল স্রোতে গা ভাসিয়ে ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে বসে আছে। সে আজ গ্রীক পুরাণের নায়ক ইউলিসিস।

যে গণতন্ত্রের ধ্বনি ছিল 'অব দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল', সেই গণতন্ত্রের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্মে এখন পিপ্‌লের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় গণতন্ত্র ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফর দি পিপ্‌লে। আপন ভাগ্যকে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তৈরি করবার ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে না রেখে ব্যক্তি তা সমর্পণ করছে পেশাদার রাজ-নীতিকদের পায়ে। আর তারপর তাদের মর্জির ক্রীড়নক হয়েই থাকতে হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষকে। ভোট দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সম্রাট এবং পর মুহূর্তেই যে-কে-সেই। কেন্দ্রীভূত রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রবল ধাক্কা মেরে মেরে ব্যক্তি-মানুষকে ক্রমশ জনতা-পিণ্ডে পরিণত করে তুলছে এবং মানুষের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় গণতন্ত্রের এই বিপদটি সম্পর্কে সকলেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ কথা বোঝা প্রয়োজন, আমরা ক্রমশ বড় বড় উৎপাদন যন্ত্রের দাসে পরিণত হচ্ছি। রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন কর্মে আমার ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারছি না, শুধু সম্মতি দিয়েই অবসর নিচ্ছি। এমন কি ব্যক্তিগত জীবনে আমি কোন বিষয়ে আমার নিজের মতামত গড়ে তোলার ফুরসৎও যে একটা পাচ্ছি না। সুসংগঠিত প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যমগুলোর দক্ষতায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত মতগুলো আমার মানস চেতনার প্রতিনিয়ত প্রভাব ফেলছে। অজ্ঞাতসারে আমার মতামতও কতকাংশে নির্বাপিত হয়ে উঠছে। অর্থাৎ নানা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পর-নির্ভরতা বেড়েই চলেছে।। স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির পক্ষে অবস্থাটা অভিপ্রেত নয়। শিল্পীর পক্ষে তো নয়ই।

তবে কি ব্যক্তির স্ফূর্তির পথে বাধা সৃষ্টির দিক থেকে না। গণতন্ত্র তার একনায়কত্বের ভূমিকা তুল্যমূল্য? ডিক্টেটারশিপ এবং ডেমোক্রেসি, এই দুই শাসনতন্ত্রের বা রাষ্ট্রব্যবস্থার একটিকে বেছে নেবার ভার আমাকে দেওয়া হয়, আমার রায় বিনা দ্বিধায় গণতন্ত্রের পক্ষেই যাবে, সে গণতন্ত্র যদি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক হয়, তবুও। যতদিন পর্যন্ত না গণতন্ত্রকে মূল থেকে সংগঠন করা যাচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত না ব্যক্তিকে নিজস্ব জগত সৃষ্টির কর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করাতে পারা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিকে অন্তত বজায় রাখতে হবে।

কারণ প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রেও, ব্যক্তির অবক্ষয় ঘটতে থাকলেও, ব্যক্তি-মানুষই সে গণতন্ত্রের ভিত্তি এ কথাটি স্বীকৃত। তাই নিঃসংকোচে গণতন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয় প্রকাশ করার স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকে পুনর্গঠনের স্বাধীনতা, এমন কি গণ-তন্ত্রকে নিকেশ করার স্বাধীনতাও গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাষ্ট্র নয়, পার্টি নয়, কোন ইজম্‌ নয় ব্যক্তি মানুষ—সব কিছুরই মাপ কাঠি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' মানুষের জন্যই সমাজ, মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানুষ সৃষ্ট হয় নি, এ কথা আমি বড় সহজে এত নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারছি! পারছি কারণ আমি এক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাস করছি। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, আমি জানি, এই ঘোষণা বরদাস্ত করা হত না। সেখানে এই ঘোষণাকে পার্টি তথা রাষ্ট্র নামক বিমূর্ত এক ধারণার প্রতি রক্ত-মাংসে গঠিত এই ব্যক্তি-মানুষটির বিদ্রোহ বলেই সাব্যস্ত হত। এবং বিচারে এই হতভাগ্যকে কঠোর সাজা দেওয়া হত।

একনায়কত্বকে আমি ব্যক্তিসত্তার ঘাতক বলেই মনে করি। তাই তার সম্পর্কে আমার এত ত্রাস। কম্যুনিজম মানুষকে মন-ভুলানো যত প্রতিশ্রুতিই দিক, একনায়কত্বই তার অনিবার্য পরিণতি। স্বাধীনতা আর একনায়ক—একের বিনাশেই অপরের প্রতিষ্ঠা।

॥ নতুন বই ॥

শক্তিপদ রাজগুরুর

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর

বসন্ত আসে—ভ্রমর আসে কার অন্বেষণে। বসন্তের শেষে বিবাগী ভ্রমর আর ফেরে না। মধু জগতের অসীমে ফেরারী হয়ে যায়। নতুন বসন্তের দিনে আবার আসে অন্য কোন ভ্রমর। এই অন্বেষণ তবু থামে না। মানুষের নিঃসঙ্গ মনও এমনি বার বার সঙ্গী খুঁজে ফেরে। ২.৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সুনন্দা

৩.০০

শৈলেশ দে

হংস মিথুন

২.৫০

সুবোধ ঘোষ

বর্ণালী

৩.০৫

(ছায়াচিত্র রূপায়িত হচ্ছে)

জলকমল

৩.০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

পূর্বপাড়ার মেয়ে

৩.৫০

নাগরী

৪.০০

কালোঘোড়া

৪.০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

'আজও হল না বে—,' বিজয়কে সিঁড়ির মোড়ে দেখতে পেয়ে বেড থেকে উঠে এল তরুণ। 'নাগটা [illegible] থাকলে কেউ এলে ওর সঙ্গে কাপড়-চোপড় দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

'প্রেসার বেড়ে যায়নি তো?'

তরুণের মুখ লাল হয়েছে মনে হল না। আজ সকালে [illegible] তরুণের অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। এর আগে সব ঠিকঠাক করেও দু'বার অপারেশন পিছিয়ে দিতে হয়েছে। কাটাছেঁড়ার নামে মাথায় রক্ত উঠে যায় তরুণের।

'না-না। ঐ যারা অজ্ঞান করে—'

'অ্যানাসথেসিস্ট।'

'তাদের ত সব নিয়ে গেল—'

সকালে ইনডোরে ঢোকা বারণ। তার ওপর ফিমেল ওয়ার্ড—পেশেন্টের এখন-তখন কিংবা অপারেশন থিয়েটারে নেবার হলেই কেবল দরজায় দাঁড়াতে দেয়। 'সরে এস—'

ডাক্তার দেখলে বকুনি দিতে পারে। তরুণের আসতে সময় নিল, 'কত রক্ত গেল—বোতল বোতল।'

যে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তার ওপরে লেখা, 'সেপারেশন রুম।' ক'দিন আগে তরুণও এখানে এসেছিল। থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার ঢোলা জামা পরানো—'সম্ভার পাউডার মাখিয়ে ছোট চুল চিরুনি চালিয়ে সুন্দর করে দিচ্ছিল—অজ্ঞান করে [illegible] আগেই [illegible] আজ [illegible] সময় ধাঁ ধাঁ করে প্রেসার উঠে [illegible] তরুণকে আবার বেডে ফিরিয়ে নিয়ে [illegible]।

[illegible]

[illegible]

'ঐ একই—রূপ বয়সীরা পটাপট মরে যাচ্ছে—'

এতদূর বোধ আসেনি। শীতে মেঝে ঠাণ্ডা থাকে—হাসপাতালের ত আরও। বিজয়ের পায়ে জুতো থাকলেও তরুণের দাঁড়ান দেখে বুঝতে পারছিল। 'স্যান্ডেল পরনি? কত রকম ইনফেকশন—'

ওসব কথার ধারপাশ দিয়ে গেল না তরুণ। 'আচ্ছা, খুব দুঃখ হচ্ছে?'

বিজয় কিছু বলল না। পা থেকে মাথা অবধি দেখল একবার। তরুণকে তার দেওরপো বিজয়দের বাড়ি নিয়ে গেছে।

'অথচ আমরা দিব্যি টিকে আছি—।'

দোতলায় দাঁড়িয়ে দুজনেই দেখতে পেল একখানা অ্যাম্বুলেন্স মাথা নীচু করে চুপচাপ গাড়ি বারান্দায় ঢুকছে, 'সব কটা ওয়ার্ড দেখ—বুড়োবুড়িতে ভর্তি। বারো নম্বরের ফরসা ঠাকুমা কাল বিকেলে চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের বায়না ধরেছিল—ঘেন্না! ঘেন্না'''

[illegible] চুল ছোট করে ছাঁটা—না হলে তরুণের বয়স এমন কিছু না। হয়ত [illegible] একেবারে [illegible] পরতে পারে না বলে না থাকবার মত একটুখানি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

'উপন্যাস পড়তে পড়তে [illegible] মনে হয় যে, লেখক নিজের কথা বলছেন। অর্থাৎ অনিল আর পুতুল যেন লেখক আর তাঁর স্ত্রী কিংবা পাঠক ও তাঁর স্ত্রী বা পাঠিকা ও তাঁর স্বামী, এমনকি সমালোচক বা তাঁর স্ত্রী হওয়া অসম্ভব নয়।' অনেকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত '[illegible]' বলেছেন আনন্দবাজার। এমন সার্থক উপন্যাস তরুণ লেখকদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম লিখলেন।

অনিলের পুতুল

মানস প্রকাশনী। ৫১ ১ ডব্লু, সি ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

(সি ২২০২)

ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক মাসিকপত্রিকা
পা র্থ সা র থি
৪র্থ বর্ষ শুরু হলো। — বার্ষিক চাঁদা ৩
অমলেশের ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ুন।
এজেন্ট ও লেখক চাই
৫/এ অক্রুরবোস লেন কলি ৪
(সি ১৩৭৪)

সংস্কৃতি প্রকাশ ভবনের বই :
প্রজাপতি রচিত স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ
প্রেম যুগে যুগে
দাম : দুই টাকা
নিত্যানন্দ সাহা সংকলিত
মণি কাঞ্চন ৪৲
রাণী গুহের উপন্যাস
আলোক বর্তিকা ২॥
দে বুক স্টোরস
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি ১২

পাড় আছে শাড়িতে। পেটে টিউমার হয়েছে তরংগর।

অনেক কিছু একসংগে বলতে যাচ্ছিল বিজয়। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'নাও শুয়ে থাকো গে—ওষুধপত্তর কিছু লিখে দিল ?'

তরংগর মুখ খানিক কালো হয়ে গেল। বেড ভাড়া রোজ তিন টাকা, সরকারী আবা ফলমণির জন্যে প্রায়ই দু' আনা চার আনা —তার ওপর অপারেশনের জন্যে রক্তটক্ত আর অন্যসব নিয়ে প্রায় শ'খানেকের ধাক্কা। দাদার হাতে পয়সা কোথায়। বউদির এ ছেলেটা এগিয়ে না এলে জীবনে তার হাসপাতালে আসা হত না। ভর্তির দিন ইস্কুলও কামাই গেছে বিজয়ের—তারপরে আবার দাঁড় করিয়ে রেখে এই গুচ্ছের কথা'— তাড়াতাড়িতে বলল 'কি সব টাবলেট খেতে বলেছে—'

অপারেশন বন্ধ রেখে অজ্ঞান করানোর জন্যে আনাসথেসিস্টরা গেছে ফিল্ড হাসপাতালে বোতল বোতল রক্ত গেছে মাঝপথে এক্সপ্রেস-মেল থামিয়ে জংশন দিয়ে দিনরাত স্পেশাল গেছে। বাহাত্তর ঘণ্টা একটানা প্লেন একখানার পেছনে আর একখানা পর পর আকাশে উঠে কাত হয়ে উত্তরে উড়ে গেছে।

হাতছাড়া হল সোমবার। পংগপালের মত নেমে আসছে। ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এসব কাজ বেশী বাতের ব্যাপার। তারপর এতক্ষণ কি হল, কাল সকালের আগে মরে গেলেও তা জানার উপায় নেই।

বেডে গিয়ে বালিশ উঠিয়ে একখানা কাগজ নিচ্ছে তরংগ। এবারে এদিকেই আসছে।

কতদিনে তাহলে অপারেশন হবে। বেশী দিন পড়ে থাকলে পেট যদি দম দিয়ে পেকে ওঠে। তারপর যেভাবে ওরা আসছে তাতে ওদের দু'একখানা পাখি নেমে এসে দু'একটা যদি নীচে ফেলে—কোথায় থাকবে হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্সের খুঁটি, মনুমেন্ট বড় বড় বাড়ি—সব যে একখানার গায়ে আরেকখানা লেগে গড়াগড়ি খাবে। বিজয় পরিষ্কার বুঝল সে-অবস্থায় তরংগর অপারেশন মাথায় তুলে রাখতে হবে। সরে যাওয়ার সময় তরংগকে নিয়ে সরাও মুশকিলে দাঁড়াবে।

ভালয় ভালয় অপারেশনটা কোনরকমে হয়ে যেত।

'এই নে। মিকশ্চার দিয়েছে রোদহস—'

'সে ডাক্তার দেখবে খন। তুমি খাও তো।'

'হ্যারে—নপুর থেকে কোন চিঠি এসেছে ?'

বিজয় মাথা নাড়ল।

'কেউ এসেছিল ?'

'কে আবার আসবে ?'

বিজয়ের মুখ দেখে তরংগ থেমে গেল 'চার মাস হল একটা খবর নেই— অসময় সময়েই জগতে চার বছরেও কেউ খোঁজ নেবে না। ... উঠে চোখে জল অসময় মত হাত তরংগ ঘুরিয়ে ... 'ওর, ওর কে কেমন থাকল '

ওরা বলতে এক দেওরপোকেই দেখেছে বিজয়। ... একসংগে ... বুঝে নিয়েছে বিজয়। সকালের ... এত নতুন কাপড়ও ... কিছু ... গেছে ... একদম ... টিক করে মুখটা ... দিকে তাকিয়ে ... নরম করার চেষ্টা করল বিজয়।

'ওরা কেমন রে ?'

বিজয় চমকে তাকাল। তরংগর দেওরপো-রা কেমন তা বিজয় জানবে কি করে। এই ত প্রথম দেখল।

'খুব গোয়ার গোবিন্দ ?'

বিজয় তখনও তাকিয়ে আছে। তরংগ তার হাতের ব্যাগটা নিয়ে আগে নুনের পুঁটুলিটা সরিয়ে রাখল, কোন রান্নায় যদি নুন দেবে 'কাল সারারাত দিদিমণিরা দৌড়োদৌড়ি করল—কত যে ব্যাণ্ডেজ গোল কি বলব তোকে—খুব খুনে ওরা ?'

কাদের কথা বলছে তরংগ—? কাল সকালে কাগজ না দেখলে ত বোঝা যাবে

জগদীশবাবুর গীতা

মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ ... সমন্বয়মূলক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা ৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ... **ভারত-আত্মার বাণী** ...
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১.০০ **কর্মবাণী** ১.২৫
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২.০০ **বাংলার ঋষি** ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী ২.০০ **বাংলার মনীষী** ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০ **বাংলার বিদুষী** ২.০০
আচার্য জগদীশ ১.০০ **রাজর্ষি রামমোহন** ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১.০০ **যুগাচার্য বিবেকানন্দ** ১.৫০
জীবন গড়া .৭০ **রবীন্দ্রনাথ** ১.২৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ
... অভিনব বাংলা অভিধান ... পরিবর্ধিত ও বহু ... সংবলিত ১...
STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
... নির্ভুল বাংলা অভিধান। ... অভিধান ... অপরিহার্য। ৭.৫০
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মা কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কাল আবার ট্যাংক এনেছে।

'যারা এসেছে তারা সৈন্য ত। কিছু কড়া হবেই।'

'কারা পাঠায় রে এদের? কেমন তারা—.' তরঙ্গ কি ভেবে থেমে গেছে। বিজয় তাদের একজনকে দেখে সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে ভিড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিল সবার সঙ্গে। সাঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ছবিতে দেখেছে—সাদাসিধে।

বিজয়ের লজ্জা করছিল। তার কথায় তরঙ্গার মুখ যখন কালো হয়—আবার হাসিও ফোটে তখন আর একটু সাবধানেই কথা বলা উচিত ছিল। এখন অপারেশন পিছিয়ে গেল। ফিরে ব্লাড টেস্ট করে প্রেশার নিয়ে সব গুছিয়ে করে যে অপারেশন হবে তার ঠিক নেই।

'একটু মায়া দয়াও নেই? জোয়ান জোয়ান কত ছেলে একেবারে পটাপট—কত ইঞ্জেকশন নিয়ে গেল—' বলতে বলতে একটু থেমে পড়েছিল তরঙ্গ 'কাল বিকেলে যেটা কিনে দিয়ে গেলি—নতুন, দিয়ে দিলাম সেটা। দিদিমণিরা কি নিতে চায় বললাম, আমার ত এখন লাগছে না—অপারেশনই যখন পিছিয়ে গেল।'

প্রায় জিবে কামড় দিয়ে নিজেকে থামাল তরঙ্গ। বউদি না হোক, দাদা শুনলে কি বলবে। টিউশনি, ইস্কুল থেকে যা আসছে তার কম ত বিজয় হাসপাতালে ঢালছে না। তা থেকে আবার খয়রাতি। একবার ভাব উঠলে মুখের যদি লাগাম থাকে। সব বোঝে না তরঙ্গ সব জানেও না। কিন্তু সারা হাসপাতাল জুড়িয়ে দিদিমণিরা ডাক্তারবাবুরা কাল সন্ধ্যা রাত করে জানা অত ওষুধ, ইঞ্জেকশন, ট্যাবলেট ব্যান্ডেজ জড়ো করল। কেন করল সেটুকু ত বোঝে। বুঝে, সব একসঙ্গে মনে এসে তার গুলিয়ে যায়। বুকের ভেতর কি ঠেলে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে নাকে ঝাঁজ নিয়ে চোখ ফেটে জল আসে। তবু বিজয়ের সামনে কথাটা বলে ফেলে খুব ভুল—

'বেশ করেছ। একটু শুয়ে থেকো তো'. হাসতে হাসতেই বলল বিজয়, 'বিকেলে আসছি না। ওষুধ পৌঁছে দেবখন।'

কাচুমাচু ভাবটা কাটতে সময় নিল না একদম 'কে আসবে?'

'দেখবখন যদি পারি না হলে পুতুল বোধ হয়।'

'ইস্কুল করে আবার না ই এলি'. একটুও দম নিল না তরঙ্গ, 'সেই ভাল, তোর বউকে পাঠাস—'

'আমারও ত ছুটি। বন্ধ চলছে না?'

'একটা কথা বলব—রাগ করবি নে? সবার পড়া হয়ে গেলে বউমার হাতে সকালের কাগজখানা পাঠিয়ে দিবি?'

হাসপাতালে এসে দুদিনের মধ্যে প্রথম

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

সুকবি দিনেশ দাশের
নবতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে
কাচের মানুষ
৩·০০

শ্রীপান্থের
বিচিত্র কলকাতার বিচিত্রের কাহিনী
শ্রীপান্থের কলকাতা
৭·০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
ছন্দ যতি মিল
৬·৫০

সাগরময় ঘোষের
সম্পাদকের বৈঠকে
৫·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
নবতম ভ্রমণকাহিনী
নিত্য পথের পথী
৪·৫০

সমরেশ বসুর
স্মরণীয় সংকলন
দুরন্ত চড়াই
৫·০০

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নাম নেই ঠিকানা নেই
৩·৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
দময়ন্তী
৩·০০

আপন প্রিয়	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
যতিভঙ্গ	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
পলাশের নেশা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
ক্রীম	॥	অবধূত	৪·৫০
নাটঘর	॥	লীলা মজুমদার	২·৫০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
হিরণ্ময় পাত্র	॥	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪·০০
প্রথম প্রণয়	॥	বিক্রমাদিত্য	৩·০০
সুচরিতাসু	॥	প্রভাত দেব সরকার	৩·০০
আকাশ লিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
আমার ফাঁসি হল	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
রঙীন লন্ঠন	॥	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩·০০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	২·৭৫
শুক্র সন্ধ্যা	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৫·০০
গ্রীষ্ম বাসর	॥	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৭৫
নীলাঞ্জন ছায়া	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২ ॥

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২৲]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯৲]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক
সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারে ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত মূলানুগ সম্মত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত। [৯৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন:
স
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯
[আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায়]

আপনার
ত্বক
নীরোগ
লাবণ্যময় করে

সব রকম সংক্রমণ থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত রাখুন। চর্মরোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উত্তম নিম সাবান ব্যবহার করুন। উত্তম নিম সাবানে বীজাণুনাশক নিমের স্বাভাবিক উপাদান আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও নীরোগ রাখে।

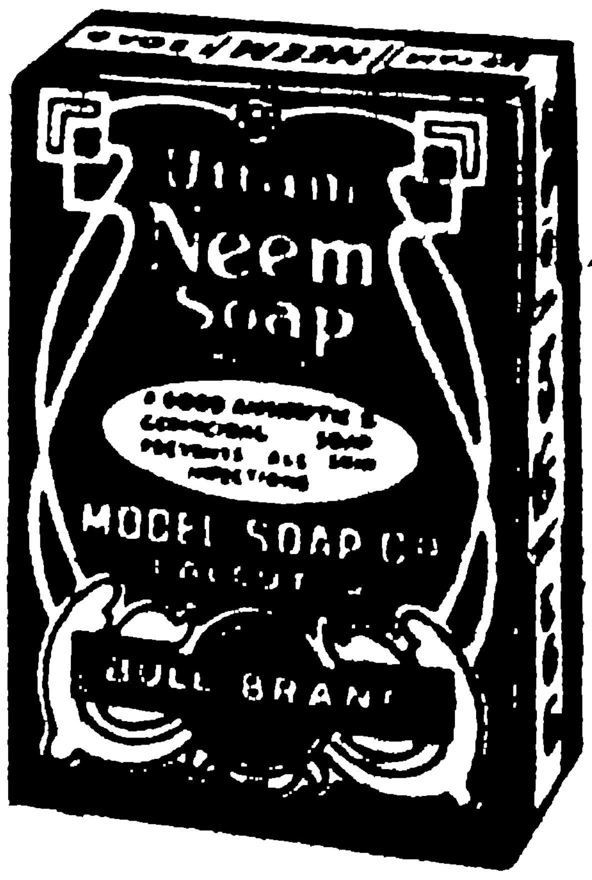

উত্তম নিম সাবান

একটি মডেল প্রসাধনী

মডেল সোপ কোম্পানী, কলিকাতা-১

একবার পুতুল চেয়েছিল রত্না। খেতে গা গুলায়—কিছু মুখে ওঠে না। তারপর একদিন পুতুলের কাছে একখানা সন্দেশ। ভাল ভাল ঘরের গিন্নীবান্নীরা সবাই নাকি এখানে খাওয়াদাওয়ার পরে ওই একখানা নিয়ে শোয়।

বেশ কদিন পরে এই আবার কিছু দরকার হল তারপর।

'কদিন ধরে বারো নম্বরের কাগজখানা চেয়েচিন্তে পড়ছিলাম। কিন্তু তার খানা ধরতেই কি বলতে কি বলেছি তার ঠিক নেই—আমি আর বাড়ির কাছে ঘরে গেলেও চাইতে পারব না। পাঠিয়ে দিবি ত? সবাই কেমন থাকল—যারা অজ্ঞান করে তাদেরও নিয়ে গেল—'

'বেশ ত।'

'সন্ধ্যে হতেই খোকাখুকুর মত খাইয়ে দাইয়ে কম্বলে ঢেকে আলো নিবিয়ে দেবে ওষুধ গিলিয়ে বুড়োবুড়িদের ঘুম পাড়াবে। সাতটা বাজলেই রেডিও বন্ধ—পাঠাবি ত মনে করে।'

'বললাম ত।'

"পাহাড়ী রাস্তা হলেও এদিকে তবু গাছপালা আছে—প্রাণ আছে—মানে, লিভিং অবজেক্ট বলতে কিছু আছে। আমরা মানুষ ত—আমাদের মত জ্যান্ত কিছু চোখে পড়লে ভরসা আসে। এক জায়গায় ঝলসানো একটা তাঁবুর পাশে গুঁড়োর টিনের কৌটো দুদিনের খবরের কাগজ, একটা হেলমেট দুজোড়া তাস খালি সিগারেট প্যাকেট আর হংকং এর ছাপ মারা পোড়া পোড়া কিছু ব্যাটারি চোখে পড়ল। বুঝলাম ছোট্ট এই ক্যাম্পটি দুপক্ষেরই হাত বদল হয়েছে।"

প্রেসক্রিপশনটা ডাক্তারের টেবিলে ধরা থাকে পড়ে থাকল বিজয়। ডাক্তার একবার দেখেই আবার শুনতে লাগল।

"কিন্তু ওদিকে দেখুন—মাইলের পর মাইল এক কুচি ঘাসও নেই—গাছপালা ত দূরের কথা। তেইশে থেকে আমরা গেছি—বিলিতী ম্যাগাজিন থেকেও দুচারজন ছিল—সন্ধ্যেবেলা কর্নেল ব্যাটন উঁচিয়ে চাঁদ দেখালেন—এত বড়, গোল, মনে হবে নাগাদের ভেতর—স্টার্ক ইয়েলো—আপনাকে কি বলব ডাক্তারবাবু, একেবারে বীভৎস হলদে—একটা সাদা পাহাড়ের মাথায় লটকানো।"

পাড়ার ডাক্তারটি গল্প পাগল। বিজয় বুঝল আজ তার ওষুধ নেওয়া হয়েছে। পেছন ফিরে দেখল শুধু ডাক্তার না। স্টেট ইনসিওরের কার্ড হাতে অন্তধরমও সব কথা হাঁ করে গিলছে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ, মোড়ের টিউবওয়েল ঢালাই কারখানায় ক্রেন চালায়।

"এমন সময় খটাখট শব্দ তুলে উপর থেকে কি ছুটে গেল একদল। আমরা

ঘাবড়ে যেতে বাঙালি বলল, দেড়া—এখানকার পাহাড়ী ঘোড়া। কদিন হল গোলমাল, সব ভেতরে পথ হারিয়ে অনেক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। রাত হলেই মুশকিল—কিছু দেখতে পায় না—ছোটাও বেড়ে যায়। কাল সকালেই দেখতে পাবেন।

পরদিন সকালে দেখলাম। গোটা ছয়েক হবে। প্লেনস্-এর ঘোড়া থেকে ডিফারেন্ট—পেছনটা ভারী, কিছুটা বেঁটে—যে চরাতে এসেছিল সে হয়ত আর নেই। দেখে এত ভাল লাগল—তবু ত জ্যান্ত কিছু—'

বিজয়ের প্রেসকৃপশন নিয়ে খোপের ওদিকে ওষুধ বানাতে গেল কম্পাউন্ডার। ইনফিরিয়র্লিটিতেও ক্লাস ফাইভে দলিলের দলিল পড়াতে হয়েছে—চণ নামে এক অতি নিষ্ঠুর ও যাযাবর শ্রেণীর লোক ছিল। ইহাদের আকৃতি ছিল যেমন ভীষণ, প্রকৃতিও ছিল তেমনি নিষ্ঠুর।

তার একটু নিচে মিনারেটটি ধরিয়ে কাগজের লেখা উঠল

ছোট ছোট পা, চ্যাপ্টা নাক সরু মুখ বর্ণ পীত। কালো চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ইতস্তত ঘুরিতেছে।"

প্রফুল্ল চক্রবর্তী বেল টাইমস্ দেশ সংস্কৃত বলে : এইরূপ ভীষণ ছিল তাহাদের আকৃতি। ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া ইহারা চলিত। সাতদিন সাতরাত্রি ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে থাকিলেও ইহারা ক্লান্তি বোধ করিত না। ইহাদের অভাব ছিল কাঁচা মাংস ও ঘোটকীর দুগ্ধ।"

সেই দিক থেকে এল এরা। ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে বিদ্যুৎবেগে চলে এসেছে বর্ণনার লোকের মুখে শুনে বিজয়ের মনে এতক্ষণ দেশ লেগেছিল ছেলে লেগেছে, অথচ সকলের আমরা দেশ নিশ্চিন্ত।'

বিজয় হাসতে গিয়ে পারল না। 'তৈমুর আমাদের দরজাগুলো কত সরু—পাশে কেমন হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ছে।'

বিকেলে পাড়ুলের হাতে সকালের কাগজখানা পাঠাতে হবে হাসপাতালে। তবেও না জানি কি বলে বসে আছে নম্বরের বাড়িকে।

ঘোড়াগুলো হয়ত এদিককার না। ম্যাপ একেবারে মাথার ওপরে চড়াই করা অনেকটা জায়গা জুড়ে লেখা থাকে তিব্বত। সেখান থেকে পথ হারিয়ে এই জেলায় ঢুকে পড়েছে। অসম্ভব নয়। গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হিউ-এন-সাঙ্গ। গোবি মরুভূমিতে জল পিপাসায়, খালি পেটে হাঁটতে হাঁটতে মড়ার মত বালির সাগরে পড়েছিল। তখন দেশের বাইরে যাওয়া ছিল বারণ।

'উঠলেন নাকি?'

দেরাজ বন্ধ করছে ডাক্তার, 'আজ একটু সকাল সকাল যাব—দেখি দুপুরের খবরে কি বলে—', মাথার পেছনের জানলাটা বন্ধ করতে করতে ডাক্তার বলল, '...

অন্তত ওষুধটা—'

প্রেশার মাপার বাক্সটা বোতাম টিপে বন্ধ করে ফেলল ডাক্তার, 'কম্পাউন্ডারবাবু থাকছেন—'

বিজয় একখানা দুটাকার নোট এগিয়ে দিতে ডাক্তার বলল, 'ওর হাতেই দেবেন—' বলে, সুইংডোর ঠেলে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন কোথাও জমল না। যে কোন কথা সেই এক জায়গায় গিয়ে আটকে যেতে লাগল। তখন আর কথা এগোয় না। যা বলা হচ্ছে তার বেশিটাই ... সবাই সমব্যবসায়ী। ওর কতজন এসেছে—আমাদের কতজন পথ আগলে আছে—প্লেনস্‌এ টেনে এনে আলুকাবলি বানাব। তারপর আজ সকালের কাগজে আছে শিলিগুড়িতে একজন সেনাপতির বাবুর্চি ঠাকুর গোয়েন্দা সন্দেহে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে।

ভূগোল স্যার নবেন্দুবাবুর টিউটোরিয়ালে এসব কথার মধ্যে বসা যাচ্ছিল না। কালীপুজো চলে গেল অথচ বাতিগুলো ঘিরে শ্যামাপোকার রেহাই নেই। অঙ্কের জন্যে ভাড়া করা অন্য বি-এস-সি বলল,

আগামী ১ আষাঢ় (১৬ জুন) গ্রন্থপ্রকাশের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই স্মরণীয় উপলক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবীনতম উপন্যাস **প্রথম প্রহর** (৫.০০) আশ্চর্য প্রচ্ছদ-চিত্রণে ও সুরূপ মুদ্রণে ১৫ জুন প্রকাশিত হবে।

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস

ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫.০০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্সের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত হল। বিদগ্ধমণ্ডলী ছাত্র-অধ্যাপক এবং প্রতিটি লাইব্রেরির পক্ষে অপরিহার্য।

অসমাপ্ত চট্টান্দ ৫.০০

নতুন উপন্যাস । মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৬.০০ ॥

দেহলি দিগন্ত ॥ ৩.৭৫ ॥

কাহিনীগ্রন্থ ॥ রমাপদ চৌধুরী

জীবনস্বাদ ॥ ৪.০০ ॥

নতুন উপন্যাস । আশাপূর্ণা দেবী

নীলকণ্ঠী ॥ ৭.৫০ ॥

নতুন উপন্যাস । গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মনিহারী ॥ ৪.০০ ॥

সর্বাধুনিক গল্প । বনফুল

পরম্পরা ॥ ৪.৫০ ॥

নতুন উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শিল্পীর আত্মকথা

সাধনা বসু ॥ ২.৫০ ॥

দ্বিতীয় স্মৃতি

পরিমল গোস্বামী ॥ ৫.৫০ ॥

বহুবিচিত্র (২য় মুঃ)

সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৬.০০ ॥

পথ চলতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪.৭৫ ॥

কমলাকান্তের জল্পনা

প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩.৫০ ॥

সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭.০০ ॥

যবনিকা কম্পমান

অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪.০০ ॥

মুখের ভাষা বুকের রুধির "

॥ ৩.৫০ ॥

অন্য-নগর দর্শন " ॥ ৩.০০ ॥

আমরা কোথায় চলেছি ?

সঞ্জয় ॥ ৪.০০ ॥

আত্মস্থান (২য় মুঃ) " ॥ ৩.০০ ॥

ভবঘুরে চিরঞ্জীব সেন ॥ ৩.০০ ॥

মিলারেপা তিব্বতের প্রকৃতপুরুষ

বিভূপদ কীর্তি ॥ ৪.৫০ ॥

নিষিদ্ধ এলাকা ॥ ৩.০০ ॥

নারী কয়েদীর কথা ॥ কাজলপুরুষ

গ্রন্থপ্রকাশ

৬৩ রজনীকান্ত সুটীর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ক্যাটালগের আদেশ করুন।

নববর্ষের নতুন প্রকাশন

তিনটি নতুন উপন্যাস

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পায়ে পায়ে প্রহর

দাম ২.৫০

বিশ্বনাথ রায়ের নতুন উপন্যাস

বহ্নিকন্যা

দাম ২.৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

হৃদয়ের রঙ

দাম ৪.০০

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির ভাণ্ডারে নবতম সংযোজন

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর

অতলান্তিক ৫৲

জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিশ্বনাথ রায়ের

নানারঙ ২.৫০

সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রলেখক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠগল্প ৪৲

এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স

৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

'ওরা পাঠিয়েছে।' একটি বুড়ো ছাত্র চুপ করে থাকতে পারল না, 'আগুনে পুড়ে এমনি নির্বংশ হবে ওরা—দেখবেন স্যার।'

ব্যাপারটা যা তাতে দেশ সুদ্ধ লোকের হাতে না দেখালে জবেণ্ট ভাগ্যে কি লেখা আছে তা বোঝারও উপায় নেই। এরকম ব্যাপার শীগগিরি হয়নি—অন্তত কয়েক শ বছরে।

নরেন্দ্র বলল, 'শীতটা পড়ুক ভাল করে—পথঘাট বন্ধ হয়ে গেলে বাছাধনদের খাবারদাবার আসা বন্ধ হয়ে যাবে—তখন—।

'ভাল রকম শীতও পড়ছে না বলে বসন্ত হচ্ছে চারদিক—মেসেটারও টিকে নেওয়া হয়নি— থেমে পড়তে হল বিজয়কে। বলতে যাচ্ছিল 'কাপ বেশনের টিকেব এসেছে এদিকে।' কিন্তু কথা ফুটল না মুখে—সবই তার দিকেই ও মেয়ে তাকিয়ে আছে অব বসতে পারল না।

রেডিওটা খুঁচিয়ে সকালের চেয়ে বেশী কিছু জান গেল না। খাওয়াদাওয়ার পর আলো জ্বালিয়ে পড়বার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ—টোপর পরিয়েও ভুমের গা থেকে শ্যামাপোকা সরাতে পারল না।' মাথার পাশে জলের গ্লাস ঢাকা দিয়ে দড়াম করে খিল তুলে দিল পুতুল।

মেয়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝখানে জায়গা করে সরে আসতে গিয়ে খাটের কিনারে ঝুলে থাকল বিজয়।

'এত দেরি করলে?'

'কি করব—রেডিও নিয়ে ঘটঘট করছিলে—'

'কি হল জানব না?'

'নিশ্চয়'—যেমন 'পশ্চিম তেমন ভাইপো হবে ত?'

বিজয়ের মনেই ছিল না 'হাসপাতালে গিয়েছিলে—কেমন আছে? কিছু বলল?'

'খাওয়া মানুষ' 'কাগজ কোথায়'। কাগজ না পেয়ে ঘুম হচ্ছে না—'

'দিয়ে আসনি? বাঃ!'

'কখন নেব? হাসপাতালে গিয়ে ত শুনলাম—'

বিজয় কিছু বলতে পারল না। চব্বিশ ঘণ্টা শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ। এর ভেতরে কিছু বলার কথা মনে থাকে!

পুতুল ভেবেছিল ইঞ্জেকশনের কথাটা পাড়বে। নীচের থেকে কেউ এসে খবর নেওয়ার নাম নেই—সেই যে চাপিয়ে দিয়ে গেছে—আর উনি ইদিকে হরিহরছত্র খুলে বসে আছেন, তা কে জানতে পেরেছে। বিজয়ের হঠাৎ এমনকার মর্জিতে বোঝা যায় না—তবু কিছু বেপরোয়াই হয়েছে বুঝে চুপ করেই ছিল পুতুল, 'আচ্ছা ওরা কেমন বল ত? এতদিন পাশাপাশি আছি—মুখে এত ভাল ভাল কথা, অথচ পেটে পেটে এতও ছিল—'

ওরা কেমন, দেশটা কেমন তা জানার জন্যে খুব বেশী হলে আলো জেনেলে ইস্কুল থেকে চেয়ে আনা ভূগোলের ম্যাপ বইখানা এখন খুলে বসতে পারে বিজয়—তার চেয়ে বেশী আর কি করার আছে।

গরমকালে সন্ধ্যেবেলা ইলেকট্রিক সাপ্লাইর হেড অফিসের সামনে ফুটপাথে বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'একজন বুড়ো-বুড়িকে খালি গায়ে বসে হাওয়া খেতে দেখেছে—কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

'আমাদেরই মত ভাত খায়', একটু থেমে পড়ল পুতুল, 'শুনেছি ফেন গালে না—', এবার যা বলল তা বিজয় পাশে না থাকলেও এমনিভাবেই বলে যেত, 'আমাদের ইস্কুলে বাড়ির বিডরে চীনে মন্দিরের ছবি ছিল। একটা ঘণ্টা, দুপাশে কার্নিশে ঢং ঢং—আর শেষ হয় না যেন বেজেই চলেছে। সে বইয়ের একটা গল্প এখনও ভোলেনি পুতুল। এক চীনে রাজা স্বপ্নে এক আশ্চর্য দেবতা পুরুষকে দেখে ঘুম ভাঙতে যেতেই কথাটা তাঁর মন্ত্রীকে বলেছিলেন। ইনি বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ নন। তক্ষুনি কয়েকজন ভিক্ষুকে নিয়ে আসার জন্যে লোক চলে গেল। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে খোটান থেকে দু'জন ভিক্ষু এলেন। তাঁদের জন্যে রাজা একটা বিহার বানালেন—নাম দিলেন, শ্বেতাশ্ব মঠ। খোটান কতদূরে। ইস্কুল ছাড়ার পর আর একদিনও ম্যাপ খুলে দেখেনি পুতুল।

বিজয় কিছু বলার আগেই একা একা বলে ফেলল পুতুল, 'শেষ অবধি বেধড়ক লেগে পড়বে সব—। একদম বুঝছে না?'

'কি আর হতে পারে। এই পথে আগেকার অনেকে এসেছে, শেষ অবধি যুদ্ধ হয়ে হেরে গেছে সবাই। অত অত বড় পাহাড়ের কঠিন মরুভূমি এসেও এসব কথা মুখে এল না বিজয়ের।

মানুষের মুণ্ডুশিকারের কি রকম মজা—পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঠেলে ফেলে দিলে কেমন চীৎকার করে গড়াতে গড়াতে মরবে'—ব্যাপারটা কতখানি মজাদার! একদিন কাশ্মীরে বসে হুণ সর্দার মিহিরগুল হাতে কলমে এসব পরীক্ষা করে দেখেছিল।

তারপর অপারেশন বন্ধ রেখে অজ্ঞান করানোর জন্যে অ্যানাস্থেসিস্টরা কিন্তু হাসপাতালে গেছে, বোতল বোতল রক্ত গেছে যার রাস্তায় এক্সপ্রেস মেল দাঁড় করিয়ে কামান দিয়ে দিনরাত স্পেশাল গেছে বাহাত্তর ঘণ্টা একটানা একখানার পেছনে আর একখানা প্লেন পর পর আকাশে উঠে যাত্রা হয়ে উড়িয়ে উড়ে গেছে।

'কাল কিন্তু সভা হবে—মনে আছে ত?'

বিজয়ের মনে ছিল। কদিন ধরে এই এক কথা নিয়ে এত জটলা হচ্ছে তার ভেতরে

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত বা অসাড়যুক্ত দাগ, কুষ্ঠ বাত পক্ষাঘাত একজিমা ও সোরাইসিস রোগ চিরনিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭ ২৩৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৯।

মাথা কারও ঠিক থাকে, 'কানের দুলজোড়া দিয়ে দিও।'

'আহা! হাত খালি কতদিন—তার ওপর কান খালি হলে—'

'সত্যি! সুদ অনেক হয়ে গেছে—তাই না?'

'অন্তত ক'গাছা চুড়িও যদি ছাড়াতে—, তারপর পিসিমা এসে ইস্তক সুদও আর দেওয়া হচ্ছে না—'

প্রথমে কিছু বলতে পারল না বিজয়। ক'দিন হল শুনে আসছে রাণুদি গলার হার দেবে, ওষুধের দোকানের দত্তবাবুর বড়বউ গিনি দেবে, 'তুমি না হয় মেয়ের একটা দুটো আঙটি দিয়ে এস—'

'মুখে ভাতের? কথখোনো না—'

বেশী দাম না। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসে সোনাও দেওয়া হল বন্দীপণাও হল এই ভেবে বিজয়ের ইস্কুলের দু' চারজন তেরো চোদ্দ টাকা দামের কয়েকটা পাতলা পাতলা আঙটি দিয়ে গেছে।

অন্ধকারে পুতুলের মুখ দেখতে পেল না। মৃত পুতুলী।

'আমি বলে দিয়েছি কাল '

'দিয়েছ? আমার কথাটা রাখলে না?'

'সবাই দিল ক্লাস টেনের ছেলেরা লাইন বেঁধে দিল।'

'তাদের কথা হচ্ছে না' পুতুল অন্ধকারের ভেতরেও বুঝতে পারল তার চোখের সামনে আরও অন্ধকার ক'দিন ধরেই দুলছে দুলতে দুলতে ঘুরছে। এই কি মাথাঘোরা না অম্বল না উর্ধশ্বাস। সত্যি ক'দিন সবাই কি হয়ে গেল। কারও মাথার ঠিক নেই 'তোমার না আনিনিমা '

'তারা পরীক্ষা করবেই বলে দিচ্ছিল -'

পুতুল আর একটা কথাও বলল না। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজয় কথা দিয়েছিল বলে দেবে না। ঠিক ছিল টিউটোরিয়ালে টাকা পেলে একটা কিছু কিনে এনে দেবে। সে ও তো বলেরই সমান। আয়নবাবু বোঝাতে গিয়ে সেদিন কেমন থুথু উঠে এসেছিল মুখে। কিছু এনে দিলে, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পুতুলও কিছু একটা দিতে পারবে সভায় গিয়ে।

'যুদ্ধ কেমন জান?'

পুতুল কিছু বুঝে উঠতে পারল না, 'সিনেমায় দেখেছি—'

'আমিও জানিনে। বইতে পড়েছি—

'চাল পাওয়া যেত না, করলার জন্যে লাইন—রাস্তা দাপিয়ে সারি সারি সৈন্য যেত—'

'আমিও যাব। এ আর ভাল লাগে না—'

'হয়েছে! মাঝরাতে যাত্রা করো না—'. পেছন ফিরে গলা অবধি কাঁথা টেনে নিল পুতুল। আন্দাজে একটা চালা অন্ধকারে হাত লাগিয়ে বুঝল এটা পুতুল—তার

বাক্-সাহিত্যের বই

দেড় মাসে দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল
শংকর-এর নতুন বই

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

সংসারে বসে থাকবার উপায় নেই। অঙ্ক কষে যেতেই হবে—হয় যোগ না-হয় বিয়োগ, হয় গুণ না-হয় ভাগ, কিছু একটা করতেই হবে। দাম ৪·৫০

চৌরঙ্গী ১০·০০ — ৭ম সংস্করণ।
এক দুই দিন ৪·০০ — ৭ম সংস্করণ।

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের
কষিত কাঞ্চন ৪·৫০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বনহরিণীর সংসার
সুন্দরবনের পটভূমিকায় নতুন আঙ্গিকে লেখা উপন্যাস। ৩·৫০

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অগ্নজ
শক্তিমান কথাশিল্পীর নতুন উপন্যাস। কয়লাখনের কাহিনী। দাম ৩·০০

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিশিপদ্ম (৪র্থ সংস্করণ) ৪·০০

বনফুলের
দূরবীন (২য় সং) ৪·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী (২য় সং) ৪·৫০

সৈয়দ মুজতবা আলীর
শ্রেষ্ঠ গল্প (৩য় সং) ৫·০০

জরাসন্ধের
আশ্রয় (২য় সং) ৩·৫০
পাড়ি (৬ষ্ঠ সং) ৩·৫০
মসিরেখা (২য় সং) ৯·০০
'মসিরেখা' একটি কীটদষ্ট কিশোর জীবনের ছবি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পটভূমির উপর দরদী হৃদয়ের রং দিয়ে আঁকা। তার একদিকে দংশনের জ্বালা আরেক দিকে স্নিগ্ধতার প্রলেপ।

শ্রীনিরপেক্ষর
নেপথ্যদর্শন ৭·৫০
'নেপথ্য দর্শন বাংলা দেশের সংবাদ-সাহিত্য বিভাগে একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। বাঙালী সাংবাদিকদের লিখিত এই জাতীয় গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি।'... —অমৃত

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গরীয়সী গৌরী ৪·৫০
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

বিমল মিত্র রচিত
স্ত্রী (৩য় সং) ৪·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর অপূর্ব গ্রন্থ
জলভ্রমি ৩·০০

রমাপদ চৌধুরীর
চন্দন কুঙ্কুম (২য় সং) ৩·০০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

ওপাশে মেয়েটা—বিছানায় শুয়ে রাস্তার বিড়ির দোকানের আলো দেখা যাচ্ছে। বনে কি-একটা বেঁটে মত ছোট গাছ শিকড়-সুদ্ধ আলোর গায়ে টানিয়ে দিয়েছে। সবুজ পাতার ভেতরে লাখ লাখ শ্যামা-পোকা মিশে আছে। টিউটোরিয়ালের বুড়ো স্টুডেন্টটা আজ সন্ধ্যেবেলা বলেছে, এবার ওরা নির্বংশ হবে স্যার।

'কে নিচ্ছে তোমায়—এই ক্যাংলা শরীরে—', পুতুল জানে এখন তার মুখে যে কোন শব্দ ভারী। সারাবাড়ি ঘুমোচ্ছে।

'এখন নেবে—কতো-ও লোক দরকার—'

'বন্দুক চালাতে জান?'

'শিখিয়ে নেবে।'

'অন্যে যায় যাক্—তুমি থাকবে।'

পুতুলকে উঠে বসতে দেখে বিজয় অবাক হল।

হঠাৎ ঝাকুনি দিয়ে বেমক্কা উঠে বসাতে বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়তে হচ্ছে পুতুলকে।

এরকম উঠতে আছে? কখন কোথায় লেগে যায়—

'কোনদিন যুদ্ধ দেখিনি—কি বলব তোমায়—', উঠে-বসা পুতুলের চোখ একেবারে বিড়ালের কায়দায় জ্বল জ্বল করছে, সেদিকে তাকিয়েই শেষ করে দিল, 'সারা গায় গোলাগুলি বেঁধে ঠিক ওদের ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ব—দেখে নিও তুমি—ভীষণ শব্দ করে সবকিছু একেবারে ফেটে যাবে—'

পুতুল শুনতে শুনতে শুয়ে পড়ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল বিজয়ের বুকের ভেতরে বাতাস সর্দি ও কাশির মধ্যে পথ করে কথাগুলো পেঁচাতে পেঁচাতে বেরিয়ে আসছে। আস্তে তার বুকে হাত রাখল, 'বালাই! শোবার সময় এত অলুক্ষণে কথাও বলতে পার—'

'আর সহ্য হয় না—কাঁহাতক্ ভাল লাগে বল—', বিজয় ঠিক জানে না ট্যাংক কি-ভাবে আসে, অনেক ওজন হয় তবে ঠিক কত টন কত মণ তা জানে না। বইতে পড়েছে যখন আর কোন উপায় থাকে না—এইভাবে সারা গায়ে গোলাগুলি বেঁধে ঝাঁপিয়ে ওদের এগোনো বন্ধ করে দিতে হয়। সত্যি, আর সহ্য করা যায় না, যে করে হোক থামাতেই হবে। ওদের থামাতেই হবে।

'তাই বলে তুমি যাবে—?'

বিজয় বুঝতে পারছিল এর পর কি বলবে পুতুল। সেবারে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠে পথ্য করার দিন এরকম কি একটা কথা বলতেই পুতুল দিব্যি ঘুমোনো মেয়েকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল, 'আমাদের কে দেখবে?' আজ কিন্তু কিছু বলল না।

বুকের ওপরে রাখা হাতখানা ঘন ঘন উঠছে পড়ছে দেখে পুতুলের ভয় হল, আবার সেরকম কিছু হল না ত। মৃগী ত ক বছরের মধ্যে আর হয়নি। তারপর বুকে কান পেতে শুনতে গিয়ে বলে ফেলল, 'তুমি ত আর সত্যি সত্যি যাচ্ছ না—'। এখনো বিজয়ের গালে পাতলা করে একটা চুমো দেওয়ার চেষ্টা করল, 'হাঁ' না ঠাট্টা করছিলে—' আদরে পুতুলের গলা জড়জড় করছে।

বিজয় বুঝল পুতুলকে এখন তৎসম করে বললে নির্বুদ্ধি ভার্যা বলতে হয়। হয়ত বুড়োবুড়িদের সঙ্গে সন্ধ্যা হতেই কম্বল চাপা পড়ে আছে। লোহার দাঁতের মালা পরানো ট্যাংকগুলো বুকে হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছে—পাথরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ওজনে—আর কী শব্দ। রেওয়ারিশ, পেছনটা ভারী ওদিক্‌কার গোটা ছয় ঘোড়া গোলা-গুলির মধ্যে তালকানার মত মরিয়া হয়ে ছুটছে—পুরো কদমে—পাথরে পাথরে শব্দ তুলে। যে চরাতে এসেছিল সে আর নেই।

'তোমার মত কেউ না', বিজয়ের গলা ঘিরে হাতখানা আরও অনেকখানি গুটিয়ে ফেলল পুতুল।

ঠিক বুঝে উঠতে পারল না প্রথমে অন্ধকারে দেখাও যায় না কিছু। আগে প্রায়ই ঘুমের ভেতর সারাদিনের দু একটা কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলে ধরত পুতুল।

কেউ সারা গায়ে গোলাগুলি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে না। কেবল সেই আগে ভাগে ছুটে যাচ্ছে। তার মত কেউ না। এত বোকা।

কিংবা, সে-ই কেবল যাচ্ছে—এত সাহসী—তার মত কেউ না।

পুতুলকে একটু আগে মত, স্বার্থপর, নির্বুদ্ধি মনে হচ্ছিল। সে নিজে বোকা না সাহসী তার কোনটাই বুঝে উঠতে পারল না বিজয়। ভাল ধাঁধায় ফেলল ত এখন।

তারপর অপারেশন পিছিয়ে গেল। আজ সারাদিন কি হয়েছে কিছু জানে না। পুতুলকে একটু ঝাঁকাতে অনেকখানি ঘুমের ভেতর থেকে বেশ কষ্টে বলল 'উঁ—'

'কাল সকালে মনে করে কাগজখানা নিয়ে যাবে হাসপাতালে—পিসিমার জন্যে—'

পুতুল এবারও বলল, 'উঁ—'।

"পশ্চিমের এ-ফুল আমার নরেন এনেছে ঠাকুরের নৈবেদ্য দেবে বলে।" —শ্রীসারদাদেবী।
যাঁর সম্পর্কে এই উক্তি, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভারত-সেবিকা ভগিনী নিবেদিতা।
জীবনীসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক
মণি বাগচি প্রণীত

লোকমাতা নিবেদিতা

এই মহীয়সী নারীর আত্মবিসর্জনের পূত কাহিনী। নিবেদিতা-রচিত তাঁর গুরুর সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ রচনার অনুবাদ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।
॥ দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥
স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী অর্ঘ্য
মণি বাগচি প্রণীত

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী

॥ তিন টাকা ॥

সুরূপা প্রকাশনী ॥ কলিকাতা-২০
একমাত্র পরিবেশক
শিক্ষা ভারতী
১/০, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(সি-১৭৬৪)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

একটি বিচিত্র ঘটনা

আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার মুখার্জিকে এমন আশ্চর্য পরিবেশে দেখতে পাব আশাই করিনি। স্বনামধন্য চিকিৎসক। যথেষ্ট টাকা রোজগার করেছেন, এখনও করতে পারেন কিন্তু প্র্যাকটিস আর করেন না। কিছুদিন আগেও দেখেছি তিনি উগ্র সাহেবী রীতিতে জীবনযাপন করতেন। কী এমন হল নিজেকে এমনিভাবে পালটে ফেললেন।

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম বিকেলবেলা। এক জায়গায় এক হরিসভায় ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। কীর্তন হচ্ছে। কীর্তনে বৈশিষ্ট্য ছিল। গায়ক পাকা কীর্তনীয়া—গানের ধরন-ধারণ শুনলেই বোঝা যায়। কীর্তনীয়া গাইছেন—

নবহরুচি মেহ সখি নীপমূলে পেখলু
নয়নমন ভুলল মঝু ভরমং।
তরুণ তমাল কি এ কি এ দামিনী অম্বরে
লাখতি নাদিনে, সখি শ্যাম কি এ গোরং"

এ যাকে বলে 'রূপ' গান। শশিশেখরের পদ। শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ। শ্রীমতী সখিকে বলছেন—নীপমূলে যেন নতুন মেঘ দেখলুম। আমার নয়ন, মন যেন ভ্রান্তিতে ভুলে রইল। এ কি তরুণ তমাল গাছ না এ আকাশের বিদ্যুৎ—সখি, আমি ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না তার বর্ণ শ্যাম না গৌর।" কীর্তনীয়া পদটি বুঝিয়ে দিয়ে চিত্র আখর কাটলেন "দেখলাম গগন হতে মেঘ নেমেছে, কালিন্দীর কূলে যেন গগন হতে মেঘ নেমেছে।" মনোহরসাই আঙ্গের সুর এই পরিবেশে ভারী মধুর লাগল। প্রায় নিবিষ্ট হয়ে গেছি এমন সময় চোখে পড়ল একটি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। দাড়িগোঁফের আড়ালে মুখের আদলটা স্পষ্ট ধরা পড়ে না। তথাপি মনে হল কোথায় এঁকে দেখেছি। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে সন্দেহ রইল না ডাক্তার মুখার্জিই বটেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই সাহেব মানুষ ধুতি, পাঞ্জাবী পরে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন।

আসর ফাঁকা হতেই ডাক্তার মুখার্জির কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি চমকে উঠলেন—বললেন—"তুমি, চিনতে পারলে আমাকে? বললুম—অনেক কষ্টে। কিন্তু গোঁফদাড়ি রাখলেন কেন? "কেন আর, যাতে তোমরা সহজে চিনতে না পার।" আশ্চর্য হয়ে বললুম, "আমরা চিনলে আপনার ক্ষতি কি?" ডাক্তার মুখার্জি স্মিত হেসে বললেন—"বাকি জীবনটা এইভাবে লোকচক্ষের আড়ালেই কাটিয়ে দিতে চাই হে—এমনি কীর্তন শুনে। চল

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বাংলা সাহিত্যের একটি অসাধারণ উপন্যাস

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

তোড়ে হারিয়ে যাবার মতো বই নয়।

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

পড়ে পরমমুহূর্তে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম খণ্ড—চতুর্থ মুদ্রণ ১৬৲ : দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ মুদ্রণ ১৪৲
(যন্ত্রস্থ)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া

[illegible] যশের নবদিগন্ত প্রসারিত ও উদ্ভাসিত করেছে। এই উপন্যাসে তিনি নিজের সমস্ত সাহিত্যকীর্তিকে অতিক্রম করে স্বীয় প্রতিভার এক আশ্চর্য রূপ প্রকাশিত করতে পেরেছেন। এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যেরও এক নবতর বিস্ময়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কাল, তুমি আলেয়া

বাংলার সমৃদ্ধ কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর সংযোজন।

॥ সাড়ে বারো টাকা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪॥

মনোজ বসুর
বন কেটে বসত ৯৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

স্বরলিপি

(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)

ফোন: ৩৫-১৫০৪

১, রামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

নির্দেশনা:

রবীন্দ্রসঙ্গীত : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু

গীটার : বটুক নন্দী, সমীর খাসনবীশ

সেতার : বলরাম পাঠক

নৃত্য : হিমাংশু পাল

পাঁচ বৎসরের সুচিন্তিত শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।

(সি ২০৯৩)

চাঁদনী সাবানে

'ধুলে জামাকাপড় হয় চক্-চকে ধোয়াও যায় সহজে'

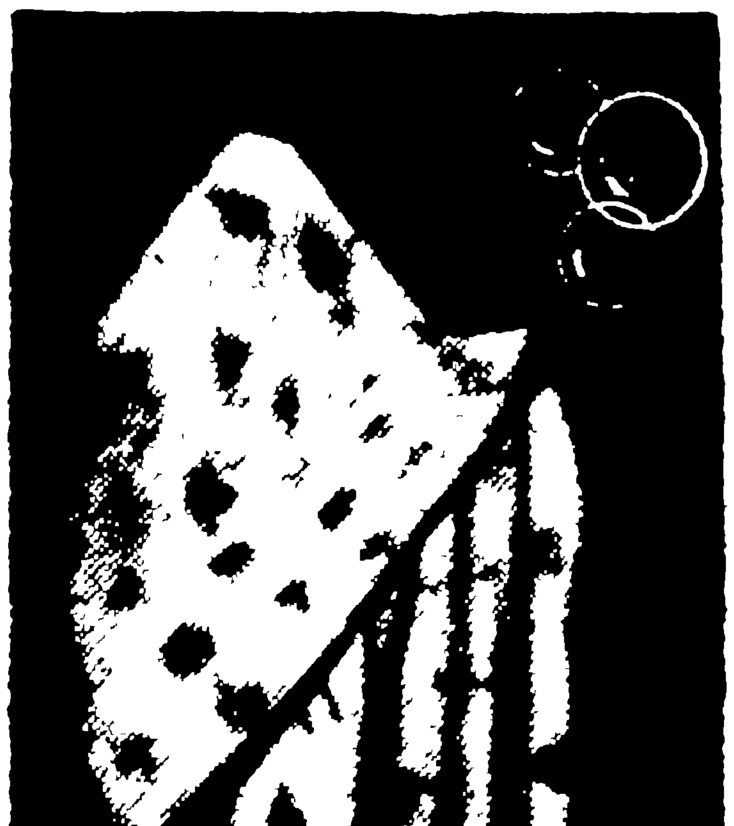

দ্রুত ফেনসঞ্চারী চাঁদনী সাবান ময়লা জামা-কাপড় চটপট পরিষ্কার করে, জামা-কাপড় হয় চকচকে। চাঁদনী সাবান দিয়ে সহজে চটপট ও অনেক কম খরচে ধোয়া যায়।

বেঙ্গল অয়েল ইণ্ডাস্ট্রীজ, আকোলা

আমার আস্তানায় একটু চা খাবে।" উল্টোদিকেই একটি প্রাচীন বিরাট বাড়ির সংস্কার করা হয়েছে। ডাক্তার মুখার্জি তার তেতলার দুখানা কামরা ভাড়া নিয়ে আছেন। সঙ্গে আছে কেবলমাত্র তাঁর পুরাতন পাচক তথা ভৃত্য। বারান্দায় বসে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গঙ্গার দিকে চোখ রেখে ডাক্তার মুখার্জি বললেন—"তৃপ্তির সন্ধান আমরা সহজে পাইনা হে, কিন্তু—একবার পেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, কোথাও আর কোন নালিশ থাকে না।" কোন তৃপ্তির সন্ধান ডাক্তার মুখার্জি পেয়েছেন এবং কিভাবে পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করাতে যা জানলুম তা হচ্ছে এই—

ডাক্তার মুখার্জি এমনিতেই একটু কেতা-দুরস্ত ছিলেন। ক্রমে পশার প্রতিপত্তি প্রচণ্ডরকম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারের জীবনধারা খুবই কৃত্রিম হয়ে দাঁড়াল। এমন কি তাঁদের ঘোরাফেরা আরম্ভ হল যেখানে সহজ বলে কোন জিনিস ছিল না সবই যেন মাপা-মাপা সাবধানতার সঙ্গে তৈরি। স্বাভাবিক বাঙালীর জীবন বলতে গেলে ভুলেই গেলেন। ক্রমে সরকারের দৃষ্টি তাঁর ওপরে পড়ল। আজ এ কমিশন কাল ঐ সংস্থা এইভাবে তিনি যখন আরও উঁচু ধাপের মুখে এসে পৌঁছেছেন তখন একদিন একটি বিচিত্র রোগীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রোগীটি প্রচুর বিত্তশালী হলেও পরম বৈষ্ণব, তদুপরি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বরানগরের গঙ্গাতটে রোগীটি ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন তাঁকে দেখতে যান তখন তাঁর চারদিকে নামকীর্তন চলেছে রোগীও মালা জপ করছেন। রোগীর কাছে এত হৈ-চৈ তাঁর ভাল লাগল না। তিনি রোগীকে নির্জনে থাকতে উপদেশ দিয়ে এলেন। দু-একদিন পরে দেখলেন রোগী বিমর্ষ—কোন উন্নতি হচ্ছে না। রোগী তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন—"ডাক্তারবাবু, আমাকে কীর্তন শুনতে দিন। কীর্তন শুনলে আমি চোখের সামনে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই। খোলা জায়গার আকাশ বাতাস না পেলে আমি কী নিয়ে থাকব। যদি মরি গোবিন্দকে দেখতে দেখতেই মরব।" অগত্যা তাঁকে সেই অনুমতিই দিতে হল। আশ্চর্যের বিষয়—রোগীর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ব্যাধি তাঁর সারলো বটে কিন্তু মন এত প্রসন্ন হয়ে উঠল যে রোগের কষ্টও যেন তাঁর অন্তরকে ক্লিষ্ট করতে পারল না। ডাক্তারবাবু ক্রমেই এই রোগীটির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হত তিনিও যেন কীর্তনের মধ্যে একটা মধুর রস পাচ্ছেন—তাঁর চিত্তও যেন বহির্মুখী হয়ে উঠছে। তাঁর চোখের সামনেও যেন পদাবলী কীর্তনের এক-একটি পদ চিত্রের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বাড়িতে এলে তাঁর মনে হত তাঁর পরিবারের লোকেরা যেন এক একটি রোগী। তাদের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাইলে তিনি ব্যথিত বোধ করতেন। তাঁর মেয়েদের গানে নাম আছে। এতদিন তিনি তাদের কত উৎসাহ দিয়েছেন; কত গণ্যমান্য অনুষ্ঠানে তাদের সুখ্যাতি শুনে গর্ব অনুভব করেছেন। কিন্তু, ক্রমে মনে হতে লাগল তাদের গান কেবল ড্রয়িং রুমের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় আর অতিথি অভ্যাগতদের হাত-তালিতে ধাক্কা খায়। এতদিনকার পুঞ্জীভূত সমস্ত মোহ যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হল একটা বিরাট জীবনী-শক্তি এই বিশ্বপ্রকৃতিতে বিলীন হয়ে রয়েছে। যতই অন্তরকে মেলে দিতে পারা যাবে ততই একটা আনন্দসত্তা সেই শক্তিকে আহরণ করে অন্তরকে সঞ্জীবিত করে তুলবে।

একদিন তাঁর পরম বৈষ্ণব বন্ধুটির মৃত্যু হল। নিঃসঙ্গ চিকিৎসক আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলতে পারলেন না। একদা যে সমাজ তাঁর পরম আরাধ্য ছিল সেই সমাজের সব কৃত্রিমতা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তবে কাউকেই ত্যাগ করলেন না। আত্মীয়দের কাছেই রইলেন কিন্তু তারাও বহুদূরে, তিনিও বহুদূরে।

আমাকে বললেন—তুমি সঙ্গীত চর্চা কর কিন্তু গঙ্গার ঘাটে ঐ যে লোকটা স্নান করে ভজন গাইছে, ওর সুরটা ব্যাকরণসম্মত না হলেও ওর সত্যিকারের আবেদনটা ধরতে পার কি? যেদিন পারবে সেদিন তোমার চোখে জল আসবে। সেদিন বিশ্বসঙ্গীতের মূল সুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।"

সেই সন্ধ্যার পর থেকে ওই অনাসক্ত ব্যক্তিটির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। নানা অনুষ্ঠানে যাই, রেডিও শুনি, সমালোচনা লিখি—কিন্তু এমন কোনও শিল্পীর পরিচয় তো পাইনা যার গান শুনে মনে হয় মহান বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে।

সকলেই যেন প্রচারের জন্য মহা-কৃত্রিম সমাজে প্রবেশ করতে ব্যগ্র আর সেই সমাজের হাততালিতে ধন্য হতে চায়। রেডিওর একটা অডিশনের জন্য কত সাধ্য-সাধনা। খবরের কাগজে একটু নাম বেরুবার জন্য কত ব্যগ্রতা। কিন্তু, এই সমাজের বাইরে বিশ্বপথিক যারা চলেছে তারা তো কিছু চায় না—কিন্তু তাদের গানকে প্রকৃতি নিজের আনন্দে পূর্ণ করে। ওই যে কীর্তনীয়া গান গেয়ে গেলেন তাঁর গান শুনে আমার চোখের সামনে নীপমূলে নবীন মেঘের উদয় হল। আমি বিহ্বল হয়ে গেলুম। ওই যে লোকটা স্নান করে উঠে ভাঙা গলায় ভজন গাইল তার কণ্ঠে আমি তুলসী দাসের কণ্ঠের আকুতি পেলুম। সেই স্নিগ্ধতা আমার প্রাণে শান্তির রসসিঞ্চন করলে। আনন্দ যখন আপনি এসে ধরা দেয় তখন সেই আনন্দই সব সার্থকতার সার।

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৭ ॥

"The rabble is let loose. It grows uproarious.
Faust

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইংরাজ সৈন্য পাহাড়ে ছাউনি স্থাপন করবার [illegible]

[illegible] চার লাখ টাকা। [illegible]

[illegible] চার লাখ টাকা মজুত [illegible]। [illegible] সিপাহসালার [illegible]

[illegible] সেটি সকল [illegible] টাকা হাতছাড়া [illegible]।

[illegible] কুর্নিশ করে বলল, হুজুর খবর পাচ্ছেন না, হাকিমজি সাহেব খবর এনেছেন [illegible] লোক কিন্তু তিনি [illegible] কি জানেন। টাকা থাকবে সিপাহসালারের হাতে।

বাদশা বললেন সে কি কথা! তুমি যে বললে টাকা এনেছ বাদশার জন্যে।

এনেছি [illegible] জাঁহাপনা, শুধুই টাকা কেন সালামও এনেছি।

তবে?

তবে আর [illegible] বাদশার জন্যে, চলাও।

[illegible]

বাদশার বাদশাহী, নবাবের নবাবী যাওয়ার দাখিল সেই টাকার জোরেই সে আজ সিপাহসালার। এখন উক্ত আসল অস্ত্র [illegible] হলে সিপাহসালার পদটাও যেতে পারে।

[illegible] হবে কোন [illegible]

[illegible] ঠিক হাব।

[illegible]

সুবোধ ঘোষ
অর্কিড
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
একরাত্রি
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
মনচোরা
উপন্যাস ॥ ৩·০০

মিহির আচার্য
দ্বিরাগমন
উপন্যাস ॥ ৩·০০

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপমতী নগরী
ভ্রমণ কাহিনী ॥ ৪·৫০

বুদ্ধদেব বসু
বিশাখা
উপন্যাস ॥ ২·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
অন্য এক নাম
উপন্যাস ॥ ২·০০

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·০০

নৃপেন্দ্র সান্যাল
শিমুল ফুলের ছায়া
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০

আনন্দধারা প্রকাশন ॥ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-২০১২)

দরকার প্রাচীর পরিখা বুরুজ প্রভৃতি মেরামত করে যুদ্ধোপযোগী করে তুলবার জন্যে শিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার। মহম্মদ আলি খাঁকে খুঁজে বার করলো, আগেও সামান্য পরিচয় ছিল দুজনের, দুজনেই বৌরিলিব লোক, তাকে নিযুক্ত করলো চীফ এঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার পরে কিছু কাজ পেয়ে বেঁচে গেল আলি খাঁ।

সন্ধ্যা বেলায় খুরশিদ বাঈয়ের ঘরে গিয়ে সুবয প্রসাদকে আলি খাঁ বলল, এতদিনে একটা জংগী আদমি এসেছে, এবারে কাজ হবে।

সুবযপ্রসাদ ফরাসের উপরে গড়াতে গড়াতে বলল, আরে ইয়ার, জংগী আদমির কি অভাব ছিল? বাদশার তাঞ্জাম থেকে, ইমানী বেগমের কুঠির সামনে থেকে যারা আওরৎ লুট করে নিতে পারে তারা যে একেবারে জংগা বাহাদুর।

আলি খাঁ বলে, এবারে তাদের বাহাদুরী বের হবে। বখৎ খাঁর কানে কথাটা উঠেছে,

সারাদিন সুরভিমণ্ডিত ও সতেজ রাখবে...

ওটিন

ট্যালকাম পাউডার

(সাধারণ ও জ্যাসমিন সুবাসিত)

এই রেশম-কোমল পাউডারের স্পর্শ আপনার ভালো লাগবে। স্নানের পরে মাখলে শরীরটি ঝরঝরে মনে হবে—দীর্ঘস্থায়ী মিষ্টি গন্ধে মন আনন্দে মাতিয়ে রাখবে।

ওটিন ট্যালকাম পাউডার মেখে এই ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে বাঁচুন— এতে সারাদিন আপনাকে সতেজ দেখাবে, আপনার যেমন স্বচ্ছন্দ মনে হবে।

ওটিন
প্রসাধন সামগ্রী—
প্রায়
অর্ধশতাব্দী ধরে
সুপরিচিত

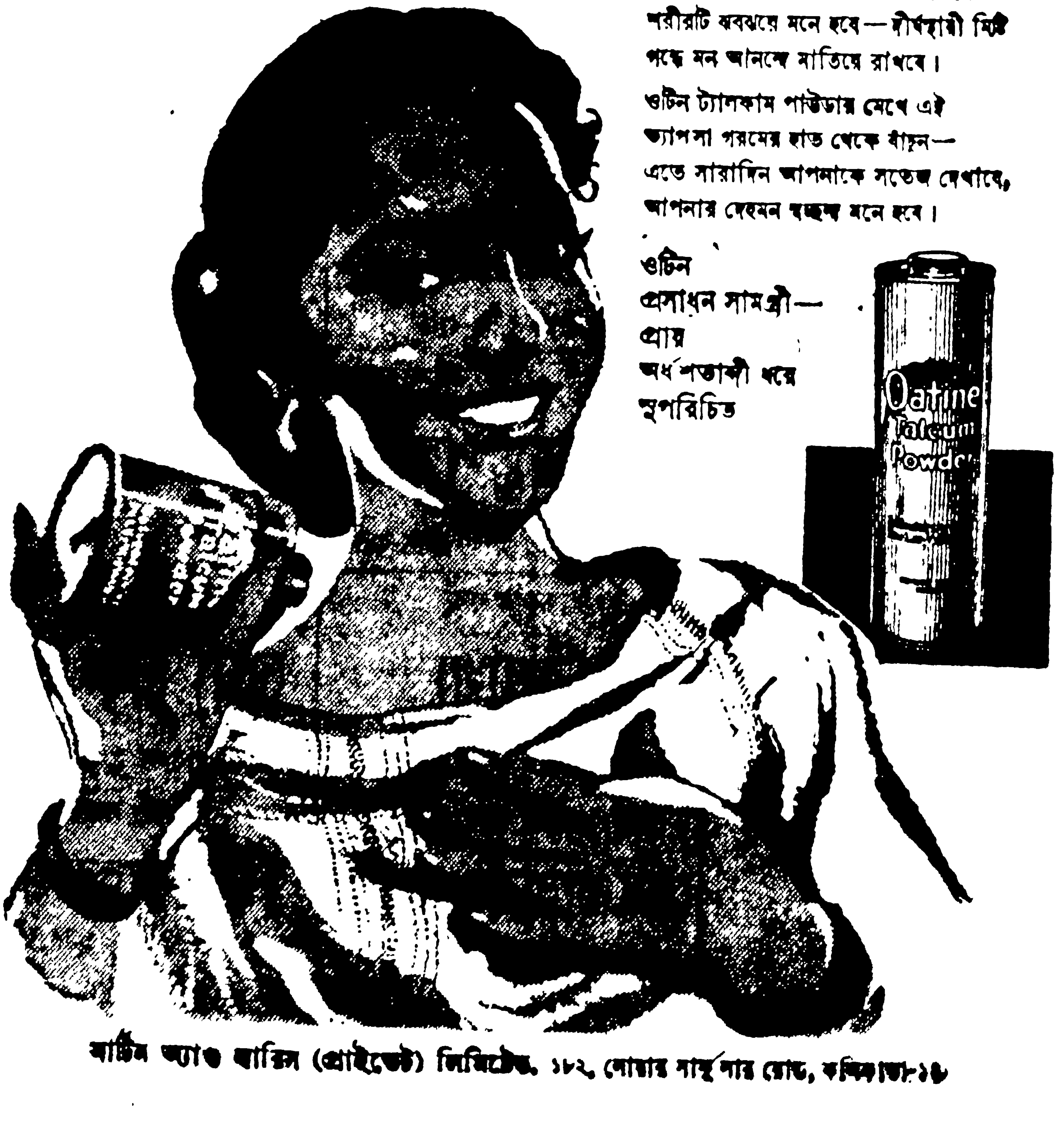

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১৮২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৬

মাজিল মুজ্জ, করেছে বাদশার দরবারে।

যদি আমি ভাই, লোকটা কে জানো তো?

কে না জানে?

তবে?

এ আর কেউ নয় সিপাহীসালার বখৎ খাঁ।

আর সে যে খোদ বাদশার [illegible], পাটহাতী।

হাতী তো পিলখানায় থাক। শহরের মধ্যে [illegible] বেড়ালো চলবে না।

এবারে তাকিয়াটা [illegible] টেনে নিয়ে [illegible] খাঁ, তোমার [illegible] কে জানে? কোম্পানীর [illegible]

[illegible]

সিপাহীসালার [illegible] হুকুম করলো।

[illegible]

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভিতরের জানালা বাইরে ফেটে পড়লো যখন বখৎ খাঁ হুকুম করলো।

তুমি কে হে বাপু?

বাদশার সিপাহীসালার।

বাদশার কিনা জানি না তবে তুমি আমার সিপাহীশালা।

বটে এত [illegible]।

[illegible]

[illegible] হারামজাদা [illegible] মাজিল [illegible] থেকে [illegible] এখন [illegible]

[illegible] দেখা গেল নিমচী ফৌজের আনাগোনা।

নিমচ থেকে এক দল ফৌজ এসেছে [illegible] তাদের সেনাপতি ঘউস মহম্মদের নেতৃত্বে। ঘউস মহম্মদের মতো বিশাল বপু, একটা [illegible] থাকে, তার উপর [illegible] মাথাটা [illegible]। হাতীছাড়া অন্য বাহনে তার যাতায়াত সম্ভব নয়। লোকে বলতো এক হাতী মানুষ। নিমচী ফৌজ দেওয়ানীখাসে উপস্থিত হলে বাদশা তাদের সঙ্গে কথা না বলে অপ্রসন্ন-ভাবে খাওয়াবগাহে চলে গেলেন। ঘউস মহম্মদ ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠল জান দিতে এসে পেলে কি না এমন অপমান।

[illegible] কেবল [illegible] Rum চাই।

[illegible] খাঁ তো Rum খায় না।

তার [illegible]।

[illegible] কার উপরে রাগ করা উচিত বুঝতে না পেরে বিবরুদ্ধাজের উপরে চটে গিয়েছিল যে যাকে তাকে যখন তখন যত্রতত্র আঘাত করতো। তার মতে এখন মানুষমাত্রেই বে-ইমান, [illegible] সব চেয়ে বে-ইমান, সিপাহীপক্ষ হারামজাদা, কোম্পানী তার চেয়েও হারামজাদা।

[illegible] ঘউস মহম্মদকে [illegible] পক্ষপুটে আশ্রয় দেয়। তারা [illegible] বখৎ খাঁ কে? আমরা শাহজাদা [illegible]।

তারপরে শাহজাদারা একে অন্যের

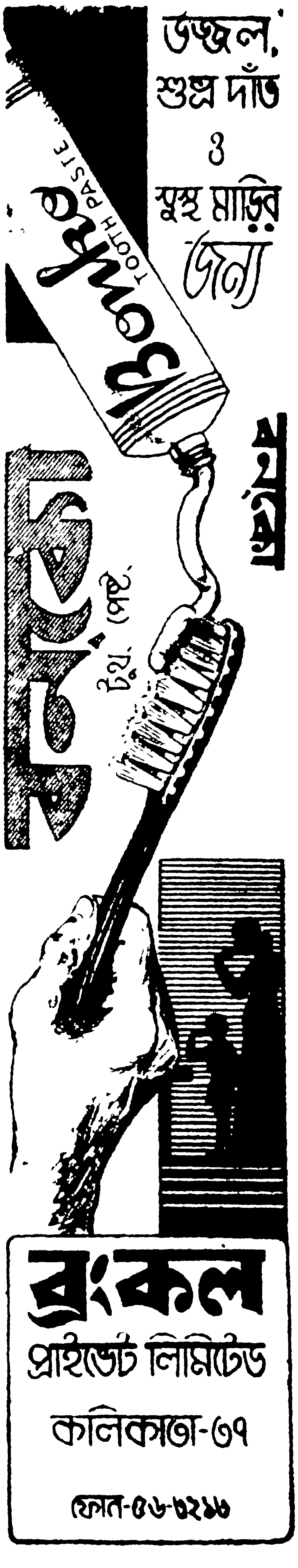

অসাক্ষাতে বোঝার, এর পরে আমিই তো হবো বাদশা।

ঘউস মহম্মদের দেখেন অনুরূপ বুদ্ধি, বুঝতে পারে না তিনজনে একসঙ্গে কেমন করে বাদশা হবে? তবে কি হিন্দুস্থান বাটোয়ারা হবে?

একদিন জিজ্ঞাসা করেও বসেছিল মীর্জা মুঘলকে, আচ্ছা, শাহজাদা, আপনি তো বাদশাহ হবেন, বহুৎ খুব। কিন্তু কোম্পানী মানবে কেন? তাদের সঙ্গে তো এখন ফৌজং।

আরে খাঁ সাহেব, তোমার মতো দস্তুর যখন আমাদের পক্ষে কোম্পানীর হারতে কতক্ষণ?

তা বটে, তা বটে বলে দাড়িতে হাত বুলোয় খাঁ সাহেব।

নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ এখন যতটা কোম্পানী বিরোধী, তার চেয়ে বেশি বখৎ খাঁ বিরোধী। শাহজাদারা এই ব্যাপারে প্রসন্ন তা, কিন্তু এই বলে মনে করা উচিত হবে না যে, নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ একজোট। মীরাটী ফৌজ বলে, তারা সব আগে এসেছে, তাদের দাবী সকলের উপরে। নিমচী ফৌজ বলে সবচেয়ে বেশি দূর থেকে তারা এসেছে, তাদের দাবী সকলের উপরে। এই নিয়ে হয়তো দুই দলে বচসাও হতো, কিন্তু বখৎ খাঁর ভয়ে, বখৎ খাঁর টাকা বেশি, ফৌজ বেশি, পদমর্যাদা সবচেয়ে উঁচু, তাই তার ভয়ে দুই দলে অস্বাস্থ্যকর মিত্রতা বজায় রেখে চলেছে। শাহজাদাদের চোখ আছে যাতে এই দুই দলে মিত্রতা না ঘটে আবার এই দুই দল না মেশে সব বখৎ খাঁর দলের সঙ্গে। মিত্র-ভেদ [illegible] সহায়। সেই নীতির রক্ষক শাহজাদারা। শুধু তাই নয় মীরাটী ফৌজ মীর্জা মুঘলের অনুগত আর নিমচী ফৌজ অনুগত মীর্জা আবু বকরের।

বখতের লোকের মুখে মুখে একটা [illegible] চলিত হয়েছিল।

কি হে লড়াইয়ের খবর কি?

লড়াই তো দুটো চলছে, কোনটার খবর চাও? ভিতরের, না বাইরের, কোনটার খবর জানতে চাও?

আগে ভিতরের লড়াইয়ের খবরটাই না হয় শুনি।

কালকে চাঁদনীচকে পূরণচাঁদ শাহের দোকানে এক দফা হয়ে গেল।

খুলে বলো।

মীরাটী ফৌজের এক সিপাহী গিয়ে পাগড়ীর কাপড়ের দাম করছে এমন সময়ে বখৎ খাঁর সিপাহী গিয়ে দেড়া দাম কবুল করলে।

এমন অদ্ভুত শখ কেন?

আরে ওদের যে টাকা বেশি।

তারপরে?

তারপরে আর কি? দুই সিপাহীর দুই

তলোয়ার বের হয়ে পড়লো। পূরণচাঁদ দরজা বন্ধ করে প্রাণ বাঁচায়।

প্রাণ বাঁচলো?

প্রাণ বাঁচলো, কিন্তু মাল বাঁচলো না।

কেমন?

তখন মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজ মিলে খিড়কি ভেঙে সব লুট করে নিয়ে গেল।

তাহলে জিতলো ওরা।

দাঁড়াও, এখনি শেষ হয়নি। তখন লুটের ভাগ নিয়ে মীরাটী ফৌজের আর নিমচী ফৌজের তলোয়ার বের হল।

কিরকম ভাগাভাগি হল?

ভাগাভাগি ঐ লুট করাই সার। এর মধ্যে বখৎ খাঁর দলবল এসে সব মাল মাথায় করে নিয়ে গেল।

তার মানে চোরের উপর বাটপাড়।

তা বলো।

এ কিরকম ঘটনা। একরকম [illegible]

[illegible] রজব আলি [illegible] আসানুল্লা [illegible] তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলে দুজনে সেলাম বিনিময় করে বিনা বাক্য ব্যয়ে সরে যায়। তৃতীয় পক্ষ না থাকলে দুজনে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে তখন রজব আলি শুধায় তারপরে হাকিম সাহেব দুনিয়ার হালচাল কেমন?

আসানুল্লা হাসিতে হাসির প্রত্যুত্তর দিয়ে বলে, দুনিয়া চলছে দুনিয়ার নিয়মে, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

এ কি উজীর সাহেবের মতো কথা হল?

আসানুল্লা বলে, আর এ কি বাদশার হেড গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন হল।

তখন দুজনে হেসে ওঠে। দুজনেই [illegible]।

এতক্ষণ উজীর ও গোয়েন্দার অভিনয় চলছিল, এবারে কথা শুরু করে ভিতরের মানুষ দুটো।

লড়াইয়ের গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না।

আসানুল্লা বলে, ভালো মনে হওয়ার কারণ কি কখনো ছিল রজব আলি সাহেব।

ভরসার মধ্যে ঐ বখৎ খাঁ।

আর তার চীফ এঞ্জিনীয়ার আলি খাঁ।

আর ঐ হেড গোলন্দাজ কুলি খাঁ। কিন্তু তিনজনে কি করবে?

আসানুল্লা বলে তিনজনেই যথেষ্ট যদি বাকি সবাই লড়াই ভণ্ডুল না করে।

রজব আলি হেসে ওঠে। কথাটা এমন সত্য যে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এরপরে আসানুল্লা [illegible] শুধায়, কোম্পানির ফৌজ কত হল?

[illegible]

সত্যি [illegible]

[illegible] না বলে কি?

ঠিক কথাই বলেছি।

তবে যে এরা বলে চার পাঁচ হাজারের বেশি নয়।

এরা মানে তো শাহজাদারা।

আর কারা।

তারা হচ্ছে আপনে মনে মিঞা মিঠ্ঠু। তারা যা শুনতে ভালোবাসে, লোকে তাই এসে বলে তুমহারে [illegible]।

জেনারেল নিকলসন আসছে শুনেছিলাম।

ভুল শোনোনি, বোধকরি দশ পনেরো দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

হঠাৎ বলে ওঠে, আসি হাকিম সাহেব, জরুরী কাজ আছে।

আসানুল্লা তাকিয়ে দেখে লোকজন যাতায়াত শুরু করেছে তখন তারও মনে পড়ে যায় জরুরী কাজ। সেলাম বিনিময় না করেই দুজনে দুদিকে সরে পড়ে।

লড়াইয়ের গতিক মন্দ দেখে বেগম জিনৎ মহলের পক্ষ থেকে এবং শাহজাদাদের পক্ষ

স্পেশাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট

● বার্ষিক ৩% হিসাবে সুদ দেওয়া হয়

● চেকে টাকা তোলা যায়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা

থেকে চিঠি যেতে শুরু করে কোম্পানীর ছাউনিতে। অনেকগুলো চিঠি যায়, উত্তর আসে না একখানিরও। আসানুল্লা ও রজব আলির হাত দিয়েই যায় চিঠিগুলো, তবে তারাও ঠিক জানে না, কে কোন পক্ষের চিঠি পাঠাচ্ছে। গোয়েন্দা সব জানে নিজের ঘরের খবর ছাড়া। প্রদীপের তলে অন্ধকার।

মাঝে মাঝে সুখানন্দ যায় গালিবের বাড়িতে। বাদশার সান্ধ্য মজলিশ ভেঙে যাওয়ার পরে এইটিই তাদের আড্ডা। একদিন সুখানন্দ গিয়ে দেখে যে গালিব তক্তপোশের উপরে তাস ঠুকছে আর কি যেন লিখছে।

কি লেখা হচ্ছে মীর্জা সাহেব।

এই যে পণ্ডিতজী, আসুন।

কি লিখছেন, নূতন গজল না কি?

ঠিক ধরেছেন, গজল লিখে বৃষ্টি নামানো যায় কি না তাই পরীক্ষা করছি।

দেবতারা কি এত বশংবদ হবেন?

মনে তো হয় না। এই কদিন এত গজল লিখেছি যে বন্যা হয়ে যাওয়ার কথা।

গালিব পড়ে—

আসমানে মেঘ নাই দরিয়ার জল
আঁখির পানিতে মেছে আঁখির কাজল।

বাকিটুকু পরে শেষ করা যাবে। এখন কি খবর?

তারপরে নিজেই শুধোয় আর কেন তুলসী মাঈকে এবারে বাড়িতে নিয়ে আসুন।

না, সাহেব, সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আমার কুঠির কাছে নিত্য বেগানা লোকের আশা যাওয়া, তাই সাহস পাইনে।

নয়নকে খবরটা বলেছেন।

সর্বনাশ, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। এখনি গিয়ে নিয়ে আসবে, আর তারপরে আবার নূতন করে সর্বনাশ শুরু হতে কতক্ষণ।

তবে এখনো কি তার ধারণা—

হাঁ সে জানে বাদশার হারেম থেকে ওকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

তবু সে এখনো মনে মনে সিপাহীদের দিকে।

দুঃখের অশেষ দেশ, মীর্জা সাহেব কি আর বলবো। মনে মনে তার কি রকম, তার মনই জানে। মুখে বলে এ ঐ সবরূপের কীর্তি তার ধারণা। সবরূপ এখনো শহরে লুকিয়ে রয়েছে, তার লোকজন জুটিয়ে তুলসীকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

নয়ন কি বোঝে না, এ অসম্ভব।

তবে তার মূর্খ কেন?

থাকুক তুলসী এখনো কিছুদিন লুকিয়ে থাকুক, সেই ভালো।

তারপরে শুধোয় হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হত তবে লক্ষ্য ... বড় হয় না। হাকিম সাহেব এখন চেনা লোক এড়িয়ে চলে। ওই আমিও আর দেখি না।

আমার বাড়িতে একদিন এসেছিলেন।

শুনেছি, কিছু কথা হল?

বলল তার উপরে সিপাহীদের বড় অবিশ্বাস। উজীর তাই মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু সর্বদা চোখে চোখে রেখেছে। বলল, কোম্পানীর ফৌজকে যে হটাতে পারছে না সে দোষ যেন তারই।

তারপর শুধোয়, পণ্ডিতজী, আপনি তো ঘুরে বেড়ান। হাসান আকসারির সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হয়নি, তবে দেখলাম।

কি রকম?

সেদিন দেখি চাঁদনী চকে মোতিবাজারের চত্বরের মধ্যে আকসারি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে বসে আছে একটা লোক। পরে শুনলাম তার নাম সাদিক খাঁ, সে নাকি আকসারির চেলা।

তারপরে?

সাদিক খাঁ হিন্দুস্থানী ফার্সি মিশিয়ে বলে যাচ্ছে তার চোখ দুটো অর্ধেক খোলা, অর্ধেক বোজা—

গালিব মন্তব্য করে এই খোলা অংশ দিয়ে দেখছে পয়সা পড়ছে কি না।

পড়ছে বইকি, অনেক লোক জুটে গিয়েছে। সে বলছে হাঁসী জেলায় একটি মেয়ে তিনটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। ভূমিষ্ঠ হলেই তারা কথা বলতে শুরু করে। একজন বলল এ বছর বড় দুর্বৎসর অনেক অঘটন ঘটবে। আর একজন বলল যারা প্রাণে বেঁচে থাকবে তারাই সব দেখতে পাবে। তৃতীয় জন বলল এ বছর হিন্দুরা ... হোলিতে আগুন জ্বালাবে আর মুসলমানেরা ... ঈদ পরবে, সারা শহর জ্বালাবার

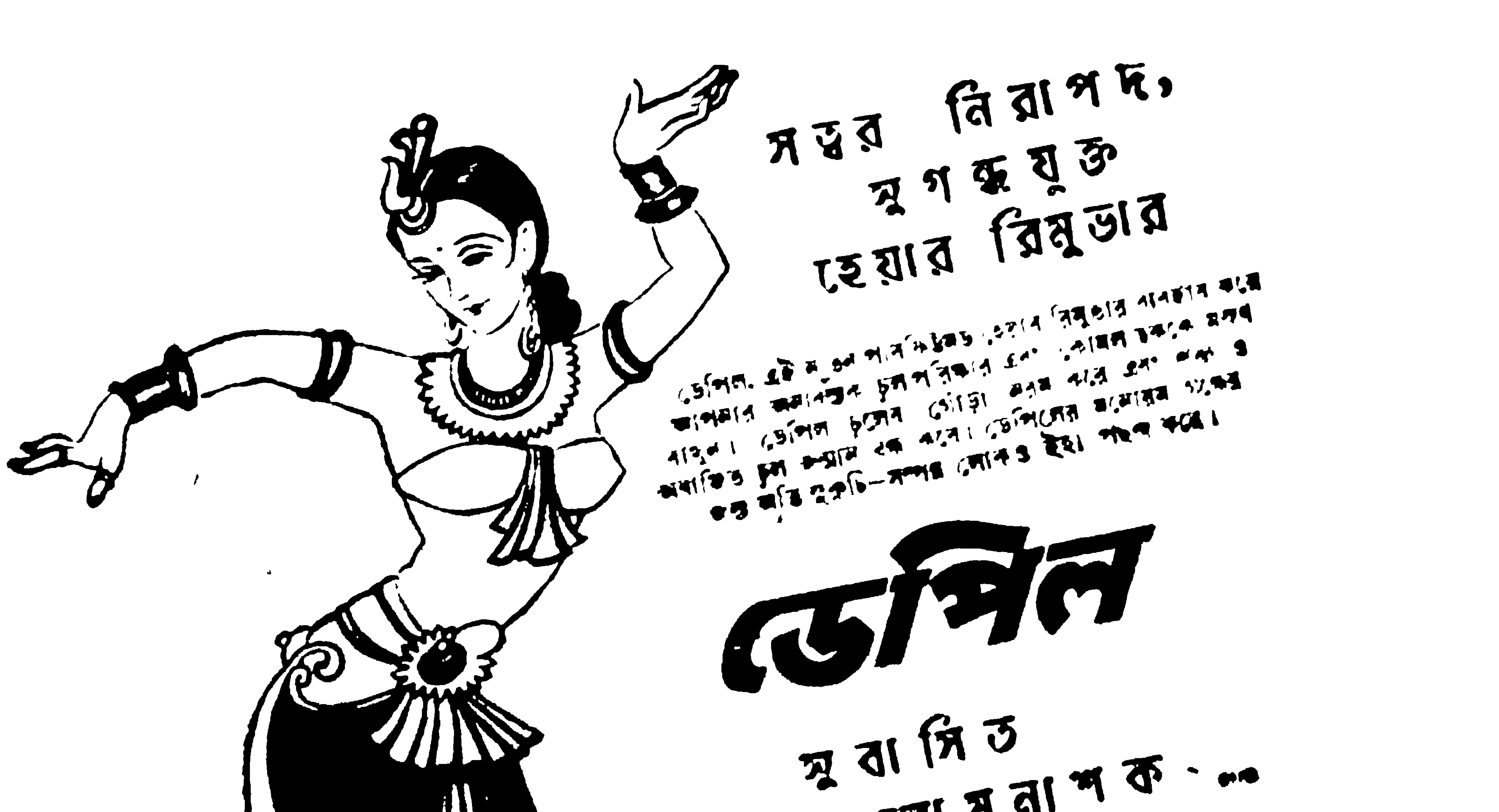

কোরবানি করে তবে তারা বিপদ থেকে মুক্তি পাবে। শোনবামাত্র ঝপাঝপ পয়সা টাকা পড়তে লাগলো তার চাদরের উপরে।

আর আকসারি?

মাথার উপরে বাঁকা লাঠিগাছা ঘোরাতে ঘোরাতে জিগীর দিয়ে উঠল, অবে বচ্চে লোক, আগ লাগাও, খুন পিলাও।

দুটিতে বেশ জুটেছে।

যত সব বুজরুগ।

বুজরুগেরই তো কাল পড়েছে পাণ্ডেজী। করবেন কি পচা পুকুরে যখন পঙ্কোদ্ধার হয়, বহুকালের জমা পাঁক ভেসে উঠে জল ঘোলা করে দেয়। হাসান আকসারি সেই পচা পাঁক।

আর পঙ্কোদ্ধারটা কি?

এই যা চলছে, গদর। মাঝে মাঝে ইতিহাসে এমন অশান্তি দরকার [illegible] পুকুর সাফ হবে কেমন করে?

নইলে মরে নিরীহ লোক।

মরবেই। পঙ্কোদ্ধারে প্রথম ঘায়েল হয় পুকুরের মাছ, রুই, কাতলা, [illegible] শামুক কিছু বাদ যায় না।

তবে?

তবে আর কি। এই দুনিয়ার [illegible]

[illegible] বিদায় নেয়। [illegible] বাকি অংশ [illegible] নির্দেশ করে।

[illegible] চাঁদনী চক [illegible] চলে [illegible] দিয়ে [illegible] ঘোষণা করে শেঠ লোক [illegible] ব্যবসায়ী সব দোকানপাট খোল—দুনিয়ার মালিক বাদশার হুকুম।

বন্ধ দোকানের দরজা খুলে যায়। বাদশা চলে গেলেই আবার খোলা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দোকানিরা বলে এ-ও তো বড় মজা! [illegible] বন্ধ করলে বাদশার হুকুম [illegible] [illegible] সিপাহী [illegible]

একজন বলে, [illegible]

নিয়ে যায়।

আর তাই উধার দিলে আর ফেরত হয় না। ঐ একই কথা হল।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলে এ আরো মজা। উধারের হিসাব রাখবার খরচটা জোগায় কে?

একজন বলে ওঠে সিপাহী উধারে মাল নিলে তার হিসাব রাখে নাকি! বুদ্ধু কোথাকার।

কারবার চলে কি করে?

আর কারবার চালাবার দরকার নাই—প্রাণটা বাঁচিয়ে যাও।

ভাবছি দেশে চলে যাবো। চাচাজী দেশে যাওয়ার সময়ে যেতে বলেছিলেন, এখন দেখছি না গিয়ে ভুল করেছি।

অনেকেই ভুল করেনি, দলে দলে লোক শহর ছেড়ে দেশে চলে যেতে শুরু করেছে।

প্রথমে রটেছিল যে, পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকীর তারিখে কোম্পানীর পরাজয় ঘটবে, লোক বিশ্বাস করে অপেক্ষা করছিল। পলাশীর যুদ্ধের তারিখ চলে গেল, কোম্পানীর পরাজয় ঘটলো না। তখন দিল্লী ছেড়ে লোক চলে যেতে শুরু করলো। তবু কিছু ভরসা ছিল। ইদের পরবে কোম্পানীর সুনিশ্চিত পরাজয়। ইদ গেল, কোম্পানীর ফৌজ যেমন ছিল তেমনি রইলো। তখন [illegible] বহির্গামী জনস্রোত আটক করা সম্ভব হল না। কারো দেশে [illegible] কারো মেয়ের সাদি, কারো চাচাজীর বেমার [illegible] অজুহাতে লোক [illegible] কিল্লাঘাত দরওয়াজা দিয়ে [illegible] দরওয়াজা দিয়ে [illegible] সেতু পেরিয়ে [illegible] পরপারে সেদিকটা [illegible] কারুকেই এক [illegible] পাহারাওয়ালা আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে; দিন রাত্রির সমস্ত প্রহরেই মৌতাতের সময়। অন্য প্রকারের মধ্যে অর্থাভাব। পাহারাওয়ালার যখন অর্থাভাব হয়, বিশেষ মৌতাতজনিত তখন তার কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয়ে ওঠে। বহির্গামী বা আগন্তুক যাকে সম্মুখে পায় ধরে তল্লাসীর নামে তার সর্বস্ব কেড়ে কুড়ে নেয়। লোকটা বেয়াড়া হলে টেনে নিয়ে যায় হাবিলদারের কাছে, নয়তো ঘউস মহম্মদের কাছে, নয়তো সেই একেবারে খোদ মীর্জা আবু বখরের কাছে। নিমচী ফৌজ নামে তার অধীন। নিমচী ফৌজ ভাবে কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! ফেরিঙ্গির ফৌজ মুলুক লড়াই করে, নীমচী ফৌজ [illegible] দরিয়ার ঢেউ গুণে, আমাদের পোয়া বারো। দুনিয়ার যদি বেহেস্ত থাকে তবে এইখানে এইখানে এইখানে লালকেল্লার উত্তরে এই কলকত্তা দরওয়াজার নজদিকে।

(ক্রমশঃ)

সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হল

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ২.০০

আবুল হাসানাৎ

স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

সুপিরিয়র ফ্লোরেসেন্ট হোয়াইটিনিং পাউডার শুভ্রতর আর উজ্জ্বলতর করে সুতি আর রেয়নের কাপড়।

সর্বত্র পাওয়া যায়

ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড

পোঃ বক্স নং ১০০৭৬ বোম্বাই-১

ফুলেরই মতন
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য,
স্বাভাবিক সজীবতা!
Himalaya Bouquet Talcum Powder
Himalaya Bouquet Snow
Himalaya Bouquet
হিমালয়
বুকে
স্নো, ট্যালকম পাউডার ও টয়লেট পাউডার
ভারতে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের তৈরী

এভারেস্টের জয় পরাজয়

অজিতকুমার দাশ

সম্প্রতি মাউণ্ট এভারেস্ট বিজয়ের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী কর্নেল হাণ্টের উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশীর্ষ মাউণ্ট এভারেস্টের হাতছানি দীর্ঘকাল ধরে এক শ্রেণীর মানুষকে ডাক দিয়েছে বিপদ বিঘ্ন তুচ্ছ করে তারা অজানাকে জানবার ও অপরাজেয়কে জয় করবার এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বারবার ছুটে গিয়েছেন। ১৯২০ সালে তিব্বত যখন পর্বত অভিযাত্রীদের প্রথম ছাড়পত্র দিল তখন থেকেই বহু বিদেশী জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের দুর্বার আহ্বানে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থান জয় করবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি অভিযান হয়েছে। এর মধ্যে দুটি হয়তো বা তিনটি অভিযান সাফল্য লাভ করেছে। নিউজিল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারি ও ভারতের তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করেন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৬ সালে একটি সুইস-দল এভারেস্ট অভিযানে অগ্রসর হন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন নি। এর পর একটি সোভিয়েত-চীন অভিযাত্রীদল যুগল চেষ্টায় এভারেস্টের চূড়ায় উঠে মাও-সে-তুং-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এসেছে বলে দাবি জানিয়েছে—অবশ্য অভিজ্ঞ অভিযাত্রীদের অনেকেই এই দাবিকে বিশ্বাস করেন না। এর মধ্যে কয়েকটি অভিযানে চরম বিপর্যয় ঘটেছে, এমন কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে। ১৯২৪ সালে এভারেস্টের চূড়া থেকে মাত্র ৮০০ ফিট নীচে ম্যালরী ও আরভিং কুয়াশার আবরণে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছেন। এঁদের মৃত্যু যেমন করুণ তেমনি রহস্যময়। ১৯৫২ সালে সুইস অভিযাত্রীদল স্লিপিং ব্যাগ ও জল গরম করার স্টোভ ছাড়াই ২৮,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। সম্প্রতি গত ১লা মে সকাল ৮টায় নরম্যান ডাইরেন-ফার্থ এর নেতৃত্বে মার্কিনী দলের জিম হুইটেকার ও নেপালী শেরপা গোম্বু এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণে সমর্থ হন। সেই কাহিনীই এই প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

—সম্পাদক দেশ

আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয় ও বিষাদের হিম-ঘর হিমালয়। বছরের পর বছর নিত্য নতুন অভিযাত্রীকে নিজের বুকে টেনে আনে। তারপর হঠাৎ রাগে, অভিমানে ভেঙে পড়ে—রুখে দাঁড়ায়। কখনও চৌকাঠের গোড়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। ভুলো মন। কখনও দেরিতে হুঁশ হয়। ততক্ষণ পলায়ন-তৎপর বিজয়ী অভিযাত্রীদের পিছন থেকেই আঘাত হানে। খুন করতে মন যদি বা না চায়, খোঁড়া করে দেয়।

এভারেস্টের বিশেষ করে রাগের সঙ্গত কারণ আছে। তারও একটা বক্তব্য আছে। কবে দশ বছর আগে প্রথম একবার ক্ষণিকের জন্য মাথা নোয়াতে হয়েছিল বলে কি মাথা বিক্রী হয়ে গেছে? বছর বছর বুড়ি ছুঁতেই হবে? বাহাদুরি দেখানো আর বাহবা দেবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

এভারেস্ট সার্থক অভিযানের প্রথম দশকের শেষে, একটু দেরিতে হলেও এভারেস্ট এই প্রতিবাদই তার নিজস্ব ধরনে পৃথিবীর কাছে নিবেদন করল। তারই ফলে বিজয়-উল্লাসের কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল উৎকণ্ঠা। গগনস্পর্শী হাসির শেষে নেমে এল সুদীর্ঘ, সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

১৯৫৩ সালে বেস ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গিয়ে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং-হিলারী বিজয়-কাহিনীর বিশদ বিবরণ যোগাড় করেছিলাম। তারপর বারবার একাধিক অভিযাত্রীর দল বেঁধে হিমালয়ের গায়ে সুড়সুড়ি দেবার খবর সরাসরি সংগ্রহের জন্য ছুটে আসতে হয়েছে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই প্রায়। আবার ১৯৬৩ সালে এলাম আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানের বিজয়বার্তার বড় খবর থেকে ক্ষুদ্রতম টুকিটাকি কুড়িয়ে নিতে।

দশ বছরে হিমালয় অভিযানে অনেক অভিনবত্ব ঘটেছে। তবে কিছু কিছু সুবিধে সাংবাদিকরাও ভোগ করছে। ১৯৫৩ সালে অভিযাত্রীদলের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর বা সাংবাদিকদের দৈনিক যোগাযোগের কোনও পাকা ব্যবস্থা ছিল না। শেরপারা খবর নিয়ে নেমে আসত। পরে তিন-চার দিনের বা আরও বাসি খবর বহু হাত ঘুরে আমাদের হাতে আসত। বেশীর ভাগ দলেরই এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের সঙ্গে ওয়াকি-টকি মারফত কথাবার্তার ব্যবস্থা থাকত না। এক ক্যাম্পের সঙ্গে বেস ক্যাম্পেরও যোগ সব সময় থাকত না। বেস ক্যাম্পের সঙ্গে কাঠমাণ্ডুর বেতারে যোগাযোগ খুব কমই থাকত। অতি-বুদ্ধি কোনও কোনও দল গোপনে কখনও কখনও যোগাযোগ হয়ত রাখতেন বা সাফল্য হলে সে খবর জানাবার জন্য সাঙ্কেতিক বার্তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতেন। এই জন্যই নেপালের সীমান্তে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ের খবর বিলেতের রানীর কাছে আগে পৌঁছয়, সমস্ত পৃথিবী পরে জানে।

এবার ব্যবস্থা অনেক উন্নত। আমেরিকান-দের ওয়াকি-টকির ব্যবস্থা খুব ভাল। প্রত্যেক ক্যাম্পের সঙ্গে বেস ক্যাম্পের যোগাযোগ আছে। আর প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় বেস ক্যাম্প আর কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে বেতার মারফত কথাবার্তা চলে, সংবাদ আদান প্রদান হয়। বেতারযন্ত্রের বেসরকারী ব্যবহারের জন্য সরকারী অনুমতি লাগে। অভিযান সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধের জন্য নেপাল সরকার সে অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং রোজ বিকেলে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবার পরের দিন সকালে

পুরোনো পথে মার্কিনী অভিযান

বেস ক্যাম্প থেকে খবর আসে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সাংবাদিকদের সেটা পরিবেশন করা হয়। তারপর আমরা ছুটি ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্যাসীর ভারতীয় ডাকঘরে ব্যাপারটা যত সংক্ষেপে লিখলাম তত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে হয় না। খবরটা কে আগে পাঠাতে পারে সে নিয়ে নানা কারচুপি রেষারেষি, রাগারাগি, সবই আছে।

১লা মে আমেরিকা দলের জেমস হুইটেকার এবং শেরপা নওয়াং গোম্বু এভারেস্টের চূড়ায় উঠে বিজয়ী হয়ে নিরাপদে নেমে আসে। ওরা ওঠে পুরোনো পথে, সাউথ কল দিয়ে।

দলে তো অনেকেই থাকে। কী দেখে শেষ আঘাতের ছোট্ট দুজনের দলটিকে বাছাই করা হয়। হুইটেকার আর গোম্বু কেন মনোনীত হ'ল, অন্যরা নয় কেন? এই প্রশ্ন করেছিলেন অভিযাত্রী দলের একজন সদস্য মিঃ জেমস উলম্যানকে।

অভিযানের নেতা ডাইরেনফার্থ

ইনি তেনজিং-এর জীবনীকার আর পাহাড়ের সম্পর্কে বই লেখার ওস্তাদ। অসুস্থ হয়ে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এসে রয়েছেন। এ'র মারফতই খবরাখবর আসে। মিঃ উলম্যান বললেন, হুইটেকারের শারীরিক শক্তি ও অটুট মনোবলের জন্যই ওর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। পরে একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম যে দলের সবাই হিমালয়ে রওনা হবার আগে ওদের প্রত্যেককে একটি মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ দলের সামনে উপস্থিত হ'তে হয়। সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি কি শিখরে উঠবে? কেউ বলেছিল,—সুযোগ পেলেই উঠব; কেউ বলেছিল—মনোনীত হ'লেই উঠব, কেউ বলেছিল—খুব আশা রাখি। আর হুইটেকার বলেছিল—উঠবই উঠব।

গোম্বুর বেলাও ঐ একই কথা। উলম্যান বললেন, গোম্বু এভারেস্টে ওঠার জন্য পাগল। এর জন্য সে যে-কোনও কষ্ট, যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী ছিল। এত অধীর আগ্রহ কেন? এই কেন'র উত্তর পেতে আমার দেরি হ'ল না। গোম্বু হ'ল তেনজিং-এর আপন ভাগ্নে। আর কে না জানে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আজ একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে তেনজিং পরিবারের একটা অপূর্ব কৃতীর-

শিল্প গড়ে উঠছে—এভারেস্ট বিজয়ের শিল্প।

২৯ মে, ১৯৫৩ সালে তেনজিং আর হিলারীর প্রথম এভারেস্ট বিজয়ের দশ বছর পূর্তির জন্য লণ্ডনে গত ২৯ মে এক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হিলারী এখনও হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ীদের উন্নয়নের এক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। তাই শুধু তেনজিং গেছেন লণ্ডনে।

গোম্বুর এভারেস্ট বিজয়ের পর তেনজিং-এর সঙ্গে টেলিফোনে ১২ মিনিট কথা হল। বললেন, গোম্বুকে এগিয়ে আনতে তার কোন ভোলা যাচ্ছে। ভারী ভাল লাগল খবরটা পেয়ে। ১৯৫৩ সালে বিজয়ী তেনজিং প্রথম পর্বতের নীচে খোলাকুণ্ডু গ্রাম থেকে তার ভাগ্নী ডোমাকে কাঠমাণ্ডু ও পরে দার্জিলিং নিয়ে এসে [illegible] ভরা যে কোনও শেরপানীদের মতই [illegible] [illegible] বিদেশী [illegible] তারপর ১৯৫৫ সালে [illegible] যখন আমরা [illegible] এ গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি তখন আমার সঙ্গে এসে যোগ দেয় তেনজিং ও ডোমা। ডোমা আমাকে একটি [illegible] সম্মুখীন [illegible] আমি [illegible] প্রায় ভুলতেই পারি না। [illegible] নিয়ে গিয়েছিলাম [illegible] তিনি [illegible] সুন্দরী [illegible] এর ছবি তুলতে [illegible] ডোমাকে [illegible] অভিযানের জন্য [illegible] ফুরিয়ে যায়। অনেক কষ্টে যখন [illegible] [illegible] প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছেন। [illegible] সেই মেয়েকে [illegible] সুইজারল্যাণ্ড থেকে [illegible] আরোহণের [illegible] আর ডোমাকে [illegible] তেনজিং বললেন [illegible] ডোমার [illegible] হয়ে গেল। [illegible] লেখাপড়া [illegible] আর ডোমার সঙ্গে সেও কাঠমাণ্ডু যাচ্ছে।

সাংবাদিকদের কাছে এভাবে গোম্বুর দর সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে যাঁরা এভারেস্টে ছুটে এসেছেন দুটো নতুন খবর, বাড়তি বিবরণী, এবং পর্বত শীর্ষে আরোহণের একটা মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গীর (human interest) খোঁজে তাদের তো কথাই নেই। লেখক স্বয়ং সেই দলের একজন। বহু বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থে, পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকান অভিযানটি সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকের বিভিন্ন ধরনের দাবি বা শর্ত মেনে অভিযানের কাজ চলে। বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির শর্ত হল, অভিযানের যেসব

জেমস ওয়ারেন হুইটেকার

[illegible]

করলে বলেন, "মাপ করবেন, বলতে বারণ"। কিন্তু গোম্বু অভিযানের মধ্যে থেকেও অভিযানের সদস্য নয়। সুতরাং তাকে অনুরোধ করা চলে, চুক্তি সই করাবার চেষ্টা করা যায়। ১৯৫৩ সালে এমনি করেই তার মামা তেনজিংকে আমি ইউনাইটেড প্রেস ইণ্টারন্যাশনালের সংগে চুক্তিবদ্ধ করি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা নিজের ধরনে বলার জন্য। দিনের পর দিন এই লেখার জন্য তেনজিংকে ইণ্টারভ্যু করে তার কথার হুবহু অনুবাদ লেখা হত। তেনজিং-এর পক্ষে একজন উপস্থিত থাকতো, তিনি অনুবাদ পড়ে ঠিক হয়েছে বলে সই করলে তেনজিং সই করতেন। তখন প্রথম পরিচয়ে সাবধানী ব্যবস্থা করেছিলাম, যেন তেনজিং তার বলা কথার অনুলিপি ভুল না বলতে পারে। এখন মনে হয় তার দরকার ছিল না। তেনজিং অতি সৎ লোক। সাদাসিধে। কথার নড়চড় হয় না।

অতএব গোম্বুকে সময়মত ধরতে হবে। সাংবাদিকের পালপাল ঘিরে ফেলার আগে সাবধান করে দিতে হবে এই বলে—প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর দিও, সব কথা বলে দিও না। বিক্রি করার জন্য জমিয়ে রেখো; এমন সুযোগ আর আসবে না। অবশ্য এ সবই বলার দরকার হবে যদি না সে এক কথায় বলে দেয়—সুক্রিয়া, আমার দ্বারা কিছু হবে না। কিংবা হয়তো তখন ডোমাকে দিয়ে পটাতে হবে। তেনজিং-এর লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

এভারেস্ট বিজয়ীদের কথা বলতে গেলে তাদের বউদের কথাও এসে যায়। দু কারণে। যিনি বিজয়ী হলেন—তাঁর সম্পর্কে ঘরোয়া খবর। একটা বিশদ ব্যাকগ্রাউণ্ড বউরাই দিতে পারেন। এবং এভারেস্ট জয় করার পর হাতের কাছে

মার্কিন এভারেস্ট অভিযাত্রীদলে একমাত্র বৃটিশ সদস্য কর্নেল জেমস রবার্টস-এর সঙ্গে শেরপা নাওয়াং গোম্বু

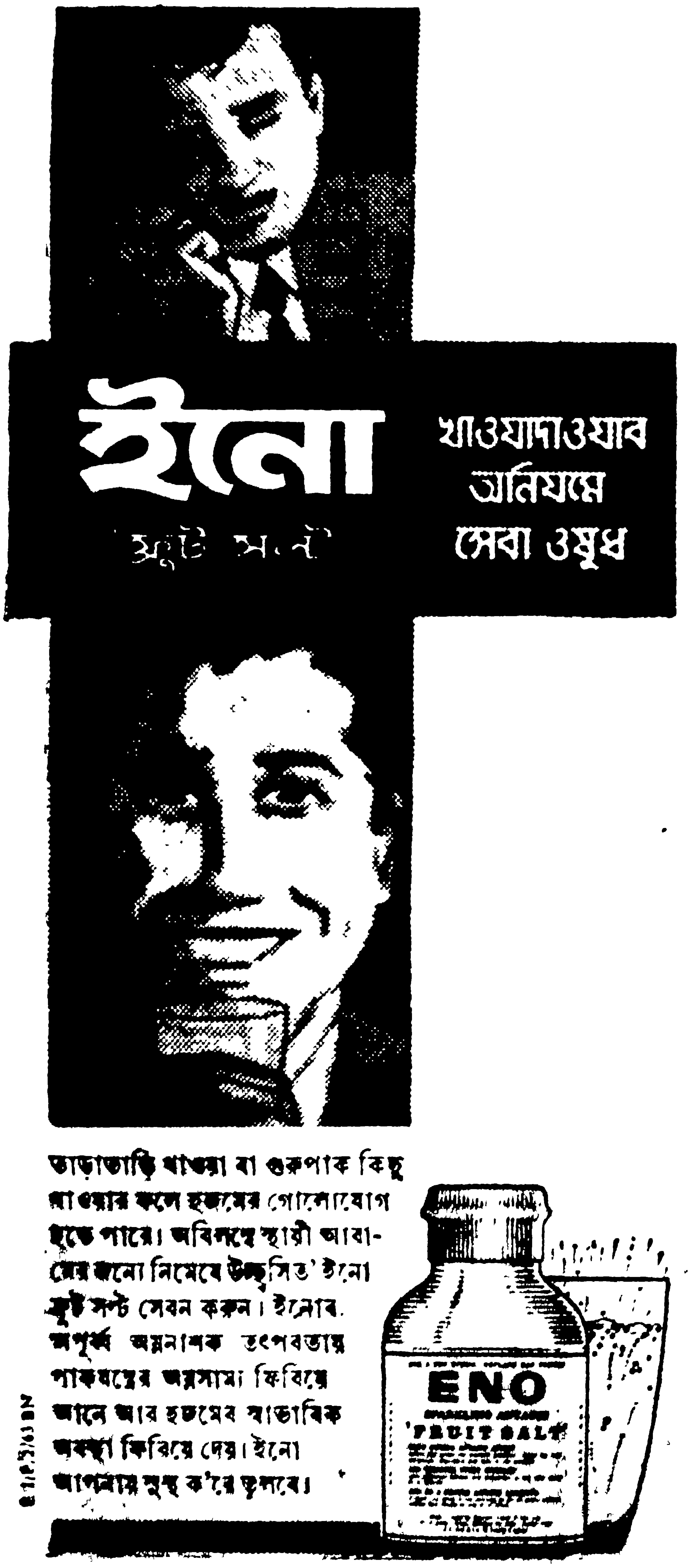

বউকে পেলে বা কাছে না থাকলে খুঁজে পেতে দেখা করে জিগোস করতে হয়, "কর্তার সাফল্যে আপনার কেমন লাগছে?"

বিজয়ী আমেরিকান সদস্যদের দুজনের বউ এবার কাঠমাণ্ডুতে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। একজন পশ্চিমী পথে (west ridge) বিজয়ী উইলিয়াম আনসোয়েল্ড-এর স্ত্রী জলিন, আর অন্যটি সাউথ কলের পথে দ্বিতীয় দলের অন্যতম বেরী বিশপের স্ত্রী লায়লা, যার নাম Leila। আমার মতে হওয়া উচিত লীলা।

২৩শে সকালে প্রথম খবর এল যে, ওয়েস্ট রিজের দল এভারেস্টে উঠে অন্য পথে নামছেন বা নেমেছেন। সকাল ৯টায় বেস ক্যাম্প থেকে খবর আসবে। তার আগে আমেরিকান দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে কর্নেল গ্রেশামের বাড়িতে ভিড় জমে গেছে। কারণ ওঁর বাড়িতে বসান বেতারযন্ত্রেই খবর আসবে। সাফল্যের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল আগের দিন। খবর এসেছিল ডঃ আনসোয়েল্ড ও ডাক্তার হর্নবিনকে পশ্চিম রিজ এর পথে বিজয়ী-যুগল। চূড়ার খুব কাছে দেখা গেছে। যখন বিজয়ী হবার খবর আসবে তখন উল্লাসে মাতামাতি শুরু হবে, সবাই জলিনকে ঘিরে রাখবে, কী বলে কান পেতে শুনবে। অতএব আমি জলিনকে আগেই পাকড়াও করে কাজ এগিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম মনে হচ্ছে তোমার স্বামী জিতেছেন যদি শোনেন তোমার কি মনে হবে? উত্তরে বললেন মনে হবে, নিপুণ সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। কারও একার কাজ এটা নয়।

আমার মনে হল ওটা যেন পরীক্ষার প্রশ্নের তৈরী করা উত্তর। সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হলেও সবাই তো আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার কপাল বা সামর্থ্য রাখেনি। জলিন কি স্বামীর গর্বে [illegible] পারে তখন বলবে না [illegible] বলছে না — '[illegible] গর্বিনী হলাম।'

অবশেষে খবর এল। ভীষণ দুর্গম এবং সম্পূর্ণ অজানা পথে, যে পথে ওঠা সম্ভব এর আগে কেউ ভাবেনি, ডঃ আনসোয়েল্ড ও ডাঃ হর্নবিন এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেন। শুধু তাই নয়, এক পথে উঠে অন্য পথে নামার খবর এল। হিমালয়ের বুকে অনেক ভাগ্যপটে অনেক দোরাত্ম্য করেছে। কিন্তু এই লোক দুটি যা করল তাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল অপরিসীম। ওয়েস্ট রিজের পথ শেষের দিকটা খাড়া পাথর। শুধু পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, যেন পথকে আরও সঙ্গীন করে তোলার জন্য পাতলা বরফের আস্তর। ২২শে বিকেল সাড়ে ছটায় ওরা উপরে পৌঁছলো। ওদের পিঠে বোঝা ছিল খুব সামান্যই। যতটা সম্ভব হাল্কা রেখেছিল নিজেদের। কিন্তু

একটা জিনিস কাছে ছিল। ব্যাটারী দিয়ে চালিত টেলিফোন জাতীয় ওয়াকি-টকি, ওয়াক করার সময় টক করার কল। কিন্তু হিসাব করে কথা বলতে হবে; কারণ কথা বললেই ব্যাটারী খরচ; এবং ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে যখন প্রাণ বাঁচানো ডাক দেবার সময় হবে তখন হয়তো যন্ত্র নীরব হয়ে থাকবে।

চূড়ায় ওঠার তিনঘণ্টা আগে ওরা একবার নীচের ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নীচে ওয়াকি টকি ধরেছিল এই অভিযানের প্রথম বিজয়ী যুগলের অন্যতম জেমস হুইটেকার। সংক্ষেপে জিম। জিম যখন জানল যে বেলা গড়িয়ে গেছে অথচ তখনও বেশ কিছুটা ওঠা বাকী এবং শেষের পথটুকুই মারাত্মক। তখন বলেছিল 'আমার মনে হয় আর বিপদ ঘাড়ে না নেওয়াই উচিত ভেবে দেখ নেমে আসবে কি না"। উত্তর এল। ফেরার পথ বন্ধ। We have reached a point of no-return.

যে দড়ি ধরে নামতে হবে তা আর নেই। ফুরিয়ে গেছে। অতএব আমরা এগিয়ে চলছি। সবাই জানেন যে এরপর এরা যেভাবে উঠেছে এবং নেমেছে তা হিমালয়-অভিযানে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এগিয়ে যেতে হলে এমনভাবে এগুতে হবে যেন ফিরবার পথ না থাকে। burning desire হবে সেই জিনিস যা পিছনের সব পুড়িয়ে দেবে, ফেরার উপায় থাকবে না। তবে জীবনে আসবে সাফল্য স্বীকৃতি। এসব কথা পুঁথিতে পড়েছি উদাহরণও পেয়েছি। চোখের সামনে এই প্রথম দেখলাম।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের পদদেশে পৃথিবীর সংশ্লিষ্ট ... সাফল্য লাভের জন্য যে ... মৃত্যুমুখি হয়েও কি সেই ... সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। স্বেচ্ছায় ক'জন লোক point of no returnএ পৌঁছাতে পারে? আনসোয়েল্ড ও হর্নবিনই কি তাই গিয়েছিল? সাউথ কলের পথে নামবার সময় ওরা এবং ওদের তিনঘণ্টা আগে বিজয়ী সাউথ কল যুগল চূড়ায় নীচে ওদের ক্যাম্পের পথ হারিয়ে ফেলে। ২৮০০০ ফিট-এ স্লিপিং ব্যাগ ছাড়াই রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে। এই লেখাটা লেখার সময় খবর এসেছে ওয়েস্ট রিজ দলের উইলিয়ম আনসোয়েল্ড এবং দ্বিতীয় সাউথ কল দলের বেরী বিশপের ওই রাতে অত উঁচুতে খোলা জায়গায় ফ্রিজিং পয়েণ্টের ১৫ ফাঃ কম শীতে বিশেষ কিছু গায়ে না দিয়ে রাত কাটানোর জন্য ওদের দুজনেরই ঠাণ্ডায় কামড়ে পায়ের সব আঙুল জমে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এখান থেকে হেলিকপ্টার পাঠাবার

হুইটেকারের দুই পুত্র পিতার সাফল্য সংবাদে মাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ব্যবস্থা হচ্ছে। এ পুলোগুলি বাচাবার শেষ চেষ্টায় অর্মোরিকা থেকে নতুন ওষুধ আসছে। এদিকে সময় বয়ে যায়।

আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভাসছে। ২৩শে সকালে যখন উইলিয়ম আনসোয়েল্ডের উপরে ওঠার খবর এল, তখন বেরী বিশপের বিজয়বার্তা পৌঁছয়নি। জলিন আনসোয়েল্ড লায়লা বিশপের হাতটি ধরে প্রায় সান্ত্বনার সুরে বললেন—আশা করি তোমার স্বামীও উপরে উঠেছেন। এবং আমাদের স্বামীরা নিরাপদেই নেমে এসেছেন।

স্বামীরা উচ্চতম শীর্ষে ওঠার পরও উৎকণ্ঠায় দিন কাটান তাঁদের স্ত্রীরা। বিজয়ের গর্বে যখন চতুর্দিকে মাতামাতি চলছে, ওদের তখন একমাত্র প্রার্থনা—ভগবান ওঁদের নিরাপদে ফিরিয়ে দাও।

দশ বছর আগেকার কথা। তেনজিং-এর বিজয় কাহিনী লেখা শেষ হয়ে গেল। তখনও আরও কয়েকশত শব্দ প্রোডিউস করতেই হবে। তখন মিসেস তেনজিং-এর সঙ্গে কথাবার্তা হল। জিজ্ঞাসা করলাম যে, যখন তেনজিং-এর এভারেস্ট বিজয়ের খবর ও'র কাছে পৌঁছলো উনি কি ভাবলেন। মিসেস তেনজিং বললেন, 'সবাই এসে বলে, শুনেছেন তো তেনজিং এভারেস্টে উঠেছে। শুনে শুনে কানে তালা লেগে গেল। মুখপোড়ারা শুধু বলে উঠেছে উঠেছে। ওরে সে যে তো উঠবে দিয়েই থাকেস। বলি লোকটা নেমেছে তো নিরাপদে আছে তো জখম টখম হয়নি তো।" ২৩শে সকালে হাত ধরাধরি করে জলিন ও লায়লারও ঐ একই প্রশ্ন। একই প্রার্থনা নিরাপদে নেমে আসুক। কপাল দোষে ওই দুই মহিলার স্বামীই এই অভিযানের বিজয়ী-দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন।

লিখতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে হচ্ছে। এবারের এভারেস্ট অভিযানের প্রথম বিজয়ী যুগল হলেন হুইটেকার ও গোম্বু। বিজয়ের খবর পৌঁছন মাত্রই হুই-টেকারের স্ত্রীর সঙ্গে মার্কিনী সাংবাদিকরা দেখা করেছেন। কিন্তু দার্জিলিংবাসিনী

কাঠমাণ্ডু হাসপাতালে তুষারক্ষতে আহত উইলিয়ম আনসোয়েল্ড (বামে) ও শ্রীবেরী বিশপ

গোম্বুর স্ত্রী এখনও স্বদেশে অর্থাৎ আমাদের দেশে অজ্ঞাতেই আছেন। বলতে লজ্জা করছে গোম্বু যে বিবাহিত একথাও অনেকে জানতেন না। আমিও না। গোম্বুর সাফল্যের খবর আসার পর খবর নিলাম। তার কিছুদিন আগেই বিশেষ একটি ব্যাপারে একটি শেরপা কন্যার সংগে কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে এভারেস্ট বিজয়ের প্রচেষ্টার জন্য জাপানী একটি অভিযানের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারের সম্মতি নিতে এসেছিলেন, মিঃ মিটা। তিনি আমায় একদিন একটা সওদাগরী অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে কাজ করে এককালের অতি কৃতী শেরপা সর্দার স্বর্গীয় গ্যালজেনের মেয়ে। গ্যালজেন জাপানীদের সার্থক মানাসলু পর্বতে অভিযানে সর্দার ছিল, পরে অন্য এক অভিযানে সে মারা যায়। জাপানী আলপাইন ক্লাব তাই তার মেয়েকে মিঃ মিটার হাত দিয়ে কিছু উপহার পাঠিয়েছে। কুমারী গ্যালজেন আমায় বললেন যে, গোম্বু বিবাহিত। স্ত্রীর নাম সীতা। সীতা দেবীর সংগে এখান থেকে দার্জিলিং-এ যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে সফল হয়নি। সীতার সিঁদুর কি গোম্বুর বিজয় ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে এবং আমেরিকান অভিযানের প্রথম সাফল্যে সাহায্য করেনি?

সত্যি এভারেস্ট অভিযান শুধু পর্বতের বুকে একটা সুসংগঠিত দলেরই একমাত্র প্রচেষ্টা নয়। তার পিছনে রয়েছে আরও বহুজনের আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, প্রতিদিনের নীরব প্রার্থনা। প্রকৃতির সংগে পুরুষের সমান পাল্লায় লড়বার ধৃষ্টতা। পুরুষদের হয়ে স্ত্রীদের ক্ষমা প্রার্থনা।

তবু ওরা যায়। বছরের পর বছর যায়। ওরা কেন যায়?

উত্তরটি এক কথায় দিল ১০ বছরের রেগন। উইলিয়াম আনসোয়েল্ডের ছেলে। যার সংগে সংবাদ খবর জানাতে বেতারযন্ত্রের কাছে এসেছিল। বলল, It's pretty funny:" মজা পায় তাই যায়। বয়স্ক বিজ্ঞ অভিযাত্রীদের উত্তর ওর জানা নেই। তারা বলে, কেন যাই? ওই চূড়াটা ওখানে আছে বলেই যাই।

মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে...

এর জন্যে ক্যালজানা-ডি কে ধন্যবাদ! অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় মায়ের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্ষয় হয়...শিশুর হাড়, দাঁতে দাঁতে নখ গঠনের জন্যে মায়ের শরীর থেকেই ক্যালসিয়াম যায়... ফলে তাঁর শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়। তাঁর নিজের ও শিশুর ক্যালসিয়ামের সমতা রক্ষার জন্যে এই বিচক্ষণ মা ভিটামিন সমৃদ্ধ ক্যালসিয়াম ক্যালজানা-ডি খেয়েছেন। ক্যালসিয়ামের অভাব মেটাতে বহুকালের পরীক্ষিত ও অনুমোদিত ক্যালজানা-ডি একটি নিখুঁত ওষুধ। ক্যালজানা-ডি খেলে মা ও শিশু উভয়েই ভালো থাকে

ক্যালজানা-ডি

ভিটামিন সংঘটিত ক্যালসিয়াম

সন্তানসম্ভবা মা, সন্তানবতী মা ও বাড়ন্ত শিশুদের জন্য

তুষার সীমার উপরে

ধ্রুব মজুমদার

ওডেল ১৯২৪

৭ই জুন ১৯২৪। চার নম্বর শিবির থেকে ম্যালোরি আর আর্ভাইন গতকাল পাঁচ নম্বর শিবিরে উঠে গেছে। আজ হয়তো এতক্ষণে ওরা প্রাতরাশ সেরে ছয় নম্বরের পথে। যদি ভাগ্য ভাল হয় যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তবে কাল হয়তো ওরা—।

আজও ওডেল তব শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারল না। এভারেস্টের চূড়া ওডেলের কাছে আজও কেমন যেন সুদূর, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলে মনে হল। তাঁবুর ভেতর থেকেই এভারেস্টের চূড়া আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আবহাওয়া সকাল থেকেই পরিষ্কার। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে চূড়োটা—মেঘমুক্ত আকাশে সম্পূর্ণ অচঞ্চল এবং নির্বিকার।

অথচ এই পর্যায়ে শিবির থেকে ততক্ষণ [illegible] ত্রিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য ম্যালোরি ও আর্ভাইনের সফলতা সম্পর্কে ওডেলের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ও রইল না। মুহূর্ত পরেই মনে পড়ল ওই শীর্ষারোহী দলে ওডেলও থাকতে পারত। ওই দলে ওডেলেরই থাকবার কথা ছিল।

কিন্তু কণামাত্র ঈর্ষা বোধ করল না ওডেল। ম্যালোরির প্রতি ঈর্ষা বোধ করবার কথাই ওঠে না। প্রথম জুটির নেতা ছিল ম্যালোরি। সে জুটি পঞ্চম শিবির থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তৃতীয় শিবিরে নেমে গিয়েছিল। ম্যালোরির তখনকার চেহারা দেখে কষ্ট হয়েছিল ওডেলের। ও জানত যে প্রথম জুটি ব্যর্থ না হলে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় জুটি শীর্ষে আরোহণের কোন সুযোগই পেত না। ও নিজে ছিল তৃতীয় জুটিতে কিন্তু তবু বিষণ্ণ না হয়ে পারেনি।—এভারেস্ট-শীর্ষের উপর যে ম্যালোরির অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য ওডেল তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। ম্যালোরি ছেলেটা গোঁয়ার এবং একরোখা। কিন্তু তবু ছেলেটার মধ্যে কী যেন আছে, যা একই সঙ্গে শ্রদ্ধা আর স্নেহ আকর্ষণ করে।

ওডেলের চটপট জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে। তাঁবুর ভেতর কুঁজো হয়ে জামা-কাপড় পরতে ওডেলের আর এখন কোন অসুবিধেই হয় না। অথচ গোড়ার দিকে এই অভ্যস্ত কাজটুকুর জন্যেই কী সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হত। ওডেল হিসেব করে দেখল, এই 'নর্থ কল' এর উপরেই আজকের দিনটি ছেড়ে দিয়ে ওর ষোড়শ দিন।

তাঁবুর ভেতরেই দু-চারবার শুয়ে-বসে শরীরটাকে একটু গরম করে নিল ওডেল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। ওর হাত-ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট। 'নর্থ কল'-এর উপর দিয়ে তখন হাড়-জমানো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে দেখল ওডেল। উচ্চতা অনুযায়ী আবহাওয়া চমৎকার।

সাহেবদের তাঁবু থেকে শেরপাদের তাঁবুগুলো একটু দূরে, একটা ঢালের আড়ালে সেখানে হাওয়া একটু কম তীব্র। ওডেলের পায়ের আওয়াজ পেয়েই একটা তাঁবুর ভেতর থেকে একটা হাসি-খুশি মুখ বেরিয়ে এল: গুড মর্নিং সাব। চা রেডি।

গুড মর্নিং লোবসাং। কোই তকলিফ হায়?

থোড়া সাব সেমচুম্বীকো।—বলতে-বলতেই এক মগ গরম চা নিয়ে লোবসাং তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

হাতের দস্তানা খুলে চায়ের গরম মগটা দু হাতে চেপে ধরল ওডেল। দার্জিলিং ছেড়ে রওনা হবার পরই এই দুজনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে কিছু কিছু ঠাট্টা-টিটকারিও শুনতে হয়েছে ওডেলকে। কিন্তু ওডেল বিব্রত হয়নি।

—রেডি টু স্টার্ট, লোবসাং?

—জী সাব, রেডি। সেমচুম্বী থোড়া বুখার।—হাসিতে লোবসাঙের চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল, দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

ওডেল লোবসাংকে বুঝিয়ে দিল যে, সেমচুম্বীর আজও বিশ্রাম। কাজ শুধু বেলা দুটো থেকে অনবরত চা খেতে শুধু

করা এবং সর্বদা অন্তত চার মগ গরম চা প্রস্তুত রাখা! উপর অথবা নীচে থেকে হঠাৎ কেউ যদি এসে হাজির হয়!

পরশু দিন সেমচুম্বী দ্বিতীয় জুটির সঙ্গে পঞ্চম শিবির থেকে নেমে এসেছে। নেতা নর্টন তুষারে অন্ধ, সমারভেলের দুটো পায়েই তুষারক্ষত,—সেমচুম্বীই ওদের ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

সেদিন বিকালে ম্যালোরি আর আর্ভাইন

হাতের দস্তানা খুলে চায়ের মগটা চেপে ধরল ওডেল।

শীর্ষে আরোহণের একটা নতুন ফন্দি নিয়ে তৃতীয় শিবির থেকে উঠে আসবার আগেই নর্টন ও সমারভেলকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেমচুম্বী ভয় পেয়েছিল, নেমে যেতে রাজী হয়নি। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে ওডেল বুঝেছিল, ক্লান্তি ছাড়া সেমচুম্বীর দ্বিতীয় কোন ব্যামো নেই। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ম্যালোরির 'আইডিয়াটা' ওডেলের মনঃপূত হয়নি। অক্সিজেনের বোঝা নিয়ে পাহাড়ে চড়বার নানান অসুবিধা ছাড়াও পুরো ব্যাপারটাই ওডেলের কাছে কেমন যেন 'ভানগার' মনে হয়েছে। ম্যালোরিকে দুবার-একবার নিরস্ত করবার চেষ্টা করে-ছিল ওডেল। ম্যালোরির রোখ তাতে তারও বেড়ে গেছে। ওডেল তাই আবারও নেপথ্যের ভূমিকাই বেছে নিয়েছে।

আজ ওডেল পঞ্চম শিবিরে যাবে। তারপর ঘটনা যেদিকে চালিত করে।

চতুর্থ থেকে পঞ্চম শিবিরের দূরত্ব—উত্তর-গিরিশিরার ডান ধার দিয়ে দু' মাইলের মতো। উচ্চতার পার্থক্য দু' হাজার ফুট। ২৩ হাজার থেকে ২৫ হাজার। পথটা ওডেল চেনে। এর আগে একদিন হ্যাজার্ডকে সংগে নিয়ে ও ঘুরে এসেছে পাঁচ নম্বর থেকে। পথে তুষার-ধসের ভয় নেই, ফাটলেরও বিড়ম্বনা নেই। কেবল খুব সন্তর্পণে পদক্ষেপ করতে হয়। স্লেটের মত আলগা পাথরগুলোর উপর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ে থাকে। প্রতি পদক্ষেপেই পা ফসকাবার আশংকা। আর একবার পা ফসকালেই তিব্বত থেকে একেবারে নেপালে। প্রায় ১৫ হাজার ফুট নীচে। কিন্তু নিজের শরীরটাকে আজ চাবুকের মতো মনে হচ্ছিল ওডেলের। এমনি সুস্থ, এমনি প্রফুল্ল। লোবসাংকে নিয়ে ওডেল যখন পাঁচ নম্বরে এসে পৌঁছল ঘড়িতে তখন একটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। লোবসাং আজ পঞ্চাশ পাউন্ড মাল বয়ে এনেছে। রেষারেষি করে ওডেলও পঞ্চাশ পাউন্ড এবং বারো আউন্স।

পঞ্চম শিবিরে ম্যালোরির কোন চিরকুট খুঁজে না পেয়ে ওডেল সামান্য হতাশ হল। সকালের দিকে এখানে আবহাওয়া কেমন ছিল, দুজনেই সুস্থ ছিল তো? কিন্তু সূর্য একটু ঢলে পড়লেই রাজ্যের ঠান্ডা এসে এখানে জুটবে। ওডেল তাড়াতাড়ি তাঁবু গোছগাছ করতে ব্যস্ত হল। লোবসাংকে বলল চায়ের তোড়জোড় করতে। বরফ গলিয়ে জলের তাপ হিমাংকের উপরে তুলতে-তুলতেই হয়তো উপর থেকে শেরপা চারজন নেমে আসবে।

তাই এল। তবে তার আগে পুরো তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। গরম চায়ের মগ হাতে নিয়ে ওদের সংগে গোল হয়ে বসল ওডেল। একটি একটি করে সব কথা জেনে নিল। আবহাওয়া ভাল ছিল এবং আছে। দুজন সাহেবই সুস্থ ছিল এবং আছে। ওদের হাতে ম্যালোরি একটা চিরকুটও পাঠিয়েছে। তাতে লেখা : আমরা ভাল আছি। আবহাওয়া ভাল। এভারেস্টের চুড়ো থেকে কাল আমরা সোজা চার নম্বরে নেমে যাব। সম্ভব হলে তিন নম্বরে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করো।—ম্যালোরি।

মুহূর্তের জন্য, কী করবে কী করা উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারল না ওডেল। নীচে নেমে যাবে? কিন্তু উপরে যদি ওদের কোন-কিছুর প্রয়োজন হয়? থেকে যাবে? ম্যালোরি হয়তো চটে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াই সাব্যস্ত করল ওডেল। চারজন শেরপার সংগে লোবসাংকেও নীচে পাঠিয়ে দিল নিশন নির্দেশ দিয়ে। লোবসাংএর উপর নির্ভর করা চলে।

*

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এর আগে কেউ কোনদিন নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপন করেনি।—করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করত না কেউ। ওডেল এইবার সেই অসাধ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হল

পাহাড়ের ছায়া ততক্ষণে দীর্ঘায়িত হয়েছে. আকাশে মেঘের রেশটুকুও নেই। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল ওডেল,—অজস্র পর্বতশীর্ষের মধ্য দিয়ে রংবোক হিমবাহের ক্ষীণরেখা আবছা আবছা দেখা যায় তারপরই চো ইউ আর গিয়াচুংকেঙের প্রাচীর, —এখন আর তেমন আকাশছোঁয়া নয় দূরে প্রায় একশো মাইল দূরে চিত্রার্পিতবৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন স্বচ্ছন্দে মেঘের উপর ভাসছে। অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল আভায় সোনালী আকাশটা অনেকক্ষণ ঝকঝক করতে লাগল।

পর্বতারোহীরা ভিন্ন ভাষায় সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে অভ্যস্ত। ফিরে এসে ওডেল

কবুল করেছে, অমন সুর্যাস্ত দ্বিতীয়বার দেখবার সুযোগ পেলে ও এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ তিন-তিনবার প্রত্যাখ্যান করতে রাজী আছে।

ওডেল বলেছে, সে রাত্রিতে ওর ঘুমিয়ে পড়তে সঙ্কোচ হচ্ছিল এবং ঠিক কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা ও নিজেই জানে না। যখন ঘুম ভেঙেছে তখন সকাল হয়ে গেছে (পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই; ওডেল তখন সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৫ হাজার ফুট উঁচুতে এভারেস্টের পঞ্চম শিবিরে!)।

*

সুর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই ওডেল আবার সেই পুরানো ওডেল। চায়ের জন্য প্রথমেই স্টোভ জ্বেলে বরফ চড়াল। জামা কাপড় পরাই ছিল। অবশেষে প্রাতরাশ সেরে জুতো পায়ে ওডেল যখন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল তার আগে পুরো দু ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। পর্বতারোহী-মাত্রেই আজও বিস্মিত হন : মাত্র দু ঘণ্টা!

রুকস্যাকে পাউণ্ড পঁচিশেক খাবার পুরে নিল ওডেল, ওপারে যদি ওদের খাবারে টান পড়ে! তাঁবুর সামনেটা ভাল করে বেঁধে দিল, খুঁটিগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখল—এখানে-সেখানে দুটো-একটা পাথর চাপা দিয়ে তাঁবু দুটো ভাল-ভাবে সুরক্ষিত করল। ব্যস্, ওডেল এইবার রওয়ানা দিল ষষ্ঠ শিবিরের পথে। ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজেছে।

গোড়ার দিকটায় পথ তেমন দুর্গম নয় যদিও অত্যন্ত বিপদসংকুল। চড়াই ভাঙতে হয় না কিন্তু এগোতে হয় যেন দেওয়াল ধরে ধরে। পাহাড়ের গা প্রায় আগাগোড়া পঞ্চাশ ডিগ্রী কোণ নেমে গেছে। আর পায়ের তলায় সেই আলগা আলগা স্লেট পাথর, তার উপরে কুচি কুচি বরফ ছড়ানো। তবে বরাত ভাল হাওয়া এখনও তেমন তীব্র নয়।

অতি সন্তর্পণে ওডেল এগোতে লাগল। বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত এগোল। অনুমান করল অন্তত চার ফার্লঙ পথ অতিক্রম করে থাকবে। আর উঠেছেও নিশ্চয়ই শ' সাতেক ফুট।

কিন্তু এর পর একটু অধৈর্য বোধ করল ওডেল। কিছুক্ষণ থেকেই ও বুঝতে পারছিল যে, গিরিশিরার এই ধারটা ধরে চললে ম্যালোরিরা কতদূর এগোল তা ও বুঝতে পারবে না। সব চাইতে ভাল হত যদি ছুরির ফলার মতো ওই উত্তরের গিরি-শিরাটার উপর দিয়ে এগোনো যেত। এভারেস্টের পুরো উত্তর দিকটাই চোখের উপর থাকত তা হলে। কিন্তু সে কি সম্ভব?—অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ওডেলও একটু ইতস্তত না করে পারল না।

কথাটা একটু আগে খেয়াল হলে এত ভাবনার আর-কিছু থাকত না। একটা [illegible] সংগ্রহের জন্য একটু আগেই

বহুদূরে দুটো বিন্দু নড়াচড়া করছে

এই নমুনার। ঠিক পথটি নজরে পড়লে সব কর্টি ইন্দ্রিয় যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। গিরিশিরাটার উপরে উঠে আসতে ওডেলের সময় লাগল পুরো দেড় ঘণ্টা। ইতিমধ্যে হাওয়ার বেগ একটু বেড়েছে। আর এমনই দুর্দৈব, অল্প অল্প মেঘ জমছে এভারেস্টের গায়। চলতেও এখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল ওডেলের। পথ আর কেবল বিপদ-সংকুল নয়, দুর্গমও। প্রতি পদক্ষেপে ওডেলকেও আট থেকে বারো বার শ্বাস নিতে হচ্ছিল। অবশেষে—বেলা তখন ঠিক বারোটা পঞ্চাশ—ওডেল দেখতে পেল বহু দূরে দুটো বিন্দু নড়াচড়া করছে। ওডেল দেখল, একটা বিন্দু একটু ঝুঁকে পড়ে অপর একটা বিন্দুকে দ্বিতীয় শিলাস্তরের উপর উঠে আসতে সাহায্য করছে। তারপরই অকস্মাৎ মেঘের যবনিকা নেমে এল।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আরও কয়েকবার ওডেল দেখতে পেল ওদের। ওরা লড়ছে। যে-কোন কারণেই হোক ওদের দেরি হয়ে গেছে। যেখানে সকাল আটটায় পৌঁছবার কথা সেখানে ওরা পৌঁছেছে বেলা একটায়। তবু ওরা হাল ছাড়েনি। ওরা লড়ছে এবং উঠছে।

মনে মনে ওডেল একটা মর্মান্তিক হিসেব কষে ফেলল। এই গতিতে শীর্ষে পৌঁছতে ওদের বেলা সাড়ে চারটে বেজে যাবে। ফিরতে ফিরতে রাত ঘনিয়ে আসবে। অন্ধকারে এ পথে নেমে আসা

ওডেল প্রায় ওই গিরিশিরাটা পর্যন্তই উঠেছিল সেখান থেকে গিরিশিরার পথ ধরে এগোলেই হত। এই অতি সাধারণ কথাটা তখন মাথায় আসেনি বলে ওডেল একটু বিস্মিত হল। এখন এই একশো ফুট যেন হাজার ফুটেরই সামিল—আর নিঃসঙ্গ অবস্থায় হয়তো বা মৃত্যুরই সমতুল।

পর্বতারোহীর শ্যেনদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওডেল। দুটো-একটা সম্ভাব্য পথ নজরে পড়ল কিন্তু দূর থেকেই ওডেল বুঝতে পারল ওসব পথে আরোহণ করা সম্ভব নয়। অবশেষে ফার্লং দুয়েক সামনে একটা বরফের নালা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ওডেলের মনে হল "দ্যাট গালি উইল গো।" পাহাড় পর্বতারোহণের পথ খুঁজবার ধরনটাই

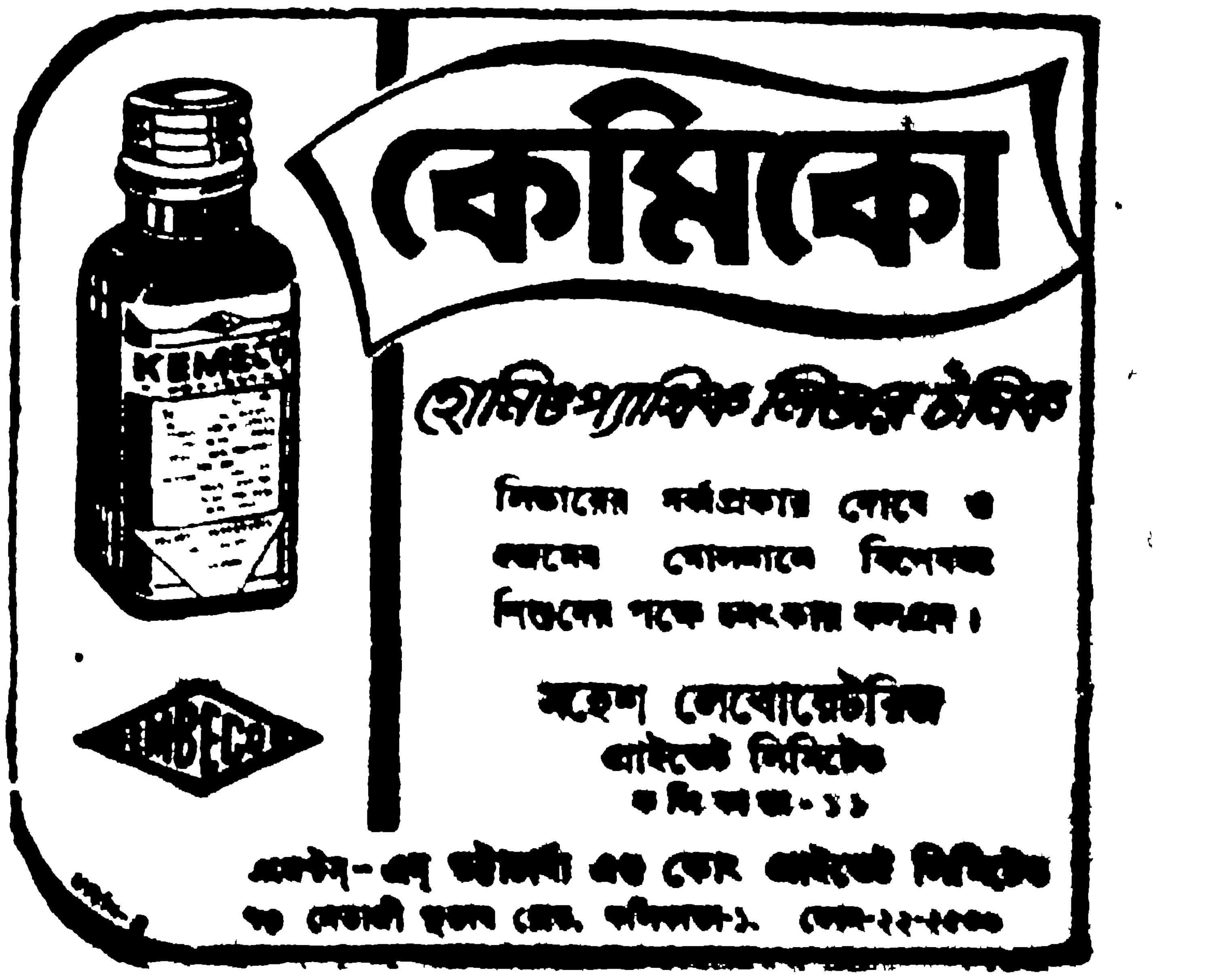

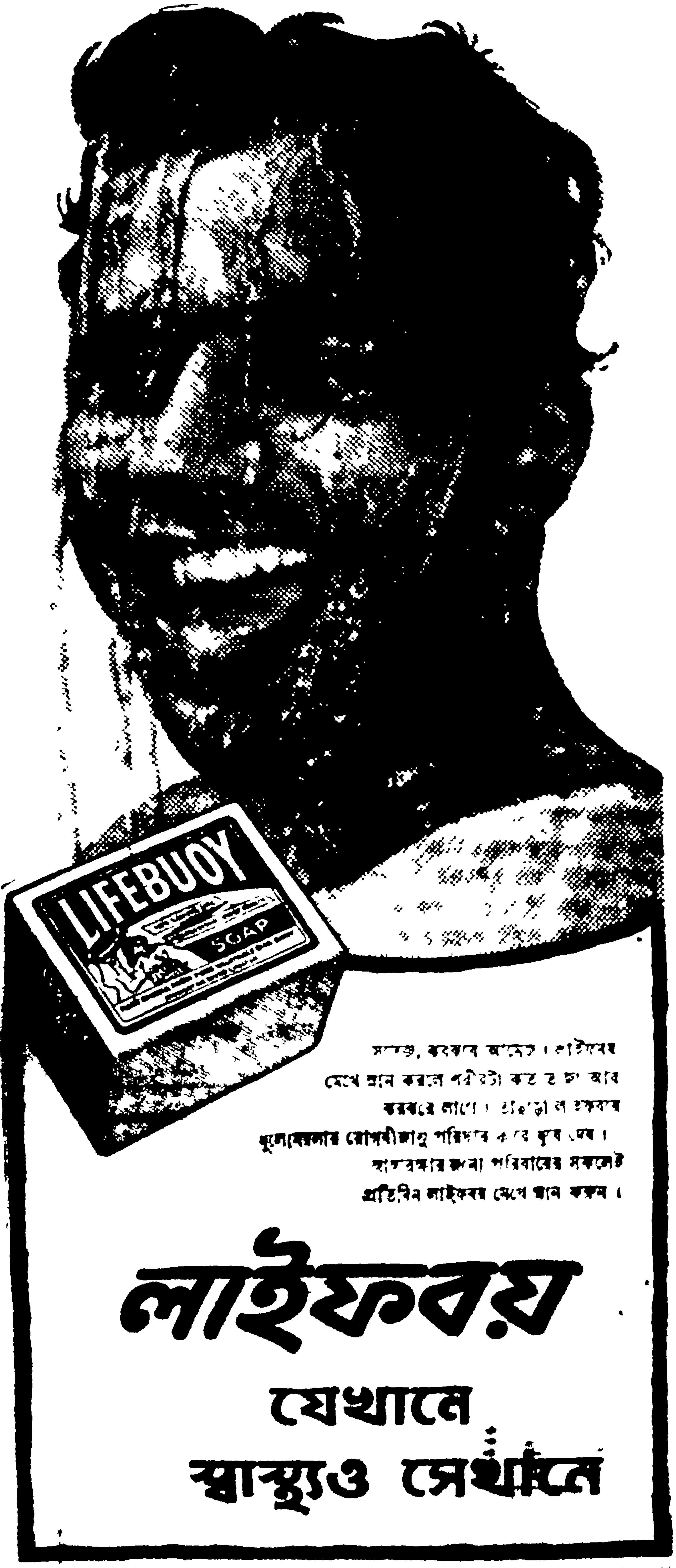

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী L. 40-41 BG

শয়তানের পক্ষেও অসম্ভব। আর এই তুষার-ঝটিকার মধ্যে একটা রাত বাইরে কাটানো মানে—। হিসেবটা আর শেষ পর্যন্ত টানতে পারল না ওডেল।

এই অনিবার্য পরিণামটা বুঝবার পর ওডেল যদি সুড়সুড় করে নিজ নিরাপত্তায় ফিরে আসত তবে ওর দোষ ধরবার কিছু থাকত না। ওডেল ওডেলই থাকত। কিন্তু এক ওডেলই বোধ হয় ওডেলকে অতিক্রম করতে পারে।

ওডেল যখন ২৬ হাজার ৮শ' ফুট উঁচু ষষ্ঠ শিবিরে গিয়ে পৌঁছল বেলা তখন দুটো। তীব্রবেগে তুষার পড়ছে এবং হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৬৫ মাইল। এখানেও কোন চিরকুট খুঁজে না পেয়ে ওডেল একটু হতাশ হল। পাহাড়ে উঠবার কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওডেল। তারপর দুশো ফুট পাহাড় বেয়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠল। কিছুক্ষণ ইওডেল (সংকেতধ্বনি) করল। কিন্তু কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে নেমে আসবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ এভারেস্টের উপর থেকে মেঘ কেটে গেল। কিন্তু কোথায়ও কোন সজীব চিহ্ন নজরে পড়ল না ওডেলের।

নেমে আসবার পথে ভূতাত্ত্বিক নমুনা হিসাবে আবার কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে নিল ওডেল।

ম্যালোরির শেষ নির্দেশ অনুযায়ী ওডেল সেদিনই চতুর্থ শিবিরে নেমে আসে ষষ্ঠ শিবির থেকে।

*

৯ই জুন ১৯২৪। চতুর্থ শিবির প্রায় সবাই অসুস্থ। লোপসাংও। শেষবারের দিক প্রচণ্ড তুষার ঝটিকা উঠেছিল বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু ঝড়ের বেগ কিছুমাত্র প্রশমিত হল না। সব তুচ্ছ করে ওডেল আবার রওয়ানা হল। শেষবারের মতো একবার দেখা কর্তব্য।

৪ নম্বর থেকে ৫ নম্বর। ৫ নম্বর থেকে ৬ নম্বর তারপরে আবার ৪ নম্বর। ২৩ হাজার ফুট থেকে ২৭ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে আবার ৪ হাজার ফুট নেমে এসেছে ওডেল। একা—একই দিনে। উপর্যুপরি দুই দিনে একই বিস্ময়ের অবিশ্বাস্য পুনরাবৃত্তি।

নতুন করে ম্যালোরিদের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। সব যেমন যেমন রেখে এসেছিল আবারও ঠিক তেমন তেমনই দেখে এসেছে।

তবে একটা বিষয়ে পর্বতারোহীরা আজও সুনিশ্চিত। সুযোগ পেলে ওডেল ১৯২৪ সালেই এভারেস্ট-শীর্ষের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারত।

কমিউনিস্ট সমাজের সবত্রই স্লোগান। দুনিয়ার প্রলেটারিয়েট এক হও", এগিয়ে চল! কমিউনিজম গড়—ধরায় স্বর্গ আন।" তরুণ কমিউনিস্টের রোমান্টিক হৃদ-কন্দরে কত প্রসবী—কাজাখস্তান ইত্যাদি। এক কমিউনিস্ট লেখক একটি সহজ সুন্দর স্লোগান দাবি করেছেন [illegible] হাসো"

সম্প্রতি আমার স্ত্রী আমায় একটি হাসির বই উপহার দিয়েছেন। [illegible] বছর আমার [illegible] তিনি [illegible] উপহার [illegible] বইটিতে রয়েছে [illegible] হাসির গল্প ও [illegible] সম্পাদক [illegible] বিখ্যাত [illegible] পত্রিকা [illegible] এর [illegible] সম্পাদক [illegible] এবং [illegible] সম্পাদকের [illegible] প্রকৃতির [illegible] হাসির [illegible] কমিউনিস্ট পার্টির [illegible] ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত [illegible] কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে যে প্রধান কর্তব্যসমূহ নির্ধারিত হয়েছে তাদের [illegible] কমিউনিস্ট নীতির মর্মানুযায়ী [illegible] শিক্ষা। যেহেতু এই শিক্ষার অন্যতম সর্বপ্রধান বাহন ব্যঙ্গ ও রসিকতার শিল্প সেহেতু ইত্যাদি ইত্যাদি" (সম্পাদক ঠিক এ কথাই লিখেছেন।। "কেন হাসব" এ প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বলেছেন কেবল হাসির একটি করুণ গল্প। গল্পটি এই

ওরা বলে হাসিটা শিশুদের জন্য। বড়দের কাজ গোঙানো, নালিশ করা, নিজের মাথার পাকা চুলগুলো দেখানো, কিডনিতে কত চিনি জমল, তার হিসেব করা আর মরার কথা বলা। আমরা কিন্তু ওদের তোয়াক্কা না করেই হাসব, আর যদি পারি তবে মরব বোল বছর বয়স্কের মতো।

আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিল। সে মরে ঠিক বোল বছর বয়স্কের মতো, যদিও পাসপোর্ট অনুযায়ী তার বয়স তখন ষাটের ওপরে। তার হাবভাব ছিল ছোকরাসুলভ। সন্ধ্যার আসরে সে-ই নাচত সবার চেয়ে বেশি। আর তার মুখে থাকত স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি।

ওকে কেউ কখনই বিশ্বাস করত না। অল্প বয়সে তার খাওয়া জুটত না। সারাটা দেশ সে তখন চষে বেড়িয়েছে—কখনো করেছে দোকানের দালালী, কখনো বেচেছে রঙিন কার্ড, ট্রেনের যাত্রীদের ছবি এঁকেছে দুটো পয়সার জন্য, ফিরি করেছে পুরনো খবরের কাগজ। কিন্তু ওর দুরবস্থার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি—ওর মুখে যে সবসময় হাসি। ছেলেমেয়েরাও তার প্রায়ই থাকত অভুক্ত। কিন্তু তাদের কথাও কেউ বিশ্বাস করত না। কারণ ওরাও যে বাপের কাছ থেকে হাসতে শিখেছে। আছাড় খেয়ে কর্মীটির নাক দিয়ে যখন রক্ত পড়েছে তখনো কেউ বিশ্বাস করেনি—ওর বাথা লাগছে। কারণ ওর মুখে যে হাসি।

ফ্যাসিস্টরা ওকে একদিন ধরে নিয়ে যায় ফ্যাসিবিরোধী বন্ধুদের সে লুকিয়ে রেখেছিল বলে। ছাড়া যখন পেল তখন কেউ বিশ্বাস করল না যে অত্যাচার সইতে হয়েছে তাকে। কারণ বেরুল সে হাসিমুখে। আমার [illegible] এ ছেলে [illegible] ওর একটা [illegible] সম্ভব উচ্চাসনে সে কখনো [illegible] হয়নি। কারণ আপনারাই বলুন সম্ভব প্রতিষ্ঠানে কেউ যদি হাসে [illegible] কেলেঙ্কারির কাণ্ড [illegible] যে [illegible] সব সময় হাসে [illegible] কোনো গুরুগম্ভীর কাজ [illegible] কেনো [illegible] বুড়ো [illegible]

[illegible] ছোট [illegible] ছবি। [illegible] সবাই [illegible] সুন্দর [illegible] সাবাক্ষণ হাসছে। [illegible] মহোদয়গণ সেসব ছবি দেখে মাথা নেড়ে বলতেন:

খুব সুন্দর কিন্তু বড় অগভীর।

কেবলই আনন্দ, সেটা কি সম্ভব? আমরা জানি প্রকৃত শিল্প হল বাস্তববাদী, গভীর তার মর্ম, গম্ভীর তার প্রকৃতি। একে শিল্প বলে না।

ওকে বলা হল চারিত্রী প্রকৃতির নাগরিকদের ছবি আঁকতে। সে বন্ধুদের সে লুকিয়ে রেখেছিল ফ্যাসিস্টরা যাদের গুলী করে মেরেছে তাদের ছবি আঁকতে। সে তা আঁকলও। কিন্তু সেখানেও তার সেই চপলতা। ছবির লোকেদের মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি। তাদের কেউ হাসিমুখে আদর করছে বাচ্চাদের, কেউ ফুল তুলছে মাঠে। "এতো, ধাপ্পাবাজি!" বলল কেউ কেউ। কেউ বিশ্বাস করল না যে সে তার বন্ধুদের সত্যিই ভালবাসে শ্রদ্ধা করে। বলল, ওদের সঙ্গে লোকটার পরিচয় সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা বলল আসলে ঐ লোকেদের সঙ্গে ওর কোনো বন্ধুত্বই ছিল না। কারণ ও নিজেই যে বলছে ওরা ছিল স্থিরধস প্রকৃতির লোক মৃত্যুকে তারা বরণ করেছে নির্ভয়ে। নির্ভীক মানুষ কি সারাক্ষণ হাসে?

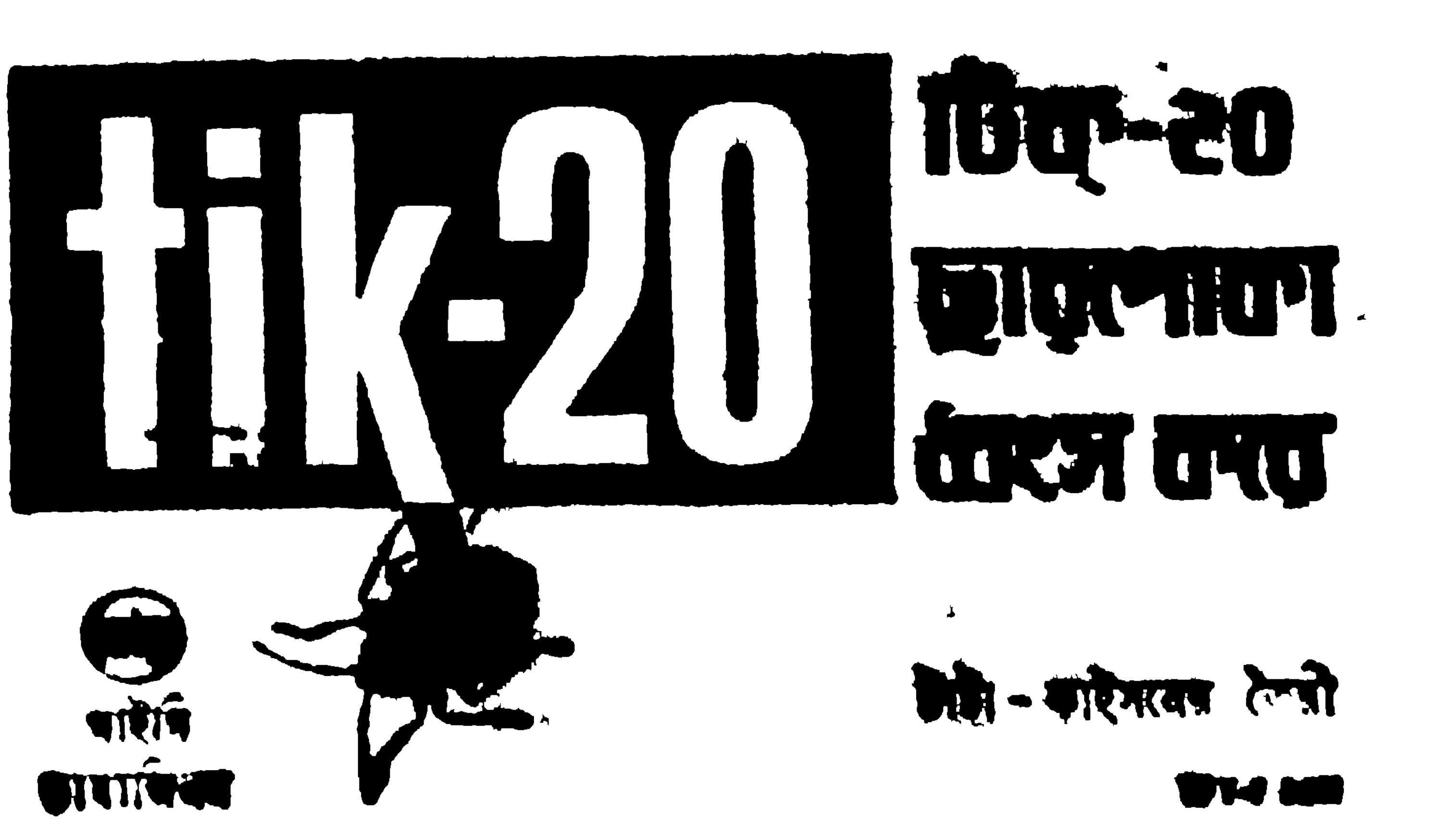

সবাই মান্যগণ্য করত অন্য শিল্পীকে যার সবসময় গম্ভীর চাল। সারাক্ষণই তার ক্ষোভ, সে শিগ্গিরই মারা যাবে বলে। সর্বদাই সে জীবনকে এঁকেছে ঘন করে এমনকি কালো করেও। সারাক্ষণ তার আর্তি—মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তার নিজের আর শিল্পের।

কিন্তু এমনই কাণ্ড ঐ হাসিয়ে লোকটিই মারা গেল আগে। আর কেউ সেটা বিশ্বাস করল না। সারাক্ষণই যে হাসে সে কি কখনো মরতে পারে? গত পরশুই তো সে হাসছিল, এখনো কানে বাজছে তার হাসির আওয়াজ। ওর ঠাট্টা তামাশা কি এখনো শুনতে পাচ্ছ না? আর ওর সেই ছবিগুলো—বাচ্চাদের, আমুদে—সেগুলোও কি নাচছে না চোখের সামনে? উজ্জ্বল পাতলা ফ্রেমগুলোর নিশ্চিন্ত মনে খুশমেজাজে চমকাচ্ছে না কি তারা? কখনো যার মুখে একটা ক্ষোভের কথা শোনা যায়নি সে লোক মরবে কী করে? মরবে বরং ওর ঐ বিরসবদন সহশিল্পী—বাড়িতে বসে সারাক্ষণ তার নাকিকান্না।

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করে না যে লোকটা মরেছে। এমন কি আমিও না। কারণ চোখ

খ্ুঁজলেই দেখি ও সামনে দাঁড়িয়ে। খুশদিল, সজীব, উৎফুল্ল। পরনে সেই পুরনো কর্ডুরয় ট্রাউজার্স। লম্বা দাড়ি চিবুকের প্রান্তে। এক্ষুনি যেন হাতটা ধরে সে বলে উঠবে—

—আরে হাসো! দেখছ না, আকাশটা কী নীল! এস গান গাই। আর সে গান একেবারে ঐ নীল আকাশে উড়ে যাওয়া চাই।

আপনারাও তাকে দেখতে পেলেন তো? নিশ্চয় পেয়েছেন, তাই আপনাদের মুখেও হাসি। তাই তো বলি, কমরেডরা হাস। লোকের কানে সারাক্ষণ লেগে থাকবে তোমার হাসি। সেটা কি খারাপ?

গল্পটির লেখক বুলগেরিয়ান। বুলগেরিয়ার বিষয়ে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। রুশদের বেলায় বলতে পারি গল্পে বর্ণিত ঐ হাসিয়ে লোকটির মধ্যে রুশ চরিত্রেরও আদল আসে। প্রকৃতি আর [illegible] সৃষ্ট বহু ঝড়ঝাপ্টা বরফপাত রুশরা সয়ে গেছেন ঐ হাসির জোরে। এবং না ছ-সাত মাসের প্রচণ্ড শীত আর বরফকে তাঁরা জয় করেছেন তাদের সঙ্গে [illegible] সব সম্পর্ক পাতিয়ে। এবং তাদের ভালবেসে। রুশরা যখন ছাড়তে যান তখন [illegible] বরফের জন্য মন কেমন করে।

রুশ হৃদয়ের সঙ্গে শীতের সম্পর্কের একটি উল্লেখ [illegible] বৈজ্ঞানিক [illegible] বিশ্লেষণ [illegible] ইউরিয়েভ। নানা [illegible] সব [illegible] আলাপ করে তিনি [illegible] শীতকে ভালবাসার কারণটা [illegible]

শীতের প্রেম

তিনি বলছেন, শীত প্রেমিকদের খুবই প্রিয়। তার অন্যতম কারণ [illegible] শীতকালে প্রেমের জোরটা [illegible] পাওয়া যায়। অন্য দেশের মতো [illegible] মেয়েরাও অভিসারক্ষেত্রে আসে অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি করে। শূন্যের নীচে তিরিশ ডিগ্রীতে এক ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কেবল সেই ছেলেই যার

গ্রীষ্মের শিকার

ভালবাসাটা নিখাদ। ছেলেটির ঐ নাককান [illegible] প্রতীক্ষাই হল তার সোহাগের [illegible] প্রত্যক্ষ প্রত্যোভূতি। প্রণয়ী-প্রণয়িনীদেরও শীত পছন্দ। কারণ তাদের [illegible] মনোরম ভাষায় হৃদয়ের প্রস্তাব আপনে অপারগ। বাঘা শীতে ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর কাব্যরসের সব প্রচণ্টাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠোঁটগুলো এমনই জমে যায় যে কিছু বলতে গেলেই যেন কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি লাগে। তাই দুয়েকবার খটাখট আওয়াজ তুলে ছেলেটি প্রেমপূর্ণ জিজ্ঞাসু নয়নে প্রিয়ার দিকে [illegible] মেয়েটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় তার সানন্দ সম্মতি।

ইস্কুলপড়ুয়া বয়সের ছোটরা হল শীত-বুড়োর সবচেয়ে বড় ভক্ত। কারণ তখন ঠাম্মা দিদ্মারা এত মোটা মোটা জামা পরান যে [illegible] সত্ত্বেও লাগার এতটুকু ভয় থাকে না। দুষ্টুমিতে মার খাবারও আশংকা নেই। কারণ পার্কের কোণে বসে [illegible] ঠাম্মা-দিদ্মারাও জমে গেছেন, [illegible]

[illegible] শীত একটা ভয়ংকরী ব্যাপার। গ্রীষ্মকালে যে শ্রোতাদের সভাগৃহ ছেড়ে পলায়ন ঠেকান প্রায় অসম্ভব শীতকালে তাঁরাই সন্তুষ্টচিত্তে সভাগৃহের আরামী চেয়ারগুলোয় বসে ঢুলতে থাকেন। কেউ যদি মুহূর্তের তরে জেগে উঠে সতৃষ্ণনয়নে তাকান দরজার দিকে অমনি তাঁরই কোনো সহযোগী বলে ওঠেন, "বাইরে মাইনাস তিরিশ ডিগ্রী"। তখনই তন্দ্রাভাঙা লোকটি আবার জাঁকিয়ে বসেন তাঁর চেয়ারে।

বুড়োরাও শীত ভালবাসেন কারণ গজগজ করবার একটা ভালো অজুহাত তাঁরা পান। আরে ছাঃ, এ আবার শীত নাকি? তিরিশ ডিগ্রী? আরে ছোঃ! শীত পড়ত সেই আমাদের ছেলেবেলায়। পথে পথে লোক জমে মরে যেত। আর এখন? নদীর ভগাটাও ঠিক মতো চিনচিন করে না। আর বরফ? আরে আমাদের কালে বাড়িগুলো মাসের পর মাস থাকত বরফের নিচে। আর এখন! এখন যদি কেউ বাড়িতে বসে থাকে তবে বুঝতে হবে লিফ্‌টটা কাজ করছে না।"

নীতিবাগীশদেরও শীতকালটা পছন্দ। কারণ তখনো তাঁরা সাগ্রহে অনুধাবন করে চলেন সেই একই সব দৃশ্য নৈতিক অবনতির সমীকার বা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাসের জন্য লাইন দিয়েছে লোকেরা। তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতে কাঁপুনি। বাস যখন এল তখন তা লোকে বোঝাই। তাই লাইনের সবার তাতে ঠাঁই হল না। পরের বাসটার জন্য যারা পড়ে রইল তারা দোষ দিল ঐ ভাগ্যবন্তদের, যারা আগেই উঠেছে, বসেছে বাসে। তারাই তো এদের জায়গা করে দিল না। ওদিকে বাসের লোকেদের অভিযোগ—লোকেরা যদি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তাহলেই আর বাসে এমন ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয় না। নীতিবাগীশ তা দেখে বিষাদ মুখে বলেন "সেই এক হাল। অথচ বলা হয় লোকেদের নাকি উন্নতি ঘটেছে।"

তাহলে কি বসন্তের কোনই কদর নেই রুশদের কাছে? ইউরিয়েভ তাঁর "গবেষণার" ফলে জেনেছেন বসন্তটাও প্রেমিকদের কম পছন্দ নয়। কারণ তখন খোলা জায়গাতেও দিব্যি চুমু খাওয়া চলে, ঠোঁট জমে যাবার ভয় থাকে না। বাচ্চারা তাদের শীতের জামাকাপড়ের খোসা ছাড়িয়ে হালকা বোধ করে। বুড়োদের কপালেও জুটে যায় বহু বৃষ্টি বাদলার দিন। বুড়োরা তাঁদের বুড়োহাড়গুলো সেঁকে নিতে পারেন রোদে। আর নীতিবাগীশরা? কোনো নীতিবাগীশ কখনো তাঁর মত পালটেছেন, এমন কথা কেউ কোথাও শুনেছে কি!

শুভময় ঘোষ

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
দাম ৩.৫০—বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষার অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"—দাম [illegible]
"Speak English as you please."
Rs. 2.50.
[illegible]
৬৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
ফোন: ৩৪-৪১১২

[illegible] রচিত [illegible]
[illegible] :
তিব্বতের প্রাণপুরুষ
দাম ৪.৫০
[illegible]
৬৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১২
[illegible]
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-১২

"ছেলের চিঠি পেয়ে কোথায় বেড়াতে এলাম আর এখন কিনা সারাক্ষণ রান্নাঘরেই কাটাতে হচ্ছে!"
হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ ছেচল্লিশ ॥

ডাঙার মানুষ জলে জলে ভাসছে। হল কত দিন? কে জানে। পাঁজি পুঁথি ধার কে দিস? ধরতে গেছে? দিন কুড়িক হতে পারে। এক মাস হলেও অবাক হবার নেই। বংশীর তো মনে হচ্ছে এক বছর। বাচ্চা ছেলের জন্য মন টানছে। বংশীর এক খুড়তুতো ভাইকে সাদামানে বাঘে তাড়া করেছিল। জলে ঝাঁপ দিয়ে সে প্রাণ বাঁচাত। বংশীরও ঠিক তাই। তিন তিনটে মারা গিয়ে ঐ বাচ্চা কিন্তু কোলে কাঁখে নিয়ে ঘরবসত করবার জো নেই। বাঘ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙায় উঠলে কাক করে টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘ নয় পরেশগাছির বড়ো দারোগা।

গাঙ-খাল পাঁচ গ্রাম কত ঘুরল। দুই তীরে দুই ... ছুটোছুটি করে খবর খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়। ... মুখে যা হোক দুটো ... তারপর ... বেরুলো। ... ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় যদি ... কিছুতে কিছু হচ্ছে না। ... কোন রকমে ওঠে, এই পর্যন্ত।

শখ করে কাজে ছুটি নিয়ে নিল হয়তো কোন একদিন। অজানা পথের হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করে বেড়াল। কোন বাড়ি যাত্রাগান খুব জমেছে, চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে গান শুনতে বসল। দলটার মধ্যে সবচেয়ে স্ফূর্তি সাহেবের। কাজকারবার না হোক, প্রাণ ভরে দেখাশোনা হয়ে যাচ্ছে। রকমারি মানুষজন দেখছে, মাঠঘাট বনজঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছে। পোড়া মাটি শহরের জায়গায় ছেলেবয়স কাটিয়ে এসেছে যা দেখে সবই যেন তাজ্জব লাগে। বংশী আর গুরুপদ চটে যায়। পরের দায়ে এসেছে, নিজের হলে আহা-ওহো করে স্বভাবের শোভা দেখবার পুলক হত না।

সিঁধকাঠি নতুন করে হল, যথানিয়ম বিধিব্যবস্থা ছাড়া কাজ হয় না। বুদ্ধিমানদের কঠিন নিষেধ অকারণ নয়। কপাল ভাল তাই বড় রকমের বিপদ আসেনি কিন্তু অপদস্থ হয়েছে অনেক। সিঁধ কেটে দেখা গেল বিশাল ছাপবাক্স পড়েছে সমস্ত মুখটা জুড়ে। বাক্সর উপর মানুষ শুয়ে আছে, সে হাঁক দিয়ে উঠল: খস খস করে কি? কে ওখানে? বুদ্ধি করে বংশী কিচমিচ করে ইঁদুর ডাকল। ইঁদুর নয় বিরক্ত স্বরে মানুষটা বলে, দেখছি বাক্স মজা, জাতিকল পাতব। ইঁদুর হয়ে বেঁচে এলো নয়তো ভোগান্তি ছিল সেদিন। আর এক রাতে আয়োজন করে পাকা দেওয়াল কাটতে গেছে, যন্ত্র ফিরে আসে যেন লোহার পিঠে লোহার ঘা পড়ছে। কী ব্যাপার? সাবধানী গৃহকর্তা জানলায় নিচে—চোরের [illegible] খোঁড়ার সম্ভাবনা—[illegible] মাটি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। [illegible] সিমেণ্ট। নাও, হল তো— হিমসিম [illegible] খাম পায়ে ফেলে এবার ভিটেতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। বিচক্ষণ খুঁজিয়াল থাকলে এমন হয় না। কুদিরাম আচার্যের মতো মানুষ ফুলহাটার উপর—তাঁকে একটিবার বলে দেখলে না কেন বংশী? এক মাস দু-মাস এমন কি বছরও ঘুরে যায় কুদিরামের এক একখানা কাজ গড়ে তুলতে। গড়াপেটা সারা করে কারিগরকে জানান দিয়ে দেয়, কারিগর নিশ্চিন্তে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে চুরি রীতিমতো এক শিল্পকর্ম। সকালবেলা পড়শিরা এসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কানে শুনে দূর-দূরান্তরের মানুষ দেখবার জন্য ছোটে। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর পরিশ্রম যায় পিছনে, তার বড় মর্যাদা। সে আপনি মহৎকর্মে প্রয়োগ করুন, আর চোরাই কাজে লাগান। আর এরা যা করছে—ছিঃ! কাজই তো নয় ছেলেখেলা।

দিন যায়, শেষটা মরীয়া হয়ে উঠল। লাইনের যত-কিছু নীতি-নিয়ম, ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। সাহেব সকলের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। ওস্তাদের ছাড়পত্র নিয়ে প্রথম

নতুনতর পটভূমিকায় ভিন্নতর রসসৃষ্টির
সার্থকতায় সমুজ্জ্বল চারখানি উপন্যাস

পাহাড়ী গাঁয়ের কথা
নীলিমা দাশগুপ্ত । ৫·০০ ॥

রাত্রিশেষের তারা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত । ৫·০০ ॥

সমুদ্র শঙ্খ
শক্তিপদ রাজগুরু । ৪·৫০ ॥

পতাকা যারে দাও
প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৪·৫০ ॥

বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকার জন্য লিখুন

এম. সি. সরকার

…তায় বেকুব হয়ে ফিরবে না, কিছুতেই নয়। আরও একটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—নতুন ছোঁড়া দুটোর একটি—কেষ্টদাস। কালে কালে সে সাহেবেরই দোসর হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত—এমনি সব ভাইদের নাম। আরও একটি আছে—অনন্ত। গুরুপদর খবর। সাকুল্যে কতগুলো ভাই, সঠিক বলা যাবে না, একটা দিলে এর বেশি হয় না।

অনন্তর বয়স কম, এই বছর তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড়। হাকিমের পেস্কার। যে হাকিমকে নিয়ে কাজকর্ম, রোজগারের হিসাবে অনন্ত যার কয়েক কিনে ফেলতে পারে তাঁকে। গায়ের জামায় ফরমায়েস দিয়ে পাঁচ ছটা পকেট বানাতে হয়, আদ্দির তিন পকেটে কুলায় না। কোর্টে যাবার সময় ফাঁকা পকেট, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় রেজগির ভারে পকেট-গুলো ছিঁড়ে ছাড়বার দাখিল। আইন-আদালতের জন্মকাল থেকে অলিখিত নিয়ম চলে আসছে কোন কাজের কি প্রকার তদ্বির। বাঁ-হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে বাড়ানোই রয়েছে— পয়সা-দুয়ানি সিকি-আধুলি পড়া মাত্র হাত মুঠো হয়ে পকেটে ঢুকে পলকের মধ্যে আবার পূর্বস্থানে। যন্ত্রবৎ এই প্রক্রিয়া সমস্তটা দিন। হাকিম মুখ একটু বাড়ালে সমস্ত নজরে পড়বে। ছেলেরা আড়াল করে তামাক খায়—হুঁকোর ফড়ফড়ানি কানে আসছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে নেই। এ-ও তেমনি ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঈর্ষা ও অনুতাপের বশে মুখ গুঁজে থাকেন হাকিম মশায়: হায় রে, বাঁধা-মাইনের হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার হলাম না কেন যাবতীয় লেখাপড়া কর্মনাশার জলে দিয়ে?

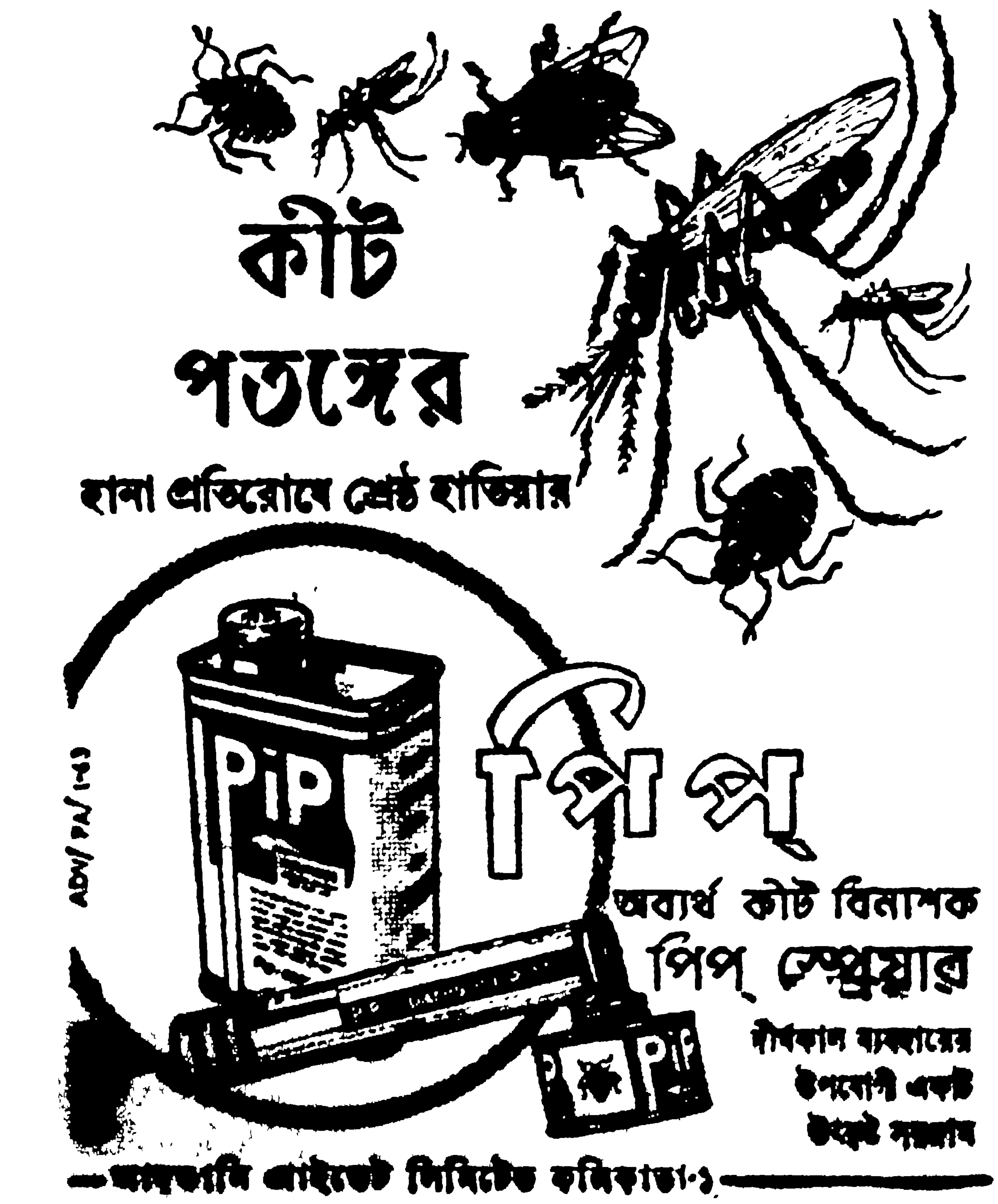

এ হেন পেস্কারের চাকরি অনন্তর। খুলনা থেকে কাল সে বাড়ি এসেছে কদিনের ছুটিতে। বাদার ইজারা নিয়েছে বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত, বন কাটার জন্য জনমজুর লাগিয়েছে। সদর থেকে অনন্তই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, টাকাকড়ির দায়ও তার উপরে।

গুরুপদ খোঁজ এনে দিল। ঘোরা-ঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে ডিঙির চালিতে সে শুয়ে পড়েছে। আর রইল বামনদাস। দুজনকে ডিঙিতে রেখে কালী-নাম স্মরণ করে অন্যেরা বেরিয়ে পড়ল। পথ বাতলে দিয়েছে গুরুপদ, সেই পথে অদৃশ্য রূপে মা-জননী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। কাজের সময় সিঁধকাঠিতে ভর কোরো মা, কাঠি হবে বজ্রের মতন। সিঁধের মুখে কুবেরের ভাণ্ডার জড় করে রেখো মা—

কী যেন ঠাণ্ডা মতন পায়ের উপর। সাপ? না, কোলাব্যাং একটা। লাফ দিয়ে এসে পড়ল, আবার চলে গেল। কুঠির দীঘিতে সোলমাছ ধরতে গিয়ে সাপই পায়ে উঠেছিল। সাপে ছোবল দিলেও এ সময়টা হুড়োহুড়ি করবার জো নেই, নিঃশব্দে ধীর পায়ে সরে যেতে হবে। রান্নাঘরের কানাচে কাচনির বেড়ায় চোখ রেখেছে সাহেব আর বংশী। কানে শুনছে ভিতরের কথা, চোখে দেখছে ভিতরের মানুষ।

বড় সংসার, এক গাদা মেয়েলোক। গিন্নি যাকে বলা যায়, বয়স হলেও বেশ হাসি-খুশি মানুষটা।

নতুন বউকেও ভাত দিয়ে দাও শীগ্‌গির।

বাবুদের দাওয়ায় ঠাঁই হচ্ছে, বউ ঘরের মধ্যে বসে খেয়ে নিক।

নতুন-বউ সলজ্জে বলে, না দিদি, আগে খাব কেন? তোমরা যখন খাবে তখন। সকলে এক সঙ্গে।

[সাহেব বলছে, নাও না খেয়ে বাপু, বড়র কথা শুনতে হয়। আর কষ্ট দিও না। শীতটা বড্ড পড়েছে। খেয়ে নিয়ে এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

বলছে সাহেব মনে মনে, ঘর-কানাচের ঝোপজঙ্গলে দাঁড়িয়ে।]

সেই বড়-জা হেসে হেসে নতুন-বউকে বলে, তোমার যে ভাই কাল থেকে চাকরি চলছে—আপিসের হাজরে। ছোটবাবু চারদিনের জন্য এসেছে—মিনিটের দাম হাজার হাজার ঘণ্টার দাম লাখ।

নমি মেয়েটা বলে, অংকে ভুল হয়ে গেল কিন্তু বড়বউদি—

এ কি দারাপাতের অংক যে পাঁচ দুনো দশ ছয় দুনো বারো হতেই হবে। ঐ বয়সে এদের অংক আলাদা—

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল থেমে গিয়ে নমির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল।

নমি বিধবা। আর ন্যাড়া হাত—নরুণ-পাড় ধুতি পরনে।

সেই ছোটবাবুই বুঝি ঘরে ঢুকল। ছোটবাবু অর্থাৎ অনন্ত। সকলের অলক্ষ্যে নতুন বউয়ের দিকে চোরা চাউনি হানা—মানুষটা অনন্ত ছাড়া কেউ নয়।

বড়বউ বলে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতেছে ঠাকুরপো। সকলকে ডেকেডুকে বসে পড় গে। বাত কোরো না যাও।

ফিক করে হেসে বলে ভাবনা নেই ভাই, নতুন বউ রইছে কিছু।

অনন্ত পুলকিত কণ্ঠে নিস্পৃহ ভাব দেখায়: ভারি তো ভাবনা কি না তোমার। নতুনের জন্যে দিয়েছ তো পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

সত্যি কথা বাপের বাড়ি শুধু লোক তো ঘুমুতে পারিনে। তুমি একলাই তবে বকবক করছিলে?

[ঘর-কানাচে সাহেব মনে মনে গরম হচ্ছে। দেওর-ভাজে ন্যাকা-ন্যাকা কথাবার্তা কতক্ষণ চালাবে শুনি? মশাও জো পেয়ে গেছে—মজা করে রক্ত খাচ্ছে, চাপড়টা দেবার উপায় নেই।]

অনন্ত বলছে, নমিতাকে নার্স-ট্রেনিং-এ ঢোকালে কেমন হয় বড়বউদি? হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে খাতির আছে। তাঁকে ধরেছি হয়ে যেতে পারে। দাদাদের মতামত, কারো অমত নেই। তোমরা কি বলো শুনি এবার নার্স হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয় একটা।

নিজেই নমিতা গোলযোগ করে ওঠে সকলের আগে: আমি যাব না, কক্ষনো না। হাসপাতাল অনাচারের রাজ্যি, খোদ কাণ্ডবাণ্ড সেখানে।

বড়বউ বোঝাতে যায়: তুমি নিজে ভাল থাকলেই হল ঠাকুরঝি। অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাছবিচার চলে না আজকালকার দিনে।

অনন্ত বলছে, এখনই পনের টাকা করে পাবি। পাশ করলেই হাসপাতালে নিয়ে নেবে, মাইনে সঙ্গে সঙ্গে ডবল। তিরিশ টাকা। তুই যা চালাক চতুর, পাশ করতে একটুও আটকাবে না।

বড়বউ চোখ বড় বড় করে বলে, তিরিশ টাকা—ওমা, সে যে এককাঁড়ি টাকা। ভেবে দেখ নমি, ইচ্ছাসুখে খরচপত্তর করবে, কারো কথার তলে থাকতে হবে না—

অনন্ত বলে, তিরিশেই শেষ নাকি, বাড়বে না মাইনে? তার উপরে প্রাইভেট প্রাকটিশ—

ঘাড় নেড়ে নমিতা ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি যাব না। মেয়েলোকে খারাপ হয়ে যায় বাইরের কাজে বেরিয়ে—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে: লাথি-ঝাঁটা মেরে বাড়ি তাড়িয়ে দাও বউদি, পরের বাড়ি ধান ভেনে বাসন মেজে আমার একবেলার ভাতের জোগাড় [illegible]। তবু আমি বাপের পাঁ ছেড়ে নড়ব না।

বড়বউ মরমে মরে গিয়ে বলে, ছি-ছি, এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কেমন করে ঠাকুরঝি? তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে বলা। ঘরবাড়ি তোমাদের, তোমাদের ভাইবোনের। পরের মেয়ে আমরা—তাড়াতে হয়, আমাদেরই তাড়িয়ে দেবে।

[ভাল জ্বালা হল দেখছি। সাহেব রাগে গরগর করছে: বলি, মশা কি ঘরের ভিতরের পথ চেনে না, বাইরেই যত উৎপাত? ভবিষ্যৎ মুলতুবি রেখে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় এবারে। ঘুমিয়ে পড়।]

বড়বউ ক্রুদ্ধ স্বরে অনন্তকে বলে, যে ক'টা দিন বাড়ি আছ ঠাকুরপো, নমির কথা কখনো মুখের আগায় আনবে না। খেতে বোসোগে যাও, ভাত নিয়ে যাচ্ছি।

বাবার মুখে অনন্ত খোঁচা দিয়ে বলল না: ঘেন্না ধরালি নমি। ব্যবস্থা একটা হতে যাচ্ছিল—কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?

নতুন বই নতুন চিন্তা নতুন স্বাদ

প্রকাশিত হল

শ্রীনন্দলাল বসু

কানাই সামন্ত প্রণীত

নন্দলালের জীবনব্যাপী শিল্পসাধনার আভাসসূচিত এই রেখাচিত্র সমকালীন বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান। রূপরাগের কবি চিত্রকর নন্দলালের অপরূপ জীবনকথা, তাঁর প্রতিভা ও রূপশৈলীর সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁর রূপকৃতির নূতন তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা ও শিল্পীর মুখ্য চিত্রপঞ্জীর এক অনন্য সমাহার এই গ্রন্থ।

সুমুদ্রিত অসংখ্য রেখাচিত্রে, ইটালিয়ান আর্ট পেপারে ছাপা বহু এক-বর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে শোভিত এই অমূল্য গ্রন্থ ব্যক্তিগত সংগ্রহের গৌরব ও গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। ৬·৫০

.. .. অন্যান্য বহু প্রশংসিত গ্রন্থ ....

উপন্যাস

অন্তর্জলী যাত্রা	৫·৫০	কমলকুমার মজুমদার
রক্তের হাওয়া	৫·০০	অসীম রায়
সোনালী মাছ	৫·৫০	বিজন ভট্টাচার্য

ছোটগল্প

নিম অন্নপূর্ণা	৩·৫০	কমলকুমার মজুমদার
সুন্দরবন	৩·৫০	শিবশংকর মিত্র

সংকলন

বাংলা সনেট	৫·০০	ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত

কথাশিল্প প্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা বারো

কপালের দুঃখ তুমি কি শোনাচ্ছ ছোড়দা, অহরহ বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। দুঃখের কপাল না হলে মায়ের পেটের বোনকে সরানোর জন্য তোমরাই বা অজুহাত খুঁজে বেড়াবে কেন?

নমিতা হাউহাউ করে কেঁদে পড়ল। বেকুব হয়ে অনন্ত পালাবার দিশা পায় না।

আরও খানিক পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পুরুষরা খেতে বসেছে। বড়বউ আর মেজবউ পরিবেশন করছে। নমিতা জল ভরে গ্লাস এনে দেয়, নুন দেয় থালার পাশে পাশে। বাড়িতে একপাল বিড়াল—থালার বস্তু থাবা বাড়িয়ে টেনে যায়। বিড়াল তাড়ানো একটা বড় কাজ নমিতার। জোরজবরদস্তি করে নতুন বউকেও ওদিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে বড়বউ বলে, ঠাকুরঝি তুমি কি খাবে?

নমিতা হেসে হেসে বলছে, হীরের ভাত সোনার ডালনা রুপোর চচ্চড়ি—

বড়বউ ঢোক গিলে বলে, কত রকমের রান্নাবান্না—বলছিলাম, তুমি কি দুটো মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকবে?

নমিতা বলে, সে-ও তো অনাচার। তোমাদের জেদে পড়ে করতে হয়। ভাতে আর মুড়িতে তফাত কতটুকু? চাল সিদ্ধ না হয়ে চাল ভাজা।

বড়বউ ভয়ে ভয়ে বলে, দিন দিন শুকিয়ে সলতে হয়ে যাচ্ছ। আয়না ধরে দেখ না তো—তা হলে টের পেতে। ভাতে মুড়িতে তফাত যদি না থাকে দুটি দুটি ভাতই না হয়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নমিতা গর্জন করে ওঠে: দু বেলা ভাত খাব বিধবা হয়ে? জীবনে এই হল—মরণ হয়ে তারপরে ভাল থাকব তাও হতে দেবে না তোমরা?

বড়বউ উত্তেজিত হয়ে বলে ভারি আমার বিধবা রে! উনিশ বছরের এক ফোঁটা মেয়ে—আমার ভোলার চেয়েও দু-বছরের ছোট। সাত-ছেলের মা সতের-বছরে রাঁড় কতজনা মাছ-মাংস খেয়ে দিব্যি সামলেছে, উনি বিধবাগিরি ফলাতে এসেছেন! রাখো ওসব।

গলা খাটো করে বলে, তোমার মেজ-পিসিমা মাছ খেতেন। বউ হয়ে এসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। গুরুজনের নামে মিছে কথা বলি তো মুখে যেন আমার পোকা পড়ে।

নমিতা হাহাকার করে উঠল যেন: বোলো না বড়বউদি, তোমার পায়ে পড়ি—কানে শুনলেও মহাপাপ। যার যা খুশি করুক, মরে গেলেও আমার দ্বারা অনাচার হবে না। আবার যদি বলেছ মুড়িও খাব না কিন্তু। ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

বিরক্ত হয়ে সাহেব উঠে পড়ল। কথা-বার্তা ও আহারাদি চলতে থাকুক, ততক্ষণ আর একটা চক্কোর দিয়ে আসবে। বেড়ার গায়ে বংশী একা রইল। ধোনাই মিস্ত্রি ও কেষ্টদাস পাহারাদার—ধোনাই বাড়ির সীমানায় পগারের পাশে, কেষ্টদাস খানিকটা দূরে। এক সাংঘাতিক খবর বলল ধোনাই—মুখে কাপড় ঢাকা একটা লোক এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এই মাত্র বাড়ি ঢুকে গেল।

চোর তাতে সন্দেহ কি। [illegible] মতো পয়সাও চোর একটা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ঐ কারবারের পিছনে।

কি ভেবে সাহেব ঘর কানাচে বংশীর কাছে যায় না, পা টিপে টিপে সেই চোরের পথেই চলল।

বেড়ার গায়ে বংশী মগন হয়ে আছে। নতুন বউ মুখে না, না করে আর গোগ্রাসে খেয়ে যায়, খাওয়া সেরে সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে। পুরুষদেরও শেষ। অন্য বউরা বসেছে এবার। নমিতা পাথরবাটিতে মুড়ি গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকখানি দূরে বসেছে।

ওরে বাবা, কত খায় মেয়েলোকে! চটপট সেরে নাও মা-লক্ষ্মীরা। রাত পোহায়ে যায়,

অপরাজেয় মিষ্টান্ন শিল্পী
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স
১৫৯সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬. ৩৫-৩৩৫৯

আমাদের কাজকর্ম কখন হবে এর পরে? হয় কি করে তাড়াতাড়ি! এর কথা তার কথা, এই বাড়িতেই নতুন বউয়ের বেসবম ক্যাডবাণ্ড। পাড়াপড়শির বিবিধ কেচ্ছা কাহিনী। মুখ তো একখানা বই নয়—সেই মুখে খাবে না রসের ঝর্ণা ঝরাবে? বিধাতার উচিত ছিল মেয়েলোকের মাথার চতুর্দিকে গোটা পাঁচ-সাত মুখ বসিয়ে দেওয়া। তবে সামাল দিতে পারত।

আর শুদ্ধাচারিণী নিমতাসুন্দরীর [illegible] খানা দেখ। মুড়ি চিবাতে চিবাতে অকৃত্রিম আনন্দে উদ্ভাসিত বদনে বাসর গল্প শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ কী যেন হল তার পেটের ভিতর দিকে অনাচার লেগে যাচ্ছে তাই বোধ হয় খেয়াল হল এতক্ষণে। [illegible] গায়ে ফেলে তড়াক করে সে উঠে পড়ল। একেবারে নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে [illegible] দুয়ার এঁটে দেয়। [illegible] এসে ধরে না ফেলে।

[illegible] বলেছে হয়তো বা ভুলেই গেছে কাজের কথা। সাহেব এসেছে [illegible] এসে দাঁড়িয়েছে [illegible] করতে পারে। সাহেব হাত ধরে টানতো [illegible] বলে [illegible] না—

[illegible]

[illegible] পেতে হল।

[illegible] পারে। [illegible] সাহেবদের [illegible] এই বাড়ি [illegible] যাওয়া উচিত হবে না [illegible]।

সাহেবকে [illegible] বলে তুমি সে [illegible] রইলে। লোকোর চলো।

তোমরা সেতো জাগো। ঘুমোবার [illegible] কি রাত? ঘুরে ঘুরে খানিকটা [illegible] যাই।

কেষ্টদাসকে ডেকে বলে, থাকবি [illegible] আমার সঙ্গে?

কেষ্টদাস [illegible] মাথা।

অন্য দুজন চলে গেলে [illegible] সাহেব ফিসফিস করে বলে যেখানেই যেখানটা ছিল, সেইখানে চলে যা তুই। পাহারায় থাকবি। দেখি কিছু হয় কি না।

রহস্যময় সাহেবের চালচলন। মনে মনে

কোন এক মতলব হয়েছে। সাঁ করে সে দালানের পাশে চলে গেল। একটা জানলায় কান পেতেছে। অনেকক্ষণ ধরে আছে, নিঃশ্বাসটাও বুঝি পড়ে না। একসময় অবশেষে টিপিটিপি সরে এসে—বনতুলসীর ঝাড় কতকগুলো। তার ভিতরে বসে পড়ল।

আরো কতক্ষণ কাটল। যে ঘরে সাহেব কান পেতেছিল তারই একটা দরজা নিঃসাড়ে খুলে গেল একটুখানি। হতেই হবে—এরই [illegible] সাহেব ঝোপের ভিতর অপেক্ষায় আছে। মাথায় আলোয়ান-জড়ানো মানুষটা বেরিয়ে আসে। এদিক-ওদিক দেখে [illegible] অতি সন্তর্পণে পা ফেলছে। সেই আগন্তুক [illegible] এরই কথা বলছিল। আসছে এদিকেই।

[illegible] সেই বলবে চোর। [illegible] টিপিটিপি পিছু নিল। সুযোগ [illegible] আচমকা এক ধাক্কা। ঝুপ করে [illegible] মানুষটা সকলের আগে দু-হাতে [illegible]। তাতে সম্পূর্ণ ঢাকে না তো [illegible] উপর উপুড় হয়ে পড়ে।

যাবে যাবে যদু, তুমি খেয়ে যাও খাদ—ছেড়ে দাও বাবা, আর আসব না—

লক্ষ্মীবাবুকে ডেকে তুলি আগে। হাঁক দিয়ে পাড়াপড়শি জড় করি। ছেড়ে দিতে বলো তো তখন সে কথা।

জোর করে উল্টে ফেলেছে। ফুলবাবু—কোঁচানো ধুতি সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবি, চুলে ফুলেল তেল।

কান মলছি, নাক মলছি বাবা, এমন কর্ম আর হবে না। কেঁদে ফেলল মানুষটা। বলে কে বাবা তুমি?

লক্ষ্মীবাবুর [illegible] কাটা মানুষ। বেলদার। বাড়িতে চোর হাঁটাহাঁটি করছে, আমায় তাই পাহারায় বসিয়েছে।

আমি চোর নই। দেখতে তো পাচ্ছ—চোরের মতো লাগে আমায়?

সাহেব বলে সে বিচার লক্ষ্মীবাবুর কাছে। ডেকে তুলি বাবুকে। বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এসে পড়ুক—বলি নিজের ইচ্ছেয় উঠবে না বন্দা মেরে তুলবে হবে?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের সামনে

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

সম্পূর্ণ একখণ্ডে

মুখবন্ধ :

ঋগ্বেদ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র : শশিভূষণ দাশগুপ্ত
রমেশচন্দ্রের রচনাবলী : প্রবোধরাম চক্রবর্তী

মুখবন্ধের প্রচ্ছদ : যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি সহ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মানি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা • ১০"×৭½" • মূল্য ৪০.০০ টাকা

জ্ঞান-ভারতী
প্রাইভেট লিমিটেড
১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

আধুলিটা বের করে ধরল : পানটান খেও ভাই। আমি এবারে আসি—

বুকের দাঁত রেখে সাহেব চাপা তর্জন করে : অবলাদের নিয়ে তো চলেছ, আমার সঙ্গে খেলা আধুলির?

বলা নেই কওয়া নেই, লোকটার লম্বা ঝুল-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলি বের করে ফেলল। রুমালে বাঁধা গয়না।

লোকটা ব্যাকুল হয়ে ছিনিয়ে নিতে যায় : অবলা বেওয়া মানুষের জিনিষ—দায়ে পড়ে খবর পাঠিয়েছিল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। হাতের আংটি খুলে দিচ্ছি—আমার নিজের জিনিষ। এই নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধন।

ততক্ষণে অপর পকেটে হাতড়ে বেরুল—নোট ভেবেছিল সাহেব, তা নয়—চিঠি একখানা। খামের চিঠি।

সাহেব বলে, অবলার প্রেমপত্তোর কখনো বুঝি পকেট-ছাড়া করো না? দালাল তোমার, কাজ হাসিলের অন্তোর—উঁ?

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে : এ সব কি বলো তুমি?

না জেনে কি বলছি? আরও বলছি, কলকাতায় পালানোর জন্য ফুসলানি দিচ্ছ অবলা বেওয়া মানুষকে।

গলা কেঁপে যায় সাহেবের। বলল শখ একদিন মিটে যাবে। তখন তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে—আদি-গঙ্গায়, নয়তো বড়-গঙ্গায়।

লোকটা বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সাহেব বলছে, জানিস না বলিস তো সোনাদাসি!

দেহে যেন দৈত্য ভর করে বসল হঠাৎ। পা ছুঁড়ে সজোরে লাথি দেয়। ছাড়া পেয়ে লোকটা কৃতকৃতার্থ, একছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী হয়েছে সাহেবের—আশার অতীত লাভ, হাতের মুঠোয় এত দামের জিনিস, তবু কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেষ্টদাসের কাছে এসেও একটি কথা বলে না, হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

চলেছে। খালের ঘাটে ডিঙি—পা

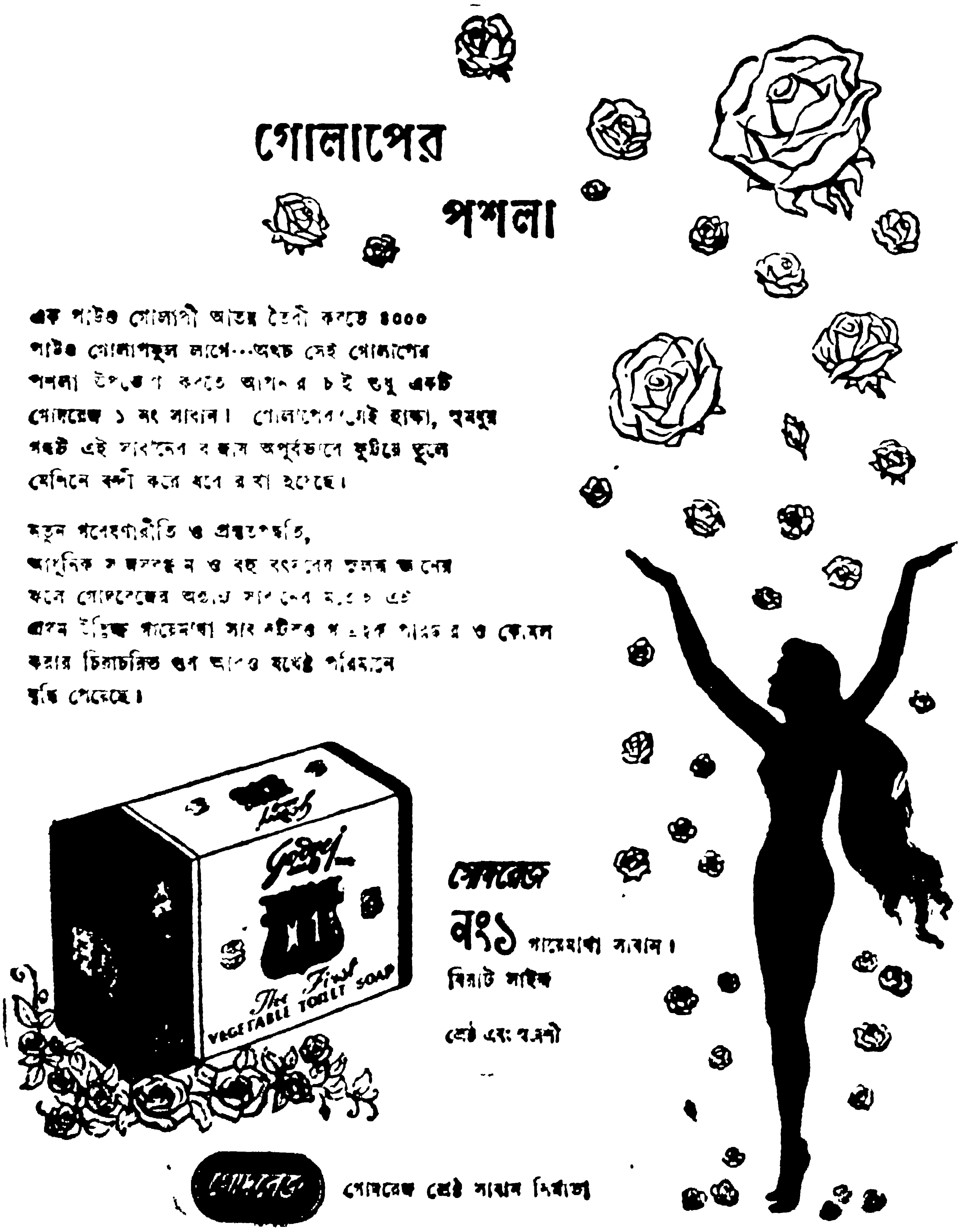

চলেছে সেইদিকে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, দেশলাই আছে কেষ্টদাস? ধরা দিচ্ছি।

কেষ্টদাস দেশলাই আর দুটো বিড়ি বের করল। একটা বিড়ি সাহেবের হাতে দেয়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে সাহেব বলে, কাঠি ধরাতে বললাম, বিড়ি কে তোর কাছে চাইল?

কাঠি ধরিয়ে সেই চিঠি বের করে। প্রেমের চিঠি—পড়ার আগে জানলায় কান রেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। ডাকের চিঠি নয়, কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। প্রেম-রসে কী পরিমাণ হাবুডুবু খেলে মেয়ে-লোক হয়েও এমন মরীয়া হয়ে ওঠে!

গোটা গোটা অক্ষর—সুধামুখীর তো এমনি লেখার ছাঁদ। সুধামুখী প্রথম বয়সে এক লম্পটকে এমনি লিখত—হতে পারে, দুই যুগ পরে তারই একখানা হাতে এসে পড়ল। সাংঘাতিক চিঠি—অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না তখন হয় তো মিনমিন করে বলা যায়। কিন্তু ধীরে সুস্থে কলমের অক্ষরে আসে কেমন করে এই সব কথা?

অসতে পারে মাথা একেবারে যখন বিগড়ে যায়। তাবনে এক এক মুহূর্ত আসে মানুষ তখন পাগল। আর যাই হোক, হাসাহাসি কিম্বা লাঠালাঠি কোরো না পাগল নিয়ে। পারো তো চোখের জল ফেলো।

তুই যেতে পার কেষ্টদাস। তিতি ছাড়বার আগেই আমি গিয়ে পড়ব।

কেষ্টদাস বলে, একলা কেন? থাকি না আমি সঙ্গে—

কথার উপরে কথা! খুব যে আস্পর্ধা এই ক'দিনের মধ্যে।

তাড়া খেয়ে কেষ্টদাস এতটুকু হয়ে গেল। সাহেবই তাকে সকলের বেশি টানে। কাজে নিস্ফল হয়ে মেজাজ তার এখন বিগড়ে আছে।

আবার সাহেব গাঙ্গুলি-বাড়ি ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়: টুক-টুক-টুক। সে মানুষটা যখন ঘরে ঢোকে, কায়দাটা অলক্ষ্যে দেখে নিয়েছে। টুক-টুক-টুক তিনবার, একটুখানি থেমে আবার টুক-টুক-টুক—

দরজা খুলে গেল। ফিসফিস করে প্রশ্ন: ফিরে এলে যে বড়?

সাহেব আলাদা রকম গলায় বলে, তুমিই তো টেনে আনলে। পিদিমটা জ্বালো একবার দেখি—

এমনি সুরে হুবহু এই কথাগুলোই একদিন আগে হয়ে গেছে—আলো জেলে মুখোমুখি দেখে নিয়ে সেই পুরুষের সঙ্গে দেখাদেখি হল। সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি কথা শুনেছে। কলকাতা গিয়ে এরা ঘর বেঁধে দুজনের অভিন্ন হয়ে থাকবার পরামর্শ। পরামর্শ পাকা হলে পিদিম জ্বেলে প্রদীপ ধরে ক'খানা গয়না বের করে দেখে ফেলা কলকাতার বন্দোবস্তের জন্য। তাদের দেখে তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের বুঝতে বাকি থাকে না অতিশয় গভীর এই প্রেম—ছিপে মাছ ধরার মতন সেই গভীর থেকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি টেনে টেনে তোলা হচ্ছে।

সাহেব বলছে, ছুটে এলাম তোমায় দেখব বলে—

আবার দেখবে কী? এতক্ষণ ধরে এই তো এত হয়ে গেল'

নমিতা ...মিতা ... যাচ্ছে। মুখ ... সুরে বোঝা যায়। ... নমিতা ... উপর নমিতা ... পড়ল।

সাহেব কিছু কড়া হয়ে ... দেয়: কি ...

... হচ্ছে। ... না জোটে ...

বিকল পিলসুজ, তোষকের নিচে দেশলাই। আলো জ্বালতে জ্বালতে নমিতা বলে কী মানুষ বে বাবা' এই তো গেলে—ভয়ডর একটু যদি থাকে'

কথা শেষ হয় না, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে পড়ে। মুখে ছাইয়ের মতো সাদা। ছোরা উঁচিয়ে ডাকাত গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আলো পড়ে ছোরা চকচক করে উঠল।

ভয় সাহেবেরও। সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে, আলনা থেকে চাদর তুলে নমিতার উপর ছুঁড়ে দেয়: গায়ে দাও আগে।

একটি শব্দ করেছ কি কচ করে মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যাব। এ কর্ম অনেক করা

হ্যাডেনসা

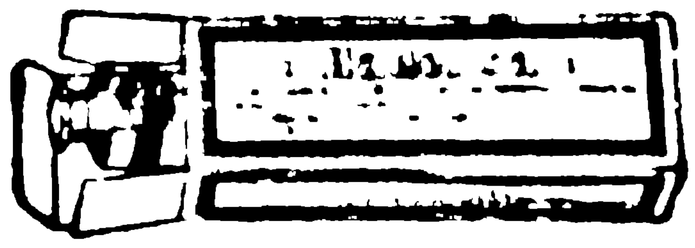

নিশ্চিতভাবে
আরও তাড়াতাড়ি
আরও নিরাপদে
অর্শ
সারিয়ে দেয়।

'হ্যাডেনসা-তে কোন ক্ষতিকারক নেই এবং এতে কোন দাগও লাগে না।

শম্ভু ভত্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের ... অবলম্বনে)

সাতটা থেকে ...
ন'টা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান: চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১/১/১এ-বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

(সি-২৬২০)

প্রকাশিত হল

শিল্প স্বাধীনতা ও সমাজ

শান্তি বসু

'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' স্বাধীনতা, সমাজ ও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের কর্তব্য বিষয়ে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের এই তিনটি তত্ত্ব ও শিল্পীদের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশাদি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপপ্রচারে পূর্ণ। অন্ধ সাম্যবাদ বিদ্বেষে এই সমাজ শিল্পীদের বিপথচালিত করছেন।

লেখক এই গ্রন্থে তাঁদের উত্থাপিত তিনটি সমস্যা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করে দেখিয়েছেন — সাম্যবাদের তত্ত্বে যেমন নানা ভ্রান্তি, তেমনি একই ভ্রান্তির ছড়াছড়ি স্বাধীন সাহিত্য সমাজের বক্তব্যে। বুর্জোয়া-উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সাম্যবাদীতন্ত্র একই বৃক্ষের ফল। স্বাধীন সাহিত্য-সমাজের অপপ্রচারের জবাব এই গ্রন্থ এবং তাত্ত্বিকভাবে মৌলিক একটি বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে ভারত-বর্ষের চার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও সিদ্ধির আলোকে। ৪·৫০

প্রাপ্তিস্থান
কথাশিল্প
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আছে। তুমি তো পাঁচকে মেয়েমানুষ কত জোয়ানমরদ সাবাড় করেছি।

নমিতা কেঁদে পড়ে : ধর্মবাপ তুমি আমার—

সন্তানের মরশুম পড়ে গেছে আজকের বাজারে। ঐ লোকটাও বাপ বলেছিল, বাবা—! বুঝে দে ছুটে। ছেলে আর মেয়ে—কী পুণ্যেরই সন্তান দুটি! নমিতা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়া দিল : চোপ! কি আছে তোমার, বের করে দাও—

কিছু নেই। মিছে কথা বলছি নে। বাক্সের চাবি দিচ্ছি, খুলে দেখ। আড়াই টাকা কি এগারো সিকে আছে কৌটোর মধ্যে। নিয়ে নাও সমস্ত, নিয়ে চলে যাও।

গয়নাপত্তোর?

বিধবা মানুষের গয়না কী থাকবে বাবা! চাবি দিয়েছি—সত্যি কি মিথ্যে, দেখ খুঁজে তন্নতন্ন করে।

খোঁজাখুঁজি কি—গোটা বাক্স উপুড় করে জিনিসপত্র ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু পুরোনো কাপড়চোপড় ছাড়া সত্যিই নেই আর কিছু।

সাহেব ফিকফিক করে হাসে, কী দুষ্টামিতে পেয়ে গেল হঠাৎ। বলে, মাল না থাক, মানুষটা তুমি রয়েছ খাটখানা জুড়ে। পুণ্যের শরীর, আচারবিচার নিয়ে আছ—

বাক্সের জিনিসপত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যি সত্যি সে আলুথালু নমিতার দিকে এগোয় : দেখ তাকিয়ে একবার। চেহারাখানা পছন্দর নয়—বলো না গো!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নমিতা। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল তা বটে, সেয়ানা চোর সে জিনিসও নিয়ে নিয়েছে—কিছু ফেলে যায়নি। রজনীকান্ত নয় সে জন—প্রাণকান্ত।

চিঠির উপরে নাম পেয়ে গেছে, সেই নাম বলল। রয়ে সয়ে সেই চিঠি ও গয়নার পুঁটলি তুলে ধরে দেখাল : তোমার রজনীকান্ত দিয়ে গেছে—

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। নমিতা উঠে পড়ে যেন উন্মাদ হয়ে সাহেবের পা ধরতে যায়। থরথর করে কাঁপছে। বড় বড় দুটো চোখে ধারা গড়ায়।

দিয়ে দাও ধর্মবাপ আমার। গয়না না দেবে তো চিঠিটা অন্তত দাও।

তৎক্ষণাৎ সাহেব উধাও। বাড়ির বাইরে অনেকটা দূরে চলে গেছে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ—দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। নমিতার কান্নার চেহারা চোখের উপরে ভাসছে। দুশ্চারিণীর [illegible] উপর কেমন যেন সুধামুখীর ছায়া পড়েছে। মায়ে খেদালো সাহেবের না হলে যে সুধামুখী একদিন নদীর কূল থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নমিতার মধ্যে সেই মা-সুধামুখী।

পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার গাঙ্গুলি-বাড়ি। কেষ্টদাসকে সরিয়ে দিয়েছে—দরজায় টোকা দিয়ে দেখুক হয় না কি হয়, কারণটা আগেভাগে দেখাতে চায়নি। সরে গিয়েছে ভাগ্যিস নইলে এই গয়নার পুঁটলি ফেরত দেওয়া চাউর হয়ে যেত দলের মধ্যে নিন্দেমন্দ ও ঝগড়াঝাঁটি হত। ফেরত দিয়ে যাচ্ছে নমিতার ঘরে নয়, অনন্ত গাঙ্গুলি যে ঘরে শুয়েছে সেখানে—বন্ধ দরজার চৌকাঠের উপর। পুঁটলি রাখল, আর ঐ চিঠি। উড়েটুড়ে যাবে সেই শংকায় ইটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল চিঠির উপর। সকালবেলা অনন্ত দোর খুলে বাইরে এসে দেখতে পাবে—পড়বে চিঠি খুলে, বিমুগ্ধ হতভাগী মেয়েটার সামান্য সম্বল গয়না ক'খানা তুলেপেড়ে রাখবে। তারপরে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে গিয়ে খুলনার হাসপাতালে নার্সগিরিতে ঢোকাবে। এবং রজনীকান্তের খোঁজ করে উত্তম-মধ্যম দেবে। হোক না হোক, ভাবতে দোষ কিসের? দামি মাল মুঠোয় পেয়ে বোকার মতন ফেলে দিয়ে গেলাম, কিন্তু নতুন একটা সুধামুখী আশালতা হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, তার মজাটাই বা মন্দ কি! ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটা সুধামুখী তবু কম হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে—জঙ্গলপুরের আশালতার গয়নার দশধারায় দায় মিটে যাবার পর—বংশীর কাছে চুপি চুপি সাহেব এইদিনের গল্প করেছিল। বেহিসাবি দুঃসাহসিক কাজ—যে মুরুব্বির কানে যাবে শতকণ্ঠে তিনি ধিক ধিক করবেন। মানা করেছে : নষ্ট মেয়েমানুষ যে বাড়ি এবং সাচ্চো পুরুষের যেখানে আনাগোনা, কদাপি সেখানে যাবে না। হীরেমাণিক পড়ে থাকলেও না। সাহেব ঢুকল কিনা সেই লম্পটের ভেক ধরে। বংশীর সকৌতুক হল—

সাহেব দুঃখ করে বলছে : দুমুখো সাপ দেখেছ বংশী, মানুষও তেমনি সব দুমুখো। বাইরে দেখতে একটা মুখ, পেটে পেটে দুটো। অনাচারের ভয়ে [illegible] আসল কারণ [illegible] তা হলে [illegible] নির্জলাতে জলের বাসেই কলঙ্ক তা [illegible]। তাই দেখ এক গলার নলি দিয়ে কেমন দুরকম কথা বেরোয়। রামায়ণে [illegible] সঙ্গে একরকম [illegible] পরীক্ষিতের জলের সঙ্গে অন্য। এক মুখ-খোলা দেখলাম কাজকর্মে একটি—শুনেছি বর্গাধিকারীর ব্রাহ্মণী ছিলেন তার একজন। যে কাজকর্ম এমন আছেন আড়ালে দেখা যায়। ওরা নিতান্তই এক—একধারে হয়ে থেকে সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে যান।

সমস্ত শুনে বংশীও দোষ দেয় : দোষ-বক্কা যখন করেছিলে নিয়মকানুনের কথা আমি ধরব না। কিন্তু চোর হয়ে তুমি যে পুলিশের কাজ করলে সাহেব। গাঙ্গুলি-বাড়ির জবর চোরটাকে ধরিয়ে দিয়ে এলে।

বংশী বলে কি—যে শুনবে সে-ই বলবে এমনি। চোরের কুলের কলঙ্ক। পুলিশের কাজ যদি বলতে হয়, এই একবারে তার শেষ নয়। কতবার হয়েছে জীবনে। আপনা-আপনি কেমন হয়ে যায়—জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও সাহেব রোধ করতে পারে না। একবার তো রীতিমতো রোমহর্ষক কাণ্ড—খুনির-চোর ধরা। পুলিশের বাপের সাধ্য ছিল না, সাহেব গিয়ে পড়ে সেই চোর ধরল। (ক্রমশ)

আপনার ভাগ্য
আপনি পাঁচটি কঠিন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান। ১.২৫-এর ভি-পিতে আপনি প্রশ্নগুলির উত্তর পাইবেন। উহাগুলিই আপনাকে ঠিক পথ প্রদর্শন করিবে। আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছা কি তাহা লিখিবেন।
স্বামী এস আচার্য
পোঃ কাতরাসরাই (গয়া)
(সি-এম ১২৯৩এ)

গলায় ক্ষত ব্রণকাইটিস্, কাশি এবং সর্দি পেপস্ গলার ও বুকের বড়ি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দেয়। পেপস্ চুষে দেখুন এর আরোগ্যকারী তাপ কি ভাবে কাজ করে। কি ভাবে শ্লেষ্মা নিবারণ ও জীবাণু ধ্বংস করে।

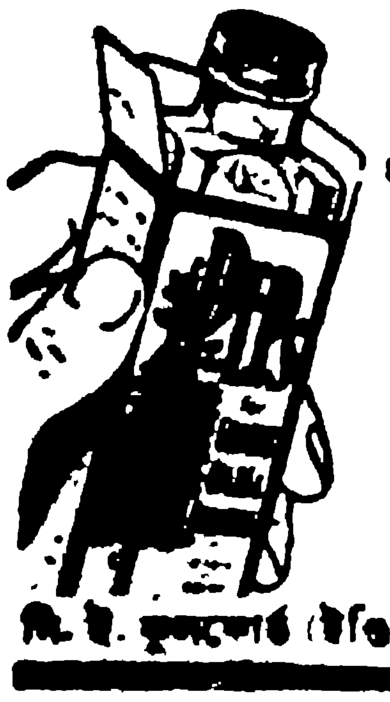

সি. ই. ফুলফোর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
PDY 56 BEN
পরিবেশক জেমার্স কেপ এণ্ড কোং লিঃ
১২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

* বিশ্বচিত্রা *

যন্ত্রণাবোধ রহিত শিশু

তিন বছর বয়সের টিম বিশ্রীভাবে পড়ে যেতে বাঁ পায়ের দুজায়গা ভেঙে যায়। খানিক পরেই পায়ের আরও একটা হাড় ভেঙে গেল। ওই বয়সের যে কোন ছেলেরই যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু টিমের ক্ষেত্রে তা হবার নয়—কারণ ওর যন্ত্রণা বোধ বলতে নেই। কখন যে আঘাত লেগেছে সেটা সে জানেই না। আর তাই প্রত্যেক দিন রাত্রে টিম ঘুমোতে যাবার সময় ওর বাবা-মা ওকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে নেন ওর অজান্তে দেহের কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।

লণ্ডনের শিশু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডেভিড মরিস নির্দেশ দিয়েছেন যে "সতর্কীকরণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে" সেটা মাকেই যোগান দিয়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ ওর প্রতি দৃষ্টি রেখে।

ডাঃ মরিস বলেন : "সহজাত যন্ত্রণা বোধের এই অনুপস্থিতি বিশেষজ্ঞদের বিমূঢ় করে রেখেছে। কি এর কারণ আর প্রতিকারই বা কি সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। চিকিৎসকরা এইমাত্র সুপারিশ করতে পারে যে শিশুটি নিজের থেকেই নিজেকে সাবধান রাখতে সক্ষম হওয়ার বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওর ওপর অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।"

সারা পৃথিবীর ভেষজ ইতিহাসে এই ধরণের মাত্র পঁয়তাল্লিশটি শিশুর খবর পাওয়া যায়। ডাঃ মরিস বলেন এসব কেসের সঙ্গে সাংঘাতিক কোন পীড়ার দরুণ দৈহিক এবং মানসিক অনুভূতির বিলোপ ব্যাপারকে যেন এক করে ধরা না হয়।

কোন রকম বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, দেখা গিয়েছে আর সমস্ত বিষয়েই তারা অন্যান্য শিশুদের মতোই স্বাভাবিক। টিমের শ্রবণ দৃষ্টি নাক, স্বাদ শক্তি এবং স্পর্শানুভূতি আর পাঁচটা শিশুরই মতো। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে বরং টিম ওর বয়সীদের চেয়ে প্রখর। আরাম কিসে হয় বুঝতে পারে কিন্তু দৈহিক বেদনা বোধ নেই একেবারেই। আর তাই দেখা যায় যে সব কাজ করতে অন্য ছেলেরা ভয় পায়—ধাক্কা খাওয়া, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে বা কেটে ছড়ে যাওয়া বুঝতে পারে না বলে টিম অত্যন্ত দুঃসাহসী, ছুটোপাটি বা বিপজ্জনক কিছু করতে মোটেই ভয় পায় না।

ডাঃ মরিস টিমকে প্রথম দেখেন যখন ওর বিভ্রান্ত মা ওকে লণ্ডনের উলউইচে অবস্থিত মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি জানতে এসেছিলেন তাঁর ছেলেটি কেন অনবরতই নিজের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং কাঁদে কেবলমাত্র কোন ব্যাপারে ব্যাহত হলে—কিন্তু বেদনার জন্য কখনও নয়। যেমন, হাড় বেরিয়ে না পড়া পর্যন্ত সে ভাব একটা আঙুল চিবিয়ে ফেলে নির্বিকারভাবে বিচ্ছিন্ন মাংস দেখে ছটফট করবে।

ডাঃ মরিস চিমটি কেটে এমন কি টিমের হাতে পিন বিদ্ধ করে পরীক্ষা করে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পানান। এরপর তিনি স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড কারমাইকেলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি বলেন: 'যতদূর বুঝতে পারছি শারীরিক গঠনে কিংবা স্নায়ু পদ্ধতি বা যাকে 'বেদনার সড়ক' বলে অভিহিত করা হয় সেখানেও কোন ত্রুটি নেই।

তিনি বলেন "তবুও জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে নিজের প্রতি আঘাত হানতে যে লাল-বাতির সংকেত সহায়ক হয় নিঃসন্দেহে ওর দেহযন্ত্রে সেইটারই অভাব রয়েছে। বেদনার প্রকোষ্ঠের চৌকাঠেতেই একটা সম্পূর্ণ মানসিক জড়তা রয়েছে।"

যদিও এটা জানা আছে যে বেদনার ব্যাখ্যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে; মস্তিষ্ক গভীরভাবে অন্য-সূত্রে নিমগ্ন থাকলে [illegible] বাড়ানো যেতে পারে [illegible] চাপাও দেওয়া সম্ভব, [illegible] পরিণতও করা যায়, কিন্তু [illegible] সাময়িক বা অত্যন্ত বেশীমাত্রায় আবেগের চাপে ঘটে।

বেদনাবোধের ওপর অবচেতন মানসিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সময়ে সন্তান প্রসবকালে, অত্যন্ত সাহসিক কোন কাজ করতে বা বিপদের মুখে আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

এই থেকেই বোঝা যায় এমন কি দন্ত চিকিৎসকের চেয়ারে বসেই যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের কথা যেন ভুলেই যায় লোক। কিন্তু টিমের দৈহিক বেদনাবোধের স্থায়ী অক্ষমতার ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায় না। এটা যেন প্রকৃতির তৈরি কাঠামোয় একটা মানসিক সুইচই লাগাতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

ডাঃ মরিস বেদনাবোধহীন আরো দুটি শিশুর কথা জানেন। তাদের একজন হচ্ছে একটি মেয়ে যে বর্তমানে কৈশোরে পদার্পণ করেছে এবং সে নিজেই নিজেকে দেখাশোনা করতে পারে। অপরটি হচ্ছে একটি ছেলে

ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও জার্মান লাইফবোট সোসাইটির সদস্যরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের উদ্ধারে নিজেদের জীবনও বিপন্ন করে। এই প্রতিষ্ঠানটি আজ ২৫টি আধুনিকতম বিপন্ন-উদ্ধার জলযান এবং ১১টি বেতার কেন্দ্র ব্যবহার করে। ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে এই সোসাইটি ১২,৫৬৫ জনের জীবন রক্ষা করেছে—গতবছরের সংখ্যাই ছিল ৬২৫ যাদের মধ্যে ১১০ জন ছিল বিদেশী। জাহাজডুবি থেকে লোক বাঁচাতে সোসাইটির ৩৭ জন সদস্য প্রাণ দিয়েছেন। ছবিতে উদ্ধারকারি জাহাজের অন্তর্ভুক্ত একটি নৌকার সাহায্যে নর্থ সী'র তীরে অগভীর জলে পাহারা দেবার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

যে স্কুলের সহপাঠিদের উস্কানিতে অবিশ্বাস্য উঁচু স্থান থেকে লাফ দিতো এবং বিচারবুদ্ধি জন্মাবার আগে দুটো পা-ই ভাঙে।

টিমের ভবিষ্যত কি হবে? ডাঃ মরিস বলেনঃ "আমরা হেতু ও আরোগ্যের উপায় বের করার চেষ্টা করে যাবো।

"ওর বাপ-মার পক্ষে এটা অবশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা, তবে আমি ছেলেটিকে স্বাভাবিকভাবে স্কুলে যেতে এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে উপদেশ দিয়েছি। ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই বলা হবে।"

এক অভিনব রাজনীতিক দল

গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইতালির সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী রাজনীতিক দলের তালিকায় একটি নতুন নাম দেখা যায়—"বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীন আন্দোলন"।

রোমান ক্যাথলিক ইতালিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলতে গেলে নেই। অসুখী ইতালীয় দম্পতির সংকট মীমাংসার একমাত্র পথ হচ্ছে পোপ নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত যাজক 'সেকরেড রোটার' কাছ থেকে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হওয়ার অনুমতি গ্রহণ করা।

কিন্তু 'ওয়েটিং লিস্ট' এত দীর্ঘ এবং খরচও এত বেশী যে বিবাহ বিচ্ছেদের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। আর তাই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে আধুনিক আইন প্রয়োগ নিয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে, ইতালীয়দের বিশ্বাস, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তিন লক্ষের চেয়েও বেশী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে।

স্বয়ংক্রিয় 'পাচক'

ক্ষুধার্ত পরিব্রাজকরা এবার থেকে 'স্লট-মেসিনে' নিজেরাই আহার্য প্রস্তুত করতে পারবে—এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযুক্ত রেস্তর্াঁর পথপ্রদর্শকরা আশা করেন যে আগামী সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান জুড়ে একশটি 'নিজেই-রান্না কর' ক্যাফে চালু করে দিতে পারবেন।

প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজে কি খাবেন সেটা ঠিক করে স্লট মেসিনে মুদ্রা ফেলে দিয়ে অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আহার্য রান্না হয়ে যায়। রান্না হয়ে গেলেই একটা লাল আলো জ্বলে উঠে জানিয়ে দেয়, আহার্য প্রস্তুত।

দাম পড়ে প্রাতঃরাশের জন্য সাড়ে তিন টাকা মধ্যাহ্নভোজন পাঁচ টাকা এবং ডিনার বা নৈশভোজ বাবদ ছ টাকা।

ফিচার ফুডস নামক এই প্রতিষ্ঠান 'নিজে রান্না কর' ক্যাফে গ্যারাজ, ভ্রমণার্থীদের বেড়াবার পথ গ্রাম্য ক্লাব প্রমোদ উদ্যান, কারখানা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ করছে।

জনপ্রিয় গায়কের নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে প্যাট বুন ডাইন-ও-ম্যাটস কারণ তিনি ফিচার ফুডসের একজন প্রধান অংশীদার।

ডাইন-ও-ম্যাটস চারজন লোক ব্যবহার করতে পারে এবং আহার্য রান্না হতে সময় লাগে নব্বই সেকেণ্ড করে।

এই মার্কিনী ব্যবস্থায় লোক নিয়োগ ও রান্নার সরঞ্জামের দিক থেকে পয়সা বাঁচানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।

তবে, এ পর্যন্ত যে পরীক্ষামূলক 'রান্না করার' স্লট মেসিন বসানো হয়েছে তার মধ্যে চার ডজনখানেক মেসিন এদিকে জনসাধারণের ঝোঁক আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ পঁচিশ ॥

নয়াচীনের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা পরিচয় মোটামুটি আমরা পেয়েছি, এবার যে-শক্তির জন্য কম্যুনিস্ট চীনের এত বড়াই, যার জন্য ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সেই সামরিক শক্তির পরিচয়টা আমাদের জেনে রাখা ভাল।

কোনও দেশই তার সামরিক শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। কম্যুনিস্ট দেশগুলোতে, বিশেষ করে রুশিয়ায় এবং চীনে তো এ বিষয়ে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। তবে মজা এই, কোন দেশই হাজার চেষ্টা করলেও সব খবর গোপন রাখতে পারে না। প্রতিপক্ষ দেশগুলো একে অন্যের হেঁসেলের অনেক খবরই রাখে।

বিভিন্ন সূত্রে পশ্চিমী সামরিক পর্যবেক্ষকেরা কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তারই ভিত্তিতে আমি চীনের ড্রাগনের বিধ্বংসী রূপটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। এই তথ্যগুলো ১৯৬১ সালের মে মাস পর্যন্ত আপ্‌ টু ডেট্‌। এর পরেও নানা পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে।

চীনা ফৌজের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যাবার কথা। কম্যুনিস্ট প্রচারযন্ত্র এই কথাই বোঝাতে চেয়েছে, চীনকে ঘাঁটিও না, 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে' চীনের আব্দারই মেনে নাও। নচেৎ চীন যদি সত্যিই বিগড়ে যায়, তাহলে তার কোটি সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে তোমাকে একেবারে পিষে মারবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে কম্যুনিস্টরা এক রকম এই 'জুজুর ভয়' দেখিয়েই চীনের কবলে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। ভারতেও কম্যুনিস্ট চরেরা হরবখত এই ধরনের প্রচার চালিয়ে সীমান্তের অধিবাসীদের মনোবল দুর্বল করে তুলে, প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে।

এমন একটা হাওয়া চীনাপন্থীরা এদেশে তুলে দিয়েছে যে, চীন যদি ইচ্ছে করে, তবে পাঁচ দিনে আসাম, সাত দিনে পশ্চিমবঙ্গ, চাই কি দিল্লি অব্দি তুড়ি মেরে দখল করে নিতে পারে। নিতেই যদি পারে তো গত নভেম্বরে আসাম দখল না করে, চীনা ফৌজ একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে পিছিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে চীনাপন্থীরা ভগবান বুদ্ধের মত করুণা বিগলিত মুখে জবাব দেবেন, সে উদ্দেশ্য ওদের ছিল না।

—তবে কি উদ্দেশ্যে প্রভুরা এত কষ্ট করে বমডিলা পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন?

চীনাপন্থীরা জবাব দেবেন, ভারতের মাটি দখল করার জন্য নয়, ভারতকে চাপ দিয়ে 'শান্তিপূর্ণ আলোচনায়' বসতে রাজি করাবার উদ্দেশ্যেই চীন তার ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় দেখিয়ে দিল।

—শান্তিপূর্ণ আলোচনা যদি প্রভুদের এতই কাম্য, তবে তাঁরা কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে আলোচনার পথ প্রশস্ত করছেন না কেন?

চীনাপন্থীরা এইবার কিঞ্চিৎ বিরত হবেন। তারপর যদি এ-প্রশ্ন করেন, চীন যদি এতই শক্তিমান, তবে সে হংকং-এ বৃটিশ অধিকার মেনে নিচ্ছে কেন? কেন কুয়েমোজা আক্রমণ করতে পারছে না? কুয়েময়ের দখল নিচ্ছে না কেন?

'সর্বশক্তির অধিকারী' চীনের দালালেরা এ-সব ক্ষেত্রে জবাব দেবার চেষ্টা বৃথা জেনে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয় জ্ঞান করেন। এই সব ঘটনাই সামরিক পর্যবেক্ষকদের একটা বিষয়ে চোখ খুলতে সাহায্য করেছে যে, কম্যুনিস্ট চীন তার সামরিক শক্তির বড়াই যতটা করে আসলে সে ততটা শক্তিমান নয়।

এমন কি, ভারতের সঙ্গে এই সামান্য সময়ের যুদ্ধেই চীন তার যথেষ্ট দুর্বলতা

গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপীঠের বই

প্রকাশিত হল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুন বই **মানসী প্রিয়া** ৫·০০ ॥

অন্যান্য প্রকাশনা

কত রঙ	প্রভাত দেবসরকার	॥ ৪·০০ ॥
স্বর্ণরেণু (২য় মুদ্রণ)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	॥ ৪·৫০ ॥
বিয়ের ফুল	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	॥ ৩·০০ ॥
স্বপ্নযমুনা	পশুপতি ভট্টাচার্য	॥ ৩·০০ ॥
ভেঙেছে দুয়ার	জ্যোতির্ময় রায়	॥ ২·৫০ ॥
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি	বরবুচি	॥ ২·৫০ ॥
গহিন গাঙ গহন বন	শক্তিপদ রাজগুরু	॥ ৪·৫০ ॥
কী হেরিলাম নয়ন মেলে	মায়া দাস	॥ ২·৫০ ॥

রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস

তারকার মৃত্যু । কালরাত্রি অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুটি কাহিনী একত্রে । ১·৮০ ॥

বহুপ্রশংসিত ও নতুন ভাবসমৃদ্ধ নাটক

বাঁধ	সুশীল মুখোপাধ্যায়	॥ ২·৫০ ॥
অংশীদার	গঙ্গাপদ বসু	॥ ২·৫০ ॥
কাঞ্চনরঙ্গ (২য় মুদ্রণ)	শম্ভু মিত্র, অমিত মৈত্র	॥ ২·৫০ ॥
মেঘে ঢাকা তারা	শক্তিপদ রাজগুরু	॥ ২·৫০ ॥

গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

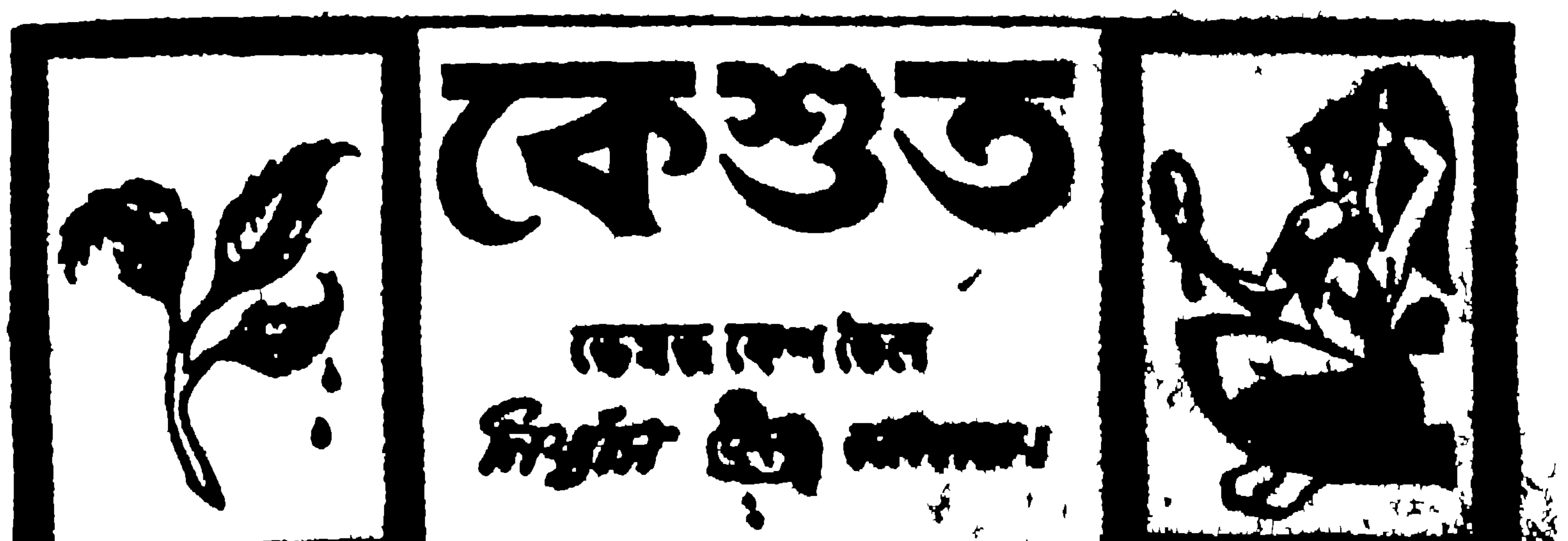

প্রকাশ করে ফেলেছে। চুশুল এবং ওয়ালঙে সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার করেও চীন ভারতের প্রতিরোধ বিপর্যস্ত করে দিতে পারেনি। কামেং ডিভিসনে তার কম্যুনিস্ট ফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে তার পরিবহণ, যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল রাখতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়াতেই অগ্রবর্তী বিচ্ছিন্ন গেরিলা দল সে-লা এবং বমডি-লা দখল করেও সে দখল বজায় রাখা নিরাপদ মনে করেনি। তাই তারা একতরফা যুদ্ধবিরতির ধাপ্পা মেরে ভারতীয় বাহিনীর পুনরাক্রমণ স্থগিত করিয়ে অনায়াসে নিরাপদ দুর্গে ফিরে গিয়েছে। চীনাদের এই ট্যাক্‌টিক্যাল পশ্চাদপসরণকে চীনা-পন্থী দালালেরা এবং সর্বোদয়ের সন্ত বাবা চৈনিক মহত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে সার্টি-ফিকেট দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন।

চীনা লালফৌজ যে-দেশেই যায়, সেই দেশই তার পদানত হয়, কম্যুনিস্টরা একথা যতই প্রচার করুক, আমাদের জেনে রাখা ভাল, এই কথাটা শুধুই প্রচার, এর পিছনে তথ্যের সমর্থন নেই। অন্যান্য দেশের ফৌজের মতই চৈনিক লালফৌজও, অনুকূল পরিবেশে জিতেছে প্রতিকূল পরিবেশে শোচনীয়ভাবে হেরেছে। আর একটা কথা, নিজের দেশের ভিতরে তাদের যুদ্ধের মূল কৌশল, গেরিলা যুদ্ধ, যতটা সাফল্য অর্জন করেছে, বাইরের কোথাও আক্রমণ করতে গিয়ে এই রণকৌশল ততটা কার্যকরী হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীন দুর্বলতর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছে। যেমন তিব্বতে। একমাত্র কোরিয়াতেই চৈনিক লালফৌজ সর্বপ্রথম (দুশিয়ার মতে) আমেরিকার মত প্রথম শ্রেণীর একটি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মওকা পায়। এই যুদ্ধের মোট ফলাফল লাল-ফৌজের গৌরব আদৌ বৃদ্ধি করেনি। তবে এই প্রমাণটা দিয়েছিল, চীন যদি তার বিপুল সৈন্য-সংখ্যার উপযোগী আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ বা উৎপাদন কোনদিন করতে পারে (আজও তার এই অভাব প্রচুর আছে), তবে বিশ্বের মহা অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে।

চীনের সৈন্যবাহিনী যতটা লোকবলে বলীয়ান, আধুনিক অস্ত্র বা সরঞ্জাম বলে ততটা নয়। কোরিয়াতে চীন সরঞ্জাম ও অস্ত্রের ঘাটতি, লোকের সংখ্যা দিয়ে পূরণ করার এক অমানুষিক নৃশংস পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ঠেলে দিয়ে চীন "মৃতের পাহাড়ের" চাপ দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিল। চীনা রণ-নায়কদের কৌশল ছিল এই, লোক যখন আমাদের প্রচুর আছে, তখন আর ভাবনা কি, ঢেউয়ের পর ঢেউ জনস্রোত শত্রুর দিকে বইয়ে দাও, ওরা দুদশ বার গুলিগোলা ছুড়তে পারে, এক সময় ওদের গুলি ফুরোবে, তবু আমাদের লোক ফুরোবে না। শেষ পর্যন্ত জিত আমাদেরই হবে।

কোরিয়ার যুদ্ধের যে-সব ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালের ১৬ থেকে ২১ মে, এই পাঁচ দিনে একটা রণক্ষেত্রে চীন এক লক্ষ সৈন্য বলি দিয়ে একটা জায়গার দখল নেবার চেষ্টা করেছিল। এই বছর, ৭ মার্চ আরেকটা জায়গায় এমনি এক প্রচেষ্টায় চব্বিশ ঘণ্টায় একুশ হাজার চীনা সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

ভারতেও চীনা সমর-নায়কেরা এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। কোরিয়ায় এই কৌশলে প্রথম দিকে কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও চীন শেষ পর্যন্ত লোকক্ষয়ই করেছে, যুদ্ধ জিততে পারেনি।

চীনের সামরিক শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক পাশ্চাত্য সামরিক পর্যবেক্ষক বলেছেন:

The Red Chinese armed forces can be likened to a huge dragon,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী

॥ প্রথম খণ্ড ॥
(১৮৮৪—১৮৯৬)
সম্পাদক : শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়
অনুবাদক : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় ও শ্রীঋষি দাস

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥
(১৮৯৬—১৮৯৭)
সম্পাদক : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
অনুবাদক : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় ও শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

—প্রতি খণ্ড : পাঁচ টাকা—

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী
১·২৫

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
নৃত্যবিদ শ্রীমণি বর্ধন
২·৯০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা
হস্তশিল্প : আশীষ বসু
১·২৫

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৮২

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
(সংক্ষিপ্তসার)
১·০০

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

স্থানীয় বিক্রয় কেন্দ্র
প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা
প্রকাশনা শাখা :
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর,
কলিকাতা-২৭

which sits and licks its lips in a self-satisfied manner, but only a few of its teeth and claws are sharp—many are missing. Nor can it walk very far, if at all. It is completely dependent on Russian fuel to enable it to spit fire.

The military hierarchy is ageing, lives in the past, is guerilla warfare minded, is cautious and reluctant to change with times.

Shortly, the armed forces, inspite of their size, have only limited offensive capabilities , but many defensive factors are in their favour.('The Armed Might of Red China', By Major Edgar O'Ballance, published in The Military Review (U. S. A.), November, 1960.)

এইবার দেখা যাক, ড্রাগনের কটা দাঁত এবং নখ শক্ত আছে। আর তার সংহারশক্তিই বা কত।

স্থলসৈন্য, নৌবহর এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে চীনের লালফৌজের স্থলসৈন্য সংখ্যায় পৃথিবীর সব দেশকেই টেক্কা দিতে পারে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। চীনের সদাপ্রস্তুত স্থল বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের মতে ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ। চীনে সামরিক শিক্ষা সবাইকেই নিতে হয়। কাজেই প্রতি বছর অন্তত ৫ কোটি লোক মিলিটারি তালিম পায়।

গৃহযুদ্ধের শেষে লালফৌজের (নিয়মিত সৈন্য, মিলিশিয়া নয়) সংখ্যা অন্তত ৪৫ লক্ষ ছিল। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করার পর সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই চীনকে কোরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। সেই সময় নয়া-চীন তার লালফৌজের পুনর্গঠন করে। অনেক লোককে অবসর দেওয়া হয়, ছাটাইও চলে। মিলিশিয়া থেকে লোক এনে সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তখন লালফৌজের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ।

১৯৫৫ এবং ৫৭ সালে আবার সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেবার কথাটা ওঠে, কিন্তু কেউ আর ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। নানা কারণে লাল ফৌজ ধীরে ধীরে এখন ৪৫ লক্ষে এসে ঠেকেছে।

এই ৪৫ লক্ষের মধ্যে কম্‌ব্যাটাণ্ট (যারা যুদ্ধ করে) ফৌজের সংখ্যা ২৫ লক্ষ, ১০ লক্ষের উপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট কোর (যারা সামরিক পরিবহনে নিযুক্ত), যোগাযোগ রক্ষাকারী ফৌজের সংখ্যা ৯ লক্ষের কাছাকাছি হবে। এদের মধ্যে বিমান ও নৌ বাহিনীর যোগাযোগরক্ষকদের হিসাবও ধরা আছে। স্থল বাহিনীর সদর হচ্ছে পিকিং। সদর দপ্তর আবার ইনটেলিজেন্স (সামরিক গোয়েন্দা), ট্রেনিং, প্ল্যানিং এবং এই ধরনের কয়েকটা চিরাচরিত দপ্তরে বিভক্ত। পশ্চিমী সেনা বিভাগের সঙ্গে তুলনা করে পর্যবেক্ষকেরা বলেছেন, তাদের তুলনায় চীনের দক্ষতাসম্পন্ন অফিসারের সংখ্যা অনেক কম। চীনের প্রয়োজনের তুলনায়ও কম। তবে চীন এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে চলেছে। "ফ্রণ্ট" হেড কোয়ার্টারেও অফিসারদের ঘাটতি আছে। গৃহযুদ্ধের পর লালফৌজের বিভিন্ন ফিল্ড আর্মিকে চীনের এক-একটা অঞ্চলে কর্তৃত্ব করবার জন্য প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই "ফিল্ড আর্মি"ই বর্তমানে "ফ্রণ্টে" পরিণত হয়ে চীনের মস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থল বাহিনীর কম্‌ব্যাটাণ্টদের শতকরা ৯০ জনই ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির। এই ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি ডিভিসনগুলোই চীনের সামরিক ব্যবস্থার প্রধান বল। চীনে তিনটে ডিভিসনে একটা 'কোর' হয়। তিনটে কোরে একটা "আর্মি গ্রুপ" এবং বেশ কয়েকটা আর্মি গ্রুপ একত্র করে "ফ্রণ্ট" তৈরি হয়েছে।

স্থল বাহিনীর ডিভিসনেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এক ডিভিসনে ৭০০০ লোক থাকত। কিন্তু রুশদের প্রভাবে চীনারা ডিভিসনে লোকের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এখন ১৪০০০ লোক নিয়ে ডিভিসন গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে লালফৌজের ১৫০টি এই রকম বড় ইনফ্যাণ্ট্রি ডিভিসন এবং আরও শ' তিনেক ইনফ্যাণ্ট্রি রেজিমেণ্ট এবং ব্যাটালিয়ন সারা চীনে ছড়িয়ে ছিল।

চীনে সৈন্য বাহিনীকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বদলি করার রেওয়াজ নেই। তবু এই ৩০ লক্ষ সৈন্যের রসদ ও সরঞ্জাম জোগানো নিতান্ত সহজ কাজ নয়। একে বিরাট দেশ, তার উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিতিকিচ্ছি রকমের খারাপ। সরবরাহের সমস্যাটা খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। স্ট্র্যাটেজিক জায়গাগুলোতে পৌঁছবার জন্য চীন অনেক ভাল রাস্তা বানিয়েছে, কিন্তু দেশের ভিতরের রাস্তা উন্নয়নের জন্য বিশেষ একটা নজর দেয়নি।

পরিবহনযোগ্য মোটর গাড়ির যথেষ্ট অভাব চীন দেশে আছে। বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে চীনারা মানুষ ও পশুর পিঠে, কিংবা নৌকোয়, কিংবা ঠ্যালাগাড়িতে মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

আধুনিক কবিতা সংকলন। কবিতা পাঠান। শ্রীসুজিতকুমার রানা, আমতা, হাওড়া।

(সি ১৮৮২)

গোবিন্দ বর্মণের
চলচ্চিত্রোপযোগী অনুপম উপন্যাস
ভুলো না মনে রেখো
মধুচন্দ্রিমা (যন্ত্রস্থ)
অভিনব আঙ্গিকে লেখা রসসমৃদ্ধ ও বাস্তবধর্মী কাহিনী
মহুয়া প্রকাশনী

(সি-১৮০৫)

নূতন নাটক (পূর্ণাঙ্গ)

মন্মথ রায়ের
বন্যা ২·৫০

কিরণ মৈত্রের
নাম নেই ২·০০

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের
এ কী অভিনয় ২·৫০

সিটি বুক এজেন্সী
৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

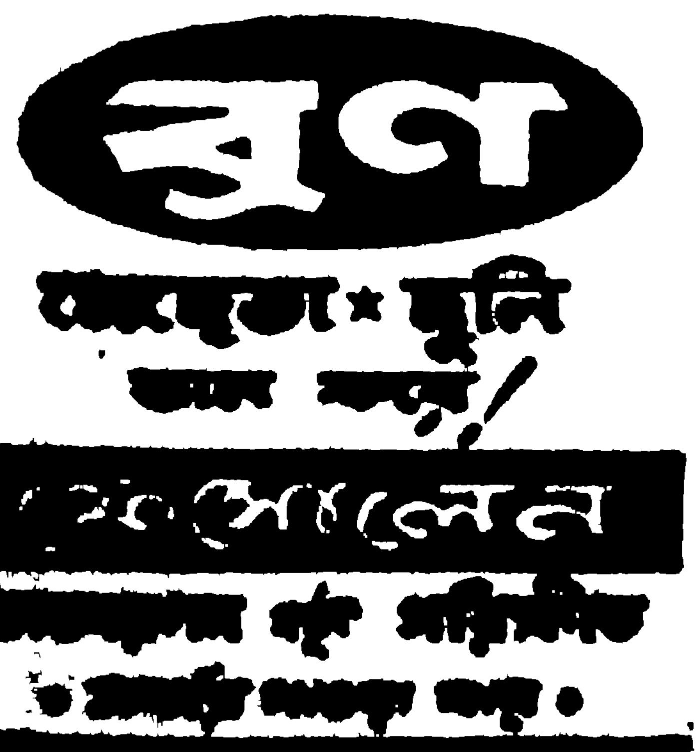

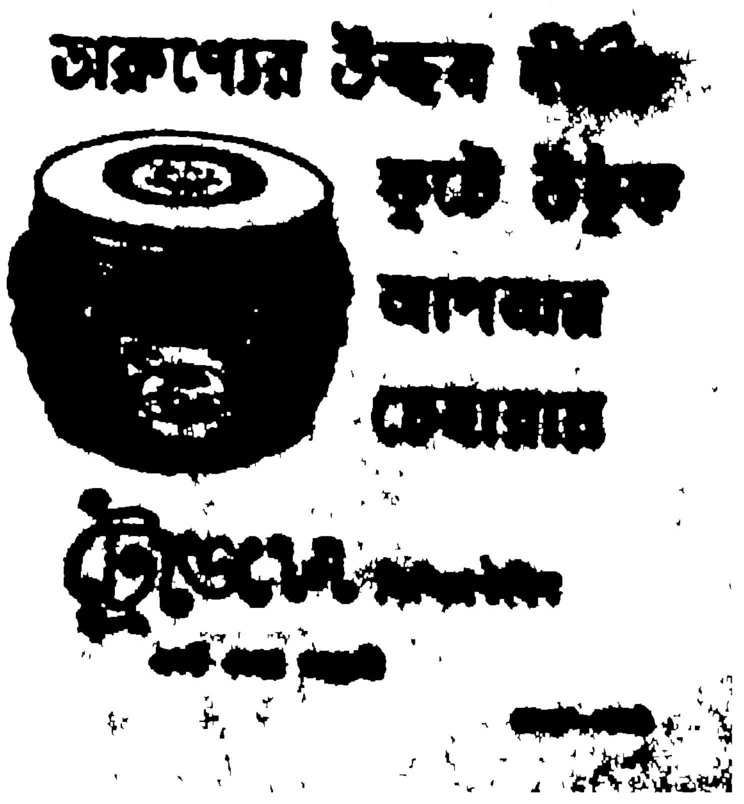

ট্রামে-বাসে

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নাকি বলিয়াছেন যে তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হইতেন তাহা হইলে কয়েকটা বছর দেশের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন।—"তবু ভালো,

আমরা ভেবেছিলাম লোহিয়াজী প্রধানমন্ত্রী হলে কয়েকটা বছর হয়ত তিনি 'আংরেজী হটাও' আন্দোলন নিয়েই পড়ে থাকতেন"—বলেন বিশু খুড়ো।

আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন,—তিনি কোন গ্রুপ বা দলের নেতা নহেন। এমন কি তাঁর বাড়িতেও তিনি নেতা নহেন। —"নিজের বাড়িতে নেতা কেহই নন, কিন্তু

এত বড় সত্য কথা এক কৃপালনীজী-ই [illegible] বলতে পারলেন"—মন্তব্য করেন আমাদের শ্যামলাল।

নেহরুজী [illegible] বোম্বাইতে ড্রাইভিংএর টেস্ট দিয়েছেন। প্রথমবারের পরীক্ষায় ফল খুব খারাপ হয় এবং দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় ৩৮ নম্বর পাইয়া ভাল-ভাল [illegible]। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু ৩৮ নম্বর পেলেও হয়ত তিনি কলকাতার স্টেট বাসকে [illegible] আসতে পারবেন না অর্থাৎ কারণে [illegible] উঠে যাওয়া। বা চা-এর দোকানে ঢুকে পড়া বন্ধ করতে পারবেন না।"

১০ই জুন হইতে কলিকাতায় "পথচারী" সপ্তাহ পালন করা হইবে। আমাদের অন্য সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিলেন—"এবং মাত্র এক সপ্তাহের জন্য 'হকার্স বিতাড়ন' সপ্তাহ হয়ত পালন করা হবে!!"

জরুরী অবস্থায় মিতব্যয়িতার জন্য সরকারী ভবনগুলির ১৯৬৩-৬৪ সালে কোন চুনকাম করা হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যামলাল গল্প শুনাইল: —"কোন এক ছাত্র চুনকাম-এর ইংরেজী লাইম ওয়ার্ক লিখেছিল। গৃহশিক্ষক শব্দটা শুদ্ধ না করে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসিত হলে নাকি তিনি অভিভাবককে বলেছিলেন—মশাই, মাত্র দশ টাকায় হোয়াইট ওয়াশ হয় না, লাইম ওয়ার্কই হয়! সরকারী ভবনগুলির অন্তত লাইম ওয়ার্কও হবে না এ কথা কিন্তু বলা হয়নি।"

মন্ত্রিসভা লালফিতার অবসান ঘটাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"চিরাচরিত এই প্রথার শোকাবহ মৃত্যুতে শোকের প্রতীক কালো ফিতে কতদিন পর খোলা হবে সে সম্বন্ধে সংবাদে কোন উল্লেখ নেই!"

শ্রী নেহরু বলিয়াছেন—হানাদার চীন দেশ হইতে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে সৈনিকোচিত দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"জনগণের দৃঢ়তা সৈনিকোচিত হবে কি না বলতে পারব না। কিন্তু তা যে সৈন্যাধ্যক্ষোচিত হবে তা হলফ করেই বলতে পারি। কেননা রণ করি চাই না করি, রণকৌশলে আমরা জেনারেল চৌধুরীকে বাই লেংথস্ মেরে বেরিয়ে যেতে পারি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন!!"

সংবাদে প্রকাশ ভারত হইতে প্রচুর সুপারি পাকিস্তানে পাচার হইয়া যাইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ব পাকিস্তানেরই একটি গ্রাম্য গীতির একটি চরণ গাহিয়া শুনাইলেন—"পান দিলে সুপারি লাগে, আয়ে লাগে চুন, খুব [illegible] বসে আমার পিরিতের আগুন গো......"

অ[illegible] পাকিস্তানীরা ভারতের নারীদের অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভারতীয় পত্নী গ্রহণে পাকিস্তানে বাধা সম্প্রতি হয়েছে বলেই এর আগে খবর পেয়েছিলাম, অপহরণে বাধা আছে বলে শুনিনি, সুতরাং— —!!"

করাচীর একটি সমাজ-সেবা সমিতি নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেহ যদি আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ফোন নং...... -তে ফোন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পৃথিবীতে বাঁচিবার অধিকার সবারই আছে। উক্ত সমিতি পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার পরামর্শ দিয়া থাকে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু দিল্ যেখানে দেওয়ানা সেখানে মরতে কেউ নোটিস দেয় না, বাঁচার সূত্র সন্ধানেও তার কোন কৌতূহল নেই। বরং সমাজসেবা সমিতি পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি প্রচারকার্য চালিয়ে যান তাহলে হয়ত অনেকেরই একটা হিল্লে হয়, নিজেরাও দু পয়সা কামাতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শহীদ সুরাবর্দী সত্তর বৎসর বয়সে বেরুটের একটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—

"এ সংবাদ আমরা অন্য এক সূত্রেও পেয়েছি। তবে আমরা শুনেছিলাম জনাব সুরাবর্দীর বয়সটা সত্তর নয়, বাহাত্তর!!"

লন্ডনে [illegible] শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্প্রতি জানানো হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন এক বিশেষ ধরনের কৃত্রিম শব্দ করিয়া মৎস্যকুলকে আকৃষ্ট করা যাইবে। খুড়ো বলিলেন—"খুবই কথা নিশ্চয়ই [illegible]"

[illegible] [illegible] আমাদের ভারতবর্ষ। [illegible] বাঙালীর রান্নাঘরেও কত যে [illegible] তার হিসাব নেই। কোথাও বা [illegible] নিত্যনূতন পরিবেশন হয় আবার কোথাও [illegible] নিরামিষ শাকাহারী ব্যবস্থা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দু একটা রান্না আমরাও প্রস্তুত করে দেখতে পারি কেমন হয়।

আমাদের যেমন মাছভাত কাশ্মীরে তেমন মাংসভাত। মাছের অভাব বাঙ্গালীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কাশ্মিরীরা গায়ের জামা বিক্রি করে মাংস কিনে আনে। তাই মাংস রান্নার পারিপাট্যও অনেক। মাংসের পোলাও কাশ্মিরীদের প্রিয় খাদ্য।

উপকরণঃ—চাল—১ কিলো, মাংস—১ কিলো, ঘি—১৫০ গ্রাম, দৈ—১২৫ গ্রাম, মৌরি ও দারুচিনি, বাদাম—২।৪টি। ধনে গুঁড়ো, ছোট এলাচ, কেশর, একটু দুধ, আদা কুচি, আদা সোঁঠ, জিরে গুঁড়ো, নুন আর হিং সামান্য।

প্রণালী—১। মাংস ধুয়ে নিয়ে তাতে ঘি, দৈ, নুন, আদা কুচো, আদা সোঁঠ (শুকনো আদা গুঁড়ো) আর সামান্য হিং দিয়ে হাঁড়ি বা ডেকচির মুখ বন্ধ করে উনোনে চাপিয়ে রাখুন।

২। জল শুকিয়ে গেলে সামান্য জলের ছিটে দিতে দিতে কষে মাংস নরম করে নিন। তারপর ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিন।

৩। আন্দাজমত জলে একটি পুঁটুলিতে মৌরি ও দারুচিনি ঢিলে করে বেঁধে ছেড়ে দিন। জলে বেশ কিছু সময় সিদ্ধ হলে মশলার সুগন্ধ বের হবে। ঐ পুঁটুলি তখন তুলে ফেলে দিন। খোসা ছাড়ানো বাদাম ও নুন দিন।

৪। জলে চাল ছেড়ে দিন। জল যতটা চাল তার দ্বিগুণ হলে আন্দাজ ঠিক হবে। জল প্রায় শুকিয়ে এলে ঘি, মাংস, ছোট এলাচ দিন, এক ছটাক দুধে সামান্য কেশর গুলিয়ে তাও দিন।

৫। এবার দমে চড়ান। ঢাকনা শক্ত করে বসিয়ে ময়দা দিয়ে এঁটে অল্প আঁচে বসান। ঢাকনার উপরও একটু আঁচ দিন। মিনিট দশ, পনেরো পরে পোলাও তৈরী হয়ে যাবে।

মাংসের কোফ্তা আমিষাহারী মাত্রেরই পরম মুখরোচক জিনিস। কাশ্মিরী কোফ্তার একটু অন্যরকম করে রান্না হয়। কোফ্তার আকারও গোল নয়— লম্বা অনেকটা ছোট পটলের মত গড়ন।

উপকরণঃ—কিমা—৫০০ গ্রাম, ঘি—৫০০ গ্রাম, দই—৫০ থেকে ১০০ গ্রাম। আদা কুচি, আদা সোঁঠ, জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো চায়ের চামচের [illegible], আধ চামচ লঙ্কাগুঁড়ো, সামান্য হিং ও নুন।

[illegible] কিমা বেশ করে ছেঁচে [illegible] দিন,

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

২। যা কিছু মশলা এবং দই অর্ধেক করে নিয়ে কিমার সঙ্গে মেলান,

৩। তারপর পটলের মত লম্বা লম্বা করে কোফ্তা তৈরী করে যে হাঁড়ি বা ডেকচিতে তৈরী হবে তাতে ঘি গরম করে পাশাপাশি সাজিয়ে দিন,

৪। বাকি দই, সোঁঠ, নুন ও হিং দিন,

৫। খুব নরম আঁচে রাখুন। নিজে থেকে জল বেরিয়ে তৈরী হবে কোফ্তা। বেশী আঁচ যেন না হয় তাতে কোফ্তা ভেঙ্গে বা পুড়ে যেতে পারে,

৬। বেশ লাল হয়ে গেলে অল্প জল, জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিন।

৭। নামাবার আগে গরমমসলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

[illegible] আমাদের কাছে [illegible] জানবে আমি না, তবু [illegible] 'খোবানি' বলে তার নিয়ম [illegible] দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে।

উপকরণঃ—কিমা—২৫০ গ্রাম, [illegible] ডাল—৫০ গ্রাম, চিনি—৩০০ গ্রাম, কয়েকটি বাদাম, ঘি, কেশর, ছোট এলাচ।

প্রণালী—১। কিমা ডালের সঙ্গে মসলা করে সিদ্ধ করুন।

২। জল শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে শিলে বেটে নিন।

৩। ছোট ছোট নেচি কেটে একটি করে বাদাম ভিতরে দিয়ে খোবানী বা বাদামের আকারে গড়ে ঘিয়ে ভাজুন।

৪। একতারের চিনির রস করুন তাতে ছোট এলাচ দু একটি কেশরের পাপড়ি দিন।

৫। অল্প আঁচে রসটি রাখুন, বড়া ভেজে তার গায়ে কাঠি দিয়ে ফুটো ফুটো করে ঐ রসে দিন।

'খোবানি' ছানা দিয়েও করা যায়। ছানা শিলে বেটে এক চামচ এরোরুট বা ময়দা মিশিয়ে নেবেন।

বিভূতি প্রকাশন

২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

প্রেমের গল্প

এমন কান্ত মধুর প্রেমের গল্প আর কেউ লিখবেন না। মাধুর্যে পরিপূর্ণ গল্পগুলি না পড়লে পাঁচালিকার বিভূতিভূষণকে জানা অপূর্ণ থেকে যাবে। রত্নখণ্ডের মতো মূল্যবান প্রেমের গল্পগুলিকে ইতিপূর্বে একসূত্রে এভাবে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়নি। বিভূতিভূষণের গল্প-রচয়িতা হিসাবে পরিণতির ধারা অনুসরণ ক'রে কয়েকটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্র প্রখ্যাত শিল্পী অজিত গুপ্ত অঙ্কিত। দাম ৩·০০

অশনি সংকেত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস ৪·৫০

উপন্যাস। [illegible]। ৩·৭৫

নবকৃষ্ণ

আরো কয়েকটি [illegible]

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুখোপাধ্যায়ের [illegible] ২·৫০; বিভূতিভূষণের [illegible] ৩·৫০; [illegible] ৩·০০; [illegible] ২·৫০; [illegible] [illegible]·৭৫।

মাংসের ভক্ত বলে কাশ্মিরীরা সব্জি খান না তা কিন্তু মোটেই নয়। শীতকালে 'করম শাক' বলে একটি শাক পাওয়া যায়। বরফে চারদিক যখন ঢেকে যায়। অন্য সব্জি তখন থাকে না। কোথাও কোথাও করমশাক পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় আগে থেকে শুকিয়ে রাখা তরকারি। কাজেই যখন শাক-সব্জির মৌসুম তখন তারা প্রাণভরে তরকারি খেয়ে নেন। ঢেঁড়স আর আলুর তরকারির একটি প্রকরণ খুব সহজ।

উপকরণঃ—ঢেঁড়স—২৫০ গ্রাম, আলু—২৫০ গ্রাম, আধচামচ ধনে গুঁড়ো, আধচামচ জিরে গুঁড়ো, আধচামচ হলুদ গুঁড়ো, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, নুন, সরষের তেল।

১। ঢেঁড়স ডুমো ডুমো করে কেটে রাখবেন, আলুও টুকরো করে রাখুন।

২। তেল গরম হ'লে হিং ফোড়ন দিযে আলু সাঁতলে নিন।

৩। আলু সাঁতলানো হ'লে সরিয়ে রেখে তাতে ঢেঁড়সও সাঁতলান।

৪। ঢেঁড়স ও আলু মিশিযে দিন ও সামান্য জল দিন।

৫। ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো, নুন দিয়ে অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

৬। সিদ্ধ হ'লে নামাবেন। ঝোল থাকবে না।

কাঁচামুগের ডালের একটা সুন্দর রকমফের কাশ্মিরী রান্নায় পাওয়া যায়।

উপকরণঃ—ডাল—২৫০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়ো—আধচামচ, ঘি, আদা কুচি, জিরে গুঁড়ো একচামচ, সামান্য হিং, একটু চিনি বা গুড় এবং নুন।

১। ডালটা ধুয়ে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রাখতে হয়।

২। জল ফুটলে ডাল ও তাতে সামান্য নুন দিন।

৩। হলুদ গুঁড়ো দিন।

৪। সিদ্ধ হ'লে কাটা দিয়ে মোলায়েম করে অল্প আঁচে রাখুন।

৫। চিনি (খুব অল্প) আদা কুচি ও হলুদ আর জিরে গুঁড়ো দিন।

৬। হাতায় করে ঘি গরম করে হিং ও জিরে ফোড়ন দিয়ে সেই হাতাসুদ্ধ ডালে ডুবিয়ে দিন ও ডাল পরিবেশন না করা পর্যন্ত ঢেকে রাখবেন।

কাশ্মিরী রান্নায় পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহারই হয় না। মশলা আলাদা করে তাওয়ায় ভেজে গুঁড়ো করে ছেঁকে বোতলে রাখা হয়। কাশ্মিরী রান্নায় সরষের তেল ব্যবহার হয়। সরষের তেল দিয়ে কাশ্মিরী প্রথায় ফুলকপি রান্না করে দেখবেন। চমৎকার হয়।

উপকরণঃ—একটি ফুলকপি, সরষের তেল, ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এক চায়ের চামচের অর্ধেক, আদা কুচি, সোঁঠ, গুড়, হিং ও নুন।

১। ফুলকপি বড় টুকরো করে কাটুন।

২। তেল চড়িয়ে হিং ফোড়ন দিন। এবার কপির টুকরো দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কষুন। আঁচ খুব বেশী রাখবেন না।

৩। অল্প জল দিয়ে সব মশলা দিন। সিদ্ধ হ'লে নামাবেন। শুকনো হবে।

টুকিটাকি

কাপড়ের উপর থেকে দাগ তোলায় লেবুর ক্ষমতা অসাধারণ। গৃহস্থ সংসারের লেবু একটি সাধারণ জিনিস, সর্বদা হাতের কাছে পাওয়াও সহজ।

যে কোন কাপড়ের উপর কালির দাগ পড়লে জলে মেশানো লেবুর রস লাগিয়ে দেবেন। কিছু পরে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। দাগ সম্পূর্ণ উঠে যাবে। পানের দাগও লেবুর রস দিলে উঠে যাবে, কিন্তু দাগ পুরোনো হ'লে আর ওঠে না।

চায়ের দাগ তুলতে হ'লে কাপড়ে লেবুর রস লাগিয়ে রোদে রেখে দেবেন।

কাপড়ের উপরে যে মর্চের দাগ পড়ে তাতেও লেবু কাজে লাগে। এক হাঁড়ি জল ফুটতে থাকবে, তার উপর দাগের জায়গাটি টেনে ধরে রেখে ফোঁটা ফোঁটা করে লেবুর রস ফেলবেন। তিন চার মিনিট পরে ধুয়ে নেবেন। দাগ না উঠলে আবার করবেন। খুব পুরোনো দাগ না হ'লে উঠে যাবে।

কলমের দাগ তোলবার দরকার হ'লে দাগের জায়গায়, বেশ করে লেবু ঘষে রেখে তারপর গরম জলে ধুয়ে ফেলবেন। মরচে ও [illegible] দাগ অনেক সময় [illegible] পরিষ্কার হয়ে যায়।

নগদ ও কিস্তিতে

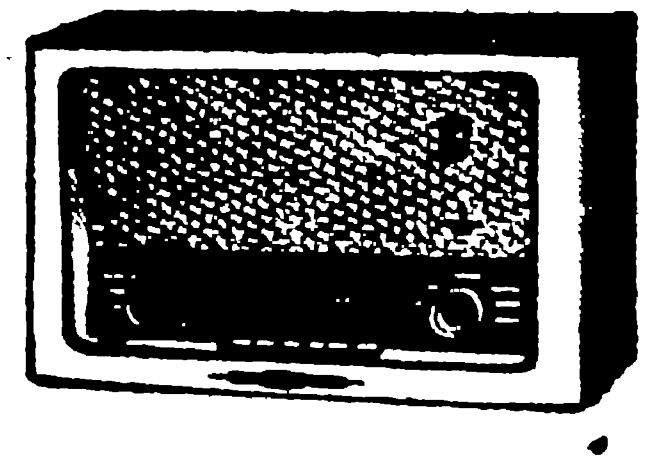

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যান্ড ফটো ষ্টোরস
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোনঃ ২৪-৪৭৯০, কলিকাতা-১৩

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন রুক্ষ কেশোদগমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

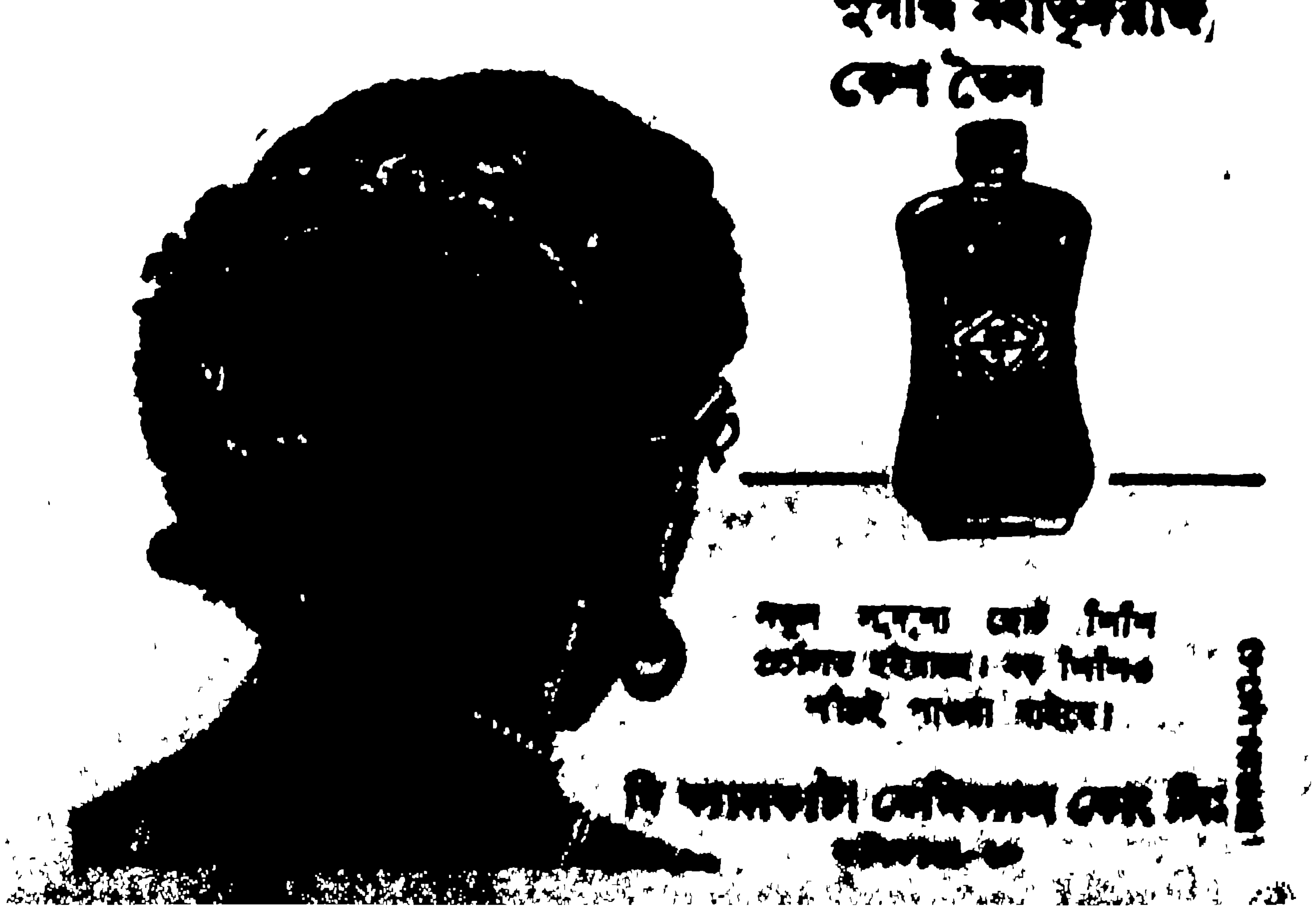

নতুন মনোরম ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

আলোচনা

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু আমার লেখা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করে (দেশ ১ জুন, ১৯৬৩) আমায় সম্মানিত করেছেন। চক্রবর্তী মশায়ের প্রশ্নঃ "বিদগ্ধ সাহিত্যিক" হয়েও চীনের 'ধোঁকাবাজি' বা অভিনয় আমি ধরতে পারিনি কেন? আলোচ্য লেখার মধ্যে আমি কয়েকটি বিশিষ্ট নামের উল্লেখ করেছি—পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পানিক্কর, পণ্ডিত সুন্দরলাল, মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। গুণীজ্ঞানী আরও বহুজনের নাম করতে পারি, কেউ তাঁরা ধরতে পারেননি। অতএব লজ্জার কি—মহৎ-সঙ্গেই তো আছি আমি।

আর এক প্রশ্ন : কেন আমার 'কলম কাঠি হয়ে কমিউনিস্ট চীনের ঢাক পিটিয়েছিল'? আলোচ্য লেখায় আমি বলতে চেয়েছি, জীবনসন্ধানী শিল্পী কোন বিশেষ 'ইজম'-এর ঢাক পেটাবেন না। 'চীন দেখে এলাম' বইটাকে যদি ঢাক পেটানোই বলতে চান, সেটা চীন দেশ সম্বন্ধে, দেশটা কম্যুনিস্ট বলেই নয়।

'বিষয়বস্তুর জন্য নয়, সাহিত্য-গুণেই বই পুরস্কৃত হয়েছিল'—আমার এই উক্তি উদ্ধার করে চক্রবর্তী মশায় প্রশ্ন করেছেন : 'তা হলে কি ধরে নেব ও বইয়ে অনেক বিষয়বস্তু সঠিক নয় বা হয়তো নেহাতই কল্পনাপ্রসূত।' চীন নিয়ে এই বাংলা দেশেই বহু গুণী লিখেছেন, অতএব বিষয়বস্তুর জন্য পুরস্কার, এমন কথা নিশ্চয় বলব না।

চক্রবর্তী মশায় আমার মধ্যে দুটো সংগুণের (সত্য দৃষ্টি ও তীব্র অনুভূতি) অভাব লক্ষ করেছেন। সামান্য ব্যক্তি আমি—শুধু দুটো কেন, কোন গুণেই নেই আমার। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রশংসা করতেন, তাঁর মধ্যেও তবে তো গুণ দুটো নেই। উপায়?

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মশায় একটি প্রস্তাব আনতে চেয়েছেন : "কোন দেশ সম্বন্ধে বই লিখতে হলে সে দেশে অন্ততপক্ষে দু-বছর, পাঁচ-সাত বছর হলে আরও ভাল—থাকা দরকার।" এটাও ঠিক বলে মনে হয় না। সর্দার পানিক্করের বৈদগ্ধ্য বিশ্বখ্যাত। কূটনীতিক হিসাবেও তিনি ধুরন্ধর। ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অনেক বছর তিনি চীনে ছিলেন, অবসর অনেক ছিলেন। চীনে, [illegible] পানিক্কর ও

তাঁর বিদুষী মেয়ের অজস্র প্রশংসা শুনলাম বহুজনের কাছে। ফিরে এসে চীনের বিস্তর গুণগান করে তিনিও অতিকায় বই লিখেছেন।

মনোজ বসু

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৮ই মে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত মনোজ বসুর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করলাম। স্বাধীন সাহিত্য সমাজের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্তি বশত। কম্যুনিস্ট দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিল্পীর আদর্শ নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার জন্যে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু সেই সঙ্গে পত্রলেখক স্বাক্ষরিত স্বাধীন সাহিত্য সমাজের অপূর্ব প্রস্তাবনাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর লেখা 'চীন দেখে এলাম' বইটির সমালোচকদের যেভাবে সমালোচনা করেছেন আমি তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। বইটি লোকজনের কথায় গুরুত্ব হয়তো কেউই দেয়নি। এবং তা একটি দুটি অধৈর্য পাঠকের বিক্ষিপ্ত মনের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু মনোজ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তমসা ২·৫০

লেখকের মানস-দিগন্তের সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু। সুন্দর প্রচ্ছদ। মনোরম অঙ্গসজ্জা।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

প্রতিহারিণী ৪·০০

বাংলা সাহিত্যে মধুর এক সংযোজন।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

দ্বীপপুঞ্জ ৪·০০

চিরন্তন এক প্রাচীন উপন্যাস।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

চিরবিখ্যাত সেই অপূর্ব রচনা

রাণুর গ্রন্থমালা

নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আবার প্রকাশিত হচ্ছে

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

ময়না তদন্ত ৩·০০

লেখকের [illegible]

চিরঞ্জীব সেনের

রহস্যের অন্ধকারে ৪·৫০

রহস্যকাহিনী হলেও প্রতিটি ঘটনা সত্যাশ্রয়ী।

নতুন প্রকাশনার্স : ৭৮ বিপিন বিহারী [illegible] কলিকাতা ৫

([illegible])

বসু সে দুঃখ ভোলেননি। এই কথা মনে করে অন্তত তাঁর দুঃখ ভোলা উচিত ছিল যে ঘটনাচক্রে এরূপ একটি বই-এর লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পাঠকবর্গ পূর্বের মতই তাঁকে যথাবিহিত আসনে বসিয়ে রেখেছে। বইটি নষ্ট করলেই কি বইটির প্রকাশজনিত প্রতিক্রিয়ার অপনোদন হত—না সে ক্ষতি লেখকের স্বীকারোক্তিতে পূরণ হতে পারে। 'স্বাধীন সাহিত্যে সমাজ'-এর অপূর্ব প্রস্তাবনাটির বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা নিজের ফ্যাসিজমরূপক না ভুলে মনোজ বসু যদি প্রকৃতই বইটি প্রকাশের জন্য অনুতপ্ত হন তাঁর উচিত সৃজনশীল ক্ষমতার দ্বারাই ক্ষতি পূরণ করা।

তিনি ভি আই পিদের দোহাই দিয়েছেন (আনন্দবাজারে — তিনি সদস্য পার্লামেন্ট ও লেখক [illegible]) [illegible] হইবে না কেন?' [illegible] উচিত নয় যে তিনি ভি আই পিরা প্রথমে রাজনীতিক—আর তিনি সাহিত্যিক। শিল্পীর স্বাধীনতায় তাঁরই কথা—'রাজনীতিকের পথ আর সাহিত্যিকের পথ এক নয়—লেখকের হাতের কলম কাঠি হয়ে কখনই ইজমের ঢাক পেটাবে না।' সুতরাং ভি আই পিদের চীনা প্রশস্তি তৎকালীন রাজনৈতিক কূটনীতি বলে চালানো যেতে পারে এবং আজকেও যা বলা হচ্ছে তাও স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতার মত সহজ এবং ভঙ্গুর নয়। "পরনিন্দা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্তুতির দ্বারা নিন্দাকে নিন্দিত করেছেন। বিভ্রান্ত, বিচলিত মনোভাব লেখকের মানস ধর্মের সহজ পরিপন্থী—বারেকের জন্যে সাহস ভরে এ কথা আমার মনে করিয়ে দিতে হল। ইতি—

সুধাংশুকুমার বসু মল্লিক
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সাদা মলম
বি-টেক্স
দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, চাপড়া হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৩
স্টকিস্টস্ :
মেসার্স রোজ অ্যান্ড কোং, ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

প্রায় একশো বছর ধরে ভারতের লক্ষ লক্ষ গৃহে সি. কে, সেনের নাম জবাকুসুম তেলের প্রস্তুতকারক হিসাবে সুপরিচিত। যাঁরা আমলা তেল কিনতে চান তাঁরা এঁদের তৈরী আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। এই আমলা তেল কেশবর্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

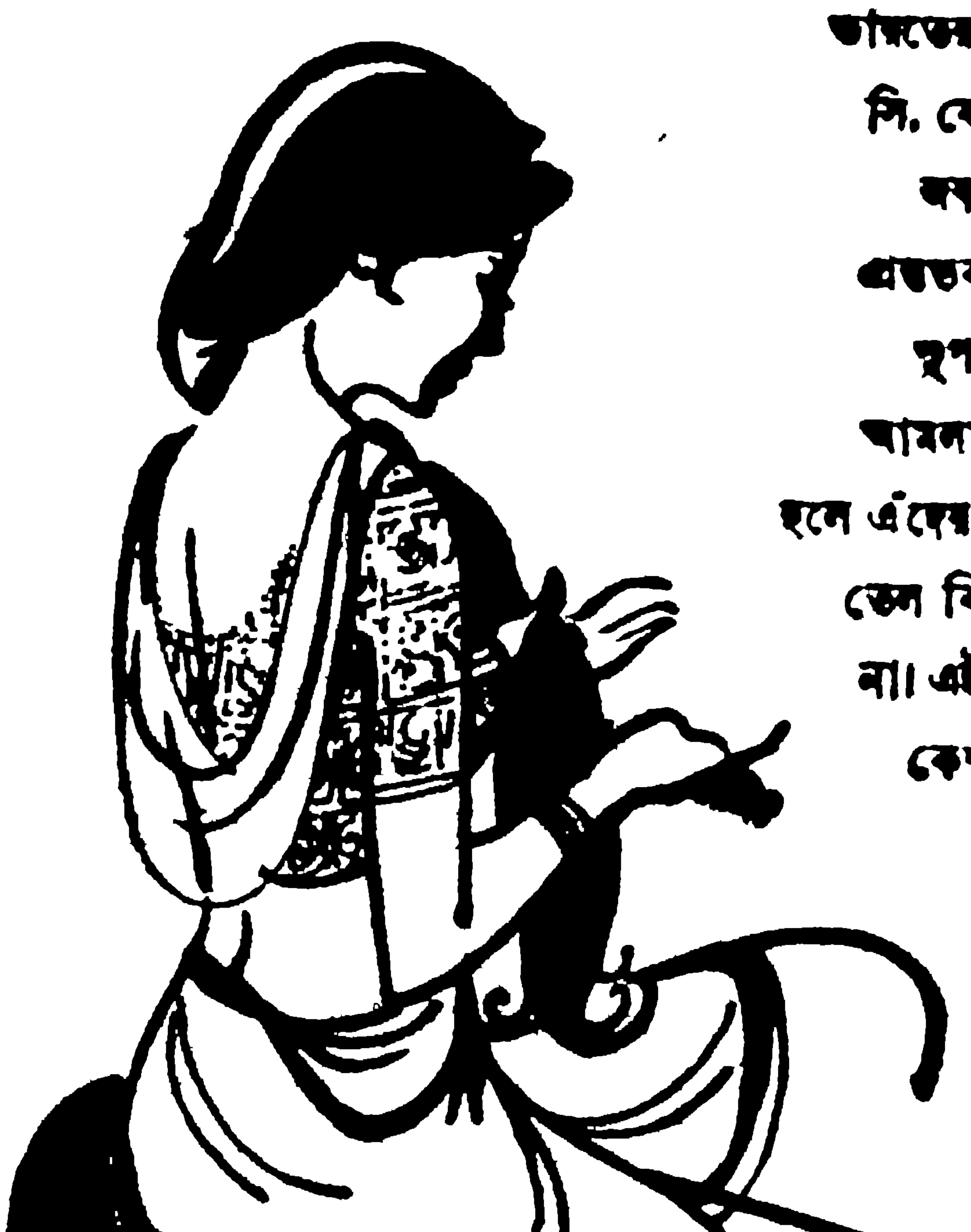

সি, কে, সেনের
আমলা
কেশ তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ভ্রম সংশোধন

[গত সংখ্যার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রে মনোজ বসু প্রণীত 'চীন দেখে এলাম' গ্রন্থটিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ বলে ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'নরসিংদাস পুরস্কার' পেয়েছিল। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।]

দেশ সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭০

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

রবীন্দ্র পক্ষে "সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭০ দেশ" পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে, আমার মনে হয়, অবিস্মরণীয়। কেননা এই সংখ্যাটি বাঙালীর সাহিত্য চিন্তায় এক মহৎ উপাখ্যান তুলে ধরেছে। তবু এই সংখ্যার সমস্ত রচনা ও বিষয়ের মধ্যে আরও দুটি বিষয়ের সন্ধান পাব আশা ছিল। এই বিষয়ে দুটিকে আমি "বাংলা সাহিত্যে জাতীয় সংহতির উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ" এবং "কালীপ্রসন্ন সিংহ ও টেকচাঁদ ঠাকুরের স্বদেশ চেতনা" বলে উল্লেখ করতে চাই।

এ দুটো বিষয় ছাড়া "বিবেকানন্দ ও সমসাময়িক [illegible]" [illegible] [illegible] ১৩৭০ [illegible]

একখানি অমর সংকলন গ্রন্থের মর্যাদাই পেত।

শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ"—প্রবন্ধে কয়েকটি হীরকখণ্ডের উপহার দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:—

"সমগ্র দেশ এবং জাতির শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে আরো স্থায়ী প্রেরণার প্রয়োজন। তাই মহত্তম কবি-প্রেরণা যা দেশময় এক ভাবাবেগের জোয়ার এনে দেবে।"

তিনি রবীন্দ্রনীতির উৎসের সন্ধান করতে বলেছেন:

"রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূলে যে নীতিটি কাজ করেছে সেটি হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্বোধন।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহোদয়ের "রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র" তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা।

কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী।" বাংলাদেশে উপেন্দ্র-কিশোর আধুনিক বাঙালীর অন্যতম মানস-পথ্যকারক। তাঁর ভাষা শিশুর মনের সঙ্গে সমান মাপে চলেছে শ্রীবসু সেই সত্যই প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর সমগ্র আলোচনার মূল সুরে উপেন্দ্রকিশোরের শিশুপ্রেমিক রূপটি জীবন্ত হয়ে ফুটেছে।

উপেন্দ্রকিশোরের স্বরচিত নিবন্ধ 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' গভীর মননশীলতার নিটোল সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ তাই মন্তব্যেরও অতীত। সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়" সহজিয়া সুরের অপূর্ব মর্ম কথা।

শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা" এই সংখ্যার ভূষণ স্বরূপ। তিনি প্রাচীন যুগ থেকে ভারত চেতনার উৎস ও তার ধারা খুঁজে বের করেছেন।

"সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর" নিবন্ধে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস অপূর্ব মনোভঙ্গীর সাহায্যে 'ঊনবিংশ শতকীর নবজাগৃতি', 'মানব কল্যাণের মহৎ আদর্শ" কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছে তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্য-ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্যে তাঁর লেখাটি সমৃদ্ধ।

"বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা"—বিনয় ঘোষের মৌলিক চিন্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী ধর্ম নিবন্ধের ছত্রে ছত্রে মুখর হয়ে রয়েছে।

এ ছাড়া 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'মধুসূদন', 'রঙ্গলাল,' 'দীনবন্ধু', হেমচন্দ্র,' বঙ্কিমচন্দ্র 'রমেশচন্দ্র,' 'নবীনচন্দ্র' ও 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নিয়ে রচনাগুলির প্রতিটি নিজস্ব কণ্ঠ, নিজস্ব সুর ও নিজস্বভঙ্গীতে সার্থক সৃষ্টি।

তেবেছিলাম "সাহিত্য সংখ্যা : ১৩৭০ দেশ" ভালো লেগেছে শুধু এই কথাটিই আপনাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু লোভ

চিত্ত: ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি পরিচালিত মনোবিদ্যা বিষয়ক সাধারণের উপযোগী বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বৈশাখ হইতে ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল। বার্ষিক সডাক চাঁদা—৩, টাকা। "জর্দ্দান পার্ক", ১৪ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩১।

এক মাসে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে ১লা জ্যৈষ্ঠ দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল।
অমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্চর্য উপন্যাস
কত রঙের মেলা দাম ২,
॥ এখনও না পড়ে থাকলে আজই পড়ুন ॥
আষাঢ় মাসের বই | অমিয়কান্তির চমকপ্রদ সোনালী সন্ধ্যা উপন্যাস
● সর্বত্র এজেন্ট চাই ●
অপূর্ব প্রকাশনী:
Phone—35-3904
৬০এ, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(সি-১৮১০)

প্রকাশের পথে
আশ্চর্য লেখক অবধূতের
নূতন ধরনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।
কৌশিকী কানাড়া
"দিলদার" সম্পাদিত
ছদ্মনামা
বাংলা দেশে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম
যাঁরা লিখেছেন:—বনফুল, জরাসন্ধ, নীলকণ্ঠ, শংকর, অবধূত, [illegible], [illegible], রূপদর্শী, [illegible], [illegible], [illegible], ইন্দ্র মিত্র, কালকূট, [illegible], [illegible], ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্র. না. বি. প্রভৃতি।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার মনের কাছেই
[ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

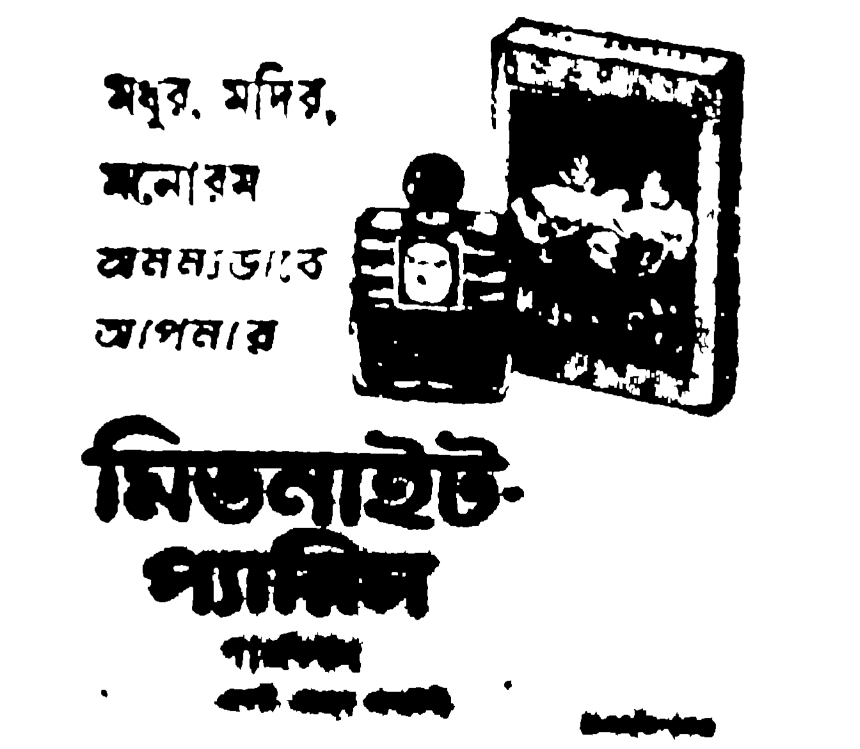

সম্বরণ করতে পারলাম না। বাংলা দেশে জাতীয় সংহতি' নিয়ে এখন যেসব বাড়বাড়ি হচ্ছে তব উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে বলব বাংলার বিগত আড়াইশত বর্ষের ইতিহাসের সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক পরিণতিই হল 'জাতীয় সংহতি'।

সুধীর বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি

চীন আক্রমণ ও দেশের স্মৃতি

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বেশ কয়েকদিন ধরে ভারতবর্ষের উপর চীন দেশের হামলাকে কেন্দ্র করে দেশ পত্রিকায় নানাধরনের লেখা ছাপা হচ্ছে এবং হয়েছে। এই সমস্ত লেখা অনুরাগী পাঠক মহলে যে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হল যে চীন-হামলাজনিত প্রবল সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরই কিছু না কিছু কর্তব্য রয়েছে। এ কর্তব্যের গণ্ডি কেবলমাত্র সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সূচিত নয় বরং আমার মতে এর ব্যাপকতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত চিন্তার খাতে প্রবাহিত হয়ে সমষ্টির মিলনক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ যদিচ এখনও পর্যন্ত একটি অনগ্রসর দেশ এবং সাধারণ ভারতবাসী অশিক্ষিত জনগণের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু তাহাতেও অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে শিক্ষাকে ছাপিয়ে উঠেছে মনুষের জন্মগত ন্যায়বোধ এবং অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ আর তার ফলে দেখা দিয়েছে সারা দেশব্যাপী জনজাগরণ। গভীর অবসাদে ভেঙে পড়া সাধারণ ভারতবাসীর জীবনে চীন আক্রমণের ফল স্বরূপ এসেছে নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার এক দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। ভারতবাসীর সমাজ-জীবনের সংকুচিত গণ্ডিরেখা যখন একবার বিশালতা লাভ করেছে, বিশেষ করে সারা ভারতের চিন্তাশীল মানুষের আশু কর্তব্য তাকে আরও বেগবান করা দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির খাতিরে নয়, মানুষের স্বাধীন-ভাবে বাঁচার জন্মগত অধিকারে। ইতি

মানিক চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দেশের (২১শ সংখ্যা) "সাহিত্য সংবাদ" বিভাগে বিদুর মহাশয়ের "বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্র সমাজ" শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশাল ছাত্র সমাজের একজন হয়ে কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে

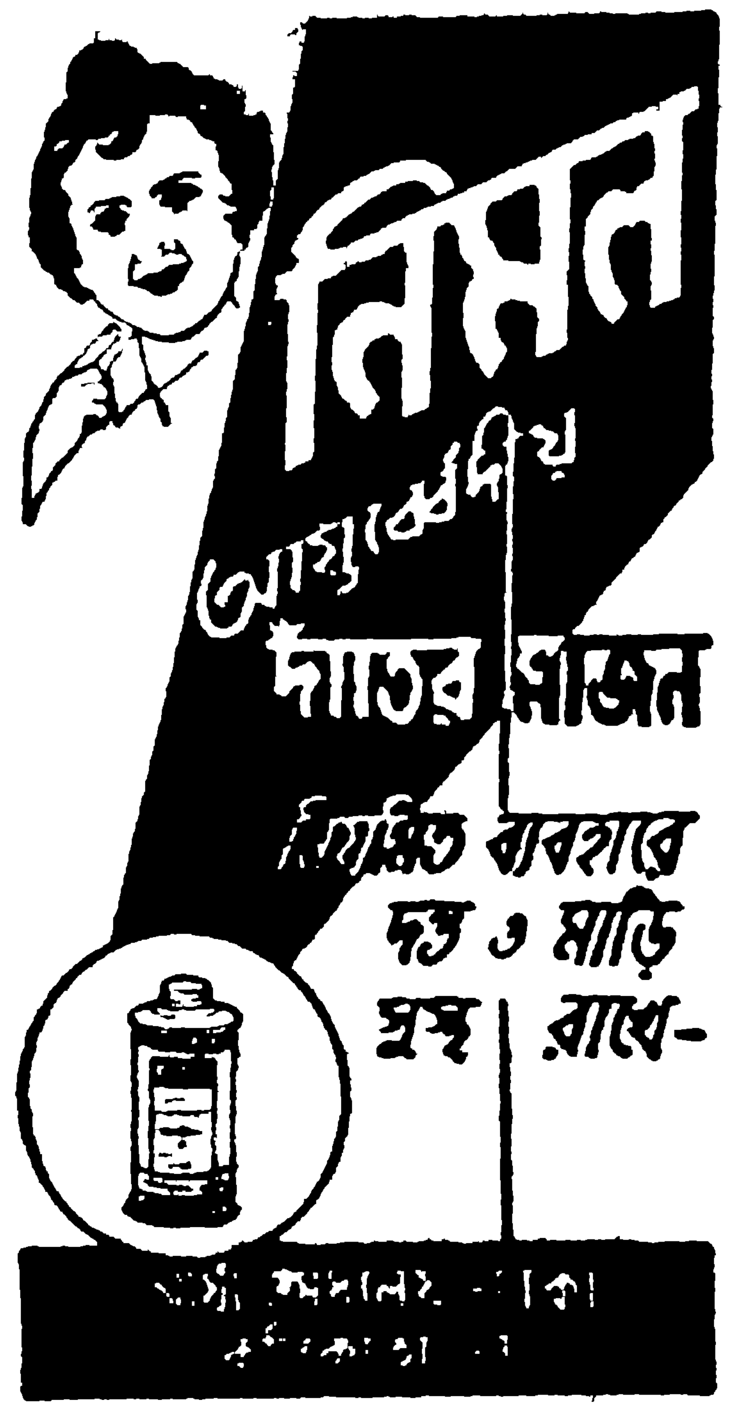

হার্ণিয়া কোষবৃদ্ধি কাইলোরিয়া
বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, পোস্ট বক্স নং ২৫, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

কেম্প এর
দাদের মলম
দাদ এবং অন্যান্য বীজাণু-ঘটিত চর্মরোগের জন্য কেম্প এর দাদের মলম অব্যর্থ। প্রতিদিন নিয়মিত মালিস করে দেখুন ইহা চুলকানো বন্ধ করে রোগাক্রান্ত স্থানে আরাম দেয়।

কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
বম্বে—২৮

চাই, তা 'দেশ'র পাতায় তুলে ধরলে কৃতজ্ঞ ও বাধিত ও করবো। আমি বিদুর মহাশয়ের সংগে একমত যে, বর্তমানে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ও তাদের সাহিত্য পিপাসাও দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং যেটুকু আছে, তাও আংশিক "সিনেমার কল্যাণে।" বিদুর মহাশয় সেকাল (তাঁর সমসাময়িক ছাত্র সমাজের) ও একালের ছাত্রদের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের ও সাহিত্য পিপাসার তুলনা করে বর্তমান ছাত্র সমাজের জ্ঞানের পরিধির যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে হয়তো অনেকেই বিস্মিত ও হতাশ হয়েছেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত দোষ ছাত্র সমাজের ওপর চাপানোর আগে সুধী ও বিদগ্ধমণ্ডলীকে আমি সেকাল ও একালের পাঠ্যসূচীর গুরুত্বার, অর্থনৈতিক সমস্যা ও জীবন-সংগ্রামকে তুলনা করে দেখতে অনুরোধ করি।

বর্তমান উচ্চ মধ্যমিক শ্রেণীর (নবম, দশম, একাদশ) পাঠ্যসূচীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—বাংলা সাহিত্যের নামকরা দশটা বই (রাজর্ষি, কমলাকান্তের দপ্তর রমামণী কথা চরিত কথা, সীতার বনবাস, কুরুপাণ্ডব, গল্পে উপনিষৎ, গাথাঞ্জলি, কাব্যমঞ্জুষা, সংকল্প ও স্বদেশ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও একটা সংকলন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ইংরাজী, অংক সংস্কৃত বিজ্ঞান সমাজবিদ্যা, ক্র্যাফট ও অন্যান্য তিনটি কম্বিনেশন এই শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। হয়তো শিক্ষা অধিকর্তারা আশা করেছেন যে এতগুলো বই পাঠ করলে নিশ্চয়ই ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর হবে। কিন্তু কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর যাবতীয় পাঠ্যসূচীর ওপরও এতগুলো বাংলা বই-এর চাপ কি অত্যাচার নয়? এতে কি পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সম্ভব? তদ্রূপ স্নাতক-শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যসূচীর দিকে দেখুন—বাংলার চার বিখ্যাত সাহিত্যিকের নামকরা চারটি বই এই শ্রেণীর পাঠ্য। কিন্তু তাতে পূর্ণ সংখ্যা থাকে মাত্র ৪০। সাধারণ ছাত্র এতে ১৫।১৬ ও একটু ভাল ছাত্র ১৮।২০ এর বেশী পায় না। তারপর ইংরাজী ও অন্যান্য দুই কম্বিনেশনের চাপে বাধ্য হয়েই ছাত্ররা বাংলার জন্য কম সময় ব্যয় করে থাকে। কারণ যে পরিশ্রম করলে তারা বাংলায় ১৭।১৮ পায় অন্য বিষয়ে ঐ পরিশ্রম করলে সহজে ৩৫।৩৬ পাওয়া যায়। এইজন্যই বোধ হয় বাংলায় অকৃতকার্যের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। স্বভাবতই এইজন্যই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এর জন্য কি ছাত্ররাই সম্পূর্ণ দায়ী? বর্তমান পাঠ্যসূচী কি এর জন্য দায়ী নয়?

বিদুর মহাশয় তাঁর আলোচনার উপসংহারের দিকে একটা চিন্তনীয় বিষয়ের দিকে অংগুলিসংকেত করেছেন যে, 'গাদা গাদা মোটা মোটা বাংলা সাহিত্যের ঠিকুজী লিখে যাঁরা বই বের করছেন, সেই অধ্যাপকবৃন্দ' তাঁদের ছাত্রদের জন্য সম্যক উপকার করতে সক্ষম হননি। তবে এটুকুও ভেবে দেখতে হবে যে, পাঠ্যসূচীর সংস্কার না হলে তাঁদেরই বা করণীয় কি? তবে পরীক্ষা-বৈতরণী পারকে যদি আমরা ছাত্রদের উপকার বলে স্বীকার করি, তবে নিশ্চয়ই ছাত্রদের যথেষ্ট উপকার করছেন।

পরিশেষে বলতে চাই এই যে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের সীমিত জ্ঞান, সাহিত্য পিপাসার অভাব এর জন্য ছাত্র সমাজ সমগ্রভাবে দায়ী নয়; বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচীর কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সমস্যাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। 'বিদুর মহাশয়' এই বিষয়ের উপর সময়োচিত আলোচনা করায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নমস্কারান্তে।

বিমলেন্দু দেব
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঋণ লউন
ব্যক্তিগত জামীনে, ২৫০ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত
বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদির জন্য,—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।
KUBER FINANCE (P) LTD.,
(K—57) AMRITSAR—5.

প্রকাশিত হ'ল:—
শক্তিপদ রাজগুরুর
নতুন ঐতিহাসিক উপন্যাস
গঙ্গা হৃদি ৬·৫০

বারীন্দ্রনাথ দাশ-এর নতুন বই:
উপনায়িকা ৪·০০

সুকন্যা
বৈশাখী বসন্ত ৫·০০

নিগূঢ়ানন্দ
নীল পান্না লাল বাদশা ৫·০০
তিন পাহাড়ের বিবি (যন্ত্রস্থ)

দ্বৈপায়ন
মেঘনা মতি ২·০০

প্রকাশের অপেক্ষায়
সুকন্যার
নূর জাহান

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তির স্বাক্ষর ৩·০০

সমরেশ বসু
সুবর্ণা ৩·০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
নায়রী আশমানের আয়না ৮·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন
অগ্নি স্বাক্ষর ৭·০০

অসিত গুপ্ত
ঊর্মি মালা ৩·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বল পড়ে ব্যাট নড়ে ৫·৫০
রমণীয় ক্রিকেট (২য় মুঃ) ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যোমকেশের ত্রিরত্ন ৪·০০
তন্দ্রাহরণ ৩·০০ রাজদ্রোহী ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
যৌবনলক্ষ্মী (২য় মুঃ) ৩·০০

কল্যাণ বসুর
যারা আগুন নেভায় ৩·০০

করুণা প্রকাশনী ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ১২

উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র

মুনিরা জাগতিক নিয়মে পুরুষ, কোনোক্রমেই তাঁদের স্ত্রীলোক করা যায় না; অথচ জগৎ সংসারে স্ত্রীজাতির চরিত্রের অনুরূপ কোলাহল তাঁরা যত করেন—এমন কেউ না। নানা মুনির নানা মত—এটা যেমন চলতি কথা, তেমনি অতি সত্য কথা। মেয়েরা একত্রে বসুক আর পৃথক বসুক কোনো বিষয়ে একের মতামত অন্যকে জানালে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করবে। একত্রে বসে আলোচনা করলে অচিরে তা হাঠ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি না, প্রতিভা অপেক্ষা প্রতিমা, প্রতিমা অপেক্ষা নীলিমা—কেউ কারুর চেয়ে ছোট হতে রাজী নয়।

মুনিদের স্বভাবও ওই রকম। আর সবাই জানেন মুনিরা সব সময় বড়: বড় থাকতেই চান, ছোট হতে কেউ রাজী না।

* সাহিত্য সংবাদ *

বিদুর

মহাভারত খুঁজলে এমন মুনি অনেক চোখে পড়বে।

সম্প্রতি সাহিত্যের একটি পত্রিকায় দুই মুনির বাদ প্রতিবাদ চোখে পড়ছিল। এঁরা কেমন মুনি আমার জানা নেই, বিদেশী মুনিদের অত খোঁজ কে রাখে!

তর্কের বিষয়টা কিন্তু বেশ ভালই। উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের গঠন বাঁধা ধরা ছিমছাম হওয়া উচিত, না কি এলামো শিথিল বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের মতন অর্থহীন হলে ভাল হয়—এই নিয়ে তর্ক। বলছি অবশ্য তর্ক, কিন্তু তর্ক না বলে বলা উচিত দু-জনের অভিমত।

একজন বলছেন, উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্রের গঠন হবে হিসেব মতন। বেহিসেবী কারবার উপন্যাসকে সব সময় মাটি করে দেয়।

অন্যজন বলছেন, যে-উপন্যাসের কাহিনী আগে থেকে ছক করে কেটে নেওয়া হয়েছে, যার চরিত্রগুলি একবারে ইঞ্চি মাপা সে-উপন্যাস কখনো ভাল উপন্যাস হতে পারে না। কেননা পূর্ব-নির্ধারিত ষড়যন্ত্রের ফলে লেখক কাহিনী এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের মতন ব্যবহার করবেন।

ভিন্ন দুই মতের মুনিদের তর্ক-বিতর্ক এবার নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে:

ক-মুনি। বিশ্বসংসারে সব গল্পই পূর্ব-পরিকল্পিত এবং গঠিত।

খ-মুনি। বিশ্বসংসারটাই যা পরিকল্পনা না করেই গঠিত হয়েছে।

ক। আপনি তবে কোনো রকম পূর্ব-চিন্তা বিশ্বাস করেন না?

খ। সব সময় নয়।

ক। দেখুন, একটা উপন্যাস লিখতে বসে লেখক যদি আগে থেকে সব ভেবে চিন্তে না নেয় তবে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করেন না, কম্পাস না থাকলে নাবিকের পক্ষে জাহাজ ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব?

খ। কম্পাস বলতে এখানে আমি বুঝি লেখকের বক্তব্য।

ক। তাই বুঝুন। ধরুন কোনো লেখকের বক্তব্য, যৌবন মানুষকে প্রতারিত করে। যদি এই বক্তব্য তিনি উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান তবে কি তাঁকে একটি সুপরিকল্পিত কাহিনী, সঙ্গত চরিত্র আগে থেকে ভেবে নিতে হবে না?

খ। আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। জগতে একমাত্র 'ক্রসওয়ার্ড' পাজলের খেলায় আগে ছকের জবাব ঠিক করে নিয়ে পরে ধাঁধা সাজানো হয়। ডিটেকটিভ উপন্যাসেও হয়। কিন্তু ভাল উপন্যাসে এ-ধরনের পূর্ব-নির্ধারিত জবাব ঠিক করে রাখা উচিত না।

ক। রাস্তা না জানা থাকলে মানুষ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। অনেক ভাল লেখা একমাত্র এই কারণে নষ্ট হয়েছে।

খ। অনেক ভাল লেখা আবার লেখকের পূর্ব-সিদ্ধান্ত বা সৈরাচারের জন্যে নষ্ট হয়েছে। উদাহরণ দেব?

ক। প্রয়োজন নেই। আমরা দুজনেই নিজেদের স্বপক্ষে বিস্তর উদাহরণ দিতে পারব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্র যদি না আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে রাখা যায়—তবে কি করে একজন লেখক তাঁর বক্তব্য দাঁড়িয়ে করতে পারেন?

বিষ্ণু দে-র নবতম কাব্যগ্রন্থ

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

আধুনিক বাংলা কাব্যের আর-একজন স্মরণীয় পুরুষ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সহমর্মীর কাব্যসাধনাকে সংবর্ধিত করে একটি দীর্ঘ চিঠিতে (১৭-১০-১৯৫০) লিখেছিলেন:

'আপনার সৃজনীশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, এবং অন্তত আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এ-দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়, এবং আমি যতদূর জানি, গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অপর কোনও বাঙালী কবির লেখনী এমন অবাধে চলে নি। ......আমাদের দেশ ও কাল আপাতত যখন এবম্বিধ প্রাচুর্যের পরিপন্থী, তখন আপনার মত ও পথের গুণ না গেয়ে উপায় নেই।'

তারপরেও বিষ্ণু দে'র লেখনী অলস থাকেনি এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর বিস্তারে ও রূপায়ণের গভীরতায় তাঁর কবিতা ক্রমান্বয়ে আধুনিক কাব্য-রসিকদের কৌতূহল ও তৃপ্তি বৃদ্ধি করেই চলেছে।

বর্তমান গ্রন্থে তাঁর ১৯৫৫–১৯৬১ সালের কবিতা সংকলিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫·০০

দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥ কিশোরীচাঁদ মিত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র জীবনচরিত। মূল ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত। দাম ১০·০০ (শোভন) ৮·৫০ (সাধারণ)

মালঞ্চের রঙ ॥ বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু — প্রবীণ ও নবীন বাইশ জন কৃতী কথাশিল্পীর সার্থক গল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। সুশোভন প্রচ্ছদ। দাম ৬·৫০

কাচ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দুঃখের অনলে কি প্রেম নবজন্ম লাভ করে? মহৎ প্রেমের উপন্যাস। দাম ৩·০০

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
২২ ই শ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা ১

খ। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে আমাদের উচিত দুটি জিনিস স্বীকার করা।

ক। কি কি জিনিস?

খ। 'সঙ্গত' শব্দটি আপনি আগে ব্যবহার করেছেন বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমিও ওই শব্দটি ব্যবহার করতে চাই। আপনি যাকে পূর্ব পরিকল্পিত গঠন বলছেন, আমার মনে হয় তাকে আমাদের বলা উচিত 'লজিক্যাল স্ট্রাকচার' অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক সঙ্গত বিন্যাস। এই বিন্যাস যত বেশী সঙ্গত হবে তত সুগঠিত ও জীবন্ত বলে মনে হবে। জর্জ এলিয়েট .

ক। হ্যাঁ। উনি এ-বিষয়ে খুব পটু ছিলেন।

খ। কিন্তু আমরা হেনরি জেমস-এর কথা মনে রাখব। জেমস চেয়েছিলেন জর্জ এলিয়েটের মতন সুসংবদ্ধ পরিচ্ছন্ন স্ট্রাকচার', আর চেয়েছিলেন টুর্গেনিভের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা যেমন তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিতেই একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, কাহিনীকে গঠন করে নেয় তেমন করেই চরিত্ররা তাদের পরিণতির দিকে এগিয়ে যাক্। জোর করে লেখকের শাসন চাপানো মানে সেই চরিত্রের মৃত্যু।

ক। কথাটা মন্দ বলেন নি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন চরিত্রের অন্তর খুঁজে তার গুণাগুণ ক্রমশ আবিষ্কার এবং সেই গুণাগুণের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে একটি চরিত্রকে এবং কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। আপনি ভুলে যাবেন না চরিত্রের নিয়তি যদি তার অন্তরের গুণাগুণের ওপর এবং অন্যান্য ঘটনার সংঘাতের ওপরই নির্ভর করে তবে বেশীর ভাগ সময়েই এই চরিত্রগুলি মানুষের জীবনের মতন অনির্দিষ্ট এবং অজ্ঞেয় পথে ছুটে যেতে পারে। এরা যে কোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে চরিত্রে অসম্পূর্ণতা এসে যাবে। এদের কি হবে লেখকও যেমন জানতে পারেন না—পাঠকও নয়।

এই ধরনের কথা-কাটাকাটি দীর্ঘ সময় হয়ত চলতে পারে। কখনও দেখা যাবে এরা যেন জংশন-স্টেশনের মুখে এসে রেল-লাইনের মতন একে অন্যের সঙ্গে মিলে যেতে বসেছেন, আবার সামান্য পরেই তফাত তফাত, দুজনে ব্যবধান রেখে সমানে ছুটছেন।

মনে হয় না এ-সব তর্কের কোনো শেষ আছে। মনে হয় না, একের মতামত অন্যে স্বীকার করে নেবেন। যেমন হেনরি জেমস-এর কথাই ধরা যাক। জেমসকে ঠিক যে-কারণে একজন অত সুখ্যাতি করলেন, অন্য এক বৃটিশ সমালোচক মোটেই তা স্বীকার করবেন না। তাঁর কথা, জেমস-এর মতন সচেতন হয়ে উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব তৈরি করে উপন্যাস লিখতে বসলে সেটা লেখকের পরিকল্পিত পরিণতিতে গিয়েই পৌঁছুবে। এবং ফরস্টার যা বলেছেন—"All that is prearranged is false—." এটাই সত্য।

অবশ্য এ-থেকে এমন যেন কেউ না মনে করেন, জেমসকে নিন্দা করাই উক্ত সমালোচকের উদ্দেশ্য। তাঁর বক্তব্য—ফ্লবেআর এবং জেমস-এর মতন লেখকেরা উপন্যাসের দীর্ঘ প্রবাহপথে এক-একটি শাখা নদী। প্রথম প্রথম মনে হয় এঁদের লেখাই বুঝি উপন্যাসের জগতে শেষ কথা, পরে বোঝা যায়—উপন্যাসের মূল ধারার মধ্যে এঁরা মিশে গেছেন, এঁদের কোনো কোনো বিশেষ গুণ বরাবরের মতন সর্বশ্রেণীর উপন্যাস লেখকদের জন্যেই শেষাবধি থেকে যায়।

ভ্রম সংশোধন

গতবার নজরুল-প্রসঙ্গ লেখাটিতে একটি ভুল হয়েছে। তাঁর একটি গানের চরণ আমি ভুল ভাবে লিখেছি। শুদ্ধ চরণটি এই রকম: "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর— ।"

● সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ●

সদ্য প্রকাশিত—
বিশ্বভারতীর ইংরেজী সাহিত্যের রিডার বিমলকৃষ্ণ সরকার প্রণীত

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র সংবলিত (পৃ. ৩৯২+৮)	৯·০০
শঙ্খসত্ত্ব বসু : অলংকার-জিজ্ঞাসা	৫·০০
রথীন্দ্রনাথ রায় : দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার	১৩·৫০
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
গুরুদাস ভট্টাচার্য : সাহিত্যের কথা	৫·০০
বিমলকৃষ্ণ সরকার : কবিতার কথা	৫·০০
অজিতকুমার ঘোষ : নাটকের কথা	৫·০০
দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা	৬·০০
রথীন্দ্রনাথ রায় : ছোটগল্পের কথা	৫·০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সমালোচনার কথা	৬·০০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য : শিল্পতত্ত্বের কথা	৬·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড : ৯ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

॥ প্রকাশিত হ'ল ॥

সার্কাস পার্টির যে-মেয়েটি একদা সিংহাসনে বসেছিল, সে কোন শিল্পীর মডেল হয়ে ... জীবনের সূত্রপাত, নিষ্ঠুর বশ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তার গুণে ইংলণ্ডের উচ্চ-সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিল তারই বা পরিচয় কী? ভিন্ন দেশের রাণী হবার স্বপ্ন যে একদা দেখেছিলেন, তিনি পৌঁছেছিলেন কী? থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটি, যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একজন সাধারণ লোককে করে তোলে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট, তার বাস্তব জীবন জানতে কিন্তু আগ্রহ হয়, এদের এবং এদের মতো আরও কয়েকজনকে নিয়ে অপরূপ ভাগ্যময় লেখা—

অংশুমান মিত্রের

ঈতিহাসের নায়িকা

দাম ২·৫০

॥ অন্যান্য বই ॥

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—বাঁধ ভাঙলে ৪·০০, কন্যাকুমারী ৩·০০, সার্থক ২·৫০ ॥ সুবোধ ঘোষের—মর্ত্যপ্রিয়া ২·৫০ ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের—চোখের বাহিরে ২·৫০ ॥ প্রভাত দেবসরকারের—অধরা এক, ৩·০০ ॥ বারীন্দ্রনাথ দাশের—অনেক স্বপ্ন একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০ ॥ চিত্তরঞ্জন মাইতির—ডাঃ জনসনের ডায়েরী ৩·০০ ॥

প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
ডি. এম. লাইব্রেরি
কলিকাতা

প্রকাশক ও বিক্রেতা
গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড
১৭০/১০ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড
কলিকাতা-৩৩

(সি-১৪৮৭)

রোজপরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন…
সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

পুস্তক পরিচয়

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস : দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বনপলাশির পদাবলী। রমাপদ চৌধুরী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯। আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই দীর্ঘ কিন্তু সুলিখিত উপন্যাসটি নানা কারণে পাঠকের বিশেষ অবধান দাবি করে, যেহেতু এই উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর সমস্ত রচনার ভিতর একটি নতুন দিকচিহ্ন—কেননা ধীরে ধীরে চোখের সামনে আমরা বনপলাশিকে কোনো বৃহত্তর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখি—মনে হয় এই বনপলাশি ক্রমশ সমস্ত গণ্ডি অতিক্রম করে এমন এক বৃহৎ ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেলো যেখানে মানুষের হিংসে দ্বেষ ভালোবাসা ক্ষুদ্রতা স্বার্থান্বেষণ ত্যাগ ও আদর্শ পরমজটিল ও রহস্যময় টানাপোড়েনে প্রাণ পেয়ে উঠে চিরকালকে স্পর্শ করে এলো। চিরকালের স্পর্শ-পাওয়া বিরল জাতের একটি বই। আয়তনই একমাত্র প্রমাণ নয়, এই উপন্যাসটি যে উচ্চাভিলাষী, তার প্রমাণ তার গঠনও। আর অদ্ভুত এর নায়ক, স্মরণীয় ও উদ্দীপক। কী বলবো আমরা গিরিজাপ্রসাদকে। শিল্পী কেননা তিনি নতুন করে গড়তে চাচ্ছিলেন? যথার্থ ভালোমানুষ কেননা তাঁর আদর্শ তাঁকে সমস্ত প্রতিরোধ ও দ্বন্দ্বের মধ্যেও অটুট রেখেছে? না কি ব্যর্থ পরাজিত ও অক্ষম—মানুষের বিবেক ও আদর্শের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতীক? ব্যর্থ এই জন্য যে চেষ্টা করেও সকলের ভালো করতে [illegible] কোনোটাকেই একমাত্র উত্তর [illegible] সবই তাঁর পরিচয়। আর [illegible] বিষাদের সুর এমন ছায়া ছায়া ভাবে বহমান যা সমস্ত দুর্নীতি রক্তপাত ও চোরাটানকে এক মহীয়ান মর্যাদা দিয়েছে।

এই উপন্যাসটি যে হেলাফেলার যোগ্য নয় বরং কোনো দীর্ঘ গীতিকাব্যের [illegible] এ-কথাটি এখানে স্পষ্ট করে বলা ভালো।

ছিলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক চরিত্র—হোসেন মিঞা শয়তান ও শিল্পী পদ্মা নদীর মাঝির জটিলতম ব্যক্তিত্ব। বনপলাশির পদাবলীর নায়কের অস্মিতার সঙ্গে তার তুলনা ও প্রতিতুলনা যে-কোনো সচেতন পাঠকের কাছেই অনস্বীকার্য বলে বোধ হবে। এই দুই বিপরীত চরিত্র—মেরুপ্রতিম ব্যবধান তাদের মধ্যে—দুই লেখকেরই মনোভঙ্গির পরিচায়ক। হোসেন মিঞার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এবং তার উল্লাস, আর গিরিজাপ্রসাদের অভিপ্রায় ও আদর্শ এবং তার বিষাদ—হয়তো শেষ পর্যন্ত একই অন্ধকার, ব্যর্থ ও গোপন ভূখণ্ডে আলো ফেলে ও সংকেতের বিচ্ছুরণ ছড়ায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-কালে শুষ্ক নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন, রমাপদ চৌধুরী সেকালে কিরকম স্নেহশীল ও আপ্লুত; আর এই বিষাদই সম্ভবত মূল সুর যা এই উপন্যাসটিকে গীতিকাব্যের সমধর্মী করেছে। এবং কবিতা দ্বারা আক্রান্ত বলেই মনে হয় পাঠকের মনে এর ছাপ দীর্ঘকাল ধরে থেকে যাবে। রমাপদ চৌধুরীর ভাষার সহজ লাবণ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত গতি হয়তো এর আরেকটি প্রশংসনীয় কারণ যার জন্য এ-বই এমন দাগ কাটে।

মুদ্রণ পারিপাট্য ও সৌষ্ঠবের জন্য প্রকাশক সাধুবাদ পাবেন। ৬০৮।৬২

অয়নান্ত। সমরেশ বসু। কথাকলি: ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯। দাম ছ-টাকা পঞ্চাশ।

সমরেশ বসুর এই নতুন উপন্যাসটি আবারও তাঁর তারুণ্য ও স্পর্ধাকে নতুনভাবে প্রমাণ করে দিল। উদ্‌ভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীনদের

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

॥ দুইখানি অনবদ্য গল্প গ্রন্থ ॥

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের **আলেখ্য** মূল্য ৩·০০ নঃ পঃ

*

শ্রীঅমলা দেবীর **সমাপ্তি** মূল্য ৪·০০ নঃ পঃ

পরিবেশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী : ২০৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

(সি-২১০১)

শ্রীজওহরলাল নেহরুর

"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

মানুষের ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে' যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুসংবদ্ধ ধারণা অর্জন করতে চান, প্রাক্‌-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন। জে এফ হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। ২য় সংস্করণ : ১৫·০০

— অন্যান্য গ্রন্থ —

আত্ম-চরিত	শ্রীজওহরলাল নেহরু	১০·০০
ভারতে মাউন্টব্যাটেন	অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন	৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন	আর জে মিনি	৫·০০
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন)	সরলাবালা সরকার	৩·০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে	মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

জাগরী

নব পর্যায়ে ৮ম বর্ষে

নব রূপে নূতন ঢঙে

জাগরী : কল্‌কাতা-৩ [55-6033]

ভ্রমরে'র লেখা 'উন্নয়ন' ও 'জাগরী'তে পড়ুন।

(সি-২১১০)

হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের
উদ্যোগে
(গিরি-বিপিন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা)

বিষয়: স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ চিন্তা

নিয়মাবলী: (১) ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠার মোট আট পৃষ্ঠা। (২) দুইটি পুরস্কার—একটি পুরুষ বিভাগে, একটি মহিলা বিভাগে। (৩) প্রতিটি পুরস্কার ৫০·০০ টাকা মূল্যের বই। (৪) প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৬ই জুলাই ১৯৬৩ সাল। (৫) ঠিকানা: Hari Sankar Banerjee SSK. Dept. C/o. M/S Burn & Co. Ltd., Howrah

(সি-২০৯৬)

সদ্য প্রকাশিত নাটক
স্ত্রী-বর্জিত কেবল হাসির

বিধায়ক ভট্টাচার্যের
গুরুভার ১·৫০

গঙ্গাপদ বসুর
মহাগুরু নিপাত ১·৫০

সিটি বুক এজেন্সী
৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলি-৯

লেটেস্ট কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি

বাংলায় রচিত গ্রন্থ: ইহাতে লাভজনক বিবিধ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিবরণ আছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৬। দাম—১৩, টাকা। ইংরেজি সংস্করণ—টাঃ ১২·৫০। ডাক-খরচ—টাঃ ১·৬২। কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি (ডি. ই.—৫), পোস্ট বক্স ঃ ১২৬২। মথুরা রোড, দিল্লি।

(১৩০১)

এই সারির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্ত ও অবিচল কারাগার ও বধ্যভূমি এবং সেইজন্যই কোনো তীব্র স্পর্শবোধে ও হাহাকারে এই বইটির আদ্যোপান্তমুখরিত। চিত্রময় এই উপন্যাসটির মধ্যে ঘটনা ও সংঘাতের তীব্র সমাবেশ এমন একটি অদ্ভুত আবর্ত ও গতির সৃষ্টি করেছে, যা নানা কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হতাশ প্রতিরোধের এই আরক্ত কাহিনীটি প্রথম মুহূর্ত থেকেই সংকটের সম্মুখীন হয়ে আছে, কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য তা এই যে কোথাও তা তুঙ্গ চূড়া থেকে নিচে পা ফসকে পড়ে যায়নি। এই বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের ভিতরে মানুষের মনের ভিতরে আলো এসে পড়েছে দূর থেকে, যেন হাতড়ে জানতে চাচ্ছে দেখতে চাচ্ছে কোথায় কী আছে। এই তীব্র সন্ধান ও ময়না তদন্ত গড়ে উঠেছে পরিণামনিরাশ এক প্রেমের উপর—বালির স্তম্ভের মতো ঘুরে-ঘুরে যা ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। প্রেমের অতৃপ্তি ও ক্ষুধা, জীবনের শূন্যতা ও বিপর্যয় নির্মম নিয়তি-চেতনা ও যন্ত্রণা—এই সবের ভয়ংকর ও প্রচণ্ড সমাবেশের মধ্য থেকে তাই নরনারী-দের হাহাকার ও কাতর চীৎকার, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। ইপ্সিতময় বইটির নামকরণ, কেননা অন্তিম মুহূর্তের ভীষণ ছায়াও আবছায়া বইটিকে আগাগোড়া এমন-একটি তীব্র রহস্য ও প্রহেলিকায় ঢেকে রেখেছে, জটিল ও তপ্ত কোনো কবিতা ছাড়া যার অন্য কোনো তুলনা হয় না—অরনাপত ছাড়া আর কোনো নামে যাকে সম্ভাষণ করা অসম্ভব। আশা করি, বইটি আদৃত হবে।

১০।৬৩

বিদেশী সাহিত্য

Vagabonds : নুট হামসুন। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। ১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য আট টাকা।

'নুট হামসুন' এই নামটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক শুধু একস্তর ও ছিন্নমূল নয়, একদা 'কল্লোল'-এর কালে তৎকালীন তরুণদের উপর তার দূরস্পর্শী প্রভাব পরবর্তীকালেও ক্রিয়াশীল হয়েছিল। আর যদি সামগ্রিকভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের কথা মনে করা যায়, তাহলে তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক আরো দূরস্পর্শী ও বহুস্তর বলে মানা না-করে উপায় থাকে না। হান্স আণ্ডেরসেন, হেনরিক ইবসেন, সেলমা লাগেরলোফ, ইয়োহান বোয়ের, পার লাগেরকভিস্ট এমনি কতগুলি নাম উজ্জ্বল তারার মতো সারি-সারি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। এঁদের সঙ্গে যেমন, তেমনি নুট হামসুনের সঙ্গেও একদা আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। 'কল্লোল'-এ বেরিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার-কৃত 'প্যান'-এর তর্জমা 'মীনকেতন'; তাঁর অন্য অনেক বইও পর-বর্তীকালে অনূদিত হয়েছিল বাংলায়, এমন কি এই 'ভ্যাগাবণ্ডস' সুদ্ধু। কাজেই কলকাতায় ইংরেজী অনুবাদে এই বইটির নতুন প্রকাশে অনেকেরই নতুন করে সেই পুরানো দিনগুলিকে মনে পড়ে যাবে—অনেকেই নতুন করে 'কল্লোল'-কালীন লেখকদের কথকতায় এই সংক্রামক লেখকটির স্পর্শ ও প্রভাব লক্ষ করে চিন্তার কিছু-কিছু সূত্রও পেয়ে যাবেন। হামসুনের 'ক্ষুধা', 'মৃত্তিকার বিকাশ', 'মীনকেতন' এবং এই বইটিও বটে—সমস্তই অল্পবিস্তর আত্মজৈবনিক, কিন্তু তাদের পটভূমিকার উপর আলোছায়া ফেলেছে মধ্যরাতের সূর্য, দীর্ঘ উজ্জ্বল ইয়ুক্যালিপ্টাস ও বার্চগাছ, সমুদ্রের উপরকার কুয়াশা, আর স্ক্যাণ্ড-নেভিয়ার সেই জগৎবিখ্যাত গ্রীষ্মপ্রদোষ। স্পর্শবোধে ভারাতুর এই সব বই, টোমাস মান একদা যাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার তরুণ চেতনায় হামসুনের বই কোন অর্থ বহন করে এনেছিলো তা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না; সম্ভবত নোবেল পুরস্কার এর আগে তাঁর চেয়ে যোগ্য কোনো লোক পান নি।' শেষ পঙ্‌ক্তিটিকে যদি অতিশয়োক্তি বলেও মনে হয়, তবু এই মন্তব্যের সমস্ত মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এক তিলও যে কমে না, এই কথাটিই এখানে লক্ষ করার।

নরোয়ের এক জেলে-গ্রামের সরল ও আদিম লোকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই তীব্র ও থরোথরো উপন্যাস; মানব প্রকৃতির মৌল রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ের নর-নারীদের মধ্য দিয়ে—প্রকাশ পেয়েছে মানুষের রক্তমাংস, ভালোমন্দ সং প্রসং পাপপুণ্য তার হৃৎপিণ্ড ও তার সর্বাঙ্গ, অর্থাৎ যেন মানুষ নামক প্রাণীর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে উপন্যাসটির অপ্রত্যঙ্গে। এক দিকে আছে এডফার্ট—সরলতার প্রতি-মূর্তি, জ্বলন্ত শিখার মতো শুদ্ধ ও সং, হৃদয়ের প্যারা যে ধনা; অন্য দিকে—তারই প্রতিতুলনার জন্য আছে অগাস্ট শিক্ষিত, এবং শিক্ষিত বলেই বিনষ্ট কৃত্রিম, মেধাবী, বুদ্ধিমান, লম্বা-লম্বা গল্প আওড়ায় প্রতিমুহূর্তে। আদিম মানুষের এই জীবন-যাত্রার উপর ছায়া ফেলেছে অরোরা বোরিয়ালিস; শীত, রক্ত, ক্ষুধা এই সবের মধ্য দিয়ে চলেছে এই জেলেরা—কেউ হেরে গিয়ে দুমড়ে গেল, কেউ বা ভাঙল তবু মচকালো না; আর চিরকালের এই জীবন-নাট্যের অন্তরাল থেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে শেষ-সূর্যের দীর্ঘ রক্তাভা—দীর্ঘ-স্থায়ী বিষণ্ণ, উদাস, ভারাতুর; স্পর্শময় ও সংবেদক।

৭০।৬৩

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র—শিল্প ? না, জীবিকা ?

সম্প্রতি বি-এফ-জে-এ'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে জেমিনীর শ্রী এস এস ভাসান তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়িক অর্থে 'শিল্প' অর্থাৎ 'ইনডাস্ট্রী' নামে অভিহিত করা চলে না। তাঁর মতে, আর সব শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট বিক্রয়-মূল্য থাকে। চলচ্চিত্রের স্পষ্ট উৎপাদন-মূল্য হয়ত আছে, কিন্তু তার বিক্রয়-মূল্য অস্পষ্ট, অনিশ্চিত। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ফলাফলটি ভবিতব্যের মতই দুর্জ্ঞেয়।

চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত বলেই শ্রীভাসান তাকে ইনডাস্ট্রি আখ্যা দিতে রাজী নন। তাঁর মতে, চলচ্চিত্র বহুজনের জীবিকা মাত্র। শ্রীভাসানের যুক্তি হয়ত এই ছায়াছবির বেচাকেনা চলে ভাগ্যের হাতে। ছায়াছবির ব্যবসা যেন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই। এই পণ্যদ্রব্যটি কী দামে বিকোবে তা বিক্রেতার অজ্ঞাত। অতএব ব্যবহারিক অর্থে যাকে আমরা "ফিল্ম ইনডাস্ট্রি" বলি, আসলে তা বহুজনের "ফিল্ম প্রোফেসন"।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, চলচ্চিত্রের কোন সুনির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, লোকরঞ্জন-ক্ষমতার উপরই চলচ্চিত্রের বিক্রয়-মূল্য নির্ভর করে। অন্য কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের তুলনা চলে না। কিন্তু বহু পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ ও বহুজনের শ্রমের ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নামক যে পণ্যবস্তুটি উৎপন্ন হচ্ছে, তার সুনির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য না থাকলেও তার খদ্দেরের সংখ্যা কম নয়। তাদের চাহিদা মেটাবার জন্যই এত অর্থ-ব্যয়, এত শ্রম। এই বিরাট ব্যবসায়-কর্মকাণ্ড ইনডাস্ট্রি নামে অভিহিত হল, না জীবিকা নামে—সেটা আজ বড় কথা নয়। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়-সংকটই আজ বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেলে সংজ্ঞার বিভ্রাট আপনিই চলে যাবে।

ভি শান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলা মন্দিরের "পলাতক" (পরিচালনা: যাত্রিক) ছবিতে রুমা গুহঠাকুরতা

'উইন্টার লাইট' : বার্গম্যান-এর নতুন ছবি

বিখ্যাত সুইডিশ চিত্রপরিচালক ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর নতুন ছবির নাম "উইন্টার লাইট"। আণবিক যুদ্ধ নিয়ে এ যুগের মানুষের আতঙ্ক, এবং ভগবানে বিশ্বাস হারানোর ভয় "উইন্টার লাইট"-এর ভাব-কেন্দ্রবিন্দু।

একটি নির্জন পটভূমিতে মাত্র চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে বার্গম্যান তাঁর ছবির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

একজন খৃষ্টীয় যজমান ছবির প্রধান পুরুষ। ভগবানে তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসও। যজমানের ধারণা, সহ-

রূপছায়া চিত্রের 'দেয়া-নেয়া' ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছেন তনুজা—(বাঁদিকে) দমদম এয়ারপোর্টে চিত্রপরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুজা ও চিত্রপ্রযোজক শ্যামল মিত্র (ডানদিকে) ফটো—[illegible]

ধর্ষিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্যারও

মৃত্যু ঘটেছে। এই মানসিক ক্লেশের মুহূর্তে অনেকা শিকারিণীর স্নেহ ও ... তাকে উত্তেজিত ... তোলে। অপর ... এক ধীবর ... সদা ... তাকে সান্ত্বনা দেবার শক্তি যজমানের নেই। নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণায় ধীবর আত্মহত্যা করে। ধীবরের আত্মহত্যা যজমানের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে। অবসাদ ও বিষাদের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

মননশীলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে বার্গম্যানের এই সর্বাধুনিক ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটি সম্পর্কে বার্গম্যান বলেছেন, "আমার একটি স্বপ্ন ছিল, এবং আমি ভেবেছিলাম, অন্য লোকের কাছেও তার মূল্য থাকবে। এজন্যই ছবির কাহিনী রচনা করেছি, এবং ছবিটি তৈরি করেছি। আপনাদের ভাব ও চিন্তার সঙ্গে আমার স্বপ্নের ঐকতান যখন গড়ে উঠবে, ছবি থেকে আমার ছায়া তখন আপনিই সরে যাবে।"

✶ শুভমুক্তি ✶

সুক্লাগার চিত্র সেবকদের এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। অনীতা ও মহীপাল ছবির প্রধান শিল্পী। এস এম ত্রিপাঠী পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

এ ছাড়া মুক্তি পাচ্ছে শান্তি সামন্ত পরিচালিত এক রাজ (এ জি ফিল্মস)।

• চিত্র-সমালোচনা •

ভ্রান্তি প্রহসন

অভিনেতা এবং প্রযোজক—এই উভয় ভূমিকায় সমান কর্মতৎপরতা অর্জনের রাজ-যোটক যোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম চিত্রোপহার "ভ্রান্তিবিলাস" দেখার পর বলতে পারি, উত্তমকুমার এই দ্বিবিধ সৌভাগ্যের অধিকারী।

চিত্রপ্রযোজক হিসাবে জনপ্রিয় হওয়া খুব সহজ নয়। এর জন্য চাই দূরদর্শিতা। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে শেকস্-পীয়রের "কমেডি অব এরর্স"-এর ভিত্তিতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "ভ্রান্তিবিলাস" রচনা করেছিলেন। একালের এই চিত্রনাট্যের

(উপরের সারি, বাঁয়ে) অসিত পিকচার্স-এর 'বিভাস' ছবিতে উত্তমকুমার ও ললিতা চট্টোপাধ্যায় (ডাইনে) "অতলান্ত" ছবির সেটে [illegible] চৌধুরীকে নির্দেশ দিচ্ছেন সন্ধানী-গোষ্ঠীর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (মাঝের সারি) দীপান্বিতা প্রোডাকসন্স-এর "বিনিময়" ছবির নায়ক-নায়িকা দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কাজল চট্টোপাধ্যায় (নীচে—বাঁদিক থেকে) 'বিনিময়'-এর পরিচালক দিলীপ নাগ, [illegible] পিকচার্স-এর '[illegible]' ছবিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায়, '[illegible]'র পরিচালক [illegible] চক্রবর্তী ফটো—দেশ

মুক্ত অঙ্গন
বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥
যা নয়—যা নয় তাই—নয় তা ই
যা নয় তা ই
পৌর্বানিক প্রযোজিত প্রহসন
৩৪-৫২৫৭
(সি-২১১৮)

নূতন ইতিহাস সৃষ্টিকারী
লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের
আর একটি প্রয়াস
তিতাস
একটি
নদীর
নাম
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
মিনার্ভা থিয়েটারে
ফোন ৫৫-৪৪৮১

ষ্টার থিয়েটার
ফোন : ৫৫-১১৩১
নূতন আকর্ষণ!
= রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬৷৷টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬৷৷টায়
কাহিনী : শ্রী নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার
॥ রূপায়ণে ॥
কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বসু দে
অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী
নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর
শৈলেন মিত্র ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস
মঞ্জুলা পাল ॥ আশা দেবী ॥
জহর গাঙ্গুলী ও জহর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্তপ্রতীক্ষিত বি আর ফিল্মস-এর "হুমেরা" (প্রযোজনা-পরিচালক : বি আর চোপরা) ছবিতে মালা সিংহ

প্রতি কোন চিত্রনির্মাতার নজর পড়েনি। কেউ বুঝতে পারেননি, "ভ্রান্তিবিলাস" অবলম্বনে একটি সুখভোগ্য কমেডি ছবি তৈরি হতে পারে। উত্তমকুমার তা বুঝেছিলেন। এই সুবিবেচনার সুফল তাঁর প্রাপ্য।

কৌতুক-কাহিনীতে অঘটনই ঘটনা। বাস্তবের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সব ঘটনার বিচার চলে না। যুক্তির অনধিকার চর্চা এ-ক্ষেত্রে শুধু রসভঙ্গই ঘটাতে পারে। "ভ্রান্তি-বিলাস"-এর কাহিনী সম্পর্কেও এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য।

দুই ব্যক্তির চেহারার অবিকল সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে ভ্রান্তিপ্রহসন যত সহজে গড়ে ওঠে ততটা বুঝি আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। "ভ্রান্তিবিলাস"-এর কৌতুক-রসের উৎস ওই একই উপকরণ—চেহারাগত সাদৃশ্য। এই কাহিনীতে দুই নায়ক দেখতে অবিকল একরকম, ওদের পরস্পরের দুই ভৃত্যও তাই। একই স্থানে অল্পকালের জন্য এই চার ব্যক্তির উপস্থিতিকে ঘিরেই কাহিনীর ভ্রান্তিবিভ্রাট। অন্তঃপুর-বাসিনীরাও এই ভ্রান্তিবিভ্রাটের হাত থেকে রেহাই পায় না। ভ্রান্তিবিপর্যয় বিবাহিত নায়কের অন্দরমহলে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় এবং তার স্ত্রী ও অবিবাহিতা শালিকাকে ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় দিশেহারা করে তোলে। ভাগ্যদেবী যে অনেক সময় মানুষের ভ্রান্তিকে আশ্রয় করেই নিজের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে তোলেন তার প্রমাণ মেলে কাহিনীর সুখপরিণতিতে। ভ্রান্তিপর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনের শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ছায়াছবিতে বিদ্যাসাগরের রচনার স্থান-কাল এবং পাত্র-পাত্রীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে মূল কাহিনীর রস থেকে চিত্রনাট্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মুহুর্মুহু হাস্যরোলই তার প্রমাণ। ছবির নানা কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার কালে দর্শকরা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন।

কমেডি ছবি হিসাবে "ভ্রান্তিবিলাস" দর্শকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেবে। এতে হাসির উপকরণের সঙ্গে সাসপেন্স-এর উপাদান স্বাভাবিক-ভাবে মিশে গিয়েছে। এই দুয়ের যোগ-ফলে ছবিটিতে এসেছে আমোদের উপরি-পাওনা। তা ছাড়া প্রণয় এবং মেলোড্রামার আস্বাদও রয়েছে ছবিটিতে।

ছবির রূপরসের প্রবাহে দুই উত্তম ও দুই ভানুকে দেখার অবকাশও দর্শকরা এর আগে পাননি। দুই দ্বৈত ভূমিকায় এই দুই শিল্পীকে নিয়ে রূপসৃষ্টির অনায়াস ক্ষমতা দেখিয়েছেন পরিচালক মানু সেন। দুটি দ্বৈত-ভূমিকায় চারটি চরিত্রকে নিয়ে কৌতুক পরিবেশন করতে গেলে যে সচেতন ও সতর্ক প্রয়োগ-বুদ্ধির প্রয়োজন, চিত্র-পরিচালক ছবিতে তার প্রমাণ রেখেছেন। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে চিত্রনাট্যকার-সংলাপরচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের দানও কম নয়।

তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চিত্রনাট্যটি সর্বাঙ্গীণভাবে আরও সুগ্রথিত হতে পারত। চিত্রকাহিনীর বিন্যাসও সামগ্রিকভাবে আশানুরূপ সুসংবদ্ধ নয়। মেলার দৃশ্যটি ছবিতে অকারণে দীর্ঘায়িত। পুতুলনাচের দৃশ্যটি অবান্তর হয়ে রয়েছে। ছবির প্রয়োগ-কর্ম কোন কোন অংশে খুবই মামুলী। তা না হলে নায়িকার অস্ফুট কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি গান গেয়ে ফেলত না। এবং একটি আসন্ন জীবন দুর্ঘটনার স্বরূপ পরপুরুষে অহল্যার পতিত্বের উপাখ্যানও আমাদের শুনতে হত না। যুক্তির মাপকাঠিতে কমেডি ছবির বিচার চলে না। ছবির অসামান্য জনপ্রিয়তা তাই উপেক্ষণীয়।

ছোটখাটো এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছবির আমোদ-উপকরণ সম্ভোগে বাধা সৃষ্টি করে না। দর্শকের চিত্তবিনোদন কমেডি ছবির

হয়েছে লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদে ছবিটি সফল হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব পরিচালক মানু সেনের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লঘু উপাদান-নির্ভর হলেও "ভ্রান্তিবিলাস" তথাকথিত কমেডি ছবির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিদ্যাসাগরের রচনার ভিত্তিতে তৈরি এ ছবির এমন একটি কাহিনীগত কৌলিন্য রয়েছে যা সাধারণ কমেডি ছবিতে দুর্লভ। ছবির এই গুণগত বৈশিষ্ট্য দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রধান শিল্পীদের অভিনয় ছবিটিকে বহু পরিমাণে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। ছবির দুই নায়ক চিরঞ্জীব ও চিরঞ্জিতের দ্বৈত-ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুটি চরিত্রের বিপরীত মানসিকতা ও সমস্যা এবং তাদের বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তি তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। কৌতুক সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ ক্ষমতাও তিনি এ ছবিতে দেখিয়েছেন।

চিরঞ্জীবের স্ত্রীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অত্যাশ্চর্য সুন্দর অভিনয় ছবিটির এক বিশেষ সম্পদ। এমন সাবলীল ও স্বাভাবিকরূপে তিনি অভিনীত চরিত্রের বিদ্রূপ ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন যে দেখে বিস্মিত হতে হয়। শিল্পীর কৌতুকাভিনয় লক্ষণীয়।

রূপনিকেতনের 'শেষ প্রহর' (পরিচালনা : প্রান্তিক) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

দুই ভৃত্যের দ্বৈত-চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও চমৎকার অভিনয় করেছেন। শুধু কৌতুক পরিবেশনেই নয়, চরিত্রাভিনয়েও তিনি সহজেই দর্শকের মন জয় করে নেন।

চিরঞ্জীবের শালিকার রূপসজ্জায় সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় স্বচ্ছন্দ, চরিত্রোচিত। ছায়া দেবী ও সবিতা বসু ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। তাঁরা সুঅভিনয় করেছেন। লীলাবতীর (করালী) অভিনয় প্রশংসনীয়।

এক স্বর্ণকারের ভূমিকায় বিধায়ক ভট্টাচার্য সংযত অভিনয় করেছেন। একটি পার্শ্বচরিত্রে তরুণকুমার অল্পক্ষণের জন্য দেখা দেন এবং সংগে সংগেই দর্শকের মন জয় করে নেন। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, তমাল লাহিড়ী, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি রায়চৌধুরী।

ছবির টাইটেল-মিউজিক রচনায় সংগীত-পরিচালক শ্যামল মিত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য মুহূর্তের এফেক্ট মিউজিক ছবির কৌতুক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। গানের সুরারোপ সুন্দর। কিন্তু গানগুলি সুপ্রযুক্ত নয় বলে মনে দাগ কাটে না।

আলোকচিত্র পরিচালনায় এবং চিত্রগ্রহণে প্রশংসনীয় কৃতকার্যতা দেখিয়েছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা (হরিদাস মহলানবীশ), বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ (সুজিত সরকার) অন্তর্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ

সুন্দরম্ প্রযোজিত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের ডাক
● রঙমহলে ১৬ই জুন ●
● রবিবার সকাল দশটায় ●
প্রবেশমূল্য : তিন দুই ও এক টাকা

অভ্যুদয়ের প্রযোজনায়
অভিনয়ে প্রখ্যাত নাট্যকারবৃন্দ : কিরণ মৈত্র, শীতু মুখোপাধ্যায়, জোছন দস্তিদার, উমানাথ ভট্টাচার্য, গিরিশংকর, রমেন লাহিড়ী, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অভিজিৎ, সুনীল ভড়, সুনীল দত্ত, মিত্রা কুণ্ডু, রবি মিত্র।
গীতরচনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোক : তাপস সেন। সঙ্গীত : রমেন রায়চৌধুরী।
টিকিট : ১, ২, ৩, ৫,
: প্রাপ্তিস্থান :
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ — ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯। ৩৪-৬২১৮

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনসমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

নিউএম্পায়ার
কথক (টালিগঞ্জ) প্রযোজিত
ঊনবিংশ শতাব্দীর অবিস্মরণীয় কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গীর জীবনালেখ্য
ফিরিঙ্গী কবি
নাটক : উমানাথ ভট্টাচার্য
২৩শে জুন, সকাল ১০টায়
টিকিট : ১৫, ১০, ৫, ৩, ২ ও ১

(সি ২১৩১)

(নৃপেন পাল) এবং শিল্পনির্দেশনা (সুনীল সরকার) সন্তোষজনক।

ছবির পর ছবি

পলাতক

ভি শান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের প্রথম বাংলা ছবি "পলাতক"-এর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ছবিটি অবিলম্বে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। এক ছন্নছাড়া ভবঘুরের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে "পলাতক"।

মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনুপকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, রুমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরন, ভারতী দেবী, রবি ঘোষ, হরিধন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুপ্ত ও অন্যান্য বহু শিল্পী।

মনোজ বসু রচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন যাত্রিক। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জীবনকাহিনী

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের "রৌদ্ররেখা" ছবির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নাম হল : "জীবনকাহিনী"। অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। প্রবীর মজুমদার সংগীত পরিচালক।

বেদান্ত ভেনচার্স-এর "ধরমপত্নী" হিন্দী ছবির সেটে আলোকচিত্রশিল্পী শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও অনুরাধা গুহ

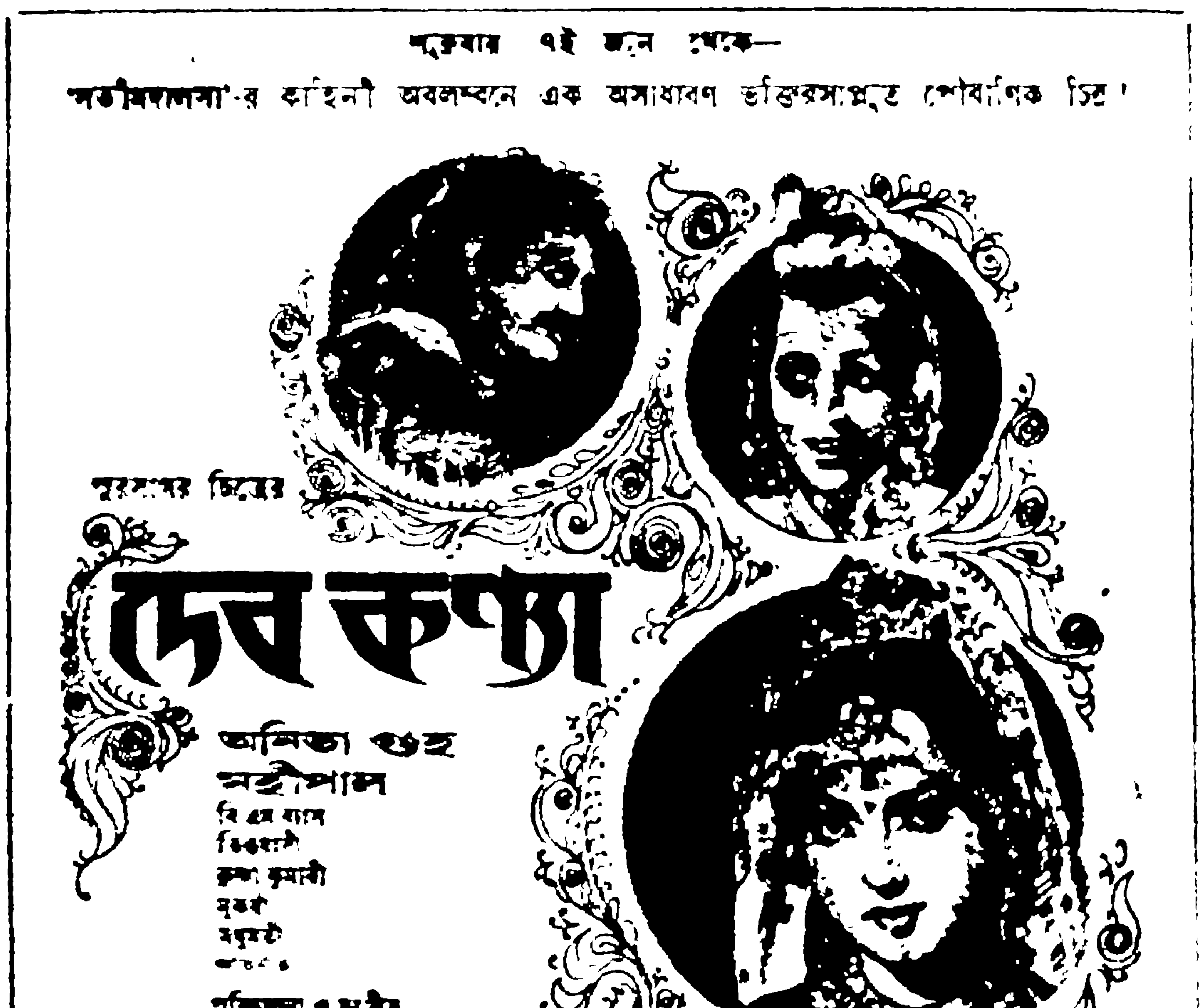

প্রেয়সী

রাধারানী পিকচারের "প্রেয়সী"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত। সুবোধ ঘোষের এই জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপটি পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, বিনতা রায় দীপিকা দাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরন, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

কালস্রোত

বি কে প্রোডাকশন-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "কালস্রোত"-এর চিত্রগ্রহণ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমিতে ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, অসিতবরন বিকাশ রায় সন্ধ্যারানী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ, ভারতী দেবী রবীন মজুমদার ও পাহাড়ী সান্যাল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ছবির পরিচালক মধু বসু তাঁর ইউনিট সহ দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর 'কালস্রোত' (পরিচালনা : সুশীল মজুমদার) ছবিতে সুমিতা সান্যাল ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

নামভূমিকার শিল্পী অমরেশ দাসকে নিয়ে ত্রিবান্দ্রম মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারিকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হবে। "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, জীবন ঘোষ, বুদ্ধ গাঙ্গুলী, চিত্ত ঘোষাল ও মলিনা দেবী। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বাগচী।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে : "সাত পাকে বাঁধা"

আর ডি বনসাল প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা" ছবিটি আসন্ন মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিযোগী চিত্র হিসবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান রিভাইভাল গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান

দি ইণ্ডিয়ান রিভাইভাল গ্রুপের শিল্পীরা তাঁদের চতুর্থ বিদেশ-সফরের পূর্বে গত রবিবার রবীন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে একটি চিত্তাকর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের নাম ছিল "রীদম অ্যান্ড মেলডি"। ঘোষ সুন্দর এই নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা দেশের শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নৃত্যের সঙ্গে ওই সব অঞ্চলের সংগীতও পরিবেশিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি "ব্যালে" ওই সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। এই সব নৃত্যাংশে কথাকলি ও অন্যান্য প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। "দেশের ডাক" নামে একটি দেশাত্মবোধক নৃত্যাংশ দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। চীনের ভারত-আক্রমণের পর দেশবাসীর মনে প্রতিরোধের যে দৃঢ় সংকল্প জেগে উঠেছে, এতে তাই প্রতিফলিত। শিল্পীদের নৃত্যছন্দ, কমনীয় দেহভঙ্গি এবং রূপসজ্জা দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিভাইভাল গ্রুপ এই মনোরম নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন

রঙমহল
বৃহস্পতি-৬॥টা শনি-৬॥টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা
কথাকলি
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অসিতবরণ
সরযূবালা

নিউ এম্পায়ারে
বহুরূপীর অভিনয়
দশচক্র
আগামী রবিবার সকাল ১০টায়
• নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র •
॥ রূপায়ণে ॥
শম্ভু মিত্র । তৃপ্তি মিত্র ।
। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ।
(সি ২১৫৮)

ইউনিটি থিয়েটার
দেশাত্মবোধক নাটক
সূর্যকন্যা
নাটক । রাব দত্ত
নির্দেশনা । অলক চট্টোপাধ্যায়
১৭ই জুন । রঙমহল । ৭টা
২৩শে জুন । প্রতাপ মেমোরিয়াল হল । ৭টা
(সি ২২৩০)

বহুরূপী
১৪ই জুন
শুক্রবার ৬॥
কলকাতা মেরী মেকার্স ক্লাবের
০ পাহাড়ী ফুল ০
রচনা ও পরিচালনা—শৈলেশ গুহ নিয়োগী
— টিকিট প্রাপ্তিস্থান —
নবরূপ কুটির ৫৪ ৫এ কলেজ স্ট্রীট।
গীতাঞ্জলি ২৯ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
১২১বি মনোহরপুকুর রোড
(সন্ধ্যা ৭—৯)
(সি-২০২১)

একটি উত্তরপ্রদেশীয় জাতি উপভোগ্য
নাট্যোপহার
চতুরঙ্গ
প্রযোজিত
কবয়ঃ
কাঞ্চ
২১শে জুন সন্ধ্যা ৭টা : রঙমহল
টিকিট—১, ২, ৩ ও ৫ টাকা
(সি ২৯৬৪)

করে কলকাতার রসিকজনের অভিনন্দন লাভ করেন।

* পাদপ্রদীপের আলোয় *

বিশ্বরূপায় গুণী-সংবর্ধনা

৭ই জুন বিশ্বরূপা থিয়েটার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে ৮ই জুন বিশ্বরূপা থিয়েটারে রঙ্গালয়ের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। উৎসবে গতবারের মত এবারেও তিনজন গুণীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। এঁরা হলেন শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী নিভাননী দেবী।

সুন্দরমের নব প্রয়াস

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা সুন্দরম রঙমহলে আগামী ১৬ই জুন সকালে তারাশঙ্করের দেশাত্মবোধক নাটক "পথের ডাক" মঞ্চস্থ করছেন। বিশ্বনাথ চৌধুরী ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী যথাক্রমে নাট্যনির্দেশক ও সংগীত-পরিচালক। আগামী জুলাই মাস থেকে এই সংস্থা দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত-অঙ্গনে "ফিঙ্গার প্রিন্ট" নাটকের নিয়মিত অভিনয় শুরু করছেন। তা ছাড়া আগস্ট মাসে এঁরা দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি হল: "চার দেওয়ালের গল্প" ও "দর্পণের চোখে"। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন রবি ঘোষ, নির্মলকুমার জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, দিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি। নাটক দুটির আলোক-সম্পাত ও সুরারোপে থাকবেন যথাক্রমে তাপস সেন ও ভি বালসারা।

নাট্য-উৎসব

নৃত্যনাট্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় শিল্পী পরিষদ-এর ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাজাতি সদনে ১১ই জুন থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের পৌরোহিত্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন।

"শ্রীচৈতন্য" "রামলীলা", রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার" ও "পরিশোধ" কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য "শ্রীকান্ত" "সপ্তপর্ণী", 'কুটিনীর বিচার" প্রভৃতি উৎসবে মঞ্চস্থ হবে।

"ফিরিঙ্গী কবি"

রূপক (টালিগঞ্জ) আগামী ২৩শে জুন সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর জীবনী অবলম্বনে রচিত "ফিরিঙ্গী কবি" নাটক মঞ্চস্থ করবেন। উমানাথ ভট্টাচার্য নাটকটি রচনা করেছেন। বলাই সেন নাটকটি পরিচালনা করবেন। সংগীত পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি মিত্র। নরকুমার লাহিড়ী, সুখেন দাস, সাধন সেনগুপ্ত, সুশীল দাস কুমকুম বসু ও লিলি চক্রবর্তী বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন।

অরোরা টকীজের রজত-জয়ন্তী উৎসব

মেদিনীপুরের গত ২৮শে মে অরোরা টকীজের রজত-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মেদিনীপুরের পৌরপ্রধান ডাঃ সাহসকে বাঁর। অরোরা চিত্রগৃহের পক্ষ সভায় সময়োচিত ভাষণ দেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অরোরার দুই কর্ণধার শ্রীঅজিত বসু ও শ্রীঅনুপ বসু অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার ব্যাপারে সদা তৎপর ছিলেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ময়দানের ঘেরা মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে ক্রীড়াপরিচালকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মুখপাত্রদের সম্পর্কটা আর যাই হোক, অন্তত মধুর হয়নি। যদিও সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, খেলাধূলার পরিচালনা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার তাঁদের আদৌ ইচ্ছে নেই, তবুও ছিটেফোঁটা গোলমাল লেগেই আছে। সেদিন রাজ্য সরকারের প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী এবং সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে আসায় দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের আভাসটা ভালভাবেই আন্দাজ করা গেছে।

আমরা কর্পোরেশনের ব্যাপার নিয়ে পৌরপিতাদের সঙ্গে প্রদেশপিতাদের এক হাত লড়াই দেখেছি। এখন মাঠের ব্যাপারে ফুটবল পালকদের সঙ্গে রাজ্য পরিচালকদের আর এক হাত লড়াই দেখতে বসেছি। দুই লড়াইয়ের প্রকৃতি প্রায় এক। কর্পোরেশনের ব্যাপারের সঙ্গে নাগরিকদের সুখ-সুবিধার প্রশ্ন জড়িত। মাঠের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ক্রীড়ামোদী নাগরিকদের আনন্দের প্রশ্ন। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘাত।

আগে বহুবার দেখেছি ফুটবলের আসরে কেমন খেলা এ নিয়ে তেমন বেশী গণ্ডগোল হত না। তবে আগের উত্তর লক্ষ্য ছিল নিছক খেলা। এখন দেখছি, শুধু খেলা নিয়েই গণ্ডগোল নয়—গণ্ডগোল ফুটবল খেলার আয়োজনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়েও। এবং এর সঙ্গে একটু রাজনীতির ভেজাল মিশে গণ্ডগোল 'ক্যারাট' গোল্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাণ্ডবল কি হ্যাণ্ডবল নয়, অফসাইড না অনসাইড—এই প্রশ্ন নিয়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যখন হাতাহাতি তখন কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কথা কাটাকাটি। খেলার মাঠে রেফারীর সততা সম্পর্কে দর্শক যখন সন্দিহান সভার বিবরণে কর্তাদের কাণ্ডকারখানার খবর পড়ে পাঠক তখন ভ্রিয়মাণ। তবে কি খেলাধূলার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে?

ভরসার কথা আই এফ এ ও সরকারের মুখপাত্রদের এই কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে একজনের শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আছে। তিনি একাধারে সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা এবং আই এফ এ-র সভাপতি। আবার দুর্যোধনের কথা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুদর্শন চক্র না ধরতে হয়। আর তা না ধরলে ফেডারেশনের ক্ষেত্রে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠা হবে বলেও মনে হয় না।

*

মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসায় অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই উচিত অনুচিত এবং নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু শ্রী কোলে মন্ত্রী হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির সদস্য হিসাবেও না। আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং কোন অধিকারে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য? না, আই এফ এ-র বেতনভোগী সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায় যে ক্লাবের প্রধান পরিচালক, সেই স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে আই এফ এ গভর্নিং বডির সদস্য। সুতরাং ধরে নিতে হবে, কাজটা অপ্রিয় হলেও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রী কোলেকে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। যেহেতু তিনি একজন মন্ত্রী সেহেতু সভার কাজের ভালমন্দে তাঁর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি কোনো অন্যায় ও অযৌক্তিক প্রস্তাব সভায় পাস হয় তবে তাঁকেও তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তখন পাঁচজনে বলবে, আমরাও বলব, একজন মন্ত্রী সদস্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এমন অন্যায় ব্যাপার সম্ভব হল। শ্রী কোলেকে অতীতে এমন অভিযোগের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। আই এফ এ-র সভাপতি এবং কংগ্রেস সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক সভায় পরিষ্কার করেই শ্রী কোলেকে বলেছেন—যেহেতু তুমি গভর্নিং বডির একজন সদস্য সেহেতু আই

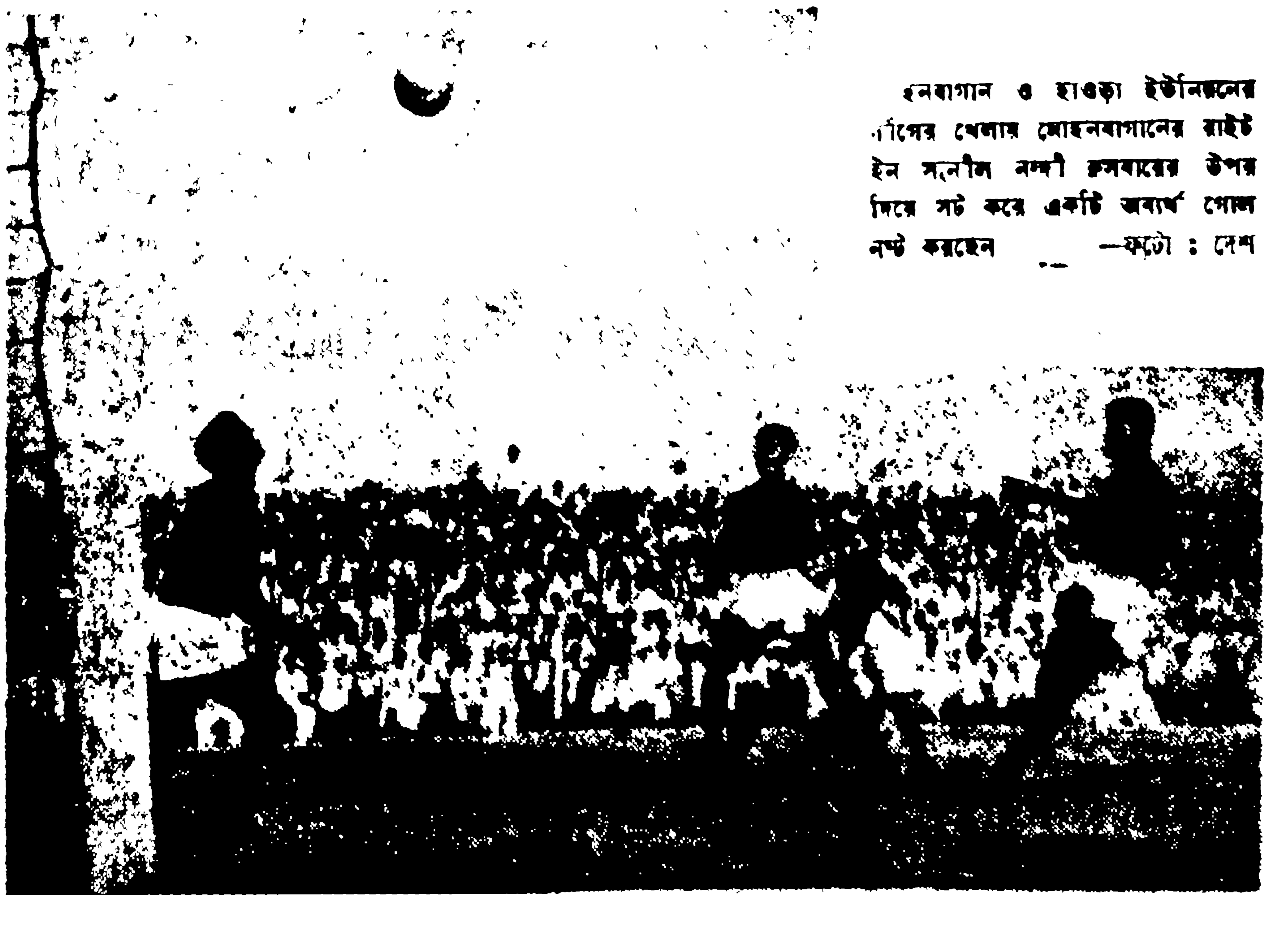

মোহনবাগান ও হাওড়া ইউনিয়নের লীগের খেলায় মোহনবাগানের রাইট ইন সুনীল নন্দী রুসবারের উপর দিয়ে সট করে একটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করছেন —ফটো : দেশ

মোহনবাগান ও ইস্টার্ন রেলের লীগের খেলায় রেলের ব্যাক সি দাস ও মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড এর পদ্মকানন্দের মধ্যে বলের দখল নেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ফটো : দেশ

এফ এ যদি কোন অন্যায় করে থাকে তাতে তোমারও অংশ আছে। হয়তো এই কথাটা স্মরণে রেখেই শ্রী কোলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন।

*

এখন যে সভা নিয়ে এত হইচই সেই সভার কথাই আলোচনা করা যাক। আই এফ এ-র সভাটি ডাকা হয়েছিল পূর্ববর্তী পাঁচটি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং বাজেট পাসের জন্য। এর মধ্যে একটি সভার কার্যবিবরণী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৬ই মে আই এফ এ-র সভাপতি স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ সে সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

আই এফ এ-র চিঠি-বইয়ে লিপিবদ্ধ সেই সভার সিদ্ধান্তগুলি এখানে তুলে দেওয়া প্রয়োজন।

(১) এতদিন আই এফ এ যেমন চ্যারিটি ও প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করে এসেছে এখনও তেমন করবে।

(২) রাজ্য সরকার চ্যারিটি খেলার টিকিট ছাপবেন, কিন্তু বিক্রি এবং বিলি-বাটোয়ারার জন্য এই টিকিট অর্পণ করবেন আই এফ এ-র হাতে।

(৩) চ্যারিটি খেলার নিমন্ত্রণপত্র এবং বিনা পয়সায় টিকিটের কোন ব্যবস্থা থাকবে না।

সদস্যরাও চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কিনবেন এবং পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি সদস্যকে ৫ খানি করে সাদা আসনের এবং ৫ খানি করে সবুজ আসনের টিকিট দেওয়া হবে। সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সভ্য আসনের অরও ৫ খানি টিকিট তাঁরা কিনতে পারবেন।

(৫) চ্যারিটি খেলার কোন সাংবাদিকদের জন্য টিকিটের পৃথক বরাদ্দ থাকবে না।

(৬) ক্লাবগুলি এখনো চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ আই এফ এ বিলি-বাটোয়ারা করবে।

(৭) আয়-ব্যয়ের অডিট করা বিবরণ আই এফ এ রাজ্য সরকারের কাছে প্রেরণ করবে।

(৮) ২০০, টাকা করে প্রতি টিকিটের দাম হিসাবে আই এফ এ ১৫০ খানা বিশেষ টিকিট সাংবাদিকদের কাছে বিক্রি করবে।

(৯) সেক্রেটারিদের আসনের জন্যই টিকিট দেওয়া হবে এবং প্রতি ক্লাব সেক্রেটারিদের জন্য ১০০ আসনের ব্যবস্থা রাখবে।

এখন দেখা যাচ্ছে, আই এফ এ-র চিঠি-বইয়ে লিপিবদ্ধ ১৬ই মে তারিখের সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রচারিত সিদ্ধান্তের অনেক গরমিল। ১৭ই মে-র সংবাদপত্রে সভার যে সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে চ্যারিটি খেলার টিকিটের বিলি-বাটোয়ারা আই এফ এ-র তরফ থেকে করা হবে, এমন কোন কথা ছিল না। প্রস্তাবে ছিল, সরকার টিকিট বিক্রি করবেন এবং টিকিটের ভাগ-বাটোয়ারা করবেন আই এফ এ-র সভাপতি এবং সরকারের ক্রীড়াপরিচালক। সুতরাং পূর্বের মত আই এফ এ-ই চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করবে, সে প্রশ্নও আসে না।

গভর্নিং বডির সদস্যদের ১৫ খানা করে টিকিট পাবার যে কথা আছে, তার মধ্যেও প্রচুর গরমিল রয়ে গেছে। ১৬ই মে-র সভার যে সিদ্ধান্তের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আছে গভর্নিং বডির সদস্যদের জন্যও চ্যারিটি খেলার টিকিটের কোন পৃথক বরাদ্দ থাকবে না। তাঁরা নিজ নিজ ক্লাবের কাছ থেকে খেলা দেখার টিকিট সংগ্রহ করবেন।

১৬ই মে-র সভার এবং আর চারটি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য ৩১শে মে আই এফ এ-র যে সভা ডাকা হয়, সেই সভাতেই শ্রীজগন্নাথ কোলে এইসব গরমিলের কথা তোলেন। ফলে ১৬ই মে-র সভার বিবরণী ছাড়া বাকি চারটি সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। ১৬ই মে-র সভার সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের মতামতের জন্য সেই সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন মুলতুবি থাকে।

১৬ই মে তারিখের সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের হেরফেরই শ্রী কোলের অসন্তুষ্টির প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ বাজেট অনুমোদনের জন্য তাড়াহুড়ো। বাজেট আলোচনার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় না দেবার প্রতিবাদ করেন এবং ৭৬,০১৮ টাকা ৫১ নয়া পয়সার বাজেটে খরচের নিচুং দিয়ে বিবরণ প্রদানের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

আই এফ এ-র খরচপত্র এবং সভার কার্যবিবরণী সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখার আছে। আজ শুধু এইটুকু বলতে চাই — সভার বিবরণী সম্বন্ধে তোলাফিকাই আই এফ এ-র তরফ থেকে কোন লিখিত বিবরণ দেবার রেওয়াজ নেই, কবে এবং কোথায় সভা হবে, সংবাদপত্রে তার নোটিশ দেবারও বালাই নেই। শুধু কি তাই? প্রতিদিনের খেলায় যে তালিকা সরবরাহ করা হয়, তাতেও কারো স্বাক্ষর থাকে না। অথচ [illegible] জন্য আই এফ এ-র ৮০ হাজার টাকা খরচ। বার-লাইব্রেরি, আসবাবপত্র, টেলিফোন, বাতাস ইত্যাদি বাবদ কত টাকা খরচ হয় [illegible]। আই এফ এ-র তরফ থেকে কোন [illegible] কোন হাউস-কাউন্সিল পাঠানো হয়েছে, তাহার ২০ [illegible] গৌরবের।

গত সপ্তাহে [illegible]

কলকাতার আর কয়েকজন প্রখ্যাত গোলরক্ষকের বল ধরবার ভঙ্গী ফটো : দেশ

ইস্টবেঙ্গল ও বালী প্রতিভার লীগের খেলায় বালীর গোলরক্ষক এস চ্যাটার্জি ইস্টবেঙ্গলের লেফট আউট বাহাদুর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বল ধরতে চেষ্টা করছেন ফটো : দেশ

আকর্ষণীয় খেলা হয়ে গেছে। একটি খেলায় গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ২—০ গোলে ইস্টার্ন রেলকে পরাজিত করেছে। অপর খেলায় লীগ রানার্স ইস্ট বেঙ্গল ১—০ গোলে পরাজিত করেছে এরিয়ান ক্লাবকে। দুটি খেলাকে আকর্ষণীয় বলছি এই কারণে, ইস্টার্ন রেল যেমন প্রতি বছর মোহনবাগানকে বেগ দিয়ে থাকে এরিয়ানও তেমন ইস্ট বেঙ্গলের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয়। এই দুটি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় সম্পর্কে দুই প্রধানেরই চিরদিনের আশঙ্কা।

তাই ইস্টার্ন রেল ও মোহনবাগানের খেলাটি দেখবার জন্য মাঠে যে বিপুল দর্শকসমাগম হয়েছিল, সেটা এই মরসুমে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী। মোহনবাগান আর একটি খেলায় হাওড়া ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে হারাবার ফলে এ সপ্তাহে কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি। তাদের খেলাতেও দিন দিন উন্নতির পরিচয় মিলছে।

ইস্ট বেঙ্গলও পর পর পুলিস, বালী প্রতিভা ও এরিয়ানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস অনেকটা ফিরে পেয়েছে। ইস্ট বেঙ্গলের বর্তমান ক্রীড়াধারাও অপেক্ষাকৃত উন্নত।

গতবারের লীগের তৃতীয় স্থানাধিকারী হাওড়া ইউনিয়নকে এই সপ্তাহের দুটি খেলায় মোহনবাগান ও পোর্ট কমিশনার্সের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলকে যারা পরাজিত করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, সেই জর্জ টেলিগ্রাফের কাছেই মহমেডান স্পোর্টিংকে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে খেলার মত এ খেলায় টেলিগ্রাফ দলের জয়লাভের মূলেও ভাগ্যের সহায়তা আছে। এই সপ্তাহেই মহমেডান দল বাটার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় জয়-পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে। তাদের আগের তিনটি খেলাই ড্র হয়েছিল। মহমেডান দলের মত ইস্টার্ন রেলকেও এ সপ্তাহে প্রথম হার স্বীকার করতে হয়েছে।

মরসুমের প্রথম খেলায় বাটার কাছে পরাজয়ের পর বি এন রেল দলের উপর্যুপরি চারটি খেলায় জয় প্রশংসার দাবি রাখে ও আরও প্রশংসার দাবি রাখে উয়াড়ীর বিরুদ্ধে খেলার শেষ বার মিনিটে তাদের পাঁচটি গোল করার কৃতিত্ব। এই খেলায় বলরাম একাই পর পর তিনটি গোল করে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেছেন।

আগের পাঁচটি খেলায় মাত্র এক পয়েন্টের অধিকারী রাজস্থান এ সপ্তাহের দুটি খেলায় আর একটি পয়েন্ট পেয়েছে। সাতটি খেলায় পুলিসের পয়েন্টের ঘরে এখনো শূন্য। ছটি খেলার মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাত্র একটি খেলায় হার এবং নয়টি পয়েন্ট সংগ্রহ প্রশংসনীয়। বাটা এবং উয়াড়ী এ [illegible] কোন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে [illegible] খেলাকে কেন্দ্র করে মাঠকেন্দ্র [illegible] যেন সরগরম হয়ে [illegible] দেখে মনে [illegible] খেলা [illegible] বাকি।

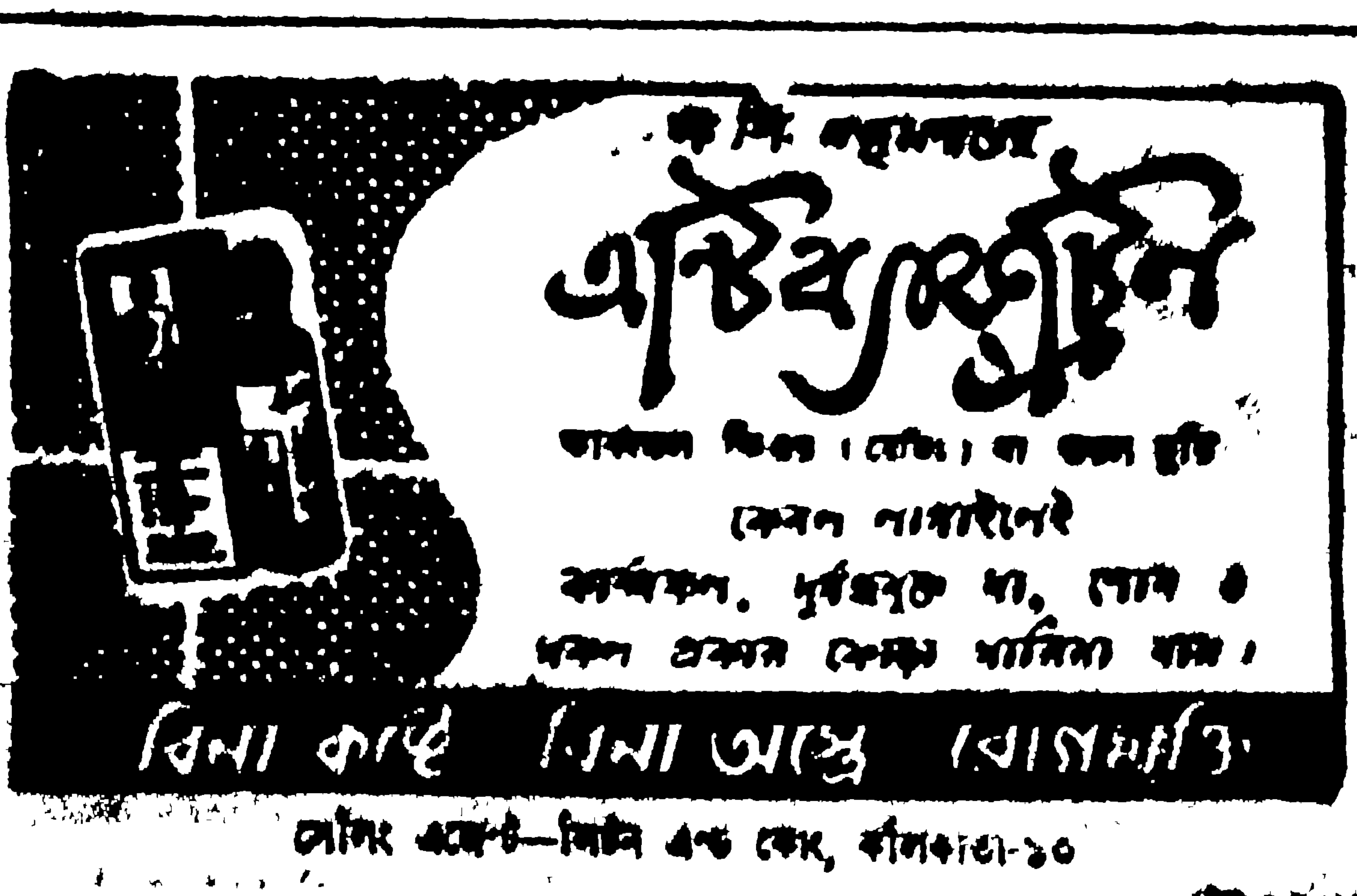

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধুভূষণ মল্লিক একজন ছাত্র-খেলোয়াড়কে বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্লু' উপহার দিচ্ছেন ফটো : দেশ

*

বিভিন্ন খেলাধুলায় যে-সব ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বছর বছর তাদের 'ব্লু' বিতরণ করে উৎসাহ দেওয়া হয়। ছাত্র খেলোয়াড়দের পক্ষে 'ব্লু' পাওয়া একটা বড় সম্মানের কথা—খেলোয়াড়-জীবনের স্মৃতি-চিহ্নও বটে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে তাঁরা যখন ব্লু গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের আনন্দের কারণ স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মল্লিক যখন খেলোয়াড়দের কাছে 'ব্লু' বিতরণের জন্য স্বাবভাগে হলে উপস্থিত হন, তখন 'ব্লু'র অধিকারী অনেক ছাত্রকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ফুটবল দলের বারজন ছাত্রের মধ্যে 'ব্লু' পাবার জন্য ও একজন উপস্থিত ছিলেন। শুধু কি ছাত্র? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যরাও অনুপস্থিত ছিলেন। এমন কি স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদক যাঁর উপর অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মল্লিককে ধন্যবাদ অর্পণের ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরও দেখা পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া স্পোর্টস বোর্ডের গণ্যমান্যদের মধ্যে আর যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম লিখতে গেলে উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকার চেয়ে সেই তালিকাই দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এমন হবে কেন? কলকাতা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড—এক শ চাব্বিশটি কলেজ যার অন্তর্ভুক্ত, তার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের আগ্রহের অভাব হবে কেন? শুনলাম, ময়দানে সেদিন একটি আকর্ষণীয় ফুটবল খেলা ছিল বলে অনেক ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। কথাটা সত্যি হলে সত্যিই পরিতাপের বিষয়। আর ছাত্র-খেলোয়াড়দের বেলায় না হয় কথাটা মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিত না হবার কারণ কি?

অবশ্য ব্লু বিতরণের দিনক্ষণ নির্বাচনে যে ত্রুটি রয়ে গেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কারণ, গ্রীষ্মের ছুটিতে সমস্ত কলেজই এখন বন্ধ। তারপর বিকেলে যখন ময়দানের বড় খেলার আকর্ষণ ছিল তখন ঐ সময়টাও ঠিক করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবু বলব ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খেলাধুলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে 'ব্লু' পাবার অধিকারী হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

*

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার ওয়াটারপোলো এবং নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। কলকাতায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হার স্বীকার করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বিশ্বভারতী, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ হকি প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিজয়ীর সম্মান পায়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌ-চালনা প্রতিযোগিতাতেও সব ক'টি বিষয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের নৌ-চালকরা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। আজমীরে আয়োজিত সাঁতার ও ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারু ও ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়দের দ্বিতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এইসব খেলাধুলার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ৬২ জন ছাত্র 'ব্লু' পেয়েছেন, নীচে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল:—

ফুটবল—এস সমাজপতি, অধিনায়ক (আশুতোষ), কে দাস (আনন্দমোহন), এ কুণ্ডু (মণীন্দ্রচন্দ্র), এন জি ভট্টাচার্য (সুরেন্দ্রনাথ, কমার্স), এস মিত্র (সুরেন্দ্রনাথ), বি ব্যানার্জি (আশুতোষ), আর গুহ (আশুতোষ), এ চ্যাটার্জি (সুরেন্দ্রনাথ, কমার্স), এইচ কর্মকার (মণীন্দ্রচন্দ্র), এস চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এ চক্রবর্তী (মণীন্দ্রচন্দ্র), এ বসু (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

ক্রিকেট—এস রায়, অধিনায়ক (সেণ্ট জেভিয়ার্স), পি নন্দী (বিদ্যাসাগর), এম এ পারেখ (সি ইউ ল), আর বসু (সেণ্ট জেভিয়ার্স), এ বি রায় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এস বসু (বি ই), এস চৌধুরী (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), সি গাঙ্গুলী (সিটি কমার্স), আর জিজিবয় (সেণ্ট জেভিয়ার্স), বি গুপ্ত (সেণ্ট জেভিয়ার্স), ডি ঘোষ (হেরম্বচন্দ্র) কল্যাণ সেন (আশুতোষ) কে দত্ত (চারুচন্দ্র), সুব্রত রায় (চারুচন্দ্র)।

হকি—ডি ঘোষ, অধিনায়ক (সি ইউ ল), জি ঘোষ (সি ইউ ল), জে দেব (সি ইউ ল), এস দে (চারুচন্দ্র), এ ব্যানার্জি (সেণ্ট জেভিয়ার্স), বি রায়চৌধুরী (আশুতোষ), এস চ্যাটার্জি (বি ই), পি বসু (সিটি, কমার্স), জে সিং (আশুতোষ), এ সেন (বি ই), আর কুমার (আশুতোষ), আর জাজবয় (সেণ্ট জেভিয়ার্স), টি দাস (আশুতোষ), এস চৌধুরী (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

সাঁতার—আবদুল মত্তালিব, অধিনায়ক (সিটি), এন কুণ্ডু (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), ডি পাল (সিটি), এস সেন (আশুতোষ), এস ভড় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), কে রায় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

ওয়াটারপোলো—আবদুল মত্তালিব, অধিনায়ক (সিটি), ডি পাল (সিটি), বি মুখার্জি (গোয়েঙ্কা কমার্স), এন দে (সিটি), এস মুখার্জি (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), জি দাস (সি ইউ এ), এন ভড় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এ হাজরা (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এন সাহা (বিদ্যাসাগর)।

নৌ-বাইচ—এস দত্ত, অধিনায়ক (আশুতোষ), ডি পি কুণ্ডু (ইউনিভার্সিটি ল), বি মেহেরা (সেণ্ট জেভিয়ার্স), সি পি সিং দেও (সেণ্ট জেভিয়ার্স), জি গোপালন (ইউনিভার্সিটি ল), সুবীর দত্ত (প্রেসিডেন্সী) ও বি সেন (আশুতোষ কলেজ)। (৩।৬।৬৩)

* ফুটবলের আইন-কানুন *

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবলের এক নম্বর আইন ও আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্তের ধারাগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে এক নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারী, সম্পাদক ও খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ এবং দুই নম্বর আইন প্রকাশ করা হচ্ছে।

আগেই বলেছি, মূল আইনের ধারার মতই সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন উপদেশ আইনের অঙ্গ। সুতরাং ফুটবলের আইন-কানুনের সঙ্গে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে হলে প্রতিটি ধারা, উপদেশ এবং সিদ্ধান্ত ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে।

এক নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারীদের প্রতি উপদেশ

সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখে-শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের সময়ের বেশ কিছু আগে মাঠে উপস্থিত হবেন। যদি খারাপ আবহাওয়ার দরুন কিংবা কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য মাঠের অবস্থা এমন হয় যে, সে মাঠে খেলা আরম্ভ করলে খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে খেলা আরম্ভ করবেন না। যদি মাঠের মাপজোকের দাগ ঠিকমত টানা না থাকে তবে সময় হাতে থাকলে দাগ টানিয়ে নেবেন।

মাঠের পতাকা-দন্ডের উচ্চতা যেন কোনমতেই ৫ ফুটের কম না হয়। ছোট পতাকাদন্ড খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক।

ক্রসবারের বদলে দড়ি বা অন্য এমন ধরনের কোন জিনিস ব্যবহার করতে দেবেন না।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

প্রত্যেক খেলা আরম্ভের আগে গোলের জাল পরীক্ষা করবেন। দেখবেন জাল যেন মাটির সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত থাকে এবং জাল ছেঁড়া না থাকে।

সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ

খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কর্নার কিক করবার জন্য এবং কোনরকমের সংঘর্ষের বিপদ এড়াবার জন্য মাঠের টাচ লাইন ও মাঠের পরিবেষ্টনীর বেড়ার মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখতে হবে।

১১৫ গজ লম্বা ও ৭৫ গজ চওড়া মাপের মাঠই সাধারণত খেলার পক্ষে সবচে উপযোগী মাঠ। কিন্তু যে প্রতিযোগিতায় ক্লাবগুলি যোগ দিচ্ছে সেই প্রতিযোগিতার নিয়ম মানতে হবে।

স্কুল ছাত্রদের ফুটবল খেলার জন্য সবচেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৮০ গজ×৬০ গজ এবং ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের খেলার জন্য সব চেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৭০ গজ×৫০ গজ করবার সুপারিশ করা হয়েছে। ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের মাঠের গোলপোস্টের উচ্চতা ৬ ফুট করার সুপারিশ আছে।

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাব মাঠের দাগ ঠিকমত টানার জন্য দায়ী। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সম্ভবপর হয় তবে "হোয়াইটওয়াশ" কিংবা সময় গোল লাইন এবং পেনাল্টি-এরিয়ার লাইনগুলো আবার স্পষ্ট করে টেনে নেওয়া উচিত।

পতাকা দন্ডের পতাকা ব্যবহার করা যুক্তি-

গোল-এরিয়া ও পেনাল্টি-এরিয়া চিহ্নিত করবার জন্য গোল-লাইনের উপরে যে মাপ হবে সে মাপ প্রতি গোলপোস্টের ভেতরের দিকের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করতে হবে।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

খেলার আইন-কানুন খুব ভালভাবে জেনে রাখুন। তা হলেই আপনারা সত্যিই ভাল খেলতে এবং খেলা থেকে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারবেন। যদি রেফারীর ক্ষমতা এবং খেলার

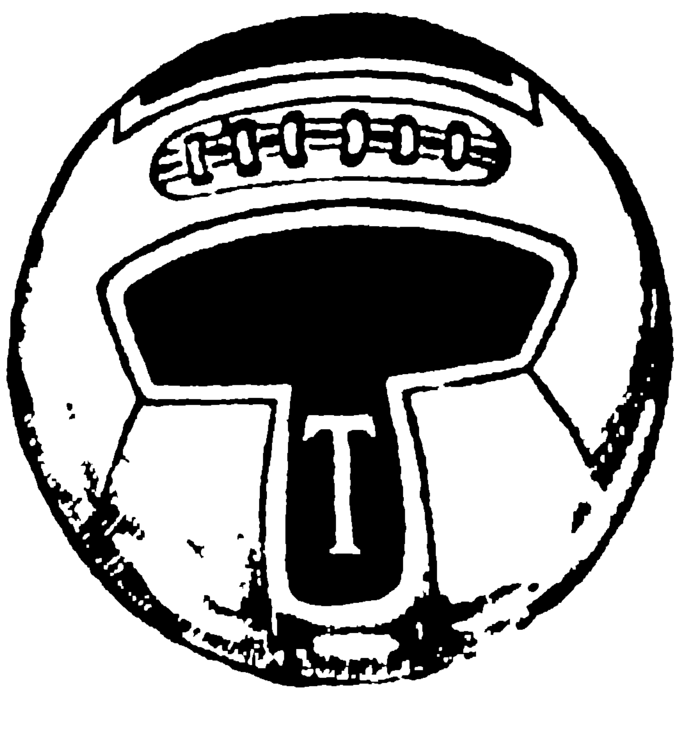

লেসযুক্ত বল। লেস বাঁধবার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে দুটি মুখ মিশে থাকে এবং লেস-এর বাড়তি অংশ বেরিয়ে না থাকে

আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত খেলোয়াড়দের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে খেলার সময় গোলমালের সংখ্যা খুবই কমে যাবে। আইন-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবের জন্যই খেলোয়াড়দের সতর্ক করার প্রয়োজন হয়।

হাত দিয়ে বল ধরতে গিয়ে বা শট প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক গোলরক্ষক অনেক সময় ইচ্ছে করে ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়েন। ক্রসবারও নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। গোলরক্ষকের এই কাজ অন্যায় আচরণের পর্যায় পড়ে।

২ নম্বর আইন—বল

মূল আইন—বলের আকার হবে গোল। বলের বাইরের দিকের আবরণ চামড়া দিয়ে তৈরি করতে হবে এবং এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা চলবে না, খেলোয়াড়দের পক্ষে যা বিপদের কারণ হতে পারে।

বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশী বা ১৪ আউন্সের কম হবে না এবং রেফারীর অনুমোদন ছাড়া খেলার মধ্যে কোন সময়েই বল বদল হবে না।

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত

(এ) যে কোন খেলায় ব্যবহৃত বলকে অ্যাসোসিয়েশনের বা যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং খেলার শেষে অবশ্যই রেফারীর কাছে বল ফেরত দিতে হবে।

(বি) দুই নম্বর আইনে বলের বাইরের আবরণ সম্পর্কে চামড়া ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। ফুটবলের বাইরের আবরণে অন্য কোন জিনিস (রবার ইত্যাদি) কোনভাবেই ব্যবহার করা চলবে না।

(সি) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আইন অনুযায়ী বলের ওজনের এই রূপান্তর অনুমোদন করেছেন:

১৪ থেকে ১৬ আউন্স=৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রাম।

(ডি) যদি খেলার সময় বল ফেটে যায় কিংবা আকারের বিকৃতি ঘটে তবে খেলা বন্ধ করতে হবে এবং যে জায়গায় বল অকেজো হয়ে পড়বে সেখানে নতুন বল "ড্রপ" দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হবে।

(ই) যদি খেলা বন্ধ থাকা সময়ে (প্লেস-কিক, গোল-কিক, কর্নার কিক, ফ্রি-কিক, পেনাল্টি কিক কিংবা থ্রো-ইন) বল অকেজো হয় তবে নিয়মমত খেলা আরম্ভ হবে।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাবের বল সরবরাহ করা উচিত। বল যেন হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ থাকে। হাতের কাছে অতিরিক্ত বল মজুত রাখবেন।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

বল দুই রকমের—(১) লেসযুক্ত, (২) ভাল্ভ টিউবের। দুই রকমের বলই আইনসম্মত।

বলের রং—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে সাধারণত ব্রাউন, অরেঞ্জ ও সাদা রঙের বল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

লেসিং—এমনভাবে লেস বাঁধতে হবে যা খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় বা যাতে বলের আকারের বিকৃতি না ঘটে।

বলের পাম্প—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে ১৭ থেকে ১৮ পাউন্ড হাওয়ার চাপ থাকা উচিত।

স্কুল ছাত্রদের খেলার বল—৪ নম্বর সাইজ। যার পরিধি হবে ২৫ থেকে ২৬ ইঞ্চি এবং খেলা আরম্ভের সময় ওজন থাকবে ১২ থেকে ১৩ আউন্স।

প্রশ্ন

[ভেবেচিন্তে উত্তর ঠিক করে রাখুন। পরের সপ্তাহে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা।]

(১) পেনাল্টি-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) গোল-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

(৩) পেনাল্টি স্পট থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে যে বৃত্তের চাপ আঁকা হয় তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

(৪) ধরুন, মাঠের চওড়া ঠিক ৫৫ গজ। ঐ মাঠের পেনাল্টি-এরিয়ার মাপ কত হবে?

(৫) বল মারার সুবিধার জন্য কোন খেলোয়াড় মাঠের পতাকা তুলে ফেলল, রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন?

(৬) দুটি গোলপোস্ট চতুষ্কোণ কিন্তু উপরের ক্রসবার গোলাকার। নিয়মমত করা একটি শট ক্রসবারে লেগে গোলে প্রবেশ করল, ক্রসবার চতুষ্কোণ হলে বল হয়তো গোলে প্রবেশ করত না। রেফারী হিসাবে এ ক্ষেত্রে কি আপনি গোল দেবেন?

(৭) গোলের সঙ্গে নেট-খাটানো নেই বলে একটি দল আপনার কাছে আপত্তি জানালো। আপনি কি খেলা আরম্ভ করবেন?

(৮) গোলকিপার একটা ভাল শট "ফিস্ট" করবার পর বাহাদুরি দেখাবার বাসনায় ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়ল, আর তখনই বিপক্ষের একটি শট ক্রসবারে লেগে ফিরে গেল। রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন? গোল দেবেন কি?

(৯) ক্রসবার ৫ ইঞ্চি চওড়া গোল-লাইন চওড়া ৩ ইঞ্চি। বল গোল লাইন অতিক্রম করে গেলে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

(১০) জলকাদার মাঠে একজন ব্যাক গোল কিক করলেন, বল পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে কাদায় আটকে গেল প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড় দৌড়ে এসে গোল করলেন। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

*

ফুটবলের আইন-কানুনের আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন পত্রলেখক অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। আইনের বেশির ভাগ প্রশ্ন একটু জটিল ধরনের এবং যার মধ্যে কৌতূহলের কারণ আছে, শুধু সেইসব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হবে। সাধারণ নিয়ম-কানুন আইনের ব্যাখ্যার মধ্যেই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আমরাই কয়েকটি প্রশ্ন করে পরের সপ্তাহে তার সমাধান জানাব।

কারো কাছ থেকে একাধিক প্রশ্ন বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি, আমাদের অসুবিধা বুঝে পত্রলেখকরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

এ সপ্তাহে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে:—

(১) বিমলকান্তি ধর, শিলচর।

প্রশ্ন: ধরুন দু' দলে খেলা হচ্ছে। এক দলের ব্যাক নিজেদের হাফব্যাকের সীমানা থেকে বিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে জোরে শট করলেন। বলটা উপর দিয়ে গোলের দিকে যাচ্ছে। এই সময় ও'র পক্ষেরই সেন্টার-ফরোয়ার্ড যদি বল মাটিতে পড়ার আগে বিপক্ষের দুই ব্যাককে অতিক্রম করে যান তা হলে বল মাটিতে পড়ার পর কি তাকে অফসাইড বলে ধরা হবে?

* উত্তর: আপনার প্রশ্নে একটু ভুল আছে। দুজন ব্যাককে অতিক্রম করার পরও তো সেন্টার-ফরোয়ার্ডের সামনে দুজন খেলোয়াড় থাকতে পারেন। তা হলে অফ্‌-সাইড হয় কিভাবে? অবশ্য আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

আপনি হয়তো বলতে চান, আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় যদি চলতি বলের আগে চলে যান এবং সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষের মাত্র একজন খেলোয়াড় তার সামনে থাকেন বা একেবারেই কেউ না থাকেন তা হলে অফসাইড হবে কি না?

এটা সত্যিই বুদ্ধির প্রশ্ন। এমন ঘটনায় প্রায় সব সময়ই দর্শকদের মধ্য থেকে "অফ্‌-

ভাল্‌ভ্‌ টিউবের বল। এ বলে লেস বাঁধার বালাই নেই

সাইড" "অফসাইড" চীৎকার ওঠে এবং রেফারীরাও বহু ক্ষেত্রে ভুল করেন। কিন্তু অফ্‌সাইড আইনের সূত্র—এবং মূল সূত্রটি যদি জানা থাকে তবে দর্শক সমর্থক রেফারী বা খেলোয়াড় কারো পক্ষেই ভুল হবার কথা নয়।

মূল সূত্রটি হচ্ছে:—যাকে অফ্‌সাইড বলে সন্দেহ করা হয় তার পরের অবস্থান বর্তমান অবস্থান মোটেই নয়। অর্থাৎ তাঁর নিজের দলের কোন খেলোয়াড় বল খেলার সময় বা তাঁকে পাস করবার সময় তিনি (সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়) যদি অফ্‌সাইডে না থাকেন তবে পরে এগিয়ে গেলেও অফ্‌সাইড হবেন না—বলের আগে চলে গেলেও না। মীমাংসার বিষয়টি হচ্ছে, যে মুহূর্তে সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়ের পক্ষের একজন খেলোয়াড় বল খেলছেন, সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়ের সেই মুহূর্তের অবস্থান। আগেই বলেছি, তখন যদি তিনি অফ্‌সাইডে না থাকেন তবে পরে এগিয়ে গেলেও অফ্‌-সাইড হবেন না। ফুটবলের আন্তর্জাতিক সংঘ, অর্থাৎ "ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দা ফুটবল আসোসিয়েশন" অফ্‌সাইড আইনের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

"Off-side shall not be judged at the moment the player in question receives the ball, but at the moment when the ball is passed to him by one of his own side. A player who is not in an off-side position when one of his colleagues passed the ball to him or takes a free-kick, does not therefore become off-side if he goes forward during the flight of the ball."

আশা করি, এখন আপনি বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

(২) প্রবোধ ভট্টাচার্য, বাপুজীনগর, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

প্রশ্ন: (ক) হাতের ঠিক কোন্ জায়গায় বল লাগলে হ্যাণ্ডবল হয়? ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ড-বল কিনা সেটা রেফারীর পক্ষে বোঝবার উপায় কি?

(খ) ফাউলের সঠিক সংজ্ঞা কি? দু পক্ষের খেলোয়াড়ের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা-ধাক্কিতে কোন খেলোয়াড় পড়ে গেলে ফাউল দেওয়া হবে কি না?

(গ) অনেক সময় দেখা যায়, কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করেন যাতে শেষোক্ত খেলোয়াড় বলের গতি ঠিকভাবে নির্ণয় করতে না পারেন। এ আচরণ কি দূষনীয়?

* উত্তর: (ক) ফুটবল আইনে কাঁধের নীচ থেকে আরম্ভ করে আঙুল পর্যন্ত অংশকেই হাত বোঝায়। কিন্তু হাতে বল লাগলেই হ্যাণ্ডবল হয় না—বলে হাত লাগালে হ্যাণ্ডবল হয়। "লাগলে" আর "লাগালে" লক্ষণীয়। অর্থাৎ হ্যাণ্ডবল ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত সেইটাই বিচার্য বিষয়।

ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল সেটা বোঝবার ক্ষমতা রেফারীর অভিজ্ঞতা ও বিচার-বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করে। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল বোঝা কি খুব কঠিন?

(খ) ফুটবল আইনের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ফাউলের সংজ্ঞা বেশ বড়। মোটা-মুটি জেনে রাখুন প্রতিপক্ষকে ল্যাং-মারা বা ল্যাং-মারার চেষ্টা করা, প্রতিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া, প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা, প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে চার্জ করা, প্রতিপক্ষকে ধরে বা আটকে রাখা, প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মারা, হ্যাণ্ডবল করা প্রভৃতি ৯টি ক্ষেত্র ফাউলের আওতায় পড়ে। সব ক্ষেত্রে অপরাধী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক দেবার বিধান আছে। এ ছাড়া ফাউলের যে পাঁচটি ক্ষেত্রে ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি কিকের বিধান রয়েছে—তা পরে আলোচনা করা যাবে।

অনিচ্ছাকৃত ধাক্কাধাক্কিতে কেউ পড়ে গেলে ফাউলের নির্দেশ দেওয়া হবে কেন?

(গ) আচরণ নিশ্চয়ই দূষণীয়। এ ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

* সাপ্তাহিক সংবাদ *

দেশী সংবাদ

২৭শে মে—কলিকাতা-কেন্দ্রিক রেলের চাকুরিতে পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যার প্রার্থী ইদানীং কম। অনেকে আবার আবেদন করিয়াও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে হাজির হইতেছেন না। রেল তরফের একজন কর্তা ব্যক্তির মতে বেকার সমস্যা-পীড়িত এলাকায় ইহা একটা আজব ব্যাপার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সতেরটি রাষ্ট্রের ভারতীয় দূতগণ আজ নয়াদিল্লিতে চারদিনব্যাপী সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সমস্যা ও ভারতের সহিত এই সকল দেশের সমস্যা লইয়াই সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

২৮শে মে—বিহারের মধ্য দিয়া ৫০ হাজার টন নেপালী চাল পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণের সুযোগ দিতে ভারত সরকার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, বিহার সরকার তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কলিকাতার কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিসকে তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন একটি ফার্ম প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন।

২৯শে মে—ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের পূর্ব নীতি সংশোধন করিয়া এই শিল্পে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর উদারনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত এক পক্ষকাল ধরিয়া চীনারা সিকিম সীমান্তে বেপরোয়াভাবে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। চীনারা এই অঞ্চলে এত বেশী সৈন্য ইতিপূর্বে আর কখনও আমদানী করে নাই। চীনা [illegible] ইদানীং এই অঞ্চলে সফর করিতেছেন।

৩০শে মে—গত মঙ্গলবার রাত্রে যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে তাহার ফলে ত্রিপুরায় প্রায় দশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঝড়ের ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ১০টি বসতবাটী এবং সরকারী ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ হইয়াছে, না হয় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

একমাত্র কলিকাতা বন্দরেই অসাধু ব্যবসায়ীরা আণ্ডার ইনভয়েসিং-এর পথে প্রতি বছর ৫০ হইতে ৬০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কাস্টমস বিভাগের রাজস্ব, চা, পাট এবং বিভিন্ন খনিজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারেই এই জাল-জালিয়াতি সবচেয়ে বেশী চালু।

৩১শে মে—আগামী ৬ই জুন নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমরোহা, ফরাক্কাবাদ ও রাজকোট নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারে। এইসব নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে হাই-কমাণ্ড উদ্বিগ্ন ও বিব্রত।

কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীন-ভারত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চীনের সহিত আলোচনার প্রবর্তন হইতে ভারতের সম্মত

হইবার পক্ষে চীনাদের কথায় তাহার বিশ্বাসের অভাবই প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া ইনফার এক সংবাদ হইতে জানা যায়।

১লা জুন—যে-সব ভারতীয় সৈন্য এতকাল অতন্দ্র প্রহরীর মত পাক-ভারত সীমান্ত পাহারা দিতেছিল, তাহাদিগকে এখন সেখান হইতে সরাইয়া ভারত-চীন সীমান্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিভাগ—কর নির্ধারণ ও আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজ হাতে তুলিয়া লইবার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল।

চিনি মজুত রাখা নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা বেশী দামে চিনি ও আটা বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে অদ্য কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট পুলিস শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাইয়া ১৫ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে।

২রা জুন—সিনকিয়াং প্রদেশে বিদ্রোহ এবং ভারত-সীমান্তগামী প্রত্যেকটি সরবরাহ প্রেরণ-পথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই চীন লাদক ও নেফায় অস্ত্র সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের মালগাড়ির ওয়াগন ভাঙ্গিয়া হাজার হাজার টাকার সরকারী ও বেসরকারী মালপত্র লুণ্ঠিত হওয়ার সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে মে—দীর্ঘ সম্মেলনে যোগদানের পর আফ্রিকার ৩০টি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীগণ গতকাল যখন আদ্দিস-আবাবা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন তখন বুঝিতে পারা যায় যে ঐক্যের সাড়া এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে সমগ্র আফ্রিকার একটি নূতন আন্দোলন শুরু হইতে পারে।

[illegible] আমেরিকা [illegible] মার্কিন সাহায্য নিতে প্রস্তুত হওয়ায় ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী কূটনীতিকরা বিস্মিত হইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছেন।

২৮শে মে—কেনিয়ার গভর্নর শ্রীম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড আজ শ্রীজোমো কেনিয়াট্টাকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান। তিনি শ্রীকেনিয়াট্টাকে কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব শ্রীডীন রাস্ক বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে—কিন্তু অভ্যন্তরীণ শত্রুর জন্য তাহার একটি পা বাঁধা রাখিয়া দিয়াছে উহা হইল বর্ণবৈষম্য।

২৯শে মে—মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা চট্টগ্রাম শহরে জনপদ উৎখাত করিয়া দিয়াছে। এই ঝড়ের ফলে ১০ জন

মৃত এবং কয়েক হাজার লোক গৃহহারা হইয়াছে। ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ৮০ মাইল। সঙ্গে ছিল তুমুল বর্ষণ।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য বৃটেন ও রাশিয়া আজ লাওসের যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশে এক যুক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছে। আবেদনে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে বলা হইয়াছে যে, লাওসে শান্তি বজায় রাখার কাজে তাহারা যেন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেয়।

৩০শে মে—আফগানিস্তানের প্রচারমন্ত্রী সৈয়দ কাশেম রাসতিয়া বলেন যে, গতকাল তেহেরানে তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টোর সহিত উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনের জন্য যে স্বাক্ষর করিয়াছেন, উভয় দেশের মধ্যে যে "রাজনৈতিক মতভেদ" আছে, তাহা সেই চুক্তির ভিতরে পড়ে নাই।

তেহেরানের সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইরানের শাহ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ইরানের সহিত ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই সম্পর্ক মধুর।

৩১শে মে—পূর্ববঙ্গে মঙ্গলবারের ঝড়ে কত লোক নিহত হইয়াছে, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে বেসরকারী হিসাব মতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল ও খুলনায় মিলিয়া মৃতের সংখ্যা দশ হাজার হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সরকারী হিসাব মতে একমাত্র চট্টগ্রাম জেলাতেই তিন সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছে।

আজ লণ্ডনে কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সফরের ফলে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে একটি বোঝাপড়া হইয়াছে এবং এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার নিকট হইতে সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

১লা জুন—আজ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডঃ সোয়েকার্নো এবং মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানের মধ্যে এক বৈঠক হইলে উভয়েই এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ এবং বিদ্বেষাত্মক কোন মন্তব্য করিবেন না।

কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৭৩ বৎসর বয়স্ক শ্রীজোমো কেনিয়াট্টা আজ শপথ গ্রহণ করেন। কেনিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

২রা জুন—লাওস-সঙ্কট সমাধানের জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা শুরুর যে যৌথ আবেদন বৃটেন ও রাশিয়া জানাইয়াছিল, কম্যুনিস্টপন্থী পাথেট লাও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা ও দ্বীপগুলিতে ঘূর্ণিবাত্যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা দশ হাজার। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ও গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার | সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষান্মাসিক—১০ [illegible] টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ [illegible] নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা-১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮০৪১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

* সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থ *

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

জাপানে ৭·০০

১৯৬২ সালের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত

বুদ্ধদেব বসুর

সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

রাজশেখর বসু-অনূদিত

বাল্মিকী-রামায়ণ ১০·০০

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য-সঞ্চয়ন ৬·০০

বুদ্ধদেব বসু-অনূদিত

কালিদাসের মেঘদূত ৬·৫০

বিশু মুখোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্র-সাগর সঙ্গমে ১০·০০

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

মৌচাক

সুধীরচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত

এই বৈশাখে ৪৪ বৎসরে পদার্পণ করেছে

বার্ষিক মূল্য ৫·০০

ষান্মাসিক মূল্য ২·৫০

বিনোদচন্দ্র সেন-প্রণীত

আইনের দর্শনিয়া ৪·৫০

তারকচন্দ্র রায়-প্রণীত

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ৪·০০

অবনীনাথ মিত্র-প্রণীত

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ১·৫০

অমল হোম-প্রণীত

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ ৩·৫০

* বিভিন্ন অনুবাদ-গ্রন্থ *

উপন্যাস

ভবিতব্য —উইলা ক্যাথার ২·৫০

আর্চবিশপের মৃত্যু —উইলা ক্যাথার ৪·০০

রামণের স্বপ্ন —শার্লি অরোরা ২·৫০

ইয়ার্লিং —মার্জোরী কিনান রলিংস ১·২৫

বিজ্ঞান

মহাকাশের পথে —ডেভিড ও. উডবারী ৪·০০

বিজ্ঞান-বিচিত্রা —উইলিয়াম ক্রাউস ২·০০

জীবনী

থোরো —উইলিয়াম কান্বি ২·০০

রাজনীতি

রাজনীতির রূপান্তর —চেস্টার বোল্‌স ৩·৫০

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ :: ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের স্বল্প-পরিচিত অঞ্চলের অভিনব ভ্রমণকাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে ৬॥

(বহুবর্ণ চিত্র সংযোজিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

শঙ্কু মহারাজের গোমুখী গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (৪র্থ মুদ্রণ) ৬॥

'মৈনাক' বিরচিত

নতুন পটভূমিতে রচিত উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৮॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওমনিবাস খণ্ডে

কিরীটী রায় ১০,

মন্মথনাথ ঘোষের

নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস

রোশনাই ৩॥

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতনতম উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৬॥

ডাকো নতুন নামে ৪, ঘণ্টাকর্ণক ৪,

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উপন্যাস

স্পর্শের প্রভাব ৪,

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

বিমল করের

নূতন উপন্যাস

পান্থশালা ৩॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

নূতন উপন্যাস

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নূতন উপন্যাস

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫,

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অসীম উৎসাহে ভরপুর

মিল্কমেড কনডেন্সড মিল্ক-এর কৌটো খুললেই এমন জিনিস পাবেন যা পুষ্টিকর ও পরম উপাদেয়। তার কারণ, প্রতিটি কৌটোয় কানায় কানায় ভরতি থাকে খাঁটি, টাটকা ও সুমিষ্ট দুধ ঘনীভূত করে তৈরী সরভরা, সুস্বাদু ও গাঢ় কনডেন্সড মিল্ক।

বাড়ীর সবায়ের প্রিয় এই মিল্কমেড কনডেন্সড মিল্ক। খাঁটি দুধের আসল পুষ্টিতে ভরপুর এমন মনের মতো সুস্বাদু খাবার আর হয়না। মিল্কমেড কনডেন্সড মিল্ক অফুরন্ত শক্তি গড়ে তোলে আর অসীম উৎসাহ দেয়।

মিল্কমেড-এর
কৌটোর
ঢাকনার ওপর
এই ছাপ থাকে।

কৌটোটি পুরোপুরি খুলুন এবং ভেতরের জিনিস একটি গেলাস জার বা অন্য কোন পাত্রে ঢালুন।

মিল্কমেড

মার্কা

নবনীপূর্ণ সুমিষ্ট কনডেন্সড মিল্ক

NESTLÉ

নেসলস্-এর উৎপাদন

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা	... ...	৬৮৩
অনশ্বর (কবিতা)	—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য	৬৮৪
সন্ধ্যা ভাঙার রঙ (কবিতা)	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬৮৪
স্থায়ী (কবিতা)	—শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় ..	৬৮৪
হৃদয়পুর (কবিতা)	—শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় ...	৬৮৪
বৈদেশিকী	.. ...	৬৮৫
শিল্পীর স্বাধীনতা	শ্রীসুবোধ ঘোষ . .	৬৮৯
বিশারদ	—শ্রীসুশীল রায়	৬৯৩

স্মরণীয় ৭ই

অ্যাসোসিয়েটেড-এর

গ্রন্থতিথি

সদ্য প্রকাশিত

'বনফুল'-এর
অসাধারণ উপন্যাস

ত্রিবর্ণ ১০·০০

[illegible]

আশাপূর্ণা দেবীর
উপন্যাস

বহিরঙ্গ ৩·৭৫

দীপক চৌধুরীর
অসামান্য উপন্যাস

ললিতা প্রসঙ্গ
আট টাকা

সম্প্রতি প্রকাশিত
[illegible] উপন্যাস

পদ্মিনী ২·৫০

[illegible] মুখোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

কেউ জানবে না
কেউ শুনবে না
দাম : ৩·২৫ নঃ পঃ

আমাদের বই
পেয়ে ও দিয়ে
সমান তৃপ্তি

কয়েকখানি উপহারযোগ্য গ্রন্থ :

গল্পগ্রন্থ

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের
এমন দিনে ৩·৭৫

[illegible] দেবীর
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের
মিলন সেতু ২·৫০

সন্তোষকুমার ঘোষের
পারাবত ৩·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কোকিল ডেকেছিল ৩·২৫

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
বাজীমাৎ ১·৭৫

উপন্যাস

[illegible]
কন্যাসু ২·৫০

[illegible]
অনুষ্টুপ ছন্দ ৪·০০

লীলা মজুমদারের
ঝাঁপতাল ৩ ২·৭৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি ৫·৫০

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেবকন্যা ৪·৫০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন ৩৪ ২৬৪১ গ্রাম 'কালচার'

সৈ ২২৮৪

Choose your shade of creamy HI-FI lipstick from this exciting range! Luscious, light, bright colours from party pinks through golden-orange tones to brilliant clear reds.

MAX FACTOR

SOLE SELLING AGENTS T. T. KRISHNAMACHARI & CO.

BOMBAY - CALCUTTA - DELHI - MADRAS

© Max Factor & Co. All rights reserved under International Copyright Conventions

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে বাইরে	শ্রীমতী	৭০১
এডোয়ার্ড লিয়র	শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৫
ওয়াশিংটনের চিঠি	শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী	৭১৭
শিবঠাকুরের আপন দেশে	শ্রীরাণু সান্যাল	৭২১
লালকেল্লা	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৭২৭
বিশ্বাবিচিত্রা		৭৩৩
নিশিকুটুম্ব	শ্রীমনোজ বসু	৭৩৫
আলোচনা		৭৪৩
প্রেক্ষাগৃহে		৭৪৭

নীচে লেখা বইগুলি পড়তে পড়তে
অনিচ্ছুক অনেক ছেলেমেয়ের লেখা-পড়াটা
আনন্দের বিষয় হয়ে উঠেছে।
ছেলেমেয়েদের পড়তে দিয়ে দেখুন।

ভ্রমণ ও এ্যাডভেঞ্চার

- ননীগোপাল চক্রবর্তী - **আকাশ গঙ্গা** - (অনেক ছবি) - ১·৫০
- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত - - - **অজানা দেশে** - - - - - ১·২৫
- সুবোধ দাসগুপ্ত - - - **সাহারার আতঙ্ক** - - ১·০০
- রমেশ দাস - - - - **অজ্ঞাত দেশ** - - - - ১·৫০

ঐতিহাসিক গল্প

খগেন্দ্রনাথ মিত্র - **তাতারের বন্দী** - - - - - - ১·২৫
দেশবিদেশের হীরে জহরৎ - - ১·২৫
বীরেন দাস - **মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী** - ২·০০

এ্যাডভেঞ্চার

হেমেন্দ্রকুমার রায় - **সূর্য নগরীর গুপ্তধন** - - ১·২৫
অমানুষিক মানুষ - - - ১·২৫

দেব সাহিত্য কুটীর

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা

উত্তরকাল

প্রকাশিত হ'ল

দ্বিতীয় বর্ষের জন্ম-যাত্রায় 'উত্তরকাল' সুস্থ জীবন-ধর্মী চেতনাকে আরো বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করছে। বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে 'উত্তরকাল' এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

● এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ●

॥ প্রবন্ধ ॥

বাংলা কবিতার তিন দশক ও মণীন্দ্র রায়। ধনঞ্জয় দাশ। উপন্যাসে জীবন-বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে। ... গুপ্ত। তিনটি রচনাই বিতর্কের ঝড় তুলবে।

॥ উপন্যাস ॥

অগ্নিময়। সত্যপ্রিয় ঘোষ॥ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের পট-ভূমিকায় রচিত সাম্প্রতিক মধ্যবিত্ত জীবনের অনবদ্য কাহিনী।

॥ বড় গল্প ॥

স্বপ্ন-বিম্ব। বীরেন্দ্র নিয়োগী॥ এ-গল্পেও এক নতুন জীবন-সত্য উদ্ঘাটিত।

॥ কবিতা ॥

আবুবকর সিদ্দিক। দিলওয়ার। মানিক মুখোপাধ্যায়। শংকর রায় প্রভৃতি॥ পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার তরুণ কবির একগুচ্ছ কবিতা।

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

চলচ্চিত্র। অণুবীক্ষণ। পুস্তক-সমালোচনা। দৃষ্টিপাত।

● কার্যালয় ●
১৭-১, মদনগোপাল লেন,
কলিকাতা—১২

● স্থানীয় এজেন্ট ●
পারিজা ব্রাদার্স।
কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা—৯

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলিঃ—১২

স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য এবং মধুর তৃপ্তি
প্রত্যেক চামচ গ্রাইমিক্স-এ আছে
GRYMIX
প্রত্যেক বুদ্ধিমতী মায়ের মত আপনিও আপনার সন্তানকে সুস্থ ও সুখী রাখবার জন্য 'গ্রাইমিক্স'-এর উপর নির্ভর করবেন......
গ্রাইমিক্স পেটব্যথা, গ্যাস ও পেটের গোলমালে নিশ্চিত ও দ্রুত কাজ করে।
গ্রাইমিক্স
গ্রাইমিক্স
বুটস্-এর অন্যতম উৎকৃষ্ট সামগ্রী
Boots
বার্নল ও ফেনসা প্রস্তুতকারক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিত্র প্রদর্শনী	...	৭৪৮
সাহিত্য সংবাদ	বিদুর	৭৪৯
পুস্তক পরিচয়	...	৭৫০
রঙ্গজগৎ	...	৭৫৩
খেলার মাঠে	একলব্য	৭৬১
ফুটবলের আইনকানুন	মুকুল	৭৬৬
সাপ্তাহিক সংবাদ	...	৭৬৮

প্রচ্ছদ : শ্রী পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন উপন্যাস

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

সুনন্দা

বঞ্চনা ও দম্ভের কৃত্রিম জগতে প্রেমের রূপ ক্ষণকালের জন্যে সংকীর্ণ হলেও হঠাৎ একদিন মিথ্যার কঠিন আবরণ উন্মোচন করে চিরন্তন প্রেমের স্বাভাবিক গতিতেই সুনন্দা উত্তীর্ণ হয়েছিল বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে। আধুনিক বাংলার শক্তিশালী কথাশিল্পী সুধীরঞ্জন সে প্রত্যয়ের উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসে। দাম তিন টাকা

শক্তিপদ রাজগুরুর

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর

টাঃ ২·৫০

সুবোধ ঘোষ

বর্ণালী (উপন্যাস) ৩·০০

(ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)

জলকমল (উপন্যাস) ৩·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

নাগরী (উপন্যাস) ৪·০০

পুবপাড়ার মেয়ে (উপন্যাস) ৩·৫০

শৈলেশ দে

হংস মিথুন (উপন্যাস) ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কনে চন্দন (উপন্যাস) ২·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অঙ্গীকার (গল্পগ্রন্থ) ২·৫০

সমরেশ বসু

দেওয়াল লিপি (গল্পগ্রন্থ) ২·৫০

ম্যাকসীম গোর্কী

মা ৬·০০

(অনুবাদক—অশোক গুহ)

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আশ্চর্য লেখক অবধূতের নূতন বই

[নূতন ধরনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।]

কৌশিকী কানাড়া

"দিলদার" সম্পাদিত

ছদ্মনামা

[বাংলা দেশে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম] যাঁরা লিখেছেন:—বনফুল, জরাসন্ধ, নীলকণ্ঠ, শংকর অবধূত যবেনাশ্ব, মহাস্থবির রূপদর্শী, সত্যবাদী, ভাস্কর, শ্রীপান্থ ইন্দ্র মিত্র, কালকূট, বীরবল, পরশুরাম ধনঞ্জয় বৈরাগী প্র. না. বি. প্রভৃতি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আমার মনের কাছেই

[ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

কলিকাতা পুস্তকালয়

৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

হারভার্ড কলেজ অফ মিউজিক

৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিঃ-১২

ফোন—৩৪-৪১৯২ : সম্পাদিকা ফোন—৩৫-৪১৩০

ওস্তাদ আলি আকবর খানের সহযোগিতায় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিশেষ প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা পরিচালনায় ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, শংকর ঘোষ, সত্য সরকার, নীলা মুখার্জি, বীরেন ভট্টা, সুবীর ব্যানার্জি ও আরও অনেকে। সময় শনি ও রবিবার ৪ থেকে সন্ধ্যা ৮।

(সি ২২১০)

শ্রাবণে

ডানপিটেদের আসর

(মাসিক)

নবম বর্ষে পদার্পণ করবে।

বার্ষিক চাঁদা—৪,

লেখে, পড়ে ও সংগঠন করে কিশোর কিশোরী

নিখিল ভারত ডানপিটেদের আসর

জলপাইগুড়ি/পঃ বঙ্গ

(সি/এম ১০০৬)

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিনহা বলেন : লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি.. আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকেরও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ,কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 143-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

আজ প্রকাশিত হল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

নতুন রহস্যোপন্যাস

রাত মোহনা

দাম — ৪॥

কথাকলি ॥ সম্পূর্ণ ক্যাটালগের জন্য লিখুন॥

১, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলি-৯ ॥ কথাকলি-র বই সব দোকানেই পাবেন ॥

অনুবাদ সিরিজ

আইভ্যানহো	১·২৫
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স	১·২৫
টয়লার্স অফ দি সী	১·২৫
বেনহুর	১·২৫
হ্যাঞ্চ ব্যাক অফ নোৎরডেম	১·২৫
পার্সিয়ুস	১·২৫
টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার	১·২৫
ট্যালিসম্যান	১·২৫
কাউন্ট অফ মন্টিক্রস্টো	১·২৫
মার্কটোয়েনের গল্প	১·২৫
কেনিলওয়ার্থ	১·২৫
রাজা আর্থার ও রথী	১·২৫
আজব দেশ লাপুটা	১·২৫
সর্বেসর্বা	১·২৫
ওয়ার এন্ড পীস	১·৫০
ডনকুইক্সোট	১·৫০
ম্যাকবেথ	১·৫০
জুলিয়াস সীজার	১·৫০
রোমিও জুলিয়েট	১·৫০

ইত্যাদি......

শরৎ সাহিত্য ভবন

২৫ভূপেন্দ্র বোস এভেনিউ, কলিকাতা—৪

(সি ২২৭১)

: সদ্য-প্রকাশিত কয়েকখানি উপন্যাস :

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হলুদ শ্যামল ২·০০

শক্তিপদ রাজগুরু

অঙ্গরাগ ২·০০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়গড়ের রোমান্স ৩·০০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চক্রবাক ২·৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতস্য পুত্রাঃ ২·৫০

শৈলেশ দে

স্বপ্নবাসর ২·০০

বৈশাখে প্রকাশিত নতুন গল্পগ্রন্থসমূহ

সুবোধ ঘোষ-এর

নিকষিত হেম ২·৫০

বিমল কর-এর

জননী ২·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হইল:—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর **নবনীতা** ৩·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪·২৫—বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষায় অপরিহার্য। "উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"—মূল্য সডাক ৫·৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE : " 3.- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৪১৯২

শ্রীব্রজানন্দ সেনের রসমধুর নূতন গল্পগ্রন্থ
"যদি শরম লাগে তবে"
৩৷৷০ টাকা
পাঠকদিগের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাইতেছে।
ডি, এম, লাইব্রেরী,
৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(সি এম ১৩০৮)

গোবিন্দ বর্মণের
অনিন্দ্যসুন্দর উপন্যাস
ভুলো না মনে রেখো
মধুচন্দ্রিমা (যন্ত্রস্থ)
প্রথম যৌবনেই এল দু'টি প্রেম। একটি অবাক একটি মুখর। কার প্রভাব বেশী? প্রশ্নমধুর ও বেদনা কাহিনীবিন্যাসে শক্তিমান লেখক পটুতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।
মহুয়া প্রকাশনী
(সি ১৮০৩)

বসুধারা
নব পর্যায়
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সূচী
বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বিমল মিত্রের সম্পূর্ণ নূতন ধরনের ধারাবাহিক উপন্যাস 'আমি'।
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক সুবোধ চক্রবর্তীর নূতন পটভূমিকায় লেখা ধারাবাহিক উপন্যাস 'ধূম'।
গল্প : জ্যোতির্ময়ী দেবী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়। অতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের রাধাকৃষ্ণ রসরচনা 'বৈঠক'। এ ছাড়া সন্তোষ ঘোষ ও সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ও নীলকান্ত গুপ্ত ও হরেকচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ।
কবিতা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও পাস্তেরনাকের অনুবাদ।
এ ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধ ও নিয়মিত বিভাগে রঙ্গজগৎ, খেলাধুলা, মহিলা জগৎ ও পুস্তক সমালোচনা থাকবে।
বসুধারা
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-১১০০

প্রকাশিত হল

দ্বিতীয় মুদ্রণ

রাঙা ভাঙা চাঁদ

প্রতিভা বসু

স্বামিগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল কুসুম। যে দেশে স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা বলে পরিগণিত, সে দেশেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ের বধূ হয়েও স্বামীর যাবতীয় নিপীড়ন সহ্য করাকেই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলে মেনে নিতে পারেনি সে—জীবনের যথার্থ অর্থ সন্ধানে যাত্রা করেছিল অজানা পথে। প্রতিভা বসুর এই আধুনিকতম গ্রন্থটি বাচাল ত্রিভুজ প্রেমের গড্ডলিকাপ্রবাহচ্যুত এক অভিনব উপন্যাস।

দাম ৪·০০

আরও দুখানি অপূর্ব কথাসাহিত্য

শংখ-কংকণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ কাহিনীর মত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত রোমাঞ্চকর রোমান্টিক কাহিনী রচনাতেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়—বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এ কথা জানেন। তাঁর "বিষকন্যা", "চুয়া-চন্দন" প্রভৃতি কাহিনী অবিস্মরণীয়। "শংখ-কংকণ" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনেরই তিনটি দীর্ঘ গল্পের সংকলন-গ্রন্থ।

দাম ২·৫০

নিবেদন ইতি

বিমল মিত্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে দেয়নি কিছুই—আর, যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদ্‌ভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা; কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই—নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান, প্রাচীন মূল্যবোধ, পুরনো বিশ্বাস। হৃতসর্বস্ব মানুষ বিমূঢ় হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে—অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য; অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা; মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয়, তারই মহান চিত্রায়ণ "নিবেদন ইতি"।

দাম ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ৩৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 15th June 1963.

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

সংবিধানের নির্দেশ ছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে বিনা বেতনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। সে-নির্দেশ পূরণ করা সম্ভব হয়নি; সম্ভব যে নয় কয়েক বছর আগেই তা জানা গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশা এখন ১৯৭৫ সাল নাগাদ ৬—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা বেতনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বছর বছর বাড়তে থাকবে, প্রতি বছর গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ হবে। ফী বছর এই পঞ্চাশ লক্ষ হারে জনসংখ্যার মুখের গ্রাস সংগ্রহ করাই একটা বড় সমস্যা, তার উপর সকলের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। জাতীয় উন্নয়ন সংকল্পের কর্মকাণ্ডে এ-সবই অবশ্য হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। জীবন ও জীবিকা সংস্থানের জন্য শিক্ষাও অপরিহার্য। সব শিক্ষা এবং জীবিকা-গত যোগ্যতার বনিয়াদ হল প্রাথমিক শিক্ষা। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্পটা অতএব শখের নয়, হেলাফেলার বিষয়ও নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই চলবে। চলা উচিতও।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনাক্রমে লক্ষ্যটা আপাতত কিছু পরিমাণ খাটো করা হয়েছে। ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার চালাও ব্যবস্থা করা এখনি সম্ভব নয়। আপাতত তাই স্থির হয়েছে তৃতীয় যোজনাকালের মধ্যে আগামী দু বছরে ছয় থেকে এগার বছরের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। পরিকল্পনা কমিশনের মতে দেশে ৬ ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ছিয়াত্তর শতাংশকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আগামী দু বছরে করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশা ছিয়াত্তর নয় আশী শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যাবে। জাতীয় সংকটের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ থেকে ছ কোটি টাকা ছাটাই করা হয়েছিল কয়েকমাস আগে। এখন সে-টাকাটা আবার বরাদ্দ করা হয়েছে, রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তৃতীয় যোজনাকালের অবশিষ্ট দু বছরের মধ্যে উপরোক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনে উদ্যোগী হতে।

কোন্ বয়সের কত লক্ষ ছেলেমেয়ের জন্য আগামী দু বছরে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব সে-হিসাব মোটামুটি পরিষ্কার, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মোট কী পরিমাণ টাকা খরচ হবে তারও আন্দাজ না-হয় পাওয়া গেল। কিন্তু শিক্ষা-উদ্যোগটা নিশ্চয়ই শুধু মাথা গুনতি এবং বরাদ্দ টাকা জমা-খরচের ব্যাপার নয়। যে-স্তরের শিক্ষাই হোক, এমন কী প্রাথমিক শিক্ষারও গুণ-গত মূল্য যাচাই করার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে কোন স্তরের শিক্ষারই মান এখনও উঁচু নয়, বরঞ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় যতটুকু উৎকর্ষ আগে ছিল তাও এখন ক্ষয়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দশা আরও শ্রীহীন বিশৃঙ্খল। গোড়ার দিকে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে দুরূহ, সবচেয়ে মূল্যবানও। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা এতকাল ছিল প্রায় মাধ্যমিক শিক্ষার লেজুড়, আর মাধ্যমিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পাশ-পোর্ট। এখন অবশ্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে আলাদা ভাবে পরিকল্পিত ও সংগঠিত করার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সে কারণেই দরকার প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং গুণগত মূল্য ভালমত যাচাই করা।

দেশের অধিকাংশ লোক অক্ষর-জ্ঞান-হীন। তাই স্বতই মনে হতে পারে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় গ্রামের ও শহরের মত বেশী সম্ভব ছেলে-মেয়েদের অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন করা, যাতে দেশ থেকে নিরক্ষরতার কলঙ্ক মুছে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু নিরক্ষরতা দূর করা নয়। অক্ষর-জ্ঞান অবশ্যই চাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষণীয় বিষয়-সূচী, পাঠক্রম সবই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার উপযোগী সুবিন্যস্ত হওয়া চাই। মাতৃভাষায় কিছু লেখা-পড়ার ক্ষমতা, সাধারণ অঙ্কের জ্ঞান, দেশের ভূগোল এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সঙ্গে চাষবাস, পশুপালন, ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার-কৌশল শেখা - শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এ-সবই শিক্ষণীয়। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় এখনও পুঁথি-গত বিদ্যার উপর ঝোঁক বেশী। প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক যুগোপ-যোগী করতে আগে এর সংশোধন করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রাজ্যে ছয় থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা বেতনে সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং শিক্ষা বাবদ কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার হিসাব করাই যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বর্তমানে পড়া-শোনার যেরকম ব্যবস্থা তাতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সামান্যমাত্রই সাধিত হওয়া সম্ভব। কুশিক্ষা অথবা শিক্ষার ঠাটমাত্র খাড়া রাখা অশিক্ষার চেয়ে ভাল মনে করা যায় না। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার মান শোচনীয়; শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিস্তর গলদ দূর-দূরান্তরে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলি নিয়মিত চলে না, চলে কি না সে-বিষয়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ, এ-সমস্ত অভিযোগ অনেককালের এবং অভিযোগগুলি অধিকাংশই সত্য। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই ব্যবস্থাকেই তিন-চার গুণ স্ফীত, বর্ধিত করার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-কর্তারা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, এ-নয়, আরও অনেক কিছু করা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য—যেমন আগামী বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে—(১) প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির গবেষণা, (২) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য গ্রন্থাদি রচনা এবং (৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোষ্ঠী গঠন। পরিকল্পনা মন্দ নয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং সে-শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে এই পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হবে না। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা যাতে কিছুটা উন্নত, সুশৃংখল এবং আধুনিক প্রয়োজনোপযোগী করা যায় সেজন্য অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনটা কেবল পরিমাণ ও সংখ্যার হিসাবে নয়, গুণ এবং যোগ্যতার বিচারে সার্থক হওয়া চাই।

অনশ্বর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ফুলন্ত মাধবীলতা কিম্বা গাঢ় আকাশের রঙ,
সমুদ্রে বেগনী সন্ধ্যা, পাহাড়ের বহ্নিমান ভোর,
তেমনি একটি দৃশ্য তুমি:
খানিক বিমুগ্ধ হয় মন
তারপর ফিরে আসে আপন আলোর
সহজ সীমায়।
ঝরে যায় সমস্ত কুসুমই,
আকাশের রঙ মোছে, সমুদ্র-পাহাড়
কতোক্ষণ থাকে মহিমায়?
তুমিও ত অন্ধকারে হও একাকার
থাকি শুধু আমি, আমি একা, অনশ্বর,
দর্শক এবং দৃশ্য সবকিছু বিস্মৃতির পর॥

সন্ধ্যা ভাঙার রঙ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বেপথু আকাশ। সন্ধ্যা ভাঙার
আগুনের বন্যায়
মেঘের পাহাড়ে মনের জটায়ু
ভাঙা ডানা ঝাপটায়।

সেই দিন নাও, সেই রাত নাও, ঘুমে ভারি চোখ দুটি
প্রতিদিনকার জীবন-মরণ হৃদয়ের সব ছুটি।

সূর্য তোমাকে পেরিয়ে-পেরিয়ে যাই
নয়ন তোমাকে ছুঁয়ে যেন পাই-পাই।
আসে কতবার স্মৃতির পাহাড় কামনার নানা রঙ
কাকে খুশি করে, কাকে চোখ ঠারে? বিদ্যুৎ-ভরা ক্ষণ
সন্ধ্যা ভাঙার রঙের আগুনে মেশে
চোখে তার জল ঠোঁটে তার হাসি আপন সর্বনাশে॥

শ্যামী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

রেখেছিলাম পদপ্রান্তে নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনেক পরে — নিতেই হবে
অনুভবে
ভবিষ্যতের দুয়ারে কেবল পা দুখানি।

নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় নির্মলিকা
মরণপ্রিয় যেতেই হবে
অনুভবে
আজন্মকাল থাকবে তোমার পা দুখানি।

হৃদয়পুর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এখানে ছিলো অন্ধকার — এখানে ছিলো খেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার — চলিতেছিল মেলা
ডুবিয়েছিলো নদীর পার — [illegible]
সুসময়ের চন্দ্রহার — নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার — যাহার ভ্রূ-কুটিতে
সতর্কিত কর্ণধার — প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর — এখানে এইবেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার — ফুরালো ছেলেখেলা?

বৈদেশিকী

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এ মাসের পয়লা বিদেশযাত্রা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারো দিন থেকে তিনি বৃটেনে আসছেন। বৃটেনে তাঁর ন' দিনের সফর। তারপর তিনি দেশে ফিরবেন ২৪এ জুন। গত মাসে ডঃ রাধাকৃষ্ণন আফগানিস্তান ও ইরান ঘুরে এসেছেন। প্রায় ঐ সময়েই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

দু বছর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। ইরানের শাহ-এর মধ্যস্থতায় দু পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট হয়েছে। অবশ্য পাকতুনিস্তানের প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো পক্ষই স্বীকার করছেন না যে তাঁরা নিজেদের কোট ছেড়েছেন। পাকিস্তান সরকার বলছেন যে পাকতুনিস্তান সমস্যার অস্তিত্বই তাঁরা স্বীকার করেন না। আফগানিস্তান সরকার বলছেন যে পাকতুনিস্তান দাবি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ভাবান্তর হয় নি এবং পাকতুনিস্তান দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থন পূর্ববৎ আছে। দেখা যাচ্ছে যে পাকতুনিস্তানের প্রশ্ন নিয়ে যে মতান্তর সেটাকে আপাতত এক পাশে সরিয়ে রেখে দু পক্ষের বাণিজ্য স্বার্থের উপর জোর দিয়ে শাহ একটা মিটমাট করে দিয়েছেন।

এই মিটমাট যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির আফগানিস্তান ইরান সফরের সমসাময়িক ঘটনা হয়েছে এটা সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যদি এই সময়ে মিটমাট না হত তা হলে পাকিস্তান সরকারের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে যেতে পারত যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সফরকে পাক-আফগান মনোমালিন্য বৃদ্ধির কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মনেও একটা অস্বস্তির ভাব থাকত। সুতরাং শাহ যে এই সময় পাক-আফগানিস্তান বিবাদের একটা মোটামুটি মীমাংসা করে দিতে পেরেছেন সেটা খুবই ভালো হয়েছে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন নতুন বিদেশে যাচ্ছেন না। বস্তুত তাঁর মতো দেশ-বিদেশে যাবার অভ্যাস এবং সুযোগ অল্প লোকেরই হয়েছে। অধ্যাপক হিসাবে, রাষ্ট্রদূত হিসাবে, ইউনেস্কো'র কাজে, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বহু বছর ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। পৃথিবীর এমন অল্প দেশই আছে যেখানে লোকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে করবে। আমেরিকায় বা বৃটেনে তো কথাই নেই। সেখানে তিনি সুপরিচিত। তবে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে এই প্রথম গেলেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মার্কিন সফর যে ভারতের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়েছে এবং হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের খ্যাতি, পাণ্ডিত্য ছাড়াও বিশেষ একটি "স্টাইল" আছে যার প্রভাব এবং আকর্ষণ অমিতশক্তিশালী পদের অধিকারীরাও অনুভব না করে পারেন না। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের [illegible] তাঁদের মনে একটা যেন ভয়ের মতো [illegible]। এরকম লক্ষ সফল "মাস্টারি" স্টাইল ইতিহাসে অতি অল্প লোকই আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

মস্কোতে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে যান শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। নিজের নানারকম যোগ্যতা ছাড়াও পণ্ডিত জওহরলালের ভগিনী বলে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর একটা বিশেষ মান বা "স্টেটাস" আছে। তা সত্ত্বেও তিনি মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে থাকা-কালীন স্তালিনের সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ-কারের সুযোগ পান নি। শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মীর পরে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় রাষ্ট্র-দূত নিযুক্ত হয়ে মস্কোতে যান। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর ভাগ্যে যে তাচ্ছিল্য জুটেছিল, ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে তা সইতে হয় নি। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে ছিল সোভিয়েট

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডী

গবর্নমেন্টের নীতি পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন। কিন্তু ডঃ রাধা-কৃষ্ণন এই পরিবর্তনের ফলভোগী মাত্র ছিলেন না, এই পরিবর্তন তাঁর দ্বারা

গোপালচন্দ্র রায়ের সদ্যপ্রকাশিত একটি অসাধারণ গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

এই দুই সাহিত্য-মহারথীর সাক্ষাৎ, চিঠিপত্রে ও সাহিত্যে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা, ক্ষোভ ও অভিমান, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ প্রভৃতির যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, সে সবেরই বিস্তৃত ও সরস আলোচনা। বইটিতে বহু আগেকার ঠাকুরবাড়ীর অপ্রকাশিত চিঠিও যেমন রয়েছে, তেমনি বহু পুরাতন পত্র-পত্রিকা থেকে এপর্যন্ত কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি, রবীন্দ্রনাথের এমন মূল্যবান উক্তিও রয়েছে। দাম—৩.০০

গোপালচন্দ্র রায়ের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ২.৫০ হাস্যকৌতুক সাহিত্যিক ৩.০০ শরৎচন্দ্রের প্রণয়কাহিনী ২.৫০ রজতালয়ের নানা গল্প ২.০০ ভৌতিক কাহিনী ২.৫০ অলৌকিক কাহিনী ২.৫০ চীনের ভারত আক্রমণ ১.৫০

সাহিত্য সদন : এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

SIEMENS
INDIA

রেডিও শোনবার আনন্দ!

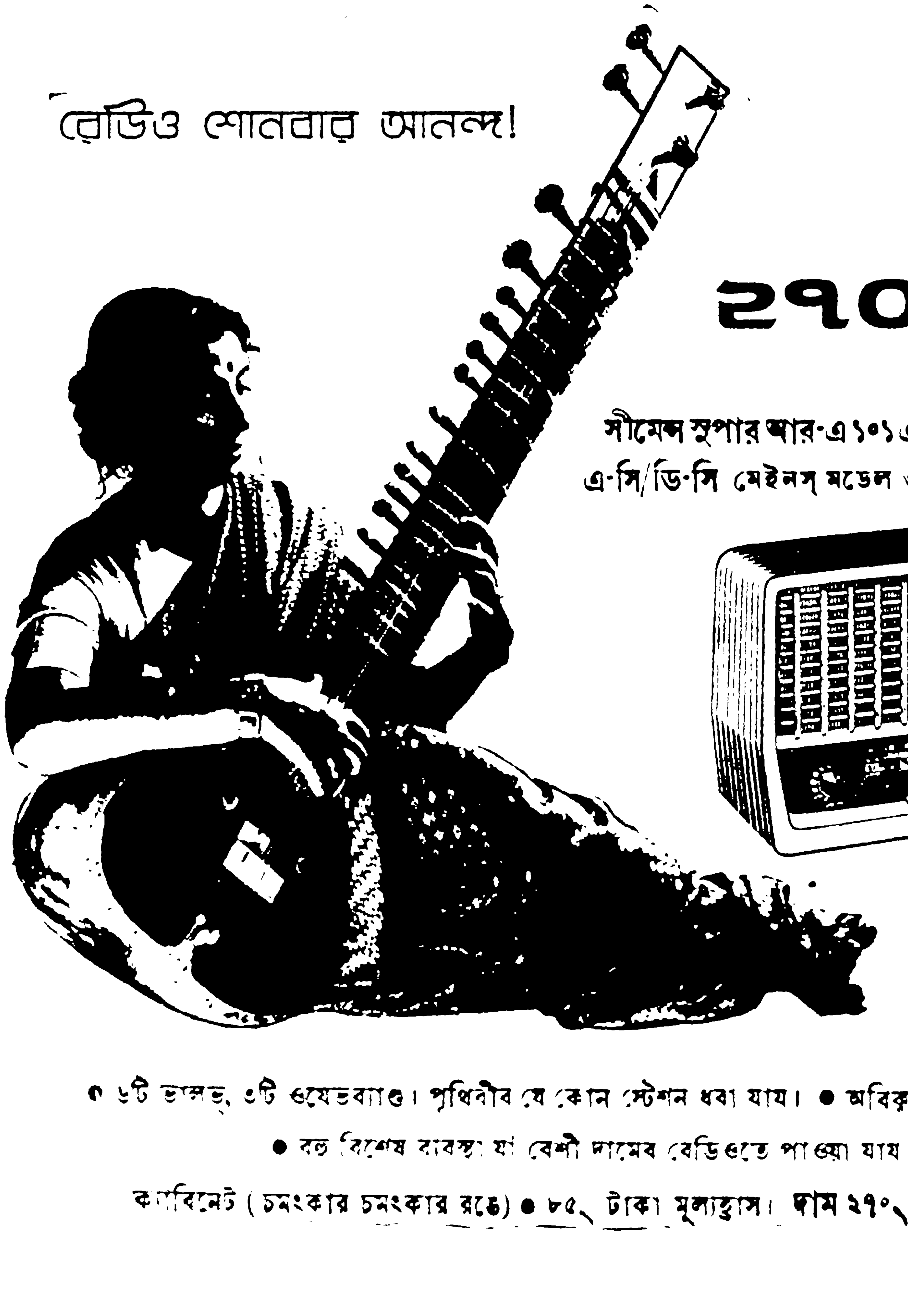

মাত্র
২৭০৲ টাকা
আগের দাম: ৩৫৫৲ টাকা

সীমেন্স সুপার আর-এ ১০১ এ-সি/আর-এ ১০১ জি-ডব্লিউ
এ-সি/ডি-সি মেইনস্ মডেল ও টেবিল মডেল ট্রানজিস্টর

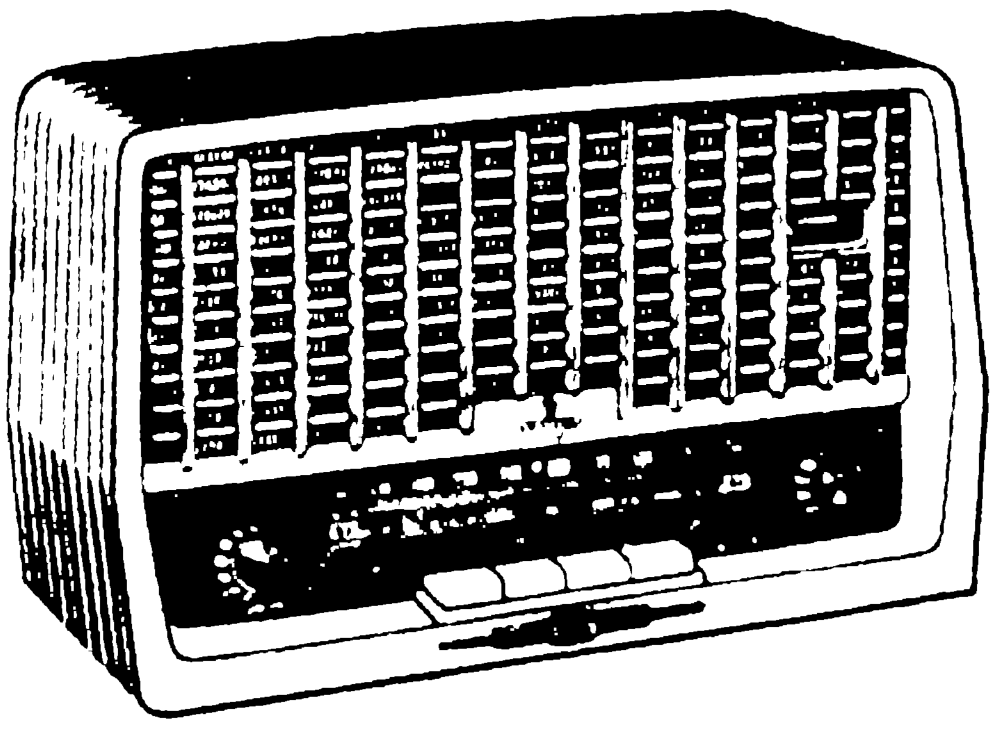

এই বৈশিষ্ট্যগুলি
এই রেডিওতে পাবেন:

• ৬টি ভাল্‌ভ্‌, ৩টি ওয়েভব্যাণ্ড। পৃথিবীর যে কোন স্টেশন ধরা যায়। • অবিকৃত ধ্বনিবাণ্ডনা। স্বর কন্ট্রোল • বহু বিশেষ ব্যবস্থা যা বেশী দামের রেডিওতে পাওয়া যায়। • স্ট্রীমলাইন-করা প্লাস্টিকের ক্যাবিনেট (চমৎকার চমৎকার রঙে) • ৮৫৲ টাকা মূল্যহ্রাস। দাম ২৭০৲ টাকা। (উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য কর অতিরিক্ত।)

প্রস্তুতকারক:
'ইস্টার্ন' ইলেকট্রনিকস্
জার্মানীর সীমেন্সের লাইসেন্স প্রাপ্ত।

একমাত্র পরিবেশক:
সীমেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড.

সীমেন্স রেডিওর স্বরে সারা বিশ্ব আপনার ঘরে

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের পরিবেশক: মেসার্স সাম এণ্ড কোম্পানী ১৫, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১ ফোন: ২২-৩১৭১।

কিছুটা প্রভাবান্বিত এবং অবান্বিত হয়েছিল।

আমেরিকায় ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে সমাদর লাভ করেছেন তার মধ্যে কেবল ভদ্রতা নয়, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির দিক থেকে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবেরও আভাস পাওয়া যায়। এই রকম প্রতিনিধির দ্বারা ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির কাজ হয় না, কিন্তু বৃহৎ মঙ্গলের জন্য সহযোগিতার সেতু দৃঢ়তর হতে পারে। আশা করা যায় যে, সে দিক দিয়ে ডঃ রাধা-কৃষ্ণনের মার্কিন সফর ভারত-আমেরিকা তথা সাধারণভাবে পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল-প্রসূ হবে।

আমেরিকা থেকে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বৃটেনে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠিক এই সময় বৃটিশ রাজনৈতিক জগতে একটা বিশ্রী ঝড় বইছে যাতে ম্যাকমিলান সাহেবের কনজারভেটিভ গবর্নমেণ্টের ঘর প্রায় কাত হবার যোগাড়।

কয়েকদিন আগে বৃটেনে মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির নির্বাচন হয়ে গেছে। তাতে বহু মিউনিসিপ্যালিটি যেগুলি কনজারভেটিভ-দের হাতে ছিল সেগুলি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। পার্লামেণ্টের বাই-ইলেকশনে এবং মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের ধরন দেখে বোঝা যায় যে জনমত এখন লেবার পার্টির অনুকূলে। অবশ্য ইলেকশন না করে এখনো প্রায় এক বছর কনজারভেটিভ গবর্নমেণ্ট থাকতে পারে এবং ইতিমধ্যে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে আনার একটা জোর চেষ্টা এবং সেই অনুসারে ইলেকশনের তারিখ ঠিক করাই ছিল ম্যাকমিলান সাহেবের প্রধান চিন্তার বিষয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে অকস্মাৎ কনজারভেটিভ গবর্ন-মেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সে ব্যাপারটা যুদ্ধমন্ত্রী শ্রীপ্রফুমোর পদত্যাগের সঙ্গে জড়িত।

শ্রীপ্রফুমোর বয়স ৪৮ এবং তিনি বিবাহিত। কিছুদিন আগে ২২ বছর বয়স্কা "মডেল" মিস কীলারের নামের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করে নানা কথা রটতে আরম্ভ করে। কথাটা পার্লামেণ্টেও ওঠে কারণ লণ্ডনস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের "নেভাল এটাশে"রও মিস কীলারের কাছে যাতায়াত ছিল। মিস কীলার যুগপৎ বৃটিশ গবর্নমেণ্টের যুদ্ধমন্ত্রী এবং সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের একজন কূটনৈতিক এবং সামরিক কর্মচারীর প্রণয়সঙ্গিনী থাকাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে। শ্রীপ্রফুমো তখন প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে জানান এবং পার্লামেণ্টেও বলেন যে, মিস কীলারের সঙ্গে তাঁর কখনো কোনো অবৈধ সম্পর্ক হয়নি। এই ব্যাপারের সঙ্গে ডাঃ ওয়ার্ড নামীয় এক ব্যক্তির নাম উঠে। তিনি মিস কীলারের সঙ্গে তার বন্ধুদের যোগা-যোগ ঘটান বলে রটনা হয়। ডাঃ ওয়ার্ড নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর

বৃটিশ মডেল মিস কীলার ও তার প্রণয়সঙ্গী পদত্যাগকারী যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ প্রফুমো

সেক্রেটারী এবং হোম সেক্রেটারীকে চিঠি লেখেন তাতে তিনি মিঃ প্রফুমো এবং মিস কীলারের অবৈধ সম্পর্কের কথা লেখেন। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী এবং হোম সেক্রেটারী কেউ নাকি ডাঃ ওয়ার্ডকে আমল দেন না। তখন ডাঃ ওয়ার্ড লেবার পার্টির নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসনকে এইসব কথা জানান। এই অবস্থায় শ্রীপ্রফুমো বাধ্য হয়ে প্রধান-মন্ত্রীকে জানান যে তিনি স্ত্রী এবং পরি-বারের মান বাঁচাবার জন্য পূর্বে মিথ্যা কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপ্রফুমো সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

এই ব্যাপার নিয়ে বৃটেনের রাজনৈতিক জগৎ ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছে।

....

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না। আগামী সপ্তাহ হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

....

কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যেও ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। লিবারেল পার্টির নেতা শ্রীম্যাকমিলানকে শুধু অর্থাৎ গবর্নমেণ্টকেই পদত্যাগ করতে বলছেন। বিরোধী দলের নেতা শ্রীহ্যারল্ড উইলসন বলেছেন যে, কারো ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে তাঁরা কোনো হল্লা করতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারের সঙ্গে যখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার একটা প্রশ্ন জড়িত আছে, তখন পার্লামেণ্টে এ বিষয়ের আলোচনা করার দাবি তাঁরা করেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের এখন ছুটি চলছে, আগামী সপ্তাহে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আবার আরম্ভ হবে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় বলা যায় না। এই সময়ে যদি গবর্নমেণ্ট পদত্যাগ করেন এবং নূতন নির্বাচন হয় তাহলে কনজারভেটিভ পার্টির পরাজয় এবং লেবার পার্টির জয় সুনিশ্চিত। সুতরাং এই সময়ে পদত্যাগ না করে কীভাবে থাকা যায় শ্রীম্যাকমিলান সেই চেষ্টা করতে পারেন। বর্তমান হাঙ্গামাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলে একটা চেষ্টা হতে পারে হাওয়াটা কীভাবে একটু কনজারভেটিভদের অনুকূলে আনা যায়। কিন্তু যে কেলেঙ্কারী বেরুল তারপরে গদী আঁকড়ে থাকলে জনমত আরো বেশী কনজারভেটিভদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। বরঞ্চ এখন পদত্যাগ করলে পার্টির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কিছুটা থাকবে এবং রাজনৈতিক লাভালাভের দিক দিয়ে সেটা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হবে—কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যে এই মতও নিশ্চয়ই কেউ কেউ দেবেন। যাই হোক, ম্যাকমিলান গবর্নমেণ্ট এখন পদত্যাগ না করলেও এই অবস্থায় তাঁদের দুর্বলতা অপ্রকট থাকতে পারে না। এই অবস্থায় বৃটেনে ভারতের রাষ্ট্রপতির আগমন হচ্ছে। এটা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষেও সুখকর নয় এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণনেরও অস্বস্তিবোধ হবে। ইতিহাসের ঘটনার স্রোত যে কোথায় কী কারণে কোন্ মোড় নিতে পারে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

১০-৬-৬৩

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে 'এভারেস্টের জয়-পরাজয়' প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল যে, ১৯৫৬ সালে সুইস অভিযাত্রী দল এভারেস্ট বিজয়ে সফল হননি। প্রকৃত তথ্য হল : ১৯৫২ সালে সফল হননি, ১৯৫৬ সালে সফল হয়েছিলেন। —সম্পাদক দেশ

বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। রবারের জুতো আগাগোড়া ছিদ্রহীন, তাই জলের প্রবেশপথ বন্ধ। এই ধরনের জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার, বাটার জুতোয় তা পাবেন। মসৃণ চিক্কণ রবার, বহু ব্যবহারেও কেনার প্রথম দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম। আরামের জন্য জালি কাপড়ের লাইনিং। তাছাড়া, সোল্ আর হিল্-এ এমন নকশার কৌশল, যা পারতপক্ষে হড়কাবে না।

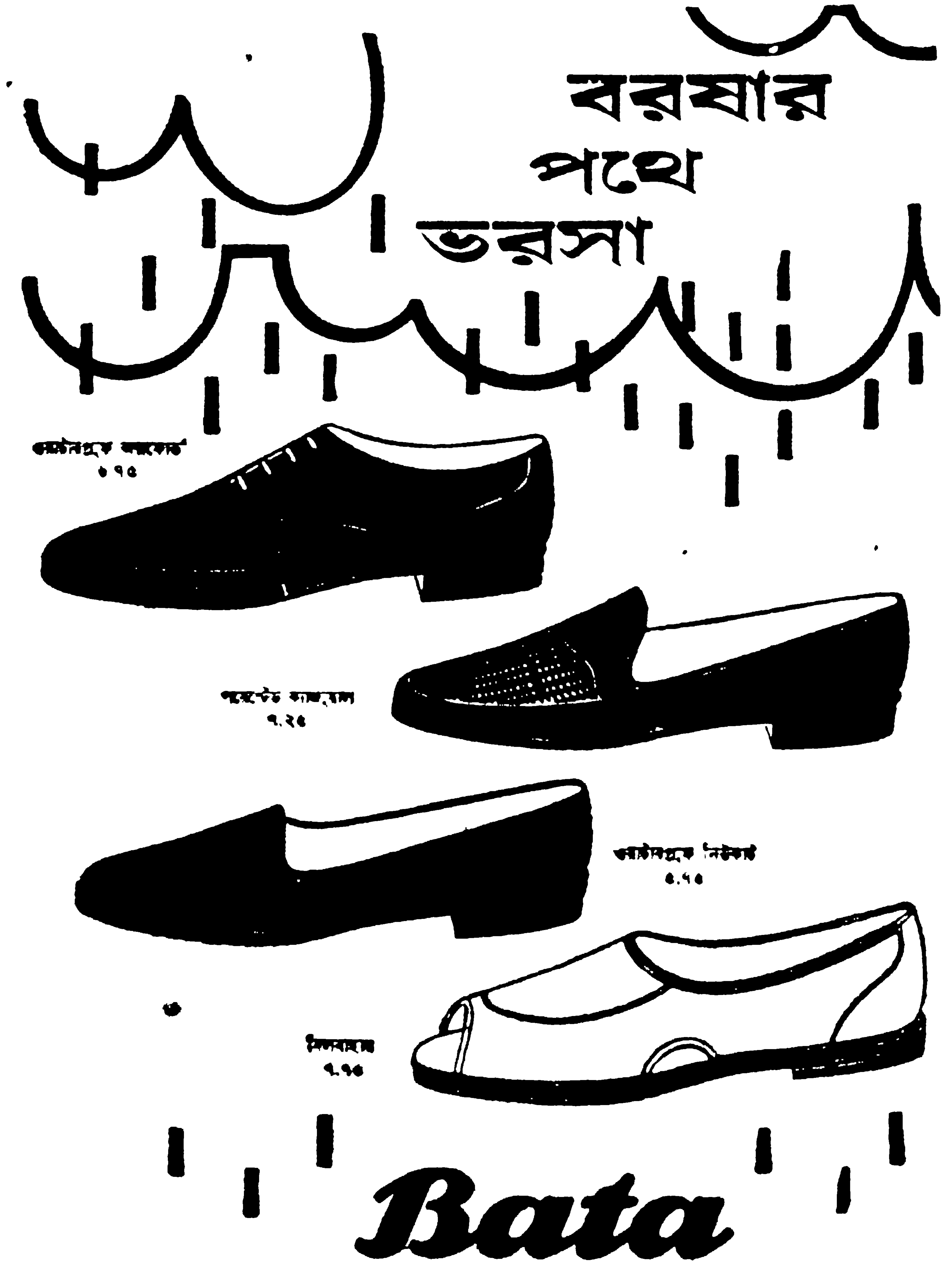

শিল্পের স্বাধীনতা

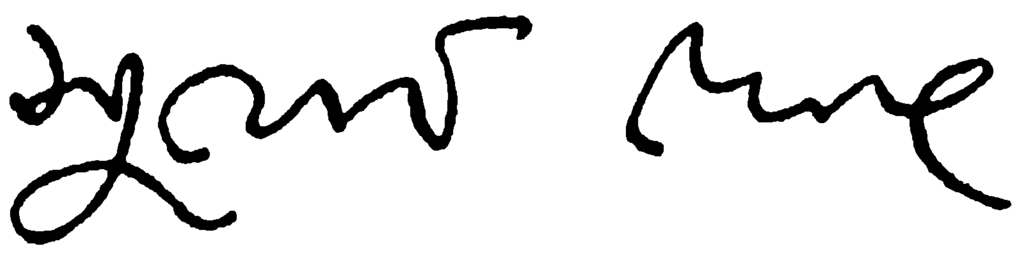

চতুর্দশ লুই একবার দার্শনিক স্পিনোজাকে অনুরোধ করেছিলেন: আপনার একটি গ্রন্থ আমার নামে উৎসর্গ করুন। তাহলে আমি আপনার জন্যে আর্থিক সাহায্যের একটি আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করবো।

গরীব দার্শনিক স্পিনোজা কিন্তু ফরাসী-রাজের এই অনুরোধও অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্পিনোজার জীবনের শেষ ঘটনা এই যে, তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা গেলেন। শেষ মুহূর্তে যে-ডাক্তার স্পিনোজার শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মৃত দার্শনিকের ঘরের একটিমাত্র মূল্যবান বস্তু, রূপোর হাতল-লাগানো একটি ছুরিকাকে তাঁর দক্ষিণা হিসাবে হাতে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে নিশ্চয়ই এই সাধারণ সত্যটিকেই বোঝায় যে, শিল্পী তাঁর চিন্তায় ও কল্পনায় স্বাধীন হবেন। কিন্তু স্পিনোজার জীবনের ঘটনা আরও একটি সত্যের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বেরও স্বাধীনতা চাই। এবং স্পিনোজা কেন যে রাজানুগ্রহের সেই শর্ত অস্বীকার করেছিলেন, সেটাও বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

শিল্পের স্বাধীনতার যেসব দিক আছে, তার মধ্যে এই দিকটিও কম ভয়ানক নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যদি কোন অনুগ্রহের শর্তের কাছে বিকিয়ে যায়, তবে সেই শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার সৃষ্টিও নিজস্বতার গৌরব রক্ষা করতে পারবে না। আলেকজান্ডার দ্বিতীয় একজন হোমার খুঁজেছিলেন, যিনি আলেকজান্ডারের জীবন-কাহিনী নিয়ে একটি মহাকাব্য লিখবেন। সুখের বিষয় একজন দ্বিতীয় হোমার পাওয়া যায়নি। যদি পাওয়া যেত, এবং রাজার আজ্ঞাবহ সেই কবি আলেকজান্ডারের মহিমার একটি মহাকাব্য সত্যিই রচনা করতেন, তবে কাব্য-জগতে একটা মিথ্যার পিরামিড রচনা হতো। তার মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের প্রকৃত সত্য-স্বরূপটির প্রকাশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারতো না। ভারতীয় কবি চাঁদ বরদই 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্য লিখেছেন। কিন্তু কাব্য নামে আপাতত এই পৃথ্বিরাজ রাসো বস্তুত পদ্যে লেখা ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে হয়তো কিছু ভাষার ঝংকার মাঝে-মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু যে ভাব ও অনুভবের ব্যঞ্জনায় মানবীয় জীবনের কাহিনী যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

সাহিত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সত্য এই যে, শিল্পী তাঁর চিন্তা কল্পনা ও উপলব্ধির স্বাধীনতাকে বাইরের কোন ইচ্ছা, নির্দেশ, অভিরুচি অথবা প্রভুত্বের সন্তুষ্টির জন্য খর্ব করে দিতে পারেন না। যদি দেন, তবে তাঁর সৃষ্টি বড়জোর একটা প্রচারকার্যের হয়ে উঠবে, কিন্তু সাহিত্যকারের আর্ট হয়ে উঠতে পারবে না।

কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে। খুবই কঠিন প্রশ্ন। শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার নিরঙ্কুশ স্বাধিকার কি এই যে, তাঁর সৃষ্টি ও রচনা সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কে আত্মসংযমের কোন দায় স্বীকার করবে না? আমাদের দেশের সরকারী নীতিতেও দেখা যায়, এক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা আছে। কারও ধর্মবিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত হয়ে উঠেছে, এমন গল্প ও উপন্যাসকে সরকার নিষিদ্ধ করে দেন। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্ররোচনা হতে পারে, এমন কাহিনী সেটা যতই আর্টিস্টিক হোক না কেন তাকে নিষিদ্ধ করবার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারেন না। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে মোটা ধারণার বিরুদ্ধে আর্টের অভিযোগ যতই হাস্যাস্পদ হোক না কেন, একটা সীমা নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যা লঙ্ঘন করে গেলে আর্ট আর আর্ট থাকে না। সরল সত্য এই যে, আর্টের স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার কখনও সমর্থন পেতে পারে না।

মনে হয় ব্যক্তির অধিকার ও শিল্পীর অধিকারের মধ্যে যে নীতিগত একটি প্রভেদ আছে সেটা বুঝতে ভুল হয় বলেই ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার খর্বতাকে শিল্পীর শিল্পগত অধিকার ও স্বাধীনতার খর্বতা বলে অভিযোগ করা হয়। কোন দেশে সামাজিক সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে, এমন ব্যাপার সম্ভব হয়েছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ কল্যাণ ও উন্নতির কাছে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিশেষ একটি আনুগত্যে নিয়ন্ত্রিত করে একেবারে অসার ও নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের

প্রকাশিত হল
আশাপূর্ণা দেবীর
উপন্যাস
দোলনা
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
চার টাকা

স্বাধীনতা এক নয়। জন বানিয়ান কারাগারের কুঠুরীতে কঠোর বন্দি-জীবনের অধীনতার মধ্যেই পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস লিখেছিলেন। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তাঁর আন্তরিক সম্পদ। এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাকে শিল্পী যদি নিজে বিপন্ন না করেন, তবে তাঁর পক্ষে যে-কোন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও যথার্থ আর্টের সৃষ্টি অসম্ভব নয়।

ভয় সেখানে, যেখানে রাষ্ট্রের অথবা সামাজিক কোন সংস্কারের শাসনে ব্যক্তির এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বই সহজ আগ্রহে, স্বাধীন সন্ধিৎসা ও অনুশীলনে এবং স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতার সঙ্গে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ এবং প্রমাণ আছে যে, একনায়কের দেশে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট একনায়কতার দেশে এমন ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

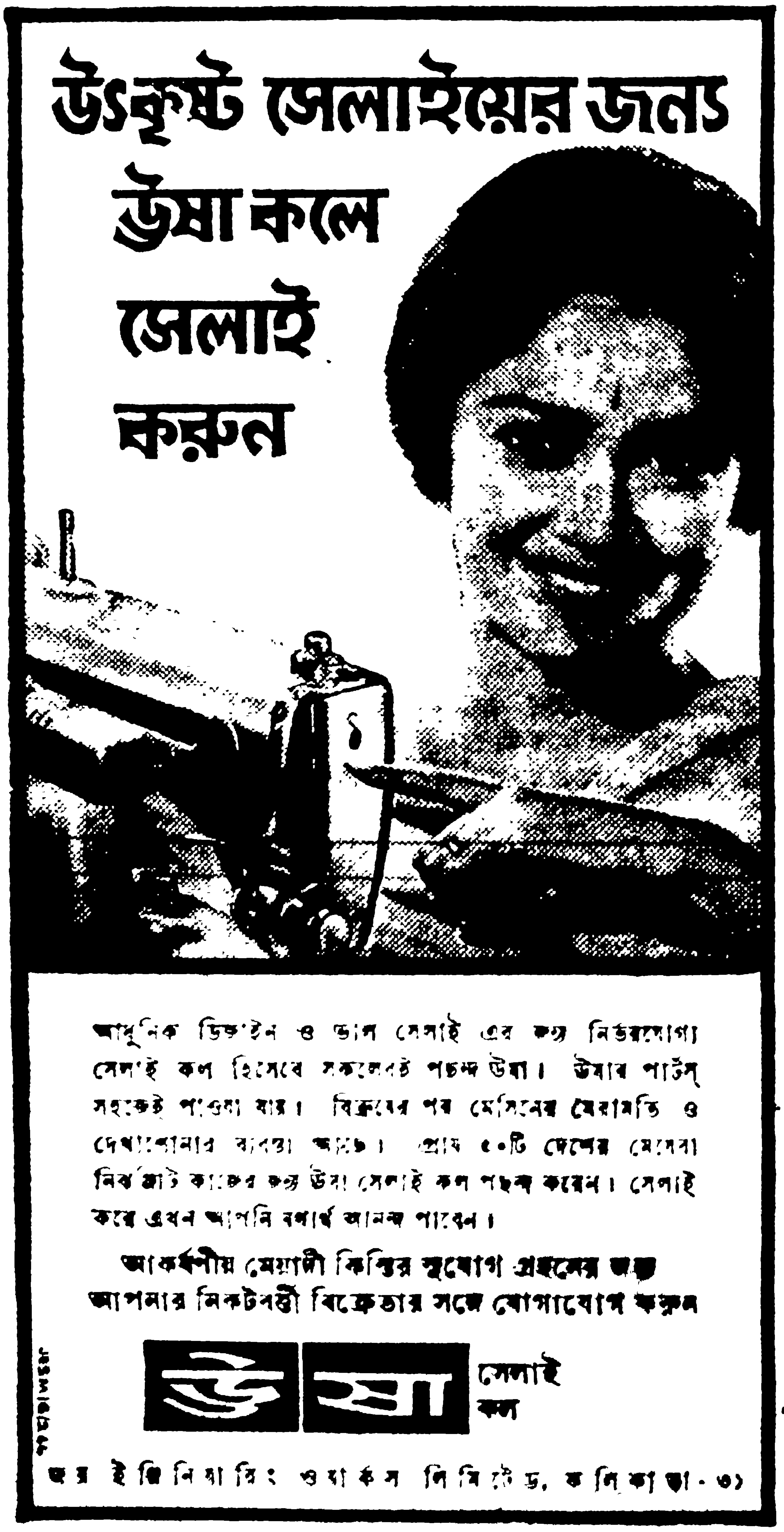

সিটি অফিস : পি-১০ মিশন রো এক্সটেনসন (চপ স্কোয়ার), কলিকাতা-১

আননীয় ক্রুশ্চভ নিজেই অভিযোগ করে বলেছেন যে, আধুনিক এক হাজার সোভিয়েট লেখক বস্তুত এক হাজার 'ডেড-সোল' মৃত-আত্মা। আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট রাজনীতিকের প্রচারের প্রয়োজন হিসাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক লেখককে ব্যক্তিত্ববিহীন একটা প্রতিধ্বনি করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। সোভিয়েট লেখকের লেখায় রাষ্ট্রিক ইচ্ছা ও নির্দেশের ভজনা আর্ট হিসাবে যতই ব্যর্থ হোক না কেন, অন্তত দেশপ্রীতি তথা জাতি-প্রীতি হিসাবে তার কিছু সার্থকতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট-সাহিত্য নিতান্ত একটি কপট সৃষ্টি: সেটা বস্তুত দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতক প্রচেষ্টার নিদর্শন।

কার্ল মার্ক্স নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ মনীষী। কিন্তু তাঁর মনস্বিতা প্রায় এক-শত বছর আগের একটি চিন্তাক্রিয়ার ব্যাপার। মার্ক্সের অভিমত আজকের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার কাছে নিতান্ত সেকেলে একটি আবেদন মাত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পক্ষে মার্ক্সীয় অভিমতের দাবি বস্তুত জীর্ণ অতীতের দাবি। দুঃখের বিষয়, মার্ক্সের পুঁথির লেখা অবলম্বন করে এবং লেনিনের নাম নিয়ে সেকালের কেতাবী ধর্মোন্মাদনার মত একটা রাজনীতিক মতবাদের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এই মতবাদ, এই কম্যুনিজম্ যেমন ব্যক্তির বাক্তিত্বের, তেমনিই শিল্পীরও চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীন প্রকাশ সহ্য করতে চায় না।

হাজার বছর ধরে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর অ্যারিস্টটলের শাসন অপ্রতিহত ছিল। বিজ্ঞানের চরম সত্য অ্যারিস্টটল দিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তার বাইরে বিজ্ঞানের আর কোন সত্য নেই, থাকতেও পারে না—এই ছিল কয়েক শতাব্দীর ইউরোপের ধারণা। অ্যারিস্টটলের ধারণার প্রতিবাদ করে যে বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, স্পঞ্জ জড় পদার্থ নয়, জলজ প্রাণী: তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে চরম সত্য বলে মেনে নেবার ফলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের বিজ্ঞানে নতুন কোন আবিষ্কারের সাড়া জেগে উঠতে পারেনি। আজকের পৃথিবীর মানুষের পক্ষেও সন্দেহ করবার আর ভয় করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে, মার্ক্সীয় অভিমতকে একটা চরম রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক সত্য বলে মেনে নিয়ে কম্যুনিজম্ও স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার অভিব্যক্তি স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

ফ্রান্সেও একদিন চিন্তার বিপ্লব এবং

রাষ্ট্রের বিপ্লব ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় সব সভ্যদেশের চিন্তার উপর কিছু না কিছু আলোড়ন জাগিয়েছিল। কিন্তু সেটা কোন জাতি বা দেশের প্রতিভা ও মনীষার পক্ষে কোন ক্ষতির হেতু হয়নি। আমাদের রাজা রামমোহন রায়ও ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন করে সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসীর বিপ্লবের পক্ষ থেকে কোন সংঘবদ্ধ প্রচার অন্য কোন দেশের কানের কাছে একথা বলেনি যে, এইভাবে কবিতা লিখতে হবে, এই কথাই সাহিত্যের আসল কথা এবং এটাই খাঁটি আর্ট। কম্যুনিজমই একমাত্র মতবাদ, যা বিশেষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের নির্দেশে ও ইচ্ছায় অন্য দেশেরও সাহিত্য-জীবনের উপর একটা শাসন জাহির করতে চেষ্টা করেছে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রবিপ্লব সত্যিই ইতিহাসের একটা নির্দোষ অভিনবত্বের ঘটনা হতো যদি অন্য জাতি ও দেশের উপর কম্যুনিজমের অভিযান পরিচালিত করবার চেষ্টা না হতো। অতীতের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায়ে দেখা গিয়েছে নেতৃবাদী ধর্মের প্রচার-উন্মাদনা অন্য ধর্মের দেশের উপর সশস্ত্র অভিযান না চালিয়ে পারেনি। কম্যুনিজম নামে এই নেতৃবাদী রাজনৈতিক [illegible]ও ঠিক তেমনি এক-একটি পার্টি হয়ে অন্য দেশের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিনব বিপন্নতা ঘটিয়ে চলেছে। চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছে। তবু দেখতে পাওয়া গিয়েছে চীনের হয়ে প্রকাশ্যে আমাদের দেশের কোন কোন মানুষের লেখা কাহিনী কবিতায় ও নাটকে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে। এমন ঘটনাকে একটা অভিশাপের দুঃসাহস বলে মনে করে দেশের মানুষের মন এবং দেশের সাহিত্য জীবন যদি সতর্ক না হয়, তবে খুবই ভুল করা হবে। জুপিটার যাকে হত্যা করতে চায় আগে তার বুদ্ধির বিনাশ সাধন করে। আজ পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে, তাতে এই ভয়ানক সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের দেশের কম্যুনিজমের প্রচারের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিল্পীর চিত্তের সহজ দেশপ্রেমের অগ্রহটির বিনাশ সাধন করা। জাতির ঐতিহাসিক জীবনের কোন মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করা এমন কি গংগা-হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনাও নাকি শিল্পী-মনের অধোগতি। এবং স্টালিনকে কবিতায় মা বলে ডাক দেওয়াই প্রগতি।

কম্যুনিস্টের প্রচারিত এই ভয়ানক কপট প্রগতির মোহ কিছু-কিছু নিরীহ অথচ অসতর্ক শিল্পী ও লেখকের উদ্‌ভ্রান্তির হেতু হয়েছিল। সুলক্ষণ এই যে, তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছে।। সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, দেশের মানুষের মন সাবধান হয়েছে।

নাভানার বই

প্রিয়দর্শিনী-রচিত অভিনব উপন্যাস

উর্বশীর তালভঙ্গ

দেহ নাচে না, ভঙ্গি নাচে না, রূপ নাচে না; নাচে মন, নাচে চিত্ত, নাচে অনুশীলন—এই উপলব্ধির একাগ্রতায় মধুশ্রী রায় তার শিল্পের প্রেমে পড়েছিল। নৃত্যে উৎসর্গিত জীবন অন্য-কিছুর উপর নির্ভরশীল হবে না, এই ছিল কঠিন সংকল্প। বিয়ে মানেই তো সংসার সন্তান দারিদ্র্য। কিন্তু, হায়, মধুশ্রী যখন এম. এ.-র ছাত্রী, উর্বশীর মতোই নির্বাসিত হলো শিল্পের স্বর্গ থেকে।... 'উর্বশীর তালভঙ্গ' এক স্বপ্নময়ী নৃত্যশিল্পী ও তার ঘনিষ্ঠ জগতের রূপকাশ্রিত কাহিনী—বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অন্যন্য-ধারায় অনাস্বাদিত অমৃত যে জনা ॥ দাম : ছ' টাকা

অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ

সাম্প্রতিক ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৮·৫০
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ	১২·০০
বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু	৮·০০
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সার্থকতম উপন্যাস

প্রথম কদম ফুল

প্রেম যে শত বিচ্ছেদেও নিরবচ্ছেদ, সংসার যে শত কলহ সত্ত্বেও কল্যাণের স্বর্গ, পরিবার যে শত কোলাহলের ঊর্ধ্বে জীবনের লাবণ্যের ভাণ্ডার, শত অনৈক্য সত্ত্বেও আত্মীয়সম্পর্কেই যে সমস্ত প্রতিবেশী মানুষ সুন্দর, ব্যক্তি যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন চেতনায় বৃহৎ বরেণ্য—সেই মহান ভারতীয় ঐতিহ্যের নবতম জয়গান 'প্রথম কদম ফুল'। ঝড়ে লাল আকাশ যে আসলে নীলেই স্বভাবসুন্দর নীলেই আনন্দনির্মল তারই স্পষ্টতর গভীরতর উচ্চারণ অচিন্ত্যকুমারের সার্থকতম সৃষ্টি 'প্রথম কদম ফুল' ॥ দাম : বারো টাকা

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

তুলনা করবেন না!

অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করবেন না—তাতে কোন লাভ নেই—বরং নিজেরই মানসিক অশান্তি বাড়ে। আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিবেশীর সঙ্গে তুলনীয় হতে চান না।

মেট্রিক ওজনের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। পুরানো সের ছটাকের সঙ্গে তুলনা না ক'রে মেট্রিক পদ্ধতির সুবিধেগুলি কাজে লাগান। ১০০, ২০০, ৫০০ গ্রাম, ১ কিলোগ্রাম ইত্যাদি হিসেবেই মেট্রিক ওজনগুলি ব্যবহার করুন।

সের বা ছটাকের সঙ্গে মেলানোর জন্য মেট্রিক ওজনের ক্ষুদ্র অংশগুলি ব্যবহার করবেন না।

এতে আপনার যেমন সময়ের অপচয় হবে তেমনি ঠকবার সম্ভাবনাও থাকবে।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটা ও উচিত লেনদেনের জন্য

পূর্ণ সংখ্যায় মেট্রিক এককগুলি

ব্যবহার করুন

DA 63/70

যাকে আমরা মনেপ্রাণে পরম বিচক্ষণ ও প্রবল বিজ্ঞ বলে মনে করে, একদিন বিলক্ষণভাবে গ্রহণ করেছিলাম, তাকে যে এইভাবে বিস্মৃতির রসাতলে নিক্ষেপ করতে পারব—এ কথা কখনো মনে করি নি।

কংসারিমোহন প্রামাণিকের কথা মনে পড়ল আজ হঠাৎ। তার কথা মনে হওয়া মাত্র জীবন থেকে কুড়িটি বছর কেটে বাদ দিয়ে অনেকটা পথ পিছু হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেম সেই ডেরায়, সেই ডেনে।

সে এক মনোহর ডেরা আমাদের। কিন্তু তার চেয়েও মনোহর ছিল আমাদের এই নিত্যসঙ্গীটি—এই কংসারিমোহন। জীবনকে বড় সহজভাবে নিতে পেরেছিল কংসারি। জীবনে যে কোনো সমস্যা থাকতে পারে কিংবা কোনো সাধনা থাকতে পারে এ বোধ তার বুঝি ছিল না। সে সুখী ছিল এই জন্যে। সব জিনিসই তার কাছে ছিল জলের মত সোজা। পাঁচজনে যে জিনিস নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে সেই বস্তু নিমেষেই সে নিমেষ বলে দিতে পারত সহজে।

এতেও তাকে তখন নাম দিয়েছিলাম এবং তাকে আমরা বলতাম বিশারদ।

বিশারদ

সুশীল রায়

সত্যিই সে ছিল একজন বিশারদই। তাকে এই পদবীটা দেবার জন্যে আমরা ঘটা করে সভা করি নি অবশ্য। আমরা কয়জনে মিলে একদিন বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতির আপিস-ঘরে বসে তার কথা শুনতে-শুনতে হঠাৎ বলে উঠলাম—প্রায় সমস্বরেই বুঝি বলে উঠলাম—"সত্যি কংসারি, তুমি যেমন-তেমন লোক না তুমি সত্যিই একজন মান্য-গণ্য লোক। সত্যিই তুমি বিশারদ।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা সকলের এখন মনে নেই হয়তো। সেই ভীষণ প্রলয়কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমরা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই হোক আর সৌভাগ্যই হোক—এটা আমাদের ভাগ্য। সেই ভাগ্যের উপর বাড়তি ভাগ্যও একটা ছিল, সেটি হচ্ছে এই কংসারি। সে সময়ে কংসারিকে পেয়ে আমাদের জীবনের গ্লানি অনেক কমেছিল। যুদ্ধের পত্রবাক্সে নিত্য মসলার যোগান দিত এই কংসারি। এতে যুদ্ধের স্বাদটা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছিল মুখরোচক।

অনেকদিন বাদে আজ আবার চারদিকে শব্দ শোনা যাচ্ছে—যুদ্ধ যুদ্ধ।

ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিভীষিকা যেমন ভেসে উঠছে চোখের সামনে বীভৎস মূর্তি নিয়ে, সেই-সঙ্গে আর-একটি মূর্তিও ভেসে উঠছে সেই চোখেরই সামনে। সে-মূর্তিতে কোনো বিভীষিকা নেই, সে-মূর্তিটি বীভৎসও নয়। যুদ্ধ-সম্পর্কিত এই কঠিন কলরবের মধ্যে সেই মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুশিতে মন ভরে উঠছে। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের নানাবিধ অশান্তি ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দিনগুলি আমাদের কেটেছে কেমন মজায়।

সারাটা দুপুর আমাদের বেকার জীবন কাটত বেশ আনন্দে। যুদ্ধের হুংকার যতই ঘোরতর হয়ে উঠত, ততই ঘোরতরভাবে আমরা মেতে উঠতাম কংসারিকে নিয়ে।

কংসারি প্রামাণিক। মেদিনীপুরের ঘাটাল সাব-ডিভিশনে ওর বাড়ি। ভাগ্যকে খুঁজে বার করার জন্যে ও এসেছিল এই শহর-কলকাতায়। কিন্তু তার ভাগ্য বুঝি ছিল অন্য ধরনের। যুদ্ধের বেশ পরে তার ভাগ্য এসে হাজির হল তার সম্মুখে।

কিন্তু কংসারি নির্বিকার বংসারি নির্লিপ্ত। চৌকির উপর জোড়াসনা হয়ে বসে সে হাঁটু দোলান, আর মুচকি-মুচকি হাসে।

হেসে বলে "হিন্দুস্তানে তাণ্ডব করে গেল এবার হিটলার। লোকটা যুদ্ধ জানে না।"

আমরা অবাক হয়ে গেলাম তার এই কথা শুনে। হিটলার তখন পৃথিবীর সেরা লড়িয়ে বলে খ্যাতি লাভ করেছে, তার কাছে চেকোস্লোভাকিয়া কাত হয়ে গেল, ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন বেকুব বনে গেল আরও কত বড় বড় কাণ্ড করে একে একে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে চলেছে হিটলার,—আর সেই হিটলার কিনা যুদ্ধ জানে না!

কংসারিকে আমরা প্রশ্ন করতে লাগলাম। নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে আমাদের বুঝিয়ে বলতে লাগল যুদ্ধের কূটকৌশলের কথা। কিভাবে লড়তে হয়, শত্রুকে ভড়কে দিতে হয় কিভাবে।

আশ্চর্য হয়ে শুনতাম তার কথা। শুনতে বেশ ভালো লাগত। এক-এক সময় কাটা

দিয়ে উঠত পারে। কংসারির বর্ণনায় নিখুঁত তত্ত্ব ও তথ্য থাকত এমনই।

আমরা তখন বেকার। বেকার লোকেরা সব সময় খুব ব্যস্ত থাকে, তাদের অবসর থাকে খুব কম।

আমরাও ছিলাম খুব ব্যস্ত, আমাদের অবসর একেবারে ছিল না বললেই হয়। সকাল দশটায় তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম, বাড়িতে ফিরতে রাত দশটা এগারোটা বেজে যেত প্রায়ই।

সারাটা দিন কাটত একটা ডেনে। এখানে জমায়েত হত বেকারেরা। এইজন্যে এর নাম আমরা দিয়েছিলাম বেকারি।

এই বেকারিতে রুটি-বিস্কুট সেঁকা হত না, এখানে ট্রেডল মেশিনে ছাপা হত হ্যান্ডবিল, লেটারহেড, পোস্টার আর বিয়ের ও শ্রাদ্ধের চিঠিপত্র। একতলায় এই ছাপাখানা। দোতলায় তিনটি ঘর। তার দুটিতে মেস হাউস, অন্যটিতে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির আপিস এই আপিসের কর্মী ছিলেন মাত্র একজন, তাঁর নাম সর্বাশিব রক্ষ।

ছাপাখানার পার্টনার দুজন—ফণীন্দ্র মিত্র ও যতীন রক্ষিত।

মেস-ঘর দুটিতে ছজন প্রাণী। তার মধ্যে দুজন গণ্ডির বাইরে কেননা দুজনেই [illegible] আর [illegible]। বাকি চারজনের মধ্যে একজন হল কংসারি প্রামাণিক।

বাইরে থেকে আমি এসে জুটতাম এখানে—প্রত্যহ নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে। জায়গাটার উপর প্রবল আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। মনে হত, জীবনে হঠাৎ কোনো কাজ জুটে গেলেই সব মাটি: সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা হলে। এমন মনোরম জীবনটা তা হলে আর মনোহর থাকবে না।

এই জায়গাটার উপর এতটা টানের কারণ অনেকটা ছিল কংসারি। তার কাছ থেকে যুদ্ধের খবর না শোনা পর্যন্ত সব কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকত। সকালের খবরের কাগজে টাটকা আর গরম গরম খবর পড়ে মন ভরত না কংসারির মন্তব্যগুলো ঐসব খবরের সঙ্গে জুড়ে না নেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আসল ছবিটাই চোখে ফুটে উঠতে চাইত না। নাকে-মুখে কিছু গুঁজে নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে রওনা হতাম বেকারির উদ্দেশে।

সেদিন বড় বড় খবর বেরিয়েছিল কাগজে। ক্ষুদে জেনারেল রমেল আফ্রিকায় একটা ভয়ংকর রকম সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সেনাপতিদের হতভম্ব করে দিয়েছে।

ছুটে গেলাম বেকারিতে। বিধবা-বিবাহ-আপিসের চেয়ারে পা তুলে বসে আছে কংসারি। আমাকে দেখেই হাসল, বলল, "ইডিয়ট।"

বেকুবের মত মুখ করে তাকালাম তার

মুখের দিকে। সে মুখ প্রশান্ত, সে মুখ শান্ত।

তার মুখের দিকে চেয়ে খুব রাগ হল। অনেকটা পথ হেঁটে এসে বেশ ক্লান্ত হয়েছি, তার উপর আমাকে দেখামাত্রই তার এই আচমকা সম্ভাষণটায় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললাম, "মানে?"

সে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের মানে?"

তার এই প্রশ্নটায় আরও বিরক্ত হলাম, বললাম, "দেখ, কংস, যখন-তখন অমন বেয়াদপি ভালো লাগে না। হঠাৎ ইডিয়ট বললে কেন আমাকে?"

আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল কংসারি, ইডিয়টের মত হাসতে লাগল, বলল, "তোমাকে বললাম নাকি?"

"তবে?"

"বললাম রমেশকে—তোমাদের ঐ ক্ষুদে জেনারেলটিকে।"

রমেশের রণনৈপুণ্য দেখে পৃথিবীর রণবিদেরা তখন স্তম্ভিত, আফ্রিকার রণাঙ্গনে তার বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল জাঁদরেল-জাঁদরেল সেনাধ্যক্ষরা, তাকে কিনা কংসারি—

কংসারি বলল "ছোকরা বেকুব। ভূমধ্যসাগরের কিনার বরাবর না এগিয়ে তার উচিত ছিল—"

কংসারি কাশল, একটু দম নিয়ে নিল, তার পর বলল, "যুদ্ধে নামার আগে সে যদি ঐ এলাকার ম্যাপটা ভালো করে দেখে নিত তবে এই আহাম্মকি করত না। যুদ্ধের অ-আ-ক-খ না জেনেই একটা সেনাবাহিনীর পরিচালনার ভার নেওয়া ঠিক না।"

বিপুল আত্মপ্রসাদে প্রীত ও স্ফীত হয়ে উঠল যেন কংসারি।

রোগা লিকলিকে তার চেহারা, বেশ লম্বা গড়ন তার। মুখের চোয়াল দুটো উঁচু, দাঁতে-দাঁতে চেপে দিলে চোয়ালের চওড়া ভেদ করে দুপাশের ঢেউ-তোলা হাড়ের চেহারা দেখা যায়। উঁচু পাটির সামনের দুটো দাঁতের মাঝে অনেকটা ফাঁক যখন আত্মপ্রসাদের হাসি সে হাসে তখন দাঁতের ঐ ফাঁক দিয়ে গোলাপী রঙের জিভ খানিকটা বেরিয়ে আসে।

রমেশের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী টাটকা পড়েছি সকালের কাগজে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ঐ সেনানায়কটির কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, সকলেরই মুখে তার নাম। অথচ, আমাদের যুদ্ধ-বিশারদ বন্ধুটি সে-সব সংবাদে এতটুকুও খুশি না।

কংসারির উপর শ্রদ্ধা ছিলই, আজ তার এই কথা শুনে তার উপর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল।

আমি এখন এখানে একা। সদাশিব তার

নানান ধরনের ভাল ভাল বই

কুটির-শিল্প ও পরিকল্পনা :	অনাদিনাথ সিংহ	২·৫০ ॥
ভারতের চিত্রকলা (৪১ আর্টপ্লেট সংযোজিত)	অশোক মিত্র	১৫·০০ ॥
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ :	চিরঞ্জীব বিশ্বাস	১·৫০ ॥
ঝড় ও বিহঙ্গ :	তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	০·৫০ ॥
আধুনিক ইয়োরোপ :	দেবজ্যোতি বর্মণ	০·২৫ ॥
পৃথিবীর ইতিহাস (১ম খণ্ড) :	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৮·০০ ॥
নেপোলিয়নের দেশে :	দিলীপ মালাকার	২·০০ ॥
বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা :	নলিনী দাশগুপ্ত	৩·০০ ॥
নবীন ও প্রাচীন :	নির্মলকুমার বসু	৪·০০ ॥
কেদারতুঙ্গ বদ্রীনারায়ণে :	প্রীতিকণা আদিত্য	২·৫০ ॥
যুদ্ধের ইয়োরোপ :	বিক্রমাদিত্য	৪·০০ ॥
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (৩য় মুঃ) :	হুমায়ুন কবির	৩·৫০ ॥
প্রভাত সঙ্গীত (২য় মুঃ) :	মহাস্থবির	২·০০ ॥
যন্দ্যুণ্টং :	মৌলানা খাকি খান	২·৫০ ॥
বিদ্রোহ ও বৈরিতা :	যোগেশচন্দ্র বাগল	২·০০ ॥
বইয়ের বদলে (২য় মুঃ) :	রঞ্জন	১·৫০ ॥
দ্বৈতসঙ্গীত :	রথীন্দ্রকুমার সেন	৪·০০ ॥
কথায় কথায় (২য় মুঃ) :	রূপদর্শী	৩·০০ ॥
ব্যান ও বন্যা :	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৩·০০ ॥
সতু বাদ্যির গল্প :	সতু বাদ্যি	২·৫০ ॥
জাপানী বন্দী শিবিরে :	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	২·৫০ ॥
রাগে আর অনুরাগে :	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০ ॥
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান :	শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	৪·০০ ॥
আরাকান ফ্রন্টে :	শান্তিলাল রায়	২·০০ ॥
বিপ্লবের পথে :	সুবোধকুমার লাহিড়ী	২·০০ ॥
পৌষ-ফাগুনের পালা :	গোলেন্দ্রনাথ রায়	৩·০০ ॥

প্রকাশিত হয়েছে

সাহিত্যের খবর

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ (৫০ নয়া পয়সা)

এই সংখ্যায় আছে : অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা : রঞ্জিত সিংহ, গদ্য-পদ্যের ঐতিহ্য ও সুধীন্দ্রনাথ : দেবজ্যোতি বসু, অন্তরীক্ষের সঙ্গীত : অজিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বাংলায় কালিদাস-চর্চা : অমলেন্দু ঘোষ, দেশে-বিদেশে : চারু দত্ত, পথ চলে গেছে : সমর সেন এবং অমলেন্দু-বিতর্ক উপলক্ষে তিনটি চিঠি লিখেছেন : কমলগোপাল সেনগুপ্ত, মধুসূদন মিত্র ও [illegible] সেনগুপ্ত।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

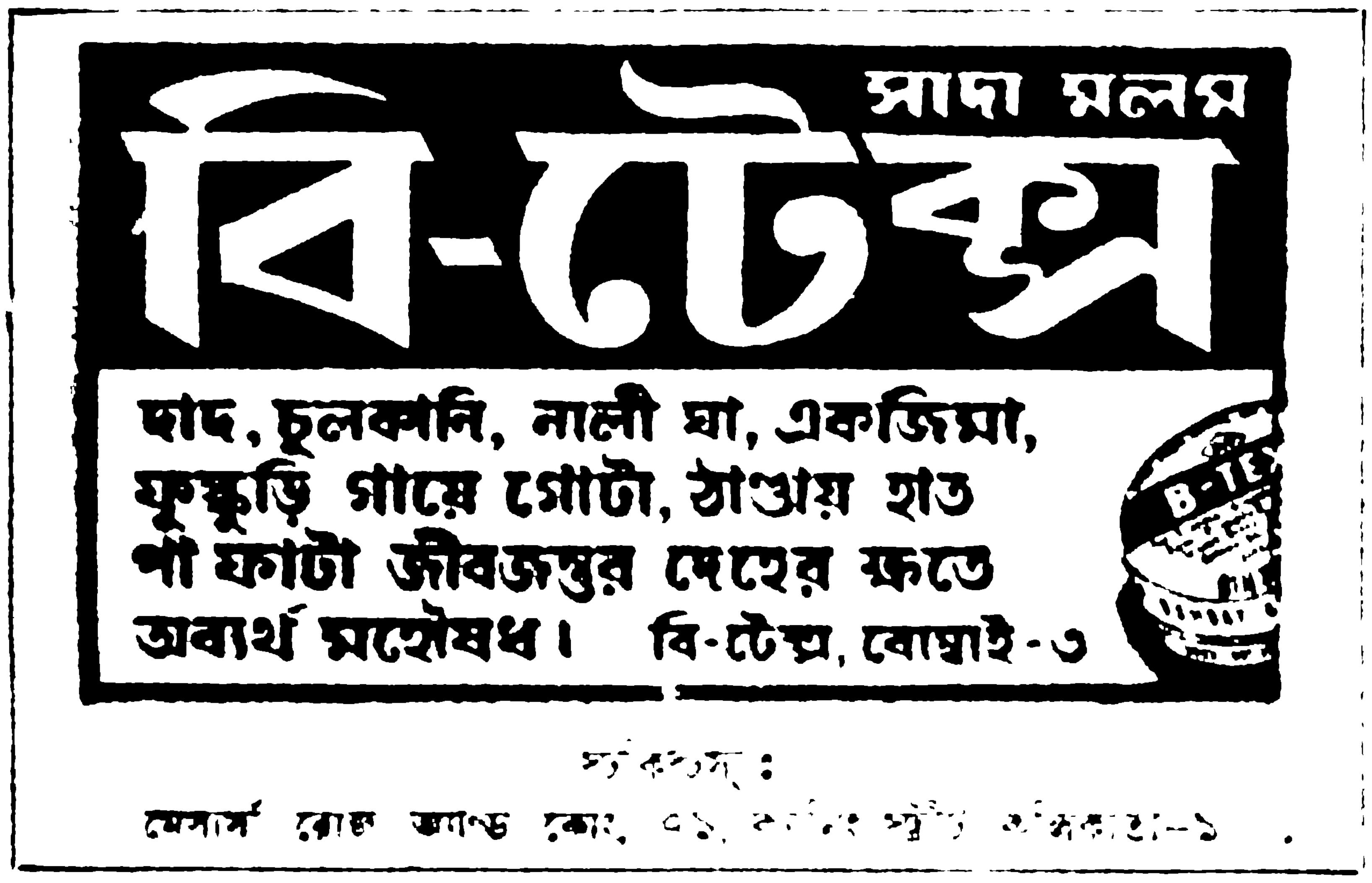

আপিসে এখনো আসেনি, ফণীন্দ্র আর যতীন হয়তো তাদের ছাপাখানার কাজ যোগাড় করার জন্যে এখনো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতএব, এখন একা আমিই তার শ্রোতা।

অনেকক্ষণ ধরে কংসারি কি-যেন ভাবছে। মাঝে-মাঝে কুঁচকে উঠছে তার ভুরু, চোখের মণি-দুটো একটু নড়ে নড়ে উঠছে।

অনেক চিন্তার পর কংসারি একটু নড়ে বসল, দুটো পা চেয়ারে তোলা ছিল, একটা পা নামিয়ে বসল, তারপর বলল, "ব্যাপার কি জান অবিনাশ, জার্মানরা জাত হিসেবে খুব বড়ো, কিন্তু একটা জায়গায় তারা বড্ড উইক—তারা যুদ্ধ জানে না।"

খবরটা জানা ছিল না, তাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম তার কথা।

যুদ্ধ-জ্ঞান জিনিসটা কাকে বলে, কিভাবে লড়াই করা দরকার, শত্রুকে কাবু করার জন্যে কি কি ধরনের আক্রমণ করা উচিত— এ-সব প্রশ্ন করলে কংসারি হাসত, তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত তার সোনালী জিভের একটু টুকরো, কিন্তু কোনো উত্তর সে দিত না।

[illegible]

[illegible]

কিন্তু কিভাবে যে এমন [illegible] হয়ে উঠল, যুদ্ধ শিখল কোথায়, যুদ্ধ দেখল কোথায়, [illegible] হয়েছে কি না—এ-সব কথা তাকে আমরা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারিনি। অথচ সুযোগ পেলেই সে আমাদের শাসিয়ে দিয়েছে যে, যুদ্ধের [illegible] জানতে হলেই যে [illegible] যুদ্ধ করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। বুদ্ধি দিয়ে ওটা রপ্ত করতে হয়, [illegible] না ফুরোলে, তবে কূটবুদ্ধি জাগতে হবে।

ওসব কথার মানে আমরা বুঝিনি। কিন্তু এটা বুঝেছি যে, নিজে কতটুকু জানি, তা জানান না দিলে অন্যে কি-কি জানে না, তা ঘোষণা করেও নিজেকে বিজ্ঞ বলে জাহির করা যায়। জানিনে, হয়তো এই ব্যাপারটিকেই কংসারি কূটবুদ্ধি বলে উল্লেখ করে থাকবে।

বিধবা-বিবাহ আপিসে অনেক আবেদন-নিবেদন আসে। সদাশিব বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক। তার এই আপিস-ঘরেই আমাদের বৈঠক বসে বেশি। সে কান পেতে সব শোনে, এবং এক-মনে পড়ে যায় চিঠিপত্র।

এক পাশে বসে বিড়ি টানছিল যতীন, হঠাৎ সে বলে উঠল, "কি হে, ভালো কোনো অ্যাপ্লিক্যান্ট পেলে নাকি? পেলে বোলো। ক্যান্ডিডেট আছে।"

সদাশিবের সংগে যতীনের ভাব একটু বেশী। সেইজন্য সদাশিবের উপর দাবিও তার বেশী। যতীন বিয়ে করেছিল কিন্তু বউ-এর সংগে বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে আছে। কিন্তু সেজন্যে সে একটুও যেন দুঃখিত না, একটুও মনমরা না। সংসারি যেমন পৃথিবীটাকেই একেবারে সহজভাবে গ্রহণ করেছে যতীনও তেমন তার এই দাম্পত্য-ট্রাজেডিটা নিয়েছে নিতান্তই সহজভাবে। সে মন্তব্য করে থাকে যে, কুমারী মেয়ে বিয়ে করেই সে ঠকেছে, কুমারীদের মনের মধ্যে কু-মতলব ঠাসা; এবার সে বিয়ে করবে বিধবা, তাদের ক্ষেত দখলের মতই তাদের মনও ক্ষেত হবে নিশ্চয়ই। অমনি সাদামাটা মেয়ে যদি সে পায়—

সুতরাং সদাশিবের কাছে প্রায়ই ও ঐ ধরনের আবেদন করে থাকে। আবেদন করে থাকে বটে, কিন্তু সে আবেদনের মধ্যে অনুনয়ও নেই, অনুরোধও নেই। তার আবেদনটাও নেহাত সাদামাটা।

কিন্তু সংসারির সমান এর আগে কখনো এ ধরনের রসিকতা সে করেনি। আজ তার কথা শুনেই কাস একটু যেন চৌকো করে উঠল, একটু চড়া গলাতেই বলল, "কি বললে?"

যতীন আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বিড়ির টুকরোটা মেঝের ফেলে চটির তলা দিয়ে ঘষে দিয়ে বলল, "বললাম সদাশিবকে। বললাম, ভালো পাত্রী চাই। বললাম, একটা ক্যান্ডিডেট আছে।"

মুখটা যেমন লাজুক-লাজুক হয়ে উঠল সংসারির। যেমন নেকুর আর বোকা যেন হয়ে গেল সে হঠাৎ। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "সাইটির বলছি, আমি কিন্তু এখন বিয়ে করব না। নিজের পায়ে আগে একটু দাঁড়িয়ে নিই।"

সবাই অবাক হয়ে গেলাম। সদাশিব, যতীন আর আমি। আমরা এ-ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম। হাসিটা চেপে গেলাম, হয়তো গিলে ফেলতে লাগলাম হাসি। কিন্তু যতই গিলে ফেলতে লাগলাম, ততই যেন উদ্‌গার উঠতে লাগল হাসিরই। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, আমাদের এই বিশ্বরদটি এই আপিসে এসে এভাবে বসে থাকে কেন।

যতীন একটা বিড়ি বের করে তার মুখের দরটা ফুঁ দিয়ে বিড়িটা উল্টে নিয়ে মুখে দিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলল, "তা

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

প্রকাশিত হল : নতুন কবিতার বই

ঘনিষ্ঠ তাপ

অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্র লেখেন অত্যন্ত কম। তাঁর কবিতায় আছে অনুভূতির গভীরতা, বিশেষ প্রতিভায় তিনি প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান গ্রন্থের তাঁর প্রায় সবকটি কবিতা সংযম ছন্দে আলোকিত। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতাসাহিত্যে 'ঘনিষ্ঠ তাপ' একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম : ৩.০০

॥ অন্য কবিতার বই ॥

হরিণ চিতা চিল	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩.০০
যত দূরেই যাই	॥	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩.০০
কাচের মানুষ	॥	দিনেশ দাশ	৩.০০

সারা পৃথিবীর বহু লক্ষ লোক পড়েছে এবং প্রশংসা করেছে

আগাথা ক্রিস্টির

রোমাঞ্চকর রহস্যোপন্যাস

চতুরঙ্গ : ৪.৫০ রাতের গাড়ি : ৪.০০

দশ পুতুল : ৩.৫০ আলোক সম্পাত : ৪.০০

নিত্য পথের পথী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৪.৫০
নাম নেই ঠিকানা নেই	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩.৫০
ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬.৫০
সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫.৫০
লেখালিখি	॥	রমাপদ চৌধুরী	২.৫০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮.০০
সাত রানী আট বেগম	॥	শ্রীপান্থ	৫.০০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২.৭৫
গ্রীষ্মবাসর	॥	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২.৭৫
প্রিয়তমেষু	॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	২.০০
মুখের রেখা	॥	সন্তোষকুমার ঘোষ	৫.০০
মিতে মিতিন	॥	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩.০০
রূপসাগর	॥	সুবোধ ঘোষ	৪.৫০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩.০০

আসন্ন প্রকাশ

নতুন হাওয়া	॥	বিমল কর	৪.৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা-১২ ॥

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা
সাতটা থেকে দশটা
ন'টা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১।১।১এ-বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি-২৬২০)

হয় না। নিজের পায়ে পবে দাঁড়িয়ো। সদাশিব, মেয়ে বাছো।"

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল কংসারিমোহন। তার জন্যে আমরা মোহিনী বাছাই করছি, এই সম্ভাবনাতেই সে গদগদ হয়ে উঠল।

যতীন বলল, "তুমি বিশারদ। জীবনে যুদ্ধ না করেই যুদ্ধ-বিশারদ হয়েছ, এটা চাট্টিখানি কথা না। এমন বরাত কার কবে হয়েছে? তুমি তো ভাগ্যবান যুবক হে। বিবাহ-বিশারদ হীরালালের খবর দেখেছ তো? বেচারিকে বিশারদ হতে হয়েছে আঠারোটি বিয়ে করে—মুফত ও খেতাব সে পায়নি। মেয়ের বাপেদের ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে টাটকা আইবুড়োটি সেজে গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে যৌতুক আদায় করে নিয়ে তো বিয়ে করে চলেছিল। কতটা ঝক্কি সে নিয়েছিল মাথা পেতে বলো তো। পুলিস যদি ওকে ধরে না ফেলত, তা হলে বাহাত্তরটি বিয়ে না করে কিছুতে সে থামত না। আর, তুমি?"

কংসারি বলল, "মাইরি, আমার ভাল্ লাগে না।"

আমরা তিনজনে হেসে উঠলাম শব্দ করে, টেবিল চাপড়াতে লাগল যতীন। ঐ শব্দ শুনে মেস্-ঘর থেকে ছুটে এল আশিস, সুব্রত, হেমন্ত আর যাদবেন্দ্র।

সমস্ত বৃত্তান্ত তারা শুনল মনোযোগ দিয়ে। যতটা গম্ভীর হয়ে শোনা দরকার, তারা তার চেয়েও বেশী গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল টেবিল ঘিরে।

যাদবেন্দ্র বলল, "যুদ্ধ জানতে হলে বিয়ে করতে হবে। হিটলার আনম্যারেড, তাই যুদ্ধ সে জানে না। আমাদের বিশারদবাবুই তো বলেন জার্মানরা যুদ্ধ—"

সুব্রত বাধা দিয়ে বলল, "বিশারদবাবু যা বলেছেন, তাতে ভুল নেই। ও কথা নিয়ে টানাটানি কেন। এখন কথা হচ্ছে, এ'র একটা হিল্লে করা। এ-কাজে সদাশিববাবু আমাদের সহায় হতে পারেন আশা করি?"

সদাশিব কোনো উত্তর দিতে পারল না। সে একটা আপিস চালায়, দপ্তরের দলিল নিয়ে তো তামাশা করা চলে না।

সদাশিব মাথা নীচু করে বসে তার ফাইল ওল্টাচ্ছিল।

সুব্রত বলল, "সদাশিব যে একেবারে গবেষণায় বসে গেল। অত কি গবেষণা করছ হে?"

সদাশিব মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'গবেষণা কি হে। ফাইল দেখছি।"

"ওই হল। ওর নামই গবেষণা। আজকাল ওকেই গবেষণা বলা হচ্ছে জান না?"

সদাশিব ও সব জানে না, সুব্রতর চাপে পড়ে তাকে কথা দিতে হল যে, সে এ ব্যাপারে সহায় হবার চেষ্টা করবে।

এই-যে বাড়িটা—এই-যে নেকারি—এটা সারাটা দিন নিস্তব্ধ ও নির্জীব, নিরীহ আর নীরব হয়ে পড়ে থাকে। একতলার ঘরে মাঝে-মাঝে ঘটাং-ঘটাং শব্দ করে চলতে থাকে প্রেস মেশিন, ছাপা হয় হ্যান্ডবিল বা অন্নপ্রাশনের চিঠি। ঐ শব্দটুকুই এই বাড়িটার হৃদস্পন্দনের ধ্বনি।

হঠাৎ সেই বাড়িটা হয়ে উঠল একটু সরগরম। বিয়ে-বিয়ে রব উঠল বাড়িটায়। প্রায় বিয়ে-বাড়ি হয়ে ওঠার মত হল এর অবস্থা।

নীচে ছাপাখানার সিসার অক্ষরগুলো খুশি বাগ্র হয়ে উঠল পাশাপাশি কেস-গায়ে বসে কয়েকটা বাক্য হয়ে ওঠার জন্য। ছাপার যন্ত্রটা খুশি শংখ-আঁকা কাগজে সেই বাক্যগুলির ছাপ তোলার জন্য লালায়িত হল।

ঠিক। তাই। ঐ অক্ষরদের আর ঐ যন্ত্রটার প্রতিনিধি হয়ে কালিমাখা হাত দিয়ে

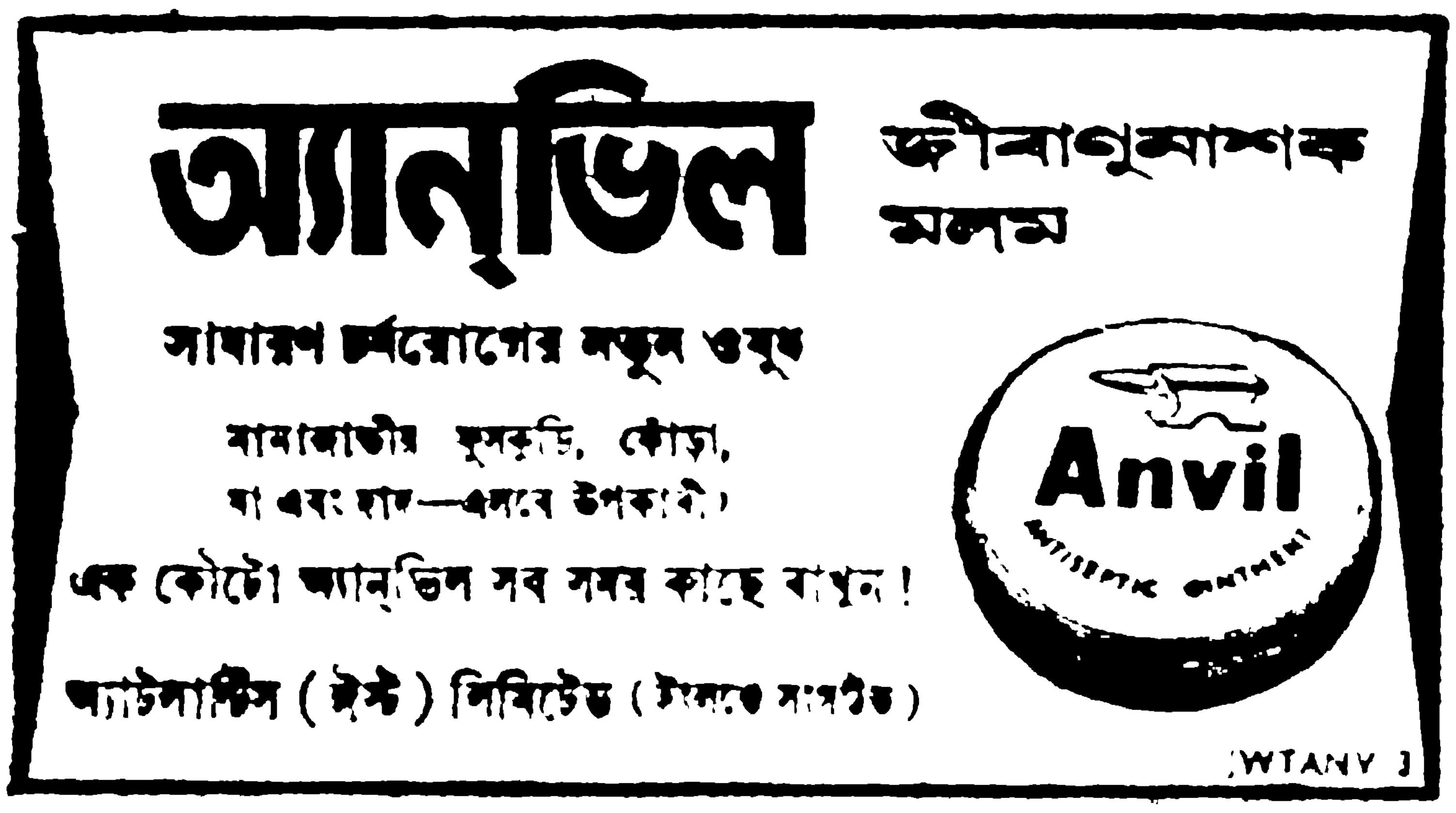

এসে উপস্থিত হলেন কম্পোজিটার-কাম্-মেশিনম্যান মৃগেন বেরা।

গম্ভীর হয়ে বসেছিল প্রেস-মালিক ফণীন্দ্র। বেরাকে দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। মেশিন বিগড়ে যাবার বা খড়খড়ে টাইপের ঘাটতি পড়ার সংবাদ নিয়েই প্রায় তিনি আসেন।

ফণীন্দ্র বলল "কি হল আবার?"

"কিছু না। বলছি, কংসবাবুর বিয়ের পত্র কি ছাপব যোগাড় করব। গত মাসে যে চিঠিটা ছেপেছি, ওই নমুনা-য় কিকই [illegible]?"

ফণীন্দ্র হাসল না, বলল "পরে বলব।"

মৃগেন বেরা নেমে গেলেন।

হিটলারের আর্মি তখন সারা ইউরোপ [illegible] করতে করতে একেবারে [illegible] হয়েছে মস্কোর উপকণ্ঠে।

সরুত আর যাদবেন্দ্র খবরের কাগজটা এনে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] নিয়ে বসে বলল, "আর ভাল্ লাগে না।"

"ভাল্ লাগে না তো বটেই। কিন্তু এতদিন [illegible] সেই কথাটা [illegible] একটু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible] তুলে লাগি?"

আর্তনাদের সুরে কংসারি বলল, "[illegible] না ভাই, আর লেগো না। আমি [illegible] হয়ে উঠেছি। আমার প্রাণ গেল।"

কথাটা ঠিক। তার প্রাণ গ্রাস [illegible] হয়ে উঠেছে। তাকে অনেক মেয়ে দেখানো হয়েছে ইতিমধ্যে। সে-সব মেয়ে কুমারী না বিধবা, তা ধরতে পারেনি কংসারি। কেন না সকলের সিঁথিই সাদা, এবং কারও পরনেই সাদা থান নয়।

কিন্তু যতীনের সেই মন্তব্যটা এখনও তার কানে লেগে আছে। কুমারীরা [illegible] কু-মতলবে ঠাসা। সুতরাং কংসারির সমস্যা এখন অন্যত্র, এইজন্যে সদাশিবের উপরেই তার টান।

যে-সব মেয়ে সে দেখেছে, তারা অথবা কিংবা বিধবা ধরা যায়নি বটে, কিন্তু তাদের মুখ দেখে যা আঁচ করা গিয়েছে, তাতে তাদের কুমারী বলে মনে হয় না। বয়স তাদের কারোই কম নয়।

এইসব মেয়েদের মধ্যে একজন এসে হাজির হলেন সেদিন এই বেকারিতে।

"কাকে চান?" জিজ্ঞাসা করল কংস।

"বিধবা-বিবাহ আপিস না এটা?"

বাক্-সাহিত্যের বই :

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের নতুন উপন্যাস
কষিত কাঞ্চন ৪.৫০

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
অঙ্গজ ৩.০০

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নতুন উপন্যাস
বনহরিণীর সংসার ৩.৫০

শ্রীনিরপেক্ষর
নেপথ্যদর্শন ৩.৫০
[illegible] নেপথ্য দর্শনের [illegible]
—যুগান্তর

দেড় মাসে দুইটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে
প্রথম সংস্করণ : [illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ : [illegible]
৩য় সংস্করণ : [illegible] জ্যৈষ্ঠ
শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ৪.৫০

চৌরঙ্গী ১০.০০
এক দুই তিন ৪.০০

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত
রবীন্দ্রায়ণ [illegible] ১০.০০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
সংস্কৃতিকী ৩.৫০

জরাসন্ধের তিনখানি জনপ্রিয় উপন্যাস
মসিরেখা ৯.০০
আশ্রয় ৩.৫০
পাড়ি ৩.৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
অযাত্রায় জয়যাত্রা ৪.০০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
বিদেহী ৩.৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
কুয়াশা ৩.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নিমিতা (২য় সং) ৫.০০ রোশনাই ৪.০০
নারায়ণ সান্যালের (বিকর্ণ) অন্তর্লীনা ৫.০০ নৈমিষারণ্য ২.৫০
সুশীল ঘোষের চাঁদে পাড়ি ৩.০০
নীলকণ্ঠের খ্যাপা খুঁজে ফেরে (২য় সং) ৩.০০
দিলীপকুমার রায়ের দোটানা ৩.০০
হিমানীশ গোস্বামীর বিলাতি বিচিত্রা ৪.০০
[illegible] গ্রীক রোড ৩.৫০

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯।

সাদা থান পরনে মধ্যবয়স্ক একজন বয়স্কা মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

কংসারি তাঁর সারা শরীরে চোখ বুলিয়েই তাঁকে চিনতে পারল। এ'র আবেদনের কথাও মনে পড়ল তার। ইনি বিয়ে করতে চান একটি আশ্রয়ের জন্য। তা না হলে এ-বয়সে আবার বিয়ের ইচ্ছে তাঁর ছিল না নাকি।

অফিস-ঘর দেখিয়ে দিল কংস।

এর পর থেকেই জীবন বিপন্ন হয়ে উঠল তার। সকলে মিলে নির্বাচন করে যেন [illegible] একেই।

কংসর যে নেহাত আপত্তি আছে এমন নয়, কিন্তু আরো ভালো হত যদি এ'র বয়স আর-একটু কম হত। একথাটাও প্রকাশ করে ফেলেছিল একদিন আমাদের বিশারদ বন্ধুটি।

দাঁত মাজতে-মাজতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুব্রত বলল, 'দিব্যি দেখাচ্ছে বিশারদকে। বেশ বর বর দেখাচ্ছে।"

চটে উঠল কংস বলল "এই সকাল বেলা অমন গাল দিচ্ছ কেন?"

"গাল কোথায় হে?" সুব্রত বলল, 'তুমি বিয়ে করাতে চলেছ বর সাজাও। তা হলে বর-বর তোমাকে দেখাবে।'

হিটলার, মুসোলিনী চার্চিল স্ট্যালিন তার মাথায় উঠেছে। যুদ্ধ বিশারদের সম্মুখে এখন নতুন সংগ্রাম এসে উপস্থিত। সে ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে।

মেস ঘরের সকলে মিলে তাকে কখনো চন্দন পরাতে যায় কখনো মাথায় টোপর [illegible]। বলে "[illegible] সব [illegible] সাবার। তবে তার বিশারদগিরি করতে হবে না বন্ধু।"

ও দিকে যুদ্ধ চলেছে নিয়মিত। [illegible] হয়ে চলেছে পৃথিবী [illegible] [illegible] ভুজঙ্গ [illegible] চলেছে ইউরোপ।

বললুম, "যুদ্ধের গতি কেমন বুঝছ কই?"

[illegible] দুই দাঁতের [illegible] জিভের [illegible] পড়ল [illegible]। মুখ একটু হাঁ করে [illegible] বড় কষ্টে হল [illegible] এই [illegible]। বড় করুণ মনে হল মুখটা।

এ ঘটনার কয়েকদিন পর [illegible] আমাদের [illegible] ত্যাগ করে [illegible] চলে গেল কংসারি আজ পর্যন্ত তার আর [illegible] খোঁজ [illegible]।

তার অন্তর্ধানের পর অনেক খোঁজ [illegible] করেছি তার। এবং [illegible] তার অফিসের রেকর্ড থেকে সেই মহিলাটির ঠিকানা [illegible] খোঁজ করেছি। [illegible] সে ঠিকানায় নেই। [illegible] আশ্রয়ের [illegible] কোথায় চলে গিয়েছেন কেউ জানে না।

অনেকদিন পরে তার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। এখন চারদিকে [illegible] তার [illegible] থেকে উঠছে কানে, এবং চোখের সামনে ভেসে উঠছে [illegible] মিত্রের ছবিটা। তার কথা মনে পড়ায় একটু কষ্ট বোধ করছি, অনেক [illegible] আমরা করেছি তারে।

পুনশ্চ

ভাই কংসারিমোহন কোনো এক সময়ে তুমি [illegible] ও [illegible] [illegible]। [illegible] নির্দেশ। আর তুমি কোথায় জানিনে। যদি [illegible] এবং এই লেখাটি তোমার চোখে পড়ে তবে সস্ত্রীক একবার দেখা কোরো এই পুরাতন বন্ধুটির সঙ্গে।

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামিনে, ২৫০, টাকা হইতে ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, বাড়ি [illegible] ইত্যাদির জন্য—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.
(K—57) AMRITSAR—5.

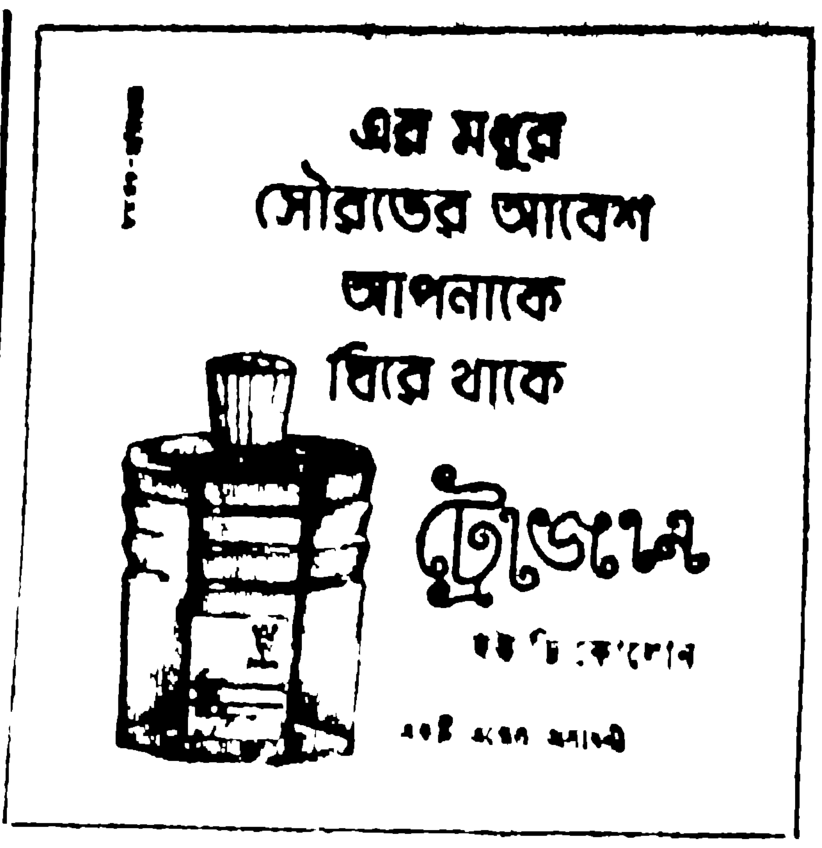

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যেসব উপহার এসেছে আর আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে বেমালুমভাবে মিশে গেছে, গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসাবে ঘরে নানা আধারে ফুল, ফল বা বাহারী পাতা সাজানোকে তার মধ্যে গণ্য করতে পারি।

ছোট্টো চেরীবৃক্ষে ফোটা ফুলের মেলা

আমাদের দেশে অতিকাল থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে কুসুমসম্ভার নিবেদিত হতো, পত্রপুষ্পশোভিত উৎসব মণ্ডপপ্রাঙ্গণে মাঙ্গলিক আম্রপল্লব শুভ সূচনার ইঙ্গিত ছিল, পুষ্পমাল্য ছিল সুন্দরীর অঙ্গভূষণ কিন্তু ঠিক যেভাবে আজ ফুল সাজানো হয় সেটা বহুলাংশেই ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শের প্রভাব।

আমাদের দেশের ফুল পাতার আদর ছিল না, তা কিন্তু নয় তবে পুষ্পসজ্জার ধারা ছিল ভিন্ন। পত্রপুষ্প প্রীতির সঙ্গে মানব-সভ্যতার, সংস্কৃতির, বিশ্বাস ও সৌন্দর্য-প্রীতির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রাচীর-চিত্রে, ভাস্কর্যে সর্বত্র নানা ফুল ফল পাতার কত শত নমুনা আমাদের দেশে আছে, যেমন আছে আসিরিয়া, মিশর বা ব্যাবিলনের স্মৃতিতে। রোমের যখন বিজয় সম্মান ছিল Laurel, Palm আমাদের জাতীয় পুষ্প কমল ছিল সৌন্দর্যের প্রতীক, সহকারশাখা নির্ভরতার নিদর্শন। মধ্যযুগে ইউরোপে গোলাপ ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও বাকসংযমের চিহ্ন। ভোজসভার ছাদে তাই গোলাপ লতা আঁকা হতো। ভোজের আসরে

১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১ আষাঢ় গ্রন্থপ্রকাশের প্রতিষ্ঠা। আগামী ১ আষাঢ় (১৬ই জুন) দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই আনন্দ-দিনে আমাদের বিনম্র অভিবাদন গ্রহণ করুন। বিশিষ্ট লেখকদের শুভেচ্ছা ও ছবিসহ নতুন গ্রন্থ-বিবরণী বেরুচ্ছে, আদেশ পেলে পাঠিয়ে দেবো। এই স্মরণীয় উপলক্ষে আমাদের সাহিত্যার্ঘ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন উপন্যাস স্তব্ধপ্রহর।

স্তব্ধপ্রহর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আশ্চর্য প্রচ্ছদপট। সুরূপ মুদ্রণ

জীবনের দাবি ও সত্তার পরম প্রশ্নে আন্দোলিত একটি নারীহৃদয়ের স্তব্ধপ্রহর।

শোভনা একটি সামান্যা মেয়ে। অসার কল্পনার তুলিতে অলীক চমকের রঙে সে আঁকা নয়। কিন্তু সেই সাধারণ মেয়ের আবর্তবিহ্বল জীবনের কাহিনী সত্যনিষ্ঠ রচনার মর্মভেদী স্বচ্ছতায় বর্তমান যুগের অসামান্য উদ্ভাসন হয়ে উঠেছে।

একালের পটভূমিকায় প্রেম ও পরিণয়, সমাজবিধি ও নৈবসত্য, মানবহৃদয়ের শাশ্বত রহস্য-সংকেতে বিচারিত ও বিচিত্রিত ॥ ৫·০০ ॥

বর্তমান বর্ষে প্রকাশিত অন্যান্য বই :

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫·০০ ॥

বহুবিচিত্র ॥ ৬·০০ ॥
সংকলন ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী ॥

কমলাকান্তের জল্পনা ॥ ৩·৫০ ॥
রম্যরচনা ॥ প্রমথনাথ বিশী ॥

দ্বিতীয় স্মৃতি ॥ ৫·৫০ ॥
স্মৃতিচারণ ॥ পরিমল গোস্বামী ॥

শিল্পীর আত্মকথা ॥ ২·৫০ ॥
স্মৃতিচারণ ॥ সাধনা বসু ॥

শেষ দরবার ॥ ৪·০০ ॥
উপন্যাস ॥ সমরেশ বসু ॥

দেহলি দিগন্ত ॥ ৩·৭৫ ॥
গল্পগুচ্ছ ॥ রমাপদ চৌধুরী ॥

পরম্পরা ॥ ৪·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥

মিলন মধুর রাত্তি ॥ ৩·২৫ ॥
উপন্যাস ॥ প্রাণতোষ ঘটক ॥

আদি নেই অন্ত নেই ॥ ৩·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

রাজবন্দী ॥ ৪·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

এশিয়ার বন্ধনমুক্তি ॥ ৬·০০ ॥
রাষ্ট্রনীতি ॥ বিবেকানন্দ মুখোঃ ॥

অসমাপ্ত চতুষ্কোণ ॥ ৫·০০ ॥
উপন্যাস ॥ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ॥

মণিহারী ॥ ৪·০০ ॥
গল্পগ্রন্থ ॥ বনফুল ॥

দণ্ডকশবরী ১ম পর্ব—৪·০০ ॥ ২য়—৩·০০ ॥ একত্রে—৯·০০ ॥
উপন্যাস ॥ নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ) ॥

নিষিদ্ধ এলাকা ॥ ৩·০০ ॥
নারীবিদ্রোহীর কথা ॥ কালপুরুষ ॥

জীবনস্বাদ ॥ ৪·০০ ॥
উপন্যাস ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥

নীলকণ্ঠী ॥ ৭·৫০ ॥
উপন্যাস ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥

অন্য নগর দর্শন ॥ ৩·০০ ॥
ভ্রমণ-কথা ॥ অমিতাভ চৌধুরী ॥

যবনিকা কম্পমান ॥ ৪·০০ ॥
চীনা আক্রমণ ॥ অমিতাভ চৌধুরী ॥

ঝিকিমিকি জোনাকি ॥ ২·৭৫ ॥
রহস্য উপন্যাস ॥ কৃশানু বন্দ্যো ॥

আমরা কোথায় চলেছি ? ॥ ৪·০০ ॥
সমাজতত্ত্ব ॥ সঞ্জয় ॥

গ্রন্থপ্রকাশ

গৃহের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছোটো টবে গাছের ডালপালা সমেত ফুল সাজানো জাপানের একটি অতি প্রিয় প্রথা

যা বহুবারেই হবে, তবে পুনরাবৃত্তি কোথাও না হয়, এই তার অন্তর্নিহিত অর্থ। ঝাঁটাগাছ বা broom plant জিওফ্রে অফ আঞ্জুর (Geoffrey of Anjou) প্রতীক হিসাবে ইংলণ্ডে এক রাজবংশের নামই হলো Plantagenet, কারণ ঝাঁটাগাছের নাম Planta Genesta। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপে Renaissance চিত্রশিল্পীদের হাতে সাদা লিলি হলো মেরীমাতার প্রিয় পুষ্প। সেটাই পরবর্তীকালে সাদা লিলি হয়ে দাঁড়ালো পবিত্রতার প্রতীক। জাপানীদের দৈনন্দিন অনাড়ম্বর জীবনের পরিচয় তার দৈনন্দিন সম্পদে, সৌন্দর্য তাদের কাছে সহজাত, জীবনকে সহজ সুন্দর, সফল করে তুলবার ব্রত।

মধ্যযুগের ফুল সাজাবার নমুনা বহু শতাব্দী আগের মুদ্রিত চিত্রকরদের হাতে আঁকা ছবিতে পাওয়া যায়। বিরাট পুষ্পাধারে রাশি রাশি নানা বর্ণের ফুল, তার মাঝে বসে আছে এমন কি, প্রজাপতির পাখা [illegible] পরবর্তীকালে [illegible] আছে অনেক [illegible] [illegible] massive। এই massive [illegible] [illegible] বিরাট [illegible] সজ্জা প্রাসাদ [illegible] প্রভৃতির [illegible] [illegible] বিচিত্র [illegible] সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু যেখানে স্বল্পপরিসর বা মধ্যবিত্ত গৃহের সীমাবদ্ধ পরিধি, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর গৃহসজ্জা

[illegible] এ পুষ্প রচনার স্থান [illegible] [illegible] পুষ্প শিল্পের আধুনিক ধারা [illegible]। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল এবং [illegible] প্রচলন [illegible] [illegible] একটি সরল আধারে [illegible] একটি ফুল [illegible] [illegible] উঠেছে [illegible] [illegible] জীবনযাত্রা [illegible] [illegible] বা সবুজের আবেশ [illegible] [illegible] অতিরিক্ত সাজসজ্জাহীন বেশবাস।

ফুলের জলসায়

পুষ্পশিল্পের [illegible] জাপানী পুষ্পসজ্জার বৈশিষ্ট্য সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমেরিকায় বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ায় বহু জাপানী পরিবার বাস করতেন। ক্যালিফোর্নিয়া ফুল-ফলের তীর্থস্থান। তবু জাপানী মেয়েরা ফুলের ব্যবহার করতেন সাবধানে একটি দুটি ফুল আর একটি-দুটি পাতা দিয়ে। ক্রমে তাদের [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] জাপানী [illegible] সাজানো জাপানী [illegible] [illegible] ঘরে [illegible] [illegible]। পুষ্প-সজ্জারও পরিবেশের প্রয়োজন। [illegible] ফুল সাজানো তাদের জাতীয় কৃষ্টির অচ্ছেদ্য অংশ। যুগ যুগ ধরে নানা নিয়ম গড়ে উঠেছে। সাজানো প্রত্যেকটি নিয়ম, প্রত্যেকটি ফুলের ও পাতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি নিগূঢ় অর্থ। সে অর্থ তাদের একান্ত নিজস্ব। ধরাবাঁধা নিয়মের নাগ-পাশে [illegible]। এ অর্থ অন্যের কাছে [illegible] [illegible] হওয়া কঠিন। কারণই জাপানী ফুল সাজানোর অনাড়ম্বর সৌন্দর্য পরবর্তী গ্রহণ করলেও নিয়মের বাঁধা বাঁধি পড়ার আগে কমে গেল। ফুল সাজানোতে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা স্বীকৃত হল। ফুল সাজাবার নানা প্রতিযোগিতায় এই বৈশিষ্ট্যের নাম হলো As you like it। আমাদের গৃহস্থঘরের অনাড়ম্বর স্বাভাবিক গৃহসজ্জায় আমরাও যে পুষ্পসজ্জা পছন্দ করি তাও As you like it বই কি। আধুনিক পরিবেশে, আধুনিক রচনা আজকের গতিশীল আপন শিল্প। ইঁটকাঠেঘেরা শহরবাসের ফ্ল্যাটবাড়ি,

বাজার থেকে মাছ তরকারির চেয়ে চড়া দামে কেনা ফুলপাতা গৃহিণীকে নূতন শিল্প-ধারার সন্ধানে এগিয়ে দিয়েছে। দেশ-বিদেশের, যুগযুগান্তরের পুষ্পরচনা-শৈলীর সঙ্গে যোগ যতই থাকুক, সৌভাগ্যের বিষয়, অন্ধ অনুকরণের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশে বা প্রাচ্যের জাপান ইত্যাদি দেশে ফুলসাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে, ক্লাব আছে, পুরস্কার আছে, কিন্তু আমাদের শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই তার সৌন্দর্য সাধনার সুযোগও অন্য সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে নিজস্ব, তার ব্যক্তিত্বের একটি অংশ।

আমাদের বেল, গন্ধরাজ ইত্যাদি ছোট পিতলের ঘটিতে রাখলে যাবে একরকম কোমল সুবাসিত সৌন্দর্য আনে যার তুলনা নেই। বেলফুল পাতা ও ডাঁটাসুদ্ধ তুলে জলে রাখলে ৪।৫ দিন পর্যন্ত একটি দুটি করে ফুল ফোটে পাতাগুলিও টাটকা তোলা পাতার মত নরম ও উজ্জ্বল থাকে। ছড়ানো পাত্রে ফোটা পদ্মফুল বোঁটা কেটে জলে ভাসিয়ে দিলে ভারী সুন্দর দেখায় সঙ্গে সম্ভব হলে দু-একটি পাতা দিতে পারলে তো কথাই নেই। ফুলের অভাবে কেবলমাত্র পাতা দিয়ে পাত্র সাজানো চলে। খুব একটা দামী বাহারী পাতা না পেলেও সাধারণ ঘরের পাশের আটপৌরে পাতা, অনেক সুন্দর, বাঁশের ফুল ব্যবহারেও বেশ সুন্দর দেখায়।

যেখানে হাতের কাছে ফুলের গাছ নেই বা নিত্য বাজারে ফুল কেনা সম্ভব না, সেখানে টবে ফুলগাছ বা পাতাবাহার গাছ লাগিয়ে ঘর সাজানো চলে। মাটির টবকে নানা রঙে বসিয়ে দিলে আরও সুন্দর দেখায়। কাপড়ে ফেলার বিচিত্র বর্ণের ঝুড়ি সোনার রংএর কাঁসি প্রভৃতি টবের আধার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে গাছ লাগানো হবে টবটি যেন তার সঙ্গে মানানসই হয়। অবশ্য যে গাছের চারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় তার টব বড় হওয়া দরকার না হলে শীঘ্র টব বদল করার প্রয়োজন হতে পারে। একটি ছ' ইঞ্চি ব্যাসের টবে প্রায় ১৫০০ গ্রাম সার মেশানো মাটি লাগে আর লাগে টবের তলায় দেবার জন্য ইঁটের টুকরো পাথরকুচি বা ঐরকম আর কিছু যাতে টবে জল দিলে জল জমে না থাকে। মাটির উপরে এক আঙুল পরিমাণ জায়গা খালি রাখতে হবে জল দেওয়ার জন্য। মাটিতে পোকামাকড় থাকার সম্ভাবনা থাকলে রোদ দেখিয়ে নেওয়া উচিত। বিদেশে মাটি গরম করে নেওয়া হয় কিন্তু আমাদের রোদই যথেষ্ট। পাতার সার বা গোবরের সার যে কোনটা দিলেই হবে। বাজারে সার মেশানো মাটি পাওয়া যায় তবে নিজে হাতে মিশিয়ে নিলে ভালই হয়। কেবল দেখতে হবে মাটি একেবারে ভিজে বা শুকনো না হয়, মাটি থাকবে সামান্য

॥ নব নব সাহিত্য-সম্ভার ॥

অবধূতের
হিংলাজের পরে (২য় মুদ্রণ) ৫,

জরাসন্ধের
ছায়াতীর (৩য় মুদ্রণ) ৫,

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪॥ অনমিতা ৪,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রাতের রজনীগন্ধা ৪॥
মুখোশ ৫॥০

বিমল মিত্রের অনন্যসাধারণ উপন্যাস
কড়ি দিয়ে কিনলাম
১ম খণ্ড—১৬,
২য় খণ্ড—১৪,

আশাপূর্ণা দেবীর
সোনার হরিণ ৫,
ছাড়পত্র ৪॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ ৫॥
আলোর ভুবন ৫,

অলডুস হাক্সলের
এপ য্যাণ্ড এসেন্স ৪,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
চলাচল ৬॥

শান্তা দেবীর
পঞ্চদশী ৫,

নলিনীকান্ত সরকারের
দাদাঠাকুর ৫,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বড় নতুন উপন্যাস
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
বিবাগী ভ্রমর ৭,
জলকল্লোল ৫, (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কোলাহল ৩॥০
ভাড়াটে বাড়ি ৩॥০ (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ)

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অভিযান ৬,
উত্তরায়ণ ৫॥০

প্রমথনাথ বিশীর
অনেক আগে অনেক দূরে ৪॥০
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অপরাজিত ৯,
পথের পাঁচালী ৫॥০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
স্বর্গাদপি গরীয়সী
১ম ৫, : ২য়—৪॥০ : ৩য়—৬,

গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের
অন্য শিবির ৩॥০

প্রভাতদেব সরকারের
এই দিন এই রাত ৩॥০

মিত্র ও ঘোষ :: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আপনি শীর্ণকায়?

বিশিষ্ট সুচিকিৎসায় শীর্ণতা জয় করা যায়। পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমাদের বিবিধ বল ও পুষ্টিবর্ধক ঔষধসমূহের (৩ প্রকার) এককালীন ব্যবহারে এবং খাদ্য ব্যবস্থায় ২।৩ মাসেই শীর্ণকায়ত্ব নষ্ট হইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারিবেন। মাসোপযোগী ঔষধ—মূল্য ১২৲। অকাল্ট হাউস। ফোন ২৪-১১২১। ৩বি, ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলিকাতা।

(সি ২১৩৩)

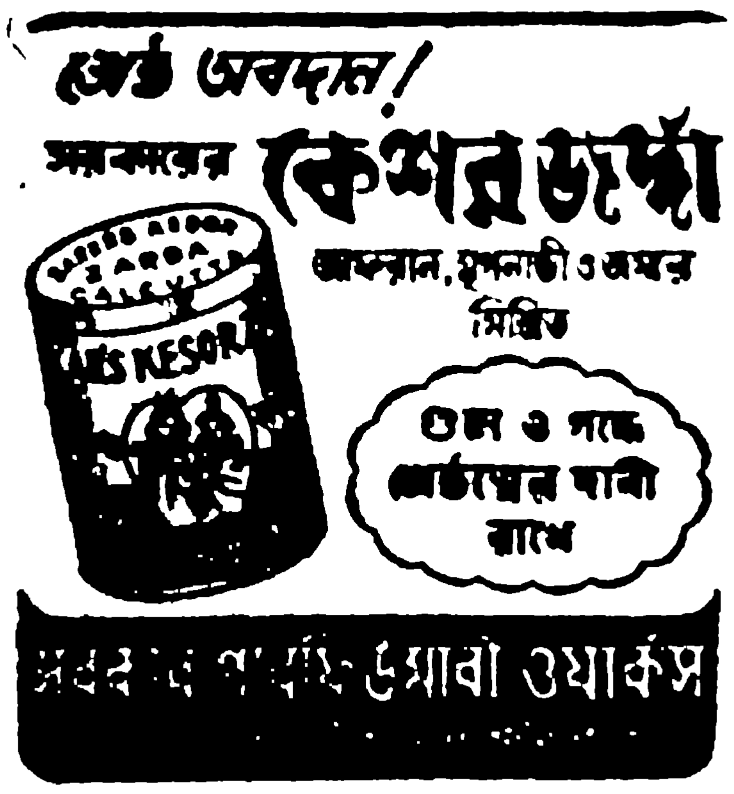

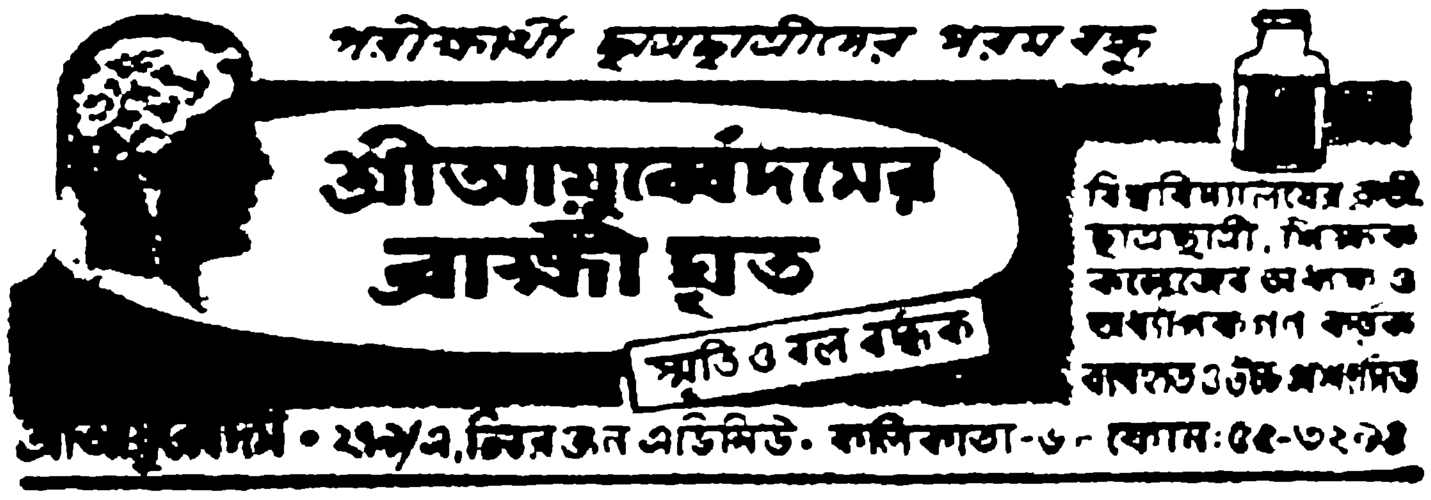

ভিজে ভিজে ভাবের। এই সামান্য ভিজে ভিজে মাটি প্লাস্টিকের থলিতে মুখ বন্ধ করে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা চলে।

লক্ষ্য রাখতে হবে কখন টব বদল করা দরকার। গাছের শিকড় যখন টবের মাটির চারপাশে জড়িয়ে যাবে তখন নূতন টবে গাছটি লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ন্ত গাছের জন্য ৩।৪ মাস অন্তর দেখা দরকার টব বদল করতে হবে কিনা। যে গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে তা বছরে একবার হলেও হয়। গাছের গোড়ার শিকড়ে হাত না দিয়ে নূতন টবে মাটি রেখে তাতে সাবধানে বসিয়ে উপরে একটু মাটি দিতে হবে। আগের টবের চেয়ে খুব বেশী বড় হবার দরকার নেই বরং বেশী বড় হলে মাটি শুকিয়ে যাবার ভয় থাকে। টবের জল দেওয়ার ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোন গাছ বেশী জল চায় আলব্‌বাটাস প্রভৃতি জল সঞ্চয় করে রাখে এজন্য অনেকদিন পর্যন্ত জলের দরকারই বোধ করে না। বড় টবে জল বেশী দরকার, ছোট টবে কম। টবের উপরের মাটি যখন শুকনো লাগবে তখন জলের প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত জলের অভাবে যত গাছ মরে প্রায় ততটাই মরে জলের আধিক্যে। বেশী জলে গাছের গোড়া অক্সিজেন গ্রহণ করতে কষ্টবোধ করে আর ক্রমে ক্রমে পচে যায়। অনেক গাছেরই সূর্যালোক প্রয়োজন, বিশেষত ফুলগাছের। এজন্য খররৌদ্র বাঁচিয়ে সূর্যালোক যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় তাও দেখা দরকার। সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ তার পারিপার্শ্বিক হাওয়া ও জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পাম বা বাহারী পাতার কোন কোনটি অত সূর্যালোকে না রাখলে ভাল থাকে। মাটির টবের বদলে কাঠের বাক্স, লোহার আধার ব্যবহার করে গাছ রাখা যায় তবে জল জমে যেন না থাকে। গৃহের যে অংশে ফুল থাকবে তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে কাঠের বাক্স তৈরি করা যায়। ধরুন কোথাও একটু আড়াল করার জন্য ফুল বা পাতার গাছ লাগালেন। লম্বা করে কাঠের বাক্সের আধার তৈরি করলেন ভিতরে একটি আস্তরণ দিলেন যাতে বাক্সটি মাটিতে পচে না যায় তারপর সযত্নে রাখা যায় এরকম গাছ দিয়ে সাজালেন। বাক্সের সংগে বাঁশের জালি লাগিয়ে নিয়ে লতা গাছ যেমন money plant তুলে দিলেন বেশ চমৎকার আড়াল বা পার্টিশন হয়ে যাবে। কাঠের বাক্সে মুথা গাছ বা sanse viera দিয়ে, বাঁশের জালিতে money plant দিলেও সুন্দর হয়। নিজের রুচিমত রকমফেরের অভাব নেই। খুব সাধারণ জিনিসও এত চমৎকার দেখায় যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার একটি পাত্রে পাথরের নুড়ির সংগে পেঁয়াজকলি লাগানো দেখে-ছিলাম। স্থানবিশেষে বেশ মানায়।

money plant-এর বহুল প্রচলন হয়েছে। গাছের শুকনো ডালের গায়ে money plant জড়িয়ে দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেখবেন কত সুন্দর দেখায়। মাঝে মাঝে পাতাগুলি জলে ধুয়ে দেবেন। পাতায় যে সাদা ছাতার মত হয় তাতে সামান্য অ্যালকহল জলে মিশিয়ে তুলো দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন কারণ ঐ সাদা ছাতা একটি কীটাণু-যা গাছ ধ্বংস করে দিতে পারে। money plant রাখার একটি সহজ ও সুন্দর পদ্ধতিতে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। লোহার জালি কেটে লম্বা ধরনের করে মুড়ে রোলকলের মত করে বন্ধ করে দিন। ঐ জালির ভিতরটি পাহাড়ী শেওলা বা moss (বাজারে পাওয়া যায়) দিয়ে ভরে দিন। টবে money plant লাগিয়ে ঐ তারের নলের গায়ে তুলে দিন। নলের মাথায় ছোট একটি টব জলে ভরে লাগানো থাকবে আর টবের তলার ফুটোর মধ্যে একটি পলতে দেবেন যাতে ফোটা ফোটা জল সর্বদা ঐ মসকে ভিজিয়ে রাখে। এই ভিজে মসের সংস্পর্শে সুন্দর সতেজ হয়ে থাকবে money plant: আর ঘরের কোণে নিত্য ধরা থাকবে কিশলয়ের সবুজ দীপ্তি।

এডোয়ার্ড লিয়র

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'There was an old Derry down
Derry,
Who loved to see little folks merry
So he made them a book,
And with laughter they shook
At the fun of that Derry down
Derry.'

—নিজের সম্বন্ধে এডোয়ার্ড লিয়র

লিমেরিকের রাজা

পাঁচটি চটপটে পংক্তির মধ্যে [illegible] ক. [illegible] পংক্তি [illegible] চেয়ে [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible] আর [illegible] খেয়াল বসের অদ্বিতীয় সম্রাট [illegible] আজ এই দেড়শো বছর পরে [illegible] কারো না-দাঁড়িয়ে উপায় নেই। ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে অদ্ভুত লোক যিনি, যাঁকে নিয়ে সমালোচকরা যে কী করবেন কখনো পুরো ভেবে উঠতে পারেন না যাঁকে বয়স্কর যেমন ছাড়তে চাইবেন না তেমনি ছোটোরাও একবার কাছে এলে কখনো যাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে [illegible] পছন্দ করবে না কী [illegible]।

জন্মেছিলেন ১৮১২ সালের ১২ই মে, বয়স যখন মাত্রই বছর পনেরো তখনই [illegible] উদ্ভিদের তাড়নায় ছবি আঁকতে শুরু করেছিলেন—অদ্ভুত সমস্ত ছবি কোনো [illegible] সংস্পর্শ দিয়ে যাদের প্রকাশ করা যায় না, দেখে মনে হয় আজগবি বুঝি [illegible] সেই আজগবিকেই [illegible] [illegible]

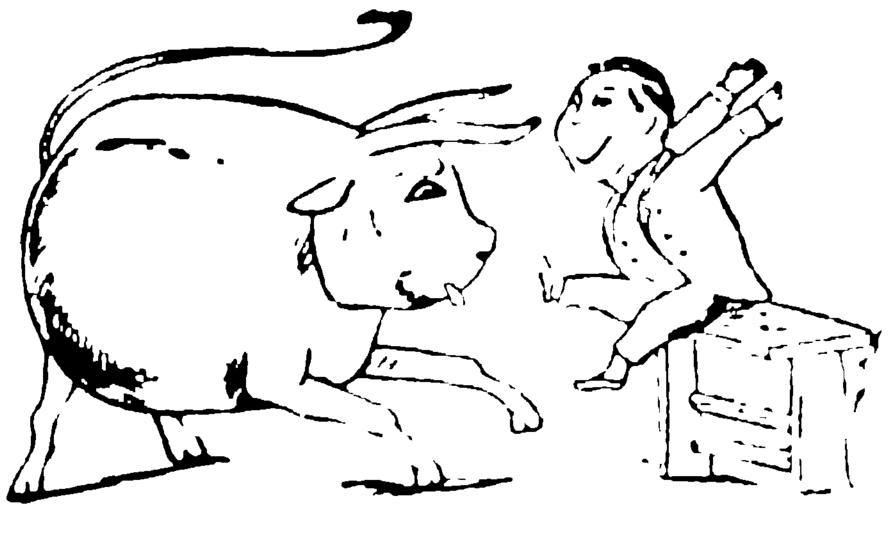

'এক যে ছিলো বুড়ো, বললে : পারবেদন কাকসা—'

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] প্রথম [illegible] এই [illegible] তাঁর [illegible] পক্ষিকুল সম্বন্ধে বইটির কাজে [illegible] তার কিছুকাল পরে লিয়রকে ডেকে তিনি তাঁর য়ুরোপের পাখিদের সম্বন্ধে প্রকাশিতব্য বইটির কিছু কিছু ছবি এঁকে দেবার ভার দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি. এমন সময় একজন ভাইকি আর্ল তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন; নোজলী বলে [illegible] তাঁর একটা চিড়িয়াখানা ছিলো—[illegible] সেই সব চিড়িয়ার ছবি আঁকতে হবে। প্রচণ্ড খাটতে হতো তখন স্বাস্থ্য ভেঙে গেলো বিশ্রীভাবে. কিন্তু সেইভাবেই কাটিয়ে দিতে হলো. চার বছর—একেবারে ১৮৩৬ সাল অবধি। আর এই সময়েই আর্লের বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন ও প্রমোদ বিতরণের জন্য লিখলেন [illegible] আজগবি লিমেরিকগুলি, সচিত্র সব পদ্যপংক্তি—[illegible] ছবিগুলো আর এই সব [illegible] —এমনভাবে [illegible] একটা থেকে [illegible] [illegible]

[illegible]

অথচ [illegible] এই সব ছড়া ও ছবি রচনা করেছিলেন যে দশ বছর তারা পড়েই ছিলো হেলাফেলায়, বাক্সে কাগজের স্তূপের মধ্যে, অবশেষে ১৮৪৬ সালে বেরোলো আজগবির প্রথম বই, আর বেরোতে-না-বেরোতেই যে-অসাধারণ সম্ভাষ পেলো তাও আশ্চর্য। কে এই ছোট্ট অথচ খেয়ালি বইটির লেখক, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, গুজব, জনরব ও গবেষণা হলো প্রচুর। লিয়র নামে যে কোনো লোক আছে তা-ই অনেকের বিশ্বাস হলো না। কেউ বললে এর লেখক আর কেউ নয় লর্ড [illegible]; কেউ আবার বললে লর্ড [illegible] বেনামিতে বইটি লিখেছেন। এবং একবার এমন একটা মজার ঘটনা ঘটে গেলো যে লিয়রকে এমনকি নানারকম প্রমাণ দেখিয়ে বলতে হলো যে এডোয়ার্ড লিয়র নামে

সত্যিই একজন আছে এবং সেই লোকটি আর-কেউ নন, স্বয়ং তিনি।

১৮৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে লিয়র একবার গিলডফোর্ডে যাবেন বলে লণ্ডনের এক স্টেশনে ফাঁকা দেখে রেলের এক কামরায় উঠে বসলেন; কামরায় ছিলেন লিয়র ছাড়া মাত্র আরেকজন যাত্রী, বৃদ্ধ—পলিতকেশের মধ্যে চকচকে একটি ইন্দ্রলুপ্ত শোভমান: কামরায় লিয়রকে উঠতে দেখে একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়েই তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লিয়রও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-ক'রে পকেট থেকে নাম-লেখা রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে, মাথার টুপি ও ছড়ি পাশে রেখে দিয়ে এক ধারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে রইলেন। তারপর কী মনে ক'রে পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে নিয়ে আরেকবার প'ড়ে নিলেন—তাঁর

'কবে যে এক লোক ছিলো এই টিলায়'—

উদ্দেশে লেখা চিঠি, গিলডফোর্ডে যাঁর কাছে যাচ্ছেন তিনি লিখেছেন, সময়মতো পৌঁছানো যাবে কি না আন্দাজ করবার জন্য চিঠিটা থেকে তিনি ট্রেনের সময় মিলিয়ে নিলেন। নাঃ, কোনো গোল হয় নি। এই গাড়িতেই তাঁকে যেতে বলা হয়েছে: মোট-মাটি ভদ্র এই গাড়িটা, টিকিয়ে-টিকিয়ে সবগুলো স্টেশনে থামতে থামতে যায় না, মাঝে-মাঝে মফস্বলের স্টেশনের দিকে দৃকপাত না ক'রে কেবল বড়ো স্টেশন-গুলোতেই থামে।

ট্রেন যখন ছাড়ো-ছাড়ো, এমন সময়ে দুজন মহিলা দুটি বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এই কামরাটায় উঠে পড়লেন। গাড়িতে ওঠার আগে স্টেশনে ছেলে দুটি 'এডোয়ার্ড লিয়র' ব'লে একজন লেখকের একটি সচিত্র হাস্যরসাত্মক বই উপহার পেয়েছে— ছড়ার বই, তাদের সব আনন্দ কলরোল হয়ে দেখা দিচ্ছে এখন —কাড়াকাড়ি ক'রে তারা ছড়া পড়ছে আর খিল খিল ক'রে হেসে উঠছে যেন গড়িয়ে প'ড়ে যাবে; বুড়ো ভদ্রলোকটি প্রথম দু-একবার খুব একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকালেন কিন্তু ছেলে দুটি সেদিকে লক্ষই করলো না; চেঁচিয়ে তারা পড়তে থাকলো:

কবে যে এক লোক ছিলো এই টিলায়
অস্থিরতায় অস্থির বয়স হলো কিলায়—
দৌড়ে ওঠা দৌড়ে নামা—
ঠিক্কর পাহাড় জুড়ে
পারি-বসনপোডা ক'রে লোকটা ছিলো টিলায়।

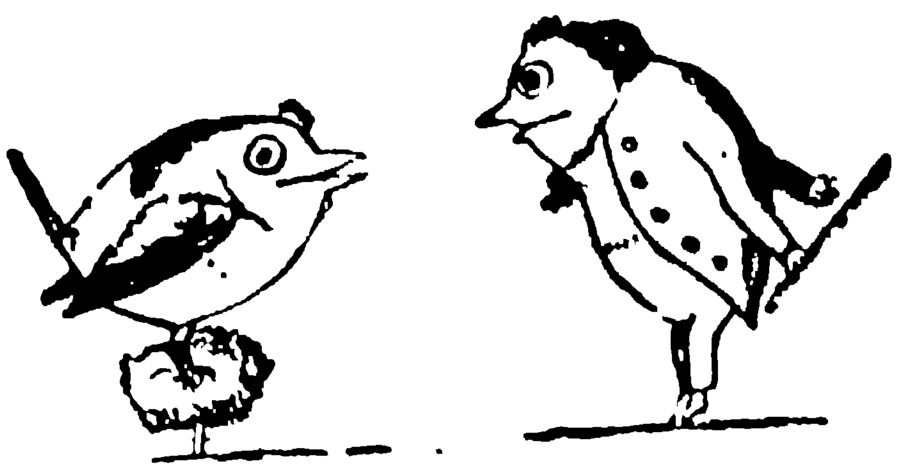

ছিলো এক যে বুড়ো, বললে : এই! কী হচ্ছে! চুপ! চুপ!

কিংবা
ছিলো এক-যে বুড়ো, বললে: 'এই! কী হচ্ছে!
চুপ! চুপ!
ঝোপের মধ্যে দেখছি তরুণ পক্ষীশাবক
অপরূপ!
শুধোয় লোকে : 'ক্ষুদ্র ধরন'
ভেবেই না তার উলটো বরং—
কেবল চতুর্গুণ তো বড়োই'—জবাব হলো
অপরূপ।'

আর তার পরেই চ্যাঁচামেচি : 'দেখি দেখি—কী ছবি আছে এই ছড়ার সঙ্গে' বলেই দুজনে মিলে কাড়াকাড়ি ক'রে ছবি দেখেই আবার হেসে গড়িয়ে লুটিপাটি, শেষটায় এমন হলো যে, তাদের এই উচ্চকিত হাস্য-রোলে ও মজায় পুরো কামরাটাই সরগরম হয়ে বসলো—শুধু সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি স্তব্ধ। কেবল লিয়র জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে আপন মনেই হেসে ফেলতে লাগলেন।

পরে যখন আরো দুটি-চারটি ছড়া পড়া হলো:

বাউণ্ডুলের ঢং, ছিলো একেবারে সাঁমান্তে,
এমন উড়নচণ্ডী শ্রীমান, চাও মানতে না
না-মানতে।
হৃদয়ের সঙ্গে নিত্য নতুন
টুপির মধ্যে রাখতো ঢং
ঘুঁচিয়ে শুধু এ-সব কীর্তি দেখাতো সে
সাঁমান্তে!

না এই জাতীয় আরো-কতগুলি, তখন বুড়ো ভদ্রলোকটি আর থাকতে পারলেন না, বেশ একটা সবজান্তার ভঙ্গি ক'রে বললেন, 'কী তা সেই লেখকের প্রতি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত' এ সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজের চাপ সামলাতে-সামলাতেও যিনি কিনা ছোটো-বড়ো নারী-পুরুষ সকলের বিনোদনের জন্য এমন একটি উপাদেয় বই রচনা করবার সময় ক'রে নিলেন, তাঁকে উদ্দেশ ক'রে টুপি

'বাউণ্ডুলের ঢং, ছিলো একেবারে সাঁমান্তে'...

খুলে দিতেই হয়।'

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে এমন একটি বাচ্চা বক্তৃতার ভারিক্কি গলা শুনে মহিলা দুজন কিছুটা অবাক হলেন, আর কথঞ্চিৎ বিমূঢ় এডোয়ার্ড লিয়র চকিতে একবার জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কৌতূহলের সঙ্গে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন, তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

বুড়ো ভদ্রলোক এবারও আবহাওয়া প্রসঙ্গ কিংবা অন্য কোনো আলোচনার সূত্র নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মহিলা দুজনকে সরাসরি জিগেস ক'রে বসলেন, 'বইটির লেখক কে, তা জানেন?'

'কেন?' একজন মহিলা বললেন, 'এই তো বেশ গোটা-গোটা হরফে লেখা আছে 'এডোয়ার্ড লিয়র কর্তৃক চিত্রিত ও প্রণীত।''

'আহা! ও তো কেবল ছাপা কথা!' বুড়ো ভদ্রলোক বাধা দিলেন, 'ছাপা কথা মানেই তো আর ঋষি-লিখিত সুসমাচার নয় এটাও আসলে লেখকের আরেকটা খাম-খেয়াল। পুরো বইটাই তো মজার ব্যাপার।' যেন কোনো গোপনীয় তথ্য ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে বুড়ো ভদ্রলোক এবার নিচু গলায় বললেন 'লেখক আর কেউ নন, স্বয়ং ডার্বির আর্ল। এডোয়ার্ড তাঁরই অন্য নাম: আর এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আর্ল কথাটার হরফগুলো উলটেপালটে ঠিকঠাক ক'রে নিলেই লিয়র কথাটা পাওয়া যায়। বইটার মধ্যে যেমন উলটোপালটা এক জগতের কথা বলা হয়েছে তেমনিভাবে ই এ আর এল এই হরফগুলিকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে এল ই এ আর অর্থাৎ লিয়র কথাটা তৈরি হলো।'

'কিন্তু' বলেই বসলো মহিলাদুটি সন্দেহ সাপারটিক অস্পষ্ট ... কিন্তু এই লেখক না বইয়ের উৎসর্গ-পত্রে' এক মহিলা বলে উঠলেন 'ডার্বির ছেলেদের স্বর্গ এডোয়ার্ডের ছেলেমেয়ে ভাইপো ভাইঝি এবং তাদেরও ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে গ্রন্থকার এডোয়ার্ড লিয়র এই ছবি ও ছড়ার বইটি উৎসর্গ করেছেন।''

'এটা আর কিছু নয়,' তক্ষুনি সপ্রতিভ একটা উত্তর এলো, 'কেবল একটু ধাঁধা লাগিয়ে দেবার চেষ্টা, যাতে সকলের বেশ গুলিয়ে যায়। পুরো বইটা যে লর্ড ডার্বিরই আঁকা ও লেখা, তা অন্তত আমি ভালোভাবে জানি—জানার সুযোগ আছে আমার। সত্যি বলতে এডোয়ার্ড লিয়র নামে কোনো লোকই নেই।'

'কিন্তু', অন্য মহিলাটির প্রতিবাদ, 'আমার বন্ধুদের কেউ-কেউ যে বলেন তাঁরা এডোয়ার্ড লিয়রকে চেনেন।'

'নিশ্চয়ই ভুল করেছেন তাঁরা—', বাধা পেয়ে-পেয়ে বৃদ্ধ এবার কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও উত্যক্ত, 'সম্পূর্ণ ভুল। খুব ভালো ক'রে কিছু না-জেনে আমি কক্ষনো কোনো কথা বলি না। তথ্য হিশেবে সেই সঙ্গে আপনাদের আরো জানাতে পারি যে, লিয়র নামে শেক্সপীয়রের পরিকল্পিত রাজা ছাড়া আর কোনো লোক এমনকি কল্পনাতেও কোনোদিন গজায় নি—এডোয়ার্ড লিয়র ব'লে কোনো লোক পৃথিবীতে নেই—কোনোকালে ছিলো না এবং সম্ভবত থাকবেও না কোনো দিন।'

এতক্ষণ লিয়র চুপচাপ ব'সে ব'সে এই বাদানুবাদ শুনছিল; ব্যাপারটা যত জ'মে যাচ্ছে, তত তাঁর মজা লাগছে · কৌতুকের ভঙ্গি ফুটে উঠলো চোখে, কয়েকবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্যের ঈষৎ স্ফুরণ হ'লো; সম্ভবত আরেকটি পঞ্চপদাবলির প্রথম লাইনটি গুঞ্জন ক'রে উঠলো মনের মধ্যে, 'এক-যে ছিলো মজার বুড়ো রেল-গাড়িতে' কিংবা ওই রকম কোনো লাইন হয়তো আঙুলের ডগাও চঞ্চল হ'য়ে উঠছিলো আরেকটি ছবি আঁকবার জন্য; কিন্তু শেষটায় যখন বুড়ো ভদ্রলোক তিন তুড়িতে তাঁকে বিলুপ্ত ক'রে দিলেন, তখন তাঁর কেমন একটু ছমছম ক'রে উঠলো। ক্রুশ আঁকতে পারেন কি না একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেন, পায়ের গোড়ালি উল্টে গেলো না তো? না কি তাঁর আর ছায়া পড়ে না আজকাল? এবার তিনি মর্মে-মর্মে বুঝতে পারলেন তাঁর এবং তাঁর রচনাকর্ম সম্বন্ধে কী পরিমাণ গুরুতর আর অকাট্য ভুল কথা বলা হয়েছে। প্রতিবাদ সংবরণ করা কঠিন হ'য়ে উঠলো। টুপির ভিতরে রুমালের কোনায়, ছড়ির ডগায় চিরকাল ভাগ্যিস তাঁর নাম লেখা থাকে। ভাগ্যিস সঙ্গে একাধিক চিঠি আছে—তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা। এক ফুৎকারে এই মত্ত তাঁকে যে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলো এবার তাকেই তিনি ঘায়েল করলেন: সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হতভম্ব ও ভ্যাবাচ্যাকা দৃষ্টির সামনে একটি-একটি ক'রে তিনি সব প্রমাণ দাখিল করলেন।

এই সত্য ঘটনাটি মনে হয় লিয়রেরই লেখা একটি ছোট্ট কৌতুকময় কাহিনী: আমাদের জীবনে যে মাঝে-মাঝে এমনি প্রায়-আজগবি অথচ সত্য ঘটনা হরদম ঘটে যায় ও সোডার মতো পেট থেকে ভলভলিয়ে হাসি উঠিয়ে দেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ লিয়র এই ঘটনাটি কলমের টানে-টানে এ'কে গেলেন—লক্ষ করলে দেখা যাবে তাঁর লিমেরিকের সঙ্গেকার ছবিগুলোর সঙ্গে এই ছবিটির জাতের কোনো তফাৎ নেই। আর তাতেই বোঝা যায় এই প্রতিটি লিমেরিকই কেমন ক'রে তাদের আপাত-রমণীয় ও হাস্যময় অসম্ভাবনার মধ্যে

টুপি, ছড়ি ইত্যাদি দেখিয়ে লিয়র নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন : তাঁরই আঁকা ছবি

আমাদেরই চেনাশোনা জগৎটিকে আস্ত ভ'রে দিয়েছে। ঠাট্টা আছে, বিদ্রূপ আছে, যেমন আছে মশকরা ও নেহাৎই রংগব্যঙ্গ—এমন কি তির্যক ও ধারালো পরিহাসও মোটেই বাদ যায়নি, অথচ তবু এখানেই তাঁর খামখেয়ালির গৌরব ও দিগ্বিজয়—উৎপথময় হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো এবং কোনোখানেই শুধু ও নিছকই অসম্ভাবনা বা আষাঢ়ে কবিতার হাসফেরাল ও হৈ-হুল্লোড় হারিয়ে বসে নি। যে-সমস্ত পাগল, দুর্ভাগা, নিষ্ঠুর গম্ভীর, ঔদরিক, বোকা, বিষণ্ণ, হাসিখুশি নিশ্চিন্ত বেচারা, বিরক্ত, নির্বিকার অসহায়, বিচলিত, হতবাক ও ষণ্ডাগুণ্ডাকে তিনি আমাদের সামনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তারা কেউই একে-অন্যের পুনরাবৃত্তি, প্রতিমূর্তি বা পুনর্মুদ্রণ নয় ব'লে—প্রত্যেকেই এক এবং অদ্বিতীয় এবং অসামান্য ব'লে—আমাদের এমন তীব্র ও অন্তহীনভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের শনাক্ত ক'রে নিতেও আমাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না: এই সংসারের মধ্যেই তাদের সঙ্গে হরদম দেখা-সাক্ষাৎ হয় আমাদের, এমনকি কখনো হয়তো এটাও মনে হয় যে, বুঝি নিজেকেই কোনো-এক উদ্ভট আয়নার মধ্যে দেখতে পেলাম। এই অনুভূতিটি—বলাই বাহুল্য—অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কিন্তু এই অস্বস্তি-টুকু আছে ব'লেই এরা এমন উপাদেয় ও উপভোগ্য: এরই জন্যে এই পাঁচ লাইনের ছোটো ও সচিত্র কবিতাগুলি বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়বার ও দেখবার মতো।

বেঁচেছিলেন অনেকদিন: মৃত্যু হয়েছিলো ১৮৮৮ সালে কিন্তু জীবদ্দশাতেই এমন অনেকের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ছবি আঁকা শেখাতেন, আর টেনিসন যখন সভাকবি তখন 'ই এল-এর প্রতি' নামে তাঁর উদ্দেশে কবিতা লিখেছিলেন, আর জন রাস্কিন যে শুধু তাঁর পরম ভক্তই ছিলেন তা নয়, তাঁর প্রিয় একশো জন লেখকের তালিকার সর্বাগ্রে বসিয়েছিলেন এডোয়ার্ড লিয়রকে, যিনি এমনকি নিজেকে নিয়েও ছড়া কেটে গেছেন:

জগদীশবাবুর গীতা
অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়মূলক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ৬.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম
ভারত-আত্মার বাণী
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা
কর্মবাণী ১.২৫
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত
ব্যায়ামে বাঙালী ২.৫০
বাংলার ঋষি ৩.০০
বীরত্বে বাঙালী
বাংলার মনীষী ১.২৫
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪.০০
বাংলার বিদুষী ২.০০
আচার্য জগদীশ ২.০০
রাজর্ষি রামমোহন ১.৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
যুগাচার্য বিবেকানন্দ
জীবন গড়া
রবীন্দ্রনাথ ১২৫
ব্যবহারিক শব্দকোষ
STUDENTS' OWN DICTIONARY
OF WORDS, PHRASES & IDIOMS
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

'খামখেয়ালি লোকটা ছিলো নিতান্ত আশ্চর্য!'

খামখেয়ালি লোকটা ছিলো নিতান্ত আশ্চর্য'
বাচ্চা ছেলের হাসিই ভালো: যেই হলো এই
মর্জি
লিখলো আস্ত কেতাব নিজে,
অমনি হাস্যার্ণব কী যে
অনাসৃষ্টি সাড়া পড়লো, সে এক আশ্চর্য।

২

এক-যে আছে মজার দেশ

লিয়রের অজস্র লিমেরিক শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক-যে ছিলো মানুষ তারপরে লোকে যাকে পুরো মাপের অথচ আঁটো-সাঁটো ও চমকানো গল্প বলে, এতে তার কোনোই আঁচ নেই। সে-মানুষ আবার

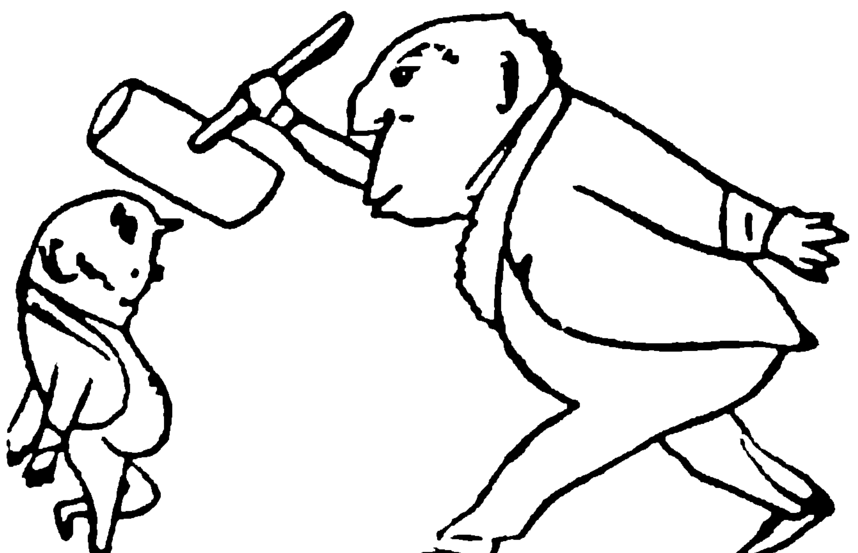

'বুড়োর ছিলো বেধ বুড়ো, স্বভাবটা খাঁটখানি'—

মোটেই বেপরোয়াপ্রতাপের নয়—বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'they' বা তারা নামক এক অগণন সংখ্যা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে—কখনো চড় মেরে শাসন করতে চায়, আবার কখনো চায় তার সঙ্গে আপোশ করে নিতে, কখনো-বা শুধুই চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে-তাকিয়ে সেই মানুষটির সব কাণ্ড-কীর্তি দ্যাখে। সেই লোকটি যে আবার কত রকম, তার ইয়ত্তা নেই। অদ্ভুত সেই লোক, সাধারণের চেয়ে আলাদা; ছাঁচে-ঢালা কল-তৈরি জীব সে নয়, বোতাম-আঁটা ইস্ত্রি-করা জামার তলায় সে মোলায়েম ও নিরীহ কোনো হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে রাখে না এবং তার সমস্যাও যে কত বিচিত্র তারও কি, কোনো ইয়ত্তা আছে। হয়তো এমন একটা মতও দাঁড় করানো যেতে পারে যে, য়ুরোপে

এসে যন্ত্রযুগ যখন বললে যে সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই করে দাও তখন তারই বিরুদ্ধে এক তির্যক বিদ্রোহ জেগে উঠলো এই হাস্যকর চালের ছদ্মবেশী হাসির কবিতাগুলোয়। এই যে 'এক-যে ছিলো মানুষ' সে-মানুষ কোনো নিয়ম মানে না কানুন মানে না নিক্তিমাপা ওজন-করা কতগুলো অভ্যাসও প্রচলের বশ সে নয় বরং তার সবটাই উল্টো যেন—কিন্তু উল্টো বলে তার কোনো আপশোশ কিংবা খেদ নেই। সে তার নিজের কাজেই তন্ময় নিজের ভাবনাতেই মশগুল নিজের ঝামেলায় নিজেই মহা ব্যতিব্যস্ত। 'তারা' বা 'they' বা লোকে তাদের সম্বন্ধে কী ভাবে সে-সম্বন্ধে তার কোনো উদ্বেগ বা আশঙ্কা নেই। আর সেই মানুষটিই কত দেশের কত কালের এবং কত বিভিন্ন ধাঁচের—শুধু এই মৌলিক মিলটি আছে যে সে অন্য কারো সঙ্গে মেলে না সকলের চেয়ে পৃথক—সব দিক দিয়েই আলাদা।

অর্থাৎ এই মজার দেশের মধ্যে থেকে সে-দেশটি প্রায়ই উঁকিঝুঁকি দিয়ে যে দেশটাই তেমন মজার নয়—বরং আমাদের এই নিষ্ঠুর পৃথিবী যেখানে নির্মমভাবে চট্টা বলা হয়। আপাত-অর্থহীন হাস্যরসের যেখানে খেলা পৃথিবী বলে এটা যে বুঝ মধুর কোনো পৃথিবী তা নয়—কাউকে অপছন্দ করলে লোকে এখনো ডাণ্ডা মারতেও মুহূর্তেকও দেরি করে না। যেমন বুড়োর ছিলো বেধ বুড়ো, স্বভাবটা খাঁটখানি,

রগচটাদের শিরোভূষণ, ভয় ডর কিছু নেই।
লোকটা লোকে এমন ডাণ্ডা
মারলো, যে তার বেবাক ঠাণ্ডা—
থেৎলে গেলো লম্ফঝম্প এবং ভুরুনাচুনি।
আবার ধমক দিয়ে কাউকে থামিয়ে দিতেও কশুর করে না:
এক-যে ছিলো বাক্যবাগিশ, নিত্য এসে
ইস্টিশনে,
আবোল-তাবোল বকতে থাকে, কেউ শোনে কি
না-ই বা শোনে।
বললে তারা, 'কিঞ্চিদপি নাসা
নেয়া উচিত এক্ষুনি অবশ্য
কারণ কেমন সাংঘাতিক যে বকতে পারো
ইস্টিশনে।
আর সেই লোকও তাই সুযোগ পেলেই তাদের মিথ্যে কথা বলে ঠকাতে চায়, স্বেচ্ছায় ঢুকে পড়ে এটনার গনগনে উনুনটাতে:

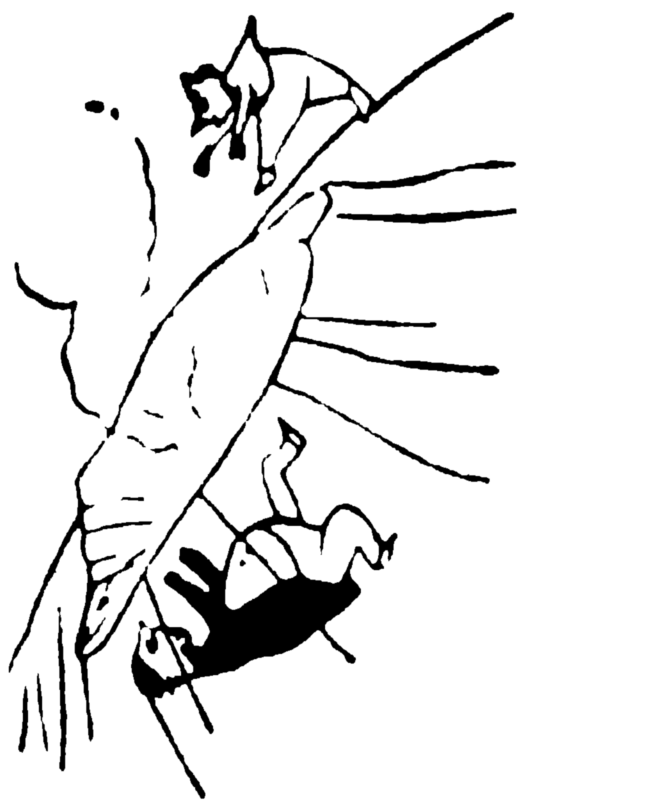

'একদা এক ব্যক্তি ছিলা গ্রেটনাতে'

একদা এক ব্যক্তি ছিলো গ্রেটনাতে
দলবাস্ত ঢুকেই পড়লো গনগনে লাল এটনাতে।
তারা শুধোয়: গরম খুব?
জবাব: 'না তো!' সে অসুস্থ
দেখে যে তাদের—কী বদমায়েশ! — চমৎকার!
আবার কেমন সব অদ্ভুত সমস্যায় পড়ে আছে কেউ নিতান্তই ব্যক্তিগত যে সমস্যা যার মর্মান্তিক তুলনা কেবল নিজেরই চোখের জল নাকের জলে এক করে ফ্যালে। তার এই ছদ্মবেশী দুঃখ ও বিলাপ অন্য কেউ বুঝতেই পারবে না অথচ তাই বলে তার শোক ও মনস্তাপ মোটেই কম নেই।
এক-যে ছিলো মেয়ে, শোনো তারই নাকের
ব্যাখ্যান—
চুড়োয় যে উন্নতিশীল এবং পরিবর্ধমান।
চোখের দৃষ্টি যখন ক্রমে
এখন দুঃখে ক্ষোভে ও বিভ্রমে
বললো: 'চিরবিদায় তবে নাসিকাগ্রস্তিজ্ঞান'
এই প্রগতিশীল নাসিকার অধিকারিণীর

'এক-যে ছিলো মেয়ে, শোনো তারই নাকের ব্যাখ্যান—

দুঃখ আমরা কি কেউ বুঝতে পারবো? কিংবা সেই লোকেও কি পারবে, যে একটা কেটলির মধ্যে সারাজীবন কাটিয়ে দিলে? আর এই নাকেশ্বরীর পক্ষেই কি সম্ভব যে, নিজের নাকের জ্বালাযন্ত্রণা ও দুঃখ ভুলে গিয়ে ওই কেটলিবাসীটির দুঃখে টাগরায় জিভ ছুঁইয়ে 'চু'-'চু' এই জাতীয় কোনো দুঃখসূচক ধ্বনি বের করা?

এক-যে বুড়ো বাল্যকালে কেৎলিতস মাঝে
গাঁড়িয়ে কিনা প'ড়েই গেলো এমনি বিনি
কাজে!

জলই কিন্তু ফুলতে-ফুলতে হায়,
সেইখানেতেই জীবন কেটে যায়,
কেননা আর কেৎলি থেকে বেরোতে পারে
না যে!

অতএব যারা এই পৃথিবীর বাসিন্দা, আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাবনা

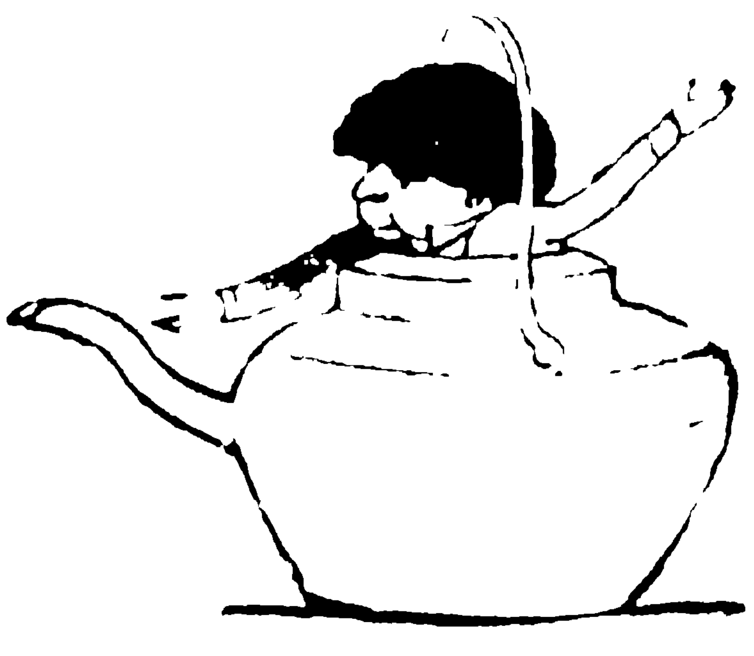

'এক-যে বুড়ো বাল্যকালে কেৎলিতস মাঝে—

[illegible]

তাহ'লে একটা জিনিস লক্ষ করা গেলো যে, লিয়র যে মজার দেশের কথা বর্ণনা করছেন, তা কোনো অজ্ঞাত বা অভূতপূর্ব বিষয় নয়, কিন্তু তার সমস্ত মজাই লুকিয়ে নিহিত রয়েছে কেবল দেখার ভঙ্গির ভিতর। একই জগতের দিকে তাকাচ্ছি লিয়র ও আমরা অথচ লিয়র আবিষ্কার করলেন অফুরন্ত হাসির উৎস, যা আমরা কেউই পাই নি।

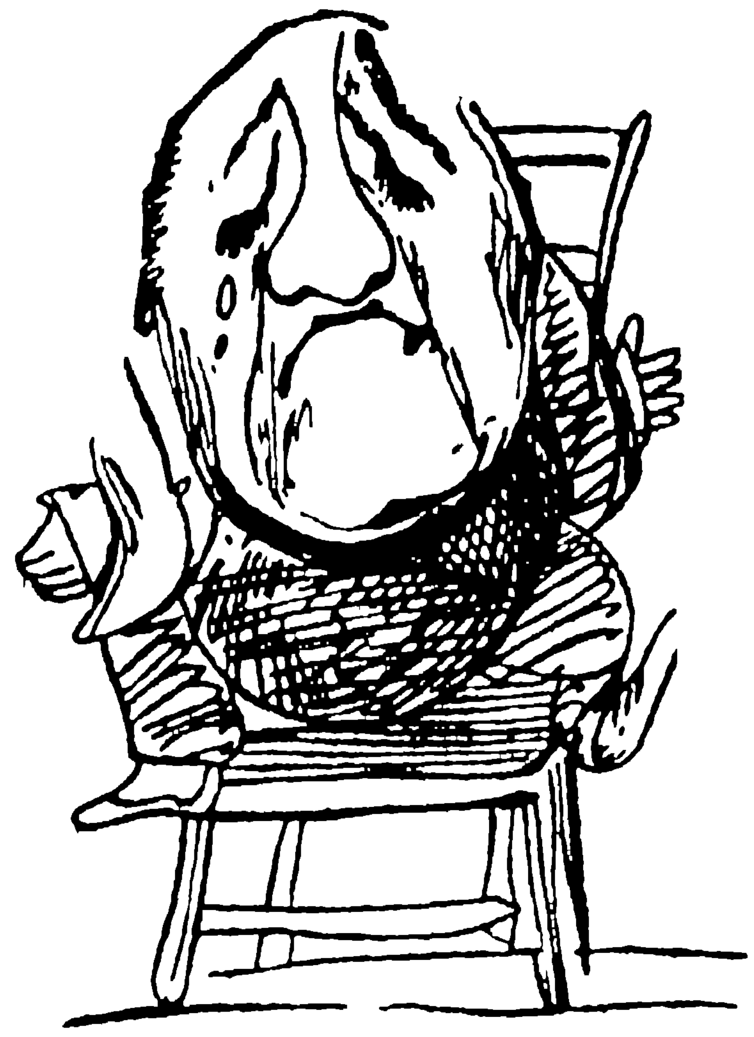

শ্যাগ অন্তরীপে ছিলো এক-যে বুড়ো বাহাত্তুরে—

[illegible] এই মজার দেশের সঙ্গে তুলনা [illegible] প্রথমেই যাঁর কথা আমাদের [illegible]—বলাই বাহুল্য—[illegible] কারণ 'অ্যালিস-কাহিনী' [illegible] যুক্তির উপাসক [illegible] নতুন [illegible] এক গ্রীষ্ম-[illegible] চড়ুইভাতির [illegible] অ্যালিস-কাহিনীর প্রথম [illegible] অ্যালিস [illegible] প্রথম [illegible] গল্প [illegible] ক্যারল [illegible] পরামর্শ অনুযায়ী

টিনিয়েলকেই রেখা ও রূপের মধ্যে সেই আজব দেশ তর্জমা করবার ভার দিলেন এবং টিনিয়েল ক্যারলের আঁকা নকশা ও খশড়া থেকে যে-ছবিগুলো রচনা করলেন তা-ই এখন জগৎ-বিখ্যাত হ'য়ে আছে। কিন্তু লিয়রের সঙ্গে ক্যারলের তুলনা যাতে সর্বাঙ্গীণ হয় সেই জন্য এখানে লিউইস ক্যারলের সেই বিখ্যাত চিত্র-প্রচেষ্টাটি দেয়া হ'লো যেখানে উইলিয়ম ওয়র্ডস্বর্থ মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর অ্যালিস দু-হাত ভাঁজ ক'রে ডিগবাজি-খাওয়া ওয়র্ডস্বর্থ সম্বন্ধে কবিতাটি শোনাচ্ছে রবর্ট সাদির কবিতাটির প্যারডি ক'রে:

'You are old Father William,' the young man said

[illegible] বাস্তব [illegible] ভাষবাসা [illegible]—সবই দুজনেরই আরাধ্য। দুজনেই [illegible] ও [illegible] নির্ভর দুজনেই সেই অভাবে ভাবনাকে [illegible] করেছেন, যার আড়ালে কোনো [illegible] ও সত্যিকার জগৎকে আমরা লুকিয়ে থাকতে দেখি। এবং দুজনেই নির্মম, লিয়রের লিমেরিকে দুমদাম ক'রে লোক মারা যাচ্ছে কিল-চড়-ঘুষি কিছুই [illegible] যাচ্ছে না অসহায় লোকজনেরা কিছুতেই [illegible] হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। জগতের [illegible] কথা ভেবে-ভেবে [illegible] নিদ্রাহীন ও বিমর্ষ—এমন সব [illegible] লিয়র তাঁর পদ্য-[illegible] ছিটিয়ে দিয়েছেন, কাউকে রেয়াৎ ক'রে কথা কন নি। লিউইস ক্যারলের অদ্ভুতেরাও তেমনি; মাথাপাগলার [illegible] বেচারা ইঁদুরটি ঘুমিয়েও [illegible] পাচ্ছে না—হঠাৎ এক-একবার তাকে অতর্কিতে গরম চায়ে চুবিয়ে দিচ্ছে প্রবল দুই উন্মাদ। হরতনের রানীসাহেবা বিনাবাক্য-[illegible] ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে [illegible] এক-একে গিলে [illegible] আলিসকে [illegible] কেউই ধমকাতে ছাড়ে না;

"ইউ আর ওল্ড ফাদার উইলিয়াম' দি ইয়ং ম্যান সেড'—লিউইস ক্যারলের আঁকা ছবি, অ্যালিস কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত

আর এক বাগানের মালী তো হতভম্ব ও ভ্যাবাচ্যাকা—ভেবেছিলো চাবি দিয়ে খুললে এমন-এক দরজা দেখতে পাচ্ছে সামনে, কিন্তু ভালো ক'রে তাকিয়েই দ্যাখে মুহূর্তে তা হ'য়ে গেলো ত্রৈরাশিকের নিষ্ঠুর ও নির্বিবেক অঙ্ক। দু'জনেই এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন যে, মনে হয় যেন কোনো গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে—অথচ সেই অর্থ খুঁজে না-বের করলেও উপভোগে ঘাটতি পড়ে না; শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন লোক তাদের দু'জনকেই ভিন্ন-ভিন্নভাবে উপভোগ করতে পারেন, তাতে বিন্দুমাত্র আটকাবে না। আয়নার দেশে অ্যালিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সাক্ষাৎকার দাবার চাল অনুযায়ী হলো কি না, সেটা না-জানলেও যেমন সেই অভিযান আদ্যোপান্ত উপাদেয় থাকে, তেমনি উপাদেয় থাকে লিয়রের সেই লিমেরিক যেখানে একটা লোক ঘণ্টার দড়ি ধ'রে ঝুলে পড়েছে টানতে-টানতে, তবু কোনো সাড়া পাচ্ছে না কোথাও। ঘণ্টাটা আসলে কী, কেন কোনোই উত্তর নেই কোনোখানে, লোকটা কি তাহ'লে বাতুল না সত্যি জিজ্ঞাসু, অকুস্থলটি সত্যি আসলে কোন জায়গা—এই সব প্রশ্নের উত্তর না

'ব্যাজার হ'য়ে জনেক বুড়ো বললে শেষে : ধুত্তোর!'

ভাবলেও ছড়া ও ছবির উপভোগ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় না:

ব্যাজার হ'য়ে জনেক বুড়ো বললে শেষে:
'ধুত্তোর!
ঘণ্টা কেবল বেজেই যাচ্ছে পাচ্ছিনে তো উত্তর!
ঢং ঢং ঢং বাজিয়ে শেষে
পাক ধরেছে কৃষ্ণকেশে,
কেউ যে তবু গা করে না; কোনোই কি নেই উত্তর?'

লিয়র তো এমনকি সেই সব চরিত্রেরও পরিকল্পনা করেছেন যারা কিনা ছাঁকনি চ'ড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে রওনা হ'য়ে গেলো। আর লিউয়িস ক্যারলের সেই বিখ্যাত আবিষ্কর্তা, শস্ত্র-সজ্জিত বীরপুরুষটি—যার অসম্ভবের সাধনা চিরকাল আমাদের মমতা ও সমবেদনা জাগ্রত করবে—সেও কি স্মরণীয়তায় এই জাম্বুলিদের সমতুল্য নয়?

কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও সম্ভবত একটা ব্যবধান থেকেই যায়, চেস্টর্টন তাঁর উজ্জ্বল প্রবন্ধটিতে যাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। ব্যবধানটি—চেস্টর্টনের মতে—একেবারেই মৌল; দৈনন্দিন জীবনে লিউয়িস ক্যারল ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও ভারিক্কি, কলেজের মাস্টারমশাই, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও গম্ভীর, পণ্ডিত এবং ঈষৎ নিষ্ঠুর ও অনুদার। কাজেই স্বপ্ন আর বাস্তবের এই উল্টো জীবনযাত্রা আসলে কল্পনার মূল সত্যটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে—সেই সত্যটি হচ্ছে পলায়নের স্পৃহা: এমন-এক জগতে পালিয়ে যেতে হবে যেখানে ভয়ংকরভাবে সমস্ত কিছুই এক স্থির ও স্থাবর যাথার্থ্যের অঙ্গীভূত নয়, যেখানে পাঁচগাছ আপেল ধরলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না কিংবা সেখানে তিন ঠ্যাংওলা কোনো অদ্ভুত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলেও চমকে ওঠার কিছু নেই। সুকুমার রায়ের হযবরল-র জগৎ এটি কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনের দিক দিয়ে সুকুমার রায় লিউয়িস ক্যারলের নিকটআত্মীয় হলেও লিয়রও তাঁর খুব-একটা দূরবর্তী নন। তাঁর মধ্যে বলা যায়—এই দু'জনের মিলন ঘটেছে। এবং পলায়ন-স্পৃহা ও আত্মবিস্মৃত কৌতুককীর্তির দিক থেকে লিউয়িস ক্যারল আপাতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয়। কেউ যদি ভুল ক'রে রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে চ'লে যায় তাহ'লে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক দিক থেকে লিউয়িস ক্যারল তাকে ধমকে আধমরা ক'রে দিতেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের মধ্যে এমন-এক জগৎ ছিলো, যেখানে অনায়াসে সূর্যকে বলা যায় সবুজ, চাঁদের টুকরোকে নীল, যেখানে 'ছেলেরা খায় ক্যাস্টরঅয়েল রসগোল্লা ছেড়ে' এবং যেখানে সুতোর হাতে লাটাই, শূন্যে মানুষ উড়ে চলে। অর্থাৎ তাঁর দুই পা ছিলো দুই জগতে—তাঁর মজার দেশে দেখা যায় উন্মাদ একদল গাণিতিক, যেন তিনি এক মুখোশপরা নাচের মজলিশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন; আধুনিক আবহে চালনার দাঁড়াবার জায়গাই এই দু-টুকরো জমি—এডোয়ার্ড ক্লেরিহিউ বেন্টলি, এ এ মিলনে, হিলেয়ার বেলক কিংবা পরিমল রায়, অন্নদাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু—যারাই পরবর্তীকাল কখনো-সখনো

হাজায় অব্যর্থ

মার্গুয়েন্টাম

হাজায় এবং চর্মের নানা রোগে যেমন ব্রণ, ঘেয়েছুলি, বসন্তের দাগ, ফোড়া, পোড়া ঘা ইত্যাদির পক্ষে মার্গুয়েন্টাম একটি নির্ভরযোগ্য স্নিগ্ধ প্রলেপ।

মার্গুয়েন্টাম নিম থেকে তৈরি।
ছোট ও বড় টিউবে পাওয়া যায়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা ২৯

আষাঢ়ের জয়গান গেয়েছেন, তাঁরাই দুই পা দুখানে দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন—যদিও এটা ভুলছি না যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একবার 'রমেশালের' লিয়রের ছবি অবলম্বনে ছড়া লিখতে শুরু করেছিলেন, আর পরিমল রায় মাঝে-মাঝে এমনকি লিয়রের তর্জমাও করেছেন। এই পলায়নস্পৃহা এডোয়ার্ড লিয়রে অনেক কম: কেননা অদ্ভুতের জগতে তাঁর নাগরিকতা স্বভাবসুন্দর। তাঁর ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাও তাঁরই রচনাবই অংশ:

His mind is concrete and fastidious,
His nose is remarkably big;
His visage is more or less hideous,
His beard it resembles a wig,
He has ears, and two eyes and ten fingers,
Leastways if you reckon two thumbs;
Long ago he was one of the singers,
But now he is one of the dumbs

লিউইস ক্যারলের মজার দেশ যেখানে [illegible] লিয়রের মজার দেশ সেখানে অন্য পদার্থের উপর নির্ভরশীল: তাঁর [illegible] কেবল যে [illegible] জগৎ তাই নয় এমনকি [illegible] কারলের [illegible] প্রক্রিয়া কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহজ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহজ ও সরল [illegible] মনেই হয় না [illegible] কাজ করতে হয়েছিলো। এ-দিক থেকে আমাদের যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা অনস্বীকার্য; মিল কেবল এখানেই নিহিত নেই যে, দুজনেই বর্ণমালা লিখেছিলেন; আসল মিল এইখানে যে, দুজনেই প্রথম কল্পনায় দীক্ষা দেন। অথচ যোগীন্দ্রনাথ সরকার এমন একটা সময়ে কলম হাতে নিয়েছিলেন, যখন কল্পনার চাইতে জ্ঞানের কথা বলা বেশি জরুরি ছিলো: বেশি জরুরি ছিলো প্রকৃতির পাঠ্যপুস্তকের [illegible] ঔৎসুক্য জাগানো, সেইজন্য আজীবন উপদেশ, পরামর্শ, জ্ঞানবিজ্ঞান পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে রচনা ক'রে গেলেও যেখানে তিনি নিজের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন সেখানেই তিনি অমরতাকে ছুঁয়ে এসেছেন। [illegible] টিকিমাথা, পশুপক্ষী বা অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের টুকিটাকি বাদ দিয়ে যা-ই তিনি লিখেছেন—হাসিরাশি কি আষাঢ়ে গল্প কিংবা মজার বই সেখানেই তিনি কল্পনা ও আষাঢ়ে ভাবনার স্বপ্নলোকে নিজের নাগরিকতাকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। 'সহজ পাঠ'-এর শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কবিতা ও মিলের পাশে দাঁড়িয়েও সেইজন্য এখনো হাসিখুশি কিছুতেই মলিন বা নিস্তেজ হয় না—সেইজন্য এখনো 'হাসিখুশি'ই আমাদের মুখে বুলি ও খুশি ফোটায়। নিছকই জ্ঞানের চর্চা হ'লে—এটা বলাই বাহুল্য—নিশ্চয়ই হাসিখুশি এই অমরতা অর্জন করতে পারতো না।

এটা সর্বস্বীকার্য যে লিয়রের এই আষাঢ়ে সর্বাঙ্গীণ: 'সর্বাঙ্গীণ' না ব'লে বোধ হয় সর্বগ্রাসী বলাই ভালো। কেবলমাত্র লিমেরিকই নয়, লিখেছিলেন আষাঢ়ে গান, আষাঢ়ে বর্ণপরিচয়—এবং শুধু তা-ই নয়, এমনকি রন্ধনবিদ্যারও আষাঢ়ে প্রণালী, যার তুলনা যে-কোনো ভাষাতেই দুর্লভ—'গগন-কুসুম গঙ্গোপাধ্যায় অলীককুণ্ড,' ছদ্মনামে একবার যে-বইটির বাংলা করার চেষ্টা 'রমেশালের' আষাঢ়ে পাতায় হয়েছিলো। কেমন ক'রে বানাতে হয় কাটলেট আর কেমন ক'রেই বা বানায় শিঙাড়া? কেন, খুবই তো সহজ। বেশ তো, বানাবার ভাবনা

কী লিখবের রান্নার বই খুলে দেখলেই হয়। মাংসের শিঙাড়া বানাবার চটপটে ও লোভনীয় উপায় সেখানেই বলে দেয়া আছে:

নাও একটা বাচ্চা শুকর—বয়স ধরো তিন কি চার একটা খুঁটির গায়ে তার পেছনের ঠ্যাং আঁটো করে বাঁধো তারপর তার নাগালের মধ্যে রাখো আড়াই সের কিশমিশ, দেড় সের চিনি অনেকখানি মটরশুঁটি ১৮টা সেদ্ধ আখরোট একটা মোমবাতি ছয় ঝুড়ি পালংশাক যদি দ্যাখো যে শুকরটি তা গবগব করে খাচ্ছে তাহলে তাকে ক্রমাগতই এ-সব দিয়ে যেতে থাকো। তারপর নিয়ে এসো খানকটে ক্রীম চীশাষার-পনিরের কয়েক টুকরো চার দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর এক প্যাকেট কালো পিন। সব কিছু দিয়ে লেই বানিয়ে নিয়ে বাদামি রঙের ধবধবে রেশমি কাপড়ে ছড়িয়ে দিয়ে রোদে শুকোতে দাও—জলে ভেজে না এমন কাপড় কিন্তু হওয়া চাই। লেই যখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে—তার আগে কিন্তু কিছুতেই নয়—শুকরটিকে বেধড়ক পিটুনি দিতে শুরু করো—কোনো ঝাড়নের হাতল দিয়ে না-মারলে কিন্তু চলবে না। কয়েকদিন ধরে একবার তোমাকে ওই লেই নিরীক্ষণ হবে আরেকবার এসে ওই শুয়োরের বাচ্চাটিকে পেটাতে হবে; ভালো ক'রে লক্ষ রেখো পুরো ব্যাপারটাই রগরগে মাংসের শিঙাড়া হয়ে গেলো কি না। যদি তখনো না হ'য়ে থাকে তাহলে ধরতে হবে যে কস্মিনকালেও হবার সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে শুয়োরের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, এবং সম্পূর্ণ প্রণালীটিকেও শেষ বলে ধরতে তখন কোনো বাধা থাকবে না।'

৩

এ-পথ গেছে কোনখানে

অর্থহীনতাকেই চেস্টারটন সাহিত্যের নতুন অর্থ বলে গণ্য করেছিলেন। মহীয়ান

আজগাবির সমর্থনে তাঁর সেই প্রবন্ধকে এখানে স্মরণ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজগবি যদি কেবলমাত্র খেয়ালখুশি হ'তো তাহ'লে তাকে সমর্থন করা বোধহয় দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়তো—চেস্টরটন তাঁর রচনায় এই কথাটিকেই বিশদভাবে বলেছেন। একদিন রাত্রে এই আষাঢ়ে পথ কোন স্বপ্নলোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তা যদি আমরা ভেবে না-দেখি তাহ'লে লিয়রের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যমই ব্যর্থ হয়েছে ব'লে গণ্য করতে হবে। তাহ'লে মিথ্যেই আমরা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার কি সুকুমার [illegible] কি [illegible] বা আনন্দশংকর [illegible] প্রেমেন্দ্র মিত্র [illegible] অচিন্ত্য [illegible] পাঠ করলাম [illegible] কাবল কি [illegible] তাহ'লে [illegible]

[illegible]

বললে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] নিশ্চয়ই [illegible] ব্যাখ্যা করতে [illegible] কেবল [illegible] এই নৈতিকতাকে [illegible] জন্য [illegible] কিংবা [illegible] করতে হবে [illegible] বা অসম্ভব বা [illegible] বাধা কোথায়? এইদিক থেকে আষাঢ়ে কল্পনা চরমতো আমাদের আধ্যাত্মিক ধারণাকেই সবচেয়ে সাহায্য করবে। [illegible] জগতের সমস্ত [illegible] এই বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ও বিস্ময়কে হতবাক হ'য়ে অবলোকন করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাস্তব বা অর্থময় হ'লে তা কী ক'রে রহস্য হ'তো আর কেমন ক'রেই বা বিস্ময়রূপে গণ্য হ'তো? এই তরুপল্লব গাছপালা যদি অত্যন্ত স্বাভাবিক কোনো সৃষ্টি হয় যা কেবল লম্বাগলা জিরাফের খাদ্য ব'লে গণ্য হবে তাহ'লে তার দিকে তাকিয়ে আমরা বিস্মিত হবার সুযোগ পাবো কোথায়? যদি ভাবি যে জীবন্ত মাটির [illegible] ইচ্ছাই একদিন অকারণে আকাশকে স্পর্শ করবে ব'লে তরুপল্লব রূপে প্রকাশিত হ'লো তাহ'লে তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে [illegible] উষ্ণীষ খুলে নিতে হয়। আজগবির উৎস ওই চাঁদের মতো সব কিছুরই [illegible] দিক আছে। সেই অন্য দিক [illegible] দেখবো পাখি যেন সেই [illegible] বন্ধন মেনে নিতে [illegible] যেন সেই চতুষ্পদ যে [illegible] নিয়ে দাঁড়িয়ে কাঙালের [illegible] বাড়িঘরগুলো। আর [illegible] হাত থেকে মানুষকে [illegible] কতগুলি টুপি [illegible] পথের জন্য [illegible]

[illegible] এই উদাহরণগুলি এইজন্যই [illegible] যে [illegible] মধ্যেই [illegible] সত্যভাষ [illegible] এই বিস্ময় [illegible] অস্বীকার [illegible] যুগের [illegible] সর্বান্তঃকরণে ও মনে-প্রাণে আমাদের পুনরায় মৌলিক ও আদিম বিস্ময়ের মুখোমুখি ক'রে দিয়ে গেলেন। অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই-যে সরল বিস্ময়, এবং আমাদের তুচ্ছ সব সংজ্ঞার্থ, আর ধী ও মেধার তুলনায় বস্তুপুঞ্জের যে-বিপুল ও উজ্জ্বল অস্তিত্ব—এই সবই আধ্যাত্মিকতার নির্ভর এবং সেই সঙ্গে আজগবিরও। বিশ্বাস আর আষাঢ়ে কল্পনা—এরা দুজনেই সত্যের দুটি প্রতীকী স্বীকৃতি। বস্তুপুঞ্জের সমস্ত শৃংখলা ও পরম্পরা লক্ষ ক'রে কেউ যদি ব'লে বসেন যে, 'বিশ্বাসই আজগবি', তাহ'লে তিনি মিথ্যে বলবেন না। এবং পরে এই চেতনাই রূপান্তরিত হ'য়ে ব'লে বসবে 'আজগবিই সাত্যকার বিশ্বাস।'

কেননা এই আষাঢ়ে কল্পনা যে সজীব ও সতেজ স্পর্শাতুরতাকে আলিঙ্গন ক'রে যায় তা মূলত শৈশব-স্বপ্নেরই নামান্তর। আর শৈশব? তার মতো সজীব, সতেজ, স্পর্শাতুর ও উদ্দীপ্ত আর কী আছে? আর তার মতো বিশ্বাসীই বা কে? সে যখন পুতুলের বিয়ে দেয় তাকে খাওয়ায় নাওয়ায় ঘুমপাড়ায়, তার সঙ্গে কথা বলে গল্প করে, তখন সে তো প্রাণ দেয় তাকে—নির্জীবের ভিতর পুরে দেয় প্রাণের স্পন্দন ও স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড। সে যখন কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দেয় দূর জলকে লক্ষ্য করে তখন তার বিশ্বাসই তো একদল মাঝিমাল্লা ও সারেংকে কল্পনায় বসিয়ে দেয়, যারা দূর ঝোড়ো সমুদ্রেও নির্ভয়ে অভিযান করতে পারে। আর তার কাছে এইসব অভিযানের

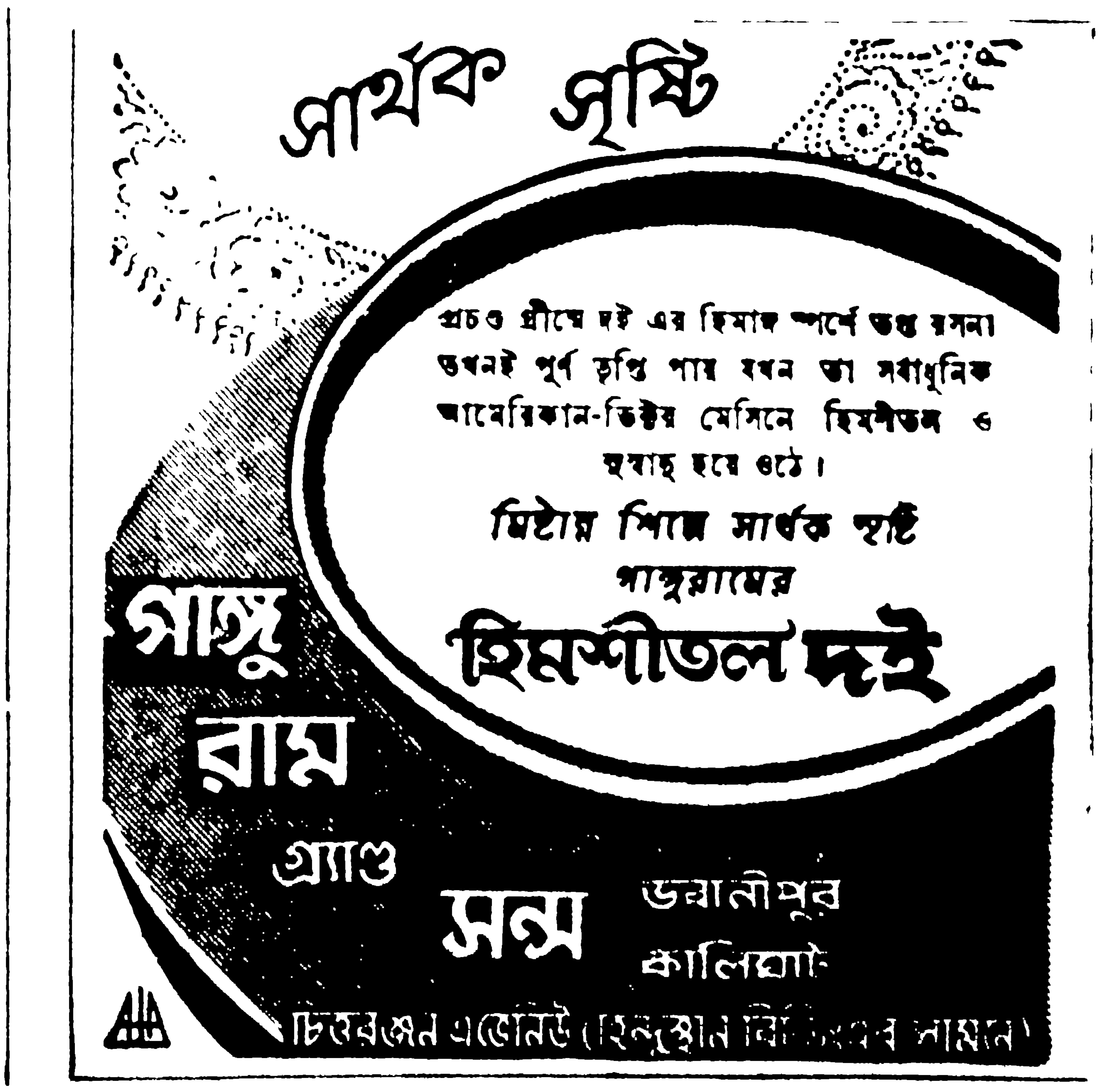

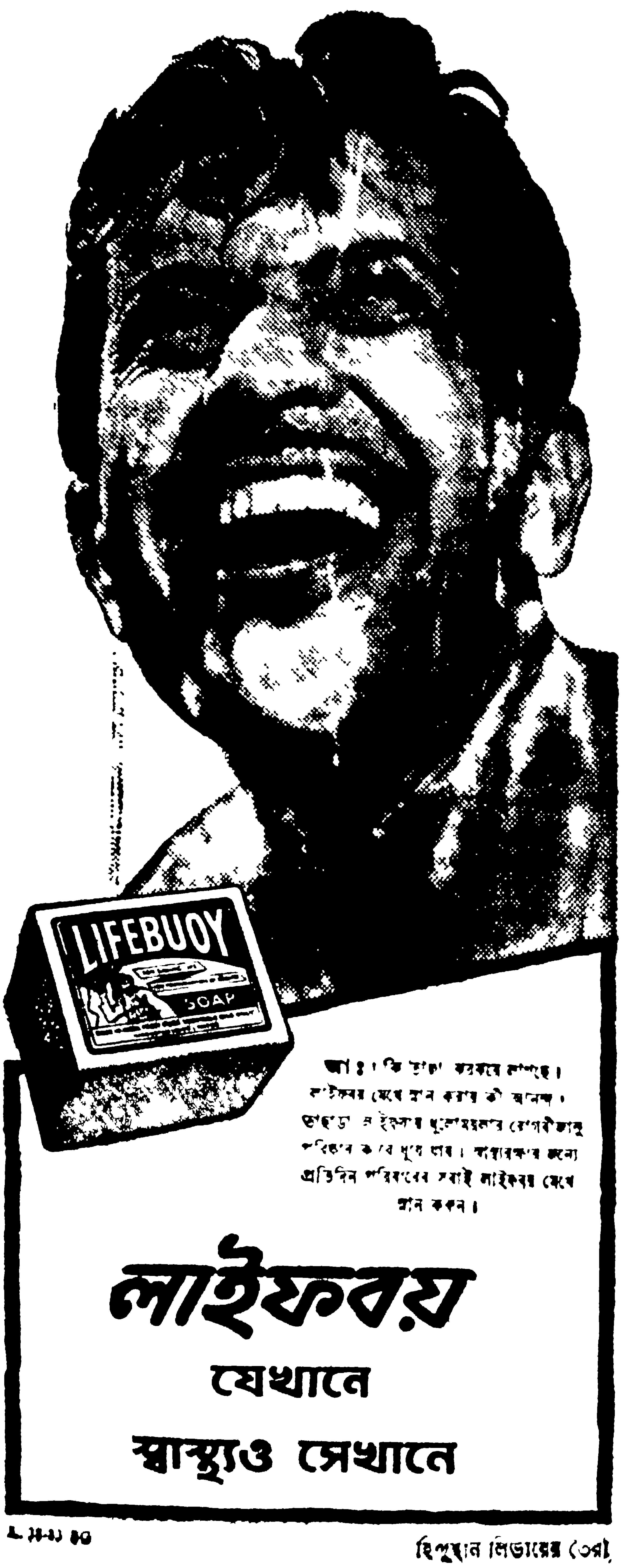

মতো সত্য আর কে? আর সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নকে আজগবির মতো আর কেই বা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

এডোয়ার্ড লিয়রের এই পাগল লোকগুলি শুধু সেই সত্যকার জগতের দিকেই ইঙ্গিত করে না, তারা এই বাস্তব ও দৈনন্দিন জগৎকেও ভালো ক'রে চিনিয়ে দিয়ে যায়, সহ্য করতে শেখায় এই অনড় ও অবিচল— অথচ অর্থহীন—যুক্তি ও গণিতকে এবং সেই সঙ্গে আরো শেখায় কী ক'রে তাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার ক'রে সৃষ্টির ভিতরকার রহস্য ও বিস্ময়কে অভিবাদন করতে হয়। যারা সহ্য করতে পারে না, তারা কেমন লোক যারা অস্বীকার করতে পারে না, তারা কেমন হাস্যকর—এটা যেমন ঝলমল ঠাট্টা ও কৌতুক ও ছন্দ-মিলে তিনি ব'লে দেন তা কি বারে-বারেই, এবং ফিরে-ফিরেই আমাদের মনে ক'রে নেয়া উচিত নয়?

এস্পানিতে ছিলো একটি ছন্দ বুড়ো কাপ্তান—
রোগা, জব ও দুঃখতাপের মুখে প্রসন্ন
অগ্নিদগ্ধ'

মনোভাব এই ব'লে সে
দু ঠ্যাং তুলে কাঠকোণ
বসেই থাকে কাঠাসনে এমন বুড়ো কাপ্তান।

এটা কি কেবল বিদূষকের ছ্যাবলামি নাকি গম্ভীরের ঝুঁটি ধ'রে কৌতুকের ক্ষণকালীন ছেলেখেলা? কিংবা

যদি ন্যাংটা কথা তার
কোনো মানে মোক্তার
হয়তো ধারে না ধার মাথা উদভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছায় খাপছাড়া দিক
তবে তার শিক্কার
দাও যদি ধিক্কার

শুধোবো, বিধির মুখ চাবিটা কী কারণ
আর এই প্রশ্ন করে উত্তর দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে এক মুহূর্তও ভাবতে হয়নি :

'একটুখানি দর্শন
একটু ধর্মনিষ্ঠ হয় উচ্চারণ
একটুখানি কবিতা
মনটাকে উঠাইতে
নিশ্চিন্ত হবে একটুখানি হো হো হাসে
পাগলামি বেড়া উঁচু উঁচু টক্করাশিরা।
এই তার থাকে
অত্যন্ত পাকা মগজে এ সময়।'

এই হো হো রব ও পাগলামির মধ্য দিয়েই সম্ভাব্য কোনো জগৎ এসে হঠাৎ আমাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়ায়, আলেকজান্ডার পোপ থেকে গোল্ড-স্মিথ প্রমুখ আলোকপ্রাপ্তরা যাকে কালো একটা পর্দা টাঙিয়ে ঢেকে রাখতে চাচ্ছিলেন।

আসলে এই আষাঢ়ের সাধনা যে আমাদের সমস্ত গম্ভীর বিষণ্ণ ও হতাশ চেষ্টারই সম্পূরক ও পরিপূরক এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। চার্লি চ্যাপলিন যে-জগৎটি আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছিলেন, লিয়রের এই মজার দেশের ভূগোলের সঙ্গে তার কোনোই তফাৎ নেই।

ভবঘুরে, অসহায়, ভিখিরি, বাউণ্ডুলে, কাটাবরদার, অভিজাতী, কারখানার মজুর যুদ্ধক্ষেত্রের বেচারী সৈনিক, রোমান্টিক, হাস্যকর, খর্বাকৃতি ও কৃশকায় স্বৈরাচারী শাসক, ব্যর্থ ও সফল প্রেমিক—এই বহুরূপী মানুষটি যেমন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে একটি অট্টহাসির জগৎকে দেখিয়ে দেন, তেমনিভাবে লিয়রও আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত করেন, এক জীবন্ত ও উদ্দীপিত প্রহসনলোক। একটা লোক কারখানার চাকার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পাক খাচ্ছে, খিদের চোটে একজন তার সঙ্গীকে মুর্গি ব'লে ভেবে ছুরি হাতে তাড়া করছে, একটা লোক বউকে এত ভালোবাসে যে তার অসুখ সারাবার টাকা রোজগারের জন্য একটা ক'রে প্রেম করছে আর প্রেমিকাদের বধ করছে, এক মস্ত পালোয়ানের সঙ্গে একটা ছোট্‌খাটো লোক ভীতভাবে ঘুষি লড়ছে—এই সমস্ত স্ববিরোধী ও ভয়ংকর ব্যাপারের মধ্য থেকে মজা ও কৌতুক বের করেছিলেন চ্যাপলিন লিয়রও সমস্ত মৃত্যু ও ভয়ংকরের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন অফুরন্ত এক হাসির উৎস যে লিমেরিকটিকেই ধরি না কেন সেখানেই আমরা সেই মনকে উদ্ভাসিত হ'তে দেখবো যা পরে চ্যাপলিনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এক যে বুড়ো [illegible] ছিল কুরু পাহাড়ে
[illegible] বাইরে [illegible] বউকে: 'ওগো'
আহারে!
[illegible]
[illegible]
[illegible] কুরু পাহাড়ে।'

এটাও যেমন তেমনি ধরা যাক—

নমস্য এক বৃদ্ধ ছিলো কোনো বৃহৎ জংশনে,
[illegible]
গাড়ি যখন [illegible]
[illegible] এই [illegible]
'হা হতোস্মি!' বলেই তিনি বসে পড়েন
জংশনে।'

বা অন্য যে কোনোটিই সর্বত্রই ওই একই মনকে উন্মোচিত হ'তে দেখবো যা বিশ্ব বিধানের সমস্ত ব্যর্থতা হতাশা কষ্ট নিষ্ঠুরতা উন্মাদনা লোভ হিংসা বিভীষিকা দুর্বলতা সার্থকতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের মধ্যেই হাস্যরসের এক অনর্গল ধারাকে উপচে পড়তে দেখেছে হয়তো আমরা সকলেই কোনো-কোনো সময়ে এই অভিজ্ঞতার অংশভাক হই, কিন্তু লিপ্ত জড়িত ও মগ্ন থাকি বলে কিছুতেই উচ্চরোলে হেসে উঠতে পারি না। সেই হাসির অধিকার ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য মাঝে-মাঝেই এ'দের কাছে যেতে হবে—অ্যারিস্টোফোনিস থেকে চ্যাপলিন, রাবেলে থেকে এডোয়ার্ড লিয়র, লরেন্স স্টার্ন থেকে লিউইস ক্যারল, এ'রাই আমাদের দেখিয়ে দেবেন কোন অদ্ভুত ও বিচিত্রের সন্ধানে এই পথ দূরকে লক্ষ্য ক'রে চ'লে গেছে; এ'রাই আমাদের দেখিয়ে দেবেন কোনখানে গেলো এই পথ; সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাবার জন্য কোন দিগন্ত লক্ষ ধ'রে রওনা হ'লো, তাও তাঁদের সান্নিধ্য থেকেই আমরা আস্তে-আস্তে জেনে নিতে পারবো।

আর সে-জানা কি কম কিছু হবে? পাঁচটি মাত্র পংক্তি, অথচ তারই ভিতর একেকটি আস্ত লোককে পুরে দিয়েছেন লিয়র—, পুরো মাপটা যে তাঁর প্রমাণসই হাস্যরসিকের ছিলো তারই প্রমাণ এই লঘু পদাবলি, সেখানে পাঁচটি মাত্র চরণের ভিতর লোকজনেরা তাদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অস্মিতা সুদ্ধ অনায়াসে ফুটে ওঠে। উপরন্তু আছে কথার খেলা ভাষা নিয়ে অদ্ভুত ব্যসন, যেখানে প্রায় প্রতিটি শব্দের সঙ্গেই নতুন ক'রে পরিচয় হয় আমাদের, সব পরিচয় হয় একেবারে তাঁরই দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত কিছু শব্দের সঙ্গে—যে সব অদ্ভুত ও উদ্ভট শব্দের স্রষ্টা তিনি স্বয়ং তাঁর আত্মগরিবর অভিধান ছাড়া আর কোনোখানে যাদের দেখা মেলে না। সে-আদিম ও সর্বাঙ্গীণ স্বপ্নলোকের দরজা খুলে দিয়ে তিনি আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান তাকে আমাদের শৈশবের লুপ্ত দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যখন আমরা প্রত্যেকেই এক অদ্ভুত বিচিত্র ও আবোল-তাবোল জগতের অধিবাসী ছিলুম।

লিয়রের জন্মের দেড়শো বছর হ'লো, এই উপলক্ষে তাঁর লিমেরিকগুলির বাংলা তর্জমা করলে ভালো হবে। পরিমল রায় যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করেছিলেন, সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের চেষ্টাও চোখে পড়েছে, তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ এ-বিষয়ে ভাবছেন না কেন? লিয়র একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন, বাংলা কবিতায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান, এবং সর্বোপরি, তিনি আমাদের লুপ্ত শৈশবকে পুনরুদ্ধার করেছেন—এই সমস্ত তথ্য থেকেও যদি কেউ উদ্দীপ্ত না-হন, তাহ'লে তাঁকে আরেকবার লিয়রের আত্মপরিচয় পড়তে অনুরোধ করবো যা থেকে বোঝা যাবে তাঁর সান্নিধ্যে কিছুতেই ঠকবার কোনো অবকাশ নেই।

'How pleasant to know Mr. Lear
Who has writen such
volumes of stuff '
Some think him ill
tempered and queer.
But a few think him
pleasant enough

'নিশ্চয় করে তিনি few বলেছিলেন কিন্তু মাত্র কয়েকজনই শুধু নয় যাঁর সঙ্গেই তাঁর কোনোদিন পরিচয় হয়েছে তিনিই তাঁকে উপভোগ্য বলে মনে করবেন। আপনার কি তাই মনে হয় না?

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়
কাটা, পোড়া, ঘা ও যাবতীয় চর্মরোগে
সালফা-ডারমিন
ও, আর, সি, এল, লিঃ • কুমারেশ হাউস • হাওড়া

রামতীর্থ ব্রাহ্মী অয়েল
(স্পেশাল নং ১) (রেজিস্টার্ড)

এখন ভিটামিন সি যুক্ত হইয়া আরও কার্যকরী হইয়াছে। মবামস ও চুল ওঠা নিবারণে একটি অমূল্য হেয়ার টনিক। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তৈল প্রস্তুত হয়। অঙ্গ সংবাহনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী দ্রব্য। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তৈল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।
যোগাসন চার্ট
শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম
দাদর সেণ্ট্রাল রেলওয়ে বোম্বাই ১৪ ফোন: ৬২৮৯৯
গ্রাম: "প্রাণায়াম" দাদর, বোম্বাই

এই
শৌখীন
পাউডার
সবারই সাধ্যে কুলোয়
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc
পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক
শরীর স্নিগ্ধ করে • সৌরভ ছড়ায় • মনে স্ফূর্তি আনে
শৌখীন পাউডার পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক বাড়ির সবাই বছরে বারোমাস মাখতে পারে।
আপনার বাড়িতে এক টিন পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক রাখুন—এখন তিন রকম সাইজের টিন পাওয়া যাচ্ছে।
চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

কিন্তু দিল্লি বা কলকাতা যেমন ভারত নয়, ওয়াশিংটন বা নিয়ুয়র্ক-ও তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। এবং এই 'নয়'টা এ দেশে অনেক বেশি পরিমাণে, অনেক ব্যাপক এবং অনেক গভীরভাবে সত্য। দিল্লি আর কলকাতার প্রকৃতিতে প্রভেদ থাকতে পারে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বা অধিবাসীদের সমষ্টিগত জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মোটামুটি একই বিধি বিধানের আওতার মধ্যে তাদের স্থিতি। আর অত্যন্ত মূল কয়েকটি কেন্দ্রীয় অনুশাসন ছাড়া এ-দেশের বিভিন্ন অংগরাজ্য—এমন কি একই অংগরাজ্যের বিভিন্ন কাউন্টির নিজস্ব বিধান এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশিষ্ট ধরনের আইন কানুনের কথা হয়তো অনেক পাঠকেরই জানা আছে।

ওয়াশিংটন-এ আজকাল সূর্যাস্ত হচ্ছে রাত সাড়ে আটটার পর। কিন্তু পাশের কোনও এলাকার ঘড়িতে তখনও সাড়ে সাতটা। তার মানে এ নয় যে, সূর্যদেব কোথাও কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন।

'ক্যালকাটা টাইম' ছিল ভারত ছাড়া সময় কিন্তু সেদিন বহুকাল গত। স্কুলজীবনে 'স্থানীয় সময়' এবং 'মান সময়' সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে গিয়ে অনেক খেলার সময় কম করতে হয়েছে, কোনও দেশে সামগ্রিক একটা 'মান সময়' থাকা কেন দরকার পরীক্ষার খাতায় তার যৌক্তিকতা দেখাতে হয়েছে ফলাও করে।

বসন্তের আবির্ভাবের সংগে সংগে ওয়াশিংটন এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হল দিনের আলো বাঁচাবার জন্যে DAYLIGHT SAVING TIME দেশের বেশ কটি বড় বড় শহরে, এটা একটা বার্ষিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া আরও দু-এক রকম সময়ের প্রচলন আছে সারা দেশে। তার ফলে রেল এবং বিমান চলাচল মায় 'বাস'-এর সময়সূচি সম্পর্কে যে একটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় জনসাধারণকে, তা নিয়ে বেশ খানিকটা সচেতনতা দেখা দিয়েছে ইদানীং। শোনা যায় এক ঘণ্টার সফরে বার সাতেক ঘড়ির কাঁটা ফেরাতে হয় এমন ঘটনাও নাকি ঘটতে পারে তেমন তেমন এলাকা অতিক্রম করে যেতে থাকলে। পূর্ব-পশ্চিমে যার বিস্তৃতি এক মহাসাগর থেকে আর এক মহাসাগর পর্যন্ত, এমন একটা মহাদেশে একটি মাত্র সময়ের নিরিখ প্রচলন করা যুক্তিযুক্ত হয়ত নয়, তাতে স্থানীয় প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধাকে খানিকটা অবহেলাই করা হবে। তাই অনেকে প্রস্তাব করেছেন, যে সময়ের এই পার্থক্যটা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় কোনও সংস্থা যদি বিভিন্ন সময় প্রবর্তনের ব্যাপারটা নির্ধারিত করে দেন, তা হলে বর্তমান জটিলতা খানিকটা হ্রাস পেতে পারে, স্থানীয় বা আঞ্চলিক সময়ের মধ্যে কিছুটা যুক্তি-সম্মত সামঞ্জস্য আনা যায়। কথা উঠেছে, যে, এই 'জেট'-গতির যুগে ঘড়ির কাঁটা নিয়ে এই ধরনের যথেচ্ছ নাড়াচাড়া মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন অংগরাজ্যের নিজস্ব নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা?—অবশ্যই থাকবে তবে মোটামুটি একটা সময়-অঞ্চল যদি ভাগ করে দেওয়া যায়, সেই অনুযায়ী কোনও একটা সময়ের মাপকাঠি বেছে নেওয়ার খানিকটা স্বাধীনতা থাকতে বাধা নেই।

একই অপরাধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা বিভিন্ন অংগরাজ্যে। ছোটখাটো অপরাধ এবং তার শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও, গুরুদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাতেও পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া যেতে পারে, এমন অপরাধের যে তালিকা, বিভিন্ন অংগরাজ্যে তার রূপ এক নয়। বর্তমানে অবশ্য সারা দেশেই মৃত্যুদণ্ড লোপ করার দিকে একটা সাধারণ চেতনা দেখা দিয়েছে, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি অংগরাজ্য বেশ সক্রিয়ভাবেই মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ আংশিকভাবেও অন্তত লোপ করতে সচেষ্ট।

অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলেও নানা কারণে এবং উপায়ে তা মকুব হয়ে থাকে, কাজেই দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যার সংগে দণ্ডিতের সংখ্যার প্রভেদ আছে। এবং সে-সংখ্যা ক্রমশই কমতির দিকে। কোথাও কোথাও হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার তোড়জোড় চলেছে। কোথাও মানুষ চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। নিয়ুয়র্ক রাজ্যে পূর্ব পরি-কল্পিত নরহত্যার ক্ষেত্রে পর্যন্ত মৃত্যু-দণ্ডাদেশ লোপ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মৃত্যুদণ্ডবিধানের যোগ্য অপরাধের নিরিখে প্রকারভেদ রয়েছে বিভিন্ন অংগরাজ্যে। কিন্তু বিভিন্নতা থাকলেও, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী চেতনা দেখা দিয়েছে, সেটাই বড় কথা।

যে সব অংগরাজ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবেই মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সে সব অঞ্চলে নরহত্যার ঘটনা এখনও বেশিই হয়ে গেছে। আর অপরপক্ষে যে আটটি অংগরাজ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই কার্যকর করা হয় না, সেখানকার হত্যাপরাধের সংখ্যা ত কই আর কোনও অংগরাজ্যের চেয়ে বেশি নয়! তাই কোনও একটি কারা-আবাসের ওয়ার্ডেন—মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাই যাঁর প্রধান দায়িত্ব এই নির্মম দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে

বলেছেন 'এটা শাস্তিবিধান নয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা।' কোনও এক রাজ্যের গভর্নর বলতে বাধ্য হয়েছেন— আমি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, কারণ এ ব্যবস্থা মানুষকে নৃশংস করে তোলে। যে সমাজব্যবস্থায় মানুষের প্রাণ নেবার প্রথা থাকে, সে সমাজে জনসাধারণের মনে প্রাণের মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা অসম্ভব।"

কোনও একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের দণ্ডভোগ প্রসংগে এখানকার একটি পত্রিকা যা মন্তব্য করেছে, তার উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না— মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা অন্য ধরনের হলেও।—"বিচারক মহাশয় দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন এই বলে—'মারাত্মক বিষবাষ্পের প্রয়োগে তোমায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।' তারপর চিরাচরিত বহু ব্যবহৃত সেই শব্দকটি উচ্চারিত হল তাঁর মুখ দিয়ে—'তোমার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হোক।' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এর পরের মন্তব্য:—"এই মরজগতে সেই কৃপাময় ঈশ্বরের অনুসরণে যদি তেমনি কোনও ক্ষমা এদের না দেখানো হয়, তাহলে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে কিন্তু আর কোনও বাধাই রইল না।"

দণ্ডাদেশ থেকে আসে অপরাধের কথা। সম্প্রতি রব উঠেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে ওয়াশিংটন-এ অপরাধ অনুষ্ঠানের আনুপাতিক হার সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানীং নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখানো হয়েছে, যে কথাটা যথার্থ নয়। অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন শহরের স্থান এখনও অনেক শহরের চেয়েই নীচে।—এ প্রতিযোগিতায় পরাজয়ই শ্রেয়। তবু অপরাধের সংখ্যা মোটেই নিশ্চিন্ত হবার মতো নয়, তাই সমস্যাটাকে লঘু করে দেখা যাচ্ছে না। বরং তার নিরসনের জন্যে সবাই উঠেপড়ে লেগে গেছেন। উঠে পড়ে লাগা হয়েছে এর মূল কারণ অনুসন্ধানে, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাতিয়ার নিয়ে।

অপরাধেরও হাতিয়ার আছে; বিশেষ করে খুন জখম, ডাকাতি-রাহাজানির হাতিয়ার হল প্রধানত বন্দুক। তাই নজর দেওয়া হচ্ছে বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার উপযুক্ত বয়স, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকারভেদ এবং তার আনুষংগিক আইনকানুনে পার্থক্য কম নয়। ওয়াশিংটন-এ এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অপেক্ষাকৃত কঠোর বলেই জানা যায়। তবু, এখানেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরতর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। বিশেষ করে ডাকযোগে বন্দুক কেনা বা আমদানী করার যে সহজ ব্যবস্থা বর্তমান, তার ফলে অননুমোদিত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বিস্তৃততরই হয়ে চলেছে। কথা তোলা হয়েছে যে ঢালাও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার হাতিয়ারটুকুও শেষকালে রেহাই পাবে না। অপরপক্ষে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে, ডাকযোগে যাঁরা বন্দুক কেনেন তাঁদের অনেকেরই পেছনে রয়েছে অপরাধের ইতিহাস। এবং এই ব্যবস্থায় এমন সব মারাত্মক অস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে গিয়ে পড়ছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও অতি ভয়ানক বলে তাদের চিহ্নিত করা হত। কাজেই হাতিয়ার সামলানো দরকার।

কিন্তু হাতিয়ার চালায় হাত। সেই হাতের মালিক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অপরাধের আসল কারণ। কাজেই এর সংগে আসে সমাজব্যবস্থার কথা, শিক্ষাব্যবস্থার কথা, জীবিকার কথা। অনুসন্ধানের আলো সকল ক্ষেত্রেই পড়েছে, এবং তাই বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে জীবিকার্জনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়েও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে। কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা নিরাকরণের জন্য দীর্ঘ অবকাশের সময়ে স্কুলের ছাত্রদের সাময়িক জীবিকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে সম্ভবমতো।

সমস্যা আছে, কিন্তু সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের মানসিক গঠনের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলোকে ঢেলে সাজার সচেতন প্রয়াসটাও থাকা দরকার। শুধু বর্তমানের সমস্যাই নয়, অদূর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা নিয়েও এখন থেকে সাবধানবাণীর অন্ত নেই, আলোচনার অভাব নেই। তাই, শুধু অপরাধ অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতেই নয় সাধারণভাবেই শিক্ষার

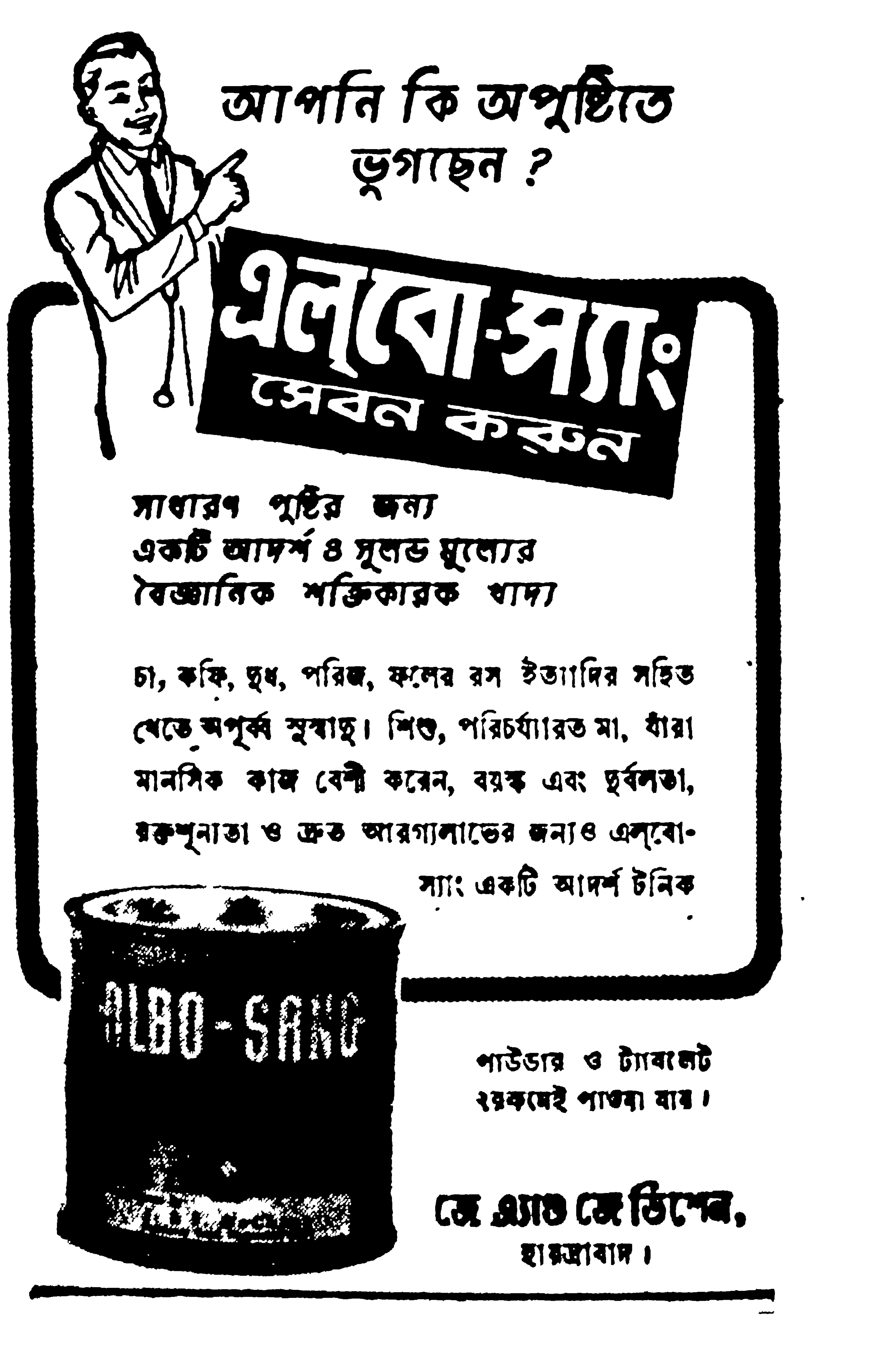

প্রয়োগগত সার্থকতা নিয়ে কথা উঠেছে। অন্য অনেক বিষয়ে দিকের কথা ছাড়াও কথা উঠেছে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সবরকম জীবিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মীর চাহিদা হয়ত মিটবে না। অবশ্য তার জন্যে শিক্ষাব্যবস্থাকেই যে একমাত্র দায়ী করা হয়েছে, তা নয়। সঠিক হিসাব করা সম্ভব নয়, তবু বর্তমান অবস্থার মাপকাঠিতে ভবিষ্যতকে যতটা যাচাই করা যায়, এবং কয়েকটা 'যদি'-র সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে যতটা আন্দাজ করা যায় তাতে ১৯৭০ সালের এই রকম একটা ছবিই পাওয়া যায় হিসাবের খতিয়ানে। ১৯৬৩ সালে বসে ১৯৭০ সালের হিসাব কষাটা এমন কিছু দূরদৃষ্টির ব্যাপার নয় কিন্তু ২০ বছরেরও পরে ওয়াশিংটন-এ পানীয় জলের অভাব দেখা দেবে কি না বা ওয়াশিংটন-এ নতুন গাছ এবং ক্ষীয়মান গাছের আনুপাতিক হার ৫০ বছর পর শহরের শ্যামল শোভার ব্যতিক্রম ঘটাবার ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা যে নাগরিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে, তা অনস্বীকার্য।

নিউইয়র্ক-এ সম্প্রতি সত্যজিৎবাবুর 'তিন কন্যার দুটি কাহিনী নিয়ে দেখানো হচ্ছে 'TWO DAUGHTERS"। জনসমাগম প্রচুর দর্শকসমাজ প্রশংসামুখর। সত্যজিৎ রায় এ দেশের চিত্ররসিকসমাজের একটি সুপরিচিত নাম দর্শকমহলে তাঁর ছবি আগ্রহের সঞ্চার করবে এটা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। 'TWO DAUGHTERS' সম্পর্কে NEW YORK TIMES-এর চলচ্চিত্র সমালোচক লিখছেন—

"—ভারতের কালজয়ী চলচ্চিত্রকারের ধরনের সঙ্গে আরও একটি অপূর্ব ভারতীয় রূপ পরিবেশন করেছে বিচিত্র রূপায়ণকুশলী সত্যজিৎ রায়ের মূল্যবান ক্যামেরা থেকে। ছবিটির পরিচালনা এবং সংগীত সব কিছুই সম্পাদন করেছেন সত্যজিৎ রায় এবং এই সব কিছু মিশে যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তা পরিমিত দীপ্ত। তাঁর আর সব ছবির মতোই এ-ছবিরও গতি মন্থর ও শান্ত। সাধারণত আমেরিকান ছবিতে আমরা যা পাই তার থেকে এর মেজাজ এবং সুর সম্পূর্ণ আলাদা।—কিন্তু সেটাই হলো এর গুণবৈশিষ্ট্যের লক্ষণ"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি মাস দেড়েক আগে ওয়াশিংটন-এর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট প্রেক্ষাগৃহে বিদেশী ছবির বিশেষ কয়েক দিনের মাধ্যমে 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' দেখানো হয়েছিল দিন কয়েক। দুটি ছবিই এদেশে স্বল্পপরিচিত, তাহলেও দর্শক সমাগমে কমতি ছিল না। শুধু সংখ্যাই নয়, তাঁদের আগ্রহও লক্ষ্য করেছি। আর লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের দেশের ছবি, বিশেষ করে বাঙলা দেশের জল-হাওয়ায় মাটি দিয়ে গড়া সম্পূর্ণ দেশী ধাঁচের ছবি এখনকার দর্শকের মনে ঠিক কেমন ধরনের রেখাপাত করে। চলচ্চিত্রের রসাস্বাদনে শিল্পনৈপুণ্য সম্পাদনা, আঙ্গিক, প্রয়োগশৈলী, চিত্রায়ণ এবং কিছুটা অভিনয়কুশলতার ক্ষেত্রেও রস-বিচার খানিকটা সর্বজনীন; বিশেষ করে রসিকজনের কাছে।

শ্রীসত্যজিৎ রায়

তাই বিদেশী হলেও তারিফ করতে হয়ত সকল ক্ষেত্রে বাধে না। কিন্তু এমন কয়েক ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখেছি এদেশীয় দর্শকের ক্ষেত্রে যা ঠিক শিল্পশৈলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না হলেও চিত্রের সামগ্রিক রূপায়ণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই আমার ধারণা হয়েছে যে কয়েকজন এদেশী এবং এদেশের পরিবেশ ও মানসিকতায় অভ্যস্ত দর্শকের মতামতের উপর নির্ভর করে একথা বলছি ছবির আলোচনার সূত্রে যে কটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলিই এদেশের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব থেকেই উদ্ভূত। আমার বিচারবুদ্ধিতে কয়েকটি বিশেষ জিজ্ঞাসা এদেশের জীবনযাত্রা এবং মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোনও বুদ্ধিজীবী মধ্যশিক্ষিত সাধারণ বিবেচনাসম্পন্ন এদেশী মানুষের মনেই জাগতে পারে এবং তাই তার মধ্যে দিয়ে এদেশী দর্শকের মনে আমাদের একান্ত দেশী গল্পের রূপায়ণ কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে সে সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা হয়ত করা সম্ভব। শিল্পবিচারের কথা বাদ দেওয়া যাক এদেশী দর্শকসমাজই তার একমাত্র মাপকাঠি নন। কয়েকটি মন্তব্যের কথা বলি:—

—তোমাদের সমাজব্যবস্থার কিছুই প্রায় আমরা জানি না কিন্তু এই ধরনের অতি কোমল, স্বপ্নবিলাসী দুর্বল চরিত্রকে যে তরুণ নায়ক সম্বন্ধে কী বলবে? ওর জীবনে কোনও বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলে ত বোধ হয় না। লেখাপড়ার জন্যে যে মাকে একলা ফেলে আসতে পারে পরবর্তী কালে লেখাপড়ার দিকে খুব একটা ঝোঁক ত তার দেখি না! যদি আমাদের বোঝবার ভুল হয়ে থাকে উদ্দেশ্য যদি থেকেও থাকে, সে উদ্দেশ্যসাধনে কোনও উদ্যম বা একনিষ্ঠতাও ত দেখি না। লেখাপড়া চালাবার জন্য তাকে কলেজের পর প্রেসের কাজ করতে হয়, এটা অত ফলাও করে দেখাবার মতো ব্যাপার নয়, ছাত্রজীবনের এটা ত স্বাভাবিক অঙ্গ বলেই আমরা মনে করি। নিজে রোজগার ত করতেই হবে। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশার সুরে, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা দায়ে পড়ে অনুচিত কর্মের ক্ষোভ—এমন লোক স্ত্রীর কাছে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে কী করে, আর জীবনের সব কিছুকে বুক ফুলিয়ে মেনে নেবার মতো বলিষ্ঠতার লক্ষণই বা সে দেখালো কোথায়? এমন লোকের সংসার কেমনতরো হতে পারে? স্ত্রী ত তার বিনা-দ্বিধায় দারিদ্র্যকে মেনে নিল তাই নিয়েই জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চেষ্টা করল কিন্তু অপুর মনে কেবল অকৃতকার্যতার গ্লানি। সেই 'অপরাজিত' ছেলেটি গেল কোথায়? আর সে-গ্লানি তাকে আরও সংগ্রামী করে না তুলে অভিমানী করেই তুলল। স্ত্রীর পরিশ্রম দেখে সে বাঁশী থামিয়ে কুণ্ঠ চিত্তে বসে থাকে, ছেলেমানুষের মতো আরও একটা টুইশান-এর প্রস্তাব করে অভিযোগের সুরে। সাফল্য বা কৃতকার্যতাই নায়কত্বের নিরিখ নয় স্বীকার করি, কিন্তু উদ্যম আর প্রচেষ্টাই ত মানুষের কাহিনী। যে-কোনও মানুষের জীবনই কি কাহিনী নয়? সংসারের আগে যে অপুকে দেখেছি সে চঞ্চল অনুসন্ধিৎসু, উৎসাহী একটি কিশোর। তাকে কী এমন সংগ্রাম করতে হয়েছে যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আসে? সে দিক থেকে জীবনসংগ্রামে অপুর জয় হয় নি। তার মতে, নীরব সহনশীলতা এবং অকাতর সক্রিয়তাই unvanquished নামকে সার্থক করে তুলত বেশি। কল্পনাশ্রয়ী ভাবপ্রবণ ছেলে—স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হতে দেখে সহানুভূতির আমাদের অন্ত নেই, কিন্তু পিতৃত্বের দায় যে-যুক্তিতে সে অস্বীকার করে, তা আমাদের কাছে ঠিক যুক্তি বলে মনে হল না, মনে হল 'সংসারের' দায়িত্ব থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি। ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার পর অপু জীবনসংগ্রামে কতোটা বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, জানি না, কিন্তু যে পর্যন্ত দেখালাম, তাতে প্রাথমিক যে চিন্তাটা আসে, সেটা হল,—এমন চরিত্রের 'সংসার' কতটুকু আর তার 'অপরাজেয়ত্বই' বা কোথায়?

জয়ন্ত চৌধুরী

কি ধবধবে ফরসা ! কি পরিষ্কার ! সত্যিই, সার্ফে পরিষ্কার ক'রে কাচার আশ্চর্য্য শক্তি আছে। আর, কী প্রচুর ফেনা ! সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, চোলি, শার্ট, প্যান্ট, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়·· আপনার পরিবারের প্রত্যেকটি জামাকাপড়ই সার্ফে কেচে সবচেয়ে ফরসা, সবচেয়ে পরিষ্কার হবে। বাড়ীতে সার্ফে কেচে দেখুন।

সার্ফে সবচেয়ে ফরসা কাচা হয়

SU 36-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

শিব ঠাকুরের আপন দেশে

রানু সান্যাল

(৩)

কাগের বাসায় বগের ডিম

আডিস আবাবা [illegible]

[illegible]

[illegible] কাজ।

[illegible]

একটা [illegible] সকালে [illegible] ছাড়া [illegible] পড়ে না। কুট্‌স [illegible] করল [illegible] করবে! পেনসানের অধিকারিণী এক-জন ইতালীয় মহিলা ইংরেজী কিছুই বোঝে না। ভাবলাম ও বললাম ও [illegible] গাড়ি, দরকার নেই খাওয়ার।' কুট্‌স ঘুমিয়ে পড়ল। ওর চোখের কোণ বেয়ে জল মনটায় মোচড় দিয়ে উঠল। সান্যাল বলল, দেখ কিছু পাওয়া যায় কি না।'

সাড়ে [illegible]। কুরভেল্লাকে ডেকে নিয়ে বেরোলাম। [illegible] দশটা নাগাদ ফিরলাম এক হোটেল থেকে কিছু কেক, বিরাট রুটো পাঁউরুটি [illegible], কিছু দুধ ও কফি নিয়ে। কুট্‌সকে ওঠালাম। ও খাবার দেখে খুশি হল। খেয়ে [illegible] ঘুমিয়ে পড়ল। কফি একচুমুক দিতেই [illegible] জমেছে, খুব ঝাঁজ, [illegible] বেশি করে দুধ [illegible] দিলাম। পরে শুনেছি এখানে [illegible] দিয়ে কফি তৈরি করে। ইথিওপিয়া [illegible] বিখ্যাত। রাস্তার ধারে আসবার [illegible] কফি [illegible] দেখেছি।

[illegible] ঘুম এসে গেল। [illegible] কুট্‌স জেগে উঠল এবং [illegible]। অসম্ভব [illegible]

[illegible]

[illegible] শহর। এই প্রথম [illegible]

[illegible] দপ্তর। মিস্টার [illegible] ব্রিটিশ অফিসার ও মিঃ ম্যাকস ক্যানাডিয়ান অফিসারের সংগে সবাইকে দেখা করতে হল। মিস্টারের অফিসে পাশ্চাত্য পোশাক-পরা একপাশে এক হাবশী মেয়ে বসে বসে টাইপ করছিল।

এখানে কয়েকজন পুরোনো টীচারের সাথে দেখা হল। ম্যাকস [illegible] মাস্টারদের সকলকে ম্যাপে নিজের নিজের গন্তব্য জায়গা ও তার সংক্ষিপ্ত ভূগোল ও ইতিহাস বর্ণনা করছিল। ওদের বেরোতে দেরি হবে দেখে আমি কুট্‌সকে নিয়ে বাইরে এলাম। দেখলাম আডিস আবাবা সকালের রূপালী রোদে। নীল [illegible] আরও নীল দেখাচ্ছে। করোগেটেড টিনের [illegible] হীরক-[illegible] পাহাড়ের বুক বেয়ে [illegible] বস্তী। ইউক্যালিপ-[illegible] ছবির কলার মতো। [illegible] ২৫ [illegible] সাঁতার যে [illegible] ছিলাম তা [illegible] হাইসকে [illegible] আসতে। [illegible] ফিরতে বললাম।

[illegible] বাইরে এসে কাফে-[illegible] করছে। [illegible] চুমুক দিতে দিতে [illegible] নির্দিষ্ট হয়েছে [illegible] শহর হারারে। [illegible] জন্মস্থান: [illegible] একাডেমি ও ট্রেনিং স্কুল [illegible] পড়াতে হবে ভূগোল ও [illegible] দর্শনশাস্ত্র

পাশ্চাত্য পোশাক পরা হাবশী মেয়ে টাইপিস্ট

পি-এইচ-ডি-র কী ভাগ্য! লুকস বলেছিল, সান্যাল সবচেয়ে ভাগ্যবান, হারার সেরা জায়গা।

রামচন্দ্র শর্মাকে পাঠাচ্ছে গন্ডারে, গন্ডার প্রচীন রাজধানী টানা হ্রদের ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অপূর্ব। শর্মা ইংরেজীতে বি-এ-বি-টি, পড়াবে ইংরেজী। ও ইংরেজীতে কথাও বলছিল সবার চাইতে ভালো। কুরুবেল্লা চলল ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারার কাছে মেকেলে নামে এক জায়গায়। সাঠে নয় হাজার ফুট উঁচু আডিসের চেয়েও ঠান্ডা পাহাড়ে জায়গা ডেব্রা-মার্কসে। ওখানে চাল ও তরি-তরকারি পাওয়া যায় কি না সাঠে জিগ্যেস করাতে লুকস নাকি থতমত খেয়ে বলেছিল 'চাল ও সবজি পাওয়া যায় কিনা জানি না তবে গরুর মাংস ও আলু খুব সস্তা'। লুকাসের মহাত্যাগী নিরামিষ মহারাষ্ট্রীয় ঐ কথা শুনে অফিসের মধ্যেই বমি করে ফেলে নি।

সবাই মাইনে পাবে মাসে ৫০০ ডলার করে, তার মধ্যে ১০০ ডলার কাটবে বাড়ি-ভাড়া হিসেবে। অর্থাৎ নগদ মাইনে হল মাসে চারশ ডলার অর্থাৎ আটশ টাকা। ইথিওপীয়ার ডলার ভারতের প্রায় দু টাকার সমান; ইথিওপীয়ার ২½ ডলারে এক আমেরিকান ডলার ইথিওপীয়ার ৭ ডলারে এক পাউন্ড স্টার্লিং। সবাইকে দু মাসের মাইনে আগাম দেওয়া হবে আসবাবপত্র কেনা ও সংসার পাতবার জন্য, এই টাকাটা এক বছর ধরে শোধ করতে হবে।

পুরোনো শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীসহস্রবুদ্ধে নামে জনৈক মরাঠী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। প্রথম ব্যাচের একজন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে, এতদিনে লখপতি হয়ে গেছে। সাঠে ওদের অতিথি হয়ে গেল। সহস্রবুদ্ধে দম্পতী সাঠে জায়াপতিকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। শর্মা ও কুরুবেল্লাকে নিয়ে আমরা হাইলুর টার্কিতে ফিরতি পথে প্রথমে গেলাম জেনারেল পোস্ট অফিসে। সান্যাল ওর বম্বে নিবাসী ভাই তারাশঙ্করকে তার করে বেরিয়ে এল। বললাম, 'বাবাকে তার করলে?' সান্যাল বললে 'তারার Adair Dutt এর Laborind ঠিকানা ব্যবহার করায় খুব অল্পখরচ হল ওই তো আর বাবাকে বম্বে থেকে ও বরং জানিয়ে দেবে।'

বেলা বারোটা বেজে গিয়েছিল। আমাদের পাসিওঁর সামনেই এক ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ। ওখানেই আমরা ঢুকলাম। মেনু কার্ড নিয়ে এল, কিছুই বুঝলাম না ইটালীয় ভাষায় লেখা খাবারগুলো কি। শর্মা ওর মধ্যে থেকে দু-তিনটে আন্দাজে বেছে নিয়ে দেখাল। প্রথমেই এক এক থালা পাস্তা এল। কাটা-চামচ দিয়ে ওটা ম্যানেজ করতে গিয়ে হিমসিম খেলাম; আশে-পাশের সবাই হাসতে লাগল। শেষে পাশের টেবিলের এক বুড়ো ইটালীয়ান উঠে এসে কাটা দিয়ে কি ভাবে জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে তুলতে হয় দেখাল খেতে অখাদ্য। তবে পারিপার্শ্বিকটা বেশ বাড়ির মতোই মনে হচ্ছিল। ইতালীয়রা বেশ হইচই করে খায়। প্রত্যেকটি টেবিলে বিরাট বিরাট মদের বোতল ও মাংসের রাশি। শর্মা পাস্তা খেতে খেতে বললে, খাটার কাঠি সেদ্ধ খাচ্ছি। কুট্টুস বললে, না, কেঁচো! কিন্তু পরের কোর্সে যখন কাঁচা গোমাংস ও আধাসেদ্ধ ফাউল এল, তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ওদেরকে বললাম, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। হিন্দুত্ব খোয়ানোর ভয়ে আমরা মাংসের চেয়েও অধম সমুদ্রের মাছ, শাকপাতা, ফলমূল গিলে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে আগের দিনের মতোই আবার দুধ ও কেক খেয়ে থাকতে হল। সমস্যা হল এভাবে আর কতদিন চলবে।

আমাদের শোবার ঘরটার সংলগ্ন কোনও স্নানের ঘর ছিল না। প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকায় এই দেড় দিন ওয়াশ-বেসিনে হাতমুখ ধুয়েই কাজ সেরেছি। কিন্তু আর কতদিন স্নান না করে থাকা যায়। তাই পরদিন সকালে উঠেই ইশেতুকে বললাম স্নান করার কথা ও দূরের বাথরুম দেখালে। চার-পাঁচটা ঘরের জন্য একটা করে বাথরুম। দেখলাম লাইন লেগেছে। বাথরুমের ওপরে জলের ট্যাঙ্ক; চোঙের মধ্য দিয়ে আগুন গিয়ে জল গরম করছে, নীচে কাঠের আগুন, সেজন্য ধোঁয়াও হয়েছে বেশ; কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে গাঢ় দেখাচ্ছে। স্নানার্থীর ভিড় কেন বুঝলাম। গরম জল সব সময় পাওয়া যায় না ইশেতু বললে, নটার মধ্যে শেষ। শ্রীমতী সাঠেও দেখি তোয়ালে ও সাবান হাতে দাঁড়িয়ে। আমাদের পালা এল। কুট্টুসকে স্নান করিয়ে নিজেও নেয়ে নিলাম।

সান্যালরা নিউ মার্কেট থেকে আপেল, আঙুর, তাজা কড়াইশুঁটি, ডিম, মাখন রুটি ও জ্যাম নিয়ে ফিরল। কিন্তু ইংরেজী ফলাহার একবেলা করেই দেখা গেল, বিকেলেরদিকে সকলের গাল ও চোখ বসে গেছে। জল-হাওয়া দারুণ ক্ষুধা-উদ্রেক-কারী! কুট্টুস 'ভাত খাব' বলে খুঁক-খুঁক করতে লাগল।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর এগোতেই এক আর্মেনিয়ানের দোকানে দেখলাম নানারকম বিস্কুট, কুকীজ, প্যাস্ট্রি। একটা তুলে নিয়ে ভেঙে মুখে দিতে যাচ্ছিলাম, দোকানী চার-পাঁচটা আমার হাতে দিয়ে বললে, তোমরা সবাই টেস্ট করে দেখ। এরকম সদাশয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিন-চার ডলারের নানাজাতীয় মিষ্টি কিনে ফেললাম

হোটেলে ফিরে দেখলাম বারান্দায় বসে শর্মা ও কুরুবেল্লা। শর্মা আমার হাতে বিরাট কাগজের বাক্স দেখে বললে খাবার জিনিস বলে সন্দেহ হচ্ছে' ওদের দুজনের হাতেই কয়েকটা ক'রে কয়েক জাতীয় কুকীজ দিলাম। শর্মা উৎফুল্ল হয়ে একটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ বুঁজে বললে নাইস।

ভাগ্যক্রমে একটু পরেই কুরুবেল্লার দেশোয়ালী বন্ধু শ্রী পেত্রোস দেখা করতে এল। কুটুস ভাত খাবার জন্য ছটফট করছে জেনে শর্মা ও কুরুবেল্লার সংগে আমাদেরকেও রাত্রে খৃষ্টমাস ঈভের ডিনারের নেমন্তন্ন ক'রে গেল।

সন্ধ্যা থেকেই খারাপ লাগছিল। অন্নের জন্য এ কী দেশে এলাম? চিন্তায় দিশাহারা হলাম। কেন এলাম মরতে, কিসের জন্য'

সাড়ে আটটার সময় মিঃ পেত্রোস আমাদেরকে নিতে এল ওর গাড়ি নিয়ে। বাড়ির কাছে পৌঁছে রাস্তাটুকু হেঁটে যাবার সময় কুটুস কাঁদতে শুরু করল। সবাই কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে বললে 'রাস্তায় সিংহ রয়েছে যাবো না।' ইথিওপীয়া আসবার কয়েকদিন আগে বোম্বেতে ইথিওপীয়া সম্বন্ধে কয়েকটা পুস্তিকা এনেছিল সন্যাল কনসাল্টে থেকে তার একটাতে পড়ছিলাম এ দেশের সব জায়গায় সিংহ ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে কথাটায় কৌতুক অনুভব করে আমরা কথাটার যথার্থ মানে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কথাটা কুটুস তাই মনে করে রেখেছে। সবাই হেসে উঠল।

পেত্রোসের বাড়িতে খাবার ও বসবার ঘর একসঙ্গে। দেখলাম আরও কয়েকজন অতিথি বসে রয়েছে। পেত্রোস পরিচয় করিয়ে দিল সবাই কেরলীয় বা মালয়ালী আর মেনন ছাড়া সবাই ক্রীশ্চানও। এই দুদিনেই রাস্তায় অনেক কেরলীয় ক্রীশ্চানের সাথে পরিচয় হয়েছে সবাই স্কুলমাস্টার। প্রায় সবক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করে জীবনযাত্রার মান বেশ ভালো সেজন্য পেত্রোস দম্পতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখলাম না। গভর্নমেন্টের বড় বাড়ি দুজন ঝি কাজ করে। ভদ্রমহিলা বেশ অমায়িক। বললে ঝি এখানে সুলভ সব রকম কাজ করাতে পারে মেথরানী থেকে সাময়িক স্ত্রী। পেত্রোসের ছোট মেয়েটা কুটুসের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। অনেকদিন পর ভারতীয় আবহাওয়ায় এসে বেশ স্ফূর্তি না হলেও স্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মেনন হায়ারে ছিল, আমাদের কাছে হায়রের জল-হাওয়ার খুব প্রশস্তি গাইল।

খাবার টেবিলে মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, তরকারি প্রচুর পরিমাণে সাজানো। মনে হচ্ছিল না, এই কটা লোকের জন্য আয়োজন। আমরা মাংস সম্বন্ধে একটু গোঁড়া বলাতে শ্রীমতী পেত্রোস বললে, আমাদেরকে

প্রকাশিত হ'ল

আইকম বাইকম

বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া ছড়ার এক অত্যাশ্চর্য সংকলন
সংকলিত করেছেন

কমলকুমার মজুমদার

এর প্রতিটি পাতায় বাংলার প্রাণপ্রবাহকে সজীব রেখায় নতুন করে প্রকাশ করেছেন
শিল্পী

কমলকুমার মজুমদার

'আইকম বাইকম' আমাদের ছেলেমেয়েদের বাংলার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করবে। বাংলার ঘরে ঘরে এই বই আনন্দের হাট বসাবে।

। মূল্য মাত্র তিন টাকা ।

কথাশিল্প প্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নিষিদ্ধ মাংস দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। প্রথমে ড্রিংক দিল, আমরা মদ খাই না বলাতে লেবুর সরবৎ আনল। মেনন ড্রিংক করতে করতে আবেগ-ভরে গীতার শ্লোক ঝেড়ে ও নানারকম হাসির কথা আউড়ে আসর জমিয়ে তুলল; ভদ্রলোক সত্যিই রসালাপে ওস্তাদ। খেতে বসে দেখলাম সবাই পেটুক। অত খাবার নিঃশেষ হয়ে গেল। আমবাও যেন গোগ্রাসে গিললাম; বেশ কয়েকদিন ভাত পেটে পড়েনি; যদিও মাছটা নারকেল ও তেঁতুল সহযোগে রাঁধা হয়েছিল। আমাদের খাওয়ার অসুবিধাব কথা শুনে মিঃ পেত্রোস বললে, এখানে গুজরাটী হিন্দু হোটেল আছে ভালো, সব্জি ও চপাটি পাওয়া যাবে। মনে আশার সঞ্চার হল।'

কুরুবেল্লা কেরলীয় হওয়াতে ওব সাথে কোনও মালয়ালী শিক্ষক দেখা করতে এলেই আমরাও পরিচিত হয়ে যেতে লাগলাম। বিকেল বেলা এল একজন, ছোট ফিয়াট গাড়ি নিয়ে; নাম বলল, কুরুপ, যদিও বেশ সুরূপ; আডিস আবাবার একটা স্কুলে স্পোর্টস মাস্টার। বললে 'আপনাদেরকে গফারসি লেক দেখিয়ে আমি, বেশী দূর নয়, পঞ্চাশ মাইল, চমৎকাব দৃশ্য।'

চললাম। রাস্তার দুপাশে খাদ, তার মধ্য থেকে ইউক্যালিপটাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দূরেব নীল সুডৌল পাহাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ও হিমেল অথচ আরামদায়ক হাওয়া মনকে মাতিয়ে তুলল। মনে হচ্ছিল চলতেই থাকি। ঘণ্টা দেড়েক পর হ্রদে পৌঁছলাম। পাহাড় ও আকাশের ফ্রেমে মোড়া নীল ঝকঝকে লেক। জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো পাখি পানকৌড়ির মতো দেখতে। দু-একটা বকও দেখলাম। আমাদের আসতে দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে যেন কটমট করে তাকাতে লাগল। মনে হ'ল, ওদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য মোটেই খুশী হয়নি। জলের ধারে বসে আঙুল দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে কুট্টুস কোনও মাছ বা কচ্ছপ দেখতে পেল না। লেক ইথিওপীয়ার এক সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য। এতো লেক আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। আর অধিকাংশ হ্রদই রিফ্‌ট্‌ ভ্যালির মধ্য।

ফেরবার পথে কুরুপ বললে, 'আডিস আবাবা' মানে নতুন ফুল। সূর্যের শেষ আভায় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রামধনু এঁকে দিল একপশলা বৃষ্টি; এলোমেলো হাওয়া বয়ে গেল। চলতি গাড়িতে বসে ওদেরকে গেয়ে শোনালাম, 'গানে মোর ইন্দ্রধনু।'

আডিস প্রবেশের আগে নগরপ্রান্তে কুরুপ ওব জানা-শোনা এক মাদ্রাজী খৃষ্টানের বাড়ি নিয়ে গেল। নামবার সময় কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে শীত জানাল তার প্রকোপ। জোসেফ দম্পতি আমাদেরকে চা ও কেক দিয়ে আতিথেয়তা জানালো। কিন্তু কুট্টুস বললে, ওর পেট কামড়াচ্ছে। শ্রীমতী জোসেফ ওকে বাথরুমে নিয়ে গেল। বড় আমাশা' কুরুপ জানাল প্রচণ্ড মাথা ধরেছে ওর। আরও অনেকটা ড্রাইভ করতে হবে ওকে। সান্যাল বলাতে আমি একটু 'বম' নিয়ে ম্যাসাজ করে দিতেই কুরুপ বেশ আরামবোধ করল এবং আমার মালিশ করবার পদ্ধতির প্রশংসা করল।

কুট্টুসের পেটের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। কুরুপ তাই আমাদেরকে হোটেলে না নিয়ে গিয়ে ওর বাসায় নিয়ে গেল। মেনেলিক স্কুলের বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাসা। কুট্টুসকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল কিন্তু ওর বার বার পায়খানা হতে লাগল, জ্বরও এল। কুরুপ বললে, জলে চুন খুব বেশী এখানে, ফুটিয়ে খেতে হয়; হোটেলে নিশ্চয় ফোটানো জল দেয়নি, তাই এই বিভ্রাট।

কুরুপ অবিবাহিত। এখানে ছ' বছর হল এসেছে। গাড়ি কেনা ওর হবি। বিরাট পদ্ম-ফুলের মত ক্যাকটাস জীবনে প্রথম দেখলাম ওর বাসায়। কাঁটাগাছে চমৎকার ফুল। ক্যাক-টাসের ফল নাকি খায় এ দেশের লোক; টি বি-র ওষুধ; খেতে অনেকটা বেলের পানার মতো। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। কুরুপ রাতের খাওয়াটা ওর ওখানেই সারতে বলল এবং আমাকেই রাঁধতে অনুরোধ জানাল। আলুর তরকারি, বেগুন ভাজা করলাম। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীরও খানিকটা করলাম। ভদ্রলোক রুটি সেঁকে টোস্ট করে

করল অনেকগুলো। কুট্টুসের এসব কিছুই খাওয়া হল না।

রাত দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরে ওকে আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলাম, মার্ক সল। 'ব্যাথিলে ওয়াটার' নামে টনিক ওয়াটার নিয়ে এসেছিলাম; হোটেলের জল খাওয়া বন্ধ রাখলাম।

সকালে ব্রেকফাস্ট সারবার পর ট্যাক্সি নিলাম। কুট্টুসের জ্বর ছেড়ে গেছে: আমাদের দুশ্চিন্তা তাই কম। পিয়াজার কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। (ইতালীয়রা পাঁচ বছর রাজত্বের মধ্যেই নিজেদের ছাপ রেখে গেছে। পিয়াজার বাংলা চক বা চৌরঙ্গী বলা চলতে পারে)। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। বড় বড় দোকান। থ্রুটমাস বাস সব দোকানই সুন্দরভাবে সাজানো। ক্রিস্টান সাহেব সপরিবার গাড়ি করে যাচ্ছিল। আমাদেরকে দেখে থামল। আমরা ভারতীয় খবর খুঁজে যাচ্ছি শুনে বলল "Wish you good luck"

হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগছিল। কিন্তু ভিখিরী ও মাছি এই দুটোর তাড়া খেয়ে হেঁটে বেড়াবার শখ ঘুচে গেল। আডিস-আবাবা নতুন ফুল বটে, কিন্তু ফুলের মধু আহরণের জন্য মধুমক্ষিকা নেই। শুধু মক্ষিকা বৃন্দমিশ্রিত: সর্বত্র গুণযুক্ত ভিক্ষুক ও মক্ষিকা পরমব্রহ্মের মতো বিরাজমান। মাছিরা একবার অনুসরণ করলে ত্রিভুবন পালিয়ে বেড়ালেও রক্ষে নেই, পুঙ্গাক্ষি নাম সার্থক।

গুজরাটী হোটেলে এসে গেলাম। টিনের নীচু চাল দেওয়া ঘর, নোংরা ও অন্ধকারই বলতে হবে বাংলা দেশের কোনও মফস্বল শহরের হোটেলগুলোর যে কোনও একটার মতো। কিন্তু ঘি মাখানো রুটি (ফুলকো) ও তার সাথে ডাল ও সবজি দেখে চোখ জুড়োলো। শর্মা বললে বাঁচলাম বাবা! কুবেলুরা ওর কোন এক দেশোয়ালী বন্ধুর বাড়িতেই খেতে চলে গিয়েছিল। খাওয়া এল, দেড় ডলার করে প্রতিটি কুট্টুসের ফ্রী তা ছাড়া রুটি ও তরকারি যত খুশি খাও।

হোটেলের মালিক গুজরাটি বুড়ো সামনের ভেতরের বারান্দায় বসে রুটি সেঁকছিল আর ওর হাবশী তরুণী ভার্যা আমাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করে মাছি তাড়াচ্ছিল। পাখাটা রং-করা ঘাসের। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে কুট্টুসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল: ওদের চেহারায় হিন্দী-হাবশী সংমিশ্রণ। হাবশী মেয়েটা স্বামীর সঙ্গে ভালোই গুজরাটী বলছিল, হে ...... শুঁ...... ...!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজন ভারতীয় এসে জুটলো থালি খেতে। আমাদের নতুন দেখে সবাই নানারকম হিতোপদেশ দিয়ে ফেলল। ওদের মধ্যে মেহতা বলে একজন গুজরাটী ভদ্রলোক এখানকার বড় এক ওষুধের দোকানের মালিক। বললে, কেন বৃথা এসেছি এদেশে, ছেলের কোনও শিক্ষাদীক্ষা হবে না, কোনও সোসাইটি পাব না, ইত্যাদি। নিজের জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনার কথাও বললে, স্ত্রী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে কিছুদিন আগে। সেটা চলে গেলে শা' বলে আর একজন বলে উঠল 'আত্মহত্যা বলে ও, কিন্তু রহস্যময় ব্যাপার!' ভয়ে শিউরে উঠলাম।

রাস্তায় পরিচয় হল পিল্লাই নামে এক মাদ্রাজী হিন্দুর সঙ্গে। ইন্ডো-ইথিওপীয়ান টেক্সটাইলসে চাকরি নিয়ে এসেছে আডিস-আবাবার কাছে একাকী নামে এক জায়গায় পিড়লার সাথে যোগাযোগ করে এখানকার সরকার এক কাপড়ের মিল খুলেছে; ভারতীয়রা আসছে ট্রেনিং দিতে।

দ.র. হল কুট্টুসের নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো। এক বুড়ো মালীর সঙ্গে দেখ-সমঝ ভাব জমিয়েছে। বুড়ো ওকে শেখাচ্ছে: অন্দ, হুলেৎ, সোস্ত—(অর্থাৎ এক দুই, তিন)। আমাদের দেখলেই উল্লাসপূর্ণ 'আলহামদুলিল্লাহ' ঝুঁকে বলতো 'তেনাইস্তেলিং' (নমস্কার)। আমারও এক সঙ্গ জুটল, পার্সিওর বুড়ো 'জাবাইদা' (দারোয়ান); বুড়োর সঙ্গে আমাদের যোধপুরী ব্রিচেস ও লম্বা চুড়িদার কামিজ, কিন্তু এর উপর চাপিয়েছে এক পাড়ওয়ালা শাড়ির মতো মলমলের চাদর ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে, শীতকালে গ্রাম্য বাঙালী যেমন করে 'আলোয়ান' জড়ায়। অনেক গল্প করত আমহারিক ভাষায় কিছুই বুঝতাম না, তবুও হুঁ হাঁ করে মাথা নাড়তাম।

ইশেতু আমাদের ঘরের চাকর, ডিম সেদ্ধ, রুটি টোস্ট ইত্যাদি করে দিত। কিন্তু তিন দিন পর ইতালীয় ল্যান্ডলেডির পছন্দ নয় বলে ও আপত্তি জানাল। সমস্যায় পড়লাম। পরদিন ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে ভারতীয় স্ট্যাম্প সংগ্রহের জন্য এল। আমি কয়েকটা টিকিট দিয়ে এক বক্তৃতাও দিলাম, ও কেন বারণ করেছে ইশেতুকে আমাদের ফাই-ফরমাশ খাটতে। বুঝল নিশ্চয়ই আমার ইংরেজী, কারণ পরদিন দেখলাম ইশেতু নিজেই এসে ডিম, ফল ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে গেল।

ইরিত্রিয়া থেকে আসা ঠোঁটে রং মাথা উঁচু

হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের
ভগবান রমণ মহর্ষি
মহাজ্ঞানের জীবনকথা উপদেশ ও
লীলামাহাত্ম্যের অপূর্ব কাহিনী।
মূল্য ৩.২৫ নঃ পঃ
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

রূপ
মেছেতা * ফুলি
অবশ্য সারে!
ফেসোলেন
অসংখ্য পরীক্ষিত
• সর্বত্র পাওয়া যায় •

হিলেব জুতো-পবা দুজন মেয়ে প্রায়ই আসতো পাসিও'তে। এদেব ইংবেজী অদ্ভুত! 'T'-কে থিটাব মতো উচ্চাবণ না কবে 'ট' এর মতো মোলায়েম কবে তাও। ইতালীয়বা এখানে কিছুদিন বাজত্ব ক'বে গেছে, তাই অনেকে কিছু কিছু ইতালীয় শব্দ কথায় এখনও ব্যবহাব কবে এবং ওদেব বর্তমানে শেখা ইংরেজীটা ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে ইতালীয-ঘে'ষা। অনেক গ্রীক ও আর্মেনীযানও এখানে ব্যবসাব খাতিবে স্থাযিভাবে বসবাস কবছে। ইথিওপীযানদেব সা'থ সংমিশ্রণ হযেছে প্রচুর অন্য জাতেব লোকদেব অতীত কাল থেকেই, ফলে এদেব চেহাবা বদলেছে। দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় (হ্যামিটিক, সেমিটিক), সুদানী নিগ্রো—এরা আগেই মিশেছিল; এখন মিশ্রণ হয়েছে উত্তর ভূমধ্যসাগরীয় (ইতালীয়, গ্রীক, আর্মেনিয়ান) লোকদের সাথে, যদিও বেশী নয়। পরে জানলাম, আবিসিনিয়া মানে মিশ্র জাতেব দেশ। তাই 'নেশন'-বোধ জাগবার পর এরা গ্রহণ করেছে 'ইথিওপীয়া' নাম; এই নামটা রয়েছে বাইবেলে; যদিও উচ্চতব মালভূমি অংশটাই শুধু বোঝাত ইথিওপীয়া বলতে। (ক্রমশ)

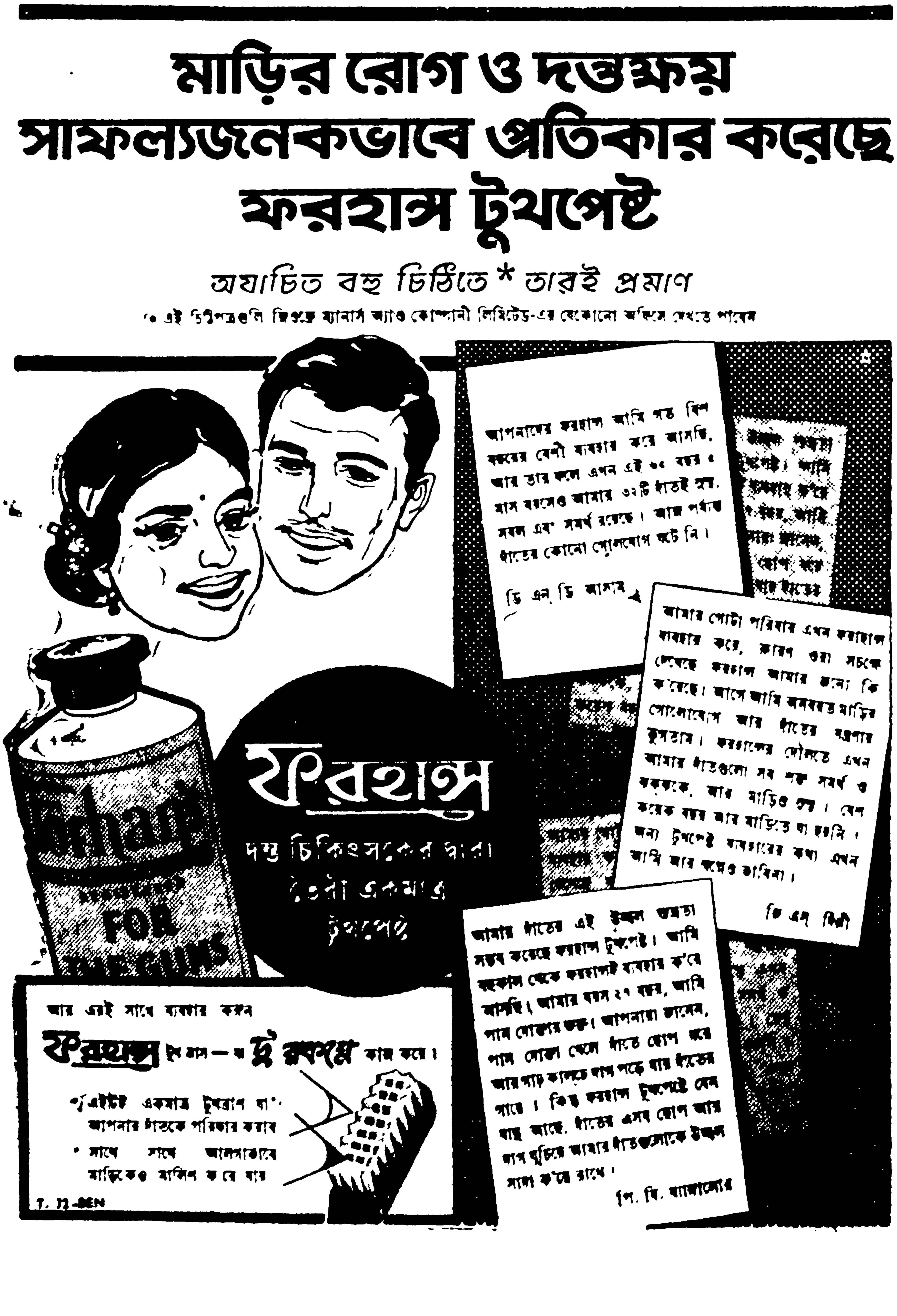

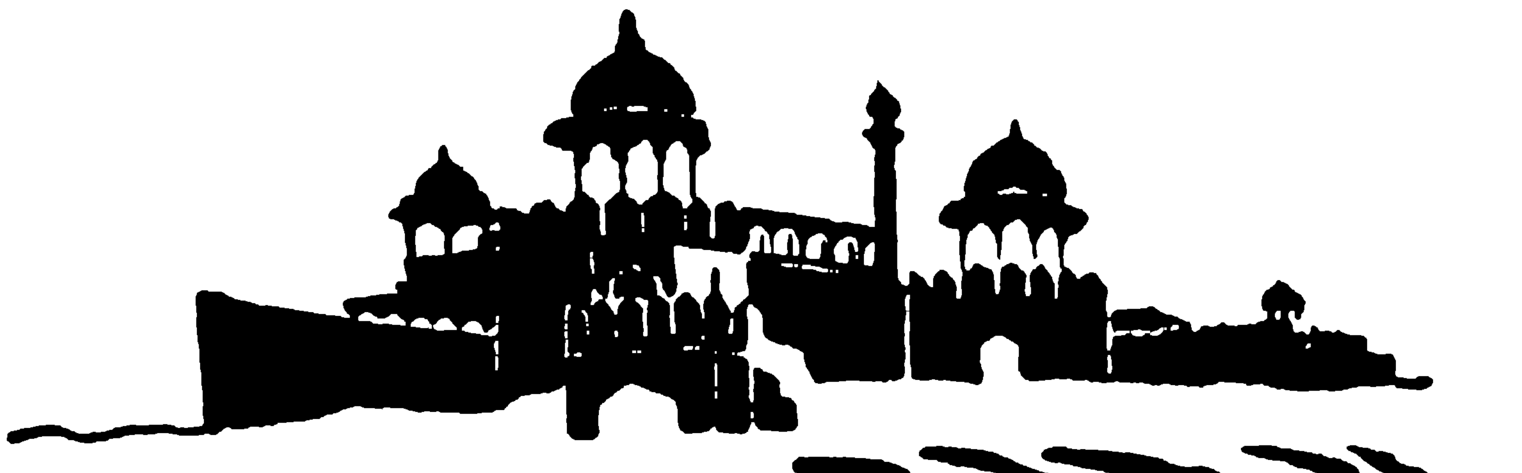

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৮ ॥

রজব আলির গোয়েন্দা গিরি

বখৎ খাঁ বাদশার কানে তোলে যে, মীর্জা আবু বকরের লোকজন ইমানী-বেগমের কুঠি থেকে একজন আওরতকে লুট করে নিতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল যে, এ সময়ে এমনভাবে প্রজার মন বিগড়ে গেলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। বাদশা তখনি উজীর হাকিম আসানুল্লাকে ডাকিয়ে এনে দুজনকে হুকুম করে দেন যে, এখন থেকে শাহাজাদারাও আইন মাফিক চলবে, শাহজাদা বলে তাদের যেন খাতির না করা হয়।

আসানুল্লা প্রবীণ দরবারী। শাহাজাদাদের উপর বাদশার ক্রোধের ইতিহাস তার অজানা নয়, সে জানে যে, আজ বাদশার হুকুম অনুসারে কাজ করতে গেলে কাল বাদশা ও শাহাজাদাদের মিলিত অসন্তোষের মুখে পড়তে হবে। এরকম ক্ষেত্রে একমাত্র পন্থা মুখে হাঁ বলে কাজে কিছু না করা। কিন্তু বখৎ খাঁ ত্যাগী আদমি, দরবারী রীতিতে অনভ্যস্ত। ঢোল সহরৎ বাদশার হুকুম প্রচার করে দিল শহরে। ফলে শাহাজাদার দল তার উপরে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেও প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করলো না। অধিকাংশ সিপাহী ও শহরের লোক, বখৎ খাঁর অনুগত—লড়াই করছে সে একা।

এই ঘটনার পরে মীর্জা মুঘল ও মীর্জা আবু বকর লালকেল্লার বাইরে এসে শহরের মধ্যে বাসস্থান নিলো। মীর্জা মুঘল গেল দরিয়াগঞ্জে সোনা মসজিদের কাছে এক বাড়িতে, সে দিকটা তার ফৌজের অধীনে। আর মীর্জা আবু বকর উঠে এলো চাঁদনী চকের উত্তরে লুণ্ঠিত দিল্লী ব্যাঙ্কের কাছে দিল মঞ্জিল নামে প্রকাণ্ড পুরাতন প্রাসাদে। দেখতে দেখতে দিল মঞ্জিল বেগম, বাঁদী, বক্সী, আহেদি, পাইক, বরকন্দাজ ও নাচওয়ালীতে ভরে উঠল।

মীর্জা আবু বকর হেড বক্সী গোলাম খাঁকে ডাকিয়ে এনে ধমকালো, তোমরা কোন কম্মের নও, একটা আওরতকে নিয়ে আসতে বললাম, পারলে না।

গোলাম খাঁ তবল কুর্নিশ করে বলল, তোবা, তোবা! শাহাজাদার মেহেরবাণীতে আমাদের অসাধ্য কি! বাদশার আহেদি কটাকে মেরে হটিয়ে দিয়েছিলাম।

তবে আওরত পালালো কেমন করে?

ছিপকে চলে গেল। এক নম্বর শয়তানী।

শাহাজাদা রেগে উঠে বলে, ছিপকে চলে গেল। যাবেই তো। সে তো আর স্বেচ্ছায় আসছে না। তোমরা এতগুলো লোক থাকতে ছিপকে যেতে পারলো কেন?

জাদু জানে শাহাজাদা, জাদু জানে।

তোমরা কোন কর্মের নও বলে আল-বোলার নল তুলে নেয় আবু বকর।

গোলাম খাঁ বলে, জাঁহাপানা, ও আওরত যেখানেই থাক ধরে নিয়ে আসবোই তবে আমার নাম গোলাম খাঁ, বাপের নাম মেধম খাঁ, দাদার নাম আহেদিল খাঁ, পর দাদার নাম আলাউদ্দিন খাঁ, আমরা সব জাদুগিরের বংশ।

সেই কথা যেন মনে থাকে। ঐ আওরত শীগগির না আনতে পারলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না, জাদুগিরের বংশ লোপ পাবে।

গোলাম খাঁ মাথায় হাত দিয়ে দেখলো তখনো সেটা যথাস্থানে আছে, ভাবলো কতক্ষণ থাকে কে জানে, তবে কিনা জাদুগিরের বংশ। কুর্নিশ জানিয়ে দ্রুতপদে সে প্রস্থান করলো।

রজব আলি ঘরে প্রবেশ করলো। আবু-বকর নাচওয়ালীদের বিদায় করে দিল, বলল তোমরা এখন যাও। তারপরে খাস খানসামা চুনীলালকে বলল, এখন যেন কেউ না আসে।

ঘর খালি হয়ে গেলে বলল, তারপরে রজব আলি কিছু খবর আছে?

রজব আলি মাথা নেড়ে বলল, বিলকুল বেখবর।

প্রকাশিত হল

সেতুবন্ধ

প্রতিভা বসু

"কতদিন কত কারণে কত পুরুষমানুষের পাশে আমি বসেছি এবং পাশাপাশি যে বসেছি, এই চেতনাও আমার ছিলো না। কিন্তু আজ পাশাপাশি বসে আমি ওর অস্তিত্ব আমার শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে উপলব্ধি ক'রে শিহরিত হ'তে লাগলাম। দুই চেয়ারের মাঝখানের হাতলটিতে একবার ওর হাতের উপর অজান্তে আমি হাত রাখতেই ও চমকে উঠলো—আমি লজ্জায় মরে গেলুম এবং একটু পরেই ওর বলিষ্ঠ উষ্ণ হাতের স্পর্শে আমার হাত অবশ হ'য়ে এলো।"

এই বলিষ্ঠ হাতের বন্ধনের অপরূপ আলেখ্য 'সেতুবন্ধ', এক অনন্যসাধারণ উপন্যাস ॥ দাম : তিন টাকা

আনন্দধারা প্রকাশন

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(স-২৬০৭)

বলো কি, তিন-তিনখানা চিঠি, একটারও জবাব এলো না।

তাই তো দেখছি।

আবু বকর কর গুণে হিসাব করে আর বলে যায়, পহেলা চিঠি লাট সাহেব লর্ড ক্যানিং সাহেবকে দোসরা চিঠি জেনারেল উইনসনকে, তেসরা চিঠি কর্নেল হডসনকে—একখানারও জবাব নাই। বড় তাজ্জব কী বাৎ।

চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কে?

সব চিঠি তো একজনকে দিয়ে পাঠাই না।

পৌঁছেছে তো?

না পৌঁছবার কারণ তো দেখি না।

তবে জবাব আসছে না কেন?

হাতের অঙুলে দুর্জ্ঞেয়তার মুদ্রা করে রজব আলি বলে আল্লা জানে।

আল্লা জানুক নাই জানুক কেন যে উত্তর আসছে না, তার কারণ রজব আলি জানে।

সে বেশ জানে যে, কোম্পানী আর কোনমতেই বাদশা, বেগম বা শাহাজাদাদের সংগে পত্রাপত্রি করবে না। যাদের হাতে ইংরেজ নরনারীর রক্তপাত ঘটেছে, তাদের কলমের কালিও ইংরেজের চোখে রক্ত বই নয়। সন্ধি, শর্ত, চুক্তি করুণাভিক্ষা কিছুতেই ইংরেজের মন ভিজবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবু বকর বলে, ইংরেজ কেমনতরো বেয়াদব লোক। ওরা আমাদের সংগে সন্ধি না করতে চায়, না-ই করলো, সে মীমাংসা না-হয় লড়াইয়ে হবে, কিন্তু শিষ্টাচার অবধি জানে না। মহারানীর কুশল কামনা করে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম বড়লাটের কাছে, তার উত্তর দেওয়া তো উচিত ছিল।

জবাব দিতে হলে অনেকগুলো রূঢ় সত্য বলতে হয়, তাই চুপ করে থাকে রজব আলি।

ভেবে দেখো না কেন, বাদশা আলমগীরের যখন লড়াই চলছে, ভাইদের সংগে, তখনো তাদের মধ্যে পত্রাপত্রি বন্ধ হয়নি।

রজব আলি ভাবে, তুমি বাদশা আলমগীর হলে তোমার সংগেও ইংরেজ পত্রাপত্রি করতো।

আমার আশংকা হচ্ছে কি জানো, কোম্পানী হয়তো মীর্জা মুঘলের সংগে পত্রাপত্রি করছে—বাদশার সে বড়ছেলে কি না।

রজব আলি প্রকাশ করে না যে, মীর্জা মুঘলের চিঠিও যায় তার হাত দিয়ে। তা হলে আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। সভাসদের শির সদ্যঃপাতী।

তোমার কি মনে হয়, রজব আলি।

মীর্জা মুঘল পত্রাপত্রি করলে আমার অজানা থাকতো না।

আলবোলার নলে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে

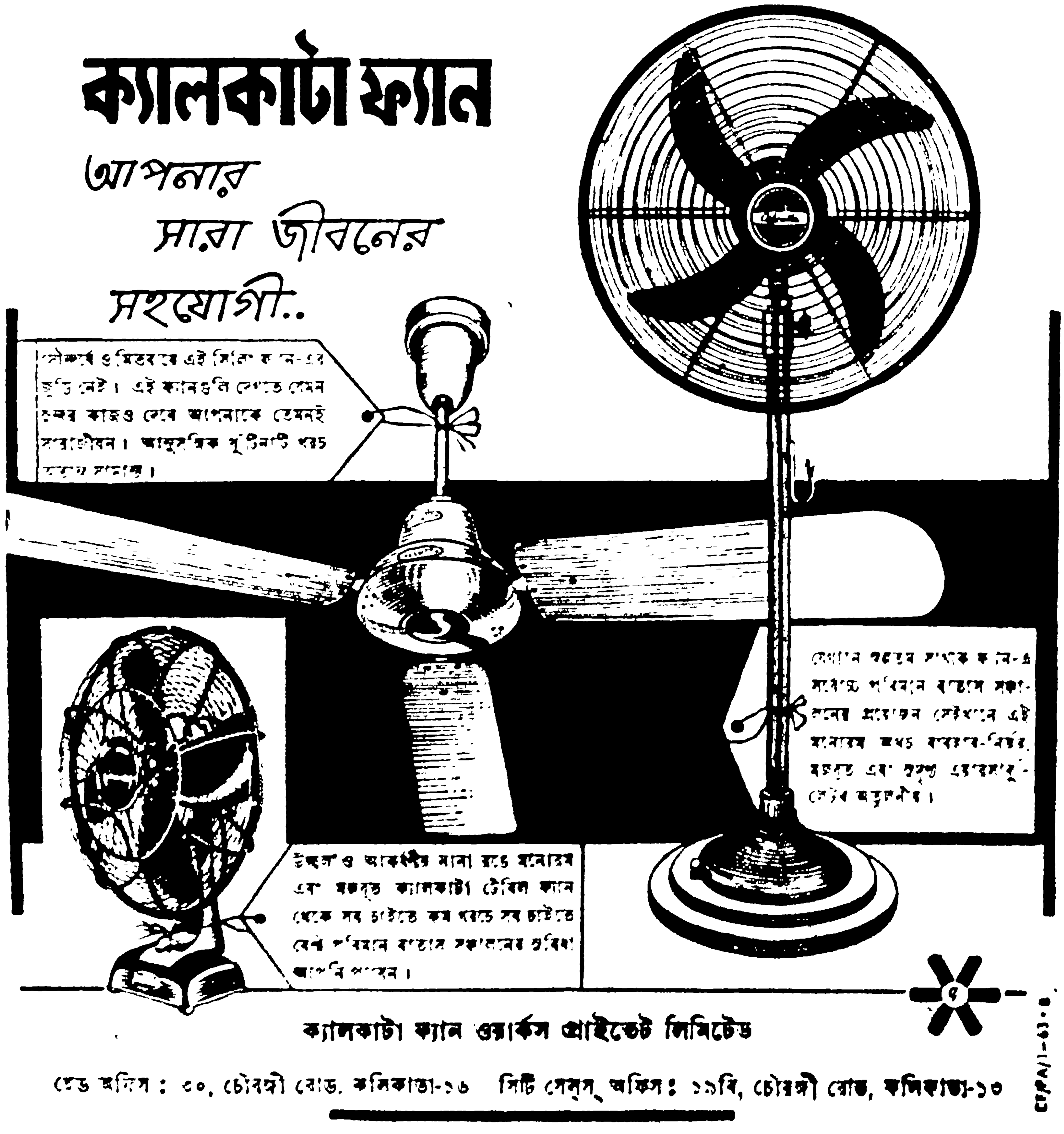

আবু বকর বলে উঠে, যাক, তবু মন্দের ভালো। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

রজব আলি ভাবে, অত নিশ্চিন্ত হয়ো না, শাহাজাদা। প্রত্যাখ্যাত চিঠিগুলো সব সযত্নে রক্ষা করেছি। এই বাদশাহী তামাশা মিটে গেলে আমার বাঁচবার কাজে লাগবে।

আবু বকর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিয়ে বলে, আর-একখানা চিঠি পাঠাতে চাই জেনারেল উইলসনকে।

বহুৎ খুব বলে রজব আলি।

তাতে জানাতে হবে যে আমার জান ও জায়গীর রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে [illegible] ফৌজ নিয়ে আমি কোম্পানীর পক্ষে যোগ দিতে রাজী আছি।

ঘউস মহম্মাদ কি রাজী হবে?

রাজী না-হয় তাড়াতাড়ি [illegible] একা পড়ে থাকবে, আমি ফৌজ নিয়ে চলে যাবো।

এ খুব ভাল মতলব শাহাজাদা।

কিন্তু এবার যে লোক দিয়ে পাঠাবে তার বুদ্ধিমান হওয়া চাই বুদ্ধু হলে চলবে না।

সেরকম লোক খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

দেখো দেখো খুঁজে দেখো নিশ্চয় মিলবে।

কি খবর চুনীলাল শুধায় আবু বকর।

চুনীলাল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাবিলদার সাহেব কোম্পানীর একজন সিপাহীকে পাকড়েছে।

তোমার হাবিলদার সাহেব মস্ত বাহাদুর। কোম্পানীর আট হাজার সিপাহীর মধ্যে একটাকে পাকড়েছে। খুব করেছে এখন হাবিলদার সাহেব কি চায় [illegible]

না, জনাব শাহাজাদার সাথে দেখা করতে চায়।

ওঃ [illegible] আমার [illegible] খেলাৎ নিতে চায় বুঝি। ডেকে নিয়ে এসো।

চুনীলাল চলে যায়। [illegible] তাকিয়ে আবু বকর বলে এই হাবিলদারটি একটু অল্প বুদ্ধু।

রজব আলি মনে মনে বলে তুমিও কম নও।

হাবিলদার মুসাহিব খাঁ এসে দাঁড়ায়—প্রকাণ্ড এক চওড় মাংসপিণ্ড। কুর্নিশ করে।

কি খবর?

শাহাজাদা, কোম্পানীর একঠো সিপাহীকো পাকড় লিয়েছি।

বেশ করেছ খিলাৎ মিলবে।

মুসাহিব খাঁর ধারণা ছিল ঐ সিপাহীকেই বুঝি খিলাৎ দেবে শাহাজাদা। সে শংকিত হয়ে বলে ওঠে, লোকটা কোম্পানীর গোয়েন্দা।

এই বললে সিপাহী, এখন বলছ গোয়েন্দা।

হাঁ জাঁহাপনা, সিপাহী লেকিন গোয়েন্দা সেজেছে।

গোয়েন্দার আবার সাজ-পোশাক আছে নাকি বলে আবু বকর তাকায় রজব আলির দিকে—ভাবটা এ-সব তোমার জানবার কথা বটে।

এবারে রজব আলি জেরা আরম্ভ করে।

কোথায় পাকড়ালে লোকটাকে?

ঐ যে দরিয়া আছে না, যাকে হিন্দুরা যমুনা বলে—

আবু বকর বাধা দিয়ে বলে, এতও জানো খাঁ সাহেব।

প্রশংসা মনে করে একজোড়া দন্তপংক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে মুসাহিব খাঁর, সে কুর্নিশ করে বলে, জী হুজুর জানি বইকি। আমার বহুৎ হিন্দু দোস্ত আছে, তারা হোলির পরবে গান করে "যমুনাকি নীরে তীরে গাব চড়াওয়ে। মিঠি তান শুনাওয়ে। আরও ভি জানি।

আচ্ছা এখন গান থাক তারপরে কি হল, বলে আবু বকর।

ঐখানে সাঁঝের নমাজ সেরে যখন উঠেছি, দেখি যে একটা কুর্তা-উর্দা-পরা কোম্পানীর সিপাহী ছিপকে ছিপকে আসছে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মোট ৬১ জন কবির ৮১টি

প্রেমের কবিতা

সম্পাদনা :

সুকুমার ঘোষ • রাণা বসু

নিরবধিকাল প্রেমের নূপুর বেজে চলেছে। মানব মনের যে অনুপম অনুভূতি প্রেম বা 'ভালোবাসা' নামে চিহ্নিত যুগে যুগে তার বর্ণময় অভিব্যক্তির পরিচয় শিল্পের নানা শাখার মধ্যে দেখা যায়। প্রেমের প্রকাশ এবং পরিণতিও বহুমুখী কখনো তা [illegible] কখনো-বা দেহাতীত। কখনো তা পরম বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে আবার কখনো-বা মন [illegible] অবগাহন করে মানুষের সীমা [illegible] উধাও হয়েছে অমর্ত্যলোকে। ভালোবাসার নিতল দীঘিতে কেউ ডুব দিয়ে ঘট ভরেছে, [illegible] আবার [illegible] উচ্ছ্বসিত [illegible] প্রেমের [illegible] সৃষ্টিরহস্যের পটভূমিকায় [illegible] [illegible]।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মোট ৬১ জন কবির ৮১টি কবিতার সংকলন এই গ্রন্থটি সমকালীন [illegible] উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। পরিচিত পরিবেশের বিচিত্রময় প্রেমের বহু বিচিত্র অনুভবের উপস্থিতিতে সংকলনটি সার্থক হয়ে উঠেছে। কোণার্ক, খাজুরাহো প্রভৃতি মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্যগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

অলংকরণ ॥ চারু খান

দাম : তিন টাকা

ঘরোয়া

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা

১১ ২এ, নবনচাঁদ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা-৬। ফোন : ৫৫-৬১৭৯

(সি ২১২৭)

বাপরে বাপ, বলে ওঠে শাহাজাদা, সিপাহী দেখেই বুঝলে কোম্পানীর! কেন নিমচী সিপাহী কি নেই।

আছে বইকি হুজুর। তবু বোঝা যায়।

কি করে?

নিমচবালার ফাটা কুর্তি থোড়া ফুর্তি অর কোম্পানীর আঁটা কুর্তি বহুৎ ফুর্তি।

তারপরে?

আমি গিয়ে পাকড়ালাম।

লোকটা পালালো না?

প্রশ্নকর্তা রজব আলি হলেও শাহাজাদার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মুসাহিব খাঁ। সে উচ্চবংশের লোক বাদশা ও শাহাজাদার নীচের ধাপের লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

সে বলল, পালাবে কি সাধ্য? রুস্তম যেমন করে সোহরাবকে পাকড়েছিল, তেমনি করে পাকড়ে নিলাম।

তখন সোহরাব কি বলল? শুধায় শাহাজাদা।

শালা বলে কি না—

রজব আলি ধমক দেয়, শাহাজাদার সামনে শালা বলছ, বেয়াদব।

মুসাহিব খাঁ দুই কান স্পর্শ করে বলে, কসুর হয়েছে। তখন সেই লোকটা, আমার হুজুর ভাই-

ওর চেয়ে পালাটাই ভালো, বলো কি বলল?

বলল আমি শাহী সিপাহী।

আমি বললাম আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি চলবে না। শাহী সিপাহী তো এমন নয়। কুর্তি এমন জলুসদার কোমরবন্ধ মিললো কেমন করে?

তখন?

তখন তাকে তল্লাসী শুরু করলাম আর অমনি জেব থেকে বেরিয়ে পড়লো—

কি পিস্তল?

ছোরা?

টাকা পয়সা? উঁহু, ওটা বের হলে আর এদিকে আসতে না।

না হুজুর এক চিঠি।

এই বলে সগর্বে জেব থেকে বের করে খামে বন্ধ সিলমোহর করা একখানা চিঠি।

বিরক্ত হয়ে আবু বকর বলে ওঠে, এই কথাটা বলতে এতক্ষণ সময় লাগালে, তাড়াতাড়ি সারলেই হতো।

মুসাহিব খাঁ বিজ্ঞ লোক, বলে—"হুজুর, জলদি কা কাম শয়তান কা কাম।"

রজব আলি চিঠিখানা নেয়।

শাহাজাদা শুধায়—তোমার সোরাব কোথায়?

নীচে পাহারাদারের জিম্মায় আছে।

আচ্ছা, তুমি এখন নীচে যাও, দরকার হলে ডাকবো।

মুসাহিব খাঁ চলে গেলে আবু বকর বলে —রজব আলি, পড়ে দেখো তো ব্যাপার কি? রাইকো পর্বত না সত্যই কিছু আছে'

রজব আলি সিল কেটে খাম খুলে পড়ে, তারপরে দেয় আবু বকরের হাতে। দুজনেই ইংরেজি জানে। চিঠিখানা পড়ে সে মন্তব্য করে সারা কোম্পানী পক্ষে যোগদান করতে চায় তাদের আহ্বান জানিয়েছে খোদ জেনারেল উইলসন।

রজব আলি গম্ভীর ভাবে বলে, এমন বেইমান নিশ্চয় কেউ নেই শহর শাহজানাবাদে।

এ যে অতি স্পষ্ট ধিক্কার বুঝতে পারে না শাহাজাদা।

আবু বকর বলে, পত্রবাহক লোকটা নিশ্চয় সাধারণ সিপাহী নয়, বড় কোন অফিসার হবে, নইলে জেনারেল সাহেব তার হাতে দিয়ে এমন জরুরি চিঠি পাঠাতো না।

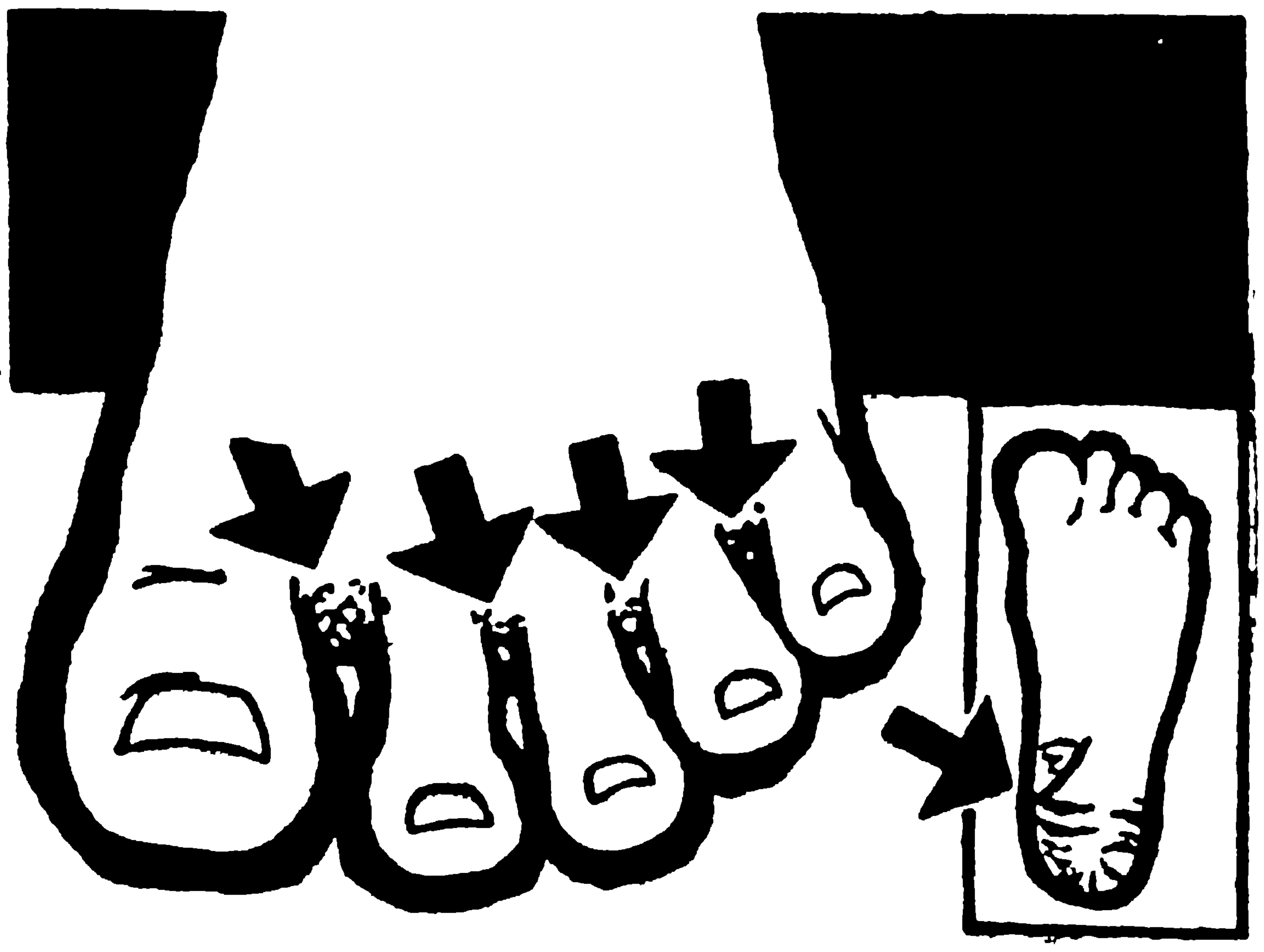

'আঙ্গুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা'
আর
'গোড়ালি ফেটে যাওয়া'
চামড়ায় স্বাভাবিক তেলের অভাব
হ'লেই
দেখা দেবে

আঙুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা হ'লে আর গোড়ালি ফেটে গেলে লিচেন্সা ব্যবহারে খুব কাজ দেয়।
লিচেন্সা চামড়াতে উপযুক্ত পুষ্টি জোগায় আর অবিলম্বে স্থায়ী দুর্ভোগমুক্তির ব্যবস্থা করে।

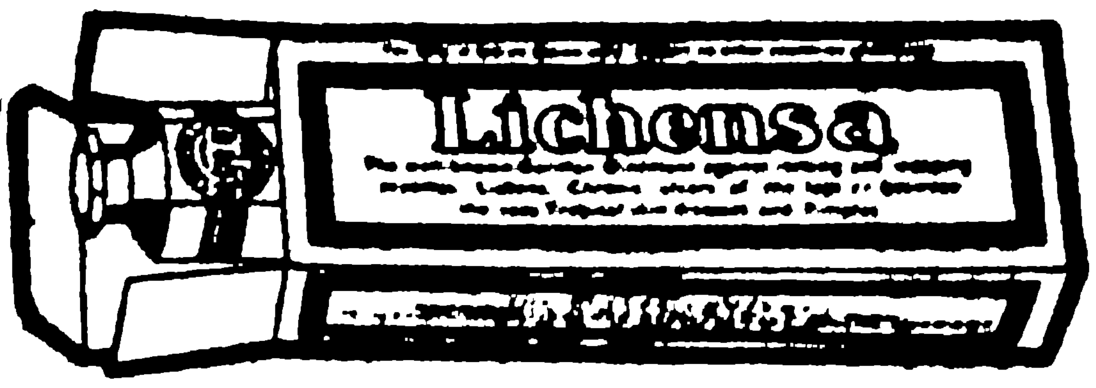

দেহত্বকের রোগে অবিলম্বে আরাম দেয়
লিচেন্সা
আজই একটি টিউব কিনুন।

তাইতো মনে হয়, বলে রজব আলি।

তখন দুইজনে প্রায় এক সংগে বলে ওঠে, এই লোকটাকে দিয়ে আমাদের চিঠিখানা পাঠালে হয় না জেনারেল উইলসনের কাছে।

দুজনের বুদ্ধি এক খাতে বইছে দেখে পরস্পরকে তারিফ করে তারা। শয়তানে শয়তানে বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল, দেবতায় দেবতায় গরমিল। তাইতো দেবতা কখনো পেরে ওঠে না শয়তানের সংগে।

কিন্তু লোকটা কি রাজি হবে?

সে ভার আমার উপর ছেড়ে দিন, শাহজাদা।

বেশ তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আজকার রাতটায় লোকটাকে আয়েসে রাখবার ব্যবস্থা করে দাও। কাল সকালে সংগে করে নিয়ে এসো।

রজব আলি সম্মতি জানিয়ে বিদায় নেয়।

সকাল বেলায় হাবিলদারের সংগে বন্দী সিপাহী এসে দাঁড়ায়, শাহাজাদাকে কুর্নিশ করে।

আবু বকর তার দিকে তাকিয়ে ভাবে এতো নিতান্ত গাঁওয়ার সিপাহী নয়, পোশাকে চেহারায় একে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

সিপাহী মনে মনে ভাবে জেনারেল উইলসনের চিঠিখানাই যত নষ্টের মূল। সেখানা না থাকলে সন্ধ্যাতেই ব...র বাড়িতে যেতো আর মিস এলবিয়নের খবর নিয়ে এতক্ষণ ফিরতে পারতো ছাউনিতে। কিছুতেই সে নিজের কাছে স্বীকার করে না, নিজের কাছেও নয় ... কেবল ... অনুরোধেই ... এবারে আসবার অন্য কারণ ছিল তার।

এই চিঠিখানা সংগে ছিল গোয়েন্দার? চিঠিখানা নিয়ে জেরা করে আবু বকর।

হাঁ শাহজাদা।

জানো একাজ অত্যন্ত বেআইনি।

লড়াই ব্যাপারটাই তো বে-আইনী।

এবারে রজব আলি বলে গোপন চিঠি নিয়ে আসা গোয়েন্দার কাজ। লড়াইয়ের সময়েও একাজ বেআইনি, স্বীকার করো কি না?

রজব আলির মুখে গোয়েন্দাগিরির নিন্দায় কৌতুক অনুভব করে আবু বকর।

স্বীকার করি।

তবে কেন এনেছিলে?

সেনাপতির হুকুমে।

বিপদ আছে জেনেও?

হাঁ, বিপদ আছে জেনেও।

জানো তোমাকে গুলি করে মারতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারতো।

রজব আলি জেরা করে যায়, আবু বকর শ্রোতা। সিপাহীর কাজ আর গোয়েন্দার কাজ আলাদা।

সিপাহীর বিচার করবার অধিকার নাই।

তোমার নাম কি?

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২.]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫.]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯.]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২॥০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫.]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫.]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত মূলগ্রন্থসম্মত প্রামাণ্য সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংযোজিত। [৯.]

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন:
সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

বিভূতি প্রকাশন
২২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

প্রেমের গল্প

এমন কান্ত মধুর প্রেমের গল্প আর কেউ লিখবেন না। মাধুর্যে পরিপূর্ণ গল্পগুলি না পড়লে পাঁচালিকার বিভূতিভূষণকে জানা অপূর্ণ থেকে যাবে। রত্নখণ্ডের মতো মূল্যবান প্রেমের গল্পগুলিকে ইতিপূর্বে একসূত্রে এভাবে গ্রথিত করার চেষ্টা করা হয়নি। বিভূতিভূষণের গল্প-রচয়িতা হিসাবে পরিণতির ধারা অনুসরণ ক'রে কয়েকটি গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্র প্রখ্যাত শিল্পী অজিত গুপ্ত অঙ্কিত। দাম ৩·০০

অশনি সংকেত
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উপন্যাস ৪·৫০

উপন্যাস। গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ৩·৭৫
নবজন্ম

আরো কয়েকটি অসামান্য গ্রন্থ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদায়ের ইতিহাস ১·৭৫; রেবা চট্টোপাধ্যায়ের সুতনুকা ২·৫০; বিভূতিভূষণের নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৩·৫০; ছায়াছবি ৩·০০; আমার লেখা ২·৫০; উর্মিমুখর ২·৭৫।

জীবনলাল।

কি পদ?

রেসালাদার মেজর।

রজব আলি ও আবু বকর এবারে নিশ্চিত বোঝে লোকটা সাধারণ সিপাহী নয়, হয়তো বা কোন রঈস আদমি হবে, নইলে দেশী লোকের প্রাপ্য যে উচ্চতমপদ তা নিশ্চয় পেতো না। হাঁ একে দিয়েই কাজ হবে।

আবু বকর বলে, মুসাহিব খাঁ তুমি এবারে যাও।

মুসাহিব খাঁ গেলে বলে, তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।

শাহাজাদার সে ক্ষমতা আছে জানি।

কিন্তু কেবল এক শর্তে।

কি শর্ত?

তার আগে বলো জেনারেল উইলসনের কাছে তোমার যাওয়ার অধিকার আছে কি না?

আছে। এই চিঠিই তার প্রমাণ।

আমাদের একখানা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে জেনারেলের কাছে।

চিঠিতে কি আছে না জানলে পারি না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ উল্টে আবু বকর শুধায়, কাল রাতে খানাপিনার বন্দোবস্ত ভালো হয়েছিল তো?

হাঁ শাহাজাদা।

নীচের ঘরগুলোয় বড় মচ্ছর।

মচ্ছরদানি দিয়েছিল, আরামে ছিলাম। শাহাজাদার খুব মেহেরবানি।

তাহলে রাজি আছ আমাদের চিঠি নিয়ে যেতে।

কি আছে জানলে।

এবারে রজব আলি বলে, কী আর এমন থাকবে? দুটো কুশল সম্ভাষণ।

আর কিছু নয়?

আর যা থাকবে দেখতেই পাবে।

শাহাজাদা শুধায়, কখন ফিরে যাবে?

আমার বহিন থাকে শহরে তার সঙ্গে দেখা করে।

চিঠি বেহাত হবে না?

শাহাজাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

ঠিক জায়গায় পৌঁছবে?

জীবনলাল আবার বলে, শাহাজাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

কখন জবাব নিয়ে আসবে?

তিন দিনের মধ্যে।

তারপরে একটু ভেবে বলে যদি জবাব দেন।

না দেবেন কেন?

জেনারেলের মনের কথা কেমন করে বলবো।

তাহলে তিন দিনের মধ্যে আসছ?

নিশ্চয় যদি না শাহাজাদার সিপাহীরা বাধা দেয়।

বাধা দিলেও এখানে ধরে নিয়ে আসবে।

যদি না শাহী গোলন্দাজের হাতে মারা যাই।

কোম্পানীর ছাউনিতে এখন সিপাহী সংখ্যা কত?

নিশ্চয় জানি না, আর জানলেও বলতাম না।

আবু বকর বলে হাঁ তুমি [illegible] বটে। আচ্ছা এবার তুমি নীচে গিয়ে [illegible] চিঠি তৈরি হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

ঘণ্টা দুই পরে চিঠি [illegible] হলে জীবনলাল উপরে এলো। চিঠি পড়ে [illegible] এ চিঠি [illegible] ভয় [illegible] নেই। তখন চিঠি [illegible] ও [illegible] হলে জীবনলালের হাতে দেয় আবুবকর। জীবনলাল বিদায় নিতে উদ্যত হলে শাহাজাদা বলে, তাহলে তিন দিন পরে নিশ্চয় আসছ?

হাঁ শাহাজাদা।

জবাব নিয়ে।

যদি জবাব দেন।

তোমার কি মনে হয়?

সৈনিকের পক্ষে জেনারেলের মনোভাব অনুমান করবার চেষ্টা উচিত নয়।

শাহাজাদা বোঝে এ খাঁটি সোনা পেশাদার গুপ্তচর নয়। নিশ্চয় চিঠি পৌঁছে দেবে ঠিকানায়। আশ্বাস পায় মনে।

কুর্নিশ করে বিদায় নেয় জীবনলাল।

(ক্রমশ)

যে কোন উপলক্ষ্যের নিখুঁত সাজ পোষাক। শক্তি স্যুট আপনাকে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য, সব অবস্থায় এক আত্মবিশ্বাস। টেকসই আর ভাঁজ পড়েনা বলে শক্তি স্যুটে সবসময়েই থাকে সেই সকালের সাজের তাজা চেহারা। সারাদিনই মনে হবে যেন এক্ষুনি ইস্তিরি করা আর শক্তি সিল্ক সারাদিনের জন্য ধরে রাখে নব্য মিতাজ সজীবতা!

SHILPI-SM-202A BEN,

বিশ্ববিচিত্রা

হাঙ্গেরির লোকশিল্প

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্টে ও অন্যান্য শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের দোকান, যেখানে বিক্রি হয় সূচী শিল্প, নকশা-করা কাজ, কাঠ থেকে খোদাই করা জিনিস, চীনে মাটির জিনিস ইত্যাদি বস্তুশিল্প। এইসব দোকানের মাথায় সব জায়গায় একই সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যাবে: "নেপমুভেস্জেটি বোল্ট", যার অর্থ হল "লোকশিল্পের দোকান।"

এসব দোকান একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধন করে: লোকশিল্পী এখানে তাঁর খরিদ্দার খুঁজে বেড়ান না কারণ এক দিক থেকে দেখতে গেলে খরিদ্দাররাই তাঁর কাছে আসে এইসব দোকানে রাখা তাঁর তৈরি জিনিসপত্র তারা দেখেশুনে কিনতে পারে। এসব দোকানের সংগে আরেকটি ব্যাপারও জড়িত যেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই দোকানগুলি হল লোকশিল্পীর প্রতি সম্মান ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি আগ্রহের প্রমাণ।

হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে বলাটা অপ্রাসংগিক হবে না। হাঙ্গেরীতে দীর্ঘকাল ধরে 'এথনোগ্রাফি' বা জাতিবিজ্ঞান ও ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি বিষয়ে চর্চা হয়ে আসছে গভীরভাবে। এসব বিষয়ে বহু বইও লেখা হয়েছে।

এদেশে পুরাতন লোকসংগীতগুলি এসেছিল এশিয়ার সমতলভূমিগুলি থেকে প্রাচীন গাথাগুলির ভিতর সংগে। অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম লোকসংগীতগুলি কয়েক শত বছর আগে প্রধানত এইসব সুপ্রাচীন সংগীতের কাঠামোর ভিত্তিতেই রচিত হয়। ওই প্রাচীন গানগুলিতে তুর্কী আর মঙ্গোলদের গানের সংগে আত্মীয়তার পরিচয় আছে; আর আধুনিকতর গানে আছে প্রতিবেশী জাতিসমূহের—বিশেষত রুমানীয়দের—গানের সংগে সম্পর্ক। এই-সব লোকসংগীতে সুর ও কথা, দুই দিক থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে হাঙ্গেরীয়দের ওপরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে যে নিপীড়ন তারই কথা। হাঙ্গেরীয়রা প্রথমে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়; পরে তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয় অস্ট্রো-জার্মান বিজয়ীদের সংগে আর তাদের নিজেদের নির্মম শাসকদের বিরুদ্ধে। এর থেকেই এসেছে এই অদ্ভুত রকম সত্য প্রবাদ বাক্যটি: "হাঙ্গেরীয়রা কাঁদতে কাঁদতে হাসে।" তাদের খুব ওজস্বিনী গানেও থাকে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা।

অনেক দেশেই এই রকম একটা ধারণা চালু আছে যে হাঙ্গেরীয় লোকসংগীত আর "জিপসী সংগীত" একই জিনিস। ওদেশের সংগীতের ভাণ্ডারে জিপসী সংগীতের যে একটা স্থান আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন হাঙ্গেরীয় লোকসংগীতের সংগে 'জিপসী' সংগীতের কোনো মিল নেই। সেকালে কাফে বা শুঁড়িখানায় গিয়ে পয়সা দিয়ে জিপসী দলকে গান-বাজনার ফরমায়েস করবে, এমন পয়সা বা সুযোগ হাঙ্গেরীর কৃষকদের ছিল না। কৃষকরা নিজেরাই তাদের ঘরে তৈরি যন্ত্র সহযোগে গান-বাজনা করত। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা 'জিথার'-এর মতো। জিপসীরা সাধারণত থাকত কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষকের বাড়িতে এবং তাদের কিছু কিছু সংগীতের সুর সরল চাষীদের ঘরে ঢুকে আসত।

অদ্যাবধি হাঙ্গেরীর কিছু লোকসংগীত গায়ক ও রচয়িতা এমন সব মৌলিক লোক-সংগীত রচনা করে থাকেন, যার সংগে

স্কুলে গাড়ি চালানো শিক্ষা—শিকাগোর একটি হাই স্কুলের কিশোরী ছাত্রীদের নকল ট্রাফিক ঘরে গাড়ি চালানোর কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা আছে। সামনে একটা চলচ্চিত্র পর্দায় চলন্ত গাড়ির দিকে ছাত্রীদের দৃষ্টি রয়েছে এবং ওদের ওপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। শিকাগোর গাড়ি-চালকরা এই শিক্ষার জন্য প্রতি বছর প্রায় পৌনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেয়

উপহার দেবার ও পড়ার মত বই—

অন্তরাকাশ ॥ শ্রীভগ্নদূত ২·০০

বসন্তের নেশা ॥ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২·০০

অবগুণ্ঠন খোলো ॥ প্রশান্ত তালুকদার ২·০০

মিলনমালা ॥ রমেশ মজুমদার ২·০০

সৌখিন প্রকাশনী—২৪/এ, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—৫

(সি ২২০১)

জিপসী সংগীতের কোনো সম্পর্ক নেই। এইসব লোকসংগীত-শিল্পীদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন সকলেই আছেন। 'ফোকলোর ইনস্টিটিউট' নামে একটি জাতীয় সংস্থায় এ'রা সংঘবদ্ধ। তাছাড়া আছে গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শহরের ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন লোকসংগীত দল—যাঁরা প্রাচীন গান সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহী। অধিকাংশ জিপসী সংগীত দলগুলিও মৌলিক লোকসংগীতের ধরন-ধারন আয়ত্ত করেছে এবং নিজেদের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করেছে।

লোকসংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি নামের উল্লেখ অপরিহার্য। প্রথমেই বলতে হয় লোকসংগীতের অগ্রগণ্য সংগ্রহক বেলা ভিফার-এর কথা। বাকি দুজন হলেন বেলা বার্তক ও জোলতান কোদালি—যাঁরা অসংখ্য অপূর্ব লোকসংগীত রচনা করেছেন, হাঙ্গেরীর প্রাচীন লোকসংগীতের আধারে আধুনিক উপাদান সঞ্চারিত করেছেন।

লোককাব্যগুলির প্রধান ধারাটি হল দীর্ঘ গাথা বা ব্যালাড, যাতে একটা কোন বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনী বলা হয়। যেমন, কড়া বাপের শাসনে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে নৃত্যমুখী তরুণী, কিংবা শোচনীয় অবস্থায় পড়ে তরুণীটির দস্যুতে রূপান্তর।

হাঙ্গেরীর লোকনৃত্য খুব ব্যাপকভাবে পরিচিত। গ্রামে শহরে অসংখ্য তরুণ-তরুণী আজ এই নাচের চর্চা করছে।

হাঙ্গেরীর লোক-ক্রীড়াগুলিরও যথেষ্ট প্রচলন আছে। জন্ম, বিবাহ, ফসল কেটে ঘরে তোলা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে ও প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় উৎসব উপলক্ষে এই সকল খেলা হাঙ্গেরীর জনসাধারণ খেলে থাকে।

লোক-শিল্পের দোকানগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে খোদাই শিল্পীদের সূচীর কাজের কারু-দক্ষতার হরেক নমুনা : গৃহস্থালীর নানা জিনিস—নকশা তোলা মগ, প্লেট কাঠের মাত্র, হাড় আর শিং থেকে তৈরি বোতাম, চিরুনী, আংটি, মাছ ধরার টুকিটাকি। পুরনো দিনের শিকারীরা শিং-এর মধ্যে বারুদ ভরে নিত আর সেই-সব শিং-এর ওপর নানা রকম নকশা আর কারুকার্য করা থাকত। আজও সেই ধরনের শিং দোকানগুলোয় দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যে রক্ষাকবচ আর স্বস্তিকা ধরনের অলংকারগুলি ছিল জনপ্রিয়, সেগুলির নকশাকে হাঙ্গেরীর লোক-শিল্পীরা আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন।

চামড়ার ওপরে হাতে-তোলা নকশার ও অলংকরণের কাজ ওদেশে হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে চালু আছে। আধুনিক যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, হাঙ্গেরীর হাতে নকশা-তোলা চামড়ার জিনিসের চাহিদা একটুও কমেনি।

সমস্ত রকম হস্তশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে আদরণীয় হল সূচীশিল্প। রং আর নকশায় অপূর্ব আর অভিনব সমন্বয়ে হাঙ্গেরীর সূচীশিল্প বিশ্ববিখ্যাত। কৃষক রমণীর সুদক্ষ অঙ্গুলি কাব্যময় কল্পনার সঙ্গে বুনে তোলে নানারকম ফুল-লতাপাতা। মাতিও, রাবাকোজ আর সারকোজ অঞ্চলের মেয়েরা এই সূচী-শিল্পের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। হাঙ্গেরীর লেস ১৮০০ সাল থেকে সুবিখ্যাত এবং হালাস অঞ্চলের লেসের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এই সূচীশিল্পী ও লেস-শিল্পীদের বহু সমবায় গড়ে উঠেছে হাঙ্গেরী জুড়ে।

লোকশিল্পের আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য দিক হল হাতে খোদাই করা বেতের ছড়ি আর আসবাবপত্র। কোনো কোনো দোকানে মডেল ঘর সাজানো আছে, যে-ঘরে আসবাব-পত্র, কম্বল, গৃহস্থালীর জিনিস থেকে সবকিছুই হল লোকশিল্পীদের সৃষ্টি। এই লোকশিল্পীরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পান এবং "মাস্টার অফ ফোক আর্ট" নামে একটা পদবী ও পুরস্কারও এ'দের জন্যে দেওয়া হয়। বিজ্ঞান শিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দানের জন্যে হাঙ্গেরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হল "কোসুথ পুরস্কার।" বহু লোকশিল্পীও এই পুরস্কার পেয়েছেন।

কারি পাউডার

রান্নাকে সুস্বাদু করার সহজ উপায়

কর্ন প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

সাতচল্লিশ

চোরের কাজ নিশাকালে। নিশির কুটুম্ব তাই বলে। দিনমানে যারা করে তারা চোর নয় ছিঁচকে। চোরের সমাজে অপাংক্তেয়। দায়েপড়ে একেবারে এদের বাদ-বিচার নেই। দিন চলে যাচ্ছে—দফাদারের দাবি না মেটালে জুড়ে দেবে দশ ধারায়। একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। দারোগা এখন নিজে বেরোবার বেরোবে লাগলেও সহজ হবে না।

বড় দিন যায় মরীয়া হয়ে উঠছে এরই। এক দুপুরে দেখা যায় ধেনাই মিস্ত্রি নদীর কূল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে। হুড় হুড় ডিঙি থামিয়ে কাদাজল ভেঙে সে উঠে পড়ল। খবর আছে, খবর আছে। কলাবুনিয়ায় ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুমশায় ধনী-মানী গৃহস্থ। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—রাবণের গোষ্ঠী বিশেষ। অবস্থা ভাল হলেও বাড়িতে দালানকোঠার হাঙ্গামা নেই মেটে ঘর। কড়িকে বড় ঘর পথ পাওয়া যাবে না। গোলকধাঁধা বিশেষ। রাত্রিবেলা কাজ-কর্মের নিয়ম কিন্তু সে নিয়ম এ বাড়ি চলবে না। যা কিছু দিনমানে। জোয়ান-পুরুষ জন কুড়িক আছে সবাই এখন ভুঁইক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ফিরবে। এককুড়ি দৈত্য সম মানুষ ঘরে এসে দাওয়ায় পড়ে ফোঁস ফোঁস করে কামারের হাপরের মতো নিশ্বাস ছাড়ছে—আওয়াজ কানে শুনেই চোরের হৃৎকম্প লাগে, কাজ-কর্ম হবে কেমন করে সেই অবস্থায়? ফিরে পালাবে সে উপায়ও নেই, গোলকধাঁধার মতো অন্ধকার আনাচেকানাচে শতেকবার পাক খেয়ে মরবে। অতএব যা-কিছু সেরে ফেলতে হবে সূর্যিঠাকুর পাটে বসবার আগে। মরদেরা ঘরে না ফিরতে। কি করবে, দেখ এবার সকলে ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে। সাহেব তুমিই তো একটা দিনমানের খবর চেয়েছিলে—খবর নিয়ে তাই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

সাহেব বলে, শুনতে পেলি ওরে কেষ্টদাস?

গোপীযন্ত্র হাতে কেষ্টদাস সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। কণ্ঠি এনেছে মঠের বাবের, সাহেব ওর গলায় বেড় দিয়ে বেঁধে দেয়। নৌকোয় বসে বসে দুটো বকমারি মতলব করে—তারই একটা হাতে দেখবে এখন।

বৈরাগী বেশে বাড়ি ঢুকে কেষ্টদাস ঠাকুরনাম ছাড়ল: হরি বোল, হরি বল—ওরে তুই বৈষ্ণব দিলি? ভিক্ষে পাই চাট্টি দ চাইবেন—

[illegible] মুখী বড়গিন্নি বেরিয়ে এসে বলেন: বাড়িতে অসুখবিসুখ, ভিক্ষে দিতে পারব না [illegible]। ভিক্ষে দেয় লোকে সকলেরে সন্ধ্যায় এসে ভিক্ষে চায় এমন তো শুনিনি কখনো। এই দেখ মাঠ-মাঠ করে একেবারে তুলসীতলায় চলে এসেছে। ওরে ভজনা—

বাড়িময় ডাকছেন হাঁকিয়ে দেবার জন্যে। নির্বিকার কেষ্টদাস তৎক্ষণাৎ তুলসীমঞ্চের সামনে নিকানো আঙিনার উপর বসে পড়ে গোপীযন্ত্র গুবগুবাগুবে প্রাণ ভরে তুলে চক্ষু বুজে পদাবলী কীর্তন ধরে একমনে। আহা মরি মরি গলা-খানা। প্রাণ কেড়ে নেয়।

[illegible] বিকালবেলা সব এখন। [illegible] ছেলেপুলে যে যেখানে [illegible] এসে জুটেছে [illegible] জন [illegible] বাসন মাজা [illegible] এ সময়কার [illegible]। সুরের লহরী খেলে যাচ্ছে [illegible] কণ্ঠে। পর পর তিনখানা হয়ে গেল—গোষ্ঠলীলা মানভঞ্জন আর বাই উন্মাদিনী—ফরমাস তবু থামে না: আর একখানা হোক বাবাজী।

বড়গিন্নিই এখন সকলকে সামলাচ্ছেন: হবে বই কি আবার হবে। জিরোতে দে একটুখানি তোরা। সেবা কিছু হবে না বাবাঠাকুর? বাবাঠাকুর না বলে বাছাঠাকুর বলতে ইচ্ছা করে। খই-চিঁড়ে-নারকেল-সন্দেশ আছে—দেবো?

বাবাজি কেষ্টদাস ঘাড় নাড়ে: দিনমানে একাহারী মা ঠাকরুন। ঠাকুর যা জুটিয়ে দিয়েছেন, এক পাট হয়ে গেছে। সাঁজ পড়িয়ে গেলে আবার কিছু মুখে ঠেকাব। আমি বলি, আজেবাজে খেয়ে ক্ষিধে মারব না—যদি দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বড়গিন্নি লুফে নিয়ে বললেন, তাই হবে গো বাবা। ভাত ডাল আর একখানা তরকারি। শেষ পাতে একটু গব্যও দিতে পারব—ঘরের গাইয়ের দুধ, গাছের সবরি-কলা, ছাঁচবাতাসা—

এত হাঙ্গামায় কে যাচ্ছে মা-জননী। গরিব মানুষ—দুবেলা চাট্টি আলুনি ভাত জুটলে বর্তে যাই—

সদ্যপ্রকাশিত তিনখানি উপন্যাস

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

মকরকেতন

প্রিয়া বিপ্লবী, প্রেমিক পুলিসের গোয়েন্দা ফুল ফুটলো কিন্তু মকরকেতনের পরাজয় ঘটলো—মহাপ্রস্থানের পর এই আর-একবার। 'ময়ূরাক্ষী' 'গৃহকপোতী' ও 'ধরিত্রী'—মনস্বী ঔপন্যাসিকের অপূর্ব সৃষ্টি ॥ মূল্য ৪·০০

পশুপতি ভট্টাচার্যের

ঐন্দ্রজালিক

সে অনায়াসে ইন্দ্রজাল রচনা করে তাকে দুর্বিজ্ঞেয় করতে পারে,—গড়তেও যেমন মোহ নেই, ভাঙতেও তেমনি। এমনি সমত্বভাব অর্জন করাই তার জীবনের সাধনা ॥ প্রবীণ সাহিত্যিকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ॥ মূল্য ২·৫০

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের

অতি বড় বরণী

অতি বড়-বরণী চূর্ণার ইন্দ্রাণীর চিত্তার [illegible], আর বৈরাগী কটীরামের জীবন—সংসার গোবিন্দ লাভে হবে কি [illegible] ॥ নবীন কথাশিল্পীর বিরহমধুর অনবদ্য কাহিনী ॥ মূল্য ২·৫০

●

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের

কবি স্মরণে

(রবীন্দ্র-জীবনালেখ্য)

২য় সংস্করণ । মূল্য ২·৫০

বসুধারা প্রকাশনী

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

●

আমাদের বই

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্‌ঃ কোং প্রাঃ লিঃ'-এও (৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড) পাওয়া যায়।

বড়াগিন্নি নাছোড়বান্দা ঃ অন্যখানে কি খাও বাবাজী, সে আমরা দেখতে যাইনে। গৃহস্থবাড়ির উপর আধ-উপোসি পড়ে থাকতে কেন দেবো?

সে যা হয় হবে—সন্ধ্যেটা আগে পার হয়ে যাক। গানও হবে, অনেক হবে—বিশ্রামের মধ্যে কেষ্টদাস ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিজের কথা—হাটে এসে এক বৈরাগির আখড়ায় গানে মজে গিয়েছিল। গানে বসলে আর হুঁশ থাকে না। সঙ্গীরা খুঁজেপেতে না পেয়ে নৌকো ছেড়ে চলে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে সে এখন। পয়সাকড়ি শূন্য, তা বলে ভাবনার কি! রাধাবল্লভের সংসার—মুখে দুটি অন্ন, রাতের একটু আশ্রয়

তিনিই জুটিয়ে দেবেন। যা হয় না-ই দিলেন—গাছের তলায় মাদগানে বসব, কোন দিক দিয়ে রাত পোহায়ে যাবে টেরই পাবো না।

হতে হতে অনেক পুরানো কথা—পথে-ঘাটে দিন কাটানো ও রাত পোহানোর নানান বিচিত্র কাহিনী। গানের গলা শুধু নয়, গল্প বাঁধতেও জানে বটে কেষ্টদাস। গল্প করে, আর সতর্ক চোখে বারম্বার ঠাহর করে দেখে, বাড়ির সকলে এসে জুটেছে তো এই জায়গায়—একটা কেউ ছিটকে পড়ে নেই কোনদিকে? টেনে রাখতে হবে আরও খানিকক্ষণ। গল্পে হোক গানে হোক, হাতে দড়ি পড়ার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকবে এখানটা। শুনছে সকলে তাজ্জব হয়ে। কেষ্টদাস দেখে নিয়েছে, সাঁ করে একজন অনতিদূরের চৌরিঘরে ঢুকে পড়ল। কে আবার—সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়। ফুটোগাছটা নড়লে যে আওয়াজ, সাহেবের চলাচলে সেটুকু নেই। পা ফেলে চলে না, মাটির গায়ে যেন নভনস বেড়ায়। সিঁধের কাজে নারাজ এবারের যাত্রায়। বলে, ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছে, সে জিনিস কি আদাড়ে-আস্তাকুড়ে বের করব? তার জন্যে চাই ভাল ক্ষেত্র, উত্তম বন্দোবস্ত। এখানে বিনা সরঞ্জামে যন্দুর যা হাতড়ে নেওয়া যায়। সেই মতলব নিয়ে এসেছে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি।

চৌরিঘরে ঢুকে গিয়ে সাহেব পিছন-দরজা খুলে দিল। ক্ষিপ্র হাতে কাজ চলছে। গল্পের ঝোঁক আলগা হয়ে আসে বুঝে হঠাৎ কেষ্টদাস দরাজ গলায় গান জুড়ল আবার। নিমাই-সন্ন্যাস। বড় মোক্ষম পালা। শচীমাতার দুঃখে চোখের জলে ভাসবে না, এতদূর পাষাণহৃদয় অন্তত স্ত্রীলোকের মধ্যেই নেই।

গান শেষ করে পশ্চিম-আকাশে মুখ তুলে কেষ্টদাস বলে, এইবার মা ঠাকরুনরা একটিবার ছেড়ে দেবেন। পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে জপটা সেরে আসি। এসে উনুন ধরান। ডালই হোক। কর্তারা সব এর মধ্যে এসে যাবেন। নামগান তাঁরাও শুনবেন দু-একখানা।

পুকুরঘাটের নাম করে কেষ্টদাস ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে বলে, কষে বাও এবারে। গান গেয়ে গল্প করে বিস্তর খাটনি খেটে এসেছে, তা বলে উত্তেজনার মুখে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকতে পারে না। গোপীযন্ত্র ফেলে নিজেও বোঠে তুলে নিল। যা কিছু লম্বা হল নিরেখুরে দৌড় দাও এবারে। নৌকো নিয়ে দৌড়।

খাল দুই বাঁক পার হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত কেষ্টদাস বলে, পড়ল কিছু জালে?

সবাই নিজেদের লোক, ঠারেঠোরে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সহজ ভাবের কথা মুখে আসে না। [illegible] মাছটাছ হল কিছু?

সাহেবের সঙ্গে জেপুটি ছিল বংশী, পাহারাদার ধোনাই। রামদাস নৌকোয় পাহারায় ছিল। গুরুপদ নেই, থাকবার কথাও নয়, ওপারের দিকটা খোঁজদারি করে বেড়াচ্ছে। বংশীই ঘাড় কাত করে কেষ্টদাসের কথায় জবাব দেয়: হ্যাঁ—

সাহেব দেমাক করে বলে, পালা তুলে পুকুর তুই সাফ সাফাই করে দিলি, আমি লোকটা খেওন ফেললাম, মাছ হবে না কি রকম!

তার মানে, বিস্তর জায়গায় বেকুব হয়ে এসে এইবারটা হয়েছে। পুলকিত কেষ্টদাস প্রশ্ন করে, রুই-কাতলা?

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, মনে তো লয় তাই—

সাহেব বলে, রুই হোক কাতলা হোক, একটাই। একের বেশি দুই নয়। পাঠার চালি উঁচু করে দেখ্।

দেখে নেয় কেষ্টদাস বস্তুটা। মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স—তিন জায়গায় তালা ঝুলছে। খোলা সহজ হবে না, ভাঙতে হবে।

বংশী বলে, [illegible] আরও কত কি ছিল, সেরা জায়গা ছুঁতে পাইনি। এক জিনিস ধরে আনতেই তিন তিনটে মরদ হিমসিম খেয়ে গেলাম—অন্য দিকে চোখ মেলে কি করব?

বাক্সের ভিতর না দেখা পর্যন্ত মনে কারো সোয়াস্তি নেই। কিন্তু আপাতত হয়ে উঠছে না। কাটাখালির মুখে সন্ধ্যার পর ডিঙি বেঁধে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। গুরুপদ ওপারের খবরাখবর নিয়ে এসে গেছে সেখানে এতক্ষণ। পথের মাঝে এই কাজটা পড়ে দেরি করিয়ে দিল। তাড়িয়ে চলো ভাইসব, দেরি হয়ে গেছে। গুরুপদকে তুলে নিয়ে, তারপর কোন নিরালা ঠাঁই খুঁজে নিয়ে তবে বাক্স খোলা।

বাঁক ঘুরে যেতে জোর পিঠেন বাতাস। গাঙেরও টান খুব। বড় আরামের বাওয়া এবারে—বোঠে একটুখানি ছুঁয়ে আছে, তরতর করে ডিঙি ছুটেছে। নিম্নকণ্ঠে

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

সম্পূর্ণ একখণ্ডে

মুখবন্ধ :

ঋগ্বেদ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রমেশচন্দ্রের রচনাবলী : প্রবোধরাম চক্রবর্তী

দুয়খণ্ডের প্রচ্ছদ : যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি সহ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মনি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা • ১০"×৭½" • মূল্য ৪০.০০ টাকা

জ্ঞান-ভারতী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

কাজকারবার করে দেবেন, হুকুমদার, বাবু। তারির আটকে—হাতে দিয়ে চলে।

বাবুর ফিরবে কি, খোনাই বলে বংশীকে ভাই দিয়ে তর্ক। খোনাই বলে, লোহা-লক্কর—কুড়োল-কোদাল, দা-বঁটি। ঐটুকু এক বার আসতে জীবন বেরিয়ে গেছে। লোহা ছাড়া এমন হয় না।

বংশী বলে, পাথরের জিনিস নয় কেন? শিল-নোড়া, জাঁতা—

সাহেবের কানে পড়তে সে ধমক দিয়ে উঠল : আচ্ছা ছোট মন তোমাদের! আন্দাজই যখন, সোনাদানা মনে আসে না কেন? লোহা বলো পাথর বলো সোনার চেয়ে ভারী কি আছে?

রামদাস তামাক খাচ্ছিল। হুঁকো থেকে মুখ তুলে বলে, তিন তিনটে তালা লাগিয়েছে—ঠিকই তো।—পাথর-লোহা তালা দিয়ে রাখতে যাবে কেন? বাক্স সোনায় ভরা, খোলা হলে তখন দেখবে।

আহ্লাদে, দেখে আরও একবার চাটিয়ে দেখ : সত্যি সোনা-দানা, তেমনি হলে মতিভ্রম থাকতে দোষ কি?

বংশী বলে, দারোগা দুর্নাম জমাদার সকলকে একবাটি দু-বাটি করে সোনা দিয়ে দেবো। দিয়ে থুয়ে খিঁচিয়ে নেবো, কারো নামে কোন দিন দশধারার মামলা না গাঁথে। ওদের খুশি করে তারপর নিজেরা এক একতাল হাতে নিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। ইহজন্মে আর কাঠি ছোঁব না। উঠোনের বাইরেই যাব না মোটে, ছেলে কাঁধে করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।

মহানন্দে আগড়ুম-বাগড়ুম বকে চলেছে। রামদাস হুঁকো এগিয়ে ধরে বংশীর দিকে: তামাক খাও বংশী—

বংশী হাতও বাড়িয়েছে নেবার জন্য। ঠকাস করে হুঁকো-কলকে পড়ে যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তামাক মাথায় উঠে গেছে এখন—কালো একটা রেখা ছুটে আসছে না? দেখ দেখ, দেখ দিকি নদীর পর থেকে ছুটে আসছে, ঢেউ দিয়েছে, এখানে বেগে আসছে। খুব জলায় বংশী বলে, দেখ না—ঐ দেখ—

খোনাই মিস্ত্রি বলে, গাঙের উপর সোজাসুজি বেয়ে পারা যাবে না, ধরে ফেলবে এক্ষুনি—

হতে পারে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর লোক। অথবা পিটেল। পেট্রোল পুলিস নৌকো এবং মোটরলঞ্চ নিয়ে জলপথ পাহারা দিয়ে বেড়ায়—চলতি নাম পিটেল। ফাঁকা নদীতে পিটেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরে সরু খাল কটা নজরে আসে। খালে ঢুকে পড়ে গা-ঢাকা দেওয়া—সেই একমাত্র উপায়। নতুন আমদানি হলেও কেষ্টদাসের এমন কিছু নয়—কিন্তু রামদাসের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তারও চেয়ে বেশি বংশীর। বমাল সমেত পেয়ে গেলে কত বছর ঠেসে দেবে, ঠিকঠিকানা নেই। বউকে বলে আসছে কুটুম্ববাড়ি চললাম—এখন যে কুটুম্বর বাড়ি পাকাপাকি ঘরবসতের গতিক। আবার যেদিন বাড়ি যাবে, বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেছে তখন। বাপ বলে চিনবে না। পরিচয় দিলে তখনও চোর বাপকে চিনতে চাইবে না।

এত কথা লহমার মধ্যে মনে খেলে যায়। সেই পিছনের বস্তুটা জলের উপর একটা কালো ফোঁটার মতো দেখাচ্ছিল—এইবারে পুরোপুরি নৌকো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপ-নৌকো—বাইচ খেলায় যে বস্তু নামায়। বাতাসের আগে চলে। একটি লহমা—খালের মধ্যে ঢুকে পড়তে যেটুকু দেরি। হতে পারে, ছিপনৌকো তাদের ঠাহর করতে পারেনি, যেমন আসছে সোজা গাঙ ধরে বেরিয়ে যাবে। আশা করা যাক এমনি—আশা একটা তো চাই।

খালে ঢুকতে গিয়ে—কী সর্বনাশ!—দুই প্রকাণ্ড ভাউলে নৌকো দুই দিকে বেঁধে রেখেছে। জল-পুলিশের এই কায়দা—বাহির-গাঙে তাড়া করে খালে এনে ঢোকায়। ডিঙি যেই মাত্র ঢুকে যাবে, দুদিকের দুই ভাউলে আড়াআড়ি হয়ে সরু খালের মুখ আটকাবে। বনের হাতি তাড়িয়েতুড়িয়ে খেদার ঢুকিয়ে যেমন মুখ আটকে দেয়। এমনিতরো কাজে মার্কা-মারা সরকারী সাদা বোটের কদাচিৎ ব্যবহার। দূরেতে পেলে মানুষ তো সতর্ক হয়ে যাবে। সাধারণ নৌকো তাড়া করে পিটেল ওত পেতে থাকে, যেমন এই ভাউলে দুটো। পিছু নেয়—সে-ও সাধারণ নৌকো ছুটিয়ে। যেমন ঐ ছিপনৌকো। মাঝিমাল্লার সাজে যারা রয়েছে, জাঁদরেল পুলিশের লোক তারা। লোক-দেখানো দাঁড় টানে হাল বায়, পাশে গুলি-ভরা বন্দুক, দরকার হলে মুহূর্তে নিজমূর্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠবে।

চোখাচোখি নিজেদের মধ্যে। মুড়লার

ঠিক হয়ে গেছে। ছুটছিল ডিঙি, গতি থামিয়ে দিল। বোটে সবগুলো জলের উপর তুলে ধরেছে—নৌকো চলে কি না চলে। কাড়ালের দিকে ছইয়ের অন্তরালে বাক্সটা তুলে ধরে নামিয়ে দিল গহিন গাঙের জলে। বমাল লোপাট—আর এখন কি করতে পারিস? বংশী আর ধোনাই মিস্ত্রি দাগি দুটো লোক আছে বটে ডিঙিতে—কিন্তু তাদের কি অন্য কাজকর্ম থাকতে নেই? হাটবাজারে কিম্বা আত্মীয়-কুটুম্বর গাঁয়ে যেতে পারে না? ঠিক কথাই তো আছে—ধান কাটতে গিয়েছিলাম দক্ষিণের নাবালে কাজকর্ম শেষ হেলতে দুলতে এবার ঘরে ফিরছি। লেজা-সড়কির কথা যদি বলো—বাঘ-কুমিরের মুখে পড়ি না চোর-ডাকাতের হাতে পড়ি আপদবিপদের জন্য রাখতে হয় দু-এক-খানা। সবাই রাখে।

খালে না ঢুকে বড় গাঙ ধরেই চলল। বমাল ফেলে হালকা হয়েছে আর এখন [illegible] ভয় [illegible] ছিপ ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে সাহেব একনজরে সেদিকে তাকিয়ে। [illegible]

[illegible] ভুলতে পারছে না। [illegible] আঙুল। [illegible] বিড়বিড় করে [illegible] পাও? [illegible] কাছাকাছি [illegible] যার নাম চোর [illegible] হচ্ছে না। [illegible] কাটা-হাতের ঢেউ।

বংশীর এক [illegible] না [illegible] জলে [illegible]। আজকের এই বাক্স বিসর্জনের ব্যাপারটা সেদিনের মতোই সে নিঃশব্দে চোখ মেলে দেখেছে। এতক্ষণে হায়-হায় করে উঠল: মিছামিছি গেল জিনিসটা। ভাল করে চোখ মেললে না, পাগল হয়ে উঠলে যেন তোমরা।

ধোনাই শব্দ করে হেসে উঠল, সোনা বেচে পয়সার পাহাড় হত রে! গোলায় যদি রাখতাম, গোলা ভরতি হয়ে যেত। আঁ, কেষ্টদাস?

কেষ্টদাসকে সালিশ মানল। বাক্স ফেলার প্রধান উদ্যোগী সাহেব—তার দিকে কেষ্টদাস একবার তাকায়। লজ্জা পেয়ে হাসছে সাহেব মৃদু মৃদু। কেষ্টদাস উল্টো কথা বলে: সোনা না ঘোড়ার ডিম। অত-গুলো বউয়ের কারো গায়ে সোনার গয়না দেখতে পেলাম না। সোনা কখনো কুঁড়েরা চোখে দেখেছে। শিলনোড়া বা-কুড়ুল এই সব। বাক্স খুলে আমরাই ফেলে দিতাম, একটু আগে ফেলা হয়ে গেছে।

ধোনাই গরম হয়ে বলে কী করে বুঝলি তুই? শিলনোড়া বয়ে আনতে গেছি—আমাদের কোন আন্দাজ নেই, আমরা বোকা?

কেষ্টদাস হেসে উঠে বলে এইরকম তুমিও বুঝে রাখ না। ঠাণ্ডা হবে মনটা।

ছিপ আরও কাছে এসে গেছে। এখন আর সন্দেহমাত্র নেই। সাহেব প্রবোধ দিয়ে বলে মুষড়ে পড়লে যে তোমরা। বাজার ভাণ্ডার একটা ঢুঁয়ের ভাণ্ডার বাক্স ছাড়ে। বাক্স গেছে সিন্দুক এসে পড়বে। ধন-সম্পত্তি যতদিন লোকের ঘরে আছে, আমাদেরও আছে। শুধু এনে ফেলার অপেক্ষা।

বংশীর পিঠে এক থাবা ঝেড়ে দিয়ে চাপা কণ্ঠে: [illegible] যখন তোমার দশ-ধারা ঠেকালেই। গরিবের দেওয়া সবখানে আমার গায়ে ফেই জিনিস ছুঁয়ে কিরে [illegible]। [illegible] সাপের মাথার মণি যদি খুলে আনতে হয়, তাই নিয়ে আসব তোমার কাছে।

যে কথা বলল, সত্যি সত্যি করেও ছিল তাই। সদ্য বিয়ের বউ আলতাপায়ে গায়ের কাছে শুয়ে একটা একটা করে গয়না খুলে আনল। মন্ত্র পড়ে কালনাগের মাথায় মণি নিয়ে আসা এর চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

ছিপ এখন একেবারে কাছে। হঠাৎ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে: কারা যাও তোমরা? মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলে মজা করি একটু।

ছিপনৌকো থেকে মিনমিনে গলার জবাব আসে: ব্যাপারি—

কোন জায়গার ব্যাপারি? কি নাম? কিসের ব্যাপার-বাণিজ্য? সারবন্দি খাড়া হয়ে সব দাঁড়াও।

ডিঙির মাল্লাদের ফিসফিস করে বলে, ওরা চোর—আমরাই যেন পিটেল-পুলিশ। ছদ্মবেশে পরে যাচ্ছি।

ছিপনৌকার বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা

সভাপতি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবৈতনিক সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

১ম পুরস্কার : ৫০০, টাকা
২য় পুরস্কার : ২৫০, টাকা
৩য় পুরস্কার : ১০০, টাকা

এতদ্ব্যতীত যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেককে ২৫, টাকা করিয়া ২২টি পুরস্কার দেওয়া হইবে।

— নিয়মাবলী —

১। গল্প বাংলা ভাষায় লিখিত হইবে। যে কোন বিষয়েই গল্প লেখা চলিতে পারে।
২। যে কেহ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।
৩। গল্প পূর্বে কোন প্রতিযোগিতায় দেওয়া বা প্রকাশিত না হওয়া চাই এবং গল্প মৌলিক হওয়া চাই।
৪। [illegible] গল্প পাঠাইতে হইবে, কারণ লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
৫। লেখা এক পৃষ্ঠার একদিকে লিখিয়া রেজিস্ট্রী ডাকযোগে বা ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন-ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।
৬। [illegible] প্রেরিত গল্পের প্রথম প্রকাশনের অধিকার সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের থাকিবে।
৭। কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।
৮। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৬৩।
৯। সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি প্রয়োজনবোধে নিয়মাবলী পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

সুলেখা ছোট গল্প প্রতিযোগিতা কমিটি
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

শলাপরামর্শ হচ্ছে ঠিক নিজেদের মধ্যে। হুকুম মাফিক কেউ উঠে দাঁড়ায় না।

চাপা গলায় বংশী তর্জন করে ঃ অবাক কাণ্ড, এই সময়টা রঙ্গরস লাগল তোমার! এত বড় লোকসানও মনে লাগে না, তুমি কি বলো দিকি—যোগীঋষি না কাঠপাথর?

সাহেব একমুখ হাসি নিয়ে ছিপের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দেয় ঃ হল কি তোমাদের, কথা কানে যায় না বুঝি?

দাঁড়িয়ে পড়ত তারা ঠিকই, কিন্তু বংশী মজাটা পুরোপুরি হতে দিল না। এরকম হাসিমস্করা বড় বিপজ্জনক। তুমি আজ করলে, ওরাও কোনদিন অন্য কারো সঙ্গে করবে। রীতিনিয়ম তো উঠে যাবে এমনি হলে। তাড়াতাড়ি বোঠে তুলে নিয়ে বংশী জলে বাড়ি দেয়। গাবতলির হাটের নিচে সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন করেছিল। এ কাজে বংশীর জুড়ি নেই।

বাড়ির পর বাড়ি। টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের টরে-টক্কার মধ্যে কথা—জলে বোঠে মেরে মাঝিমাল্লাও তেমনি কথার চালান দেয়। ঝিমিয়ে-পড়া ছিপ মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল। তরতর করে ডিঙির পাশে এসে গায়ে গায়ে লাগায়। পরিচয় হয়ে গেল, ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি এখন।

নিতান্ত উপমার কথাও নয়। বংশী আর চাঁদমিঞা একই দলে কাজ করে এসেছে। গোড়ার দিকে চাঁদমিঞার রাগ যে না হয়েছিল এমন নয়। পুরানো সাক্ষাত পেয়ে ভুলে গেল। পান-তামাকের লেনদেন এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। দশরকম সুখ-দুঃখের কথাবার্তা। খালের মুখের জোড়া ডাউলের বৃত্তান্তও চাঁদমিঞার কাছে পাওয়া গেল। ব্যাপারি-নৌকো সত্যি সত্যি। হাটে হাটে মাল গস্ত করে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন গাবতলির হাট থেকে চাঁদমিঞা নজর ধরে আছে, ফাঁকায় পেলে একটু মোচড় দিয়ে দেখবে। কিন্তু হল না, হবার উপায় নেই—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে চাঁদমিঞা বলে, এই আজ বিকেলেই পিটেলের নৌকো দেখলাম। বড্ড লেগেছে ওরা। পুলিসের দিকে এক চোখ এক কান আর মক্কেলের দিকে এক চোখ এক কান—ভাগাভাগি করে কাজকর্ম হয় কখনো! দূর, দূর! কারিগর না হতে গিয়ে যদি পুলিস হতাম, অনেক ছিল ভাল। অনেক বেশি রোজগার।

একটা গাঙের মুখে এসে চাঁদমিঞা ডাইনে ঘুরল। এরা ছুটেছে কাটাখালি মুখো। সন্ধ্যা থেকে গুরুপদ সেখানে। কাজের কিছু নয় মক্কেলের খবরাখবর নেই শুধু-শুধু হয়রানি। তার উপরে হোঁচট খেয়ে সে ভুঁইয়ের আল থেকে কাঁটাবনে পড়েছিল গণ্ডা দশেক কাঁটা ফুটে আছে পায়ে। মনমেজাজ তিরিক্ষি। বাজ্ঞ ফেলার বৃত্তান্ত শুনে এই মারে তো এই মারে। বলে বিধাতাপুরুষ হামেশাই মানুষকে দেয় না জন্মের মধ্যে একবার হয়তো দিল। হাতের লক্ষ্মী বিসর্জন দিয়ে এলে, আমি বাপু নেই আর তোমাদের সঙ্গে। অপয়া তোমরা সব—তিলকপুরে সেবারে জান নিয়ে কেন গাঙকে ফিরেছিলাম এবারে আরও সাংঘাতিক হবে।

মক্কেলের অভাবে বাত্রে বেরুনো হল না, কাটাখালি খেঁজুরবনের পাশে চাপান দিয়ে রইল। গুরুপদ একটি কথা বলল না কারো সঙ্গে শেষরাত্রে নেমে চলে গেল।

কেষ্টদাস বলে, যাকগে, বয়ে গেল। বুড়োবয়সে কষ্ট করে পারব না, ঘরেও মন টেনেছে—তাই একটা ছুতো।

কিন্তু প্রধান উদ্যোগী বংশীও মিইয়ে গেছে। লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি আর নয়। মুনাফা নেই, বরঞ্চ পিটেল-পুলিসের যা খবর, বিপদ আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। দশধারার মামলা কাঁধে ঝুলছিল, দিন সংক্ষেপ হয়ে মাথার এসে পড়েছে। মরীয়া হয়ে এবারের সর্বশেষ চেষ্টা। ফুল-হাটায় যাই চলো, বলাধিকারী মশায়ের শরণ নিইগে। তিনি ছাড়া সুরাহা হবে না। বলাধিকারী মাথার উপরে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য খুঁজিয়াল। ক্ষুদিরামকে ধরে পড়ব গিয়ে, দায় জানাব। দয়া আছে মানুষটার। দয়ার চেয়ে বড়—দুঃসাহসের কাজে নামবার ঝোঁক। এখনো—এই বয়সে।

বলাধিকারী ডাকলেন, এরা কি বলছে শুনে যান একটু ভটচাজ মশায়। বড্ড ধরা-পাড়া করছে।

ডাকাডাকিতে ক্ষুদিরাম এলো। বংশীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, টহলদারি শেষ হল—বেগ মিটেছে তো ভাল করে? রাত পোহাতে কাকের ডাকই লাগে, পেঁচার ডাকে হয় না, কি বলো?

অতএব দলের ভিতরের আজেবাজে কথাবার্তাগুলোও ক্ষুদিরাম জেনে বসে আছে। হাতের পাওয়া বিধাতাপুরুষের হিজিবিজি গড়গড় করে পড়ে যায়—ও মানুষের সঙ্গে কে পারবে? কান পেতে শুনতে হয় না, মুখে তাকিয়েই সে বোঝে।

গুরুপদর উপর রাগটা বেশি। ক্ষুদিরাম বলে, ডাকো একবার চাঁদির পোকে। এখন কি বলে শোনা যাক।

নেই সে কেটে পড়েছে। দায় উদ্ধার করতেই হবে ভটচাজ মশায়। পায়ে পায়ে এসে পড়েছি লাথি মারলেও নড়ব না।

বংশী সত্যি সত্যি পা ধরতে যায়। দু পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, একুনি

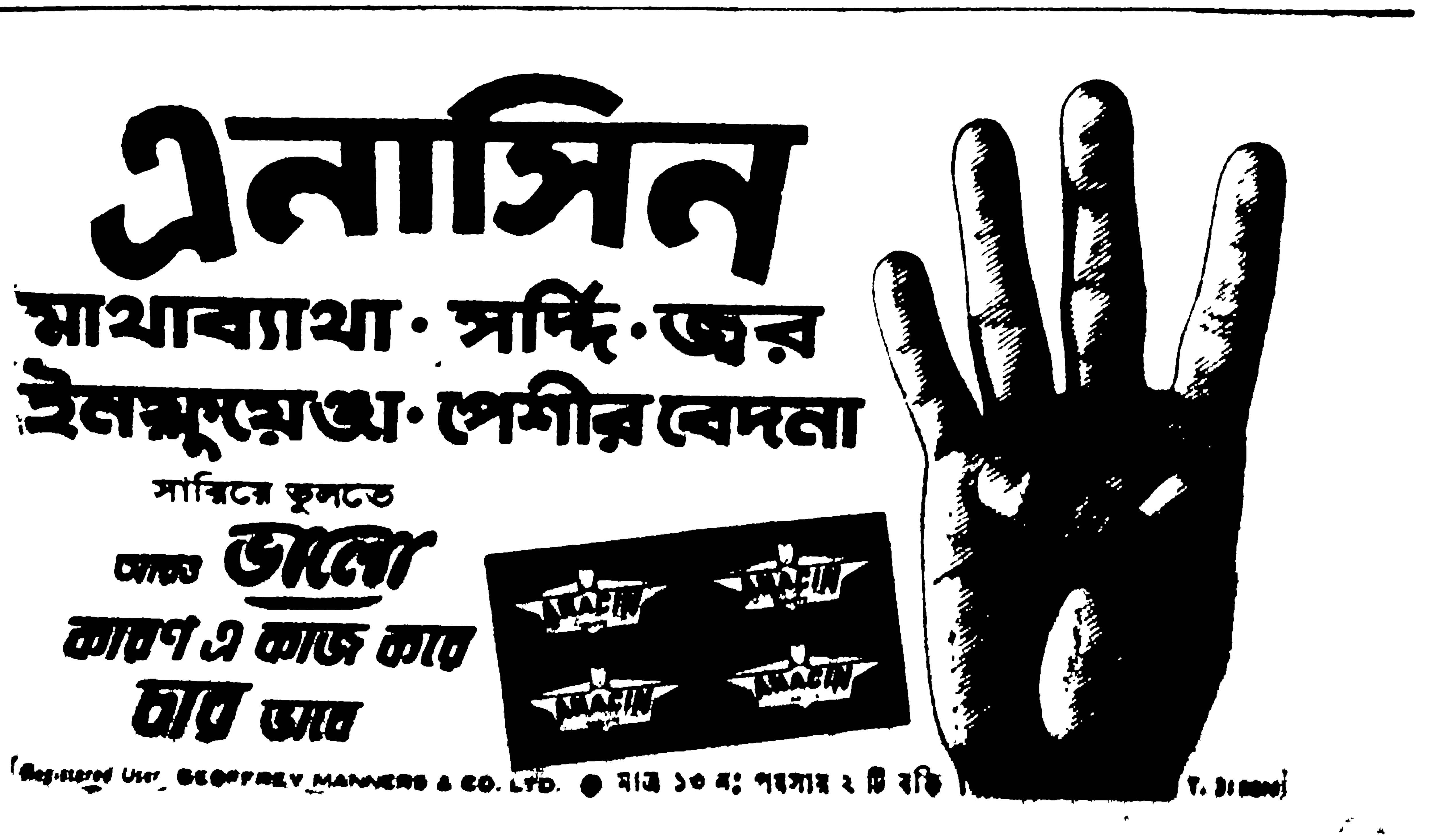

তার কি! তোমাদের দায় বলে ক্ষেত্তোর-খানা অমনি তো আকাশ থেকে পড়ছে না। খুঁজেপেতে দেখব, সময় লাগবে।

জগবন্ধু বলাধিকারী, দেখা যায়, এদের পক্ষে আছেন। তিনি সুপারিশ করেন: রাখুন দিকি! আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো নখের আগায় নিয়ে ঘোরেন, তাদের খবর টপাটপ বলে দেন। এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে যেমন-তেমন একখানা ক্ষেত্তোরের খোঁজে আপনার এক যুগ বারো বছর লাগবে! ঘোষার কথা আর বলবেন না, হাসবে লোকে।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষুদিরাম চোখ বুজে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখস্থ বলার মতো বলে যায়, নবগ্রাম সেনদের বাড়ি। কাজখানা এখানেই নামতে পারে। উঁহু, আজ নয়। সেনদের সাবেকি দালানকোঠা- দেয়াল কমপক্ষে দেড়াই হাত পুরু। দেয়াল কাটতেই রাত কাবার। কোন দরকার নেই, সবুর করো পাঁচটা সাতটা দিন। মক্কেল জড়ুনপুরে চলে যাক। সেখানে ঘর সেখানে -দো মুখশলা মাটি। একটু একটু জল ছিটলে ... আপনি গলে যাবে।

সগর্বে বলাধিকারী সকলের দিকে চেয়ে বলেন, দেখ, আমি কি মিথ্যা বলেছি? অথচ দু-তিন মাসের মধ্যে ভট্টাচার্য মশায় উঠানের বাইরে যাননি। না, তারও বেশি, কালীপুজোর পর থেকেই ঘর থেকে বেরোননি।

ধোনাই মিস্ত্রি ... বলে, মুখের উপর গণেশপড়ে বলে দিলে!

... ক্ষুদিরামই তখন ... আমি ... গণনা ...

... এসেছিল এক মেয়েওয়ালা। পাত্র নবগ্রাম সেনবাড়ির শংকরানন্দ। প্রথম পক্ষ ... ভাগাড়ে গরু মরলে ... শকুনের যেমন ভয়, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

... করে এক কন্যাপক্ষ উপস্থিত: পাঁচিপাঁচি ওরা বড্ড মানে। রাজযোটক হলে এক পয়সা পণ লাগবে না। আপনি ব্যবস্থা করে দিন সার্বভৌমাচার্য মশায়।

ক্ষুদিরাম বলে, পাত্রের কুষ্ঠি তো আনবেন। না মিলিয়ে যোটক-বিচার কেমন করে হবে?

দেবে না, ঘুঘু আছে সেদিক দিয়ে। পাত্রের কুষ্ঠি হাতে রেখে দিয়েছি। সেই জন্যেই তো আসা আপনার কাছে। মেয়ের কুষ্ঠি মেরামত করে পুরানো তুলট-কাগজে লিখে দেবেন, তাদের কুষ্ঠি যা-ই হোক খাপ খাবে।

ক্ষুদিরামের মুখ দেখে কি বলেন কে জানে। জোর দিয়ে ... কেন হবে না? রানী ভবানী, সুরেন বাড়ুয্যে চাই কি আকবর বাদশা—গোটা কয়েক দিকপাল মানুষের ছক থেকে জুড়েতেড়ে বসিয়ে দিন। কনের কুষ্ঠি দেখে ছেলেওয়ালারা হাঁ হয়ে যাবে, লগ্নপত্তোর করতে সবুর সইবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কালোকুৎসিৎ চেহারা, দুটো গজদন্ত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, চুলও পেকেছে দু-চারটে। কিন্তু হলে হবে কি—শংকরানন্দ সেনবাড়ির ছেলে। আর এক মস্ত কথা, আগের বউ সন্তান রেখে যায়নি, অঢেল গয়না রেখে গেছে আপাদমস্তক পরেও যা শেষ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে দিল: কুষ্ঠি জাল করা আমার দ্বারা হবে না।

জাল কেন বলেন? সেয়ানা মেয়ে কাঁধে ... পারি, তার জন্য এদিক-সেদিক খানিকটা মেরামত করে দেওয়া। করে তো সবাই।

তাদের কাছে যান।

বাড়ুটে নিখুঁত চাই। সেনরা বড্ড ঘড়েল, ধরে না ফেলে। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা হয় না। দক্ষিণার যে রকম ... সেজন্য আটকাবে না।

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয়: চলে যান, এক্ষুনি—

যেতে যেতে কন্যার পিতা কটু মন্তব্য করে: শ্রী আমার ধর্মঠাকুর রে! কলি তরাতে এসেছেন—আরও যদি না জানতাম।

ক্ষুদিরাম নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, আমি লোকটা মেকি। কিন্তু সামান্য একটু বিদ্যে নিয়ে আছি, জেনেশুনে তার মধ্যে ভেজাল ঢোকাতে পারব না।

এই মানুষটির সঙ্গেই কদিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল। কৌতূহলী ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে: কুষ্ঠি মেরামত হল আপনার?

এখন হয়ে কি হবে! আপনার জন্যেই তো মশায়! মর্মান্তিক ক্রোধে ক্ষুদিরামের উপর সে খিঁচিয়ে উঠল: আপনাকে না পেয়ে খুলনায় জ্যোতির্ভূষণ মশায় অবধি ধাওয়া করতে হল। ফিরে এসে শুনি, জড়ুনপুরের কনে এর মধ্যে গেঁথে ফেলে দিয়েছে। লগ্নপত্তোর দিনক্ষণ নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন সারা।

বিয়ের তারিখ এগারোই—সেই লোকের কাছেই শুনেছিল। কর গুণে ক্ষুদিরাম এবার হিসাব করছে: আর আজকে হল ষোলই। পাঁচ দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কনে এখন শ্বশুরবাড়ি—নবগ্রামে। বিয়ের যাত্রায় কদ্দিন আর থাকবে? আরও চারটে পাঁচটা দিন ধরো। তারপরে মক্কেল জড়ুনপুর যাবে। কাজ সেইখানে।

বংশী আবদারের সুরে বলে, খোঁজ দিয়েই হল না। আপনাকে যেতে হবে ভটচাজ মশায়, সাথেসঙ্গে থাকবেন। শিবে-সংক্রান্তি আমাদের, তাড়াতাড়ি ভাল কাজ নামাতেই হবে একখানা।

ক্ষুদিরাম লাফে নিয়ে বলে, যাবোই তো। ভবের কাজ—হাজারে একটা আসে এমন। ঘরে বসে থাকতে মন মানবে কেন? কিন্তু কারিগরের বুকে বল আছে তো? ঢলঢলে ছুঁড়ি, ভরভরন্ত যৌবন—তার ঘরে ঢুকে গয়না নিয়ে আসা।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে ওঠে, ওস্তাদের যে দিব্যি দেওয়া রয়েছে—

ক্ষুদিরাম মুখ ঘুরিয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, তোমাদের নয়, আমি সাহেবকে বলছি। ঘর নয় সে, টাকশাল। রুপো-তামা নয়, শুধুই সোনা। বিয়ের কনের গা থেকে সোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেবে।

সাহেব জ্বল-জ্বলে চোখে তাকিয়ে। বংশী শিউরে উঠে বলে, ডবকা মেয়ের গায়ে হাত!

সাহেব মৃদু মন্তব্য করে: বিয়ে হয়েছে সে মেয়ের, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধেক-বুড়ি।

বলাধিকারী এতক্ষণে এইবার বললেন, কায়দাটা হল, বরের মতন ঠিক করে সেই মেয়ের পাশে শুয়ে পড়বে। মন দুলবে না, গা কাঁপবে না—বড্ড কঠিন কাজ। ধরো, ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে তোমায় গায়ের উপর টানল—

অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, দীঘির পাড়ে কালকেউটে পায়ে উঠেছিল। তাতেও

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ৩৬৮৩৪৪
রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন।
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,

গা কাঁপল না. মেয়েমানুষে কি হবে।

বলাধিকারী বলেন, জেগে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। ও বয়সের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

সাহেব বলে, বাইটা মশায়ের ব্যবস্থা আছে—নিদালি-পাতা, বড় মোক্ষম জিনিস। পাতার বিড়িও মুখে নেবো। সকলের উপরে এই আমার রয়েছে—

হাতদুটো তুলে ধরে দু-হাতের আঙুল সগর্বে সঞ্চালন করেঃ দশ আঙুলে এই আমার দশ-দশটা কিংকর। আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। এ জিনিসও ওস্তাদের কাছে পাওয়া। পরখ হোক না বলাধিকারী মশায়, শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ওস্তাদের উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সাহেব হাঁটুর কাপড় সরিয়ে পায়ে-বাঁধা কাঠিতে হাত ঠেকায়। বলে, ওস্তাদ হাতে তুলে দিয়েছেন, শক্ত কাজেই এ জিনিসের খাটুনি। আশীর্বাদ করুন বলাধিকারী মশায়, ফিরে এসে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো। (ক্রমশঃ)

ইণ্টিগ্র্যাল কোচের জন্য অ্যাক্স্‌ল বক্স হাউজিং

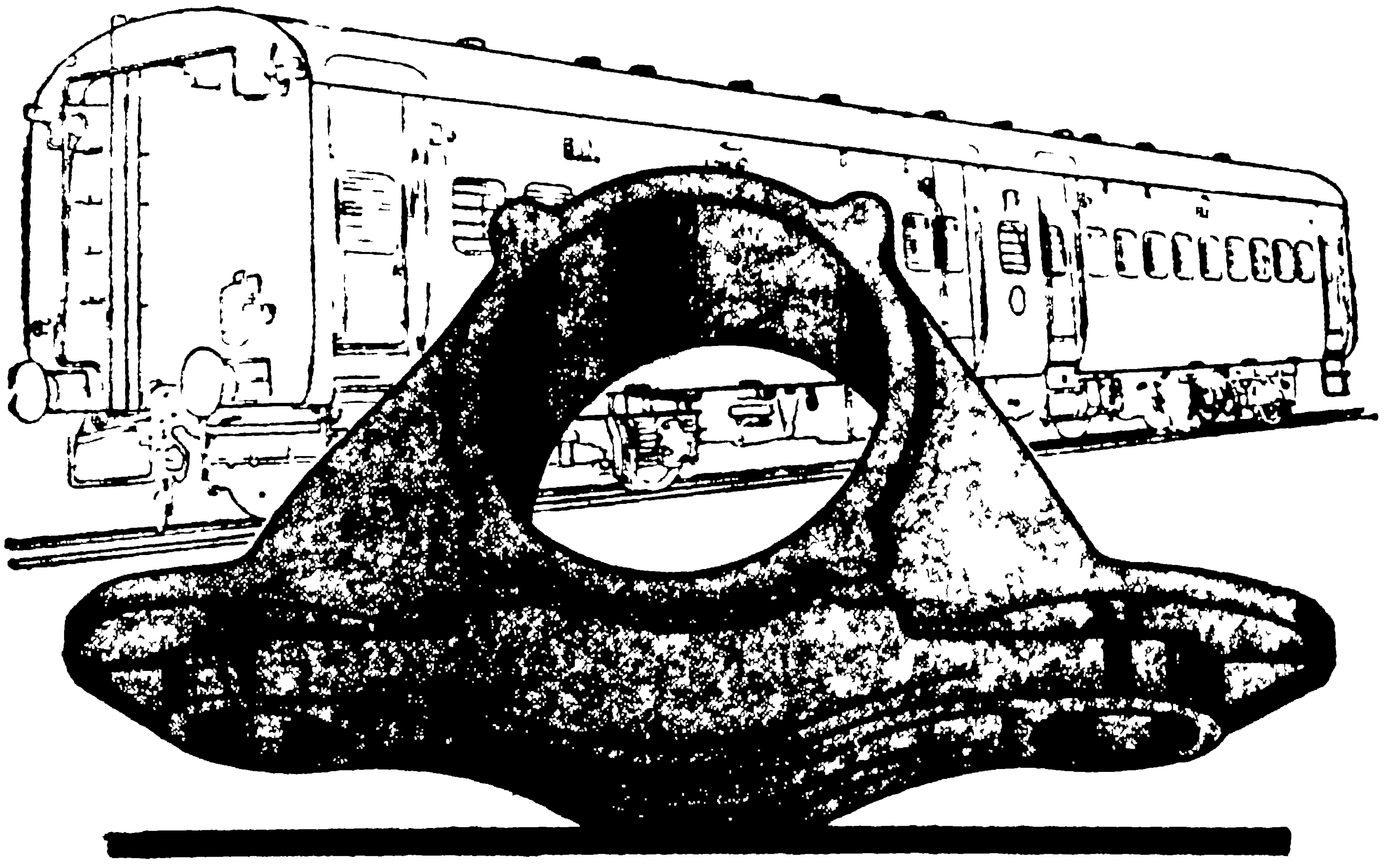

ইস্কোর তৈরী রেলের বেয়ারিং অ্যাক্স্‌ল বক্স হাউজিং রেলগাড়ির মসৃণ এবং নিরাপদ চলাচল সুনিশ্চিত করে।

তৈরী ওজন……১৮০ পাউণ্ড

স্পেসিফিকেশন…আই,আর,এস্‌-এম্‌-৩৮ গ্রেড ১ ক্লাস 'সি'

কোম্পানির কুলটিতে অবস্থিত আধুনিক এবং যন্ত্রচালিত ইস্পাত ঢালাই কারখানায় বি, এস্, এস্, অথবা আই, আর, এস্, কিংবা ক্রেতার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ৩ টন পর্যন্ত ইস্পাতের ঢালাই করা হয়।

IISCO

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিঃ
বিক্রয় বিভাগ:
১২ মিশন রো, কলিকাতা ১
ম্যানেজিং এজেন্ট:
মার্টিন বার্ন লিঃ
মার্টিন বার্ন হাউস, কলিকাতা ১
শাখা:
নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা
দক্ষিণ ভারতে এজেন্ট:
দি সাউথ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট কোং লিঃ
মাদ্রাজ ১

রেকো কাশ্মীর
ফেস পাউডার

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০৫১। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৯।

নগদ ও কিস্তিতে

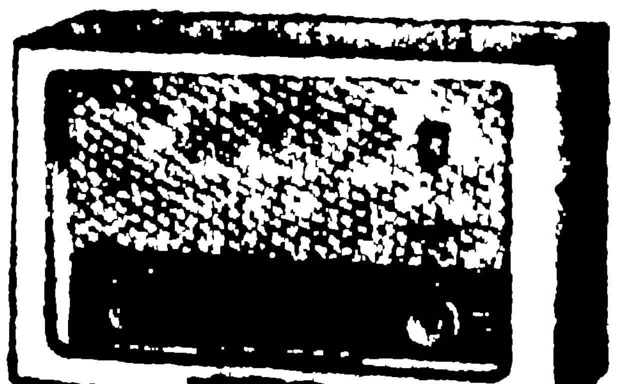

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যাণ্ড ফটো স্টোরস
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন: ২৪-৪৭১৩ কলিকাতা-১৩

হার্ণিয়া
কোষবৃদ্ধি
হাইড্রোসিল

বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগ বিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। ... ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

* আলোচনা *

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

শ্রীমনোজ বসুর লেখা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পড়েছি, এবং তার কয়েকটি প্রতিবাদ দেখলাম। মনোজবাবু প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ করেছেন। আমার ধারণা ব্যাপারটা ক্রমেই অবান্তর কথায় চলে যাচ্ছে। সাধারণ ভাবেই বোঝা যায়, কোনো লেখক যদি কোনো দেশ বেড়িয়ে এসে একটি বই লেখেন তবে সেই বইয়ে উৎসাহীরা সাহিত্যগুণ এবং তথ্যগুণ দুই গুণই পাবেন এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় উভয়ই থাকতে পারে, অনেক সময় হয়ত একটি গুণ, কোনো সময় কিছুই থাকে না। মনোজবাবু বলছেন—সাহিত্যগুণের জন্য বইটি পুরস্কৃত হয়েছে। খুবই ভাল কথা। সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ অমন বইটি তবে তিনি উঠিয়ে নিলেন কেন? মনোজবাবু বলেছেন, যদি ঢাক পেটানোই বলতে হয় তাঁর বইকে তবে সেটা চীন দেশ সম্বন্ধে, দেশটা কম্যুনিস্ট বলে নয়। খুবই ভাল কথা। তবে আবার প্রশ্ন ওঠে—কোনো দেশ সম্বন্ধে এক সময় ঢাক পেটালে কি অন্য সময় ঢাকের কাঠি বন্ধ করতে হয়? কেন হয়? ঢাক খারাপ না কাঠি খারাপ?

মনোজবাবু শ্রীনেহরু, পানিক্কর এঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। মুশকিল এই যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে। পানিক্কর কি তাঁর বই তুলে নিয়েছেন? মনোজবাবু কি ঠিক জানেন সে-কথা? আমার একমাত্র আপত্তি এই যে, যদি সত্যতা গুণে বইটি সিদ্ধ হয়ে থাকে, যদি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে—যদি চীন দেশের কথা তাতে লেখা হয়ে থাকে তবে মনোজবাবু কোন্ দুর্বলতা বশত বইটির প্রচার বন্ধ করলেন? যে শিল্পী নিজের শিল্প স্বাধীনতা সম্পর্কে এত বেশী সচেতন তাঁর পক্ষে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে এ কি ধরনের সিদ্ধান্ত? কোন যুক্তিবশত, কোন নীতিবশত এটা হল?

বোধ হয় বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ত্যাগ দ্বারাও অনেক সময় মানসিক শান্তি আসে না। স্বয়ং রামচন্দ্রেরই আসে নি। ইতি—

অশোক কাঞ্জিলাল
দমদম

২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার সার্থকতা সম্পর্কে দু দশ লোক প্রশ্ন

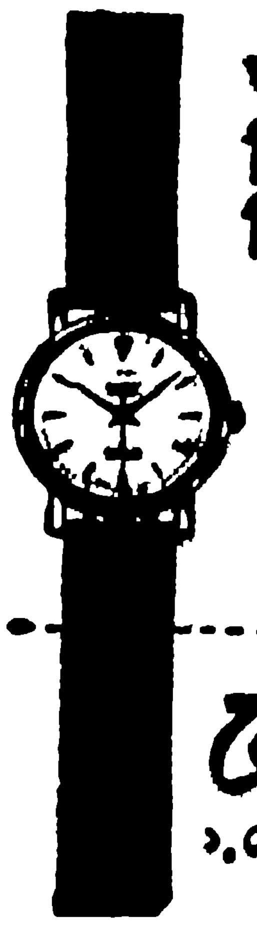
ঘড়ি বিক্রয় ও রিপেয়ারিং-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আমরা প্রত্যেক ঘড়ির অরিজিনাল পার্টস ব্যবহার করি। আমাদের প্রত্যেক কারিগরই হইয়া ... শিক্ষা প্রাপ্ত।

১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

QUALITY BRUSH

Dr. Sandow tooth brush has everything you are looking for. Designed scientifically to reach every corner of your mouth and clean it thoroughly. It is fitted with select Nylon Bristles to last longer.

Dr.
SANDOW
TOOTH BRUSH

Agents: P. H. HIRA & CO.
P-42, Mission Row Extn.,
Calcutta-13. Ph: 23-3410.

প্রিন্স ও ... তৈল

তোলেন, শুনি। একদল আমাদের পরিচিত, যাঁরা টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্বাস করেন। অপর দল হচ্ছেন এই স্বাধীনতার স্বতঃসিদ্ধতায় চরম বিশ্বাসী, সুতরাং তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তারকে বাহুল্য মনে করেন।

যে-কোন প্রচার বা মতবাদকে ভ্রান্ত বলে মনে হলে তাকে উৎখাত করার দায়িত্ব সচেতন যুক্তিবাদী মানুষের। তার পন্থা কিন্তু যুক্তিহীন প্রচারমাত্র হওয়া উচিত নয়। মানুষের মৌল স্বাধীনতাকে যা চ্যালেঞ্জ করবে তাকে পরাভূত করতে গেলে প্রয়োজন গতিশীল, সুদৃঢ়, জীবন্ত মতবাদ যার ভিত্তি হবে শুধু শিল্পীরই নয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি-মানুষের। আজ এ কথায় গুরুত্ব আমরা এদেশে যতটা মূল্য দিয়ে বুঝলাম, এমনটি আর কখনো বুঝিনি। দেখে-দেখার অনীহা যাদের অবিচল, ঠেকে শেখা ছাড়া তাদের গতি নেই।

একটা কথা, শিল্পীর স্বাধীনতা তো সেই স্বাধীনতারই অঙ্গীভূত যে স্বাধীনতা সমস্ত মানুষের চির-অন্বিষ্ট। এ স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক—যে কোনো মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা। নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রকাশই সেই স্বাধীনতার দাবিদার।

আপনাদের কেবল অনুরোধ করব এই প্রয়াসের পরিপূরক হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে গণতন্ত্রের সপক্ষে যুক্তিসহ আলোচনার সূত্রপাত করতে। শিল্পীর স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির স্বাধীনতা যে কী মূল্যবান জিনিস তা সকলের চেতনায় প্রবিষ্ট করাতে গেলে টোটালিটারিয়ানিজম্ ছাড়া অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুনাফাবাজি ও শোষণের প্রতীকার নেই—এই জনপ্রিয় ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা এখনি দরকার। মানুষকে বোঝানো দরকার যে মনকে না বিকিয়েও পেটভরানোর প্রতিশ্রুতি রাখতে গণতন্ত্রী সমাজ জানে।

অরুণোত্ত সেনগুপ্ত
কলিকাতা-১

ছাপাকরে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ কবিতার মিল এবং শব্দের ব্যবহার নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলেন। তারপরে এই বিষয়ে একাধিকবার দেশ পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীঅমিয় বসু তাঁর আলোচনায় যে উদ্ধৃতিগুলো হাজির করেছেন কিংবা সম্ভাবনাময় যে চমকপ্রদ মিলগুলির উল্লেখ করেছিলেন, সে সবই ছড়া বা মিমেরিকে গ্রাহ্য। সাধারণ কবিতায় তার ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। অমিত্রাক্ষরের একশো বছর পরে মিলের অভাব নিয়ে এতো আক্ষেপ—কিন্তু কেন? ছড়ায়, খাপছাড়া কবিতায় উটের কি'র সংগে হুইস্কি মেলানো যেতে পারে, চাটুয্যের সঙ্গে হাঁটুর [illegible] মেলানোর জন্যে চাটুজ্জে জামাইকে ঘোড়া থেকে ফেলে হাঁটু ভেঙে দিতে হতে পারে এবং সবটাই যখন মিল মেলে না, য র ল ব হ অক্ষর সার-বন্দী দাঁড় করিয়ে দিতে হয় তখন।

[illegible]

অবগুণ্ঠন পড়ল খসে!

মফতলাল গ্রুপ
ভয়েল ও লণ্ড ক্লথ

কলিকাতা ও হাওড়াস্থ বিশিষ্ট স্টোর্স
ফোন : ২২-৩৮৮৩, টেলি: MILKYWAY
পি-১১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—২৯
ফোন : ৪৬-৭৪৩৮, টেলি: BHOJBROS

আক্ষেপ ঠিক কবিতার ভালো মিল হচ্ছে না তা সম্ভবত নয়, আক্ষেপ এই যে, যাঁরা ভালো কবিতা লেখেন বা লিখতে পারেন, তাঁরা কেউই আজকাল আর ছড়া লেখেন না, লেখেন না হাল্কা হাসির কবিতা। কবিতার ব্যাপারটা এখন কেমন যেন থমথমে; কেউ ধীর, কেউ ক্ষিপ্ত, কেউ চতুর, আবার কেউ বা সরল, কিন্তু সকলেই ভীষণ গম্ভীর; যেন নিকট আত্মীয়ের গুরুতর অপারেশন হচ্ছে। আজকাল কবিতায় বড় সব গুরুগম্ভীর মুখের দেখা মেলে, বড় সব কঠিন চিন্তা। এমন কি, তরল ভালোবাসার কবিতাও যখন প্রায় লেখা হচ্ছে না, তখন কোথায়,

পরশুরামের knave, idiot কি কেবল
liar সে, bumbug, cad
unspeakeble—'

কিন্তু, জানাশুনো সমস্ত মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে একটি আটদশমাত্রিক চতুর্দশী-হা-হুতাশের চেয়ে দু লাইন ছড়া অনেক ভালো নয় কি?

অন্নদাশংকর, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত—এঁদের সঙ্গে এখন যাঁরা তরুণ কবি, তাঁদের বয়সের ফারাক মোটামুটি প্রায় তিশ বৎসরের—এই তিশ বৎসরে বাংলা কবিতা অনেক এগিয়েছে, অনেক গোলকধাঁধার ঘুরপাক, অনেক মারাত্মক ব্যাপার, কয়েকটি নাতিশীতোষ্ণ বিপ্লব। তবু 'শিশির ভাদুড়ি নহ তুমি গোতমেব'—এই-রকম কমপ্লিমেন্ট আর রচিত হলো না। ব্যাপারটা সত্যিই খুব আফসোসের।

বাংলা দেশে প্রতি মাসে এখন পত্র-পত্রিকায় শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়। সুন্দর ঝকঝকে যাকে বলে নিখুঁত ছন্দ মিল, তেমন কবিতা এখন প্রায় সবাই লেখেন। কিন্তু হাল্কা, তরল কবিতা কটি? full fee-র সঙ্গে ফাউ লেখানো কবিতা—একটিও নয়। বিশেষ গাম্ভীর্য সহকারে একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে তারপর একেকটি প্রকম্পিত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করা। সাতনো-গোছানো-মেজানো কবিতা—তার অভাব ঘটেছে আজ আর কেউ বলবে না, কিন্তু বাস্তবিকই যার অভাব তা হলো,

কোম্পানির কম্বলের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা অমনি তার তাতলো
যেতে হলো মেয়ো হাসপাতালে।'

অথবা,

'আমি আর গবুদের মুগল টিনর,
বিমির বাড়িতে গিয়ে খেলেন বিয়ার।'

ইতি—

বিনীত

তারাপদ রায়

কলকাতা—২৬

॥ নিত্যপাঠ্য তিনখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ॥

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত

যুগান্তর:—মহাজীবনের কাহিনী যেরূপ ভক্তিগর্ভ শুচিসুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইলে মহাজীবনের গরিমা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, লেখিকা সেইরূপ উদাত্ত মধুর ভাষাতেই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।... গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বহুচিত্র-শোভিত—ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬,

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনী

আনন্দবাজার পত্রিকা:—বাঙালী যে আজও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে গৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ। ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূত হন।...ইঁহারা নির্মিত নহেন, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংসৃষ্ট!

বহু চিত্রে শোভিত—চতুর্থ সংস্করণ—৩৷৷৹

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাংলাভাষায় আর দেখি নাই।... পুস্তকখানি বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই নিত্য ব্যবহারের সম্পূর্ণ যোগ্য।

পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ—৩,

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

(সি ২৩৩৬)

ত্বকের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য নিকো আসল জীবাণুনাশক সাবান।

এটি পার্ক-ডেভিসের তৈরী

ডাঃ ভিগোর

হেয়ার কিওর

(মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল)

ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার কেশব্যাধি এবং কেশপক্কতা নিবারণ করুন

সর্বত্র পাওয়া যায়ঃ

হেয়ার কিওর লেবরেটরী

৩।৭, জনক রোড, কলিকাতা-২৯

ফোন ঃ ৪৬-৪৮৬৪

ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ

যাঁহাদের বিশ্বাস এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাঁহারা আমার নিকট আসিলে ১টি ছোট দাগ বিনামূল্যে আরোগ্য করিয়া দিব। বাতরক্ত, অসাড়তা, একজিমা, বিবিধ চর্মরোগ, ছুলি, মেচেতা, ব্রণাদির দাগ প্রভৃতি চর্মরোগের বিশ্বস্ত চিকিৎসাকেন্দ্র। হতাশ রোগী পরীক্ষা করুন। ২০ বৎসরের অভিজ্ঞ চর্মরোগ চিকিৎসক পণ্ডিত এস শর্মা (সময় ৩—৮) ২৬/৮, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ পত্র দিবার ঠিকানা পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা

রোজ পরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
রোজ পরার কাপড়—ঝলমলে,
ফরসা ! সানলাইটে কাপড় কাচার
সব কাপড় জামা বাড়ীতে সানলাইটে
সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

* ট্রামে-বাসে *

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমির জমির মূল্য হইয়াছে এবং কোন কোন অঞ্চলে জমির দর দুইশত-গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"অতঃপর কোন কোন উপমন্ত্রীকে চাষের কাজে লাগানো হবে, সংবাদ প্রকাশিত হবার পরে চাষের জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে কি না তা অবশ্য বোঝা গেল না।"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

আগামী বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হইবার আশা আছে বলিয়া অন্য এক সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করেন "উদ্বৃত্ত শব্দটার অন্য অর্থ বাড়ন্ত।"

দুধে জল মিশ্রিত করার অপরাধে কোন এক গয়লার ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে।—"অনুমান করছি গয়লাটি কলকাতার নয়। এখানে ক্লোরিন মিশ্রিত বিশুদ্ধ গঙ্গাজল দুধের খাদ্য গুণের পক্ষে অতুলনীয়; এবম্বিধ দুধে যুগপৎ স্বাস্থ্য ও স্বর্গলাভ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

তেলাপিয়া মাছ অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া রাজ্য সরকার তেলাপিয়ার চাষ বন্ধ করার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু জানা গেল তেলাপিয়া নাকি নিরামিষাশী। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই জন্যেই হয়ত পটল, ঢেঁড়স, বেগুন আর তেমন আমদানী হচ্ছে না, তেলাপিয়াই সব সাবড়ে দিয়েছে। এমন মাছকে কি প্রশ্রয় দিতে আছে!"

এক সংবাদে প্রকাশ জনৈক ছাত্র মাত্র সাত ঘণ্টায় একশত তিনের কর-মর্দন করিয়া আগের রেকর্ড ভঙ্গ

করিয়াছেন—"ছাত্রটির এ রেকর্ড অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে। তবে এ কথাও বলি যাই হোক ছাত্রী। করমর্দনের চেয়ে করপীড়নের রেকর্ড ভঙ্গের কৃতিত্ব অনেক বেশি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ভারত হইতে কয়েকজন কবি নাকি নেপালে যাইতেছেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"জনাব আমুদে খাঁ নাকি কবিরাজ হিসেবে তাঁদের আদর গ্রহণ করতে সম্প্রতি নেপাল গিয়েছেন, সত্য মিথ্যা সংবাদদাতাই জানেন!"

কলিকাতা পুলিসের লাল পাগড়ি বর্জন বুঝি চলিল না। শুনিলাম উহাদের শিরস্ত্রাণ লইয়া আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। লাল পাগড়ি বর্জনের সময় জনৈক পুলিস নাকি গাহিয়াছিলেন—"এই dress-এ তে জন্ম যেন এই dress-এ তে মরি"—গানটা স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতায় সম্প্রতি 'কুকুর রেস' আরম্ভ হইয়াছে। শ্যামলাল বলেন—একটা কিছু দিয়ে আসর গরম

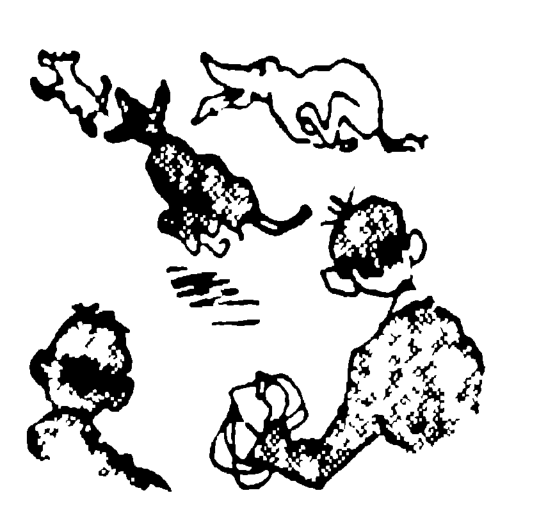

রাখা ভালো। কলেরা খেলানোর বিকল্প হিসেবে কুকুর খেলা চলতে পারে!!"

মধ্য প্রদেশ সরকারের কর্তৃপক্ষ নাকি স্থির করিয়াছেন যে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যাপারে খরচ খরচা পচিশটি ইঁদুর জীবিত বা মৃত দিলেই চলিবে।—"আমাদের দেশে বিবাহের ব্যাপারে ইঁদুর দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদে ছুঁচো দিলেই মানানসই হত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি নাকি বলিয়াছেন যে মানবজাতিকে নিরাপদে থাকিতে হইলে তাহাকে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।—"অবশ্য সে সংগ্রামের জন্য ঢাল-তলোয়ারের প্রয়োজন নেই, শুধু পেটে চড়"—বলেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ ৮ই জুন কলিকাতায় 'দর কমাও' দিবস পালন করা হইবে।—"উদ্যোক্তাদের কার্যসূচীতে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটের দর কমানোর ব্যবস্থাও যেন থাকে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক কিশোর সহযাত্রী।

রাশিয়ার সংবাদে জানা গেল সেখানে নাকি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচতলা বাড়ি নির্মাণ সম্ভব। শ্যামলাল মন্তব্য করিল"—'তাস-এর দেশের বাড়ি, তাই তাসের বাড়ির কথা আপনা থেকেই মনে আসছে!"

বিলাতের কোন কোন ক্রিকেট খেলায় এখন হইতে মহিলা আম্পায়ার নিযুক্ত হইবেন—"অর্থাৎ এল বি ডবলিউ

অর্থাৎ লেডী বিফোর উইকেট'—বলিলেন অন্য এক কিশোর সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম স্কটল্যাণ্ডের কোন এক স্থান হইতে একটি 'রেল সেতু নিরুদ্দেশ। সম্ভবত চুরি হইয়াছে।'—"পুকুর চুরিতে যারা হাত পাকিয়েছে তাদের কাছে রেল সেতু চুরি কোন একটা সংবাদই নয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রীনেহেরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, তিনি 'করতালি' পছন্দ করেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বুঝলাম ক্ল্যাপ আর চলবে না। আশা করব ক্ল্যাপ না চললেও ক্ল্যাপস্টিক নিশ্চয়ই চলবে!!"

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ গেঞ্জী
যশোর কুম্ভ ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

কোমল,
মসৃণ,
উজ্জ্বল
লাবণ্যের
সজীবতা

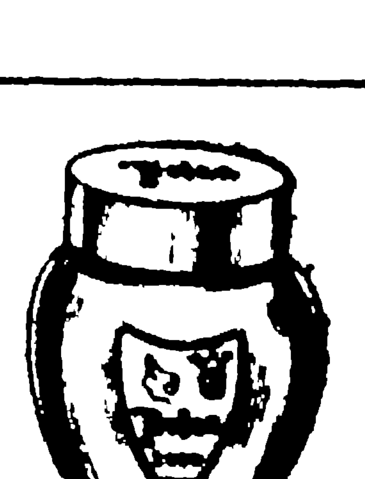

ক্রীজোল স্নো

❋ চিত্র প্রদর্শনী ❋

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও সমাজে শিল্পীরা রাজন্য, ভূস্বামী ও তদগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের রুচি, নির্দেশ ও খেয়ালের বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিকে চিত্রণে ও ভাস্কর্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। যে প্রভাবের ছাপ শিল্পীদের রচনায় ব্যাপকভাবে দেখা যায়, শিল্পীর স্বেচ্ছায় গৃহীত যুগধর্মী শিল্পভাবা হিসাবে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। রাজন্য ও ভূস্বামী যাঁরা শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এখন তাঁদের তিরোধানে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যান্ত্রিক বাণিজ্যের অধিনায়ক ধনীজনেরা। পাশ্চাত্যে ও মার্কিন রাজ্যে এবং অন্যান্য দেশে এই ধনীজনেদের সমাদর ও অনুকূল্যে চিত্রণ ও ভাস্কর্যের প্রকাশ প্রচার ও উপলব্ধি সমাজের স্তরে স্তরে অপরিসীমভাবে প্রসারিত হয়েছে। ভারতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলে গণতান্ত্রিক শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে সৃষ্টি হয়েছে পূর্বেকার মহারাজা ও জমিদার কুলের মত ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায়ের। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের নবাগত ধনী সম্প্রদায়কে কলাশিল্পে অনুপ্রাণিত দেখা যায় না। ভারতের কোন কোন শহরে এই গোষ্ঠীর যে দু একজনকে শিল্পদরদীরূপে দেখা যায়, তাঁদের অনেকেরই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প পৃষ্ঠপোষক ও সমঝদারের ভূমিকায় সমাজে ও দেশে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা। বোম্বে দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের শিল্পীরা এই শিল্প-দরদীদের কবলমুক্ত হয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠান গড়ে সরাসরি গণতান্ত্রিক সরকার ও জনগণের নিকট আপন রচনাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কলিকাতা শহরেও পেশাদারী শিল্পীদের কয়েকজন কয়েক বৎসর আগে তথাকথিত শিল্পদরদী ধনীদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থার বাইরে শুধু শিল্পীদের দ্বারা গঠিত "ক্যালকাটা গ্রুপ"-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে কলাপ্রেমী ধনীদের পরিচালিত সংস্থার প্রকোপে এই প্রতিষ্ঠানের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই শহরের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন এবং বোঝেন যে, যতক্ষণ না শিল্প রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনে একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্থানলাভ করছে ততদিন শিল্পের প্রকৃত বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হওয়া সম্ভব হবে না এবং শিল্পের সেই প্রতিষ্ঠা ও সমাদরের জন্য শিল্পীদের

"নিউ কলোন" অনিলবরণ সাহা

আসতে হবে সরাসরি জনগণের কাছে—অন্য কারুর তাঁবেদারির মারফতে নয়। ঠিক এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলিকাতায় দুইটি নূতন তরুণ শিল্পীদের সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। ১৫৭বি ধর্মতলা স্ট্রীটে—ছুতার কর্মকার প্রিন্টিং প্রেস প্রভৃতি কর্মশালার প্রতিবেশী সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস বা সংক্ষেপে 'স্ক্যা' এবং দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র স্টেডিয়ামের একটি ঘরে 'পেন্টারস্ অ্যান্ড স্কালপটরস অ্যাসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে পি এস এ। এই দুই সংস্থার সভ্য ও সভ্যাদের অনেকে বাংলার বাইরে ভারতে ও বিদেশে শিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

গত ১লা জুন এ স্ক্যার নির্বাচনী অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এর সভ্য ও সভ্যাদের 'সামার শো' র প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। গ্যালারীর পরিসরের কমতাকে অনুধাবন করে দ্রব্যের সংখ্যা বেশ কম রেখে 'স্ক্যার' সভ্যগণ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

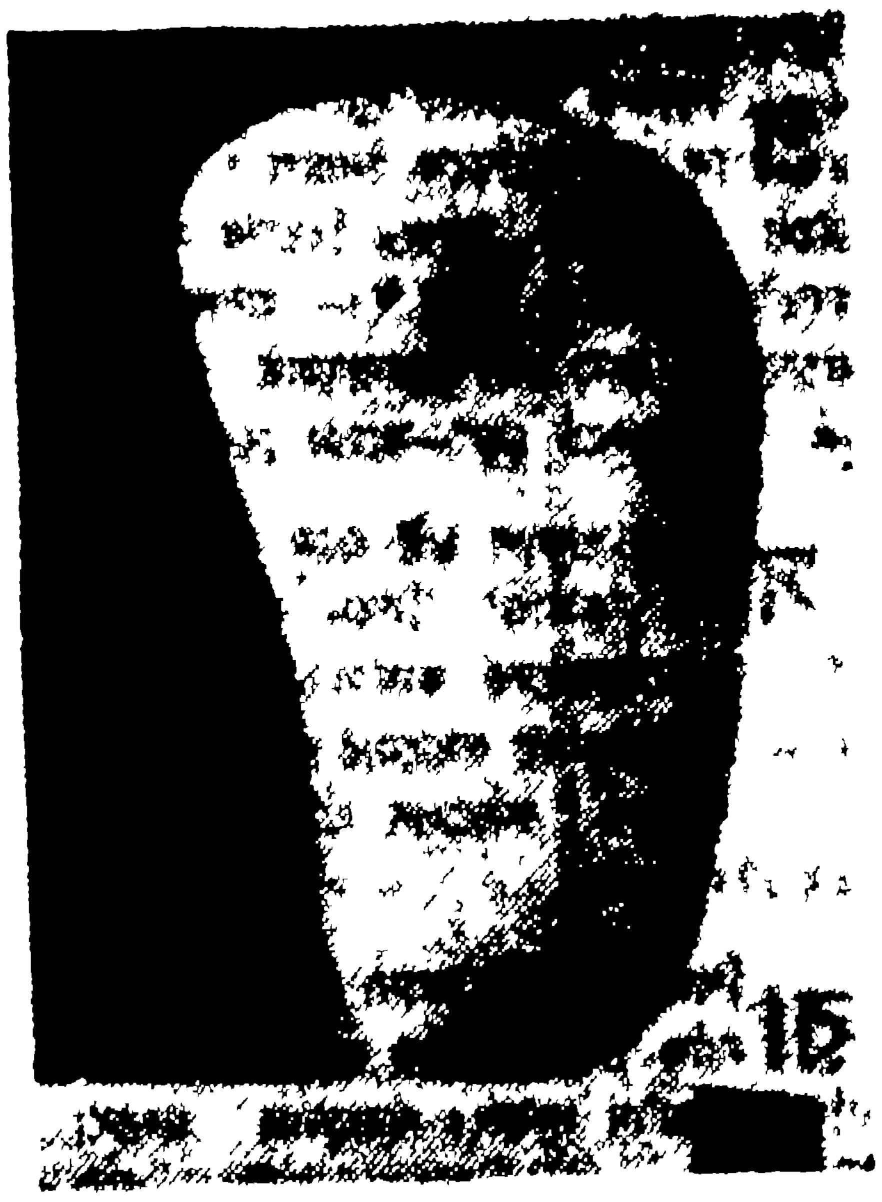

"লুনেট্ হেড্" অজিত চক্রবর্তী

মাত্র দশখানি তেল ও জল রঙের ছবি, পাঁচটি গ্রাফিক ছবি ও ছয়টি ছোট আকারের মূর্তি এই প্রদর্শনীতে স্থানলাভ করেছে, রচনাগুলির সবগুলিই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা সেমি-অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ঢং-এর। শিল্পীদের প্রত্যেকের রচনা স্বীয় বিশেষত্বকে প্রকাশ করেছে এবং বেশ সন্ধানীমনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। সন্তোষ রুদ্র এর পাসেজেস (১নং) বেশ কবিত্বময় রচনা, সবুজের নানা টোন এর মাঝে সাদার নক্শা বেশ মনোরম। শ্যামল দত্ত রায় এর উইংগড হর্স (৩নং) জলরঙ ছবি হলেও রঙের [illegible] তেলরঙা ছবির সঙ্গে পাল্লা [illegible] ছবিতে সাদা ও [illegible] কাগজ বসিয়ে [illegible] এক [illegible] সম্পূর্ণ নকশার তৈরী হয়েছে [illegible] ছবিতে (মেসেনজার, ৪) কাগজের [illegible] টুকরো বসিয়ে নকশায় যে পরিশ্রম করা হয়েছে তা ইনটাগলিও ও অন্য প্রণালীতে করা এচিং এ তৈরী করলে [illegible] অবশ্য চমকপ্রদ ছবি হতে পারত। সুকুমার দত্তের "স্ট্রীট ভিউ" (৬নং) বেশ [illegible] রচনা, নীল কালো চৌখুপির মাঝে ধরা সাদাটে জমি কেন রঙের অনুভবে শহরের গোপন কোঠাগুলিকে ও অলিগলিকে লুকোচুরি খেলাচ্ছে।

এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সোমনাথ হোড়ের দুটি অপূর্ব রঙিন এচিং। "আউল অব ওক গ্রোভ" (১২) ও "ট্রিন" (১৩)। এর হাল্কা রঙের নকশাগুলি বেশ নয়নরঞ্জন। ভাস্কর্যগুলির মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর মাকরানা মার্বেল-এ তৈরী "লুনেট হেড" (১৭) ভাস্কর্য-সৃষ্টিতে উপাদানের প্রতি অনুরাগ ও রচনা দক্ষতার পরিচায়ক। মাধব ভট্টাচার্যের ধাতব "কম্পোজিশান" অনেকের ভাল লেগেছে। শ্রীমতী রেখা হোড়, অরুণ বোস, দীপক ব্যানার্জি, সুহাস রায় ও সুধীরঞ্জন [illegible]-এর রচনায় প্রতিভার ব্যঞ্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

জনৈক পাঠক একটি বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি এই যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা কিছু আলোচনার সূত্রপাত করলে ভাল হত। প্রস্তাবটি যে সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত সংগত, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বনামে খ্যাত। প্রাচীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে, নাট্যকার হিসেবেও তাঁর সম্পর্কে আলোচনা আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে অবধারিত। বলা বাহুল্য, উক্ত উভয় বিষয়ে আমার জ্ঞান এত স্বল্প যে এ-সম্পর্কে আমার পক্ষে কিছু বলা অনুচিত হবে। শুধুমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদনের অধিকার আমার আছে—এই বিবেচনায় কিছু লিখি।

এরকম খুব কমই দেখা যায় যে একটিমাত্র সাহিত্যকীর্তি লেখককে স্মরণীয় করে রাখে। অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্প রচনা করে অথবা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখিত হবার ভাগ্য না ঘটলে এমন হয় না সচরাচর। তবে বিরল হলেও এমন ঘটে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ক্ষেত্রে [illegible] 'আলিবাবা' কেবলমাত্র 'আলিবাবা'ই বিদ্যাবিনোদকে বহুকাল স্মরণীয় করে রাখতে পারে।

আমাদের পক্ষে অবশ্য [illegible] অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। [illegible] কোনো গুরুত্বপূর্ণ [illegible] নয় 'আলিবাবা' কোনো প্রথম শ্রেণীর [illegible] নয় এমনকি [illegible] কোনো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ [illegible] এমন বাঙালী দেখি না, যিনি ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'কে কোনো না কোনো চেহারায় না দেখেছেন। ভেবে দেখা উচিত রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য হিসেবে এই চটুল নাটিকাটি কি করে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও বেশী বাঙালী মনকে আনন্দ দিতে পারল' কাজটি নিশ্চয় খুব সহজ নয়।

'আলিবাবা'র লেখক ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন বিজ্ঞান-বিষয়ের অধ্যাপক। ১৮৬৩ সালে এপ্রিল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন ১৭ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শুরু করেন। তখনকার দিনে পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্র বি-এ পরীক্ষার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে বি-এ পাশ করেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম-এ পাশ করেন দ্বিতীয় ডিভিশনে। অতঃপর তিনি জেনারেল এসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশনে ফিজিক্যাল সাইন্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রির অধ্যাপনা করেন প্রায় বার বছর।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

অধ্যাপনা-পর্বেই তাঁর প্রথম নাটক লেখা হয়, যদিও সাহিত্য-অনুরাগ তারও পূর্বে প্রকাশ পেয়েছিল।

বিজ্ঞানের এই ছাত্র এবং অধ্যাপকটি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান দেবীর কাছ থেকে পালিয়ে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে তাঁর প্রথম নাটক অভিনীত হয়। বিখ্যাত নাটক 'আলিবাবা' তাঁর প্রথম দিকের রচনা। কিন্তু এই 'আলিবাবা'ই ক্ষীরোদপ্রসাদের একটি কীর্তি-বিশেষ। পঞ্চাশের বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি—নাটক, কাব্য, উপন্যাস, [illegible] সব বিষয়ে লেখনী চালনা করেছেন। কিন্তু সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত যা [illegible] তাঁর দুটি বিখ্যাত রঙ্গনাট্য ও গীতিনাট্য—'আলিবাবা' আর [illegible]। অবশ্য আর-একটি নাটকের কথা উল্লেখ করা দরকার। 'আলমগীর'। আলমগীর-এর সঙ্গে শিশিরকুমারের স্মৃতি ও প্রতিভা এমনভাবে জড়ানো যে, মনে হয়, নাট্যকার আড়ালে পড়ে গেছেন। হালের অনেকেই জানেন না, শিশিরবাবুর অভিনীত আলমগীর নাটকের নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ।

ক্ষীরোদপ্রসাদের অন্যান্য জনপ্রিয় নাটকের মধ্যে আছে—রঘুবীর, ভীষ্ম, নরনারায়ণ।

আমাদের অন্যান্য বহু দোষের মধ্যে একটি দোষ এই যে, আমরা প্রাচীন অনেক কিছুকেই অব্যবহার্য ভেবে এ-যুগে বাতিল করে দি। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রাচীন ছিলেন এই অপরাধে তাঁকে বিস্মৃতির মধ্যে ফেলে রাখা অনুচিত। সম্ভবত ক্ষীরোদপ্রসাদের সমগ্র রচনা থেকে উৎকৃষ্ট রচনাগুলি নির্বাচন করে, যোগ্য সম্পাদনা সহকারে অন্তত একটি-দুটি খণ্ডে প্রকাশ করা উচিত। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ক্ষীরোদপ্রসাদ বহু ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক নাটকের সাহায্যে বাংলা দেশের রসিক-সমাজকে শুধু নয়, জনসাধারণকেও দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের তিনিই রচয়িতা।" —এই কথা কটি অত্যুক্তি নয়। এবং আজ নিশ্চয় সে-সময় এসেছে, যখন কোনো প্রকাশক ক্ষীরোদপ্রসাদের উল্লেখ-যোগ্য নাটকের একটি সংকলন প্রকাশ করে বিদ্যাবিনোদের শতবর্ষ পূর্তিতে আমাদের ঋণী করতে পারেন।

পড়বার ও পড়াবার মত কয়েকটি বই

শ্রীখেলোয়াড়
ময়দান খেলার রাজা
ফুটবলের ময়দানে যাঁরা ভুবনজয়ী হয়েছেন এমন কয়েকজন খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। ছবিতে ভরপুর। [১·৮০]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
অশরীরী আতঙ্ক
রহস্য রোমাঞ্চ পর্যায়ে নীহাররঞ্জনের লেখা প্রতিটি বই-ই অনুপম। এ বইটি তাদের মধ্যেও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। [৩·০০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র
কুহকের দেশে
যে কোন দেশের কিশোর সাহিত্যের প্রতি এক প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ! বিজ্ঞানের বিস্ময় আর অ্যাডভেঞ্চারের উন্মাদনা বইটির পাতায় পাতায় ছড়ানো। [২·৫০]

ছোটদের ভালো ভালো গল্প
শিবরাম, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বনফুল, আশাপূর্ণা, শরদিন্দু, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর ও [illegible]।
প্রতিটি ২·০০

শ্রী প্রকাশ ভবন : এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২

পুস্তক পরিচয়

ভারতীয় সেনা ও সৈন্যবাহিনীর পরিচয়

একদা যাহার বিজয় সেনানী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। ৫৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলকাতা—৬। তিন টাকা।

'একদা যাহার বিজয় সেনানী' একটি অত্যন্ত জরুরী দলিল। ভারতীয় সৈনিকদের সম্পর্কে অজস্র তথ্য একজন উৎসাহী সাংবাদিক-লেখক এই বইয়ে জড়ো করেছেন। এবং যেসব অসমসাহসী পল্টন খাস যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর পাঞ্জা-লড়া প্রত্যক্ষ করেছেন, কামানের গর্জন সঙিনের ভয়ংকর খোঁচা, হাতবোমার বিস্ফোরণ, এ-সবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ভীষণ দোদুল্যমান অবস্থায় বহু জ্বলন্ত-মুহূর্ত কাটিয়েছেন কুশলী লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় হুবহু সেইসব সংগ্রাম-চিত্র তাঁর বইয়ে জুড়ে দিয়েছেন। ভারতীয় সৈনিক যে পৃথিবীর অন্যতম সেরা সৈন্য—মৃত্যু এদের কাছে ছেলেখেলা—ভয়ই যে এদের ভয় করে, তার হিসাব লেখক তাঁর এই বইয়ে অনেকবার উত্থাপন করেছেন।

বইটির দুটি ভাগ। একশ চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাতে প্রায় আধাআধি চিরে একদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্টন রেজিমেন্টের আলাদা-আলাদা শৌর্য-বিবরণ। এই অংশে পর পর এসেছে ডোগরা, রাজপুত, শিখ, মারাঠী, গোর্খা, মাদ্রাজী, জাঠ, মাহার, গাড়োয়ালীদের উপর আলোচনা। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে এদের সাহসিকতার চূড়ান্ত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে—পাঠক তাই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তপ্ত বারুদ-গন্ধী স্বাদ পেয়ে যান—এবং রেজিমেন্টের সংস্কারও এইখানে। এইসব দিগ্বিজয়ী সৈনিকদের কাছে জন্মভূমিই একমাত্র লক্ষ্য, সামরিক আদর্শ একমাত্র ব্রত। তার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। লেখক বাঙালী যোদ্ধাদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। বৈমানিক ইন্দ্রলাল রায়, হাবিলদার এস গাঙ্গুলী, আর্টিলারির সৈনিক পরেশলাল রায়—এদের সৈন্য জীবনের স্মৃতিচিত্র আমাদের মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় অংশে 'পশ্চাৎপট'। এই অংশটিও অতিশয় মূল্যবান। আধুনিক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সূচনাপর্ব থেকে লেখক শুরু করেছেন। একে-একে প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের পরাক্রম সাহসিকতার শ্রেষ্ঠতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সহায়ক দুর্ধর্ষ ভারতীয় সৈন্যের অপ্রতিহত অগ্রগামিতা সবশেষে স্বাধীন ভারতবর্ষের কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে নির্ভীক মোকাবিলা, গোয়ায়, কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন ইত্যাদি বিবরণ পাঠকচিত্তে এক গৌরবের দোলা পৌঁছিয়ে দেয়।

পরিশেষে একথা বলা যায়, লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপযুক্ত সময়ে একটি গুরু-দায়িত্ব পালন করেছেন। শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্যে দেওয়ালের মত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতিজ্ঞা—অন্ততঃ পূর্ব-স্মৃতি আমরা যেন ভুলে না যাই। লেখকে

র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃত্তিবাস প্রকাশনীর এই নতুন বইটিতে দুই যুগন্ধর ফরাসী কবি র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের শ্রেষ্ঠ কবিতার কয়েকটি অনুবাদ এবং কলকাতার কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব কবিতা—উভয় মিলিয়ে ... অনুবাদ ... হৃৎস্পন্দন। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা ... প্রচ্ছদ। শোভন মুদ্রণ। আড়াই টাকা।

সিগনেট বুক শপ, কলকাতা—১২ এখানে চিঠি বা সাক্ষাতে বইটি সহজলভ্য

(স ২৬১২)

অমরেন্দ্র দাসের নতুন সুবৃহৎ পৌরাণিক উপন্যাস

রূপে অরূপে মহামায়া

সেই দুটি পুরুষ ও রমণী—একটি শাশ্বত পুরুষ ও একটি শাশ্বতী রমণী—যাদের সৃষ্টি পৃথিবীর জন্মের কাল থেকে মানুষের মাঝে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই পুরুষ ও রমণীর ক্রীড়াকাল থেকে শুরু হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীদের ক্রীড়া-মুহূর্ত। সেই মুহূর্তকে উপলক্ষ করেই সবাকার যত ভাব বন্দনা। আর এই সবার উপর যিনি অধিষ্ঠাত্রী সেই মহামায়া মায়ার আবেষ্টনীতে রূপ ও অরূপের সৃষ্টি করে এই বিশ্বসংসারের মাঝে মূর্ত হয়ে আছেন।

দাম : ১০·০০।

ছায়াচিত্রে বিভাস নামে রূপায়িত সমরেশ বসুর উপন্যাস

অচিনপুরের কথকতা ৬৲

বারীন্দ্রনাথ দাশের	বিমল করের
শাহজাদা ৯৲	**স্বর্গ খেলনা ৪৲**

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

এ আঁধার ঘরে
যে আলো জ্বালালো

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের
মৃত্যুদিবসে
আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

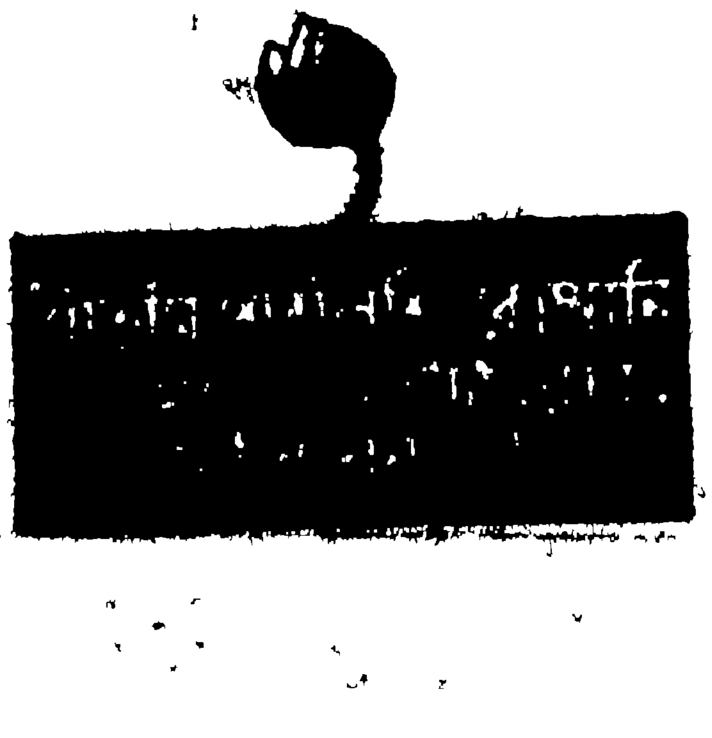

যাঁরা ভালোবাসেন—'একদা যাহার বিজয় সেনানী' নামক দেশের সামরিক গৌরব কাহিনী তাঁদের সবার পড়া কর্তব্য। ছাপা প্রচ্ছদপট ভিতরে জওয়ানদের ছবি, সব মিলিয়ে একটি রুচিশীল প্রকাশকের পরিচয় বহন করছে। ১১৬।৬৩

উপন্যাস

এপিডেমিক : সুনীলকুমার ঘোষ। বসুচৌধুরী : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। সাড়ে তিন টাকা।

ফুলমোতিয়া : প্রশান্ত চৌধুরী। ক্লাসিক প্রেস : ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

সোনালী মাছ : বিজন ভট্টাচার্য। কথা-শিল্প : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

এই তিনটি উপন্যাস খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর প্রকাশিত হয়েছে, এবং লেখকদের মধ্যে কেউই একেবারে নবাগত নন বোধ করি। প্রশান্ত চৌধুরীর একাধিক উপন্যাস ও নাটক চোখে পড়েছে: বিজন ভট্টাচার্য শুনেছি নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অর্থাৎ একজন 'নামজাদা' নাট্যকার: সুনীলকুমার ঘোষ হয়তো এঁদের দুজনের মতো ততটা বিখ্যাত নন, তবে তাঁরও বহু লেখা পাওয়া যাবে।

বিজন ভট্টাচার্যের সোনালী মাছ অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল ও উচ্ছ্বাসভারাক্রান্তই শুধু নয়—দেখা গেলো বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও লেখকের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। জলভরা কাচের বাক্সের রঙিন মাছেদের গল্প লিখতে চাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু কী কদর্য তার ভাষা, আর কী মৃত তাঁর সৃষ্ট নরনারী, আর কী অর্থহীন তার আখ্যানভাগ। এটা কি বাংলা ভাষার নমুনা, 'সোনালী মাছে'র আগাগোড়া যা ছড়িয়ে আছে? যে কোনো একটি অংশ উদ্ধৃত করবো? তবে দেখুন ৫৯ পৃষ্ঠার এই অংশটুকু : "ঝলকে পলকে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গী নাভি-কটি-কম্পনে কটাক্ষে নেত্রপাত, সুস্বন মধুধ্বনি : শ্বাসে বসন্তের স্বাদু আস্বাদন। সারা দেহে সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেন সফেন ল্যাসোর মালা হাতে করে শৃঙ্গারের একটি টানকে সুর ফাঁকতার পড়ছে ত্রিভঙ্গের নয়েপারের জিজয়ার রেলা টানবার আগে।"

বড়লোকের মেয়ে দুলালীর সঙ্গে এক চালিয়াতের প্রণয় ও পরিণয়, চালিয়াতির আড়ালে যে ফাঁকা এটা বোঝার পর দুলালীটির বিরূপ এবং অতঃপর পুনর্মিলনের ইঙ্গিত—এই হলো বইটির কাহিনী।

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস সম্বন্ধে একমাত্র আপত্তি হতে পারে যে, এই-জাতীয় গল্প আমরা অনেক পড়েছি, কিন্তু তাঁর রচনা দুর্বোধ্য নয়, বরং সহজ ও স্বচ্ছন্দ,

"শহরের কলিকাতার অদূরে শিয়ালদহ হইতে মাত্র ১৯ মাইল দূরে শ্যামনগর স্টেশনের অতি নিকটে কিরণনগরে প্লট বিক্রয় আরম্ভ হইল। মাসিক কিস্তি ও এককালীন টাকায় খরিদের সুযোগ আছে। আবেদনপত্র ও বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

৩/১, ব্যাংকশাল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-১৯০২।"

(সি ২০৬৮)

সদ্যপ্রকাশিত বই

নমিতা চক্রবর্তীর

ইন্দ্রনীলা

শবরী—শবর-কন্যা, শুধু সে আর রাম একজাতের মানুষ। শূর্পণখা—রাক্ষসী। তাই তো তার ভালবাসা হোল রাক্ষসীর কাম। প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ—এত সুন্দর নামগুলির একটাও তার জন্য নয়। আর সুখ কি শূর্পণখায় চেয়েও নিকৃষ্ট? সে কি?......এই উপন্যাসই এর উত্তর—এক অনন্যার মহৎ জীবন-সঙ্গীত।

দাম : ২·০০

●

নরেন্দ্র দত্তর অ্যাবিজিট্ উপন্যাস

অচেনা আকাশ

দাম : ৩·০০

●

একমাত্র পরিবেশক :
বিজন ভারতী
১।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

তাছাড়া গল্পের ভিতরেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত গতি আছে। সুনীলকুমার ঘোষের উপন্যাস পড়ে অতৃপ্তি কাটে না বটে, তবু তিনি এ'দের ভিতর শক্তিমান, নিজে কিছু লেখার চেষ্টাও করেছেন—যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাসের প্রভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে বরং আশা পোষণ করা যায়; প্রশান্ত চৌধুরীও মনে হয় পুরোনো গল্প না লিখে নতুন গল্প লেখার চেষ্টা করলে ভালো করবেন।

৩৫৬, ৪১৬, ৪৫৬।৬২

রহস্য কাহিনী

ছায়া-ছায়া রাতে : কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রোমাঞ্চ ভবন : ১২ হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় ভালো রহস্যমিশ্রিত উপন্যাস আঙুলে গোনা যায়; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কিছু লিখেছিলেন—তাও ছোটোদের জন্য; প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য ছোটো-বড়ো সকলের জন্যই কিছু লিখেছেন; আর আছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বহুবার সাহিত্যের এই বিভাগটিতে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্য অনেকেই মাঝে-মাঝে কখনো-সখনো শখ করে এই বিভাগটিতে হাত দিয়েছেন, কিন্তু পুরোপুরি কখনো গ্রহণ করেননি। এটা যেমন একদিক থেকে দুর্ভাগ্যের, তেমনি দুর্ভাগ্যের কথা এই তথ্যটি যে বাঙালী লেখককুল শার্লক হোমসকেই প্রায় একমাত্র গোয়েন্দা বলে মান্য করেন—যাঁরা একটু পড়াশুনো করেছেন তাঁরা জোর আগাথা ক্রিস্টির কথা বলবেন। কিন্তু চেস্টর্টন, ডরোথি এল সেয়ার্স, ই সি বেণ্টলি, মাইকেল ইনেস, এডমণ্ড ক্রিসপিন, জন ডিকসনকার, এলারি কুইন প্রভৃতি লেখক—যাঁরা রহস্য গল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা প্রায় অগোচরেই থেকে গেছেন। অথচ এখনকার কোনো রহস্যগল্পের সংকলন হাতে নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনান ডয়েল স্থান পাননি—কেননা তিনি ফেয়ারপ্লে মানতেন না, পাঠকের কাছে তথ্য গোপন করে তাকে ঠকাতে ভালোবাসতেন। আমরা কোনান ডয়েলকে এক ও অদ্বিতীয় বলে জানি বলে আমাদের রচনাও এই দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রহস্য উপন্যাসটি সেইদিক থেকে একটি সৎ প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে; কিন্তু এর মধ্যেই তার গল্প বলার ভঙ্গিমায় নানা রকম দুর্বলতার দেখা দিয়েছে বলে উৎসাহ ক্ষুণ্ণও হতে হলো। এই সম্বন্ধে সচেতন হলে লেখক উপকৃত হবেন বলেই বিশ্বাস করি।

৫৭৭।৬২

ভ্রম সংশোধন

গত ৩১ সংখ্যা দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদ-চিত্রটির নাম ভ্রমক্রমে প্রিয়গোপাল দাশের বদলে প্রিয়গোপাল ভৌমিক ছাপা হয়েছে।

বুকস্ট্যাণ্ডের বই

যাঁরা মা হতে চলেছেন

ডাঃ রথীন্দ্রনাথ নাগ এম বি (কলিঃ), এম. আর. সি. ও. জি (লণ্ডন)

গর্ভ, প্রসব, সূতিকাকালে দেহমনের প্রস্তুতি ও যত্ন, শিশু পালন, পরিবার পরিকল্পনা—এক কথায় যা সব মায়েরই জানা দরকার তাই বহু চিত্রসহ এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচিত। দাম ৫

বুকস্ট্যাণ্ড ৪২/১, তালতলা লেন, কলিকাতা ১৬

প্রাপ্তিস্থান : **ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, পাতিরাম, অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, গ্রন্থধাম** (কলেজ স্ট্রীট মার্কেট), **শরৎ বুক হাউস, ইস্টার্ন এজেন্সীজ**, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ১২, **অশোক বুক সেণ্টার**, ১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ১৯

(সি ২৩০৬)

যুগান্ত-সৃষ্টিকারী কয়েকটি রচনা—

বিচিত্র মানবী

শ্রীপান্থ

এ বই ভারতের বা বাংলা দেশের নারী-সমাজের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, কতক-গুলি ঐতিহাসিক ঘটনা, চরিত্র এবং তার আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গসমূহের কিছুটা কাহিনী মাত্র। সমাজ-বিবর্তনের ধাপে ধাপে বিচিত্র এবং বিস্ময়কর নারীজীবনের বিচিত্র কাহিনী।

॥ ৫·০০ ॥

রাঙা মাটির পাহাড়ে

শৈলেশ দে

ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত অন্তরস্পর্শী একটি সার্থক উপন্যাস। ॥ ৩·৫০ ॥

ডেল কার্নেগীর দুখানি বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের অনুবাদ

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ ॥ ৪·৫০ ॥

দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন ॥ ৫·৫০ ॥

মৈত্রেয়ী দেবীর

মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭·৫০ ॥

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ॥ ৭·৫০ ॥

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১ম খণ্ড নিমাইয়ের জন্ম হতে আরম্ভ করে আত্মসমর্পণ গ্রহণ পর্যন্ত। ॥ ৮·৫০

ঐ (২য় খণ্ড) ঐ ॥ যন্ত্রস্থ ॥

ধনঞ্জয় বৈরাগীর উপন্যাস — **মরুকন্যা** ॥ ৭·০০ ॥

দেবেশ দাশের রম্য-কাহিনী — **অর্ধেক মানবী তুমি** ॥ ৩·০০ ॥

গ্রন্থম্ ॥ ২২/১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আবার আপনার চুলে
স্বাভাবিক
কৃষ্ণবর্ণের
উজ্জ্বলতা

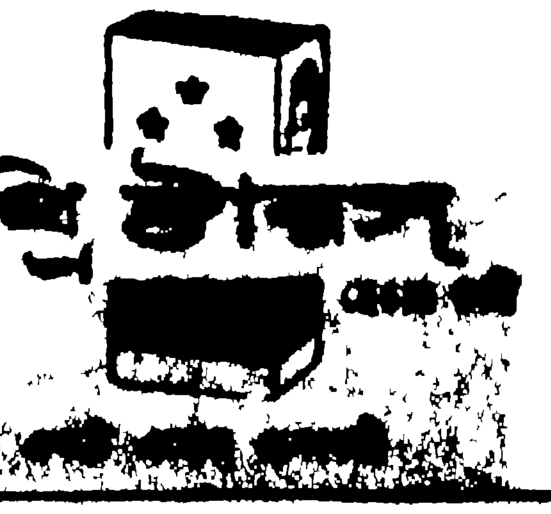

রঙ্গজগৎ

"ভারতীয়" ছবি

সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণকালে হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আমেরিকায় ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য একটি শর্তে। ভারতীয় ছবি যদি পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় জীবনধারাকেই ফুটিয়ে তোলে, তবেই এই ব্যবসায়িক সাফল্য দেখা দিতে পারে। প্রসংগত তিনি আমেরিকায় সত্যজিৎ রায়ের ছবির জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর ছবি "প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়" বলেই তা সেখানকার চিত্রামোদীদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে।

আমাদের দেশে আজও এক শ্রেণীর চিত্রনির্মাতা রয়েছেন যাঁরা পরানুকরণে বিশ্বাসী। তাঁদের ছবিতে ক্যাবারে নাচ, নাইট ক্লাব এবং আধুনিকতার নামে অ-ভারতীয় জীবনধারার সমস্ত অক্ষম অনুকরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরনের ছবি এখানকার রুচিবান দর্শকদের বিরক্তির সৃষ্টি করে, বিদেশী দর্শকদের উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

রবার্ট ওয়াইজের উক্তি এই শ্রেণীর চিত্রনির্মাতাদের মনে সুবুদ্ধির সঞ্চার করতে পারবে কিনা জানি না। তবে তাঁর উক্তির মধ্যে ভারতীয় ছবির আত্মরক্ষার পথের ইংগিত রয়েছে। শিল্পের সার্থকতা এবং বহির্বাণিজ্যের বিস্তার—এই উভয় লক্ষ্যসাধনের জন্য ভারতের ছবিকে পরিপূর্ণভাবে "ভারতীয়" হতে হবে। ভারতের চিত্রনির্মাতারা এই সত্যটি যেদিন বিস্মৃত হবেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট বোধ করা সেদিন দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

হলিউডের ছবি প্রসঙ্গে রবার্ট ওয়াইজ

সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণকালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ হলিউডের চিত্রশিল্প সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। নীচে এগুলির সারমর্ম দেওয়া হল:

চিত্রনির্মাণ-ব্যয়: সিনেমাস্কোপ অথবা প্যানাভিসন প্রভৃতি কলাকৌশলের জন্যই যে হলিউডে চিত্রনির্মাণ ব্যয় বেড়ে চলেছে তা নয়। চিত্রতারকাদের মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিকও এর জন্য মুখ্যত দায়ী।

নতুন মুখ: অভিনয়ের ক্ষেত্রে "নতুন মুখ" আবিষ্কারের চেষ্টা যে হলিউডে নেই তা নয়। তবে চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালকরা "জনপ্রিয় পরিচিত মুখে"র উপরই অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

কেনেডী সরকার ও চিত্রশিল্প: হলিউডের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি কেনেডী সরকার খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। চিত্রনির্মাণে সরকারের সামরিক ও অসামরিক বিভাগের সর্বপ্রকার সাহায্য চিত্রনির্মাতারা পেয়ে থাকেন। তবে চিত্রপ্রযোজকরা সরকারী

বি আর ফিল্মস-এর "গুমরাহ্" (প্রযোজনা-পরিচালনা : বি আর চোপরা) ছবিতে মালা সিনহা, অশোককুমার ও সুনীল দত্ত

সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যে দাবি উত্থাপন করেছেন।

হলিউড চিত্রে য়ুরোপীয় চিত্রতারকা : হলিউডে জনপ্রিয় শিল্পীর অভাব নেই। তবে অনেক সময় বক্স-অফিসের কথা ভেবে সোফিয়া লোরেন, জিনা লোলো-ব্রিজিডা প্রভৃতি শিল্পীদের ছবিতে নিতে হয়।

নবরীতি : ফ্রান্স ও ইতালিতে "নিউ ওয়েভ", "নিও-রিয়ালিজম" প্রভৃতি যে-সব রীতির প্রবর্তন হয়েছে, তার পরিমিত ব্যবহার সত্যিই ভাল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির চিত্রনির্মাতারা এইসব রীতি-নীতি নিয়ে উগ্র উৎসাহ প্রকাশ করেন।

রঙ? না, সাদা-কালো? : আমি নিজে "ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট" পছন্দ করি। এতে ফটোগ্রাফি মুড' প্রকাশের অনেক বেশী সুযোগ পায়। কার্যকে অবশ্য বলে, সবকে অবশ্য সহজ করে দেখনো যায়। তা ছাড়া আমেরিকার দর্শকেরা রঙিন ছবি চান। তা কলারে হল, না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তা নিয়ে ও'রা মাথা ঘামান না।

হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ

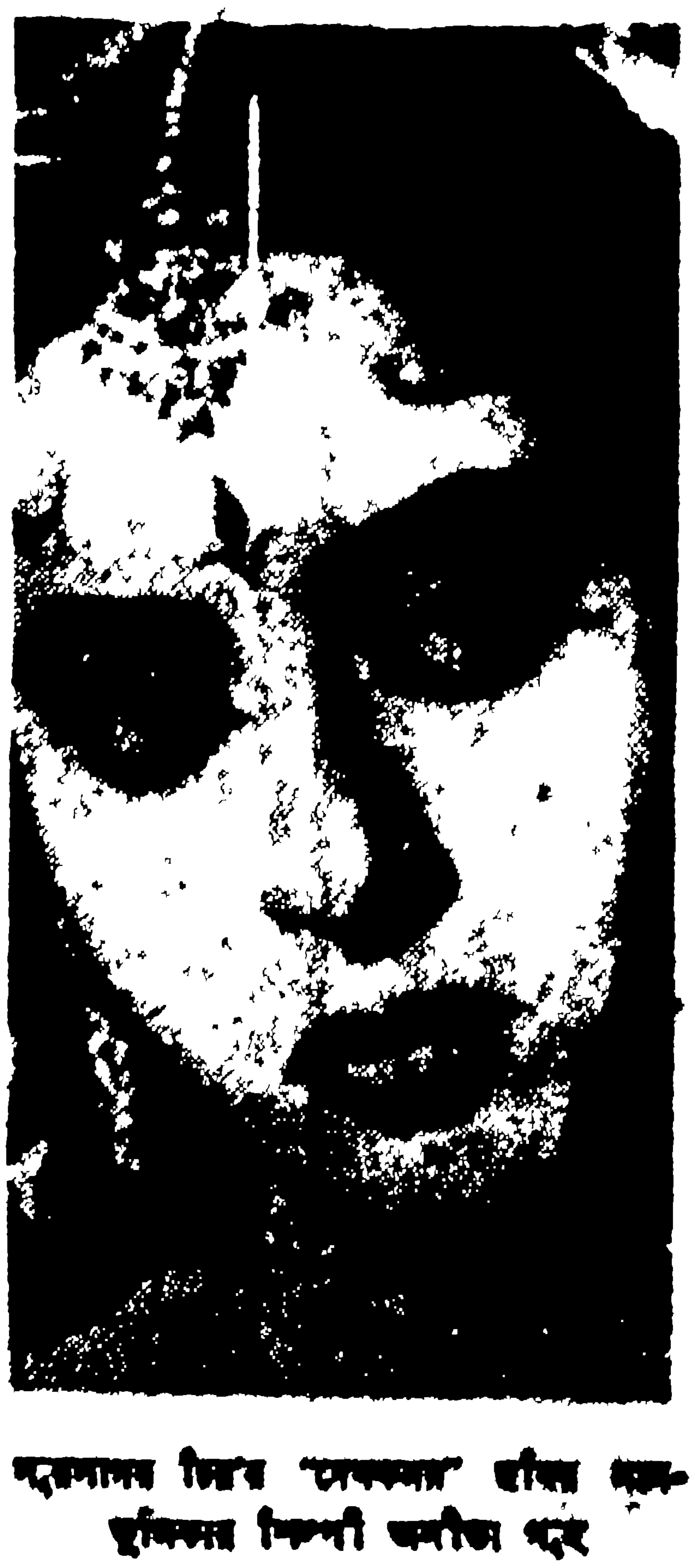
সুরেলাল চিত্র "দেবকন্যা" ছবির মুখ্য-ভূমিকায় শিল্পী অনীতা গুহ

মুক্ত অঙ্গন

বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥

যা নয়—যা-নয় তাই—নয় তা ই

৪৬-৩৫৭৭

শৌভনিক প্রযোজিত প্রহসন

(সি-২১১৮)

ষ্টার থিয়েটার

ফোন : ৫৫-১১৩৯

নূতন আকর্ষণ!

= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =

তাপসী

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়

প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন

৩টা ও ৬॥টায়

কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু

সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার

॥ রূপায়ণে ॥

[illegible]

* শুভমুক্তি *

বর্তমান সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে গৃহদাহ (বি আর ফিল্মস)। একটি আবেগধর্মী সামাজিক কাহিনী ছবিটিতে রূপায়িত। বি আর চোপরা ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। অশোক-কুমার, সুনীল দত্ত ও মালা সিংহ ছবির প্রধান শিল্পী। রবি সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

রূপকথা চিত্র

"কোবরা গার্ল"-এর (রেখা চিত্র) কাহিনী যেন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা। এতে রাজা আছে রানী আছে, মন্ত্রী-সেনাপতি সকলেই আছে। সেই সঙ্গে আছে বহুরূপী যুদ্ধ আর অলৌকিক শক্তির খেলা।

একটি কল্পিত নাগরাজ্য এবং তার নাগ-রানীকে নিয়েই রূপকাহিনীর বিস্তার। কোবরা গার্লই হল নাগরানী। নাগ এই রাজ্যের ইষ্টদেব, নাগদেবতার দুটি মণি। মণি দুটি একত্র করতে পারলেই নাগরাজ্য অপরাজেয়। এক দুর্বৃত্ত ওই দুই মণির লোভে নাগরাজ্য আক্রমণ করে এবং একটি মণি অধিকার করে। এমন সময়ে শোনা যায় নাগদেবতার অভিশাপ—তোমারে বাঁধবে যে সে হল নাগরানী অর্থাৎ কোবরা গার্ল। দুর্বৃত্ত রাজ্য দখল করার পর কোবরা গার্ল কোনরকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। তারপর সে ছদ্মবেশে কেমন করে নাগরাজ্যে ফিরে আসে এবং তার প্রিয় সঙ্গীর সাহায্যে কেমন করে দুর্বৃত্তের হাত থেকে হৃত রাজ্য উদ্ধার করে তা নিয়েই চিত্রকাহিনী গঠিত।

আমোদের উপকরণ ছবিতে অজস্র। রহস্য ও রোমাঞ্চের উপকরণেরও অভাব নেই। তা বাদে, ইস্ট ম্যান কালারে রঞ্জিত এই ছবির কলাকৌশলের কাজেও চমক আছে। যুক্তি-বিচার খাটিয়ে যাঁরা আমোদের আস্বাদটি নষ্ট করতে চান না, ছবিটি তাঁদের ভালই লাগবে। এবং সেদিক থেকে চিত্রনির্মাতা এবং চিত্রপরিচালক নানাভাই ভাটের প্রয়াস সফল।

রাগিণী ও মহীপাল ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী। তাঁদের অভিনয় চরিত্রোচিত। তিওয়ারী, উল্লাস, সুরেখা, দুবে, মারুতি, রাজন হাকসার প্রভৃতি ছবির অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পী।

সঙ্গীত পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী সুরারোপিত গানগুলি জনপ্রিয় হতে পারে।

রূপছায়া চিত্র'র "দেয়া-নেয়া" ছবিতে অভিনয় করার জন্য তনুজা কলকাতায় এসেছিলেন—
হাসির বিভিন্ন ভঙ্গিতে অভিনেত্রী তনুজা

ফটো: দেশ

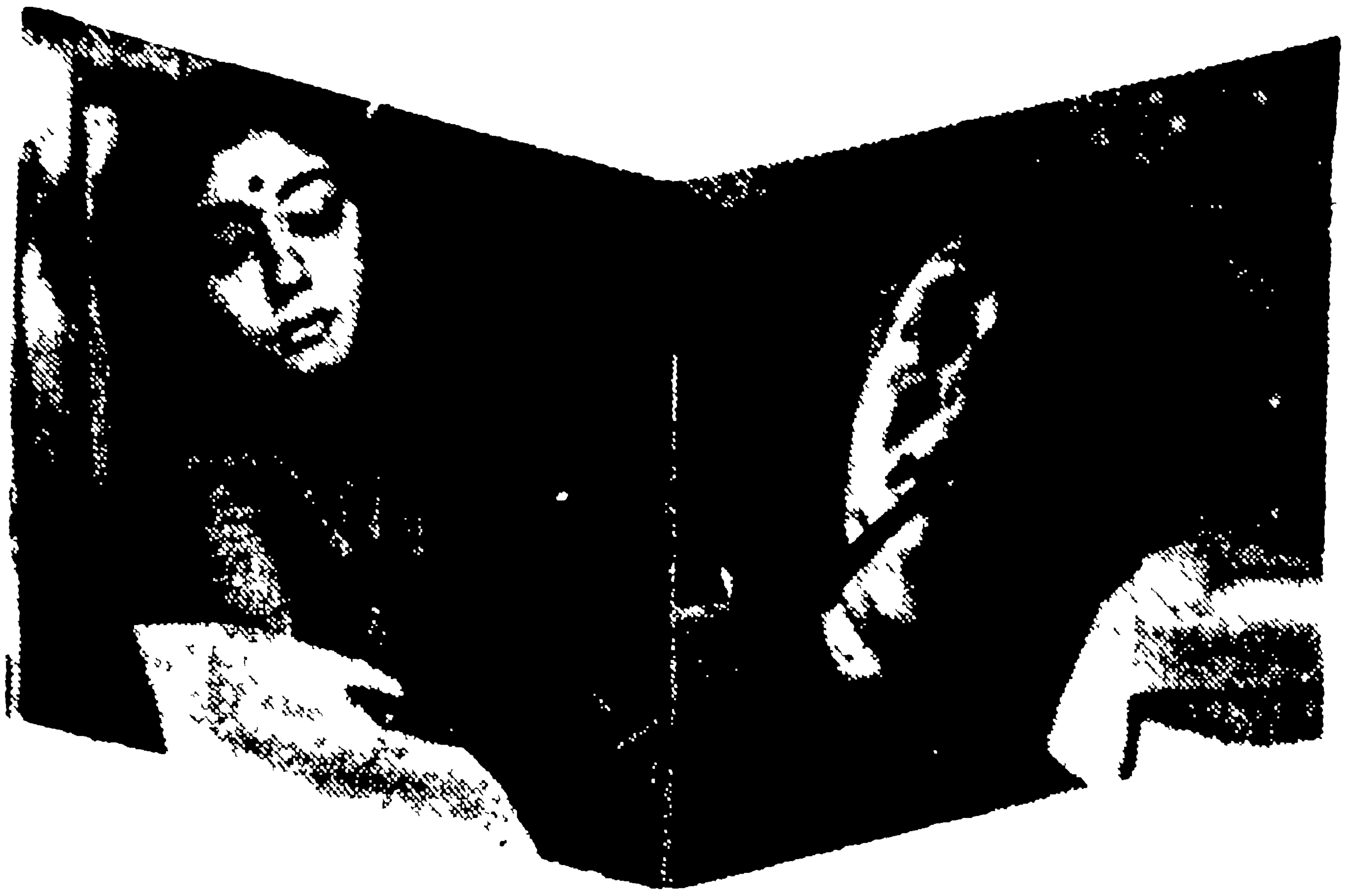

ইলোরা ফিল্মস-এর নির্মীয়মান বাংলা ছবি "প্রতিনিধি" (পরিচালক মৃণাল সেন) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

মদালসা উপাখ্যান

"দেবকন্যা" সুরসাগর চিত্রের পৌরাণিক ছবি। সতী মদালসার উপাখ্যান নিয়ে তৈরী। দেবকন্যা মদালসা পৃথিবী ভ্রমণে এসে ঋতুধ্বজের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। পৃথিবীতে তখন পাতাল সম্রাট পাতালকেতু অসুরের দৌরাত্ম্য চলছে। পাতালকেতুর হাত থেকে মদালসা রেহাই পেল না। প্রণয়ী ঋতুধ্বজের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদালসা প্রায়ই দেবলোক থেকে পৃথিবীতে আসতেন। পাতালকেতু এই সুযোগে মদালসাকে বন্দিনী করে পাতালে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঋতুধ্বজ পাতালে গিয়ে কী ভাবে অসুরের বিনাশসাধন করে ও প্রিয়তমা মদালসাকে ফিরে পায় তা কেন্দ্র করেই "দেবকন্যা"র পৌরাণিক কাহিনী গঠিত।

পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে গিয়ে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ে অবাধ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ ছবির পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী এবং চিত্রনাট্যকার আর প্রিয়দর্শীও তা করেছেন। কিন্তু ছবির পৌরাণিক পরিবেশ তাতে ক্ষুন্ন হয়নি। মূল উপাখ্যানের রসহানিও ঘটেনি। চিত্রনাট্যকে অনাবশ্যক ঘটনা স্থান পেলেও ছবিটি ক্ষিপ্রগতি। শ্বাসরোধকারী ঘটনা প্রণয়মুহূর্ত রঙ্গরস প্রভৃতির জন্য ছবিটি উপভোগ্য। তবে জনমনোরঞ্জনই যে পৌরাণিক ছবির একমাত্র লক্ষ্য নয় তার যে একটি আধ্যাত্মিক বক্তব্যও আছে—সে ব্যাপারে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার আরও সচেতন থাকতে পারতেন।

নামভূমিকায় শিল্পী অনীতা গুহর প্রাণস্পর্শী অভিনয় ছবির প্রধান সম্পদ। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় খুবই সংবেদনশীল। চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে আর যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে মহীপাল, চিত্রেশ্বরী, বি এম দাস, কৃষ্ণা-কুমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রপরিচালক এস এন ত্রিপাঠী নিজেই সংগীত পরিচালনা করেছেন। এ কাজে তাঁর কৃতিত্ব লক্ষণীয়। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

* ছবির পর ছবি *

স্বর্গ হতে বিদায়

অভিনেত্রী মঞ্জু দে একটি বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন। মহিলাদের মধ্যে প্রতিভা শাসমলই প্রথম "নিবেদিতা" নামে একটি বাংলা ছবি পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল। তার পর মঞ্জু দে প্রথম চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অভিনেত্রী চিত্র-পরিচালিকা হিসাবে অবশ্য শ্রীমতী দে প্রথম। তাঁর প্রথম ছবির নাম স্বর্গ হতে বিদায়। চিত্রকাহিনী প্রণয় ও ক্রাইম উপাদানে গঠিত। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য মঞ্জু দে রচনা করেছেন। ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা ও জহর রায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার। ১২ই জুন সকালে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে চিত্রজগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক-দের উপস্থিতিতে ছবির শুভমুহূর্ত

বিশ্বরূপা

মানবীয় আবেদনেসমৃদ্ধ

সেতু

৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

অভ্যুদয়ের প্রযোজনায়

প্রবহ নদীর স্রোত

সুনীল দত্ত

প্রতি বৃহঃ ও শনি ৬॥টায়

অভিনয়ে প্রধান নাট্যকারগণ: কিরণ মৈত্র, রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহন চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অজিত, সুনীল দত্ত, সুনীল দত্ত, শক্তি কুণ্ডু, রবি মিত্র।

পরিচালনা: জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। আলোক: তাপস সেন। সঙ্গীত: রূপেন রায়চৌধুরী।

টিকিট: ১, ২, ৩, ৫,

: প্রাপ্তিস্থান :

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ ৯। ৩৪-৮২১৮

মঙ্গলা প্রোডাকশন্স-এর "দুই নারী" (পরিচালনা: জীবন গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে বিকাশ রায় ফটো—দেশ

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে উত্তমকুমার ফিল্মস-এর 'জতুগৃহ' ছবির গান রেকর্ডিং-এ (বাঁয়ে) কণ্ঠশিল্পী বন্দনা সিংহ ও সংগীত-পরিচালক আশিস খাঁ (ডাইনে) কণ্ঠশিল্পী শ্যামল মিত্র ও চিত্রপরিচালক তপন সিংহ ফটো—দেশ

[illegible] সম্পন্ন হয়ে ছবির চিত্রগ্রহণ আগামী পূজার আগেই শেষ হবে। [illegible] ফিল্মস ছবিটির প্রযোজক।

আলো কেন আলেয়া

[illegible] নিউ থিয়েটার্স [illegible] ছবির [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] চক্রবর্তী [illegible] ছবির [illegible] পরিচালনা [illegible] অরুণ দে ও পবিত্র দে।

বলিদান

জে জে ফিল্ম করপোরেশনের নির্মীয়মাণ হিন্দী ছবি 'বলিদান'-এর প্রধান নারী [illegible] অভিনয়ের জন্য [illegible] [illegible]

[illegible] এবং প্রভৃতি স্থানে বর্তমানে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। অভী ভট্টাচার্য প্রণতি ভট্টাচার্য জয়দীপ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির অন্যান্য প্রধান

গত ১১ই জুন স্বর্গত ছবি বিশ্বাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পরলোকগত শিল্পীর টালীগঞ্জস্থিত বাসভবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন—গত বছর ১১ই জুন ছবি বিশ্বাস পরলোকগমন করেন

শিল্পী। [illegible] সংগীত পরিচালনায় ছবির ছটি গান সম্প্রতি রেকর্ড করা হয়েছে।

বন্দিনী

প্রযোজক পরিচালক বিমল রায়ের 'বন্দিনী' [illegible] মুক্তিলাভ করেছে। জরাসন্ধর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নবেন্দু ঘোষ। [illegible] অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র ছবির প্রধান শিল্পী। শচীন দেববর্মণ সুরকার।

সীমাহীন পথ

"হাই হিল" খ্যাত প্রযোজক রামচন্দ্র শর্মা তাঁর দ্বিতীয় ছবি "সীমাহীন পথ"-এর চিত্রগ্রহণ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু করবেন। শৈলেশ দে রচিত "আকাশ-প্রদীপ" অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ছবিটি পরিচালনা করবেন দিলীপ মিত্র। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় 'সীমাহীন পথ'-এর দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে [illegible] করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

এতটুকু আশা

সুনীল চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "এতটুকু আশা" ছবিটি মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায় বসন্ত নন্দী রবীন মজুমদার ভবতী দেবী সুব্রতা সেন, [illegible] মল্লিক মঃ দেবাশিস [illegible] মুখোপাধ্যায় অনুপ [illegible] ও আরো অনেক।

ইউনিটী থিয়েটার
দেশাত্মবোধক নাটক
সূর্যকন্যা
নাটক । রবি দত্ত
নির্দেশনা । অলক চট্টোপাধ্যায়
১৭ই জুন । রঙমহল। ৭টা
২৩শে জুন । প্রতাপ মেমোরিয়াল হল । ৭টা
(সি ২২৩০)

লিটল্ থিয়েটার গ্রুপের
অসাধারণ নাট্য প্রযোজনা
তিতাস
একটি নদীর নাম
ন দী র
গান ও সুরযোজনায়—নির্মল চৌধুরী
রূপায়ণে নির্মল গুহরায়
এবং ও [illegible] তাপস সেন
নাট্যরূপ ও পরিচালনায় উৎপল দত্ত
মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
চলিতেছে

সংগীত পরিচালনা করেছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধরমপত্নী

বেদান্ত ভেনচার্স নামে নবগঠিত একটি চিত্রপ্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কলকাতায় "ধরমপত্নী" নামে একটি হিন্দী ছবির নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাবিত্রী, জেমিনী গণেশন, প্রবীরকুমার, অনুরাধা গুহ, প্রীতিকণা, সুভদ্রা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এতে অভিনয় করছেন। চীনের সাম্প্রতিক ভারত আক্রমণের পটভূমিতে এই চিত্রকাহিনী রচিত। ভি পি গর্গ ছবির প্রযোজক। ছবিটি পরিচালনা করছেন এন এস নায়ক।

ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি কলকাতায় ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের (১৮৯৫-১৯৬০) এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। উৎসবে পুরনো ও হাল আমলের অনেক ব্রিটিশ ছবি দেখানো হচ্ছে। এবং কোন কোন বিশিষ্ট ছবির নির্বাচিত অংশও উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। সব ছবির ভেতর দিয়ে দর্শকরা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন করতে পারবেন। গত সপ্তাহে হিন্দী হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি বি মালিক। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন এবং ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। ৯ই থেকে ১৯'শ জুন পর্যন্ত একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে ছবি দেখানো শুরু হয়েছে।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর

গত রবিবার সকালে রসশ্রীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও তাঁর পুত্র মুনাব্বার খাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্র। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ তাঁর প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী কণ্ঠসংগীতের সম্মোহনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। রাগ-সংগীতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তির পরিচয় শ্রোতারা আবার নতুন করে পেলেন। এবং সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে শুনলেন রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীত। শিল্পীদের সঙ্গে তবলা সংগত করেন পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র। সারেঙ্গীতে ছিলেন সাগিরুদ্দীন। এই পরিচ্ছন্ন সংগীত আসরের আয়োজন করেছিলেন রবীন ধর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এবারকার কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছে ভিসকন্তি পরিচালিত "দি লিওপার্ড" ছবিটি। একটি বহুপঠিত উপন্যাসের ভিত্তিতে এই ছবি তৈরি। বার্ট ল্যাংকেস্টার ছবির প্রধান শিল্পী।

শার্লক হোমস-এর স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়েলের পুত্র অ্যাড্রিয়ান কোনান ডয়েল একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। পিতার জনপ্রিয় রচনা অবলম্বনে তিনি ছবি তৈরি করবেন।

ফিল্মভারতীর 'নর্তকী' (পরিচালনা ঃ নীতীন বসু) হিন্দী ছবিতে নন্দা

লণ্ডনপ্রবাসী বাঙালী চিত্রপ্রযোজক [illegible] টুইন অ্যাণ্ড ট্রাম্পেট নামে [illegible] ভিত্তিতে যে ছবি [illegible] পরিচালনা [illegible] ইংরেজী [illegible] ছবিটির [illegible] এ ব্যাপারের প্রস্তুতির [illegible] শ্রীমিত্রর আগামী [illegible]

১৯৬২ সনে জাপানে [illegible] ৬৬২ ২৭৯, ০০০ জন ব্যক্তি সিনেমা দেখেছেন এবং টিকিট ঘরে মোট সংগৃহীত হয়েছে ১০১,৩১,০৪,০০০ টাকা। সংবাদটি দিয়েছেন ন্যাশনাল ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এজেন্সী।

কাশ্মীরের ইতিহাস সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকৃতভাবে ছায়াছবিতে দেখানো হয় বলে সেখানকার লেখক সমাজ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ছবির দৃশ্য গ্রহণের আগে কাশ্মীর সংক্রান্ত স্ক্রিপট পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে লেখক ও ঐতিহাসিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য অভিযোগকারীরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বোম্বাই সমাচার

চিত্রপ্রযোজক কে আসিফ এবার নূর-[illegible] জীবনকাহিনী অবলম্বনে একটি [illegible] ছবি তৈরির কাজে আত্ম-[illegible] করেছেন। সিনেমাস্কোপ ও [illegible] ছবিটি তৈরী হবে। ছবির নাম রাখা হয়েছে 'মালকা-এ-হিন্দুস্তান নূর-এ-জাহানা'। জুলাই মাসে ছবির শুটিং আরম্ভ হবে।

আরতি'র পর অশোককুমার ও মীনা-কুমারীকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে দীপ প্রোডাকশন্স-এর "মেরি দাস্তান" ছবিতে। নরেশ সায়গল ছবিটির পরিচালক।

পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি নতুন ছবি মেরে হাম সফর এর শুটিং সবে আরম্ভ হয়েছে। মীনাকুমারী ও [illegible] ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। [illegible] সংগীত পরিচালক।

চীনের সাম্প্রতিক ভারত আক্রমণের পরি-প্রেক্ষিতে চেতন আনন্দ একটি ছবি তৈরি করছেন। নামকরণ এখনো হয়নি। বলরাজ সাহনি শশী কাপুর ধর্মেন্দর ও প্রিয়া ছবিটির প্রধান শিল্পী। মদনমোহন সংগীত পরিচালক।

পরিচালকদ্বয় বেদ ও মদনের নতুন ছবি গজল-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করার জন্য পৃথ্বীরাজ কাপুর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সুনীল দত্ত ও মীনাকুমারী ছবির নায়ক নায়িকা। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ছবির বিশ দিনব্যাপী চিত্রগ্রহণের কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

আর কে নায়ার ইয়েহ্ জিন্দগী কিতনি হাসিন হ্যায় নামে আরও একটি ছবি তৈরি করছেন। সায়রা বানু, অশোককুমার ও মতি-লাল এই ছবির শিল্পী। রবি, সংগীত পরিচালক।

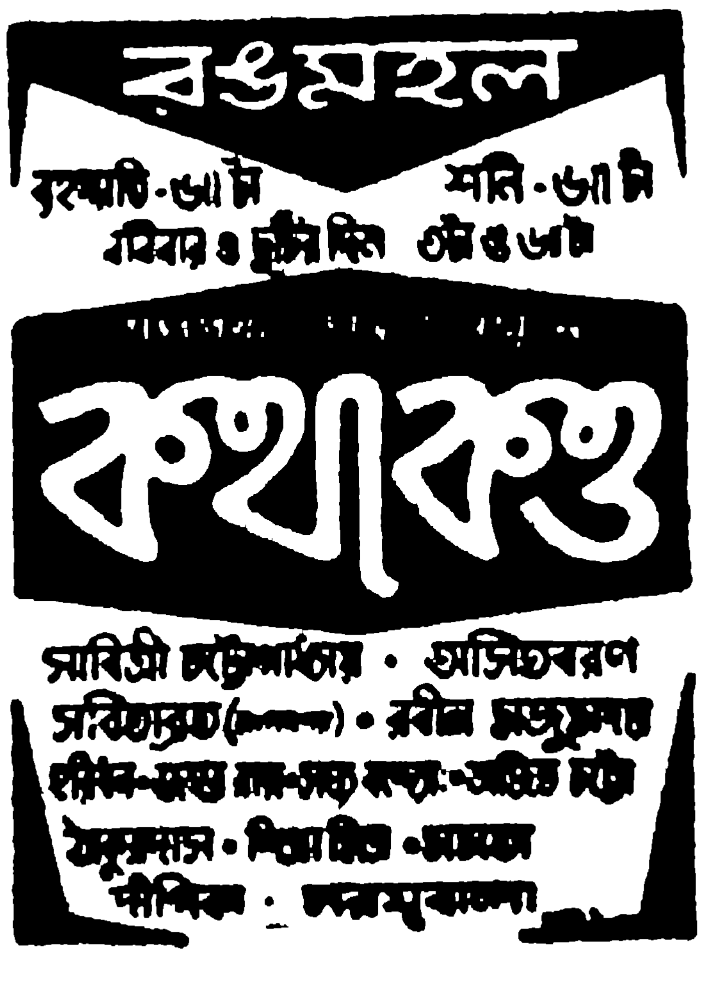

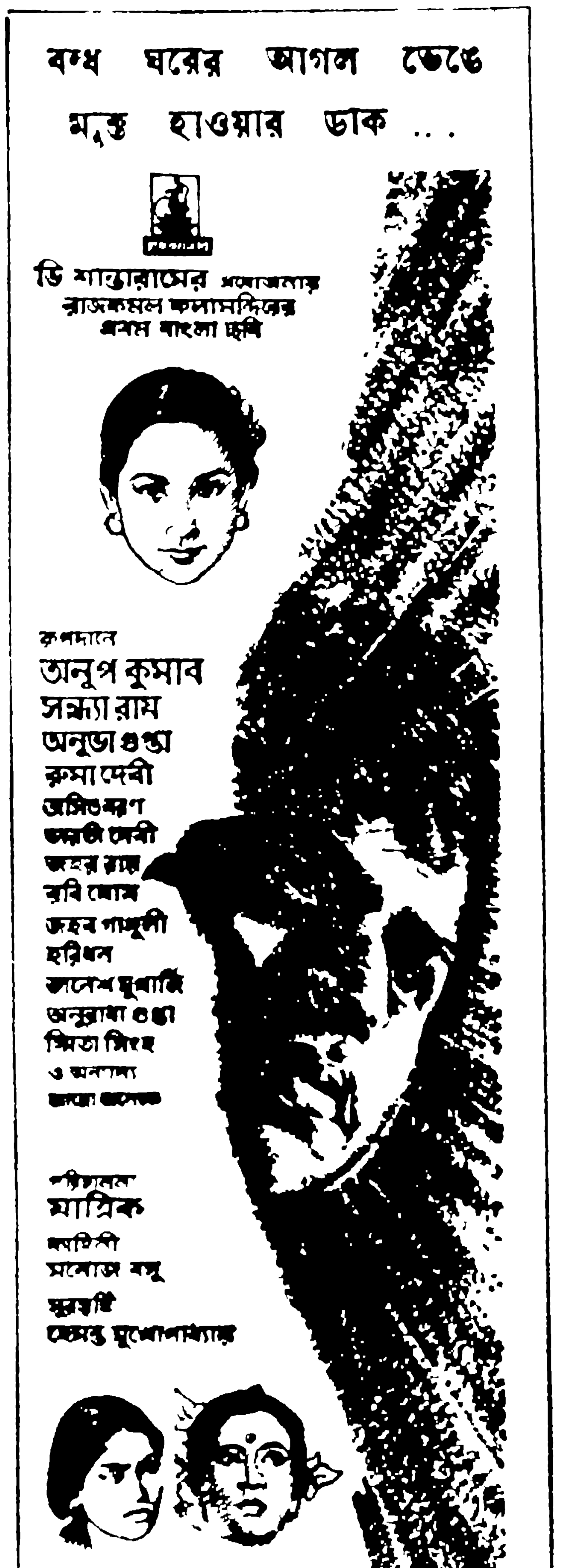

পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায়

আপনার গায়ের রঙ বিকশিত

হয়ে উঠবে!

পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায় আপনার গায়ের রঙ বিকশিত হয়ে ওঠে। অনেকবেশী কোমল ও সতেজ হয়ে উঠবে।

প্রথমদিন থেকেই পামঅলিভ সৌন্দর্য্য চর্চায় আপনার গায়ের রঙ বিকশিত হয়ে উঠবে। ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশ্ববিশ্রুত বিবিধ সৌন্দর্য্য তেলে সমৃদ্ধ পামঅলিভ সাবান এতো মৃদু এতো বিশুদ্ধ...এর ঘন সরের মত ফেনা এতো নিখুঁত পরিষ্কার করে...যে আপনার গায়ের রঙ যেন বিকশিত হয়ে ওঠে। বিবিধ সৌন্দর্য্য তেলে সমৃদ্ধ পামঅলিভ সাবান সর্বদা ব্যবহার করলে আপনিও গায়ের রঙে এইসব উন্নতি লক্ষ্য করবেন। গায়ের দাগ ক্রমে মিলিয়ে আসছে...ত্বক আরও পরিষ্কার সতেজ হয়ে উঠছে...দিন দিন গায়ের লাবণ্য যেন ফুটে বেরুচ্ছে।

ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশ্ববিশ্রুত সৌন্দর্য্য তৈল সহযোগে প্রস্তুত!

সারাদেহে কমনীয়তা ফুটিয়ে তুলতে পামঅলিভ মেখে স্নান করুন

৩৫৪-৬০১ B.

✱ খেলার মাঠে ✱

একলব্য

শেষ পর্যন্ত আই এফ এ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে মতবিরোধের ফলে ইস্ট **বেঙ্গল ও মহমেডান** স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের **খেলা,** যা চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল তা সাধারণ ম্যাচ হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগের সপ্তাহেই বলেছি পৌরপিতাদের সংগে সরকারের গোলমালের মত ফুটবল পরিচালকদের সংগে রাজ্য-পরিচালকদের গোলমাল বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এর প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধূলো সম্পর্কীয় ক্যাবিনেট সাব কমিটির সদস্য শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসায়। দ্বিতীয় পরিচয় মিলেছে—আই এফ এ কর্তৃক ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটি চ্যারিটির পরিবর্তে সাধারণ ম্যাচ হিসাবে খেলাবার সিদ্ধান্তে।

সরকার ও আই এফ এ-র মধ্যে গোলমালের কারণ সর্বজনবিদিত। সরকার চান অন্যান্য খেলার মত চ্যারিটি খেলার পরিচালনা ভারও নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে। আই এফ এ সেটা ছাড়তে নারাজ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধূলো সম্পর্কীয় ক্যাবিনেট সাব কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভাও হয়ে গেছে। সে সভায় সরকার চ্যারিটি খেলার পরিচালনা ভার [illegible] চেয়েছেন। [illegible] কংগ্রেস সভাপতি এবং আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সংগে মিলিত হবেন কথা ছিল।

ফুটবলের চ্যারিটি খেলার ব্যাপার নিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সংগে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আলোচনার সংবাদে এক রসিক বন্ধুর উক্তি এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সংবর্ধনার সময় শ্রীঘোষ নাকি বলেছিলেন—"আমাদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তা হয়তো অনেকের জানা নেই। আমাদের কোন পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। একই অ্যাকাউন্টে দুজনের যা কিছু সামান্য পয়সাকড়ি জমা থাকত। প্রয়োজনমত দুজনই সেটা খরচ করতাম।"

এই উক্তির জের টেনেই হয়তো রসিক-বন্ধু বললেন—"সমস্যার কি আছে? মুখ্যমন্ত্রী এবং আই এফ এ র সভাপতির নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্টে চ্যারিটির টাকা জমা রাখলে এবং দুজনে বসে চ্যারিটির টিকিটের ভাগবাটোয়ারা করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। আই এফ এ এবং সরকার উভয়ের সম্মানও বজায় থাকে।"

না রসিকতা নয়। সত্যিই যদি শ্রী সেন ও শ্রী ঘোষ একসংগে বসে চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত টাকা এবং চ্যারিটি খেলার টিকিটের বিলি-বাটোয়ারার একটা ব্যবস্থা করে দেন তবে কারো কোন আপত্তির কারণ থাকে না। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মনেও আস্থা ফিরে আসে। কারণ, চ্যারিটির টাকা এবং চ্যারিটি খেলার টিকিট নিয়ে আই এফ এ র ছিনিমিনি খেলা সম্পর্কে সবারই একটা অভিযোগ আছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ঘোষ যাঁরা [illegible] এবং দেশের বৃহত্তর **কল্যাণের চিন্তায় সদাই চিন্তিত, তাঁদের পক্ষে আই এফ এ-র খুঁটি-**নাটি ব্যাপারে মাথা **ঘামানোর মত বেশী** সময় হবে না। **সুতরাং রাজ্য স্পোর্টস** কাউন্সিল গঠিত না **হওয়া পর্যন্ত তারা** যদি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য **একটা সূত্র** আবিষ্কার করে দেন তবে **সেই সূত্র** অনুযায়ী আপাতত সব কিছুর ব্যবস্থা হতে পারে। পরে স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্যারা ঠিকভাবে ভেবে-চিন্তে কোনটা উচিত **এবং** কোনটা উচিত নয় তা ঠিক করতে পারেন।

অবশ্য এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি—চ্যারিটি খেলার টিকিটের বিলি-বাটোয়ারা সম্পর্কে আই এফ এ গভর্নিং বডির ১৬ই মে তারিখের সভায় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে ছিল—আই এফ এ-র সভাপতি এবং সরকারের ক্রীড়াপরিচালক একসংগে বসে চ্যারিটি টিকিটের বিলি-বাটোয়ারার ব্যবস্থা করবেন।

আমার ধারণা, আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই বিলিবাঁটোয়ারার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মত সময় পেতেন না। **তাঁর** পক্ষ থেকে হয় আই এফ এ র সহ-**সভাপতি,**

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক মুস্তাফা ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিকের সামনে থেকে একটি বল ধরছেন

—ফটো: দেশ

জর্জ টেলিগ্রাফ ও মোহনবাগানের লীগের খেলায় টেলিগ্রাফ দলের স্টপার এম ঘোষ-দস্তিদার মোহনবাগানের লেফট আউট অরুময়ের কাছ থেকে একটি বল কেড়ে নিচ্ছেন —ফটো দেশ

না হয় আই এফ এ-র সম্পাদক সরকারের স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সংগে বসে বিলিবাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে এই প্রস্তাবই নাকি পাস হয়নি। সরকার টিকিট ছেপে বিলি করবার জন্য আই এফ এ র হাতে টিকিট ছেড়ে দেবেন—এই প্রস্তাব নাকি পাস হয়েছে। ১৮ই মে তারিখের গভর্নিং বডির সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এ সম্বন্ধে তিনি এখনো মুখ খোলেন নি। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানার জন্য এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিংবা আমাদের গোষ্ঠ মিলের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধুলা সম্পর্কীয় অ্যাডভাইসরি কমিটির পাঁচজন সদস্য হচ্ছেন শ্রীঅরুণচন্দ্র ও ..., শ্রীঅশোককুমার মুখার্জী, শ্রীবিক্রমসিং নাহার, শ্রীজগন্নাথ কোলে ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। এই পাঁচ সদস্যের সভায় চ্যারিটি খেলা সরকারের পরিচালনায় পরিচালিত হবার প্রস্তাব পাস হওয়ার একটা কথা উঠেছে—তা হলে আই এফ এ-র প্রয়োজন কি? আই এফ এ-র পরিচালকবর্গও মনোক্ষুন্ন। তাঁরা বলছেন—খেলাধুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না—এটা কি সেই বিঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

পরিচালনা কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। খেলাধুলোর পরিচালনা আর খেলার অনুষ্ঠানের পরিচালনা এক কথা নয়। যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রশ্ন, যেখানে দুর্নীতির পুঞ্জীভূত অভিযোগ সে ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সরকার তো আই এফ এ-র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন না। কোন খেলাটি কবে হবে কোনটি চ্যারিটি হবে কার সংগে কে খেলবে কাদের অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হবে কাদের হবে না কোন ক্লাবের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, কাদের নিয়ে আই এফ এ-র দল গড়া হবে, কোন প্রতিযোগিতার কত প্রবেশ-দক্ষিণা, ট্রান্সফার ফি কত, কোন মাঠে কোন খেলার ব্যবস্থা হবে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে কিনা কিভাবে কোচিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই আই এফ এ র হাতে। শুধু খেলার অনুষ্ঠানের আর্থিক দিকের পরিচালনা সরকারের। এটা কি খেলাধুলোয় হস্তক্ষেপ? আর সাধারণ খেলায় যদি হস্তক্ষেপ না হয় চ্যারিটি খেলায় হস্তক্ষেপ হবে কেন?

টিকিট বিলিবাঁটোয়ারার ব্যাপারে আই এফ এ র অধিকারে সরকারের হস্তক্ষেপকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না সত্য। কারণ আই এফ এ র অন্তর্ভুক্ত ক্লাবের মধ্যে কে কত টিকিট পাবে সেটা আই এফ এ-রই ঠিক করা উচিত। কিন্তু সরকার সে ক্ষেত্রে তো প্রতিবন্ধক হননি। অসম বণ্টন ব্যতীত টিকিটের কালো অপব্যবহার এবং নিমন্ত্রণ-পত্রের বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রেই সরকারের আপত্তি এবং তার জন্যই সুষ্ঠুভাবে বিলি-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে আই এফ এ-র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এটা মোটেই হস্তক্ষেপ নয়। আর আংশিক হস্তক্ষেপ যদি মেনেও নেওয়া যায় তবে তার প্রয়োজনও আছে। যেখানে দুর্নীতির অভিযোগ, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত, সেখানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে?

*

চ্যারিটি খেলা নিয়ে আই এফ এর সঙ্গে সরকারের মতবিরোধে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলাটি নাকচ হয়ে যাওয়ায় অনেকে এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেননি। চ্যারিটি

প্রকাশক : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়

নূতন প্রকাশিত বই

ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ ডি ফিল (মিউনিক), ডি লিট (প্যারিস)

মার্ক্সবাদ

মার্ক্সবাদ যে অভ্রান্ত নয়, পরন্তু নানা ত্রুটিপূর্ণ, তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা।
মূল্য তিন টাকা মাত্র ॥

●

এমিল লাডউইগ

ষ্ট্যালিন

... নিষ্ঠুর ... মহান ... তা শত্রুমিত্র সকলেই স্বীকার করে। সেই মহানায়কের একটি জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন মনীষী লাডউইগ। সুধী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ পাঠককে ... আনন্দ দেবে। ... চিত্র শোভিত।
মূল্য দুই টাকা ॥

পরিবেশক : ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

(সি-২০১৬)

ফুটবল মরশুমের বড় খেলার সময় দর্শকরা কিভাবে নানা উপায়ে খেলা দেখেন তার এক চিত্র ফটো—দেশ

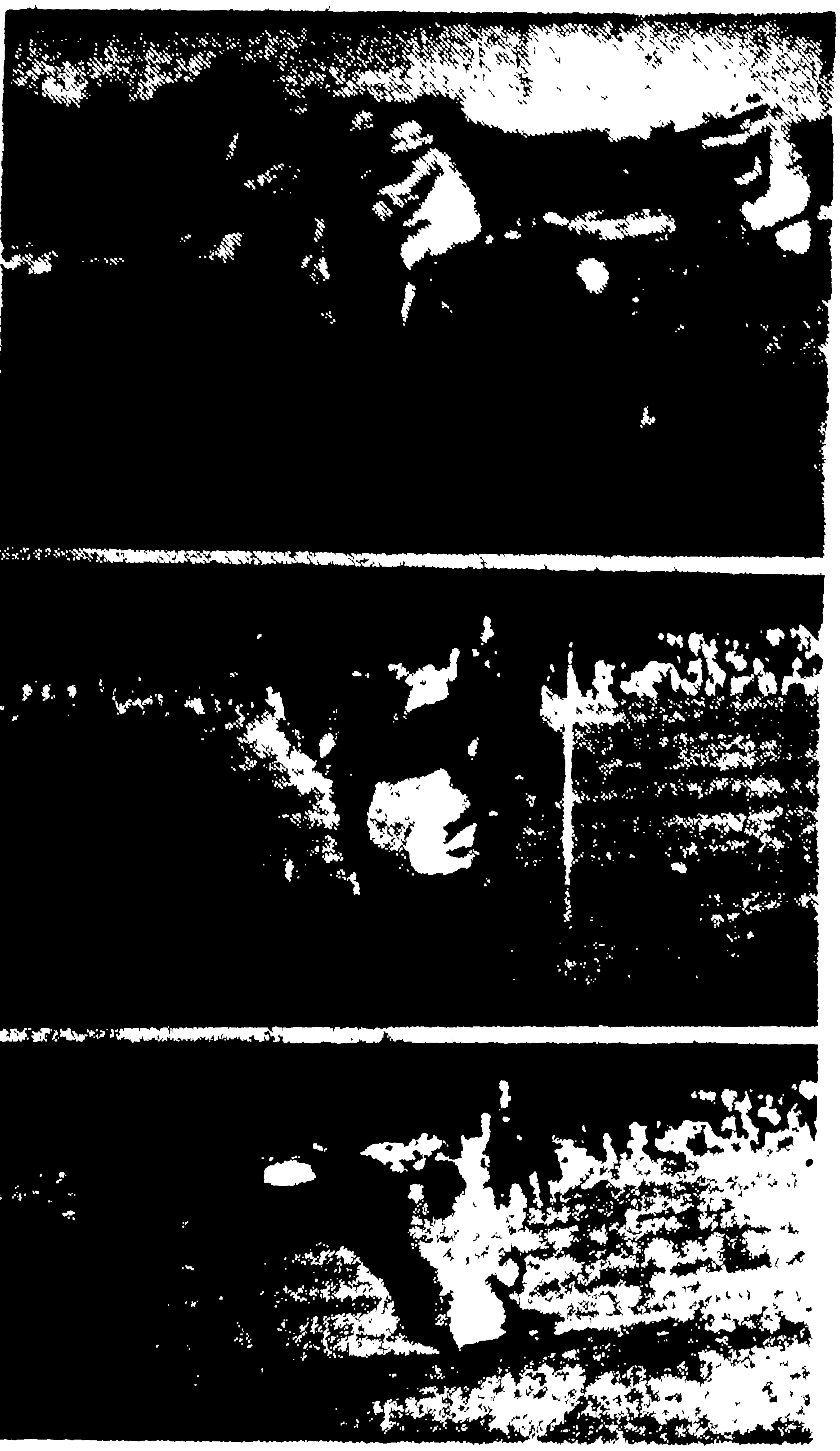

উইন্ডসর গ্রেট পার্কে পোলো খেলার সময় এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপের ঘোড়া থেকে পড়বার দৃশ্য (উপরে)—প্রিন্স ফিলিপ ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। (মাঝে)—পড়ে যাবার সময় মাটিতে কাঁধের উপর দেহের ভার রেখে পা উঁচু করে আছেন। (নীচে)—মাটি থেকে উঠে বসেছেন

ভয়েস অব আমেরিকার
বাংলা অনুষ্ঠান
শুনুন
প্রত্যহ
সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ
১৯·৪৬, ২৫·৫৮ ও ২৫ ৩৫ মিটারে
(১৩০৩)

মাঠের ... একটা ... এই ... কারণ

সত্যি সত্যিই যদি চ্যারিটি খেলা বন্ধ হয়ে যায় তবে ক্ষতি কি? ফুটবলের চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ কাদের প্রয়োজনে লাগে না, ছোট ছোট ক্লাব, সংস্থা, লাইব্রেরী, সেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতির প্রয়োজনে। কিন্তু অর্থের পরিমাণটা কেউ ভাল করে দেখেছেন কি? যেখানে ইডেন হাসপাতালে বছরে লাখ লাখ টাকা খরচ সেখানে আই এফ এর দান একশ কি দেড়শ টাকা। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ভাগে পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ। চ্যারিটি ডিসবার্সমেন্ট কমিটির হাত ধরা দুই একটি সংস্থা ছাড়া অধিকাংশের ভাগ্যেই ছিটেফোঁটা। সুতরাং এই ছিটেফোঁটা সাহায্যের জন্য চ্যারিটি খেলা নিয়ে এত হইচইয়ের প্রয়োজন কি? তাছাড়া চ্যারিটি থেকে বছরে দু-আড়াই লাখ টাকা সংগৃহীত হলে তার মধ্য থেকে এক দেড় লাখই বাদ চলে যায় আই এফ এর নানা খরচের খাতে। বাকী টাকায় এই দাক্ষিণ্য দেখানোর মধ্যে মহত্বের এমন কিছু পরিচয় নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, যেমন জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য, সাইক্লোন বা ভূমিকম্পে কোন যায়গায় ভীষণ ক্ষতি হলে সেই যায়গার জন্য বিশেষ চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এবং এই ধরনের একটি খেলায় সংগৃহীত সমস্ত টাকা চ্যারিটির প্রয়োজনে দিলে তার দ্বারা কিছু কাজও হয়।

বর্তমানে চ্যারিটি খেলার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আরও কমে গেছে কারণ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন খেলা থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ খেলাধুলার প্রয়োজনেই ব্যয় করা হবে। একটি পয়সাও প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা হবে না। সুতরাং সরকারই ছোট ছোট ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন এবং তা করাও উচিত। সুতরাং চ্যারিটি ম্যাচ নিয়ে সরকার ও আই এফ এর মধ্যে এই মতবিরোধের চেয়ে চ্যারিটি ম্যাচের অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তার চাবিকাঠিও সরকারের হাতে। কারণ পুলিস কমিশনারের অনুমোদন ছাড়া কোন চ্যারিটি খেলা হতে পারে না। এটা আকবরের ব্যবস্থা, নয় চিরচরিত বিধি।

*

গত সপ্তাহে ফুটবল লীগের দুটি খেলার মধ্যে প্রধানত ময়দানের উৎসাহ উদ্দীপনা কাইসে ছিল। একটি জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা, অপরটি ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

জর্জ টেলিগ্রাফ যারা গত বছর লীগের দুটি খেলাতেই লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল তারা অপরাজেয়ের গৌরব নিয়েই মোহনবাগানের সঙ্গে মিলিত হয়। জর্জ টেলিগ্রাফের পেছনে আরও একটু গৌরব ছিল। তারা এ বছর ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করেছে। সুতরাং দুই অপরাজিত ক্লাব মোহনবাগান ও জর্জ টেলিগ্রাফের খেলায় কে হারে কে জেতে এই প্রশ্ন নিয়ে আগ্রহ স্বাভাবিক। খেলায় শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানই ২—০ গোলে বিজয়ী হয়েছে এবং জর্জ টেলিগ্রাফকে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তবে পরাজিত হলেও টেলিগ্রাফ দলের খেলা মন্দ হয়নি। এবং প্রতিপক্ষের

তুলনায় কিছু বেশী আক্রমণ চালিয়েও নিজেদের রক্ষণভাগের দুর্বলতার জন্য হেরে গেছে।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ইস্টবেংগলের ১—০ গোলে জয়লাভকে গুরুত্বপূর্ণ জয় বলে অভিহিত করা যায়। কারণ—এ খেলায় পরাজয় স্বীকার করলে ইস্টবেংগলকে লীগের দৌড়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হত।

বর্তমান মহমেডান দলকে অতীত দিনের ছায়া বলা যেতে পারে। বিশেষ করে এ বছরের মহমেডান টীম বেশ দুর্বল। কিন্তু শক্তিশালী ক্লাবের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিরদিন যে মহমেডান দলের সুনাম আছে সেই সুনামই বজায় রেখেছে ইস্টবেংগলের সঙ্গে খেলায়। সত্যি কথা বলতে কি প্রথমার্ধে মহমেডান দলের আক্রমণের সংখ্যাই ছিল কিছু বেশী যদিও ইস্টবেংগল এই সময়ে নিষ্পত্তিসূচক গোলটি করা ছাড়া আরও দুটি অবধারিত গোলের সুযোগ হারিয়েছিল কসরত দেখিয়ে। মহমেডান ও ইস্টবেংগলের খেলাটিকে এই পর্যন্ত যতগুলি লীগের খেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা বলে অভিহিত করা যায়। বিশেষ করে প্রথমার্ধের খেলা ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। দুই দলই তীব্র গতিবেগ বজায় রেখে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলার আকর্ষণ বজায় রাখে।

গত সপ্তাহের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে শক্তিশালী বি এন আর এরিয়ানের কাছে মরসুমের তৃতীয় পয়েন্ট হারিয়েছে। পুলিস প্রথম একটি পয়েন্ট পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছ থেকে। দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল এবং ইস্টার্ন রেল ছাড়া আর কোন দলই পুরো পয়েন্ট পায়নি. আর একটিও পয়েন্ট পায়নি বালী প্রতিভা।

জর্জ টেলিগ্রাফের পরাজয়ের পর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই এখন পর্যন্ত অপরাজিতের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

(১০।৬।৬৩)

শঙ্করনাথ রায়ের

ভারতের সাধক

১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম প্রত্যেকটি—৬·৫০
৩য়—৮·০০

নীলকণ্ঠের

বাঁধো কো বারাণসী ৬·৫০

রাইটার্স সিণ্ডিকেট
৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

(সি ২৩৯৯)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কালবৈশাখী

কালবৈশাখীর দাপটে বনস্পতি তার শাখা-প্রশাখা ঝাপটে ছিঁড়ে ফেলে—ঝেড়ে ফেলে দেয় জীর্ণ শুষ্ক পত্র—দাঁড়িয়ে থাকে নিঃস্ব, রিক্ত, বিশীর্ণ হয়ে। এই পরিণতিই তার শেষ পরিণতি নয়। আবার দেখা দেয় নতুন পত্রসম্ভার—প্রান্তে প্রান্তে ফুলের সম্ভাবনা।

কালবৈশাখী সমাজ বনস্পতির বুকের এক মহাপ্রলয়ের কাহিনী। দাম আড়াই টাকা।

অন্যান্য বই

ছায়াবৃতা—সুবোধ ঘোষ—২·৫০ ॥ জতুগৃহ—সুবোধ ঘোষ—২·০০ ॥ সুলোচনা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২·০০ ॥ মধ্যদিনের গান—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩·০০ ॥ গোলাপ কাঁটা—পরিমল মল্লিক—৩·০০ ॥ উতলা কল্যাণী—সুশীল ঘোষ—২·০০ ॥ চিরন্তনী—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—২·৫০ ॥

প্রাইমা পাবলিকেশনস ॥ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

সোনালী আমার পাপ !
সোনালী আমার আত্মা !!
সোনালী আমার জীবন !!!

• রমাপতি বসুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি।
• • বলিষ্ঠ প্রেমের মহৎ নিদর্শন।

অনেক সোনালী দিন ৩·০০

বিশ্ববন্ধু সান্যালের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দরদী লেখনীশক্তির নবতম উপহার।

কত ঘাট কত ঘটনা ৩·০০

গোপাল ভৌমিক জাতে কবি। টি এস এলিয়টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলা যায় কবিরাই প্রকৃত সাহিত্য সমালোচনার অধিকারী। তাই বইটি একটি জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য সমীক্ষা ৪·০০

শৈলজানন্দের

যেন ভুলে না যাই ২·০০

জ্ঞানতীর্থ ১নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

আইনের অনুবাদে ভাষা নিয়ে এক বড় সমস্যা। ফুটবলের আইন বইয়ের ভাষা ইংরাজী। অর্থ ঠিক রেখে তার যথাযথ বাংলা অনুবাদ একটু কষ্টসাধ্য। তাছাড়া ইংরাজী ভাষা যেমন তেমন ব্যবহার করা যায়। এক কথায় নানারকমের অর্থ হয়। দুই অক্ষরের একটি প্রিপোজিশনের একটু হেরফেরে অর্থ বদলে যায়। কিন্তু বাংলায় সে সুযোগ নেই।

এই প্রসংগে আইনের মহাপণ্ডিত পরলোকগত ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের একটি গল্প মনে পড়ছে। শোনা গল্প এবং ভাল লোকের কাছ থেকেই শোনা।

ডঃ ঘোষের শেষ অবস্থা। পুত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পত্তির 'উইল' লিখছেন মনীষী হীরেন দত্ত। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যার পরিবর্তিত রূপ) ডঃ ঘোষ দান করছেন ১০ লাখ কি সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা।

ইংরাজীতে 'উইল' লেখা হয়ে গেলে ডঃ ঘোষ বললেন—'হীরেন উইলখানা ভাল করে পড়তো'।

হীরেন দত্ত 'উইল' পড়তে আরম্ভ করলে ডঃ ঘোষ—'উঁহু, আহা' করে কয়েক যায়গায় পরিবর্তন করতে বললেন।

আবার 'উইল' পড়তে আরম্ভ করলেন হীরেন দত্ত। এবারও ডঃ ঘোষের উপদেশ মত কয়েক যায়গায় ভাষার পরিবর্তন করা হল। তবু সবটা শুনে ডঃ ঘোষ সন্তুষ্ট নন। বললেন—এখনো গোলমাল রয়ে গেছে ইংরাজী ভাষা বড় ফ্লেক্সিবল। নানাভাবে অর্থ করা যায়। আমিই কত উইল নাকচ করে দিয়েছি। টাকাটা দিচ্ছি আমি সৎকাজের জন্য। শেষকালে অন্যর পক্ষের কেউ ফ্যাকড়া তুলে কোর্ট কাছারী করবে আর টাকাটা মারা যাবে। দরকার নেই হীরেন তুমি সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় উইলের বয়ান লেখ।"

মনীষী হীরেন দত্ত দ্বিমত করলেন না। তাই না কি আইনের মহাপণ্ডিত ডঃ রাস বিহারী ঘোষের 'উইল' বাংলা ভাষায় লেখা।

ফুটবলের আইনের বই যদি বাংলা ভাষায় লেখা হ'ত তবে আইনের ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তও হত প্রাঞ্জল। কিন্তু মৌলিক আইনের ভাষা ইংরাজী তাই এক অর্থের অন্য অর্থ করে না ফেলি। তবু যথাসম্ভব [illegible] আইনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বজায় রেখে চেষ্টা করছি। [illegible]

তিন নম্বর আইন—খেলোয়াড়ের সংখ্যা

মূল আইন (১) দুই দলের মধ্যে খেলা হবে। কোন দলে ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় থাকবে না। এই ১১ জনের মধ্যে একজন হবে গোলকিপার। খেলার সময় গোলকিপারের সংগে দলের অন্য যে কোন খেলোয়াড় জায়গা বদল করতে পারে। কিন্তু এই বদলের আগে রেফারীকে বদলের কথা জানাতে হবে।

(২) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংঘের যদি অনুমোদন থাকে তবে প্রতিযোগিতার খেলার সময় আহত বা আর খেলতে অশক্ত খেলোয়াড়ের জায়গায় বদলী খেলোয়াড় হিসাবে নতুন খেলোয়াড়কে খেলাবার অনুমতি দেওয়া হবে।

(৩) প্রতিযোগিতার খেলা ছাড়া অন্য খেলায় খেলার সময় আহত খেলোয়াড়ের বদলে অন্য খেলোয়াড় খেলতে পারে, যদি খেলা আরম্ভের আগে দুই দল এমন ব্যবস্থায় রাজী হয়ে থাকে।

দণ্ড—যদি রেফারীকে না জানিয়ে খেলার সময় কোন খেলোয়াড় গোলকিপারের সংগে জায়গা বদল করে তারপর পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলে তবে তাঁর বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে। খেলা চলার সময় যদি কোন খেলোয়াড় রেফারীর সম্মতি ছাড়া মাঠ থেকে বেরিয়ে যায় (দুর্ঘটনা ছাড়া) তবে সেই খেলোয়াড় অভদ্র আচরণের দোষে দোষী হবে।

আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত

(এ) সর্বনিম্ন কতজন খেলোয়াড় একটি দলে থাকতে পারে সেটা জাতীয় সংঘ অর্থাৎ যে অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় খেলা হয় তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

(বি) আন্তর্জাতিক সংঘের অভিমত: কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা নিয়মমাফিক খেলা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়।

(সি) যদি হাফ-টাইমের বিরতির সময়ও কোন দল গোলকিপার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করে তবে আবার খেলা আরম্ভের আগে অবশ্যই এই পরিবর্তনের কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

(ডি) যদি ৩ নম্বর আইনের ২ ও ৩ ধারা [illegible] সংঘ [illegible] খেলোয়াড় [illegible] খেলোয়াড়ের পরিবর্তন অনুমোদন না করেন তবে আন্তর্জাতিক সংঘের পরামর্শ হচ্ছেঃ খেলার যে কোন সময় গোলকিপার পরিবর্তন করা যাবে এবং আর মাত্র একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে প্রথমার্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত, যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে সে যদি আহত বা আর খেলতে অশক্ত হয়। যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে সে সত্যি সত্যিই আহত হয়েছে কিনা বা আর খেলতে অক্ষম কিনা সেটা রেফারীর অনুমোদনসাপেক্ষ।

(ই) এই নিয়মে পরিচালিত আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদানকারী জাতীয় সংঘ খেলা আরম্ভের আগে গোলকিপার হিসাবে যারা পরিবর্তিত হবে তাদের নাম বিনিময় করবেন।

(এফ) যদি নিয়মমাফিকভাবে খেলা আরম্ভের আগে কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তার জায়গায় নতুন একজন খেলোয়াড়কে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু কিক-অফের জন্য দেরি করা হবে না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ

খেলা আরম্ভের সময় দুই দলে কে কে গোলকিপার হিসাবে খেলছে তা নোটবুকে লিখে রাখুন। গোলকিপার বদল করার সংবাদ না জানা পর্যন্ত অন্য কোন খেলোয়াড়কে গোলকিপারের সুযোগ সুবিধা নিতে দেবেন না।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি ছাড়া ছদ্মনামে খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিযোগিতার খেলা, [illegible] গেম বা অনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার খেলা [illegible] প্রদর্শনমূলক [illegible] হয় সেসব খেলায় রেফারী হবেন না।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

প্রতি ক্লাব তাদের খেলোয়াড়দের আচার-ব্যবহারের জন্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে দায়ী থাকবে।

সম্ভবপর হলে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার ঘর (ড্রেসিং রুম) থেকে মাঠ পর্যন্ত খেলোয়াড় ও খেলার পরিচালকদের জন্য একটি পৃথক রাস্তা রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাবগুলো যেসব প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেইসব প্রতিযোগিতা নিয়মমত অনুমোদিত কিনা তা নিশ্চিত-ভাবে জানবার দায়িত্ব ক্লাব সম্পাদকদের।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

মনে রাখবেন খেলার সময় যদি গোলকিপার বদল করতে হয় তবে বদলের আগে অবশ্যই সে কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

এখন তিন নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারীকে যেসব বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তা হচ্ছে—

(১) কোন দলে যেন ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় না থাকে।

(২) গোলকিপারের জামার রঙের সংগে অপর দলের কিংবা নিজ দলের খেলোয়াড়-দের জামার রং মিলে না যায়।

(৩) দুটি দলের জামার রঙেও যেন পার্থক্য থাকে।

(৪) গোলকিপার পরিবর্তন হলে নতুন গোলকিপারকে ভালভাবে চিনে রাখতে হবে।

(৫) কোন দলে খেলোয়াড় কম থাকলেও 'কিক অফে' যেন দেরি না হয়।

(৬) দলের একজনকে গোলকিপার হতেই হবে। [illegible] কে হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য রেফারীর মাথা ব্যথা নেই।

কোন খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিনা নতুন কোন খেলোয়াড় তার জায়গায় খেলছে কিনা সেদিকেও রেফারীর চোখ রাখতে হবে।

বিশ্রাম সময়ের মধ্যে কোন খেলোয়াড় আহত হলে বা আর খেলতে না পারলে তার জায়গায় এবং সর্ব-সময়ের জন্য আহত গোলকিপারের জায়গায় নতুন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার আইন আই এফ এ ও স্বীকার করে নিয়েছে। এই আইন চালু করা না করা জাতীয় সংস্থার ইচ্ছাধীন। কিন্তু আইনের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। খেলোয়াড় সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা কিংবা আর খেলতে সক্ষম কিনা সেই বিচার বিবেচনার অধিকারী রেফারী। কিন্তু রেফারীরা ডাক্তার নন। আর ডাক্তার হলেও সাধারণ অক্ষমতার 'ভান' করেন তাঁদের ক্ষমতাসম্পন্ন করার ক্ষমতা ডাক্তারেরও নেই। সুতরাং প্রতি খেলাতেই দেখা যায়, বিশ্রামের আগে একজন দুর্বল খেলোয়াড়ের বদলে আর একজন নতুন খেলোয়াড় নতুন উদ্যম নিয়ে মাঠে নামেন। রেফারীর কিছুই করবার থাকে না। আইনের ছিদ্রপথেই এই ফাঁকি চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যদি সত্যিই সত্যিই কেউ আহত হন এবং প্রথম মিনিটেই আহত হন তবে সারা ক্ষণ তাদের ১০ জনের উপর নির্ভর করে খেলা খুবই অসুবিধাজনক। আর গোলকিপারের মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আহত হলে তো বিপদের অন্ত থাকে না। তাই বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যই খেলোয়াড় পরিবর্তনের আইন চালু হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ক্লাব সুযোগ পেয়ে সেই আইনের অপব্যবহার করছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর

(১) পেনাল্টি এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা :

(ক) ইচ্ছাকৃত যে নয়টি অপরাধে পেনাল্টি দেবার বিধান আছে সেই অপরাধ করার সীমা নির্দেশক।

(খ) শুধু পেনাল্টি-এরিয়াই গোল-কিপারের হাত দিয়ে বল খেলার অধিকারের চৌহদ্দি।

(গ) এই এরিয়ার মধ্য থেকে রক্ষণকারী দলের যে কোন কিক এরিয়ার বাইরে বের করে দিতে হবে।

(ঘ) পেনাল্টি কিক করার সময় গোল-কিপার ও যিনি কিক করছেন তিনি ছাড়া আর সবাইকে এরিয়ার বাইরে থাকতে হবে।

(ঙ) গোল কিক করার সময় প্রতিপক্ষ

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কাজ করুন
জাতীয় দক্ষতা বাড়িয়ে তুলুন

দলের কোন খেলোয়াড় এই এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারবে না।

(২) গোল এরিয়ার প্রয়োজন দুটি ক্ষেত্রে।

(ক) গোলকিপার [illegible]

(খ) [illegible] এই এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়েই কিক করতে হয়।

(৩) পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে পেনাল্টি স্পট থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তের চাপ আঁকার প্রয়োজন শুধু পেনাল্টি কিকের সময় বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াবার সীমা নির্দেশের জন্য।

(৪) নিয়মে বর্ণিত ১৮×৪৪ গজ। মাঠের লম্বা ও চওড়ার মাপ যাই হোক না কেন, পেনাল্টি-এরিয়া বা গোল-এরিয়ার মাপজোকের কোন হেরফের হবে না।

(৫) বল মারার সুবিধার জন্য মাঠের মধ্যরেখার দু পাশের কর্নার পতাকা সরানো যেতে পারে। কারণ, ও দুটি পতাকা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ৪ কোণের ৪টি পতাকার কোন একটি সরানো বা হেলানো যায় না। কিক করার সুবিধার জন্য কোন একটি পতাকা তুলে ফেললে বা হেলিয়ে রাখলে আবার ঠিকভাবে রাখবার নির্দেশ দিতে হবে।

(৬) গোল-পোস্ট চার কোনা আর ক্রসবার গোলাকার হলে নিয়মমত বল গোল-লাইন অতিক্রম করে গেলে গোল দিতে হবে। গোল-পোস্ট চতুষ্কোণ আর ক্রসবার গোলাকার করে তৈরি করার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই। তবে দেখতে হবে, গোলাকারই হোক আর চার কোনাই হোক, গোল-পোস্ট ও ক্রসবার চওড়ায় যেন ৫ ইঞ্চির বেশী না হয়।

(৭) খেলা আরম্ভ করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? কারণ, গোলে জাল খাটানো বাধ্যতামূলক নয়।

(৮) শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও গোল দেওয়া যেতে পারে যদি রেফারী মনে করেন গোল-পোস্ট যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত। ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়া গোল-কিপারের পক্ষে অন্যায় আচরণ।

(৯) যদি গোল-লাইনের বাইরের দিকের প্রান্তের সংগে ক্রসবারের বাইরের প্রান্তের সমতা থাকে তবে গোল দেবার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই নেই। সমতা না থাকলে খেলা আরম্ভের আগে ক্রসবার ও গোল-লাইনের চওড়া সমান সমান করে নেওয়া উচিত।

(১০) গোল হতে পারে না। গোল কিক আবার করার নির্দেশ দিতে হবে। কারণ গোল কিক বা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার রক্ষণকারী দলের যে কোন কিক পেনাল্টি এরিয়া অতিক্রম করে না গেলে বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না।

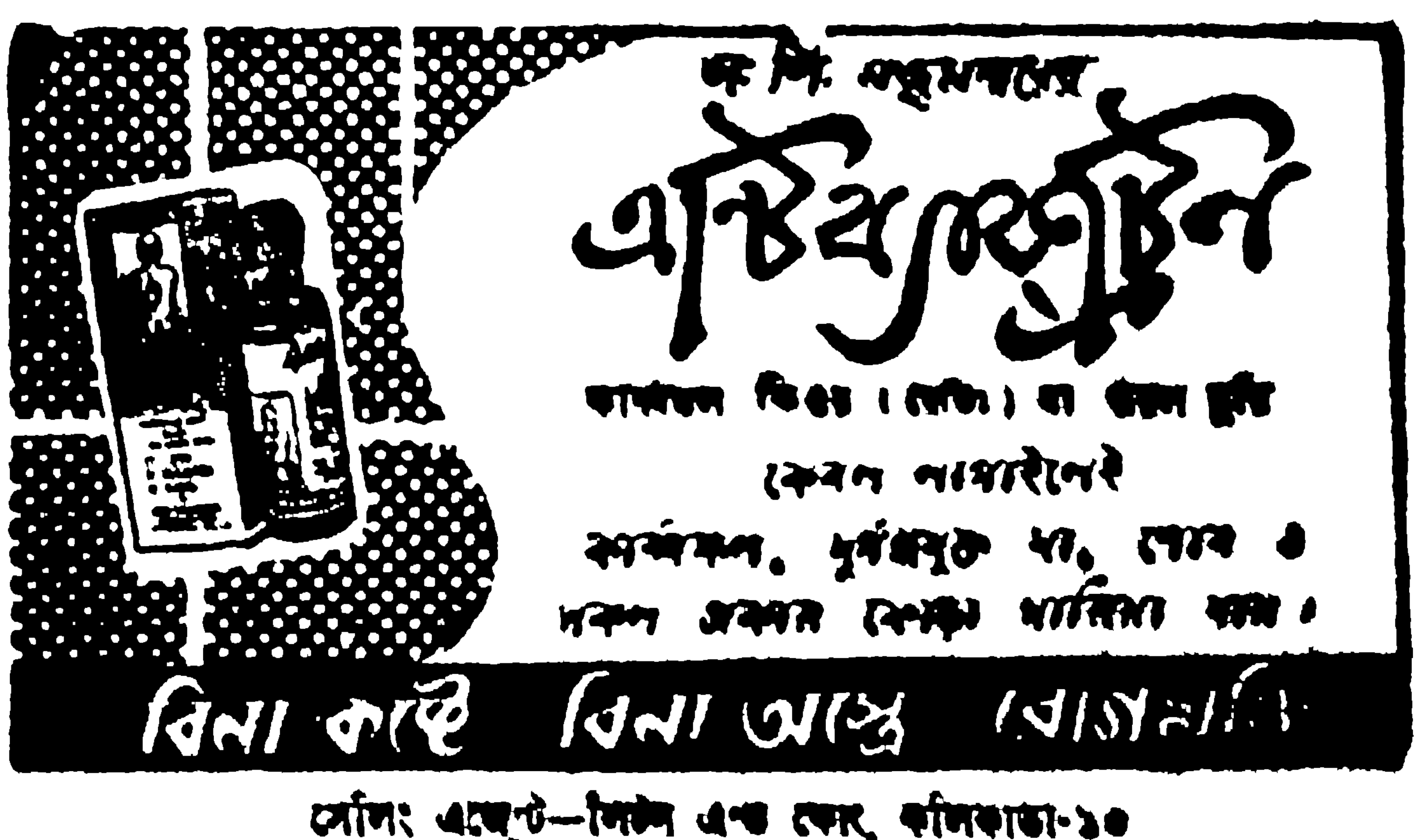

সেলিং এজেণ্ট—লিটল এণ্ড কোং, কলিকাতা-১০
(সি-১১৪৩)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা জুন—বাজারে চিনির অভাব। অথচ কাটাপুকুরে পোর্ট কমিশনার্সের গুদামগুলিতে নাকি প্রচুর চিনি জমা আছে। অভিযোগে প্রকাশ, কিছু পুলিস, কিছু পোর্ট কর্মচারী ও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর যোগসাজশে বেশ কিছু চিনি বাজারে না গিয়া সুড়ঙ্গপথে রোজ পাচার হইতেছে।

অমৃতসর হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী ডাকোটা বিমান আজ বেলা ১টা ২ মিনিটের সময় পাঠানকোটের মাইল পাঁচেক পশ্চিমে সরনা রেল স্টেশনের নিকটে বিধ্বস্ত হয়। ফলে বিমানের ২৯ জন আরোহীরই জীবনান্ত ঘটে।

৪ঠা জুন—বিদেশী মুদ্রা ফাঁকির দায়ে অদ্য কলিকাতার দুইটি বাণিজ্য সংস্থা এবং দশ ব্যক্তির এক লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রায় কুড়ি হাজার টাকার আমেরিকান ডলার (ভ্রমণকারীর চেক)-ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

উইং কম্যাণ্ডার পি এন মুখার্জি, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট পি ডি কাউরা, অফিসার ভি পি এস লর্চা, ও এস শেঠ এবং সার্জেণ্ট সত্যপাল কাল আগ্রার নিকট এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। আগ্রার প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পূর্বে এই দুর্ঘটনা হয়।

৫ই জুন—গতকাল সকালে ধানবাদ হইতে ৪০ মাইল দূরে একটি কয়লাখনির ছাদ ধসিয়া ১৭ জন খনি শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে। এ পর্যন্ত তাহাদের আটজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

নবদ্বীপ সমাজসেবা সমিতি কর্তৃক দুঃস্থ বাস্তুহারাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি হইতে প্রাপ্ত ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গুঁড়া দুধ আত্মসাতের অভিযোগে এক-জন [illegible] এবং একজন [illegible] এম এল [illegible] সমেত ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কৃষ্ণনগর আদালতে ইহাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রুজু করা হইয়াছে।

৬ই জুন—অক্টোবর মাসের ২৬শে হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই বছরের দুর্গাপূজার ছুটি দিবার যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাই বজায় থাকিতেছে। এই সম্পর্কে সরকার যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহারাও এ বিষয়ে একমত বলিয়া জানা গিয়াছে।

দেশে যখন চিনির আকাল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হাজার হাজার বস্তা চিনি পাকিস্তানে পাচার হইতেছে। [illegible] এলাকায় এই [illegible] সম্প্রতি [illegible] আসিয়াছে।

৭ই জুন—[illegible] খণ্ড জাতীয় একদল সশস্ত্র লোক গত ৩১শে মে নেফার কামেং ডিভিশনের উত্তর-পূর্বে [illegible] নামক স্থানে এক প্রশাসন কেন্দ্র আক্রমণ করিলে ১২ জন লোক নিহত হয়। ইঁহাদের মধ্যে নেফার কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও কয়েকজন স্থানীয় খণ্ড-জাতীয় লোক আছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ সমগ্র দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর সমস্ত রাজ্যকে এখনও না করা হইলে এই উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন।

৮ই জুন—আজ এখানে কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারি শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম কর্তৃক স্টীল মেল্টিং শপের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সংগে সংগে ৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মিশ্র ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়।

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে সরকারের দোদুল্যমান নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সারা দেশে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দল আজ এক প্রস্তাবে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

৯ই জুন—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ মাদ্রাজে বলেন যে অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে দেশে [illegible] বীমা পরিকল্পনা চালু করা হইবে।

চিনি চোরাকারবারের অভিযোগে ২৪ পরগনার এনফোর্সমেণ্ট পুলিস অদ্য টালিগঞ্জ ও খড়দহ থানা এলাকায় ব্যাপক তল্লাসী চালাইয়া মোট ১৩ জন ব্যবসায়ী দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

[illegible]

পোপ ত্রয়োবিংশ জন আজ ৮১ বৎসর বয়সে সন্ধ্যা ৭টা ৪৯ মিনিটের সময় ভ্যাটিকান সিটিতে দেহত্যাগ করেন। পোপ জন চার বৎসর সাত মাস ছয় দিন পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৪ঠা জুন—আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে গতকাল মহরমের দিনে [illegible] এক শিয়া সুন্নী দাঙ্গার ফলে ১১০ জন নিহত ও ২৯ জন আহত হয়। ঘটনাস্থল [illegible] [illegible] হইতে চার মাইল দূরে।

ওয়াশিংটনের পর্যবেক্ষক মহলের সংবাদে প্রকাশ, একদিকে চীনা আক্রমণ বিপন্ন ভারত সামরিক সাহায্য চাহিতেছে অন্যদিকে সামরিক চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ পাকিস্তান তাহাতে আপত্তি জানাইতেছে—এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

৫ই জুন—সরকার বিরোধী দাঙ্গাকারীদের সহিত পুলিস ও সৈন্য দলের সংঘর্ষের ফলে গবর্নমেণ্ট আজ তেহারানে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। পুলিসের কর্তা জেনারেল আতাউল্লা নাসিরী সামরিক গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষায় আমেরিকা সর্বতোভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে সম্মত হইয়াছে। আমেরিকা নির্দিষ্টভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, কেবলমাত্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নহে, চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায়ও কার্যকরী সাহায্য দেওয়া হইবে।

৬ই জুন—বাসচারের সংবাদে প্রকাশ [illegible] প্যারিসে ভারতকে সাহায্যদানকারী সংস্থা ঘোষণা করিয়াছে যে, এই সংস্থা ভারতের তৃতীয় যোজনার তৃতীয় বৎসরের জন্য প্রায় ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

কমুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি বিশেষত কমুনিস্ট চীনই একদিন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধান শত্রু হইয়া দেখা দিবে। আঙ্কারায় [illegible] পরিষদের [illegible] বৈঠকের শেষে এক যুক্ত ইস্তাহারে আজ এই হুঁশিয়ারী জারি করা হয়।

৭ই জুন—করাচী হইতে আসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান কোন উর্ধ্বতন রাজপুরুষের নিকট হইতে জানিয়া প্রচার করিতেছেন যে, প্রতিবেশীর নিকট হইতে আক্রমণের আশঙ্কা [illegible]

[illegible]

[illegible]

১৯ই জুন—সাইগন কর্তৃপক্ষ রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে [illegible] দিয়াছেন। বৌদ্ধদের [illegible] প্রদর্শনের বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] [illegible] এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] ভারতের বিরুদ্ধে [illegible] গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত আক্রমণের এক আগেও তাহাই করিয়াছিল।

সম্পাদক- শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।

মফস্বল : সডাক : বার্ষিক ২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় [illegible] প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।

টেলিফোন : ২৩-২২৮৩ ও ২৩-৮০৯১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ মিত্র ও ঘোষের গ্রন্থ নিবেদন ॥

কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওমনিবাস ভল্যুম

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী রায় ১০৲

প্রকাশিত হইয়াছে

মুখোশ ৫॥ রাতের রজনীগন্ধা ৪॥ উত্তরফাল্গুনী ৬॥ মধুমিতা ৫॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের কয়েকটি রমণীয় অঞ্চলের ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে ৬॥

অবধূতের

হিংলাজের পরে

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ — পাঁচ টাকা ॥

ভবানন্দের

ছায়াতীর

॥ তৃতীয় মুদ্রণ—পাঁচ টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲

আঁকাবাঁকা ৪।৹ তুচ্ছ ৪।৹ দেশ দেশান্তর ৩॥

বাণী রায়ের

প্রেম

শঙ্কু মহারাজের অসামান্য ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

॥ চতুর্থ মুদ্রণ — সাড়ে ছ টাকা ॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বহুবিশ্রুত গ্রন্থ

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

প্রথম খণ্ড—৭৲
দ্বিতীয় খণ্ড—৭৲

শৈলেশের
অগ্নিঅক্ষরে লেখা
মনঃশীল উপন্যাস

ব হ্নি ব ল য়

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতন উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

মন্মথনাথ ঘোষের

রোশনাই ৩॥

বিমল করের

পান্থশালা ৩॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

তরঙ্গের পর ৫৲ চন্দনবাটী ৫৲

মনোজ বসুর

বন কেটে বসত ৯৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নগদ ও কিস্তিতে

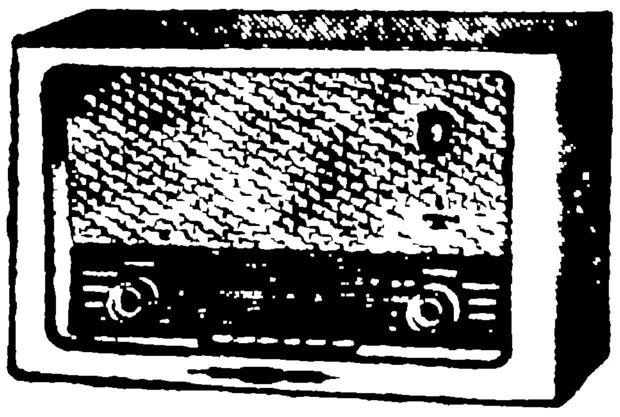

রেডিও সেট রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যান্ড ফটো ষ্টোরস
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন: ২৪-২৭৯৩ কলিকাতা-১৩

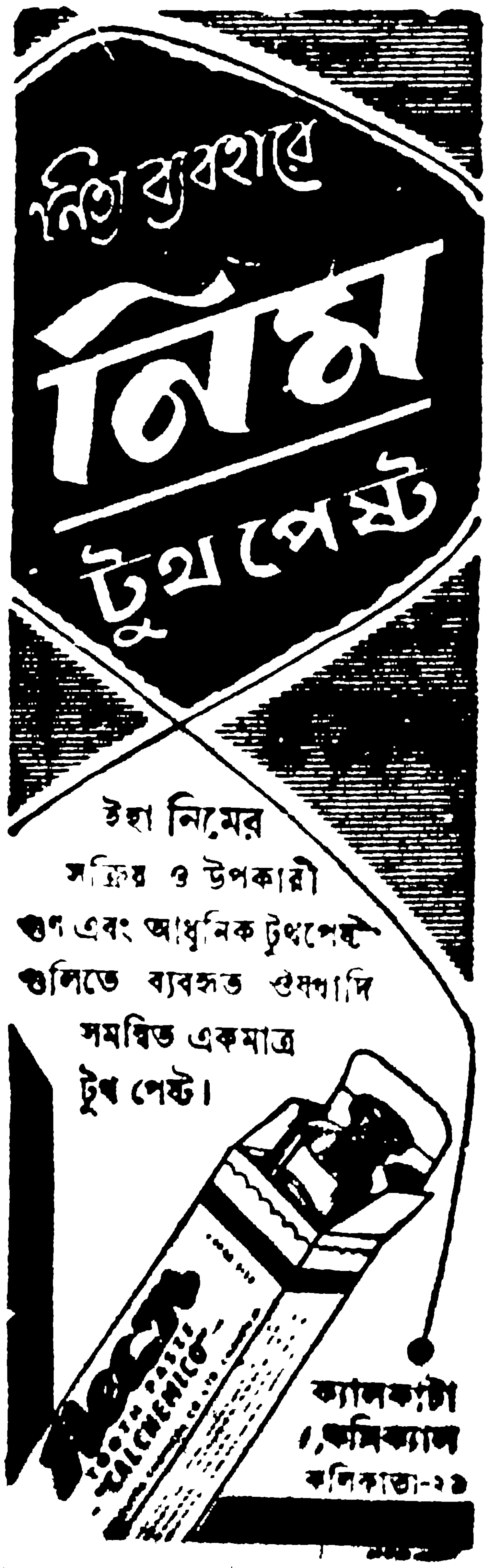

আপনার সঞ্চয় থেকেই জাতি তার প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে।

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ অসাড়যুক্ত দাগ ফুলা, বাত পক্ষাঘাত একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট হাওড়া। ফোন—৬৭ ২০৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা ৯।

অধিকতর সুখী জীবনের ৩টি আদর্শনীতি

৩। চাঁদনী সাবানে ধোয়া
পরিষ্কার জামাকাপড় পরুন

চাঁদনী
কাপড়কাচা সাবান

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪·২৫—বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষায় অপরিহার্য। **"উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"**—মূল্য সডাক ৫.৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE : " 3/- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
ফোন : ৩৪-৪১৯২

Gopal Hosiery, Calcutta-12

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিনোবাজীর সাহিত্য-চিন্তা—	...	৭৭৯
অসুখের ছড়া (কবিতা)—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭৮০
শনিবারের ভাবনা (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী	...	৭৮০
বৈদেশিকী—	...	৭৮১
দ্রুণাক্ষরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	...	৭৮৩
ট্রামেবাসে—	..	৭৮৩
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	..	৭৮৫
বন—শ্রীযশোদাজীবন ভট্টাচার্য	...	৭৮৯
মিনোয়ান লিপি ও মাইকেল ভেণ্ট্রিজ —শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার	...	৭৯৫

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
প্রস্তুতিথি

সদ্য প্রকাশিত

আশাপূর্ণা দেবীর
উপন্যাস
বহিরঙ্গ ৩·৭৫

দীপক চৌধুরীর
অসামান্য উপন্যাস
ললিতা প্রসঙ্গ ৮·০০

'বনফুল'-এর
অসাধারণ উপন্যাস
ত্রিবর্ণ ১০·০০

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের
স্ব-নির্বাচিত গল্প
প্রতি খণ্ড : চার টাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবী
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
প্রমথনাথ বিশী
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
জগদীশ গুপ্ত

কয়েকখানি উপহারযোগ্য উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মৌসুমী ৩·০০

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের
মেঘলা আকাশ ২·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
হিয়ে হিয় রাখনু ৩·০০

দীপক চৌধুরীর
নীলে সোনায় বসতি ৩·৫০

'বনফুল'-এর
ওরা সব পারে ২·৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতির
অগ্নিকন্যা ৩·০০

বিমল মিত্রের
নফর সংকীর্তন ২·৫০

চিত্রিতা দেবীর
দুই নদীর তীরে ৬·৭৫

অজিতকৃষ্ণ বসুর
সানাই ২·৫০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
কান্না হাসির দোলা ৩·৭৫

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

(সি-২৫৪০)

ঋণ লউন

ব্যক্তিগত জামীনে, ২৫০, টাকা হইতে
১০,০০০, টাকা পর্যন্ত

বিবাহ, ব্যবসা, বাড়ি মোটর গাড়ি স্কুটার ইত্যাদির জন্য,—সহজ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বিনামূল্যে প্রসপেক্টাসের জন্য আজই ইংরেজি বা হিন্দিতে লিখুন।

KUBER FINANCE (P) LTD.
(K—57) AMRITSAR—5

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুনী
যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রী কোং
কলিকাতা-৯

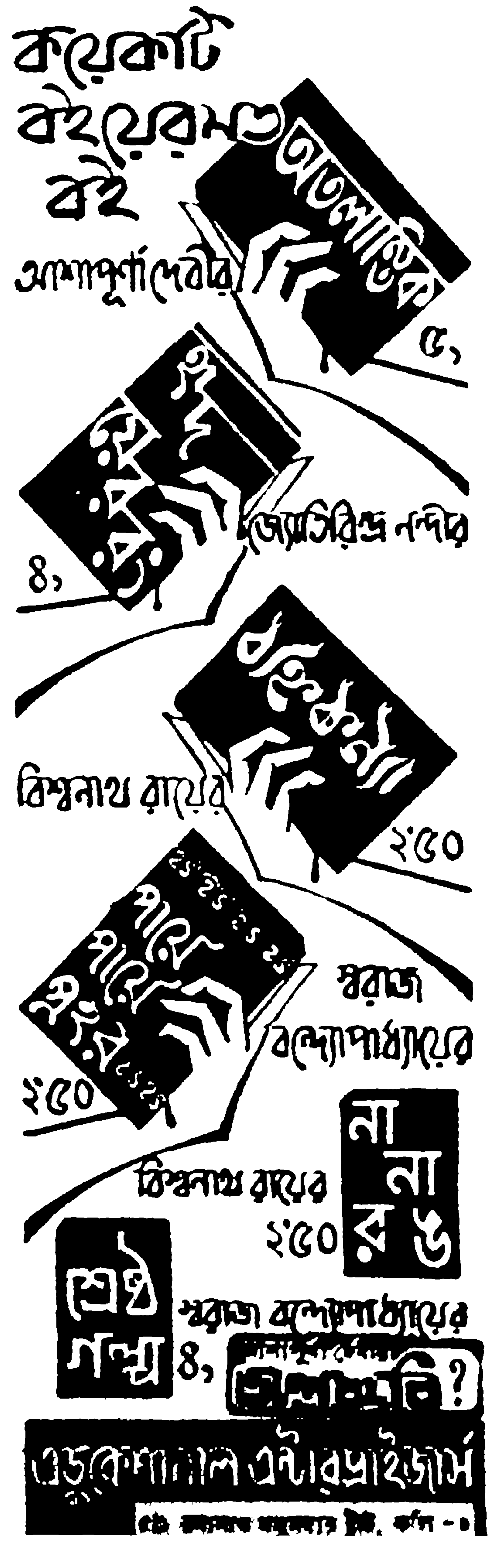

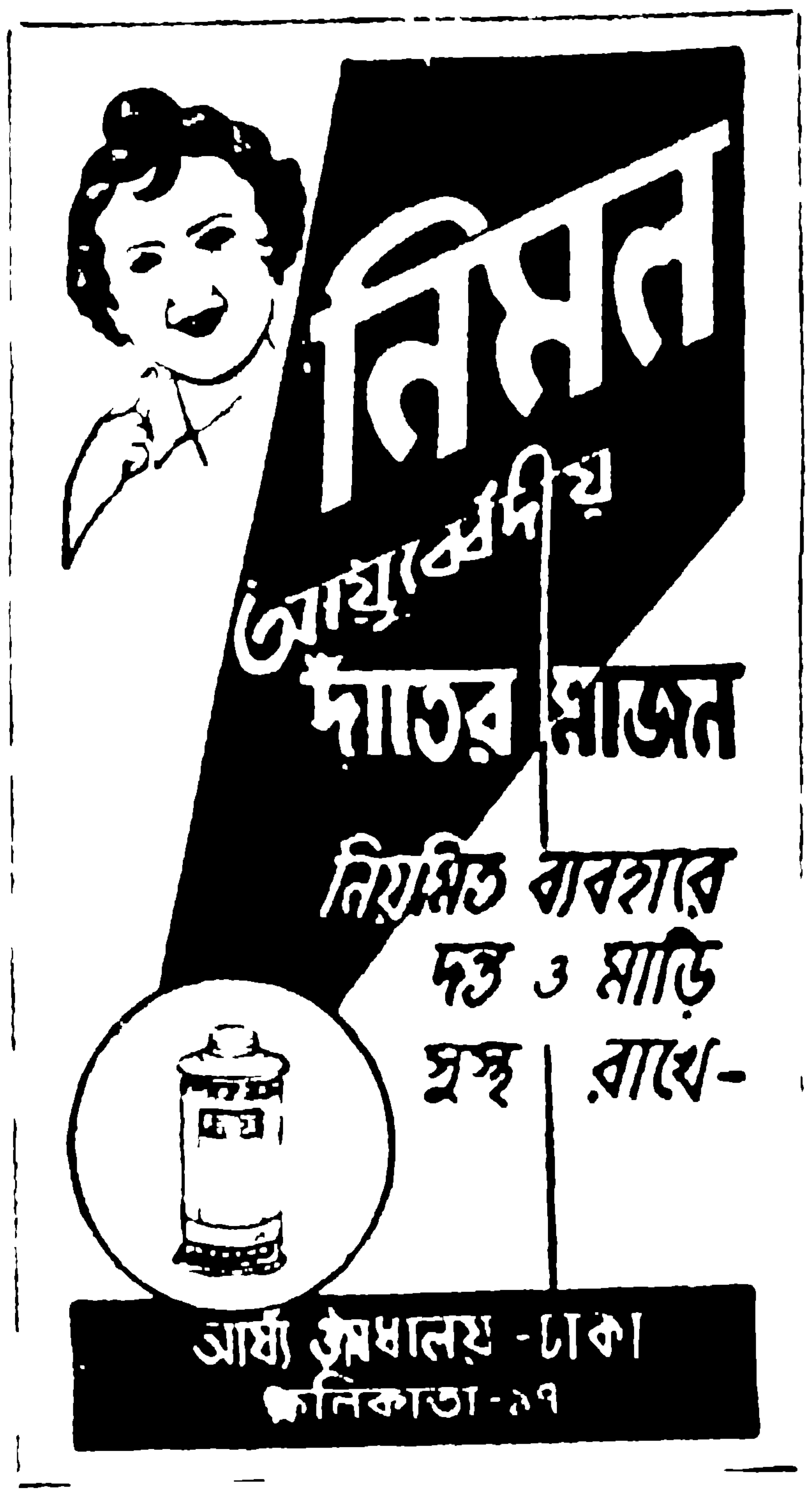

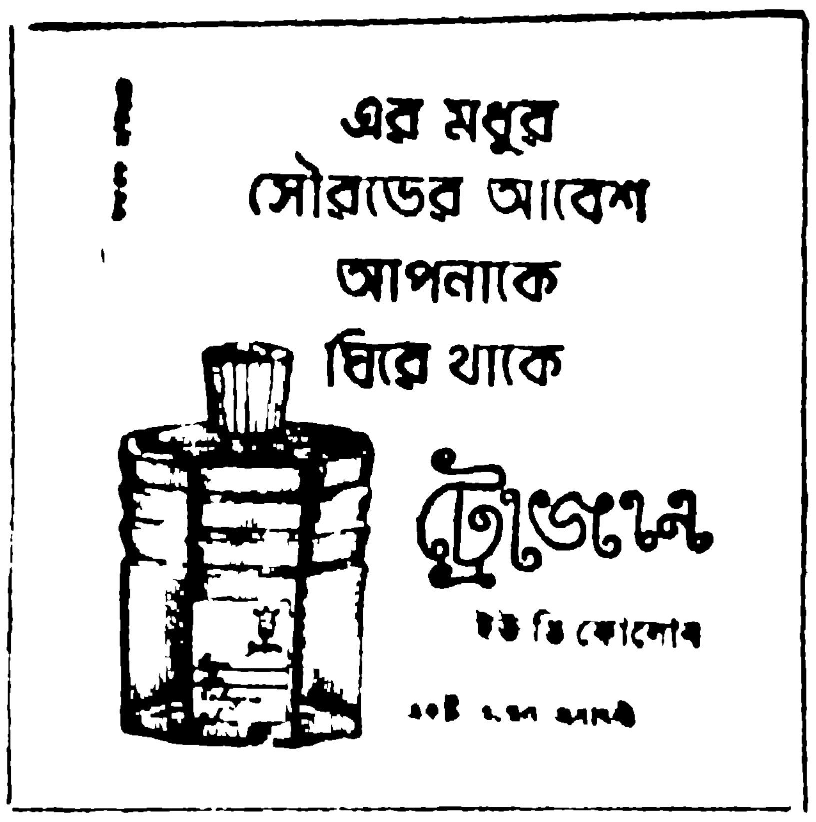

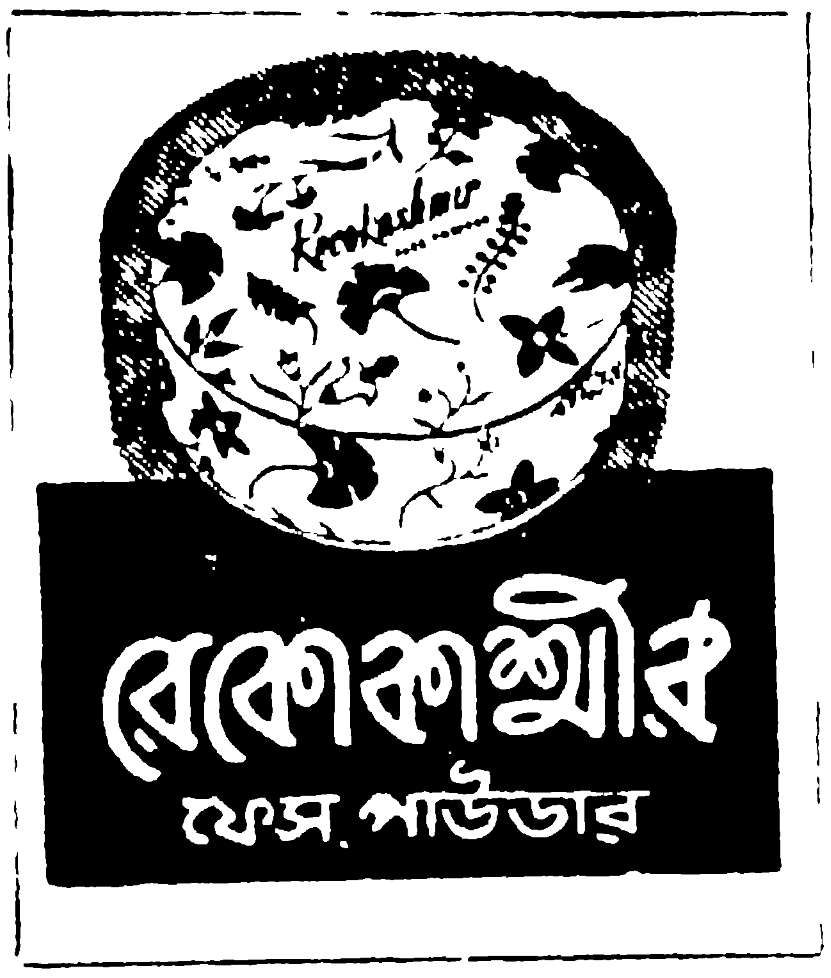

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শিবঠাকুরের আপন দেশে	শ্রীবানু সান্যাল	৮০১
লালকেল্লা	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৮০৫
টোকিওর চিঠি	শ্রীসুধীরা দাশগুপ্তা	৮১৫
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	৮১৯
ঘরে-বাইরে	শ্রীমতী	৮২৫
নিশিকুটুম্ব	শ্রীমনোজ বসু	৮২৭
বিশ্ববিচিত্রা		৮৩৩
মুসলমান আমলে চরপ্রথা	শ্রীঅমিতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৩৫

প্রকাশ হল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছিনিমিনি - ৩.

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জানি তুমি আসবে - ৩.

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সোনার প্রতিমা - ৩.

ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে
অথ বিবাহ ঘটিত - ৩.

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের ফাঁদ - ৩.

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাতে ও প্রভাতে - ৩.

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সুর ও বীণা - ৩.

দৃষ্টিহীন
সে ডাকে আমায় - ৩.

রবিদাস সাহারায়
নব বসন্ত - ৩.

ডাঃ গুরুদাস পাল
দেওয়ালী রাত - ৩.

হেমেন্দ্রকুমার রায়
পথের মেয়ে - ২.

দেব সাহিত্য কুটীর | ২১, ঝামাপুকুর লেন - কলিকাতা-৯

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

মস্কো প্রকাশিত

কার্ল মার্কস
প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৮৫৭-১৮৫৯) ১.১২

লেনিন
প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ১.১২

দস্তয়েভস্কি
অভজন ১.২৫

তুর্গেনেভ
পূর্বক্ষণ ১.৪৪

লেভ তলস্তয়
বড় ও ছোট গল্প ১.৭৫

ম্যাক্সিম গোর্কি
ইতালীর রূপকথা ১.৫০

বীবকোভ
ছোবা ১.৯৪

স্তানুকোভিচ
ম্যাক্সিমকা (সমুদ্র কাহিনী) ১.৮৭

ন্যাশনালের প্রকাশিত

শলোখফ
সাগরে মিলায় ডন ৬.০০
ধীর প্রবাহিনী ডন ৯.০০

এরেনবুর্গ
নবমতরঙ্গ
১ম খণ্ড ৫ ... ২য় ৬.০০, ৩য় খণ্ড ৭.০০

রুশ গল্প সঞ্চয়ন
সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনূদিত ৬.০০

আধুনিক রুশ গল্প
ইলা মিত্র অনূদিত ৫.০০

শিশু সাহিত্য

আলেক্সি তলস্তয়
সোনার চাবি
এক কাঠের পুতুলের অভিযানের অদ্ভুত ও উদ্ভট গল্প। ২.৫০/২.০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলি-১২
১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩
মহম রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

সর্দি দূর করুন

সেবন করুন

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

— শুধু প্রতিষেধকই নয়, নির্ভরযোগ্য টনিকও বটে !

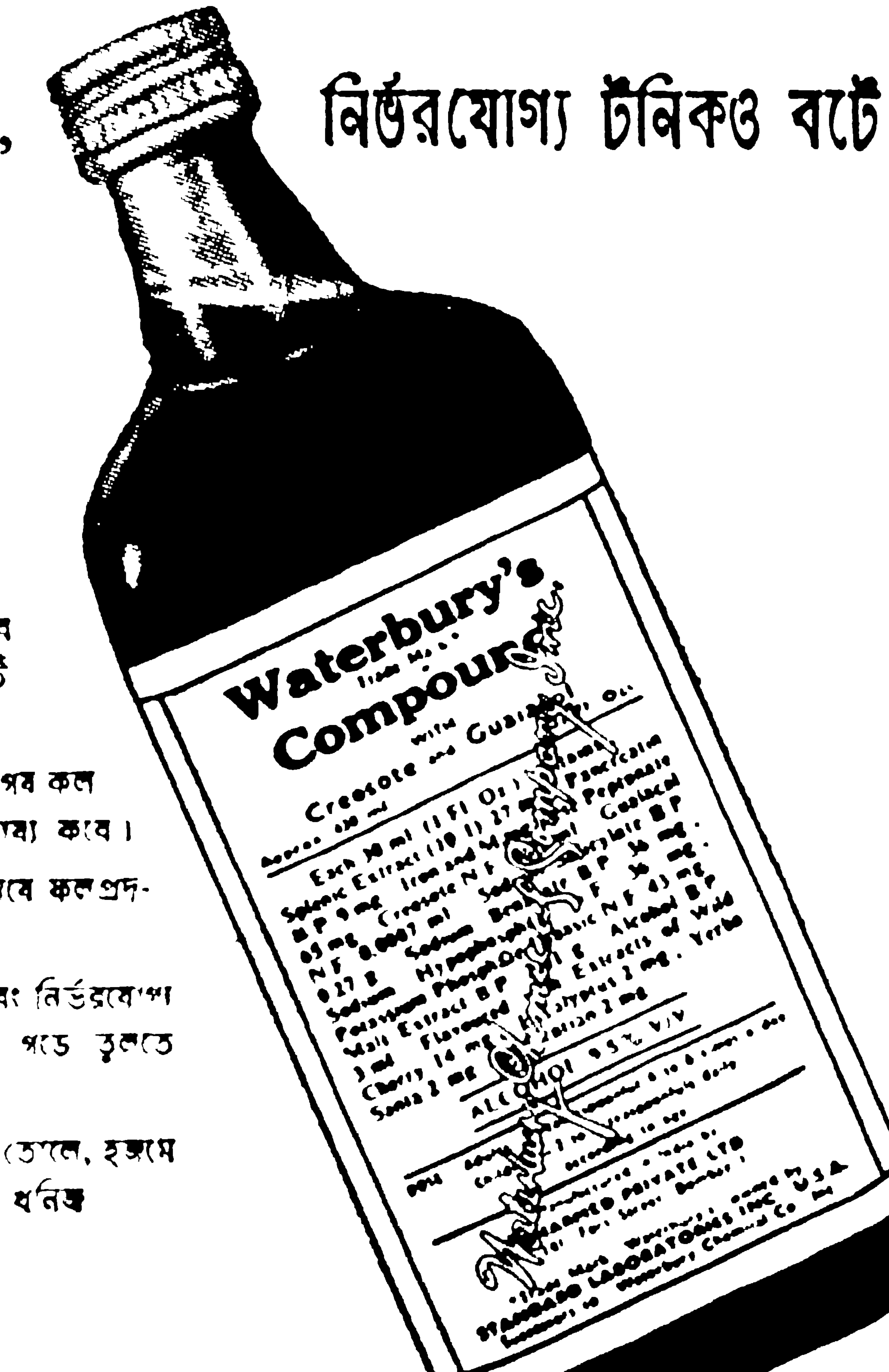

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডের ওপর বহু পরিবারের পুরুষানুক্রমে আস্থা ও নির্ভর স্থাপনের বহু বিশেষ কারণের মধ্যে চারটি হচ্ছে :

১ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড ক্রিওসোট ও গয়াকল দ্বারা শ্বাসপ্রণালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

২ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড অতি অল্প সময়ে ফলপ্রদ-ভাবে কাশিকে তরল করে দেয়।

৩ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড প্রতিষেধক এবং নির্ভরযোগ্য টনিকও। দেহে রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খিদে বাড়িয়ে তোলে, হজমে সাহায্য করে, রক্ত পুষ্ট করে এবং দেহে খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণ করে।

WCRY J BEN

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী (সীমিত দায়িত্বসহ যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গানের আসর	শার্ঙ্গদেব	৮৩৯
আলোচনা		৮৪১
সাহিত্য সংবাদ	বিদুর	৮৪৪
পুস্তক পরিচয়		৮৪৫
রংগজগৎ		৮৪৯
খেলার মাঠে	একলব্য	৮৫৬
ফুটবলের আইন-কানুন	মুকুল	৮৬১
সাপ্তাহিক সংবাদ		৮৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীদেবী ভট্টাচার্য (নতুন দিল্লী)

॥ নতুন উপন্যাস ॥

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভ্র রোদ শুভ্র বিতান

কেরানীর চেয়ার কামড়ে পড়ে কি কখনও বড়লোক হওয়া যায়? শোভনের মত সুপ্রিয়ও ভেবেছিল হয়তো যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী সুপ্রিয় এই পাপের পথে নেমে গিয়ে অজস্র কালো টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। তারপর— সুস্মিতা তাকে অনুনয় করে বলেছিল পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করে এই পথ থেকে সরে দাঁড়াও তুমি। সুপ্রিয় পুলিশের কাছে গেল না অথচ তার নৈরাশ্য কর্মজীবনের উপর সুষ্ঠুভাবে যবনিকা পাত হল। কি ভাবে? তরুণ কাহিনীকার তাঁর এই উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসে সাবলীল ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। দাম চার টাকা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারুণ্যের কাল ২-০০

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর	॥	শক্তিপদ রাজগুরু	॥	২.৫০
সুনন্দা	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	॥	৩.০০
বর্ণালী	॥	সুবোধ ঘোষ	॥	৩.০০
জলকমল	॥	সুবোধ ঘোষ	॥	৩.০০
হংস মিথুন	॥	শৈলেশ দে	॥	২.৫০
পূর্বপাড়ার মেয়ে	॥	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	॥	৩.৫০
জ্যোৎস্নাকার	॥	বিমল কর	॥	২.০০
সায়াহ্নের সানাই	॥	প্রভাত দেবসরকার	॥	৩.০০
গৃহদীপ্তি	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	॥	২.০০
দেওয়াল লিপি	॥	সমরেশ বসু	॥	২.৫০
অঙ্গীকার	॥	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	॥	২.৫০
মা (ম্যাকসীম গোর্কী)	॥	(অনুবাদক—অশোক গুহ)	॥	৬.০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

যে মেয়ের জন্যে এত প্রবঞ্চনা। তার পিতার স্নেহাশিস হারাল ও আশীর্বাদ করতে গিয়ে বুঝিই তার ফিরে এল। তার প্রেমিকের প্রেম সেও যেন মরুমরীচিকা।

অথচ আর পাঁচটি মেয়ের মতো সেও মেয়ে। তবুও একটা বয়স একটি স্নেহনীড় এবং নির্ভর চায় ... জীবন কী ভীষণ বিষময় হয়ে ওঠে। তাতে সমাজও হয় বিষজর্জর। আর ওদের মধ্যে তার হৃদয়ের সুধা দিয়ে গড়ে তুলতে পারে ছোট একখানি ঘর। কিন্তু কেউ দেবে কি তার মনের সন্ধান? কাছে এই জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে

সমরেশ বসুর

তিমির বিদার

(উপন্যাস) ৩.০০

হিমালয়ের কোলে চম্পা-সে যেন এক রূপকথার দেশ। এক নিঃশ্বাসে অবাক বিস্ময়ে পড়ে যাবেন।

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের

অপরূপা চাম্বা

... অপরূপ নিসর্গ ... শিল্প সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শন। ৩.০০

... হয়তো ... ভুলে ... চম্বার ... এক ... অপরূপ ...

ইন্দ্রনীলের

এপার ওপার

(উপন্যাস)

... উচ্চ প্রশংসিত। ২.৫০

উড়িষ্যার দেবদেউল
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৫.৫০

একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে
দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত ৬.০০

একটি ফুলকে ঘিরে
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২.৫০

মন দেউলে দীপালোক
দক্ষিণারঞ্জন বসু ৩.৫০

The Swami Vivekananda—A Study
Manomohan Ganguly 3.00

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১২, ... সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পরিবেশক :
ইস্টার্ন এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিঃ ১২
ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিঃ ৬

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট নজির···
"ছেলের চিঠি পেয়ে কোথায় বেড়াতে এলাম আর এখন কিনা সারাক্ষণ রান্নাঘরেই কাটাতে হচ্ছে!"
হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত

ভ্রান্তিবিলাস ২·৫০

রাধামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

ঋষি দাস কর্তৃক তুলনামূলক টীকাসহ

[প্রকাশিত হইল]

গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন : ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তি-প্রহসন (COMMEDY OF ERRORS) পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাংগালা ভাষায় সংকলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাংগালা ভাষায় সংকলিত ও ভ্রান্তি-বিলাস নামে প্রচারিত হইল।

শকুন্তলা ১·২৫

টীকা-টিপ্পনী সহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচায়িকা সংকলন

সীতার বনবাস ১·৫০

টীকা-টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট সহ

প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক সম্পাদিত

ডক্টর সুরেশচন্দ্র মৈত্র

বাংলা কবিতার নবজন্ম ১৫·০০

বাংলা কাব্যসাহিত্যের উপর এই সুবৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা
১ম খণ্ড : আদি ও মধ্য যুগ ৬·৫০
২য় খণ্ড : আধুনিক যুগ ৫·৫০
সম্পূর্ণ : ১০·০০
বাংলা সাহিত্যের কথা ২·০০
ইংরাজীসাহিত্যেরইতিহাস ৯·০০

কবিশেখর কালিদাস রায়

বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৮·০০
মাধুকরী (কবিতা সংকলন) ৬·০০
রঙ্গ-চিত্র ৪·৫০
শ্রেষ্ঠ কবিতা (প্রকাশ আসন্ন)
পুরান-কাহিনী ২·০০
জাতকের গল্প ২·০০

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫·৫০। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ ১ম ৫·০০। ২য় ৫·০০
নানা-রকম ৬·০০। নীরস গল্পসঞ্চয়ন ৩·৫০। শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬·০০

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ৬·০০। বিবেকানন্দের জীবন ৬·০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা ৪·০০। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩·৭৫

● প্রস্তুতির পথে ●

স্বাক্ষর সাহিত্য সম্ভার

সম্পাদনা : অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা দেশের কবি ও সাহিত্যিকগণের অসংখ্য কাব্যকণিকা নানা জনের অটোগ্রাফের খাতায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহারই কিছু সংকলন ও নির্বাচন করিয়া এই সাহিত্যসম্ভার প্রকাশ করা হইতেছে। এই সংকলন কর্মে স্বাক্ষর সংগ্রহকারিগণের সহযোগিতা কামনা করি। যাঁহাদের সংগ্রহ হইতে লেখা গৃহীত হইবে, তাঁহাদের আনুকূল্য কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রন্থমধ্যে স্বীকৃত হইবে

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ● কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ● ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলি-১২ ॥

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ
যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ৩·০০

বিজয় ভট্টাচার্য
পরিচয় (২য় মুঃ) ১·৫০
কণবসন্ত ২·৫০

ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
নবজীবন (২য় মুঃ) ৪·০০
হারানো দিগন্ত ৩·৫০
তোমায় নতুন করে পাব ২·০০
পুতুল ২·৫০

[illegible]
নীড়ে ফেরা পাখী ৩·০০

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সীমন্তিনী (২য় মুঃ) ২·০০

[illegible]
যখন ফুল ফোটে ২·০০

[illegible]
নারীর মন ২·০০

[illegible]
সেই মাধবী রাত ২·০০

[illegible]
পথের প্রিয়া ২·০০

[illegible]
যাদের করেছ অপমান ২·৫০
লেডিজ ওনলি ২·০০
একতারা ২·০০

[illegible]
ওদের শুভ মিলনে ২·০০

[illegible]
আকর্ষণ ২·০০

সৈয়দ এ এস এম ইসমাইল
লুংফোনেছা ৩·৫০
মাকছুদোলমো'মেনিন্ ৪·০০

কাজী নজরুল ইসলাম
রুবা-ই-য়াত ওমর খৈয়াম (যন্ত্রস্থ) ১০·০০
পূবের হাওয়া ১·৫০
কাব্য আমপারা (যন্ত্রস্থ) ৩·০০

মোহন লাইব্রেরী

৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি ৯
ফোন : ৩৪-১৮০৮

শ্রীমহেন্দ্র দত্ত প্রণীত রচনাবলী

স্বামী বিবেকানন্দ-অনুজ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমহেন্দ্রনাথের রচিত পুস্তকাবলী বিবেকানন্দ চরিত অনুধ্যানের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য জীবনী ১·২৫

২। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী

১ম খণ্ড (২য় সং) ৩·২৫

ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০

ঐ ৩য় খণ্ড (ঐ) ৩·০০

৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

১ম খণ্ড (২য় সং) ২·৭৫

ঐ ২য় খণ্ড (ঐ) ২·৭৫

৪। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ

২য় সংস্করণ ২·০০

৫। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান

২য় সংস্করণ ৩·৫০

স্বামিজীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ১০% কমিশন দেওয়া হয়।

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি

৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রকাশিত হল

শঙ্খকঙ্কণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি কাহিনী আছে এই বইটিতে: প্রথমটি অর্থাৎ "শঙ্খকঙ্কণ" প্রায় একটি ছোট উপন্যাস যেন "রেবা রোধসি" ও "প্রত্নকেতকী" তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের। "প্রত্নকেতকী"র বিষয় জন্মান্তরের গন্ধ, গান, আবেগ ও বিষাদ—যেন বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এলো; "রেবা রোধসি" পক্ষান্তরে নিরাভরণ ও নিরলংকৃত একটি প্রেমের গল্প যেখানে রোমান্সের যুগের নরনারীর তপ্ত হৃৎপিণ্ড ও তার স্পন্দন ধক-ধক করে বেজে উঠেছে; আর "শঙ্খকঙ্কণ" গড়ে উঠেছে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চরিত্রদের নির্ভর করে অথচ তাকে মোটেই ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যাবে না; গোত্রের দিক থেকে সে "গৌড়মল্লার" বা "কালের মন্দিরা" বা ঐ রকম অন্যান্য কাহিনীর নিকট আত্মীয়।

দাম ২·৫০

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

শ্রীপান্থ-র

নতুন রমণীয় গ্রন্থ

ঠগী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 22nd June 1963.

৩০ বর্ষ ॥ ৩৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বিনোবাজীর সাহিত্য-চিন্তা

তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক রকমারি মুষ্টি যোগের মত এ-দুর্ভাগ্য দেশে তত্ত্বকথারও ছড়াছড়ি সর্বত্র এবং নিত্য। আচার্য বিনোবা ভাবে বর্তমানে এ-দেশে একজন বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত। সুপরিচিত বলাই যথেষ্ট নয়, কারণ দেশের রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁরা অনেকে আচার্য ভাবের ভক্ত বা তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। সাধারণ জ্ঞানে অবশ্য বিনোবাজীর চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র নেতাদের আচার আচরণ এবং রাজকর্মের মিল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবুও রাষ্ট্রনেতাদের অনুকূল্যে এবং সমর্থনেই গত কয়েক বছরে বিনোবাজীর মহৎসম্মানিত ভূমিকাটা প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হয়েছে। বিনোবাজীর জীবনদর্শন বাস্তব বিচারে কতখানি যুক্তিসহ এবং কার্যকর সে-প্রশ্ন স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে আলোচিত হয়েছে সামান্যই, প্রভাবশালী মহলে ভক্তির আতিশয্যের ফলে প্রচারিত হয়েছে বিনোবাজীর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য। বিনোবাজীর আন্তরিকতা বা আদর্শ নিষ্ঠার উপর কোন রকম কটাক্ষপাত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ দেশে সাধু সজ্জন ব্যক্তিরা স্বতই যে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন সে-শ্রদ্ধা তাঁরও প্রাপ্য। কিন্তু বিনোবাজী এক এবং অদ্বিতীয় চিন্তা-নায়ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাঁর অধিকার প্রশ্নাতীত, যাবতীয় সমস্যার সমাধান তাঁর নখাগ্রে, এমন কোন অদ্ভুত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া আমরা কোনমতে সমর্থন করি না। গান্ধীজির মতামতের বিশিষ্টতা ছিল। কিন্তু অতিভাষণের প্রগলভতা ছিল না। তিনি চিন্তাশীল হলেও পরম বিনয়ী, অনধিকার চর্চায় অনুৎসাহী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের সীমা ছিল না, কিন্তু গান্ধীজি কখনও সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপদেশ বা পরামর্শ দিতে যাননি। গান্ধীজির চিন্তাধারায় ফাক হয়ত ছিল, কিন্তু ফাঁকি ছিল না। গান্ধীজির সঙ্গে গান্ধী শিষ্যরূপে পরিচিত আচার্য ভাবে এ-ক্ষেত্রে মস্ত ব্যবধান।

ভূদান-গ্রামদানের তত্ত্ব এবং কর্মকাণ্ড থেকে আচার্য ভাবে সম্প্রতি সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের কর্তব্যের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ভূদান গ্রামদানের সার্থকতা সম্পর্কেই লোকের মনে সন্দেহ প্রবল হয়েছে, পদযাত্রা এবং প্রচারের মহোৎসবেও দেখা যাচ্ছে ভূদান এবং ততোধিক উদ্ভট গ্রামদানের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনও অব্যর্থ গূঢ় মন্ত্র নেই। কিন্তু বিনোবাজী প্রফেট তথা দিব্যজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বক্তার পদাধিকারী। প্রফেটের বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বিষয়ে নিঃসংশয় সমাধানের নির্দেশ। বিনোবাজীও সে কারণে "প্রফেটের" আসন থেকে ঘোষণা করেছেন, গ্রামদানে সব মুশকিল-আসান, গ্রামের সমস্যা, দুর্ভিক্ষের দুর্ভাবনা গ্রামদানে সবই খতম। কলকাতা মহানগরীর সমস্যা সমাধানের মোক্ষম উপায়ও বিনোবাজী অনায়াসে আবিষ্কার করেছেন। বিনোবাজী নির্ধারিত পন্থায় কলকাতাকে সংকটমুক্ত করবার জন্য প্রয়োজন আর কিছু নয় শান্তিসেনার। বিনোবাজীর বাণী অতীব সহজ ও সরল। গ্রামদান এবং শান্তিসেনার সর্বসিদ্ধিদায়ী অলৌকিক শক্তির মহিমা যদিও সাধারণ জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কথা কী, দিব্যজ্ঞানী নির্দেশ বোঝা না বোঝার প্রয়োজন বড় একটা হয় না, কেন না সবই নাকি "বিশ্বাসে মিলয়ে"। বাস্তবে অবশ্য ভূদান-গ্রামদানে বিনোবাজীর বাণী ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

বিনোবাজী তাই অবশেষে সাহিত্যিকদের দিব্যজ্ঞান দানেও তৎপর হয়েছেন। কলকাতায় একটি সাহিত্যিক সমাবেশে বিনোবাজী বলেছেন, সাহিত্যিকদের সামনে বিরাট কাজ এবং সে-কাজ হল আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন। উপদেশ এমন কিছু অভিনব নয়। তবে সাহিত্য ধর্মের প্রকৃতি এমন যে আত্মজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে কোন রাসায়নিক ফর্মুলা প্রয়োগ করা সাহিত্যিকের কাজ নয়। একান্ত অনুভব ও মননের অলক্ষ্য যোগাযোগে সাহিত্য সৃজন ধারার বিচিত্র গতি। সাহিত্যিকদের বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলনের জন্য বিনোবাজী যে ফরমায়েস করেছেন সেটিও অবাস্তব। সাহিত্য তার নিজস্ব প্রাণধর্মে, শিল্পগৌরবেই সর্বজনীন, দেশ-কালে সীমাবদ্ধ হয়েও এই মানবিকতাই সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা। বিনোবাজী বিস্মৃত হয়েছেন সাহিত্য তত্ত্বপ্রধান নয়।

বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলনের গাল-ভরা উপদেশ দিতে গিয়ে বিনোবাজী দেশকালের সঙ্গে সাহিত্যিকদের যোগসূত্রটিও যেন ছিন্ন করবার পক্ষপাতী। তাঁর সংকীর্ণ তত্ত্ব বিচারে সাহিত্যিক যেন নির্গুণ ব্রহ্ম, দেশ-কাল ও সমাজের দায় দায়িত্ব চিন্তা ভাবনা-মুক্ত। বিনোবাজী স্বয়ং সম্ভবত উচ্চ গ্রামে বিচরণ করেন তাই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে দেশের সংকটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন কিম্বা নিকৃষ্ট ধরনের কর্তব্য গণ্য হয়। বিনোবাজী উপদেশ দিয়েছেন সাহিত্যিকরা সংসারে থেকেও সংসারের ঊর্ধ্বে বিচরণ করবেন, নির্লিপ্তভাবে সাহিত্যসেবা করবেন। এই নির্লিপ্ততার পরামর্শে সাহিত্যিক মাত্রেই আপত্তি করবেন বিশ্বাস করি। নির্লিপ্ততা গত সাধন ভজনের অঙ্গ হতে পারে, সাহিত্য সৃজন ধর্মের স্বভাবানুগ কখনই নয়।

জীবনের সাযুজ্যই সাহিত্যের ধর্ম, সাহিত্যের প্রাণ, তার বিচিত্র সমারোহ। বিনোবাজী কি বলতে চান দেশের এই সংকট সময়ে সাহিত্যিকরা নির্লিপ্ত থাকবেন জাতি ও জনতাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার মহান কর্তব্য পালনে বিরত হবেন? বিনোবাজী উপদেশ দিয়েছেন, কোন একটি বিশেষ বুদ্ধি বা সংস্কার যেন সাহিত্যিকদের বিচারকে আচ্ছন্ন না করে। বিশেষ বুদ্ধি বা সংস্কার বলতে বিনোবাজী কী বোঝেন সেটা পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন। চৈনিক কমিউনিস্ট আক্রমণে দেশময় যে ভাবের আলোড়ন ঘটেছে সাহিত্যিকরাও স্বতই তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, স্বদেশ-চিন্তার নতুন স্পন্দন তাদের সৃজনী আবেগকে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছে। নির্লিপ্ততা এক্ষেত্রে অসম্ভব, দেশপ্রেম যদি বিনোবাজীর দিব্যজ্ঞানী বিচারে একটা বিশেষ সংস্কারও হয়, তবু বলি সে-সংস্কারের প্রেরণায় পরিচালিত হওয়া সাহিত্যিকের পক্ষে নিন্দনীয় নয়, মহত্তম কর্তব্য।

অসুখের ছড়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্রেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিশ্রান্ত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
কারুর মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না হয় স্মৃতি না হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুলে প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে ঔদাসীন্য
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মেঘলা মত বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিনীর কোলে ঘুমোয়।

বুক তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গত জন্ম তোমায় চেনা যায় কি না
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কি অসম্ভব দৈন্য -
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে তোমরাও দেখি ঈশ্বরেরও মনে এলো না
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রেম।

শনিবারের ভাবনা

আনন্দ বাগচী

ছাদের আলসেয় সেই একই রোদ শাড়ির মতন ঝুলে থাকে।
একই ঘনঘটা ক'রে মেঘ নামে,
অলসগমনা সন্ধ্যাকাশ
জানলায় চেয়ে থাকে, ট্রাফিক কলকাতা কাঁকড়াবিছে,
চৌবাচ্চার করতলে পিপাসার জল শব্দ করে,
ক্লান্ত পরাজিত দিন চলে যায় অপরাহ্ণ পাপোশে পা মুছে
জাগরণে যথা আছো সপ্তাহ শেষের 'বিভাবরী'।

ডেলি প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায় দিগ্বিদিকে উৎকর্ণ কুটীরে।
সিগারেট মফস্বলে পলাতক আসমুদ্র মন
ফুলকপি ঝুলিয়ে হাতে
স্পেশাল রুমালে বেঁধে সাধ্যের ইলিশ
লোকাল কীর্তন শোনে: হাতকাটা তেল কিংবা আশ্চর্য মলম
টক ঝাল মিষ্টি, আর ব্যাট কিম্বার, মেট্রিক ওজন
হাড়ের চিরুনি, সস্তা মনভোলানো ফাউন্টেন পেন
মুখস্থ স্টেশনগুলি কিম্বদন্তী ঘুম ছুঁয়ে যায়।
লোকাল কিউল ছোটে আযৌবন
নিয়ন আলো থেকে অন্ধকারে
কাঁধের চাদরে জমে কেরানীকুলের ক্লান্তি তাস
প্রসূতিসদন আর কিশলয়, বড়বাবুর কল্পিত জবাব
চুলে রঙ ধরে, চোখে চশমা, ছোটখাটো দুর্ঘটনা
চলন্ত সংসার ঘোরে, মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যায়
ছেলের বে-ফয়দা পাস, অ্যাপ্রেন্টিস
ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি

ডেলি-প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায়
দিগ্বিদিকে উৎকর্ণ কুটীরে॥

✻ বৈদেশিকী ✻

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ন এবং মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদার রহমানের মধ্যে পাঁচ বছর দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে দূরেপাল্লার নিন্দা বিনিময় হত। অনেক সময়েই দেখা যেত যে বৈদেশিক নীতিতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয় বিপরীতমুখী। "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি চরমে ওঠে।

মালয়, সিংগাপুর এবং ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতি উত্তর বোর্নিওস্থ বৃটিশ ঔপনিবেশিক জায়গাগুলি নিয়ে "মালয়েশিয়া" সংগঠনের পরিকল্পনা। এ বিষয়ে টুংকুর সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং আগামী ৩১এ আগস্টের মধ্যে 'মালয়েশিয়া' উদ্বোধন করার বলেও স্থির হয়। ইন্দোনেশিয়ার সরকার কিন্তু এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। উত্তর বোর্নিওস্থ জায়গাগুলিকে 'মালয়েশিয়া'তে যোগদান করতে দিতে ইন্দোনেশিয়া বিষম আপত্তি প্রকাশ করে এমন কি এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বুনিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলে। ফিলিপিন সরকার "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন নন এ বিষয়ে ফিলিপিন সরকারেরও কিছু বক্তব্য আছে, দাবিও আছে।

পরিকল্পিত 'মালয়েশিয়া', ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন নিয়ে একটি অঞ্চল বলা যায় এদের প্রত্যেকের এবং সমগ্র অঞ্চলের স্বার্থ পারস্পরিক সদ্ভাবের উপর নির্ভর করছে। এক দিকে কম্যুনিস্ট চীন এবং অন্য দিকে পশ্চিমা প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাতে হলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ফিলিপিনস্ প্রথমে স্পেন, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল। ইন্দোনেশিয়া ডাচ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল যে জায়গাগুলি নিয়ে "মালয়েশিয়া" গঠিত হবে সেগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুতরাং তিন রাষ্ট্রের 'ব্যাকগ্রাউন্ড' তিন রকমের কিন্তু বর্তমানে এদের মধ্যে সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। স্বাতন্ত্র্যবোধের দিক থেকেও ইন্দোনেশিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইন্দোনেশিয়া ডাচ রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। কিন্তু মালয় থেকে বৃটিশ প্রভাব এবং ফিলিপিনস্ থেকে মার্কিন প্রভাব অন্তর্হিত হয়নি। জনবলে ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় মালয় বা প্রস্তাবিত "মালয়েশিয়া" অনেক খাটো কিন্তু "মালয়েশিয়া" যদি গঠিত হয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব কম হবে না। এমন বিষয়ে ফিলিপিনস্ খাটো হলেও "স্ট্র্যাটেজি" এবং অন্য কয়েকটি দিক থেকে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মোট কথা, এই তিনটি রাষ্ট্র যদি পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে তবে এদের সম্মিলিত শক্তি এবং উন্নতির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

এতদিন এই সহযোগিতার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ও টুংকু

টোকিওতে সুকর্ণ ও আবদার রহমান

আবদার রহমানের মধ্যে অসদ্ভাব। সেই অসদ্ভাবের দেয়ালটা বোধ হয় ভেঙে পড়ছে, অবশেষে তাতে যে একটা বড়ো ফাটো হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ হয়ত উপলব্ধি করেছেন যে চীনা প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হবে না এবং ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিস্ট পার্টিকে উপেক্ষা করতে না পারলেও ইন্দোনেশিয়ান জনমতের সমর্থন পেতে হলে তাঁর পক্ষে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট চীন ঘেঁষা নীতি চালানো সম্ভব নয়। কম্যুনিস্ট চীনা প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে হলে অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব এবং সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় করা আবশ্যক। টুংকু আবদার রহমানও হয়ত বুঝেছেন যে ইন্দোনেশিয়াকে শত্রু করে রেখে "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা অত্যন্ত কঠিন হবে।

ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনস্-এর সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায় তবে "মালয়েশিয়া" জন্মলাভ করলেও বৃটিশ শক্তির উপর তাকে অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে, তাতে মালয়েশিয়ার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। টুংকুর চিন্তিক সমস্যা ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। মালয়ে চীনা-বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা খুব বেশী তার উপর সিঙ্গাপুর যোগ হলে এবং সিঙ্গাপুর থেকে মালয়কে আলাদা করে রাখা বেশী দিন সম্ভব নয়—মালয়ে চীনা বংশোদ্ভূতদের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতি যুক্ত হলে সেই আশংকা কিছুটা প্রশমিত হবে। "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনার পিছনে এটাও একটা বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। অবশ্য "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা যে বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৃটিশ স্বার্থ থাকলেও মালয়ীদের স্বার্থও কম নয়। তবে মালয়ী স্বার্থের দিক থেকেও 'মালয়েশিয়া' সার্থক করে তুলতে হলে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনস্-এর সহানুভূতি ও সহযোগিতা আবশ্যক। সুতরাং যখন খবর বেরুল যে ৩১এ মে টোকিওতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ও টুংকু আবদার রহমানের মধ্যে সাক্ষাৎকার এবং কথাবার্তা হবে তখন সেটা কেবল ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের পক্ষে নয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পক্ষেই একটা সুসংবাদ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

ডঃ সুকর্ন এবং টুংকু আবদার রহমান টোকিওতে ৩১এ মে এবং ১লা জুন মিলিত হন। তাঁদের কথাবার্তার পরে যে বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে বলা হয় যে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় পরস্পরের নিন্দাবাদ বা দোষারোপ থেকে বিরত থাকবে। তারপর ম্যানিলাতে ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং ফিলিপিনস-এর বৈদেশিক মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে এবং অচিরে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন হবে বলেও আশা করা হয়। ম্যানিলা সম্মেলনে বৈদেশিক মন্ত্রীরা একমত হয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং ফিলিপিনস্ মিলে একটি কনফেডারেশন গঠিত হওয়া উচিত। কনফেডারেশনের ঠিক কী রূপ হবে সে বিষয়ে অবশ্য বৈদেশিক মন্ত্রীরা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি, বলার কথাও নয়। এটা একটা প্রস্তাব মাত্র, এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হবে এবং শেষ ফলাফল কী হবে তাও এখন বলা যায় না। কিন্তু তিন রাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রীরা যে কনফেডারেশন প্রস্তাব করেছেন এটাই খুব একটা বড়ো কথা। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যেই সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে।

"মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিন বৈদেশিক মন্ত্রীর মধ্যে একটা আপোস-নিষ্পত্তির ভাবের কথা হয়েছে। মনে হচ্ছে,

ইন্দোনেশীয় সরকারের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। আগের মতো বিরুদ্ধ ভাব নেই। অন্য দিকে মালয় সরকারকেও নরম হতে হয়েছে। ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতির লোকমত "মালয়েশিয়া"তে যোগদানের পক্ষে কিনা সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান করা হবে, যদিও ঠিক গণভোট নেওয়ার কথা হচ্ছে না। শুনো যাচ্ছে, "মালয়েশিয়া"তে যোগদান সম্পর্কে উত্তর বোর্নিওস্থ জায়গাগুলির লোকমত কী সেটা নির্ধারণ করার ভার ইউ-এন-এর সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থান্তের সহকারী শ্রীনরসিংহনকে দেওয়া হচ্ছে। তিন রাষ্ট্রের সরকারই নাকি শ্রীনরসিংহনকে এ কাজের জন্য মনোনীত করতে প্রস্তুত। তা হলে বুঝতে হবে যে, সকলেরই শ্রীনরসিংহনের ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতায় আস্থা আছে।

তিনটি রাষ্ট্র যদি এক কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে "মালয়েশিয়া" সম্পর্কে অন্য দুটি রাষ্ট্রের সন্দেহ বা আশংকার কারণ স্বভাবতই অনেকটা কমে যাবে, কারণ তখন "মালয়েশিয়া" কী করছে না করছে সেটা অপর দুটি রাষ্ট্রের সব সময়েই জানা থাকবে এবং তখন একের দ্বারা অপরের ক্ষতিকর কিছু করার সম্ভাবনাও কম হবে। মনে হয় যে, "মালয়েশিয়া" এবং কনফেডারেশনের প্রস্তাব পরস্পর-নির্ভরশীল। যেভাবেই হোক ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস্ এবং মালয় যদি সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে তবে সেটা যেমন তাদের পক্ষেও তেমনি সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পক্ষেও মঙ্গলকর হবে। তাতে এক দিকে কম্যুনিস্ট চীনা প্রভাব এবং অন্য দিকে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব উভয়ই অনেকটা সংযত হতে বাধ্য হবে। অবশ্য আপাতত "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা এবং ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপিন-মালয় কনফেডারেশনের প্রস্তাবে কম্যুনিস্ট চীনেই বেশী বিরাগ ও আশংকার সঞ্চার হবে।

✻

পোপ জন ত্রয়োবিংশ জন পরলোকগমন

পোপ জন

করেছেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনালগণ দেশ বিদেশ থেকে রোমে একত্রিত হচ্ছেন নূতন পোপ নির্বাচনের জন্যে। ১৯ তারিখে ভ্যাটিকান প্রাসাদের 'সিসটাইন শ্যাপেলে' তারা মিলিত হচ্ছেন। ২০ তারিখে "ব্যালট" নেওয়া আরম্ভ হবে এবং পোপ নির্বাচনের যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে নির্বাচন-ক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্ডিনালরা কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। এজন্য দু-তিন দিনও লেগে যেতে পারে। তবে আশা করা যায় যে, বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই নূতন পোপ কে হলেন জানা যাবে।

নূতন পোপ কে হলেন তা জানবার জন্য রোমান ক্যাথলিকরা বা খৃষ্টানরাই কেবল উদ্গ্রীব হয়ে থাকবেন তা নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সরকারী কর্তারাও উদ্গ্রীব হয়ে থাকবেন। কারণ প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব সামান্য নয়। পরলোকগত পোপ জনের কোনো কোনো ঘোষণা এবং কার্য কম্যুনিস্ট এবং অ-কম্যুনিস্ট জগতের মধ্যে কোল্ড-ওয়ার প্রশমনের সহায়ক হবার মতো বলে অনেকে অনুভব করছিলেন। এই নিয়ে তর্কবিতর্কও আরম্ভ হয়েছিল। পোপ জনের কথা অ-কম্যুনিস্ট জগতে সকলের কাছে ভালো লেগেছিল তা নয়। আবার কম্যুনিস্ট জগতেও পোপ জন বিতর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। "ইজভেস্তিয়ার" সম্পাদক (শ্রীক্রুশ্চফের জামাতা) পোপ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তাদের মুখেও পোপ জন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ শোনা যায়। সেজন্য কম্যুনিস্ট চীনের কাগজে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট কর্তাদের প্রতি ধিক্কার ও বিদ্রুপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নূতন পোপ নির্বাচিত হলে এ বিষয়ে অনেকটা বোঝা যাবে যে, ভ্যাটিকানের নীতি কোন ধারায় যাবার সম্ভাবনা। কারণ, যিনি পোপ নির্বাচিত হবেন তাঁর জীবনী থেকে তাঁর মতামত অনেকটা আঁচ করা যাবে।

✻

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই বোঝা যাবে, প্রফুমো-কেলেংকারির ধাক্কায়

প্রফুমো-কেলেঙ্কারীর নায়িকা ক্রিস্টিন

ম্যাকমিলান সরকার কাত হলেন কি না। পার্টিকে বাঁচাবার জন্য কনজারভেটিবরা নাকি আপাতত শ্রীম্যাকমিলানকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। কারণ এখনই যদি ম্যাকমিলান সাহেবকে সরাতে হয় এবং ফলে এখনি সাধারণ নির্বাচন হয় তা হলে কনজারভেটিব পার্টি গো-হারান হারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আপাতত শ্রীম্যাকমিলানকে কোনো রকমে যদি রক্ষা করা যায় তা হলে মাস দুই পরে তিনি অন্য কোনো কনজারভেটিব নেতার হাতে গভর্নমেন্টের ভার দিয়ে সরে দাঁড়াবেন। ঐ নূতন নেতা নির্বাচনের সময় স্থির করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বে কনজারভেটিব পার্টি নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তা হলে পার্টির কিছু সুবিধা হতে পারে। কনজারভেটিবরা নাকি এই পথ নেওয়া স্থির করেছেন। তবে পার্লামেন্টে যে বিতর্ক আগামী কাল (১৭ই জুন) আরম্ভ হবে তাতে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা যায় না।

১৬-৬-৬৩

বাংলা মাসের ১০ তারিখে একখানি বই প্রকাশিত হয়

আমাদের বই

শিবরাম চক্রবর্তীর

অথ বিবাহ ঘটিত ১.৭৫

শরৎ সাহিত্য ভবন | ২৫ সুপেন্দ্র বোস এভিনিউ কলিকাতা ৪

(সি-১০০০)

ভ্রূণাক্ষরে

শিল্পী স্বাধীনতা' পর্যায়ে জবানবন্দী দাখিল করার পরই মনে হয়েছিল কী-যেন বাকী থেকে গেল। আরও কিছু স্পষ্ট করে বলার দরকার ছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ কথাটা, ধরতে পারছিলুম না।

ধরিয়ে দিয়েছে গৌরকিশোর। তার স্বাক্ষরিত জবানবন্দীতে। আমাদের অনেকের লেখাতেই দোষ একদেশ-দর্শনের।

কথাটা বিশদ করে বলা আবশ্যক। "কহ, তোমাকে কেন বাতিল করা হবে না" কম্যুনিজমের উপর এই শো-কজ নোটিশ জারি করেছি প্রধানত তার ফলিত রীতির বিচ্যুতির নজির দেখিয়ে। কিন্তু [illegible] অথবা চীন কম্যুনিজমের [illegible] [illegible] তার সম্পূর্ণ [illegible] দাখিল করলেও একটি সংশয় [illegible] না যে মতবাদ হিসাবে কম্যুনিজম্ সত্যই [illegible] কি না। সমস্তলে হয়ত নদী সর্বনাশা, তবু তাতে এ কথা আদৌ প্রমাণ হয় না যে গোমুখীতেই কোনও ভয়ংকরী সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল। টাকা নিয়ে সেই পুরনো তর্কটা আমরা শুনেছি। অযোগ্যের হাতে অর্থের অপচয় বা অপব্যবহার ঘটে বটে তাই বলে অর্থ বস্তুটা অনর্থক কিছু নয় এবং বিবিধ কল্যাণের আকর।

এই [illegible] আমরা [illegible] কম্যুনিস্টদের [illegible] তুলে নিয়েছি। এদের কেউ কেউ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হিসাবে সাচ্চা কাল-[illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রাচীন শাখার। মহাচীন কিন্তু [illegible] [illegible] এই [illegible] বছর [illegible]।

[illegible] কথা চীন মন্দ হতে পারে কিন্তু যান তো রুশ দেশে। [illegible] রুশদেশেও মানি, কিছু কিছু অনাচার ঘটেছে (এটুকু কবুল না করে উপায় নেই, কেননা, শ্রীক্রুশ্চফ স্বয়ং যখন কালাপাহাড়ি উৎফুল্লতায় বিগ্রহ বিচূর্ণ করেছেন) তবু মার্কসীয় বাইবেল লেনিনীয় গসপেল সমেত অদ্যাপি শিরোধার্য।

এই তর্কশৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ আছে কারণ কম্যুনিজমের মূল দুর্গের পরিখা লঙ্ঘন করতে কেউ এগোননি।

আমাদের অনেকের ত্রুটি নং দুই ফলিত কম্যুনিজমের কদাচারের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছি, বিশুদ্ধ, এইটি ও মার্কা গণতন্ত্রকে। ন্যায়শাস্ত্রের হকে এ-রীতি অচল। হতে পারে, একটি হেয় অপরটি শ্রেয়। অভ্যাসের পাল্টা পাল্লায় তা হলে বসাতে হবে অভ্যাসকেই। বিশ্বাসকে নয়। ফলিত কম্যুনিজম না-হয় সহস্রেক দোষে দোষী, ফলিত ডিমোক্র্যাসিরও তো ঘাটের অন্ত নেই। ফলিত ডিমোক্র্যাসির স্খলনের সংখ্যা কম, কম্যুনিজমের বেশি, ক্ষীণ কণ্ঠে এই যুক্তির অবতারণা ধোপসই হবে না। ও-যুক্তি দুর্বলের, কাপুরুষের। প্রমাণ করতে হবে প্রভেদ শুধু আকারের নয় প্রকারের।

এই [illegible] দিক গৌরকিশোর [illegible] দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

*

প্রথমত মনে রাখতে হবে [illegible] বলতেও একালে আর নৈকষ্য, লেসে ফেয়ার অ্যাক্ট-য়, লাইক-ইট স্বরাজ্য বোঝায় না। জনসংখ্যার চাপে হোক প্রতিবেশী শক্তিকে ঠেকা দিতে হোক, বৈষয়িক কল্যাণের তাগিদে হোক, গণতন্ত্রও ধীরে-ধীরে তার ধরনধারণ বদলেছে। জনজীবনের যে নিভৃত প্রদেশে হস্তক্ষেপ কম্যুনিজমের স্বভাব সার্বিক না হলেও তার আংশিক লক্ষণ গণতন্ত্রেও সম্ভাবিত।

প্রতিবাদ হয়নি। উদ্দেশ্যের মধ্যে উপায়ের সাফাই পেয়েছি। ধরা যাক [illegible] অবৈতনিক শিক্ষাদান রাষ্ট্রীয় এই [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] দেশে কেন [illegible] হয়নি হতে পারে এ [illegible] [illegible] [illegible] ছেলেকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] মত [illegible] অনুরূপ আরও [illegible] কল্যাণের [illegible] আছে। [illegible] যখন [illegible] তখন উৎসব-[illegible] [illegible] [illegible] ছুটি চর্বা চোষ্য [illegible] [illegible] সকলের মুখ চোখ এ সব বিধানই বিনাবাক্যে মানা হয়েছে। এই ছিদ্রপথেই এসেছে কন্ট্রোল, অবশেষে প্ল্যানড ইকনমি। ব্যবহারিক জীবনের সর্বস্তরে খবরদারি অধুনা সব রাষ্ট্রেরই স্বভাব—কী গণতন্ত্রে, কী স্বৈরতন্ত্রে।

বাকী থাকে কী, অন্তরঙ্গ জীবন? নিকষে যাচাই করে দেখা যাক, এই সান্ত্বনার খনির গভীরতা কতখানি। শরীরকে যে নানা কারণে কিংবা প্রয়োজনে বাহুপাশে বেঁধেছে সে কি মনকে পরোপকারী রেখেই বয়ে চলবে? অভিজ্ঞতা বলে না। ভবলীলার দোলনা থেকে শেষ খাটিয়া তৈরি করার সব ঠিকে সরকারকে যদি সমর্পণ করে থাকি, তবে এ আশা লালন করে লাভ নেই যে সরকারী কর্তারা কেবল সদরে কন্ট্রোলের [illegible] [illegible] [illegible] করবেন, অন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] উঁকি দেবেন না [illegible] নিয়েছেন। বিবিধ কলার আকাদমি ইত্যাদি স্ফীয়মান রাষ্ট্রীয় কোল্-পত্রাবই প্রতীক। পাবলিক সেক্টর কেবল ইন্ডাস্ট্রিতেই নয়, মসনিজ শিল্প-কলাক্ষেত্রেও গড়ে উঠছে। স্টেট পেট্রনেজ শুধু কি হাতের তেলোয় তুলে প্রশ্রয় দিতে নাচায়, সময়ে সময়ে মুঠি বন্ধ করে টিপে মারতেও চায় যে!

*

ডেমোক্রেসির পরাজয়ের আর-একটা কারণ প্রচারলোলুপতা। সঙ্গীত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন মন্ত্রী, কেননা পাবলিসিটি ভাল হবে। চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন রাজ্যপাল নইলে চলে না। কী বিজ্ঞান কী দর্শন, কী ইতিহাস, সালিয়ানা কংগ্রেসের পর কংগ্রেস বসে। মুখ্যত রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সারগর্ভ ভাষণটি মুদ্রণের পর সংবাদপত্রের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রাজ্ঞ পণ্ডিতজন অতঃপর কী আলোচনা করলেন, বিনিময় করলেন কোন্ সদ্য-লব্ধ জ্ঞান অথবা তথ্য, উপনীত হলেন কোন্ সিদ্ধান্তে, এ-সব বিবরণ সাধারণের অগোচর থাকে। হেতু, অজ্ঞানিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের যন্ত্রীদের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি।

অতঃপর নির্বাচনী স্বাধীনতা। কম্যুনিস্ট দেশে একমেব পার্টি, একমেব প্রার্থী-তালিকা গণতন্ত্র তো পার্টিতন্ত্র—[illegible] যত [illegible] দল যাকে খুশি [illegible] এই স্বাধীনতা [illegible] দেখি, [illegible] হয়ত এক হাঁটু পানিও না। [illegible] এমন [illegible]। একটি [illegible] তিন দলের [illegible] মেয়ে দাঁড়ালেন [illegible] প্রথম [illegible] মুদি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই তিনের মধ্যে যে কোন একজনকে ভোট দিতে পারি এই তো আমার স্বাধীনতা! আমার যিনি মনোমত তাঁকে মনোনীত করি, এমন সাধ্য কই? তিনি হয়ত দাঁড়ানইনি। প্রার্থীতালিকার বহির্ভূত কাউকে পছন্দ করার অধিকার নেই অতএব হয় ঢোক গিলে তিন অযোগ্যের একজনকে ভোট দেব, নয়, আমার শেষ স্বাধীনতাটিকে প্রয়োগ করব।—ভোট আদৌ না দেবার স্বাধীনতা! সাধারণ নির্বাচনের পর সাধারণ নির্বাচন ঘনঘটা করে আসে, ঢাক-ঢোলক বাজে, আর আমাদের মত নিরুপায়, সিনিক, অলস নাগরিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ে।

* ট্রামে-বাসে *

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে দেশকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া তোলা চীনা চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর নহে। "তাহলে কি বুঝব যে

চীনারা যে 'ভূ'-এর ওপর দাবি জানিয়েছে তা দান করে দিলেই যোগ্য প্রত্যুত্তর হবে?"—প্রশ্ন করেন বিশুখুড়ো।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সেখানে শ্রোতার অভাবে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সভার কাজ বন্ধ রাখিতে হয়। —'হোয়াট এ ফল মাই কাণ্ট্রিম্যান' কিন্তু সভার কাজ বন্ধ না করে কোন একটা আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে 'জনগণ দলে দলে সভায় যোগ দিতেন; জনযুদ্ধের বদলে জনরঙ্গতামাশা নিশ্চয়ই বিকল্প হিসাবে চলতে পারে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় পিছাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পরিবেশিত একটি সংবাদের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে শুনলাম, ভারতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু মেয়েরা এই মর্যাদা কাজে লাগাইবার যোগ্যতা অর্জন করেন নাই।—কিন্তু কথাটা ষোল আনা সত্য নয়। ট্রামে-বাসে পৃথক সীটে বসার যোগ্যতা মেয়েরা নিশ্চয়ই অর্জন করেছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম অতিরিক্ত আহার নাকি অপুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন— আমরা নেহাত নিরেট বলেই আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি কেন সরকার 'মিস্ এ মিল' অভিযান চালিয়েছিলেন!"

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে কেহ যদি কোন মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে-ব্যক্তি ঈশ্বরেরই সহকর্মী। —"হতে পারে তাই। কিন্তু সহকর্মী হলেও ঈশ্বরের গ্রেড আর সাধারণ মানুষের গ্রেড এক নয় এবং ঈশ্বরের প্রমোশন স্পেশাল ইনক্রিমেন্টও সহকর্মীদের সঙ্গে তুলনীয় নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল, পরম্পর পরম্পরে শুনিলাম এ বছর সে ইনক্রিমেন্ট পায় নাই, সুতরাং।

শব্দ ও শিল্প-উৎপাদন সম্বন্ধে এক সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে অনেকে শব্দ সম্বন্ধে সংবেদনশীল তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হয় অনেকের কর্ণে শব্দের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজ অব্যাহত থাকে। বিশুখুড়ো বলিলেন এটা আমরাও লক্ষ করেছি চোঙা নিঃসৃত শব্দ তরঙ্গে অনেকেরই কাজ চুলোয় গেছে অনেকে কানে তুলো দিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছেন বাঁচিয়ে রেখেছেন শিল্প প্রচেষ্টাকে।"

সংবাদে শুনিলাম দাঁতের শত্রু মিষ্টি। 'সেই জন্যই চিনি বাজার থেকে উধাও হতে দেওয়া হচ্ছে কি না সে সংবাদ অবশ্য আমরা পাইনি'—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

তরুণ ক্রিকেটারের সন্ধানে সি-এ বি - একটি সংবাদ শিরোনামা। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন- আমরা অবশ্য ক্রিকেটবিশারদ নই তবু বলি রেস্তরাঁ বা সিনেমার লাইনে খোঁজ নিলে সি এ বি র খোঁজাখুঁজির কাজ সহজ হবে।"

বিভিন্ন অঞ্চলে বাৎসরিক বড় বড় ক্রিকেট খেলায় যোগদানের জন্য খেলোয়াড়দের যাতায়াতের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ কনসেশন দিতেন। সংবাদে শুনিলাম এ বৎসর সেই কনসেশন প্রত্যাহার করার ফলে ঐ খেলাগুলি আর অনুষ্ঠিত হইবে না। শ্যামলাল বলিল—"বিনা টিকিটে ভ্রমণজনিত ক্ষতি কনসেশন প্রত্যাহারে কতটা পূরণ হবে রেল কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দিলে ক্রীড়ারসিকগণ তবু কতকটা সান্ত্বনা লাভ করতেন!"

বর্তমান বৎসরে মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় হয় বি এন রেলওয়ে টীমের কাছে। আমাদের এক ফুটবল রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদটা একটা বড় রকমের রেলওয়ে দুর্ঘটনারই সামিল।"

ক্রিস্টিন কিলার-এর প্রসঙ্গ লইয়া বিলাতে তথা সমস্ত পৃথিবীতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলিতেছে, অনেকে বলিতেছেন এই 'সংহারিণী' অর্থাৎ কিলার ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভা টলটলায়মান করিয়া দিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু তার চেয়েও বৃটেনের ওপর বড় আঘাত যিনি হেনেছেন তিনি কিলার নন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের গিবস্, যার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টে দশ উইকেটে জিতে গেল।"

ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং বেলজিয়াম হইতে ৩৫ জন কুমারী এবং ১৫ জন কুমার একটি প্রমোদতরী করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ-

দাতা বলিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রমোদতরীতে জীবনের জুটি জুটাইতে পারেন ভাল না হইলে নানা বিষয়ে গলবাজি করিয়া তাঁহারা জীবন কাটাইয়া দিবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন- গলাবাজি করার বিষয়বস্তুর অভাব অবশ্য পৃথিবীতে নেই, কিন্তু মনে হয় যাঁরা জুটি জোটাতে পারবেন না তাঁরা হয়ত চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে বিয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই জীবন কাটাবেন।'

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে চাঁদা উপহার প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যাপারে মন্ত্রী ও কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিদের জন্য শুনিলাম আচরণ বিধি রচনার প্রশ্ন আলোচনা করা হইতেছে। অন্তত ফুলের মালা এই বিধি-নিষেধের আওতায় পড়বে না বলেই আশা করে আছি বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ পাকিস্তানে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"সীমান্ত থেকে

ছিনতাই ছাগল গরু সম্বন্ধে পাক সরকার উদার নীতি পোষণ করে আসছেন!!"

শিল্পীর স্বাধীনতা

।হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

অনেকদিন আগের ঘটনা। তখন স্কুলের গণ্ডি পার হইনি। মবিয়মের সন্ধানে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ নারীকণ্ঠের চীৎকারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শব্দটা কো মণ্ডর আটচালার দিক থেকেই যেন আসছে। ছুটে গেলাম। বেশীদূর যেতে হল না। উঠোনের ওপরই করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য। কো মণ্ডর বছর তিনেকের ছেলেটা পড়ে রয়েছে মাটির ওপর। সারা মুখ নীরক্ত। নিমীলিত দুটি চোখ। পাশেই তার মা আছড়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে।

চীৎকারের মধ্য থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করলাম। পরের পুকুরের মাছ নষ্ট করার জন্য দুর্বৃত্তরা বনলেনদি ফল ব্যবহার করে। অতিবিষাক্ত ফল। অসাবধানে কি করে এই ফল কো মণ্ডর ছেলে উদরস্থ করেছে।

কো মণ্ডর বউ আমাকে দেখে বলে অসা ঝাপটা জড়িয়ে নিয়ে বলল একটা কাজ করতে পারবে। স্টেশনের ওপারে পল্টনের মাঠে গিয়ে নাচের আসরে কো মণ্ড রয়েছে তাকে একবার বিপদের খবরটা দাও। এখনই যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটলাম। পল্টনের মাঠে ঠাসবোঝাই লোক। এগিয়ে যাওয়াই দুষ্কর অথচ এগিয়ে যেতেই হবে না হলে কো মণ্ডর নাগাল পাব না। কো মণ্ড শুধু আসরের নয় একেবারে বাসরের লোক। সামনে নানা রংয়ের নানা আকারের পাত্র নিয়ে মশগুল। হাতের কাঠির যাদুস্পর্শে অপূর্ব শব্দ লহরীর সৃষ্টি হচ্ছে। জলতরঙ্গের বিচিত্র সুর।

ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে তার কাছে গেলাম। তখন আসরে দুটি মেয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে নেচে চলেছে। পিছনে করতাল, ব্যাঞ্জো আর জলতরঙ্গের-সুর-সমারোহ।

বার দুয়েক চেষ্টা করলাম। সুবিধা হল না। কো মণ্ড তন্ময়। একেবারে পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কানের কাছে বিপদের কথাটা বললাম, কো মণ্ড আরক্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বলল, চুপ বেয়াদব ছেলে, তাল কেটে যাবে।

ভাবলাম সর্বনাশের মাত্রাটা সম্বন্ধে বুঝি সচেতন হয়নি। আবার বললাম কথাটা। এবার আরো জোরে, মুখটা কানের আরো কাছে নিয়ে গিয়ে।

নাচের ঘূর্ণি তখন চরমে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কো মণ্ড বাজিয়ে চলেছে। মাথা দোলাতে দোলাতেই আমার দিকে চেয়ে বলল দূর পাগলা দুনিয়া রসাতলে যাক। এমন জিনিস ছেড়ে এ সময় কখনও ওঠা যায়।

কো মণ্ড ওঠেনি। বিকেলের দিকে কো মণ্ডর বউয়ের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলাম সব শেষ। এদিকের জানলায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ভেসে আসা জলতরঙ্গের সুরও কানে এল।

পরে বাড়িতেই শুনেছি।

নিজের ছেলেটা বিষফল খেয়ে মরে গেল লোকটা বাজনা ছেড়ে একবার উঠল না।

ওরা যে শিল্পীর জাত। মায়ার বাঁধন তাদের বাঁধতে পারে না। ছোট খাটো লৌকিক সুখ দুঃখ ক্ষয় ক্ষতির ওরা অনেক ঊর্ধ্বে। যে রসের খোঁজ ওরা পেয়েছে তার কাছে অন্য সবকিছু আকর্ষণ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

সেদিন কথাগুলো শুধু শুনেছিলাম মনে বুঝিনি। শিল্পী বলতে সে সম্বন্ধেই কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না।

পরে বয়স বেড়েছে। পৃথিবীকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি। মনে হয়েছে শিল্পীরা বাঁধনছাড়া তো নয়ই বরং নানা বাঁধনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজের শিল্পসত্তা দিয়ে অসংখ্য বন্ধনহীন গ্রন্থি। শুধু নিজের মনের কাছেই নয়, দেশের কাছে, দশের কাছে তার দায়িত্বের বন্ধন। সত্য শিব আর সুন্দরের উপাসনাই কেবল নয় কতটুকু কি ভাবে বললে তার রচনা সত্য, শিব আর সুন্দরের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ হতে পারে, সে কথাও বিবেচনা করার দায়িত্ব তার।

কিন্তু যেখানে দেশের বিকাশ শুধু অন্য প্রাতিবেশী দেশের কুৎসা প্রচারে, স্বাধীনতা-হীনতার নগ্ন রূপ পরিস্ফুট স্বৈরাচারী একনায়কত্ব বিবেক যেখানে অবহেলিত, প্রগতি লাঞ্ছিত, চিত্তের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ সেখানে শিল্পীর দায়িত্ব বিরাট।

প্রকৃত শিল্পী এই রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান পরমমুহূর্তে তার সে মাথা ধুলায় লুণ্ঠিত হবে জেনেও। তার শিল্পীসত্তার অবমাননা সহ্য করা তার পক্ষে আত্মহননের সামিল। তার সঙ্গীত ও কবিতা রাজস্তুতির নামান্তর, তার সাহিত্য

দ্বিতীয় মুদ্রণ
প্রকাশিত হল

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের

অভিযান-কাহিনী

আনন্দ

রহস্যময় রূপকুণ্ড

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
কলকাতা ৯

সাড়ে তিন টাকা

শুধু রাষ্ট্রমুখী, এই অবাঞ্ছিত অবস্থার কাছে নতিস্বীকার যে কোন জাত শিল্পীর কাছে অকল্পনীয়। Regimentation of thought-এর ফলশ্রুতি ব্যাভিচারের ঔরসজাত জারজ-সন্তানের মত। স্নেহ, মায়া, মমতা, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রেম, প্রীতি সবকিছু নিঃশেষিত। পরিবর্তে কেবল ভয়। কোন রকমে দু মুঠো ফুল ছুঁড়ে দিয়ে বলা, তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং। এ সৃষ্টি যেন বনিতার বারবনিতার বেশের অনুকল্প।

নির্ঝঞ্ঝাট সুস্থ পরিবেশ প্রতিটি মানুষের সমানাধিকার অর্থনৈতিক গ্লানি থেকে মুক্ত সাধারণ লোকের মত শিল্পীরও এই অবস্থাই কাম্য। শান্ত সুখী আবেষ্টনী তার সাহিত্য রচনায় অনুপন্থী। তাই জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সংঘাত তার কাম্য নয় একমাত্র সংঘাত কাম্য নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব [illegible] প্রেরণার। যে সংঘাত চিন্তার নতুন [illegible]

ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদের প্রলোভন তার সর্বাধিক। কিন্তু এই সাম্যবাদের জন্য তাকে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে কেন? এ চিন্তাধারা তো এদেশেরই মাটির জিনিস। বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে মহাভারতে বৌদ্ধশাস্ত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক স্বীকৃত। তার চেয়ে বড় কথা, এদেশে জীব আর শিব সমার্থবাচক। জড় সাম্যবাদ নয় সে সাম্যবাদ উদ্দেশ্যমূলক সে সাম্যবাদের মোল সুর আমি দেব অর্থনৈতিক মুক্তি তার পরিবর্তে তোমাদের সব চিন্তা চিন্তার ফসল রাষ্ট্রের পাদপীঠক হক। রাষ্ট্র নামক এই বিরাট যন্ত্রে তোমরা প্রত্যেকে এক একটি সমান মাপের সমান ওজনের অংশ বিশেষ। এদেশের সাম্যবাদের সুর ভিন্ন গঠন ভিন্ন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের বন্ধনের [illegible] অনেক গভীর। [illegible] নিরক্ষর ভারতবাসী তোমার ভাই। ভুলিও না মুচি মেথর, হাড়ি চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি তোমার রক্ত তোমার ভাই।"

সারমেয়কে রুটির টুকরোর লোভ দেখিয়ে তাকে প্রভুভক্তি শেখানো, প্রভুর গৃহস্থালী রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া কিংবা শত্রুকে আক্রমণ করার শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে যে জাতের আনুগত্যের ইঙ্গিত আছে, অন্য তথাকথিত সাম্যবাদী দেশের প্রজাসাধারণের আনুগত্যের স্বরূপ তারই সমগোত্রীয়।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষকে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। মাঝে মাঝে সে অত্যাচার বর্বরতার সীমারেখা স্পর্শ করেছে। তবু সে সময়ের শাসনপ্রণালী কিছুটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্দে মাতরম লিখেও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন শুধু তাঁর আনন্দমঠ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীকে নীলদর্পণ রচনা করেও বেয়োনেট অথবা বুলেটের মুখে তাঁর সত্যবাদিতার খেসারত দিতে হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি তাঁর শিরোপা ত্যাগ করার জন্য শিরশ্ছেদের হুকুম পাননি। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর অগ্নিস্রাবী কবিতার জন্য কারার অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। এঁদের কাউকে বলতে হয়নি যে এই সমস্ত রচনার জন্য এরা অনুতপ্ত। দেশের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ঠিক এই ধরনের লেখার জন্য সাম্যবাদী দেশে এঁদের কি শাস্তি পেতে হত তা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। অতীত ইতিহাসই যথেষ্ট সাক্ষ্য দেবে।

হিউয়েন সাং ইৎ সিং লাও জে, কনফিউসিয়াসের জন্মভূমির আজ রূপান্তর ঘটেছে। জ্ঞানের বর্তিকা আর নয় [illegible] আর লালসার লেলিহান মশাল হাতে নতুন দিগ্বিজয় শুরু। চেঙ্গিস আর চৌ-য়েন [illegible] নীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য আর নাই। দুজনেরই রাজ্যলিপ্সার রথ মানুষের বিবেক, মনুষ্যের সংবৃত্তি সবকিছু চূর্ণ করে এগিয়ে চলার প্রয়াসী।

—এদের স্লোগান রক্তই একমাত্র দেবতা, নিধন প্রকৃষ্টতম পথ।

যে দেশে অর্থনৈতিক মুক্তির দাম দেয় শুধু রাষ্ট্রের লেখনী বুদ্ধিই কল্পচারী হয় সেখানে কোথায় শিল্পীর স্বাধীনতা? নীলাকাশে পক্ষবিস্তার করে নভোচারী হওয়া উন্মাদ কল্পনা মাত্র। বার বার পিঞ্জরের লোহায় চঞ্চুই আহত হয়।

২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০। সাধারণ প্রজাতন্ত্র দিবস। সমস্ত জাতি নতুন এক শপথ গ্রহণ করল। সে শপথের প্রতি ছত্র স্বাধীনতার দ্যোতক। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতাও।

"We believe that it is the inalienable right of the Indian

নতুন বই নতুন চিন্তা নতুন স্বাদ

প্রকাশিত হল

প্রণয়ের পরেও জীবনে অশ্রুর মায়া লেগে থাকে

নিম অন্নপূর্ণা

কমলকুমার মজুমদার

এর কাহিনী আপনাকে জীবনের গভীরে আলোর সন্ধান দেবে

রক্তের হাওয়া
অসীম রায় ৫·০০
অসীম রায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সোনালী মাছ
নিরঞ্জন ভট্টাচার্য ৫·৫০
মিষ্টি মধুর প্রেমের উপন্যাস

শ্রীনন্দলাল বসু

[illegible]
[illegible]

আইকম বাইকম

কমলকুমার মজুমদার সংকলিত ও চিত্রিত বাংলা দেশের ছড়ার সংকলন। প্রতি পাতায় ছবি। বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহের সাথে আপনার ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিন।

মূল্য : মাত্র তিন টাকা

কথাশিল্প প্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it."

আশার কথা, আনন্দের কথা, প্রতি বছর এই শপথবাণী আজও জাতির জীবনে নতুন প্রেরণা, নতুন চেতনা জাগায়।

যে স্বাধীনতা ভ্রূকুটি-সর্বস্ব, পরশ্রী-কাতর, সন্দেহাকীর্ণ, নিজের সমালোচনা-শ্রবণে অসহিষ্ণু, অপরকে নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা তাদের সীমাবদ্ধ। প্রজাসাধারণকে স্বাধীনতা দিতে যারা দ্বিধাগ্রস্ত পরাঙ্মুখ, শিল্পীকে স্বাধীনতা দেওয়া তাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত। অথচ মুক্ত, স্বাধীন আবহাওয়া ছাড়া শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।

সাম্যবাদী দেশের আর এক সম্বল অসত্যের বেসাতি। তাদের অভিধানে পর-রাজ্যলিপ্সা পাপ, কিন্তু বার বার স্বার্থের প্রয়োজনে অত্যাচারের লেলিহান শিখায় এ অভিধান তারা ভস্মীভূত করেছে। আগ্রাসী পীত জাতির লোভের সীমা অপরিসীম। বহুবার শান্তিকামী নির্বিরোধ প্রতিবেশীদের বুকে হানা দিয়ে তাদের শান্তি-অভিযান চলেছে। সোভিয়েটের ইতি-হাসের পাতাতেও একই রক্তের ছিটে। ব্যক্তি তাদের কাছে রাষ্ট্রপ্রধানের বাণীবাহক মাত্র, সৈনিক শুধু cannon-fodder মধ্যযুগীয় divine rights of kings-এর পরিবর্তে divine rights of doctrines, অবশ্য এ doctrines শুধু তাদের নিজের যার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রয়োজনে বার বার বদলায়।

এমন একটা অনিশ্চিত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রকৃত শিল্পীর উদ্ভব সম্ভব নয়। তাদের স্বাধীনতার কথা তো অবান্তর। সমরাঙ্গনের পাশে বাবুইয়ের বাসা বাঁধার মতন।

শিল্পীর স্বাধীনতা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে কতটা তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েটের শিল্পী-স্বাধীনতার কথা জানলাম সেদিন কলকাতার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোচেতভের বিবৃতিতে।

কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা, যার সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশে যতটা মর্যাদা পায় অন্য সাম্যবাদী দেশে, রাজনৈতিক কারণেই ততটা পায় না, পাওয়া সম্ভব নয়।

তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কামনা, 'এই দেশেতেই জন্ম যেন, এই দেশেতেই মরি।" শিল্পীর অস্তিত্ব নিয়ে, শিল্পীর সম্মান নিয়ে, শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে।

সাতরঙ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ॥ সাতরঙ
প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম : দেড় টাকা

শৈলজানন্দের
বিজয়-বসন্ত ॥ সম্পূর্ণ উপন্যাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
আলোর জগৎ কাঁটার পৃথিবী ছায়ার গান ॥ সম্পূর্ণ উপন্যাস

সমরেশ বসুর
জানতে চাইলে ॥ কবিতা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর
বিরূপ কথা ॥ গল্প

প্রসাদ মজুমদারের
মঙ্গলে ঊষা বুধে পা ॥ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

অমূল্য রায়ের
সেই রহস্যঘন রাত ॥ রোমাঞ্চকর গল্প

অরুণ বাগচীর
নিশিবাসর ॥ ইউরোপের নাইট-ক্লাবের রোমাঞ্চকর চিত্র

নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের
স্মৃতির সুরভি ॥ প্রবীণ শিল্পীর ধারাবাহিক আত্মজীবনী

এছাড়া : অসিত গুপ্তের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' ॥ আবদুল আজীজ আল-আমানের 'নজরুল ও বিরজাসুন্দরী দেবী' ॥ প্রফুল্ল রায়ের 'দর্পণ' ॥ শ্রীপ্রতিবেদকের 'সই দেখে চিনুন' ॥ লর্ড লিটনের সংক্ষেপিত উপন্যাস 'লাস্ট ডেজ অফ পম্পাই' ॥ শাক্যসিংহ বাক্যবাগীশের 'সপ্তসিন্ধু' ॥ স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যর 'ললাটলিপি' ॥ ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'শারীরিক প্রশ্নোত্তর' ॥ অর্ধেন্দু দে-র 'প্যারানইয়া' ॥ সবিনয় নিবেদন ॥ আরবির 'খেলাধুলা' ॥ জহর রায়ের 'কথা কও প্রসঙ্গে' ॥

রঙরাগ বিভাগে : স্বিরবৃত্তি ॥ নতুন নতুন ছবি ॥ স্যুটিং আর স্যুটিং ॥ 'দুই নারী' ছবির গান ॥ টালীগঞ্জের পাঁচালী ॥ বোম্বাই সমাচার ॥ ৭৫ খানি ছবি ॥

সাতরঙ কার্যালয় ॥ ৫/২এ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

(সি ২৭৪১)

মনোরম মুখশ্রী··· ইনি পণ্ডস ব্যবহার করেন
FOUNDATION
POND'S
Vanishing Cream
সুন্দর, সুকুমার ও যৌবন-লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রীর জন্যে
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম
তৈলহীন প্রসাধনের প্রথম উপচার!
পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বক মোলায়েম রাখে ··· পাপড়ির মতো কোমল ও কান্তিপূর্ণ ক'রে তোলে। এই ক্রীমের 'কেরাটো-লাইটিক' ক্রিয়ার ফলে রুক্ষতা ও অন্য দোষত্রুটি দূর হয়। পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম আগে লাগিয়ে নিলে নিখুঁতভাবে পাউডার লাগাতে পারবেন। মুখশ্রী মনোরম করে তুলতে হলে পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার ব্যবহার করুন··· সমান-ভাবে মিশে যায় ·· সকল ছোটখাটো খুঁত ঢেকে দেয়।
পণ্ডস কোল্ড ক্রীম
আপনার মুখে ও গলায় পণ্ডস কোল্ড ক্রীম বেশ লাগিয়ে রাখুন। দু'মিনিট পর বাড়তি ক্রীম মুছে ফেলুন। পণ্ডস কোল্ড ক্রীম লুকনো ময়লা বার ক'রে দেয়—যেখানে জল পৌঁছয় না সেখান থেকেও!
চীজব্রো-পণ্ডস ইনক (সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)
JWT/P 1291A

বন

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক মাঠের সামনে এসে দাঁড়াল গোকুল।

ধরতে গেলে রাস্তাটা এইখানেই শেষ। আবার এখান থেকেই ঘুরে, বেঁকে গেছে ধরা যায়। বাঁকা তলোয়ারের মতই শহর কিংবা গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে গেছে কোথাও।

অবশ্য আপাতত থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে গোকুলকে। চোখের সামনে পথ বলতে কিছু নেই তার।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। সবুজের ছিটেফোঁটা চিহ্ন যদি লেগে থাকে কোথাও। যতদূর চোখ যায় ফাঁকা বিষণ্ণ মাঠ। দু একটা রুক্ষ টিলা। আর কাশ কুশ শরের সীমানায় নিশ্চিহ্ন অতীত হয়ে আছে সব।

মাঝে মাঝে বিবর্ণ ঘাস। পুড়ে খড় হয়ে আছে। মাঝে মাঝে মাটি [illegible] বয়সের ঠিক যেন কুৎসিত কদর্য [illegible] বিরাট গহ্বর। তাতে হঠাৎ তাকালে অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক চোখ জ্বালা করে।

গোকুল একটা গাছ দেখতে পেয়েছিল। সবুজ নরম কিছু ঘাস। আর [illegible] শীতল ছায়া। আর ক্ষুদ্র কিন্তু মনোরম একটি জলাশয়। যার জল নারীর চোখের মত কালো। মৃত্যুর চেয়ে গোপন [illegible] চেয়ে গভীর স্বপ্নের চেয়ে স্বচ্ছ কল্পনার চেয়ে সুন্দর।

অথচ গোকুল আজ এত সব দেখার ভাবনা নিয়ে তার আসা নয়।

সামনে পেছনে কোনও মানুষের দেখা নেই। কাক পক্ষীটির সাড়া নেই।

এ-হেন অবস্থায় নিজেকে এই নির্জনে নিঃশব্দ চরাচরের একমাত্র সম্রাট ভাবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যমনা উদাস চোখে চেয়ে থাকে গোকুল। নির্বাসিত ঈশ্বরের ন্যায় সর্বঅবয়বে এক অসামান্য হতাশা আর অলৌকিক বিষাদ ফুটিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকাই হয়তো যথাযথ মনে হল তার। কারণ এই তার নিয়তি।

শুনো নাক তুলে শুকনো ঘাস ধুলো আর রোদের ঘ্রাণ নিতে চাইল গোকুল। ঝড় উঠবার আগে মাঠের রাখাল ঠিক এইভাবে চেয়ে থাকে। ধুলোর গন্ধে গাভীরা টের পায়।

ঠাণ্ডা, মৃদু এক ঝলক বাতাস চেয়েছিল গোকুল। যা পেলে শরীর জুড়োয়। প্রাণ মন স্থির, শান্ত হয়ে থাকে।

আশ্চর্য! এই গোকুল কিনা তার সুন্দরীকে খুঁজতে বেরিয়েছে!

এখন নিরর্থক মনে হয়। এ যেন নিজেকে সাক্ষী রেখে অকারণে নিজের পেছনে ছোটাছুটি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দায় ভুলে অযথা বিব্রত হওয়ার কোনও মানে নেই। টের পেলে পাগল ভাবে লোকে। বিশ্বাস করতে কে চায়, তার সুন্দরী নেই? এমন নিশ্চল নিবিষ্ট ভঙ্গী গোকুলের। সুখ-দুঃখ ইত্যাদি মানবিক অনুভূতি আর যেন স্পর্শ করে না তাকে। এমনি নির্বিকার।

'কী গো এখানে দাঁড়িয়ে যে?'

বুড়ো মনোহর এগিয়ে এসে হাত ধরে।

'এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি একটু।'

গোকুল হাসে। হাসিটা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। কেমন বোকা-বোকা দেখায়। এত দূরে এসেও মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে জানা ছিল না। বড্ড [illegible] স্বভাব। মনোহর [illegible] পড়লে কে বাঁচে। সে হঠাৎ কি [illegible]?

'[illegible] জায়গাটা বেড়াবার পক্ষে মন্দ না বুঝলে।'

গোকুল আবার হাসে। লোকটা তাকে রসিক ঠাউরেছে। প্রকৃত প্রেমিক!

'তবে কি জানো, দায়ে না পড়লে এখানে কেউ আসে না।'

চমকে ওঠে গোকুল। টের পেয়ে গেছে তা হলে। তার বিপদের কথা মুখে চোখে লেখা আছে নাকি? নইলে কেমন করে বলে! শ্বাপদের মত হিংস্র কুটিল চোখ মনোহরের। দেখে ভয় হয়।

'বিয়ে করেছো শুনলাম। বউ কেমন?'

'ভালো।'

ঢোক গিলে কোনরকমে জবাব দেয় গোকুল। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। না টের পায়নি মনোহর। সে যে বিষম দায়ে পড়েই এখানে এসেছে, জানে না।

'কাজ নেই বুঝি?'

গোকুল মাথা নাড়ে।

'দিনকালের এমন অবস্থা।' মনোহর সহানুভূতির সুরে কথা বলে। 'যার হাত আছে তার কাজ নেই।'

কথায় কথায় আরো অনেক দূরে চলে এসেছে গোকুল।

ডাইনে পুকুর। বাঁয়ে কাদের পুরনো বাগান। মনোহর চলে গেলে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। জলে গা ডুবিয়ে সাঁতার কাটছে মেয়েরা। তার সুন্দরীর মত কেউ না। কথাটা ভাবলে এখনো অহংকারে বুক ফুলে ওঠে।

গোকুল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েদের মুখ দেখে। মুখ-চোখ-নাক। জলের তলায় নগ্ন বাহুর আস্ফালন। তাকে মুগ্ধ করতে পারে না কেউ। স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ভয় পেলে সবুজ লতার মত দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরতো সুন্দরী। পদ্মের কলির মত বুক তার! মুঠিতে ধরা যায় এমনি কটি! আর চোখ, নাক! তুলনা কিসের? কার সংগে? তেমন কেউ নেই। অন্তত চোখে পড়ে না গোকুলের।

একটি মেয়ে গোকুলকে দেখে অবাক হল। এমন সময় তাকে যেন প্রত্যাশা করেনি এখানে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকার ভংগীটা মনোরম হলেও সুন্দরীর মত না। মনে-মনে মেয়েটিকে সুন্দরীর সংগে মেলাতে গিয়ে বাস্তবিক হতাশ হল গোকুল। ওর বুকের আধখানা জলের ওপরে ভাসছে। মুখের ছায়াটা বুকের স্নিগ্ধ, মসৃণ শুভ্রতার দিকে চেয়ে মুগ্ধ। একটুখানি হাওয়া পেলে পদ্মের মৃণাল যেমন ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে, লজ্জায় আনত মেয়েটির মুখশ্রী ঠিক তেমনি। তবু পুরোপুরি সুখী কিংবা তৃপ্ত হতে পারে না গোকুল। কারণ প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে সুন্দরীকেই ভয়ংকরভাবে স্মরণ করার সাধ তাকে ব্যাকুল, বিভ্রান্ত করে। যে কারণে হতাশায়, অভিমানে তার দেহ মন ভেঙে পড়তে চায়।

ওরা কেউ দেখেনি। দেখলে অবাক হত আরো। এমন করে ঠিক এতখানি সংস্কার ভাঙার সাধন হত না।

গোকুল দেখল, কপালে ভিজে চুলের রাশ। গাল আর চিবুক বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে মেয়েটির। চোখের পালক ভিজে ফুলে উঠেছে খানিক। মেয়েটি তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিক করে হেসে আবার জলের তলায় তলিয়ে গেল। মাছের মত পাখনায় জল কেটে-কেটে বেশ মৃদু অথচ সতর্কতার সংগে ওকে আরো গভীরে ডুবে যেতে দেখল গোকুল। ওর পিঠের নরম রেখাটা জলের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে দেখা যায়। সেই সব পৌরাণিক মৎস্যকন্যাদের কথা ভাবতে আর কষ্ট হয় না, নাভির নিচে যাদের কামনার শান্ত, সোনালী সরোবর ছিল না কোনদিন। ক্ষণিকের জন্যে গোকুল সেই বিস্মৃতির পরপারে দাঁড়িয়ে জলকন্যাদের মুগ্ধ, অচপল লীলা দেখতে দেখতে মোহে আবিষ্ট তন্ময় হয়ে রইল। ভুলে গেল তার সমাজ, সংসার, এমন কি তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর পবিত্র সুন্দরীকে খুঁজে পাওয়ার দায়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না। এক সময় দল বেঁধে উঠে এল মেয়েরা। গোকুল সম্বিৎ ফিরে পেল। আর তার ভুল তাকে লজ্জা দিল, বিব্রত করে তুলল। কিন্তু অন্যদিকে চোখ ফেরাবার শক্তি অথবা সাধ্য যেন ছিল না। ওদের ভেজা শাড়ির আড়ালে অপার্থিব রূপ আর লাবণ্যের মিছিল তাকে লোভী, চঞ্চল করে।

কিন্তু সুন্দরী জলে প্রশ্রয় দিত কিনা, আর দিলে এমন করে নিশ্চল, মুগ্ধ চোখে

মধুসূদন গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)

রেক্সিন : ১০, [কাব্য-সংগ্রহ] সাধারণ : ৮·৫০

শ্রীক্ষেমেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

প্রত্যেকটি কাব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনীসহ

কবির কাব্যের নব মূল্যায়ন

॥ পকেট বুক সাইজ : সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই ॥

কল্লোল প্রকাশনী : এ ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

(সি ২৫৮৪)

বিষয়-মাহাত্ম্যে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি অদ্বিতীয় সংযোজন

প্রাণের ইতিবৃত্ত

অমল দাশগুপ্ত

প্রাণের উদ্ভব কি-ভাবে? প্রাণের লক্ষণ কী? জড় থেকে জীবের উত্তরণ কোন্ সময়ে। কেমন পরিবেশে, কী কী বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করে? প্রোটোপ্লাজম কী? এনজাইম ও জিন কাকে বলে? বংশগতি কী? বিবর্তনের কী কী সূত্র — কী কী লক্ষণ? জীবের বিবর্তন যুগে-যুগে কালে-কালে কী কী রূপে প্রকাশ পেয়েছে? অবায়ুজীবী ও বায়ুজীবী, উদ্ভিদ ও প্রাণী অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী — মাছ, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী—পৃথিবীর এই অতি বিচিত্র ও অতি ব্যাপক জীবজগতের বিন্যাসটি কী? লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কোনখানে? মিল কতটুক? অমিল কতখানি? এই সমস্ত প্রশ্নের এবং এই আশ্চর্য ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো অনেক প্রশ্নের বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে এই একটি গ্রন্থেই। সঙ্গে আছে চারটি আর্টপ্লেট ও অজস্র রেখাচিত্র।

অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে আকর্ষণীয় ডিমাই আকারের ২৫৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির দাম মাত্র পাঁচ টাকা।

অমল দাশগুপ্তের অন্যান্য বই—

মহাকাশের ঠিকানা (তৃতীয় সং যন্ত্রস্থ) মানুষের ঠিকানা ৫·০০

পৃথিবীর ঠিকানা (দ্বিতীয় সং) ৫·০০ কারানগরী ৩·০০

॥ আরও কয়েকটি বই ॥

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ॥ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯·০০

হুতোম প্যাঁচার নকশা (৪র্থ সং) ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪·০০

আলালের ঘরের দুলাল (২য় সং) ॥ টেকচাঁদ ঠাকুর ৩·৫০

নতুন সাহিত্য ভবন ॥ ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

চেয়ে থাকার সাহস অথবা ইচ্ছে আর কোন-দিন হয়েছে কিনা মনে নেই। মনে করতে পারবে না বলেই আপাতত সেকথা ভাবে না গোকুল। ভাবে না, সুন্দরীকেই খুঁজতে বেরিয়েছে সে।

ভেজা-ভেজা শরীরের ঘ্রাণ তাকে আচ্ছন্ন, আতুর করে তোলে। কত পরিচিত এই গন্ধ তার। বুকের ভেতরে হিম হয়ে আসে। পিপাসার কথা মনে পড়ে। গোকুলের কান্না পায়। ইচ্ছে হয় খুব জোরে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকে। যদি কাছে আসে কেউ। কী নামে ডাকা যাবে তাকে?

একটি নামই জানা আছে গোকুলের। সেই নাম প্রাণের ভেতরে বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু সুন্দরী যদি না ফেরে? কোনদিন যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাকে।

সেইসব সুন্দর সুন্দর মেয়েদের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে ফেলার আগে গোকুল একটা প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা-চোরা উঠোনের গা ঘেঁষে আরো প্রবীণ অথচ পত্র-পল্লবে আচ্ছন্ন শিরীষ আর বকুলের বনে গেল। এইখানে দাঁড়িয়ে বিচিত্র সব পাখিদের কলরব শোনা যায়। শিরীষ-বকুলের গন্ধে বাতাস এখানে ভারি আর স্নিগ্ধ। বৃষ্টি পড়ার মত শিরীষ কিংবা বকুলের পতন শব্দ কি গভীর! মৌমাছিদের গুঞ্জন স্মৃতির স্পর্শ তীব্র উচ্চারণ আর মনোরম মনে হয়। এইসব দেবস্থানে সুন্দরীর অভাবের বেদনাকে তুচ্ছ করে আবার এক অপরূপ সুখ দুঃখের গভীর গভীরতর বোধ তাকে সে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কলকলস্বর হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার চতুষ্পার্শে সেই ভাঙা টুকরো স্মৃতির সম্ভার। অভিভূত চোখে গোকুল এইসব দেখে।

নাচাতে নাচাতে একটা ফিঙে তার পায়ের কাছে এসেছিল। কেমন নির্ভয় নিঃশঙ্ক। গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে পাখিটা সুস্বর ডাকল। অদূরে গাছের ডাল থেকে আরেকটা পাখি নিচে মাটিতে নেমে এল। গোকুল জানে, এইবার অনর্গল কথা বলবে ওরা। তাকে উপেক্ষা করেই পরস্পর গান গেয়ে উঠবে। যেন সে নেই। অথবা তার অস্তিত্ব গাছ কিংবা ভাঙা মন্দিরের অংশ-বিশেষের সামিল।

এইখানে পাখিদের সংগে সুন্দরীর দৃশ্যত মিল খুঁজে পেলেও তাদের আন্তরিক অমিল যোজন পরিমাণ। কারণ সুন্দরীর শরীরে সুখের, আনন্দের, আহ্লাদের চিহ্নমাত্র ছিল না কোথাও। পাখিদের হৃদয় সুতরাং স্পর্শ করা তার কাছে স্বপ্নের অতীত। কারণ পাখিদের শরীরে সতত প্রেম আর পুলকের অনন্ত শিহরণ।

এতক্ষণে আঘাত কঠিন মনে হয়। বিষম

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

চাঁপাডাঙার বউ ৫ম মু: ৩.০০ ॥

আমার কালের কথা ২য় খণ্ড : ২য় মু: ৯.০০ ॥

আরোগ্য-নিকেতন ৭ম মু: ৭.৫০ ॥

বনফুলের

জঙ্গম ১ম (৭ম মু:) ৫.০০ ॥ ২য় (৬ষ্ঠ মু:) ৪.৫০ ॥ ৩য় (৫ম মু:) ৭.৫০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫ম মু: ৫.০০ ॥

ব্যঙ্গ কবিতা ৬.৫০ ॥

স্বপ্নসম্ভব ৩য় মু: ৩.০০ ॥

কালকূট এক অবিস্মরণীয় কাহিনী রচনা করে বাংলা ছায়াছবির রাজ্যে পরম বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন—সেই প্রতিভাধর কথাশিল্পীর বলিষ্ঠ জীবনবোধে প্রোজ্জ্বল আর একটি বই :

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে ৯ম মু: ৫.০০ ॥ অবশ্যপাঠ্য একটি অসাধারণ বই

... এই সংগে সংযোজিত হয়েছে 'বাঁচা'।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

রূপ হোল অভিশাপ ২য় মু: ৭.০০ ॥

বরযাত্রী ৫ম মু: ৩.৫০ **নবসন্ন্যাস** ৩য় মু: ৮.০০ ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

স্বর্ণসীতা ৩য় মু: ২.৫০ ॥ **শিলালিপি** ৫ম মু: ৬.৫০ ॥

একতলা ● **অসিধারা**

২য় মু: ২.৫০ ৩য় মু: ৩.৫০ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

উপনগর সাত টাকা

কন্যাকুমারী ২য় মু: ৩.০০ ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

জলে ডাঙায় ১০ম মু: ৩.৫০ ॥

ময়ূরকণ্ঠী ১১শ মু: ৩.৩০ ॥

বুদ্ধদেব বসুর

নীলাঞ্জনের খাতা ৭.০০ ॥

শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় মু: ১.০০ ॥

নীলকণ্ঠের

চিত্র ও বিচিত্র ৪র্থ মু: ৩.৫০ ॥

হরেকরকমবা ২য় মু: ২.৫০ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের

জর্জ বার্নার্ড শ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ১০.০০ ॥ শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চিন্তানায়কের বিস্ময়কর জীবনী উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

নারায়ণ সান্যালের

বকুলতলা পি এল ক্যাম্প ২য় মু: ৭.৫০ ॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

কয়লাকুঠির দেশে ২য় মু: ৩.৩০ ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

বিদেশ বিভুঁই ৬.০০ ॥

প্রাণতোষ ঘটকের

মুক্তাভস্ম ২য় মু: ৫.০০ ॥

দেবেশ দাশের

রাজোয়ারা ● **রাজসী** ● **ইয়োরোপা**

৭ম মু: ৭.৫০ ॥ ৫ম মু: ৩.০০ ॥ ৮ম মু: ৩.০০ ॥

সাগরময় ঘোষ-সম্পাদিত

বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন

শতবর্ষের শতগল্প ১ম খণ্ড : ১৫.০০ ॥ ২য় খণ্ড : ১২.৫০ ॥

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সেরা গল্পের সংকলন। সেই সংগে আছে লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শ্রেষ্ঠ রচনাপঞ্জীর তালিকা। ছোটগল্পের ওপর সম্পাদকের মনোজ্ঞ আলোচনা সাহিত্যরসিকদের খুশী করবে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

ভাবনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই মন বুঝি বিরূপ হতে চায়।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে-যেতে নিজের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে গোকুল।

দ্রুতপায়ে, কারণ অভিমানে, বিষাদে বিরক্ত, পরাজিত গোকুল এই মুহূর্তে তার সুন্দরীকে ভুলে যাবার প্রবল ইচ্ছা আর বাসনার তাড়নায় ব্যস্ত। উদ্‌ভ্রান্ত কিছুবা।

জারুলের ছায়ায় একটি মনোরম সাপ দেখা গেল। গোকুল ভয়ে, বিস্ময়ে পাথর। ছায়া এখানে গভীর। অন্ধকার বলে ভ্রম হয়। মাঝে-মাঝে কচিৎ রোদ্দুরের রেখা আদিম অরণ্যের স্মৃতি স্মরণে জাগায়।

নিঃশব্দে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোকুল সাপ দেখে। আর কখনো দেখেনি এমন নয়। কিন্তু নতুন করে দেখে। কতদিন এই সাপটাকেই তার ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। সুন্দরীর মনে ভয় ছিল না কখনো। কেন ছিল না গোকুল এবার বোঝে।

মনোহর বলেছিল, দায়ে পড়ে এখানে আসে সবাই।

সাপ-ও আসে।

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত ॥ বিষ্ণু দে

বর্তমান গ্রন্থে তাঁর ১৯৫৫—১৯৬১ সালের কবিতা সংকলিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ। দাম ৫·০০

দ্বারকানাথ ঠাকুর ॥ কিশোরীচাঁদ মিত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুরের একমাত্র জীবনচরিত। মূল ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত। দাম ১০·০০ (শোভন) ৮·৫০ (সাধারণ)

মালঞ্চের রঙ ॥ বিরাজ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু—প্রবীণ ও নবীন বত্রিশ জন কৃতী কথাশিল্পীর সার্থক গল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন। সুশোভন প্রচ্ছদ। দাম ৬·৫০

কাচ ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দুঃখের অনলে কি প্রেম নবজন্ম লাভ করে? মহৎ প্রেমের উপন্যাস। দাম ৩·০০

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড
বাইশ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা এক

সাদা মলম
বি-টেক্স
দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৩
স্টকিস্টস্ঃ
মেসার্স রোজ অ্যাণ্ড কোং, ৭১ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

এতক্ষণে বোঝা যায়। গোকুল মনোহরের কথাটা যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে।

'এইখানে যে?'

হকচকিয়ে গেছে ত্রিনাথ। বোধ করি ভাবে নি, সে ছাড়া এ অরণ্যে গতি-গম্য আছে কারো।

'দেখতে এসেছি।'

'কি?'

'এই বন, বনের গাছ, পাখি এইসব আর কি।'

ভাবের ঘোরে কথা বলে যায় গোকুল। বড় অচেনা, নতুন-নতুন ঠেকে। ত্রিনাথ ভাবে, বিগড়ে গেছে লোকটা। বউয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে। তাতো হবেই। অমন সুন্দরী যার বউ। আর অতবড় দাগা কার সয়! গোকুলের জন্যে মায়া হয়। আফসোসের অন্ত আর থাকে না।

'বউ এল?'

গোকুল হাসে। নিস্পৃহ নির্বিকার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। যেন তার কোন শোক নেই। ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অন্তত সুন্দরীর কথা ভেবে দুঃখ করার সময় নেই তার। ঘুমন্ত চিতার মত আলো আর ছায়ার দিকে চেয়ে গোকুল অভিভূত হয়। 'সেই সোনালী মাছটাকে গিলে সাপটা কোথায় উধাও হল কে জানে।' ভেবে কূল পায় না গোকুল।

'কি দেখো?'

'সাপ।'

'কেউ আসে এখানে?'

'এইমাত্র একটা সোনালী মাছকে গিলে খেতে দেখলাম।'

'তাই তো করে।' অভিজ্ঞতার হাসি হাসে ত্রিনাথ। ঘৃণায় চোয়াল শক্ত করে বলে, 'দেখে-দেখে চোখ পচে গেল আমার।'

'আমার জানা ছিল না এসব।' গোকুলের কণ্ঠস্বর অপরাধীর মত শোনায়।

'বনে বাস করলে বনের নিয়ম জানা দরকার।'

যেতে যেতে ত্রিনাথ যেন ধিক্কার দিয়ে চলল তাকেই। সাপের কবলে সুন্দরীকে যেন ফেলে দিয়েছে গোকুল নিজে।

দড়ি আর কাটারি হাতে চোখের আড়ালে চলে গেল ত্রিনাথ।

গোকুলের ঘুম পাচ্ছিল। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল সে। বেশ নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় বাকি জীবন এইখানে শুয়ে, ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

হঠাৎ তীব্র চীৎকার করে জেগে উঠল গোকুল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেখতে পেল অসংখ্য পিঁপড়ের সার তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। এবং প্রত্যেকেই তাকে দংশনে উদ্যত। কারণ ওদের মুখের দুটি দাঁড়ার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তারই সন্ধানে লোলুপ। কারণ, তারা

পরস্পর আলাপে মত্ত। কারণ গোকুলের শরীরে সভ্যতার অভিমান আর অহমিকা, অসত্য আর হিংসা তখন আপন-আপন গন্ধে বনের সমস্ত শুচিতা বিনষ্টে উদ্যত। অন্তত তাদের নিঃশব্দ এবং অকপট আচরণে এই একমাত্র ধারণাই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

কথাটা ভেবে গোকুল লজ্জিত হল। আবার ততোধিক দুঃখ তাকে পীড়িত করে। সমাজে কিম্বা সংসারে তার স্থান এখনো অনির্দিষ্ট অথচ তার আত্মীয় বান্ধব অগণন। এ হেন পরিহাস রক্ত-মাংসে অসহ্য।

দ্বিতীয়বার চীৎকার করে ওঠার বদলে স্তম্ভিত হতে হয়। আগে পিছে লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি পিঁপড়ের মিছিল। মাঝখানে একটি পতঙ্গের চিত্রিত শব কোন অজ্ঞাত অন্ধকার সুড়ঙ্গের কাছে বহন করে নিয়ে চলেছে তারা। বিত্তবান বৃদ্ধের শব-যাত্রা মনে পড়ে। ফুল খই ভিখারি আর পয়সার ছড়াছড়ি। আর শোকের বদলে ঘৃণাত্মক উল্লাস। সুতরাং অমিল আদৌ নেই। সুতরাং স্বপক্ষে যুক্তির সন্ধান বৃথা জেনেই গোকুল আর নিজেকে আহত কিম্বা পীড়িত করে তোলে না। বরং নীরবে লক্ষ করাই সমীচীন মনে হল তার। আপাতত গোকুল সেই অদৃশ্য সুড়ঙ্গ খুঁজে পেতে তৎপর। নতুন সুন্দরীর দেখা মেলা ভার।

একদিন অজস্র বর্ষণে শ্রাবণের সন্ধ্যা মৃতপ্রায় মনে হলে শহরে আশ্রয়ের চিহ্নমাত্র খুঁজে পেল না গোকুল। অনন্যোপায় একটি অখ্যাত চায়ের দোকানে একমাত্র পতঙ্গের সংগী হয়ে ঢোকে সে এক কাপ চায়ের প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে পতঙ্গের উদ্বাস্তু আনন্দ দেখে তৃপ্তি বোধ করেছিল। কিন্তু প্রায় এক সংগে দেয়াল আর ছাদের বিভিন্ন গোপন রাজপথ থেকে পাঁচ পাঁচটি ক্ষুদ্র আদিমতম জীবের নিষ্ঠুর, নিঃশব্দ আক্রমণ তাকে আচম্বিতে ক্রুদ্ধ, আহত করে তুলেছিল। সেই প্রবল দুর্যোগে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংগীটিকে বিপুল অন্ধকারের পথ না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি গোকুল। অবশেষে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে

০ প্রতিমা পুস্তক ০

১৩১-ডি-১, আনন্দপালিত রোড
(সি, আই, টি) কলিঃ—১৪
শাখাঃ ১৩, কলেজ রো, কলিঃ—৯

● বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থের বিরাট ও বিচিত্র সমাবেশ।

● সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

(সি ২৪৪৯)

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

আগাথা ক্রিস্টির

বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ উপন্যাস সিরিজ

দশ পুতুল	৩·৫০ ॥	আলোক সম্পাত	৪·০০
চতুরঙ্গ	৪·৫০ ॥	রাতের গাড়ি	৪·০০

কবিতা

ঘনিষ্ঠ তাপ	॥	অরুণ মিত্র	৩·০০
কাচের মানুষ	॥	দিনেশ দাশ	৩·০০
যত দূরেই যাই	॥	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
হরিণ চিতা চিল	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০

রম্যরচনা

সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫·৫০
সাজঘর	॥	ইন্দ্রমিত্র	১০·০০
সাত রানী আট বেগম	॥	শ্রীপান্থ	৫·০০
ধূপছায়া	॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	৪·০০
শ্রীপান্থের কলকাতা	॥	শ্রীপান্থ	৭·০০

গল্প সংকলন

আপন প্রিয়	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
পলাশের নেশা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
তৃষ্ণা	॥	সমরেশ বসু	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
হৃদয়ের জাগরণ	॥	বুদ্ধদেব বসু	৩·৫০
জলপায়রা	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০

উপন্যাস

দুরন্ত চড়াই	॥	সমরেশ বসু	৭·০০
নাম নেই ঠিকানা নেই	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬·৫০
আকাশ লিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
আমার ফাঁসি হল	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
চীনে লণ্ঠন	॥	লীলা মজুমদার	৩·৭৫
অগ্নিসাক্ষী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩·৫০
রাধা	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময়ী রায়	২·০০
নির্বাসন	॥	বিমল কর	২·৭৫

আসন্ন প্রকাশ

নতুন হাওয়া	॥	বিমল কর	৪·৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

সরিৎশেখর মজুমদারের
তৃতীয় গ্রন্থ
প্রথম ভালোবাসা
[illegible]
দাম [illegible] টাকা
গ্রন্থজগৎ : ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
(সি ২৬৫১)

● এই বেরুল
চতুর্মুখ রচিত উপন্যাস
আভাস
শহরতলীর নিম্নবিত্ত জীবনের
ক্লেদ ও ক্লিন্নতার
দুঃখ ও দীনতার
নয়
অথচ গভীর সংবেদনশীল আলেখ্য
আভাস
দাম [illegible] টাকা
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
[illegible] কলিকাতা ৬

গিয়ে সে অধিকতর বিস্ময়বোধ করে। কারণ চায়ের স্বাদ মনুষ্যের ঘাম-রক্ত-অশ্রুর সমতুল' পয়সার মিটিয়ে গোকুল মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডময় অন্ধকারের মাঝখানেই ছুটে গিয়েছিল। কারণ অন্ধকারই একমাত্র সত্য ও সনাতন।

সুখের দিনে কথাটা মনে ছিল না বলেই গোকুলের আজ এই বিপত্তি।

টিকটিকিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সামর্থ ছিল না তার। মনে মনে সুন্দরী তাকে ঘৃণা করত বুঝতে পেরে সে আর আক্ষেপ অথবা অনুশোচনায় মগ্ন হতে পারে না। [illegible] সুন্দরীকে [illegible] অন্ধকারের [illegible] গোকুল আজ [illegible] [illegible] আত্মাকে [illegible] নেই

[illegible]

[illegible] সেই [illegible] [illegible] চা এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিয়েছে। [illegible] [illegible] দিয়ে তাকেই।

গোকুল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible], মাংস [illegible] সব-

চেয়ে প্রিয় খাদ্য। বস্তুত তাদেরই কেউ কেউ আরো দীর্ঘ দীর্ঘকাল বাঁচতে চায়।

এরা এইখানে কেন' ভেবে কূল পায় না গোকুল।

এদের চোখের হাসি তাকে বিব্রত করে।

এক সময় গোকুল বুঝতে পারে সব। হাঁটতে হাঁটতে সে ঠিক সুড়ংগের কাছেই এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন যতদূর চোখ যায় চাঁদের আলোয় আবছা অন্ধকার হয়ে আছে সব। সুড়ংগময় ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন মেয়েদের নিরাবরণ রক্তাক্ত প্রত্যংগ [illegible] দোকানের [illegible] বলে সন্দেহ [illegible]। সব মিলিয়ে সুন্দরীকেই দেখতে [illegible]। কিন্তু প্রাণহীন।

[illegible] বোধ হচ্ছিল। অনুসন্ধান [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সব। [illegible]

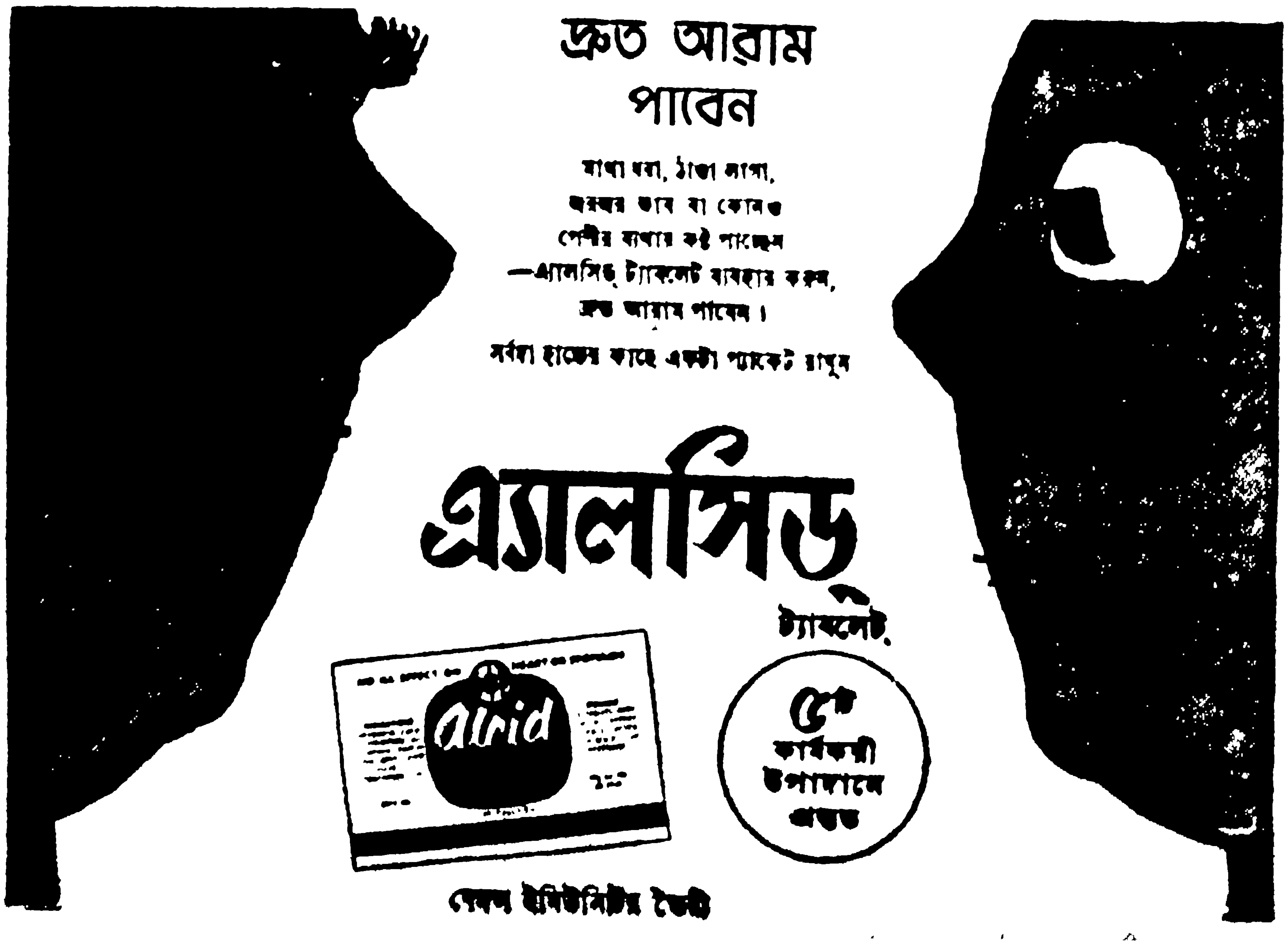

মিনোয়ান লিপি ও মাইকেল ভেন্ট্রিজ

সুবোধকুমার মজুমদার

খৃস্টের জন্মের আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে গ্রীকরা কোন এক অজ্ঞাত আস্তানা ছেড়ে ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে তাদের বসতি স্থাপন করে। বহিরাগত এই জাতি সঠিক কোন্ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করেছিল এবং কাদের হটিয়ে এখানে নিজেদের জায়গা করে নিল—সে খবর আজও ইতিহাসের অজানা। গ্রীসের সাবেকী অধিবাসীরা আক্রমণের চাপে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হল—উন্নততর গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করল এবং কালক্রমে আক্রমণকারীদের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে এমন মিশে গেল যে তাদের চিনবার আর কোন উপায় রইল না। প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে যেসব জাতি ও উপজাতি বসবাস করত তাদের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার ভেদ করে আলোর সন্ধান যে একেবারেই পাওয়া যায়নি, তা নয়। হোমারের মহাকাব্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা—এই দুই চাবিকাঠির সাহায্যে সুদূর অতীতের অনেক রহস্যের সন্ধান আজ পাওয়া গিয়েছে। হোমারের কাব্যে যেসব বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন দেশ-নগর, জাতি-উপজাতি, রাজারাজড়ার কথা আছে তারা যে নেহাত অলীক বা কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ দিয়েছেন শ্লীম্যান, যিনি কেবল হোমারের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে মাটি খুঁড়ে ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষ বার করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় যে গ্রীক জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না—পৃথিবীকে সেই অদৃশ্য জগতের সন্ধান দেবেন—এই সংকল্প নিয়ে শ্লীম্যান কোদাল ও গাঁইতি হাতে নিয়েছিলেন। জীবন-সায়াহ্নে গ্রীসের অন্তর্গত মাইকেনীতে তিনি খননকার্য শুরু করেন। কিন্তু এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের শেষ তাঁর দেখা হল না—কারণ ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্লীম্যানের অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নেন (স্যার) আর্থার্ এভান্স্। ইনি অক্সফোর্ড ও গটিনগেনের কৃতী ছাত্র—ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রখ্যাত প্রত্নগবেষক। একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষ্যে গ্রীসে তাঁর প্রথম আগমন; ইচ্ছা ছিল যতশীঘ্র পারেন কাজটি সেরে ইংলন্ডে ফিরবেন। কিন্তু অতশীঘ্র গ্রীসের মায়া কাটিয়ে দেশে ফেরা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। পরবর্তী সুদীর্ঘ পাঁচিশটি বছর তিনি গ্রীসের পুরাতত্ত্ব [illegible] গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাতেও তাঁর জ্ঞান পিপাসা মেটেনি।

মাইকেনীতে শ্লীম্যান পোড়ামাটির তৈরি অনেক পাত্র, বাসন ফুলদানি, পুতুল নারী মূর্তি ইত্যাদি খুঁড়ে বার করেছিলেন। এগুলির উপরকার কারুকার্য এবং মাঝে মাঝে পালিশও অতি সুন্দর। এই অপূর্ব নিদর্শনগুলির দিকে তাকিয়ে এভান্সের মনে এক প্রশ্নের উদয় হয়। মাইকেনীর অধিবাসীরা এগুলি তৈরি করে তাদের

মাইকেল ভেন্ট্রিজ (১৯২২-৫৬)

শিল্পপ্রতিভা ও কলাকৃতির পরিচয় দিয়েছে—কিন্তু এরা কি নিরক্ষর ছিল? এমন একটিও নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল না কেন যার মধ্যে তাদের ভাষাজ্ঞান ও লিখন-পদ্ধতির পরিচয় আছে? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলেন না এভান্স্। সমস্ত গ্রীস তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন তিনি—যদি কোন প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক-লিপির সন্ধান পান। অ্যাথেন্সের এক দোকানদার পুরাতত্ত্বের জিনিসপত্র বিক্রি করত। তার কাছ থেকে অদ্ভুত চিহ্নাঙ্কিত কয়েকটি সীলমোহর তিনি সংগ্রহ করেন। চিহ্নগুলি এমন সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যবহৃত যে এভান্স্ ভাবলেন যে হয়ত এরই মধ্যে কোন অজ্ঞাত লিপির বর্ণমালা আত্মগোপন করে আছে। তারপর চলল তার অক্লান্ত অনুসন্ধান। বহুজনকে জিজ্ঞাসা করেও যখন এই সীলমোহরগুলির উৎপত্তি [illegible] ঘুরতে ঘুরতে তখন তিনি ক্রীট দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। নানা কারণে তাঁর মনে হয়েছিল এই দ্বীপটিতে অতীতে এক সুসভ্য জাতির বসবাস ছিল। ক্রীটদ্বীপ সেই সময়ে তুরস্ক সরকারের অধীনে। তুর্কীরা কখনই বৈজ্ঞানিক-গবেষকদের সুনজরে দেখত না—তাই পদে পদে এভান্সকে বাধা পেতে হল। কিন্তু কিছুতেই তিনি নিরুৎসাহ হননি। সুযোগ্য সহচর জন্ মায়ার্সকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সমগ্র দ্বীপটি পদব্রজে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন। অবশেষে সেই দুঃসাহসিক অভিযান সফল হল। যে সীলমোহর তিনি খুঁজছিলেন, ক্রীটের গ্রামবাসী অনেক কৃষকরমণীর কাছে তার সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রামের মেয়েরা এগুলি তাবিজ বা মাদুলির মত অঙ্গে ধারণ করত। তাঁর সন্দেহ রইল না, ক্রীটেই কোন অজ্ঞাত লিপির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। ১৯০০ সালে, এই দ্বীপটি ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই বছর থেকেই নসাস্ (Knossos) নামক স্থানে খননের কাজ শুরু করে দেন স্যর্ আর্থার এভান্স্। মাত্র এক সপ্তাহ কাজ চলার পরই এভান্স প্রাচীন উপকথায় বর্ণিত রাজা মিনসের প্রাসাদটার সন্ধান পেলেন। এযুগের একটি বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এটি। গ্রীক উপকথায় জানা যায় যে রাজা মিনস ক্রীটে দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করতেন। সমুদ্রবক্ষে তাঁর ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়াদিতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে মিনস্ তাঁর ছেলেকে গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন। সুপুরুষ ও বীর রাজপুত্র প্রতিটি খেলায় জয়ী হয়ে গ্রীকদের বিরাগ ভাজন হন। এবং পরে ঈর্ষান্ধ গ্রীকরা তাকে হত্যা করে। এই সংবাদ ক্রীটে পৌঁছানমাত্র পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মিনস্ গ্রীস আক্রমণ করলেন। গ্রীকরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছায় তিনি পরাজিত গ্রীকদের উপর এক চরম শর্ত চাপিয়ে দিলেন। ঠিক হল প্রতি ন'বছর অন্তর গ্রীকরা তাদের সাতজন শ্রেষ্ঠ বীর যুবক ও সাতটি রূপসী তরুণী ক্রীটে পাঠাবে। রাজপ্রাসাদের দুর্গম গোলকধাঁধার আবর্তে মিনোটর নামক যে নরমাংসাসী রাক্ষসকে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাজা মিনস্ গ্রীক তরুণ-তরুণীরা তারই বলি হবে। এই ব্যবস্থা বেশ কিছুদিন চলার পর একবার অন্যান্য তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ক্রীটে এলেন রাজপুত্র থীসিয়াস্। মিনসের কন্যা অ্যারিয়াডনি তাকে দেখামাত্র ভালবেসে ফেলেন। এই রাজকন্যার কাছ থেকে থীসিয়াস্ রাক্ষস-বধের জন্য এক তরবারি লাভ করেন। শুধু তাই নয়, [illegible]

চীনের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায়
রচিত একমাত্র প্রামান্য গ্রন্থঃ

লালচীন

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়
মূল্য : ১.৫০

বসুধারা প্রকাশনী
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের
"শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা"
দাম—২.২৫
"জীবনী নয়, স্মৃতিচারণ নয়, শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক 'অ্যানেকডোট'—অন্তরঙ্গের অনেক সংবাদ যা হয়তো অবহেলায় অজ্ঞাত হতো এই গ্রন্থে পূর্ণতরভাবে বিধৃত।"—অমৃত
প্রকাশক:
শিল্পী সংস্থা প্রকাশনী বিভাগ
১৬৩, অরবিন্দ সরণী স্ট্রীট
(৩৩-৬০৫৭)
প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থপ্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

প্রকাশিত হল
মানসী প্রিয়া
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
নতুন বই
মানসী প্রিয়া
দাম ৬.০০

গ্রন্থপীঠ
২০৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

গোলকধাঁধা থেকে ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে একগাছি সুতোও পেলেন—যার এক প্রান্ত ধরা রইল অ্যারিয়াডনির হাতে। বীর থীসিয়াস মিনোটরকে হত্যা করে সেই সুতো ধরে যথাসময়ে দুর্গম আবর্তের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর রাজকন্যাকে বিবাহ করে বিজয়ী বীর আবার ফিরে গেলেন গ্রীসে।

রূপকথার খোলস ছাড়ালে এই উপাখ্যান থেকে দুটি তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, সুদূর অতীতে একটি সামুদ্রিক শক্তি গ্রীস আক্রমণ করে অ্যাথেন্স বিধ্বস্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত মিনস ছিলেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রকৃতির রাজা। রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস মিনোটর কি রাজা মিনস নিজে নন? এভান্স মাটি খুঁড়ে সমস্ত প্রাসাদটি উদ্ধার করেছিলেন। মোট পাঁচ একর জায়গা জুড়ে এটি দাঁড়িয়েছিল। প্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দ, বিরাট বিরাট প্রকোষ্ঠ ও অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ—রাজা মিনসের ঐশ্বর্য ও বৈভবের পরিচয় বহন করছে। এভান্স অনুমান করেছেন সমগ্র নসাস শহরটিতে সম্ভবত লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল।

এভান্সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার অসংখ্য লিপিমালার সন্ধান। ক্রীটে তিনি যে বিভিন্ন ধরনের লিপি খুঁজে পেয়েছিলেন সেগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথমত ছবি-আঁকা লিপি—যার সঙ্গে মিশরীয় চিত্রলেখ বা hieroglyphics-এর নিকট-সম্পর্ক আছে। এগুলির সংখ্যা বেশী নয় এবং এদের পাঠোদ্ধার ও সময় নির্ণয় কোনটাই এখনও সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট মাটির চৌকো-'ট্যাবলেট', এভান্স যার নাম দিয়েছেন—"লিনীয়ার এ"। সমগ্র দ্বীপেই এগুলি ছড়ান অবস্থায় পাওয়া গেলেও একমাত্র "হেগিয়া ট্রিয়াডা'তেই দেড়শ' ট্যাবলেট এক সঙ্গে এক জায়গায় পাওয়া গেছে। তৃতীয়ত নসাসের রাজপ্রাসাদে এ ধরনের আরও তিন চার হাজার ট্যাবলেট পেয়েছেন এভান্স। এগুলির তিনি নাম দিয়েছেন—"লিনীয়ার বি" এগুলিতে অক্ষরগুলি চিত্র-সমষ্টি লক্ষ্য করা যায় এবং স্থানে স্থানে লম্বা দাঁড়ি দিয়ে চিহ্নগুলি ভাগ করা থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে সবসুদ্ধ প্রায় উননব্বইটি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে লিনীয়ার বি লিপিতে। এই প্রধান তিনটি লিপির মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা এবং একটি থেকে অপরটি উদ্ভূত কিনা এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়।

সমগ্র ক্রীটে একমাত্র নসাস-প্রাসাদেই এত অসংখ্য লিনীয়ার বি ট্যাবলেট পাওয়ার ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে কিনা পণ্ডিতরা অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের মতে মিনসের প্রাসাদটি একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডে প্রাসাদটি বিনষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু মাটির ঐ চৌকো-ট্যাবলেটগুলি অগ্নিদগ্ধ হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে এবং তিন হাজার বছর ধরে সেগুলি ঐ অবস্থাতেই মাটির তলায় অক্ষতভাবে থেকে যায়। যে অগ্নিকাণ্ড মিনসের সর্বনাশ ডেকে আনল, তাকেই ভাবীকালের ঐতিহাসিক অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিয়েছেন—কেননা আগুনে না পুড়লে 'লিনীয়ার বি' কখনই টিঁকে থাকত না। যেহেতু এই ট্যাবলেটগুলি সংখ্যায় এত প্রচুর—সেজন্য পণ্ডিতরা বরাবরই এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন পাঠোদ্ধারের আশায়। অপর দুই প্রকার লিপির সংখ্যাল্পতা সাফল্যের সম্ভাবনাকে সুদূর-পরাহত করেছে।

কোন অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারকালে প্রত্নতাত্ত্বিক তিনটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রথমত ধরা যাক এমন লিপি যার ভাষা আংশিকভাবে জানা কিন্তু বর্ণমালা অজ্ঞাত। উদাহরণ স্বরূপ 'কিউনিফর্ম' লিপির কথা বলা চলে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক Grotefend ১৮০২ সালে যখন কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার করেন তখন দেখা গেল যে এর ভাষা প্রাচীন পারস্য দেশীয় ভাষা যা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বর্ণমালা ও সংকেত সম্পূর্ণ অজানা ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন লিপি প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে আসে যার বর্ণমালা সহজে চেনা যায় অথচ ভাষা অজ্ঞাত। যেমন ইট্রাস্কান লিপি। এর হরফগুলি গ্রীক কিন্তু ভাষা জানা না থাকায় অর্থোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল সমস্যার উদয় হয় সেইখানে যেখানে ভাষা ও বর্ণমালা কোনটাই জানা থাকে না। অজ্ঞাত বর্ণমালা ও ততোধিক দুর্বোধ্য ভাষার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের। কিন্তু ঐ একটি লিপির যদি অন্য ভাষায় একাধিক অনুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় তো হ'লে হয়ত পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে। যেমন রোজেটা স্টোন। নীলনদের বদ্বীপে প্রাপ্ত এই মিশরীয় চিত্রলেখটির সঙ্গে যদি একটি গ্রীক ভাষ্য না থাকত তাহলে মিশরীয় চিত্রলেখ বা hieroglyphics-এর রহস্যোদ্ঘাটন হ'ত কি না সন্দেহ। ক্রীটে লিনীয়ার বি লিপি ও ভারতে মহেঞ্জোদরো লিপি—এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

ক্রীটে মিনোয়ান বা লিনীয়ার লিপির আবিষ্কারক স্যার আর্থার এভান্স ১৯০৯ সালে তাঁর Scripta Minoa নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। এতে তিনি ক্রীটের চিত্রলেখগুলির পরিচয় দিলেন।

আলোচিত হয়নি। তারপর দীর্ঘদিন এভান্স নীরব রইলেন। ছাব্বিশ বছর পর ১৯৩৫ সালে লিনীয়ার লিপিগুলির পরিচয় জানালেন বিশ্ববাসীকে। এই সুদীর্ঘকাল নীরব থেকে প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণাকে ব্যাহত করেছিলেন বলে এভান্স বিশ্বৎসমাজে নিন্দিত হয়েছেন। যাঁরা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করেন তাদের একটি অলিখিত বিধান মেনে চলতে হয়। যিনি মৃত্তিকা গহ্বর থেকে যা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করবেন পৃথিবী সমক্ষে সেগুলি উপস্থাপিত করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই। তাই এভান্স ছাড়া ক্রীটের লিনীয়ার লিপি প্রকাশ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যাঁরা ক্রীটের লিপিগুলির পাঠোদ্ধারে মন দিয়েছিলেন উপযুক্ত উপকরণের অভাবে তাঁদের কাজ প্রায় বন্ধই থেকেছিল এতকাল। ১৯৪১ সালে ৯০ বছর বয়সে স্যার আর্থার পরলোকগমন করলেন। সেই বছরই হিটলারের বাহিনী ক্রীটদ্বীপ দখল করে। এভান্সের প্রিয় সাধের বাড়ি 'Villa Ariadne' জার্মান সামরিক বাহিনীর প্রধান মন্ত্রণালয় হয়। এই সংবাদ এভান্স শুনে যাননি। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘ দশ বছর পর তাঁর সুযোগ্য সহচর স্যার জন মায়ার্স Scripta Minoa দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করেন এবং ক্রীটের অবশিষ্ট লিপিমালার বিশদ বিবরণ পাওয়া গেল।

এভান্স ক্রীটের লিপির পাঠোদ্ধার করেননি। কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কতকগুলি মতামত তৈরি করেছিলেন যেগুলি তাঁর শিষ্যদের কাছে অভ্রান্ত মনে হয়েছিল। তাঁর প্রথম মত ক্রীটের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীক সম্পর্কশূন্য। দ্বিতীয় মত, ক্রীটান লিপির মূল খুঁজে পাওয়া যাবে সাইপ্রাস দ্বীপের প্রাচীন লিপির মধ্যে। এই উভয় মতের সপক্ষে তিনি প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ দাঁড় করালেও পণ্ডিত মহলে তা কোনোদিন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। ইংলণ্ডে এভান্সের সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশ একটা গোঁড়ামিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যার বিরুদ্ধতা করা দুঃসাহস বলেই গণ্য হত। যে কজন এভান্সকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করে ভিন্ন মত পোষণ করতেন বৈষয়িক জীবনে তাঁদের অনেককেই নানা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এভান্সের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হবে অধিকাংশ গবেষকই এমন একটি গোলকধাঁধার আবর্তে প্রবেশ করেন যেখানে থেকে তাঁরা সহজে আর বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পান নি। সকলেই হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন কোথায় সেই সুন্দরী অ্যারিয়াডনি, যাঁর সুতো এই গোলকধাঁধার মধ্যে পথ দেখাবে, কোথায় সেই বীর রাজপুত্র যে তরবারির আঘাতে রাক্ষসকে বধ করে, পাষাণী পাপপদ্মো

প্রকাশিত হল

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার
একটি অনন্যসাধারণ সংকলন

বিশ্ব বিবেক

সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু
ও শংকর

১। আত্মপরিচয়—
স্বামী বিবেকানন্দ (স্বামীজীর বিভিন্ন রচনা থেকে সংকলিত)

২। প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দ—
মহেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ সিংহ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), হরিপদ মিত্র, মিসেস [illegible] হ্যারিয়েট মনরো, ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রিকার প্রতিনিধি, লুসি মনরো, এরিক হ্যামন্ড, নিবেদিতা, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, উদ্বোধন পত্রিকার বিবরণ।

৩। মনীষী সঙ্গমে—
স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এনি বেশান্ত, জোসেফাইন ম্যাকলাউড, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ইভা [illegible], বিপিনচন্দ্র পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র বোস, এলা হুইলার উইলকক্স, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, [illegible] রাধাকৃষ্ণন, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, জওহরলাল নেহরু, উ থান্ট, বিনোবা ভাবে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু।
বিবেকানন্দ ও—ম্যাক্স মুলার, তিলক, উইলিয়াম জেমস, জগদীশচন্দ্র বসু, টলস্টয়, রকফেলার, ওটো, মহাত্মা গান্ধী, হিরাম ম্যাক্সিম, নিকোলা টেসলা, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ।

৪। আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ—
নিবেদন—[illegible]
বেদান্ত ও বিবেকানন্দ—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা—শ্রীদিলীপকুমার রায়
সঙ্গীত সাধক স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামীজী—সংকলিত
বিপ্লব-আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব—হরিকুমার চক্রবর্তী
দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামীজী—ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক চেতনা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শ—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
স্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদ—শ্রী[illegible]
বিবেকানন্দ ও সোশ্যালিজম—শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দের দর্শন—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বামীজীর শিক্ষাতত্ত্ব—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
কাব্যমনীষী—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ
বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টি—সংকলিত
মহাত্মা বিবেকানন্দ—শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু
বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্র—ইন্দ্রমিত্র
শিষ্যজীবন : দেববাণী—উমা বসু, (মিত্র)
'বিবেকবাণী'—শংকর

Vivekananda as English Speaker and Writer
Srikumar Banerjee

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ আকর্ষণ—জাতীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক শ্রীসনৎবিহারী ঘোষ ও দেবী বসু সংকলিত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষায় স্বামীজী সম্পর্কিত গ্রন্থের সুবিশাল তালিকা।

দাম—দশ টাকা

বাক্‌-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

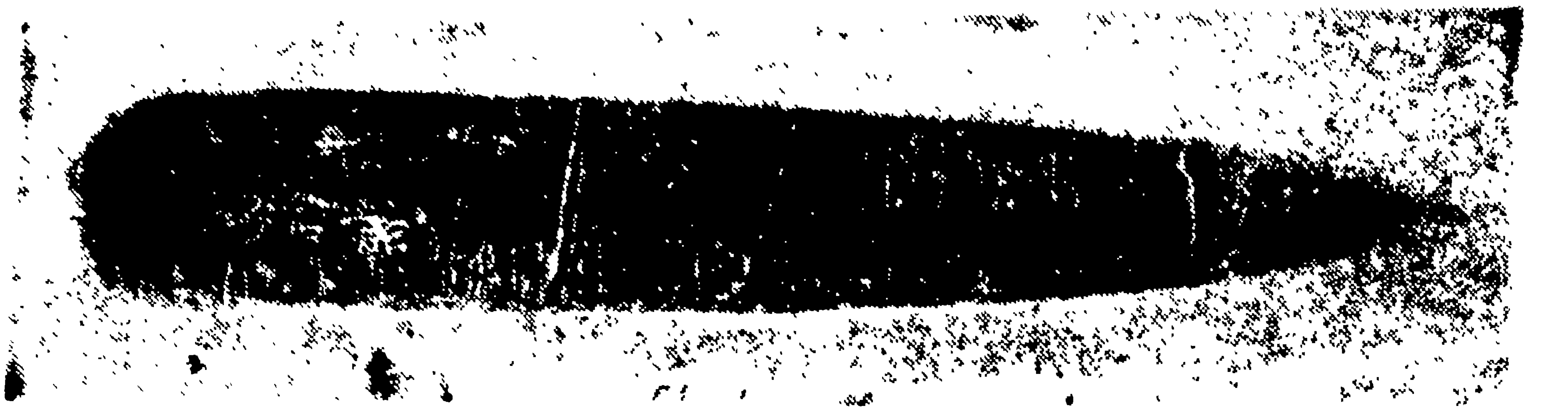

পাইলোস্-এর পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত (বি) টেবলেট

করবে? তাদের কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। অর্ধশতাব্দীর স্বপ্ন ও সাধনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। বালক বীরের বেশে তিনি বিশ্ব জয় করলেন। গভীর সুড়ঙ্গপথের আবর্তে যে বিস্ময় লুকিয়েছিল, "লিনীয়ার বি"র পাঠোদ্ধার করে তিনি তার সন্ধান দিলেন জগৎকে।

১৯৩৬ সালে লণ্ডনে এক সভায় স্যার আর্থার এভান্স মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে এক ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেদিনকার সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন—চোদ্দ বছর বয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে বালক সেদিন প্রত্নতাত্ত্বিকের বক্তৃতা শুনছিল। প্রাচীন সভ্যতার বিস্মৃত অধ্যায়গুলি তাঁর মনসপটে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছিল। স্বপ্নাবিষ্ট মন নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। সেইদিনই তার মনে নিহিত হল এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ। সাত বছর বয়সে শ্লীম্যান যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বড় হয়ে তিনি ট্রয়নগরী আবিষ্কার করবেন, ভেণ্ট্রিজও তেমনি সংকল্প করেছিলেন বড় হয়ে তিনি মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্ঘাটন করবেন। অতি অল্প বয়সেই প্রত্নতত্ত্ব তাকে আকর্ষণ করেছিল। বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই তিনি মিশরীয় লিপি সম্বন্ধে একটি দুরূহ জার্মান বই আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করেন। সুখী ও সচ্ছল এক পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন ভারতীয় সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—মা ছিলেন বিদুষী মহিলা। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শিল্পিসুলভ সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সজীব একটি মন। অন্য সব অভিজাতবংশীয় ছেলের মতই তাঁকে গৃহশিক্ষা শেষে পাঠানো হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডের এক বিদ্যায়তনে। এখানে অবস্থান কালে দুটি ভাষা—ফরাসী ও জার্মান, তিনি ভাল করে শিখে ফেলেন। পরবর্তীকালে পোলিশ ও সুইডিশ ভাষাও তাঁর আয়ত্তে আসে। ইংলণ্ডে ফিরে এক সময়ে তিনি সামান্য গ্রীকও শিখেছিলেন—পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাকে নিজের এই ক্রটির কথা উচ্চারণ করতে শোনা গিয়েছিল। ভাবী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক-গবেষক কিন্তু কোনদিনই অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে ইতিহাস বা ক্লাসিক্স চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন নি। নিয়তি তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে টেনে নিয়েছিল। জীবনের লক্ষ্য হিসাবে তিনি বেছে নিলেন স্থাপত্য শিল্পকে। লণ্ডনে অবস্থিত স্থাপত্য-চর্চার প্রধান কেন্দ্রে ভর্তি হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সাময়িকভাবে পড়াশোনা তাকে বন্ধ রাখতে হল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিমান-বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি দেশরক্ষার কাজে নামলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর সহকর্মী জন চ্যাডুইকও ঠিক এই সময়ে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে দুজনেই আবার ফিরে এলেন তাঁদের পূর্বতন কাজে—ভেণ্ট্রিজ স্থাপত্যশিল্প কেন্দ্রে, এবং চ্যাডুইক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে সম্মানের সঙ্গে স্থাপত্যের ডিগ্রী নিয়ে পাশ করে বেরোলেন মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। কিন্তু যিনি নামকরা স্থপতি হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হতে পারতেন, তিনি তাঁর অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। যে কৌতূহল বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে সঞ্চিত হচ্ছিল, সেই কৌতূহলই তাঁকে টেনে নিয়ে চলল মিনোয়ান লিপির পাঠোদ্ধারের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার পথে। মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে প্রতি বছর যেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত—তার সব খবরই রাখতেন তিনি। কোন্ পণ্ডিতের কি মত, নূতন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হল কিনা, গবেষকরা নূতন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন কিনা—এ-সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় মিনোয়ান লিপির উপর একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ এ যাবৎ ভেণ্ট্রিজের নাম শোনেননি, তাঁর বয়স ও পরিচয় কিছুই তাদের জানা নেই—তবু প্রবন্ধে দু-একটি নূতন কথা ছিল বলে এটি ছাপা হল। মাইকেল ভেণ্ট্রিজের বয়স তখন ১৮ এবং প্রবন্ধটি পাঠাবার সময় নিজের বয়সটি তিনি গোপন করেছিলেন। মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্ঘাটনে এটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে ভেণ্ট্রিজ বলেছিলেন যে, প্রবন্ধটিতে তাঁর অপরিণত মনের ছাপ রয়ে গেছে—এবং সব মিলিয়ে এটি তাঁর ছেলেমানুষির এক নিদর্শন। কিন্তু ভেণ্ট্রিজ এই প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছিলেন তা নেহাত অর্বাচীন বলে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তাঁর মতে মিনোয়ান লিপি—মূলত ইট্রাস্কান। ইট্রাস্কানদের সম্বন্ধে একটি মত এই যে, এরা আসলে গ্রীসের অধিবাসী, পরে ইটালীতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। যদি এই ধারণা আংশিকভাবেও সত্য হয়, তা হলে বালক ভেণ্ট্রিজের অনুমানকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা চলে না।

১৯৫০ সালে মাইকেল ভেণ্ট্রিজ একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা তৈরী করেন এবং এটি সবসুদ্ধ বারোজন বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁদের উত্তর ও মতামত জানার আশায়। ভেণ্ট্রিজের মনে মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে যত প্রশ্ন ও সমস্যার উদয় হয়েছিল সবই এই প্রশ্ন তালিকায় স্থান পেল। দশজন পণ্ডিতের কাছ থেকে উত্তর এসেছিল। এগুলি আবার প্রয়োজনমত অনুবাদ করিয়ে এবং নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিলি করেন। গবেষণা ক্ষেত্রে ভেণ্ট্রিজ কতখানি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন—এটি তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মিনোয়ান লিপির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কি বিরাট মতভেদ ছিল তা এই প্রশ্নোত্তরগুলি থেকে জানা যায়। আমেরিকার ডাঃ অ্যালিস কোবার তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তরে মৃদু তিরস্কার জানিয়েছিলেন ভেণ্ট্রিজকে। তাঁর মতে এ ধরনের প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদানে এরকম দুরূহ সমস্যার কোন কূলকিনারা হবে না। শ্রীমতী কোবার একজন অসাধারণ মহিলা—যিনি গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলেও, ক্লাসিক্স ও প্রত্নতত্ত্বে গবেষণা চালাতেন। তাঁর একটি বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করে ভেণ্ট্রিজ উপকৃত হয়েছিলেন এবং সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজে তাঁর

দানও নেহাত সামান্য নয়। দুঃখের বিষয়, ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যু একটি সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের উপর যবনিকা টেনে দেয়। ভেন্ট্রিজের এই প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে গত পঞ্চাশ বছরে মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছিল তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। এই বছরই নিজস্ব মতামতসহ তিনি প্রশ্নোত্তরগুলি একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন, যার নাম দেওয়া হয় "মিড্-সেঞ্চুরি রিপোর্ট।" "লিনীয়ার বি'র চিহ্নগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাজিয়ে, ধীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা তার মধ্যে কোন ভাষার প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই সময়ে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর অবসর সময় অল্পই ছিল। রিপোর্টের শেষাংশে তাই আক্ষেপ করে তিনি লিখেছিলেন যে, এই দুরূহ গবেষণা কাজে নিজস্বভাবে তাঁর আর কিছুই দেওয়ার নাই—কেননা জীবিকার্জনের নিমিত্ত তাঁকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে—তবে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছেন সে পথে অগ্রসর হলে সফলতা অনিবার্য। কিন্তু মুখে যাই বলুন না কেন, ভেন্ট্রিজ মিনোয়ান্ লিপির গবেষণা থেকে নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। যিনি একবার পাথরের প্রেমে পড়েছেন তাঁর আর সহজে মুক্তি নেই। সমস্ত কাজকর্ম সেরে তাই ভেন্ট্রিজ ফিরে আসতেন তাঁর নিজস্ব জগৎ—প্রত্নতত্ত্বের যাদুপুরীতে। সেখানে চলত তাঁর অক্লান্ত গবেষণা। যে কাজে তাঁর এত উৎসাহ, এত আনন্দ তাতে তাঁর অবসর কোথায়? দু'বছর পর তাঁর কাজের নমুনা পাওয়া গেল ১৭৬ পাতার এক 'ওয়ার্ক নোট্‌স্'-এ। এটিও তিনি নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সকলেই জানলেন কিভাবে ধীরে ধীরে ভেন্ট্রিজ এগিয়ে চলেছেন এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের দিকে। কোন কিছু গোপন করেননি তিনি। ওয়ার্ক নোট্‌স্-এর পাতায় তাঁর ভাল-মন্দ, দোষ-ত্রুটি সবই দেখিয়ে দিলেন। যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর দৃঢ় মতামতের মধ্যে কাল্পনিক বা মনগড়া কোন তথ্যের স্থান ছিল না। এভান্স মিনোয়ান্ লিপি সম্বন্ধে রায় দিয়েছিলেন, এগুলি গ্রীক সম্পর্কশূন্য এবং তাঁর মতই এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এতদিন পর এভান্সের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেন্ট্রিজ প্রমাণ করলেন "লিনীয়ার বি'র ভাষা গ্রীক্—যদিও তার ধরনটি খুবই প্রাচীন। ক্রমশই ভেন্ট্রিজ একটি বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন—সেটি হচ্ছে, প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও উপভাষাদি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা। এখন থেকে তিনি গ্রীক ভাষাবিদ্ একজন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞের সাহায্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। এ-বিষয়ে স্যার্ জন্ মায়ার্স তাঁকে সাহায্য

বিমল মিত্রের
ক্লাসিক উপন্যাস

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ—১৬৲ ২য় খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ—১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কালজয়ী উপন্যাস

কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

চলাচল ৬॥০ পঞ্চতপা ৬॥০ সাত পাকে বাঁধা ৪॥০

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮॥

প্রমথনাথ বিশী ও বিজিত দত্ত সম্পাদিত

বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক ১২॥

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের
কাব্যসাহিত্যের ধারা ৪॥০

কালিদাস রায়ের
সাহিত্য প্রসঙ্গ ৫৲

ডাঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের
আধুনিক বাংলা কাব্য ৬॥০

ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার ৬॥০

প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

বিহারীলাল রচনাসম্ভার ১০, (বিহারীলাল চক্রবর্তী)
ভূদেব রচনাসম্ভার ১০, (ভূদেব মুখোপাধ্যায়)
রমেশ রচনাসম্ভার ১০, (রমেশচন্দ্র দত্ত)
বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার ১০, (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)
মাইকেল রচনাসম্ভার ১০, (মাইকেল মধুসূদন)
কান্তকবি রচনাসম্ভার ১০, (কান্তকবি রজনীকান্ত)
গিরিশ রচনাসম্ভার ১০, (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)
বঙ্কিম রচনাসম্ভার (যন্ত্রস্থ) ১০, (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

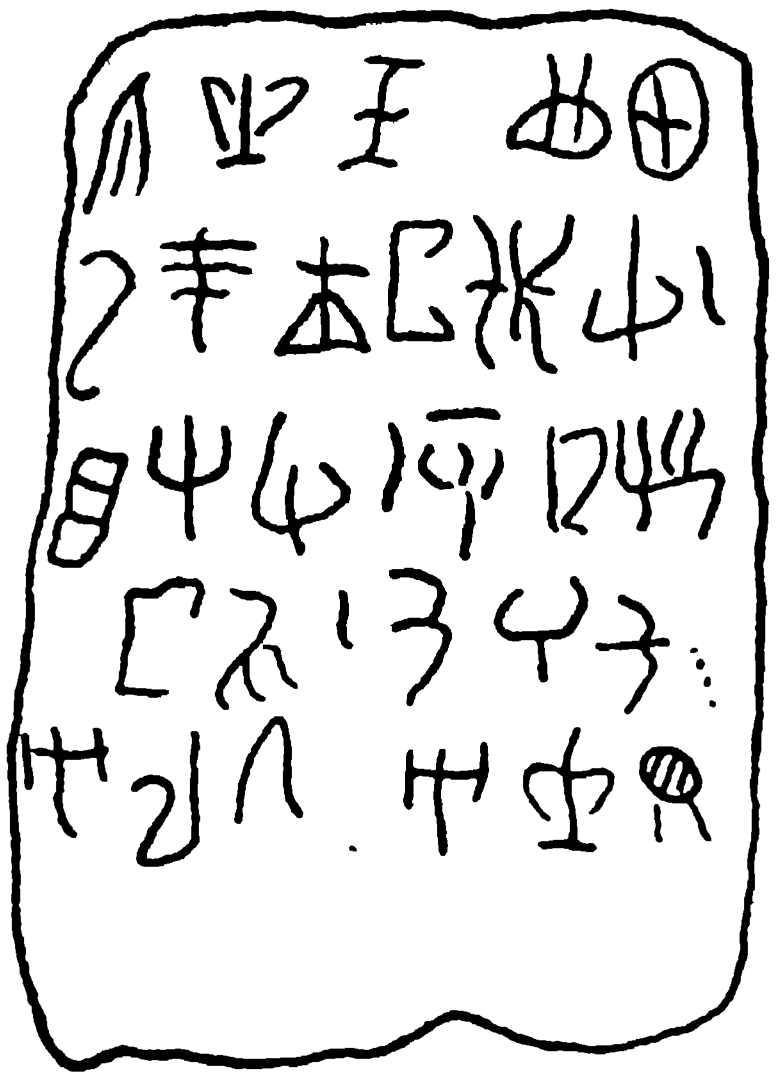

(ক)

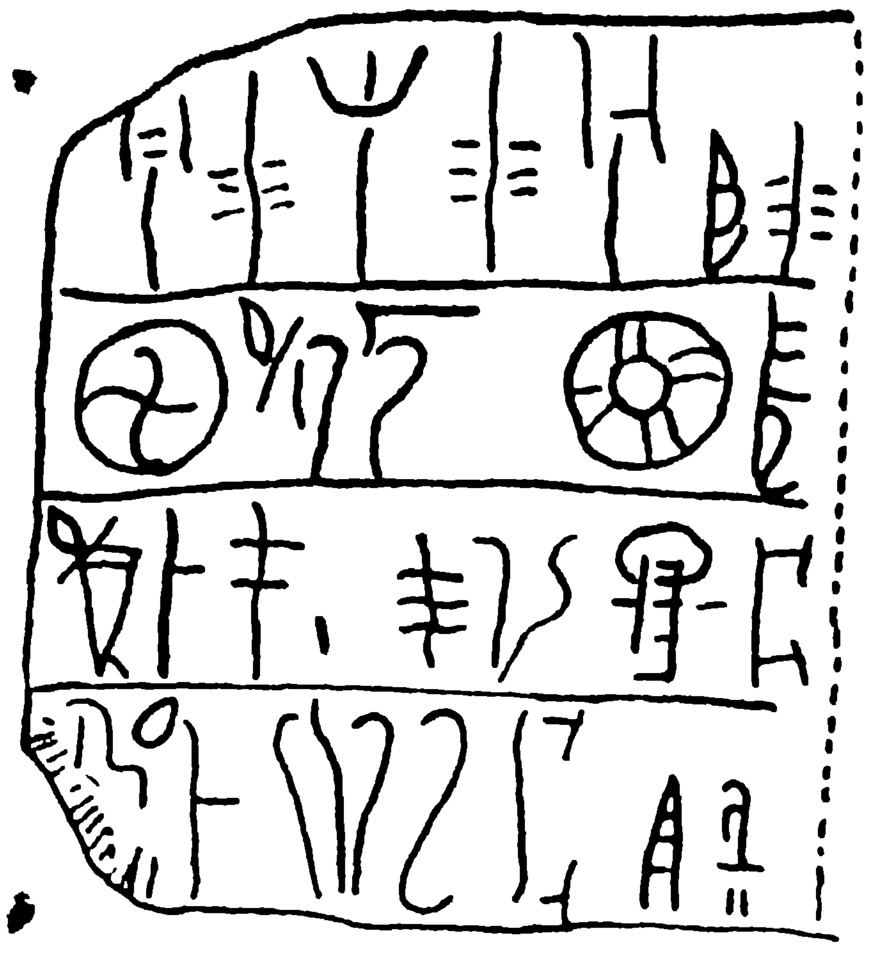

(খ)

মিনোয়ান্ লিপির প্রধান দুই নিদর্শন—(ক) "লিনীয়ার এ"—যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। (খ) "লিনীয়ার বি"—ভেণ্ট্রিজ যার রহস্য ভেদ করেছেন

করতে এগিয়ে এলেন। কেম্ব্রিজের এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি ভেণ্ট্রিজের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। ইনি ক্ল্যাসিক্সে সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কিছুকাল পূর্বে Oxford Latin Dictionary সম্পাদন কাজে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি কেম্ব্রিজে ক্ল্যাসিকাল ফিললজির রীডার নিযুক্ত হন। জ্ঞানবৃদ্ধ মায়ার্সের প্রচেষ্টায় দুটি নবীন প্রাণ মিলিত হল এক কঠিন সাধনায়। শুরু হল, ভেণ্ট্রিজ-চ্যাডুইক-এর বিস্ময়কর সহযোগিতা বা যৌথ-তপস্যা যার ফলে তিন হাজার বছরের সুষুপ্তি কাটিয়ে মিনোয়ান্ লিপি সরবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল—সুস্পষ্ট গ্রীক্ ভাষায়। ভেণ্ট্রিজ ও চ্যাডুইক্ মিনোয়ান্ লিপির গ্রীক উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেন সেগুলি তাদের এক নিবন্ধে প্রকাশিত হল। এর নাম দেওয়া হয়েছে "এভিডেন্স।" কিন্তু সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি পাওয়াও সহজ হয়নি। ইংলণ্ড ও সুইডেনে কিছু সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁদের মতকে স্বীকার করে নিলেও, প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন, এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

কিন্তু পরের বছর ১৯৫৩ সালে আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক কার্ল ব্লেগেনের আবিষ্কার সব সন্দেহের নিরসন করল। ১৯৩৯ সালে ইনি মাইকেনীর অন্তর্গত পাইলসে খননকার্য চালিয়ে প্রায় ৬০০ লিনীয়ার বি ট্যাবলেটের সন্ধান পান। যুদ্ধের মধ্যে কাজ বন্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষে আবার তিনি খনন কাজ শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আরও ৩০০ ট্যাবলেট আবিষ্কার করেন। এগুলির মধ্যে এমন একটি নিদর্শন ছিল যেটি ভেণ্ট্রিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নিজেই পড়ে ফেলতে পারলেন। লিনীয়ার বির রহস্য ভেদ হয়েছে—এ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। উল্লসিতচিত্তে তিনি ভেণ্ট্রিজ ও চ্যাডুইককে অভিনন্দন জানালেন। এবার অবিশ্বাসীর দলকে হার মানতে হল। খ্যাতির দরজা খুলে গেল সেই সঙ্গে সৌভাগ্যেরও। যদিও এখনও কেউ কেউ বললেন যে, পাইলসের ট্যাবলেটগুলি আসলে গ্রীসের নিজস্ব সম্পদ নয়—এগুলি ক্রীট থেকে লুট করে আনা হয়েছিল কোন সময়ে। কিন্তু গ্রীসের কোন আক্রমণকারী কতকগুলি চৌকো-মাটির ট্যাবলেট কেন ক্রীট থেকে লুট করে আনবে—এবং কি তাদের লাভ হবে—তার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই সেই মতও পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বদেশে বিদেশে বহুস্থানে বিদ্বৎমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তরুণ গবেষকদ্বয়। ২৪শে জুন ১৯৫৩ সালে ভেণ্ট্রিজ লণ্ডনে তাঁর ভাষণ দেন। পরের দিন "টাইমস" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হল। ঠিক ঐদিনই এভারেস্ট বিজয় সম্বন্ধে একটি খবর সংবাদপত্রের অপর স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল। একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই শীর্ষে দুটি আবিষ্কার কাহিনী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হয়ত এমন নাটকীয়ভাবে সংবাদ দুটি পরিবেশন করার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ ছিল না। তবু দেখা গেল, কিছুকালের মধ্যে সাংবাদিকরা লিনীয়ার বি-র পাঠোদ্ধারের কাহিনীকে "The Everest of Greek archaeology" বলে বর্ণনা করলেন।

প্রাচীন গ্রীক কবি গেয়েছেন—ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদের তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্নেহময় কোলে টেনে নেন। ভেণ্ট্রিজ সম্বন্ধে একথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। লণ্ডনের অদূরে হ্যাটফিল্ডের কাছে তাঁর গাড়ির সঙ্গে এক লরির সংঘর্ষ লাগে এবং এই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর। গত শতাব্দীতে ঠিক এই বয়সেই দেহাবসান ঘটেছিল আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের—তাঁর নাম শাঁ শাপলিয়ঁ—যিনি মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

জন চ্যাডুইক* তাঁর স্বর্গত বন্ধুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভেণ্ট্রিজের দুটি গুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। একটি হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তি। তাঁর মন এত দ্রুত কাজ করে যেত যে, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তার নিজের পক্ষে সহজ হত না সব সময়ে। গবেষণা কাজে লক্ষ্য করা গেছে যে কোন একটি নূতন সূত্র বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত এই প্রত্নগবেষকের কাছে উপস্থাপিত হলেই তড়িৎগতিতে তাঁর মন কাজ করে চলত এবং অতি অল্প সময়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব দিক বিবেচনা করে প্রশ্নের সমাধানেও তিনি পৌঁছাতে পারতেন। ভেণ্ট্রিজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর সুশৃঙ্খল মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি যা অসংখ্য এলোমেলো ঘটনা ও হাজার হাজার সাংকেতিক চিহ্নের অরণ্যে পথ না হারিয়ে একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেত। স্থাপত্যচর্চায় তিনি সম্ভবত এই শক্তি পরিমাত্রায় অর্জন করেছিলেন এবং সেই শক্তিই তাঁকে লিনীয়ার বি-র রহস্যোদ্ঘাটনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। স্থপতির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সৌধের বহিরাবরণ বা আলংকারিক সৌষ্ঠবে নিবদ্ধ না থেকে তার মূল কাঠামো বা ভিত্তি-প্রস্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কতখানি এখনও তা নির্ণয়ের সময় আসেনি। লিনীয়ার বি-র মধ্যে কোন মহৎসাহিত্য বা শিল্পকর্মের প্রেরণা নাই। যাঁরা ভেবেছিলেন এই আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের কোন বিলুপ্ত কীর্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। এই ট্যাবলেটগুলিতে মানুষের নিত্যব্যবহার্য কতগুলি অতি-সাধারণ দ্রব্যোপকরণের তালিকামাত্র পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে প্রাচীন গ্রীসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। তবে এই আবিষ্কারকে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যায়, এই কারণে যে হোমারের সাত শ' বছর পূর্বে গ্রীসে যে ভাষায় কথা বলা হত তার একটা রূপ আমরা জেনেছি। আজ পর্যন্ত অতি প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও উপভাষার নিদর্শন যতগুলি আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে লিনীয়ার বি-র লিপিমালা প্রাচীনতম।

---

* **John Chadwick : The decipherment of Linear B.)cambridge, 1958)**

ফিনান্স বিভাগের, এসেছেন আদ্দিস-আবাবার কান্টিবার অর্থাৎ মেয়র গভর্নরের ফিনান্সিয়াল এডভাইজার হয়ে। কান্টিবার উপাধিযুক্ত নামটা উল্লেখযোগ্য : ডেজাজমাচ জাউডে গেব্রে সেল্লাসী।

সান্যাল এসে গেল। আমরা হেঁটেচলে খেতে যাব মনে করেছিলাম কিন্তু ভদ্রলোক বল্লেন 'সে তো হবে না। আমি যে আমার ওখানে খাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আমার স্ত্রী তোমাদের [illegible] আশা করে বসে আছেন।'

অগত্যা আমরা তিনজনে ওঁর গাড়িতে উঠে বসলুম। রাস্তায় নিউমার্কেট থেকে উনি কষ্ট ও [illegible] মাঝামাঝি [illegible] একটা [illegible] কিনে নিলেন।

বড় বাংলো। ফুলের সমারোহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সিঁড়ির উপর [illegible] বসেছিলেন শ্রীযুক্তা সেন [illegible]। [illegible] এবং চুল সবই পাকা হাতে চুড়ি [illegible] গলায় চওড়া হার। [illegible] অধুনিকভাবে পরা। উপরে [illegible] উলের [illegible]।

যোগদান করতে নাইরোবি এসেছিলেন। নাম শ্রী —সেন।

মাসীমা আমাদের বসিয়ে রেখে ভিতরে গেলেন। আমি ম্যানসন-পালিশ দেওয়া ঝকঝকে কাঠের মেঝের দিকে তাকিয়ে বইলাম। সান্যাল মেসোমশাই ও শ্রী সেনের [illegible] যোগ দিল। একটু পরেই মাসীমা রসগোল্লা [illegible] জিলিপি ও ভুট্টার খই অর্থাৎ পপ কর্ণ নিয়ে ফিরলেন। প্রত্যেকের [illegible] একটা করে [illegible] দিতেই বললাম 'এত [illegible] খেলে [illegible] খাব কি করে' বল্লেন [illegible] অনেক দেবী' তা ছাড়া [illegible] দাবনা [illegible] পায়।

পরিচারিকাকে ডাক দিতেই বেরিয়ে এল এক তরুণী শ্যামা চমৎকার ফ্রক পরা হাতে ঘড়ি, মাথায় [illegible] বাঁধা [illegible] [illegible] গড় [illegible] এক প্রাণবন্ত পরী। [illegible] গাড়ি থেকে মাছটা নিয়ে গিয়ে কুটতে [illegible]।

[illegible]-[illegible] ছানায় তৈরী মিষ্টি, তবু মনে হল এতো ভালো মিষ্টি বোধ হয়

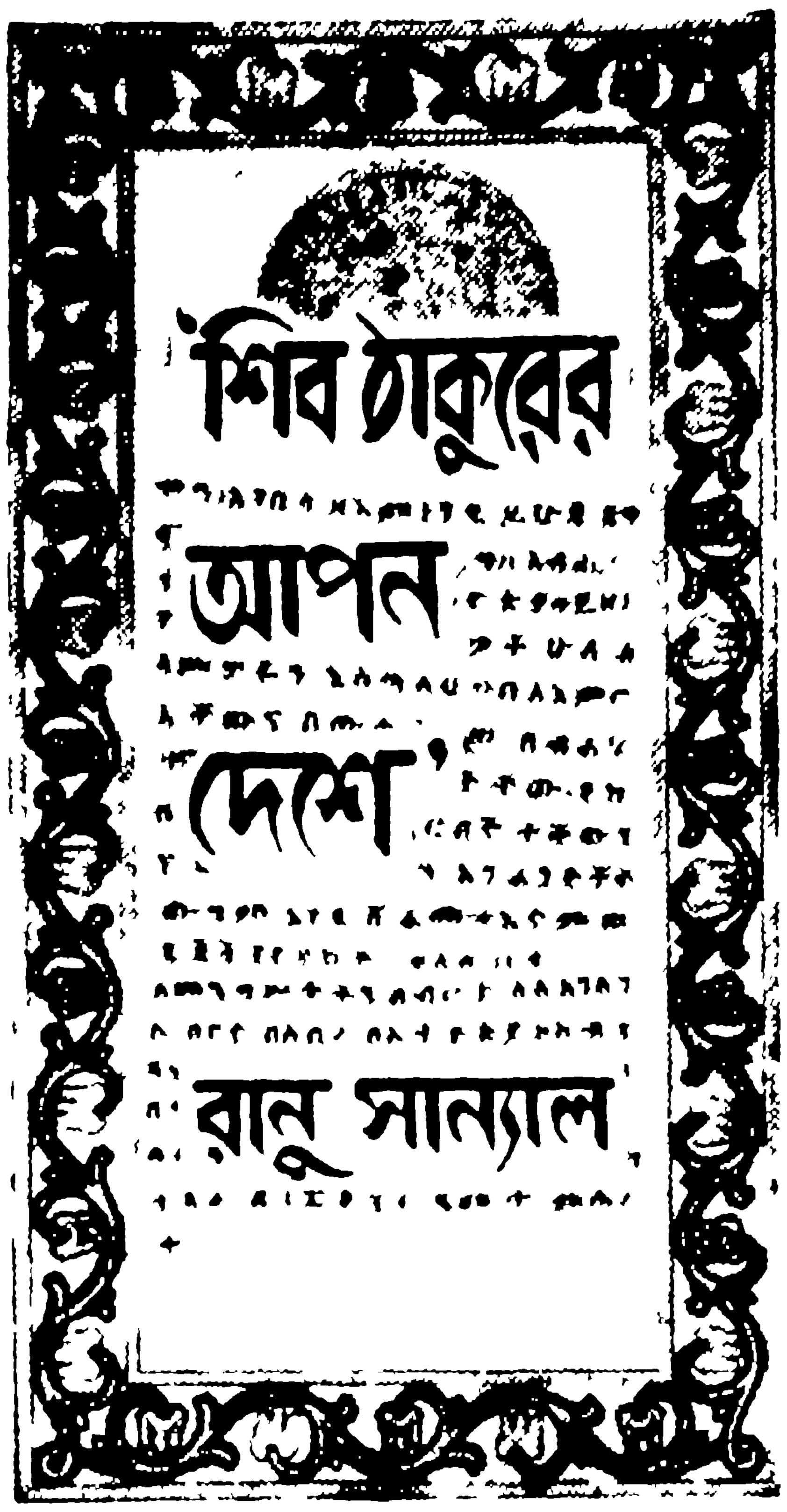

৩

'আমি অরুন্ধতীর শ্বশুর'

ব[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible]। একটু [illegible] গাড়ি এসে দাঁড়াল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক ভদ্রলোককে আমাদের ঘরের দিকে আসতে দেখে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] দোরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলেন [illegible] কি [illegible] সান্যালের সুইট?' আমি 'হাঁ' বলাতে বল্লেন 'আমি তোমাদেরকে নিতে এসেছি মা। এই সুদূর বিদেশে পিতৃতুল্য একজন সৌম্য লোকের মুখে 'মা' ডাক আমাকে অভিভূত করে ফেলল আমি ওঁকে বসতে বলতে ভুলে গেলাম। আবার বল্লেন, 'আমার ছেলে কই মা?''

তাড়াতাড়ি বললাম 'আপনি ঘরে আসুন' ও এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে গেছে এখনই আসবে।' উনি নিজের পরিচয়ে বললেন 'আমার নাম পার্বতীচরণ মুখার্জি, ছেলেরা সিনেমা-টিনেমা করে।' আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখে বললেন, 'আমি অরুন্ধতী মুখার্জির শ্বশুর।' আমি বললাম 'আপনি প্রভাত মুখার্জীর বাবা।' বল্লেন, 'পুত্রবধূ বেশী বিখ্যাত।' আমি বললাম, 'কিন্তু প্রভাত মুখার্জীকেও বাংলাদেশের সবাই জানে।'

ওঁর নিজের পরিচয়ই বা কম কী! ভারত [illegible]

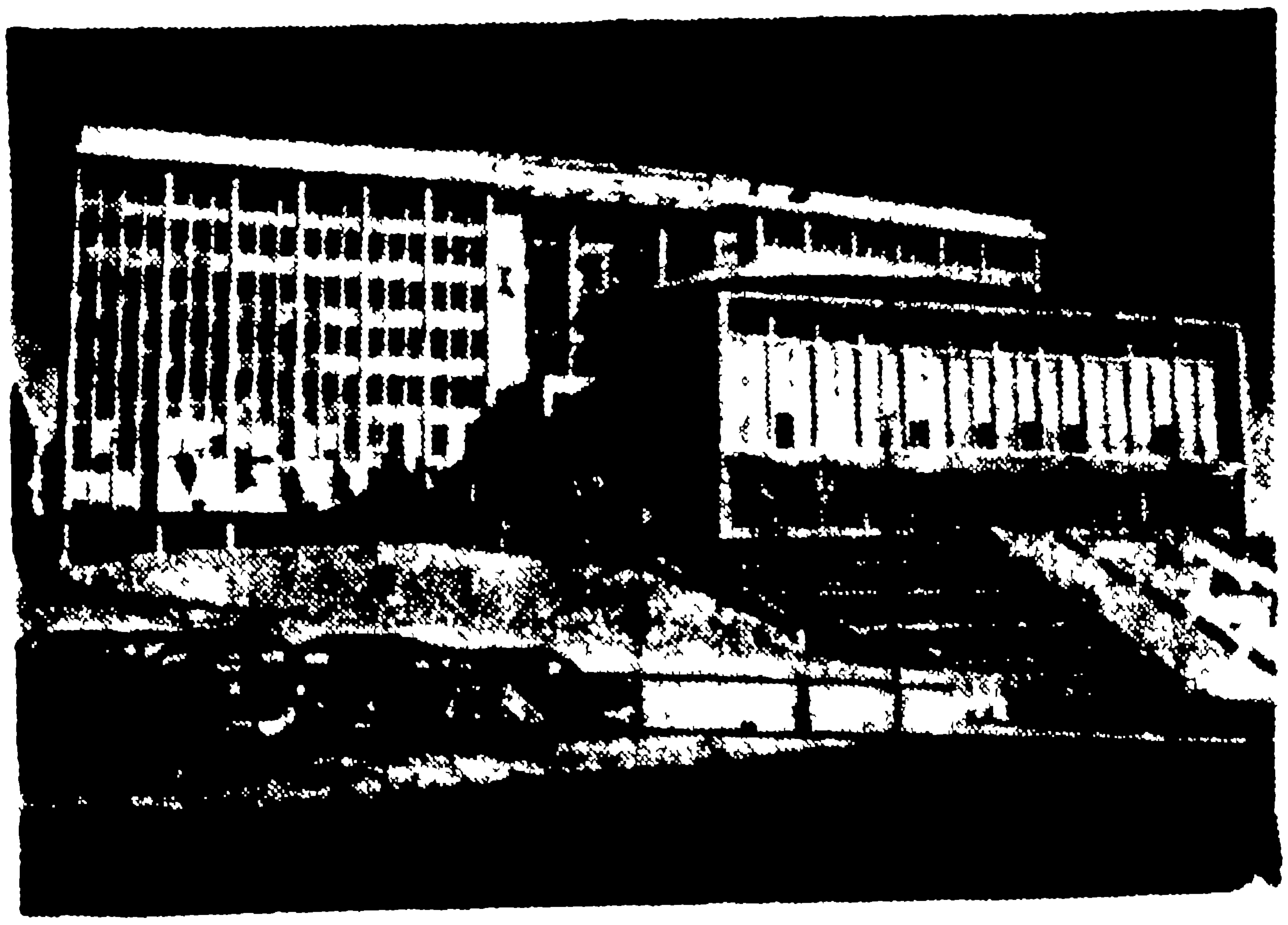

রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে আফ্রিকা অর্থনীতি পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান দপ্তর 'আফ্রিকা হল'। ইথিওপীয়ান সরকারের বদান্যতায় নির্মিত এই ভবনে সম্প্রতি আফ্রিকার ত্রিশটি জাতির সম্মেলন বসেছিল

এই যে আমার [illegible] [illegible] এসে কুটুসকে জড়িয়ে ধরলেন। বল্লেন [illegible] এসেছি নাতিনাতনী এর মতো।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন 'ওকে কাল তোমাদের আসার খবর পাওয়া থেকে কতবার বলছি আমার ছেলেমেয়েকে নিয়ে এস।'' কোনও বাঙালী এসেছে কি না মুখার্জি দম্পতী হামেশা খবর নিয়ে থাকেন।

বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখলাম আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। পরিচয়ে জানলাম [illegible] সরকারের অন্যতম হিসাব-পরীক্ষক: [illegible] [illegible] [illegible]

জীবনে যাইনি। অনেকদিন পর বাংলা বলতে পেয়ে অনর্গল বকে গেলাম। আমি শোনালাম আমার কথা বাবা আসবার সময় কী কারণে আপত্তি জানিয়েছিলেন, ইত্যাদি। হঠাৎ সচেতন হলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা মাসীমা ও মেসোমশাই হয়ে গেছেন।

মাসীমা বল্লেন ওঁর এক মেয়ে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে। বলতে বলতে ওঁর চোখ জলে ভরে এল। নানকু অর্থাৎ শ্রীপ্রভাত মুখার্জির ফটো দেখালেন: শ্রীমতী অরুন্ধতীর ছবি: আরও দুই ছেলের: [illegible] একজন [illegible] [illegible]

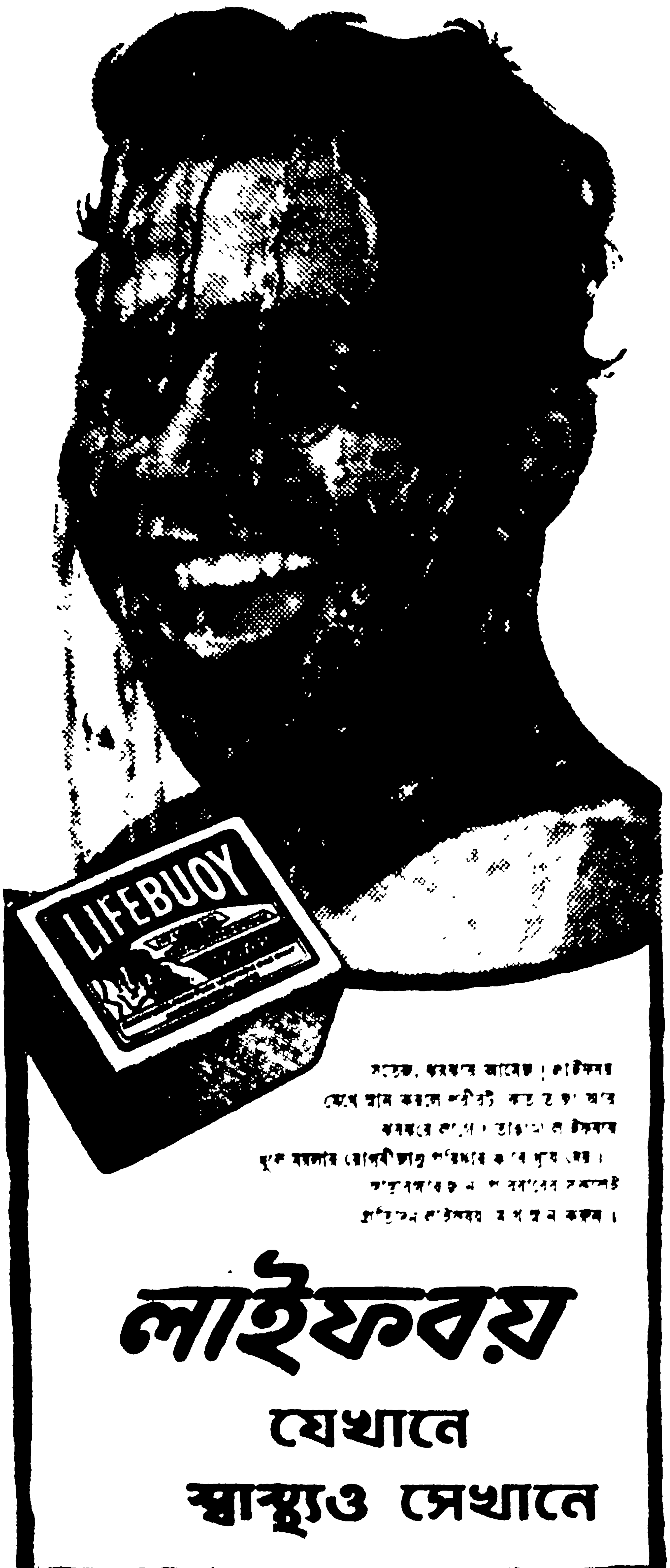

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
L 40-83 BG

আমেরিকান নিয়ে কাটল। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে জনৈক মাড়োয়াড়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে। মার্কিন ব্যাটারি-গৌ ও বেয়াম বেড়াতে এসেছিল আফিস-আবায়। মাসীমা তাদেরকে ডাল-ভাত-তরকারী খাইয়েছেন—গল্প করলেন।

দুপুরে করেলা ও আলুসেদ্ধ, মটরের ডাল ও মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম। নিজের হাতেই সব রেঁধেছিলেন মাসীমা। অপূর্ব মনে হয়েছিল খেতে। যেন একযুগ পর পেট ভরে খেলাম। রাতেও ওখানে খেলাম লুচি আলুর দম ও পায়েস। ওঁদেরকে শোনালাম ভবানী দাসের সুরে 'বন্দে মাতরম' ও কবীরের ভজন 'হমকো ওঢ়াওয়ে চাদরিয়া'। মাসীমা বল্লেন মেসোমশায়কে 'এদেরকে এখনই [illegible] চেষ্টা কর না' কেমন ভক্তি শুনে" মেসোমশাই বল্লেন [illegible] কি বলতে হবে [illegible] পরে চেষ্টা করেছিলেন আমাদেরকে আফিস [illegible] বর্ণাল হওয়া এক মহা[illegible] ব্যাপার। [illegible]

পরদিন [illegible] দেখলেন। ফিরবার সময় [illegible] [illegible]

[illegible] ভিমাসিম। [illegible] মেসোমশায়ের [illegible] [illegible] আছে। [illegible] [illegible] নেই। [illegible] দেখেছিলাম [illegible] : একমাত্র এনার্জি কমিশনের ডক্টর অনিল [illegible] যে কোন ডিজিটাল [illegible] এসে বসলেই ওরা এসে [illegible]

সরু গলির মধ্যে বাড়ীটা। গাড়ি বড় রাস্তায় দাঁড় করালো। বেরিয়ে একটু হেঁটে যেতে হল। দেখলাম দুপাশে জঞ্জাল নোংরা নালি মাঝে মাঝে কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ভিখারী। বার ও বারবণিতাদের নিজস্ব কোন পাড়া নেই, ভদ্রলোকদের বাড়ির আশেপাশে বিরাজ করছে। শৌণ্ডিকালয়কে এদের ভাষায় বলে 'বুয়া-বেং', যদিও 'বুয়া' মানে কফি।

বড় রাস্তায় পড়তেই একদল ছেলেমেয়ে 'বখশিশ' 'বখশিশ' বলে

ঘিরে দাঁড়াল। মাসীমা তাড়াতাড়ি ওদের হাতে ৫ সেণ্ট ফেলে দিয়ে গাড়িতে উঠলেন। এপাশ ওপাশ থেকে অনেকগুলো মেয়ে পুরুষ বের হয়ে 'কাই ফরেঞ্জী' 'কাই ফরেঞ্জী' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। কাই ফরেঞ্জী মানে, তামাটে রঙের বিদেশী; সাদা-চামড়া-ওয়ালারা হচ্ছে 'নেচ ফরেঞ্জী।'

গাড়ি স্টার্ট নিতেই মাসীমা বল্লেন, আর কোথাও ভিজিট করবার সময় আর নেই। জনৈক বাঙালী ডাক্তার রয়েছেন, ডাক্তার ঘোষ, য়ুরোপীয় বিয়ে করেছিলেন, স্ত্রী মারা গেছে একটি মেয়ে রেখে। ভদ্রলোক একা থাকেন, এসময়ে বোধ হয় বাসায় পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় বাঙালী হচ্ছে এক বাঙালিনী নার্স কমলা মজুমদার। খুব ভাল মেয়ে, এক ইতালীয়ের সঙ্গে প্রণয় চলছে, ও-ও বোধ হয় ডিউটিতে।

হোটেলে ফিরতেই এক সুপুরুষ পাঞ্জাবী যুবক এগিয়ে এসে নমস্কার করল। [illegible] প্রদীপকুমারের ছোট ভাই। [illegible] বাংলা বোলতে পারি, কোল-[illegible] শ্রী—[illegible] [illegible] অবস্থিত ভারত হেভি [illegible] পূর্ব আফ্রিকার বহু [illegible] কর্তা। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। [illegible] ইচ্ছে হতে লাগল [illegible] সান্যালের মত পাত্র [illegible] কোনো বড় [illegible] একটা ভালো চাকরি [illegible] হবে।

[illegible] পাওয়াতে [illegible] এই কথা [illegible] এলে আর কেউ না হলেও চলত। কিন্তু [illegible] আমার সঙ্গে [illegible] ঘোষিকা [illegible] আমিও [illegible] উনি হচ্ছেন আমার [illegible] উপরে [illegible]।'

পরদিন সকালে [illegible] সান্যাল [illegible] খাবার [illegible] শ্রীকুরুভেয়া [illegible] মেকেলেন, শ্রীশর্মা [illegible]। শ্রীসাঠে ইতিমধ্যে ডের-মার্কাসে ভবিষ্যৎকারী পাওয়া যাবে না বলে আডিস-আবাবায় পোস্টিং চেয়েছিল; কিন্তু পেল না। ও বল্লে দেশে ফিরে যাবে, ওর শ্বশুর-মশায় যাতায়াতের সমস্ত খরচা বহন করবে, বম্বেতে ওর তেল কোম্পানীর চাকরীতে তখনও ইস্তফা দেয়নি। সত্যিই ফিরে গেল। শ্রীসহস্রবুদ্ধে ডলার ধার দিলেন ইথিওপীয়া সরকারের দেওয়া প্যাসেজের টাকা ফিরিয়ে দিতে এবং ওদের ফিরে যাবার টিকিট কিনতে। সাঠে বম্বে ফিরে ভারতীয় টাকায় এ ঋণ শোধ করবে। সহস্রবুদ্ধের সদাশয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই

বড় রাস্তায় পড়তেই একদল ছেলেমেয়ে 'বখশিশ' 'বখশিশ' বলে ঘিরে দাঁড়াল

[illegible] ইথিওপীয়ার ডলার ভারতীয় টাকায় পরিণত করে দেশে পাঠাতে [illegible] এর বেশী পাঠান চলবে না [illegible] এই কাণ্ড।

[illegible]

ইথিওপীয়ান এয়ার-লাইনস থেকে [illegible] টিকিট কেটে হোটেলে ফিরলাম। [illegible] প্ল্যান অনুযায়ী মেসোমশায় আমাদেরকে বিমানঘাঁটিতে নিয়ে যেতে এলেন সন্ধ্যেবেলা। কিন্তু সেই সময় সান্যাল না থাকাতে বল্লাম, 'ও এলে আমরা ট্যাক্সি করে চলে যাব আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন।' মেসোমশাই চলে গেলেন। সান্যাল ফিরবার পর হাইলের ট্যাক্সিতে করে বিদায়ের নেমন্তন্ন খেতে চললাম। মনে পড়ল আমার দেবর তারাশঙ্করের বাচ্চাদেরকে শোনানো 'আবা-ন খাব' গল্প!

মেসোমশাই যাতে আডিস য়ুনিভার্সিটিতে ওর চাকরীর চেষ্টা করেন সেইজন্য ওঁকে ওর কতকগুলো মূল্যবান লেখার অফ-প্রিণ্ট ও বাঁধাই [illegible] দেবার জন্য সঙ্গে নিল সান্যাল। কিন্তু ওঁর বাসায় পোঁছে নামবার সময় ভুলে ওগুলো ট্যাক্সিতেই রয়ে গেল। (পরে, হারারে পোঁছে ওগুলো যখন খুঁজে পাওয়া যায়নি তখন মেসোমশাইকে চিঠি লেখায় উনি পেন্সন-পণ্ডারে গিয়ে আমাদের ট্যাক্সির প্রতিটি দেরাজ তন্ন তন্ন করে দেখে এসেছিলেন। আরও পরে, লস এঞ্জেলস্-এর এক কলেজে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের লেকচারারের পদের জন্য দরখাস্তের জবাবে [illegible] লেখার নমুনা চেয়ে পাঠালে [illegible] আমাদের আবার ঐ হারানো [illegible] মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল ওগুলো পাঠালে হয়ত চাকরীটা পাওয়া যেত।)

মেসোমশায় ওঁর জনৈক বন্ধু হারারের টীচার্স ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক শ্রীভূপচন্দ্র [illegible] এক চিঠি দিলেন যাতে আমাদের গিয়ে অসুবিধায় না পড়তে হয়। মাসীমা বল্লেন, [illegible] যে কী ভালোই লেগেছিল [illegible] চিঠি [illegible] এদের স্মৃতি মনের মণিকোঠায় তোলা রইল।

(ক্রমশ)

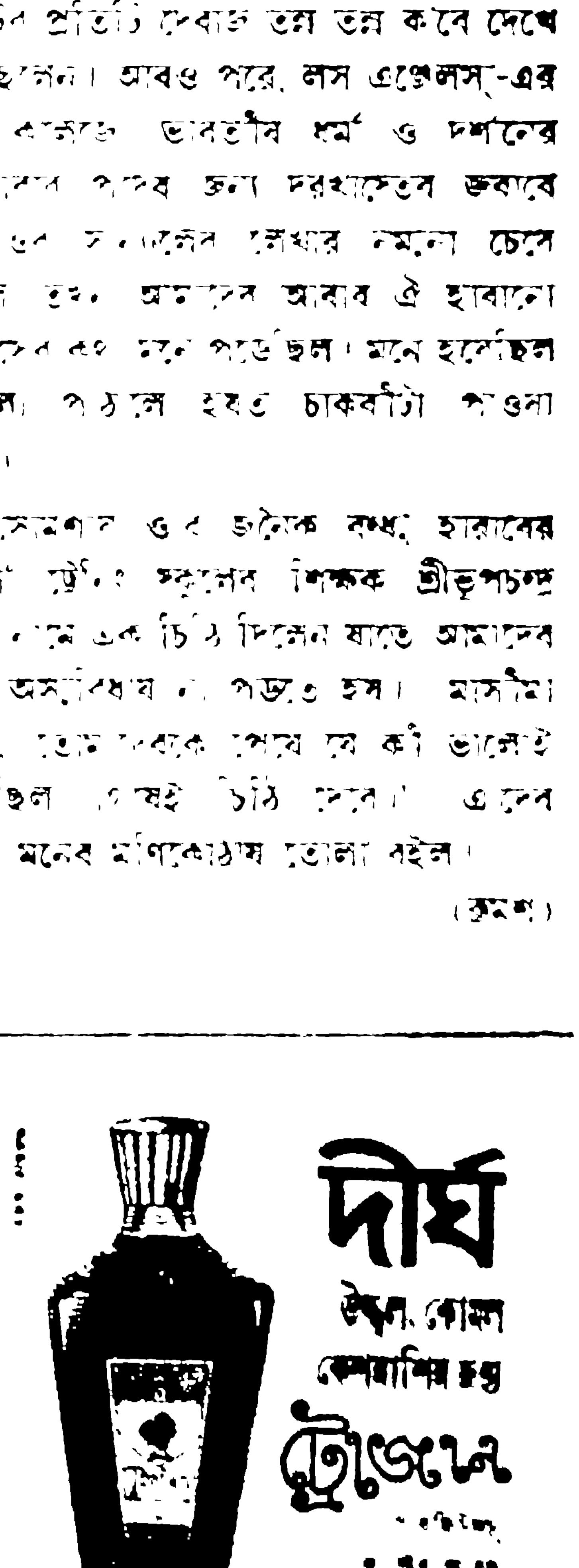

আপনার দেহত্বক চায়

নিভিয়া

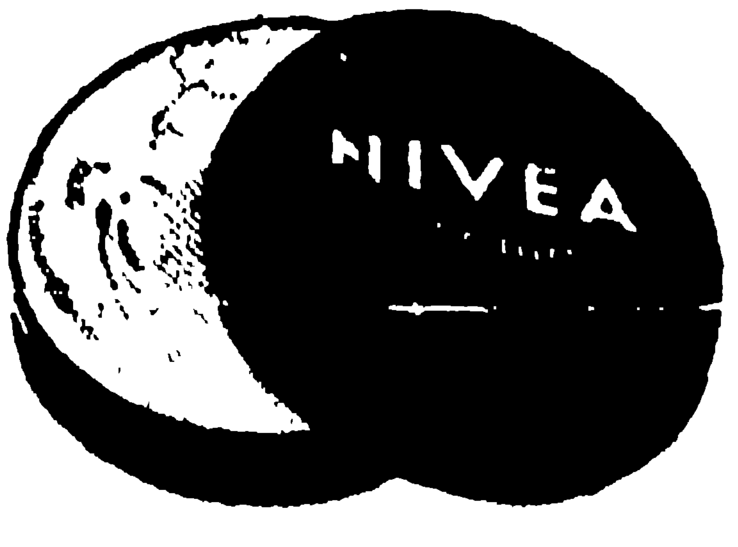

আর সারাদেহে তার চাহিদা

নিভিয়া ক্রিম-এ আছে "ইউসেরাইট" —
স্বাভাবিকের মতই অতুলনীয় এই উপাদান
পূরণ ক'রে দেবে ত্বকের প্রয়োজনীয় তৈল সম্ভার,
যা নিত্যই কমে আর রোদ-বৃষ্টি-বাতাসে ক্ষয়
হচ্ছে। নিভিয়া আপনার দেহত্বক কোমল ও
লাবণ্যময় ক'রে রাখবে। আপনার
দেহত্বক নিভিয়া চায়। এখনই!

নিভিয়া সবকালের উপযোগী ক্রিম।

S&N

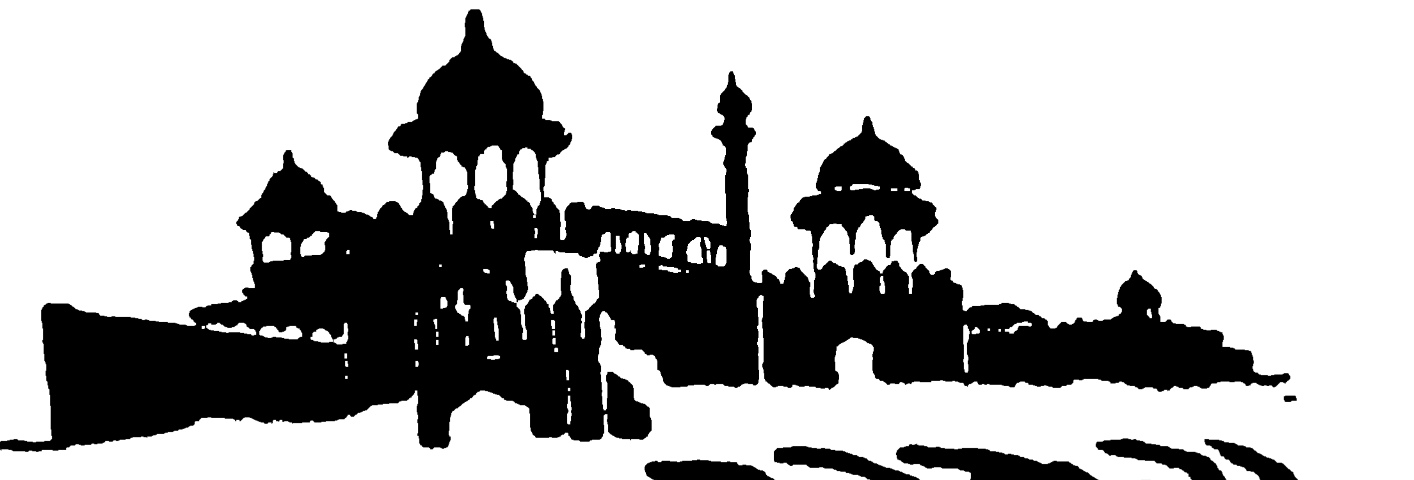

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১ ॥

বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা

জীবনলাল যখন তুলসীর বাসায় এসে উপস্থিত হল তখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার মুখে। সে দোতালায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা বন্ধ। দু'তিনবার ধাক্কা দিয়ে দরজা যখন খুললো না তখন রূপোলীর নাম ধরে ডাকলো। এবারে দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল তুলসী।

এ কি আপনি!

হাঁ, আমিই। রূপো কোথায়?

রূপোলীদি বেরিয়েছেন।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে!

না, সকাল বেলাতেই বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি।

এমন কি প্রত্যেক দিন হয়?

না, আজকে বিশেষ কারণ আছে।

কি হয়েছে খুলে বলো।

তারপরে বলে, কিছু মনে করো না, তোমাকে তুমি বলেই ফেললাম।

আপনি রূপোলীদির ভাই, আমি তার চেয়ে বয়সে অনেক কম, আমাকে আপনি বললে যে হাসি পেতো।

তবু ভালো যে, রাগ করো নি। কি হয়েছে ব্যাপার বলো তো।

এলবিয়ন বিবিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চমকে উঠে জীবনলাল, বলে, কখন থেকে?

তুলসী বলে যায়।

ভোরবেলা উঠে দেখা গেল যে, তার বিছানা খালি। প্রথমে সন্দেহ হল। এলবিয়ন বিবি তো কখনো বাড়ির বাইরে যায় না। তবে কোথায় গেল? কিছুক্ষণ পরে সব সন্দেহ নিরসন করে বালিশের তলা থেকে চিঠি বের হল। তার নিজ হাতে লেখা। লিখেছে আমার দেশের লোক কাছে এসে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় তারা দিল্লী দখল করবে। তাদের কাছে আমার কলঙ্কিত মুখ দেখাতে পারবো না। চললাম। আমাকে সন্ধান করো না। করলেও পাবে না। তোমার সেবা ও ভালোবাসার ঋণ আমার জীবনের শেষ সম্বল। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে লঘু করতে চাই না। তোমার হতভাগ্য বোন এলবিয়ন বিবি।

জীবন বলে, তোমার যে মুখশুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

হবে না! সকাল থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশবার পড়েছি।

চিঠিখানা কোথায়?

রূপোলীদি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে।

পুরাতন অভ্যাস বশে জীবন বলে ওঠে, কোতোয়ালীতে বুঝি?

তারপরে সেটা অসম্ভব বুঝে সংশোধন করে নেয় বলে, না তা তো সম্ভব নয়।

তুলসী বলে যমুনার দিকে গিয়েছে রূপোলীদিরা।

আর কে?

রূপোলীদি, পল্টন আর তার দলবল। তাদের সকলেরই ধারণা এলবিয়ন বিবি যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছে।

জীবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অসম্ভব নয়। যমুনা তো এই জন্যেই আছে সেই অনাদি কাল থেকে।

তারপরে ভাবে কাল সন্ধ্যায় হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার না হলে হয়তো বাঁচাতে পারতো মিস এলবিয়নকে। তখনি মনে হল, না, তাতেও রক্ষা করা সম্ভব হতো না তাকে। কলঙ্কিত জীবন নিয়ে কিছুতেই উপস্থিত হতো না সে দেশের লোকের সম্মুখে। কলঙ্কের কালো যমুনার কালোয় ডুবিয়ে দিয়েছে সে। এমন অনেক কলঙ্কের কালিমা গ্রাস করেই যমুনা কালো।

যখন সে চিন্তা করছিল তুলসী ভিতরে চলে গিয়েছিল এবারে খাবার করেকটা পেড়া আর কিছু দই নিয়ে এসে বলল, অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি নিশ্চয়, খেয়ে নিন।

জীবন বলে, খাওয়া হয়েছে বইকি। একেবারে রাজভোগ।

সে আবার কি রকম।

সে কথা না হয় পরে শুনো।

তবে এখন খেয়ে নিন।

জীবন খেতে খেতে বলে এ যে হচ্ছে ঘণ্টেওয়ালার দোকানের মিঠাই।

ঠিক ধরেছেন। কাল বাবা এসেছিলেন, নিয়ে এসেছেন।

তিনি প্রায়ই আসেন বুঝি?

মাঝে মাঝেই।

নিয়ে যেতে চান না?

খুব বেশি আগ্রহ করেন না। বলেন, গদর মিটে যাক। রূপোলীদিও আপত্তি করেন। সবচেয়ে বেশি আপত্তি পল্টনের।

সে আবার আপত্তি করে কেন?

সে বলে একবার তোমাকে লুঠে নিয়ে

সেতুবন্ধ

প্রতিভা বসু

"ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি তুমি এসো
সর্বনাশার বক্ষ হতে যেমন আসে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো
বন্যা ধারা যেমন নেমে আসে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো।"

কাঙ্ক্ষিত প্রিয়জনকে আহ্বানের মূলমন্ত্র "সেতুবন্ধ"—
এক অনন্যসাধারণ উপন্যাস ॥ দাম : তিন টাকা

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(সি-২৪৯৮)

বাক্সটা টেনে নিয়ে এসেছি। এখন ছাড়ে গেলে আবার যদি কেউ লুটে নিয়ে যায় আমি আর রক্ষা করতে পারবো না।

জীবন কলে লুট করবার মতো জিনিস হলে লোকে লুট করবেই।

তুলসী বলে ওঃ আপনি অনেক কথা কিছুই জানেন না। দেখছি একেবারে গাঁওয়ার লোক।

জীবন বুঝতে পারে না কথাটা সত্য না কাহিনী বলে সিপাহী পাওয়ার ছাড়া আর কি হবে?

আপনি কি সিপাহী নাকি? কোন পক্ষে কাজ করছেন না কোম্পানির?

এতদিন ঠিক করতে পারিনি—এইমাত্র ঠিক হল।

কি ঠিক হল

তোমার পক্ষে।

কেমন?

পল্টন যদি রক্ষা না করে আমাকেই রক্ষা করবার ভার নিতে হবে।

মস্ত বীর দেখছি।

ছিলাম না এখন দায়ে পড়ে হতে হবে।

বোঝা ঘাড়ে নেওয়ার শখ কেন?

ওটা কলের কারো ঘাড়ের বদঅভ্যাস।

বইতে পারবার মতো ঘাড়ের জোর আছে কি?

সেটা নির্ভর করে অপর পক্ষের ইচ্ছার উপর।

... কথায় কথায় ... ফুলকি ছড়াতে থাকে। ... তুলসী ... অপরিচিত ... এমন ... কথা বলে ... এই সময়ের মধ্যে ... প্রচণ্ড ... ঠেলা ... উপর চলে এসেছে চোখে পড়ে অবাক করে দেয়।

জীবনের বিস্ময়ের কারণ আলাদা। এই সামান্য সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখলো সে অনেক রকম ঘটনা অনেক রকম লোক, অনেক কটি নারী। প্রথমে পান্না তারপরে রূপসী এখন তুলসী। তিনজনে তিনরকম, তবু বিস্ময়ের রসে তিনজনেই সমান। সমান আবার সমান নয়। পান্না পান্নার টুকরোর মতোই অন্ধকারেও জ্বলে। রূপসী চৈত্রমাসের গোধূলি আলোর মতো ... দর্শকের চোখ নেশা ধরিয়ে দেয়। আর তুলসী? উপমা খুঁজে পায় না সে, ... হঠাৎ তুলসীর উপমা মনে পড়তে।

আর ... পোড়া ...

... দিয়ে ...

এমন ... কে?

কেন?

রক্ষকের বীরত্ব না জেনেই বেতন দেওয়া বাজে খরচ নয়? এই নিন খেয়ে ফেলুন।

আর গোটাকয়েক পেড়া পড়ে জীবনের পাতে।

রক্ষকের বীরত্ব সম্বন্ধে বোধ করি নিঃসন্দেহ হয়েছ?

মারামারির সময়ে কাজে লাগবে ভেবেই লোকে তেল মাখায় লাঠিতে।

তবে বাধুক লাঠালাঠি তখন না হয় পরীক্ষা হবে। কিন্তু ভাবছি এমন সৈরিন্ধ্রী সেজে আর কতকাল থাকবে?

অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ না হওয়া অবধি।

তুলসী, এমন কথা বলা শিখলে কি করে?

হাঁস সাঁতার শেখে কেমন করে? জন্ম থেকেই। বাবা আমাকে ছেলেবেলায় ডাকতেন হংসবালা বলে।

এখন বুঝি বড়ো হয়ে পড়েছ?

আপনার বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে তাই মনে হচ্ছে।

দুজনের মনের মধ্যে যখন আলোড়ন চলছে অগ্নিগর্ভ বাণী তখন মুখে যত সব তুচ্ছ কথা। আগ্নেয়গিরির শিখরে নামগোত্রহীন ফুল। দুজনেই ভাবে মনের কথা মুখে বলা যায় না কেন? আর বলেও বা এমন অকিঞ্চিৎকর চাপাকর শোনায় কেন? আকাশভরা যে বাষ্প ইন্দ্রধনু রচনা করে কেন তার পরিণাম এক বিন্দু শিশিরকণা? হায়রে বাণীবনের হংস-মিথুন। গগন বিহার ছেড়ে মাটিতে নেমে এসে কতই না অসহায় এরা।

জীবনের খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় রূপমালী আর পল্টন ফিরে এলো। জীবন তখন মুখ ধুচ্ছিল রূপমালী বলল জীবন ভাই কখন এলে?

তারপরেই কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আতিথ্যেরও অভাব হয়নি দেখছি।

কেন হবে, তুমি তো শামুকের মতো বাড়িটা পিঠে বয়ে নিয়ে যাওনি, বলে জীবন।

তারপরেই আসল প্রসঙ্গে আসে, শুধায় এতদিনেও বিবির সন্ধান মিলল?

রূপমালী বুঝল, সকল কথাই শুনেছে তুলসীর কাছে, তখন সে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে ভেঙে বসে পড়তে পড়তে বলল, সন্ধান পাওয়ার আর কি আছে! যা হওয়ার তাই হয়েছে।

ভালো করে খুঁজেছিলে? শুধায় জীবন। এবারে পল্টন উত্তর দেয়—খুঁজতে বাকি রাখিনি জীবন ভাই। উত্তরে তোপখানা দক্ষিণে খয়রাতি দরবাজা পর্যন্ত চষে ফেলেছি।

কারো চোখে পড়েনি?

চোখে পড়লে কি আর রক্ষা ছিল, ফিরিঙ্গি মেয়ে যে।

রূপমালী বলে, আমার বিশ্বাস সেই ভয়েই ভোর রাতে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ এমন করতে গেল কেন?

খুব হঠাৎ বলেছি জীবন, তুমি আসবার আগেও মাঝে মাঝে বলতো বাঁচবার ইচ্ছা নাই। তারপরে তুমি এলে বুঝলো যে তার দেশের লোকে তার সন্ধান পেয়েছে এবারে হয়তো আত্মীয়স্বজনে পাবে।

তুলসী বলে ওঠে তাই বলে মরতে যাবে। মরাটাকে এত কঠিন ভাবো কেন তুলসী? কঠিন নয় কী যে বলো রূপমালীদি।

কঠিন ভেবে ভেবেই লোকে কঠিন করে তুলেছে। প্রতিদিন সকালে উঠে যদি লোকে ভাবে যে আজ মরতে হবে তবে দেখ দিদি মরাটা সহজ হয়ে আসবে।

প্রসঙ্গ পাল্টে তুলসী বলে, ও দিদি এখন হাত মুখ ধোও। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি তোমাদের।

সে রাতে বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়লো না। পল্টন গিয়ে ঘাটওয়ালার দোকান থেকে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে এলো তাই খেয়ে চারজনে শুয়ে পড়ল।

শোওয়ার আগে জীবন বলল, কাল ফিরে গিয়ে কি বলবো তাই ভাবছি।

রূপমালী বলল, কালকের দিনটা থেকে যাও পরশু যেও।

দেখা যাক বলে জীবন শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে স্থির করলো যে আনুবিবির সম্পর্কিত ঘটনা এদের কাছে প্রকাশ করবে না, এমনিতেই এদের জীবন জটিল তার উপরে আর নূতন সমস্যার ভার চাপানো উচিত হবে না বলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে।

তুলসী ঘুমিয়ে পড়েছিল তারপরে মাঝরাতে জেগে উঠতেই আজ দিনের বেলাকার নিজের আচরণে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সে ভেবে পায় না জীবনলালকে দেখলে, জীবনলালের কথা শুনতে পেলে এমন কি তার বিষয় চিন্তা করলে তার মনে এমন অদ্ভুত একটা ভাবের উদয় হয় কেন? আর শুধুই কি মনে, দেহেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। সে ভেবে পায় না ব্যাপারটা কি, আর কেন? এই কমাস দুর্ভাগ্যের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা পেয়েছে সে। ফুলকি মণ্ডীর এই সেদিনকার ছোট্ট মেয়েটি, এক দমকায় বেড়ে উঠেছে। আগে যে মেয়েটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কখনো কথা বলেনি বললে অন্যায় হয় না, দুঃসময়ের বাদশার সিপাহীদের হুকুম করে কথা বলেছে সে, দুদুজন শাহাজাদাকে কথার ঘায়ে ঘায়েল করে মুক্তি আদায় করে নিয়েছে সে, ইমানী বেগমের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়ে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়নি,

সদ্য প্রকাশিত :

সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস

মেঘমুক্তি ২·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
স্বপ্নসন্ধ্যা ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
পোড়ামাটি ভাঙ্গাঘর ৮৲
মদন ভস্ম ৩৲

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সোনা নয় রূপো নয় ২·৫০

শক্তিপদ রাজগুরুর
শাল পিয়ালের বন ৪৲

আর, এন, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং
২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা

কম শিক্ষা তো হয়নি তার আর সেই অনুপাতে সাহসটাও কিনা গিয়েছে বেড়ে। সে এখন আর আগের সেই খুকীটি নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই লোকটির সম্মুখে পড়লে হঠাৎ এমন জড় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় কেন সে? ছিঃ ছিঃ জীবনলাল না জানি কি ভাবে? হয়তো খুকী ভাবে, হয়তো বোকা ভাবে, হয়তো একটা মূর্খ গাঁওয়ার মেয়ে ভাবে! কি করে সে নিজের পরিচয় দেবে! সে যে লেখাপড়া জানে, গান করতে পারে, নাচতে পারে, এমন কি উল বুনতে পারে, ছুঁচ সুতো দিয়ে নক্শা তুলতে পারে, দাদার আপত্তি সত্ত্বেও লেসের কাজ দুটো শিখেছিল মিস মার্টিন ডেল নামে এক পাদ্রীবুড়ীর কাছে। এত সব জানা সত্ত্বেও কিছুই কাজে আসে না। জীবনলালকে দেখলেই তার পা ভারি হয়ে ওঠে, চোখ নত হয়ে পড়ে, গলার স্বর [illegible] আর বুকের ভিতরেই অবাধ্য হৃৎপিণ্ডটা মাথা কুটতে শুরু করে দেয়। শুধু যখন দূরে আলাদা থাকে তখন এক-রকম চলে। নানা রকম প্রস্তুতির টুকরো পাথর দিয়ে প্রাচীর তুলে নিজেকে আড়াল করা হয়, কিন্তু ওঁর সামনে উপস্থিত হলেই অসহায় হয়ে পড়ে। তখন [illegible] কোনো চাপা কথা বলা নয় [illegible] উত্তর প্রত্যুত্তরের [illegible] আর সে কিনা জড়সড় দাঁড়িয়ে থাকে। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না সে।

তুলসী তার স্বরূপলালের [illegible] পুরুষ কিছু কষ্ট ভোগ করে [illegible] এমন বৈকল্য উপস্থিত হয় না তার। কাউকে না জানিয়ে অসংকোচে চলে গিয়েছিল স্বরূপলালের সঙ্গে সে। জীবন-লালও অনাত্মীয়—তবে দুয়ে এমন প্রভেদ ঘটায় কেন? এখন যদি জীবনলাল প্রস্তাব করে যে, চলো তুলসী, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—তবে কি তার সঙ্গে যেতে পারে সে। না কিছুতেই সম্ভব নয়। যদিও সেদিন রাতে [illegible] এইরকম একটা প্রস্তাব নিজেই করে বসেছিল। না, কিছুতেই যেতে পারবে না সে, এমনকি [illegible] হুকুম করলেও না।

কিন্তু [illegible] সে [illegible] কেবলই মাঝ-খানে এসে পড়ে দুই সংখ্যাকে তিনে পরিণত করে। কেমন যেন স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আড়ালে গেলে দেখতে ইচ্ছা করে, সম্মুখে এলে পালাতে পথ পায় না, পালালে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়। ফিরে এলেই মনে হয়, পালাই পালাই, চোখে চোখে পড়লেই অবাধ্য চক্ষুতারকা অন্যমনস্কতার ভান করে। সে ভাবে ভাগ্যে কান ছিল, তার ভান করতে হয় না, উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও বুঝতে পারে না অপরে। জীবনলাল যেন জ্বলন্ত মানিক, হাতে ধরে রাখা কঠিন, ফেলে দেওয়া আরও কঠিন। কেবলি এ হাত ও হাত করতে হয়।

এ কি অস্বস্তি, এ কি আরাম! এ কি জ্বালা, এ কি মাধুর্য! ঘুম আসে না।

এমন সময়ে শুনতে পায় কোন্ নিদ্রিতের নিয়মিত নিঃশ্বাসের ছন্দ! কার? না, পল্টন তো সন্ধ্যাবেলাতেই চলে গিয়েছে। রূমালীদির? না, তার চারপায়া তো বাঁদিকে। ও শব্দ ডানদিকে, আর আসছে পাশের ঘর থেকে। আর সন্দেহ থাকে না। দীর্ঘ লয়ে উচ্ছ্বসিত নিয়মিত নিঃশ্বাস প্রমাণ করে সুখসুপ্তির আরাম। তখনি তার মনে হয় লোকটা তো ভারি স্বার্থপর। যার কথা ভেবে তার ঘুম নেই সে কিনা আরামে ঘুমোচ্ছে। এতটুকু লজ্জা নেই, বিবেচনা নেই লোকটার। না, এমন করে নির্বিঘ্নে কিছুতেই তাকে ঘুমোতে দেওয়া যেতে পারে না। আচ্ছা, চুপি চুপি উঠে গিয়ে চারপায়ায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেমন হয়। আচমকা জেগে হাউমাউ করে চীৎকার করে উঠবে। সে ভারি মজা হবে। ভাবতেই তার হাসি পায়। রূমালীদি আবার না জানতে পায়। না সে খুব ঘুমোচ্ছে।

তখন তুলসী ধীরে ধীরে চারপায়ার উপরে উঠে বসে। কোথাও জাগরণের এতটুকু লক্ষণ নেই। চমৎকার সে পা টিপে টিপে এগোয় জীবনের ঘরের দিকে ঢোকে জীবনের ঘরে তারপরে সবলে চারপায়ায় দেয় গোটা দুই ঝাঁকুনি। তুলসী পালিয়ে আসবে ভেবেছিল এবং ও হয়েছিল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। জীবন লাফিয়ে উঠে চোর চোর চীৎকার করে তুলসীকে সজোরে জাপটে ধরল।

চোর চোর।

চীৎকার শুনে জেগে উঠল রূমালী ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারলো না কোথা থেকে আসছে চোর চোর আওয়াজ, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে চীৎকার করে উঠল চোর চোর। নীচের তলার মহল্লার বাসিন্দে মুসলমানেরা রূমালীর গলা শুনে চোর চোর রব করতে করতে উপরে উঠে এল।

কোথায় চোর, বহিন।

কি জানি কোথায়?

বাইরের দরজা বন্ধ কাজেই ভিতরেই হবে। সকলে এক সঙ্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ এতগুলো লোক এক সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ায় হকচকিয়ে গেল জীবন। সেই সুযোগে তার বাহুপাশ মুক্ত হয়ে তুলসী এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। এত কাণ্ড ঘটে গেল এক নিমেষে।

কোথায় চোর পরস্পরকে সবাই শুধায়। কেউ কেউ চোরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে।

জীবন বলে ওঠে, না, না, চোর নিশ্চয়। আমার চারপায়া নাড়া দিয়েছিল। মতলব ভালো ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম।

তবে গেল কোথায়?

জীবন ব্যাখ্যা দেয়, তোমরা সবাই এক সঙ্গে ঢুকতেই হকচকিয়ে গিয়েছি সেই সুযোগে আলগা পেয়ে পালিয়েছে।

কি হয়েছে রূমালীদি, ঘুমভাঙা কণ্ঠে শুধায় তুলসী।

ধন্যি মেয়ের ঘুম! পাড়া জেগে গেল আওয়াজে আর এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কি হয়েছে রূমালীদি।

তবু তো বললে না, কি হয়েছে?

কি আর হবে। চোর এসেছিল।

চোর আসতে যাবে কেন?

তবে তোমার বর এসেছিল। হল তো।

কি আছে যে, সেই লোভে চোর আসবে।

সেইজন্যই তো বললাম তোমার বর এসেছিল তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার মতলবে।

একজন বলে ওঠে, ভাগ্যে জীবনলালজী ছিল নইলে কী হতো কে জানে।

ইতিমধ্যে বাতি জ্বালা হয়েছে। না, চোর কোথাও নেই। তুলসী বালিশে মুখ গুঁজে হাসিতে ফুলে ফুলে ওঠে। শব্দ শুনে রূমালী ভাবে সে কাঁদছে হয়তো চোরের ভয়ে নয় তো এইমাত্র যে ঠাট্টা করলে তারই ফলে।

সান্ত্বনা দিয়ে রূমালী বলে ওঠে ভয় নেই ভয় নেই চোর এসে থাকলেও পালিয়েছে। আর এলেই বা কি এতগুলো লোক আছে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে তুলসী বলে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল। যাক ভালো করে দেখো।

চোরের একবার ভালো করে দেখা হয়। না কেউ নেই।

কিছু নিয়েছে?

কিছু নিয়েছে বলে তো মনে হয় না।

মহল্লার বাসিন্দারা চলে যায়। ওরা আবার দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

জীবন বলে রূমালী চোরটা নিশ্চয়ই মেয়েমানুষ।

কি করে বুঝলে?

বুকে চেপে ধরেছিলাম কিনা, এখনো গোঁফদাড়ি ওঠেনি।

তুলসী বলে, সেটাও কি পরীক্ষা করেছিলে নাকি?

তার ঠাট্টা কেউ ধরতে পারে না। রূমালী বলে তোমার কথা সত্য হতে পারে। শুনেছি ছোট ছোট ছেলেদের আগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় চোরের দল।

তাই বলো, বলে ওঠে জীবন।

তুলসী বলে, দিদি, আমি শুনেছি যে, চোরের দল অনেক সময়ে আগে মেয়েছেলেকে ঢুকিয়ে দেয়।

অসম্ভব নয় তুলসীদিদি বলে জীবন। বলে, বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিলাম কেমন নরম ঠেকলো।

ও: নানাভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছেন দেখছি। মনে হচ্ছে আপনি খুব হুঁশিয়ার পাহারাওয়ালা।

এতে আবার পরীক্ষা করার কি আছে। একটা লোককে বুকে জড়িয়ে ধরলে বোঝা যাবে না।

বুকে জড়িয়ে ধরেই বুঝতে পারেন চোর কি সাধু।

কেম্প এর

দাদের মলম

দাদ এবং অন্যান্য বীজাণু ঘটিত চর্মরোগের জন্য কেম্প এর দাদের মলম অব্যর্থ। প্রতিদিন নিয়মিত মালিস করে দেখুন ইহা চুলকানো বন্ধ করে রোগাক্রান্ত স্থানে আরাম দেয়।

কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
বম্বে—২৮

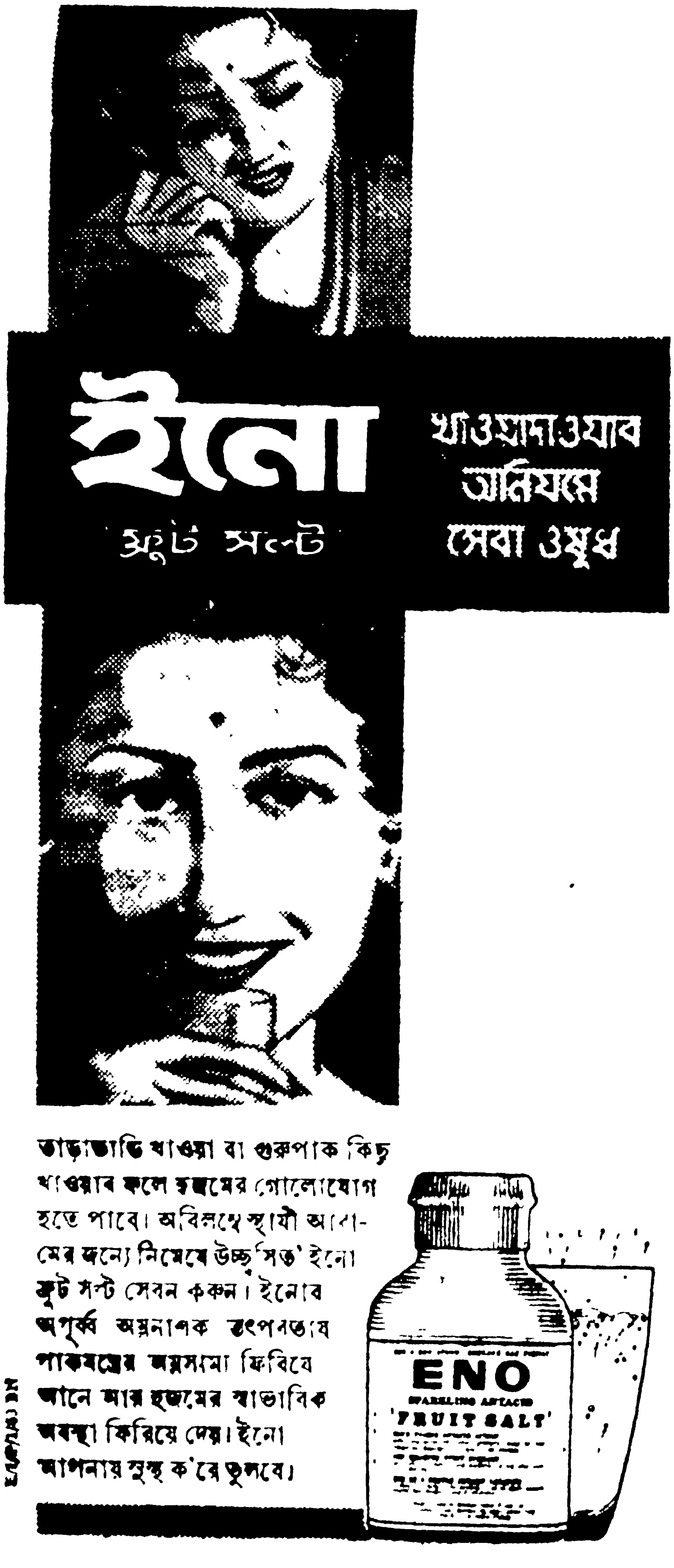

অন্তত স্ত্রী কি পুরুষ বুঝতে পারা যাবে তো।

তবু ভালো যে বুদ্ধিটুকু লোপ পায়নি। তবে কি মনে হয় জানেন চোরটা পুরুষ ছিল।

কি করে বুঝলে?

স্ত্রীলোক হলে কি আপনার আলিঙ্গন থেকে পালাতে পারতো?

কি বকছ, তুলসী, এখন ঘুমোও আর ভাইকেও ঘুমোতে দাও।

আমি ঘুমোচ্ছি, কিন্তু তোমার ভাইয়ের যে আর ঘুম হবে মনে হয় না।

কেন ঘুম হবে না?

ঐ বুক থেকে ফাস্কে যাওয়া চুমনীর শোকে।

তারপরে জীবনের উদ্দেশ্যে বলে, আক্ষেপ করবেন না জীবনলক্ষ্মী। এসব চোর একদিন এসেই ক্ষান্ত হয় না আবার আসবে।

এবারে জীবন নিশ্চয় বেঝে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিল তুলসী। হেসে ওঠে বলে [illegible] রাতের বেলায় দরজা [illegible] হবে।

[illegible] প্রয়োজন নেই। [illegible]

[illegible]

[illegible] চুপ কর

[illegible] গভীরতম স্থানে। কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে সে যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে ঢেউ [illegible] সমুদ্রের তীরভূমি। সে ভাবে চোরজানে বাহুর নিষ্পেষ যদি এমন মধুর হয় তবে কান্তজানে নিষ্পেষ না জানি কি দুঃসহ মাধুর্যময় হবে! এ কি কাণ্ড! অভাবনীয়তার এক ধাক্কা তাকে এসে

কেলে দিল দরিয়তের বুকের উপর। আমের বোলের ভারে আচমকা ভেঙে পড়তে দেখেছিল এক প্রকাণ্ড শাখাকে এমনি ভাবে। ভূতি বুড়ীর মুখে শোনা বাংলা প্রবাদ তার মনে পড়লো, জোলায় চুরি করে নাল নাল খোদায় চুরি করে তাঁত। সমস্ত চিন্তা যখন তাকে পায়ে পায়ে এগিয়ে নিচ্ছে অকস্মাতের বাহু তাকে এক ধাক্কায় পার করে দিল সংকোচের গণ্ডীটা। তার মনে পড়ে, একবার যেন হাতখানা [illegible] গালের উপরে; একবার যেন চিবুকের [illegible] লেগেছিল কপালে; হাতের [illegible] গুলো কি নির্দয় কঠিন; এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ছিল পিঠ আর এক হাত দিয়ে কোমর; না: পালাবার এতটুকু উপায় ছিল না; রাতের অন্ধকার ঘর ঘরের অন্ধকার মেলানো ঘোরতর অন্ধকারে, যখন সে এবং একমাত্র আছে তার নষ্ট জগৎ চরাচর [illegible] নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে পালাবার ইচ্ছাও তার ছিল না, এমনি থেকেছে [illegible] অনন্তকাল!

তুলসী জানে না যে [illegible] তার [illegible] [illegible] [illegible] প্রশ্ন [illegible] [illegible] নিজের দুর্বলতা [illegible]। এমন না [illegible] না [illegible] না সমাজে [illegible] [illegible] না [illegible]। ঐ প্রশ্নগুলোকে নিজের [illegible] [illegible] নিজের [illegible] নয়। এমন [illegible] [illegible]। তবে এই [illegible] [illegible] কোথা থেকে কিভাবে [illegible] বলতে পারে না। তুলসীর [illegible] স্বকৃত হঠকারিতা থেকে। [illegible] [illegible] ধারণ করেছে সে [illegible] ঘটনার [illegible]।

সকাল বেলায় উঠে জীবন বলল রমলী আর বসে থেকে লাভ কি? [illegible]।

জীবন ভেবেছিল রমলী [illegible] [illegible] রাতের বেলায় বলেছিল [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু এখন সবিস্ময়ে দেখল যে রমলী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

সত্যিই তো আর বসে থেকে কি লাভ? যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। এলিমিয়ন বিবি তো আর ফিরবে না।

পাশে বসেছিল তুলসী। সে বলে উঠল কে বলতে পারে বললে জীবন। ফিরে আসতেও তো পারে এলিমিয়ন বিবি।

যমুনার অতল থেকে—কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বলে রমলী।

যমুনায় সে ডুবেছে তা কি প্রমাণ হয়েছে?

আর কি করে প্রমাণ হবে? তার চিঠিখানাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়।

মোটেই নয়—বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দেয় তুলসী।

সে বলে, অমন চিঠি অনেকেই লিখে আবার শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে।

মত পরিবর্তনের আশায়, কতদিন বসে থাকবে জীবনলাল। আমার তাই তো [illegible] নয়।

[illegible] কি সাহেব জানিনে, যা মনে হল বললাম।

তুলসী ও রমলী দুজনেই অবাক হয়ে যায় নিজেদের উত্তর প্রত্যুত্তরে। জীবনলালও।

এই প্রথম তাদের মধ্যে ঝাঁঝালো প্রশ্নোত্তর। রমলী উঠে ঘরে চলে যায়, সেই সঙ্গে লক্ষ রাখে তুলসী কি করলো, জীবনের কাছেই বসে থাকলো, না উঠে [illegible]। না তুলসী উঠে চলে গেল।

রমলী একা বসে [illegible] মনটাকে মেলে [illegible] [illegible]। কেন এমন [illegible] [illegible] [illegible] লাভ নেই জীবনের প্রতি তুলসীর মনোভাবটা সে পছন্দ করেনি। তবে, না হয় তুলসী ভালোই বাসলো জীবনকে। তার ক্ষতি কি? সেই ব্যবসায়ে নামবার পরে হাজার বার সে নিজেকে বুঝিয়েছে পীরিত ভালোবাসার কারবারী সে নয়, তার দোকানে একমাত্র মাল দেহটা। এখন অপরের দোকানে হৃদয়টুকু যদি কিছু থাকে তবে তার তো আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু এমন হওয়া কি অসম্ভব যে, তার দোকানে অন্য মালও ছিল, এতদিন চোখে পড়েনি দেহ চাপা ছিল বলে। তখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] পীরিত ভালোবাসা [illegible] [illegible] [illegible]।

যখন রমলী এইরকম চিন্তা করছিল

প্রকাশিত হল প্রকাশিত হল

[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন নাটক

এই তো নাটক
(স্ত্রী চরিত্র বর্জিত) ১·০০

[illegible] নাটক

আর্তনাদ
(একটি স্ত্রী চরিত্র) ২·০০

প্রাপ্তিস্থান

গ্রন্থবিতান ৭[illegible] এস [illegible] কলি ১২ || গ্রন্থপীঠ ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি-৬

জগদীশবাবুর গীতা

[illegible] ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম [illegible] ৩·০০ | ভারত-আত্মার বাণী [illegible] ৩·০০

শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা ১·০০ | কর্মবাণী ১·২৫

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.-প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ২·৫০ | বাংলার ঋষি ৩·০০

বীরত্বে বাঙালী ১·০০ | বাংলার মনীষী ১·২৫

বিজ্ঞানে বাঙালী ৩·০০ | বাংলার বিদুষী ২·০০

আচার্য জগদীশ ২·০০ | রাজর্ষি রামমোহন ১·৫০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১·৫০ | যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১·৫০

জীবন গড়া ৭৫ | রবীন্দ্রনাথ ১২৫

ব্যবহারিক শব্দকোষ

[illegible] বাংলা অভিধান [illegible] পরিবর্ধিত ও বহু [illegible] সংবলিত ১·৫০

STUDENTS' OWN DICTIONARY OF WORDS, PHRASES & IDIOMS

[illegible] বাংলা অভিধান, এই দুই [illegible] সুসম্পাদিত সরল-ব্যবহার্য অভিধান প্রকাশক [illegible]। ৭·৫০

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী· ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

তুলসী অন্য ঘরে গিয়ে বসলো জানলার ধারে। যেখানে এক টুকরো আলো তির্যক-ভাবে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে অশথ গাছের পাতার আগায় আগায় দুলছে আলোর বিন্দু। মস্ত অশথ গাছটা যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, এখনো আড়মোড়া ভেঙে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তার কাণ্ড আর ডালপালা। হাজার হাজার পাতায় কাঁপন লেগে শিরশির ঝির ঝির রব উঠছে। ছবি ভালো লাগলো তার। এমন-ভাবে প্রকৃতির দিকে কখনো তাকায়নি সে, মুগ্ধ হয়ে সে বসে রইলো। এই অশথ গাছটা কত বার না সে দেখেছে, কই কখনো তো এমন সুন্দর মনে হয়নি।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো কুলুঙ্গির উপরে একখানা আয়নার দিকে, কি ভেবে তুলে নিয়ে তাকালো আয়নার মধ্যে আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে পুলকে কৌতূহলে চমকে উঠলো। কে এই নারী? আশ্চর্য সুন্দরী তো। কাচের সরোবরে যেন পদ্ম ফুটেছে। অবাক হয়ে যায় তুলসী। কতবার এই আয়নাখানা সামনে ধরেই সে মুখ দেখেছে, চুল বেঁধেছে, চলনসই রকম সুন্দরী বলে তার ধারণা ছিল। কিন্তু এ যে আলাদা। আজ যেন আকাশের সব আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপরে, আলো চোখে দেখা যায় না, মনের মধ্যে যার ধরণা সেই আলোটিও যেন মিশ্রিত হয়েছে আকাশের ঐ আলোর সঙ্গে। তার চোখের পলক পড়তে চায় না। তখনি মনে হল এমন করে আগে কখনো তাকায়নি নিজের দিকে, যেমন আগে তাকায়নি এমন করে অশথ গাছটার দিকে। আয়না হাতে করে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে সে।

তুলসী নিতান্ত অবোধ না হলে বুঝতে পারতো মাঝে মাঝে দুর্লভ অমৃতযোগ আসে মানুষের জীবনে, তখনি সৌন্দর্যের আরোপ হয়ে বস্তু হয়ে ওঠে সুন্দর। তার চোখের দেখা সেই অমৃতযোগ। [illegible] দেখায় পৃথিবী সুন্দর, [illegible] সুন্দর। তুলসী জানে না যে [illegible]

[illegible] বয়স্কদের [illegible] ছিল। সবটা দিন ঐ [illegible] আয়নার [illegible] ভিতরে ভিতরে খোঁচাতে লাগলো। [illegible] আয়নাখানা [illegible]

তুলসী [illegible] কিন্তু এমন টুকরো টুকরো করে [illegible] হবে কেন।

[illegible] আয়নাখানা [illegible]?

কোন কাজ [illegible] থেকে [illegible] হয়েছে [illegible]।

কথাগুলো বলবার সময়ে [illegible] হাসি ফুটে ওঠে। তুলসী দেখতে পায় না, [illegible]।

[illegible] কি করে হবে। [illegible] সকাল-বেলায় তো আমি মুখ দেখছি।

হঠাৎ [illegible] মুখ দেখবার [illegible] পড়লো কেন রে?

[illegible] আচমকাতে হবে না?

[illegible] তো কাঁকইখানাই যথেষ্ট। আয়নায় কি হবে?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না তুলসী, চুপ করে থাকে। তারপরে খুঁটে খুঁটে কুড়োতে থাকে ভাঙা টুকরোগুলো।

কি হচ্ছে তুলসী, বলে ঘরে ঢোকে মৃণালী।

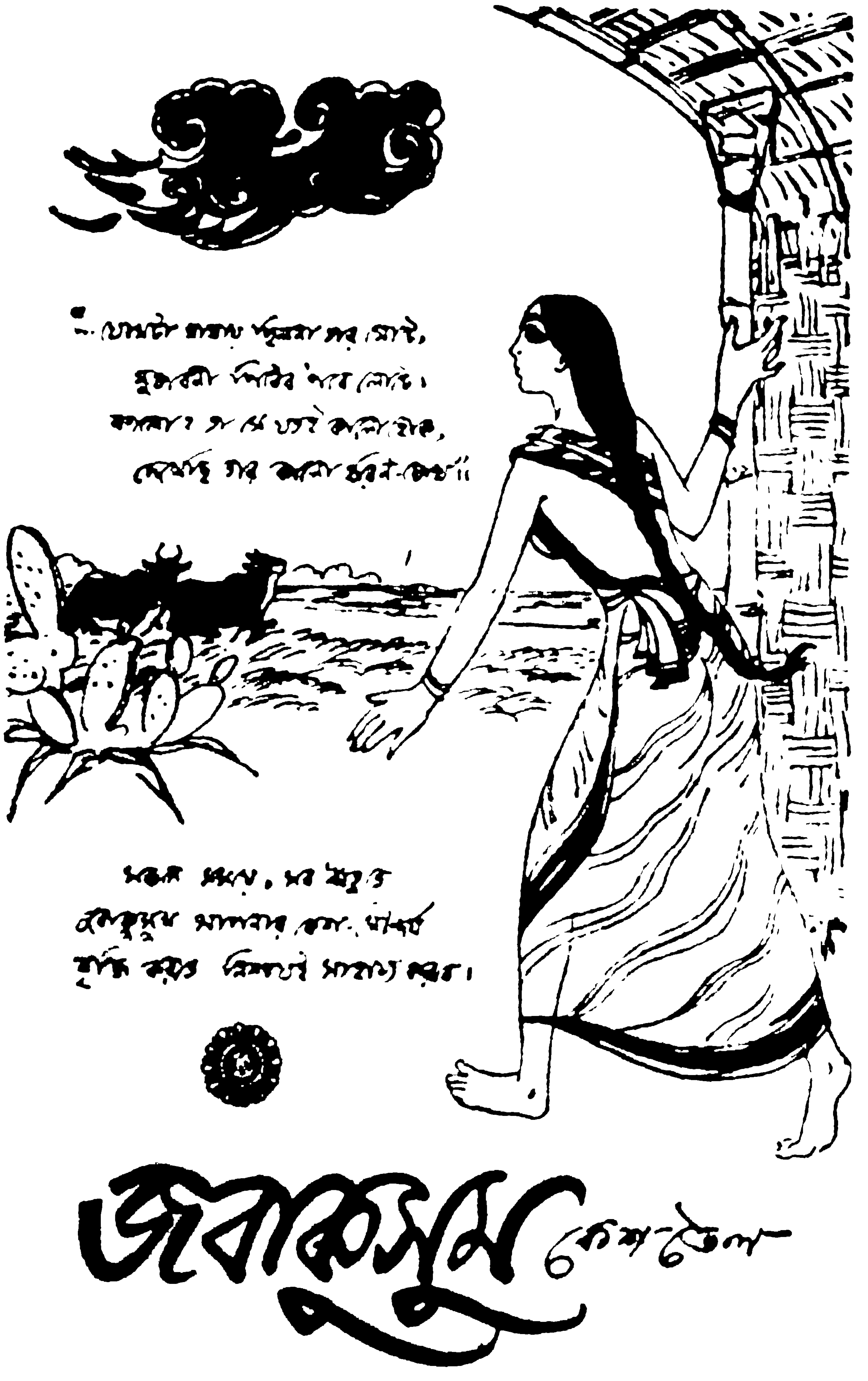

একি, ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োচ্ছ কেন? জোড়া দিয়ে আস্ত করবে নাকি?

তুলসী কুড়োতে কুড়োতে মন্তব্য করে, জোড়া দিলেই কি জোড়া লাগে?

তবে এমন পন্ডশ্রম কেন? আর এই কথাটা বুঝলেই তো অনেক হাঙ্গামা মিটে যায়।

মিটে তো যায় দিদি, কিন্তু মন বোঝে কই?

ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটে নিয়ে রূমালী চলে যায়। ভাঙা টুকরো নিয়ে দু'হাতের অঙ্গুলিতে ধরে নিষ্পলক চেয়ে থাকে তুলসী। ছোট বড় কত আকারের টুকরো। একখানা আয়না যেন একশ চোখ মেলে দেখছে তুলসীকে। ক্রমে রাগে ক্ষোভে অব্যক্ত বেদনায় তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে ঝাপসা হয়ে আসে কাচের টুকরোগুলো।

রূমালী অবশ্য যাওয়ার সময়ে বলেছিল আর একখানা আয়না কিনে আনলেই হবে, ফেলে দাও ঐ টুকরোগুলো।

তুলসী জানে পয়সা দিলেই আয়না পাওয়া যাবে সত্য কিন্তু সে আয়না কি এ আয়না হবে। এই আয়নায় যে মুখ দেখে ছিল জীবন। তার চোখের চাওয়ায় ছায়া ছিল এ আয়নাখানা। তাই তো তুলসী নিজেকে দেখতে পেয়েছিল এমন সুন্দর। সে সৌন্দর্য জীবনের দৃষ্টিতে আবিষ্কৃত। অন্য আয়নায় [illegible] সে? তাতে তো হয়নি জীবনের দৃষ্টির [illegible]।

তার মনে পড়ে জীবন বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় কথা বলছিল রূমালীর সঙ্গে কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তার অনিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ [illegible] তার [illegible] দিকে কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ [illegible] পায়। [illegible] হাসি একদিনের দেখাতেই [illegible] জীবনের [illegible] হাসি যখন [illegible] হাসি [illegible] ছিল [illegible] এই হাসি [illegible] কি হাসি কি এতই সুলভ।

জীবন বলেছিল [illegible] মানিক মুক্তো পথে পড়ে থাকে সুলভ বই কি।

এ কি কাব্যের বচন? আর আপনার হাসি কি জীবনমণির [illegible]?

যে মনে করে তার কাছে ঠিক।

এমন কোন লোক পেলেন কি?

পাবো আশাতেই ছড়িয়ে যাচ্ছি। কেউ কুড়োতে লাগলেই পাকড়াও করবো।

তবে সারা জন্ম ছড়িয়েই যেতে হবে। কুড়োবার মতো নির্বোধ পাবেন মনে হয় না।

তুলসীর আবার অবাক লাগে কি করে এমন কথার পিঠে কথা জোগায় তার মাথে। অথচ তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলেই কথা হারিয়ে যায় গলা ভারি হয়ে আসে চোখ নত হয়ে পড়ে। জীবনের বিদায়ের সময় উপস্থিত ছিল রূমালী কথা হতে পারেনি। সেইসব অকথিত কথা আজ মনের অন্ধকার কক্ষে কক্ষে অন্ধ বাদুড়ের মতো দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এই দুটি তরুণীর আটপৌরে সংসারের মধ্যে শাণিত চিক্কণ তরবারির মতো প্রবেশ করেছে জীবন সূক্ষ্ম বিচ্ছেদের রেখা দেখতে দেখতে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দুজনে পাশাপাশি শুয়ে বিনিদ্র রাত্রি চিন্তায় কাটায়।

রূমালী সংকল্প করেছে জীবনকে তার চাই কিছুতেই তার অধিকার ছেড়ে দেবে না অপরকে। তার ভালবাসা ক্ষিপ্র বজ্রের মতো মুহূর্তের মধ্যে আকাশে সঞ্চিত হয়ে উঠে অমোঘ তীব্রতায় পড়ে লক্ষ্যের উপরে। আর তুলসীর প্রেম নবাঙ্কুরিত বনস্পতি তার গতি ধীর তার বৃদ্ধি মন্থর সে প্রেম সার্থকতার জন্যে অপেক্ষা করতে জানে। রূমালী ভাবে জীবনকে আমার চাই। তুলসী ভাবে জীবন কি আমাকে কখনো দেবে? রূমালীর প্রেম পাহাড়ী বন্যা ভাসিয়ে নিতে চায়? তুলসীর প্রেম পাহাড়-তলীর সরোবর ডুবিয়ে দিতে চায়। রূমালীর প্রেমে তৃষ্ণা বাড়ে তুলসীর প্রেমে তৃষ্ণার নিবারণ। রূমালীর কেড়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রকাশ্য দরবারে অপর রমণীর [illegible] অস্বীকৃত করে [illegible] অসংকোচে অপর বিরুদ্ধ বাসনের কাহিনী বিবৃত করেছে স্বীকার করেছে যে বাধা [illegible] নয় [illegible] ভাবে নয় সুখের আশাতেই [illegible] সহাসংগিনী সে। এ সমস্তের সাক্ষী যে জীবন। স্বেচ্ছায় কখনো ধরা দেবে না সেই সাক্ষী—সবলে তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে [illegible] যেমন সমাদৃত ছিল [illegible] মঙ্গল পদ্মকে। [illegible] কুণ্ঠা তার জানা নয়।

রূমালী অর কতদিন এখানে থাকবে [illegible] এখন [illegible] এবার বাড়ি চলে যাই কি বলো?

মন্দ কি। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে?

রূমালী ভাবলো দেখা যাক কি বলে? [illegible]। জীবন যাওয়ার সময় জানিয়ে গিয়েছিল সে দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না তুলসী। সে বলল বাবা সেদিন এসে বলে গিয়েছিলেন ক'দিনের মধ্যেই আসবেন। এলেই যাবো ভাবছি।

অচ্ছা আসুন তখন দেখা যাবে।

উভয়ের এই পর্যন্ত কথায় বোঝা গেল যে যেতে বা যেতে দিতে আপত্তি নেই কোন পক্ষের।

রূমালী ভাবলো ভালই হয় তুলসী গেলে একক অধিকার পাওয়া যাবে জীবনের। তুলসী ভাবলো বাড়ি গেলে জীবনকেও নিয়ে যেতে পারবে সেখানে। পাশাপাশি শুয়ে দুজনেই নিজ মনের কূলে ঘটনার স্রোতকে বওয়াতে লাগলো। দুজনেরই বর্তমান ঘটনাকে নিজের অনুকূলে বওয়াতে তারা সক্ষম। (ক্রমশ)

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা

পুনশ্চ

পুনশ্চ কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু, ভূদেব চৌধুরী, রণেন্দ্রনাথ দেব নীহাররঞ্জন সেন, সোমেন্দ্রনাথ বসু। মূল্য ৫০ নঃ পঃ

স্মৃতিকথা

ঠাকুরবাড়ীর স্মৃতিকথার সংগ্রহ:
সৌদামিনী দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী, হেমলতা ঠাকুর ইন্দিরা দেবীর স্মৃতি আলেখ্য সংকলন। মূল্য ১ ৫০ নঃ পঃ

প্রাপ্তিস্থান—সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা ১২
(বৈতানিক কর্তৃক প্রকাশিত)

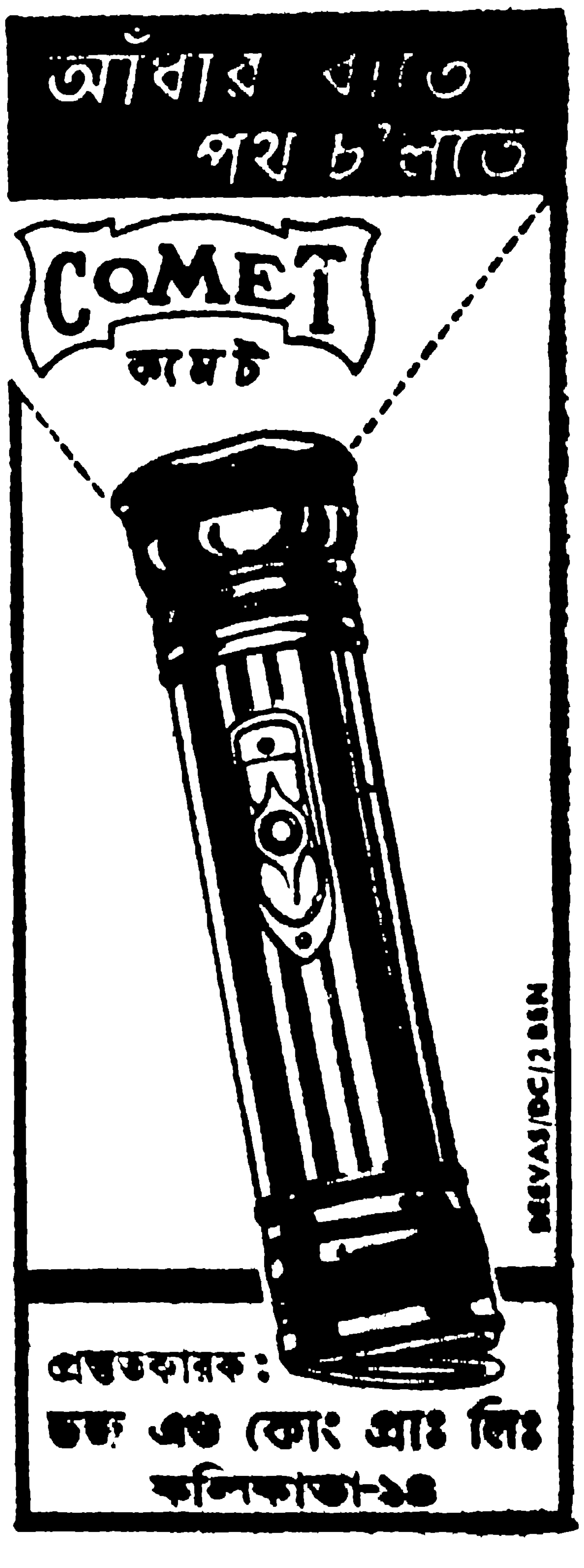

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

'লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিন্‌হা বলেন: লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি. আপনারও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 145-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

টোকিওর ভিতরের কথা কিছু কিছু বলেছি, শহর সম্বন্ধে অল্প কিছু বলেছিলাম, আজ আবার টোকিও শহর সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। পৃথিবীর এই বৃহত্তম শহরের কথা কি আর একদিনে শেষ হয়? জনসংখ্যার দিক দিয়েও এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সে কথাও আগে বলেছি এর বর্তমান জনসংখ্যা এক কোটি পঁচিশ হাজারেরও বেশী আর সাম্প্রতিক একটি হিসাব অনুযায়ী এই লোকসংখ্যা নাকি গড়ে ৩৬৫টি করে প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এ ছাড়াও আছে ভাসমান জনতা অর্থাৎ যারা প্রতিদিন [illegible] টোকিওর বাইরে থেকে যাতায়াত করে তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সরকার ও পৌরসভার এটি একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধের আগের টোকিও শহর এত বড় ছিল না, এর আকর্ষণও এত বেশী ছিল না। কিন্তু জাপানী জাতের একটা ঝোঁক যে, তার দেশ পৃথিবীর মধ্যে ইচিবান্ অর্থাৎ পয়লা নম্বর হবে, সবদিক দিয়ে, আর এই ঝোঁকটা আরও বেড়েছে গত যুদ্ধের পর থেকে যখন থেকে জাপান তার শিল্প বাণিজ্য সবকিছুর একটা প্রচণ্ড উন্নতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এরই ফলে, টাইফুন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও স্থানাভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধার বিরুদ্ধে আগেকার টোকিও শহর তার আশেপাশের গ্রাম ও শহরগুলিকেও বৃহত্তর টোকিওর আওতায় নিয়ে এসে পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীর উচ্চতম টাওয়ার, টোকিও টাওয়ারও এই টোকিওর বুকেই অবস্থিত। এর সবচেয়ে উপরের চূড়াটিকে খুব উঁচু করার ফলেই নাকি এটি প্যারিসের ইফেল টাওয়ার এর উচ্চতার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এটি টেলিভিশন প্রেরণ ও টেলিভিশন গবেষণাগার, দুই কাজই করে।

প্রাক্‌যুদ্ধ কালে টোকিও শহর, সরকারী কাজেরই কেন্দ্রস্থল ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল টোকিও থেকে বেশ কিছু দূরে, ওসাকায়। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সংস্থারই হেড-কোয়ার্টার্স টোকিওতে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার ফলে টোকিও শুধু সরকারী নয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলও হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই আকর্ষণই প্রতিদিন দলে দলে নরনারীকে টেনে আনছে এই রাজধানীতে। টোকিওর আকর্ষণ যে কত বেশী, তা একালে রচিত অনেক গানের মধ্যেও বুঝতে পারা যায়। এইসব গানের অর্থ হচ্ছে টোকিওতে চল, সেখানে গেলে আর চিন্তা করার কিছু নেই, একটা কিছু জুটেই যাবে। সম্প্রতি টোকিওর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক অনুসন্ধান চালান হয়েছিল টোকিওর এই আকর্ষণের হেতু কি জানতে। তাতে জানা যায় যে টোকিও শহরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তিনটি। চাকরি শিক্ষা ও বিবাহ। তা ছাড়া শহরের অন্যান্য মোহ ও আছেই। এদেশের প্রেম যদিও নিতান্তই প্রেমপদবাচ্য নয়, তবু সেখানে [illegible] নাইট ক্লাব কাবারে নেই, [illegible] থাকতে পারে। যাই হোক, শহরের ৫০ জন লোক প্রতি বছরে আসে চাকরির সন্ধানে শতকরা ১৩জন আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। আর শতকরা ১৯জন মেয়ে হয় বাপ মা দেখে বিয়ে করতে আসে অথবা বিয়ে করে স্বামীর ঘরে আসে। প্রতি বছরের এই বর্ধিত লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই চায় স্থায়ীভাবে এই শহরে বাস করতে। অবশ্য শহর থেকে দূরে থাকতে চায় তবে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই থাকে। শহরের জীবনযাত্রা দিন দিন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠছে। এই কারণে তারা শহর থেকে অল্পই দূরে প্রতিদিন যাতায়াতের দূরত্বের মধ্যেই থাকতে চায়। এদেশের যানবাহন বিশেষত ট্রেনের সুবিধার জন্য বেশ কিছুটা দূর থেকেও রোজ শহরে পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতে আসা যাওয়া মোটেই অসুবিধাজনক নয়। সুতরাং বহু লোক বহু দূর থেকে প্রতিদিন টোকিও শহরে কাজের জন্য যাতায়াত করে থাকেন।

টোকিও শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বাসস্থানের সংখ্যাল্পতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। এর পরেই আসে জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি। এদেশে বসবাসের বাড়িগুলি অধিকাংশই কাঠ, কাচ, কাগজ, কাঠের গুঁড়ো জমান তক্তা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। তাসের বাড়ির মত বাড়িগুলি দেখতে বেশ ছবির মত লাগে, কিন্তু আমাদের দেশে হলে হয়ত ততটা নিরাপদ হত না। ধীরে ধীরে নানারকম অপরাধের

[illegible] শহরের রাস্তায় নতুন গাড়ির ভিড়

সংখ্যা [illegible] এ [illegible] তত বিপজ্জনক নয়। অবশ্য সব বাড়িই ছোট নয় বহু বিরাট বড় বাড়িও আছে পৃথিবীর যে কোন বড় শহরের বাড়ির চেয়ে তার কোন অংশে ছোট নয়। বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট থেকে শুরু করে সবরকম আধুনিকতম উপকরণে তারা সজ্জিত। সিমেন্ট কংক্রীটের কাজও যথেষ্ট থাকে এই বাড়িগুলিতে কিন্তু ভিতরের কাজকর্ম অধিকাংশই কাঠ কাচ কাগজ ও নানারকম সিন্থেটিক দ্রব্য দিয়ে তৈরি। প্লাস্টিক ও সিনথেটিক জিনিস তৈরির ব্যাপারে জাপান অদ্বিতীয় বললেও চলে। এগুলি দেখতেও খুব সুন্দর আর বাড়িগুলি তৈরিও হয়ে যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। নানারকম অগ্নিনিরোধক জিনিস দিয়ে তৈরি করবার চেষ্টা অবশ্য যথেষ্ট হয়, কিন্তু তবু অনেক জিনিসই সহজ দাহ্য থাকে বলে প্রতিটি বড় বড় বাড়িতে অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থাও প্রচুরভাবে থাকে। আর এদেশের নতুন বাড়িগুলিও খুবই

[illegible] এইসব বাড়িগুলি শুধু যে অফিস ইত্যাদির জন্যই ব্যবহার হয় তা নয় [illegible]। বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] অধিবাসীদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বড় বড় [illegible] [illegible] [illegible] সবকিছুই [illegible]। [illegible] এর ফলে মুশ-

কিল হয়েছে বেচারা ভাড়াটেদের। অধিকাংশ বাড়িই একটা সময়ের চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া হয়, যাদের চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়েছে তারা আর কিছুতেই ল্যান্ড লেডীকে রাজী করতে পারছে না চুক্তির মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়িয়ে দিতে। কারণ সে ত ভাড়াটে তুলে দিয়ে হয় আরও বড় বাড়ি তুলবে নয়ত অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে বেশী ভাড়া আদায় করবে। ভাড়ার হারও বেড়ে চলেছে হু হু করে। ছোট দুখানা ঘর, দুখানা অর্থাৎ একটা বড় ঘরের মাঝখানে কাঠের ভাঁজ করা দরজা দিয়ে দুভাগ করা। ছোট একটু রান্নার জায়গা যেখানে কোনরকমে একটা গ্যাসের উনুন ও প্যানট্রী থাকতে পারে। পাশের দেওয়ালে একটা ছোট আলমারি স্টোর ও বাসনপত্র রাখার জন্য—আর একটা ছোট্ট ট্যয়লেট—এদেশে স্নানের ঘর সাধারণত অধিকাংশ বাড়িতেই থাকে না। বাইরের পাবলিক বাথে এ মেয়ে পুরুষ স্নান করতে যায়—শহরে অঞ্চলে এরই ভাড়া আমাদের দেশের দুশো টাকার মত। একটু ছোট্ট স্বয়ং সম্পূর্ণ বাড়ির ভাড়া প্রায় [illegible] [illegible] টাকার মত। শহরতলিতে অবশ্য তুলনায় ভাড়া অনেক কম একটু [illegible] [illegible] বটে। শহরের মধ্যে [illegible] [illegible] পাশাপাশি বাড়ির পর বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রায় দুর্লভ। কিন্তু [illegible] একটি [illegible] কেউ [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও ঘাস বা বড় বড় [illegible] গাছ [illegible] [illegible]। [illegible] দেখবেন বহু বিচিত্র নরনারীর ভিড় অধিকাংশই ছোটাছুটি ছোটাছুটি। আপনিও আপনার ছোটাছুটি না নিয়ে [illegible] ঠিক উপভোগ করতে পারবেন না। টোকিও শহরের এলাকার মধ্যেই বাগান বেশ কয়েকটি আছে। তার কয়েকগুলি এককালে রাজকীয় সম্পত্তি ছিল, এখন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরে বলব।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভ. রেজিঃ নং [illegible]
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরত।
[illegible] প্রতি কৌটা [illegible] টাকা, একত্রে ৩ কৌটা [illegible] ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং খরচ পৃথক
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
(হেড অফিস - [illegible])

টোকিওর যানবাহন সম্বন্ধে এর আগে একবার বলেছিলাম যে, এত বড় ও ছড়ান শহর হলেও যানবাহনের সুবিধার জন্য লোকের যাতায়াতে খুব অসুবিধা হয় না, যদিও সকাল বিকালের আপিস টাইমে ভিড়ের জন্য একটু কষ্ট হয়। আমাদের দেশে গরু বা মোষের গাড়ির মত মন্থরগতি গাড়ি যদিও ঐ সময় বড় রাস্তায় চলে না তবু অনেক সময় ঐ জাতীয় গাড়িতে অন্যান্য গাড়ির গতি বেশ বাধা পায়। এদেশে ঐরকম কোন গাড়ি যদিও একেবারেই নেই রিকশ এককালে চলত বটে কিন্তু এখন প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না—কিন্তু মোটর ট্যাক্সি বাস, লরী, ট্রাক ইত্যাদির সংখ্যা এত বেশী যে, এই যানবহন নিয়ন্ত্রণও এদেশের পৌরসভার এক মস্ত সমস্যা। সবদেশের বড় বড় শহরের মত এখানেও শহরের মধ্যে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত আছে, আর তার তদারক করার জন্য পুলিস বাহিনীও সর্বদা তৎপর কিন্তু কর্মব্যস্ত সময়ে গাড়ির ভিড় এত বেশী যে এক ঘণ্টার পথ যেতে প্রায় দেড় দু ঘণ্টা লেগে যায় পথে যেন গাড়ির লম্বা 'মিছিল'। ট্রেনের পথে বাধা নেই নিজস্ব লাইনে ধরে চলে, তাই শীঘ্র যাওয়ার জন্য লোকে ট্রেনে যাওয়াই পছন্দ করে তাই এ সময় সর্বত্রই ভিড়। পথে গাড়ির মিছিল দেখতে কিন্তু বড় ভাল লাগে সব গাড়িই ঝকঝকে চকচকে পুরানো গাড়ি একটাও দেখা যায় না। এদেশের লোকেরা খুব অল্প দিন ব্যবহার করেই গাড়ি বদল করে ফেলে সব ট্যাক্সি পর্যন্ত দু-এক বছরের বেশী চালান হয় না। ফলে এদেশের ট্যাক্সিগুলি ভারী চমৎকার। প্রাইভেট গাড়ির তুলনায়ই, অধিকাংশ ট্যাক্সিতেও রেডিও লাগান আছে আর বেশী ট্যাক্সিওয়ালা রেডিও চালিয়ে দেয়, গান শুনতে শুনতে গাড়িতে আরামে চলা যায়। ট্রাফিক সিগন্যালে বারবার গাড়ি দাঁড়ালেও ততটা বিরক্তিকর লাগে না, যদি না নিতান্তই তাড়াতাড়ি কোথাও যাবার তাগাদা থাকে। ছোট বড় ট্যাক্সি অনুযায়ী প্রতি দুই কিলোমিটারে ৭০ বা ৮০ ইয়েন অর্থাৎ আমাদের প্রায় এক টাকা বা কিছু বেশী। ট্যাক্সিওয়ালারা অধিকাংশই অত্যন্ত ভদ্র, বিশেষত বিদেশীরা যদি জাপানী ভাষা বলতে পারে তবে তারা খুব খুশী হয়ে নানারকম গল্প করে। আর ইন্ডিয়াটা যে কোথায় দেশ সেটা, এদেশের ট্যাক্সিওয়ালা, সবজিওয়ালা, সকলেরই বেশ ভাল জানা আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই ট্যাক্সিওয়ালাদের সম্বন্ধে একটু অভিযোগ শোনা যায় তারা নাকি বিদেশীদের নিতে চায় না। আমার যদিও দু'একবার এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক বিদেশী বলে বা অন্য কোন কারণে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। যাই হোক, যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কথা বলছিলাম। এদেশের কতক-গুলি রাস্তা বেশ বড় হলেও অধিকাংশ রাস্তাই যানবাহন চলাচলের পক্ষে খুব প্রশস্ত নয়। গত যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে টোকিও শহরের অধিকাংশই প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর যখন নতুন করে শহর গড়ে তোলা হয় তখন বাড়িগুলি সেই জায়গাতেই আবার তৈরি করা হয়, রাস্তাগুলি আর চওড়া করা হয়নি, ফলে ক্রমবর্ধমান গাড়ির ভিড়ে রাস্তাগুলি সবসময়ই ভর্তি। এখন আর রাস্তাগুলি চওড়া করা সম্ভব নয়, রাস্তার চাহিদাও বেড়েই চলেছে, কাজেই পৌরসভা অন্য পন্থার কথা চিন্তা করছেন। এঁরা এক শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দশ বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বছর দুই আগে। তার কাজও বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে, বিশেষত সামনের বছর অলিম্পিকের আগে এঁরা অনেকটা কাজ সারতে চান। এই পরিকল্পনার একটি বিষয় হচ্ছে সারা টোকিও ও বৃহত্তর টোকিও জুড়ে আটটি প্রথম শ্রেণীর ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ রেলপথও বেশ কয়েকটি আছে। আরও কয়েকটির কাজ চলছে। প্রতি রাত্রে যখন শহরের ওপরে যানবাহনের ভিড় কমে যায় তখন শত শত কর্মী নিরন্তরভাবে সারারাত ধরে মাটির নীচে রেলপথ তৈরীর কাজ চালিয়ে যায়। ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজও অনেকটা এগিয়ে গেছে ও ইতিমধ্যেই তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচলও শুরু হয়ে গেছে। এই ন্যাশনাল হাইওয়েগুলি হবে ১৬ মিটার চওড়া ও সবসুদ্ধ এর দৈর্ঘ্য হবে ৭১০৩ কিলোমিটার, এবং এর ওপর দিয়ে গড়ে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি যেতে পারবে। অলিম্পিকের আগেই এইসব রাস্তা শেষ হবার আশা করা যায়। প্রতি বছর যে হারে গাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে ১৯৬৬ সালে টোকিওতে যানবাহনের সংখ্যা ১,১৬০,০০০ও ছাড়িয়ে যাবে বলে পৌরসভার অনুমান। সেজন্য রাস্তা বাড়ানো আরও বিশেষ প্রয়োজন। আর একটি জিনিস, যেটি অলিম্পিকের আগেই তৈরি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে শহরের মাথার উপর দিয়ে একটি রেলপথ, যেটি হানেদাতে অবস্থিত টোকিও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সঙ্গে শহরের মধ্যস্থ শিমবাসী স্টেশনকে যুক্ত করবে। এটি তৈরি সম্পূর্ণ হলে, শিশুদের প্রমোদ উদ্যানে শিশুদের ব্যবহার্য মনোরেল ছাড়া, সাধারণের ব্যবহার্য মনোরেল জাপানে এটিই প্রথম হবে। এই মনোরেলটিও টোকিও ও ইয়োকোহামা বন্দরের মধ্যবর্তী যে হাইওয়ে তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে, সেটি যুক্তভাবে টোকিও ও হানেদা আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটা সংক্ষেপ করে দেবে।

সুধীরা দাশগুপ্ত

এটি একটি অপূর্ব গ্রন্থের বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থটির নাম খুব অদ্ভুত—

উলটো পুরাণ

লিখেছেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু। দাম চার টাকা।

লেখক স্বীকার করেছেন, এমন বিচিত্র বই জীবনে আর লেখেন নি, এবং আর লিখবেনও না।

বইটি ভালো কিংবা মন্দ বলা বড় শক্ত, তবে বিচিত্র, অদ্ভুত—একথা একশবার বলা যায়। হ্যাঁ, বইটি বড়দের।

মুকুন্দ পাবলিশার্স : ৭৮ বিধান সরণি : কলিকাতা ৪

(রসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্মস্থান)

রোজপরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...
সানলাইট—উৎকৃষ্ট ফেনার, খাঁটি সাবান
(হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী)

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ছাব্বিশ ॥

স্থলসৈন্যের পরেই চীনা লালফৌজের বিমান বাহিনীর স্থান। লালচীনের বিমান বহরের 'ফাইটার' বিমানের সংখ্যা তিন হাজার হবে বলেই পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন। এবং তাঁদের আন্দাজে জেটচালিত লঘু বোমারু এবং মালবাহী বিমানের সংখ্যা হবে 'কয়েক শত', কারো কারো মতে, প্রায় হাজার। এ ছাড়া কিছু পর্যবেক্ষক বিমান এবং হেলিকপ্টারও আছে।

বলাই বাহুল্য, চীনের বিমান মাত্রেই রুশ বিমান। চৈনিক বিমানবহরের ফাইটার-গুলোর অধিকাংশই মিগ ১৫। মিগ ১৭ এবং মিগ ১৯-ও বেশ কিছু আছে। বোমারু এবং মালবাহী জেটগুলো হচ্ছে ইলিউশিন-২৮ টাইপের।

চীনের জেট পাইলটের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার এবং সবরকম কর্মী মিলিয়ে বিমান-বহরে মোট পাঁচ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এ ছাড়া 'ওয়েটিং লিস্টে' আছে স্বেচ্ছা-সেবকদের নামের সুদীর্ঘ এক তালিকা।

এখানেও দেখা যাচ্ছে যন্ত্রের সংখ্যা থেকে জনের সংখ্যা অনেক বেশি। অবশ্য একটা জিনিস লক্ষ করবার আছে চীনা বিমানবহর সর্বতোভাবে রুশিয়ার উপর নির্ভরশীল। রুশিয়ার মদত ছাড়া ড্রাগনের পাখা মেলবার সাধ্য নেই। রুশিয়া চীনকে শুধু নতুন বিমানই জোগায় নি, উড়োজাহাজের তেলও তাকেই জোগাতে হয়। বিমানচালনা শিক্ষা দেবার জন্য ইনস্ট্রাক্টর, বিমান মেরামতের কারিগর, স্পেয়ার পার্টস – সবই রুশিয়া থেকে আসছিল। চীনের অভিযোগ প্রকাশ, রুশিয়া এখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

ফরমোজার ভয়ে লাল চীনকে তার বিমান-বহরের বড় অংশটাকেই ঐ সীমান্তেই মোতায়েন রাখতে হয়েছে। ফরমোজার মহড়া নেবার জন্য লাল চীন ৪০টি জেট বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছে। তার হাতে এখন মজুত যে তেল আছে, তাতে চীন এই একটা ফ্রন্ট হয়ত কোন রকমে সামাল দিতে পারে। ফ্রন্ট নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লে তার পক্ষে রুশিয়ার নতুন মদত ছাড়া বিমান বাহিনীর সদ্ব্যবহার করা মুশকিল। এবং এই কারণেই চীন ভারতের বিরুদ্ধে বিমানবহর নিয়োগ করেনি। (ব্রহ্মদেশ এবং আসামের তেলের উপরও এই একই কারণে চীনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।)

গৃহযুদ্ধের অবসানে কমিউনিস্ট পার্টি যখন পিকিং-এর তখ্‌তে এসে অধিষ্ঠিত হল, তখন হিসাব নিয়ে দেখা গেল, কমিউনিস্টদের হাতে ৫০০ খানা জংগী বিমান এসে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ২০০ খানা বিমান ছিল। চিয়াং কাইশেকের কাছ থেকে বাকি তিনশ বিমান কমিউনিস্টরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই ৫০০ খানা জংগী বিমান নেড়েচেড়ে দেখা গেল, অর্ধেকই অকেজো হয়ে পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত করতে না পারায়, স্পেয়ার পার্টসের অভাবে মেরামত করতে না পারায়, শেষ পর্যন্ত সচল বিমানের সংখ্যা এসে দাঁড়াল (১৯৪৯ সালে) ২২৫ খানায়—১৭৫ খানা ফাইটার এবং ৭৫ খানা বোমারু ও মালবাহী বিমান।

১৯৫১ সালে চীন কোরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল, চীনে রুশ বিমান পাইলট, কারিগর এসে পৌঁছাতে লাগল। প্রথম কিস্তিতে রুশিয়া শুধু ফাইটারই পাঠিয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধেই প্রথম চীনা পাইলটদের মিগ বিমান চালাবার সুযোগ মিলল। (তিব্বতেও খম্পাদের নিশ্চিহ্ন করার কাজে চীনারা রুশ বিমান ব্যবহার করেছে।) ১৯৫৩ সন থেকে চীন বোমারু বাহিনী গড়তে মন দেয়। চীনা পাইলটরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিগ চালনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে পশ্চিমী, বিশেষ করে মার্কিনী সামরিক পর্যবেক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধের পর চৈনিক লালফৌজ অতি দ্রুত বিমানবহর বাড়িয়ে ফেলল। মজা হচ্ছে এই, এত করেও মাও-এর বিমান-বহর চিয়াং-এর বিমানবহরের (মার্কিনী মদতে তৈরি) সংগে এঁটে উঠতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে এই দুপক্ষে যে-কটা বিমান-যুদ্ধ হয়েছে, তার সব কটাতেই মাও-কে পিছু হটতে হয়েছে।

লালচীন রুশিয়ার সাহায্যে কয়েকটা বিমান-তৈরির কারখানা বানিয়েছে। এইসব কারখানায় বিমানের বিভিন্ন অংশ এনে জোড়া হয়। অংশগুলো তৈরি হয় রুশিয়ার কারখানাতেই। বিখ্যাত মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষক মেজর এডগার ও ব্যালান্স এই সম্পর্কে বলেছেন:

Red China is entirely dependent upon Russia both for aircraft and for aviation fuel. Some Russian types are now assembled in China, but Red Chinese industry is not yet capable of producing modern aircraft in quantity, nor the necessary precision instruments that go with them. It has been estimated that a probable ceiling number of aircraft

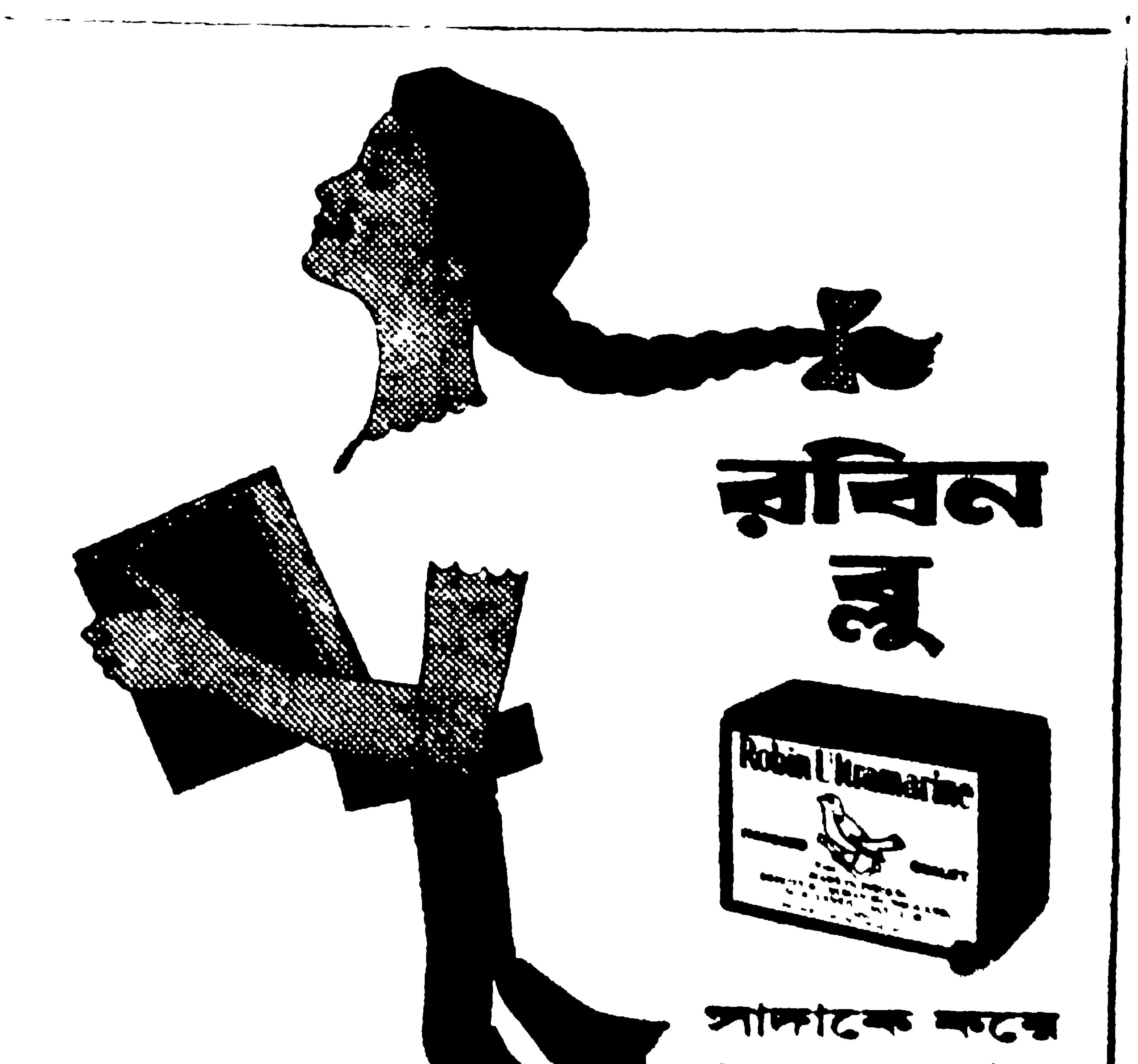

may not be more than 7,000—but the exact figure will ultimately depend completely upon Russian generosity. A vital point which should not be overlooked, is that Red China possesses no high-grade aviation fuel, and that every single drop comes all the way from Russia. Russia pull the string that manipulate the Red Chinese air force and will continue to do so for some time to come.—(**The Red Army of China, p.217-218**).

তেল এবং বিমানের জন্য রাশিয়ার উপর চীনকে নির্ভর করতে হচ্ছে বলেই লাল-ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশকে সে ইচ্ছে মত কাজে লাগাতে পারছে না। তাই একদিকে চীন গ্লাইডার বাহিনী গড়ে তোলার দিকে ঝুঁকেছে এবং অন্যদিকে বৃটেনের মত (পুঁজিবাদী) দেশের দুয়ারে গিয়েও মালবাহী বিমান কেনার জন্য ধর্ণা দিচ্ছে।

চীনের স্থল এবং বিমান বাহিনীর তুলনায় নৌবাহিনী অনেক ছোট। কিছুটা উপেক্ষিতও বটে।

লালফৌজের নৌবহরে নানা ধরনের জাহাজের সংখ্যা ৩৪০, লোক-সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। ৩৪০ খানা জাহাজের মধ্যে কুজার আছে দুখানা, ডেস্ট্রয়ার প্রায় ২০ খানা, এবং ফ্রিগেট ৩০ খানারও উপর। বাকিগুলো উপকূলে এবং নদীতে ভেসে বেড়াবার উপযোগী ছোট ছোট সব জলযান। এ ছাড়া আছে সমুদ্রে চলার উপযোগী ৩০০ খানা ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট আর আছে অন্তত ২৮ খানা দূরপাল্লার ডুবোজাহাজ। সব কটা ডুবোজাহাজ এবং অন্যান্য রণতরীর তিন ভাগের দু ভাগই রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া।

সাংহাই এবং ক্যান্টনের জাহাজ তৈরির কারখানায় আরও ডেস্ট্রয়ার এবং ফ্রিগেট তৈরি এবং অন্যান্য কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরির যে-সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সেই সব পরিকল্পনার কাজ মন্থর হয়ে এসেছে। বছরে ২৫ খানা করে ডুবো জাহাজ তৈরি করা শুরু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। চীনের উদ্দেশ্য ছিল এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ১০০তে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু 'মহাবেগে লাফ' দিতে গিয়ে চীন সব লক্ষ্যই পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে ১০০টি ডুবো-জাহাজ বানাবার বাসনাও বাতিল করতে হয়েছে। ডুবোজাহাজ চালাবার মত দক্ষ অফিসার এবং মাল্লারও ঘাটতি আছে। লালচীনের নৌবহর সম্পর্কে মেকব ও গ্যাসগন মন্তব্য করেছেন:

One can venture the thought that although the navy is the poor relation of the Red Chinese armed forces and has limited defensive ability, it is developing far-reaching nuisance value capabilities—(The Red Army of China, p. 218).

চীনের এই বিরাট ফৌজের রসদ সরবরাহ এবং যোগাযোগের জন্যও তাকে আধুনিক যন্ত্রপাতির চাইতে মানুষের পেশী-শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ এই বিরাট ফৌজের জন্য সরবরাহ এবং যোগাযোগ গড়ে তুলতে যত মোটর গাড়ি দরকার, চীন আজও তা তৈরি বা সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি।

সেই কারণেই মাল বইবার জন্য চীনকে বিপুল এক বাহক বাহিনী বা 'ট্রান্সপোর্ট কোর' গড়ে তুলতে হয়েছে। এরও সদর দপ্তর হচ্ছে পিকিং-এ। প্রথম দিকে এই 'ট্রান্সপোর্ট' কোরকে ৪০টি আঞ্চলিক

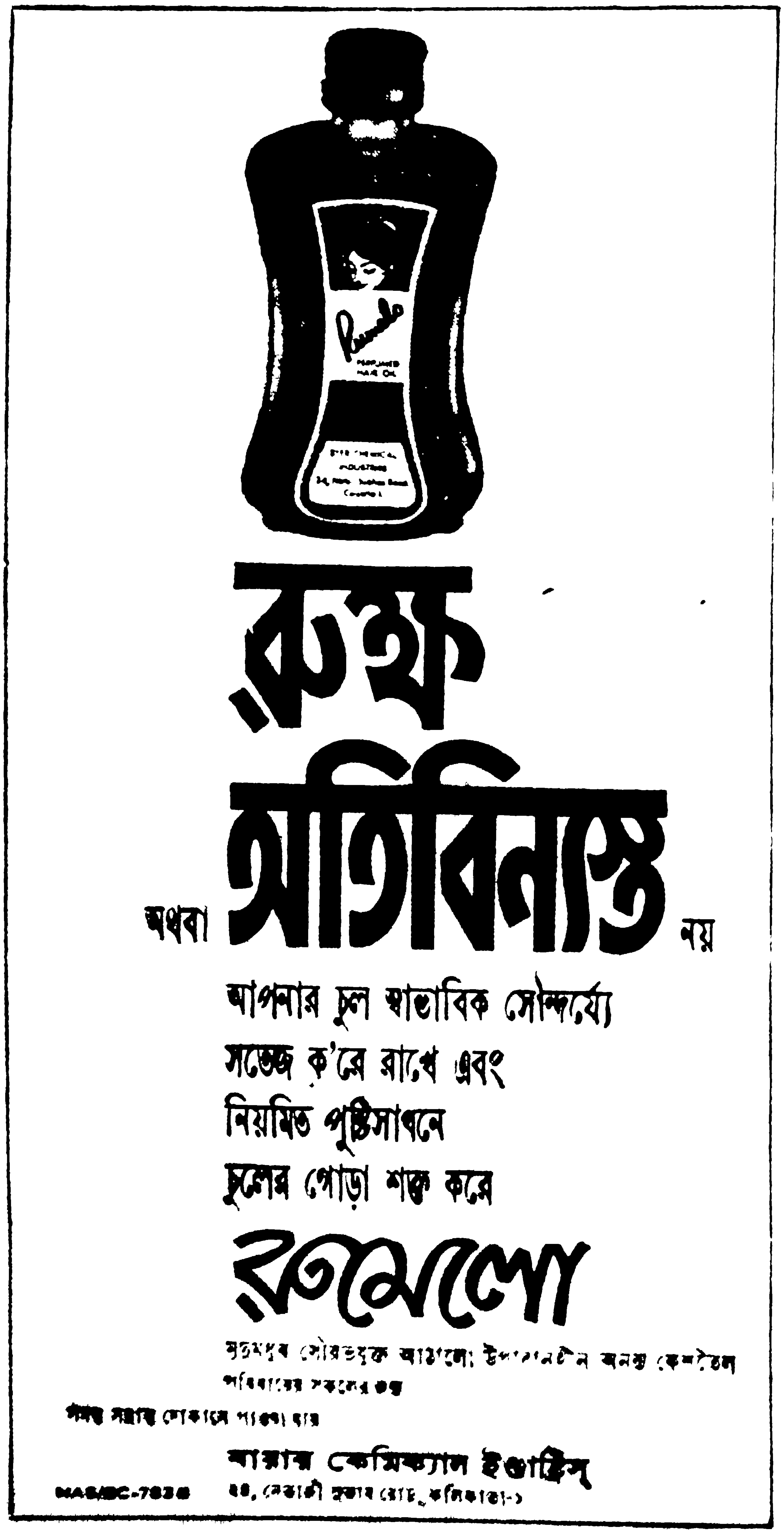

ডিভিশনে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। এক সময় এই বাহিনীতে কুড়ি লক্ষ লোক ছিল। এখন, রাস্তাঘাট যত উন্নত হচ্ছে, মোটর গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ যত বাড়ছে, এই বাহিনীর আয়তনে ততই সংকুচিত হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে এই বাহিনীর পুনর্গঠন করে এটাকে ২২টি আঞ্চলিক ডিভিশনে ভাগ করা হয়। তারপর থেকে লোকের সংখ্যা কমতে থাকে, এখন এই সংখ্যা দশ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেক গাল-গল্পের মত চীনা ফৌজ সম্পর্কে এই গল্পটাও চালু হয়েছে যে, চীনা সৈন্য ঈশ্বরের (বা কমিউনিস্টদের) এমনই এক আজব সৃষ্টি যে, তারা নিজের "কার্তুজ রাখবার পেটিতে" চাল বেঁধে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে, তারপর অনির্দিষ্টকাল ঐ খাদ্যে জীবনধারণ করে লড়াই চালায়, তাদের আর আলাদা করে রসদ সরবরাহ করতে হয় না। এই কাহিনী যে অলীক, বাস্তব ঘটনাই তা প্রমাণ করেছে।

গেরিলা বাহিনীর সিপাইরা অনেক সময় নিজের রসদ নিজেরাই বহন করে এ কথা সত্যি। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল তারা সেই রসদ সম্বল করে যুদ্ধ চালাতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের 'কার্তুজ রাখবার পেটি'তে রাখা রসদ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন 'বেস' থেকে আবার নতুন রসদ পাঠাতে হয়। সেই কারণেই গেরিলা দল সরবরাহ শিবির ছেড়ে খুব দূরে গিয়ে অনেকদিন ধরে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে না।

(এই প্রসঙ্গে আমার ভারতীয় বাহিনী নেফার কাছে যাঁরা পার্বত্য যুদ্ধে নিরত আছেন, রসদ সরবরাহের একটা দুর্দশার কথা মনে পড়ছে। গত নভেম্বর (১৯৬২) নেফাতে চীনা আক্রমণের সময় আমি সে অঞ্চলে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের সেনাবাহিনী চীনাদের ঠেকাতে সমানে লড়াই চালাচ্ছিল। সেই সময়েও আমি দেখেছি আমাদের লড়ুয়ে ফৌজকে রান্না করে খেতে হচ্ছে। সে-সব উচ্চতায় (প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট) ডাল রুটি নিতান্ত সহজে যে পাকানো যায় না, তা আমার পর্বতারোহণের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেই মালুম পেয়েছি। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, 'ফরওয়ার্ড এরিয়া' বা অগ্রবর্তী ঘাটিতেও আমাদের ফৌজকে ফিল্ড র‍্যাশন হিসাবে চাল ডাল আটা, মাংস ইত্যাদি কাঁচাই সরবরাহ করা হয়। এ সংবাদে বিস্মিতই হয়েছিলাম। আমরা এখনও কত পিছিয়ে আছি। সমতল ভূমিতে রান্নাবান্নার অসুবিধে বিশেষ নেই। কিন্তু উঁচু অল্টিচিউডের যুদ্ধে সামরিক রসদ সরবরাহে আমাদের যথোপযোগী বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করাই সমীচীন বলে বিবেচনা করি। আজকাল উন্নত দেশগুলো এসব ক্ষেত্রে ফৌজকে রান্না-করা ডিহাই-ড্রেটেড টিনে বন্দি খাবার দেয়।)

চীনা গেরিলার 'কার্তুজ রাখবার পেটি'তে রসদ নেওয়ায় দূরপাল্লায় আক্রমণ চালাতে তার অসুবিধে ঘটে সন্দেহ নেই, কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে (রান্নাবান্নার ঝামেলা না থাকায়) তার তৎপরতা যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং দ্রুতগতিতে অতর্কিত হানা মারার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, লালফৌজকেও রসদ যোগান দেবার ব্যাপক আয়োজন করতে হয়। একটা হিসেবে দেখা গিয়েছে যে শান্তির সময়েও প্রতি তিনজন চৈনিক সৈন্যের জন্য একজন করে রসদবাহী লোক মোতায়েন রাখতে হয়। আরও জানা গিয়েছে শান্তিপর্বে চীনা বাহিনীকে নিজের রসদের অন্তত বারো আনা নিজেকেই উৎপাদন করতে হয়। চীন সরকার সেই কারণেই এক অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী অন্যত্র বদলি করতে চায় না। কারণ তাতে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবার আশংকা দেখা দিতে পারে।

সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে এবং অন্যান্য কাজে যথা 'বেসে'র কারখানায়, সরবরাহ ঘাটিতে, হাসপাতালের ক্যাম্পে, বিভিন্ন সামরিক দপ্তরে অন্তত পাঁচ লক্ষ লোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

সামরিক পর্যবেক্ষকরা এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, চৈনিক লালফৌজ লোকবলে যত বলী, অস্ত্রবলে তত নয়। এখনও লাল-ফৌজকে প্রধানত মামুলী ধরনের ছোট ও মাঝারি অস্ত্রের উপর, যথা রাইফেল, সাব-মেশিনগান, মেশিনগান, মর্টার, বাজুকা, অ্যান্টি-ট্যাংক, অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন প্রভৃতি ইনফ্যান্ট্রির উপযোগী অস্ত্রের উপরই নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আর

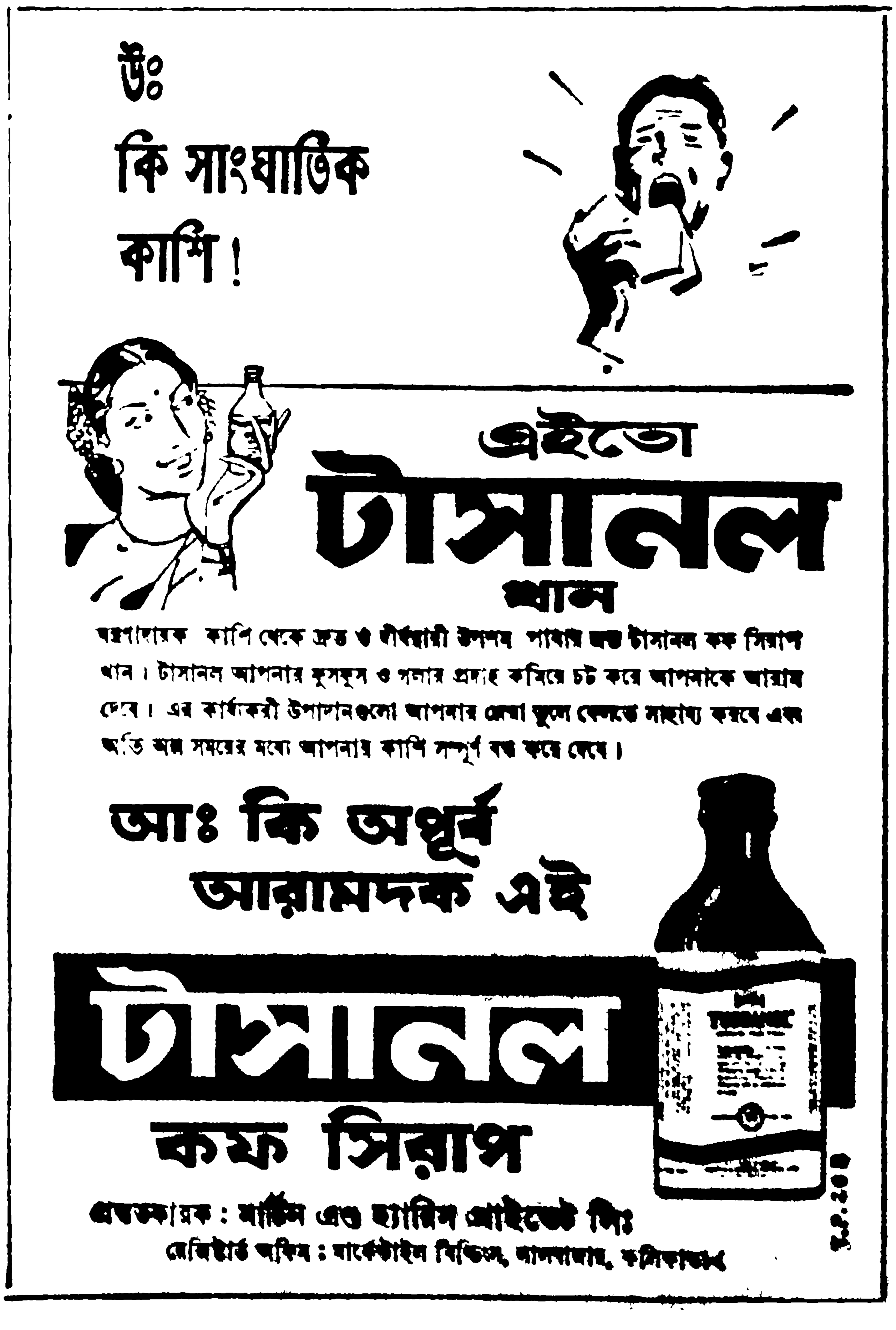

আছে ছোট ছোট বি-কয়েললেস অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গান। এইসব অস্ত্রও আবার এক টাইপের নয়। আমেরিকা, জাপান, রুশ এবং কিছু কিছু জার্মান মডেলে তৈরি। রুশ মিলিটারি মিশন একবার এইসব অস্ত্রশস্ত্রের অন্যান্য মডেল বর্জন করে রুশ মডেল তৈরি করার পরামর্শ লাল চীনকে দিয়েছিল, কিন্তু চীন সে-কাজ করে উঠতে পারেনি।

লঘু সাঁজোয়া গাড়ি ছাড়া চীন এখনও পর্যন্ত ট্যাংক বানাতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের পরাজয় ঘটলে লালফৌজ যে-সব জাপানী ট্যাংক হাতিয়ে নিয়েছিল, এখন আর সেগুলোর কর্মক্ষমতা নেই। তার কাছে এখন যে-সব ট্যাংক বা সাঁজোয়া গাড়ি আছে, সেগুলোর বেশির-ভাগই কোরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া। এর মধ্যে আছে প্রথম যুগের কিছু স্ট্যালিন ট্যাংক, কিছু 'এস ইউ' এবং কিছু 'বি-৩৪' ট্যাংক। ১৯৫৪ সালের পর রাশিয়া এ-সব জিনিসও আর বেশি পাঠায় নি। এ-সবের মডেলও রাশিয়া বদলে ফেলেছে। চীনের প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো তো নস্যি।

প্রথম দিকে লালফৌজ কিছু বিদেশী কামানও কেড়ে কুড়ে নিয়েছিল। ১৯৪৫ সালে প্রচুর পরিমাণে জাপানী গোলন্দাজ বাহিনীর পরিত্যক্ত সাজ-সরঞ্জামও তার দখল করে ফেলে। লালফৌজের সেনাপতিরা এইসব অস্ত্র গৃহযুদ্ধের সময় চিয়াং কাইশেককে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করায় জাপানী আর্টিলারি চালাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কাজেই চীনের শিল্প উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সমরনায়কেরা এইসব অস্ত্র উৎপাদনের ফরমায়েশ দিতে থাকেন। চীন এখন এইসব ছোট কামান তৈরিতে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছে। বড় কামান এখনও দুষ্প্রাপ্য।

মেজর ওয়ালাস এই সম্পর্কে বলেছেন:

As far as equipment is concerned, it can be broadly said that the Red Army, basically infantry as it is, is only equipped as such and lacks the required balance of heavy armaments. Red China, an agricultural country, has barely touched the fringe of industrialisation and it must necessarily be some time before modern military material and heavy armaments are produced in a sufficient quantity to put her in the same category as, let alone on a par with, other Westernized armed forces of the world power.

'মহাবেগে লাফ' দেবে চীন তার শিল্পোৎপাদনকে যেভাবে জখম করেছে তাতে আধুনিক মারণাস্ত্র উৎপাদনের গতিও মন্থর হতে বাধ্য। এবং আধুনিক মারণাস্ত্রের ঘাটতি নিয়ে চীনের পক্ষে বড় কোন দেশ জয় করা সম্ভব নয়। তবে পঞ্চম বাহিনীর সহায়তা অনেক অসম্ভব তো সম্ভব হয়। আশংকা সেইখানে।

লালফৌজের অফিসারদের সম্বন্ধে পশ্চিমীদের ধারণা ভাল। মেজর ওয়ালাসের মতে:

Generally speaking, the average regular officer is patriotic, hard-working and capable of doing his job in the field, but his horizon tends to be narrow, and he lacks the high standard of formal education and technical training looked for in an officer in a modern, Westernized army today. He inclines to withdraw himself whenever he can and devote himself entirely to his military work, frequently to the neglect and detriment to party politics. The possibility that a military junta may arise one day..

কম্যুনিস্ট চীন মিলিশিয়া বলে একটা আধা সামরিক সংস্থা গড়ে তুলেছে। এবং ২৫ কোটি নরনারীকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সংস্থাটি মাও সে-তুঙের গর্বের বস্তু। ২৫ কোটি লোককে নয়া চীন একটা আধা সামরিক সংস্থার মধ্যে সংগঠিত করে তুলেছে, এই কথাটি শুনেই বহু লোক ভিরমি খেয়ে পড়তে পারেন। আমাদের কথা বলছি নে, বহু লড়াই-এ অভিজ্ঞ পশ্চিমী দেশগুলোর পিলেও এই খবরে চমকে উঠেছিল। পরে নানা রকম খোঁজখবর করে মিলিশিয়ার স্বরূপটি বুঝবার পর তার আতঙ্ক কমেছে।

বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, মিলিশিয়ার লোকসংখ্যা যতই হোক সামরিক উপযোগিতার দিক থেকে ওটা প্রায় গোদা

খাস জনতা
দাম তুলে আনে

গৃহস্থালীর অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে খাস জনতা কেরোসিন কুকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কেরোসিনের এই পলতেযুক্ত কুকারটির অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল সময় ও জ্বালানীর খরচের সংক্ষেপ-সাধন। খাস

জনতা সহজেই জ্বালানো যায়, গঠনে মজবুত, আর, কার্যকারিতায় এর জুড়ি নেই।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA. OM.36

পায়ের লাথি'রই সামিল। গ্রামে ও শহরে যে-সব কৃষক ও শ্রমিককে মিলিশিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে, তাদের কাজ হচ্ছে কাজে যাবার আগে নিয়মিত ড্রিল করা—যে ধরনের ড্রিল গত যুদ্ধের সময় আমাদের এখানে সিভিক গার্ডদের করানো হত। সে আমলের সিভিক গার্ডের কুচকাওয়াজ দেখে এদেশের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত কি? চীনের মিলিশিয়াও অনেকটা তাই। একজন সামরিক পর্যবেক্ষক মিলিশিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

It may be true that 250 million people are regimented and drilled each day before being marched off to their work, but their military value as a whole is another matter. Only a small proportion is adequately trained, and a smaller proportion armed.

মিলিশিয়ার যে "সামান্য অংশ" সামরিক শিক্ষা পেয়েছে এবং সশস্ত্র, তারাও সংখ্যায় কম হবে না। ২৫ কোটির ২৫ ভাগের এক ভাগও যে এক কোটিতে দাঁড়ায়। এরাই চীনের "সেকেণ্ড লাইন অব্ ডিফেন্স।" এরা হোম-গার্ডের কাজ করে, নিয়মিত সেনাদলের রিজার্ভ হিসেবেও এদের গণ্য করা হয়। আবার এদের দিয়ে মাল বহন, পাহারাদারী, এমন কি গুপ্তচরের কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। মিলিশিয়ার এই শিক্ষিত অংশটির সঙ্গে আমাদের প্রাদেশিক রক্ষীদের সাদৃশ্য আছে।

চীন-জাপান যুদ্ধের সময় মাও সে-তুং আর্থিক কারণে নিয়মিত ফৌজের সংখ্যা বিশেষ বাড়াতে পারেন নি। কম খরচে হয় বলে মিলিশিয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধের শুরুতেই মিলিশিয়ার সংখ্যা ৬০ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের শেষে পাইকারি বহিষ্কার এবং সাজা দেবার ফলে মিলিশিয়ার সংখ্যা কিছুকালের মত বেশ কমে গিয়েছিল। তারপর আবার মিলিশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৯৫৩ সালেই মিলিশিয়ার সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষে পৌঁছে গেল। কমিউন প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে এই সংখ্যা দাঁড়াল দেড় কোটিতে। কমিউন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা সুস্থ ও সবল নরনারীকে মিলিশিয়ায় অবশ্য নাম দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হল। দেখতে দেখতে মিলিশিয়ার আকার (২৫ কোটি লোক তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়েছে) বিরাট দৈত্যের মত বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠল। এরপর এক বছর দেড় বছর চীনের কম্যুনিস্ট নায়কেরাও এত লোক নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। ১৯৬০ সালের পর থেকে তাঁরা এই সংস্থাটি ভালভাবে গড়ে তুলতে থাকেন।

এই সময় মিলিশিয়াকে দুটো শ্রেণীতে—আর্মি মিলিশিয়া এবং সিটিজেন মিলিশিয়া—ভাগ করে ফেলা হয়। আর্মি মিলিশিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিয়মিত বাহিনীতে সেনা যোগান দেওয়া। ১৮ থেকে ২৫ বছরের লোককে এতে ভর্তি করা হয়। এদের দু-মাস মাত্র প্রাথমিক ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি ট্রেনিং দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর এদের কাজ হচ্ছে রোজ দু-ঘণ্টা ড্রিল করা। সিটিজেন মিলিশিয়াতে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ এবং ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত নারী যোগ দিতে পারে। এদের দিয়েই হোমগার্ড, পাহারাদারী, গুপ্তচরবৃত্তি ও মাল বহন বা অন্যান্য কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। অধিকাংশ সময়েই এরা কাঠের রাইফেল নিয়ে (প্রয়োজনীয় সত্যিকারের রাইফেলের অভাব থাকায়) কুচকাওয়াজ করে। আর চীনের প্রচার-পুস্তিকায় এই ধরনের কোটি কোটি লোকের কুচকাওয়াজের ছবি প্রকাশিত হতে দেখে আমাদের দাঁতকপাটি লেগে যায়। মেজর ও রাসেল লিখেছেন:

Of the Militia as a whole only about 30 million, as far as can be deduced, are in anything like a reasonable state of training, and this includes the 20-odd million ex-regular army reservists. All of these are not armed .... It is doubtful whether more than that proportion, 30 million or so, will be armed at present. .... The masses in Red China cannot yet be completely trusted with arms, and there have been rumblings and small revolts against the idea of being harded into communes.

প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাব, আর্টিলারির দুষ্প্রাপ্যতা এবং বিমানবহর ব্যবহারের ব্যাপারে পররনির্ভরতার জন্য চীন তার রণনীতি এবং আক্রমণ-কৌশলে এখনও গেরিলা পদ্ধতিই অধিকতর প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এখনও তার সবচে ভরসা তার অগণিত লোকবল। চীনা ফৌজ সেই কারণেই জংগল ও পার্বত্য যুদ্ধে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। যেখানে আত্মগোপন করে অতর্কিতে হানার সুযোগ কম, বিশেষত নির্বান্ধব দেশে, সেখানে চীনা ফৌজকে কাবু করা আদৌ শক্ত নয়, একথা ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন।

ভারত-সীমান্তে চীনা ড্রাগনের আক্রমণ-কৌশল যাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন তাঁরা কিন্তু কখনোই একথা বলেন নি যে ভারতীয় বাহিনী চীনা বাহিনীর চেয়ে দক্ষতায় কম। দু-একটা খণ্ডযুদ্ধের ফলাফল দেখে সামরিক শক্তির বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি বলেই সমর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

একথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার, লোকবলে ভারত কখনোই চীনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তবে সে ঘাটতি ভারতের সুদক্ষ সেনাবাহিনী পূরণ করতে পারে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে নিজেদের রপ্ত করে।

আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা চীনের অভিসন্ধি সম্পর্কে যদি সময় থাকতে সতর্ক হতেন, এখন যে সামরিক সচেতনতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এটা যদি আরও কয়েক বছর আগে হত, তাহলে কমিউনিস্ট চীন এই "ট্যাকটিক্যাল" জয়টাকে পুঁজি করে বিশ্বে ভারতের সম্মান নিচু করার সুযোগটি পেত না।

তেজপুরের কোর হেডকোয়ার্টারে বসে আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অতি দুঃখে যে-কথা আমাদের গত নভেম্বর মাসে বলেছিলেন, সে-কথা এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের গাফিলতিই আমাদের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের মূল।"

আর এই মারাত্মক গাফিলতির জন্য যদি একক কোন ব্যক্তিকে ইতিহাস দায়ী করে তবে করবে ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কমিউনিস্ট বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মেননকে। ভারতবাসী কবিতকর্মা এই কর্মীর কেষ্টকে কখনোই ভুলবে না। (ক্রমশ)

নারায়ণ মধু
(বিশুদ্ধ বনজ মধু)
পান করুন
।।।
নারায়ণ ইণ্ডাস্ট্রীজ
ফটকগোড়া ; চন্দননগর
(সি-২৫২৬)

আশ্চর্য লেখক অবধূতের নূতন বই
[নূতন ধরনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।]
কৌশিকী কানাড়া

"দিলদার" সম্পাদিত
ছদ্মনামা
[বাংলা দেশে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম]
যাঁরা লিখছেন:—বনফুল, জরাসন্ধ, নীলকণ্ঠ, অবধূত, যুবনাশ্ব, মহাস্থবির, রূপদর্শী, সত্যবাদী, ভাস্কর, শ্রীপান্থ, ইন্দ্র মিত্র, কাকতুট, বীরবল, পরশুরাম, ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্র. না. বি প্রভৃতি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আমার মনের কাছেই
[ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিঃ-১২

কোলোনের মত শীতল... কোলোনের মত স্নিগ্ধ... কোলোনের গন্ধযুক্ত...

টাটার
ও ডি কোলোন
টয়লেট সাবান

ভারতে
ও ডি কোলোনের
গন্ধযুক্ত একমাত্র সাবান

TESY-59 BEN

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

কিছুদিন আগে ম্যানচেস্টারের কাপড়ের কলের মহিলা শ্রমিকদের একটি দলকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কেন উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছেন। উত্তর এসেছিল নানারকম। কেউ বা বললেন, ঘরে বসে জীবন একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কেউ বললেন, দুটো শখের জিনিস কিনতে বাড়তি আয় মন্দ কি? রেফ্রিজারেটর টেলিভিসন বা ভাল আসবাব সবের জন্যই তো অর্থের প্রয়োজন। অনেকে আবার এও মনে করেন যে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকলে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয় না। বাইরের জগৎ তাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। যান্ত্রিক যুগের প্রথম [illegible] সময় ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে কিন্তু মেয়ে শ্রমিকদের [illegible] ছিল [illegible] আর্থিক। পুরুষ শ্রমিকদের উপার্জন [illegible] ছিল [illegible] সংসার [illegible] [illegible]

[illegible] ১৮৮১ সালে [illegible] ব্যবস্থা প্রায় ছিল না [illegible] অত্যন্ত কঠিন [illegible] হতো। [illegible] মহিলা কর্মীদের [illegible] (রোজকার সংসার) [illegible] বলা হয়েছিল মেয়ে শ্রমিকের জীবন একটি দুঃসহ শ্রমচক্র। ঘরের কাজের পর কারখানা কারখানার পরে ঘরের কাজ। কারখানার [illegible] পর বাড়ি বা ছেলে-মানুষ করা কোথাও এতটুকু অবসর নেই বিশ্রাম নেই।' শ্রমিক সমস্যার [illegible] পুরুষ এত বেশী ছিল যে বহুদিন পর্যন্ত মেয়েদের সমস্যার কথা আলাদা করে কেউ ভাবেইনি। ১৯১৮ সালে বোম্বাইতে কাপড়ের কলে কাজ করা মেয়েদের কথা নিয়ে লোখণ্ডের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের ফলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয় ভারতের প্রথম শ্রমিক সংস্থার বা ট্রেড ইউনিয়ন-এর। দীনবন্ধু নামে একটি শ্রমিক সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়।

ইউরোপে পর পর দুটি মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে মেয়েদের কর্মনিষ্ঠা, নিপুণতা, অসীম সাহস ও ধৈর্য। মেয়েরা কলকারখানায় যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে, শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে সর্বত্র সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন প্রায় সব

কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত নারী শ্রমিক

ফটো : [illegible]

যুদ্ধরত দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে একটি ছবি ইংলন্ডে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—মহিলা কর্মী বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত জ্বলন্ত গৃহাভ্যন্তর থেকে শিশুকে উদ্ধার করছেন যেন কর্তব্য-পরায়ণ দৃঢ়সংকল্প মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি। এরপর কি আর বলা চলে, মেয়েদের কর্মক্ষমতা কম? যদি বা এমন হয়, দৈহিক পরিশ্রমে পুরুষের চেয়ে একটু খাটো তবে নিপুণতায় সে কুশলী শিল্পী। আমাদের যান্ত্রিক যুগ এসেছে পাশ্চাত্য দেশের পরবর্তীকালে। মেয়েদের নিষ্ঠা ও কর্তব্য-পরায়ণতার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা অংশ গ্রহণ করবেন এ সম্বন্ধে দেশের অনেকে আজ সংস্কার মুক্ত। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন শাসন ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের পূর্ণ সাম্য স্বীকার করেছে। জাতীয় জীবনের অন্য সব অংশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক মেয়েরও অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন মেয়ে শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও কিছু সুখসুবিধার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শিশুজন্মের সময় যথেষ্ট ছুটি। রাত্রের শিফটে কাজ না করা অতিরিক্ত ভারী জিনিস না তোলা, খনিতে মাটির নীচে না যাওয়া ইত্যাদি অনেক কিছু মেয়ে শ্রমিকের বিশেষ ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করার জন্য পৃথিবীর সব দেশের মালিকদের কাছে আবেদন করলেন। এ আবেদনের অনেকটাই আমাদের দেশের শ্রমিকদের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তবে আবেদন গ্রাহ্য করলেই যে সব সময় সুফল ফলে তা ঠিক নয়। মেয়েদের জন্য নানা বিশেষ ব্যবস্থা, কর্মী মায়ের শিশুদের জন্য কারখানাসংলগ্ন শিশুনিকেতন, এতসব ঝামেলার ব্যাপারে কিছু কিছু মালিক কারখানায় কলে মেয়ে কর্মী কম নেওয়া শুরু করলেন। কিছুদিন এতে কর্মপ্রার্থী মেয়েদের অসুবিধাই হলো। এখন ক্রমে ক্রমে শিল্প ও ব্যবসায়ের আরও অনেকক্ষেত্রে মেয়েরা সুযোগ পাচ্ছেন বলে হয়তো এ সামান্য অসুবিধার ফল ভোগ করতে হবে না। ছোটখাটো কারখানায় বা শিল্প ব্যবস্থায় এমন অনেক কাজ আছে যা মেয়েদের উপযোগী। মালাবার উপকূলে মেয়েরা নারকেলের ছোবড়ার কাজ প্রায়

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক

মানব থেকে দেবতা

(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা

সাতটা থেকে দশটা

ন'টা থেকে বারোটা

দ্বাপর থেকে কলি

(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)

প্রতিখানি এক টাকা

প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১।১।১এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

(দি-২০২০)

পর্যন্তই করেন। নদীর ধারে ছোট্ট লাঠি দিয়ে ছোবড়া ঝেড়ে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে ঘরে বসে ছোবড়ার সুতো বা দড়ি পাকানো পর্যন্ত তারাই করেন। এ দড়ি কিনে নিয়ে যায় বেপারিরা নানারকম জিনিস তৈরির জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গালা, কাজুবাদাম ইত্যাদির শিল্পেও প্রচুর মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। এইসব শিল্প থেকে আমাদের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আসে। কাজুবাদাম পর্তুগীজরা আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে আনেন প্রায় চারশ বছর আগে। আজ কাজু ভারতের একান্ত নিজস্ব। বড় বড় কলকারখানা, চা, কফি, রবারের আবাদ, ছোটখাটো শিল্প ছাড়াও মেয়েরা কৃষিকার্যে ও ক্ষেত খামারের কাজে প্রচুর সাহায্য করেন। আমাদের কর্মী মেয়ের (ওয়ার্কিং উওমেন) সবচেয়ে বড় অংশই পল্লী অঞ্চলের চাষ আবাদের মধ্যে। বছর বারো আগে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে প্রায় চার কোটি কর্মী মেয়ে বা ওয়ার্কিং উওমেন আছে সারা ভারতবর্ষে। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি স্বাধীন জীবিকা অর্জন করেন প্রায় দেড় কোটি, আর ২০।২৫ লক্ষ মাত্র শহরে। পুরোপুরি স্বাধীন নয় অথচ সংসারের খাতে কিছু সাহায্য করেন, যাদের বলা হয় আর্নিং ডিপেন্ডেন্ট তাদের সংখ্যাও গ্রামাঞ্চলে দু কোটির উপর, আর শহরে ১৪।১৫ লক্ষের বেশী নয়। সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ সালের পর থেকে আরও প্রায় দু কোটি মহিলা উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছেন। কলকারখানা, অফিস ব্যবসা, যানবাহন প্রতিষ্ঠানে এসব তো আছেই সংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে বা প্রাইমারী সেক্টর-এ। ১৯৫১ সালে এক্ষেত্রে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮·৪ আর আজ সেখানে হয়েছে ৩৩·১। পল্লী অঞ্চলে মহিলাকর্মী সবসময় ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রম আইনের আওতায় আসে না সত্য, কিন্তু

ডালহৌসি স্কোয়ারে পানবিড়ী করছে উদ্বাস্তু নারী

ফটো : দেশ

তারা জাতীয় অর্থনীতির অচ্ছেদ্য অংশ। সাহায্যকারিণী হিসাবেও তার মূল্য কম নয়।

এভাবেই শ্রমসংস্থা আর শ্রম আইনের সীমানার বাইরে আছে কত ছোট বড় পসারিনী বা ব্যবসায়ী মেয়ে। প্রয়োজনের দিক থেকে প্রয়োজন তাদের কারও চেয়ে কম নয়। তারাও জীবনবিমুখ নয়, জীবনের কঠিন সংগ্রামে তারা পিছিয়ে যায়নি। এরা কেউ বা বাজারে মাছ নিয়ে আসে, তরকারী নিয়ে আসে। ক্রেতা হিসাবে আমরা তাদের তীব্র সমালোচক। একটি মৎস্য ব্যবসায়িনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার কত আয়। মাছের দাম আর তার পণ্যসম্ভার দেখে ভেবেছিলাম তার উপার্জন বোধহয় অনেক। সে বলেছিল টাকা তো আড়তদারের। আমরা কিনে আনি ভেরী থেকে, আড়তদারের কাছ থেকে আর সারাদিন বেচাকেনার পর পড়ে থাকে সামান্য সম্বল। অভাব বেশী, পোষ্য অনেক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা সকলেই অসহায়, একমাত্র তার উপার্জনের পথচেয়ে বসে থাকে।

এমনি করে আমার আসা যাওয়ার পথের ধারে আলাপ হয়েছিল একটি পসারিনীর সঙ্গে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু মেয়ে নাম সুবর্ণলতা চক্রবর্তী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। আজ সে এই গতিবহুল শহরের জীবনধারার ভগ্নাংশ, অফিস বাড়ির সদর ফটকের পাশে বসে পান সিগারেট বিক্রি করে। কোনদিন উপার্জন ভাল হয় কোনদিন বা সামান্য নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়। মাইলের পর মাইল জনসমুদ্রের মধ্যে পায়ে হাঁটতে হয়, বাসে ট্রামে চড়তে গেলে খাবার পয়সা বাঁচে না। তাকে একবেলা একমুঠো অন্ন দেবার কেউ নেই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আচ্ছাদন একটি শতচ্ছিন্ন ছাতা, দারুন বর্ষায়ও তাই। নিজেকে বাঁচাতে গেলে পসরা বাঁচে না তাই দেখেছি কখনও বা পসরাকে আড়াল দিয়ে বসে আছে রোদ-বৃষ্টি ঝড় মাথায় করে। দুর্ঘটনায় একটি পা ভেঙেছিল, ভাল করে চলতে পারে না। কখনও বা তার চোখের সামনে থেকে চোর ছেলে জিনিস তুলে নিয়ে ছুটে পালায়, সুবর্ণলতা দৌড়তে পারে না তার পিছনে, কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকেই বিদ্রূপ করে। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে সুবর্ণর কিন্তু জল পড়ে না, ভেঙে পড়ে না তার কাজের উৎসাহ। কোনও দিনও তাকে দমতে দেখিনি। আরও সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রক্ষা করে তার সামান্য পণ্য।

মার্গারেট মিচেলের গন উইথ দি উইন্ড-এ স্কার্লেট ওহারার কথা লেখিকা বলেছেন, অদ্ভুত ছিল তার জীবনীশক্তি। যে বিপর্যয়ে শত শত লোক ধুলোয় মিশে গেল সে বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত স্কার্লেট বেঁচে রইল প্রাণশক্তির জোরে। এই প্রাণশক্তি যেন মনে হয় প্রত্যেক কর্মী মেয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। অন্তঃপুরের যে নিশ্চিন্ত আরাম তা তাদের নাগালের বাইরে, বাইরের জগতের অনেক আনন্দ উৎসব থেকে তারা বঞ্চিত, তবু তারা পরনির্ভর নয়, কারও দয়ার প্রত্যাশী নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে বিধবারা বা আশ্রয়হীনারা উপার্জন করবেন তবেই সফল হবে জাতীয় অগ্রগতি। এই অগ্রগতির পথেরই পথ-প্রদর্শক আমাদের কোটি কোটি কর্মী মেয়ে,

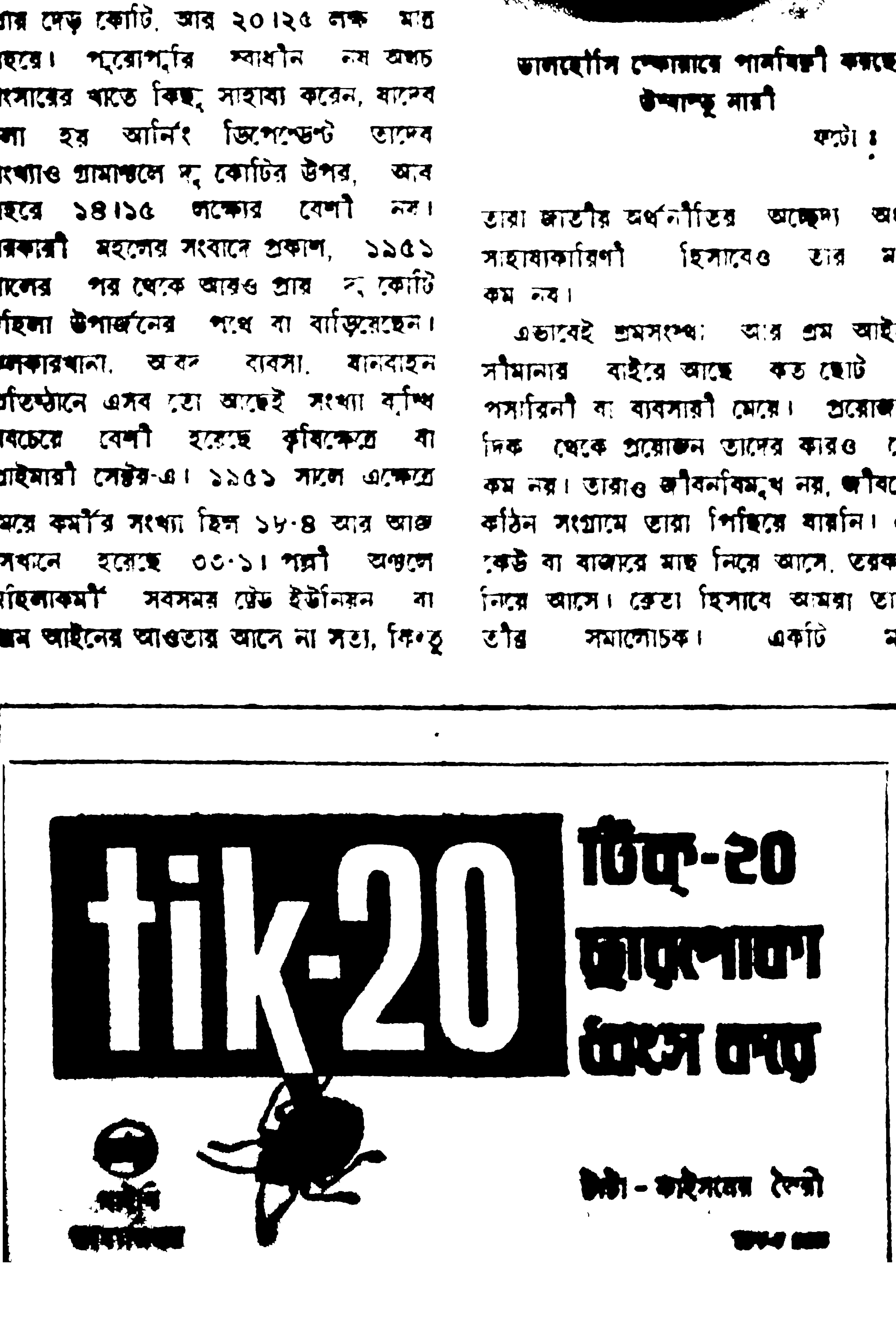

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ আত্মচরিত ॥

কাজের মতো কাজ একখানা—আশালতার গায়ের গয়না খুলে আনা। আগে যেসব হয়েছে তার কোনটি কাজ নয়, খেলা-কাজের নিয়মকানুন না মেনে হুট করে বাগিয়ে পড়া যেন একরকম। সিঁধকাঠি যদি হয় রাজদণ্ড, রাজদণ্ড হাতে সাহেবের প্রথম প্রবেশ ভুড়ুনপুরে আশালতার ঘরে। নিজের কাজও এই প্রথম।

কাজে দেখেই [illegible]। বলাধিকারী শতকণ্ঠে তারিফ করছেন। তাবড় তাবড় পাকা কারিগরের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেছে। হিংসা সকলের : ছোকরা মানুষ লাইনে এসেই কী তুখোড় খেলা দেখাল! এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেলল তারা, এমন জিনিস ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসই করল না অনেকে। বলে, হতে পারে না, বাজে কথা।

কিন্তু [illegible] সে কেমন [illegible] হয়ে আছে। [illegible] সে রাতে [illegible] কুমুদিনীর সেই থেকে বিরাম নেই। নবীন যৌবনের জুলুনি। ছুতো করে সাহেব ভুড়ুনপুর গেল—রাতে সে [illegible] দিনমানে নবীন রূপে দেখবে ওকে। গিয়ে এক নতুন [illegible]—রেসের কামরার সেই [illegible] সর্বনাশ তাদেরই করে গেছে। সবিস্তারে না গয়না-চুরির কথা বলতে লাগলেন : রাজরানীর সাজে তারা বউ পাঠাল—ভাবল, বাপের বাড়ির লোক অভাবে পড়ে গয়না বেচে খেয়েছে। সেই মুহূর্তে এক মতলব আসে সাহেবের মনে : বলাধিকারীর বাক্সভরা গয়না তো এতক্ষণে গলে টাকা হয়ে গেছে। আবার এক রাতে চুরি করে এসে টাকা রেখে গেলে কেমন হয়? চোর মানুষের কাজ হরণ করে নেওয়া। সাহেব উল্টো ভাবছে : দিয়ে যাবে টাকা এখানে এসে। দশকুমার-চরিতের রাজপুত্র অপহারবর্মণ যা করতেন—

সে কাহিনীও বলাধিকারীর কাছে শোনা। চম্পা শহরে বিস্তর ধনী। কৃপণের যাসু তারা, হাতে জল গলে না। অপহারবর্মণের রোখ চাপল : ধন-ঐশ্বর্য নিতান্তই নশ্বর, ধনের অহঙ্কার অবিবেক—এই সত্য প্রমাণ করে দেবেন তিনি। মুখের যুক্তিতে নয়, কাজে খাটিয়ে। রাজপুত্র যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, চৌরকলার অনুশীলনে ধুরন্ধর-চোরও তেমনি। ধনীর টাকাকড়ি চুরি করে ভিক্ষুকদের দিলেন। পাশা উল্টে গেল—ভিক্ষুকরাই ধনী এখন, আগের দিনের ধনীজন ভিক্ষাপাত্র হাতে আগের দিনের ভিক্ষুকের কাছে যায়। অপহারবর্মণ মজা দেখেন। সাহেবও করবে তাই—বড়লোকের বাক্স বাক্স টাকা অভাবী জনের ঘরে পৌঁছে দেবে। এবং আশালতার বাপের ঘরে সকলের আগে দু-চার বাক্স।

ভুড়ুনপুর থেকে সাহেব ফুলহাটা ফিরছে উলুখড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে। লোকে দেখে নিরীহ খড়—আঁটির ভিতরে লেজা-সড়কি-কাঠি। সারাপথ ঘুরছে এইসব চিন্তা : টাকা রেখে আসব চুপিসারে নিশিরাত্রে গিয়ে। টাকা হলেই গয়না—আশালতার হাতে কঙ্কন উঠবে আবার, গলায় নেকলেস। সর্বঅঙ্গে গয়না পরে যুবতী মেয়ে আরও কত ঝকমক করবে।

ফুলহাটা এসে সুধামুখীর চিঠি। সুধামুখী গলা ফাটিয়ে 'সাহেব' 'সাহেব' করে ডাকছে যেন চিঠির লেখায়। সেই এক সময়ে লণ্ঠন হাতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যেমন ডেকে বেড়াত। চিঠিতে সুধামুখী টাকা চায়নি, তবু কিন্তু সাহেব বখরার টাকা-আনা সমস্ত তার নামে পাঠিয়ে এলো। নতুন বাসা ভাড়া নিতে যাচ্ছে—বিস্তর খরচ যে তার এখন। বাসা নেবে বরানগরের দিকে, ফণী আঢ্যির বস্তির মানুষ যে জায়গার হদিস পাবে না। গণ্ডা গণ্ডা কনে দেখে বেড়াচ্ছে—কত রূপের কত ঢঙের সব কনে—সাহেবকে পেলেই কনে একটা পছন্দ করে ঘরে এনে তোলে। সে ঘরে বুঝি গোলপাতার ছাউনি আশালতাদের মতো, সে বাড়ির উঠানে লাউয়ের মাচা, সে উঠানের পাশে ডোবার কলমিঝাড়ের মধ্যে পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়ায়।

সাহেবের কাজ দেখে ক্ষুদিরামের নতুন উৎসাহ। নিজে উদ্যোগ করে বার কয়েক

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২৲]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫৲]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯৲]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র-দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২॥০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫৲]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫৲]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত [illegible] পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত। [৯৲]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন :
সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯
॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

ইতিমধ্যে বাইরে চক্কোর দিয়ে এলো। ভাল ভাল সব খবর। একটা দুটো তার মধ্যে বাছাই করে ভাল দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক। পার যাচ্ছে এ সময়টা, যা করতে হয় এখনই।

সাহেবের কিন্তু স্ফূর্তি নেই। চুপচাপ শুনে যায়। চাপাচাপি করো তো 'হুঁ' দিয়ে সরে পড়ল।

কেষ্টদাসও মেতে গিয়েছে। বাবুপুকুর থেকে ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে এসে পড়ে। বলে, জলে দাঁড়িয়ে ধান কেটে কেটে হাত-পা সব হেজে গিয়েছিল. কাজ এসে বাঁচলাম। মটকায় চড়তে বলো, গাঙ ঝাঁপাতে বলো, কোন কাজে পিছপাও নই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

সাহেব হাঁকিয়ে দেয় : নিত্যি নিত্যি কেন এসে জ্বালাতন করো? সময় হলে খবর পাবে।

বলাধিকারী একদিন বললেন, জল-পুলিস বন্ধ লেগেছে। জলের কাজ বাদ দিয়ে ডাঙার কাজ ধরো। ডাঙায় মানুষ দু-চারখানা খেল দেখে নিক। উচিতও বটে। গাঙ-খাল নেই বলেই সে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! আবার ডাঙায় যখন কড়াক্কড়ি হবে, জলে নেমে পোড়ো। হতে হতে মরশুম এসে যাবে, কেনা মল্লিকের দলে ভিড়ে যাবে তখন।

আবার বলেন, যে শহরে কাজকর্ম তোমার, দলে গিয়ে নতুন কি শিখবে? দু-এক মরশুম তবু ঘুরে আসা ভালো। বহুজন নিয়ে মিলেমিশে কাজকর্ম—সে-ও একটা দেখবার বস্তু বইকি।

বংশী এসে এসে তাগাদা দেয় : বেরিয়ে পড়া যাক সাহেব-ভাই। পায়ে হেঁটে ডাঙায় ডাঙায় ঘুরব। ভটচাজ বলছিল গুণরাজকাটি গাঁয়ের কথা। খুনখুনে এক বুড়োমানুষ যক্ষির মতো রাজার ভাণ্ডার আগলে আছে—

সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে : এত যে দিব্যিদিশেলা, দায় মিটলে ঘরের বার হবো না। দায় মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার উসখুস করো কেন? তোমার বউকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে বলাধিকারীর দুই পায়ে হাত রাখল : আমি চলে যাচ্ছি—

কোথায়?

কালীঘাটে মন টেনেছে।

সে কি, পাকাপাকি চললে—আর আসবে না?

সাহেব বলে, তা-ও হতে পারে। এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

বলাধিকারী বিমর্ষ হলেন : কিন্তু তোমার বিদ্যা তো শহরে-বাজারে খাটবার নয়।

পরিবারের কর্তা হিসেবে আপনাকে আপনার স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়। ভবিষ্যতের দুর্যোগময় ও অভাবের দিনে পরিবারকে রক্ষা করতে আপনার সেই সংগ্রামে জীবন বীমার পলিসির স্থান আপনার ঠিক পেছনেই। একজন জীবন বীমার এজেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করুন; আপনার প্রয়োজনমতো একটি বীমার প্ল্যান নিতে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

জীবন বীমার
কোন বিকল্প নেই

শহরে হল তাস-পাশা খেলার মতো—দু-পাঁচ হাত জায়গার মধ্যে একঘণ্টা দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তুমি যে দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ডাঙা-ডহর গাঁ-গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াবে।

সাহেব চুপ করে আছে।

মৃদু হেসে বলাধিকারী এবার বলেন, মনটা টানল কে? সেই কোন রানী বুঝি।

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে, মা—

কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী। বলাধিকারীর হাত দুটো আপনি কপালে উঠে যায়: বেশ বেশ। কাজে নেমে মায়ের পাদবন্দনা করবে, এই তো উচিত। মা তোমার মঙ্গল করুন। আবার এসো।

সাহেব বলে, চিঠি মার কাছ থেকে এসেছে—সুধামুখী দাসী। আমার সেই মায়ের কাছে যাচ্ছি।

মা যে নেই তোমার?

সাহেব গাঢ় স্বরে বলল, মা না থাকলে এত বড়টা হলাম কি করে? মা ছাড়া কে এমন আনচান করে চিঠি লেখে?

চাকরিতে [illegible] কেন না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। টাকা পাঠাচ্ছি [illegible] দিতে হয় তো দিও—।

আর কি [illegible] এই চিঠি [illegible] প্রমাণ। ইংরেজি [illegible] সাহেবের। চিঠি সুধামুখী আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায় [illegible]—[illegible] চিঠি [illegible]: পড়ো দিকি কি লিখেছে [illegible] ঠিক [illegible] করতে পারি নে।

যাকে পড়তে দিয়েছে সে [illegible] পড়তে [illegible] তুমি

[illegible] হয়ে যাচ্ছি না

সে লোক [illegible] সাহেবের [illegible] কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করল কে লিখেছে?

ছেলে-চাকরে ছেলে আমার। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনছি এর পর নাতিপুতি আসবে। বলছি তো তাই—চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেলেই বা কি।

সাহেব চাকরি করছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে—লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। জানুক সর্বজনে। শত্রু হিংসায় জ্বলুক। চিঠি পড়িয়ে পড়িয়ে সুধামুখী সৌভাগ্য জাহির করে বেড়ায়।

সেই চাকরে ছেলের আসলে কোন লাট-সাহেবের চাকরি, বুঝতে সেটা বাকি নেই। মা-ছেলের সম্বন্ধ যখন, মায়ের মন আপনা-আপনি সব টের পায়। তার উপরে [illegible]—ভালমানুষ ঐ লোকের কাছে [illegible] দিয়ে কথা বের করা কঠিন না।

বড় দুঃসময় যাচ্ছে নফরা হতভাগার—একলা পড়ে গিয়ে রোজগারপত্তর বন্ধ। অতএব আবার সে ভাল হবার চেষ্টায় লেগেছে, নিমাইকেষ্টর বাসায় যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল সে পথেও—নিমাইয়ের শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, কথার তেমন ধার-ভার নেই। তবু চেষ্টা হচ্ছে চাকরির। আপাতত নফরার তাঁতের মাকুর দশা। হাওড়ার বাসায় আছে, খরচার জন্য চাপাচাপি করলে কালীঘাট সরে পড়ল। সুধামুখীই বা কাঁহাতক খাওয়াতে পারে? পুনশ্চ হাওড়ায়। এই চলেছে। সাহেব এলে সুধামুখী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নফরার এই পরিণাম। নতুন বাসায় যাবার দিন সাহেবও গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভাল হবে সাহেব, গৃহস্থমানুষ হবে।

বিগ্রহের জায়গাটুকু ধোয়ামোছা করতে করতে সুধামুখী একলাই পাগলের মতো বকবক করে: ও ননীচোরা ঠাকুর, তুমি যা আমার সাহেবও ঠিক তাই। আমি যে কী করি! চোর তোমরা দু-জনেই। চোরের মা আমি।

সংসারের লোভে জীবন ভোর সে আকুলিবিকুলি করেছে। বর মরে গেল—তারপরে যে এলো, সেই মানুষ বিষ খাবার ব্যবস্থা দিল। বিষ না খেয়েই মারা পড়ল সুধামুখী।

উঁহু, মরেছে কোথা? ভেবেছিল মরে গেছে, কিন্তু সহজ নয় মরা জিনিসটা। প্রাণের ধুকধুকোনি কিছুতে থামতে চায় না। এক পাগল আসত সুধামুখীদের বেলেঘাটার পাড়ায়। কী রকম তার অন্ধ বিশ্বাস, মরবে না কিছুতে। জনে জনের কাছে কান্নাকাটি করত: কী সর্বনাশ, চিরকাল আমায় বেঁচে থাকতে হবে। কলির শেষে পৃথিবী লয় হবে, আমি তবু থেকে যাব। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে ধর্না দিত: কি খেয়ে কেমন করে মরতে পারি বলে দাও। পাগলের কথায় লোকে হাসাহাসি করত। ডাকত: ও পাগল, শোন, আমি মরার কায়দা বলে দেবো। তার আগে

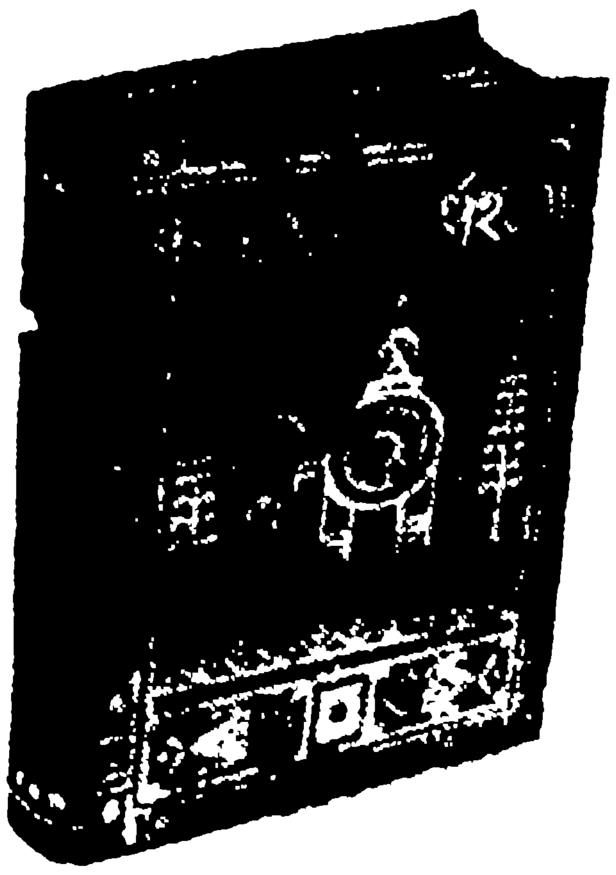

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

সম্পূর্ণ একখণ্ডে

মুখবন্ধ :

আমুখ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

রমেশচন্দ্রের রচনাবলী : প্রবোধরাম চক্রবর্তী

ছবিওয়ালা প্রচ্ছদ : যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি সহ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মানি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা • ১০" × ৭১/২" • মূল্য ৪০·০০ টাকা

জ্ঞান-ভারতী

প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

এই চালের কন্ডাটা আমার বাড়ি পৌঁছে দাও দিকি। মরবার লোভে তাই সে করত। সেই পতিক সকলের। বুঝতে পারিনে তাই—নইলে পাগলের মতোই আতঙ্ক হবার কথা। দেখ না, ঠান্ডাবাবুর সেই আমের অংকুর কত বড় হয়ে ডালে ডালে এবার আম ফলেছে। এ নিয়তি সর্বজীবের—বেঁচে থাকবার জন্য ছটফটানি। একটু আলোর রেখা পেলে সেইদিকে মুখ বাড়ায়।

গোপাল, তুমি আমার ঘর-জোড়া হয়ে আছ। সাহেব আমার বুক-জোড়া। সে আবার ঘরে আসবে, চিঠি লিখেছে। ভয় করে, রেশারেশি না হয় দু-ভায়ে। বাইরে তার নিন্দে, কিন্তু আসলে সে ভাল মানুষ। দেবতার মতন মানুষ।

সাহেবের চিঠির পরে সুধামুখীর তিলেক সোয়াস্তি নেই। জোর বেগে আবার পাত্রী দেখতে লেগেছে। কুমারী মেয়ে চোখে পড়লেই সাহেবের পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে দেখে।

ফুটফুটে এক মেয়ে ঘাটে দেখল একদিন। সঙ্গে বর্ষীয়সী বিধবা। বিধবা গঙ্গাস্নান করছে, মেয়েটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সুধামুখী পুঁথিপড়ার মতো করে দেখে। আহা, লক্ষ্মীঠাকরুনটি! কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নামটা কী তোমার মা?

মেয়েটা বলল, সুশীলা।

সুশীলা—কি? কোন জাত, পদবি কী তোমাদের মা?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটা বলে, কায়স্থ—

সুধামুখী ভাবে, অকাট্য প্রমাণ সহ একজনে, ধরো, উদয় হল সাহেবের বাপ হয়ে। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা,—এবং সেই লোক জাতে কায়স্থ। সুশীলার বাপের কাছে সাহেবের বাপ চলে যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে: ছেলের এই চেহারা, রোজগারপত্তর এই, বাড়ির অবস্থা এই রকম—নগদে গয়নায় কত দেবেন বলুন? মেয়ে ভাল আপনার, কমসম করেই নেওয়া যাবে—

কদিন পরে আর একটা মেয়ে চোখে ধরল। মুখের গড়ন বোধকরি আগের সেই সুশীলার চেয়েও ভাল। মুখের হাসি আরও ভাল—আহা-হা, কী সুন্দর হাসিটুকু!

কি নাম তোমার মা? কোন্ জাত?

জাতে সুবর্ণবণিক।

সাহেবের বাপ অতএব কায়স্থ না হয়ে সুবর্ণবণিকই হোক তবে। ঠিকঠাক একজন বাপ না থাকায় এই বড় সুবিধা। যে মেয়েটা সকলের পছন্দসই, তার জাতকুল মিলিয়ে বাপ হোক না কেন সাহেবের!

আদিগঙ্গার কিনারে ফণী আঢ্যির বদলে এখন মদনকুমারের বস্তি। আর দুদিন পরেই তো রানী-মদনের বস্তি আইন-সম্মত ভাবে। নতুন নতুন সব বাসিন্দা—পুরানোর মধ্যে, রানী-পারুল তো থাকবেই, আর আছে সুধামুখী। সে-ও ধুঁকছে। যেতে হত অনেক আগেই, না গিয়ে উপায় ছিল না—শুধু গলাখানির জোরে আছে। ঠাকুরের ভজন ও কীর্তন গেয়ে গেয়ে সে গলার আরও যেন বাহার খুলেছে। এইটুকু না থাকলে ঘর ছেড়ে দিয়ে কবে এদ্দিন গৃহস্থবাড়ি বাসন-মাজার কাজ করত। অথবা মন্দিরের বাইরে কাঙালিদের মধ্যে গামছা পেতে ঠাঁই নিত। এ লাইনে বয়স হয়ে যাবার পরে যা দস্তুর।

কিন্তু গান শুনবার লোকও দিনকে দিন কমে এসে শূন্যে দাঁড়ানোর গতিক। নতুন বাঁধুনির গান চলে আজকাল, নতুন সুরে, নতুন ঢঙে। এমনও হয়েছে, সুধামুখী তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, হাসছে শ্রোতাদের কেউ কেউ। একবার দেখেছিল, একজনে কানে হাত চাপা দিয়েছে—গান বন্দ করে কাপড়ে ঢেকে পেটেয়া দারে।

আঙ্গুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা
আর
গোড়ালি ফেটে যাওয়া
চামড়ায় স্বাভাবিক তেলের অভাব
হ'লেই
দেখা দেবে

আঙুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা হ'লে আর গোড়ালী ফেটে গেলে লিচেন্সা ব্যবহারে খুব কাজ দেয়।
লিচেন্সা চামড়াতে উপযুক্ত পুষ্টি জোগায় আর অবিলম্বে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে।

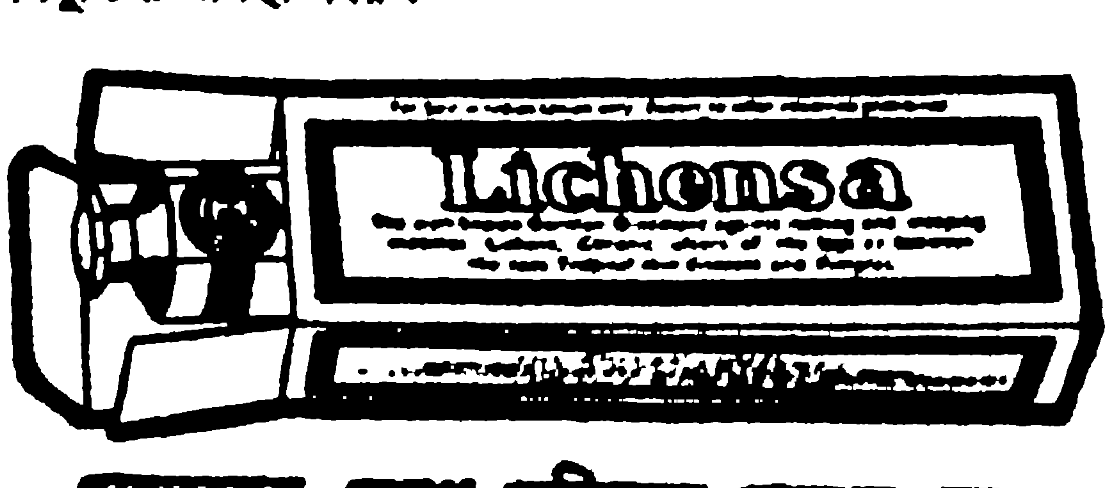

দেহত্বকের রোগে অবিলম্বে আরাম দেয়
লিচেন্সা
আজই একটি টিউব কিনুন।

গান শোনার লোক এখন দাঁড়িয়েছে বুড়ো ও আধ-বুড়ো কয়েকটি লোক। পুরানো দিনের সেই আংটিবাবুকেও কিছুকাল থেকে আবার দেখা যাচ্ছে। চোখ বুজে নিঃশব্দে বসে শোনেন, গান শেষ হয়ে গেলেও নিবিষ্ট হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। অবশেষে কথা ফোটে : মরি মরি! মুরলীধর নিজে তোমার কণ্ঠে ভর করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া এমন হয় না। একালে আসল গুণীর তো আদর নেই। [illegible] চাকরিরা অযাচক পেটের দায়ে [illegible] বাঁচানোর দায়ে লোকে এখন 'বাহবা বাহবা' করে।

এমনি সব বলে বালিশের তলে কিছু রেখে দিয়ে আংটিবাবু পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আগেও এই করতেন সুধামুখীর হাতে হাতে কোনদিন কিছু দেননি। কিন্তু আগে যা রেখে যেতেন, ইদানীং তার সিকিও নয়। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, চেহারা ও পোশাক-আশাকে বোঝা যায়। আঙুলে আংটি অবশ্য পুরো ছটাই—নয়তো আর আংটিবাবু [illegible] কম দিচ্ছেন বলে [illegible] দেন। [illegible] পোশাকের মানুষ [illegible]।

[illegible]—সব [illegible] এসে। [illegible] আংটিবাবুই—[illegible] এসেছে [illegible] করে [illegible] সেই [illegible] নিজেই করেছেন সুধামুখীর জন্য। [illegible] পাইকপাড়ার এক [illegible] নামজাদা গুণীরা সব এসেছেন। [illegible] তাঁরাও রীতিমত সমঝদার [illegible] দিয়ে যাচ্ছে [illegible] এবং আংটিবাবু নিঃসংশয়, [illegible] মিলবে। সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ। একবার [illegible] পড়ে গেলে বায়না নিয়ে তখন কূল পাওয়া যায় না। টাকার অঙ্কটাও এক লাফে দুনো [illegible]। দেনার কুড়িয়ে যাও। টাকার অনেক দরকার—সাহেবের বিয়ে, নতুন বাসায় সংসার গোছানো।

যত দিন ঘনিয়ে আসে ভয়ে কাঁপে। ভয় না মন্দ করলেন আংটিবাবু কে জানে? মেতে গিয়েছে সুধামুখী সর্বক্ষণ গানের তালিম। একমাত্র শ্রোতা ঠাকুর গোপাল। কেমন লাগল বলো গোপাল? জীবনে একবার এই দিন পেলাম, মানে মানে যেন ফিরতে পারি। কাল তো শুনেছ আর আজ শুনলে—কোনটা ভাল দুয়ের মধ্যে?

মাটির দেহ গোপালের, সেই রক্ষা। অহোরাত্রি গান শুনে শুনে নয়তো কানে তালা ধরে যেত। পুরানো বেনারসি শাড়ি রিপু করিয়ে কাচিয়ে এনে রেখেছে সুধামুখী। গয়না নতুন করে আমরুলপাতায় ঘষেছে। দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মোটরগাড়ি গলির মোড়ে রেখে সুধামুখীকে তুলে নিতে এলো—সেই লোকটাই এসেছে যে এসে বায়নার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে, এ যেন আলাদা সুধামুখী। গায়ের রং একেবারে বিপরীত। বয়সটা অবধি বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে নিয়েছে। মুক্তোর সিঁথিপাটি কপালে, নাকে টানা-দেওয়া নথ, কানে ঝুমকো, দু-বাহুতে মোটা অনন্ত, কোমরে বিছাহার, গলায় সাতনরি। সাজসজ্জা ও গয়নাগাটিতে ঝলমল করছে। [illegible] ভিড় মেলে না—আংটিবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন। এই লোকও বার বার বলেছিল। উপদেশ সুধামুখী অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছে। অত বড় আসরে [illegible] মতো চেহারা দাঁড় করতে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে আজ সমস্তটা দিন।

নিষ্পলক খানিকক্ষণ তাকিয়ে লোকটা ফিক করে হেসে ফেলে : মাসি তুমি মুন্ডু ঘুরিয়ে দেবে সকলের।

[illegible] হল নফরকেষ্টটা জ্বর হয়ে [illegible] এসে পড়েছে। জ্বরে আইঢাই করছে। শিয়রের কাছে এক কলসি জল [illegible] গেলাস রেখে সুধামুখী বলে, তেষ্টা [illegible]। পারুলকে বলে যাচ্ছি, খবর [illegible] খাওয়াদাওয়া নেই যখন দোরে খিল [illegible] এক্ষুনি। আমি এলে [illegible] মধ্যে এসে যাচ্ছি, কি [illegible]।

[illegible] বেশি [illegible] ভদ্রলোক—[illegible]।

সর্বশেষে সুধামুখী গোপালের কাছে গেল। বিড়বিড় করে বলে, লোকে কি বলবে—নয়তো কোলে করে নিয়ে যেতাম আমার ঠাকুর। অদর্শনে সঙ্গে সঙ্গে তুমি থেকো, একা আমার ভয় করবে। এখানে এই যেমন, আমারও সামনের উপর থাকবে তুমি। চোখ বুজে যেন দেখতে পাই। তুমি থাকলে তবে আমার ভরসা।

রাত কেটে গেল, সুধামুখী ফেরে না। পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনও দেখা নেই। নফরকেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পারুলকে ডেকে বলল। দুপুর গড়িয়ে যায়, কষ্টেসৃষ্টে তখন বিছানা থেকে উঠে ঐ পারুলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় খবর লিখিয়ে দিয়ে এলো।

দিন কেটে গিয়ে আবার সন্ধ্যা। পুলিস এলো চারজন। বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা ভিতর দিকে দিয়ে এক পোড়ো বাগানের ভিতর স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া গেছে। লাস সনাক্ত হয়নি, মর্গে নিয়ে রেখেছে। দেখে যাও তোমাদের মানুষ কি না।

পারুল আর্তনাদ করে ওঠে : নিশ্চয় দিদি। সেই হতভাগী ছাড়া অন্য কেউ নয়। ভালঘরের মেয়ে—গত জন্মের মহাপাতকে নরকবাস করছিল। নরকপুরী ছাড়বার জন্য ছটফট করত, এতদিনে পেরেছে। একেবারে চলে গেল।

সন্ধ্যায় সাজ-সাজ এখন ঘরে ঘরে। ভিড় করে এসে মেয়েরা সব শোনে। কেউ হায়-হায় করে, কেউ বা প্রবোধ দেয় : দিদি হতে যাবে কেন, দেখ গিয়ে অন্য কেউ। যা-হোক কিছু বলে দ্রুত যে যার ঘরে চলে যায়।

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুশৃঙ্খল ধারণা অর্জন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন।' জে. এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। ২য় সংস্করণ : ১৫·০০

— অন্যান্য গ্রন্থ —

আত্ম-চরিত ● শ্রীজওহরলাল নেহরু ... ১০·০০
ভারতে মাউণ্টব্যাটেন ● অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ... ৭·৫০
চার্লস চ্যাপলিন ● আর জে মিনি ... ৫·০০
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ● সরলাবালা সরকার ... ৩·০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ● মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২·৫০

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

অসম্ভব কিসে, আশ্চর্য হবার কি আছে? নিয়েছে অস্বাভাবিক উদ্ভট জীবিকা—মৃত্যু স্বভাবের নিয়মে না-ই যদি আসে, সে নালিশ কে শুনতে যাবে?

ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এলো পুলিসের তরফ থেকে। শাড়ির উপরে ছিটের চাদর জড়িয়ে পারুল বেরিয়ে এলো। সে যাবে। নফরকেষ্টও ধুঁকতে ধুঁকতে পারুলের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। রানীও চলল সেই মোড় অবধি। পারুল বলে, তুই কেন আবার, ছেলেমানুষ তুই কি দেখতে যাবি? চলে যা মা, রাস্তার উপর দাঁড়াবি নে এমন। মলয় কখন এসে যাবে, সে রাগ করবে।

রানী নিমুত্তরে বাড়ি ফেরে। দোতলায় নিজের ঘরে যায় না। সুধামুখীর ঘরের সামনে অন্ধকার নির্জন দাওয়ায় অনেক রাত্রি অবধি একাকী বসে রইল।

লাসঘরের বারান্ডার উপর কাপড়-ঢাকা রয়েছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুধামুখীই বটে। মুদিত চোখ। গলায় কোপ মেরেছিল আচমকা পিছন দিক থেকে। পুলিশের একজন নিরিখ করে দেখে তাই বললেন।

বললেন, চিঠি নিয়ে লোক গিয়েছিল, সেই চিঠি খুঁজে বের করতে হবে। তাতে যদি কিছু হদিস মেলে। আংটি নাম কারো হয় না। পুরানো যাতায়াত বলছ—আসল নামটা কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করো নি?

পারুল বলে, খাঁটি নাম আমাদের কাছে কেউ বলে না। মেকি নাম বানিয়ে বলবে, কী হবে শুনে? চেহারায় চিনতে পারব। আর এক নিশানা বলতে পারি, বাবুর দু-হাতে এক গাদা আংটি।

আংটি কী আর আঙুলে রেখেছে? বাগানের মধ্যে কতকগুলো আংটি পাওয়া গেল। মজাটা হল, সবগুলোই মেকি। সোনা নয়, গিল্টি। হীরে নয়, কাচ। ঝকমকিয়ে তোদের কাছে পশার জমাত।

একটুখানি চিন্তা করে তিনি আবার বলেন, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিছু জানিস? কিম্বা প্রণয়ের রেশারেশি? পুরানো জানা-শোনার মধ্যে খুনখারাপি—উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

পারুল বলে, দিদির এক-গা গয়না পরা ছিল। চেয়ে দেখুন, হাত-গলা নাক-কান এখন সব ন্যাড়া। গয়নার লোভে মেরেছে।

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে সে-ও মেকি হুজুর। আমি কিনে দিয়েছিলাম। গিল্টি পরে ঠসক করে বেড়াত। ব্যবসাই এই। মানুষটা কিন্তু মেকি ছিল না।

এরই দিন দশেক পরে সাহেব এসে উপস্থিত। ফিরল কতদিন পরে কত অঞ্চল ঘুরে। পারুল দেখতে পেলে উঠানের উপর এসে কেঁদে পড়ে: সাহেব এসেছিস—কটা দিন আগে আসতে পারলি নে? ওদিক নয়। কেউ নেই ওঘরে তালা দেওয়া। তালা দিয়ে নফরকেষ্ট সেই বেরিয়েছে আর আসেনি। শুনিস নি কিছু? আমার ঘরে আর বাবা—

আঁচলে পারুলবালার চোখ মোছে আর ভরে যায়। বলে সংসারের দুয়োরে চিরদিন দিদি মাথা ঠুকে ঠুকে গেল, দুয়োর খুলল না। আমায় সব বলত, আমার মতন কেউ তাকে জানে না।

সাহেব পাষাণমূর্তির মতো শুনছে। কান্না দেখে তারও চোখে জল। চিরকেলে প্যাচপেচে মন—এ মনের কিছুতে শাসন হল না। এতক্ষণ রানী দেখেছে, তরতর করে নেমে এসে সে হাত জড়িয়ে ধরল। মায়ের দিকে ভ্রুকুটি করে বলে, হেঁটেপড়ে এলো, থাম তুমি এখন মা। উপরে চলো সাহেব-দা, হাত-পা ধুয়ে জিরোবে।

শুনতে কিছুই আর বাকি নেই। চোখের জল পড়ো-পড়ো, ঠিক সেই সময়টা রানী এসে পড়ল। হঠাৎ কী রকম হয়ে যায়, খল-খল করে সাহেব হেসে ওঠে। বলল, জানিস রানী, কষ্টিপাথর নিয়ে ঠিক ওরা গয়না কষতে গিয়েছিল। পাথরে দাগ ওঠে না। কী বেকুব, কী বেকুব! নিজের গাল চড়াচ্ছিল বোধহয়—কী বলিস, অ্যাঁ?

রানী ব্যাকুল হয়ে হাত চাপা দেয় সাহেবের মুখে: থাক, থাক—আমার ঘরে চলো। [illegible]

অপরাজেয় মিষ্টান্নশিল্পী
গাঙ্গুরাম এণ্ড সন্স্
১৫৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬ ৩৫-৩৩৫৯

আপনার
ত্বক
নীরোগ
লাবণ্যময় করে

সব রকম সংক্রমণ থেকে আপনার ত্বককে মুক্ত রাখুন। চর্মরোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য উত্তম নিম সাবান ব্যবহার করুন। উত্তম নিম সাবানে বীজাণুনাশক নিমের স্বাভাবিক উপাদান আপনার ত্বককে কোমল, মসৃণ ও নীরোগ রাখে।

উত্তম নিম সাবান
একটি [illegible] প্রকাশনী
[illegible] সোপ কোম্পানী, কলিকাতা-১

বিশ্ববিচিত্রা

পায়রার উপদ্রব রোধের উপায়

পৃথিবীর বহু শহরই অগণিত পায়রার উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত এবং উত্যক্ত। ইওরোপেরও বড় বড় অনেকগুলি শহরেই পায়রার ঝাঁক দেখা যায়। আমাদের দেশে পায়রা পোষা নবাবী ও বাবু আমলে একটা বড় দরের সখ ছিল। এখনও বহু বাড়ির ছাদে পায়রার ঝাঁক বসার মাচা দেখা যায়। অনেকে প্যাকিং বাক্সে ওদের থাকবার বাসাও তৈরি করে দেয়। প্রধানত কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে মুদিরা ভোর বেলা দোকানের ঝাঁপ খোলার পর রাস্তায় গম আদি শস্যের দানা ছড়িয়ে দেয় প্রতিদিন কয়েক সহস্র পায়রাকে খাওয়াতে। পায়রা উৎপাতও বড় কম করে না কিন্তু তবুও ওদের নিধনের কথা কেউ ভাবে না—বরং পায়রা মারা একটা পাপ বলেই গণ্য হয়।

ইওরোপের লোকের মনে সে দুর্বলতা নেই এমন বলা যায় না। প্যারিসের বিখ্যাত স্মৃতিসৌধগুলি এবং শহরের অট্টালিকাসমূহ পায়রাদের উৎপাতে নোংরা হয় বলে ওদের খাবার দিতে ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি বারান্দা ও জানলার আলসেতে পর্যন্ত খাবার রেখে দেওয়া চলবে না।

পায়রা নিধনের অন্যান্য সবরকম উপায়ই প্যারিসে ব্যর্থ হয়েছে। এক সঙ্গে একশ পায়রা ধরে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবার মতো বিরাট জালের ব্যবস্থা হয় কিন্তু সে-উপায়ও সফল হয়নি। কারণ পায়রাদের ধরে বহুদূরবর্তী গ্রামে ছেড়ে দিয়ে এলেও রাস্তা চিনে তারা ঠিক ফিরে আসে। পায়রাদের গুলী করে মারবার একটা প্রাচীন আইন পুনর্প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তাতে লোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনর্থ সৃষ্টিই করতো। পায়রাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগবে এমন এক প্রলেপ অট্টালিকাসমূহে মাখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল ওরা সে বস্তুটি বরং পছন্দই করে।

পুলিসের মত হচ্ছে পায়রাদের খাদ্য সরবরাহকারীদের ধরা সহজ। কেউ খেতে দিলেই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে তার কাছে উপস্থিত হবেই—আর পুলিসও সে ব্যক্তিকে ধরতে পারবে।

মেয়েদের ফুটবল দল

মেয়েদের ফুটবল খেলা যে সত্যিই মেয়েলী ব্যাপার নয় সেটা ইংলণ্ডে সংযুক্ত ম্যানচেস্টার কোরিন্থিয়ান-নোমাডস ক্লাবের খেলা থেকে প্রতীয়মান হয়।

বরং মেয়ে ফুটবল খেলোয়াড়রা পেশাদার পুরুষদের চেয়ে কষ্টসহিষ্ণু এবং মাঠেও তাদের আচরণ অনেক ভাল। ফুটবলে ইউরোপে সবচেয়ে সফল এই দুটি মহিলা দলের ম্যানেজার, তিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক পার্সী অ্যাশলে এই দাবি করেন।

ওরা যে কি পরিমাণ কষ্টসহিষ্ণু সেটা ওদের এক চক্রে সম্পর্কে মিঃ অ্যাশলের বিবরণ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এক শুক্রবার বিকেল চারটেয় মেয়েরা ট্রেনে ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়ে মাঝরাতে লণ্ডন থেকে জার্মানীগামী বিমান ধরার জন্য। বিমান থেকে নেমে এসেনে বাসে করে যাবার পথে আড়াই ঘণ্টা ওরা ঘুমিয়ে নেয়। তারপর বোশামে একটা ম্যাচ খেলে যেটা ড্র হয়।

রাত একটার মধ্যেই সেদিন শয্যা-গ্রহণ করে ভোর ছটায় উঠে আড়াইশ' মাইল দূরে স্টুটগার্টে আর একটি ম্যাচ খেলতে যায়। তারপর আবার দৌড় লণ্ডন ফিরতে ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে বিমান ধরার জন্য এবং লণ্ডন বিমানঘাঁটি থেকে বাসে ওরা ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছল সোমবার সকাল আটটায়।

তিন দিনে দু হাজার মাইল ঘুরে দুটি ম্যাচ খেলা। মিঃ অ্যাশলে বলেন 'প্রভূত পরিশ্রমের পর এমন পেশাদার খেলোয়াড় তো আমার চোখে বেশী পড়ে না যারা এত পরিশ্রম সহ্য করে কিন্তু আমার দলের মেয়েরা হাসিমুখেই তা করেছে।'

তের থেকে সাতাশ বৎসর বয়স্কা চল্লিশ জন মেয়ের এই দল এত চমৎকার স্পোর্টস' যে রেফারীরাও ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিঃ অ্যাশলে বলেন, "আমাদের দলে কোন নায়িকাসুলভ বদমেজাজি কেউ নেই এবং রেফারীরা আমাকে জানিয়েছেন মেয়েদের ফুটবল খেলা পরিচালনা করা বড় আনন্দের কাজ।"

আর এই মেয়েরা খেলে কেমন? কোরিন্থিয়ান দল ৩১৬টি ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২১৫টি খেলায় এবং ড্র হয়েছে ১৭টি ম্যাচ। ওরা মোট গোল দিয়েছে ২,১৫৫ এবং গোল খেয়েছে ৪০২।

নোমাড দলটি ১৯৫৭ সালে পর্তুগালে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য গঠিত হয় এবং ৫৮টির মধ্যে ৪৪টি ম্যাচে জয়লাভ করে, আর সাতটি খেলা ড্র ও সাতটিতে পরাজিত হয়। ওরা গোল দিয়েছে ৩১২ এবং খেয়েছে ৯৪।

এই দুটি দল চ্যারিটি বাবদ খেলে এ পর্যন্ত টাকা তুলেছে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে অর্ধেক প্রাপ্ত হয়েছে বিদেশে।

দেশে বা বিদেশে, খেলার জন্য ভ্রমণকালে এরা কঠিন নিয়মানুবর্তিতা পালন করে। কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেশা নয়, এক সঙ্গে পাঁচজনের কমে বেড়াতে বের হওয়া নয় এবং কেবলমাত্র বয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে রাত্রে একবার মাত্র সুরা পান।

দলের ম্যানেজার বলেন, "ওরা এই নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে কারণ, ওরা জানে, আমি এক কথার

এই বেতারবীক্ষণ-টেলিফোন ব্যবস্থায় অফিসের সেক্রেটারিদের আড়ালে ফাঁকি দেবার আর উপায় থাকবে না। লণ্ডনের হোটেলে বিজ্ঞানের হয়ে আন্তর্জাতিক [illegible] এক প্রদর্শনীতে এটি দেখা যায়।

মানুষ। ওরা যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তা হলে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

'মৃত' থেকে জীবিত হওয়ার সমস্যা

'মৃত' বলে ঘোষিত হবার পর নিজেকে জীবিত বলে সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ সহজ নয়।

আন্তোনিও উর্বিনার বাড়ি ফিরতে দেরি হল এবং তার বাপ-মাকে সেটা সে জানাতেও পারেনি।

তারপর দু সপ্তাহ পার হতে একদিন দরজা খুলেই তাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আন্তোনিওর মা অচৈতন্য হয়ে যান।

দু সপ্তাহ আগে যাকে মৃত বলে জেনেছেন, সেই আন্তোনিওই তো!

মেক্সিকোর অন্তর্গত সিউদাদ দেলিসিয়াসে উর্বিনার গ্রামের কাছেই এল পোরভেনির নামক এক স্থানে এক কৃষক যুবক লরি চাপা পড়ে মারা যায়।

দেহটা এমনি বিকৃত হয়ে যায় যে, লোকটি যে কে, তা চেনাই অসম্ভব হয়। তবে উর্বিনার যেহেতু ভাম্পিগো থেকে ফিরবার কথা ছিল, সে কারণ ওর বাপ-মাকে ডেকে আনা হয় নিহত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে সহায়তা করার জন্য।

পোশাক, দুটো আঁচিল এবং দৈহিক গঠনে মিল থেকে রোরুদ্যমান বৃদ্ধ উর্বিনা দম্পতি মৃতদেহটি তাঁদের একুশ বৎসর বয়স্ক পুত্রেরই বলে সমর্থন করেন।

স্থানীয় বিচারপতি সানসেজং রডরিগোয়েজং আন্তোনিও উর্বিন লরি দুর্ঘটনায় নিহত বলে সাব্যস্ত করে মৃতদেহটি কবরস্থ করার অনুমতি দেন।

তারপর আন্তোনিওর একেবারে সশরীরে আবির্ভাব! উর্বিনা পরিবারের সকলে প্রথমে ভয়ে হতবাক এবং সত্যিই সে জীবিত, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার আগে পর্যন্ত নানা সংশয় দেখা গেল।

শেষে আন্তোনিওর মা, কোন খবর না দিয়ে ফিরতে দেরি করার জন্য খুব একচোট বকাবকি করলেন।

কিন্তু বিচারপতি রডরিগোয়েজংকে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে। তিনি বলছেন, "ওর বাপ মা সনাক্ত করার পর তবেই তো আন্তোনিওকে মৃত বলে সাব্যস্ত করে কবরস্থ করা হয়েছে।

"এখন ওকে সিভিল রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে সরকারিভাবে জীবিত বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে কি না।"

মৃতদের আবাসগৃহ

"মৃতদের হস্টেল"—শুনতে যতোই অদ্ভুত মনে হোক, হংকংয়ের এক দাতব্য হাসপাতাল পরিচালিত সত্যিই এমন একটি গৃহ রয়েছে, যেখানে সাড়ে সাত হাজার শব খাস চীনে প্রত্যাবসানের অপেক্ষায় রয়েছে।

মৃতদের শেষ ইচ্ছা অনুসারে শবদেহগুলি পাঠাবার সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু, তাদের আত্মীয় পরিজনদের অনেকে বলেন যে, গত দশ বছর ধরে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও চীনা গভর্নমেন্ট শবদেহগুলির প্রবেশের অনুমতি ঠেকিয়ে রেখেছে।

এই হস্টেলের একশটি ঘর সিলিং পর্যন্ত কফিন ঠাসা। শবদেহগুলিতে পচনরোধক ইঞ্জেকশন মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। এই হস্টেলের মাসিক চার্জ হচ্ছে কফিন পিছু ২·৩৮ নয়া পয়সা।

তবে মৃত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাবান কেউ হলে এবং যদি তার ধনী আত্মীয় থাকে, সেক্ষেত্রে তার জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘরই দেওয়া যেতে পারে বিশেষভাবে তৈরি প্রাইভেট উপগৃহে, যার মাসিক চার্জ হচ্ছে ২০·৮০ নয়া পয়সা।

এই রকম অসাধারণ "অতিথি" থাকে বলে হস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক জনৈক মিঃ লি তুং মোটেই নার্ভাস নন।

প্রত্যুষে প্রথম আলোকপাতের সঙ্গেই তার প্রথম কাজ হচ্ছে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে মৃতদের প্রেতাত্মাগুলোকে নৈশ বিচরণের পর স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া।

এমন একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, প্রেতাত্মাগুলি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গেই দেহ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর যেখানে যার কোন বন্ধু বা আত্মীয় পরিজন আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়।

ওদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের জন্য ডেকে না পাঠালে, মিঃ তুংয়ের বিশ্বাস, ওরা বিপথগামী হবে।

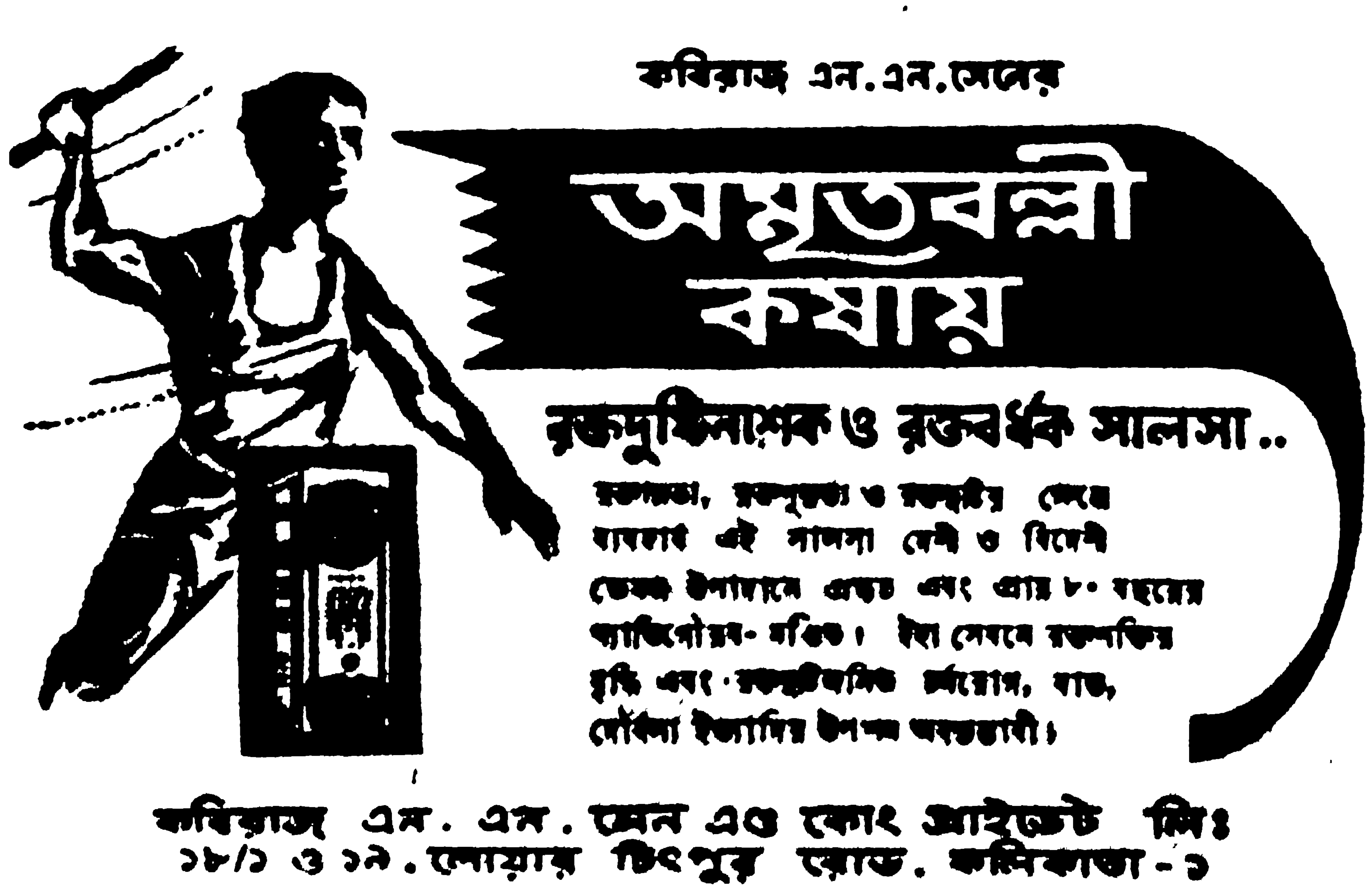

মুসলমান আমলে চরপ্রথা

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোনও রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে চর-প্রথা। এটি মানুষের সমাজের একটি আদিম প্রবৃত্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে যেদিন, চর-বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে সেইদিন। এর উল্লেখ পাওয়া যায় বেদ, বাইবেল ও পুরাণে; ইউরোপ ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে। ভারতে এর আধুনিকতম রূপ হচ্ছে অপরাধ অনুসন্ধান শাখা ও চারশাখা। যার অন্য নাম সি আই ডি ও আই বি।

ভারতে এই দুই শাখার প্রবর্তন হয়েছে এই শতকের একেবারে শুরুতে।

মুসলমান রাজত্বে এই দুই শাখার অস্তিত্ব ছিল সাম্রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদ সরবরাহকারী একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠানরূপে। এ দেশের মুসলান শাসকগণ রাজ্যশাসনে বাগদাদের খলিফাদের শাসনপদ্ধতির অনুকরণ করতেন। খলিফাদের শাসনব্যবস্থায় উন্নত এক সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সাম্রাজ্যব্যাপী গুপ্তচর ব্যবস্থার স্থান ছিল সর্বাগ্রে। এই ব্যবস্থাপনার প্রধানের নাম সাহিব-উল-বারিদ। এই সাহিব-উল-বারিদ একাধারে ছিলেন সাম্রাজ্যের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল বা ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ আবার অন্য দিকে তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের চার বিভাগের (ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ) প্রধান। তাই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল—সাহিব-উল-বারিদ ওয়া আখবার। বারুদারী, ফেরি-ওয়ালা, পথিক-পর্যটক, এমন কি, বয়স্ক মহিলারাও তখন গোপনে গোয়েন্দাগিরি করতেন। এই চারবিভাগ এতদূরে দক্ষতা

শাসনকর্তা যখন সরকারী কাজে অবহেলা করে বাঁদী নিয়ে স্ফূর্তি করছেন, সে খবর স্থানীয় চর-প্রধানের মারফত বাগদাদের খোদ খলিফার কানে পৌঁছতে মোটেই দেরি হত না। একদা বাগদাদের খলিফা তাঁর এক অধীনস্থ শাসনকর্তা মিশরের ইবন্ তুলুনকে এমন একটি বস্তু উপহার পাঠালেন যা পেয়ে মিশরের আমীর তো একেবারে তাজ্জব! বস্তুটি ছিল সেই আমীরেরই ব্যবহৃত এক-পাটি জুতো যা তিনি ভুলক্রমে তাঁর রক্ষিতার গৃহে ফেলে এসেছিলেন! এ খবর এক খোদ আমীর আর তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারোই জানবার কথা নয়।

সাহিব-উল-বারিদ-এর উপর সাম্রাজ্যের

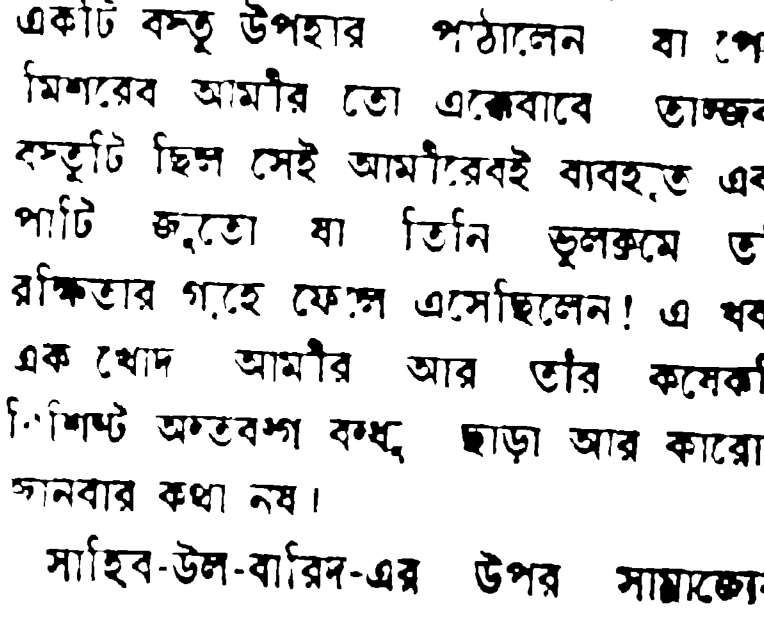

খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁর কাজ ছিল—যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব সময়ই পুরো ওয়াকিবহাল করানো। সাধারণত সমাজের উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তিকেই এই পদে বহাল করা হত।

ভারতের মুসলমান শাসকগণই এ দেশে এই ধরনের চরপ্রথার আমদানি করেন। প্রাক্-মোগল যুগে এই চার-সংস্থার প্রধানের নাম ছিল বারিদ-ই-মুমালিক। তিনি চরের মারফত রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে ওয়াকিবহাল থেকে সুলতানকে সব খবর সরবরাহ করতেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সদরে একজন করে স্থানীয় চর-প্রধান থাকতেন, যাঁর কাজ ছিল সাম্রাজ্যের চার বিভাগের অধ্যক্ষকে নিয়মিত সংবাদ দিয়ে গোপনে পত্র পাঠানো। বারিদ বা চর-প্রধানের দায়িত্ব ছিল খুব বেশী। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেছেন, একবার কোন এক চরপ্রধান কোন এক প্রাদেশিক শাসকের কুকীর্তির খবর যথাসময় পেশ করতে না পারায়, সম্রাট তার গর্দান নিয়েছিলেন। চর-প্রধানের নজরের আওতায় পড়ত না এমন বিষয় খুব কমই ছিল। তার রিপোর্টে থাকত স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার খবর, কৃষিকর্মের তথা কৃষককুলের অবস্থা-দুরবস্থার খবর। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসলমান আমলে ভারতের চারসংস্থার কাজ এখনকার সি আই ডি বা আই বি-র চাইতেও অনেক বেশী ছিল।

বারিদ বা চর-প্রধানেরা সবরকমের খবর যোগাড় করতেন, তবে সেইগুলিকে যাচাই করে শ্রেণীবিন্যস্ত করে সাজিয়ে তবে তা বিভিন্ন বিভাগে চালান দিতেন। এই সব সংবাদদাতাদের বিশেষ নজর থাকত যে কোনও বিদেশীর প্রতি। তাঁদের রিপোর্টে—

চেহারা-আকৃতি, পোশাক-আশাক, তাদের সঙ্গীসাথী বা অনুচরের সংখ্যা, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা। তাদের প্রতিটি আচরণের প্রতি এরা খুঁটিয়ে নজর রাখত আর তার বিস্তৃত লিখিত বিবরণ দাখিল করত। বারিদ-এর কাজকে তখন খুব পবিত্র কর্মরূপে ধরা হত। অনেক সময় জন-কল্যাণের খাতিরে শিক্ষিত লোকদের বাধ্য করা হত এই পেশা গ্রহণ করতে। ঘুষ নেওয়ার প্রলোভন থেকে দূরে রাখবার জন্য বারিদ-ই-মুমালিক আর তার অধীনস্থ বারিদদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত প্রচুর পরিমাণে।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন স্থানীয় শাসনকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে চাইতেন, মাত্র সেই ক্ষেত্রেই এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান ব্যর্থকাম হত। বিদ্রোহী শাসন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় চর-প্রধান বা বারিদকে মিথ্যা রিপোর্ট দিতে বাধ্য করত, নয়ত বার্তা-বাহককে পথিমধ্যে হত্যা করাত, অথবা তার কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিত। এ সব ক্ষেত্রে বারিদকে খবরাখবর পাঠাতে হত গুপ্তচরের মারফত।

বাস্তবক্ষেত্রে বারিদ ছিলেন একটি ব্যাপক গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ও তাঁর অধীনে কাজ করত বিভিন্ন ধরনের গুপ্তচর। তাদের কেউ বা পর্যটক, কেউ বা ব্যবসায়ী আবার কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকিরের ছদ্ম-বেশে বেসামরিক ও সামরিক জনসাধারণের মধ্যে অবাধে মেলামেশা করে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করত। তাদের রিপোর্ট যেত ক্রমশ উচ্চপদস্থ কর্ম-চারীর মাধ্যমে খোদ বারিদ-ই-মুমালিকের কাছে। ইবনে বতুতা নামে একজন মরোক্কো-

ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াত গোপন সংবাদ সংগ্রহের আশায়

বাসী পরিব্রাজক মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এখানকার সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও গুপ্তচর বিভাগের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। যে কোনও উচ্চ বা নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারীর গৃহেই গুপ্তচর মোতায়েন রাখা হত। মহিলাদের হারেমে এই কাজে নিযুক্ত থাকত দাসী বা পরিচারিকারা। হারেমের ঘটনাবলী তারা জানাত জমাদারনী বা কতৃদার রমণীকে। সে আবার গিয়ে তা জানাত বারিদকে। এইভাবে সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তের যাবতীয় খুঁটিনাটি খবরা-খবর পেতেন। এই ব্যবস্থাটা এত সুন্দর-ভাবে চালু ছিল যে, সাম্রাজ্যের প্রতিটি কর্ম-চারীকে সব সময়ে সতর্ক হয়ে চলতে হত। সাম্রাজ্যের বাইরেও প্রায়ই গুপ্তচর পাঠানো হত প্রতিবেশী রাজ্যের গোপন সংবাদ আদায়ের জন্য। গুপ্তচর বৃত্তিতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক নিয়োগের একটা অনিবার্য কুফলও আছে। একজন মনীষী বলেছেন, "গুপ্তচর বৃত্তিকে সহ্য করা সম্ভব হত যদি তা সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা করানো হত।"

মোগল আমলে এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান তথা চরপ্রথা সব চাইতে ব্যাপক, সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত রূপ ধারণ করে। সারা সাম্রাজ্য জুড়ে এটা জালের মত শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের গোটা সংবাদ সংস্থাটাই ছিল একজন দারোগা-ই-ডাক চৌকী বা ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ পোস্টমাস্টার জেনারেলের অধীনে। আধুনিক যুগের এই সংস্থা এখন চলে গেছে পুলিস বিভাগের অধীনে।

সে সময়ে চার রকমের সংবাদ সরবরাহ-কারী ছিল। যাদের সাধারণ নাম আখবার-নবীস। (১) ওয়াকীনবীস, (২) সওয়ানী-নবীস, (৩) খুফিয়ানবীস, (৪) হরকরা।

ওয়াকীনবীস হচ্ছে সাধারণত খবরদাতা। প্রাদেশিক বক্সী বা বেতনদাতা সেই প্রদেশের ওয়াকীনবীসের কাজও করতেন। তিনিই সেখানকার পরগনায় পরগনায় সংবাদদাতা নিযুক্ত করতেন। এইসব সংবাদদাতার কাজ ছিল তাঁর কাছে স্ব স্ব স্থানের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছানো। শহর, গুরুত্ব-পূর্ণ পরগনার সদর থেকে আলাদাভাবে সরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত হত। ওয়াকী-নবীস তার অনুচরদের মোতায়েন রাখতেন

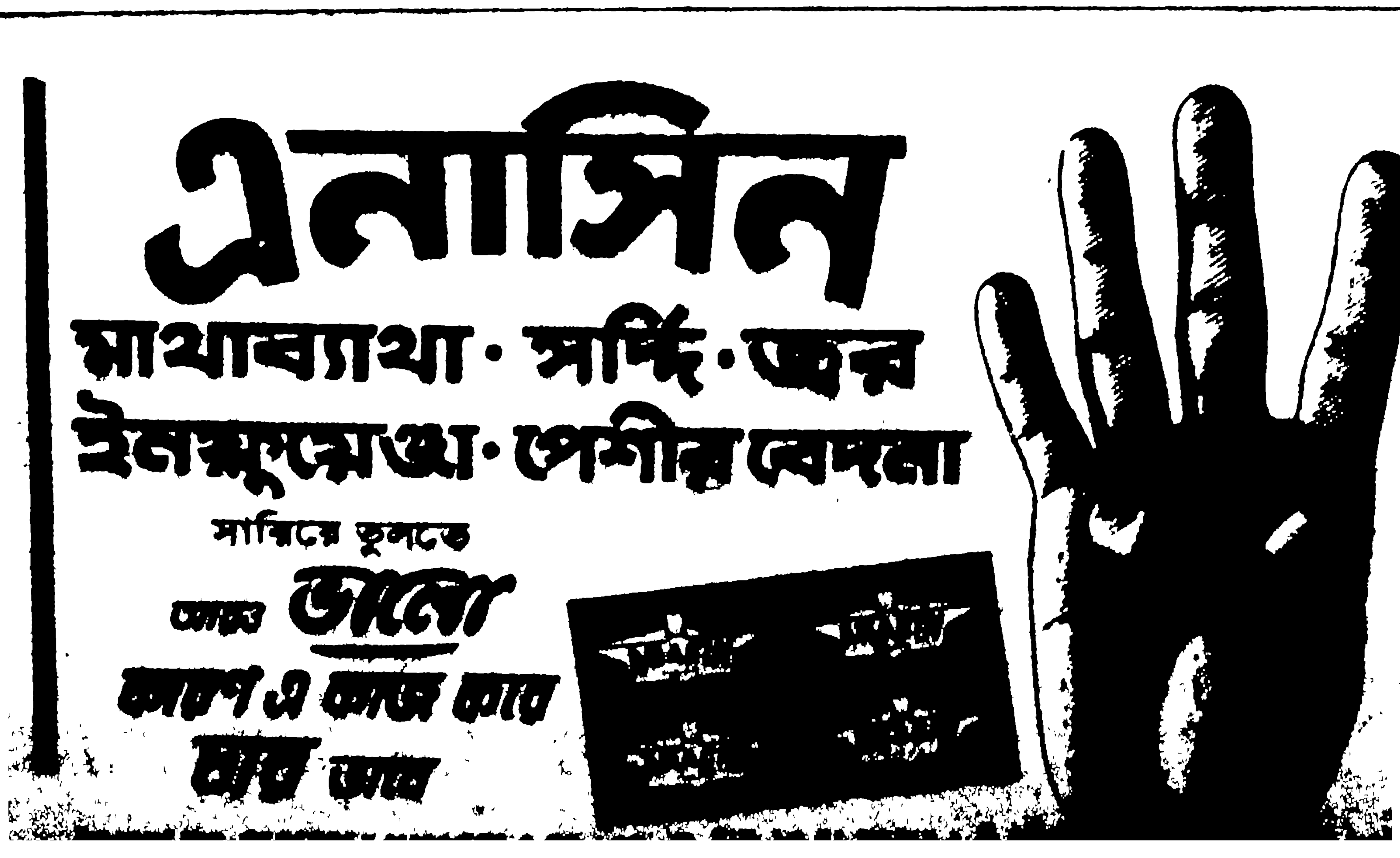

কিছু প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারের দপ্তরে বা কুঠিতে, কিছু দেওয়ান অর্থাৎ প্রাদেশিক আয়-ব্যয় বিভাগের প্রধানের দপ্তরে, আবার কিছু বা প্রাদেশিক সেনাধ্যক্ষ বা ফৌজদারের দপ্তরে, কিছু আবার কাজীর আদালতে ও কোতোয়ালের দপ্তরে—এইভাবে। এরাই তাঁকে সেসব জায়গার দৈনন্দিনের ঘটনাবলী জানাত। সেনাদলেও ওয়াকীনবীস থাকত। সেখান থেকে রিপোর্ট পাঠাত সেনাধ্যক্ষ মারফত। ওয়াকীনবীসের উপর নির্দেশ থাকত—কোন রকম সত্য গোপন না করে বা প্রধানদের ক্ষুন্ন না করে রিপোর্ট দেওয়া—আর রিপোর্ট দেবার আগে নিজেদের খবরগুলি ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া। ওয়াকীনবীস সাধারণত প্রতি সপ্তাহে একবার করে রিপোর্ট পাঠাত। তার রিপোর্ট বাদশার দরবারে পাঠানো হত প্রাদেশিক ডাক প্রধানের মারফত। কোন কারণে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্রাটের বিরাগভাজন হলে তার জন্য ডাক-প্রধানকেই দায়ী মনে করা হত ও ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার সব রাগ গিয়ে পড়ত তারই উপর। মনসবদার সেলিম একবার এক প্রাদেশিক ডাক-প্রধানের জামা চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর পিতার কাছে রিপোর্ট করার জন্য।

আওরংজেবের রাজত্বকালেও আমরা ওয়াকীনবীস আর প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যে অহরহ কলহ ও সংঘর্ষের বিবরণ পাই। ওয়াকীনবীসের বিবরণ প্রায়ই হত খুব ঘটনাবহুল। যে কোন সাধারণ ঘটনা-দুর্ঘটনাও তাতে স্থান পেত। লাহোরের কাছে আকস্মিক ঝড়ের কবলে পড়ে কতিপয় পথিকের মৃত্যুর খবরও যেমন তাতে থাকত তেমনি থাকত অতি সাধারণ নগণ্য ঘটনা। যেমন কোথায় একটি অদ্ভুতদর্শন বাছুরের জন্ম হল, সে খবরও বাদ যেত না।

সওয়ানীনবীসের খবর হত আরও গোপনীয় ও জরুরী। ওয়াকীনবীস বা সাধারণ সংবাদ সরবরাহকারী প্রাদেশিক শাসক বা অনুচরদের প্রভাবে পড়ে তাদের শাসানিতে তাদের বিরুদ্ধে ঠিকঠাক খবর দিতে সাহস না করতে পারে অথবা খবর চেপে যেতে পারে—এই আশঙ্কায় এই সওয়ানীনবীস নামক গুপ্ত-সংবাদ সংস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই গুপ্ত সংবাদদাতারা নিজ নিজ প্রদেশে তাঁদের বৃত্তি গোপন রেখে বাস করতেন। তাঁদের রিপোর্টে শুধু সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধেই গোপনীয় রিপোর্ট থাকত না, যে কোনও ঘটনা তথা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধেও তাতে আভাস দেওয়া থাকত।

এইসব সওয়ানীনবীসদের কিন্তু যত্র-তত্র রাখা হত না। তাদের মোতায়েন করা হত বিশেষ বিশেষ সময় ও বিশেষ বিশেষ জায়গায়। তারা সপ্তাহে দু'বার রিপোর্ট পাঠাত। তাদের নিযুক্ত করতেন প্রদেশের [illegible] আওতায়!

● সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ●

চতুর্মুখ :	**আভাস** (সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস)	৪·৫০
নীলকণ্ঠ :	**নবনন্দাবন** (উপন্যাস ২য় সং)	৫·০০
	আসামী হাজির (তিক্তমধুর রসরচনা)	৩·৫০
	সুভাষচন্দ্র (অগ্নিক্ষরা জীবনোপন্যাস)	২·০০
বারীন্দ্রনাথ দাশ :	**বাহাদুর শা'র সমাধি** (উপন্যাস)	৫·০০
শুদ্ধসত্ত্ব বসু :	**আড়াল** (উপন্যাস)	২·৫০
	পুষ্পলাবী (উপন্যাস)	৪·০০
নারায়ণ সান্যাল :	**ব্রাত্য** (উপন্যাস)	৩·০০
সুভো ঠাকুর :	**সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা** (ভ্রমণোপন্যাস)	৪·৫০
জ্যোতির্ময়ী দেবী :	**ব্যাণ্ডমাস্টারের মা** (কথাগুচ্ছ)	৩·৫০
প্রবোধ সরকার :	**শ্রীকৈলাসের কলিকাতা-দর্শন** (ভ্রমণোপন্যাস)	২·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড : ৯ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সদ্য প্রকাশিত তিনখানি বিশিষ্ট উপন্যাস

পতাকা ধারে দাও । প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৪·৫০ ॥
রাত্রিশেষের তারা । নীহাররঞ্জন গুপ্ত । ৫·০০ ॥
সমুদ্রশঙ্খ । শক্তিপদ রাজগুরু । ৪·৫০ ॥

বাংলা উপন্যাসে নূতন আবিষ্কার

নীলিমা দাশগুপ্ত । পাহাড়ী গাঁয়ের কথা

হিমাচল প্রদেশের চাম্বা শহরের সর্দার পরমরাজ এক আশ্চর্য চরিত্র, বাপুজীর আহ্বান শোনবার জন্যে যে উৎকর্ণ, দেশের জন্যে যার মনপ্রাণ নিবেদিত, তার সঙ্গে সংযোগ ঘটল উচ্ছলযৌবনা, আনন্দময়ী, অন্তরসম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী চাম্বাতরুণী ফুলমণির। বিরাট এবং বিচিত্র পটভূমিকায় এদের জীবনের প্রেম-বেদনার যে কাহিনী লেখিকা বিবৃত করেছেন, তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণচ্ছটা, আন্তরিক ও অকৃত্রিম লিখনশৈলী, মধুরে মধুর রসবিন্যাস। সুচারু প্রচ্ছদ ও সজ্জা। উপহারের উপযোগী। ৫·০০ ॥

॥ বাংলা কথাসাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব দিগন্তের উন্মোচন ॥

এস. সি. সরকার

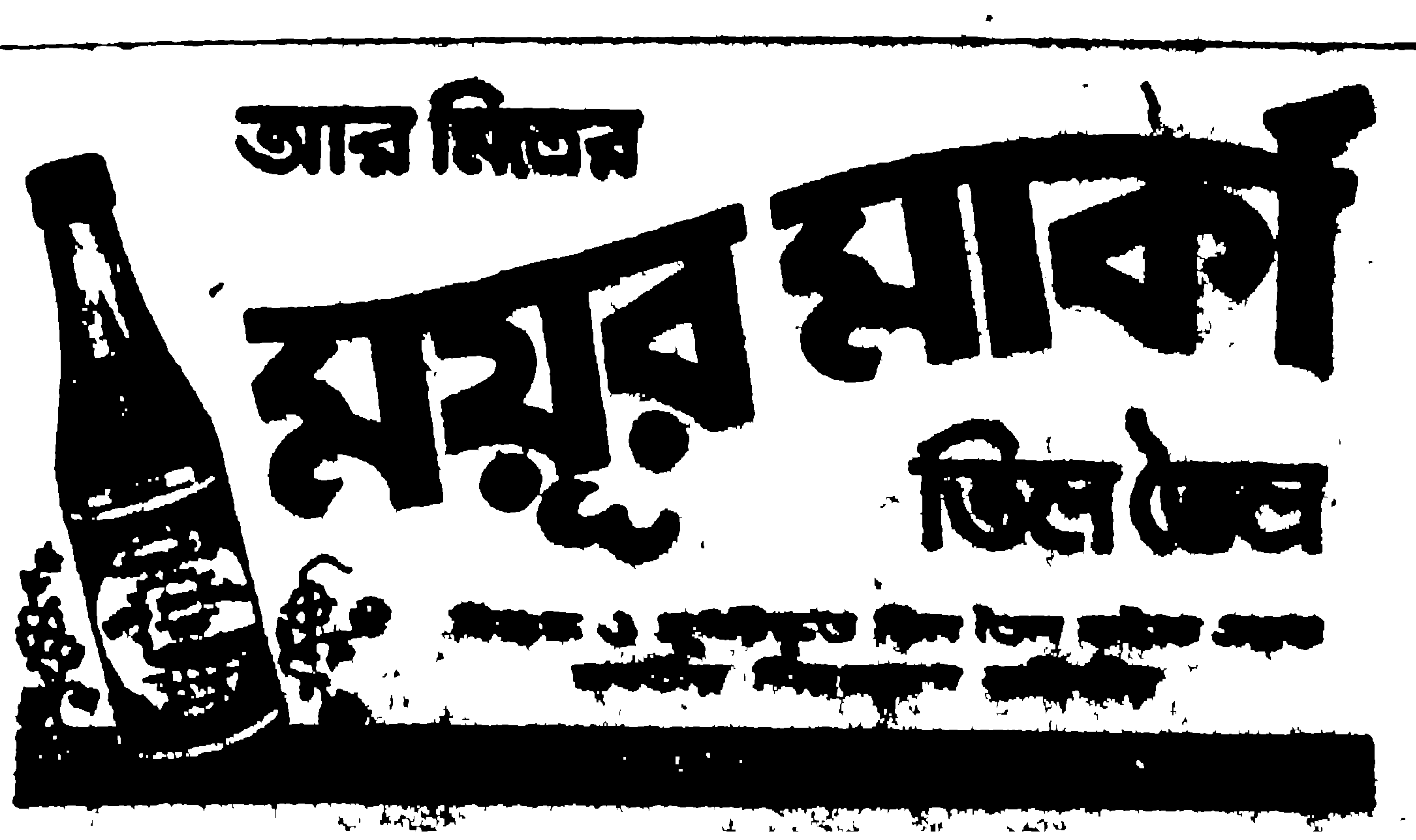

আস্তে আস্তে যখন এদের উপর প্রদেশের ডাকবিভাগের কাজের তদারকির ভারও এসে পড়ল তখন আর এরা অপ্রকাশ্য রইল না—চার বিভাগের গোপন শাখা থেকে এরা নেমে এল সাধারণ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের স্তরে। এর ফলে একটি সত্যিকারের গোপন কার্যসংস্থার প্রয়োজন দেখা দিল।

খুফিয়ানবীস আর হরকরাদের নিয়ে এই গোপন কার্যসংস্থা গঠিত হয়। খুফিয়ানবীস সত্যিকারেরই গোপন সংবাদদাতা। এরা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সরাসরি গোপনীয় বার্তা পাঠাতে পারত খোদ বাদশার দরবারে।

ওয়াকীনবীস, সওয়ানীনবীস আর খুফিয়ানবীস—এই তিন শ্রেণীর সংবাদদাতা লিখিত সংবাদ পাঠাত, কিন্তু হরকরারা সাধারণত নিজেরাই গিয়ে দিত মৌখিক সংবাদ, কিন্তু কখনও কখনও তারাও লিখিত এত্তালা পেশ করত।

এরা বহাল হত রাজধানীতে হরকরাদের 'দারোগা' দ্বারা। এদের চরেরা প্রাদেশিক শাসকের দরবার ও অন্যান্য দপ্তরে নিযুক্ত হত। এরা প্রাদেশিক শাসককে স্ব স্ব এলা-

হরকরারা নিজেরাই এত্তালা দিত বাদশার দরবারে

কার ঘটনা ও অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখত আর তার কাছে খামে মোড়া চিঠি পাঠাত সম্রাটের দরবারে অন্যান্য ডাকের সঙ্গে যাবার জন্য।

উপরে উল্লিখিত চার শ্রেণীর সংবাদদাতার এত্তেলাই পৌঁছাত গিয়ে সদরে গোটা সাম্রাজ্যেরই ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ আর গোটা সংবাদ সংস্থারই ভারপ্রাপ্ত উপরওয়ালার কাছে—যার নাম দারোগা-ই-ডাকচৌকি। তিনি সেগুলো না খুলেই পাঠিয়ে দিতেন প্রধান উজিরের কাছে। উজির সেগুলো পেশ করতেন বাদশার সমীপে। ওয়াকীনবিস বা সাধারণ সংবাদদাতার সংবাদ যেত মীর বক্শী ব সাম্রাজ্যের প্রধান বেতনদাতার হাত ঘুরে। ইটালীর পর্যটক মানুচ্চী লিখেছেন, ওয়াকীনবীসের রিপোর্টগুলি সম্রাটকে পড়ে শোনান হত রাত্রে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এই প্রথা বদলে গিয়ে সংবাদ প্রকাশ্য দরবারে পড়ে শোনাবার রেওয়াজ চালু হল।

মোগল আমলের দারোগা-ই-ডাকচৌকির সঙ্গে বাগদাদের আব্বাসবংশীয় খলিফাদের সাহিব-উল-বারিদ ওরা আখবার নামক কর্মচারীর সঙ্গে সব দিক দিয়েই যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ এঁরা উভয়েই ছিলেন একাধারে ডাকবিভাগ আর সংবাদবিভাগ তথা চারশালার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী। এঁদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে, বিশেষ করে সম্রাট আওরাঙ্গজেবের সময়ে। কারণ এই সম্রাট প্রাচীন পারসিক সম্রাটদের মত চরদের মনে করতেন নিজের চোখ-কান।

নগর আরক্ষা বা পুলিস বাহিনীর প্রধানের নাম ছিল কোতোয়াল। তার অধীনেও থাকত একদল চর যাদের কাজ ছিল নগরের প্রতিটি পল্লীর প্রতিটি আগন্তুক অতিথি ও বিদায়ী লোক সম্বন্ধে কোতোয়ালকে খবরাখবর জোগানো। কোতোয়াল এই সব রিপোর্টের সঙ্গে সেই সেই পল্লীর পাহারাদার চৌকিদারের রিপোর্ট মিলিয়ে দেখতেন। মানুচ্চী বলেন কোতোয়াল এই কাজে নিযুক্ত করতেন বাড়ির ধাঙড় ও ঝাড়ুদারদের। এরা সপ্তাহে দুবার করে প্রতিটি বাড়ি ঝাঁট দিত আর সেই সঙ্গে সংগ্রহ করে নিত সব রকমের খবরাখবর। সেইসব খবর তারা কোতোয়ালকে দিত। আর কোতোয়াল সেইসব খবর দিত বাদশাকে।

মোগল সম্রাটদের সংবাদ সংস্থা তথা চারশাখা ছিল খুব উন্নত। এরই সাহায্যে তাঁরা বিশাল সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত খুব সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে তাঁদের গোপন সংবাদ সংস্থা—খুফিয়ানবীস আর হরকরা, স্থানীয় শাসকদের আয়ত্তে রাখতে যথেষ্টই সাহায্য করত। স্থানীয় শাসকরাও এদের খুব ভীতির চক্ষে দেখতেন।

বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মোগল সাম্রাজ্যের চার সংস্থার দক্ষতার প্রশংসা করে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ওয়াকীনবীস-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে গুজরাটের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করেন। হকিন্স নামে এক ইউরোপীয় পরিব্রাজক দেখে অবাক হয়ে যান যে, তিনি কোন কারণে সুরাটের এতদ্দেশীয় লোকের কাছে যে দুর্ব্যবহার পান সে অভিযোগ তিনি সম্রাটের দরবারে পেশ করবার বহু আগেই সম্রাট তাঁর ওয়াকীনবীসের মারফত সে খবর রাজধানীতে বসেই পেয়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন। মানরিখ নামে আর একজন ইউরোপীয় পর্যটক লিখেছেন যে, আত্মগোপন করে থাকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কি করে যেন কোতোয়ালের চরেরা তাঁর সম্পর্কে [illegible]

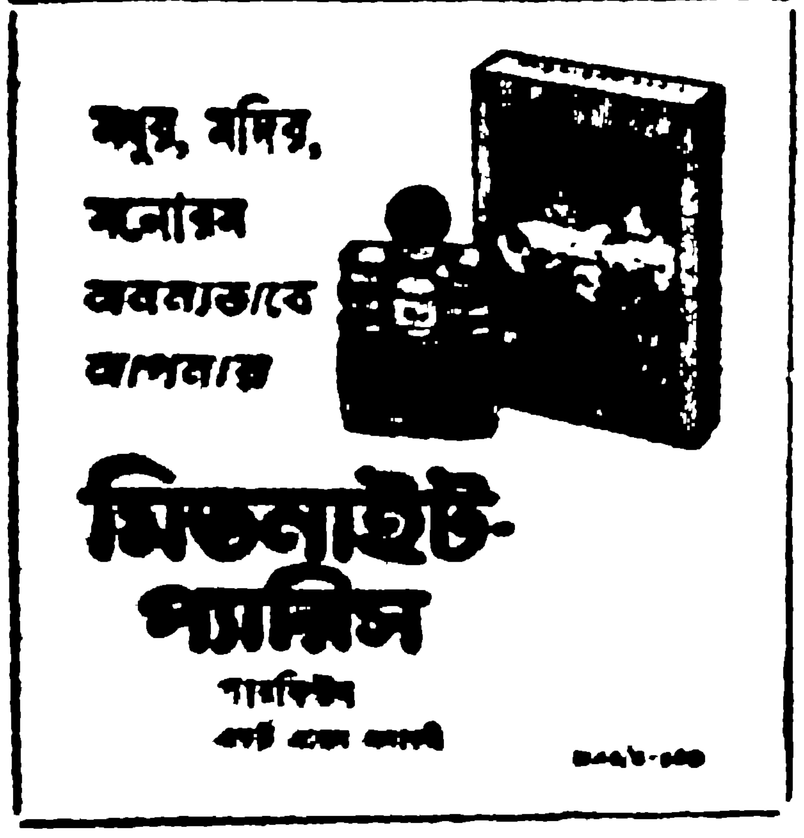

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

আধুনিক

এক ভদ্রলোক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে বলেছেন—"আধুনিক গান সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল"। কথাটা নিরতিশয় অবজ্ঞাসূচক। আরও নানা পত্র-পত্রিকায় যে অভিমত প্রকাশিত হচ্ছে তাতেও এক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরকম মন্তব্যের মধ্যে দায়িত্ব নেই কিন্তু কথা হচ্ছে 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।" আধুনিক গানকে যাঁরা ছুটিয়ে নিন্দা করেন আধুনিক গান সম্বন্ধে তাঁরা কিছুমাত্র চিন্তা করেন কি? কখনো কি বুঝতে চেষ্টা করেছেন কেন এ গানের এই দশা এবং এ সম্বন্ধে কোন দায়িত্বশীল প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন কি?

এইরকম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে একটা প্রধান শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতি অবমাননায় আমাদের উৎসাহ নেই কেননা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে আধুনিক গানের উন্নতি অর্থাৎ ভাল কাব্যসংগীত কিভাবে পাওয়া সম্ভব সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন। কবি বা সুরকার চাহিদা অনুসারে মেলে না। এঁরা আসেন [illegible]। আজ আমাদের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন নয় তাই এমন গীত দুর্লভ হয়ে পড়েছে যা যথার্থ সাহিত্য এবং সংগীতে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। কিন্তু এত বছর ধরে একজন গীতিকার এবং সুরকার যে এত সংগীত সৃষ্টি করে চলেছেন তার কি কোনও মূল্য নেই? এতখানি অশ্রদ্ধা মনে পোষণ করতে দ্বিধা হয়। আধুনিক সংগীত জগতে এমন কেউ কেউ ব্যক্তি আছেন যাঁদের সংগীতবোধ প্রখর। তাঁদের বিদগ্ধ বলতে দ্বিধা নেই। আধুনিক গায়ক গায়িকাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের সংগীতে অধিকার আছে। তাঁদের কণ্ঠ সম্বন্ধে অভিযোগ করা চলে না। এ কথাও অকুণ্ঠভাবে বলব যে কম হলেও কিছু আধুনিক গান মনকে আকৃষ্ট করে এবং এক একটি গান রীতিমত চমক লাগায়। অতএব একেবারে অযোগ্যতার ছাপ দিয়ে এতজনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়াটা ঔদাসিকতার প্রশ্রয় প্রদান বলেই মনে করি। একথাও মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের পর সংগীতে স্বকীয়তার ছাপ রাখা কঠিন না পায়। তবু চেষ্টা একটা চলেছে নিছক অনুসরণকে পরিহার করে নতুন ধরনের প্রবর্তনকল্পে। এই প্রয়াসকে অস্বীকার করা যায় না। এক সময় নিধুবাবুর মত গীতিকারও নিন্দিত ছিলেন। টপ্পা, পাঁচালীর গানকে একটা যুগ গান বলেই স্বীকার করত না। কিন্তু আজকে এইসব গানের উপর থিসিস লিখে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ডক্টরেট অর্জন করছেন। টপ্পা, পাঁচালীর যুগেও বহু বাজে গান ছিল কিন্তু যুগের বিচারে কোনটা শ্রেষ্ঠ কোনটা নিকৃষ্ট তা নির্ধারিত হয়েছে। ঠিক এমনি করেই এ যুগকে পরের যুগ বিচার করবে এবং হয়তো এইভাবে একটা নির্বাচনের পর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

আসলে আধুনিক গানের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করিনি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর নূতনতর সার্থক সৃষ্টির যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তা বোধ করি এখনও অনেকের ধারণায় আসেনি। বাংলার সুধীসমাজ যদি বর্তমান সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের বাগ্মিতার পরিচয় দিতেন তাহলে আধুনিক সুরস্রষ্টা এবং গীতিকারগণ প্রেরণালাভ করতেন। কিন্তু, তাঁরা জানেন রেডিও তাঁদের দিয়ে কেবলমাত্র শূন্যস্থান পূর্ণ করেন, গ্রামোফোন কোম্পানী সাধারণের হালকা চাহিদা মেটান আর সিনেমা কোম্পানী ততোধিক লঘুজনের সন্তোষবিধানার্থ তাঁদের নিযুক্ত করেন। গায়ক গায়িকাগণ জানেন সোসাইটিতে তাঁদের স্থান নেই। তাঁদের প্রয়োজনীয়তা জলসাকে মিউজিকে আর বারোয়ারী অনুষ্ঠানে। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক কাব্যসংগীত যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন করে? একসময় ছিল যখন কাব্যসংগীত যে রকমই হোক না কেন বাংলায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হত। এই সমাদর ছিল বলেই কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ সব মহলেই অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। আজকের সমাজমনে সেই ব্যাপকতার অভাব দেখা দিয়েছে। সেই সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। এমনকি আমরা জানি কোনও কোনও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আকাশবাণীর কাছে এই মর্মে অনুরোধ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রসংগীত যাঁরা গেয়ে থাকেন তাঁদের যেন আধুনিক গান গাইতে দেওয়া না হয়। এর উদ্দেশ্য আধুনিক গানকে বিদগ্ধ সমাজ থেকে বয়কট করা। কিন্তু এইরকম দলাদলির প্রশ্রয় না দিয়ে আমরা বর্তমান বাংলার সুধীসমাজের কাছ থেকে বাংলার কাব্যসংগীত সম্পর্কে সংগঠনমূলক উপদেশ এবং উৎসাহ দাবি করি। আকাশবাণীর একটি উপদেষ্টা

স্বরলিপি

(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)
ফোন: ৩৫-১৫০৪
১, কমলাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯
নির্দেশনা:

রবীন্দ্রসঙ্গীত :	চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
	সলিল বসু
গীটার :	বটুক নন্দী
	সমীর খাসনবীশ
সেতার :	বলরাম পাঠক
নৃত্য :	হিমাংশু পাল

পাঁচ বৎসরের সুচিন্তিত শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।

(সি-২০১০)

■ ঘর অফিস আর কারখানায় সবক্ষেত্রে উপযোগী
■ পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যসম্মত
■ কোনো জীবাণু বা রোগের বীজাণু জন্মায় না

[redacted]

যোগাযোগ করুন
ফেডকো প্রাইভেট লিমিটেড

মণ্ডলী আছে জানি। তাঁরা থাকা সত্ত্বেও যদি এমন গান প্রচারিত হতে থাকে যা কাব্য এবং সঙ্গীত দু-দিক দিয়েই দরিদ্র তাহলে তাঁদের কর্তব্যপালনে ত্রুটি হচ্ছে এইটাই আমাদের ধারণা করতে হয়। বেতার কর্তৃপক্ষকে আর একটি অনুরোধ আমরা করব। "আধুনিক"—এই আখ্যাটি তাঁরা পরিহার করুন এবং এর পরিবর্তে "কাব্য-সঙ্গীত" আখ্যাটি ব্যবহার করুন। যে আখ্যার কোন সার্থকতা নেই তার প্রয়োগ অযৌক্তিক।

বাংলার সঙ্গীতসম্পর্কিত গৌরববৃদ্ধি করতে হলে বর্তমান সঙ্গীত যাতে সার্থক রচনার সম্মুখ হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কঠিন সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না কিন্তু হিতচিন্তাও সেই পরিমাণেই প্রয়োজন। যাঁরা আধুনিক কাব্যসঙ্গীত মননশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের বলব তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে চলুন। যাঁরা পতাকা তুলে ধরেন তাঁদের পতাকা বহন করবার শক্তির অভাব হয় না। কাব্যসঙ্গীত যেন কাব্য এবং সঙ্গীতে যথার্থই সার্থক হয়ে ওঠে।

নিউ এম্পায়ারে রবিশঙ্কর

গত ১লা জুন নিউ এম্পায়ারে স্বনামধন্য রবিশঙ্করের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি মারোয়া, ইমন-মাজ দরবারি কানাড়া এবং পাহাড়ী ধুন বাজিয়ে শোনান। আমাদের শাস্ত্রে শিল্পী তথা বাগ্গেয়কারের যে গুণ-গুলি দেওয়া আছে তা তাঁর মধ্যে প্রচুরভাবে

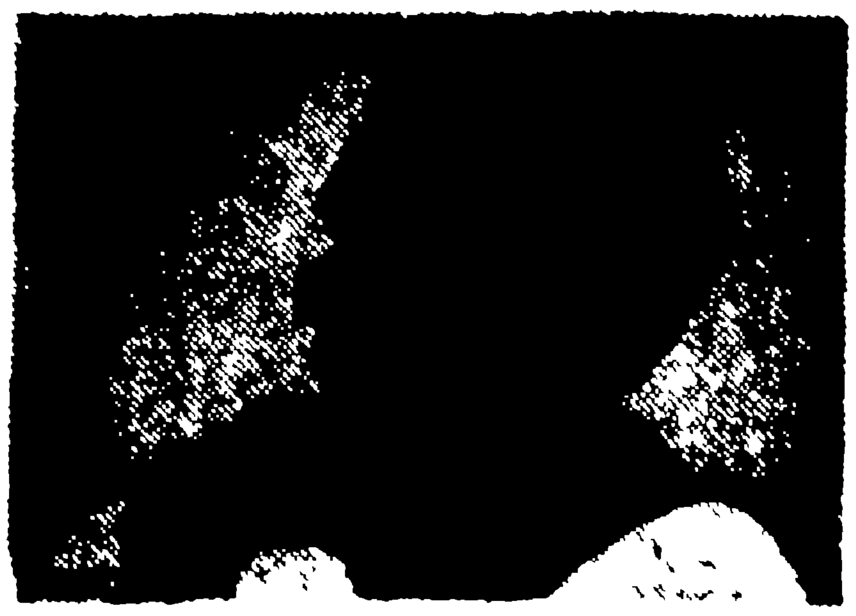

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

বর্তমান। বাদনচাতুর্য এবং দক্ষতার সঙ্গে পরম তৃপ্তিদায়ক মিষ্টতার মধুর সমন্বয় তাঁর অনুষ্ঠানকে সার্থকতা প্রদান করেছে। তাঁর সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবলায় কানাই দত্ত কুশলতার পরিচয় প্রদান করেছেন। রবিশঙ্কর Edinburgh Music Festival-এ যোগদান করছেন। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

একটি চিঠি

রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তি

মাননীয়েষু,

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দেশ পত্রিকায় "গানের আসর" বিভাগে শার্ঙ্গদেব একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

সঙ্গীতরস পরিপূর্ণভাবে অনির্বচনীয় ও নির্বিশেষ; কোনও প্রত্যক্ষ অবজেক্টিভ ও স্ট্যাটিক মাধ্যম দিয়ে তার গহন অন্তর্লোক প্রকাশিত করা কিম্বা কোন স্থায়ী পরিকল্পিত কৃত্রিম রূপায়ণের দ্বারা তার অতলান্ত রসজগৎকে সম্ভোগ করা—এ যেন কোনও পার্থিতিক মানস জটিলতার ব্যাপার; ভাববিগলিত সুরের রসমধুর ব্যঞ্জনাকে অস্বীকার করা। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে রাগরাগিণীর যে পরিকল্পিত দেবময় মূর্তি তাকেই যদি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলে ধরে দেওয়া হয় তাহলে সঙ্গীতের রসমধুর ভাবব্যঞ্জনার উপর অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক আঘাত করা ভিন্ন আর কিছু করা হয় না। আমাদের মানস গহনে সঙ্গীত যে প্রবহমান ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করছে তাকে কোন নির্দিষ্ট স্ট্যাটিক প্রত্যক্ষ কোন কিছুর দ্বারা নিটোলভাবে রূপায়ণ করতে যাওয়া স্থূল মনেরই পরিচয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানেই আর্ট ও নন্দনতত্ত্বের কথা এসে পড়ে। একটি সাবজেকটিভ ও অন্তর্লীন ভাবগহন রসমাধুর্যকে অবজেকটিভ কোন মাধ্যম দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে গেলে তাতে সেই সাবজেকটিভ রসমাধুর্যের মৌল ভাবগহনতাকে খর্ব করা হয় নাকি? বিশেষ করে সংগীতের মত অতলান্ত ভাবগহন একটি সাবজেকটিভ আর্ট? এ প্রশ্ন বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা রাগমালাচিত্রের পরিকল্পনাকে সঙ্গীতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গীতের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধি সাধন করতে চান। আর একথা অত্যন্ত সত্য, রসকে আমরা রূপ দিয়ে কতটাই বা ব্যাখ্যা করতে পারি বিশেষ করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধ্যানতন্ময় চিন্ময়, সান্দ্র সেই অনির্বচনীয় মিস্টিক রস?

—নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট।

* আলোচনা *

ঘুণাক্ষরে

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৫শে'র দেশ' পত্রিকায় 'ঘুণাক্ষরে' পড়ে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে। প্রসঙ্গটা ইংরেজ কবি ওঅর্ডস্বর্থ সম্পর্কে। আমার মনে হয়, লেখক কবির প্রতি একটু অবিচার করে ফেলেছেন। প্রথম কথা—লেখক বলেছেন, ওঅর্ডস্বর্থ প্রকৃতির সোচ্চার সুখ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীকে নিশানের ডগায় পতপত করে ওড়াতেই তিনি পছন্দ করতেন। মূক সুখ উপলব্ধি করতেন না।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রথম কথা হল, যিনি কবি তিনি যখনই তাঁর সুখের কথা, উপলব্ধির কথা বলতে যাবেন, তখনই তো তিনি মুখর হয়ে উঠবেন. আর তখনই মনে হবে, তাঁর সুখ আর মূক রইল কই' একমাত্র Mute inglorious Milton যাঁরা তাঁরাই পারেন মূক সুখকে মূকই রেখে দিতে। কিন্তু যাঁরা mute Milton নন, তাঁরা তো মুখর হবেনই। রবীন্দ্রনাথও তো মূক সুখ বলতে গিয়ে মুখর হয়েছেন। হাক্সলি সাহেব ওঅর্ডস্বর্থকে কংগোর জঙ্গলে নিয়ে যেতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির ভীষণ রুদ্র রূপকেও তো ওঅর্ডস্বর্থ বাতিল করেননি। Ruth ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। ওঅর্ডস্বর্থের এই কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় তিনি প্রকৃতির নখদাঁত, অক্টোপাসকেও অস্বীকার করতে পারেননি।

দ্বিতীয় কথা—লেখক Prelude-এর একটি ঘটনা তুলে বলেছেন কবি প্রকৃতিতন্ময় নয়, ভীত (যে জায়গায় বর্ণনা আছে, তিনি অনুভব করছেন, পাহাড় তাঁকে তাড়না করছে)। তবু এখানেও দেখতে হবে যে এই অনুভূতি তাঁর অপরিণত বয়সের। এক অপরিণত বয়স্কের এই ধরনের অনুভবকে ভীতি বলতে পারা যায় হয়ত কিন্তু এই ভীতির মধ্যেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতিতন্ময় বালকেই তো ভাবতে পারে যে, পাহাড় তাকে তাড়না করছে। সেই বয়সের এই অনুভব তো প্রকৃতিময়ই। এখানে তিনি সান্ধ্য-ভয়ংকরতায় পীড়িত না হয় বরং সম্পৃক্ত। ইতি—

শ্রীমনুজেশ মিত্র
সিউড়ী, বীরভূম।

চেঙ্গিস খাঁর সমাধি

সবিনয় নিবেদন,

১০ই জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় "চেঙ্গিস খাঁর সমাধি" প্রবন্ধটি থেকে মনে হলো লেখক মাও সে-তুং-এর চেঙ্গিস-ভক্তির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। চেঙ্গিস খানের জন্মস্থান বহির্মঙ্গোলিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খেনতাই পর্বতমালার এলস্ত বর খনিজ ঝরনার নিকট। এই অঞ্চলটি স্বাধীন বহির্মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত, চীনের অধিকারভুক্ত অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় অবস্থিত নয়। মঙ্গোল জাতির প্রধান পুরুষ চেঙ্গিস খান। বর্তমান বহির্মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিস খানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। আমার মনে হয় বহির্মঙ্গোলিয়া হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের মঙ্গোলদের প্রীতিভাজন হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মাও সে তুং চেঙ্গিস-পূজোর আয়োজন করেছেন। রুশ-প্রভাব হতে বহির্মঙ্গোলিয়াকে টেনে আনার জন্য এটি তাঁর বহু চালের অন্যতম। চেঙ্গিস খান সম্বন্ধে চীনাদের যে জাতবিদ্বেষ আছে, বর্তমানে চীনা সরকারী তরফ থেকে সুবিধাজনকভাবে তা চাপা দেওয়া হয়েছে. এটাই নতুনত্ব।

ভারতে চেঙ্গিস খানের সম্বন্ধে প্রবল ঘৃণার সম্ভাব্য মূল হলো এ দেশে বহুল-প্রচলিত পারস্য সাহিত্য। মানব-ইতিহাসে চেঙ্গিস এক বিপ্লব, এজন্য ব্যক্তিগত নিন্দায় লাভ নেই। মধ্য এশিয়ার স্টেপস্ অঞ্চলে ও তুরানের মালভূমি দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে পৌঁছাবার জন্য অনেক অভিযানই পরি-

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের যা উদ্দেশ্য ছিল, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সলাম তারই পুনরভিনয় করে। অস্বীকার করা যায় না যে চেঙ্গিস খানের পূর্বসূরী-দের অভাব ছিল না। চেংগিস মঙ্গোলিয়াকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং তথ্যতে এখনও তিনি সম্মানিত। ইতি

নমস্কারান্তে—

নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
তৃষ্ণা, রিলবং, শিলং।

॥ ২ ॥

সুধীর সম্পাদক মহাশয়,

৩০শ সংখ্যার (১০ই জ্যৈষ্ঠ '৭০) আনন্দ আচার্য লিখিত চেঙ্গিস খাঁর সমাধি প্রবন্ধটি পড়ে খুবই আনন্দ লাভ করলাম।

চেঙ্গিস খাঁ জাতিতে ছিলেন মুসলমান বা মোঙ্গলীয়। বৌদ্ধধর্মে তাঁর আগ্রহ থাকলেও বৌদ্ধ নিশ্চয়ই ছিলেন না। তো লে লামারা কি স্বার্থে তাঁর কবরটি এত যত্নে আগলে রাখতেন? আমার মনে হয় এর হয়ত দুটি কারণ থাকতে পারে—(১) চুর ধনৈশ্বর্য, যেগুলির বিবরণ আনন্দবাবু দিয়েছিলেন আর (২) চেঙ্গিসের বৌদ্ধধর্মে আগ্রহ থাকা হেতু প্রাচীন এমন কোন গ্রন্থাদি থাকতে পারে যেগুলি লামারা পরমার্থজ্ঞানে সযত্নে আগলে রেখেছিলেন। সম্ভব হলে এই বিষয়ে কিছু জানালে খুশী হব। নমস্কারান্তে। ইতি।

সুনীত মুখোপাধ্যায়
হাওড়া

বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দেশ পত্রিকার ২৯শে সংখ্যায় 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত শ্রী বিদুর এর "বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ" শীর্ষক আলোচনায় তাঁর বক্তব্য বাস্তব-সম্মত। শিক্ষক হিসাবে আমার কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ প্রমাণিত করে। দেশ পত্রিকায় ৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত এ প্রসঙ্গে ছাত্র-সমাজের পক্ষে শ্রীবিমলেন্দু দেবের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য এবং সমর্থনীয়।

কিন্তু এদের বক্তব্যের অতিরিক্ত আরও কয়েকটি দিক আছে যেগুলির প্রভাব এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিভাবকদের মানসিক প্রস্তুতি। এ প্রসঙ্গেই এখানে দু'এক কথা নিবেদন করতে চাই।

বিদুরের ছাত্রসমাজ এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সীমানার অতিরিক্ত প্রসারণের, বিস্তৃত পটভূমিকায়, বঙ্গভাষী শিক্ষিত সমাজেরও সামগ্রিক মানসিকতায় মাতৃভাষার চর্চা ও অনুরাগ কতটা আন্তরিক তাকে দেখতে হবে। বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" সিনেমার দৌলতে ছাত্রদের স্মরণে আছে ঠিকই কিন্তু তাঁর 'আরণ্যক' এর প্রকৃত রসাস্বাদনের স্পৃহা ও ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত কজনেরই বা আছে! বাংলা সাহিত্যের শিল্পী বা অভিজ্ঞদের প্রতি শিক্ষা-পরিকল্পকদের অবজ্ঞার নিদর্শন তো আজও সুপ্রচুর। বাংলা দেশেরই শিক্ষা ব্যবস্থার নানা স্তরে বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিতে শুধু-সম্মান দিতে হবে তা পারলে। ছাত্রসমাজও সেই অবজ্ঞার প্রতি ভয়ে প্রতিরোধ করতে হবেই সেখ দেব। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করতে শেষ করতে চাই।

সহকর্মী এক শিক্ষক মহাশয় ইংরাজী-অনার্স পরীক্ষার উত্তরপত্রে স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়।" উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের বচন বলে লিখে আসেন। পরে এই ভুল সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বিখ্যাত কোন কলেজের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও পরীক্ষকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করায় তিনি বলেন "আপনার কোন দুর্ভাবনা নাই। ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষকদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের কোন উদ্ধৃতি করে রচনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নন।" বলাবাহুল্য উল্লিখিত ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষকগণের প্রায় সকলেই ছিলেন বঙ্গভাষী।, নমস্কারান্তে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
উত্তরপাড়া।

শিবঠাকুরের আপন দেশে

মনাকরেষু,

'দেশ' (৪।৬।৬৩) পত্রিকার ৩২তম সংখ্যায় শ্রীমতী রানু সান্যালের 'শিবঠাকুরের আপন দেশে' কাহিনীটি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। লেখাটি রমণীয়. তার ধরোয়া ভঙ্গী আকর্ষণীয়। এক বাঙালী মহিলার স্বামীপুত্র নিয়ে ইথিওপিয়ায় যাত্রা এবং সেখানকার জীবনযাত্রা বর্ণনা নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষী হবে। কিন্তু প্রথম সংখ্যার কয়েকটি লাইন আমার রুচি ও রসবোধকে কিছুটা আঘাত করেছে। দুঃখের সঙ্গে সেটুকু নিবেদন করছি।

ইথিওপিয়ার হাবশী মেয়েদের প্রতি লেখকের মন্তব্যে সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতার অভাব ফুটে উঠেছে। বিমানটি থেকে নামার পর এয়ারপোর্টে নামতে তাঁদের পোলো করেকজন হাবশী মহিলা ওঠেন। তাঁদের সম্বন্ধে লেখিকা মন্তব্য করেছেন—"একগাদা হাবশী মেয়ে কিচমিচ করতে করতে উঠে গেলেন। এদের বিশাল কালো চেহারা ও কোঁকড়ানো চুল দেখে বুকের ভেতর ঢিব ঢিব করতে লাগল।"

শিক্ষিতচিত্তবর্ষী 'বিশাল কালো চেহারার একগাদা হাবশী মেয়ের' প্রতি লেখিকার এই উন্নাসিকতাবাচক অপ্রসন্ন মন্তব্য চিত্তের অনুদারতার পরিচায়ক। বহু লাঞ্ছনা দুঃখের পর অরণ্য-আফ্রিকার কালো মানুষেরা আজ জেগে উঠেছে। তাদের প্রতি লেখিকার এই মনোভাব অনেকটা আমাদের প্রতি এখনও শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত আচরণ স্মরণ করিয়ে দেয়, নিছক গায়ের রঙের তারতম্যে অন্তত অন্যদের ভারতীয়দের এরূপ মন্তব্য অশোভন। বিনীত নমস্কার নেবেন। ইতি

বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া

সুধীর বসুর
হিমালয় দর্শন
আনন্দ বেদনা ভরে মনের
জীবন পরিক্রমার কাহিনী
শক্তিবাদ মঠ
পোঃ পাঁড়ুয়া, চব্বিশ পরগণা।

গ্রন্থটির সামাজিক মূল্য আছে। —যুগান্তর
Nothing seems to escape the eyes of the writer of this absorbing novel. —Amritabazar
সুনীল চক্রবর্তীর
অপাংক্তেয় ৫.৫০
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলি-৬

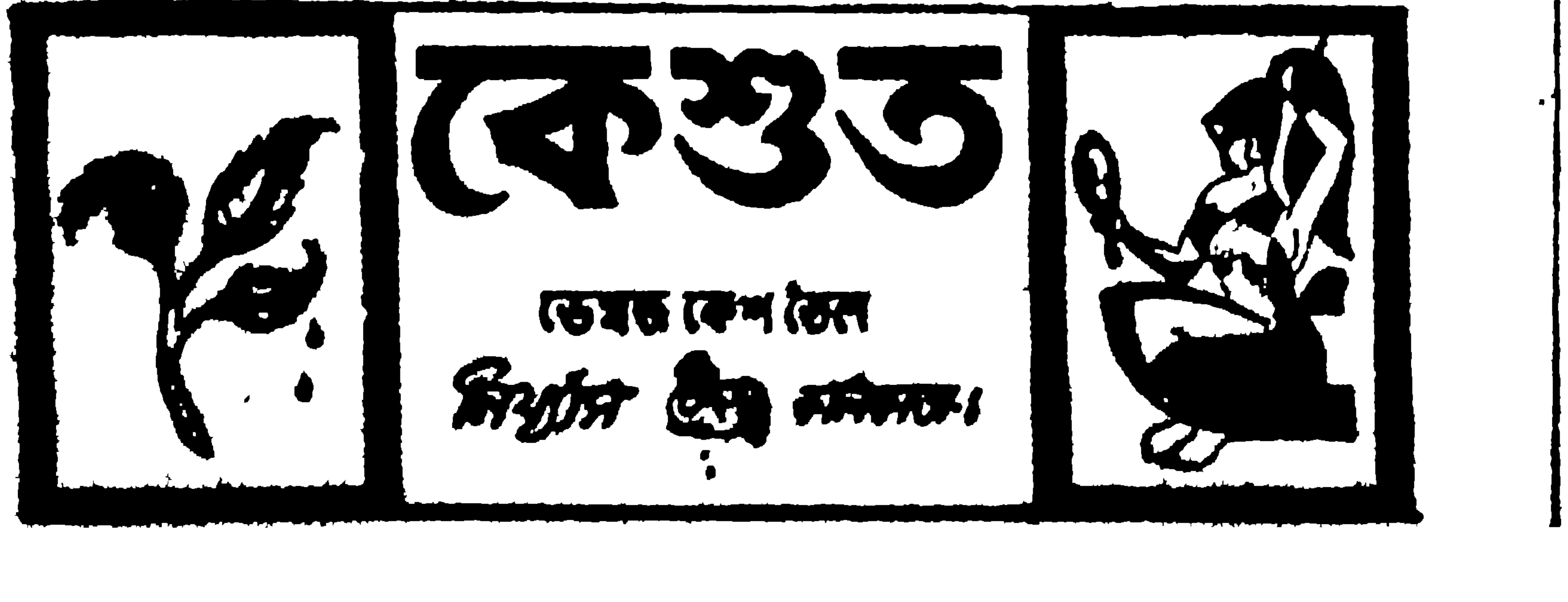

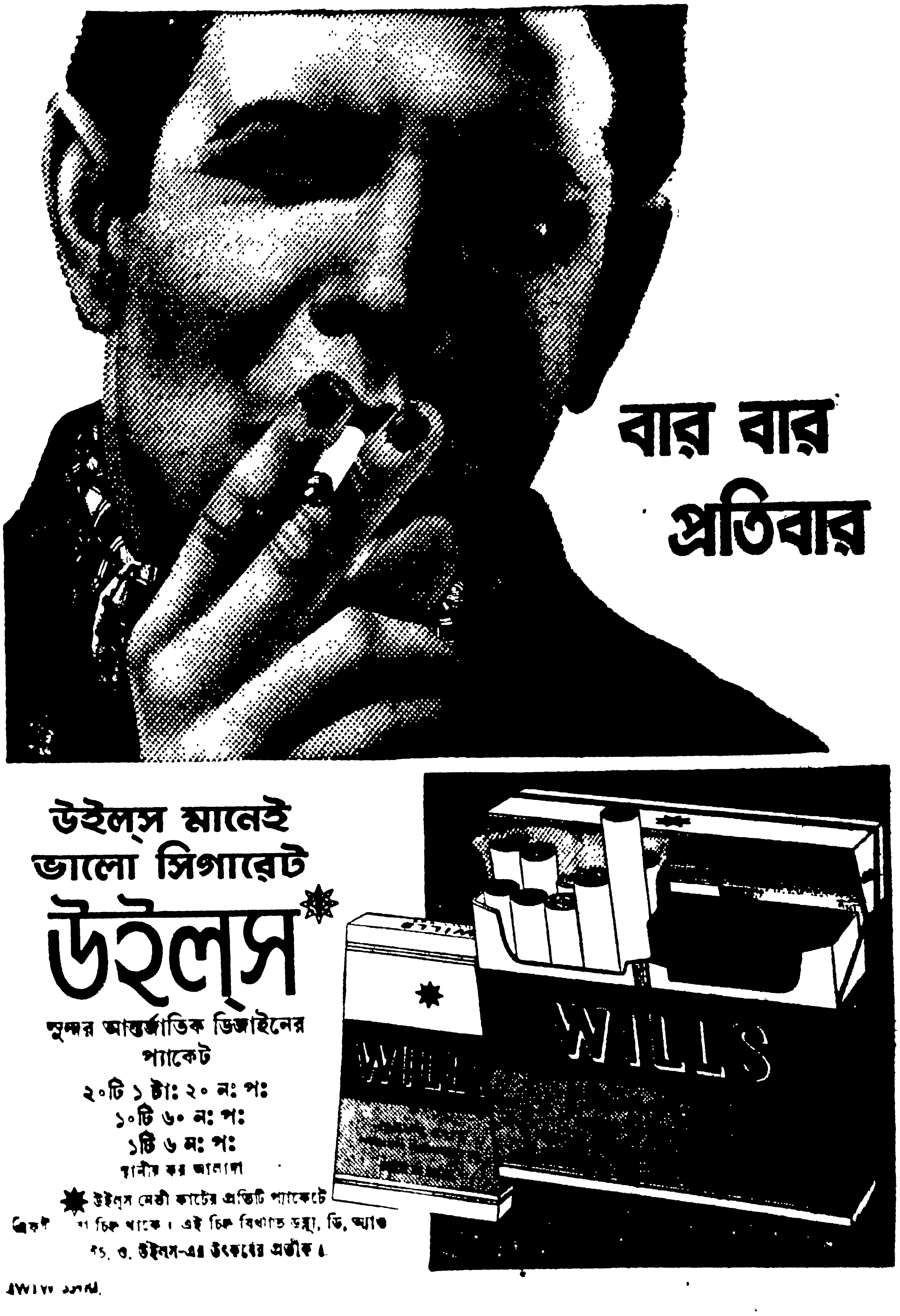
বার বার
প্রতিবার
উইল্‌স মানেই
ভালো সিগারেট
উইল্‌স
সুন্দর আন্তর্জাতিক ডিজাইনের
প্যাকেট
২০টি ১ টাঃ ২০ নঃ পঃ
১০টি ৬০ নঃ পঃ
১টি ৬ নঃ পঃ
স্থানীয় কর আলাদা
উইল্‌স নেভী কাটের প্রতিটি প্যাকেটে
এই চিহ্ন বিখ্যাত ডব্লু. ডি. অ্যাণ্ড
এইচ. ও. উইলস-এর উৎকর্ষের প্রতীক।
WILLS

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

জীবনচরিত

একজন বিদেশী লেখকের সঙ্গে মাস কয় আগে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল: তিনি কোনো একটি বই-মেলা দেখেছিলেন দিন কয়েক আগে। প্রসঙ্গত বললেন, 'আপনাদের লেখকদের কোনো ছবি দেখতে পেলাম না বইয়ের মেলায়। এখানকার সাধারণ মানুষ কি লেখকদের ছবি দেখতে চায় না?' কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করলাম, তারপর নিতান্ত ঠাট্টার সুরে বললাম, 'আজ্ঞে না। তারা মন্ত্রীদের ছবি দেখতেই অভ্যস্ত।' বিদেশী ভদ্রলোক রসিকতাটা কতদূর উপভোগ করলেন জানি না। পরে বললেন, 'আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আপনাদের সংস্কার কিংবা লজ্জা আছে।' প্রায় পরাজয় ঘটলে মানুষ যেমন বেখাপ্পা কাজ করে বসে, আমিও সেইরকম এক অদ্ভুত কথা বলে বসলাম, বললাম, 'আমরা ভারতীয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমরা সবই মায়া মনে করি। সামান্য ছায়া রেখে বা কি সুখ, বলুন।'

কী জানি কেন হাস্য-পরিহাস দ্বারা যেদিন কথাটা চাপা দেওয়ার যতই না চেষ্টা করে থাকি, একটি মহৎ সত্য তাঁর কথার ইঙ্গিতে লুকোনো ছিল। পরে কথা প্রসঙ্গে সেটা অনুমান করে নিয়েছি। আর আপাতত বিশেষ প্রয়োজনে কোনো একজন বিগত লেখকের সম্পর্কে জানতে গিয়ে বুঝলাম, আমাদের সংস্কার এবং লজ্জা নিজেকেও নিজে দেখতে দেয় না, লুকিয়ে রাখে।

আমাদের সাহিত্যে জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর এত যে অভাব তার অন্যতম কারণ এই আত্মগোপনের ইচ্ছা ও অভ্যাস। অন্যান্য কারণও আছে অনেক—যেমন পাঠকদের জীবনী-সাহিত্য পাঠে অনিচ্ছা, প্রকাশকদের পুস্তক প্রকাশে অনাগ্রহ ইত্যাদি—কিন্তু পূর্বোক্ত কারণ যে সবচেয়ে প্রধান কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জীবন-চরিত কি আত্মজীবনী, বা স্মৃতি-কথা ইত্যাদির মূল্য আমরা একেবারে দিই না, এমন নয়। আমাদের বাংলা দেশে সাধু-সন্ত ধর্মপ্রচারক-বাবা-মায়েদের জীবন বিষয়ে কত যে গ্রন্থ লেখা হয় তা কল্পনার অতীত; কত যে শিষ্য-সংবাদ ছাপা হয়, কত যে গুরুবন্দনা গীত হয় একমাত্র কোনো পত্রিকা দপ্তরেই তা জানেন। ধর্মীয় সীমানার বাইরে ওই ধরনেরই কিছু জীবন-কথা পাওয়া যাবে অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু তার অধিকাংশই হয় ভক্তিগীতি না হয় আত্মগীতি।

আমরা, যারা সাধারণ পড়ুয়া যাদের উৎসাহ পুরাবিদ্যায় নয়, যোগবিদ্যায় নয়, যারা সাহিত্যিক বা শিল্পীদের ও কীর্তিমানদের জীবন বৃত্তান্ত পড়তে আগ্রহী তাঁরা বস্তুত বঙ্গভাষায় কি পাই? পাঁচ সাত কি বড় জোর দশটি বই। তাও অধিকাংশ বয়সে প্রাচীন হয়ে এল। অথচ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, শুনেছি, আত্মকথা ব্যক্ত করার রেওয়াজ কিছু কিছু ছিল।

মাঝে মাঝে এ বিষয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে যে কথা না হয় এমন নয়। কিন্তু আশ্বাস দেবার মতো বাণীও তাদের মুখে ফোটে না। জগতের অধিকাংশ সভ্য দেশে, সাহিত্যের চর্চা চলছে এমন ভূখণ্ডে নিতান্ত দীন লেখকেরও ক্ষীণ একটি জীবনী পাওয়া যায় সচরাচর; অত্যন্ত মাঝারি লেখকের জীবন ও সাহিত্য, অথবা শুধুমাত্র জীবন অবলম্বন করেই দু একটি বই লেখা হয়েছে এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। আর লেখক যদি উচ্চ শ্রেণীর হন তবে তাঁর নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায় তাঁর উপরে লেখা বইয়ের পরিমাণ।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী ও জীবন-চরিত জাতীয় গ্রন্থের দীনতা যে কী অবিশ্বাস্য রকমের তা বর্ণনা করা যায় না। আর এও সত্য, আত্মজীবনী লেখা বলতে আমরা যা বুঝি তা নিছক আত্ম-তুষ্টি জীবনী গ্রন্থ লেখা বলতে যা বোঝ তা নিতান্ত থিয়েটারের বক্তৃতার সীন আঁক।

ধরে নিতে হবে, কোনো মানুষ সাধারণ থেকে কোনো কোনো বিশেষ দোষে গুণে কিছুটা পৃথক হয়ে গেলে তার সম্পর্কে সাধারণত একটা কৌতূহল জাগে। পাকা চোর বিখ্যাত গুণ্ডা এদের সম্পর্কে আমাদের যে নীচু শ্রেণীর কৌতূহল, মাঝারি লেখক বড় গাইয়ে তাঁদের সম্পর্কে আমাদের সে শ্রেণীর কৌতূহল হয় না অবশ্য, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কৌতূহল হয়। অধম কৌতূহল কেবল মাত্র কৌতূহল উত্তম কৌতূহল তা যা মানুষকে অন্য একটি বিশেষ অনুভূতি দেয় কৌতূহল নিবৃত্তির পরও অন্য স্বাদ। এ-স্বাদ নানা ধরনের হতে পারে, কখনও দুঃখের কখনও সুখের কখনও বা বিহ্বলতার।

শেলীর বিখ্যাত জীবন-কাহিনীটি অধিকাংশ শিক্ষিত পাঠকই পড়েছেন, কিন্তু এই জীবনী পড়ার যে স্বাদ বায়রণের জীবনী পড়ার সে স্বাদ নয়। উভয় গ্রন্থই অবশ্য পাঠের আনন্দ দেয়, কিন্তু পাঠের আনন্দের কথা আমি বলছি না, বলছি পাঠকালে ও পাঠশেষে পাঠকের মনোভাবের কথা। ব্যক্তিগত ভাবে বায়রণের জীবনী আমায় অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছিল। বছর দুই আগে প্রায় একই সাথে দুটি জীবনী পড়েছিলাম, একটি বালজাকের, অন্যটি সুরকার ম্যাণ্ডেলসনের। বালজাকের জীবনী আমায় বার বার একটি অসহায় শিশু ও সেই শিশুর দৈত্য-সুলভ জীবন-স্পৃহার কথা ভাবাত, আর ম্যাণ্ডেলসনের জীবনী যেন উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল কোনো শিল্পীর সংগীতাবেগের কথা মনে করাত।

আত্মজীবনী বলি, কি জীবনচরিতই বলি—এই জাতীয় গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বড় মূল্য এগুলি জীবন্ত, এগুলি শুধু মাত্র একটি মানুষকে কনে দেখানোর মতন করে প্রকাশ করে না—সেই মানুষটির পূর্ণাঙ্গ জীবনকেই প্রকাশ করে। কথাটা 'পূর্ণাঙ্গ'; —না বলে দিলেও বুঝে নিতে নিশ্চয় পাঠকের কষ্ট হবে না যে, এই শব্দটির অর্থ কি।

আমরা যখন সাধুসন্তদের কাছে যাই পুণ্য কথা শোনার পিপাসা নিয়েই যাই। তা সত্ত্বেও অনেক সময় অনেক গুণবান সাধু পুণ্যকে প্রকাশ করার জন্য পাপের কথাও বলে থাকেন কেননা জীবনের শিক্ষাগুলি নিখাদ সোনা হয়ে ওঠার আগে মালিন্যেও পুড়েছে বই কি। শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনে স্বভাবতই আশা করা যায়, জীবনের এই আলোছায়া সাদাকালোর রূপটি আরও তীব্র, আরও তাৎপর্যময় হয়ে দেখা দেবে। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই সম্ভব যে একটি লেখকের জীবন তরী শান্ত নদীতে নির্বিঘ্নে বয়ে যায় নি তাকে ঘাটে ঘাটে থামতে হয়েছে ভাঙতে হয়েছে পেতে হয়েছে হারাতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা আলাদীনের প্রদীপ নয় বলে আমার বিশ্বাস তাকে হুট করে হাতের কাছে পাওয়া যায় না চলতে চলতে একটু একটু করে কুড়িয়ে নিয়ে পুঁজি বাড়াতে হয়। অথচ হালে এমন একটি আধা আত্মজীবনী দেখেছিলাম যাতে মনে হল লেখক কখন কোন বইটি লেখার পর কত লোক তাঁকে পিঠ চাপড়েছেন তারই বিবরণ—শুধু তারই বিবৃতি যেন।

আমরা সকলেই সমাজের কাছে পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে থাকতে চাই, কোনো নিন্দা যাতে স্পর্শ না করে তেমন করে জীবনী তৈরী করে নিয়ে লিখি, অন্তরকে কাঁথা কম্বলে মুড়ে চিলে কোঠায় রেখে এসে ধ্যানীবেশে জীবনী লিখি। সাচ্চা সন্তরাও সেই জীবনের কাছে হার মেনে যাবে। অপাপ-বিদ্ধ কিশোরীও সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কাছে লজ্জা পাবে।

এসব কেন যে করি তার আসল কারণ বিদেশী বন্ধুটিই ইঙ্গিতে বলে দিয়েছিলেন, 'নিজের চেহারা দেখতে আমরা লজ্জা পাই, তাই গোপন করি।'

পুস্তক পরিচয়

দেহ-মনের সমস্যা : একটি সার্থক উপন্যাস

এই দাহ। গৌরকিশোর ঘোষ। পরিবেশক : মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুর্য্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : সাড়ে তিন টাকা।

রুচিবাগীশরা বলেন দেহটা স্থূল, সৌন্দর্য মনে। কিন্তু দেহকে বাদ দিলে মনের অস্তিত্ব কোথায়? মন তো দেহাশ্রয়ী; তার জ্বালা আছে। এটি নিতান্তই জৈবিক সত্য। তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তো সত্যকেই অস্বীকার করা।

সেই সত্যকে এড়াতে গিয়েও পারেনি গোলক, এই কাহিনীর নায়ক—যে যক্ষ্মা-হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে শিল্পকে নিয়েই ভুলে থাকতে চেয়েছিল। পারেনি, তার কারণ মনোরমা। গোলক একা। মনোরমাও একা। অজস্র অর্থব্যয় করে যক্ষ্মাক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়েছেন মনোরমার স্বামী। আদর যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপনে মনোরমা সমর্থ এ বিশ্বাস তার নেই। মনোরমার দেহের দাবিকে তাই তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। এইখানেই গোলকে আর মনোরমার নৈকট্য।

গোলক মনোরমার জন্য সব নিয়ে তৈরী। কিন্তু মনোরমা তাকে কেবল দেহছাড়া কিছু দিতে পারে না। তার মনের রাজ্যে আছে স্বামীর ছায়া।

অথচ দেহকে যে নিতান্ত দেহ ছাড়া আর কিছু মনে করবার সুযোগ পায়নি সেই চারুলতাই নিয়ে এলো গোলকের কাছে জীবনের নতুন স্বাদ, ভালবাসার নতুন আকাশ। নতুন এক প্রত্যয়ের অস্তিত্বে অবগাহন করেছিল চারুলতা গোলকের বাড়িতে চাকরি করতে এসে। অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ের সামগ্রী দেহের মধ্যে এই প্রথম একটা মনকেও খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী। মনোরমার দেহের দাহে পুড়ল চারুলতার নতুন বিশ্বাস গোলকের নীড়ের স্বপ্ন। তারপর বোধ হয় আর কিছুই থাকে না। অন্তত চারুলতার তাই মনে হয়েছে। না হলে স্বপ্নভঙ্গের পর বিয়ের কনে সেজে সে আত্মহত্যা করবে কেন? কোন্ দাহ জুড়াতে ক্লোরোফরম্-এর শিশি গোলক উপুড় করে দেবে নিজের গলায়? তার দেহের দাহ তো মিটিয়েছিল মনোরমা। তবে এ কোন্ দাহ জুড়োবার ডাক অন্ধকারে হাতছানি দিল গোলককে?

দেহের দাহকে ছাড়িয়ে আর একটি এষণা সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই কাহিনীর সমাপ্তিতে। এই এষণাই কাহিনীকে বিশেষ এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেহের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও, স্বীকার করেই, আরও এক দাহ মনকে দগ্ধ করে। সে দাহ মনের সে দাহ ভালবাসার। দুঃসাহসিক নৈপুণ্যে সেই যন্ত্রণার ইঙ্গিতটি দিতে পেরেছেন বলেই গৌরকিশোর ঘোষের এই কাহিনী সার্থক।

৩৩৭।৬২

গল্পগ্রন্থ

সুধা হালদার ও সম্প্রদায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬। তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

দুটি বড় ও দুটি ছোট গল্পের সমষ্টি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই নতুন গ্রন্থ। যে-সব গুণের জন্য নরেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র—নিরাভরণ সারল্য, অকুণ্ঠ বিষয় নির্বাচন ও স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অসাধারণ তাৎপর্য আবিষ্কার এবং চরিত্রগুণের প্রাচুর্য—প্রতিটি গল্পেই তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তবে গল্পগুলি (সম্ভবত) একই সময়কালে রচিত নয়; ফলত, 'বিলম্বিত লয়' গল্পের—নাটকীয় ঘটনা প্রাধান্যের সঙ্গে 'ঝড়ের পরে' গল্পের সরল মাধুর্যের প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে। তুলনামূলক বিচারে 'ঝড়ের পরে' এই সংকলনের সেরা ও সর্বাধিক সার্থক রচনা।

"সুধা হালদার ও সম্প্রদায়" গল্পটি সুধা

আসন্ন প্রকাশ : নীহাররঞ্জন গুপ্তের উপন্যাস কনক প্রদীপ (৫·০০)

নীলকণ্ঠের উপন্যাস ললিতা (২·৫০)

স্তব্ধপ্রহরে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নতুন উপন্যাস

॥ ৫·০০ ॥

উপন্যাস ও গল্প

মনিহারী বনফুল ॥ ৪·০০ ॥

জীবনস্বাদ আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০ ॥

নীলকণ্ঠী গজেন্দ্রকুমার মিত্র ॥ ৭·৫০ ॥

দেহলি দিগন্ত রমাপদ চৌধুরী ॥ ৩·৭৫ ॥

আদি নেই অন্ত নেই স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৩·৫০ ॥

তিন প্রহর (২য় সং) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

কন্যা সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী এবং (২য় সং) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ॥ ৪·০০ ॥

একুশ বছর (২য় সং) জরাসন্ধ ॥ ৩·৭৫ ॥

মায়াকন্যা মনোজ বসু ॥ ৩·৫০ ॥

শর্বরী (২য় সং) নীহাররঞ্জন গুপ্ত ॥ ৫·৫০ ॥

ঝিকিমিকি জোনাকি (রহস্য উপন্যাস) কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ২·৭৫ ॥

শেষ দরবার (২য় মুঃ) সমরেশ বসু ॥ ৪·০০ ॥

দণ্ডকশবরী (২য় মুঃ) নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ) ১ম পর্ব—৪·০০ ॥ ২য়—৫·০০ একত্রে — ৯·০০ ॥

রঙ্গবল্লরী শক্তিপদ রাজগুরু ॥ ৪·৫০ ॥

পরম্পরা নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ৪·৫০ ॥

কান্না (২য় মুঃ) তারাশঙ্কর ॥ ৬·৫০ ॥

তিন কাহিনী (২য় মুঃ) বনফুল ॥ ৬·০০ ॥

রূপং দেহি ধনং দেহি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ ৩·২৫ ॥

রাজকন্যার স্বয়ম্বর (২য় মুঃ) মনোজ বসু ॥ ৪·০০ ॥

মরুতীর্থ হিংলাজ(?) (১ম) অবধূত ॥ ২·৭৫ ॥ (২য় ও ৩য়) অবধূত ॥ ৩·৭৫ ॥

মিলনমধুর রাত্রি প্রাণতোষ ঘটক ॥ ৩·২৫ ॥

গ্রন্থপ্রকাশ

[illegible]

শ্রেষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কুহকের দেশে

খ্যাতিমান লেখকের অবিস্মরণীয় রচনা। বাংলা ভাষায় কিশোর সাহিত্যে এ-জাতীয় গ্রন্থ নিতান্ত বিরল। ২·৫০

বিশু মুখোপাধ্যায়

কফিন জাহাজ

কাল্পনিক কোন গোয়েন্দা কাহিনী নয়। একেবারে সত্য ঘটনা। পড়তে পড়তে চমক লাগে। লেখক তাঁর নিজস্ব সরল ভঙ্গীতে বলে গেছেন গল্পগুলো। ২·০০

শ্রীখেলোয়াড়

নানান খেলোর রাজা

বিশ্বের দরবারে যেসব কীর্তিমান খেলোয়াড় নিজেদের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল—তাঁদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন এই বইটিতে। ১·৮০

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

তারাশঙ্কর, বনফুল, শিবরাম, লীলা মজুমদার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আশাপূর্ণা, শৈলজানন্দ, হেমেন্দ্রকুমার, শরদিন্দু।
প্রতিটি ২·০০

শ্রী প্রকাশ ভবন : এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২

প্রকাশিত হল

জানেন কি ?

জাপানের ওপর অ্যাটম বোমা
কেন ফেলা হল ?

জানেন কি ?

হিটলার যুদ্ধের সময় ডুবোজাহাজে করে ১৬জন নাৎসী ধ্বংসদূত
আমেরিকায় নামিয়ে দিয়েছিল ?

জানেন কি ?

একজন শ্বেতাঙ্গ গুপ্তচরের বিশ্বাসঘাতকতায় আজাদ হিন্দ বাহিনী
ডিমাপুর দখল করতে পারে নি ?

চিরঞ্জীব সেনের
সর্বাধুনিক সত্যভিত্তিক চাঞ্চল্যকর রহস্য কাহিনী
পড়ে আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করুন

মহাযুদ্ধের অন্তরালে

দাম চার টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ও পত্নীর দাম্পত্য জীবনের বিবরণ রয়েছে; দ্বন্দ্ব ও দ্বেষের মধ্যে কোনোরূপ আকস্মিকতার প্রকোপ ঘটেনি বলেই সুন্দর। 'বিলম্বিত লয়', আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঈষৎ মেলোড্রামাটিক। এই গল্পটিও দাম্পত্য জীবন-নির্ভর, যে-জীবনের ব্যর্থ পরিণতি পাঠককে মুহ্যমান করে তোলে। প্রেমের আকর্ষণে মৃগাঙ্ক ও অদিতির মিলন ঘটল; কিন্তু সেই আপাতমধুর জীবনে বিচ্ছেদ ডেকে আনলো তাদের শিল্পৈষণা, সে-বিচ্ছেদ করুণ ও ক্লেদাক্ত। গল্পের শেষে পুনর্মিলনের ইঙ্গিত থাকলেও তা নতুন কোনো উদ্দীপনার সঞ্চার করে না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই গল্পের ঘটনা সংস্থাপনের অন্যমনস্কতা পাঠককে বিস্মিত করে। 'কয়েক মাস বাদে হাসপাতালে একটি মৃত মেয়ে প্রসব করে এডিথ মারা গেল' (পৃঃ ৯৬), লেখকের এই ঘোষণার পরেও ১০২ পৃষ্ঠায় চোখে পড়ে 'মেয়েকে দেখবার জন্যে একটি বুড়ি আয়াকে রেখে দিয়েছে মৃগাঙ্ক!' এই অসতর্কতায় গল্পের কোনো ক্ষতি হয়নি ঠিকই; কিন্তু পাঠক কিছুটা বিমূঢ় হতে বাধ্য।

'ঝড়ের পরে' গল্পে নন্দলালের আকস্মিক মৃত্যুর পর বিপদগ্রস্থ পরিবারে শান্তিপদের আগমন ও তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শান্তিপদের অভিজ্ঞতা যে-কোনো মানুষের অভিজ্ঞতা, তা যেমন করুণ, তেমনি স্নিগ্ধ। এমন মানবিক গুণসমৃদ্ধ রচনা আজকাল খুব কমই চোখে পড়ে।

১২০।৬৩

এমন দিনে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। ৩·৭৫ নঃ পঃ।

সকল দেশেই সব কালেই এমন কয়েকজন লেখক থাকেন যাদের হাতে গল্প-রস স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমে ওঠে, অন্তরঙ্গ প্রসাদগুণে বিষয় নির্বিশেষেও প্রতিটি গল্প হয়ে ওঠে সুখপাঠ্য। এবং উপভোগ্য। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর লেখক; রম্যতা ও সুখপাঠ্যতা তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি অল্প। তা ছাড়া ছোট গল্পের মধ্যে অনেকেই আজকাল স্বীকার করতে প্রস্তুত, গল্প-বস্তুটা প্রধান নয়, আসল কথা চরিত্র-চিন্তা। মানবচরিত্রের জটিলতা, রহস্যময় ভগ্নাংশকে আকস্মিক পরিবেশ-প্রতিক্রিয়ার নিকষে যাচাই করে দেখাই ছোট গল্পের লক্ষ্য। শরদিন্দুবাবু মানবচরিত্রের এই জটিল ভগ্নাংশের অঙ্ক মেলাতে সিদ্ধহস্ত।

"এমন দিনে" গল্পগ্রন্থের মধ্যে দশটি বহুরূপী গল্প আছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই যে সার্থক ছোট গল্প হয়ে উঠেছে এবং একটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার পক্ষে যে অনিবার্য ছিল, এমন নয়।

তন্দ্ নামকরণের সাহায্যে যে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা লেখক করেছেন তাতে সবগুলিই মামিয়ে গেছে। সাক্ষী, পতিতার পত্র, সুত-মিত-রমণী এই তিনটি গল্প এর মধ্যে অবিস্মরণীয়। ২৮৬।৬২

কবিতা

মৃত্যুদিন জন্মদিন। আশিস সান্যাল। সম্প্রতি প্রকাশনী, সালকিয়া, হাওড়া। দু টাকা।

অন্য দ্বীপ : দ্বীপান্তর। শেখর নাহা। মানস প্রকাশনী, কলিকাতা-৬। দেড় টাকা।

দুজন তরুণ কবি। এ'দের মধ্যে আশিস সান্যাল কিছুটা পরিচিত, ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। পৃথকভাবে শেখর নাহার কবিতা বর্তমান সমালোচকের চক্ষুগোচর হয়নি; সম্ভবত এই শীর্ণকায় কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মোটামুটিভাবে দুটি গ্রন্থই সুখপাঠ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র সুখপাঠ্য হওয়ার মধ্যে বোধ হয় সাম্প্রতিক কবিদের গুণপণা ধরা পড়ে না। 'কবিতাকে স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষপাতী'—কবি আশিস সান্যালের চর্চার উদ্দেশ্য যদি এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের মধ্যেই নিহিত থাকে, তাহলে বলা যায় তিনি সফল হয়েছেন। তাঁর কবিতা সরল ও নির্ভার—এক্সপেরিমেন্টের কোনো প্রয়াস নেই, এবং এইসব কারণেই 'স্বাভাবিক।'

শেখর নাহার কবিতার ধরন আলাদা। ছন্দ নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবেননি; প্রায়ই গদ্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হবার প্রয়াস চোখে পড়ে। বিষয়ের নির্বাচনে ও পংক্তি রচনায় তিনি অত্যন্ত স্মার্ট। এবং এখনো তাঁর কাব্যচর্চা কৌতূহলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি বলে কবিতাগুলি যুগপৎ তীব্র ও এলানো, ভারসাম্যের অভাব বড় বেশি চোখে পড়ে।

কিছু কিছু অংশ যেমন:

ছেলে জুটলো অনেক।
হলেও মড়া শরীরটা তো
আঠারো বছরের।'

কিংবা 'সিঁদুরটা বাড়ে হবচ
অতএব কৃষ্ণচূড়ার রঙেই চলুক।'
পড়তে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু পাশাপাশি চোখে পড়ে শুধু-চতুর, অসংখ্য বিবর্ণ পংক্তি, উদ্দেশ্যহীন চপলতা যেমন : 'সধবাদের আরো বেশি জ্বালা। বুকগুলো তো আর চৌদপোটা নয়।'

শেখর নাহার কবিতা সম্ভাবনাময়। কিন্তু গভীরতা ও চাতুর্য এক জিনিস নয় এই ছোট্ট তথ্যটুকু স্বীকার করে নিলে ক্ষতি কী। ১৪৬।৬৩, ৭৩।৬৩

কিশোর সাহিত্য

ছোটদের বৌদ্ধ গল্প—সুলতা কর। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। ১·৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটি বৌদ্ধ সাহিত্যের পনেরটি ছোটগল্পের সংকলন এবং বলা বাহুল্য, সব কটিই নীতিগল্প। সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশ"-এর গল্পের মত এই নীতি-গল্পগুলির একটি শাশ্বত মূল্য আছে—বিশেষ করে অল্পবয়স্ক কোমলমতি শিশুদের কাছে।

এর আগে ছোটদের জন্য বৌদ্ধ জাতকের গল্পের একাধিক সংকলন চোখে পড়লেও

নতুন বেরুলো
শ্রীবঙ্কিম সেনের
গীতা-মাধুরী ১২·০০
(শ্রীল রূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামীর উদ্ধৃতি এবং চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যা সম্বলিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতানুযায়ী এই প্রথম ছাপা।)
প্রকাশক :—
শ্রীরাইমোহন আচার্য
৭/৩, রামকৃষ্ণ লেন, কলি-৩।
প্রাপ্তিস্থান :-
মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২।
(সি ২০৯৮)

গোবিন্দ বর্মণ-এর
অভিনব চলচ্চিত্রোপযোগী উপন্যাস
ভুলো না মনে রেখো
মধুচন্দ্রিমা (যন্ত্রস্থ)
পানা ঢাকা জল (যন্ত্রস্থ)
মহুয়া প্রকাশনী
৩৩বি, মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯
(সি-১৮০৫)

সকল স্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ (ষোড়শ শতাব্দ পর্যন্ত) সচিত্র, নূতন সংস্করণ। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড অপরার্ধ (সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দ) সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
দ্বিতীয় খণ্ড (ঊনবিংশ শতাব্দ) চতুর্থ সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
তৃতীয় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তৃতীয় সংস্করণ। সচিত্র। মূল্য পনেরো টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
চতুর্থ খণ্ড (বিংশ শতাব্দ) সচিত্র নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে।

ভাষার ইতিবৃত্ত
সপ্তম সংস্করণ। মূল্য দশ টাকা।

ইসলামি বাংলা সাহিত্য
সচিত্র। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিদ্যাপতি গোষ্ঠী
সচিত্র। মূল্য আড়াই টাকা।

চর্যাগীতি পদাবলী
(পুরানো বাঙ্গালা চর্যাপদের সম্পূর্ণ সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও শব্দকোষ সমেত)। মূল্য দশ টাকা।

ডক্টর শ্রীমতী সুনন্দা দত্ত প্রণীত
রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা
(রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ)। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

বর্ধমান সাহিত্যসভার অপর পুস্তকাবলী

কীর্তিবিলাস
(সবচেয়ে পুরানো বাংলা নাটক, ১৮৫২ সালে প্রকাশিত)। মূল্য এক টাকা।

কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল
ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত (সপ্তদশ শতাব্দের কাব্য)। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত
'মাতৃ-মন্ত্র'
জপ-মালা
১৮৫৮ সাল হইতে গানে ও কাব্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত স্বদেশী যুগের দুষ্প্রাপ্য ১২০টি গানের অপূর্ব সমাবেশ। মূল্য—১·৫০ টাকা।

ইস্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

॥ সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস ॥
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আলোয় আলোয় পূর্ণিমা ... ৪·৫০

আরাবল্লীর ধূসর শৃঙ্গগুলির দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না সুদীপ্ত। এর চেয়ে সে দৃশ্য ছিল ভাল, যখন সে বম্বে কায়রো রুটে ছিল। তখন তাদের বিরাট বোয়িং প্লেনখানা সমুদ্রের ওপর ছায়া ফেলতে ফেলতে আনাগোনা করতো।......পূর্ণার ভয় ছিল, সে কতবার বলেছে, পথ চলাতে কত বিপদ, আর এতো খোলা আকাশ—একাজ তুমি ছেড়ে দাও। সহাস্যে সুদীপ্ত বলেছে, এটা বিজ্ঞানের যুগ ম্যাডাম। বিপদকে এখন ভয় করলে চলে না।......কিন্তু সত্যিই একদিন বিপদ এল। আগুন ধরলো বোয়িং-এ। তারপর......। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে কাহিনীকার অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

॥ সিনেমায় রূপ নিয়েছে ॥
শৈলেশ দে-র
আকাশ প্রদীপ—২·৫০ কৃষ্ণচূড়া—২·৫০ দুই বাড়ি—২·৫০
॥ অন্যান্য উপন্যাস ॥
প্রবোধকুমার সান্যালের রক্তের সংকেত—৩·৫০
অনিল চট্টোপাধ্যায়ের দার্শনিক—৩·০০
বিশ্বনাথ রায়ের নতুন নগর—২·৫০

শ্রীভারতী পাবলিশার্স
৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২

বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন

পথ যে আমায় ডাকে
উত্তর খণ্ড ৫,

বেদুইন

বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশ দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশকে দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন

পথ যে আমায় ডাকে
পশ্চিম খণ্ড ৮,

বাঙলা দেশকে দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন
বাঙলা দেশকে দেখুন বাঙলা দেশকে চিনুন বাঙলা দেশ দেখুন

ইণ্ডিয়ান বুক হাউস
২০ শ্যামাচরণ রোড, কলিকাতা-১
ফোন ২২-৬৩৮৯

বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নির্বাচিত গল্পের সংকলন চোখে পড়েনি; সে হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটির পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য।

শিল্পী সূর্য রায় অংকিত ছবিগুলি বইটিকে শিশুদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলবে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বইটির মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতিও প্রকাশকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে।

৩৮১।৬২

বিবিধ

কর্মনির্দেশ—এস ব্যানার্জি ও আর এন খাঁ। সাহিত্য কেন্দ্র এ-১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। ২·০০ নঃ পঃ।

সামান্য লেখাপড়া জানা থেকে স্কুল ফাইনাল পাস ছেলেদের পশ্চিমবঙ্গের যেসব প্রতিষ্ঠানে কারিগরি দক্ষতা লাভের সুযোগ আছে, এই গ্রন্থটি সেইসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকাবিশেষ। কোন্ কোন্ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কি কি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়, তার শিক্ষাকাল কত দিন বেতন কত, কবে থেকে শিক্ষা-বর্ষ শুরু, সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সর্বোর্ধ্ব বয়স প্রভৃতির বিবরণ এবং কোন্ কোন্ কারখানায় শিক্ষানবিস নেওয়া হয় ও তারই বা শর্তাদি কি ইত্যাদি এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম, সে কারণে তো বটেই, উপরন্তু সাধারণের এটি বহু উপকারে লাগবে বলেও প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র। তবে বইটি বর্তমান সমালোচকের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে নানা কারণে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পলিটেকনিক আছে, অথচ সেগুলির (দু-তিনটি বাদে) উল্লেখ নেই গ্রন্থটিতে। তা ছাড়া, যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা এ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সরকার অনুমোদিত (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) কিনা অথবা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত কিনা তারও উল্লেখ নেই।

৩০০।৬২

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে 'সোনালী ধান' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। উদ্ধৃতিটি এইরূপ হবে : "পলকে পলকে [illegible], মাটি-কাটি-[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।"

রঙ্গজগৎ

সন্ধানী প্রোডাকশন্‌স-এর নির্মীয়মান প্রথম চিত্রপ্রয়াস "অরনান্ত"-র (পরিচালনা: সন্ধানী) একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

অন্যতম কর্তব্য

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি সম্প্রতি বৃটিশ চলচ্চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে চিত্রামোদীদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। দর্শকরা এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে অল্পাধিক অর্ধশতাব্দীর বৃটিশ চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এবং উৎসবের সঙ্গে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের ভেতর দিয়ে বৃটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য আহরণ করেছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণ-জয়ন্তী বছরে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় ছবির একটি অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন, এই আশা পোষণ করা অন্যায় নয়। অবশ্য এই দায়টি শুধু ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি অথবা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটারই নয়। পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকদের সম্যক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে চলচ্চিত্র শিল্পমহলেরই সর্বাগ্রে অগ্রণী হবার কথা। হয়ত এ ব্যাপারে চলচ্চিত্র-শিল্পমহল তাঁদের কর্তব্য যথাসময়ে পালন করবেন।

কিন্তু ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় সংস্থারও এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে। বিদেশের সঙ্গে যে ভারতে প্রায় একই সময়ে চলচ্চিত্রের উদ্ভব ঘটেছিল এবং অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে অন্যান্য সভ্যদেশের চলচ্চিত্রের মত ভারতীয় ছবিও যে আজ বিশ্বচলচ্চিত্রের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, এই তথ্য সাধারণ চিত্রামোদীদের অজানা নয়। কিন্তু ক্রমবিবর্তন কী-ভাবে ঘটল, রক্ষণশীলতার সঙ্গে বৈপ্লবিক চেতনার সংঘর্ষ কখন কেমন করে দেখা দিল, এই নিয়ে গবেষণা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস-পর্যালোচনা প্রভৃতি কাজে চিত্রামোদীদের সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় সংস্থার যতটা রয়েছে, ততটা হয়ত আর কোন মহলেরই নেই। এমন আশা করা তাই অযৌক্তিক নয় যে, পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে জনসাধারণকে যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের কাজে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি অথবা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা অনতিবিলম্বেই সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

(বাঁয়ে) বৃটেনের প্রথম সবাক কাহিনীচিত্র "ব্ল্যাকমেল"-এর (পরিচালনা : আলফ্রেড হিচকক) একটি দৃশ্য (ডাইনে) বৃটিশ চলচ্চিত্রের নবযুগের (১৯৫৬) একটি ছবি "মমা ডোন্ট অ্যালাও"-এর (পরিচালনা : ক্যারেল রেইজ ও টনি রিচার্ডসন) একটি দৃশ্য

"বৃটেন এতদিনে তার সত্যকার নিজস্ব চলচ্চিত্রকারদের পেয়েছে" শ্রীসত্যজিৎ রায়

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গত ৮ই জুন থেকে বৃটিশ চলচ্চিত্রের চার দিনব্যাপী যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, তার উদ্বোধন দিবসে বৃটেনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। এবং বৃটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর রিজিওনাল ইনফরমেশন অফিসার শ্রী আর জনস্টিউ ম্যাকেঞ্জি। বৃটিশ চলচ্চিত্রের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রী রায় তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় বলেছেন : [illegible]

চলচ্চিত্র প্রভাত সংস্থার নবতম চিত্রোপহার "কাঞ্চন-কন্যা"-র দুটি দৃশ্যে অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুপকুমার এবং রুপিকা মজুমদার ও সুমিতা সান্যাল

সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। বৃটিশ চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মূলে বৃটিশ মানসিকতার সক্রিয় প্রভাবের কথা শ্রী রায় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বৃটিশ চলচ্চিত্র সৃজনীশক্তির পরিচয় কেন দিতে পারেনি, সে সম্পর্কে শ্রীরায়ের অভিমত হল: "ইংরেজ হওয়াটাই হয়ত ইংরেজ চলচ্চিত্রকারদের পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুভী ক্যামেরার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার মত মানসিক গঠন ইংরেজদের নেই বলে আমি মনে করি। ক্যামেরা বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, জীবন ও বস্তুর অন্তর্রূপটি তন্নতন্ন করে দেখে, তাকে প্রকাশ করে, জনতার কান্না-কলহ নিয়ে আসে। ইংরেজ-প্রকৃতি কিন্তু এর বিপরীত, তার স্বভাব হল সব কিছু থেকে দূরে দূরে সরে থাকা, জীবনের নির্মম সত্যগুলোকে শালীনতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা। মনের মধ্যে যদি এমনিভাবে নিষেধের ভাব ক্রিয়া করতে থাকে, তবে কারোর পক্ষে মহৎ ছবি তৈরি করা সম্ভব নয়। ....কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা বৃটিশ চলচ্চিত্রকারদের কম থাকলেও আর্ট হিসাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার মত রসবোধ তাঁদের ছিল। তাই বৃটেনে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পেরেছে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বৃটিশ চলচ্চিত্রে নবযুগের সূচনা দেখা দেয় বলে শ্রী রায় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনকে উদ্বেলিত করে তুলল, পুরনো অভ্যাস ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত করল। সেই সঙ্গে এল কিছু বলবার ব্যগ্রতা; স্পষ্ট করে, তাড়াতাড়ি করে কিছু বলার প্রেরণা।"

নবযুগের অবসান ঘটতে কিন্তু বিলম্ব হয়নি। শ্রী রায় বলেন, "অল্প কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল, রীড প্রমুখ চিত্র-পরিচালকদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই।... ভেভিড লীন যেন বাইরের চাকচিক্যের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বেশী করে, রীড ইংরেজের সমাজ-জীবন ছেড়ে গ্রাহাম গ্রীনের জগতে গিয়ে প্রবেশ করলেন। চলচ্চিত্রকলার দিক থেকে উল্লেখ্য হলেও "ফলেন আইডল" এবং "দি থার্ড ম্যান" পরিপূর্ণ 'বৃটিশ' চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।"

বৃটিশ চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করে শ্রী রায় বলেন, "এই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার পরই দেখা গেল এক নতুন আলোড়ন। চলচ্চিত্র শিল্পের আভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরু হল। প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হল। এই নব-উন্মেষের (এই পর্যবেক্ষণী রচনাকালে যা চরমে উঠেছে) উৎস "অ্যাংরি ইয়াং ম্যান" আখ্যায় অভিহিত লেখকদের (যথা জন অসবোর্ন, জন ব্রেইন, অ্যালান সিলিটো, কিংসলে অ্যামিস প্রভৃতি) তৈরি সাহিত্য-আন্দোলন। নতুন চিত্র-পরিচালক, কাহিনীকার ও শিল্পীরা আজ পুরোভাগে এসেছেন। নতুন যুগের চিত্র-পরিচালকরা—যেমন, কারেল রেইজ, টনি রিচার্ডসন, লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, জ্যাক ক্লেটন প্রভৃতি—শুধু প্রয়োগ-কর্মের কুশলতার প্রমাণই যে দিয়েছেন, তা নয় বিষয়বস্তুর সমাজ-জিজ্ঞাসা সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন।" শ্রী রায় মনে করেন, "বৃটেন এতদিনে তার সত্যকার নিজস্ব চলচ্চিত্রকারদের পেয়েছে। তাই অন্যান্য দেশের ছবির মত বৃটেনের চলচ্চিত্রের প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ।"

লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের
অপরাজেয় নাট্য সৃষ্টি
তিতাস
একটি
নদীর
নাম
পরিচালনা—উৎপল দত্ত
সুর ও গান—নির্মল চৌধুরী
দৃশ্যসজ্জা—নির্মল গুহরায়
আলোক—তাপস সেন
মিনার্ভা থিয়েটারে
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥

স্টার থিয়েটার
ফোন : ৫৫-১১৩১
নূতন আকর্ষণ!
= রবীন্দ্র-সঙ্গীতমুখর =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়
কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার
॥ রূপায়ণে ॥
কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ জহর দে
অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর
জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস
সুখেন দাস ॥ আশা দেবী ॥
অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

* শুভমুক্তি *

চিত্রামোদীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে পলাতক ছবিটি। [illegible] প্রযোজক; পরিচালনা [illegible] গোষ্ঠী। মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, রুমা গুহঠাকুরতা, [illegible], ভারতী

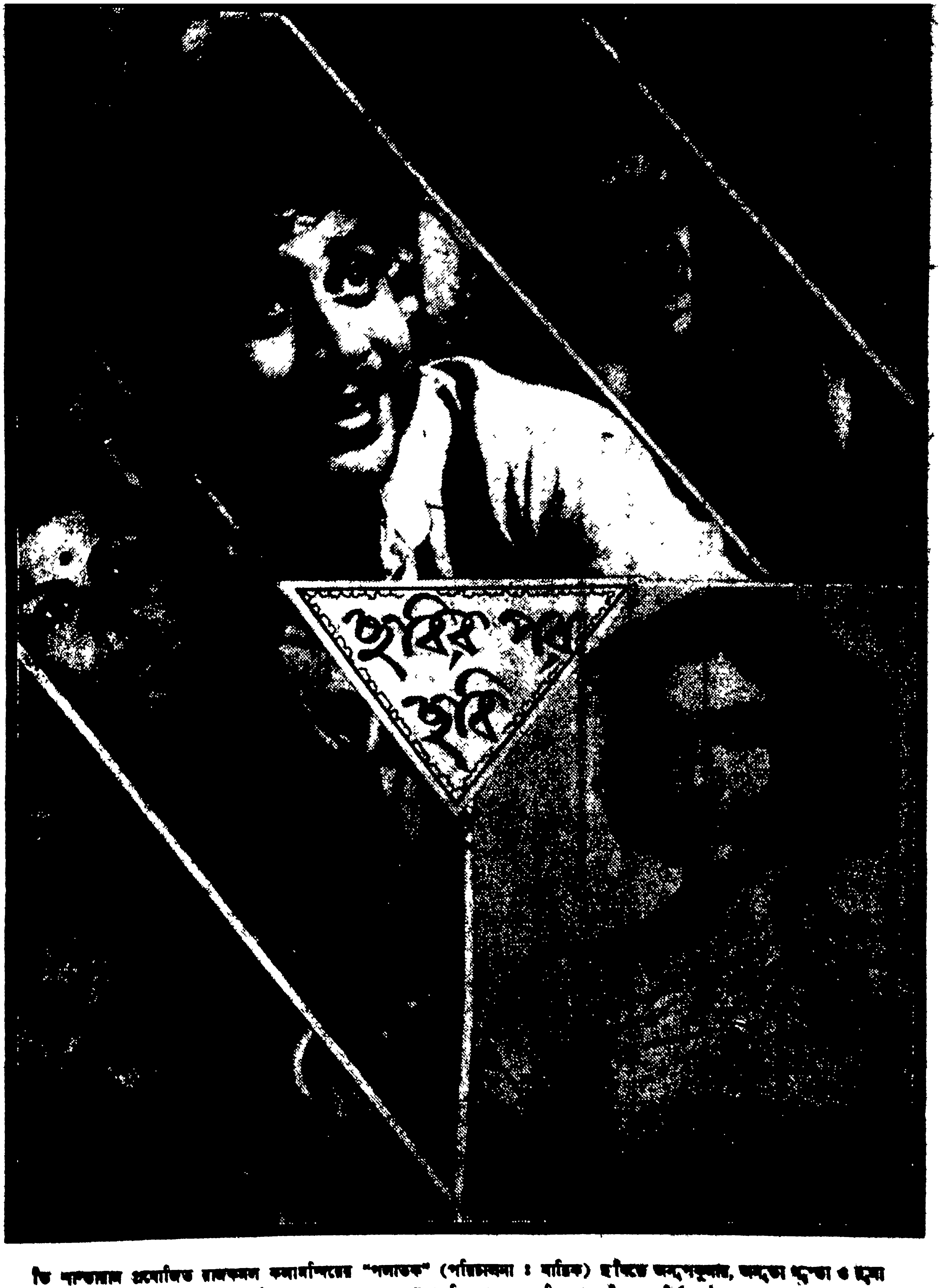

ডি ল্যাক্সমান প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের "পলাতক" (পরিচালনা : [illegible]) ছবিতে [illegible] ও [illegible] (নীচে, ডাইনে) [illegible] "শেষ প্রহর" (পরিচালনা : [illegible]) ছবিতে [illegible]

দেবী, জহর রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুপ্তা ও স্মিতা সিংহ। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পুষ্প পিকচার্স-এর তাজমহল হিন্দী ছবিটিও এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এ-ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বীণা রায়, প্রদীপকুমার, রেহমান, জবীন, জীবন, লতা সিংহ প্রভৃতি। এম সাদিক ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রোশন সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

স্বৈরিণীর কাহিনী

বনবাসকালে পর্ণকুটীরে সীতাকে একা ফেলে রেখে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণ কুটীরের চারদিকে গণ্ডী কেটে ভ্রাতৃজায়াকে বলে গিয়েছিলেন, তিনি যেন এই গণ্ডী পার হয়ে বাইরে না যান। গার্হস্থ্যধর্মের এমনি একটি অদৃশ্য গণ্ডীর ভেতরে কুলবধূদের বাস করতে হয়। গণ্ডী অতিক্রম করলেই অধর্ম এবং সর্বনাশ দেখা দেয়।

আর ডি বনসলের আগামী চিত্রোপহার "ছায়াসূর্য" (পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে বেবী মিতা

বি আর চোপরা প্রযোজিত এবং পরিচালিত "গুমরাহ্" (বি আর ফিল্মস) ছবির এটাই বক্তব্য। চিত্রকাহিনী শুরু হওয়ার আগে অবশ্য চিত্রপরিচালক ত্রেতা-যুগের সেই ঘটনাটি দর্শকদের দেখিয়ে দিয়েছেন—যেখানে সীতার অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র সোনার হরিণ ধরতে ছুটেছেন, এবং কিছুক্ষণ বাদে পতির আর্তনাদ শুনে সীতা লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র সমীপে যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন। সীতাকে কুটীরে একা রেখে যাওয়ার আগে লক্ষ্মণের গণ্ডী কাটার সঙ্গে সঙ্গেই "গুমরাহ্" কাহিনীর সূত্রপাত।

চিত্রকাহিনীর নায়িকা গার্হস্থ্যধর্মের গণ্ডী পার হয়ে পরপুরুষের সম্ভোগে পথভ্রষ্টা হয়ে পড়ে। পরপুরুষ তার পূর্বপ্রেমিক। ঘটনাচক্রে নায়িকাকে তার সদ্য বিপত্নীক ভগিনীপতিকেই বিয়ে করতে হয়েছিল। কিন্তু মন তার পড়ে ছিল পূর্বপ্রেমিকের কাছেই। এবং কুলধর্ম ও সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে সে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করেনি। নায়িকা অবশ্য অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে পরে বুঝতে পারে যে দেবতার মত স্বামীকে এতকাল প্রবঞ্চনা করে সে কী পাপ করেছে। তার দেবোপম স্বামী যে আগে থেকেই স্ত্রীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য নিজের তরুণী প্রাইভেট সেক্রেটারিকে চর নিযুক্ত করেছিল সেটা অবশ্য নায়িকার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। গুপ্তচর কার্যে নিযুক্ত এই তরুণী পদে পদে নায়িকার অস্বস্তি বাড়িয়েছে এবং দুর্ভোগের জন্ম

শুভমুক্তি ২১শে জুন শুক্রবার!
ইতিহাসের এক চিরউজ্জ্বল কাহিনীকে নিয়ে রজতপটের আর এক স্বর্ণ-সুরভিত বৈভব সৃষ্টি...........

তাজ মহল

প্রত্যহ ঃ ২-৩০, ৫-৪৫, ৯টায়
ওরিয়েন্ট ঃ ম্যাজেষ্টিক ঃ প্রেস ঃ পূর্ণশ্রী ঃ উজ্জ্বলা
(শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত) (শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত) (শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত)
ভবানী ঃ রিজেন্ট (কাশীপুর) — মৃণালিনী (দমদম) — অলকা (হাওড়া) — শিবালিক (আলিয়া)
পি মল (মেটিয়াবুরুজ) — চম্পা (ব্যারাকপুর) — বিজলী (খড়দহ)

হার এস দাশগুপ্ত প্রোডাকশনস-এর প্রথম কাহিনীচিত্র "একই অঙ্গে এত রূপ" (প্রযোজনাঃ পরিচালনা—হরিসাধন দাশগুপ্ত) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

সাসপেন্স সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত নায়িকার অশান্তি ও দর্শকের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে এবং নায়িকার প্রতি (নাকি দর্শকের প্রতি?) তার স্বামীর উপদেশ-বর্ষণের ভেতর দিয়ে ছবি শেষ হয়।

বি আর ফিল্মস-এর 'স্টোরি ডিপার্ট-মেন্ট'-এ চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্যটি তৈরী হয়েছে। ছবির আখ্যানবস্তুতে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার লক্ষণ আছে। এই গল্পে বর্তমান আধুনিক সমাজ-জীবনের একটি মৌল সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, এবং বিবাহিত রমণীর পক্ষে কী ন্যায়, কী অন্যায়, তাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বৈরিণী কুলবধূ আমাদের সমাজে হয়ত আছে। কিন্তু তাদের বিপথগামিতার কাহিনী যদি ছায়াছবিতে বিশ্বাসযোগ্য ও রসসমৃদ্ধ করে তোলা যায় তবে তা দর্শকের অস্বস্তির কারণ ঘটায় না। এ-ছবির কাহিনীতে জীবনবোধ ও জীবনযন্ত্রণার স্পর্শ যদি থাকত এবং এর কাহিনী যদি অতিমাত্রায় সোচ্চার না হত, তবে ছবিটি দর্শকমনকে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট করতে পারত।

অবশ্য ছবিতে কতকগুলো সুন্দর নাট্যমুহূর্ত আছে—যা দর্শক মনকে নাড়া দেয়। এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে চিত্র-পরিচালকের। চিত্রকাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাস ও প্রয়োগ-কর্মের উৎকর্ষ ছবিটিকে ক্ষিপ্র-গতি করে তুলেছে। চিত্রকাহিনী যাই হোক, এর একাধিক চরিত্র যত অবিশ্বাস্যই হোক ছবিটি কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। ছবিতে পরিচালক নাট্যকৌতূহল সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এ-কারণেও ছবিটি উপভোগ্য। তা-ছাড়া এতে আমোদের উপকরণ যথেষ্ট আছে।

নায়িকা মালা সিংহ'র প্রাণোচ্ছল ও মর্মস্পর্শী অভিনয় ছবিটিকে অনেকটা চিত্তা-কর্ষক করে তুলেছে। তার স্বামীর চরিত্রে অশোককুমারের অভিনয় অতি মনোজ্ঞ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। নায়িকার প্রণয়ীর চরিত্রে সুনীল দত্ত প্রাণবন্ত অভিনয় করলেও রোমান্টিক নায়ক হিসাবে তিনি যেন কিছুটা নিষ্প্রভ।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে অভিনয় করেছেন নানা পালসিকার, শশীকলা, করণ দেওয়ান, শ্যামা ও নিরুপা রায়।

সংগীত পরিচালক রবি সুরারোপিত ছবির গানগুলি সুখশ্রাব্য। অবহ সুর-রচনায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ এম এন মালহোত্রা কৃত। খুবই উঁচুদরের। সম্পাদনা (প্রাণ মেহরা), শব্দগ্রহণ (যশোবন্ত মিত্রকার) ও শিল্পনির্দেশনা (সন্ত সিং) সন্তোষ-জনক।

* ছবির পর ছবি *

একই অঙ্গে এত রূপ

প্রামাণিক চিত্রের স্রষ্টা হিসাবে হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। এবার তিনি একটি কাহিনীচিত্র তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ছবির নাম ঃ "একই

রবীন্দ্রনাথের
"শ্যামা"
নৃত্যনাট্যাভিনয়
৭ই জুলাই
সকাল সাড়ে দশটা রঙমহল
অংশ গ্রহণে ঃ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং অনাদিপ্রসাদ ও তাঁর সম্প্রদায়
টিকিট ঃ ৭, ৫, ৩, ২, টাকা
(সি ২৮৩৫)

মুক্ত অঙ্গন
বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥
৪৬-৫২৭৭
যা নয় তা-ই — যা-নয় তাই — যা নয় তা-ই
শৌভনিক প্রযোজিত প্রহসন
(সি-২১১৮)

রঙমহল
বৃহস্পতি-৬॥টা শনি-৬॥টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা
কথাকও
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অজিতবরণ
সবিতাব্রত • রবীন মজুমদার
হরিধন • জয়শ্রী রায় • সত্য বন্দ্যো • অজিত চট্টো
অনুভা গুপ্তা • গীতা দে • শিপ্রা মিত্র
দীপিকা সরযূবালা

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনে সমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ রজনী অতিক্রান্ত

বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মারক উৎসবে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" গ্রহণ করছেন (বাঁদিক থেকে) জলধর চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী ও জহর গাঙ্গুলী

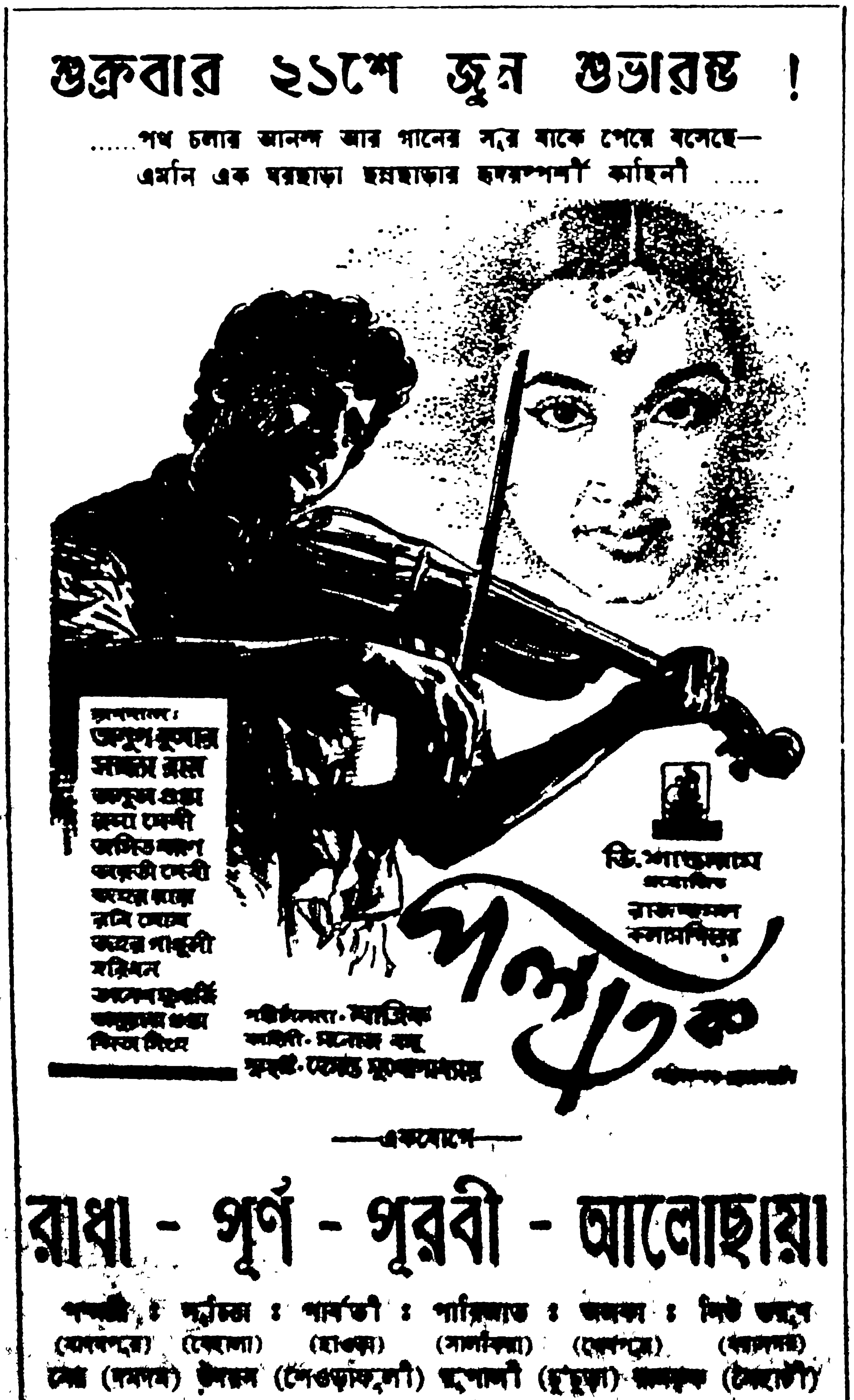

অঙ্গে এত রূপ"। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী ছবির প্রধান শিল্পী। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

কাঞ্চন-কন্যা

চলচ্চিত্র প্রসার সংস্থার নবতম চিত্রোপহারের পূর্বঘোষিত "বিপত্তি" নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "কাঞ্চন-কন্যা"। অমিত মৈত্র ও শম্ভু মিত্র "কাঞ্চন-কন্যা"র কাহিনী রচনা করেছেন। ছবির রোমান্টিক জুটিরূপে চিত্রাবতরণ করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, সুমিতা সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায় ও শান্তি দাস। ভি বালসারা ছবির সংগীত পরিচালক।

বিশ্বরূপা পুরস্কার

গত শনিবার বিশ্বরূপা থিয়েটারের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মারক-উৎসব সম্পন্ন হয়। বিশ্বের নাট্য সংস্কৃতির ঐক্য ও সংহতির নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকাগুলি মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার পতাকামূলে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন ও আজীবন নাট্যসেবী শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী নিভাননী দেবীকে "বিশ্বরূপা পুরস্কার"স্বরূপ মানপত্র, বস্ত্র ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন। পাশ্চাত্যের নট-সম্রাট স্যার গর্ডন ক্রেগ বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-বাণী পাঠান।

উৎসবে শ্রীরাসবিহারী সরকার ঘোষণা করেন যে, শতাব্দীব্যাপী নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে বিশ্বরূপা সর্বপ্রথম "প্রভিডেন্ড ফান্ড স্কীম" বর্তমান মাস থেকে চালু করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে "সেতু"র ৮৭৪তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

'ট্যাক্স কমবে যদি ব্ল্যাক মানি...'
অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি মাদ্রাজে চিত্রপ্রযোজকদের বলেছেন যে, তিনি তাঁদের টিকেটের বোঝা আশাতীত পরিমাণে কমিয়ে দেবেন, যদি চিত্রজগতের যে ব্ল্যাক মানি দেওয়া হয়, তার উপর আয়কর আদায় করতে তিনি সক্ষম হন। সম্প্রতি মাদ্রাজে সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আয়োজিত এক ভোজসভায় অর্থমন্ত্রী এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

চিত্রতারকাদের ব্ল্যাক মনি দেওয়া হয় বলে তিনি চিত্রপ্রযোজকদের দোষারোপ করেন, এবং তাঁদের কাছে আবেদন জানাম, তাঁরা যেন দলবদ্ধ হয়ে এই দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হন এবং ব্যবসায়ের পরিষ্কার ও সঠিক হিসাব রাখেন, যাতে চিত্রতারকারা জোর করে তাঁদের দাবি পেশ করতে না পারেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে
সেলজ্‌নিক সিলভার লরেল-এ ভূষিত "দুই কন্যা"

এবারকার বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (৩০শে জুন) সেলজ্‌নিক পুরস্কার বিচারক কমিটি মোট ছ'টি ছবি পাঠাচ্ছেন। ছ'টি ছবিই সেলজ্‌নিক সিলভার লরেল-এ ভূষিত হয়েছে। ছবিগুলি হল: "দুই কন্যা" (পোস্টমাস্টার ও সমাপ্তি), "বিলি বাড" ও "এ টেইস্ট অব হানি" (ব্রিটেন), "স্যান্ডেজ অ্যান্ড সাইবেরিল" (ফ্রান্স), "ইলেকট্রা" (গ্রীস) এবং "দি আইল্যান্ড" (জাপান)।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার লরেল দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি শ্রীএরিক জনস্টন গোল্ডেন লরেল বিজয়ী ছবির নাম ঘোষণা করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে সেলজ্‌নিক সিলভার লরেল চিহ্নিত ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

এডিনবরা উৎসবে "আরতি"

আগামী এডিনবরা উৎসবে (১৮ই আগস্ট ১লা সেপ্টেম্বর) ফণী মজুমদার পরিচালিত রাজশ্রী পিকচার্স এর "আরতি" হিন্দী ছবিটি ভারতের প্রতিযোগী চিত্র হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। উৎসবের জন্য প্রামাণিক চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ফিল্মস ডিভিসনের "কেইন টেম্পলস অব ইন্ডিয়া", "সঙ অব দি স্নোজ্", "বোধগয়া" এবং "কল অব দি খেদা"।

বার্লিন এবং মস্কো উৎসব

এবারকার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে (২১শে জুন) মোট চল্লিশটি দেশের ছবি দেখানো হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এবার বহু-সংখ্যক ছবি বার্লিন উৎসবে পাঠানো হয়েছে। উৎসবে ভারতের প্রতিযোগী কাহিনী চিত্র : "সাহিব বিবি ঔর গুলাম" এবং প্রামাণিক চিত্র ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত "সঙ অব দি স্নোজ্" (ফিল্মস ডিভিসন)।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে (৭ই জুলাই) যোগদান করছে মোট ৪৩টি দেশ। ইতিমধ্যে মোট ৩০টি কাহিনী চিত্র প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উৎসবের জন্য নির্বাচিত ভারতের কাহিনী চিত্র : "সাত পাকে বাঁধা" এবং প্রামাণিক চিত্র "কল অব দি ফ্লুট" (ফিল্মস ডিভিসন)।

রূপছায়া চিত্র'র 'দেয়া-নেয়া' (পরিচালনা : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে উত্তমকুমার ও তনুজা ফটো—দেশ

"শ্যামা" নৃত্যনাট্যাভিনয়

এ-বি-ডি সংস্থার উদ্যোগে আগামী ৭ই জুলাই রঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে সকাল সাড়ে দশটায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "শ্যামা" মঞ্চস্থ হবে। নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করবেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নৃত্যাংশে থাকবেন অনাদিপ্রসাদ ও তাঁর সম্প্রদায়।

বোম্বাই সমাচার

শিল্পী-দম্পতি সুনীল দত্ত ও নার্গিস, তালাত মাহ্‌মুদ, প্রেম ধাওয়ান, শাম্মি, মধুমতী, মনোহর দীপক এবং আনোয়া[r] হোসেন গত সপ্তাহে লাডক অভিমুখে রওনা হয়েছেন। বোম্বাই-এর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ডিফেন্স কমিটির আহ্বানে শিল্পীরা ভারতীয় জওয়ানদের আনন্দদানের উদ্দেশে সীমান্ত অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

'ইয়েহ্ রাস্তে হ্যায় প্যায়কে'-খ্যাত আর কে নায়ারের পরবর্তী ছবির না[ম] ইক গুনাহ্ ঔর সাহি। পরিচালক নায়া[র] নিজেই ছবিটি প্রযোজনা করবেন। ছবিটি একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। এতে চরি[ত্র] থাকবে মাত্র একটি। তাকে নিয়েই এ[ই] কাহিনীচিত্র। জয় মুখার্জি ছবির একম[াত্র] শিল্পী। হরিশ মেহ্‌রা চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালনা করবেন ও পি নায়ার।

এইচ ভি প্রোডাকসন্স-এর "[illegible]" (পরিচালনাঃ [illegible]) ছবিতে অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী, [illegible] ও [illegible]

* খেলার মাঠে *

একলব্য

মে মাসের ২৭ তারিখে ইংলণ্ড থেকে খবর এল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টীম বিপর্যয়ের মুখে। কারণ, দলের সাত-আটজন খেলোয়াড় অসুস্থ। উইলি রডরিগসের হাটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে, স্পিন বোলার আলফ ভ্যালেন্টাইনের উরুর শিরায় টান ধরেছে, ল্যান্স গিবসের হাতের আঙুল ভেঙে গেছে, সেমুর নার্সের হাতের শিরায় টান, ফ্রাঙ্ক ওরেল এবং রোহান কানহাইয়ের হাটুতে দরদ, হান্টের মাথার কাটা জায়গায় সেলাই করা হয়েছে, উইকেট কিপার ডেভিড এলান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিয়েছেন। জুনের ৬ তারিখে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ। সুতরাং বিপর্যয় ছাড়া কি ?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের অসুস্থ সংবাদের সঙ্গে আরও একটু খবর এলো। দলের ম্যানেজার মিঃ গাসকিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে নতুন খেলোয়াড় পাঠাবার জন্য তার করেছেন এবং কারো কারো আসবারও সম্ভাবনা আছে।

যখন এই খবর আসে তখন ওভালে সারের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা চলছে। ভাবলাম, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হার অনিবার্য। কিন্তু হারল না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। খেলা অমীমাংসিত রইল।

মের ৩১ তারিখে খবর এল, বাথে সামারসেট দলকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারিয়েছে এক ইনিংস ও ৪০ রানে, যে সামারসেট দল এই মরসুমে আর কারো কাছে হার স্বীকার করেনি। আবার জুনের ৩ তারিখের খবর, কার্ডিফে গ্লামোরগানকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১১৮ রানে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

তারপর আরও বড় খবর এবং প্রত্যাশিত খবর : ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে অতি সহজেই হারিয়েছে ইংলণ্ডকে এবং নতুন কোন খেলোয়াড়ের সাহায্য না নিয়ে।

পাঁচ দিনের টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডকে হারাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চার দিনের বেশী সময় লাগেনি এবং মাত্র এক রানের জন্যে ইংলণ্ড ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। অর্থাৎ ৬ উইকেটে যে

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরীর একমাত্র অধিকারী কনরাড হান্ট

রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে সেই রান সংগ্রহ করেছে ইংলণ্ড দুই ইনিংসের ২০ উইকেটে। সুতরাং ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি শুধু নামে। আসলে ১০ উইকেটে হার প্রায় ইনিংস পরাজয়ের নামান্তর।

ভাবছি, ভাঙ্গা-চোরা এবং চোট-খাওয়া খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যদি এত সহজে ইংলণ্ডকে হারাতে পারে তবে সব খেলোয়াড় সুস্থ থাকলে তাদের জয় কি আরও সহজ হত ? শ্রী চাঁদের মত অজ্ঞাত ক্রিকেট চরিত্রে অবশ্য সেটা বলা সাজে না। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই অনায়াস জয় ক্রিকেট খেলায় তাদের অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচয়।

*

ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং সর্ব বিভাগে ইংলণ্ডের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। কোন বিষয়েই ইংলণ্ড তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি।

বিগত শীত মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাদের নিয়ে ইংলণ্ডের দল গড়া হয়েছিল এ টেস্টে তাদের মাত্র ৭ জনকে দলভুক্ত করা হয়। বাকী ৪ জনের মধ্যে ইয়র্কশায়ারের উইকেট কিপার কিথ এণ্ড্রু ৯ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে সরে থাকবার পর দলে আসেন ব্রায়ান ক্লোজও আগের বাতিল খেলোয়াড় সারের ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ টেস্টে আনকোরা নতুন। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলের বহির্ভূত খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লোজ দু' ইনিংসে ৩০ ও ৩২ রান করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নবাগত এডরিচের ৩৮ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসার দাবি রাখে সারের মিকি স্টুয়ার্টের খেলা। প্রধানত দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর প্রশংসনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এর জন্যই ইংলণ্ড ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। ইংলণ্ডের পক্ষে দুই ইনিংসে তিনিই করেছেন সবচেয়ে বেশী ৮৭ রান। অবশ্য প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের অধিনায়ক এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ডেক্সটারের ৭৩ রান ইংলণ্ডকে শোচনীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। যতক্ষণ ডেক্সটার উইকেটে ছিলেন তখন ইংলণ্ডের ভরসাও ছিল। ডেক্সটার আউট হবার পর মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের বাকী পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়।

টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৫০১ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহ-অধিনায়ক এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান কনরাড হান্ট প্রথম দিনই সেঞ্চুরী করে এবং নট আউট থেকে ইনিংসের ভিত শক্ত করে রেখেছিলেন, কানহাই নিপুণ হাতের ৯০ রানে সে ভিতকে আরও পোক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন সোবার্সের ৬৪, অধিনায়ক ওরেলের নট আউট ৭৪ এবং হান্টের আরও ৭৮ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫০১ রানের সৌধ গাঁথা হয়েছিল। এই [illegible]

ছিল না তেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বলের গোলা আটকাবার পক্ষেও ছিল না যথেষ্ট মজবুত।

ব্যাটে হাণ্ট এবং বলে ল্যান্স গিবস এই টেস্টের দুই প্রধান নায়ক। প্রথম ইনিংসে ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের বলও মারাত্মকভাবে ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের কাছে হাজির হয়েছিল।

কনরাড হাণ্টের ১৮২ রান ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রানের সবচেয়ে বেশী রান। ১৯৩৩ সালে এই ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে টেস্টেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান' জর্জ হেডলী ১৬৯ রান করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর কোন খেলোয়াড় ইংলণ্ডে টেস্ট খেলায় এত বেশী রান করতে পারেননি। তবু হাণ্টের দুর্ভাগ্য, মাত্র ১০ রানের জন্য ব্যক্তিগত বেশী রানে তিনি এই মাঠের রেকর্ড করতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে এই মাঠে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিল এডরিচের ১৯১ রান এখন পর্যন্ত এই মাঠের ব্যক্তিগত বড় রানের রেকর্ড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের মূলে স্পিন বোলার ল্যান্স গিবসের কৃতিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ল্যান্স গিবস, যিনি ১৯৬০-৬১ সালে এডেলেডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চতুর্থ টেস্ট খেলার সময় কেন ম্যাকে, ওয়ালী গ্রাউট ও ফ্রাঙ্ক মিশনকে পর পর আউট করে হ্যাট্রিক করেছিলেন, তিনি একাই দুই ইনিংসে এগারটি উইকেট পেয়েছেন।

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটি ছিল ৪১তম টেস্ট খেলা। এর আগের ৪০টি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড জিতেছে ১৫টি খেলায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০টিতে ১৫টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

নীচে প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ৫০১ (কনরাড হাণ্ট ১৮২, রোহন কানহাই ৯০, ফ্রাঙ্ক ওরেল নট আউট ৭৪, গারফিল্ড সোবার্স ৬৪, জো সলোমান ৩৫; ফ্রেড ট্রুম্যান ৯৫ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২০৫ (টেড ডেক্সটার ৭৩, ব্রায়ান ক্লোজ ৩০, মিকি স্টুয়ার্ট ৩৭; ল্যান্স গিবস ৫৯ রানে ৫ উইকেট, ওয়েসলী হল ৫১ রানে ৩ উইকেট, গারফিল্ড সোবার্স ৩৪ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২৯৬ (মিকি স্টুয়ার্ট ৮৭, জন এডরিচ ৩৮, টেড ডেক্সটার ৩৫, ব্রায়ান ক্লোজ ৩২; ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৬ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস (নো উইকেট) ১।

[ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে বিজয়ী]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলের এক বিশেষ ব্যাটিং ভঙ্গি

*

ফুটবলের বিজ্ঞ কোচ সৈয়দ আব্দুল রহিমের মৃত্যু ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রের এক অপূরণীয় ক্ষতি। মাত্র ৫৪ বছর বয়স নিশ্চয়ই পরিণত বয়স নয়। এই বয়সেই রহিমকে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে।

ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ পুলিস এবং পরে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিস এবং অন্ধ্র দলের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রহিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যেমন প্রশংসনীয় তেমন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রেও 'কোচ' রহিমের দান স্মরণীয়।

ফুটবলের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শুধু খেলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং নিপুণ ছলা-কলার অন্তর্ভুক্ত নয়। এর সঙ্গে স্ট্র্যাটেজীও আছে। অনেকটা [illegible] স্ট্র্যাটেজীর মত। কোন্ দল কিভাবে খেলে, সেই দলের বিরুদ্ধে কি পদ্ধতিতে খেললে তাদের আক্রমণের ধার ভোঁতা করে দেওয়া যাবে, কাকে কোথায় খেলালে আক্রমণ বেশী কার্যকরী হবে, রক্ষণভাগ হবে [illegible] খেলার সময় খেলোয়াড়দের [illegible] একটু হেরফেরে কিভাবে [illegible] স্থৈর্য নষ্ট হবে, এই [illegible] কোচিং-এর উন্নত ছলা-কলা [illegible] খেলোয়াড়কে নিপুণ করে [illegible] সঙ্গে সঙ্গে রহিম এই [illegible] করেছেন বেশী। [illegible]

হাতেনাতে। সব ক্ষেত্রেই যে সফল হয়েছেন, এমন কথা বলব না। যেমন টোকিওর এশিয়ান গেমে তাঁর উইথড্রন সেণ্টার ফরোয়ার্ড সিস্টেম'-এর খেলা ফলপ্রসূ হয়নি, আবার রোম অলিম্পিকে তাঁর প্রবর্তিত 'টুইন সেণ্টার ফরোয়ার্ড সিস্টেম' খুবই কার্যকরী হয়েছে। রাশিয়ান দলের ভারত সফরের পর তিন ব্যাক প্রথার খেলা ভারতে প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রহিমই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তাই ভারতে এখন তিন ব্যাক প্রথার খেলার এত কদর। অন্ধ্র প্রদেশকে দিয়ে '৪-২-৪' সিস্টেমের খেলারও তিনি রেওয়াজ করিয়ে গেছেন।

মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফুটবল খেলায় ভারতের চতুর্থ স্থান লাভের ক্ষেত্রে এবং বিগত জাকার্তা এশিয়ান গেমে ভারতের জয়ের মূলে রহিমের কোচিং-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মেলবোর্নের খেলা সম্পর্কে

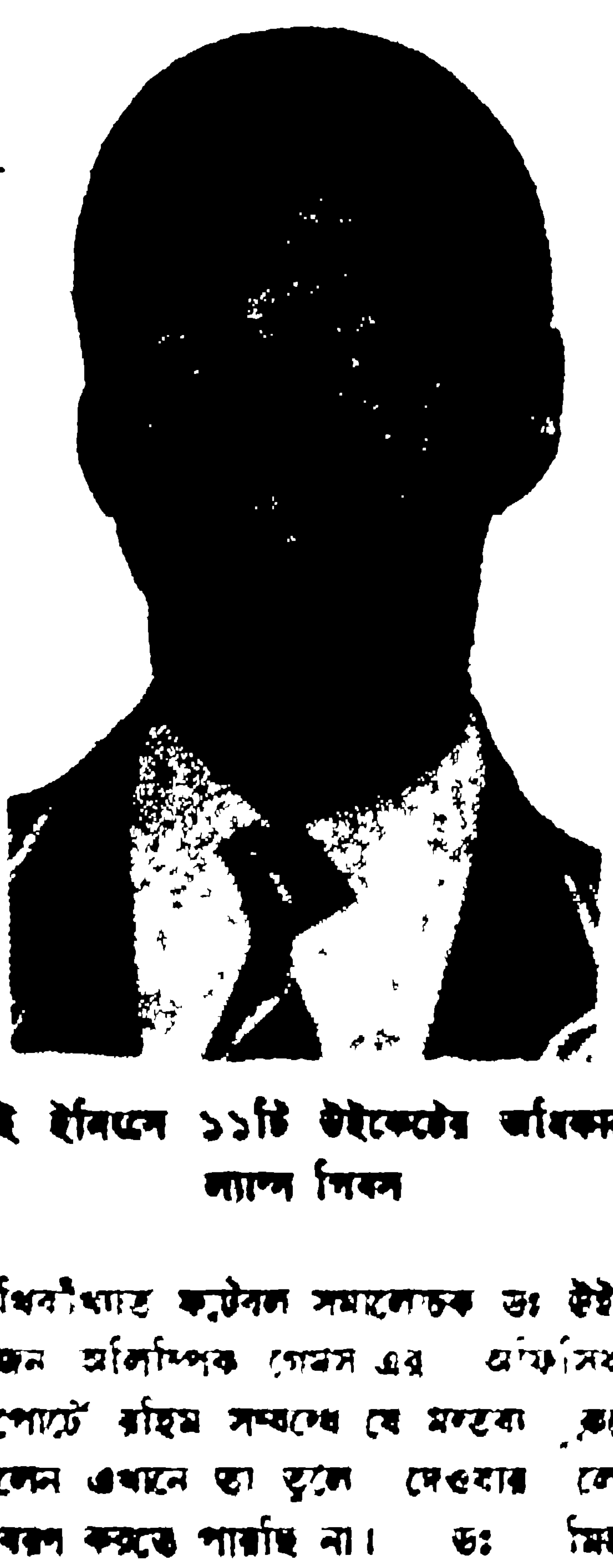

দুই ইনিংসে ১১টি উইকেটের অধিকারী ল্যান্স গিবস

পৃথিবীখ্যাত ফুটবল সমালোচক ডঃ উইলি মিজল অলিম্পিক গেমস এর অফিসিয়াল রিপোর্টে রহিম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এখানে তা তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ডঃ মিজল বলেছিলেন:—

India's coach, Rahim, must have studied European soccer closely. For a side not used to wearing boots or playing for 90 minutes at a time (an hours play is normal in India's heat), they showed good ball control and a neatness which was almost up to central European standard. An up-and-coming side, they were not disgraced either by their 1-4 defeat by Yugoslavia in the semi-finals or the 0-3 defeat by Bulgaria in the play-off for third place.

ভারতের পরলোকগত ফুটবল কোচ এস এ রহিম

বিশ্ব ফুটবলের বিজ্ঞ পুরোহিতের কলমে রহিমের এই প্রশংসা নিশ্চয়ই ফুটবল সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং অশেষ গুণের পুরস্কার। কিন্তু দুঃখের কথা, স্বদেশে রহিমকে বহুক্ষেত্রে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বলতে গেলে সারা জীবনই রহিম ফুটবলের সাধনা করেছেন। ফুটবল ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। কলকাতায় অলিম্পিক ক্যাম্পের ফুটবল ট্রেনিং-এর সময় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে তাঁর যে আগ্রহ, আন্তরিকতা ও দরদ দেখেছি, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখেছি, অন্য ক্ষেত্রে তা সত্যিই বিরল।

রহিম নিজেও একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মিডল স্কুলে পড়বার সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক মন্তব্য করেছিলেন—যেহেতু রহিম খর্বাকৃতি সেহেতু তিনি কোনদিন ভাল খেলোয়াড় হতে পারবেন না। এই বিরূপ মন্তব্যই হয়তো রহিমের মনে ভাল খেলোয়াড় হবার অনুপ্রেরণা এনে দেয়। ফুটবল খেলার গুণে স্কুলেই তিনি স্কলারশিপ পান। চাদরঘাট হাইস্কুলে ফুটবল খেলার জন্য পান স্বর্ণপদক। 'ইলেভেন হান্টার্স' দলের রাইট ইন হিসাবে দক্ষিণ ভারতের বহু মাঠে খেলে সুনাম অর্জন করেন। বাঁ পায়ের ভলিতে তাঁর ছিল বিশেষত্ব। এই মাঠে বহু গোল, এমন কি একটি খেলায় একা ১০টি গোলও করেছেন।

কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে রহিমের প্রতিষ্ঠার চেয়ে কোচ রহিম হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান এই কলকাতার মাঠে হায়দরাবাদের কত খেলোয়াড় খেলে গেছেন, এখনো খেলছেন, অনান্য রাজ্যেও হায়দরাবাদের কিছু কিছু খেলোয়াড় ছড়িয়ে আছেন। এর বেশীর ভাগই রহিমের ফুটবল স্কুলের ছাত্র। রহিম আজ ইহজগতে নেই, কোচ হিসাবে তাঁর শূন্য স্থানও সহজে পূরণ হবে না। কিন্তু তাঁর ছাত্রদের খেলার মধ্যে অন্তত কিছুদিন তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

*

চ্যারিটি ফুটবল খেলার ব্যাপার নিয়ে আই এফ এ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া পরিচালকদের বিরোধ সম্পর্কে গত সপ্তাহে ছোট্ট একটু মন্তব্য করেছিলাম—কিংবা আমাদের গোঁজামিলে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আশা করি, যেভাবে এই বিরোধের অবসান হয়েছে তাতে আমার মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা শক্ত হবে না।

আই এফ এ-র সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের ব্যবস্থাপনায় আই এফ এ চ্যারিটি খেলার পরিচালনার ভার পেয়েছেন সরকারের ক্রীড়া পরিচালকরা পেয়েছেন সেই ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবার কনসোলেশন প্রাইজ। কনসোলেশন প্রাইজে কেউ বড় উৎফুল্ল হয় না প্রায় গোমড়া মুখ করেই তা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। যাই হোক আসছে শনিবার ফুটবল মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা ফুটবলের দুই প্রধান দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। সুতরাং ফুটবল রসিকদের মধ্যে 'টিকিট' 'টিকিট' রব আরম্ভ হয়ে গেছে। স্টেডিয়াম তৈরির প্রয়োজনের কথাটাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলাটি কোন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়েও কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠে খেলা হবে। পরে ঠিক হয়েছে ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। যে মাঠেই হোক 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা সে হবেই। স্টেডিয়াম না হলে কলকাতার বড় খেলার প্রয়োজনের তুলনায় দর্শকদের টিকিটের চাহিদা মেটানো অসম্ভব।

*

গত সপ্তাহে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলার সব দলেরই পূর্ণ হয়ে গেছে। এতদিন মোহনবাগানের পরাজয়ের জন্য, রাজস্থান ও পুলিসের জয়ের হার এবং ইস্টবেঙ্গলের শূন্য ঘরে শূন্য অঙ্ক ছিল। গত সপ্তাহে সব দলেরই পূর্ণ হয়েছে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে বি এন রেলের কাছে। ইস্টবেঙ্গল প্রথম খেলা ড্র করেছে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। রাজস্থান বাটাকে হারিয়ে এবং পুলিস পোর্ট কমিশনার্সকে হারিয়ে মরসুমে প্রথম বিজয়ী হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে প্রতি ক্লাবকে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে বি এন আর ও মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া সব দলের পুরো খেলার পালা। আর একটিও

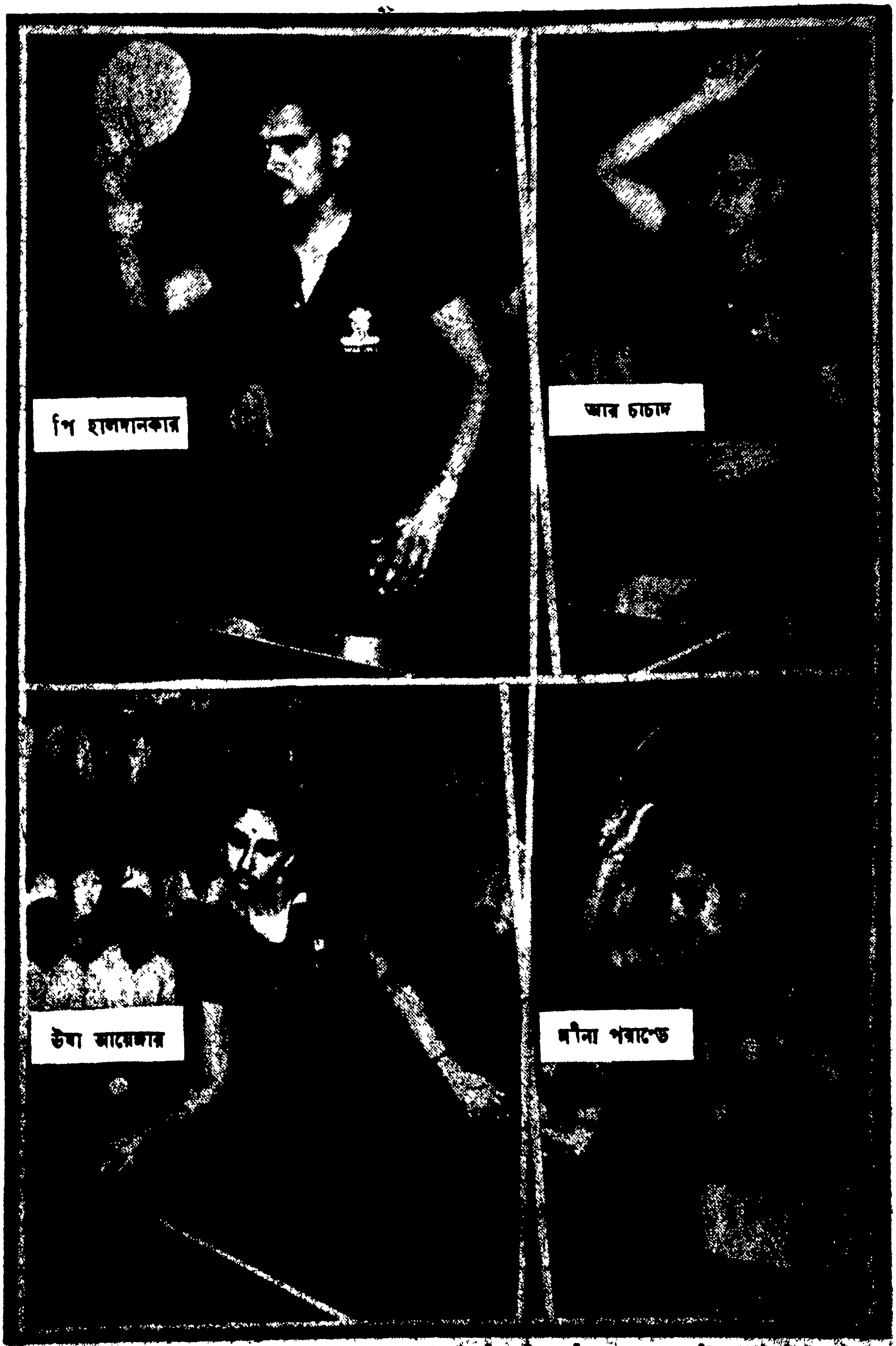
পি হালদানকার
আর চাচাদ
উষা আয়েঙ্গার
মীনা পরাণ্ডে

[illegible]

মোহনবাগান ও বি এন রেলের লীগের খেলায় রেলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজুর সটে মোহনবাগান গোলরক্ষক থঙ্গরাজের পরাজিত হবার দৃশ্য। —ফটো দেশ—

পরেন্ট পার্সি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও পোর্ট কমিশনার্স।

মোহনবাগানের সঙ্গে বি এন রেলের এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ইস্টার্ন রেলের খেলা দুটিই গত সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ ছিল। দুটি খেলাতে এত বেশী দর্শকসমাগম হয়েছিল যে, মাঠের কোন জায়গায় তিল ধরাবার জায়গা ছিল না বলা চলে। অন্যের কথা কি বলব, স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং কয়েকজন মন্ত্রীও বি এন আর ও মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে এসেছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীহরিদাস
জ্যোতির্বার্ণব প্রণীত

৩ খানি অমূল্য গ্রন্থ। উচ্চস্তর সাংবাদিক ও মনীষীদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। (১) জন্মমাস বিচার ৩য় সংস্করণ —৩,, জন্মবার ও জন্মমাসানুসারে স্বাস্থ্য, ভাগ্য, রোগ, পরমায়ু, ধর্ম ও কর্ম জানিতে পারিবেন। (২) করকোষ্ঠী বিচার—৩·৫০, হস্তরেখা বিচার শিক্ষা, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার এবং রেখা দেখে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী বিশদভাবে জানিবার ও শিখিবার অভিনব পুস্তক। (৩) জন্মরাশি ও লগ্নবিচার— ৩·৫০; রাশি ও লগ্ন নির্ণয়, ভবিষ্যৎ কর্ম, বিবাহ, বর্ষফল, কোষ্ঠীবিচার, ভাগ্যোন্নতির পথ নির্ভুলভাবে ঠিক করিতে পারিবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান ; জ্যোতিষ কল্পতরু কার্যালয়, ৩৪।১।১, বিডন স্ট্রীট কলিকাতা-৬। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

(সি-২৭৪৬)

দুটি খেলার কোন খেলাই অবশ্য উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে দর্শকদের খুব খুশী করতে পারেনি। তবে মোহনবাগান ও বি এন রেলের খেলার তিনটি গোল এবং ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিকের একটি গোল দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক হয়েছিল।

অনেকটা ভাগ্যের পরিহাসে এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে গোলে শট করবার অক্ষমতায় মোহনবাগানকে বি এন রেলের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অপর দিকে শুটিং করতার চমৎকার নিদর্শন রেখে বি এন রেল খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। যদিও দুটি গোলের ক্ষেত্রে মোহনবাগানের লম্বা চেহারার গোলকিপার থঙ্গরাজের ত্রুটি অনস্বীকার্য, তবুও রেল দলের বলরাম এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালরাজু, যেভাবে প্রায় ২০ গজ দূর থেকে সুতীব্র শট করে গোল করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে আপ্পালারাজুর গোলের মত এমন দর্শনীয় গোল সারা মরসুমে কদাচিৎ দেখা যায়। দুটিই উঁচু শটের গোল এবং বেশ দূর থেকেই শট। আগেই বলেছি, খুবই ভাল শট। তবু থঙ্গরাজের পরাজিত হওয়া উচিত হয়নি। তিনি কোন ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেবারও চেষ্টা করেননি।

ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলের ১—১ গোলের অমীমাংসিত খেলাতেও রেল দলের পরিশোধমূলক গোলটির জন্য ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক কে সরকারকে দায়ী করা যায়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকার জন্যই কাজল মুখার্জির দূরের নীচু সটে তিনি পরাজিত হয়েছেন। অসীম মৌলিকের গোলের কথা আগেই বলেছি। অত্যন্ত দুরূহ কোণ থেকে দর্শনীয় গোল করে তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে অগ্রগামী করেছিলেন।

মোহনবাগানের স্টপার জার্নেল সিং পাঞ্জাব থেকে আসবেন কি আসবেন না এই নিয়ে ময়দান পাড়ায় আলোচনার অন্ত নেই। গুজব কি না জানি না আগে খবর রটেছিল, জার্নেলের কাকা মারা গেছেন। কথাটা সত্যি হলেও অনেকদিন আগে অশৌচান্ত হবার কথা। এখন শোনা যাচ্ছে, জার্নেল সিং জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখনো খুব দুর্বল, তাই আসতে পারছেন না।

যতদূর জানি, মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে জার্নেলকে আনার জোর চেষ্টা চলছে। এবং শনিবারের চ্যারিটি খেলার আগেই। তবে তা জানতে কিছুকাল লেগেই।

লীগের এখন বেশ আকর্ষণীয় অবস্থা। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান এবং বি এন আর— এদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই এ পর্যন্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবল আইনের ৩ নম্বর ধারা সম্বন্ধে বলেছি অদূর ভবিষ্যতে এই আইনের কিছু রদবদল হতে পারে। শুধু আহত খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই আইনের গলদ নয়, ভাষায়ও কিছু গলদ আছে।

খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্তের ভাষা হচ্ছে :-

"If National Associations decide to allow substitutes in accordance with clauses 2 and 3 of Law III, the Board advises the replacement of the goalkeeper at any time during the match and of one other player before the end of the first half, if they are injured and unable to take part again in the match this fact having been confirmed by the referee."

এর মর্মার্থ—রেফারীর অনুমোদন—সাপেক্ষে আহত গোলকিপারের পরিবর্তে সর্বসময়ে নতুন গোলকিপারকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, আর শুধু প্রথমার্ধে একজন আহত খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করা চলবে।

এখন কথা হচ্ছে, প্রথমার্ধে গোলকিপার ছাড়া আর একজন আহত খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করা যাবে আইনে তার উল্লেখ আছে; কিন্তু কজন গোলকিপার পরিবর্তন করা যাবে তার ভাষা খুব পরিষ্কার নয়। অন্তত তর্কের অবকাশ আছে।

ধরুন, একজন গোলকিপারের পরিবর্তনের পর দ্বিতীয় গোলকিপারও যদি আহত হন তবে তাঁর পরিবর্তন চলবে কি? মাত্র একজন গোলকিপারকে একবার পরিবর্তন করা যাবে, আইনে এমন কিছু উল্লেখ নেই। যদি দ্বিতীয় গোলকিপারের পরিবর্তন চলে তবে তৃতীয় গোলকিপারের পরিবর্তন চলবে না কেন? আইনের ছিদ্র-পথে অপর খেলোয়াড়কে গোলে ঢুকিয়ে তারও তো পরিবর্তন চলে।

আর একটি কথা মনে এসেছে সেদিন ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর লীগের খেলার একটি ঘটনা দেখে। মহমেডান দলের নির্ভরযোগ্য লেফট আউট সালাউদ্দিন খেলা আরম্ভের পর কয়েক মিনিটের মধ্যে সামান্য আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে যেতেই তড়িঘড়ি তাঁর পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড় গাজীকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর সালাউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁর জন্য মাঠে আর জায়গা নেই। সে জায়গা আগেই পূরণ হয়ে গেছে। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েই সারাক্ষণ মাঠের পাশে বসে থেকে সালাউদ্দিন নিজ দলকে পরাজিত হতে দেখলেন।

যদি সালাউদ্দিন গাজীর পরিবর্তে প্রথমার্ধেই আবার খেলায় যোগ দিতে চাইতেন তবে রেফারী কি সালাউদ্দিনকে খেলার অনুমতি দিতেন? নিশ্চয়ই না। কারণ সালাউদ্দিনকে পরিবর্তনের আগে রেফারী তো তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করেননি, তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা। গাজীর অংশ গ্রহণেও বাধা দেননি। অথচ আইনের বিধানে আহত খেলোয়াড় সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা কিংবা আর খেলতে সক্ষম কিনা সেটা রেফারীরই জানার কথা। এবং আহত কিংবা আর খেলতে অশক্ত খেলোয়াড়ের না খেলার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে রেফারী নিঃসন্দেহ হবার পর পরিবর্ত খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের অধিকার।

সালাউদ্দিন যদি সত্যিই খেলবার দাবি জানাতেন তবে রেফারী একটু মুশকিলেই পড়তেন। বদলী খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেফারীর অনুমতি নেওয়া হয় না। সালাউদ্দিনের বদলে গাজীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও অনুমতি

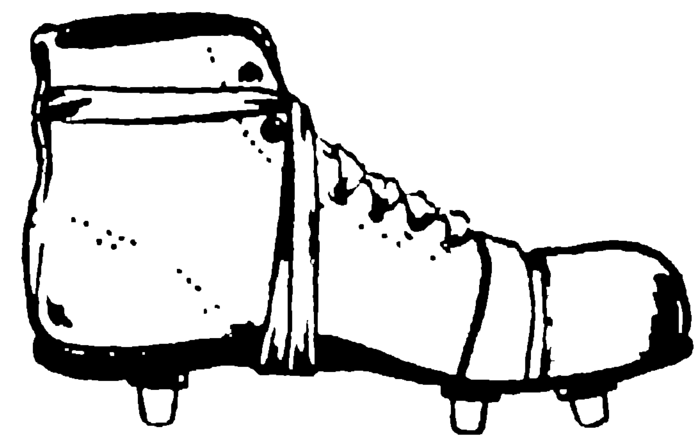

ইংলিশ টাইপ বুট। ইংলণ্ডে সাধারণ এই বুট ব্যবহার করা হয়

নেওয়া হয়নি। অনুমতি নেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল এবং রেফারীরও উচিত ছিল সালাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করা, তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা?

খেলোয়াড় পরিবর্তনের আইনে ক্লাবরা কিছু সুবিধা পাচ্ছে ঠিক কথা। আবার অসুবিধাও তৈরী করছে নিজেদের ভুলে। নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সালাউদ্দিনের জায়গায় গাজীর পরিবর্তন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এমন আরও অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত খেলোয়াড়দের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য প্রথমার্ধে ১—০ বা ২—০ গোলে এগিয়ে থাকা সময়ে নিয়মিত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে অনিয়মিত খেলোয়াড়কে দলে ঠেলে দেওয়া হয়। ফল যে সব সময় শুভ হয়, তা নয়। বিপদও আসে বহু ক্ষেত্রে।

আরও একটি প্রশ্ন। ধরুন, বিশ্রামের একটু আগে দলের সেরা খেলোয়াড় আঘাত পেলেন। তিনি আর খেলতে পারবেন কি পারবেন না, তা জানার আগেই বিরামের বাঁশী বেজে গেল। ইতিমধ্যে দেখা গেল, তাঁর আর খেলার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু তাঁর জায়গায় নতুন কোন খেলোয়াড়কে খেলাবার বিধান নেই। অথচ প্রথমার্ধ শেষ হবার কয়েক সেকেন্ড আগে নতুন খেলোয়াড় মাঠে নামলে দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর খেলার অধিকার থাকত। আইনের এই বিধানও একটু বেয়াড়া বলে মনে হয়। অন্তত যে উদ্দেশ্যে এই আইন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অবশ্য বদলী খেলোয়াড়ের নিয়ম ফুটবল আইনে বাধ্যতামূলক নয়। আইন প্রয়োগ করা না-করা জাতীয় সংস্থার ইচ্ছাধীন। তবু মনে হয়, নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের রেফারীজ কমিটিকে ৩ নম্বর আইনের ধারা-উপধারায় আরও কিছু রদবদল করতে হবে।

এখন ৪ নম্বর আইনের ধারাগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক।

৪ নম্বর আইন—খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম

মূল আইন—কোন খেলোয়াড় এমন কোন জিনিস পরবেন না যা অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। নীচে যেমন লেখা আছে, খেলার বুট অবশ্যই এই নিয়মমত তৈরি করতে হবে।

(এ) বুটের বার (বাট) চামড়া বা রবার দিয়ে তৈরি করতে হবে। এগুলো চ্যাপ্টা ধরনের হবে এবং বুটের তলায় আড়াআড়িভাবে আঁটা থাকবে। বারের চওড়া আধ ইঞ্চির কম হবে না এবং বুট যতটা চওড়া লম্বালম্বিভাবে বার ততটা চওড়া জুড়ে থাকবে। বারের কোণগুলি থাকবে গোলাকার।

(বি) বুটের স্টাডগুলি (গুটিকা) চামড়া, রাবার, এলুমিনিয়াম, প্লাস্টিক এবং এই ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি হবে। স্টাডগুলি গোলাকার হবে কিন্তু ভেতরে ফাঁপা হবে না এবং ব্যাস আধ ইঞ্চির কম হবে না। যখন স্টাড লম্বা সরু করে তৈরি করা হবে তখনও স্টাডের সবচেয়ে সরু জায়গায় ব্যাসের মাপ আধ ইঞ্চির কম হবে না। যখন যন্ত্রনির্মিত পাটিকার উপর সরু ধরনের স্টাড ব্যবহার করা হবে তখন বুটের তলায় চামড়ার সঙ্গে এই পাটিকা (চাকতি) এমনভাবে জুড়তে হবে যে, এর কোন সরু কোন স্টাডেরই অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। সরু ধরনের স্টাড লাগাবার জন্য ধাতুর চাকতি ব্যবহার করা ছাড়া কোন ধাতুর পাত, যদি তা চামড়া বা রবার দিয়ে মোড়াও থাকে তবে তার ব্যবহার চলবে না। স্ক্রুর সাহায্যে লাগানো স্টাড, বুটের তলায় [illegible]

অন্য কোনভাবে পায়ের স্ক্রু (যেন স্ক্রু) সঙ্গে লাগানোও নিষিদ্ধ। স্টাডকে ধারওয়ালা চাকতির আকার করা বা স্টাডে কোন কারুকার্য করাও চলবে না।

(সি) বুটে "বার" ও "স্টাড" একসঙ্গে ব্যবহার করা চলে কিন্তু সেগুলো নিয়মমাফিক এবং আইনের অনুবর্তী হওয়া চাই। বুটের তলায় বা গোড়ালিতে বার এবং স্টাড ¾ ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না। যদি লোহার পেরেক ব্যবহার করতে হয় তবে সেগুলো চামড়া বা রবারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

[খেলোয়াড়দের সাধারণ পোশাক হচ্ছে:—জার্সি (গেঞ্জি) অথবা শার্ট, হাফপ্যান্ট, মোজা ও বুট। গোলকিপার এমন রঙের পোশাক পরবেন যাতে অন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।]

দণ্ড:—এই আইনের কোন কিছু লঙ্ঘন করা হলে আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে

কন্টিনেন্টাল টাইপ বুট। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং ভারতে এই ধরনের বুট প্রচলিত

যথাযথ সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য খেলার মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে এবং দোষী খেলোয়াড় রেফারীকে না জানিয়ে মাঠে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজ-পোশাক যে নিয়মমত হয়েছে এ বিষয়ে রেফারী নিজে সন্তুষ্ট হবেন। খেলা চলার সময় ঐ খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন না, খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে কেবল তখনই মাঠে ঢুকতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় গোলকিপারের জার্সির রঙের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খেলোয়াড়দের জার্সির রঙের পার্থক্য থাকবে।

(২) যদি রেফারী দেখেন, কোন খেলোয়াড় এমন ধরনের জিনিস ব্যবহার করছেন যা আইনমাফিক নয় এবং যার দ্বারা অন্য খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে রেফারী সেই খেলোয়াড়কে অপত্তিজনক জিনিসপত্র ত্যাগ করতে আদেশ দেবেন। যদি খেলোয়াড় রেফারীর উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে তিনি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(৩) আইনে এমন কোন বিধান নেই যে, বুট পায়ে দিতেই হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক [illegible] প্রতিযোগিতার খেলায়

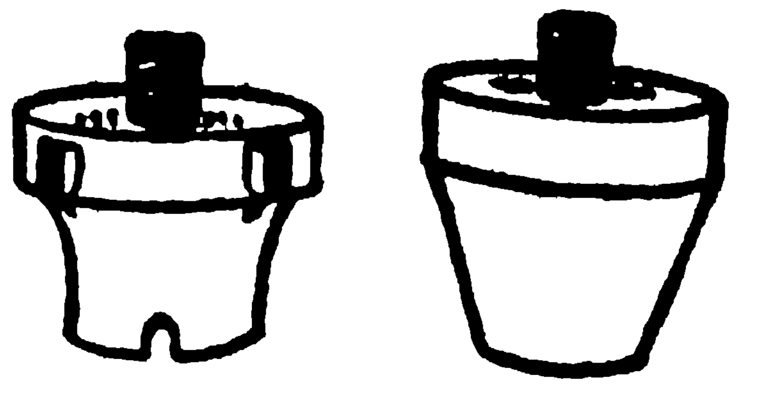

স্ক্রুওয়ালা গুটিকা

এলুমিনিয়াম বা রবারের গুটিকা

যখন প্রায় সমস্ত খেলোয়াড় বুট পরে খেলে তখন একজন বা দুই একজন খেলোয়াড়কে খালি পায়ে খেলার অনুমতি দেওয়া রেফারীর পক্ষে উচিত নয়।

(৪) ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনের ফলে যদি কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং খেলা চলার সময় যদি সেই খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করেন তবে রেফারী খেলা বন্ধ করে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং ১২ নম্বর আইনের ৩(জে) উপধারা অনুযায়ী বল ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(৫) বিভিন্ন জাতীয় দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার খেলা এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি খেলা আরম্ভের আগে রেফারী খেলোয়াড়দের বুট পরীক্ষা করবেন এবং যদি কোন খেলোয়াড়ের বুট ৪ নম্বর আইন-মাফিক না হয় তবে সেই খেলোয়াড় যতক্ষণ না আইনমাফিক বুট পরেন ততক্ষণ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেবেন না। লীগ এবং প্রতিযোগিতার খেলার নিয়মে এই ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

(৬) খেলা আরম্ভের পর কোন খেলোয়াড়ের খেলায় যোগদান বা পুনরায় যোগদান সম্পর্কে ১২ নম্বর আইনের বিধান ৪ নম্বর আইনের লঙ্ঘন নয়। ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড় যাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই খেলা বন্ধ থাকা সময়ে রেফারীর সামনে উপস্থিত হবেন এবং রেফারী তাঁর আইনমাফিক সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেবার পর তিনি মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন।

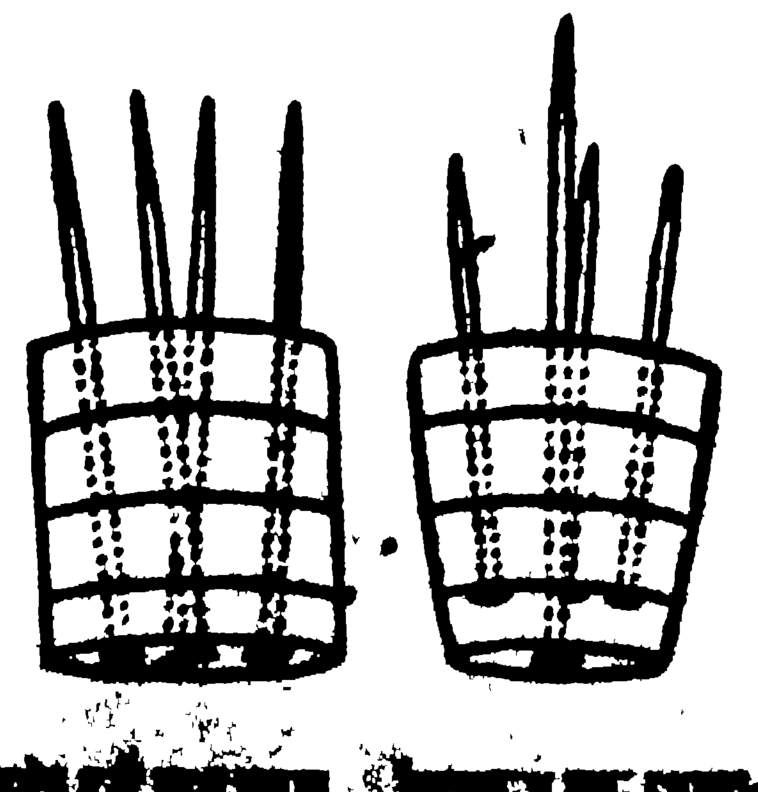

[illegible]

রেফারীদের প্রতি উপদেশ

কেউ অনুরোধ করলে, খেলা আরম্ভের আগে এবং বিরতির সময় খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করবেন। যদি সন্দেহের কারণ থাকে তবে যে কোন সময়ে আপনি খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করতে পারেন।

এই আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন অনুরোধ-উপরোধের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। দোষত্রুটি দেখলে তখনই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এই দোষত্রুটির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

আপনার ক্লাবের সমস্ত সভ্যের যাতে খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জামের নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে, সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন যে, যে সমস্ত বুট বিক্রি করা হয় তার মধ্যে অনেক বুটই ঠিক নিয়মমত তৈরি করা নয়।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

আপনার বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম নিয়মমত আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবেন। কারণ, খেলার সময় সাজসরঞ্জামের ত্রুটির জন্য যদি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তা হলে আপনাকে হয়তো মাঠের বাইরে পাঠানো হতে পারে এবং আপনার দল কিছুক্ষণের জন্য আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে। স্টাডের খুঁত মেরামতের দিকে নজর রাখবেন, যদি সেগুলো ক্ষয়ে যায় এবং তার পেরেক বেরিয়ে পড়ে তবে ৪ নম্বর আইনের ব্যতিক্রম ঘটবে।

চিঠি-পত্র

(১) বিমলেন্দু দেব, লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

প্রশ্ন : (ক) গোলরক্ষক বল ধরে মাটিতে না ছুঁইয়ে ৪ ধাপের বেশী এগোলে ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়। এ ছাড়া রেফারীর মাঝে মাঝে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিয়ে থাকেন (গোল কিক ও অফ্‌সাইড ছাড়া)। কখন কোন্ অবস্থায় এগুলি প্রযোজ্য? আর ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ কি মুখে বলে দিতে হয়? না, বাঁশী বাজানোর রকমফের আছে।

(খ) কাউন্টার ফ্লো কিভাবে বিচার করা হয়?

• উত্তর (ক) বহু ক্ষেত্রেই ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া যায়। যেমন : (১) বিপজ্জনকভাবে খেলা, (২) বল ধরে না থাকা সত্ত্বেও গোলকিপারকে চার্জ করা, (৩) প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে বল খেলতে বাধা দেওয়া, (৪) বার বার নিয়মভঙ্গ করা, (৫) কথায় ও কাজে রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করা, (৬) অভদ্র আচরণ, (৭) [illegible] ফ্রি-কিক [illegible] [illegible]

কেউ স্পর্শ করবার আগে দ্বিতীয়বার বল খেলা, (৮) পেনাল্টি কিক সামনের দিকে না মারা প্রভৃতি অপরাধের জন্য ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেবার বিধান আছে। পরে আইনের আলোচনার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার সময় প্রথমে হাত তুলে এবং পরে বাঁশী বাজিয়ে নির্দেশ দিতে হয়। বাঁশী বাজানোর মধ্যে কোন রকমফের নেই।

(খ) (১) থ্রো-ইনের সময় অবশ্যই মাঠকে সামনের দিকে রেখে দাঁড়াতে হবে। (২) দু'খানি পা অবশ্যই টাচ-লাইনের উপরে বা টাচ-লাইনের বাইরে (মাঠের বাইরে) থাকবে; (৩) অবশ্যই দু' হাত ব্যবহার করতে হবে; (৪) অবশ্যই মাথার উপর দিয়ে বল ছুঁড়তে হবে।

অনেকে দু'হাতে বল ধরলেও এক হাতে জোর দিয়ে বল ছোঁড়েন, টাচ-লাইনের উপর দাঁড়ালেও আঙ্গুলে ভর দিয়ে বল ছোঁড়ার সময় টাচ-লাইন থেকে পা তুলে ফেলেন—এ সবই আইনবিরুদ্ধ।

(২) অরবিন্দ ঘোষ, রাঁচি।

প্রশ্ন : হ্যান্ডবল নিয়ে প্রায়ই দ্বিমত দেখা যায়। অনেকের ধারণা কনুইয়ের উপর বল লাগলে হ্যান্ডবল হয় না। আপনার মত কি?

* উত্তর : আমার মত : কনুইয়ের উপর বল লাগলে নিশ্চয়ই হ্যান্ডবল হবে না তবে কনুইয়ের উপর দিয়ে বল খেললে অবশ্যই হ্যান্ডবল হবে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল না খেললে হ্যান্ডবল হয় না। আর হাতের কোন্ অংশ দিয়ে বল খেললে হ্যান্ডবল হয় তা নকশায় দেখুন।

(৩) সুজিত গুহঠাকুরতা, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-২৬।

প্রশ্ন : (ক) ফুটবল খেলায় যে অফ্-সাইড নিয়ে এত গোলমাল হইচই, সেই অফ্-সাইড কখন সংঘটিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিছু কিছু জানলেও মনের সন্দেহ দূর হয় না।

(খ) গোলরক্ষকের গোল কিক, পেনাল্টি কিক মারবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিক করবার অধিকার আছে কি? (যেমন : হ্যান্ডবল, ফ্রি কিক্ ইত্যাদি)।

* উত্তর : (ক) অফ্‌সাইডের সমস্ত খুঁটিনাটি অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। বেশী কথায় বলবার সময় ও তারগ্রামের সাহায্য দরকার। পরে নিশ্চয়ই আলোচনা করব। অফ্‌সাইড নিয়েই তো বেশী গোলমাল। আর মনের সন্দেহ? আপনি তো শুধু জানতে চান। যাঁদের মনের মধ্যে আছে ক্রাব-মোহ তাঁরা তো মনের ব্যাধিতে চোখেও ঝাপসা দেখেন। সুতরাং অফ্‌সাইড নিয়ে হইচই থাকবেই। তবে ফুটবল ক্রীড়ামোদীরা এ সম্বন্ধে যত ওয়াকিবহাল হন ততই মঙ্গল।

(খ) গোলকিপারের সব কিকই মারবার অধিকার আছে। গোলকিপারের সঙ্গে দলের বাকি দশজনের মোটামুটি পার্থক্য : গোল-কিপারের তার এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরার অধিকার আছে, বাকি দশজনের সে অধিকার নেই। সুতরাং হ্যান্ডবল বা ফ্রি কিক করায় গোলকিপারের বাধা কোথায়?

ভুল সংশোধন

'দেশ'-এর গত সংখ্যায় (৩৩ সংখ্যা) ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটু ভুল আছে।

"শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও গোল দেওয়া যেতে পারে, যদি রেফারী মনে করেন, গোলপোস্ট যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত"—এই অনুচ্ছেদে গোলপোস্টের পরিবর্তে ক্রসবার হবে। অনবধানতাবশত গোলপোস্ট লেখা হয়েছে।

কিন্তু গোলকিপারের দ্বারা টেনে নামানো ক্রসবারে বল লেগে ফিরে এলে এখন গোল হবে কিনা সে বিষয়ে ফুটবল আইনের নতুন বইয়ে আন্তর্জাতিক বোর্ডের সুস্পষ্ট

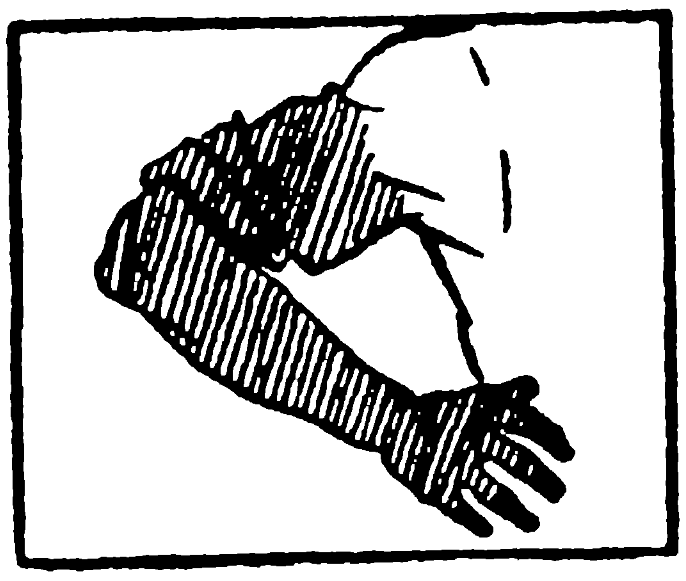

হাতের এই অংশ দিয়ে ইচ্ছে করে বল খেললে হ্যান্ডবল হয়

নির্দেশ নেই। আগে যে সিদ্ধান্তের বলে এ ক্ষেত্রে গোল দেওয়া যেত, আন্তর্জাতিক বোর্ডের সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে :—

"If the cross-bar of the goal, by falling exactly at the moment the ball would have passed into goal, prevents the ball from passing over the goal-line, the referee should allow the goal, if, in his opinion, the ball would have passed the goal-line under the bar, had it stayed in its normal position." (Law-10; Method of Scoring; decision of the International Board).

এর মর্মার্থ—গোলকিপারের দ্বারা টেনে নামানো হোক আর অন্যভাবেই হোক, স্থানচ্যুত ক্রসবারে বল লেগে ফিরে এলে রেফারী যদি মনে করেন, ক্রসবার যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত তবে তিনি গোল দিতে পারেন।

কিন্তু ফুটবলের নতুন বইয়ে এই সিদ্ধান্তটি আর নেই। উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূল আইনে আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে। তার অর্থ—কোন কারণে ক্রসবার স্থানচ্যুত হলে বল যদি গোল-লাইন অতিক্রম করে এবং রেফারী যদি মনে করেন, নীচের দিকে নামানো ক্রসবার ঠিক জায়গায় থাকলেও বল গোলে প্রবেশ করত তবে তিনি গোল দিতে পারেন। এই সম্বন্ধে মূল আইনের ভাষা নিম্নরূপ :—

"....Should the cross-bar become displaced for any reason during the game, and the ball cross the goal-line at a point which, in the opinion of the Referee, is below Where the cross-bar should have been, he shall award a goal. (Law-10 ; Method Of Scoring).

বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও আন্তর্জাতিক বোর্ডের যে সিদ্ধান্তের বলে মাত্র একটি ক্ষেত্রেই গোল দেওয়া যেত, নতুন আইন বই থেকে সে সিদ্ধান্ত তুলে দেওয়ায় মনে হয় বল গোল লাইন অতিক্রম না করলে কোন ক্ষেত্রেই আর গোল দেওয়া চলে না। তবুও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বোর্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া দরকার।

এ সপ্তাহের প্রশ্ন

[ভেবে উত্তর ঠিক করে রাখুন, আগামী সপ্তাহের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা?]

(১) জলকাদার মাঠে খেলা হচ্ছে। হাফটাইমের পর দেখা গেল, বলের ওজন ১৭ আউন্সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দল, যারা ৩—১ গোলে পিছিয়ে আছে, তারা বেশী ওজনের বলে খেলতে আপত্তি জানাল। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? বল বদল করবেন কি?

(২) গোলে বল ঢুকছে, বল যখন গোল লাইনের উপরে তখন গোলকিপার বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বলটি ফেটে গিয়ে গোলকিপারের বুকের নীচ দিয়ে গোল লাইন অতিক্রম করে গেল। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং কিভাবে আবার খেলা আরম্ভ করবেন?

(৩) ধরুন, কড়া রোদের মধ্যে বা রাত্রি-কালে ফ্লাডলাইটে খেলা হচ্ছে। কর্নার কিকের সময় লাইন্সম্যানের উজ্জ্বল লাল সাটিনের পতাকার রিফ্লেকশন গোলকিপারের চোখে পড়ল আর কর্নার কিক সরাসরি গোলে ঢুকে গেল। গোলকিপার রেফারীর কাছে প্রতিবাদ করল। রেফারী কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

(৪) খেলা আরম্ভের সময় দেখা গেল, বলের পরিধি সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি। হাতের কাছে আর কোন বল নেই। রেফারী খেলা আরম্ভ করবেন কি?

(৫) মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল একটি লীগের খেলায় তৃতীয় ক্লাবের মাঠে হাজির হয়েছে। দুই পক্ষই তাদের বলে খেলা আরম্ভের দাবি জানাল। কাদের বলে খেলা আরম্ভ হবে?

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই জুন—কলিকাতা ও শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনবসতি-শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বেপরোয়াভাবে নলকূপ খননের ফলে অদূরভবিষ্যতে জমির উর্বরতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তো আছেই, লক্ষ লক্ষ লোকের পানীয় জলের চরম সংকটের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সাম্প্রতিক হুমকির কিছুদিন আগে হইতেই বনগাঁ-বসিরহাট সীমান্তের সুবিস্তৃত এলাকা পাকিস্তানী গুপ্তচরদের অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

১১ই জুন—ভারতে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানত ইংরেজ পরিচালিত একটি খ্যাতনামা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এইবার বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। অদ্য কলিকাতা কাস্টমস ডালহৌসি পাড়ায় কোম্পানীটির সদর দপ্তরে অতর্কিতে হানা দিয়া হিসাব-বই ও অন্যান্য কাগজপত্র তল্লাসী করে।

দিনের পর দিন অবর্ণনীয় অত্যাচারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নোয়াখালী ও কুমিল্লা এই দুই জেলা হইতে গত তিন মাসে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু নরনারী পাক-ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

১২ই জুন—কাস্টমসের সোনাদৃষ্টিতে পতিত কলিকাতার সেই সুপরিচিত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের নাম বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানী। কোম্পানীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ—বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি। ফাঁকির পন্থা—আণ্ডার ইনভয়েসিং।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কলেকশন বিভাগের কর-আদায়কারীদের (বেলিফ) এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডে বদলির প্রশ্নে পৌরসভার কমিশনার এবং কালেক্টরের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে কমিশনারের সরাসরি মতবিরোধ কর্পোরেশনের ইতিহাসে সম্ভবত ইহাই প্রথম।

১৩ই জুন—খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী পরিচালনাধীন তিনটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছুদিন যাবত যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতেছেন, সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

সম্ভবত বিচারপতি শ্রী এস কে দাসের তদন্তের ফলাফলের আভাস পাইয়া কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতার সিরাজুদ্দীন কোম্পানীর সহিত মন্ত্রী মহাশয়ের অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে যে অভিযোগ ওঠে, বিচারপতি দাসকে সেই সম্পর্কে তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই জুন—অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী শ্রীমন নারায়ণ জানান যে, মার্কিন সরকার পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুসারে ভারতকে অবিলম্বে দেড় লক্ষ টন চাউল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনার্থে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীসহ কংগ্রেস দলের পঞ্চাশজনেরও অধিক সদস্য কংগ্রেস সভাপতির নিকট লিখিতভাবে এক যুক্ত আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

১৫ই জুন—আন্তর্জাতিক সীমারেখা ও প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া লালচীন লাদকে ভারতীয় এলাকায় ছয়টি ঘাটি স্থাপন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই জুন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিস কর্তৃপক্ষ গত ১৩ই জুন এই জেলার ইসলামপুরে এক পাকিস্তানী গোয়েন্দা-চক্রের অস্তিত্বের সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুলিস দল দুইজন বিশিষ্ট মুসলমানের গৃহে হানা দিয়া দুইটি বেতার-সংবাদ-প্রেরণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহা আটক করিয়াছেন।

রেওয়ার মহারাজার নিকট হইতে লণ্ডনের চিড়িয়াখানা ২০ হাজার স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে একজোড়া বাঘের বাচ্চা কিনিয়াছেন। বাচ্চা দুইটির গায়ের রং সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল ডোরা দাগ আছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জুন—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকে "ভরাডুবি" হইতে রক্ষা করার জন্য অদ্য লণ্ডনে ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং প্রফুমো কেলেঙ্কারির ফলে বৃটেনের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না, সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী ঘোষণা করিয়াছেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে শীঘ্রই আলোচনা আরম্ভ হইবে। আলোচনা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হইবে।

১১ই জুন—আগামী অক্টোবর মাসে পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বৃটেন পরিদর্শনের কথা আছে, কিন্তু প্রফুমো কেলেঙ্কারি তাহাতেও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ভূতপূর্ব বৃটিশ সমর সচিবের অবৈধ প্রণয়কাহিনী সম্পর্কে তদন্ত চলিতে থাকাকালে আয়ুব খানের এই সফর উচিত হইবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ আলাবামার বর্ণ-বিদ্বেষী গভর্নর জর্জ ওয়ালেসের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাবাণী জারি করেন। উহাতে বলা হয়, গভর্নর যেন আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কোনরূপ বাধা না দেন। দিলে বে-আইনী কাজ করিবেন।

১২ই জুন—আজ লণ্ডনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পদার্পণ, লণ্ডনে রাষ্ট্রপতির বিপুল সংবর্ধনা এবং ভিক্টোরিয়া স্টেশনে রাজদম্পতির অভিনন্দন জ্ঞাপন এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। এই ইতিহাস শুধু ভারত বা বৃটেনের নয়, সমগ্র কমনওয়েলথের স্মরণীয়।

মার্কিন সমাজজীবনে বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী আবেদন জানাইয়াছেন এবং এ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের সংকল্পও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই জুন—প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নূতন শক্তিগোষ্ঠী গঠনের খোয়াব দেখিয়াছেন। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ইরান এবং সম্ভব হইলে তুর্কীকে লইয়া এই শক্তিগোষ্ঠী গঠন করা দরকার।

গতকাল বর্ণবৈষম্যের উচ্ছেদকামী নিগ্রো নেতা মেডগার এভার্সের হত্যাকাণ্ডের পর আজ জ্যাকসনে (মিসিসিপি) স্থানীয় নিগ্রোদের মধ্যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং মিসিসিপি রাজ্যের এই রাজধানীতে নূতন করিয়া জাতিগত সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

১৪ই জুন—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাস জা না ই তে ছে—মানব-আরোহীসহ একখানা সোভিয়েট মহাকাশ-যান পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। মহাকাশচারীর নাম কর্নেল বিকোভস্কী—তিনি ৮৮ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক আকাশে একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। প্রফুমো-কেলেঙ্কারি সম্পর্কে লর্ড চ্যান্সেলারের রায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ঐ ঘটনার উপর যবনিকাপাত ঘটে নাই।

১৫ই জুন—কাতাঙ্গার অর্থ ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীকিম্বা আজ প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট চোম্বে গতকাল প্যারিস অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন, সেখানেই তিনি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞান আকাডেমির লোকবিজ্ঞান শাখার গবেষণায় প্রকাশ, প্রতিটি মানুষ গড়ে এক ঘণ্টা কথা বলিয়া কাটায়—সারাজীবনে সে কথা বলে প্রায় পৌনে তিন বছর। সারাজীবনে যে পরিমাণ কথা বলা হয় তাহা লিখিয়া রাখিলে ৪০০ পাতার ১ হাজারখানা পুঁথি পূর্ণ হইয়া যায়।

১৬ই জুন—সুদর্শনা সুহাসিনী, সুভাষিণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী হইয়া মহাকাশচারী বিকোভস্কির সহিত একযোগে দুইখানা স্বতন্ত্র মহাকাশ-যানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ভ্যালেণ্টিনার সাংকেতিক নাম 'শঙ্খচিল', বিকোভস্কির নাম 'বাজপাখী।' উভয়ে একযোগে পৃথিবীতে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট মহাকাশচারীরা জানাইয়াছেন, ভারহীনতার দরুন টুথব্রাশ বা পেস্ট ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। সেইজন্য কেবলমাত্র মুখ ধুইয়া ফেলা হইতেছে। ইতিমধ্যে এমন ধরনের টুথপেস্ট তৈয়ারি করা হইতেছে, যাহা গিলিয়া ফেলিতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—[illegible]
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
[illegible] : (সডাক) বার্ষিক—২৫, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
[illegible]

নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায়

কাহিনীর প্রথম ওমনিবাস্ ভল্যুম

"কিরীটী রায়" প্রকাশিত হ'ল

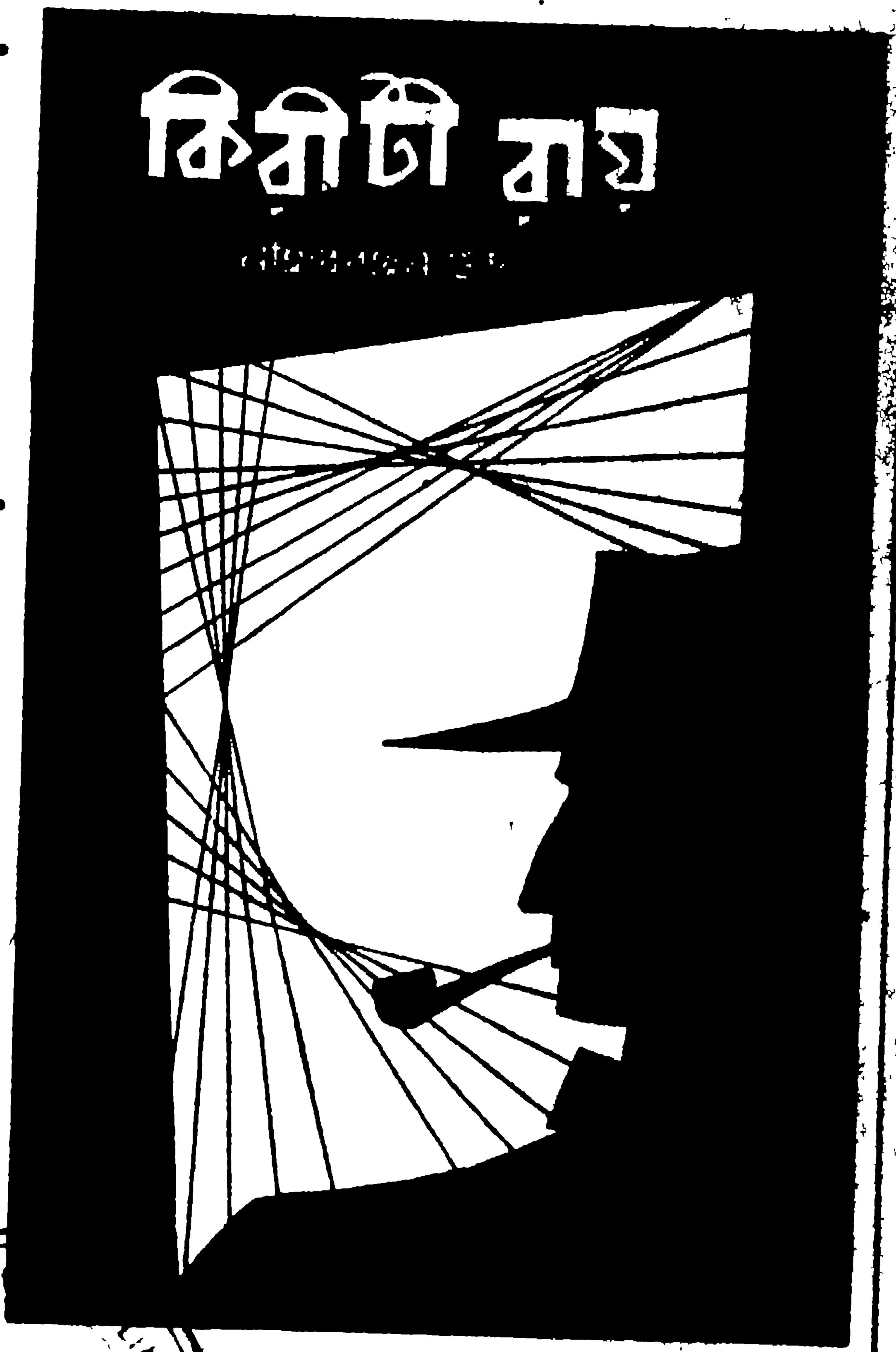

॥ দাম দশ টাকা ॥

—: নীহারবাবুর অন্যান্য বই :—

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥০ মুখোশ ৫॥০ উত্তর-ফাল্গুনী ৬॥০ ঘুম নেই ৫৲ অস্তভাগীরথী তীরে ৭॥০ মধুমিতা ৫॥০ কালো ভ্রমর (১ম ও ২য়) ৫৲ (৩য় ও ৪র্থ) ৫॥০

BIRCHAND... LIBRARY
AGARTALA

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর
গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

মনোজ বসুর
গল্প পঞ্চাশৎ ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲

বিমল মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প
(যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥০

সুমথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর
নিকৃষ্ট গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর নুতন রহস্যঘন উপন্যাস

উড়ো পাখী ৫৲

আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিয়াছেন এই নূতন উপন্যাসে

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

শ্রেষ্ঠ অবদান!

কেশর ডাব্বা

প্রথম ও প্রধান

"১ মাসে ইংরেজী স্বয়ংশিক্ষক"
সডাক ৪·২৫—বাংলা মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষায় অপরিহার্য। 'উচ্চতর ইংরাজি স্বয়ংশিক্ষক"—মূল্য সডাক ৫·৫০ টাকা।
"SPEAK ENGLISH AS YOU PLEASE : " 3|- V.P.
হারভার্ড কলেজ
৬৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
ফোন : ৩৪—৪৯৯২

রেকো কাশ্মীর
ফেস পাউডার

টেকনিক্যালি শুদ্ধ এবং পরিষ্কার ও ...

প্রিন্স ও ফ্লাইং স্টার ব্র্যান্ড

সর্বত্র পাওয়া যায়

এস. এম. সিংহের এণ্ড কোং
১, চাউলপট্টি রোড, কলিকাতা—১০
ফোন : ২৪—৪২৪৫

পেটের পীড়ায়

"এন্টাম্বল" একটি বিস্ময়কর ... ঔষধ। ইহা ব্যবহারে পাকাশয়িক দোষ, অজীর্ণ, পুরাতন আমাশয়, অম্ল ... পেট বেদনা, শিশুদের রিকেটস প্রভৃতি ... আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা। মাশুল পৃথক।

হার্ণিয়া (অন্ত্র বৃদ্ধি)

বিনা অস্ত্রে ... স্থায়ী আরোগ্য ... পুনরাক্রমণ হয় না। রোগের বিবরণ সহ পত্র লিখিয়া নিয়মাবলী লউন।

হিন্দ রিসার্চ হোম
...
হাওড়া। ফোন : ...

এবার!
আপনার প্রিয়
লোমা
পাওয়া যাচ্ছে
টিউব
(পরস্ত রূপে)

● ছড়িয়ে যাবে না
● নষ্ট হবে না
● শিশি ভাঙার ভয় নেই

আপনার কাশি শীঘ্রই সেরে যাবে

যদি আপনি
পেপস্
গলার ও বুকের বড়ি গ্রহণ করেন

পেপস্ মুখে রেখে চুষবেন। এর আরোগ্যকারী ... গলা ব্যথা, ... কি ভাবে দূর করে তা লক্ষ করুন। পেপস্ ... আরাম দেয় ও জীবাণু ধ্বংস করে।

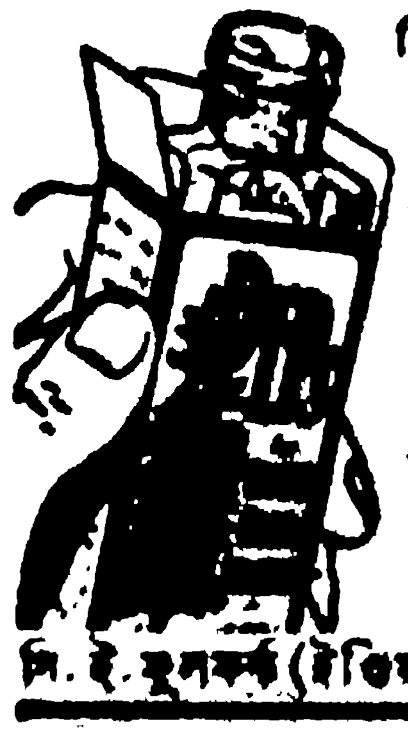

ব্রংকাইটিস, গলার ক্ষত, সর্দি, কাশি ইত্যাদি

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশক—... কলিকাতা—১২

বাইওকেমিক
ডাঃ ইউ. এম. সামন্ত
— এল. এম. এস প্রণীত —

পুস্তকগুলি সম্ভ্রান্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে ও পুস্তকালয়ে পাইবেন:—

বাইওকেমিক চিকিৎসা বিধান
(১ম সংস্করণ) ১৫

বাইওকেমিক মেটেরিয়া মেডিকা
(৪র্থ সংস্করণ) ৭

বাইওকেমিক রিপার্টারী
৬ষ্ঠ সংস্করণ ৬

বাইওকেমিক গার্হস্থ্য চিকিৎসা
(১৩শ সংস্করণ) ২·৫০

বাইওকেমিক ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান,

সামন্ত বাইওকেমিক ফার্মেসী
৫৮/৩ ... কলিকাতা ২

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
বিধানচন্দ্র-স্মরণে—	৮৭৫
ব্যঙ্গচিত্র—কুট্টি	৮৭৬
বৈদেশিকী—	৮৭৭
দ্রুণাক্ষরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ	৮৭৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৮৮১
লক্ষ্মীর তপস্যা—শ্রীসতীকান্ত গুহ	৮৮৫
অন্য হ্যারল্ড—সমুদ্রগুপ্ত	৮৯১
ভিক্টোরিয়া পার্ককে: পুনরুজ্জীবন (কবিতা) —শ্রীকেতকী কুশারী	৮৯৬

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

৭ই আষাঢ়ের বই

শ্রীশৈল চক্রবর্তীর
স্বর্গের সন্ধানে মানুষ
তিন টাকা

শিবরাম চক্রবর্তীর
তোতাপাখির পাকামি
(গল্পগ্রন্থ)
দাম : দুই টাকা

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

'বনফুল'-এর
জলতরঙ্গ ৪·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
ইস্পাতের কথা ৩·৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
সৃষ্টি ৫·৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
নীল রাত্রি ৩·৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
জলপ্রপাত ২·৭৫

অমলা দেবীর
ছায়াছবি ২·০০

উল্লেখযোগ্য ও উপহারযোগ্য গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস

গল্পগ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
পুতুল ও প্রতিমা
৩·২৫

'বনফুল'-এর
গল্প-সংগ্রহ
৮·৫০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সিন্দুর টিপ ২·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কায়কল্প ৩·৫০

উপন্যাস

'বনফুল'-এর
ত্রিবর্ণ ১০·০০
['দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত]

আশাপূর্ণা দেবীর
বহিরঙ্গ ৩·৭৫

দীপক চৌধুরীর
ললিতা-প্রসঙ্গ
৮·০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
কান্না হাসির দোলা
২·০০

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং

চক্ষু রোগে **কাশ্মিরী পদ্মমধু**

অকাল্ট হাউস অকৃত্রিম পদ্মমধু ৪০ বৎসর যাবত বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। পদ্মমধু চক্ষুরোগের ও দৃষ্টিশক্তিহীনতার প্রাকৃতিক চিকিৎসা ঔষধ নহে। ভারতের সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে দৃষ্টিপ্রসন্নতার জন্য। বৃদ্ধদের নিত্যব্যবহার্য। সম্পূর্ণ নির্দোষ। মূল্য ১ গ্রাম শিশি—১॥০, ২ গ্রাম—২॥০। অল-ইণ্ডিয়া অকাল্ট হাউস, ৩/বি ওয়েলেসলি স্ট্রীট। কলিকাতা। ফোন ২৪-১১২১

(সি-৩০৩৫)

ডাঃ ডিগোর

হেয়ার কিওর

(মেডিকেটেড হেয়ার অয়েল)
ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার কেশব্যাধি এবং কেশপক্কতা নিবারণ করুন
সর্বত্র পাওয়া যায়ঃ

হেয়ার কিওর লেবরেটরী

৩/বি, [illegible] রোড, কলিকাতা-২১
ফোন : ৪৬-৮৪৬৪

শঙ্খ মার্কাই
শ্রেষ্ঠ চিরুণী
যশোর কুম্ব ইণ্ডাস্ট্রী কোং

বিংশ শতকের বাংলায়

মানসী

অনন্যা পত্রিকা

জুলাই সংখ্যায় লিখেছেন : সুধীরঞ্জন ● স্বরাজ বন্দ্যো ● রজত সেন ● অতীন্দ্র মজুমদার ● অরুণ মুখোপাধ্যায় ● আলি হোসেন ● পুলক ব্যানার্জি ● সাধনা সোম ● বারীন মৈত্র ● বীরু চট্টোপাধ্যায়
এছাড়া পাবেন : বিখ্যাত লেখকদের ব্যক্তিগত প্রণয়জীবন ● সিনেমা ● খেলাধূলার সংবাদ ও অজস্র ছবি ● হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প ●
[illegible] এই শতকের রোমাঞ্চকর অপরাধ কাহিনী—সলিল সমাধি
৪টি গল্প - ২ উপন্যাস - কবিতা ও প্রবন্ধে মানসী অদ্বিতীয়া
মূল্য মাত্র ৫০ নঃ পঃ

মিত্র প্রকাশন প্রাঃ লিঃ

feel easy with
CALYX
SANITARY TAMPONS
WITH SAFETY DEVICES
AND
CALYX SANITARY TOWELS
(Soluble)

FAIRWAY TRADING CO.
CALCUTTA-11 PHONE: 35-4145

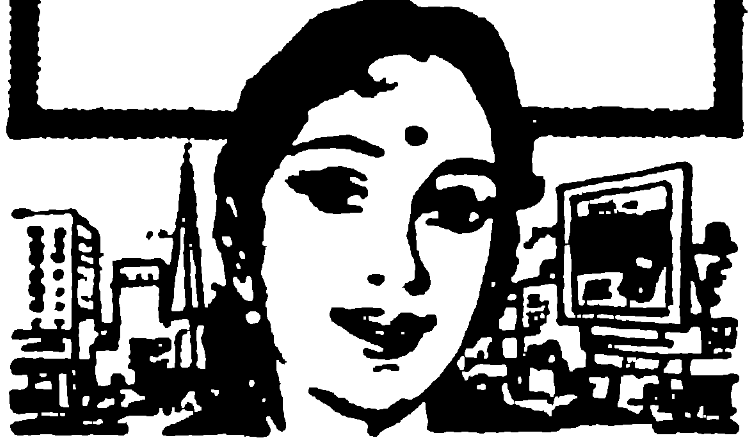

নগদ ও কিস্তিতে

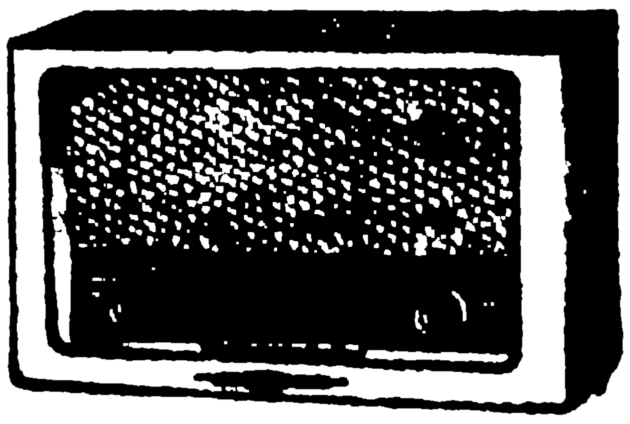

রেডিও সেট, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টর রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, রেডিও প্লেয়ার ইত্যাদি আমরা বিক্রয় করিয়া থাকি।

রেডিও অ্যাণ্ড ফটো ষ্টোরস
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
ফোন : ২৪-৪৭১০, কলিকাতা-১৩

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিশ্বখ্যাত নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটির প্রতিষ্ঠাতা— পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোন—৬৭-২০৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯।

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অশরীরী (কবিতা)	—শ্রীবিমান ভট্টাচার্য	৮৯৬
দুজনে (কবিতা)	—শ্রীইরা সরকার	৮৯৬
শিবঠাকুরের আপন দেশে	—শ্রীরানু সান্যাল	৮৯৭
লালকেল্লা	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৯০১
ড্রাগনের দাঁতে বিষ	—শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ	৯০৯
বার্লিনের চিঠি	—শ্রীসন্তোষকুমার ব্রহ্ম	৯১৫
নিশিকুটুম্ব	—শ্রীমনোজ বসু	৯২১
ঘরে বাইরে	—শ্রীমতী	৯২৯
বিশ্ববীচিত্রা—		৯৩১

দেব সাহিত্য কুটীরের
পূজা বার্ষিকী

নব পত্রিকা - ৪৲
অপরূপা -- ৫৲
ছোটদের মাধুকরী - ৪৲

শিশু উপন্যাস
ছেলেমেয়েদের জন্য ছবিতে ভরা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - পেস্তার বরফি - ১·৫০
অখিল নিয়োগী - ঘূর্ণিপাকে - ১·২৫
যোগেশ বন্দ্যোঃ - কমাণ্ডার কবুতর - ১·৫০
ফণিভূষণ - দেবতার গ্রাস - ১·৫০
শচীন্দ্রনাথ মজুমদার - | পথের বন্ধু ---- ১৲
| হারাণো দিন -- ১·২৫

দেব সাহিত্য কুটীরের প্রকাশিত
অজানার উজানে - ১·৫০ রঙীন আকাশ - ২৲
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য - পাতাল পুরীর দিগ্বিজয়ী - ১৲
সমুদ্রের রহস্য ------ ১·৫০

দেব সাহিত্য কুটীর [illegible]

আমাদের প্রকাশিত
নতুন বই
সৌরীন্দ্র মজুমদারের

দ্বি নায়িকা

সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পর সৌরীনবাবুর নূতন উপন্যাস বাহির হইল। সৌরীনবাবুর "আকাশ পাতাল," "কালো নদীর তীর" ও "মহামানব সঙ্ঘ" যখন ২২/২৩ বছর পূর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় তখন তরুণ কথা-সাহিত্যিক দলের পুরোভাগে 'মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই সৌরীনবাবুর স্থান নির্ধারিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর সৌরীনবাবু পুনরায় সাহিত্যসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। আমরা 'দ্বি-নায়িকা' প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছি। মূল্য ২·০০।

বিখ্যাত নাটক

আমাদের শহর

নাট্যকার—থর্নটন ওয়াইল্ডার
অনুবাদক—[illegible]

১৯৩৮ সালে "আওয়ার টাউন" নাটকের জন্য সাহিত্য পুরস্কার "পুলিৎজার প্রাইজ" পায়। লেখক এই নিয়ে তিনবার উক্ত প্রাইজ পান।

সার্থক নাটক হচ্ছে সেইটি যার চরিত্রগুলির সঙ্গে আমরা একাত্মবোধ করি। যে নাটক দেখে মনে হবে—আরে! ওকে তো আমি চিনি! এযে আমারই স্মৃতি। "আমাদের শহর" নাটকে নাট্যকার সেই প্রচেষ্টাই করেছেন। অসীম অনন্ত স্থান ও কালের পটভূমিতে এই ক্ষুদ্র শহর ও সাধারণ মানুষগুলিকে আঁকা হয়েছে। সার্থক নাটক সৃষ্টির নতুন পথ তিনি খুলে দিয়েছেন। মূল্য ২·০০।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

এবার এসেছে!
রুচিবান ধূমপায়ীর আনন্দ...
Esquire
Esquire
CIGARETTES
বিনামূল্যে
একটি সুন্দর প্লাস্টিকের কেস্ প্রতিটির প্যাকেট কেনার সময় পাবেন। এই সুযোগের মেয়াদ ১৯৮৩ সালের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত।
উৎকৃষ্ট পাকা সোনালী ভার্জিনিয়া তামাকের পাতাগুলি নিখুঁত ভাবে বাছাই করে বিশেষ পদ্ধতিতে মিশ্রিত করা হয়, যাতে ধূমপানের আরাম ও আমেজ অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে।
আজই এক প্যাকেট কিনে দেখুন।
২০ টি ১ টা. ২০ ন. প.
এস্কোয়্যার সিগারেট

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		৯৩৩
সাহিত্য সংবাদ	—বিদুর	৯৩৮
পুস্তক পরিচয়—		৯৩৯
ট্রামে-বাসে—		৯৪২
রঙ্গজগৎ—		৯৪৩
খেলার মাঠে	—একলব্য	৯৫৩
ফুটবলের আইনকানুন	—মুকুল	৯৫৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৯৬০

প্রচ্ছদ—শ্রীকান্তিময় রায়চৌধুরী

প্রকাশিত হল

জানেন কি ?

জাপানের ওপর অ্যাটম বোমা
কেন ফেলা হল ?

জানেন কি ?

হিটলার যুদ্ধের সময় ডুবোজাহাজে করে ১৬জন নাৎসী ধ্বংসদূত
আমেরিকায় নামিয়ে দিয়েছিল ?

জানেন কি ?

একজন শ্বেতাঙ্গ গুপ্তচরের বিশ্বাসঘাতকতায় আজাদ হিন্দ বাহিনী
ডিমাপুর দখল করতে পারে নি ?

চি র ঞ্জী ব সে নে র

সর্বাধুনিক সত্যভিত্তিক চাঞ্চল্যকর রহস্য কাহিনী
পড়ে আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করুন

মহাযুদ্ধের অন্তরালে

দাম চার টাকা

রবীন্দ্র লাইব্রেরী — ১৫।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সম্প্রতি প্রকাশিত অনুবাদ গল্পের মধ্যে
সর্বাধিক প্রশংসিত ও আলোচিত বই

কি বিচিত্র এই প্রেম

॥ আর্য ভট্ট ॥

শ্রীশচীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : আর্যভট্টের 'কি বিচিত্র এই প্রেম' গ্রন্থখানি পড়ে প্রীত হলাম।......আলোচ্য বইটি বাংলার পাঠক সাধারণের কাছে সমাদৃত হবে—এই বিশ্বাস আমার আছে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দৈনিক বসুমতী : এই বিচিত্র প্রেমের গল্পের বোধ হয় তুলনা নেই' গভীরতা, আবেগ, পটভূমিকা, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং তীব্র অনুভূতি ও passion একত্র হয়ে যেন এক একটি হীরের মত জ্বলজ্বল করছে।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদ যে কত মনোরম হতে পারে, এই বইখানি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আনন্দবাজার : বাংলাসাহিত্য অনুবাদের মারফৎ ক্রমশই সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। আর্য ভট্টের 'কি বিচিত্র এই প্রেম' সে সাহিত্যে এক নতুন যোজনা।

প্রতিভা বুক স্টল
২৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিষ্ণু দে
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত
লেখকের নবতম কাব্যগ্রন্থ। ৫·০০

কিশোরীচাঁদ মিত্র
দ্বারকানাথ ঠাকুর
১০·০০ (শোভন) ৮·৫০ (সুলভ)

বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
মালঞ্চের রঙ
শ্রেষ্ঠ লেখকের গল্পসংগ্রহ। ৬·৫০

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
কাচ
এক প্রেমের উপন্যাস। ৩·০০

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : দে বুক স্টোর
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২
সম্বোধি পাবলিকেশনস
প্রাইভেট লিমিটেড
বাইশ স্ট্র্যান্ড রোড। কলকাতা এক

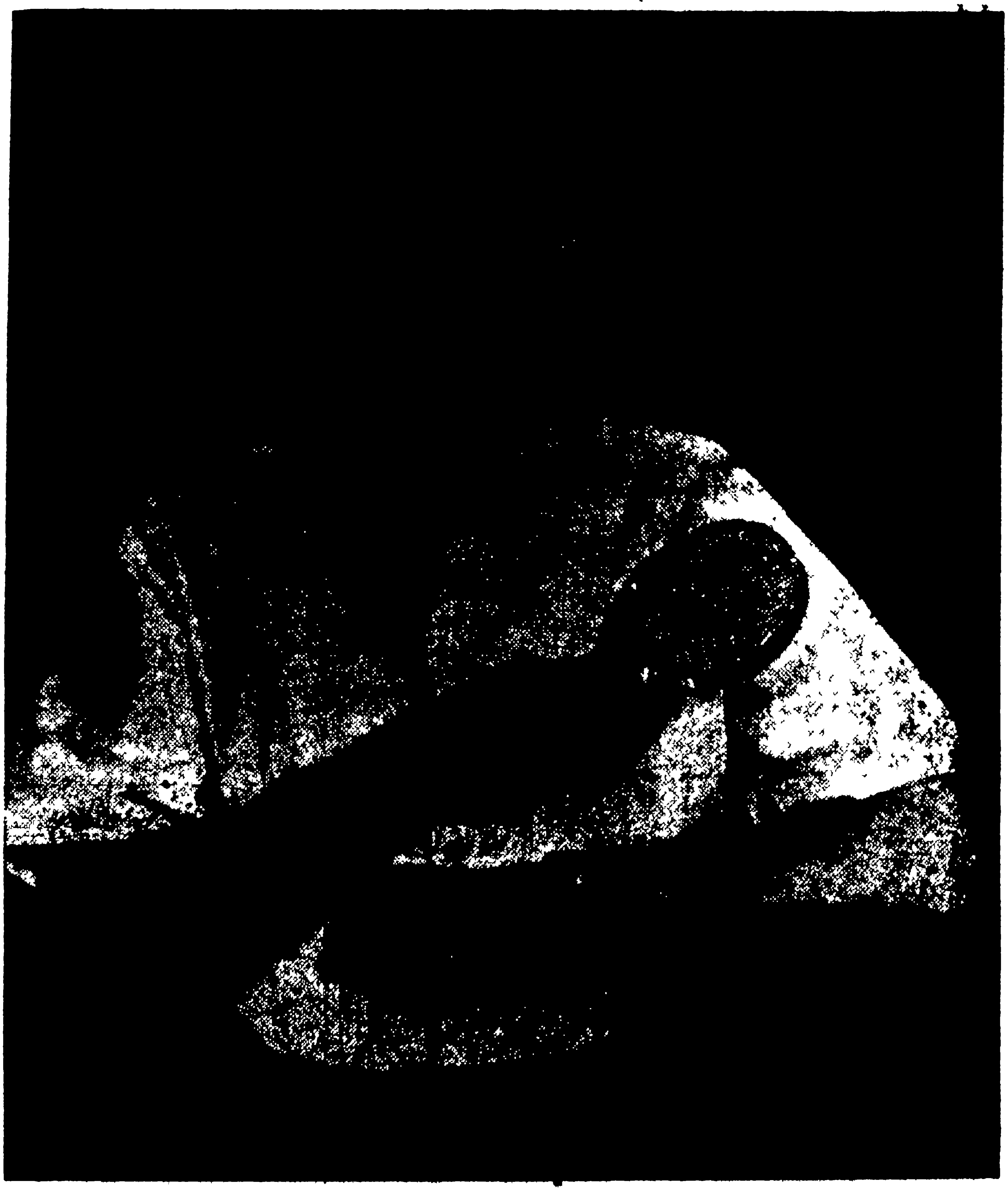

দেখুন! বিনীর
মকোলিন
—এতে হাওয়া খেলে

যা গরম! এ সময়ে নিশ্চয়ই আপনি এমন শার্টের কাপড় খুঁজছেন যাতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে, আরাম পাওয়া যাবে, গায়ে হাওয়া খেলবে। আপনি বিনীর 'মকোলিন' কাপড়ের শার্ট পরে দেখুন—কাজের লোকদের পক্ষে চমৎকার জিনিস।

BINNY'S FABRICS
BINNY & CO. (MADRAS) LTD

বিনীর কাপড় বিজ্ঞাপিত দরে অনুমোদিত ইকিস্টের এই সাইনবোর্ড লাগানো দোকান থেকে কিনুন।

দি বাকিংহাম অ্যাণ্ড কর্ণাটিক কোং লিঃ, বিনী অ্যাণ্ড কোং (মাদ্রাজ) লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট

JWT/BC-2276A

✱ ছোটদের হাতে নির্ভয়ে তুলে দিন ✱

আজ প্রকাশিত হল

জ্যোতিরিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাঘের ভয়ে

চিড়িয়াখানার এক বাঘ রাতদুপুরে খাঁচা খোলা পেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। হাতে তার সহর কলকাতার এক মানচিত্র। বিচিত্র পরিবেশে বাঘের সহর পরিদর্শনের এই কাহিনী ছোটদের মনকে আনন্দে উদ্বেল করে তুলবে। বাংলা শিশু সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। তিনরঙা সুন্দর প্রচ্ছদ। ২·০০

— — — — — — — — — নতুন প্রকাশিত — — — — — — — — —

কমলকুমার মজুমদার

আইকম বাইকম

বাংলাদেশের লুপ্ত ঐশ্বর্য, ছড়ার অত্যাশ্চর্য সংকলন। প্রতি পাতায় ছবি। ৩·০০

শুভেন্দু ঘোষ অনূদিত

হিতোপদেশ

সমগ্র হিতোপদেশের বাংলায় একমাত্র অনুবাদ। ৪·০০

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

আকাশ যেখানে মাটির কাছে

এই উপন্যাস ছোটদের মনে নতুন আশার স্বপ্ন দেখাবে। '২·০০'

শিবরাম চক্রবর্তী

লেজের প্রিভিলেজ

এ বই সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার নেই। ১·৮০

শিবশঙ্কর মিত্র

সুন্দরবন

ভারত সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত ভয়ঙ্কর সুন্দর গল্প। ৩·৫০

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

হনুমানুষ

লেখিকার শ্রেষ্ঠ ছোটদের উপন্যাস। সুন্দর প্রচ্ছদ। ২·৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জয়িনীর রূপকথা

নামেই এই বইয়ের পরিচয়। মনোরম প্রচ্ছদ। ২·০০

কথাশিল্প প্রকাশ—১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-বারো

সাধনা

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গুণীজনের রচনাসম্ভার
ও সেই সঙ্গে উদীয়মান নবীন লেখকদের
সাহিত্যকৃতিতে সমৃদ্ধ থাকিবে
শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে
যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই
সম্পাদক—শ্রীসন্তোষ রায়

নিউ টাইপ প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
১৩৮, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

গোবিন্দ বর্মণ-এর চমকপ্রদ উপন্যাস

ভুলোনা মনে রেখো

দাম ৪৸৹

মধুচন্দ্রিমা (যন্ত্রস্থ)

পানা ঢাকা জল (যন্ত্রস্থ)

মহুয়া প্রকাশনী
৩৩বি, মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯

(সি-২৪৫০)

সুরঙ্গমা

রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায়তন
১১৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—২৬

নতুন শিক্ষাবর্ষ : জুলাই থেকে

শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীত ডিপ্লোমা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। অগ্রসর রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় প্রতি শনিবারে বিশেষ ক্লাশে শিক্ষা দিচ্ছেন।

শিক্ষা-পরিষদ

শিক্ষা-অধিকর্ত্রী শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সংগীত : শ্রীমতী নীলিমা সেন, শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ, শ্রীপ্রসাদ সেন, শ্রীধ্রুব পান্ডা ও শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য। স্বরসাধনা (ছন্দজ্ঞান, রাগ পরিচয় ও শাস্ত্রজ্ঞানাদি ঔপপত্তিক অংশ) : শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার। নৃত্যে : শ্রীমতী শিখা গুহ, শ্রীনদীয়া সিং, শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ। গিটারে : শ্রীঅজিত রায়। সংগতে : শ্রীশান্তিময় দে, শ্রীলালমোহন নন্দী, এসরাজ : যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে এসরাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

কার্যালয় শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৮-১৫ ও রবিবার সকাল ৭-৩০ থেকে ১১।৪৫ পর্যন্ত খোলা থাকে। অনুসন্ধান করুন। ভর্তি চলছে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত
পুস্তকাবলী

ঘটনাবলী বা Annals

১। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী (২য় সং)
১ম খণ্ড ৩.২৫, ২য় খণ্ড ৩.০০
৩য় খণ্ড ৩.০০

২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ
(২য় সং) ১ম খণ্ড ... ২.৭৫
২য় খণ্ড ... ২.৭৫

দর্শন ও বিজ্ঞান

1.	ENERGY	Re. 1.35
2.	THEORY OF VIBRATION	Rs. 2|-
3.	THEORY OF MOTION	Rs. 2|-
4.	COSMIC EVOLUTION (Part 1)	Rs. 4|-
5.	MENTATION	Rs. 2|-
6.	FORMATION OF EARTH	Rs. 2|-
7.	MIND	Re. 1|-
8.	NATURAL RELIGION	Re. 1|-

অনুধ্যান-দর্শন প্রভৃতি

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (২য় সং) ৩.৫০
২। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ২.০০
৩। পুণ্যপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান ৫.০০
৪। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং) .৫০
৫। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ... .৫০
৬। দীন মহারাজ ... .৫০
৭। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ... ১.০০
৮। জে. জে. গুডউইন ... ১.০০
(স্বামিজীর ক্ষিপ্র লিপিকার)

× × মহেন্দ্রনাথ যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও অধ্যাত্ম জীবনের সাধনা করিয়াছেন, তাহা জাতীয় সম্পদ × ×
—যুগান্তর

Allied Publication
Dialectics of Land Economics of India Re. 6.50
By Dr. Bhupendranath Dutta AM (Brown) Dr. Phill

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক
ধ্যানলোকে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ... ২

স্বামিজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
১০% কমিশন

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট কলি-৬

(সি ৩৭৮)

প্রকাশিত হল

বাংলা ভাষায় এই প্রথম

শ্রীপান্থ-র

অভিনব গ্রন্থ

ঠগী

.. সে তুমি বুঝবে না সাহেব। মোগলানী যে মবল সে তার নসিব,—আমারও। সঙ্গে এক বুড়ী আর ছজন পাল্কী-বেহারা নিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছিল মেয়েটি। কি তার রূপ। নিজেই ডেকে ডেকে কথা বলত আমার সঙ্গে। জীবনে এমন মিষ্টি কথা আর কখনও শুনিনি আমি। আমার কেমন যেন খটকা লাগল। মনে হল, মেয়েটি ভালবেসে ফেলেছে আমাকে। আমিও যেন। তাই মনস্থির করে ফেললাম। যাদার বত্র 'ঝিরনী' দিল—তামাকু লেও! মেয়েটি চলে গেল। ভগবান যদি করেন তবে একদিন নিশ্চয় আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে আমার। শুনেছি, মৃত্যুর পরেও তো তা হয়' .

ঠগী আজ একটি সুপরিচিত শব্দ। চার্চিল নাৎসীদের বলতেন—ঠগস, মার্কিনী কাগজে শিকাগোর দস্যুরাও 'ঠগ'। কিন্তু ফিরিঙ্গীয়া, এনায়েত, দুর্গা, রোসন জমাদার, রুস্তম খাঁ যাদের সামনে রেখে এই শব্দটির জন্ম তারা ভাবতেন সেই বিস্ময়কর মানুষগুলো, ইতিহাসে নাম যাদের—ঠগী। তিন শ' বছরে দশ লক্ষ মানুষ উধাও হয়েছিল তাদের 'ঝিরনী'তে। অথচ সিক্কা ওদের—হলুদ রঙের একটি রুমাল, নিশান—ছোট্ট একটি কোদাল!

কে ওরা, কোথা থেকে এল, কেনই বা এল, কি তাদের কৌশল, কি ধর্ম, কিভাবে একটি মানুষের একক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ওদের নিশ্চিহ্ন হতে হল তারই তথ্যনির্ভর, বিচিত্র এবং বিস্ময়কর কাহিনী। উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

দুষ্প্রাপ্য চিত্রশোভিত । দাম ৬.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

BIRCHAND PUBLIC LIBRARY AGARTALA

দেশ

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 29th June 1963.

৩০ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৪ আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বিধানচন্দ্র-স্মরণে

গত বছর পয়লা জুলাই রবিবার—জন্মবার্ষিকীর আনন্দলগ্নে বিধানচন্দ্র রায়ের মহাপ্রয়াণ। দিনটি ভুলবার নয়। গত বছর পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের অপ্রত্যাশিত, অকল্পনীয় আকস্মিক একাত্মতার আনন্দ ও বেদনাময় বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জনচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি আজও এক অপরূপ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এককালের অভিযোগ ছিল, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু গত এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান যাঁরা পৌরুষে, বীর্যে, ত্যাগে, কল্পনায়, কর্মকুশলতায় দেশ ও জাতির জীবনে রূপান্তর ঘটিয়েছেন বাঙ্গালী তাঁদের কখনও চিনতে ভুল করেনি, প্রতিভা এবং পরাক্রমের যোগ্য স্বীকৃতি-দানে কুণ্ঠিত হয়নি। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বাঙ্গালী সর্বদাই শ্রদ্ধাবনত। বিধানচন্দ্রের অস্তিত্ব, তাঁর অসামান্য প্রতিভা এবং বহুমুখী কর্মধারার সার্থকতা অর্ধশতাব্দীরও বেশী বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসে প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয়েছে। অবিস্মরণীয় তাই এই সার্থকনামা ব্যক্তির জীবনসাধনা, কেবল তাঁর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে নয়, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবনের কীর্তিকথা প্রতি নিয়ত আলোচনার বস্তু।

প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা, অভিনব সৃজন-প্রেরণা এবং আদর্শ নিষ্ঠার অভাব রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে বাংলাদেশে কখনও ঘটেনি। দেশবন্ধু, নেতাজী এবং শ্যামাপ্রসাদের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বেও বাঙ্গালী নিঃসন্দেহে সারা ভারতের আদর্শস্থল। অদ্ভুতকর্মা বিধানচন্দ্র এই ঐতিহ্যের ধারাবাহী হয়েও আপন শক্তিমত্তাবলে স্বতন্ত্র এবং সার্থকতর পীঠভূমিতে প্রতিষ্ঠ। দুর্দৈব এবং জীবনকালের তারতম্যে প্রতিভার সম্যক বিকাশ ও সার্থকতার প্রভেদ ঘটা অবশ্য অনিবার্য প্রায়। দেশবন্ধুর আদর্শ সংকল্প এবং প্রয়াস তুলনাহীন কিন্তু অকালমৃত্যুবশত অসমাপ্ত। নেতাজীর তিরোধানে এবং শ্যামাপ্রসাদের স্বল্পায়ু নেতৃত্বেও তেমনি অসামান্য বজ্রগর্ভ সম্ভাবনার চমকপূর্ণতার সুযোগবঞ্চিত। দীর্ঘায়ু বিধানচন্দ্র সে-হিসেবে দুদিক দিয়ে বিধাতার আশীর্বাদধন্য। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

শুরু গান্ধীজি ও দেশবন্ধুর সাহচর্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে; তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বচ্ছন্দ সার্থক পরিণতি স্বাধীন ভারতে নবীন বাংলার ইতিহাস রচনায়, নির্মাণে ও রূপায়ণে। বিধানচন্দ্র যেমন অসামান্য প্রতিভাধর তেমনি ভাগ্যবান, তাই তাঁর কল্পনা ও কর্মৈষণার সঙ্গে সময় এবং সুযোগের মিলন ঘটেছিল চমৎকার।

কর্মীপুরুষ বিধানচন্দ্র, দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলীতে স্থান অধিকার করা তাঁর পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। অসাধারণ শক্তিমান একজন ইংরেজ রাষ্ট্রবিদ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি টেবিলের যে কোনখানেই উপবিষ্ট হোন না কেন সেটাই শীর্ষস্থান। জাতীয় নেতৃ-মণ্ডলীতে বিধানচন্দ্রের স্থানও ছিল সেইরকম সর্বজনবন্দিত, সর্বাগ্রগণ্যপ্রায়। তবু তিনি বাংলা ও বাঙ্গালীকে ছেড়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা কখনও ভাবতেই পারেন নি। মনে প্রাণে বাঙ্গালী, বাংলার সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে তিনি বাংলা ও বাঙ্গালীর সেবাতে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত।

দেশ বিভাগের পর বাংলা ও বাঙ্গালীর কঠিন দুর্দিনেই এই সমস্যাকণ্টকিত অভাবপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বাধা ও বিপত্তি, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কর্মী-পুরুষ অসাধারণ দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নবীন বাংলার সমৃদ্ধি সৃজনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নিষ্ফল হয়নি বিধানচন্দ্রের সেই নিরলস কর্মপ্রয়াস। বিধানচন্দ্র নেই, কিন্তু নবীন বাংলার শিল্পায়নে, কলামন্দিরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সেবায়তনে যাবতীয় উদ্যোগে কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের পরিচ্ছন্ন সংগঠননিপুণতা ও অনুপম মমত্ববোধের স্বাক্ষর আজও উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত।

তারুণ্যে, মেধায়, স্পষ্টভাষণে, স্বাধীন-চিত্ততায়, নির্ভীক আত্মনির্ভরতায় ভরপুর বিধানচন্দ্রের মত বিশাল পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের কালে অন্তত সুদুর্লভ। তাঁর অনুরাগী এবং অনুগামী যাঁরা তাঁরা বিধানচন্দ্রের সার্থক কর্মময় ঐতিহ্যকে যথাসাধ্য লালনে এবং পোষণে যত্নবান হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধানচন্দ্রের ঐতিহ্য কেবল স্মৃতিসৌধে রক্ষিত হওয়ার বস্তু নয়। নবীন বাংলার সুবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রই তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি, বাঙ্গালীর নবজীবনধারার প্রেরণাস্থল। পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু অমিতবীর্য কর্মীপুরুষ দেখা দেন যাঁদের অসামান্য ব্যক্তিত্বকে কেবল স্মৃতি-ফলকে কিম্বা ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যায় না। বিধানচন্দ্র সেইরকম একজন মানুষ যাঁর আদর্শে ঐকান্তিকচিত্তে দীক্ষিত হওয়া, যাঁর কর্মপ্রয়াসকে শতমুখে সার্থক করাই তাঁর প্রতি, তাঁর অমূল্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন জরুরী অবস্থা এখনও চলবে।
খুবই স্বাভাবিক। শিশি থেকে বেরিয়ে আসা ভৃত্যকে যা হুকুম করছেন তাই সে এনে দিচ্ছে যে!
জরুরী অবস্থা
ঝাড়খণ্ড পার্টি বিহারের কংগ্রেসদলে যোগ দিয়েছে'
মোরগটাকে ধরা হয়েছে খাবার জন্য নয়, সংখ্যা বাড়াবার জন্যে।
ঝাড়খণ্ড পার্টি
মিস কীলার স্বীকার করেছেন যে আয়ুব খাঁও তাঁর অন্যতম মক্কেল ছিলেন।
কিন্তু ও ভয়ে কম্পিত নহে খাঁ-এর হৃদয়।
স্বর্গ হইতে বিদায়!
Kutty

বৈদেশিকী

চীনারা লাদাকে নূতন করে ভারতীয় সীমানার মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসে একটা সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত বছরের বড়ো আক্রমণের পরে চীনদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এটাই সবচেয়ে গুরুতর আক্রমণাত্মক ঘটনা। চীনারা তো একটার পর একটা নূতন মানচিত্র বার করে তাদের দাবির বহর বৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু সম্প্রতি চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা ১৯৬০ সালে তারা যে-মানচিত্র উপস্থিত করেছিল, তারও বাইরে। গত বছরের বড়ো আক্রমণের পরে চীনারা যে একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত ঘোষণা করে, তাতে তারা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ সালের 'অ্যাকচুয়াল লাইন অব কণ্ট্রোল' বলে একটা সীমানার কথা উল্লেখ করে, যদিও সেটাও অনেকটা চীনাদের মনগড়া ব্যাপার। সম্প্রতি চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা চীনাদের সেই স্বকল্পিত 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কণ্ট্রোল' এরও অনেকখানি এদিকে। কলম্বো, কনফারেন্সের প্রস্তাব যে লঙ্ঘিত হয়েছে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

তবে এই ঘটনাতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। কিছুদিন থেকে ভারতীয় সরকারী বিবৃতিগুলিই জনসাধারণের মন এবিষয়ে অনেকটা প্রস্তুত করে রেখেছিল। চীনারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কিছুদিন ধরে নানা অভিযোগ করছিল। সেগুলির উল্লেখ করে ভারতীয় সরকারী মুখপাত্রগণ বলে আসছিলেন যে অতীতে দেখা গেছে যে, চীনারা যখন নিজেরা কোনো একটা আক্রমণাত্মক কাজের জন্য প্রস্তুত হয় তখন তারা আগে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে অপপ্রচার শুরু করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে লাদাকে ভারতীয় এলাকার মধ্যে নূতন করে চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে জানা গেছে আপাতত কেবল এটার জন্যেই চীনারা প্রস্তুত হচ্ছিল অথবা এটা ছাড়া শীঘ্র আরো কোনো গুরুতর আক্রমণাত্মক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবচেয়ে মুশকিল এই যে, চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি এবং সামরিক পরিকল্পনা ঠিক যে কী তা জনসাধারণের নিকট এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চীনাদের মতলব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মতপ্রকাশ করেন যাতে প্রকৃত অবস্থা এবং সরকারী নীতি বুঝবার পক্ষে সাধারণ লোকের বিশেষ কোনো সাহায্য হয় না। আপাতত চীনারা কোনো একটা বড় রকমের আক্রমণ শুরু করবে বলে পণ্ডিত নেহরু মনে করেন না, একথা কিছুদিনের মধ্যে পণ্ডিতজী কয়েক বার বলেছেন। চীনারা বড় রকমের আক্রমণ কালে ভারতবর্ষ যে বাধা দেবে সে কথা বলা বাহুল্য, কারণ বাধা না দিয়ে করবে কী সে সম্বন্ধে কেবল প্রশ্ন হতে পারে, বড় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কী রকম ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং তার জন্যে ঠিক পথে চেষ্টা চলছে কিনা। কিন্তু বড় আক্রমণ যাকে "ইনভেশন্" বলা যায় তা না করে চীনারা ওই লাদকে যেমন করল যদি এইরকমই করতে থাকে তাহলে সরকার কী নীতি অবলম্বন করবেন সেটাই দেশের লোকের কাছে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে, অথচ রাজনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে এই রকমের আক্রমণগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কারণ বিনা প্রতিরোধে যদি চীনারা এই রকম করে যেতে পারে তবে তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—চীনা প্রভাবের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের অবমানন—সেটা সিদ্ধ হবে। সুতরাং এই ধরনের আক্রমণ সম্পর্কে চীনা সরকারকে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কোনো সক্রিয় নীতি ভারত সরকারের আছে কিনা, চীনা জবরদস্তির বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো সামরিক প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে কিনা সেটা জনসাধারণ জানতে চায়।

কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে অবশ্য সেটা সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব সুবিধা-অসুবিধার হিসাব করেই কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে, সন্দেহ নেই। প্রত্যাঘাতের রকম এবং সময় সম্পর্কে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞেরাও সরকারী নীতির

বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের মিলনক্ষেত্র উড়িষ্যাই শুদ্ধ আর্য স্থাপত্যের নিদর্শন স্থল। তার দেব-দেউলের প্রভাব বাংলার দেবালয় স্থাপত্যে অপরিসীম। তাই বাঙালী মনের কাছে তার আবেদন চিরন্তন

প্রাচীন শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একটি অনন্য সংযোজন।

উড়িষ্যার দেবদেউল

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-বিচার ও স্থাপত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

কোণারক, ভুবনেশ্বর, পুরী উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, প্রভৃতি মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনস্বরূপ ২৬ খানা ছবি বিলাতী আর্ট পেপারে ছাপা।

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

কনটেমপোরারী পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পরিবেশক :
ইস্টার্ন এজেন্সী : ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মুখ্য উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রেখেই তাঁদের স্ট্র্যাটিজি বা ট্যাকটিক্স ঠিক করবেন। এক্ষেত্রে সরকারী নীতি ঠিক কী সেটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। চীনারা সম্প্রতি লাদাকে যে-ধরনের আক্রমণাত্মক কাজ করছে সেরূপ কাজের বিরুদ্ধে কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা, অর্থাৎ চীনারা ভারতভূমিতে যে নূতন সামরিক ফাঁড়ি বসালো সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো সামরিক পন্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এইটাই প্রশ্ন।

যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যে কারণেই হোক ভারত সরকার চীনাদের একতরফা যুদ্ধ-বিরতি শর্ত এখন পর্যন্ত কার্যত মেনে চলেছেন, তাতে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করেছিল তা পাকা করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখন চীনারা তাদের নিজে-দের আরোপিত একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করে ভারতের ভিতরে আরো এগিয়ে এসে গেড়ে বসছে। এসবের বিরুদ্ধে সক্রিয় বাধাদানের চেষ্টা কি ভারত সরকারের বর্তমান নীতির বহির্ভূত?

কলম্বো কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার সময়ে পণ্ডিতজী বলেছিলেন যে, ভারত সরকার যদি ঐ প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন এবং চীনা সরকার যদি সেগুলি গ্রহণ না করেন তবে ভারত সরকারের কূটনৈতিক লাভ হবে, কারণ তাতে কলম্বো কনফারেন্সে যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা চীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে ভারতের পক্ষাবলম্বন করবেন। চীনা সরকার কলম্বো কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি 'ইন প্রিন্সিপল' স্বীকার করার ভাঁওতা দিয়ে কার্যত সেগুলিকে নাকচ করে দিয়েছেন; কিন্তু তার দ্বারা ভারত সরকারের বিশেষ কোনো কূট-নৈতিক লাভ হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই, কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা চীনাদের অসন্তুষ্ট করতে আগের মতোই এখনো অনিচ্ছুক। চীনারা যে আবার লাদাকে নূতন করে "অ্যাগ্রেশন" করল তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার যদি প্রতিবাদ মাত্র করে থেমে যান তাহলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারাও চুপ করেই থাকবেন, কারণ শান্তি তো রক্ষা হোল, সংঘর্ষ তো হোল না!

*

প্রফুমো কেলেঙ্কারীর ঝড়ে বৃটিশ রাজ-নৈতিক জগৎ এখনো আন্দোলিত হচ্ছে। সে আন্দোলন সহজে থামবে না। পার্লামেন্টে ম্যাকমিলান সাহেব ভোটে জয়ী হয়েছেন কিন্তু মোটেই অক্ষত অবস্থায় নয়। তাঁর দলের কিছু লোকও সরকারের পক্ষে ভোট-দানে বিরত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ম্যাক-মিলান সাহেবকে কেলেঙ্কারী স্পর্শ করেনি, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাও মনে করেন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপালনে ত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু বিষয়টা কেবল সরকারী শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বৃটিশ রাজনৈতিক এবং সামাজিক, জীবনকে মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। শাসক-শ্রেণী এবং সমাজের তথাকথিত উচ্চতর মহলের একটা দিকের এমন একটা কুৎসিত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, মানুষ সহজে চুপ করবে না।

কনজারভেটিক পার্টির মধ্যেও অনেক লোকের মত ম্যাকমিলান সাহেবের পদত্যাগ

নবনির্বাচিত পোপ ষষ্ঠ পল

করা উচিত, তবে একটু দেরী করে। কিন্তু ম্যাকমিলান সাহেব নাকি তাতে রাজী নন, তিনি পার্টিকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁর পদত্যাগের কথা যদি চালু থাকে তাহলে দু-মাস পরে তাঁর জায়গায় অন্য কেউ পার্টির নেতা হলেও ইলেকশনে কনজারভেটিবদের কোনো সুবিধা হবে না, সুতরাং শ্রীম্যাক-মিলানের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টার ভিতর দিয়ে পার্টির স্বার্থরক্ষা হতে পারে। ম্যাকমিলান সাহেবের পক্ষে হয়ত এই যুক্তিও দেওয়া হচ্ছে যে এখন অথবা কিছু দেরীতে হলেও এই ব্যাপারের জন্য যদি শ্রীম্যাকমিলানকে পদত্যাগ করতে হয় তবে প্রফুমো কেলেঙ্কারীর কাদা কনজারভেটিব পার্টির কেবল রাজনৈতিক জীবনের গায়ে নয়, সামাজিক জীবনের গায়েও লেগে থাকবে এবং কনজারভেটিব পার্টির সামাজিক নেতৃশ্রেণীর চিত্রটা লোকের মনে একটা বিশ্রী রূপ নিয়ে গাঁথা হয়ে যাবে।

কনজারভেটিব পার্টির স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে শ্রীম্যাকমিলান যে-পথ নেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ঠিক পথ কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকলেও কনজারভেটিব পার্টিকে সেই পথে চালিত করতে ম্যাক-মিলান সাহেব সমর্থ হতেও পারেন; কিন্তু তাতে কনজারভেটিব পার্টির উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা বলা যায় না। কারণ কনজারভেটিব পার্টি এখন যে-পথ নেওয়ারই চেষ্টা করুক না কেন, দেশের মধ্যে আন্দোলন থামবে না। শ্রীম্যাকমিলান ও তাঁর গভর্নমেন্টের পদত্যাগ এবং অচিরে সাধারণ নির্বাচনের যে দাবি উঠেছে তার তীব্রতা কনজারভেটিব পার্টির কোনো কৌশলের দ্বারা বিশেষ প্রশমিত হবে না। লেবার পার্টি ম্যাক-সরকার বিরোধী অভিযানে একটুও ঢিলে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রফুমো কেলেঙ্কারীর নিরাপত্তা-সম্পর্কিত দিকটা সম্বন্ধে একজন জজের দ্বারা অনুসন্ধান করার প্রস্তাব শ্রীম্যাক-মিলান করেছেন; কিন্তু সে অনুসন্ধান অনেকটা ঘরোয়া গোপন অনুসন্ধান হবে। লেবার পার্টির নেতা শ্রীউইলসন তাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন, তিনি প্রকাশ্য তদন্ত দাবি করেছেন এবং জনমতের ভাব থেকে মনে হয় যে, শেষ পর্যন্ত শ্রীম্যাক-মিলান প্রকাশ্য তদন্তের দাবি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলান সরকার টিকে থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না। এই ব্যাপার বৃটেনে সকলের মন এরূপভাবে অধিকার করে রয়েছে যে, কোনো কোনো বিলাতী কাগজ এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে যে, ঠিক এই সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি বৃটেনে এলেন, লোকেরা তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারল না, যদিও তাঁর সফর-সম্পর্কিত সরকারী অনুষ্ঠানগুলি সবই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।

*

কার্ডিনাল মন্টিনি নূতন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে উত্তর ইতালীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল মিলানের আর্চবিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লোকে তাঁকে "শ্রমিক-দের আর্চবিশপ" এই আখ্যা দিয়েছিল। পোপ নির্বাচিত হবার পরে কার্ডিনাল মন্টিনি "পল" নাম ধারণ করেছেন। তাঁর পূর্বে পাঁচজন পোপ "পল" নাম নিয়ে-ছিলেন। ইনি পোপ ষষ্ঠ পল হলেন। পোপ পলের প্রথম বাণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি পোপ জনের প্রদর্শিত পথেই চলবেন। যাবতীয় খৃষ্টানদের মধ্য ঐক্য আনা এবং পৃথিবীতে দ্বন্দ্বের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টার উপর তিনি জোর দেবেন। পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বর্তমানে যে নিদারুণ বৈষম্য রয়েছে তার উপশম আবশ্যক, একথাও তিনি বলেছেন।

২৩-৬-৬৩

মুদ্রণাক্ষরে

এবারের বিষয় "অনুবাদ।" শুনে উচ্চভ্রু কিছু-কিছু পড়ুয়ার চোখের মধ্যাস্থিত নাসা কুঞ্চিত হবে জানি, পরোয়া করিনে। যার যা পাওনা, মিটিয়ে দেব না। এই লেখকের কাছে 'অনুবাদ'-নামক কর্মটির পাওনা অশেষ, কারণ এই কাজে হাত মকশো করেই তার চাকরিতে হাতেখড়ি।

ইস্কুলের নীচু-উঁচু নানা ক্লাসে প্রশ্নপত্রে "ট্রানস্লেট" আর 'রিট্রানস্লেট" এই দুই ফরমাসে যখন হিমসিম হতুম তখন কি জানি বহু বিদ্যা তল যাবে শেষ তক এই বিদ্যাই বুজিরোজগারে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে? খবরের কাগজে অনুবাদ অন্ধের নড়ি।

বাংলাকে ইংরাজী করার কৌশলকে 'সি' উপসর্গে চিহ্নিত করা হত কেন সে-রহস্য আজও জানিনে। কিন্তু প্রথমে ওই 'অনুবাদ' শব্দ নিয়ে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ করি। আক্ষরিক বিচারে অনুবাদ অর্থ বোধ হয় 'পাছে কথা'। তবে ভাবতত্ত্ব এই বক্তব্য তাতে খুব স্পষ্ট হল কি? 'অনু'-উপসর্গটি এখানে ধাতুগত অর্থ সবলে পগার-পার করেছে। 'তর্জমা' শব্দটি আমার কাছে বরং ঢের বেশি সপ্রতিভ, চটপটে ঠেকে। যাক অনুবাদ যখন প্রয়োগসিদ্ধ, তখন অনুবাদই সই। হোয়াট্স ইন্ এ নেম, ইত্যাদি।

নাম নিয়ে তর্ক অতএব মুলতবি রেখে নমুনা নিয়ে পড়তে পারি। প্রথম কান্ডের নমুনা খবরের কাগজের, দ্বিতীয় কান্ডের নমুনা সাহিত্যের।

খবরের কাগজের বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কটাক্ষ-ঈক্ষণে বিড়ম্বিত করেছেন, তবু আধুনিক পাঠককে বলি বাঙাল বলিয়া করিও না হেলা'—। বাংলা গদ্যের শরীর-সংগঠনে সাংবাদিকের অনুবাদ-চর্চার দান মোটেও কম নয়। সেখানে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিশব্দ তৈরি করতে হয়, ভারীভারী ডিকসনারি সব সময় কাজে লাগে না। স্বীকার করব, প্রমাদও ঘটে প্রচুর—স্লিপারে লেগে গাড়ি বেলাইন হল, কাগজে বের হল চটিজুতোর লেগে, এ-রকম লজ্জাকর নজির অবশ্যই আছে। এ-সব কান্ড ইংরাজী ভাষা, বিশেষত বানানের সঙ্গে অল্প পরিচয়জনিত। আবার এ-ও সত্য, কী রণশাস্ত্র, কী বিজ্ঞান, তাড়িঘড়ি নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষাকে সম্পন্ন করেছে সংবাদপত্রই। (এ-জাতীয় শব্দের একটি সম্পূর্ণ পঞ্জী তৈরি হলে ভাল হয়)।

অর্থ-অনর্থ অনুবাদে অজ্ঞাতের বিপরীত কাণ্ডই ঘটে। হর্স ইজ এ নোব্‌ল এনিমেল—নোব্‌ল মানে কী "মহান?" রাশি রাশি অভিধান হাতড়ালেও কলমের মুখে যথাযথ শব্দটি লাগে না। "উইথ ডীপ্ রিগ্রেট"—বাংলায় অক্ষমভাবে কেন বলব, "গভীর দুঃখের সহিত", বিশেষ করে "বড় দুঃখ' এই খাঁটি দেশজ ইডিয়মটি যখন রয়েছে। 'হানড্রেড পারসেন্ট পিওর' শতকরা একশত ভাগ পবিত্র না বোল আনা খাঁটি?

তারপর সার্থক শব্দসৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখুন 'ধোঁয়াশা'। ইংরাজীতে আছে

আপনাদের ক্রীত প্রতিটি প্রতিরক্ষা বন্ড দেশেরই প্রয়োজন মেটায়।

"স্মগ্"। স্মোক আর ফগ্-এর সমাহার। বাংলা কাগজের কলমনবিশ অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলেন—ধোঁয়াশা। ধোঁয়া+কুয়াশা। শব্দটি ক্রমে ক্রমে লোকের মুখে মুখে স্বীকৃত হয়ে গেল।

একদা সংবাদপত্রে Column-কে বলা হত 'স্তম্ভ' এখন আর আমরা কেউ তা বলিনে। স্পেড্‌কে স্পেড্, 'কলম'কে কলমই বলি, পাঠকও নিজগুণে ঠিক বুঝে নেন। ওই 'স্তম্ভ' শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর হাসিঠাট্টা করেছেন, 'তাসের দেশে'। সম্পাদক রূপে বর্ণিত কাহিনীর পক্ষে অবান্তর এবং প্রক্ষিপ্ত চরিত্রটি সম্ভবত তার মার খেয়েছে। তবু, রবীন্দ্রনাথের প্রবল টিটকিরি সত্ত্বেও, 'বাধ্যতামূলক' পুরোপুরি বরবাদ হল কি, 'আবশ্যিক'-এর পাশাপাশি দিব্য বহাল রইল। অপ্‌সনাল অর্থে 'ঐচ্ছিক' শব্দকে একমাত্র করে নিতে কারও ইচ্ছে হল না। তিনি 'ইনটার্ন' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে চেয়েছিলেন "অন্তরায়ণ", এবং 'ইনটার্নড'-এর বাংলা, বলেছিলেন, "অন্তরায়িত।" তবু, ব্যা ক র ণে র আশীর্বাদের অপেক্ষা না রেখেই "অন্তরীণ" এখনও জানি ওয়াকারের বিজ্ঞাপনের ভাষায় "সজোরে চলছে।"

অবাক কান্ড, সহস্রেক ব্যস্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ নিয়ে এত ভেবেছেন, তাঁর "অনুবাদ-সোপান" এবং "অনুবাদ-চর্চা" গ্রন্থ দুটি তাদৃশ পরিচিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। ইতস্তত চমৎকার তর্কের সূচনাও আছে। যেমন ধরুন, 'ওরিজি-ন্যালিটি'—বাংলা কী? রবীন্দ্রনাথ বললেন "মৌলীন্য", কৌলীন্যের আদলে। 'কুল থেকে যদি কুলীন, মূল থেকে তবে 'মূলীন' শাস্ত্রীয় আপত্তিতে শব্দটি নাকচ হয়ে গেল। "মূলীন"? নৈব-নৈব চ; ব্যাকরণের স্যাংসন নেই। তখন এল দাবিদার আর-এক শব্দ—"অপূর্ব"। কিন্তু অন্তত বাংলা প্রয়োগে 'অপূর্ব' অর্থ তো স্পেশাল। সুতরাং এই মনোনয়নপত্রটিও পত্রপাঠ খারিজ। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'ওরিজিন্যাল' মানে তো "আদিম"। নজিরও দেখালেন। ওরিজিনাল বিউটি আদি সৌন্দর্য ওরিজিনাল বুদ্ধ আদি বুদ্ধ ইত্যাদি।

তবু এই আর্ষ পরামর্শ চালিত হয়নি রবীন্দ্রনাথ নিজেই অতঃপর' আক্ষে করেছেন, 'আদিম' বলতে বাংলায় প্রিমিটি ভাবটাই প্রকট, আদিম শব্দটিকে আদি অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আর অসম্ভব

শব্দনির্মাণে সংস্কৃত রূপের দিকে সত দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই জরুরী, কিন্তু প্র সঙ্গে প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ উপেক্ষণীয় নয়। উপেক্ষা করলে কী ঘ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বাংলা বাইবেল। যেখা ঈশ্বর জগৎকে প্রেম করে তাঁর এক পুত্রকে প্রদান করেছেন, পাপের বে মৃত্যুরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে। শাস্ত্রী প্রতি অনুজ গদ্যকার হিসাবে আ কৃতজ্ঞতার অবধি নেই তবু অনু হাস্যকরতার শেষ কথা হিসাবে মুখে মু ফেরা বাক্যাংশ দুটি উদ্ধৃত করার লো সামলান গেল না।

সংবাদপত্র-প্রসঙ্গ থেকে অনুবা আলোচনায় ক্রমশ সাহিত্যের চৌহদ্দি প্রবেশ করছি। সবিশেষ সঙ্কোচসহকা জানি কিনা, সাহিত্যের শ্রেণীবি গোয়েন্দা-গল্প আর অনুবাদের একই ম নইলে চলে না, রচিতও হয় ভূরি ভূরি মর্যাদায় যেন পাকিস্তানের হিন্দু—সেক ক্লাস নাগরিক। সংস্কারবশে সব পাদ্যার্ঘ অদ্যাপি তথাকথিত "মৌলি রচনার চরণেই নিবেদিত করে থাকি।

এ-প্রসঙ্গে আ র-কি ছু আলো বারান্তরে। ইতি-কথায় এবার একটা পেশ করি। শুধু ভাষান্তরই কি অনু মনের যাবতীয় ভাবকেও তো আমরা দিয়ে থাকি, এক অর্থে সেই প্রক্রিয়া অনুবাদ নয়!

রমাপদ চৌধুরীর

এই পৃথিবী পান্থনিবাস ৫.০০

লালবাঈ ৬.০০ **আরো একজন** ৩.৫০

সুবোধ ঘোষের

ভিতর দুয়ার ৩.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

সমুদ্র অনেক দূরে ৩.০০

সমরেশ বসুর

নয়নপুরের মাটি ৩.৫০

পুতুলের খেলা ২.৫০

শালঘেরির সীমানায় যন্ত্রস্থ

বিমল মিত্রের

রাজপুতানী ৩.৫০

সুবোধ ঘোষের

বহুত মিনতি ৩.৫০

ত্রিযামা ৬.০০

শতভিষা ২.০০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

পরম পিপাসা ৩.৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

উত্তরপুরুষ ২.৫০ **সহৃদয়া** ৪.০০ **শুক্লপক্ষ** ৩.০০

[illegible]

একই সমুদ্র ৩.৫০

দিনরাত্রি ৩.৫০

দীপক চৌধুরীর

দাগ ১ম ৭.০০ ২য় ৭.০০

[illegible]

প্রথম বসন্ত ২.০০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণচিহ্ন ৫.০০

বিপুল সুদূর ৩.০০

ব্যালেরিনা ৩.০০

জনানগর ৪.০০

সন্তোষকুমার ঘোষের

কিনু গোয়ালার গলি ৩.৫০

প্রাণতোষ ঘটকের

রানীবৌ ৪.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ভস্মপুতুল ৫.০০ **সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী** ৩.০০

আগন্তুক ১.৭৫ **সাহিত্যে ছোটগল্প** ১২.০০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

সুখ ৫.০০

এই সর্বধ্বংসী যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এক সর্বজনীন প্রেমের কাহিনী।

যার যেথা দেশ ৫.০০ **অজ্ঞাতবাস** ৬.০০

কলঙ্কবতী ৬.০০ **দুঃখমোচন** ৬.০০

মর্ত্যের স্বর্গ ৫.০০ **অপসরণ** ৬.০০

গল্প ৫.০০

১৯২৯ থেকে ৬০ পর্যন্ত লেখকের সব কটি গল্পের সংকলন।

আগুন নিয়ে খেলা ৩.০০

পুতুল নিয়ে খেলা ৩.০০

কন্যা ৩.০০ **না** ২.৫০

রত্ন ও শ্রীমতী

১ম খণ্ড ৫.০০

২য় খণ্ড ৩.৫০

[illegible]

চতুরালি ১.৫০ **কণ্ঠস্বর** ৩.০০

জীবনশিল্পী ১.২৫ **প্রত্যয়** ১.৫০

প্রবন্ধ

চিন্তাশীল লেখকের সমাজ, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক সমস্ত প্রবন্ধ মালার সংকলন প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। আনুমানিক মূল্য ২০.০০

আশা দেবীর

লোহার বাসর ২.০০

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ৮.০০

বিমল করের

দেওয়াল

১ম খণ্ড ৫.৫০
২য় খণ্ড ৬.০০
৩য় খণ্ড ৮.৫০

অপরাহ্ণ ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষের

মনের বাঘ ৪.০০

সদ্য প্রকাশিত নতুন ধরনের উপন্যাস

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

অষ্টাদশী ৬.০০

নতুন সংস্করণ সম্পূর্ণ নতুন সংকলন

নজরুল ইসলামের

সঞ্চিতা

সাধারণ সংস্করণ ৭.০০
শোভন সংস্করণ ৯.০০

[illegible]

শশীনাথ ৫.০০ **সোনালি রং** ৪.৫০

মাটির পথ ৬.৫০ **বিদুষী ভার্যা** ৫.০০

অভিজ্ঞান ৬.০০ **অমলা** ৩.০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কল্লোল যুগ ৬.০০

বিবাহের চেয়ে বড় ৫.০০

মণীন্দ্রলাল বসুর

রমলা ৫.০০

সহযাত্রিনী ৪.০০

ইন্দু মিত্রের

পশ্চাৎপট ২.৫০

বুদ্ধদেব বসুর

বন্দীর বন্দনা ৫.০০

দিলীপকুমার রায়ের

দোলা ৮.০০

[illegible]

জীবনদোলা ৫.০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপাশা ৪.০০ **পঞ্চপুত্তলী** ৪.০০

নাগিনী কন্যার কাহিনী ৫.০০ **স্বর্গমর্ত্য** ৫.০০

[illegible]

ভারত সাবিত্রী ২.৫০

[illegible]

অন্তরে অন্তরে ৬.০০

জগদীশ ভট্টাচার্যের

কবি মানসী ১২.৫০

[illegible]

সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত ৪.০০

ডাঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী

ক্রান্তবাণী ১০.০০

[illegible]

আমি বড় হব ৩.৫০

বনফুলের

অগ্নীশ্বর ৪.৫০ **মহারাণী** ৩.৫০

উদয়-অস্ত ৬.০০ **নির্মোক** ৪.৫০

আজহারউদ্দীন খানের

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ১০.০০

[illegible]

পরমাণু শক্তি ৪.০০

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ ৬.৫০

গদাধর নিয়োগীর

তীর্থ ৬.৫০

পথ আমায় ডাকে ৪.০০

ডি. এম. লাইব্রেরী : ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলকাতা ৬ ফোন ৩৪—১০৬৬ পোঃ বক্স ১১৪৩০

শিল্পীর স্বাধীনতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জাতীয় দুর্যোগের বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক বিভাগটি প্রকাশের ব্যবস্থা করি। কয়েক মাস যাবৎ বাঙলা দেশের প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেরই রচনা এই বিভাগে আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য, 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বিষয়ে আরও অনেকে লিখিতে সম্মত ছিলেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এই বিভাগটি আর অধিকদিন প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না। অন্যান্য রচনার চাপ: স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে এই বিভাগটির প্রকাশ আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল। অসংখ্য পাঠক এই বিভাগের রচনাগুলির জন্য আমাদের দপ্তরে যে পরিমাণ পত্র দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় উক্ত বিভাগের প্রকাশ স্থগিত হওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন। তাঁহাদের প্রতি নিবেদন অবস্থা বিবেচনায় আমাদের অক্ষমতার জন্য যেন মার্জনা করেন। —সম্পাদক

শিল্পী স্বভাবতই মুক্ত পুরুষ, সংসার থেকে মুক্ত না হলে রসের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না. এদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্পী আর যোগীতে প্রভেদ নেই। তবে পথে প্রভেদ আছে বটে। শিল্প ও যোগের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে মীরা সচেতন ছিলেন,

"জোগী আয়া জোগ করণ কুঁ,
তপ করেন সন্ন্যাসী।
হরী ভজন কুঁ সাধু আয়া,
বৃন্দাবনকে বাসী।"

বৃন্দাবনে যোগী এসেছেন, সন্ন্যাসী এসেছেন, সাধু এসেছেন ধ্যান ধারণার পথ অনুসরণ করতে, কিন্তু মীরা ওসবের মধ্যে নেই, তিনি এসেছেন গানের অঞ্জলি নিয়ে। লক্ষ্য এক বই নয়— অর্ধ রাত্রে প্রেম নদীর তীরে প্রভুর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

উচ্চাঙ্গের শিল্প মানেই স্তব, সে স্তব পাথরে গড়া হলে কোনারকের মন্দির, রেখায় গাঁথা হলে নন্দলাল বসুর শিবের হলাহল পান, আর কথায় গাঁথা হলে মেঘনাদ বধ কাব্য বা বলাকা কাব্য। বিষয় যাই হোক সর্বত্র একটি মুক্ত মনের বিহার। এই মুক্তিই শিল্পীর লক্ষ্য, কাজেই অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে যে এ বস্তু পড়ে পাওয়া নয়, কঠিন সাধনায় আয়ত্ত করতে হয়। মধুসূদন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে যে পরিমাণে মুক্ত তার চেয়ে অধিকতর মুক্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে: —আর কিছুই নয় মুক্তি সাধনার পথে অনেকটা এগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা সঙ্গীত কাব্যে যতটা মুক্ত বলাকা কাব্যে তার চেয়ে অধিকতর মুক্ত, আর কিছুই নয় মুক্তি সাধনার পথে অনেকটা এগিয়েছেন। শিল্পী মানুষটা যতই বদ্ধ জীব হোক, ভিতরের মানুষটার মুক্ত হতে বাধা নেই। গুটির মধ্যে প্রজাপতি রেশমের জালে জড়িয়ে আছে —কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার চলছে জাল কাটিয়ে মুক্ত হওয়ার সাধনা, আকাশে যখন সে উড়লো তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। শিল্পীর মনের মধ্যে চলছে, অনেক সময়ে তার অগোচরে চলছে, মুক্তির সাধনা, তাই বলেছি স্বভাবতই সে মুক্ত।

শিল্পীর মুক্তিস্বাদের পরিণামে যে শিল্প রচিত হয়ে ওঠে তা পাঠ করবার ফলে পাঠকেও মুক্তির স্বাদ পায়। পাঠকের চিত্তে নানা রকম সংস্কারের নাগপাশ, সার্থক সাহিত্য পাঠে ক্রমে ক্রমে আলগা করে দেয় সেই বাঁধনগুলো। আর তখন "tease us out of thought", যে-লোকে সহৃদয় পাঠকের সত্তাকে নিয়ে যায় তা হচ্ছে রস-লোক। রসলোকের বার্তা সংসারের অভ্যস্ত ভাষায় প্রকাশ বোধ করি সম্ভব নয়; তাই ইশারায় বলা হয়েছে ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর। যোগীর উপলব্ধি ও কবির উপলব্ধি ভিন্ন পথে যাত্রা করে মিলিত হয়েছে এই রস-লোকে। একে বলা যেতে পারে উপলব্ধির বৈকুণ্ঠলোক—মুক্তিলাভের পরিপূর্ণ আসর। প্রাচীনকাল থেকে এতাবতকাল দেশে বিদেশে সে-সব মনীষী সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন আরিস্টটল থেকে অতুল গুপ্ত পর্যন্ত—এই হচ্ছে তাঁদের সিদ্ধান্ত।

এমন সময়ে মাকর্সবাদ এলো নূতন শিল্প তত্ত্ব নিয়ে। মাকর্সবাদের কাছে শিল্প শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, শ্রেণী সংগ্রামে জয়লাভ করে তথাকথিত সর্বহারার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার রূপেই শিল্পের সার্থকতা। যে-শিল্প সে কাজে সহায় মাকর্সবাদের কাছে সেই শিল্পই বরণীয়, যে-শিল্প সে কাজ পারে না তা বুর্জোয়া সংস্কার মাত্র, ধর্ম চিন্তার মতোই একটা আফিমের নেশা।

মাকর্সবাদীর কাছে বোমা বন্দুক, ধর্মঘট, লক-আউট, লিকুইডিশেন, প্রভৃতির ন্যায় শিল্প একটা অস্ত্র। কাজেই শিল্পী অস্ত্রধারী সৈনিক। এবারে চোখে পড়বে প্রভেদ কি দুস্তর।

অমাকর্সীয় শিল্পী যোগী, মাকর্সীয় শিল্পী সৈনিক, একজনের সাধনা মুক্তির আর একজনের সাধনা সামরিক শৃঙ্খলার, একজন যত মুক্ত তত সার্থক, অপর জন যত শৃঙ্খলিত তত সার্থক, একজনের লক্ষ্য রস-লোক, অপর জনের লক্ষ্য Writers union (রাশিয়ায় কি নাম জানি না, তবে ব্যাপারটা একই), একজন মুক্ত পুরুষ, অপর জন বদ্ধ জীব। এখন, এ-দুয়ে মিলের সম্ভাবনা কোথায়। মাকর্সীয় শিল্পী মানুষের মনের মুক্ত ধারা বাঁধবার কাজে সিদ্ধ হস্ত যন্ত্ররাজ বিভূতি, অমাকর্সীয় সাহিত্যিক সেই বাঁধ ভাঙবার কাজে আত্ম-

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

'গীতাশাস্ত্র পড়াও—বাখানো ভক্তিমার্গ'

আস্বাদন করুন

শ্রীবঙ্কিম সেনের

গীতা-মাধুরী ১২·০০

প্রকাশক :
শ্রীরাইমোহন আচার্য
৭ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলি-৩

প্রাপ্তিস্থান :
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২।

(স-৩০০৮)

বিসর্জনকারী শিখ পুরুষ যন্ত্ররাজ অভিভূত। আজ পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজের কাছে বিচারের সময় এসেছে তাঁরা কার দলে যোগদান করবেন।

এবারে তত্ত্ব ছেড়ে দৃষ্টান্তের কঠিন ভূমিতে নেমে এসে দেখা যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। একটু ঠাহর করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে না যন্ত্ররাজ বিভূতির নাগপাশ শিল্পীর মনকে আজ বেঁধে ফেলতে বড়ই উদ্যত হয়ে উঠেছে।

একটা বিশেষ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শিল্পীর মনকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করলে পরিণাম যে কি শোচনীয় হয়ে পড়ে তার ব্যাপক ও ব্যক্তিগত দুই রকম দৃষ্টান্তই আছে। ব্যাপক দৃষ্টান্ত খাস রাশিয়া, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সব দেশেই আছে, হাতের কাছে বাংলা দেশও ব্যতিক্রম নয়।

পৃথিবীর কম্যুনিস্ট সমাজের কাছে মনুষ্যের ইতিহাসের বিষুব রেখা হচ্ছে ১৯১৭ সাল, যখন নাকি নয়া দুনিয়া পত্তন হল। তাদের মতে ১৯১৭ সালের এদিকে আলোক ও প্রগতি, সংস্কৃতি ও শান্তি, যদিচ শুভকর্মের মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ বেরাসকেরও অভাব নাই। এই পিওরিটি বেশ কাজ চলছিল, কিন্তু পীত চীন লাল হয়ে যাওয়ার পরে বোধ হয় গোল বেধেছে। চীনপন্থীদের মতে নয়া দুনিয়ার সূত্রপাত ১৯৪৯ সালে। যাই হোক শারিরিক সূক্ষ্ম হিসাবে আমাদের প্রয়োজন নাই। ১৯১৭ সাল ধরলেই কাজ চলবে। কম্যুনিস্টদের মতে ১৯১৭ সাল মানব ইতিহাসের water shed বা জলবিভাজন রেখা, তার দুদিকে দু'রকম চেহারা, সব বিষয়েই, সাহিত্যেও। কিন্তু সত্যিই চেহারাটা কি রকম? সাহিত্যের কথাই হচ্ছে। একদিকে পুশকিন থেকে চেকভ, মাঝখানে আছেন টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি। এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্ব সাহিত্যের মাপকাঠিতে দিকপাল। মনে রাখতে হবে সময়টা ঘোরতর বুর্জোয়া গন্ধী, তার সঙ্গে আছে সাম্রাজ্যবাদ। টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ে ম্যাথু আর্নল্ড বলে উঠেছিলেন—

"If fresh literary productions maintain this vogue and enhance it, we shall all be learning Russian"

উক্তিটির মধ্যে একাধারে আশা ও আশংকা দুই ছিল আশা সফল হয় নি সাহিত্যের সে দশা লোপ পেয়েছে বললেই হয়। অবশ্য এখন কিছু কিছু লোক রুশ ভাষা শিখছে,

তবে তা সাহিত্যের আকর্ষণে নয়। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে রুশ ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ আদৌ নেই। ও ভাষার অক্ষরগুলো অবধি আলাদা একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করতে হয়, তার চেয়ে স্লোগান হাঁকা অনেক সহজ। আর ১৯১৭ সালের এদিকে রুশ সাহিত্যের চেহারাটা কি রকম? এখন ও-দেশে বিশ্ব সাহিত্যের মাপকাঠির বদলে চলছে মার্কসবাদের মাপকাঠি। দুটো আলাদা, বিচারের ফলও আলাদা। মার্কসবাদের মাপকাঠিতে সেরা সাহিত্যিকের রচনা অপরের কাছে অপাঠ্য। তার উপরে আবার মার্কসবাদের নূতন নূতন ভাষ্যের কৃপায় মাপকাঠির হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। কে যে কত দিন বড় থাকবে কেউ জানে না। এরেনবুর্গ বরফ গলার পালা বর্ণনা করে প্রশংসা পেলেন কিন্তু সে প্রশংসা হজম করবার আগেই ধমক খেলেন: অতটা ভাল নয়। এই কিছুকাল আগে ক্রুশ্চেভ এক সঙ্গে ধমক ও ধিক্কার দিয়ে বললেন আধুনিক চিত্রকলা খচ্চরের লেজ দিয়ে আঁকা। খবর নিলেই জানতে পারা যাবে যে ওদেশের চিত্রকরগণ রাতারাতি তুলি বদলে ফেলেছেন। পাস্টেরনাক নোবেল পুরস্কার পেলেন ডক্টর জিভাগো নামে উপন্যাস লিখে। পাস্টেরনাক বড় কি ছোট, ডক্টর জিভাগো ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। সর্বজন কাম্য পুরস্কার পাওয়ার পরে লেখক গিয়ে পড়লেন ক্রুশ্চেভের কাছে বললেন, লাল দুনিয়ার দুশমনের অপদস্থ করবার জন্যই আমাকে পুরস্কৃত করেছে। দেশ থেকে আমি যেন নির্বাসিত না হই। Peace Strategy-তে অভ্যস্ত ক্রুশ্চেভ লেখকের অপরাধ মাপ করলেন, তবু তাঁকে একঘরে হয়ে রইতে হল। Writers union থেকেও নামটা কাটা গেল। ডক্টর জিভাগো বইখানা রুশ ভাষাতে লিখিত হলেও সে ভাষায় ছাপা হতে পারে নি। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। ১৯১৭ সালের পর থেকে রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী হতে গিয়ে পুশকিন-প্রমুখের সাহিত্য প্রবাহ অন্ধ পার্টির পয়ঃ-প্রণালীতে পরিণত।

সরস্বতী নদী সত্য সত্যই যদি কোথাও লুপ্ত হয়ে থাকে তবে তা ওদেশে এবং এখনই। আর লুপ্ত সরস্বতীর শুকনো ডাঙায় বসে নন্দীভৃঙ্গীর দল এখন সাহিত্যের নামে রাজনৈতিক প্রচারপত্র লিখছে। পুরস্কার ও প্রশংসার বাঁধা বরাদ্দের অভাব হয় না, কারণ যিনি দেশের সর্বময় কর্তা তিনিই পুরস্কার দাতা ও প্রশংসা কর্তা। টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপির উপরে এখন পার্টির কলমে দাগা বুলানো চলছে। ম্যাথু আর্নল্ডের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই তো গেল ব্যাপক দৃষ্টান্ত। এবার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত আর সে দৃষ্টান্ত একেবারে ঘরোয়া।

সমালোচনার বারো আনা অংশ দৃষ্টান্ত

আর দৃষ্টান্তের বারো আনা অংশ ব্যক্তির নাম। এক্ষেত্রে আসল বারো আনাই বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, বিদেশী লেখকের নামোল্লেখ সহজ, কিন্তু দেশী লেখকের, যারা ধারে কাছে রয়েছে তাদের নামোল্লেখ শিষ্টাচারসম্মত নয়, বিশেষ প্রশংসা যখন করতে যাচ্ছি না। তবে নাম করতে পারলে বক্তব্য স্পষ্টতর হবে উঠত, স্বভাবত মুক্ত শিল্পী কিভাবে কম্যুনিস্টদের প্ররোচনায় বন্দী বিহঙ্গে পরিণত হয়, দানাপানি ও দণ্ড-পুরস্কার মাফিক ডাক ছাড়তে শুরু করে—কম্যুনিস্টদের শিল্পী-ধরা জাল কত ব্যাপক, কত সূক্ষ্ম, কত মনোরম—এ সব কথাই যদি খুলে বলতে না পারলাম তবে এ প্রবন্ধ লিখবার আসল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হল।

কম্যুনিস্টদের কাছে শিল্পের নিজস্ব মূল্য বলে কিছু নেই শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়াররূপেই তার যা কিছু মূল্য। এখন এই আদর্শ নিয়ে শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে হুকুম এলো রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টির উপরে। পার্টি কাজে লেগে গেল দিকে দিকে আড়কাঠি পাঠালো, সাহিত্যিক রিক্রুট করবার কাজে। আড়কাঠিদের উপরে কড়া হুকুম ব্যাপারটার সংগে যে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগ আছে প্রকাশ করা চলবে না, আর দাগী কম্যুনিস্টকে দলে টানা চলবে না, তা হলে জানাজানি হয়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে তারা আসরে না [illegible] পালালেন। কাজেই আড়কাঠি এমন সব লোকের কাছে গেল রাজনীতির চলাচল সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা নেই। লোক নির্বাচন হয়ে গেল আড়কাঠি আমড়াগাছি শুরু করে দিল। নামটা আমড়াগাছি হলেও আসলে শাওড়াগাছ, আর সে গাছে বাস করে দুটো পেত্নী—'শান্তি' ও "প্রগতি" ই শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ। যাই হোক পার্টির অভিধানে এদের অর্থ আলাদা। কিন্তু এত কথা তো জানে না সাহিত্যিক, এতক্ষণ তার নাম নিয়ে পার্টি ঢাক ঢোল ও চোঙা ফুকতে শুরু করেছে। হাতী দিয়ে হাতী ধরা। ঐ সাহিত্যিক দেখে আরও কিছু কিছু সরলস্বভাব সাহিত্যিক এসে জুটলো। প্রতিষ্ঠিত হল প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু আপনার সাধ্য কি একে কম্যুনিস্ট সংস্থা বলেন, অমুক সভাপতি, অমুক তমুক। সবাই জানে এরা কম্যুনিস্ট নয়। কাজেই আপনাকে নিরস্ত হতে হল, যেমন মধ্যযুগে কখনো কখনো নিরস্ত হতো রাজপুত বাহিনী শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে হিন্দুর অবধ্য গোরুর পাল দেখে। পিছনে থাকতো সেই সৈন্য গোরু, যাদের কাছে অবধ্য নয়। এখানেও

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রচনা-সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১০·০০ ॥

চৈতালী ঘূর্ণি ● শিলাসন
১০ম মু: ২·৫০ ॥ ৩য় মু: ২·৫০ ॥
ধাত্রী দেবতা ৯ম মু: ৮·০০ ॥

সতীনাথ ভাদুড়ীর

পত্রলেখার বাবা চার টাকা ॥

চিত্রগুপ্তের ফাইল ● গণনায়ক
২য় মু: ২·০০ ॥ ২য় মু: ২·৫০ ॥
জাগরী ১০ম মু: ৪·৫০ ॥

সমরেশ বসুর

বি টি রোডের ধারে ৪র্থ মু: ৩·০০ ॥ **সওদাগর** ১ম মু: ৬·০০ ॥ **শ্রীমতী কাফে** ৩য় মু: ৬·০০ ॥ **গঙ্গা** ৬ষ্ঠ মু: ৫·৫০ ॥

জরাসন্ধের

লৌহকপাট ১ম : ১৪শ মু: ৪·০০ ॥ ২য় : ১১শ মু: ৩·৫০ ॥ ৩য় : ৭ম মু: ৫·০০ ॥
তামসী ৯ম মু: ৫·৫০ ॥
ন্যায়দণ্ড ৫ম মু: ৬·৫০ ॥

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

আয় চাঁদ ৩·০০ ॥
মণিপদ্ম ২য় মু: ৪·০০ ॥

বারীন্দ্রনাথ দাশের

চায়না টাউন ২য় মু: ৪·৫০ ॥
রাজা ও মালিনী ২য় মু: ৩·০০ ॥

নরেন্দ্র ঘোষের

ডাক দিয়ে যাই ৬ষ্ঠ মু: ৩·০০ ॥

... পৃথিবীতে ফুল ফুটেছে এই অন্ধকারে। শব-দেহের উপর সবুজ তৃণ জন্মাবে। জীবন অপরাজেয়। সে অনির্বাণ অগ্নিশিখা—তার নির্বাণ নাই। গ্রহ, উপগ্রহে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে এক সুরে। এক হও।—বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রেরণা. অবশ্যপাঠ্য একটি মহৎ উপন্যাস।

মনোজ বসুর

সৈনিক ৭ম মু: ৪·০০ ॥
পথ চলি ২য় মু: ৩·০০ ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিষের ধোঁয়া ৪র্থ মু: ৪·০০ ॥
শ্রেষ্ঠ গল্প ৪র্থ মু: ৫·০০ ॥

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর

মহাকাল ২য় মু: ৩·৫০ ॥
নীলাঞ্জন ২য় মু: ৪·০০ ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মৃগতৃষ্ণা তিন টাকা ॥
মাথুর ২য় মু: ৪·০০ ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

রাশিয়ার ডায়েরী ১ম খণ্ড : ১২·০০ ২য় খণ্ড : ১২·০০ দুই খণ্ড একত্রে : ২৫·০০
দেবতাত্মা হিমালয় ১ম খণ্ড : (১০ম মু:) ৯·০০ ॥ ২য় খণ্ড : (৬ষ্ঠ মু:) ১০·০০ ॥

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

জাহাজ	:	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৫·০০ ॥
পথ চলিতে	:	প্রীতিময়ী কর	৩·২৫ ॥
অনিকেত	:	সাত্যকি	২·৫০ ॥
মহামায়া	:	সীতা দেবী	৬·০০ ॥
অলখ ঝোরা	:	শান্তা দেবী	৫·০০ ॥
প্রেম ও প্রণয়	:	নবগোপাল দাস	৪·০০ ॥
রাণী পালংক	:	বিজন ভট্টাচার্য	২·৫০ ॥
গোধূলির রঙ	:	দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	৩·৫০ ॥
নিকষিত হেম	:	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০ ॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১২

আছে, তবে গা-ঢাকা দিয়ে। নানা ধাপের সভাপতিগণ ভাবছে তারাই বাজাচ্ছে বাঁশী, কিন্তু আসলে 'যে-জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানে।'

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কম্যুনিস্ট পার্টির এত উদ্যম কেন? কেন নয়? বিদেশী ইংরেজ যে ভুল করেছিল এবারকার বিদেশীগণ আর তার পুনরাবৃত্তি করবে না। ইংরেজ আমাদের মনের দরজা জানলা বন্ধ করেনি, সেই দরজা জানলা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস বয়ে এনেছিল মুক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা। এখন মনের দরজা জানলা বন্ধ করতে হলে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, শিক্ষা সমস্তকে পার্টির ছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে হবে। "মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা"—সেই কারখানার প্রসার বৃদ্ধি করতে করতে দেশব্যাপী করে তুলতে হবে। ও সব অহেতুক আনন্দ, রসোনেসঃ, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর চলবে না। সাহিত্যকে হতে হবে পার্টির ইস্তাহার, ধর্মঘট ও লক-আপের মতোই পার্টির অনুকূলে সক্রিয়। এর উপায় দুটি। এক হুকুমমাফিক লেখানো। প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন সেই কাজে হাত দিয়েছে। দুই, সাহিত্যের পুরাতন আদর্শকে বানচাল করে দেওয়া। রবীন্দ্রসাহিত্য কিছু নয়, এ কথা বলবার সময় এখনো আসেনি, তবে পার্টির চিহ্নিত সাহিত্যিককে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলে পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথকে পার্টির সমতলে নামিয়ে আনা হল। তাতেই আপাতত কাজ চলবে। (অবশ্যই চিহ্নিত সাহিত্যিকটি মৃত হলেই নিরাপদ, নতুবা মত বদলাতে পারে। মত বদলিয়ে পার্টিকে বিব্রত করেছে এমন নজির আছে।) বাংলা দেশের সাময়িকপত্রে ছাপার অক্ষরে (ছাপার অক্ষর তো আর মিথ্যা হতে পারে না) রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সমান মূল্যে পার্টির চিহ্নিত কবির (মৃত) নাম বের হয়েছে; এদের জন্মদিন পালনীয়, কেননা, এরাই দেশের শ্রেষ্ঠ কবি। ভেবেছিলাম এখানেই বুঝি মতলববাজির সীমা। কিন্তু, না তখনো শেষের বাকি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাময়িক পত্রিকায় ঐ চিহ্নিত কবির নামের সঙ্গে শেলীর নাম উচ্চারিত হয়েছে দেখলাম। শেলী ছাড়া আর কেউ ও উক্ত কবির [illegible] লেখক। খবর নিয়ে জানলাম যে, লেখক একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হতেই হবে। মুচিরাম গুড়ের ধারা তো লোপ পেতে পারে না।

ইতিমধ্যে প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি গেছেন সরে, হয়তো তিনি এদের মতলব বুঝতে পেরেছেন এতদিন পার্টি বেনামে যার প্রশংসা করছিল এবার স্বনামে তাকে গাল পাড়তে শুরু করলো। যাই হোক, যথাসময়ে যথারীতি, নূতন সভাপতি নির্বাচিত হল। আর যে-সব "শান্তি ও প্রগতিবাদী" সাহিত্যিক রয়ে গেল অ্যাসোসিয়েশন-এর মধ্যে, কিছুকাল পরে তারা রক্তকরবীর 'রাজার এঁটোর' মতো অন্তঃসারশূন্য হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নামোল্লেখ করবার সৎসাহস থাকলে দেখাতে পারতাম বাংলা দেশের কত শক্তিমান লেখক কম্যুনিস্ট পার্টির ফাঁদে পড়ে রাজনৈতিক ইস্তাহার লিখে জীবন শেষ করতে বাধ্য হয়েছে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাবসান ঘটিয়েছে। সাহিত্যিক শক্তির অপমৃত্যুর শ্মশান এই অ্যাসোসিয়েশনটি। মুক্ত সাহিত্যিককে বন্দী করবার কৃতিত্ব এর অপরিসীম।

মানুষের সেই মন ও সংস্কৃতিকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবার সুপরিকল্পিত সর্ব-কালীন ষড়যন্ত্র পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেনি। মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এত প্রবল রাষ্ট্র-শক্তি ও বিজ্ঞানশক্তি, এই দুই শক্তির [illegible] সংকীর্ণ [illegible] অবাধ [illegible] পৃথিবীর সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের [illegible] তো আছেই [illegible]। বেতনভুক হাততালি দেওয়ার লোক আছে, স্বনামে বেনামে প্রবন্ধ লিখবার লোক আছে, রাশিয়াতে হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছে সংবাদ আছে, সংবাদপত্র আছে [illegible] অনু-বাদের স্রোত। উপনিবেশের মানুষ [illegible] ও কতো স্বাধীনতার ভাবে [illegible] পীড়িত। সেই কাল্পনিক [illegible] বাস্তব প্রতিনিধি হবার লোভনীয় চাকরির লোভ হচ্ছে। [illegible] শিল্পীর প্রতিরোধশক্তি কতটুকু? ক্রমে সে দাস [illegible] পড়ে। [illegible] ছিল বাইরের Suggestion ক্রমে তা Auto-suggestion এ পরিণত হয়, গোড়ায় যা ছিল লোভের বন্ধন, ক্রমে তা পরিণত হয় মোহের বন্ধনে। গোড়ায় যে ছিল মুক্ত শিল্পী ক্রমে সে পরিণত হয় পার্টির বেসরকারী ভলান্টিয়ারে। এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদ এমন ব্যাপক, এমন সূক্ষ্ম, এমন মনোরম যে পা বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। পূর্ব-জন্মের সুকৃতি বা ইহজন্মের কাণ্ডজ্ঞানের ফলে যদি কেউ এ ফাঁদে পদার্পণ না করেন তবে তিনি পার্টির দীক্ষিত ও গৃহী শিষ্য-গণের চোখে অপ্রগত ও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভরসা পার্টিবিনিন্দিত এই সব শিল্পীদের উপরেই। তারাই মুক্তপুরুষ, তারাই রস-লোকের সার্থক যাত্রী।

প্রতিরক্ষার জন্য ঋণদান করুন।
জাতীয় প্রতিরক্ষা বণ্ডে লগ্নী করুন।

নূতন বই
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
স্মরণীয় দিন ৬॥
রক্তকমল (২য় মুদ্রণ) ৩॥ বাহির বিশ্ব ৩,
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রতিবিলাপ (২য় মুদ্রণ) ৪॥
আশাপূর্ণা দেবীর
নেপথ্য নায়িকা (২য় মুদ্রণ) ৫,
নবনীড় ৩॥
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কবি ও অ-কবি ৩৷
প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

লক্ষ্মীর তপস্যা

সতীকান্ত গুহ

পাহাড়ী [illegible] সুটিকেস এসে উঠলুম। [illegible] মেজাজ গরম হল। এই আমার প্রথম [illegible]

কিন্তু [illegible] আমার [illegible] আমার [illegible] কাহিনী হয়ে [illegible]

একদিন চেইসিং [illegible] পায়ের উপর পড়ে কেঁদে ফেলল। চেই-সিংয়ের মত [illegible] রাজাবাহাদুরের [illegible] শুধু অস্বাভাবিক নয় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বুঝলুম চেই-সিং কোথাও একটা মস্ত আঘাত পেয়েছে। [illegible] মহাবিপদ উপস্থিত। তার আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। তাই সে রাজাবাহাদুরকে ছেড়ে বাবুজীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "চেইসিং। কী ব্যাপার? এত উতলা হচ্ছ কেন?"

চেই-সিং উঠে চোখ মুছতে মুছতে বলল, "বাবুজী। আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"সে কি! কী সর্বনাশ হল তোমার?"

[illegible] একটু উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা [illegible]

চেই-সিং [illegible] "বাবুজী। [illegible] লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

চেই-সিংকে প্রশ্ন করে [illegible] সংক্ষেপে এই: চেই-সিং [illegible] লক্ষ্মীর বয়স বছর [illegible] সুন্দরী সুলক্ষণা ও [illegible] ছেলেবেলা থেকেই [illegible] ছিল। [illegible] ও বিপদ যে কখনো আসেনি তা নয়। কিন্তু লক্ষ্মী তাদের সংসার কল্যাণ ও [illegible] এমন একটা [illegible] বেঁধেছিল যে, কোনো দুঃখ ও বিপদই তাদের টলাতে পারেনি।

[illegible] ধরে লক্ষ্মী অন্যমনস্ক। সংসারের সব কাজের ভিতরও সে উদাসী। চেইসিং ও তার স্ত্রী ভেবেছিল, লক্ষ্মীর জীবনে হয়ত প্রেমের ছোঁয়াচ লেগেছে। তাদের মনে কোনো সংশয় জাগেনি। তাদের কৌতূহলী মন শুধু একটা প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরছিল—এ অঞ্চলে এমন কে আছে যে লক্ষ্মীর মত অসামান্যা মেয়েকে আকর্ষণ করতে পারে।

একদিন লক্ষ্মী [illegible] একটা [illegible] হাতে বাপ-মার কাছে এসে দাঁড়াল। [illegible] হয়ে বাপ-মাকে প্রণাম করে বলল "আমি আদেশ পেয়েছি। দেবতার কাছে যেতে হচ্ছে। আমাকে যেতে দাও।"

[illegible] হয়ে চেইসিং ও তার স্ত্রী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল "আমাদের ছেড়ে [illegible] এই সংসার ছেড়ে কোথায় যাবি মা! ও সর্বনেশে কথা মুখেও আনিস নি।"

লক্ষ্মী নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল "[illegible] ভেবো না। দেবতা আদেশ করেছেন। [illegible] মনে আমায় বিদায় দাও।"

বাপ মা কেঁদে বলল, "আমাদের ছেড়ে [illegible] মা। কিন্তু তোর ভাইবোন, ওরা যে তোকেই মা বলে জানে। ওদের কেন্ [illegible] প্রাণে তুই ছেড়ে যাবি?" লক্ষ্মীর চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু পুঁটলি হাতে তুলে নিয়ে সে বলল, 'আমার দেবতা সকলের সঙ্গে ওদেরও দেখবেন। তাঁর কাছে যেদিন ছুটি মিলবে, তোমাদের লক্ষ্মী আবার তোমাদের সংসারে ফিরে আসবে।"

লক্ষ্মী পথে পা বাড়িয়েছে, পাগলের মত ছুটে এসে তার পথ আগলে দাঁড়ালো শ্যামলাল। লক্ষ্মীকে সে কামনা করত। মস্ত বড় জোতদারের একমাত্র সন্তান সে।

লক্ষ্মী একদিন তাকে গ্রহণ করবে এই আশায় অনেক প্রলোভন অনেক আকর্ষণ উপেক্ষা করে সে পাহাড়ী গাঁয়ে পড়ে আছে।

সে বলল, "কোনোদিন মুখ খুলে তোমাকে মনের কথা বলিনি। আজও বলার সাহস নেই। কিন্তু এমন করে তুমি আমাকে ভাসিয়ে যেও না।"

লক্ষ্মী ধীরকণ্ঠে বলল, "যিনি জীবনের দেবতা, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। যদি ইচ্ছা করে না-ভাসো, তোমাকে ভাসায় কার সাধ্য। আমায় বাধা দিও না।"

সকলের চোখের জল, কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে লক্ষ্মী দেবতার আদেশে সংসার ছেড়ে গেল।

চেইসিং চোখের জল মুছতে মুছতে আবার তার চোখে জল এসে গেল।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম, "চেইসিং, ঈশ্বরকে ডাকো। তিনিই লক্ষ্মীকে সংসার থেকে বার করেছেন, তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।"

চেইসিং হাহাকার করে বলল, "বাবুজী! আমাদের যে-মন মানছে না। আমরা যে তে-শুতে যে কোনো শান্তিই পাচ্ছি না। আর ওর ভাইবোনেরা? ওরা যে কেঁদেকেটে একখানা করছে!"

আমি চেইসিংয়ের হাতে সস্নেহে একটা চাপ দিয়ে বললুম, "ধৈর্য ধরো চেইসিং। ঈশ্বরকে ডাকো।"

এই ঘটনার পর চেইসিং একেবারে নীরব হয়ে গেল। কাজে তার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে ঠিক ঘাড় ধরে হাজিরা দিত। কিন্তু তার ভিতরটা যেন ধসে পড়েছিল। তার জীবনের সব সুখ সব আনন্দ এই সর্বনেশে দুর্ঘটনার প্রচণ্ড ফুৎকারে নিবে গিয়েছিল। চেইসিংয়ের পারিবারিক অঘটনের খানিকটা প্রভাব আমারও উপর এসে পড়েছিল। পাহাড়ী শহরে যে আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছিলুম তা যেন খানিকটা চাপা পড়ে গেল। ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতা ফিরে যাবার একটা সংকল্পও মনে উঁকি দিল।

একদিন চেইসিং আমাকে সেলাম করে দাঁড়াল। তার দিকে তাকাতে বুঝলুম, সে কোনো একটা কিছু বলতে চায়, ইতস্তত করছে।

বললুম, "কোনো খবর আছে, চেইসিং?"

চেইসিং বললে, "বাবুজী, লক্ষ্মীর একটা খবর আছে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে চেইসিং বলল, "আমাদের গাঁয়ের পূবে যে মঠ আছে, তার মোহান্ত আমার ঘরে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শুনলুম, লক্ষ্মী যখন মঠের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন লক্ষ্মীর সংগে তাঁর দেখা। লক্ষ্মীর মুখে সব শুনে তিনি বললেন, 'দেবতার কাজে যাচ্ছো, কিন্তু মহাদেবী গৌরীকে জানিয়ে যাও। কুমারী মেয়েদের পক্ষে এই বিধান।' লক্ষ্মী তখন মহাদেবী গৌরীর বিগ্রহের সামনে মোহান্তকে বলে সে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে যে পূবের সাতটা পাহাড় পার হয়ে যে-ঝরনা নদী গুহায় ঢুকে তার উৎস থেকে জল নিয়ে পাহাড়চূড়োয় উঠে দেবতাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। তারপর দেবতার আদেশ পেলে সে সংসারে ফিরবে, নইলে দেবতার উপাসনায় সেই পাহাড়চূড়োতেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে।"

একটু থেমে চেইসিং [illegible] তাকিয়ে বলল, "বাবুজী! লক্ষ্মীর মত মেয়ের পক্ষে এই কঠোর তপস্যা সম্ভব?"

চেইসিংয়ের কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সেই সুদূর পূবের কোনো [illegible] উপেক্ষা করতে না পেরে মানুষ সুখের নীড় ছেড়ে দুশ্চর তপস্যার পথে পা বাড়ায়।

চেইসিং বলল, "আমার এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে, বাবুজী, [illegible] ফিরিয়ে নিয়ে আসি। শুনে [illegible] আমায় শাসিয়ে বলেছে, [illegible] দেবতা তোমার [illegible] ডেকেছেন। তোমার মত [illegible] দেবতার উপর নির্ভর করে থাকো। তাঁর ইচ্ছের [illegible] সংসারের অমঙ্গল [illegible] সে কি করি বাবুজী ভেবেই পাই [illegible]" হতাশকণ্ঠে চেইসিং বলল।

চেইসিংয়ের কথার কোনো জবাবই [illegible] খুঁজে পেলুম না। শান্তকণ্ঠে বললুম, "উপায় কী চেইসিং! মোহান্তের কথামতই চলো। দ্যাখো, কী হয়।"

কলকাতায় ফিরে এসে কাজে ডুবে গিয়েছিলুম। চেইসিংয়ের ট্র্যাজেডির প্রচণ্ডতা ক্রমশ মনের ভিতর এসে গিয়েছিল। তবে চেইসিংয়ের কাতর মুখ আমার ব্যস্ত জীবনের পর্দা তুলে এক একবার আমাকে দেখা দিত। তখন একটা দূর থেকে দেখা ছবির মত পাহাড়ী গাঁয়ের ঘটনাটা আমার

চিত্রাংশু

॥ চারু ও কারু শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ॥

৩৯, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯, ফোন : ৪৬-২৭৬৯

নূতন শিক্ষাবর্ষ ২রা জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে। সীমাবদ্ধ আসন। পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞানপত্র ও দুই বৎসরের প্রশংসাপত্র শিক্ষাক্রম : সুকুমার চিত্রকলা, ভারতীয় চিত্রকলা, আলংকারিক চিত্রকলা, আলংকারিক কারুশিল্প, বাটিকের কাজ, চামড়ার কাজ, বয়ন, আলংকারিক সূচীশিল্প ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণের সময় : সন্ধ্যা ৬—৮॥ ঘটিকা। স্টুডিও ওয়ার্ক চারু ও কারু শিল্পের গ্রন্থাগার, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্রের ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতন ও কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ দ্বারা শিক্ষাপরিষদ গঠিত। শিশুদের জন্য পৃথক ও বিশেষ ব্যবস্থা। আবেদনপত্র ও কার্যবিবরণী সকাল ১১—সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

সাদা মলম

বি-টেক্স

দাদ, চুলকানি, নালী ঘা, একজিমা, ফুস্কুড়ি গায়ে গোটা, ঠাণ্ডায় হাত পা ফাটা জীবজন্তুর দেহের ক্ষতে অব্যর্থ মহৌষধ। বি-টেক্স, বোম্বাই-৩

স্টকিস্টস্ :

মেসার্স রোজ অ্যাণ্ড কোং, ৭১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

চোখের সামনে ফুটে উঠত। লক্ষ্মীকে চোখে দেখিনি। কিন্তু চেইসিংয়ের মুখে তার যে বর্ণনা পেয়েছিলুম তাতে করে তার একটা মূর্তি কল্পনায় গড়ে ফেলেছিলুম। মাঝে মাঝে একা ঘরে বসে কল্পনায় দেখতুম, লক্ষ্মী দেবতার অভিসারে চলেছে। তার মুখে পাহাড়ী রোদের শুভ্র আশীর্বাদ। সাত পাহাড় পার হয়ে সে গুহার অন্ধকারে ঢুকছে। কখনো দেখতুম, গুহা থেকে কমন্ডলুতে ঝরনা নদীর উৎসের পবিত্র জল ভরে নিয়ে সে পাহাড় বেয়ে উঠছে। পাহাড় চুড়োয় কারা যেন নিঃশব্দে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কখনো দেখতুম পাহাড়-চুড়োয় অনন্ত আকাশের নীচেয় নিঃসঙ্গ লক্ষ্মী। মহাশূন্যে কোন্ দেবতার উদ্দেশে কমন্ডলুর পবিত্র জলের সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে।

এমনি করে প্রায় দশ বছর কেটে গিয়েছিল। নানা দেশে নানা তীর্থে গিয়েছি। নানা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বিচিত্র নানা অভিজ্ঞতায় জীবনের নকশা রঙে ও রেখায় ভরে উঠেছে। কিন্তু সেই পাহাড়ী শহর পথের একধারেই থেকে গিয়েছে। দশ বছর বাদে একদিন তাই দূর থেকে তার হাতছানি দেখতে পেয়ে চমকে উঠলুম।

সেই হোটেল ইতিমধ্যে হাত বদলেছে। নতুন মালিকের তরফ থেকে একখানা চিঠি পেলুম। অতীত ওই হোটেলের শৌখিন স্যুইট থেকে যাঁরা কর্তৃপক্ষকে চিরকাল আনন্দ দান করে রেখেছেন, আমি তাঁদের অন্যতম। সুতরাং কর্তৃপক্ষ আর একবার ওই স্যুইটে আমাকে স্বশরীরে দেখতে পেলে কৃতার্থ হবেন। তাঁদের এই আশা ফলবতী করার পক্ষে কোন বাধা নেই। কারণ পাহাড়ী শহরের আকাশ তখন নীলার মত গাঢ় নীল এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা ইস্পাতের ফলার মত ঝকঝকে রোদ। কোথা থেকে নিশার ডাকের মত পাহাড়ী শহরের হাতছানিটা আমাকে চঞ্চল করে দিল।

হোটেলে এসে আদর আপ্যায়নের পর চেইসিংয়ের খোঁজ করলুম। শুনলুম, বছর দুয়েক আগে সে হোটেলের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সঞ্চিত অর্থে ধানের জমি কিনে সে এখন স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছে। গাঁয়ে তার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও হয়েছে।

চেইসিং নেই শুনে মনটা মুষড়ে পড়ল। চেইসিং না থাকলে এ শহরের রইল কী! বুঝতে পারলুম, এখানে আসার জন্য যে একটা গভীর আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার মূলে ছিল চেইসিং।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে নতুন বেয়ারা বললে, "হুজুর! চেইসিংয়ের গাঁও দুক্রোশ পথ। খবর দিলে ও এসে যাবে। বেশ ভালো পথ।"

● বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গ্রন্থসম্ভার ●

প্রকাশিত হল — নতুন উপন্যাস

নতুন হাওয়া

বিমল কর

বিমল করের সাহিত্য-স্বীকৃতি তার সকল উপন্যাসে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তিনি কেবলমাত্র কয়েকটি মানুষকেই খুঁজে বেড়ান না, আরও গভীরে তাদের উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। সুন্দর প্রচ্ছদ। দাম ৪.৫০

কবিতা

ঘনিষ্ঠ তাপ	॥	অরুণ মিত্র	৩·০০
কাচের মানুষ	॥	দিনেশ দাশ	৩·০০
যত দূরেই যাই	॥	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	৩·০০
হরিণ চিতা চিল	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩·০০

রম্যরচনা

সম্পাদকের বৈঠকে	॥	সাগরময় ঘোষ	৫·৫০
সাজঘর	॥	ইন্দ্রমিত্র	১০·০০
সাত রানী আট বেগম	॥	শ্রীপান্থ	৫·০০
ধূপছায়া	॥	সৈয়দ মুজতবা আলী	৪·০০
শ্রীপান্থের কলকাতা	॥	শ্রীপান্থ	৭·০০

গল্প সংকলন

আপন প্রিয়	॥	রমাপদ চৌধুরী	৩·০০
পলাশের নেশা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
দময়ন্তী	॥	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
তৃষ্ণা	॥	সমরেশ বসু	৩·০০
স্বাদু স্বাদু পদে পদে	॥	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·৭৫
হৃদয়ের জাগরণ	॥	বুদ্ধদেব বসু	৩·৫০
জলপায়রা	॥	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪·০০
সাতটি রাত্রি	॥	বাণী রায়	২·৭৫

উপন্যাস

দুরন্ত চড়াই	॥	সমরেশ বসু	৫·০০
নাম নেই ঠিকানা নেই	॥	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
ছন্দ যতি মিল	॥	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬·৫০
আকাশ লিপি	॥	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৪·০০
আমার ফাঁসি হল	॥	মনোজ বসু	৩·৫০
মাটি আর নেই	॥	প্রফুল্ল রায়	৪·৫০
চীনে লণ্ঠন	॥	লীলা মজুমদার	৩·৭৫
অগ্নিসাক্ষী	॥	প্রবোধকুমার সান্যাল	৩·৫০
রাধা	॥	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭·০০
এলেম নতুন দেশে	॥	জ্যোতির্ময় রায়	২·০০
জল পড়ে পাতা নড়ে	॥	গৌরকিশোর ঘোষ	৮·০০
নাগলতা	॥	সুবোধ ঘোষ	৩·৫০
তীরভূমি	॥	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·৫০

॥ ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড । কলিকাতা ১২ ॥

মহাকাশ বিজয়ের কাহিনী

চাঁদে অভিযান

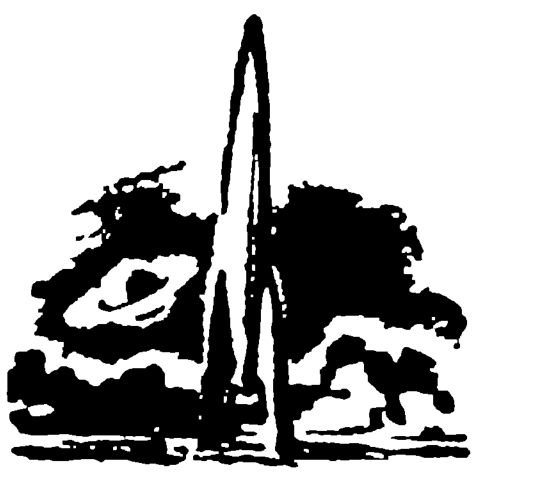

রুশ বিজ্ঞান কাহিনীকারের লেখা বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনী।

"সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানভিজ্ঞ পাঠক ও মহাশূন্য যাত্রার তত্ত্বগত দিকটা বুঝতে পারবেন এমন সহৃদয়তার সঙ্গে লেখা হয়েছে বইটি।"

—দেশ

"আমরা সেই যুগের [illegible] করছি যে যুগে মানুষ গ্রহান্তরে যাবে। সেখানে [illegible] আগে কি করতে হবে বইখানিতে তার সমস্ত বর্ণনাই বহু ছবির সঙ্গে [illegible] হয়েছে। এবং সমস্ত বর্ণনাই [illegible] ভিত্তিতে লেখা।" —যুগান্তর ৩.০০

এফ আই চেন্‌কভ

আয়নোস্ফিয়ারের কথা

"এই [illegible] মহাকাশের [illegible] করা হয়েছে [illegible]"

—যুগান্তর ১.৫০

লোকবিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি বই

এফ. ভি. [illegible]

এই পৃথিবী

[illegible] ও উৎস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা। ১.৫০

এস ভি [illegible]

বায়ুমণ্ডল ১.৭৫

মস্কো থেকে প্রকাশিত

[illegible]

জ্যোতির্বিদ্যার খোশখবর

মহাকাশের—বিভিন্ন খোঁজখবর

২.০০

আলেকসান্দ্র ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ ৩.৫৬

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২

১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

নতন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

বেয়ারাকে একটা ফরমাশে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ভাবতে বসলুম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সঙ্গে একটি বেয়ারা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। চেইসিংয়ের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা দমন করা সম্ভব হল না।

প্রায় ঘন্টাদুয়েক হেঁটে চেইসিংয়ের গাঁয়ে পৌঁছলুম। একটা পাহাড়ী পথের গা ঘেঁষে খানিকটা উঁচু জমির উপর তার বাড়ি। পাহাড়ী মুলুকে যেরকমটি হয় কাঠ, কাচ ও টিনের হালকা বাড়ি। চারদিকে চারটি অকাণ্ড বড় ঘর সামনে ছোট বাগান। আর তিনদিক - একদিকে মাঠ, একদিকে ঝাউ আর ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল, আর একটা দিকে ধানের ক্ষেত তার ধার দিয়ে নদী।

খবর পেয়ে চেইসিং শশব্যস্তে বাইরে এল। রাজাবাহাদুর বলে কুর্নিশ করে সে আনন্দে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। সে ফ্যালফ্যাল করে আমার পানে তাকিয়ে রইল। তার মুখে কথা যোগাল না।

[illegible] করতে অপারগ নই [illegible] [illegible] হয়ে পড়েছিলুম। [illegible] [illegible] বললুম "চেইসিং [illegible] [illegible]"

[illegible] হল [illegible] বলল "রাজাবাহাদুর [illegible] [illegible] সবাই [illegible] আছি—[illegible] [illegible] এতদূর। কল্পনাও [illegible] [illegible] একদিন আমার ঘরে আপনার [illegible] পড়বে।" এই বলে সে [illegible] উত্তেজনায় চেঁচামেচি করতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী ছেলেপুলে [illegible] [illegible] বার হয়ে এল। [illegible] [illegible] করিয়ে দিয়ে সকলকে নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] সে ক্ষান্ত হল। বলল 'রাজাবাহাদুর একেবারে [illegible] [illegible] [illegible] হবে। আমাদের যা কিছু [illegible] দিয়ে আপনার সেবা করব।"

চেইসিংয়ের আদর [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ছাড়িয়ে [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] সবই বলল।

চেইসিংয়ের মুখে তার [illegible] কাহিনী শুনলুম। কী করে তার চববাসের ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠল কবে সে কোন ঘর তৈরি করল, কোন বছরে তার কী মুনাফা হল বলতে বলতে সে আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ল।

একটা ছোট ছেলে চকাত থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। আমার চোখে চোখ পড়তে আমি একটু হাসতেই সে কাছে এগিয়ে এলো। আমার লক্ষ্য অনুসরণ করে ছেলেটিকে দেখে চেইসিংয়ের মুখ কঠোর হয়ে উঠল। রুক্ষ চড়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করতে ছেলেটি ভয় পেয়ে সরে গেল।

ছেলেটির খোঁজেই হয়ত তার মা ইতিমধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ছেলেটি কোল ঘেঁষে দাঁড়াতে মা সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

মার দিকে তাকিয়ে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলুম না। লতার মত হাল্কা দেহে যৌবনের অপরূপ ছন্দ ও সুষমা। শরতের মেঘের মত একটা স্নিগ্ধ আভা। কালো দুটি আয়ত চক্ষে স্নেহ ও ভালোবাসার মঙ্গল-দীপ। এ যেন শুভরাত্রে স্বপ্নে দেখা একখানা ছবি।

আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মার দেখাদেখি ছেলেটি আমাকে দূর থেকে নমস্কার করল। আমি প্রাণভরে সেই নমস্কার ফিরিয়ে দিলুম।

চেইসিং কোনো কারণে যেন উসখুস করছিল। আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলুম না "চেইসিং এ কে? একে তো চিনলুম না!"

চেইসিং বিব্রত হয়ে বলল "রাজাবাহাদুর, ও চিনবার মত কেউ নয়।"

আমার চক্ষে তীব্র কৌতূহল লক্ষ করে সে বলল 'রাজাবাহাদুর। ও আমার জীবনের দুঃস্বপ্ন। ও আমাদের সংসারের কলঙ্ক ও লজ্জা।' [illegible] [illegible] [illegible], 'ও [illegible] লক্ষ্মী।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চেইসিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।'

চেইসিং [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষ্মী [illegible] চোখে [illegible] [illegible]।'

[illegible] [illegible] চেইসিংয়ের এই কথার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এল।

চেইসিং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এলো লক্ষ্মী [illegible] [illegible] এসেছে। আমি [illegible] [illegible] [illegible] গেলুম। [illegible] লক্ষ্মী মহাদেবীর বিগ্রহের সামনে [illegible] আছে। তার কোলে দুটির মাসের এক শিশু। ভয়ে বিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কার ছেলে?'

লক্ষ্মী আমার দিকে চেয়ে বলল, "আমার!" মোহান্ত এসে একসময় মন্দিরে ঢুকেছিল। সে আমাকে লক্ষ করে বলল, 'চেইসিং, এ ব্যাপার নিয়ে হইচই কোরো না। দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। যে কারণেই হোক তোমার মেয়ে লক্ষ্মী এখন সন্তানের মা। ওকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

মোহান্তের কথায় কান না দিয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি মঠ থেকে দৌড়ে

বার হয়ে এলুম। কিন্তু তাহলে হবে কি। আমার পিছন পিছন সন্তানকে বুকে আঁকড়ে লক্ষ্মী ছুটে এলো। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ক্ষেপে গিয়ে একবার আমি মুঠো মুঠো ধুলো ওর গায়ে মুখে ছুঁড়ে দিলুম। ও একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইল। এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করল না। অভিশাপে, অভিসম্পাতে আমি আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলুম। কিন্তু ওকে ফেরাতে পারলুম না।

তখন আমাদের মাত্র একটা ঘর। কোনো-রকমে মাথা গুঁজবার জায়গা ছাড়া কিছু ছিল না। লক্ষ্মী আমার পিছন পিছন সেই একখানা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমার স্ত্রী দূর থেকেই আমাকে ও লক্ষ্মীকে দেখতে পেয়েছিল। সে উন্মাদের মত দৌড়ে এসে সন্তানসুদ্ধ মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। আমি চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ধিক্কার দিয়ে বললুম, 'কাকে তুই জড়িয়ে ধরেছিস্' ও কুলটা। আমাদের কলঙ্ক' ঐ ছেলেটা হচ্ছে পাপের ফল' ভালো চাস তো ওকে তাড়িয়ে দে।"

আমার স্ত্রী কেঁদে বলল, "আমি সবই বুঝেছি। তবু লক্ষ্মী আমার মেয়ে' ওর ছেলে আমার নাতি, তেমনও নাতি। ওর পাপে আমাদের কেন লজ্জা! ওর যদি কোনো পুণ্য থাকে তাতে আমাদের মঙ্গল হবে। একপাশে ঘরের বাইরে বারান্দায় ও থাকুক। ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।"

এখন কাহিনীর জের টেনে চেইসিং বললে, "তখন থেকে লক্ষ্মী এখানে আছে। কিন্তু আমার ভয়ে আমার স্ত্রী ওকে অন্দরে জায়গা দিতে পারে নি। সংসারের যাবতীয় কাজ ও করে। ওই যে সবচেয়ে ছোট ঘরখানা, ওখানে ও সন্তানকে নিয়ে থাকে।"

আমি বললুম, "লক্ষ্মীর ছেলের বাপ কে, খোঁজ করোনি?"

চেইসিং দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, "না। তবে আমি আন্দাজ করতে পেরেছি।"

আমি সভয়ে প্রশ্ন করলুম, "কাকে তুমি সন্দেহ করো? এর জন্য দায়ী কি শ্যামলাল?"

গভীর দুঃখে মাথা নেড়ে চেইসিং বলল, "তাহলে তো জোর করে শ্যামলালের সঙ্গে ওর বিয়েই দিতুম। শ্যামলাল নয়, রাজা-বাহাদুর, শ্যামলাল নয়।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে বলল, "এই কলঙ্কের জন্য দায়ী ওই মোহান্ত। লক্ষ্মী গৌরীপুজোয় মঠে যেত। কোন্ ফন্দিতে ও লক্ষ্মীকে বিপথে টেনেছিল, ওই জানে। রাজাবাহাদুর! দেবতার আদেশ, সাতপাহাড়ের শেষে ঝরনা নদীর জল—এ সব মোহান্তর শেখানো কথা। কিন্তু এ কথা তো কাউকে বলার নয়। বললেও লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হত। মোহান্তর সম্বন্ধে এ কথা

বাক্-সাহিত্যের বই

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনার
একটি অনন্যসাধারণ সংকলন

বিশ্ববিবেক

... সম্পাদনা : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরীপ্রসাদ বসু ও শংকর
আত্মপরিচয়, প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে বিবেকানন্দ, মনীষী সকাশে, আধুনিক মননের আলোকে বিবেকানন্দ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ৬৬ জন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখায় সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া ভারতীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় স্বামীজী সম্পর্কিত গ্রন্থের সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী। দাম—১০·০০

অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকারের
কথা কও ২·২৫
বর্তমানে রঙমহলে অভিনীত শততম রজনী অতিক্রান্ত জনপ্রিয় নাটক

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
সৈনিক ২·৫০
'মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে। রাজধানীতে বিপুল অভিনন্দনপ্রাপ্ত।

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অঙ্গজ ৩·০০

প্রখ্যাত সাহিত্যিক
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
নতুন উপন্যাস
নীল আগুন
উদ্দাম জীবনের করুণতম কাহিনী। অনাঘ্রাতা নায়িকা অরুণা বলে : 'যে কান্না সমাজ আমাদের দিল, সেই কান্না সমাজ আমাদের কাছ থেকে ফিরে পাবে। সবই অহংয় মুখ দেখা।' দাম—৬·৫০

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের
কষিত কাঞ্চন ৪·৫০

শংকর-এর
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ
দেড় মাসে দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে তৃতীয় সংস্করণ চলছে।
দাম—৪·৫০

শ্রীনিরপেক্ষর
বর্তমান সমাজ-জীবনের প্রামাণিক দলিল
নেপথ্যদর্শন ৭·৫০

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের
পকেটমার (২য় সং) ৫·০০

বনফুলের
দূরবীন (২য় সং) ৪·০০

বাসুদেবের নতুন পটভূমিকায়
বিরাট উপন্যাস
মসিরেখা ৯·০০
দ্বিতীয় সংস্করণ

বিমল মিত্র রচিত
স্ত্রী (৩য় সং) ৪·০০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হসন্তী (২য় সং) ৪·৫০

সন্তোষ চক্রবর্তীর
জলভ্রমি ৩·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
গরীয়সী গৌরী ৪·৫০

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের
চীনের ড্রাগন ৩·৫০
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

বাক্-সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

কেউ বিশ্বাস করত না। মাঝ থেকে আমি একঘরে হতুম।"

আমি বললুম, "শ্যামলাল এখন কোথায়? আমি থাকলে তার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে দিতুম। সে তো লক্ষ্মীকে ভালোবাসত।"

চেইসিং শুষ্ককণ্ঠে বলল, "শ্যামলাল লক্ষ্মীর কথা শোনার পর একদিনও এ মুখো হয়নি। এখন সে বিয়ে করেছে। দুটি ছেলেও হয়েছে। ওর ছেলেকে লক্ষ্মী একদিন আদর করতে গিয়েছিল শুনে, ওর স্ত্রীকে দিয়ে লক্ষ্মীকে শাসিয়েছে।"

লক্ষ্মীর কলঙ্ক কাহিনীর কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, আমার মনে হচ্ছিল। আমি চেইসিংকে বললুম, "লক্ষ্মীকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে, তাকে ডেকে পাঠাও।"

চেইসিং আমার কথার কোনো জবাবই দিল না। তাকে নিরুত্তর দেখে আমি আবার কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম। দূর থেকে চেইসিংয়ের স্ত্রী ব্যাপারটা অনুমান করে সসংকোচে এগিয়ে এসে বলল, "রাজাবাহাদুর, ও মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, মুখ দেখে না। আমাদের ঘরের ত্রিসীমায় আসা ওর বারণ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

চেইসিংয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীর ঘরে আমায় পৌঁছে দিয়ে সরে গেল।

লক্ষ্মী দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিল। বুঝলুম, অপমানে লজ্জায় ও চোখের জল ফেলছিল। আমি নাম ধরে তাকে ডাকলুম। লক্ষ্মী চোখের জল মুছে অসংকোচে আমার পানে তাকালো।

বললুম, "মোহান্ত যে অন্যায় করেছে, তার প্রতিবাদ তুমি কর নি কেন?"

দুঃখে বেদনায় ভরা কণ্ঠে লক্ষ্মী বলল, "দেবতার পায়ে আমি অপরাধ করেছিলুম বলেই তো দেবতা মোহান্তকে দিয়ে আমায় পথের ধুলোয় টেনে রাখলেন। প্রতিবাদে কি লাভ হত রাজাবাহাদুর? এখন যে ধুলোয় নেমেছি সেখান থেকে উঁচুতে উঠতে পারি, অহোরাত্র সেই তপস্যাই করছি।"

লক্ষ্মীর কথায় আমি যেন নিজের চোখে ছোট হয়ে গেলুম। তবু না বলে পারলুম না, "পরের গ্লানি তুমি কেন নিজের উপর টেনে আনছো লক্ষ্মী? পাপকে প্রশ্রয় দেওয়াও একরকম পাপ।"

লক্ষ্মী শান্তস্বরে বলল, "সেই জনাই তো নিজের পাপকে আমি প্রশ্রয় দিইনি। ওই শিশুকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে কে আমার কলঙ্কের কথা জানতো! মোহান্ত আমাকে ঐ পরামর্শই দিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি কান দিইনি। পাপের শাস্তি নিজের হাতে আমি নিজেকে দিচ্ছি। তাই ধুলোর মাটির সঙ্গে মিশে এ সংসারে আছি।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "রাজাবাহাদুর, মঠে পুজো দিতে গিয়ে গৌরীর পাশে ভোলানাথকে দেখে মনে মনে কামনা করতুম, তাকে যেন একদিন পাই। কিন্তু এই কামনায় একটা অন্যরকমের আকাঙ্ক্ষা এসে ঢুকলো। পুজো দিতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেতুম, ভাবতুম কবে পৃথিবীতে মানুষের ভিতর ভোলানাথের দেখা পাবো। এই ভাবনাটা আমার চোখে নেশা ধরিয়ে দিল।

একদিন আরতির লগ্নে, মোহান্তর সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে আমার মনে একটা ঝড় উঠল। আমার হাত থেকে পুজোর ডালা মাটিতে পড়ে গেল। আমার সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর নির্জন মন্দিরে যখন মোহান্ত এসে আমার হাত চেপে ধরল, আমার তখন বিচার করার শক্তি ছিল না। ভেবেছিলুম, দেবতা মানুষের বেশে এসে আমায় গ্রহণ করেছেন।"

লক্ষ্মীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে একটা খটকা জন্মালো, জীবনে যে আদৌ হোঁচট খেল না, তার অভিসারের অর্থ কী! যে পুণ্যের পথ আর পাপের পথকে দূরে তফাতে রেখে চলে সে পথ কি মানুষকে দেবতার মন্দিরে পৌঁছে দেয়?

লক্ষ্মী আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। আমি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললুম, "সুখী হও। সার্থক হও।"

আমি বেরিয়ে আসতে চেইসিং শশব্যস্ত প্রায় ছুটে এলো। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে আমি বললুম, "চেইসিং। দেবতার আদেশ মিথ্যে নয়। লক্ষ্মী এখন গুহায় ঢুকেছে, ঝরনা নদীর উৎসের সন্ধান পেল বলে। তুমি ধন্য! ও একদিন ঝরনা নদীর জল নিয়ে পাহাড় চুড়োয় উঠবে। দেবতা ওর পুজো গ্রহণ করবেন।"

সাহিত্যায়নের নতুন সাহিত্যসম্ভার

বাণী রায় সম্পাদিত
লেখিকা মন
আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মহিলা লেখিকাদের ছোট গল্পের সংকলন। এ শুধু এক অপূর্ব সংকলনই নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বহু প্রতীক্ষিত সংযোজনও
মূল্য—আট টাকা

চিত্তরঞ্জন ঘোষের
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর
কালের যাত্রা দিন থেকে রাত, জীবনের যাত্রা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। এই উপন্যাসে আধুনিক জীবনযন্ত্রণার এক বাস্তব কাহিনী বিধৃত।
মূল্য—তিন টাকা

চার্লস শ লিখিত
বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস
'Heaven knows, Mr. Allison'-এর
অনুবাদ
আদিম অরণ্য মুখর মন
নির্জন দ্বীপে এক সৈনিক ও এক সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপনের অনবদ্য আলেখ্য। মূল্য—দুই টাকা
অনুবাদক
মণি গঙ্গোপাধ্যায়

= অন্যান্য বই =

সংঘাত	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২·০০
কুয়াশার রঙ	—	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·৫০
বরণীয় তুমি	—	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২·৫০
জহুরী	—	আশাপূর্ণা দেবী	২·০০
এ জন্মের ইতিহাস	—	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬·০০
এংকোর	—	উৎপল দত্ত	৩·০০
অমিতাভর জন্য	—	সৌরীন সেন	৩·০০
সমাপ্তি	—	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
নিঃসঙ্গ নক্ষত্র	—	মণি গঙ্গোপাধ্যায়	২·৫০

সাহিত্যায়ন ● ৮এ, কলেজ রো ● কলিকাতা ৯

হ্যারল্ড উইলসন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে

অন্য হ্যারল্ড

সমুদ্রগুপ্ত

“আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাই। মিঃ ম্যাকমিলন কেন মিঃ প্রোফুমোর পদত্যাগ সম্মতি দেন। মিঃ প্রোফুমো কি সত্যিই পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। যদি না চেয়ে থাকেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেননি কেন।

কমন্স সভায় সেদিন এই প্রশ্ন যিনি তুলেছিলেন উত্তরের জন্য তিনি অপেক্ষা করেননি। বলেছিলেন কেন তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি ‘তা আমরা জানি। আজ আর আমাদের এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে উপায় নেই যে দেশের নিরাপত্তার চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থই বড় হয়ে উঠেছিল। জন্ম-জুয়াড়ীদের স্বভাবই এই রকম।’

সেইখানেই তিনি থামেননি। আঙুল তুলে ধিক্কার জানাবার ভঙ্গিতে, তিনি বলেছিলেন ‘কাগজে যতই বিবৃতি দেওয়া হক, মন্ত্রিসভার বৈঠক যত ঘনঘনই বসুক এবং পার্টি কমিটী যা-ই করুন না কেন, এই উলঙ্গ সত্যকে আর আজ কিছুতেই চেপে রাখা যাবে না যে, ক্রমাগত যে সব বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, ওই মানুষটিই তার জন্য দায়ী।’

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মিঃ উইলসন, এবং তিরস্কারের তর্জনীকে তিনি মিঃ ম্যাকমিলানের দিকে তুলে ধরেছিলেন। হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মুখে সেদিন হাসি ছিল না। স্থির গম্ভীর মুখ নিঃশব্দে সেই তর্জনীকে তিনি দেখছিলেন, যাঁর সঙ্গে শুধু একটা ব্যাপারে তাঁর মিল আছে। লেবার পার্টির নতুন নেতা মিঃ উইলসনেরও প্রথম নাম হ্যারল্ড।

হ্যারল্ড উইলসনের বয়স এখন সাতচল্লিশ। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, তাহলে উইলসনই হবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, বিংশ শতকের ব্রিটেনে এত অল্প বয়সে আর-কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি। প্রশ্ন হচ্ছে, উইলিয়ম পিটের পরে কি আর-কেউ উইলসনের মতন এত অল্প বয়সে মন্ত্রী হতেই পেরেছিলেন? তাও বোধ হয় কেউ পারেননি। অ্যাটলির মন্ত্রিসভায় উইলসন ছিলেন প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড; তাঁর বয়স তখন একত্রিশ।

বয়স অল্প হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা অতএব নেহাত অল্প নয়। তা ছাড়া তিনি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মানুষ। লেবার এম-পি রিচার্ড ক্রসম্যানের মতে “বুদ্ধির বিচারে যদি লয়েড জর্জের পরে আর মাত্র একজন রাজনীতিকের নাম করতে হয় ত আমি হ্যারল্ড উইলসনের নাম করব।’ নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক বলেন ‘দি শার্পেস্ট ফাস্টেস্ট ব্রেন ইন পার্লামেন্ট।” এ-সবই প্রশংসার কথা। এদিকে হ্যারল্ড উইলসনের প্রশংসায় যাঁরা পরাঙ্মুখ তাঁদের সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। সত্যি বলতে কী বিস্তর বিরোধী আছে তাঁর আপন দলের মধ্যেই। তাঁদেরই একজন সম্প্রতি নাকি দুঃখ করে বলেছেন যে গেটস্কেল যাঁকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না সেই হ্যারল্ড উইলসনের হাতেই কিনা লেবার পার্টির ভার পড়ল!

ভাবতে সত্যিই দুঃখ হয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার যখন লেবার পার্টির হাতে ক্ষমতা আসবার একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে হিউ গেটস্কেল তখন বেঁচে নেই। অথচ এই একটি মানুষের দৃষ্টি সব সময়ে সজাগ ছিল বলেই হয়ত লেবার পার্টির ঐক্যে আজও ফাটল ধরেনি। কিংবা বলতে পারি ফাটল ঠিকই ধরেছিল কিন্তু গেটস্কেল তাঁর পার্টিকে তবু ধসে পড়তে দেননি। বিপদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি; বিপর্যয়ে তিনি স্থির থেকেছেন এবং—শুধুই বাইরে থেকে নয়—ভিতর থেকেও যখন বার বার আঘাত এসেছে তখনও তিনি অটল মনোবল বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর পার্টিকে পরম যত্নে অসীম ধৈর্যে তাকে দৃঢ় সংহত করে তুলেছেন।

ম্যাকমিলান। ...নেভার হ্যাড ইট সো ব্যাড

রক্ষণশীল দলের আজ বড়ই দুর্দিন। ম্যাকমিলান-সরকারের দুর্গ আর আজ দুর্ভেদ্য নয়। সারা ব্রিটেন জুড়ে আজ সমালোচনার ঝড় উঠেছে এবং—এমন কী—টাইমস পত্রিকার রসনাও আজ নিন্দায় মুখর। একটার-পর-একটা উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলের হার হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, ব্রিটেনের সামনে আজ যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, রক্ষণশীল দল তার সমাধান করতে পারবেন কি না

গেটস্কেল। এক জীবনের সাধনা

জনসাধারণ সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত নন। সমস্যা শুধুই ঘরোয়া নয়; সমস্যা আছে বাইরেও। ঘরে আছে বেকার-সমস্যা; বাইরে কমন-মার্কেট। তা ছাড়া আছে বার্লিন, আরও অসংখ্য রকমের সমস্যা, যার সমাধানে এখনও রক্ষণশীল সরকার বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তার উপরে, বলাই বাহুল্য ভ্যাসাল-কেলেংকারির পরে তাঁদের সুনাম অনেকটা কলঙ্কিত হয়েছে। সুনামের যেটুকু বাকী ছিল, প্রোফ্যুমো তাকেও শেষ করে ছাড়লেন। সোভিয়েট ন্যাভাল অ্যাটাশে ক্যাপ্টেন আইভানোভ যার কাছে নিয়মিতভাবে যেতেন, ব্রিটেনের সমরমন্ত্রীও যে সেই পণ্যা-নারীর প্রণয়ের অংশীদার ছিলেন, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিশ্চয়ই আসন্ন নির্বাচনে রক্ষণশীল দলকে বিশেষ সাহায্য করবে না। তার চাইতেও মারাত্মক কথা, পার্লামেন্টে প্রোফ্যুমো সেই প্রণয়-লীলার কথা স্বীকার করেননি। 'ডার্লিং' মিস কীলারের সংগে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। পার্লামেন্টকে তিনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন।

প্রোফ্যুমোকে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু রক্ষণশীল দলের তবু রাহুমুক্তি হয়নি। হবার কথাও নয়। ছায়া নেমেছে পার্টির উপরে, ছায়া নেমেছে সরকারের উপরে। নিরাপত্তার ব্যাপারে যাঁরা এত অসতর্ক, প্রশ্ন উঠেছে, তাঁদের উপরে আস্থা রাখা যায় কিনা। প্রশ্ন শুধুই নিরাপত্তার নয়, নীতিরও। রক্ষণশীল দলকে এখন এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। দেওয়া সহজ হবে না।

নির্বাচন করে হয়ত ম্যাকমিলান সরকারের সুনামের শেষ রক্ষা এখন পড়তির মুখে। রক্ষণশীল দলের আভ্যন্তরিক বিবাদ এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গত নির্বাচনে তাঁদের স্লোগান ছিল 'ইউ নেভার হ্যাড ইট সো গুড'। সেই স্লোগান নিয়ে ঠাট্টা করে সবাই। অনেকে বলেন "এই 'ইউ-নেভার-হ্যাড-ইট-সো-গুড'-মেন্টালিটিই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। এই আত্মপ্রসাদের ফলেই এসেছে ঢিলেঢালা ভাব, আর এরই ফলে এখন রক্ষণশীল দলকে ভুগতে হচ্ছে।"

চাইল্ড হ্যারল্ড। বিধাতার সেই বাড়ির সামনে

বলা বাহুল্য যদি কিছুটা সময় পাওয়া যায়, তবে পার্টি হয়তো আবার চেগে উঠতে পারে। রাজনৈতিক পার্টির জীবনে এমন তোলা-পড়া কিছু নতুন ব্যাপার নয়। কিন্তু চেগে উঠবার আগেই যদি নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়, লেবার পার্টির উত্থান সম্ভবত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এবং গেটস্কেল না, উইলসনই তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে যাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি গেটস্কেল। কিন্তু গেটস্কেল আজ পরলোকে, এবং উইলসন এখন লেবার পার্টির নেতা। অবশ্য উইলসনই যে নেতা হবেন, এমন কথা এই সেদিন পর্যন্তও অনেকে ভাবতে পারেনি। না পারাই স্বাভাবিক। কেননা, লেবার পার্টির আকাশে তখন আর একটি নাম খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। জর্জ ব্রাউনের নাম। ট্রাক-ড্রাইভারের ছেলে তিনি; নিজেও একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ। স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর জিহ্বা বিশেষ কুণ্ঠিত হয় না। ১৯৫৬ সনে খ্রুশ্চেভ যখন ব্রিটেন সফরে আসেন, তখন তাঁকেও নাকি তিনি স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। হাঙ্গেরির সম্পর্কে খ্রুশ্চেভকে তিনি বলেছিলেন, "মে গড ফরগিভ য়ু।"

পার্টির মধ্যে জর্জ ব্রাউনের প্রভাব নেহাত অল্প ছিল না। কিন্তু তবু যে তিনি নেতা নির্বাচিত হলেন না, স্বভাবের এই রুক্ষতাই

"দু'টি রসসমৃদ্ধ সুখপাঠ্য উপন্যাস"

সমুদ্র শঙ্খ
শান্তিপদ রাজগুরু
[৬·৫০]

রাত্রিশেষের তারা
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
॥৫·০০॥

"শান্তিপদ রাজগুরু [illegible] জয় করবার প্রয়াসী। আলোচ্য উপন্যাসে [illegible] থেকে দূরে সমুদ্রের কিনারায় যারা জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও গোপন বেদনাকে উদ্ঘাটিত করেছে। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলবার যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য শ্রীযুক্ত রাজগুরুর নানা উপন্যাসে দেখা যায়, এই কাহিনীর মধ্যেও তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট।
নীহাররঞ্জন গুপ্ত গল্প লেখেন যা এক-নিঃশ্বাসে শেষ করতে হবে, এমনি তার কৌশল, কৌতূহল সৃষ্টি করবার এমনই মুন্সিয়ানা। এই কাহিনীতে লেখক দু'টি চরিত্রের (নায়ক ও নায়িকা) বিভিন্নমুখী অনুভূতিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা আর দক্ষতার পরিচয় পেয়ে পাঠক খুশী হবেন। উপসংহারের মধ্যে একটি বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস দু'টির অঙ্গসজ্জা মনোরম। বিভূতি সেনগুপ্তের আঁকা দু'টি প্রচ্ছদই শোভন ও রুচিকর।" —যুগান্তর, ১৬-৬-৬৩॥

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ঃ ঃ ১-সি কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ ১২।

ব্রাউন। ডেপুটি

মার্কি তার অন্যতম কারণ। নেতা হলেন হ্যারল্ড উইলসন: নাই বিভাগের শিষ্য। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, নাই বিভাগের এই শিষ্যটিই তাহলে দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে ঢুকবেন। [illegible] থেকেই কি হ্যারল্ড সে কথা জানতেন?

বলা সম্ভব নয়। বাল্যকালে তো কতজনেই কত স্বপ্ন দেখে, কেউ বা লেখক হবার স্বপ্ন দেখে, কেউ বা পাইলট হবার। হ্যারল্ড উইলসন কি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইয়র্কশায়ারের এক [illegible] ঘরে যার জন্ম সেই ছেলেটি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের দরজা একদিন তার সামনে খুলে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে। সেটা এই যে হ্যারল্ডের বয়স যখন মাত্র আট, তখন ডাউনিং স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটা ছবি তুলিয়েছিলেন। আর একটা কথাও উল্লেখ করা দরকার। 'পঁচিশে আমি কী হব' এই বিষয়ে তিনি বারো বছর বয়সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পঁচিশে তিনি মন্ত্রী হবেন, এবং গ্রামোফোন-রেকর্ডের উপরে ট্যাক্স বসাবেন। বলা বাহুল্য, হ্যারল্ড-পরিবারে তখন গ্রামোফোন ছিল না।

পঁচিশে নয়, একত্রিশ বছর বয়সে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার আগে, দর্শন রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে, তিনি অক্সফোর্ডের পাঠ সাঙ্গ করেছেন। কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে একখানি বইও লিখেছিলেন তিনি। সেই বইয়ের সূত্রেই তিনি অ্যাটলির সান্নিধ্যে আসেন।

অভিনয়ের জন্য
উপহারের জন্য · লাইব্রেরীর জন্য
উমানাথ ভট্টাচার্যের
নতুন নাটক
ফিরিঙ্গী কবি
প্রকাশিত হল। দাম ৩·০০
পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯
কথকতা
৩৩।৭সি. নেপাল ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬
(সি-২৭২৫)

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
গোড়ামাটি
ভাঙাঘর ৮,
মদন ভস্ম ৩,

ললিতা
নীলকণ্ঠ
নূতনতম উপন্যাস ॥ ২·৫০ ॥

একটি চাকরি-করা মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায় উড়ো-চিঠিতে। সে চিঠিতে মেয়েটির চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত উড়িয়ে দেওয়া যায় না অলীক বলে। কারণ চিঠির লেখক মেয়েটির অঙ্গ-চিহ্নের অস্তিত্বের সংবাদ মিলিয়ে নেবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছে। এই উড়োচিঠির লেখক কে? রুদ্ধশ্বাস উপন্যাসের শেষ পাতার শেষ লাইনে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার উত্তর পাওয়া এবং দুর্নিবার কৌতূহলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া সৎপাঠকের পক্ষে অসম্ভব। গোয়েন্দা-রহস্যের চেয়ে জীবনের রহস্য যে অনেক, অনেক বেশি উত্তেজনার উৎস তার প্রথম প্রমাণ ললিতা।
[illegible] রচনা। ॥ ২·৫০ ॥

স্তব্ধপ্রহর
প্রেমেন্দ্র মিত্র
নতুন উপন্যাস
॥ ৫·০০ ॥

= সাহিত্য রম্যরচনা সমাজতত্ত্ব, নাটক ইত্যাদি =

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ॥ ডক্টর সুকুমার সেন ॥ ১৫·০০ ॥

দ্বিতীয় স্মৃতি
পরিমল গোস্বামী ॥ ৫·৫০ ॥
শিল্পীর আত্মকথা
সাধনা বসু ॥ ২·৫০ ॥
বহুবিচিত্র (২য় মুঃ)
সৈয়দ মুজতবা আলী ॥ ৬·০০ ॥
পথ চলতি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৭৫ ॥
কমলাকান্তের জল্পনা
প্রমথনাথ বিশী ॥ ৩·৫০ ॥
সমাজ সমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ ৭·০০ ॥
ডম্বরু ডাক্তার (নাটক)
মনোজ বসু ॥ ১·৭৫ ॥
মিলারেপা (মহাজীবনী)
বিভূপদ কীর্তি ॥ ৪·৫০ ॥
এশিয়ার বন্ধন মুক্তি
বিবেকানন্দ মুখোঃ ॥ ৬·০০ ॥
নিষিদ্ধ এলাকা
কালপুরুষ ॥ ৩·০০ ॥
যবনিকা কম্পমান
অমিতাভ চৌধুরী ॥ ৪·০০ ॥
মুখের ভাষা বুকের রুধির ,, ॥ ৩·৫০ ॥
অন্য নগর-দর্শন ,, ॥ ৩·০০ ॥
আমরা কোথায় চলেছি?
সঞ্জয় ॥ ৪·০০ ॥
আইখম্যান (২য় মুঃ) ॥ ৩·০০ ॥
গুপ্তচর চিরঞ্জীব সেন ॥ ৩·০০ ॥

গ্রন্থপ্রকাশ
[illegible]

প্রোফুমো। বিদায়

অ্যাটলি তাঁকে স্নেহ করতেন। নাই বিভান তাঁর সহায় ছিলেন। শ্রমিক সরকারে একটা ছোটখাটো মন্ত্রীর পদও [illegible] হ্যারল্ড উইলসনের [illegible] প্রভাব [illegible]।

অনুরাগী অনেক ছিল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। বিভানের এই তরুণ শিষ্যকে [illegible] ঠাট্টা করে বলতেন [illegible] উল্লেখযোগ্য, ১৯৫১ সনে নাই বিভান যখন অ্যাটলি-সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন তখন হ্যারল্ডও তাঁর [illegible] নির্বাচিত। [illegible] বিষয় ছিল [illegible]। [illegible] এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির [illegible] মতান্তর ঘটেছিল। বামপন্থী বিভান আর তাঁর শিষ্য উইলসন সেদিন মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি।

বছর কয়েক পরেই কিন্তু উইলসন [illegible] ক্যাবিনেটে ফিরে এলেন। দলের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে [illegible] মেলালেন। [illegible] দলের ঐক্যই হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা। হয়ত তাই। কিন্তু অনেকের মনেই সেদিন এই প্রশ্ন জেগেছিল যে ঐক্যই যদি সবচাইতে বড় কথা হবে তাহলে মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি সরকার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন কেন? ঐক্যের কথা কি সেদিন তাঁর মনে ছিল না?

প্রশ্ন রয়েছে সাংবাদিকদেরও। লেবার পার্টির নেতা নির্বাচিত হবার পরে উইলসনকে নিয়ে ফ্লীট স্ট্রীটে একটি ছড়া বাঁধা হয়েছে। সপ্রশ্ন ছড়া। তার ভাবানুবাদ অনেকটা এই রকম :

ক্রুশ্চফ চায় টকটকে লাল রং,
ম্যাক ত নীলের ভক্ত!
তুমি কোন্ রং চাইছ উইলসন?

প্রশ্নটা একেবারে অকারণ নয়। বস্তুত, একাধিকবার বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরেছেন বলেই হ্যারল্ড উইলসনকে নিয়ে আজ এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নাই বিভানের এই শিষ্যটি যে কখন কোন্ পথে মোড় নেবেন, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না। পার্টির মধ্যে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, তাঁরাও না। বন্ধু না-বলে 'ঘনিষ্ঠ সহকর্মী' বললাম এইজন্যে যে ঠিক 'বন্ধু' বলতে যা বোঝায়, হ্যারল্ডের তা নেই বললেই হয়। অন্তত রাজনৈতিক জীবনে নেই। কে জানে খুব বেশী অন্তরঙ্গতায় তাঁর আপত্তি আছে কিনা। তবে, তাঁর হ্যাম্পস্টেড গার্ডেনের বাড়িতে যাঁরা নেমন্তন্ন পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা নাকি আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। বাড়িতে আছেন তাঁর স্ত্রী মেরি, আর দুটি ছেলে।

বিলেতের এক পত্রিকায় কিছুদিন আগে হ্যারল্ড উইলসন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ বের হয়েছে। [illegible] হ্যারল্ডের এক সহকর্মীর [illegible] তিনি বলেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হ্যারল্ডের [illegible] সম্পর্ক [illegible] তাঁর বন্ধু নেই। তিনি [illegible] তবে হ্যাঁ তিনি [illegible] মানুষ এবং [illegible] তিনি [illegible]।

প্রশ্ন হচ্ছে লেবারকে তিনি [illegible] পথে নিয়ে যাবেন? [illegible] যদি [illegible] উইলসনের [illegible] শিল্প যে আরো রাষ্ট্রীয় হবে [illegible] সন্দেহ নেই। [illegible] পরিবহণ, শিক্ষা এবং অন্যান্য [illegible] কিছু কিছু [illegible] হবে। পার্টির নেতারা অন্তত এই রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে সব সমস্যার এখানে উল্লেখ করা হল সেগুলি বিটেনের নিজস্ব সমস্যা। ঘরোয়া সমস্যা। যেগুলি নেহাত ঘরোয়া সমস্যা নয় অর্থাৎ আর পাঁচটা দেশের স্বার্থও যার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে কমন মার্কেট এবং পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার উল্লেখ করতে পারি। লেবার পার্টি এই দুইয়েরই বিরোধী।

লেবার পার্টির কর্মপন্থার কিছু আভাস এখানে দেওয়া হল। কিন্তু প্রশ্নটা তবু থেকেই যাচ্ছে। উইলসনের নেতৃত্বে বিটেন এই কর্মপন্থাকে আঁকড়ে থাকবে কিনা? রাষ্ট্রতরণীকে শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে চালাবেন তিনি? আপোসের প্রয়োজন দেখা দিলেও কি তিনি তাঁর আপন নীতিতে অচল থাকবেন?

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
স্বপ্নসন্ধ্যা ৩,

বৃষ্টি যতই প্রবল হোক না কেন
রোদ যতই প্রখর হোক না কেন
এস, সি, মুখার্জি এণ্ড সনস্-এর
ছাতায়
নিশ্চিন্ত হোন। আসুন —
৪৪/২ মহাত্মা গান্ধী রোড
ফোন: ৩৪-৩১৩৫

নেতা অ্যাটলি, গুরু বিভান

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তার কারণ, নীতির প্রতি তাঁর প্রীতি খুবই গভীর বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি চরমপন্থী মানুষ নন। নীতিগত কারণে নাই বিভানের সঙ্গে তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঠিক কথা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি আপোস করতে জানেন না। আপোস তিনি এর পরেও করেছিলেন। ১৯৬০ সনের কথা। শান্তিবাদী আর বোমাবিরোধীদের সমর্থন নিয়ে লেবার পার্টির নেতৃত্বের জন্য তিনি গেইটস্কেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন, তখন নিজের সমর্থকদের পরিত্যাগ করে গেইটস্কেলের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাঁর আপত্তি হয়নি।

অনেকে বলবেন 'সুবিধাবাদী'। কিন্তু কথাটা হয়ত সত্য নয়। আসলে 'বাস্তববাদী' হওয়াকেই অনেকে সুবিধাবাদী হওয়া বলে মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে যিনি কাজ করতে চান অনেক সময়েই তাঁকে আপোস করতে হয়। না করে উপায় থাকে না।

উইলসনের যাঁরা বিরোধী লেবার পার্টির এই তরুণ নেতার অন্তত আরও-একটা সমালোচনা তাঁরা করে থাকেন। তিনি নাকি ভাল বক্তা নন। ঠাট্টা করে একটা কাগজে লেখা হয়েছিল, 'স্বয়ং চার্চিলও যদি উইলসনের হয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা লিখে দেন, তবু তিনি সেই বক্তৃতাটা ঠিকমত পড়ে উঠতে পারবেন না। এমনভাবে পড়বেন যে, মনে হবে যেন ওটা বক্তৃতা নয়, কারও কবরের উপরে উৎকীর্ণ একটা স্মৃতিফলক মাত্র।'

কথাটা কি সত্যি? এককালে হয়ত সত্যি ছিল, কিন্তু এখনকার উইলসন সম্পর্কে এই নিন্দাটা আর খাটে কিনা, তাতে সন্দেহ করি। সেদিনকার কথাই ধরা যাক।

"লণ্ডনের এক রহস্যময় অন্ধকার জগতের দরজা আজ আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেল। এমন এক ন্যক্কারজনক জীবনের পরিচয় পেলাম আমরা, যা পাপে পরিপূর্ণ। নিষিদ্ধ নেশা, ব্ল্যাকমেল, পাল্টা-ব্ল্যাকমেল, হিংসা এবং যাবতীয় অন্যায়ের লীলা সেখানে অবাধে চলেছে।

"এই রকমের কেলেঙ্কারির খবর কি আরও পাওয়া যাবে নাকি? সরকার যা যা জানেন, তার সবই কি তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন? নাকি মরিয়া হয়ে তাঁরা আরও অনেক খবর চেপে যাচ্ছেন, আর ভাবছেন যে সে-সব খবর কখনও প্রকাশ পাবে না?"

কমন্স সভায় দাঁড়িয়ে, ধিক্কারের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে, এই কথাগুলি যিনি সেদিন উচ্চারণ করেছেন, কী করে আর বিশ্বাস করব যে, তিনি একজন পাকা বক্তা নন?

ভারত প্রেমকথা

সুবোধ ঘোষ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে প্রেমকাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে প্রেমের রূপ বিচিত্র সুন্দর ও সুমহিম। সে প্রেম মানবিক তবু স্বর্গীয়, বেদনার্ত তবু আনন্দময় বিচ্ছেদে মলিন হয়েও মিলনে মধুর। সর্বকালের এই প্রেমকাহিনীগুলিকে লেখক এক নূতনতর আঙ্গিকে এ কালের পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা ঐশ্বর্যময় বর্ণনা কাব্যধর্মী বিন্যাসও অভিনব। আঙ্গিকের নূতনত্বে কাহিনীর মনোহারিতায় ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক সৃষ্টির নিদর্শন 'ভারত প্রেমকথা'।

দশম মুদ্রণ । দাম ৬.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা ৯

বনপলাশির পদাবলী

রমাপদ চৌধুরী

বৈচিত্র্যবিলাসের মত্ততায় যখন বাংলা সাহিত্যের স্রোতোধারা আবর্তময় হয়ে উঠেছে রসের সূক্ষ্মতা বা জীবনবোধের গভীরতা নয় বহিরঙ্গের রূপ ও রঙই যখন পাঠকের সুলভ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ, তখনও, সেই বিভ্রান্তির যুগেও চিরায়ত সাহিত্যের ফল্গুধারা যে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে তার সার্থক প্রমাণ 'বনপলাশির পদাবলী'। গ্রামের মাটি এবং মানুষের হৃদয়ের মতই চিরন্তন এই গীতিকাব্য সমকালীন জীবনের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয়েও দৃষ্টির সমগ্রতায় এবং অনুভবের গভীরতায় রূপান্তরিত হয়েছে কালজয়ী উপন্যাসে। "বনপলাশির পদাবলী একটি চিরকালীন উপন্যাস, একটি মহৎ জীবনসঙ্গীত।

দ্বিতীয় মুদ্রণ । দাম ৮.৫০

ভিক্টোরিয়া পার্ককে : পুনরুজ্জীবন

কেতকী কুশারী

সারাদিন জমে আছে আকাশের গায়ে অন্ধকার,
ভারাক্রান্ত অপরাহ্ণ, বৃষ্টি তবু এখনও এলো না,
তোমাকে অনেক দিন ভুলে আছি এ-কথা ভেবো না,
বর্ষালীন, তন্দ্রামগ্ন, ঘনশ্যাম হে পার্ক আমার।

যখন করি না চিন্তা তখনও তো চৈতন্য-গভীরে
তুমি থাকো সংগোপনে, আত্মীয়ের স্নেহের মতন,
দৃষ্টি-অগোচরে কত হয়ে যায় নিবিড় বর্ষণ
কচিকলাপাতারও ধৈর্যশীল তোমার শরীরে।

অজস্র হারানো দুঃখ, বাধাহীন পুরোনো সংরাগ
তোমার রেলিং ঘিরে শৈবালের মত জমে আছে,
কানায় কানায় ভরা পুকুরের কিনারার কাছে
নক্ষত্র-লিলির ঝাড়ে সৌরভের কীর্ণ দায়ভাগ।

দুর্মর নেশায় করি গরীয়ান পুনরুজ্জীবন,
আবার জাগ্রত হও, হে জুলাই, বর্ষণমন্থর,
ধূমল শার্সির কাচে মুছে যাক ধূলির অক্ষর,
ভিজুক নীরবে ঘাস, রাজপথে আসুক প্লাবন।

লুকাক সবুজ সাপ, পূর্ণ হোক কর্ম-অবকাশ,
আজ কতদিন হলো আমাদের দরজায় আসো না,
জলধরা এলো চুলে তোমাদের মিলিত বাসনা
কতদিন দেখি না যে, দৃঢ় তবু রয়েছে বিশ্বাস।

কখনও মুহূর্তে যেন কম্পমান কর্ণ-আভরণ
বিদ্যুতের মত দেখি, আবার অঝোরে বর্ষা নামে,
মনে হয় পোর্টিকোয় যেন কোনো গাড়ী এসে থামে,
কেবল শোনার ভুল। অন্তরীক্ষে স্তিমিত গর্জন।

এই বর্ষা চিরন্তন। বিরহের পুনরাবৃত্তিতে
তোমার চোখের ছায়া অন্যমনা করে বারবার,
যদিও সংবাদ পাই সুখে আছো বন্ধুরা আমার,
বিগত দিনের জন্য দাগ কাটি তবুও ভিত্তিতে।

আমার সমস্ত মন বুঝি ভিক্টোরিয়া পার্ক হতে চায়,
তোমাকে মিনতি, বোন, জানালার শিকে হাত রেখে,
আমাকে একটু বলো, কারা ওখানে এলে দেখে,
এ দুর্দিনে কারা গেল ঐ পথে পার্কের মায়ায়?

অশরীরী

বিমান ভট্টাচার্য

ফাল্গুন দিয়েছে ফুল অনেক আগেই-
মুকুল কৈশোর-প্রান্তে ফল:
মাটির কামনা, এক ভ্রূণ।
কোন কোন গাছ
সজ্জিত আনতমুখ মুখচোরা ফুলে।

বিছানার পারিপাট্য সাধু;
কিন্তু নিতান্ত ক্লান্তির অভাবেই ঘুম নিরুদ্দেশ।
যেহেতু এ রোগের চিকিৎসায় নেই কোন শেষ,
অতএব কিছু মুক্ত বায়ু দিয়ে মনটাকে তাজা করা চাই:
(শুনেছি যেহেতু হামেশাই—
মন দেহ চিরদিনই অহি ও নকুল।)

চিন্তাশেষে সিঁড়ির দরজা খুলে বাঁধানো চাতালে চলে যাই;
সহজ প্রেক্ষণে ধরা পড়ে:
গলিটার মোড়ে
হাস্নাহানা ফুটেছে অনেক,
রুপালী-জোনাকজ্বলা ফুল।

গন্ধ তারই দূতী,
বিশাখার কোল ঘেঁষে বাতাস মাতাল...
বাতাস বেহুঁশ—
সে এক ব্যাকুল
উথালিপাথালি।

ঘড়িতে সময় বাধা · পূর্বাকাশ আবীরে রক্তিম।
রাতজাগা ফুলসব প্রভাতশিশিরে স্নানশেষে
মুদ্রিতনয়ন—ক্লান্তিহীন
তখন ভোরের ফুলগুলি
যত ছিল গন্ধ তার সব
নিয়েছে ফেরত,

কিশোরী সন্ধ্যার জন্য রেখে গেছে একটি শপথ·
ফেরার শপথ।

দুজনে

ইরা সরকার

দুজনে দুয়ার ধরে কড়া নাড়তে ভেতরের স্বর
তৎক্ষণাৎ ভেসে এল
"কারা এই কঠিন দুর্মর শীতে
উনুনের তপ্ত হাওয়া ছেড়ে?"
দুঃখকষ্টে মমতার স্রোত ॥
ভালোবাসা বুকে নিয়ে সন্ধ্যার কবরে
দুজনে দাঁড়িয়ে একা
[illegible] উত্তাপবিহীন ॥

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে।
তারই কোন অপচয়ী কণামাত্র এসে
তারার তিমির আনে সুন্দর নীলাভ ॥
দুরন্ত, ক্ষুরধার, নিশিত জিজ্ঞাসা
শেষ করে এই পৌষে স্থাবরে জঙ্গমে
কারা আসবে? কোন হাতে খুলে দেবে দ্বার?
বন্ধ দরজায় কোথা দুজনায় খুঁজেছে আজো এরই উত্তর ॥

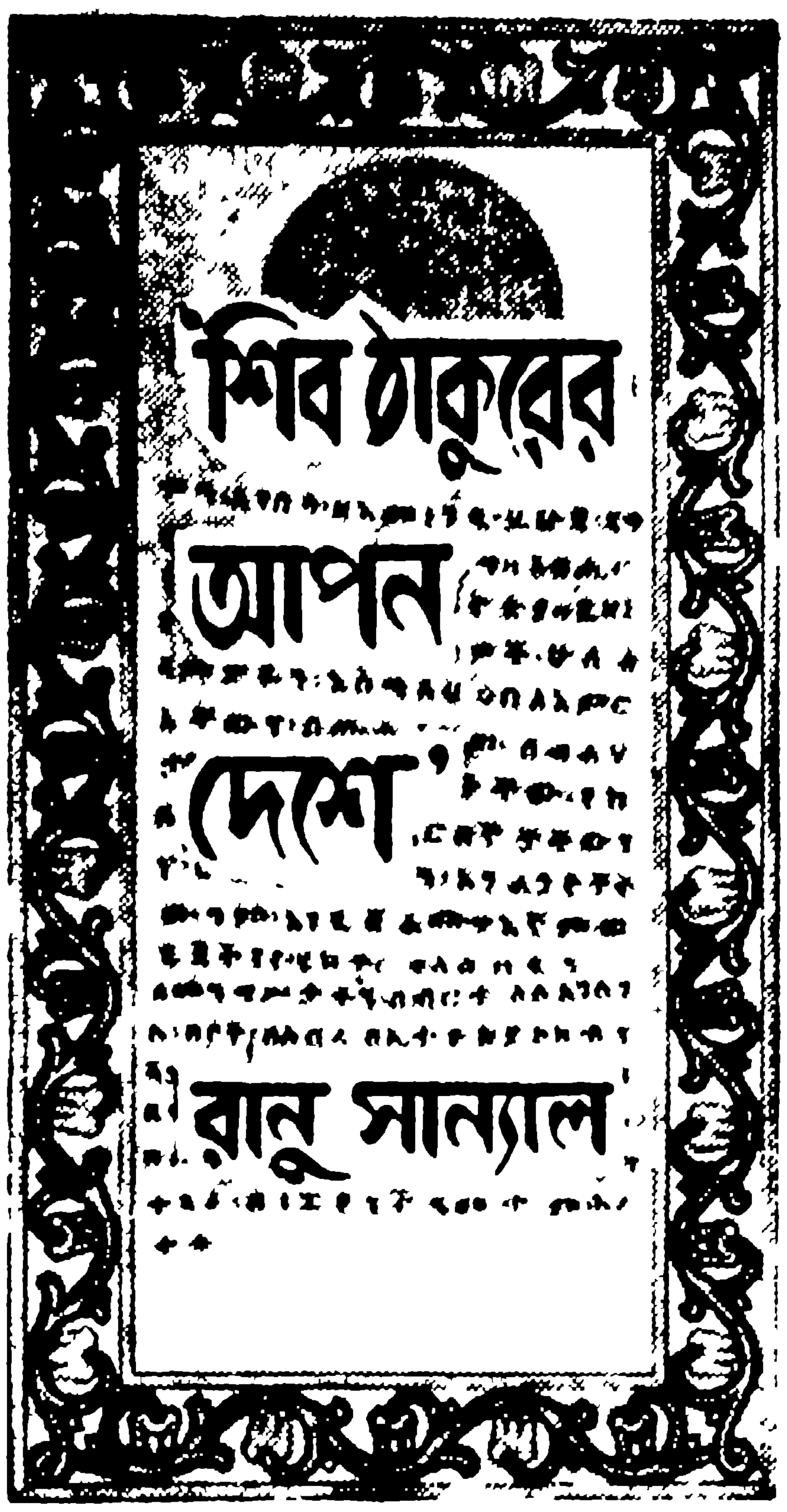

(৫)

'ভাসতে ভাসতে আমি হারিয়ে গেলাম'

ভোর চারটেয় রওনা হতে হবে। কুরভেল্লা ও আমরা একটা ট্যাক্সিতে রওনা হব ঠিক হল। ও মেকেলে যাবার বাস স্ট্যান্ডে নেমে যাবে। আমরা যাব এয়ারপোর্টে।

কুরভেল্লা ১৫,০০০ ডলারের একতাড়া নোট দেখিয়ে বললে, ওকে অত টাকা আগাম দিয়েছে। আমরা হতবাক্। ব্যাপার কী! শর্মা নেড়ে চেড়ে দেখে বললে, 'হাইলে সেলাসীর ছবি রয়েছে ঠিকই, তবু নোটগুলো জাল বলেই মনে হচ্ছে।' কুরভেল্লা কৌতুক হেসে বললে, 'নোটগুলো আসলই, হাতসাফাই করেছি, আমি কেরালায় পকেটমার ছিলাম।' শর্মা বললে, 'তোমার পকেটটা মেরে দিতে ইচ্ছে করছে।' সান্যাল বললে, 'ঠাট্টা রাখ, সত্যি করে বল দেখি এত টাকা কোথায় পেলে?' আমি বললাম, স্কুলের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে মিনিস্ট্রি থেকে, এটাও বুঝলে না!' কুরভেল্লা বলে উঠল, সাবাশ, মেয়েদের সাধারণ বুদ্ধি প্রখর।' সান্যাল বললে 'লোভ ও ঈর্ষা কত সহজেই না বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়।' 'দার্শনিকের উপযুক্ত কথা বটে'—শর্মার এই টিপ্পনীতে সবাই হেসে উঠলাম।

সাঠে দম্পতী রাত্রেই বিদায় নিয়ে সহস্র-বুদ্ধের বাসায় চলে গেল। মিনিস্ট্রিতে অনেক অপ্রিয় সত্য বলে এসেছিল ও। এরা নিজেরা কৃষ্ণ হয়েও গৌরাঙ্গের পুজো করছে, লণ্ডনের জি সি ই বা হাই স্কুল পাস শুধু ধলা-চামড়া বলে ওকে দেবে দশ ডলার করে আর একজন ভারতীয় এম-এ পি এইচ ডি হলেও পাবে পাঁচশ ডলার' এদের যারা এখনও বোকা গ্রাম্য ও অসভ্য ভেবে তুচ্ছ করে ঘৃণা করে, শোষণ করে, তাদেরকেই এরা মনে করছে ত্রাণকর্তা।

জবাবে ইথিওপীয়ান ডিরেক্টর জেনারেল মিখাইল দিগ্গনেশাহু বলেছিল, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী ওদের বেশী টাকা দিতে হয়। সাঠে বলেছিল, 'কম মাইনেয় আপত্তি নেই, ওদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়ে কেবল আমাদের নিয়ে এলেই ত হয়।'

কি জবাব পেয়েছিল সাঠে জিগ্যেস না করেই শর্মা বললে, 'আমরাও কি ওদের সাহায্য নিচ্ছি না? আর যারা ওদের সাহায্য নিতে নারাজ, তারা রুশের খপ্পরে পড়ছে; রুশীয়েরাও সাদা চামড়া।' সান্যাল যোগ দিল, 'বৃটিশ ফরাসী প্রভৃতিরা যদি বলে তোমরা গ্রাম্য বোকা অসভ্য অতএব হীন হয়ে থাক, রুশ বলছে তোমরা অসহায় অজ্ঞান অনুন্নত অতএব চীনের মতো আমার গোয়ালে ঢুকে পড়। তাছাড়া, কম্যুনিস্টরা শুধু আমাদেরকেই নয়, আমেরিকা, জাপান, জার্মানীর মত সমৃদ্ধ দেশকেও উদ্ধার করবার জন্য উদ্গ্রীব।' ফলে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃটীশের মাপকাঠির খোঁচা খেয়ে হয় সভ্য হও, নইলে রুশের-মাপলাঠির বাড়ি খেয়ে চোপ রও।'

সাঠে কচকচি বেড়ে চলেছে দেখে নমস্তে করে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল। রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেজন্য কনকনে ঠাণ্ডা। রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে এক একটা আলো জ্বলছে; তাতে করে সৃষ্টি হয়েছে এক বিভীষিকার মায়া। আমার মনের অসহায়তার জন্যই হয়ত সব কিছুর মধ্যে একটা অশুভ ইঙ্গিতের আভাস পাচ্ছিলাম। কাটিহার ছেড়ে আসার সময় মায়ের হাতের নির্মাল্য-টুকু ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। সযত্নে সেটা কপালে ছুঁইয়ে 'দুর্গা দুর্গা' বলে যাত্রা করলাম।

দেখতে না দেখতেই ট্যাক্সি পিয়াজা ছাড়িয়ে মেকেলে যাবার বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। কুরভেল্লা নেমে গেল। ইরিত্রিয়া-গামী বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তৈরী হয়ে। প্রায় দুদিনের সফর, রাস্তাও ভাল না; বাসের

ইথিওপীয় শিল্পীর আঁকা শহর হারার

॥ সদ্য-প্রকাশিত ॥

আবুকির উপসাগরে নেপোলিয়নের নৌবহরকে নেলসন পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার মূলে ছিলেন লেডী হ্যামিল্টন, কৃতজ্ঞতার বদলে তৎকালীন ইংরেজ সমাজ তাঁকে করেছিল ঘৃণা; কিন্তু কেন?......রাশিয়ার শেষ জার রোমানভের কন্যাদ্বয় অ্যানাস্টাসিয়া আর টাশিয়ানা আজ যদি ইয়োরোপের দুটি প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আমরা বেঁচে আছি।' তাহলে? পড়ুন—

অংশুমান মিত্রের

ইতিহাসের নায়িকা

দাম ২.৫০

দুটি জনপ্রিয় উপন্যাস

সুবোধ ঘোষের

মুক্তিপ্রিয়া ২.৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

চোখের বাহিরে ২.৫০

প্রাপ্তিস্থান

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

ডি. এম. লাইব্রেরী

কলিকাতা

প্রকাশক ও বিক্রেতা

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড

১৭০/১৩, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড

কলিকাতা—৩৩

(সি ২৭৪৪)

যাত্রীদেরকেও আধো আলো আধো আঁধারে কিম্ভূত দেখাচ্ছিল।

ইথিওপীয়ার মালভূমিই নাকি সুনীল-জলধি থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম ভূখণ্ড এবং এখানেই নাকি সর্বপ্রথম গাধার জন্ম। সেই সময় থেকে মুসোলিনীর মুখলাথাত অবধি এখানকার লোকেরা গাধার পিঠে চড়েই বেড়িয়েছে। একটিমাত্র রেলপথ জিবুটী থেকে আডিস; কিন্তু সে পথে চলে যে গাড়ি তার শম্বুকগতি। ভাগ্য আমাদের যে প্লেনে যাচ্ছি হারারে, যদিও হারারের হাওয়াই বন্দর হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল দূরের ডিরেডাওয়া!

চার্চিল রোড, ওয়েভেল রোড দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল। বৃটীশদের নামে রাস্তার নামকরণের কারণ হচ্ছে সম্রাট হাইলে সেলাসীর কৃতজ্ঞতা। মুসোলিনী হাবশীর বগলে যে সাবান মাখাতে এসেছিল, সেই সাবান এখন বৃটীশরা মাখাচ্ছে; আমরা যাচ্ছি বোধ হয় এক ঘটি জল ঢালতে।

আডিস আবাবা ঘুমে মগ্ন। ফাঁকা রাস্তা, দুধারের লম্বা লম্বা পাইন ও ইউক্যালিপটাস আলোছায়ায় ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম এবং মনটায় শিরশিরে একটা নাম-না-জানা ভয় উঁকি দিচ্ছিল। কোথায় চলেছি, এ পথের শেষ কোথায়! পথের শেষে যেখানে থামব সেখানে তিন বছর কাটাতে হবে।

মোটর থামল বিমানবন্দরে। একজন বিশালদেহ কুলি আমাদের জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিবালাকে পাঁচ ডলার দিয়ে বিদায় দিলাম। এয়ারপোর্টের কাচের জানলা দিয়ে ভোরের লাল সূর্য দেখা দিল; দূরের নীলপাহাড় জেগে উঠল এবং উঠেই জাগিয়ে দিল তার বুকে শুয়ে থাকা পাখিগুলোকে। ইউক্যালিপটাস ও ঝাউবন আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। সূর্যের নরম গরমে আমাদের মনেও সঞ্চার হতে লাগল একটু একটু সাহস।

চায়ের স্টলে চা খেলাম। চা ভালো না এবং দাম বেশী। আমাদের প্লেন ছাড়ার কিছু আগে লালমুখো কতকগুলো শ্বেতাঙ্গ এসে নিস্তব্ধতা ভাঙল। প্লেন এল সাড়ে ছটায়। E A L-এর ছোট্ট বিমান। ভিতরটা বেশ চমৎকার। দুজন ইতালীয় হাওয়াই সেবিকা আমাদের আসন দেখিয়ে দিল। আকাশে ওঠবার কিছু পরেই এল প্রাতরাশ।

হঠাৎ কুট্রস বলে উঠল, 'যা মেঘের মধ্যে দাদুর মুখ দেখলাম। দাদু হেসে আবার মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল।' বুকের মধ্যে 'ধ্বক' করে উঠল। কী যেন একটা অশুভ-বার্তা আসন্ন মনে হল। ও কিছু না, এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

(৬)

যাযাবরের শহরে

ডিরে ডাওয়া। বেলা নটা কিন্তু তখনই শুকনো গরম দু চলছে শুরু করেছে।

মালপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলাম। ত্রিশ ডলার হেঁকে বসল। চেপে বসে বললাম, পঁচিশের বেশী দেব না। ড্রাইভার হেসে বললে, 'ইয়েশ্‌শি' অর্থাৎ বহুৎ আচ্ছা। তখন জিজ্ঞাসা করলাম হারার কতদূরে যে পঁচিশ ডলার হাঁকছ, বিশ ডলারের বেশী দেব না। ড্রাইভারটা একটু আপত্তি করে তাতেই রাজী হল। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে। সন্দেহ হল হয়তো খুব বেশী দেওয়া হচ্ছে। সান্যাল আরও কমাবার চেষ্টা না করে চুপ করে রইল।

দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে রাস্তা পার হয়ে এল শহর। ডিরে ডাওয়া শহরটা বেশ বড় এবং পরিচ্ছন্নও। অনেকেই বলেছিল এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিতে সংসার পাতবার জন্য। কিন্তু আবার নেমে জিনিসপত্র কেনার ঝামেলা পোয়াতে মন সরল না।

শহর পেরিয়ে গেলাম। রাস্তা পাহাড়ের উপরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। নীচের বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো। খদের মধ্য থেকে ইউক্যালিপটাস ও বাবলা মাথা তুলেছে কিন্তু আস্তি'সর মতো অতো সবুজ নয়। মাঝে মাঝে ব্যাক চাস। এদিকে বৃষ্টি অনেক কম ঠাণ্ডাও কম।

ট্যাক্সি বিরাট প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো এক একটা পাহাড়ের কাঁধ বেয়ে ছুটে চলল। মধ্যে মধ্যে এক একটা গ্রাম আসছিল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়ে লাউগাছ লতিয়ে রয়েছে চালের গায়ে। ছোট ছোট চোখের মতো জানালা। চালাগুলো দেখতে আমাদের দেশের মুসলমান চাষীদের টোকার মতো। দেখলাম সামনে ছাগল ভেড়া চরছে। ড্রাইভার জানালে— বেশীর ভাগ লোকই এক শ্রেণীর। কিছু ছাগল ও গরু পোষে আর একটু করে জমি থাকে হলে বরল (ভুট্টা) ও 'তেফ' নামে জাতীয় শস্য জন্মায়। গরু যার ঘরে আছে তার অবস্থা বেশ ভালো। দুধ বিক্রী করে আর যখন দুধ দেয় না—কেটে খেয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে উটের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে যাযাবর চলেছে নজরে এল।

ঘড়ির ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। হারার এখনও এল না। বুটুস প্রায়ই প্রশ্ন করতে লাগল, আর কতদূর? আমাদের নিজেদের মনও একটু ঠাঁই-এর জন্য ছটফট করছিল। চলার আনন্দ স্তিমিত হয়ে এল। যদিও রাস্তাটা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং কিংবা ব্যাঙ্গালোর থেকে উটীর রাস্তার চেয়ে কম সুন্দর নয়। এমনকি এক একবার মনে হচ্ছিল আমার গায়ের সোনার গয়নার লোভে ড্রাইভারটা কোন অস্থানে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে না তো! সন্দেহটা কেঁচোর মতো কিলবিল করতে লাগল।

ডিরেডাওয়া শহর পেরিয়ে উপত্যকা থেকে অধিত্যকায় উঠেছিলাম। এখন

মৈনাকের
রাজনৈতিক পঙ্ককুণ্ডের বিচিত্র ইতিহাসের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস
বহ্নি-বলয়
॥ সাড়ে আট টাকা ॥

সুমথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস
রোশনাই ৩॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন উপন্যাস
যাত্রাপথ ৪॥

প্রশান্ত চৌধুরীর নবতম উপন্যাস
নদী থেকে সাগরে ৮৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস
পান্থশালা ৩॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নূতন উপন্যাস
সন্ধ্যার কুয়াশা ৫॥

ভবানীপ্রসাদের
ছায়াতীর তৃতীয় মুদ্রণ ৫৲

অবধূতের
হিংলাজের পরে ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
সোনার হরিণ ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথে পথে ৬॥
(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

শঙ্কু মহারাজের
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
॥ পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হইল ॥

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম
১ম খণ্ড—১৬৲ ২য় খণ্ড—১৪৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা — ১২

অধিত্যকা থেকে আবার উপত্যকায় নামতে লাগলাম। সমতল ভূমিতে পড়তেই এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। বাংলাদেশের বিলের মতো জংলী নয়; তকতকে হ্রদের মতো যদিও অগভীর। বেলেহাঁসের মতো হাজার হাজার পাখি তার জলে; আর ডাঙায় তীর অবধি চরে বেড়াচ্ছে ও জল খাচ্ছে গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়ার পাল। হাঁসদের মধ্যে কয়েকটা পেট-সাদা কাক ও জন্তুদের মধ্যে কয়েকটা ঘোড়াও চোখে পড়ল।

খানিকটা এগোতেই ট্যাক্সি প্রবেশ করল এক সুদীর্ঘ স্নিগ্ধ ইউক্যালিপটাস বীথির মধ্যে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে এবার দেখলাম সত্যিই এক হ্রদ, নীল-চক্ষু টলটলে জল। নারকেলকুঞ্জ ঘেরা দাম-কলমীতে ঢাকা, পদ্মভরা বাজলা দীঘি নয়। রাস্তার পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে। ট্যাক্সি থামাতে বলে একটু নামলাম। দেখলাম সূর্যের ঝকঝকে আলোর ঝিলিমিলি হ্রদের বুকে। দূরে ওপারে পাড় ঘেঁষে শুরু হয়েছে আলামায়া কৃষি কলেজের সীমানা। ড্রাইভার জানাল মার্কিনরা চালাচ্ছে ঐ কলেজটা।

গাড়িতে গিয়ে বসতেই ও বললে, হারার আসতে আর মিনিট বিশেক লাগবে। সান্যাল সাহস করে বলে ফেলল, 'দেড় ঘণ্টার রাস্তা বিশ ডলার কি করে হয়, পনেরর বেশী দেবো না।' আশ্চর্য, ড্রাইভারটা কোন উচ্চবাচ্য না করে তাতেই রাজী হল। আমার শ্বশুড়শাশুড়ী, শুধু তিনি কেন, বাংলাদেশের অনেক মেয়েই, মুসলমান জোলাদের কাছ থেকে শাড়ী কিনতে গিয়ে এইভাবেই দাম করেন।

ট্যাক্সি ছুটে চলল। দুপাশে হাট বসেছে। পসারিনীদের পরনে রংবেরং-এর মখমলের জলুস। ময়নামতীর হাট নয়, আলামায়ার 'গবায়া'। নতুন ধানের গন্ধ নিয়ে বাতাস ছুটে এসে মুখে চোখে লাগছে না; কিন্তু পিছনেই সর্ষেফুলের বনে উড়ে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট পাখি ও প্রজাপতিরা। ফুলের মুকুট মাথায় পরে ফণি-মনসার ঝাড়। সান্যাল বললে, 'আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।'

'হামারেসা' নামাংকিত বোর্ড পার হল। ইউক্যালিপটাসের ঘন নার্সারির মধ্যে দেখা গেল এক বিরাট চালাঘর। ট্যাক্সি ড্রাইভার বললে, ওটা হচ্ছে হারার প্রদেশের পুলিস ট্রেনিং সেন্টার। দুজন পুলিসও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। একজন দেখতে কালো-কুলো হুলো বেড়ালের মতো, আর একজন তালপাতার সেপাই গাট্টা তেওয়ারী যেন। তাকত কেমন কে জানে!

হারার এসে যাচ্ছে। মৃদু উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। এই আমাদের পথের শেষ, গতির অবসান; তিন বছর এক জায়গায় থেকে হয়ত স্থাবির হয়ে যাব। মোড় ঘুরতেই উপত্যকায় হারারের অস্তিত্ব প্রকট হল। শিবের মাথার চাঁদের মতো এর আকাশ বেঁকে গেছে। দূরের নীলাভ কুন্ডুড় পাহাড় ও সবুজ ঘন বন। মাঝে মাঝে কফির জঙ্গল। রোদ ঝলমল দিন। আকাশে একটুও মেঘ নেই, পরিষ্কার ঝকঝকে নীল। লাল মাটি। আঁকাবাঁকা পথ। মোটাসোটা গরুগুলো ঘাস খাচ্ছে। এদেশে গরুর সংখ্যা গোখাদকের দেড়গুণ। বাবলা, ক্যাকটাস। সন্ধ্যামালতীর বন। T T ৪। হাজার!

হারার এসে গেল।

(ক্রমশ)

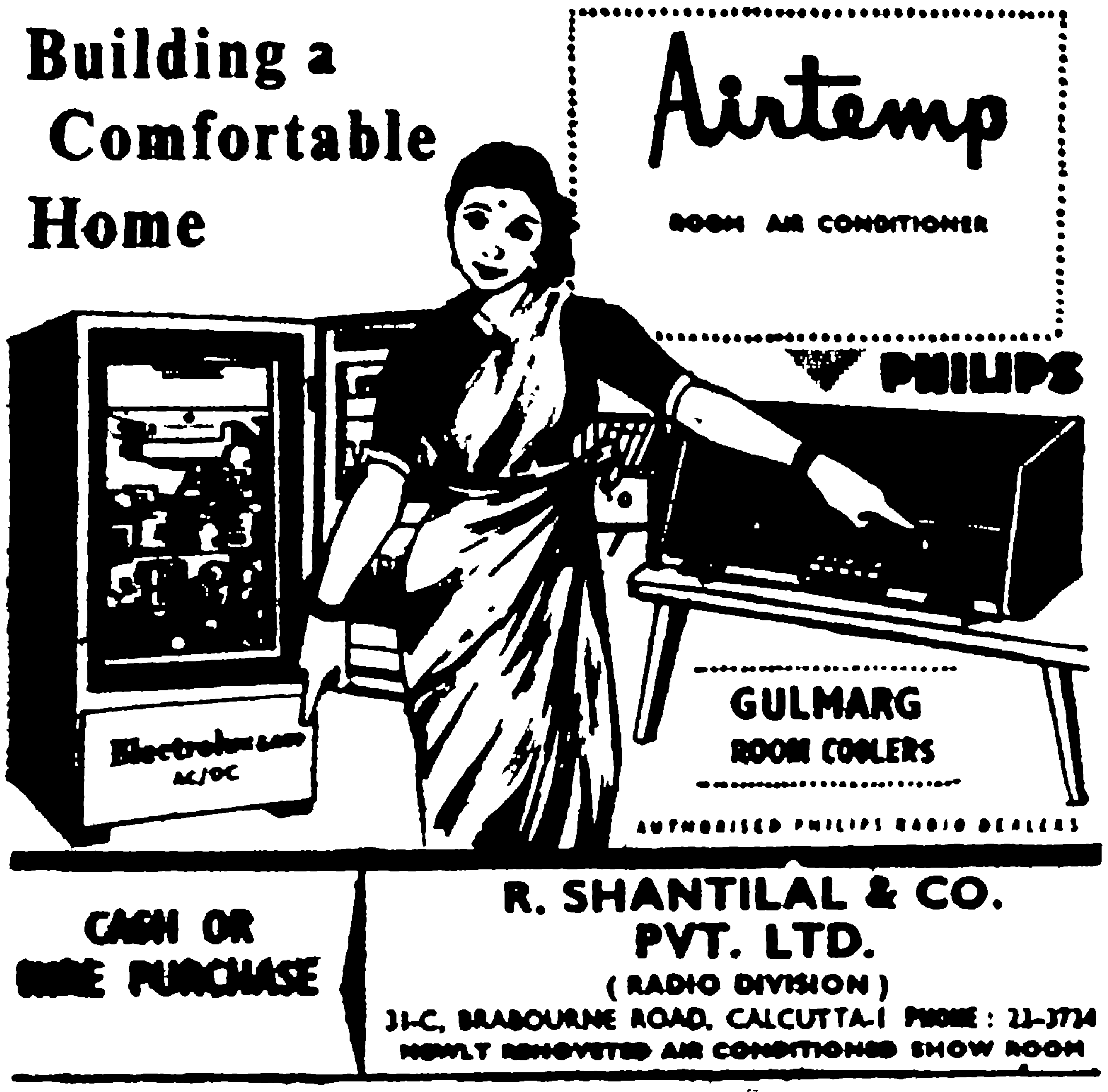

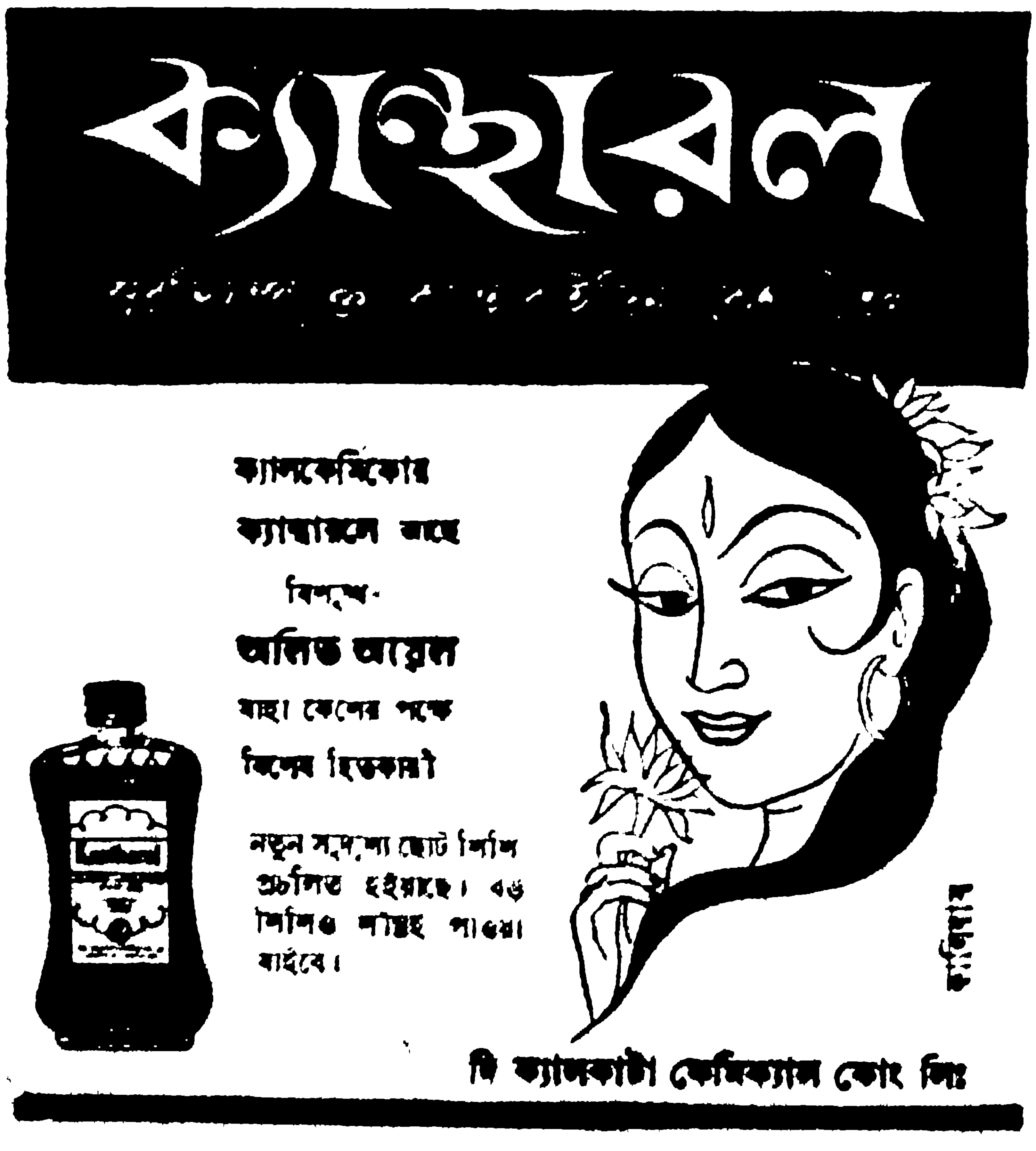

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১০ ॥

স্বরূপ—জীবনলাল সংবাদ

জীবনলাল গিয়ে স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে। কর্নেল তাকে দেখে খুশী হ'ল, শুধালো, জীবন কি খবর খুলে বলো।

জীবন বলল, স্যার খবর ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে ব্রিজম্যান শুধালো, কি ব্যাপার?

সেই মেয়েটি, যাকে ওরা মিস এলবিরন বলে ডাকতো, বাড়ি থেকে উধাও হ'য়ে গিয়েছে।

কবে?

পরশু শেষ রাতে।

কেন গেল কিছু জানা গিয়েছে কি?

এই চিঠিখানা ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি।

এই বলে সে এগিয়ে দিল মিস এলবিরন লিখিত চিঠিখানা। রুমালী আসবার সময়ে জীবনের হাতে দিয়েছিল বলেছিল নিয়ে যাও আমরা রেখে আর কি করবো? ওর আত্মীয় স্বজন দেখলে হাতের লেখা চিনতে পারে।

ব্রিজম্যান চিঠিখানা ধীরভাবে বারকয়েক প'ড়ে গম্ভীর হ'য়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বলল, কোথায় গেল, ওরা কি অনুমান করে?

যমুনায় ডুবে মরেছে আশঙ্কা ক'রে নদীর ধারে ধারে অনেক অনুসন্ধান করেছে।

অনুসন্ধানের ফল কি?

কিছুই নয় স্যার, কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ব্রিজম্যান বলে I am afraid the worst has happened.

ওদেরও তাই ধারণা।

মেয়েটি মিস ক্লিফোর্ড বলেই মনে হয়, কি বলো?

জীবন উত্তর দিল না, পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের ক'রে এগিয়ে দিল ব্রিজম্যানের দিকে।

কি আছে এর মধ্যে—বলতে বলতে খুলে ফেলল ব্রিজম্যান, বের হ'য়ে পড়লো ছোট একখানা লেডিজ রুমাল, এখানে ওখানে রক্তের ছোপ-লাগা। রুমালী এই রুমালখানাও দিয়ে দিয়েছিল জীবনের হাতে বলেছিল ওর আর সব কাপড় চোপড় ছিঁড়ে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে—আছে এই রুমালখানা, নিয়ে যাও যদি কিনারা হয় কিছু।

ব্রিজম্যান বলে মেয়েদের রুমাল, রক্তের দাগ-লাগা। এ কি, এই কোণে যে নামের আদ্যাক্ষর E C! তারপরে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, এলিনা ক্লিফোর্ড। সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটলো।

আদ্যাক্ষর দুটো দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে। ওদের কিছু বলেছ?

না।

ভালই করেছ।

রুমালখানা মিস্টার ক্লিফোর্ডকে দেবেন না?

দেবো, তবে এখন নয়। দিল্লী আক্রমণের ঠিক আগে দেবো, এখন দিলে হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে।

একটু থেমে থেকে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ, জীবন, তোমার বিচক্ষণতা ও সাহসের জন্যেই একটা সমস্যার সমাধান হল, যদিচ সমাধানটা সমস্যাটার চেয়েও অধিকতর শোকাবহ। এখন যেতে পারো।

জীবন যাওয়ার উদ্যম করে না, দাঁড়িয়ে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রতিভা বসু
মনচোরা	**সেতুবন্ধ**
উপন্যাস ॥ ৩·০০	উপন্যাস ॥ ৩·০০
সুবোধ ঘোষ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অর্কিড	**একরাত্রি**
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০	গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মিহির আচার্য
রূপমতী নগরী	**দ্বিরাগমন**
ভ্রমণ কাহিনী ॥ ৪·৫০	উপন্যাস ॥ ৩·০০
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	নৃপেন্দ্র সান্যাল
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি	**শিমুল ফুলের ছায়া**
গল্পগ্রন্থ ॥ ২·০০	গল্পগ্রন্থ ॥ ২·৫০
বুদ্ধদেব বসু	প্রেমেন্দ্র মিত্র
বিশাখা	**অন্য এক নাম**
উপন্যাস ॥ ২·০০	উপন্যাস ॥ ২·০০

আগামী প্রকাশন

জলবনের কাব্য ॥ সরলা বসু ॥ স্মরণালেখা
মন মধুকর ॥ নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ভ্রমণ কাহিনী
এম, এল, পম্পা ॥ শ্রীপারাবত ॥ উপন্যাস

আ ন ন্দ ধা রা প্র কা শ ন ॥ ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(জি-২১৫১)

থাকে দেখে ব্রিজম্যান শুধায়, আর কিছু বলবার আছে?

জীবন বলে, এবারে দিল্লী শহরে ঢোকবার পথে সিপাহী হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।

কৌতূহলী হ'য়ে উঠে ব্রিজম্যান, শুধায় ওয়েল, তারপরে।

জেনারেল উইলসনের চিঠিখানা ছিল বলেই ধরা পড়লাম, নইলে বুঝতে পারতো না, আগেও তো গিয়েছি।

তারপরে, তারপরে?

আমাকে নিয়ে গেল শাহাজাদা মীর্জা আবুবকরের কাছে।

হাঁ, লোকটার নাম জানি।

তখন জীবন আদ্যন্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে শাহাজাদার চিঠিখানা বের করে এগিয়ে দেয় কর্নেলের দিকে, কিন্তু কর্নেল নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। উল্টে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

আমি কোন প্রতিশ্রুতিই দিইনি, বলেছি, চিঠি পড়ে যদি নির্দোষ মনে হয় তবে নিয়ে যেতে পারি, তবে গ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে খোদ জেনারেল সাহেবের উপরে।

জীবন, এ রকম ক্ষেত্রে যা বলা উচিত তাই বলেছ, তবে নিশ্চয় জেনো যে, জেনারেল এ রকম চিঠির উত্তর দেবেন না।

জীবন আরও কিছু উত্তর প্রত্যাশা করে যদিচ মুখে কিছু বলে না। সেটা অনুমান ক'রে নিয়ে ব্রিজম্যান বলে—কিছুদিন থেকে এই রকম সব চিঠি আসতে শুরু করেছে শাহাজাদাদের কাছ থেকে, এমন কি বেগম সাহেবার খান দুই চিঠিও এসেছে। কিন্তু

গভর্নমেন্টের পলিসি হচ্ছে এসব চিঠি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। জীবন, যাদের হাত ইংরেজ নরনারীর রক্তে কলঙ্কিত তাদের সঙ্গে কিছুতেই, কোন শর্তেই আপোস সম্ভব নয়।

এই রকমটাই আশঙ্কা করেছিল জীবন তাই বলল, এ চিঠিখানা আমি কি করবো?

তোমার কাছেই থাকুক। ও কিছুতেই ফরওয়ার্ড করতে পারি না জেনারেলের কাছে। তুমিই রাখো, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের স্মারক হিসাবে রয়ে যাবে তোমার কাছে।

স্যার, শাহাজাদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে চিঠির কি গতি হয় তাঁকে জানিয়ে আসবো।

কিছুক্ষণ ভেবে ব্রিজম্যান বলল আচ্ছা, যাও। আর কিছু না হোক গভর্নমেন্টের মনোভাব জানতে পারলে ঐ ভদ্রলোকেরা ঘন ঘন চিঠি লেখার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাবেন। যাওয়াই ভালো, তবে চটপট ফিরে এসো।

জীবন বিদায় নিয়ে বের হয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে যে দরজার কাছে অপেক্ষা করছে ক্যালিবান। দুজনে ফিরে আসে হিন্দুরাও কুঠিতে।

অনেকদিন পরে বৃষ্টিবাদল মেঘ কেটে গিয়ে নির্মল আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে অন্তরীক্ষ পৃথিবী চারিদিক নিস্তব্ধ। পাহাড়, পাহাড়ের উপরকার কুঠি ঐ দূরে শাহাজাহানাবাদের প্রাচীর বুরুজ সমস্তই কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। দিনের বেলাতে যে খণ্ড যুদ্ধ চলেছিল যুদ্ধের শত সহস্র আয়োজন জ্যোৎস্নার সার্বজনীন নেশায় যেন আত্মবিস্মৃত। এমন রাত বুঝি ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। ঘুম আসে না জীবনের চোখে। সে উঠে বসলো দেখলো যে স্বরূপ তখনো জেগে।

জীবন বলল, স্বরূপ ভাই চলো না একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক

স্বরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিল চলো।

দুজন বাইরে এসে দাঁড়ালো সঙ্গে উঠে এসে দাঁড়ালো ক্যালিবান। ওরা খানিকটা হেঁটে দাঁড়ালো। জীবন বলল, চলো বসা যাক।

ওরা একখানা পাথরের উপরে পাশাপাশি বসলো, পাশে মাটির উপরে বসলো ক্যালিবান।

জীবনের সমস্ত মন এই ক'দিনের সুখকর অভিজ্ঞতায় এমন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে যে, এখন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কোন বন্ধুর কানে এই অভিজ্ঞতা না ঢালতে পারলে তার স্বস্তি নাই। দুঃখী সঙ্গী চায়, সুখী নিঃসঙ্গতা।

মনের গভীর গোপন কথা, সুকুমার অনুভূতি প্রকাশ তো সহজ নয়, দিনের নিষ্ঠুর আলোর দাবি একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু জ্যোৎস্না যখন অরূপণ হাতে সোমরস ঢালছে তখন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষেও কবির ভাষা পায়—এক রকম ক'রে প্রকাশ করতে পারে আপনাকে। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আরম্ভ করবে ভেবে পায় না জীবন। উসখুস করতে থাকে।

স্বরূপ অনুমান করে যে জীবন কিছু বলতে চায়, বোঝে তার মনে এমন একটা কিছু আছে যা ব'লে ফেলতে পারলে, সমবেদনার কানে না ঢালতে পারলে স্বস্তি নাই। সুখের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে বাড়ে, দুঃখের অভিজ্ঞতা কমে। এ পর্যন্ত জীবন অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু সেই প্রথমবার দিল্লী থেকে ফিরে আসবার পরে তার মুখ দেখে স্বরূপ অনুমান করেছিল, কোথাও একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার মনের মধ্যে। এবারে সেটা আরও বেড়েছে সে লক্ষ্য করেছে। কী জানে না, তবে অপূর্ব আভায় তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। মেঘ চাপা চাঁদ দেখা না গেলেও জ্যোৎস্নাই তার প্রমাণ।

কিছুক্ষণ পরে জীবন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে যে, কথাটা কখন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। জীবন নিঃশব্দ সমর্থনে গ্রহণ করছে সব। সংসারে সমবেদনার কান দুর্লভ।

স্বরূপ বলে মেয়েদের মন সহজে জয় করতে সক্ষম যে পুরুষ, ইংরাজিতে তাকে বলে Lucky dog

জীবন বলে জয় করতে যে পেরেছি কেমন ক'রে জানবো? আমার মনের কথা জানি। কিন্তু তার মনের কথা!

দেখো জীবন, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প, তারপরে শাস্ত্রে বলে, মেয়েদের মনের কথা দেবতারাও জানতে পারেন না।

তবে? শুধায় জীবন।

তবু তো সংসারে মন জানাজানি, মন দেওয়া-নেওয়ার বিরাম নেই।

তবে কেমন ক'রে জানবো যে মেয়েটি ভালোবাসে আমাকে?

তার শেষ বিচারক মন।

প্রকাশিত হ'ল—কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের ১ম পুস্তক

'ভবঘুরে' প্রণীত

গুপ্ত ধনের ধাঁধা

মূল্য—২ টাকা

কিশোর কিশোরীদের জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী। এই গোয়েন্দা কাহিনীতে গোয়েন্দাগিরি করেছে একদল কিশোর। ঝানু পুলিশ অফিসার যেখানে নাচার হ'য়ে পড়ছেন, সেখানে কিশোর গোয়েন্দারা অপরাধীকে পাকড়াও করে ফেলেছে।

শ্রীমতীর অভিসার

শ্রীপ্রমথনাথ বসু—মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ।
১০টি নিখুঁত ছোট গল্পের সংকলন।

যুগান্তর বলছেন
"মানব মনের আনন্দ, বেদনা, সুখ-দুঃখের কাহিনী লেখক সহজ, সুন্দর, সরস ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।"

আনন্দবাজার বলেছেন ....
"নিপুণ বর্ণনা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং স্রোত-স্বচ্ছন্দ ভাষা ব্যবহার এতগুলি গুণ সচরাচর একজন লেখকের মধ্যে চোখে পড়ে না।"

নিখিল মৈত্রের

রেপ অফ টিবেট

(ইংরাজি) ২য় সংস্করণ
মূল্য—৩ টাকা

দেশ এবং বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। চৈনিক আক্রমণের এমন বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্য সম্বলিত পশ্চাদপট ইতোপূর্বে কখনও প্রকাশিত হয়নি।

জ্ঞানালোক প্রাইভেট লিঃ

১/১, ভ্যান্সিটার্ট রো, কলিকাতা-১

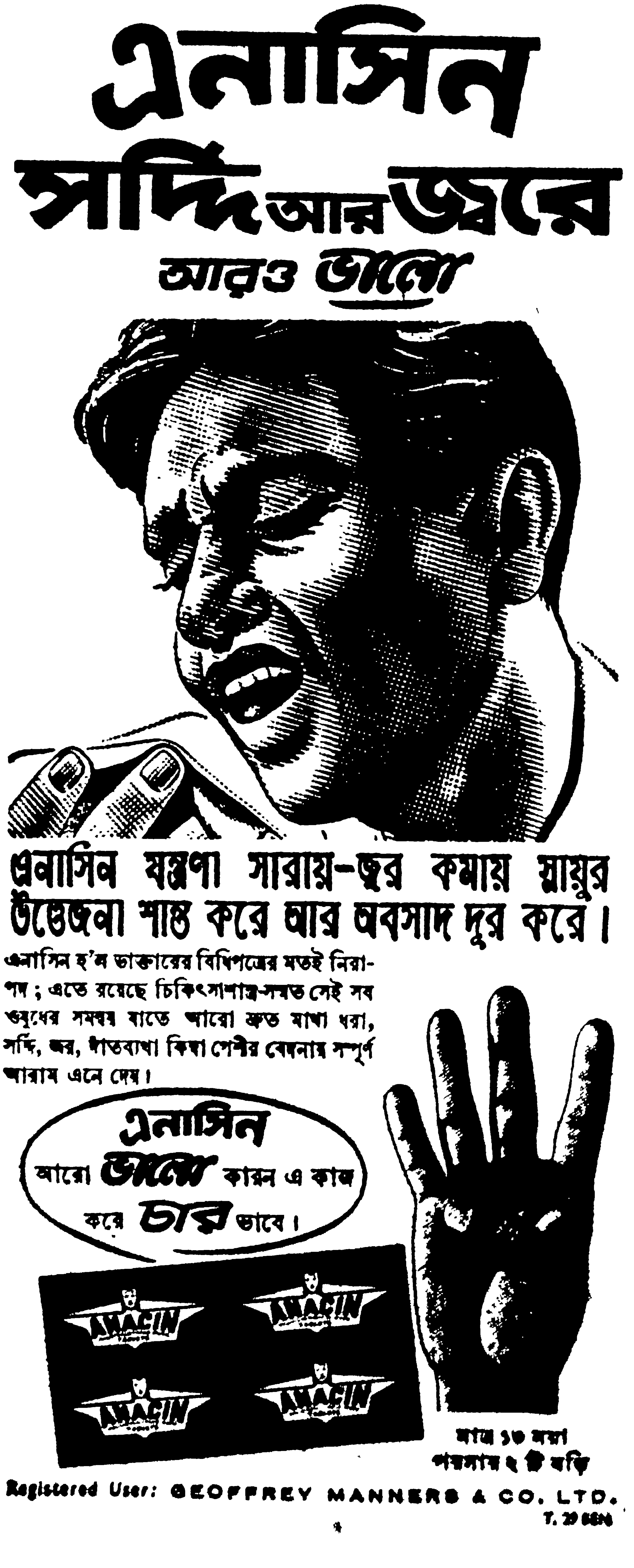

সেই মনটাই যে সংশয়ে কণ্টকিত, দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে জীবন।

ওতেই অনুমান হয় যে মেয়েটির মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়—যদিচ ওটা প্রমাণ নয়।

জীবন স্বগতোক্তি করে, শেষে কিনা এমন জায়গায় মন বাঁধা পড়লো যেখানে সব অবস্থাই প্রতিকূল।

প্রতিকূল কেন বলছো?

প্রতিকূল নয়! শত্রুপুরীর মধ্যে যার অবস্থান, এখনো সম্মুখে দীর্ঘ অনিশ্চিত সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউ জানে না।

স্বরূপ বলে, অনুকূল অবস্থার মধ্যেই কি সব সময়ে মন পাওয়া সুলভ?

কেন এমন বলছ, স্বরূপ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, মনটাকে রাজি করিয়ে নিয়ে স্বরূপ বলে, দেখো জীবন, আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আমার মৃতদেহের ভার বয়ে আমি ক্লান্ত। আজ না হয় তোমার কাছেই সে ভার নামাই।

নামাও ভাই নামাও, মনটা হাল্কা হোক।

স্বরূপ বলে, আমিও ভালো বেসেছিলাম একটি মেয়েকে।

জীবন শুধায়, সে?

সে? ঐ তোমার কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়। নিজের মনের কথা জানি, কেমন করে জানবো তার মনের কথা।

মুখে কখনো বলে মেয়েরা? চোখে, আচারে ব্যবহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে সব রকমেই বলে কেবল মুখে ছাড়া।

সে কি লজ্জায়?

লজ্জায়? হবেও বা! কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, ইচ্ছা করেই ঐ একটুখানি ফাঁক রেখে দেয় তারা, ঐখানেই জমে লীলার আসর। ঐ ফাঁকা জায়গাটুকুতে হাঁসফাঁস ক'রে মরে অবোধ পুরুষ। ক্লান্ত না হওয়া অবধি তো সে ধরা দেবে না।

অধীর আগ্রহে জীবন শুধায়, তারপরে বলো কি হল?

আগে আগের কথা শোনো, দীর্ঘকালের ছিল আমাদের পরিচয়, সে যখন বালিকা, আমি যখন কিশোর।

তখন থেকেই?

না। পরিচয়ের দীর্ঘতাই প্রেম নয়। দীর্ঘ সলতের আগাটুকু শুধু জ্বলে, বাকি পনেরো আনা অংশ তো শুধু তেল আর ন্যাকড়া।

জীবন বলে, একদিন বুঝি জ্বলে উঠল সলতের আগাটুকু? কিন্তু ভাই স্বরূপ, আমার পরিচয় তো দীর্ঘ নয়।

না-ই হ'ল। দীর্ঘ পরিচয় হতেই হবে এমন কথা নেই। আমি সলতের নীচের দিক থেকে উঠেছি, অনেকটা সময় লেগেছে। [illegible]

পৌঁছেছ। সেই জন্যই তোমাকে বললাম Lucky dog.

শিখার দিকে পৌঁছেছি বলেই বুঝি এত জ্বালা।

হ'তেই হবে। কিন্তু শুধুই কি জ্বালা?

না ভাই, আনন্দও আছে।

তবে?

সেই কথাই তো ভাবছি। এ রকমটি আগে কখনো ঘটেনি জীবনে।

পরেও আর ঘটবে না।

বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায় জীবন, কেন?

প্রথম, প্রেম যে বজ্রাগ্নি, তেমনি মনোহর, তেমনি অতর্কিত, তেমনি দৈবপ্রেরিত।

জীবনের কাছে এসব কথা একেবারেই নূতন, তার কৌতূহলের অন্ত থাকে না, শুধায়—কিন্তু প্রথম তো শেষ প্রেম না হতেও পারে।

কে বলল হতে পারে। পরেও মানুষে পড়তে পারে প্রেমে, কিন্তু তাতে প্রথম প্রেমের অপূর্ব মাধুর্য নেই। তখন পথ-ঘাট যে অনেকটা পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

দেখো স্বরূপ ভাই, এখন বুঝতে পারছি এই প্রথম ভাল বাসলাম। কিন্তু কিছুকাল আগেকার এক অভিজ্ঞতায় মনে হ'য়েছিল বুঝি ভালবেসেছি তাকে।

খুলে বলো না।

এখানে আসবার পথে বেরিলি শহরে পান্না নামে এক বাঈজীর ঘরে কিছুকাল লুকিয়ে থাকতে হ'য়েছিল। তখন মনে হ'য়েছিল তার প্রতি আমার যে মনোভাব তা বুঝি ভালবাসা।

সেটা ভালবাসা নয়, ভালবাসার দেয়ালা। শিশুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে কাঁদে দেখেছ? সে হাসি কান্না পূর্বজন্মের সুখ দুঃখের জের। তখনো যে লেগে আছে সেই সব স্মৃতির রেশ তার মনে।

আবার স্বগতোক্তি করে যায় জীবন জানি না কাকে ভাল বাসলাম কী তার পরিচয়!

সব মেয়েরই এক পরিচয়।

কি সেটা?

সর্বনাশের ভিয়ানে মাধুর্যের পাক।

বুঝতে পারে না জীবন। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে শুধায়, আচ্ছা স্বরূপ, কি হ'ল সেই মেয়েটির যাকে তুমি ভালবাসতে?

অপ্রিয় সত্যটা যত সত্বর সম্ভব চুকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় এক নিশ্বাসে বলে ফেলল, সিপাহীদের হাতে মারা গিয়েছে।

চমকে উঠে জীবন শুধায়, কেন?

মেম সাহেব মনে করেছিল।

জীবন কিছু বলতে উদ্যত হ'য়েছিল বাধা দিয়ে স্বরূপ বলল, আর প্রশ্ন করো না।

এমন সময়ে একটা বাদুড় পাখা ঝাপটে চলে যায় ঠিক মাথার উপর দিয়ে. চটকা ভেঙে যায় সকলের. সবচেয়ে বেশি সজাগ হ'য়ে ওঠে ক্যালিবান। অস্পষ্ট গর্জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে সে বাদুড়টাকে।

জীবন তার মাথায় বার কয়েক থাবা দিয়ে বলে, ব'স, ব'স, ভয় নেই।

ক্যালিবান চোখ তুলে তাকায় জীবনের দিকে, সেই জ্যোৎস্নার আলোতেও জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে চোখ দুটো।

স্বরূপ বলে, ওর যদি সুখ দুঃখের কথা বলবার ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝি মানুষের সুখ দুঃখ ফিকে হয়ে যেতো তার কাছে। মানুষ হ'য়ে জন্মেও পশুজীবন যাপন এ কি নিদারুণ পরিহাস বিধাতার।

কেমন ক'রে হ'ল তাই ভাবছি।

স্বরূপ বলে, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সব বাইরে শোয় তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে প্রায়ই নিয়ে যায় নেকড়েতে।

ওকেও নিয়েছিল তা হলে?

নিশ্চয়।

তখনি জীবনের মনে পড়ে পান্নার সেই গল্প, বলে সেই যে মেয়েটির কথা এইমাত্র বললাম, তাদের বাড়িতে ঘটেছিল এমনি ঘটনা। ওদের এক ভাইকে শিশুবেলায় নিয়ে গিয়েছিল নেকড়েতে।

স্বরূপ বলে, আমিও এমন তিন চারটি পরিবার জানি দিল্লীর যাদের বাড়িতেও এমন কাণ্ড ঘটেছে। ঘরে ঘরে দুঃখ, কাঁটা বাঁচিয়ে পা ফেলাই মুশকিল।

তখন জীবন পান্নাদের পরিবারের সেই শিশু কন্যা বদলের কাহিনী বলে, বলে সে মেয়েকে যারা নিয়েছিল টাকার লোভে বেচে দিয়েছিল তারা। অবশ্য তারা বলে যে মারা গিয়েছে, তবে সে কথা পান্নারা কেউ বিশ্বাস করে না।

তবেই দেখো অদৃষ্টের কি লীলা। ছেলেও গেল মেয়েও গেল, কে কোথায় গেল কেউ জানে না। এ যেন রঙ অনুসারে সুসজ্জিত তাস খেলুড়ির হাতের ফাটানোয় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল।

বড় বড় দুটো চোখ মেলে অবাক হ'য়ে শোনে ক্যালিবান।

জীবন বলে, ও কি বুঝতে পারছে আমাদের কথা।

এমন সময়ে স্বরূপের চোখ পড়ে শাহাজানাবাদের প্রাচীরের দিকে। জ্যোৎস্নার আলোয় দিনের বেলাকার প্রবালের প্রাচীর এখন চুনীর আভার মতো জ্বলছে। অব্যক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে।

কি হ'ল ভাই?

আমি তাকাতে পারিনে ঐ শহরটার দিকে।

জীবন বোঝে স্বরূপের কোম্পানী পক্ষে যোগ দেওয়ার কারণ।

স্বরূপ উঠে দাঁড়ায়, বলে, নাও ওঠা যাক, কাল আবার তোমাকে দিল্লীতে যেতে হবে।

দুজনে হিন্দুরাও কুঠির দিকে রওনা হয়, পিছনে পিছনে চলে ক্যালিবান।

আশ্চর্য লেখক অবধূতের নূতন বই

[নূতন ধরনের রোমাঞ্চকর উপন্যাস।]

কৌশিকীকানাড়া

দাম—৩.৫০

"দিলদার" সম্পাদিত

ছদ্মনামা

[বাংলা দেশে এ ধরনের সংকলন এই প্রথম] যাঁরা লিখেছেন:—বনফুল, জরাসন্ধ, নীলকণ্ঠ, অবধূত, যুবনাশ্ব, মহাস্থবির, রূপদর্শী, সত্যবাদী, ভাস্কর, শ্রীপান্থ, ইন্দ্র মিত্র, কালকূট, বীরবল, পরশুরাম, ধনঞ্জয় বৈরাগী, প্র. না বি, প্রভৃতি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আমার মনের কাছেই

[ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে]

কলিকাতা পুস্তকালয়

৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২

নিষাদ

চিত্ত সিংহ

একটি অভিনব সাংকেতিক উপন্যাস।

২·৫০

অশ্বমেধের ঘোড়া

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু আলোচিত ছোটগল্প সংকলন।

২·৫০

কলকাতার কুয়াশা

চিত্ত সিংহ

উজ্জ্বল একগুচ্ছ রচনা সংকলন।

৩·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : কুয়োতলা ৩·০০

দু'চোখের দেখা : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৩·০০

চিত্ত সিংহ : জলবিম্ব ৩·০০

রূপসায় ৪·০০

নজরুল ৬, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট—১২

(সি-২৬০৯)

॥ ১১ ॥

অনূপ সিং-এর প্রতিজ্ঞা

যেদিন সকালবেলা জীবনলাল দিল্লীতে এলো মীর্জা আবু বকরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে, সেদিন বিকালে ঘণ্টে-ওয়ালার মিঠাই-এর দোকানে এসে উপস্থিত হ'ল সুখানন্দ পণ্ডিত। রুমালীর বাড়িতে যাবে তুলসীকে দেখতে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতে চায়। তখন দোকানে মালিক মখ্খনলাল, একজন কারিগর ছাড়া আর একজন প্রৌঢ় লোক উপস্থিত ছিল। তার কাঁচা পাকা চাপকান দাড়ি, মাথায় জয়পুরী ধরনে বাঁধা মখমলের পাগড়ী, হাতে বাঁশের পাকা লাঠি। লোকটির নাম অনূপ সিং, মখ্খনলালের দেশের লোক। দিল্লীতে এলে মখ্খনলালের দোকানে থাকে, এবারে অনেকদিন পরে এসেছে। দুজনে ব'সে দেশের গল্প করছিল। এমন সময়ে প্রবেশ করলো সুখানন্দ পণ্ডিত।

তাকে দেখে হালুইকর অভ্যর্থনা ক'রে বলল, রাম, রাম পণ্ডিতজী, আসুন, তারপরে তবিয়ৎ ভালো তো।

পণ্ডিত হওয়ার জন্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, বেশভূষা ও প্রকাণ্ড পাগড়ীটাই যথেষ্ট। পাগড়ীর বোঝাতেই পাণ্ডিত্য বোঝা যায়।

ক'বার যাতায়াতে, ও প্রচুর মিঠাই খরিদে দুজনের মধ্যে পরিচয় হ'য়ে গিয়েছিল।

সুখানন্দ বলল, যে দিনকাল পড়েছে তবিয়ৎ ভালো থাকলেও মেজাজ ভালো থাকে কই।

মখ্খনলাল বলল, ও সব হাঙ্গামায় আমাদের দরকার কি। আপ ভলা তো জগ ভলা। আমি মিঠাই তৈরি করি আপনি তুলসীদাসজীর রাম চরিত মানস পড়ুন। আমরা সিপাহীর দিকেও নই, কোম্পানীর দিকেও নই, যে জিতবে তার দিকে।

এই কদিনের পরিচয়ে হালুইকর বুঝেছিল যে, সুখানন্দ সিপাহীদের প্রতি অনুরক্ত নয়—তাই সাহস ক'রে কথাগুলো বলল।

তা বটে। দাও, ভালো মিঠাই কি আছে, সের দুই দাও।

এই বলে সুখানন্দ জেব থেকে টাকা বের করলো।

এতক্ষণ অনূপ সিং উদাসীন ছিল এবারে সুখানন্দ পণ্ডিতের হাতের দিকে চেয়ে সচেতন হ'য়ে উঠল, পণ্ডিতজী, আঙুল কাটলো কি ক'রে?

সুখানন্দও সচেতন হয়ে ওঠে, হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে একটু হেসে বলে বয়সকালে জঙ্গী আদমি ছিলাম, ওটা তারই চিহ্ন।

তা বটে, বলে গম্ভীর হয় অনূপ সিং।

মখ্খনলাল বলে, পণ্ডিতজী একটু বসুন, এই পাকটা নামলেই আপনাকে দেবো—আচ্ছা মিঠাই বনছে।

তখন হালুইকর ও সুখানন্দ গল্পগাছা শুরু ক'রে দেয়—শহরের হালচাল, দিল্লীর

সিঙ্গারের সুবিধাজনক কিস্তি ব্যবস্থায় মেরিট পাবেন

মেরিটের বৈশিষ্ট্যঃ ✓ সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব, কারণ এর সুতোর টান নিখুঁতভাবে বাঁধা যায় ... গতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ✓ মিহি বা মোটা যে কোনো কাপড়ে মজবুত, পরিচ্ছন্ন সেলাই পড়ে ✓ দেখতে সুন্দর ... শক্তসমর্থ গড়ন ✓ দেখাশোনার খরচ খুব কম ... কদাচিৎ কখনো খারাপ হয় ✓ এক বছরের সিঙ্গার গ্যারান্টি দেওয়া আছে।

সেরা সিঙ্গার তেল আর সূচ কিনুন

• সিঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ট্রেডমার্ক।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা হ'তে থাকে তাদের মধ্যে। অনুপ সিং যোগ দেয় না সে আলোচনায়, অন্যের অগোচরে এক মনে সে দেখতে থাকে সুখানন্দকে। কিছুক্ষণ পরে সে আপন মনে গুণ গুণ ক'রে গান ধরে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
মেরা মাল মুলুক সব ছিন লিয়া।

ঘুরে ঘুরে ঐ দুটো ছত্র গুন গুনিয়ে গান ক'রে যায় অনুপ সিং।

হঠাৎ অনুপ সিং এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুখানন্দ ব'লে ওঠে, গানের কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না।

উৎসাহ প্রকাশ ক'রে অনুপ সিং বলে, আপনি কি অন্য রকম জানেন নাকি?

আমি তো এই রকম জানি বলে সুখানন্দ গুন গুন স্বরে আরম্ভ করে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া।

মথুখনলাল বলে পণ্ডিতজীর গানের কথাগুলোই ঠিক মনে হয় লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া।

হাঁ, জী, এ গজল তো খাস ওয়াজেদ আলি শার রচনা তাই তিনি লিখছেন লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া—বলে সুখানন্দ।

অনুপ সিং এই রকম একটা সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলছিল আলোচনাকে তাই এবারে বলল তা হবে, আপনার কথাগুলোই হয় তো ঠিক।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো আপনি বুঝি লখনউ-এ ছিলেন

ছিলাম বই কি, অনেকদিন ছিলাম।

অনুপ সিং-এর মুখের মাংসপেশীর রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে, অবশ্য কেউ লক্ষ্য করে না।

আচ্ছা পণ্ডিতজী আপনি কি অমর সিং-কে জানতেন, শুধায় অনুপ সিং।

সুখানন্দ বলে সাহেব লখনউ শহরে তিন লাখ লোকের বাস, কে কার খবর রাখে।

নবাবের তহশীলদার অমর সিং একজনই ছিল।

এবারে যেন মনের মধ্যে ধাক্কা খায় সুখানন্দ, সচকিত ভাবে বলে ওঠে আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকি, তহশীলদারের খোঁজ কি রাখি।

অনুপ সিং ছাড়ে না বলে এক সময়ে তো জব্বী আদমি ছিলেন আহ্লুল কাটা গিয়েছে।

তা বটে, তা বটে বলে হাতখানা লুকোয় সুখানন্দ।

হালুইকর হেসে উঠে· এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে দেয়, বলে নৌ শো চুহা খাকে বিল্লি চলী হজকো।

তারপরে ব্যাখ্যা ক'রে বলে, জোয়ান বয়সে সবাই জব্বী, বুড়ো হলেই কেতাব আর তসবী নিয়ে পড়ে।

সুখানন্দ কিছু অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে হালুইকরকে, তবে অনুপ সিং-এর মনে লাগে না যেন কথাটা। তার চোখে আগুনের জ্বালা ফুটে ওঠে।

কারিগরের উদ্দেশ্যে সুখানন্দ বলে ওঠে, দাও দাও যা হয়েছে বেঁধে ছেঁদে দাও, অনেক দেরী হয়েছে, আর বসতে পারি না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে মিঠাই-এর ভাঁড় নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হ'য়ে পড়ে সুখানন্দ।

অনুপ সিং শুধায়, পণ্ডিতজী কোথায় থাকেন জানো?

মথুখনলাল বলে না, আগে তো পরিচয় ছিল না। মাস দুই হ'ল পরিচয় হ'য়েছে, মাঝে মাঝে আসেন মিঠাই নিয়ে যান কাছেই বোধহয় কুটুম সাক্ষাৎ কেউ থাকে।

তারপরে উল্টে শুধোয়, কেন বলো তো? কুস্তি দেখাবে নাকি? তা যদি হয় এমন এলেমদার লোক আর পাবে না। ভবিষ্যৎ গুণতে অতীত গুণতে পণ্ডিতজীর জুড়ি নাই।

তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে না অনুপ সিং কেবল সংক্ষেপে বলে অতীতের একটা রহস্য গণনা করাতে চাই।

তবে একদিন দেখা করো না কেন?

সেই জন্যই তো বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করছিলাম, বলে অনুপ সিং।

সুখানন্দ পথে বের হ'তেই জীবন লালের দেখা পেলো যদিচ দুজনেই একই পথের, একই লক্ষ্যের পথিক তবু কেউ কাউকে চেনে না, তাই নীরবে কখনো পাশাপাশি কখনো আগু পিছু তারা চলতে লাগলো। জীবনলাল অন্যমনস্ক ছিল নতুবা ঘণ্টে-ওয়ালার দোকান থেকে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতো। শাহাজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের অভিজ্ঞতা সে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছিল। সে ভাবছিল লোকটা খুব হতাশ হ'য়ে পড়েছে। সে গিয়ে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াতেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল মীর্জা আবু বকর বলল তুমি খুব সাচ্চা আদমি, তোমার কথায় কাজে এক, কী জবাব দিল জেনারেল সাহেব? কিন্তু যখনি শুনলো যে জবাব দূরে থাক চিঠিখানা অবধি গ্রহণ করেন নি তখনি এক ফুঁয়ে উৎসাহের বাতি নিবে গেল তার মুখে। ব্রিজম্যান বলে দিয়েছিল যে, শাহাজাদাকে যেন জানায় যে কোন শর্তেই কোম্পানী আর ক্ষমা করবে না শাহাজাদাদের। ঐ নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলতে তার মন সরলো না—অথচ কিছু না বললেও নয়। তাই হত ইতি গজঃ করে জানালো যে, কোম্পানীকে আর চিঠি লিখে লাভ নাই, লিখলেও উত্তর দেবে না কোম্পানী পক্ষ। মুষড়ে পড়লো লোকটা। অনেকক্ষণ কথা বের হ'ল না তার মুখে' অবশেষে বলল, তুমি আর কি করবে? তোমার কথা রক্ষা করেছ, তোমাকে আমি কিছু বকশিশ দিতে চাই। সে বলেছিল শাহাজাদার বহুৎ মেহেরবানি, তবে বকশিশ নিতে পারবো না, তবে যদি তিনি খুশী হ'য়ে থাকেন তবে পাহারাওয়ালাদের যেন হুকুম ক'রে দেন, আমার বহিনকে দেখতে আসবার সময়ে যেন ধরপাকড় না করে। মীর্জা আবুবকর তখনি সে রকম হুকুম দিয়ে দিল। বিদায় নিয়ে কুর্নিশ ক'রে চলে এলো জীবনলাল। তারপরে পথে চলতে চলতে এই সব কথাই উল্টে পাল্টে চিন্তা করছিল সে।

মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে যায় জীবনলাল, ঐ শাহাজাদার জন্যে এত করুণা কোথায় সঞ্চিত ছিল তার হৃদয়ে? শাহাজাদাদের ইতিহাস কারো অজ্ঞাত নয়, বিশেষ বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে তারা যে নারকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা আজ কে না জানে! হত্যা, লুঠতরাজ কি না করেছে তারা। তা ছাড়া কদিনেরই বা পরিচয় মীর্জা আবু বকরের সঙ্গে তার। জীবনের কাছে সে একটি নাম বই তো নয়। তবে? আর এমন কীই বা দুঃসংবাদ বহন করে গিয়েছে? কোম্পানী পক্ষ তার চিঠির

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
সোনা নয় রূপো নয়
২·৫০

আজই প্রকাশিত হলো

মানুষ হতে চায় এক, আর দুনিয়ার চাপে হয় আর এক। একই লোকের মনে দুই মানুষের বাসা। তারই নিখুঁত ও সরস বিশ্লেষণ কাজকার সুযোগ্য শিষ্য [illegible] বসুর রূপক গল্পে ঃ

দ্বিবচন

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় [illegible] বসুর আঁকা প্রচ্ছদ। দাম ঃ তিন টাকা।

গ্রন্থজগৎ
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২

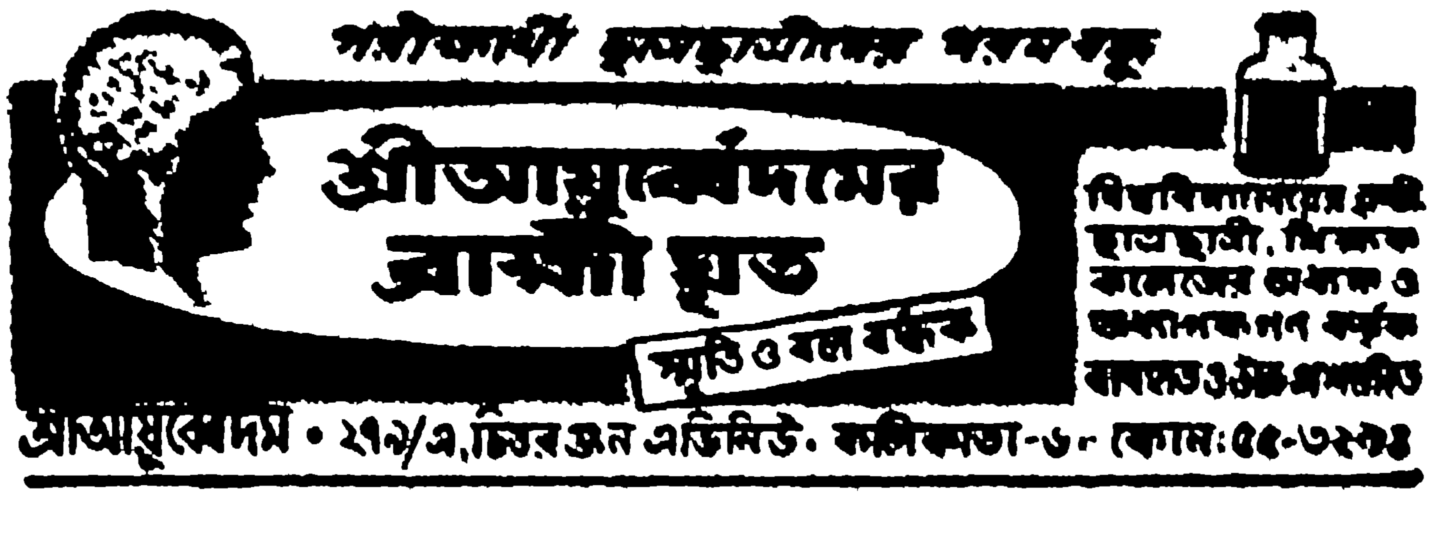

জবাব দেবে না। এ আর এমন কি গুরুতর সংবাদ। অথচ, সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না শাহাজাদার বিস্ময়-খিন্ন মুখ মণ্ডল। "কোম্পানী বাহাদুর কোন চিঠির জবাব দেবে না! এমন কি চিঠি গ্রহণ করতেও, পাঠ করতেও রাজি নয়! হা, আল্লা।" ঐ সখেদ আল্লা উচ্চারণ প্রচণ্ড মোচড় দেয় জীবনের মনে। পাপী যখন দুঃখে পড়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখন তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা উচিত নয়। মানুষ বুঝুক, নাই বুঝুক ভগবান বোঝেন, সরল হৃদয় ব্যক্তির মন দিয়ে তিনি বোঝেন। জীবন বুঝল। মনের মধ্যে এক রাশ অন্ধকার নিয়ে সে চলতে লাগলো।

হঠাৎ কোথা হ'তে এক ঝলক আলো এসে পড়লো জীবন তাকিয়ে দেখে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তুলসী সেই চাঁদ। অল্প বয়সের দুঃখ বানের চলতি জল যেমন আসে তেমনি যায়, যেমন মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় তেমনি নূতন মাটির পলি ফেলে রেখে যায়, হরণে পূরণে মোটের উপরে লাভ। হ'লও তাই। শাহাজাদার দুঃখের পটে তুলসীর জ্যোৎস্না ফুটলো উজ্জ্বলতর। মেঘ যত কালো বিদ্যুৎ তত উজ্জ্বল। তুলসী এখন কি ভাবছে? তাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হ'য়ে যাবে, এরই মধ্যে এলেন? যার মুখে 'তুমি' শব্দটাই শোভনতম তার মুখে 'আপনি' বড় বিচিত্র মধুর ঠেকে বুঝতে বাধে না যে 'তুমিই এসেছে 'আপনি'র মুখোশ পরে। ঐ নূন্যতম ব্যবধানটি কত মাধুর্যে, কত রহস্যে পূর্ণ। এ যেন বাসর শয্যায় বরবধূর সংকোচের ব্যবধান। "কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আসবো না। বেশ, তাই যদি ইচ্ছা হয় তবে এর পরে আর না এলেই চলবে।' কিন্তু কতক্ষণ এমন কৃত্রিম অভিনয় চলে যখন দুজনেরই মনে চাপা ভালোবাসা দুজনেরই মুখে চাপা হাসি। "আপনি মানুষটি বড় ভালো নন।" 'কেন বলো তো " "আপনার চোখ দুটো বড় বেয়াড়া।" 'হতেই হবে চকোর যে চাঁদ দেখতে পেয়েছে।" এমনভাবে মনে মনে উতোর চাপান চলতে থাকে। প্রিয়জনের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করা ভালোবাসার একটি প্রধান সুখ।

হঠাৎ সম্বিত হয়, এসে পড়ছে রূমালীর বাসার সম্মুখে। কিন্তু একি, প্রকাণ্ড পাগড়ী-পরা এই লোকটা কেন? সে-ও কি এখানে যাবে নাকি? বাদশার চর নয়তো? সুখানন্দ ভাবে, এ ছোকরা কে? তুলসীর উপরে চোখ নেই তো? দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় পরস্পরের দিকে।

জীবন বলে, আমি রূমালীর দাদা।

সুখানন্দ বলে, আমি তুলসীর পিতাজী।

জীবন নত হ'য়ে সুখানন্দর পায়ের ধুলো নেয়।'

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ সাতাশ ॥

কমিউনিস্ট চীন মুক্তির নামে তিব্বতে যে অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়েছে নাৎসী বর্বরতা এবং নৃশংসতাও বুঝি তার কাছে ম্লান হয়ে পড়ে। তিব্বতের নিপীড়িত মানবাত্মার আর্ত ক্রন্দন হিমালয়ের পাষাণ প্রাচীরে নিষ্ফলভাবে মাথা কুটছে। ড্রাগনের বিষাক্ত গ্রাস থেকে বাঁচবার জন্য বিশ্বের কাছে বহুবার সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছে তিব্বত। কিন্তু হতভাগা তিব্বতের ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি। সভ্যতাসচেতন মানুষের কাছে এ এক চরম বিস্ময়।

ইউরোপে দুর্বলের উপর প্রবলের যেসব অত্যাচার হয়েছে ইহুদীদের নির্মূল করার জন্য নাৎসীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হাঙ্গেরীতে রুশ কমিউনিস্টদের নাদিরশাহী তাণ্ডব এসব ঘটনার মর্মান্তিক বর্ণনা আজ সভ্য জগতের মোটামুটি জানা। দুর্ভাগা তিব্বতের উপর চীনা কমিউনিস্টদের নিপীড়ন উৎপীড়নের কাহিনী [illegible] চোখ এড়িয়ে গিয়েছে [illegible] কেন অস্পষ্ট হয়? সে কি এই কারণে যে তিব্বত এসিয়ার এক দেশ?

আমার কাছে দুখানি দলিল আছে। একখানি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের রিপোর্ট। বিভিন্ন দেশের এগারজন নিরপেক্ষ আইনজ্ঞ ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীনাদের ব্যাপক অত্যাচার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করে এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। আরেকখানি দলিল হচ্ছে তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামার আত্মকাহিনী। এইসব দলিলে সাক্ষ্য প্রমাণ সহ যেসব অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য।

দলাই লামা তিব্বতের করুণ কাহিনীটি বার বার জাতিসংঘের দরবারে তুলবার চেষ্টা করেছেন। চীনা বন্ধুরা বার বার সে প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষে কলঙ্কের কথা জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধিও তিব্বতের আবেদন যাতে বিশ্বের দরবারে না পৌঁছায় সর্বতোভাবে সে চেষ্টা করেছেন।

দলাই লামা জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী দাগ হ্যামারশোল্ডকে (১৯৬০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর) লিখছেন:

'তিব্বতের অবস্থা এখন এক মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছে। নির্মম [illegible] এবং অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে শত শত তিব্বতী ভারতে এবং নেপালে পালিয়ে আসছে। কিন্তু হাজার হাজার লোক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে এসে আশ্রয় নেওয়া যাদের পক্ষে সম্ভব নয় তারা আজ মৃত্যু ও ধ্বংসের মুখে। অবিলম্বে এইসব নরনারী ও শিশুকে বাঁচাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং এজন্যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হোক। আমি বিশ্বাস করি আপনার মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিব্বতের এই শোচনীয় সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব হবে।'

দলাই লামার এইসব আবেদন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বড় বড় রাষ্ট্রগুলো মানবতার আবেদনে সাড়া দিতে এগিয়ে না এলেও অবশেষে ছোট দুটো দেশ মালয় ও থাইল্যাণ্ডের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের জেনারেল এসেমব্লীতে (১৯৬১ সালের ২১শে অক্টোবর) আলোচ্য বিষয়ের কর্মসূচীতে তিব্বতের প্রশ্নটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে এল সালভাডোরের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য।

তিব্বতে চীনা কমিউনিস্টরা কিভাবে মানুষের অধিকার পদদলিত করেছে, আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন ভূরি ভূরি তথ্য প্রমাণ সহ ৩৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ এক রিপোর্টে তার বিবরণ দিয়েছেন।

দলাই লামা বিচার কমিশনের সামনে বলেছেন, চীনা কমিউনিস্টরা হাজার হাজার তিব্বতীকে হত্যা করেছে, হাজার হাজার লোককে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করেছে এবং সেখানে হাজার হাজার চীনাকে এনে বসিয়ে তিব্বতের চরিত্র বদলিয়ে দেবার এক পৈশাচিক ষড়যন্ত্র করেছে। মুক্তির নামে ১৯৫৫—৫৯ এই চার বছরের মধ্যে অন্তত পঁয়ষট্টি হাজার তিব্বতীকে হত্যা করা হয়েছে। 'তিব্বতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার যেসব দেশবাসী আত্মাহুতি দিয়েছে, মুক্তি তারাই পেয়েছে। আর অন্যেরা সম্প্রসারণবাদী নিষ্ঠুর এক বিদেশী শক্তির দাসে পরিণত হয়েছে।' দলাই লামার মতে তিব্বতের নিরীহ অধিবাসীদের উপর মদগর্বী কমিউনিস্ট চীন নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করার ফলেই এত লোক মারা গিয়েছে। সামরিক রাস্তা বানাবার জন্য চীনা কমিউনিস্টরা হাজার হাজার তিব্বতীকে জবরদস্তি করে কাজে লাগিয়েছে। দুর্ভাগ্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বহুলোক আত্মহত্যা করেছে, অনেকেই মারা গিয়েছে অনাহারে আর গুরুতর পরিশ্রমে।

আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন তিব্বতে চীনা কমিউনিস্টদের অত্যাচার সম্পর্কে যে সব বিষয়ে তদন্ত করেছিলেন তা এই:

(ক) পাইকারী হত্যা,

(খ) পাইকারীভাবে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন,

(গ) পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সুচিন্তিতভাবে পরিবেশ সৃষ্টি,

(ঘ) জবরদস্তিভাবে জন্ম নিরোধ,

(ঙ) শিশুদিগকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে জবরদস্তি করে সরিয়ে ফেলা, এবং

(চ) ধর্মাচরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি।

আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের সামনে উদ্বাস্তু তিব্বতীরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাতে এর প্রত্যেকটি অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল।

দের্গে জংসার মঠের একজন ছোট ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য : সাক্ষী যে মঠে কাজ করত সেখানে ৪৫০ জন ভিক্ষু থাকতেন। চীনারা এসেই প্রথমে তাদের সম্পত্তির একটা তালিকা বানালো। কিন্তু অস্ত্র ছাড়া প্রথমে আর কিছু নিয়ে গেল না। ১৯৫৬ সালে মঠের সমস্ত শস্য চীনারা নিয়ে গেল। তার বাড়িতে যে শস্য ছিল, তাও। একটা কণাও রেখে গেল না। ১৯৫১ সালে চীনাদের দু হাজার ভারবাহী পশুর দরকার পড়েছিল। সাক্ষীর তিরিশটি পশু ছিল, কুড়িটি চীনাদের দিয়ে দিতে হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পশুগুলো মরে গেল। তারপর চীনারা মাল বইবার জন্য মানুষদের ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। তাকেও যেতে হল, সঙ্গে তার বড় ভাই এবং ছোট বোন। ষোল মাস ধরে তাদের মাল বইতে হয়েছিল। গুরুতর পরিশ্রমে তারা কাতর হয়ে পড়েছিল। পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল। এক একজনকে দেড় মণের উপর বোঝা বইতে হোত এবং চব্বিশ দিনে প্রায় ১২০ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হোত। দের্গে খোলোডো থেকে মাল নিয়ে তাদের দের্গে কামটকায় পৌঁছে দিতে হোত। এই সময়ের মধ্যে দশটি লোক পরিশ্রমে কাতর হয়ে মারা যায়। তাদের মধ্যে ৎসেতুন, বয়স আটচল্লিশ, যিসেওয়াং দর্জি বয়স পঞ্চান্ন, চো ডুন বয়স তিরিশ ৎসেরিঙ ডোলমা বয়স চল্লিশ এদের নাম কটা সাক্ষীর মনে আছে। তিনটে মেয়েছেলেও মরেছিল এও তার মনে আছে।

১৯৫৬ সালে দের্গে জংসার-মেছেতে একটা মিটিং ডাকা হল—মঠের প্রতিনিধিদের সেই মিটিংএ আসতে বলা হল। মিটিংটা হয়েছিল গ্রামের মঠের ঠিক নীচেই। সাক্ষী নিজে এবং মঠের দুজন ভিক্ষু সেই মিটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় দুশো লোক উপস্থিত ছিল। বেশীর ভাগ লোকই নীচু স্তরের। কমিউনিস্টরা তাদের দলে টেনেছিল। জমিদার শ্রেণীর কয়েকজন এবং কিছু পয়সাওয়ালা লোকও ঐ মিটিংএ হাজির হয়েছিল। চীনারা সেই মিটিংএ বলল, ভিক্ষু, লামা, জমিদার এবং পুঁজিপতিদের খতম করে ফেলা হবে। সাক্ষী বুঝতে পারল, তার মানে তাদের মেরে ফেলা হবে। চীনাদের দলে স্থানীয় গুণ্ডা প্রকৃতির যে সব লোক ভিড়েছিল, তারা সবাই সেখানে হাজির ছিল। ওদের মধ্যে চোর বদমায়েসও কিছু ছিল। সাক্ষীদের জানান হল, আজকের মত মিটিং শেষ হল, অদূর ভবিষ্যতে আবার মিটিং চলবে। সাক্ষী জানায়, তারপর থেকে তাকে এবং অন্যান্যদের দুদিন নিজ নিজ বাড়িতে আটক করে রাখা হয়। তারপর দ্বিতীয় সভায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেই মিটিংএ গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোকেরা এবং চীনারা প্রকাশ্যে সর্ব-
[illegible]

রুক্ষ

অথবা অতিবিন্যস্ত নয়

আপনার চুল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সতেজ ক'রে রাখে এবং নিয়মিত পুষ্টিসাধনে চুলের গোড়া শক্ত করে

রজমেলো

সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

আসার কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ

তারপর সবাই মিলে তাদের লাথি, কিল, চড় মারতে থাকে। মুখে থুথু দেয়। চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে থাকে। সবচেয়ে বেইজ্জত করে গ্রামের মোড়লের মেয়ে সাকারমাকে। এই মেয়েটির বয়স চল্লিশ। প্রথমে সবাই মিলে তাকে নানারকম গালি দিতে লাগল। তারপর তার মুখে খড় গুঁজে তাকে চার পায়ে হাঁটতে বাধ্য করে, তার মুখে লাগাম দিয়ে চীনারা এবং তাদের সাগরেদ ঐ গুণ্ডা বদমায়েসগুলো তার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভিক্ষুদেরও তারা এইভাবে বেইজ্জত করে। —(পাঁচ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ, আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ২২৬)

৪৮ নম্বর সাক্ষী, (দের্গে জেলার মেশে গ্রামের এক চাষী, বয়স পঁয়ত্রিশ) জানায়:

চীনা কমিউনিস্টরা তাদের এলাকায় আসে ১৯৫০ সালে। সে দের্গে গনসেন মঠের কাছে চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদেরই অফিসে কাজ করত।

সাক্ষী বলে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চীনারা ভাল ব্যবহারই করেছে। তারা তিব্বতীদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, তিব্বতীদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহারকে তারা সম্মান দেখাবে তাদের ধর্মকেও রক্ষা করবে। ১৯৫৬ সালে সাক্ষীর এলাকায় হঠাৎ দু হাজার চীনা ফৌজ এসে গেল। চীনারা গরীব এবং ইতর শ্রেণীর তিব্বতীদের উস্কানি দিতে লাগল। একদিন তারা মিটিং ডাকল। সমস্ত মঠের প্রধান লামা বিত্তশালী লোক এবং ঐ অঞ্চলে গ্রাম ও ছোট ছোট শহরের সমস্ত মাতব্বরদের চীনারা সেই মিটিংএ ধরে নিয়ে এল। সেই মিটিংএ জানান হল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। সকলে যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা দিয়ে যায়। যে সব অস্ত্র মঠে ধর্মের প্রতীক হিসাবে রক্ষিত ছিল সেগুলোকেও চীনা কমিউনিস্টরা রেয়াত করল না। খাদ্য, বস্ত্র, ঘোড়া অশ্বতর এমন কি লাগাম জিন পর্যন্ত কমিউনিস্টরা দাবি করে বসল। তিব্বতীরা তাদের জানালো, খাদ্য-শস্য এবং ধর্মীয় প্রতীকগুলো চীনারা যেন না নেয়। ফল হল এই, চীনা কমিউনিস্টরা গ্রামকে গ্রাম ঘিরে ফেলল এবং সর্বস্ব ছিনিয়ে নিল।

সাক্ষী অতঃপর জানায়, চীনা কমিউনিস্টরা এতেও সন্তুষ্ট হল না, তারা বলতে লাগল, যা লুকিয়ে রেখেছ বের করে দাও। তিব্বতীরা যখন জানালো, তাদের লুকানো আর কিছুই নেই, তখন চীনারা ব্যাপকভাবে ভিক্ষু, লামা, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। সাক্ষীর হিসাবে পাঁচশজন লামা এবং ভিক্ষুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দের্গের বড় মঠটায় সতের শ অধিবাসী ছিল। এই মঠ ছাড়া দের্গে জেলায় আরো চারশ মঠ ছিল। জমির মালিক, ব্যবসায়ী এবং সজ্জল ব্যক্তিদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। সর্বসাধারণের সামনে এই সব লোকদের হেনস্তা করা হল। ঘরের বৌদের টেনে এনে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করা হল। চীনা কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় সে অঞ্চলের সমাজবিরোধী ইতর লোকেরা সম্ভ্রান্ত সব মহিলাদের পাঁচজনের সামনে পশুর মত চার পায়ে হাঁটতে বাধ্য করল। তারপর তাদের পিঠে জিন ও মুখে লাগাম পরিয়ে তার উপর সওয়ার হয়ে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ল। পঁচাশ জন ভিক্ষু এবং লামাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কাউকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে মারা হল, কাউকে গুলী করে কাউকে বা ফাঁসিতে লটকিয়ে। সাক্ষী জানায় ঐ অঞ্চলে মোট দু হাজার আটশ সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার মধ্যে আটশজনকে কোতল করা হয়। নিহত নরনারীর মধ্যে চল্লিশ জনের বয়স ছিল প্রায় সত্তর বছর। সাক্ষী এমন অনেক মঠ দেখেছে যার ভিতর থেকে পুঁথি ও প্রতিমা হয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নয় ধ্বংস করা হয়েছে।

সাক্ষী বলে, পনের থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের তিন-চার হাজার লোককে দের্গে জেলা থেকে চীন দেশে পাচার করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে চীনাদের বিশ্বাসভাজন এবং 'নতুনভাবে দীক্ষিত' ত্রিশ কি চল্লিশজন কিছুদিন পর ঐ অঞ্চলে ফিরে আসে। পঞ্চাশ বছরের নিচে যাদের বয়স, তাদের ধরে ধরে কুলি ফৌজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বাপমায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুদের চীন দেশে চালান করে দেওয়া হয়। অত্যাচারের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। সাক্ষীর দুটি মেয়েকেও, একটির বয়স সাত, অন্যটির নয়, ১৯৫৬ সালে চীনারা ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী আজ পর্যন্ত তাদের সন্ধান পায়নি।

সাক্ষী বলে, যদিও সে চীনাদের অফিসেই কাজ করত, তবুও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। লুকানো সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র বের করে দেবার জন্য তার উপর উৎপীড়ন

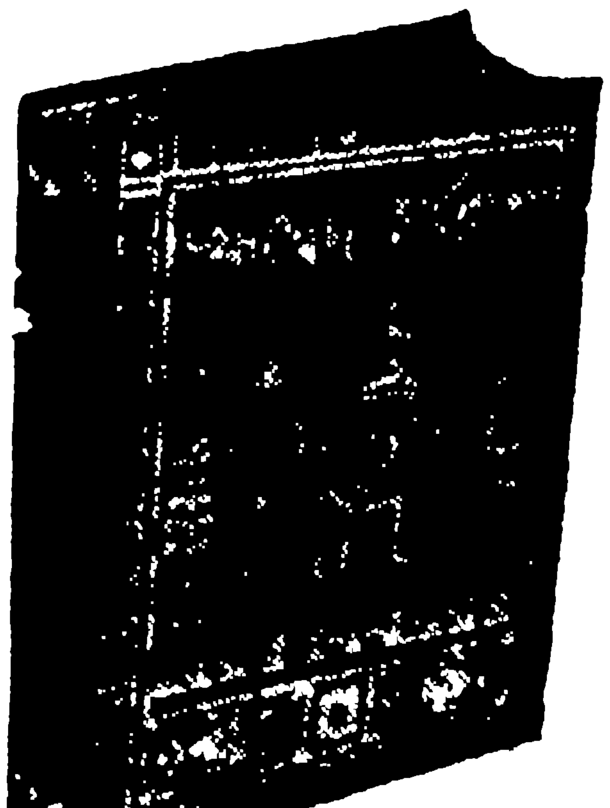

রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

সম্পূর্ণ একখণ্ডে

মুখবন্ধ:

ঋগ্বেদ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র : শশিভূষণ দাশগুপ্ত
রমেশচন্দ্রের রচনাবলী : প্রবোধরাম চক্রবর্তী

মুদ্রণের প্রচ্ছদ : যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের পরিচিতি সহ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মানি চক্রবর্তী সম্পাদিত

৭২০ পৃষ্ঠা • ১০"× ৭½" • মূল্য ৪০.০০ টাকা

জ্ঞান-ভারতী
প্রাইভেট লিমিটেড
১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি-১৪

চালানো হয়। ১৯৫৭ সালের তার দুমাস জেলও হয়। এই সময় প্রত্যেক দিন তাকে জেল থেকে বের করে এনে জনতার সামনে নিয়ে গিয়ে নানারকমে বেইজ্জত করা হোত। বলা হয়, এই সময়ের শেষে সে যদি কমিউনিজম গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। ধর্ম খোয়াবার ভয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। তারপর একদিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। সাক্ষী জানায়, তাদের জেলায় চীনা ফৌজের সঙ্গে তারা এক বছর ধরে ক্রমাগত লড়াই করেছে। পরে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। সে খাম্পাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছা-বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ভারতে পালিয়ে আসে।—(আন্ত-র্জাতিক বিচার কমিশনের তদন্তের রিপোর্ট, পৃ: ২৮০)

৫০ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ (সাক্ষী চীন অধিকৃত জে চুয়ান প্রদেশের চামডিং মঠের ভিক্ষু, বয়স একত্রিশ):

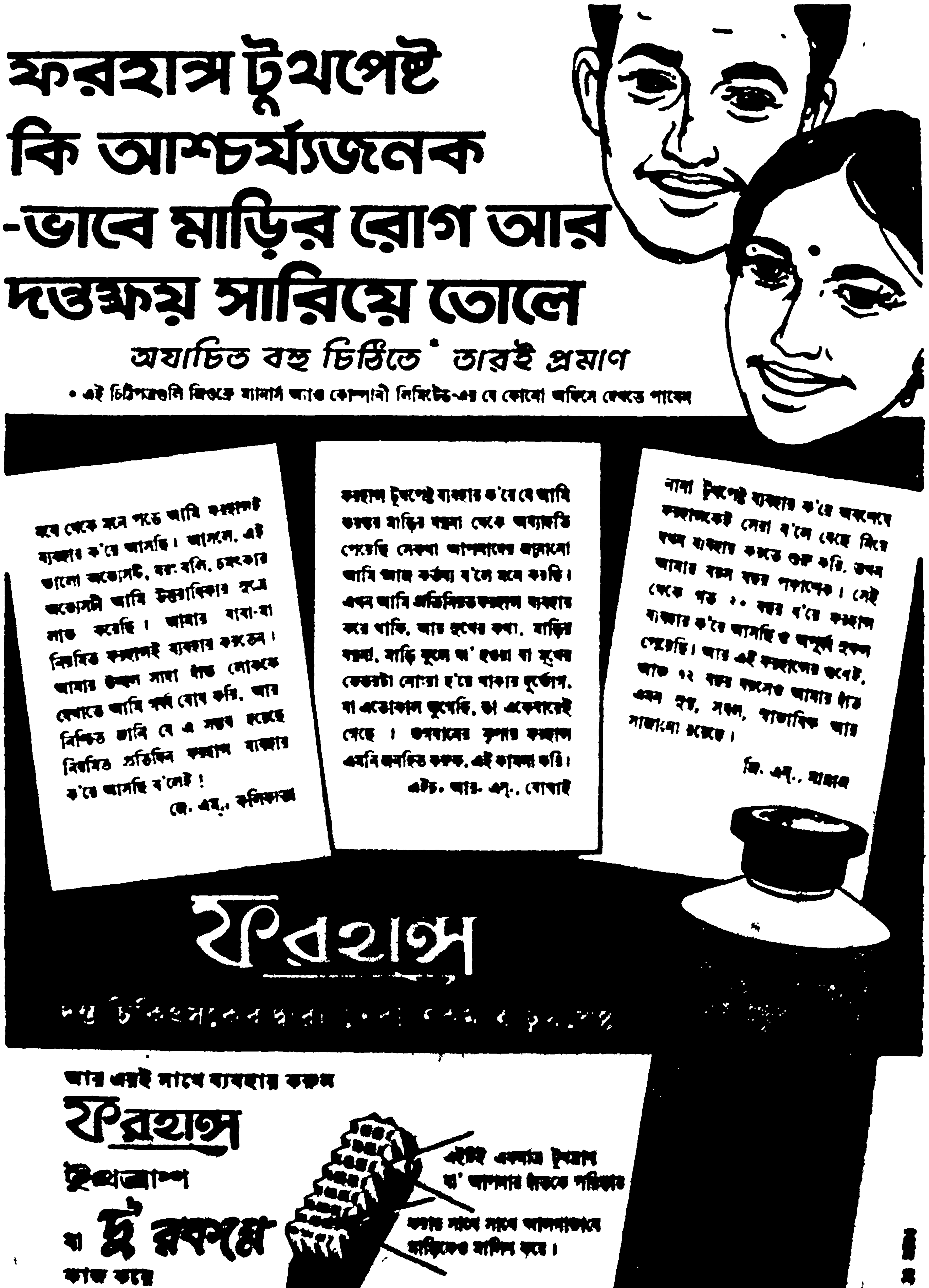

সাক্ষী জানায়, ১৯৫৪ সাল থেকে চীনা কমিউনিস্টরা দরিদ্র ও গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেদের মঠের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। প্রচার করা হতে থাকে ধর্মটা বুজরুকি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্য আর থাকবে না। চীনারা ঐ অঞ্চলের সমস্ত মঠ ও লোকেদের জানায়, তাদের কাছে যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে তা চীনাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ জানায়, এবং মহামান্য দলাই লামা সে সময় পিকিংএ থাকায় তার কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। প্রতিনিধিদল পিকিং গিয়ে অভিযোগ করেন, চীনারা যে সতের দফা চুক্তি করেছিল তা অমান্য করছে। প্রতিনিধিদল ফিরে এসে জানান যে, চীনা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, এরকম কাজ আর হবে না। স্থানীয় কমান্ডারদের ভুলের জন্যই এই কাণ্ড ঘটেছে। তিব্বতীদের ধর্ম এবং রীতি-নীতি মান্য করা হবে। সাক্ষী জানায় এই আশ্বাস পাওয়ার পর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। চীনারা ভিক্ষুদের লাল পোশাকপরা চোর, আর লামাদের হলদে পোশাক পরা দস্যু বলে প্রকাশ্যে গালি-গালাজ করতে থাকে।

সাক্ষী বলে, ১৯৫৬ সালে তিন হাজার চীনা কমিউনিস্ট ফৌজ এসে তাদের মঠের সামনে আস্তানা গাড়ে এবং মঠের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে। তারপর অস্ত্রশস্ত্র চীনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ পাঠায়। তাদের প্রথম নির্দেশ অমান্য করা হয়। দ্বিতীয় নির্দেশও অমান্য করা হলে সেই তিন হাজার চীনা সৈন্য মঠটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। মঠকে এই বলে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে মঠের ধনসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র চীনাদের হাতে তুলে না দিলে বলপ্রয়োগ করা হবে। চীনা ফৌজের কাছে মঠ থেকে এক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। চীনারা তিব্বতীদের ধর্ম-কর্মে হস্তক্ষেপ করবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করবার জন্য প্রতিনিধিদল অনুরোধ জানান। চীনারা অবিলম্বে তাদের নির্দেশ পালন করবার জন্যে হুমকি দেয়।

সাক্ষী বলে, সেই রাত্রেই চীনা ফৌজ মঠের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। চৌষট্টি দিন ধরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলে। তারপর চীনারা বিমান থেকে মঠের ভেতরে বোমা ফেলতে শুরু করে। তখন মঠের লোকেরা চারদিকে পালাতে থাকে, দু হাজার নরনারী এই বোমা বর্ষণে নিহত হয়। আরো হাজার দুয়েককে চীনারা বন্দী করে। সাক্ষী কোনক্রমে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কিছুদিন পরে এক স্বজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হলে সে জানতে পারে মঠের [illegible] চীনারা গ্রেপ্তার করেছে। আর তার মধ্যে একজনকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছে। সেই মঠে গাই সি তিমি নামে এক প্রধান সাধু ছিলেন। সে অঞ্চলে সবাই তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। চীনারা তাকে ধরে এনে ২২০ মণ চাল একদিনের মধ্যে তিন মাইল দূরে একটা জায়গায় রেখে আসতে বলে। একা এ কাজ করা কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, সাধু একথা জানালে চীনারা তাকে তপোবলে এ কাজটা হাসিল করবার জন্য উপহাস করতে থাকে। তারপর সাধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাক্ষী তার আর কোন খোঁজ পায়নি।—(আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের তদন্তের রিপোর্ট, পৃ ২৮১)

৪৪ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ (সাক্ষী আমদো অঞ্চলের দোই গ্রামের সচ্ছল চাষী, বয়স আঠাশ), সাক্ষী জানায়:

দোইএ দেড় হাজার পরিবার বাস করত তেরশো ভিক্ষু ছিল আর ছিল বারটা মঠ। একটা বড়, বাকীগুলো ছোট। ১৯৪৯ সালের আগে ঐ অঞ্চলে চীনা ফৌজের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু ঐ বছর প্রায় তিরিশ হাজার কমিউনিস্ট ফৌজ এসে হাজির হয়। কুড়ি দিন পর এক হাজার ফৌজ সেখানে থাকে ও অন্যেরা চলে যায়। ঐ সমস্ত ফৌজের রসদ সাক্ষীর গ্রামকে সরবরাহ করতে হয়েছে। মূল্য প্রায় কেউই পায়নি। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চীনাদের ব্যবহার মোটামুটি ভালই ছিল।

সাক্ষী বলে, ১৯৫২ সালে চীনারা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিল: (১) পুঁজিপতি, (২) জমিদার, (৩) মধ্যবিত্ত (৪) ছোট চাষী এবং (৫) ভৃত্য ও কৃষি শ্রমিক। সময় সময় উপরের দুই শ্রেণীর লোককে গ্রামের লোকজনদের সামনে ডেকে আনা হোত এবং জনতার মধ্য থেকে দু-একজনকে বেছে নিয়ে চীনারা তাদের দিয়ে জমিদার ও পুঁজিপতিদের গালি দেওয়াতো। এই দুই শ্রেণী থেকে পাঁচশ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং তিনশজনকে কোতল করা হয়। নিহতদের সকলেই পুরুষ। বাকী দুশ জনকে সর্বতোভাবে বেইজ্জত করা হয়। স্থানীয় গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা তাদের পিঠে চড়ে ঘোড়ার চড়ার শখ মিটিয়ে নিত। সাক্ষীর দাদাও ঐ দুশজনের একজন ছিলেন। সাক্ষীর বয়স কম ছিল তাই তাকে রেহাই দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের পরিবারের লোকদের দিয়ে দিন-মজুরী করানো হয়। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মঠের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। তবে জনসাধারণকে মঠে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সাক্ষী জানায়, ১৯৫৫ সাল থেকে নতুন ধরনের প্রচার চীনা কমিউনিস্টরা শুরু করে। এই প্রচারের বিষয় ছিল তিনটি:

(১) জনসাধারণকে বুদ্ধিমান বানাবার জন্যে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা চালানো হবে,

(২) ধর্ম হচ্ছে মূর্খামী, ক্ষতিকর বস্তু এবং ভিক্ষুদের খেটে খেতে হবে,

এবং (৩) ১৯৫২ সালে যে জমি চাষীদের দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে কালেকটিভ ফার্ম তৈরি করা হবে, চাষীরা সেখানে মাইনে নিয়ে মজুরী খাটবে মাত্র।

কমিউনিস্টদের যে কথা সেই কাজ। সমস্ত ভিক্ষুদের ধরে ধরে তারা শ্রম শিবিরে পাঠাতে লাগল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। প্রধান লামাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং চীনা সৈন্যরা তাদের পিঠে চড়ে চড়ে সকলের সামনে তাদের বেইজ্জত করল। সাক্ষী ১৯৫৭ সালে যখন পালিয়ে আসে, তখনও পর্যন্ত লামারা ফাটকে আটক ছিলেন। সাক্ষী এও দেখেছে, চীনারা এক এক জোড়া ভিক্ষুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে চাবুক মেরে তাদের দিয়ে লাঙ্গল টানাচ্ছে।

সাক্ষী বলে, ১৯৫৬ সালে চিকিৎসকের

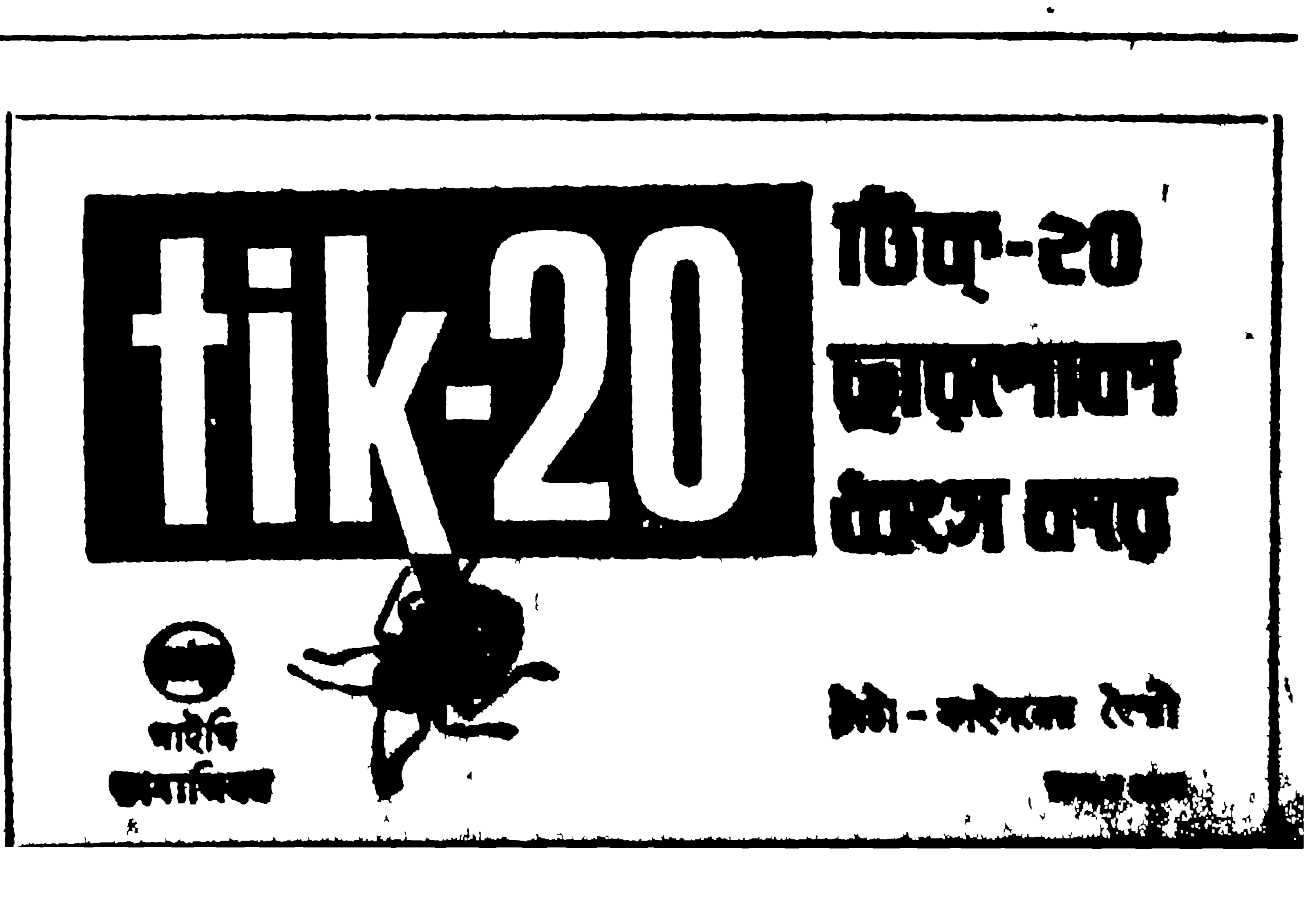

লে তাদের গ্রামে হাজির হল, চীনারা তাদের জানালো, এইবার তাদের বিশেষ-ভাবে চিকিৎসা করা হবে। এই 'বিশেষ চিকিৎসায়' তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়বে, তারা অনেক লম্বা ও শক্ত সমর্থ হবে। চীনারা হুকুম জারী করল এই চিকিৎসা সবাইকে নিতে হবে। যে না নেবে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। সাক্ষী যে বাড়িতে বাস করত সেখানে তাকে একখানা ছোট ঘরে ঠেলে দিয়ে গোটা বাড়িটা এই চিকিৎসকের দল দখল করে ফেলল। এই দলে সাতজন ডাক্তার ছিল। চারজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রীলোক।

সাক্ষী জানায়, তার চিকিৎসাই সর্বপ্রথম শুরু হল। একদিন তার বাহু থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরদিন আবার তার তলব পড়ল। ডাক্তার তাকে একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। তাকে বিবস্ত্র করে একটা কোচের ওপর শুইয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। তাকে বলা হল, চীনারা যা করতে যাচ্ছে তাতে তার হয়ত একটু ব্যথা লাগতে পারে। সে যেন চেঁচামেচি না করে। সাক্ষী দেখল, একরকম সার্জিকাল যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। তার একটা দিক ঠোঁটের মত বাঁকানো আবার কাঁচির মত খোলা যায়। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণার মধ্যেও সাক্ষীর মনে হল ভিতরে কি একটা যেন কেটে দেওয়া হল। অতঃপর অসহ্য ব্যথায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। যখন জ্ঞান হল তখন সাক্ষী দেখে সে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে। তাকে দশদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে বলা হল। এবং রোজ তাকে ইঞ্জেকসান দেওয়া হতে লাগল। চীনারা এই কথা তাকে কাউকে বলতে নিষেধ করে দিল। সাক্ষীর স্ত্রী সে সময়ে গর্ভবতী থাকায় এই 'বিশেষ চিকিৎসা'র হাত থেকে তাকে কিছুদিনের মত রেহাই দেওয়া হয়। বলা হল, খালাস হবার পর তার চিকিৎসা শুরু হবে। চীনারা জানাল, গ্রামে পনের থেকে চল্লিশ বছর বয়সের যত মেয়ে আছে, সবাইকেই চিকিৎসা করা হবে। চীনারা সাক্ষীকে এই বলেও শাসিয়ে দিয়েছিল যে, সে যদি এ কথা কারো কাছে ফাঁস করে তবে তাকে গুলি করে মারা হবে। তা সত্ত্বেও সাক্ষী তার এক বন্ধুকে এই চিকিৎসার কথা বলে দেয় এবং এও বলে তার পালা আসবার আগেই সে যেন পালায়। সাক্ষীও এক বছর পরে পলায়ন করে।

সাক্ষী জানায় যে, তিনশজন লোককে এই 'বিশেষ চিকিৎসা' করা হয়েছে বলে সে জানে। মেয়েদের কিভাবে চিকিৎসা করা হয় তাও সে জানতে পেরেছে। সাক্ষী বলে, স্ত্রীলোকদের চিরতের বন্ধ্যা করে দেবার জন্য তাদের উপর পৈশাচিক প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচার চালানো হয়। *

সাক্ষী জানায়, এই ধরনের অস্ত্রোপচারে তার গ্রামের পাঁচটি স্ত্রীলোক মারা গিয়েছে। সেই পাঁচজনের নামও সাক্ষী জানিয়েছে। তাদের নাম : (১) ওহ্‌চো, (২) খাদোলা, (৩) পামো, (৪) জিমোচি এবং (৫) খাজো।

সাক্ষী আরো বলে, ১৯৫০ সালের পর থেকে চীনারা তাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নিতে থাকে। প্রথম প্রথম একটু বড়দের নিয়ে যায়। চীনারা বলে, এই সব ছেলে-মেয়েদের বাপ-মায়ের কুসংস্কার ও ধর্মের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্যেই আলাদা করে রাখা হচ্ছে। ছ' বছর পর্যন্ত শিশুকে কাছাকাছি শহরেই আলাদা করে রেখে দেওয়া হত, সাত থেকে পনের বছরের ছেলে-মেয়েদের চালান করা হত চীনে। সাক্ষীর চার বছরের মেয়েটাকে ১৯৫৪ সালে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যদিও তাকে সেই শহরেই রাখা হয়েছিল তবুও তিন বছরের মধ্যে সাক্ষীকে বা স্ত্রীকে তাদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সাক্ষী জানায়, ১৯৫৬ সাল থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনারা নিয়ে যেতে থাকে।

(ক্রমশ)

* (I) A description of the treatment of the women was given to him This treatment consisted of inserting some kind of bladder into the vagina which pulled out when removed something which looked like flesh This was snipped off and the woman became unconscious - (Statement No 44, A Report to the International Commission of Jurists by its Legal Inquiry Committee on Tibet, p. 277).

খাস
জনতা
দাম তুলে আনে

গৃহস্থালীর অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে খাস জনতা কেরোসিন কুকার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কেরোসিনের এই পলতেযুক্ত কুকারটির অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল সময় ও জ্বালানীর সবিশেষ সংক্ষেপ-সাধন। খাস

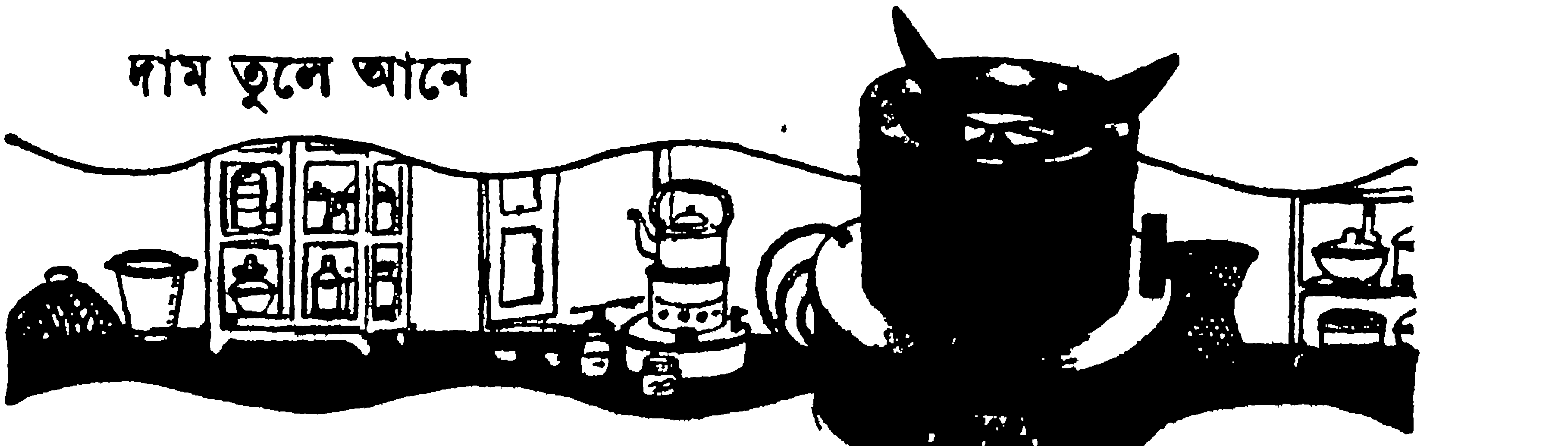

জনতা সহজেই জ্বালানো যায়, গঠনে মজবুত, আর, কার্যকারিতায় এর জুড়ি নেই।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
[illegible]

বার্লিনের চিঠি

একটা প্রবাদ আছে, বার্লিনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়লে, হয় সেটা Dog মতন কোন Doctorate-এর গায়ে গিয়ে পড়বে। এই প্রবাদটির সঙ্গে আমার মতে আজ স্থাপত্য-শিল্পীদের জুড়ালেও ভুল হবে না। কেবল পশ্চিম-বার্লিন নয়, সমগ্র পশ্চিম-জার্মানীতেই যুদ্ধোত্তরকালে রাতারাতি হাজার হাজার স্থপতিদলের বেরিয়ে আসাটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার. ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল—মাত্র ১৬ বৎসরের দ্রুত গঠনকার্যের মধ্য দিয়ে এ'রা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একটা দেশের স্থাপত্যশৈলী। ঘর সাজিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি মানুষের। যে দেশে রূপের এত ছড়াছড়ি সে দেশের অধিকাংশ রূপসী মেয়ের মতই গর্বিত গ্রীবা তুলে ধরে আজকের জার্মানী পৃথিবীর মানুষকে ডেকে যেন বলছে দেখ আমি কত সুন্দর!

আর যতই আমি আমার দুচোখ মেলে ধরছি এই তন্বী ষোড়শী নগরীর বুকে, দিনে দিনে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি এক বিমুগ্ধ আত্মার স্পর্শে যেন ততই উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বার্লিনের গড়ে-ওঠা স্থাপত্য-শৈলীর উজ্জ্বল চূড়ায় চূড়ায়। সন্ধ্যার স্বপ্নময় আর্নস্ট্ রয়টার প্লাৎজ, ঘনপত্র-পল্লবিত সবুজ সরোবরের মত যে টিয়ের গার্টেন, যেখানে পৃথিবীর বহু নামকরা স্থপতির বাড়ি আজ রাজহংসের মত সুদীর্ঘ গ্রীবা আকাশের দিকে তুলে ধরেছে, সেই হানসা ভিয়েৰ্তেল, কংগ্রেস হল্, গ্রোপিয়ুস নগর, Spandau-এর দিকে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের পাশে লে কর্বুজিয়ের Hoch-haus—বার্লিনের কোন্ দিকে তাকাবে মানুষ? যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই চোখে পড়ে অজস্র দৃষ্টান্ত। বার্লিনের নর-নারী আর ঘর-বাড়িগুলিকে ভাল লাগে নি, এমন একটি মানুষের কথাও আমি শুনিনি। তাইত অনেক সুন্দর যানবাহন, রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের মাঝে বিপুল ভিড়ে দাঁড়িয়ে সব [illegible]

যুদ্ধবিধ্বস্ত কবর নগরী বার্লিনের হানসা কোয়ার্টারের বীভৎস দৃশ্য

ছড়িয়ে পড়েছে. পার্কে পার্কে ফোয়ারার মত হিরণ্ময় হল্লাসা নাচছে. আর হাসছে সেই দিগ্বিজয়ী হাসি, যে হাসি কাঁটাতার আর প্রাচীরের অনেক ঊর্ধ্বে, এ দেশের উজ্জ্বল গ্রীষ্মের মেঘের মত ছিমছাম প্রাসাদগুলির চূড়ায় ভেসে ভেসে লুকিয়ে বেড়ায়। তাই আমি দেখি সেই মেয়ের মধ্যে সমগ্র বার্লিন নগরীর অঢেল রূপ!

জীবনের কি অসীম প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, কী অশেষ ঐশ্বর্য গড়ে তুলতে পারা যায়; কী এক অন্তহীন কল্পনাশক্তি রয়েছে মানুষের মধ্যে—সত্যদ্রষ্টা শিল্পী আর বিজ্ঞানী সে ভবিষ্যতকে দেখতে পায় বলেই তো এগিয়ে চলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় আর স্থাপত্যশিল্প হচ্ছে একমাত্র নন্দনবন—যেখানে বিজ্ঞান আর শিল্প [illegible]

Erika Schroer-এর কথা। যে ডেকে নিয়ে যেত Dahlem আর Pergamon-Museum-এর অতীত আত্মায়, ডয়েশ্ ওপের্, শিলার থিয়েটার এবং কনসার্ট-এর সমুদ্র-সুর আর কণ্ঠস্বরে, ডেকে নিয়ে গেছে আপন ঘরে, যেখানে মা-বাবা আর মেয়ের শান্ত পরিবার। ওস্ট পয়জন থেকে ভেসে আসা উদ্বাস্তুজীবন; যখন তাঁরা বার্লিনের বিভিন্ন অঞ্চলের পটভূমিকায় এরিকার বিভিন্ন বয়সের ছবিগুলি সামনে মেলে ধরত, তখন মনে হত যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে বসে সেদিন যে ছোট্ট মেয়েটি অসহায় সুরে আর্তনাদ করে কাঁদছিল, আজ সেই মেয়েই যেন উর্বশীর মতন বার্লিনের রূপসী সন্ধ্যার কলহের পরে এক মধুর মিলন। [illegible] আজকের দিনে স্থাপত্যশিল্পই বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি আর বিভিন্ন সংস্কৃতিকে এক আন্তর্জাতিক মহান চেতনায় অতি আপন করে টেনে আনছে। তাইত পৃথিবীর কোন এক অচেনা প্রান্তরে প্রবাসজীবনের প্রথম ঊষার আলোকে কোন এক বিদেশিনীর শান্ত নির্জন কণ্ঠে যেন সেদিন ভেসে এসেছিল অন্য এক পৃথিবীর ঠিকানা, একটা বিশাল বাড়ি, একটা মহান শিল্পের পরিচয়। ফ্রয়লাইন শ্রোয়ার বলেছিল—বার্লিনে নেমে একটা অন্ধকেও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, লে-কর্বুজিয়ে হাউসটা কোথায়, সে পথ বলে দেবে। আমাদের এই বাড়িটার কোন ঠিকানার প্রয়োজন হয় না। লে-কর্বুজিয়ে (Le Corbusier) নামটাই আজ সারা বিশ্বে একটা ঠিকানা হয়ে গেছে। আমি অবাক দৃষ্টিতে এই বাইশ বছরের জার্মান মেয়েটির একজোড়া শিল্পমুগ্ধ নীল চোখের দিকে তাকালাম। ওপরে গ্রীষ্মের ঝকঝকে নীলাকাশ, সাদাসাদা মেঘের ব্যালকনি: বাতাসে উড়ছে সবুজ পাতা আর সোনালী চুল, সামনে সুবিস্তীর্ণ নির্জন [illegible] পাহাড়ের মত উঁচু বনভূমিতে ধ্যানগম্ভীর বিশাল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে লে-কর্বুজিয়ে হাউস। এক মহান শিল্পীর [illegible] মৌন স্বাক্ষর। "একটা সবুজের সমুদ্র...... দৃঢ়তা, সুঠাম নিশ্চলতা, নির্জনতা, বিস্তীর্ণতা, আকাশ, আলো, [illegible]

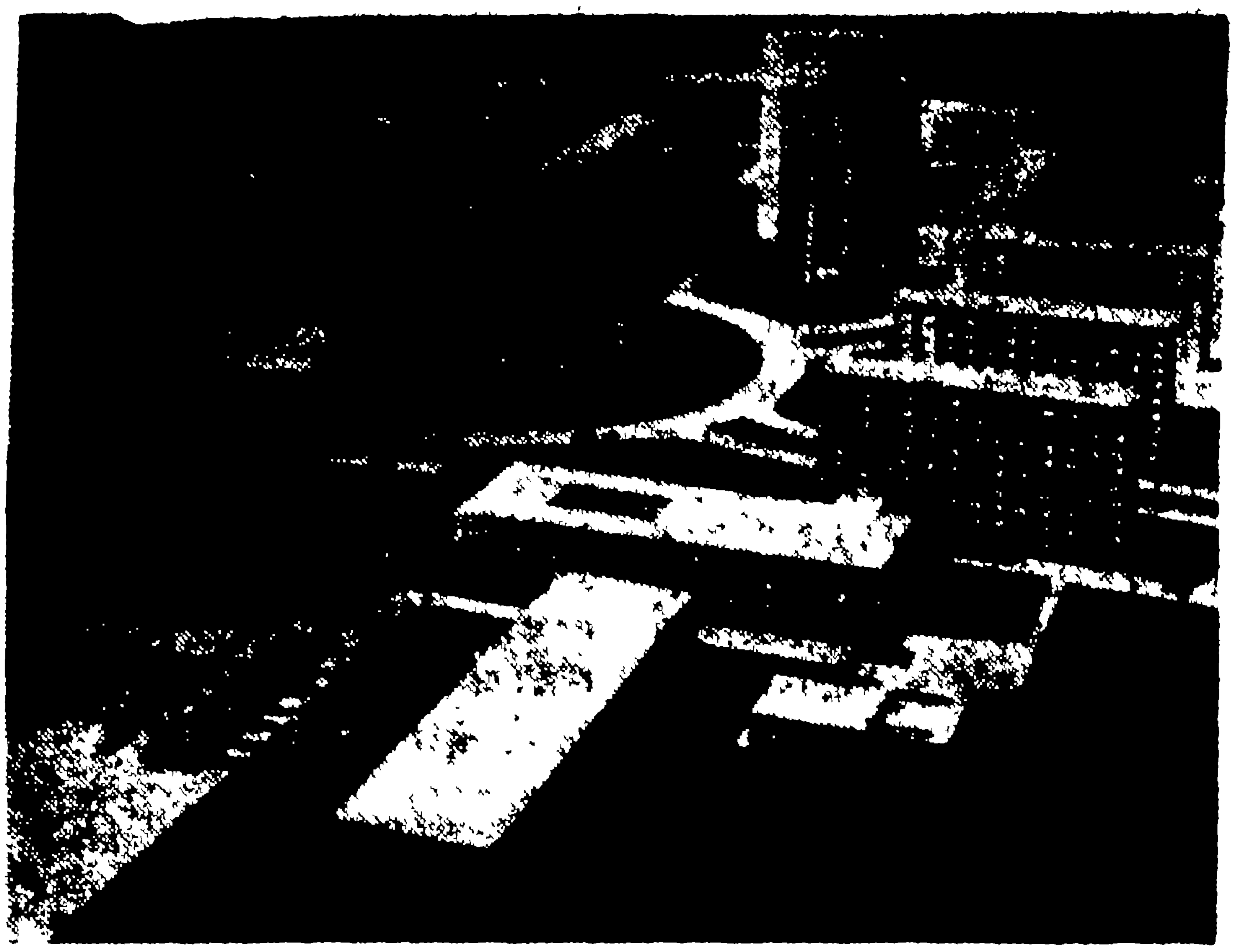

গ্রীষ্মের যে-কোনো দুপুরে বা সন্ধ্যায় এই আর্নস্ট-রয়টার-প্লাৎস-এর মাঝখানে নৃত্যরতা ফোয়ারার পাশে এসে বস যে মনে হবে কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসেছি

কল্পনার বর্ণনা দিচ্ছেন লে-কর্বুজিয়ে। কথাগুলি যেন বিচিত্র প্রস্তর খণ্ড হয়ে গেঁথে গেছে জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্য শিল্প-দর্শনের দেহলীদিগন্তে। তাইত লে-কর্বুজিয়ে আজ সেই নাম, বর্তমান জার্মানীর কেবল একজন সাধারণ মানুষ নয়, একজন আর্কিটেক্টও তাঁর আদর্শ স্থপতি হিসাবে নামোচ্চারণ করেন। আর আমি ভাবছিলাম, প্যারিসের উপকণ্ঠে স্যাভয় ভিলার (১৯২৯-৩০) খ্যাতি দিয়ে যিনি এক মহান স্থপতি-জীবন শুরু করেছিলেন, সেই লে-কর্বুজিয়েকে আমরা পেয়েছি পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে। চণ্ডীগড়ের রূপ দিয়ে সে কর্বুজিয়ে ভারতবর্ষকে আজ বিশ্বের চোখে আরো অনেকখানি তুলে ধরেছেন। কত মানুষ চণ্ডীগড়ের কথা, তার গঠনশৈলী আর রূপের কথা জিজ্ঞাসা করে! ইউরোপের শিক্ষিতসমাজে চণ্ডীগড়ের আজ এক বিশেষ স্থান। এ দেশে সংস্কৃতির সব চাইতে জনপ্রিয় অংশ বোধ হয় স্থাপত্য—এই স্থাপত্য বিষয়ে এ দেশে অজস্র পত্র-পত্রিকা আর আলোচনার অন্ত নেই। তাই গড়ে উঠছে একটা জাতির স্থাপত্যশিল্পের রুচি। ওরা আলোচনা করে নানান দেশের স্থাপত্যশিল্প নিয়ে। এইসব পত্র-পত্রিকায় চণ্ডীগড় নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। চণ্ডীগড়ের পরিকল্পনা ও তার বিভিন্ন সরকারী ভবনগুলির কথা ছেড়ে দিলেও, কেবল তার "মুক্তহস্তের স্মরণস্তম্ভ" নিয়ে ওরা কত আলোচনা করে। স্থাপত্যবিষয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজের অজ্ঞানতার অন্ত নেই। সব চাইতে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমাদের নিজেদের সম্পদ বিদেশে এসে জানতে হয়। স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের সমাজের একটা ক্ষমাহীন ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দিকে তাকালে। এদেশের টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি আর Hochschuleগুলিতে ছেলেমেয়েদের সবচাইতে ভিড় স্থাপত্য বিভাগে। গত বছর বার্লিনের টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপত্য বিভাগে দরখাস্ত পড়ে ৮০০। ভর্তি করা হয় মাত্র ২৫০ জনকে। যদিও এই বিভাগেই সব চাইতে বেশী আসন, তবু কেবল এই একটি বিভাগ থেকে ছেলেমেয়েদের বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হয়। আজ জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা গ্রীক আর তুর্কী ছাত্রদের পরেই—প্রচুর। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের আর সব বিভাগে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, যায় না কেবল স্থাপত্য বিভাগে। অথচ এদেশের স্থাপত্যবিদ্যার অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মুখেই শোনা যায় 'তোমাদের ভারতবর্ষে স্থাপত্যশিল্পের কী বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। তোমাদের নিজস্ব গঠন-শৈলীর সাথে আমাদের পাশ্চাত্য ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে তোমরা তো আবার এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে পার। যেমন দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল আজ এক নতুন স্থাপত্য-সভ্যতা গড়ে তুলছে।" আমার ওপরের ঘরে থাকে ওর্থা প্লাথ্। দুদিন বাদে স্থাপত্য-শিল্পে পরীক্ষা দেবে। ওর ভাবী স্বামী আমার এক বাঙালী বন্ধু। ওর আদর্শ স্থপতি হচ্ছে আলভার আলতো। ফিনল্যাণ্ড থেকে গত বছর ঘুরে এসে বলছিল—"ফিনদের জীবনে আলভার আলতো যে কী, ওদেশে না গেলে জানতে পারতাম না। আলতোকে নিয়ে ফিনদের গর্বের অন্ত নেই।" আর ওর স্বপ্ন ভারতবর্ষ। ভারতের ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখতে দেখতে ও কল্পনা করতে থাকে, কোথায় কোন্ শহরে, কোন্ পাহাড়ে, কোন্ সমুদ্রোপকূলে কি ধরনের ভিলা আর ভবন তৈরি করা যায়। অথচ অবাক হয়ে যাই, ওর মার্সিডিজ গিন্নীপনা দেখলে। কি খেলাম, না খেলাম সে খবর নেবে। রান্না করে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে; গায়ের জামাটা কখন ছেঁড়া হয়েছে—সেটা চেয়ে নিয়ে গিয়ে আবার ধুয়ে রিপু করে ... [illegible]

সে কর্বুজিয়ের নির্মিত ১৭ তলা বাড়ি। ৫৩০টি ফ্ল্যাট, নিজস্ব শাওয়ার স্টেশন, বাজার, পোস্ট অফিস আছে। স্থাপত্য শিল্প প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত হয়ে কর্বু-
[illegible]

তখন ওর চোখে মুখে নেচে বেড়াবে এক অব্যক্ত অভিব্যক্তি। একটু প্রশংসা করে ফেললেই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যাবে। আমি এদের যত দেখি, তত অবাক হই। চোখে যার পৃথিবীর বিশাল বিশাল প্রাসাদের স্বপ্ন, ছাত্র জীবনের Practical Training-এর সময়ে পাঁচ সাত তলার ওপর দাঁড়িয়ে জীবনের ভয়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে যে সাধারণ রাজমিস্ত্রীদের সাথে চুন বালি ঘাটে, সে মেয়ের ভেতরেও রয়েছে নারীর সেই চিরন্তন মন। হয়ত বাইরের কঠোর জীবনের এত মুখোমুখি বলেই ওদের ভেতরের সত্তা এত কোমল নারিকেলের মিষ্টি জলের মত।

জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্য শিল্পান্দোলনের ঐতিহ্য আজ বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয় সেই বিরাট ইতিহাস আলোচনা করবার মত স্থান এখানে নেই। তবে তিরিশের যুগে আর সব শিল্পী-সাহিত্যিকদের মত জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্যশিল্পের পিতা অধ্যাপক ওয়ালটার গ্রোপিয়ুস মিস ভ্যান ডেয়ার রোয়ের মত স্থপতিবৃন্দও দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় জার্মানীর 'ইউগেণ্টস্টিল' এর আন্দোলন লুপ্ত হ'ল গ্রোপিয়ুসের বাউহাউসের পরিকল্পনা উচ্ছেদিত হল 'চার্টার অফ এথেন্সের' মূল নীতিগুলি। পরবর্তী হিটলারী পরিকল্পনায় যে বাড়িগুলো তৈরী হল সেদিকে তাকালেই এক স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের অচলায়তন রূপ চোখে পড়ে। আজ আমেরিকা থেকে অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস আবার নিজের দেশে নতুন নতুন নগর আর বাসভূমির পরিকল্পনার ডাকে বার্লিনে আসছেন—যে পরিকল্পনা কেবল ঘর বা বাসগৃহকে নয় জীবনকে, জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলিকেও নতুন দর্শনে, নতুন আলোকে সঞ্জীবিত করে তোলে। একালের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘরের গঠন রূপ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় তা সহজেই ধরা পড়ে. ওদের ঘরে ঢুকলে অনুভব করা যায়, একটা নতুন পরিবেশে প্রবেশ করেছি—যেটার আমাদের বড় করুণভাবে অভাব। জার্মান ছেলেমেয়েদের সহজ সুঠাম ছন্দে গৃহসজ্জা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে মুগ্ধ করে। জীবনের শুরুতেই এদের এই শিক্ষা ও নেশা। বাড়ির গঠনশৈলী নিয়ে চিন্তা আজ এদের যেন সহজাত জীবনধর্ম। ঘর বা বাড়ি কেবল মাথা গোঁজবার নিরাপদ আশ্রয় নয়, একটা সৃষ্টিশীল চিন্তা, কল্পনা আর সেই সঙ্গে চারদেয়ালের সসীম ক্ষুদ্র পরিধিতে অসীম আত্মাকে বিস্তৃত করে দেওয়া—ঘর ত তারই জীবন্ত প্রতীক।

বার্লিনে আমার অন্তত কয়েক গণ্ডা বন্ধুস্থানীয় জার্মান ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা আগামীকালের স্থপতি। তাদের মধ্যে ডিটারের কথা না বললে, জার্মানীর

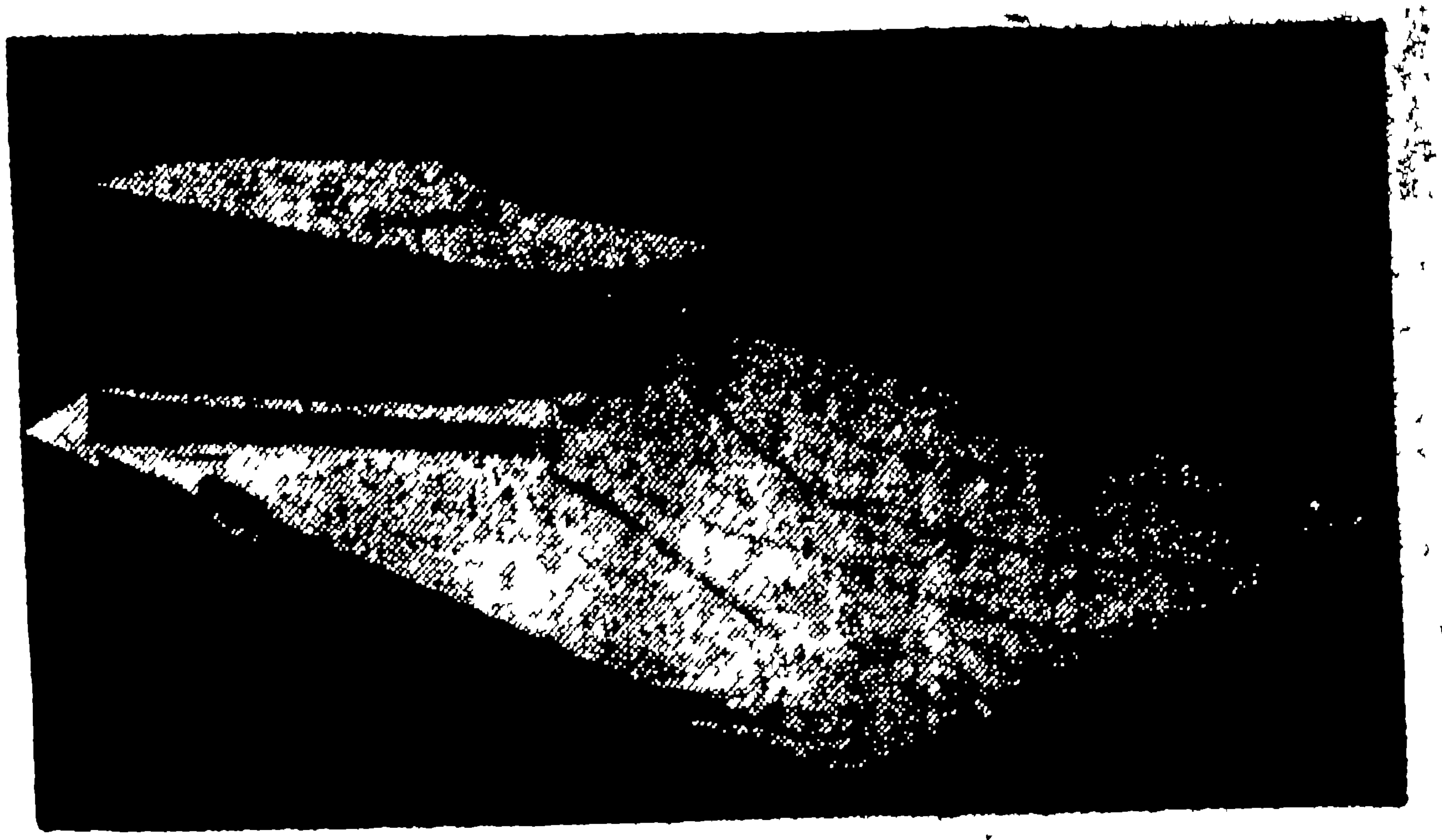

পশ্চিম জার্মানীর এস্‌সেন শহরে স্থপতি আলভার আল্টোর পরিকল্পনায় নির্মিত অপেরা ভবন

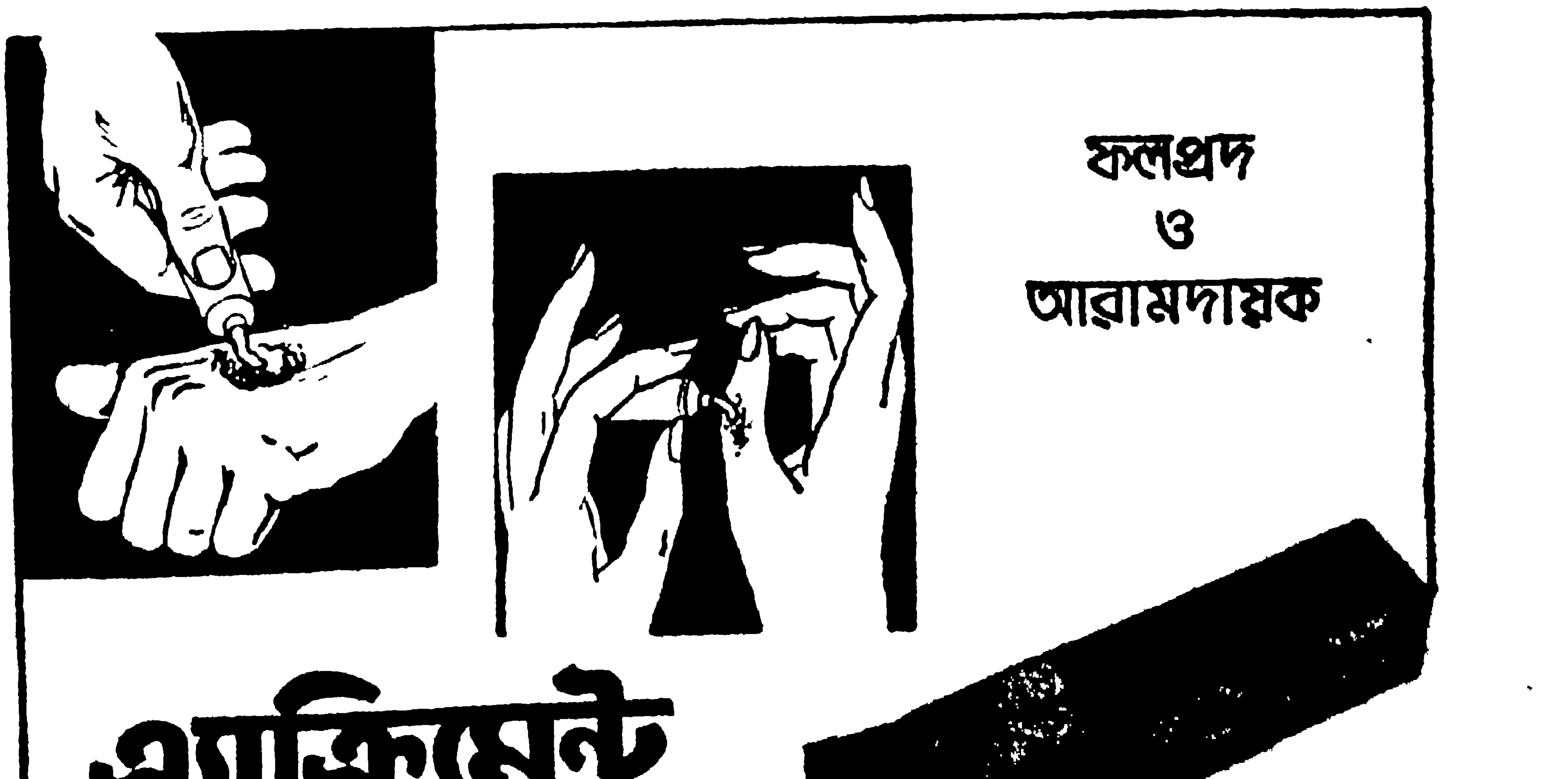

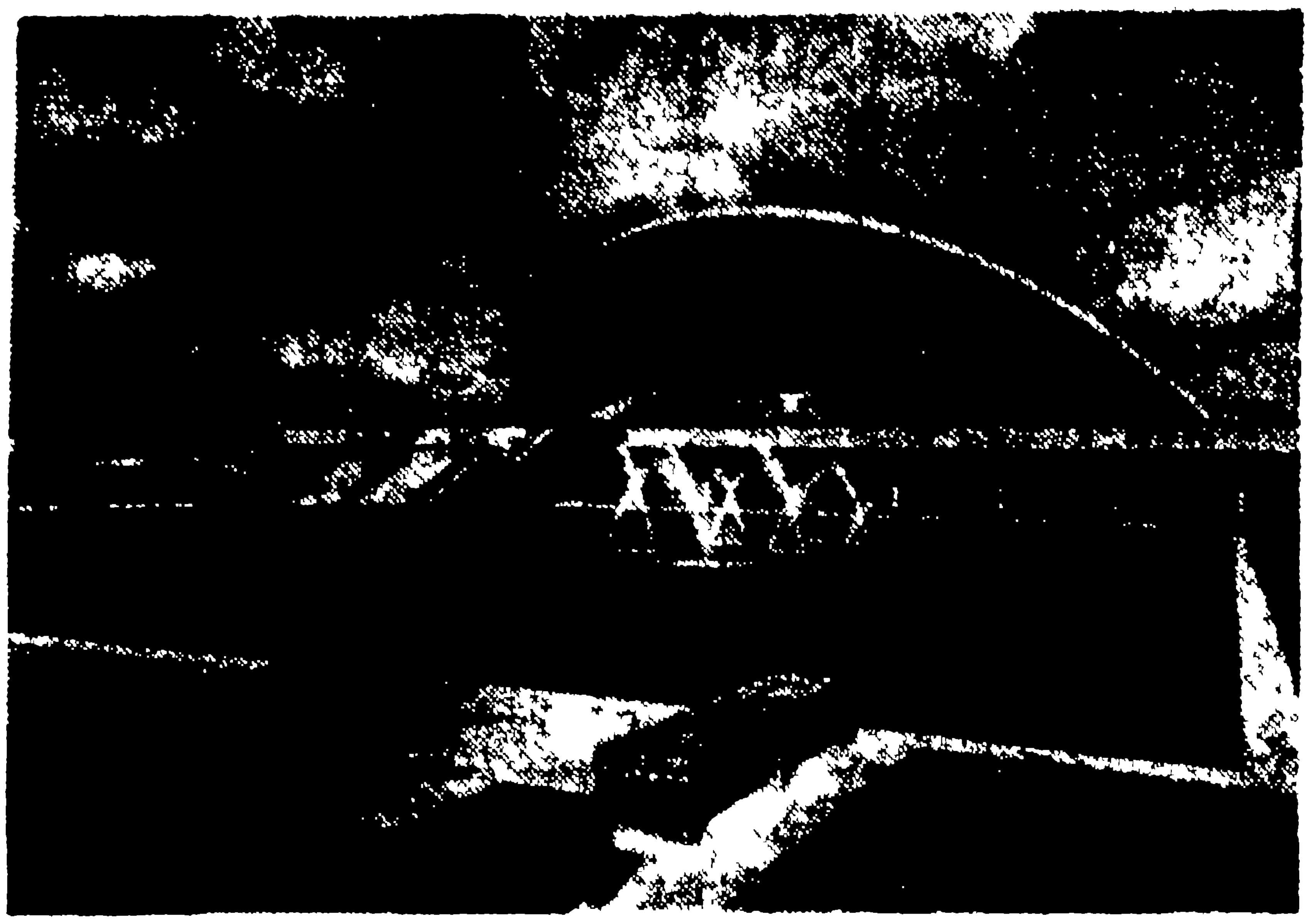

বার্লিনের টিয়ার গার্টেন-এর সবুজে অবস্থিত কংগ্রেস ভবন। মার্কিন স্থপতি স্টাবিন দুজন জার্মান স্থপতির সহায়তায় এর রূপ দান করেন

আগামীকালের স্থপতিরা হয়ত একটু অজানা থেকে যায়। ডিটার-এর বাবা একজন সর্বসম্পন্ন সার্জেন যশ আর অর্থের চরম চূড়ায়। ছেলেও ডাক্তারী পড়ে, এই হল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ছেলের নেশা নাটক আর কবিতা লেখায়। ইতিমধ্যে ওর কয়েকটা নাটক ছাত্র মহলে অভিনীতও হয়ে গেছে। বৃত্তি হিসাবে ও আজ বেছে নিয়েছে স্থাপত্য। আমি যখন ওকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা, তুই ডাক্তারী পড়লি না কেন তোর বাবার যখন এমন পসার রয়েছে?" তখন ডিটার বলে—"শেষ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায় কবিতার লাইন এসে গেলে স্বপ্ন দেখি বাড়ির বিচিত্র সব মডেলের নেশা ছবি আঁকার, ডাক্তারী পড়ে কি করবো বল? আমার মনে হয়, আমি ভুল করিনি। যে অনুভূতি রয়েছে আমার কবিতা লেখার জন্যে, তার চাইতে বেশী ছাড়া কম অনুভব করি না স্থাপত্যশিল্পের জন্যে।" সঙ্গে সঙ্গে ডিটার তার পরিকল্পনা পেশ করে—আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ওর মোটর রোলারে ছোট্ট একটা তাঁবু আর কিছু রঙ তুলি চাপিয়ে প্যারিস, রমা, রোম, আথেন্স-এ কিভাবে পাড়ি দেবে। এমনি অনুভব নিয়েই হয়ত আমাদের বহু পূর্বে হুগো আর বালজাকের মত মনীষীরা মানুষের ইতিহাসে স্থাপত্য শিল্পই যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি—এ কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন।

তারই ব্যাপক আবেদন আজ অনুভব করা যায় বার্লিনের চারিদিকে তাকালে। জার্মানীতে এখন এমন শিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা খুব কমই আছে, যাদের কোন ছেলে বা মেয়ে স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কিত কোন না

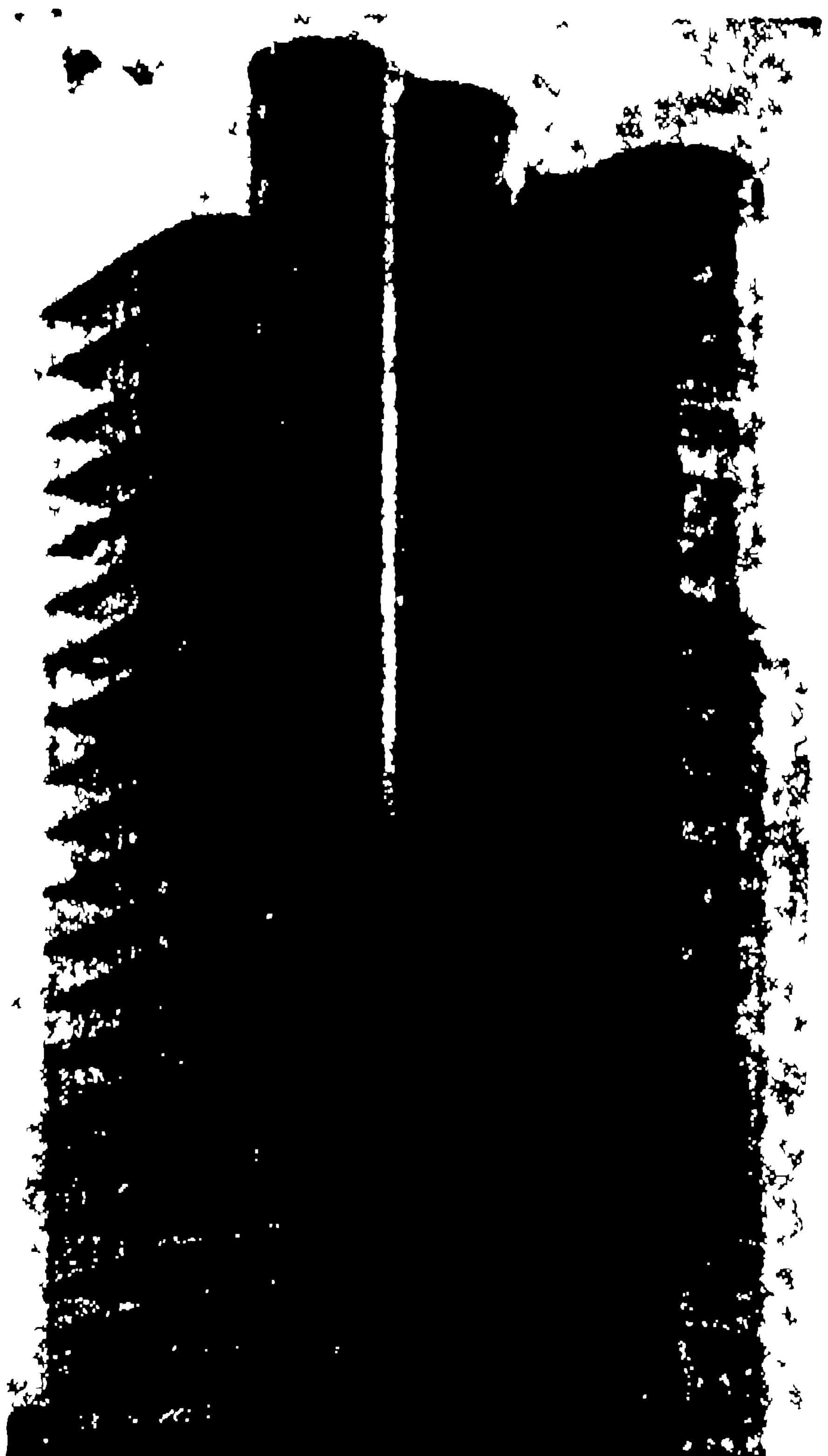

ফুনারী ভান্ডে দের রোহে-এর পরিকল্পনায় নির্মিত কাচের বাড়ি

কোন কার্যে লিপ্ত। এরত স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কিত নানা সংগ্রহে। তাই হানসা ফিরায়টেল-এর "ভুবন মনোমোহিনী" পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোন ছুটির বিকেলে আমার সহকর্মিণী এরিকা গ্রোয়ারের মত মেয়েকে বলতে শুনেছিলাম—বার্লিনের সব চাইতে বিধ্বস্ত এই অঞ্চলে এক আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশৈলী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৪টি দেশের স্থপতিবৃন্দ ১৯৫৭ সালে কীভাবে দুদিনে এই স্বপ্নপুরী গড়ে তোলে, যা আজ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে দর্শনীয়। যদিও এত বিদেশী স্থপতি সমাবেশের বিরুদ্ধে এখানে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে উঠেছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ কথা, যখন ফ্রয়লাইন গ্রোয়ার জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"আমরা এই বিদেশী স্থপতিদের কাছে নানাভাবে ঋণী। এঁরা আমাদের ধ্বংসস্তূপে রোপণ করে গেছেন সমকালীন স্থাপত্যশিল্পের এক বিশ্বচেতনার বীজ, যা আমাদের আগামীকালের তরুণ স্থপতিদের মধ্যে মহীরুহ হয়ে দেখা দেবে।" আজ এরিকা গ্রোয়ার নেই, আমিও আমার সেই পুরনো ফিজিওলজি ইনস্টিটিউট ছেড়ে দিয়েছি, যেখানে ছুটির অবসরে ও'কে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতে আনন্দ পেতাম—আচ্ছা, আপনি স্থাপত্য নিয়ে এত পড়াশুনা করতে ভালবাসেন যখন, তখন ত এ বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারতেন। জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন এ শিল্পকে।"

"না।"—ফ্রয়লাইন গ্রোয়ারের চোখে সেই গভীর রেখা, "স্থাপত্যশিল্প নিয়ে ভাবতে বা পড়াশুনা করতে সত্যি ভালবাসি, ছবিও আঁকি মনের খেয়ালে—তবু জানি না কেন, এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাসিস্টান্টশিপ হয়ে এলাম? বিশুদ্ধ বন্ধুরে আমি বিশ্বাস করি সেটা খাঁটি, স্থায়ী। স্থাপত্যের স্পর্শেও বোধ হয় আমার সেই বন্ধুত্ব।" আশ্চর্য এই মেয়ে এরিকা গ্রোয়ার। স্থাপত্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঁর সম্বন্ধে এত কথা না লিখে পারছি না। জার্মানী বা বার্লিন সম্বন্ধে লিখতে গেলে, বারবার ও'র কথা এসে যায়—যে আমাকে একটা জাতির গভীর আত্মার নন্দন কাননে ঢোকবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে, নীরবে—যা এদেশের অতি অল্প সংখ্যক মানুষ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। সার্থক ও'র এরিকা (বনফুল) নাম। এই মেয়েটিও সেই বনফুলের দলে। খুঁজে বের করলে যার স্নিগ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়। কাজ, জীবন, জীবনধর্ম—প্রত্যেকটির জন্যে এঁদের আলাদা সত্তা। কাকে কোথায় স্থাপন করতে হবে, কিভাবে রূপ দিতে হবে, এরা ছোটবেলা থেকেই Innenarchitektur-এর মত এই শিল্প-

বোধের চর্চা করে যায়। ইনস্টিটিউটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেই যে জীবদেহের শেষ পরিচয় নয়, জীবন আর আত্মার পরিচয় যে ছড়িয়ে রয়েছে মাইকেল এঞ্জালো আর ফিডিয়াসে, আথেন্সের পার্থেননে, সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই ত, এদেশের উগ্র জীবনযাত্রার বাইরে প্রতি ছুটিতে অনেকের মত এরিকাও রোম, পম্পাই আর গ্রীসের প্রস্তর খণ্ডে খুঁজে বেড়ায় ঈশ্বরের শিলালিপি। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত এদেশে আত্মার মুক্তি খুঁজে পায় কি এ'দের শিল্পীসত্তা?

এখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থপতি আর চিত্র-শিল্পীদের প্রদর্শনী লেগেই আছে। সেদিন অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধনে করুণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন—"আজ আমরা শিল্পীরা এই পৃথিবীতে বড় অসহায়। পৃথিবীটা চলে গেছে কিছু-সংখ্যক প্রচারকের হাতে।' আর বলেছিলেন, যুদ্ধ-পূর্বকালের জার্মানীর স্থাপত্য আন্দোলনের কথা। সেই বিরাট বক্তৃতার অংশ তুলে ধরার মত স্থান এখানে নেই। তবে Werkbund ও তার নতুন কৃতী স্থপতিদল তথায় প্রাচীন-নবীনের মধ্যে মতবাদের সংঘর্ষ, ১৯১৪ সালের কোলনের প্রদর্শনী, Peter Behrens, পরবর্তী-কালে তাঁর (Walter Gropius) একক স্থপতি সংঘ Fagus Works এর কাজ ১৯১৯ সালে Weimar এ তার Bauhaus-এর প্রতিষ্ঠা (যেখানে জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Paul Klee-র মত প্রতিভা পর্যন্ত যোগদান করেছিলেন) যা পরে ১৯২৬ সালে Dessau-তে স্থানান্তরিত হয়, প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে ধরে অতি বৃদ্ধ অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস বলছিলেন—"সেদিন আমরা আমাদের যুগের ধারা থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিলাম কেবল সাধারণ মানুষ নয় অনেক শিল্পীও আমাদের সাথে সমান তালে এগিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের সেই Bauhaus-এর পরিকল্পনা-গুলিই এতদিন পর আজ মানুষ গ্রহণ করছে। জাতির জীবনে নতুন স্থাপত্য চিন্তা আনতে গেলে চাই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু, যেই গুরু তার সারা-জীবনের সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্পন্দন করবার চেষ্টা করবে এক নতুন ভাবনা ধ্যান ধারণা আর আদর্শকে। তৈরি করে দিয়ে যাবে নতুন স্থপতিবৃন্দ।'

যুদ্ধোত্তরকালে জার্মান স্থপতিদের মধ্যে হানস্ শারোউন-এর নাম সর্বাধিক উচ্চারিত। তাঁরই রচিত উপরের মডেলটি পৃথিবীখ্যাত সংগীত সংস্থা বার্লিনার ফিলহার মোনিক ভবনের। আগামী অক্টোবরে সংস্কৃতি উৎসব সপ্তাহে এই ভবনের উদ্বোধন হবে

মানুষের পরমসত্তা কেবল দেহের প্রাচীরে বেঁধে রাখার বস্তু নয়, তাকে শিল্পময় ঘরের আত্মার সাথে মিশিয়ে দেবার চর্চা রয়েছে মানুষের সংস্কৃতিতে—নতুন আর্কিটেক্টের তৈরী আমার এই ঘর, আলভার আলতোর পরিকল্পিত আমার আসবাবে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিতে গিয়ে আজ বার বার একথা মনে হচ্ছে। এইখানে বসে আমি যখন আগামীকালের জার্মানীর স্থাপত্যশিল্পের কথা কল্পনা করি তখন অজান্তে মনের কোণে ভেসে ওঠে

শম্ভু ভদ্রের বলিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক
মানব থেকে দেবতা
(শ্রীঅরবিন্দের 'The Life Divine' অবলম্বনে) দেড় টাকা
সাতটা থেকে দশটা
ন'টা থেকে বারোটা
দ্বাপর থেকে কলি
(শ্রীঅরবিন্দের "গীতার ভূমিকা" অবলম্বনে)
প্রতিখানি এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১।১।১এ-বি, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(সি-২০২০)

শ্রীজওহরলাল নেহরুর
"GLIMPSES OF WORLD HISTORY" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ
শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাস নিয়ে সরস সাহিত্য। ভারতের দৃষ্টিতে বিশ্ব-ইতিহাসের বিচার। 'আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে' যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুশৃঙ্খল ধারণা অর্জন করতে চান, প্রায়-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন। জে এফ. হোরাবিন-অঙ্কিত ৫০ খানা মানচিত্র সহ। ২য় সংস্করণ : ১৫.০০
— অন্যান্য গ্রন্থ —
আত্ম-চরিত ● শ্রীজওহরলাল নেহরু ... ১০.০০
ভারতে মাউন্টব্যাটেন ● অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন ... ৭.৫০
চার্লস চ্যাপলিন ● আর জে মিনি ... ৫.০০
অর্ঘ্য (কবিতা-সঞ্চয়ন) ● সরলাবালা সরকার ... ৩.০০
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ● মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২.৫০
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

কারো একজোড়া গভীর নীল চোখ, আর আমারই প্রতিদিনের আসা-যাওয়ার পথের ধারে দূরে অন্ধকার রাত্রে সবুজ বনের গভীরে লে-কর্বুজিয়ের হাউসটা, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া এক বিশাল নক্ষত্র, হীরক খণ্ডের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে কোন এক মহৎ স্পন্দনে, আর তখন লে-কর্বুজিয়ের জার্মান স্থপতিদের উদ্দেশ্যে Magnum-এ লিখছেন—"যৌবনের সে-ই কর্তব্য, যার সেই আর্তির মধ্য দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে বস্তুর যুক্তিকে, যাতে স্থপতিরা আপনা থেকেই তার ফলস্বরূপ সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। বিচ্ছুরিত আত্মার হাস্যদীপ্ত মনোমুগ্ধতার মধ্য দিয়েই আজকের স্থপতিরা আমাদের-কালের যন্ত্রসভ্যতাক্লিষ্ট মানবজাতির জন্যে অপার আনন্দ বহন করে আনবে। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যবহারিক যুক্তিই সব নয়। আজ-কাল-পরশুর মানুষ নিশ্চয়ই এক নতুন আলোর রশ্মি বহন করে আনবে। শেষ হক স্থবির যুক্তির কাল।"

সন্তোষকুমার ঘোষ

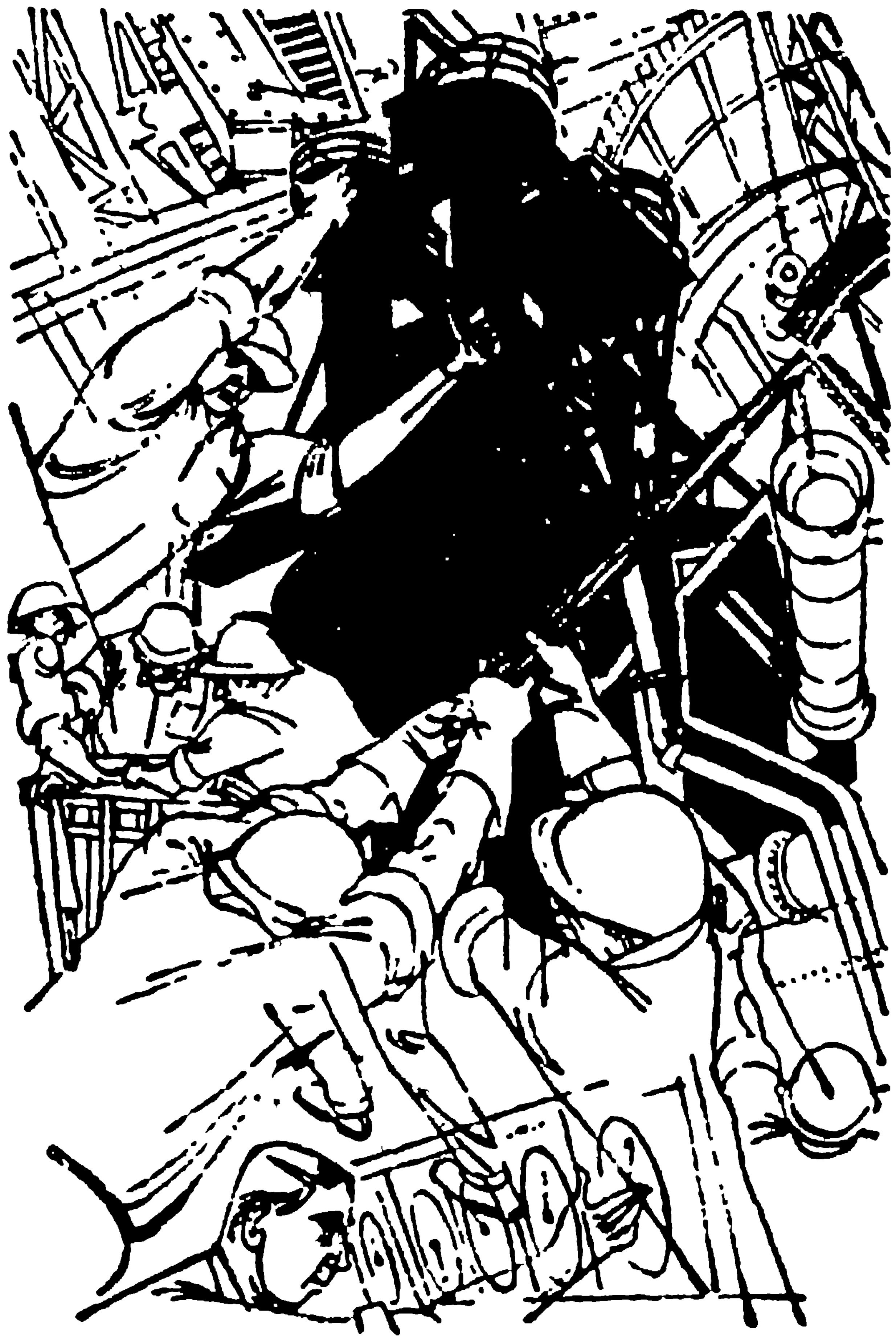

১৮০ দিনের কাজ ৮৪ দিনে !

এ বছর পয়লা জানুয়ারী জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার 'ই' ব্লাস্ট ফার্নেস ভেঙে নতুন এবং বড় করে গড়ার সুযোগ দিয়ে নিভিয়ে ফেলা হোল।

প্রথমে হিসাব করা হোল যে এই কাজ শেষ করতে ১৮০ দিন লাগবে। তারপরেই ঠিক হোল যে কাজটা তার অর্ধেক সময়ে শেষ করে ফেলতে হবে কারণ যতদিন না ব্লাস্ট ফার্নেসটি আবার চালু হয় ততদিন দৈনিক শত শত টন গলানো লোহা তৈরী হবে না !

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অনেকেই ভাবলেন যে 'এত বড় কাজ এত তাড়াতাড়ি করা যাবে না কিন্তু টাটা স্টীলের একদল ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রশিল্পী আর কর্মী কোমর বেঁধে মাত্র ৮৪ দিনে অর্থাৎ কমানো সময়েরও ৬ দিন আগে ব্লাস্ট ফার্নেসটি নতুন করে গড়ে ফেলেন।

'ই' ব্লাস্ট ফার্নেস যখন ৪৫ বছর আগে আমেরিকায় 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' কেনা হয়, তখন এতে দিনে ৩১৫ টন লোহা গলানো যেত। নতুন ও বড় করে গড়ার পর এখন সিনটার চাপ ছাড়া ৬১০ টন আর সিনটার ও সাইজ করা লৌহ-আকর ব্যবহার ক'রে ৭২৫ টন লোহা গলানো যায়।

এই রেকর্ড-ভঙ্গ করা সাফল্যের পেছনে রয়েছে জামশেদপুরের বিশিষ্ট ঐতিহ্য—সবচেয়ে কম খরচে বেশী উৎপাদন, মিলেমিশে নিপুণ ভাবে কাজ করবার টান ও ক্ষমতা ·· জামশেদপুর ·· যেখানে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

জামশেদপুর
ইস্পাত নগরী

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন

BRTTM 14

The Tata Iron and Steel Company Limited

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

উনপঞ্চাশ

উপরের ঘরে রানী খাটের উপর ধবধবে বিছানায় নিয়ে বসাল। বলে কদ্দুর থেকে কত কষ্ট করে এলে সাহেব-দা। খেয়েদেয়ে সারা বেলাটা গড়াও।

জানলাগুলো খুলে দিল। ছত্রাকার আমগাছ। সেই একফোঁটা অংকুর বড় হয়ে আজ আকাশ ঢেকেছে—দোতলার উপর বসে সেটা আরও ভাল বোঝা যায়। থোলো থোলো গুটির ভারে ডাল বুঝি ভেঙে পড়ে। আর ও-পাশের জানলায় একবার তাকিয়ে দেখ না। গঙ্গা। ভরা জোয়ার এখন গঙ্গায় কানায় কানায় জল।

রানী চোখ বড় বড় করে বলে তবু তো গুটি কত ঝরে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো পাঁচিলের ওদিক থেকে ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা পাঁচিলে উঠে ডাল ঝাঁকায়। অন্যের কথা বলি কেন, আমিই কি কম? জানলার গায়ের এই ডালখানায় পাতা দেখবার যো ছিল না। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব শেষ করেছি। নুন আর লংকা দিয়ে কাঁচাআম খেতে বড় মজা।

হাসে একটু রানী। হাসলে দুই গালের উপর ছোট্ট দুটি টোল পড়ে সুন্দর দেখায়। বলে, সেই সময় তোমার কথা বড্ড মনে হত সাহেব-দা। কোন্ দেশে কোথায় আছ—গাছে প্রথম ফল ধরল, তুমি দেখলে না। ভাবতাম পাকবার আগে যেন এসে পড়। হল তাই সত্যি সত্যি। আমি খাটিয়ে দেখেছি সাহেব-দা, খুব একমনে যদি কিছু চাও ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

না—। ঝাঁকি দিয়ে সাহেব ঘাড় তুলে তাকাল রানীর দিকে। বলে তুমি পাও রানী তাই বলে সকলে নয়। মা তো চেয়েছিল আমায় কাছে কাছে রাখবে, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে ছেলে-বউ নিয়ে সংসারের গিন্নি হয়ে থাকবে। বিধাতার কাছে মাথা কুটে কুটে চেয়েছে—চিরকাল ধরে ঐ তার সাধ। কিন্তু কী পেয়ে গেল তার জীবনে?

গর্জন করে উঠল যেন অলক্ষ্য ক্রুর ভাগ্য-নিয়ন্তার উপর। চিড়িয়াখানার খাঁচার বাঘ যেমন গরাদের বাইরে থেকে উত্ত্যক্তকারী নিরাপদ মানুষের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে। সর্বনাশ, রানীর এতক্ষণের এত সব বুকোন বৃথা? সুধামুখীর প্রসঙ্গ আবার না ওঠে, একথা-সেকথায় রানী ভুলিয়েভালিয়ে রেখেছিল। ছোট শিশুকে নিয়ে মা যেমন করে। সাহেবকে যেন এখন অসহায় শিশুর বেশি ভাবতে পারছে না।

চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব ঐশ্বর্য দেখছিল। লঘুকণ্ঠে এবার বলে, ঝকঝকে এমন কোঠাঘর খাটপালঙ্ক গয়না-গাটি একমনে চেয়েছিলে তুমি রানী ঠিক তাই পেয়ে গেছ। তাই বলে কি সকলে? তোমার এই বয়সে ক'টা দিনের মধ্যে কার এত ভাগ্য খোলে বলো। জন্ম থেকে মাট-কোঠার ঘরে—দেখেছি তোমাদের তো কম নয়।

ঘুরে এসে কথাটা তারই উপর পড়বে, রানী ভাবতে পারে নি। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জোরে জোরে ঘাড় দুলিয়ে সমস্ত মেনে নিল। বলে, বয়সের কথা কি বলো সাহেব-দা, ভাগ্য আমার কি আজ নতুন খুলেছে? কতটুকু তখন—তুমিই মন্তোর শিখিয়ে দিলে, ইচ্ছা-বর পেয়ে গেলাম আমি। যেটা ইচ্ছে করব, তক্ষনি তাই পেয়ে যাই। মা-কালী জোগাচ্ছেন। চুলের ফিতে, কাঁটা, গন্ধতেল—জোগাতে জোগাতে দেবীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ।

রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে যায় সাহেবের ঠোঁটে। বলে, মা-কালীকে দিয়ে শেষটা পায়ের জুতো বইয়ে ছাড়লে—রানী, তুমি কম পাষণ্ডী!

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: আচমকা তুমি-তুমি শুরু করলে কি জন্যে বলো তো? যেন আমি কেষ্টবিষ্টু মানুষ। আগের মতো তুইতোকারি করবে তো করো, নয় তো আমি চলে যাচ্ছি। কান জ্বালা করে।

রানীর মুখে চেয়ে একটু হেসে সাহেব আগের কথার জের ধরে বলে তোর গয়না চুরি করেছিলাম রানী গাইনে সেই আমার হাতে-খড়ি। তোর কানের ইহুদি-মাকড়ি।

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪ খানি) একত্রে। [১২]
দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য একত্রে। [১৫]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬ খানি) একত্রে। [৯]
উভয় রচনাবলীই শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত ও রচনাকারের সাহিত্যকীর্তি আলোচিত।
উভয় রচনাবলীই উপহারের একান্ত উপযোগী।

রবীন্দ্র দর্শন

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্র জীবনবেদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। [২৷৷০]

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

গ্রন্থটি রচনার জন্য ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার ভূষিত। [১৫]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন টীকা শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী। [২৫]

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত

বহু রঙীন চিত্র সম্বলিত মূলগ্রন্থসম্মত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ।
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংযোজিত। [৯]

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুনঃ

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

বড়ো গয়না, দাম পুরো টাকাও না। হলে হবে কি—ছোট্ট মানুষের সাধের জিনিসটা নিয়ে আমার উপর অভিশাপ লেগে গেল। চোর আমি সেইদিন থেকে।

চোর না আরো-কিছু! ভ্রুভঙ্গি করে রানী সাহেবের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়। বলে, চুরি করলে বটে সাহেব-দা, কিন্তু চোর হতে পারো নি। হয়ে গেলে দেবতা। সত্যযুগের মতন জাগ্রত দেবতা—চাইতে না চাইতে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ। এ কালের মতন কানা-দেবতা কালা-দেবতা নয়।

সাহেব বলে, জাগ্রত দেবতা কী সাজাটাই হলেন জুতো চুরি করতে গিয়ে। প্রাণ যাবার দাখিল। তোর আবদার কুলোতে গিয়ে কী করেছি আর না করেছি রানী। কারো কাছে সে-সব বলবার কথা নয়, ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

মুচকি মুচকি হাসে রানী। দেমাক করে বলে, বোঝ [illegible]। এবারে-এবারে এমন সব নতুন মেয়ে, [illegible] ছিনেমায় [illegible]। [illegible], মালিকবাবুকে সাজে দাঁড় দিয়ে খোরাও, তাজ্জব কাণ্ডবাণ্ড তোমার। মনে মনে হাসি আমি—ওরাই নতুন দেখছে, আমার কাছে নতুন-কিছু নয়। খাটপালঙ্ক কোঠাঘর গয়নাগাটির খোটা দিলে, কিন্তু সেই একফোটা বয়সে তুমিই তো অভ্যাস ধরিয়ে দিয়েছ সাহেব-দা। যা-কিছু চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে।

আঙ্গুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা
আর
গোড়ালি ফেটে যাওয়া
চামড়ায় স্বাভাবিক তেলের অভাব
হ'লেই
দেখা দেবে

আঙুলের ভাঁজে হাজাধরা বা ঘা হ'লে আর গোড়ালী ফেটে গেলে লিচেন্সা ব্যবহারে খুব কাজ দেয়।
লিচেন্সা চামড়াতে উপযুক্ত পুষ্টি জোগায় আর অবিলম্বে স্থায়ী দুর্ভোগমুক্তির ব্যবস্থা করে।

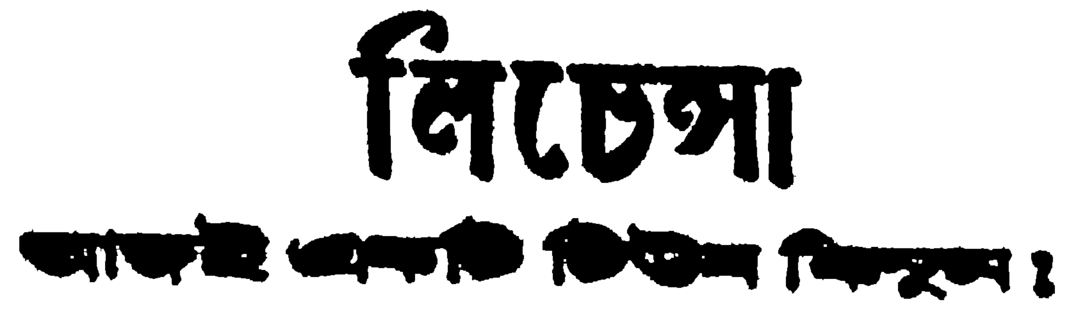

দেহত্বকের রোগে অবিলম্বে আরাম দেয়
লিচেন্সা
আজই একটি টিউব কিনুন।

সমস্তটা দিন সাহেব পড়ে আছে। কতকাল পরে আরামের একটু নিশ্চিন্ত বিছানা পেল। নিচে পারুলের ঘরে রানী। পা টিপে টিপে এসেছে দু-একবার, দরকার সেরে তক্ষুনি আবার চলে গেছে। সাহেবকে ডাকে নি। বিভোর হয়ে সে ঘুমুচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। আহা ঘুমাক।

সন্ধ্যার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কে যেন চাপা গলায় রানী রানী করে ডাকছে। ডাকছে বাইরে থেকে, মানুষটা ঘরে আসে নি। সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। কখন আলো দিয়ে গেছে ঘরে, জোর কমানো। তাই তো, কাজকর্মের সময় ওদের। তাড়াতাড়ি জামা গায়ে চড়াচ্ছে, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়বে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এই বাড়ি ছিল, শিশুকাল থেকে এই তো বরাবর করে এসেছে। অভ্যাস আছে।

রানী রানী করছে—নিচের ঘর থেকে ছুটে এসে রানী লোকটাকে ধরল। বিরক্ত স্বরে বলে, ভাই এসেছে আমার—বলে দিলাম তো। মায়ের এক বোনের ছেলে। সংসারধর্ম থাকতে নেই বুঝি আমাদের, মানুষ নই আমি? আজকের দিনটা ছাড়ো।

লোকটা এর পর কি বলল, শোনা যায় না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। অনতিপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে রানী ঘরে উঁকি দেয়। সাহেব বেরিয়ে যায় তো দু-হাতে দুই পাল্লা ধরে পথ আটকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ সুরে সাহেব বলে, রাত হয়ে গেছে, টের পাই নি। রোজগারপত্তর আজ তোর চুলোয় গেল। সরে যা, পথ ছাড়।

রীতিমতো লড়াইয়ের ভঙ্গি মেয়েটার। বলে, এক পা নেমেছ তো মাথা খুঁড়ে মরব আমি। সিঁড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। জানো, তা আমি পারি। গলায় দড়ি দিয়েছিলাম শোন নি, দরকার হলে আবার তেমনি পারব। সেবারে হেরে এসেছি বলে বারবার হারব না। দয়া হবে কিন্তু যমরাজের।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। [illegible] পরেও আরো তবে পথ আটকানোর মানুষ! রানীর রাগ দেখে হাসে [illegible]। বলে, জামা-জুতো পরে মাথায় [illegible] কেটে তৈরি হয়েছি যে! জামা [illegible] না, [illegible] না। [illegible]

গেছে—চল্ তা হলে দু-জনে যাই। মা-কালী দর্শন করে আসি। কালীঘাট এসে সকলের আগে মা-কালী দর্শনের কথা। আমাদের লাইনের তাই নিয়ম, না করলে দোষঘাট হয়। আমি তা মানি নি—মা-কালীর আগে মা দর্শন করতে এসেছিলাম।

আমি যাব, রোসো একটুখানি—রানী ঝলকিত হয়ে উঠল। বলে, মায়ের আরতি কতদিন দেখিনি সাহেব-দা। নর্দমার পাঁকে ডুবে থাকি সে সময়টা, মন্দিরে যাই কেমন করে? আজকে যখন ছুটি করে দিলে তুমিই সঙ্গে করে নেবে।

নিচের ঘরে সাহেব গিয়ে বসল। পারুল শতকণ্ঠে মলয়কুমারের ঐশ্বর্য ও দরাজ মেজাজের কথা বলছে। মলয়কুমার অর্থাৎ ঝিন্তে। এমনি সময় রানী নেমে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কী সাজ সেজেছে মরি মরি! পলক পড়ে না চোখে। সাহেব বলে, শুধু রানী ডাকলে মানাবে না রে! মহারানী—রাজরাজেশ্বরী। কত সুন্দর হয়েছিস তুই, কী জৌলুস! সাজগোজ করে এলি—রূপ তাই বেশি করে মালুম হচ্ছে।

উঠান পার হয়ে গলিতে পড়েছে তখন। রানীর মুখে ছলাৎ করে রক্ত নেমে এলো। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, পা চালিয়ে চলো সাহেব-দা, কুচ্ছো করতে হবে না ইনিয়ে-বিনিয়ে।

সাহেব বলে তোর গোলাপফুলের মুখ রাঙা হয়ে একেবারে রক্তজবা হয়ে উঠল রে! সত্যি রানী, অপরূপ হয়েছিস তুই। ডিগডিগ করে বেড়াতিস তখন কি জানি একদিন এমনি হয়ে উঠবি!

রানী এবার ঝগড়া করে: বড্ড হয় রাগ —তোমার মুখেও এই সমস্ত শুনে। নিত্য-দিন কত জনাই বলে থাকে তুমি কেন তাদের দলে হবে সাহেব-দা? তুমি বলছ—তখন মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হোক, ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে বড্ড ভিড়। সেই একবয়সে কত ঘোরাঘুরি করত এইসব জায়গায়। ভিড় ঠেলে চলেছে। লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে রানী বলে, কি ভাবছে ওরা সব বলো তো—

নিরীহভাবে সাহেব বলে, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—আবার কি!

রানী খিলখিল করে হাসে: কী বোকা তুমি সাহেব-দা! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তোমার আমায় কী সম্পর্ক ভাবছে ওরা বলো—

ভাবছে, চাকর সঙ্গে নিয়ে কোন মহারানী যাচ্ছেন। মা-কালী দর্শনের পর দোকানে কেনাকাটা হবে, চাকরে বয়ে নিয়ে আসবে।

যাও—। রাগ করে রানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্যায়টা কি বলেছি। তোর ঝলমলে

বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে সমৃদ্ধ কয়েকটি অবিস্মরণীয় সংকলনগ্রন্থ

সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত

ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয়, ইতালীয়, ইংরেজি, মার্কিন, রুশ, চীনা ও জাপানি ভাষায় রচিত ১৮০ জন কবির প্রায় ৪০০ শ্রেষ্ঠ কবিতার বাংলা অনুবাদ-সংকলন। সম্পাদনা: শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। দাম ১২·০০

বিদেশিনী

খ্যাতনামা বিদেশী কথাসাহিত্যিকদের সুনির্বাচিত প্রেমের গল্পের সংকলনগ্রন্থ। সম্পাদনা: মীনাক্ষী দত্ত। দাম ১০·০০

সরস গল্প

হাস্যরসাত্মক গল্পের অভিনব সংগ্রহ। অজস্র কার্টুন-চিত্র সমন্বিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদনা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দাম ৮·৫০

বৈষ্ণব পদরত্নাবলী

বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তাদের সুনির্বাচিত পদগুলির সংকলন। সম্পাদকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাসহ। একাধিক পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্র শোভিত। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। সম্পাদনা: সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দাম ৫·০০

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

পৃথিবীর নয়টি সুপ্রাচীন ভাষার প্রেমের কবিতার সুবৃহৎ সংকলন। মনোভিরাম রেখাচিত্রে সমৃদ্ধ। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। দ্বিতীয় সংস্করণ। সম্পাদনা: অবন্তী সান্যাল। দাম ৮·০০

সূর্যাবর্ত

বাংলা ও বাংলার বাইরের মনীষীদের রচিত রবীন্দ্র সাহিত্য-সমালোচনার বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ সংকলনগ্রন্থ। মূল্যবান রঙিন আর্ট প্লেট সমন্বিত। সম্পাদনা: অনিলকুমার সিংহ। দাম ৬·০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্পে'র তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ দ্রুত ছাপা হচ্ছে। সম্ভবত জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে পাওয়া যাবে।

নতুন সাহিত্য ভবন ॥ ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-২০

সাজগোজ গা-ভরা গয়না, তার পাশে আমার এই আধ-ময়লা ছেঁড়া কামিজ তালি-দেওয়া জুতো—লোকে অন্য কি ভাবতে পারে?

রানী বলে, যে রূপে নিয়ে এসেছ সাহেব-দা, [illegible] যে [illegible] তোমায় পায়ে [illegible]। [illegible] বঞ্চিত করেছে, নিজের হাতে তাই পরেশ করি। তোমার চাকর ভাববে, হায় আমার কপাল!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, ওরা যা ভাবছে, তাই তো সত্যি সত্যি হবার কথা ছিল। নজর করেছ বোধহয়—ভিড় কাটাতে কতবার আমি তোমার গায়ের উপর পড়লাম। দেখিয়ে দেখিয়ে—ইচ্ছে করেই। মানুষে কাছাকাছি হলেই তোমার দিকে এলিয়ে পড়েছি। যা হতে পারল না, কোনদিন আর হবে না, একটুখানি আমি সেই সাধ মিটিয়ে নিলাম। দেখুক লোকে—গৃহস্থঘরের আর দশটা ছেলে-বউর মতো আমরাও যেন একজোড়া। আমার এই হ্যাংলাপনার রাগ করো না সাহেব-দা। পথের পাশে ঐ যত কাঙালি দেখছ, ছেঁড়া ন্যাকড়া সামনে বিছিয়ে বসে আছে—আমি ওদেরই একটি।

দু-হাতে মুখ ঢাকল রানী। বলে ফেলে লজ্জা হল? কিম্বা বুঝি জল এসে গেছে চোখে। এত দুঃখকষ্ট দিয়েও বিধাতার যেন তৃপ্তি নেই, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে দুঃখ আরও শাণিত করে দেন।

মন্দিরের আরতি দেখে তারপরেও এক-জুটি হয়ে বেড়াচ্ছে দু-জনা। ফিরতে মন নেই, ঘরসংসার-পালানো একজোড়া ছেলে-মেয়ে। ঘুরে ঘুরে তারপরে পাড়ার ঘাটের চাতালে এসে বসল। নির্জন, আবছা অন্ধকার।

সাহেব বলে, মনে পড়ে রানী, এই [illegible] এসে বসতিস। [illegible] মাঝিমাল্লার মধ্যে। কপাল দোষে তারপর সেই দেশেই ফিরে পড়তে হল।

রানী কি ভাবছিল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেই সেই এসেছ সাহেব-দা, আগে কেন এলে না?

সাহেব বলে, সেই তো দুঃখ আমার ভাই। দুনিয়ায় লক্ষকোটি মানুষ, কিন্তু ভাল-বাসার মানুষ একটি-দুটি। দুটো হপ্তা আগেও যদি আসতাম। মা চলে যাবার আগে।

রানী বলে, তারও আগে সাহেব-দা, আমি মরে যাবার আগে।

হেঁয়ালির মতন লাগে। রানীই আবার বলছে, শাড়ি গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিলাম। গিঁঠ খুলে গেল, তবু আমার বাঁচা হল না। ঘরে গিয়ে পেত্নী-শাকচুন্নি হয়ে বেড়াই। যে রানী তখন দেখতে, সে আর নেই। আজকে সব বলি সাহেব-দা, অনেক কেঁদেছি তোমার জন্যে। অনেক করে ডেকেছি। একমনে ডাকলে নাকি পাওয়া যায়—ছাই ছাই' সেই মিথ্যে আমি আবার নিজের মুখে বললাম' মিথ্যের পেশা নিয়েছি কিনা, মিথ্যে বলে যেতে বাধে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, তুমি যদি থাকতে সাহেব দা, একচোট ঝগড়া করা যেত সুধা-মাসিমার সঙ্গে। কনে খুঁজে খুঁজে হয়রান, সকলকে বলছেন ভাল মেয়ের জন্য। আর একটা যে মেয়ে একাই দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তার দিকে চোখ পড়ে না। পিসিমাদের দিকে অন্ধকার। কেন যে-ও জানি। এমন মেয়ে চাই রূপেশীলে গুণে-গুণে কোন বিচারে যার খুঁত বেরুবে না। কিন্তু ছেলেটাই বা কি—জাতে বুঝি সে নৈকষ্যকুলীন, পেশায় বুঝি টুলোপণ্ডিত?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তাপ। সাহেব সায় দিয়ে বলে, ঠিকই তো! কিন্তু ঝগড়াটা আমার জন্যে আটকে রইল কেন? করলেই তো হত।

গালে হাত দিয়ে রানী বলে, ওমা, নিজের বিয়ের কথা মেয়ে বুঝি বলতে পারে! বলতাম তোমায় দিয়ে। আমাদের ছোট্ট-বেলায় বর-বউ বলে কি জনা ওরা ক্ষেপাত। তোমায় দলে পেলে দাবি ঠিক আদায় করে ছাড়তাম। তা হলে আমি কি মরতাম সাহেব-দা, না সুধা-মাসিমার অমনধারা বেঘোরে প্রাণ যেত? ছেলে, ছেলের বউ আর সংসার নিয়েই মজে থাকতেন জলসায় নাম করে খুনেরা তাঁকে ফাঁসে নিয়ে ফেলতে পারত না।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনল। তার পরেও কী ভাবে একটুখানি। বলে উঠল দু-জনে কি সংসার হয় না রানী। কপালে নেই—মায়ের চোখে দেখা হবে না। আমরাই গিয়ে ঘর বাঁধিগে।

ছিঃ! রানী ঘাড় নাড়ল : হয় না সাহেব-দা। বোলো না ও-কথা, শুনলেও পাপ। কাকে-চিলে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে, সে জিনিসে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।

সাহেব বলে, কে বলে দেবতা? মিথ্যে কথা। মিথ্যে বদনাম দিস্‌নে রানী, মানা করছি।

চোখের জলের মধ্যে হেসে রানী বলে, দেবতা তুমি আজ হয়েছ! আমার ছেলে-বয়সের সেই বিধাতাপুরুষ তুমি। চোখ পাকিয়ে যতই হুংকার দাও, সে আসন কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই তোমার।

অধীর কণ্ঠে সাহেব বলে, দেবতা আমি নই, চোর। লোকে ঘেন্না করে, পুলিশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। চোরের সেরা চোর—একালের চোর-চক্রবর্তী।

রানী বলে, আমি মানি নে—

চোর-চক্রবর্তী রাজার পালংক থেকে রাজরানী চুরি করে নিয়েছিল। ঝড়ের খাট থেকে তোকেও চুরি করব, মানিস কি না দেখা যাবে তখন।

করবে? করো না তাই সাহেব-দা—

কৌতূহলে মেতে উঠল রানী সেইসব দিনের ছেলেমানুষ রানীর মতো। মোটা ইঁদুর মাকড়ি নয় পাথর বসানো দামি ইয়ারিং দুটো ঘাটের ক্ষীণ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝলমলিয়ে ওঠে। বলতে হল চোর-চক্রবর্তীর গল্প ঘুমন্ত রাজরানীকে চুরি করে নিয়ে চিড়িকুটির ঘরে শুইয়ে দেওয়া। ছোট্ট খুকীর মতো রানী হাততালি দিয়ে ওঠে : পারো যদি ক্ষমতা বুঝব তোমার সাহেব-দা। চোর বলো যা বলো ঘাড় হেঁট করে তখন মেনে নেবো। করো দিকি তাই। কালীমন্দিরের পিছনে বটতলায় কাঠ বুড়ি একটা বসে থাকে, তাকে এনে শুইয়ে দেবে ঝড়ের পাশে। সকালবেলা ঝিণ্ডু দেখে আঁতকে উঠবে।

সাহেব হেসে বলে, কাঠ বুড়ি না হয় রইল কিন্তু তোমায় কোথা যেতে হবে ভাবতে পারো? এই শহর দেওয়ালির সাজানো কোঠাঘর গদির পালঙ্ক থেকে চোর চক্রবর্তী নিয়ে চলল কত গাঙ-খাল গাঁ গ্রাম বিল মাঠ পার হয়ে ভাঁটির দেশে—জঙ্গলের পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘর বাঁধল। কুমির রোদ পোহায় চরের উপর, সন্ধ্যার পর বাঘে হামলা দেয় চোত-বোশেখের ঝড়বাতাস যখন তখন ঘরের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকায়। জলের সমুদ্র চারিদিকে, সে জলের একফোঁটা মুখে দেবার উপায় নেই। কলসিতে চাল থেকেও হয়তো বা রান্না হল না মিঠাজলের অভাবে।

রানী আকুল হয়ে বলে, অমন করে লোভ দেখিও না সাহেব-দা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, সেও কি বলিস রে! আমি তো ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পাস না, কী দুঃসাহসী মেয়ে তুই!

জবাবে রানী একটি কথাও না বলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। অন্ধকারে যেন চাপা কান্নার আওয়াজ।

রানীর পিঠের উপর হাতখানা রেখে সাহেব মৃদু স্বরে ডাকল : রানী—

সাড়া মেলে না।

কী আমি বললাম তোকে? এই হাসিস, এই কাঁদিস, হয়েছে কি তোর শুনি?

মুখ তুলে রানী যেন হাহাকার করে উঠল : ভাড়াটে-ঘরের মেয়েগুলো হিংসা করে—কিন্তু কী আমি পেলাম, বলো তো সাহেব-দা। খাট আর কোঠাঘর আর গয়না-গাঁটি আর আঁস্তাকুড়ের ময়লা আর উনুনের ছাই? এই নিয়ে তুমিও আমায় খোঁটা দিলে। কিন্তু একটা ভিখারী মেয়ের যা আছে, তা-ও যে আমার নেই। আমার বয়সের কত মেয়ে মন্দিরে দেখলে। শাশুড়ি-ননদ জা-জাউলিরা সঙ্গে করে এনেছে। কিম্বা বরকে নিয়ে একলা চলে এসেছে, কোলে হয়তো দুধের বাচ্চাটা। চোখের সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আমি কখনো ওদের একজন হতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রানী। পাড়ায় [illegible] একটাও মানুষ নেই—রানী [illegible] হঠাৎ সাহেবের কি রকম হয়ে [illegible] জড়নপুরের বুড়ী নানীর [illegible] নিয়ে এসেছিল, তাই বুঝি দপ করে [illegible]-মনে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। গভীর আলিঙ্গনে রানীকে সে বুকের মধ্যে তুলে ধরল।

রানী বোধকরি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল [illegible] জন্যে। সম্বিত পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে : ছি সাহেব-দা, তুমি এই?

ভর্ৎসনা সাহেব গায়ে মাখে না। অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, দেবতা বানাবিনে আমায়, খবরদার! আমি মানুষ।

তৎক্ষণে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আলিঙ্গন-

॥ নতুন উপন্যাস ॥

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভ্র রোদ শুভ্র বিতান

কোলেনের চোরা কারবার করে কি কখনও বড়লোক হওয়া যায়? শোভনের মত সুপ্রিয়ও ভেবেছিল হয়তো যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী সুপ্রিয় এই পাপের পথে নেমে গিয়ে অজস্র কালো টাকা সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। তারপর——? সুস্মিতা তাকে অনুনয় করে বলেছিল পুলিশের কাছে সারেন্ডার করে এই পথ থেকে সরে দাঁড়াও তুমি। সুপ্রিয় পুলিশের কাছে গেল না অথচ তার নোংরা কার্যকলাপের উপর সুষ্ঠুভাবে যবনিকা পাত হল। কি ভাবে? তরুণ কাহিনীকার তাঁর এই উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে সাবলীল ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। দাম চার টাকা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারুণ্যের কাল ২-০০

অনেক বসন্ত একটি ভ্রমর	শক্তিপদ রাজগুরু	২·৫০
সুনন্দা	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৩·০০
বর্ণালী	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
জলকমল	সুবোধ ঘোষ	৩·০০
হংস মিথুন	শৈলেশ দে	২·৫০
পূর্বপাড়ার মেয়ে	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩·৫০
রৌদ্রছায়ায়	বিমল কর	২·০০
সায়াহ্নের সানাই	প্রভাত দেবসরকার	৩·০০
গৃহদীপ্তি	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২·০০
দেওয়াল লিপি	সমরেশ বসু	২·৫০
অঙ্গীকার	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
মা (ম্যাকসীম গোর্কী)	(অনুবাদক—অশোক গুহ)	৬·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুক্ত রানী উঠে পড়েছে। কাঁপছে সর্বদেহ থরথর করে : ছি-ছি!

উদ্যতফণা সাপের মতন সাহেব গর্জায় : কেন, তোমায় তো পয়সা ফেলে কেনা যায়। যে না সে-ই কেনে। ঝিণ্টে কিনেছে, আমি কিনতে পারিনে? কত টাকা দাম তোমার?

সাহেব যেন পাগল হয়ে গেছে। পকেটে টাকাপয়সা নোট যা ছিল, মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়। বাঁধানো চাতালে ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, কত? দাম কত তোমার শুনি?

রানী কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ল। বলে, রাগ কোরো না সাহেব-দা। তুমি যে আপন আমার, পথের খদ্দেরে যা করে আপন লোকে কেন তা করবে?

ঢিবঢিব করে মাথা খোঁটে। মুখ তুলল, দু-গালে মেয়ের ধারা নেমেছে। রাগ গিয়ে সাহেবের অনুতাপ আসে। আর লজ্জা। চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। বলতে হয়, তাই শেষ অবশেষে বলে, কে আমি তোর রানী, কিসে আপন হলাম?

শুনতে চাও? বর—ছোটবেলায় যা সবাই বলত। তুমি বর, কলঙ্কিনী বউ আমি তোমার। আমায় ঘেন্না করো। ঝাঁটা মারো তো পিঠ পেতে দেবো, আদর আমি কেমন করে সইব?

ঢং ঢং করে ওপারের জেলখানার পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে। বেজেই চলেছে—বোধকরি বারোটা। উঠে দাঁড়িয়ে রানী সাহেবের হাত ধরল : চলো, বাড়ি যাই। যা তোমার হকের দাবি, চোরের মতন তাই চুরি করে নেবে খদ্দের হয়ে পয়সা দিয়ে কিনবে, এ আমার সহ্য হয় না সাহেব-দা।

বাড়িতে পারুলের ঘরে ছোটখাট এক কুরুক্ষেত্র। উঠানে পা দিতেই বীররস কানে এসে গেল। রানী ফিসফিস করে বলে, ঝিণ্টে এসে পড়েছে। তুমি এসেছ, টের পেয়ে গেছে কেমন করে। অনেক করে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ছুটি বাতিল।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝিণ্টে দ্রুত বেরিয়ে এলো। কটমট করে একনজর সাহেবের দিকে চেয়ে রানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল। একবার রানী তাকিয়েছে বুঝি নিচের দিকে—হেঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। সাহেবের শৈশবের পরমবন্ধু ঝিণ্টে, এত দিনের পরে দেখা—যা-কিছু মোলাকাত একবার ঐ চোখের দৃষ্টি হেনেই সারা করে গেল।

পারুল সজল চোখে ডাকে : ঘরে আয় বাবা সাহেব। আমাদের খোয়ারটা দেখলি? মলয়কুমার ক্ষেপে গেছে। মলয়কুমার না কচুপোড়া—সেই ঝিণ্টে শয়তানটা। বাপের টাকা পেয়ে কপালের নিচে ঠিক শিং গজিয়েছে কথায় কথায় ঢুঁশ মারতে আসে। সন্ধ্যাবেলা রানী বলেকয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সন্দ করে আবার এসেছে। হেনস্থা আছে আজ আমার রানীর কপালে।

সাহেব বলে : দু-চার কথা আমারও কানে গেছে। তোমাদের যেন গরু-ছাগলের মতো পুষছে। ঘাড় ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু দেখলাম, বড্ড আপন মানুষ তোমাদের। বিস্তর কষ্টে নিজেকে সামলেছি।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল : এক-দলের মানুষ ছিলাম দেখাসাক্ষাৎ না করে কি ছাড়ব? বেরুবে তো সকালবেলা—তোমাদের বাড়িতে কিছু নয় পিছন পিছন গিয়ে পথের উপরে ধরে জিভখানা একটানে উপড়ে নেবো। নিয়ে বরঞ্চ সেই জিভ দেখিয়ে যাব তোমাদের।

শিউরে উঠে পারুল না না—করে উঠল। লাঞ্ছনার জ্বালা নিভে গিয়ে এখন ভয়। বলে, না রে সাহেব ঝগড়াঝাটি করতে যাস নে। দেখা করেও কাজ নেই ওর সঙ্গে।

সাহেব বলে, ভয় কিসের মাসি? দুনিয়ার উপর কি আছে আমার শুনি, কেই বা আছে? যাদের কিছু নেই তাদের ভয়ও নেই। আমার সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ক্ষতি তোর নয় বাবা রানীর। কাণ্ডটা করে দিয়েছে। দলিল লেখাপড়া হয়েছে—এখনো সই হয় নি, রেজেস্টি করে দেয় নি। পড়শি তো কখনো অন্যের ভাল দেখতে পারে না—সকলে কান ভাঙানি দিচ্ছে। এই যে তোর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিল—ঠিক কেউ খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়তো টের পাবে কেমন করে?

থেমে গিয়েছে সাহেবকে। তার মধ্যে পারুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে : থাকবি দিন-কতক, না যে-দেশে ছিলি সেখানেই ফিরে যাবি?

সাহেব তো পা বাড়িয়েই আছে—বলে কলকেপে পোয়ায় সেই অপেক্ষা। মুখে উলটো কথা শুনে মজা করে। ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ মাসি, এমন শহর-জায়গা ছেড়ে

ভোগরাজ্যে কে মরতে যায়! কাঁধে শনি চেপে আমায় তাড়িয়ে বের করেছিল। ভোগান্তি অনেক হয়েছে, আর নয়।

বেমনটা ভেবেছে ঠিক তাই। পারুলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে তবু হাসির ভাব করে বলে, নিজের জায়গা তোর। এসে পড়েছিস তো থাক্ বে ক'টা দিন ভালো লাগে। আমি বলি, দিদিই যখন নেই বস্তিতে কেন পড়ে থাকতে যাবি? জায়গার এমন মহিমা, সাধু-পরমহংস থাকলেও বদমায়েস বলে নাম পড়ে যায়। ভালো পাড়ায় কত ঘরবাড়ি রয়েছে, বড়রাস্তার উপর ভালো ভালো সব হোটেল—

সাহেব নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে, তোমার চাবির থোলোটা একবার দাও মাসি—

কেন রে?

আমাদের ঘরটায় তালা দিয়ে গেছে, কোন চাবি যদি খেটে যায়। নয় তো তালাই ভাঙব। ঘর যখন রয়েছে, হোটেল খুঁজতে যাই কেন?

পারুল মরমে মরে যায়: আমি কি তাই বললাম রে, এই বুঝলি শেষটা? তালা খুলতে হয় যা করতে হয়, এক্ষুনি তার কি? ঐ দেখ্, রানী মাদুর-বালিশ পেতে রেখে গেছে তোকে উপরের ঘরে দিয়ে এইখানে আমার ঘরে সে শুত। ঝিণ্ডে এসে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে পারুল বলে এইটুকু বাচ্চা থেকে এত বড়টা হলি চোখের উপর। কপালে হল না—আমিই তো ছেলে করে নিতে চেয়েছিলাম। এমন খাসা ঘর থাকতে আমিই কি তোকে বাইরে ছাড়তাম? কিন্তু যে-কথা বললি তুই—গোয়াল করে দিয়ে গরুর মতন রেখেছে আমাদের। দলিলটা ভালয় ভালয় হয়ে যাক জবাব তারপরে। সেদিন তোকেই লাগবে বাবা। ঝিণ্ডে অনেক বিষ ছড়িয়েছে সত্যি সত্যি জিভ উপড়ে শোধ দিয়ে দিবি। এই ক'টা দিন চেপেচুপে থাক—তা ছাড়া উপায় নেই

পরম দার্শনিক তত্ত্ব পারুলের মুখে: বুঝে দেখ্, মানুষের বলশক্তি রূপযৌবন দু-দিনের, কিন্তু ঘরবাড়ি বিষয়আশয় চিরকালের। দিদির হাতে-গাঁটে যদি জোর থাকত, জলসায় নামে অমন ছুটে গিয়ে পড়ত না। আমার কপালেও একদিন তাই হবে যদি না আখের গুছিয়ে চলি। আমার রানীরও তাই।

সাহেব তখন বলে, ভেবে চলে যাচ্ছি মাসি। এ-বাড়ি বলে নয়, কালীঘাটেই থাকব না।

পারুল আন্তরিক দুঃখে বলল, কালীঘাট ছাড়তে তো বলিনি বাবা। কাছাকাছি থাকলে এক-আধ দিন তবু চোখের দেখা দেখতে পাবো। এই পাড়া ছাড়া কি জায়গা নেই, এই বাড়া কি বাড়ি নেই? ঝিণ্ডেটার সামনাসামনি না গেলেই হল। দৈবাৎ যদি দেখা হয়, রানীকে আর আমাকে আচ্ছা

● সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ●

সদ্য প্রকাশিত—

বিশ্বভারতীর ইংরেজী সাহিত্যের রিডার বিমলকৃষ্ণ সরকার প্রণীত

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন ৯·০০

বইটির বৈশিষ্ট্য:

(১) ধারাবাহিক আলোচনা ছাড়া বিশিষ্ট কবিতা, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির স্বতন্ত্র আলোচনা ও মূল্যায়ন।
(২) রোমান্টিক সাহিত্যের বিস্তারিত ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এবং শিল্পকৃতি বিচার।
(৩) পরিশিষ্টে বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের যোগসূত্র নির্ণয়।
(৪) বাংলায় প্রতিটি ইংরেজী নাম, নির্ঘণ্টে নাম বাংলায় ও ইংরেজীতে।
(৫) গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ।

॥ সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় আরও দশখানি ॥

শুদ্ধসত্ত্ব বসু: অলংকার-জিজ্ঞাসা	৫·০০
রথীন্দ্রনাথ রায়: দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার	১৩·৫০
সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়: গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ	৫·০০
গুরুদাস ভট্টাচার্য: সাহিত্যের কথা	৫·০০
বিমলকৃষ্ণ সরকার: কবিতার কথা	৫·০০
অজিতকুমার ঘোষ: নাটকের কথা	৫·০০
দেবীপদ ভট্টাচার্য: উপন্যাসের কথা	৬·০০
রথীন্দ্রনাথ রায়: ছোটগল্পের কথা	৫·০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: সমালোচনার কথা	৬·০০
সাধনকুমার ভট্টাচার্য: শিল্পতত্ত্বের কথা	৬·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড : ৯ রায়বাগান স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

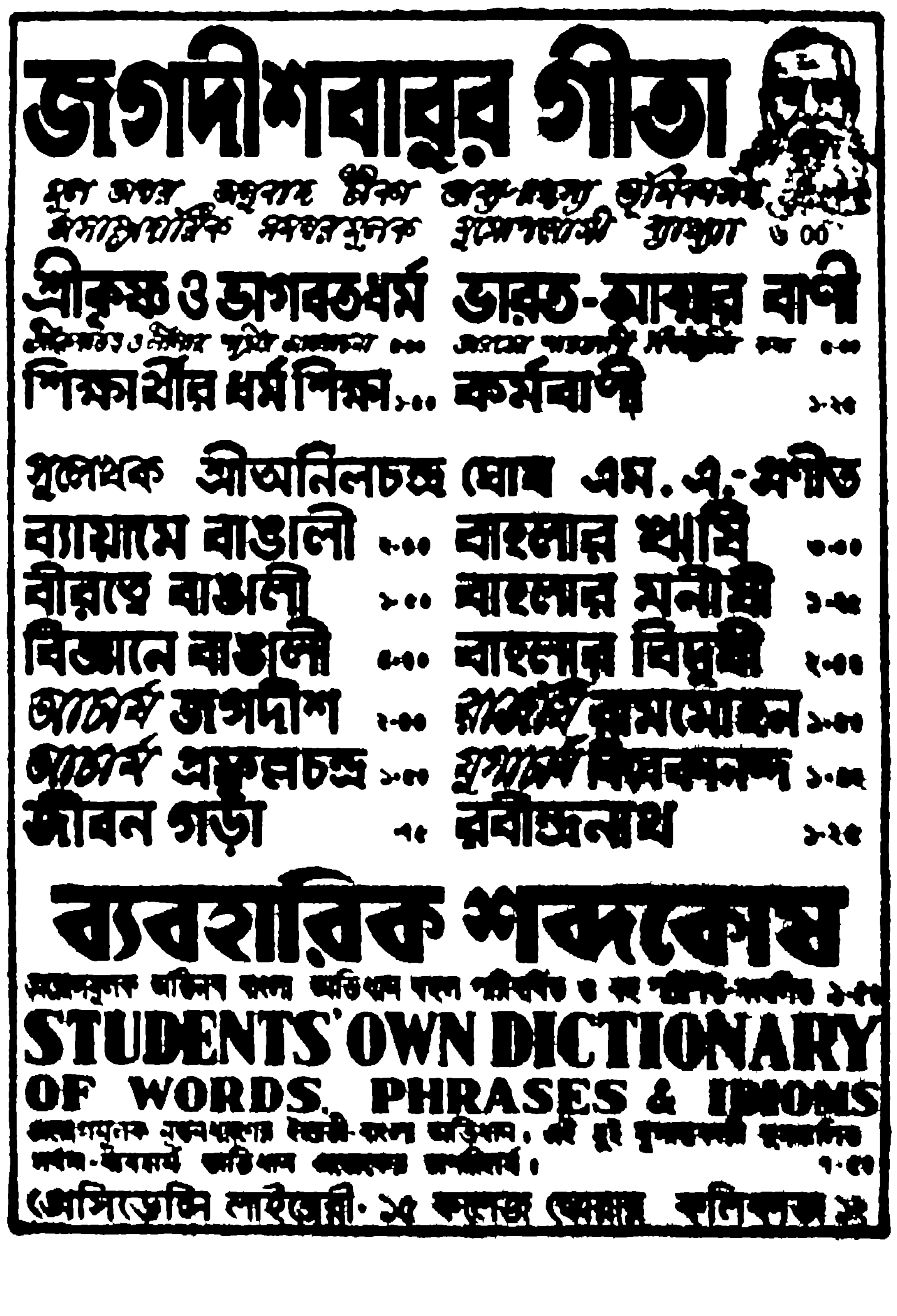

মরে গালমন্দ করবি। বলবি যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ভালই হবে আমার রানীর।

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, মাফ করো মাসি। তোমাদের কালীক্ষেত্র ঠাকুর-দেবতার জায়গা—মা-কালীর আশেপাশে ঊনকোটি দেবতা। আমাকেও এক দেবতা বানানোর রোখ পড়েছে, মানুষ থাকতে দেবে না। এত দেবতার ভিতর ভিড় বাড়িয়ে কি হবে? কালীঘাটে নয়, কলকাতা শহরেই আর নয়। সাহেব বলে মানুষটা মরে গেছে, ঝিঙেকে তাই বোলো।

পায়ুলের নিচের ঘরে রানীর পাতা মাদুরে শুয়েছে সাহেব। একঘুমের পর উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরোয়। পারুল জানতে পারে না—জানবে তো ওস্তাদের কাছে কোন ছাই শিখেছে এত-দিন ধরে। দোতলার বন্ধম্বার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বলে, চললাম ভাই রানী। আমি মরে গেছি—পায়ুল-মাসি ঝিঙেকে বলবে। তুইও তাই সত্যি বলে জেনে রাখ। তোর ঘরবাড়ি হোক, সুখশান্তি হোক। কাল রাতের মতো চোখে কেনঃ আর কখনো জল না পড়ে।

চোখ বুঝি ভিজে আসে। কড়া হয়ে মনের উপর চোখ রাঙায়ঃ খবরদার!

নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে লম্বা উঠানের ফালি পার হয়ে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়ল। 'চলনে বিড়াল—' সারি সারি খুপরিঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় না।

গলির শেষে বড়রাস্তায় না গিয়ে উল্টো-দিকের আস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে আদি-গঙ্গার কিনারে পড়ে। বড়রাস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। কনস্টেবলরা এসময়টা যদিচ চোখ বুজে বুজে পাহারা দেয়, তা হলেও দুর্জনের মুখোমুখি হবার কি দরকার?

ঘরবাড়ির বাধা পেয়ে গঙ্গার গর্ভ দিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে পায়ে মাটি বসে যায়। অন্ধকার। জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে। পায়ের কাছে জল খলবল করে। একদিন বা দু-দিন বয়সের শিশুকে এই নদীস্রোতে বেটিছেঁড়া পাতার মতন কে ভাসিয়ে দিয়ে-ছিল। বড় হয়েও ভাসছে। রানী ও অন্যদের সঙ্গে কুমির-কুমির খেলত, উঠানটুকু হত নদী—ঠিক তেমনি ডাঙার নদীতেই সাহেব জীবনভোর ভেসে ভেসে চলল। পায়ে মাটি পেল না।

একটা ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। খিলখিল খিলখিল তরঙ্গিত হাসি—হাসি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। যে কণ্ঠের হাসি, সে মেয়ে ঠিক যুবতী, আর রূপবতী। আশালতা আর রানীর দোসর। চোখে না-ই বা দেখি, রূপসী না হলে হাসি এত মিষ্টি হয় না। অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি না ঘুমিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে গলাগলি শুয়ে সেই মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। ঘরে ঘরে কত জনা এমনি—কত পুরুষ কত মেয়ে গায়ে-গায়ে এক হয়ে আছে!

মনকে তাড়া দেয়ঃ খবরদার, খবরদার! দ্রুত পা চালিয়ে দেরিটুকু পুষিয়ে নেয়। সবজি-গাড়ি ধরবে কালীঘাট-স্টেশনে গিয়ে। শেষরাত্রে গাঁ-গ্রাম থেকে মাছ ও শাক-সবজি বয়ে এনে হাজির করে, শহরের মানুষ চক্ষু মুছে বাজারে গিয়ে যাতে টাটকা জিনিস পায়। নাম সেইজন্যে সবজি-গাড়ি। ঐ ট্রেনে শিয়ালদা—পিঠ পিঠ আবার খুলনার ট্রেন। শহর আজ যেন চাবুক উঁচিয়ে সাহেবকে তাড়া করেছে।

তারার ঝিকিমিকি আকাশে। অনেক দূরে অস্পষ্ট কালীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল। হাতজোড় করে সাহেব কপালে ঠেকায়ঃ যাচ্ছি মা, আর আসব না—

আর্তনাদ শুনে হঠাৎ চমক লাগল। মহা-শ্মশান—সেই শ্মশানে কে-একজন মাথা কুটে কুটে কাঁদছেঃ ওগো তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে থাকব কেমন করে? কত রাত্রি কাটিয়েছে এইখানে, এমন কত কান্না শুনেছে! সুধামুখীকে লাসঘর থেকে এই শ্মশানে এনে দাহ করেছিল। গরীব নফরকেষ্ট ধারধোর করে এবং নিজের সামান্য সম্বল খরচ করে সুধামুখীর শেষ-কাজ করেছে, তাতে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। মন্দির উদ্দেশ করে যা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলো আবার সাহেবের মুখে এসে যায়ঃ চলে যাচ্ছি মাগো—

ঘরগৃহস্থালীর আনাচকানাচ দিয়ে মানুষের হাসিকান্নার পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে সাহেব ছুটেছে। তারপরে ট্রেন। দিন-মান এখন, রোদ চড়ে উঠেছে। দু-পাশের জীবনযাত্রা সড়াক-সড়াক করে অন্তরালে চলে যায়। মাঠে লাঙল চষছে। মাল বোঝাই গরুর-গাড়ি চলেছে কাঁচারাস্তায়। ঘাটে চান করছে বউঝিরা। খোলা আটচালার পাঠশালে পড়ুয়ার দল। সাহেব এদের কেউ নয়, চোখে দেখে যায় শুধু। দেখলেই কেবল সারা জীবন—নিশিকুটুম্ব রয়ে গেল, নিশ্বাসের কুটুম্ব কখনো কারো হল না। (ক্রমশ)

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র
বহু গাছ গাছড়া দ্বারা বিশুদ্ধ মতে প্রস্তুত
বাকলা
ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দাগ্নি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যাঁরা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।
৮৪ গ্রাম প্রতি কৌটা ৩ টাকা, একত্রে ৩ কৌটা ৮.৫০ নঃপঃ ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং খরচ পৃথক
দি বাকলা ঔষধালয়। ১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৭
(হেড অফিস- বরিশাল, পূর্ব পাকিস্তান)

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ের ক্লাসে মহিলা শিক্ষার্থীর দল

বর্তমান বিশ্ব-নারীসমাজের গৌরব, তাদের সবচেয়ে বড় গর্ব হচ্ছেন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের তরুণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা। অপর মহাকাশচারী তরুণ ভ্যালেরি বিকোভস্কির সঙ্গে মহাকাশের অসীম পারাবারে তাঁর যাত্রা ও সফল হয়ে ফিরে আসা তাই বিজ্ঞানের জয় শুধু নয়, জয় সেই মহিমময়ী মেয়ের, যে আপন অধিকারে বিশ্বের বিস্ময়! এমন কি একজন ব্রিটিশ মহাকাশ বৈজ্ঞানিক বলেছেন, নারীই হয়তো ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানে অধিকতর যোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। মহাকাশের প্রান্ত থেকে সুন্দরী ভ্যালেণ্টিনা মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে যে আলাপ করেছেন তা শুনেও দেশদেশান্তরের লোক ধন্য হয়েছে। নারী আজ সত্যই পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সাহসে, ধৈর্যে, দায়িত্বপালনে কঠিন কর্মসাধনে সে সমান অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে প্রস্তুত। অতুলনীয়া ভ্যালেণ্টিনা তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সকল দেশের সকল কালের নারীর সে প্রেরণা ও উৎসাহের উৎস হয়ে থাকবে।

ভ্যালেণ্টিনা আজ সকলের সব আলোচনার কেন্দ্র। তাঁর কথা বলতে গেলে অন্য সব কথার খেই হারিয়ে যায়। ঘরের কাছের খবরে আসতে গেলে মনে হয় অল্পদিনের সাধ্য আমাদের মেয়েদের, তবুও অগ্রগতির পদক্ষেপ রুদ্ধ হয়নি কোথাও। প্রতিবেশী শত্রুর প্রতারণায় যেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ একযোগে বদ্ধপরিকর হয়েছিল স্বদেশের সম্মানরক্ষায় সেদিন দেশের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেন নি, হাতে তুলে নিয়েছিলেন শত-শত দায়িত্ব ও কর্মভার। সর্বত্র গড়ে উঠেছে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার। আজও সে প্রচেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলছে। উইমেন্স ভলাণ্টারী সার্ভিসেস বা ডবলিউ ভি এস-এর সভ্যাদের অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ এই প্রচেষ্টার নবতম অধ্যায়। ৩০টি কর্মী সম্প্রতি শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। ভারতবর্ষে অন্তত এই প্রথম মহিলাদলের অসামরিক প্রতিরক্ষার বিভিন্ন কার্যকরী শিক্ষাগ্রহণ। ট্রেনিং-এর তত্ত্বাবধান করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিরক্ষা নিয়ন্তা বা কণ্ট্রোলার অব সিভিল ডিফেন্স। এই সংস্থার শিক্ষকেরা মহিলা-শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রশংসায় বলেছেন, অল্পভাষী ঘরের ঘরণীরও উৎসাহ অপরিসীম, তাঁরাও মুখর হয়ে উঠেছিলেন প্রতিরক্ষার বিভিন্ন দিকের আলোচনায়। অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল অনেক কিছু। যেমন নানারকম শরণগৃহ বা এয়ার রেড সেন্টার, যুদ্ধবিগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ও বোমা, আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে সতর্কতা, বালির বস্তার ব্যবহার ইত্যাদি। ক্লাসে শিক্ষাদানের পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অধীত বিষয়ের মহড়া দিয়েছেন। ১৩ দিন ক্লাশ হয়েছে। দুদিন করে সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ছ সপ্তাহ।

[illegible]

এই শিক্ষাগ্রহণের শেষে সেদিন শনিবার ১৫ই জুন লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ পুলিস ট্র্যাফিক ট্রেনিং স্কুলের প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ৬টায় প্রদর্শনীর শুরু, কিন্তু পাঁচটা থেকে উৎসাহী মহিলা কর্মীরা একে একে এসে জড়ো হলেন তাঁদের ক্লাসঘরে—এখানেই তাঁদের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব স্বল্পসংখ্যক দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই।

প্রথমেই প্রবেশপথের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বালির বস্তার দেওয়াল তৈরির দল। ক্ষিপ্রহস্তে কেমন করে ছোট ছোট বস্তায় বালি ভরে দেওয়ালের মত করে একটির পর একটি

০ প্রতিমা পুস্তক ০

১৩১-ডি-১, আনন্দপালিত রোড
(সি, আই, টি) কলিঃ—১৪
শাখা : ১৩, কলেজ রো, কলিঃ-৯

- বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সর্বাধুনিক গ্রন্থের বিরাট ও বিচিত্র সমাবেশ।
- সর্বত্র অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

(সি-২৯৮২)

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মেঘমুক্তি
২·৫০
আর, এন, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা-১২

সাজিয়ে দেওয়া যায় তাই তাঁদের স্মরণীয় দিন। বাড়ির দেওয়াল দিয়াশলাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দলে [illegible] [illegible] নির্বাপনকার্যে যোগ দেন। [illegible] অগ্নিকাণ্ডই সবচেয়ে বড় সমস্যা। [illegible] ও [illegible] সম্পত্তির ক্ষতির অনেকটাই অগ্নিকাণ্ড থেকে হয়। আগুনের সম্মুখীন হতে হলে সাহস দরকার সত্য, সঙ্গে সঙ্গে দরকার সাবধানতা ও নিপুণ শিক্ষা। বোমার আগুনে হ'লে জানতে হবে বোমা কী জাতীয়। নির্বাপক হিসাবে অনুপযুক্ত জিনিসের ব্যবহার ক্ষতির কারণ হতে পারে। কর্মী দলেরা সব শিক্ষাই পেয়েছেন। অবলীলাক্রমে অল্পসময়ের মধ্যে স্টিরাপ পাম্প, হোসপাইপ ইত্যাদির সাহায্যে অগ্নিনির্বাপণ সমাপ্ত হ'ল। নিয়মিত পদক্ষেপে মার্চ করে শিক্ষার্থীরা ক্লাসঘরে ফিরে এলেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা এঁদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করলেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নততর শিক্ষার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। উন্নততর শিক্ষাগ্রহণের পর তাঁরা নতুন নতুন শিক্ষার্থী দলের ইনস্ট্রাক্টার নিযুক্ত হবেন। অসামরিক প্রতিরক্ষার শিক্ষকের কাজেও এঁরাই প্রথম ভারতীয় নারীদল। শীঘ্র ডবলিউ ভি এস-এর নতুন দলের শিক্ষা শুরু হবে। শিক্ষার্থী মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীও একযোগে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। অসামরিক প্রতিরক্ষার শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু মহিলা ডবলিউ ভি এস-এর অফিস ৩৭নং থিয়েটার রোডে সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে বিশদ বিবরণ পেতে পারেন।

ক্ষিপ্রতাই অগ্নিনির্বাপণের প্রথম ও প্রধান পথ

টুকিটাকি

এবার কয়েকজন অনুরাগী পাঠিকার প্রশ্ন পেয়েছি। তাঁরা ঠিকানা দেননি। কাজেই টুকিটাকির মাধ্যমে তাঁদের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করছি। চিঠিপত্র, প্রশ্ন ইত্যাদি পেলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। মনে হয় না দেখা বন্ধুর সঙ্গে যোগ যেন কত ঘনিষ্ঠ।

কেউ কেউ 'অতিলোম' সম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় জানতে চেয়েছেন। 'অতিলোম' সম্পূর্ণ দূর করবার কোন সহজ, সাধারণ উপায় আছে কিনা জানিনে। [illegible] [illegible] [illegible] লোমের রং বিশেষ হালকা হয়ে যায় ও তাতে লোম সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। সমপরিমাণ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার অন্তত লাগাবেন। কিছুদিন পরে লোমের রং হালকা হয়ে যাবে। মুখে মাখবার সময় চুল বাঁচিয়ে চলবেন। চুলে লাগলে চুলও হালকা রং হয়ে যাবে। সেটা নিশ্চয়ই কারও পছন্দ হবে না।

অনেকে কাঠের আসবাবে দাগের কথা আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। কাঠের আসবাবের প্রায় সবরকম দাগই ভিনিগার দিয়ে ওঠানো যায়। ভিনিগারের পরিমাণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এক পেয়ালা জলে চায়ের এক চামচ ভিনিগার যথেষ্ট। তাতে নরম ছেঁড়া কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে দাগের স্থান মুছবেন। অনেক দাগই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে হালকা রং-এর কাঠে যদি গাঢ় দাগ হয় তবে বাজার থেকে অক্সালিক অ্যাসিডের গুঁড়ো আনিয়ে চায়ের চামচের এক চামচ গুঁড়ো দু'পেয়ালা জলে গুলবেন। ফোঁটা ফোঁটা করে দাগের উপর দেবেন আর একটু পরই ব্লটিং কাগজ দিয়ে শুষে নেবেন। এর পর সামান্য এমোনিয়া দাগের উপর লাগিয়ে বেশ করে মুছে নেবেন।

বর্ষাকালে আরশুলার উপদ্রব সত্যিই অসহ্য হয়ে ওঠে। সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ) বাড়ির সমস্ত ফাটল, ড্রেন, নর্দমায় ছড়িয়ে দেবেন। উপদ্রব বেশ কিছু কমবে।

অগ্নিনির্বাপণের মহড়া: মহিলা কর্মীরা যে-কোন সংকটের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত

* বিশ্ববিচিত্রা *

মহাকাশ বিচরণে প্রথম নারী

গত ১৯শে জুন সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার কাজাকস্তানের অন্তর্গত কারাগান্ডার ৫৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভোস্তক-৫ এবং কারাগান্ডার ৬২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভোস্তক-৬'এর মহাকাশ বিচরণ অন্তে পরস্পরের মধ্যে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে অবতরণের সঙ্গে রাশিয়া দুটি নতুন রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। একটি রেকর্ড হচ্ছে মহাকাশে দীর্ঘকাল বিচরণ এবং

ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা

[illegible] মহাকাশ বিচরণে প্রথম [illegible] ।

১৫ই জুন [illegible] ৩-৫০ মিনিটে [illegible] ভোস্তক ৫ উৎক্ষিপ্ত হয় [illegible] দীর্ঘকাল থাকাকালে মানুষের উপর [illegible] প্রতিক্রিয়া এবং [illegible] ও সংযোগ [illegible] পরীক্ষার জন্য [illegible] বিকোভস্কী উপগ্রহে ১৮১ থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব [illegible] রেখে প্রতি ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে পৃথিবীর কক্ষপথ একবার করে পরিক্রমা করতে থাকেন। সেইদিন থেকেই মস্কোতে একটা গুজব রটে যে [illegible] মহাকাশে বিকোভস্কীকে একজন সঙ্গিনী দেওয়া হতে পারে। ১৬ই জুন ভোস্তক ৫ ভোর পাঁচটায় আঠাশবার কক্ষপথ পরিক্রমা করার সংবাদ প্রচারের সঙ্গে-ই জানা গেল বিকোভস্কীকে সঙ্গ দেবার জন্য মহাকাশযান ভোস্তক-৬ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে যার আরোহী হলেন ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা। এই দিনই মস্কো সময় সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই ভ্যালেণ্টিনা পাঁচবার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন। ভ্যালেণ্টিনার সাংকেতিক ডাকনাম "শঙ্খচিল" এবং বিকোভস্কীর "বাজপাখি।" এক রেডিওগ্রামে ওরা প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভকে জানিয়ে দিলেন : "যুক্তভাবে মহাকাশ পরিক্রমা [illegible] করেছি। আমাদের মহাকাশযানের পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সংযোগ স্থাপন [illegible] গিয়েছে। বেশ ভালই লাগছে।" [illegible] সময় বেলা একটার সময় ওরা পরস্পরের [illegible] সংযোগ স্থাপন করেন। তেরেস্কোভা [illegible] হতে ১১৩ মাইল থেকে ১৫৪ মাইল দূরত্ব বজায় করে প্রতি ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২ সেকেণ্ডে একবার কক্ষপথ পরিক্রমা করতে থাকেন।

১৭ই জুন জানা গেল বিকোভস্কী ও তেরেস্কোভার মহাকাশযান দুটি পরস্পরের [illegible] মাইল দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। বিকোভস্কীর এটা চতুর্থ দিন [illegible] পরিক্রমা এবং তেরেস্কোভার দ্বিতীয় দিন। [illegible] হয় এবং [illegible] তবে ওদের [illegible]। ওই দিনই [illegible] অধ্যক্ষ ডঃ [illegible] ঘোষণা করেন যে, ভোস্তক ৫'এর কক্ষপথ পরিক্রমার সময় ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিটে কমিয়ে আনার ফলে [illegible] আর উড়ন্ত [illegible] [illegible]।

কিন্তু ১৮ই জুন দেখা গেল বিকোভস্কী সফলভাবে পরিক্রমা করে চলেছেনই শুধু নয়, [illegible] দিন কক্ষপথ পরিক্রমার সংখ্যার এবং দীর্ঘতম মহাকাশ বিচরণ পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছেন। এমন কি ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভাও ২১ বার কক্ষপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে কিছু দিন আগে মার্কিন মহাকাশচারীর গর্ডন কুপারের কৃতিত্বও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ওই দিন বেলা সাড়ে [illegible] মিনিটে অনতিদূরে জোড়াপুরে অবস্থিত আকাশবাণীর গবেষণাগার ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে সারা ভারতে প্রচার করেন। ভারতসহ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভ্যালেণ্টিনা বলেন : "ঊর্ধ্বাকাশ থেকে বলছি। আমি হচ্ছি শঙ্খচিল। নির্দেশক যন্ত্র অনুসারে এটা ৩২তম পরিক্রমা। পরিক্রমার সংখ্যা হচ্ছে ৩১।" তবে ভারতীয় সময় সাড়ে বারোটায় দেখা গেল বিকোভস্কীর মহাকাশযানটির পৃথিবী থেকে দূরত্ব কমে সর্বাধিক হয়েছে ৪২ কিলোমিটার এবং ন্যূনতম দূরত্ব ২২ কিলোমিটার কমে গিয়েছে। তাহলেও ভোস্তক-৫ তার পরিক্রমা অব্যাহত রাখে। পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে মহাকাশচারি দুজনকে তাদের কেবিনের তাপমাত্রা কমিয়ে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকোভস্কী তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী কমিয়ে দাঁড় করান ৫৯ ডিগ্রী ফারেনহাইটে এবং ভ্যালেণ্টিনা ১৮ ডিগ্রী কমিয়ে দাঁড় করান ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে।

লেঃ কর্নেল ভ্যালেরি বিকোভস্কী

সন্ধ্যা [illegible] সময় মস্কোর বেতারবীক্ষণ মহাকাশযান দুটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। পৃথিবীর অগণিত দর্শকদের আমোদ দিতে বিকোভস্কী সামান্য একটু জল ঢাললেন আর সেই বারিবিন্দুগুলি কেবিনের চতুর্দিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। বিকোভস্কী খেলাচ্ছলে সেই ভাসমান বারিবিন্দুগুলি ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বেতারবীক্ষণ ক্যামেরা তারপর ধরলো তেরেস্কোভার কেবিন। দেখা গেল মহাকাশচারিণী গভীর মনোনিবেশে বিবরণ লেখার খাতা (লগবুক) দেখছেন। তাঁর চোখের নিচে কালো বৃত্ত স্পষ্ট দেখা গেল। অল্পক্ষণ বন্ধ থাকার পর আবার তাঁকে দেখা গেল। এবার, পৃথিবীর অগণিত লোকের দৃষ্টির সামনে রয়েছেন বুঝতে পেরে, তিনি খাতাখানি পাশে সরিয়ে মুচকে হেসে অভিবাদন জানালেন। সেইদিনই আর এক খবরে জানা গেল যে ওরা একত্রে পরিক্রমায় পরস্পরের মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে রয়েছেন।

মহাকাশ বিচরণের পৃথিবীর ইতিহাসে নারী ও পুরুষের একত্রে পরিক্রমা এই প্রথম। বিকোভস্কী মোট ৮২ বার কক্ষপথ পরিক্রমা করেছেন অর্থাৎ চার দিন তেইশ ঘণ্টা চুয়ান্ন

মিনিটে ২০,৬০,০০০ মাইল পথ। তেরেস্কোভা ৪৯ বার কক্ষপথ পরিক্রমা করে দু'দিন বাইশ ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে অতিক্রম করেছেন ১২,৫০,০০০ মাইল। মাত্র সাত মিনিটের জন্য তেরেস্কোভা একত্রে মহাকাশ বিচরণে প্যাভেল পোপোভিচ ও নিকোলাইভের দু'দিন বাইশ ঘণ্টা সাতান্ন মিনিটের রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু তাহলেও মহাকাশ বিচরণের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে তেরেস্কোভার এই কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার যোগ্য। পুনরাবতরণের সময় কয়েক মাইল থাকতে তেরেস্কোভা প্যারাসুটে ভূপৃষ্ঠে ঝাঁপ দেন। কি কারণে আকাশযান ছেড়ে দিতে হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মাটিতে পা রেখেই তিনি সমবেত কৃষকদের কাছ থেকে সাই-বেরিয়ার আলু অর কাঁচা পিঁয়াজ খেতে চান।

ভ্যালেন্টিনা ভ্লাদিমিরোভা তেরেস্কোভার জন্ম ১৯৩৭-এর ৭ই মার্চ। ওর বাবা মারা যান গত মহাযুদ্ধে। ওর মা ইয়েলেনা সুতাকলে কাজ করতেন। সতের বছর বয়সে ভ্যালেন্টিনা এক টায়ার কোম্পানিতে কাজে ঢোকেন এবং ১৯৫৫ সালে তাঁর মার কর্মস্থল ক্রাসনি পেরেকপ সুতাকলে যোগদান করেন। পরের বছরই ওর মা অবসর গ্রহণ করেন। সাত বছর সুতাকলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়াশুনাও চালান। ১৯৬১ সালে বস্ত্রবয়ন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে স্পিনিং-প্রযুক্তিবিদ হন। মহাকাশচারিণী হওয়ার সহায়ক হয় প্যারাসুটে ঝাঁপে তাঁর কৃতিত্ব। ১৯৫৯ সালে তিনি ইয়ারোস্লাভ্‌ল বিমান-ক্রীড়া সংঘের সদস্যা হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ১২৬ বার ঝাঁপ দেবার কৃতিত্ব দেখিয়ে পেরেকপ মিল-এ এক প্যারাসুট-ঝাঁপ দলের নেত্রী নির্বাচিতা হন।

আঠাশ বৎসর বয়স্ক ভ্যালেরি ফিওদোরোভিচ বিকোভস্কীর পিতা পরিবহণ বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মী। ওর মাও দীর্ঘকাল সুতাকলে স্পিনারের কাজ করেন। ভ্যালেরি ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। ফুটবল, হকি, ভলিবল, স্কেটিং, বাস্কেটবল, সাঁতার, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি খেলা-ধুলায় অল্প বয়স থেকেই কুশলী। লেখা-পড়ার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক ছিল না। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প আর চলচ্চিত্রে রোমাঞ্চকর কাহিনী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যে স্বপ্ন ছিল নাবিক হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার; কৈশোরে আকৃষ্ট হন বৈমানিক-জীবনের প্রতি। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য হন এবং ১৯৫৫ সালে সামরিক বিমানবিদ্যায় স্নাতক হন। তাঁর কর্মজীবন সুরু হয় জেট জঙ্গী বিমানের পাইলট হিসেবে। ১৯৫৯ সালে তিনি এক জঙ্গী বিমান স্কোয়াড্রনের নেতা হন। কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি সামরিক পদক লাভ করেছেন এবং "অর্ডার অফ দি রেড স্টার" সম্মানেও সম্মানিত হয়েছেন। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ উভয়কেই 'মাস্টার অব স্পোর্টস' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিউলাক্স বিউটি ক্রীম · বিউলাক্স বিউটি ক্রীম · বিউলাক্স বিউটি ক্রীম ·

লাবণ্যচর্চায় বিশেষজ্ঞদের অভিমত

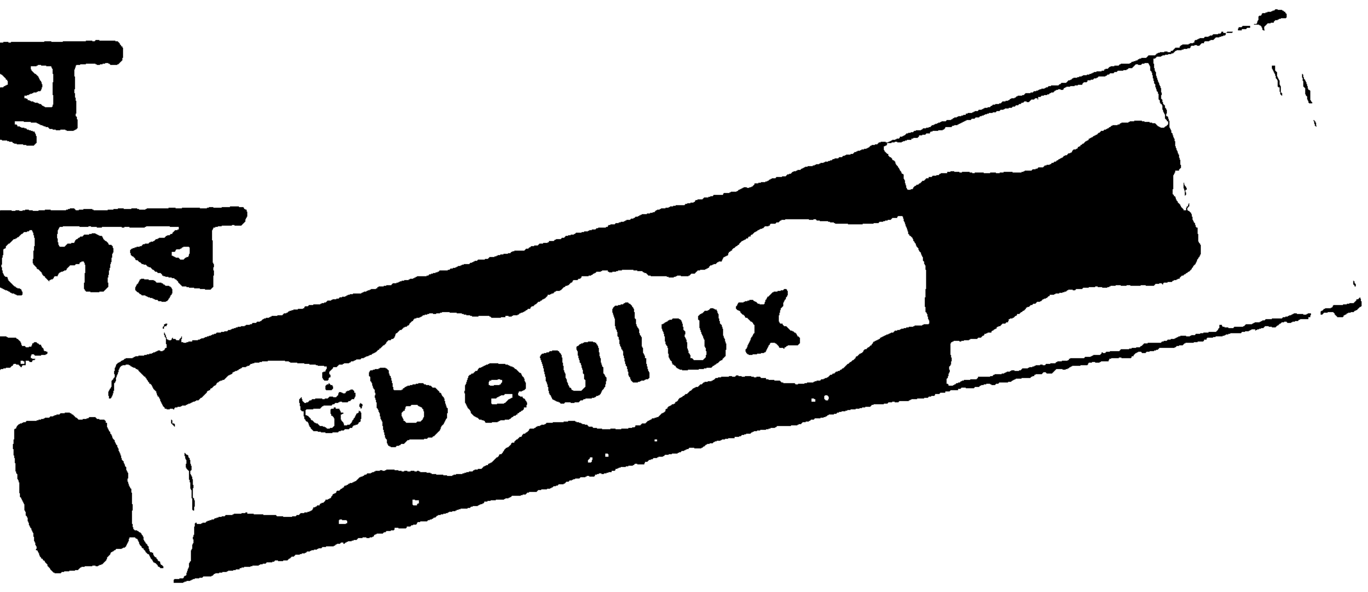

প্রসাধনীর অসতর্ক নির্বাচন আপনার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। বাজারে চলতি কোন কোন বিউটি ক্রীম এবং অয়েন্টমেন্ট (মলম) যেগুলি বিউটি ক্রীম নামে পরিচিত, বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহারের অনুপযোগী। তাই বিউটি ক্রীম ও অয়েন্টমেন্টের অসতর্ক নির্বাচন আপনার মুখমণ্ডল ও দেহত্বকের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

কিন্তু প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক (ডি, এস, সি ও ডি, ফিল) এর গবেষণাপ্রসূত শ্রেষ্ঠতম উপাদান সমূহে তৈরী ল্যানোলিন ও ক্যালামিন যুক্ত বিউলাক্স অবিরাম ব্যবহার করলেও আপনার কোমল ত্বকের কোন ক্ষতি তো হবেই না বরং দেহত্বক যে কোন কুৎসিত দাগ (ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, বসন্তের দাগ, হাজা ইত্যাদি) মুক্ত হয়ে ফুলের মত মসৃণ ও অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে লাবণ্যময় হয়ে উঠবে।

ANKAR

বিউলাক্সের নিয়মিত ব্যবহার দেহবর্ণ অধিকতর ফরসা ও মনোরম করে।

বিউলাক্স পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিউটি ক্রীম

প্রস্তুতকারক: অংকর ইণ্ডাস্ট্রীজ
৭/বি, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

পরিবেশক: ইণ্ডাস্ট্রীজ এণ্ড ট্রেডার্স, ১১৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট (দ্বিতল) কলিকাতা-১

বিউলাক্স বিউটি ক্রীম · বিউলাক্স বিউটি ক্রীম · বিউলাক্স বিউটি ক্রীম

আলোচনা

এ নহে কাহিনী।

"ইংরেজের আমলে আমরা এর চেয়ে ঢের বেশী সুখে ছিলাম। এখন আমাদের জীবন দুর্বহ। বাঁচবার জন্য যা যা দরকার তা এখন দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য এবং ভেজাল। শাসনে ভ্রষ্টাচার, এমন কি শিক্ষাতেও ভেজাল। এর উপর করভারে আমরা প্রপীড়িত। [illegible] প্রায় সব বিভাগে [illegible] ধরেছে। কোথাও চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতি[illegible] সবটাই [illegible] ফুরাচ্ছে। এর জন্য [illegible] দায়ী সরকারী কর্মচারী এবং [illegible]। কিন্তু এর জন্য [illegible] আমাদের [illegible] এর [illegible]?"

[illegible] এই [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] সরবে সর্বদাই করছে।

[illegible] এ অভিযোগ সত্য হলেও [illegible] একদল লোক তার প্রতিবাদ করেছেন [illegible]

এঁরা কবি এঁরা সাহিত্যিক। তাঁরা বলছেন "এখন আমাদের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে তা স্বীকার করছি কিন্তু সব দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও এমন একটা জিনিস আমাদের আছে যা ইংরেজের আমলে ছিল না। তার নাম স্বাধীনতা। চিন্তার স্বাধীনতা যা ভালো বলে মনে করি তা অকপটে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা শিল্পীর স্বাধীনতা সাহিত্যিকের স্বাধীনতা, গভর্নমেন্টের সমালোচনা করবার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাই প্রত্যেক সভ্য মানুষের কাম্য এ স্বাধীনতা না থাকলে জীবন বিস্বাদ প্রাণ প্রেরণাহীন সৃষ্টিহীন ও ভবিষ্যৎ নিরানন্দ। এই স্বাধীনতার জন্যই একদা শহীদেরা দলে দলে হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে উঠতেও ইতস্তত করেন নি। কিন্তু এ স্বাধীনতা বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এর জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। যে কষ্ট-স্বীকার তুমি করছ তাকে এই স্বাধীনতার মূল্য বলে মনে কর। তুমি স্বাধীন এই গর্বে তুমি মাথা উঁচু করে থাক। যদি কোথাও অন্যায় দেখ [illegible] অসংকোচে নির্ভয়ে তার প্রতিবাদ কর। সে অধিকার তোমার আছে। সে অধিকার ভালোভাবে অর্জন করতে [illegible] আরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে [illegible] হলেই তুমি তা যথার্থ বলে বলীয়ান [illegible] এবং শক্তিশালী হবে। স্বাধীনতাই [illegible] সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ এ সম্পদ [illegible] করবার জন্য দুঃখ বরণ তো তুচ্ছ, মৃত্যু বরণও শ্লাঘনীয়। স্বাধীনতাই শ্রেয়, স্বাধীনতাই উজ্জ্বল স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের [illegible]। [illegible] হোক এর দীপ্তি [illegible] হবে। এ স্বাধীনতা [illegible] ব্যক্তিবিশেষের নয় এ স্বাধীনতা [illegible] চিরন্তন মনুষ্যত্বের [illegible] শ্রেষ্ঠ ও [illegible] পাওয়া বলে মনে কর, এর জন্যে যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকো—"

কবিরাই এ কথা নানা সুরে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বর্ণে, গল্পে-উপন্যাসে-কাব্যে নাটকে বারবার বলছেন। গণতন্ত্রের, স্বাধীনতার, মানবিকতার তাঁরাই সবচেয়ে বড় প্রচারক, সবচেয়ে বড় উপাসক। শুনে বিস্মিত হয়েছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁদের কণ্ঠরোধ করবার আয়োজন করছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল, ১৯৬২ নামে একটি অস্ত্র নাকি তৈরী হচ্ছে। অতঃপর বাংলা দেশের নাট্যকাররা পুলিসের হুকুম না নিয়ে এবং অভিনয় করবার জন্য কিছু সেলামি না দিয়ে তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষরা ভুলে গেছেন, যে স্বাধীনতার দৌলতে তাঁরা আজ উচ্চ গদিতে সমাসীন সে স্বাধীনতাকে বস্তুরূপে মূর্ত করতে বাংলা দেশের নাট্যকাররা কি করেছেন। এ দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। নাট্যকাররা চিরকাল স্বাধীনতার চারণ ছিলেন, এখনও আছেন

দিগন্ত

ফোন : ২৪-৫৭৩৪

একটি অন্তর্ভারতীয় বিশ্বজনীন মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় ১টি সম্পূর্ণ ও ৪টি ধারাবাহিক উপন্যাস।

বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ। বাঙলা গল্প।
সাংস্কৃতিক সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ নিয়ে সরস, সচিত্র ও অন্তরঙ্গ আলোচনা।

নিয়মিত বিভাগ বলতে "বিজ্ঞান", "খেলাধুলা", "রঙ্গ-লোক", মেয়েদের "অন্দর মহল" উল্লেখযোগ্য।

লেখক : প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কাজী আবদুল ওদুদ, লীলা মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, অজিতকৃষ্ণ বসু, নরেন্দ্র মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, বটকৃষ্ণ দাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বদিউদ্দিন আহমেদ, চিত্রিতা দেবী, অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বীরেন্দ্র মিত্র, তারাপদ রায়, অরও খ্যাত ও নতুন অনেকে।

প্রতি সংখ্যা ১, ॥ ছ' মাসে ৬, ॥ বছরে ১০,

৩/১ নফর কোলে রোড, কলিকাতা-১৫

দিগন্ত

পরিচয় পাবলিশার্স

৩/১ নফর কোলে রোড, কলি-১৫
ফোন : ২৪-৫৭৩৪

জন হলওয়েল—গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি । .৭৫
অমলেন্দু দাশগুপ্ত—দেশোন্নয়নে গণতন্ত্র । .৩৭
ডাঃ এস চন্দ্রশেখর—আজকের চীনে । ১.০০
ফ্রাঙ্ক মোরেস—বিদ্রোহী ভারত । ১.২৫
জন স্টুয়ার্ট মিল—স্বাধীনতা প্রসঙ্গে । ১.০০

এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এ তাঁদের বিধি-দত্ত অধিকার।

আমার শুধু একটি প্রশ্ন—গণতন্ত্রের উদ্গাতা এই কবিদের কণ্ঠ যে স্বাধীন গণতন্ত্র আইন করে রোধ করতে চায়, আধুনিক সভ্য সমাজে গণতন্ত্র বলে পরিচয় দেবার তার কি কোনও অধিকার আছে?

—বনফুল

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩১শ সংখ্যায় বিমল কর লিখিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। বস্তুত, উক্ত প্রবন্ধ সুস্থ চিন্তার এক প্রতিফলন অথবা শিল্পসম্মত একটি প্রস্তাবনা। এ সূত্রে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

যে-কোন শিল্প, তা সে সাহিত্য হোক, অথবা কোনও চিত্রকলাই হোক তার প্রতিটি নির্মাণে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি, নিজস্ব একটা মানসিক চেতনা অন্তর্নিহিত থাকে। যাকে সক্রেটিস বলেছেন "প্রেরণা"। কেননা, শিল্পের প্রকৃত উৎসটিই সেই মানসিক চেতনা থেকে, সেই প্রেরণা থেকে। এডওয়ার্ড বুলোর মন্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, artistic production comes of a distanced mental content! শিল্পী যে শিল্প নির্মাণ করেন তার দরুণও প্রধানত বাস্তবের আতিশয্যকে অতিক্রম করে নির্ধারিত হয়। অন্যত্র বুলো বলেছেন,

"That all art requires a distance-limit beyond which, and a distance within which only, aesthetic appriciation becomes possible, is the psychological formulation of a general characteristic of art, viz. its anti-realistic nature."

এই তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করলে মনের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় প্রত্যেকের। অথচ তা সত্ত্বেও যে-সমস্যা শিল্পীকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে, তা হলো সেই অনুভূতিকে, সেই চেতনাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করায়। তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পীকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার সম্মুখীন হতে হয়, যা মূলত দেশ, কাল, পরিবেশ এবং লোকের নিজস্ব প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল, যাকে ভিন্নার্থে আমরা রাজনীতি আখ্যা দিয়েছি। এখানেই শিল্পীর আদর্শের সাথে পারিপার্শ্বিকতার ঘটে সংঘর্ষ। রাশিয়ার কম্যুনিজম লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নেয়নি। য়ুরোপেও নবজাগরণের উৎপত্তির আগে খৃষ্টধর্ম প্রভুর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। সাম্যবাদকে বিদূরিত করে বিশপ এবং সাধারণের (Bishop and Laity) মধ্যে স্থাপিত হয়েছিলো ভেদ,

ফলত রাজনীতির আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট তৎকালীন রক্ষণশীল সংস্কার শিল্পীর ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানতে দ্বিধা-বোধ করেনি। জিওর্দানো ব্রুনো (Giordano-Brune) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সক্রেটিসকেও পান করানো হয়েছিলো হেমলক।

অথচ এমন কি বলতে পারা যায়, পারি-পার্শ্বিকতার সাথে সংঘাতে শিল্পীর স্বাধীন সত্তা প্রতিনিয়ত হয়েছে বিধ্বস্ত? আসলে শিল্পীর মানসিক চেতনাও এমন একটা সময় নিয়ে আসে, যখন শিল্পীর বলিষ্ঠতা, গভীর আত্মপ্রত্যয়ে স্বতঃসিদ্ধ তার প্রজ্ঞা, পারিপার্শ্বিকতার প্রতিকূল অবস্থাকে অনেক সময় উপেক্ষা করে। রাজনীতির স্থান তখন সেখানে হয় গৌণ।

উনিশ শতকে ফ্রান্সে সিম্বলিস্ট আন্দোলনের সময় মার্লামে, ভের্লেন প্রমুখ নিজস্ব চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন যা তৎকালীন সকল প্রকার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে কবিতাকে এক নূতন পথে, নূতন দৃষ্টিসম্পাতে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলো। তারও আগে লক্ষ করা গিয়েছিলো ভলতেয়ারের চরম রোমান্টিসিজম। য়ুরোপের নবজাগরণ (Renaissance) অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিলো। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা। সাহিত্যের শিল্পের বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ বিকাশ।

দান্তে, বদলেয়র, ফ্লবেয়ার, গোগোল— এঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন নীতির ঘোর বিরুদ্ধতা করেছেন। বের্ট্রান্ড রাসেল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজস্ব বিশ্বাস উপস্থাপনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আসলে যে-কোন সৃষ্টিই মহৎ নয়। এবং তা নয় বলেই যে সৃষ্টি মহৎ তাকে আমরা শিল্প বলি। এই শিল্প রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। এই নৈতিক মূল্যকে মেনে নেবার দায়িত্ব শিল্পী যে পারিপার্শ্বিকতায় বাস করেন সেই সমাজ-ব্যবস্থার।

বর্তমান কম্যুনিজমে আমরা শিল্পীর সার্বিক সত্তাকে বিসর্জন দিতে দেখেছি। জীবন-সর্বস্ব কম্যুনিজম, জীবন ব্যতীত অন্য কোন পরমসত্তা মানতে রাজী নয়। এবং শিল্পীকেও তাই সেই কম্যুনিজমের নির্দিষ্ট রীতি, নির্দিষ্ট আদর্শ প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলতে হয়েছে। অথচ কই, গণতন্ত্র সেই নৈতিক মূল্যকে তো অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেনি তার শিল্প-সত্তাকে, গভীরতম বক্তব্যে নিজস্ব বিশ্বাস বিস্তৃত করবার স্বাধীনতাকে।।

কম্যুনিজমের ফাঁকা বুলি কতদিন চলবে? তার কুটিল আদর্শবাদ অক্ষুণ্ণ থাকবে কতদিন? শিল্পীর শাশ্বত দাবি কি সেই প্রচলিত রীতিকে, সেই আদর্শকে বিধ্বস্ত করবে না?

এ প্রশ্ন অবশ্য আমি উত্থাপন করতে চাইছি না। এবং বর্তমান কম্যুনিজমের রূপ প্রত্যক্ষ করে, সে প্রশ্নের অবকাশও কারও হবে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম, শিল্পীর স্বাধীনতা চিরদিনই ন্যায়সঙ্গত। যুক্তি-সঙ্গত।

বিমল করকে ধন্যবাদ, এসব কথা অনেকাংশে তিনি সূত্রাকারে আলোচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রাতিস্বিক চিন্তা-ধারার সাথে কিছুটা ভিন্ন-মত হলেও। নমস্কার।

জয়দেব দাশগুপ্ত
শিবপুর, হাওড়া।

সবিনয় নিবেদন,

'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আর কিছু লিখব না, ঠিক করেছিলাম। কিন্তু অশোক কাঞ্জিলাল মশায়ের চিঠিতে (দেশ—

প্রকাশিত হল : একটি অজেয় কবিতা সংকলন

মুক্তিপায়ী মন

প্রমোদরঞ্জন সাহা

পাঁচ বছর আগে মফঃস্বল শহরের একটি কিশোর কবি আমাদের চকিত করেছিল। মনে হয়েছিল, বাংলা কাব্যে আর একটি নতুন দীপ্তিমানের পদধ্বনি শোনা গেল: যার দেখবার চোখ আছে, বলবার ভাষা আছে, নিজের পরিচয় বহন করবার মতো জোর আছে: আর সবচেয়ে বড় কথা যার মধ্যে খাঁটি কবিত্ব আছে। এই কবি প্রমোদরঞ্জন সাহা।—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকার অংশ।

দাম দেড় টাকা

বিচিত্রা : ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলকাতা-১২

বসু চৌধুরীর বই

সদ্য প্রকাশিত একটি অসামান্য উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত

প্রতিধ্বনি

শিল্পীর জীবনে প্রেম একবার আসে না: আসে বহুবার, বহুরূপে। প্রেমের জন্যে এত দ্রুত পরিবর্তন হয় কি করে! যাকে ভালোবাসে, একই সময়ে তাকে ঘৃণা করা কি সম্ভব? যার ফলে অরিন্দম মিত্রার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করল?

প্রতিধ্বনি শুধু আশ্চর্য মর্ম-সমৃদ্ধই নয়: উপন্যাসটি আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে বাঙলা দেশের কল্লোলিত সাহিত্যজগতের এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব এই গ্রন্থ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই অনন্যসাধারণ পুরুষ, প্রায় দুই যুগের সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর নাড়ির সম্পর্ক। এ-গ্রন্থ তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না ॥ তিন টাকা

অন্যান্য উপন্যাস

সৌদিন চৈত্রমাস । দিব্যেন্দু পালিত । ৩·৫০ ॥ বৃহন্নলা । শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় । ৪·৫০ ॥ অতসী । প্রবোধবন্ধু অধিকারী । ৪·০০ ॥ এপিসোডিক । সুনীলকুমার ঘোষ । ৩·৫০ ॥ মেঘ । সুবোধ চক্রবর্তী । ২·৫০

বসু চৌধুরী : ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

১৫-৬-৬৩) প্রশ্ন রয়েছে—'যদি সততা-গুণে বইটি (চীন দেখে এলাম) সিদ্ধ হয়ে থাকে, যদি সাহিত্য-গুণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে—যদি চীন দেশের কথা তাতে লেখা হয়ে থাকে তবে মনোজবাবু কোন দুর্বলতাবশত বইটির প্রচার বন্ধ করলেন?'

আমার জবাবঃ দুর্বলতাবশত নয়, কর্তব্য বিবেচনা করে। চীন ভারত আক্রমণ করলে সার্বিক প্রতিরোধের প্রয়োজন দেখা দিল। আমি স্থির করলাম, এ সময়টা দেশের লোকের সামনে এমন কিছু থাকা ঠিক হবে না, যাতে শত্রুর প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আসতে পারে। সাধারণ অবস্থায় যা অনুচিত, দেশের সংকট-সময়ে, জরুরী প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তা গ্রহণ করতে হয়। এও তেমনি। পানিক্কর এবং অন্য যাঁরা চীনের কথা লিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কিছু করিনি, তাঁদের বইয়ের কি অবস্থা আমি জানিনে। জানার প্রয়োজনও নেই। আমার যা অভিমত, তাঁদেরও তাই হবে এমন প্রত্যাশা করিনে।

মনোজ বসু
১৫।৬।৬৩

[শ্রীমনোজ বসুর চিঠির জবাবে অথবা এই বিষয়টি নিয়ে আর কোনো আলোচনা প্রকাশিত হবে না।]

৩

মহাশয়,

শ্রীসুবোধ ঘোষের লেখা "শিল্পীর স্বাধীনতা" এই সংখ্যা দেশে (৩০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা) পড়লাম এবং এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানাচ্ছি।

এর আগে যে সকল লেখা এ সম্পর্কে বেরিয়েছে সেগুলি ধৈর্যসহকারে পড়েছি এবং তাঁদের বক্তব্যগুলি উপলব্ধি করেছি।

সুবোধবাবুর এই সংখ্যার লেখাটা আমার অন্তরে অপূর্ব আলোড়ন জাগিয়েছে, তার কারণ "শিল্পীর স্বাধীনতা" বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক ততটুকু তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। আমার নিজস্ব মতও তাই, শিল্পী হল স্রষ্টা তিনি কারো আদেশ বা ফরমাইস মত শিল্প সৃষ্টি করবেন না—তিনি অন্তরে যা উপলব্ধি করবেন সেই উপলব্ধ বস্তু ভাষায় রূপায়িত করে সকলের সমক্ষে তুলে ধরবেন। পাত্রাপাত্র বিভেদ ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তাতে তাঁকে রাজরোষেই পড়তে হোক বা জনসাধারণের নিন্দা স্তুতির মধ্যেই পড়তে হোক সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকবে না অর্থাৎ তাঁর চিন্তার, কল্পনার ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা থাকবে।

সুবোধবাবু কয়েকটি উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্টীকরণ করেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার
কলকাতা।

এডওআর্ড লিয়র

সবিনয় নিবেদন,

এডওআর্ড লিয়র প্রসঙ্গে লেখক সকলের নাম করেছেন—আর দুজনের নাম করলে পারতেন। একজন জর্মানীর ভিলহেল্ম বুশ। ও'র সম্পর্কে মুজতবা আলী সাহেব একবার লিখেছিলেন, কিন্তু বিশদ আলোচনা করেন নি। ইনি সম্ভবত গোড়ায় গোড়ায় ম্যাগাজিন-এর কোন পত্রিকায় অদ্ভুত ধরনের সব ছবি এঁকেছেন তারপর একদিন কমিক ভার্স লিখিয়ে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তবে ও'র সবটাই কিছু ননসেন্স-ভার্স ছিল না, কেননা তাঁর কৌতুক বা ব্যঙ্গের পেছনে একটা সচেতন মন কাজ করত, যা নাকি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরতাও আরে আশ্রয় পেয়েছে—এমন কথা সমালোচকরা বলে থাকেন। জর্মানীর ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের কাছে তাঁর আঁকা ও লেখা গ্রন্থগুলির একসময়ে অসামান্য প্রভাব ছিল। বুশ-এর ইংরিজী অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'আডভেঞ্চার্স অফ টু নটী বয়েজ' ইত্যাদি। সুকুমার রায়ের সঙ্গে ও'র আত্মীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়জনের নাম নর্ম্যান হান্টার। এ নামটি খুব চালু কিনা জানিনে, তবে তাঁর 'দি ইনক্রেডিবল আডভেঞ্চার অফ প্রফেসর ব্রেনস্টআম' নামে যে ক্ষুদ্র বইটি আমার কাছে রয়েছে তার আঁকাগুলির সঙ্গে (হীথ রবিনসন অঙ্কিত) সুকুমার রায়ের এমন আশ্চর্য মিল যে, প্রথম দর্শনে তফাত করাই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। হান্টার অবশ্য লিমেরিক করেননি, বেশ খোলামেলা গদ্যে লিখেছেন। তাঁর বইটির নায়ক যে আত্মভোলা অধ্যাপক তাঁর বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি চশমা ব্যবহার এবং সংসারের বড় থেকে তুচ্ছ তাবৎ জিনিসের মধ্যে স্বীয় প্রতিভাকে জাহির করে তোলার চেষ্টা।

আর নিবন্ধকার, চেস্টার্টন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আজগুবি, কমিক বা প্রতীকী লেখার বিশ্বজনীন তাৎপর্য সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন বোধ হয়, নইলে বয়স্ক-সাহিত্যেও এমন প্যাটাফিজিক্স নামের তত্ত্বটিকে ঘনিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে কেন! উদাহরণ? আয়োনেস্কোর নাটক।

অসিত গুপ্ত
কলকাতা।

বাংলা শব্দের ব্যবহার

সবিনয় নিবেদন,

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তরগণের শুরু থেকেই শব্দের প্রয়োগে, অর্থপ্রতীতি-রচনায় এবং উদ্ভাবনে অভিনবত্ব সম্পাদনের প্রয়াস লক্ষণীয়। কথ্যরীতি, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যবহার, ইংরেজী ছাঁদে শব্দ-নির্মাণ ইত্যাদি সাধু প্ররোচনায় ব্যাকরণ-শৈথিল্যকে অনায়াসে মার্জনা করা হয় অনেক সময়ে। কিন্তু অভিনব শব্দের নির্মাণে যিনি আগ্রহী হবেন ব্যাকরণের বিধিনিষেধ তাঁর কাছে অজ্ঞাত হবে না বলেই উপেক্ষণীয়ও হবে না। ভাষাগত সতর্ক শুচিতাকে আজও যারা অনুদার রক্ষণশীলতা বলে মনে করেন না অভিনবত্ব সম্পাদনের নামে প্রশ্রিত সেইসব ব্যাকরণ-বিচ্যুতি তাঁদের কাছে সহনীয় নয়।

উদাহরণত বলা যাক—গত সংখ্যার 'দেশ' শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'অনশ্বর' কবিতাটির প্রথম শব্দ 'ফুলন্ত' হল সম্ভবত 'ফলন্ত' শব্দের সাদৃশ্যে (analogy) রচিত হয়েছে—হয়তো শ্রুতিসৌকর্যের আশ্বাসে।

কিন্তু 'ফুলন্ত' শব্দটি ভ্রমাত্মক। কেননা, সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত বাংলা '-অন্ত' প্রত্যয়টি কৃৎপ্রত্যয় এবং সেই হিসেবে কেবলমাত্র ক্রিয়ার উত্তর ব্যবহার্য—যথা, ফলন্ত, জ্বলন্ত ইত্যাদি। কিন্তু 'ফুল' বলে দেশী-বিদেশী কোন ক্রিয়াপদ আমাদের জানা নেই তাই 'ফুল'-নামক বিশেষ্য শব্দটির উপরে নিতান্তই এক কৃৎপ্রত্যয় '-অন্ত'-এর ব্যবহার অসমীচীন।

এক প্রবীণ কবির কলমের এই বিশেষ স্বাধীনতাটিকে স্বাগত জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

অসিতকুমার বিশ্বাস
কলকাতা।

শিবঠাকুরের আপন দেশে

শ্রদ্ধেয়,

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা। বিংশ-শতকের প্রারম্ভে এমন কি প্রাক-ত্রিশ যুগেও বহির্বিশ্বের আলো পৌঁছায়নি সেখানে। আফ্রিকাও অজ্ঞাত ছিল বাইরের জগতের কাছে। দুঃসাহসী ভ্রমণকারীদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে জানা যায় আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান দুস্তর মরুভূমি আর দুরধিগম্য জঙ্গলে পূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে অথবা আরও বিশেষ করে বলতে হলে উক্ত-পঞ্চাশের কালে আফ্রিকা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অতি সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্র-সংঘের আসন পেয়েছে এই বিরাট মহাদেশের অনেক রাষ্ট্র। কয়েকজন রাষ্ট্রনেতারও বিশেষ স্থান আছে আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্যই জানতে পারি বিদগ্ধজনের প্রচুর রচনা ও ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে। সে তুলনায় আফ্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যন্ত সীমিত বললে অত্যুক্তি হয় না। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে "দেশে" প্রকাশিত "শিব ঠাকুরের আপন দেশে" খুব সময়োচিত রচনা। ইথিওপিয়া আফ্রিকার এক স্বল্প-পরিচিত দেশ। এই দেশের মানুষদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাদের স্বভাবত প্রবল। "শিব ঠাকুরের আপন দেশে"র লেখিকা স্বয়ং সেখানে আছেন। সমাজের সাথে মেশার সুযোগও তাঁর আছে! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর রচনাকে সার্থক এবং আকর্ষণীয় করে তুলছে। এর বর্ণনা রচনাটি চমৎকার।

মণিমোহন সরদার,
হাওড়া।

ক্ষমতার অধিকারী শাসক

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ "দেশে"র (৩১নং সংখ্যা) "বৈদেশিকী" বিভাগে বলা হয়েছে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি বর্তমান পৃথিবীতে একচ্ছত্র শাসক যিনি ত্রিশ দশকেও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, জাপানের বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো ১৯২৬ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন—আর হাইলে সেলাসি সম্রাট হন ১৯৩০ সালে। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে, হিরোহিতো ইথিওপিয়ার সম্রাটের মত বাজোর প্রকৃত শাসক নন—তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান মাত্র। কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের সম্রাটকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। অবশ্য তাঁর চেয়েও পুরাতন রাষ্ট্রপ্রধান এখনও আছেন—তিনি হচ্ছেন ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য (Grand Duchy) লুক্সেমবার্গের গ্র্যান্ড ডাচেস Charlotte। ১৯১৯ সাল থেকে তিনি রাজত্ব করছেন।

অন্যান্য শাসকদের মধ্যে (যারা রাজা অথবা রানী নন) পর্তুগালের ডিক্টেটর সালাজারের নাম করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে অর্থমন্ত্রী হবার পর থেকেই সালাজার প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন, এবং ১৯৩২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি প্রধান-মন্ত্রীর পদ অধিকার করে আছেন। স্পেনের বর্তমান ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কো ১৯৩৬-৩৯ সালের গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯২৩ সালে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসমত ইনোনু, মুস্তাফা কামালের প্রধান সহযোগী হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ বৎসর কামালের মৃত্যুর পর তিনি রাষ্ট্রপতি হন, এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫০-৬০ এই সময়ে তাঁর বিরোধী দল ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু আবার ১৯৬০ সাল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করে আছেন।

অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কেম্ব্রিজ, ইউ কে।

শক্তিপদ রাজগুরুর
শালপিয়ালেরবন
৪৲

অনুবাদ সিরিজ

আইভ্যানহো	১·২৫
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স	১·২৫
টয়লার্স অফ দি সী	১·২৫
বেনহুর	১·২৫
হ্যাঞ্চ ব্যাক অফ নোৎরডেম	১·২৫
পার্সিয়ুস	১·২৫
টোয়েণ্টি ইয়ার্স আফটার	১·২৫
ট্যালিসম্যান	১·২৫
কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রস্টো	১·২৫
মার্কটোয়েনের গল্প	১·২৫
কেনিলওয়ার্থ	১·২৫
রাজা আর্থার ও রথী	১·২৫
আজব দেশ লাপুটা	১·২৫
সর্বেসর্বা	১·২৫
ওয়ার এণ্ড পীস	১·৫০
ডনকুইক্সোট	১·৫০
ম্যাকবেথ	১·৫০
জুলিয়াস সীজার	১·৫০
রোমিও জুলিয়েট	১·৫০
ইত্যাদি............	

শরৎ সাহিত্য ভবন
২৫ ভূপেন্দ্র বোস এভেনিউ, কলিকাতা-৪

(সি-৩৩০৯)

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

প্রকাশকের দূরদৃষ্টি (!)

খাস লণ্ডন শহরে সাতমহলা বাড়ি, তিন চার পুরুষের ব্যবসা। হিসেব করলে দেখা যাবে কম করেও হাজার কয়েক বই ছেপেছে এই প্রতিষ্ঠানটি গত পঞ্চাশ বছরে; তার মধ্যে মহামান্য লেখক আছেন, আছেন কয়েক শ নগণ্য লেখকও। ব্যবসায় বনেদী, সম্মানে কিছু কম নয় কারও চেয়ে। আর অধঃস্তন পুরুষরা যদি আর একটিও নতুন বই না ছেপে বাপ ঠাকুর্দার গদি ঝাড়ে সকাল বিকেল, বলা বাহুল্য, ঘোড়ার বাজি খেলার মতন কয়েক পাউণ্ড পকেটে জুটে যাবে।

কিন্তু, ব্যবসাদার ত বাঙালী নয়, বৃটিশ। বাণিজ্য ব্যাপারটাকে তারা কখনও পরিবার পরিকল্পনার মতন গুটিয়ে ফেলতে শেখে নি। বরাত নিতান্ত মন্দ হলে অন্য কথা—নয়ত বাণিজ্য হচ্ছে বহু প্রসবিনী নারীর আন্তর-গুণ ও সম্ভাবনাযুক্ত, বংশ বৃদ্ধি করতে চাইলে কে ঠেকায়।

ফলে, তিন পুরুষের ব্যবসাকে সোনার হাঁসের মতন গলা টিপে না মেরে সেই স্বর্ণহংসকে যথেষ্ট তোয়াজে রেখে এ-পুরুষের কর্তারা সোনার ডিম ঘরে তুলছেন। ছিল বুঝি পাঁচ কি সাত বিষয়ের বই-প্রকাশক; এখন অসংখ্য বিষয়ের বই বের করে—সাহিত্য থেকে শুরু করে আইন, উদ্যান বিষয়ক বই থেকে শুরু করে দাবা শিক্ষা, মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে শুরু করে হালের আণবিক সূত্রের ভয়াবহ ব্যাখ্যা।

এই রকম এক প্রকাশকের অফিস-বাড়িতে বিকেল গড়াতে তর সইল না, ছোট কর্তা হন্তদন্ত হয়ে তেতলার হল ঘরে হাজির হলেন। আর পাঁচ মিনিটটাক, তারপর, অতিথিবৃন্দে এই ঘর পূর্ণ হবে; কিঞ্চিৎ পান ও আহারাদি হবে। বলা যাক, চায়ের আমন্ত্রণ রাখতে পঞ্চাশ ষাট জন অতিথি আসবেন, সবাই লেখক, সকলকেই সমান খাতির দেখাতে হবে, ছোট বড় বিচার এ-ক্ষেত্রে অন্তত চলবে না।

এ-রকম ঘটনা নতুন নয়, মাসে একবার দুবার হয়েই থাকে; বৎসরান্তে আরও জমকালো গোছের হয়। এই কোম্পানীর বিভিন্ন বিষয়ের লেখকদের নিজেদের এক একটি লীগ গোছের আছে, এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় অবশ্য তাদের ডিনার টিনার হয় মাঝে মধ্যে। আজকের ঘটনা একটু বিশিষ্ট, বিশিষ্ট এই জন্যে যে, যে-সব লেখকরা ক্রাইম ফিকসান লেখেন তাঁদের এ-ধরনের মাসান্তিক বৈঠকে এবারে কয়েকজন ভিনদেশী ক্রাইম ফিকসান-এর লেখকও উপস্থিত থাকছেন। বৃটিশ লেখক অবশ্য সংখ্যায় ভারী, কিন্তু আছেন আমেরিকান লেখক, আছেন ফরাসী লেখক, ইটালী থেকেও দুজন এসেছেন, এমন কি গ্রীস থেকেও। বলা বাহুল্য, য়ুরোপের অন্যান্য আমন্ত্রিত লেখকদের গ্রন্থ তর্জমা করার সত্ত্ব হয় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির কেনা হয়ে গেছে, না হয় হবে; প্রকাশক তেমন কোনো উদ্বেগ বোধ করছেন না আপাতত।

নিমন্ত্রিত লেখকরা আসতে শুরু করলেন। ছোট কর্তা, তাঁর সেক্রেটারী, এজেন্ট এবং অন্যান্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'আসুন মিস্টার......', 'আহা, আজ কী সুন্দর আবহাওয়া মিস ....', 'আপনার নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমরা পড়েছি মিসেস .....'। তেতলায় যখন এই রকম অতিথি অভ্যাগতদের ভিড় বাড়ছে তখন দোতলা থেকে 'রোমান্স ডিপার্টমেণ্টে'র এক এজেণ্ট লুকিয়ে একটি পাপ কাজ করে বসল; নিছক মজা করতে, না স্বাভাবিক ঈর্ষাবশত তা বোঝা মুশকিল। তবে, গত সপ্তাহে রোমান্স-লেখকদের যে চায়ের আসর হয়েছিল (ওই তেতলার হল ঘরেই) সেখানে মেজকর্তা দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর রোমান্স ডিপার্টমেণ্টের বেচা-কেনায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। আজকাল লোকে রোমান্স আর তেমন পড়তে চায় না। কি ভাবে কি করলে উজবুক পাঠকগুলো থ্রিলার ছেড়ে রোমান্স পড়তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার একটা উপায় বের করা দরকার। বলা বাহুল্য, 'রোমান্স'-দপ্তরের কর্মচারী এবং লেখকদের কথাটা বড় প্রাণে বেজেছিল।

আপাতত আবার আমরা আমাদের গল্পে ফিরে যাই। তেতলার হল জমজমাট, বিখ্যাত অর্ধবিখ্যাত স্বল্পখ্যাত গোয়েন্দা লেখকরা (লেখিকারাও—। হায়, বাংলা দেশে গোয়েন্দা লেখিকা নেই কেন?) আসর জমিয়ে বসেছেন, নানা গাল গল্প হচ্ছে; ছোট কর্তা এবং তাঁর দপ্তরের লোকরা অতিথিদের দেখা শোনা করছেন, এমন সময় পোশাকি একটা সভার আয়োজন করা হল, সভাপতি হলেন বিখ্যাত ফরাসী গোয়েন্দা লেখক।

সভাপতি তাঁর ছোট্ট ভাষণে বললেন, "আমরা গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকরা সব চেয়ে নিরেট, নয়ত বুঝতে পারতাম আমাদের স্ত্রীদের কটা করে প্রেমিক আছে?"

রসিকতা ভেবে অন্য লেখকরা হা হা হি হি করে হেসে উঠল, কয়েকটি গোঁড়া গোয়েন্দা-লেখিকা বিরক্ত হয়ে কাশল খুক খুক করে। একজন লেখক বলল, 'যথার্থ বলেছেন। আমি সারাদিন আমার গোয়েন্দাটাকে এত বেশী নিজের লেখার কাজে ব্যস্ত রাখি যে, তাকে আমার স্ত্রীর পিছনে লাগাতে সময় পাই না। সময় পেলে ইচ্ছে আছে এই সৎ কাজে তাকে জুড়ে দেব।'

ফরাসী সভাপতি বোধ হয় প্রীত হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের আরও একটি কাজ করা দরকার। নিরেট মূর্খ বলে আমরা কোনোদিন দেখতে পাই না আমাদের পিঠের পেছনে কি হচ্ছে? কত রকম জালিয়াতি চলছে আমাদের মতন নিরীহদের ওপর? কত ঠগ বাটপাড় ক্রিমিন্যাল আমাদের গলা কাটতে ছুরি শানাচ্ছে।'

আবার এক দফা হাসি হুল্লোড়। তারপর সমস্বরে প্রশ্ন হল, 'আমাদের ওপর বাটপাড়ি করছে এমন লোক কে?'

সভাপতি মুচকি হেসে প্রকাশক ছোট-কর্তাকে দেখিয়ে দিলেন আঙুল দিয়ে। সবাই হতভম্ব, যেন একটি বজ্রাঘাত হয়ে গেল ঘরে। বৃটিশ লেখক, যাঁরা এই কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত তাঁরা লজ্জায় কাঠ।

তারপর ক্রমে ধিক্কারের শব্দ ও কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

ফরাসী সভাপতি বললেন, "আমি এখানে বসে জানালা দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে চার গাড়ি ফৌজ এসে পৌঁছেচে কোনো কারণে। কারণটা কি আমি জানি না। তবে অনুমানে বলতে পারি, আমাদের চায়ের আসরে কোনো গুপ্ত কিছু ঘটছে এই রকম সংবাদ পেয়ে ওরা এসেছে। আমরা এ-বাড়িতে এসে প্যাঁচে পড়ে গেছি।"

বলা বাহুল্য, ছোট কর্তা তৎক্ষণে সামলে নিয়েছেন। তুখোড় ব্যবসাদার এবং ততোধিক রসিক ব্যক্তি। কর্তা বললেন, "ফরাসীরা যথার্থ ভাল জাতের গোয়েন্দা-লেখক। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, ঠিকই ধরেছেন। আপনার বই আমি প্রায় সবকটাই নামধাম পালটে ইংরিজীতে তর্জমা করিয়ে বের করেছি। আশা করি এতে আপনার ক্ষতি বই লাভ হয়নি। যদি কণ্ট্রাক্ট করতে রাজী থাকেন—আপনারই নামে এবার থেকে আপনার বই তর্জমা করে বের করি, তাতে আপনার কিছু অর্থ প্রাপ্তি হবে। কি বলেন, রাজী?"

"রাজী।" ফরাসী সভাপতি তৎক্ষণাৎ স্বীকার গেলেন।

"তা হলে এই সভা ভেঙে দেওয়া যাক। আপনারা কেউ পুলিসের জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা রোমান্স ডিপার্টমেণ্টের কাজ। ওরা বেজায় মূর্খ। আমি এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করব। গোয়েন্দা-লেখকদের সভায় পুলিসের হানা। বোধ হয় এর ফলে রোমান্স লিখিয়েদের চেয়ে আপনাদের সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল আরও বাড়বে।"

সাধু সাধু রবে সভা ভঙ্গ হল।

এই গল্পটি সত্য হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে; কিংবা অর্ধসত্যও হতে পারে।

কয়েকটি সাম্প্রতিক উপন্যাস

পুস্তক পরিচয়

পরিশোধ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য জগৎ ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

এক ঝড়-দুর্যোগের রাতে রেল-কলোনীর ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত এমন এক বাড়িতে আশ্রয় নিল যেখানে স্বাতী দ্বারকেশ্বর লাহিড়ী এবং অনাথকাকা অজ্ঞাতবাস করছে। সেই এক রাত্রির আশ্রয়কে কেন্দ্র করে প্রশান্ত ঘনিষ্ঠ হল এই তিন মানুষের পরিবারের সংগে। পুরোনো চাকর অনাথ কাকার কাছ থেকে অজ্ঞাতবাসের কারণ শুনল। দ্বারকেশ্বর লাহিড়ী খুব বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারি উচ্ছেদের সময়ে বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় নেমে এবং তারই বিশ্বাসঘাতকতায় সর্বস্বান্ত হয়ে অচেনা রাজ্যে এসে অজ্ঞাতবাস করছেন। প্রশান্ত এবং স্বাতী পরস্পরকে ভালোবাসল। এদের অহংকারে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশান্ত সাহায্য করতে থাকল নানাভাবে। লাহিড়ী মশায় সবশেষে চাকরি পেলেন। এদের সংসার থেকে একটা একটা করে সব শান্তি বিদায় নিচ্ছে বিপদের সব ঠিকঠাক তখন নিয়তির প্রশান্ত জানতে পারল লাহিড়ী মশায়ের সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তারই বাবা। তারপর সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই একটা ঘটনার মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সেইসব রচনার তুলনা নেই যেখানে তিনি নিজেও একজন চরিত্র হয়ে থাকেন। পরিমিত সময়ের মধ্যে কত অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার জাল তিনি বোনেন এবং কি বিরাট করে সেগুলি পাঠককে দেখান। এটি অবশ্য সে ধরনের রচনা নয় এবং এর কোথাও তিনি নেই। তা সত্ত্বেও তার লেখার যা প্রধান আকর্ষণ, পাঠককে টেনে রাখা, তাতে তিনি এখানেও সফল হয়েছেন। বইটি পড়তে বসে কোথাও বাধা পেতে হয় না। যদিও মনে হয়, সব চরিত্রগুলিই চেনা, আগে কোথাও দেখেছি, এই মেলোড্রামা, এই মিলন ভালোবাসা, এই শেষ মুহূর্তের বিপর্যয়—এ সবই কতকাল ধরে জানি এবং যদিও শেষাংশ ভীষণভাবে ক্লান্ত করে তা সত্ত্বেও যাঁরা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ভালোবাসেন তাঁদের নিঃসন্দেহে বইটি ভালো লাগবে।

৫৯৮।৬২

এলেম নতুন দেশে। জ্যোতির্ময় রায়, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

বাস্তবিক কল্পনার মতই কাল্পনিক বাস্তবতার অস্তিত্বও সাহিত্যে আছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত-নিম্ন জীবনের ভাব অভাব ও স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, বস্তিজীবন, কারখানার জগৎ এবং জীবনের শত-সমস্যার পরম দাওয়াই হিসাবে নিষিদ্ধ নেশাকে গ্রহণ ইত্যাদি সুলভে চিত্রিত করে তোলা সাহিত্যের একটি লোভনীয় অনুশীলন। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও অন্য জগৎ ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ, অভিসার এবং অধ্যবসায় লক্ষ করেছি। জীবনের বিরাট ক্যানভাসে মানুষের প্রতি-বিন্দু বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে সেখানে অক্ষরে-অক্ষরে আঁকা হয়েছে। অবক্ষয় এবং অপরাজয়ের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব সেখানে জটিল হয়ে উঠেছে।

"এলেম নতুন দেশে" প্রথম রীতির অর্থাৎ কাল্পনিক বাস্তবতার উপন্যাস। উদ্বাস্তু, বস্তি এবং শ্রমিক জীবনে সেখানে অনেকখানি গল্পাংশ জুড়ে আছে। জীবনকে দেখে চেনার জন্যে যে নায়ক নতুন দেশে নেমে এসেছেন তিনি একদিকে ফুলন ইউ-সমুনিয়ার বোর্ড অপর দিকে ... 'বিয়াত্রিস' এর কথাগুলি বেশ শাণিত এবং চমকপ্রদ। তাঁর জীবনের কাহিনী রীতিমত নাটকীয়। এবং সব মিলে, পার্থ, বংগ ও অঞ্জনা এই তিনটি চরিত্র মিলে যে সুখপাঠ্য মধুরান্তিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে তাকে সিনেমার জন্যে একটি সুন্দর সাজানো গল্প বলতে বাধা নেই।

৩৭৮।৬২

সমুদ্র পাখির কান্না। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক সাহিত্য ভবন, এ/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন মুষ্টিমেয় তরুণ লেখকদের অন্যতম। ইতস্তত প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে এবং এই উপন্যাসে তাঁর অ্যাম্বিশন-এর পরিচয় আছে। তিনি যে কেবল বাদু এবং ধাধা দেখিয়ে রাতারাতি সাহিত্য-জগতে বীর-পদে হেঁটে বেড়াতে আসেননি, তার হাতে যে ঝকঝকে ধারাল, বাঁকানো তলোয়ার আছে, তাঁর লেখাগুলি পড়লে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সাধারণত যে ধরনের বিষয় নিয়ে তরুণ সাহিত্যিকরা

সম্প্রতিকালের শ্রেষ্ঠ জীবনী-নাটক

চিত্তরঞ্জন ঘোষের

ডিরোজিয়ো

উনিশ শতকের আলোকবাহী অগ্রপথিক ডিরোজিয়োর পরমায়ু বাইশ বছর আট মাস, কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর আলোকাধার থেকে যে আলোক-কণা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তা আজও চিরন্তন। জীবনে তিনি ব্যর্থতার পর ব্যর্থতাকে বরণ করেছেন, আর তাঁর সাফল্য আজও অব্যাহত। এই প্রদীপ্ত পুরুষের বেদনা-ঘন জীবনের নাট্যরূপ। ২·৫০

অন্যান্য গল্প-উপন্যাস

॥ **শংখ-হৃদয়** ॥ প্রবোধচন্দ্র পাল ॥ ৩·৫০
॥ **অভিনয়ের নায়ক** ॥ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ ৩·৫০
॥ **সম্রাটের মুখ** ॥ মিহির আচার্য ॥ ২·৫০
॥ **অপরাহ্নের নদী** ॥ মিহির আচার্য ॥ ৩·০০

গ্রন্থ-নিলয়

৪৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

উপন্যাস রচনা করেন, "সমুদ্র পাখির কান্না" সে ধরনের বিষয় নিয়ে লেখা না। কতকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বাড়ানোর কাজ চলছে। কত আদিবাসী, কত নাগা-বেদেদের আমরা জানলুম। এই উপন্যাসে যদিও ভূগোল আছে কিন্তু মানুষগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। আমাদেরই দাদা, বাবা কি কাকাকে একটি ভিন্ন জগতে একটি ভিন্ন পরিবেশে তিনি দেখিয়েছেন। এই জগৎ—জাহাজের জগৎ। হাজার দু হাজার মাইল দূরের কোন বন্দরের উদ্দেশে অকূল সমুদ্রের বুকে দিনরাত একটি মালবাহী জাহাজ ভেসে চলেছে। একদিন কলকাতা বন্দর থেকে তেবজন ডেক ক্রু, পাঁচিশজন এঞ্জিন ক্রু, মেসরুম বয় মেটবাটলার, ডেক অফিসার, ক্যাপ্টেন, পাঁচজন এঞ্জিনিয়ার, দুজন অ্যাপ্রেন্টিস এঁদের নিয়ে এই জাহাজ রওনা দিয়েছিল। প্রথম বন্দর ছিল কলম্বো। জায়গার অভাবে সেখানে জাহাজ ভিড়তে পারল না। দ্বিতীয় বন্দর ডাববান। সকলে যখন পায়ের তলায় মাটির পরিচিত স্পর্শের জন্য আকুল, তখন খবর এল, জাহাজ ডারবান বন্দরেও ধরবে না। তারপর পানামা। জাহাজ কিন্তু সেখানেও ভিড়তে পারেনি। এইভাবে বন্দর পার হয়ে হয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল। কোথাও আশ্রয় পেল না। সেকেন্ড অফিসার, ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে মেসরুমবয় পর্যন্ত সকলেই যখন নারীর শরীরের গন্ধ এবং মাটির স্পর্শের জন্য ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে তখন জাহাজ কখনও স্থানান্তরবন্দর, কখনও বা ঈশ্বরতুল্য হেড-অফিসের হঠাৎ পরিবর্তিত নির্দেশে দূরে বন্দর রেখে এক অকূল থেকে আর এক অকূলে ছুটে চলল। এবং এইভাবে নিরাশ্রয় এই জাহাজ পাঠকের অজান্তেই একসময়ে প্রতীক হয়ে যায়। এক দিকে আছে নিষ্ঠুর নিয়মিত কত কোম্পানী, অন্য দিকে জাহাজ চালিয়ে নেবার জন্য মানুষগুলির প্রতিদিনের অমানুষিক পরিশ্রম। মজিদের মৃত্যু, মেজ মিস্ত্রীর লাথি খাওয়া রক্তাক্ত চেহারা। অনুত্তমকে মৃত ভেবে নিয়ে মানুষগুলোর প্রায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠা, একটি পুরুষ ও স্ত্রী চড়ুইয়ের আলাদা গল্প, অ্যালবাট্রস পাখি, কী করুণ প্রতিদিনের এই একঘেয়ে, অবিরাম, নীল বিপুল জলরাশি, নবীর জন্যে হাহাকার। হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা—মজিদের মৃত্যুর সময় উচ্চারিত এই লাইন সমস্ত গ্রন্থটিতে একটি আবহসংগীতের কাজ করে। পড়তে পড়তে মনে হয়, কেউ যেন অনবরত এই লাইনটি খুব করুণ সুরে, খুব নিকট থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। কান্নার মত শোনায়। সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয় নিয়ে লিখে যাবার মত সাহস এবং ক্ষমতা যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রাখেন, এই গ্রন্থই তার প্রমাণ। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে আমাদেরই ঘনিষ্ঠ বা নিকট আত্মীয়দের একটি ভিন্ন জগতের মধ্যে রেখে তাদের দুঃখ, সুখ ঘৃণা, ভালোবাসা, কাম, হিংসা ও ক্রোধের কথা তিনি যেরকম নিপুণতার সঙ্গে বলেছেন, যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি সীমাহীন সমুদ্রের বুকে ভাসমান নিরাশ্রয় জাহাজটিকে প্রতীক করে তুলেছেন, তাতে কারো অবাক না হয়ে উপায় থাকে না।

পরিশেষে একটি কথা বলার আছে। গ্রন্থের শেষে অনুত্তমের মৃত্যু বড় আকস্মিক মনে হয়েছে। গ্রন্থের কোথাও এর কোন প্রস্তুতি ছিল না। আর এই মৃত্যু কোন নতুন উদ্দেশ্যও সাধিত করে না। তা ছাড়া বিকৃত উচ্চারণের প্রচুর ইংরাজী এবং বাংলা টেকনিক্যাল শব্দ আছে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যাও লেখক করেননি। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।

৭৮।৬৩

শ্রাবণী। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য নয় টাকা।

৪২২ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, "বর্তমান উপন্যাসখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ" এবং পরের লাইনেই তিনি লিখেছেন, "অবশ্য শ্রাবণীর চরিত্রগুলি পরবর্তী কালে অন্য উপন্যাসে উপস্থিত হবে।" এতে করে এই বোঝা যায় যে, উপন্যাসটি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ তেমনি স্বয়ং অসম্পূর্ণও বটে। "শ্রাবণী" যথারীতি একটি প্রেমমূলক উপন্যাস। ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শ্রাবণী এই উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা। অপ্রধানাদের মধ্যে আছে অনীতা, ইলা, মিনতি, কমলা, রমলা ইত্যাদি। আরও আছেন দুজন, থাকেন শিলিগুড়িতে। কোন মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। নিরুপমাদি এবং নমিতাদি। এইসব মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, ব্যর্থ প্রেম, হিংসা, প্রতিহিংসা এই উপন্যাসের উপজীব্য। নায়ক তিনজন—হর্ষ, বিজয়ব্রত এবং ভবেশ। বিজয়ব্রত সাংবাদিক। ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে। এবং তা সত্ত্বেও কচি মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে তাদের ফাঁসানো এবং সেই চিন্তা ও অন্তর্দাহে ও সেই সমস্যায় তিনি প্রতি মুহূর্তে ক্লিষ্ট। হর্ষ ছাত্র। এই উপন্যাসে সে দ্বিতীয় নায়ক। হর্ষ পুরোপুরি একটি চরিত্র হয়েই উঠতে পারেনি। বাকি রইল ভবেশ। কালিম্পং-এর দিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। আদর্শবাদ, পাণ্ডিত্য, সপ্রতিভতা—এইসবের মিলিত একটি সিনেমা-টাইপ। উপন্যাস শেষ হয়েছে দীর্ঘদিনের একটি পারিবারিক কলহের অবসানে। একটানা পড়ে যেতে বেশ লাগে। উপন্যাসে যাঁরা ভাবালুতা, বড় বড় কথা, প্রেম, ব্যর্থতা এইসব "গুণ্ডাম্পু" চান, উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে তাঁদের আনন্দ দেবে। উপন্যাসে কয়েকজন জীবিত এবং মৃত খ্যাতিমান ব্যক্তির উল্লেখ আছে। যেমন, তোমাদের তারাশংকর তো বলেছেন—বলে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গানের একটি কলির উল্লেখ আছে। অথবা বিজয়ব্রত এক জায়গায় শ্রাবণীকে বলেছেন, এইমাত্র হরেন মুখুজ্জে মারা গেলেন। কিংবা ডাঃ মাহের রায় হাসলেন এবং শ্রাবণী তাঁকে হেঁট হয়ে প্রণাম করল। এ ধরনের ব্যাপারগুলো কিঞ্চিৎ মজা লাগে। সুন্দর মুদ্রণ এবং [illegible] অলংকরণের জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

১৩।৬৩

অসামান্য চরিত্রচিত্র

ছায়াময় অতীত। মহাদেবী বর্মা। অনুবাদিকা—মলিনা রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

মহাদেবী বর্মা মূলত কবি। হিন্দী সাহিত্যে কবি হিসেবেই তাঁর প্রসিদ্ধি। "ছায়াময় অতীত" যদিও তাঁর গদ্য রচনা কিন্তু এই লেখাগুলির সর্ব অবয়বে গীতি-কবিতার ললিত ভাব ছড়ানো আছে। মোট এগারোটি চরিত্র নিয়ে লেখিকা তাদের স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন। এই চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁর শৈশব থেকে নানা সময়ে দেখেছেন। প্রতিটি চরিত্রই জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। অথচ ক্ষতবিক্ষত এই চরিত্রগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই মহৎ, সরল, ভালো এবং উদার। এ সংসারে কোথাও কারও বিরুদ্ধে তাদের কোন নালিশ, কোন উষ্মা রাগ বা বিরাগ নেই। যতদিন সক্ষম ছিল,

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কৃত
বাঙলার বিবেকানন্দ
[illegible] এই [illegible] মূল্য দুই টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান—বিবেকানন্দ সংঘ, [illegible] (২৪ পঃ), উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলি-৩; অদ্বৈত আশ্রম, ৫, ডিহি ইন্টালি রোড, কলি-১৪ ও কলিকাতার পুস্তকালয়সমূহে।
সংঘ প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক:
১। বিবেকানন্দ শত-দীপায়ন—৩্
২। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব রহস্য—৯০
(দি ২৯৯৩)

বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে করে একদিন শেষ হয়ে গেছে। পড়া শেষ হলে মনে হয়, যেন এতক্ষণ কোন বিচিত্র চিত্রশালায় বসে ছিলাম। যেন ধুলো-ঝুল-কালি-মাখা প্রাচীন ঘর থেকে এই চিত্রগুলিকে কেউ উদ্ধার করে কোনও নতুন, সুন্দর ঘরে সাজিয়ে রেখেছে, অথচ চিত্রগুলির শরীরের পুরাতন গন্ধে সেই ঘর ভরে আছে। হঠাৎ দিবানিদ্রার পর জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আকাশে মেঘ দেখলে যেমন মন উদাস হয়, এই চরিত্রগুলি মনকে তেমনি ব্যথিত করে। যেহেতু লেখিকা গল্প লিখতে চাননি তাই গল্প-লেখকের সতর্কতা, চাতুর্য, আত্মগোপনতা—এ সব তাঁর লেখায় নেই। তিনি প্রায় প্রতিটি রচনাতেই অত্যন্ত সহজভাবে নিজের কথাও বলেছেন। ফলে এই হয়েছে যে, হয়ত পাঠকের মনে হতে পারে, এই চরিত্রগুলি তাঁর নিজেরই স্মৃতি। সরল প্রকৃতির সেই নিরক্ষর রামা যেন তাকেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল। কিংবা সেই মারোয়াড়ী বৃদ্ধ দোকানদারের বিধবা পুত্রবধূ যেন তাঁরই পুতুল খেলার সাথী। অবশ্য ... ... অনুবাদ ... ... মনে হয় না, অনুবাদ পড়ছি। ... সাহিত্যের ... ... আছে এই "... অতীত" তাঁদের পড়তে অনুরোধ করব।

৩৬১।৬২

কিশোর সাহিত্য

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ক্যাথেরিন **ওয়েল্স পেয়ার**। অনুবাদক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

আইনস্টাইন শুধু বিজ্ঞানী নন, এ যুগের একজন বরেণ্য পুরুষ। নিছক বিজ্ঞানী ও কীর্তিমান পুরুষরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বিরাজ করলেও পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে সাধারণত তাঁর আত্মিক আবেদন থাকে না, কিন্তু কোনো কোনো সময় এক একজন মনস্বী ব্যক্তি তাঁর বিশেষ সীমার বাইরেও জগতের মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এর কারণ এই যে, প্রতিভা শুধু নয় মানবিক কল্যাণ-চিন্তার দ্বারা তাঁরা বিশ্ববাসীর আত্মীয় হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ছিলেন প্রপীড়িত মানুষের আত্মীয়তুল্য, মানব হিতৈষী, সর্ব জাতির ভবিষ্যতের জন্য আকুল। তাঁর ব্যক্তিত্ব চিন্তা কল্যাণ বোধ-এর

সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আমরা উপকৃত হব। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচ্য জীবনী গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন ছোটদের জন্যে। পড়তে পড়তে সময় কেটে যায় মন আনন্দে ভরে ওঠে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান।

(৫২১।৬২)

বিবিধ

ভারত-জিজ্ঞাসা: শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। ১৩৩।এ, রাসবিহারী অ্যাভেনু, কলকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন। অনেক সময়েই তাদের কর্মপন্থা অবলম্বন করে এক-একটি দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। এদের সকলের পন্থা এক ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোথাও যেন একটা ঐক্য রয়েছে। সেই ঐক্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। ... ... ভারতীয় ... ... ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধগুলিতে নূতন ব্যাখ্যা না থাকলেও লেখকের উপলব্ধির স্পর্শ আছে।

৩২০।৬২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতার স্থান অতি উচ্চে। তার কারণ গীতার মধ্যেই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির রস পরিপূর্ণ।

আলোচ্য পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গীতার অনুবাদ। অনুবাদক মন্ত্রের সহিত সরল ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেছেন। যাঁদের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দখল নেই তারা এ বইখানি পড়ে আত সহজে বুঝতে পারবেন।

২০৫।৬৩

স্বাধীনতা চিরদিন অটুট থাকবে এ কথা ধরে নেবেন না। সর্বশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন।

স দ্য প্র কা শি ত : দু টি উ ল্লে খ যো গ্য গ্র ন্থ

ধূলিধূসর — প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩·০০

মাৎস্যমোতো — প্রতিভা বসু ৩·৫০

কথাশিল্পীদের অন্তরঙ্গ কথা

অনেক দিনের অনেক কথা

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত । চার টাকা

প্রতিমাসে বাংলা ভাষায় নানা ধরনের যেসব বই বেরোয়, সেই ভিড়ের মধ্যে এই বইখানি কিছুতেই হারিয়ে যাবার মতো নয়। ... ... এরকম কোনো সংকলন বাংলায় দ্বিতীয় আরেকখানি নেই। ... —সংকলনটিকে দেখবার পর—মনে হলো, অনেক দিন থেকেই অমর যে হয় এরকম একটি সংগ্রহের অভাব বোধ করছিলাম এবং সেজন্যই এটিকে মনে হচ্ছে প্রত্যাশারও অধিক. উপরন্তু এও স্বীকার্য যে, এরকম একটি সংকলনের সত্যি প্রয়োজন ছিলো। —দেশ

কেরানিরঙ্গা (উপন্যাস) অমরেন্দ্র দাস	... ৬·০০	শুভক্ষণ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	... ৩·০০
তিনছন্দ (উপন্যাস) আশাপূর্ণা দেবী	... ৪·০০	ছায়াসূর্য (ছায়াচিত্রে চিত্রিত) আশাপূর্ণা দেবী	... ৩·০০
সাহসিকা (উপন্যাস) প্রেমেন্দ্র মিত্র	... ৩·৫০	পত্রবিলাস নরেন্দ্রনাথ মিত্র	... ৩·০০
রাগরঞ্জন (উপন্যাস) শক্তিপদ রাজগুরু	... ৩·০০	মরসুমী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	... ২·৫০

সোনা-রূপোর কাঠি (উপন্যাস) কবিতা সিংহ ... ২·০০

সু র ভি প্র কা শ নী :: ১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

* ট্রামে-বাসে *

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে বহিরাক্রমণ হইলে আক্রান্ত দেশকে অস্ত্র না কিনিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আক্রমণকারীর সামনে ঠেলিয়া দিতে হইবে। শিশুরা আগাইয়া গিয়া

শত্রুকে জিজ্ঞাসা করিবে—'তোমরা আমাদের দেশে কেন আসিয়াছ তোমরা [illegible]' আচার্য বলেন, ইহাতে শত্রুর চৈতন্য হইবে। বিশু খুড়ো বলেন - "[illegible] ব্যাপারে শিশুদের এগিয়ে দিলে কেমন হয়? তারা যদি টফি লজেন্স [illegible] বায়না ধরে তাহলে হয়ত [illegible] পদযাত্রার হয়রানি বাঁচে।"

শ্যামলাল সংবাদ দিল [illegible] শিশুরা পদযাত্রায় যোগ দিচ্ছে এবং [illegible] — [illegible] শিশুরা যোগ দিচ্ছে কি না সে সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি।"

পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার [illegible] হলে এক শ্রেণীর ছাত্র [illegible] হুজুর অনুষ্ঠান করিলেন তাহা [illegible] আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা যে [illegible] অপদার্থ তাই বুঝি পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে"।

গয়ার কাছে একটি [illegible] লাইনচ্যুত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। সংবাদদাতা বলিয়াছেন—এই লইয়া [illegible] লাইনচ্যুত [illegible] সংঘটিত হইল। "—[illegible] ব্যবস্থা না হলে আরো যে কত [illegible] কে জানে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে [illegible] সি এম পি ও নাকি [illegible] উন্নয়ন সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন তাহা এখনও অনুমোদন না করায় সি এম পি ও নাকি খুবই মুশকিলে পড়িয়াছেন।—[illegible] আর কী [illegible] উন্নয়নের জন্য অন্য কোন [illegible] [illegible]"—[illegible]।

শ্রীমতী [illegible] পৃথিবীর প্রথম [illegible] বিচরণ করিয়া [illegible] করিয়াছেন। আমাদের [illegible] প্রথমে

—'কে বলে মা তুমি অবলে' বলিয়া গান ধরিলেন এবং পরে বলিলেন —"অন্যদিক থেকেও এই নিঃসীম শূন্যে ভ্রমণ সার্থক হয়েছে, দিনটা ছিল আষাঢ়স্য প্রথমং—মেঘৈর্মেদুরম্ অম্বরে পথ হারাবার খেলার চরম দিন।"

শ্রী কে ডি মালব্য নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিসভা হইতে আমার পদত্যাগ ভাল মন্দ বা যে কোন কারণের জন্য হইতে পারে। এই মন্তব্যের পর তিনি নাকি আরো

বলেন—গণতন্ত্রের [illegible] পর্যন্ত এই সব ঘটনা ঘটিবেই। খুড়ো [illegible] বাংলায় বুঝাইয়া বলিলেন—'অর্থাৎ বেদম কম্মে অমন হয়েই থাকে'।

সংবাদে [illegible] অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশযানে [illegible] ও [illegible] ব্যবস্থাও হইবে। আমাদের অন্য সহযাত্রী বলিলেন—'অনন্ত আকাশে সিনেমা আর মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হলে গোলে এই [illegible] পারবে [illegible] ফিরে আসে কোন্ [illegible]।"

রাশিয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন মহিলাকে মহাকাশে প্রেরণের কোন প্রস্তাব করা হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাইলাম। [illegible] —"মহাকাশে গিয়ে আর কী হবে [illegible] যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] চুম্বকের [illegible] এর [illegible] অভাব নেই"।

সোভিয়েট [illegible] —[illegible] সংক্রান্ত [illegible] হইয়াছে, [illegible] —[illegible] পর [illegible] বলিয়াছেন —[illegible] ইহাকে কী [illegible]

বলে—হ্যাঁ, মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং। —"কিন্তু নাথিং কোথায়, এ যে ক্রিস্টিন, এ যে বিনোদিনী, সংহারিণী, হাইড্রোজেন-বম্"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁহার সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন,—ভারতের সব চেয়ে বড় শত্রু হইল দারিদ্র্য।—'অথচ শত্রুর শেষ রাখতে নেই জেনেও আমরা দারিদ্র্যকে আস্কারা দিয়ে আসছি'—বলেন জনৈক সহযাত্রী!

উন্নয়ন বোর্ড ও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে যোগদানের জন্য বন ও মৎস্য-মন্ত্রী যখন দীঘায় পৌঁছান তখন তাঁহার কপালে ও মুখে একাধিক স্টিচিং প্লাস্টার আঁটা ছিল দেখিয়া মুখ্যমন্ত্রী সহ সবাই বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হন— [illegible] কারণ তারা হয়ত ভেবেছিলেন—মাছ ধরতে গিয়ে [illegible] এবং কামড় খেয়ে বুঝি মন্ত্রি মশাইর এই দশা [illegible] —[illegible] শ্যামলাল।

হাংগেরিয়ান [illegible]

ওপরে আমাদের কথা বলা সাজে না। তবু, মনে হয়, প্রত্যহ এক ঘণ্টা কথা বলা আমাদের দেশের পক্ষে সত্য নয়, বিশ্বাস না হয়, আমাদের বিবৃতি-বক্তৃতার টেপ রেকর্ড করে ঘড়ি মিলিয়ে দেখতে পারেন'—বলেন বিশু খুড়ো।

দীঘার সংবাদে [illegible] সেখানে জার্মানি হইতে আমদানি সোনালী রুই মাছ নাকি জলপ্রপাতের জলধারে বংশ বৃদ্ধি করিতেছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এরই বদল হল তখন চোদ্দ ক্যারেট সোনার রুই আমদানি করলেও হয়ত বা [illegible] কপালে জুটত, এ যে দেখছি [illegible]"

রঙ্গজগৎ

শুভ লক্ষণ

বাংলা, এবং বাংলার ছবি দেখুন—দর্শকদের কাছে এই আবেদন আমরা বহুবার জানিয়েছি। এই আবেদনের মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ আছে বলে অনেকে হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই আবেদনের মধ্যে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। প্রতি অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্প যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তবে মূলত ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পই লাভবান হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আঞ্চলিক ছবির সংকট যে কত বেশী তা সকলেরই জানা। এই সংকট কেন দেখা দিল, এবং তার প্রতিকারের উপায় কী—তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সুখের কথা এই, দর্শকরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। সম্প্রতি দেখা গেছে, এবং যাচ্ছে যে, বাংলা ছবির প্রতি দর্শকদের অনুরাগ বেড়েই চলেছে। বাঙালী দর্শকরা বাংলা ছবির প্রতি দিনের পর দিন অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছেন। এবং বর্তমানে একই সঙ্গে কয়েকটি বাংলা ছবি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকটকালে এই ঘটনা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। এর জন্য ধন্যবাদ যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তাঁরা হলেন রুচিবান ও বিচারশীল দর্শকসমাজ। সব ছবিই যে দর্শকদের সমান আনন্দ দেবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু বাংলা ও বাংলার ছবির প্রতি এই অঞ্চলের দর্শকদের অনুরাগের অভাব কোনদিন হবে না, এই আশা আমরা পোষণ করতে পারি। এবং অনুরাগের অভাব যদি না ঘটে, তবে এই অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট দূর হতেও বিলম্ব ঘটবে না।

'ক্লিওপেট্রা'র একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর

এলিজাবেথ টেলর

বার্টন-টেলর প্রসঙ্গ

[আজ পর্যন্ত সর্বাধিক অর্থব্যয়ে তৈরি (চার কোটি ডলার) টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের "ক্লিওপেট্রা" বিদেশে মুক্তিলাভ করেছে। এর চেয়ে বড় সংবাদ হল রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এলিজাবেথ টেলরের সেক্রেটারী রিচার্ড হ্যানলে জানিয়েছেন, তাঁর (টেলর) সঙ্গে আমি কথা বলেছি, এবং উনি বলেছেন বিয়ের সংবাদ সত্যি। কবে নাগাদ তাঁদের বিয়ে হবে বলা মুশকিল। কারণ ও'রা উভয়ে এখন'ও বিবাহিত। এলিজাবেথ টেলরের স্বামী আমেরিকান গায়ক এডি ফিশার। বার্টনের স্ত্রীর নাম : সিবিল উইলিয়ামস বার্টন। বার্টন যদি এলিজাবেথকে বিয়ে করেন তবে ইনি হবেন তাঁর পঞ্চম স্বামী।]

বার্টন টেলরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে কিছুকাল ধরে চিত্রামোদী মহলে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিণতি কী এ নিয়ে চিত্রামোদী মহলে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন টেলর যদি শেষ পর্যন্ত বার্টনকে জীবনসঙ্গীরূপে না পান তবে বিংশ শতাব্দীর "ক্লিওপেট্রা" বলে তাঁকে আর কেউ ডাকবে না।

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের প্রধান কর্তা জানুক বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, বার্টন টেলরের সম্পর্ক আমাদের সংস্থার পক্ষে গঠনমূলক হয়েছে।" তিনি "কনস্ট্রাকটিভ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বার্টন-টেলরের প্রণয় ও'দের জীবনে যে "কনস্ট্রাকটিভ হতে চলেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জনৈক বিদেশী সংবাদদাতা বলেছেন, লণ্ডনের ডরচেস্টার

এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টন

হোটেলে বার্টন ও টেলরের অবস্থানকালে মাঝে মাঝে টেলরের পিতা-মাতা তাঁদের "ফাদার-ইন-ল"-র সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বার্টন এখন তাঁদের সন-ইন-ল হতে চলেছেন।

টেলরের জনক-জননীর জামাই-ভাগ্য যে খুব ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অভিনেতা হিসাবে বার্টনের জুড়ি কম। অনেকের মতে, ইংরজীভাষাভাষী দশজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মধ্যে বার্টন একজন। তিনজন বিখ্যাত অভিনেতা—স্যার জন গিলগাড, পল স্কোফিল্ড ও লরেন্স অলিভিয়ার—বার্টন সম্বন্ধে তিনটি উক্তি করেছেন। চলচ্চিত্রে বার্টনের অভিনয়-প্রতিভা পূর্ণ বিকাশলাভ নাও করতে পারে এই আশঙ্কা ছিল গিলগাডের। তিনি বলেছেন, তাঁর "মুভী ক্যারিয়র" যেদিন শেষ হবে, সেদিন হয়ত সে তার রোমান্টিক দিনগুলিও হারিয়ে ফেলবে—হারাবে তার প্রাণোচ্ছল দিনগুলি। পল স্কোফিল্ড বলেছেন, যুদ্ধের পর যতজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে রিচার্ডই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। লরেন্স অলিভিয়ার তাঁকে বলেছিলেন, "নিজের মন ঠিক কর। তুমি কি শুধু নাম করতে চাও, না একজন বড় অভিনেতা হতে চাও।" চলচ্চিত্রের দিকে বার্টন ঝুঁকেছিলেন বলেই অলিভিয়ার এ কথা তাঁকে বলেছিলেন।

মঞ্চাভিনেতা হিসাবেই বার্টনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ব্রডওয়ে মঞ্চে তিনি প্রথম অবতরণ করেন। "দি লেডিজ নট ফর বার্নিং" নামক একটি নাটকের ছোট ভূমিকায়। অল্পকালের মধ্যে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একই নাটকে এক শো রজনীরও বেশী হ্যামলেটের ভূমিকায় যে চারজন বিখ্যাত শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বার্টন অন্যতম। বাকী তিনজন হলেন স্যার হেনরি আরভিং, স্যার হার্বার্ট বীরবম ট্রী এবং স্যার জন গিলগাড। ওল্ড ভিক সম্প্রদায়ের নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকায় বার্টন অভূতপূর্ব যশ অর্জন করেছিলেন। একদিন অভিনয়ের পূর্বে তাঁর ড্রেসিং রুমে থিয়েটারের ম্যানেজার হঠাৎ ঢুকে এসে তাঁকে বললেন, "একটু ভাল করে অভিনয় করো। বৃদ্ধ কিন্তু সামনেই বসে রয়েছেন।"

"কে বৃদ্ধ?"—জিজ্ঞেস করলেন বার্টন।

"ইনি বছরে একবার আসেন এবং একটি

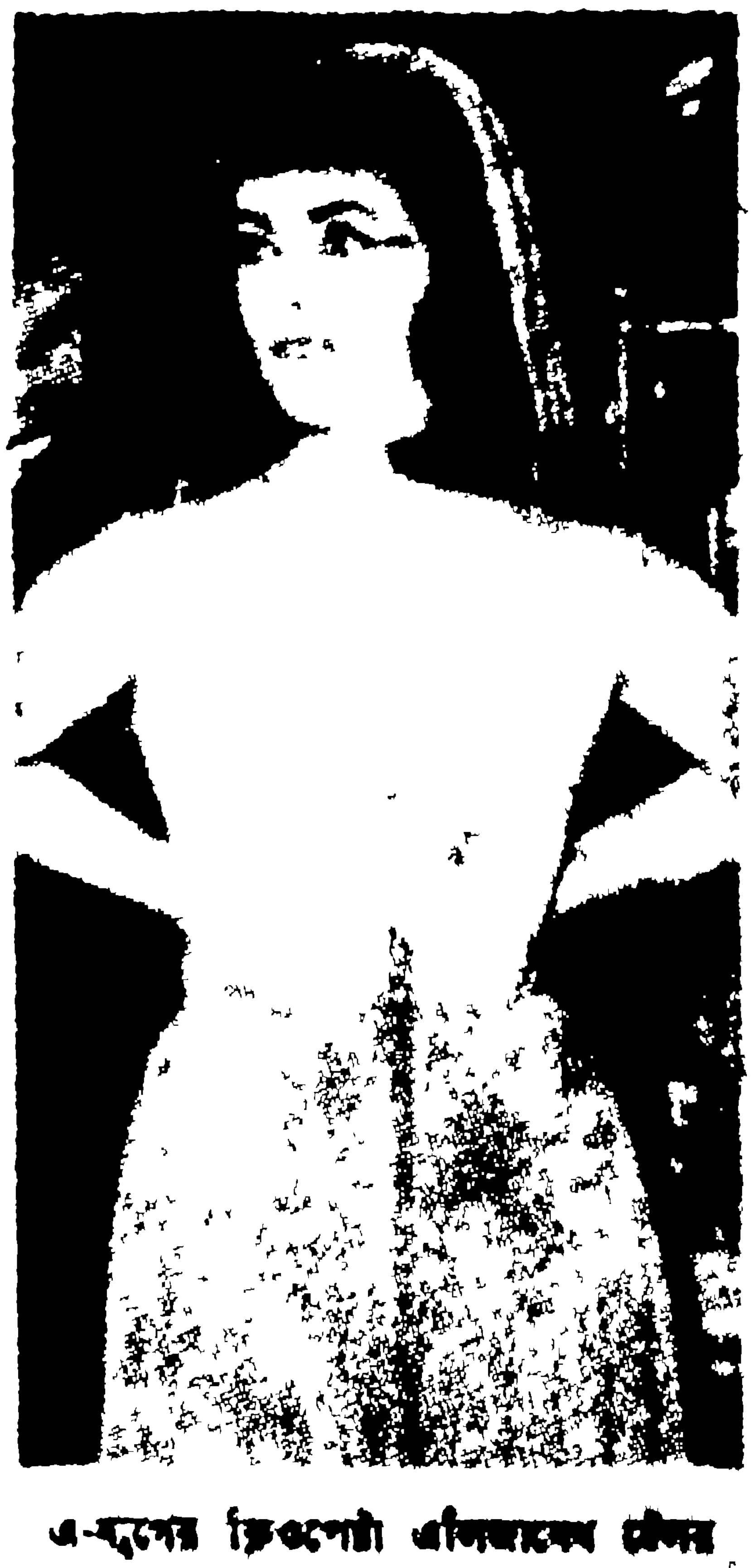

এ-যুগের ক্লিওপেট্রা এলিজাবেথ টেলর

অংক দেখেই চলে যান।" —বললেন ম্যানেজার।

"কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কে?"

"চার্চিল।"

মঞ্চে এসে বার্টন যখন তাঁর প্রথম সংলাপটি বলতে শুরু করলেন, "এ লিটল মোর দ্যান কিন অ্যান্ড লেস দ্যান কাইন্ড" —তখনই তিনি শুনতে পেলেন প্রথম সারিতে বসে যেন একই রকম সুরে তাঁর সংলাপটি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করে চলেছেন। পরে বার্টন বলেছিলেন, আমি তাঁকে থামাতে চেয়েছিলাম। কখনও খুব তাড়াতাড়ি, কখনও খুব ধীরে ধীরে আমি সংলাপ বলে যেতে লাগলাম। কিন্তু তাঁকে হারাতে পারলাম না।

এর কয়েক বছর পর যখন ঠিক হল যে "উইনস্টন চার্চিল—দি ভ্যালিয়েন্ট ইয়ার্স" টেলিভিসনে অভিনীত হবে, তখন প্রযোজকরা চার্চিলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর কথাগুলো টেলিভিসনে কাকে দিয়ে বলানো হবে। চার্চিল এক কথায় বলেছিলেন, ওল্ড ভিকের সেই ছেলেটিকে নিয়ে এসো, অর্থাৎ বার্টনকে।

শিল্পী জীবনে বার্টন অনেকের কাছ থেকেই অভিনন্দন পেয়েছেন। তাঁর বাবার কাছ থেকেও তিনি উৎসাহ পেয়েছেন। কিন্তু উৎসাহ পাওয়ার ঘটনাটি বলবার মত। তাঁর বাবা রিচার্ড জেনকিনস্-এর শখ হল ছেলের অভিনয় দেখবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রওনা হলেন একটি ছবি দেখতে। ছবিটির নাম "মাই কাজিন র‍্যাচেল"। সিনেমায় যাওয়ার পথে একের পর এক সতেরোটি মদের দোকানে জেনকিনস্ থামলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিনেমায় তিনি সময়মতই গিয়ে পৌঁছলেন। ছবি শুরু হল। ছবিতে পুত্রকে প্রথম যে কাজটি তিনি করতে দেখলেন তা হল গ্লাসে মদ ঢালা। "এই তো ঠিক আছে।"—বলেই জেনকিনস উঠে দাঁড়ালেন এবং সিনেমা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সতেরোটির পর আঠার নম্বর মদের দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

চল্লিশ দশকে "দি লাস্ট ডেইজ অব ডলউইন" ছবিতে অভিনয় করার কালে তিনি ওয়েলশ অভিনেত্রী সিবিল উইলিয়মস-এর সঙ্গে পরিচিত হন, এবং পরিচয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই ও'দের বিয়ে হয়। সিবিল ও বার্টন একই দেশের লোক। বার্টন নিজেও ওয়েলশ। বিবাহিত জীবনে ও'রা সুখীই হয়েছিলেন। ওয়েলশ কথাভাষায় ও'রা পরস্পরকে "বুট" বলে ডাকতেন। "বুট" মানে "সুন্দর"। বার্টন-সিবিলের দুই কন্যা।

ব্যক্তিগত জীবনে বার্টন সুপণ্ডিত, গল্প বলতে পারেন, অসোম [illegible] শুনতেও কাব্যরসিক সদালাপী। নিজে তিনি খুব

নির্বাচিত ফিল্মস-এর "স্বর্গ হতে বিদায়" -এর প্রথম দিনের শুটিংয়ে চিত্রপরিচালিকা মঞ্জু দে একটি দৃশ্যগ্রহণের আগে পাহাড়ী সান্যালকে নির্দেশ দিচ্ছেন (ডাইনে) সেটে ভিউ-ফাইন্ডার-এর ভেতর দিয়ে দেখছেন মঞ্জু দে —ফটো দেশ

যে কোন ব্যক্তিকে মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। ফ্রেডরিক মার্চ বলেন, মেয়েদের কাছে তাঁর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। অনেকে বলেন, গত বিশ বছরে বার্টনের সংস্পর্শে এমন প্রায় ৭৫,০০০ নারী এসেছেন যাঁরা আজীবন তাঁর স্মৃতি লালন করে যাবেন। ট্যামি গ্রিমস নাম্নী এক তরুণী বলেছেন, "চার দিনের জন্য আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। ইনি সব মেয়েকেই বুঝতে দেন, সে সুন্দরী। ইনি একজন সত্যিই প্রতিভাধর পুরুষ।"

সাহিত্য-আলোচনায় বার্টনের সমকক্ষ খুব কম অভিনেতাই আছেন। কাব্য, উপন্যাস ইনি প্রচুর পাঠ করেন। এ নিয়ে আলোচনা করতেও তাঁর ক্লান্তি নেই। বার্টন খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারেন। "অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যাটিচিউডস" পড়তে লাগে তাঁর মাত্র দু ঘণ্টা সময়। ঘরে পায়চারি করতে করতে ইনি শেক্সপীয়রের রচনা অথবা অন্য কোন কবির কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাঁর হাসি প্রাণখোলা। অন্যকে হাসাতেও তিনি পারেন খুব।

সর্বগুণান্বিত বার্টন সুদর্শন। বয়স তাঁর ৩৭। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। তাঁর মাথা আয়তনে বৃহৎ। এলিজাবেথ টেলরের কোমরের যা পরিধি, তাঁর মাথারও তাই। ইনি অনেক সময় টেলরের কোমরের বেল্ট নিয়ে মাথায় বেঁধে তা দেখিয়ে দেন। তাঁর চাহনির মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনার ভাব লুকিয়ে আছে। এই চোখ দুটিই নাকি মেয়েদের আকর্ষণ করে।

এলিজাবেথ টেলরকে হয়ত ওই দুটি চোখই মুগ্ধ করেছিল। এলিজাবেথ টেলরকে অনেক সময় নীল নদের রানী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

ক্লিওপেট্রা রোমকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন এলিজাবেথ টেলর বাঁচাতে চেয়েছিলেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স স্টুডিয়োজকে। ক্লিওপেট্রার প্রথম বিয়ে হয়েছিল আঠার বৎসর বয়সে। টেলরেরও তাই। আঠার বৎসর বয়সে টেলর বিয়ে করেছিলেন নিকি হিল্টনকে (ছোট)। বিশ বৎসর বয়সে টেলর বৃটিশ অভিনেতা মাইকেল ওয়াইল্ডিংকে বিয়ে করেন। ক্লিওপেট্রাও বিশ বছর বয়সেই ত্রয়োদশ টলেমিকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল দ্বাদশ টলেমির সঙ্গে। ক্লিওপেট্রা এবং এলিজাবেথ উভয়েরই প্রথম দুটি বিয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

লোকে বলে, মাইকেল টডই প্রথম পুরুষ যাকে টেলর সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। টড ছিলেন টেলরের তৃতীয় স্বামী। ক্লিওপেট্রার ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ঘটনা। ক্লিওপেট্রার জীবনে জুলিয়স সীজার ছিলেন তৃতীয় পুরুষ। এবং জুলিয়স সীজার ও মাইকেল টড—উভয়েই প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসেছিলেন তাঁদের প্রণয়ীদের। ক্লিওপেট্রার গর্ভে এসেছিল সীজারের পুত্র, টেলরের গর্ভে টডের কন্যা।

ষ্টার থিয়েটার
ফোন : ৫৫-১১৩৯
নূতন আকর্ষণ!
= রবীন্দ্র-সঙ্গীতসমৃদ্ধ =
তাপসী
প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন
৩টা ও ৬॥টায়
কাহিনী : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
নাটক ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সঙ্গীত পরিচালনা : অনাদি দস্তিদার
॥ রূপায়ণে ॥
কমল মিত্র ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ মঞ্জু দে অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী ॥ বাসবী নন্দী ॥ গীতা দে ॥ শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ পঞ্চানন ॥ প্রেমাংশু বোস সুখেন দাস ॥ আশা দেবী ॥ অনুপকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যুদয়ের নিবেদন
মায়ের ডাকে
প্রতাপ মেমোরিয়াল হল
৭ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টায়
মিনার্ভায় ২২শে জুলাই ৭টায়
রচনা : পরি :—কিরণ মৈত্র
মঞ্চ : আলো :—পরিমল দত্ত
টিকিট—২,, ১,, ৫০ নঃ পঃ
(সি-৩০৩৮/১)

স্বরলিপি
(সঙ্গীত-নৃত্য-বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র)
ফোন : ৩৫-১৫০৪
১, রাজাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯
নির্দেশনা :
রবীন্দ্রসঙ্গীত : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সলিল বসু
গীটার : বটুক নন্দী, সমীর খাসনবীশ
সেতার : বলরাম পাঠক
নৃত্য : হিমাংশু পাল
পাঁচ বৎসরের সুচিন্তিত শিক্ষাক্রম-নির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাদান। শিক্ষান্তে যথাযোগ্য উপাধি দেওয়া হয়। জুন হইতে ভর্তি শুরু হইতেছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হইবে।
(সি-২০১৩)

পদ্মপ পিকচার্স-এর "তাজমহল" ছবিতে বীণা রায়

১৯৫৮ সালে মার্চ মাসে টড নিজের প্লেনে করে অন্য এক শহরে গিয়েছিলেন এক কাজে। তিনি আর ফেরেননি। বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪ সালে মার্চ মাসেই সীজার "ফোরাম"-এ গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তিনি নিহত হন।

শোকে মুহ্যমান হয়ে ক্লিওপেট্রা সীজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এণ্টনির কাছে সান্ত্বনা খোঁজেন। তারপর ও'রা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন।

সীজারের বন্ধু ছিলেন যেমনি এণ্টনি, এডি ফিশার তেমনি ছিলেন টডের বন্ধু। এডি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন টেলরকে। তারপর একদিন ও'রাও পরস্পরকে ভাল-বেসে ফেলেন।

এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রণয়-সম্পর্কে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর অক্টেভিয়া কাঁদতে কাঁদতে রোমে ফিরে আসেন। সবাই নিন্দা করতে লাগল এণ্টনিকে। টেলরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পর ফিশারও এমনিভাবেই নিন্দার পাত্র হয়ে উঠলেন। কারণ তখনও তিনি বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রী ছিলেন ডেবি রেনোল্ডস।

ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করার পর এণ্টনি স্ত্রীর দাসত্ব করেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। টেলরকে বিয়ে করার পর এডি ফিশার গান ছেড়ে দিলেন। "ক্লিওপেট্রা"র শুটিং-এর সময় স্ত্রীর পাশে পাশে থাকবার ও তাঁর ব্যক্তিগত কাজে লাগবার জন্য রোমে চলে গেলেন। এর জন্য টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স থেকে তিনি বেতন হিসাবে পেতেন ১৫০০ ডলার।

অনেকে বলেন, এলিজাবেথ টেলর ক্লিওপেট্রার মতই প্রেমের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছেন। ক্লিওপেট্রা ও টেলরের মধ্যে মিল খুঁজতে গিয়েই হয়ত এ কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। টেলরের অনুরাগীরা চাইবেন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে ও'দের মধ্যে অমিল ঘটুক।

* মুক্তিশুভ *

এ সপ্তাহে দুটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। একটি বন্‌জা, অপরটি রুস্তম-এ-বগদাদ।

পি পুল্লিহা পরিচালিত রোমাঞ্চপূর্ণ ছবি "বনজা"র প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জলি দেবী, এন টি রামা রাও, দেবিকা। জ্ঞানেন সেন সংগীত পরিচালক। "রুস্তম-এ-বগদাদ" পরিচালনা করেছেন বি জে প্যাটেল। দারা সিং, চন্দ্রশেখর, বিজয়া চৌধুরী, ভগবান ও প্রিন্স কুমারী ছবির প্রধান শিল্পী। এস দত্ত সংগীত পরিচালক।

• চিত্র-সমালোচনা •

তবধুরের গল্প

যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন, ছায়াছবিকে তাঁরা প্রয়োগ-শিল্পের অন্তরঙ্গ প্রসাদগুণে বিষয় নির্বিশেষেও সুখভোগ্য করে তুলতে পারেন। এবং গত ছবিতে তাঁরা এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসেরও প্রমাণ দিয়েছেন, ছায়াছবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে স্টার-সিস্টেম-এর কাছে নতিস্বীকার অপরিহার্য নয়। যাত্রিকের সর্বাধুনিক ছবি "পলাতক" (রাজকমল কলামন্দির নিবেদিত) পরিচালক গোষ্ঠীর এই আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। "পলাতক" মনোজ বসুর "আংটি চাটুজ্যের ভাই" নামক একটি ছোটগল্পের ভিত্তিতে তৈরী। ছবিতে যে গল্প রূপ নিয়েছে, তার নায়কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" গল্পের কিশোর-নায়কের মিলটুকু অনুধাবন করতে দর্শক-দের অসুবিধে হয় না। তবে চিত্রকাহিনীর নায়ক-চরিত্রে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য আরোপ করে চিত্রনাট্যকার পরিচালক-গোষ্ঠী দর্শকদের নতুনত্বের আস্বাদ দিতে চেয়েছেন। এই প্রচেষ্টাকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা গতানু-গতিকতার প্রলোভন অনেকাংশে জয় করেছেন, এবং জনমনোরঞ্জনের নির্ভরযোগ্য অতিব্যবহৃত শর্তগুলিও যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এ ছবিতে আমোদের উপকরণের সঙ্গে শিল্পের রম্যতার এক সুন্দর যুক্তবেণী রচিত হয়েছে। দুই বিপরীতধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণে কোথাও কৃত্রিমতার ছাপ নেই। আর্টের সঙ্গে আমোদের হরপার্বতী মিলন ঘটেছে ছবিতে।

প্রমোদের যে-সব উপকরণ ছবিতে থরে থরে সাজানো রয়েছে তার আস্বাদটিও যেন স্বতন্ত্র। ঝুমুরদলের মেয়েদের নাচ-গান ছবির উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে। এ ধরনের

রঙমহল
বৃহস্পতি-৬॥টা শনি-৬॥টা
রবিবার ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টা
কথাকলি
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় • অসিতবরণ
সবিতাব্রত • রবীন মজুমদার
ঠাকুরদাস • মিত্র • আরও
গীতিকার জনরমুক্ত

বিশ্বরূপা
মানবীয় আবেদনসমৃদ্ধ
সেতু
৮০০ তম রজনী অভিনয়

(উপরে, বাঁয়ে) রূপছায়া চিত্রের "দেয়া-নেয়া" ছবিতে উত্তমকুমার (ডাইনে) "মহানগর"-এর একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় (নীচে বাঁয়ে) "মহানগর"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ভিকি রেডউড (ডাইনে) উত্তমকুমার ফিল্মস-এর "জতুগৃহ" ছবির নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় —ফটো দেশ

কামরূপ চিত্র অর্পমিতা ছবি "প্রতিধ্বনি"র শুভমুহূর্ত অনুষ্ঠানে পরিচালক-সংগীত পরিচালক ভূপেন হাজারিকা, মহরৎ শিল্পী বিদ্যা ও তপন সিংহ

নাচ ও গান বাংলা ছবিতে সহজলভ্য নয়। ঝুমুরদলের মেয়েদের নাচ-গান শুধুই যে দর্শকদের মনোরঞ্জন সাধন করে তা নয়, বাংলার এক বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির আনন্দধারার সঙ্গেও বুঝি নতুন করে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই আখ্যান-অংশ কিন্তু ছবিতে প্রক্ষিপ্ত নয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে ছবিটি বাংলার পল্লীজীবনের এক মৃত্তিকা-স্রগ্নী পরিবেশ ও মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

তা ছাড়া ছবিতে রয়েছে নাটকীয় আবেগ এবং এক মর্মভেদী ট্র্যাজেডি। চিত্রনাট্যকার পরিচালক গোষ্ঠী ছবি শুরু হওয়ার আগেই জানিয়েছেন যে, চিত্রকাহিনী অবাস্তব ও অতিনাটকীয়। এর জন্য চিত্রকাহিনীর বিচার ও বিশ্লেষণের অবকাশ কমে গেছে এমন মনে করা ভুল। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, এ ছবির গল্প-বস্তুটা প্রধান নয়, প্রধান হল চরিত্র-চিন্তা। নায়কই আখ্যানবস্তুর প্রধান চরিত্র। এমন একজন নায়ক চিত্রনাট্যকার পরিচালক গোষ্ঠী ছবিতে উপস্থিত করেছেন, যে পরস্পরবিরোধী ভাব ও চিন্তাকণার জীবন্ত সমষ্টিমাত্র। এমনটি হওয়ার কারণ হয়ত নায়ক-চরিত্রের সদা-অস্থিরতা। সে নিজেই জানে না কী সে চায়, কী পেলে সে সুখী হবে। তাই তার চরিত্রের মধ্যে এক মুহূর্তের চিন্তা ও বিশ্বাসের সঙ্গে পরমুহূর্তের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিরোধাভাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হয়ত এমন চরিত্রের উদাহরণও বাস্তবক্ষেত্রে আছে। কিন্তু ওই ধরনের চরিত্রের আপাতবিরোধী চিন্তারাজির অন্তরালেও একটা সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়। তা হল অসংগতির সংগতি। অসংগতি যদি কোথাও কম দেখা যায় তবেই যেন সে চরিত্রটি সংগতিহীন হয়ে পড়ে। আলোচ্য চরিত্রটির কথাই ধরা যাক্। ছবিতে বলা হয়েছে, নায়ক তার হৃদয়টুকুই বয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়ত কারো কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। পৌঁছে সে দেয়। এমনকি, তার গর্ভধারিণীর চোখের সঙ্গে এক জনতোষিণী ঝুমুর মেয়ের চোখের মিল আছে বলে সে তাকে মা বলে ডাকতেও দ্বিধা করে না। তার জন্য নায়কের মন উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই হৃদয়বান নায়ক কই তার পরম স্নেহশীলা বৌদি ও স্নেহ-পরায়ণ দাদার জন্য তো কখনও উতলা হয় না? ঘরের বাঁধন নায়কের সহ্য হয় না। সে সর্ববন্ধন-অসহিষ্ণু। বার বার সে ঘর ছেড়ে পালায়। বাইরের লোকের কাছেই সে মুহূর্তের জন্য তার হৃদয়টি পৌঁছে দেয়। কিন্তু অসংগতিসর্বস্ব এই চরিত্র ঘরছাড়া হয়েও যদি মুহূর্তের জন্য তার দাদা-বউদির স্নেহের বন্ধনে ধরা দিত, তবে এই অসংগতির ভেতর দিয়েই চরিত্রটি সংগতিসম্পন্ন হতে পারত। "অবাস্তব, অতিনাটকীয়" কাহিনীরও কতগুলি বিশ্বাস-যোগ্য সূত্র থাকে যার উপর উপাখ্যানটি দাঁড়িয়ে থাকে। নায়ক-চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ ছবির নানা ঘটনার আবর্তনে সে-সব গ্রহণযোগ্য সূত্র যেন খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ছবির নায়ক চরিত্রকে বিশেষ কোন ছাঁচে ফেলা যায় না। মৌলিকত্ব এই চরিত্র-কল্পনায় কিছুটা রয়েছে। কিন্তু চরিত্রটি আরও বোধগম্য হতে পারত। মৃতা স্ত্রীর ছবি দেখে সে হাসতে হাসতে না কেঁদে যদি কাঁদতে কাঁদতে হাসত তবে চরিত্রটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ত রক্ষা পেত। যে স্ত্রীকে ঘাটে ফেলে রেখে নৌকোয় উঠে নিরুদ্দেশ হবে পড়ে, হাসিই তো তার জীবনের আশ্রয়, কান্না নয়। এবং তার মানসিকতার বিচারে এই শোকোচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক, পূর্ব-ঘটনার বিচারে প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ। আকস্মিক পরিবেশ ও নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ার নিকষে চিত্রনাট্যকার পরিচালক-গোষ্ঠী নায়ক-চরিত্রের জটিল উপাদানের অঙ্ক মেলাতে চেয়েছেন। অঙ্কে যদি গরমিলও থেকে যায়, তবু বলব, কাহিনী বিন্যাসের নিরাভরণ রমণীয়তা ও চার্বাঙ্গণ ছবিটিকে একটি সার্থক শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। অকারণ জটিল ব্যঞ্জনার প্রশ্রয় নেই ছবিতে, এতে আছে গল্প বলবার এক অকুণ্ঠ সারল্য। যে কারণে ছবির পাত্র-পাত্রীরা সকলেই মনে দাগ কেটে যায়, এবং সবাই অল্প অবকাশের মধ্যে একটি চরিত্র হয়ে ওঠে।

ছবির বিভিন্ন ঘটনা বিন্যাসে পরিচালক-

রবীন্দ্রসঙ্গীত **উদীচী**

শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণ, কাব্যাংশের অর্থরক্ষা করে নিখুঁতে স্বরক্ষেপণ এবং তানপুরা সহযোগে স্বর-বিন্যাস আমাদের প্রাথমিক বিভাগে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। উল্লিখিত কোনো একটি বিষয়ে ত্রুটি থাকলে সুষ্ঠু রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন কিছুতেই সম্ভব নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করলে সম্মানজনক অর্থকরী শিল্পী-জীবন গড়ে তোলা যায়। —শৈলেশ ভড় (অধ্যক্ষ)

আমাদের নির্দিষ্ট পাঁচ বছরের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করলে রবীন্দ্র-নাথের সমগ্র সঙ্গীত রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। শিক্ষা সমাপনান্তে 'অভিজ্ঞান পত্র' ও 'কৃতির পত্র' দেওয়া হয়। শিশু বিভাগের পাঠক্রম তিন বছরের। জুলাই থেকে নূতন শিক্ষাবর্ষ সুরু হবে। ভর্তি চলছে। অনুসন্ধান করুন—

১৭১বি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪, ফোন : ৫৫-২৪০২

রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্যকলা, গীটারবাদন, চিত্রাঙ্কনের সম্ভ্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

নায়কের জীবনের সান্নিধ্যে একটি বাক্‌শক্তি-হীনা বালিকার উপাখ্যান উপস্থাপনে পরিচালকরা আশ্চর্য সুন্দর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই বালিকা সত্যজিৎ রায়ের "পোস্ট মাস্টার" ছবির রতনের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়কের স্ত্রী হরিমতীর চরিত্র বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পরিচালক-গোষ্ঠীর কল্পনাশক্তি ও রসজ্ঞান ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। পরিমিতি-বোধ ছবির অংশে অংশে লক্ষণীয়। গ্রাম্য-পরিবেশ রচনা এবং ঘটনা থেকে ঘটান্তরে ছবির গতিকে স্বচ্ছন্দ করে তোলার কাজেও তাঁদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে। সর্বোপরি, সংগীত ও গান এবং কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর রসমুহূর্তের ভেতর ছবিটি সুখভোগ্য করে তোলার অনায়াস ক্ষমতা দেখিয়েছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। সবশেষে বাদল ঝুমুর মেয়ে গোলাপের প্রতি জীবনপ্রেমিক ও সংগীতরসিক নায়কের আকর্ষণের মূলে জননীভাব এনে ফেলাটা সত্যিই অতিনাটকীয় কিছুটা কৃত্রিম। এই অতিনাটকীয়তা পরিচালক-গোষ্ঠী বর্জন করতে পারতেন।

নায়ক-চরিত্রের অস্বাভাবিকতা যদি কিছু থাকে তা অনুপকুমারের মর্মস্পর্শী অভিনয়ে ঢাকা পড়ে যায়। অনুপকুমার তথাকথিত "গ্ল্যামার স্টার" না হয়েও যে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিতে পারেন সে প্রমাণই তিনি ছবিটিতে দিয়েছেন। এমন প্রাণোচ্ছল সংবেদনশীল অভিনয় বাংলা ছবিতে খুব কমই দেখা গেছে। যেখানে তিনি মৃতা স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলছেন ওই মুহূর্তে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। সত্যিই, বাংলা চলচ্চিত্র এমন একজন অভিনেতা পেয়ে ধন্য। অনুপকুমারকে নায়ক চরিত্রে নিলে ছবি চলবে না এমন সংশয় কেউ কেউ প্রকাশ করেছিলেন। এখন তাঁদের সংশয় কেটে গেছে আশা করি।

ছবিতে সবাই চমৎকার অভিনয় করেছেন। জহর রায়, সন্ধ্যা রায় রুমা গুহঠাকুরতা অনুভা গুপ্তা—কেউ কারো চেয়ে কম যান না। যে জহর রায়কে দেখা মাত্রই দর্শকরা হেসে ফেলেন, এ ছবিতে তাঁর মনোজ্ঞ চরিত্রাভিনয় তাঁদের মুগ্ধ করবে। সন্ধ্যা রায়ের হরিমতী সরলা, চঞ্চলা পল্লীবালা, মাধুর্যের প্রতিমা। রুমা গুহঠাকুরতার ময়না তাঁর শিল্পীজীবনের এক অন্যতম কীর্তি। অনুভা গুপ্তার গোলাপ মনে দাগ রেখে যায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অভিনয় করেছেন অসিতবরন ভারতী রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও জহর গাঙ্গুলী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, গঙ্গাপদ বসু ও শোভা সিংহের অভিনয় চরিত্রোচিত। পার্শ্বচরিত্রে যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন শ্যাম লাহা, খগেন চক্রবর্তী,

কে ভি প্রোডাকশন্স-এর "কিনু গোয়ালার গলি"র গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে (বাঁ-দিক থেকে) কণ্ঠশিল্পী সবিতা চৌধুরী, চিত্রপ্রযোজক কমল ঘোষ, কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, চিত্রপরিচালক ও সি গাঙ্গুলী এবং সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরী
—ফটো দেশ

সোমনাথ মণ্ডল, সুশীল দাস, তানু, সংগীতা মুখোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে সুরকার হিসাবে তাঁর সুনাম ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আবহসুর রচনায় সংগীত পরিচালক এ ছবিতে অসামান্য রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গানের সুরারোপে—বিশেষ করে তরজা গান এবং ঝুমুর মেয়েদের গানে—তিনি স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে সুর আমরা ভুলতে বসেছিলাম, তাই যেন তিনি নতুন করে শোনালেন এবং আমাদের অন্তর জয় করলেন। ছবির সব ক'টি গানই লোকের মুখে মুখে ফিরবে। গানের কথাগুলিও সুন্দর। (মুকুল দত্ত ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। গানের এমন রসমধুর কথা বাংলা ছবিতে আজকাল কমই শোনা যায়।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ নিখুঁত, এবং খুবই উঁচুদরের। সৌমেন্দু রায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ এ ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। বংশীচন্দ্র গুপ্ত'র শিল্প-নির্দেশ এবং দুলাল দত্তের সম্পাদনা ছবিটিকে বহিরঙ্গ রূপে ও গতিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সংগীতানুলেখন (গান ও আবহ) সন্তোষজনক।

অমর প্রেমের কাহিনী

মমতাজের মৃত্যুর পর শোকার্ত শাহজাহান যদি একটি গান গেয়েই থাকেন, তাতে ক্ষতি কী। নুরজাহানকে যদি "অতিমাত্রায়" খলচরিত্রা মনে হয়, তাতেই বা কী আসে যায়। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীর পাপাচার না-হয় রইলই বা একটু বেশী মাত্রায়। "তাজমহল" (পুষ্প পিকচার্স নিবেদিত) হিন্দী ছবিটি কিন্তু তবু দর্শকদের ভাল না লাগবার কথা নয়।

ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এই ছবির মাধ্যমে দর্শকরা শাহজাহান ও মমতাজের অমর প্রেমের উপাখ্যানটি আবার নতুন করে স্মরণ করবেন। কালের কপোলতলে তাজমহল একবিন্দু নয়নের জল হয়ে রইল কেমন করে, সেই উপলব্ধির কণামাত্র হয়ত ছবিটিতে নেই। কিন্তু একটি প্রেমোপাখ্যানের সুখস্বাদ ছবিটিতে রয়েছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রণয়-কাহিনীর চিত্রায়ণে শূন্যতা যদি কোথাও থেকে থাকে, রসপিপাসু দর্শক আপন মনের কল্পনা দিয়ে সেই শূন্য অংশটুকু সহজেই পূর্ণ করে নিতে পারেন।

আর যাঁরা শুধু আমোদেরই প্রত্যাশী, তাঁদের প্রত্যাশাও ছবিটি যথাসম্ভব পূর্ণ করতে সক্ষম। এতে রয়েছে নানা রঙের খেলা নাচ, গান ও কৌতুক। এবং কিছুটা রোমাঞ্চের উপকরণ। চিত্র-পরিচালক এম সাদিক এইসব উপাদানের সাহায্যে ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

বীণা রায় মমতাজের ভূমিকায় মরমী ও সংবেদনশীল অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। প্রদীপকুমারের শাহজাহান রূপমুগ্ধ প্রেমিক, প্রাণোচ্ছল এবং সংযত। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন রেহমান, বীণা জীবন, জবীন জলিল ও মিনু মমতাজ।

সব ক'টি চরিত্রের রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। মোগল দরবার ও রাজপ্রাসাদের আঙ্গিক-গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রোশন ছবির রাগাশ্রয়ী আবহ সুর-রচনায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সুরারোপিত গানগুলি জনপ্রিয় হবে। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

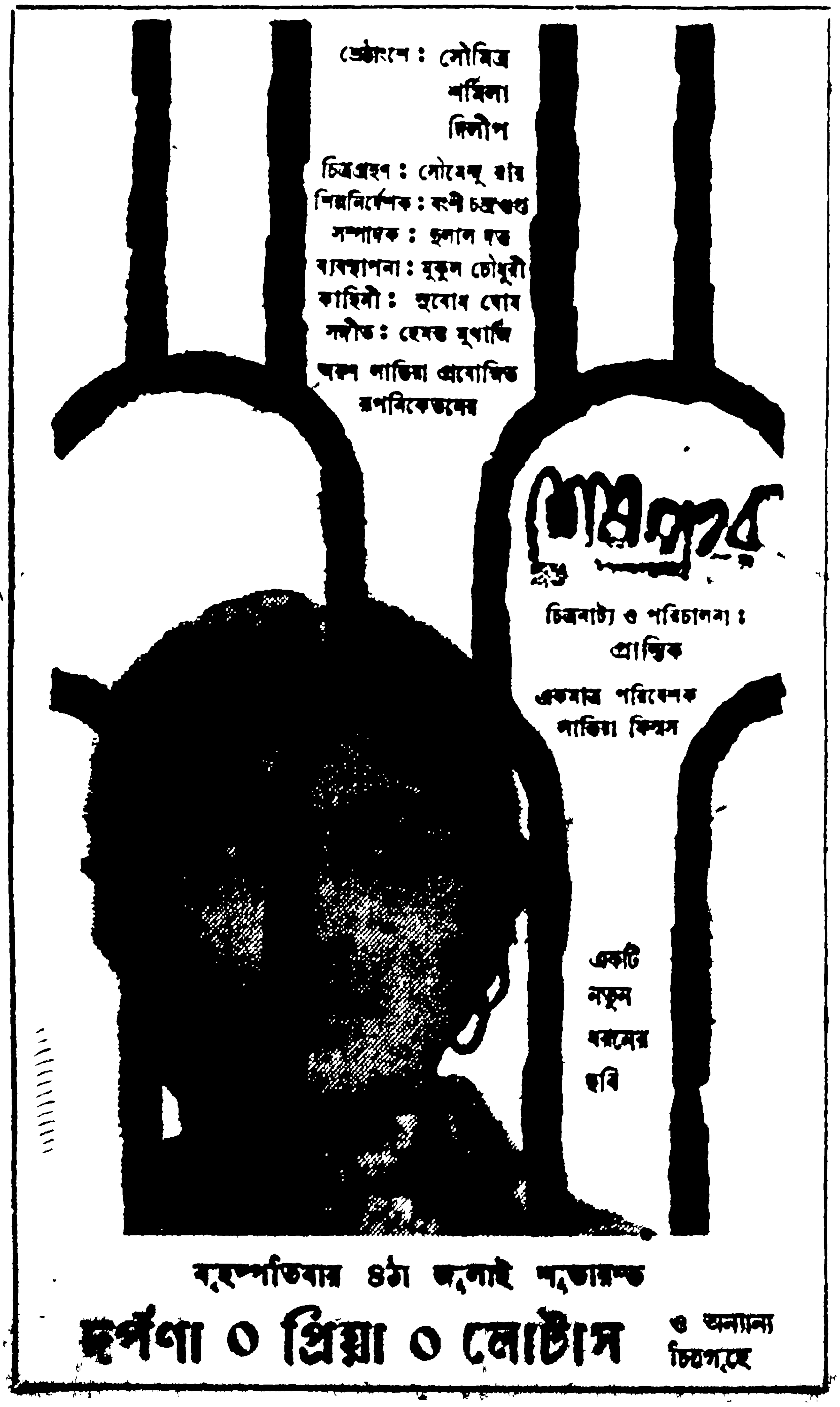

* ছবির পর ছবি *

কিনু গোয়ালার গলি

সন্তোষকুমার ঘোষের বহুপঠিত উপন্যাস "কিনু গোয়ালার গলি"র চিত্ররূপ প্রযোজনা করছেন কমলা দেবী। কে জি প্রোডাকশনস-এর এই ছবিটি পরিচালনা করছেন ও সি গাঙ্গুলী। [illegible]

রচনা। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ছবির সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরীর সুরে ও কথায় দুটি গান রেকর্ড করা হয়। গান দুটি গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সবিতা চৌধুরী। সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দেবেন। আগামী মাসে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে।

প্রতিধ্বনি

"শকুন্তলা"-খ্যাত কামরূপ চিত্রর নতুন অসমীয়া ছবি "প্রতিধ্বনি"র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান গত ১১ই জুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হয়। চেবাপুঞ্জী অঞ্চলের একটি লোকবিশ্রুত উপাখ্যানের ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ভূপেন হাজারিকা ছবিটির চিত্রনাট্যকার পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক। ইভা আচাও পবিত্র, বরকাকতি, বিদ্যা প্রভৃতি প্রধান শিল্পী। ছবির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং ক্ল্যাপস্টিক দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তপন সিংহ।

শেষ প্রহর

রূপনিকেতনের "শেষ প্রহর" অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রান্তিক গোষ্ঠী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর ছবির তিন প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

"ভাগ্যই সব, প্রতিভা কিছু নয়"

সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেত্রী তনুজা

রূপছায়া চিত্রর "দেয়া-নেয়া" ছবির প্রযোজক শ্যামল মিত্র পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবেশক ভোলানাথ রায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে গত সপ্তাহে অভিনেত্রী তনুজা কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকদের সংগে মিলিত হন। তনুজা "দেয়া-নেয়া" ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য প্রায় এক মাস কলকাতায় ছিলেন।

সাংবাদিকদের তনুজা বলেন, কলকাতার স্টুডিওতে শুটিং খুব দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বোম্বাইয়ে এমনটি দেখা যায় না। সেখানে একট শট নেওয়া হয়ে যাবার পর শিল্পীদের বহুক্ষণ বসে থাকতে হয়। সকালের দিকে হয়ত একটি শট নেওয়া হল আর একটি বিকেলের দিকে। কলকাতায় ঠিক উল্টো। প্রতি আধ ঘণ্টা পরেই একটি করে শট এখানে নেওয়া হচ্ছে।

কলকাতার স্টুডিও সম্পর্কে তনুজা বলেন, এখানকার স্টুডিও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। এখানে এসে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলকাতায় আমি এই প্রথম এলাম। আমাকে কেউ কেউ বলেছিলেন, বাঙালীরা খুব রাশভারী লোক এবং আত্মকেন্দ্রিক। আমার এই ধারণা কিন্তু এখানে এসে একেবারেই পাল্টে গেল। স্টুডিওতে এবং সেটে সবাই কত হাসি-খুশী মেজাজে কাজ করেন, আপনজনের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন। আমি যে নতুন জায়গায় এসেছি, তা মনেই হয় না।

চিত্রজগতের নানা বিষয়ে আলোচনাকালে তনুজা বলেন আমি মনে করি, অন্তত চিত্রজগতে ভাগ্যই সব, প্রতিভা কিছু নয়। শিল্পীদের ক্ষেত্রেই ভাগ্যের খেলা খুব বেশী দেখা যায়। আমার তো মনে হয়, কপালে লেখা থাকলেই শিল্পী উন্নতি করেন, প্রতিভার জোরে নয়।

বাংলা ছবির প্রতি তনুজা তাঁর অনুরাগের কথা বলেন। কাজের ফাঁকে এখানে কয়েকটি বাংলা ছবি তিনি দেখেছেন। বাংলার চিত্র-পরিচালক, এবং শিল্পীদের প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ছবি বিশ্বাস একজন মহৎ শিল্পী ছিলেন বলে তিনি মনে করেন। আর উত্তমকুমার সম্বন্ধে বলেন, আমি তো তাঁর ফ্যান।

ভবিষ্যতেও বাংলা ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা তাঁর আছে। তনুজা ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখেছেন। বাংলাও শিখতে শুরু করেছেন। ছবিতে বাংলা সংলাপ বলতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলা ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ যদি তিনি এর পরেও পান, তবে সানন্দে তার সদ্ব্যবহার করবেন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেত্রী তনুজা
—ফটো দেশ

দ্বিজেন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি আগামী ১১শে জুলাই থেকে মহাজাতি সদনে এক সপ্তাহব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্র-গীতি পরিবেশন করবেন কবি-পুত্র স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় এবং কলকাতার অন্যান্য কৃতী কণ্ঠশিল্পী। দ্বিজেন্দ্র-কাব্য আবৃত্তি করে শোনাবেন দিলীপকুমার রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ রায়। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের চারটি জনপ্রিয় নাটক

শিল্পের সৌকর্য সম্পর্কে
আপনার ধ্যান ধারণাকে বদলে দেবে
১০৫ জন
শিল্পী ও কুশলীর প্রয়াসে
জিতেন্ ডিরেক্টার গ্রুপের
আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি
তিস্তা একটি নদীর নাম
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥
মিনার্ভা থিয়েটার

মুক্ত অঙ্গন
বৃহ, শনি ও রবি সন্ধ্যা ৬॥
৪৬-৫২৭৭
যা নয়—যা-নয় তাই—নয় তা ই
সৌভনিক প্রযোজিত প্রহসন
(মি-২১১৭)

দীপান্বিতা প্রোডাকশন্স-এর "বিনিময়" (পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবিতে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কাজল চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হবে। অভিনেতৃ সঙ্ঘ নিবেদন করবেন "চন্দ্রগুপ্ত", মুখোশ সম্প্রদায় অভিনয় করবেন "সাজাহান", বিচিত্রা পরিবেশন করবেন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন "বিরহ"। তা ছাড়া তাঁর "পরপারে" নাটকটিও মঞ্চস্থ হবে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন মহারাষ্ট্রের নাট্যকার মামা ওয়ারেরকার, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দ্বিজেন্দ্র স্মৃতিরক্ষার্থে ব্যয়িত হবে, এবং কমিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিজেন্দ্র বক্তৃতাবলী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করছেন।

চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীর বিদেশ যাত্রা

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এবং দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর কর্ণধার শ্রী ডি এ পি আয়ার গত সোমবার লণ্ডন যাত্রা করেছেন। ইংলন্ডে তাঁর ...ব্যাপী অবস্থানকালে শ্রী আয়ার সেখানকার স্টুডিওগুলি পরিদর্শন করবেন, এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্রসেবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চলচ্চিত্রে মহাত্মা গান্ধী

বৃটিশ অভিনেতা-প্রযোজক রিচার্ড অ্যাটেনবোরো ভারতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করবেন। শ্রী অ্যাটেনবোরো ভারত সরকারের কাছ থেকে চিত্রনির্মাণের অনুমতি পেয়েছেন। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ছবিটি তৈরী হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডি এই তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, ভারত সরকার ছবির স্ক্রিপ্ট বিশেষ যত্ন সহকারে দেখেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের ঘটনা ছবিতে প্রথমে দেখানো হবে এবং পরে ফ্ল্যাশব্যাকে তাঁর কর্মময় জীবনের ঘটনা চিত্রায়িত হবে।

"অন্যতম কর্তব্য"

সবিনয় নিবেদন,

"দেশ"-এর গত ৭ই আষাঢ় সংখ্যায় "অন্যতম কর্তব্য" শিরোনামায় কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাসজ্ঞাপক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী প্রসঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণজয়ন্তী বৎসরে এ দেশে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা, এ ব্যাপারে গত বৎসর থেকেই আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীরই শেষ অনুষ্ঠানে বর্তমান লেখকের ভাষণে এ ব্যাপারে আমাদের উদ্দেশ্য ও তাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করার সমস্যা বিষয়ে বলা হয়েছিল, "ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরে একটি ভারতীয় প্রদর্শনী করতে পারলে তা সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু হত। কিন্তু সমস্যা এই যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প তার নিজের ইতিহাস সংরক্ষণ করেনি। আজ ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের এই যে পরিচয় উপস্থিত করা সম্ভব হল, তার কারণ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিট্যুট শুধু নিজের দেশের ইতিহাস নয়, অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট অবদানগুলিকেও জাতীয় চলচ্চিত্রশালাতে সংরক্ষিত করেছেন।"

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রানুরাগীদের ও সরকারের মনোযোগ এই জাতীয় প্রচেষ্টার দিকে আকর্ষণ করার জন্যই কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির প্রচেষ্টা। ভারতীয় এবং বিশেষত বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসসূচক ১৬ মিঃ চলচ্চিত্র তৈরির পরিকল্পনা গত বৎসরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এর জন্য চলচ্চিত্র সংগ্রহ অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলেই বোধ হয়। কারণ, কোনো কোনো পর্যায়ের কোনো নমুনাই নেই, অন্তত আমাদের জ্ঞাতসারে। এবিষয়ে কোনো পাঠক যদি সহযোগিতা করতে পারেন, তাহলে বি-৫ ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা—১৩ ঠিকানায় পত্রালাপ করলে অনুগৃহীত হব। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের অভাবপক্ষে আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসজ্ঞাপক স্থিরচিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার অন্যতম কর্মী ও তার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার'-এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি গর্গ সংকলিত এই প্রদর্শনী বর্তমানে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পরেই কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির মারফত এখানে প্রদর্শিত হবে। দাদাভাই ফালকের চলচ্চিত্র থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিও এই কার্যসূচীর অন্তর্গত।

প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল আগে কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ভারতীয় চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠানে "কল্পনা", "ধরতী কী লাল" ও "অযান্ত্রিক"—এই তিনটি ছবি প্রদর্শিত হয়।

ইতি—

চিদানন্দ দাশগুপ্ত।

খেলার মাঠে

একলব্য

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী শ্রীমতী সোভিয়েট রাশিয়ার কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা এবং মহাকাশচারী ভ্যালেরি বিকোভস্কিকে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

'মাস্টার অব স্পোর্টস' অর্থাৎ খেলাধূলার মাস্টার, খেলাধূলার যিনি অশেষ গুণের অধিকারী বা অধিকারিণী। কথা উঠতে পারে, মহাকাশযানে করে মহাকাশ ভ্রমণ কি খেলাধূলার অন্তর্ভুক্ত? আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ক্ষেত্রে যাদের অনন্য ভূমিকা, তাঁরা কি শুধু মহাগুণান্বিত খেলোয়াড়ের সম্মান পাবেন? আর কিছু পাবেন না?

নিশ্চয়ই পাবেন। পেয়েছেনও। 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দেওয়ার পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা ও ভ্যালেরি বিকোভস্কির নাগরিক সংবর্ধনার সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ জানান যে, সোভিয়েট সরকার দুজনকেই 'অর্ডার অফ লেনিন' সম্মানে ভূষিত করেছেন, আর প্রথম মহাকাশচারিণী কুমারী তেরেস্কোভার একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি মস্কোতে স্থাপন করা হবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে মহাকাশ পরিক্রমা ঠিক খেলাধূলার গণ্ডির মধ্যে পড়ে না, যেমন পড়ে না পর্বত আরোহণের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা বা দুর্গম মরু অভিযান। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এইসব অভিযান উৎকৃষ্ট ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং ক্রীড়া কুশলতার সমগোত্রীয়। অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা, অসাধ্য সাধনের আগ্রহ এবং নতুন কিছু সৃষ্টির প্রলোভন চিরদিন মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই অভিযানের শেষ নেই। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার পার, আর মহাকাশের মহা-বিস্ময় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন খেলোয়াড়ের মানসিক গঠনের প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন খেলোয়াড়ের দৈহিক পটুতা এবং খেলোয়াড়ের কলাকৌশল। খেলোয়াড়ের মন ছাড়া এ জিনিস অসম্ভব।

কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভাও মহাকাশ পরিভ্রমণের আগে ক্রীড়াপটু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই সোভিয়েট সরকার তাকে 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দিয়ে সুবিবেচনার কাজই করেছেন।

এদের 'মাস্টার অব স্পোর্টস' উপাধি দেবার দ্বিতীয় কারণ বোধ করি, ওদেশের মানুষের প্রবল ক্রীড়া-প্রীতি। মনে পড়ে গতবছর মহাকাশ পরিক্রমার সময় গাগারিন প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা খেলা সম্পর্কে। মহাকাশে উঠে পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সময় প্রথম তিনি জানতে চেয়ে-

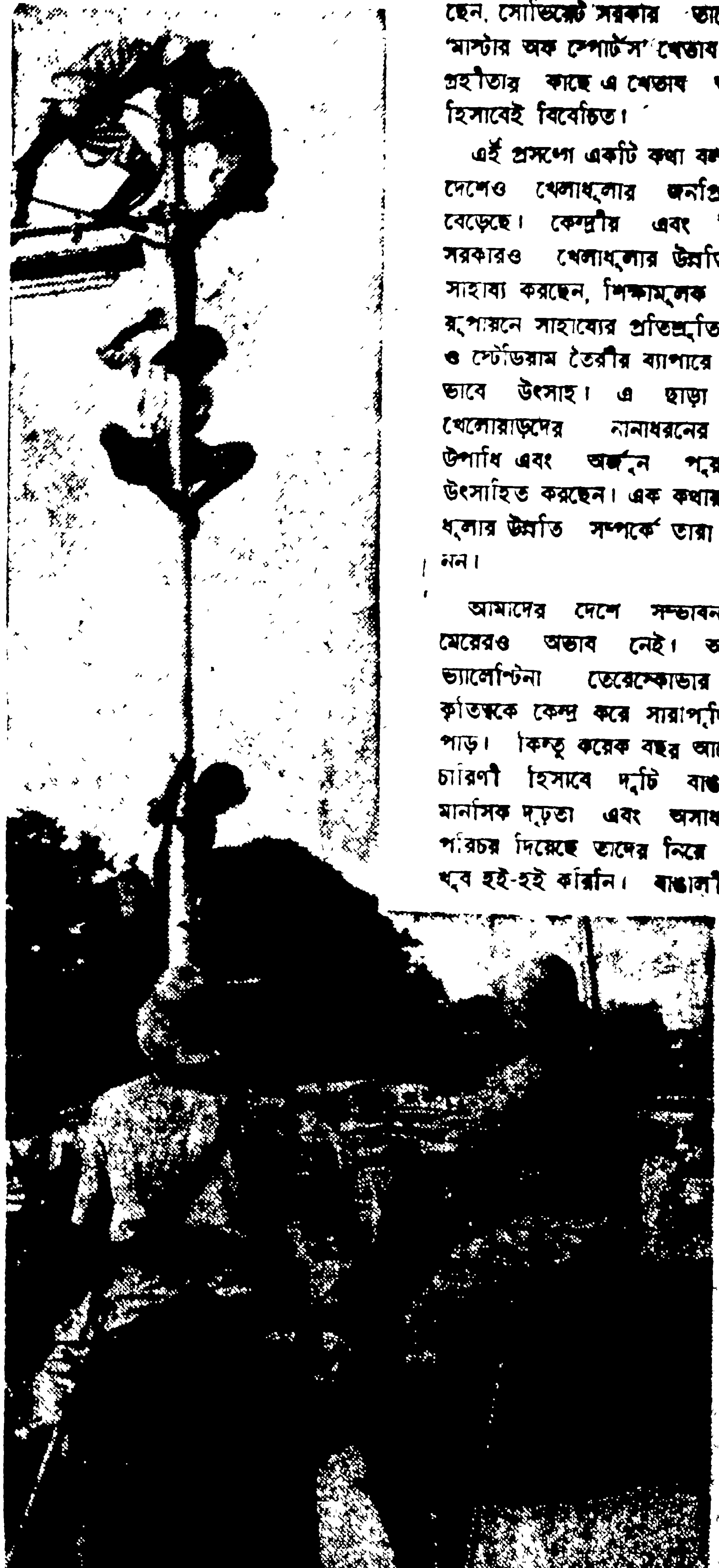

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলা আরম্ভের কিছু আগে গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে ৪জন অত্যুৎসাহী দর্শক আহত হওয়ায় পুলিশ উদ্যোগীদের গাছ থেকে উৎসাহী দর্শকদের নামিয়ে দিচ্ছে

ছিলেন মস্কোর ফুটবল খেলার খবর। খেলাধূলা ওদের মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। সুতরাং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং ইংলণ্ডের রাণী থেকে আরম্ভ করে সারা বিশ্বের বিজ্ঞজন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, সোভিয়েট সরকার তাকে দিয়েছেন 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' খেতাব। দাতা এবং গ্রহীতার কাছে এ খেতাব অনন্য সম্মান হিসাবেই বিবেচিত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলছি। আমাদের দেশেও খেলাধূলার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও খেলাধূলার উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য করছেন, শিক্ষামূলক পরিকল্পনার রূপায়নে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, মাঠ ও স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারে দিচ্ছেন নানা-ভাবে উৎসাহ। এ ছাড়া জ্ঞানী-গুণী খেলোয়াড়দের নানাধরনের সম্মানজনক উপাধি এবং অর্জুন পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করছেন। এক কথায় দেশে খেলা-ধূলার উন্নতি সম্পর্কে তারা আর নিশ্চেষ্ট নন।

আমাদের দেশে সম্ভাবনাময় ছেলে-মেয়েরও অভাব নেই। আজ কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভার অসাধারণ কৃতিত্বকে কেন্দ্র করে সারাপৃথিবী তোলপাড়। কিন্তু কয়েক বছর আগে আকাশ-চারিণী হিসাবে দুটি বাঙালী মেয়ে যে মানসিক দৃঢ়তা এবং অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের নিয়ে কিন্তু আমরা খুব হই-হই করিনি। বাঙালী ঘরের মেয়ে,

মরকুনো হিসাবে যাদের অপবাদ, তাদের কৃতিত্বও অবিস্মরণীয়, অন্তত বাঙালী ও ভারতবাসীর কাছে। আজ অত্যন্ত দুঃখের সংগেই বলতে হচ্ছে, প্রথম প্রফেশনাল বিমান চালিকা কুমারী দুর্বা ব্যানার্জী এবং ভারতের প্রথম মহিলা প্যারাসুট জাম্পার ডাঃ গীতা চন্দ রাষ্ট্র বা রাজ্যের কাছ থেকে আজও কোন খেতাব পাননি। সুযোগ-সুবিধা পেলে এরাও যে মহাকাশ পরিক্রমার অংশ নিতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

*

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে বাংলা দেশ ১৯৬৪ সালের জাতীয় খেলাধুলো পরিচালনার ভার পেয়েছে, এটা সুখবর। আরও সুখবর, এখন থেকেই তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আই এফ এ-র সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি স্বনামধন্য সংগঠক শ্রীঅতুল্য ঘোষ জাতীয় খেলাধুলো পরিচালনার জন্য পরিচালক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরই পরামর্শে কার্যকরী সমিতি এবং বিভিন্ন সাব-কমিটিও গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে আছেন খেলাধুলোর পরিচালক এবং শহরের বহু গণ্যমান্য সংগঠক। আশা করা যায় এবার সুষ্ঠুভাবে এবং অত্যন্ত শৃংখলার সংগে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় দেড় লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঠিক হয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ থেকে মার্চের ১লা তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে জাতীয় খেলাধুলো অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত অ্যাথলেটিকস, ভলিবল, কাবাডি, খোকো, মল্লযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা, জিমন্যাস্টিকস ও মুষ্টিযুদ্ধ, এই ৯টি খেলাধুলো জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথা: যখন নামে 'জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান' তখন সব খেলাধুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন? ফুটবল এবং হকি কেন বাদ যাবে?

সেই অনুসারে জাতীয় ফুটবল এবং জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা, জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংগে পরিচালনা করবার এক পরিকল্পনা আছে। এই মর্মে ফুটবল এবং হকি সংস্থার কাছে চিঠিও পাঠান হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, অন্যান্য খেলাধুলোর সংগে ফুটবল এবং হকির জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হলে যে মাঠের প্রয়োজন হবে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিকেট মরসুমে সে মাঠ পাবার পক্ষে নানা অন্তরায় দেখা দেবে। অবশ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তবে তাও সম্ভব হতে পারে। এখন ফুটবল ফেডারেশন রাজি হলে হয়। এই সপ্তাহেই কলকাতায় ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা। সেই সভাতেই জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার স্থান কাল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সংগে যদি ফুটবল এবং হকি দুটি বড় খেলার ব্যবস্থা নাও করা যায় তবে অন্তত একটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সেটি ফুটবলের জাতীয় অনুষ্ঠান হলেই ফুটবল-প্রিয় বাংলার জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়।

১৯৬৪ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদদের গুণাগুণের ভিত্তিতে টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। তা ছাড়া বাংলার দিক দিয়েও এর গুরুত্ব কম নয়। দীর্ঘ ২৫ বছর পরে বাংলায় জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসছে। ১৯৩৮ সালে কলকাতার টালা পার্কে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর মাত্র একবার অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে কলকাতার ইডেন উদ্যানে শুধু জাতীয় অ্যাথলেটিকসের আসর বসেছে। সামগ্রিকভাবে জাতীয় খেলাধুলোর আসর বসেনি।

অ্যাথলেটিক স্পোর্টস বাংলায় মোটেই জনপ্রিয় নয়। তার কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম কারণ এখানে অ্যাথলেটিকসের চর্চা কম। ফুটবল ক্রিকেটের দিকেই ঝোঁক বেশি। দ্বিতীয় কারণ, সম্ভাবনাপূর্ণ অ্যাথলীটের অভাব। ১৯৬৪ সালের জাতীয় অ্যাথলেটিকস বাংলার অ্যাথলীটদের মধ্যে কিছুটা অনুপ্রেরণাও আনতে পারে।

হিসাব ধরা হয়েছে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় কলকাতায় আড়াই হাজারের মত ক্রীড়াবিদের সমাগম ঘটবে। ফুটবল বা হকি অন্তর্ভুক্ত হলে প্রতিযোগীদের সংখ্যা হবে আরও বেশি। এর জন্য খরচ হবে প্রায় দেড় লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সাধ্যমত সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের স্থানও উপযুক্ত, এখানে প্রায় ৩০ হাজারের মত দর্শকের বসবার ব্যবস্থা আছে। ইতিপূর্বে নিখিল ভারত স্কুল গেমস এবং গত শীতকালে ভারত জার্মান অ্যাথলেটিক টেস্ট ছাড়া রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এ পর্যন্ত কোন বড় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসেনি। ১৯৬৪ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানই হবে ঐ সুন্দর স্টেডিয়ামের সর্বপ্রথম বড় অনুষ্ঠান।

*

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম সম্বন্ধে আরও একটি কথা। কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এত টাকা ব্যয় করে অমন সুন্দর একটি স্টেডিয়াম তৈরী করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত ব্যবহার নেই। অথচ স্টেডিয়াম স্টেডিয়াম করে আমরা সব সময় চীৎকার করে মরছি।

এই যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল লীগের চ্যারিটি খেলা দেখার টিকিটের জন্য এত হাহাকার। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই খেলার ব্যবস্থা করলে তো প্রায় দ্বিগুণ দর্শক খেলা দেখার আশা মেটাতে পারতেন। ময়দানের মাঠে সতেরো, সাড়ে সতেরো হাজারের বেশি দর্শকের স্থান নেই। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ঐ সুরম্য স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন। তাছাড়া ময়দানের খেলায় দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। কয়েক বছর আগে খেলা দেখার সময় অত্যুৎসাহী দর্শকদের মধ্যে একজন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে জীবনের খেলা শেষ করেছেন। এই সেদিনও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা আরম্ভের আগে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে ৪ জন দর্শক আহত হয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতায় ঐ স্টেডিয়ামে বড় খেলার ব্যবস্থা করলে এসব বিপদ কমে যায়। বেশি লোক খেলাও দেখতে পারে। অবশ্য গাছে চড়া যাদের স্বভাব তাদের ঠেকিয়ে রাখা দায়। স্টেডিয়াম তৈরী হলেও তারা গাছে চড়বে তবু আশঙ্কা কমে যাবে।

শুধু বড় খেলা কেন, মাঝারি ধরনের

(সি ৩১০১)

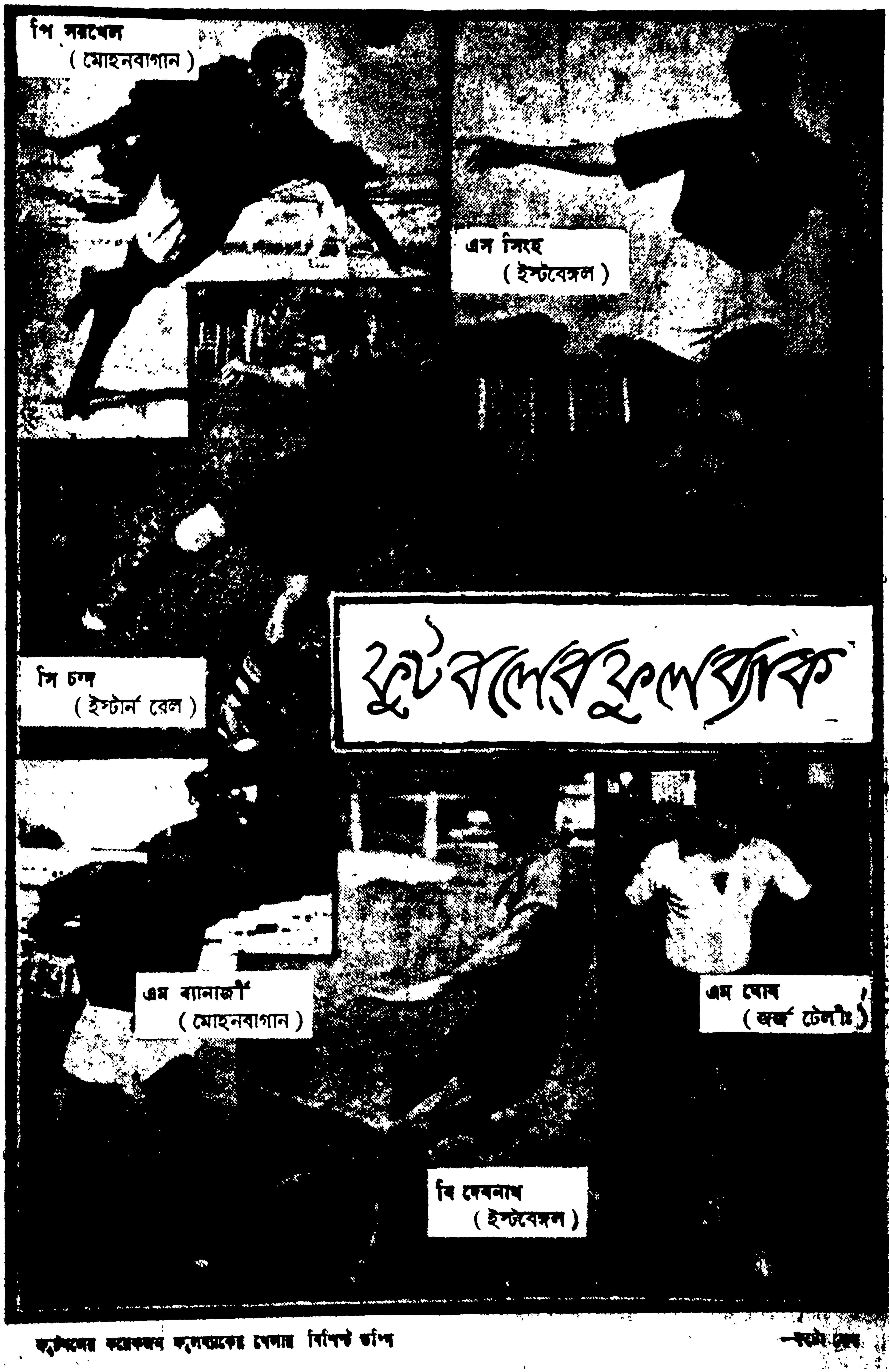

ফুটবলের কয়েকজন ফুলব্যাকের খেলার বিশিষ্ট ভঙ্গি —[illegible]

ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় অমিয় ব্যানার্জী ও অরুময়কে একটি বল আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে —ফটো দেশ

কিছু কিছু লীগের এবং নক আউটের খেলাও তো রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে হতে পারে। তাতে মাঠের সুরাহা হয়, আর একটি কেন্দ্রে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ে, মেয়েরাও বিনা সংকোচে মাঠে হাজির হতে পারে খেলা দেখবার জন্য। কিন্তু তা নাকি হবার নয়।

কারণ আই এফ এ-র সংবিধান। আই এফ এ-র সংবিধানে নাকি আছে কলকাতা ময়দানে খেলা হবে।

হায়রে সংবিধান! যে সংবিধানকে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে। উঠানামার বিধান থাকা সত্ত্বেও অতীতে সংবিধানকে সংহার করে অবাঞ্ছিতকে প্রথম ডিভিসনে স্থান দেওয়া হয়েছে তার আবার সংবিধানের বড়াই।

কে না জানে, কলে কৌশলে ছলে বলে একাধিক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতকে প্রথম ডিভিসনে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কলকৌশল নানা ধরনের। মাঠের বাইরে খেলার ফলাফল পাকাপোক্ত করা, যাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমত পয়েন্ট পাওয়া যাবে তাদের সঙ্গে পরে খেলার ব্যবস্থা রাখা, রেফারীর পোস্টিং ইত্যাদি। ছলেরও অন্ত নেই। নীচের দিকে তিনটি ক্লাবের সমান পয়েন্ট। কে নামবে তার জন্য আবার খেলার প্রয়োজন। সুতরাং গড়িমসি করতে করতে মরসুম কাবার। শেষ পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তন। প্রথম ডিভিসনে একটি ক্লাবের সংখ্যাধিক্য। আর বল? সব সময়ই ভোটের জোর। দিনকে রাত, রাতকে দিন করার বাধা কোথায়? এদের আবার সংবিধানের প্রতি সম্মান! সব ক্ষেত্রেই দেখেছি ভালর ব্যাপারে কুণ্ঠা, মন্দের ক্ষেত্রে আগ্রহ।

*

লীগের একটি খেলা এবং প্রথমার্ধ লীগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খেলার আলাপ আলোচনা, গুজব গবেষণা এবং ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেই গত সপ্তাহে ফুটবল উৎসাহীদের সময় কেটেছে

আপনার যা কিছু প্রিয়
সেগুলি বাঁচানোর জন্যই
আরও সঞ্চয় করুন।

এবং খেলার ফলাফল মীমাংসার পরও তার জের মেটেনি। বলা বাহুল্য, দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেংগলের চ্যারিটি খেলাকে কেন্দ্র করেই এই গবেষণার সৃষ্টি হয়েছিল।

খেলাটিতে মোহনবাগান ৩—০ গোলে জয়ী হয়ে লীগ কোঠায় এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মরসুমের দ্বিতীয় পরাজয় এবং মোট পাঁচটি পয়েন্ট নষ্ট করে ইস্টবেংগল বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

খেলায় মোহনবাগানের জয় চীত্তাধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল, কিন্তু তিন তিনটি গোলে ইস্টবেংগলের পরাজয় তাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। অপ্রত্যাশিত ফলাফলও ঘটে। তিনটি গোলের মধ্যে দুটি গোলের জন্য ইস্টবেংগল গোলরক্ষক কে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা চলে। প্রথম গোলের ক্ষেত্রে চুণী গোস্বামীর বিশ বাইশ গজ দূরের সাধারণ সটে গোল লাইনের উপর স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে পরাজিত হন। তৃতীয় ও শেষ গোলের সময় তার হাত থেকে মাটিতে বল পড়ে যাবার পর জারনেল সিং অতি সহজে এবং বিনা বাধায় গোলের মধ্যে বলটি ঠেলে দেন।

এর আগে ইস্টার্ন রেল ও ইস্টবেংগলের খেলার সময় কে সরকারকে একই ধরনের দূরের সটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেতে দেখা গিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও তিনি যেমন দৃষ্টি অবরোধের নজির দেখিয়েছিলেন, মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার ক্ষেত্রেও সেই ওজর দেখান। অর্থাৎ গোল হবার পর বেশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাক এস সিংহের দিকে আঙ্গুল তুলে বলবার চেষ্টা করেন তার দ্বারা সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। বলিহারি ওজর। গোলকিপার কি বলতে চান প্রতিপক্ষ বল নিয়ে এগিয়ে আসার সময় তাকে কেউ বাধা না দিয়ে দূরে সরে থাকবেন? সামনে মাত্র একজন খেলোয়াড়, তাও বিশ বাইশ গজ দূরে। এক্ষেত্রে যদি দৃষ্টির সাময়িক অবরোধ ঘটেও তবে গোলকিপারেরই সরে গিয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়ান উচিত, যাতে ভালভাবে বল দেখতে পান। কিন্তু কে সরকারকে সে চেষ্টা আদৌ করতে দেখা যায়নি।

মোহনবাগান ৩—০ গোলে জেতার পর তাদের ভুল-ত্রুটি ধরা একটু বে-মানান ঠেকতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ক্রীড়ানৈপুণ্যে মোহনবাগানও দর্শকদের খুশী করতে পারেনি। আমার নিজের ধারণা লেফট আউট অরুময় মোহনবাগানের সব চেয়ে বিপজ্জনক এবং ক্ষিপ্রগতি খেলোয়াড়। কিন্তু অরুময়কে দিয়ে মোহনবাগান এইদিন আক্রমণের চেষ্টা করেনি। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটিও ইস্টবেংগল ব্যাক এস সিংহের ভুলের খেসারত জার্নাল সিংয়ের পাস করা বল এস সিংহ ভুলভাবে হেড করায় বলটি এস নন্দীর আয়ত্তে যায় এবং তিনি দর্শনীয় সটে গোল করেন।

আমি বহুবার বলেছি খেলার জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে একটু ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য জড়িত থাকে। মোহনবাগান যোগ্য দল হিসাবে ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ইস্টবেংগলের সঙ্গে মোহনবাগান যেমন খেলেছে বি এন রেলের সঙ্গে তার চেয়ে অনেক ভাল খেলেও হেরে গেছে। সেখানে ছিল মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য।

২৯।৮।৬০

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

রেফারীদের কর্তব্য, করণীয় এবং ক্ষমতা সম্বন্ধেই ফুটবল আইনের ৫ নম্বর ধারা। আগেই বলেছি, খেলার মাঠে তাঁদের সম্রাটের সম্মান। কিন্তু রেফারীদের মানসিক দৃঢ়তা, শারীরিক পটুতা, ন্যায়-পরায়ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সর্বোপরি তীক্ষ্ণ সাধারণ জ্ঞানের উপর তাদের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে। কোনটি ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল, কোনটি নয়; কোন ক্ষেত্রে শাস্তি দিলে অপরাধীপক্ষই লাভবান হয়, কোন খেলোয়াড়ের অফসাইডে অবস্থান প্রতিপক্ষের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে কিনা কিংবা অফ্‌সাইডে থেকে তিনি কোন সুযোগ নিচ্ছেন কিনা—এ সবই রেফারীকে নিজ বিচারবুদ্ধিমত ঠিক করতে হয়। এবং সেই বিচারবুদ্ধির উপরই তাঁর সুনাম নির্ভর করে। রেফারীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখার আছে। পরে লেখা যাবে। এখন ৫ নম্বর আইনের ধারাগুলি আলোচনা করা যাক।

৫ নম্বর আইন—রেফারী

মূল আইন—প্রতি খেলায় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবার জন্য একজন রেফারী নিযুক্ত হবেন। তাঁর করণীয় কাজ হচ্ছে:—

(এ) তিনি আইনগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং কোন বিতর্কমূলক বিষয়ের উদ্ভব হলে তার মীমাংসা করবেন। খেলার ফলাফল নির্ধারণে খেলা সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'কিক-অফের' সঙ্কেত দেবার সময় থেকে খেলার উপর তাঁর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকে কিংবা বল খেলার বাইরে চলে যায় তখনও তাঁর শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকে। তিনি অবশ্য সেসব ক্ষেত্রে দণ্ড দেবেন না, যেসব ক্ষেত্রে ঠিকভাবে বুঝবেন যে, দণ্ড দিলে অপরাধী পক্ষই সুযোগ-সুবিধা পাবে।

(বি) তিনি খেলার একটা হিসাব (রেকর্ড) রাখবেন; সময়-রক্ষকের কাজ করবেন; পুরো সময় বা চুক্তিমত সময় খেলা চালাবেন এবং আকস্মিক দুর্ঘটনার বা অন্য কারণে সময় নষ্ট হলে খেলার সঙ্গে সে সময়টা যোগ করবেন।

(সি) কোন নিয়মভঙ্গের জন্য খেলা থামাবার এবং অপরিহার্য কারণে, দর্শকদের বাধাদানে বা অন্য কোন কারণে যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার বা একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য নিজ বিবেচনামত তাঁর কাজ করবার অবাধ অধিকার থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যে জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন বা যে অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে খেলা হচ্ছিল সেই অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ঘটনার দুই দিনের মধ্যে, (রবিবার বাদে) রেফারী ঐ বিষয়ে বিবরণ (রিপোর্ট) পেশ করবেন। সাধারণ তাকে পাওয়া গেলেও রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের ক্ষেত্রে রেফারীর সঙ্কেত দেবার পদ্ধতি। কোনদিকের কিক সেটা নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ইনডিরেক্ট কিকের সঙ্কেত জানিয়ে পরে বাঁশী বাজিয়ে কিকের নির্দেশ দিতে হয়। ডিরেক্ট ফ্রি কিকে সঙ্কেতের প্রয়োজন নেই। (চিত্র—ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গাইড ফর রেফারীজ এণ্ড লাইন্সমেন)

(ডি) খেলার মাঠে প্রবেশ করবার পর থেকে, অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহারে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবার ক্ষেত্রে এবং ঐ খেলোয়াড় যদি আবার অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহার করে তবে তাকে খেলায় অংশ গ্রহণে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে রেফারীর নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করবার অবাধ অধিকার থাকবে। এসব ব্যাপারেও রেফারী ঘটনার পর দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন বা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ তাকে পাওয়া গেলেও রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(ই) খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া বিনা অনুমতিতে রেফারী আর কাউকে খেলার মাঠে ঢুকতে দেবেন না।

(এফ) কোন খেলোয়াড় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে যদি রেফারী মনে করেন তবে তিনি খেলা থামাবেন; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে সরাবার ব্যবস্থা করবেন এবং একটুও দেরি না করে তখনই আবার খেলা আরম্ভ করবেন; যদি কোন খেলোয়াড় সামান্য রকমের আঘাত পান তবে যতক্ষণ খেলায় ছেদ না পড়ে অর্থাৎ বল 'আউট অফ প্লে' না হয়, ততক্ষণ খেলা বন্ধ হবে না; যে খেলোয়াড় সাহায্য বা কোন রকমের শুশ্রূষার জন্য টাচ-লাইন বা গোল-লাইনের বাইরে যেতে সক্ষম, মাঠের মধ্যে তার শুশ্রূষা করা হবে না।

(জি) মারাত্মক ধরনের আচরণে অভিযুক্ত খেলোয়াড়কে আগে সতর্ক করা ছাড়াই, রেফারীর নিজ বিবেচনামত, আর খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার অবাধ ক্ষমতা থাকবে।

(এইচ) সমস্ত ক্ষেত্রে খেলা থামানোর পর আবার খেলা আরম্ভের সময় রেফারী খেলা আরম্ভের নির্দেশ দেবেন।

(আই) খেলার বলটি ২ নম্বর আইন অনুযায়ী নিয়মমাফিক আছে কি না, রেফারী সেটা ঠিক করবেন।

৫ নম্বর আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় রেফারীরা এমন রঙের ব্লেজার বা জ্যাকেট পরবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরা জার্সির রঙের সঙ্গে যার যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে।

(২) যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ নিজ নিজ দেশের রেফারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্মত না হয়, তবে আন্তর্জাতিক খেলায় নিরপেক্ষ দেশ থেকে রেফারী নির্বাচন করতে হবে।

(৩) আন্তর্জাতিক রেফারীর তালিকাভুক্ত এবং অনুমোদিত রেফারীদের মধ্যে থেকে অবশ্যই একজনকে নির্বাচন করতে হবে। এই ধারা অ্যামেচার এবং আন্তর্জাতিক যুব উৎসবের খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৪) ফুটবল আইন খেলার মাঠে রেফারীকে যে ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের যে অধিকার দিয়েছে 'কিক-অফে'র সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকার আরম্ভ হয়। তাঁর নিজ বিবেচনামত কাজ করবার ক্ষমতা আরম্ভ হয় যখন তিনি মাঠে প্রবেশ করেন তখন থেকে। ফলে দোষী খেলোয়াড়কে খেলা আরম্ভের আগে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) লাইন্সম্যানরা রেফারীর সাহায্যকারী। এমন কোন ক্ষেত্রে রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করবেন না, যে ক্ষেত্রে রেফারী নিজেই ঘটনাটি দেখেছেন এবং মাঠের মধ্যে তিনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পেরেছেন। এ সত্ত্বেও রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করতে পারেন, যদি লাইন্সম্যান নিরপেক্ষ হন এবং রেফারী গোলও নাকচ করতে পারেন, যদি গোল হবার অব্যবহিত আগের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা লাইন্সম্যান রেফারীকে জানান।

(৬) রেফারী অবশ্য আবার খেলা আরম্ভ করার আগেই কেবল তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।

(৭) অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিলে যেখানে প্রতিপক্ষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন সেখানে রেফারী যদি অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ না দিয়ে খেলা চলতে দেন এবং প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ (অ্যাডভান্টেজ) গ্রহণ না করেন তবে রেফারী আবার কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। এমন কি, হাবেভাবে প্রতিপক্ষকে এই সুযোগ দেবার সঙ্কেত না জানানো সত্ত্বেও আগের না-দেওয়া শাস্তি পরে দেওয়া চলে না। তবে অপরাধী খেলোয়াড় কিন্তু রেফারীর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।

[একটা উদাহরণ দিচ্ছি : মোহনবাগানের চুনী গোস্বামী সব বাধা কাটিয়ে গোল করতে যাচ্ছেন, এমন সময় ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক দেবনাথ পেনাল্টির বাইরে চুনীকে মারাত্মক ফাউল করলেন, বা ধরুন, ঘুষি মারলেন, কিন্তু বল রইল চুনীর দখলে—গোলের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রেফারী দেবনাথের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিলেন না, গোল করার অ্যাডভান্টেজ দিলেন; কিন্তু চুনীর পা থেকে বলটি বেরিয়ে গেল গোলেরও সুযোগ চলে গেল।

এ ক্ষেত্রে কি রেফারী দেবনাথের বিরুদ্ধে না-দেওয়া ফাউলের সিদ্ধান্ত পরে দেবেন? নিশ্চয়ই না। তবে মারাত্মক ফাউল করার জন্য দেবনাথকে তিনি মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন।]

(৮) খেলার আইনগুলির উদ্দেশ্য : যতটুকু সম্ভব কম হস্তক্ষেপে খেলা চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই কথা মনে রেখে রেফারীদের উচিত কেবল ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে দণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া। তুচ্ছ খুঁটিনাটি কারণে এবং সন্দেহজনক নিয়মভঙ্গের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত বাঁশী বাজালে খেলোয়াড়দের মন্দ ধারণা জন্মে, তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট করে।

(৯) ৫ নম্বর আইনের 'সি' প্যারা অনুযায়ী, বড় রকমের বিশৃঙ্খল ঘটনার সময় রেফারীকে খেলা বন্ধ করে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন দলকে নাকচ করে দেওয়া বা সেই কারণে খেলায় পরাজিত করার ক্ষমতা বা অধিকার রেফারীর নেই। রেফারী অবশ্যই বিশদ বিবরণ দিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। এ সম্পর্কে যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের।

(১০) যদি কোন খেলোয়াড় একই সময়ে ভিন্ন রকমের দুটি আইন ভঙ্গ করে তবে যে অপরাধ বেশী গুরুতর, রেফারী তার জন্য দণ্ড দেবেন।

(১১) যে-সমস্ত ঘটনা রেফারীর নিজের দৃষ্টিতে না আসে সেসব ক্ষেত্রে রেফারীর নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানের নির্দেশমত কাজ করা উচিত।

(১২) রেফারী না ডাকলে খেলা চলার সময় ট্রেনাররা কোন ক্ষেত্রেই মাঠে প্রবেশ করবেন না। এবং ট্রেনাররা বা ক্লাবের কর্মকর্তারা মাঠের সীমারেখার পাশ বরাবর খেলোয়াড়দের শিক্ষা বা নির্দেশ দেবেন না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ

আপনি এমনভাবে খেলা পরিচালনা করবেন যে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন :—

(এ) প্রত্যেক নিয়ম খুব ভালভাবে শিখুন ও বুঝুন।

(বি) প্রত্যেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ হবেন।

(সি) শিক্ষা, অনুশীলন এবং শারীরিক পটুতা বজায় রাখবেন।

কোন কোন সময়ে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করে; তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

[একটি উদাহরণ : যেমন দলটি ১—০ গোলে জিতছে, গোলরক্ষক বল হাতে নিয়ে মাটিতে ড্রপ দিচ্ছেন, আবার হাতে নিয়ে টালবাহানা করছেন। এ ক্ষেত্রে গোলরক্ষককে সতর্ক করা যেতে পারে। কিংবা ফ্রি কিক করবার সময় এখানে ওখানে বল বসিয়ে ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং বার বার বিনা কারণে বাইরে বল মারার ক্ষেত্রেও সতর্ক করা যেতে পারে।]

খারাপ আবহাওয়ার দরুন খেলা সাময়িক স্থগিত রাখা বা একেবারে বন্ধ করে দেবার ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

যখন কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করবেন তখন তার নাম জেনে নেবেন এবং সহজভাবে বলবেন যে, "আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে, এবং আবার যদি আপনি অসৎ ব্যবহারের জন্য দোষী বিবেচিত হন, তবে আপনাকে মাঠের বাইরে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হবে।"

কোন খেলোয়াড়কে যদি সতর্ক করেন তবে কি জন্য কি করেছেন তা লিখে রাখবেন। রেফারী যদি তাঁর দেখা কোন অসৎ আচরণের রিপোর্ট না পাঠান এবং কাউন্সিল যদি ঠিকভাবে প্রমাণ পান যে, এই অসৎ আচরণ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন তবে রেফারীই সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতে পারেন।

খেলার আগে এবং হাফ-টাইমে লাইন্সম্যানের সঙ্গে আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নেবেন।

খেলার রেকর্ড রাখবার জন্য কেবল আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। খেলা আরম্ভের সময় এবং যদি অতিরিক্ত সময় খেলানোর প্রয়োজন না হয়, তবে কখন হাফটাইম হবে, কখন খেলা শেষ হবে, এসব কাগজে টুকে রাখবেন।

যেমন যেমন গোল হবে তাও লিখে রাখবেন।

এই আইনের 'এফ' ধারা ঠিকভাবে পালন করতে হবে।

সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ

যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাব খেলার আগে, খেলার সময়, খেলার পরে এবং রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মাঠ ছেড়ে যাবার সময় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের ভালমন্দ এবং নিরাপত্তার জন্য দায়ী।

কুখ্যাত চরিত্রের লোকদের মাঠে প্রবেশ-অধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই মর্মে পোস্টার প্রভৃতি টাঙাবেন যাতে লেখা থাকবে—"কোন দর্শক রেফারীর প্রতি কোনো রকম অসৎ ব্যবহার করলে তাকে তখনই মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া অবশ্যই তালিকাভুক্ত রেফারীদের মধ্য থেকে রেফারী নির্বাচন করাবেন।

রেফারীর বিশেষ অনুমতি ছাড়া ট্রেনাররা খেলার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করাবেন না।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

রেফারীর সিদ্ধান্তের উপর কখনও প্রশ্ন করবেন না। কারণ খেলা সম্পর্কীয় ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি কোন বিতর্কের উদ্ভব হয় তবে রেফারীর মতকেই সমর্থন করবেন।

খেলার মাঠের বাইরে রেফারীর প্রতি কোন রকমের অসৎ ব্যবহারকে খেলার মাঠের মধ্যেই করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

যদি আপনি সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে নিজের প্রতি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। কোন গুরুতর-রকমের দুর্ঘটনায় আপনার যাতে শুশ্রূষা হয় সেটা রেফারীই দেখবেন।

চিঠিপত্র

(১) **মজল ভট্টাচার্য**, শশিভূষণ চ্যাটার্জি লেন, টালা, কলকাতা—২।

প্রশ্ন : পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে গোল-কিপার বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে ফাউল করলে পেনাল্টি হয় না, ফ্রি কিক হয়?

* **উত্তর :** পেনাল্টি-যোগ্য ফাউল হলে পেনাল্টি হয়।

অন্যান্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে গোল-কিপারের আর কোনই পার্থক্য নেই, শুধু গোলকিপার নিজের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলতে পারেন, আর নিজের গোল এরিয়ার মধ্যে তাঁর কিছু রক্ষাকবচ আছে।

আপনার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর আইন-কানুনের আলোচনার মধ্যে পাবেন। তবে মোটামুটি জেনে রাখুন : পেনাল্টি কিক না হওয়া পর্যন্ত গোলকিপারের পদচালনা করবার বিধান নেই। আর মাটির উপর দিয়েই হোক বা শূন্যেই হোক, বল মাঠের সীমারেখা অতিক্রম করলে সে বলকে খেলার বাইরে অর্থাৎ 'আউট অফ প্লে' বলে গণ্য করতে হবে।

(২) **ননী দাস**, পাথারকান্দি কাছাড়।

প্রশ্ন : গোলকিপার একটি শট ধরলেন, তারপর ৪ স্টেপ গিয়ে বল ড্রপ দিয়ে কিক করলেন। এটা কি ফাউল? যদি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে এ রকম ঘটে তা হলে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া যায় কি?

* **উত্তর : আপনার হাতের লেখা দেখে মনে হয় না আপনার বয়স কম। কিন্তু প্রশ্নটি** নেহাত ছেলেমানুষের।

কেন ফাউল হবে? বল ধরে গোল-কিপারের ৪ স্টেপ যাবার অধিকার আছে, অবশ্যই পেনাল্টি সীমার মধ্যে। পঞ্চম স্টেপ বে-আইনী।

গোলকিপার বল ধরে ৪ স্টেপের বেশী গেলে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়ার বিধান **নেই। ইনডিরেক্ট ফ্রি** কিকের নির্দেশ দিতে **হবে।**

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আইনের **আলোচনার মধ্যেই পাবেন। হ্যাঁ, রেফারী** প্রথমে হাত তুলে এবং পরে বাঁশী বাজিয়ে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন। ডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সাধারণভাবে বাঁশী বাজিয়ে নির্দেশ দিতে হবে।

(৩) **পথিকরঞ্জন রায়**, হিজলপুকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন : কোন খেলোয়াড় গোল দেবার উপক্রম করছেন, তখন রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় তাঁকে ধরে রাখা বা ধাক্কা মারা সত্ত্বেও যদি গোল হয় তবে রেফারী গোল দেবেন, না, রক্ষণকারী দলের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দেবেন?

* **উত্তর :** গোল দেবেন।

এ ক্ষেত্রে রক্ষণকারী দলের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিলে দোষী পক্ষই লাভ-বান হবে। তাই রেফারী এমন কোন নির্দেশ দেবেন না যাতে দোষী পক্ষ লাভবান হয়।

(৪) **প্রশান্ত রায়**, আসানসোল।

প্রশ্ন : ধরুন, একজন খেলোয়াড় বিপক্ষ গোলে শট করল কিন্তু বলটি রেফারীর গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করল। এ ক্ষেত্রে কি হবে? গোল হবে কি?

* **উত্তর :** গোল হবে। রেফারীর গায়ে, এমনকি, লাইন্সম্যান যদি মাঠের মধ্যে থাকেন তবে তাঁর গায়ে বল লাগলেও আইনে খেলা থামাবার বা কোন নির্দেশ দেবার বিধান নেই।

(৫) **হৃষীকেশ ঘোষ**, গুরুদিয়া, মুর্শিদাবাদ।

* **উত্তর :** প্রতিবাদপত্র অথবা গোল, কোনটা নাকচ করবেন সেটা আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

আমি তো এক্ষেত্রে রেফারীর কোন ত্রুটি দেখছি না। তিনি বাঁশী বাজিয়ে ডিরেক্ট ফ্রি কিক করার সংকেত দিয়েছেন। ইন-ডিরেক্ট ফ্রি কিক হলে প্রথমে হাত তুলে পরে বাঁশী বাজিয়ে কিক করার সংকেত দেবার নিয়ম। আপনাদের ওখানে যদি সে নিয়ম চালু না হয়ে থাকে আর কোন ধরনের কিক সে সম্বন্ধে যদি কোন পক্ষের সন্দেহ থাকে তবে তাঁরা রেফারীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জিজ্ঞাসা করা না হলে রেফারী কোন কিক দিচ্ছেন, ডিরেক্ট কি ইন-ডিরেক্ট তা বলার দায়িত্ব রেফারীর নেই।

গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর

(১) **জলকাদায় মাঠে বলের ওজন ভারী হওয়া স্বাভাবিক। খেলা আরম্ভের সময় যদি বলের ওজন ১৬ আউন্সের মধ্যে থেকে থাকে তবে বল বদল হবে না।**

(২) গোল হবে না। **বল যখন গোলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেটি বল নয়**, বলের বিকৃত রূপ। গোল-লাইনের উপর যেখানে বল ফেটে গিয়েছিল সেখানে নতুন বল ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

(৩) রেফারী গোলের নির্দেশ দেবেন। **কারণ লাইন্সম্যানের উজ্জ্বল লাল রঙের** পতাকা ব্যবহারের অধিকার আছে। শুধু মাঠের ৬টি পতাকা হাল্কা রঙের হওয়া উচিত।

(৪) খেলা আরম্ভ করবেন না। সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি পরিধির বল আইনমাফিক নয়।

(৫) তৃতীয় ক্লাবের বলে। তা না পাওয়া গেলে রেফারী যাদের বলকে উপযুক্ত মনে করবেন তাদের বলে খেলা আরম্ভ হবে।

এই সপ্তাহের প্রশ্ন

(১) একজন খেলোয়াড়ের পায়ের বুট ৪ নম্বর আইন অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ। রেফারী তাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে নিয়মমাফিক বুট পরে সেই খেলোয়াড় রেফারীকে না জানিয়ে মাঠে ঢুকে হ্যাণ্ডবল করল। রেফারী কি শাস্তি দেবেন?

(২) খেলোয়াড়ের ড্রেসিং রুমে গিয়ে রেফারীর বুট পরীক্ষার অধিকার আছে কি?

(৩) খেলার সময় একজন খেলোয়াড় রেফারীর কাছে অভিযোগ করল, কিসে যেন তার পা কেটে গেছে। তখন রেফারীর কর্তব্য কি?

(৪) কারো একখানা হাত যদি কাঠের হয়, কেউ যদি চশমা পরে, কারো হাতে যদি লোহার বালা থাকে তবে রেফারী তাদের খেলতে অনুমতি দেবেন কি?

(৫) কর্নার পতাকার দণ্ডে বল লেগে মাঠের মধ্যে ফিরে এলে রেফারী কি বল 'আউট অফ্ প্লে' বলে বাঁশী বাজাবেন?

(৬) অনেক সময় দেখা যায়, পেনাল্টি কিক করার আগে গোলকিপার এসে বল যেভাবে রাখা হয়েছিল সেভাবে কিক করতে না দিয়ে বলের লেস মাটির দিকে রেখে বলটিকে উল্টিয়ে দিল। গোলকিপারের এরকম করার অধিকার আছে কি?

(৭) এক দলে ১১জন খেলোয়াড় আছেন, অপর দলে ৬জন। রেফারী হিসাবে আপনি খেলা আরম্ভ করবেন কি?

(৮) নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মধ্যে কোন গোল হয়নি, অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে। একটি দল সারাক্ষণ ১০জনে খেলছিল। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হবার ২ মিনিট আগে তাদের একাদশ খেলোয়াড় খেলতে চাইল। আপনি অনুমতি দেবেন কি?

(৯) খেলা আরম্ভের সময় একটি দল একজনকে গোলকিপার হিসাবে এবং একজনকে ব্যাক হিসাবে দাঁড় করিয়ে বাকি ৯জন ফরোয়ার্ড হিসাবে দাঁড়াল। আপনার পক্ষে খেলা আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত হবে কি?

(১০) খেলা আরম্ভের সময় আর একটি দল বলল, আমাদের গোলে কোন বল যাবে না, আমরা এমন শক্তিশালী, সুতরাং আমরা গোলকিপার হিসাবে কাকেও খেলাব না। রেফারী হিসাবে আপনি কি খেলা আরম্ভ করবেন?

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই জুন—দুইশতের এক চীনা ফৌজ ৮০টি কি তারও বেশী ঘোড়া লইয়া গত ৩রা জুন ভারতীয় এলাকা লাদকের রেজাংলায় প্রবেশ করিয়া "প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ" চালায়। রেজাংলা স্পাংগুর লেক এলেকার দক্ষিণে অবস্থিত।

ভারতের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি এবং চোরাই চালানের জন্য সিঙ্গাপুর হইতে পরিচালিত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কক, হংকং, কুয়ালালামপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ইহাদের জাল পাতা।

১৮ই জুন—লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে এইরূপ দাবি করেন যে, রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী যাহাই বলুন না কেন, পুরুলিয়া জেলার অনেকখানি অংশ আজ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে এবং সারা জেলা আজ এক সর্বাশেষ খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে।

আশুতোষ ভবনের নিরীহ পরীক্ষার্থীরা পুনরায় পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে পরীক্ষা দিতে পারিবে। তবে এখন নয়, আসামী বছর তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্সের 'পার্ট-টু' পরীক্ষার সময় সেই সুযোগ মিলিবে।

১৯শে জুন—রাজ্যের মৎস্য দপ্তর কলিকাতার বাজারে মাছ বিক্রয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। মৎস্য বিক্রয় লাইসেন্স অর্ডার জারির ব্যবস্থাও নাকি চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, জুন মাসের মধ্যেই উহা জারি করা হইবে।

শ্রীগোবিন্দরাও দেশপাণ্ডে গতকাল গৌহাটিতে সাংবাদিকদের জানান—চৌদ্দজনের যে-মৈত্রী পদযাত্রী দল চীনে যাইতেছেন চীনকে তাঁহারা ভারত-আক্রমণকারী বলিয়া মনে করেন না। শ্রী দেশপাণ্ডে নিজেও চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করেন না। তাঁহার ভাষায় চীন সরকার "ভারতের সহিত বিরোধে লিপ্ত।"

২০শে জুন—প্ল্যানিং-এ সতর্কতার অভাব, পরিচালনার অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অযোগ্যতার ফলে রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুর এই তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ভারি ইস্পাতশিল্প কারখানায় এ-যাবৎ ৪০ কোটি টাকার উপর লোকসান হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অভিযোগে প্রকাশ হিসাবপত্র নাকি অনেক গণ্ডগোল আছে। আরও প্রকাশ, অন্তত দুই লক্ষ টাকার হিসাবে গরমিল আছে।

২১শে জুন—কলিকাতা মহানগরীর [illegible] সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ [illegible]নালী এবং পৌরসভার শ্রমিক-[illegible] গৃহ নির্মাণের জন্য কর্পোরেশন [illegible] ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার [illegible]পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া [illegible] এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গ মহানগরী পর্যদের

উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১৪শত ছাত্র-ছাত্রী অভিযুক্ত হইয়াছে। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৬৩০।

২২শে জুন—কারাকোরাম গিরিপথের দিকে ভারতের চিরকালের পথের উপর দেপসাং গিরিপথের প্রায় ১২শত গজ উত্তর-পূর্বে একটি বাড়ি ও একটি ঘাটি নির্মাণ করিয়া চীনারা লাদকে নূতন আক্রমণাত্মক কাজ করিয়াছে।

কলিকাতার দুইজন ব্যবসায়ী মহম্মদ সিরাজুদ্দিন, এম ই যোজেন বার্গ, সিরাজুদ্দিন সংস্থাগুলির অপর তিন ব্যক্তি, অন্যান্য চারজন এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস পি চ্যাটার্জির আদালতে অদ্য দুইটি নালিশ দায়ের করা হইয়াছে।

২৩শে জুন—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সিরাজুদ্দিন কোম্পানী হইতে কিছুদিন পূর্বে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-দপ্তরেরই থাকা উচিত ছিল।

কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্কর এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রীদামোদর মেননের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের যে দাবি করিয়াছেন উহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবেচনার জন্য অর্পণ করা হইবে। তদন্ত প্রয়োজন কিনা তাহা প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই জুন—পৃথিবীর সমগ্র বিজ্ঞানী জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়া অদ্য মস্কো বেতারে ঘোষণা করিয়াছে যে মহাকাশে দুই বা ততোধিক যানের মিলনের স্থান ও সময় নির্ভুলভাবে স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভবপর।

জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য শ্রীরমিজুদ্দিন আহমেদ আজ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে এই মর্মে এক নোটিস দেন যে, "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মানবিক অধিকার সমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।"

১৮ই জুন—গতকাল ব্রিটিশ কমন্সসভায় প্রফুমো-কীলার কেলেঙ্কারী লইয়া তুমুল বিতর্কের পর যে ভোটাভুটি হয়, তাহাতে সরকার পক্ষে ৬৯টি বেশী ভোট পড়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আপাতত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান [illegible] কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, গত[illegible] সকালে যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার নবগঙ্গা ও ডাকুয়া নদীর উপর নির্মিত বাঁধের নিকট পুলিসের গুলী বর্ষণে ৫ ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত এবং ৫০ ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

১৯শে মে জুন—গতকাল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ভোস্তক-৫ ও ভোস্তক-৬ রাশিয়ার মহাকাশযান দুইটি কাজাকস্থানের কারাগান্ডা শহরের উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছে।

হোটেল, রেস্তোরাঁ, আমোদ-প্রমোদের স্থান এবং খুচরা দোকানগুলিতে বর্ণগত পৃথকীকরণের ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন।

২০শে জুন—জেনেভার সংবাদে প্রকাশ হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি জরুরী সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন সম্পর্কে আজ একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। জরুরী সঙ্কটকালে এই ব্যবস্থা অনুসারে কথা ও বার্তা বিনিময় চলিবে।

হাউস অব কমন্স আজ প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রফুমোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি হাউস অব কমন্সে ক্রিস্টিন কিলারের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে মিথ্যা ভাষণের দ্বারা পার্লামেন্টের অবমাননা করিয়াছেন।

২১শে জুন—আজ ঘোষণা করা হয় যে, মিলানের ৬৫ বৎসর বয়স্ক আর্চ বিশপ কার্ডিন্যাল জিওভ্যানি বাতিস্তা মন্টিনি নূতন পোপ নির্বাচিত হইয়াছেন। নূতন পোপ ষষ্ঠ পল নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রফুমোকে কেন্দ্র করিয়া আজ পার্লামেন্টে নূতন করিয়া আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এ-সম্পর্কে নূতন তদন্তের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। তৎক্ষণাৎ বিরোধী দলনেতা শ্রীউইলসন ঐ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলিয়া তীব্র আপত্তি জানান।

২২শে জুন—আগামী ৫ই জুলাই মস্কোতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত [illegible] সম্পর্কে যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইবে [illegible] [illegible] [illegible] চীনের বিরোধিতা করিবার জন্য সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি [illegible] [illegible] আলোচনাকারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছে।

২৩শে জুন—গতকাল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের মৌলবী ফরিদ আহমেদ ও অন্যান্য বাঙালী সদস্যগণ সরকারের সামরিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহারা এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, সেনাবাহিনীতে অফিসার ও লোক সংগ্রহের ব্যাপারে পাক সরকার সামরিক জাতি নীতি অনুসরণ করিতেছেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিরক্ষা কার্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

ক্রিস্টিন কিলার ক্রাইভেলেন্স অ্যাস্টরের পরীক্ষকে সুইমিং পুলে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর সহিত তাহার জলকেলির যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছে, পাকিস্তান হাই কমিশন কিংবা লর্ড অ্যাস্টর কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible]
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রী[illegible] [illegible] প্রেস, ৬, [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮৩ ও ২৩-৮৫৩১। [illegible] : [illegible] পত্রিকা ([illegible]) [illegible]